"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com
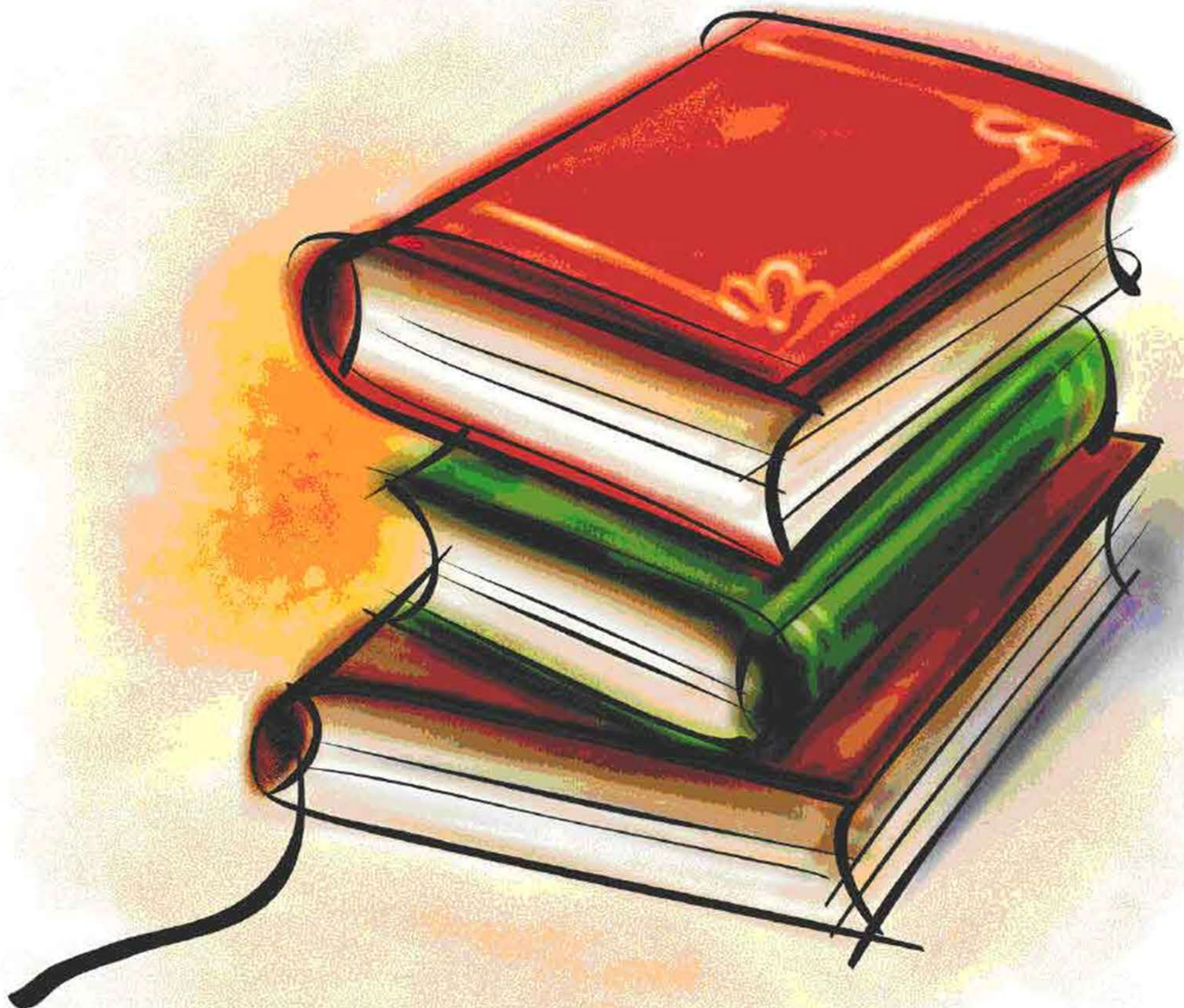
বিশ্বকোষ
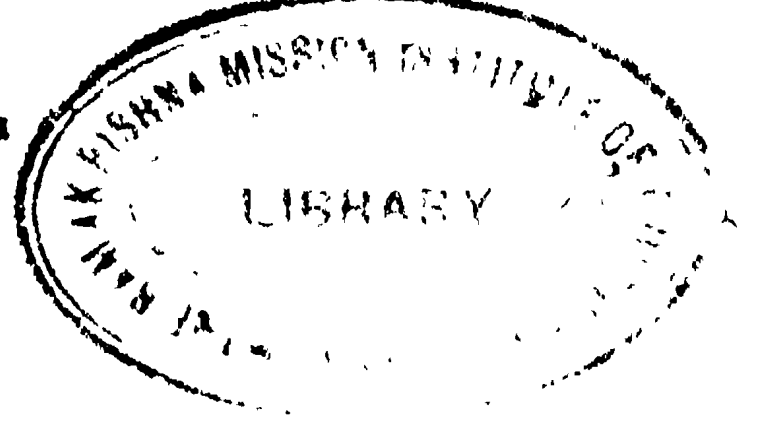
অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি, আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতীয় বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, স্মৃতি, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ্, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা, শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান

দ্বাবিংশ ভাগ

সুপ্রজ্ঞা—হ্বে

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগ্‌বাজার বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত

কলিকাতা

২১৩ নং শাস্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার, বিশ্বকোষ-প্রেসে

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮

মুখবন্ধ

পরম মঙ্গল-নিধান ভগবান্ ও দেবগুরুর আশীর্ব্বাদে বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ হইল। ১২৯১ বঙ্গাব্দে (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে) ৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় বিশ্বকোষের প্রথম সূচনা হয়। বিশ্বকোষের ন্যায় সার্ব্বজনিক বৃহদভিধান ভারতের প্রচলিত কোন ভাষায় না থাকায়, এই মহাকোষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র দেশীয় ও বিদেশীয় সাহিত্য-সেবিগণ ইহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে উপক্রমণিকা সহ ২২ সংখ্যায় ১ম খণ্ড 'অ' বর্ণ মাত্র প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডের মুখপত্রে পূর্ব্বোক্ত উভয় মহাত্মার নামই অঙ্কিত আছে। এই সময় ত্রৈলোক্য বাবু প্রদর্শনী উপলক্ষে বিলাতে গমন করেন। তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য পরিচালকের অভাবে বিশ্বকোষের সমূহ ক্ষতি হইল, তৎপরে একমাত্র স্বর্গীয় রঙ্গলাল বাবুর সম্পাদকতায় 'আ' বর্ণের তিন সংখ্যা "আমিক্ষীয়" শব্দ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয়। কিন্তু তিনি সাংসারিক নানা কারণে 'আ'-বর্ণের ৮০ পৃষ্ঠা মাত্র প্রকাশ করিয়া তাঁহার বড় সাধের বিশ্বকোষ বন্ধ করিতে বাধ্য হন। ৮১ হইতে ১১২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত (২৬শ সংখ্যা) তাঁহার নিজ জন্মভূমি রাহুতা গ্রামে (১২৯৩ সালে) মুদ্রিত হইলেও তিনি এই সংখ্যাখানি প্রকাশ করিবার অবসর পান নাই। ১২৯৫ সালে (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে) ভগবানের দুর্জ্ঞেয় বিধানে আমারই উপর এই সংখ্যা-প্রকাশের ভার পড়িল। আমি এই সংখ্যার প্রকাশক হইলেও স্বর্গীয় রঙ্গলাল বাবুই ইহার সঙ্কলয়িতা। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে তাঁহার সম্পাদকতায় বিশ্বকোষের যে অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই তাঁহার নিজ-রচনা। কেবল 'অভাব' শব্দ নবদ্বীপের মৃত পণ্ডিত হরিনাথ তর্করত্ন এবং 'অঙ্কুর' ও 'অণুবীক্ষণ' শব্দ শ্রীশচন্দ্র দত্ত এম্ এ মহাশয় সঙ্কলন করিয়া দিয়াছিলেন। 'অথর্ব্ব' শব্দটী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যে লিখিত হয়। ইহাই বিশ্বকোষের ২৭ বর্ষ পূর্ব্বেকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিরূপে বিশ্বকোষের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইল, তাহারও একটু পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি—

১২৯১ সালে (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে) বিশ্বকোষের যখন ২য় সংখ্যা বাহির হয়, সেই সময় গ্রেট ইডেন প্রেস হইতে 'শব্দেন্দু-মহাকোষ' নামে একখানি Encyclopædia ফর্ম্মায় ফর্ম্মায় প্রকাশিত হইতে থাকে। তাহার সঙ্কলন-ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছিল। আমার পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয় তাহার প্রকাশক। ইংরাজী ও বাঙ্গালা এই উভয় ভাষার ইহা একখানি বৃহদভিধান। তখন আমার বয়স ১৮ বর্ষমাত্র। বয়ঃসুলভ অদূরদর্শিতার ফলে তৎকালে বুঝিতে পারি নাই যে, কিরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। যাহা হউক, সেই কঠিন কার্য্যের অত্যধিক পরিশ্রমে শীঘ্রই আমি দারুণ মস্তিষ্করোগে আক্রান্ত হই এবং সঙ্কলনকার্য্যে সুবিধা হইবে ভাবিয়া আরও দুইজন মহাত্মাকে আমার কার্য্যাংশ-ভাগী করি। কিন্তু এ দেশে যেখানে পাঁচ জনের স্বার্থ জড়িত, সেখানে কার্য্য-নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। বাস্তবিক অল্প দিন-মধ্যেই বিশ্বকোষের ন্যায় 'শব্দেন্দু-মহাকোষ'ও বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় আমার নানা বিষয়ের শিক্ষাগুরু অদ্বিতীয় পণ্ডিত ৺আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের যত্নে দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত 'শব্দকল্প-দ্রুম' অভিধানের পরিশিষ্টের শব্দ-সংগ্রহ-কার্য্যে ব্রতী হই। এ সময় আমার সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, লক্ষপতির ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া আদরে লালিত পালিত হইলেও চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই আমাকে দারিদ্র্যের নিপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমের কার্য্যে যখন নিযুক্ত হই, তৎকালেও রীতিমত অন্নের সংস্থান ছিল না, অনেক সময় দুইবেলা অন্নও জুটিত না। এ সময় শব্দকল্পদ্রুমের নাগর-সংস্করণ-প্রকাশক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু মহাশয় যেরূপ উদারতা ও সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি ইহ-জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। শব্দকল্পদ্রুম-

পরিশিষ্টের সাহায্যার্থ দুষ্প্রাপ্য পুথিসংগ্রহের জন্য অল্পদিনমধ্যেই আমায় মুর্শিদাবাদ জেলায় যাইতে হয়। ঐ সময় ঘটনাক্রমে একদিন বহরমপুরে ডাক্তার রামদাস সেনের পুস্তকালয়ে উপস্থিত হই, এখানে কএকজন খ্যাত-নামা পণ্ডিত ও সুধীসজ্জনের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে। শব্দকল্পদ্রুম-পরিশিষ্ট-প্রকাশের সঙ্কল্প অবগত হইয়া তাঁহারা বলেন, "এখন শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্ট প্রকাশের তাদৃশ আবশ্যকতা দেখিতেছি না। জ্ঞানভাণ্ডার বিশ্বকোষ বন্ধ হইয়াছে। যদি কোন প্রকারে এই মহারত্ন উদ্ধারের পুনরায়োজন করিতে পারেন, তাহা হইলে কেবল বঙ্গবাসীর নহে, ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল হইবে"। তাঁহাদের সেই কথাগুলি যেন অভিনব তাড়িত শক্তিতে আমার হৃদয়-প্রদেশে আঘাত করিল। ভাবিলাম, আমি দীন-দরিদ্র, ভগবান্ কি আমার সহায় হইবেন? বিশ্বকোষের ন্যায় বহু ব্যয়সাধ্য বিরাট্‌ব্যাপার মাদৃশ জ্ঞানপিপাসু দরিদ্রের কি সাধ্যায়ত্ত হইবে? সেইদিন রাত্রিকালে এক অভাবনীয় স্বপ্ন দেখিলাম—কে যেন আসিয়া আমায় বলিতেছে, "বিশ্বকোষপ্রকাশের আয়োজন কর, ভয় নাই।" এই স্বপ্নরূপ মহা আদেশে প্রবুদ্ধ হইয়া প্রাতঃকালে যখন উঠিলাম, তখন মন বড়ই ব্যাকুল। সেই দিনই বহরমপুর পরিত্যাগ করিয়া পথে একদিন মাত্র আজিমগঞ্জে থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। এখানে আসিয়া মনের কথা কাহাকেও বলিলাম না; প্রথমেই কলিকাতার যাদুঘরে গিয়া শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার সাংসারিক অবস্থা কিছুই জানিতেন না; আমার উৎসাহ বুঝিয়া বিশেষ আনন্দ সহ তৎক্ষণাৎ পত্র লিখিয়া বিশ্বকোষ-প্রকাশাধিকার আমাকে অর্পণ করিলেন। সেই দিনই রঙ্গলাল বাবুকে পত্র লিখিয়া এ শুভ সংবাদ জানাইলাম। তিনিও আপন স্বভাব-সিদ্ধ উদারতার গুণে অবিলম্বে সদুপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়া ত্রৈলোক্য-বাবুরই মতানুবর্ত্তী হইলেন। এইরূপে বিশ্বকোষপ্রকাশের ভার পাইলাম।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ৺রঙ্গলাল বাবু "আমিক্ষীয়" শব্দ পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন; ইহার পর হইতে বিশ্বকোষের আর কোন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ছিল না। তখনও উদরান্নের জন্য শব্দকল্পদ্রুম-পরিশিষ্টের শব্দ-সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলাম। যাহার বৃহৎ পরিবার-পরিপোষণের আদৌ সংস্থান নাই, বহুব্যয়সাধ্য বিশ্বকোষ-মহাব্রতে হস্তক্ষেপ তাহার পক্ষে বাতুলতা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, আত্মীয় স্বজনগণ ইহাই মনে করিতেন! বাস্তবিক আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব যখন আমার এই অভূতপূর্ব্ব সঙ্কল্প অবগত হইলেন, তখন তাঁহাদের নিকট বিদ্রূপ ও উপহাস ব্যতীত আর কোন পুরস্কার লাভের আশাই করিতে পারি নাই। এই সময় এক ব্যক্তির সহৃদয়তা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। যিনি শব্দেন্দুমহাকোষ-প্রকাশ-কার্য্যের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার সেই পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার ছাপাখানায় বিশ্বকোষ ছাপাইতে সম্মত হইয়া আমার সঙ্কল্প-সিদ্ধির সুযোগ ও সদুপায় করিয়া দিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ও বিশ্বকোষ-প্রকাশ-কার্য্যে কিছু আর্থিক সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ছয় মাস পরেই তিনিও বিশ্বকোষ সংশ্রব পরিত্যাগ করেন। এই সময় হইতে একমাত্র আমারই উপর সম্পাদক ও প্রকাশক এই উভয়ের ভার পড়িল। কত বাধা বিঘ্ন ও বিপদে পড়িয়াছি, তাহা কি জানাইব! এই সময় রোগে, শোকে ও ঋণজালে আমি বিশেষভাবে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বিশ্বকোষ-প্রকাশ-ভার পাইবার প্রাক্কাল হইতে দশবর্ষ পর্য্যন্ত দুর্বিষহ জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে,—কতবার কার্য্য-সিদ্ধি-পক্ষে হতাশ হইয়াছি, কতবার দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় জীবন-সংশয় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছি। এরূপ সহস্র অসুবিধায় আমার হতাশ হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিবার জন্য কেহই অগ্রসর হন নাই। অগতির গতি ভগবান্‌ই আমার একমাত্র সহায়, সেই পরম কারুণিক হৃদয়েশ্বরই আমার একমাত্র আশা ও ভরসা। হতাশ হৃদয়ের গভীর বেদনা আমি কেবল তাঁহারই নিকট জানাইয়াছি। দশবর্ষ সাধনার পর নিশ্চয়ই সেই পরম দয়ালের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছি। সাধনায় অসাধ্যও অনায়াসে সাধ্য হয়, তাহা বেশ বুঝিয়াছি; তাই আমার ন্যায় নিঃসম্বল ব্যক্তি আজ 'বিশ্বকোষ-ব্রত' উদ্যাপন করিতে সমর্থ।

বিশ্বকোষের মুখবন্ধ

১২৯৫ বঙ্গাব্দে আমি বিশ্বকোষের সম্পাদকতা গ্রহণ করি। ঐ সময় অর্থাভাব ও নানা অসুবিধায় আমায় সাহায্য করিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। একবর্ষ পরে স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কায় একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিতে বাধ্য হই। পণ্ডিত মহাশয় প্রুফ্-সংশোধন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, মধ্যে মধ্যে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ লিখিয়া দিতেন। মহাকোষের প্রতিপাদ্য অধিকাংশ শব্দই আমাকে লিখিতে হইয়াছে। কএকবর্ষ পরে কার্য্যবৃদ্ধির সহিত পণ্ডিত ও উপযুক্ত লেখকও বাড়াইতে হইয়াছিল।

বিশ্বকোষের প্রথমাংশে ৺ আনন্দকৃষ্ণ বসু, ৺নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-মহাশয় নানা বিষয়ে আমায় উপদেশ দিয়া সাহায্য করিতেন। ৺বসু মহাশয়ের 'আয়ন-বলন,' 'কর্ম্ম' ও 'গীতা,' ৺বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কর্ত্তাভজা' ও 'কবি,' শাস্ত্রিমহাশয়ের 'কৃষ্ণরাম', তৎপরে সুহৃদ্বর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের 'তাড়িত' ও 'ধাতু' এবং দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'রামচন্দ্র' প্রবন্ধ বিশ্বকোষের অঙ্গ-সৌষ্ঠব-বর্দ্ধন করিয়াছে। ইঁহাদের নিঃস্বার্থ উপকার আমি কখন বিস্মৃত হইব না। এ ছাড়া আর্থিক সাহায্য লইয়া এবং নানাভাবে বহু পণ্ডিত ও বহু সাহিত্যিক নানা শব্দ ও প্রবন্ধ লিখিয়া বিশ্বকোষের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর, ৺লক্ষ্মীচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ, পণ্ডিত মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন, ডাক্তার রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ও পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ অনাথনাথ বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বকোষ-প্রকাশকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কেবল যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব-চর্চ্চার সুবিধা হইয়াছে, তাহা নহে। এই কয় বর্ষ অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সাহিত্য, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অনেক অপরিজ্ঞাত সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং বিশ্বকোষে সেই মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ১২৯৫ বঙ্গাব্দে আমার উপর বিশ্বকোষ-সঙ্কলন ভার ন্যস্ত হয়, তৎপরে এই ২৪ বর্ষ কাল সভ্য-জগতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রসার বিস্তারের সঙ্গে সাহিত্যের সকল বিভাগেই যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে ও প্রচলিত প্রাচীন মতসমূহ অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানবিদ্ ও ঐতিহাসিক মাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন; আমাকেও সেই জ্ঞানোন্নতির গতি ও আবিষ্কারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হইয়াছে; এ কারণে বিশ্বকোষের প্রথম, মধ্য ও শেষাংশে লিখিত প্রবন্ধাবলি-মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। তাই সহৃদয় পাঠকমণ্ডলীকে নিবেদন করিতেছি যে, বিশ্বকোষে অগ্রপশ্চাৎ মতভেদ লক্ষ্য করিয়া যেন বিচলিত না হন। এই ২২ খণ্ডে বিভক্ত প্রায় ১৭ হাজার পৃষ্ঠ-সম্বলিত সুবৃহৎ গ্রন্থে সম্পাদক, সংশোধক অথবা মুদ্রাকরের দোষে বহু ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রার্থনা করি, বিদ্বৎসমাজ আমার পূর্ব্বাবস্থা, নানা বিষয়ে অভাব-অসুবিধা এবং বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাকোষ প্রকাশের উদ্যম এই প্রথম ভাবিয়া আমার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া প্রচলিত বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্বকোষের নানা প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুম অথবা বাচস্পত্য অভিধানে অধিকাংশ বৈদিক শব্দই নাই; বিশ্বকোষে সেই সকল বৈদিক শব্দ প্রমাণ প্রয়োগ, ভাষ্য ও টীকা সহ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আর একটী বাসনা বহুকাল হইতে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি, তাহা সুপ্রাচীন ও অপ্রাচীন বঙ্গভাষায় লিখিত যত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ আছে, তাহার শব্দাভিধান। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে বহু পরিশ্রমে ও বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া প্রায় ১৫০০ বাঙ্গলা পুথি, প্রায় ৫০০ দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুথি এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উভয়ভাষা-মিশ্রিত প্রায় ৫০০ কুল-গ্রন্থের পুথি সংগ্রহ করিয়াছি। বিশ্বকোষে "বাঙ্গালা-সাহিত্য" শব্দে বাঙ্গালা পুথিগুলির অনেকটা পরিচয় দিয়াছি। সুহৃদ্বর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকের বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংস্করণে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ ঐ সকল পুথির আভাস দিয়া বাস্তবিক আমায় গৌরবান্বিত

করিয়াছেন। কিন্তু সময় ও উপযুক্ত অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত বিপুল বঙ্গসাহিত্যসমুদ্র মন্থন করিয়া শব্দাভিধান সঙ্কলনের সুযোগ ঘটে নাই। ভগবানের কৃপায় ভবিষ্যতে আমার এই চিরদিনের সঙ্কল্প পূরণ করিবার বাসনা রহিল।

বিশ্বকোষে নানা জাতিতত্ত্ব লিখিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত যে সকল দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য কুলগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহারই সাহায্যে "বঙ্গের জাতীয়-ইতিহাস" প্রকাশে সাহসী হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত বঙ্গের আদি ব্রাহ্মণ, রাঢ়ীয়, পাশ্চাত্য বৈদিক, দাক্ষিণাত্য বৈদিক, শ্রীহট্ট বৈদিক, শাকদ্বীপী, ত্রিস্রোতীয় ও পিরালী ব্রাহ্মণগণের বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। কায়স্থ ও বৈশ্যকাণ্ডের উপক্রমাংশও প্রকাশিত হইয়াছে। আশা আছে, বঙ্গের সকল সমাজের ইতিহাস প্রকাশ করিয়া বহুব্যয়-সাধ্য কুলগ্রন্থ-সংগ্রহের সার্থকতা সম্পাদন করিব।

বৃটানিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহাকোষ-সমূহে ভারতবাসীর অবশ্যজ্ঞাতব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় নানা বিষয় লিপিবদ্ধ হয় নাই, ভারতবাসীর সেই সকল অভাব পূরণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিশ্বকোষ সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি আমার মনে হয়—যে, বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় বিশ্বকোষ ভারতের সর্ব্বত্র সমভাবে গৃহীত হইতে পারে নাই। এ কারণ সুদূর পঞ্জাব, কাশ্মীর, গুজরাট ও মধ্য-প্রদেশ হইতে হিন্দী বিশ্বকোষ প্রকাশের জন্য অনেক মহাত্মার উৎসাহজনক পত্র পাইয়াছি। এমন কি, কিছুদিন হইল, জয়পুর হইতে এক মহাত্মা বিশ্বকোষের হিন্দীসংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য আমার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বকোষের এই বাঙ্গালা সংস্করণ সমাধা করিয়া হিন্দীসংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প থাকায় সে সময় তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতিদান করিতে পারি নাই। এখন হিন্দীসংস্করণের সময় আসিয়াছে, সর্ব্বত্রই আবার হিন্দী ভাষার সমাদর ও হিন্দী সাহিত্য পরিপুষ্টির যথেষ্ট চেষ্টা দেখা যাইতেছে। তাই এই শুভ অবসরে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে বিশ্বকোষের একটী হিন্দীসংস্করণ প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি। কিন্তু আমার স্বদেশীয়ের সাদর আহ্বানে অবশ্যকর্ত্তব্য ভাবিয়া বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রকাশরূপ বিরাট্ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থাও সুবিধাজনক নহে। এ অবস্থায় হয়ত হিন্দী সংস্করণ প্রকাশের জন্য আমাকে কোন উপযুক্ত প্রকাশকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। বিশ্বকোষ কেবল বঙ্গবাসীর নহে,—সমগ্র ভারতবাসীর; যাহাতে এই বিশ্বকোষ সমগ্র ভারতবাসীর অধিগম্য হয়, তজ্জন্য ভারতবর্ষের সমগ্র বিদ্বৎসমাজ আমার সহায় হইবেন, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।

বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়
২০ কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
৩রা আশ্বিন, ১৩১৮ সাল।

বিশ্বকোষ

দ্বাবিংশ ভাগ

সুপ্রজ্ঞা (স্ত্রী) সু শোভনা প্রজ্ঞা। উত্তম প্রজ্ঞা, শোভন জ্ঞান।

সুপ্রজ্ঞান (ত্রি) সু শোভনং প্রজ্ঞানং যস্য। উত্তম জ্ঞানবিশিষ্ট উত্তম প্রজ্ঞানযুক্ত। (ক্লী) ২ শোভন জ্ঞান।

সুপ্রণীতি (স্ত্রী) শোভন প্রণয়নযুক্ত। "নূতনেন ময়োভুবা সুপ্রণীতী গমেম" (ঋক্ ৫।৪৩।১৮) 'সুপ্রণীতী শোভন প্রণয়নবতা (সায়ণ) (ত্রি) ২ সুখে প্রণয়নযোগ্য। "সুপ্রণীতিশ্চিকি তুষো ন শাসুঃ" (ঋক্ ১।৭৩।১) 'সুপ্রণীতি সুখেন প্রণেতব্যঃ' (সায়ণ)

সুপ্রতর (ত্রি) সু-প্র-তৃ-খল। সুখে প্রতরণীয়, সুখে যাহা তরণ করা যায়। স্ত্রিয়াং টাপ। সুপ্রতরা—সুখে প্রতরণ যোগ্যা নদী।

সুপ্রতর্ক (পুং) ন্যায়যুক্ত বাক্য, যুক্তিযুক্ত বাক্য।

সুপ্রতার (ত্রি) সুখে তরণীয়, যাহা সুখে উত্তরণ করা যায়।

সুপ্রতিগৃহীত (ত্রি) সু-প্রতি-গ্রহ-ক্ত। উত্তমরূপে প্রতিগৃহীত, যাহা ভালরূপে প্রতিগ্রহ করা হইয়াছে।

সুপ্রতিচক্ষ (ত্রি) সুপ্রতি দর্শন। "সুপ্রতিচক্ষমবসে কৃতশ্চিৎ" (ঋক্ ৭।১।২) 'সুপ্রতিচক্ষং সুপ্রতিদর্শনমগ্নিং' (সায়ণ)

সুপ্রতিচ্ছিন্ন (ত্রি) সু-প্রতি-ছদ-ক্ত। সুবিভক্ত।

সুপ্রতিজ্ঞ (ত্রি) সু শোভনা প্রতিজ্ঞা যস্য। শোভন প্রতিজ্ঞাযুক্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। (পুং) ২ দানববিশেষ। (কথাসরিৎসা°)

সুপ্রতিজ্ঞা (স্ত্রী) সু শোভনা প্রতিজ্ঞা। শোভন প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

সুপ্রতিভা (স্ত্রী) সুষ্ঠু প্রতিভা যস্যাঃ। মদিরা। (রাজনি°) ২ উত্তম প্রতিভা। (ত্রি) সুপ্রতিভ উত্তম প্রতিভাযুক্ত, সুন্দর প্রতিভাবিশিষ্ট।

সুপ্রতিম (পুং) রাজভেদ। (ভারত আদি°)

সুপ্রতিশ্রয় (ত্রি) সুন্দর আশ্রয়বিশিষ্ট, সুন্দর গৃহযুক্ত।

সুপ্রতিষ্ঠ (ত্রি) সু শোভনা প্রতিষ্ঠা যস্য। শোভন প্রতিষ্ঠা বিশিষ্ট, যাঁহার লোকসমাজে বিশেষরূপ প্রতিষ্ঠা আছে।

সুপ্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) শোভনা প্রতিষ্ঠা। উত্তম প্রতিষ্ঠা। সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠা যস্যাঃ। ২ উত্তম প্রশংসনীয়া। ৩ পঞ্চাক্ষরা বৃত্তি ছন্দঃ, এই ছন্দঃ দুই প্রকার, পঙ্‌ক্তি ও প্রিয়া। এই ছন্দের প্রতি চরণে ৫টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার মধ্যে তৃতীয় ও পঞ্চম অক্ষর গুরু এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষর লঘু।

"উক্‌থাত্যুক্‌থা তথা মধ্যা প্রতিষ্ঠা সা সুপূর্ব্বিকা।
গায়ত্রী চ ততশ্চোষ্ণিগনুষ্টুপ্ বৃহতী তথা ॥ লক্ষণ—
"সল-গৈঃ প্রিয়া।" উদাহরণ—
ব্রজ সুভ্রুবো বিলসৎ কলাঃ।
অতবন্ প্রিয়া সুরবৈরিণঃ ॥" (ছন্দোম°)

[পঙ্‌ক্তির লক্ষণ পঙ্‌ক্তি শব্দ দেখ]

সুপ্রতিষ্ঠান (ত্রি) উত্তমস্থিতিবিশিষ্ট।

"সুপ্রতিষ্ঠানো বৃহদুক্ষায় নমঃ" (শুক্ল যজু° ৮।৮)

সুপ্রতিষ্ঠানঃ সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠানং পাত্রে স্থিতি র্যস্য, প্রাণো বৈ সুশর্ম্মা সুপ্রতিষ্ঠান ইতি শ্রুতেঃ, (মহীধর) (ক্লী) সু শোভনং প্রতিষ্ঠানং। ২ শোভন প্রতিষ্ঠা, উত্তম প্রতিষ্ঠা।

সুপ্রতিষ্ঠিত (ত্রি) সু-প্রতি-স্থা-ক্ত। সুন্দর প্রতিষ্ঠা যুক্ত, উত্তম রূপে প্রতিষ্ঠিত।

"কীটোঽপি সুমনঃসঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ।
অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥" (হিতোপ°)

(পুং) ২ উডুম্বর বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ দেবপুত্র বিশেষ। (ললিতবি°)

সুপ্রতিষ্ঠিত চরিত্র (পুং) বোধিসত্ত্ব ভেদ।

সুপ্রতীক (পুং) শোভনা প্রতীকা অঙ্গানি যস্য। ১ ঈশান দিগ্‌গজ। (অমর) ২ শিব। ৩ কামদেব। ৪ সাধু। (ভাগবত ১০।৮।৩১ স্বামী) শোভনঃ প্রতীকঃ। ৫ শোভনাঙ্গ। (ত্রি) ৬ শোভন অঙ্গযুক্ত (ভাগবত ৫।৩।২)

সুপ্রতীকিনী (স্ত্রী) সুপ্রতীক দিগ্‌গজ পত্নী।

সুপ্রতীত (ত্রি) সু-প্রতি-ইন-ক্ত। সুষ্ঠু রূপেপ্রতীত, অতিশয় প্রত্যয়যুক্ত।

সুপ্রতুর (ত্রি) সুষ্ঠু ধন দাতা। "ত্বং হি সু প্রতুরসি" (ঋক্ ৮।২৪।৯) 'সু প্রতুঃ স্তোতৃণাং ধনাদিকং সুষ্ঠু প্রদাতা' (সায়ণ)

সুপ্রতূর্ত্তি (ত্রি) শোভনহিংসাযুক্ত, অতিশয় হিংসাবিশিষ্ট। "যজামহে সু প্রতূর্ত্তি মনেহসং" (ঋক্ ১।৪০।৪) 'সু প্রতূর্ত্তিং তুর্বী হিংসার্থঃ, প্রপূর্ব্বাদস্মাদ্ ভাবেক্তিন্, শোভনা প্রতূর্ত্তিঃ শত্রূণাং হিংসনং যস্যাঃ সা তাং' (সায়ণ)

সুপ্রত্যচ (ত্রি) সুষ্ঠু ভাবে প্রত্যঙ্মুখ, সুন্দর ভাবে পশ্চাৎ মুখবিশিষ্ট। 'সা নঃ সুপ্রাচী সুপ্রতীচ্যেধি" (শুক্ল যজু° ৪।১৯) 'সুপ্রতীচী পশ্চাৎ সোমেন সহাস্মান্ প্রত্যাগন্তং সুষ্ঠু প্রত্যঙ্মুখী' (মহীধর)

সুপ্রত্যবসিত (ত্রি) সু-প্রতি-অব-সো-ক্ত। সুন্দর রূপে ভুক্ত, যাহা উত্তম রূপে ভোজন করা হইয়াছে।

সুপ্রদদি (ত্রি) উদার, দানশীল, দাতা।

সুপ্রদর্শ (ত্রি) সুন্দর দৃশ্য, দেখিতে সুন্দর। (ভারত অনু°)

সুপ্রদোহা (স্ত্রী) সুখে দোহনকারিণী গাভী, যে গাভী-দোহনে কোনরূপ কষ্ট হয় না।

সুপ্রধৃষ্য (ত্রি) সু-প্র-ধৃষ-ক্যপ্। সুখে অভিভবনীয়। যাহাকে সুখে অভিভব করা যায়।

সুপ্রপাণ (ক্লী) সুখে পানযোগ্য, "শুদ্ধাঃ অপঃ সুপ্রপাণে পিবন্তীঃ" (ঋক্ ৬।২৮।৭) 'সুপ্রপাণে সুখেন পাতব্যে' (সায়ণ)

সুপ্রবুদ্ধ (ত্রি) সু-প্র-বুধ-ক্ত। ১ অতিশয় প্রবুদ্ধ, অতিশয় বোধযুক্ত। (পুং) ২ শাক্য বুদ্ধ। (ললিতবি°)

সুপ্রভ (ত্রি) সুষ্ঠু প্রভা যস্য। ১ সুন্দর প্রভাযুক্ত, উত্তম দীপ্তিবিশিষ্ট। (পুং) ২ শুক্রবল। (হেম) (ক্লী) ৩ পদ্মকাষ্ঠ।(বৈদ্যকনি°) ৪ শাল্মলীদ্বীপের অন্তর্গত একটী বর্ষ। (লিঙ্গপু° ৪৬।৪১) ৫ জৈনতীর্থঙ্কর ভেদ।

সুপ্রভদেব, শিশুপালবধরচয়িতা মহাকবি মাঘের পিতামহ। ইনিও একজন সুপণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

সুপ্রভপুর (ক্লী) নগর ভেদ।

সুপ্রভা (স্ত্রী) সুষ্ঠু প্রভা যস্যাঃ। ১ বাকুচী, চলিত সোমরাজ। (রাজনি°) ২ অগ্নিজিহ্বা বিশেষ। 'সুপ্রভা পদ্মরাগাভা বারুণ্যাং দিশি সংস্থিতা।" (তন্ত্রসার) ৩ শোভন দীপ্তি।

সুপ্রভাত (ক্লী) সুষ্ঠু প্রভাতং। শুভসূচক প্রাতঃকাল। প্রভাত কালে পাঠ্য মঙ্গল-বাক্য। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া যাহাতে সেই দিন শুভ হয়, তজ্জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং রবি প্রভৃতি গ্রহগণের নিকট যে প্রার্থনা করা হয়, তাহাকে সুপ্রভাত কহে। দেবাদিদেব শঙ্করকর্ত্তৃক এই সুপ্রভাত মন্ত্র অভিহিত হইয়াছে। যিনি প্রাতঃকালে এই সুপ্রভাত মন্ত্র পাঠ করেন,তিনি সকলপ্রকার পাতক হইতে মুক্ত হন। এই সুপ্রভাত মন্ত্র শ্রবণ স্মরণ বা পাঠ করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। এই মন্ত্র যথা—

"কিং তদুক্তং সুপ্রভাতং শঙ্করেণ মহাত্মনা।
প্রভাতে যৎ পঠন্মর্ত্ত্যো মুচ্যতে পাপবন্ধনাৎ॥

ঋষয় উচুঃ।

শ্রূয়তাং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সুপ্রভাতং হরোদিতং।
শ্রুত্বা স্মৃত্বা পঠিত্বা চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুঃ সশুক্রঃ সহ ভানুজেন
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥
ভৃগুর্ব্বশিষ্ঠঃ ক্রতুরঙ্গিরাশ্চ
মনুঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ সগৌতমঃ।
রৈভ্যো মরীচিশ্চ্যবনোঽমলোকঃ
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥
সনৎকুমারঃ সনকঃ সনন্দনঃ
সনাতনো ঽপ্যাসুরিপিঙ্গলৌ চ।
সপ্তস্বরঃ সপ্ত রসাতলাশ্চ
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥
পৃথ্বী সগন্ধা সরসাস্তথাপঃ
সংস্পর্শবায়ুর্জ্বলিতঞ্চ তেজঃ।
নভঃ সশব্দং মহতঃ সহৈব
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥
সপ্তার্ণবাঃ সপ্ত কুলাচলাশ্চ
সপ্তর্ষয়ো দ্বীপবরাশ্চ সপ্ত।
ভূরাদি কৃত্বা ভুবনানি সপ্ত
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥
ইত্থং প্রভাতে পরমং পবিত্রং
যঃ স্মরেদ্বা শৃণুয়াচ্চ ভক্ত্যা।
দুঃস্বপ্ননাশো নন্বু সুপ্রভাতে
ভবেচ্চ সত্যং ভগবৎপ্রসাদাৎ॥" (বামনপু° ১৪ অ°)

প্রাতঃকালে এই সুপ্রভাত মন্ত্র পাঠ করিলে সকল প্রকার অশুভ বিনষ্ট হয়, এই জন্য সকলেরই প্রত্যহ প্রাতে ইহা পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রভাতে শয্যাত্যাগ কালে "প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্। আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥" এই বাক্যের অনুসরণ করিয়া প্রথমে তিনবার দুর্গা নামোচ্চারণ করেন, তৎপরে অহল্যাদি পঞ্চকন্যা ও নলাদি পুণ্য শ্লোকের নাম গ্রহণ এবং নানা দেবতাকে স্মরণ ও নমস্কার করিয়া থাকেন। ইংরাজজাতির মধ্যে দুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইলে পরস্পরে পরস্পরের অভিনন্দনার্থ "Good morning" অর্থাৎ "সুপ্রভাত" জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

সুপ্রভাতা (স্ত্রী) ১ নদীবিশেষ। (ভাগবত ৫।২০।৪) ২ শোভন প্রভাতযুক্তা রাত্রি।

সুপ্রযস্ (ত্রি) শোভনান্ন, শোভন অন্নবিশিষ্ট।

"সমিধানং সুপ্রযসং" (ঋক্ ২।২।১)

'সুপ্রযসং শোভনান্নং' (সায়ণ)

সুপ্রযাবন্ (ত্রি) সুন্দর রূপে মিশ্রণকারী। "গণং ভজতে সুপ্রযাবভিঃ" (ঋক্ ৫।৪৪।১৩) 'সুপ্রযাবভিঃ সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ মিশ্রয়দ্ভিঃ স্তোত্রৈঃ' (সায়ণ)

সুপ্রযুক্ত (ত্রি) সু-প্র-যুজ-ক্ত। শোভন প্রয়োগবিশিষ্ট, উত্তম প্রয়োগযুক্ত।

"একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুক্ ভবতি' (সাহিত্যদ° ১ পরি°)

সুপ্রযুক্তশর (পুং) সুপ্রযুক্তঃ শরো যেন। কৃতহস্ত। সুশিক্ষিত বাণমোচনকারী। (হেম)

সুপ্রয়োগ (পুং) সু-শোভনঃ প্রয়োগঃ। উত্তম রূপে প্রয়োগ, সুন্দর রূপে বাক্য বিন্যাস। (ত্রি) সু প্রয়োগো যত্র। ২ সুন্দর-প্রয়োগবিশিষ্ট।

সুপ্রয়োগবিশিখ (পুং) সাধ্য সাধন ক্ষমত্বাৎ শোভনঃ প্রয়োগো নিক্ষেপো যস্য সঃ সুপ্রয়োগঃ তাদৃশো বিশিখো বাণো যস্য। সুশিক্ষিত বাণ মোক্ষক, যিনি উত্তম রূপে বাণ ছুড়িতে পারেন, পর্য্যায় কৃতহস্ত, কৃতপুঙ্খবৎ। (ভরত)

সুপ্রয়োগা, বিন্ধ্যপর্ব্বত পাদ বিনিঃসৃত দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিত একটী নদী। (মৎস্য পু° ১১৪।২৯)

সুপ্রলম্ভ (পুং) সু-প্র-লভ-খল্ (উপসর্গাৎ খল্ ঘঞোঃ। পা ৭।১।৬৭) ইতি নুম্। সুখ-লভ্য। যাহা অনায়াসে লাভ করা যায়। (সিদ্ধান্তকৌ°)

সুপ্রলাপ (পুং) সু-প্র-লপ-ঘঞ্। সুবচন। (অমর)

সুপ্রবাচন (ত্রি) সুষ্ঠু রূপে প্রবাচন করিতে সমর্থ, সুন্দর রূপে বলিতে সমর্থ। "হিতং দেবাসঃ সুপ্রবাচনং" (ঋক্ ১।১০৫।১২)

'সুপ্রবাচনং সুষ্ঠু ঋত্বিগ্‌ভির্বাচয়িতুং শক্যং' (সায়ণ)

সুপ্রবৃদ্ধ (ত্রি) সু-প্র-বৃধ্-ক্ত। অতিশয় বৃদ্ধ।

সুপ্রবেশ (ত্রি) সু শোভনঃ প্রবেশঃ যত্র। সুন্দর প্রবেশবিশিষ্ট, উত্তম রূপে প্রবিষ্ট। (পুং) ২ শোভন প্রবেশ।

সুপ্রব্রজিত (ত্রি) যিনি সম্যক রূপে প্রাব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন।

সুপ্রশস্ত (ত্রি) অতিশয় প্রশস্ত, অতি বৃহৎ।

সুপ্রশ্ন (পুং) সু শোভনঃ প্রশ্নঃ। সুখকর প্রশ্ন, সুন্দর প্রশ্ন, শোভন প্রশ্ন।

সুপ্রসন্ন (পুং) সুষ্ঠু প্রসন্নঃ। ১ কুবের। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ সুপ্রসাদযুক্ত, অতি প্রসন্ন। দেবতা সুপ্রসন্ন হইলে নানা প্রকার সুখ সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০৫।৭)

সুপ্রসন্নক (পুং) সুপ্রসন্ন সংজ্ঞায়াং কন্। কৃষ্ণার্জ্জক, বন বর্ব্বরিকা। (রাজনি°)

সুপ্রসরা (স্ত্রী) সুপ্রসরতীতি সু-প্র-সৃ-অচ্ টাপ্। প্রসারিণী লতা। (রাজনি°)

সুপ্রসাদ (পুং) সুষ্ঠু প্রসাদো যস্য। ১ শিব। (ত্রিকা°) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩৯) সু-প্র-সদ-ঘঞ্। ৩ সুপ্রসন্নতা। অতিশয় প্রসাদ। (ত্রি) ৪ প্রসন্নতাযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুপ্রসাদা—স্কন্দ মাতৃভেদ। (ভারত)

সুপ্রসারা (স্ত্রী) সুষ্ঠু প্রসারো যস্যাঃ। প্রসারিণী লতা। (রাজনি°)

সুপ্রসিদ্ধ (ত্রি) সু সুষ্ঠু প্রসিদ্ধঃ। অতিশয় প্রসিদ্ধ, সুবিখ্যাত, যাহাকে সকলই জানে।

সুপ্রসূ (ত্রি) ১ সুজাত, শোভনজন্মা। ২ সহজ। ৩ উত্তম প্রসূতি।

সুপ্রাকার (পুং) সুন্দর প্রাচীর।

সুপ্রাকৃত (ত্রি) অতি সাধারণ।

সুপ্রাচ্ (ত্রি) প্রশস্তাগমন, প্রশস্ত আগমন যুক্ত। "সুপ্রাঙক্তো মেম্যবিশ্বরূপ" (ঋক্ ১।১৬২।২) 'সুপ্রাঙ্ সুষ্ঠু প্রশস্তাগমনঃ' (সায়ণ)

সুপ্রাত (ত্রি) শোভনং প্রাতরস্য (সুপ্রাত সুশ্বসু দিবেতি। পা ৫।৪।১২০) ইতি বহুব্রীহৌ অচ্ সমাসান্তো নিপাত্যতে। শোভন প্রাতঃকাল যুক্ত, সুন্দর প্রাত বিশিষ্ট।

"সুপ্রাতমাসাদিতসম্পদং তৎ।" (ভট্টি)

সুপ্রাতর্ (অব্য°) শোভন প্রাতঃকাল, সুন্দর প্রাতঃকাল।

সুপ্রাপ (ত্রি) সুখেন প্রাপ্যতে সু-প্র-আপ্-খল্। সুপ্রাপ্য, সুখে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুখে যাহা লাভ করা যায়।

সুপ্রাপ্য (ত্রি) সু-প্র-আপ-যৎ। যাহা সুখে লাভ করা যায়। যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়।

সুপ্রায়ণ (ত্রি) সু-প্র-অয়-ল্যুট্। সুখে গন্তব্য, সুখে গমনীয়। "দেবীঃ সুপ্রায়ণা নভোভিঃ" (ঋক্ ২।৩।৫) 'সুপ্রায়ণাঃ সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ গন্তব্যাঃ' (সায়ণ)

সুপ্রাবর্গ (ত্রি) শোভন প্রবর্জ্জনযুক্ত, শোভন বর্জ্জনবিশিষ্ট। "সুপ্রাবর্গং সুবীর্য্যং সুষ্ঠু বার্য্য মনাধৃষ্টং" (ঋক্ ৪ ৪।২৩) 'সুপ্রবর্গং শোভনং প্রবর্জ্জনং যস্য তৎ' (সায়ণ)

সুপ্রাবী (ত্রি) সুষ্ঠু রূপে রক্ষিতা ; যিনি উত্তম প্রকারে রক্ষা করেন। "বিদথস্য কেতুং সুপ্রাব্যং দূতং" (ঋক ১।৬০।১) 'সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ অবতি রক্ষতি সুপ্রাবীঃ, সুপ্রাব্যং সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ রক্ষিতারং' (সায়ণ)

সুপ্রাব্য (ত্রি) উত্তম রূপে রক্ষিতা। [সুপ্রাবী দেখ]

সুপ্রিয় (ত্রি) সুষ্ঠু প্রিয়ঃ। অতিশয় প্রিয়, স্ত্রিয়াং টাপ্। সুপ্রিয়া—সুন্দরহস্তা। ২ অপ্সরো বিশেষ।

(ভারত ১।১২৩।৬০)

সুপ্রীত (ত্রি) অতিশয় প্রীত, অতি সন্তুষ্ট।

"যাঃ সুপ্রীতাঃ সুহুতা যৎ স্বাহা" (শুক্ল যজু° ৭।১৫)

'সুপ্রীতাঃ হোত্রা সুষ্ঠু প্রীতাঃ' (মহীধর)

সুপ্রীতিকর (পুং) ১ কিন্নর রাজভেদ। (ত্রি) ২ অতিশয় প্রীতিকারক।

সুপ্রৈতু (ত্রি) সুষ্ঠু রূপে গমনকারী। "সুপ্রৈতুঃ সুযবসো ন পন্থাঃ" (ঋক ১।১৯০।৬) সুপ্রৈতুঃ সুষ্ঠু গন্তুমর্হস্য' (সায়ণ)

সুপ্রৌঢ় (ত্রি) অতিশয় প্রৌঢ়, অতি বৃদ্ধ।

সুফল (পুং) সুষ্ঠু ফলং যস্য। ১ কর্ণিকার। ২ দাড়িম। ৩ বদর। ৪ মুদ্গ। (রাজনি°) ৫ কপিত্থ। (শব্দচ°) ৬ বাদাম বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ৭ মাতুলুঙ্গ, চলিত টাবা লেবু। (ত্রি) ৮ শোভন-ফলযুক্ত, সুন্দরফল-বিশিষ্ট। (ক্লী) ৯ শোভন ফল, উত্তম ফল। চলিত আছে যে, তীর্থাদিতে গমন করিয়া তীর্থকার্য্য সমাপনান্তে তথাকার প্রধান পাণ্ডার নিকট সুফল করিতে হয়।

সুফলা (স্ত্রী) সুষ্ঠু ফলং যস্যাঃ। ১ ইন্দ্র বারুণী। ২ কুষ্মাণ্ডী। ৩ কাশ্মরী। ৪ কদলী। ৫ কপিলাদ্রাক্ষা। (রাজনি°)

সুফাল (পুং) শোভন ফাল, শোভন ফলক।

সুফি, ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ। ইহাদের মত ভারতীয় বৈদান্তিকের ন্যায় জ্ঞানভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্যভৌগোলিক আল্‌বিরুণী লিখিয়াছেন, ইহারা আত্মজ্ঞানমার্গী এবং এই মত বেদান্তের পুনরাবির্ভাব মাত্র। কাহার কাহারও মতে গ্রীক্ 'Sofos' সফস্ শব্দ হইতে এবং অপরের মতে আরবী পশম বাচক সুফ্ শব্দ হইতে সুফি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। শেষোক্ত মতের কারণ, দরবেশদিগের অনেকেই উলের পোষাক পরিধান করিয়া থাকে। ইহারা কতকটা হিন্দুর যোগী ও খৃষ্টানের সন্তদিগের মত। সুফি সম্প্রদায়ের দর্শনশাস্ত্রকে তসাওয়াফ্ বলা হয়। কোরাণ ও হাদিসের কয়েকটি দুর্ব্বোধ্য শ্লোকের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। ইহার মতে এক মাত্র ঈশ্বরই সৎপুরুষ ; পার্থিব জগতে যা কিছু দেখা যায়, সে সকলই সেই সৎপুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং পরিণামে এই সৎপুরুষে যাইয়াই আবার লীন হইবে। এই জন্য এই ধর্ম্মমতকে তরিকৎ বা মোক্ষমার্গ বলা হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তরানুসারে এই সম্প্রদায়ের সাধকগণ সালিক (ফকির পরিব্রাজক) এবং মনাজিল্ নামক দুই ভাগে বিভক্ত। এই মতে বাহ্যিক ক্রিয়া-কর্ম্মের অনুষ্ঠান বাহুল্য নাই ; ধর্ম্মমতাবলম্বীরা অন্তরে জগদ্ব্যাপক জগদীশসত্ত্বার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া মনে মনেই তাঁহার অর্চ্চনা করেন। ভগবৎ-প্রেম, ভগবানের সঙ্গে মিলন, জীবাত্মার ক্ষয় ও পরমাত্মার লয়, ভগবানের অনন্ত জীবন লাভ প্রভৃতি সুফিরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

সুফিরা অদ্বৈতবাদী ; সর্ব্বভূতে, সমস্ত দৃষ্টজগতে ইহারা ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে। প্রত্যেক সুফি সাধককে প্রথম অবস্থায় ধর্ম্মের বহিরঙ্গ স্বরূপ কতকগুলি ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান লইয়া থাটিতে হয়। এই ধর্ম্মাচারের নাম সরায়ৎ। দ্বিতীয় স্তরে উঠিয়া সাধক বাহ্যিক ক্রিয়া-কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎ ধ্যান ও ধারণায় আত্ম-বিনিয়োগ করেন, এই অবস্থাকে তরিকৎ বলা হয়। তৃতীয় স্তরে উঠিলে সাধক, দীর্ঘকাল ভগবদারাধনার ফলে সত্যের অবস্থায় উন্নীত হন এবং ত্রিকালজ্ঞ হইয়া থাকেন। এই স্তরের নাম হকিকৎ। চতুর্থ স্তরের নাম মরিফৎ (অরিফ্ শব্দের অর্থ জ্ঞান)। এই অবস্থায় উন্নীত হইতে সাধককে দীর্ঘকাল কঠোর উপবাস ও নির্জ্জন বনে বা মরুদেশে অবস্থান পূর্ব্বক একাগ্রমনে ভগ-বচ্চিন্তাতৎপর হইয়া বিচরণ করিতে হয়। এই সময়ে গুরু সঙ্গ ব্যতীত অন্য লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ একবারে নিষিদ্ধ। এই কষ্টকর সাধনাবস্থায় সমুত্তীর্ণ হইতে পারিলেই সাধক সিদ্ধ হন, তখন সাধকের আত্মা ভগবদাত্মায় সম্মিলিত হয় এবং তিনি ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া ভগবৎ প্রকৃতি লাভ করেন। সুফিসাধক তখন ভগবানের প্রকৃতি (জমাল্) অনুসরণ করিয়া জগতে প্রেম বিলাইতে থাকেন এবং তাঁহার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন হইয়া থাকে। তিনি নিরন্তর ভগবৎ-প্রেমরূপ সুধাপানে বিভোর হইয়া অনন্ত কৃপাপরায়ণ ভগবৎ শক্তির ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে পারেন। এই অবস্থায় তিনি সিদ্ধবাক্ হন, সংসারের অন্যায় অধর্ম্মের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে

দারুণ ক্রোধের সঞ্চার হয়। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কাহাকে অভিসম্পাত করিলে তাহা ফলবতী হইয়া থাকে। এই অবস্থায় তাঁহার মানসিক শক্তি অমিত তেজঃসম্পন্ন হয়। তিনি সিদ্ধ পুরুষ, মুখে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন; ইচ্ছা ক্রমে মানবজীবনের চরমোৎকর্ষ মোক্ষমার্গ হইতে নিম্নস্তরে অবতরণ করিতে পারেন। এই অবস্থায় তিনি নিষিদ্ধ দারপরিগ্রহাদি অন্যায় কর্ম্ম বা অধর্ম্ম করিলেও দোষাবহ হয় না। তখন তাঁহার বিশ্বাস তাঁহার কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত; সুতরাং ভগবান্ তাহা মার্জ্জনা করিবেন। এই সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান সাধকদিগের প্রবর্ত্তিত মতের অনুবর্ত্তন করিতে যাইয়া পরবর্ত্তিকালে নানা উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

সুফির অধ্যাত্মবাদ যদিও জড়বাদের প্রতিকূল তথাপি অনেক বিষয়ে ইহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। আলীর অনুগত অনুচরবর্গ প্রধানতঃ সুফি-মতাবলম্বী ছিলেন। ইহা হইতেই আলীর ঐশ শক্তিত্ব কল্পিত হয়।

সুফিমত বহু প্রাচীন; গবরেরা ইহাদিগকে বাহিয়া-দরন্, রৌশন্-দিল এবং হিন্দুরা জ্ঞানেশ্বর বা আত্মজ্ঞানী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। গ্রীকেরা প্রাচীন কাল হইতেই ইহাদিগকে প্লেটোর মতাবলম্বী বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে এই যোগমার্গাশ্রয়ী দেবতত্ত্বানুসন্ধিৎসু সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়। আরবগণ উহাদিগকে সুফি আখ্যা প্রদান করেন। তৃতীয় শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই ইহা পুষ্ট কলেবর হইয়া উঠে এবং মুসলমানগণ পরে এই মতের একটা বিরাট্ আন্দোলন উপস্থিত করিয়া সুফিমতকে চরমোৎকর্ষের পথে সমানীত করেন এবং তাহারই ফলে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রচারিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সুফি মত প্রবর্ত্তকের নাম, সময় ও বাসস্থান নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১ তোষ আবু আবদুর রহমান—ইনি মহম্মদের অনুচর ও ভক্ত পার্ষদ আবু হরায়রার শিষ্য এবং আলীর পৌত্র জৈন উল্ আবিদিনের বন্ধু। খৃষ্টীয় ৭২০ অব্দ।

২ ফজল আবু আলী তালিকানী। ইনি খোরাসানবাসী দস্যুব্যবসায়ী ছিলেন। একদা কোরাণের কোন বাক্যে তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। ইনি হিঃ ২য় শতাব্দীতে খলিফা হারুণ অল্ রসিদের সমকালে বিদ্যমান ছিলেন।

৩ ফজলের শিষ্য বিশড় বা বসর। ইনি বোগদাদ নগরে স্বপ্নে দীক্ষা লাভ করিয়া সম্প্রদায়ের গুরু বলিয়া ঘোষিত হন।

৪ জুউন্ নুন—মিসরবাসী ছিলেন। কায়রো নগরে তাঁহার সমাধিদর্শনে বহু যাত্রী গমন করে। জীবহিংসা ও পাপগ্রস্ত হইবার ভয়ে তিনি নিরন্তর শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতেন।

৫ হুসন-উল্ হিল্লাজ—৯১৫ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ নগরে ধর্ম্মার্থে দেহত্যাগ করেন; তাঁহার প্রবর্ত্তিত মত পরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৬ আবদুল কাদের গিলানী, মোহিউদ্দীন্ ইবন্ উল্ আরবীয়া উল্ মঘরাবী ও উমার ইবন্ উর্-রিধ হিজিরা ৪র্থ-শতাব্দীতে একটী অভিনব সুফিমত প্রচারে চেষ্টা পান।

৭ ফরিদ উদ্দীন আত্তর—সমরকন্দের নিকট ৫১৩ হিঃ ইহার জন্ম। বিরুদ্ধমতপ্রচারক জ্ঞানে চেঙ্গিস্ খাঁ ইহাকে নিহত করেন।

৮ জলাল উদ্দীন রুমী—মৌলানা রুমী নামে পরিচিত। ইনি মহম্মদের শিষ্য আবুবকরের বংশধর ও বহাউদ্দীনের পুত্র। ৬০৩ হিজিরায় খোরাসান-রাজকন্যার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইনি শেখ সৈয়দ বুর্হান উদ্দীনের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। পরে আলেপো, দামাস্কাস ও বোগদাদ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন।

৯ সাদ্ উদ্দীন্ মাহ্মুদ—তাব্রিজ নগরের সন্নিকটে শাহ বিস্তারী নামক স্থানে ৭১৭ হিজিরায় বিদ্যমান ছিলেন।

তোষ আবু আবদুর রহমন ধর্ম্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সুফি সম্প্রদায়ের একটী বেশ নির্দ্ধারণ করেন। তাহাতে মস্তকে পশমের উচ্চচূড় টুপি ও পশমের একটী দণ্ড ধারণের ব্যবস্থা হয় এবং তজ্জন্যই ইহাদের সুফিনাম কল্পিত হয়। ইহারা গায়ে যে জামা দিত, তাহা খণ্ড খণ্ড ছিন্নবাস গ্রন্থন করিয়া প্রস্তুত হইত। উহা লম্বা আল্‌খেল্লার মত ও খিরকা নামে খ্যাত। আমাদের দেশের বাউল সম্প্রদায়ীর যে ছিন্ন চীরবাস তাহা ঠিক ইহারই অনুরূপ।

ভগবৎ প্রেমের অনুশীলন ব্যতীত ইহাদিগের মধ্যে স্বতন্ত্র কোন নৈতিক নিয়মের অনুশীলন দেখিতে পাওয়া যায় না। দরবেশ এবং ফকিরদিগের নিকট হইতে ভগবৎ প্রেমারাধনার প্রণালী অবগত হইতে হয়।

তুরস্কদেশে সুফি মতের প্রভাব অধিকতর বিস্তৃত হয়। মহম্মদীয় সভ্যতার ইহাই একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

কনস্তান্তিনোপলে ইহাদিগের দুই শত মঠ এবং তুরস্ক দেশে বত্রিশটি স্বতন্ত্র শাখা আছে। উহারা ফকির আখ্যায় অভিহিত। প্রত্যেক উপসম্প্রদায়েরই স্বতন্ত্র বিদ্যালয়, স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালী, স্বতন্ত্র পরিভাষা, স্বতন্ত্র আচার-ব্যবহার, স্বতন্ত্র মহাপুরুষ প্রভৃতি আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্কে মুসলমান ধর্ম্মের যে পুনরভ্যুত্থান হইয়াছে, তাহাও এই সুফি সম্প্রদায়িকদিগের চেষ্টায়।

ভারতবর্ষে সুফি সম্প্রদায়ের প্রতি তেমন শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায় না। মোল্লা সা নামক একজন সুফি কবি ও সাধক

১৬৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে লাহোরে প্রাণত্যাগ করেন। সম্রাট্ শাহ জাহানের কন্যা ফতিমা তাঁহার সমাধির উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

সুফি-সুফিয়ানা, মুসলমানের পরিধেয় এক প্রকার কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র।

সুফুল্ল (ত্রি) সু-ফুল-ক্ত। সুষ্ঠুরূপে বিকসিত, সুন্দর রূপে ফুল্ল।

সুফেন (পুং) সুষ্ঠু ফেনঃ। সমুদ্রফেন। (রাজনি°) কোন কোন স্থলে এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

সুবণভট্ট, মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্য পদ্মনাভতীর্থের পূর্ব্বনাম।

সুবদ্ধ (ত্রি) সুষ্ঠু বদ্ধঃ। উত্তম রূপে বদ্ধ।

সুবন্ত (ক্লী) পদবিশেষ. ব্যাকরণের বিধি অনুসারে যে সকল শব্দের অন্তে সুপ্ আদি বিভক্তি হয় তাহাদিগকে সুবন্ত পদ বলে।

সুবন্ধ (পুং) সুষ্ঠু বন্ধো যস্য। ১ তিল। (শব্দচ°) ২ উত্তম রূপ বন্ধ।

সুবন্ধন (ক্লী) উত্তম রূপ বন্ধন, দৃঢ় বন্ধন।

সুবন্ধু (পুং) শোভন বিদ্যা ও যোনিসম্বন্ধযুক্ত। "সুবন্ধবো যে বিশ্যা ইব" (ঋক্ ১।১২৬।৫) 'সুবন্ধবঃ শোভনাঃ বিদ্যাযোনিসম্বন্ধিনো যেষাং' (সায়ণ) ২ উত্তম বন্ধু। (ত্রি) ৩ উত্তম বন্ধুবিশিষ্ট।

সুবন্ধু, বাসবদত্তা প্রণেতা। মঙ্খ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সুবন্ধু মহাকবি, বন্ধকৌমুদীনামক ছন্দঃশাস্ত্ররচয়িতা।

সুবভ্রু (ত্রি) সুচিকণ ভ্রূযুক্ত।

সুবর্হিস্ (ত্রি) শোভন যজ্ঞ, শোভন যজ্ঞযুক্ত। "জনা আহুঃ সুবর্হিষঃ" (ঋক্ ১।৭৪।৫) 'সুবর্হিষং বর্হিরিতি যজ্ঞ নাম শোভনযজ্ঞং' (সায়ণ)

সুবল (পুং) ১ গান্ধার-রাজভেদ, শকুনির পিতা। ২ ভৌত্য মনুর পুত্র। (মার্ক° পুং) ৩ সুমতির পুত্র। (বিষ্ণুপু°) ৪ বৈনতেয়পুত্র, পক্ষিভেদ। (ভারত) (ত্রি) ৬ বলশালী।

সুবলগড়, যুক্ত প্রদেশের বিজনোর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। হরিদ্বার যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। অক্ষাং ২৯°৪৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১৫´ পূঃ। এখানে একটী ধ্বস্ত দুর্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই প্রাচীন নগর যে এক সময়ে সুসমৃদ্ধ ছিল, তাহা ধ্বস্ত স্তূপসমূহ হইতে অনুমান করা যায়। এখনও নগরবেষ্টিত প্রাচীরাংশ সাধারণের নয়নগোচর হয়।

সুবলচন্দ্র আচার্য্য, রাধাগোবিন্দগ্যমঞ্জরীরচয়িতা।

সুবলপুর, প্রাচীন কীকটরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। (ভবিষ্য ব্র° খ° ২।১২।)

সুবহু (ত্রি) অনেক, প্রভূত।

"তে চাপি বাহান্ সুবহূংস্ততোহপ্যধিকদূষিতান্।
পরস্পরস্য দারেষু জনয়ন্তি বিগর্হিতান্॥" (মনু ১০।৩৯)

সুবহুশস্ (অব্য°) সুবহু-শস্। অনেক বার, বহুবার। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০।১৩)

সুবহুশ্রুত (ত্রি) সুবহু প্রভূতং শ্রুতং শাস্ত্রজ্ঞানং যস্য। সকলশাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী। (রামা° ১।১২।৮)

সুবা (সুবে), মোগল রাজত্বে ভারতসাম্রাজ্যের বিভাগ বিশেষ; সম্রাট্ অকবরশাহ রাজা টোডর মল্লের দ্বারা রাজ্য জরিপ করাইয়া উহা পরগণা, সরকার ও সুবায় বিভক্ত করিয়া শাসনকার্য্যের সুবিধার্থে এক একটী সুবায় এক এক জন শাসনকর্ত্তা (নবাবনাজিম) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে সুবে বাঙ্গালা বলিলে বর্ত্তমান বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা বুঝাইত।

সুবাজীবাপু, বজ্রটঙ্ক নামক গ্রন্থরচয়িতা।

সুবাদার, সুবার শাসনকর্ত্তা, নবাব।

সুবাল (ত্রি) নির্ব্বোধ, (পুং) ২ দেবভেদ। (ক্লী) ৩ উপনিষদ্ ভেদ।

সুবালক (পুং) উত্তম বালক। ২ জনৈক কামশাস্ত্ররচয়িতা।

সুবাহু (ত্রি) সু শোভনো বাহু যস্য। শোভন বাহুযুক্ত।

"বা সুবাহুঃ স্বঙ্গুরিঃ" (ঋক্ ২।৩২।৭)

'সুবাহুঃ শোভনবাহুঃ' (সায়ণ) (পুং) ২ শোভন বাহু। ৩ রাজভেদ। ৪ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১ পং) ৫ শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। (ভাগ° ১০।৬১।১৪) ৬ বোধিসত্ত্বভেদ। (ললিতবি°)

সুবীজ (ক্লী) সু শোভনং বীজং। শোভন বীজ, উত্তম বীজ। সুক্ষেত্রে যদি সুবীজ রোপিত হয়, তাহা হইলে সুফল হইয়া থাকে।

"সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি॥" (মনু ১০।৬৯)

(পুং) ২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৯) (ত্রি) সু শোভনং বীজং যস্য। ৩ খস্খস্। (রাজনি°) ৪ শোভন বীজ বিশিষ্ট, উত্তম বীজযুক্ত।

সুবুদ্ধি (ত্রি) সু শোভনা বুদ্ধির্যস্য। উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট, শোভনমতি, বুদ্ধিমান্।

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" (ভারতচন্দ্র)

(স্ত্রী) সু শোভনা বুদ্ধি। উত্তমা বুদ্ধি, শোভনা মতি। (পুং) ৩ মারপুত্রভেদ। (ললিতবি°)

সুবুদ্ধিমিশ্র, তত্ত্বপরক্ষানামক অলঙ্কারশাস্ত্রপ্রণেতা।

সুবুধ (ত্রি) ১ সতর্ক। ২ বুদ্ধিমান।

সুবোধ (পুং) সু-বুধ-ঘঞ্। ১ উত্তম বোধ, উত্তম জ্ঞান, সুন্দর বুদ্ধি। (ভাগবত ১১।২০।৩৯) (ত্রি) সু-বোধো যস্য। ২ উত্তম জ্ঞানবিশিষ্ট, উত্তম জ্ঞানযুক্ত, সুখে যাহার বোধ হয়। যাঁহাকে অনায়াসে বুঝান যায়, যে শীঘ্র বুঝিতে পারে।

সুবোধন (ক্লী) সু শোভনং বোধনং। ১ শোভন বোধন, উত্তম রূপে জাগরণ, উত্তমরূপে জ্ঞানজনন। (ত্রি) ২ উত্তম বোধনযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

সুবোধিন্ (ত্রি) সু-বুধ-ণিনি। উত্তম বোধযুক্ত, উত্তম বোধ বিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সুবোধিনী।

সুব্রহ্মণীয় (ত্রি) সুব্রহ্মণ্যযুক্ত। (লাট্যা° ১।২।১৭।৫)

সুব্রহ্মণ্য (ত্রি) ১ ব্রহ্মণ্যযুক্ত। (পুং) ২ বিষ্ণু। ৩ শিব। ৪ কার্ত্তিকেয়। ৫ উদ্গাতৃভেদ। ৬ দক্ষিণ দেশস্থ জনপদভেদ।

সুব্রহ্মণ্য, ঐক্যবাদ, ভগবদ্ভক্তিসারসংগ্রহ, শ্রুতিসংক্ষেপবর্ণন, শ্রুতিস্তোত্রব্যাখ্যাটীকা ও সর্ব্বোপনিষৎসার নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সুব্রহ্মণ্য আচার্য্য, সত্যভামাভ্যুদয়টীকাকর্ত্তা।

সুব্রহ্মণ্যক্ষেত্র, দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ কণাড়া বিভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন তীর্থ। [সুব্রহ্মণ্য তীর্থ দেখ।]

সুব্রহ্মণ্য তীর্থ, দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণ কণাড়া জেলার কোড়গ বিভাগস্থ ঘাট শৈলপাদমূলস্থ একটী দেবস্থান; ত্রিচীনপল্লী হইতে প্রায় ১১ যোজন উত্তরে অবস্থিত। এখানে ভগবান্ নারায়ণ দেবের উদ্দেশে বর্ষে বর্ষে একটী মেলা বসিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণান্তর্গত সুব্রহ্মণ্যক্ষেত্রমাহাত্ম্য ও সুব্রহ্মণ্যমাহাত্ম্য নামক গ্রন্থে এই তীর্থের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

সুব্রহ্মণ্য পণ্ডিত, ষড়শীতি নামক দীধিতিপ্রণেতা।

সুব্রহ্মণ্য যজ্বন্, কবিশাব্দিকভূষণ নামক কাব্যরচয়িতা।

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রিন্, শরচ্চন্দ্রিকা নামক অলঙ্কার প্রণেতা।

সুব্রহ্মন্ (পুং) ১ দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°) ২ পুরোহিত ভেদ। (ত্রি) ৩ উত্তম ব্রহ্মণ্যযুক্ত।

সুব্রহ্ম বাসুদেব (পুং) ব্রহ্মরূপ বসুদেবপুত্র। শ্রীকৃষ্ণ, পরব্রহ্ম বসুদেব গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন, এই জন্য তাঁহার এই নাম হইয়াছে।

"সুব্রহ্মণ্যবাসুদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু ইত্যুক্ত্বা তান্ বিসর্জ্জয়েৎ॥"

(তিথিতত্ত্ব জন্মাষ্টমী ত°)

সুভক্তি (স্ত্রী) সু শোভনা ভক্তিঃ। ১ শোভনা ভক্তি। (ত্রি) সু শোভনা ভক্তির্যস্য। ২ উত্তমা ভক্তিবিশিষ্ট।

সুভক্ষ্য (ক্লী) সু শোভনং ভক্ষ্যং। উত্তমভক্ষ্য। উত্তম ভোজ্যদ্রব্য।

সুভগ (ত্রি) সুষ্ঠু ভগং শ্রীর্যস্য। ১ সুশ্রী, পর্য্যায় চক্ষুষ্য। (হেম) ২ ঐশ্বর্য্যযুক্ত। (পুং) ৩ টঙ্কণ, চলিত সোহাগা। ৪ গন্ধক। ৫ চম্পক। ৬ রক্তঝিণ্টী। ৭ অশোক। ৮ পীতঝিণ্টী। (ক্লী) ৯ শৈলজ নামক গন্ধ দ্রব্য। (রাজনি°) (ত্রি) ১০ সুন্দর, লোচনানন্দদায়ক। যাহাকে স্ত্রীগণ কামনা করে। ১১ ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী। ১২ সুখদ।

সুভগঙ্করণ (ত্রি) সুভগং করোত্যনেন সুভগ-কৃ (আঢ্য সুভগ স্থূলপলিতেত্যাদি। পা ৩।২।৫৬) ইতি খ্যুন্। যাহা দ্বারা সুভগ করা হয়, যে উপায়ে সুন্দর বা প্রিয় করা যায়।

সুভগতা (স্ত্রী) সুভগস্য ভাবঃ। তল্-টাপ্। সুভগত্ব, প্রিয়ত্ব, সৌন্দর্য্য, সুভগের ভাব বা ধর্ম্ম।

সুভগমানিন্ (ত্রি) আত্মানং সুভগং মন্যতে সুভগ-মন-ণিনি। সুভগম্মন্য, যিনি আপনাকে সুভগ বা সুন্দর বলিয়া বিবেচনা করেন।

সুভগম্ভবিষ্ণু (ত্রি) অসুভগো সুভগো ভবতি সুভগ-ভূ (কর্ত্তরি ভুবঃ খিষ্ণুচ্ খুকঞৌ। পা ৩।২।৫৭) ইতি খিষ্ণুচ্। পূর্ব্বে যাহা অসুভগ ছিল পরে তাহা সুভগ হওয়া।

সুভগম্ভাবুক (ত্রি) সুভগ-ভূ-খুকঞ্। সুভগম্ভবিষ্ণু।

সুভগম্মন্য (ত্রি) আত্মানং সুভগং মন্যতে, সুভগ-মন্ খশ্। সুভগমানী, যিনি আপনাকে সুভগ অর্থাৎ সুন্দর বলিয়া বিবেচনা করেন।

সুভগসেন (পুং) আলেকসান্দরের সমসাময়িক রাজভেদ।

সুভগা (স্ত্রী) সুষ্ঠু ভগং যস্যাঃ। পতিপ্রিয়া স্বামীর সোহাগিনী কামিনী। যে স্ত্রীকে স্বামী ভালবাসে। মলমাসতত্ত্বে লিখিত আছে, যে যে বৎসর বৃহস্পতি মঘা নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়া সিংহ রাশিতে অবস্থান করেন, সেই বৎসর যদি কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী সুভগা ও স্বামীর সুপ্রিয়া হয়।

"মঘা ঋক্ষং পরিত্যজ্য যদা সিংহে গুরুর্ভবেৎ।
তত্রাব্দে কন্যা যা চোঢ়া সুভগা সুপ্রিয়া ভবেৎ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

২ কৈবর্ত্তী, চলিত কেওটমুতা। ৩ শালপর্ণী। ৪ হরিদ্রা। ৫ নীলদূর্ব্বা। ৬ তুলসী। ৭ প্রিয়ঙ্গু। ৮ কস্তুরী। সুবর্ণকদলী, চলিত চাঁপা কলা। ১০ বনমল্লী। ১১ নীলদূর্ব্বা। (রাজনি°) ১২ জাতীপুষ্প বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সুভগানন্দনাথ (পুং) ভৈরব বিশেষ। কালীপূজাকালে ইহার পূজা করিতে হয়।

সুভগানন্দনাথ, কাদিমততন্ত্রটীকা ও তন্ত্ররাজটীকাগ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি প্রকাশানন্দের গুরু ছিলেন।

সুভগাসুত (পুং) সুভগায়াঃ সুত। সৌভাগিনেয়। (অমর)

সুভগাহ্বয়া (স্ত্রী) ১ কৈবর্ত্তিকা লতা। মালবদেশে ইহা সুভগা লতা নামে বিখ্যাত। ২ শালপর্ণী। ৩ হরিদ্রা। ৪ সুবর্ণকদলী। ৫ তুলসী বৃক্ষ। ৬ নীলদূর্ব্বা। (রাজনি°)

সুভঙ্গ (পুং) সুখেন ভজ্যতে ইতি সু-ভঞ্জ-ঘঞ্। নারিকেল বৃক্ষ। (জটাধর)

সুভট (পুং) সু শোভনো ভটঃ। উত্তম ভট।

সুভট, দূতাঙ্গদছায়ানাটকরচয়িতা।

সুভটদত্ত, একজন পাণ্ডিত। ইনি শৃঙ্গাররথ ও জয়রথের গুরু এবং ত্রিভুবনদত্তের পুত্র।

সুভটবর্ম্মন্, একজন হিন্দু নরপতি। অর্জ্জুনবর্ম্মদেবের পিতা। ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন।

সুভদ্র (পুং) সুষ্ঠু ভদ্রং যস্মাৎ। ১ বিষ্ণু। ২ রাজভেদ। (হেম) ৩ পৌরবীগর্ভসম্ভূত বসুদেবের পুত্র বিশেষ। (ভাগবত ৯।২।৪৭)

(ত্রি) ৪ শোভন মঙ্গল যুক্ত, উত্তম মঙ্গলবিশিষ্ট।

"তত্র এতাঃ পুনঃ শুক্র বীরুধো হরিতচ্ছদাঃ।
জায়ন্তে পুষ্করিণ্যশ্চ সুভদ্রশ্চ মহোদধিঃ॥" (ভারত ১।২৩৩।১৭)

৫ ১ম আচারাঙ্গকৃৎ জৈনাচার্য্য। (বৃ° হরি° ২১৬৫)

সুভদ্রক (পুং) সুষ্ঠু ভদ্রমস্মাৎ ততঃ কন্। ১ দেবরথ। দেবতাদিগের রথ।

'ব্যোমযানং দিব্যরথো বিমানোহস্ত্রী সুভদ্রকঃ।' (শব্দরত্না°)

২ বিল্ববৃক্ষ। (শব্দচ°) ৩ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৩।৩৬)

সুভদ্রা (স্ত্রী) শোভনং ভদ্রমস্যাঃ। ১ শ্যামালতা। (শব্দমালা) ২ ঘৃতমস্তা। (শব্দচ°) ৩ কাশ্মরী। (রাজনি°) ৪ শ্রীকৃষ্ণভগিনী, অর্জ্জুনের পত্নী। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া যথাবিধানে বিবাহ করেন। ইহার বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় রাজগণ কোন সময় রৈবতক পর্ব্বতে নানারূপ উৎসবে ব্যাপৃত ছিলেন। অর্জ্জুনও সেই সময় রৈবতকে উপস্থিত ছিলেন। এই পর্ব্বতবিহারকালে অর্জ্জুন সখাগণে পরিবৃতা নানালঙ্কারভূষিতা সুভদ্রাকে দেখিতে পাইয়া কামমোহিত হন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের এই ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, একি! অরণ্যচারী ব্যক্তির মনও কন্দর্পে আলোড়িত হয়? হে পার্থ! এই কন্যা সারণের সহোদরা এবং আমার ভগিনী। ইহার নাম সুভদ্রা। এই ললনাই আমার পিতার প্রিয় দুহিতা। যদি তোমার অন্তঃকরণ ইহার প্রতি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বল, আমি স্বয়ংই পিতার নিকটে ইহা নিবেদন করিয়া তোমার মঙ্গল সাধন করি।

অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া তাহাকে কহিলেন, বসুদেবকন্যা অনুপমা। এই কন্যা কোন্ ব্যক্তিকে না মোহিত করিতে পারে? তোমার ভগিনী সুভদ্রা যদি আমার মহিষী হয়, তাহা হইলে তোমাদ্বারা আমার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ সাধন হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে জনার্দ্দন! অথবা কি উপায়ে সুভদ্রাকে লাভ করিতে পারা যায়, তাহা বল, যদি মনুষ্যের সাধ্য হয় তাহা হইলে আমি তাহা সর্ব্বতোভাবে করিব।

ইহাতে বাসুদেব কহিলেন, 'পার্থ! ক্ষত্রিয়দিগের স্বয়ম্বরবিবাহই বিহিত, কিন্তু এই স্থলে তাহা বিহিত নহে, কারণ স্বয়ম্বরকালে সুভদ্রা কাহাকে বরমাল্য প্রদান করিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। অতএব শূর ক্ষত্রিয়েরা বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া যে বিবাহ করা প্রশস্ত বলিয়াছেন তুমি সেই বিধানানুসারে এই কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ কর, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা হইবে। এইরূপে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাহার সম্মতি আনাইলেন। তখন অর্জ্জুন কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পাইয়া অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সুভদ্রাকে হরণ করিবার জন্য গমন করিলেন। সুভদ্রা শৈলরাজ রৈবতকের অর্চ্চনা ও তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে গমন করিতেছেন এমন সময় অর্জ্জুন তদভিমুখে ধাবমান হইয়া সুভদ্রাকে গ্রহণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করাইয়া স্বীয় নগরাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

সুভদ্রাকে হৃত দেখিয়া তাহার রক্ষী সৈনিকগণ নানারূপ কোলাহল করিয়া বসুদেব প্রভৃতিকে এই সংবাদ প্রদান করিল। সকলে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুনকে নানাপ্রকার নিন্দাবাদ করিতে করিতে সকলেই যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে কৃষ্ণ কোন কথাই কহিলেন না, তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিয়া থাকিলেন। বলরাম কৃষ্ণের এই অবস্থা দেখিয়া কহিলেন, "কৃষ্ণ! তুমি কি নিমিত্ত কিছু বলিতেছ না, কি নিমিত্ত উদাসীনের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া অবলোকন করিতেছ? তোমার নিমিত্তই আমরা সকলে অর্জ্জুনকে সংকৃত করিয়া ছিলাম। অর্জ্জুন তাহার উপযুক্ত কর্ম্মই করিয়াছে!" সকলে এইরূপ বলিলে তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তোমরা সকলে বৃথা গর্জ্জন করিতেছ। অর্জ্জুন যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যই করিয়াছেন এবং ইহাতে আমাদের কুলেরও কোন অবমাননা করা হয় নাই, বরং তিনি আমাদের সম্মান বৃদ্ধিই করিয়াছেন। তিনি অবগত আছেন যে আমরা অর্থলুব্ধ নহি, যে আমাদিগকে অর্থ দ্বারা তিনি বশীভূত করিবেন। স্বয়ম্বর সংশয়াস্পদ, সুভদ্রা কাহাকে বরমাল্য প্রদান করে, তাহার স্থিরতা নাই। কোন ক্ষত্রিয়ই পশুর ন্যায় কন্যা সম্প্রদান করা অনুমোদন করেন না। অতএব তিনি এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়াই বীরের ন্যায় এই কন্যা হরণ করিয়াছেন। মহাদেব ব্যতীত অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে কেহই সমর্থ নহে। সুভদ্রা যেরূপ যশস্বিনী, পার্থও তাদৃশগুণসম্পন্ন, সুতরাং এ সম্বন্ধ অযোগ্য নহে। ভরতবংশীয় শান্তনুনন্দন কুন্তিভোজ-দৌহিত্র অর্জ্জুনকে কোন্ ব্যক্তি না মিত্ররূপে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করে? অতএব আমার মত এই যে এই সম্বন্ধ আমাদের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘনীয়। অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা না করিয়া বরং তাহাকে সকলে মিলিত হইয়া সম্বর্দ্ধনা করাই যুক্তিযুক্ত।'

শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় সকলে যুদ্ধোত্তম হইতে নিরস্ত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলেন। অর্জ্জুন যাদবদিগের সম্বর্দ্ধনায় বিশেষ প্রীত হইয়া দ্বারকাপুরীতে গমন এবং তথায় যথাবিধানে সুভদ্রাকে বিবাহ করিলেন। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়া এক বৎসর কাল তথায় অবস্থান করেন। এই সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। ভারতসংগ্রামে সপ্তরথী দ্বারা অন্যায় সমরে অভিমন্যু প্রাণত্যাগ করেন। [অভিমন্যু দেখ।]

(ভারত আদিপ° ২৩০—৩৪ অ°)

৫ পুরীধামে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রথযাত্রাকালে এই তিন জনেরই তিন খানা রথ বাহির হইয়া থাকে। [জগন্নাথ দেখ]

৬ পীঠস্থানস্থ দেবী বিশেষ। অশোকসঙ্গমে সুভদ্রা দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন।

"উৎপলাবর্ত্তকে লীলা সুভদ্রাশোক-সঙ্গমে।"(দেবীভাগ°৭।৩০।৭৫)

৭ নদীভেদ। (কালিকাপু° ৭৮ অঃ)

সুভদ্রা, একজন স্ত্রী কবি, সুভাষিতমুক্তাবলীতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সুভদ্রাণী (স্ত্রী) ত্রায়ন্তী,ত্রায়মাণা লতা। চলিত বহলা।(রত্নমালা)

সুভদ্রেশ (পুং) সুভদ্রায়াঃ ঈশঃ। অর্জ্জুন। (হেম)

সুভয়ঙ্কর (ত্রি) সুভয়ং করোতীতি কৃ-খ। অতিশয় ভয়ঙ্কর, অতি ভয়ানক।

সুভয়ানক (ত্রি) অতিশয় ভয়ানক, অতি ভীষণ।

সুভর (ত্রি) সু-ভৃ-অপ্। সুপূর্ণ। "সুবীরং স্তীর্ণং বায়ে সুভরং" (ঋক্ ২।৩।৪) 'সুভরং সুপূর্ণং' (সায়ণ)

সুভব (ত্রি) উত্তমজন্মযুক্ত, শুভজন্মবিশিষ্ট।

"ত্বা সুভব সূর্য্যায়" (শুক্ল যজু° ৭।৩)

'শোভনো ভব উৎপত্তির্যস্য, তৎ সম্বোধনং হে সুভব উত্তম-জন্মন্' (মহীধর) (পুং) ২ ষষ্টিসম্বৎসরবিশেষ।

[ষষ্টিসম্বৎসর দেখ]

সুভসত্তরা (স্ত্রী) অতি সুভগা নারী।

"শুভসত্তরা ন সুযাশুতরা" (ঋক্ ১০।৮৬।৬)

'শুভসত্তরা অতিশয়েন সুভগা' (সায়ণ)

সুভা—ইউফ্রেতিস্ নদীর পূর্ব্বকূলবাসী এক বেদৌন্ জাতি। অল্‌জাজিরার সাম্মারদিগের সঙ্গে ইহাদিগের চিরবিবাদ; সেই জন্য অনজেরা ইহাদিগকে যথাসাধ্য রক্ষা ও আশ্রয় দান করিয়া থাকে। ইহারা বহুসংখ্যক মেষ ও উট্ এবং ভাল ভাল ঘোড়া পালন করিয়া থাকে। কোন কোন পরিবার শস্য উৎপাদনও করিয়া থাকে।

সুভাগ (ত্রি) শোভন ভাগ্যযুক্ত, উত্তম ভাগ্যবিশিষ্ট।

"চিক্কনী বর্হতে সুভাগাঃ" (ঋক্ ১।১৬৭।৭)

'সুভাগাঃ শোভনভাগ্যোপেতাঃ' (সায়ণ)

সুভাগ্য (ত্রি) সু শোভনো ভাগ্যং যস্য। উত্তম ভাগ্যবিশিষ্ট, শুভাদৃষ্টযুক্ত।

সুভাঞ্জন (পুং) সু শোভনং অঞ্জনং যস্মাৎ। শোভাঞ্জন বৃক্ষ।

সুভানু (ত্রি) ১ উত্তম ভানুযুক্ত। (পুং) ২ চতুর্থ হুতাস নামক যুগের দ্বিতীয় বর্ষের নাম সুভানু। এই বৎসর মধ্য ফলদায়ক, এবং রোগপ্রদ।

"শ্রেষ্ঠং চতুর্থস্য যুগস্য পূর্ব্বং যচ্চিত্রভানুং কথয়ন্তি বর্ষং।

মধ্যং দ্বিতীয়ন্তু সুভানুসংজ্ঞং রোগপ্রদং মৃত্যুকরং ন তচ্চ॥"

(বৃহৎসংহিতা ৮।৩৩)

ইহা সম্বৎসরের মধ্যে ১৭ বৎসর। ৩ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র-ভেদ। (ভাগবত ১০।৬১।১০) ৪ সহ্যাদ্রি বর্ণিত রাজভেদ।

সুভাবিত (ত্রি) উত্তমরূপে ভাবিত, যে ঔষধ উত্তম রূপে ভাবনা দেওয়া হইয়াছে। (সুশ্রুত)

সুভাবিত্ব (ক্লী) সুভাবিনো ভাবঃ সুভাবিন্-ত্ব। যাহা উত্তম রূপে ভাবনা দেওয়া হইয়াছে তাহার ভাব বা ধর্ম্ম।

সুভাষণ (ক্লী) সু-ভাষ-ল্যুট্। সুন্দর ভাষণ, সুবাক্য কথন। (পুং) যুযুধানের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।১৩।২৫)

সুভাষিত (পুং) সুষ্ঠু ভাষিতং যস্য। ১ বুদ্ধভেদ। (ত্রিকা°) (ত্রি) সু-ভাষ-ক্ত। ২ সুন্দর কথিত। ৩ সুন্দর বাক্যবিশিষ্ট। (ক্লী) সুষ্ঠু ভাষিতং ভাবে ক্ত। ৪ সুবাক্য।

"বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং।

নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং বালাদপি সুভাষিতং॥" (হিতোপদেশ)

সুভাষিতগবেষিন্ (পুং) বৌদ্ধ অবদানোক্ত রাজভেদ।

সুভাষিন্ (ত্রি) সুভাষতে ভাষ-ণিনি। উত্তম বাক্য যুক্ত, উত্তম বাক্যবিশিষ্ট।

সুভাস্ (ত্রি) সু শোভনং ভাঃ দীপ্তির্যস্য। "সুভাসং শুক্র-শোচিষং" (ঋক্ ৮।২৩।২০) 'সুভাসং শোভনদীপ্তিং' (সায়ণ)

সুভাস (পুং) ১ সুধন্বার পুত্রবিশেষ। (বিষ্ণুপু° ৪।৫।১২) ২ দানবভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৭।২৪) (ত্রি) ৩ উত্তম দীপ্তিযুক্ত।

সুভিক্ষ (ত্রি) সুখেন লভ্যা ভিক্ষা যত্র। সুলভ ভৈক্ষ দ্রব্য, সুলভ ভৈক্ষযুক্ত কালাদি। যে সময় ভিক্ষা অতি সুখে লাভ হয়। প্রচুর ভিক্ষা বা ভিক্ষাবিশিষ্ট।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।

দাতান্নস্য তু দুর্ভিক্ষে সুভিক্ষে বস্ত্রহেমদঃ॥" (অগ্নিপু°)

সুভিক্ষা (স্ত্রী) সুষ্ঠু ভিক্ষ্যতেঽসৌ-সু-ভিক্ষ-ঘঞ্-টাপ্। ১ ধাতু-পুষ্পিকা, ধাতকী বৃক্ষ, চলিত ধাই ফুলের গাছ।

"ধাতকী ধাতুপুষ্পী চ তাম্রপুষ্পী চ কুঞ্জবা।
সুভিক্ষা বহুপুষ্পী চ বহ্নিজ্বালা চ সা স্মৃতা॥" (ভাবপ্রকাশ)

১ শোভন ভিক্ষা।

সুভিষজ্ (ত্রি) উত্তম চিকিৎসক, উত্তম বৈদ্য।

সুভীত (ত্রি) সু-ভী-ক্ত। অতিশয় ভীত, যিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছেন।

সুভীম (ত্রি) অতি ভীষণ। (পুং) যজ্ঞমুখ্ দেবভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুভীমা—কৃষ্ণের পত্নীভেদ। (হরিবংশ)

সুভীরক (পুং) পলাশ বৃক্ষ। (হারাবলী)

সুভীরু (ত্রি) অতিশয় ভীরু, অত্যন্ত ভয়শীল।

সুভুক্ত (ত্রি) সু-ভুজ-ক্ত। উত্তম রূপে ভুক্ত, যিনি ভালরূপে ভোজন করিয়াছেন।

সুভুজ (ত্রি) সু শোভনৌ ভুজৌ যস্য। শোভনবাহুবিশিষ্ট। (রঘু ৬।৫৫)

সুভূ (ত্রি) সু শোভনা ভূরুৎপত্তির্যস্য। সুজাত, শোভনজন্মা, যাহার শোভন জন্ম হইয়াছে। ২ মহৎ, বৃহৎ। "সাকংজাতাঃ সুভ্বঃ সাক মুক্ষিতাঃ" (ঋক্ ৪।৫৫।৩) 'সুভ্বঃ সুষ্ঠু ভবন্তঃ মহান্ত ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ) (স্ত্রী) সু-শোভনা ভূ ভূমিঃ। ৩ শোভন ভূমি, উৎকৃষ্ট ভূমি। (ত্রি) ৪ তৎসম্বন্ধী।

সুভূত (ক্লী) সু-ভূ-ভাবে ক্ত। উত্তম হওয়া, সাধু হওয়া।

সুভূতি (স্ত্রী) ১ উন্নতি। (পুং) ২ কোষকারভেদ। ৩ বসুভূতির পুত্র। ৪ বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

সুভূতিচন্দ্র, সুপ্রসিদ্ধ জৈনটীকাকার। ইনি অমরকোষের একখানি টীকা রচনা করেন। মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে ইঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সুভূতিক (পুং) সুষ্ঠু ভূতির্যত্র, কপ্। বিল্ববৃক্ষ। (রাজনি°)

সুভূম (পুং) কার্ত্তবীর্য্য, ইনি জিনদিগের অষ্টম চক্রবর্ত্তী। (হেম)

সুভূমি (স্ত্রী) সু শোভনা ভূমিঃ। ১ উৎকৃষ্ট ভূমি। (পুং) ২ উগ্রসেনের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°) (ত্রি) সু শোভনা ভূমির্যস্য। ৩ উত্তম ভূমিবিশিষ্ট।

সুভূমিক (ক্লী) সরস্বতী নদীতীরস্থ জনপদবিশেষ।

সুভূমিপ (পুং) ১ উগ্রসেনের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) (ত্রি) ২ উৎকৃষ্ট ভূমিপতি, উৎকৃষ্ট ভূমিরক্ষক।

সুভূষণ (ক্লী) সু শোভনং ভূষণং। ১ সুন্দর ভূষণ, উত্তম অলঙ্কার। (ত্রি) ২ সুন্দরভূষণবিশিষ্ট। (পুং) ৩ উগ্রসেনের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

সুভৃত (ত্রি) সুষ্ঠুরূপে ভৃত, শোভনরূপে অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা যাহাকে ভরণ করা হয়। "বৃহস্পতিং যঃ সুভৃতং বিভর্ত্তি" (ঋক্ ৪।৫০।৭) 'সুভৃতং সুষ্ঠু হরিঃ স্তোত্রাদিনা অন্নাচ্ছাদনাদিনা বা বিভর্ত্তি'(সায়ণ)

সুভৃশ (ক্লী) সুষ্ঠু ভৃশং। ১ বাঢ়। ২ অতিশয়, বহু। (শব্দরত্না°)

'শপ্স্যামি ত্বং দ্বিজশ্রাস্ত যেন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ।
ত্বাঞ্চাপি সুভৃশং ক্রুদ্ধ নোচেৎ মাং ত্বং ভজিষ্যসি॥'
(দেবীভাগবত ২।৬।২৬)

সুভেষজ (ক্লী) সু শোভনং ভেষজং। উত্তম ভেষজ, উত্তম ঔষধ, ব্যাধিনাশক ঔষধ, যে ঔষধ দ্বারা রোগ প্রশমিত হয়।

"তৎ তে কৃণোমি ভেষজং সুভেষজং॥" (অথর্ব্ব ২।৩।১)
'সুভেষজং ব্যাধিনিবর্ত্তনক্ষমং অতিশয়বীর্য্যযুক্তং' (সায়ণ)

সুভোগ্য (ত্রি) উত্তমরূপ ভোগযুক্ত। উত্তমরূপ ভোগার্হ।

সুভোজ (ত্রি) ১ উত্তমভোজনযুক্ত। (পুং) ২ উত্তমভোজন।

সুভোজন (ক্লী) সুষ্ঠু ভোজনং। সুষ্ঠু ভোজন, উত্তমরূপ ভোজন।

সুভোজস্ (ত্রি) শোভন ভোজনযুক্ত বা শোভন ভোগযুক্ত।

"মন্বে বাং দ্যাবা পৃথিবী সুভোজসৌ সচেতসৌ"(অথ° ৪।২৬।১)
'সুভোজসৌ সুষ্ঠু ভোজয়িত্র্যৌ শোভনভোগে বা' (সায়ণ)

সুভৌম, জৈনদিগের মতে রাজচক্রবর্ত্তিভেদ। জৈনহরিবংশে লিখিত আছে যে পরশুরাম যখন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনাশ করেন, সেই সময় তৎপত্নী কুশিকাশ্রমে গিয়া শিশু পুত্র সুভৌমকে রক্ষা করেন। ঋষি কুশিকের শিক্ষকতাগুণে সুভৌম সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া পিতৃবৈরিতা স্মরণ করিয়া এক-বিংশতিবার পৃথিবী অব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় আবার ক্ষত্রিয়প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুভ্রাজ্ (পুং) দেবভ্রাজের পুত্র সৌরদেবভেদ। (ভারত)

সুভ্রূ [ভ্রূ] (স্ত্রী) সুষ্ঠু ভ্রূর্যস্যাঃ বা ঊঙ্। ১ নারী। (জটাধর) শোভনা ভ্রূঃ। ২ উত্তম ভ্রূ। (ত্রি) ৩ সুন্দর ভ্রূবিশিষ্ট।

"সুনসং সুভ্রুবং চারুকপোলং সুরসুন্দরং।"
(ভাগবত ৩।২৩।৩২)

সুম (ক্লী) সুষ্ঠু মাতীতি মা-ক। ১ পুষ্প। (অমরটীকায় ভরত)

"কিং হারৈঃ কিমু কঙ্কণৈঃ কিমু সুমৈঃ কিং কর্ণপুরৈরলং।"
(রাজেন্দ্রকর্ণপূর ৭৪)

(পুং) ২ চন্দ্র। ৩ নভঃ। (সংক্ষিপ্তসারউণাদি)

সুমখ (ত্রি) সু শোভনো মখো যস্য। উত্তমযজ্ঞবিশিষ্ট।

"সুমখায় বেধসে নোধঃ সুবৃক্তিং" (ঋক্ ১।৬৪।১)
'সুমখায় শোভনযজ্ঞায়' (সায়ণ)

সুমগধ (পুং) বৌদ্ধসূত্র গ্রন্থবিশেষ।

সুমঙ্গল (ত্রি) সুষ্ঠু মঙ্গলং যস্য। অতিশয় ক্ষেমযুক্ত, অতিশয় মঙ্গলবিশিষ্ট। (পুং) ২ বিষভেদ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

সুমঙ্গলা (স্ত্রী) সুমঙ্গল-টাপ্। বায়সোলী, চলিত মাকড়াহাতা বা মাকড়িয়া। (রত্নমালা) ২ অর্হৎমাতা। (হেম) ৩ কামাখ্যাস্থিত নদীবিশেষ। এই নদী হিমালয়পর্ব্বত হইতে

নির্গতা। মণিকূট পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে ইহা প্রবাহিত হইয়াছে। মণিকূট পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া যিনি এই নদীকে অবলোকন করেন, তাহার গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয় এবং অন্তকালে তিনি স্বর্গে গমন করেন।

"নদী সুমঙ্গলা নাম হিমপর্ব্বতনির্গতা।
পূর্ব্বস্যাং মণিকূটস্য সদা স্রবতি শোভনা॥
মণিকূটং সমারুহ্য যস্তাং পশ্যতি বৈ নদীং।
স গঙ্গাস্নানজং পুণ্যমবাপ্য ত্রিদিবং ব্রজেৎ॥"

(কালিকাপু° ৮১ অঃ)

সুমঙ্গা (স্ত্রী) নদীভেদ। (বিষ্ণুপু°)

সুমজ্জানি (ত্রি) স্বয়মুৎপন্ন, সর্ব্বজগৎমাদনশীল শ্রীপতি, বিষ্ণু।

"যঃ পূর্ব্বায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে" (ঋক্ ১।১৫৬।২)

'সুমজ্জানয়ে স্বয়মেবোৎপন্নায়, জনেরৌণাদিক ইন্, সুমৎ স্বয়মিত্যর্থঃ যদ্বা সুতরাং মাদয়তীতি সুমৎ তাদৃশী জায়া যস্য স তথোক্তঃ তস্মৈ সর্ব্বজগৎমাদনশীলায় শ্রীপতয়ে' (সায়ণ)

সুমণি (ত্রি) উত্তমমণিবিশিষ্ট। (পুং) ২ উত্তমমণি। ৩ স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত)

সুমণ্ডল (পুং) রাজভেদ। (ভারত)

সুমৎ (ত্রি) স্বয়ং। "মাতরা সীদতাং বর্হিরাসুমৎ" (ঋক্ ১।১৪২।৭)

'সুমৎ স্বয়ং' (সায়ণ)

সুমত (ত্রি) সু-মন-ক্ত। সুন্দর জ্ঞানবিশিষ্ট, শোভন জ্ঞানযুক্ত।

সুমতি (পুং) শোভনা মতির্যস্য। ১ বর্ত্তমান কল্পীয় অর্হৎ বিশেষ। ২ ভূতকল্পীয় অর্হদ্বিশেষ। (হেম) ৩ শোভন মতিবিশিষ্ট, সুবুদ্ধিযুক্ত। (স্ত্রী) ৪ শোভনা মতি, সুবুদ্ধি। ৫ বিষ্ণুযশার পত্নী। ভগবান্ বিষ্ণুযশার ঔরসে সুমতির গর্ভে কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কলির ক্ষয় করিবেন।

"সম্ভবে বিষ্ণুযশসো গৃহে প্রাদুর্ভবাম্যহং।
সুমত্যাং মাতরি বিভোঃ কন্যায়াং তন্নিদেশতঃ॥
চতুর্ভির্ভ্রাতৃভিদেব করিষ্যামি কলিক্ষয়ং॥" (কল্কিপু° ২অঃ)

[কল্কি দেখ]

সুমতিঞ্জয় (পুং) বিষ্ণু। (হেম)

সুমতিমেরু (ত্রি) হলের অংশ বিশেষ। লাঙ্গলের একভাগ।

সুমতিমেরুগণি (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য।

সুমতিরেণু (পুং) যক্ষভেদ।

সুমতিবিজয়, মেঘদূতাবচূর্ণি ও সুগমান্বয়া নাম্নী রঘুবংশটীকাপ্রণেতা। ইনি বিক্রমপুরানবাসী ছিলেন।

সুমতিশীল (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

সুমতিহর্ষ, হর্ষরত্নগণির শিষ্য। ইনি ১৬২২ খৃঃ করণকুতূহল বৃত্তি রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন ইঁহার রচিত শ্রীপতিকৃত জাতকপদ্ধতির টীকা, হরিভদ্ররচিত তাজিকসারের টীকা ও হোরামকরন্দ টীকা পাওয়া যায়।

সুমতীন্দ্রযতি, রসিকরঞ্জনী নাম্নী উদাহরণটীকা এবং সাহিত্যসাম্রাজ্যনামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি সুরীন্দ্রপূজ্যপাদের শিষ্যছিলেন।

সুমতীবৃধ (ত্রি) শোভনা বুদ্ধিবর্দ্ধক, উত্তম বুদ্ধি বৃদ্ধিকারক।

"সুষ্টুতি সুমতী বৃধোরাতিং॥" (শুক্ল যজুঃ ২১।১২)

'সুমতী বৃধঃ শোভনাং মতিং বর্দ্ধয়তি সুমতিবৃধ্ তস্য সংহিতায়ামেতদ্দীর্ঘঃ' (মহীধর)

সুমৎক্ষর (ত্রি) যাহা স্বয়ং ক্ষরিত হয়।

"সুমৎক্ষরাণাং শতক্রত্রিয়াণামগ্নিষ্বাত্তানাং॥" (শুক্ল যজুঃ ৩১।৪৩)

'সুমৎক্ষরাণাং সুমৎ স্বয়ং ক্ষরন্তি তানি সুমৎক্ষরাণি তেষাং সুমদিতি স্বয়মিত্যস্য পর্য্যায়ঃ' (মহীধর)

সুমদংশু (ত্রি) স্বতঃপ্রাংশু, অতিদীর্ঘাবয়ব।

"সুমদংশুর্নামী" (ঋক্ ১।১০০।১৬)

'সুমদংশু স্বতঃ প্রাংশুঃ অতিদীর্ঘাবয়বাঃ।' (সায়ণ)

সুমদন (পুং) সুষ্ঠু মদয়তি কোকিলাদীনিতি, সু-মদ-ণিচ্-ল্যু। আম্রবৃক্ষ। (রাজনি°)

সুমদনা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (কালিকাপু° ৭৮ অঃ)

সুমদাত্মজ (স্ত্রী) সুমদ আত্মজ ইব যস্যাঃ সুমদস্য আত্মজেব ইতি বা। অপ্সরা। (ত্রিকা°)

সুমদ্গণ (ত্রি) শোভনগণ, শোভনগণযুক্ত।

"দেবেভির্নিভিঃ সুমদ্গণঃ" (ঋক্ ২।৩৬।৩)

'সুমদ্গণঃ শোভনগণঃ' (সায়ণ)

সুমদ্র (অব্য) মদ্রাণাং সমৃদ্ধিঃ (অব্যয়ং বিভক্তি সমীপসমৃদ্ধীতি। পা ২।১।৬) ইতি অব্যয়ীভাবঃ। মদ্রদেশের সমৃদ্ধি, সমৃদ্ধি এই অর্থে সু ও মদ্রের সহিত অব্যয়ীভাব সমাস হওয়ায় এই পদ অব্যয় হইয়াছে। অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্ব্বপদ অব্যয় এবং পরপদ অনব্যয় থাকে।

সুমদ্রথ (ত্রি) শোভন রথবিশিষ্ট, সুন্দর রথযুক্ত।

"অগ্নির্ভুব শবসা সুমদ্রথঃ" (ঋক্ ১।৩।৯)

'সুমদ্রথঃ শোভনরথঃ' (সায়ণ)

সুমধুর (ক্লী) সুষ্ঠু মধুরং। ১ অতিশয় মধুর বাক্য, পর্য্যায় সান্ত্ব। (হেম) (ত্রি) ২ অতিশয় মধুর রসযুক্ত।

"গীতধ্বনিং সুমধুরং তথৈবাধ্যাপনধ্বনিং।
হংসান্ সুমধুরাংশ্চাপি তত্র সুশ্রাব পার্থিব॥"(ভারত ১৩।৫৪।২৫)

(পুং) সুষ্ঠু মধুরো রসো যত্র। ৩ জীবশাক। (রাজনি°)

সুমধ্য (ত্রি) সু শোভনঃ মধ্যঃ মধ্যভাগো যস্য। সুমধ্যম, শোভনমধ্যভাগবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুমধ্যা—সুমধ্যমা নারী।

সুমধ্যম (ত্রি) উত্তম মধ্যভাগবিশিষ্ট। উত্তম কটিদেশবিশিষ্ট।

স্ত্রিয়াং টাপ্। সুমধ্যমা—শোভন মধ্যদেশযুক্তা রমণী, ক্ষীণ-মধ্যা স্ত্রী, যে স্ত্রীর কটিদেশ অতি শোভায়মান।

সুমন (পুং) সুষ্ঠু মন্যতে ইতি সু-মন-অচ্। ১ গোধূম। ২ ধুস্তূর। (শব্দমালা) (ত্রি) ৩ মনোহর।

সুমন, সহ্যাদ্রিবর্ণিত কএকজন রাজা। (সহ্য° ৩২।৪, ৩৩।৪৮, ৭৫)

সুমনঃপত্র (ক্লী) জাতীপুষ্পপত্র, সুমনঃপত্রিকা।

সুমনঃপত্রিকা (স্ত্রী) সুমনসো জাত্যাঃ পত্রিকা। ১ জাতীপত্রিকা। ২ জাতীকোষ, চলিত জয়িত্রী। (রাজনি°)

সুমনঃপ্রধান (পুং) জাতীপল্লব, জাতী ফুলের শাখা। (চক্রদত্ত)

সুমনঃফল (ক্লী) সুমনসো জাত্যাঃ ফলং। ১ জাতীফল। (রাজনি°) (পুং) সুষ্ঠু মনো যস্মাৎ তাদৃশং ফলং যস্য। ২ কপিত্থ বৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

সুমনস্ (পুং) শোভনং মনো যস্য। ১ দেবতা। অমরটীকায় ভরত ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, "সুষ্ঠু মন্যতে সুমনাঃ অল্ শোভনং মনোঽস্য ইতি বা" (ভরত) ২ পণ্ডিত। (মেদিনী) ৩ পূতিকরঞ্জ। (শব্দমালা) ৪ নিম্ব। ৫ মহাকরঞ্জ। ৬ গোধূম। (রাজনি°) (ত্রি) ৭ শোভনচিত্ত, উত্তম মনোযুক্ত। (স্ত্রী) সুষ্ঠু মনো যস্যাঃ। ৮ পুষ্প। পুষ্প অর্থে সুমনস্ শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, কিন্তু স্থল বিশেষে যদিও একবচনান্ত প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা বলিয়া সাধারণতঃ একবচনান্ত প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। দ্বিতীয়তঃ এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও ক্লীবলিঙ্গে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন "সুপ্রীতং মনো আভিঃ, ইতি সুমনসঃ নিত্য বহুবচনান্তত্বাং বহুবচননির্দ্দেশঃ। একত্বঞ্চ দৃশ্যতে।

'সুমনাঃ পুষ্পমালত্যোঃ স্ত্রিয়াং নাচীরদেবয়োঃ।' ইতি মেদিনী।

বেশ্যা শ্মশানসুমনা ইব বর্জ্জনীয়া। ইতি শূদ্রকপ্রয়োগঃ। সুমনসঃ ক্লীবত্বমপি, পুষ্পং সুমনঃ কুসুমং ইতি নাম মালাদিদর্শনাৎ। অপ্রত্যাখ্যেয়ে দধিসুমনসীতি ক্লীবত্বং ছান্দসমিত্যেকে।" (ভরত) কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে সুমনঃ শব্দ যে ক্লীবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ছান্দস।

মহাভারতে এই শব্দের নামনিরুক্তি এইরূপে লিখিত আছে, মন অতিশয় আহ্লাদিত হয় এবং শ্রীদান করে বলিয়া পুষ্পকে সুমনস্ কহে। যিনি দেবতাদিগকে ইহা দান করেন, তাঁহার প্রতি দেবগণ সন্তুষ্ট হন।

"মনোহ্লাদয়তে যস্মাৎ শ্রিয়ঞ্চাপি দদাতি চ।
তস্মাৎ সুমনসঃ প্রোক্তা নরৈঃ সুকৃতকর্ম্মভিঃ॥
দেবতাভ্যঃ সুমনসো যো দদাতি নরঃ শুচিঃ।
তস্য তুষ্যন্তি বৈ দেবাস্তুষ্টাঃ পুষ্টিং দদত্যপি॥"
(ভারত ১৩।৯৮।২০-২১)

৯ জাতী, চামেলী। ১০ শতপত্রী, সেউতী। (রাজনি°)

সুমনা (স্ত্রী) জাতীপুষ্পবৃক্ষ। "আবস্তাপি সুমনাস্তি। সুমনায়াশ্চ পত্রাণি পটোলারিষ্টয়োস্তথা।" (ভয়ত্বধৃত সুশ্রুত)

সুমনা, প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৫৩।৩)

সুমনামুখ (ত্রি) সুন্দর মুখবিশিষ্ট।

সুমনায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। (সংস্কারকৌ°)

সুমনাস্য (পুং) যক্ষভেদ।

সুমনোজ্ঞঘোষ (পুং) সুমনোজ্ঞঃ ঘোষো ঘোষণা যস্য। বুদ্ধদেব।

সুমনোত্তরা (স্ত্রী) অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রী।

সুমনোমুকুল (ক্লী) জাতীপুষ্পের মুকুল, জাতী ফুলের কুড়ি। (সুশ্রুত সূ° ৩৬ অ°)

সুমনোমুখ (পুং) যক্ষভেদ।

সুমনোরজস্ (ক্লী) সুমনসাং রজঃ। পরাগ, পুষ্পরেণু। (অমর)

সুমনোহর (ত্রি) অতিশয় মনোহর, অতিশয় মনোজ্ঞ।

সুমন্ত, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্য° ৩১।৩৬)

সুমন্তু (পুং) মুনি বিশেষ। এই মুনি অথর্ব্ববেদের শাখাপ্রচারক এবং বজ্রবারক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

"অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দারুণো মুনিঃ।
ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ॥" (ভাগ° ১।৪।২১)
"জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রবারকাঃ॥" (পুরাণ)

জৈমিনি, সুমন্ত, বৈশম্পায়ন, পুলস্ত্য ও পুলহ এই পাঁচ জন মুনি বজ্রবারক, অর্থাৎ ইঁহাদের নাম করিলে আর বজ্র ভয় থাকে না। পৈঠীনসি, হলায়ুধ প্রভৃতির গ্রন্থে একখানি সুমন্তুকৃত স্মৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। (ত্রি) সুষ্ঠু মন্তুঃ অপরাধো যস্য। ২ অতিশয় অপরাধী।

সুমন্তু, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্য° ২৭।২৩, ২৭।২৫)

সুমন্ত্র (পুং) কল্কিদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্র এই তিন জন কল্কির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কল্কিদেব এই ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া অধর্ম্মের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। (কল্কিপু° ২, ৩ অ°) ২ রাজা দশরথের সারথি ও মন্ত্রী। রামচন্দ্র যখন বনগমন করেন, তখন সুমন্ত্র তাঁহাকে রথে করিয়া কিয়দ্দূর লইয়া গিয়া তথায় রাখিয়া প্রত্যাগত হন। [রাম ও দশরথ দেখ]

সুমন্ত্রক (পুং) সুমন্ত্র স্বার্থে কন্। সুমন্ত্র শব্দার্থ, কল্কির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

সুমন্ত্রিত (ত্রি) উত্তম রূপে মন্ত্রিত, যাহার সম্বন্ধে উত্তম রূপে মন্ত্রণা করা হইয়াছে।

সুমন্ত্রিন্ (ত্রি) সু শোভনং মন্ত্রী। উত্তম মন্ত্রী, মন্ত্রণাকুশল,

রাজা সুমন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করিলে বিপন্ন হন না, তাহার সকল বিষয়ে শুভ হইয়া থাকে। আর দুর্ম্মন্ত্রীর মন্ত্রণায় কার্য্য করিলে প্রতিপদে তাহার বিপদ হয়।

সুমন্দবুদ্ধি (ত্রি) সুমন্দা বুদ্ধির্যস্য। অতিশয় মন্দ বুদ্ধি; অতি দুর্বুদ্ধি।

সুমন্দভাজ্ (ত্রি) অতি মন্দ ভাগ্য, হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য।

সুমন্দা (স্ত্রী) শক্তিভেদ।

সুমন্দ্র (ত্রি) সুমধুর ধ্বনি।

সুমন্মান্ (ত্রি) শোভনমতি, উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট।

"বৃধান উষসা সুমন্মা" (ঋক্ ৭।৬৮।৯)

'সুমন্মা শোভনমতিঃ' (সায়ণ)

সুমন্যু (ত্রি) সু শোভনো মন্যুর্যস্য। ১ অতি ক্রোধী, অতিশয় মন্যুবিশিষ্ট। (পুং) ২ দেবগন্ধর্ব্ব। (ভারত)

সুমর (পুং) বায়ু। সহজ মৃত্যু।

সুমরীচিকা (স্ত্রী) সাংখ্যোক্ত নবধা তুষ্টির মধ্যে এক প্রকার তুষ্টি।

সুমল্লিক (পুং) জনপদ ভেদ।

সুমহ (পুং) জহ্নুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

সুমহৎ (ত্রি) অতি মহৎ, বিপুল, অনেক।

"সুমহান্ত্যপি শাস্ত্রাণি ধারয়ন্তো বহুশ্রুতাঃ।" (হিতোপদেশ)

সুমহস্ (ত্রি) সু শোভনং মহঃ তেজো যস্য। শোভনতেজস্ক, অতি তেজোযুক্ত।

"রাস্ব সুমহো ভূরি মন্ম" (ঋক্ ৪।১১।২)

'সুমহঃ শোভনতেজস্কঃ' (সায়ণ)

সুমহাকপি (পুং) দানবভেদ।

সুমহাতপস্ (ত্রি) সুমহৎ তপো যস্য। অতি তপস্বী, সুমহৎ তপোযুক্ত, যিনি অত্যন্ত তপস্যা করিয়াছেন।

সুমহাত্মন্ (ত্রি) সুমহান্ আত্মা যস্য। অতি মহাত্মা, অতি মহাশয়।

সুমহাত্যয় (ত্রি) সুমহান্ অত্যয়ো নাশো যত্র। অতি বিনাশযুক্ত যুদ্ধ, যে যুদ্ধে অতিশয় বিনাশ হয়। অতিশয় নাশবিশিষ্ট।

সুমহাবল (পুং) অতি বলবান্, অতিশয় বলশালী।

সুমহাবাহু (ত্রি) সুমহান্তৌ বাহূ যস্য। সুদীর্ঘ বাহু, আজানুলম্বিত ভুজ।

সুমহামনস্ (ত্রি) সুমহৎ মনো যস্য। মনস্বী, প্রশস্ত মনোযুক্ত।

সুমহারথ (পুং) অতিরথ, অতিশয় বীর পুরুষ।

সুমহাসত্ত্ব (ত্রি) সুমহৎ সত্ত্বং যস্য। অতি বলশালী।

সুমাগধা (স্ত্রী) অনাথপিণ্ডিকের কন্যা।

সুমাগধী (স্ত্রী) মগধপ্রবাহিত নদীভেদ। (রাজনি°)

সুমাতৃ (ত্রি) ১ শোভনমাতৃক, উত্তম মাতাযুক্ত।

"সুমাতরো মহাগ্রামো ন যামন্" (ঋক্ ১০।৭৮।৬)

'সুমাতরঃ শোভনমাতৃকাঃ' (সায়ণ)

(স্ত্রী) ২ উত্তম মাতা।

সুমাত্রা—পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের (The Eastern Archipelago) সম্মুখ ভাগে অবস্থিত বৃহৎ একটি দ্বীপ। ভেনিসের নিকলো ডি কান্টি ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি তদানীন্তন পোপের মুন্সীর নিকট স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠান। তাহাতে তিনি বলেন যে জেইলাম্ (Zeilam) হইতে সমুদ্র-পোতে রওনা হইয়া তিনি আসিয়া সুমাত্রা নামক এক প্রকাণ্ড দ্বীপে অবতরণ করেন। প্রাচীনেরা এদেশকে 'তাপ্রোবন' বলিত। ইহার পরে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে ওডোয়ারডাস্ বারবোসা (Odoardus Barbosa) যাইয়া সুমাত্রা পরিদর্শন করেন। তাঁহার মতে এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যজাত প্রধানতঃ কাটি অথবা চীন দেশে রপ্তানি হইত।

মলয় উপদ্বীপ ও চীনসাগরকে ভারত মহাসমুদ্র হইতে পৃথক্ রাখিয়া সুমাত্রা পেনাং এর সমান্তরাল রেখায় আরম্ভ হইয়া বণ্টমের সমান্তরাল রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার বৃহত্তম দৈর্ঘ্য ৯২৫ ভৌগোলিক মাইল এবং প্রস্থ গড়ে ৯০ মাইল। বর্গফল মোটামুটি ভাবে ১২৮৫৬০ ভৌগোলিক বর্গমাইল। পশ্চিমপ্রান্তে যে সংলগ্নপ্রায় দ্বীপ গুলি আছে, সে গুলিকে ধরিলে জমির পরিমাণ আরও ৫০০০ মাইল বাড়িয়া যাইবে। ইহার দক্ষিণ পশ্চিম সীমায় কতকটুকু নীচু জমি আছে—তাহার পরেই একেবারে পাহাড় উঠিয়াছে। এখানে নিম্নলিখিত পাহাড় গুলি আছে—

তেলাং—১১৮২০ ফিট্
সিঙ্গালং—৯৬৩৪ "
মেরাপী—৯৫৭০ "
সাগো—৫৮৬২ "
অফির—৯৭৭০ "
কলাবু—৫১১৫ "
সেরেৎ মেরাপী—৫৮৬০"
পিত্য কেলিং—৬৮০ "
লুবুরাজা—৬২৩৪ "
ইন্দ্রপুর—১২২৫৫ "
লিউস্ (অচীন্ রাজ্য)—১১২৫০
লম্বক্—১২৩৬৩ "

সমগ্র দ্বীপ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে অচীন্, দিল্লী, লম্বাৎ ও সিয়াক এই কয়টি উল্লেখযোগ্য। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে অচীনের সঙ্গে ইংরাজদিগের রাজনৈতিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। ১৮১৫ খৃঃ অব্দে এখানে যে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয়, তাহার

ফলে দুর্ব্বল কামাসক্ত রাজা জওহর সাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত সীক্-উল আলম সাহ নামক একজন ধনাঢ্য বণিকপুত্রকে সিংহাসন প্রদান করা হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল-ব্যাপী পরামর্শ ও বন্দোবস্তের পরে রাজ্যচ্যুত রাজাকে পুনরায় সিংহাসনে বসান হয় এবং তাঁহার সঙ্গে ইংরাজদিগের সন্ধি বন্ধন হয়। দিল্লী, লঙ্কাৎ এবং সিয়াকের সঙ্গেও ইহাদিগের সন্ধি বন্ধন হইয়াছিল; কিন্তু ১৮২৪ খৃঃ ওলন্দাজদিগের সঙ্গে যে সন্ধি বন্ধন হয়, তাহার পরে সুমাত্রার সঙ্গে ইংরাজদিগের সম্বন্ধ একেবারেই রহিত হইয়াছে। এখানে অন্ততঃ পক্ষে ১৫টি বিভিন্ন-জাতীয় লোকের বাস মোট লোক-সংখ্যা ২৫০০০০০ হইতে ৭০০০০০০ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সুমাত্রার উপকূলে বিভিন্ন স্থান হইতে এই সকল লোক আসিয়া বাস করিতেছে—

	ভৌগোলিক বর্গমাইল	য়ুরোপীয়	ভারতবাসী	চীন	আরব	অন্যান্য
পদং	২২০৭	১৩৭২	৯৩৭০০৭	৬৯৯৭	৭৭	৭০৭
তাপানেলি	...	২০২	১৭১০১২	৭৬৯	২৯	১৩৭
বেন্কুলেন্	৪৫৫	১৫৯	১৪২৫০১	৫৬৯	১৭	২
লাম্পং	৪৭৫	৭৭	১২৫৪০১	২৪৬	১৮	১৪
পালেমব্যাং	২৫৫৮	২৮০	৬২১৯০০	৪২৪৫	১৯৫১	১২৪
পূর্ব্বোপকূল	৭৬৮	৪৩৫	১১০০৭১	২৯৮৫৭	...	২৪
এচি	৯২৮	২২৮	৪৭৪৩০০	৩৫০৯	২২২	৮৩৯

অসভ্যজাতি—এখানে দুই শ্রেণীর অসভ্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণী অর্দ্ধ-অসভ্য—ইহারা আদিম নিবাসীদিগের বংশধর এবং সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে বাস করিয়া থাকে। উত্তরে ইহাদিগের নাম ওরাং লুবু, এবং দক্ষিণে ওরাং কুবু। মেজর টাইলারের বর্ণনানুসারে বোধ হয় যে অবস্থা ও আচার ব্যবহারে মলয়-উপদ্বীপের অসভ্যতর জাতি-সমূহের সঙ্গে ওরাং কুবুদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। বাঙ্কায় যে ওরাং-গুণং জাতি আছে, তাহাদিগের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

সুমাত্রা একটি সুবিস্তীর্ণ সমরৈখিক পার্ব্বত্য মেখলায় বিভূষিত। ইহা পেনাং ও বন্টমের সমসূত্রে বিস্তৃত। এই মেখলার দক্ষিণতম প্রান্তে ওরাং আবুং নামক জাতির বাস। ইহারা বহুদিন পর্য্যন্ত মানুষের মাথা শিকার করিয়া বেড়াইত। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাড়ী ঘর ও বাসস্থান নাই—ইহারা পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। কেহ কেহ লোনা জলময় অপ্রশস্ত খাড়িতে নৌকায় ও কেহ কেহ পূর্ব্ব প্রান্তের সাগুবনে ও অনুচ্চ বৃক্ষ-সমাকুল জঙ্গলে বাস করিয়া থাকে। ইহারাও অর্দ্ধ-অসভ্য।

কিন্তু মলয়বংশীয়েরাই এখানকার প্রধান অধিবাসী। তাহাদিগের নাম ওরাং মলয়। ইহারা সুমাত্রার সমগ্র মধ্য ও বহু প্রদেশে বাস করিয়া থাকে। যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে ইহাদের বাস, তাহার বৃহত্তম দৈর্ঘ্য ২৭৫ মাইল ও প্রস্থ গড়ে ১৯০ মাইল। ইহাদিগকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, ১ম—যাহারা পর্ব্বতশ্রেণীতে বাস করিয়া থাকে, তাহারাও আবার চারি উপবিভাগে বিভক্ত। যথা—(১) মেনং-কাবাউ; (২) সপুলো বুয়া বন্দরের এবং গুণং সুঙ্গেই পাগুর মলয়; (৩) করিঞ্চি; (৪) রওয়া। ২য়—পর্ব্বত শ্রেণীর পশ্চিম সীমান্ত পার্ব্বত্য দেশ-বাসী, ৩য়—নিম্ন অথবা পূর্ব্ব প্রদেশের মলয় এবং ৪র্থ—উত্তর খণ্ডের পূর্ব্বোপকূলবাসী মলয়।

এখানে বাট্টা নামে আর এক জাতীয় লোকেরও বাস আছে। দৈহিক গঠনে তাহাদের সঙ্গে মলয় উপদ্বীপবাসী বিগুয়াদিগের বিশেষ কোন বৈসাদৃশ্য নাই। কিন্তু বুদ্ধি ও মানসিক শক্তির বিকাশ ইহাদিগের মধ্যেই অধিকতর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের ভাষার একটা বর্ণমালা আছে। এই ভাষা অন্য কোন ভাষা হইতে উদ্ভূত নহে, ইহা হইতে কয়েকটি উপভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ভূত প্রেতে ও ভবিতব্যতার পূর্ব্বাভাষে ইহাদের বিশ্বাস আছে। ইহারা সুমাত্রাদ্বীপের অভ্যন্তর প্রদেশে বাস করিয়া থাকে। ওলন্দাজদিগের রাজ্যের বহির্ভাগে যে সকল বাট্টা বাস করে, তাহারা সুদূর প্রাচীন কাল হইতেই নরমাংস খাইয়া আসিতেছে। এখানে পরদারগামী, নিশাথে দস্যুতাপরাধে ধৃত ব্যক্তি, যুদ্ধে বন্দী ও অন্য জাতীয়ের বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপয়িতা এবং যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক কোন গ্রাম, বাড়ী কি কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, তাহাদিগকে শাস্তিস্বরূপ কাটিয়া খাওয়া হয়।

সীমান্ত প্রদেশ গুলিতে বিভিন্ন জাতীয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। উত্তরখণ্ডের অনেক গ্রাম ও জেলায় মলয় এবং অচীনীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রোপকূলে দেশীয় লোক ছাড়া মলয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, ভারতবর্ষ ও আরবদেশ হইতে সমাগত বহু জাতীয় লোক, এবং পালেম্বং বঙ্কোলু, ও পদংএ অল্পসংখ্যক য়ুরোপীয়ও দেখিতে পাওয়া যায়।

কম্রিং এবং কমরিং উলুর অধিবাসীদিগের ভাষা, অক্ষরে ও উচ্চারণে, বাট্টাদিগের ভাষার অনেকটা অনুরূপ। এখানকার নৃত্য (মেনারেঃ) ও গীত (বারুগ্ ওয়ারা) অন্যান্য স্থানের নৃত্যগীত হইতে বিভিন্ন। এখানকার যুবতীরা, অন্যান্য যে সকল স্থানে সঙ্গীতের চর্চ্চা হইয়া থাকে, সে সকল স্থানের যুবতীদিগের অপেক্ষা দেখিতে ভাল ও হাব-ভাবে অধিকতর তৃপ্তিদায়িনী; ইহাদের কণ্ঠস্বরও অপেক্ষাকৃত শ্রবণানন্দদায়ক। এখানকার মেয়েরা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া তখন-তখন সুন্দর সুর-লয়যুক্ত ছড়া ও কবিতা গাইয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতে পারে। পূর্ব্বকালে ইহাদিগের মধ্য হইতে সুলতানের উপপত্নী সংগ্রহ কর

হইত। সুমাত্রাবাসীরা ব্যাঘ্রকে বড় ভয় ও ভক্তির চক্ষুতে দেখিয়া থাকে। ব্যাঘ্রের প্রচলিত নাম (রাইমু বা মোচিং) তাহারা কদাচিৎ লইয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বাস করিয়াই হউক, বা ইহাদিগকে প্রীত করিবার ও ভুলাইবার উদ্দেশ্যেই হউক, ইহারা ব্যাঘ্রকে সতোয়া (বন্য জন্তু), এমন কি 'নেনেক' (পূর্ব্বপুরুষ) নামে পর্য্যন্ত অভিহিত করিয়া থাকে।

মলয় ভাষা ব্যতীত, সুমাত্রা ও পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপসমূহে আরও অন্ততঃ নয়টি ভাষা প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে পাঁচটী ভাষার অনুশীলন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি চলিত ভাষাও প্রচলিত আছে। সুমাত্রার যে অংশ যবদ্বীপের সমীপবর্ত্তী, সেখানে লমপুং জাতির বাস। ইহাদিগের বর্ণমালায় ১৯টি মূল বর্ণ ও ২৫টি সংযুক্ত বর্ণ, মোট ৪৪টি বর্ণ আছে। সুমাত্রার পশ্চিম প্রান্তস্থিত দ্বীপসমূহে কয়েকটি ভাষা প্রচলিত আছে—ইহাদের কোন বর্ণমালা নাই। যথা, পগদ্বীপের নীয়াস্ জাতির ও মায়স্দিগের ভাষা। বাট্টাবা নরখাদক হইলেও আশ্চর্য্যের কথা যে তাহাদের মধ্যে লিখিত ভাষার প্রচলন আছে। সুমাত্রায় অচীন্ ও মলয়ভাষা আরবী অক্ষরে লেখা হয়। রেজাংদিগেরও স্বতন্ত্র ভাষা ও বর্ণমালা আছে।

ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি অদ্ভুত রীতি প্রচলিত আছে। সুমাত্রাবাসী কখনও নিজের নাম উচ্চারণ করে না। যদি ইহা না জানিয়া কোন বৈদেশিক তাহার নাম জিজ্ঞাসা করে তবে সে ভারি বিব্রত হইয়া পড়ে; অন্য লোক কাছে থাকিলে, তবে তাহার মুখ দিয়া নিজের নাম বলিয়া থাকে। কর্ত্তাই কেবল অধীন ব্যক্তিবর্গকে মধ্যম পুরুষে সম্বোধন করিতে পারেন, এতদ্ব্যতীত অন্য সকলেই প্রথম পুরুষের আশ্রয় লইয়া থাকে। নাম বা উপাধির উল্লেখ করিয়া কথা বলা হয়; সর্ব্বনাম কখনও ব্যবহৃত হয় না। যথা 'আপনার কি ইচ্ছা?' না বলিয়া 'অমুকের কি ইচ্ছা?' এইরূপ বলা হয়। আর যে স্থলে নাম কি উপাধি কিছুই জানা থাকে না, সেখানে কোন সাধারণ সম্মানসূচক শব্দের প্রয়োগ করা হয়। যথা "আপ ওরং কায়া পুনিয়া সুক?"—"আপনার কি ইচ্ছা?" যখন কোন অপরাধীর কি নিন্দার্হের উল্লেখ করিতে হয়, তখন ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনাম 'কাউ' (অঙ্কাউ হইতে সংক্ষিপ্ত) এই ঘৃণাসূচক শব্দটির প্রয়োগ করা হয়। পূর্ব্বকালে এখানে তিনটি বিভিন্ন রকমের বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। 'জুগুর' বিবাহে পুরুষ স্ত্রীকে ক্রয় করিয়া লইত; 'আম্বেল-আনক' বিবাহে স্ত্রী পুরুষকে ক্রয় করিত; আর 'সোমান্দোতে' উভয় পক্ষ সমকক্ষ ভাবে যোগদান করিত। আম্বেল-আনক বিবাহে, কুমারীর পিতা আপন অপেক্ষা নিম্নতর বংশের কোন যুবককে কন্যার স্বামীরূপে নির্বাচন করেন। তখন আর পিতৃবংশের সঙ্গে এই যুবকের কোন সম্বন্ধ থাকেনা। সে শ্বশুরের সংসারের একেবারে অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা জামাতার আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে গুটি পঞ্চাশ রজতমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং নিজে একটা মহিষবলি দেয়। তদবধি জামাতার 'বুরুক্ বৈক্নিয়া' (ভালমন্দ) তাহার পরিবারের সঙ্গে একেবারে জড়িত হইয়া পড়ে। সে খুন কি দস্যুতা করিলে, জরিমানার (বঙ্গুন) টাকাটা শ্বশুরবংশকে দিতে হয় এবং সে খুন হইলে জরিমানার টাকাটা তাহারা পাইয়া থাকে। বিবাহের বাবদ সে যত ঋণ করিবে, সে সমস্তের জন্য ইহারাও দায়ী; কিন্তু তৎপূর্ব্বের ঋণের জন্য তাহার পিতৃকুলদায়ী। শ্বশুরগৃহে তাহার পুত্র ও অধমর্ণ এই দুইএর মাঝামাঝি অবস্থা। পুত্রের ন্যায় বাড়ীর সুখ-দুঃখ সকলেরই সে অংশভাগী; কিন্তু কোন জিনিষের উপর তাহার নিজের কোন দাবী নাই। তাহার ক্ষেত্র উৎপন্ন শস্যে, তাহার অর্জ্জিত সকল জিনিষেই, শ্বশুর পরিবারের অধিকার। ইচ্ছা হইলে যখন-তখন, এমন কি সন্তানাদি হইবার পরেও, তাহাকে ইহারা পত্নীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া একেবারে বিদায় করিতে পারে।

প্রাচ্য দেশবাসীরা সুমাত্রাকে ইন্দালস্ (Indalas) এবং পুলো পার্চ্চা বা প্রৌচো নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এস্থান বহুকাল ধরিয়া সুবর্ণের জন্য বিখ্যাত। এখানে ভূগর্ভ হইতে প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ উত্তোলিত হয়। তাম্র, লৌহ এবং টিনের খনিও আছে। আগ্নেয়গিরিগুলির সমীপবর্ত্তী প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক প্রাপ্ত হওয়া যায়। মাটি হইতে সোরা উত্তোলিত হয়, কয়লাও এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

সুমাত্রা দ্বীপে প্রায় ১৫টি আগ্নেয়গিরি আছে। ইহার মধ্যে দেম্পো (১০৪৫০ ফিট্), ইন্দ্রপুত্র (১২১৪০ ফিট্); তলং (৮৪৮০ ফিট্) এবং মেরাহী (৯৭০০ ফিট্) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মিঃ জর্জ্জ উইণ্ডসর আরল্ প্রমাণ করিয়াছেন যে সুমাত্রা এবং তৎসমীপবর্ত্তী দ্বীপাবলী অনতিগভীর সাগর দ্বারা এসিয়া মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত। মিঃ ওয়ালেশ দেখাইয়াছেন, এই দ্বীপমালার কতকগুলি এসিয়ার সঙ্গে ও কতকগুলি অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মিলিত। সুমাত্রা, যব এবং বোর্ণিওর মধ্যে যে সাগর প্রবাহিত, তাহা এত অগভীর যে তার যেখানে-সেখানে জাহাজ নঙ্গর করিয়া থাকিতে পারে। সুমাত্রার হস্তী, তাপির (কতক অংশে শূকরের ও কতক অংশে গণ্ডারের সদৃশ) ও গণ্ডারের সঙ্গে এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তের কোন কোন স্থানের এই জাতীয় জন্তুর সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে যে সকল স্বভাবজাত দ্রব্যাদি, জীবজন্তু, পক্ষী ও পতঙ্গাদি দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেও সেই সকল আছে। অনেক স্থলেই এগুলি

দেখিতে ঠিক একই রূপ এবং একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। দৈহিক ও মানসিক শক্তির স্ফুরণ ও বিকাশে এবং চরিত্রের বলে মলয় জাতীয়েরা পাপুয়ান্‌দিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত। ক্রমেই মলয় জাতীয়েরা পাপুয়ান্‌দিগের মধ্যেও স্ব স্ব উন্নততর সভ্যতা, ভাষা ও আচার ব্যবহারের প্রসার বিস্তার করিতেছে।

য়ুরোপীয়গণ খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী হইতে সুমাত্রার পরিচয় পরিজ্ঞাত হইলেও ভারতবাসীর নিকট বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্ব হইতে সুমাত্রা পরিচিত। রামায়ণে এই ভূভাগ "সুবর্ণদ্বীপ" এবং ব্রহ্মাণ্ডাদি মহাপুরাণে এই স্থান মলয়দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই সুমাত্রার মধ্যেই লঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং রাবণের অধঃপতনের পরও ভারতবাসী স্বর্ণলাভাশায় ও দেব দর্শনার্থ বরাবর এই স্থানে গমনাগমন করিতেন। [উপনিবেশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য] সুমাত্রার পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের সেরূপ সুবন্দোবস্ত হয় নাই। ওলন্দাজ গবর্মেণ্টের প্রকাশিত বিবরণী হইতে জানিতে পারি যে 'বর্ম্ম' উপাধিধারী আর্য্য-ক্ষত্রিয় রাজগণ খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুমাত্রার নানাস্থানে শাসন পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, নানা স্থানের প্রাচীন ধ্বস্ত দেবকীর্ত্তি হইতে তাহার পরিচয়জ্ঞাপক শিলা-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎপাঠে জানা যায় যে এখানে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় ধর্ম্মই এক দিন বিশেষ প্রবল ছিল।

সুমানিকা (স্ত্রী) ১ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ৭টী করিয়া অক্ষর থাকিবে, তাহার মধ্যে ১, ৩, ৫, ৭ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন গুরু।

সুমায় (ত্রি) শোভনকর্ম্মা বা শোভন প্রজ্ঞাবান্।

"ইষা বয়ো ন পপ্তত্তা সুমায়াঃ" (ঋক্ ১।৮৮।১)

'সুমায়াঃ মায়েতি কর্ম্মণো জ্ঞানস্য চ নামধেয়ং, শোভনকর্ম্মাণঃ শোভনপ্রজ্ঞা বা' (সায়ণ) (পুং) সু শোভনা মায়া যস্য। ২ অসুর, ইহারা অতি মায়াবী। ৩ বিদ্যাধর। (কথাসরিৎসা°) (ত্রি) ৪ অতিশয় মায়াযুক্ত, মায়াবিশিষ্ট।

সুমায়ক (পুং) সুমায়া স্বার্থে কন্। সুমায় শব্দার্থ। বিদ্যাধর। (কথাসরিৎ ৪৮।১৩৬)

সুমারুত (ক্লী) শোভমান মরুৎদিগের গণ।

"কুধ্বত সুমারুতং ন" (ঋক্ ১০।৭৭।২)

'সুমারুতং শোভমানানাং মরুতাং গণং' (সায়ণ)

সুমাংস (ত্রি) অতি সুন্দর, অতি মনোজ্ঞ।

সুমাল (পুং) জনপদভেদ। (ভারত)

সুমালতী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ৬টী করিয়া অক্ষর থাকে, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় ও পঞ্চম অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

সুমালিন্ (লী) (পুং) রাক্ষসবিশেষ। এই রাক্ষসের বিষয় রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে—রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সুকেশ গ্রামণী নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা দেববতীকে বিবাহ করে। এই দেববতীর গর্ভে মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামে তিন পুত্র হয়। সুমালীর পত্নী কেতুমতী। সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসগণ মহাদেবের বরে অতি গর্ব্বিত হইয়া দেবতা, ঋষি, নাগ ও যক্ষগণকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল, দেবগণ ইহাদের অত্যাচারে নিতান্ত পীড়িত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা আর উপায় না দেখিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব দেবগণকে লইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করেন এবং তাঁহারা বিষ্ণুকে বলেন যে ভগবন্! সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসগণ লঙ্কায় অবস্থিত হইয়া আমাদের উপর এরূপ অত্যাচার করিতেছে যে আমরা স্বর্গরাজ্যে অতি কষ্টে অবস্থান করিতেছি, আপনি উহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদের ভয় দূর করুন। ইহাতে বিষ্ণু তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলেন যে, শিবের বরে রাক্ষসগণ অতি দৃপ্ত হইয়াছে, আমি অচিরে তাহাদিগকে বিনাশ করিব। দেবগণ এইরূপে বিষ্ণুর নিকট আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

তৎপরে সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসগণ দেবগণের এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য সকলে যুদ্ধ সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া অগ্রসর হইলেন। দেবতা ও রাক্ষসে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। তখন স্বয়ং বিষ্ণু এই রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য দেবগণের সহিত যোগ দিলেন। বিষ্ণুর সহিত তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা মালীর মস্তকচ্ছেদ করিলেন। মালীকে সংগ্রামে বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া মাল্যবান্ ও সুমালী রাক্ষস আকাশ হইতে অবিলম্বে সাগরজলে পতিত হইল। তৎপরে বিষ্ণুর ভয়ে ভীত হইয়া সুমালী সুদীর্ঘকাল পাতালে বাস করিতে লাগিল। কিছুদিনের জন্য দেবগণের রাক্ষসভয় বিদূরিত হইল। এই সময় ধনেশ্বর কুবের লঙ্কাধামে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সুমালী দেবগণকে প্রতিশোধ দিতে পারিল না বলিয়া বিশেষ কষ্টে অবস্থান করিতে লাগিল। একদা রাক্ষস তাহার অবিবাহিতা কৈকসী নামক কন্যাকে লইয়া মর্ত্ত্যলোকে গমন ও তথায় চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া লঙ্কার অধীশ্বর হইয়া তথায় সুখে অবস্থান করিতেছে, এমন সময়ে কুবেরকে দেখিয়া পুনরায় তাহার ভয়ে পাতালপুরে প্রবেশ করিল। তখন সুমালী সর্ব্বদাই এই চিন্তা করিতে লাগিল যে, কি উপায় বা তপোঽনুষ্ঠান করিলে আমরা বর্দ্ধিত হইতে পারিব? কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

তখন সুমালী আর কোন উপায় না দেখিয়া, কন্যাকে কহিল

পুত্রি ! তোমার বিবাহকাল প্রায় অতীত হইয়াছে, অতএব তুমি প্রজাপতি-কুল-সম্ভূত পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবার নিকটে গমন করিয়া তাহাকে স্বয়ং পতিত্বে বরণ কর। ধনেশ্বর কুবের যেমন সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, তোমারও ঐ মুনি হইতে তৎসদৃশ পুত্র জন্মিবে এবং তাহা হইতেই রাক্ষসকুলের শ্রেয়ঃসাধন হইবে। কন্যা পিতার এই আদেশ পাইয়া বিশ্রবামুনি যে স্থলে তপস্যা করিতেছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময় সুদারুণ প্রদোষ কাল, ঐ কন্যা ইহা না বুঝিয়া উক্ত মুনির সমীপে অবস্থান করিয়া অধোমুখে রহিল। কোন কথাই বলিতে পারিল না। তখন বিশ্রবা তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে ! তুমি কাহার কন্যা এবং কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ ? ঐ কন্যা মুনি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মুনে ! আপনি তপঃপ্রভাবে আমার মনোগত বিষয় অবগত হউন, আমার নাম কৈকসী, আমি পিতার আদেশ ক্রমে আসিয়াছি, অবশিষ্ট বিষয় আমি বলিতে পারিব না। আপনি নিজেই তাহা অবগত হউন। তখন ধ্যানযোগে সকল বিষয় অবগত হইয়া বিশ্রবা তাহাকে কহিলেন, ভদ্রে ! তোমার অভিপ্রায় আমি জানিয়াছি, তুমি সন্তান কামনা করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, কিন্তু দারুণ সময়ে আসিয়াছ, এই জন্য খলস্বভাব ভীষণাকৃতি রাক্ষস সকল প্রসব করিবে। কন্যা তাহার কথা শুনিয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিল, ভগবন্ ! আপনি ব্রহ্মবাদী, অতএব আপনার নিকট হইতে এ প্রকার অতি দুরাচার সন্তান কামনা করি না। অতএব যাহাতে উত্তম ধর্ম্মপরায়ণ সন্তান হয়, তদ্বিষয়ে আপনি দয়া প্রকাশ করুন। ইহাতে বিশ্রবা কহিলেন, তোমার কনিষ্ঠ সন্তান আমার বংশানুরূপ ধর্ম্মাত্মা হইবে।

তৎপরে সেই কন্যার গর্ভে বিশ্রবা হইতে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও শূর্পণখা এবং সর্ব্ব শেষে বিভীষণ জন্মগ্রহণ করিল। রাবণ ও কুম্ভকর্ণ ঘোরতর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হইল এবং তাহাতে অতিশয় বলদৃপ্ত হইয়া উঠিল। তখন সুমালী রাবণের বর লাভ বৃত্তান্ত শুনিয়া ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুচরগণের সহিত পাতাল হইতে উঠিয়া আসিল। মারীচ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাক্ষসের সহিত রাবণের নিকট গমন করিয়া তাহাকে কহিল, বৎস ! তুমি ব্রহ্মার নিকট উত্তম বর লাভ করিবে, এই বাসনা আমরা বহুকাল হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তুমি তাহাই লাভ করিয়াছ যাহার জন্য আমরা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া পাতালে গিয়াছিলাম। আমাদের সেই হরিকৃত সুমহদ্ভয় দূর হইয়াছে। নারায়ণের ভয়ে আমরা বারংবার ভগ্নোৎসাহ হইয়া পাতালে পলাইয়া ছিলাম। পুরাকালে এই লঙ্কা নগরী আমাদের অধিকারে ছিল। তোমার ভ্রাতা ধনাধ্যক্ষ কুবের এক্ষণে তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন। অতএব যাহাতে এ পুরী আমাদের অধিকৃত হয়, তাহার উপায় কর।

সুমালীর উপদেশে রাবণ কুবেরকে পরাজয় করিয়া লঙ্কা অধিকার এবং দেব দানব প্রভৃতি সকলের অপরাজেয় হইয়া এই লঙ্কায় সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষস সকল পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় দৃপ্ত হইয়া উঠিল। (রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড ৬-২০ স°) [রাবণ ও কুম্ভকর্ণ দেখ] ২ অসুর বিশেষ, সুমালি, মালি প্রভৃতি অসুরগণ বৃত্রাসুরের অনুচর এবং অতি দুর্দ্ধর্ষ ছিল।

সুমালী—মানবজাতিভেদ। আফ্রিকার উপকূলে, আদেনে এবং আরব দেশের পশ্চিম উপকূলে ইহাদের বাস। যাহারা সমুদ্রোপকূলে বাস করে, তাহারা ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসের বংশধর, ইহারা পূর্ব্বে আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগে বাস করিত, সেখান হইতে দাসব্যবসায়ীরা ইহাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছে। ইহারা একখণ্ড সাদাধুতি কোমরে জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করে এবং তাহার এক প্রান্ত বক্ষঃ ও স্কন্ধদেশের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া পৃষ্ঠের দিকে ঝুলাইয়া রাখে। এইরূপ ক্ষুদ্রতর একখানি বস্ত্র ব্যতীত স্ত্রীলোকেরা কোমরে একখানা পাতলা চামড়াও জড়াইয়া থাকে। সেইরূপ আর একখানা চামড়া বক্ষঃ ও স্কন্ধ দেশের উপর দিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়া তাহারা বক্ষোদেশ আবৃত রাখে। পুরুষেরা লম্বা কোঁকড়ান চুল রাখে। মেষের চর্ব্বি মাখিয়া তাহারা চুল স্নিগ্ধ ও মসৃণ করিয়া থাকে। চুলের উপরিভাগে একটা মাংসসিদ্ধ করিবার লোহার শিকের মত রাখে। ইহাতে চিরুণীর কাজও হয়, চুলও যথা-স্থানে থাকে।

সুমাল্য (পুং) ১ নন্দের পুত্র রাজভেদ। ভাগবতে লিখিত আছে যে কলিতে নবনন্দ অর্থাৎ ৯জন নন্দবংশীয় রাজা এই পৃথিবী শাসন করিবেন। রাজা নন্দের সুমাল্য প্রমুখ ৮টী পুত্র হইবে, এবং ইহারা সকলেই পৃথিবী শাসন করিবেন।

"তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ ॥
নবনন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ ॥"

(ভাগবত ১২।২।১১-১২)

(ক্লী) ১ সু শোভনং মাল্যং। ২ উত্তম মাল্য। (ত্রি) ৩ উত্তম মাল্যধারী।

সুমাল্যক (পুং) পর্ব্বতভেদ। (গোলাধ্যায়)

সুমিত (ত্রি) সু মা ক্ত। ১ নির্ম্মিত। "মাত্রে নু তে সুমিতে ইন্দ্র" (ঋক্ ১০।৩।৬) 'সুমিতে নির্ম্মিতে' (সায়ণ) ২ সুষ্ঠু রূপে গৃহে স্থাপিত। "স্থূণেব সুমিতা দৃংহত" (ঋক্ ৫।৪৫।২) 'সুমিতা সুষ্ঠু গৃহে স্থাপিতা' (সায়ণ)

সুমিতি (স্ত্রী) সু-মা-ক্তিন্। ১ শোভমান বুদ্ধি বা শোভন-পরিমাণ।

"সুমিতী মীয়মানো বর্চঃ" (ঋক্ ৩।৮।৩)

'সুমিতী শোভমানয়া বুদ্ধ্যা অথবা শোভনেন পরিমাণেন' (সায়ণ)

সুমিত্র (পুং) চতুর্বিংশতি অর্হৎপতির অন্তর্গত বিংশার্হৎ পিতা। (হেম) ২ ইক্ষ্বাকু বংশীয় অর্হৎ সুব্রতের পিতা। সুরথাত্মজ, সুরথ রাজপুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪।২৩অ°) (ত্রি) ৩ শোভন মিত্রযুক্ত, উত্তম মিত্রবিশিষ্ট।

"সুমিত্রঃ সোম নো ভব" (ঋক্ ১।৯১।১২) 'সুমিত্রঃ শোভনানি মিত্রাণি সখায়ো যস্য' (সায়ণ) (পুং) ৪ বৈদিক ঋষিবিশেষ। ৫ এতন্নামক অগ্নি।

"মনুষদনীকং সুমিত্রঃ" (ঋক্ ১০।৬৯।৩)

'সুমিত্র এতন্নামকোঽহং' (সায়ণ)

৫ শোভন মিত্র। ৬ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বিশেষ। ৭ সৌবীর রাজভেদ। ৮ মিথিলাপতি। (ললিতবি°) ৯ অভিমন্যুর সারথি। (হরিবংশ) ১০ গদের পুত্র। ১১ সমীকের পুত্র। ১২ কৃষ্ণের পুত্র। (হরিবংশ) ১৩ অগ্নিমিত্রের পুত্র। ১৪ সুরথের পুত্র। ১৫ ইক্ষ্বাকুর পুত্র। ১৬ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৩।১৭২)

সুমিত্র, প্রাচীন সৌরাষ্ট্রজনপদের একজন রাজা। ভাগবতে ইনি শেষরাজ বলিয়া বর্ণিত। ঘটনাচক্রে পড়িয়া ইনি রাজপুতনা আসিতে বাধ্য হন এবং মেবার-রাজ্য স্থাপন করেন। রাজপুতনার ইতিবৃত্তলেখক টড্ সাহেব ইঁহাকে রাজা বিক্রমাদিত্যের (খৃঃ পূঃ ৫৭ অঃ) সম-সাময়িক বলিয়া অনুমান করেন।

সুমিত্রভূ (পুং) সগর। ইনি জৈনদিগের একজন চক্রবর্ত্তী।

সুমিত্রা (স্ত্রী) দশরথরাজপত্নী। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মাতা। রাজা দশরথের কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা এই তিনজন প্রধানা মহিষী ছিলেন। সুমিত্রার গর্ভে দুই পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মণ ও কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন। [দশরথ দেখ] ৩ মার্কণ্ডেয়ের মাতা। ৩ জয়দেবের মাতা।

সুমিত্র্য (ত্রি) শোভন বন্ধুত্বকারক।

"নো রাসন্তাং মহয়ে সুমিত্র্যাঃ" (ঋক্ ১০।৬৫।৩)

'সুমিত্র্যাঃ শোভনসখিকর্ম্মাণঃ' (সায়ণ)

সুমীন (পুং) পর্ব্বতভেদ। (মার্ক°পু°)

সুমুখ (পুং) শোভনং মুখং যস্য। ১ গরুড়পুত্র। (ভাগবত ৫।১০৩।২) ২ গণেশ। ৩ শাকভেদ। ৪ নাগভেদ। (শব্দরত্না°) ৫ পণ্ডিত। ৬ সিতার্জ্জক। ৭ বনবর্ব্বরিকা। ৮ বর্বর। (রাজনি°) (ক্লী) ৯ নখক্ষতবিশেষ। শোভনং মুখং। ১০ শোভন মুখ, উত্তমাস্য। (ত্রি) সুষ্ঠু মুখং যস্য। ১১ মনোজ্ঞ। ১২ সুন্দরানন, শোভনমুখবিশিষ্ট।

"সুনাসঃ সুমুখঃ সৌম্যঃ পীনাংশঃ সুহৃজস্মিতঃ।"

(ভাগবত ৯।১১।১৫)

(পুং) ১৬ রাজিকাক্ষুপ। ১৭ জলচর পক্ষিবিশেষ। (চরক)

সুমুখসূ (পুং) সুমুখস্য সুরুৎপত্তি যস্মাৎ। ১ গরুড়। (ত্রিকা°) ২ উত্তমানন পিতা।

সুমুখা (স্ত্রী) শোভনং মুখং যস্যাঃ টাপ্। ১ সুন্দরী নারী, সুন্দরী স্ত্রী। ২ সুন্দরআননযুক্তা। (ভরত দ্বিরূপকোষ) ৩ দর্পণ।

সুমুখী (স্ত্রী) সুষ্ঠু মুখং যস্যাঃ (স্বাঙ্গাচ্চোপসর্জ্জনাদসংযোগোপধাৎ। পা ৪।১।৫৪) ইতি ঙীষ্। সুন্দরী নারী, সুন্দরাননা।

"উমেতি মাত্রা তপসা নিষিদ্ধা
পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম।" (কুমার ১।২৬)

২ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকিবে, তন্মধ্যে ৫, ৮, ও ১১ অক্ষর লঘু এবং তদ্ভিন্ন বর্ণগুলি গুরু। (ছন্দোম°)

সুমুণ্ডীক (পুং) অসুরবিশেষ। (কথাসরিৎসা°)

সুমুষ্টি (পুং) মুষ বন্ধনে ক্তিন্, শোভনা মুষ্টি যস্মাৎ। বিষমুষ্টিক্ষুপ। (ত্রি) ২ উত্তম মুষ্টিযুক্ত, দৃঢ়মুষ্টি।

সুমুহূর্ত্ত (পুং ক্লী) শুভ মুহূর্ত্ত, উত্তম সময়।

সুমূল (পুং) সুষ্ঠু মূলং যস্য। ১ শ্বেত শিগ্রু, সাদা সাজনা। (ক্লী) ২ শোভনমূল। (ত্রি) ৩ শোভনমূলবিশিষ্ট।

সুমূলক (ক্লী) শোভনং মূলং যস্য কপ্। গর্জর, গাজর।

সুমুষিত (ত্রি) বিড়ম্বিত। বঞ্চিত, প্রতারিত। (দিব্যা° ৩৩।৩-৭)

সুমূলা (স্ত্রী) শোভনং মূলং যস্যাঃ টাপ্। ১ শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী।

সুমৃগ (ক্লী) মৃগয়ার্থ ভূমি।

সুমৃড়ীক (ত্রি) অতিশয় সুখী, অতি সুখযুক্ত।

"অসুরঃ সুনীথঃ সুমৃড়ীকঃ" (ঋক্ ১।৩৫।১০)

'সুমৃড়ীকঃ সুষ্ঠু সুখয়িতা, সুষ্ঠু মৃড়ীকং সুখং যস্য' (সায়ণ)

সুমৃত্যু (পুং) সু শোভনো মৃত্যুঃ। ১ শোভন মৃত্যু, উত্তম মৃত্যু। (ত্রি) ২ উত্তম মৃত্যুযুক্ত, যাহার মৃত্যু শোভনরূপে হইয়াছে।

সুমৃষ্ট (ত্রি) সু-মৃজ-ক্ত। সুপরিষ্কৃত।

"পীতবাসা মহোরস্কঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলঃ।" (ভাগবত ৮।৮।৩৩)

সুমেক (ত্রি) সুদীপ্ত, অতিশয় দীপ্ত। "পথ্যো অনক্তি সুধিতঃ সুমেকঃ" (ঋক্ ৪।৬।৩) 'সুমেকঃ সুদীপ্তঃ' (সায়ণ)

সুমেখল (পুং) শোভনা মেখলা যস্মাৎ। ১ মুঞ্জতৃণ, চলিত মুঞ্জ।

"মুঞ্জো মুঞ্জাতকো বাণঃ স্থূলদর্ভঃ সুমেখলঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

(ত্রি) ২ শোভনমেখলাযুক্ত।

সুমেঘ (পুং) ১ শোভন মেঘ, উত্তম মেঘ। (ত্রি) ২ উত্তম যজ্ঞবিশিষ্ট। "দাশুষে সুমেঘা মবিতারিণীং" (ঋক্ ৮।৫।৬) 'সুমেঘাং শোভনযজ্ঞাং' (সায়ণ)

সুমেধস্ (স্ত্রী) সুষ্ঠু মেধা অস্যাঃ (নিত্যমাসিচ্ প্রজামেধয়োঃ। পা ৫।৪।১২২) ইতি অসিচ্। ১ জ্যোতিষ্মতী লতা, চলিত লতাফট্কী। (ত্রি) সুষ্ঠু মেধা যস্য। সুবুদ্ধি, উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট।

সুমেধা (ত্রি) উত্তমপ্রজ্ঞ, উত্তমবুদ্ধিযুক্ত।

"সুমেধাং বৃহস্পতিং" (ঋক্ ১০।৪৭।৩)

'সুমেধাং সুপ্রজ্ঞং' (সায়ণ)

সুমেধ্য (ত্রি) সুপবিত্র, অতি পবিত্র।

সুমেরু (পুং) সুষ্ঠু মিনোতি ক্ষিপতি জ্যোতীংষি ইতি-সু-মি (মিপীভ্যাং রুঃ। উণ্ ৪।১০১) ইতি রু। পর্ব্বতবিশেষ, পৃথিবীর মধ্যস্থ পর্ব্বত। পর্য্যায় মেরু, হেমাদ্রি, রত্নসানু, সুরালয়, অমরাদ্রি, ভূস্বর্গ। (জটাধর) ২ পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত। ৩ জপমালা মধ্যস্থিত গুটিকা। ৪ সর্ব্বশেষ। ৫ বিদ্যাধর বিশেষ। ৬ শিব। (ত্রি) ৭ অতি সুন্দর।

।*। সুমেরু পর্ব্বতের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—

এই ভূমণ্ডল একটী প্রকাণ্ড পদ্মস্বরূপ। সপ্ত দ্বীপ তাহার কোষ, ঐ সপ্তদ্বীপরূপ কোষ মধ্যে অভ্যন্তরকোষ জম্বুদ্বীপ। এইটী প্রথম দ্বীপ, ইহার দীর্ঘতা নিযুত যোজন এবং বিস্তার লক্ষ যোজন। ঐ দ্বীপে নয়টী বর্ষ আছে, ঐ সকল বর্ষ সীমাপর্ব্বত দ্বারা পরস্পর সুন্দর রূপে বিভক্ত হইয়া আছে। ঐ নববর্ষের মধ্যে ইলাবৃত নামক বর্ষ অভ্যন্তরবর্ষ। তাহার মধ্য স্থলে কুলপর্ব্বত সকলের রাজা সুমেরু নামে এক পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বত স্বর্ণময়। উহার উচ্চতা উক্ত দ্বীপের বিস্তার পরিমাণের তুল্য। এই পর্ব্বতের মস্তক ভাগ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন, মূলদেশ ষোড়শ সহস্র যোজন, এবং মধ্যভাগ সহস্র যোজন। ইহা ভূমণ্ডলরূপ প্রকাণ্ড কমলের কর্ণিকার স্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছে।

উক্ত সুমেরু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে মন্দর, মেরু মন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ নামে চারিটী অবষ্টম্ভ পর্ব্বত আছে, ঐ সকল পর্ব্বতের প্রত্যেকের বিস্তার ও উচ্চতা দশ সহস্র যোজন। এই চারি পর্ব্বতের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের পর্ব্বত দক্ষিণোত্তর বিস্তৃত, এবং দক্ষিণোত্তর দিকের পর্ব্বত পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত।

উক্ত চারিটী পর্ব্বতে যথাক্রমে আম্র, জম্বু, কদম্ব ও বট এই চারিটী বৃক্ষ আছে। ঐ সকল বৃক্ষের বিস্তার শত যোজন। এই বৃক্ষ সকল পার্ব্বত্য ধ্বজার ন্যায় একাদশ শত যোজন উচ্চ, এবং তাহাদের শাখা সকলও শত যোজন বিস্তীর্ণ। ঐ বৃক্ষ চারিটীর অদূরে চারিটী হ্রদ আছে, তন্মধ্যে প্রথম হ্রদে দুগ্ধ, দ্বিতীয়ে মধুজল, তৃতীয়ে ইক্ষুরস জল এবং চতুর্থে শুদ্ধ জল। ঐ চারি হ্রদেরই জল অতি চমৎকার। উপদেবগণ এই সকল হ্রদের জলপান করিয়া স্বাভাবিক যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। ঐ স্থানে আরও চারিটী উদ্যান আছে; এই সকল উদ্যানের নাম নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক এবং সর্ব্বতোভদ্র। দেবগণ এই সকল উদ্যানে সুরবালাগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। তাহাদের উদ্যানে যাইবার কালে গন্ধর্ব্বগণ তাহাদের মহিমা গান করেন।

উক্ত মন্দর পর্ব্বতের ক্রোড় দেশে দেবচূত নামে একটী বৃক্ষ আছে, তাহার উচ্চতাও একাদশ শত যোজন। ঐ বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে সর্ব্বদা ভূরি ভূরি অমৃততুল্য ফল পতিত হয়, সেই সকল ফল পর্ব্বতের শৃঙ্গসদৃশ স্থূল। ঐ সকল বিশীর্য্যমাণ ফল অতি সুগন্ধ, এবং ইহার রস অরুণবর্ণ, ঐ সুবাসিত অরুণবর্ণ রস সকল জলরূপে পরিণত হইয়া অরুণোদা নামে নদী হইয়াছে। ঐ নদী মন্দর পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বদিকে ইলাবৃত বর্ষকে আপ্লাবিত করিতেছে। ভবানীর অনুচরী যক্ষাঙ্গনাগণ ঐ রস সেবন করিয়া অতি সুগন্ধি হইয়াছে। তাহারা গমন করিলে তাহাদের গাত্র-গন্ধে দশযোজন আমোদিত হয়।

মেরুমন্দর পর্ব্বতে যে জম্বুবৃক্ষ আছে, ঐ বৃক্ষের ফল অতিস্থূল এবং বীজ অতিসূক্ষ্ম। ঐ ফল উচ্চ হইতে পতিত হইয়া বিশীর্ণ হয়, তাহার রসে জম্বুনদী নামে এক নদী হইয়াছে। এই নদীর উভয় তটের মৃত্তিকা জম্বু ফলের রসে অনুবিদ্ধ হইয়া বায়ু ও সূর্য্য সংযোগে বিশেষ পাক প্রাপ্ত হওয়ায় জাম্বুনদ নামে সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। এই সুবর্ণ দ্বারা সুরবালাগণের নানাপ্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অপর সুপার্শ্ব পর্ব্বতের পার্শ্ব দেশে মহাকদম্ব নামে যে বৃক্ষ আছে, তাহার কোটর সকল হইতে পঞ্চব্যাম পরিমিত পাঁচটী মধুধারা নিঃসৃত হইতেছে। যাঁহারা ঐ মধুধারা সেবন করেন, তাঁহাদের মুখ হইতে নি[illegible]ত সুগন্ধ বায়ু সকল দিকে শতযোজন পর্য্যন্ত সুবাসিত করিয়া দেয়।

কুমুদ পর্ব্বতে শতবলশ নামে যে বটবৃক্ষ আছে, তাহার স্কন্ধদেশ হইতে অধোমুখে দধি দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, গুড়, অন্ন প্রভৃতি, বসনভূষণ, শয়নআসনাদি স[illegible] অভিলষিত বস্তু দোহনকারী নদসকল ঐ পর্ব্বতের [illegible] হইতে নিঃসৃত হইয়া ইলাবৃত বর্ষবাসী জনগণের মহা[illegible]ভাব সাধন করিতেছে। কারণ তথায় লোক সকল ঐ সকল দ্রব্য ভোজন করায় তাহাদের অঙ্গবৈকল্য, ক্লান্তি, ঘর্ম্ম, জরা, রোগ, অপমৃত্যু, শীত বা উষ্ণ জন্য বৈবর্ণ্য কিছুই হয় না। যাবজ্জীবন কেবল তাহারা নিরতিশয় সুখ সম্ভোগে, কালযাপন করে। সুমেরুর মূলদেশে কুরঙ্গ, কুবর প্রভৃতি পর্ব্বত চারিদিকে বিরচিত আছে। ঐ সকল পর্ব্বত কর্ণিকার ন্যায় অবস্থিত হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের কেশর স্বরূপ হইয়াছে।

এই সুমেরুর পূর্ব্বদিকে জঠর ও দেবকূট পর্ব্বত। ঐ দুই পর্ব্বত প্রত্যেকের উত্তর দিকে অষ্টাদশ যোজন আয়ত এবং দ্বিসহস্র

যোজন উচ্চ। এইরূপ পশ্চিম দিকে পবন ও পারিপাত্র পর্ব্বত। দক্ষিণ দিকে কৈলাস ও করবীর গিরি। ঐ সকল পর্ব্বত পূর্ব্ব-দিকে বিস্তৃত। উত্তরদিকে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর পর্ব্বত। এই প্রকারে মূল হইতে সহস্র যোজন পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে অগ্নির পরিধির ন্যায় ঐ আটটী পর্ব্বতে বেষ্টিত হইয়া সুমেরু পর্ব্বত সর্ব্বতোভাবে শোভমান রহিয়াছে। এই সুমেরু পর্ব্বতের মস্তকোপরি মধ্যস্থলে ভগবান্ ব্রহ্মার পুরী বিরচিত আছে, তাহার বিস্তার সহস্র অযুত যোজন। ঐ পুরী সুবর্ণনির্ম্মিত এবং চারিদিকে সম চতুষ্কোণ। ঐ পুরীর পশ্চাৎ চারিদিকে ইন্দ্রাদি অষ্টলোকপালের আটটী পুরী নির্ম্মিত আছে। এই সকল পুরীর বর্ণ ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্‌পালগণের বর্ণানুরূপ এবং প্রত্যেকের পরিমাণ ব্রহ্মপুরী পরিমাণের চতুর্থাংশ অর্থাৎ সার্দ্ধ দ্বিসহস্র যোজন। (ভাগব° ৫।১৬অ°)

ভাগবতে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে মানসোত্তরে সুমেরুর পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রসম্বন্ধিনী যে পুরী আছে, তাহার নাম দেবধানী, দক্ষিণ দিকে যমসম্বন্ধিনী পুরী, ইহার নাম সংযমনী,; পশ্চিমদিকে বরুণসম্বন্ধিনী পুরী, নাম নিম্লোচনী, উত্তর দিকে চন্দ্র সম্বন্ধিনী পুরী, নাম বিভাবরী। ঐ সকল পুরীতে সুমেরুর চতুর্দ্দিকে বিশেষ বিশেষ সময়ে সূর্য্যের উদয়, মধ্যাহ্ন, অস্ত ও অর্দ্ধরাত্র হইয়া থাকে। ঐ সকল উদয়াদিই প্রাণিগণের প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির কারণ। অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়াদি উপলক্ষ করিয়াই প্রাণিসমূহের চেষ্টাদি হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল প্রাণী সুমেরুতে অবস্থিত, দিবাকর তাহাদিগকে দিবা মধ্যগত হইয়া তাপ দিয়া থাকেন।

(ভাগবত ৫।২১ অ°)

এই সুমেরু পর্ব্বত সুবর্ণময়। ইহার তিনটী প্রধান শৃঙ্গ আছে, ঐ সকল শৃঙ্গ স্ফটিক, বৈদুর্য্য ও মাণিক্যময়। এই সকল শৃঙ্গে এক বিংশতি স্বর্গ বিরাজিত আছে। দেবগণ ঐ সকল স্বর্গে সুখে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই পর্ব্বত পর্ব্বত সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (নরসিংহ পু° ৩০ অ°) মৎস্য পুরাণ ৯৫ অ°, কূর্ম্মপুরাণ প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

এই সুমেরু পর্ব্বত ও লঙ্কা হইতে সূর্য্যের রেখা কল্পনা করিয়া লওয়া হয়, ইহা দ্বারা সূর্য্যের গতি অবগত হওয়া যায়।

[সূর্য্য শব্দ দেখ]

সুমেরু, ভৌগোলিকগণ শীতপ্রধান সুমেরু প্রদেশকে যে বৃত্তরেখা দ্বারা বিভক্ত করেন, তাহার নাম সুমেরুমণ্ডল (Arctic zone) এবং ঐ প্রদেশের সর্ব্বোত্তরকেন্দ্র প্রকৃত উত্তর মেরু বা সুমেরু (North pole) বলিয়া পরিচিত। সুমেরুমণ্ডল অক্ষা° ৬° ৩২´ উঃ হইতে সুমেরুকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যে কল্পিত বৃত্তরেখা ইহা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সুমেরু-কেন্দ্র হইতে তাহার দূরত্ব ১৪০৮ ভৌগোলিক মাইল। এই বিস্তীর্ণ প্রদেশের কত লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইল যে এখনও মানুষের অজ্ঞাত তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রচণ্ড শীত, ও বরফের উপর দিয়া যাতায়াতের দুর্গমতাবশতঃ আবিষ্কারের চেষ্টা বড়ই দীর ও বিপদসঙ্কুল। তথাপি অধুনা এ বিষয়ে পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ বড় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

সুমেরু প্রদেশ দক্ষিণ দিকে আসিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকার উত্তরসীমান্ত রেখা অতিক্রম করিয়া ও কিয়দ্দূর নামিয়া আসিয়াছে। ইহার দক্ষিণ সীমা, এই সকল মহাদেশের অংশগুলি ও উত্তর আট্‌লান্টিক মহাসমুদ্রের এবং ডেভিস্ ও বেরিং প্রণালীর জল রাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুমেরু মণ্ডলের পরিধির মোট দৈর্ঘ্য ৮৬৭০ মাইল—তন্মধ্যে আট্‌লান্টিক্ মহাসাগর ৬৭০, ডেভিস প্রণালী ১৬৫, ও বেরিং প্রণালী ৪৫ মাইল পরিমিত অংশ মাত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড ঝালরের ন্যায় ইহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ইহাতে এবং এসিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকার সুমেরুপ্রান্তবর্ত্তী অর্ণব-সমূহের উত্তরে যে সকল দ্বীপপুঞ্জ আছে, তাহাতে বরফ স্রোতের গতি ও প্রবাহ-পথ অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আট্‌লান্টিক মহাসাগর ও ডেভিস প্রণালীর মধ্যে গ্রীণলণ্ডের সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ অবস্থিত। ইহা সুমেরু সীমান্তরেখা অতিক্রম করিয়া ৫৮° ৪৮´ উঃ অক্ষা° রেখায়, ফেয়ার্‌-ওয়েল (Farewell = বিদায়) অন্তরীপে আসিয়া শেষ হইয়াছে।

সুমেরু প্রদেশের সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রাচীন জাতিসমূহের কতদূর পরিচয় ছিল, তাহা এখন নির্ণয় করা সুকঠিন। ইহার অন্তগত থিউল নামক দ্বীপ দেখিয়া পাইথিয়াস্ যে সকল অদ্ভুত কথা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় এদেশ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য প্রাচীন-দিগের প্রথম কথা। কিন্তু নবম শতাব্দীতে বাস্তবিকই কয়েক জন আয়র্লণ্ডবাসী খৃষ্টান সন্ন্যাসী আইস্‌লণ্ড (বরফের দেশ) দেখিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ৮২৫ খৃঃ অব্দের সময়-সময় মঙ্ক ডাই সুইল লিখিয়াছিলেন যে, কয়েকজন সন্ন্যাসী কতিপয় মাস পর্য্যন্ত থিউলে অবস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে কর্কট-সংক্রান্তির সময় এখানে আদৌ অন্ধকার থাকে না।

ইংলণ্ডের প্রাচীনকালের রাজা আলফ্রেড্, অরোসিয়াসের অনুবাদে প্রথম মেরুযাত্রা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। ওথার এবং উলফষ্টান, আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ও জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সর্ব্বপ্রথম মেরু প্রদেশে যাত্রা করেন, একথা তিনি ওথারের নিজ মুখেই অবগত হইয়াছিলেন। গল্পোক্ত স্থানগুলির প্রকৃত সংস্থান এখন নির্ণয় করা অসম্ভব, তবে এটুকু সম্ভবপর বলিয়া মনে

হয় যে, ওথার, উত্তর অন্তরীপ (North Cape) ঘুরিয়াও লাপ্‌লণ্ডের উপকূল দেখিয়া আসিয়াছিলেন।

স্কন্দিনেভিয় উপদ্বীপের নর্সম্যানেরা আইস্‌লণ্ডে উপনিবেশ স্থাপনান্তর সর্বপ্রথমে যাইয়া গ্রীন্‌লণ্ডের উপকূলে স্থায়িরূপে বাস করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে তাহারা এই চিরনীহারাবৃত প্রদেশের পশ্চিম প্রান্ত ধরিয়া সুমেরুমণ্ডলের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করে। গ্রীন্‌লণ্ডের ব্রাটোলিড্‌-এইনারস্‌ জর্ডে নোর্সদিগের যে উপনিবেশ ছিল, তাহা ৬৫° ডিগ্রির উত্তরেও যে বিস্তৃত হইয়াছিল, একথা মনে হয় না। কিন্তু একথা ঠিক যে গ্রীষ্ম ঋতুতে সিল (সামুদ্রিক জন্তুবিশেষ) শিকারোপলক্ষে এই সকল প্রদেশের অধিবাসীরা সুমেরুর দক্ষিণ-সীমা অতিক্রম করিয়াও অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইত। অক্ষা° ৭৩° উত্তরে তাহাদের কতকগুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহার এক খানা হইতে জানা যায় যে, উক্ত লিপি ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে যে আর একটি অভিযান বাহির হইয়াছিল, তাহা বারো প্রণালীতে অক্ষা° ৭৫° ৪৬´ উঃ পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। বর্ত্তমান দেনমার্কের উপনিবেশ উপারনিভিকের উত্তরে অক্ষা° ৭৩° উঃ পর্য্যন্ত তাহাদের সাধারণ শিকার-ভূমি বিস্তৃত ছিল।

১৩৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নরওয়ের সঙ্গে গ্রীন্‌লণ্ডের সংবাদের আদান প্রদান ও যাতায়াত চলিয়াছিল। তাহার পরে নরওয়েতে কালা মড়ক (Black Death) নামক মহামারী আরম্ভ হয়। এদিকে ১৩৪৯ খৃঃ স্ক্রেলিং বা এস্‌কুইমো জাতি পশ্চিম ব্রীগড্‌ বিপর্য্যস্ত করিয়া গ্রীন্‌লণ্ডের ঔপনিবেশিকদিগকে যাইয়া আক্রমণ করে। গ্রীন্‌লণ্ডের আদিম অধিবাসী ও পূর্ব্ব বীগড্ডের বিশপের প্রধান কর্ম্মচারী ইভার বার্ডসেনকে ইহাদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইহার লিখিত একখানা উপদেশলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে আইস্‌লণ্ড হইতে কোন্‌ পথে উপনিবেশে যাইতে হয়, তাহার উপদেশ ও উপনিবেশের স্থান-সন্নিবেশের বিবরণ আছে। গ্রীন্‌লণ্ডের উপনিবেশগুলির প্রথম ইতিহাস সম্বন্ধে ইহা এখনও বিশেষ মূল্যবান্‌ দলিল। ১৪০০ হইতে ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশে যাতায়াত ছিল, কিন্তু পরে ইহার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাই হইল সুমেরুপ্রদেশের পাশ্চাত্যজাতির পরিজ্ঞাত আদি ইতিহাস।

ইহার পরে যখন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে গমনের নিকট পথ আবিষ্কারের চেষ্টা হয়, তখন আবার নূতন করিয়া এদেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়।

১৫৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৩এ মে তারিখে সার হিউ উইলাউবী এবং রিচার্ড চান্‌সেলারের অধিনায়কত্বে পৃথিবীর উত্তরাংশ আবিষ্কারের জন্য এবং নূতন ও অজ্ঞাত প্রদেশে ভ্রমণের পথ বাহির করিবার উদ্দেশ্যে জল-পথে এক অভিযান প্রেরিত হয়। নব-জেম্‌লা আবিষ্কার করিবার পরে উইলাউবী লাপ্‌লণ্ডের কোন বন্দরে শীত ঋতুর অবসান পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিবার সংকল্প করেন। এখানে শীতে ও অনাহারে তিনি সদলবলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। চান্‌সেলার সেন্ট নিকোলাস্‌ উপসাগর পর্য্যন্ত পৌছিয়া, আর্ক-এঞ্জেলের সন্নিকটে অবতরণ করেন। এখান হইতে মস্কো যাইয়া ও রুষিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-ব্যাপারের বন্দোবস্ত করিয়া তিনি নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহাতে মেরু-যাত্রার সার্থকতা ও আবশ্যকতা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইল; ইহার ফলে "মার্চেন্ট আড্‌ভেন্‌চারার্স এসোসিয়েশন্‌" নামক সম্প্রদায়কে রাজসরকার হইতে মেরু-যাত্রার সনন্দ প্রদান করা হয়।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের বসন্ত কালে চান্‌সেলারের পূর্ব্বসহচর ষ্টিফেন্‌বারো যে সমুদ্রযাত্রা করেন, তাহার বৃত্তান্ত তিনি সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। আর্ক-এঞ্জেলে যাইয়া তিনি, যে প্রণালী দিয়া কারা-সাগরে যাওয়া যায়, নব-জেম্‌লা এবং ওয়েগট্‌ দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সেই প্রণালী আবিষ্কার করেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে উক্ত "মার্চেন্ট আড্‌ভেন্‌চারার্স" সমিতি,আর্থার পেট্‌ ও চার্ল্‌স্‌ যাক্‌মানের অধীনে দুই খানা জাহাজ প্রেরণ করেন। তাহাদিগকে বারোর আবিষ্কৃত প্রণালী বাহিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ওবি নদীর মোহানা অতিক্রম করিয়া যাইবার উপদেশ দেওয়া হইল। কারাসাগরাভিগামী প্রণালীতে পৌছিয়া ও পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইবার অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া পেট্‌ নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নরওয়ের কোন বন্দরে শীত ঋতু অতিবাহিত করিয়া যাক্‌মান্‌ স্বদেশের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু ইহার পরে যে তাহার ও তাহার দলের লোকের কি হইল, সে সংবাদ আর পাওয়া যায় নাই।

১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ভেনিস হইতে যে বিবরণ ও মানচিত্র প্রকাশিত হয়, তাহা দ্বারা বহু বৎসর পর্য্যন্ত মেরু প্রদেশীয় স্থান সন্নিবেশ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা পরিচালিত হইয়াছিল। নিকোলো জিনো নামক একজন ভেনিসীয় সম্ভ্রান্ত লোক ইহা প্রচার করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিকোলো নামধেয় তাহার একজন পূর্ব্বপুরুষ উত্তরসমুদ্র ভ্রমণে বহির্গত হন। এই উপলক্ষে জাহাজপরিচালকরূপে তিনি জিকান্‌মি নামক একজন রাজার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে তাঁহার সহোদর আন্টোনিও যাইয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হন। ইহার চারি বৎসর পরে, যে স্থানকে তিনি ফ্রিজ্‌লণ্ড আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন সে স্থানে তাহার মৃত্যু হয়। আন্টোনিও আরও দশবৎসর কাল জিকন্‌মির চাকুরী করিয়া ভেনিসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই

ভ্রাতৃদ্বয়ের খণ্ডিত পত্রাবলী ও মানচিত্র হইতেই প্রচারক তাহার বিবরণ ও মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রায় শতাব্দী ধরিয়া তাহা লইয়া ভৌগোলিক ও আবিষ্কারকগণ মহা আন্দোলন করিতে থাকেন। অবশেষে, গভীর গবেষণার পরে মিঃ মেজর, জিনোর প্রচারিত মানচিত্রের স্থানগুলিকে এই ভাবে চিনাইয়া দেন—এন্‌গ্রোণ্‌ লণ্ট—গ্রীণলণ্ড; আইলণ্ড—আইস্‌লণ্ড; এষ্ট্‌লণ্ড—কোটলণ্ডস্‌; ফ্রিস্‌লণ্ড—ফারো আইলস্‌ (দ্বীপ), মার্কলণ্ড—নব স্কোশিয়া; এষ্টোটিলণ্ড—নিউ ফাউণ্ডলণ্ড; ড্রোজিও—উত্তর আমেরিকার-উপকূল; আইকোরিয়া—আয়র্লণ্ডের কেরি উপকূল।

ইহার পরে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে উত্তর-পশ্চিম দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার নিকটতর পথ আবিষ্কার করিবার মানসে ফ্রবিষার নামক একজন ইংরাজ "গেব্রিয়েল" ও "মাইকেল নামক দুইখানা ছোট জাহাজে করিয়া সুমেরুর পথে বাহির হইলেন। আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে আসিয়াই মাইকেল যাত্রা সংকল্প ত্যাগ করিল, তখন একা গেব্রিয়েলই উদ্দিষ্ট পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় চলিতে লাগিল। ২০এ জুলাই তারিখে ফ্রবিষার উচ্চ ভূমি দেখিতে পাইলেন; ইহার নাম তিনি কুইন্‌ এলিজাবেথ্‌স্‌ ফোর্‌লণ্ড (রাণী এলিজাবেথের অগ্রভূমি) রাখিলেন। পর দিবস তিনি যে প্রণালীতে প্রবেশ করেন, তাহার নাম তিনি 'মেটা ইন্‌কগ্‌নিটা' (অজ্ঞাত) রাখেন। বহু সংখ্যক চারা গাছের ও পাথরের নমুনা লইয়া শরৎকালে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। একখণ্ড চক্‌চকে বহুস্তরবিভক্ত অভ্র দেখিয়া কতকগুলি লোকের ধারণা জন্মিল যে ইহার মধ্যে সুবর্ণ-রেণু সংমিশ্রিত আছে। ইহাতে ইংলণ্ডে লোকের আগ্রহ বাড়িয়া গেল, এবং পরবর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যক বড় বড় অভিযান প্রেরণের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় অভিযানে পনের খানা জাহাজ প্রেরিত হইল। 'এম্‌ মা' নামক ব্রিজ্‌ওয়াটারের এক খানা বাস্‌সি (ছোট জাহাজ) ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ প্রচার করিল যে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় ইহা আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে স্থল দেখিতে পাইয়া তিন দিন পর্য্যন্ত তাহার ধার দিয়া বাহিয়া আসিয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত ফ্রবিষার প্রণালী গ্রীন্‌লণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বলিয়া ধারণা ছিল; তখন ইহার দক্ষিণাবস্থিত স্থানকে ফ্রিজ্‌লণ্ড বলা হইত। এখন পরিষ্কার জানা গিয়াছে যে, ফ্রবিষার কখনও গ্রীন্‌লণ্ড চক্ষুতে দেখেন নাই; তাহার নামধেয় প্রণালী ও 'মেটা ইন্‌কগনিটা' ডেভিস্‌ প্রণালীর সন্নিকটে আমেরিকার দিকে অবস্থিত।

ইহার পরে উইলিয়াম্‌ সাণ্ডার্স্‌ন্‌ প্রভৃতি বণিক্‌দিগের সহায়তায় ও আনুকূল্যে জন্‌ ডেভিস্‌ নামক একজন নৌবিজ্ঞানাভিজ্ঞ ইংরাজ উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কারের জন্য তিনবার সমুদ্রযাত্রা করেন। প্রথম বার ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে, তিনি ডার্ট্‌মাউথ হইতে বাহির হইয়া নোর্স্‌দিগের পরিত্যাগের পরে সর্ব্বপ্রথমে এই গ্রীন্‌লণ্ডের পশ্চিম উপকূল পরিদর্শন করেন। তিনি ইহার 'লণ্ড অব্‌ ডিসোলেশন্‌' (পরিত্যক্ত প্রদেশ) নাম রাখিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি ৬৪°১০´ উত্তরে গিলবার্ট্‌স্‌ প্রণালী আবিষ্কার করেন ও স্বনামখ্যাত প্রণালী পার হইয়া ইহার পশ্চিমকূলের কিয়দংশ দেখিয়া আসেন। দ্বিতীয় বারের যাত্রায় তিনি হাড্‌সন্‌ প্রণালীতে যে প্রচণ্ড জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া আসেন। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তৃতীয় বার বহির্গত হন। এবারে ৭২° ৪১´ উত্তরে তিনি একটি গ্রেনাইট্‌ পাথরের দ্বীপ আবিষ্কার করেন ও তাহার নাম 'সাণ্ডার্স্‌ন্‌স্‌ হোপ্‌' (সাণ্ডার্সনের আশা) রাখেন।

তৎপূর্ব্বে ওলন্দাজেরাও একটা উত্তর-পূর্ব্ব পথ আবিষ্কারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে আম্‌ষ্টার-ডামের বণিক্‌-সম্প্রদায়ের সাহায্যে বেরেণ্টস্‌ বৃহৎ একখানা অর্ণবপোত লইয়া এই পথ আবিষ্কারের জন্য বহির্গত হইলেন। ৪ঠা জুলাই তারিখে তিনি নব জেম্‌ব্লা দেখিতে পান; ইহার পরে ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত বরফ-প্রবাহের মধ্য দিয়া নানা কষ্টে রাস্তা করিয়া তিনি নাসাউ অন্তরীপ ও একেবারে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থ অরেঞ্জ (কমলা) দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত সমস্ত পশ্চিম উপকূল পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। ওলন্দাজদিগের প্রেরিত দ্বিতীয় অভিযানে বিশেষ কোন ফলদায়ক হয় নাই। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে আবার জেকব্‌ হিম্‌স্কার্ক ও রিজ্‌প্‌ এর অধিনায়কত্বে আর এক অভিযান প্রেরিত হয়। তাঁহারা ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিয়া আসিয়া ৯ই জুন তারিখে বেয়ার্‌ (ভল্লুক) দ্বীপ আবিষ্কার করেন। আরও উত্তরে আসিয়া তাঁহারা স্পিট্‌সবার্‌জেনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত দেখিতে পান। বরফস্তূপের জন্য তাঁহারা আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এই স্থানকে তাঁহারা গ্রীন্‌লণ্ডেরই একাংশ বলিয়া মনে করেন ও 'নূতন দেশ' (নিউ লণ্ড) বলিয়া ইহার নামকরণ করেন। ১লা জুলাই তারিখে তাঁহারা আবার বেয়ার্‌ দ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। এখান হইতে হিম্‌স্কার্ক পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ২৬এ আগষ্ট তারিখে ইহার উত্তর সীমা ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহারা আইস্‌হাভেনে (বরফ বন্দরে) পৌঁছিলেন। এখানে শীত কাটাইয়া বসন্ত-সমাগমে তাঁহারা নৌকা করিয়া লাপ্‌লণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন ও পরিশেষে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই অভিযানের ফলে হলণ্ডে তিমি ও সিল শিকারের ব্যবসায় আরম্ভ হইল।

মেরু প্রদেশ আবিষ্কারের জন্য বিলাতে মাস্কোভি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহার কর্ম্মচারী হেনরি হাড্‌সন্ ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রযাত্রা করেন। এ পর্য্যন্ত গ্রীন্‌লণ্ডের যত দূর দেখা হইয়াছে, তিনি তাহারও উত্তরে যাইয়া ৭৩° উত্তরে পৌছিলেন ও এ স্থানের নাম 'হোল্ড্ উইথ্ হোপ' (আশায় ধরিয়া থাক) রাখিলেন। ইহার পরে আরও অগ্রসর হইয়া ৮০° ২৩´ উঃ গ্রীন্‌লণ্ড ও স্পিটস্‌বার্জেনের মধ্যবর্ত্তী বরফ-রেখা পর্য্যন্ত দেখিয়া আসেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তিনি 'জান্ মাইয়েন্' দ্বীপ আবিষ্কার করেন; তখন তিনি ইহার নাম 'হাড্‌সন্‌স্ টাচেস্' রাখিয়াছিলেন। তৃতীয় যাত্রায় তিনি উত্তর আমেরিকার উপকূল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া আসেন ও স্বনামধেয় নদীটি আবিষ্কার করেন। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার স্বনামখ্যাত প্রণালী ও উপসাগর আবিষ্কার করেন।

ইহার ফলে তিমি-শিকারের ধুম পড়িয়া গেল। শিকারীরা স্পিটস্‌বার্জেন্ দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনে ও ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন্ এজ্ পূর্ব্বদিকে প্রকাণ্ড এক দ্বীপ আবিষ্কার করেন, ইহার নাম তিনি 'ওয়াইচির দ্বীপ' রাখেন।

১৬১২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সার টমাস্ বাটন্ নামক একজন ইংরাজ দুই খানা জাহাজ লইয়া পশ্চিম প্রদেশ আবিষ্কারের জন্য বহির্গত হন। হাড্‌সন্ উপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যাইয়া ইহার পশ্চিমকূলে ৫৭°১০´ উত্তরে এক নদীর মোহানায় শীত অতিবাহন করেন; জাহাজের কাপ্তেনের নামানুসারে এ নদীর নাম নেলসন্ নদী রাখা হয়। পরবর্ত্তী বৎসর তিনি সাউদাম্পটন্ দ্বীপের ৬৫° উঃ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া শরৎকালে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে বাইসট্ ও বাফিন্ নামক দুইজন ইংরাজ ডেভিস্ প্রণালী বাহিয়া সাণ্ডারসন্‌স্ হোপ্ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন এবং বৃহত্তর প্রণালী হইতে বহির্গত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রণালী আবিষ্কার করেন। তদবধি এই গুলির নাম বাফিন্ উপসাগর হইয়া রহিয়াছে। বাফিন্ সর্ব্বোত্তর জলপথটির নাম স্মিথ্ প্রণালী রাখেন। উলষ্টেন্ হোম প্রণালী, ডাড্‌লী ডিগ্‌স্ অন্তরীপ, হাক্‌লুইট্ দ্বীপ, লাংকেষ্টার প্রণালী, জোন্‌স্ প্রণালী ও কেরি দ্বীপপুঞ্জ—এই সকলই তিনি আবিষ্কার করেন।

১৬৩১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের ও বৃষ্টলের বণিক্-সম্প্রদায় দুইটি অভিযান প্রেরণ করেন। লণ্ডন হইতে যাঁহারা যান, তাঁহাদের নেতা লিউক্ ফক্স হাড্‌সন্ উপসাগরের পশ্চিম তীরবর্ত্তী 'সার টমাস্ রো'র ওয়েলকাম্ নামক স্থান পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন এবং ইহার পরে বৃষ্টল্ অভিযানের সমভিব্যাহারে হাড্‌সন্ উপসাগরের উত্তরে ৬৬° ৫৭´ উঃ পর্য্যন্ত গমন করেন।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী প্রধানতঃ আবিষ্কার কার্য্যে অতিবাহিত হয়, অষ্টাদশ শতাব্দী এই আবিষ্কারের ফলভোগে ব্যয়িত হইল।

কয়েকটি নিষ্ফল অভিযানের পরে কাপ্তেন্ ক্রিষ্টোফার মিড্‌ল্‌টনের নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরিত হয়। ইনি ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বহির্গত হন এবং চার্চ্চিল নদী ও রিপাল্‌স্ উপসাগর আবিষ্কার করেন। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন মূরও সেই দিকেই যাত্রা করেন এবং ওয়েজার ইন্‌লেট্ (খাড়ি) পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। ১৭৬৯ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সামুয়েল হার্ণ কপারমাইন্ নদী বাহিয়া মেরু প্রদেশীয় সাগর পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া আসেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে আলেক্‌সান্দর মাকেঞ্জি, মাকেঞ্জি নদীর মোহানা আবিষ্কার করেন। তৎপূর্ব্বে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে বেরিং সাহেব এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যে এক প্রণালী আবিষ্কার করেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার বহির্গত হন এবং বেরিং মাউণ্ট-সেণ্ট-ইলায়াস্ নামক পর্ব্বতশৃঙ্গ আবিষ্কার করেন। আলিউটিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জও তিনি সবিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেন, কিন্তু একটা দ্বীপে আহত হইয়া জাহাজ খানা ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার দলের অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; অবশেষে ১৭৪১ খৃঃ অব্দের ৮ই ডিসেম্বর তিনি নিজেও ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পরে লিয়াথফ্ নামক একজন রুষ বণিক্ নূতন সাইবেরিয়া বা লিয়াথফ্ দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ২রা জুন তারিখে কাপ্তেন্ ফিপ্স্‌সের নেতৃত্বে ইংলণ্ড হইতে নূতন এক অভিযান প্রেরিত হয়। ইহারা সপ্তদ্বীপে (Seven Islands) পৌছিয়া ওয়াল্ডেন দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ইহার উত্তরে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব বোধ হইল। স্পিট্‌স্‌বার্জেন দ্বীপাবলীর মধ্যভাগে ৮০°৪৮´ উঃ পর্য্যন্ত পৌছিয়া তাঁহারা দেখিলেন ২৪ ফুট গভীর বরফ জমিয়া রহিয়াছে। ১৭৭৩ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ফিপ্‌স্ ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন। পাঁচ বৎসর পরে কামাস্‌কাট্‌কা হইতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইবার এবং প্রশান্ত হইতে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত একটা পূর্ব্বোত্তর কি পশ্চিমোত্তর পথ খুঁজিয়া দেখিবার ভার কাপ্তেন্ কুকের উপর সংন্যস্ত হইল। তদনুসারে ১৭৭৮ খৃঃ অব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখে তিনি যাইয়া আমেরিকার পশ্চিমতম প্রান্তে অবস্থিত প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ অন্তরীপে উপস্থিত হইলেন। ১৭ই আগষ্ট তারিখে আইসী (বরফ সমাচ্ছন্ন) অন্তরীপ আবিষ্কৃত হইল। আমেরিকার দিকে এতদূর পর্য্যন্ত আর কেহ পূর্ব্বে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এসিয়ার দিকেও তিনি উত্তর অন্তরীপ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন।

ফরাসী বিপ্লবের অবসানে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সার জন্ বারো সুমেরু প্রদেশ অনুসন্ধানের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার আগ্রহ ও যত্নে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৮১৮ খৃঃ অব্দে তৎসম্বন্ধে এক আইন্ প্রণয়ন করেন। ইহা দ্বারা ঘোষণা করা হইল যে, উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কারের জন্য ২০০০০ পাউণ্ড এবং ৮৯° উঃ পর্য্যন্ত পৌছিবার জন্য ৫০০০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে যাঁহারা যতদূর আবিষ্কার করিতে পারিবেন, তাঁহারা তদনুরূপ পুরস্কার পাইবেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বারো স্পিট্স্-বার্জেনের পথে একটি ও বাফিন্স্ উপসাগরের পথে আর একটি অভিযান প্রেরণ করিলেন। স্পিট্স্-বার্জেনের অভিযান, কাপ্তেন্ বুকান্ ও লেফ্টেনাণ্ট ফ্রাঙ্কলিনের অধিনায়কত্বে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বহির্গত হইল। কিন্তু বরফে আহত হইয়া, ভগ্ন ও কর্ম্মাক্ষম হইয়া তাঁহাকে শীঘ্রই ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিতে হইল। কাপ্তেন্ রস ও লেফ্টেনাণ্ট পারির নেতৃত্বে ১৮১৮ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় অভিযান বাফিন্স্ উপসাগরের পথে রওনা হইল। ইহার ফলে বাফিন্স উপসাগরের "উত্তর জলে" সিল ও তিমি শিকারের ধুম পড়িয়া যায়।

পর বৎসর পারি আবার দুই খানা জাহাজ লইয়া লাংকেষ্টার প্রণালীর মধ্য দিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই প্রণালীর উর্দ্ধাংশের নাম তিনি "বারো প্রণালী" রাখেন। এই পথে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটা দ্বীপপুঞ্জ পড়ে; তদবধি ইহার নাম পারিদ্বীপমালা হইয়াছে। উত্তর দিকে একটা উন্মুক্ত ও প্রশস্ত পথ দেখিতে পাইয়া তিনি ইহার নাম ওয়েলিংটন্ প্রণালী রাখেন ও ৩০০ শত মাইল পর্য্যন্ত বাহিয়া মেল্ভিল্ দ্বীপে যাইয়া উপনীত হন। দুর্ভেদ্য বরফ-স্তূপের জন্য আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইয়া এই দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে তাঁহাকে শীত ঋতু অতিবাহিত করিতে হয়। এই অভিযান ১৮২০ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে ফিরিয়া আসে। কাপ্তেন পারির নেতৃত্বে ১৮২৪ খৃঃ অব্দের ৮ই মে তারিখে আর একটি অভিযানও প্রেরিত হইল। ইহা ৬৯° ২০´ উঃ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া হাডসন্ উপসাগরের উর্দ্ধদেশ হইতে পশ্চিমাভিমুখে যে প্রণালী বাহির হইয়াছে, তাহা আবিষ্কার করেন। পারি ইহার নাম ফিউরি ও হেক্লা প্রণালী রাখেন। এই অভিযান ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তৎপূর্ব্বে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিনের অধীনে আমেরিকার উত্তর প্রান্ত আবিষ্কারের জন্য আর একটি অভিযানও প্রেরিত হইয়াছিল। ১৮২০ খৃঃঅব্দের আগষ্ট মাসে তাহা কপারমাইন্ নদীর অভিমুখে রওনা হয় এবং ক্রমে ১৮২১ খৃঃ অব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে নদীর মোহানায় যাইয়া পৌছে। এখান হইতে ফ্রাঙ্কলিন্ ৭৫০ মাইল পর্য্যন্ত উপকূল-রেখা পরিদর্শন করিয়া টার্ণ-এগেন্ অন্তরীপে যাইয়া উপস্থিত হন। পারি দ্বিতীয় যাত্রায় যে সকল স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে ফ্রাঙ্কলিনের আবিষ্কৃত টার্ণ-এগেনের সংযোগ স্থাপন করার মানসে প্রথমবার যে চেষ্টা করা হয়, তাহাতে কোন সুফল ফলে নাই।

ইহার পরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পারি, বীচি ও ফ্রাঙ্কলিনের অধীনে একত্র তিনটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। পারি এবার কিছুই করিতে পারেন নাই। বীচি ১৮২৬ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে বেরিং প্রণালীতে প্রবেশ করিয়া ৭১°২৩´৩০´´ উত্তরে বারো অন্তরীপ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করেন। ফ্রাঙ্কলিন্ ১৮২৫-২৬ খৃঃঅব্দে মাকেঞ্জি নদী বাহিয়া ইহার মোহানায় যাইয়া পৌছেন এবং এখান হইতে পশ্চিম অভিমুখে ৩৭৪ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূল পর্য্যবেক্ষণ করেন। এদিকে ডাঃ রিচার্ডসন্ও আর এক অভিযান লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। তিনি মাকেঞ্জি নদীর ও কপারমাইন্ নদীর মোহানার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ আবিষ্কার করিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইলে যে ভূভাগ দেখিতে পান, তাহার নাম উলাষ্টান্ল্যাণ্ড রাখেন। সেই ভূভাগ ও ঐ নদীদ্বয়ের মধ্যে যে প্রণালী প্রবাহিত, তাহার নাম রাখা হইল 'ইউনিয়ান ও ডলফিন্ প্রণালী'। তাঁহারা সকলেই ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮২১ হইতে ১৮২৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত লাট্কি নামক রুষিয়ার একজন কাপ্তেন নাসাউ পর্য্যন্ত নবজেমব্লার পশ্চিমউপকূল জরিপ করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে 'পেণ্ডিউলাম্ অবজারভেশনের' জন্য কাপ্তেন্ সেবাইন্ মেরুযাত্রা করেন। তিনি ৭৫° ৩০´ উঃ প্রদেশের তুষার-সমুদ্রের মধ্য দিয়া কোন প্রকারে রাস্তা করিয়া গ্রীন্ল্যণ্ডের পূর্ব্বোপকূলে যাইয়া পৌছেন। এখানে পেণ্ডিউলাম্ দ্বীপে তিনি পেণ্ডিউলাম্ পরীক্ষা করেন। ইহার ফলে নির্ণীত হয় যে, ঐ স্থানটি ৭৬° হইতে ৭২° উঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে পারি বরফের উপর দিয়া গমনসমর্থ 'স্লেজবোট' নামক নৌকার সাহায্যে ৮৫° ৪৫´ উঃ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন।

১৮২৮ খৃঃঅব্দে ডেন্মার্কের নৌ-কাপ্তেন গ্রাঃ সাহেব বিদায় অন্তরীপ (Cape Farewell) ঘুরিয়া আসিয়া গ্রীন্ল্যণ্ডের পূর্ব্বোপকূলে ৬৫° ১৮´ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করেন।

১৮২৯ খৃঃঅব্দে কাপ্তেন্ রস প্রিন্স রিজেণ্টের খাড়ি (Inlet) দিয়া বুথিয়া উপসাগর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন এবং এখানে যে স্থানে তিনি শীত অতিবাহিত করেন, তাহার নাম তিনি স্বকীয় পৃষ্ঠপোষকের নামানুসারে বুথিয়া ফেলিক্স্ রাখেন। তাঁহার সঙ্গে জেম্স্-রস্ নামে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। ঐ স্থানটি

ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে ইহার পশ্চিম উপকূলে তিনি ১৮৩১ খৃঃ অব্দের ১লা জুন্ তারিখে দিগ্দর্শনযন্ত্রে উত্তরমেরুর সংস্থান আবিষ্কার করেন। বুথিয়ার পশ্চিমদিকে তিনি যে স্থান আবিষ্কার করেন, তাহার নাম তিনি কিং-উইলিয়াম্-লণ্ড রাখেন। সর্ব্বোত্তরে যে অন্তরীপ আবিষ্কৃত হইল, তাহার নাম রাখা হইল ফেলিক্স অন্তরীপ। এখান হইতে সমুদ্রোপকূল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে নামিয়া আসিয়া ভিক্টরী অন্তরীপ শেষ হইয়াছে। চারি বৎসরের মধ্যেও ইহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। ইহাদিগের সংবাদ পাইবার জন্য ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে সার জর্জ্জ বেক্ ও ডাঃ রিচার্ড কিং বহির্গত হইলেন। গ্রেট্ স্লেভ্লেক (মহাদাস হ্রদে) শীত কাটাইয়া তাঁহারা ১৮৩৪ খৃঃ অব্দের ৭ই জুন তারিখে রিলায়ান্স দুর্গ ত্যাগ করেন ও ফিস্ (মৎস্য) নদী অবতরণ করিয়া ৬৭° ১৭′ উত্তরে ইহার মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হন।

'হাড্সন্স বে কোম্পানী' নামে আবিষ্কার-কার্য্যসংসাধনের জন্য যে দল সংগঠিত হয়, তাঁহারাই আমেরিকার উত্তর-মেরুর অন্তর্গত প্রদেশগুলির আবিষ্কারকার্য্য সম্পূর্ণ করেন। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে মাকেঞ্জি নদীর মোহানার সঙ্গে বারো অন্তরীপের সংযোগ স্থাপন করা হয়। দুই বৎসর পরে এই কোম্পানীর প্রেরিত সিমসন্ সাহেব টার্ণ-এগেন্ অন্তরীপ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গ্রেট্-ফিস্ নদীর মোহানা পর্য্যন্ত এক পথ আবিষ্কার করেন। এখানে মন্ট্রিয়েল নামক দ্বীপে অবতরণ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে তিনি কাষ্টর ও পোলাক্স নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। ফিরিবার সময় তিনি এক প্রণালীর উত্তর প্রান্ত (অর্থাৎ কিং উইলিয়াম্ দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত) দিয়া আসিতে থাকেন। সর্ব্ব দক্ষিণ-পশ্চিম অন্তরাপটির নাম রাখা হইল হার্সেল অন্তরীপ। এখানে ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের ২৬এ আগষ্ট তারিখে তিনি এক কুটীর নির্ম্মাণ করেন। আমেরিকা মহাদেশের উত্তর উপকূলের যে সামান্য অংশ এখন আবিষ্কার করিতে বাকি রহিল, তাহার ভার ১৮১৬ খৃঃ অব্দে হাড্সন-বে-কোম্পানীর একজন গোমস্তা ডাঃ জন্ রেইর উপর সংন্যস্ত হইল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া এক বৃহৎ উপসাগরের উপকূল-প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করেন; ইহার উপকূল-রেখা ৭০০ মাইল দীর্ঘ। এই ভাবে তিনি ফিউরী ও হেক্লা প্রণালীর মুখের সঙ্গে বুথিয়া উপকূলের সংযোগ সাধন করেন ও প্রমাণ করেন যে বুথিয়া আমেরিকা মহাদেশেরই অন্তর্ভুক্ত।

ইংরাজেরা যখন মেরু-প্রদেশান্তর্গত আমেরিকা লইয়া এই ভাবে খাটিতেছিলেন, রুষগণ তখন সাইবেরিয়ার উত্তরাংশ আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮২১ খৃঃ অব্দে লেফ্টেনাণ্ট আঞ্জু নিউ-সাইবেরিয়া-দ্বীপসমূহ সম্পূর্ণ জরিপ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ইহার উত্তরে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। ১৮২০—২৩ খৃষ্টাব্দে বারণ রাঙ্গেল, কলিমা নদীর মুখ হইতে কুকুরবাহিত বরফে চলিবার গাড়ী করিয়া চারিবার যাত্রা করেন। তিনি সেলাগস্কর অন্তরীপ ও কলিমা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া উত্তর দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে বরফ অতি পাতলা বলিয়া তাহার উপর দিয়া গাড়ী চলিতে পারে নাই। এই উপলক্ষে একজন দেশীয় রাজার নিকট হইতে তিনি সংবাদ পান যে উত্তর দিকে কয়েক ক্রোশ দূরে আবার স্থল আছে। অধুনা সাইবেরিয়ার সুমেরু প্রদেশান্তর্গত অংশসমূহ সমস্তই আবিষ্কৃত ও বিশদরূপে নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু এখনও কোন জাহাজ সর্ব্বোত্তর অন্তরীপটি ঘুরিয়া আসিতে পারে নাই। তাহা হইলেই পূর্ব্বোত্তর পথটি আবিষ্কার হইয়া যায়।

১৮৪৫ খৃঃ অব্দে লাংকেষ্টার প্রণালী হইতে বেরিং-প্রণালী পর্য্যন্ত একটা পথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সার জন্ ফ্রাঙ্কলিনের অধীনে একটা অভিযান প্রেরিত হয়। বীচি দ্বীপে শীত কাটাইয়া ফ্রাঙ্কলিন্, পারি কর্ত্তৃক ১৮১৯ খৃঃ অব্দে আবিষ্কৃত উত্তর সমার্-সেট্ প্রদেশের পশ্চিম উপকূল বাহিয়া যে প্রণালী প্রবাহিত, পীল সাউণ্ড নামধেয় সেই প্রণালী দিয়া দক্ষিণাভিমুখে কিং উইলিয়াম দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বহুদূর পর্য্যন্ত দুই দিকেই স্থল, কিন্তু যেমন তিনি পশ্চিম তীরের দক্ষিণতম সীমা ছাড়াইয়া আসিলেন, অমনি মেলভিল্ দ্বীপ হইতে কিং উইলিয়ম্ দ্বীপের দিকে যে ভীষণ বরফ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, একেবারে তাহার উপর যাইয়া পড়িলেন। এই খানেই অভিযানের শেষ হইল।

এদিকে তাঁহারা ফিরিয়া না আসাতে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে একটা মহা উদ্বেগের সঞ্চার হইল। একটা বিরাট্ অনুসন্ধানের অনুষ্ঠান হইল। কলিন্সনের অধীনে বেরিং প্রণালীর পথে এক অভিযান, এবং কাপ্তেন অষ্টিনের অধীনে বারো প্রণালীর পথে আর এক অভিযান প্রেরিত হইল। এই পথে কাপ্তেন পেনী নামক একজন তিমি-শিকারীর অধীনে তৃতীয় এক অভিযানও রওনা হইল। অষ্টিন এবং পেনী বারো প্রণালীতে প্রবেশ করিয়া বীচ দ্বীপে ফ্রাঙ্কলিনের শীতাবাস দেখিতে পাইলেন; কিন্তু কোন্ পথে যে ঐ অভিযান গিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তখন অষ্টিন গ্রিফিথ দ্বীপে ও পেনী কর্ণওয়ালিস দ্বীপে শীত কাটাইয়া, বিস্তৃত রূপে অনুসন্ধান করিবার জন্য সবিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন। পেনী ওয়েলিংটন প্রণালী দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন; ক্লিণ্টক ৮১ দিনে ৭৭০ মাইল অতিক্রম করিয়া মেল্ভিল্

দ্বীপে যাইয়া পৌঁছিলেন ; ওম্মানী ও অস্বর্ণ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ দ্বীপ আবিষ্কার করিলেন, লেফ্টেনাণ্ট ব্রাউন পীল-প্রণালীর পশ্চিমোপকূলে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিনের আর কোন নিদর্শনই পাওয়া গেল না। তখন জোন্স প্রণালীতে প্রবেশের পথে অনুসন্ধান করিয়া অষ্টিন ১৮৫১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন।

সেই বৎসর লেডি ফ্রাঙ্কলিন স্বামীর অনুসন্ধানের জন্য যে অভিযান প্রেরণ করেন, তাহার কাপ্তেন কেনেডি ও লেফ্টেনাণ্ট বেলট্, বুথিয়া ও উত্তর সমারসেটের মধ্যবর্ত্তী বেলট প্রণালী আবিষ্কার করিয়া প্রমাণ করেন যে এই প্রণালীর বুথিয়া-উপকূলই আমেরিকা-মহাদেশের সর্ব্বোত্তর সীমা।

১৮৫০ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে কলিন্সন্ যে অভিযান লইয়া বহির্গত হন, তাহা বেরিং ও প্রিন্সস্ আল্বার্ট দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ নামক সঙ্কীর্ণ প্রণালী বাহিয়া প্রিন্সেস্ রয়েল দ্বীপসমূহে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার পরে দক্ষিণাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা ৭১° ৩৫´ উঃ ও ১১৭° ৩৫´ পঃ প্রিন্স আলবার্ট দ্বীপে শীত অতিবাহন করেন। ১৮৫২খৃঃ অব্দে উত্তর আমেরিকার উপকূল বাহিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া কলিন্সন্ ২৬এ সেপ্টেম্বর তারিখে কেম্ব্রিজ উপসাগরে আসিয়া উপনীত হন। এখানে ভিক্টোরিয়া নামক স্থানের ৭০° ২৬´ উঃ ও ১০০° ৪৫´ পঃ পর্য্যন্ত তিনি বিশেষ রূপে পরিদর্শন করেন। ইহার পরে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা ৭০° ৪´ উঃ ও ১৪৫° ২৯° পশ্চিমে কামডেন উপসাগরে শীত অতিবাহিত করেন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে তাঁহারা ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন।

তাঁহাদের সঙ্গে আর একখানা জাহাজ লইয়া এম্ ক্লিউরি আসিয়াছিলেন। প্রিন্সেস্ রয়াল দ্বীপে আসিয়া তিনি কোন এক পাহাড়ে আরোহণ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে বারোপ্রণালীর উপরিভাগে একেবারে বরফ জমিয়া গিয়াছে। তখন বেরিং-দ্বীপের দক্ষিণতম প্রান্ত ঘুরিয়া আসিয়া তিনি ঐ স্থানের পশ্চিমোপকূল ও তুষার-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে তিনি যাইয়া বাঙ্কসলণ্ডের উত্তর সীমায় পৌঁছিলেন। ক্লিউরি এই স্থানের নাম রাখেন 'বে অব্ গড্স্ মার্সি' (ঈশ্বরের দয়ার উপসাগর)। এখানে আসিয়া জাহাজ একেবারে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যে অভিযান প্রেরণ করেন, তাহার মধ্যে একখানা জাহাজের ভার কাপ্তেন কেলেটের উপর সমর্পিত হয়। তাঁহারা নানা স্থান ঘুরিয়া আসিয়া ক্লিউরীর অবস্থানের সন্নিকটে উপস্থিত হন, ও অবশেষে ক্লিউরির শোচনীয় অবস্থা জানিতে পারিয়া কেলেট তাঁহাকে সদলবলে আপনার জাহাজে উঠাইয়া লয়েন (১৮৫৩, ১৭ই জানুয়ারি)। ক্লিউরি সুধু যে একটা উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কার করেন তাহা নহে, ইহা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াও দেখেন। পরবর্ত্তী বৎসর সকলে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন।

পদব্রজে ঘুরিয়া দেখিবার জন্য কেলেটের দলে ক্লিণ্টক, মেচাম্ প্রভৃতি কয়েকজন লোক গিয়াছিলেন। তাঁহারা মেলভিল্ দ্বীপপুঞ্জের উত্তর ও পশ্চিমদিকের যে সকল স্থান আবিষ্কারের বাকী ছিল, তাহা, এবং আরও পশ্চিমে অবস্থিত প্রিন্স পেট্রিক্ নামক দ্বীপটির সমস্ত প্রান্তসীমাটি আবিষ্কার করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পদব্রজে বা স্লেজে চড়িয়া ১০০০।১২০০ মাইল পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া আসেন।

কিং উইলিয়াম্লণ্ড যে একটী দ্বীপ, ইহা প্রমাণ করিবার মানসে ও আমেরিকার উপকূলপ্রদেশের কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ডাঃ রেই সমুদ্রযাত্রা করেন। তিনি চেষ্টারফিল্ড উপসাগরের ও কুয়োইক্ নদীর উর্দ্ধদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বাহিয়া যাইয়া রিপাল্স্ উপসাগরে শীত অতিবাহিত করেন। এখানে মৃগমাংস ও মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে তিনি সিম্প্সনের আবিষ্কৃত প্রদেশের সঙ্গে জেমস্ রসের আবিষ্কৃত প্রদেশের সংযোগ সংস্থাপন করিয়া প্রমাণ করেন যে কিংউইলিয়ামলণ্ড বাস্তবিকই একটী দ্বীপমাত্র—কোন মহাদেশের সহিত সংযুক্ত নহে।

সার্ ফ্রাঙ্কলিনের অন্বেষণার্থ যে সকল অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাঁহাদিগের চেষ্টায় আমেরিকার উপকূল-রেখার ৭০০০ হাজার মাইল পরিমিত স্থান আবিষ্কৃত হয় এবং বহু-বিস্তৃত অজ্ঞাতপূর্ব্ব স্থান পরিভ্রমণ ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা ভৌগোলিক জ্ঞানের সীমাও বহুদূর বিস্তৃত করেন। সুধু ইহাই নহে, অজ্ঞাতপূর্ব্ব নানাপ্রকার সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াও তাঁহারা বিজ্ঞানের প্রসারবৃদ্ধির প্রভূত সহায়তা করেন।

এদিকে ফ্রাঙ্কলিনের নিরুদ্দেশের সংবাদে আমেরিকাও বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য ১৮৫০ খৃঃ অব্দে নিউইয়র্ক হইতে মিঃ গ্রিনেল্, ডি হেভেন্ ও গ্রিফিথের অধিনায়কত্বে দুইখানা জাহাজ প্রেরণ করেন। বীচি দ্বীপে পৌঁছিয়া ও ফ্রাঙ্কলিনের শীতাবাস পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ডাঃ কেম্, স্মিথ প্রণালী বাহিয়া মাত্র ১৭ মাইল যাইবার পরেই ৭৮°০৫´ উঃ উপরে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না—সম্মুখে অনন্ত তুষার-সমুদ্র। তিনি লিখিয়াছেন, এই স্থানের উপকূল ৮০০ হইতে ১২০০ ফিট উচ্চ খাড়া তুষারশৈলে সমাকীর্ণ। ইহাদের

পদপ্রান্ত বেষ্টন করিয়া ১৮ ফিট পুরু একটা বরফের মেখলা যেন বিরাজ করিতেছে। এই যে চিরস্থায়ী বরফজাঙ্গালটি, কেন্ ইহার নাম রাখিয়াছিলেন 'আইস্-ফুট্' (তুষার-পাদ)। যে স্থানে তিনি শীত অতিবাহন করেন, সে স্থানকে তিনি 'ভান্ রেন ছেলেয়ার পোতাশ্রয়' আখ্যায় অভিহিত করেন। বসন্ত-কালে সমুদ্রের দিকে ৪৫ মাইল বিস্তৃত একটা তুষারক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। ইহার নাম রাখা হয় "হাম্‌বোল্ট্ গ্লাসিয়ার" (Humboldt Glacier)। মর্টন নামক কেনের যে গোমস্তা সঙ্গে ছিলেন, তিনি একটা কুকুরের গাড়ীতে চড়িয়া এই বরফ-রাশির পাদদেশ অতিক্রম করেন এবং 'কনষ্টিটিউশন্' নামক অন্তরীপে যাইয়া পৌছেন।

ফ্রাঙ্কলিনের সংবাদ আনয়নের জন্য সিন্‌সিনাটির চার্‌ল্‌স্ হল কয়েকবার মেরুযাত্রা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারে (১৮৬৪-৬৯ খৃঃ অব্দে) তিনি ফ্রাঙ্কলিনের দলের মরণাবশিষ্ট লোক কয়েকজন যে পথে পলায়ন করিয়াছিল, কিংউইলিয়ম দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলস্থ সেন্ট্ টড্‌স্ আয়লণ্ড (দ্বীপ) ও পেফার নদীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে এস্কিমো জাতীয় লোকের মুখে তিনি জাহাজের ধ্বংসের ও আরোহীদিগের পলায়নের কথা অবগত হন, এবং সাত জন য়ুরোপীয়কে টড্ দ্বীপে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইয়া, সেথান হইতে কয়েকখানা অস্থি লইয়া আসেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে তিনি, স্মিথ্ প্রণালী হইতে যে প্রণালী উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, সেই প্রণালী-পথে ২৫০ মাইল অগ্রসর হইয়া এই সুদীর্ঘ প্রণালীর স্মিথ সাউণ্ড, কেন্ বেসিন, কেনেডি চানেল, রোব্-সন্ চানেল প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ পর্য্যবেক্ষণ করেন।

১৮২০ খৃঃ অব্দ হইতে নরওয়েবাসীরা মৎস্য-শিকার উপ-লক্ষে মেরুপ্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু বহু বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা উল্লেখযোগ্য কিছুই করিতে পারে নাই। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন কার্লসেন সর্ব্বপ্রথম স্পিট্‌স্‌বার্জেন দ্বীপপুঞ্জ ঘুরিয়া আসেন। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন টোবসেন্ নর্থ ইষ্ট-লণ্ড দেখিয়া আসেন। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন আল্ট-মান ও কাপ্তেন জনসেন, ১৮১৭ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন এজ্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত উইচেস্‌লণ্ড নামক স্থান পরিদর্শন করিয়া আসেন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে নরওয়েবাসীরা নব-জেমব্লা পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। সেই বৎসর কার্লসেন কারাসাগর পার হইয়া ওবি নদীর মোহানা পর্য্যন্ত দেখিয়া আসেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে বারেন্ট্‌স্ যে স্থানে শীত কাটাইয়া ছিলেন, তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৫৯৭ খৃঃ অব্দের পর সেথানে এই প্রথম সভ্যজগতের লোকের পদচিহ্ন পতিত হয়।

১৮৫৮ হইতে ১৮৭২ খৃঃ অব্দের মধ্যে সুইডেনের অধিবাসীরা স্পিটস্‌বার্জেনে সাতটি এবং গ্রীনলণ্ডে দুইটি অভিযান প্রেরণ করে। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে নরডেন্ স্কিল্ড ও ডুনার, স্পিটস্‌বার্জেন প্রদেশের আশিটি বিভিন্ন স্থানে বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ ও বহু-সংখ্যক পর্ব্বতের উচ্চতা নির্দ্ধারিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন।

গোথার অধিবাসী ডাঃ পিটারমান ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে বার্জেন হইতে কাপ্তেন কোল্ডিওয়ের অধীনে এক অভিযান প্রেরণ করেন। তাঁহারা স্পিটস্‌বার্জেনের হিন্‌লোপেন্ প্রণালী পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে বারণ হিউগ্‌লিন ও কাউন্ট জেইলের ফোর্ড ওয়াল্টর টাইমেনের প্রণালী পরিদর্শন করেন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে 'জারমেনিয়া' ও 'হান্‌সা' নামে দুই থানা জাহাজ লইয়া কোল্ডিওয়ে ও হিজমান গ্রীন্‌লণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করেন। ৭০° ৬৫´ উত্তরে যাইয়া হান্‌সা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ও অব্যবহিত পরেই ধ্বংসমুখে পতিত হয়। আরোহীরা নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া ফেয়ার-ওয়েল অন্তরীপের পশ্চিমে অবস্থিত 'ফ্রেডরিক্ স্থলে' যাইয়া উপনীত হয়। জারমেনিয়া নির্ব্বিঘ্নে গ্রীন্‌লণ্ডের পূর্ব্ব উপকূল বাহিয়া ৭৫° ৩০´ উত্তর পর্য্যন্ত যাইয়া উপস্থিত হয়। ১৮৭০ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে জাহাজের লোকেরা স্লেজে উত্তর দিকে ১০০ মাইল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত প্রদেশের উত্তর সীমায় একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার নাম রাখা হয়, প্রিন্স বিসমার্ক। ৭৩° ১৫´ উত্তরে দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি অনতিগভীর অপ্রশস্ত খাল গ্রীন্‌লণ্ডের অভ্যন্তর ভাগে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে; ইহার উভয় তীরে ৭০০-১৪০০ ফিট্ উচ্চ গিরিশৃঙ্গ বিরাজমান।

কোল্ডিওয়ের সঙ্গে লেফ্‌টেনান্ট পেয়ার নামক একজন ভদ্র-লোক ছিলেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ওয়েপ্রেট নামে একজন নৌবিভাগের কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া তিনি মেরু-যাত্রা করেন। স্পিট্‌স্‌বার্জেন ও নব জেমব্লার মধ্যবর্ত্তী বরফ-ক্ষেত্রের সীমান্ত রেখা পরীক্ষা করিয়া উত্তর-পূর্ব্ব পথ আবিষ্কারের জন্য তাঁহারা নব জেমব্লার উত্তর প্রান্ত দিয়া অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। যখন তাঁহারা তাঁহাদের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তখন অষ্ট্রি-য়ার হাঙ্গারী হইতে এক অভিযানপ্রেরণের বিপুল আয়োজন হইতেছিল। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে ওয়েপ্রেট ও পেয়ারের অধীনে এই অভিযান প্রেরিত হয়। বহু কষ্টে তাঁহারা নব জেমব্লার উত্তরপ্রান্ত ছাড়াইয়া আসিয়া ১৪ মাইল দূরে একটা পার্ব্বত্য প্রদেশ দেখিতে পাইলেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের অক্টোবর

যাপৈ ইহার অদূরবর্ত্তী একটি দ্বীপের নিকটে জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইলে, পেয়ার অবতরণ করিলেন এবং বিষুবরেখা হইতে ৭৯° ৫৪´ উত্তরে ইহার অবস্থান নির্ণয় করিলেন। এই অভিযানের একজন পৃষ্ঠ-পোষক কাউন্ট উইল্‌ক্‌জেকের নামানুসারে এই স্থানের নাম রাখা হইল। এখানে ভল্লুকের বড় প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের মার্চ্চমাসে প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও পেয়ার স্লেজে চড়িয়া একবার এই স্থানটি পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এই নূতন আবিষ্কৃত দেশটি আয়তনে স্পিট্‌স্‌বার্জ্জেনের সমান, এবং কতকগুলি অপ্রশস্ত খাল ও অষ্ট্রিয়া প্রণালীনামক একটি প্রণালী দ্বারা দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত; এবং ইহার চতুর্দ্দিকে বহু সংখ্যক ছোট বড় দ্বীপ আছে। এই অংশ দুইটির পূর্ব্বদিক্‌টির নাম উইল্‌ক্‌জেক্‌লণ্ড ও পশ্চিমদিক্‌টির নাম জিকিলণ্ড রাখা হইল। অষ্ট্রিয়া প্রণালীটি ৪২° উঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখান হইতে রলিন্‌সন্‌ প্রণালী বাহির হইয়া পূর্ব্বোত্তর দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এখানকার পর্ব্বত গুলি ২০০০—৩০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ, ইহাদের মধ্যবর্ত্তী নিম্নপ্রদেশগুলি একেবারে বরফে আবৃত। সমীপবর্ত্তী দ্বীপগুলির ঊর্দ্ধদেশও বরফের মুকুটে শোভমান। এই নবাবিষ্কৃত প্রদেশটির নাম ফ্রান্স-জোসেফ-লণ্ড রাখা হইল। ২৪এ এপ্রিল তারিখে পেয়ার জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পরে এম্‌ব্রিন্টকের নামানুসারে যে প্রকাণ্ড দ্বীপটির নাম রাখা হইয়াছিল, সেই দ্বীপটি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য অভিযান সেই দিকে রওনা হইল। কিন্তু কতকদূর যাইয়াই জাহাজে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব ও বিপদসঙ্কুল বলিয়া বোধ হইল। তখন, ২০এ মে তারিখে জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া যাত্রিগণ নৌকায় চড়িয়া প্রস্থান করিবার জন্য রওনা হইলেন। স্লেজের উপরে নৌকা চাপাইয়া তাঁহারা বরফ-সমুদ্রের উপর দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে ১৪ই আগষ্ট তারিখে ৭১° ৪০´ উত্তরে ইহার প্রান্ত সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও নৌকা গুলি জলে ভাসাইলেন। পরিশেষে রুষিয়ার একখানা জাহাজ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লইল এবং এই ভাবে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহারা আসিয়া ভার্ডোতে অবতরণ করিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে সুমেরু প্রদেশে যত অভিযান প্রেরিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এইটিই সর্ব্বপ্রধান।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করিলেন যে স্মিথ প্রণালীর পথে মেরু প্রদেশে আবার অভিযান প্রেরণ করা হইবে। কাপ্তেন নেয়ার্সের অধিনায়কত্বে দুই খানা জাহাজ ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ২৯এ মে তারিখে পোর্টস্‌মাউথ্ হইতে রওনা হইল। একখানার পরিচালক ছিলেন কমাণ্ডার মার্খাম্, অপরখানার কাপ্তেন ষ্টিফেনসন। জুলাই মাসের শেষ ভাগে স্মিথ প্রণালীতে পৌছিয়া ইহারা বহুকষ্টে চঞ্চল বরফরাশির মধ্য দিয়া পথ করিয়া ৮১° ৪৪´ উত্তরে লেডি ফ্রাঙ্কলিন উপসাগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাপ্তেন ষ্টিফেনসনের জাহাজ এখানেই রহিয়া গেল, কিন্তু মার্খাম আরও অগ্রসর হইয়া একেবারে বরফ-সমুদ্রের প্রান্তদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; এখানে বরফ ৮০ হইতে ১০০ ফিট পর্য্যন্ত গভীর। রোবসন্ প্রণালী পশ্চাতে ফেলিয়া তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া ৮২° ২৭´ উত্তর পর্য্যন্ত যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শীত আসিয়া উপস্থিত হইলে, আগামী বসন্ত ঋতুতে দুই জাহাজের লোক একত্র হইয়া স্লেজে চড়িয়া এই অজ্ঞাত প্রদেশ পরিদর্শন করিবার পরামর্শ ও বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহারা স্লেজে চড়িয়া বাহির হইলেন এবং অজ্ঞাতপূর্ব্ব ৩০০ শত মাইল পরিমিত স্থান আবিষ্কার করিয়া এবং বহু নূতন ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। মার্খাম্ যতটা উত্তরে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এপর্য্যন্ত কোন জাহাজই ততদূর যাইতে পারে নাই। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে লে স্মিথ ইংলণ্ড হইতে 'এইরা' নামক জাহাজে চড়িয়া ফ্রান্স-জোসেফলণ্ডে যাইয়া উপনীত হন। তিনি দেখিলেন যে গ্রীন্‌লণ্ডের বরফরাশি কোণ ও শৃঙ্গবিশিষ্ট হইলেও, এখানকার বরফ-পৃষ্ঠ একেবারে সমতল এবং ১৫০ হইতে ২০০ ফিট উচ্চ। সমুদ্রের ধার দিয়া চলিয়া তিনি ফ্রান্স-জোসেফ-লণ্ডের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্য্যন্ত ১১০ মাইল উপকূল-রেখা আবিষ্কার ও পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই উপলক্ষে স্থানে স্থানে অবতরণ করিয়া তিনি প্রাকৃতিক ইতিহাসের অনেক নূতন উপাদান সংগ্রহ করেন। সাণ্ডারলণ্ডের কাপ্তেন উইগিন্‌স্ ১৮৭৪, ৭৫ ও ৭৬ খৃষ্টাব্দে সাইবেরিয়ার উত্তর উপকূলের সমুদ্রপথে পরিভ্রমণ করিয়া ইয়েনেসেই নদীর মোহানার সঙ্গে য়ুরোপীয় বন্দরসমূহের বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে নর্ডন্‌স্কিয়ল্ড এই উত্তর-পূর্ব্ব পথ আবিষ্কারের সংকল্প করিয়া সুইডেনের ট্রম্‌সো হইতে কারাসাগার-পথে ইয়েনেসেতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এখানে এই নদীর মোহানার উত্তর তীরে চমৎকার একটি পোতাশ্রয় আবিষ্কার করেন ও তাহার নাম 'পোর্ট ডিকসন্' রাখেন। এবার এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই তিনি সুইডেনে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে এই উত্তর-পূর্ব্ব পথ আবিষ্কারের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা তেমন দুরূহ হইবে না। তাঁহার উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া সুইডেনের রাজা ও আরও কয়েকজন ধনাঢ্য লোক এক বিরাট্ আয়োজন করিয়া ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে স্কিয়ল্ডকে কয়েকজন কর্ম্মকুশল উৎসাহী লোকের সঙ্গে

সাইবেরিয়ার পথে প্রেরণ করিলেন। ১০ই আগষ্ট ইহারা পোর্ট ডিক্‌সনে পৌছেন ও ১৯এ তারিখে ৭৭°৪১´ উত্তরে সাইবেরিয়ার ও প্রাচীন মহাদ্বীপের সর্ব্বোত্তর অন্তরীপ সেভারো বা সেলিউস্কিনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে তাঁহারা ঈষৎ দক্ষিণ-পূর্ব্বমুখ হইয়া জাহাজ চালাইতে আরম্ভ করিলেন। এখানকার সমুদ্র বরফবিমুক্ত ও অনতিগভীর। ২৭এ আগষ্ট তারিখে তাঁহারা লেনা নদীর মোহানা অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি তাঁহারা ৬৭° ৭´ উঃ ও ১৭৩° ২০´ পশ্চিমে একটি নিম্ন সমতল-ভূমির উপকূলের অদূরে আসিয়া বরফে বিজড়িত হইয়া পড়িলেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা বিস্তর প্রাকৃতিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেন। জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া অভ্যন্তর প্রদেশেরও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসেন। ২৯০ দিন বরফে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার পরে জাহাজ আবার চলিতে লাগিল এবং ১৮৭৯ খৃঃ অব্দের ২০এ জুলাই তারিখে বেরিং প্রণালী অতিক্রম করিল। এই ভাবে একপ্রকার নির্দ্দিষ্টে উত্তর-পূর্ব্ব পথ আবিষ্কৃত হইল। ১৮৭৯ খৃঃ ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে জাহাজ যাইয়া জাপানের ইয়োকোহামা বন্দরে নঙ্গর করিল।

ইহার পরে মেরুপ্রদেশ আবিষ্কারের জন্য আরও কএকটী অভিযান প্রেরিত এবং বহু নূতন স্থান ও নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি পারি ও ক্লার্ক সুমেরুপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত এখনও নিশ্চিতরূপে প্রকাশিত হয় নাই।

সুমেরুপ্রদেশের ক্ষেত্রফল ৮২০১৮৮৩ বর্গমাইল; তন্মধ্যে এখনও অর্দ্ধপরিমিত স্থান আবিষ্কৃত হয় নাই। যে পর্য্যন্ত অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে এখানকার শীতাতপ, বায়ু, বরফ, ও অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কথাগুলি বলা যাইতে পারে—

শীতাতপ—সুমেরুপ্রদেশের যে অংশে উত্তর আমেরিকা ও যে অংশে পূর্ব্ব সাইবেরিয়া, সেই দুই অংশে শীতের বড়ই আধিক্য। বেরিং প্রণালী ও স্পিট্‌সবার্জেন সাগরসমূহের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে শীতের প্রখরতা অনেকটা মন্দীভূত। এই বৈষম্যের কারণ, প্রথমোক্ত প্রদেশ একেবারেই বরফাচ্ছন্ন, এখানে যে বরফ জমে, তাহা বরাবরই একস্থানে স্থির হইয়া থাকে। আর শেষোক্ত প্রদেশে, সমুদ্র অধিকাংশ স্থলেই বরফবিমুক্ত; এবং যে স্থানে বরফ জমে, তাহাও এক জায়গায় স্থির হইয়া না থাকিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। বায়ুপ্রবাহের গতি দ্বারাও শীতাতপের পরিমাণ এবং বরফের গতিবিধি প্রভৃত পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। যখন বরফাচ্ছন্ন অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন শীতের আধিক্য বর্দ্ধিত হয়। গ্রীনলণ্ডের চতুর্দ্দিকে শীতের বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। একদিকে মেরুপ্রদেশান্তর্গত আমেরিকা ও পারি-দ্বীপপুঞ্জের প্রচণ্ড শীত, এবং অপর দিকে গাল্‌ফ্‌ষ্ট্রীমের অবস্থিতি বশতঃ সুখোষ্ণতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। দক্ষিণ দিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাতে শীতের আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্বদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাতে তাপ বাড়িতে থাকে।

বরফ—সমুদ্রের জল যখন জমিতে আরম্ভ হয়, তখন তাহা হইতে লবণের ভাগটা পৃথক্ হইয়া পড়ে ও ২৮° ডিগ্রিতে জল জমিয়া বরফে পরিণত হয়। এখানে নানা ভাবে বরফের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও একত্র এত বরফ জমিয়া থাকে যে, তাহা সমুদ্রের মত অপার অসীম বলিয়া মনে হয়। কখনও খণ্ড-খণ্ড বরফের রাশি আসিয়া বায়ু-প্রবাহের শক্তিতে সমবেত হইয়া থাকে। এক বৎসরে যে বরফ জমে, তাহার গভীরতা সাধারণতঃ ৭ ফিট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ক্রমশঃই ইহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বরফ-সমুদ্রের গভীরতা ৮০ হইতে ১০০ ফিট্ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের খণ্ড সমুদ্রের জলে ভাসিয়া বেড়ায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহাদের উচ্চতা ৬০ হইতে ৩০০ ফিট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গ্রীনলণ্ডের প্রধান বরফখণ্ডটি ৯২০ ফিট গভীর ও ১৮৪২০ ফিট প্রশস্ত। গ্রীষ্মঋতুর সময় ইহা প্রতি দিন প্রায় ৪৭ ফিট করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে।

স্রোতঃ—সুমেরুপ্রদেশের সমুদ্রে মুক্ত জলের স্রোত অনবরত উত্তরাভিমুখী, কিন্তু বরফবাহিজলের স্রোত ঠিক তাহার বিপরীত-গামী। আমেরিকা ও এসিয়ার উত্তরপ্রান্তে বহুসংখ্যক ও বহুবিস্তৃত নদীর মোহানা দিয়া অনবরত উষ্ণ জলস্রোত আসিয়া বরফগুলিকে উপকূল হইতে বহুদূরে বিতাড়িত করিয়া দিতেছে। নরওয়ে এবং লাপ্‌লণ্ড হইতে যে জলপ্রবাহ বাহির হইয়া উত্তরাভিমুখে ছুটিয়াছে, তাহার জন্য এই দুই স্থানের উপকূল-প্রদেশ বরফবিমুক্ত থাকে। সুমেরুপ্রদেশ হইতে যে দক্ষিণাভিমুখী স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা ডেভিস্‌প্রণালী ও গ্রীনলণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদ্রপথে অগ্রসর হইয়া অবশেষে এক ডেভিস্‌প্রণালী দিয়াই দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। গ্রীনলণ্ডের পূর্ব্বোপকূল দিয়া যে স্রোত দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে বরফ-খণ্ড ভাসিয়া আসিয়া থাকে। গ্রীনলণ্ডের এই স্রোত পশ্চিমদিকে যাইয়া, ফেয়ারওয়েল অন্তরীপের উত্তর দিয়া ৬৪°৬´ পর্য্যন্ত প্রবাহিত;

হইয়াছে ও এখানে বাফিন্স্-বে নামক উপসাগর হইতে যে স্রোত আসিতেছে, তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলিত স্রোত বরফপুঞ্জ বক্ষে লইয়া লাব্রাডোর উপকূল ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে নিউফাউণ্ডলণ্ড পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। সুমেরু প্রদেশ হইতে আর একটি যে দক্ষিণাভিমুখী স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পার্শ্বদ্বীপপুঞ্জের সকলগুলি প্রণালী ও খাড়ি, এবং ফিউরী ও হেক্লা প্রণালীর মধ্য দিয়া বাফিন্স্-বে ও ডেভিসপ্রণালী পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

বরফ সমুদ্র—যে অপরিমেয় বরফ-রাশি প্রতিনিয়ত এই প্রদেশে সঞ্জাত হইতেছে, তাহার অতি অল্প পরিমাণই এই দক্ষিণাভিমুখী স্রোতদ্বারা নিম্নদেশে অবতরণ করিতে পারে। ইহাদের অধিকাংশই ক্রমাগত মিলিত, বর্দ্ধিত ও স্তূপীকৃত হইয়া সমুদ্র পৃষ্ঠে এক জঙ্গম মহাদেশে পরিণত হইতেছে। স্থানে স্থানে বরফের পাহাড় শত ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

উপকূলের অধিবাসী—য়ুরোপ, এসিয়া ও আমেরিকার যে অংশগুলি মেরুমণ্ডলের মধ্যে পড়িয়াছে, সেগুলিতে মানবজাতির বাস দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ব্যতীত ইহারা বুথিয়ার উপকূল এবং ডেভিসপ্রণালী ও বাফিন্স্ বে উপসাগরের উভয়তীরেও আপনাদিগের আবাসস্থল প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সাধারণতঃ মৎস্য খাইয়াই ইহাদিগকে জীবনধারণ করিতে হয়। সেইজন্য প্রধানতঃ ইহারা সমুদ্রোপকূলেই বাস করিয়া থাকে। স্পিটসবার্জ্জেন, ফ্রান্সজোসেফলণ্ড ও নব-জেমব্লায় মানুষের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। য়ুরোপের যে অংশ মেরুমণ্ডলের অন্তর্ভূত, তাহার অধিবাসীদিগকে লাপ বলে। সামোয়েদেরা কারা-সাগরের কূলে এবং ইয়াল্মস্ উপদ্বীপে বাস করিয়া থাকে। লাপেরা ও সামোয়াদেরা বল্গা হরিণ পুষিয়া থাকে, এবং শীত আরম্ভ হইলে সমুদ্র-তীর ছাড়িয়া অভ্যন্তর প্রদেশে যাইয়া প্রবেশ করে। সাইবেরিয়ার উপকূলে যে এক সময়ে লোক বাস করিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহারা হয় একেবারে নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে, নতুবা অভ্যন্তর প্রদেশের দিকে সরিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে, কলমা হইতে বেরিং প্রণালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাকৃহচেন্দিগের শিবির সন্নিবেশে না আসিলে আর মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এস্কিমো নামক এক জাতিকে মেরুমণ্ডলস্থ আমেরিকার সর্ব্বাংশে ও গ্রীনলণ্ডের উপকূলে বাস করিতে দেখা যায়। আমেরিকার উত্তরে যে দ্বীপপুঞ্জ আছে, তাহাতে ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রদেশটিতে একেবারেই লোকের বাস নাই। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে জন্ রস যাহাদিগকে আর্কটিক্ হাইলণ্ডার নাম দিয়াছিলেন, সেই জাতিই বোধ হয় পৃথিবীর সর্ব্বোত্তর প্রদেশবাসী। ইহারা গ্রীনলণ্ডের উপকূলে ৭৮° হইতে ৭৯° পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে। দেনমার্কের অধিকৃত গ্রীনলণ্ডে এস্কিমোরা ঔপনিবেশিকদিগের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পড়ে। তাহার ফলে যে বর্ণসঙ্কর জাতির উদ্ভব হইয়াছে, ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে তাহার সংখ্যা মোট অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৩০ জন হিসাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এখন খাঁটি ঔপনিবেশিক কেহ আছে কি না সন্দেহ। গ্রীনলণ্ডের পূর্ব্বোপকূলে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত পরিবারও দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন সুমেরু প্রদেশ চিরতুষারমণ্ডিত মানব সাধারণের বসবাসের অনুপযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইলেও অতিপূর্ব্বকালে এই স্থানের প্রাকৃতিক সংস্থান এরূপ ছিল না। ভূতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন, আজ যে স্থান চির তুষারময় বলিয়া সুখী মানবের কষ্টদায়ক ও অসহ্য এবং উপাদেয় ফলমূল বৃক্ষাদি উৎপাদনের অনুপযোগী, সেই উত্তর মহাদেশ (Arctic Regions) এক সময়ে আর্য্য জাতির নন্দনকানন (Paradise) বলিয়া গণ্য ছিল। প্রায় দ্বাদশ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এই চিরসুন্দর ভূভাগে হিমপ্রলয় ঘটিয়া ইহার সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। যতদিন হিমপ্রলয় ঘটে নাই, যতদিন তুষারসম্পাতে উক্ত প্রদেশের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই,—সেই অতীত যুগে এসিয়া ও য়ুরোপের সর্ব্বোত্তর ভূভাগ শীতলগ্রীষ্ম এবং উষ্ণশীত ঋতু মণ্ডিত অর্থাৎ চিরবসন্তবিরাজিত সকল উপাদেয় ফলমূলের উদ্যান স্বরূপ ছিল, সেও প্রায় ২১০০০ বর্ষের পূর্ব্বকার কথা। সুপণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় জগতের আদিগ্রন্থ ঋক্‌সংহিতা হইতে প্রমাণ প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করিয়াছেন।* সেই অতি পূর্ব্বকাল হইতেই বৈদিক আর্য্যগণের মধ্যে সভ্যতার স্রোত বহিতেছিল, তখন হইতে তাঁহারা নানা যাগযজ্ঞ ও জ্যোতিষিক তত্ত্ব অবগত ছিলেন। সেই সুদূর অতীত কালে হিমপ্রলয়ের সময়ে ভীষণ তুষারসমুদ্রের তরঙ্গ আসিয়া চিরবসন্তবিরাজিত সুমেরুকে বিধ্বস্ত ও লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিল। তৎকালে সেই লোকক্ষয়কর দারুণ তুষারপ্লাবন হইতে যে কয় মহাত্মা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া পামির নামক এসিয়ার সর্ব্বোচ্চ স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহারা অথবা তাঁহাদের বংশধরগণ সেই আদি বাসভূমির নামানুসারে নববাসেরও 'সুমেরু' নামকরণ করিয়াছিলেন, এই সুমেরুর বিবরণই নানাপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, এবং এই স্থানই এক্ষণে 'পামির' নামে পরিচিত। [বেদ ও বর্ণলিপি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

সুমেরুজা (স্ত্রী) সুমেরু-জন-ড, স্ত্রিয়াং টাপ্। সুমেরু পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা নদী।

সুমেরুবৃত্ত, উত্তরমেরু হইতে ২৩।৫ অক্ষাংশ অন্তরে স্থিত রেখা। (Arctic circle)

* B. G. Tilak's Arctic Home in the Vedas, p. 26.

সুমেরুসমুদ্র, পৃথিবীর উত্তরমেরুর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্র, উত্তর মহাসাগর। (Arctic ocean)

সুম্ন (ক্লী) সুখ। "প্রত্যেতি সুম্নমাদিত্যাসঃ" (ঋক্ ১।১০৭।১)
'সুম্নং সুখং' (সায়ণ)
২ সুখেচ্ছা। "ধীরা দেবেষু সুম্নয়া" (ঋক্ ১০।১০১।৪)
'সুম্নয়া সুম্নমিতি সুখনাম, সুখেচ্ছয়া, সুম্ন শব্দাৎ ক্যজন্তাৎ ভাবে অ, অথবা দেবেষু সুম্নয়া সুখেন' (সায়ণ)

সুম্নয়ু (ত্রি) আপনার ধনাভিলাষী, যিনি আপনার ধন ইচ্ছা করেন। "ভরব সুম্নয়ুর্গিরঃ" (ঋক্ ১।৭৯।১০)
'সুম্নয়ুঃ সুম্নং ধনং আত্মন ইচ্ছন্ সুম্নশব্দাৎ ক্যচি উ প্রত্যয়' (সায়ণ)

সুম্নহূ (ত্রি) সুখকর, ধনপুত্রকলত্রাদির সুখ আহ্বান অর্থাৎ প্রার্থনাকারী। "সুম্নহূর্যজ্ঞ আ চ বক্ষৎ" (শুক্ল যজু° ১৭।৬২)
'সুম্নহূঃ সুম্নং সুখং ধনপুত্রকলত্রাদ্যাত্মঃ আহ্বয়তি সুম্নহূঃ সুখকরো যজ্ঞঃ' (সায়ণ)

সুম্নাবৎ (ত্রি) সুখযুক্ত, সুখী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সুম্নাবরী—সুখাবশিষ্টা। "ঋতেজাঃ সুম্নাবরী সূনৃতা" (ঋক্ ১।১১৩।১২)
'সুম্নাবরী সুম্নমিতি সুখ নাম তদ্বতী' (সায়ণ)

সুম্নিন (ত্রি) সুম্ন অস্ত্যর্থে ইন। ১ সুখী, সুখবিশিষ্ট। ২ দয়ালু।

সুম্পলুণ্ঠ (পুং) কর্পূর। (শব্দচ°)

সুম্ভ (পুং) দেশবিশেষ। (শব্দরত্না°)

সুম্মুনি (পুং) রাজভেদ। (রাজতর°)

সুযজ্ (ত্রি) সু-যজ্-ক্বিপ্। শোভনযাগকারী, শোভনযাগযুক্ত। "সুযজা যজেহ দেবেভ্যো হব্যং" (শুক্ল যজু° ৫।৪) 'সুযজা শোভনযাগেন' (মহীধর)

সুযজুস্ (পুং) ভূমন্যুর পুত্র। (ভারত)

সুযজ্ঞ (পুং) সু শোভনো যজ্ঞঃ। ১ শোভনযাগ, উত্তম যজ্ঞ। (ত্রি)) সু শোভনো যজ্ঞো যস্য। ২ শোভন যজ্ঞোপেত, শোভন যজ্ঞবিশিষ্ট। "পাবকঃ সুযজ্ঞো অগ্নিঃ" (ঋক্ ৩।১৭।১) 'সুযজ্ঞঃ শোভনো যজ্ঞোপেতঃ' (সায়ণ)
(পুং) ৩ রুচি প্রজাপতির পুত্র। [সুযম দেখ]

সুযত (ত্রি) সু-যম-ক্ত। সুসংযত, অতিশয় সংযত, জিতেন্দ্রিয়, সুষ্ঠু রূপে। যিনি ইন্দ্রিয় সংযম করিয়াছেন।

সুযতাত্মবৎ (পুং) ঋষি। (ভারত)

সুযন্তু (ত্রি) সুগমন, শোভনগমনযুক্ত, উত্তমগমনবিশিষ্ট।
"সুযন্তুভিঃ সর্ব্বশাসৈরভীশুভিঃ" (ঋক্ ৫।৪৪।৪)
'সুযন্তুভিঃ সুগমনৈঃ' (সায়ণ)

সুযন্ত্রিত (ত্রি) ১ সুনিয়মিত। ২ উত্তম বাদ্য বা বাদ্যধ্বনিযুক্ত।

সুযম (ত্রি) ১ শোভন-নিযমন। ২ লোকত্রয়সঞ্চারী, যাহারা ত্রিলোক সঞ্চরণ করিতে পারেন। "যুবো রজাংসি সুযমাসঃ" (ঋক্ ১।১৮০।১) 'সুযমাসঃ শোভননিযমনা লোকত্রয়সঞ্চারিণ' (সায়ণ)
৩ দেবগণভেদ। এই সুযম দেবগণ সুযজ্ঞের স্বভার্য্যা দক্ষিণার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রুচি নামক প্রজাপতির ভার্য্যা আকূতি, এই আকূতি হইতে সুযজ্ঞের জন্ম হয়। এই সুযজ্ঞ হইতে সুযম দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে।
"জাতো রুচেরজনয়ৎ সুযমান্ সুযজ্ঞ
আকূতিসূনুরমরানথ দক্ষিণায়াং।
লোকত্রয়স্য মহতীমহরদ্ যদার্ত্তিং
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা হরিরিত্যনুক্তঃ॥" (ভাগবত ২।৭।২)

সুযবস্ (ত্রি) শোভনান্ন, শোভন অন্নযুক্ত বা সুষ্ঠুরূপে যজ্ঞমার্গগামী। "সুপ্রৈতুঃ সুযবসো ন পন্থা" (ঋক্ ১।১৯০।৬)
'সুযবসঃ শোভনান্নস্য বা সুষ্ঠু যজ্ঞমার্গগামিনঃ" (সায়ণ)
২ শোভন তৃণবিশিষ্ট।
"পানীয় সুযবস কন্দরকন্দমূলৈঃ" (ভাগবত ১০।২১।১৮)
'সুযবসৈঃ শোভনতৃণৈঃ' (স্বামী)

সুযবসাদ (ত্রি) সু শোভনং যবসং ঘাসাদিকং অত্তি অদ্-ক্বিপ্। শোভনঘাসাদিভক্ষক। "ক্ষামেবোর্জা সুযবাসাৎ সচেথে" (ঋক্ ১০।১০৬।১০)'সুযবসাৎ শোভনং যবসং ঘাসাদিকং ভক্ষয়ন্তী'(সায়ণ)

সুযবসিন্ (ত্রি) শোভনযবস, শোভন তৃণযুক্ত।
"ধেনুমতীহি ভূতং সুযবসিনী" (ঋক্ ৭।৯৯।৩)
'সুযবসিনী শোভনযবসে' (সায়ণ)

সুযবস্যু (ত্রি) শোভন তৃণাভিলাষী।
"যস্য গাবা বরুষা সুযবস্যু" (ঋক্ ৬।২৭।৭)
'সুযবস্যু শোভনতৃণানি ইচ্ছন্তী' (সায়ণ)

সুযশস্ (ত্রি) সু উত্তমং যশো যস্য। অতিযশস্বী, উত্তম যশোযুক্ত। (পুং) ১ অশোকবর্দ্ধনের পুত্র। (ভাগবত ১২।১।১৩) রাজা চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার, তাহার পুত্র অশোকবর্দ্ধন। (স্ত্রী) ৩ অবসর্পিণী। (হেম)

সুযষ্টব্য (পুং) রৈবতমনুর পুত্র। (মার্ক° পু° ৭৫।৭২) (ত্রি) সু-যজ-তব্য। শোভনরূপে যষ্টব্য, উত্তমরূপে যাগ করিবার যোগ্য।

সুযাতি (পুং) নহুষের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

সুযাম (ত্রি) অতিশয় বিস্তৃত।
"চিত্রায় রশ্ময়ঃ সুযামাঃ" (ঋক্ ৩.৭।৯)
'সুযামাঃ অতিশয়েন বিস্তৃতাঃ' (সায়ণ)
(পুং) দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°)

সুযামুন (পুং) শোভনং অতিপ্রিয়ং যামুনং যমুনাসম্বন্ধিজলং যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ বৎসরাজ। ৩ প্রাসাদ। ৪ অদ্রিবিশেষ। (হেম) ৫ মেঘ বিশেষ। (মেদিনী)

সুয়া (দেশজ) প্রিয়া, যেমন দো, সো, দুয়া, সুয়া।

স্বামীর বিশেষ প্রিয়াকে 'সুয়া' ও অপ্রিয়াকে 'দুয়া' কহে।

সুষাশুতরা (স্ত্রী) অতিশয় সুমুখা, অতিশয় শোভনমুখযুক্তা বা অতিশয় শোভনপুত্রবিশিষ্টা। "ন সুষাশুতরা ভুবৎ" (ঋক্ ১০।৮৬।৮) 'সুষাশুতরা অতিশয়েন সুপুত্রা বা' (সায়ণ)

সুযুক্ত (ত্রি) সু-যুজ-ক্ত। উত্তমরূপে যুক্ত। উত্তমরূপে মিলিত।

সুযুক্তি (স্ত্রী) সু-যুজ-ক্তিন্। উত্তম যুক্তি, উত্তম মন্ত্রণা, সুপরামর্শ।

সুযুজ্ (ত্রি) সু-যুজ্-ক্বিপ্। সম্যক্ প্রযুক্ত।

"যাতি সুযুজা রথেন" (ঋক ১।১২৩।১৪)

'সুযুজা সম্যক্‌প্রযুক্তেন' (সায়ণ)

২ সুষ্ঠুরূপে প্রযুজ্যমান।

"যে অশ্বিন্ কামং সুযুজং" (ঋক্ ১।১১৩।১৪)

'সুযুজং সুষ্ঠু প্রযুজ্যমানং' (সায়ণ)

সুযুদ্ধ (ক্লী) শোভনং যুদ্ধং। শোভন যুদ্ধ, ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ, ধর্ম্ম-যুদ্ধ। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে রাজা সুযুদ্ধ করিবেন, কূট যুদ্ধ করিবেন না, সুযুদ্ধে মঙ্গল সাধন এবং কূটযুদ্ধে অধোগতি হইয়া থাকে

সুযোধন (পুং) সুখেন যুধ্যতেঽসৌ যুধ-যুচ্। ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, কুরুরাজ দুর্য্যোধন। [বিশেষ বিবরণ দুর্য্যোধন শব্দে দেখ]।

সুর, ১ দীপ্তি। ২ ঐশ্বর্য্য। তুদাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ সুরতি। লুট্ সোরিতা। লিট্ সুষোর। লুঙ্ অসোরীৎ, অসোরিষ্টাং অসোরিষুঃ। ণিচ্ সুরয়তি। লুঙ্ অসূসুরৎ।

সুর (পুং) সুষ্ঠু রাতি দদাত্যভীষ্টমিতি রা-ক। যদ্বা সুরতি শোভতে ইতি সুর ইগুপধেতি কঃ, বা সুনোতীতি সুঞ অভিষবে (সু সূধাঞ গৃধিভ্যঃ ক্রন্। উণ্ ২।২৪) ইতি ক্রন্। ১ দেবতা। ২ সূর্য্য। ৩ পণ্ডিত। ৪ স্বর। সুর সংযোগে গান করিতে হয়। সুর তাললয়ে গীত সুমধুর হইয়া থাকে। ৫ চন্দ্রপ্রভা নদীতীরস্থ প্রাচীন নগরভেদ। (ভ° ব্রহ্মখ°)

সুরক (ত্রি) ১ সুরাবর্ণ। ২ সুরা প্রকার, সুরা।

সুরকন্দল, রাজভেদ। (সহ্যাদ্রি° ৩৩।১২১)

সুরকরিন্ (পুং) সদৃশ দিগ্‌হস্তী। ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্‌পালের ৮টী হস্তী আছে, এই সকল হস্তী সুররাজ নামে খ্যাত।

সুরকরীন্দ্রদর্পাপহা (স্ত্রী) সুরকরীন্দ্রস্য ঐরাবতস্য দর্পং অপহন্তি অপ-হন-ড-টাপ্। গঙ্গা। গঙ্গা ঐরাবতের দর্পনাশ করিয়াছিলেন।

"ভগীরথপথানুগা সুরকরীন্দ্রদর্পাপহা
মহেশমুকুটপ্রভা গিরিশিরঃপতাকা সিতা।" (কল্কিপু° ৩৪অ°)

সুরকামিনী (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। (কথাসরিৎসা°)

সুরকারু (পুং) সুরাণাং কারু শিল্পী। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা।

সুরকার্ম্মুক (ক্লী) ইন্দ্রধনুঃ।

সুরকার্য্য (ক্লী) সুরাণাং কার্য্যং। দেবগণের কার্য্য।

সুরকাষ্ঠ (ক্লী) দেবকাষ্ঠ। দেবদারু। (সুশ্রুত)

সুরকুল (ক্লী) সুরাণাং কুলং। দেবগণের কুল।

সুরকৃৎ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রবিশেষ। (ভরত)

সুরকৃত (ত্রি) সুরেণ কৃতঃ। দেবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত।

সুরকৃতা (স্ত্রী) সুরেণ কৃতা। গুড়ূচী। (রাজনি°)

সুরকেতু (পুং) ইন্দ্রধ্বজ, শক্রধ্বজ।

"প্রীতৈঃ ক্রীতানি বিবিধৈর্যানি পুরা ভূষণানি সুরকেতোঃ।"
(বৃহৎস° ৪৩।৪১)

সুরক্ত (ত্রি) সু-রঞ্জ-ক্ত। ১ শোভনরাগযুক্ত। অতিশয় রক্ত-বিশিষ্ট। ২ অতিশয় অনুরক্ত।

সুরক্তক (পুং) সুরক্ত স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ১ কোষাম্র। ২ স্বর্ণগৈরিক। (রাজনি°)

সুরক্ষ (পুং) ১ ঋষিভেদ। ২ পর্ব্বতভেদ। (মার্ক° পু°) (ত্রি) ৩ উত্তম রক্ষাযুক্ত। ৪ উত্তমরূপে রক্ষণ।

সুরক্ষিত (ত্রি) সু-রক্ষ-ক্ত। উত্তমরূপে রক্ষিত, যাহা বিশেষ সাবধানে রক্ষা করা হইয়াছে।

সুরখণ্ডনিকা (স্ত্রী) বীণাভেদ। (শব্দরত্না°) ইহার পাঠান্তর সুরমণ্ডলিকা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুরখালী, সুন্দরবনের উত্তরাংশে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে হাট বাজার আছে।

সুরগজ (পুং) দেবহস্তী, দিগ্‌হস্তী।

সুরগণ (পুং) দেবগণ, দেবসমূহ।

সুরগণ্ড (পুং) রোগ বিশেষ, চলিত রাজগাঁড়।

সুরগতি (স্ত্রী) দৈবগতি, অদৃষ্ট।

সুরগায়ক (পুং) সুরাণাং গায়ক। দেবতাদিগের গায়ক, গন্ধর্ব্ব; গন্ধর্ব্বগণ দেবসভায় গান করে, এ জন্য তাহাদিগকে সুরগায়ক কহে। (ভারত)

সুরগিরি (পুং) সুরাণাং গিরিঃ। সুমেরু পর্ব্বত। দেবগণ এই পর্ব্বতে বাস করেন। (ভাগ° ৫।১।৩০)

সুরগুরু (পুং) সুরাণাং গুরুঃ। বৃহস্পতি। (ত্রিকা°)

সুরগুরুদিবস (পুং) বৃহস্পতিবার। (বৃৎস° ১০৪।৬২)

সুরগৃহ (পুং) দেবগৃহ, মন্দির।

সুরগ্রামণী (পুং) সুরাণাং গ্রামণী নেতা। ইন্দ্র। (ত্রিকা°)

সুরঙ্গ (ক্লী) সুষ্ঠু রঙ্গো যস্মাৎ। ১ হিঙ্গুল। ২ পতঙ্গ। (পুং) ৩ নাগরঙ্গ। (রাজনি°) ৪ গর্ত্তবিশেষ, সুড়ঙ্গ।

সুরঙ্গদ (পুং) সুষ্ঠু রঙ্গং দদাতীতি দা-ক। পত্তঙ্গ, চলিত পিতল।

সুরঙ্গধাতু (পুং) সুষ্ঠু রঙ্গো যস্মাৎ, তাদৃশো ধাতুঃ। গৈরিক ধাতু। (রাজনি°)

সুরঙ্গম, সমাধিভেদ। (শতসা° প্রজ্ঞাপা° ৮ অঃ)

সুরঙ্গযুজ্ (পুং) সুরঙ্গং যুনক্তীতি যুজ-ক্বিপ্। চৌর বিশেষ, যে চোর সুরঙ্গ করিয়া অপহরণ করে, সন্ধিচোর, সিঁধেল চোর।

'কুড্যান্তলঃ সুরঙ্গাহিবধশ্চৌবঃ সুরঙ্গযুক্।' (শব্দরত্না°)

সুরঙ্গা (স্ত্রী) ১ সন্ধি, সিঁধ। ২ কৈবর্ত্তিকা লতা। (রাজনি°)

সুরঙ্গিকা (স্ত্রী) ১ মূর্ব্বালতা। ২ উপোদিকা, চলিত পুঁইশাক। ৩ শ্বেত কাকমাচী, চলিত শ্বেত গুড় কাঁউনী। (বৈদ্যকনি°)

সুরঙ্গী (স্ত্রী) সুষ্ঠু রঙ্গো যস্যাঃ ঙীষ্। কাকনাসা, চলিত কুঁচ গাছ। ২ কাকমাচী, চলিত গুড় কামাই। (বৈদ্যকনি°) ৩ রক্ত শোভাঞ্জনবৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

সুরচাপ (পুং) ১ ইন্দ্রধনুঃ। বর্ষাকালে সূর্য্যমণ্ডল যদি ইন্দ্রচাপ দ্বারা খণ্ডিত হয়, তাহা হইলে রাজগণের বিরোধ ঘটে।

"সুরচাপপাটিততনু র্নৃপতে বিরোধপ্রদসহস্রাংশুঃ।"

(বৃহৎসংহিতা ৩।২৭)

সুরজঃফল (পুং) সুষ্ঠু রজো যত্র, তাদৃশ ফলং যস্য। পনস বৃক্ষ।

সুরজনী (স্ত্রী) সু শোভনা রাত্রিঃ। রাত্রি, শোভন রাত্রি।

সুরজস্ (ত্রি) সুন্দর পুষ্প-পরাগবিশিষ্ট।

সুরজা (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। (ভারত) ২ চট্টলস্থ নদীভেদ। (ভ° ব্রহ্মখ°)

সুরজিৎ, রাজভেদ। (সহ্যাদ্রি° ৩৩।৯৬)

সুরজ্যেষ্ঠ (পুং) সুরেষু জ্যেষ্ঠঃ। ব্রহ্মা। (অমর)

সুরঞ্জন (পুং) সুষ্ঠু রঞ্জয়তীতি রঞ্জ-ণিচ্-ল্যু। গুবাক বৃক্ষ।

সুরণ (ত্রি) স্তূয়মান। "বিভাষা দেবঃ সুরণঃ" (ঋক্ ৩।৩।৯) 'সুরণঃ স্তূয়মানঃ, অত্র বর্ণলোপশ্ছান্দসঃ, শোভনং রময়তীতি সুরমণঃ' (সায়ণ) মাত্র বেদেই এই শব্দের প্রয়োগ হয়, অন্য স্থলে সুরমণ এইরূপ পদ হইবে।

সুরত (ক্লী) সুষ্ঠু রতং রমণং যত্র। রমণ, রতিক্রীড়া, নিধুবন। বৈদ্যকশাস্ত্রে ইহার বিধি ও নিষেধের বিশেষ বিধান লিখিত আছে—

"শরীরে জায়তে নিত্যং দেহিনাং সুরতস্পৃহা।

অব্যবায়ান্মেহমেদোবৃদ্ধিঃ শিথিলতা তনোঃ॥" (ভাবপ্র°)

মানবগণের শরীরে নিত্য রমণেচ্ছা উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ ইচ্ছা প্রতিরোধ করিয়া একেবারে মৈথুন না করিলে মেহরোগ, মেদোবৃদ্ধি ও শরীরের শিথিলতা হয়। বিধিপূর্ব্বক যদি সুরত-ক্রীড়া করা হয়, তাহা হইলে পরমায়ু বৃদ্ধি, বার্দ্ধক্যের অল্পতা, পুষ্টি, বর্ণের প্রসন্নতা ও বলবৃদ্ধি এবং মাংস সকল স্থির ও উপচিত হইয়া থাকে।

ঋতুভেদে ইহার বিবির ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। হেমন্ত ঋতুতে বাজীকরণ ঔষধ সেবন করিয়া কামবেগ অনুসারে যথাসম্ভব সুরতানুষ্ঠান করা বিধেয়। শিশির ঋতুতে ইচ্ছানুসারে, বসন্ত ও শরৎকালে তিন দিন অন্তর, বর্ষা ও গ্রীষ্মে ১৫ দিন পরে সুরত-ক্রীড়া প্রশস্ত। ইহা ভিন্ন সাধারণ বিধান এই যে, কেবল গ্রীষ্মভিন্ন সমস্ত ঋতুতে তিন দিন অন্তর এবং গ্রীষ্মে ১৫দিন অন্তর বিধেয়।

সন্ধ্যাকাল, পর্ব্বদিন, প্রত্যূষ, অর্দ্ধরাত্র এবং দিবার্দ্ধকালে সুরত-ক্রীড়া বিশেষ নিষিদ্ধ। প্রকাশ্য ও অতি লজ্জাকর স্থান, এবং যে স্থানের নিকট কোন গুরুলোক অবস্থিতি করেন, এবং যে স্থানে আর্ত্তনাদাদি শ্রুত হয়, এই সকল স্থানও নিন্দনীয়।

যে স্থান অতি নিভৃত, অথচ রমণীগণের গীতধ্বনিতে মনোহর ও সদ্গন্ধ ব্যাপ্ত এবং যে স্থান সুখবায়ু বহন জন্য মনোরম, এই সকল স্থানই প্রশস্ত। যে স্থানে মন উৎফুল্ল হয়, তাদৃশ স্থানই সুরত ক্রীড়াবসানে হিতকর।

বৈদ্যক শাস্ত্রে যে সকল বাজীকরণ ঔষধ অভিহিত হইয়াছে, এবং যে ঔষধ সেবনে আশু শুক্র বৃদ্ধি হইয়া স্রাব হয়, তাদৃশ ঔষধ সেবন দ্বারা উপচিত হইয়া হর্ষচিত্তে রূপগুণসম্পন্না, শোভনালঙ্করা হর্ষযুক্তা অতিশয় কামাভিকাঙ্ক্ষিণী যুবতী স্ত্রীর সহিত সুরতক্রীড়া করিবে। রজস্বলা, অকামা, মলিনবেশা, বর্ণ ও বয়োবৃদ্ধা, ব্যাধিপীড়িতা, হীনাঙ্গী, সগোত্রা, গুরুপত্নী এবং যে স্ত্রীতে মন আসক্ত না হয়, এই সকল স্ত্রীতে সুরতক্রীড়া করিলে বিশেষ অনিষ্ট হয়। সুতরাং ইহার অনুষ্ঠান করিবে না। শুক্র ধারণ করিলে বল, বর্ণ, মেধা ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং শুক্র ক্ষয় হইলে এই সকল বিনষ্ট হয়। এই জন্য শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সুরতানুষ্ঠান করা বিধেয়।

যাহারা আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া রজস্বলা স্ত্রীতে উপগত হয়, তাহারা দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া থাকে। সন্ন্যাসিনী, গুরুপত্নী, সগোত্রা ও বৃদ্ধা স্ত্রী এবং পর্ব্বদিন ও সন্ধ্যাকালে স্ত্রীসঙ্গত হইলে পরমায়ুঃ ক্ষয় হয়। গর্ভিণী স্ত্রীর সহিত রতিক্রীড়া করিলে গর্ভ-পীড়া, ব্যাধিপীড়িতা স্ত্রীতে সঙ্গত হইলে বলহানি; মলিনা এবং অননুরক্তা, অকামা ও বন্ধ্যা স্ত্রীর সহিত সুরতক্রীড়া করিলে মন অতি অপ্রসন্ন হয়। গর্ভিণী স্ত্রী সম্বন্ধে, যতদিন তাহার পুংসবন সংস্কার না হয়, ততদিনের মধ্যে বুঝিতে হইবে।

ক্ষুধাতুর, সংক্ষিপ্ত চিত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও দুর্ব্বল অবস্থায় কিংবা মধ্যাহ্নকালে সুরতক্রীড়ায় শুক্রের হীনতা ও বায়ু প্রকুপিত হয়। ব্যাধিপীড়িতা স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হইলে প্লীহা ও মূর্চ্ছাদি বিবিধ রোগ, এবং পরিশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। প্রভাত বা অর্দ্ধরাত্রে সুরতক্রীড়ায় বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ হয় [মৈথুন দেখ]

রঘুনন্দন আহ্নিকতত্ত্বে রাত্রিচর্য্যাস্থলে সুরতের বিধি ও নিষেধ বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থেও ইহার বিধান আছে।

কবিগণ সুরতক্রীড়ায় এই সকল বিষয় বর্ণন করিয়া থাকেন—

সাত্ত্বিক ভাব, শীৎকার, কাকলী, কঙ্কণ ও মঞ্জীররব, অধর নখক্ষতি, ও কুট্টমিতাক্ষতা।

"সুরতে সাত্ত্বিকা ভাবাঃ শীৎকারাঃ কুট্টমিতাক্ষতা।
কাঞ্চীকঙ্কণমঞ্জীররবাধরনখক্ষতিঃ ॥" (কবিকল্পলতা ১।৩)

২ ক্রীড়াযুক্ত, দয়াবিশিষ্ট। (উজ্জ্বল)

৩ চম্পারণ্যস্থ প্রাচীন গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখ°)

সুরততালী (স্ত্রী) সুরতং তালয়তীতি তল-ণিচ্-অণ্। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ দূতী। ২ শিরঃস্রক্। (মেদিনী)

সুরতপ্রিয় (ত্রি) রমণপ্রিয়।

সুরতমঞ্জরী (স্ত্রী) বিদ্যাধর মতঙ্গদেবের কন্যা। (কথাসরিৎ°)

সুরতরঙ্গিণী (স্ত্রী) ১ গঙ্গা দেবী। ২ সুরতক্রীড়ার সঙ্গিনী।

সুরতরু (পুং) সুরাণাং তরুঃ। দেবতরু, কল্পবৃক্ষ। (ভাগ°৭।৯।১২)

সুরতা (স্ত্রী) সুরাণাং ভাবঃ সমূহো বা তল্-টাপ্। দেবতা, দেবতার ভাব, ধর্ম বা কার্য্য। (মেদিনী) ২ সুরসমূহ, দেবসমূহ। ৩ সুষ্ঠু রতা। ৪ অপ্সরো বিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৫১)

সুরতুঙ্গ (পুং) সুরপুন্নাগ বৃক্ষ,চলিত সুর পুনাং গাছ।(রাজনি°)

সুরতোষক (পুং) সুরান্ তোষয়তীতি তুষ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ কৌস্তুভমণি। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ দেবতাপ্রীতিকারক।

সুরত্ন (ক্লী) সু শোভনং রত্নং। ১ স্বর্ণ। ২ মাণিক্য। (বৈদ্যকনি°) প্রত্যেক জাতির মধ্যে যেটী যেটী শ্রেষ্ঠ তাহাই রত্ন নামে অভিহিত হয়, অতএব উৎকৃষ্ট বস্তু মাত্রই সুরত্ন পদবাচ্য।

"জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্রত্নমিতি কথ্যতে॥" (কুমারটীকা)

(ত্রি) ২ শোভন রত্নোপেত, উৎকৃষ্ট রত্নযুক্ত।

"দেবো যাতু সবিতা সুরত্নঃ" (ঋক্ ৭।৪৫।১)

'সুরত্নঃ শোভনরত্নোপেতঃ' (সায়ণ)

সুরথ (পুং) চন্দ্রবংশীয় রাজভেদ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র। চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দ্বিজরাজ নামে খ্যাত হন। এই চন্দ্রের স্ত্রীয় গুরুপত্নী তারাতে বুধ নামে পুত্র হয়। বুধের পুত্র চৈত্র, এই চৈত্রই সুরথের পিতা। এই সুরথ রাজা স্বারোচিষ মন্বন্তরে কোলাপুরাধিপতি ছিলেন। ইনি পৃথিবীতে প্রথমে দুর্গা পূজা করেন, এবং দুর্গা দেবীর বরে সাবর্ণি নামে মনু হন।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫৪-৫৮ অ°)

মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীমাহাত্ম্য-চণ্ডীতে সুরথের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলে রাজা সুরথ রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। কোলবিধ্বংসী নরপতিগণ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মেধস মুনির আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহার উপদেশে নদী-পুলিনে গমন এবং তথায় মহামায়া ভগবতীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন। [সাবর্ণি শব্দ দেখ।] সুরথ রাজার এই বৃত্তান্তসম্বলিত দেবীমাহাত্ম্য-চণ্ডী প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে প্রায় নিয়ত পঠিত হইয়া থাকে।

দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে স্বারোচিষ মন্বন্তর সময়ে চৈত্রবংশ সমুৎপন্ন মহাবল পরাক্রান্ত সুরথ নামে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। তিনি সর্ব্বগুণান্বিত এবং সকলেরই মাননীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। সর্ব্বদা তাঁহার কোষাগার ধনরত্নে পরিপূর্ণ থাকিত। সেই সময় ধনুর্বিদ্যায় তাঁহার ন্যায় কেহই পারদর্শী ছিল না। কালের কুটিল গতি কেহই নির্ণয় করিতে পারে না। তাঁহার কতকগুলি তেজস্বী শত্রু বহু সৈন্যসমভিব্যাহারে তাঁহার কোলা নামক নগর অবরোধ করে। তখন রাজা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থ বহির্গত হন। কিন্তু তুমুল সংগ্রামের পর যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হয়। ইত্যবসরে তাঁহার মন্ত্রিগণ সমস্ত কোষাগার অপহরণ করে।

রাজা এই সকল ব্যাপারে বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া মৃগয়াচ্ছলে একাকী অশ্বে আরোহণ করিয়া অরণ্য মধ্যে গমন করিলেন, সেই অরণ্যে মেধস মুনির আশ্রম ছিল ; ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি ঐ মুনির আশ্রমে উপনীত হন। তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া একদিন মেধস মুনির নিকট গমনান্তর তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি গুরুতর মানসিক কষ্টে নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি, শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পর যাহারা কৃতঘ্নের ন্যায় আমার সমস্ত ধন ও রাজ্যাদি অপহরণ করিয়াছে, কিজন্য এখনও আমার মনোমধ্যে তাহাদের প্রতি মমতা উপস্থিত হইতেছে। এক্ষণে আমি কি করি, কোথায় যাই, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে শান্তি হয়, আপনি তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া দিন। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহই আমার আশ্রয়ণীয়।

মুনিবর মেধস রাজা সুরথের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, রাজন্! জগন্মায়া ভগবতীর অতি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, এই মাহাত্ম্য শুনিলে জীবের সকল কামনা পূর্ণ হয়। এই বিশ্বময়ী মহামায়া হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। ইনিই বলপূর্ব্বক জীবের মন আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এই মহামায়াই ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন এবং শঙ্কররূপে সংহার করিয়া থাকেন। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে, তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ও যথাকালে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। অতএব রাজন্! সেই দেবীকেই পরাৎপরা বলিয়া জানিবে। যাঁহার উপর সেই দেবীর অনুগ্রহ হয়, তিনিই মোহ অতিক্রম করিতে পারেন।

রাজা মুনির নিকট ইহা শুনিয়া কহিলেন, দ্বিজবর! আপনি যাঁহার বিষয় কহিলেন, সেই দেবী কে? কোন্ দেবী বা এই

সমস্ত প্রাণিবর্গকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, কি জন্যই বা তিনি সকলকে মুগ্ধ করেন। এই দেবী কোথা হইতে উৎপন্না এবং তাঁহার রূপ বা গুণ কিরূপ? কৃপা করিয়া আপনি এই সকল বৃত্তান্ত আমার নিকট বর্ণন করুন।

মুনি কহিলেন, পূর্ব্বে যখন ভগবান্ বিশ্ব-সংসারের সংহার করিয়া সমুদ্র মধ্যে অনন্তশয্যায় প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, তৎকালে তাঁহার কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুইটী বিকটাকার দানব উৎপন্ন হইয়া বিষ্ণুর নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। তখন ব্রহ্মা সেই দুর্দ্দান্ত অসুরদ্বয়কে এবং দেবদেব ভগবানকে যোগনিদ্রায় একান্ত অভিভূত দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি করি কোথায় যাই, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, ইহা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে ভগবান্ হরি যাঁহার অধীন হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন আমি সেই দেবীর শরণাগত হই, তাহা হইলে তিনি আমাকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন। ইহা ভাবিয়া, সেই দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। মহামায়া দেবী তাঁহার স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া দানবদ্বয়কে মুগ্ধ করিলেন। বিষ্ণু মহামায়া কর্ত্তৃক জাগরিত হইয়া এই দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করেন। [মধুকৈটভ শব্দ দেখ।]

পরে যখন মহিষাসুর সমস্ত দেবগণকে পরাজয় করিয়া ইন্দ্র হইয়াছিল, সেই সময় সকল দেবতা একত্র মিলিত হইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া বিষ্ণু ও মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের নিকট মহিষাসুরকর্তৃক নিপীড়নবৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে বিষ্ণুর মুখমণ্ডল হইতে সহস্রসূর্য্যসদৃশ দিব্য তেজের আবির্ভাব হইল, অনন্তর ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেবতার শরীর হইতে তেজ নির্গত হইল। দেবগণ এই তেজোরাশি অবলোকন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। অনন্তর এই তেজোরাশি হইতে এক নারীর উৎপত্তি হইল। শঙ্করশরীরোৎপন্ন তেজ হইতে তাঁহার মুখপদ্ম, বিষ্ণুর তেজে বাহু, যমতেজে কেশকলাপ, চন্দ্রতেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রতেজে মধ্য ভাগ, বরুণতেজে জঙ্ঘা ও উরুযুগল, পৃথিবীতেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদদ্বয়, সূর্য্যতেজে পদাঙ্গুলি সকল, বসুতেজে করাঙ্গুলিশ্রেণী, কুবেরতেজে নাসিকা ও দন্তশ্রেণী, প্রজাপতিতেজে লোচনত্রয়, অগ্নি ও সন্ধ্যার তেজে ভ্রূযুগল, এবং বায়ুতেজ হইতে কর্ণযুগল সমুৎপন্ন হইল। তখন তাঁহাকে মহেশ্বর শূল, বিষ্ণু সুদর্শন চক্র, বরুণ শঙ্খ, অগ্নি শক্তি, বায়ু ধনুর্ব্বাণ, ইন্দ্র বজ্র ও ঘণ্টা, যম কালদণ্ড, ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, সূর্য্য সমস্ত লোম কূপে অপূর্ব্ব তেজ, কাল ঢাল ও তরবারি, সমুদ্র নির্ম্মল হারমালা ও বস্ত্রযুগল, বিশ্বকর্ম্মা চূড়ামণি, কুণ্ডল, অঙ্গদ, কটক প্রভৃতি বিবিধ ভূষণ এবং হিমবান্ নানাবিধ রত্ন এবং বাহন জন্য একটী সিংহ অর্পণ করিলেন। কুবের সুরাপূর্ণ পানপাত্র ও অনন্তদেব অমূল্য নাগহার প্রদান করিলেন। এইরূপে সেই দেবী নানা অস্ত্র শস্ত্র ও ভূষণাদিতে বিভূষিতা হইলে দেবগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। এই মহামায়া দেবগণের স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া মহিষাসুরকে বিনাশ করেন।

[মহিষাসুর শব্দ দেখ।]

পরে যখন শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে মহাবল পরাক্রান্ত দুইটী দানব দেবগণকে পরাজয় করিয়া স্বর্গের ইন্দ্র হইয়াছিল, তখন বিনষ্টশ্রী দেবগণ হিমালয়ে যাইয়া অতি সমাদরে ভগবতীর আরাধনা করেন। দেবী ভগবতী দেবগণের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ত্রিভুবনমোহিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রূপে শুম্ভনিশুম্ভসেনানী ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, শুম্ভ ও নিশুম্ভকে নিহত করেন।

এইরূপে যখনই দেবগণের কোন বিপত্তি উপস্থিত হয়, তখনই দেবগণ এই মহামায়ার শরণাপন্ন হন। মহামায়াও তৎকালে দেবগণকে সকল বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব রাজন্! তুমি এই মহামায়ার শরণাগত হও এবং একাগ্র চিত্তে বিশেষ ভক্তিসহকারে তাঁহার আরাধনা কর, তাহা হইলে তোমার সকল কামনা পূর্ণ হইবে।

নরপতি সুরথ মেধস মুনির এই বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রিয় সকল সংযম করিয়া সমাহিত চিত্তে সেই সর্ব্বকামনাদায়িনী ভগবতীর শরণাপন্ন হইলেন। তৎকালে তিনি অতিভক্তিপূর্ব্বক দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পূজা করিতে লাগিলেন এবং পূজান্তে নিজ গাত্র হইতে শোণিত লইয়া তাঁহাকে বলি দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন জগজ্জননী জগন্মায়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া "বর প্রার্থনা কর" বলিয়া সুরথের সম্মুখে প্রাদুর্ভূতা হইলে সুরথ তাঁহার নিকট নিষ্কণ্টক রাজ্য ও মোহবিনাশক পরম জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। তখন দেবী কহিলেন, রাজন্! ইহজন্মে আমার বরপ্রভাবে তোমার নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ এবং মোহবিনাশক জ্ঞানের উৎপত্তি হইবে ও পরজন্মে তুমি সূর্য্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণি নামে বিখ্যাত মনু এবং সেই মন্বন্তরের অধিপতি হইয়া বহু সন্তান সন্ততি লাভ করিবে। ভগবতী এইরূপে সুরথকে বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। পরে সুরথ স্বীয় রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া কিছুকাল তাহা ভোগ করিবার পর তাঁহার দেহাবসান হয়, পরে তিনিই সূর্য্যপুত্র সাবর্ণি মনু হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। যিনি এই সুরথ রাজার বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার প্রতি মহামায়া ভগবতীর কৃপা হয়।

(দেবীভাগ° ৯।১০—১২ অ°)

প্রবাদ আছে যে রাজা সুরথ দুর্গা পূজা করিয়া লক্ষ বলি

দিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার কোন মূল বৃত্তান্ত জানা যায় না। মার্কণ্ডেয়পুরাণ বা দেবীভাগবত মতে জানা যায়, তিনি নিজ গাত্রাসৃক্ প্রদান করিয়াছিলেন। বিবিধ প্রকার বলির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে অবগত হওয়া যায় যে, মেধস-শিষ্য রাজা সুরথ সরিত্তটে দুর্গা দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিয়া মেষ, মহিষ, কৃষ্ণসার, গণ্ডার, ছাগ, মীন, কুষ্মাণ্ড ও পক্ষী প্রভৃতি বলি এবং পূজান্তে ঐ মৃন্ময়ী মূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

"কালান্তরে পূজিতা সা সুরথেন মহাত্মনা।
রাজ্ঞা মেধসশিষ্যেণ মৃন্ময্যাঞ্চ সরিত্তটে॥
মেষাদিভিশ্চ মহিষৈঃ কৃষ্ণসারৈশ্চ গণ্ডকৈঃ।
ছাগৈর্মীনৈশ্চ কুষ্মাণ্ডৈঃ পক্ষিভির্বলিভি র্মুনে॥" ইত্যাদি
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫৪ অ°)

মেধস মুনির উপদেশে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য এই দুই জন ভগবতী মহামায়ার আরাধনা করেন। দুর্গাপূজা শরৎ ও বসন্ত এই দুই সময় হইয়া থাকে। কিন্তু রাজা সুরথ কোন্ সময় এই পূজা করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রবাদ এই যে, তিনি বসন্তকালে দেবীর পূজা করেন। পরে রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে দেবীর বোধন করিয়া শরৎকালে পূজা করিয়াছিলেন। তদবধি বসন্ত ও শরৎকালে দেবীর এই পূজা চলিয়া আসিতেছে। [দুর্গা দেখ।] ২ একটী পর্ব্বত। (কালিকাপু° ৭৮ অঃ)

সুরথাকার (ক্লী) বর্ষভেদ। (ভারত)

সুরদারু (ক্লী) সুরপ্রিয়ং দারু। দেবদারুবৃক্ষ। (ভাগ° ৮৷২৷১৩)

সুরদীর্ঘিকা (স্ত্রী) সুরাণাং দীর্ঘিকা। স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। (অমর)

সুরদুন্দুভী (স্ত্রী) সুরাণাং দুন্দুভীব আহ্লাদকত্বাৎ। তুলসী।

সুরদাস (সূরদাস)—একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ভাষার সরলতা ও গাম্ভীর্য্যে এবং অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্তি ও প্রেমের আকুলতায় তুলসীদাসের মত সুরদাসও যুগ-যুগ ধরিয়া ভারতের নরনারীর প্রাণ মাতাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের দুই জনেরই কবিতায় কবিত্ব-শক্তির অনন্যসাধারণ স্ফুরণ ও বিকাশ হইয়াছে। তুলসীদাস একান্ত রামসেবক, আর সুরদাস একান্ত কৃষ্ণসেবক ছিলেন।

ভক্তমালটীকা ও চৌরাশীবার্ত্তা নামক গ্রন্থদ্বয়ে সুরদাস সম্বন্ধে জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে। তদনুসারে তিনি সারস্বত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁহার জনকজননী গুয়াঘাট কি দিল্লীতে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ১৫৪০ সম্বতের (১৪৮৩ খৃঃ অব্দের) সময় তাঁহার জন্ম হয়।

কিন্তু আইন-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার পিতা বাবা রামদাস সম্রাট্ অকবরের সভায় সঙ্গীতালাপ করিতেন তাঁহার সম্বন্ধে ভিক্ষাবৃত্তির জনশ্রুতি যে সম্পূর্ণ অলীক, ইহা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। আইন্-ই-অকবরী ১৫৯৬-৯৭ খৃঃ অব্দে সমাপ্ত হয়। ইহাতে যেরূপ ভাবে সুরদাস ও তাঁহার পিতার উল্লেখ আছে, তাহাতে বোধ হয় যে, তখনও তাঁহারা উভয়েই জীবিত ছিলেন। ইহা হইতে প্রবাদোক্ত সুরদাসের জন্ম তারিখ ভ্রান্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। গ্রীয়ারসনের মতে সুরদাস ১৫৫০ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রবাদ অনুসারে সুরদাস সারস্বত ব্রাহ্মণ; কিন্তু তিনি নিজে দৃষ্টকুট বলিয়া যে কতকগুলি সটীক কবিতা লেখেন, তাহাতে তিনি আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতেই গ্রীয়ারসন সাহেব দৃঢ়তা সহকারে বলেন যে, ইনি ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। আমাদের কিন্তু, সেই আত্মবৃত্তান্ত হইতেই, এই দৃঢ় বিশ্বাস যে ইনি নিঃসন্দেহ ব্রহ্মভট্ট বংশোদ্ভূত (ভাট) ব্রাহ্মণ।

সুরদাস আপনার বংশের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—জগাৎ বংশোদ্ভব ব্রহ্মরাও বা ব্রহ্মভট্ট তাঁহাদের আদি পুরুষ, তাঁহারই বংশে সুরূপ ও সুবিখ্যাত চন্দ (চাঁদভট্ট) জন্মগ্রহণ করেন। চাঁদকে পৃথ্বীরাজ জোয়ালা প্রদেশ দান করেন। তাঁহার চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ পিতৃভক্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। দ্বিতীয় পুত্র গুণচন্দ্রের ঔরসে শীলচন্দ্র ও তাঁহার ঔরসে বীরচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি রণথম্ভরের অধিপতি হম্মীরের সঙ্গে একত্র খেলা ধূলা ও আমোদ প্রমোদ করিতেন। ইহার বংশে হরিচন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি আগ্রায় বাস করিতেন। হরিচন্দ্রের বীরপুত্র রামচন্দ্র (বৈষ্ণব প্রথানুসারে ইনি পরে রামদাস নামে পরিচিত হন) গোপাচলে বাস করিতেন। তাঁহার সাত পুত্র—(১) কৃষ্ণ, (২) উদারচন্দ্র, (৩) রূপচন্দ্র, (৪) বুদ্ধি, (৫) দেব, (৬) সংস্থৎ এবং (৭) সুরজ চন্দ (সুরদাস)।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, যে বংশে চাঁদকবির জন্ম, সেই বংশ হইতেই সুরদাস উদ্ভূত। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম ব্রহ্মরাও। 'জগাৎ' এবং 'রাও' এই দুইটি শব্দই 'ভাট' শব্দের প্রতিশব্দ এবং ব্রহ্মভাট চিরকালই ব্রাহ্মণ। অতএব সুরদাস যে ব্রহ্মভট্ট-বংশোদ্ভব, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ ভট্টকবি চন্দ (চাঁদ) যখন পৃথ্বীরাজের অনুগ্রহে রাজ্যলাভ করেন, তখন হইতেই তাঁহারা রাজবংশীয় হইয়া পড়েন; কিন্তু তাই বলিয়া গ্রীয়ারসনের সঙ্গে আমরাও বলিতে পারি না যে সুরদাস ব্রাহ্মণ নহেন, ক্ষত্রিয়।

তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তিনি অন্ধ ছিলেন, কিন্তু জন্মান্ধ ছিলেন কি পরে অন্ধ হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। আবুল ফজলের মতে সুরদাসের

পিতা রামদাস গোয়ালিয়ার হইতে এবং বদাওনীর মতে তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে সম্রাট্ অকবরের সভায় আগমন করেন।

বাল্যকালে সুরদাস আগ্রা সহরে পিতার নিকট সঙ্গীতবিদ্যা, পারসীক ও মাতৃভাষা শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তিনি ভজন লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে বহুলোক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে থাকে। জনশ্রুতি অনুসারে তিনি এই সময়ে 'ভজন' ব্যতীত 'নলদময়ন্তীর' উপাখ্যানও লিখিয়াছিলেন এবং স্বরচিত কবিতায় ও গদ্যে 'সুরস্বামী' বলিয়া নিজের নাম প্রকাশ করিতেন। কথিত আছে যে,এই সময়ে তিনি আগ্রা হইতে মথুরার পথে, ৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গুয়াঘাট নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। যখন তিনি এই ভজনগুলি লেখেন, তখন তাঁহার পূর্ণ যৌবন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি বল্লভাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং 'সুরদাস' 'সুর' 'সুরজদাস' এবং কখনও কখনও পূর্ব্বের ন্যায় 'সুরস্বামী' বলিয়াও নিজের নাম লিখিতেন। ১৬২৩ খৃঃ অব্দে সন্তদাস নামে যে একজন কবি আবির্ভূত হইয়া ছিলেন অনেকেরই বিশ্বাস সেই সন্তদাস সুরদাসের নামান্তর মাত্র। কবিতা মিলাইয়া দেখিলে এই রূপই মনে হয়। এই সময়ে তিনি ভাগবতপুরাণ মাতৃভাষায় অনুবাদ ও স্বরচিত ভজনাবলী একত্র করিয়া 'সুরসাগর' নামে প্রচার করেন। তাঁহার সুখ্যাতিতে মুগ্ধ হইয়া গুণগ্রাহী সম্রাট্ অকবর তাঁহাকে বৃদ্ধবয়সে রাজদরবারে আহ্বান করেন। গোকুলে তাঁহার মৃত্যু হয় (প্রবাদ অনুসারে ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে)।

'দৃষ্টকূটে' আপনার বংশের পরিচয় দিয়া তিনি নিজের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধে আমার পিতার প্রথম ছয় পুত্রই নিহত হন। একমাত্র অন্ধ ও অপদার্থ আমি সুরজদাসই জীবিত রহিলাম। আমি একটা কূপে পতিত হইয়াছিলাম, সাহায্যের জন্য চীৎকার করিলেও ছয় দিন পর্য্যন্ত কেহ আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিল না। সপ্তম দিবসে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া আমাকে উত্তোলিত করেন ও দিব্যদৃষ্টি দান করিয়া বলেন,—বৎস, তোমার কি বর চাই? আমি বলিলাম 'প্রভো! যাহাতে একান্তমনে আপনার আরাধনা করিতে পারি, যাহাতে আমার শত্রু বিনষ্ট হয়, এবং আমার আরাধ্য দেবতার রূপ দেখিয়া যাহাতে আমার চক্ষু আর অন্য কিছু দেখিতে না চায় আমাকে সেই বর দিন' আমার প্রার্থনা শুনিয়া কৃপাসিন্ধু বলিলেন, 'তথাস্তু। দক্ষিণাপথের একজন পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা তোমার শত্রু বিনষ্ট হইবে।" এই বলিয়া এবং আমার নাম 'সুরজদাস' 'সুর' 'সুরশ্যাম' রাখিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। তখন আবার আমার সকলই অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। ইহার পরে আমি ব্রজধামে চলিয়া যাই। মহাত্মা প্রভু বিট্‌ঠলনাথ 'অষ্টছাপে' (ব্রজের আটজন মহাকবির তালিকায়) আমার নামও সন্নিবেশিত করেন।

কবি-হিসাবে সুরদাসের স্থান অনেক উচ্চে। ভাব, ভাষা, ছন্দ ও শব্দের উপরে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল, স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষা এমনই দুর্ব্বোধ যে সহজে আর তাঁহার ভাবের উপর দন্তস্ফুট করা যায় না; স্থানে স্থানে আবার উহা এমনই সরল ও প্রাঞ্জল যে, বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। ভাবসম্পদে তুলসীদাস বড়, আর ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য্যঝঙ্কারে সুরদাস শ্রেষ্ঠ।

ইহার শেষজীবন সম্বন্ধেও একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। অন্ধ অবস্থায় তাঁহার একজন লেখক ছিলেন। তিনি মুখে যাহা বলিয়া যাইতেন, লেখক তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন, কিন্তু অনেক সময় এমন হইত যে লেখক উপস্থিত নাই; অথচ, তাহা জানিতে না পারিয়া কবি আপন বক্তব্য বলিয়া যাইতেছেন, তখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার লেখকের কার্য্য করিতেন। অবশেষে একদিন সুরদাস বুঝিতে পারিলেন যে, বক্তব্য বিষয় তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইবার আগেই লেখক তাহা ঠিক ঠিক লিখিয়া যাইতেছেন। তখন অন্তর্যামীকে চিনিতে পারিয়া তিনি তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন; কিন্তু তাঁহার হাত ছাড়াইয়া কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলেন। এই উপলক্ষে সুরদাসের মুখ দিয়া যে উচ্চাঙ্গের কবিতাটি বাহির হয়, তাহার ভাব এই—

"আমাকে দুর্ব্বল জানিয়া তুমি আমার হাত ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, তোমার উদ্দেশ্য—আমি তোমাকে মানুষ বলিয়া মনে করিব; কিন্তু জানিয়া রাখিও যে, তুমি যতদিন না আমার হৃদয় হইতে চলিয়া যাইবে, ততদিন আমি তোমাকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করিব না।"

তাঁহার 'দৃষ্টকূট' হইতে এইরূপ বংশলতা পাওয়া যায়,—

জগাৎ বংশ
জগাৎ ব্রহ্মরাও
|
চন্দ্ (চাঁদ) (পৃথ্বীরাজের অনুগৃহীত)
|
১ রাজা হইয়াছিলেন | ১ গুণচন্দ্র | ৩ (অজ্ঞাত) | ৪ (অজ্ঞাত)

গুণচন্দ্র
|
শীলচন্দ্র
|
বীরচন্দ্র
|
হরিচন্দ্র
|
গোপাচলবাসী রামচন্দ্র বা রামদাস।
|
সুরদাস
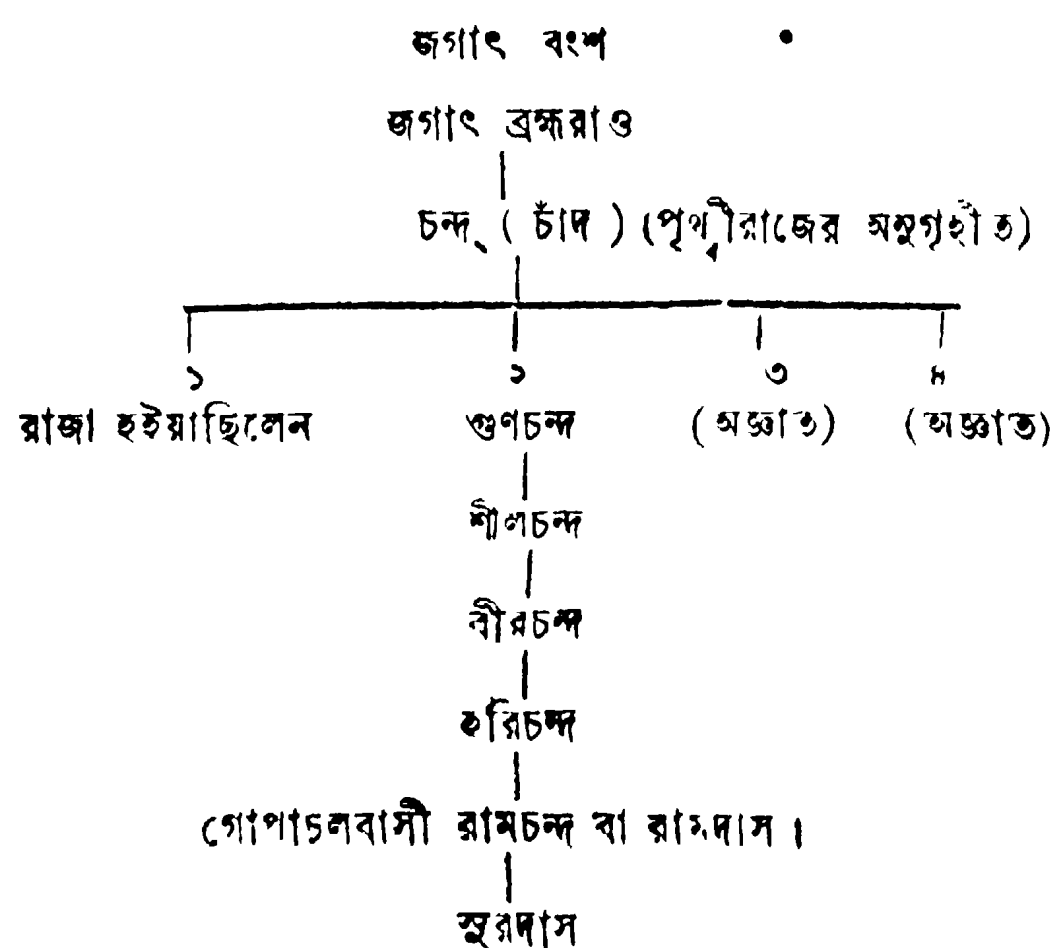
সুরদাস রাজা টোডরমল কর্তৃক শাণ্ডিলের আমিন নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া একটা প্রবাদ আছে। সেই সঙ্গে ইহাও কথিত হইয়া থাকে যে ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়া ইনি আদায়ী টাকা সমস্তই বৃন্দাবনের মদনমোহনের মন্দিরে দান করেন ও সম্রাটের দরবারে প্রস্তরখণ্ডপরিপূর্ণ এক সিন্দুক পাঠাইয়া দেন। টোডরমল তাঁহাকে বন্দী করেন, কিন্তু সম্রাট্ মার্জ্জনা করেন।

সুরদ্রু (পুং) সুরদ্রুম, দেবদারু।

সুরদ্রুম (পুং) সুরাণাং দ্রুমঃ। ১ দেবনল। (রাজনি°) ২ দেবদারু, কল্পবৃক্ষাদি। (ভাগ° ১০।৭৮।১১)

সুরদ্বিপ (পুং) সুরাণাং দ্বিপঃ। দেবহস্তী। ঐরাবত।

"তবেঃ কুমারোহপি কুমারবিক্রমঃ
সুরদ্বিপাস্ফালনকর্কশাঙ্গুলৌ।" (রঘু ৩।৫৫)

সুরধনুস্ (স্ত্রী) সুরস্য ধনুঃ। ইন্দ্রধনুঃ। (জটাধর)

সুরধামন্ (ক্লী) দেবলোক, স্বর্গ।

সুরধূপ (পুং) সুরপ্রিয়ো ধূপঃ। রাল, সর্জ্জরস, ধুনা। (রাজনি°)

সুরধ্বজ (পুং) সুরকেতু, ইন্দ্রধ্বজ

সুরনদী (স্ত্রী) সুরাণাং নদী। গঙ্গা।

"গঙ্গায়াঃ সুরনদ্যা বৈ স্বাদুভূতং যথোদকং।
মাহাদধিগুণাভ্যাসাৎ লবণত্বং নিযচ্ছতি॥" (ভারত ৬।৮০।১৫)

সুরনন্দা (স্ত্রী) সুরান্ নন্দয়তীতি নন্দ-ণিচ্-অণ্-টাপ্। নদী-বিশেষ। (শব্দরত্না°)

সুরনায়ক (পুং) সুরাণাং নায়কঃ। সুরপতি ইন্দ্র।

সুরনাল (পুং) সুরপ্রিয়ং নালমস্য। দেবনল। (রাজনি°)

সুরনিম্নগা (স্ত্রী) সুরাণাং নিম্নগা। গঙ্গা। (অমর)

সুরনির্গন্ধি (ক্লী) পত্রক, তেজপাতা। (রাজনি°)

সুরনিলয় (পুং) সুরাণাং নিলয়ঃ বাসস্থানং। সুমেরু পর্ব্বত, এই পর্ব্বতে দেবগণ বাস করেন। (বৃহৎস° ১৪।২)

সুরন্ধক (স্ত্রী) জনপদভেদ।

সুরপতি (পুং) সুরাণাং পতিঃ। দেবপতি ইন্দ্র। (অমর)

সুরপতিগুরু (পুং) সুরপতেঃ গুরুঃ। ইন্দ্রগুরু, বৃহস্পতি।

সুরপতিচাপ (পুং) সুরপতেরিন্দ্রস্য চাপঃ। ইন্দ্রধনুঃ।

সুরপতিত্ব (ক্লী) সুরপতে র্ভাবঃ ত্ব। ইন্দ্রত্ব, ইন্দ্রের কার্য্য, সুরপতির ভাব বা ধর্ম্ম।

সুরপথ (ক্লী) সুরাণাং পন্থাঃ সমাসে অ সমাসান্তঃ। আকাশ।

সুরপর্ণ (ক্লী) সুরপ্রিয়ং পর্ণমস্য। ওষধিবিশেষ। সুগন্ধ পত্র-শাক বিশেষ, চলিত পানমৌরী, ছুলাল তুলসী। মহারাষ্ট্র সুরপর্ণী, কলিঙ্গ মক্ষিপত্র। সংস্কৃত পর্য্যায়—দেবপর্ণ, বীরগণ, সুগন্ধিক, মাচীপত্র, সূক্ষ্মপত্র, দেবার্হ, গন্ধপত্রক। গুণ—কটু, উষ্ণ, কৃমি, শ্বাস ও কাসনাশক এবং দীপন। (রাজনি°)

সুরপর্ণিক (পুং) সুরপ্রিয়ঃ পর্ণমস্যাস্তেতি ঠন্। সুরপুন্নাগ বৃক্ষ।

সুরপর্ণিকা (স্ত্রী) সুরপর্ণী সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্। পুন্নাগ। (হেম)

সুরপর্ণী (স্ত্রী) সুরপ্রিয়ং পর্ণমস্যাঃ। ঙীষ্। পলাশী।

সুরপর্ব্বত (পুং) সুরপ্রিয়ঃ পর্ব্বতঃ। সুমেরু পর্ব্বত, এই পর্ব্বত দেবগণের অবস্থিতি স্থান, এই জন্য ইহাকে সুরপর্ব্বত কহে।

সুরপাদপ (পুং) সুরাণাং পাদপঃ। কল্পবৃক্ষ। দেবতাদিগের বৃক্ষ।

সুরপাল (পুং) গ্রন্থকার বিশেষ।

সুরপুন্নাগ (পুং) সুরপ্রিয়ঃ পুন্নাগঃ। পুন্নাগবৃক্ষ বিশেষ। পর্য্যায় নমেরু, সুরেষ্ট, সুরপর্ণিক, সুরতাঙ্গ। (রাজনি°)

সুরপুর (ক্লী) সুরাণাং পুরং। দেবতাদিগের পুরী, অমরাবতী।

সুরপুরোধস্ (পুং) সুরাণাং পুরোধাঃ। দেবতাদিগের পুরোহিত, বৃহস্পতি। (কাম° নীতি° ২।৪)

সুরপ্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) সুরাণাং প্রতিষ্ঠা। দেবপ্রতিষ্ঠা, দেবতাপ্রতিষ্ঠা।

সুরপ্রবীর (পুং) তপসের পুত্র অগ্নিভেদ। (ভারত)

সুরপ্রিয় (পুং) সুরাণাং প্রিয়ঃ। ১ অগস্ত্যপুষ্পবৃক্ষ। বক ফুলের গাছ। (রাজনি°) ২ ইন্দ্র। ৩ বৃহস্পতি। (ত্রি) ৪ দেবহৃদ্য, দেবগণের প্রিয়।

সুরপ্রিয়া (স্ত্রী) সুরাণাং প্রিয়া। ১ জাতী। ২ স্বর্ণরম্ভা। (রাজনি°) ৩ অপ্সরা।

"হেমজালাক্ষনির্গচ্ছদ্ধূমেনাগুরুগন্ধিনা।
পাণ্ডরেণ প্রতিচ্ছন্নমার্গে যান্তি সুরপ্রিয়াঃ॥" (ভাগ° ৮।১৫।১৯)

সুরভবন (পুং) সুরাণাং ভবনং। দেবভবন, দেবমন্দির, দেবতার গৃহ। (বৃহৎস° ৩৯।৪) ২ সুরপুরী, অমরাবতী।

সুরভাব (পুং) সুরাণাং ভাবঃ। দেবতার ভাব, দেবভাবব্যঞ্জক।

সুরভি (স্ত্রী) সুষ্ঠু রভতেহনেনেতি সু-রভ-ইন্। ১ স্বর্ণ। ২ গন্ধাশ্ম, গন্ধপাষাণ। (শব্দরত্না°) ৩ সুন্দর। ৪ সাধুগন্ধ। (ধরণি) ৫ সুগন্ধি। ৬ চম্পক। ৭ বসন্ত ঋতু। ৮ জাতীফল বৃক্ষ। (মেদিনী) ৯ শমীবৃক্ষ। ১০ কদম্ববৃক্ষ। ১১ কণ গুগ্‌গুলু। ১২ গন্ধতৃণ। ১৩ বকুল বৃক্ষ। ১৪ রাল, ধুনা। (রাজনি°) ১৫ চৈত্রমাস। ১৬ বীর। ১৭ গন্ধফল। (শব্দরত্না°) ১৮ বর্ব্বরচন্দন। (স্ত্রী) ১৯ মুরা নামক গন্ধদ্রব্য, মুরামাংসী, কোন কোন পুস্তকে মুরা স্থানে সুরা এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পাঠ সাধু বলিয়া বোধ হয় না। ২০ শল্লকী। ২১ মাতৃভেদ। ২২ গো, গাভী। ২৩ রুদ্রজটা। ২৪ বনমালিকা। ২৫ তুলসী। ২৬ পাচী নামক এক প্রকার সুগন্ধ পত্র। ২৭ গঙ্গাপত্রী। ২৮ পৃথিবী। ২৯ গোমাতা। ৩০ বনমল্লিকা। ৩১ এলবালুক। ৩২ মহাশ্রাবণী বচা। ৩৩ গোমাতা।

সুরভি হইতেই গোজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি-বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—একদা নারদ

ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্ সুরভি কে? ইহার উৎপত্তি কি প্রকারে হইয়াছে? ভগবান্ বলিয়াছিলেন, সুরভি গাভীদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং গোজাতির আদি গোপ্রসূ। সুরভি গোলোকে উৎপন্না হইয়াছিল। পূর্ব্বে একদা রাধিকানাথ রাধার সহিত গোপাঙ্গনাপরিবৃত হইয়া পুণ্যতম বৃন্দারণ্যে ক্রীড়ার জন্য গমন করেন। তখন তাঁহার সহসা ক্ষীর পানের ইচ্ছা হয় এবং তাহাতে ইচ্ছাময় রাধানাথের বামপার্শ্ব হইতে এই গোমাতা সবৎসা সুরভি দেবীর উৎপত্তি হয়। এই বৎসের নাম মনোরথ। সুদাম নামক গোপ সহসা সবৎসা সুরভিকে দেখিয়া রত্নভাণ্ডে তাহার দুগ্ধ দোহন করেন। এই ক্ষীর সুধারস হইতেও স্বাদু এবং জন্ম মৃত্যু-জরানাশক। রাধিকারমণ তখন সেই কদুষ্ণ পয়ঃপানে তুষ্টিলাভ করিলেন। সুদাম যখন দুগ্ধ দোহন করেন, তখন পাত্র ছাপাইয়া এরূপ অধিক দুগ্ধ নিপতিত হয় যে, ঐ দুগ্ধদ্বারা শতযোজন বিস্তৃত এক সরোবর হয়। ঐ সরোবর গোলোকে ক্ষীর-সরোবর নামে বিখ্যাত। ইহা গোপিকাদিগের এবং শ্রীমতী রাধিকার ক্রীড়াসরোবর। পরে ভগবানের ইচ্ছায় সুরভির লোমকূপ হইতে লক্ষকোটি সবৎসা কামধেনু উৎপন্ন হয়। এই সকল কামধেনুদিগের পুত্রপৌত্রাদিতে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং এই সকল গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া এখন জগৎ রক্ষা পাইতেছে। এইরূপে গোসমূহের সৃষ্টি হয়।

ভগবান্ সুরভির সৃষ্টি করিয়া ইহার পূজা করিয়াছিলেন। তদবধি ত্রিলোকে সুরভির পূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। দীপান্বিতা অমাবস্যার পরদিন সুরভির পূজা করিতে হয়। 'ওঁ সুরভ্যৈ নমঃ' এই ষড়ক্ষর মন্ত্রে সুরভির পূজা করিলে সকল কামনা সিদ্ধি হয়। এই মন্ত্র লক্ষ জপ করিলে লোক সিদ্ধ হয়। ইহার ধ্যান—

"লক্ষ্মীস্বরূপাং পরমাং রাধাসহচরীং পরাং।
গবামধিষ্ঠাত্রীদেবীং গবামাদ্যাং গবাং প্রসূং॥
পবিত্ররূপাং পূজ্যাঞ্চ ভক্তানাং সর্ব্বকামদাং।
যয়া পূতং সর্ব্ববিশ্বং তাং দেবীং সুরভিং ভজে॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৪৭ অ°)

এই ধ্যান পাঠ করিয়া ঘট বা ধেনুর মস্তকে সুরভির পূজা করিবে। পূজা করিয়া নিম্নোক্ত স্তোত্র পাঠ করিতে হয়। ইন্দ্র এই স্তব করিয়াছিলেন—

"নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সুরভ্যৈ চ নমো নমঃ।
গবাং বীজস্বরূপায়ৈ নমস্তে জগদম্বিকে॥
নমো রাধাপ্রিয়ায়ৈ চ পদ্মাংশায়ৈ নমো নমঃ।
নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ চ গবাং মাত্রে নমো নমঃ॥
কল্পবৃক্ষস্বরূপায়ৈ সর্ব্বেষাং সততং পরং।
শ্রীদায়ৈ ধনদায়ৈ চ বুদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ।
যশোদায়ৈ কীর্ত্তিদায়ৈ ধর্ম্মদায়ৈ নমো নমঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ° ৪৭ অ°)

সুরভি জগৎমাতা, এই জন্য সকলেরই ইঁহার পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি বিধি বিধানে ইহার পূজা করেন, তাঁহার সকল অভিলাষ সিদ্ধি হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা বিহিত হইল না।

তিথিতত্ত্বে রঘুনন্দন লিখিয়াছেন যে কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন যাহাদের গাভী আছে, তাহারা সুরভির পূজা করিবেন। ফল এই লক্ষ্মী-পূজাকালে সুরভিরও পূজা হইয়া থাকে। সুরভি হইতে গোজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, গো হইতে দুগ্ধ ঘৃতাদি প্রস্তুত হয়, এবং সেই ঘৃতাদি দ্বারাই যজ্ঞ প্রভৃতি সম্পাদিত হয়। যজ্ঞে দেবগণ প্রীত হইয়া মানবের অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব শুভ ফলার্থী মাত্রেরই সুরভির পূজা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

(ত্রি) ৩৪ সুগন্ধি। ৩৫ কান্ত। ৩৬ বীর। ৩৭ বিখ্যাত

সুরভিকন্দর (পুং) পর্ব্বতভেদ। (বিক্রম°)

সুরভিকা (স্ত্রী) সুরভি স্বার্থে কন্। স্বর্ণকদলী। (রাজনি°

সুরভিকান্তা (স্ত্রী) বাসন্তীপুষ্পবৃক্ষ, বাসন্তী ফুলের গাছ।

সুরভিগন্ধ (ক্লী) ১ তেজপত্র। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শোভন গন্ধযুক্ত। ৩ (স্ত্রী) সুরভিগন্ধা—জাতীপুষ্পবৃক্ষ, চামেলী ফুলের গাছ। (রাজনি°)

সুরভিগন্ধি (ত্রি) সুরভির্গন্ধো যস্য (গন্ধস্যেদুৎপূতি-সু-সুরভিভ্যঃ। পা ৫।৪।১৩৫) ইতি ইকারঃ। শোভন গন্ধযুক্ত, উত্তম গন্ধবিশিষ্ট।

সুরভিচূর্ণ (ক্লী) সুগন্ধিচূর্ণ।

সুরভিচ্ছদ (পুং) কপিত্থ বৃক্ষ, কৎবেল। (বৈদ্যকনি°)

সুরভিতনয় (পুং) সুরভিপুত্র, গো, গাভী। (বৃহৎস° ৪১।৩)

সুরভিতা (স্ত্রী) সুরভে র্ভাবঃ তল্-টাপ্। সুরভির ভাব বা ধর্ম্ম, শোভন গন্ধ, সুরভিত্ব।

সুরভিত্রিফলা (স্ত্রী) সুরভিঃ সুগন্ধিস্ত্রিফলা। সুগন্ধি ত্রিফলা।

সুরভিত্বচ্ (স্ত্রী) সুরভিঃ ত্বক্ যস্যাঃ। বৃহদেলা, বড় এলাচি।

সুরভিদত্তা (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। (কথাসরিৎসা°)

সুরভিদারু (পুং) সুরভি সুগন্ধি দারু যস্য। সরল বৃক্ষ।

সুরভিস্তর (ত্রি) অত্যন্ত সুগন্ধি।
"পরিস্রবাদক্ষঃ সুরভিস্তরঃ" (ঋক্ ৯।১০৭।২)
'সুরভিস্তরঃ অত্যন্তং সুগন্ধিঃ' (সায়ণ)

সুরভিপত্রা (স্ত্রী) সুরভিপত্রং যস্যাঃ। রাজজম্বুবৃক্ষ, চলিত গোলাপ জাম। (রাজনি°)

সুরভিপুত্র (পুং) সুরভিতনয়, গো। (বৃহৎস° ৫৬।৩৩)

সুরভিবাণ (পুং) সুরভিঃ সাধুগন্ধঃ বকুলাদিপুষ্পং বা বাণো যস্য। কামদেব।

সুরভিমঞ্জরী (স্ত্রী) শ্বেততুলসী। (বৈদ্যকনি°)

সুরভিমৎ (ত্রি) সুরভি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সুগন্ধবৎ, সুগন্ধবিশিষ্ট।
"মুখবাসং সুরভিমৎ তাম্বুলাদ্যমথার্হয়েৎ।" (ভাগ° ১১।২৭।৪৩)
'সুরভিমৎ সুগন্ধবৎ' (স্বামী)

সুরভিমাস (পুং) চৈত্রমাস। (শকুন্তলা)

সুরভিবল্কল (ক্লী) সুরভি সুগন্ধি বল্কলং যস্য। গুড়ত্বক্, দারুচিনি। (শব্দরত্না°)

সুরভিশাক (পুং) সুগন্ধ শাকভেদ। (রাজনি°)

সুরভিষ্টম (ত্রি) অতি সুরভি, অতিশয় শোভন গন্ধবিশিষ্ট।
"সুরভিষ্টমং নরাং নসন্ত" (ঋক্ ১।১৮৬।৭)
'সুরভিষ্টমং অতিশয়েন সুরভিং' (সায়ণ)

সুরভিসময় (পুং) সুরভি কাল, বসন্ত সময়। (সাহিত্যদ°)

সুরভিস্রবা (স্ত্রী) সুরভিঃ সুগন্ধিঃ স্রবো নির্য্যাসো যস্যাঃ। সল্লকী। (রাজনি°)

সুরভী (স্ত্রী) সুরভি বা ঙীষ্। ১ সুগন্ধি। (ভরত) ২ শল্লকী। (শব্দচ°) ৩ পৃথক্‌শিম্বা, চলিত আলকুশী। ৪ তুলসীভেদ, বাবুই তুলসী। ৫ মাচিকা শাক, চলিত পুদিনা শাক। ৬ রুদ্রজটা। ৭ সুগন্ধ শালিধান্য। ৮ মুরা, মুরামাংসী। ৯ এলবালুক। ১০ রাস্না। (বৈদ্যকনি°) ১১ গোমাতা। [সুরভি দেখ।]

সুরভীগোত্র (ক্লী) সুরভিতনয় গাভী।

সুরভীপট্টন (ক্লী) নগরভেদ। (ভারত সভাপ°)

সুরভীমূত্র (ক্লী) গোমূত্র, সুরভীজল। গাভীর মূত।
"সৌরভেয়কমূত্রস্ত ঘনং সান্দ্রং প্রশস্যতে।" (অত্রিচি° ৯ অ°

সুরভীরসা (স্ত্রী) শল্লকী বৃক্ষ। (অমরটীকা মথুরেশ)

সুরভীসুত (পুং) সুরভিতনয়, গাভী। (রামা° ২।১০০।৫২)

সুরভূরুহ (পুং) সুরাণাং ভূরুহঃ। ১ দেবদারু। ২ কল্পবৃক্ষাদি।

সুরভূষণ (ক্লী) দেবগণের অলঙ্কারভেদ। এই অলঙ্কার লম্বে চারি হাত এবং ১০০৮টী মুক্তা দ্বারা গ্রথিত।

সুরমণীয় (ত্রি) সু-রম-অনীয়র্। অতি রমণীয়। অতি মনোজ্ঞ।

সুরমণ্য (ত্রি) সুরমণীয়। (হরিবংশ)

সুরমন্দির (ক্লী) সুরাণাং দেবানাং মন্দিরং। দেবমন্দির, দেবগৃহ, যে গৃহে দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

সুরমা (নদী)—শ্রীহট্ট জেলার বরাক্ নদীর প্রধান শাখা। কাছাড় হইতে শ্রীহট্ট প্রবেশ করিয়া বরাক্ সুরমা এবং কুসিয়ারা এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। বর্ষার সময়ে সুরমা নদী দিয়া ছাতক পর্য্যন্ত ষ্টিমার ও বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহার উপরে ছোট ছোট নৌকা বারমাসই চলাচল করিতে পারে। সুর্মার তীরে শ্রীহট্ট, ছাতক ও সুনামগঞ্জ এই তিনটী সহর অবস্থিত। ছাতক ও সুনামগঞ্জের বন্দরে খাসিয়া পর্ব্বতের চুণ, গোল আলু ও কমলালেবু সংগৃহীত হইয়া বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

সুরমা—রসাঞ্জন; রসাঞ্জন প্রস্তুতের উপাদান এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের আকর-লব্ধ ধাতব পদার্থ। ভারতীয় মুসলমানদিগের বিশ্বাস যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুরমা, আরবদেশ হইতে সিনাই বা টার পর্ব্বত হইতে আসিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, এই পর্ব্বতে অবস্থান কালে মুসা (মোজেস্) ভগবানের স্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তখন ভগবান্ বলিলেন যে তাহার এই মানুষী চক্ষু সেই দিব্যজ্যোতির প্রখরতা সহ্য করিতে পারিবে না। একারণ পর্ব্বতের একটি ফাটালের মধ্য দিয়া সেই জ্যোতির একটি মাত্র কিরণ তাঁহার উপর প্রবাহিত করিলেন, তাহাতে পর্ব্বতের যেখানে এই প্রখর জ্যোতিঃ পতিত হইয়াছিল, সেখানটা গলিয়া রসাঞ্জনে পরিণত হয়। 'গ্যালেনা' নামক সীসার ধাতব উপাদান রসাঞ্জনরূপে বিক্রীত হয়। মুসলমানেরা চক্ষুর পাতায় সুরমা ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু উহাদের স্ত্রীলোকেরা ইহার 'কাজল' প্রস্তুত করিয়া চক্ষু সুরঞ্জিত করেন।

সুরমা-ই-ইস্পাহানি, চক্‌চকে আকরোদ্ভূত লৌহচূর্ণ, মুসলমানেরা ইহাদ্বারা অক্ষিপত্র সুরঞ্জিত করিয়া থাকেন।

সুরমা-দান, যে পাত্রে সুর্মা রাখা যায়।

সুরমা ভেলী (উপত্যকা)—ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় অবস্থিত জেলা। প্রকৃত আসামের জেলাগুলি হইতে বিভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্য শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাকে একত্র সুরমা ভেলী নাম দেওয়া হইয়াছে।

একটি অনুচ্চ পাহাড় দ্বারা সুরমা-ভেলী মণিপুর উপত্যকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সুরমা নদীর প্রায় সত্তর মাইল উর্দ্ধে উত্তর দিকে (জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে) যে সকল পাহাড় আছে, সে গুলি প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চ এবং সিকিমের পাহাড় গুলির ন্যায় ইহারাও শ্রেণীবদ্ধ অরণ্যানী দ্বারা সুশোভিত। সুরমা হইতে ইহাদের প্রান্ত দেশ পর্য্যন্ত এবং স্থানে স্থানে ইহাদের উপত্যকাগুলির অভ্যন্তর প্রদেশ পর্য্যন্তও, বিস্তীর্ণ জলাভূমি প্রসারিত। ইহার জন্য এ অঞ্চল একেবারে ম্যালেরিয়ার চিরন্তন আবাসভূমি হইয়া রহিয়াছে। বৃক্ষের মধ্যে এখানে আরুল প্রধান।

সুরমানিন্ (ত্রি) আত্মানং সুরং মন্যতে মন-ণিনি। যিনি আপনাকে দেবতা বলিয়া বিবেচনা করেন।

সুর্মা-সফেদ্, আইস্‌ল্যাণ্ড স্পার নামক একপ্রকার স্ফটিকবৎ খনিজপদার্থ। ইহা কাবুলের পাহাড়ে পাওয়া যায়। ইহা

ভাঙ্গিয়া ইহাকে অল্পবিস্তর অস্বচ্ছ স্ফটিকবৎ চূর্ণে পরিণত করা হয় এবং চক্ষুপ্রদাহ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সুরমৃত্তিকা (স্ত্রী) সুরপ্রিয়া মৃত্তিকা। তুবরী, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, গোপীচন্দন। (রাজনি°)

সুরমেদা (স্ত্রী) সুরপ্রিয়ো মেদো যস্যাঃ। মহামেদা। (রাজনি°)

সুরম্য (ত্রি) সু-রম যৎ। অতিমনোজ্ঞ, মনোহর।

সুরমান (ক্লী) দেবমান।

সুরযুবতি (স্ত্রী) সুরাণাং যুবতিঃ। অপ্সরা। (মেঘদূত ৬২।

সুরযোষিৎ (স্ত্রী) সুরাণাং যোষিৎ। সুরস্ত্রী। অপ্সরা।

সুররাজ্ (পুং) ইন্দ্র। (ভাগ° ১০। ৭৪।৫১)

সুররাজ (পুং) সুরাণাং রাজা, টচ্ সমাসান্ত। সুরপতি, ইন্দ্র।

সুররাজগুরু (পুং) সুররাজস্য গুরুঃ। ইন্দ্রগুরু, বৃহস্পতি।

সুররাজন্ (পুং) সুররাজ, ইন্দ্র। (রামা° ২। ৭৩। ১৪)

সুররাজবস্তি (পুং) ইন্দ্রবস্তি, পায়ের ডিম। (সুশ্রুত চি°১৮অঃ)

সুররাজবৃক্ষ (পুং) সুররাজস্য বৃক্ষঃ। পারিজাত বৃক্ষ।

সুররিপু (পুং) সুরাণাং রিপুঃ। দেবশত্রু অসুর।

সুরর্ষভ (পুং) ১ শিব। (ভাগ° ৮। ১২। ৩০) ২ ইন্দ্র।

সুরর্ষি (পুং) সুরশ্চাসৌ ঋষিশ্চেতি। দেবর্ষি। (অমর) ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি সাত প্রকার ঋষি, তাহার মধ্যে নারদ, তুম্বুরু, কোলাহল প্রভৃতি সুরর্ষি মধ্যে পরিগণিত।

"সপ্ত প্রকারা ঋষয়স্তত্র নারদাদ্যাঃ সুরর্ষয় উক্তাঃ" (ভরত)

সুরলতা (স্ত্রী) সুরপ্রিয়া লতা। মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।

সুরলা (স্ত্রী) সুরান্ লাতীতি লা-ক। ১ গঙ্গা। ২ নদীবিশেষ।

সুরলাসিকা (স্ত্রী) সুরানপি লাসয়তি আহ্লাদয়তীতি লস-ণিচ্-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। বংশীবাদ্য, বংশীধ্বনি।

'সালেয়িকা চ সালেয়া সালিকা সুরলাসিকা'। (শব্দরত্না°)

সুরলোক (পুং) সুরাণাং লোকঃ। স্বর্গ। স্বর্গে দেবাদি অবস্থান করেন, এইজন্য উহাকে সুরলোক বলে। (অমর)

সুরলোকসুন্দরী (স্ত্রী) সুরলোকানাং সুন্দরী। অপ্সরা।

সুরবধূ (স্ত্রী) সুরাণাং বধূঃ। দেবগণের পত্নী, অপ্সরা।

সুরবর্ত্মন্ (ক্লী) সুরাণাং বর্ত্ম। আকাশ। (অমর)

সুরবল্লভা (স্ত্রী) সুরাণাং বল্লভা। শ্বেতদূর্বা। (রাজনি°)

সুরবল্লী (স্ত্রী) সুরাণাং বল্লী। তুলসী।

সুরবাহিনী (স্ত্রী) গঙ্গা। (কথাসরিৎসা°)

সুরবীথী (স্ত্রী) নক্ষত্রপথ।

সুরবেলা (স্ত্রী) নদীভেদ। (হেম)

সুরবৈরিন্ (পুং) সুরাণাং বৈরী। অসুর। (শব্দরত্না°)

সুরশত্রু (পুং) দেবশত্রু। অসুর।

সুরশত্রুহন্ (পুং) সুরশত্রুং হন্তি হন-কিপ্। অসুরনাশক শিব।

সুরশাখিন্ (পুং) সুরাণাং শাখী। কল্পবৃক্ষ। (জটাধর)।

সুরশ্মি (ত্রি) শোভন অংশুবিশিষ্ট সোম। "সুরশ্মিং সোম-মিন্দ্রিয়ং যমীমহি" (ঋক্ ১০।৩৬।৮) 'সুরশ্মিং শোভনাংশুং' (সায়ণ)

সুরশ্রেষ্ঠ (ত্রি) সুরেষু দেবেষু শ্রেষ্ঠঃ। ১ বিষ্ণু। ২ শিব। ৩ ধর্ম্ম। ৪ গণেশ। ৫ ইন্দ্র।

সুরশ্রেষ্ঠা (স্ত্রী) সুরেষু শ্রেষ্ঠা। ব্রাহ্মী। (রাজনি°)

সুরস (ক্লী) শোভনো রসো যস্য। ১ বোল, চলিত গন্ধবোল। ২ ত্বক্, গুড়ত্বক্। ৩ পত্র, তেজপত্র। ৪ সুগন্ধতৃণ, গন্ধতৃণ। ৫ তুলসী। (মেদিনী) (পুং) ৬ সিন্ধুবার। (শব্দরত্না°) ৭ মোচরস। ৮ পীতশাল। ৯ তুলসী বিশেষ।

"হিক্কাকাসবিষশ্বাসপার্শ্বশূলবিনাশনঃ।

পিত্তকৃৎকফবাতঘ্নঃ সুরসঃ পূতিগন্ধহৃৎ॥" (চরক সূত্রস্থা° ২৭ অ°)

(ত্রি) শোভনো রসো যস্য। ১০ স্বাদু। (মেদিনী) ১১ সুন্দর রসযুক্ত। (বৃহৎস° ৫৪।১০৩)

সুরসখ (পুং) সুরাণাং সখা-টচ্ সমাসান্তঃ। দেবতাদিগের সখা। ইন্দ্র।

সুরসদ্মন্ (ক্লী) সুরাণাং সদ্ম। ১ স্বর্গ। ২ দেবগৃহ।

সুরসমিধ (স্ত্রী) দেবকাষ্ঠ, দেবদারু।

সুরসম্ভবা (স্ত্রী) সুরপ্রিয়ঃ সম্ভবো যস্যাঃ। আদিত্যভক্তা।

সুরসরিৎ (স্ত্রী) সুরাণাং সরিৎ। গঙ্গা।

"সুরসরিদিব তেজো বহ্নিনিষ্ঠ্যুতং নৈশং" (রঘু ২।৭৫)

সুরসর্ষপক (পুং) সুরপ্রিয়ঃ সর্ষপঃ ততঃ কন্। দেবসর্ষপ।

সুরসা (স্ত্রী) শোভনো রসো যস্যাঃ। ১ তুলসী। রক্ত তুলসী, পর্ণাস ভেদ। এই শব্দ শব্দরত্নাবলীমতে স্ত্রীলিঙ্গ। মুদ্রাঙ্কিত মেদিনীমতে ক্লীবলিঙ্গ, হস্তাক্ষর মেদিনীমতে নপুংসকলিঙ্গ। 'সুরসা স্ত্রী তু পর্ণাসে' (শব্দরত্না°) 'পর্ণাসে তু নপুংসকং' ইতি মুদ্রাঙ্কিত মেদিনী 'পর্ণাসে পুং নপুংসকং' ইতি হস্তাক্ষর মেদিনী।

২ রাস্না। ৩ মিশ্রেয়া, চলিত মৌরী। ৪ ব্রাহ্মী। ৫ মহাশতা-বরী। (রাজনি°) ৬ শ্বেত যূথিকা, সাদা জুঁই। ৭ পুনর্নবা। ৮ সর্পগন্ধা। ৯ শ্বেত ত্রিবৃতা, সাদা তেউড়ী। ১০ শল্লকী বৃক্ষ। ১১ নিশুণ্ডী। ১২ বৃহতী। ১৩ কণ্টকারী। ১৪ নাগমাতা।

রামায়ণে লিখিত আছে যে নাগমাতা সুরসা দেবী সমুদ্রতলে অবস্থান করিতেন। যখন হনুমান্ সীতার সংবাদের জন্য লঙ্কায় গমন করেন, তখন দেবগণ নাগমাতা সুরসাকে বলিয়াছিলেন যে বায়ুতনয় হনুমান্ সাগরের উপরি ভাগ দিয়া ধাবিত হইতেছেন। অতএব আপনি অতি ভয়ানক রাক্ষস রূপধারণ করিয়া ক্ষণকাল ইহার গমনে বাধা প্রদান করুন, আমরা ইহাতে ইহার বুদ্ধি, বল ও বিক্রম বুঝিব।

তখন নাগমাতা দেবগণের এই বাক্যে অতি ভীষণা রাক্ষসী-রূপ ধারণপূর্ব্বক লঙ্কাগমনোদ্যত হনুমানের পথ রোধ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, কপিশ্রেষ্ঠ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষ্য-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব। অতএব তুমি আমার মুখ মধ্যে প্রবেশ কর। পূর্ব্বে বিধাতা আমাকে এইরূপ বর দিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি তোমার সম্মুখে আসিবে সেই ব্যক্তি তোমার মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে।

সুরসা দেবী ইহা বলিয়া অতি বৃহৎ বদন ব্যাদান করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। সুরসার কথায় হনুমান্ হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে কহিলেন, দশরথতনয় রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং ভার্য্যা বিদেহরাজনন্দিনী সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন, কোন কারণ বশতঃ রাক্ষসগণের সহিত তাঁহার শত্রুতা বাধিয়াছে। তজ্জন্য রাবণ তাঁহার পত্নী সীতাকে হরণ করিয়াছে। আমি সেই রামের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার দূত হইয়া যাইতেছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়া যাইতেছি যে সীতার সংবাদ লইয়া রামকে দর্শন করিয়া আমি নিশ্চয়ই তোমার মুখে আসিয়া প্রবেশ করিব। সুরসা বলিলেন, আমি এরূপ বর পাইয়াছি যে কেহই আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। পরে তিনি হনুমান্‌কে অতিক্রম করিতে দেখিয়া তাঁহার বল জানিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে কহিলেন, পূর্ব্বে বিধাতা আমাকে এই বর দিয়াছেন যে সকলকেই আমার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং আমার বদনে প্রবিষ্ট হইয়া পশ্চাৎ তোমার গমন করা উচিত। সুরসা দেবী পবনতনয়কে ইহা বলিয়া বিপুল বদন ব্যাদান করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। ইহাতে হনুমান্ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, যাহাতে আমি তোমার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি, তুমি এইরূপ ভাবে মুখ ব্যাদান কর। তখন হনুমান্ দশযোজনবিস্তৃতা সুরসাকে দেখিয়া নিজেও দশযোজন হইলেন, তখন সুরসা বিংশতি যোজন মুখব্যাদন করিল। হনুমান্ ইহা দেখিয়া ত্রিংশযোজন হইলেন। এইরূপে আয়তন বৃদ্ধি চলিতে লাগিল।

তখন হনুমান্ অন্যোপায় হইয়া নিজ দেহ সঙ্কোচপূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হইলেন এবং সুরসা দেবীর বদন মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক তথা হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, দেবি! আমি আপনার বদন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, সুতরাং আপনার বর সুফল হইয়াছে। এক্ষণে আপনাকে নমস্কার। বৈদেহী যে স্থলে এক্ষণে তথায় যাই। সুরসা তাঁহাকে স্বীয় মুখবিবর হইতে বহির্গত দেখিয়া নিজরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, ভদ্র! তোমার কল্যাণ হউক; তুমি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া সত্বর রামের নিকট গমন কর। এইরূপে হনুমান্ সুরসাকে কৌশলে জয় করিয়া গমন করিলেন। (রামায়ণ সুন্দরকা° ১ অ°) ১৫ নদী-ভেদ। (ভাগবত ৫।১৯ অ°) ১৬ অপ্সরো বিশেষ। (ভারত ১।১২৩।৬০) ১৭ রাক্ষসী বিশেষ। হারীতের চিকিৎসিত স্থানে লিখিত আছে যে হিমবানের উত্তরকূলে সুরসা নামে এক রাক্ষসী আছে, ইহার নূপুর শব্দে গর্ভবতী স্ত্রী অনায়াসে প্রসব করে।

"হিমবদুত্তরে কূলে সুরসা নাম রাক্ষসী।
তস্যা নূপুরশব্দেন বিশল্যা গুর্ব্বিণী ভবেৎ ॥" (হারীত চি° ৫১অ°)

সুরসাগ্র (ক্লী) সিন্ধুবারমঞ্জরী, নিসিন্দা মঞ্জরী। (চক্রদত্ত)

সুরসাগ্রজ (ক্লী) সুরসাগ্রণী, শ্বেত তুলসী। (বৈদ্যকনি°)

সুরসাদিবর্গ (পুং) সুরসা আদি করিয়া ঔষধগণবিশেষ। এই গণ যথা সুরসা, (তুলসী) শ্বেত তুলসী, গন্ধতৃণ, গন্ধমাত্রা, সুগন্ধক, কৃষ্ণতুলসী, কাসমর্দ্দ (কাল কাসুন্দা), অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, কট্‌ফল, সুরসী, নির্গুণ্ডী, নাল, শেফালিকা, কুকুন্দিমা, ইন্দুর-কাণী, বামুনহাটী, প্রাচীবল, কাকমাচী ও বিষমুষ্টিক, ইহা কফ ও কৃমিনাশক, প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস ও কাসরোগের প্রণাশক এবং ব্রণশোধক। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৩৮ অ°)

অন্যবিধ—শ্বেততুলসী, কৃষ্ণতুলসী, ক্ষুদ্রপত্রতুলসী, বাবুই তুলসী, বিড়ঙ্গ, বনবাবুই, ইন্দুরকাণী, কট্‌ফল, কাসমর্দ্দ, হেঁচেতা, নির্গুণ্ডী, বামনহাটী, অতিমুক্তলতা, কোকশিমা, ঘোড়ানিম, গন্ধ-তৃণ ও নীল নিসিন্দা। (বাভট সূত্রস্থা° ১৫ অ)

সুরসাষ্ট (পুং) বৃক্ষগণবিশেষ। এই গণ যথা নির্গুণ্ডী, তুলসী, ব্রাহ্মী, বৃহতী, কণ্টকারিকা ও পুনর্ণবা।

'নির্গুণ্ডী তুলসী ব্রাহ্মী বৃহতী কণ্টকারিকা।
পুনর্ণবেতি মুনিভিঃ সুরসাষ্ট প্রকীর্ত্তিতঃ ॥' (শব্দচ°)

সুরসিন্ধু (পুং) সুরাণাং সিন্ধুঃ। গঙ্গা।

সুরসুত (পুং) সুরাণাং সুতঃ। দেবপুত্র।

সুরসুন্দর (ত্রি) অতি মনোজ্ঞ, অতিশয় সুন্দর।

সুরসুন্দরী (স্ত্রী) সুরাণাং সুন্দরী রমণী, সুরেষু সুন্দরী বা ইতি। ১ অপ্সরা। ২ দুর্গা। ৩ যোগিনী বিশেষ। তন্ত্রে এই সুরসুন্দরী-সাধনপ্রণালী বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, গুরুর উপদেশানু-সারে এই সুন্দরীসাধন করিলে সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়। তন্ত্রোক্ত কার্য্য মাত্রই গুরুর উপদেশসাধ্য। যে গুরু মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার নিকট সেই দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তৎ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করা যায়, নচেৎ সিদ্ধি লাভে বিলম্ব হয়। এই সুরসুন্দরীসাধন-বিষয়ে তন্ত্রসারে এইরূপ বিধান আছে—

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনীসাধনোত্তমং।
সর্ব্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্ব্বসিদ্ধিদং ॥
অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্লভা।
যাসামভ্যর্চ্চনং কৃত্বা যক্ষেশোঽভূদ্ধনাধিপঃ ॥

তাসামাদ্যং প্রবক্ষ্যামি সুরাণাং সুন্দরীং প্রিয়ে।
অস্যা অভ্যর্চ্চনেনৈব রাজত্বং লভতে নরঃ॥" (তন্ত্রসার)

এই সুরসুন্দরী-যোগিনীসাধন বলা হইতেছে, ইহা শ্রেষ্ঠ সাধন এবং অতিশয় গুহ্যতম। ইহা দেহীদিগের সর্ব্বার্থসাধক ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, এই মহাবিদ্যা দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভা, এই সুরসুন্দরীসাধন করিয়া যক্ষাধিপতি কুবের ধনাধিপতি হইয়াছেন। যোগিনীদিগের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রথমা। ইঁহার পূজা করিলে মানব রাজত্ব লাভ করে।

পূজা প্রণালী—সাধক স্নানাদি করিয়া যথাবিধানে নিত্য ক্রিয়া শেষ করিয়া 'হ্রৌঁ' এই মন্ত্র আচমন, 'ওঁ সহস্রার হুঁ ফট্' এই মন্ত্রে দিগ্‌বন্ধন, মূল মন্ত্রে প্রাণায়াম, হ্রীঁ এই বীজ দ্বারা করাঙ্গন্যাসের বিধানানুসারে ন্যাস করিবে। তৎপরে পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া সেই পদ্মে দেবীর জীবন্যাস ও পরে পীঠ দেবতার আবাহন ও পূজা করিয়া সুরসুন্দরীর ধ্যান করিবে।

"ওঁ পূর্ণচন্দ্রনিভাং গৌরীং বিচিত্রাম্বরধারিণীং।
পীনোন্নতকুচাং বামাং সর্ব্বেষামভয়প্রদাং॥"

এই ধ্যানের পর মানসপূজার বিধানানুসারে মানসপূজা, অর্ঘ্যস্থাপন, পীঠপূজা প্রভৃতি করিয়া পরে আবার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। 'ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ সুরসুন্দরী স্বাহা' এই মন্ত্রে আসনাদি ষোড়শোপচার দ্বারা পূজা করিবে। এইরূপ প্রণালী অনুসারে ত্রিসন্ধ্যায় দেবীর পূজা করিয়া 'ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ সুরসুন্দরী স্বাহা' এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিবে। একমাস কাল এইরূপ বিধানে পূজা ও জপ করিতে হয়। মাসান্ত দিনে দেবীকে নানাবিধ উপচার ও বলি দ্বারা পূজা ও পূজাশেষে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিতে হয়। এইরূপ প্রণালীতে সাধক পূজাদি করিয়া বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থিতি করিবেন। দেবী অর্দ্ধরাত্রিকালে সাধকের নিকট উপস্থিত হন। তখন সাধক দেবীর আগমন দেখিয়া পুনর্ব্বার পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া সচন্দন পুষ্প লইয়া দেবীর নিকট বর প্রার্থনা করিবেন। সেই সময় সাধক দেবীকে মাতা, ভগিনী বা ভার্য্যা এই তিনটীর একটী বলিয়া সম্বোধন করিবে। সাধক এই দেবীকে মাতৃভাবে ভজনা করিলে দেবী তাহাকে মনোহর দ্রব্য প্রদান করেন। এমন কি রাজত্ব পর্য্যন্তও দিয়া থাকেন এবং প্রতিদিন তিনি তাহার সমীপে আসিয়া তাহাকে পুত্রভাবে প্রতিপালন করেন। মাতা যেমন পুত্রের হিতাভিলাষিণী হইয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করেন, এই দেবীও সেই প্রকার সকল কার্য্য করিয়া থাকেন।

ভগিনী ভাবে আরাধনা করিলে এই দেবী ভগিনীরূপে তাহাকে নানাবিধ দ্রব্য, বস্ত্র এবং দিব্যকন্যা ও নাগকন্যা আনিয়া দেন। অধিকন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যে সকল ঘটনা হয়, তাহা তাহাকে জানান। সাধক দেবীর নিকট যাহা কিছু প্রার্থনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করেন এবং সর্ব্বদা তাহাকে ভ্রাতৃবৎ প্রতিপালন করেন।

ভার্য্যারূপে উপাসনা করিলে সাধক সংসারে সর্ব্ব রাজপ্রধান হন এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকে অব্যাহত প্রভাবে বিচরণ করিতে পারেন। সাধক তাহার সহিত ভার্য্যার ন্যায় সুখসম্ভোগে কালযাপন করেন। সাধক তাঁহাকে ভার্য্যারূপে সাধন করিলে তিনি কায়মনোবাক্যে অন্য স্ত্রীর আসক্তি পরিত্যাগ করিবেন। অন্য স্ত্রীর প্রতি কিছু মাত্র আসক্তি প্রকাশ পাইলে দেবী তাঁহাকে সমূলে বিনষ্ট করেন।

এই যোগিনীসাধন দ্বারা উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুরুর উপদেশানুসারে এবং তাঁহাকে উত্তরসাধক করিয়া সাধন করিলে অচিরে সিদ্ধি হয়, নচেৎ সিদ্ধিলাভে বহু বিঘ্ন ঘটে। ইহা অতিশয় গুহ্য। সুতরাং গুরু যাহাকে তাহাকে এই সাধনপ্রণালী উপদেশ দিবেন না। সাধকের ভক্তি বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া তবে তাহাকে উপদেশ দিবেন। (তন্ত্রসার)

সুরসেনা (স্ত্রী) সুরাণাং সেনা। দেবতাদিগের সেনা।

সুরস্কন্দ (পুং) অসুর।

সুরস্ত্রী (স্ত্রী) সুরাণাং স্ত্রী। অপ্সরা। (হেম)

সুরস্ত্রীশ (পুং) সুরস্ত্রীণামীশঃ। ইন্দ্র। (হেম)

সুরস্থান (ক্লী) সুরাণাং স্থানং। স্বর্গ, দেবলোক।

সুরসুন্দরীগুড়িকা (স্ত্রী) বাজীকরণাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হীরক, লৌহ, স্বর্ণ ও পারদ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া হিঙ্গুলের রসে মাড়িয়া ইহা পুটপাকে পাক করিবে। এই ঔষধ মুখে ধারণ করিলে বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়। বাজীকরণাধিকারের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° বাজীকরণাধি°)

সুরা (স্ত্রী) সু অভিষবে ক্রন্, স্ত্রিয়াং টাপ্, যদ্বা সুষ্ঠু রাযন্ত্যানয়েতি সুরে শব্দে, (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।৩।১১৬) ইত্যঙ, টাপ্। চষক। মদ্য। মদ্যের সাধারণ নাম সুরা। কিন্তু বৈদ্যক মতে মদ্য, সুরা, আসব ও অরিষ্টের সামান্য মাত্র প্রভেদ আছে। আবার কোন কোন স্থলে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। শাস্ত্রানুসারে সুরাপান বিশেষ নিষিদ্ধ। অন্যান্য পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহা নিরাকৃত হয়, কিন্তু সুরাপানে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত। মহাভারতে লিখিত আছে যে দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যকে সুরাপানে উন্মত্ত করাইয়া কচকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করাইয়া ছিলেন। পরে শুক্রাচার্য্য তাহা জ্ঞাত হইয়া সুরাকে অভিসম্পাত প্রদান করেন, যে অদ্য হইতে যে ব্রাহ্মণ মোহহেতু সুরাপান করিবে, সেই মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ধর্ম্মচ্যুত ও

ব্রহ্মহত্যাপাতকে লিপ্ত এবং ইহপরলোকে নিন্দিত হইবে। আমি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বিষয়ে এই সীমা ও মর্য্যাদা স্থাপন করিলাম। (ভারত আদিপ° ৭৬ অ°) ইহা দ্বারা জানা যায় যে সুরা ব্রাহ্মণের অপেয়। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রেও ইহা দ্বিজাতিদিগের মধ্যে বিশেষ নিষিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সুরা পান, দান বা গ্রহণ করিবে না। ইহার দান, পান বা গ্রহণ এই তিনই পাপজনক।

দ্বিজাতিগণ যদি সুরাপান করেন, তাহা হইলে জলন্ত সুরায় প্রাণত্যাগ করিয়া তাহার পাতক উদ্ধার হইবেন। নচেৎ আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। [মদ্য দ্রষ্টব্য] কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, সুরাপান করিলে অঙ্গবৈকল্য, বচন ও গমনের স্খলন, লজ্জা ও মানচ্যুতি, প্রেমাধিক্য, রক্তাক্ষতা ও ভ্রান্তি হইয়া থাকে।
"সুরাপানে বিকলতা স্খলনং বচনে গতৌ।
লজ্জামানচ্যুতি প্রেমাধিক্যং রক্তাক্ষতা ভ্রমঃ॥" (কবিকল্পলতা ১)

সুরাকর (পুং) সুরায়া আকারঃ। ১ নারিকেলবৃক্ষ। ২ মদ্যোৎপত্তিস্থান, যেখানে সুরা প্রস্তুত হয়, মদের ভাটী, এই স্থান অতি অপবিত্র।

"আকরাঃ শুচয়ঃ সর্ব্বে বর্জ্জয়িত্বা সুরাকরং।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সুরাকর্ম্মন্ (ক্লী) সুরা দ্বারা যজ্ঞীয় কর্ম্মভেদ। (লাট্যা° ৫।৭।১১)

সুরাকার (পুং) সুরাং করোতীতি কর্ম্মোপপদে কৃ-অণ্। সুরাপ্রস্তুতকারক। "কীলালায় সুরাকারং ভদ্রায় গৃহপং॥" (শুক্লযজুঃ° ৩০।১১) 'সুরাকারং মদ্যকৃতং' (বেদদীপ)

সুরাগার (ক্লী) সুরায়া আগারং। ১ সুরাগৃহ, যে গৃহে সুরা থাকে। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫১।৩৫) ২ সুরদিগের আগার, দেবতাদিগের গৃহ।

সুরাগৃহ (ক্লী) সুরাগৃহ, সুরাগার।

সুরাঙ্গনা (স্ত্রী) সুরাণামঙ্গনা। ১ দেবপত্নী। ২ অপ্সরা।

সুরাচার্য্য (পুং) সুরাণামাচার্য্যঃ। বৃহস্পতি। (অমর)

সুরাজক (পুং) সুষ্ঠু রাজতে ইতি রাজ-ণ্বুল্। ভৃঙ্গরাজ।

সুরাজন্ (পুং) সুষ্ঠু পূজিতো রাজা (ন পূজনাৎ। পা ৫।৪।৬৯) ইতি ন টচ্। শোভন রাজা, উত্তম রাজা। সুষ্ঠু রাজা যত্র। (ত্রি) ২ সুন্দর নৃপতিযুক্ত দেশাদি, যে দেশের রাজা অতি উত্তম।

'সুরাজ্ঞি দেশে রাজন্বান্ স্যাত্ততোহন্যত্র রাজকান্।' (অমর)

সুরাজীব (পুং) বিষ্ণু। (পঞ্চরাত্র)

সুরাজীবিন্ (পুং) সুরয়া জীবতীতি জীব-ণিনি। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি, ইহারা সুরা প্রস্তুত ও বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

'কল্যপালঃ সুরাজীবী শৌণ্ডিকো মন্দহারকঃ।
বারিবাসঃ পানবণিক্ ধ্বজো ধ্বজ্যা সুতীবলঃ॥' (হেম)

সুরাট—বোম্বাই প্রদেশের একটি জেলা। অক্ষা° ২০° ১৫´ হইতে ২১° ২৮´ উঃ, ও দ্রাঘি° ৭২° ৩৮´ হইতে ৭৩° ৩০´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পরিমাণফল ১৬৬২ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে ভরোচ্ জেলা ও বরোদা নামক দেশীয় রাজ্য; পূর্ব্বে বরোদা, রাজপিপ্‌লা, বাঁসদা ও ধর্ম্মপুর রাজ্য; দক্ষিণে থানা জেলা ও পর্ত্তুগীজাধিকৃত দমন নামক প্রদেশ এবং পশ্চিমে আরব্যোপসাগর। বরোদা-রাজ্যের কতকটুকু অংশ বাহির হইয়া আসিয়া ইহাকে উত্তরপশ্চিম ও পূর্ব্বদক্ষিণ এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে।

এই জেলা সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহার পৃষ্ঠদেশ সমতল। উহা পূর্ব্বে ঘাট গিরিমালা হইতে পশ্চিমে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত ও উত্তরে কিম্ নদী হইতে ৮০ মাইল দক্ষিণে দমনগঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আরব্যসাগর ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে হইতে যেখানে কাম্বে উপসাগরে আসিয়া পরিণত হইয়াছে, সেই খানে সুরাট জেলার উপকূল আরম্ভ হইয়াছে। এই উপকূলের অধিকাংশ স্থানই উচ্চ বালুকা-স্তূপে পরিপূর্ণ, এগুলি স্থানে স্থানে একেবারে তৃণগুল্মাদি বিবর্জ্জিত। কিন্তু কোথাও কোথাও আবার প্রস্রবণের জলে বিধৌত হইয়া শ্যামল স্নিগ্ধ তৃণলতায় ও উচ্চ খর্জ্জুর তরুরাজিতে সুশোভিত হইয়াছে। সমুদ্র হইতে নদীমুখে উঠিয়া এই সকল বালুকাস্তূপের পশ্চাদ্বর্ত্তী ভূখণ্ডকে অনেক দূর পর্য্যন্ত লবণসম্পৃক্ত জলে বিধৌত করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে শস্যোৎপাদনের সহায়তা না হইয়া বরং বিশেষ অসুবিধাই ঘটে। এখানে কৃষিজীবীর সংখ্যা বড় অল্প; অধিবাসীরা প্রধানতঃ নাবিকের কার্য্য ও শুষ্ক মৎস্য বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যে সকল বারি-পথে নৌকায় যাতায়াত করা চলে, তাহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসিগণ স্থানীয় দ্রব্যজাতের ক্রয়বিক্রয় কার্য্যেও মনোযোগী। ইহার পরে জেলার উত্তরাংশে, প্রায় ৬০ মাইল বিস্তৃত তাপ্তীর ব-দ্বীপ রূপে যে সমতল ক্ষেত্র আছে, তাহাতে প্রভূত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। যতই দক্ষিণ দিকে আসা যায়, ততই পর্ব্বতশ্রেণী সমুদ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। একেবারে দক্ষিণাংশে যে সমতল ক্ষেত্রটুকু আছে, তাহা মাত্র পনের মাইল প্রশস্ত। সাধারণতঃ এই জেলা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে। কিন্তু উত্তরাংশে যে সমশীর্ষ পাহাড় আছে, তাহাদের উচ্চতা ২৫০ হইতে ৩০০ ফিট্ পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে পার্দি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ হইতে পাঁচ মাইল দূরে যে পার্নেরা পাহাড় আছে, তাহা ৬০০ ফিট্ উচ্চ।

এখানে তাপ্তী এবং কিম্ নদীই উল্লেখযোগ্য। এই দুইটিই জেলার উত্তরাংশ দিয়া প্রবাহিত। কিমের জলে নৌকা চলাচলের সুবিধা নাই; তাহাতে কৃষিকার্য্যেরও বিশেষ কোন সহায়তা

হয় না। তাপ্তী সুরাট জেলার মধ্য দিয়া সরল রেখায় ৫০ মাইল, এবং আঁকাবাঁকা ধরিলে ৭০ মাইল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩২ মাইল পর্য্যন্ত স্রোতোজল যাতায়াত করিয়া থাকে। এই খানে জমির উর্ব্বরতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিম ভারতবর্ষে নর্ম্মদার পরেই তাপ্তীকে পুণ্যতোয়া বলিয়া মনে করা হয়। জেলার দক্ষিণাংশে কোন নদী বা খাল নাই, কিন্তু কতকগুলি গভীর ও নৌকা-চলাচলযোগ্য বারিপথ আছে। এ ছাড়া দেশে অনেক পুষ্করিণী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় আছে।

সুরাট সহর ও সঙ্গে সঙ্গে সুরাট জেলা অতি প্রাচীনকালে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সংস্রবে আসিয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহা ভারতবর্ষের একটি প্রধান সামুদ্রিক বন্দর বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দেই গ্রীক্ দেশীয় ভৌগোলিক তলেমী সুরাট সহরের পুলিপুল, সম্ভবতঃ ফুলপাড় নামক অংশের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের মতে কুতুব-উদ্দীন্ অনিলবার (অণহলবাড়ের) রাজপুতরাজকে পরাভূত করিয়া দক্ষিণ রন্দের ও সুরাট সহর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে সুরাট নগরটি তাহারও বহু পূর্ব্বে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার নির্ম্মাণকাল নিশ্চয় রূপে জানা যায় নাই। ১৩৪৭ খৃঃ অব্দে মহম্মদ তোগলকের সময়ে, যখন গুজরাটে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তখন বাদশাহী সৈন্যেরা এই স্থানটিকে লুটপাট করিয়া হতশ্রী করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার পরে ১৩৭৩ খৃঃ অব্দে তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা ফিরোজ তোগলক্ ভীলদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কুতুবউদ্দীনের সময়ে এখানে একজন স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিলেন; সুরাট নগর হইতে ১৩ মাইল পূর্ব্বে কান্রেজ নামক স্থানে তাঁহার একটি দুর্গ ছিল। যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিলে মুসলমান সম্রাট্ তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহার পরে কখন যে সুরাট একেবারে মুসলমান-শাসনকর্ত্তার অধীন হইয়া পড়ে, তাহা নিশ্চয়রূপে জানা যায় নাই।

পঞ্চদশ শতাব্দীর আহম্মদাবাদের মুসলমান রাজাদের সম্বন্ধে যে সকল ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে সুরাটের কোনই উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার জন্যই কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, এখন আমরা যে সুরাট নগরীটিকে দেখিতে পাই, তাহা সে সময়ে বিদ্যমান ছিল না। স্থানীয় জনরবও এই মতেরই সমর্থন করিয়া আসিতেছে। এখানে একটা কথা প্রচলিত আছে যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোপী নামক একজন হিন্দুব্যবসায়ী আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং এ স্থানের যথেষ্ট উন্নতি সম্পাদন করেন। কিন্তু সুরাট সহরটি ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বিড়ম্বিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বারবোসা নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজক ১৫১৬ খৃঃ অব্দে সুরাটের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন,—ইহা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। মলবার ও অন্যান্য সকল বন্দর হইতেই এখানে বহু সংখ্যক বাণিজ্যপোত আসিয়া থাকে। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে একবার, এবং ১৫৩০ ও ১৫৩১ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজেরা দুইবার এই সহরটিকে অগ্নিতে ভস্মীভূত করে। তাই আহ্মদরাজের আদেশে ১৫৪৬ খৃঃ অব্দে একটি দৃঢ়তর দুর্গ বিনির্ম্মিত হয়। ১৫৭২ খৃঃ মীর্জ্জারা যখন সম্রাট্ অকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তখন সুরাট তাঁহাদের হস্তগত হয়। পরবর্ত্তী বৎসর স্বয়ং সম্রাট্ আসিয়া সুদীর্ঘ কাল অবরোধের পর ইহা পুনরধিকার করেন। ইহার পরে ১৬০ বৎসর পর্য্যন্ত সুরাট মোগল বাদসাহের অধীনে থাকিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলার গুণে ভারতবর্ষের একটি প্রধান বাণিজ্যবন্দরে পরিগণিত হয়। অকবরের রাজস্বসংক্রান্ত জরিপের রিপোর্টে প্রথম শ্রেণীর বন্দর বলিয়া সুরাটের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তখন দুই জন বিভিন্ন শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

১৫৭৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সুরাট-সমীপবর্ত্তী সমুদ্রে পর্ত্তুগীজদিগের বাণিজ্য করিবার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণ প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। সুরাটের শাসনকর্ত্তা তাঁহাদিগকে বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া এই সহরে অবস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করেন। ১৬১১ খৃঃ অব্দে আবার যখন তাঁহারা বাণিজ্যপোত লইয়া তাপ্তী নদীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন পর্ত্তুগীজদিগের সঙ্গে তাঁহাদের ছোটখাটো একটু যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে; অবশেষে তাঁহারা সরিয়া পড়েন। পরবর্ত্তী বৎসর গুজরাটের শাসনকর্ত্তা যে সন্ধি বন্ধন করেন, তাহার ফলে ইংরাজেরা সুরাট, মুম্বই, আহম্মদাবাদ ও গোগোতে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। পর্ত্তুগীজদিগের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধের পর তাঁহারা আপনাদিগকে এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি কুঠি নির্ম্মাণ করেন এবং ইহার অল্প কাল পরেই সম্রাটের নিকট হইতে এক সনন্দ লাভ করেন।

কিন্তু ইহার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ ও মোগলদিগের ষড়যন্ত্রে ইংরাজদিগকে বড় উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতে হয়। অবশেষে ১৩১৫ খৃঃ অব্দে স্যর টমাস্ রো আজমীরে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৩১৮ খৃঃ অব্দে যখন তিনি সুরাটে ফিরিয়া আসেন, তখন ইংরাজেরা সম্রাটের নিকট হইতে বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক বিশেষ অধিকার

লাভ করেন। কিন্তু এ সময়ে ওলন্দাজেরাও আসিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং একটি কুঠী নির্ম্মাণের অনুমতি লাভ করিয়াছেন।

ইংরাজদিগের আগমন হইতে অরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সুরাট অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। বাণিজ্য ব্যপদেশে নানাস্থান হইতে এখানে লোকের সমাগম হইতে আরম্ভ হয় এবং বহু সুন্দর ও মূল্যবান্ সৌধমালায় সুরাট নগর বিভূষিত হইতে থাকে। নানা দিগ্দেশ হইতে এখানে স্থলবাণিজ্যের যান-বাহনাদি আসিত ও এখান হইতে অপর আগ্রা দিল্লী, রোহিল্খণ্ড ও লাহোরের দিকে প্রেরিত হইত। ভারতবর্ষের মলবার ও কোঙ্কণ উপকূল হইতে অনবরত এখানে বাণিজ্যপোত যাতায়াত করিত। বহির্জ্জগতের সঙ্গেও তখন ইহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব, সুমাত্রা, সিংহল, আরবদেশ ও পারস্য উপসাগর হইতে, এবং য়ুরোপের নানাস্থান হইতে সমাগত বণিক্দিগের বাণিজ্য কোলাহলে সুরাট তখন অহর্নিশ মুখরিত থাকিত।

পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে অনেকেই তখন আপনাদের আনীত দ্রব্যের কতক অংশ মাত্র এখানে বিক্রয় করিত। এখান হইতে তাহারা স্বদেশীয় বন্দরে বিক্রয় করিবার জন্য গুজরাটের প্রস্তুত দ্রব্যজাত লইয়া চলিয়া যাইত। একমাত্র ওলন্দাজেরাই তখন এখানে স্থায়ীরূপে ব্যবসায় করিতেছিলেন; ফরাসীরাও একটু একটু করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় ছিলেন।

অরঙ্গজেবের সময়ে মহারাষ্ট্রদস্যুগণ অনেকবার এদেশের উপর অত্যাচার করে। কিন্তু তাহাতেও ইহার সমৃদ্ধির ও শ্রীর কোনই লাঘব হয় নাই! কাম্বে উপসাগরের ঊর্দ্ধদেশ ভরিয়া যাওয়ায় ও উত্তর গুজরাটে অশান্তি ও অরাজকতা উপস্থিত হওয়াতে সুরাটই এ প্রদেশের বাণিজ্য কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ মুসলমানগণ ইহাকে আবার মক্কার ফটক বলিয়া মনে করিত বলিয়া তখন মক্কায় যাতায়াতও এই পথে হইত।

কিন্তু মহারাষ্ট্রদিগের উৎপাত ক্রমশঃই সাংঘাতিক আকার ধারণ করিতে লাগিল। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে প্রবল পরাক্রান্ত শিবাজী আসিয়া অপ্রতিহত ভাবে তিন দিন পর্য্যন্ত সুরাট লুণ্ঠন করেন, ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে আবার তিনি এখান হইতে বহুসংখ্যক ধনরত্ন লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার পরে প্রায় প্রতিবৎসরই মহারাষ্ট্রদিগের অশুভ আগমন হইতে লাগিল। ইংরাজ বণিক্গণও তখন ইহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার কোনই চেষ্টা না করিয়া উৎকোচদানে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এত অত্যাচারের পরেও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত সুরাট পরম সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়াই পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। লোকসংখ্যা তখনও দুই লক্ষের কম ছিল না।

এদিকে বোম্বাই বন্দরের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে ও সুরাটে এইরূপ অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে ইংরাজ বণিক্গণ ক্রমেই বোম্বাইর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ১৬৮৪ খৃঃ অব্দে বিলাত হইতে আদেশ আসিল যে সুরাটের পরিবর্ত্তে বোম্বাইকেই কোম্পানীর প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র করিতে হইবে। ১৬৮৭ খৃঃ অব্দে এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হয়। এই সময়ে ওলন্দাজেরাই অনেক দিন পর্য্যন্ত এখানকার প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মহারাষ্ট্র জাতি আসিয়া একেবারে সুরাটের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ মোগলরাজের অধীন শাসনকর্ত্তৃগণ বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া কোন মতে ইহা রক্ষা করেন। ১৭৭৩ খৃঃ তেগ্বখত নামক শাসনকর্ত্তা প্রকাশ্য ভাবে মোগলের অধীনতা ছিন্ন করিয়া সুরাটে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মৃত্যু (১৭৪৩ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত এদেশে কোন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছিল না। ইহার পরে সিংহাসন লইয়া প্রায় প্রতিনিয়তই যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকে, ইংরাজেরা এবং ওলন্দাজেরাও তাহাতে যোগদান করিতেন। পশ্চিম ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রদিগের তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, অবশেষে তাঁহাদের অনুমতি লইয়া ইংরাজগণ সুরাট আক্রমণ করিলেন। সামান্য বাধা প্রদান করিয়াই নবাব আত্মসমর্পণ করিলেন ও তাঁহারা সুরাটের কার্য্যতঃ অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। নবাবদিগের নাম মাত্র আধিপত্য ১৮০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগে আবার সুরাট শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। অত্যাচার অনাচার নিবারিত ও চীনদেশের সঙ্গে তুলার রপ্তানী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আবার এদেশের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। লোকসংখ্যায় ও আয়তনে, অর্থে ও গৌরবে সুরাট প্রাধান্য লাভ করে। তখন বোধ হয় সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে জনবলে ইহাই সর্ব্বপ্রধান নগর ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে এবং ১৭৮২ খৃঃ অব্দের প্রবল ঝড়ে ও ১৭৯০ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষে এখান হইতে ক্রমেই বণিক্ ব্যবসায়ীরা বোম্বাই যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে সুরাট ক্রমেই আবার শ্রীহীন হইয়া পড়িতে লাগিল।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দে নবাবের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে ইংরাজেরাই এখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। নবাব শুধু নামে নবাব থাকিয়া ইংরাজ-প্রদত্ত বৃত্তি লইয়াই পরিতুষ্ট রহিলেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে নবাব উপাধিরও লোপ হইল। এখানে

একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন শুধু সুরাট্‌ ও রন্দের ইংরাজদিগের শাসনাধীন ছিল। ক্রমে বসই ও পুণার সন্ধিলব্ধ স্থান গুলি আসিয়া ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান সুরাট জেলায় পরিণত হইয়াছে। ১৮০৮ খৃঃ অব্দে এখানে একজন কলেক্টর ও একজন জজ্‌ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন।

১৮১৩ খৃঃ অব্দে উত্তর গুজরাটে যে দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়, তাহাতেই সুরাট সহরের বাণিজ্যগৌরব একেবারে বিনষ্ট হয়। ১৮২৫ খৃঃ অব্দ আসিতে না আসিতেই এখানে বহির্বাণিজ্যের মধ্যে শুধু বোম্বাই সহরে তুলা রপ্তানীকার্য্য চলিতে থাকে। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে একটা ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়া ১০ মাইল পরিমিত স্থান একেবারে ভস্মীভূত হয়, ইহার অব্যবহিত পরেই আবার তাপ্তীতে বান ডাকিয়া সমস্ত সহর ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই দুই বিপদে প্রায় পাঁচকোটি টাকার ক্ষতি হয়। সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও পার্শী মহাজনেরা সুরাট ত্যাগ করিয়া বোম্বাইতে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ১৮৪০ খৃঃ অব্দ হইতে আবার ইহার শ্রী একটু একটু করিয়া ফিরিতে থাকিল। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে গুজরাটে রেলওয়ের প্রচলন হওয়াতে ব্যবসায় বাণিজ্যের স্রোত আবার কিয়ৎ পরিমাণে ফিরিয়া আসিয়াছে।

এই জেলায় তিনটী সহর ও প্রায় অষ্টশত গ্রাম আছে। এখানে হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, অনার্য্য হিন্দু, জৈন, খৃষ্টান, য়িহুদী ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায়। মোট লোকসংখ্যা ৬ হইতে ৭ লক্ষের মধ্যে। এখানকার সহর তিনটির মধ্যে সুরাটে ১ লক্ষের উপর, বুলসরে ১৫ হাজার ও রান্দেরে ১০ হাজার লোকের বাস। বুলসর আরঙ্গা নদীর তীরস্থ একটি সামুদ্রিক বন্দর। রান্দের তাপ্তী নদীর তীরে সুরাট নগরের দুই মাইল উপরে অবস্থিত। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে ও তুলার বেশ প্রশস্ত কারবার চলিতেছে। এই জেলায় যত হিন্দু তীর্থ আছে, তাহার মধ্যে বোধন নামক স্থানই সর্ব্ব প্রধান, এখানে একটি প্রকাণ্ড দেবমন্দির আছে। বুলসরের সমীপবর্ত্তী পার্দেরা নামক স্থানে একটি ভগ্নপ্রায় দুর্গ আছে। সুরাটের সমুদ্রবন্দর সুয়ালি তাপ্তী নদীর মুখের সন্নিকটে অবস্থিত। উনাই গ্রামে প্রতিবৎসর বেশ বড় রকমের একটা মেলা বসিয়া থাকে। এখানে প্রধানতঃ গুজরাটী ভাষাই প্রচলিত।

বড় গাছের মধ্যে এখানে তেঁতুল, বট, পিপুল, বাবুল, খর্জ্জুর, তাল, জম্বু ও সেগুন বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। বন্য জন্তুর মধ্যে চিতাবাঘ, ভল্লুক, বন্য শূকর, নেকড়েবাঘ, কৃষ্ণসার, চিতা, হরিণ, তরক্ষু, উদ্বিড়াল ও ধূসর বর্ণের খেকশিয়াল এবং সময় সময় সমীপবর্ত্তী বাঁশদা ও ধর্ম্মপুরের জঙ্গল হইতে সমাগত ব্যাঘ্রও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজহাঁস, পাতিহাঁস ও বেলেহাঁস, তিত্তির পক্ষী এবং অন্যান্য অনেক জলচর পক্ষীও শীত ঋতুর সময় দেখা গিয়া থাকে।

সুরাট সহরটি বাণিজ্য ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্বরূপ হইলেও, জেলাটিতে কৃষিকার্য্যও বেশ সতেজভাবে চলিতেছে, ১১৫৫ বর্গমাইল পরিমিত জমিতে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ৪৫ বর্গমাইল স্থান লাখেরাজ। চাষী জমি ক্রমেই বাড়িতেছে। ধান্যই এখানকার প্রধান শস্য। একলক্ষ একরের অধিক জমিতে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীর সমীপবর্ত্তী কালো ও লাল জমিতে ধান্য জন্মান হয়। তাপ্তীর তীরে লক্ষাধিক একর পরিমিত জমিতে তুলার চাষ হইয়া থাকে। ক্রমে দক্ষিণ দিকেও ইহার প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। গরীব লোকেরা সাধারণতঃ কোদ্রা এবং নাগ্‌লি খাইয়াই জীবন ধারণ করে। মরিচসহরের ইক্ষুর চাষও এখানে প্রভূত পরিমাণে হইয়া থাকে। এখান হইতে উত্তর গুজরাট ও কাঠিয়াবাড়ে যথেষ্ট গুড় রপ্তানি হইয়া থাকে। বজরা এবং তামাকেরও অল্প বিস্তর চাষ আছে। গোধূম ও নীলের চাষের পক্ষে জমি বিশেষ অনুকূল হইলেও, ইহা অতি অল্প পরিমাণেই হয়। এখানে খরীফ্‌ ও রবি, এই দুই খন্দ প্রচলিত এবং কৃষককুলও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—উজানি (সুশ্রী লোক) ও কাল (কৃষ্ণবর্ণের আদিম অধিবাসী)। ভাটেলা ব্রাহ্মণরাই এখানকার প্রধান কৃষিজীবী।

ব্যবসায় বাণিজ্য প্রধানতঃ সুরাট ও বুলসর্‌ সহরে এবং বরোদা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিলিমোরা বন্দরে সন্নিবদ্ধ। স্থানীয় বাণিয়ারাই প্রধান ব্যবসায়ী, মাড়োয়ারীরা এখানে তেজারতী ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। এখানে বৎসরে গড়ে সাড়ে চারিকোটি টাকার জিনিষ রপ্তানি হইয়া থাকে। একমাত্র সুরাট ও বুলসর হইতেই বৎসরে আড়াই কোটি টাকার অধিক মূল্যের দ্রব্যাদি বিদেশে প্রেরিত হয় ও প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকার জিনিষ আমদানী হয়। রপ্তানি মধ্যে ধান্য গোধূম মটর প্রভৃতি, মহুয়া ফল, বাহাদুরি কাষ্ঠ ও বাঁশই প্রধান। বিদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য আনীত হয়, তাহার মধ্যে তামাক, তুলার বীজ, লৌহ, নারিকেল এবং য়ুরোপের দ্রব্যজাতই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সুরাটের বুটাদার রেশমী বস্ত্র প্রাচীন কালে বিশেষ বিখ্যাত ও আদৃত ছিল। রেশমী বস্ত্রের উপর সোণা ও রূপার ফুল তোলা হইত। এখানে নানা প্রকার রঙ্গীন তুলার বস্ত্রও প্রস্তুত হইত। ভরোচ্‌ মসলিনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সুরাটে গণ্ডার চর্ম্মের সুন্দর সুন্দর ঢাল প্রস্তুত হইয়া প্রতিখানা ৩০৲—৫০৲ টাকায় বিক্রয় হইত। এক সময়ে এখানে জাহাজ নির্ম্মাণকার্য্যের বিশেষ প্রচলন ছিল, পার্শিরাই প্রধানতঃ এই

সকল কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে সূতা কাটা ও কাপড় বুননই এখানকার প্রধান শিল্পকার্য্য। প্রায় সমগ্র রমণীসমাজই এই দুই কার্য্যে সবিশেষ নিপুণ। এখন এখানে এই দুই কার্য্যের জন্য কলও স্থাপিত হইয়াছে। হস্তচালিত তাঁতে রেশমী ও কারুকার্য্যবিশিষ্ট বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে বোম্বাই-বরোদা ও মধ্য-ভারত-রেলওয়ে এই জেলার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুরাট সহর হইতে গোগো পথে ভাউ নগর পর্য্যন্ত একটা ষ্টীমার যাতায়াত করিয়া থাকে।

সাধারণ শিক্ষার দিকে লোকের দৃষ্টি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে। স্ত্রীশিক্ষার দিকেও এখানকার লোকেরা অমনোযোগী নহেন। গবর্ণমেণ্টের চালিত অনেকগুলি স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় আছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ১৮০০ খৃঃ অব্দে এখানে এক জন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর, একজন কলেক্টর, ও একজন ডিষ্ট্রিক্ট জজ নিযুক্ত হন। এখন আর লেফটেনাণ্ট গবর্ণর নাই; কলেক্টরই এখন জেলার সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা। এতদ্ব্যতীত তিনি আবার বোম্বাই গবর্ণরের এজেণ্ট (গোমস্তা) স্বরূপেও কার্য্য করিয়া থাকেন। এখানে আটটি তালুক বা মহকুমা আছে। জমিদার-দিগের উপাধি এখানে গিরসিয়া। জমিদার ও কৃষকদিগের মধ্যে যে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী আছে, তাহার নাম দেশাই।

সুরাট—সুরাট জেলার প্রধান সহর। অক্ষা° ২১°১'৩০" উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ৫৪' ১৫" পূঃ। এখানে মিউনিসিপালিটি আছে, জেলার শাসন ও বিচারবিভাগ সম্বন্ধীয় আফিস ইত্যাদিও এখানে প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমানে ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্ত-র্ভুক্ত। এক সময়ে ইহা ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। যদিও এখন আর সে গৌরবের কারণ নাই, তথাপি এখনও ইহা একটি প্রধান বন্দর বলিয়া বিখ্যাত।

যেখানে কলনাদিনী তাপ্তী হঠাৎ পশ্চিম দিকে ফিরিয়া চাহিয়া সমুদ্রের অভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে, সেই খানে আর-ব্যোপসাগর হইতে জলপথে ১৪ মাইল ও স্থলপথে ১০ মাইল দূরে সুরাট সহর অবস্থিত। ইহার যে অংশ তাপ্তীর স্নিগ্ধ সলিল-বিধৌত, তাহার মধ্যস্থলে কেল্লাটি উন্নত শীর্ষে দাঁড়াইয়া সুরাটের পূর্ব্ব গৌরব বিঘোষিত করিতেছে। নদীবক্ষ হইতে দেখিলে ইহার মনোহর দৃশ্যে হৃদয় বিভোর হইয়া উঠে। খান্দেশ যখন গুজরাটরাজদিগের শাসনাধীন ছিল, তখন, ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে, খুদা-বন্দখাঁ নামক জনৈক তুরকী সৈন্যের নক্সা অনুসারে কেল্লা বিনি-র্ম্মিত হয়। ১৮৬২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দুর্গ প্রথমে মোগলরাজের ও পরে ইংরাজের সৈন্যাবাস রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছিল। এখন এখানে সরকারী আফিস প্রতিষ্ঠিত। সুরাটের যে অংশ নদীতীরে অবস্থিত, তাহা ১½ মাইল দীর্ঘ একটি বৃত্তাংশের মত। এক সময়ে পর পর দুইটি দুর্গ-প্রাকার দ্বারা ইহা সুরক্ষিত ছিল। ভিতরের প্রাচীরটি লুপ্তপ্রায়। ইহার বহির্ভাগে, বহিঃ-প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত যে অংশটি, তাহা ইহার উপকণ্ঠ ছিল, অন্তঃপ্রাকারের অন্তর্ভুক্ত স্থানটিই আসল সহর। এখানে লোকের বসতি অতি সন্নিবিষ্ট। বহু উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও ধনাঢ্য পার্শীর সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় সুরাট সহরটি পরিশোভিত। রাজপথ গুলি তেমন প্রশস্ত না হইলেও, বেশ পরিষ্কার ও ধূলি-বিবর্জ্জিত। উপকণ্ঠের বাড়ীগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; পূর্ব্বে এখানে বহুসংখ্যক শোভন বৃক্ষবাটিকা ছিল; এখন সে গুলি শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এখানকার কাঁচা রাস্তাগুলি দুই পার্শ্বের জমি হইতে অনেক নিম্নতলে অবস্থিত। বর্ষার সময়ে এই সকল পথে জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। অন্য ঋতুতে ধূলিস্তূপের জন্য এ সকল রাস্তায় চলাচল করা এক দুরূহ ব্যাপার। এ অঞ্চলের বাড়ী গুলি সাধারণতঃ কুটীর-সমষ্টি মাত্র। এখানে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও তন্তুবায়গণ বাস করিয়া থাকে। সহরের পশ্চিম প্রান্তে সৈন্যাবাস ও কুচ-কাওয়াজের প্রাঙ্গণ সলিলপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

সুরাতি (ত্রি) উত্তম দানযুক্ত, অতিশয় দাতা। "সুরাতয়ঃ সুজাতে অশ্ব সুনৃতে" (ঋক্ ৫। ৭৯। ৪) 'সুরাতয়ঃ রাতি দানং সুদানাশ্চ ভবন্ত' (সায়ণ)

সুরাদৃত (পুং) শৌণ্ডিকালয়, মদের দোকান।

সুরাধম (ত্রি) সুরোত্তম, সুরশ্রেষ্ঠ।

"নঃ স্বস্তি যাগুজুনয়া মমেক্ষতঃ
সুরাধমাসাদিতশূকরাকৃতে।" (ভাগবত ৩। ১৮। ১)
'সুরা অধমা যস্মাৎ হে সুরাধম সুরোত্তম' (স্বামী)

সুরাধ (পুং) অসুরভেদ। (কথাসরিৎ)

সুরাধস্ (ত্রি) শোভন ধনযুক্ত, উত্তম ধনবিশিষ্ট। "সুরাধা আ বরুণা পৃণধ্বং (ঋক্ ৩। ৩০। ১২) 'সুরাধাঃ শোভনধনো-পেতাঃ' (সায়ণ)

সুরাধানী (স্ত্রী) সুরা যে কুম্ভে স্থাপিত হয়, মদের কলসী। "বেস্থে কুম্ভী সুরাধানী" (শুক্লযজু° ১৯। ১৬) 'সুরাধানী সুরা ধীয়তে স্থাপ্যতে যস্যাং সা সুরাধানী কুম্ভী' (বেদদীপ)

সুরাধিপ (পুং) সুরাণামধিপঃ। দেবতাদিগের অধিপতি ইন্দ্র।

সুরাধীশ (পুং) সুরাণামধীশঃ। সুরদিগের অধিপতি, ইন্দ্র।

সুরাধ্যক্ষ (পুং) ১ ব্রহ্মা। (হরিবংশ) ২ কৃষ্ণ। ৩ শিব।

সুরাধ্বজ (পুং) সুরাধ্বজাকার চিহ্ন। সুরাপাত্রচিহ্ন।

"গুরুতল্পে ভগঃ কার্য্যঃ সুরাপানে সুরাধ্বজঃ।
স্তেয়ে চ শ্বপদং কার্য্যং ব্রহ্মহণ্যশিরাঃ পুমান্॥" (মনু ৯।২৩৭)।

চারি প্রকার মহাপাতকী যদি যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগের ধন গ্রহণ করিয়া শারীরিক দণ্ড

বিধান করিবেন। গুরুপত্নীগমনে গন্তার ললাটে ভগাকার চিহ্ন, সুরাপানে সুরাপাত্রচিহ্ন, সুবর্ণাপহরণে কুকুরের পদচিহ্ন, এবং ব্রাহ্মণঘাতীর ললাটে একটী কবন্ধপুরুষ তপ্তলৌহ দ্বারা চিরকালের জন্য আঁকিয়া দিবেন।

সুরানক (পুং) দেবতাদিগের আনক, দেবগণের পটহবাদ্য।

সুরানন্দ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ হঠযোগী।

সুরান্ত (পুং) রাক্ষস। (ভাগবত ৯। ১০। ১৮)

সুরাপ (পুং) সুরাং পিবতীতি পা-ক। সুরাপানের কর্ত্তা, সুরাপায়ী। "ব্রহ্মহা জায়তে যক্ষ্মী সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ।
সুবর্ণহারী কুনখী দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ॥" প্রায়শ্চিত্তবিবেক।
শাস্ত্রে লিখিত আছে যে মহাপাতকী নরক ভোগ করিয়া এক একটী মহাপাতক চিহ্ন লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ব্রহ্মহত্যাকারী যক্ষ্মারোগী, সুরাপায়ী, শ্যাবদন্তক অর্থাৎ সম্মুখের দন্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

সুরাপগা (স্ত্রী) সুরাণাং আপগা। গঙ্গা, সুরদিগের আপগা।

সুরাপাণ (ক্লী) সুরায়াঃ পানং (বা ভাব করণয়োঃ। পা ৮।৪।১০) ইতি বিভাষয়া ণত্বং। মদ্যপান। এই শব্দের বিকল্পে ণত্ব বিধান হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা দন্ত্য ও মূর্দ্ধণ্য দুই হয়। সুরাপান পাঁচটী মহাপাতকের মধ্যে একটী, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুরুপত্নীগমন ও ইহাদের সহিত সংসর্গ এই পাঁচটি মহাপাতক।
"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥" (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)
২ অবদংশ। (শব্দরত্না°)

সুরাপান (পুং) সুরা পানং যেষাং (পানং দেশে। পা ৮।৪।৯) ইতি ণত্বং। ১ ভূমা। ২ পূর্ব্ব দেশস্থ। এই শব্দ বহুবচনান্ত সুতরাং তদনুসারে 'সুরাপানাঃ' এইরূপ হইবে। 'সুরাপাণাঃ প্রাচ্যাঃ' (সংক্ষিপ্তসারটীকায় গোয়ীচন্দ্র)

সুরাপীথ (পুং) সুরাপাণ।
"তস্যাসন্ বিশ্বরূপস্য শিরাংসি ত্রীণি ভারত।
সোমপীথং সুরাপীথমন্নাদমিতি শুশ্রুম॥" (ভাগবত ৬।৯।১)

সুরাবলি (পুং) যজ্ঞে সুরা উৎসর্গ।

সুরাব্ধি (পুং) সুরাসমুদ্র, সপ্তসমুদ্রের মধ্যে ইহা তৃতীয়। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে লবণ সমুদ্রের দ্বিগুণ ইক্ষু সমুদ্র এবং ইক্ষু সমুদ্রের দ্বিগুণ সুরাসমুদ্র।
"লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলাব্ধিভিঃ।
দ্বিগুণৈর্দ্বিগুণৈর্বৃদ্ধ্যা সর্ব্বতঃ পরিবেষ্টিতঃ॥" (মার্ক° পু° ৫৪।৭)

সুরাভাগ (পুং) সুরায়া ভাগঃ। সুরার অগ্রভাগ, সুরামণ্ড, মদের মাত। (শব্দচ°)

সুরাম (ত্রি) সুষ্ঠু রমণসাধন।
"যুবং সুরামং অশ্বিনা নমুচৌ" (ঋক্ ১০।১৩১।৪)
'সুরমাং সুষ্ঠু রমণসাধনং' (সায়ণ)

সুরামণ্ড (পুং) সুরায়া মণ্ডঃ। সুরার অগ্রভাগ, চলিত মদের মাত, পর্য্যায় কারোত্তর, কারোত্তম, কালোত্তর, সুরাভাগ। (শব্দচ°)

সুরাময় (ত্রি) সুরা স্বরূপে ময়ট্। সুরাস্বরূপ।

সুরামেহ (পুং) প্রমেহরোগবিশেষ। যে মেহরোগে রোগীর সুরার ন্যায় মেহ ক্ষরিত হয়, তাহাকে সুরামেহ কহে। (সুশ্রুত নি° ৬ অ°)

সুরামেহিন্ (ত্রি) সুরামেহ অস্ত্যর্থে ইনি। সুরামেহরোগবিশিষ্ট। (সুশ্রুত)

সুরায়ুধ (ক্লী) দেবগণের আয়ুধ।

সুরারি (পুং) সুরাণাং অরিঃ। দেবশত্রু অসুর।

সুরারিঘ্ন (পুং) সুরারিং অসুরং হন্তি হন-ক। অসুরহন্তা, বিষ্ণু। (হরিবংশ)

সুরারিহন্তৃ (পুং) সুরারীণাং হন্তা। অসুরদমনকারী বিষ্ণু।

সুরার্দ্দন (পুং) সুরান্ অর্দ্দয়তি অর্দ্দি-ল্যু। অসুর।

সুরার্হ (ক্লী) সুরান্ অর্হতীতি অর্হ-অণ্। ১ হরিচন্দন। (রাজনি°) ২ স্বর্ণ। ৩ কুঙ্কুমাগুরুচন্দন। (বৈদ্যকনি°)

সুরার্হক (পুং) বর্ব্বরক, কাল বাবুই। (রাজনি°) ২ বৈজয়ন্তী তুলসী। (বৈদ্যকনি°)

সুরাল (পুং) শ্বেত সর্জ্জরস, উত্তম ধূনা। (বাভট সূ° ১১ অঃ)

সুরালয় (পুং) সুরাণাং আলয়ঃ। ১ সুমেরু পর্ব্বত, দেবতাদিগের বাসস্থান, যাহারা বিধিপূর্ব্বক গঙ্গায় অবগাহন করেন তাহারা চতুর্যুগ সহস্র সুরালয় হইতে পতিত হন না।
"গঙ্গাং যেঽবগাহন্তে বিধিনা চ নরাধিপ।
চতুর্যুগসহস্রং তে ন পতন্তি সুরালয়াৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)
২ দেবমন্দির। ৩ সুরার আলয়, মদের দোকান।

সুরালিকা (স্ত্রী) সাতলা, তেকাটা মনসা। (বৈদ্যকনি°)

সুরাব (পুং) ১ অশ্বভেদ। (ভারত) ২ উত্তম ধ্বনি।

সুরাবনি (স্ত্রী) ১ দেবমাতা অদিতি। (মার্ক° পু°) ২ পৃথিবী।

সুরাবৎ (ত্রি) সুরানির্ম্মাতা, সুরা প্রস্তুতকারী। "দৃতিং সুরাবতো গৃহে" (ঋক্ ১।১৯১।১০) 'সুরাবতঃ সুরানির্ম্মাতা' (সায়ণ)

সুরাবারি (পুং) সুরাসমুদ্র।

সুরাবাস (পুং) সুরাণাং আবাসঃ। সুমেরু, সুরনিলয়।

সুরাবৃত (ত্রি) সূর্য্য। (হেম)

সুরাশু (ত্রি) সুরাদ্বারা বৃদ্ধ, সুরাপানের ন্যায় প্রমত্ত। "নিন্দসে পীয়ন্তি তে সুরাশ্বঃ" (ঋক্ ৮।২১।১৪) 'সুরাশ্বঃ সুরয়া বৃদ্ধাঃ তদ্বৎ প্রমত্তাঃ' (সায়ণ)

সুরাশ্রয় (পুং) সুরাণাং আশ্রয়ো যত্র। সুমেরু।

সুরাষ্ট্র (পুং) শোভনং রাষ্ট্রং যত্র। ১ দেশ বিশেষ। চলিত সুরাট। এই দেশ ভারতবর্ষের প্রতীচী দেশে অবস্থিত। (ভরত) এখন যাহাকে সুরাট বলে, তাহা প্রাচীন সুরাষ্ট্র বা সৌরাষ্ট্র নহে। প্রাচীন সৌরাষ্ট্রের বর্ত্তমান নাম কাঠিয়াবাড়।

[কাথিয়াবাড় দেখ।]

২ শ্রীরামচন্দ্রের পরিবারবিশেষ। শ্রীরামচন্দ্রের পূজায় শ্রীরামযন্ত্র অঙ্কিত হইলে ঐ যন্ত্রের পদ্মদল মধ্যে সুরাষ্ট্রের পূজা করিতে হয়।

"ধৃষ্টং জয়ন্তং বিজয়ং সুরাষ্ট্রং রাষ্ট্রবর্দ্ধনং।

অকোপং ধর্ম্ম পালাখ্যং সুমন্ত্রং দলমধ্যতঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সুরাষ্ট্রজ (ক্লী) সুরাষ্ট্রে জায়তে ইতি জন ড। ১ তুবরিকা। সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, গোপীচন্দন, তিলক মাটী, এই মৃত্তিকা দ্বারা তিলক করা হয়। (পুং) ২ কৃষ্ণমুগ, কৃষ্ণবর্ণ মুগ, কালমুগ। (রাজনি°) ৩ রক্ত কুলথ, লাল কুলতি কলাই। ৪ বিষভেদ। (ত্রি) ৫ তদ্দেশজাত মাত্র, যাহা সুরাষ্ট্রদেশে জন্মে।

সুরাষ্ট্রজা (স্ত্রী) সুরাষ্ট্রজ-টাপ্। তুবরী। (রাজনি°)

সুরাষ্ট্রোদ্ভবা (স্ত্রী) ফট্‌কিরি।

সুরাসমুদ্র (পুং) সপ্ত সমুদ্রের মধ্যে সমুদ্র বিশেষ।

সুরাসব (পুং) আসব বিশেষ, এক প্রকার আসব।

"তীক্ষ্ণঃ সুরাসবো হৃদ্যো মূত্রলঃ কফবাতনুৎ।

মুখপ্রিয়ঃ স্থিরমদো বিজ্ঞেয়োঽনিলনাশনঃ॥"

(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৫অ°)

গুণ—তীক্ষ্ণ, হৃদ্য, মূত্রবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক, মুখপ্রিয়, স্থিরমদ ও বায়ুনাশক।

সুরাসার (Alcohol)—দ্রাক্ষাফলের গাঁজলা হইতে উৎপন্ন সারভাগ। ইহা না হইলে মদ্য প্রস্তুত করা যায় না। ইয়েষ্ট (সুরামণ্ডের) সাহায্যে সুমিষ্ট তরল পদার্থ গুলির রাসায়নিক উপাদানসমূহ পুনর্ব্বার যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতে থাকে, এই প্রক্রিয়াকে গাঁজলা তোলা বলে। ইহা দ্বারা স্পিরিট (সার) বা খাটি সুরাসার উৎপন্ন হয়। কিন্তু তখনো ইহা অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে সংমিশ্রিত থাকে। পুনঃ পুনঃ চোলাই করিয়া ইহাকে বিশ্লিষ্ট করিতে হয়।

রাসায়নিক হিসাবে সুরাসার অর্থ অম্লজান, অঙ্গারাম্ল ও জলজন এই তিন পদার্থের ক্রিয়াহীন সংমিশ্রণ, ইহা হইতে এক রকমের 'ইথার' উৎপন্ন হয়। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা দ্বারা 'ইথিলিক এল্‌কোহল' বা মদ্যসার (Spirit বা wine)ই বুঝাইয়া থাকে। যে সকল উপাদান দ্বারা মদ্য প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাদের শর্করাগুণাবিশিষ্ট অংশের উপর সুরামণ্ড (Yeast) প্রস্তুত করিবার প্রধান উপকরণ বেঙের ছাতার ক্রিয়া দ্বারা যে গাঁজলা উঠিয়া থাকে, তাহা হইতে সুরাসার উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাজারে তিন প্রকারের শক্তিসম্পন্ন সুরাসার পাওয়া যায়—খাটি সুরাসার (Absolute Alcohol), বিশুদ্ধ সুরাসার (Rectified spirits) এবং অর্দ্ধ মাত্রা জল ও অর্দ্ধ মাত্রা সুরাসারের সংমিশ্রণ (Proof spirits) খাটি সুরাসারে জলের লেশও নাই। সুরাসারের ওজনের সঙ্গে শতকরা ১৯ ভাগ হিসাবে জল মিশাইলে বিশুদ্ধ সুরাসার উৎপন্ন হয়। প্রুফ্ স্পিরিটে খাটি সুরাসারের সঙ্গে শতকরা ৫০-৭৬ পরিমাণ জল মিশ্রিত করা হয়। বারুদের উপর সুরাসার ঢালিয়া ও তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া সুরাসারের শক্তি পরীক্ষা করা হয়। বারুদ জলিয়া উঠিলে সুরাসারকে Proof (প্রমাণ) বলা হয়। কিন্তু সুরাসারে যদি জলের অংশ বেশি থাকে, তবে আর বারুদ জলে না; তখন ইহাকে (Under proof) বলা হয়, সাধারণতঃ ইহা রাসায়নিক কার্য্যে ও আরক প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সুরাসুর (পুং) সুরশ্চ অসুরশ্চ। সুর ও অসুর, দেবতা ও দানব।

সুরাসুরময় (ত্রি) সুরাসুর স্বরূপে ময়ট্। দেবদানবময়, দেবতা ও দৈত্য স্বরূপ।

সুরাসুরাচার্য্য (পুং) একজন প্রসিদ্ধ আচার্য্য।

সুরাসোম (পুং) সোমবিশেষ, সুরারূপ সোম। (শুক্লযজু° ১৯।৫৯)

সুরাস্পদ (পুং) দেবমন্দির, দেবগৃহ।

সুরাহ্ব (পুং) সুরস্য আহ্বা যস্য। দেবদারু। (শব্দরত্না°) এই শব্দ পুংলিঙ্গ হইলেও ক্লীবলিঙ্গে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

"সুরদারু ক্রকিলিমং সুরাহ্বং ভদ্রদারু চ।

দেবকাষ্ঠং পীতদারু দেবদারু চ দারু চ॥" (বৈদ্যকরত্নমালা)

২ মরুবক বৃক্ষ, গন্ধতুলসী। ৩ হরিদ্রু বৃক্ষ। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। সুরাহ্বা, রুদ্রজটা। (রাজনি°)

সুরাহ্বয় (পুং) সুরাহ্ব শব্দার্থ।

সুরি (ত্রি) সু শোভনং রা ধনং যস্য। শোভনধনবিশিষ্ট, অতিশয় ধনী। (মুগ্ধবোধব্যা°)

সুরীক (পুং) একজন প্রসিদ্ধ কবি।

সুরুক্ম (ত্রি) শোভনদীপ্ত্যাভরণ। "সুরুক্মে হি সুপেশসধি" (ঋক্ ১।১৮৮।৬) 'সুরুক্মে শোভনদীপ্ত্যাভরণে' (সায়ণ)

সুরুঙ্গ (পুং) শোভাঞ্জন বৃক্ষ, চলিত সজিনা গাছ। (শব্দমালা)

সুরুঙ্গা (স্ত্রী) সুরঙ্গা, চলিত সুড়ঙ্গ, পর্য্যায় সন্ধিলা, সন্ধি।

"অথো তু তদ্গৃহং সর্ব্বমাদীপ্তং পাণ্ডুনন্দনাঃ।

সুরুঙ্গাং বিবিশুস্তূর্ণং মাত্রা সার্দ্ধমরিন্দমাঃ॥" (ভারত ১।১৫১।১১)

সুরুঙ্গাহি (পুং) সুরুঙ্গায়ামাহিরিব। চৌরবিশেষ, চলিত সিঁধেল চোর।

'কুলভিলঃ সুরুঙ্গাহিরধম্মোরং সুখদয়ুক্।' (শব্দরত্নাবলী)

সুরুচ্ (ত্রি) সু শোভনা রুক্ যস্য। শোভনদীপ্তি, সুন্দর দীপ্তিযুক্ত। "গাথান্যঃ সুরুচো যস্য দেবাঃ" (ঋক্ ১।১৯০।১) 'সুরুচঃ শোভনদীপ্তেঃ' (সায়ণ) (স্ত্রী) সু শোভনা রুক্ দীপ্তিঃ। ২ শোভনা দীপ্তি। (ঋক্ ৬।১৫।৬) (পুং) ৩ গরুড়ের পুত্রভেদ। (মহাভারত)

সুরুচি (ত্রি) সু শোভনা রুচির্যস্য। শোভন রুচিবিশিষ্ট, উত্তম রুচিযুক্ত। (স্ত্রী) রাজা উত্তানপাদের স্ত্রী। রাজা উত্তানপাদের সুরুচি ও সুনীতি নামে দুই স্ত্রী, সুরুচি রাজার অতিশয় প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। ইহার পুত্র উত্তম। সুনীতির পুত্র ধ্রুব। (ভাগবত ৪।৮ অ°) [ধ্রুব শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

সুরুচির (ত্রি) অতিশয় মনোজ্ঞ। অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট।

সুরুন্দলা (স্ত্রী) নদীভেদ। (হেম)

সুরুদ্রি (স্ত্রী) ভারতবর্ষস্থিত নদী বিশেষ। রাজনির্ঘণ্টে এই নদীর উল্লেখ এবং ইহার জলগুণ এইরূপ লিখিত আছে,—শীতল, স্বাদু, লঘু, সর্ব্বরোগনাশক, নির্ম্মল, দীপন, পাচন, বল, বুদ্ধি, মেধা ও আয়ুর্জনক। (রাজনি°) ইহাই শতদ্রু বা বর্ত্তমান শতলেজ্।

সুরূপ (ত্রি) সু সুন্দরং রূপমস্য। শোভন রূপবিশিষ্ট, সুন্দর রূপযুক্ত। পর্য্যায়—

'সুন্দরং রুচিরং চারু মনোজ্ঞং মঞ্জু মঞ্জুলং।
কান্তং মনোরমং রুচ্যং সুষমং সাধু শোভনং।
বস্তু হারি সুরূপাভিরূপাদিব্যমনোহরং ॥' (জটাধর)

নকুল, পুরূরবা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নলকুবর, কন্দর্প ও শাম্ব ইহারা সুরূপ। (কবিকল্পলতা) ২ বিদ্বান্। (ক্লী) সু শোভন রূপমস্য। ২ তুল, তুলকাষ্ঠ। (পুং) ৩ পারিষাশ্বত্থ, চলিত পলাশপিপুল। (রাজনি°)

সুরূপক (ত্রি) সুরূপ স্বার্থে কন্। সুরূপ শব্দার্থ। (ত্রিকা°)

সুরূপকৃত্নু (ত্রি) শোভন রূপোপেত কর্ম্মের কর্ত্তা, সুন্দর রূপবিশিষ্ট কার্য্যের কারক। "সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব" (ঋক্ ১।৪।১) সুরূপকৃত্নুং শোভনরূপোপেতস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারং করোতীতি কৃত্নু, কৃহনিভ্যাং ক্নু (উণ্ ৩।৩০), কিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ, তকারোপজনশ্ছান্দসঃ' (সায়ণ)

সুরূপতা (স্ত্রী) সুরূপস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সুরূপের ভাব বা ধর্ম্ম।

সুরূপা (স্ত্রী) সু শোভনং রূপং যস্যাঃ। ১ শোভন রূপোপেতা। ২ শালপর্ণী। ৩ ভার্গী, চলিত বামুনহাটী। ৪ বনমল্লিকা, কাঠমল্লিকা। বার্ষিকী মল্লিকা, বেলফুল। (রাজনি°)

সুরূহক (পুং) গর্দ্দভাশ্ব। (হেম)

সুরেক্নস্ (ত্রি) শোভনধন, শোভন ধনযুক্ত। "বধন্ সুরেক্নাঃ মর্ত্তঃ" (ঋক্ ৬।১৬।২৬) 'সুরেক্নাঃ শোভনধনঃ' (সায়ণ)

সুরেখা (স্ত্রী) শুভ রেখা। হস্ত পদাদিতে যে সকল রেখা থাকিলে শুভ লক্ষণ সূচিত হয়, তাহাকে সুরেখা বলে। (বৃহৎস° ৭ অ°)

সুরেজ্য (পুং) সুরাণাং ইজ্যঃ। বৃহস্পতি। (বৃহৎস° ৮।২৫)

সুরেজ্যা (স্ত্রী) সুরাণামিজ্যা। তুলসী। (রাজনি°)

সুরেণু (পুং) ১ ত্রসরেণু। (স্ত্রী) ২ নদীভেদ, সপ্ত সরস্বতীর মধ্যে একটী। ৩ ত্বষ্টার কন্যা বিবস্বানের স্ত্রী। (হরিবংশ)

সুরেণুপুষ্পধ্বজ (পুং) কিন্নররাজভেদ।

সুরেতর (পুং) সুরাদিতরঃ। অসুর।

সুরেতস্ (ত্রি) সু শোভনং রেতো যস্য। শোভনসমর্থ, শোভন সামর্থ্যবিশিষ্ট।

"সুরেতসা পিতরা ভূম" (ঋক্ ১।১৫৯।২)
'সুরেতসা শোভনসামর্থ্যেন' (সায়ণ)

সুরেতোধা (ত্রি) উত্তম রেতোবিশিষ্ট।

সুরেন্দ্র (পুং) সুরেষু ইন্দ্রঃ ঐশ্বর্য্যশালী। ১ সুরপতি ইন্দ্র। ২ লোকপাল।

'যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা ॥" (মনু ৭।৫)

রাজা অষ্ট লোকপালের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। এ কারণ তিনি সকলকে স্বীয় তেজঃ দ্বারা অভিভব করিয়া থাকেন।

সুরেন্দ্রক (কন্দ) (পুং) কটু শূরণবিশেষ, এক প্রকার ওল, বাধা ওল। (বৈদ্যকনি°)

সুরেন্দ্রগোপ (পুং) ইন্দ্রগোপকীট, চলিত আষাঢ়ে পোকা।

সুরেন্দ্রচাপ (ক্লী) ইন্দ্রধনুঃ।

সুরেন্দ্রজিৎ (পুং) সুরেন্দ্রং দেবরাজং জিতবানিতি জি-কিপ্, তুকাগমশ্চ। ১ গরুড়। (হলায়ুধ) ২ ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রবিজয়ী।

সুরেন্দ্রতা (স্ত্রী) সুরেন্দ্রস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ইন্দ্রত্ব, ইন্দ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, সুররাজ্যের আধিপত্য।

সুরেন্দ্রলোক (পুং) সুরেন্দ্রস্য লোকঃ। ইন্দ্রলোক।

সুরেন্দ্রবতী (স্ত্রী) ১ শচী। ২ কাশ্মীরের একজন রাণী। (রাজতর° ৫।২২৫)

সুরেভ (ক্লী) সু-রেভ অচ্। ১ রঙ্গ। (ত্রিকা°) (পুং) সুরাণামিভঃ। ২ সুরহস্তী।

সুরেবট (পুং) পূগবৃক্ষবিশেষ, এক প্রকার সুপারি গাছ, রামপূগ।

সুরেশ (পুং) সুরাণামীশঃ। সুরেশ্বর।

সুরেশলোক (পুং) সুরেশস্য লোকঃ। ইন্দ্রলোক।

সুরেশ্বর (পুং) সুরাণামীশ্বরঃ। ১ রুদ্র। (জটাধর) ২ ইন্দ্র। (ত্রি) ৩ দেবশ্রেষ্ঠ। ৪ আচার্য্যভেদ, সুরেশ্বরাচার্য্য।

"অত্যোত্তাধ্যাসমত্রাপি জীবকূটস্থয়োরিব।
ঈশ্বরব্রহ্মণোঃ সিদ্ধং কৃত্বা ব্রূতে সুরেশ্বরঃ ॥" (পঞ্চদশী ৬।১৯০)

সুরেশ্বরধনুস্ (ক্লী) ইন্দ্রধনুঃ।

সুরেশ্বরী (স্ত্রী) সুরাণামীশ্বরী। ১ স্বর্গগঙ্গা। (শব্দরত্না°) ২ দুর্গা। দেবতাদিগের ঈশ্বরী।

সুরেষ্ট (পুং) সুরাণামিষ্টঃ। শ্বেতরক্ত বকবৃক্ষ, সাদা ও লাল বকফুলের গাছ। (রাজনি) ২ শিবমল্লী। ২ শালগাছ। ৩ সুর-পন্নাগ। (রাজনি°)

সুরেষ্টা (স্ত্রী) সুরাণামিষ্টা। ব্রাহ্মী। (রাজনি°)

সুরোচন (পুং) সুলোচন।

সুরোচিস্ (পুং) বশিষ্ঠের পুত্র, একজন ঋষি। (ভাগ° ৪।১।৪১)

সুরোত্তম (পুং) সুরেষু উত্তমঃ। ১ সূর্য্য। ২ দেবশ্রেষ্ঠ, দেবতাদিগের মধ্যে উত্তম।

সুরোত্তর (পুং) সুরেষু তৎপূজনেষু উত্তরঃ শ্রেষ্ঠঃ। চন্দন। (শব্দচ°)

সুরোদ (পুং) সুরা উদকং যস্য, উত্তরপদস্থে ত্বাদকস্যাদেশঃ। সুরাসমুদ্র। (জটাধর)

সুরোদক (ক্লী) ১ সুরাসমুদ্র। ২ মদ্যজল। ৩ সুরাজলবিশিষ্ট।

সুরোধ (পুং) তংসুর একপুত্র। (হরিব°)

সুরোধস (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক একঋষি।

সুরোমন্ (ত্রি) ১ সুন্দর রোমবিশিষ্ট। (পুং) ২ যক্ষবিশেষ।

সুরোষণ (পুং) দেবসেনানীভেদ।

সুরোহ (পুং) চীনরাজভেদ। (কথাসরিৎ)

সুরৌকস্ (পুং) সুরালয়, দেবগৃহ।

সুলক্ষণ (ত্রি) সু শোভনং লক্ষণং যস্য। শোভন লক্ষণবিশিষ্ট, সুন্দর লক্ষণযুক্ত, শোভনচিহ্নবিশিষ্ট। তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, দেবপূজায় ছাগাদি পশুবলিদান স্থলে সুলক্ষণাক্রান্ত পশু বলি দিতে হয়, পশু সুলক্ষণ না হইলে বলি দিবে না। (ক্লী) ২ শুভ লক্ষণ, শুভ চিহ্ন। শাস্ত্রে সুলক্ষণ ও দুর্লক্ষণের বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ উমাসখীবিশেষ। (শব্দমালা)

সুলক্ষণত্ব (ক্লী) সুলক্ষণস্য ভাবঃ সুলক্ষণ-ত্ব। সুলক্ষণের ভাব বা ধর্ম্ম, শুভ লক্ষণ।

সুলক্ষিত (ত্রি) সু-লক্ষ-ক্ত। উত্তমরূপে লক্ষিত।

সুলতান (পারসী) রাজাধিরাজ।

সুলতানগঞ্জ, ভাগলপুর জেলায় গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি গণ্ডগ্রাম। ইহারই নামানুসারে সুলতানগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের নামকরণ হইয়াছে। অক্ষা° ১০°৪০´ হইতে ১১°৬´, ও দ্রাঘি° ৯১°৫৮´ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নৌকা চলাচলের সুবিধা থাকায়, এবং তাহার উপর আবার রেলওয়ে হওয়ায় ইহা একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠিয়াছে। এখানে দুইটি গ্রানাইট পাথরের পাহাড় আছে। ইহাদের একটির শীর্ষদেশে একটি মুসলমান মস্জিদ দণ্ডায়মান। দ্বিতীয়টি অনেক বড় ও উচ্চ। ইহার শীর্ষদেশে গৈবনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুদিগের চক্ষুতে তাহা একটি পরম পবিত্র স্থান। এই স্থানে গঙ্গা পর্ব্বতগাত্রে পড়িতেছেন; ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর চক্ষে উহা গঙ্গাদেবীর সহিত দেবদেব মহাদেবের প্রেমালিঙ্গন।

সুলতানপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের কমিশনরের অধীনস্থ একটি জেলা। অক্ষা° ২৬° হইতে ২৬°৩৯´ উত্তর পর্য্যন্ত ও দ্রাঘি° ৮১°৩১´ হইতে ৮২°৪৪´ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ক্ষেত্রফল ১৭০৭ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে ফয়জাবাদ, পূর্ব্বে জৌনপুর, দক্ষিণে প্রতাপগড় ও পশ্চিমে রায়বরেলি। বৃহত্তম দৈর্ঘ্য ৮০ মাইল ও প্রস্থ ৩৮ মাইল। লোকসংখ্যা ১০ লক্ষের ন্যূন নহে। জেলার শাসন সংরক্ষণের আফিস আদালত ইত্যাদি সুলতানপুর সহরে প্রতিষ্ঠিত। ১৮৭০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ইহার পরিমাণ ফল ১৫৭০ বর্গমাইল ছিল, এবং তখন এই জেলা নিম্নলিখিত ১২টি পরগণায় বিভক্ত ছিল। যথা—ইন্হৌনা, জগদীশপুর, সুবেহা, রোখা, জইস্, সিমরোতা, গৌরজামুন, সাহাগঞ্জ, অমোঘ, ইসোল, তপ্পাঅসল্, সুলতানপুর ও তান্দা। ১৮৬৯-৭০ খৃঃ অব্দে ইন্হৌনা, রোখা, জইস্, সিম্রৌতা ও সাহাগঞ্জ এই চারিটি পরগণা রায়বরেলির সঙ্গে ও সুবেহা পরগণা বাঙ্কীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। কিন্তু এদিকে হসোলি, বরৌচসা, অলদেমৌ ও সুরহরপুরের কতক অংশ আনিয়া সুলতান-পুরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইহার পৃষ্ঠদেশ প্রায় সমতল। উত্তরপশ্চিম কোণ হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব কোণের দিকে জমির যে সামান্য একটু ক্রমনিম্নতা আছে, তাহা প্রায় ধরাই যায় না। প্রাকৃতিক দৃশ্য সর্ব্বত্র একরূপ নহে। গোমতী নদীর তীরে বহু মনোরম স্থান আছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থানই শস্যশ্যামলতাবর্জ্জিত, নয়নবিনোদন নহে। মধ্যে মধ্যে দুই একটা আম্রকানন আছে। জেলার মধ্যদেশ দিয়া লক্ষ্ণৌ হইতে জৌনপুর পর্য্যন্ত যে উচ্চ রাজবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বের গ্রাম ও মাঠগুলি পরম সুন্দর—বড় বড় বৃক্ষের শ্রেণী ও শ্যামল শস্যক্ষেত্রের অভ্যন্তর হইতে কেমন স্নিগ্ধ সজীবতা ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু একটু দক্ষিণে অগ্রসর হইলেই দিগন্তপ্রসারিত অনুর্ব্বর বিশুষ্ক সমতল ক্ষেত্র এবং ঝিল ও বিস্তীর্ণ জলাভূমি ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে গোমতী, কান্দু, পিলি, তেজ্মা ও লখিয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্রোতস্বতী আছে। ইহার মধ্যে গোমতীই সর্ব্বপ্রধান। বড়াঙ্কীর উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত দিয়া এই নদী আসিয়া সুলতানপুরে প্রবেশ করিয়াছে এবং দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জৌনপুর জেলায় যাইয়া প্রবেশ করিয়াছে। গ্রীষ্ম ঋতুতে ইহা প্রায় একশত

ফিট প্রকাণ্ড ও ১২।১৩ ফিট গভীর থাকে। তখন ইহার স্রোতোবেগ ঘন্টায় দুই মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচ হাজার ঘনফিট জল নির্গত হয়। রায়পুর গ্রামের নিকটে যে একটা বিস্তীর্ণ জলাভূমি আছে, সেখান হইতে কান্দু নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। উৰ্দ্ধদেশে ইহা একটি অগভীর খালমাত্র; সেখানে ইহার নাম নইয়া। জগদীশপুরের নিকট আসিয়া ইহা একটী ছোট নদীর আকার ধারণ করিয়াছে ও কান্দু নামে অভিহিত হইয়াছে এবং পরিশেষে গোমতীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। বর্ষার সময় পিলিনদী বেশ বৃহদাকার ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্য সময়ে ইহা শুকাইয়া কতকগুলি ঝিল ও জলাভূমিতে পর্য্যবসিত হয়। তেজ্রা এবং মঝুয়া অপ্রশস্ত হইলেও বেশ গভীর। ঝিলগুলির জল যখন স্ফীত হইয়া উঠে, তখন এই দুই নদী তাহা বহন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলিকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই ঝিলগুলির মধ্যে সোধাই নামের ঝিলটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ভন্‌গাঁও হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী নারায়ণ গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এখন এই জেলায় কোন বিস্তীর্ণ অরণ্যানী দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু শুনা যায় যে ৭০ বৎসর পূর্ব্বে আমেথির রাজ-গৃহ হইতে লক্ষ্ণৌ রাস্তা পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড একটা জঙ্গলময়ভূমি বিস্তৃত ছিল। ভদৈয়ান নামে পূর্ব্বে যে একটা জঙ্গল ছিল, এখনও ভদৈয়ান্ গ্রামের সন্নিকটে স্থানে স্থানে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট বাঁশ গাছের বন ব্যতীত এখন আর এখানে তেমন কিছুই নাই। এই গাছগুলি দ্বারা অগ্নিপ্রজ্বালন ব্যতীত আর কোনই কাজ হয় না। কিন্তু এখানে বেশ বড় বড় সুন্দর সুন্দর যত্নরক্ষিত উদ্যান আছে। আম্র, জাম ও মহুয়া এই ত্রিবিধ ফলবান্ বৃক্ষেরই এখানে সবিশেষ আদর। এতদ্ব্যতীত প্রতি গ্রামেই বহুপ্রাচীন বট, পাকুড় ও পিপল, বেল, কাইমা, বাবুল এবং নিম্ববৃক্ষও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পশুপক্ষীর মধ্যে নেকড়ে বাঘ, নীলগাই, বন্য-শূকর, হারণ, কৃষ্ণসার ও শশক এবং তিত্তির, বন্যরাজহংস প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে একমাত্র কাঁকর নামে চূণাপাথরই পাওয়া যায়।

শুনিতে পাওয়া যায় যে গজনীর সুল্‌তান মাহ্মুদের সহকারী সৈয়দ সালার মসাউদ্ যখন ইহার পার্শ্ববর্ত্তী জইস্ ও জৌনপুর বিধ্বস্ত করেন, তখনও ভররাজবংশ আপনার গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছিলেন।

এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ ও জৈন এই কয় ধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৮৯ জন। ইহার মধ্যেও আবার ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশি। এখানে এই কয় জাতীর হিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, ভাট, বাণিয়া, চামার, আহীর, কাচ্ছী, কুর্ম্মী, পাশী, কাহার, মল্লা, গদারিয়া, কোরি, তেলি, নাই, কলবার, ভুর্জি, কুমার, ধূপী, বর্হই, লোহার, লোনিয়া, লোধ, তামুলী ও সোনার। মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১০ জনের কিছু অধিক, ইহার একচতুর্থাংশ সৈয়দ, সেখ, মোগল অথবা পাঠান; একষষ্ঠাংশ রাজপুত এবং গুজর জাতি; বাকীগুলি নিম্নশ্রেণীর মুসলমান।

এই জেলায় দুইটি প্রধান তীর্থস্থান ও মেলা আছে। গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে সীতাকুণ্ডতীর্থ অবস্থিত। রামের বনগমনকালে সীতাদেবী এখানে স্নান করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে এখানে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক মাসে ১০।২০ হাজার লোক স্নান করিতে আসিয়া থাকে। গোমতীর তীরবর্ত্তী রাজাপতি গ্রামের গোপাপ নামক যে ঘাট, তাহাও পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। জনশ্রুতি এইরূপ যে লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় রামচন্দ্র এখানে স্নান করিয়া রাবণবধের পাপ ধৌত করিয়াছিলেন। এখানেও সীতাকুণ্ডের মত বর্ষে দুইবার মেলা হয়।

জেলার কোন অংশে বড় বড় গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ স্থলেই গ্রামগুলি খুব ছোট ছোট ও কুটীর সমাকীর্ণ। চান্দা পরগণায় বাড়ী গুলি প্রায়ই পরস্পর বিচ্ছিন্ন।

মোট জমি ১০৯২৪২৮ একর, তন্মধ্যে ৫৭১৭৯৫ একর পরিমিত স্থানে চাষ আবাদ হয়, ২৬৮৯১১ একর চাষোপযোগী হইলেও উহা গোচারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ২৫১৭২২ একর শস্যোৎপাদনের অনুপযোগী বলিয়া পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। এখানে গোধূম এবং ধান্যই বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহা একটি তালুকদার (জমিদার)-প্রধান স্থান, ইহার পূর্ব্বাংশ বচ্‌গোতি ও রাজকুমার রাজপুতদিগের, মধ্যাংশ আমেথিয়া রাজপুতদিগের ও পশ্চিমাংশ কানহপুরিয়া রাজপুতদিগের তালুকদারীর অন্তর্গত। ১৩৬৩ গ্রামে তালুকদারী স্বত্ব, ৩০৪ গ্রামে জমিদারী স্বত্ব, ৫৪২ গ্রামে পত্তিদারী স্বত্ব, এবং ৩১৭ গ্রামে ভায়াচার স্বত্ব প্রচলিত আছে।

এখানে কতকগুলি রাস্তা আছে। ইহাদের মধ্যে ফয়জাবাদ হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত যে উচ্চ রাজবর্ত্মটি বিস্তৃত, তাহাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত লক্ষ্ণৌ-জৌনপুর পথ, সুলতানপুর-রায়বরেলি-পথ এবং ফয়জাবাদ-রায়বরেলি পথ নামে আরও তিনটি কাঁচা রাস্তা আছে। এই সকল বড় বড় রাস্তা হইতে আবার কতকগুলি ছোট ছোট পথও বহির্গত হইয়া জেলার বিভিন্ন অংশে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। গোমতীর জলপথে বার মাসই বেশ বড় বড় নৌকা চলাচল করিতে

পারে। এতদ্ব্যতীত অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে এই জেলার মধ্য দিয়া যাতায়াত করায় এখানে বাণিজ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানি করিবার বেশ সুবিধা আছে।

শস্য, তুলা, গুড় ও দেশীয় বস্ত্রেরই এখানে প্রধান ব্যবসায়। গোক্রয়বিক্রয়ও স্থানে স্থানে বহু পরিমাণে হইয়া থাকে। এখানে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত হয় না; মোটা কাপড়, কাঁসার ও পিত্তলের বাসনপত্রই এখানকার প্রধান শিল্পদ্রব্য। চান্দা পরগণায় অতি অল্প পরিমাণে চিনি এবং নীল প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশীয় রাজার আমলে এখানে লবণ এবং সোরা প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত করা হইত; এখন তাহা একেবারেই রহিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক বড় গ্রামেই বড় বড় বাজার আছে। এই সকল বাজারই ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। ইহাদের মধ্যে পারকিন্সগঞ্জ, সুকুল বাজার, গৌরীগঞ্জ, বন্ধুয়া এবং আলিগঞ্জই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পারকিন্সগঞ্জ বাজারটি ইংরাজশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার অল্প পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলার মধ্যে ইহা একটি প্রধান বন্দর এবং ক্রমশঃই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

এখানে ১৩টি দেওয়ানী ও রাজস্বসংক্রান্ত এবং ১০টি ফৌজদারী আদালত আছে। বিদ্যাশিক্ষার দিকেও লোকের দৃষ্টি ক্রমশঃই আকৃষ্ট হইতেছে। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে এখানে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত ১০১টী স্কুল ছিল; এখন আরও বাড়িয়াছে। সুলতানপুর সহরে যে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় আছে, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। এখানে ইংরাজী, উর্দ্দু, পারসিক ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। জগদীশপুরে যে স্কুল আছে, তাহার অবস্থাও বেশ ভাল।

এখানকার জলহাওয়া বেশ স্নিগ্ধ, নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর। অক্টোবর হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত পশ্চিমা বাতাস বহিয়া থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাশেষি হইতে এই বাতাসের বেগ কিছু প্রবল হইয়া উঠে, উত্তাপ বাড়িতে থাকে এবং মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে বেশ গরম পড়িতে থাকে। কিন্তু এখানকার গরম কখনও একেবারে অসহ্য হয় না। জুন মাসের মাঝামাঝি বর্ষা আরম্ভ হইয়া সেপ্টেম্বর মাসের শেষ কি অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত থাকে। এ সময়ে সর্ব্বদাই বায়ু পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত হয়। অক্টোবরের মধ্যভাগ হইতে বেশ মধুর ও উপভোগ্য শীত পড়িতে আরম্ভ হয়।

পীড়ার মধ্যে জ্বর এখানকার প্রবল ব্যাধি। বর্ষার শেষ ও শীতারম্ভের পূর্ব্বে আমাশয় এবং উদরাময় বেশ দেখা দিয়া থাকে। কুষ্ঠরোগীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। ওলাউঠা ও বসন্তের তেমন প্রাদুর্ভাব হয় না। এই জেলায় সুলতানপুর, মুসাফরখানা, কাদিরপুর, ও আমেঠিতে চারিটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

সুলতানপুর, অযোধ্যা প্রদেশান্তর্গত সুলতানপুর জেলার একটি তহশীল বা মহকুমা। অক্ষা° ২৬° ৩´ হইতে ২৬°৩০´ উ, ও দ্রাঘি° ৮১° ৪৬´ হইতে ৮২° ২২´ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তরে ফয়জাবাদ জেলার বিকাপুর তহশীল, পশ্চিমে মুসাফরখানা তহশীল, দক্ষিণে রায়পুর তহশীল ও পূর্ব্বে কাদিরপুর তহশীল। ক্ষেত্রফল ৫০৬ বর্গ মাইল; ইহার মধ্যে ২৭৭ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে চাষ আবাদ ও শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও জৈনই প্রধান অধিবাসী; তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের সংখ্যার ছয় গুণেরও উপর। সুলতানপুর ও সুলতানপুর বরৌন্সা এই দুইটি পরগণা লইয়া এই মহকুমা গঠিত। এখানে দুইটি দেওয়ানী ও দুইটি ফৌজদারী আদালত আছে।

সুলতানপুর, সুলতানপুর জেলার একটি পরগণা। ইহা গোমতীর দক্ষিণ তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জমি কতক পরিমাণে শুষ্ক ও অনুর্ব্বর। সুলতানপুর সহরটি এই পরগণায় অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ২৪৬ বর্গমাইল; তন্মধ্যে ১৪৫ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন রকমের লোক আছে। হিন্দুই এখানকার প্রধান অধিবাসী। ইহার মধ্যে ৪০১টী গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ২৩৮টিতে তালুকদারী ও ১৩৩টিতে জমিদারী স্বত্ব বিদ্যমান। ব্রাহ্মণের সংখ্যাই খুব বেশী; কিন্তু তাঁহাদের ভূসম্পত্তি বড় কম। বাচ্‌গোতি রাজপুতেরা এখানকার বড় তালুকদার। ৯৪টি গ্রামে তাঁহাদের তালুকদারী ও ৯৬টি গ্রামে জমিদারী স্বত্ব আছে। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী খান্‌জাদা বাচ্‌গোতিরা ১১১টি গ্রামের তালুকদার ও ১৯টির জমিদার।

সুলতানপুর, অযোধ্যার সুলতানপুর জেলার প্রধান সহর। জেলার শাসনসংক্রান্ত আফিস আদালত ইত্যাদি এখানেই প্রতিষ্ঠিত। ইহা গোমতী নদীর দক্ষিণ কূলে, অক্ষা° ২৬° ১৫´ ৫০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮২°৭´১০´´ পূর্ব্বে অবস্থিত। এই সহর আধুনিক, প্রাচীন সহরটি গোমতীর বামতীরে অবস্থিত; নাম কুশপুর বা কুশভবনপুর। কথিত আছে যে রামচন্দ্রের পুত্র কুশ এই পুরী স্থাপন করিয়াছিলেন। কালক্রমে ইহা ভরবংশীয় রাজাদিগের করতলগত হয়, এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এইরূপ—বহুশত বৎসর পূর্ব্বে সৈয়দ মহম্মদ ও সৈয়দ আলী উদ্দীন্ নামক দুই জন অশ্ববিক্রেতা এখানে আসিয়া ভর রাজাদিগের নিকট কয়েকটি অশ্ববিক্রয়ের প্রস্তাব করে। রাজারা বিক্রেতাদ্বয়কে মারিয়া অশ্বগুলি বাজে-

প্রাপ্ত করেন। কথাটা আলাউদ্দীন্ ঘোরীর কাণে গেলে মুসলমানদিগের উপর যাহারা অত্যাচার করে, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন এবং বহুসংখ্যক সৈন্য-সামন্ত লইয়া কুশপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। নদীর অপর তীরে করোন্দী নামক স্থানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশিত হইল। করোন্দী তখন নিবিড় অরণ্য। এখানে এক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাকে বৃথা কাটাইতে হইল। অবশেষে যেন নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট, এই মর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়া ভরদিগের নিকট তিনি বহুসংখ্যক সুসজ্জিত শিবিকা প্রেরণ করিলেন—প্রকাশ করা হইল যে ইহাতে নানা প্রকার বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরিত হইয়াছে। লোভে পড়িয়া ভরেরা উপযুক্ত সতর্কতা না লইয়াই উপহারদ্রব্যপূর্ণ শিবিকা গুলিকে একেবারে নগর প্রাচীরের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। হঠাৎ একটি সাঙ্কেতিক ধ্বনি হইতে না হইতেই শিবিকাগুলি খুলিয়া গেল ও বহুসংখ্যক সশস্ত্র মুসলমানসৈন্য বাহির হইয়া আল্লা আল্লাহো ধ্বনিতে কুশপুর ও অধিবাসীদিগের হৃদয় চমকিত করিয়া তুলিল। হিন্দুগণ অপ্রস্তুত ছিল; সহজেই মুসলমানগণ তাহাদিগকে যমালয় প্রেরণ করিয়া নগর অধিকার করিয়া ফেলিল। কুশপুর অগ্নিতে ভস্মীভূত, এবং বিজেতার নামানুসারে নূতন নগর সুলতানপুর প্রতিষ্ঠিত হইল।

মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থে মধ্যে মধ্যেই সুলতানপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কখনও যে ইহা খুব একটা প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে, এক সময়ে ইহা ছোটখাটো রকমের হইলেও বেশ সমৃদ্ধশালী সহর ছিল। ইহা কয়েকটি মহল্লায় বিভক্ত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দেশীয় রাজা গোমতীর অপরতীরে একটি সৈন্যাবাস স্থাপন করেন। তদবধিই পুরাতন নগরটির পতন আরম্ভ হয়। জানা যায় যে ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে ইহার অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে এখানে তখন কোন প্রকারের ব্যবসায় বাণিজ্যই ছিল না এবং লোকসংখ্যাও মাত্র পনের শতে আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ১৮৫৭খৃঃ অব্দের বিদ্রোহের সময় অধিবাসীরা দুই জন ইংরাজ কর্ম্মচারীর প্রাণ বিনাশ করে বলিয়া, বিদ্রোহান্তে সহরটিকে একেবারেই ভূমিসাৎ করা হয়।

বর্ত্তমান সহরটি, পূর্ব্বে যেখানে সৈন্যাবাস ছিল, সেইখানে প্রতিষ্ঠিত। এখানেও হিন্দুর সংখ্যা বেশী। অধুনা সহরটির অনেক উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। রাস্তাগুলির উভয় পার্শ্বে আম্র ও অন্যান্য ছায়াবহুল বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে, দশ একরের উপর জমি লইয়া একটা সাধারণ উদ্যান নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

সুলতানপুর, পঞ্জাবের কাঙ্ড়া জেলার অন্তর্গত কুলু তহশীলের অন্তর্বর্ত্তী সহর। ইহা বিয়াস্ নদীর দক্ষিণকূলে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০৯২ ফিট উচ্চে অবস্থিত। প্রথমে কুলুদিগের, তৎপরে শিখদিগের ও সর্ব্বশেষে ইংরাজদিগের আমলে কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ইহা জেলার শাসনকেন্দ্র স্বরূপ ছিল। অধুনা বিয়াস্ নদীর আরও ঊর্দ্ধদেশে নগর নামক স্থানে মহকুমার সদর স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ইহার চতুর্দ্দিক্ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। সেই সুদৃঢ় প্রাকারের এখন দুইটি মাত্র ধ্বস্তপ্রায় ফটক অবশিষ্ট আছে। রাজকর্ম্মচারী যে বাড়ীতে বাস করিতেন সে বাড়ীটি খুব বড়, ছাদ শ্লেটপ্রস্তরে নির্ম্মিত ও ঢালু, তাহার প্রাচীরগুলি প্রস্তরখণ্ডে গ্রথিত। ইহার উত্তরে যে উপকণ্ঠ আছে, সাহুলী জাতীয়েরা সেই খানে বাস করে। এখানে কাঙ্ড়া, লাহুল এবং লাদখের অনেক ব্যবসায়ীর দোকান আছে। সমতল প্রদেশ ও মধ্য এসিয়ার মধ্যে এই পথে বৎসরে প্রায় ৮ লক্ষ টাকার মাল চলাচল করিয়া থাকে। এখানে রঘুনাথজীর একটি মন্দির আছে। প্রতিবৎসর অক্টোবর মাসে ৮০টি দেবমূর্ত্তি এখানে সমবেত হয় ও তদুপলক্ষে বেশ বড় রকমের একটি মেলা বসিয়া থাকে। এখানে ডাকঘর, ডাক্তারখানা, সরাই, মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি থানা আছে।

সুলতানপুর—পঞ্জাব প্রদেশের গুর্‌গাঁও জেলার একটি গ্রাম। এখানেও নজফ্‌গড় ঝিলের প্রান্তবর্ত্তী এতৎসংলগ্ন গ্রামসমূহে লবণাক্ত কূপদেশ হইতে লবণ প্রস্তুত করা হয়। যে স্থানে লবণ পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ ১৫৬৫ একর ও কূপের সংখ্যা ৩৩০। এই সকল কূপ হইতে বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই লবণ দিল্লী, দোয়াবের ঊর্দ্ধাংশ, রোহিলখণ্ড, পঞ্জাবের পূর্ব্বাংশ এবং অযোধ্যা ও মীর্জ্জাপুরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সুলতানপুর—উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাহারণপুর জেলার অধীন লকুর তহশীলের অন্তর্গত একটি সহর। শাহারণপুর হইতে ৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ১৪৫০ খৃঃ অব্দের সময় সুলতান বহ্‌লোল লোদী ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার জৈন ও সারঙ্গী মহাজনেরা ধনকুবের বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহারা পঞ্জাবের সঙ্গে লবণ ও চিনির ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন।

সুলেমান কর্‌রাণী—দিল্লীসম্রাট্ শেরসাহ ও তদীয় পুত্র সেলিম শাহ কর্‌রাণী নামক আফগান জাতিকে বিশেষ প্রীতির চক্ষুতে দেখিতেন। তাঁহাদের অনুগ্রহে ও আশ্রয়ে কর্‌রাণীরা আসিয়া বুজিপুরে এবং কুশপুর তাঁড়ার সন্নিকটে বাস করিতে আরম্ভ করেন। সেলিমশাহের সময়ে দুইটি কর্‌রাণী ভ্রাতা বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন; জ্যেষ্ঠ তাজখাঁ কর্‌রাণী শম্ভলের এবং কনিষ্ঠ সুলেমান কর্‌রাণী বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

স্থলেমান সাহসী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সেলিমের মৃত্যুর পরে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া বসিলেন এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরকেও উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। সম্রাটের দরবার হইতে ফিরিবার সময় তাজখাঁ পথিমধ্যে কতকগুলি সরকারী হস্তী ও অর্থ হস্তগত করেন, রাজমন্ত্রী হিমুর সহিত চুণারের সন্নিকটে তাঁহার এক তুমুল যুদ্ধ হয়। ইহাতে পরাজিত হইলেও কর্‌রাণাসৈন্য অর্থ ও মূল্যবান্‌ দ্রব্যাদি লইয়া নির্বিঘ্নে বুজিপুরে পলাইয়া যায়।

১৫৫৫ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট্‌ মহম্মদ আদিলশাহ বেহারের অভিমুখে অগ্রসর হইলে স্থলেমান যাইয়া বঙ্গেশ্বর বাহাদুর শাহের সঙ্গে যোগদান করিলেন। উভয় পক্ষে মুঙ্গেরের সন্নিকটে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে সম্রাট্‌সৈন্য পরাজিত হইয়া দিল্লীর অভিমুখে পলায়ন করিল।

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র জলাল-উদ্দীন্‌ বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার সঙ্গেও স্থলেমানের বেশ সদ্ভাব ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর যখন তাঁহার পুত্রকে হত্যা করিয়া গিয়াস্‌ উদ্দীন্‌ বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করেন, তখন স্থলেমান বঙ্গদেশ অধিকার করিবার জন্য অগ্রজ তাজখাঁকে এক দল সুশিক্ষিত সৈন্য সহ গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। এক প্রকার নির্বিবাদেই বঙ্গদেশ স্থলেমানের পদানত হইল। তিনি জ্যেষ্ঠকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন; এবং এক বৎসর পরে যখন তাঁহার মৃত্যু হইল, তখন স্বয়ং আসিয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন (১৫৬৪ খৃঃ অব্দ।) তিনি অল্পদিন পরেই রাজধানী গৌড় হইতে তাঁড়ায় স্থানান্তরিত করিলেন। এই তাঁড়াকে কেহ কেহ কুশপুর-তাঁড়াও বলিয়া থাকেন। ইহা গৌড়ের অনতিদূরে বাগমতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

ইতিমধ্যে দিল্লীর সিংহাসন আবার মোগলদিগের হস্তগত হইয়াছে। স্থলেমান যখন বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিলেন, অকবরশাহ ভারতবর্ষের সম্রাট্‌—তাঁহার সৈন্যদল ধীরে ধীরে বিদ্রোহী প্রদেশ গুলিকে আবার দিল্লীর অধীনতা পাশে আবদ্ধ করিতেছিল, কূটবুদ্ধি স্থলেমান বহুমূল্য উপঢৌকন সহ এক জন দূত পাঠাইয়া সম্রাটের প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য প্রকাশ করিলে সম্রাট্‌ তাঁহাকে আপনার প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিলেন। বঙ্গবাসী রক্ষা পাইল।

এই ভাবে সমগ্র বাঙ্গালা ও বেহারের রাজা হইয়া স্থলেমান রোহ্‌তস্‌ দুর্গ আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। তখনও ঐ দুর্গাধ্যক্ষ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে নাই। ১৫৬৫-৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অগণিত সৈন্য যাইয়া দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিল। এই ভাবে প্রায় ছয়মাস কাটিয়া গেল। তখন অকবর জৌনপুরে আসিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া দুর্গাধিপতি ফতেখাঁ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। এমন একটি মূল্যবান্‌ দুর্গ হস্তগত করিবার মানসে সম্রাট্‌ও সম্মত হইয়া একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ভীত হইয়া স্থলেমান তাঁড়ায় অভিমুখে পলাইয়া আসিলেন। কিন্তু পাছে বা বঙ্গাধিপতি যাইয়া বিদ্রোহী উস্‌বেক সর্দ্দারগণের সঙ্গে যোগদান করেন, এই ভয়ে সম্রাট্‌ তাঁহার অনুধাবন না করিয়া, তাঁহার প্রতি মিত্রতার ভাবই প্রদর্শন করিলেন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্থলেমান বাঙ্গালা ও বেহার লইয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না; তিনি উড়িষ্যার দিকে ঘন ঘন লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন দেখিলেন যে সম্রাট্‌ পশ্চিম প্রদেশগুলি লইয়া বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন তিনি যাইয়া ১৫৬৭-৬৮ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যা আক্রমণ ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সহজেই উহা অধিকার করিলেন। উড়িষ্যার সর্ব্বশেষ হিন্দুরাজা মুকুন্দদেব যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

ইহার পরে, এখানে একজন প্রতিনিধি শাসনকর্তা রাখিয়া স্থলেমান পর বৎসর কোচবিহার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন; কিন্তু হঠাৎ সংবাদ পাইলেন যে উড়িষ্যার লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার প্রতিনিধিকে তাড়াইয়া দিয়াছে। তাঁড়ায় ফিরিয়া আসিয়া একদল সৈন্য পাঠাইয়া তিনি উড়িষ্যা পুনরধিকার করিলেন, ইহার পরে তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার আমলে প্রজারা বেশ সুখ-শান্তিতে ছিল, ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন প্রজা সাধারণে সকলেই বিশেষ সন্তপ্ত হইয়াছিল। নামতঃ স্বাধীন না হইলেও কার্য্যতঃ তিনি স্বাধীন রাজাই ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র বয়াজিদ্‌খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

স্থলভ (ত্রি) সুখেন লভ্যতে ইতি সু-লভ-খল্‌ (ন সুদুর্ভ্যাং কেবলাভ্যাং। পা ৭।১।৬৮) ইতি নুমাগমো ন। সুখলভ্য, অনায়াসলভ্য, যাহা অনায়াসে লাভ করা যায়।

"সুলভং সকলং পুণ্যং যজ্ঞদানাদিজং ফলং।
গঙ্গাতোয়ৈশ্চ সলিলৈর্দ্দুর্লভং পিতৃতর্পণং।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

স্থলভত্ব (ক্লী) সুলভস্য ভাবঃ ত্ব। সুলভের ভাব বা ধর্ম্ম, সুখে লাভ।

স্থলভা (স্ত্রী) সু-লভ-টাপ্‌। ১ মাষপর্ণী। ২ ধূম্রপত্রা। (রাজনি°) ৩ তুলসী গাছ। (বৈদ্যকনি°) ৪ বার্ষিকী মল্লিকা, চলিত বেলফুল।

স্থলভেতর (ত্রি) সুলভাদিতরঃ। অসুলভ, যাহা সুখে লাভ হয় না।

সুললাট (ত্রি) সু শোভনো ললাটো যস্য। ১ শোভন ললাটযুক্ত। (পুং) ২ সুপ্রশস্ত ললাট।

সুললিত (ত্রি) সু ললিতঃ যত্র। অতি সুন্দর, অতি মনোহর।

সুলবণ (ত্রি) অতিশয় লবণবিশিষ্ট।

সুলাভ (ত্রি) সুখেন লভ্যতে ইতি ঘঞ্ (ন সুদুর্ভ্যাং কেবলাভ্যাং। পা ৭।১।৬৮) ইতি ঘঞ্। সুলভ, যাহা সুখে পাওয়া যায়।

সুলাভিকা (স্ত্রী) শোভনলাভযুক্তা, শোভন লাভবিশিষ্টা।

"অষ সুলাভিকে যথে বাঙ্গ ভবিষ্যতি" (ঋক্ ১০।৮৬।৭)

'সুলাভিকে শোভনলাভে' (সায়ণ)

সুলাভিন্ (পুং) ঋষিভেদ।

সুলিখিত (ত্রি) উত্তমরূপে লিখিত। বৈদ্যকোক্ত লেখনগুণ বিশিষ্ট।

সুলূ (ত্রি) উত্তমরূপে ছিন্ন।

সুলেক (পুং) আদিত্যভেদ।

সুলেখ (ত্রি) সু শোভনা রেখা যস্য, রস্য লঃ। শোভন রেখা-বিশিষ্ট। সুন্দর রেখাযুক্ত।

"স্ত্রিয়াং ভ্রূনাসাক্ষিগ্‌বলিকটিসুলেখাঙ্গুলিচয়ঃ।" (বৃহৎসং ৫১।৮)

সু শোভনা লেখা লিপি যস্য। সুন্দর লেখাযুক্ত, শোভন লিপিবিশিষ্ট।

সুলেখক (ত্রি) উত্তম লেখক, যিনি সুন্দর লিখিতে পারেন, যিনি সুন্দর প্রবন্ধাদি রচনা করিতে পারেন।

সুলেমান শৈল, আফ্‌গানিস্থান ও পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী গিরিমালা। ইতিহাসে ইহাই ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া আসিয়াছে। এই পর্ব্বতমালা ডেরা ইস্‌মাইল-খান, ডেরাগাজিখান ও ডেরাজাতের সীমান্তদেশ। অক্ষা° ৩১°৩৫′ ৩৯″ হইতে ৩১° ৪০′ ৫৯″ উত্তর ও দ্রাঘি° ৬১° ৫৮° ২৯″ হইতে ৭০° ০′ ৪৫″ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ডেরা ইস্‌মাইল্ সহরের ঠিক পশ্চিমে ইহার উচ্চতম শিখর তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান অবস্থিত। ইহার শৃঙ্গদ্বয় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে যথাক্রমে ১১২৯৫ ও ১১০৭০ ফিট উচ্চ। পূর্ব্বদিকে বৃটীশ অধিকারের সীমান্ত দেশে ইহা অনেকটা ঋজু ভাবে বিস্তৃত। ইহার বহির্ভাগে কয়েকটি সমান্তরাল অনুচ্চ শৈলশ্রেণী ঠিক উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে নামিয়া আসিয়াছে এবং সর্ব্ব পশ্চিমে প্রধান পর্ব্বতশ্রেণী আফ্‌গানিস্থানের দিকে কান্দাহার উপ-ত্যকার অভিমুখে ক্রমনিম্নভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। সুলেমান শৈল সাধারণতঃ খাড়া ও প্রস্তরময়; ইহার পার্শ্বদেশে বৃক্ষাদি একেবারেই দৃষ্টিগোচর হয় না; প্রান্তদেশে যে সকল সুঁড়িপথ আছে, তাহাতে কখনও বিন্দু পরিমাণ জলও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার মধ্য দিয়া অনেকগুলি গিরি সঙ্কট চলিয়া গিয়াছে। এ গুলির একদিকে বৃটীশ রাজ্য ও অপর দিকে তাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ স্বাধীন পার্ব্বত্য জাতির অধি-কার। সুলেমানের পূর্ব্বপার্শ্ব বাহিয়া যে সকল জলস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাদের জল যাইয়া সিন্ধুনদের দেহ পুষ্ট করে, আর পশ্চিম পার্শ্বের জলধারা গুলি যাইয়া হেল্‌মন্দ নদীতে মিলিত হয়, অথবা তৎপূর্ব্বেই পারস্য ও বেলচিস্তানের মধ্যবর্ত্তী মরুভূমিতে যাইয়া বিলীন হয়। এখানকার নদীগুলির মধ্যে কুরম্‌ই একটু উল্লেখযোগ্য, শুষ্ক গিরিশৃঙ্গ হইতে বাহির হইয়া এই নদী উত্তরদক্ষিণে প্রায় ৩১০ মাইল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। সুলেমানের দক্ষিণাংশের জলধারাগুলি একেবারে সাগরজলে মিলিত হইতেছে।

সুলোচন (পুং) শোভনে লোচনে যস্য। ১ হরিণ। (রাজনি°) ২ দুর্য্যোধন। ৩ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭।৯৪ দুর্য্যোধনের নাম সুলোচন ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন কিন্তু সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। (ত্রি) ৪ সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট, শোভন-নেত্রযুক্ত। ৫ চকোর। (বৈদ্যকনি°)

সুলোচনা (স্ত্রী) মাধবরাজপত্নী। পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ৫ম অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বিক্রম নৃপতির পুত্র মাধব। সমুদ্রপার্শ্বে প্লক্ষদ্বীপে গুণাকর নামে অতি যশস্বী এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম সুশীলা। এই সুশী-লার গর্ভে সুলোচনার জন্ম হয়। রাজা মাধব গন্ধর্ব্ববিধানে সুলোচনাকে বিবাহ করেন। ইনি আদর্শভার্য্যা বলিয়া অভি-হিতা। (পদ্মপু° ক্রিয়াযোসার ৫ অ°)

সুলোম (ত্রি) উত্তমলোমবিশিষ্ট।

সুলোমধি (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপু°)

সুলোমন্ (ত্রি) [সুলোম দেখ।]

সুলোমনী (স্ত্রী) জটামাংসী। (বৈদ্যকনি°)

সুলোমশ (ত্রি) সুষ্ঠু লোমশঃ। ১ শোভন লোমযুক্ত। স্ত্রিয়া টাপ্। সুলোমশা—২ কাকজঙ্ঘা। ৩ জটামাংসী। (বৈদ্যকনি°)

সুলোমা (স্ত্রী) সুষ্ঠু লোমান্যস্যাঃ টাপ্। ১ তাম্রবল্লী। ২ মাংস-চ্ছদা। ৩ মাংসরোহিণীভেদ। (রাজনি°)

সুলোহক (ক্লী) সুষ্ঠু লোহমিব কন্। পিত্তল। (হেম)

সুলোহিত (পুং) ১ সুন্দর রক্তবর্ণ। (ত্রি) ২ সুন্দর রক্তবর্ণ-যুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুলোহিতা। ৩ অগ্নির সপ্ত জিহ্বার মধ্যে একটী।

"কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ।"
(মুণ্ডকোপনি° ১।২।৪)

সুলোহিন্ (পুং) ঋষিভেদ।

সুহ্লণ (পুং) একজন প্রাচীনকবি।

সুহ্লরা (স্ত্রী) কাশ্মীরের একটী গ্রাম। (রাজতর°)

সুবংশ (পুং) ১ বাসুদেবপুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২৩।৫০) ২ উত্তমবংশ, উত্তম কুল।

সুবংশঘোষ (পুং) উত্তম বংশীধ্বনিবিশিষ্ট।

সুবংশেক্ষু (পুং) শ্বেতেক্ষু, সাদা আক। (রাজনি°)

সুবক্তৃ (পুং) সুষ্ঠু বক্তৃং যস্মাৎ। ১ বন বর্ব্বরী, চলিত বনবাবুই। (রাজনি°) (ত্রি) ২ সুন্দরানন। ৩ শিব। (ভারত)

সুবক্ষস্ (ত্রি) শোভনং বক্ষো যস্য। বিশালবক্ষঃ, সুন্দর বক্ষঃ-স্থলবিশিষ্ট।

সুবচন (ত্রি) সুষ্ঠু বচনং। শোভনোক্তি, সুন্দর কথন, পর্য্যায় সুপ্রলাপ।

"এতানি তে সুবচনানি সরোরুহাক্ষি
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি ॥" (উত্তরচরিত ১ অ)

সুবচনী (স্ত্রী) সুষ্ঠু বচনং যস্যাঃ, টিত্বাৎ ঙীপ্, এতদারাধনায়াঃ আরাধয়িতু বাক্যসাফল্যাৎ তথাত্বং। দেবীবিশেষ। স্ত্রীগণ কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে তাহার পরিহারকামনায় এই দেবীর পূজা করিয়া থাকে। কোন শুভ কার্য্যের প্রারম্ভে বা শেষে ইঁহার পূজা হয়। বঙ্গদেশে মঙ্গল কামনায় প্রতি গৃহেই এই দেবীর পূজা হইতে দেখা যায়। স্ত্রীগণ এই দেবীর পূজা করিয়া সকলে একত্র মিলিত হইয়া পাঁচালী প্রবন্ধে ইহার কথা শ্রবণ করিয়া থাকে। যাহার কল্যাণে এই পূজা হয়, তাহার মস্তকে কুলা রাখিয়া কথা শুনিতে হয়। যদি সেই ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতিনিধিরূপে আর একজন পালনী করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ইহার পূজা ব্রাহ্মণে করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীগণ ইহার পূজা করে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্থলে ইহার কথারও ভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যনারায়ণের যেরূপ বিস্তর পাঁচালী আছে, ইহারও সেইরূপ অনেক পাঁচালী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যনারায়ণের যেরূপ রেবাখণ্ডোক্ত মূলবিধান দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার সেরূপ কিছু মূল পাওয়া যায় না। কিন্তু আচারমার্ত্তণ্ডে শুভসূচনী পূজার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় শুভসূচনী ও সুবচনী একই হইবে। যাহা হউক কোন পুরাণান্তরে ইহার বিধান থাকাও অসম্ভব নহে।

[বাঙ্গালা ভাষা দেখ।]

সুবচস্ (ত্রি) সুষ্ঠু বচো যস্য। বাগ্মী, উত্তম বাক্যবিশিষ্ট।

সুবচস্যা (স্ত্রী) সুবচনার্হ, শোভন বাক্যের যোগ্য।

"অগ্নিভ্যাং সুবচস্যাং" (ঋক্ ১০।১১৮।৯)

'সুবচস্যাং সুবচনার্হাং স্তুতিং ছন্দসি চেতি যৎ প্রত্যয়ঃ' (সায়ণ)

সুবজ্র (ত্রি) শোভন বজ্রবিশিষ্ট, ইন্দ্র। "সনদপঃ সুবজ্রঃ" (ঋক্ ১।১০০।১৭) 'সুবজ্রঃ শোভনবজ্রবিশিষ্টঃ' (সায়ণ)

সুবদন (ত্রি) সুন্দরানন, সুন্দর বদনবিশিষ্ট, শোভন মুখযুক্ত। (পুং) ২ বর্ব্বরক, বনবাবুই। (রাজনি°)

সুবদনা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২০টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার সপ্তম, চতুর্দ্দশ এবং বিংশতি অক্ষরে যতি, এবং ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, ১৯ অক্ষর লঘু এবং তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

"জ্ঞেয়া সপ্তাশ্ব ষড়্ভি মরভ নয়যুতা ভৌগ সুবদনা।" (ছন্দোম°)

সুবন (পুং) সূতে বিশ্বমিতি (সূ ভূ সূ ধু ভ্রস্ জিভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ২।৮০) ইতি ক্যূন্। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। (উজ্জ্বল) ৩ চন্দ্র। কোন কোন কোষকার চন্দ্র অর্থ করেন, কিন্তু ইহা সকলের সম্মত নহে।

সুবয়স (স্ত্রী) দৃষ্টার্ত্তবা মধ্যমা স্ত্রী। (রাজনি°)

সুবরত্র (ত্রি) শোভন বরত্রোপেত।

"অবতং সুবরত্রং সুষেচনং" (ঋক্ ১।১০।১৬)

'সুবরত্রং শোভনবরত্রোপেতং' (সায়ণ)

সুবরূথ (ত্রি) সুরক্ষক, উত্তম আশ্রয়যুক্ত।

সুবর্চ্চক (পুং) স্বর্জিকাক্ষার। (জটাধর)

সুবর্চনা (স্ত্রী) [সুবর্চ্চলা দেখ।]

সুবর্চ্চল (পুং) ১ দেশবিশেষ। (ক্লী) ২ সৌবর্চ্চল লবণ, সচললবণ।

সুবর্চ্চলা (স্ত্রী) ১ সূর্য্যপত্নী। (ত্রিকা°) ২ অতসীপুষ্প। ৩ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া। ৪ ব্রাহ্মী শাক।

সুবর্চ্চস্ (ত্রি) সু শোভনং বর্চ্চো যস্য। শোভন তেজোবিশিষ্ট। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র বিশেষ। (ভারত ১।৬৭।১০১)

সুবর্চ্চাসন্ (ত্রি) ১ সুবর্চ্চস্ শব্দার্থ। ২ শিব।

সুবর্চ্চিক (পুং) স্বর্জিকাক্ষার। (রাজনি°)

সুবর্চ্চিকা (স্ত্রী) ১ জতুকা। ২ স্বর্জিকাক্ষার।

সুবর্চ্চিন্ (পুং) স্বর্জিকাক্ষার। (রাজনি°)

সুবর্ণ (ক্লী) শোভনো বর্ণো যস্য। ধাতুবিশেষ, চলিত সোণা। ধাতুর মধ্যে সুবর্ণ সর্ব্বোত্তম, পর্য্যায় স্বর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম, হাটক, তপনীয়, শাতকুম্ভ, গাঙ্গেয়, ভর্ম্ম, কর্ব্বুর, চামীকর, জাতরূপ, মহারজত, কাঞ্চন, রুক্ম, কার্ত্তস্বর, জাম্বূনদ, অষ্টাপদ, শাতকৌম্ভ, কর্ব্বুর, কর্চ্চুর, রুগ্ম, ভদ্র, ভূরি, পিঞ্জর, দ্রাবিণ, গৈরিক, চাম্পেয়, ভরু, চন্দ্র, কলধৌত, অভ্রক, অগ্নিবীজ, লোহবর, উদ্ধসারুক, স্পর্শমণিপ্রভব, মুখ্যধাতু, উজ্জ্বল, কল্যাণ, মনোহর, আগ্নবীর্য্য, অগ্নি, ভাস্কর, পিঞ্জান, অপিঞ্জর, তেজঃ, দীপ্ত, অগ্নিভ, দীপ্তক, মঙ্গল্য, সৌমঞ্জক, ভৃঙ্গার, জাম্বব, আগ্নেয়, নিষ্ক, অগ্নিশিখ।

সকল ধাতুর মধ্যে ইহার বর্ণ অধিকতম সুন্দর ও উজ্জ্বল। লৌহের উপর যেমন মরিচা পড়ে, ইহার উপর তেমন পড়ে না। ইহাকে পিটাইয়া অতি পাতলা পাত প্রস্তুত করা যায়, আবার ইচ্ছামত নোয়ানও যায়। এই সকল গুণের জন্য জগতের আদি কাল হইতেই ইহা পৃথিবীর সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে অন্যান্য ধাতুর অপেক্ষা অধিকতর আদৃত হইয়া আসিতেছে। হিন্দুর প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে, খৃষ্টানের বাইবেলে, ইজিপ্টের সুপ্রাচীন চিত্রলিপিতে, এট্রুরিয়ার ভূগর্ভোত্তোলিত সুবর্ণ পাত্রসমূহে,—প্রকার নিদর্শন রহিয়াছে যে, ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গ্রীকেরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের একটা স্বাভাবিক সংমিশ্রণের বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন। ইহার নাম তাঁহারা ইলেক্ট্রাম্ (Electrum) বলিয়াছিলেন। ইহার রং ঈষৎ পীত হইতে পীতাভ শ্বেত ও ইহাতে শতকরা ২০ হইতে ৪০ অংশ রৌপ্যমিশ্রিত থাকে।

যত ধাতু আছে, তাহার মধ্যে একমাত্র স্বর্ণই পীতাভ। কিন্তু অন্য ধাতুর সহিত সংমিশ্রণে ইহার বর্ণের বিশেষ তারতম্য হইয়া থাকে, অল্প একটু রৌপ্যমিশ্রিত করিলে ইহার উজ্জ্বলতা অনেকটা কমিয়া আসে, আবার তাম্রের সংমিশ্রণে তাহা অনেকটা বর্দ্ধিত হয়। ইহা প্রায় সীসকের মত নরম; কিন্তু সংমিশ্রণে অল্প বিস্তর পরিমাণে কঠিন হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ অবস্থায় এক গ্রেন্ স্বর্ণকে পিটাইয়া ৫৬ বর্গ ইঞ্চ পরিমিত, ও ১/২৮২০০০ ইঞ্চ পুরু পাত প্রস্তুত করা যায়। আবার সেই এক গ্রেণ স্বর্ণকে ৫০০ ফিট দীর্ঘ তারেও পরিবর্ত্তিত করা যায় এবং একখণ্ড রৌপ্য তারে জড়াইয়া এক আউন্স সুবর্ণকে ১৩০০ মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ করা যাইতে পারে। ইহার আণবিক গুরুত্ব নানা ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যথা—১৯৬·৬৭, ১৯৬°৩, ১৯৬°২, ও ১৯৬·০। ১২৪০° সেণ্টিগ্রেড্ তাপে ইহা গলিয়া থাকে। ইহার তাড়িতপরিচালিকা শক্তি (Electric Conductivitie) ১৫·১° সেণ্টি, তাপে ৭৩°৯৯ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে যদি হাজার ভাগের কয়েকটি ভাগ মাত্র রৌপ্যও মিশ্রিত থাকে, তবে সেই পরিচালিকা শক্তি শতকরা ১০ হিসাবে কমিয়া আসে। ইহার উত্তাপপরিচালিকা শক্তি ৫৩°২। এবং আপেক্ষিক উত্তাপ ০°৩২৪। একটা কাচের ঘরে, যেখানে কাচ গালান হয়, সেইখানে এক আউন্স পরিমিত বিশুদ্ধ স্বর্ণ রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, দুই মাসেও ইহার ওজনের কোন ইতর বিশেষ হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গলিত অবস্থায়ও স্বর্ণ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় না। স্বর্ণকে খুব সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করিয়াও কড়া সাল্ফিউরিক্ (গন্ধকজাত) এসিড্ এবং অল্প পরিমাণ নাইট্রিক এসিড (যবক্ষারিক অম্ল)এর সঙ্গে মিশ্রিত উত্তাপ প্রয়োগ করিলে, ইহা দ্রবীভূত হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে স্বর্ণ আপনার ঘনফলের (Volume) ০·৪৮ পরিমাণ জলজন (Hydrogen) এবং ০·২০ পরিমাণ যবক্ষারজন (Nitrogen) অপসারিত করিতে পারে। প্রকৃতি-লব্ধ স্বর্ণ সাধারণতঃ ধাতব অবস্থায় পাওয়া যায়। য়ুরোপ এবং আমেরিকার কোন কোন স্থানে ইহা টেলারিম সীসক ও রৌপ্যের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায়ও দেখা যাইয়া থাকে। প্রকৃতি-লব্ধ স্বর্ণ সাধারণতঃ ঘনক্ষেত্র (Cubic System) স্ফটিক আকারে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যেও আবার অষ্টাস্র আকৃতিই (Octohedron) বেশি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। স্বর্ণের বড় বড় খণ্ডকে Nuggets (তাল) এবং $\frac{1}{8}$ হইতে $\frac{1}{4}$ আউন্সের কম পরিমিত স্বর্ণকে Golddust (স্বর্ণরেণু) বলা হয়। অল্পবিস্তর কোণবিশিষ্ট এই সকল তাল ব্যতীত মটর আকৃতিতেও স্বর্ণখণ্ড পাওয়া যায়। এই গুলি আবার সময় সময় এত পাতলা যে জলে ভাসাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া না যাইয়া অতি ধীরে ধীরে ডুবিতে থাকে। কাজেই স্রোতে ছাড়িয়া দিলে, ইহা অনেক দূর পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায়। ইহাদিগকেই খনিকারেরা ভাসা সোণা বলিয়া থাকে।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সিলভানাইট্ বা গ্রাফিক টেলিউরিয়াম্ (Syvanite or graphic tellurium), কেলাভেরাইট এবং ফোলিয়েট টেলিউরিয়াম্(Calaverite and foliate tellurium) এই কয়টির সঙ্গেই অধিক পরিমাণে স্বর্ণ মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটির সঙ্গে শতকরা ২৪ হইতে ২৬ ভাগ, দ্বিতীয়টির সঙ্গে ৪২ ভাগ ও শেষেরটির সঙ্গে ৫ হইতে ৯ ভাগ স্বর্ণ থাকে। কিন্তু এই সকল খনিজ দ্রব্য সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না; ট্রান্সিল্ভানিয়ার নাগিয়াগে এবং ওফেন্ বানিয়ায়, রেড্ ক্লাউড্, কলোরেডো এবং কালিফোর্ণিয়ায় মাত্র এ পর্য্যন্ত ইহা পাওয়া গিয়াছে।

আর এক শ্রেণীর খনিজ দ্রব্যের সঙ্গেও অল্প পরিমাণে স্বর্ণ বিমিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে Auriferous (সুবর্ণবাহী) বলা হয়। ইহার মধ্যে গালেনা (সীসক ও স্বল্প সংযুক্ত গন্ধকের প্রাকৃতিক সংমিশ্রণ ও লৌহ পাইরাইট্স্ (অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে গন্ধকের প্রাকৃতিক সংমিশ্রণ)ই প্রধান। অনেক জায়গায় ইহা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া এবং প্রকৃতিলব্ধ স্বর্ণ ব্যতীত ইহা হইতে অধিকতম স্বর্ণ লাভ হয় বলিয়া লৌহ পাইরাইট্সের যথেষ্ট আদর।

সুবর্ণ আকরে ও স্রোত সঞ্চিত পদার্থাদি জমিয়া মৃত্তিকার উপরে যে সকল স্তরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতেও স্বর্ণ পাওয়া যায়। আকরের মধ্যে যে সকল আকরে স্ফটিকমণি

থাকে, সেখানে অথবা শ্লেট্ কি স্ফটিকনিভ (Crystalline) প্রস্তরময় পাহাড়ের ফাটালেই সাধারণতঃ স্বর্ণ অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়া থাকে। কথনও কথনও ইহা অবিমিশ্র অবস্থায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই লৌহ, তাম্র, চুম্বকশক্তিবিশিষ্ট পাইরাইট্, সিমূলক্ষারজ প্াইরাইটজ্, গালেনা, আকরলব্ধ অসংস্কৃত রৌপ্য প্রভৃতির সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

শেষোক্ত স্থান হইতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। অতিপ্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের সুবর্ণখ্যাতি বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বর্ণ সংগ্রহের জন্য সলোমন রাজা যে অফির নামক স্থানে জাহাজ প্রেরণ করিতেন বলিয়া বাইবেলে উল্লেখ আছে, অনেকের বিশ্বাস, সেই অফির ভারতবর্ষের মলবার উপকূলেরই কোন বন্দর বা সৌবীর। ৭৭ খৃঃ অব্দে প্লিনি যে স্যারেই জাতি-অধ্যুষিত সুবর্ণরৌপ্য-খনিবহুল দেশের উল্লেখ করিয়াছিলেন, দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে সেই স্যারেই জাতি মলবারের নায়র ব্যতীত অন্য কেহ নহে। শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, একাদশশতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে বহুপরিমাণে স্বর্ণ উত্তোলিত ও সংগৃহীত হইত। অনেক লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে তথন এদেশে বহু সংখ্যক ও বহু প্রাচীন সুবর্ণখনি ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত আইন্-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, যদিও তথন বিদেশ হইতে সুবর্ণ এদেশে আমদানী করা হইত, তথাপি উত্তরবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহে ও তিব্বতে বহু পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যাইত। চালনী (ধৌত করণ) প্রক্রিয়া দ্বারা গঙ্গা, সিন্ধু এবং অন্যান্য অনেক নদীর বালুকা হইতে স্বর্ণরেণু বাহির করা হইত। এখনও অনেক স্থলে এই ভাবে সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে যে পরিমাণে পরিশ্রম করিতে হয়, তদনুরূপ লাভ হয় না বলিয়া লোকের দৃষ্টি এদিক্ হইতে ক্রমেই অপসারিত হইতেছে। তবে, অধুনা দক্ষিণভারতবর্ষে আকর হইতে স্বর্ণ উত্তোলনের নূতন চেষ্টা হইতেছে।

ভারতবর্ষে নানা স্থানেই সুবর্ণ পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তাহার একটি ইতিহাস দেওয়া যাইতেছে—

বঙ্গদেশ—মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় যথাক্রমে কাসাই নদী ও দ্বারিকেশ্বর নদীর বালুকা ধৌত করিয়া স্বর্ণরেণু সংগ্রহ করা হয়। এখানে কোন সুবর্ণ-খনি নাই।

উড়িষ্যা—এখানেও ধেন্‌কানল, কেওন্-ঝড়, পাললহরা, ও তালচের নামক দেশীয় রাজ্যসমূহে বালুকা ধৌত করিয়া সুবর্ণ সংগ্রহ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণী নদীর তীরেই এই কার্য্য সবিশেষ যত্নের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এখানেও কোন খনি নাই।

ছোট নাগপুর—এখানকার যাবতীয় প্রস্তরময় স্বাভাবিক মৃত্তিকাস্তূপেই সুবর্ণ বিজড়িত আছে বলিয়া মনে হয়। তবে মানভূম, সিংহভূম, গাঙ্গপুর, যশপুর ও উদয়পুরের পাহাড়গুলিই সুবর্ণপ্রাপ্তির জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। এদেশে স্বর্ণ সংগ্রহের জন্য বিশেষ উদ্যোগ চলিতেছে, কয়েকটি কোম্পানিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সমগ্র মানভূমেরই, বিশেষতঃ ইহার দক্ষিণাংশের নদীসৈকতগুলি সুবর্ণ কণায় উজ্জ্বলিত। এতদ্ব্যতীত, এখানে ক্ষারগুণযুক্ত কঠিন শ্বেতমৃত্তিকা, অভ্র, শ্লেট্ ও স্ফটিকমণিসংমিশ্রিত যে সকল পাহাড় আছে, তাহাতেও সুবর্ণরেণু দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার পরিবর্ত্তনশীল পাহাড় গুলিতেও অতি অল্প পরিমাণে স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

মানভূম হইতে যে সকল অর্দ্ধ পরিবর্ত্তনশীল গিরিশ্রেণী সিংহভূমের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাতেও স্বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এখানকার পরিবর্ত্তনশীল পাহাড়গুলি একেবারেই সুবর্ণবিহীন। এই জেলার নদীসৈকতগুলি মানভূমের পাহাড় অপেক্ষা অধিকতর স্ফটিকমণিসংমিশ্রিত। তাহাতে মনে হয় যে, এই সকল স্থানে সুবর্ণরেণুও থাকিতে পারে। এখানে কায়েরেরা, ধলভূমের কাপড়গদি ঘাট, লাগু, আসাস্তোরিয়া, সোণাপেট, পোড়াহাট, এবং সারন্দা এই কয় স্থানেই অধিকতর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সোণাপেটেই স্বর্ণখনি বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানেও নদীতীরস্থ বালুকা ধৌত করিয়া সুবর্ণসংগ্রহের প্রথা প্রচলিত আছে।

লোহারডগা জেলার কাঞ্চী নদীর বালুকাকণার সঙ্গে সুবর্ণরেণুও মিশ্রিত আছে। গাঙ্গপুর রাজ্যে ইব্ নদীতে ও ইবাপ্রমুখ ইহার শাখাসমূহেও বালুকা ধৌত করিয়া স্বর্ণ সংগ্রহের প্রথা প্রচলিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বে এই অঞ্চলে সুবর্ণখনিও আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

যশপুর রাজ্যে সময় সময় অনেক বড় বড় সোনার তাল পাওয়া গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এখানকার রাজা খনি হইতে সুবর্ণ উত্তোলন করিতেন। কিন্তু কোন এক দুর্ঘটনায় তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। এখনও লোকে ভূগর্ভে ১০ ফিট হইতে ৩০ ফিট পর্য্যন্ত সুরঙ্গ কাটিয়া স্বর্ণ উত্তোলিত করিয়া থাকে। যেখানকার মৃত্তিকা লাল কি মেটেরংএর, সাধারণতঃ সেখানেই এইরূপ সুরঙ্গ কাটা হইয়া থাকে এবং যে স্তরে সুবর্ণ পাওয়া যায়, তাহাতে মৃত্তিকার সঙ্গে প্রস্তর এবং স্ফটিকখণ্ডও মিশ্রিত থাকে।

উদয়পুর রাজ্যে নদীতীরবর্ত্তী ও নদীগর্ভস্থ বালুকাকণার সঙ্গে সুবর্ণরেণু বিজড়িত। এই বালুকা ধৌত করিয়া কয়েকটি পরিবার বেশ স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

মধ্য প্রদেশ—যেখানে প্রাচীনতর স্ফটিকময় পাহাড়গুলির উপর রৌদ্রবৃষ্টি পড়িতে পায়, সেখানেই বালুকার সঙ্গে স্বর্ণরেণু বিমিশ্রিত দেখা যায়। নাগপুরেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি, তৎপরে জব্বলপুর এবং ছত্রিশগড়েও যথেষ্ট সুবর্ণ পাওয়া যায়।

নাগপুর বিভাগ—ভাণ্ডারা জেলায় অমরগড় ও থিরোয়ার নিকটবর্ত্তী নদীসমূহে স্বর্ণরেণুমিশ্র বালুকা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। চান্দা জেলার পূর্ব্বাংশে সুবর্ণসংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বালাঘাট জেলায় লঞ্জি এবং ধনসুয়া পরগণায় বালুকা ধৌত করা হইয়া থাকে। এখানকার নদীগুলির মধ্যে শোণ এবং দেউই বিশেষরূপে সুবর্ণবাহী।

জব্বলপুর বিভাগ—বর্দ্ধা, সাগর এবং ভামো জেলায় সুবর্ণ পাওয়া যায় বলিয়া এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; কিন্তু এখানে প্রায় ৫২ জন স্বর্ণধৌতকারকের বসতি আছে। সেওনি জেলার পারকুধার নদীর বালুকায় যথেষ্ট সুবর্ণরেণু পাওয়া যায়।

ছত্রিশগড়বিভাগ—সম্বলপুর জেলায় মহানদীর তীরবর্ত্তী সম্বলপুর সহরে ও এবেনদীর তীরবর্ত্তী তাহুদগ্রামে বালুকা ধুইয়া স্বর্ণসংগ্রহের প্রথা রীতিমত প্রচলিত আছে। বিলাসপুর জেলায় জঙ্ক নদীর তীরবর্ত্তী সোণাথাতে সুবর্ণরেণু পাওয়া যায় বলিয়া জানা গিয়াছে। রায়পুর জেলায় কয়েক জন স্বর্ণধৌতকারকের বাস আছে। এখানে মহানদীর তীরবর্ত্তী রাজিম নামক স্থানে সুবর্ণকণা পাওয়া যায়।

উপর-গোদাবরীজেলা—ভদ্রাচলম্ ও মারিগুদম্ এই দুই স্থানে সুবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মারিগুদমের সোণা ১৬৲ টাকায় তোলা দরে বিক্রয় হয়।

মহিসুর—এখানে উরিগাম্ নামক গ্রামে বালুকা ধৌত করিয়া ও মারকবপম নামক স্থানে ভূগর্ভ হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করা হয়। বুদিকোট হইতে বামসমুদ্র পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত স্থানে মৃত্তিকার সর্ব্বোপরিস্থ স্তরটীতেই সুবর্ণরেণু মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮০২ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন ওয়ারেণ এখানে দুইটী সুবর্ণখনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহাদের একটী কেম্ব্রিতে সুবস্থিত, ইহা ৩০ ফিট গভীর ও ইহার স্তর ৫০ ফিট। স্বর্ণপল্লীর পশ্চিমে যে আর একটি খনি ছিল, তাহা ৪৫ ফিট গভীর ও ৫৬ ফিট বিস্তৃত। নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিত বলিয়া এখানে খনির কাজ এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লোকের দৃষ্টি আবার এই দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। ১৮৭২-৭৩ খৃঃ অব্দে বেতমঙ্গলা তালুকে ৫ পাউণ্ড ওজনের এবং পরবর্ত্তী বৎসর কোলারেও ৬ পাউণ্ড ওজনের সোণা পাওয়া যায়। তখন বিশ্বাস হইল যে রীতিমত চেষ্টা করিলে এই অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ সংগৃহীত হইতে পারে এবং সরকার হইতে মিঃ লাভেল নামক একজন ইংরাজকে তিন বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্ণ ও অন্যান্য ধাতু উত্তোলনের অধিকার দান করা হইল। ইহার পরে কোলারের স্বর্ণক্ষেত্রের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ১৮৮০ খৃঃ অব্দ হইতে বহু কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া বিদেশে প্রেরণ করিতেছে।

হায়দরাবাদ—গোদাবরীর এবং ইহার শাখানদীসমূহের খাতে ও তীরে সুবর্ণরেণু পাওয়া যায়। ডাক্তার ওয়াকার সাহেব বলেন যে ১৭৯০ খৃঃ অব্দের সমকালে মুঙ্গাপেটের সমীপবর্ত্তী গোদালোর নামক গ্রামে একটা সুবর্ণখান আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ—সুদূর অতীতে মান্দ্রাজ সুবর্ণখানির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু বহু বৎসর পর্য্যন্ত এখানে স্বর্ণসংগ্রহের একেবারেই চেষ্টা হয় নাই। এখন আবার নূতন চেষ্টা চলিতেছে। ত্রিবাঙ্কুর, মদুরা, মলবার, বৈনাদ, সালেম্ ও বেল্লারী এই সকল স্থানে সুবর্ণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে বিশাখপত্তনেও স্বর্ণরেণু পাওয়া যাইতে পারে।

ত্রিবাঙ্কুরে স্ফটিকক্ষেত্রের ঊর্দ্ধতমস্তরে সুবর্ণরেণু দেখিতে পাওয়া যায়। মদুরা জেলায় দুই স্থানে পালকনাথে ও বেগাই নদীর বালুকারাশিতে সুবর্ণরেণু সংগৃহীত হইয়া থাকে। সালেম্ জেলায় এক সময়ে কাঞ্জামালিয়া নামক পাহাড়ের সানুদেশে এই বহুমূল্য ধাতু পাওয়া যাইত।

মলবার ও বৈনাদ জেলা—পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্লিনির সময়ে যে এখানে সুবর্ণ পাওয়া যাইত, তাহার প্রমাণ আছে, তবে ১৭৯২-৯৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ না থাকাতে এই অঞ্চলের সুবর্ণের কথা একেবারেই অনালোচিত রহিয়াছে। এই বৎসর যে সরকারী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে জানা যায় যে সেই সময়ে নীলাম্বরের রাজা তাঁহার রাজ্যে যে স্বর্ণ পাওয়া যাইত, তাহার উপর একটা রাজকর স্থাপন করেন। বুকানন লিখিয়া গিয়াছেন যে ১৮০১ খৃঃ অব্দে মলবারে সুবর্ণখান ছিল, সামান্যমাত্র রাজকর দিয়া একজন নায়ব এই সকল খনি হইতে সুবর্ণ উত্তোলন করিতেছিল। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে মিঃ বেবার নামক একজন ইংরাজ লিখিয়াছিলেন যে, কোয়ম্বাতোর এবং নীলগিরি ও কুণ্ডগিরিমালার দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশে ২০০০হাজার বর্গমাইল পরিমিত জমিতে সুবর্ণরেণু পাওয়া যায়। ১৮৭৯-৮০ অব্দে মিঃ ব্রাউস্মিথ বৈনাদ অঞ্চলের সুবর্ণক্ষেত্রগুলি বিশেষ করিয়া দেখিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, এখানে মৃত্তিকার সঙ্গে স্বর্ণরেণু অনেক অধিক মাত্রায় বিজড়িত আছে।

মধ্যভারতবর্ষ—ডাঃ আরভিন্ বলেন যে এক সময়ে আজমের-মৈরবাড়া জেলায় লুনী ও চাড়ি নদীর তীরে সুবর্ণরেণু সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু অধুনা এখানে এই ব্যবসায়ের একেবারেই অস্তিত্ব নাই।

বোম্বাই প্রদেশ—দক্ষিণ মহারাষ্ট্রদেশের ধারবার, বেলগাঁও এবং কলাদগি জেলায় ও কাঠিবাড় অঞ্চলে অনেকগুলি পাহাড়ে সুবর্ণ পাওয়া যায়।

ধারবার জেলা—চিক্মুগন্দ, সুর্তুর, দম্বল, ধোনি প্রভৃতি স্থানে ও গুড়কের নিকটবর্ত্তী হুত্তি নদীতে সুবর্ণ পাওয়া গিয়াছে। এই জেলায় তিন রকম পাহাড়ে স্বর্ণ পাওয়া যায়।

বেলগাঁও জেলা—এখানে বেলোন্দি, বীল হোন্দিল ও মুর্গায় গ্রামে পূর্ব্বে সোণা পাওয়া যাইত শুনিতে পাওয়া যায়।

কলাদগি জেলা—এখানকার নদীসৈকতবর্ত্তী বালুকাকণার সঙ্গে সুবর্ণরেণু বিজাড়িত আছে বলিয়া প্রকাশ।

কাঠিবাড়—সোনেরা ও আজি নদীর জলে অল্পপরিমাণ স্বর্ণকণা পাওয়া যায়।

পঞ্জাব—এখানকার রাবি ও অন্যান্য দুই একটি নদী ব্যতীত প্রায় সকল গুলি নদীর বালুকার সঙ্গেই সুবর্ণরেণু মিশ্রিত আছে।

বালুকা ধৌত করিয়া সুবর্ণ সংগ্রহের প্রথা এখানে বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রবর্ত্তিত আছে বলিয়া বিশ্বাস। পূর্ব্বে শিখরাজত্বের সময়ে প্রাপ্ত সোণার ¼ অংশ রাজস্ব স্বরূপ প্রদান করিতে হইত। তাহাতে রাজস্ব অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু অধুনা অতি অল্পমাত্রই রাজকর আদায় হইয়া থাকে। ১৮৬০-৬১ খৃঃ ৪৪৪৲ টাকা ও ১৮৬১-৬২ খৃঃ অব্দে ৫৩০৲ টাকা রাজকোষভুক্ত হইয়াছিল। আবুল ফজল বলেন যে সম্রাট্ অকবরের সময়ে লাহোর সুবার বালুকা ধৌত করিয়া সুবর্ণ সংগ্রহ করা হইত। এখন নিম্নলিখিত জেলা গুলিতে পাওয়া যায়—

বান্নু জেলা—কলাবাগের সন্নিকটে সিন্ধু নদী হইতে বৎসরে প্রায় ২০০৲ টাকার সুবর্ণরেণু সংগৃহীত হইয়া থাকে।

পেশবার জেলা—আটকের উর্দ্ধাংশে সিন্ধু নদীতে ও কাবুল নদীতে প্রায় দেড় শত লোক স্বর্ণ ধৌত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গড়ে প্রত্যেকে ২ হইতে ২॥ তোলা পর্য্যন্ত সুবর্ণ পাইয়া থাকে। ইহা ১৫ টাকায় তোলা দরে বাজারে বিক্রয় হয়।

হাজারা জেলা—এখানেও সিন্ধুনদী হইতে অল্প পরিমাণ সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

রাবলপিণ্ডী জেলা—আটক এবং কলাবাগের মধ্যবর্ত্তী সিন্ধুর বালুকা ধৌত করিয়া স্বর্ণ সংগ্রহ করা হয়। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে এখানে বড় বড় কাষ্ঠ পাত্র ও পারদ লইয়া প্রতিবৎসর প্রায় ৩০০ শত জন লোক সুবর্ণসংগ্রহে নিযুক্ত হইত। এইরূপে ইহারা যাহা পাইত, তাহার একচতুর্থাংশ শিখরাজসরকারে প্রদান করিতে হইত, ইহাতে তাহাদিগের প্রত্যেকের দৈনিক ৵০ আনা।• আনার বেশী পড়িত না।

ঝেলাম্ জেলা—শিখরাজত্বের সময় এখানকার নদীগর্ভ হইতে যে স্বর্ণ উত্তোলিত হইত তাহাতে বৎসরে ৫০০ শত টাকারও অধিক রাজকর আদায় হইত। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এখানে বৎসরে ১০১৩ তোলা অর্থাৎ প্রায় ১৬০০ পাউণ্ড সুবর্ণ পাওয়া যাইত। বন্হর নদী ও ইহার পশ্চিমে সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত যে সকল খাল আছে তাহাতেই সুবর্ণরেণু পাওয়া গিয়া থাকে।

কাঙড়া জেলা—হরিপুরের নিকটে বিয়াস্ নদীতে এবং স্পিতি, কুলু ও লাহুলে সুবর্ণ পাওয়া যায়।

অম্বালা জেলা—মার্কণ্ডা নদী হইতে যে সুবর্ণ সংগৃহীত হয়, লাহোর-প্রদর্শনীতে তাহার নমুনা প্রদর্শিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে এখানকার গোমতী নদীতেও সুবর্ণ সংগ্রহ করা হইত। বর্ণফুর সাহেব লিখিয়াছেন যে অম্বালা এবং কালকার মধ্যবর্ত্তিপ্রদেশে প্রচুর স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে।

গুরগাঁও জেলা—সোণার নিকটবর্ত্তি খালগুলিতে সুবর্ণরেণু পাওয়া যায়।

কাশ্মীর—আইন্-ই-আকবরীতে আবুল ফজল লিখিয়াছেন, অকবরের সময়ে কাশ্মীর সুবায় পদমাটি, পুকোলি ও গুলকুটে (গিলাগটে ?) সুবর্ণ পাওয়া যাইত, এখানে এক নূতন ধরণে সুবর্ণরেণু সংগ্রহ করা হইত। যে সকল নদীর জলের সঙ্গে এই সকল ভাসিয়া আসিত, তাহাদের গর্ভে সলোমপশুচর্ম্ম পুতিয়া রাখা হইত। ইহাদের লোমে স্বর্ণরেণু জমিয়া থাকিত। সেই চর্ম্ম শুকাইয়া মাড়িয়া ফেলিলেই সুবর্ণ পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান সময়ে কাশ্মীরের মহারাজের রাজ্যমধ্যে একমাত্র লাদকেই স্বর্ণসংগ্রহের প্রথা প্রচলিত আছে।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ—কুমাওন এবং গাড়োয়ালের কয়েকটি নদীতে বালুকার সঙ্গে স্বর্ণরেণু বিজড়িত দেখা যায়। পূর্ব্বে মোরাদাবাদ জেলার কয়েকটি নদীতে বালুকা ধৌত করিয়া সুবর্ণ সংগ্রহের প্রথা প্রচলিত ছিল।

গাড়োয়াল জেলা—অলকনন্দা, ধেনগঙ্গা ও সোণা নদীতে সুবর্ণরেণু পাওয়া যায়। অলকনন্দার উৎপত্তিস্থানের নিকটবর্ত্তী কেদারনাথে নাকি একখানা গ্রেনাইট পাথরেও একটু সুবর্ণ রেখা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এখানকার গঙ্গায়ও সুবর্ণ পাওয়া যায়।

মোরাদাবাদ জেলা—ইহার উত্তর সীমান্তবর্ত্তী রামগঙ্গার শাখা সমূহে, বিশেষতঃ কো এবং ঢেলাতে স্বর্ণ পাওয়া যায়।

নেপাল, সিকিম ও দারজ্জিলিং—হিমালয়ের উত্তরপশ্চিমাংশের

মত এই সকল স্থানেও সুবর্ণ পাওয়া যায় বলিয়া ধারণা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তিব্বত হইতে সমানীত প্রায় দুই লক্ষ টাকার স্বর্ণ নেপালে পরিমার্জ্জিত করা হয়। চম্পারণ জেলার বালুকা ধৌত করিয়া সুবর্ণসংগ্রহের প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। ইহাতে মনে হয় যে নেপাল এবং সিকিমেও স্বর্ণ পাওয়া যায়, কেবল আপনাদের অর্থপ্রাপ্তির স্থান সংগোপন রাখিবার জন্যই দেশীয় রাজারা স্বর্ণপ্রাপ্তির কথা চাপিয়া যাইতেছেন।

বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইলেও হিমালয়ের অধোদেশে অবস্থিত বলিয়া চম্পারণ জেলার কথা এই সঙ্গে বলা হইতেছে। এখানকার পর্ব্বতোদ্ভূত অনেক গুলি নদীই স্বর্ণবাহী, বর্ষার প্রারম্ভে ও অবসানে পাঁচনদ, হুরহা, বালুই বা ধর, অচ্‌নি এবং কাপন প্রভৃতি নদী গুলির বালুকা ধৌত করিয়া স্বর্ণ সংগ্রহ করা হয়। এখানকার সুবর্ণ-সংগ্রাহকেরা মোঙ্গলীয় বংশোদ্ভূত। তাহারা দৈনিক ।০ আনা হইতে ১৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

আসাম—স্বর্ণের জন্য আসাম বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। দরঙ্গ, শিবসাগর, লখিমপুর, এই সকল স্থানে এমন নদী খুব বিরল, যাহাতে সুবর্ণ পাওয়া যায় না। কামরূপ, গোয়ালপাড়া, নওগাঁও, গারো, জয়ন্তিয়া এবং নাগা পাহাড়ে এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে স্বর্ণ মিলে বলিয়া কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পূর্ব্বোক্ত তিনটি জেলায় পূর্ব্বে যে প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ সংগৃহীত হইত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এখানকার সোনোয়াল (স্বর্ণসংগ্রাহক)-গণ বৎসরে ৬৪০০০৲ হাজার টাকা রাজকর প্রদান করিত।

শিবসাগর জেলা—এখানে ধনেশ্বরী নদী ও তাহার শাখা সমূহেই (দেশুই, পাকেরগুড়ি, জঞ্জি ও বুড়িডিহিং) প্রধানতঃ সুবর্ণ সংগ্রহ করা হয়। দেশুইর সোণা এবং লখিমপুরের জোগ্‌লো নদীর সোণাই এক সময়ে আসামলব্ধ সোণার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আসামী রাজপরিবারের অলঙ্কারাদি এই স্বর্ণেই প্রস্তুত হইত।

লখিমপুর জেলা—আসামের বাকী প্রদেশের সমস্ত গুলি নদী এক সঙ্গে করিলে যত হইবে, একমাত্র লখিমপুর জেলাতেই তদপেক্ষা বেশি সুবর্ণবাহী নদী আছে। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে এখানে প্রায় ১২০০ পাউণ্ড স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়াছিল। এখানে যে সকল নদীতে সুবর্ণ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র (ইহার শাখা-সমূহ দিকরং, বোরপানি, সুবর্ণশ্রী, শিশি, দিহঙ্গ, দিগরা, জোগলো ও নোয়া-দিহিং) প্রধান। ব্রহ্মপুত্রের অপেক্ষাও নোয়া দিহিঙ্গে অধিকতর পরিমাণ সুবর্ণ পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত এখানে আবার প্লাটিনাম্‌ ধাতুর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মদেশ—এখানকার সকল বিভাগেই সুবর্ণ মিলে।

পেগু—ইরাবতী নদীর বালুকা ধৌত করিয়া স্বর্ণসংগ্রহ করা হয়।

তেনাসেরিম—তে এবং মৌমাগন এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী গ্রেনাইট পাথরের পাহাড় হইতে যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়াছে তাহাতে এবং হেনজর, তেভয় ও তেনাসেরিমের নদীসমূহে সুবর্ণ পাওয়া যায়।

উপর ব্রহ্ম—অলঙ্কার ব্যতীত অট্টালিকাদি সুসজ্জিত করিতেও ব্রহ্মদেশে স্বর্ণের যথেষ্ট প্রচলন আছে; কিন্তু নিম্নাংশ অপেক্ষা ব্রহ্মের উত্তরাংশে এই প্রথা সমধিক প্রচলিত। এই স্বর্ণের কিয়দংশ নদী হইতে সংগৃহীত করা হয়, বাকী অংশ চীন দেশ হইতে আমদানী হয়। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে দেশীয় স্বর্ণ ৩৬০ পাউণ্ড ও চীন আনীত স্বর্ণ ১১০০ পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। হুকং উপত্যকার কাপডুপ্‌ ও নামকোয়ান নদীদ্বয়, কাইয়েন দোয়েন ও ইরাবতী এই কয় নদী হইতে স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। কাইয়েন দোয়েনে আবার প্লাটিনাম্‌ও পাওয়া যায়। সলোম বন্য গো-শৃঙ্গ নদীতে পুঁতিয়া রাখিয়া সুবর্ণরেণু ও প্লাটিনাম্-কণা সংগ্রহ করা হয়।

তিব্বত—বহু প্রাচীনকাল হইতেই তিব্বত হইতে ভারতবর্ষে সুবর্ণ আমদানী করা হইতেছে। ১৮৬৭-৬৮ খৃঃ অব্দে এখানে যে জরিপ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে থক্ জালুং, থক্ নিয়ান্মো ও থক্ সারলুঙ্গে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুবর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়। এই সকল খনি হইতে তিব্বতীয়েরা রীতিমত স্বর্ণ উত্তোলন করিতেছিল। খৃষ্টীয় যুগের প্রথম শতাব্দীতে হেরোদোতাস, প্লিনি প্রভৃতিও এখানে সুবর্ণপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিব্বতীয়েরা যে স্বর্ণ সংগ্রহ করে, তাহা তাহারা প্রয়োজনীয় শস্যের কি বস্ত্রের বিনিময়ে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলবাসীদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। লাসার গবর্ণমেণ্ট খনিতে কাজ করিবার জন্য এক সঙ্গে তিন বৎসরের অধিকার প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি এইরূপ অধিকার পান তাঁহাকে সার-পান বলা হয়। থক্-জালুংএর খনি গুলিতে যে সুবর্ণ পাওয়া যায়, তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব সাধারণতঃ ৭.৭৩ এর বেশি হয় না।

যুরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে কয় রাজ্যেই অধিকতর পরিমাণে সুবর্ণ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যেও বেশি ভাগ আবার এসিয়াখণ্ডেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। উরলশৈলমালার পূর্ব্বাংশে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ছয়শত মাইল বিস্তৃত স্থানেই অধিক সংখ্যক সুবর্ণের খনি অবস্থিত। এখানেও আবার ঝিয়াস্ক, কামেনস্ক, বেরেজোভস্ক, নিজনি তাগিলস্ক ও বোগোস লাউস্ক এই কয়টি স্থানই প্রধান সুবর্ণ-কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। উরল প্রদেশে যে

স্বর্ণ খনি আছে, তাহার মধ্যে মিয়াস্কের সমীপবর্ত্তী স্মোলেন্স্কের খনিগুলি এবং আউস্পেন্স্কের খনি হইতেই অধিকতম স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। মিয়াস্কে যে সুবর্ণের তাল পাওয়া যায়, সে গুলি অতি প্রকাণ্ড। আউস্পেন্স্কে সুবর্ণের সঙ্গে মরকত মণি, পাটল বর্ণের টোপাজ পাথর ও অন্যান্য বহুমূল্য পাথর পাওয়া যায়। ককেসস্ পর্ব্বতে যে অতি প্রাচীন কালে সুবর্ণ সংগৃহীত হইত, তাহা গ্রীকদিগের পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের পরে এখানে সুবর্ণ সংগ্রহের আর কোন চেষ্টাই করা হয় নাই।

য়ুরোপখণ্ডে ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল, উইকলো ও হেলম্স্ডেল প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট সোণার টুকরা পাওয়া গিয়া থাকে, এখানে এপর্য্যন্ত ৫ আউন্সের বেশি ওজনের সুবর্ণ তাল পাওয়া যায় নাই। আল্পাইন্ হইতে রাইন্ দানিয়ুব প্রভৃতি যে সকল নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের জলেও বালুকাকণার সঙ্গে অতি সামান্য পরিমাণ সুবর্ণরেণু দেখা গিয়া থাকে। রোন্ ও ইহার শাখাসমূহ এবং ফরাসী দেশের অন্যান্য নদী গুলিতেও যৎসামান্য সুবর্ণ পাওয়া যায়। আল্পস্ পর্ব্বতের যে দিকে ইটালি দেশ সেই দিকে লাগো মাগিয়রের উপরে ভেলান্জাস্কা ও ভালটো নামক স্থানে পেষ্টারেণা খনি নামে কতকগুলি খনি আছে। এখান হইতে বিগত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বৎসরে ২০০০ হইতে ৩০০০ হাজার আউন্স পর্য্যন্ত সুবর্ণ উত্তোলন করা হইয়াছে। সম্প্রতি আলোমণ্ট নামক স্থানে স্বর্ণবিমিশ্রিত একটি তাম্রখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হাঙ্গেরিতে সেমনিজ নামক স্থানে কতকগুলি খনি আছে। তাহাতে স্ফটিকখনি ও লৌহের সঙ্গে সঙ্গে রৌপ্য, গালেনা ও পাইরাইটজ্ বিমিশ্রিত সুবর্ণও পাওয়া যায়। ট্রান্সিলভেনিয়ার নাগিয়াগ নামক স্থানে তেলিউরাম্ নামক ধাতুর সঙ্গে অতি পাতলা ($\frac{1}{৮}$ হইতে $\frac{1}{১৬}$ ইঞ্চি পুরু) সুবর্ণপাত বাহির করা হয়। এই পাহাড়টার প্রত্যেক পার্শ্বেই খনন করিলে কয়েক ফুট্ পর্য্যন্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওয়া যায়। এখানকার তরোস্ পটক নামক স্থানেও প্রভূত পরিমাণ রৌপ্য ও জিপ্সামের সঙ্গে বিমিশ্রিত অবস্থায় সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকার আট্লাণ্টিক্ মহাসাগরের দিকে কুইবেকের সন্নিকটে চডিয়ার নামক নদীতে ও নব-স্কোসিয়ায় সুবর্ণ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের দিকেই ইহা অধিকতর পরিমাণে পাওয়া যায়। মেক্সিকো হইতে আলাস্কা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তটা স্থানই সুবর্ণের জন্য বিখ্যাত। তবে উপকূলের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত সাক্রামেণ্টের সমীপবর্ত্তী প্রদেশেই ইহার প্রাপ্তিটা কিছু বেশি পরিমাণ ঘটিয়া থাকে। ব্রামাথ, কালম্বিয়া এবং ফ্রেজার নদীবিধৌত দেশেও নিতান্ত অল্প সুবর্ণ সংগৃহীত হয় না। ফ্রেজারের সুবর্ণখনিও অভ্যন্তর দিকে একেবারে কাসকেড শৈলশ্রেণী ও রাক পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কালিফোর্ণিয়ার সাক্রামেণ্টে নদী বিধৌত প্রদেশ গুলিতেও বহু বিস্তৃত সুবর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফ্রেজার নদীর উদ্ধদেশে কারিবো জেলার কতকগুলি খান' হইতে কিছু নিকৃষ্ট রকমের সুবর্ণ উত্তোলন করা হইতেছে। সামন্ নদীর সমীপবর্ত্তী ওরগন্ নামক স্থানে প্রভূত পরিমাণে মূল্যবান্ সুবর্ণ-কঙ্কর পাওয়া গিয়াছিল। কালিফোর্ণিয়ার অনেক গুলি স্থানে স্ফটিকমণির সঙ্গে সুবর্ণরেণু পাওয়া যায়। কালাভেরাম প্রদেশে তেলিউরামের খনি হইতে সুবর্ণও সংগৃহীত হইয়া থাকে। নেভেডা এবং কলোরেডোতে রৌপ্যখনি হইতে রৌপ্যের সঙ্গে বিমিশ্রিত অবস্থায় সুবর্ণও পাওয়া যায়। মেক্সিকো, পেরু, কেলিভিয়া এবং চিলিদেশে সুবর্ণ পাওয়া যায়। তাহাও রৌপ্যের সঙ্গে বিশেষরূপে জড়িত থাকে।

টিটিকাকা হ্রদের তীরবর্ত্তী কাবাবিয়ায় স্ফটিকমণির সঙ্গে বহুমূল্য সুবর্ণ পাওয়া গিয়াছে। অধুনা ভেনিজুয়েলার কারাটালে এবং ফরাসী গায়েনার সেণ্টইলাহ নামক স্থানেও সুবর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্রাজিলেও ফকোটিঙ্গ নামক পাথরের পাহাড়ে প্রভূত সুবর্ণসমন্বিত খনি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলেই অধিকতর পরিমাণে সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। গিনি উপকূলের অনেক বন্দর হইতে সুবর্ণ-রেণু রপ্তানি করা হয়। ট্রান্সভালের পর্ব্বতে যে স্বর্ণ উত্তোলিত হয়, তাহা তেমন উৎকৃষ্ট নহে। আবিসিনিয়া এবং নিউবিয়াতেও অল্প পরিমাণ সুবর্ণ পাওয়া যায়। লোহিত সাগরের উপকূলে এবং আকাবো উপসাগরের তীরবর্ত্তী মাইভিয়ান্ নামক স্থানে কয়েকটি পুরাতন ও বহুবিস্তৃত খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্বোপকূলে উত্তরদক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে সুবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে দক্ষিণে ভিক্টোরিয়া নামক প্রদেশেই অধিকতর পরিমাণে সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। ভিক্টোরিয়ার মধ্যেও আবার বাল্লারট, কাসেলমইন্, সাণ্ডহাষ্ট এবং বিচওয়ার্থ এই কয়টি স্থান সবিশেষ প্রসিদ্ধ। নিউ সাউথ্ ওয়েল্স্ প্রদেশের উত্তরদক্ষিণে প্রায় সর্ব্বত্রই অল্লাধিক পরিমাণে সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। কুইন্স্লণ্ডের সীমান্ত দেশে অবস্থিত পর্ব্বতের পূর্ব্ব প্রান্তেও ইহা পাওয়া যায়; এদিকে দক্ষিণে ব্রেড্উড্, আডলেড, টাম্বা রুম্বা এবং মারে নদীর সমীপবর্ত্তী স্থানগুলও সুবর্ণের জন্য বিখ্যাত। কুইন্স্লণ্ডের মধ্যে জিম্পি, কিলকেভান্, ইষ্টার্ণ নদী, হার্‌লি, পিক্ ডাউন্স, ক্লোমেনি, এবং

গিলবার্ট, এই কয়টি স্থানেই ইহা অধিকতর পরিমাণে স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় (ট্রান্সভালের) এবং প্রায় সেই সময়েই দক্ষিণ-ভারতের (মহিসুরের) কোলার স্বর্ণ খনিগুলি আবিষ্কৃত হয় এবং এই সকল স্থানে স্বর্ণ সংগ্রহের জন্য রীতিমত চেষ্টা হইতে থাকে। ট্রান্সভালের স্বর্ণখনি একপ্রকার অদ্বিতীয়। কোলারের স্বর্ণক্ষেত্র আবিষ্কারের পরে ভারতবর্ষ হইতেও অল্প স্বর্ণ সংগৃহীত হইতেছে না। ১৮৮৮—১৮৯৯ পর্য্যন্ত এখান হইতে প্রতিবৎসর গড়ে ৬৯৮২০৮ পাউণ্ড স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছিল; আর এখন প্রতিবৎসরে গড়ে প্রায় ১৯০০০০০ পাউণ্ড পাওয়া যাইতেছে। কানাডায় বৃটীশ কলম্বিয়ায় যে সকল খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও বৎসরে ৫৫৮৩৩০০ পাউণ্ড করিয়া স্বর্ণ সংগৃহীত হইতেছে। আমেরিকায় যুক্ত-রাজ্যেও কতকগুলি নূতন খনি আবিষ্কৃত হওয়াতে প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যাইতেছে। ক্রমেই লোকের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং তাহার ফলে যে সকল স্থান পূর্ব্বে শুধু রৌপ্যের আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এখন সেখানেও স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়া জগতের ধনবৃদ্ধিকার্য্যের সহায়তা করিতেছে। যুক্তরাজ্য ব্যতীত আমেরিকার অন্যান্য প্রদেশেও অনেকগুলি খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে আলাস্কায় প্রথম স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়; ইহার পরে সেখানে ক্রমশঃই অধিকতর পরিমাণে স্বর্ণ উত্তোলিত হইতেছে। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে উত্তরপশ্চিম উপকূলে লোম্ অন্তরীপেও ইহার অস্তিত্বের কথা অবগত হওয়া যায়। কয়েকমাসের চেষ্টার ফলেই ৫০০০০০ পাউণ্ডেরও অধিক স্বর্ণ উত্তোলন করা হয়। এই সকল লাভজনক আবিষ্কারের ফলে আমেরিকাবাসীরা ক্রমেই এই দিকে বেশি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন এবং নানা স্থানে স্বর্ণখনি বাহির করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। উরুগুয়ে, আর্জেণ্টাইন, চিলি, বলিভিয়া, পেরু এবং ইকোয়াডা এই সকল স্থানে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বর্ণ সংগৃহীত হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যতগুলি খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ট্রান্সভালের উইটওয়াটার-স্যাণ্ড জেলার খনিগুলিই সর্ব্বপ্রধান। জুলুলণ্ড এবং গোল্ড-কোষ্টেও স্বর্ণ পাওয়া যায় বলিয়া জানা গিয়াছে, কিন্তু এখনও এখানে স্বর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য কোন রীতিমত অনুষ্ঠান করা হয় নাই।

আকর হইতে যে স্বর্ণ উত্তোলন করা হয়, তাহা রৌপ্য প্রভৃতি অন্যান্য ধাতব পদার্থের সঙ্গে সংমিশ্রিত থাকে। এই সংমিশ্রণ হইতে যে উপায়ে খাটি স্বর্ণ বাহির করা হয় তাহাকে বিশুদ্ধীকরণ বলে। অতি প্রাচীনকালে ফটকিরি মিশ্রিত মৃত্তিকার সঙ্গে আকরোদ্ভূত স্বর্ণ দগ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণ বাহির করা হইত। প্লিনি বলেন যে, তাঁহার সময়ে বিশুদ্ধ করিবার জন্য স্বর্ণকে ইহার তিনগুণ ওজনের লবণের সঙ্গে একটি মৃণ্ময় পাত্রে পুরিয়া অগ্নির উত্তাপে রাখা হইত। তৎপরে আবার একভাগ মৃণ্ময় পাথরের ও দুইভাগ লবণের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ইহাতে অগ্নির উত্তাপ দেওয়া হইত। তাহার পরে শৈত্যসংস্পর্শ ঘটিলেই লবণটা গলিয়া যাইত এবং রৌপ্যের অংশটা ক্লোরাইড আকারে পৃথক্ হইয়া পড়িত। এইভাবে বিশুদ্ধ স্বর্ণ পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান সময়ে নাইট্রিক এসিড ও সাল্‌ফিউরিক এসিডের সহায়তায় স্বর্ণ বিশুদ্ধ করা হইয়া থাকে।

অনেক সময়ে স্বর্ণ পারদের সঙ্গেও মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। কেম্‌বিস কাপড়ের কি মৃগচর্ম্মাদির উপরে ছড়াইয়া দিয়া পারদের অংশটা কিয়ৎপরিমাণে কম করিয়া লওয়া হয়। তৎপরে একটি পাত্রের অভ্যন্তর ভাগের ফায়ার-ক্লে নামক অগ্নির উত্তাপসহ মৃত্তিকার ও কাষ্ঠভস্মের প্রলেপ দিয়া তাহার মধ্যে পারদ ও স্বর্ণের কঠিনতর সংমিশ্রণটিকে প্রবেশ করাইতে হয়। তাহাতে একটি জলপূর্ণ পাত্র এবং এই দুইএর মধ্যে একটি নলের সংযোগ রাখিতে হয়। তখন অগ্নির উত্তাপ প্রয়োগ করিলেই চুয়ান আরম্ভ হয়। এই ভাবে প্রতি সংমিশ্রণ হইতে সাধারণতঃ শতকরা ৩০ কি ৪০ ভাগ স্বর্ণ পাওয়া যায়।

স্বর্ণ আকরে এবং জলপ্রবাহসঞ্চিত চড়া ভূমিতে পাওয়া যায়। চড়াভূমিতে সাধারণতঃ মৃত্তিকাদির মধ্যে প্রোথিত থাকে এবং উত্তোলন করিবার পরেও ইহার সঙ্গে যথেষ্ট মৃত্তিকাদি পদার্থ মিশ্রিত থাকে। এই অবস্থায় ইহার উপর কোন তীব্র জলস্রোত প্রবাহিত করিয়া ইহাকে ধৌত করিয়া লওয়া হয়। কখনও কখনও ইহা মৃত্তিকার এত নীচে থাকে এবং জলবাহিত কঙ্করাদি ইহার উপর দৃঢ়ভাবে জমিয়া ইহাকে এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখে যে রীতিমত সুরঙ্গ খননাদি না করিলে আর ইহা বাহির করা যায় না। জলপ্রবাহসঞ্চিত মৃত্তিকার উর্দ্ধতন স্তর হইতে নিম্নলিখিত উপায়ে স্বর্ণ বাহির এবং অন্যান্য পদার্থ হইতে বিযুক্ত করা হয়।

লৌহচাদর নির্ম্মিত ১৩।১৪ ইঞ্চ ব্যাসের একখানা কটাহ স্বর্ণমিশ্রিত মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া কড়াটির বার আনা পরিমাণ মৃত্তিকা তোলা হয়। তৎপরে তাহা লইয়া একটা জলপ্রবাহের নীচে ধরা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কড়াটিকে ধরিয়া কুলার মত করিয়া নাড়িতে হয়। পুনঃ পুনঃ ধৌত ও নাড়িবার পর কড়ার উপরে স্বর্ণরেণুগুলি অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে, তখন সেইগুলিকে আর একটি ছোট কড়ায় করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধৌত করিলেই স্বর্ণেতর পদার্থগুলি জলস্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া

যায়। বেশী পরিমাণ সুবর্ণসংগ্রহ করিতে হইলে এই উপায়ে তেমন সুবিধা হয় না বলিয়া ক্রেডল-টম প্রভৃতি যন্ত্রও আবিষ্কার করা হইয়াছে। হাইড্রোলিক প্রণালী অবলম্বন করিয়াও কোন কোন স্থানে এই কার্য্য সাধন করা হইতেছে।

আকর হইতে যে সুবর্ণ উত্তোলিত করা হয়, তাহাও অন্যান্য অনেক ধাতব পদার্থের সঙ্গে সংমিশ্রিত থাকে। পারদ মিশ্রিত করিয়া সাধারণতঃ অন্যান্য পদার্থ হইতে সুবর্ণ বিমুক্ত করা হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আবার স্ফটিকমণি প্রভৃতি যে সকল পদার্থ ইহার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে, সেগুলিকে সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত করিয়া লইলে বিশেষ সুবিধা হয়। শেষের লিখিত কাজটি নিম্নলিখিত তিন উপায়ে সাধিত হইতে পারে—(১) মেক্সিকান ক্রাসার (পেষক) দ্বারা। ইহাতে একখণ্ড প্রস্তর নীচে রাখিয়া তাহার উপর সুবর্ণ মিশ্রিত ধাতব পদার্থগুলিকে রাখা হয়, এবং তদুপরি গুরুভার প্রস্তরখণ্ড চাপাইয়া পেষণ করা হয়।—(২) চিলিয়ান মিল দ্বারা। ইহাতে ঘরের মেজের উপর মিশ্রিত পদার্থগুলিকে রাখিয়া এক খণ্ড লম্বা দণ্ডে মৃত্তিকার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে কতকগুলি বাহু সংযুক্ত করা হয় এবং সেই বাহুগুলির বহিঃ প্রান্তের নিম্নদেশে গুরুতর প্রস্তর বাঁধিয়া সেই প্রস্তর দ্বারা কর্ষণ করা হয়।—(৩) কালিফর্ণিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়াতে প্রধানতঃ ষ্টাম্প মিল নামক যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পারদের সহায়তায় যখন অন্যান্য ধাতব পদার্থ হইতে সুবর্ণকে বিযুক্ত করিবার চেষ্টা করা হয়, তখন নিম্নলিখিত কারণে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পারদের পরমাণুগুলির উপরিভাগের ধাতব উজ্জ্বলতা বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় সে গুলি রীতিমত অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিলিত হইতে অর্থাৎ সে গুলিকে আকর্ষণ করিয়া বিযুক্ত করিতে পারে না। ইহা দূর করিবার জন্য যত রকমের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সোডিয়ামের মিশ্রণই (Sodium amalgum) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। গন্ধক, আর্সেনিক, বিস্‌মাথ, রসাঞ্জন ও টেলিউরাম্ প্রভৃতির সংমিশ্রণে সুবর্ণের উপর যে ময়লা জন্মে, তাহার জন্য পারদ যথারীতি ক্রিয়া করিতে পারে না বলিয়া দেখা গিয়াছে। কিন্তু পারদের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ সোডিয়াম্ মিশ্রিত করিয়া দিলে ক্রিয়া ভালরূপ হইয়া থাকে। সোডিয়ামের জন্য পারদের পরমাণুগুলিও সুবর্ণেতর পদার্থ আকর্ষণ করিবার শক্তি হারায় না।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্বাভাবিক সংমিশ্রণে যে মিশ্র ধাতুর উৎপত্তি হয়, তাহাকে ইলেক্‌ট্রাম্ বলে।

সুবর্ণের সঙ্গে নিম্নলিখিত ধাতুগুলি মিশ্রিত করা যায়—

স্বর্ণ ও দস্তা—সুবর্ণের সঙ্গে অল্প পরিমাণ দস্তা মিশ্রিত করিলে তাহা ভঙ্গপ্রবণ হয়, কিন্তু অধিক পরিমাণে মিশ্রিত করিলে, সোণার নমনীয়তা প্রায় পূর্ব্ববৎই থাকে। দেখা গিয়াছে যে স্বর্ণ, তাম্র এবং শতকরা ৫।৬ হিসাবে দস্তার সংমিশ্রণে যে মিশ্র ধাতুর উৎপত্তি হয় তাহা পূর্ব্ববৎ নমনীয় থাকে।

স্বর্ণ ও টিন—খুব বেশি পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োগ না করিলে সুবর্ণের সঙ্গে $\frac{১}{১০}$ ভাগ টিন মিশ্রিত করিবার পরেও তাহা পিটাইয়া মুদ্রা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু বেশি পরিমাণ টিন মিশ্রিত করিলে মিশ্রিত পদার্থটী শক্ত ও ভঙ্গপ্রবণ হয়, এবং আয়তনেও কিছু সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

সুবর্ণ ও লৌহ—১১ ভাগ সুবর্ণের সঙ্গে ১ ভাগ পরিমাণ লৌহ মিশ্রিত করিবার পরেই, বিনা উত্তাপেই মিশ্রিত পদার্থকে পিটাইয়া পাত করা যাইতে পারে। স্বর্ণ ও লৌহের যে ঘনত্ব, মিশ্র ধাতুর ঘনত্ব তদপেক্ষা কম হয়।

সুবর্ণ ও প্লাটিনাম্—তুল্য পরিমাণে এই দুই ধাতু মিশ্রিত করিলেও মিশ্র পদার্থটি সুবর্ণেরই মত নমনীয় থাকে, এবং দেখিতেও তাহা প্রায় স্বর্ণেরই মত দেখায়।

সুবর্ণ ও রোডিয়াম্—সুবর্ণের সঙ্গে ইহার $\frac{১}{৩}$ অংশ রোডিয়াম্ মিশ্রিত করিলে যে মিশ্রপদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণও সুবর্ণের মত থাকে এবং তাহা ইচ্ছামত নোয়ান যায়, কিন্তু গলান যায় না।

স্বর্ণ ও নিকেল—১১ ভাগ সুবর্ণের সঙ্গে ১ ভাগ নিকেল মিশ্রিত করিলে পিত্তলের মত একটা মিশ্র পদার্থের উৎপত্তি হয়।

সুবর্ণ ও কোবাল্ট—পূর্ব্বোক্তরূপে স্বর্ণ ও কোবাল্ট মিশ্রিত করিলে যে এক রকমের মিশ্র ধাতু উৎপন্ন হয়, তাহা ভঙ্গুর এবং ঈষৎ পীতাভ।

এই সকলের মধ্যে সুবর্ণ রৌপ্য এবং তাম্র এই ত্রিবিধ ধাতুর সংযোগে যে মিশ্র ধাতু উৎপন্ন হয়, তাহাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান সময়ে যে সুবর্ণ দিয়া মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহা একেবারে বিশুদ্ধ নহে—তাহাতে ১০০০ ভাগের মধ্যে ৮০০ ভাগ স্বর্ণ থাকে; বাকী দুই শত ভাগ রৌপ্য ও তাম্রের সংমিশ্রণ। ইংলণ্ডে ১২৫৭ খৃঃ অব্দে যখন সুবর্ণমুদ্রার প্রথম প্রচলন হয়, তখন একেবারে বিশুদ্ধ স্বর্ণ ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান সময়ে হাজার ভাগে সুবর্ণ ৯১৬.৬ ভাগ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

কেবল অলঙ্কারাদি বিলাসের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণেই যে সুবর্ণ ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে; জীবনরক্ষার বিষয়েও ইহার উপকারিতা আছে। সুদূর অতীত কাল হইতেই ভারতবর্ষে এবং য়ুরোপখণ্ডে ঔষধ রূপেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন রোমে জননীরা ছোট ছোট সন্তানের গলায় সুবর্ণখণ্ড ঝুলাইয়া রাখিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, তাহা হইলে কেহ আর ইহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

হিন্দু কবিরাজেরা ইহাকে বলকারক এবং শান্তি, সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি, মেধা ও শৃঙ্গারশক্তিবর্দ্ধক বলিয়া মনে করেন। কাঞ্জিক, তৈল, গোমূত্র, ঘোল প্রভৃতির সঙ্গে ইহা মিশ্রিত করিয়া এবং সেই মিশ্রণকে পুনঃ পুনঃ গরম ও ঠাণ্ডা করিয়া, জারিত সুবর্ণ প্রস্তুত হয়। তৎপরে পারদের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ইহা উত্তপ্ত করা হয় এবং ইহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিমাণ গন্ধকও মিশ্রিত করিয়া হামামদিস্তা দ্বারা তাহা সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করা হয়। এক গ্রেন্ হইতে দুই গ্রেন্ মাত্রায় ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক ঔষধের সঙ্গেও ইহা মিশ্রিত করিলে তাহাদের গুণ ও শক্তি বৃদ্ধি হয়। স্বর্ণসিন্দুর এবং মকরধ্বজ যে কিরূপ উপকারী ও বলকারক ঔষধ তাহা ভারতবাসী মাত্রই পরিজ্ঞাত আছেন।

সুবর্ণমারণ—সুবর্ণের অতি সূক্ষ্মপাতকে দ্বিগুণ পরিমাণ পারদের সহিত মিশ্রিত করিয়া অম্লরস দ্বারা মর্দ্দন করিতে করিতে পিণ্ডাকৃতি করিবে; তৎপরে উভয়ের সম পরিমাণ গন্ধক চূর্ণ ঐ গোলকের অধঃ ও উর্দ্ধদেশে প্রদান করিবে। অনন্তর মূষামধ্যে ঐ পিণ্ডাকৃতি পদার্থ রাখিয়া বস্ত্রখণ্ড কর্দ্দমাক্ত করিয়া মূষার সন্ধিস্থল উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। তৎপরে ৩০ খান বিলঘুটে দিয়া পুটপাকে পাক করিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে চতুর্দ্দশ বার পুটপাক করিলে সুবর্ণনিরুত্থ ভস্ম হয়; অর্থাৎ আর উহা কোন রূপে প্রকৃতিস্থ হইতে পারে না।

অন্যবিধ—সুবর্ণ গলাইয়া তাহার ১৬ অংশের এক অংশ সীসক উহাতে নিক্ষেপ করিয়া ঐ সীসকমিশ্রিত স্বর্ণ উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হয়, পরে ঐ চূর্ণ অম্ল রস দ্বারা পেষণ করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। অতঃপর পূর্ব্বোক্তরূপ সমপরিমাণ গন্ধক দ্বারা গোলকের উর্দ্ধাধোভাগ বেষ্টন করিয়া পূর্ব্ববৎ মূষার মধ্যে রাখিয়া পৃথক্ পৃথক্ সাতবার পুটপাকে পাক করিবে। অন্যবিধ—পারা ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। পরে রক্তকাঞ্চনের রস দ্বারা পেষণ করিয়া সুবর্ণের পাত্রে লেপিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে রক্তকাঞ্চনের ত্বক্ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা দুইটী মূষা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে উক্ত সুবর্ণগোলক স্থাপন করিবে। তৎপরে উহা মৃত্তিকানির্ম্মিত মূষা মধ্যে রাখিয়া মূষা দ্বয়ের সন্ধিস্থান রুদ্ধ এবং বস্ত্রখণ্ডও সজল মৃত্তিকা দ্বারা উত্তম রূপে লেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তৎপরে তীব্রতর অগ্নির উত্তাপে তিনপুটে পাক করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা সুবর্ণ সর্ব্ব কার্য্যে প্রয়োগার্হ ও নিরুত্থভস্ম হইয়া থাকে।

উপরিউক্ত রক্তকাঞ্চনদ্বারা সুবর্ণভস্মের বিধানানুসারে লাঙ্গলী, ঈশলাঙ্গলী বা মনঃশিলা দ্বারাও সুবর্ণ ভস্মীভূত হইতে পারে।

মনঃশিলা ও সিন্দুর সম ভাগে চূর্ণ করিয়া আকন্দের আটা দ্বারা সাতবার ভাবনা দিবে। এক একবার ভাবনা দিবে এবং এক একবার শুষ্ক করিবে, এইরূপে পুনঃ পুনঃ ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। পরে স্বর্ণ গলাইয়া তাহাতে উক্ত কল্ক সম পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার তীব্রতর অগ্নির উত্তাপে এরূপ পাক করিবে, যে ঐ কল্ক ভস্ম হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে তিনবার উক্ত কল্ক প্রদান করিয়া পাক করিলে স্বর্ণভস্ম হয়।

বৈদ্যকমতে স্বর্ণগুণ—শীতবীর্য্য, কামুক ব্যক্তির হিতসম্পাদক, বলকারক, গুরু, রসায়ন, মধুর, তিক্ত, কষায় রস, মধুর বিপাক, পিচ্ছিল, পবিত্র, শরীরের উপচয়কারক, চক্ষুর হিতকারক, মেধাজনক, স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক, রুচিপ্রদায়ক, হৃদয়গ্রাহী, আয়ুষ্কর, কান্তিজনক, বাক্‌শুদ্ধিকারক, স্থৈর্য্যসম্পাদক, কৃশ ব্যক্তির পুষ্টিকারক, স্থাবর ও জঙ্গমবিষক্ষয়কারক; উন্মাদ, ত্রিদোষজ্বর ও রাজযক্ষ্মনাশক। সুবর্ণ যদি উক্ত রূপে শোধিত না হয় তাহা হইলে উহাদ্বারা বলবীর্য্যনাশ প্রভৃতি সকল প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। (ভাবপ্র° দ্বিতীয়ভাগ°)

বৈদ্যক মতে গুণ—স্নিগ্ধ, কষায়, তিক্ত, মধুর, ত্রিদোষনাশক, শীতল, স্বাদু, রসায়ন, রুচিকারক, চক্ষুষ্য, আয়ুর্দাতা. প্রজ্ঞা, বীর্য্য, বল ও স্মৃতিবর্দ্ধক। সুবর্ণধারণে কান্তিবৃদ্ধি, দুরিতক্ষয় ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। (রাজনি°)

বৈদ্যক মতের অনেক ঔষধে সুবর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধে সুবর্ণ ব্যবহার করিতে হইলে উহাকে শোধন-মারণাদি করিয়া লইতে হয়। বৈদ্যকে সুবর্ণের উৎপত্তি, শোধন ও মারণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"পুরা নিজাশ্রমাস্থানাং সপ্তর্ষীণাং জিতাত্মনাং।
পত্নী বিলোক্য লাবণ্যলক্ষ্মীসম্পন্নযৌবনাঃ॥
কন্দর্পদর্পবিধ্বস্তচেতসো জাতবেদসঃ।
পতিতং তদ্ধরাপৃষ্ঠে রেতস্ত হেমতামগাৎ॥" (ভাবপ্র°)

পুরাকালে সপ্তর্ষিদিগের রূপ-যৌবনসম্পন্না পত্নী অবলোকন করিয়া অগ্নির রেতঃ ধরাপৃষ্ঠে স্খলিত হইয়া উহা সুবর্ণরূপে পরিণত হয়।

বৈদ্যকশাস্ত্র মতে,—উৎকৃষ্ট সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া সেই সুবর্ণ মারণ করিতে হয়। যে স্বর্ণ দগ্ধ করিলে রক্তবর্ণ, ছেদন করিলে শুক্লবর্ণ, এবং যাহার কষ কুঙ্কুমের ন্যায় আভাবিশিষ্ট ও যে স্বর্ণ রৌপ্য বা তাম্র সংযুক্ত নহে, অথচ স্নিগ্ধ, অকঠিন ও গুরু তাহাই উৎকৃষ্ট। যে স্বর্ণ শ্বেতবর্ণ, কঠিন, রুক্ষ, বিবর্ণ, মলসংযুক্ত, সদল এবং পোড়াইলে বা ছেদন করিলে যাহা শ্বেতবর্ণ দেখা যায়, এবং আঘাত দিলে যাহা ফাটিয়া যায় ও লঘু এবং যে স্বর্ণের কষ শ্বেতবর্ণ, তাহা অপকৃষ্ট। এইরূপ সুবর্ণ কদাচ মারণ করিবে না। পূর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্ট লক্ষণাক্রান্ত স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া মারণ করিবে।

অশোধিত সুবর্ণ সেবন করিলে বলবীর্য্য নষ্ট হয়, রোগসমূহের উৎপত্তি, কার্য্যে অনুৎসাহ, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ঔষধার্থ কদাচ নিকৃষ্ট স্বর্ণ গ্রহণ করিবে না।

সুবর্ণশোধন—সুবর্ণের অতি সূক্ষ্মপাত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইবে, পরে যথাক্রমে তিলতৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলথ-কলায়ের কাথে তিন তিন বার নিমগ্ন করিবে, অর্থাৎ এক একবার পোড়াইবে, তৎপরে এক একবার উপরি উক্ত দ্রবদ্রব্যে নিক্ষেপ করিবে, ইহা দ্বারা সুবর্ণ শোধন হয়।

সুবর্ণ সকল ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। য়ুরোপের ন্যায় ভারতেও বহু পূর্ব্বকাল হইতে সুবর্ণধারণ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুর বিশ্বাস, সুবর্ণ ধারণ করিলে লক্ষ্মী বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যিনি সুবর্ণ ধারণ করেন, সকল দেবতা, যক্ষ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি তাঁহাকে ধারণ করিয়া থাকেন। সুবর্ণ সকল প্রকার পবিত্র দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ও সর্ব্ব দেবাত্মক এই জন্য ইহা পদদ্বয়ে ধারণ করিতে নাই। শরীরের পবিত্র অঙ্গে ইহা ধারণ করিতে হয়। শাস্ত্রে সুবর্ণ সর্ব্ব দেবাত্মক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অতএব যিনি সুবর্ণ দান করেন, তাহার সকল দেবতাদান করার ফল হয়। যথা—

"সর্ব্বরত্নানি নির্ম্মথ্য তেজোরাশিং সমুত্থিতং।
সুবর্ণমেভ্যো বিপ্রেন্দ্র রত্নং পরমমুত্তমং॥
এতস্মাৎ কারণাদ্দেবগন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
মনুষ্যাশ্চ পিশাচাশ্চ প্রমথা ধারয়ন্তি তং॥ তথা—
তস্মাৎ সর্ব্ব পবিত্রেভ্যঃ পবিত্রং পরমং স্মৃতং।
অগ্নির্বৈ সকলা দেবাঃ সুবর্ণঞ্চ তদাত্মকং।
তস্মাৎ সুবর্ণং দদতা দত্তাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥
তস্মাত্তৎ পদাদৌ ন ধার্য্যং দেবতাত্মকত্বাৎ। (শুদ্ধিতত্ত্ব)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে ব্যাধি প্রভৃতি হইলে সুবর্ণদানে তাহা আশু প্রশমিত হয়। দানের মধ্যে সুবর্ণ দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং তাহাতে সকল পাতক বিনষ্ট হয়।

গরুড়পুরাণে সুবর্ণ প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"মধ্বাজ্যং গুড়তাম্রঞ্চ করেণামাক্ষিকং রসং।
ধমনাচ্চ ভবেদ্রৌপ্যং সুবর্ণকরণং শৃণু॥
পীতং ধুস্তুরপুষ্পঞ্চ সীসকঞ্চ পলং মতং।
পাঠা লাঙ্গলশাখা চ মূলমাবর্ত্তনাদ্ভবেৎ॥" (গরুড়পু° ১৮৮অ°)

পীতবর্ণ ধুস্তুরপুষ্প ও পল পরিমাণ সীসক, পাঠা ও লাঙ্গল শাখা এই সকল দ্রব্য একত্র আবর্ত্তন করিলে সুবর্ণরূপে পরিণত হয়। মাতৃকাভেদতন্ত্রেও এইরূপ লিখিত আছে—

"শ্রীশঙ্কর উবাচ।
আনীয় পারদং দেবি স্থাপয়েৎ প্রস্তরোপরি।
তস্যোপরি জপেন্মন্ত্রং সর্ব্ববন্ধভয়াত্মকং॥
সার্দ্ধসহস্রং দেবেশি প্রজপেৎ সাধকাগ্রণীঃ।
স্বয়ম্ভুপুষ্পসংযুক্তে বস্ত্রে চারুণসন্নিভে॥
সংস্থাপ্য পারদং দেবি মৃৎপাত্রে যুগলে শিবে।
পুষ্পযুক্তেন মূত্রেণ বধ্নীয়াৎ বহুযত্নতঃ॥
মৃত্তিকয়া রজেনৈব ধান্যস্য পরমেশ্বরি।
লেপয়েদ্বহুযত্নেন রৌদ্রে শুষ্কাণি কারয়েৎ॥
পুনশ্চ লেপয়েদ্ধীমান্ ততো বহ্নৌ বিনিঃক্ষিপেৎ।
অষ্টমী নবমী রাত্রৌ ক্ষিপেন্নৈব সুরেশ্বরি।
অথবা পরমেশানি মৃৎপাত্রে স্থাপয়েদ্রসং॥
বল্লীরসেন তদ্দ্রব্যং শোধয়েদ্বহুযত্নতঃ।
ঘৃতনারীরসেনৈব তথৈব শোধনং চরেৎ॥
এবং কৃতে তু গুটিকাং যদি স্যাদ্দৃঢ়বন্ধনং।
ধুস্তুরস্য সমানীয় মধ্যে শূন্যঞ্চ কারয়েৎ॥
কৃষ্ণাখ্যা তুলসীযোগে তথা ঘৃতকুমারিকা।
এবং কৃতে বহ্নিযোগে ভস্মসাৎ জায়তে কিল॥
ভস্মযোগে ভবেৎ স্বর্ণং ধনদায়াঃ প্রসাদতঃ।
বিবর্ণং জায়তে দ্রব্যং যদি পূজাং ন চার্চ্চয়েৎ॥"
(মাতৃকাভেদত° ৫ প°)

প্রথমে পারদ আনয়ন করিয়া প্রস্তরের উপরিভাগে স্থাপন করিবে। এই পারদোপরি সর্ব্ববন্ধভয়াত্মক মন্ত্র ১॥ সহস্র জপ করিতে হইবে। তৎপরে স্বয়ম্ভুপুষ্পসংযুক্ত অরুণসন্নিভ রক্তবর্ণ বস্ত্রে ঐ পারদ মৃৎপাত্রযুগলে রাখিয়া পুষ্পযুক্ত মূত্রদ্বারা পূরণ করিবে এবং ধান্যরজঃ ও মৃত্তিকা দ্বারা ঐ পাত্র লেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পুনর্ব্বার আবার লেপ দিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অষ্টমী বা নবমী রাত্রিতে নিক্ষেপ করিতে নাই। এই প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিলে উক্ত পারদ স্বর্ণরূপে পরিণত হয়।

অথবা মৃৎপাত্রে পারদ সংস্থাপন করিয়া বল্লীরস দ্বারা যত্ন-পূর্ব্বক শোধন করিবে। পরে উহা আবার ঘৃতকুমারীর রসে শোধন করিবে। এই প্রকার করিলে যদি দৃঢ়বন্ধনগুটিকা হয়, তাহা হইলে একটী ধুস্তুরের মধ্যে একটী গর্ত্ত করিয়া ঐ গর্ত্ত মধ্যে উক্ত পারদগুটিকা কৃষ্ণতুলসী ও ঘৃতকুমারীর সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে উক্ত ধুতূরার মধ্যে স্থাপন করিয়া অগ্নিযোগে ভস্ম করিতে হয়। উহা ভস্ম হইলে ধনদা প্রসাদে স্বর্ণরূপে পরিণত হয়। যথাবিধানে পূজা না হইলে স্বর্ণ হয় না।

স্বর্ণ চুরি করিতে নাই, কেননা স্তেয়, গুরুপত্নীগমন প্রভৃতি মহাপাতক মধ্যে পরিগণিত। স্তেয় শব্দে একভরি স্বর্ণচৌর্য্য, একভরি স্বর্ণ চুরি করিলে তাহা মহাপাতক মধ্যে পরিগণিত হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে সুবর্ণদান, গোদান, ভূমিদান, এই সকল দান আশু মহাপাতকনাশক।

"সুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানং তথৈব চ।
নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি মহাপাতকজান্যপি॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

সুবর্ণ উৎসর্গ করিয়া গৃহে রাখিতে নাই, তৎক্ষণাৎ তাহা সৎপাত্রে দান করিতে হয়। নচেৎ নানাপ্রকার অনিষ্ট, রোগ, শোক ও ব্যাধি হইয়া থাকে। এই দান সৎপাত্রে করিতে হইবে, অসৎপাত্রে দান করিলে পতিত হইতে হয়।

"ন চিরং স্থাপয়েদ্ গেহে হেম সংপ্রোক্ষিতং বুধঃ।
তিষ্ঠৎ ভয়াবহং যস্মাৎ শোকব্যাধিকরং নৃণাং॥
শীঘ্রং পর-স্বীকরণাৎ শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোতি পুষ্কলং॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা পাত্রে দদ্যাৎ কনকমুত্তমং।
অপাত্রে পাতয়েদ্দত্তং সুবর্ণং নরকার্ণবে॥" (দানসাগর)

সুবর্ণদানের অনন্ত ফল শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে সেই সকল এইস্থানে লিখিত হইল না। ২ হরিচন্দন। (মেদিনী) ৩ স্বর্ণগৈরিক। ৪ ধন। ৫ নাগকেশর। (রাজনি°) (পুং ক্লী) ৬ অশীতিরত্তিকাপরিমিত স্বর্ণ। চলিত—একভরি সোণা। পর্য্যায়—বিস্ব। ৭ কর্ষপরিমাণ।

'বিস্বাৎ কর্ষং তথা চাপি সুবর্ণং কবলগ্রহং।' (গরুড়পু° ২০৮ অ°)

(পুং) ৮ স্বর্ণকর্ষ। ৯ যজ্ঞবিশেষ। (মেদিনী) ১০ ধুস্তূর। ১১ কৃষ্ণগুগ্‌গুলু। (রাজনি°) ১২ পীতধুস্তূরবৃক্ষ। ১৩ গৌরসর্ষপ-শাক। ১৪ হরিদ্রা। ১৫ উশীর। (ত্রি) ১৬সুষ্ঠুবর্ণ, সুন্দরবর্ণযুক্ত।

"বাসসাং সম্প্রদানেন স্বদারনিরতো নরঃ।
সুবর্ণশ্চ সুবেশশ্চ ভবতীত্যনু শুশ্রুমঃ॥" (ভারত ১৩।৬৮।৩৩)

সুবর্ণক (ক্লী) সুবর্ণমিব ইবার্থে কন্। পিত্তল; পিত্তল দেখিতে সুবর্ণের ন্যায়, এইজন্য ইবার্থে কন্ করিয়া সুবর্ণক হইয়াছে। স্বার্থে কন্। ২ সুবর্ণ। (ত্রি) সুষ্ঠু বর্ণো যস্য কন্। ৩ সুন্দর বর্ণযুক্ত। (পুং) ৪ আরগ্বধ বৃক্ষ, চলিত সোঁদালগাছ।

সুবর্ণকদলী (স্ত্রী) সুবর্ণা সুবর্ণবর্ণা কদলী বা সুন্দরবর্ণা কদলী। কদলীবিশেষ,চলিত—চাঁপাকলা; পর্য্যায়—সুবর্ণরম্ভা,কনকমোচা, পীতা, সুবর্ণমোচা, চম্পকরম্ভা, সুরভিকা, সুভগা, হেমফলা, স্বর্ণ-ফলা, কনকরম্ভা, পীতরম্ভা, গৌরী, গৌররম্ভা, কাঞ্চনকদলী, সুরপ্রিয়া। গুণ—মধুর, শীতল, স্বল্প ভক্ষণে দীপনকারক, তৃষ্ণা ও দাহনাশক, কফবর্দ্ধক, বলকারক ও গুরু। (রাজনি°)

সুবর্ণকমল (ক্লী) রক্তপদ্ম,লালপদ্ম। গুণ—শীতল,মধুর, বর্ণকারক, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিষদোষ ও বিস্ফোটকনাশক।

"সুবর্ণকমলং শীতং মধুরং বর্ণকারকং।
কফপিত্ততৃষাদাহরক্তদোষবিসর্পকান্॥
বিষবিস্ফোটকাদীংশ্চ নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতং॥" (বৈদ্যকনি°)

২ সুবর্ণনির্ম্মিত পদ্ম, সোণার পদ্ম।

সুবর্ণকর্ত্তৃ (পুং) সুবর্ণস্য সুবর্ণালঙ্কারাদিকস্য কর্ত্তা নির্ম্মাতা। সুবর্ণকার, চলিত—সেকরা। মনুতে লিখিত আছে যে ইহাদের অন্ন গ্রহণ করিতে নাই।

"কর্ম্মারস্য নিষাদস্য রঙ্গাবতারকস্য চ।
সুবর্ণকর্ত্তুর্বেণস্য শস্ত্রবিক্রয়িণস্তথা॥" (মনু ৪।২১৫)

যদি ইহাদের অন্নগ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে আয়ুনাশ হয়। কারণ মনুতে লিখিত আছে যে রাজার অন্নভোজন করিলে তেজ নষ্ট হয়, শূদ্রের অন্নভোজনে ব্রহ্মতেজ থাকে না, সুবর্ণকারকের অন্নভোজনে আয়ু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

"রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চসং।
আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নং যশশ্চর্ম্মাবকর্ত্তিনঃ॥" (মনু ৪।২১৮)

সুবর্ণকার (পুং) সুবর্ণং স্বর্ণভূষণাদিকং করোতীতি কৃ-অণ্। স্বর্ণকার; বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। চলিত—সেকরাজাতি। (হলায়ুধ)

সুবর্ণকেতকী (স্ত্রী) স্বর্ণকেতকা, রক্তবর্ণ কেতকী। (বৈদ্যকনি°)

সুবর্ণক্ষীরিণী (স্ত্রী) সুবর্ণক্ষীরী, স্বর্ণচৌরী বৃক্ষবিশেষ, ইহার পত্র অনন্তমূলের তুল্য। চলিত—সোণা চিরুই। (রাজনি°) ২ বৃক্ষবিশেষ, চলিত শেয়ালকাঁটা, ইহার ক্ষীর সুবর্ণাভ এবং চক্ষুর হিতকর ও বৃষ্য।

সুবর্ণখালী—ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিম অংশের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান। ইহা যমুনা নদীর তীরে নসিরাবাদ (ময়মনসিংহ) সহর হইতে ৩০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ময়মনসিংহ ও এই স্থানের মধ্যে যাতায়াতের কোন বিশেষ সুবিধা নাই; তবে যে একটী রাস্তা আছে, তাহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। সুবর্ণ-খালী জেলার মধ্যে একটী প্রধান বন্দর বলিয়া পরিগণিত; এখানে প্রভূত মালপত্রের আমদানী ও রপ্তানী হয়।

সুবর্ণগণিত (ক্লী) বীজগণিতের অধ্যায়ভেদ, ইহাতে স্বর্ণের মান গণিত আছে।

সুবর্ণগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সুবর্ণগিরি (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ, রাজগৃহস্থ পর্ব্বতভেদ। ২ অশোকের অনুশাসনবর্ণিত রাজধানীভেদ। কোথায় এই স্থান ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। কাহারও মতে পশ্চিমঘাট শৈল মধ্যে, আবার কাহারও মতে রাজগৃহের নিকট।

সুবর্ণগৈরিক (ক্লী) সুবর্ণং সুবর্ণবর্ণং গৈরিকং। গৈরিকভেদ, অত্যন্ত লোহিতবর্ণ মৃত্তগৈরিক, চলিত লালগেরিমাটী, হিন্দী পীতগেরু। সংস্কৃত পর্য্যায়—স্বর্ণধাতু, সুরক্তক, সন্ধ্যাভ্র, বভ্রুধাতু, শিলাধাতু। গুণ—মধুর, শীতল, কষায়, ব্রণরোপণ, বিস্ফোটক, অর্শ, অগ্নি ও দাহনাশক। (রাজনি°) স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকর, দাহ, পিত্তাস্র, কফ, হিক্কা ও বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে বালকদিগের যদি অত্যন্ত

হিক্কা হয়, তাহা হইলে ইহার চূর্ণ মধুর সহিত পেষণ করিয়া লেহন করিতে দিলে ঐ হিক্কা আশু প্রশমিত হয়।

"সুবর্ণ গৈরিকস্যাপি চূর্ণানি মধুনা সহ।
লীঢ়া সুখমবাপ্নোতি ক্ষিপ্রং হিক্কার্দ্দিতঃ শিশুঃ॥" (রসর° রালচি°)

সুবর্ণগ্রাম—ডাক নাম সোণার গাঁও। ইহা ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত, এবং বর্ত্তমানে পৈনাম নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামমাত্রে পর্য্যবসিত। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিলজি কর্ত্তৃক ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্বে ইহা কোন স্বাধীন হিন্দুনৃপতির রাজধানী ছিল। খিলজির আক্রমণসময়ে লক্ষ্মণসেন গৌড় দেশের রাজা ছিলেন। নদীয়ায় তাঁহার রাজধানী ছিল। এখানে পরাজিত হইয়া তিনি বিক্রমপুরে পলাইয়া আসেন, ইহার পরে, কেহ কেহ বলেন তিনি বল্লালের রাজধানী রামপালে, আবার কাহারও কাহারও মতে সুবর্ণগ্রামে থাকিয়া বঙ্গের পূর্ব্ব বিভাগ শাসন করিয়াছিলেন। এখনও বিক্রমপুরের অধিবাসীরা সগৌরবে তাহার রাজধানীর পাড়খা দেখাইয়া থাকেন। সাধারণের নিকট ইহা বল্লালবাড়ী নামে পরিচিত।

লক্ষ্মণসেন সুবর্ণ গ্রামে পলাইয়া আসিয়াছিলেন, এই প্রবাদ এককালে ভিত্তিহীন নহে। তারিখ-ই ফরণী নামক মুসলমান ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি, যৎকালে দিল্লীশ্বর বলবন্ তুঘ্‌রিল খাঁকে দমন করিবার জন্য বঙ্গে আগমন করেন, তৎকালে (১২৮০খৃঃ অব্দে) সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে 'দনৌজ রায়' নামে এক হিন্দু নরপতি অধিষ্ঠিত ছিলেন। দক্ষিণে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত ছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের হরিমিশ্ররচিত কুলগ্রন্থ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন, কেশবসেনের পুত্র দনৌজমাধব। হরিমিশ্র লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণপুত্র কেশবসেন মুসলমানভয়ে গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, একারণ তিনি পিতার ন্যায় রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে স্থাপন করিতে সুবিধা পান নাই। অবশেষে তাঁহার বংশে (নানা নৃপতিবন্দিত) মহারাজ দনৌজমাধব জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সভায় ২২ কুলসম্ভূত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশধরগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তিনি পিতামহ লক্ষ্মণসেনের উপর টেক্কা দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ধন, রাজসম্মান ও তাঁহাদিগের সমীকরণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।*

কোটালিপাড় হইতে আবিষ্কৃত বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন ও ইদিলপুর হইতে আবিষ্কৃত কেশবসেনের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যত্যাগের পর বিশ্বরূপসেন বিক্রমপুরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। তিনি তাম্রশাসনে "সগর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্রো নৃপঃ" অর্থাৎ মুসলমানগণের সমূলে ধ্বংসসাধন পক্ষে কালরুদ্র স্বরূপ ছিলেন। সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে বিশ্বরূপের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, একারণ তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণসমীকরণের সুযোগ হয় নাই। প্রথমে নদীয়া এবং তাহার কিছু পরে গৌড় নগরী মুসলমান অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এড়ুমিশ্রের কারিকা হইতে জানা যায় যে মুসলমানেরা গৌড় অধিকার করিবার পর কেশবসেনও বিক্রমপুরে পলাইয়া আসিয়া তাঁহারাই কোন আত্মীয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই আত্মীয়কেই আমরা বিশ্বরূপ মনে করি। বিশ্বরূপের অভাবেই সম্ভবতঃ তিনি সমুদ্রতট (সমতট) শাসন করিতে ছিলেন এবং বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর তথায় বৃদ্ধ বয়সে সম্ভবতঃ ভ্রাতৃ-অধিকার পূর্ব্ব বঙ্গের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাই আমরা ইদিলপুরের তাম্রশাসন বিশ্বরূপের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক হইলেও, তাহার দানাংশে বিশ্বরূপের নাম ও উপাধি কাটিয়া তাহার স্থানে কেশবসেনের নাম ও উপাধি বসান দেখিতেছি। ইদিলপুর চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত। ইদিলপুর হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে মনে হয় যে কেশবসেন বিশ্বরূপের জীবদ্দশায় চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থান করিতেছিলেন এবং বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর এখানেই তিনি 'রাজা' বলিয়া বিঘোষিত হন ও দানপত্র প্রদান করেন। কেশবসেন কখন সুবর্ণগ্রামে থাকিয়া আধিপত্য করিয়াছিলেন কিনা তাহার প্রমাণ নাই, তবে তাঁহার পুত্র 'দনৌজ' মুসলমান ইতিহাসে 'সোণারগাঁর রায়' বলিয়া পরিচিত হইলেও দ্বিজ বাচস্পতি মিশ্রের 'বঙ্গজকুলজীসারসংগ্রহে' তিনি চন্দ্রদ্বীপপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।† অধিক

---

* "বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোহভূন্মহাশয়ঃ।
জন্মগ্রহভয়াদ্দোষাৎ কলঙ্কোহভূদনন্তরম্॥
তৎপুত্রো কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ।
যতিকাপ্যকরোদ্দন্দ্বে যবনস্য ভয়াত্ততঃ॥
ন শক্নুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং যদা পুনঃ।
প্রাদুরভবদ্ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্॥
দনৌজমাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ।
এতৎ সভায়াং বহব আগতা ব্রাহ্মণা বরাঃ॥
নানাগুণসমাযুক্তাঃ দ্বাবিংশতিকুলোদ্ভবাঃ।
ধনৈশ্চ রাজসম্মানৈঃ পিতামহজিগীষয়া॥
সম্বন্ধং কৃতবন্তশ্চ সর্ব্বে ভূধরপুঙ্গবাঃ॥" (হরিমিশ্র)

† "দনুজমাধব রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি।
সেই হইল বঙ্গজ-কায়স্থ-গোষ্ঠীপতি॥
গৌড় হইতে আনাইলা কায়স্থ-কুলপতি।
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইল স্থিতি॥"

কোন কোন আধুনিক গ্রন্থে 'দনুজমাধব' স্থানে 'দনুজমর্দ্দন' নাম দৃষ্ট হয়। তদৃষ্টে চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসলেখক ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় চন্দ্রদ্বীপপ্রতিষ্ঠাতার

সম্ভব, পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে তিনি প্রাচীন রাজধানী সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীরে চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রদ্বীপ-সমাজের কায়স্থ-কুলপঞ্জিকা হইতেও জানা যায় যে সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গজ কুলীন পুরন্দর বসুর ৩য়া কন্যার সহিত রাজা দনৌজমাধবের বিবাহ হয়। ‡ ইহাতে তাঁহার কায়স্থসম্বন্ধই সূচিত হইতেছে। এই দনৌজমাধবের সভায় ছয়বার রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের ও ২ বার কায়স্থ কুলীনগণের সমীকরণ হইয়াছিল, তাহা আমরা ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলি ও বঙ্গজ-কুলগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল চন্দ্রদ্বীপ শাসন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় চন্দ্রদ্বীপ শব্দে বিবৃত হইয়াছে। [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।]

দনৌজমাধবের পর সুবর্ণগ্রাম ঠিক কাহাদের অধিকারে ছিল, তাহা জানা যায় না।

ইহার পরে সুবর্ণগ্রাম কতদিন পর্য্যন্ত হিন্দু রাজার শাসনাধীন ছিল, এবং কেমন করিয়া যে ইহা মুসলমানের হস্তগত হয়, সে সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন তথ্যই সংগৃহীত হয় নাই। হঠাৎ জানিতে পারা যায় যে বিক্রমপুর এবং সোনারগাঁও মুসলমান কাজীদের হস্তগত হইয়া পড়িয়াছে।

কেমন করিয়া বিক্রমপুর মুসলমানদিগের পদানত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে এ অঞ্চলে নিম্নলিখিত রূপ একটী জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে :—

রিকাবী বাজারের দক্ষিণবর্ত্তী কাজি কসবায় বাবা আদমের মস্‌জিদ্ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে সেই পীর আদম যখন বিক্রমপুরে পদার্পণ করেন, তখন খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রাক্‌কালে বল্লালসেন নামে এক রাজা রামপালে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পীরের অনুচরবর্গ রাজ-প্রাসাদের অভ্যন্তর ভাগে গোমাংসাদি নিক্ষেপ করিলে উত্ত্যক্ত হইয়া রাজা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করেন, এবং রিকাবী বাজারের সন্নিকটে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। ইহার পরে মুসলমানদিগের সঙ্গে কিছু পশ্চিমে আব্দুল্লাপুর নামক স্থানে হিন্দুদিগের এক তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও নাকি হিন্দু রাজাই জয়লাভ করেন। যুদ্ধে বাহির হইবার সময় তিনি সঙ্গে করিয়া একটী শিক্ষিত পারাবত লইয়া আসিয়াছিলেন এবং রাণী ও আত্মীয়স্বজনদিগকে বলিয়া আসিয়াছিলেন যে, যদি পারাবত উড়িয়া আসে, তবে জানিতে হইবে যে,তাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তখন মুসলমানের হাত হইতে মানরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা সকলেই যেন প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন করেন। যুদ্ধের অবসানে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া যখন তিনি এক পুষ্করিণীর জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছিলেন, তখন কেমন করিয়া পারাবতটি উড়িয়া একেবারে রাজবাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রাণী প্রভৃতি রাজার উপদেশানুযায়ী অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ইহার একটু পরেই রাজা আসিয়া যখন সকল অবগত হইলেন, তখন শোকে মুহ্যমান হইয়া তিনিও তাঁহাদিগের অনুসরণ করিলেন। এইরূপে সহজেই মুসলমানেরা বিক্রমপুর দখল করিয়া ফেলিলেন। রাজার অভাবে সুবর্ণগ্রামও অপ্রতিহত ভাবেই তাঁহাদিগের হাতে গিয়া পড়িল।

এই ভাবেই হউক, কি অন্য যে ভাবেই হউক, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর অবসানে পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান-দিগের বিজয়নিশান উত্তোলিত হইয়াছিল। কারণ মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে তুঘ্‌রিল অথবা সুলতান মঘিসুদ্দীন (এই নামেই তিনি আপনার পরিচয় দিতেন) সুবর্ণগ্রামে থাকিয়া পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিতেন। এই বৎসর তিনি জাজনগর বিজয় করিয়া বহু অর্থ লাভ করেন এবং এতদিন পর্য্যন্ত দিল্লীতে যে রাজকর প্রেরণ করিতেন, সেই রাজকর প্রেরণ বন্ধ করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া বিঘোষিত করিলেন।

গিয়াসুদ্দীন্ বল্‌বন্ তখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে তিনি একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তুঘ্‌রিল ইহাদিগকে পরাজিত করেন। দিল্লী হইতে আর একদল সৈন্যও তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়; তাহারাও কোন সুফল লাভ করিতে পারে নাই। তখন সম্রাট্ স্বয়ং আসিয়া সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে দনুজরায় দলবল লইয়া সম্রাটের সঙ্গে যোগদান করিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তুঘ্‌রিল পলায়ন করিলেন, কিন্তু ধরিয়া আনিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করা হইল (১২৮২ খৃষ্টাব্দে)। ইহার পর বল্‌বন্ আসিয়া তুঘ্‌রিলের বংশীয় ও অনুচরদিগকে এবং যে সকল ফকিরেরা তাঁহাকে বিদ্রোহিতায় উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। এই ভাবে বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি আপনার দ্বিতীয় পুত্র ব্‌গ্‌রা খাঁকে বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বঘ্‌রা খাঁয়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রেরা প্রধানতঃ লক্ষ্ণাবতীতেই বাস করিতেন। ১৩১৮খৃঃ অব্দে সিহাব্‌উদ্দীন্ বঘ্‌রা খাঁ সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা

'দনুজমর্দ্দন' নাম দিয়াছেন। বাস্তবিক রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণদিগের সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থেই 'দনুজমাধব' বা দনৌজামাধব নাম দৃষ্ট হয়। এই সেনবংশধরকে চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসলেখক যে ভ্রমক্রমে 'দে' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।]

‡ সত্যেন কার্য্যবোধায় পশ্চাত্তীমগুহায় চ।
মহারাজে দনৌজায় মাধবায় বিশেষতঃ।" (বাচস্পতিমিশ্র)

গিয়াস্উদ্দীন্ বাহাদুর তাঁহাকে অপসারিত করিয়া বাহাদুর শাহ নামে রাজা হইয়া বসেন। গিয়াস্উদ্দীন তুগ্লক্ শাহ তখন দিল্লীর সিংহাসনে। তিনি রাজ্যচ্যুত গিয়াস্উদ্দীন্ বাহাদুরের পক্ষাবলম্বন করিয়া ১৩২৩খৃঃ অব্দে সশরীরে সুবর্ণগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহাদুর শা আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহার গলায় রজ্জু বাঁধিয়া তাঁহাকে দিল্লীতে প্রেরণ করা হইল। ফতে খাঁ নামক আপনার একজন পোষ্য পুত্রকে সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্রাট্ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কাহারও মতে তিনি এই সময়ে (আবার কাহারও মতে ১৩৩০ খৃঃ অব্দে) বাঙ্গালা প্রদেশকে লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁও এবং সোণারগাঁও এই তিন অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। ফতেখাঁ বহরাম খাঁ উপাধিগ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত ন্যায় ও ধর্ম্মমত সোণারগাঁয়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। এই খানেই ১৩৩৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এদিকে জন-শ্রুতি প্রচলিত আছে যে, ১৩২৭ খৃষ্টাব্দেও বাহাদুর খাঁ সুবর্ণগ্রামে বসিয়া আপনার নামাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রা প্রচার করিতেছিলেন। তবে ১৩২৩খৃঃ অব্দে কেমন করিয়া গিয়াস্উদ্দীন্ তুগ্লক্ ফতে খাঁকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন? কেহ কেহ ইহার এইরূপ মীমাংসা করিতে চাহেন যে, ১৩৩৩ খৃঃ অব্দে বাহাদুর শা যে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে, ইহার দুই বৎসর পরে মহম্মদ তুগ্লক যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি বাহাদুরকে সুবর্ণ গ্রামের গদীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠার পরেই ইনি ঐরূপ সুবর্ণমুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু আবার বাহাদুর শা বিদ্রোহী হইলেন (খুব সম্ভবতঃ ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে) এবং এই বার তাঁহাকে হত্যা করিয়া বহরাম্ খাঁকে সুবর্ণ গ্রামের সিংহাসন প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় মতে ৭ বৎসর এবং প্রথম মতে চৌদ্দবৎসর রাজত্ব করিবার পরে ১৩৩৮ খৃঃ অব্দে বহরাম্ খাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সিপাদার ফখ্রুদ্দীন্ মুবারক সিংহাসন অধিকার করিয়া মুবারক শা উপাধি গ্রহণ করেন। এই সংবাদ পাইয়া সম্রাট্ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা কাদির খাঁকে ইহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার আদেশ প্রদান করেন। যুদ্ধে ফখ্রুদ্দীন পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। কিন্তু ইহার পরে মুবারক কৌশলে কাদির খাঁর সৈন্যদিগকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া তাঁহাকে হত্যা এবং সুবর্ণ গ্রাম পুনরধিকার করেন। ইহার পরে ১৩৩৯ হইতে ১৩৪৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি স্বাধীন ভাবেই সুবর্ণ গ্রামে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র ইখ্তিয়ারুদ্দীন্ গাজি শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ১৩৫১ খৃঃ অব্দে সামসুদ্দীন্ ইলিয়াস্ শা তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সুবর্ণগ্রাম এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশই অধিকার করিয়া বসেন। ১৩৫২-১৩৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি সুবর্ণগ্রাম হইতে স্বাধীন ভাবে আপনার নামাঙ্কিত মুদ্রাপ্রচলন করিতে থাকেন এবং সর্ব্বপ্রথম ইঁহারই আমলে দিল্লীর সম্রাট্কে বঙ্গদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ইঁহার প্রচলিত মুদ্রায় 'হজরৎ-ই-জলাল' বলিয়া সুবর্ণগ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাম্সুদ্দীনের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র সিকন্দর শাহ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবতঃ ইঁহার সময়ে রাজধানী সুবর্ণগ্রামের দ্বাদশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মুয়াজ্জমাবাদে স্থানান্তরিত হইয়াছিল; কারণ ইহার আমলের (১৩৫৮ ১৩৭৯ পর্য্যন্ত) প্রচলিত মুদ্রায় হজরত-ই-জলাল বলিয়া এই স্থানেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নবাব একেবারে সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করেন নাই, ১৩৫৫ হইতে ১৩৬২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্তও সুবর্ণগ্রামে প্রচারিত তন্নামধেয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, মুয়াজ্জমাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার পরে, নবাবপুত্রেরাই প্রধানতঃ সুবর্ণগ্রামে বাস করিতেছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন্ নামে সিকন্দরের এক পুত্র ছিলেন। ইনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন এবং ১৩৬৭ খৃঃ অব্দে সুবর্ণগ্রামে পলাইয়া আসিয়া একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। বর্ত্তমান ঢাকা জেলার জাফরগঞ্জ নামক স্থানের সন্নিকটে গোয়ালপাড়া নামক স্থানে পিতাপুত্রে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে আহত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় সিকন্দর শাহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং আজম শাহ্ উপাধিগ্রহণ করিয়া গিয়াসুদ্দীন্ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁহার চিঠিপত্র লেখালেখি হইত। অবশেষে কবিকে আনিয়া ইনি আপনার দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেন। এখনও সুবর্ণগ্রামের লোকেরা এই নবাবের সমাধিস্থান দেখাইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত লোকের বাসস্থান বলিয়া সুবর্ণগ্রামের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই মুসলমান পীর, কাজি প্রভৃতি আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, তখন ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানেই এত পীর ফকির দেখিতে পাওয়া যাইত না। সোণারগাঁয়ের ধ্বংসাবশেষের ভিতরে ও বনাভ্যন্তরে অনুসন্ধান করিলে অন্ততঃ দেড়শত ফকিরের সমাধি পাওয়া যায়।

আজম্ খাঁর উত্তরাধিকারিগণ দুর্ব্বল ছিলেন, তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া রাজা গণেশ বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন, এবং এই সময়ে ত্রিপুরা, আসাম ও আরাকানের

রাজারা পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থান আপনাদের রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। কিন্তু ১৪৪৫ খৃঃ অব্দের সমকালে (প্রথম) মহম্মদ শাহ নামক ইলিয়াস্ শাহের একজন বংশধর আবার সমগ্র বাঙ্গালা দেশের উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার বংশধরগণ ১৪৮৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাদিগের আমলে পূর্ব্ববঙ্গ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। মেঘনা হইতে শ্রীহট্ট জেলার লাউড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশের নাম ছিল মঙ্গঃফরাবাদ; আর বর্ত্তমান ঢাকা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ জলালাবাদ ও ফতেয়াবাদ নামে আখ্যাত হইয়াছিল। ১৪৮৭ খৃঃ অব্দের পরে এই বংশকে বিতাড়িত করিয়া হুসেন্-শাহবংশ বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন, হুসেন শাহের সমান মুসলমানরাজা বাঙ্গালায় আর কখন হয় নাই। ইনি সমগ্র বঙ্গদেশ ও ইহার পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশে আপনার একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

১৫৩৮ খৃঃঅব্দে শের শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার নির্ম্মিত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম সুবর্ণগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ইহার পরে বহুদিন পর্য্যন্ত আর সুবর্ণগ্রামের সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। ১৫৮২ খৃঃ অব্দে টোডরমল যখন বাঙ্গালাদেশের খালিশা জমির বন্দোবস্ত করেন, তখন এই ভূভাগ সরকার সুবর্ণগ্রাম নামে আখ্যাত হয় এবং ইহার পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রনদী, উত্তরে শ্রীহট্ট এবং পূর্ব্বে স্বাধীন ত্রিপুররাজ্য এই সরকারের মধ্যে গণ্য হয়। ঢাকা সহরটি তখন ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বিক্রমপুর পরগণার বলদার খাল, দক্ষিণ সাহাবাজপুর ও দান্দেরা; ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর এবং নোয়াখালি জেলার জগদীয়া এই কয়টি স্থান লইয়া তখন সুবর্ণ-গ্রাম গঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে—ইহার অব্যবহিত পরেই রাজধানী সুবর্ণগ্রামের ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছিল; কারণ ১৬১২ খৃষ্টাব্দের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা হইতে জানা যায় যে, রাজমহল তখন বাঙ্গালাদেশের রাজধানী। সম্রাট্ অক-বরের মৃত্যুর পরে পাঠান ওস্মান্ খাঁ নবাব উপাধি গ্রহণ করিয়া ও প্রায় বিংশতি সহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া নিম্ন বঙ্গের নানাস্থান অধিকার করিতে থাকেন। ১৬১২ খৃঃ অব্দে পূর্ব্ব-বঙ্গেরই কোন স্থানে মোগলসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। ভ্রমক্রমে কোন কোন ঐতিহাসিক এই যুদ্ধের স্থান উড়িষ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। এই সময়ে ইস্লাম খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, এবং ওস্মান পরাজিত হইলেই তিনি 'রাজমহল' হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কাজেই দেখা যাইতেছে, ইহার পূর্ব্বেই সুবর্ণগ্রাম পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে রাল্ফ্ ফিচ্ নামক জনৈক য়ুরোপীয় সুবর্ণগ্রাম পরিদর্শন করেন। তখন ইহার অবস্থা পূর্ব্ববৎ ছিল না। মেঘনা ও কীর্ত্তিনাশার সঙ্গমস্থলে শ্রীপুর নামে একটী প্রকাণ্ড নগর ছিল। ইহার চৌধুরী উপাধিধারী জমিদার তখন সম্রাট্ অকবরের বিদ্রোহিতাচরণ করিতেছিলেন। শ্রীপুর হইতে ফিচ্ সুবর্ণগ্রামে গমন করেন। ইশা খাঁ তখন সুবর্ণগ্রামের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। শ্রীপুর ও সোণারগাঁওয়ের মধ্যে ৭।৮ ক্রোশ ব্যবধান ছিল। রাজমহল হইতে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়া সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে ১৬১২ খৃঃ অব্দে ওস্মানের পরাজয়ের পরে নহে, তাহার চারিবৎসর পূর্ব্বেই পর্ত্তুগীজ ও মগ-দস্যুদের অত্যাচার ও আক্রমণের জন্যই এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল।

ফিচের বর্ণনা হইতে সুবর্ণগ্রামের সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা জানিতে পারা যায়—তখনও এখানে যে প্রকার সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত, ভারতবর্ষের অন্য কোথাও সেরূপ বস্ত্র পাওয়া যাইত না। ঘরগুলি খুব ছোট ছোট এবং তৃণাচ্ছাদিত; প্রাচীর এবং দরজার কপাট দরমায় নির্ম্মিত। অধিবাসীরা বেশ ধনশালী, ইহারা মাংস ভক্ষণ কি কোন পশুহত্যা করে না। ভাত, দুগ্ধ এবং কলাই ইহাদিগের প্রধান আহার্য্য। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও সুবর্ণগ্রামের মস্লিন্ বস্ত্রের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল।

ফিচের পরে আরও কতিপয় য়ুরোপীয় পর্য্যটক পূর্ব্ববঙ্গ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে লিন্সোটেন এবং ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সার টমাস্ রো রাজমহল এবং ঢাকা এই দুইটি স্থানেরই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরেও কিছু-দিন পর্য্যন্ত যে সুবর্ণগ্রামের শ্রী একেবারে নষ্ট হয় নাই, তাহা সার্ জেম্স্ হারবার্টের ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। তিনি বাকলা, শ্রীপুর এবং সপ্তগ্রামের সঙ্গে সুবর্ণ-গ্রামেও বহু লোকের বাসের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরে সুবর্ণগ্রামের আর বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেবল ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে পিটারহেলিস্ ইহাকে গঙ্গার একটি দ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

১৫৮২ খৃঃ অব্দে টোডরমল্লের বন্দোবস্ত অনুসারে সরকার সুবর্ণগ্রাম ৫২টি পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং এখান হইতে বৎসরে প্রায় তিন লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত।

সুবর্ণগ্রামের পতন ও ধ্বংস সম্বন্ধে ইতিহাস কি প্রবাদ একেবারেই নীরব। তবে, ইহার নিকটবর্ত্তী সাদীপুর নামক স্থানের সৈয়দ গোলাম্ মুস্তাফা নামক জনৈক মুসলমানের নিকট হইতে ডাঃ ওয়াইজ সাহেব যে দলিল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। মুস্তাফার পূর্ব্ব-পুরুষগণ সম্রাটের নিকট হইতে সাদীপুরে কিছু লাখেরাজ জমি

লইয়াছিলেন। যে দলিলখানা পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই জমির পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে। দলিল হইতে জানা যায় যে, মগেরা সুবর্ণগ্রাম লুণ্ঠন করে এবং সাদীপুরবংশীয়দিগের দলিলপত্রাদি লইয়া যায়। কাজেই তাঁহারা সম্রাট্‌প্রদত্ত লাখেরাজ জমি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। দুইজন স্থানীয় কাজী এবং কয়েকজন অধিবাসী এই আবেদনপত্রে সাক্ষীস্বরূপ নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন তারিখ নাই। তবে দিল্লী-সরকার হইতে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে ইহার যে উত্তর পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে শাহজাহানের নাম স্বাক্ষর আছে। সম্ভবতঃ তদানীন্তন সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের প্রতিনিধিস্বরূপই তিনি ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, মগপ্রভৃতি দস্যুদিগের উৎপাতই সুবর্ণগ্রাম জনশূন্য হইবার একটি প্রধান কারণ। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে মেজর রেনেলের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে জানা যায় সেই সময়ে সুবর্ণগ্রাম সামান্য একটি গ্রামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে ডাক্তার বুকানন এই স্থান পরিদর্শন করিবার জন্য আগমন করেন। তিনি সোণারগাঁও পরগণা পরিদর্শন করেন এবং সুবর্ণগ্রাম নগর সম্বন্ধে অবগত হন যে ইহা ব্রহ্মপুত্রের জলে একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সংবাদ মিথ্যা। সুবর্ণগ্রাম নহে,—শ্রীপুরের কথাই তিনি শুনিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইবন্ বতুতা সুবর্ণগ্রাম পরিদর্শন করিতে আসিয়া দেখিতে পান যে, এখান হইতে একখানা চীনদেশীয় অর্ণবপোত যবদ্বীপে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, তখনও সুবর্ণগ্রাম একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল।

বর্ত্তমানে ইহা একটি সামান্য গ্রামমাত্র, তাল প্রভৃতি বৃক্ষাদিদ্বারা একেবারেই আবৃত এবং ইহার চতুর্দ্দিকে একটি প্রাচীন গড় এখনও শুষ্ক ক্ষীণ দেহে বিরাজ করিতেছে।

এখানে এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে এখনও বহু প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ—

১। মহল্লা বাঘলপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পাঁচপীরের দরগা—এখানে পাঁচটি মুসলমানপীরের সমাধিস্থল পরস্পর সমান্তরাল ভাবে বিস্তৃত। এইগুলি জমি হইতে প্রায় চারি ফিট্ উচ্চ। এক সময়ে ব্রহ্মপুত্র যে ইহাদের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কয়েক ফিট্ উচ্চ কয়েকটি অর্দ্ধসমাপ্ত স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে বোধ হয় যে, কোন এক সময়ে এই কবরগুলির উপরে একটি ছাদ তুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এই সকল পীরদিগের নাম, কোন্ দেশ হইতে তাঁহারা আসিয়াছিলেন এবং কবে কাঁহাকে কবরস্থ করা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোনই লিখিত বিবরণ নাই। লোকের মুখে শুনা যায় যে তাঁহারা পশ্চিম হইতে আসিয়াছিলেন। এই স্থানটির চতুর্দ্দিকে একটি প্রাচীর ছিল; এখন তাহার স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং সমাধিগুলির সন্নিকটেও অনেক বড় বড় বৃক্ষ জন্মিয়াছে। এই প্রাচীরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ধ্বংসোন্মুখ মস্‌জিদ আছে। এই দরগাটী অতি পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ; হিন্দুগণও এখানে সেলাম করিয়া থাকেন এবং বহুদূর হইতে ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানেরা এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

২। গিয়াসুদ্দীন্ আজমশার সমাধি—উক্ত দরগার প্রায় পাঁচশত গজ দক্ষিণপূর্ব্বকোণে, 'মঘদীঘি' নামক একটি জঙ্গলময় খানার পারে বঙ্গাধিপ রাজা গিয়াসুদ্দীন্ আজমশার সমাধিস্তম্ভ অবস্থিত। একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের চতুর্দ্দিকে প্রায় পাঁচ ফিট্ উচ্চ কতকগুলি স্তম্ভ এখনও দণ্ডায়মান আছে। প্রস্তরগুলির উপর অনেক কারুকার্য্য ছিল। সেগুলি এখনও নূতন বলিয়া বোধ হয়। প্রস্তরগুলি খুব কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ। সমাধিস্থানের শীর্ষদেশে একটি ভূপতিত স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। খাড়া অবস্থায় ইহা বোধ হয় বাতিদানস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। মুসলমানের শিল্পজ্ঞানের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিদর্শন পূর্ব্ববঙ্গে আর নাই; এবং রীতিমত সংস্কার করিলে ইহা এখনও বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত কালের সংহারিণী শক্তি উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে। ইহার সন্নিকটে আরও কয়েকটি সমাধিচিহ্ন বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকেরা সে গুলিকে বঙ্গাধিপের মন্ত্রিবর্গের সমাধিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

৩। দমদমা—বর্ত্তমান সোণার-গাঁওয়ের সংলগ্ন মগ্রাপাড়া নামে যে গ্রাম আছে, অধিবাসীদিগের বিশ্বাস, এখানেই পূর্ব্বে সুবর্ণগ্রাম নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার অতি নিকটে এখনও কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং একটা সমুন্নত স্থান দেখাইয়া লোকে এখনও ইহাকে 'দমদমা' (দুর্গ) বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এই উচ্চ স্থানটি গোলাকার; কিন্তু ইহার উপরে এখন দুর্গের কোনই নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকাণ্ড একটি তিন্তিড়ীবৃক্ষ তাহার স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বহু দিন হইতে মহরম উপলক্ষে মুসলমানগণ ইহা তাহাদিগের 'আসুরখানা' স্বরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। দশম দিবসে, তাজিয়ার পরিবর্ত্তে যে সকল মালা ও অলঙ্কারাদি নির্ম্মিত হইত, সে সকল আনিয়া এখানে মজুত করা হইত।

মুন্নাশা দরবেশের সমাধি—ইহা মগ্রাপাড়ার বাজারে অব-

স্থিত। ইহার পাদদেশে প্রতিরাত্রেই একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হয়। ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান্ মাত্রই এখান দিয়া যাইবার সময় দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

খুন্দকার মহম্মদ য়ুসুফের দরগা—মুন্নাশার সমাধির কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত। য়ুসুফ একজন প্রসিদ্ধ পীর ছিলেন। এই দরগায় তাঁহার নিজের, তাঁহার পিতার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সমাধি হইয়াছিল। এখানে গুম্বুজশোভিত দুইটি দীর্ঘকায় অট্টালিকা আছে। দুইটি গুম্বুজের উপরে দুইটি স্বর্ণমণ্ডিত বা স্বর্ণময় চূড়া আছে। এই সমাধিমন্দিরদ্বয়ের অভ্যন্তর ভাগ একেবারেই অনলঙ্কৃত। কিন্তু এই স্থানটিকে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়; এবং মেজের উপরে একখানা চাদর সর্ব্বদাই বিস্তৃত থাকে। হিন্দু মুসলমান্ উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই স্থানকে ভক্তির চক্ষুতে দেখিয়া থাকে। পরিবারের কাহারও অসুখ হইলে এখানে তাহারা বাতাসা বা চাউলের ভোগ দিয়া থাকে।

এই সমাধিগুলির সন্নিকটে অপেক্ষাকৃত আধুনিক একটি মস্‌জিদ্ আছে, তাহাতে যে 'কিতাব' (লিপি) আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে ইহা ১৭০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহা পীরমহম্মদ য়ুসুফের নির্ম্মিত। ইহার সম্মুখে ইষ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত একটি গোরস্থান; তাহাতে অনেকগুলি কবর আছে, কিন্তু কোনটিই প্রসিদ্ধ নহে। এই কবরস্থানে প্রবেশপথের বামদিকে প্রাচীরগাত্রে একটি বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর বসান আছে। ইহা দুই ফিট্ দীর্ঘ ও দেড় ফিট্ প্রশস্ত। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, কোন জিনিষ হারাইয়া গেলে এই পাথরের উপর একটু চূণের প্রলেপ দিলেই তাহা পুনরায় পাওয়া যাইবে। ইহার উপরে একটি সুন্দর তুগ্রা অক্ষরে পারসী লিপি এবং জলালুদ্দীন্ ফতেশাহের নাম ও তারিখ পাওয়া গিয়াছে। উহা এবং রামপালে আবিষ্কৃত বাবা আদামের মস্‌জিদের লিপি (হিজ্‌রী ৮৮৮) এই দুইটি লিপিই পূর্ব্ববঙ্গের সকল লিপি অপেক্ষা প্রাচীন।

মগ্রাপাড়ার রাস্তার ধারেও দুই খানা খোদিত শিলাখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহের নাম এবং ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের কথা লিখিত আছে।

উপরের লিখিত সমাধিস্থানটির অতি নিকটে একটি বিধ্বস্ত সিংহদ্বার বা নৌবৎখানার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহা একটি আশ্রয়স্থান, পথিক ও ফকিরদিগকে এই কথা জানাইবার জন্য প্রতি সন্ধ্যায় এখানে উচ্চরবে বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইত। মস্‌জিদটির পশ্চাদ্ভাগে একটি তহবিলঘর বা কোষাগার ছিল; এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিম দিকে আরও কিঞ্চিৎ দূরে, খুন্দকারদিগের বাসগৃহ ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

৪। শা আব্‌দুল আলীর সমাধি—মগ্রাপাড়ার উত্তরে যে মহল্লা, তাহার নাম গোহাট। এখানে শা আব্‌দুল আলী ওরফে পোঁকাই দিবান্ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ফকিরের সমাধি আছে। কথিত আছে যে ইনি বনে যাইয়া ধ্যান করিতে বসিয়া এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে বারবৎসর পর্য্যন্ত সেই ধ্যানেই নিমগ্ন ছিলেন; তাঁহার চতুর্দ্দিকে বল্মীকস্তূপ উঠিয়া তাঁহাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। এই জন্যই তাঁহার অন্য নাম পোঁকাই দিবান্ হইয়াছিল। ইহার সমাধির পার্শ্বে ইহার পুত্রকেও সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। ইহাদের সমাধিস্থানের উপরে মৃত্তিকাস্তূপ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। তবে আব্‌দুল আলীর কবরের শীর্ষদেশে একখানা জাফ্‌টি পাথর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উপর বসিয়াই নাকি তিনি দ্বাদশ বৎসর সমাধিস্থ ছিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানের সন্নিকটে প্রকাণ্ড একটি মস্‌জিদ্ ছিল। সুবর্ণগ্রামের রাজারা নাকি ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন এই মস্‌জিদের তদানীন্তন মালিক ইষ্টক প্রভৃতি নারায়ণগঞ্জের কোন হিন্দুর নিকট বিক্রয় করেন। তাহার পরে ভিত্তি পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে। প্রাচীর গুলি ৮ ফিট্ পুরু ছিল এবং ইহার অভ্যন্তর ভাগ অনেক সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্যে শোভিত ছিল।

৫। য়ুসুফ্‌গঞ্জের মস্‌জিদ্—মগ্রাপাড়া রাস্তার পূর্ব্ব ধারে যে একটি ছোট জীর্ণ মস্‌জিদ্ আছে, তাহার নাম য়ুসুফ্‌গঞ্জ মস্‌জিদ্। ইহার গুম্বুজের উপরে বহুসংখ্যক অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়াছে। ইহাদের শিকড় প্রাচীরগুলি ভেদ করিয়া বাহির হওয়াতে, মস্‌জিদটি ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহার প্রাচীর ৬ ফিট্ ১২ ইঞ্চি পুরু।

৬। পাগলা সাহেবের সমাধি—হবিব্‌পুর গ্রাম অতিক্রম করিলে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড রাস্তার দক্ষিণদিকে পাগলা সাহেবের গোরস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমাধিমন্দিরটি বহু প্রাচীন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। এই পীরের পাগলা উপাধিসম্বন্ধে নানা গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে ধ্যান করিতে করিতে ইনি পাগল হইয়াছিলেন; আবার কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে ইনি খুব চোর ধরিতে পারিতেন। চোর ধরিয়া তাহাদিগকে প্রাচীরগাত্রে পেরেক বিদ্ধ করিয়া রাখিতেন ও শেষে তাহাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিতেন, এই ভাবে এক সময়ে নাকি তিনি কতকগুলি চোর-মুণ্ড লইয়া একটা মালা গাঁথিয়া খালের জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ইহার সমাধিস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী খালটিকে এখনও লোকে 'মুণ্ড-

মাজার খাল' বলিয়া থাকে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এই সমাধিস্থানকে তুল্যভাবে ভক্তি করিয়া থাকে।

ইহার একটু উত্তরে রাস্তাটির উপরে একটি পুরাতন মুসলমান আমলের সেতু আছে। সাধারণতঃ লোকে ইহার নাম 'কোম্পানি গঞ্জের পুল' রাখিয়াছে।

৭। গরিবুল্লার মস্জিদ্—মগ্রাপাড়ার অর্দ্ধ মাইল উত্তরে সাদিপুর নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে উচ্চ এক খণ্ড জমির উপরে একটি মস্জিদ্ আছে। এই জমিখণ্ডের চতুর্দ্দিকে একটি গড় আছে। সেখ গরিবুল্লা নামক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক বস্ত্রপরীক্ষক কর্ত্তৃক ১১৮২ হিজ্‌রা অব্দে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার চূড়াগুলি চাক্‌চিক্যশালী মৃত্তিকানির্ম্মিত। আর কোন বিশেষত্ব নাই।

৮। দুলালপুরের পুল—হাজিগঞ্জ হইতে বৈদ্যেরবাজারের দিকে যে রাস্তা গিয়াছে, পৈনাম্ হইতে একটি রাস্তা আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এই রাস্তার উপরে অতি পুরাতন সুন্দর একটি মুসলমান আমলের সেতু আছে। ইহা তিনটী খিলানের উপর অবস্থিত। মধ্যের খিলানটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ; ইহার নিম্নদেশ দিয়া নৌকা চলাচল করিতে পারে। পুলে উঠিবার রাস্তাটি খুব খাড়া, কতকগুলি ইষ্টকচক্র দ্বারা নির্ম্মিত।

এই রাস্তা ও পৈনামের প্রধান রাস্তার মধ্যে যে খাল আছে, তাহার উপরেও ছোট একটি সেতু আছে, ইহাও পূর্ব্বোক্ত ধরণে নির্ম্মিত। কতকগুলি স্তম্ভ দ্বারা ইষ্টকচক্রগুলি যথাস্থানে রক্ষিত হইতেছে। পৈনামে 'কোম্পানির কুঠি' নামে একটি সমচতুর্ভুজ দ্বিতল ইষ্টকালয় আছে। বর্ত্তমান সময়ে এখানে একটি হিন্দু কর্ম্মকারপরিবার বাস করিতেছে।

পৈনামের রাস্তার ধারে একটি আধুনিক ও শ্রীহীন শিবের মন্দির আছে। ইহার চূড়াগুলি কারুকার্য্যশোভিত।

৯। আমিনপুরে সরকারী 'ক্রোরী' অর্থাৎ করসংগ্রাহকের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে এই ভগ্ন অট্টালিকায় সর্পরক্ষিত প্রভূত ধন আছে। এই পরিবারের বংশধরগণ এখনও এই গ্রামের নিকটে বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের বাড়ীর নিকটে একটি প্রাচীন হিন্দু অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। ইহা ছাড়া সুবর্ণগ্রামে হিন্দু অট্টালিকার আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহার নাম ঝিকোটি। ইহার ছাদের উপর একটি লম্বা গুম্বুজ এবং প্রাচীরগুলির গাত্রে অনেকগুলি দ্বার ও গবাক্ষের ফাঁক আছে।

১০। গোয়ালদি—গোয়ালদি অঞ্চলটি এখন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে সমাকীর্ণ, চলাচলের জন্য মধ্যে মধ্যে দুই একটি অতি সঙ্কীর্ণ পথ আছে বাহিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করা যায়। এখানে দুইটি মস্জিদ্ আছে; একটির নাম আব্‌দুল হামিদের মস্জিদ্। অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া ইহার অবস্থা এখনও ভালই আছে। ইহার 'কিতাবে' হিজরা ১১১৬ অব্দ (১৭০৫ খৃঃ অব্দ) লিখিত আছে। ইহার প্রায় একশত গজ দক্ষিণে সুবর্ণগ্রামের প্রাচীনতম মস্জিদ্‌টি বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে গোয়ালদির পুরাণো মস্জিদ্ বলিয়া থাকে। ইহার 'কিতাব' যথাস্থান হইতে পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তুলিয়া লইয়া সযত্নে ভিতরে রাখা হইয়াছে। এই পাথরখানার উপরে আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহের নাম ও হিজরা ৯২৫ অব্দ অঙ্কিত আছে। তাঁহার জন্মস্থান অনুসারে এই শিলালিপিতে তাঁহাকে 'হুসনী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইহার অভ্যন্তরভাগ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১৬½ ফিট্। চতুষ্কোণপ্রাচীর চারিদিকে কতকদূর উঠিয়াই আটটি প্রাচীরে বিভক্ত হইয়াছে, প্রত্যেক কোণ হইতে একটি করিয়া অর্দ্ধ গুম্বুজ বা অর্দ্ধ গোলাকৃতি খিলান আছে। এই চারিটি অর্দ্ধ গুম্বুজের মধ্যস্থলে প্রধান গুম্বুজটি উঠিয়াছে। ইহাতে তিনটি 'মিহ্‌রাব' আছে; মধ্যেরটি কারুকার্য্যখচিত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে এবং দুই পার্শ্বের দুইটি সুসন্নিবেশিত ইষ্টকে গঠিত। প্রবেশদ্বারের স্তম্ভগুলি বালুকাময় প্রস্তরনির্ম্মিত। অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বেও এখানে প্রার্থনাদি করা হইত। মধদিনের (সেবাইতের) মৃত্যুর পরে ইহার আর কোন যত্নই করা হয় নাই। এই মস্‌জিদ্‌টি রক্তবর্ণ ইষ্টকনির্ম্মিত। ইহার বহির্দ্দিকের ইষ্টকগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া বেশ সুন্দর সুন্দর ফুলের মত করিয়া সাজান হইয়াছিল।

১১। সাদিপুরের নিকটে একটি বন্য ডুমুর বৃক্ষের তলে একটি মৃত্তিকাস্তূপ আছে। ইহার উপরে একখানা প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে তুগ্রা অক্ষরে নাশিরুদ্দীন্ নসরৎ শাহের নাম এবং হিজরা ৯২৯ অব্দ (১৫২৩ খৃঃ অব্দ) লিখিত আছে। কোথা হইতে যে এই পাথরখানা এখানে আসিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

১২। পৈনামের দক্ষিণে খাশনগরদীঘী নামে যে একটি প্রাচীন জলাশয় আছে, তাহাও উল্লেখযোগ্য। এই দীর্ঘিকাটি ২৯½ একার জমি ব্যাপিয়া অবস্থিত। কোন্ সময়ে যে ইহা খনন করা হইয়াছিল, এখনও তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। পশ্চিম পাড়ে কোন সময়ে একটা বাঁধান-ঘাট ছিল তাহার নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি ইষ্টক এখনও সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। পুষ্করিণীটি ক্রমেই ভরিয়া যাইতেছে, চৈত্র বৈশাখ মাসে ইহাতে মাত্র ৩ ফিট্ জল থাকে। পূর্ব্বে ইহার তটপ্রদেশে বহুসংখ্যক তন্তুবায়ের বাস ছিল, তাহারা বলিত যে ইহার জলে ধুইলে মস্‌লিন কাপড়ের রং বেশ খুলিত। এখন যে সকল ধোবারা

এই জলে কাপড় কাচিয়া থাকে, তাহারাও বলে যে অন্যান্য পুকুরের জল অপেক্ষা এই জলের ময়লা বিনাশ করিবার শক্তি বেশি।

সুবর্ণগ্রামের পুরাতন দুর্গটির অবস্থান সম্বন্ধে অধিবাসীরা প্রায় কিছুই জানে না। তাহারা বলে যে বর্ত্তমান বৈদ্যবাজার গ্রামের পূর্ব্বদিকে, যেস্থান দিয়া এখন মেঘনা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেইস্থানে একটি দুর্গ ও মস্‌জিদ্‌ ছিল। এই মস্‌জিদের গুম্বুজটি নাকি লাক্ষায় বিনির্ম্মিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত সোণার গাঁওয়ের সমীপবর্ত্তী রিকাবিবাজারের মস্‌জিদেও একটি লিপি পাওয়া গিয়াছে। যে পাথরখানার উপর লিপি খোদিত, তাহা দৈর্ঘ্যে ১ ফুট ৮ ইঞ্চ ও প্রস্থে ১ ফুট ৩ ইঞ্চ। ইহাতে তিনটি পংক্তি আছে। অক্ষরগুলি অপরিষ্কার। ইহার যে পাঠ উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে 'হজরৎ-ই আলা' মিঞা সুলেমান...এর রাজত্ব-সময়ে হিজরা ৯৭৬ অব্দের জিল্‌কদ মাসে (১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল) আমীর খাঁ ফকীর মিঞার পুত্র সদাশয় উন্নতমনা বিজয়ী, মালিক আব্‌দুল্লা মিঞা কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে রেনেল্‌ যে মানচিত্র বাহির করেন, তাহাতে দেখা যায় যে ব্রহ্মপুত্র তখন ভৈরববাজারের নীচে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। একশত বৎসর পূর্ব্বেও এইপথে কলিকাতা হইতে আসামে নৌকা যাতায়াত করিত। সোণার-গাঁওয়ের মধ্য দিয়া এখনও যে বালেশ্বর-খাল প্রবাহিত, আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে তাহাতে বারমাসই নৌকার চলাচল ছিল। সুবর্ণ-গ্রামে যখন রাজধানী ছিল, তখন সম্ভবতঃ তাহা এই নদীর কোন পারে অবস্থিত ছিল। সুবর্ণগ্রামের জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে বহুজলপরিপূর্ণ নালা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে সম্পদের দিনে নগরটির মধ্যে অনেক খাল ও খাড়ি প্রবাহিত ছিল। যেখানে একদিন পূর্ব্ববঙ্গের ও সমস্ত বঙ্গের রাজধানী ছিল, আজ সেখানে দুর্ভেদ্য অরণ্যানী বিরাজ করিতেছে। চলাচলের জন্য অতি সঙ্কীর্ণ কয়েকটি পথ আছে বলিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যায়। এখানে অতি অল্পসংখ্যক লোকের বাস। এখানে বালকবালিকারা প্লীহারোগে জর্জ্জরিত। বয়স্কলোকসকলও অত্যন্ত খর্ব্বদেহ। ইহাদের যেন কোন কার্য্যেই উৎসাহ নাই। নদীর ধারে ধারে বহু-সংখ্যক কুম্ভীর স্বচ্ছন্দে রৌদ্র উপভোগ করিয়া থাকে। বৃক্ষের মধ্যে আম্রবৃক্ষের সংখ্যাই অধিক। সাদিপুরে একটি শুষ্ক আম্রবৃক্ষের কাণ্ড দেখাইয়া এখনও লোকে বলিয়া থাকে যে সোণারগাঁয়ে অবস্থিতি করিবার সময় শাহসুজা এই বৃক্ষের ফল খাইয়াছিলেন। বেল, বাদাম, বন্য পেয়ারার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। এখানকার গোলাপজামের খুব সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। পানও সবিশেষ বিখ্যাত। এখানকার মুগের ডা'লের মত ডা'ল পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, এখানকার সরভাজা এবং হরিদাসখানি নামক দধি প্রসিদ্ধ।

যে মস্‌লিন বস্ত্রের এত সুখ্যাতি ছিল, এখন তাহা লুপ্তপ্রায়। এখন আর এখানে ফুটি কাপাসের চাষ হয় না। তন্তুবায়েরা প্রধানতঃ বিলাতী সূতাই ব্যবহার করিয়া থাকে। 'জামদানী' এখন একেবারেই প্রস্তুত হয় না। বর্ত্তমানে মস্‌লিনের মধ্যে মলমলই বোনা হইয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই এখানকার বস্ত্রশিল্পের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে।

সোণারগাঁয়ে হিন্দুমুসলমানের অবস্থান সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। মগ্রাপাড়ার উত্তর ও পশ্চিমে যত মহল্লা আছে, তাহাতে ৯/১০ ভাগই মুসলমান; এদিকে দক্ষিণ ও পূর্ব্বের মহল্লাগুলিতে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি। পৈনামে একটি মুসল-মানও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইখানে ৯৯ ঘর তালুক-দারের বসতি আছে। অধিবাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, সাহা, ভুঁইমালী, নাপিত প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশি।

সোণারগাঁয়ের মুসলমানেরা একেবারেই অশিক্ষিত। কোরাণও তাহারা পড়িতে পারে না। তাই তাহাদিগের 'ফরাজি' আখ্যা হইয়াছে। এখানে এখন কোন পীর কি ফকির নাই। এখান-কার সকল মুসলমান স্ত্রীলোকই পর্দ্দানশিন। নৌকা চলাচলের বিশেষ সুবিধা না থাকাতে পাল্কী ব্যতীত তাহারা বাড়ীর বাহির হইতে পারে না। এখানকার কয়েক ঘর মুসলমান আপনা-দিগকে পূর্ব্বতম কাজীদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

সুবর্ণঘ্ন (ক্লী) বঙ্গধাতু, চলিত—রাং। (বৈদ্যকনি°)

সুবর্ণচম্পক (পুং) স্বর্ণচম্পক।

সুবর্ণচূড় (পুং) সুবর্ণবর্ণা চূড়া যস্য। পক্ষিবিশেষ, স্বর্ণচূড়পক্ষী। (জটাধর)

সুবর্ণচূল (পুং) গরুড়ের পুত্রভেদ, স্বর্ণচূড়। (ভারত)

সুবর্ণজীবিক (পুং) সুবর্ণবণিক্। সুবর্ণদ্বারা এই জাতি জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এই জন্য ইহাদিগকে সুবর্ণজীবিক কহে।

সুবর্ণজ্যোতিস্‌ (ত্রি) সুবর্ণের ন্যায় জ্যোতির্বিশিষ্ট।

সুবর্ণতা (স্ত্রী) সুবর্ণস্য ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। সুবর্ণের ভাব বা ধর্ম্ম, সুবর্ণত্ব।

সুবর্ণতিলকা (স্ত্রী) জ্যোতিষ্মতী লতা, চলিত—লতা ফট্‌কী।

সুবর্ণদগ্ধী (স্ত্রী) স্বর্ণক্ষীরিণী নামক ক্ষুপ, চলিত—সোণা খিরুই।

সুবর্ণদ্বীপ (পুং) দ্বীপভেদ, সুমাত্রা দ্বীপ।

[সুমাত্রা ও উপনিবেশ শব্দ দেখ]

সুবর্ণনকুলী (স্ত্রী) সুবর্ণা নকুলী। মহাজ্যোতিষ্মতী লতা, চলিত— বড় লতা ফট্‌কী। (রাজনি°)

সুবর্ণনাভ (পুং) একজন বৈদিক গ্রন্থকার। [সৌবর্ণনাভ দেখ]

সুবর্ণপক্ষ (পুং) সুবর্ণবৎ পীতৌ পক্ষৌ যস্য। স্বর্ণপক্ষ, গরুড়।

সুবর্ণপত্র (পুং) সুবর্ণবর্ণং পত্রং পক্ষং যস্য। পক্ষিবিশেষ।

সুবর্ণপদ্ম (ক্লী) সুবর্ণকমল, রক্তপদ্ম। (বৈদ্যকনি°) ২ সোণার পদ্ম, প্রবাদ আছে যে স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীতে স্বর্ণপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। "স্বর্গাপগা হেমমৃণালিনীনাং" (নৈষধ ১ স°)

সুবর্ণপদ্মা (স্ত্রী) সুবর্ণস্য পদ্মং যস্যাং। স্বর্গগঙ্গা (শব্দরত্না°)

সুবর্ণপার্শ্ব (ক্লী) জনপদভেদ। (রাজতর°)

সুবর্ণপালিকা (স্ত্রী) সুবর্ণপাত্রবিশেষ। (রামা°)

সুবর্ণপুষ্প (পুং) সুবর্ণবৎ পুষ্পং যস্য। রাজতরুণীপুষ্পবৃক্ষ।

সুবর্ণপ্রভাস (পুং) ১ যক্ষভেদ। ২ বৌদ্ধশাস্ত্র।

সুবর্ণপ্রসর (ক্লী) সুবর্ণস্য প্রসরো যত্র। এলবালুক। (বৈদ্যক)

সুবর্ণপ্রসব (ক্লী) এলবালুক। (বৈদ্যকনি°)

সুবর্ণফলা (স্ত্রী) সুবর্ণকদলী, চলিত চাঁপাকলা। (রাজনি°)

সুবর্ণবণিক্—বঙ্গবাসী স্বনামপ্রসিদ্ধ বণিক্‌জাতিবিশেষ। এই জাতির মধ্যে প্রবাদ আছে যে মহারাজ আদিশূর যখন বাঙ্গালার সিংহাসনে সমারূঢ়, তখন অযোধ্যার সমীপবর্ত্তী রামগড় নামক স্থানে কুশলচন্দ্র আঢ্য নামক একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ী বাস করিতেন। সনক, সনাতন এবং সনৎকুমার নামে ইহার তিন পুত্র যথাক্রমে কাঞ্চন, মণি ও গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদের সম্বন্ধে কুলাচার্য্যগণ এইরূপ শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

"জাতাস্ত্রয়ো যে কুশলস্য পুত্রা বাণিজ্যকারী সনকস্তু হেম্নঃ।
আসীন্মণেস্তেষু সনাতনো বৈ গন্ধাদিসত্ত্বস্য সনৎকুমারঃ॥"

তখন ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মের উত্তালতরঙ্গে সংক্ষুব্ধ, সনকের আত্মীয় স্বজন প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তাই তাঁহাদের সহবাস পরিত্যাগ ইচ্ছা করিয়া ইনি তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে গুরু, পত্নী, স্বধর্ম্মানুরক্ত আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী লোক লইয়া নানাদেশ পরিভ্রমণানন্তর বঙ্গদেশে আসিয়া আদিশূরের শরণাপন্ন হন; আদিশূর তাঁহাকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে ইচ্ছামত স্থানে বাস করিবার অধিকার প্রদান করেন। সনকের সঙ্গে ১৬ ঘর প্রধান এবং ৩০ ঘর অপ্রধান বণিক্ আগমন করেন। পুরাতন কুলজীতে প্রধান ষোল ঘরের এইরূপ পদবী দেখা যায়—

"দেদত্তশ্চন্দ্র আঢ্যশ্চ শীলঃ সিংহো ধরস্তথা,
বড়ালঃ পালো নাগশ্চ মল্লিকো নন্দী বৰ্দ্ধনঃ।
দাসো লাহাস্তথা সেনঃ ষোড়শঃ খ্যাতিরুত্তমা॥"

অপ্রধান ৩০ ঘর ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া আগমন করেন বলিয়া ইঁহাদিগের খ্যাতি ও পদবী অনুসারে তাঁহাদেরও খ্যাতি পদবী লাভ হয়।

ব্রহ্মপুত্রতীরবর্ত্তী যে স্থান পরে সুবর্ণগ্রাম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল, সনক সেই স্থানে বাস করিতেছিলেন। নানা কারণে আদিশূরের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়; এবং সেই সম্প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ মহারাজ আদিশূর তাঁহাকে 'সুবর্ণবণিক্' ও তৎপ্রতিষ্ঠিত স্থানকে 'সুবর্ণগ্রাম' এই আখ্যা প্রদান করেন। তদবধি সনকের বংশধরগণ সুবর্ণবণিক্ বলিয়া খ্যাত হইয়া আসিতেছেন।

এই সমাজে আরও প্রবাদ আছে যে, যখন গৌড়াধিপ বল্লালসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সনকবংশধর বল্লভানন্দ আঢ্য সুবর্ণগ্রামে বসতি করিতেছিলেন এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান ধনী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। অর্থের অভাব হইলেই রাজা ইহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতেন। বল্লাল যখন মণিপুর যুদ্ধের সময় পাঁচ লক্ষ মুদ্রা ঋণ প্রার্থনা করেন, তখন বল্লভানন্দ তাহা দিতে অস্বীকার করেন। এই কারণে ও অন্যান্য কয়েকটি কারণে সুবর্ণবণিক্ সমাজের উপর জাতক্রোধ হইয়া মহারাজ বল্লাল নিম্নরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—

"রাজা বল্লালসেনঃ ক্রোধাবিষ্টঃ প্রতিজানীতে যদি হিরণ্যবণিজো নীচজাতীয়ানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি, বল্লভানন্দপ্রভৃতীনাঞ্চ কষ্টং ন দাস্যামি তদা গোব্রাহ্মণযোর্ষদ্‌ঘাতেন যানি পাপানি ভবন্তি তানি মে ভবিষ্যন্তীতি। অন্ধস্য রাজ্ঞঃ শতপুত্রবিনাশে ভীমসেনেন যাদৃশী প্রতিজ্ঞা কৃতা, স্বর্ণবণিজাং বিষয়ে প্রতিজ্ঞা মে তাদৃশী জ্ঞাতব্যা।"

এই জাতিমধ্যে এরূপ প্রবাদও আছে, ডোমকন্যাগ্রহণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বল্লালসেন ব্রাহ্মণদিগকে কতকগুলি সুবর্ণধেনু দান করেন। তাহাদের উদরে অলক্তক পূরিয়া রাখা হইয়াছিল। কোন ব্রাহ্মণ এই ধেনু বিক্রয়ের জন্য জনৈক সুবর্ণবণিকের গৃহে উপস্থিত হইলে, স্বর্ণ পরীক্ষার জন্য বণিক্ ধেনুর উদরে আঘাত করেন; তখন আহত স্থান দিয়া শোণিতধারার ন্যায় অলক্তক ধারা প্রবাহিত হয়। তখন জনরব উঠিল যে পুণ্যবান্ রাজার মন্ত্রপূত ধেনুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; সুবর্ণবণিক্ সেই ধেনু বধ করিয়াছে। ইহাতে বণিক্‌সম্প্রদায় গোহত্যাপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইল। ইহার পর এই সম্প্রদায়ের অন্য একজন লোকও নাকি হেমধেনু চুরি করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছিল। কাহারও মতে এই সব অভিযোগ বল্লালের চক্রান্তজালসমুদ্ভূত। এই উপলক্ষে বল্লালসেন নিম্নলিখিত রূপ অনুজ্ঞা প্রচার করেন—

"অদ্যাবধি ক্রিয়াহীনানাং বণিজাং যজ্ঞোপবীতধারণং ব্যর্থং, এতেষাং ক্রিয়াভাবাৎ শূদ্রত্বং জাতম্, অদ্যোহহমপর্য্যন্তং এতে

বণিজঃ শূদ্রাঃ, এতেষাম্ শূদ্রবৎক্রিয়াদিকং ভবিষ্যতি। বিশেষতস্ত স্বর্ণবণিজঃ সর্ব্বে গোস্তেয়া গোহত্যাকারিণশ্চ তদেতে অন্ত্যপর্য্যন্তং পতিতাঃ শিষ্টৈরগ্রাহ্যাঃ, এতৈঃ সহ যে ভোজনবিহারনৈকাসনাক্রমণ-যজনপংক্তিভোজনাদিকং করিষ্যন্তি, তেঽপি পতিতা ভবিষ্যন্তি, অতস্তদ্যাজকানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ অন্ত্যপ্রভৃতি পাতিত্যম্।"

এইরূপে 'পতিত ও শিষ্ট সমাজে অগ্রাহ্য' বলিয়া পরিগণিত হওয়াতে সুবর্ণবণিক্‌দিগের মনে নিরতিশয় ক্ষোভের সঞ্চার হইল। বল্লভানন্দপ্রমুখ কতিপয় ধনাঢ্য বণিক্ বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া একেবারে উড়িষ্যায় চলিয়া যান এবং এখানে জগন্নাথ মহাপ্রভুকে এবং উড়িষ্যার তাৎকালিক রাজাকে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে এখানে তাঁহারা বৈশ্য বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। পিতার ডোমকন্যাবিবাহে মর্ম্মাহত হইয়া যখন লক্ষ্মণসেন সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ে প্রস্থান করেন, তখন কয়েকজন সুবর্ণবণিক্‌ও তাঁহার সহগমন করেন। এই ভাবে বহু সুবর্ণবণিক্ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া দেশান্তরবাসী হইয়া পড়েন। কিন্তু সকলে সমবেত হইয়া এইরূপ পন্থা অবলম্বন না করাতে যাঁহারা সুবর্ণগ্রামে রহিয়া গেলেন, বল্লালসেনের অনুজ্ঞানুসারে তাঁহাদিগকে উপবীত ত্যাগ করিয়া শূদ্রোচিত আচার ব্যবহার ও মাসাশৌচাদি গ্রহণ করিতে হইল। অবশেষে লক্ষ্মণসেনও যাহাতে তাঁহারা রাজাদেশ অমান্য করিয়া আর না মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। এইরূপ নির্য্যাতনের ফলে সুবর্ণবণিক্‌গণ ক্রমেই নিস্তেজ ও আত্মমর্য্যাদাহীন হইয়া 'পতিত' ভাবেই জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহারা সুবর্ণগ্রামেই বাস করিতে ছিলেন; ইহার পরে যখন এই রাজধানী বিধ্বস্ত হইল, ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা দেশ যখন মুসলমানের পদানত হইতে লাগিল, তখন পতিত সুবর্ণবণিক্‌গণের শূদ্রত্বপ্রাপ্ত বংশধরগণ বাঙ্গালার চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন।

সুবর্ণবণিক্‌গণের পাতিত্য সম্বন্ধে উপরে যে কিংবদন্তী উদ্ধৃত হইল, তাহার মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না, তৎপ্রতি অনেকেই সন্দিহান। গোপালভট্ট ও আনন্দভট্ট কর্তৃক পৃথক্ দুই খানি বল্লালচরিত রচিত হইয়াছে। এই দুই খানিই আধুনিক গ্রন্থ। এই উভয় গ্রন্থে এমন অনেক কথা আছে যাহা আলোচনা করিলে অনৈতিহাসিক কবিকল্পনা বলিয়াই মনে হইবে। বাস্তবিকই যে বল্লালনিগ্রহে সুবর্ণবণিক্‌জাতি পতিত হইয়াছে, সুবর্ণবণিক্‌জাতির কোন প্রাচীন কুলগ্রন্থে এরূপ কথা নাই। অপর কোন অজ্ঞাত কারণে এই জাতি পতিত হইয়াছে, বলিয়াই আমরা মনে করি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বাণিজ্য ব্যাপার উপলক্ষে এই জাতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই। এই সময়ে বর্দ্ধমানের সমীপবর্ত্তী কর্জ্জনা নগরে, যশোহরে এবং সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁয়েই ইঁহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। জাতি হিসাবে পতিত হইলেও বাণিজ্যবাসিনী কমলার কৃপায় আর্থিক বিষয়ে ইহারা তখনও খুব উন্নত ছিলেন। অর্থের জন্য মুসলমান রাজদরবারে ইহাদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তখন হইতেই ইঁহাদিগের সা, মল্লিক, চৌধুরী, রায় প্রভৃতি উপাধিলাভ ঘটে। তখন কর্জ্জনাতে অজরচন্দ্র মল্লিক নামে একজন সুবর্ণবণিক্ গোষ্ঠীপতি বাস করিতেছিলেন। নবাব তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার কোষাধ্যক্ষের পদ ও খাঁ উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার ডাক নাম আজার খাঁ ছিল। ১৪১৪ শকে অর্থাৎ ইংরাজী ১৪৯২ খৃঃ অব্দে তিনি সুবর্ণবণিক্ সমাজের কুলনির্ণয় ও তালিকা প্রস্তুত করান। তখন এখানে ৭৯২ ঘর সুবর্ণবণিকের বাস ছিল। ইহার মধ্যে 'নাথ' ব্যতীত চন্দ্র, দে, দত্ত, আঢ্য, শীল, সিংহ, ধর, পাল, নন্দী, বর্দ্ধন, দাস, লাহা, সেন, বড়াল ও মল্লিক এই কয় ঘর মূল ও প্রধান সুবর্ণবণিকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইহার পরে ১৪৩৬ শকে, (১৫১৪ খৃঃ অব্দে) কর্জ্জনার সুবর্ণবণিক্‌সমাজ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। কুলজীতে লেখা আছে—

"চৌদ্দশত ছত্রিশ শকে ভাঙ্গিল কর্জ্জনা।
রাজপীড়ায় পীড়িত হইল সর্ব্বজনা॥
* * * * * *
পরিবার সহিত হইল নানা দেশী॥"

এই কর্জ্জনার ৭৯২ ঘর সুবর্ণবণিকের মধ্যে কতকগুলি যাইয়া সপ্তগ্রামেও অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে যখন আজার খাঁর মৃত্যু হইল, তখন তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিভিন্ন দেশবাসী স্বশ্রেণীদিগকে কর্জ্জনায় নিমন্ত্রণ করা হয়। পথের দুর্গমতাবশতঃ কি অন্য কোন কারণে সপ্তগ্রামের বণিক্‌গণ এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই। পূর্ব্বোক্ত ৭৯২ ঘর বণিকের মধ্যে ৩৯০ ঘর সপ্তগ্রামে বাস করিতেছিলেন; নিমন্ত্রণে উপস্থিত না হওয়াতে ইহারা 'সপ্তগ্রামীয়' এবং বাকী ৪০২ ঘর, যাহারা রাঢ় দেশের কর্জ্জনা ও অন্যান্য স্থানে বাস করিতে ছিলেন এবং এই নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তাহারা 'রাঢ়ীয়' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। রাঢ়দেশের নিম্নলিখিত স্থানে তখন সুবর্ণবণিকেরা বাস করিতেছিলেন;—

কর্জ্জনা, বর্দ্ধমান, বলগণা, কুড়মুন, গঙ্গাপুর, গোবিন্দপুর, বামুনআড়া, বড়শুল, খণ্ডগ্রাম, কবন্দা, মণ্ডলগ্রাম, পলাশন সপ্তবৃক্ষ (সাতগাছিয়া) বেগুয়ান, মল্লিকপুর, সুলপুর, নবগ্রাম, আঝাপুর, মুক্তিপুর, পাঁচড়া, হিরণ্যগ্রাম, বেত্রগড়, ওসমানপুর, মৎসর, সিঙ্গেরকোণ এবং কুলটী।

এইরূপে রাঢ়ীয় ও সপ্তগ্রামীয় এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িলেও প্রকৃত পক্ষে মূলতঃ ইঁহারা এক, একই পিতার দুই পুত্রের বংশধর দুই দেশে বাস করিতেছেন। অনেক স্থলেই প্রায় এমন দেখা গিয়া থাকে যে ইঁহাদের মধ্যে ভোজ্যান্নের কোন প্রতিবন্ধক নাই,—কেবল রাঢ়ীয় সুবর্ণবণিকের সঙ্গে সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিকের কোন বৈবাহিক আদান প্রদান প্রচলিত নাই।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন সপ্তগ্রামে পদার্পণ করেন, তখন সেখানে উদ্ধারণ দত্ত নামক জনৈক সুবর্ণবণিক্ বাস করিতে ছিলেন। ইনি নিত্যানন্দ দেবের একজন পার্ষদ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ইঁহাকে সখ্যভাবে গ্রহণ করেন এবং মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিবার সময় ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান। নিত্যানন্দ প্রভু সুবর্ণ বণিক্‌দিগকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। তিনি উদ্ধারণকে মন্ত্র দান করেন এবং তদবধি ইঁহার বংশধরগণ সুবর্ণবণিক্‌দিগের কুলগুরু হইয়া রহিয়াছেন এবং সুবর্ণবণিকেরাও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া আসিতেছেন।

১৫৩৭ খৃঃঅব্দে পর্ত্তুগীজেরা হুগলীতে ও তৎসমীপবর্ত্তী ঘোলঘাট নামক স্থানে বাণিজ্যকুঠী নির্ম্মাণ করেন। ইতিমধ্যে আবার সপ্তগ্রাম-পাদধৌতকারিণী স্রোতস্বতী সরস্বতীর অবস্থাও হীন হইয়া ভাগীরথীর অবস্থা উন্নত হইয়া উঠে। তাহাতেই বাণিজ্য-কেন্দ্র সপ্তগ্রাম হইতে অপসারিত হইয়া হুগলী ও ঘোলঘাটে স্থানান্তরিত হয়। কাজেই বাণিজ্যগতপ্রাণ সুবর্ণবণিক্‌সম্প্রদায়ও সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া এই দুই স্থানে উঠিয়া আসিতে আরম্ভ করেন। ইহার পরে যখন আবার ১৫৯৪ খৃঃ অব্দে পাঠানকর্ত্তৃক সপ্তগ্রাম লুণ্ঠিত হইল, তখন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অবশিষ্ট সুবর্ণবণিক্‌দিগের অধিকাংশই যাইয়া হুগলী, ঘোলঘাট, বংশবাটী, সাহাগঞ্জ, শ্রীরামপুর, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

এদিকে, রাঢ় অঞ্চলে যে সকল সুবর্ণবণিক্ বাস করিতেছিলেন, পাঠানের অত্যাচারে ইঁহারাও বড় সুখশান্তিতে কালাতিপাত করিতে পারেন নাই। ইঁহাদের অধিকাংশই ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পলাইয়া যাইয়া বিত্ত ও প্রাণ রক্ষা করেন। অবশিষ্ট সকলে অধিক কাল স্বস্থানে থাকিতে না পারিয়া, এবং বাণিজ্যের সুবিধা হইবে বলিয়া, চুঁচড়ায় উঠিয়া আসেন। কিন্তু বাণিজ্যগত-প্রাণ বলিয়া এখানেও ইঁহারা সকলে বহুদিন স্থির হইয়া বাস করিতে পারিলেন না। ইংরাজেরা যখন কলিকাতার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন হুগলীর গৌরব অনেকটা কমিয়া যায়, বাণিজ্য-লক্ষ্মী কলিকাতাভিমুখিনী হইয়া পড়েন। তখন কলিকাতার দিকেও ইঁহাদিগের দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু চুঁচড়াবাসী সুবর্ণবণিকেরা একেবারে চুঁচড়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় উঠিয়া আসেন নাই।

বাণিজ্যব্যাপার উপলক্ষে ইংরাজদিগের সঙ্গে ইহাদের প্রথমাবস্থায় বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া ছিল। ইঁহারা ইংরাজদিগকে আবশ্যকমত ঋণদান করিতেন এবং নানাপ্রকারে তাঁহাদিগের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠা ও তাহার প্রসার বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিলেন।

এইরূপে অযোধ্যাগত সুবর্ণগ্রামবাসী বণিক্‌গণ বাঙ্গালার নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। যাঁহারা গৌড়নগরে যাইয়া বাস করিতেছিলেন, তাঁহারাও সেখানে স্থায়িরূপে বাস করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা কুলজীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গৌড়ের দক্ষিণে, অজয় নদের তীরে তখন উজানি নামে এক নগর ছিল, এখানে বিক্রমকেশরী নামে একজন রাজা ও তাঁহার অধীনে ধনপতি নামে একজন সওদাগর ছিলেন। 'আশীপন' সুবর্ণ কিনিবার জন্য ধনপতি গৌড়ে আগমন করেন ও নরহরি বড়াল নামক জনৈক সুবর্ণবণিকের সঙ্গে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন, ইহার মুখে উজানির ও রাজা বিক্রমকেশরীর সুখ্যাতি শুনিয়া নরহরি বড়াল, কর্ণ দাস, নিরানন্দ দে, বারাণসী চন্দ্র ও শঙ্কর নাথ এই পাঁচজন সুবর্ণবণিক্ গৌড় ত্যাগ করিয়া উজানিতে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

"উজানি নগরে রাজা বিক্রমকেশরী।
রাজ আজ্ঞায় সদাগর সাজাইল তরি॥
* * * * *
* * * * *
সদাগর সহিত বিদায় পঞ্চজন॥
অজয়নদের তটে করিলা নিবাস।
সুবর্ণবণিক্ হল উজিনে প্রকাশ॥
বণিক্ শঙ্কর নাথ, বারাণসী চন্দ্র।
নরহরি বড়াল, কর্ণ দাস, দে নিরানন্দ॥"

ইহার পরেও গৌড়ে অনেক সুবর্ণবণিকের বাস ছিল। কিন্তু ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে এখানে যে ভীষণ মারীভয় উপস্থিত হয়, তাহাতে অবশিষ্ট সুবর্ণবণিকেরাও যশোহর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে পলাইয়া যাইয়া পূর্ব্বাগত স্বজাতীয়গণের সঙ্গে মিলিত হন।

এইরূপ নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈসর্গিক কারণে সুবর্ণবণিক্‌সম্প্রদায় এক স্থানে নিবদ্ধ না থাকিয়া বাঙ্গালার নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন; এবং বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সমাজের অন্তরালে বসবাস করার জন্য ইঁহাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি আচার ব্যবহারের পার্থক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অনেক স্থলে আহার ব্যবহার বিবাহাদিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সুবর্ণবণিক্ শব্দের পরিবর্ত্তে কোথাও কোথাও সুবর্ণবণিক

বা বণিক্য শব্দ ব্যবহার করিতেও দেখা যায়। ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ সনক বৈশ্যকন্যা কনকার গর্ভজাত বলিয়া লোকে তাঁহাকে কনকক্ষেত্রীও বলিত এবং তদনুসারে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যেও কেহ কেহ আপনাদিগকে কনকক্ষেত্রী বলিয়া পরিচয় দেন।

মূলতঃ এক হইলেও অধুনা সুবর্ণবণিক্‌গণ কয়েকটি শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,আজার খাঁর শ্রাদ্ধে উপস্থিত না হওয়াতে সপ্তগ্রামবাসী সুবর্ণবণিক্‌গণ সপ্তগ্রামীয় নামক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়েন। বাকী যাঁহারা রাঢ়বাসী ছিলেন, তাঁহারা রাঢ়ীয় বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁহারাও আবার কালক্রমে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ী। এতদ্ব্যতীত মুর্শিদাবাদের পূর্ব্বাঞ্চলে (কালান্তর প্রভৃতি গ্রামে) যে সকল সুবর্ণবণিক্ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা আবার আপনাদিগকে ফতেসিংহ বলিয়া পরিচয় দেন।

উত্তররাঢ়ীর কুলমর্য্যাদা একশত এক টাকা। বিবাহাদি কার্য্য দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের ন্যায়ই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তবে ইঁহাদের মধ্যে যেমন কন্যাদান হইয়া গেলে বরকন্যা পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া থাকে, উত্তররাঢ়ীয়দিগের মধ্যে সেরূপ প্রথার প্রচলন নাই। ইঁহাদিগের মধ্যে সেই সময়ে কন্যাকর্ত্তা পাত্রকে বলিয়া থাকেন, 'গঙ্গাজল, বনের ফল, অমুকী নাম্নী কন্যা তোমাকে অর্পণ করিলাম। ভরণ ও পোষণের ভার তোমার, স্নেহের ভাব আমার।' ইঁহাদিগের মধ্যে 'বাটাধরা' নামেও একটি রীতি প্রচলিত আছে। প্রথম আশীর্ব্বাদ করিবার দিন একটি সভা আহ্বান করা হয়। সেই সভায় কন্যাকর্ত্তা বাটার একাংশ ও বরকর্ত্তা বাটার অপরাংশ ধারণ করিয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হন, এবং তখন কন্যাকর্ত্তা বাঙ্গালায় বলিয়া থাকেন, 'অমুকের পুত্র অমুকের সহিত আমার কন্যা অমুকীর শুভ সম্বন্ধ স্থির করিলাম। রাজদৈব বা দেবদৈব না হইলে অমুক তারিখে শুভলগ্নে কন্যা পাত্রস্থ করিব।' কন্যাদানের পরেও তাহার পিতাকে এইরূপে দাঁড়াইয়া বলিতে হয় "অমুকের পুত্র অমুকের সহিত আমার কন্যা অমুকীর শুভ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলাম। অদ্য সেই কন্যা দান করিয়া প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্ত হইলাম।' বরণের সময়ে ছায়ামণ্ডপের উত্তর দিকে কন্যাকর্ত্তা পূর্ব্বমুখ হইয়া ও বরকর্ত্তা উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করেন, তৎপর দিবস যখন বরকন্যা বিদায় হইবে তখন বাগীশ্বরী নাম্নী দেবতার পূজা এবং সপ্তপদীগমন, ধ্রুবদর্শন, শিলাভ্রমণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ফতেসিংহ সমাজের বিবাহাদি কার্য্য উত্তররাঢ়ীয়দিগের অনুরূপ, কেবল বাগীশ্বরী দেবীর পূজার সময় ইঁহাদের মধ্যে সিন্দুরদানের একটি প্রথা আছে। ইঁহাদের কুলজী হইতে জানা যায় যে, ইঁহারা উত্তররাঢ়ীয়দিগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষিকার্য্যই এখন ইঁহাদিগের প্রধান অবলম্বন।

কর্জ্জনা নগরে আজার খাঁ যখন সুবর্ণবণিক্‌দিগের 'সমন্বয়' করেন, তখন পুরোহিত গোবর্দ্ধন মিশ্র বণিক্‌দিগের যে কুলজী লেখেন, তাহাতে তাঁহাদিগের 'খ্যাতিবন্ধ'ও করেন। যথা—চন্দ্র উপাধিধারী সুবর্ণবণিকেরা রোহিতাগিরি, আঢ্যেরা বসনাশন, দে বণিকেরা কিরণাকর, দত্তেরা সুধাকর, শীলেরা কলশাম্বুব, সিংহেরা বর্ষাপণ, ধরেরা বলদণ্ডী, পালেরা ভুরুষাপণ, বড়ালেরা করনাটক, নাথেরা সুচাঁচর, মল্লিকেরা রজনীকর, নন্দীরা প্রভাকর, বর্দ্ধনেরা কুসুমাকুল, দাসেরা গুঞ্জার্মণ, সাহারা পত্রাশনি ও সেনেরা পুষ্পাঞ্জলি খ্যাতি প্রাপ্ত হন।

সুবর্ণবণিকেরা গোষ্ঠীপতি, কুলীন, বংশজ, মৌলিক, কষ্টমৌলিক, অতিকষ্টমৌলিক ও রাঢ়ী এই কয় উপশ্রেণীতে বিভক্ত। গোষ্ঠীপতিমাত্র দুইজন—পবিত্রাজ দে ও নীলাকর দত্ত। প্রামাণিক কুলীন মাত্র পাঁচজন—কৃষ্ণদাস চন্দ্র, অনন্ত আঢ্য, গোপাল দে, কুলপতি দত্ত, মধু চন্দ্র ও জগন্নাথ শীল।

আদানপ্রদান দ্বারাই কুলীনত্ব নির্ণীত হয়। সেই আদানপ্রদান ত্রিবিধ—সজ্জ,সমাবেশ ও নিন্দা; উভয়ে উত্তমে সজ্জ সমানে সমানে সমাবেশ এবং উত্তমে ও অধমে নিন্দা। যে কুলীন জ্যেষ্ঠ কন্যাপুত্রের আদানপ্রদানে সজ্জ ও সমাবেশ রক্ষা করিতে পারেন, তিনি অতি শুদ্ধ কুলীন। ইহার পরে অন্য পুত্রকন্যার সময় যদি তিনি রাঢ়ী বংশজ, গৌণ বংশজ কি মৌলিকের সঙ্গেও কাজ করেন, তথাপি তাঁহার কুলে কোন দোষস্পর্শ হয় না। কিন্তু কষ্টমৌলিক ও অতিকষ্টমৌলিকের সঙ্গে কাজ করিলে কুলদোষ ঘটে। কুলীন যদি নিন্দিত কর্ম্ম করেন, তবে তাঁহার কষ্টমৌলিকত্ব প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ইহার পরে যদি আবার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত কুলীনের সঙ্গে আদানপ্রদান চলে, তবে আবার তিনি কুলীন বলিয়া পরিগণিত হন এবং তাঁহার কুলকে মত্তভঙ্গ কুল বলে।

কুল প্রধানতঃ তিন প্রকার—সজ্জন, শুদ্ধভাব ও বিসর্জ্জন। যিনি নিজে কুলীন, শ্বশুর কুলীন এবং ক্রিয়াকাযাও কুলীনের সঙ্গে, তাঁহার কুলকে সজ্জন; যাঁহার পিতৃকুল, শ্বশুরকুল এবং মাতৃকুল, এই তিন কুলই কুলীন,তাঁহার কুলকে শুদ্ধভাব এবং যে কুলের সঙ্গে রাঢ়ী বংশজ, গৌণবংশজ ও মৌলিকের সঙ্গে আদানপ্রদান হয়, তাহাকে বিসর্জ্জন কুল বলে।

কুলীনও আবার দুই প্রকার;—প্রকৃতমুখ্য ও সাধনমুখ্য। ইঁহাদের মধ্যে প্রকৃত মুখ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। ইঁহারা পঞ্চ প্রামাণিক। সাধন-মুখ্যের কন্যা গ্রহণ করিলে মর্য্যাদাস্বরূপ প্রকৃত মুখ্যেরা দুই সুবর্ণমুদ্রা পণ এবং সাধন মুখ্যেরা প্রকৃত

মুখ্যের কন্যা গ্রহণ করিলে এক সুবর্ণমুদ্রা পণ পাইয়া থাকেন। এইপ্রকারে রাঢ়ীয়ের কন্যা গ্রহণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কুলীন তিন সুবর্ণ, গৌণবংশজের সঙ্গে সম্বন্ধে ছয়, এবং মৌলিকের সঙ্গে সম্বন্ধে সপ্ত সুবর্ণমুদ্রা পাইয়া থাকেন'। কিন্তু যে মৌলিক দশপুরুষ পর্য্যন্ত কুলীনের সঙ্গে আদানপ্রদান করিয়াছেন, তিনি মহৎকুলোদ্ভব বলিয়া পরিচিত। কুলীনের সঙ্গে আদানপ্রদানে তাঁহাকে অলঙ্কারাদি কুলমর্য্যাদা ব্যতীত আর কোন পণ দিতে হয় না। রাঢ়ী ও বংশজে আদানপ্রদান হইলে, শ্রেষ্ঠ বলিয়া রাঢ়ী এক সুবর্ণ, গৌণবংশজের সঙ্গে সম্বন্ধে দুই সুবর্ণ এবং মৌলিকের সঙ্গে সম্বন্ধে তিন সুবর্ণমুদ্রা পাইয়া থাকেন। আর কষ্টমৌলিক ও অতিকষ্টমৌলিকের সঙ্গে কাজে ইনি পঞ্চ সুবর্ণমুদ্রা পণ প্রাপ্ত হন। গৌণ-বংশজের সঙ্গে কাজে বংশজ সুবর্ণপাদ এবং কষ্টমৌলিক ও অতিকষ্টমৌলিকের সঙ্গে কাজে এক সুবর্ণ পণ পাইয়া থাকেন। গৌণবংশজের সঙ্গে সম্বন্ধে মৌলিক দুই সুবর্ণ এবং কষ্টমৌলিক ও অতিকষ্টমৌলিকের সঙ্গে সম্বন্ধে তিন সুবর্ণ পণ পাইয়া থাকেন।

সাগর বড়ালের বংশধরগণ 'সম্মানি' মর্য্যাদাবিশিষ্ট। ইঁহারা কুলীনেরই নীচে এবং বংশজ, গৌণবংশজ প্রভৃতির উপরে। ইঁহাদের সহিত সম্বন্ধে কুলীনমর্য্যাদাস্বরূপ একটিমাত্র মুদ্রা পাইয়া থাকেন। কিন্তু বংশজ প্রভৃতির সঙ্গে আদানপ্রদানে ইঁহারাই তিনটী সুবর্ণমুদ্রা মর্য্যাদা পান।

যখন কুলীনে কুলীনে আদানপ্রদান হয়, তখন যাঁহার তিন কুলে দোষ নাই, তাঁহাকেই অধিকতর সম্মানিত বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু যাঁহার তিন কুলে উত্তম 'করণ' নাই, তাঁহাকে কুলীন বলিয়া বড় গ্রাহ্য করা হয় না।

এতদ্ব্যতীত 'নবভঙ্গ' নামেও আর এক শ্রেণীর কুলীন আছেন, আদানপ্রদানদোষে ভঙ্গ হইবার পরে যদি কোন কুলীন তিন পুরুষ পর্য্যন্ত কুলীনের সহিত দান গ্রহণ করিতে পারেন, তবে তাঁহার কুলদোষ অনেকটা ক্ষয় হইয়া যায়, ভঙ্গ হইতে তিনি 'নবভঙ্গ' শ্রেণীতে উন্নীত হন।

নবগুণান্বিত কুলীনদিগের মধ্যে সিদ্ধ, উজ্জ্বল, মধ্যাবৃত, মধ্যাগত ও শ্রেষ্ঠ এই পাঁচটী প্রধান ও মধুচন্দ্র নামে আর একটি অপ্রধান কুল আছে। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি কুল দেখিতে পাওয়া যায়। আজার খাঁর ভাগিনেয় নীলাম্বর দত্ত এবং পতিরাজদের যে কুল, তাহাকে সাধ্যকুল বলে; ইঁহারা গোষ্ঠীপতি বলিয়া পরিগণিত। চক্রপাণি ও বক্রেশ্বর দত্তদ্বয়ের কুল, গোবর্দ্ধন মিশ্রের নিকট হইতে সহজে প্রাপ্ত বলিয়া 'সহজকুল' নামে বিখ্যাত।

রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে সিংহ, দাস, নন্দী, সেন, লাহা, বর্দ্ধন, পাল ও ধর এই আট ঘরের লোক আছে বলিয়া ইঁহাদিগকে অষ্টরাঢ়ী বলে। মার্কণ্ডেয় সিংহ, মথুরা দাস, মাধব নন্দী, অশ্বধর সেন, মল্লসুভাজন লাহা, রত্নবর্দ্ধন, কুল্লন পাল ও চিত্র ধর এই আটজন লোক রাঢ়ীয়দিগের আদি পুরুষ ও রাঢ়ীশ্রেণীর প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিগণিত।

বংশজদিগের মধ্যে বংশধর চন্দ্রখ্যাত, শুদ্ধবংশজ চন্দ্রখ্যাত, গৌণবংশজ চন্দ্রখ্যাত, কলসারণ চন্দ্রখ্যাত, দর্পনারায়ণ দেখ্যাত, সুধাকর দেখ্যাত, ভাবাপন্ন দত্তখ্যাত, সাধন আঢ্যখ্যাত, অশোককানন আঢ্যখ্যাত, কংশারিশীল কলসাঙ্কুরখ্যাত, শয্যাধারণ শীলখ্যাত ও বৈরাগী শীলখ্যাত, এই কয় শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। গৌণবংশজদিগের মধ্যে মান্থবর দেখ্যাত, পালশানি দত্তখ্যাত, তরুণাকর চন্দ্রখ্যাত ও সুসাধন আঢ্যখ্যাত, এই কয় শ্রেণীর লোক আছে। মৌলিকগণ, করণ দেখ্যাত, হংসোপাসন দত্তখ্যাত, অশ্বকর্ণ চন্দ্রখ্যাত, আশাকর আঢ্যখ্যাত, গোপাল শীলখ্যাত, গুণধর সিংহখ্যাত, বাণপতি ধরখ্যাত, চাকল্লাই বড়ালখ্যাত, দরশনি পালখ্যাত, সুচাঁচর নাথ ও সুদর্প নাথখ্যাত, শ্রেষ্ঠ মৌলিকখ্যাত, বণিক্‌রাজখ্যাত, কর্ণেশ্বর নন্দীখ্যাত, কুলঞ্জয় বর্দ্ধনখ্যাত, বিদ্যাপতি দাসখ্যাত, পটঞ্জালি লাহাখ্যাত, সদবাল সেনখ্যাত, এই এই কয় শ্রেণীতে এবং কষ্টমৌলিকগণ ঘনকুশী দেখ্যাত, ঘনকুশী দত্তখ্যাত, কেদারি চন্দ্রখ্যাত, কুলঞ্জয় আঢ্যখ্যাত, কুন্দলী শীলখ্যাত, ধরাপতি সিংহখ্যাত, ডুমুল্যা ধরখ্যাত, বাসুলী বড়ালখ্যাত, সারসাই পালখ্যাত, খ্যাতিবন্ধ-বিহীন নাথ উপাধিধারী, সুধারণ মল্লিকখ্যাত, মাটিয়র নন্দীখ্যাত, শাসনী বর্দ্ধনখ্যাত, কিঙ্করী দাসখ্যাত, নিশাকর লাহাখ্যাত ও কুলাল সেনখ্যাত এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত। অতিকষ্টমৌলিকদিগের কোন খ্যাতিবন্ধ নাই। বাসস্থান অনুসারে তাঁহারা বিষ্ণুপুরনিবাসী দে ও শীল, বালিগড়নিবাসী দত্ত, চন্দ্রকোণানিবাসী চন্দ্র, নাথ, বর্দ্ধন, মান্দারণনিবাসী আঢ্য, বীরভূমিনিবাসী সিংহ, ক্ষীরপাইনিবাসী ধর ও বড়াল, কাশীজোড়ানিবাসী পাল, রাধানগরনিবাসী মল্লিক, কৃষ্ণপুরনিবাসী নন্দী, মুদিপুরনিবাসী দাস, শক্তিপুরনিবাসী সাহা এবং বর্দ্ধমাননিবাসী সেন, এই ষোল শ্রেণীতে বিভক্ত।

কুলীনেরাও ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। মঙ্গলকোটনিবাসী চন্দ্র, রোহিতাগিরি বন্ধবিশিষ্ট, সিদ্ধকুল, প্রামাণিক ও সর্ব্বকর্ম্মাধিকারী কুলীনগণ, ইঁহাদিগের আদিপুরুষ জয়পতি চন্দ্র।

২। আঢ্যখ্যাত, বসবাশন খ্যাতিবন্ধসমন্বিত, উজ্জ্বলাপন্ন কুল, প্রামাণিক, তত্ত্বাবধানকর্ম্মান্বিত ও আজাপুরনিবাসী কুলীনগণ, ইঁহাদিগের আদিপুরুষের নাম শ্রীধর আঢ্য।

৩। দেখ্যাত, মঙ্গলকোটনিবাসী, কিরণাকর খ্যাতিবন্ধ

সমন্বিত, মধ্যাগত কুল, প্রামাণিক, তত্ত্বাবধানকর্ম্মান্বিত কুলীনগণ, সোমভদ্র দে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ।

৪। দত্তখ্যাত সুধাকরখ্যাতিবন্ধবিশিষ্ট, মধ্যাবৃত কুল, প্রামাণিক, ও উপবেশনিকর্ম্মান্বিত নবগ্রামনিবাসী কুলীনগণ, ইঁহাদিগের আদিপুরুষের নাম শূলপাণি দত্ত।

এই শ্রেণীচতুষ্টয়ের আবাহনে কর্জ্জনা।

৫। শীলখ্যাত, কলসাঙ্কুর খ্যাতিবন্ধান্বিত, প্রামাণিক, মধ্যশ্রেষ্ঠকুল, কর্জ্জনাবাসী কুলীনগণ, ইহারা মেঘশীলের সন্তান। নিমন্ত্রণ, গুবাক্‌গ্রহণ, কুলকর্ম্মে মধ্যস্থতা, পণনিরূপণ, বিবাদভঞ্জন, সমন্বয়ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধান, বণিক্‌ভোজন, বরপ্রদক্ষিণ, বিবাহকালে কন্যাসনধারণ, মাল্যচন্দনব্যবস্থা, কর্ম্মান্তে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাপ্রদান, বণিক্‌দিগের সংখ্যা ও গুবাক্‌নিরূপণ এবং তাহাদিগের বিদায় এই চতুর্দ্দশ প্রকারের কর্ম্মেই ইঁহাদিগের অধিকার আছে। তবে ইঁহাদিগের এক একটী কর্ম্ম লইয়া শীলগণ চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কেবল মধুসূদন ও চন্দ্রশেখর শীলের বংশধরগণেরই এই চতুর্দ্দশ কর্ম্মে অধিকার দেখা যায়। ইহারা কর্জ্জনাবাসী।

৬। দত্ত, কাঁটারমল্ল বন্ধসমন্বিত, সহজকুল, আয়োজনকর্ম্মাধিকারী, বিহরণবাসী কুলীনগণ। ইঁহারা শূলপানি দত্তের সন্তান। ইঁহাদেরও আবাহনে কর্জ্জনা।

বণিক্‌দিগের মধ্যে নীলাম্বর দত্ত ও পতিরাজ দে এই দুইজনই গোষ্ঠীপতি বলিয়া পরিগণিত। যাঁহার ত্রিকুলে দোষ নাই, তাঁহাকে গোষ্ঠীপতি বলে।

উপরে যে সকল কুল ও খ্যাতির কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত কুলাগ্রণীকুল এবং কুলরাজখ্যাতি কাহারও কাহারও ঘটিয়াছে। যে কুলীনের চতুর্ব্বিধ আদানপ্রদান আছে, তাঁহারই কুলরাজখ্যাতি ও কুলাগ্রণীকুল হয়। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে কুলরাজ নির্ণীত হইয়াছে—

"দানং চতুষ্টয়ং যস্য গ্রহণঞ্চ চতুষ্টয়ং।
কুলাগ্রণীকুলং তস্য কুলরাজ ইতি ক্রমঃ॥"
'কুলরাজস্তু কুলীনঃ স্যাৎ অন্যে তু ন॥'

অষ্টশ্রেণীর রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে যাঁহাদিগের উপাধি দাস, তাঁহাদিগের খ্যাতি চন্দগুঞ্জামনি, তাঁহারা দিনকর দাসের সন্তান। নন্দী উপাধিধারীরা হরিহর নন্দীর সন্তান, ইঁহাদিগের খ্যাতি চন্দপ্রভাকর; সেন উপাধিধারীদিগের খ্যাতি চন্দপুষ্পাঞ্জলী, আদি পুরুষের নাম পুরন্দর সেন। লাহাদিগের খ্যাতি চন্দপত্রাশনি, ইঁহারা মহানন্দ লাহার সন্তান; বর্দ্ধনদিগের কুসুমাকুল, আদি পুরুষের নাম হিরণ্যবর্দ্ধন; পালদিগের খ্যাতি চন্দভরুষাপণ, গুণাকর পাল ইঁহাদিগের আদিপুরুষ; ধর উপাধিধারীদিগের খ্যাতি চন্দবলদণ্ডী, ইঁহারা শ্রীপতি ধরের সন্তান। সিংহদিগের খ্যাতি চন্দবর্ষাপণি, ইঁহারা রাজারাম সিংহের সন্তান। এতদ্‌ব্যতীত সাগর বড়াল নামেও এক শ্রেণীর রাঢ়ীয় বণিক্ আছেন, ইঁহাদিগের খ্যাতি চন্দকর্ণাটক ও মর্য্যাদা সম্মানি। ইঁহারা কমলাকান্ত বড়ালের সন্তান। অহঙ্কারে ইঁহাদিগের কুল গিয়াছে।

১৪১৪ সালে জগন্নাথ শীল যেরূপ চতুঃশাখা সভা রচনা করিয়া কন্যাদান করিয়াছিলেন, উত্তররাঢ়ীরা এখনও সেইরূপ সভা রচনা করিয়া থাকেন। এই সভায় চতুর্দিকে বহুসংখ্যক আসন বিস্তার করা হয়। মধ্যস্থলে গুরু পশ্চিমমুখ, পুরোহিত উত্তরমুখ এবং কন্যাকর্ত্তা পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করেন। ঈশান কোণে কৃষ্ণদাস চন্দ্রের বংশধর, তাঁহার দক্ষিণভাগে গোষ্ঠীপতিদ্বয়ের বংশধর, এবং তাঁহাদের দক্ষিণে প্রামাণিক চতুষ্টয় দক্ষিণমুখ হইয়া উপবিষ্ট হন। সভার পশ্চিমাংশে প্রথমে বংশজেরা ও তাঁহাদের দক্ষিণভাগে ক্রমে ক্রমে গৌণবংশজ,মৌলিক,কষ্টমৌলিক, ও অতিকষ্টমৌলিকেরা আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বামভাগে অষ্টরাঢ়ী বণিক্‌গণের এবং দক্ষিণভাগে নবশায়কগণের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট থাকে। তৎপরে মাল্য, চন্দন ও গুবাক্‌দানের প্রথা আছে। কন্যাকর্ত্তা প্রথমে গুরু, তৎপরে পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া মর্য্যাদানুসারে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত স্বজাতীয়দিগকে মাল্যচন্দন দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। গুবাক্‌দানের প্রথা বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে ও সমন্বয়ে প্রচলিত আছে। গুবাক্ কিন্তু বস্তু বলিয়া পরিগণিত। নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্ম সমাপনের মানসে কর্ম্মকর্ত্তা উপস্থিত বণিক্‌দিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেমন সকলের আগমন হইয়াছে ত?" তখন উপস্থিত ব্যক্তিগণ উত্তর করেন, "যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের আগমনে সকলের আগমন সিদ্ধ।" ইহাকে 'বাচনিক' বলে। ইহার পরে কন্যাকর্ত্তা ছয়টি গুবাক্ লইয়া ক্রমে ক্রমে গোষ্ঠীপতিদ্বয়,প্রামাণিক, রাঢ়ী প্রভৃতিকে প্রদান করেন। এই সকল শুভ কার্য্যে স্বজাতীয়দিগকে 'বিদায়' করিবার ব্যবস্থাও আছে। সমান মর্য্যাদার বণিক্ ও পরিচারকগণ তিন তিন পণ, গোষ্ঠীপতি সাড়ে তিন পণ, সাগর ও অষ্টরাঢ়ীরা পৌনে তিন পণ, বংশজেরা আড়াই পণ,গৌণ বংশজেরা ও মৌলিকেরা পৌনে দুই পণ, এবং অতিকষ্টমৌলিকেরা দেড় পণ বিদায় পাইয়া থাকেন। যে বণিক্ 'নিন্দার' কার্য্য করিয়াছে, সভাতে তাহার কোন আসন বা সম্মানপ্রাপ্তি ঘটে না।

যে সকল বণিক্ মূলতঃ সুবর্ণব্যবসায়ী ছিলেন,তাঁহারাই সুবর্ণবণিক্। কলিকাতা এবং তৎসন্নিহিত স্থানের সুবর্ণবণিকেরা কিন্তু আজকাল বড় সোণা রূপার ব্যবসায় করেন না,ঢাকা বর্দ্ধমানাদি স্থানের অনেক সুবর্ণবণিক্‌কে জাতীয় ব্যবসায় করিতে দেখা যায়। অন্যান্য কাজ ও কারকারবার ইঁহারা এখন প্রায় করেন

না। অল্পসংখ্যক সুবর্ণবণিক্ সরকারী কাজকর্ম্ম করিয়া থাকেন। বণিক্ কুসীদজীবী। এখনও অনেক সুবর্ণবণিক্‌কে টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহার সুদে জীবন যাপন করিতে দেখা যায়।

সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা ইহাদিগকে "জলাচরণীয়" বলেন না।

কেহ কেহ বলেন, ইহারা কুসীদগ্রাহী বলিয়া সমাজে ঠেকা আছে। [বৈশ্য ও সাহা শব্দ দেখ।]

কোন কোন বৌদ্ধ সাহিত্যিককে বলিতে শুনা যায় যে, ইহারা বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া রাজশক্তিসাহায্যে ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে পাতত করিয়াছিলেন। এখন ইহারা বৈষ্ণব, কৃষ্ণভক্ত।

ব্রাহ্মণদের সন্তোষবিধান করিতে না পারায় তাঁহাদের বিষ-নয়নে পড়িয়া থাকিবেন, এ অনুমান অসমীচীন না হইতে পারে।

সুবর্ণবলয় (পুং) সুবর্ণেন নির্ম্মিতঃ বলয়ঃ। সুবর্ণনির্ম্মিত বলয়, চলিত—সোণার বালা।

সুবর্ণবিন্দু (পুং) সুবর্ণস্য বিন্দুর্যত্র। ১ বিষ্ণু। (ত্রিকা°) ২ সুবর্ণকণিকা।

সুবর্ণভূ (স্ত্রী) দেশবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ১৪।৩১।)

একচরণ, অনুবিশ্ব, সুবর্ণভূ, বসুবন প্রভৃতি দেশ রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণীনক্ষত্রে অবস্থিত।

সুবর্ণভূমি (স্ত্রী) সুবর্ণদ্বীপ। (কথাসরিৎ)

সুবর্ণময় (ত্রি) সুবর্ণ স্বরূপে ময়ট্। সুবর্ণস্বরূপ।

সুবর্ণমাষক (পুং) মধ্যম দ্বাদশ ধান্যমান। (সুশ্রুত চি° ৩১অ°) মাঝারি রকম ১২টা ধানে এক সুবর্ণমাষক হয়।

সুবর্ণমাক্ষিক (ক্লী) স্বর্ণমাক্ষিক।

সুবর্ণমিত্র (ক্লী) সুবর্ণস্য মিত্রং। টঙ্গণক্ষার, চলিত—সোহাগা। সোণা গলাইতে হইলে, সোহাগা দিলেই উহা অনায়াসে গলিয়া যায়, এইজন্য উহাকে সুবর্ণমিত্র কহে।

সুবর্ণমুখরী° (স্ত্রী) নদীভেদ।

সুবর্ণমোচা (স্ত্রী) সুবর্ণকদলী।

সুবর্ণযূথিকা (স্ত্রী) সুবর্ণবৎ পীতা যূথিকা। পীতবর্ণ যূথিকা, স্বর্ণযূই, পর্য্যায়—সুগন্ধা, হেমযূথিকা, যুবতীষ্টা, রক্তগন্ধা, শিখণ্ডী, নাগপুষ্পিকা, হরিণী, পীতযূথী, পীতিকা, কনকপ্রভা, মনোহরা, গন্ধাঢ্যা। গুণ—স্বাদু, ত্বক্‌দোষনাশক। (রাজনি°) তিক্ত, কটু-পাক, লঘু, মধুর, তুবর, হৃদ্য, পিত্তঘ্ন, কফ ও বাতবর্দ্ধক, ব্রণ, অস্র, মুখ, দন্ত, অক্ষি ও শিরোরোগ এবং বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

সুবর্ণরত্নাকরছত্রকূট (পুং) ভবিষ্যবুদ্ধভেদ।

সুবর্ণরম্ভা (স্ত্রী) সুবর্ণকদলী, চাঁপাকলা। (রাজনি°)

সুবর্ণরূপ্যক (পুং ক্লী) দ্বীপভেদ। [সুমাত্রা দেখ]

সুবর্ণরেখ° (পুং) উজ্জ্বলদত্তধৃত বৈয়াকরণভেদ।

সুবর্ণরেখা (নদী)—লোহারডগা জেলার রাঁচি নামক স্থানের দশমাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উদ্ভূত হইয়া ইহা উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে এবং বহুদূর পর্য্যন্ত এই উচ্চ ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া হঠাৎ হুন্দুরঘোষ নামক সুন্দর একটি জলপ্রপাতরূপে নিম্নদেশে পতিত হইয়াছে। এইখান হইতে ইহা লোহারডগা ও হাজারিবাগ জেলার সীমান্ত রেখারূপে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া যেখানে লোহারডগা, হাজারিবাগ ও মানভূম এই তিন জেলার সম্মিলন হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এইস্থানে গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহা আবার দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে এবং লোহারডগার সীমান্ত রেখারূপে মানভূম পর্য্যন্ত যাইয়া ময়ূরভঞ্জের মাঠে প্রবেশ করিয়াছে। তৎপরে উত্তর প্রান্ত দিয়া সিংহভূমে প্রবেশ করিয়া ইহা দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে নদী-গর্ভ প্রস্তরসমাকীর্ণ; স্রোতের বেগও অতিশয় প্রখর। সিংহ-ভূম অতিক্রম করিয়া সুবর্ণরেখা মেদিনীপুরের জঙ্গলসমাকীর্ণ পশ্চিম প্রদেশ বিধৌত করিয়া বালেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখানে ইহার গতিপথ একেবারে অক্রবক্র—পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত আঁকিয়া বাঁকিয়া অবশেষে ইহা যাইয়া অক্ষা° ২১°৩৪´৪৫´ উঃ, ও দ্রাঘি° ৮৭°২৩´ পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরে বিলীন হইয়াছে। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ৩১৭ মাইল এবং ১১৩০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানের জলরাশি আসিয়া ইহার দেহ পুষ্ট রাখিতেছে। ইহার শাখাসমূহের মধ্যে ছোটনাগপুরের কাঞ্চী ও কড়্‌কড়ি এবং সিংহভূমের খড়্‌খাই ও সঞ্জয় এই চারিটিই প্রধান। যেস্থানে ইহা বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেস্থান হইতে ১৬মাইল পর্য্যন্ত জোয়ার ভাটা খেলিয়া থাকে এবং বারমাসই বড় বড় দেশীয় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। বর্ষার সময়ে ৫০।৬০ মণ বোঝাই নৌকা ময়ূরভঞ্জ পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে। যেখানে ইহা বাঁকিয়া গিয়াছে, সে স্থানের তীরদেশ বহির্ভাগে খুব উচ্চ ও খাড়া এবং ভিতরের দিকে সমতল ও বালুকাময়। ইহার বক্ষোদেশ ছোট ছোট দ্বীপমালায় শোভিত। বালেশ্বর জেলার স্থানে স্থানে ইহা এতই অগভীর যে হাঁটিয়াও পার হওয়া যায়।

সুবর্ণরেখা (বন্দর)—সুবর্ণরেখা নদীর তীর, সমুদ্র হইতে জলপথে ১২ মাইল এবং স্থলপথে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত একটি বন্দর। পূর্ব্বকালে উড়িষ্যার উপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে ইহারই প্রাধান্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একটি পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নদীপ্রবাহ-পথের নিয়ত পরিবর্ত্তনে এখন আর তাহার কোন চিহ্ন নাই। পিপ্পলিতে

ইহাদিগের যে বাণিজ্যকুঠী ছিল, তাহারই ধ্বংসাবশেষের উপরে বাঙ্গালায় ইংরাজদিগের সর্ব্বপ্রথম সামুদ্রিক বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (১৬৩৪ খৃঃ অব্দে)। এই জন্যই সুবর্ণরেখা বিশেষ প্রসিদ্ধ। সুবর্ণরেখার মুখের নিকটে চড়া পড়াতে, পিপ্পলীবন্দর বিনষ্ট হইয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্তও ইহা একটি পরিত্যক্ত ও বিগতশ্রী গ্রামের ন্যায় বিদ্যমান ছিল; কিন্তু সুবর্ণরেখার ক্রমিক পরিবর্ত্তনে এখন আর ইহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। কোথায় যে এই বন্দর ছিল, এখন স্থানীয় লোকেরাও তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে না। ষ্টাটিষ্টিকাল্ রিপোর্টারের লেখক কোন কাজীপুত্রের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা এই সুবর্ণরেখাতীরে বর্ত্তমান বন্দরের প্রায় চারি মাইল উর্দ্ধদেশে এবং মামুয়াগড় নামক গ্রামের সন্নিকটে য়ুরোপীয় ও মোগলদিগের একটি প্রধান উপনিবেশ। তাঁহাদিগের বাণিজ্য-জাহাজ সমুদ্র হইতে এই বন্দর পর্য্যন্ত আগমন করিত। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে উড়িষ্যার বন্দরসমূহের কন্সারভেটার কাপ্তেন হারিস্ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রাচীন মানচিত্রসমূহে পূর্ব্বদিক্ হইতে সুবর্ণরেখায় প্রবেশ করিবার যে মুখ দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং এখন ইহার সাগরসঙ্গমের সন্নিকটে যে চড়াগুলি পড়িয়াছে, তাহাদিগের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে যে একটী অপ্রশস্ত প্রণালী আছে, তাহা ব্যতীত এই নদীতে প্রবেশ করিবার আর কোনই পথ নাই। উত্তরপূর্ব্বে মসুম্ বহিলে যে জাহাজে ৯ ফিট্ জল কাটে, এমন একখানা জাহাজ জোয়ারভাটার সঙ্গে বন্দর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারে; দক্ষিণ-পশ্চিম মসুমের সময় বন্দরটি বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠে, তখন নদী-মুখ ছাইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া তীরের উপরিভাগে আছাড়িয়া পড়িতে থাকে। এই সকল কারণে এখানকার বাণিজ্যের অবস্থা ক্রমাগতই খারাপ হইতেছে। এখানে আমদানী এক প্রকার নাই; রপ্তানি যৎকিঞ্চিৎ আছে।

সুবর্ণরেতস্ (পুং) শিব। (ভারত)

সুবর্ণরেতস (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। (প্রবরা°)

সুবর্ণরোমন্ (পুং) ১ মেষ। ২ মহারোমের পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

সুবর্ণলতা (স্ত্রী) জ্যোতিষ্মতী লতা।

সুবর্ণবত্তা (স্ত্রী) সুবর্ণবতো ভাবঃ তল-টাপ্। সুবর্ণবানের ভাব বা ধর্ম্ম, সুবর্ণ।

সুবর্ণবৎ (ত্রি) সুবর্ণ-মতুপ্ মস্য ব। সুবর্ণবিশিষ্ট, সুবর্ণযুক্ত।

সুবর্ণবর্ণ (পুং) সুবর্ণবর্ণো বর্ণো যস্য। বিষ্ণু।
"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।" (ভারত বিষ্ণুর সহস্র°) (ত্রি) ২ সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

সুবর্ণবর্ণা (স্ত্রী) সুবর্ণবৎ বর্ণো যস্যাঃ। হরিদ্রা। (শব্দচ°)

সুবর্ণশিরস্ (ত্রি) সুবর্ণমণ্ডিত শিরোযুক্ত।

সুবর্ণশিলেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সুবর্ণ-শ্রী, আসামপ্রদেশের উত্তরপূর্ব্বাংশের একটি প্রধান নদী। ইহা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা বলিয়া পরিগণিত; ব্রহ্মপুত্রের মত ইহারও উৎপত্তি এবং প্রবাহ-পথের উত্তরাংশ একেবারেই অপরিজ্ঞাত। কিন্তু এইরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে যে ইহা তিব্বতের পার্ব্বত্যপ্রদেশের অভ্যন্তর ভাগে উদ্ভূত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। শেষে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া আসামের উত্তরসীমান্তবর্ত্তী পর্ব্বতরেখা ভেদ করিয়া মিরিপাহাড় হইতে লক্ষীপুর জেলায় আসিয়া অবতরণ করিয়াছে। ইহার পরে উত্তর লক্ষীপুর মহকুমাটিকে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করিয়া আরও দক্ষিণদিকে নামিয়া আসিয়া শিবসাগর জেলায় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের পূর্ব্বে লোহিত প্রণালীর সহযোগে ইহা মাজুলিচর নামক একটি বৃহৎ দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে শিলাখণ্ডের দ্বারা অনেক স্থলেই ইহার গতি প্রতিহত হইয়াছে, কিন্তু সমতল প্রদেশে উত্তর লক্ষীপুর সহরের ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী পাটালিপন্ নামক স্থান পর্য্যন্ত ষ্টিমার যাতায়াত করিতে পারে। ইহার নীচে কোথাও এই নদী হাঁটিয়া পার হওয়া যায় না। ইংরাজরাজত্বের বাহির্দ্দেশে ইহার যে সকল শাখা আছে, তাহার মধ্যে কমলাপাণি, সিপলু, গাইয়ু এবং নাওভোগা এই কয়টিই প্রধান। লক্ষীপুর জেলায় চুলুং, দিরপাই, বোলদোয়া, সুন্দরী, রাঙ্গানদী এবং দিক্রং এই কয়টি নদী আসিয়া ইহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। সুদূর অতীত কাল হইতে সুবর্ণ-শ্রীর গর্ভে বালুকাকণা পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে ইহার তীরে অনেক রবারের গাছ ছিল। সুবর্ণ-শ্রীতে সময় সময় অকস্মাৎ বাণ ডাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের সমূহ ক্ষতি করিয়া থাকে।

সুবর্ণষ্ঠীবিন্ (পুং) সৃঞ্জয়ের পুত্রভেদ। (ভারত)

সুবর্ণসংজ্ঞ (ক্লী) সুবর্ণকর্ষ। (লীলাবতী)

সুবর্ণসানূর (ক্লী) কাশ্মীরের একটী গ্রাম। (রাজতর°)

সুবর্ণসিদ্ধ (পুং) ঐন্দ্রজালিকভেদ, যিনি ইন্দ্রজাল দ্বারা স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন।

সুবর্ণসূত্র (ক্লী) সুবর্ণনির্ম্মিত সূত্র, সোণার সূতা।

সুবর্ণসিন্দূর (ক্লী) স্বর্ণসিন্দূর, ঔষধবিশেষ। [স্বর্ণসিন্দূর শব্দ দেখ]

সুবর্ণা (স্ত্রী) সুষ্ঠু বর্ণো যস্যাঃ। ১ কৃষ্ণাগুরু। ২ বাট্যালক। ৩ স্বর্ণক্ষীরী। ৪ হরিদ্রা। (রাজনি°) ৫ ইন্দ্রবারুণী, চলিত রাখালশশা। ৬ হাস্তিনপুরকর্ত্তা, হস্তীর মাতা।
(ভারত ১।৯৫।৩৪)

সুবর্ণাখ্য (পুং) সুবর্ণস্য আখ্যা ইব আখ্যা যস্য। ১ নাগকেশর। (রত্নমা°) ২ ধুস্তুর বৃক্ষ। (ক্লী) ৩ তীর্থবিশেষ।

সুবর্ণাভ (পুং) সুবর্ণস্য আভেব আভা যস্য। রাজাবর্ত্তমণি। (বৈদ্যকনি°)

সুবর্ণার (পুং) কাঞ্চনার বৃক্ষ, রক্তকাঞ্চনগাছ। (রাজনি°)

সুবর্ণালু (পুং) আলুলতাভেদ।

সুবর্ণাহ্বা (স্ত্রী) সুবর্ণা ইতি আহ্বা যস্যাঃ। স্বর্ণযূথিকা।

সুবর্ণিকা (স্ত্রী) স্বর্ণজীবন্তী। (রাজনি°)

সুবর্ণী (স্ত্রী) সুষ্ঠুঃ বর্ণো যস্যাঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। আখুপর্ণী, চলিত—ইন্দুরকানী। (রাজনি°)

সুবর্ণ্য (ত্রি) সুবর্ণমর্হতি, সুবর্ণ-দন্তাদিত্বাং যৎ (পা ৫।১।৬৬) সুবর্ণার্হ, সুবর্ণযোগ্য।

সুবর্ত্তুল (পুং) ১ তরমুজ। ২ অতিশয় বর্ত্তুল।

সুবর্ত্মন্ (ক্লী) সোজাপথ। উত্তম পথ।

সুবর্ম্মন্ (ক্লী) ২ উত্তম বর্ম্ম, উত্তম সাজোয়া। (ত্রি) ২ উত্তম বর্ম্মবিশিষ্ট।

সুবর্ষ (পুং) ১ উত্তম বর্ষা। ২ একজন বৌদ্ধাচার্য্য। ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ।

সুবর্ষা (স্ত্রী) মল্লিকাপুষ্পবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ২ উত্তম বর্ষা।

সুবল্লরী (স্ত্রী) পুত্রদাত্রীলতা। (রাজনি°)

সুবল্লি (স্ত্রী) (স্ত্রী) শোভনা বল্লিঃ। ১ সোমরাজী। (অমর) ২ পুত্রদাত্রীলতা। ৩ কটুকবল্লী। চলিত—কট্‌কী। (রাজনি°)

সুবল্লিকা (স্ত্রী) মালবদেশে খ্যাতা জতুকা লতা। ২ সোমরাজী। (রাজনি°)

সুবল্লিজ (পুং) প্রবাল। চলিত—পলা। (বৈদ্যকনি°)

সুবসন (ত্রি) শোভন নিবাস। "রাজ্ঞঃ সুবসনস্য দাতৄন্" (ঋক্ ৬।৫১।৪) 'সুবসনস্য শোভননিবাসস্য' (সায়ণ) ২ উত্তম বসনবিশিষ্ট। (ক্লী) ৩ সুন্দর বসন, উত্তম বস্ত্র।

সুবসন্ত (পুং) শোভনো বসন্তো যত্র। ১ চৈত্রাবলী। (ত্রিকা°) ২ সুন্দর বসন্তকাল। ৩ সুজাতীয় বসন্তরোগ।

সুবসন্তক (পুং) শোভনো বসন্তো যত্র, কপ্। বাসন্তী। ২ মদনোৎসব। (মেদিনী)

সুবসন্তা (স্ত্রী) ১ মাধবীলতা। ২ শ্বেতজাতি, শুক্লবর্ণজাতীফুল। (রাজনি°)

সুবহ (ত্রি) সুখেন উহ্যতে ইতি সু-বহ-খল্। ১ সুখবাহ্য, অনায়াসে বহনীয়, যাহা সুখে বহন করা যায়। ২ ধৈর্য্যশালী। সুষ্ঠু বহতীতি বহ-অচ্। সম্যগ্‌বহ। (হেম)

সুবহা (স্ত্রী) সুষ্ঠু বহতি সৌগন্ধমিতি সু-বহ-অচ্-টাপ্। ১ শেফালিকা। ২ রাস্না। ২ গোধাপদী। ৪ এলাপর্ণী। ৫ শল্লকী। ৬ বীণা। ৭ ত্রিবৃতা। চলিত—তেউড়ী। ৮ রুদ্রজটা। ৯ হংসপদী। ১০ গন্ধনাকুলী। ১১ সুশলী। ১২ নীলসিন্ধুবার। (রাজনি°) ১৩ তালমূলী। ১৪ গন্ধরাস্না।

সুবহ্নি (ত্রি) উত্তমরূপে বদ্ধ, দৃঢ়বদ্ধ। (অথর্ব্ব° ২৩।২।৭)

সুবহ্মন্ (ত্রি) শোভন বহন, শোভন বহনযুক্ত। "সুবহ্মেন্দো বিশ্বান্যতিদুর্গহানি" (ঋক্ ৬।২২।৭) 'সুবহ্মা শোভনবহনঃ' (সায়ণ)

সুবা (আরবী) প্রদেশ।

সুবাক্য (ত্রি) সু শোভনং বাক্যং যস্য। শোভন বাক্যবিশিষ্ট। (ক্লী) শোভন বাক্য, সুকথা, উত্তমকথা।

সুবাচ্ (ত্রি) শোভন স্তোত্রযুক্ত। "প্রথমা সুবাচা মিথাবা" (ঋক্ ১০।১১০।৭) 'সুবাচা শোভনস্তোত্রৌ' (সায়ণ) সু-শোভনা বাক্ যস্য। ২ শোভন বাক্যযুক্ত। (স্ত্রী) সুশোভনা বাক্। ২ শোভন বাক্য।

সুবাচস্ (ত্রি) সুবাক্য। (ঋক্ ১।১৮৮।৭)

সুবাজিন্ (ত্রি) সুপক্ষযুক্ত শর।

সুবাথু প্রাচীন নাম সুবাস্ত, পঞ্জাবের সিমলা জেলার একটী পার্ব্বত্য সেনানিবাস ও স্বাস্থ্যকর স্থান। কাল্‌কা হইতে সিমলা পর্য্যন্ত যে একটি পুরাতন রাজবর্ত্ম আছে, তাহার উপরে, কসৌলি হইতে ৯ মাইল এবং সিমলাসহর হইতে ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৮১৬ খৃঃ অব্দের গুর্খাযুদ্ধ অবধি ইহা সেনানিবাসরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কাওয়াজ-ভূমির উপরে যে ছোট একটি দুর্গ ছিল, তাহা এখন সৈন্যাবাসের ভাণ্ডারগৃহে পরিণত হইয়াছে। আমেরিকার পাদ্রীদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয় এবং একটি কুষ্ঠাশ্রম আছে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ইহা ৪৫০০ ফিট্ উচ্চ।

সুবাদার (আরবী) এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, "সুবা" শব্দের অর্থ প্রদেশ, যিনি সুবা অর্থাৎ কোন প্রদেশ শাসন করেন। ২ দেশীয় সৈন্যদিগের এক প্রকার পদ। ইহার অধীনে কতকগুলি সৈন্য থাকে।

সুবামা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত)

সুবার্ত্তা (স্ত্রী) কৃষ্ণের পত্নীভেদ। (হরিবংশ) ২ উত্তম বার্ত্তা।

সুবালুকা (স্ত্রী) দোড়ীনামক লতাভেদ।

সুবাস (পুং) শোভনো বাসো। ১ শোভন গন্ধ। সুন্দর গন্ধ। ২ উত্তম নিবাস। ৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১১৫)

সুবাসকুমার (পুং) কশ্যপের এক পুত্র। (কথাসরিৎসা°)

সুবাসন (পুং) দশম ব্রহ্মসাবর্ণি মনুর পুত্রবিশেষ। (ভাগবত ৮।১৪।২২)

সুবাসরা (স্ত্রী) তোকমারী। (ভাবপ্র°)

সুবাসস্ (ত্রি) সু শোভনং বাসঃ যস্য। শোভন বস্ত্রবিশিষ্ট। (ভাগবত ৪।১২।২০)

সুবাসা (স্ত্রী) দুকুলাদিশোভনবসনা, শোভন বস্ত্রবিশিষ্টা। "জায়েব পত্য উষতী সুবাসা উষা" (ঋক্ ১।১২৪।৭) 'সুবাসা দুকুলাদিশোভনবসনা স্বলংকৃতা পূর্ব্বং রজোদর্শনসময়ে মলিনবস্ত্রা সতী স্নানানন্তরং শোভনবস্ত্রাভরণাদিনা শোভমানা' (সায়ণ)

সুবাসিত (ত্রি) সুবাসোঽস্য জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। সুবাসযুক্ত। সুগন্ধবিশিষ্ট।

সুবাসিনী (স্ত্রী) সুখেন বসতীতি সু-বস-ণিনি। চিরিণ্টী, যৌবন কালেও পিতৃগৃহে বাসকারিণী স্ত্রী। অমরটীকায় ভরত ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, 'সুখেন বসতীতি সুবাসিনীতি দ্রাবিড়াঃ। পিতৃকুলস্নেহাৎ চিরমটতি গচ্ছতি চিরিণ্টী। সুবাসিন্যাং চিরিণ্টী স্যাৎ দ্বিতীয়বয়সি স্ত্রিয়াং।' (ভারত)

সুবাস্তু (পুং) দেশবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, ঐন্দ্রবর্গে ভূমিকম্প হইলে কাশী, যুগন্ধর ও সুবাস্তু প্রভৃতি দেশে পীড়া হয়।

সুবাস্তু (অপর নাম লুন্দী)—পঞ্জাবের পেশবার জেলার একটি নদী। বৃটীশ রাজ্যের বহির্ভাগে যে পাহাড় দ্বারা পঞ্জকোরা হইতে সুবাস্তুপ্রদেশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সেই পাহাড়ের ক্রমাগত পূর্ব্বপ্রান্তে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। সুবাস্তু উপত্যকা হইতে যত জলধারা নিম্নদিকে আসিয়াছে, সেই ধারাসমষ্টির সকল জলই আসিয়া ইহার দেহ পুষ্ট করিয়া থাকে। ইহা মিচুনির উত্তর দেশে যাইয়া পেশবার জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং অবশেষে নিশথ নামক স্থানে যাইয়া কাবুল নদীতে বিলীন হইয়াছে। ইহার তীরবর্ত্তী প্রদেশগুলি বড় নিম্ন এবং জলময়। ধান্যই এখানকার প্রধান শস্য।

সুবাস্তু, পঞ্জাবের একটী উপত্যকা, দক্ষিণপশ্চিম অভিমুখে ইহা ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিয়া আসিয়া বৃটীশসীমান্তরেখার সন্নিকটে পূর্ব্বপশ্চিমে একটু মোড় ফিরিয়াছে। বৃটীশ রাজ্য ও এই উপত্যকার মধ্যে অত্যুচ্চ একটী শৈলশ্রেণী দণ্ডায়মান। সুবাস্তুপ্রদেশ যুসুফের বংশধর যুসুফজাই নামক জাতির শাসনাধীন, এখানকার প্রধান নদীর নামও সুবাস্তু। [পূর্ব্বোক্ত সুবাস্তু শব্দ দেখ]। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জলস্ উপত্যকা নামেও ইহার উত্তরাংশ দারো সর্দ্দারের অধীন ছিল। দক্ষিণপশ্চিমাংশে আখাদন্দের খাঁয়েরা রাজত্ব করিতেন এবং দক্ষিণপূর্ব্বাংশ, অর্থাৎ বইজই নামক থানার খাঁদিগের অধীন ছিল। সৈন্যহিসাবে সুবাস্তুর অধিবাসীদিগের স্থান তেমন উচ্চে নহে। জলবায়ুর দোষে ইহারা দুর্ব্বল ও ক্ষীণদেহ ; বুনার পাহাড়িয়াদিগের অবস্থা অনেক ভাল। সুবাস্তুউপত্যকার উর্দ্ধাংশের অধিবাসীদিগের নাম তরবাল। ইহাদিগের ভাষার নাম কোহিস্তানি। কেহ কেহ পুস্তু ভাষাও বুঝিয়া থাকে।

সুবাস্তুক (পুং) রাজভেদ। (ভারত)

সুবাহ্ (পুং) স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত)

সুবাহন (পুং) একজন মুনি।

সুবিক্রম (ত্রি) সু শোভনো বিক্রমো যস্য। শোভন বিক্রমযুক্ত। অতিশয় বিক্রমবিশিষ্ট।

সুবিক্রান্ত (ত্রি) সু-বি-ক্রম-ক্ত। অতিশয় বিক্রমযুক্ত, প্রবল বিক্রমান্বিত।

সুবিগ্রহ (ত্রি) সুন্দর শরীরবিশিষ্ট।

সুবিচক্ষণ (ত্রি) সু শোভনো বিচক্ষণঃ। অতিবিচক্ষণ, অতি বুদ্ধিমান্।

সুবিচার (পুং) সু শোভনো বিচারঃ। সূক্ষ্ম বিচার, উত্তমরূপে মীমাংসা, যে রাজা প্রজাদিগের প্রতি সুবিচার করেন, তাঁহার রাজ্য দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। অন্যায় বিচার করিলে রাজ্য অচিরে ধ্বংসমুখে পতিত হয়।

সুবিজ্ঞান (ত্রি) জানিতে সুশক্য। "সুবিজ্ঞানং চিকিতুষে জনায়" (ঋক্ ৭।১০৪।১২) 'সুবিজ্ঞানং বিজ্ঞাতুং সুশক্যং' (সায়ণ) (ক্লী) সু শোভনং বিজ্ঞানং। শোভনরূপে বিজ্ঞান, উত্তমরূপে জানা।

সুবিজ্ঞেয় (ত্রি) সু সুখেন বিজ্ঞেয়ঃ। যাহা সুখে জানা যায়, অনায়াসে যাহা জানা যায়।

সুবিত (ত্রি) সুষ্ঠু প্রাপ্তব্য, সুখে প্রাপ্তব্য, অনায়াসে প্রাপ্তির যোগ্য। "বিনঃ পথঃ সুবিতায়" (ঋক্ ১।৯০।৪।) 'সুবিতায় সুষ্ঠু প্রাপ্তব্যায় স্বর্গাদিফলায়।' (সায়ণ)

সুবিতত (ত্রি) সু-বি তনুবিস্তারে ক্ত, নস্য লোপঃ। সুবিস্তৃত। যাহা উত্তমরূপে বিস্তার করা হইয়াছে।

সুবিতল (পুং) বিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ।

সুবিত্ত (ক্লী) ১ উত্তম ধন। (ত্রি) ২ উত্তম ধনী।

সুবিদ্ (পুং) সুষ্ঠু বেত্তীতি বিদ্-ক্বিপ্। ১ পণ্ডিত। (স্ত্রী) ২ গুণবতী নারী। (অমরটীকায় রামাশ্রম)

সুবিদ (পুং) সুষ্ঠু বেত্তীতি সু-বিদ্-ক। সৌবিদ, অন্তঃপুররক্ষক, কঞ্চুকী। (অমরটীকায় রায়মুকুট) ২ রাজা। (ভরত)

সুবিদৎ (পুং) সুষ্ঠু বেত্তীতি বিদ্-ক্বিপ্, তমততীতি অত-ক্বিপ্। রাজা। (রায়মুকুট)

সুবিদত্র (ত্রি) সুষ্ঠু বেত্তীতি সু-বিদ্ (সুবিদেঃ কত্রন্। উণ্ ৩।১০৮) ইতি কত্রন্। ১ কুটুম্ব। (উজ্জ্বল) ২ ধন। ৩ জ্ঞান প্রভৃ। (ঋক্ ১০।১৭।৩)

সুবিদত্রিয় (ত্রি) শোভন জ্ঞানার্হ। ২ শোভন জ্ঞানযুক্ত।

শোভন ধনবিশিষ্ট। "অগ্নিদেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ" (ঋক্ ১০।১৭।৩) 'সুবিদত্রিয়েভ্যঃ সুবিদত্রং জ্ঞানং ধনং বা তদর্হাঃ সুবিদত্রিয়াঃ। ছান্দসো ঘপ্রত্যয়ঃ, শোভনজ্ঞানেভ্যঃ সুধনেভ্যো বা' (সায়ণ)

সুবিদল্ল (ক্লী) অন্তঃপুর। (রায়মু°)

সুবিদলা (স্ত্রী) উঢ়া নারী, বিবাহিতা স্ত্রী।

সুবিদিত (ত্রি) সু-বিদ্-ক্ত। উত্তমরূপে বিদিত, উত্তমরূপে জ্ঞাত।

সুবিদীর্ণ (ত্রি) সু-বিদ্-ক্ত। অতিশয় বিদীর্ণ।

সুবিদ্ধ (ত্রি) সু-বিধ-ক্ত। উত্তমরূপে বিদ্ধ, শোভনরূপে বেধবিশিষ্ট।

সুবিদ্নারায়ণ, শ্রীহট্টান্তঃপাতী মৌলবি-বাজার (দক্ষিণ সিলেট) উপবিভাগের অন্তর্গত রাজনগরের শেষ রাজা। ইঁহার পিতার নাম রাজা ভানুনারায়ণ, মাতার কি নাম ছিল তাহা জানা যায় নাই। ধর্ম্মনারায়ণ, রামনারায়ণ ও রূপনারায়ণ নামে তাঁহার আরও তিন ভ্রাতা ছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাশ্চাত্য বৈদিককুলে রাজা সুবিদ্নারায়ণের জন্ম হয়। কান্যকুব্জান্তর্গত ইটা জিলায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বাস ছিল।

তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ নিধিপতি। তিনি তীর্থদর্শন মানসে এদেশে আগমন করেন এবং ত্রিপুরেশ্বরের নিকট সম্মানিত হইয়া এ দেশেই বাস করেন। কান্যকুব্জের ইটায় নিধিপতির নিবাস ছিল, এই জন্য তিনি স্বীয় দানপ্রাপ্ত ভূমির যে খণ্ডে বাসস্থান মনোনীত করেন, তাহারও "ইটা" নাম রাখিয়াছিলেন।

কালক্রমে এই বংশে শুভরাজ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি যেমন বিদ্বান, তেমনই অসামান্য বীর ও তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। ইঁহার গুণগ্রামে সন্তুষ্ট হইয়া দিল্লীশ্বর ইঁহাকে "খান" উপাধি প্রদান করেন। প্রবাদ এই যে ত্রিপুরার তাৎকালিক অধিপতিই শুভরাজকে "খাঁন" উপাধি দেন। আবার কাহারও মতে গৌড়েশ্বরই শুভরাজকে "খান" উপাধি দিয়াছিলেন।*

শুভরাজের "খাঁন" (খাঁ) উপাধিপ্রাপ্তি এবং তদীয় পিতৃপিতামহের নামে "শিকদার" উপাধির সংযোগ দেখিয়া বুঝা যায় যে, মুসলমানশাসনকালে ইঁহারা রাজস্ব বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। শুভরাজও প্রথমাবস্থায় শিকদার ছিলেন, এবং এই জন্যই মুসলমানসাহায্যে বাহুবলে পৈতৃক সম্পত্তি পুনরধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু জনপ্রবাদ বা কোনও দলিলে তাহার বিবরণ জানা যায় না, বরং শুভরাজ হইতে রাজা সুবিদ্নারায়ণ পর্য্যন্ত যে স্বাধীন ছিলেন, তাহাই জানা যায়। সম্ভবতঃ পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারার্থ শুভরাজ অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, পরে বল সঞ্চয় করিয়াই স্বাধীন হন। এজন্যই বুঝি মুসলমানেরা দক্ষিণ শ্রীহট্টের অধিপতিকে "ইটার" জমিদার বলিয়াছেন?* যদি শুভরাজ বা তাঁহার বংশধরগণ পরাধীন হইতেন, তবে কখনই তাঁহারা দুর্গনির্ম্মাণে সমর্থ হইতেন না। স্বার্থসাধনের জন্য ত্রিপুরার স্বাধীন রাজাও এক সময় মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন

শুভরাজখানের পুত্রের নাম ভানুনারায়ণ।+ ইনি পিতা অপেক্ষা সাহসী, তেজীয়ান্, ও রণনিপুণ ছিলেন, ভানুনারায়ণের শাসনসময়ে ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ জনৈক সর্দ্দার বিদ্রোহী হওয়ায় তাহার শাসনজন্য এক সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। এই বিদ্রোহীর নাম জয়সিংহ। একেত পার্ব্বত্য প্রদেশে সৈন্য পরিচালন দুষ্কর, তাহাতে আবার জয়সিংহ বিশেষ বল সঞ্চয় করিয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ত্রিপুরসেনাপতি ইটায় ভানুনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া ভানুনারায়ণ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি পরাজিত ত্রিপুরসেনাপতি ও সৈন্যগণকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং সৈন্যপরিচালনের ভার লইয়া তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। এবার রণকুশল ভানুনারায়ণের নিকট জয়সিংহের কোন চাতুরীই খাটিল না; সুতরাং জয়সিংহ পরাজিত ও বন্দী হইল।

ত্রিপুরেশ্বর সেনাপতির মুখে ভানুনারায়ণের অসীম বীরত্বের বিবরণ শুনিয়া এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, বিদ্রোহী জয়সিংহের অধিকৃত প্রদেশের সহিত তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করিলেন।* ভানুনারায়ণ রাজোপাধি লাভ করিয়াই রাজনগরে এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন।

---

* ‘‘কামদেব শিকদারের পুত্র শুভরাজ খান।
যাহার প্রতিষ্ঠা হইল গৌড় বিদ্যমান॥" (ভট্টকবিতা।)

* "The Founder of the (Mauzumdar) family was Surwar Khan, who, in 1461 A. D. reduced to order the revolting Zamindars of Ita and Pratapgarh," Assam District Gazetteers, Vol II. L, 94. এই সরওয়ার খাঁ মুর্শিদাবাদে মন্ত্রী ছিলেন। পূর্ব্ব নাম সর্ব্বানন্দ, ইনি শ্রীহট্টের লোক।

+ ‘‘শুভরাজখানের পুত্র ভানুনারায়ণ।
মাধবী-উদরে যেন মলয় চন্দন॥
ইঁহার গুণের কথা কহা নাহি যায়।
নিজ গুণে রাজা হইলা ভানুনারায়ণ রায়॥" (ভট্টকবিতা।)

কুলগ্রন্থসমূহে ইঁহার নাম সুবুদ্ধিনারায়ণ। সুবুদ্ধি শব্দ অপভ্রংশে প্রথমতঃ "সুবুদ্ধ, পরে সুবিদ" রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তন সকল দেশেই ঘটিয়া থাকে।

রাজা ভানুনারায়ণের সুবিদ্‌নারায়ণ, ধর্ম্মনারায়ণ, রামনারায়ণ ও রূপনারায়ণ নামক চারি পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ সুবিদ্‌নারায়ণই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং কনিষ্ঠ সহোদর ধর্ম্মনারায়ণকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। তিনি রাজ্যশাসনজন্য পণ্ডিতসভা স্থাপন ও বিচক্ষণ কায়স্থগণকে নানা কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। রাজ্যরক্ষণজন্য রাজধানীর পূর্ব্ব দিগ্বর্ত্তী বড়ুয়াপাহাড়ে দুরাক্রম্য গিরিদুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন।* তিনি রাজনগরের উত্তরাংশে রাজবাটী স্থানান্তরিত করণমানসে "সাগরদীঘী" নামক একটী সুবৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া চতুর্দ্দিকে গড়স্থাপনমাত্র করিয়াছিলেন, কিন্তু এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় তাঁহার জীবনের সহিত সকল বাসনার অবসান হইল।

ইন্দ্রনারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ ও বিষ্ণুনারায়ণ নামে রাজা সুবিদ্‌নারায়ণের চারি পুত্র এবং রত্নাবতী, বরদা ও ভানুমতী নামে তিন কন্যা ছিলেন। শৈশবে বরদার মৃত্যু হয়; তাঁহার স্মরণার্থ রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ "বরদা-সাগর" নামক বৃহৎ জলাশয় খনন করান। ভানুমতী হিন্দুশরীরবিজ্ঞানানুসারে পদ্মিনী লক্ষণান্বিতা ছিলেন, এজন্য পদ্মিনী নামেই অভিহিতা হইতেন। সুবিদ্‌নারায়ণ পদ্মিনীর নামেও এক সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী রত্নাবতী আজন্ম খঞ্জা ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিবাহজন্য রাজাকে বড় বিব্রত হইতে হইয়াছিল। রাজকুমারী হইলেও সেই বিকলাঙ্গীর জন্য সাম্প্রদায়িকসমাজে উপযুক্ত ঘরে বর † মিলিল না; এজন্য রত্নাবতীর বিবাহে কালবিলম্ব ঘটিল।

একদা রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ অন্তঃপুরে আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজমহিষী সাশ্রুনয়নে রাজাকে রত্নাবতীর বিবাহজন্য অনুযোগ দিতে লাগিলেন। রাণীর বাক্য-বাণে রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ মর্ম্মাহত হইয়া ব্যথিতহৃদয়ে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিলেন, "মহিষি! এই কন্যা হইতে আমার ধর্ম্ম, কুল ও মান নষ্ট হইবে দেখিতেছি। তবে আগামী কল্য সর্ব্ব প্রথমে যে ব্রাহ্মণকে দেখিব, ধর্ম্মবিরুদ্ধ না হইলে তাঁহাকেই কন্যাদান করিব, ইহাতে কুলমান গেলেও ধর্ম্মরক্ষা হইবে।" মহিষী ভয়ে আর কোনও উত্তর দিলেন না।

বিধাতার নির্ব্বন্ধে পরদিন রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা যখন দেবতা প্রণাম করিতে দেবালয়ে যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় এক ব্রাহ্মণযুবক দেবালয়সমীপস্থ চম্পক-বৃক্ষে পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন। দেখিবামাত্র রাজা সেই ব্রাহ্মণ যুবককে নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিলেন। অকস্মাৎ রাজা কর্তৃক আহূত হওয়ায় ব্রাহ্মণ শঙ্কিতহৃদয়ে রাজসমীপে গমনপূর্ব্বক রাজাকে প্রণাম করিয়া কর-যোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। সুবিদ্‌নারায়ণ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, যুবক কাত্যায়নগোত্রীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, সুতরাং কন্যাটী যে অব্রাহ্মণের হাতে পড়ে নাই, এজন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। শুভ দিনে রঘুপতি নামক ঐ ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত রত্নাবতীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ যথাশাস্ত্র সমস্ত দ্রব্য, দাস-দাসী গবাদি পশু, পাঁচগাও, ভূমিউড়া, সুরানন্দ, পশ্চিম ভাগ ও এওলাতলী নামে পাঁচ খানা গ্রাম, এবং নানা জাতীয় লোক যৌতুক দিয়াছিলেন।

রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ কন্যা ও জামাতার বাসোপযোগী একখানা বাটী ও একটী জলাশয় নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কণকানামে এক বালিকা পরিচারিকা রত্নাবতীর বিশেষ স্নেহের ধাত্রী ছিল, রাজা অন্যান্য দাসদাসীর সহিত সেই বালিকা কণকাকেও যৌতুকস্বরূপ দান করেন; অধুনা রত্নাবতীর বংশধরগণ পাঁচগাও এবং ভূমিউড়ায় প্রতিপত্তির সহিত বাস করিতেছেন। কণকার বংশধরগণও সম্ভ্রমের সহিত বর্ত্তমান আছেন।

রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ সমাজপতি ছিলেন; সুতরাং রাজজামাতা রঘুপতিও সাম্প্রদায়িকসমাজে রাজকুটুম্বের যোগ্য সম্মানে গৃহীত হইলেন। বিশেষতঃ রঘুপতি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং "ভট্টাচার্য্যত্ব" (সাম্প্রদায়িকগণের সাধারণ উপাধি) প্রাপ্ত হইলেন। রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ রাজ্যশাসনে কিরূপ নিপুণ ছিলেন, কুলগ্রন্থসমূহে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণির জীবনীলেখক রঘুনাথকে সুবিদ্‌নারায়ণের জামাতা রঘুপতির কনিষ্ঠ বলিয়াছিলেন, সুবিদ্‌নারায়ণকেও খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসম্ভব। কারণ রঘুনাথ শিরোমণি যে চৈতন্যসহাধ্যায়ী ও বয়সে চৈতন্যাপেক্ষা কিছু বড় ইহা সকলেই জানেন। আর রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক, সুতরাং উভয়ের মধ্যে ১০০ বৎসরের বৈষম্য দেখা যায়। এরূপ স্থলে রঘুনাথকে রাজার সমসাময়িক বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। কাত্যায়নবংশাবলী হইতেই দেখা যায় যে, রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ সদ্ব্রাহ্মণ সাধুমতি ও মহাত্মা ছিলেন, আর তদীয় জামাতা রঘুপতি ভট্টাচার্য্য ছিলেন না, রাজানুগ্রহ বলে পরে ভট্টাচার্য্যত্ব প্রাপ্ত

* A. D. Gazetteers, Vol II. p. 22-23.

† কান্যকুব্জাগত বৈদিকগণকে লইয়া শ্রীহট্টে যে ব্রাহ্মণসমাজ গঠিত হয়, তাহাই সাম্প্রদায়িক নামে পরিচিত।

* আজ পর্য্যন্ত রঘুপতির বংশকে "বিড়িগেঁয়ে কাত্যায়ন" বলে।

হন। এখন দেখা যাউক সুবিদ্‌নারায়ণ ঠিক কোন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১। সুবিদ্‌নারায়ণের মৃত্যুর পর, তদীয় জাতিচ্যুত পুত্র-চতুষ্টয়ের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি রাজকীয় কর্ম্মচারী দ্বারা বিভক্ত হয়। "তজকিরা চৌধুরাই" নামক রাজকীয় কাগজে এই বিভাগের বিবরণ পাওয়া যায়। তজকীরা চৌধুরাই ১০৩৫ সনের দলিল। জাতিধ্বংসকালে রাজপুত্রেরা শিশু ছিলেন, এজন্য পলায়নেও সমর্থ হন নাই। এই দলিলে দেখা যায় যে, সুবিদ্‌নারায়ণ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক।

২। ভটুকবিতা ও রাজা সুবিদ্‌নারায়ণকে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সমসাময়িকই বলিতেছে। ইহা প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। নিম্নস্থ পংক্তিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পূর্ব্ব ধারার সঙ্গে বেশ মিলে। যথা—

"দিলীপের (১) বাদশাহ আছিলা (২) জাহাঙ্গীর।
যাঁর দর্পে পৃথিবীতে ঐরী (৩) নহে স্থির ॥
তাঁহার (৪) আমলে হৈলা সুবিদ্‌নারাইণ রাজা।
আপন সন্তান ভাবি পালিলেন প্রজা ॥" (ভটুকবিতা।)

ইহা হইতে রাজা সুবিদ্‌নারায়ণের সময়ের প্রজাবাৎসল্যও বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়।

৩। সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে রাজা টোডরমল কর্তৃক ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে মোগলরাজ্যের যে রাজস্ব-হিসাব লিখিত হয়, তাহাতে সরকার শ্রীহট্টে রাজা সুবিদ্‌নারায়ণের রাজ্যসীমার বহির্ভূত ( ) প্রতাপগড় ও পঞ্চখণ্ড, (২) বানিয়াচঙ্গ, (৩) জয়ন্তীয়া, (৪) বাজিয়া বাজু, (৫) হাবেলি শ্রীহট্ট, (৬) সতর খণ্ডল, (৭) লাউড়, ও (৮) হরিনগর, এই ৮টী মহালের নাম পাওয়া যায়। আইন-ই-অকবরী পাঠে দেখা যায়,১৫৮২ খৃষ্টাব্দে ও রাজা সুবিদ্‌নারায়ণের রাজ্য মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত নহে। সুবিদ্‌নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য মোগলাধিকৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৬১২ অব্দে রাজা সুবিদ্‌নারায়ণের রাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

(৪) রাজনগরবিজেতার নাম "খোয়াজ উস্‌মান্"। শ্রীহট্টের গ্রাম্য ভাষায় "খোয়াজ উস্‌মান্" বাক্য "খোয়াজুছমান্" রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গোলাম হুসেন ও চালস্ ষ্টুয়ার্ট ইহাকে ওস্‌মান্ খাঁ নামে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মিঃ, বি, সি, এলেন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ খোয়াজ ওস্‌মান্ নামেই পরিচয় দিয়াছেন।

বঙ্গের মোগল সুবাদার, খাঁ জাহান, তাঁহার যুদ্ধে পাঠানদিগের অধিকাংশকেই বিনাশ করিলে, কতিপয় আফ্‌গান-সেনানী বাঙ্গালার পার্শ্বদেশের বনমধ্যে (শ্রীহট্টে) আশ্রয় গ্রহণ করে। খাঁ জাহানের কার্য্যতৎপরতায় উড়িষ্যা, কটক, বণারস এবং সমগ্র বিহার ও বঙ্গ মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অবশিষ্ট পাঠানেরা আশ্রয়াভাবে দূরবর্ত্তী পর্ব্বত-সঙ্কুল শ্রীহট্টে আশ্রয় গ্রহণ করে। ওস্‌মান্, সহসা বিপুল সৈন্য সহ অতর্কিতভাবে রাজনগর আক্রমণ করে। বৈদিকসংবাদিনী এবং বৈদিকপুরাবৃত্তগ্রন্থদ্বয়ে লিখিত আছে যে, রাজা সুবিদ্‌নারায়ণের কনিষ্ঠা কন্যা পদ্মিনীর অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়াই ওস্‌মান্ খাঁ সহসা সসৈন্যে রাজনগর আক্রমণ করেন। কথিত আছে যে, মধ্যাহ্নে যখন রাজা ইষ্ট পূজায় ব্যাপৃত ছিলেন, কোনও শত্রুর আগমনের আশঙ্কা ছিল না, সুতরাং সৈন্যগণ অপ্রস্তুত ছিল, ঠিক সেই সময়ে ওস্‌মান্ খাঁ রাজনগর আক্রমণ ও অধিকার করেন। রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ দেবালয়ে যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করেন। মহিষী লীলাবতী এবং রাজকন্যা পদ্মিনীও মহারাজ সুবিদ্‌নারায়ণের অনুগামিনী হন। শিশু রাজপুত্রচতুষ্টয় যবনহস্তে পতিত হইলেন, অন্যান্য সকলে ধর্ম্মনাশভয়ে পলায়ন করিলেন।

ওস্‌মান্, রাজপুত্রগণকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ক্রমে জামাল খাঁ, কামাল খাঁ, হাজি খাঁ ও ইছা খাঁ নাম রাখিলেন। পৈতৃক ধন-রত্ন ও ভূমিসম্পত্তি হইতে রাজপুত্রগণ বঞ্চিত হইলেন, রাজ্যের সমস্ত অংশই পাঠানসেনাপতিগণের করকবলিত হইল। কাল যাঁহারা রাজভোগে লালিত পালিত হইয়াছেন, আজ তাঁহারা পথের ভিখারী, পরের অন্নমুষ্টির প্রত্যাশী। বিধাতার এ অপূর্ব্ব চাতুরী বা বিড়ম্বনা কে বুঝিবে? বয়ঃপ্রাপ্তির পর রাজকুমারেরা কেবলমাত্র ইটা ও ইন্দেশ্বর পরগণা দুটী মোগলসম্রাট্ হইতে "চৌধুরী" উপাধির সহিত জমিদারীস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ওস্‌মানের মৃত্যু হইলে রাজা সুবিদ্‌নারায়ণের রাজত্ব মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজা সুবিদ্‌নারায়ণের প্রধান দুর্গ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত ছিল। অধিকাংশ সৈন্যই তথায় থাকিত, বৈদিকপুরাবৃত্তকার বলেন, রাজভ্রাতৃদ্বয় সেনাপতি ছিলেন; সুতরাং তাঁহারাও প্রধান দুর্গেই ছিলেন। কাজেই এত সহজে ওস্‌মান্ রাজনগর অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ হিন্দুজাতি অন্যায় যুদ্ধকে অধর্ম্মজনক মনে করিতেন, আর পাঠানেরা ছল, প্রবঞ্চনা, কূটযুদ্ধ, চৌর্য্যবৃত্তি, নিরস্ত্রকে আক্রমণাদি কোনও কর্ম্মকেই অন্যায় মনে করিত না। এজন্য প্রায় যুদ্ধেই মুসলমানেরা অসম্ভাবিতরূপে জয় লাভ করিয়াছে। সর্ব্বত্র যাহা ঘটিয়াছে, এক্ষেত্রে তাহা না হইবে কেন? ধর্ম্মনারায়ণ বা রামনারায়ণ প্রতিকারের সময়ও পান নাই।

(১) দিলীপের=দিল্লীর। (২) আছিলা=ছিলেন। (৩) ঐরি=অরি। (৪) তাহার=তাঁহার।

ধর্ম্মনারায়ণ ছয়চিরি গিয়া প্রথমে চৈত্রঘাট মৌজায় দীঘী, গড় ও বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া বাস করেন। তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। কিছুকাল পরে বিষ্ণুপুর গ্রামে, ইটার সাগর-দীঘী অপেক্ষায়ও বৃহত্তর একটী দীঘী, বাড়ীর পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ দিকে তিনটী পুষ্করিণী, গ্রামের চারিদিকে ১৬ হাত বিস্তৃত ৪টী ও বাড়ীর চারিদিকে চারিটী মৃণ্ময় গড়, শাণঘাট এবং ৺দধিবামন ও বাসুদেববিগ্রহের দুই তালা দালান প্রস্তুত করাইয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সহিত শরীর ও রুগ্ন হইল; তাই রাজ-ভ্রাতা রাজকুমার সকল ক্লেশের হাত এড়াইয়া রাজা সুবিদ্‌নারায়ণের সমীপে গমন করিলেন। ধর্ম্মনারায়ণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মাধবরায় ছয়চিরি পরগণা ও চৌধুরাই উপাধি লাভ করেন। এপর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরগণ সাম্প্রদায়িক সমাজের উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

সুবিদ্য (ত্রি) সু শোভনা বিদ্যা যস্য। শোভন বিদ্যাবিশিষ্ট। উত্তম বিদ্বান্।

সুবিদ্যা (স্ত্রী) সু শোভনা বিদ্যা। উত্তম বিদ্যা।

সুবিদ্যুৎ (পুং) অসুরবিশেষ।

সুবিদ্বস্ (ত্রি) সু-বিদ্-ক্বসু। অতিশয় বিদ্বান্।

সুবিধ (ত্রি) সুশীল, সৎস্বভাব।

সুবিধা (দেশজ) উত্তম প্রকার সুযোগ।

সুবিধান (ক্লী) সু-বি-ধা-ল্যুট্। সুন্দররূপ বিধান, সুনিয়ম, উত্তম বিধান।

সুবিধি (পুং) সু শোভনো বিধির্যস্য। ১ অর্হদ্বিশেষ। (হেম) ২ উত্তম বিধান।

সুবিনীত (ত্রি) সু সুষ্ঠু বিনীতঃ। ১ অতিশয় বিনয়, বিনয়-বিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুবিনীতা, সুকরা গাভী। (শব্দরত্না°)

সুবিপুল (ত্রি) অতি বিপুল, প্রভূত, অনেক, বহু।

সুবিপ্র (ত্রি) শোভনমেধোপেত।

"উত শংস্তা সুবিপ্রঃ" (ঋক্ ১।১৬২।৫)

'সুবিপ্রঃ সুবিপ্র ইতি মেধাবি নাম। শোভনমেধোপেতঃ'(সায়ণ)

সুবিভক্ত (ত্রি) সু-বি-ভজ-ক্ত। উত্তমরূপে বিভক্ত, সুন্দর-রূপে বিভাগযুক্ত।

সুবিভাত (ত্রি) সুপ্রভাত।

সুবিভীষণ (ত্রি) অতি ভয়ানক।

সুবিভু (পুং) বিভুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

সুবিবিক্ত (ত্রি) সুন্দররূপে বিবিক্ত, দত্তোত্তর, যাহার উত্তর সুন্দররূপে দেওয়া হইয়াছে।

"সুবিবিক্তং তব প্রশ্নং ময়ৈতদপি ধারয়েৎ।
সনাতনং ব্রহ্মগুহ্যং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥" (ভাগ° ১১।২৯।২৫)

'সুবিবিক্তং দত্তোত্তরং' (স্বামী)

সুবিবৃত (ত্রি) সুষ্ঠু সর্ব্বত্র প্রস্তৃত।

"সুবিবৃতং সুনিরজমিন্দ্র" (ঋক্ ১।১০।৭)

'সুবিবৃতং সুষ্ঠু সর্ব্বত্র প্রস্তৃতং' (সায়ণ)

সুবিশাল (ত্রি) অতি বিশাল, অতি বিপুল। অনেক, বহু।

সুবিশুদ্ধ (ত্রি) সু-বি-শুধ-ক্ত। অতিশয় বিশুদ্ধ।

সুবিশ্বস্ত (ত্রি) সু-বি-শ্বস-ক্ত। অতিশয় বিশ্বস্ত, অত্যন্ত বিশ্বাসী।

সুবিষণ্ণ (ত্রি) সু-বি-সদ-ক্ত। অতিশয় বিষণ্ণ, অত্যন্ত বিষাদ-বিশিষ্ট। (রামায়ণ ৩।৫০।২৮)

সুবিষ্টম্ভিন্ (ত্রি) শিব। (সহস্রনাম)

সুবিস্তর (ত্রি) অতি বিশাল।

সুবিস্তীর্ণ (ত্রি) সু-বি-স্তৃ-ক্ত। অতিশয় বিস্তীর্ণ।

সুবিস্পষ্ট (ত্রি) অতিশয় স্পষ্ট।

সুবিস্মিত (ত্রি) অতিশয় বিস্মিত।

সুবিহিত (ত্রি) সু-বি-ধা-ক্ত, "ধাঞো হি" ইতি হি আদেশঃ। সুন্দররূপে বিহিত, যাহা উত্তমরূপে বিধান করা হইয়াছে।

সুবিহ্বল (ত্রি) অতিশয় বিহ্বল।

সুবীজ (পুং) সু শোভনং বীজং যস্য। ১ খস্থস্। (রাজনি°) ২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৯) ৩ সুন্দর বীজ, সুবীজ সুক্ষেত্রে রোপিত হইলে অচিরে অঙ্কুরিত হইয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে। (ত্রি) ৪ সুন্দর বীজযুক্ত।

সুবীর (ত্রি) শোভন পুত্রযুক্ত।

"সাবিদ্ সুবীরা মরুদ্ভিরস্তু" (ঋক্ ৭।৫৬।৬)

'সুবীরাঃ শোভনপুত্রযুক্তাঃ' (সায়ণ)

২ শোভন বীর, অতিশয় বীর। ৩ একবীরবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সুবীরক (ক্লী) সু-বীর শৌর্য্যে ধ্বুল্। সৌবীরাঞ্জন। (শব্দচ°) ২ বদর। ৩ কৃষ্ণাঞ্জন। ৪ বদরীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সুবীরজ (ক্লী) সৌবীরাঞ্জন, কৃষ্ণাঞ্জন। (রাজনি°)

সুবীরতা (স্ত্রী) শোভন বীরসম্ভাব।

"সুবীরতায়া ইদমাসসত্তাৎ" (অথ° ৬।২৯।৩)

'সুবীরতায়ৈ শোভনবীরসম্ভাবায়' (সায়ণ)

সুবীরাম্ল (ক্লী) সুবীরং অতিশয়তেজঃশালি অম্লং যস্য। কাঞ্জিক। (জটাধর)

সুবীর্য্য (ক্লী) সু শোভনং বীর্য্যং। শোভন বীর্য্য, উত্তম বীর্য্য। ২ বদরীফল। (জটাধর) (ত্রি) ৩ শোভন বীর্য্যবিশিষ্ট, শোভন বীর্য্যোপেত।

"যক্ষি দেবান্ সুবীর্য্যা" (ঋক্ ১।৩৬।৬)

'সুবীর্য্যা শোভনবীর্য্যোপেতান্ দেবান্ যক্ষি' (সায়ণ)

সুবীর্য্যা (স্ত্রী) সুবীর্য্য-টাপ্। ১ বনকার্পাসী। বনকাপাস। (শব্দরত্না°) ২ মহাশতাবরী, বড় শতমূলী। (বৈদ্যকনি°) ৩ নাড়ী হিঙ্গু। (রাজনি°)

সুবৃক্তি (স্ত্রী) সুষ্ঠু দোষবর্জ্জিত, সুন্দররূপে দোষরহিত বা সুখে আবর্জ্জনীয়।

পুরো বো মন্ত্রং দিব্যং সুবৃক্তিং প্রযতি" (ঋক্ ৬।১০।১)

'সুবৃক্তিং সুষ্ঠু দোষৈবর্জ্জিতং সুখেনাবর্জ্জনীয়ং বা' (সায়ণ)

সুবৃক্ষ (পুং) শোভন বৃক্ষ, সুন্দর বৃক্ষ, ফলপুষ্পাদিযুক্ত বৃক্ষ।

সুবৃজন (ত্রি)) শোভন ধনযুক্ত, অধিক ধনবিশিষ্ট।

"যে বা নূনং সুবৃজনাসু বিক্ষু" (ঋক্ ১০।১৫।২)

'সুবৃজনাসু, সু শোভনং বৃজনং ধনং যাসাং তাঃ সুবৃজনাঃ'(সায়ণ)

সুবৃৎ (ত্রি) শোভন বর্ত্তনযুক্ত।

"অতো রথেন সুবৃতা" (ঋক্ ১।৪৭।৭)

'সুবৃতা শোভনবর্ত্তনযুক্তেন' (সায়ণ)

সুবৃত্ত (পুং)) শোভনো বৃত্তঃ। ১ শূরণ, চলিত ওল। (রাজনি°) (ত্রি) ২ সুন্দর বর্ত্তুল। সুষ্ঠু বৃত্তং চরিত্রং যস্য। ৩ সচ্চরিত্র।

"ময়ি তস্য সুবৃত্ত বর্ত্ততে লঘুসন্দেশপদা সরস্বতী" (রঘু ৮।৭৭)

৪ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৯টী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ১, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৪, ১৭ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন অক্ষরসকল লঘু।

সুবৃত্ততা (স্ত্রী) সুবৃত্তস্য ভাবঃ, তল-টাপ্। সুবৃত্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

সুবৃত্তা (স্ত্রী) সুষ্ঠু বৃত্তা। ১ শতপত্রী। ২ কাকোলী দ্রাক্ষা।

সুবৃত্তি (স্ত্রী) সু শোভনা বৃত্তিঃ। ১ শোভন বৃত্তি। (ত্রি) ২ শোভন বৃত্তিবিশিষ্ট। সুন্দর জীবিকাযুক্ত।

সুবৃধ্ (ত্রি) সুষ্ঠু বর্দ্ধয়তি, বৃধ ক্বিপ্। সুষ্ঠু বর্দ্ধয়িতা, শোভনরূপে বর্দ্ধনকারক।

"ত্বয়া বয়ং সুবৃধা ব্রহ্মণস্পতে" (ঋক্ ২।২৩।৯)

'সুবৃধা সুষ্ঠু বর্দ্ধয়িতা' (সায়ণ)

সুবৃষ্ট (স্ত্রী) সুবৃষ্টি, সুবর্ষণ।

সুবৃষ্টি (স্ত্রী) সু শোভনা বৃষ্টিঃ। শোভন বৃষ্টি, সুবর্ষণ, ভালরূপ বৃষ্টি।

সুবেগ (পুং) শোভন বেগ। (ত্রি) ২ শোভন বেগযুক্ত, উত্তম বেগবিশিষ্ট।

সুবেগা (স্ত্রী) সুষ্ঠু বেগো যস্যাঃ। মহাজ্যোতিষ্মতী লতা, চলিত বড় লতাফটকী। (রাজনি°)

সুবেগিন্ (ত্রি) সুবেগ অস্ত্যর্থে ইনি। উত্তম বেগযুক্ত।

সুবেণা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত)

সুবেদ (ত্রি) সুবিজ্ঞান, উত্তম জ্ঞানবিশিষ্ট বা উত্তম ধনবিশিষ্ট।

'চিত্রং সন্তং গুহাহিতং সুবেদং" (ঋক্ ৪।৭।৭)

'সুবেদং সুবিজ্ঞানং সুধনং বা' (সায়ণ) ২ শোভন বেদযুক্ত।

সুবেদন (ত্রি) সুষ্ঠু জ্ঞাপনীয়, সুন্দররূপে জানান।

"সুবেদনামকৃণো ব্রহ্মণে গাং" (ঋক্ ১।১১২।৮)

'সুবেদনাং সুষ্ঠু জ্ঞাপনীয়াং' (সায়ণ)

সুবেদস্ (পুং) বৈদিক ঋষিভেদ।

সুবেন (স্ত্রী) সুষ্ঠু কান্ত, অতিশয় কমনীয়।

"সুবেনীঃ সুবিতঃ স্তোমং' (ঋক্ ১০।৫৬।৩)

'সুবেনঃ সুষ্ঠু কান্তঃ' (সায়ণ)

সুবেল (পুং) সুগতা বেলা সমুদ্রকূলং যেন, যদ্বা সুষ্ঠু বেলা স্থিতির্যস্য। ১ ত্রিকূট পর্ব্বত। (হেম) (ত্রি) শোভনা বেলা মর্য্যাদা স্থিতির্যস্য। ২ প্রণত। ৩ শান্ত। (মেদিনী)

সুবেশ (ষ) (পুং) সু শোভনো বেশো যস্য। ১ শ্বেতেক্ষু। (রাজনি°) (ত্রি) ২ সুন্দর বেশযুক্ত, উত্তম বেশবিশিষ্ট।

"সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং যদি বা সুতং।
যোনিঃ ক্লিদ্যতি নারীণাং সত্যং সত্যং হি নারদ॥" (মহাভারত)

সুবেশতা (স্ত্রী) সুবেশস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। সুবেশের ভাব বা ধর্ম্ম।

সুবেশবৎ (ত্রি) সুবেশ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সুবেশযুক্ত।

সুবেশিন্ (ত্রি) সুবেশোঽস্যাস্তীতি ইনি। সুন্দর বেশযুক্ত, শোভন বেশবিশিষ্ট।

সুবেহা—অযোধ্যার বড়বাঁকি জেলার একটি সহর। গোমতী নদীর নিকটে, সুলতানপুর হইতে ৫২ মাইল উত্তরপশ্চিম এবং বড়বাঁকি সহর হইতে ৩০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে কতকগুলি দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী এবং পাকা ইন্দারা আছে। সপ্তাহে দুই দিন বাজার বসে; এই বাজারে স্থানীয় বস্ত্রাদি বিক্রীত হয়। পোষ্ট আফিস, থানা, রেজেষ্ট্রী আফিস, উচ্চ ইংরাজিবিদ্যালয় এবং একটি দুর্গও আছে। এখানে হিন্দুমুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মুসলমানআক্রমণের পূর্ব্বে সুবেহা ভররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চৌধুরী উপাধিধারী মুসলমান তালুকদারগণই এখানকার প্রধান জমিদার। ইহারা সৈয়দ সালালের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। ঐ বৎসরে সম্রাট্ শাহজাহান্ এই বংশের সেখ নাশিরকে সুবেহা পরগণায় চৌধুরী নিযুক্ত করেন।

সুব্যক্ত (ত্রি) সুপ্রকাশিত, সুষ্ঠুরূপে ব্যক্ত।

সুব্যবস্থিত (ত্রি) শোভনরূপে ব্যবস্থিত।

সুব্যস্ত (ত্রি) অতিশয় ব্যস্ত।

সুব্যাহত (ত্রি) ১ সুন্দররূপে কথিত।

২ স্কন্দানুচরবিশেষ। (ভারত)

৩ রৌচ্যমনুর পুত্রবিশেষ। (মার্ক° পু° ৯৫।৩১)

(ত্রি) ৪ শোভন ব্রতযুক্ত, উত্তম ব্রতবিশিষ্ট। ৫ ব্রহ্মচারী

সুব্রত (মুনি) ১ বিংশ জিন। জৈন হরিবংশে লিখিত আছে, সুমিত্ররাজের ঔরসে পদ্মাবতীর (মতান্তরে সোমার) গর্ভে, জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রবণানক্ষত্রে ও মকররাশিতে রাজগৃহনগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার বিমান নাম অপরাজিতা ও চবণতিথি শ্রাবণী পূর্ণিমা। ইঁহার চিহ্ন কচ্ছপ; শরীরমান ২০ ধনু; এবং আয়ুর্মান ৩০০০০ বর্ষ। ইঁহার বর্ণ শ্যাম। ইনি রাজা উপাধিধারী এবং অবিবাহিত। ৯ মাস ৮ দিন গর্ভবাসের পরে ইনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, অভিষেকের সময়ে ইন্দ্রাদিদেবগণ ইঁহার স্তুতি গান করিয়াছিলেন। ফাল্গুনমাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে চম্পকবৃক্ষমূলে রাজগৃহে ইঁহার দীক্ষালাভ হয়। এই উপলক্ষে দুই দিন উপবাসী থাকিয়া ব্রহ্মদত্তগৃহে ইনি দুগ্ধ দ্বারা প্রথম পারণ করেন। ইঁহার দীক্ষাসঙ্গ ১০০০। দীক্ষালাভের পরে ১১ মাস কাল ইঁহাকে ছদ্মবেশে থাকিতে হয়। ইঁহার গণধর সাধু, সাধ্বী, ১৪শ পূর্ব্বী, কেবলী, শ্রাবক ও শ্রাবিকার সংখ্যা যথাক্রমে ১৮, ৩০০০০, ৫০০০০, ৫০০, ১৮০০, ১৭২০০০ ও ৩৫০০০০। ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে ইনি জ্ঞানতীর্থ উপাধি লাভ করেন এবং সমেতশিখরে কায়োৎসর্গ আসনে উপবেশন করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা নবমী তিথিতে মোক্ষ লাভ করেন। ২ ভাবী কল্পীয় অর্হদ্ভেদ।

সুব্রতা (স্ত্রী) সুষ্ঠু ব্রতং যস্যাঃ। ১ সুখসন্দোহ্যা গাভী, যে গাভীকে সুখে দোহন করা যায়। (অমর) ২ শোভনব্রতা। (মেদিনী) ৩ বর্ত্তমান কল্পীয় পঞ্চদশ জিনের মাতা। (হেম) ৪ শটী।

'শটী পলাশী ষড়্গ্রন্থা সুব্রতা গন্ধমূলিকা।' (ভাবপ্রকাশ)

সুশংস (ত্রি) শোভন স্তুতিবিশিষ্ট, শোভনরূপে স্তুতির যোগ্য।

"সুশংসো বোধি গৃণতে" (ঋক্ ১।৪৪।৬)

'সুশংসঃ সুষ্ঠু শংসনীয়ঃ শংসু স্তুতৌ ভাবে ঘঞ্, শোভনঃ শংসো যস্য' (সায়ণ)

সুশংসিন্ (ত্রি) সু-শংস-ইনি। সুন্দর স্তববিশিষ্ট। (অথ° ৬।৬।২)

সুশক (ত্রি) সু-শক-খল্। সুন্দররূপে করিতে শক্য।

"বঃ সুশকা দেবযজ্যা" (ঋক্ ১০।৩০।১৫)

'সুশকা সুষ্ঠু কর্ত্তুং শক্যা' (সায়ণ)

সুশকুন (ক্লী) শুভ শকুন, শুভ চিহ্ন।

সুশক্ত (ত্রি) সু-শক-ক্ত। উত্তমরূপে শক্ত।

সুশক্তি (স্ত্রী) উত্তম শক্তি। (ত্রি) ২ শোভন শক্তিবিশিষ্ট। ২ সুকর্ম্মা।

"সুশক্তিবিৎ মঘবন্ তুভ্যং ভাবতে" (ঋক্ ৭।২৩।২১)

'সুশক্তিবিৎ সুকর্ম্মৈব' (সায়ণ)

সুশব্দতা (স্ত্রী) সুশব্দস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সুশব্দের ভাব বা ধর্ম্ম, উত্তমরূপে শব্দবিন্যাস।

সুশমি (অব্য°) শোভনকর্ম্ম।

"যজ্ঞং যজ্ঞিয়াঃ সুশমি শ্রোত" (ঋক্ ৫।৮৭।৯)

'সুশমি শোভনকর্ম্ম' (সায়ণ)

সুশরণ (ত্রি) সু শরণং রক্ষিতা যস্য। শোভন-রক্ষকযুক্ত।

"প্রণুমহে সুশরণায়" (ঋক্ ৫।৪৩।১৩)

'সুশরণায় শোভনরক্ষণায়।' (সায়ণ)

সুশরণ্য (পুং) শিব। (শিবপু°)

সুশরীর (ত্রি) সু শোভনং শরীরং যস্য। সুন্দর শরীরযুক্ত।

"মজ্জামেদঃসারাঃ সুশরীরাঃ পুত্রবিত্তযুক্তাঃ।"(বৃহৎসংহিতা ৬৮।৯৮

সুশর্ম্মন্ (পুং) রাজবিশেষ। ২ নিন্দিত ব্রাহ্মণবিশেষ।

"সুশর্ম্মানামকো দেবঃ কিং জাতীয়ঃ কিমাত্মকঃ।
কুতস্তস্য চ বৈ মুক্তিঃ কেন বা যত্র হেতুনা॥

শ্রীভগবানুবাচ—

সুশর্ম্মানাম দুর্ম্মেধাঃ সীমা পাপাত্মনামভূৎ।
অনাম্নায়বিদাং বংশে বিপ্রাণাং ক্রূরকর্ম্মণাম্॥" (পাদ্মোত্ত° ৮°অ°)

বেদহীন ক্রূরকর্ম্মা ব্রাহ্মণদিগের বংশে যে ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করে, তাহার নাম সুশর্ম্মা, এই পর্য্যন্তই পাপকারীদিগের শেষ সীমা। (ত্রি) শৃ-শৃ হিংসে (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা ৩।২।৭৫) ইতি মনিন্। ৩ শোভন সুখবিশিষ্ট।

সুশল্য (পুং) সুষ্ঠু দৃঢ়ং শল্যং কণ্টকং যস্য। খদির। (রাজনি°)

সুশবী (স্ত্রী) ১ কৃষ্ণজীরক। ২ কারবেল্ল। পানীয় বল্লী, চলিত উচ্ছে। ৩ সূক্ষ্ম কৃষ্ণজীরক। (রাজনি°) ৫ করঞ্জবৃক্ষ। (রসেন্দ্র সারস°)

সুশস্ত (ত্রি) উত্তম স্তুতিবিশিষ্ট। ২ প্রশস্ত।

সুশস্তি (স্ত্রী) শোভন স্তব।

"একসেকং সুশস্তিভিঃ" (ঋক্ ১।২০।৭)

'সুশস্তিভিঃ শোভনৈরস্মদীয়শংসনৈঃ শংসু স্তুতৌ করণে ক্তিন্'(সায়ণ)

(ত্রি) ২ শোভন স্তুতিবিশিষ্ট। (ঋক্ ৫।৪৬।৬)

সুশাক (ক্লী) সুষ্ঠু শাকো যস্মাৎ। ১ আর্দ্রক। (রাজনি°) (পুং) সুষ্ঠু শাকো যস্য। ২ চঞ্চুক্ষুপ, চেঁচকো। ৩ ভিণ্ডাক্ষুপ। তণ্ডুলীয় শাকক্ষুপ, চলিত কাঁটা নটেশাক। (রাজনি°)

সুশাকক (ক্লী) সুশাকশব্দার্থ।

সুশান্ত (ত্রি) অতিশয় শান্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুশান্তা, শশিধ্বজরাজপত্নী। ভগবান্ কল্কিদেব ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

"শশিধ্বজো মহাতেজা গজাযুতবলঃ সুধীঃ।
তস্য পত্নী মহাদেবী বিষ্ণুব্রতপরায়ণা॥

"নাথ কান্তং জগন্নাথং সর্ব্বান্তর্যামিনং প্রভুং।
কল্কিং নারায়ণং সাক্ষাৎ কথং ত্বং প্রহরিষ্যসি ॥"(কল্কিপু° ২২অ°)

সুশান্তি (স্ত্রী) উত্তম শান্তি। (পুং) ২ তৃতীয় মন্বন্তরের ইন্দ্রভেদ। (মার্ক° পু°) ৩ অজমীঢ়ের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ৪ শান্তির পুত্রভেদ। (ভাগবত)

সুশারদ (পুং) শালঙ্কায়নগোত্রজ বৈদিক আচার্য্যভেদ।

সুশাসিত (ত্রি) সু-শাস-ক্ত। উত্তমরূপে শাসিত।
"সুজীর্ণমন্নং সুবিচক্ষণঃ সুতঃ
সুশাসিতা স্ত্রী নৃপতিঃ সুসেবিতঃ।
সুচিন্ত্য চোক্তং সুবিচার্য্য যৎ কৃতং
সুদীর্ঘকালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াং ॥" (হিতোপদেশ)

সুশিক্ষিত (ত্রি) সু-শিক্ষ-ক্ত। উত্তমরূপে শিক্ষিত, যিনি বিশেষরূপে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

সুশিখ (পুং) শোভনা শিখা যস্য। ১ অগ্নি। (জটাধর) (ত্রি) ২ উত্তম শিখাযুক্ত।

সুশিখা (স্ত্রী) শোভনা শিখা। ১ ময়ূর, শিখাস্তূপ। (রাজনি°) ৩ সুন্দর কেশ।
"মধ্যং বিষীদতি বৃহৎস্তনভারভীতং
শ্রান্তেব বৃষ্টিরমলা সুশিখাসমূহঃ॥ (ভাগবত ৩।২০।৩৬)

সুশিথিল (ত্রি) অতি শিথিল।

সুশিথিলীকৃত (ত্রি) সু-শিথিল অভূততদ্ভাবে চ্বি, কৃ-ক্ত। যাহা পূর্ব্বে শিথিল ছিল না, তাহা উত্তমরূপে শিথিল করা হইয়াছে।

সুশিপ্র (ত্রি) শোভন হনুযুক্ত বা শোভন নাসিকাবিশিষ্ট।
"সুশিপ্রমন্দিভিঃ স্তোমেভিঃ" (ঋক্ ১।৯।৩)
'হে সুশিপ্র শোভনহনো শোভননাসিক বা, শিপ্রে হনূ নাসিকে বা (নি° ৬।১৭) ইতি যাস্কেনোক্তত্বাৎ' (সায়ণ)

সুশিম্বিকা (স্ত্রী) শিম্বীভেদ। (রাজনি°)

সুশিরস্ (ত্রি) শিরাবিশিষ্ট।

সুশিল্প (ত্রি) উত্তম শিল্পবিশিষ্ট। "হোতা যক্ষৎ সুপেশসা সুশিল্পে" (শুক্লযজু° ২৮।২৯) 'সুশিল্পে সুষ্ঠু শিল্পং যয়োস্তে' (মহীধর) ২ উত্তম শিল্প।

সুশিশ্বি (ত্রি) সুষ্ঠু বর্দ্ধিত, সুন্দররূপে প্রবর্দ্ধিত। "সুশিশ্বিং মৃতস্য যোনা গর্ভে সুজাতং" (ঋক্ ১।৬৫।৪)
'সুশিশ্বিং সুষ্ঠু প্রবর্দ্ধিতং, সু শ্বি গতিবৃদ্ধ্যোঃ ততঃ কিঃ' (সায়ণ)

সুশিষ্ট (ত্রি) সু-শাস-ক্ত। অতিশয় শিষ্ট।

সুশিষ্টি (ত্রি) সুশাসনে বর্ত্তমান।
"মিত্রাযুবো ন পূর্পতিং সুশিষ্টৌ" (ঋক্ ১।১৭৩।১০)
'সুশিষ্টৌ সুশাসনে বর্ত্তমানং' (সায়ণ)

সুশীত (স্ত্রী) সু শোভনং শীতং। ১ শীত চন্দন। (শব্দ°) ২ অতিশয় শীতল। (ত্রি) ৩ অতিশয় শীতল দ্রব্য। (পুং) ৪ হ্রস্বপ্লক্ষবৃক্ষ, চলিত ছোট পাকুড় গাছ। (রাজনি°) ৫ জলবেতস। (বৈদ্যকনি°

সুশীতল (ক্লী) সুষ্ঠু শীতলং। ১ গন্ধতৃণ। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ অতিশয় শীতগুণবিশিষ্ট, অতি শীতল। ৩ নাগদমনী, চলিত —নাকদনা। (পর্য্যায়মুক্তা°)

সুশীতলা (স্ত্রী) হ্রস্ব ত্রপুষলতা, চলিত—ছোট শশাগাছ। (ভাবপ্র°) ২ কর্কটিকা, কাঁকুড় গাছ। (বৈদ্যকনি°)

সুশীতা (স্ত্রী) সুষ্ঠু শীতা। শতপত্রী, চলিত—সেউতি গাছ। (রাজনি°) ২ স্থলপদ্মিনী, স্থলপদ্ম। (বৈদ্যকনি°)

সুশীম (পুং) শীত গুণ, শৈত্য। ২ চন্দ্রকান্তমণি। (জটাধর) ৩ হিম, শীতল। ৪ সর্পভেদ। (মেদিনী) (ত্রি) ৫ শীতগুণবিশিষ্ট।

সুশীমকামা (ত্রি) অত্যন্ত কামভাবাপন্না। (দশকু°)

সুশীল (পুং) সু শোভনং শীলমস্য। চোলরাজ।
(পদ্মপু° উত্তরখ° ৫৪ অ°)
(ত্রি) ২ শোভন শীলবিশিষ্ট, সৎস্বভাব, উত্তম স্বভাববিশিষ্ট। (ক্লী) শোভনং শীলং। ৩ সচ্চরিত্র।

সুশীলতা (স্ত্রী) সুশীলস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। সুশীলের ভাব বা ধর্ম্ম, সৎস্বভাব, সুশীলত্ব।

সুশীলবৎ (ত্রি) সুশীল-মতুপ্, মস্য ব। সৎস্বভাববিশিষ্ট।

সুশীলা (স্ত্রী) সু শোভনং শীলং যস্যাঃ, টাপ্। শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট মহিষীর অন্তর্গত মহিষীবিশেষ।
"অষ্টৌ মহিষ্যস্তাঃ সর্ব্বা রুক্মিণ্যাদ্যা মহাত্মনঃ।
রুক্মিণী সত্যভামা চ কালিন্দী চ শুচিস্মিতা॥
মিত্রবিন্দা জাম্ববতী নাগ্নজিতী সুলক্ষণা।
সুশীলা নাম তন্বঙ্গী মহিষ্যশ্চাষ্টমাঃ স্মৃতাঃ॥"
(পদ্মোত্তরখ° ৬৮অ°)
২ যমভার্য্যা।

সুশীলিন্ (ত্রি) সুশীল অস্ত্যর্থে ইনি। শোভন শীলবিশিষ্ট, উত্তম স্বভাবসম্পন্ন।

সুশীবিকা (স্ত্রী) কন্দবিশেষ, বারাহীকন্দ। (শব্দচন্দ্রিকা)

সুশুক্কন্ (ত্রি) দীপ্ত। "বৃহতঃ শৃধিরে গিরা সুশুক্বানঃ" (ঋক্ ৫।৮৭।৩) 'সুশুক্বানঃ দীপ্তাঃ' (সায়ণ)

সুশুক্বনি (ত্রি) রশ্মিপ্রসারক। "সুশুক্বনিরাগ্নে যাহি সুশস্তিভিঃ" (শুক্ল যজু° ১১।৪১) 'সুশুক্বনিঃ সাধু শুচো রশ্মীন্ বনতি সম্ভজতি রশ্মিপ্রসারক ইত্যর্থঃ' (মহীধর)

সুশুভ (ত্রি) অতিশয় শুভ।

সুশৃঙ্গ (ত্রি) উজ্জ্বল শৃঙ্গবিশিষ্ট।

সুশৃত (ত্রি) সু-শৃ-ক্ত। সুতপ্ত, অতিশয় তপ্ত।
"উত্তার্য্য গোপী সুশৃতং পয়ঃ পুনঃ।
প্রবিশ্য সংদৃশ্য চ দধ্যমত্রকং॥" (ভাগবত ১০।৯।৭)
'সুশৃতং সুতপ্তং' (স্বামী)

সুশেরু (পুং) বালুকার কঙ্কর।

সুশেব (ত্রি) সুষ্ঠু সুখকর। "সখা সুশেবো অদ্বয়াঃ" (ঋক্ ১।১৮৭।৩) 'সুশেবঃ সুষ্ঠু সুখকরঃ' (সায়ণ)

সুশেব্য (ত্রি) সুখের নিমিত্ত হিতকর। "সুশেব্যং নমসা রাতহব্যাঃ" (ঋক্ ৫।৪৪।১৪) 'সুশেব্যং সুখায় হিতং' (সায়ণ)

সুশোক (ত্রি) শোভন দীপ্তি, শোভনদীপ্তিযুক্ত।
"অগ্নিঃ সুশোকো বিশ্বান্যশ্যাঃ" (ঋক্ ১।৭০।১)
'সুশোকঃ শোভনদীপ্তিঃ' (সায়ণ)

সুশোণ (ত্রি) অতিশয় অরুণবর্ণ, অতিশয় রক্তবর্ণ।
"দূরে সুহৃন্মথিতরোষসুশোণদৃষ্ট্যা
তাতপ্যমানমকরোরগনক্রচক্রঃ।" (ভাগবত ২।৭।২৪)
'সুশোণা অত্যরুণা' (স্বামী)

সুশোভন (ত্রি) ১ অতিশয় শোভাযুক্ত, অতিশয় শোভাবিশিষ্ট। (ক্লী) ২ অতি শোভন।

সুশোভিত (ত্রি) সুসজ্জিত, অতিশয় শোভাবিশিষ্ট।

সুশোষিত (ত্রি) উত্তমরূপে শোষিত।
"সুশোষিতানস্তি পিবেৎ পয়শ্চ।" (বৃহৎস° ৭৬।৭)

সুশ্চন্দ্র (ত্রি) শোভনাহ্লাদন, শোভন আহ্লাদযুক্ত।
"সুশ্চন্দ্রং বর্ণদধিরে সুপেশসং" (ঋক্ ২।৩৫।১৩)
'সুশ্চন্দ্রং শোভনাহ্লাদনং' (সায়ণ)

সুশ্রম (পুং) ধর্ম্মের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°) (ত্রি) ২ অতিশয় শ্রমবিশিষ্ট।

সুশ্রব (ত্রি) বিশিষ্ট সুস্বরযুক্ত।

সুশ্রবস্ (ত্রি) শোভন হবির্যুক্ত, শোভন হবির্বিশিষ্ট।
"সুশ্রবসং জনং প্রবাস্ত দুতির্দ্দিবঃ" (ঋক্ ১।৪৯।২)
'সুশ্রবসং শোভনহবির্যুক্তং' (সায়ণ)

সুশ্রবস্যা (স্ত্রী) শোভনান্নেচ্ছা, আপনার শোভন অন্নেচ্ছা।
"ইন্দ্রঃ সুশ্রবস্যা প্রণাদঃ" (ঋক্ ১।১৭৮।৪)
'সুশ্রবস্যা শোভনান্নেচ্ছা' (সায়ণ)

সুশ্রাত (ত্রি) সুশৃত, অতিশয় তপ্ত। (ঋক্ ১০।১৭৯।৩)

সুশ্রান্ত (ত্রি) সু-শ্রম-ক্ত। অতিশয় শ্রান্ত, অত্যন্ত পরিশ্রমবিশিষ্ট।

সুশ্রী (ত্রি) সু শোভনা শ্রীর্যস্য। সুন্দর, শোভন শ্রীবিশিষ্ট, অতিসুন্দর।

সুশ্রীক (ত্রি) শোভনা শ্রীঃ শোভা যস্য, 'নদ্যৃতশ্চ' ইতি কপ্, সমাসান্তঃ। সুন্দর শ্রীযুক্ত, অতিশয় শোভাবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুশ্রীকা, সল্লকী। (রাজনি°)

সুশ্রুণ (ত্রি) সুপ্রসিদ্ধ, অত্যন্ত দুর্জ্জয়বিষয়।
"যে সুশ্রুণং সুশ্রুতোধুঃ" (ঋক্ ১।৭৪।১)
'সুশ্রুণং সুপ্রসিদ্ধং অত্যন্ত দুর্জ্জয়বিষয়ং' (সায়ণ)

সুশ্রুত (ত্রি) সু-শ্রু-ক্ত। ১ শোভনরূপে শ্রুত, যাহা উত্তমরূপে শ্রবণ করা হইয়াছে। (ক্লী) ২ গোষ্ঠীশ্রাদ্ধে তৃপ্তিপ্রশ্ন।
"পিত্র্যে স্বদিতমিত্যেব বাচ্যং গোষ্ঠে তু সুশ্রুতং।
সম্পন্নমিত্যভ্যুদয়ে দৈবে রুচিতমিত্যপি॥" (মনু ৩।২৫৪)

শ্রাদ্ধের পর ব্রাহ্মণকে তৃপ্তি প্রশ্ন করিতে হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া তৃপ্তি হইয়াছে কি না ইহা জিজ্ঞাসা করিতে হয়। পিতামাতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে 'স্বদিতং' এই কথা বলিয়া তৃপ্তি জিজ্ঞাসা করিবে। গোষ্ঠীশ্রাদ্ধে 'সুশ্রুতং' এই কথা বলিয়া, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে 'সম্পন্নং' ইহা বলিয়া এবং দেবোদ্দেশশ্রাদ্ধে 'রুচিতং' বলিয়া তৃপ্তি জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

(পুং) ৩ বিশ্বামিত্রমুনির পুত্র, চিকিৎসা-শাস্ত্র-কর্ত্তা।
"তথা ধন্বন্তরিবংশে জাতঃ ক্ষীরাব্ধিমন্থনে।
দেবাদীনাং জীবনায় আয়ুর্ব্বেদমুবাচ হ।
বিশ্বামিত্রসুতায়ৈব সুশ্রুতায় মহাত্মনে॥" (গরুড়পু° ১৫অ°)

সমুদ্রমন্থনকালে ধন্বন্তরি উৎপন্ন হন, পরে তিনি দেবতাদিগের জীবনের জন্য বিশ্বামিত্রপুত্র মহাত্মা সুশ্রুতকে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র উপদেশ দেন। সুশ্রুত ধন্বন্তরির নিকট আয়ুর্ব্বেদ অবগত হইয়া লোকের হিতের জন্য তাহা প্রকাশ করেন।

ভাবপ্রকাশে সুশ্রুতের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, ইন্দ্র মর্ত্ত্যলোকে জীবসমূহকে ব্যাধিপ্রপীড়িত দেখিয়া ধন্বন্তরিকে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন, এবং তাঁহাকে বলেন, তুমি কাশীধামে দিবোদাস নামে ক্ষত্রিয় হইয়া জন্ম গ্রহণ কর। ধন্বন্তরি কাশীধামে জন্ম গ্রহণ করিলে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা অবগত হইলেন যে, এই বারাণসীতে ধন্বন্তরি আসিয়া দিবোদাস কাশীরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনন্তর বিশ্বামিত্রমুনি জীবলোককে রোগপ্রপীড়িত দেখিয়া স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে কহিলেন, বৎস সুশ্রুত! তুমি বিশ্বেশ্বরের প্রিয়তম স্থান কাশীধামে গমন কর, যিনি ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া দিবোদাসনামে তথাকার রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনি আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ স্বয়ং ধন্বন্তরি, অতএব তুমি লোকোপকারের জন্য তাঁহার নিকট গমন করিয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তৎপ্রচারে দেশের মহান্ উপকার সাধন করিয়া পরোপকাররূপ মহৎ যজ্ঞ সম্পাদন কর।

সুশ্রুত পিতৃ-আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বারাণসীধামে গমন করেন, তাঁহার সহিত আরও একশত মুনিপুত্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে চলিলেন। সকলে দিবোদাসের নিকট উপস্থিত হইলে দিবোদাস তাঁহাদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সুশ্রুত বলিয়াছিলেন যে, ভগবন্! মনুষ্যদিগকে ব্যাধি-পীড়িত, বেদনাশক্ত, এবং মুমূর্ষুপ্রায় দেখিয়া আমাদের মন অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে, অতএব আমরা আপনার নিকট রোগশান্তির উপায় অবগত হইতে আসিয়াছি। আপনি আমাদিগকে যত্নের সহিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শিক্ষা দিন। দিবোদাস তখন তাঁহাদিগকে অতিশয় যত্নসহকারে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। অচিরে মুনিপুত্রগণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া রাজাকে অভিনন্দনপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।

এই সকল মুনিকুমারের মধ্যে সুশ্রুত প্রথমে এক খানি আয়ুর্ব্বেদবিষয়ক তন্ত্র প্রণয়ন করেন। এই তন্ত্রখানি সুশ্রুত-কৃত এবং শুনিতে উহা সুললিত বলিয়া উহার নাম "সুশ্রুত" হইয়াছে। এই সুশ্রুত নামক গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদের অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। চরক ও সুশ্রুতই আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে অতি উপাদেয় গ্রন্থ। চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে এই চরক ও সুশ্রুতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করা আবশ্যক। (ভাবপ্র° সুশ্রুতপ্রাদুর্ভাব)

এই সংহিতায় সূত্রস্থান, শারীরস্থান, চিকিৎসিতস্থান ও কল্প-স্থান নামক ৪টী স্থান আছে। ইহার সূত্রস্থানে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি-নির্ব্বাচন, শল্যতন্ত্র, শালক্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসাতন্ত্র, ভূতবিদ্যা-তন্ত্র, কৌমারভৃত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরণতন্ত্র, প্রতিজ্ঞাশল্যতন্ত্রের প্রাধান্য, ভূতাত্মক দেহ, পীড়া, ঔষধ, স্থাবর ও জঙ্গম দ্রব্যসকল, প্রয়োজন ও ব্যাধির সংখ্যা প্রভৃতির বিবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। শারীরস্থানে প্রকৃতিপুরুষ, চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিবরণ, অস্থি, সন্ধি, মর্ম্ম ও শিরা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়; চিকিৎসিত স্থানে চিকিৎসার সংখ্যা, অবস্থানুসারে চিকিৎসা, রোগ, তাহার লক্ষণ; ঔষধ, পথ্যাপথ্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয় এবং কল্পস্থানে বিষবিজ্ঞান, স্থাবরজঙ্গমবিষ এবং তাহার চিকিৎসাদি বিবিধ বিষয় লিখিত হইয়াছে। আদি সুশ্রুতসংহিতা পাওয়া যায় না, এখন যে গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা পরবর্ত্তী কালে সঙ্কলিত।

চিকিৎসা করিতে হইলে যে যে বিষয় জানা আবশ্যক, এক সুশ্রুতগ্রন্থেই তাহা বিস্তৃতভাবে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে আর উক্ত হইল না।

সুশ্রুতি (স্ত্রী) উত্তম শ্রুতি, উত্তম শ্রবণ। (অথর্ব্ব ১৬।২।৫)

সুশ্রেুম (পুং) ধর্ম্মের এক পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

সুশ্রোণি (স্ত্রী) ১ দেবতাভেদ। (ত্রি) ২ সুন্দর নিতম্ববিশিষ্ট।

সুশ্রোতু (ত্রি) সম্যক্ শ্রোতা।

"সুশ্রোতুঃ সুক্ষেত্রা সিন্ধুরদ্ভিঃ" (ঋক্ ১।১২২।)

'সুশ্রোতুঃ অস্মদাহ্বানস্য সম্যক্ শ্রোতা' (সায়ণ)

সুশ্লিষ্ট (ত্রি) সু-শ্লিষ-ক্ত। সুদৃঢ়।

"শত্রুণা নহি সন্দধ্যাৎ সুশ্লিষ্টেনাপি সন্ধিনা।" (হিতোপ°)

২ অতিশ্লিষ্ট, অতিশয় শ্লেষযুক্ত।

সুশ্লোক (ত্রি) শোভন শ্লোকযুক্ত, যাহাতে উত্তম শ্লোক আছে।

"আচ্ছিদ্য কীর্ত্তিং সুশ্লোকাং বিতত্য হ্যঞ্জসানুকৌ।" (ভাগ° ১।.।১৭)

'সুশ্লোকাং শোভনাঃ শ্লোকাঃ যস্যাং সাতাং' (স্বামী)

২ পুণ্যকীর্ত্তি, পুণ্যাত্মা।

"মনো ন তৃষ্যত্যপি শৃণ্বতাং নঃ
সুশ্লোকমৌলেশ্চরিতামৃতানি॥" (ভাগবত ৩।৫।৭)

'সুশ্লোকাঃ পুণ্যকীর্ত্তয়ঃ' (স্বামী)

সুশ্লোক্য (ক্লী) উত্তম শ্লোককথন।

সুশ্ব (ত্রি) শোভনং শ্বোহস্য (সুপ্রাত সুশ্ব সুদিবেত্যাদি। পা ৫।৪।১২০) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। আগামী দিন যাহার শোভন, আগামী কল্য যাহার পক্ষে শুভ।

সুষংসদ্ (ত্রি) শোভন গৃহযুক্ত।

"যাভি শুচন্তিং ধনসাং সুষংসদং" (ঋক্ ১।১১২।৭)

'সুষংসদং সংসীদন্ত্যস্মিন্নিতি সংসদ্ গৃহং, শোভনসংসদং' (সায়ণ)

সুষখি (ত্রি) শোভন বন্ধুবিশিষ্ট, শোভনত্বদ্রূপ সহায়যুক্ত।

"অসাম যথা সুষখায়ঃ" (ঋক্ ১।১৭৩।৯)

'সুষখায়ঃ শোভনত্বদ্রূপসহায়বন্তঃ (সায়ণ)

সুষণ (ত্রি) সুষ্ঠু দানযুক্ত। "ধনানি সুষণা কৃধি" (ঋক্ ১।৪২।৬)

'সুষণা সুষ্ঠু দানযুক্তানি, বনষণসংভক্তৌ, সুখেন সম্ভজ্যন্তে ইতি ঈষদ্দুঃসুষ্বিতি খল্' (সায়ণ)

সুষণন (ত্রি) সুসম্ভজন। "তে বসু সুষণনানি সন্তু" (ঋক্ ৭।১৩।৩)

'সুষণনানি সুসম্ভজনানি সন্তু' (সায়ণ)

সুষদ্ (ত্রি) সম্যক্ উপবেশনযোগ্য।

"স্যোনা চাসি সুষদা চাসি" (শুক্ল যজু° ১।২৭) 'সুষদা সুষ্ঠু সীদন্তি দেবা যস্যাং সা সুষদা সম্যগুপবেশনযোগ্যাঃ' (মহীধর)

সুষদ্মন্ (পুং) ঋষিভেদ।

সুষন্ধি (পুং) ১ মান্ধাতার এক পুত্র। (রামা°) ২ প্রসুশ্রুতের পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

সুষম (ত্রি) সুষ্ঠু সমং সর্ব্বং যস্মাৎ (সুবিনির্দুর্ভ্যঃ সুপিসূতিসমাঃ। পা ৮।২।৮৮) ইতি ষত্বং। ১ শোভন। (অমর) ২ সম। (মেদিনী) ৩ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে দশটী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ৩, ৪, ৮, ও ৯ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু

সুষমদুঃষমা (স্ত্রী) জৈনমতে তৃতীয় অবসর্পিণী ও চতুর্থ উৎসর্পিণীর কথা। (হেম)

সুষমা (স্ত্রী) সু শোভনং সমং সর্ব্বং যস্যাঃ। পরমা শোভা, অতিশয় শোভা।

"জয় জয় মহারাজ প্রাভাতিকীং সুষমামিমাং" (নৈষধ ১৯।২)

. ২ জিনদিগের কালভেদ। (হেম)

সুষমিধ্ (স্ত্রী) শোভন ইধ্ম, শোভন কাষ্ঠ।

"সুম্নায়বঃ সুষমিধা সমীধিরে" (ঋক্ ৫।৮।৭।)

'সুসমিধা শোভনেধ্মেন' (সায়ণ)

সুষবী (স্ত্রী) সুষ্ঠু সূতে ফলানীতি সু-সূ-অচ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ কারবেল্ল। (অমর) ২ কৃষ্ণজীরক। ৩ জীরক। (মেদিনী) ৪ ক্ষুদ্র কারবেল্ল। (মেদিনী)

সুষব্য (ত্রি) শোভন সব্যহস্ত, শোভন দক্ষিণ হস্তবিশিষ্ট।

"যঃ সুষব্যঃ সুদক্ষিণঃ" (ঋক্ ৮।৩৩।৫)

'সুষব্যঃ সুদক্ষিণহস্তঃ' (সায়ণ)

সুষহ (ত্রি) সুখে অভিভব করিতে শক্য, সুখে অভিভব করিতে সমর্থ।

"অমিত্রান্ সুষহান্ কৃধি" (ঋক্ ৬।৪৬।৬)

'সুষহান্ সুখেনাভিভবিতুং শক্যান্।' (সায়ণ)

সুষাঢ় (ত্রি) শিব।

সুষামন্ (পুং) রাজভেদ। "রথং যুক্তমসনাম সুষামণি" (ঋক্ ৮।২৫।২২)

'সুষাম্ণঃ পুত্রে বরৌ রাজনি' (সায়ণ)

(ক্লী) সুসামন্। (ত্রি) শোভন সামযুক্ত।

সুষারথি (পুং) শোভন সারথি, উত্তম সারথি।

"সুষারথিরশ্বানিব" (শুক্লযজুঃ ৩৪।৬)

'সুষারথিঃ শোভনঃ সারথির্যন্তা' (মহীধর)

সুষি (স্ত্রী) সুষ্ঠু স্যতীতি সু-সো বাহুলকাৎ কি। ১ শুষি, শোষ। ২ বিল।

সুষিক্ত (ত্রি) উত্তমরূপে সিক্ত।

সুষিত (ত্রি) সুসিতশব্দার্থ।

সুষির (ক্লী) শুষ শোষনে (ইষিমদীতি। উণ্ ১।৫২) ইতি কিরচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ শস্য স, যদ্বা সুষিরস্যাস্তীতি সুষি (উষসুষিমুষ্ক মধো রঃ। (পা ৪।২।১০৭) ইতি র। শুষির। (ভরত) ২ কাষ্ঠ। (কাশিকা) (ত্রি) ৩ ছিদ্রযুক্ত।

সুষিরতা (স্ত্রী) সুষিরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সুষিরের ভাব বা ধর্ম্ম, সুষিরত্ব।

সুষিলীকা (স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ।

"ঋক্ষো জতূঃ সুষিলীকা" (শুক্লযজুঃ ২৪।৩৬)

'জতূঃ সুষিলীকা এতৌ পক্ষিবিশেষৌ।' (মহীধর)

সুষীম (পুং) ১ সর্পবিশেষ। (মেদিনী) ২ চন্দ্রকান্তমণি। (জটাধর) (ত্রি) ৩ শীতগুণযুক্ত। ৪ মনোজ্ঞ। (মেদিনী)

সুষুত (ত্রি) উত্তমরূপে অভিষুত।

"সোমং সুষুতং ভরন্তঃ" (ঋক্ ৩।৩৬।৭)

'সুষুতং সুষ্ঠু অভিষুতং সোমং' (সায়ণ)

সুষুতি (স্ত্রী) সুপ্রসব বা শোভন ঐশ্বর্য্য।

"যুবং সুষুতিং চক্রথুঃ" (ঋক্ ১০।৩৯।৭)

'সুষুতিং সুপ্রসবং শোভনৈশ্বর্য্যং বা' (সায়ণ)

সুষুপ্ত (ক্লী) সু-স্বপ ভাবে ক্ত। সুষুপ্ত্যবস্থা, গাঢ়নিদ্রা। (ত্রি) ২ সুষুপ্তিযুক্ত, প্রগাঢ়নিদ্রিত। সুষুপ্ত্যবস্থায় ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ জ্ঞান থাকে না।

"যথা সুষুপ্তঃ পুরুষো বিশ্বং পশ্যতি চাত্মনি।
আত্মানমেকদেশস্থং মন্যতে স্বপ্ন-উত্থিতঃ॥" (ভাগবত ৬।১৫।৬৩)

সুষুপ্তি (স্ত্রী) সু-স্বপ-ক্তিন্। সুনিদ্রা, গাঢ়নিদ্রা। ২ বেদান্তমতে সত্বপ্রধান অজ্ঞান, ইহার নামান্তর কারণশরীর বা আনন্দময় কোষ।

"সর্ব্বস্য স্থূলসূক্ষ্মোপাধেঃ কারণোপাধৌ লীনত্বং সুষুপ্তিত্বং॥" (বেদান্তসারটীকা) পাতঞ্জলদর্শনের মতে নিদ্রা বা সুষুপ্তি একটি প্রত্যয় অর্থাৎ অনুভববিশেষ। কারণ জাগ্রৎ অবস্থায় ঐ নিদ্রা বা সুষুপ্তির স্মরণ হয়। আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, আমার মন নির্ম্মল হইয়াছে, এইরূপ সুষুপ্তি বা নিদ্রার যে স্মরণ, তাহা সাত্ত্বিক স্মরণ, আমি অতি দুঃখে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, ইহা রাজসিক স্মরণ, আমি অতি মাত্র মূঢ়ভাবে নিদ্রিত ছিলাম, আমার শরীর শ্রান্ত হইয়াছে, এইরূপ স্মরণ তামসিক স্মরণ। নিদ্রা বা সুষুপ্তি চিত্তবৃত্তি না হইলে এইরূপ স্মৃতি হইতে পারে না, সুতরাং বলিতে হইবে, নিদ্রা বা সুষুপ্তি চিত্তের এক প্রকার বৃত্তিমাত্র অর্থাৎ অনুভববিশেষ।

নৈয়ায়িকগণ ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন যে, সুষুপ্তিকালে সকল জ্ঞানেরই অভাব হয়, কারণ উক্ত কালে কোন জ্ঞানেরই কারণ থাকে না। তখন কি বহিরিন্দ্রিয় কি অন্তরিন্দ্রিয় কাহারও ব্যাপার নাই, সুতরাং কিরূপে জ্ঞান জন্মিবে। কিন্তু পাতঞ্জলদর্শনকার বলেন যে, ইহা ঠিক নহে, কারণ সুষুপ্তি অবস্থার পর যখন জাগ্রদবস্থা হয়, তখন সুষুপ্তির বিষয় স্মরণ হইয়া থাকে, এই জন্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা এক প্রকার অনুভববিশেষ, কারণ অনুভব না হইলে কখনও স্মরণ হইতে পারে না।

বৈদান্তিকগণও ইহা স্বীকার করেন এবং তাঁহারা বলেন যে, সুষুপ্তিকালে সচ্চিদানন্দ আত্মতত্ত্বের স্মরণ হয়। তাঁহারা

উহাকে অজ্ঞানের বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই অবস্থা তাঁহাদের মতে আনন্দময়কোষ। চিত্ত জাগ্রদবস্থায় ত্বক্ ইন্দ্রিয়ের, স্বপ্নকালে মেধ্যা নাড়ীতে এবং সুষুপ্তিকালে পুরীতৎ নামক নাড়ীতে অবস্থিত থাকে। (পাতঞ্জলদং) শাস্ত্রে সুষুপ্তির সহিত মুক্তির তুলনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে যেমন কোনরূপ জ্ঞান থাকে না, তদ্রূপ মুক্তি হইলে বহির্বিষয়ক কোন প্রকার জ্ঞানই থাকে না। বেদান্তদর্শনে এই সুষুপ্তির বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, আমরা অতি সংক্ষেপে তাহা লিখিতেছি।

জীবের তিনটী অবস্থা, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রদবস্থায় সকল প্রকার জ্ঞান থাকে। স্বপ্নাবস্থায় বাহ্যকরণ অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়সকল নির্ব্যাপার হয়, তখন আর কোনরূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞান থাকে না। শিব, শান্ত ও অদ্বৈত প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন,—যে প্রকারে জীব সুপ্ত হয়, সেই প্রকারে এই জীব যখন সুপ্ত হয়, সমস্ত অর্থাৎ বাহ্যকরণ তখন ব্যাপারশূন্য হইয়া থাকে, সম্প্রসন্ন অর্থাৎ মনোলয় হেতু শিব, শান্ত ও অদ্বৈত হয়। জীব তখন নাড়ীস্থানগত থাকেন। অন্য শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সেই সকল নাড়ীর দ্বারা প্রত্যবসর্পণপূর্ব্বক পুরীতৎ নামক নাড়ীতে শয়ন করেন, আবার অন্য স্থানে লিখিত আছে যে, জীব যখন সুপ্ত হন, কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করেন না, তখন অভিহিত নাড়ীস্থানে থাকেন। অনন্তর প্রাণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন। আবার শ্রুত্যন্তরে এইরূপ শুনাযায়, যে হৃদয়াভ্যন্তর আকাশরূপ ব্রহ্ম জীব সুষুপ্তিকালে এই আকাশে শয়ন করেন। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, "হে সৌম্য শ্বেতকেতো! সেই সময় জীব সৎসম্পন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মসম্পন্ন হন। তখন আর জীবের বাহ্য ও আভ্যন্তর কোন জ্ঞানহ থাকে না" ইত্যাদি সকল শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থে সংশয় এই যে, শ্রুত্যুক্ত নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম এগুলি কি পরস্পর নিরপেক্ষরূপে বা পৃথক্ পৃথক্ রূপে সুষুপ্তিস্থান। জীব কি ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বিকল্পে সুপ্ত হন, অথবা নাড়ীপথে পুরীততে গমন করিয়া ব্রহ্মে শয়ান হন।

জীব সুষুপ্তির উদ্দেশে নাড়ী, পুরীতত্ ও পরমাত্মা এই তিনের বিকল্পিত বা অন্যতম স্থানে উপসর্পিত হন। অর্থাৎ জীব সুষুপ্তির জন্য একযোগে নাড়ী প্রভৃতিতে উপগত হন। বিকল্পে অর্থাৎ কখন নাড়ীতে ও কখন পুরীতত্ প্রভৃতিতে উপগত হন না। কেন না শ্রুতি ঐরূপ হওয়ার কথাই বলিয়াছেন, আমরা সতে অর্থাৎ ব্রহ্মে একীভূত হইয়াছি।

নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম এই তিনই সুষুপ্তিস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে নাড়ী ও পুরীতৎ এই দুইটী সুষুপ্তিস্থান ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ। বস্তুতঃ ব্রহ্মই সুষুপ্তির অনপায়ী সুখ ও অদ্বিতীয় স্থান। আরও দেখ, নাড়ীই হউক বা পুরীতৎই হউক, যাহা জীবোপাধির আধার বলিয়া স্বীকার্য্য হইবে, অবশ্যই তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু উপাধি সম্বন্ধ ব্যতীত জীবের স্বতঃ আধারতা অসম্ভব। কারণ জীব উপাধিশূন্য হইলেই ব্রহ্মাভিন্ন হয় এবং ব্রহ্মও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় উপাধি সম্পর্ক থাকায় পররূপাপত্তির ন্যায় থাকেন। কিন্তু সুষুপ্তিতে তাহার অভাব হয়। তাহাই তাহার স্বরূপপ্রাপ্তি ও সৎসম্পন্ন হওয়া এবং ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য, আত্মাই একমাত্র সুষুপ্তিস্থান। কারণ শ্রুতি সুষুপ্তি অধিকারে নিত্য নিয়মিতরূপে আত্মা হইতে প্রবুদ্ধ জাগ্রদবস্থা হওয়ার উপদেশ দিয়াছেন। যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, সেইরূপ আত্মা হইতে এই সমুদায় প্রাণ বহিরাগত হয়। জীব ব্রহ্ম হইতে আসিয়াও জানিতে পারে না যে, আমরা ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছি।

জীব সুষুপ্তিকালে প্রতিদিনই ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছে, অথচ জানে না যে, আমরা ব্রহ্ম লাভ করিতেছি। পূর্ব্ব প্রবোধে সে তাহাই হয়। সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, বরাহ, কীটও পতঙ্গ যে যেরূপ ছিল, পর প্রবোধে সে তাহাই হয়। যে শরীরে সুপ্ত সেই শরীরেই জাগ্রত। বীজাঙ্কুর সমান সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ এই দুয়ের মধ্যে একই উপাধি বিদ্যমান, সুতরাং সেই একই জীব উভয়াবস্থায় অবস্থিত। অর্থাৎ যিনিই সুপ্ত হন, তিনিই জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যখন সুষুপ্তি হয় তৎকালে যখন কোনরূপই জ্ঞান থাকে না, তখন জাগ্রদবস্থায় তাহার কোনরূপ স্মরণ অসম্ভব। এইজন্য শাস্ত্রে সুষুপ্তিকে মোক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। জীবের যখন মুক্তি হয়, তখন সুখদুঃখাদির অত্যন্তাভাব হয়, সুষুপ্তিতেও সুখদুঃখের অত্যন্তাভাব হয়। জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ছাড়া আরও একটী অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার নাম মুগ্ধাবস্থা। ইন্দ্রিয়গণ শ্রান্ত হইলে অর্থাৎ তাহাদের কার্য্য করিয়া অসক্ত হইলে তাহাদের বিশ্রামের জন্য সুষুপ্তি হইয়া থাকে। সুষুপ্তির পর তাহারা সুস্থ হইয়া পুনরায় স্ব স্ব কার্য্য করিতে থাকে। (বেদান্তদ° ৩অ°)

সুষুপুঃ (ত্রি) স্বপিতুমিচ্ছুঃ স্বপ-সন্, সনন্তাদুঃ। নিদ্রা যাইতে অভিলাষী।

সুষুমৎ (ত্রি) সোমযুক্ত বা শোভন প্রসবযুক্ত।

"দক্ষায় সুষুমান্ আদর্শ" (ঋক্ ১০।১)

'সুষুমান্ সুষ্ঠু সূয়তে ইতি সুষুঃ সোমঃ তেন তদ্বান্ শোভনপ্রসবো বা' (সায়ণ)

সুষুম্ন (ত্রি) ১ সুষুম্ন বা সুধন, (ঋক্ ১০।১০৪।৫)

সুষুম্না (স্ত্রী) সুষ্ঠু ইত্যব্যক্তশব্দং ম্নায়তীতি ম্না-ক। নাড়ীভেদ, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটি প্রধানা নাড়ী। এই নাড়ী মেরুর

বাহু দেশে এবং ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যদেশে অবস্থিত। এই নাড়ী ত্রিগুণময়ী ও চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিস্বরূপা।

"মেরোর্বাহ্য প্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্যদক্ষে নিষণ্ণে
মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা।" (ষট্‌চক্রভেদ)

ষট্‌চক্রভেদ বা যোগাভ্যাস করিতে হইলে এই নাড়ীর বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক, এই সকল নাড়ীর গতি ও অবস্থান প্রভৃতি না ধরিতে পারিলে কিছুতেই হটযোগসিদ্ধ হইবে না।

যোগিস্বরোদয়ে লিখিত আছে যে, মেরুর বাহ্যে পিঙ্গলার সহিত ইড়ানাড়ী এবং ব্রহ্মদ্বারাবধি ভানুমার্গদ্বারা সুষুম্না নাড়ী অবস্থিত আছে।

"মেরুবাহ্যে ইড়া নাড়ী পিঙ্গলয়া সমন্বিতা।
সুষুম্না ভানুমার্গেন ব্রহ্মদ্বারাবধিস্থিতা॥"

(যোগিস্বরোদয়) [ইড়া ও পিঙ্গলাশব্দ দেখ]

এই নাড়ীর অশুভ সম্বন্ধে এই রূপ লিখিত আছে, যে সময় নাসিকাপ্রদেশে ক্ষণকাল বাম দিকে এবং ক্ষণকাল দক্ষিণ দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন সুষুম্না নাড়ীতে শ্বাস বহিতেছে স্থির করিতে হইবে। এই সময় অতি অশুভ, এই কালে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা সফল হয় না। সুতরাং সুষুম্না নাড়ীতে যখন শ্বাস বহিবে, তখন কোন শুভ কার্য্য করিবে না। এই নাড়ীতে যখন অগ্নি অবস্থিত থাকে, সেই কাল অতি বিষম এবং সর্ব্বকার্য্যবিনাশক। সে সময় অনুক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া দুই প্রকার বায়ু বহিতে থাকে, তখন তাহার বিশেষ অশুভ উপস্থিত, ইহা স্থির করিতে হইবে।

"ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে যদা বহতি মারুতঃ।
সুষুম্না সা চ বিজ্ঞেয়া সর্ব্বকার্য্যহরাশুভা॥
তস্যাং নাড্যাং স্থিতো বহ্নির্জ্জ্বলন্তকালরূপিণঃ।
বিষমং তং বিজানীয়াৎ সর্ব্বকার্য্যবিনাশনং॥
যদানুক্রমমুল্লঙ্ঘ্য তস্যাং নাড্যাং দ্বয়ং বহেৎ।
তদা তস্য বিজানীয়াদশুভং সমুপস্থিতং॥" (ব্রহ্মযামল)

ফলে যাঁহারা যোগাভ্যাস করিবেন, তাঁহারা প্রথমে ইড়া, তৎপরে পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী নাড়ীকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া লইবেন। এই নাড়ীর গতি আদি স্থির না করিতে পারিলে, তাঁহারা কিছুই স্থির করিতে পারিবেন না। ইহার বিষয় অবগত হইতে হইলে যে গুরু ইহা সম্যক্ অবগত আছেন, তাঁহার নিকট সবিশেষ অবগত হইয়া যোগানুষ্ঠানাদি করিবে।

সুষূ (স্ত্রী) সু সূতে সূ-ক্বিপ্-ষত্বং। সুপ্রসবা, শোভনপ্রসবযুক্তা।

"সুষূঃ সূতমাতা" ঋক্ ১।৮।৭) 'সুষূঃ সুপ্রসবা মাতা' (সায়ণ)

সুষূত (ত্রি) অগ্নিহোত্রার্থ উত্তমরূপে প্রেরিত।

"সুষূতং ভুবদায়ঃ" (ঋক ৫।১০৩)

'সুষূতং অগ্নিহোত্রার্থং সুষ্ঠু প্রেরিতং' (সায়ণ)

সুষূতি (স্ত্রী) সু-সূ-ক্তিন্। শোভনপ্রসব।

সুষূমা (স্ত্রী) সুষ্ঠু প্রসবিত্রী, শোভনরূপে প্রসবকারিণী।

"স্বঙ্গুরি সুষূমা বহু সূবরী" (ঋক ২।৩২।৭) 'সুষূমা সুষ্ঠু প্রসবিত্রী, শুভ প্রাণিপ্রসবে, অন্যেভ্যোপি দৃশ্যন্তে ইতি মনিন্' (সায়ণ)

সুষেক (ত্রি) উত্তম সেক করিতে শক্য, শোভনরূপে সিঞ্চন করিতে সমর্থ।

"বয়ং সুষেক মত্তপক্ষিতঃ" (ঋক ১০।১০১।৫)

'সুষেকং সুষ্ঠু সেক্তুং শক্যং' (সায়ণ)

সুষেচন (ত্রি) শোভন উদকসেকযুক্ত।

"অবতং সুবরত্রং সুষেচনং" (ঋক্ ১০।১০১।৬)

'সুষেচনং শোভনোদকে সেকোপেতং' (সায়ণ)

সুষেণ (পুং) ১ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৭১) 'শোভনা সেনা স্বগণাত্মিকা যস্য' (শাঙ্করভাষ্য) ২ করমর্দ্দকবৃক্ষ। ৩ বেতসলতা। (রাজনি°) ৪ বসুদেবের পুত্রবিশেষ। (ভাগবত ৯।২৪।৫২)

বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে যে আট পুত্র হয়, তাহার মধ্যে সুষেণ দ্বিতীয়। ৫ রাজাবিশেষ, শূরসেনাধিপতি। রঘুবংশে এই রাজার উল্লেখ আছে—

"সা শূরসেনাধিপতিং সুষেণ-
মুদ্দিশ্য লোকান্তরগীতকীর্ত্তিং॥" (রঘু ৬।৪৫)

৬ বানররাজ সুগ্রীবের বৈদ্য। রামরাবণের যুদ্ধকালে সুষেণ রামচন্দ্রের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। রামায়ণে এই সুষেণের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

সুষেণ কবিরাজ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত বৈয়াকরণ।

সুষেণিকা (স্ত্রী) কৃষ্ণত্রিবৃতা, চালত তেউড়ী। (অমর)

সুষেণী (স্ত্রী) ত্রিবৃতা, তেউড়ী, সুষেণা। (রাজনি°)

সুষোম (ত্রি) শোভন সোমযুক্ত, শোভন সোমবিশিষ্ট।

"সুষোমে শর্য্যণাবন্" (ঋক ৮।৭।২৯)

'সুষোমে শোভনসোমযুক্তে' (সায়ণ)

সুষোমা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (ভাগবত ৫।১৯।১৭)

সুষ্কন্ত (পুং) ধর্ম্মনেত্রের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ইহার পাঠান্তর সুমন্ত।

সুষ্টু (ত্রি) সুষ্ঠু স্তূয়মান, শোভনরূপে স্তূয়মান।

"সুষ্টোঃ সুযুম্ন্য পুরুরুচঃ" (ঋক ১০।১০৪।৫)

'সুষ্টোঃ সুষ্ঠু স্তূয়মানস্য' (সায়ণ)

সুষ্টুত (স্ত্রী) সু-স্তু-ক্ত, ষত্বং তস্য ট। শোভনরূপে স্তুত, উত্তম স্তববিশিষ্ট। (ঋক্ ১।১৫৭।৪)

সুষ্টুতি (স্ত্রী) শোভন স্তুতিযোগ্য।

"ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিং" (ঋক্ ১।৭।৭)

'সুষ্টুতিং যোগ্যাং শোভনস্তুতিং' (সায়ণ)

সুষ্টুভ্ (ত্রি) শোভন স্তোভযুক্ত, শোভন স্তববিশিষ্ট। "সষ্টুভা স স্তুভা" (ঋক্ ১।৬২।৪) 'সুষ্টুভা শোভনস্তোভযুক্তেন স্তোভতি স্তুতিকর্ম্মা, সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে কিপ্, শোভন স্তুপ্ স্তোভো যস্য' (সায়ণ)

সুষ্ঠান (ক্লী) সুস্থান, শোভনাবাসস্থান। "কৃধি সুষ্ঠানে রোদসী পুনানঃ" (ঋক্ ৯।৯৭।২৭) 'সুষ্ঠানে সুস্থানে অস্মাকং শোভনাবাসস্থানে' (সায়ণ)

সুষ্ঠু (অব্য) সুতিষ্ঠতীতি সু-স্থা (অপদুঃসুষু স্থঃ। উণ্ ১।২৬) ইতি কু, সুষমাদিত্বাৎ ষত্বং। ১ প্রশংসা। ২ অতিশয়। ৩ সত্য।

"পৃথোস্তৎ সূক্তমাকর্ণ্য সারং সুষ্ঠুমিতং মধু।
স্ময়মান ইব প্রীত্যা কুমারঃ প্রত্যুবাচ হ॥" (ভাগব° ৪।২২।১৭)

'সুষ্ঠু গম্ভীরার্থং' (স্বামী)

সুষ্ঠুবাহ (ত্রি) শোভনবাহনসমর্থ। "ভোজমশ্বাঃ সুষ্ঠুবাহো বহন্তি" (ঋক্ ১০।১০৭।১১) 'সুষ্ঠুবাহঃ বহ প্রাপণে 'বহশ্চেতি ণ্বি প্রত্যয়ঃ, শোভনবহনসমর্থাঃ অশ্বাঃ' (সায়ণ)

সুষ্ম (ক্লী) রজ্জু, দড়ি। (অমরটীকায় স্বামী)

সুষ্মন্ত (পুং) ধর্ম্মনেত্রের পুত্রবিশেষ। (হরিবংশ)

সুসংযত (ত্রি) সু-সম্-যম-ক্ত। যথাবিধি সংযমবিশিষ্ট, যিনি বিধিবিধানে সংযত হইয়া আছেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বিধি-বিধানে পূজাদি করিতে হইলে ক্রিয়ার পূর্ব্বদিন সুসংযত থাকিতে হয়। পূর্ব্বদিন সংযত না হইয়া কোন কর্ম্মই করিবে না।

"যো যঃ কশ্চিত্তীর্থযাত্রান্তু গচ্ছেৎ
সুসংযতঃ স চ পূর্ব্বং গৃহে স্বে।
কৃতোপবাসঃ শুচিরপ্রমত্তঃ
সম্পূজয়েৎ ভক্তিনতো গণেশং॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

সুসংযুক্ত (ত্রি) সু-সম্-যুজ-ক্ত। উত্তমরূপে সংযুক্ত; উত্তমরূপে মিলিত।

সুসংযুত (ত্রি) সু-সম্ যু-ক্ত। সুসংমিশ্রিত, উত্তমরূপে মিলিত।

সুসংরব্ধ (ত্রি) সু-সম্-রভ্-ক্ত। উত্তমরূপে সংরব্ধ, যাহা ভালরূপে আরম্ভ করা হইয়াছে।

সুসংবৃত (ত্রি) সু-সম্-বৃ-ক্ত। উত্তমরূপে সংবৃত, উত্তমরূপে আচ্ছাদিত।

সুসংবৃদ্ধ (ত্রি) অতিশয় বৃদ্ধিবিশিষ্ট।

সুসংশিত (ত্রি) সুতীক্ষ্ণ। "সকৃবজো ন তিগ্মাঃ সুসংশিতাঃ" (ঋক্ ৫।১৯।৫) 'সুসংশিতাঃ সুতীক্ষ্ণাঃ' (সায়ণ)

সুসংসৃষ্ট (ত্রি) সু-সম্-সৃজ-ক্ত। উত্তমরূপে সংসৃষ্ট, উত্তমরূপে জড়িত।

সুসংস্কৃত (ত্রি) সুষ্ঠু সংস্ক্রিয়তে ইতি সু-সং-কৃ-ক্ত। ১ ঘৃতাদি নানা দ্রব্যে সুসংস্কৃত ব্যঞ্জনাদি, যে সকল ব্যঞ্জন ঘৃতাদি নানা প্রকার দ্রব্যদ্বারা সংস্কার করা হইয়াছে। পর্য্যায়—প্রযত। (অমর)

"তৈলপাকসুসংস্কারে প্রযতমুপসংস্কৃতং। (শব্দরত্না°)

২ উত্তম সংস্কারবিশিষ্ট, যাহাদের উত্তমরূপ সংস্কার হইয়াছে। ৩ স্বরবর্ণাদি সংস্কারযুক্ত মন্ত্র। "সুসংস্কৃতৈঃ স্বরবর্ণাদিসংস্কারযুক্তৈঃ মন্ত্রৈঃ' (নীলকণ্ঠ)

সুসংস্থিত (ত্রি) সু-সং-স্থা-ক্ত। উত্তমরূপে সংস্থিত, সম্যক্ স্থিতিবিশিষ্ট।

সুসংহত (ত্রি) সু-সম্-হন্-ক্ত। ১ অতিশয় সংহত, বিশেষরূপে মিলিত। ২ অতি দৃঢ়। ৩ সম্যক্প্রকারে হত।

সুসংহৃষ্ট (ত্রি) সু-সম্-হৃষ্-ক্ত। অতিশয় সংহৃষ্ট, অতিশয় আহ্লাদিত।

সুসকৃথ (ত্রি) শোভনঃ সকৃথি যস্য। (নঞ দুঃসুভ্যো হলি-সকৃথ্যোরন্যতরস্যাং। পা ৫।৪।১২১) ইতি বিকল্পে অচ্ সমাসান্তঃ। সুন্দর সকৃথিবিশিষ্ট, বিকল্পে উক্ত সূত্রানুসারে অচ্ সমাসান্ত করিয়া সুসকৃথি ও সুসকৃথ এই দুই পদ হয়।

সুসঙ্কাশ (ত্রি) অতিশয় প্রকাশমান।

"সুসঙ্কাশা মাতৃমৃষ্টেব যোষা" (ঋক্ ১।১২৩।১১)

'সুসঙ্কাশা অত্যর্থং প্রকাশমানা' (সায়ণ)

সুসঙ্কুল (পুং ক্লী) ১ অতি সঙ্কুল, ঘোরতরযুক্ত। ২ অতি সঙ্কীর্ণ। ২ অতিশয় লোকাদি দ্বারা নিরবকাশ।

সুসংক্রুদ্ধ (ত্রি) সু-সম্-ক্রুধ-ক্ত। অতিশয় সংক্রুদ্ধ, অতিশয় ক্রোধাবিশিষ্ট।

সুসঙ্গ, ময়মনসিংহ জেলার একটি পরগণা। ইহার ক্ষেত্রফল ১৮৮৮০৩ একর বা ৪৫১০ ৫ বর্গমাইল। ইহার অধীনে ২৩টি জমিদার আছে। রাজস্ব বার্ষিক প্রায় ২২০০০্ টাকা। এই স্থান নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। এখানে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। এই সকল পাহাড়ে অনেক বন্যহস্তী ধরা হয়। সুসঙ্গপরগণার মধ্যে দুর্গাপুর, নারায়ণডহর এবং পূর্ব্বদেহোলা এই তিনটি গ্রামই উল্লেখযোগ্য। দুর্গাপুর সোমেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানেই সুসঙ্গের রাজপুরী প্রতিষ্ঠিত। পুরীটি বৃহৎ হইলেও এখন ধ্বংসোন্মুখ। এই পরগণার মধ্যে এই গ্রামটিই প্রধান। নারায়ণডহর নসিরাবাদসহরের ১৮ মাইল পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানকার মজুমদার উপাধিধারী জমিদারেরাই বর্ত্তমান সময়ে পরগণার মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। এখানে কয়েকখানা প্রাচীন অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বদেহোলা একটি গণ্ডগ্রাম। এখানে কয়েকটি বড় বড় পাকা বাড়ী, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী এবং রাজ-

ডেংগোনার বিল নামে একটি প্রকাণ্ড বিল আছে। ইহার জল অতি নির্ম্মল ও স্বচ্ছ। সুসঙ্গের মহারাজ জমির উন্নতি-সাধনের জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। ময়মনসিংহ জেলায় উত্তর সীমান্তবর্ত্তী গারো পাহাড়েও তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই রাজপরিবারের আর সে পূর্ব্বশ্রী নাই। ইহাঁরা এখনও আর্য্যবিদ্যার আদর করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান মহারাজ বেশ শিক্ষিত, শিকারনিপুণ ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি।

সুসঙ্গদুর্গাপুরের রাজবংশ বহু প্রাচীন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সমশের-ঠাকুর বৈশ গারো নামক জনৈক গারো পাহাড়িয়াদিগের অধিপতিকে পরাজিত করিয়া সুসঙ্গ ও গারো পাহাড়ের স্বাধীন রাজা বলিয়া আপনাকে বিঘোষিত করেন। ইহার পরে বুদ্ধিমন্ত খাঁ, কামাই হাজরা, বামন খাঁ এবং জগদানন্দ খাঁ নামক চারিজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এই সময়ে ইহাদিগের যে কি উপাধি ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। ইহার পরবর্ত্তী কয়েকজন সুসঙ্গাধিপতির নামের পূর্ব্বে মল্লিক উপাধিও পাওয়া যায়। ইহা হইতে বোধ হয় যে ইহাদিগের পূর্ব্বতন উপাধি "মল্লিক" ছিল। জগদানন্দ খাঁয়ের দুই পুত্র, মল্লিক জানকীনাথ ও মল্লিক যদুনাথ। পিতার মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠ জানকীনাথ সুসঙ্গের গদীতে আরোহণ করেন। ইঁহার মৃত্যু হইলে ইঁহার পুত্র মল্লিক রঘুনাথ রাজত্ব করেন। এ পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে কি মুসলমান্ বিজেতাদিগের সঙ্গে এই বংশের কোনই সম্বন্ধ ছিল না। রঘুনাথের রাজত্বকালে দুর্দ্দান্ত গারো পাহাড়িয়ারা অবাধ্য ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পড়ে। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য রঘুনাথ সম্রাট্-সরকারে বৎসরে কতকগুলি গারোপাহাড়োৎপন্ন সুগন্ধি অগরুকাষ্ঠ প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হইয়া সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে সৈন্য সাহায্য প্রাপ্ত হন। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে ১২৫জন সোয়ার ও ২৫০ জন সিপাহী এবং "গারো জমনি মন্সুরি দুর্জ্জয় মুন্সুরি ও পাঁচ-হাজারী" এই কয়টি উপাধিও প্রদান করেন। এতদিন পর্য্যন্ত এই বংশের নামের শেষে সিংহপদবী পাওয়া যায় নাই। রঘুনাথের ৭ পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামনাথ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সর্ব্বপ্রথম ইঁহারই নামের সঙ্গে "সিংহ" পদবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনিও সম্রাট্-সরকারে প্রতিবৎসরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অগরুকাষ্ঠ প্রেরণ করিতেন। ইনি অপুত্রাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন বলিয়া ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীপতি কুমারের পুত্র রামজীবনসিংহ সুসঙ্গের রাজতক্তে আরোহণ করেন। ইঁহাকে পিতৃব্যের সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ও সুসঙ্গের জমিদার বলিয়া স্বীকার করিয়া সম্রাট্ শাহজাহান এক সনন্দ প্রদান করেন। এই সময়কার সরকারী কাগজপত্র দৃষ্টে জানা যায় যে, শাহজাহান এবং অরঙ্গজেব এই উভয় সম্রাট্ই ইঁহাকে "রাজা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই সময় হইতেই বোধ হয় এই পরিবারের 'রাজা' উপাধি হইয়া থাকিবে। রামজীবনের মৃত্যুর পরে (১৭০০ খৃষ্টাব্দে) পুত্র রামকৃষ্ণ সুসঙ্গের রাজা হন। কিন্তু কোন মুসলমান রমণীর পাণিগ্রহণ করায় সম্রাট্ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত এবং স্বজাতীয়েরা তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। কিছুকাল পরে তিনি কুণ্ডার রহিম আইমার নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। মুসল্‌মানী বিবাহের পূর্ব্বে তিনি যে হিন্দু স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভজাত রামসিংহকে নবাব জাফর খাঁ সুসঙ্গের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার আমলে সুসঙ্গ জমিদারীর দুই আনা অংশ ইঁহার জামাতা হররাম সিংহকে প্রদান করা হয়। অরঙ্গজেব অগরুকাষ্ঠের পরিবর্ত্তে রৌপ্যমুদ্রা রাজকর লইবার ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে রাজাদিগকে রীতিমত নজরাণাও দিতে হইয়াছে। রামসিংহের মৃত্যুর পরে কিশোরসিংহ রাজ্যলাভ করেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার সহোদর রাজ সিংহ গদীতে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে দশশালা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ১৮২২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে জ্যেষ্ঠপুত্র বৈদ্যনাথ পিতার জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হওয়ায়, দ্বিতীয় পুত্র বিশ্বনাথ রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে ইঁহার পুত্র রাজা প্রাণকৃষ্ণসিংহ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে "রাজা-বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ রাজ্যপ্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে মহারাণীর ঘোষণাপত্রপ্রচার উপলক্ষে দিল্লীতে যে দরবার হয়, সেই দরবারে ইঁহাকে 'মহারাজা' উপাধি প্রদান করা হয় এবং ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে এই উপাধি বংশানুগত হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে, চারি পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কুমুদচন্দ্র সিংহ 'মহারাজ' উপাধি লাভ করেন। সুসঙ্গের রাজবংশ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে বিশেষ সম্মানিত।

সুসঙ্গত (ত্রি) সু-সম্-গম-ক্ত। উত্তমরূপে সঙ্গত, উত্তমরূপে মিলিত। ২ অতিশয় যুক্তিযুক্তবাক্য। ৩ অতি সৌহার্দ্দ। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুসঙ্গতা, উত্তমরূপে মিলিতা।

সুসংগৃহীত (ত্রি) সু-সম্-গ্রহ-ক্ত। উত্তমরূপে সংগৃহীত, উত্তমরূপে সংরক্ষিত।

"রাষ্ট্রস্য সংগ্রহে নিত্যং বিধানমিদমাচরেৎ।
সুসংগৃহীতরাষ্ট্রো হি পার্থিবঃ সুখমেধতে॥" (মনু ৭।১১৩)
'সুসংগৃহীতরাষ্ট্রঃ সংরক্ষিতরাষ্ট্রঃ' (কুল্লূক)

সুসংগ্রহ (পুং) সু-সম-গ্রহ-অচ্। উত্তমরূপে সংগ্রহ, যাহা অনায়াসে সংগ্রহ করা যায়।

সুসঞ্চিত (ত্রি) সু-সম্-চি-ক্ত। উত্তমরূপে সঞ্চিত, যাহা উত্তমরূপে সঞ্চয় করা হইয়াছে।

সুসংস্কৃত (ত্রি) অতি সংস্কৃত, অতিশয় পূজিত।

সুসত্যা (স্ত্রী) জনকরাজের পত্নী। (কালিকাপু° ৩৭ অ°)

সুসনি (ত্রি) দয়ালু।

সুসনিতৃ (ত্রি) অভিলষিতধনদাতা, যিনি অভিলষিত ধন ইচ্ছায় দান করেন। "কৃধি রত্নং সুসনিতর্ধনানাং" (ঋক্ ৩।১৮।৫)
'সুসনিতঃ অভিলষিতধনানাং সুষ্ঠু দাতঃ হে অগ্নে' (সায়ণ)

সুসনিতা (স্ত্রী) শোভন ভজন।
"সনেম তৎ সুসনিতা" (ঋক্ ১০।৩৬।৯)
'সুসনিতা শোভনেন ভজনেন' (সায়ণ)

সুসন্তুষ্ট (ত্রি) সু-সম্-তুষ-ক্ত। অতিশয় সন্তুষ্ট, অতিশয় আহ্লাদিত।

সুসন্তোষ (ত্রি) সু শোভনঃ সন্তোষো যস্য। ১ অতি সন্তুষ্ট। (পুং) ২ অতি সন্তোষ।

সুসন্ত্রস্ত (ত্রি) সু-সম-ত্রস-ক্ত। অতি সন্ত্রস্ত, অতিশয় ভীত।

সুসন্দৃশ (ত্রি) সুষ্ঠু অনুগ্রহ দৃষ্টিদ্বারা সকলের দ্রষ্টা।
"সুসন্দৃশং ত্বা বয়ং" (ঋক্ ১।৮২।৩)
'সুসন্দৃশং সুষ্ঠু অনুগ্রহদৃষ্ট্যা সর্ব্বস্য দ্রষ্টারং' (সায়ণ)

সুসন্ধ (ত্রি) সু সন্ধ্যে শোভনা সন্ধা যস্য। সত্যসন্ধ, সত্যপ্রতিজ্ঞ। (কাম° নীতি ৯৬২)

সুসন্নত (ত্রি) সু-সম্-নম-ক্ত। অতি সন্নত, অতিশয় নত।

সুসম (ত্রি) সুষমশব্দার্থ, শোভন সম।

সুসমাপ্ত (ত্রি) শোভনরূপে সমাপ্ত, যাহা উত্তমরূপে সমাপন হইয়াছে।

সুসমাহিত (ত্রি) সু-সম-ধা-ক্ত, 'ধাঞো হি' ইতি হি আদেশঃ। সুসমাধানবিশিষ্ট, অতিশয় একাগ্রচিত্ত।
"পরীক্ষিতাঃ স্ত্রিয়শ্চৈনং ব্যজনোদকধূপনৈঃ।
বেশাভরণসংশুদ্ধাঃ স্পৃশেয়ুঃ সুসমাহিতাঃ ॥" (মনু ৭।২১৯)
'সুসমাহিতাঃ অপ্রক্ষিপ্তমনসঃ' (মেধাতিথি)

সুসমিদ্ধ (ত্রি) ১ অতি প্রজ্বলিত। ২ অগ্নির নামভেদ। "সুসমিদ্ধো ন আ বহ দেবান্" (ঋক্ ১।১৩।১) 'হে অগ্নে সুসমিদ্ধো নামক' (সায়ণ)

সুসমুক্ক (ত্রি) সুষ্ঠুরূপে সঙ্কুচিতসর্ব্বাঙ্গ। যিনি সকল অঙ্গ উত্তমরূপে সঙ্কুচিত করিয়াছেন।
"মাতৃতমা দাসা যদীং সুসমুব্ধং" (ঋক্ ১।১৫৮।৫)
'সুসমুব্ধং সঙ্কুচিতসর্ব্বাঙ্গং' (সায়ণ)

সুসমৃদ্ধ (ত্রি) অতি সমৃদ্ধ, অতিশয় সম্পন্ন। বিশেষ সমৃদ্ধিশালী।
"দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্য্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা।
ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি ন প্রসজ্জেত বিস্তরে ॥" (মনু ৩।১২৫)

সুসম্পদ্ (স্ত্রী) সুষ্ঠু সম্পৎ, প্রাদিসমাসঃ। সৌভাগ্য, পর্য্যায়—পরভাগ। (ত্রিকা°)

সুসম্পিষ্ট (ত্রি) সু-সম-পিষ-ক্ত। উত্তমরূপে চূর্ণিত, যাহা উত্তমরূপে পেষণ করা হইয়াছে।
"অনঃশয়ে সুসম্পিষ্টং বিপাশ্যা" (ঋক্ ৪।৩০।১১)
'সুসম্পিষ্টং ইন্দ্রেণ সুষ্ঠু সঞ্চূর্ণিতং' (সায়ণ)

সুসম্পূর্ণ (ত্রি) সু-সম-পৃ-ক্ত। উত্তমরূপে সম্পূর্ণ, যাহা ভালরূপে শেষ হইয়াছে।

সুসম্প্রীত (ত্রি) অতিশয় সন্তুষ্ট। অতিশয় প্রণয়বিশিষ্ট।

সুসম্বদ্ধ (ত্রি) উত্তমরূপে বদ্ধ, উত্তমরূপে মিলিত।

সুসম্ভব (পুং) বৌদ্ধরাজভেদ।

সুসম্মত (ত্রি) সু-সম্-মন-ক্ত। অতিশয় সম্মত।

সুসম্মৃষ্ট (ত্রি) সুষ্ঠুরূপে সংস্পৃষ্ট।
"সুসম্মৃষ্টাসো বৃষভস্য মূরাঃ" (ঋক্ ৩।৪৩।৬)
'সুসম্মৃষ্টাসঃ ইন্দ্রস্য হস্তাভ্যাং পৃষ্ঠভাগে সুষ্ঠু সংস্পৃষ্টাঃ' (সায়ণ)

সুসরণ (ক্লী) সু-সৃ-ল্যুট্। শোভন গমন। "দুর্গে চিন্না সুসরণং" (ঋক্ ৮।২৭।১৮) সুসরণং সু-গতৌ, শোভনগমনং' (সায়ণ)

সুসলিল (ত্রি) সু উত্তমং সলিলং যস্য। ১ উত্তম সলিলযুক্ত। (রামা° ২।৭৬।৭) (ক্লী) ২ উত্তম জল।

সুসস্য (ত্রি) উত্তম শস্যযুক্ত।

সুসহ (ত্রি) সুখেন সহ্যতেঽসৌ, সহ-খল্। সুখসহ, যাহা অনায়াসে সহ্য করা যায়। দুঃসহভিন্ন।

সুসহায় (ত্রি) সু উত্তমঃ সহায়ো যস্য। উত্তম সহায়বিশিষ্ট।
"প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা।" (মনু ৭।৩১)

সুসাধন (ত্রি) সু সুষ্ঠু সাধনং যস্য। উত্তম সাধনবিশিষ্ট। (ক্লী) ২ উত্তম সাধন।

সুসাধিত (ত্রি) উত্তমরূপে সাধিত, সুসম্পন্ন।

সুসাধ্য (ত্রি) সুখেন সাধ্যতে, সু-সাধ-যৎ। সুখসাধ্য, অনায়াসসাধ্য, যাহা অনায়াসে সাধন করা যায়।

সুসায়ম্ (ক্লী) উত্তম সায়ংকাল।

সুসার (পুং) সুষ্ঠু সারো যস্য। রক্তখদিরবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ ইন্দ্রনীলমণি। (ত্রিকা°) (ত্রি) ৩ অতিশয় সারবিশিষ্ট।

সুসার (দেশজ) সুযোগ, সুবিধা।

সুসারবৎ (ত্রি) সুসারোঽস্যাস্তীতি মতুপ্, মস্য বঃ। স্ফটিক।

সুসাবিত্র (ক্লী) সবিতৃসম্বন্ধীয় উত্তম কর্ম্ম।

সুসিকতা (স্ত্রী) সুষ্ঠু সিকতেব। শর্করা, চিনি। ২ উত্তম বালুকা।

সুসিক্ত (ত্রি) উত্তমরূপে সিক্ত।
সুসিত (ত্রি) উত্তম বর্ণবিশিষ্ট।
সুসিদ্ধ (ত্রি) উত্তমরূপে সিদ্ধ।
সুসিদ্ধার্থ (ত্রি) সুসিদ্ধোঽর্থো যস্য। সুসিদ্ধ অর্থবিশিষ্ট।
সুসীমা (স্ত্রী) সুমত্যর্হতের মাতা, ইনি ষষ্ঠ জিনজননী। (হেম) শোভনা সীমা। ২ উত্তম সীমা।
সুসুখ (ত্রি) সু শোভনং সুখং যস্য। উত্তম সুখবিশিষ্ট।
সুসুখিন্ (ত্রি) সু-সুখ অস্ত্যর্থে ইনি। সুসুখ, সুন্দর সুখ।
সুসির (পুং) দন্তমূলগত রোগবিশেষ। লক্ষণ—
"শ্বয়থুর্দন্তমূলেষু রুজাবান্ পিত্তরক্তজঃ।
লালাস্রাবী স সুসিরঃ দন্তমাংসপ্রশাতনঃ।" (বাভট উ° ২১অ°)
পিত্ত ও রক্ত কুপিত হইয়া এই রোগ জন্মে। এই রোগ হইলে দন্তমূলে শোথ, অত্যন্ত বেদনা এবং উহা হইতে লালাস্রাব ও দন্তমূলের মাংস খসিয়া খসিয়া পড়ে। [দন্তরোগ শব্দ দেখ।]
সুসীতা (স্ত্রী) শতপত্রী। চলিত সেউতী। (বৈদ্যকনি°)
সুসুনিয়া—বাঁকুড়া জেলার একটি পাহাড়। ইহা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে সোজাসুজিভাবে প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এবং কোরা পাহাড়ের সন্নিকটে অবস্থিত। জরিপের মানচিত্রে ইহার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪৪২ ফিট্। ইহার পৃষ্ঠদেশ বৃক্ষরাজিতে সমাকীর্ণ। কেবল দক্ষিণাংশের কতকটুকু স্থান পরিষ্কার করিয়া সেখান হইতে প্রস্তরখণ্ড উত্তোলিত করা হইতেছে। এই পাহাড়টি এমন খাড়া যে কোন গাড়ী করিয়া ইহাতে আরোহণ করা যায় না, তবে হাঁটিয়া অনায়াসেই উঠিতে পারা যায়।
এই পাহাড়ের গাত্রে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর অক্ষরে উৎকীর্ণ পুষ্করাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মার লিপি আছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, তিনি এই শৈলোপরি 'চক্রস্বামী' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।
সুসুগন্ধি (ত্রি) অতিশয় সুগন্ধবিশিষ্ট।
সুসূক্ষ্ম (ত্রি) অতিশয় সূক্ষ্ম।
সুসূক্ষ্মপত্রা (স্ত্রী) অভ্রমাংসী।
সুসেবিত (ত্রি) সু-সেব-ক্ত। উত্তমরূপে সেবিত, বিশেষভাবে পূজিত।
সুসেব্য (ত্রি) সু সেব-যৎ। সুখসেব্য, উত্তমরূপে সেবনীয়।
সুসৈন্ধবী (স্ত্রী) সিন্ধুদেশজাত উৎকৃষ্ট ঘোটকী।
সুসৌভগ (ক্লী) সুভগত্ব, সুপুত্রপ্রদত্ব।
"আচার্য্যমগ্রতঃ কৃত্বা বাগ্‌যতঃ সহ বন্ধুভিঃ।
দত্তাৎ পত্ন্যৌ চরোঃ শেষং সুপ্রজাস্ত্বং সুসৌভগং॥" (ভাগ° ৬।১৯।২৪)
সুসন্ধন্দন (পুং) বর্ব্বরবৃক্ষ। (রাজনি°)
সুস্কন্ধ (ত্রি) সু স্কন্ধো যস্য। উত্তম স্কন্ধবিশিষ্ট, উত্তম স্কন্ধযুক্ত।
"বর্ষাগমে চ সুস্কন্ধান্ যথাদিক্ প্রতিরোপয়েৎ।" (বৃহৎস° ৫৫।৩)
যে সকল গাছ উত্তমরূপ স্কন্ধাদিযুক্ত, ঐ বৃক্ষ বর্ষাগমে যে কোন দিকে প্রতিরোপণ করিবে।
সুস্কন্ধমার (পুং) বৌদ্ধমতে মারভেদ।
সুস্তনা (স্ত্রী) সু শোভনৌ স্তনৌ যস্যাঃ টাপ্, পক্ষে ঙীষ্। শোভনস্তনবিশিষ্টা। ২ দৃষ্টার্ত্তবা কন্যা। (রাজনি°)
সুস্ত্রী (স্ত্রী) সু শোভনা স্ত্রী। উত্তমা পত্নী।
সুস্থ (ত্রি) সুখেন তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। ১ যিনি সুখে অবস্থান করেন, অরোগী, নীরোগ, স্বাস্থ্যযুক্ত। ২ সুস্থির। ৩ সুন্দর।
সুস্থতা (স্ত্রী) সুস্থস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সুস্থের ভাব বা ধর্ম্ম, আরোগ্য, রোগশূন্যতা।
সুস্থল (পুং) জনপদবিশেষ। (ভারত)
সুস্থান (ক্লী) সু শোভনং স্থানং। উত্তম স্থান, সুখকর স্থান।
সুস্থিত (ত্রি। সু-স্থা-ক্ত। ১ শোভনরূপে স্থিত। উত্তমরূপে অবস্থিত, সুখে স্থিত। (পুং) ২ অশ্বদিগের তন্নামক গ্রহবিশেষ।
"স্থেয়তে সততং যস্তু পশ্চাদাত্মানমীক্ষতে।
সুসংস্থিতগ্রহাবিষ্টঃ স বিজ্ঞেয়ো মনীষিভিঃ॥" (জয়দত্ত)
অশ্ব এই গ্রহাবিষ্ট হইলে সর্ব্বদা হ্রেষারব এবং পরে আপনাকে অবলোকন করিতে থাকে।
৩ জৈনাচার্য্যভেদ। [জৈন দেখ।]
সুস্থিতত্ব (ক্লী) সুস্থিতস্য ভাবঃ ত্ব। সুস্থিতের ভাব বা ধর্ম্ম, সুখে অবস্থান। ২ নির্বৃতি। (ত্রিকা°)
সুস্থিতম্মন্য (ত্রি) আত্মানং সুস্থিতং মন্যতে মন-খশ্, মুমাগমঃ। যিনি আপনাকে সুস্থিত বলিয়া বিবেচনা করেন।
সুস্থিতি (স্ত্রী) সু-স্থা-ক্তি। শোভনস্থিতি, উত্তমরূপে অবস্থান, সুখে অবস্থান।
সুস্থির (ত্রি) সুষ্ঠু স্থিরঃ। স্থিরতর, অতিশয় স্থির, অচঞ্চল। ২ সুস্থ। ৩ বদ্ধ, দৃঢ় মূল।
"নহ্যেকস্মাদ্‌গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলং।"
(ভাগ° ১১।৯।৩১)
সুস্থিরম্মন্য (ত্রি) আত্মনং সুস্থিরং মন্যতে, মন-খশ্ মুম্। যিনি আপনাকে সুস্থির বলিয়া বিবেচনা করেন।
সুস্থিরবর্ম্মন্ (পুং) বাসবদত্তাবর্ণিত স্থিরবর্ম্মার পুত্র।
সুস্থেয় (ত্রি) সু-স্থা-যৎ। সুখে অবস্থানার্হ, সুখে অবস্থানযোগ্য।
সুস্না (পুং) সুষ্ঠু স্নাত্যনেন রুক্ষত্বাৎ সু-স্না-কিপ্। শমিধান্যভেদ, চলিত খেসারী। গুণ—বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ, কষায় ও গুরু। (রাজনি°)
সুস্নাত (ত্রি) সুষ্ঠু স্নাতঃ। যিনি উত্তমরূপে স্নান করিয়াছেন।
"অথাহঃসু নিবৃত্তেষু সুস্নাতাঃ কৃতমঙ্গলাঃ।
আগুচ্যাদিপ্রমুচ্যন্তে ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)
২ যজ্ঞাবস্নানকৃৎ, যিনি যজ্ঞাবসানে স্নান করিয়াছেন।

সুস্নিগ্ধ (ত্রি) সু স্নিহ-ক্ত। অতিশয় স্নিগ্ধ।

সুস্নুষ (ত্রি) শোভন স্নুষাযুক্ত। "সুপুত্র আদু সুস্নুষে" (ঋক্ ১০।৮৬।১৩) 'সুস্নুষ শোভনস্নুষে' (সায়ণ)

সুস্পার্শ (ত্রি) সুস্পর্শ।

"পয়ঃফেননিভা শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ।
আসনানি চ হৈমানি সুস্পর্শাস্তরণানি চ॥"

সুস্পষ্ট (ত্রি) অতিশয় স্পষ্ট, অতিস্ফুট।

সুস্মিত (ত্রি) সু-স্মি-ক্ত। সুন্দর ঈষদ্ হাস্যযুক্ত।

সুস্মিতা (স্ত্রী) সুষ্ঠু স্মিতং যস্যা। স্ত্রীভেদ। হাস্যমুখী স্ত্রী।

সুস্রোতস্ (ত্রি) নদীভেদ। (হরিবংশ)

সুস্বন (ত্রি) সু-স্বনো যস্য। ১ সুশব্দ, উত্তম শব্দযুক্ত। (পুং) ২ সুন্দর। ৩ শঙ্খ। (বৈদ্যকনি°)

সুস্বপ্ন (পুং) সু শোভনঃ স্বপ্নঃ। উত্তম স্বপ্ন, শুভ স্বপ্ন। শাস্ত্রে দুঃস্বপ্ন ও সুস্বপ্নের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। যে সকল স্বপ্ন দেখিলে অশুভ হয়, তাহা দুঃস্বপ্ন, এবং যে সকল স্বপ্ন দেখিলে নানাবিধ মঙ্গল হইয়া থাকে, তাহাই সুস্বপ্ন। সুস্বপ্ন দেখিলে তাহা প্রকাশ করিতে নাই, সুস্বপ্নের বিষয় প্রকাশ করিলে তাহার ফল হয় না। বিশেষতঃ কাশ্যপগোত্রের নিকট কদাচ সুস্বপ্ন প্রকাশ করিবে না, করিলে বিপত্তি ঘটে।

"উক্ত্বা কাশ্যপগোত্রে চ বিপত্তিং লভতে ধ্রুবং।" (স্বপ্নাধ্যায়)

[বিশেষ বিবরণ স্বপ্ন শব্দে দেখ]

সুস্বর (ত্রি) সু শোভনঃ স্বরো যস্য। ১ উত্তম স্বরযুক্ত, যাহার কণ্ঠধ্বনি অতি মধুর। (পুং) ২ উত্তম স্বর।

সুস্বরু (ত্রি) ১ শোভন গমনযুক্ত বা শোভন স্তুতিবিশিষ্ট।

"বয়াকিনং চিত্রগর্ভাসু সুস্বরুঃ" (ঋক্ ৫।৪৪।৫)

'সুস্বরুঃ শোভনগমনঃ স্তুতিকো বা' (সায়ণ)

সুস্বাদ (ত্রি) শোভন আস্বাদবিশিষ্ট. সুস্বাদু।

সুস্বাপ (পুং) সুনিদ্রা।

সুস্বিন্ন (ত্রি) সু অতিশয়ঃ স্বিন্নঃ। উত্তমরূপ স্বিন্ন, বিশেষরূপে পক্ব।

সুহত (ত্রি) সু-হন-ক্ত। উত্তমরূপে হত।

"শস্ত্রে হতা নহি হতা রিপবো ভবন্তি
প্রজ্ঞাহতাস্তু রিপবঃ সুহতা ভবন্তি।" (উদ্ভট)

সুহন (ত্রি) শোভন বধ, উত্তম প্রকার বধবিশিষ্ট। "অস্মভ্যং বৃত্রা সুহনানি" (ঋক্ ৪।২৩।৯) 'সুহনানি শোভনবধানি' (সায়ণ)

সুহনু (পুং) অসুরভেদ। (ভারত)

সুহন্তু (পুং) নামক ব্রহ্ম। "বৃত্রাণি রন্ধয়া সুহন্তু"(ঋক্ ৭।৩০।২) 'সুহন্তু নাম্না বাজ্রণ' (সায়ণ)

সুহব (ত্রি) শোভন আহ্বান। "ইন্দ্রং সুহবং হবেম" (ঋক্ ৪।১৬।১৫) 'সুহবং শোভনং আহ্বানং' (সায়ণ) ২ উত্তম স্তবযুক্ত। "নো দেবানাং সুহবানি সন্তু" (ঋক্ ৩।৩৫।৩) 'সুহবানি সুষ্টু স্তুত্যঃ' (সায়ণ)

সুহবিস্ (ত্রি) সু শোভনং হবির্যস্য। শোভন হবির্বিশিষ্ট, শোভন হবির্যুক্ত। "এত বত সুহবিষে জনায়" (ঋক্ ৪।২।৪) 'সুহবিষে শোভনহবিষ্কায়' (সায়ণ)

সুহবিতুনামন্ (ত্রি) শোভনাহ্বান নামধেয়।

"স্বাদুরিন্দ্রায় সুহবিতুনাম্নে" (ঋক্ ৯।৮৫।৬)

'সুহবিতুনাম্নে শোভনাহ্বাননামধেয়ায় ইন্দ্রায়।' (সায়ণ)

সুহব্য (ত্রি) শোভন অন্নযুক্ত বা শোভন হবির্বিশিষ্ট।

"সুষ্টুতিং সুহব্যাং॥" (ঋক্ ৪।৪৩।১)

'সুহব্যাং শোভনান্নোপেতাং শোভনৈর্হবির্ভির্যুক্তাং বা' (সায়ণ)

সুহস্ত (ত্রি) সু শোভনৌ হস্তৌ যস্য। "সুহস্তা দিপেন প্রীতা" (ঋক্ ৩।৪৭।২) শোভন হস্তবিশিষ্ট, কল্যাণপাণি।

'সুহস্তা কল্যাণপাণি।' (সায়ণ)

(পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদি পঃ)

সুহস্তিন্ (পুং) জৈনদিগের ১০ পূর্ব্বীর মধ্যে একজন।[জৈন দেখ।]

"মহাগিরিসুহস্ত্যাদ্যা বজ্রান্তা দশপূর্ব্বিণঃ॥"

সুহস্ত্য (পুং) ঋষিবিশেষ। "মধুপাণিং সুহস্ত্যমাম্নধং বা" (ঋক্ ১।৪।১০) 'সুহস্ত্যং সুহস্ত্যনামানমৃষিং' (সায়ণ)

সুহাবল— মধ্যভারতের বাঘেলখণ্ড এজেন্সির অধীন একটি রাজ্য ও সহর। অপর নাম সোহাবল। সহরটী সজনা নদীর তীরে ও সৎনা নওগাঁও রাজবর্ত্মের ধারে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ১০৫৯ ফিট্ উচ্চ। এই নগর রক্ষার জন্য পূর্ব্বে এখানে একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল; এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে।

সুহাস (ত্রি) শোভন হাস্যযুক্ত।

সুহাসিন্ (ত্রি) সুহাস অস্ত্যর্থে ইনি। অতিশয় হাস্যযুক্ত।

সুহিত (ত্রি) সু-ধা-ক্ত, 'ধাঞোহি' ইতি হি আদেশঃ। ১ বিহিত, সাধিত। কৃত, সম্পাদিত। ২ তৃপ্ত, সন্তুষ্ট। ৩ উপযুক্ত। সমাচীন।

সুহিতা (স্ত্রী) সুহিত-টাপ্। অগ্নিজিহ্বাবিশেষ। (জটাধর) ২ কণ্ঠজটা। (রাজনিঃ)

সুহিরণ্য (ত্রি) শোভন হিরণ্যযুক্ত, অতি রমণীয় ধনবিশিষ্ট। "সুহিরণ্যঃ স্বশ্বো বৃহদক্ষো" (ঋক্ ১।১২৫।২) 'সুহিরণ্যঃ সুষ্টুহিত-রমণীয়ধনৈর্গুণবান্' (সায়ণ)

সুহুত (ত্রি) সাধু হুত, হোমার্থ নিযুক্ত।

"যাঃ সুপ্রীতাঃ সুহুতা যৎ স্বাহা॥" (শুক্ল যজুঃ ৭।১৫)

'সুহুতাঃ সাধু হুতা হোমার্থং নিযুক্তা ইত্যর্থঃ' (মহীধর)

২ উত্তমরূপে হুত।

সুহুতাদ (ত্রি) সুহুতং অত্তি অদ-ক্বিপ্। সুহুতহবির্ভক্ষক।

"আ যস্মিন্ গাবঃ সুহুতাদঃ" (ঋক্ ৯।৭১।৪)

'সুহুতাদঃ সুহুতানাং হবিষাং ভক্ষয়িতারঃ' (সায়ণ)

সুহূ (পুং) সুষ্ঠু আহ্বানযুক্ত। সুহূদে বেভ্যো ধাম্নে" (শুক্ল যজুঃ ১।৩০) 'সুষ্ঠু হূয়তে ইতি সুহূঃ, পুংস্ত্বং ছান্দসং। যদ্বা জিহ্বা-বিশেষণং সুষ্ঠু হূয়ন্তে দেবা আহূয়ন্তেঽনয়া সা সুহূর্জিহ্বা। (মহীধর) ২ সুষ্ঠু আহ্বানযুক্ত জিহ্বা। ৩ উগ্রসেনের পুত্রভেদ।

সুহৃত্ত্ব (ক্লী) সুহৃদো ভাবঃ ত্ব। সুহৃত্তা, সুহৃদের ভাব বা ধর্ম্ম, বন্ধুর কার্য্য।

সুহৃদ (পুং) সু শোভনং হৃৎ হৃদয়ং যস্য। মিত্র, বন্ধু।

'সুহৃদাং হিতকামানাং যঃ শৃণোতি ন ভাষিতং।

বিপদ্ সন্নিহিতা তস্য স নরঃ শত্রুনন্দনঃ ॥" (হিতোপদেশ)

যিনি হিতকামী সুহৃদের বাক্য শ্রবণ করেন না, তাঁহার আশু বিপদ্ উপস্থিত হয় এবং তিনি শত্রুদিগের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৯৯) ৩ জ্যোতিষমতে লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থান। চতুর্থ স্থান বন্ধু স্থান, এই জন্য ইহাকে সুহৃদ্ কহে। এই স্থানে বন্ধুর বিষয় চিন্তা করিতে হয়, চতুর্থ স্থানে শুভগ্রহ এবং চতুর্থাধিপতি শুভভাবস্থ হইলে সুহৃদ্ভাব শুভ হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইলে অশুভ হয়।

"পাতালং হিবুকঞ্চৈব সুহৃদস্তুশ্চতুর্থকং।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সুহৃদয় (ত্রি) সুষ্ঠু হৃদয়ং অন্তঃকরণং যস্য। প্রশস্তমনাঃ, পর্য্যায়— হৃদয়ালু, সহৃদয়। (শব্দরত্না°) সদন্তঃকরণবিশিষ্ট।

সুহৃদ্বল (ক্লী) সুহৃদেব বলং। মিত্ররূপ সৈন্য, রাজাদিগের সুহৃদ্বল থাকা বিশেষ আবশ্যক। সুহৃদ্বলে বলীয়ান্ হইয়া রাজাদিগের যুদ্ধযাত্রা করা প্রয়োজন।

সুহোতৃ (ত্রি) ১ দেবতাদিগের উত্তম স্তোতা।

"অশ্বিনা সুহোতা স্তোমৈঃ সিষক্তি" (ঋক্ ৭।৬৭।৩)

'সুহোতা সুষ্ঠু দেবানাং স্তোতা।' (সায়ণ)

২ উত্তম হোতা, যিনি উত্তমরূপে হোম করিতে পারেন।

সুহোত্র (পুং) ১ চন্দ্রবংশীয় বৃহদিষরাজপুত্র। সুহোত্রের পুত্র হস্তী। (হরিবংশ ১০ অ°)

২ সহদেবের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৯৫।৮০) ৩ ভরতবংশীয় সুমন্তুর পুত্রবিশেষ। (ভারত ১।৯৪।২৪)

সুহ্ম (পুং) ভারতপুরাণোক্ত প্রাচীন জনপদভেদ। সুহ্মদেশ। দিগ্বিজয়প্রকাশমতে—

"গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্ব্বতঃ।

দামোদরোত্তরে ভাগে সুহ্মদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥" ৭।৩

গৌড়ের পশ্চিম, বীরভূমির পূর্ব্ব ও দামোদরের উত্তরবর্ত্তী ভূভাগই সুহ্মনামে খ্যাত। ভারতটীকাকার নীলকণ্ঠের মতে, সুহ্মই রাঢ়নামে খ্যাত। ধোয়ী কবির ও পবনদূত পাঠে বোধ হয়, দামোদরের দক্ষিণাংশ সুহ্মনামে খ্যাত ছিল।

২ যবনজাতিবিশেষ।

সূ (স্ত্রী) সূ-ক্বিপ্। ১ সূতি, প্রসব। ২ ক্ষেপ। প্রেরণ।

সূই (দেশজ) সূচি শব্দের অপভ্রংশ, সীবনার্থ লৌহশলাকা।

সূকর (পুং) ১ বাণ। ২ বাত। ৩ উৎপল। সু ইত্যব্যক্তশব্দং কর্ত্তুং শীলমস্য, কৃ-ট। ১ বরাহ, শূকর। (অমর) সুষ্ঠু কর্ত্তুং শীলমস্য, সু-কৃ-ট, পক্ষে উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং। কুম্ভকার। (শব্দরত্না°) ৩ মৃগভেদ। (জটাধর)

সূকরক (পুং) শালীধান্যভেদ। (বৃহৎস° ২০।২)

সূকরকন্দ (পুং) বারাহীকন্দ। (রাজনি°)

সূকরদংষ্ট্র (পুং) ক্ষুদ্র রোগবিশেষ, ইহা এক প্রকার গুহ্যভ্রংশ রোগ। গুহ্যভ্রংশরোগে দাহ, রক্তিমাকার ত্বক্‌পাক, অত্যন্ত বেদনা, কণ্ডূ ও জ্বর উপস্থিত হয়, তাহাকে সূকরদংষ্ট্র কহে।

"সদাহো রক্তপর্য্যন্তস্ত্বক্‌পাকী তীব্রবেদনঃ।

কণ্ডূমান্ জ্বরকারী স স্যাৎ সূকরদংষ্ট্রকঃ ॥" (ভাবপ্র°)

সূকরনয়ন (ক্লী) কাষ্ঠের ছিদ্রবিশেষ। যে কাষ্ঠছিদ্র বিষম, বিবর্ণ অধার্দ্ধ ও পর্ব্ব পরিমাণ দীর্ঘ তাহা সূকরনয়ননামে খ্যাত।

"নিস্কুটমথ কোলাক্ষং সূকরনয়নঞ্চ বৎসনাভঞ্চ।

শূকরনয়নং বিষমং বিবর্ণমধার্দ্ধপর্ব্বদীর্ঘঞ্চ ॥" (বৃহৎসং° ৭৯।৩৪)

সূকরপাদিকা (স্ত্রী) কৃষ্ণশিম্বী লতা, কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী। (বৈদ্যকনি°) ২ কোলশিম্বী। (রাজনি°)

সূকরমুখ (ক্লী) নরকভেদ। (ভাগবত ৫।২৬।৭)

সূকরাক্রান্তা (স্ত্রী) বরাহাক্রান্তা। (শব্দচ°)

সূকরাক্ষিতা (স্ত্রী) শূকরের ন্যায় অধোদৃষ্টিত্ব।

সূকরাস্যা (স্ত্রী) দেবীবিশেষ, বারাহী।

সূকরাহ্বয় (পুং) গ্রন্থিপর্ণবৃক্ষ, চলিত গেঁঠেলা। (রাজনি°)

সূকরিকা (স্ত্রী) লতাভেদ। (বৃহৎস° ৫৪।৮৮)

সূকরী (স্ত্রী) সূকর জাতৌ ঙীষ্। ১ সূকরভার্য্যা, শূকরী। ২ বরাহক্রান্তা। ৩ বারাহীনামক কন্দশাক। (রাজনি°)

সূকরেষ্ট (পুং) ১ পক্ষিবিশেষ। শূকরাণামিষ্টঃ। ২ কসেরু। (ত্রি) ৩ শূকরপ্রিয় দ্রব্যমাত্র।

সূক্ত (ত্রি) সুষ্ঠু উক্তং। শোভনোক্তিবিশিষ্ট।

২ বেদোক্ত স্তোত্রমন্ত্রাদি, ইহা অগ্নিসূক্ত, পুরুষসূক্ত, শ্রীসূক্ত, দেবীসূক্ত প্রভৃতিভেদে বহু প্রকার। দেবদেবীর পূজা ও মহাস্নানসময়ে এই সকল সূক্ত পাঠ করিতে হয়।

"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং" ইত্যাদি অগ্নিসূক্ত (ঋক্ ১।১।১) "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" ইত্যাদি পুরুষসূক্ত (ঋক্ ১০।৯০।১) "অহং রুদ্রেভিঃ" ইত্যাদি দেবীসূক্ত (ঋক্ ১০।১২৫।১)

হিন্দুদের গৃহে গৃহে সকল প্রকার বিপদুদ্ধারকামনায় যে দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা আছে, এই চণ্ডীপাঠকালে দেবী-সূক্ত পাঠ করিয়া তবে উহা পাঠ করিতে হয়। "হিরণ্যবর্ণাং" ইত্যাদি রাত্রিসূক্ত, "আতূন ইন্দ্র ক্ষুমন্তঃ" ইত্যাদি গণেশসূক্ত, "হয়মদাত্রভনং" ইত্যাদি সরস্বতীসূক্ত। ঋগ্‌বেদে বিষ্ণুসূক্ত, ভূসূক্ত, আদিত্যসূক্ত, সোমসূক্ত, ইত্যাদি সহস্র সহস্র সূক্ত এবং যজুর্ব্বেদে কুমারসূক্ত, পিতৃসূক্ত, পাবমানীসূক্ত প্রভৃতি আছে। এই সকল সূক্ত জপ করিয়া সেই সকল দেবতার উপাসনা করিতে হয়।

"জপ্যানি সূক্তানি তথৈব চৈষা-
মনুক্রমেণাপি যথাস্বরূপং॥" (মলমাসতত্ত্ব)

সূক্তভাজ্ (ত্রি) বৈদিক সূক্তবিশিষ্ট।

সূক্তবাক্য (ক্লী) বেদোক্ত স্তোত্রবাক্য, সূক্ত বাক্য। "তমিন্নমৌ সূক্তবাক্যেন দেবাঃ" (ঋক্ ১০।৮৮।৭) 'সূক্তবাক্যেন দ্যাবা পৃথিবীত্যাদিবাক্যেন স্তোত্রবচনেন বা।' (সায়ণ)

সূক্তবাক্য (ক্লী) যথোচিত বাক্য, সুষ্ঠুরূপ উক্ত বাক্য। "সূক্তবাক্যেন যথোচিতবাক্যেন" (ভাগবত ৫।১।১০ টীকায় স্বামী) ২ বৈদিক স্তোত্রাদিরূপ বাক্য।

সূক্তবাচ্ (ত্রি) সূক্ত বচনযুক্ত। "মিত্রে বরুণে সূক্তবাচঃ" (ঋক্ ৫।৪৯।৫) 'সূক্তবাচঃ সূক্তবচসো ভবন্তি' (সায়ণ)

সূক্তা (স্ত্রী) সুষ্ঠু উক্তং বচনং যস্যাঃ। শারিকা, চলিত শালিক-পাখী। (ত্রিকা°)

সূক্তানুক্রমণী (স্ত্রী) বৈদিকসূক্তসমূহের অনুক্রমণিকা।

সূক্তি (স্ত্রী) সু শোভনা উক্তিঃ। সু উক্তি, সুষ্ঠুকথন, শোভন বাক্য, যুক্তিযুক্ত বাক্য।

সূক্তোক্তি (স্ত্রী) সূক্তবাক্, বেদোক্ত স্তোত্রবাক্য। (শুক্ল যজু° ৮।২৫)

সূক্তোচ্য (ত্রি) সূক্ত দ্বারা বাচ্য।

সূক্ষ্ম (ক্লী) সূচ্যতে ইতি সূচ পৈশুন্যে (সূচেঃ স্মন। উণ্ ৪।১৭৬) ইতি স্মন্। ১ কৈতব, ছল, কপটতা। ২ অধ্যাত্ম। (মেদিনী) ৩ অর্থালঙ্কারবিশেষ।

"সূক্ষ্মং পরাশয়াভিজ্ঞে তরসাকূতচেষ্টিতং।
ময়ি পশ্যতি সা কেশৈঃ সীমন্তমণিমাবৃণোৎ॥" (চন্দ্রালোক)

যে স্থলে পরের আশয় জানিয়া অর্থাৎ অভিপ্রায় অবগত হইয়া হঠাৎ আকূতচেষ্টিত অর্থাৎ হৃদয় নিহিত ভাবের চেষ্টা হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—আমি অবলোকন করিতেছি দেখিয়া তিনি সীমন্তমণি কেশ দ্বারা আবরণ করিলেন। এই স্থলে সীমন্তমণি দেখিতেছি এই মনোভাব জানিতে পারিয়া তিনি হঠাৎ তাহা আবরণ করিলেন বলিয়া এই অলঙ্কার হইল। (পুং) ৩ কতকবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ অণু, অল্প। পর্য্যায়—স্তোক, ক্ষুল্লক, কৃশ, তনু, দভ্র, ক্ষুদ্র, ক্ষুল্লক, মাত্রা, ত্রুটী, কণা, লব, লেশ, কণ। (শব্দরত্না°) ৫ নীঠাকরঞ্জবৃক্ষ। ৬ জীরকক্ষুপ। ৭ পূগ, চলিত সুপারি। (বৈদ্যকনি°)

সূক্ষ্মকৃষ্ণফলা (স্ত্রী) সূক্ষ্মং কৃষ্ণং ফলং যস্যা। ক্ষুদ্র জম্বুবৃক্ষ, চলিত বনজামের গাছ। (রত্নমালা)

সূক্ষ্মকোণ, সমকোণ অপেক্ষায় লঘুকোণ।

সূক্ষ্মঘণ্টিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র শণপুষ্পিকা, চলিত শণগাছ। (রাজনি°)

সূক্ষ্মচক্র (ক্লী) চক্রভেদ।

সূক্ষ্মতণ্ডুল (পুং) সূক্ষ্মং তণ্ডুলং যস্য। পুস্তগাছ। পোস্তার দাণা। ২ খসখস্। (রাজনি°) ২ সর্জ্জরস, চলিত ধুনা।

সূক্ষ্মতণ্ডুলা (স্ত্রী) পিপ্পলী, চলিত পিপুল। (রাজনি°)

সূক্ষ্মতা (স্ত্রী) সূক্ষ্মস্য ভাবঃ তল-টাপ্। সূক্ষ্মত্ব, সূক্ষ্মের ভাব বা ধর্ম্ম, অণুত্ব।

"সূক্ষ্মতাঞ্চান্ববেক্ষেত যোগেন পরমাত্মনঃ।
দেহেষু চ সমুৎপত্তিমুত্তমেষ্বধমেষু চ॥" (মনু ৬।৬৫)

যোগ দ্বারা পরমাত্মার সূক্ষ্মতা অবলোকন করিবে।

সূক্ষ্মতুণ্ড (পুং) কীটভেদ। (সুশ্রুত)

সূক্ষ্মদর্শনযন্ত্র (ক্লী) অনুবীক্ষণযন্ত্র, যে যন্ত্র দ্বারা চক্ষুর অগোচর সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করা যায়। [অণুবীক্ষণ দেখ।]

সূক্ষ্মদর্শিতা (স্ত্রী) সূক্ষ্মদর্শিনো ভাবঃ তল্-টাপ্। সূক্ষ্মদর্শীর ভাব বা ধর্ম্ম, অতি সূক্ষ্ম দর্শন। অতিশয় বুদ্ধিমত্তা।

সূক্ষ্মদর্শিন্ (ত্রি) সূক্ষ্মং পশ্যতীতি দৃশ-ণিনি। অতিশয় বুদ্ধিমান্। পর্য্যায়—কুশাগ্রীয়মতি, তৎকালধী, প্রত্যুৎপন্নমতি। (হেম)

সূক্ষ্মদল (পুং) দেবশিরীষ। (রাজনি°)

সূক্ষ্মদলা (স্ত্রী) দুরালভা। (রাজনি°)

সূক্ষ্মদারু (ক্লী) সূক্ষ্মং দারু। তনুকাষ্ঠ, সূক্ষ্মকাষ্ঠ-ফলক। পর্য্যায়—কলিঞ্জ। (ত্রিকা°)

সূক্ষ্মদৃষ্টি (স্ত্রী) সূক্ষ্মা দৃষ্টিঃ। অভ্যন্তর দৃষ্টি, ভিতর ও বাহির ভাল করিয়া দেখা।

সূক্ষ্মদেহিন্ (ত্রি) সূক্ষ্ম দেহ অস্ত্যর্থে ইনি। ১ সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট। ২ সূক্ষ্মকীটবিশেষ। এই সকল জীব অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় না, এই জন্য ইহাদিগকে সূক্ষ্মদেহী বলা যায়।

সূক্ষ্মনাভ (পুং) বিষ্ণু। (হেম)

সূক্ষ্মপত্র (পুং) সূক্ষ্মাণি পত্রাণি যস্য। ১ ধন্যাক, চলিত ধনে। ২ বনজীরক। ৩ দেবসর্ষপ। ৪ লঘু বদর। ৫ সুরপর্ণ। ৬ বনবর্ব্বরী। ৭ লোহিতেক্ষু। ৮ কুকুরদ্রুম, চলিত কুক্‌-শিমা। (রাজনি°) ৯ বাবলবৃক্ষ, চলিত বাবলাগাছ। (শব্দচ°) ১০ দুরালভা। ১১ মাষক্ষুপ। ১২ আদিত্যপত্রক্ষুপ।

সূক্ষ্মপত্রক (পুং) ১ পর্পটক, চলিত ক্ষেতপাপড়া। ২ সুগন্ধার্জক।

সূক্ষ্মপত্রা (স্ত্রী) সূক্ষ্মং পত্রং যস্যাঃ। বৃদ্ধদারকবিশেষ, চলিত ছাগলবেটে। ২ ক্ষুদ্র জম্বু, বনজাম। ৩ শতমূলী। ৪ বৃহতী। ৫ সূক্ষ্ম দুরালভা। ৬ অপরাজিতা। ৭ রক্তসঙ্গপুষ্পী, চলিত রক্তাপরাজিতা। ৮ জীরককূপ। ৯ বলা, চলিত বেড়েলা। ১০ ক্ষুদ্রোপদিকা। (রাজনি°)

সূক্ষ্মপত্রিকা (স্ত্রী) সূক্ষ্মাণি পত্রাণি যস্যাঃ, ততঃ কন্, টাপি অত ইত্বং। ১ শতপুষ্পা। ২ শতাবরী। ৩ লঘুব্রাহ্মী। ৪ ক্ষুদ্রোপদিকা, চলিত ছোটপুই। ৫ আকাশমাংসী। (রাজনি°)

সূক্ষ্মপর্ণা (স্ত্রী) সূক্ষ্মং পর্ণমস্যাঃ। জীবন্তী, জোড়ী। (রাজনি°) ২ ক্ষুদ্র শণপুষ্পিকা, চলিত সরু শণ। ৩ বৃহতী।

সূক্ষ্মপর্ণী (স্ত্রী) সূক্ষ্মং পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। রামদূতীবৃক্ষ।

'রামদূতী পর্ব্বপুষ্পা বিশল্যা নাগদন্তিকা।

কাণ্ডলা সূক্ষ্মপর্ণী চ ভবন্যাহ্বা ফণিস্রুবকা॥' (শব্দচন্দ্রিকা)

সূক্ষ্মপিপ্পলী (স্ত্রী) সূক্ষ্মা পিপ্পলী। বনপিপ্পলী। (রাজনি°)

সূক্ষ্মপুষ্পা (স্ত্রী) শণপুষ্পী, চলিত শণ। (রাজনি°)

সূক্ষ্মপুষ্পী (স্ত্রী) ১ যবতিক্তা লতা। (রাজনি°) ২ শঙ্খিনী, চলিত চোরকাকড়ী। (বৈদ্যকনি°)

সূক্ষ্মফল (পুং) সূক্ষ্মং ফলমস্য। ভূকর্বুদার। ২ সূক্ষ্ম বদর।

সূক্ষ্মফলা (স্ত্রী) সূক্ষ্মং ফলং যস্যাঃ টাপ্। ১ তালীশপত্র। ২ ভূম্যামলকী। (মেদিনী) ৩ মহাজ্যোতিষ্মতী লতা, চলিত বড় লতাফটকী। (বৈদ্যকনি°)

সূক্ষ্মবদরী (স্ত্রী) সূক্ষ্মা বদরী। ভূবদরী, চলিত মেটোকুল।

সূক্ষ্মবীজ (পুং) সূক্ষ্মং বীজং যস্য। খসখস্। (রাজনি°)

সূক্ষ্মভূত (ক্লী) সূক্ষ্মং ভূতং। অপঞ্চীকৃত আকাশাদি ভূত। আকাশাদিভূত পঞ্চীকৃত হইলে তাহা স্থূলভূত নামে অভিহিত হয়, যখন অপঞ্চীকৃত অবস্থায় থাকে, তখন তাহাকে সূক্ষ্মভূত কহে।

সাংখ্যমতে পঞ্চ তন্মাত্রকে সূক্ষ্মভূত বলা যায়, যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্র সূক্ষ্ম ভূত, এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে।

সূক্ষ্মমক্ষিক (পুং) সূক্ষ্মা মক্ষিকা তদ্বদাকৃতিরস্ত্যস্যেতি অচ্। মশক। (রাজনি°)

সূক্ষ্মমক্ষিকা (স্ত্রী) সূক্ষ্মা মক্ষিকা। মশক।

সূক্ষ্মমূলা (স্ত্রী) সূক্ষ্মং মূলং যস্যাঃ। ১ জয়ন্তী। (রাজনি°) ২ ব্রাহ্মী। (বৈদ্যকনি°)

সূক্ষ্মবল্লী (স্ত্রী) সূক্ষ্মা বল্লী। ১ তাম্রবল্লী লতা। মালবদেশে এই নামে খ্যাত। ২ জতুকা লতা। (রাজনি°) ৩ লঘুকারবেল্লী, চলিত ছোট উচ্ছে। (বৈদ্যকনি°)

সূক্ষ্মবস্ত্র (ক্লী) সূক্ষ্মং বস্ত্রং। শ্লক্ষ্ণ বসন, সরু কাপড়, মিহি কাপড়।

সূক্ষ্মশরীর (ক্লী) শরীর দুই প্রকার, স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর। স্থূল দেহের নাশে এই সূক্ষ্মশরীর বিদ্যমান থাকে। মহত্তত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্র, এই ১৮টীর সমষ্টিই সূক্ষ্মশরীর। সাংখ্যমতে এক একটী পুরুষের জন্য এক একটী সূক্ষ্মশরীর প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই শরীর মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই সূক্ষ্ম শরীর যতদিন পর্য্যন্ত মুক্ত না হয়, ততদিনই যাতায়াত করে, অর্থাৎ একবার জন্ম গ্রহণ করে, কিছু দিন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া আবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পুরুষের জন্ম ও মৃত্যু নাই, এই শরীরেরই জন্ম এবং মৃত্যু হইয়া থাকে।

এই সূক্ষ্মশরীর পূর্ব্বগৃহীত স্থূল দেহের পরিত্যাগ এবং অভিনব স্থূল দেহের যে গ্রহণ করে, তাহারই নাম সংসার। চিত্র যেরূপ আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না, সেইরূপ সূক্ষ্ম শরীরও আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। এই জন্য লিঙ্গশরীরের আশ্রয়স্বরূপ স্থূলশরীর গৃহীত হইয়া থাকে।

বাচস্পতি মিশ্র বলেন—স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইটী শরীর। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু তিনটী শরীর স্বীকার করেন, স্থূল শরীর, সূক্ষ্মশরীর ও অধিষ্ঠানশরীর। তিনি বলেন, স্থূল দেহের পরিত্যাগের পর লিঙ্গদেহের যে লোকান্তরগমন হয়, তাহা এই অধিষ্ঠানশরীরে আশ্রয় লইয়া থাকে। তাঁহার মতে এই স্থূল শরীর কোন সময়ই আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। স্থূলভূতের সূক্ষ্ম অংশই অধিষ্ঠান শরীর, এই অধিষ্ঠান শরীরের অপর নাম আতিবাহিক শরীর, এই সূক্ষ্ম শরীর ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ নিমিত্ত অনুসারে নানাবিধ স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ধর্ম্মাদি কাহারও স্বাভাবিক, কাহারও বা উপায়ানুষ্ঠান-সাধ্য। যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, তিনি তদনুরূপ ফল গ্রহণ করিয়া ভোগ করিবেন।

জলৌকা যেমন একটি আশ্রয় অবলম্বন না করিয়া পূর্ব্বাশ্রয় ত্যাগ করে না, তদ্রূপ এই সূক্ষ্মশরীরও একটী আশ্রয় অবলম্বন না করিয়া পূর্ব্বাশ্রয়-দেহ ত্যাগ করে না। মৃত্যুর যখন অব্যবহিত পূর্ব্বকাল উপস্থিত হয়, তখন যাবজ্জীবন ধরিয়া যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করা হইয়াছে, সেই কর্ম্মানুরূপ একটী ভাবনাময় শরীর উপস্থিত হয়, তখন সূক্ষ্মশরীর ঐ ভাবনাময় শরীর অবলম্বন করিয়া স্থূলশরীর ত্যাগ করে। এই রূপেই সূক্ষ্ম শরীরের বারবার জন্মমৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতিপুরুষবিবেক-সাক্ষাৎকার দ্বারা মুক্তি হইলে আর এই সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর গ্রহণ করে না। সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মই জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে সূক্ষ্মশরীরে সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মের

সেনাসন্নিবেশপূর্ব্বক সূচীব্যূহ বা বজ্রব্যূহ রচনা করিয়া রাজার যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। শুক্রনীতিতে এই ব্যূহের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, এই ব্যূহের মুখ সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও সমদণ্ডাকার এবং রন্ধ্রযুক্ত।

"সূচীসূক্ষ্মমুখো দীর্ঘঃ সমদণ্ডান্তরন্ধ্রযুক্।" (শুক্রনীতি)

৮ জ্ঞাপনী, যাহা দ্বারা জানা যায়, সূচীপত্র, ইহা দ্বারা গ্রন্থের বিষয় অবগত হওয়া যায়।

চিক (পুং) সূচ্যা জীবতি ক। যাহারা সূচীকর্ম্ম অর্থাৎ সেলাই কর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, চলিত দরজী, পর্য্যায়—সৌচিক, সৌচি, তুন্নবায়, সূত্রভিদ্। শব্দরত্না°)

চিকা (স্ত্রী) সূচিরেব স্বার্থে কন্। ১ সূচ, ছুঁচ।
২ হস্তিশুণ্ড।

চিকাধর (পুং) সূচিকায়াঃ শুণ্ডস্য ধরঃ। হস্তী। (শব্দমালা)

চিকাভরণ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। এই ঔষধ জ্বরাধিকারের একপ্রকার শেষ ঔষধ। যখন অন্য কোন ঔষধে রোগীর রোগের উপশম না হইয়া রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখনই সূচিকাভরণ প্রয়োগ করিতে হয়, এই ঔষধে যিনি আরোগ্য হন না, তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত। এই ঔষধ অনেক প্রকার। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী বৈদ্যকে এইরূপ লিখিত আছে—

১ম প্রকার—রস, গন্ধক, সীসক, কাষ্ঠবিষ, কৃষ্ণসর্পবিষ, এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া রোহিতমৎস্যের পিত্ত, শূকরের পিত্ত, ময়ূরের পিত্ত ও ছাগপিত্ত এই সকল বস্তু দ্বারা ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিয়া পরে উহা দ্বারা ক্ষুদ্র সর্ষপপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অতীসারের সহিত সান্নিপাতিক জ্বরে বা কেবল সন্নিপাত জ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান আদার রস। এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মস্তকে জলপ্রদান ও অন্যান্য শীতক্রিয়া করিবে।

অন্য প্রকার—কাষ্ঠবিষ, সর্পবিষ, দারমুজ প্রত্যেকে এক ভাগ, হিঙ্গুল তিন ভাগ, এই সকল দ্রব্য, রোহিতমৎস্য, মহিষ, ময়ূর, ছাগ ও বরাহের পিত্তদ্বারা এক এক দিন ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ডাবের জল। রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর গাত্রে তিলতৈল মর্দ্দন করিয়া অন্যান্য শীতলক্রিয়া করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে মৃতপ্রায় ব্যক্তিও পুনর্জ্জীবিত হয়। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর যে সকল দ্রব্য প্রিয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহা দেওয়া যাইতে পারে। অন্যবিধ—বিষ ১ পল, রস ৪ মাষা, এই দুই দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া কাচচূর্ণলিপ্ত শরাবপুটে রুদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে উহা চুল্লীতে স্থাপন করিয়া দুই প্রহর কাল ক্রমাগত জ্বাল দিয়া চুল্লী হইতে নামাইবে। পরে ঐ রস গ্রহণ করিয়া সাবধানে রক্ষা করিতে হয়। রোগী সন্নিপাতরোগে অজ্ঞান বা মৃতপ্রায় হইলে সেই অবস্থায় রোগীর মস্তক ক্ষুর দ্বারা ক্ষত করিয়া সেই স্থানে সূচিকার মুখে যে পরিমাণ রস সংলগ্ন হয়, সেই পরিমাণ রস অঙ্গুলি দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া দিবে। উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে মৃতপ্রায় ব্যক্তিও জীবন লাভ করে। সর্পদংশনে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও যদি ইহা এইরূপে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে উপকার হয়।

বৃহৎ সূচিকাভরণ, প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ, গন্ধক, সীসা, অভ্র, কাষ্ঠবিষ, কৃষ্ণসর্পবিষ, প্রত্যেক সমভাগে মাড়িয়া রোহিতমৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও ছাগলের পিত্তে ভাবনা দিয়া ক্ষুদ্র সর্ষপবৎ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান নারিকেল জল। ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত, বিসূচিকা ও অতীসার প্রভৃতি রোগে রোগীর নিতান্ত মন্দ অবস্থায় ইহা প্রযোজ্য। রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর গাত্রে তিলতৈল মর্দ্দন করাইয়া স্নান, জলাভিষেচন, নারিকেল জলপান, দধি প্রভৃতি ভোজন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। যত প্রকার শীতক্রিয়া হইতে পারে, তাহা করিবে। ইহাতে কোনরূপ অপকার না হইয়া উপকার হইবে। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধিকার)

সন্নিপাত, বিসূচিকা, অতীসার প্রভৃতি রোগের এই শেষ ঔষধ। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃতপ্রায় রোগীকে সূচিকাভরণ প্রয়োগ করিলে হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ সেবনে যাঁহারা জীবন লাভ করেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই শৈত্যক্রিয়া করিবেন। এই ঔষধ সেবন করাইয়া পথ্যের কোন বিধি নিয়ম নাই, যে কোন দ্রব্যই রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। তবে ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যে পথ্য সেবনে শরীর গরম হয়, তাদৃশ পথ্য উপকারী নহে। শীতগুণযুক্ত দ্রব্যই পথ্যে ব্যবহার করা আবশ্যক। বৈদ্য এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর নিকট থাকিবেন, কারণ, এই ঔষধসেবনে রোগজ বিকার নিবৃত্ত হইয়া বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হয়, সুতরাং সেইকালে যাহাতে বিষজ বিকার দূর হয়, তাঁহাকে তাহা করিতে হইবে।

সূচিকামুখ (ক্লী) সূচিকেব ক্রমসূক্ষ্মং মুখং যস্য। ১ শঙ্খ। (হারাবলী) (ত্রি) ২ সূচ্যাস্য।

সূচিগৃহক (ক্লী) সূচের ঘর।

সূচিত (ত্রি) সূচ-ক্ত। ১ কথিত। ২ বোধিত, জ্ঞাপিত। ৩ হিংসিত। ৪ যোগ্য।

সূচিন্ (পুং) সূচয়তীতি সূচ-ণিনি। ১ সূচক। ২ পিশুন খল। (ভারত ৪।৩৫।৪৬)

সূচিপত্র (ক্লী) গ্রন্থের সূচকপত্র, যাহা দ্বারা গ্রন্থের বিষয় সূচিত হয়।

সূচিপত্রক (পুং) সূচিবৎ সূক্ষ্মাণি পত্রাণি যস্য। কপ্। সিতাবরশাক, চলিত শুষুনি শাক। (রাজনি°) ২ খেতেক্ষু।

সূচিপুষ্প (পুং) সূচ্যাকারং পুষ্পমস্য সূচিরিতি নাম্না খ্যাতং পুষ্পমস্যেতি বা। কেতকবৃক্ষ, কেয়াফুলের গাছ। কেয়াফুলের আকৃতি সূচির ন্যায়, এই জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে।

সূচিমল্লিকা (স্ত্রী) নবমল্লিকা। (রাজনি°)

সূচিরোমন্ (পুং) সূচিবৎ রোমাণি যস্য। বরাহ। (ত্রিকা°)

সূচিবদন (পুং) সূচিবৎ সূক্ষ্মং বদনং যস্য। ১ নকুল। ২ মশক।

সূচিবৎ (পুং) সূচিস্তদাকারশ্চঞ্চুরস্যাস্তেতি মতুপ্ মস্য ব। গরুড়।

সূচিশালি (পুং) সূচিবৎ সূক্ষ্মঃ শালিঃ। শালিধান্যবিশেষ, সরুধান। (রাজনি°)

সূচিসূত্র (ক্লী) সূচিতে সূত্র, ছুঁচে যে সূতা পরান হয়।

সূচা (স্ত্রী) সাব্যতেহনয়া সিব (সিবেষ্টেরু চ। উণ্ ৪।৯৩) ইতি চট্, টেরন্ত্বঞ্চ, টিত্বাৎ ঙীষ্ বা সূচ ই, কৃদিকারাবাদিতি ঙীষ্। ১ সীবনদ্রব্য, চলিত ছুঁচ। ২ সুশ্রুতোক্ত অস্ত্রবিশেষ। সুশ্রুতে লিখিত আছে যে,যদি শরীরের কোন অংশ সীবন অর্থাৎ সেলাই করিতে হয়, তাহা হইলে এই অস্ত্র দ্বারা করিবে। চিকিৎসক প্রথমে সূচা দ্বারা একখানি সূক্ষ্ম ও পুরুবস্ত্রের দুই ধার অথবা এক খণ্ড নরম চর্ম্মের দুই ধার একত্র সেলাই করিয়া সীবন-কার্য্য শিক্ষা করিবেন। শিক্ষা উত্তমরূপে হইলে তবে তিনি এই অস্ত্র দ্বারা শরীরের স্থান সেলাই করিবেন। বৈদ্য সীবনকার্য্যে দক্ষ না হইলে এই অস্ত্র দ্বারা সীবন করিলে নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। (সুশ্রুত) ৩ বৈদ্যকোক্ত কর্ম্মবিশেষ।

"এষণ্যাগতিমান্বিষ্য ক্ষারসূত্রানুসারণীং।
সূচ্যাং বিদধ্যাৎ গত্যন্তে চোন্নম্যাশুচ নির্হরেৎ॥"

(চক্রপাণিসংগ্রহ) ৪ করণ। (হেম) ৫ দৃষ্টি। ৬ কেতকীপুষ্প। ৭ বূহবিশেষ। (মনু ৭।১৮৭) সূচিপদার্থ। ৮ শুক্লদর্ভ, শ্বেতকুশ। (বৈদ্যকনি°)

সূচীক (পুং) সূচিসদৃশ পুচ্ছ ও রোমাদিযুক্ত বৃশ্চিকাদি।

"সূচীকা যে প্রকঙ্কতাঃ" (ঋক্ ১।১৯১।৭)
'সূচীকাঃ সূচীসদৃশপুচ্ছরোমাণো বৃশ্চিকাদ্যাঃ' (সায়ণ)

সূচীদল (পুং) সূচীবৎ দলানি যস্য। সিতাবরশাকক্ষুপ, চলিত শুষনি শাক। (রাজনি°)

সূচীপত্র (পুং) সূচীবৎ পত্রাণি যস্য। ১ ইক্ষুবিশেষ। গুণ— বাতবর্দ্ধক, কফ ও পিত্তনাশক, কষায়, বিদাহী। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৫ অ°) সুনিষণ্ণ শাক। (ভাবপ্র°)

সূচীপত্রা (স্ত্রী) সূচীপত্রং [illegible]। গণ্ডদূর্ব্বা। (রাজনি°)

সূচীপদ্ম (ত্রি) বূহভেদ। (ভারত)

সূচীপাশ (পুং) সূচির ছিদ্র, ছুঁচের ছেদা।

সূচীপুষ্প (পুং) সূচীবৎ সূক্ষ্মং পুষ্পং যস্য। কেতকী, কেয়াফুলের গাছ। (রত্নমালা)

সূচীমুখ (ক্লী) সূচীবৎ সূক্ষ্মং মুখং যস্য। হীরক।

"সূচীমুখেন সকৃদেব কৃতব্রণস্ত্বং
মুক্তাকলাপ লুঠসি স্তনয়োঃ প্রিয়ায়াঃ।" (সাহিত্যদ° ৮।৬১২)

২ নরকবিশেষ। ভাগবতে লিখিত আছে যে, এই নরক অতিশয় যাতনাময়। (ভাগবত ৫।২৫।৭) ৩ সূচীর মুখ, ছুঁচের মুখ। (ত্রি) ৪ সূচ্যাস্য।

"সূচীমুখমনীকং স্যাদল্পানাং বহুভিঃ সহ।" (ভারত ৬।১৮।৫)

(পুং) ৫ সিতকুশ, সাদা কুশ। (রাজনি°) ৬ সুশ্রুতোক্ত শস্ত্রবিশেষ। রক্তপূয়াদি বিস্রাবণের নিমিত্ত এই শস্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই অস্ত্রের মুখ সূচীর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম, এই জন্য ঐ নাম হইয়াছে। (সুশ্রুত সূত্র° ৮ অ°)

সূচিরোমন্ (পুং) সূচীবৎ রোমাণি যস্য। ১ শূকর (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ সূচীতুল্য রোমবিশিষ্ট।

সূচীবক্ত্র (ত্রি) ১ সূচীমুখশব্দার্থ। ২ স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত) ৩ অসুরভেদ। (হরিবংশ)

সূচ্ছিত (ত্রি) সমুন্নত, অতিশয় উচ্ছ্রিত।

সূচ্য (ত্রি) সূচ-যৎ। সূচ্য়, সূচনার যোগ্য।

সূচ্যাস্য (পুং) সূচীবৎ আস্যং মুখং যস্য। ১ মূষিক। (হেম) (ত্রি) ২ সূচীমুখ, সূচীর ন্যায় মুখবিশিষ্ট।

সূচীবক্ত্রা (স্ত্রী) যোনিরোগবিশেষ। লক্ষণ—

"বিবৃতাতিমহদ্যোনিঃ সূচীবক্ত্রাতিসংবৃতা।"
(ভাবপ্র° যোনিরোগাধি°)

অত্যন্ত বিস্তৃত ছিদ্রবিশিষ্ট যোনিকে বিবৃতা, অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট যোনিকে সূচিবক্ত্রা কহে। আহারবিহার জন্য বায়ু কুপিত হইয়া এই রোগ হয়।

সূচ্যগ্র (পুং) সূচীর অগ্রভাগ।

সূচ্যগ্রস্থূলক (পুং) সূচ্যা অগ্র ইব স্থূলঃ, ততঃ কন্। তৃণবিশেষ, চলিত উলুখড়।

'সূচ্যগ্রস্থূলকো দর্ভো জুর্ণাখ্যশ্চ খরচ্ছদঃ।' (রত্নমালা)

সূত (পুং) সূ প্রেরণে ঐশ্বর্য্যে প্রসবে চ ক্ত। ১ সারথি।

"পুনঃ পুনঃ সূতনিষিদ্ধচাপলং
হরন্তমশ্বং রথরশ্মিসংযতং।" (রঘু ৩।৪২)

২ ত্বষ্টা। (অমর) ৩ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। মনুতে লিখিত আছে যে, এই জাতি ক্ষত্রিয়ের ঔরসে এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। ইহাদের বৃত্তি অশ্বসারথ্য।

"ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ। (মনু ১০।১১)
'সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং। (মনু ১০।৪৭)

৪ বন্দী, স্তুতিপাঠক, যাহারা রাজগণকে স্তুতিপাঠ দ্বারা নিদ্রা হইতে প্রবোধিত করে। ৫ পারদ। (মেদিনী) ৬ পুরাণবক্তা।

বেদব্যাস পুরাণশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সেই সকল পুরাণ সূত যজ্ঞাবসানে ঋষিদিগকে শ্রবণ করাইয়া ছিলেন।

সূতের উৎপত্তির বিষয় বিবিধ পুরাণে বিবিধপ্রকার লিখিত আছে। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, স্বায়ম্ভুবযজ্ঞে বিষ্ণুপুরাণ বলিবার জন্য নিজ অংশে সূতরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এই সূত পুরাণ ও ইতিহাস শিক্ষার জন্য ব্যাসের উপাসনা করায় ব্যাস ইঁহাকে পুরাণ শিক্ষা দেন, তিনি পুরাণসকল অবগত হইয়া ঋষিদিগের নিকট পুরাণবর্ণন করিয়াছিলেন।

"সবান্তে সূতমনঘং নৈমিষীয়া মহর্ষয়ঃ।
পুরাণসংহিতাং পুণ্যাং প প্রচ্ছ লোমহর্ষণং॥
ত্বয়া সূত মহাবুদ্ধে ভগবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ।
ইতিহাসপুরাণার্থং ব্যাসঃ সম্যগুপাসিতঃ॥
অস্য তে সর্ব্বরোমাণি বচসা হৃষিতানি যৎ।
দ্বৈপায়নস্য ভগবাংস্ততো বৈ রোমহর্ষণঃ॥
ভবন্তমেব ভগবান্ ব্যাজহার স্বয়ং প্রভুঃ।
মুনীনাং সংহিতাং বক্তুং ব্যাসঃ পৌরাণিকীং পুরা।
ত্বং হি স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞে সত্যাদৌ বিততে সতি।
সম্ভূতঃ সংহিতাং বক্তুং স্বাংশেন পুরুষোত্তমঃ॥"(কূর্ম্মপু° ১।৩-৮)

এই পুরাণের অন্যস্থলে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মার আদেশে যখন বেণপুত্র যজ্ঞ আরম্ভ করেন, এবং সেই যজ্ঞ যখন বিস্তৃত হয়, তখন হরি স্বয়ং পুরাণ বলিবার জন্য সূতরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এই সূত সকল শাস্ত্রের প্রবক্তা, গুণবৎসল এবং ধার্ম্মিক। এই সূত মুনিদিগকে বলিয়াছিলেন যে, হে মুনিগণ, আপনারা আমাকে পূর্ব্বোদ্ভূত সনাতন বলিয়া জানিবেন। এই সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বলিয়া ছিলেন যে, আমার বংশে যে সকল পুত্র বেদবর্জ্জিত হইবে, তাহাদের পুরাণবক্তৃত্বরূও হইবে।

"নিয়োগাদ্ব্রহ্মণঃ সার্দ্ধং দেবেন্দ্রেণ মহৌজসঃ।
বেণপুত্রস্য বিততে পুরা পৈতামহে মখে॥
সূতঃ পৌরাণিকো যজ্ঞে মায়ারূপঃ স্বয়ং হরিঃ।
প্রবক্তা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ধর্ম্মজ্ঞো গুণবৎসলঃ॥
তং মাং বিত্ত মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পূর্ব্বোদ্ভূতং সনাতনং।
এতস্মিন্নন্তরে ব্যাসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ং॥
শ্রাবয়ামাস যাঃ প্রীত্যা পুরাণপুরুষো হরিঃ।
মদন্বয়ে চ যে সূতাঃ সম্ভূতা বেদবর্জ্জিতাঃ॥
তেষাং পুরাণবক্তৃত্বং বৃত্তিরাসীদজাজ্ঞয়া॥ (কূর্ম্মপু° ১২৯°)

অগ্নিপুরাণমতে ব্রহ্মার পৌষ্করযজ্ঞে যজ্ঞীয় হবি হইতে পুরাণবেত্তা দ্বিজ সূত উৎপন্ন হন। ইনি বেদাদিশাস্ত্রের বক্তা এবং ত্রিকালের সকলতত্ত্বজ্ঞ। এই সূত তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে নৈমিষারণ্যে গমন করেন এবং তথায় ঋষিদিগকে পুরাণ শ্রবণ করান।

"ব্রহ্মণঃ পৌষ্করে যজ্ঞে সূত্যাহে বিততে সতি।
পৃষদাজ্যাৎ সমুৎপন্নঃ সূতঃ পৌরাণিকো দ্বিজঃ॥
বক্তা বেদাদিশাস্ত্রাণাং ত্রিকালামলতত্ত্ববিৎ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন নৈমিষারণ্যমাগমৎ॥" (বহ্নিপু° ১ অ°)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, পিতামহদৈবত বৈণ্য পৃথুর যজ্ঞে সূতিতে সূতের উৎপত্তি হয়। যে স্থানে যজ্ঞীয় সোম থাকে, সেই স্থানকে সূতি কহে। (বিষ্ণুপু° ১।১৩ অ°) মৎস্য পুরাণেরও এই মত।

বহ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, পৃথুর যজ্ঞে সূতিতে সূত ও মাগধের উৎপত্তি হয়। ঋষিগণ পৃথুর স্তবের জন্য সূতকে বলিলে সূত উত্তমরূপে স্তব করেন। রাজা পৃথু এই স্তবে অতিশয় প্রীত হইয়া তাহাকে অনুপদেশ প্রদান করেন।

"এতস্মিন্নেব কালে তু যজ্ঞে পৈতামহে শুভে।
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি পুরাণবিৎ॥
তেষাং যজ্ঞে পুনস্ত্বেবমুৎপন্নৌ সূতমাগধৌ।
পৃথোঃ স্তবার্থং তৌ তত্র সমাহিতৌ মহর্ষিভিঃ॥
তে উচুঃর্ঋষয়ঃ সর্ব্বে স্তূয়তামেষ পার্থিবঃ।
তৈর্নিযুক্তৌ সুকর্ম্মাণি পৃথোর্যানি মহাত্মনঃ॥
তুষ্টুবুস্তানি সর্ব্বাণি আশীর্ব্বাদাংস্ততঃ পরান্।
তয়োঃ স্তবান্তে সুপ্রীতঃ পৃথুঃ প্রাদাৎ জনেশ্বরঃ॥
অনুপদেশং সূতায় মাগধান্ মাগধায় চ।'
(বহ্নিপু° পৃথোরুপাখ্যাননামাধ্যায়)

পুরাণবেত্তা সূতের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ বিবিধ প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা হউক, একমাত্র সূতই ঋষিদিগের নিকট পুরাণসকল বর্ণন করিয়াছিলেন।

(ত্রি) ৭ প্রসূত। ৮ প্রেরিত। (মেদিনী)

সূতক (ক্লী) সূ ভাবে ক্ত, ততঃ স্বার্থে কন্। ১ জন্ম। সূতকং জন্মকারণত্বেনাস্ত্যস্যেতি অচ্। জননাশৌচ, সন্তানাদির জন্ম হইলে যে অশৌচ হয়, অর্থাৎ তজ্জন্য যে দেহাশুদ্ধি থাকে, তাহাকে সূতক কহে। স্মৃতিতে লিখিত আছে, মৃতাশৌচ দ্বারা সূতকাশৌচ বিনষ্ট হয়।

"মৃতেন সূতকং গচ্ছেন্নেতরং সূতকেন তু।"

বৃদ্ধমনুরাপ—

"শাবস্তোপরি শাবে তু সূতকোপরি সূতকে।
শেষাহোভির্বিশুদ্ধিঃ স্যাদৃদক্যাং সূতিকাং বিনা॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

মৃতাশৌচের পর যদি সূতকাশৌচ হয়, তাহা হইলে সেই মৃতাশৌচ দ্বারা সূতকাশৌচ অপনীত হয়, কেবল সূতিকা অর্থাৎ প্রসূতা স্ত্রীর অশৌচ যায় না। তদ্ভিন্ন আর সকলেরই অশৌচ যায়। কোন কোন স্থলে মরণাশৌচকেও সূতকাশৌচ কহে।

"সর্ব্বং গোত্রমসংস্পৃশ্যং তত্র স্যাৎ সূতকে সতি।
মধ্যেঽপি সূতকে দদ্যাৎ পিণ্ডান্ প্রেতস্য তৃপ্তয়ে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অশৌচাবস্থায় কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নাই, কিন্তু সূতকাশৌচবিষয়ে একটু বিশেষ বিধান এই যে, কার্য্য আরব্ধ না হইলে যদি সূতকাশৌচ হয়, তাহা হইলে প্রতিবন্ধক হইবে, কিন্তু যদি ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, হোম, জপ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম আরব্ধ হয়, এবং তাহার পর পুত্রকন্যাদির জননজন্য সূতকাশৌচ হয়, তাহাতে ঐ অশৌচ কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইবে না। অনায়াসেই সেই কার্য্য করা যাইবে।

"ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকং॥" (তিথিতত্ত্ব)

[সূতকাশৌচ শব্দ দেখ]

৪ উপরাগ, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ।

"প্রতিগৃহ্য দ্বিজো বিদ্বানেকোদ্দিষ্টস্য কেতনং।
ত্র্যহং ন কীর্ত্তয়েদ্ব্রহ্ম রাজ্ঞো রাহোশ্চ সূতকে॥" (মনু ৪।১১০)
"রাহোঃ সূতকং চন্দ্রসূর্য্যয়োরুপরাগঃ গ্রহণমিতি প্রসিদ্ধং"
(মেধাতিথি)

সূতকা (স্ত্রী) সূতক-টাপ্। সূতিকা, সদ্যঃপ্রসূতা স্ত্রী।
(বৈদ্যকনি°)

সূতকাগৃহ (ক্লী) সূতকায়াঃ গৃহং। সূতিকাগৃহ, সূতিকাগার, আতুরঘর। (ভরত)

সূতকাশৌচ (ক্লী) সূতকজন্য অশৌচ, জননাশৌচ, পুত্রকন্যাদি জননে যে অশৌচ হয়। রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে এই অশৌচের বিশেষ বিবরণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শুদ্ধিকারিকা ও শুদ্ধিদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় আলোচিত হইল। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পুত্র প্রসব করিলে বিংশতি রাত্রিতে স্নান করিয়া শুদ্ধা হয়। ২১ দিনের দিন আর তাহাদের অশৌচ থাকে না, কিন্তু কন্যাজননে ব্রাহ্মণী প্রভৃতি সকলেরই এক মাস অশৌচ হইবে। শূদ্রার পুত্রকন্যা উভয় জননেই মাসাশৌচ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের পক্ষে কিন্তু পুত্রকন্যা উভয় জননে অশৌচ দশ দিন। পুত্রকন্যা জাত হইয়া যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে এই রূপ অশৌচ হয়। জননের পর যদি ঐ অশৌচকাল মধ্যে মরিয়া যায়, তাহা হইলে অশৌচ সম্বন্ধে বিধি ভিন্ন প্রকার। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার পুত্রজননে বিংশতি দিন অশৌচ হইলে অস্পৃশ্যত্ব দশ দিন এবং শূদ্রার অস্পৃশ্যত্ব ত্রয়োদশ দিন।

"ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা প্রসূতা দশভির্দ্দিনৈঃ।
গতৈঃ শূদ্রা তু সংস্পৃশ্যা ত্রয়োদশভিরেব চ॥
"সূতিকাং পুত্রবতীং বিংশতিরাত্রেণ স্নাতাং সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ, মাসেন স্ত্রীজননীমিতি" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সন্তানের নাড়ীচ্ছেদ করার পর প্রসূতির যে কাল পর্য্যন্ত অস্পৃশ্যত্বযুক্ত সূতিকাশৌচ থাকে, সেই কালমধ্যে যদি স্বামী বা অন্য কেহ তাহাকে স্পর্শ করেন, তাহা হইলে প্রসূতির তুল্য কাল পর্য্যন্ত তাহাদের অশৌচ হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণীর ১০ দিন, শূদ্রের ১৩ দিন অস্পৃশ্যত্ব থাকে, এই দশ বা তের দিনের মধ্যে যদি কেহ প্রসূতা নারীকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঐ প্রসূতা নারীর যে কয়দিন অশৌচ, যাহারা স্পর্শ করিবে, তাহাদেরও সেই কালপরিমিত অশৌচ হইবে। সন্তানের নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে প্রসূতা স্ত্রীর অস্পৃশ্যত্ব থাকে না, অর্থাৎ তখন তাহাকে স্পর্শ করিলে কোন দোষ হয় না, কিন্তু প্রসূত বালককে স্পর্শ করিলে কোন কালেই অস্পৃশ্যত্ব অশৌচ হইবে না। কারণ প্রসূত বালকের অস্পৃশ্যত্ব নাই। জননাশৌচে সপিণ্ডদিগেরও অস্পৃশ্যত্ব নাই, কেবল পুত্রজননে পিতার স্নানকাল পর্য্যন্ত অস্পৃশ্যত্ব থাকে।

নবম বা দশম মাস প্রসবের উপযুক্ত কাল। এই কালে পুত্র কিংবা কন্যা হইলে স্বজাতীয়গণের পূর্ণাশৌচ হয়। বালক প্রসবের উপযুক্ত কালে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি ঐ অশৌচকালমধ্যে রোগ বা অপঘাত দ্বারা মৃত হয়, তাহা হইলে মাতাপিতার অস্পৃশ্যত্বযুক্ত পূর্ণ জননাশৌচ থাকিবে। এই পূর্ণ বলিতে মাতার বিংশতি দিন অশৌচ হইবে না, দশ দিনই অশৌচ হইবে। জ্ঞাতিদিগের তৎক্ষণাৎ অশৌচ যাইবে।

স্ত্রীদিগের প্রসবের অনুপযুক্ত কালে যদি মৃত সন্তান প্রসব হয়, তাহা হইলে তাহাকে গর্ভস্রাব কহে। এই গর্ভস্রাব হইলে সূতকাশৌচ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—গর্ভস্রাবের কাল প্রথমমাসাবধি অষ্টম মাস পর্য্যন্ত। তদূর্দ্ধ কাল প্রসবকাল। যদি ৬ মাসের মধ্যে স্ত্রীর গর্ভস্রাব হয়, তাহা হইলে যতমাস গর্ভ হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার অশৌচ হইবে। কিন্তু এই অশৌচ কেবল সেই স্ত্রীর পক্ষে, অন্য কাহারও পক্ষে নহে। তাহার পর অর্থাৎ ৬ মাসের পর ৮ মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে স্ত্রীর স্বজাত্যুক্ত অশৌচ সগুণ সপিণ্ডবর্গের সদ্যঃশৌচ এবং নির্গুণ সপিণ্ডের একাহ অশৌচ হইবে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে গর্ভস্রাবস্থলে স্ত্রীর মাসসমসংখ্যক দিন অশৌচের পর ব্রাহ্মণীর এক দিন, ক্ষত্রিয়ার দুই দিন, বৈশ্যার তিন দিন ও শূদ্রার ৬ দিন পর্য্যন্ত দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকার থাকে না। কিন্তু লৌকিক কর্ম্ম মাসসমসংখ্যক দিনের পর করিতে পারিবে।

"অর্ব্বাক্ ষণ্মাসতঃ স্ত্রীণাং যদি স্যাৎ গর্ভসংস্রবঃ।
তদা মাসসমৈস্তাসাং দিবসৈঃ শুদ্ধিরিষ্যতে॥

অত উর্দ্ধন্তু পতনে স্ত্রীণাং দ্বাদশরাত্রকং।
সদ্যঃশৌচং সপিণ্ডানাং গর্ভস্রাবাচ্চ বা ততঃ ॥
গর্ভচ্যুতাবহোরাত্রং সপিণ্ডেঽত্যন্তনির্গুণে।
যথেষ্টাচরণে জ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রমিতি নিশ্চয়ঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

পূর্ণ সূতকাশৌচের মধ্যে যদি পূর্ণ সূতকাশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচকাল দ্বারাই শুদ্ধি হইবে। আপনার পুত্র কিংবা কন্যা জন্মিলে সেই অশৌচের মধ্যে যদি সপিণ্ডের পুত্র কিংবা কন্যা জন্মে, তাহা হইলে আপনার পুত্রকন্যাজননাশৌচান্ত দিনেই শুদ্ধি হইবে।

যদি জননাশৌচের মধ্যে অপর কোন জননাশৌচ হয়, এবং পূর্ব্বজাত সন্তানের উক্ত অশৌচকালমধ্যে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পিতা ও মাতার জাতাশৌচ এবং সপিণ্ডবর্গের স্নানমাত্রে শুদ্ধি হয়। আর যদি পরজাত বালক অশৌচের মধ্যে মরে, তাহা হইলে সকলেরই জননাশৌচ সমভাবে থাকিবে। যদি সপিণ্ডের জননাশৌচের প্রথমার্দ্ধে স্বীয় পুত্রের জন্ম হয়, তাহা হইলে সপিণ্ডাশৌচের শুদ্ধি দিনেই শুদ্ধি, পরার্দ্ধে হইলে স্বীয় অশৌচ-কালাবসানে শুদ্ধি হইবে।

সূততনয় (পুং) সূতস্য অধিরথস্য সূর্য্যস্য বা তনয়ঃ। ১ কর্ণ। (হেম) ২ সৌতি। (ভারত)

সূততা (স্ত্রী) সূতস্য ভাবঃ তল-টাপ্। সূতের ভাব বা ধর্ম্ম, সূতত্ব, সূতের কার্য্য।

সূতদুহিতৃ (স্ত্রী) সূতস্য দুহিতা। সূতকন্যা। সূতপুত্রী।

সূতনন্দন (পুং) ১ কর্ণ। ২ উগ্রশ্রবাঃ।

সূতপুত্র (পুং) সূতস্য পুত্রঃ। ১ কর্ণ। ২ সৌতি।

সূতপুত্রক (পুং) সূতপুত্র এব স্বার্থে কন্। ১ কর্ণ। ২ সৌতি।

সূতরাজ্ (পুং) সূতঃ সন্ রাজতে ইতি রাজ্-ক্বিপ্। পারদ।

সূতবশা (স্ত্রী) গাভী।

সূতসব (পুং) একাহযাগভেদ। (সাংখ্যা° শ্রৌ° ১৪।২২।১)

সূতি (স্ত্রী) সূ-ক্তিন্ অভিষূয়তে কণ্ড্যতে সোমোঽস্যামিতি। ১ সোমাভিষবভূমি। (বিষ্ণুপু°) ২ জনন। (ভাগবত ১।১৬।১) ৩ সন্তান। ৪ সীবন, চলিত সেলাই।

সূতিকা (স্ত্রী) সূ-ক্ত-টাপ্, ততঃ স্বার্থে কন্, যদ্বা সূতং প্রসবোঽস্ত্যস্যামিতি ঠন্। নবপ্রসূতা স্ত্রী, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সূতিকা স্ত্রীর অন্ন ভোজন করিতে নাই। এই সূতিকা শব্দে যত দিন প্রসূতির সন্তানপ্রসবজন্য অশৌচ থাকে, ততদিনই বুঝিতে হইবে, অশৌচাপগমে নিষেধ নাই। যদি কেহ সূতিকান্ন ভোজন করে, তাহা হইলে এক মাস ব্রতী হইয়া থাকিলে তাহার পাতক বিনষ্ট হয়।

"চাণ্ডালান্নং ভূমিপান্নমন্নজীবিস্বজীবিনাং।
শৌণ্ডিকান্নং সূতিকান্নং ভুক্ত্বা মাসং ব্রতী ভবেৎ॥"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সূতিকা স্ত্রীকে অবলোকন, তাহার সহিত আলাপ এবং তাহাকে স্পর্শ করিতে নাই। করিলে যথা-বিধানে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ২ রোগবিশেষ।
[সূতিকারোগ শব্দ দেখ]

সূতিকাগার (ক্লী) সূতিকায়া আগারং। প্রসবগৃহ। (জটাধর)

সূতিকাগৃহ (ক্লী) সূতিকায়া গৃহং। প্রসবালয়, পর্য্যায়—অরিষ্ট, সূতিকাগৃহ, সূতীগৃহ, সূতিগৃহ। (জটাধর)

"অষ্টহস্তায়তং চারু চতুর্হস্তবিশালকং।
প্রাচীদ্বারমুদগ্‌দ্বারং বিদধ্যাৎ সূতিকাগৃহং॥" (ভাবপ্রকাশ)

বৈদ্যকমতে সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে ৮ হাত দীর্ঘ এবং ৪ হাত প্রস্থ পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে দ্বার করিবে।

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণবিষয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত, ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি প্রশস্ত। বিল্ব, বট, তিন্দুক ও ভল্লাতক যথাক্রমে এই চারি প্রকার কাষ্ঠের উক্ত চারি বর্ণের সূতিকাগারে পর্য্যঙ্ক নির্ম্মাণ করিবে। সেই আগারের ভিত্তি উত্তমরূপে লেপন, এবং তাহার দ্বার পূর্ব্ব অথবা দক্ষিণ দিকে হইবে। এই গৃহ দৈর্ঘ্যে ৮ হাত এবং প্রস্থে ৪ হাত হইবে। ঐ গৃহ রক্ষা ও মঙ্গলসম্পন্ন করিতে হইবে। এই প্রকারে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে সেই গৃহে গর্ভবতী নারী সন্তান প্রসব করিবে।

"তচ্চ গৃহং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং শ্বেতরক্তপীতকৃষ্ণেষু ভূমিপ্রদেশেষু বিল্বন্যগ্রোধতিন্দুকভল্লাতকনির্ম্মিতং সর্ব্বাগারং যথা-সংখ্যং তন্ময়পর্য্যঙ্কমুপলিপ্তভিত্তি সুবিভক্তপরিচ্ছদং প্রাক্‌দ্বারং দক্ষিণদ্বারং বাষ্টহস্তায়তচতুর্হস্তবিস্তৃতং রক্ষামঙ্গলসম্পন্নং বিধেয়ং।"
(সুশ্রুত শারীরস্থা° ১০ অ°)

গর্ভবতী নারীকে নবম মাসে যে দিন সাধ ভক্ষণ করান হয়, সেই শুভ দিনে প্রসবগৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ করিতে হয়। অগ্নি-পুরাণে লিখিত আছে যে, সূতিকাগৃহে পিশাচগণ বাস করে। তাহাদের হস্ত হইতে নব প্রসূত বালককে রক্ষা করিবার জন্য রক্ষাবিধান করিবে। জ্যোতিস্তত্ত্বে রক্ষাবিধান এই রূপ লিখিত আছে যে, যে স্থলে বালক প্রসূত হইবে সেই স্থলে কাকজঙ্ঘা, কাকমাচিকা, কোষাতকী, বৃহতী, যষ্টিমধু এই সকল বৃক্ষের মূল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রসবস্থলে লেপন এবং রক্ষামন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিবে।

"সর্ব্বগ্রহগানপ্রতিঘান্ সূতিকাগৃহমেধিনঃ।
পৃষ্ঠতঃ পাণিপাদাংশ্চ পৃষ্ঠগ্রীবান্ সুরংহসঃ॥

এবং বিধান্ পিশাচাংশ্চ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মানুকম্পয়া।
অন্তর্ধানং বরং প্রাদাৎ কামপ্রায়িত্বমেব চ॥
(অগ্নিপু° প্রজাপতিসর্গনামাধ্যায়)

প্রসবাৎ পূর্ব্বং তৎ সংস্কারমাহ সাংখ্যায়নগৃহ্য', কাকাদন্তা-মেচকঘাতক্যা বৃহত্যাঃ কোষাতক্যাঃ কালক্লীতকস্ত মূলানি পেষয়িত্বা উপলেপদেশং যস্মিন্ প্রজায়তে রক্ষসামপহত্যৈ ইতি।"
(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সূতিকাগৃহে মঙ্গলবিধানাদি না করিলে প্রসূতি ও সন্তানের অনিষ্ট ঘটিতে পারে, এই জন্য উক্তরূপ মঙ্গলবিধান করিবার বিধান হইয়াছে। সাধভক্ষণদিনে যদি সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ আরব্ধ না হয় তাহা হইলে পরে শুভদিন দেখিয়া ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। অদিনে কখনই ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না।

সূতিকাগেহ (ক্লী) সূতিকায়া গেহং। প্রসবগৃহ।

"জগাম সূতিকাগেহং নারীরূপং বিধায় ভূঃ।
জয়শব্দঃ শঙ্খশব্দো হরিশব্দো বভূব হ॥"
(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজ° ৪ অ°)

সূতিকাভবন (ক্লী) সূতিকায়া ভবনং। প্রসবগৃহ। (হলায়ুধ)

সূতিকারিরস (পুং) সূতিকারোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া থুলকুড়ির রসে মর্দ্দন করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া একটী কলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস। এই ঔষধসেবনে সূতিকারোগ, জ্বর, তৃষ্ণা, অরুচি ও শোথ নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্না° সূতিকারোগাধি°)

সূতিকারোগ (পুং) সূতিকায়া রোগঃ। নব প্রসূতা স্ত্রীর ব্যাধিবিশেষ। গর্ভবতী স্ত্রী সন্তান প্রসব করিলে তাহার বিশেষরূপে পরিচর্য্যা করা আবশ্যক। যথাবিধানে পরিচর্য্যা না হইলে ব্যাধি জন্মে।

"মিথ্যোপচারাৎ সংক্লেশাদ্বিষমাজীর্ণভোজনাৎ।
সূতিকায়াস্তু যে রোগা জায়ন্তে দারুণাশ্চ তে॥"
(ভাবপ্রকাশ সূতিকারোগাধিকা°)

অনুচিত আচরণ, দোষজনক দ্রব্য, বিষমাশন এবং অজীর্ণাবস্থায় ভোজন প্রভৃতিতে প্রসূতা স্ত্রীদিগের যে সকল রোগ হয়, তাহা অতি কষ্টসাধ্য এবং ঐ রোগ সূতিকারোগনামে অভিহিত হয়। অতএব সূতিকাবস্থায় অর্থাৎ প্রসবের পর বিশেষ সাবধানে থাকা উচিত। প্রসূতা নারী হিতকর আহার বিহার করিবে, এবং ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ ও শীতলসেবা পরিত্যাগ করিবে। অনিয়মিত আহার বিহার দ্বারা এই অবস্থায় যে ব্যাধি জন্মে, তাহা অতিশয় কষ্টসাধ্য ও কঠোর হইয়া থাকে।

প্রসবের পর স্ত্রীলোকের শরীর তীক্ষ্ণতাপ্রযুক্ত রুক্ষ হইলে শোণিত বিশুদ্ধ না হইয়া স্থানগত বায়ুর দ্বারা নাভির অধোভাগ রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং পার্শ্ব ও বস্তিদেশে বেদনা জন্মিয়া সূচী দ্বারা বিদ্ধ ভিন্ন বা বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় পক্কাশয়ে যাতনা বোধ হয়, প্রসবের এই রূপ অবস্থা হইলে তাহাকে মক্কল কহে। প্রসবের পর জ্বর, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অতীসার, গ্রহণী, শূল, আনাহ, বলক্ষয়, কাস, পিপাসা, গাত্রভার, গাত্রবেদনা এবং নাক মুখ দিয়া কফস্রাব প্রভৃতি যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহাকেই সূতিকারোগ কহে। এই সকল সূতিকারোগ বল ও মাংসক্ষীণা স্ত্রীর হইলে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

প্রসবের পর স্ত্রীদিগের এই রোগ হইলে অতি সাবধানতার সহিত চিকিৎসা করা আবশ্যক, নচেৎ এই রোগ প্রবল হইয়া রোগিণীর জীবন নাশ করে। সূতিকারোগে জ্বর, অতীসার, গ্রহণী, শূল, বলক্ষয় প্রভৃতি যে সকল রোগ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ঐ সকল রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহার মধ্যে প্রধান ও অপ্রধানভাবে আশ্রয় আশ্রিতভেদে কোনটী মূলরোগ এবং কোনটী বা উপদ্রবরূপে অবস্থিত, তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তবে এই রোগের চিকিৎসা করিবে। কোনটী মূলরোগ তাহা নিরূপণ করিতে না পারিলে ঔষধপ্রয়োগে রোগের কোনরূপ প্রতীকার হয় না।

চিকিৎসা—সূতিকারোগ হইলে এই রোগ প্রশমনের জন্য প্রথমে বাতনাশক প্রক্রিয়া করিবে এবং দশমূলীর কাথে ঘৃতের প্রক্ষেপ দিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে পান করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, ঝিণ্টী, গন্ধভাদুলিয়া, বৃহৎ পিপ্পলী, ও মুথা ইহার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শীঘ্রই সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়।

দেবদারু, বচ, কুড়, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, চিরতা, কটফল, মুতা, কটকী, ধনে, হরিতকী, গজপিপ্পলী, দুরালভা, গোক্ষুর, বৃহতী, আতইচ, গুলঞ্চ, কাকড়াশৃঙ্গী ও কৃষ্ণজীরা, এই সকল সমভাবে গ্রহণ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট কাথ করিবে। পরে সৈন্ধব ও হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিয়া প্রসূতা নারী পান করিলে তাহার শূল, কাস, জ্বর, শ্বাস, মূর্চ্ছা, কম্প, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, পিপাসা, দাহ, তন্দ্রা, অতীসার, এবং বমি প্রভৃতি বায়ু পিত্ত ও কফজনিত সকল প্রকার সূতিকারোগ নষ্ট হয়।

জীরা, স্থূলজীরা, শুলুফা, মৌরি, যবানী, বনযবানী, ধনে, মেথি, শুঁঠ, পিপুল, পিপ্পলী, হবুষা, বদরীফলচূর্ণ, কুড় ও কমলার গুড়ি, এই সকল প্রত্যেকে অৰ্দ্ধপোয়া এবং গুড় ১২॥০ সের, দুগ্ধ ৮ সের, ঘৃত ১ সের এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া সূতিকারোগিণীকে খাওয়াইলে আশু এই রোগ প্রশমিত হয়। দেবদার্ব্বাদি কাথ, পঞ্চজীরক পাক, সৌভাগ্যশুণ্ঠী প্রভৃতি ঔষধ সেবন

করাইলে সূতিকারোগ আশু বিনষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন জ্বর, গ্রহণী, ও অতীসার রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহার মধ্যে জ্বর প্রধান কি অতীসার প্রধান, তাহা নিরূপণ করিয়া সেই সেই অধিকারে যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে,তাহা প্রয়োগ করিবে।

প্রসূতা নারী দুষ্ট রক্তস্রাব দ্বারা শুদ্ধা হইলে একুশ মাস পর্য্যন্ত আহারবিহারাদিতে সাবধান হইবে এবং স্নিগ্ধ অথচ অল্প পরিমাণে ভোজন ও স্নেহ-অভ্যঙ্গ প্রত্যহ আচরণ করিবে। ভগবান্ ধন্বন্তরি বলেন যে, প্রসূতা নারী ১৫ দিন অন্তে বা পুনরায় রজোদর্শন হইলেই সূতিকা হইতে মুক্ত হয়। সূতিকারোগিণার সমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট এবং বর্ণ প্রসন্ন ও বলাধান হইলে ও তাহার চারিমাস পরে পথ্যাদির কঠোর নিয়ম পরিত্যাগ করিতে হয়।

(ভাবপ্র° সূতিকারোগাধি°)

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, প্রসূতা স্ত্রীর অনুচিত আহার বিহারাদিজন্য অর্থাৎ শরীরে অধিক বাতাস ও হিম লাগান, অপরিষ্কার দ্রব্য ভোজন, অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন ও ক্ষীণাগ্নি অবস্থায় গুরুপাক দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কারণে নানা প্রকার সূতিকারোগ জন্মিয়া থাকে। কুৎসিত সূতিকাগৃহও সূতিকারোগের একটী প্রধান কারণ। জ্বর, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অতীসার, গ্রহণী, শূল, আনাহ, বলক্ষয়, কাস, পিপাসা, গাত্রভার, গাত্রবেদনা এবং নাক মুখ দিয়া কফস্রাব প্রভৃতি যে সকল পীড়া, প্রসবের পর উৎপন্ন হয়, তাহাই সূতিকারোগ। জ্বরাদি নিদানের লক্ষণানুসারে এই সকল রোগের মধ্যে কোন রোগ প্রধান, তাহা স্থির করিতে হইবে।

সূতিকাজ্বরে সূতিকা-দশমূল, বা সহচরাদিপাচন, সূতিকারিরস, বৃহৎ সূতিকাবিনোদ এবং জ্বররোগোক্ত পুটপাকের বিষম জ্বরান্তক-লৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। গাত্রবেদনা শান্তির জন্য দশমূল-পাচন এবং লক্ষ্মীবিলাসরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। কাসশান্তির জন্য সূতিকান্তক রস এবং কাসরোগোক্ত শৃঙ্গারাভ্র প্রভৃতি ঔষধ, অতীসার, গ্রহণী প্রভৃতি রোগে অতীসারাদি রোগোক্ত কতিপয় ঔষধ এবং জীরকাদি মোদক, জীরকাদ্যরিষ্ট সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক, প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। সূতিকারোগে যে যে রোগের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সেই রোগনাশক ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য—সূতিকারোগে রোগবিশেষানুসারে সেই সেই রোগোক্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়, অর্থাৎ সূতিকারোগে জ্বর প্রবল হইলে জ্বররোগে যে সকল পথ্য নিষিদ্ধ, ইহাতেও তাহা নিষিদ্ধ জানিতে হইবে। এইরূপ সকল বিষয়েই বুঝিতে হইবে। সাধারণ সূতিকাবস্থায় পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, মসুরের যূষ, বেগুণ, কচিমূলা, ডুমুর, পটোল, কাচকলার তরকারী, দাড়িম এবং অগ্নিদীপক ও বাতশ্লেষ্মনাশক দ্রব্য আহার করিবে।

নিষিদ্ধকর্ম্ম—গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, খাদ্য ভোজন, অগ্নিসন্তাপ, পরিশ্রম, শীতলসেবা ও মৈথুন সূতিকারোগে বিশেষ নিষিদ্ধ। প্রসবের পর ৩ বা ৪ মাস পর্য্যন্ত প্রসূতার বিশেষ সাবধানে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। (সুশ্রুত)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে সূতিকারোগাধিকারে সূতিকা-দশমূল-পাচন, সহচরাদি, অমৃতাদি, দেবদার্ব্বাদি কাথ, বজ্রকাঞ্জিক, ভদ্রকটাদ্যবলেহ, পঞ্চজীবকগুড়, সৌভাগ্যশুণ্ঠী, বৃহৎ সৌভাগ্যশুণ্ঠী, জীরকাদ্যমোদক, বৃহৎ সূতিকাবিনোদ, সূতিকারিরস, সূতিকাদ্যরস, সূতিকান্তকরস, মহাভ্রবটী, রসশার্দ্দূল, মহারসশার্দ্দূল, ভদ্রোৎকটাদ্যঘৃত, ধাতক্যাদি তৈল ও জীরকাদ্যরিষ্ট এই সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে। রোগীর অবস্থানুসারে এই সকল ঔষধের মধ্যে যে কোন ঔষধ সেবন করিলে সূতিকারোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° সূতিকারোগাধি)

[এই সকল ঔষধের বিষয় তত্তদ্‌শব্দে দ্রষ্টব্য।]

সূতিকাবল্লভরস (পুং) সূতিকারোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, কর্পূর, স্বর্ণ, হরিতাল, রৌপ্য, অহিফেন জয়িত্রী ও জায়ফল এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া মুতা, বেড়েলা ও শিমুলমূলের রসে ভাবনা দিবে। এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান রোগীর বলাবল ও উপদ্রব বুঝিয়া স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে সূতিকা, গ্রহণী, অতীসার প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° সূতিকারোগাধিকা°) এই ঔষধ বৃহৎসূতিকাবল্লভ নামেও অভিহিত হয়।

সূতিকাবাস (পুং) সূতিকায়া আবাসঃ। প্রসবগৃহ।

"সূতিকাবাসনিলয়া জন্মদা নাম দেবতাঃ।
তাসাং যাগনিমিত্তস্তু শুদ্ধির্জন্মনি কীর্ত্তিতা॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সূতিকাষষ্ঠী (স্ত্রী) সূতিকায়াঃ ষষ্ঠী বা সূতিকাগৃহপূজ্যা ষষ্ঠী, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধারয়ঃ। সূতিকাগারে জাত বালকের ষষ্ঠ দিনে পূজনীয়া দেবীবিশেষ। পুত্র বা কন্যার জন্ম হইলে ৬ দিনের দিন সূতিকাগৃহে যে ষষ্ঠীর পূজা করা হয়, তাঁহাকেই সূতিকাষষ্ঠী কহে। ৬ দিনের দিন সূতিকাষষ্ঠীপূজার বিধান শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় প্রসূতা স্ত্রীর অশৌচাপগমে এই ষষ্ঠীপূজা হইয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অশৌচে কোন কার্য্য করিতে নাই, কিন্তু এই ষষ্ঠীপূজা অশৌচমধ্যে হইলেও দোষাবহ হইবে না, বরং অশৌচমধ্যেই করিবে, এইরূপ বিধান আছে।

"তত্র অশৌচান্তরদোষোঽপি নাস্তি
অশৌচে তু সমুৎপন্নে পুত্রজন্ম যদা ভবেৎ।
কর্তুস্তাৎকালিকী শুদ্ধিঃ পূর্ব্বাশৌচাদ্বিশুধ্যতি॥"(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই সূতিকাষষ্ঠী পূজার বিধান কৃত্যতত্ত্বে রঘুনন্দন এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রয়োগ—পুত্র জন্মিলে ষষ্ঠ দিবসীয় রাত্রির সায়ংকালে পিতা বা পুরোহিত স্নান করিয়া সূতিকাগৃহদ্বারে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বমুখে স্বস্তিবাচনের নিয়মানুসারে স্বস্তিবাচন করিবে। তৎপরে সঙ্কল্প করিবে। ওঁ তৎসদিত্যাদি অমুকগোত্রস্য মমাত্মিনবজাতকুমারস্য সংরক্ষণকামঃ সূতিকাগারদেবতাপূজনমহং করিষ্যে। এইরূপে সংকল্প ও তৎপরে স্ব স্ব বেদোক্ত সূক্ত পাঠ করিয়া পূজার বিধানানুসারে পূজা করিবে। প্রথমে সূতিকাগৃহদ্বারে ক্ষেত্রপালকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। পূজার পর বটপত্রে মাষভক্তবলি গ্রহণ করিয়া 'এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ' এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

"ওঁ ক্ষেত্রপাল নমস্তভ্যং সর্ব্বশান্তিফলপ্রদ।
বালস্য বিঘ্ননাশায় মম গৃহ্ণস্থিমং বলিং॥"

তৎপরে আবার মাষভক্তবলি গ্রহণ করিয়া 'এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতদৈত্যপিশাচাদিগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসেভ্যো নমঃ' এই বলিয়া মাষভক্তবলি নিবেদন করিয়া দিবে, তৎপরে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

"ওঁ ভূতদৈত্যপিশাচাদ্যা গন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসাঃ।
শুভং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্ণস্থিমং বলিং॥"

তৎপরে আবার ঐ রূপে মাষভক্তবলি গ্রহণ করিয়া 'এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ পূর্ব্বাদিস্বস্থানবাসিভ্যো নমঃ।

"ওঁ পূর্ব্বাদিদিগ্‌বিভাগেষু স্বস্থানপ্রতিবাসিনঃ।
শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্ণস্থিমং বলিং॥"

তৎপরে পুনর্ব্বার মাষভক্তবলি গ্রহণ করিয়া 'এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ যোগিনীডাকিনীভ্যো নমঃ।

"ওঁ নানারূপধরাঃ সর্ব্বা মাতরো দেবযোনয়ঃ।
বালস্য বিঘ্ননাশায় মম গৃহ্ণস্থিমং বলিং॥"

তৎপরে পুনর্ব্বার মাষভক্তবলি গ্রহণ করিয়া 'এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ আদিত্যাদি গ্রহেভ্যো নমঃ।

"ওঁ আদিত্যাদিগ্রহা যে চ নিত্যং স্বস্থানবাসিনঃ।
শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্ণস্থিমং বলিং॥"

এই প্রকারে ইন্দ্রাদিদিকপালগণকে মাষভক্তবলি দিতে হইবে। তৎপরে ওঁ দ্বারপালেভ্যো নমঃ, এই মন্ত্রে দ্বারপালদিগকে পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে—

"ওঁ দ্বারপাল নমস্তভ্যং সর্ব্বোপদ্রবনাশন।
বালবিঘ্নবিনাশায় পূজাং গৃহ্ণ সুরোত্তম॥"

'ওঁ জম্ভায় নমঃ।' এই মন্ত্রে জম্ভাসুরের পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে।

"ওঁ জম্ভাসুর মহাবীর সর্ব্বশান্তিফলপ্রদ।
রক্ষস্ব মম বালং ত্বং পূজাং গৃহ্ণ যথাসুখং॥"

দ্বারদেশে এইরূপে পূজাদি করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। তথায় যথা বিধানে ঘটস্থাপন, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস ও সামান্যার্ঘ্যাদি করিয়া ষষ্ঠীর পূজা করিতে হইবে।

প্রথমে গণেশের ধ্যান ও যথাবিধানে গণেশপূজা এবং প্রণাম করিবে।

"ওঁ সর্ব্ববিঘ্নহরঃ শ্রীমান্ একদন্তো গজাননঃ।
ষষ্ঠীগৃহেঽর্চিতঃ প্রীত্যা শিশুং দীর্ঘায়ুষং কুরু॥"

তৎপরে সূর্য্য, শিবাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিয়া ষষ্ঠীপূজা করিবে।

ষষ্ঠীর ধ্যান—

"দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাং।
পীতবস্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাং
অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান, মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন প্রভৃতি করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া ষষ্ঠীর আবাহন করিবে। তৎপরে 'ওঁ ষষ্ঠ্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে পাদ্যাদি যথাসম্ভব উপচার দ্বারা পূজা করিবে।

"ওঁ গৌর্য্যাঃ পুত্রো যথা স্কন্দঃ সদা সংরক্ষিতস্ত্বয়া।
তথা মমাপ্যয়ং বালো রক্ষ্যতাং ষষ্ঠি তে নমঃ॥"

'ওঁ ষষ্ঠ্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে—তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিতে হয়—

"ওঁ জয় দেবি জগন্মাতর্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমোস্তু ষষ্ঠীদেবি তে॥
ওঁ ধাত্রী ত্বং কাত্তিকেয়স্য মহাষষ্ঠীতি বিশ্রুতা।
দীর্ঘায়ুষ্টঞ্চ নৈরুজ্যং কুরুষ্ব মম বালকে॥
জননী সর্ব্বভূতানাং সর্ব্ববিঘ্নক্ষয়ঙ্করী।
নারায়ণস্বরূপেণ মৎপুত্রং রক্ষ সর্ব্বতঃ॥
ভূতদৈত্যপিশাচেভ্যো ডাকিনীভ্যোঽপি সঙ্কটাৎ।
সুতং মেঽস্য শুভং দত্ত্বা রক্ষ দেবি নমোঽস্তু তে॥"

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া বর প্রার্থনা করিতে হয়।

"ওঁ রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥"

এইরূপে ষষ্ঠী পূজা করিয়া ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিবে

এই ষোড়শ মাতৃকা যথা—গণপতি, গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা। গণপতির সহিত ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিতে হয়। ইহাদিগকে যথা শক্ত্যুপচারে পূজা করিয়া মন্থনদণ্ড ও মন্দরের পূজা করিবে। এই পূজার পর কার্ত্তিকেয়কে পূজা করিয়া প্রণাম করিতে হয়।

"ওঁ কার্ত্তিকেয় মহাভাগ গৌরীহৃদয়নন্দন।
কুমার রক্ষ মে পুত্রং খড়্গাহস্ত নমোঽস্তু তে॥"

অতঃপর জন্মদাদেবীকে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে।

"ওঁ যা জন্মদেতি বিখ্যাতা শুভদা ভুবি পূজিতা।
করোতু সর্ব্বদা রক্ষাং বালস্য সূতিকাগৃহে॥"

তৎপরে যোগিনী, ডাকিনী, রাক্ষসী, জাতহারিণী, বালঘাতিনী, ঘোরা, পিশিতাশনা, বাসুদেব, দেবকী, যশোদা ও নন্দের পূজা করিবে। এই সকলের পূজা শেষ হইলে ব্যজনে বস্ত্রের উপর প্রসূত বালককে রাখিয়া ষষ্ঠীর পাদদেশে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সমর্পণ করিতে হয়।

"ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং লোকানাং হিতকারিণী।
ব্যজনস্থং রক্ষ পুত্রং তব পাদে সমর্পিতং॥"

তাহার পর উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের সমস্ত গাত্র স্পর্শ করিতে হয়।

"মাথুরং মঙ্গলং যচ্চ বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
হরস্য মঙ্গলং যচ্চ সর্ব্বং ভবতু মে সুতে॥
রক্ষাং করোতু ভগবান্ বহুরূপী জনার্দ্দনঃ।
বরাহরূপধৃক্ দেব শিশুং রক্ষতু কেশবঃ॥
নখাগ্রৈর্যো বিদারিতবৈরিবক্ষঃস্থলো হরিঃ।
নৃসিংহরূপী সর্ব্বত্র স ত্বং রক্ষতু কেশবঃ॥
গুদং স জঠরং পাতু জঙ্ঘাঞ্চৈব জনার্দ্দনঃ।
স্কন্ধং বাহুং প্রবাহুঞ্চ মনঃসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ॥"

তৎপরে কেশব, অচ্যুত, পদ্মনাভ, গোবিন্দ, ত্রিবিক্রম, হৃষীকেশ, পুণ্ডরীকাক্ষ, বাসুদেব, নারায়ণ, নরসিংহ, হয়গ্রীব, ও বামন বিষ্ণুর এই দ্বাদশ নাম বস্ত্রে লিখিয়া শিশুর মস্তকোপরি দিতে হয়, তৎপরে অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান্, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম এই সপ্ত চিরজীবিকে পূজা করিবে।

এইরূপে পূজার পর দক্ষিণান্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্যসমাধানাদি শেষ কার্য্য করিবে। (কৃত্যতত্ত্ব)

শাস্ত্রে এই সূতিকাষষ্ঠীপূজা ষষ্ঠরাত্রেই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা প্রায়ই ষষ্ঠ দিন ছাড়া অশৌচান্ত দিনে অর্থাৎ ব্রাহ্মণীর পুত্রজননে ২২ দিনে, ও কন্যা জননে ৩১ দিনে হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ব্যবহার আছে যে, উক্ত ২২ বা ৩১ দিন যদি সোম শুক্রবারে হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে ষষ্ঠীপূজা হইবে না, তাহার পর দিন হয়, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সূতিকাহররস (পুং) সূতিকারোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হিঙ্গুল, হরিতাল, শঙ্খভস্ম, লৌহ, খর্পর, ধুতুরাবীজ, যবক্ষার ও সোহাগার খই এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া বহেড়ার কাথে ভাবনা দিয়া মটর কলায়ের মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। রোগীর দোষ ও বলাবল বিবেচনা করিয়া অনুপান বিশেষের সহিত প্রয়োগ করিলে সূতিকারোগ আশু প্রশমিত হয়।

অন্যবি[illegible]প্রণালী—লবঙ্গ, পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, অভ্র, লৌহ, তাম্র ও সীসা প্রত্যেক দ্রব্য ১ পল, জায়ফল, কেশুর, ত্রিফলা, ভৃঙ্গরাজ, বড় এলাইচ, মুতা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিল্ব ও বালা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কুলের আটির মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—গাঁধালের পাতার রস। সূতিকাবস্থায় এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার অতীসার ও শূল আশু প্রশমিত হয়। সূতিকারোগের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ সেবনে প্রায়ই ফল পাইতে দেখা যায়। (ভৈষজ্যরত্না° সূতিকারোগাধি°)

সূতিগৃহ (ক্লী) সূত্যাঃ প্রসবস্য গৃহং। প্রসবগৃহ। (শব্দরত্না°)

সূতিমাস (পুং) সূতেঃ প্রসবস্য মাসঃ। প্রসবমাস, পর্য্যায়—বৈজনন।

'সূতিমাসো বৈজননো নবমো দশমোঽপি বা' (জটাধর)

সূতিমারুত (পুং) সূত্যাঃ মারুতঃ। সূতিবায়ু, প্রসবকালীন বায়ু।

"নবমে বা দশমে মাসি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।" (বৈদ্যক)

নবম বা দশম মাসে প্রবল সূতিমারুত দ্বারা পরিচালিত জীব যোনিচ্ছিদ্র পথে প্রসূত হয়।

সূতিগৃহ (ক্লী) সূত্যা গৃহং। প্রসবাগার। (শব্দরত্না°)

সূৎকার (পুং) সূৎ ইতি শব্দস্য কারঃ করণং। অনুকরণ শব্দবিশেষ, সীৎকারাদি, সূৎ এই প্রকার অব্যক্ত শব্দ যাহারা করে।

সূত্ত (ত্রি) সু-দা (অচ উপসর্গাৎ তঃ। পা ৭।৪।৪৭) ইতি ত। সুদত্ত, উত্তমরূপে দত্ত।

সূত্থান (ত্রি) সুষ্ঠু উত্থানং উদ্যোগো যস্য। ১ চতুর। (অমর) (ক্লী) ২ সুন্দররূপ উত্থান।

সূৎপর (ক্লী) ১ সুরাসন্ধান। ২ ঘর্ঘর শব্দ। (শব্দচ°)

সূৎপলাবতী (স্ত্রী) নদীভেদ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে, এই নদী মলয়পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা হইয়াছে।

"কৃতমালা তাম্রপর্ণী পুষ্পলা উৎপলাবতী।
মলয়াদ্রিসমুদ্ভূতা নদ্যঃ শীতজলাস্থিমাঃ॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।২৭)

সূত্য (ক্লী) সুত্যাশব্দার্থ।

সূত্যা (স্ত্রী) সু-ক্যপ্, নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ যজ্ঞস্নান। যজ্ঞের শেষে অভিষেক অর্থাৎ যে স্নান করিতে হয়। পর্য্যায়—অভিষব, সবন। (অমর) ২ সোমলতা-রসপান। (ভরত)

সূত্যাশৌচ (ক্লী) সূতিনিমিত্তকমশৌচং। জননাশৌচ, সূতিকাশৌচ।
"দশাহাভ্যন্তরে বালে প্রমীতে তস্য বান্ধবৈঃ।
শাবাশৌচং ন কর্ত্তব্যং সূত্যাশৌচং বিধীয়তে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সূত্র, গ্রন্থন, গাঁথা। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সূত্রয়তি। লোট্ সূত্রয়তু। লিট্ সূত্রয়াঞ্চকার, লিটের সকল বিভক্তিতেই কৃ-অস্ ও ভূ এই তিনটী ধাতুর অনুপ্রয়োগ হয়। লুঙ্ অসুসূত্রৎ।

সূত্র (ক্লী) সূত্র্যতেঽনেনেতি সূত্র-ণিচ্, 'এরচ্' ইত্যচ্ যদ্বা ষিব্য তন্তুসন্তানে (সিবিমুচ্যোষ্টেরূ চ। উণ্ ৪।১৬২) ইতি ষ্ট্রন্, টেরূচ। ১ বস্ত্রারম্ভক, চালিত সূতা, যাহা দ্বারা বস্ত্র গ্রথিত হয়, পর্য্যায়—তন্তু, সূত্রতন্তু।
"অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥" (রঘু ১।৪)
২ যজ্ঞসূত্র, যজ্ঞোপবীত।
"ব্রাহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবলং সূত্রধারণং।"
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র° ১।৪)
৩ ব্যবস্থা। ৪ শাস্ত্রাদি সূচনাগ্রন্থ। সূত্রের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে
"লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥
স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ সর্ব্বতোমুখং।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥"
(মুগ্ধবোধটীকা দুর্গাদাস)

লঘু অর্থাৎ নাতি দীর্ঘ, অল্প অক্ষর ও অল্প পদযুক্ত, অনেক অর্থের বাচক ও সর্ব্বতোভাবে সারভূত বাক্যকে পণ্ডিতেরা সূত্র বলেন। সূত্রে অল্প কথায় সারভূত সমস্ত বিষয় বিন্যস্ত থাকে।

প্রাচীন প্রায় সকল দর্শনাদি শাস্ত্রই সূত্রাকারে গ্রথিত। সূত্রসকল অল্পাক্ষর দ্বারা গ্রথিত থাকায় সাধারণের বোধগম্য নহে, এই জন্য ইহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। সূত্রের সুব্যাখ্যা যেরূপই হউক করিলেই হইল না, তাহারও নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আছে, সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রথমে পদচ্ছেদ অর্থাৎ সূত্রে কয়টী পদ আছে, তাহা স্পষ্টরূপে বলিয়া দিবে। পদচ্ছেদের পর পদার্থোক্ত অর্থাৎ কোন পদের কি অর্থ, তাহার নির্দ্দেশ, সূত্রস্থ পদের বিগ্রহ অর্থাৎ সমস্ত পদের ব্যাসবাক্যোপন্যাস, সূত্রস্থ পদসকলের বাক্যযোজনা অর্থাৎ সমস্ত বাক্যটীর বা সূত্রটীর অন্বয়, বাক্যঘটক পদাবলীর অর্থসকলের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন করা, আক্ষেপের সমাধান অর্থাৎ সম্ভাবিত আপত্তি বা আশঙ্কার সম্যক্ প্রকারে নিরাকরণ, ব্যাখ্যার এই পাঁচটী লক্ষণ থাকিবে। সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইলে বক্ষ্যমাণ লক্ষণ থাকা প্রয়োজন।
"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা।
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণং॥" (ভরত)

সমস্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থে সর্ব্বস্থলে সমভাবে ঐ পাঁচটী বিষয় বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায় না। বাক্যযোজন দ্বারা পদচ্ছেদের কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া অনাবশ্যক বিবেচনায় প্রায় সর্ব্বত্রই পদচ্ছেদ উপেক্ষিত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ স্থলবিশেষে পদের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পদের অর্থ পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই। বাক্যযোজনাস্থলেই পদের অর্থ বলা হইয়াছে। তাঁহারা আক্ষেপের সমাধানের জন্য স্থলবিশেষে একাধিক কল্প বা প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে স্থলে অনেক কল্প নির্দ্দিষ্ট হয়, সে স্থলে সচরাচর শেষ কল্পই সমীচীন, পূর্ব্ব কল্পগুলি কিঞ্চিৎ দোষদুষ্ট বা আপত্তিযোগ্য। এই সকল ব্যাখ্যা বৃত্তি, ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত। [তাহাদের বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

৫ কারণ, নিমিত্ত।
"ত্বমেব ধর্ম্মার্থদুঘাভিপত্তয়ে
দক্ষেণ সূত্রেণ সসর্জ্জিথাধ্বরম্।" (ভাগ° ৪।৬।৪৩)

সূত্রক (ক্লী) সূত্রমেব সূত্র স্বার্থে কন্। সূত্রশব্দার্থ।

সূত্রকণ্ঠ (পুং) সূত্রং কণ্ঠে যস্য। বিপ্র, ইঁহাদের কণ্ঠে যজ্ঞসূত্র থাকে, এই জন্য ইহারা সূত্রকণ্ঠ নামে অভিহিত হন। ২ খঞ্জরীঠ। ৩ কপোত। (মেদিনী)

সূত্রকর্ত্তৃ (ত্রি) সূত্রস্য সূত্রাকারে নিবদ্ধস্য গ্রন্থস্য কর্ত্তা। সূত্রপ্রণেতা, সূত্ররচয়িতা, শাস্ত্রের সূত্র যাঁহারা প্রণয়ন করেন।

সূত্রকর্ম্মন্ (ক্লী) ১ গৃহনির্ম্মাণ। ২ সূতার কার্য্য।

সূত্রকার (পুং) ১ সূত্রধার ছুতার, মিস্ত্রী। ২ কীটভেদ, মাকড়সা।

সূত্রকৃৎ (পুং) সূত্রং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্, তুক্‌চ। সূত্রকার, সূত্রপ্রণেতা।

সূত্রকোণ (পুং) সূত্রবদ্ধঃ কোণো যস্য। ডমরু। (হারাবলী)

সূত্রকোণক (পুং) সূত্রকোণ এব স্বার্থে কন্। ডমরু। (ত্রিকা°)

সূত্রক্রীড়া (স্ত্রী) চতুঃষষ্ঠী কলার মধ্যে এক প্রকার কলা।

সূত্রখণ্ডমোদক (পুং) খণ্ড লড্ডুকবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

সূত্রগণ্ডিকা (স্ত্রী) সূত্রং গণ্ডয়তীতি গণ্ড-ণ্বুল্। তন্তুবায়োপকরণবিশেষ, পর্য্যায়—এষণী। (শব্দমালা)

সূত্রগ্রন্থ (পুং) মূল সূত্ররূপ গ্রন্থ, সাংখ্যবেদাদিমূল সূত্রসকল সূত্রগ্রন্থ নামে অভিহিত।

সূত্রগ্রহ (পুং) যিনি সূত্রগ্রহণ বা ধারণ করেন।

সূত্রজাল (ক্লী) সূতার জাল।

সূত্রণ (ক্লী) সূত্রকরণ।

সূত্রতন্তু (পুং) সূত্রমেব তন্তুঃ। সূত্র। (হারা°)

সূত্রতর্কুটী (স্ত্রী) সূত্রস্য তর্কুটী। তর্কুটী, চলিত টেকো, তর্কুটী অর্থাৎ টেকো দ্বারা তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত করিতে হয়।

সূত্রদরিদ্র (ত্রি) সূত্রেণ দরিদ্রঃ। সূত্রহীন বস্ত্র, যে কাপড়ে সূতা কম থাকে। "অয়ং পটঃ সূত্রদরিদ্রতাং গতঃ" (মৃচ্ছকটিক)

সূত্রধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, সূত্রস্য ধরঃ। সূত্রধার।

সূত্রধার (পুং) সূত্রং ধরতি ধারয়তি বা ধৃ-ণিচ্ বা অণ্। ১ শচীপতি, ইন্দ্র। ২ নাটকে নান্দ্যন্তরসঞ্চারী, নাটকীয় কথাসূত্রের যিনি সূচনা করিয়া দেন, নান্দীপাঠের পর সূত্রধার আসিয়া নাটকীয় প্রস্তাবনার সূচনা করিয়া দেন, তৎপরে নাটকীয় প্রকৃত বিষয় আরব্ধ হয়। "পূর্ব্বরঙ্গং বিধায়ৈব সূত্রধারো নিবর্ত্ততে।
প্রবিশ্য স্থাপকস্তদ্বৎ কাব্যমাস্থাপয়েৎ ততঃ॥" (সাহিত্যদ° ৬।২৮৩)

পূর্ব্বরঙ্গ আরম্ভ করিয়া সূত্রধার নিবর্ত্তিত হন। নাটকীয় কথাসূত্র আরম্ভ করিয়া দেন, বলিয়া উঁহাকে সূত্রধার কহে। [নাটক শব্দ দেখ।]

৩ শিল্পিভেদ, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, চলিত ছুতার, সাধারণতঃ কেটো মিস্ত্রী অর্থাৎ কাষ্ঠশিল্প দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে সূত্রধার কহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই জাতির উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, শূদ্রার গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈ°পু° ব্রহ্মখ° ১০অ°)

আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সূত্রধার হীনজাতি বলিয়া গণ্য হইলেও অতি পূর্ব্বকালে এই জাতি এরূপ হীন বলিয়া গণ্য ছিল না। পূর্ব্বকালে এই জাতি রথকার বলিয়া গণ্য ছিল। গদাধরকৃত পারস্করগৃহ্যসূত্রভাষ্যে 'এবং রথকারস্য উপনয়নং' এইরূপে রথকারের উপনয়নের ব্যবস্থা থাকায় এই জাতিকে হীন বর্ণসঙ্কর বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

সূত্রধৃক্ (পুং) সূত্রধারশব্দার্থ।

সূত্রপত্রকর (ক্লী) টিন।

সূত্রপত্রণী (স্ত্রী) পিত্তল, পিতল।

সূত্রপিটক (পুং) বৌদ্ধদিগের পিটকত্রয়ের মধ্যে পিটকগ্রন্থবিশেষ। [ত্রিপিটক শব্দ দেখ।]

সূত্রপুষ্প (পুং) সূত্রার্থং পুষ্পমস্য। কার্পাস, কাপাসগাছ।

সূত্রভিদ্ (পুং) সূত্রং ভিনত্তীতি ভিদ্-ক্বিপ্। সৌত্রিক। সূচীকর্ম্মকারী, দরজী। (শব্দচ°)

সূত্রমধ্যভূ (পুং) সূত্রমধ্যবৎ ভূরুৎপত্তি র্যস্য। যক্ষধূপ, কুন্দুরু।

সূত্রময় (ত্রি) সূত্র স্বরূপে ময়ট্। সূত্রস্বরূপ।

সূত্রযন্ত্র (ক্লী) সূত্রস্য যন্ত্রং। সূত্রবেষ্টনকাষ্ঠ, তাঁত।
'আবাপনং সূত্রযন্ত্রং যৎ সূত্রৈরভিবেষ্টনে।' (শব্দমালা)

সূত্রলা (স্ত্রী) সূত্রং লাতীতি লা-ক। তর্কুটী, চলিত টেকো, ইহা দ্বারা সূত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তূলার পাইজ প্রস্তুত করিয়া টেকোতে ঘুরাইলে সূতা তৈয়ারি হয়।

সূত্রবাপ (পুং) সূত্রবপন, সূতা বোনা।

সূত্রবিক্রয়িন্ (ত্রি) সূত্রবিক্রয়কারী, যিনি সূত্র বিক্রয় করেন।

সূত্রবীণা (স্ত্রী) সূত্রবদ্ধা বীণা, বীণাভেদ, পর্য্যায়—লাবুকী।

সূত্রবেষ্টন (ক্লী) বেষ্ট্যতেঽনেনেতি বেষ্ট বকণে ল্যুট্ সূত্রস্য বেষ্টনং। তন্তুবায়োপকরণ, চলিত তাসনী। পর্য্যায়—ত্রসর,তসর।

সূত্রস্থান (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত প্রথম স্থান, এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদের সূত্র সূচিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম সূত্রস্থান হইয়াছে। এই সূত্রস্থানে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি, নির্ব্বাচন, আয়ুর্বিজ্ঞান, কষায়াদি, চূর্ণ, কাথাদিবিধি, ফান্টবিধি, দ্রব্যগুণ, ঔষধের মাত্রা, দোষাদির বলাবল, বিরেচনবর্গাদি এবং ভক্ষ্য দ্রব্যসমূহের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুশ্রুতের সূত্রস্থানে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সূত্রাঙ্গ (ক্লী) উত্তম কাংস্য। (বৈদ্যকনি°)

সূত্রামন (পুং) সুষ্ঠু ত্রায়তে ইতি সু-ত্রৈ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি মনিন্। পক্ষে উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং। ইন্দ্র।

সূত্রালঙ্কার (পুং) ১ বৌদ্ধ গ্রন্থবিশেষ। ২ সূত্র দ্বারা গ্রথিত অলঙ্কার।

সূত্রালী (স্ত্রী) সূত্রস্য আলী শ্রেণির্যত্র। গলসূত্র, পর্য্যায়—গলমেখলা। (হারাবলী)

সূত্রিন্ (পুং) সূত্রমস্যাস্তীতি সূত্র-ইনি। ১ কাক। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ সূত্রবিশিষ্ট, সূত্রযুক্ত।

সূত্রীয় (ত্রি) সূত্রসম্বন্ধীয়।

সূদ, ১ ক্ষরণ। ২ নিরাস। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্°। লট্ সূদতে। লোট্ সূদতাং। লিট্ সুষূদে। লুট্ সূদিতা। লুঙ্ অসূদিষ্ট। সন্ সুসূদিষতে। যঙ্ সোষূদ্যতে। যঙ্ লুক্ সোষূত্তি। সূদ চুরাদি। ১ ক্ষরণ। ২ হনন। ৩ নিরাস। ৪ সঙ্করণ। ৫ ছেদন। পরস্মৈ সেট্। লট্ সূদয়তি। লিট্ সূদয়াঞ্চকার, অস ভূ ও কৃ ধাতুর অনুপ্রয়োগ হইবে। লুঙ্ অসুষূদৎ।

সূদ (পুং) সূদয়তি রসানিতি সূদ ক্ষরণে ণিচ অচ্। সূপকার, পাচক।
"তং দৃষ্ট্বা নিত্যমুদ্যুক্তমিষ্বস্ত্রং প্রতি ফাল্গুনং।
আহূয় বচনং দ্রোণো রহঃ সূদমভাষত॥" (ভারত ১।১৩৪।২১)

২ ব্যঞ্জন, সূপ। (বিশ্ব) ৩ সারথ্য। ৪ অপরাধ। ৫ লোধ্র। ৬ পাপ। (অজয়পাল)

সূদ (দেশজ) বৃদ্ধি, কুষীদ, টাকা কর্জ্জ দিলে যে মাসে মাসে বৃদ্ধি পাওয়া যায়, তাহাকে সূদ কহে। মন্বাদিশাস্ত্রে কিরূপ হারে বৃদ্ধি গ্রহণ করিতে হয়, তাহারও বিধি-নিষেধ বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থানে আর লিখিত হইল না।

সূদকর্ম্মন্ (ক্লী) রন্ধনকার্য্য, রাঁধা।

সূদকষা (দেশজ) গণিতবিশেষ। পাটীগণিতে সূদকষা বা কুষীদ ব্যবহারনাম ক প্রকরণে কি প্রণালীতে সূদ কষিয়া স্থির করিতে হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

সূদত্ব (ক্লী) সূদস্য ভাবঃ ত্ব। সূদের কার্য্য, পাক, রন্ধন।

সূদন (ক্লী) সূদ-ল্যুট্। ১ অঙ্গীকরণ। ২ হনন। ৩ নিক্ষেপণ। (ত্রি) ৪ তদ্যুক্ত।

"তত্র দিব্যং ধনুর্দ্দৃষ্ট্বা নরস্তু ভগবানপি।
চিন্তয়ামাস তচ্চক্রং বিষ্ণুর্দ্দানবসূদনং॥" (ভারত ১।১৯।২০)

সূদশালা (স্ত্রী) সূদস্য শালা। পাকশালা।

'সূদশালা রসবতী পাকস্থানং মহানসং।' (হেম)

সূদশাস্ত্র (ক্লী) পাকশাস্ত্র, যে শাস্ত্রে পাকপ্রণালীসকল বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

সূদাধ্যক্ষ (পুং) সূদানাং সূপকারাণাং অধ্যক্ষঃ। পাকশালাধ্যক্ষ, পর্য্যায়—পৌরোগব, পুরোগম। (শব্দরত্না°) পাকশালায় প্রধান যে পাচক থাকে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে সূদাধ্যক্ষ অতি শুচি, দক্ষ, চিকিৎসাশাস্ত্রপরায়ণ এবং পাককার্য্যে বিশেষ কুশল হইবে।

"অনাহার্য্যঃ শুচির্দ্দক্ষশ্চিকিৎসিতবিদাং বরঃ।
সূদশাস্ত্রবিশেষজ্ঞঃ সূদাধ্যক্ষঃ প্রশস্যতে॥"
(মৎস্যপু° ১৮৯ অ°)

সূদিতৃ (ত্রি) সূদ-তৃচ্। পাচক, পাককর্ত্তা।

সূদ্গাতৃ (পুং) উত্তম উদ্গাতা। (কৃষ্ণযজু)

সূন (ক্লী) সূ-ক্ত (ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৪৫) ইতি নিষ্ঠাতস্য নত্বং। ১ প্রসব। ১ পুষ্প। (ত্রি) ৩ বিকসিত। ৪ জাত।

সূনর (ত্রি) সুখে নেতব্য, যাহা সুখে লওয়া যায়। "যো বাধতে দদাতি সূনরং বসু" (ঋক্ ১।৪০।৪) 'সূনরং সুষ্ঠু নেতব্যং, সুখেন নীয়তে ইতি খল্, নিপাতনাৎ উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং' (সায়ণ)

সূনবৎ (ত্রি) সূ-ক্তবতু, তস্য ন। জাত। (মুগ্ধবোধব্যা°)

সূনা (স্ত্রী) সূয়তে স্মেতি সূ-ক্ত, টাপ্। ১ পুত্রী। সুঞ্ন পীড়নে (সুঞো দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।১৩) ইতি ন, দীর্ঘশ্চ ধাতোঃ। ২ বধস্থান, ৩ গলশুণ্ডিকা। (মেদিনী) ৪ মৃগাদি মাংসবিক্রয়। ৫ মৃগপক্ষিবধস্থান।

"অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥" (ভাগ° ১।১৭।৩৮)

৫ জাতা। ৬ কন্যা। ৭ মাংসবিক্রয়স্থান। ৭ উনান, শিলনোড়া, ঝাটা, উদূখল মুষল ও কলসীপিড়ী, গৃহস্থের এই পাঁচটী সূনা, অর্থাৎ প্রাণিবধস্থান, সুতরাং ইহা গৃহস্থের পাপজনক স্থান। গৃহস্থ যতই কেন বিশুদ্ধভাবে অবস্থান করুক না, প্রাণধারণ করিতে হইলেই এই পঞ্চসূনাজনিত পাপ হইবে। উক্ত পাঁচটী দ্রব্য নহিলে গৃহস্থের কিছুতেই চলে না।

"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী।
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি।
পঞ্চসূনাকৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞে ব্যপোহতি॥" (স্মৃতি)

"পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্॥
তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চক্৯প্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাং॥
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমোদৈবো বলির্ভৌতোনৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং॥" (মনু৩।৬৮-৭০)

অর্থাৎ গৃহস্থের পাঁচটী সূনা অর্থাৎ প্রাণিবধস্থান, এই পাঁচটী স্থানে প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণিবধ হয়, এই জন্য শাস্ত্রে এই পাঁচটী স্থান পঞ্চসূনা বলিয়া কথিত হইয়াছে। চুল্লী, উনান বা আকা, পেষণী, জাতা বা শিলনোড়া, উপস্কর মার্জ্জনী বা ঝাটা, কণ্ডনী অর্থাৎ উদূখল মুষল, এবং উদকুম্ভী জলের কলসী। এই পাঁচটী সূনা। অন্নাদি পাক করিতে হইলে উনান নহিলে চলে না, এইরূপ গৃহস্থের এই পাঁচটীর প্রত্যেকটিই অতি আবশ্যকীয়। অথচ শাস্ত্রে প্রাণিহিংসা পাপজনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব কি প্রকারে এই পঞ্চসূনাজনিত পাপের বিনাশ হয়, সেই জন্য শাস্ত্রে পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। প্রতিদিন যেমন পঞ্চসূনাজনিত পাপ হইবে। তেমনি পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ঐ পাপ বিদূরিত হইবে। কিন্তু যে গৃহস্থ পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহার এই পাপফলে নরক অবশ্যম্ভাবী। অধ্যয়ন বা অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি বা উদক দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, পশু পক্ষী প্রভৃতিকে অন্নপ্রদান করার নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম মনুষ্যযজ্ঞ। গৃহস্থ যথাবিধানে এই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে পঞ্চসূনাজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।

মহাগুরু নিপাতে যে কয়দিন অশৌচ থাকে, সেই কয়দিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে নাই, অর্থাৎ শাস্ত্রে এই অশৌচাবস্থায় উক্ত যজ্ঞের নিষেধ হইয়াছে। এই জন্য অশৌচাপগমে অর্থাৎ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে প্রথমেই এই পঞ্চসূনাজনিত

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে কার্য্যে অধিকার জন্মে। নচেৎ কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার অধিকার থাকে না। ইহার প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণকে কাঞ্চনদান। মাস, তিথি, পক্ষাদির যথাবিধানে উল্লেখ করিয়া পঞ্চসূনাজনিত পাপের ক্ষয়কামনায় কাঞ্চন উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যখন বিশুদ্ধ হইবে, তখন সন্ধ্যা, পূজা, শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদিতে অধিকার হইবে।

সূনাবৎ (ত্রি) সূনা-মতুপ্, মস্য ব। মাংসবিক্রেয়ী, ব্যাধ।

সূনিন্ (পুং) সূনা অস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ ব্যাধ, মাংসবিক্রয়ী, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ইহার নিকট প্রতিগ্রহ করিতে নাই, করিলে পাতিত্য জন্মে।

"প্রতিগ্রহে সূনিচক্রিধ্বজিবেশ্যানরাধিপাঃ।
দুষ্টা দশগুণং পূর্ব্বাৎ পূর্ব্বাদেতে যথাক্রমং॥" (যাজ্ঞব° ১।১৫১)

সূনু (পুং) সূয়তে ইতি সূ (সুবঃ কিৎ। ৩।৩৫) ইতি নু, সচ কিৎ। ১ পুত্র। (রঘু ১।৮৫) ২ অনুজ। ৩ সূর্য্য। (মেদিনী) ৪ অর্কবৃক্ষ। (স্ত্রী) ৫ কন্যা।

সূনৃ (স্ত্রী) সূ-নু বাহুলকাৎ উঙ্। কন্যা, তনয়া। (হেম)

সূনৃত (ক্লী) সু নৃত্যত্যনেনেতি সু-নৃত ঘঞর্থে ক, উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। ১ সত্য অথচ প্রিয় বাক্য।

"ভাষতে সূনৃতং স্নিগ্ধমনুরক্তা নিতম্বিনী।" (সাহিত্যদ° ৩।১৫৫)

২ মঙ্গল। (ত্রি) ৩ তদ্‌যুক্ত, সূনৃতবিশিষ্ট। (ভাগ° ১।১৯।৩১)

সূনৃতাবৎ (ত্রি) সূনৃতা-মতুপ্, মস্য ব। সত্য অথচ প্রিয় বাক্যযুক্ত। "যদানঃ সূনৃতাবতঃ" (ঋক্ ১।৮২।১) 'সূনৃতাবতঃ প্রিয়সত্যাত্মিকা বাক্ সূনৃতয়া স্তুতিরূপয়া বাচা যুক্তাঃ' (সায়ণ)

সূন্মদ (ত্রি) সুষ্ঠু উন্মদঃ। উন্মত্ত, উন্মাদিষ্ণু, উন্মাদগ্রস্ত, পাগল।

সূন্মাদ (ত্রি) সুষ্ঠু উন্মাদঃ। উন্মাদরোগবিশিষ্ট, পাগল।

সূপ (পুং) সৌতি রসানি সূ (যুশূভ্যাংনিচ্চ। উণ্ ৩।২৬) ইতি প, চকারাৎ কিৎ দীর্ঘত্বঞ্চ। ব্যঞ্জনবিশেষ, দাল। ভাবপ্রকাশে সূপ শব্দে ব্যঞ্জনাকারে দাল বলা হইয়াছে।

"দলিতস্তু শমীধান্যং দালির্দালী স্ত্রিয়ামুভে।
দালী তু সলিলে সিদ্ধা লবণাদ্রকহিঙ্গুভিঃ॥
সংযুক্তা সূপনাম্নী স্যাৎ কথ্যন্তে তদ্‌গুণা অথ।
সূপো বিষ্টম্ভকো রুক্ষঃ শীতস্তু স বিশেষতঃ॥
নিস্তুষো ভৃষ্টসিদ্ধঃ স লাঘবং সুতরাং ব্রজেৎ॥" (ভাবপ্র°)

শমীধান্য অর্থাৎ মুগ মসূর প্রভৃতিকে ভাঙ্গিয়া তুষ নিষ্কাশিত করিলে তাহার নাম দালি। দালি ও দালী এই দুইটী শব্দই স্ত্রীলিঙ্গ। এই দালি জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে লবণ, আদা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে, এইরূপে দালি পাক হইলে তাহাকে সূপ কহে। এই সূপ বিষ্টম্ভ, রুক্ষ ও শীতবীর্য্য। তুষরহিত শমীধান্য ভাজিয়া সিদ্ধ করিলে তাহা লঘু, হইয়া থাকে।

ব্যঞ্জন মাত্রকেই সূপ কহে। সূদ। (মেদিনী) ২ ভাণ্ড। ৩ শায়ক। (শব্দরত্না°)

সূপকর্ত্তৃ (পুং) সূপস্য কর্ত্তা। সূপকার।

সূপকার (পুং) সূপং করোতীতি কৃ-অণ্। পাককর্ত্তা, পাচক, যিনি অন্নাদি পাক করেন। পর্য্যায়—বল্লব, আরালিক, আন্ধসিক, সূদ, ঔদনিক, পাচক, পাকুক, ভক্ষকার। (হেম)

"ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ মিষ্টপাচকঃ।
শূরশ্চ কঠিনশ্চৈব সূপকারঃ স উচ্যতে॥" (চাণক্য)

যিনি ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞ, অর্থাৎ আকার ও ইঙ্গিতে সকল বুঝিতে পারেন, বলবান্, শূর ও কঠিন এবং উত্তমরূপে পাক করিতে পারেন, তাঁহাকে সূপকার কহে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের পাক করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা নীচ সূপকার। এই সূপকার পতিত ও মহাপাতকী, ইঁহার অন্ন ভোজন করিতে নাই।

"দেবোপজীবাজীবী যঃ দেবলশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শূদ্রপাকোপজীবী যঃ সূপকারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সন্ধ্যাপূজাবিহীনশ্চ প্রমত্তঃ পতিতঃ স্মৃতঃ।
উক্তপূর্ব্বপ্রকারেণ লক্ষণং বৃষলীপতেঃ॥
এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রযান্তি তে॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২৭ অ°)

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের পাকক্রিয়া করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের ঘোর কুম্ভীপাক নরক হয়।

সূপকৃৎ (পুং) সূপং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। পাচক, সূপকার।

সূপগন্ধি (ত্রি) সূপস্য অল্পঃ গন্ধো যত্র (অল্পাখ্যায়াং। পা ৫।৪।১৩৬) ইতি সমাসান্ত ই। অল্প সূপগন্ধযুক্ত, অল্প এই অর্থ বুঝাইলে বহুব্রীহিসমাসে গন্ধশব্দের উত্তর সমাসান্ত ই প্রত্যয় হইবে। যেস্থানে অল্প এই অর্থ বুঝাইবে না, তথায় ই প্রত্যয় হয় না।

সূপচর (ত্রি) উত্তম উপচারযুক্ত।

সূপচরণ (ত্রি) ১ উত্তমরূপে উপচরণ। ২ উত্তম উপচরণবিশিষ্ট।

সূপচার (ত্রি) সু উত্তম উপচারযুক্ত।

সূপতীর্থ (ত্রি) উত্তম সোপানবিশিষ্ট।

সূপধূপন (ক্লী) সূপস্য ধূপনমস্মাদিতি। হিঙ্গু। (ত্রিকা°)

সূপপর্ণী (স্ত্রী) সূপকরং সূপস্য স্বাদুতাকরং পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। মুদ্গপর্ণী, চলিত মুগানী। (রত্নমালা)

সূপবঞ্চন (ত্রি) শোভন প্রলম্ভ, সুপ্রতিষ্ঠ, উত্তম প্রতিষ্ঠাবিশিষ্ট। "সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবঞ্চনা" (ঋক্ ১০।১৮।১১) 'সূপবঞ্চনা উপবঞ্চনং প্রলম্ভনং শোভনা প্রলম্ভা সুপ্রতিষ্ঠা' (সায়ণ)

সূপবিষ্ট (ত্রি) সু সুখেন উপবিষ্টঃ। সুখোপবিষ্ট, যাঁহারা সুখে উপবেশন করিয়াছেন। (ভাগবত ৮।১২।৩)

সূপশ্রেষ্ঠ (পুং) সূপেষু তৎসাধনেষু শ্রেষ্ঠঃ। মুদ্গ, মুগ। (রাজনি°)

সূপসংস্কৃত (ত্রি) উত্তমরূপে সংস্কারবিশিষ্ট।

সূপসদন (ত্রি) উত্তম স্থানযুক্ত।

সূপস্কর (ত্রি) উত্তম উপস্করবিশিষ্ট।

সূপস্থ (ত্রি) উত্তমরূপ সেবা। "সূপস্থা অদ্য দেবো বনস্পতিরভবৎ" (শুক্ল যজু° ২১।৬০) 'সূপস্থা সুষ্ঠু উপতিষ্ঠতে সেবতে সূপস্থাঃ ছাগেন অশ্বিনোঃ সেবাং' (মহীধর)

সূপস্থান (ত্রি) সুন্দররূপে উপস্থানযুক্ত। (ক্লী) ২ পাকশালা।

সূপাঙ্গ (ক্লী) সূপস্য অঙ্গং তৎসাধনত্বাৎ। সূপধূপন, হিঙ্গু।

সূপায় (ত্রি) সদুপায়, সুন্দর উপায়যুক্ত।

সূপায়ন (ত্রি) শোভন প্রাপ্তিযুক্ত, উত্তম প্রাপ্তিবিশিষ্ট। "সনঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব" (ঋক্ ১।১।৯) 'সূপায়নঃ শোভনপ্রাপ্তিযুক্তঃ শোভনমুপায়নং যস্য সঃ' (সায়ণ) ২ উত্তম উপায়নবিশিষ্ট।

সূপাবসান (ত্রি) উত্তম বিশ্রামস্থানবিশিষ্ট।

সূপিক (ত্রি) সূপ। সূপকার, পাচক।

সূপীয় (ত্রি) সূপ্য, সূপসম্বন্ধীয়।

সূপ্য (ত্রি) সূপ (বিভাষা হবিরপূপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৪) ইতি যৎ। সূপসম্বন্ধীয়।

সূভর্ব্ব (ত্রি) শোভন ভক্ষ, শোভন ভক্ষণযুক্ত। "সূভর্ব্বা বৃষভাঃ প্রেমরাবিষুঃ" (ঋক্ ১০।৯৪।৩) 'সুভর্ব্বাঃ শোভনভক্ষাঃ' (সায়ণ)

সূম (ক্লী) সূ-(ইষিযুধীতি। উণ্ ১।১৪০) ইতি মক্। ১ ক্ষীর। ২ আকাশ। (মেদিনী) ৩ জল। (শব্দরত্না°)

সূময় (ত্রি) সুমুখ। (ঋক্ ৮।৬৬।১১)

সূয় (ক্লী) সোমাভিষব।

সূর (পুং) সূতে জগদিতি সূ (সুসূ ধাঞ্ গৃধিভ্যঃ ক্রন্। উণ্ ২।২৪) ইতি ক্রন্। ১ সূর্য্য। (ঋক্ ১।১৬৩।২) ২ অর্কবৃক্ষ। (অমর) ৩ বৃত্তার্হতের পিতা। (হেম) ৪ পণ্ডিত। ৫ মসূর।

সূরকন্দ (পুং) কন্দবিশেষ, শূরণ, চলিত ওল।

সূরকৃৎ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত)

সূরচক্ষস্ (ত্রি) সূর্য্যসদৃশ প্রকাশযুক্ত, সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান। "সোমপীতয়ে ইন্দ্র ত্বা সূরচক্ষসঃ" (ঋক্ ১।১৬।১) 'সূরচক্ষসঃ সূর্য্যসদৃশপ্রকাশযুক্তাঃ, চক্ষিঙ্ সর্ব্বধাতুভ্যঃ অসুন্, সূরবৎ খ্যানং প্রকাশো যেষাং' (সায়ণ)

সূরণ (পুং) শূরণ, ওল। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কার্ত্তিক মাসে ওল ভক্ষণ করিতে নাই, মোহবশতঃ ভোজন করিলে সদ্যঃ গোমাংসভোজনসদৃশ পাতক হয়।

"মকরে মূলকঞ্চৈব সিংহে চালাবুকং তথা।
কার্ত্তিকে সূরণঞ্চৈব সদ্যো গোমাংসভক্ষণং॥" (কর্ম্মলোচন)

সূরত (ত্রি) সুষ্ঠু রমতে ইতি সু-রম (সৌরমতেঃ ক্তো দমে পূর্ব্বপদস্য চ দীর্ঘঃ। উণ্ ৫।১৪) ইতি ক্ত, সুশব্দস্য চ দীর্ঘঃ। ১ কৃপালু দয়ালু। (উজ্জ্বল) ২ সুরত।

সূরদাস, [সুরদাস দেখ।]

সূরমস (পুং) জনপদভেদ। (পাণিনি)

সূরবর্ম্মন্ (পুং) একজন প্রাচীন সংস্কৃতকবি।

সূরসূত (পুং) সূরস্য সূর্য্যস্য সূতঃ সারথিঃ। সূর্য্যসারথি, অরুণ (অমর) ২ সূর্য্যপুত্র।

সূরসেন (পুং) শূরসেন।

সূরি (পুং) সূতে সদ্বাক্যানীতি সূ (সূঙঃ ক্রিঃ। উণ্ ৪।৬৪) ইতি ক্রিঃ) পণ্ডিত, বিদ্বান্।

"তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।"(ভাগ° ১।১।১)

২ যাদব। ৩ সূর্য্য। (উজ্জ্বল)

সূরিন্ (পুং) সূরঃ সূর্য্য উপাস্যতয়া অস্ত্যস্যেতি সূর-ইনি। পণ্ডিত।

সূরী (স্ত্রী) সূ ক্রি, ঙীষ্। ১ রাজসর্ষপ। (রত্নমালা) ২ বিদুষী। (উজ্জ্বল) ৩ সূর্য্যের পত্নী। (পুংযোগাদাখ্যায়াং। পা ৪।১।৪৮) ইতি ঙীষ্, সূর্য্যতিষ্যাগস্ত্যেতি যলোপঃ। ৪ কুন্তী।

সূর্ক্ষ অনাদর। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সূর্ক্ষতি। লিট্ সুষূর্ক্ষ। লুট্ সূর্ক্ষিতা। লুঙ্ অসূর্ক্ষীৎ।

সূর্ক্ষণ (ক্লী) সূর্ক্ষ-ল্যুট্। অনাদর। (শব্দরত্না°)

সূর্ক্ষ্য (পুং) সূর্ক্ষ্যতে অনাদ্রিয়তে ইতি সূর্ক্ষ্য-ঘঞ্। মাষ।

সূর্প (পুং ক্লী) শূর্প, চলিত কুলা। (শব্দরত্না°) ২ পরিমাণবিশেষ, কুম্ভপরিমাণ, দুই দ্রোণ পরিমাণ। (বৈদ্যকপরিভাষা)

সূর্পাক্ষ (পুং) সূর্পবৎ অক্ষিণী যস্য। রাক্ষসবিশেষ। (রামা°৪।১২।১১)

সূর্পারক, পশ্চিমভারতে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী একটী অতি প্রাচীন বন্দর। ভরোচ হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত, তিন হাজার বর্ষ পূর্ব্ব হইতে এই স্থান বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তলেমি Soupara নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান নাম সুপার। [সুপার দেখ।]

সূর্ম্মী (স্ত্রী) শূর্ম্মী। লৌহময়ী অগ্নিবর্ণা স্ত্রী-প্রতিকৃতি।

"গুরুতল্পাভিভাষ্যৈনস্তপ্তে স্বপ্যাদয়োময়ে।
সূর্ম্মীং জ্বলন্তীং স্বাশ্লিষ্য মৃত্যুনা স বিশুধ্যতি॥" (মনু ১১।১০৪)

'সূর্ম্মীং লৌহময়ীং স্ত্রী-প্রকৃতিং' (কুল্লূক)

যিনি গুরুপত্নী গমন করেন, তিনি ঐ পাপনাশের জন্য লৌহময় শয্যায় শয়ন করিয়া লৌহময়ী স্ত্রীর আকৃতিকে প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। এইরূপে মৃত্যু হইলে তাঁহার পাপ বিশুদ্ধ হয়

সূর্য্য (পুং) সরতি আকাশে, সুবতি কর্ম্মণি লোকং প্রেরয়তি বা, সৃ গতৌ সূ প্রেরণে বা (রাজসূয়সূর্য্যমৃষোদ্যেতি। পা ৩।১।১১৪) ইতি ক্যপ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। অর্কপর্ণ। (মেদিনী) ২ তাম্র, তামা। ৩ সুবর্ণ। ৪ সূর্য্যাবর্ত্তবৃক্ষ, চলিত হুড়হুড়িয়াগাছ। (বৈদ্যকনি°)

৫ বলির পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৩।৭৪) ৬ দানববিশেষ। (অগ্নিপু° কাশ্যপীয়বংশ) ৭ গ্রহবিশেষ, সূর্য্যদেব, রবিগ্রহ। পর্য্যায়—সূর, অর্য্যমা, আদিত্য, দ্বাদশাত্মা, দিবাকর, ভাস্কর, অহস্কর, ব্রধ্ন, প্রভাকর, বিভাকর, ভাস্বান্, বিবস্বান্, সপ্তাশ্ব,হরিদশ্ব, উষ্ণরশ্মি, বিকর্ত্তন, অর্ক, মার্ত্তণ্ড, মিহির, অরুণ, পূষা,দ্যুমণি, তরণি, মিত্র, চিত্রভানু, বিরোচন, বিভাবসু, গ্রহপতি, ত্বিষাম্পতি, অহঃপতি, ভানু, হংস, সহস্রাংশু, তপন, সবিতা, রবি। (অমর) শূর, ভগ, বৃধ্ন, পদ্মিনীবল্লভ, হরি, দিনমণি, চণ্ডাংশু, সপ্তসপ্তি, গভস্তিমান্, অংশুমালী, কাশ্যপেয়, খগ, ভানুমান্, লোকলোচন, পদ্মবন্ধু, জ্যোতিষ্মান্, অব্যথ, তাপন, চিত্ররথ, খমণি, দিবামণি, গভস্তিহস্ত, হেলি, পতঙ্গ, অর্চ্চিঃ; দিনপ্রণী, বেদোদয়, কালকৃত, গ্রহরাজ, তমোনুদ, রসাধার, প্রতিদিবা, জ্যোতিঃপোথ, ইন, (শব্দরত্না°) কর্ম্মসাক্ষী, জগচ্চক্ষুঃ, ত্রয়ীতপঃ, প্রদ্যোতন, খদ্যোত, লোকবান্ধব, পদ্মিনীকান্ত, অংশুহস্ত, পদ্মপাণি, হিরণ্যরেতাঃ, পীত, অদ্রি, অগ, হরিবাহন, অম্বরীষ, ধামনিধি, হিমারাতি, গোপতি, কুঞ্জার, প্লবগ, সূনু, তমোপহ, গভস্তি। (জটাধর)

সূর্য্যের বর্ণ রক্তশ্যামমিশ্রিত, ইনি পূর্ব্বদিক্‌পুরুষ, ক্ষত্রিয়জাতি, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, এবং সিংহরাশির অধিপতি। ধাতাদি ও সুবর্ণদ্রব্য এবং চতুষ্পাদ, গো ও ভূমিস্বামী, চতুষ্কোণাকৃতি, মধ্যাহ্নকালে প্রবল, বৃদ্ধ, রণচারী, ও তিক্তরসপ্রিয়।

(বৃহজ্জাতকাদি)

গ্রহযাগতত্ত্বে লিখিত আছে যে, ইনি বর্ত্তুলাকার, মণ্ডলমধ্যস্থিত। ইঁহার জন্মভূমি কলিঙ্গদেশ, গোত্র—কাশ্যপ, বর্ণ—রক্তবর্ণ, জাতি—ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বমুখ, বলি—গুড়ৌদন, ধূপ—গুগ্‌গুলু, গন্ধ—রক্তচন্দন, সমিধ্—অর্ক, অর্থাৎ সূর্য্যের উদ্দেশে হোম করিতে হইলে অর্কের সামধ্ দ্বারা করিতে হয়। ধ্যান—

"ক্ষাত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলং।

পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনং।

শিবাধিদৈবতং ধ্যায়েদ্বহ্নিপ্রত্যধিদৈবতং॥"

ইঁহার মন্ত্র—"আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্ময়েন সবিতা রথেন দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।" (গ্রহযাগসংস্কারতত্ত্ব) গ্রহযাগকালে সূর্য্যের উদ্দেশে যাগ করিতে হইলে উক্ত মন্ত্রে যাগ করিতে হয়।

ভগবান্ সূর্য্য সকলেরই একমাত্র উপাস্য দেবতা, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণ সন্ধ্যোপাসনায় যে গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন, তাহা ভগবান্ সূর্য্যের উপাসনা। গায়ত্রীর উপাসনাকালে ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন যে, ভগবান্ সূর্য্য হইতেই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক প্রসূত হইয়াছে। অতএব তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি, সেই ভগবান্ সূর্য্য আমাদিগের বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে নিয়োজিত করুন। সন্ধ্যোপাসনায় ভগবান্ সূর্য্যেরই এই প্রকার উপাসনা করা হইয়া থাকে। ভগবান্ সূর্য্যই প্রত্যক্ষ দেবতা।

ভগবান্ সূর্য্য জ্যোতিশ্চক্রে উক্তরূপে অবস্থিত হইয়া লোকসমূহের রক্ষা বিধান করিতেছেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ভগবান্ সূর্য্যের উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা বিবিধ প্রজাসৃষ্টি কামনায় স্বীয় দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে তদীয় পত্নীর সৃষ্টি করেন।

অদিতি দক্ষের কন্যারূপে সমুৎপন্না হন। কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে ভগবান্ সূর্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। এই সূর্য্য ব্রহ্মস্বরূপ, সমস্ত জগতের বরদাতা, আদি, মধ্য ও অন্তঃস্বরূপ এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা। ভগবান্ সূর্য্য হইতেই এই জগতের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাতেই ইহা প্রতিষ্ঠিত আছে, তিনিই সনাতন বিষ্ণু, অদিতি পূর্ব্বে তাঁহাকে আরাধনা করিয়াছিলেন, তাই তিনি অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

বিস্পষ্টা, পরমা, বিষ্ঠা, জ্যোতির্ভা, শাশ্বতী, স্ফুটা, কৈবল্য, জ্ঞান, আবির্ভূ, প্রকাম্য, সম্বিৎ, বোধ, অবগতি ইত্যাদি সূর্য্যের রূপ। এই জগৎ যখন প্রভাহীন আলোকহীন ও সর্ব্বতোভাবে অন্ধকারে বিলীন হইয়াছিল তখন এক অণ্ড সমুদ্ভূত হয়। ঐ অণ্ডই সকলের আদি কারণ। ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সেই অণ্ডের অন্তরে থাকিয়া তাহা বিদারিত করিলেন। এই ব্রহ্মাই জগতের স্রষ্টা ও প্রভু। প্রথমে তাঁহার মুখ হইতে 'ওঁ' এই মহান্ শব্দ আবির্ভূত হইল। তাহা হইতে প্রথমে 'ভূঃ', পরে 'ভুবঃ', এবং 'স্ব' শব্দ সমুদ্ভূত হয়। এই তিন ব্যাহৃতিই সূর্য্যের স্বরূপ। সেই 'ওঁ' হইতেই সূর্য্যের সূক্ষ্মরূপ আবির্ভূত হইয়াছে। অনন্তর তাহা হইতে মহঃ, জন, তপঃ, সত্য ইত্যাদিভেদে যথাক্রমে স্থূল ও স্থূলতর সপ্ত মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। এই সকল রূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। "ওঁ"ই তাহার সূক্ষ্মরূপ, ইহাই সকলের আদি ও অন্ত, ঐ পরম রূপের কোন প্রকার আকার নাই, উহাই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম।

সেই অণ্ড বিভিন্ন হইলে অব্যক্তযোনি ব্রহ্মার বদন হইতে ঋক্‌সকল আবির্ভূত হইল। তাহারা জবাকুসুমসন্নিভ, এবং তেজ ও রূপ দ্বারা অলঙ্কৃত। তাহারা সকলেই রজোরূপধারী,

এবং কাহারও সহিত কেহ সম্বদ্ধ নহে। অনন্তর ব্রহ্মার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুঃসকল প্রবলবেগে প্রাদুর্ভূত হইল। ইহাদের বর্ণ কাঞ্চনসদৃশ। ইহারাও, পরস্পর অসংহত। অনন্তর ব্রহ্মার পশ্চিম বদন হইতে সাম ও তত্তদ্‌ছন্দঃসকল আবির্ভূত হইল। তৎপরে ব্রহ্মার উত্তর বদন হইতে ভৃঙ্গ ও অঞ্জনপুঞ্জসন্নিভ সমুদয় অথর্ব্বগণ প্রকটীভূত হইল। ঐ অথর্ব্বগণ শান্তিক ও আভিচারিকভেদে দ্বিবিধ, ইঁহারা সুখ, সত্ত্ব ও তমঃপ্রধান, সৌম্য ও অসৌম্য এই দ্বিবিধরূপযুক্ত। ঋকসকল রজোগুণান্বিত, সামসকল তমোগুণবিশিষ্ট, অথর্ব্বগণ সত্ত্ব ও তমোগুণসম্পন্ন। ইহারা অপ্রতিমতেজে জাজ্বল্যমান হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই আদি তেজ যাহার নাম ওঁ তাহার স্বভাব হইতে যে তেজ সমুদ্ভূত হইল তাহা উল্লিখিত আদ্য তেজকে সম্যক্‌রূপে আবরণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তৎপরে যজুর্ম্ময় তেজ ও সামময় তেজ পরস্পর মিলিত হইয়া সেই পরম তেজে অধিষ্ঠিত হইল। তৎপরে শান্তিক, পৌষ্টিক ও আভিচারিক এই ত্রিতয় এবং ঋক্ প্রভৃতি ত্রিতয়ে লয় প্রাপ্ত হইল। তাহাতেই তৎক্ষণাৎ সেই গভীর অন্ধকার বিনষ্ট হইলে সমুদয় জগৎ সুনির্ম্মল হইয়া উঠিল এবং তন্নিবন্ধন তাহার অধঃ, উর্দ্ধ ও তির্য্যক্ সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই ছন্দোময় তেজ মণ্ডলীভূত হইয়া পরম তেজের সহিত এক হইয়া গেল। এইরূপে আদিতে উদ্ভূত হইল বলিয়া সূর্য্যের নাম আদিত্য হইল। ঐ অব্যয়াত্মক তেজই এই বিশ্বের কারণ। এই ঋক্, যজুঃ ও সামাখ্য ত্রয়ীই প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ এই তিন কালে তাপ দিয়া থাকেন। পূর্ব্বাহ্ণে ঋক্‌সকলে শান্তিক, মধ্যাহ্নে যজুঃসকলে পৌষ্টিক এবং সায়াহ্নে সামসকলে আভিচারিক বিন্যস্ত হইয়াছে। মধ্যন্দিন ও অপরাহ্ণ এই দ্বিবিধ সময়ে আভিচারিক এবং অপরাহ্ণে সামদ্বারা পিতৃগণের কার্য্য করিবে। ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে ঋক্‌ময়, বিষ্ণু স্থিতিকালে যজুর্ম্ময়, ও রুদ্র অন্তকালে সামময় হইয়া থাকেন।

এই কারণে তিনি বেদাত্মা, বেদসংস্থিত ও বেদবিদ্যাময় পরমপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হন। এই জন্যই তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু এবং রজঃ সত্ত্বাদি গুণ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম ও বিষ্ণু প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি বেদ ও অখিলমর্ত্ত্যমূর্ত্তি, আবার তিনি অমূর্ত্তি, তিনি আদ্য ও বিশ্বের আশ্রয় এবং জ্যোতিস্বরূপ, বেদান্তগম্য, পরাৎপর। দেবগণ সর্ব্বদাই তাঁহার স্তব করেন।

সেই সূর্য্যের তেজে অধঃ ও উর্দ্ধ সন্তপ্ত হইয়া উঠিলে পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি বিনষ্ট হইবে, প্রাণিগণ প্রাণহীন হইবে, সমুদয় সলিল শুষ্ক হইবে, এদিকে জল ব্যতীত, বিশ্বের পুষ্টি হইবে না। এই প্রকার চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন। সূর্য্য ব্রহ্মার স্তবে পরম তেজের সংহরণ করিয়া স্বল্পমাত্র তেজ ধারণ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা যথাবিধানে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রহ্মা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া যথাবিধানে বন, আশ্রম, সমুদ্র, পর্ব্বত ও দ্বীপসকলের বিভাগ এবং দেব, দৈত্য, উরগাদি সকলের রূপ ও স্থান কল্পনা করিলেন। প্রথমে ব্রহ্মার মরীচিনামে এক পুত্র হয়, তাহার পুত্র কশ্যপ। দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপের পত্নী।

অদিতি দেবগণকে, দিতি দৈত্যগণকে, দনু দানবদিগকে প্রসব করিলেন। অদিতি ও দিতির তনয়গণে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, অদিতির পুত্র দেবগণই প্রধান। দিতি ও দনুর পুত্রগণ মিলিত হইয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইলেন। তখন অদিতি সন্তানের মঙ্গল কামনায় ভগবান্ সূর্য্যের আরাধনা করিতে লাগিলেন। সূর্য্য এই স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া অদিতির সমীপে উপনীত হইলেন। অদিতি দেখিলেন, রাশীকৃত তেজ যুগপৎ আকাশ ও পৃথিবী আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছে, তিনি এইরূপ দর্শন করিয়া কিছুতেই উহার নিকটস্থ হইতে পারিলেন না, পরন্তু তাহার অতিশয় ভয়সঞ্চার হইল। তখন তিনি সূর্য্যকে ঐ রূপ সম্বরণ করিবার জন্য স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ স্তবে সূর্য্য আপনার সেই তেজোমণ্ডল-মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়া প্রতপ্ত তাম্রসদৃশকলেবরে অদিতির সমক্ষে উপনীত হইলেন। তখন তিনি তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, "দৈত্য ও দানবগণ দেবগণকে পরাজয় করিয়া যজ্ঞভাগ ও স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছে। আমার পুত্রগণ পূর্ব্বের ন্যায় যাহাতে যজ্ঞভাগভাগী এবং ত্রিভুবনের ঈশ্বর হইতে পারে তাহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তাদৃশ বিধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

তখন ভগবান্ সূর্য্য প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি আপনার গর্ভে সহস্রাংশে সমুদ্ভূত হইয়া শত্রুদিগকে আশু নিঃশেষে নাশ করিব। এই কথা বলিয়া ভগবান্ সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর অদিতি তপস্যা হইতে নিবৃত্তা হইলে সূর্য্যের সোধুম্ননামক কর তদীয় উদরে প্রবেশ করিল। দেবজননী অদিতিও সমাহিতা হইয়া শৌচ অবলম্বনপূর্ব্বক কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি অনুষ্ঠান করিয়া সেই গর্ভ বহন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কশ্যপ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া অদিতিকে কহিলেন, তুমি নিত্য উপবাসাদি করিয়া এই গর্ভাণ্ডকে মারিবে না কি? ইহাতে অদিতি ক্রুদ্ধা হইয়া কশ্যপকে

মারিব না, এই গর্ভাণ্ডই বিপক্ষগণের মৃত্যুর কারণ হইবে।

অদিতি এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ গর্ভাণ্ড ত্যাগ করিলেন। ঐ গর্ভাণ্ড তখন তেজোভরে জ্বলিতে লাগিল। কশ্যপ উদীয়মান ভাস্করের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সেই গর্ভকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। আর ঋকাদি দ্বারা বহুবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। তখন সূর্য্য পদ্মপলাশপ্রান্তভকলেবরে সেই গর্ভাণ্ড হইতে প্রকট হইয়া স্বকীয় তেজে দিঙ্মুখ পরিব্যাপ্ত করিলেন। এই সময়ে আকাশ হইতে দৈববাণী হইল যে, "হে মুনে? তুমি এই অণ্ডকে মারিত অর্থাৎ মারিয়া ফেলিবে, বলিয়াছ, এই জন্য ইহার নাম মার্ত্তণ্ড হইবে। এই পুত্র জগতে সূর্য্যের কার্য্য এবং যজ্ঞভাগহারী অসুরগণকে বিনাশ করিবেন।"

দেবগণ এই বাক্য শুনিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন। তখন ইন্দ্র দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া অসুরদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবাসুরে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। সেই যুদ্ধে মহাসুরসকল মার্ত্তণ্ডকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবামাত্র তদীয় তেজে দহ্যমান হইয়া ভস্মীভূত হইল। তখন দেবগণ পূর্ব্বের ন্যায় স্ব স্ব অধিকার লাভ করিলেন। তখন মার্ত্তণ্ড কদম্বকুসুমসদৃশ প্রতিভা বিকাশ সহকারে অধঃ ও উর্দ্ধে রশ্মি বিকীরণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় এবং অনতি প্রস্ফুরিত কলেবর ধারণ করিলেন।

অনন্তর প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বকীয় সংজ্ঞানাম্নী কন্যা তাহাকে সম্প্রদান করিলেন। তাঁহার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে বৈবস্বত মনু আবির্ভূত হইলেন। এই সংজ্ঞার তিনটী সন্তান হয়। দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা, কন্যার নাম যমুনা, পুত্রদ্বয় বৈবস্বত মনু ও যম। ক্রমে সূর্য্যের তেজ অতিমাত্র সম্বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সংজ্ঞা কিছুতেই এই তেজ সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় ছায়াকে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, ভগিনি! এই সূর্য্যের গোলাকার তেজ আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না, অতএব তুমি আমার সদৃশী হইয়া এই স্থানে অবস্থান কর, আমি পিতৃগৃহে গমন করিলাম। আমার পুত্র ২টী এবং কন্যাটীকে যত্নে পালন করিও। ছায়া ইহাতে স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, সূর্য্য যে পর্য্যন্ত না শাপ প্রদান করেন, তাবৎ আমি তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব না।

তখন সংজ্ঞা পিতৃভবনে গমন করিলেন। এদিকে সংজ্ঞা পিতৃভবনে গমন করিলে ছায়া তাহার রূপ ধারণ করিয়া সূর্য্যের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্তা হইলেন। সূর্য্যও সংজ্ঞাজ্ঞানে তাহার গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা উৎপাদন করিলেন। এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সাবর্ণিনামে মনু, ইনি সর্ব্বপ্রকারে বৈবস্বত মনুর তুল্য, দ্বিতীয় পুত্র শনি, কন্যার নাম তপতী।

এদিকে ছায়া যেরূপ আপন সন্তানদিগকে লালনপালন করিতেন, সংজ্ঞার পুত্রগণের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার করিতেন না। এই জন্য যম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পাদ-প্রহার করিতে উদ্যত হন। তখন ছায়াও কুপিতা হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি তোমার পিতার পত্নী, এই জন্য তোমাদের পরম গুরু; কিন্তু তুমি তাহা না ভাবিয়া আমায় চরণ প্রহারে উদ্যত হইয়াছ, এই জন্য তোমার চরণ পতিত হইবে, তোমাকে এই অভিশাপ প্রদান করিলাম। যম এই অভিশাপে দুঃখিত হইয়া পিতার নিকট যাইয়া এই বৃত্তান্ত বলিলেন।

সূর্য্য ইহা শুনিয়া ছায়াকে কহিলেন, পুত্রগণ সকলই সমান, তবে কিজন্য তুমি এক জনকে অধিক স্নেহ করিয়া থাক, বিশেষতঃ পুত্রেরা বিগুণ হইলেও জননী কখন তাহাদিগকে শাপ দিতে পারেন না। ইহাতে বোধ হইতেছে, তুমি ইহাদের জননী নহ। কিন্তু ছায়া একথায় কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। তখন সূর্য্য সমাহিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং ছায়াকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে ছায়া সকল বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন।

সূর্য্য তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন করিলে তিনি তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা ও সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, আপনার তেজ অতি দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, সংজ্ঞা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বনে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতেছে। আপনি সেই স্থানে গমন করিলেই তাহাকে দেখিতে পাইবেন। ব্রহ্মার কথানুসারে যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনার এইরূপ আমি কমনীয় করিয়া দিব।

ভগবান্ সূর্য্যের রূপ পূর্ব্বে মণ্ডলাকার ছিল, সেই জন্য তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে কহিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে। তখন বিশ্বকর্ম্মা আজ্ঞা পাইয়া শাকদ্বীপে সূর্য্যদেবকে ভ্রমিতে আরোপিত করিয়া তদীয় তেজঃ ক্ষয় করিতে উদ্যত হইলেন। যখন সমুদয় জগতের নাভিস্বরূপ ভগবান্ সূর্য্য ভ্রমিতে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন, সাগর, পর্ব্বত ও কানন সহ সমগ্র মেদিনী আকাশে উত্থান করিলেন। গ্রহগণ ও তারার সহিত সমস্তগগন অধোগত হইল। সাগরসকলের সলিলরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, মহাশৈলসকল বিদারিত এবং তাহাদের সানুসকল বিশীর্ণ হইয়া গেল। তখন তদীয় ভ্রমণ-বেগে আকাশ, পাতাল ও পৃথিবী সমুদায়ই বিভ্রান্ত হওয়াতে এই নিখিল জগৎ অতিশয় আকুল হইয়া উঠিল। তখন সমস্ত জগৎ ধ্বংস হয় দেখিয়া ব্রহ্মার সহিত দেবগণ ভগবান্ সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন।

বিশ্বকর্ম্মাও সূর্য্যের নানা প্রকার স্তব করিয়া তাহার ষোড়শ ভাগ মণ্ডলস্থ করিলেন। ১৫ ভাগ তেজ শাণিত হওয়াতে সূর্য্যের শরীর অতীব কান্তিবিশিষ্ট হইল। বিশ্বকর্ম্মা তখন তাঁহার সেই ১৫ ভাগ তেজদ্বারা বিষ্ণুর চক্র, মহাদেবের শূল, ধনদের শিবিকা, যমের দণ্ড এবং কার্ত্তিকের শক্তি নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর তিনি অন্যান্য দেব-গণেরও শত্রুসাদনার্থ পরম প্রভাবিশিষ্ট অস্ত্রসকল নির্ম্মাণ করিলেন।

এইরূপে ভগবান্ সূর্য্যের তেজঃ শাতিত হওয়ায় তিনি পরম শোভমান হইলেন। সংজ্ঞা সূর্য্যের এই কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০২—১০৯ অ°)

ইহা ভিন্ন ভবিষ্যপুরাণে ব্রাহ্মপর্ব্বে, বরাহপুরাণে আদিত্যোৎপত্তি নামাধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণ ২য় অংশ ১০ অধ্যায়ে, কূর্ম্মপুরাণ ৪০ অধ্যায়ে, মৎস্যপুরাণ ১০১ অধ্যায়ে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ৫৯অধ্যায়ে সূর্য্যের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যাদির বিশেষ বিবরণ বিশেষভাবে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত এই স্থানে লিখিত হইল না। বিভিন্ন পুরাণসমূহে সূর্য্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু কিছু পার্থক্য আছে, তাহা তত্তৎপুরাণে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে ভগবান্ সূর্য্যদেব অবস্থিত আছেন। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের যে অন্তর তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য স্থান। সূর্য্য ও অণ্ডগোলক এই দুইয়ের মধ্য স্থানের পরিমাণ সর্ব্বতোভাবে পঞ্চবিংশতি কোটি যোজন। ভগবান্ সূর্য্যের এক নাম মার্ত্তণ্ড, মৃত অর্থাৎ অচেতন অণ্ডে তিনি বৈরাজরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এই জন্য তিনি মার্ত্তণ্ডনামে খ্যাত, আরও তিনি হিরণ্ময় অণ্ড হইতে সমুদ্ভূত হন, এই জন্য তাঁহার আর এক নাম হিরণ্যগর্ভ। এই এক সূর্য্য দ্বারাই দিক্, আকাশ, পৃথিবী এবং অন্যান্য বিভাগ বিভক্ত হয় এবং ভোগস্থান, মোক্ষস্থান, নরক ও অতলাদি সকল প্রকার লোকই সূর্য্য হইতে বিভক্ত হইয়াছে। ভগবান্ সূর্য্য দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, লতা এবং বীজসমূহের আত্মা, নেতা এবং অধিষ্ঠাতা। অতএব সকলেরই সূর্য্যের উপাসনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

কালচক্রে ভ্রমণশীল সূর্য্যের গতিক্রমে রাশি সঞ্চার ও তদ্দ্বারা লোকযাত্রা নিরূপিত হইয়া থাকে। ভূমণ্ডলের সংস্থান পঞ্চাশৎ-কোটিযোজন এবং উচ্চতায় পঞ্চবিংশতি কোটি যোজন, চণকাদি দ্বিদলের মধ্যে এক দলের যেরূপ পরিমাণ, অন্য দলেরও সেইরূপ পরিমাণ হয়, ভূমণ্ডলের পরিমাণানুসারে স্বর্গমণ্ডলেরও পরিমাণ সেই রূপ। এই দুইয়ের মধ্যে যে আকাশ আছে তাহা তদুভয় দ্বারা উভয় পার্শ্বে সংলগ্ন। সূর্য্যদেব সেই আকাশের মধ্যস্থলে থাকিয়া ত্রিলোককে তাপ দিয়া থাকেন, এবং আপনার কিরণ দ্বারা ত্রিভুবন উদ্দীপিত করেন। সূর্য্যই একমাত্র উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, ও বিষুবসংজ্ঞক মন্দ, শীঘ্র ও সমান গতি দ্বারা যথাকালে আরোহণ, অবরোহণ ও সমান স্থানে আরোহণাদি প্রাপ্ত হইয়া মকরাদি রাশিতে অহোরাত্র সকলকে দীর্ঘ, হ্রস্ব ও সমান করিয়া থাকেন। সূর্য্য যখন মেষ ও তুলারাশিতে গমন করেন, তখন অহোরাত্রসকল অত্যন্ত বৈষম্যাভাবপ্রযুক্ত প্রায় সমান হয়। সূর্য্য যখন বৃষাদি পঞ্চ রাশিতে পরিভ্রমণ করেন, তখন দিন সকল বর্দ্ধিত হয়, এবং মাসে এক এক ঘটিকা করিয়া রাত্রি হ্রস্ব হইতে থাকে। যখন সূর্য্য বৃশ্চিকাদি পঞ্চ রাশিতে অবস্থান করেন, তখন অহোরাত্র সকলের বিপর্য্যয় হয়, অর্থাৎ যতদিন দক্ষিণায়ন থাকে ততদিন দিন দীর্ঘ এবং উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত রাত্রি দীর্ঘ হয়।

এই প্রকারে সূর্য্যের মন্দ, শীঘ্র ও সমান গতি দ্বারা মানসোত্তর পর্ব্বতের পরিমাণ নয়কোটি একপঞ্চাশৎ যোজন, উক্ত মানসোত্তরে সুমেরুর পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রসম্বন্ধিনী পুরী, তাহার নাম দেবধানী, দক্ষিণ দিকে যমসম্বন্ধিনী পুরী, নাম সংযমনী, পশ্চিম দিকে নিম্লোচনী নামক বরুণের পুরী, উত্তর দিকে বিভাবরীনামে চন্দ্রের পুরী। ঐ সকল পুরীতে সুমেরুর চতুর্দ্দিকে বিশেষ বিশেষ সময়ে উদয়, মধ্যাহ্ন, অস্ত ও অহোরাত্র হইয়া থাকে। ঐ সকল উদয়াদিই প্রাণিগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ। অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়াদি উপলক্ষ করিয়াই প্রাণিসমূহের চেষ্টাদি হইয়া থাকে।

যে সকল প্রাণী সুমেরুতে অবস্থিতি করে, সূর্য্য দিবা-মধ্যগত হইয়া তাহাদিগকে তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। যদিও তিনি বামদিকে চলেন, অর্থাৎ নক্ষত্রাভিমুখ হইয়া গমন করাতে যদি সুমেরুকে বামে রাখিয়া গমন করিয়া থাকেন, তথাচ প্রবাহনামক বায়ু জ্যোতিশ্চক্রকে ভ্রাম্যমাণ করাতে প্রত্যহ এক এক বার দক্ষিণ দিকে যাইয়া থাকেন। অতএব চক্রগতির কারণে অতি দূর হইতে সূর্য্যকে ভূমিসংলগ্নের ন্যায় যে দেখায়, তাহাই তাঁহার উদয়। তাঁহার আকাশারূঢ়ের ন্যায় দর্শনই মধ্যাহ্ন, ভূমিপ্রবিষ্টের ন্যায় দর্শনই তাঁহার অস্ত। তথা হইতে অধিক দূর গমনই অর্দ্ধরাত্র। বেদেও সমুদ্রতীরস্থ দৃষ্টিক্রমে কথিত আছে যে, হে সূর্য্যদেব তুমি প্রাতঃকালে জলমধ্য হইতে উদিত এবং সায়ংকালে জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাক। শ্রুতির এই উক্তি লৌকিক ব্যবহারসিদ্ধ, যথার্থ নহে। সূর্য্য যেস্থলে উদিত হন, তাহার সমসূত্র-পাতিত স্থানেই অস্তমিত হন। মধ্যাহ্নকালে যেখানকার প্রাণিগণকে স্বেদোদ্গম সহকারে উত্তাপ দেন, তাহার সমসূত্রপাত স্থানে অর্দ্ধরাত্র হওয়াতে সেখানকার ব্যক্তিদিগকে ঐ সময়ে নিদ্রিত করিয়া রাখেন।

যখন সূর্য্য ঐন্দ্রী পুরী হইতে প্রচলিত হন, তখন পঞ্চদশ ঘটিকায়, যমসম্বন্ধীয়া পুরীতে সওয়া দুই কোটি ও পঞ্চবিংশতি সহস্রা-

ধিক সার্দ্ধ দ্বাদশলক্ষ যোজন ভ্রমণ করিয়া যান। ঐ প্রকারে তথা হইতে বরুণসম্বন্ধিনী পুরী গমন করিয়া পুনরায় ঐন্দ্রী পুরীতে গমন করেন। এইরূপে সোমাদি গ্রহগণ সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া নক্ষত্রগণের সহিত জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হন এবং তাহাদের সহিত অস্তমিত হইয়া থাকেন।

এই প্রকারে সূর্য্যের বেদময়রথ এক মুহূর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত ঐন্দ্রাদি পুরীচতুষ্টয়ের চতুষ্পার্শ্বে ৩৪ লক্ষ অষ্টশত যোজন ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। ঐ রথের একমাত্র চক্র, তাহার নাম সম্বৎসর, দ্বাদশ মাস, তাহার দ্বাদশ আর অর্থাৎ অস্তভাগ। ছয় ঋতু তাঁহার ৬ নেমি, তিন চাতুর্ম্মাস্য তাঁহার নাভি। তাঁহার অক্ষের এক ভাগ সুমেরুর মস্তকে এবং অন্যভাগ মানসোত্তর পর্ব্বতে স্থাপিত আছে, সেই মানসোত্তর পর্ব্বতে সূর্য্যরথ স্থাপিত হওয়ায় তৈলযন্ত্রের চক্রের ন্যায় অহরহঃ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সূর্য্যরথের দুই অক্ষ, তন্মধ্যে প্রথম অক্ষটী সুমেরু ও মানসোত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহার পরিমাণ এককোটি সার্দ্ধসপ্তপঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন। দ্বিতীয় অক্ষের পরিমাণ তাহার চতুর্থাংশ, অর্থাৎ চত্বারিংশৎ লক্ষ সার্দ্ধসপ্তত্রিংশৎ সহস্র যোজন। প্রথম অক্ষে দ্বিতীয় অক্ষের পূর্ব্ব ভাগ নিবদ্ধ আছে এবং তৈলযন্ত্রের ন্যায় ধ্রুবলোকে বায়ুপাশ দ্বারা তাহার উপর ভাগ সংলগ্ন রহিয়াছে। ঐ রথের নীড় অর্থাৎ রথীর উপবেশন স্থান ৩৬ লক্ষ যোজন আয়ত, তাহার চতুর্থ ভাগ উচ্চ, ঐ রথের যুগের পরিমাণ তাবৎসংখ্যক যোজন। ঐ রথে গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্ত ছন্দ ৭টী অশ্ব, এই অশ্বসকল অরুণ কর্ত্তৃক যোজিত হইয়া সূর্য্যদেবকে বহন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। অরুণ সূর্য্যের সারথ্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অগ্রে স্থাপিত হইয়াছেন, তথাচ প্রত্যঙ্মুখে অবস্থিত আছেন। বালখিল্যনামক ঋষিগণ, যাহাদের দেহের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র এবং সংখ্যায় ষষ্টিসহস্র, তাঁহারা সূর্য্যদেবের অগ্রে থাকিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে স্তব করিতেছেন। এইরূপে অন্যান্য ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, উরগ, রাক্ষস, দৈত্য ও দেব প্রভৃতি প্রতিমাসে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম দ্বারা পরমাত্মরূপী ভগবান্ সূর্য্যের উপাসনা করিতেছেন।

রাজা পরীক্ষিৎ ভগবান্ শুকদেবের মুখে সূর্য্যের বিষয় এইরূপ শ্রবণ করিয়া শুকদেবকে বলিয়াছিলেন যে, হে ব্রহ্মন্! আপনি যে বর্ণন করিলেন সূর্য্য সুমেরুও ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে রাশিসকলের অভিমুখে অথচ অপ্রদক্ষিণে গমন করেন। ইহা আমার বিবেচনায় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। যোগিবর শুকদেব রাজার সংশয় অপনোদনের জন্য বলিলেন, রাজন্, যেমন কুলালচক্র একদিকে মুখ করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকিলেও সেই চক্রাশ্রিত পিপীলিকাসকল যাহারা অন্যদিকে মুখ করিয়া ভ্রমণ করে, তাহাদের অন্য প্রদেশে অন্য প্রকার গতি উপলব্ধি হয় তাহার ন্যায় যে কালচক্র ধ্রুব ও সুমেরু প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে তাহা নক্ষত্র ও রাশিচক্রে উপলক্ষিত হইলেও ঐ সকল চক্রে পৃথক্ পৃথক্ ভ্রমণকারী সূর্য্যাদি গ্রহগণের অন্য প্রকার গতি হইবে ইহা অসম্ভব কি?

সেই প্রসিদ্ধ কালরূপী সাক্ষাৎ ভগবান্ আদিপুরুষই লোকমঙ্গলার্থ ও কর্ম্মশুদ্ধির জন্য আপনার বেদময় বপুকে দ্বাদশ প্রকারে বিভক্ত করিয়া সূর্য্যরূপী হইয়াছেন এবং ছয় ঋতুতে কর্ম্ম সকলের ভোগানুসারে তত্তদ্ ঋতুর গুণ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি বিধান করিতেছেন। সূর্য্য সকল লোকেরই আত্মা, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যে আকাশমণ্ডল আছে, তন্মধ্যস্থিত কালচক্রে অবস্থিত হইয়া দ্বাদশ রাশি ভোগ করেন, মেষাদি রাশির নামানুসারেই ঐ দ্বাদশ মাসের নাম হইয়াছে। ঐ মাস সকলই সম্বৎসরের অবয়ব।

মাসসকলও আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে, চান্দ্র মানে দুই পক্ষে এক মাস, সৌর মাসে ঐ সূর্য্যের সওয়া দুই নক্ষত্র, ভোগকাল এক মাস। ঐ এক মাস পিতৃমাণের অহোরাত্র, অর্থাৎ পিতৃলোকের পরিমাণে কৃষ্ণপক্ষ দিন ও শুক্লপক্ষ রাত্রি। সূর্য্য যতকালে সম্বৎসরে ষষ্ঠ ভাগ অর্থাৎ দুই রাশি ভোগ করেন সেই কালকে ঋতু, অতএব ঐ ঋতুও সম্বৎসরের অবয়ব। এই প্রকারে সূর্য্য যতকাল আকাশমণ্ডলের অর্দ্ধভাগে ভ্রমণ অর্থাৎ ছয় মাস ভোগ করেন, সেই কাল অয়ননামে খ্যাত। সূর্য্য যাবৎকাল স্বর্গমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল এই দুই মণ্ডল নভোমণ্ডলের সহিত সম্পূর্ণরূপে ভ্রমণ করিয়া ভোগ করেন, সেই কাল সম্বৎসর, ঐ সম্বৎসর সূর্য্যের মন্দ, শীঘ্র ও সমানগতি দ্বারা সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর এই পাঁচ নামে বিভক্ত হয়।

সূর্য্যমণ্ডলের লক্ষ যোজন হইতে দ্বিলক্ষ যোজনের উপরি ভাগে চন্দ্র অবস্থিতি করেন। তিনি দুই পক্ষে সূর্য্যের সম্বৎসর এবং সওয়া দুই দিনে সূর্য্যের এক মাস ও এক এক দিনে সূর্য্যের এক এক পক্ষ ভোগ করেন। যখন চন্দ্রমণ্ডলের কলাসকল বৃদ্ধিশীল হয়, তখন দেবগণের দিন এবং ক্ষয়শীল অবস্থায় পিতৃদিগের দিন হয়। চন্দ্র এই প্রকারে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা দেব ও পিতৃসম্বন্ধীয় অহোরাত্র বিধান করিয়া থাকেন। চন্দ্র অন্ন ও অমৃতময়, এই জন্য তিনি জীবের প্রাণ। ষোড়শকল চন্দ্র মনোময়, অন্নময় ও অমৃতময়। অধিকন্তু, তিনি দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত, পশু, পক্ষী, লতা, গুল্ম এ সকলের প্রাণকে আপ্যায়িত অর্থাৎ পুষ্ট করিয়া থাকেন।

সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া সকল গ্রহই অবস্থিত থাকে। উল্লিখিত চন্দ্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন উপরে নক্ষত্রসকল সুমেরুর, দক্ষিণদিকে কালচক্রে ঈশ্বর কর্ত্তৃক যোজিত হইয়া ভ্রমণ করি-

তেছে। ঐ সকল নক্ষত্রের সংখ্যা অভিজিৎ নক্ষত্র ধরিয়া অষ্টা-বিংশতি।

নক্ষত্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন উপরে শুক্রগ্রহ অবস্থিত, সম্মুখে সূর্য্য কোন নক্ষত্র ভোগ করিতে থাকিলে ঐ গ্রহ তাঁহার পশ্চাদ্দিকে ভোগ করেন। এক সঙ্গে ভোগ করিবার সময় হইলে অত্যাচারী হইয়া অর্থাৎ ক্রমস্থ নক্ষত্রদিগকে অতিক্রম করিয়া ভোগ করেন। তাঁহার সঞ্চারে প্রায় বৃষ্টি হয়।

শুক্রগ্রহের যেরূপ সংস্থান ও গতি, বুধগ্রহেরও তদ্রূপ গতি হয়। অর্থাৎ বুধগ্রহ কখন সূর্য্যের অগ্রে ও পশ্চাৎ কখনও বা এক সঙ্গে বিচরণ করিয়া থাকেন। এই বুধ শুক্রগ্রহের দুই লক্ষ যোজন উপরি ভাগে অবস্থিত। বুধ যখন সূর্য্য হইতে অতিচারী হইয়া যান, তখন প্রবল বায়ু নির্জ্জল মেঘাড়ম্বর এবং অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে।

বুধের উপরিভাগে মঙ্গল, মঙ্গলের উপরি ভাগে বৃহস্পতি, বৃহস্পতির উপরিভাগে শনিগ্রহ ইঁহারা প্রত্যেকেই দুই দুই লক্ষ যোজন উপরিভাগে অবস্থিত। শনিগ্রহের উত্তরে একাদশ লক্ষ যোজন দূরে ঋষিগণ অবস্থিত আছেন, তাঁহারা লোকসকলের শান্তি বিধান করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ আরাধনা ক'রতেছেন। সূর্য্যের অধোদিকে অযুতযোজন অন্তরে রাহুগ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন। সূর্য্যমণ্ডল এই রাহুগ্রহের অধোভাগকে উপরে রাখিয়া তাপিত করেন। এই সূর্য্যমণ্ডল দশসহস্র যোজন বিস্তীর্ণ এবং চন্দ্রমণ্ডল বিস্তারে দ্বাদশ সহস্র যোজন, রাহুমণ্ডল তদপেক্ষাও অধিক বিস্তীর্ণ। ঐ রাহু অমৃতপানসময়ে চন্দ্রসূর্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যবধান করিয়াছিল, বিষ্ণু ইহা জানিতে পারিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যকে রক্ষা করিবার জন্য সুদর্শনচক্র প্রয়োগ করেন। ঐ চক্রের তেজ অতি দুঃসহ, তাহা সর্ব্বদা ঘূর্ণ্যমান হইতেছে। রাহু তথায় চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রহণ করিবার জন্য মুহূর্ত্ত মাত্র অবস্থিত হন, তৎপরেই ভীত হইয়া দূর হইতে নিবৃত্ত হইয়া আইসেন। এই প্রকারে চন্দ্র ও সূর্য্যের অন্তরালে রাহুগ্রহের যে অবস্থিতি তাহাকেই লোকে গ্রহণ বলে। রাহুর ঋজু ও বক্র অবস্থিতিতেই সর্ব্বগ্রাস ও অর্দ্ধগ্রাস হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা গ্রাস নহে, লোকপ্রতীতিমাত্র। কারণ ঐ চন্দ্র সূর্য্য হইতে রাহুর অবস্থান অতিশয় দূরে। এইরূপে সূর্য্যমণ্ডল অবস্থিত আছে। শিশু মায়ের আকারে জ্যোতিশ্চক্র অবস্থিত হইয়াছে। এই জ্যোতিশ্চক্রের কেন্দ্র ধ্রুব, এই ধ্রুবকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য সকলে বিদ্যমান আছেন। এই ধ্রুবের পর সূর্য্যই প্রধান, সূর্য্যকে উক্ত রূপে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য গ্রহগণ অবস্থিত আছেন। এই এক সূর্য্য হইতেই দিন, রাত্রি, মাস, পক্ষ, ঋতু, অয়ন, বৎসর, সুখ, দুঃখ, বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি হইতেছে, এই সকলের বিধান-কর্ত্তা সূর্য্য। সূর্য্য গ্রহগণের সহিত গত্যনুসারে উক্ত প্রকার ফল বিধান করিয়া থাকেন। অতএব একমাত্র ভগবান্ সূর্য্যই প্রত্যক্ষ দেবতা, সকলেরই তাঁহার উপাসনা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

(ভাগবত ৫।২০-৩০ অ°)

পাশ্চাত্য মত।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে ইহা একটি পদার্থময় মণ্ডল। ইহা এতই উত্তপ্ত যে ইহার অভ্যন্তরভাগস্থ পদার্থসমূহ সর্ব্বদাই এমন বাষ্পীয় অবস্থায় পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে যে ইহাদিগের মধ্যে কোনও প্রকারের রাসায়নিক সংযোগ কখনই সংঘটিত হইতে পারে না। তথাপি ইহার গুরুত্ব ও ঘনত্ব বড় বেশী। যে সকল বাষ্প দ্বারা ইহার অবয়ব গঠিত, সেইগুলি পরস্পরের অংশসমূহের আকর্ষণে এরূপ দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট ও সংপিষ্ট যে ইহার ফলে সূর্য্যের যে ঘনত্ব লাভ হইয়াছে, তাহা, যেখানে মাঝামাঝি রকমের, সেখানেও জলের ঘনত্বের সমান এবং কেন্দ্রস্থলে ইহা বোধ হয় ধাতব পদার্থ অপেক্ষা কম ঘন নহে।

আলোকমণ্ডল (Photosphere) পরিবেষ্টিত যে সূর্য্যটিকে আমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকি তাহা প্রকৃত সূর্য্যের সামান্য একটু অংশমাত্র। গ্রহণকালীন পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়াছে যে, আলোকমণ্ডলের বাহিরেও দুইটি বিভিন্ন আবরণ আছে। প্রথমটির নাম বর্ণমণ্ডল (Chromosphere)। ইহা প্রধানতঃ জলযান দ্বারা গঠিত। দ্বিতীয়টির নাম আভামণ্ডল (Corona)। এই দুইটি আবরণের বহির্দ্দেশে, বিশেষতঃ সূর্য্যমণ্ডলস্থ বিষুবরেখার সমক্ষেত্রে, বেশ একটি পদার্থময় বিস্তার আছে বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় আবরণটি যে পদার্থে গঠিত, ইহা সেই পদার্থে কি অন্য কোন বিভিন্ন পদার্থে গঠিত তাহা জানা যায় নাই।

Spectroscope দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের এই যে গঠনপ্রণালী জানা গিয়াছে, ইহার ফলে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম মতানুসারে সূর্য্যের প্রকৃত বায়ুমণ্ডল (Atmosphere) বর্ণমণ্ডল দ্বারাই সীমাবদ্ধ এবং ভূপৃষ্ঠে যে সকল রাসায়নিক উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়, প্রধানতঃ সেই সকল উপাদানজ বাষ্পেই এই বায়ুমণ্ডল সংগঠিত। সময় সময় আভামণ্ডল ও বিষুবরেখা-সংক্রান্ত যে বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়, এই মতানুসারে তাহা সৌর উপাঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। দ্বিতীয় মতানুসারে এই বায়ুমণ্ডল আভামণ্ডলেরও প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তাপ নীচের দিকে ক্রমশঃই বেশী অনুভূত হইয়া থাকে। আলোকমণ্ডলের নিকটে ইহা এতই বেশী বলিয়া বিশ্বাস করা হয় যে, এখানে রাসায়নিক উপাদানগুলি

রম্পর বিচ্ছিন্ন ও আভ্যন্তর সংহতিবিচ্যুত হইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ংশে পরিণত হইয়া পড়ে। কাজেই নিম্নপ্রবাহী বাষ্পস্রোত-লি ক্রমেই অধিকতর অবিমিশ্র এবং ঊর্দ্ধপ্রবাহীগুলি ক্রমশঃ ধিকতর বিমিশ্র হইয়া থাকে। এই জন্যই এই সৌর বায়ু-ণ্ডলের যে প্রদেশ অধিকতর শীতল সেই প্রদেশে আমাদিগের র্থিব উপাদানের (Terrestrial Elemerts) অনুরূপ বাষ্প খিতে পাওয়া যায় এবং আভামণ্ডলের সীমান্ত দেশে এই াষ্পগুলি একেবারে কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়।

ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই দুই মতানুসারে র্য্যের মাধ্যমিক ঘনত্ব (Mean density) কখনই এক হইতে ারে না। সৌর বায়ুমণ্ডল যদি প্রকৃতপক্ষেই আলোকমণ্ডল ারা সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তাহার ঘনত্ব ১·৪৪৪ বলিয়া রিতে হয়। কিন্তু আভামণ্ডলকেও যদি আমরা এই বায়ুমণ্ডলের ান্তর্ভুক্ত করিয়া লই, এবং আলোকমণ্ডল হইতে ইহার উচ্চতা দি অর্দ্ধকোটি মাইল ধরিয়া লই, তাহা হইলে সূর্য্যের আয়তন ূর্ব্বোক্ত মতানুরূপ আয়তনের দশগুণ বেশী হইয়া পড়ে; াজেই এই অবস্থায় সূর্য্যের ঘনত্ব ·০০১ মাত্র হইবে।

সৌরমণ্ডলে কি কি পদার্থ আছে, তৎসম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ ারা প্রধানতঃ দুই রকম মতের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম মতে হাতে লৌহ, তাম্র, দস্তা, নিকেল, বারিয়াম্, সোডিয়াম্, কাল-সয়াম্ ও মাগ্‌নেসিয়াম্ এবং দ্বিতীয় মতে, জলযান, মাঙ্গা-নজ, টাইটোনিয়াম্, কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম্, নিকেল, মাগ্‌নেসিয়াম্, ালসিয়াম্ লৌহ ও সোডিয়াম্ আছে। সম্প্রতি যে সকল র্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে, তাহার ফলে আরও অনেক নূতন ূতন পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অম্লজানও আছে কি না, স বিষয়ে এখনও কোন স্থির মীমাংসা হয় নাই।

সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তর প্রদেশ একেবারেই অদৃশ্য, সাধারণতঃ আমরা ইহার উপরিভাগটা মাত্র যাহাকে আলোকমণ্ডল বলা হয়, তাহা দেখিয়া থাকি। বর্ণমণ্ডল এবং আভা-ণ্ডল নামে যে দুইটি আবরণীর কথা বলিয়াছি, তাহা াধারণতঃ আমাদিগের দৃষ্টিগ্রাহ্য নহে। প্রথমটিকে কেবল Spectroscope নামক যন্ত্রের সাহায্যে এবং দ্বিতীয়টিকে কেবল ূর্ণ গ্রহণের সময় দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণমণ্ডলটি রক্তাভ; হা কতকগুলি স্বতঃজ্যোতিষ্মান্ বাষ্প দ্বারা গঠিত। আর আভামণ্ডলটি কতকগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থের শৃঙ্খলারহিত সমষ্টিমাত্র।

আলোকমণ্ডলটি যে নিরবচ্ছিন্ন কোন কঠিন পদার্থ কিম্বা গলিত ধাতুর ন্যায় কোন সাধারণ তরল পদার্থ নহে, তাহা এক প্রকার নিশ্চিতরূপেই জানা গিয়াছে। কারণ এই দুই রকমের কোন পদার্থ হইলে, যে প্রচণ্ডভাবে ইহা তাপ বিকীরণ করিয়া থাকে, তাহার ফলে দেখিতে না দেখিতেই ইহা একেবারে শীতল হইয়া পড়িত। ইহা জলের মত কোন স্বচ্ছও তরল পদার্থে গঠিত হইলেও, ইহা হইতে যে তাপ বিকীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা ইহার পৃষ্ঠদেশের কয়েক গজ উপর হইতে মাত্র উদ্ভূত হইত এবং কয়েকটি মাত্র মিনিট বা ঘণ্টার মধ্যেই এই পৃষ্ঠদেশ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া পড়িত। বাস্তবিক আমরা যে ভাবেই আলোকমণ্ডলটিকে গঠিত বলিয়া মনে করি না কেন, ইহা যদি বরাবর একই অবস্থায় থাকিত, তবে প্রত্যহই ইহা কয়েক হাজার ডিগ্রি করিয়া উত্তাপ হারাইয়া ক্রমশঃ শীতলতা প্রাপ্ত হইত। কাজেই যে পদার্থ হইতে তাপ বিকীরণ হয়, সেই পদার্থের পরিপূরণের জন্য প্রতিনিয়তই যে ইহাতে একটি স্রোত Convection current প্রবাহিত হই-তেছে, ইহা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারা যায়।

সূর্য্যান্তর্গত প্রদেশগুলি অক্ষরেখার চতুর্দ্দিকে প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু সকলগুলি প্রদেশ ঠিক একই বেগে ঘুরিয়া বেড়ায় না। একবার অক্ষরেখাটিকে বেষ্টন করিয়া আসিতে মেরুসমীপবর্ত্তী প্রদেশগুলির যত সময়ের আবশ্যক হয়, বিষুবরেখার সমীপবর্ত্তী প্রদেশগুলির তাহা অপেক্ষা অনেক কম সময় লাগে। ইহার কারণ সম্বন্ধে ১৯০১ খৃঃ অব্দে এম্‌ডেন্ বলি-য়াছেন যে আলোকমণ্ডলের মেরুসমীপবর্ত্তী প্রদেশগুলি বিষুবরেখা-সংলগ্ন প্রদেশ হইতে অধিকতর উত্তপ্ত বলিয়াই এইরূপ গতি-বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে। আরও অনেকে অনেক প্রকারের কারণ দর্শাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও কোন মতই একেবারে ঠিক বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

আলোকমণ্ডলে কতকগুলি দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার মত প্রচলিত আছে। অনেক দিন পর্য্যন্ত এইরূপ বিশ্বাসই বলবৎ ছিল যে, ইহারা আলোকমণ্ডলের গাত্রে শীতল পদার্থের পতন দ্বারা উৎপন্ন দাগ বা গহ্বরবিশেষ। সৌরবায়ুমণ্ডলের নিম্ন প্রদেশ হইতে যে উত্তপ্ত বাষ্প ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া থাকে, তাহা ইহার উপরস্থ শীতল প্রদেশে আসিয়া জমিয়া শক্ত হইয়া যায় এবং ইহাদিগের পতন দ্বারা অবশেষে দাগগুলির সৃষ্টি হইয়া থাকে। আলোকমণ্ডলের প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপে দাগ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু সকল স্থানের দাগ আয়তনে সমান নহে। প্রথম অবস্থায় বড় বড় দাগগুলিকে ছোট ছোট ফোটার মত দেখা যায়। কখন কখন এইরূপ অনেকগুলি ফোটা এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলিই পরে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত হইয়া বৃহৎ একটা দাগে পরিণত হয়। যে সকল

শীতল পদার্থের পতন দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের এই সকল বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, সেই গুলি সূর্য্যসংক্রান্ত বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত শীতল, উর্দ্ধতর স্তরে জন্মিয়া থাকে। ইহারা নিজেরাই যে শুধু বিপর্য্যয় সংঘটন করে, তাহা নহে। পতনের সময় ইহাদের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতেও একটা উত্তাপের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং সেই উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া কতকগুলি বাষ্প উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে, এবং অবশেষে আবার শীতল হইয়া ও জমিয়া আলোকমণ্ডলের উপর পড়িয়া নূতন গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই দাগগুলির জন্য সূর্য্যমণ্ডলের প্রান্তদেশটা একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়। তাহা ছাড়া মেরুপ্রদেশের সমীপবর্ত্তী প্রদেশগুলিও চিত্র বিচিত্র দাগে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। আলোকমণ্ডলের অন্যান্য অংশের সঙ্গে তুলনায় এই দাগগুলি অল্প পরিমাণে আলোক ও তাপ বিকীরণ করিয়া থাকে। দাগের সঙ্গে সঙ্গে আবার সূর্য্যমণ্ডলে কতকগুলি Faculae (গুম্বুজাকৃতি) এবং অন্যান্য রকমের স্ফীতিও দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস, শীতল পদার্থের পতনের সময় বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে তাহার যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে উত্তপ্ত হইয়া কতকগুলি বাষ্প উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে এবং বাষ্পের এই উর্দ্ধ প্রবাহ দ্বারাই এই সকল স্ফীতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। Faculæগুলি প্রধানতঃ সৌর বিষুবরেখার ৩০ ডিগ্রির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য স্ফীতিগুলি সূর্য্যচক্রের প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। দাগগুলির সঙ্গে ইহাদের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়। দাগগুলিও ৩০০ ডিগ্রির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিষুবরেখার নিকটে উভয়ই অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া আলোকমণ্ডলে আবার কতকগুলি ছিদ্র এবং প্রচ্ছন্ন দাগ (Veiled spots)ও দেখা যায়। এই গুলি সূর্য্যমণ্ডলের সর্ব্বত্রই সংঘটিত হইতে পারে।

হেলের (Hale) প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে Monochromatic আলোক দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের ফটোগ্রাফ তোলা হইতেছে। ইহাতে ইহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় বেশ পরিষ্কাররূপে জানা যাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্ণমণ্ডলে প্রধানতঃ জলযান, হেলিয়াম্ (Helium) এবং ক্যালসিয়াম্ (Calcium) এই তিন ধাতুর অস্তিত্ব জানিতে পারা গিয়াছে। Helium একটা খনিজ পদার্থ; ইহা নরওয়ে দেশে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অল্প বিস্তর পরিমাণে লৌহ, মাগ্‌নেসিয়াম্ এবং সোডিয়াম্ প্রভৃতি আরও কয়েকটি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে একটা অদ্ভুত উজ্জ্বলতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আসল আভামণ্ডল নহে, তাহার প্রক্ষেপণ (Projection) মাত্র। কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমরা যাহা দেখিয়া থাকি, তাহা আসল আভামণ্ডলের ঠিক রূপ নহে। ইহা আমাদিগের চক্ষু হইতে আভামণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত দৃষ্টি রেখার উভয় পার্শ্বস্থ পদার্থসমূহের সম্মিলিত ক্রিয়াফলমাত্র।

আভামণ্ডলে অনেকগুলি কিরণের জটিল সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় আবার এই রশ্মিসমূহের মধ্যে মধ্যে অন্ধকারে ফাটলের মত কৃষ্ণবর্ণ রেখা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

আভামণ্ডলের Spectrumটি কতকটা নিষ্প্রভ ও অবিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহার উপরে অল্প কয়েকটি উজ্জ্বল রেখাও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কোন কৃষ্ণবর্ণ রেখাও আছে কিনা, সে সম্বন্ধে এখনও কোন স্থিরসিদ্ধান্ত হয় নাই।

করোণার উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে অনেকেই মনে করেন যে, ইহা স্বতন্ত্র উজ্জ্বল; কিন্তু ইহার উপর সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া ইহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

করোণাস্থ পদার্থগুলিও সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরেখার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায় কি না এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ তিনটি বিভিন্ন অবস্থা সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন। ১ম, ঘুরিতে পারে; ২য় নাও ঘুরিতে পারে, এবং ৩য়, উল্কাখণ্ডের মত নির্দ্দিষ্ট কক্ষে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকেও ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে।

ভারতীয় জ্যোতিষিক মত।

জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য্যের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রহদিগের মধ্যে সূর্য্যই একমাত্র প্রবল ও তেজস্বী। সূর্য্যের তেজে অন্যান্য সকল গ্রহ নিষ্প্রভ বা অস্তমিত হন। সূর্য্য সৌরজগতের প্রধান গ্রহ এবং জগতের মধ্যভাগে অবস্থিত। পৃথিবী এই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু আমরা ঐ গতি অনুভব করিতে পারি না। গতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অর্থাৎ কোন চলিত বস্তুতে আরোহণ করিয়া যেমন অচল বস্তুকে চালিত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ সচল পৃথিবীতে আরূঢ় হইয়া সূর্য্য ভ্রমণ করিতেছে, ইহাই দেখিয়া থাকি, পৃথিবীর ভ্রমণ আমরা বুঝিতে পারি না, এই নিয়মে প্রাতঃকালে সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে ও সায়ংকালে পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতে দেখা যায়। যে যে পথ দিয়া সূর্য্যকে আকাশমণ্ডলে গমনাগমন করিতে দেখা যায়, সেটি বাস্তবিক ভূকক্ষ অথবা অয়নমণ্ডল। উহা চক্রাকার কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে, স্থানে স্থানে ঈষৎ বক্র। উহার উত্তরদক্ষিণে কিয়দ্দূর ব্যাপিয়া যে আর একটী কল্পিত চক্র উহাকে পরিবেষ্টন করে, তাহাকে রাশিচক্র কহে।

রাশিচক্র ও অয়নমণ্ডল উভয়ে দ্বাদশ ভাগে ও তিনশত ৬০ অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগকে রাশি কহে, এবং প্রত্যেক রাশির পরিমাণ ৩০ অংশ, উক্ত দ্বাদশ রাশির নাম,—মেষ বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা তুলা, বিচ্ছা, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ ও মীন। সূর্য্য এক বৎসরে এই দ্বাদশ রাশি পরিভ্রমণ করেন এবং প্রতিদিন এক এক অংশ গমন করিয়া থাকেন, এইরূপে ৩৬০ দিনে সূর্য্যের একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করা হয়।

এই রাশিচক্র আর কিছুই নহে, তদাকারবিশিষ্ট কতকগুলি নক্ষত্রপুঞ্জ. ৬৬ নক্ষত্রসংযুক্ত যে একটী মেষাকার নক্ষত্রপুঞ্জ নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হয়, এই রাশিচক্রের যে ভাগে নক্ষত্রপুঞ্জ অবস্থিতি করে, তাহার নাম মেষরাশি। এইরূপ অন্যান্য রাশিবিষয়েও জানিতে হইবে। [রাশি শব্দ দেখ।]

উক্ত মেষাদি দ্বাদশ নক্ষত্রপুঞ্জ অচল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু উহাদের প্রায় তিন বিকলা করিয়া একটী বাৎসরিক গতি আছে। আকাশমণ্ডলের মধ্যখণ্ডে রাশিচক্র অবস্থিতি করে। ঐ চক্রের উত্তরদক্ষিণে আরও অসংখ্য তারকা আছে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অসামান্য বুদ্ধিকৌশল সহকারে ২৭টী নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা রাশিচক্র আরও সুক্ষ্মরূপে বিভাগ করিয়াছেন। এই সকল প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা। সুতরাং সওয়া দুই নক্ষত্রে এক একটী রাশি হয়। সূর্য্য এক এক মাসে এই সওয়া দুই নক্ষত্র ভোগ করিয়া থাকেন এবং ১৩ দিন কএক দণ্ড এক এক নক্ষত্র ভোগ করেন।

উক্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, শ্রবণা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্যা, উত্তরফল্গুনী ও চিত্রা এই দ্বাদশ নক্ষত্র হইতে বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের নাম হইয়াছে অর্থাৎ বিশাখা হইতে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা হইতে জ্যৈষ্ঠ, এবং পূর্ব্বাষাঢ়া হইতে আষাঢ় ইত্যাদি। সূর্য্যের সায়ন ও নিরয়ণ গতিচক্রের আদি অন্ত নাই, তবে কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে উহার আদ্যন্ত নিরূপণ করা হইয়া থাকে। অস্মদ্দেশে অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশ হইতে রাশিচক্রের আরম্ভ নিরূপিত হয়। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের ন্যায় ঐ চক্রের মধ্যভাগে পূর্ব্বপশ্চিমে ব্যাপ্ত একটী সরলরেখা কল্পিত হয়, উহার নাম বিষুবরেখা। প্রতিবৎসর অয়নমণ্ডলের যে দুই স্থানে বিষুবরেখা মিলিত হয়, তাহাকে ক্রান্তিপাত কহে এবং ক্রান্তিপাতস্থলে সূর্য্যের আগমনে দিবা রাত্রি সমান হইয়া থাকে। অধুনা ৯ই কিংবা ১০ই চৈত্র একবার ও ৯ই কিংবা ১০ই আশ্বিন আর একবার ক্রান্তিপাত হয়। সুতরাং ঐ দুই দিনে দিবারাত্রি সমান হইয়া থাকে। চৈত্রমাসের ক্রান্তিপাতকে বাসন্তিক এবং আশ্বিনমাসের ক্রান্তিপাতকে শারদীয় ক্রান্তিপাত কহে।

১৩৮১ বৎসর পূর্ব্বে চৈত্র ও আশ্বিন মাসের ৩০ বা ৩১ দিনে অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রথমাংশে ও চিত্রানক্ষত্রের ষষ্ঠাংশে ৪০ কলায় ঐ দুই ক্রান্তিপাত হইত, অর্থাৎ ঐ দুই নক্ষত্রের উল্লিখিত অংশের মধ্যে বিষুবরেখা অবস্থিতি করিত, এবং ঐ দুই স্থলে উহার সহিত অয়নমণ্ডলের সংযোগ হইত।

ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রথমাংশে যে ক্রান্তিপাত হয়, সূর্য্য তথায় আগমন করিলে মহাবিষুব সংক্রান্তি ও চিত্রানক্ষত্রের উক্তাংশাদিতে যে ক্রান্তিপাত হয়, সূর্য্য তথায় উপস্থিত হইলে জলবিষুব সংক্রান্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এখনও ঐ নিয়ম এই দেশে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এক্ষণে ঐ দুই স্থলে বিষুবরেখার সহিত অয়নমণ্ডলের সম্মিলন হয় না। উহাদের সংলগ্ন য়ুরোপীয়দিগের মতে প্রতিবৎসর ৫০ বিকলা, ১৫ অনুকলা, হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মতে অয়নমণ্ডলের পশ্চিমাংশে সরিয়া যায়। অর্থাৎ ঐ পরিমাণে প্রতিবৎসর বিষুবরেখার সঞ্চালন কল্পনা করা যায়, এবং উহার সঞ্চালনকে অয়নাংশ কহে।

অয়নাংশ-গণনায় উক্তরূপ বিভিন্নতা হইবার কারণ এই, অশ্বিনী যদিও অচল নক্ষত্র, তথাপি উহার ৩ বিকলার কিঞ্চিদধিক পরিমাণে একটী স্বাভাবিকী গতি আছে। ঐ গতি ক্রান্তিপাতের বাৎসরিক সঞ্চালনের সহিত যোগ দিয়া হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঐ সঞ্চালনের পরিমাণ ৫৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন।

এক্ষণে ৯ই বা ১০ই চৈত্র অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রথম অংশ হইতে প্রায় ২১ অংশ অন্তরে যে স্থান এদেশে মীনরাশির ৯ অংশ ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়, সেই স্থানে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতেছে, এবং সূর্য্য ঐ দিবসে উক্ত ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হইলে দিনও রাত্রি সমান হইয়া থাকে। এই জন্য ইংলণ্ড বা অন্যান্য দেশে ঐ দিন হইতে রবির মেষসংক্রমণ এবং ঐ স্থান হইতে মেষরাশির আরম্ভ স্থিরীকৃত হয়। সূর্য্যের এইরূপ গতি স্থির করাকে সায়নমত কহে।

এদেশে চৈত্র মাসের ৩০ বা ৩১ দিনে সূর্য্য অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথমাংশে উপস্থিত হইলে ঐ অংশ হইতে মেষরাশির আরম্ভ গণনা করা হয়, ইহাই নিরয়ণনামে খ্যাত। হিন্দুদিগের মধ্যে শেষোক্ত মত প্রচলিত থাকিবার কারণ এই যে, সায়নমতে কোন একটী অপরিবর্ত্তনীয় স্থান হইতে মেষরাশির আরম্ভ হয় না, প্রতিবৎসর তাহার আরম্ভ স্থানান্তরে হয়। তৎসম্বন্ধে নিরয়ণপ্রণালীই উৎকৃষ্ট, যেহেতু অচল অশ্বিনীনক্ষত্র হইতে মেষসংক্রান্তি গণনা করায় একই স্থান হইতে মেষারম্ভ গণ্য হয়। ফলে উক্ত দুই মতে প্রভেদ এই যে, সায়নমতে এক্ষণে যে দিন

মেষসংক্রান্তি হয়, তাহার প্রায় ২১ দিন পরে নিরয়ণমতে ঐ সংক্রান্তি হইয়া থাকে। সায়নমতে এক্ষণে যে স্থানে মেষারম্ভ, নিরয়ণমতে তথা হইতে প্রায় ২১ অংশ পরে মেষারম্ভ হয়। সায়নমতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত অয়নমণ্ডলের যতদূর পশ্চিমে সরিয়া যাউক না কেন, তথা হইতে মেষরাশির প্রারম্ভ নির্দ্দিষ্ট হইবে। সুতরাং ঐ মতে কালক্রমে দ্বাদশ রাশির সীমা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এমন কি এক্ষণে যে স্থানকে সায়নমতাবলম্বীরা মেষরাশি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, ১৩০০০ হাজার বৎসর পরে তাঁহাদের গণনায় সেই স্থান তুলারাশির অন্তর্গত হইবে।

নিরয়ণমতে দ্বাদশ রাশির কোন পরিবর্ত্তন নাই। পুরাকালে মেষাদি দ্বাদশ নক্ষত্রপুঞ্জের অধীনস্থ যে মেষ প্রভৃতি দ্বাদশ রাশি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এখনও সেই সকল রাশি সেই সকল স্থান ভুক্ত হইয়া আছে।

অতএব পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সায়ন ও নিরয়ণ এই উভয় মতের মধ্যে রাশির স্থিরতা সম্বন্ধে নিরয়ণ মতই উৎকৃষ্ট।

সায়নচক্রটী পরিবর্ত্তনশীল, প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঋতু অনুসারে রাশিচক্র বিভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হইতে মেষরাশির আরম্ভ নির্দ্ধারণ করিতেন এবং ঐ নিয়মানুসারেই সায়নমতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতে রাশিচক্রের আরম্ভ হইয়া থাকে। এদেশেও এককালে ঐ মত প্রচলিত ছিল। পুরাকালে যখন কৃত্তিকানক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত তখন ঐ নক্ষত্র হইতে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ রাশিচক্র বা মেষারম্ভ গণনা করিতেন। পরে যখন উক্ত ক্রান্তিপাত অশ্বিনীনক্ষত্রে সরিয়া যাইতে লাগিল, তখন আবার রাশিচক্রের নূতন সংস্কার হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই অশ্বিনীনক্ষত্র হইতে মেষারম্ভ গণ্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এক্ষণে ঐ ক্রান্তিপাত উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রের ৬ অংশে সরিয়া যাইতেছে, সুতরাং উক্ত রাশিচক্রের কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক।

নিরয়ণগণনায় আর একটী সুবিধা এই যে, বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে সূর্য্যের দ্বাদশ রাশিতে পর্য্যায়ক্রমে অবস্থিতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না। বৈশাখমাসে রবি মেষরাশিতে অবস্থান এবং অশ্বিনী ভরণী ও কৃত্তিকানক্ষত্রের এক পাদ ভোগ করিয়া থাকেন, এইরূপে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশিতে অবস্থান এবং ২৭টী নক্ষত্র ভোগ করেন। ইহাই সূর্য্যের বার্ষিকী গতি। উক্তরূপ বার্ষিকী গতি দ্বারা সূর্য্য একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন।

ইহা দ্বারা সৌরমাস স্থিরীকৃত হওয়াতে বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের মধ্যে কোনও একটী নাম উল্লিখিত হইলে সেই মাসে সূর্য্য যে রাশি ভোগ করে, তাহাই বুঝাইবে, এবং কোন রাশির উল্লেখ করিলে তৎসম্বন্ধীয় সৌরমাসও সঙ্কেতে উল্লিখিত হয়। যেমন বৈশাখমাস বলিলে মেষ রাশি বুঝায়, সেইরূপ মেষরাশি বলিলেও উহার অধীনস্থ বৈশাখমাস বুঝাইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের ন্যায় রাশিচক্রেরও একটী নিরক্ষবৃত্ত কল্পিত হয়। ঐ কল্পিত বৃত্তের নাম বিষুবরেখা। ঐ রেখার উত্তরদক্ষিণে ২৩ অংশ ২৮ কলা অন্তরে দুইটী বিন্দু কল্পনা করা যায়। উহাদের একটী বিন্দু উত্তরায়ণান্ত বিন্দু, অর্থাৎ সূর্য্যের উত্তরদিকে যাইবার শেষ সীমা, তাহার অধিক সূর্য্য আর উত্তর দিকে গমন করিতে পারেন না। আর একটী দক্ষিণায়নান্ত বিন্দু, সূর্য্যের দক্ষিণ দিকে যাইবার শেষ সীমা। ঐ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে যে একটী কল্পিত রেখা অবস্থিতি করে, তাহার নাম অয়নান্ত বৃত্ত। সূর্য্য যে পথ দিয়া উত্তর দিকে গমন করেন, তাহাকে উত্তরায়ণ, এবং যে পথ দিয়া দক্ষিণ দিকে যান, তাহাকে দক্ষিণায়ন কহে। সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এই দুই প্রকার গতি। উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের উত্তরস্থিত ভারতবর্ষের ন্যায় অপরাপর দেশসমূহে দিনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং রাত্রির পরিমাণ স্বল্পতা প্রাপ্ত হয়। এবং তৎকালে দক্ষিণস্থ দেশসমূহে দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধিবিষয়ে উহার ঠিক বিপর্য্যয় ঘটে। অর্থাৎ রাত্রির পরিমাণ বৃদ্ধি ও দিবামান স্বল্প হয়।

১৩৮১ বৎসর পূর্ব্বে মাঘ ও শ্রাবণমাসের প্রথম দিনে অয়নপরিবর্ত্তন হইত, অর্থাৎ ১লা মাঘ সূর্য্যের মকররাশিতে প্রবেশ অবধি আষাঢ়ের শেষে সূর্য্য মিথুনরাশির শেষাংশে গত হওয়া পর্য্যন্ত কাল উত্তরায়ণ এবং ১লা শ্রাবণে সূর্য্যের কর্কট রাশিতে প্রবেশ হওয়া অবধি পৌষের শেষে সূর্য্য ধনুরাশির শেষাংশে গত হওয়া পর্য্যন্ত কাল দক্ষিণায়ন বলিয়া গণ্য হইত, এবং এখনও হইয়া থাকে।

কিন্তু অধুনা উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় ২১ দিন পূর্ব্বে অয়নপরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সুতরাং ধনুরাশির প্রায় ৯ অংশে আরম্ভ হইয়া মিথুন রাশির প্রায় ৯ অংশে উত্তরায়ণ শেষ হইয়া থাকে। আর মিথুনরাশির উক্ত অংশে আরম্ভ হইয়া ধনুরাশির প্রায় ৯ অংশে দক্ষিণায়ন শেষ হয়। অতএব এদেশের পঞ্জিকায় উত্তর ও দক্ষিণায়নের আরম্ভ ও শেষ যে সময়ে প্রদর্শিত হয়, তাহা প্রামাণিক নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত। সূর্য্য ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড, ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপলে ঐ রাশিচক্র অতিক্রম করেন। ইহাই রবির বার্ষিকী গতি। আর ৫৯ কলা, ৮ বিকলা রাশিচক্রের বাক্রমা হেতু সূর্য্যের গতি কথন

শীঘ্র ও কখন মান্দ্য হইয়া থাকে, এজন্য উক্ত গতিকে মধ্যাগতি কহে। সূর্য্যের দৈনিক শীঘ্র গতি ১ অংশ ১ কলা ৫ বিকলা এবং উহা একমাস করিয়া প্রত্যেক রাশি ভোগ করিয়া থাকে। সূর্য্যের ন্যায় সকল গ্রহই এই রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহারাও একটী নির্দ্দিষ্ট গতি অনুসারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

সূর্য্য যে দিনে যে বারে যে অংশ হইতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন, তিনি ২৮ বৎসর পরে সেই দিনে, সেই বারে সেই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমুপস্থিত হন। তদবধি মাসসংখ্যা ও সংক্রান্তি প্রভৃতি পুনর্ব্বার সেই সেই প্রকারে হইয়া থাকে। চন্দ্রও এই প্রকারে ১৯ বৎসর পরে সেই স্থানে প্রত্যাগত হন। সেই সময় হইতে পূর্ণিমা অমাবস্যাদি তিথি ও নক্ষত্রসকল পূর্ব্বরূপ হইয়া থাকে।

এই রাশিচক্রে মঙ্গলাদিগ্রহসকলের বক্র ও শীঘ্র প্রভৃতি গতি কথিত হইয়াছে, তাহা সূর্য্যের স্থিতি অনুসারে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। সূর্য্য উহাদের দ্বিতীয় রাশিস্থ অর্থাৎ ৬০ অংশ মধ্যে অবস্থিতি করিলে উহাদের শীঘ্র গতি, তৃতীয় রাশিস্থ, ৬০ হইতে ৯০ অংশ মধ্যে থাকিলে সরল গতি, চতুর্থ রাশিস্থ ৯০ হইতে ১২০ অংশ মধ্যে থাকিলে মন্দগতি, পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাশিস্থ ১২০ হইতে ১৮০ অংশ মধ্যে থাকিলে বক্রগতি, সপ্তম ও অষ্টম রাশিস্থ ১৮০ হইতে ২৪০ অংশ মধ্যে থাকিলে অতিবক্রগতি, নবম ও দশম রাশিস্থ ২৪০ হইতে ৩০০ শত অংশ মধ্যে থাকিলে পুনঃ সরলগতি এবং একাদশ ও দ্বাদশ রাশিস্থ ৩০০ অংশ হইতে ৩৬০ অংশ মধ্যে থাকিলে সূর্য্যকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া উহারা পুনরায় শীঘ্র-গতি প্রাপ্ত হয়।

সূর্য্য যে রাশির যত অংশে অবস্থিতি করেন তদপেক্ষা পশ্চালিখিত অধিকাংশে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এবং বক্রগামী বুধ ও শুক্র অবস্থিতি করিলে উহাদিগের পশ্চিম দিকে অস্ত এবং অল্পাংশে থাকিলে পূর্ব্বদিকে উদয় হয়।

ইহার বৈপরীত্যে শীঘ্রগামী বুধ ও শুক্র এবং চন্দ্র এই তিন গ্রহের সূর্য্যরাশ্যংশ অপেক্ষা নিম্নলিখিত অল্পাংশে স্থিতি হইলে তাহাদিগের পূর্ব্বদিকে অস্ত এবং অধিকাংশে থাকিলে পশ্চিম দিকে উদয় হইয়া থাকে। সূর্য্যরাশ্যংশ অপেক্ষা যে যে গ্রহের যত অংশ ন্যূনাতিরেক হইলে তাহাদিগের যে যে দিকে উদয় ও অস্ত হয়, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্রহ	অল্পাংশ	উদয়	অধিকাংশ	অস্ত
মঙ্গল	১৭	পূর্ব্ব	১৭	পশ্চিম
বৃহস্পতি	১১	ঐ	১১	ঐ
শনি	১৫	ঐ	১৫	ঐ
বুধবক্রী	১২	ঐ	১২	ঐ
শুক্রবক্রী	৮	ঐ	৮	ঐ
চন্দ্র	১২	পশ্চিম	১২	পূর্ব্ব
বুধশীঘ্র	১৪	ঐ	১৪	ঐ
শুক্রশীঘ্র	১০	ঐ	১০	ঐ

পশ্চিম দিকে অস্ত হইবার ১৫ দিন পূর্ব্বে বৃহস্পতি বৃদ্ধ, ১৭ দিনে অস্তমিত, তৎপরে বাল্যপ্রাপ্ত অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে উদিত এবং ১৫ দিন পরে উহার বাল্যত্যাগ হয়। শীঘ্র-গতিবিশিষ্ট শুক্র অস্ত হইলে পাদাস্ত হয়। মহাস্ত হইবার ১৫ দিন পূর্ব্বে বৃদ্ধ, এবং তৎপরে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া ৫ দিনের মধ্যে তাহার বাল্যত্যাগ হয়। সূর্য্যের দীপ্তাংশের মধ্যে যে কোন গ্রহ থাকিলে সূর্য্য নিজ যোগ বা আকর্ষণ-শক্তিপ্রভাবে তাহার সমগ্র বল অপহরণ করিয়া থাকেন ঐ গ্রহ তখন সূর্য্যের প্রবল তেজে দগ্ধ বা অস্তমিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক সূর্য্যের দ্বারাই কাল, শীতগ্রীষ্মাদি ঋতু প্রভৃতি সকলই হইয়া থাকে। সূর্য্যের এক উদয়াবধি অপর উদয় পর্য্যন্ত যে ৬০ দণ্ডকাল তাহাকে সাবন দিন কহে। ৩০ সাবন দিনে এক মাস, ১২ সাবন মাসে এক বৎসর হয়। সূর্য্য রাশিচক্রে মেষরাশির প্রথম অশ্বিনীনক্ষত্রে প্রবেশ করিয়া যে ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল, ২৪ অনুপলে সমস্ত রাশিচক্র পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অশ্বিনী নক্ষত্রে প্রত্যাগমন করেন, তাহার নাম সৌরবৎসর। রাশিচক্রের বক্রিমা হেতু সূর্য্যের প্রত্যেক রাশিভোগকাল সমান নহে। এজন্য সৌর মাসের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। সৌরবৎসরে ৩৬৫ দিনের অধিক যে ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল, ২৪ অনুপল, তাহা সাধারণ গণনায় পরিত্যক্ত হয়। এই নিমিত্ত প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরে এক দিন অধিক গৃহীত হইয়া ৩৬৬ দিনে ঐ বৎসর হয়। যে বারে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বারেই বৎসরের শেষ হয়। সুতরাং তৎপর বৎসর সেই বারের পর বারে শেষ হয়। সূর্য্যের গতি অনুসারে এইরূপে দিন, মাস ও বৎসর হইয়া থাকে।

সূর্য্য রাশিচক্রের যে অংশে অবস্থিতি করেন, চন্দ্র তাহার ১২ অংশের মধ্যে উপস্থিত হইলে অমাবস্যা হয়। উক্ত দুই গ্রহ সমসূত্রে একরাশিতে অবস্থিত হইলে অমাবস্যা হয়। তর্থাৎ উক্ত দুই গ্রহ এক রাশিস্থ হইয়া একই অংশগত হইলে উহাকে প্রকৃত অমাবস্যা কহে। সেইরূপ সূর্য্যের ১৬৮ অংশ হইতে ১৮০ অংশ পর্য্যন্ত এই ১২ অংশের মধ্যে চন্দ্র উপস্থিত হইলে পূর্ণিমা হয় এবং সূর্য্য হইতে ঠিক ১৮০ অংশগত হইলে উহাকে প্রকৃত পূর্ণিমা কহে।

চন্দ্র ও সূর্য্য এই উভয়েরই গতি আছে; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ৫৯ কলা, ৮ বিকলা, ১০ অনুকলা করিয়া সূর্য্যের এবং

১৩ অংশ, ১০ কলা, ১৪ বিকলা করিয়া চন্দ্রের দৈনিক গতি। সুতরাং সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া অর্থাৎ প্রকৃত অমাবস্যার পর চন্দ্র ১২ অংশ, ১১ কলা, ৬ বিকলা, ১০ অনুকলা করিয়া সূর্য্যের এবং ১৩ অংশ, ১০ কলা, ১৪ বিকলা করিয়া চন্দ্রের দৈনিকগতি। সুতরাং সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া অর্থাৎ প্রকৃত অমাবস্যার পর চন্দ্র ১২ অংশ, ১১ কলা, ৬ বিকলা করিয়া সূর্য্য অপেক্ষা প্রতিদিন দ্রুত গমন করে, ইহাকে তিথি কহে। চন্দ্র ও সূর্য্যের যে মধ্যাগতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা উহাদের গতি কখনও মন্দ, কখনও বা দ্রুত হয়, এই জন্য সকল তিথি সমান নহে। কখন ৬০ দণ্ডের অধিক এবং কখন উহার ন্যূন হইয়া থাকে।

সূর্য্যের গতি অনুসারে রাশিদিগের উদয়-কাল নির্ণীত হইয়া থাকে। সূর্য্য যে রাশিতে অবস্থিতি করে, সূর্য্যোদয়ে সেই রাশির এবং সূর্য্যাস্তে তাহার সপ্তম রাশির উদয় হয়। কিন্তু পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডে এক নক্ষত্র অহোরাত্রমধ্যে একবার ঘুরিয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বত্র ঐ উদয় রাশি হইতে ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ রাশির উদয় হয়।

নিরয়ণমতে সূর্য্য বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে যে মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে অবস্থিত করে, অর্থাৎ সূর্য্য সমস্ত বৈশাখমাসে মেষরাশিতে, পরে জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষরাশিতে, তৎপরে আষাঢ়মাসে মিথুনরাশিতে, এইরূপে পর পর মাসে পর পর রাশিতে ক্রমান্বয়ে বাস করিয়া থাকে। প্রত্যেক রাশির যে লগ্নমান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা মাসের দিনসংখ্যানুসারে ভাগ করিলে ভাগলব্ধ যে পলাদি হইবে, তাহাকেই রবির দৈনিক ভুক্তি কহে।

পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের নিকটস্থ দেশসমূহে গ্রহনক্ষত্রাদির উদয় যেরূপ সরলভাবে দৃষ্ট হয়, কিন্তু অক্ষাংশের দূরতাপ্রযুক্ত অন্যান্য দেশে উহাদিগের উদয় সেরূপ সরলভাবে দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্তে গ্রহগণের যথার্থ স্থিতি দেখা যায়, অক্ষাংশভেদে সেরূপ দেখা যায় না, উহাদিগকে কখন রাশিচক্রের অধিকাংশে কখন বা ন্যূনাংশে দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পৃথিবীস্থ নিরক্ষবৃত্তের ন্যায় আকাশমণ্ডলে একটী নিরক্ষবৃত্ত কল্পিত হয়। যখন লঙ্কায় ৪দণ্ড, ৩৯ পল, ২ বিপলে মেষরাশির ৩০ অংশ উদয় হয়, তখন নভঃস্থ নিরক্ষবৃত্তের কেবল ২৭ অংশ ৫৪ কলা উদয় হইয়া থাকে। ইহাকে সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিক রেখার সরল উত্থান কহে। রাশিচক্র ঐ নিরক্ষবৃত্তের ন্যায় সম্পূর্ণ সরল নহে। এই জন্য স্থানবিশেষে প্রত্যেক লগ্নমানের কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

লঙ্কা পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের নিকটস্থ বলিয়া ভারতীয়গণ লঙ্কার লগ্নমান অবলম্বন করিয়া এদেশের লগ্নমান স্থির করিয়াছেন, এই জন্য উক্ত খণ্ডার নাম লঙ্কোদয়খণ্ডা। অক্ষাংশভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাশিদিগের লগ্নমান ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বত্রই যেরূপ খণ্ডা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই খণ্ডা অবলম্বন করিয়া লগ্ন নিরূপণ করিতে হইবে। ফলে সকল দেশেই নির্দ্দিষ্ট খণ্ডা অবলম্বন করিয়া তবে দ্বাদশ রাশির লগ্নমান স্থির করিতে হয়। উক্ত দ্বাদশ রাশির যে লগ্নমান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই পরিমাণ কাল সূর্য্য অবস্থান করেন, যে রাশিতে সূর্য্য উদিত হন, তাহার সপ্তম রাশিকে অস্ত এবং তাহার সপ্তম রাশিতে উদিত হন।

সূর্য্য সৌর জগতের মধ্যে প্রধান গ্রহ, এই জন্য উহার নাম আদিত্য। উহা আত্মা, দীপ্তি, আরোগ্য, ক্ষমতা, সম্মান, মিত্র ও পদবৃদ্ধিকারক, এবং ঐ সূর্য্য দ্বারা জাতকের পিতার শুভাশুভ, রাজা বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা বিচার করা যায়।

বৃহজ্জাতকাদি ফলিতগ্রন্থে সূর্য্যগ্রহের স্থানবিশেষে অবস্থিতি দ্বারা জাতকের উক্তরূপ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে।

আধিপত্য—সূর্য্য ভারতবর্ষের মধ্যে কলিঙ্গদেশ অর্থাৎ উড়িষ্যার দক্ষিণ ও মান্দ্রাজের উত্তর সমুদ্রতীরস্থপ্রদেশের অধিপতি, পূর্ব্ব দিক্ বলী।

অবয়ব—মানবের দেহে সূর্য্যের ভাগ অধিক থাকিলে সুগঠন। স্থূল-অস্থি, দৃঢ়-শরীর, বিশালনেত্র, গোল মুখমণ্ডল, সুস্বর এবং অল্প কুঞ্চিতকেশ হয়।

স্বভাব—জন্মকালে সূর্য্যগ্রহ অনুকূল থাকিলে জাতক বিশ্বাসী, সাবধানী, বিচক্ষণ, ক্ষমতাপ্রিয়, প্রচুরব্যয়ী, গম্ভীরপ্রকৃতি মিতভাষী, পরাক্রমশালী, মহদন্তঃকরণ, উচ্চমতি এবং দয়ালু হয়। কোন প্রকার নীচ ভাব তাহার মনোমধ্যে উদিত হয় না।

জন্মকালে সূর্য্যগ্রহ বিগুণ হইলে জাতক অহঙ্কারী, চঞ্চল, অবজ্ঞাকারী, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, অপব্যয়ী, প্রগল্‌ভ, কর্ত্তৃত্বাভিমানী, নিষ্ঠুর, ক্রূরকর্ম্মা, এবং পৈতৃক সম্পত্তিবিনাশকারী হয়।

ব্যাধি—মস্তিষ্ক, হৃদয়, চক্ষু, ও মুখরোগ, শরীর ও হৃৎকম্প, ছর্দ্দিগরমি, মরক, বিসূচিকা এবং যে সকল জ্বরে দেহ পচিয়া যায়।

কার্য্য—সূর্য্য অনুকূল থাকিলে মানব রাজা বা রাজ্য, নগর, গ্রাম বা সমাজের প্রধান, দণ্ডপ্রণেতা কিংবা কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির বিশ্বাসভাজন বা প্রতিনিধি হয়। সূর্য্য প্রতিকূল থাকিলে সামান্য নগরপাল, স্বর্ণকার, কাংস্যবণিক্ প্রভৃতি হয়।

সিংহ, ব্যাঘ্র, অশ্ব, ধেনু, শ্যেনপক্ষী প্রভৃতি সূর্য্যের প্রিয়। আকন্দ, সূর্য্যমুখী, পদ্ম, গোধূম, গাঁদা, আদ্রক, লজ্জাবতী লতা, কুষ্ঠ, চিরতা, নালিতা, নিম্ব প্রভৃতি উদ্ভিদ সূর্য্যের প্রিয়। রত্ন ও ধাতুর মধ্যে সূর্য্যের প্রীত্যর্থে মাণিক্য এবং শান্তির জন্য বৈদূর্য্যমণি প্রশস্ত। তাম্রধাতুও ইহার প্রিয়।

জাতকের তন্বাদি দ্বাদশ স্থানে সূর্য্য অবস্থান করিলে নিম্নোক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। যদি জাতকের মেষ, সিংহ বা ধনু লগ্ন হয়, আর তথায় রবি থাকে, তাহা হইলে জাতক গৃহস্থ, ধর্ম্মপালক, বন্ধুবর্গের হিতকারী, উদ্ধত, বলবান্, কর্ত্তৃত্বাভিমানী, ক্ষমাশীল, মানী, উদারচিত্ত, দাম্ভিক ও উচ্চাভিলাষী হয়। কিন্তু কর্কট কিংবা তুলা লগ্ন হইলে আর ঐ লগ্নের ৮ অংশের মধ্যে সূর্য্যগ্রহ অবস্থান করিলে বক্রচক্ষু, নেত্ররোগ ও শিরঃপীড়াযুক্ত হয় এবং জাত ব্যক্তি প্রায়ই আত্মশ্লাঘী, ঘৃণারহিত ও পুত্রহীন হইয়া থাকে। ঐ সূর্য্যের উত্তর পার্শ্বে কিংবা উহার পার্শ্বে বা উহার সপ্তমে মঙ্গল থাকিলে জাতক অল্পায়ু ও তাহার পিতৃরিষ্ট হয়। দ্বিতীয় অর্থাৎ ধনস্থানে সূর্য্য থাকিয়া যদি শুভগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হয়, এবং শনিকর্ত্তৃক অবলোকিত না হয়, তাহা হইলে জাতক নিশ্চয়ই ধনী হয়, ইহার বিপরীতে লোক রোগী, ধন ও বাহনবিহীন, ক্লেশযুক্ত এবং সর্ব্বদা অসুখী হয়।

তৃতীয় অর্থাৎ সহোদরস্থানে সূর্য্য থাকিলে মিষ্টভাষী, দাতা, অপত্য, ধন ও বাহনযুক্ত কার্য্যদক্ষ ভৃত্যবর্গপরিবৃত এবং বলবান্ হয়। কিন্তু তাহার প্রায় ভ্রাতৃনাশ হইয়া থাকে, কদাচিৎ তাহার কোন সহোদর জীবিত থাকিলেও তাহার সহিত প্রীতি থাকে না, সর্ব্বদা কলহ হয়।

চতুর্থ বা বন্ধুস্থানে রবি অবস্থিতি করিলে জাতক অনুচর, ধন ও বাহনযুক্ত, নৃত্যগীতানুরক্ত ও পরাক্রমশালী হয়। কিন্তু ঐ রবি নীচস্থ বা পাপদৃষ্ট হইলে মানব, বন্ধু, মান ও ধনবিহীন, পিতৃবিত্তাপহারক ও স্থানভ্রষ্ট হয়।

পঞ্চম বা পুত্রস্থানে সূর্য্য থাকিলে জাতক আত্মম্ভরী, সাহসী ও বিত্তাহীন হয়, এবং প্রায়ই তাহার প্রথম সন্তান নষ্ট কিংবা বিকলাঙ্গ হয়। কিন্তু সূর্য্য তুঙ্গী হইলে সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, উৎসাহান্বিত, সমৃদ্ধিশালী ও অল্প পুত্রবান্ হয়।

ষষ্ঠ বা শত্রুস্থানে সূর্য্য থাকিলে সুখী, শত্রুহন্তা, বিখ্যাত, নির্ভীক, মানী, বলবান্ ও আত্মীয়গণের হিতকারী হয়। কিন্তু সূর্য্য নীচস্থ বা শত্রুগৃহস্থ হইলে উক্ত ফলের হ্রাস হইয়া থাকে এবং রবি স্বক্ষেত্রগত হইলে মনুষ্য চক্ষু ও মস্তকের পীড়াযুক্ত হয়।

সপ্তম বা জায়াস্থানে সূর্য্য থাকিলে জাতকের পত্নীনাশ বা পত্নী দুর্ভাগা হয়। সে ব্যক্তি প্রায় চঞ্চল, চিন্তাযুক্ত, দাম্পত্যসুখ হইতে বঞ্চিত ও পরাক্রমশালী ব্যক্তির কোপে পতিত হয়, এবং দুঃখে ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করে।

অষ্টম বা নিধনস্থানে সূর্য্য থাকিলে জাতক কৃশকায়, অতিশয় ক্রোধী ও অল্পধনী হয় এবং তাহার ক্ষীণদৃষ্টি, শত্রুবৃদ্ধি ও কষ্টে মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু অষ্টমস্থ রবি মেষ কিংবা সিংহরাশিগত হইলে উক্ত অশুভ ফলের হ্রাস হয়। এবং জাতক সুখে প্রাণত্যাগ করে। যদি ঐ রবি শুভ গৃহাধিপতি হইয়া শুভ গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে জাত ব্যক্তি কোন সম্রান্ত আত্মীয় জনের উত্তরকালীন ধনসম্পত্তি লাভ করে।

নবম বা ধর্ম্মস্থানে সূর্য্য থাকিলে জাতক বাল্যাবস্থায় রোগ বা ক্লেশযুক্ত, কিন্তু পরে ভাগ্যবান্, ক্ষমতাশালী, রাজসম্মানিত, ধর্ম্মানুরত ও উচ্চাভিলাষী হয়। যদি ঐ সূর্য্য নীচস্থ কিংবা পাপগৃহগত হয়, তাহা হইলে মানব ভাগ্যহীন ও অধার্ম্মিক হয়। দশম বা কর্ম্মস্থানে সূর্য্য থাকিলে মানব নৃত্যগীতাদি অনুরক্ত, বুদ্ধিমান্, বাহন ও ধনসম্পন্ন, জনপোষক, কুলশ্রেষ্ঠ, সৌম্যমূর্ত্তি, তেজস্বী এবং রাজা বা রাজসদৃশ হয়।

একাদশ বা আয়স্থানে রবি থাকিলে মানব বহুধন ও মিত্রযুক্ত রাজা বা রাজানুগৃহীত, বিধানজ্ঞ, কাব্য ও সঙ্গীতাদিপ্রিয় এবং আত্মীয় স্বজনের প্রীতিভাজন হয়। যদি দিবায় জন্ম এবং রবিকর্ত্তৃক শুভদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ু হইয়া উক্ত ফল অধিক পরিমাণে লাভ করে।

দ্বাদশ বা ব্যয়স্থানে সূর্য্য থাকিলে জাতকের চক্ষুহীন বা চক্ষুর পীড়া, ঋণ, সম্মানহানি ভ্রমণ ও গুপ্ত শত্রু হয়, এবং তাহার পিতৃরিষ্ট কিংবা তাহার পিতার অমঙ্গল হইয়া থাকে। তন্বাদি দ্বাদশ গৃহে সূর্য্য অবস্থান করিলে উক্ত রূপ ফল হয়। ইহা সূর্য্যদত্ত সাধারণ ফল, সূর্য্যের সহিত অন্যান্য গ্রহগণ যুক্ত হইলে নিম্নোক্ত রূপ ফল হইয়া থাকে।

সূর্য্য ও চন্দ্র জন্মকালে এক রাশিতে বাস করিলে মানব চক্ষুরোগী, অব্যবস্থিতচিত্ত, অল্প বাক্যযুক্ত, কৃপণ, কামাসক্ত, ক্ষুদ্রবুদ্ধিবিশিষ্ট, অনুন্নতবুদ্ধিবৃত্তি ও প্রায় অল্প বয়সে মাতৃহীন হয়। কিন্তু উহাদের ঐ সংযোগকালে বৃহস্পতি লগ্নে বা দশমে থাকিলে জাত ব্যক্তি বহু গুণসম্পন্ন, লোকরক্ষক, ধর্ম্মপরায়ণ ও রাজা বা রাজতুল্য হইয়া থাকে।

রবি ও মঙ্গল মেষ, কর্কট, সিংহ, বৃশ্চিক, ধনু কিংবা মীন রাশিতে একত্র থাকিলে জাতক নেত্ররোগী, অতি সাহসী দুর্দ্ধর্ষ, ক্ষমতাপ্রিয়, উদ্যোগী ও উচ্চাভিলাষী হয়, এবং রাজা কিংবা সম্রান্ত ব্যক্তিদিগের স্নেহভাজন হইয়া ধন, মান ও উন্নতি লাভ করে। কিন্তু হহা ভিন্ন অন্য রাশিতে উহাদের সংযোগ হইলে লোক নেত্ররোগী, প্রগল্ভ, সতত দুরন্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও স্খলিতবাক্য হয়। এবং মহৎলোকের অশ্রয়ে উন্নতি লাভ করিয়া আবার সেই সকল ব্যক্তির ক্রোধভাজন হইয়া পদে পদে অবনত প্রাপ্ত হয়। পরন্তু ঐ দুই গ্রহের সংযোগে জাতক ও তাহার পিতা, অগ্নিদাহ, দুষ্টব্রণ, রক্তস্রাব, সংন্যাস, বহুমূত্র, বিকার কিংবা শস্ত্রপ্রয়োগে প্রাণত্যাগ করে। ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে রবি ও মঙ্গলের যোগ হইলে জাতক কুৎচেষ্টান্বিত, পাপকার্য্যে

রত, ও সর্ব্বদা বিপদাপন্ন হয় এবং পরিশেষে বিদেশে, কারাগারে কিংবা কোন দুর্ঘটনায় অতি কষ্টে প্রাণত্যাগ করে।

সূর্য্য ও বুধের যোগ মেষ, মিথুন, সিংহ, কন্যা কিংবা ধনুরাশিতে হইলে জাতক মেধাবী, পরিষ্কার, বুদ্ধিসম্পন্ন, যশস্বী, রাজা ও সাধুগণের প্রিয়, সবল, মানী ও পরোপকারী হয়। ইহা ভিন্ন রাশিতে হইলে তাদৃশ ফল হয় না। আর সূর্য্য হইতে অষ্টমাংশের মধ্যে বুধ থাকিলে মানব অস্ফুটবাক, অল্পশক্তিবিশিষ্ট এবং শিরোরোগাক্রান্ত হয়।

সূর্য্য ও বৃহস্পতি একত্র থাকিলে জাতকের পিতা ব্যবস্থাপক, বিচারপতি কিংবা রাজপুরোহিত ও পরম ধার্ম্মিক হয় এবং সে নিজে রাজা কিংবা মহৎলোকের আশ্রয়ে ধন ও সম্মান লাভ করে। যদি ঐ বৃহস্পতি অস্তমিত হয়, তবে মোকদ্দমা কিংবা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অর্থক্ষয়, এবং সেই জাতক ভণ্ড, পুত্রবিহীন বা অল্প সন্ততিযুক্ত হইয়া থাকে।

সূর্য্য ও শুক্র এক রাশিতে থাকিলে মনুষ্য স্ত্রীস্বভাববিশিষ্ট, প্রিয়বাদী, অভিনয়কুশল, অমিতব্যয়ী ও আমোদপ্রিয় হয় এবং ললনাসাহায্যে বহুমিত্র লাভ করে। ঐ শুক্র অস্তমিত হইলে জাতক তেজোহীন, ও নারীজনিত ক্লেশে সন্তপ্ত হয়। পরন্তু জন্মকালে এই দুই গ্রহের যোগ থাকিলে মনুষ্যের পিতা একাধিক স্ত্রীর ভর্ত্তা অথবা বেশ্যাসক্ত হয় এবং কোন শুক্রদোষজনিত রোগেই প্রায় তাহার মৃত্যু ঘটে।

সূর্য্য ও শনি একত্র থাকিলে জাতকের পিতৃরিষ্ট হয়, তাহার পিতার নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটে এবং সে ব্যক্তি নেত্ররোগ, বাতরোগাক্রান্ত বা বিকলাঙ্গ হইয়া পরিশেষে বহু দুঃখভাজন, শত্রুপীড়িত, বিপদাপন্ন ও কলত্রাদিবিহীন হয়।

সূর্য্যের সহিত চন্দ্র প্রভৃতি করিয়া দুই দুই গ্রহ একত্র সংযুক্ত হইলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। সূর্য্যের সহিত অপর তিনগ্রহ বা চারিগ্রহ মিলিত হইলে শত্রু, মিত্র প্রভৃতি অনুসারে ফলের শুভাশুভ হয়। ঐ সকল গ্রহদিগের সাধরণ ফলানুসারে নিরূপণ করা আবশ্যক। বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত এই স্থলে উক্ত হইল না। তবে সূর্য্যের সহিত যিনিই কেন মিলিত হউন না, সূর্য্যের সহিত যুক্ত বা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেই তাঁহারা নিষ্প্রভ হন, সূর্য্য তাঁহাদের বল হরণ করেন। সূর্য্যের ফলই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক প্রভৃতি)

[সূর্য্যের গোচর ফল ও তাহার স্ফুটসাধন প্রণালী প্রভৃতির বিষয় রবি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

সূর্য্যপূজা।

সূর্য্যই একমাত্র সৌর জগতের মধ্যে প্রধান। এই জন্য শাস্ত্রে কথিত আছে যে, দেবপূজাদি যে কোন কার্য্য করা হউক না কেন প্রথমে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া তবে অন্য দেবতার পূজা করিতে হয়। সূর্য্যের পূজা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করিলে তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। দেবপূজাস্থলে প্রথমে সূর্য্য তৎপরে গণেশ প্রভৃতির পূজা করিতে হয়।

"আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং।
নারায়ণং বিশুদ্ধাখ্যমন্তে চ কুলদেবতাঃ॥
সূর্য্যং, গণেশং, দুর্গাং, শিবং, বিষ্ণুং সম্পূজ্য ব্রাহ্মণমন্যাংশ্চ পূজয়েৎ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

সুতরাং শাস্ত্রের এই বচনানুসারে সূর্য্যকে অর্ঘ্য না দিয়া কোন পূজাদি করিবে না। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনা প্রভৃতি করিয়াই প্রথমে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করতঃ সূর্য্যকে প্রণাম করিবেন। সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতে হইলে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দিতে হয়।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥
ওঁ এহি সূর্য্য! সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥
ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিয়া তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং।
ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে
জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে
বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে॥

এইরূপে সূর্য্যের প্রণাম করিয়া তৎপরে সূর্য্যের স্তব প্রতিদিন পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বাহুল্য ভয়ে সূর্য্যের স্তব আর এই স্থলে প্রদত্ত হইল না। পূজাপদ্ধতি প্রভৃতিতে এই স্তবের বিষয় জ্ঞাতব্য।

যিনি প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক সূর্য্যের পূজা করেন, তাহার পরমাগতি লাভ হয়।

"যঃ সূর্য্যং পূজয়েন্নিত্যং তন্মনা নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ভক্তিভাবসমাযুক্তঃ স গচ্ছেৎ পরমাং গতিং॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মানব ভগবান্ সূর্য্যের নিকট আরোগ্য কামনা করিবে। ব্যাধিপ্রপীড়িত মানব সূর্য্যের উপাসনা করিলে অচিরাৎ রোগ হইতে মুক্ত হয়। অতএব রোগ দুরারোগ্য হইলে সূর্য্যপূজা, সূর্য্যস্তব শ্রবণ সূর্য্যকবচধারণ প্রভৃতি করিলে তাহার রোগ আশু প্রশমিত হয়।

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ।
এষু ফলেষু এষাং শীঘ্রদাতৃত্বং ন তু ফলান্তরদাতৃত্বব্যাবৃত্তিঃ।"
(আহ্নিকতত্ত্ব)

সূর্য্যের নিকট আরোগ্য, অগ্নির নিকট ধন, শঙ্করের নিকট জ্ঞান এবং বিষ্ণুর নিকট মুক্তি কামনা করিবে। এই বচনানুসারে সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ উক্ত ফল অবিলম্বে প্রদান করেন। উক্ত ফল প্রদান করেন বলিয়া যে আর অন্য ফলদানের কর্তৃত্ব তাঁহাদের নাই, তাহা নহে। বিল্বপত্র দ্বারা সূর্য্যের পূজা করিতে নাই।

"নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন তুলস্যা বিনায়কং।
ন দূর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গাং নোল্মতৈর্দ্দিবাকরং॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

অক্ষত দ্বারা বিষ্ণু, তুলসী পত্র দ্বারা গণেশ, দূর্ব্বা দ্বারা দুর্গা এবং বিল্বপত্র দ্বারা সূর্য্য পূজা করিবে না। বিল্বপত্র দ্বারা সূর্য্য পূজা নিষিদ্ধ হইলেও অর্ঘ্যাদি স্থলে বিল্বপত্র দিলে দোষাবহ হইবে না। শাস্ত্রে পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল দ্বারা দেবপূজা অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু যে স্থলে পত্র দ্বারা দেবপূজা হইবে, সেই স্থলে বিল্বপত্র দ্বারা সূর্য্য পূজা করিবে না। এবং পূজায় পুষ্পদানের পর বিল্বপত্র দিবে না। কিন্তু অর্ঘ্যদান স্থলে দূর্ব্বা, বিল্ব, রক্ত পুষ্প, অক্ষত, রক্তচন্দন দিবে। ব্যবহারও এইরূপ আছে। নারায়ণ, শিব প্রভৃতি যে কোন দেবতার পূজা করিতে হইলে প্রথমে উক্ত বিধানানুসারে সূর্য্য পূজা করিয়া তবে অন্য পূজা করিতে হইবে।

অশৌচাপগম প্রভৃতি স্থলেও প্রথমে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া তবে অন্য কর্ম্ম করিবার অধিকার হইবে। স্ত্রী, শূদ্রাদি সকলেরই সূর্য্যার্ঘ্য দানে অধিকার আছে। যিনি সূর্য্যপূজা করিবেন, তিনি সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে পূজা করিয়া সূর্য্যপূজার পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিবেন।

তন্ত্রশাস্ত্রমতে সৌর অর্থাৎ যাহারা সূর্য্যোপাসক তাহাদের মতে সূর্য্যই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্ত্তা। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারাই সকল কামনা সিদ্ধি ও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সূর্য্যদেবের কতকগুলি মন্ত্র অভিহিত হইয়াছে, গুরুর নিকট যথাবিধানে সূর্য্যমন্ত্র গ্রহণ করিয়া তদনুসারে উপাসনা করিলে মন্ত্রসিদ্ধি ও অভিলাষ সিদ্ধি হয়। তন্ত্রসারে সূর্য্যের মন্ত্র ও পূজাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

"ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্যঃ" "সূর্য্যের এই অষ্টাক্ষরমন্ত্র "হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সঃ" সূর্য্যের ত্র্যক্ষর মন্ত্র, 'হংসঃ' এই অজপা মন্ত্র ইত্যাদি প্রকার সূর্য্যের মন্ত্র বহুপ্রকার লিখিত হইয়াছে। গুরু মন্ত্রদানের প্রণালী অনুসারে রাশি নক্ষত্র প্রভৃতি বিচার করিয়া মন্ত্রসমূহের মধ্যে যে মন্ত্র শিষ্যের উপযুক্ত, সেই মন্ত্র তাহাকে প্রদান করিবেন।

ঐ সকল প্রত্যেক মন্ত্রেরই পূজাপদ্ধতিতে কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। "ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্যঃ" এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি এই রূপ লিখিত আছে।

সূর্য্যপূজাপদ্ধতি—প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত কর্ম্ম করিয়া পীঠন্যাস করিবে। যথা হৃদয়ের পূর্ব্বাদি দিকে ওঁ প্রভূতায় নমঃ, ওঁ বিমলায় নমঃ, ওঁ সারায় নমঃ, ওঁ সমারাধায় নমঃ, ওঁ পরমমুখায় নমঃ এই সকল ন্যাস করিয়া সামান্যপূজাপদ্ধতি-লিখিত নিয়মে ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ, ইত্যাদি অং সূর্য্য মণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, এই পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া রাং দীপ্তায়ৈ নমঃ, রীং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, রূং জয়ায়ৈ নমঃ, রেং ভদ্রায়ৈ নমঃ, রৈং বিভূত্যৈ নমঃ, রোং বিমলায়ৈ নমঃ, রৌং অমোঘায়ৈ নমঃ, রং বিদ্যুতায়ৈ নমঃ, রঃ মুখ্যৈ নমঃ এই রূপে পীঠন্যাস করিয়া ওঁ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকায় সৌরায় যোগপীঠায় নমঃ। তৎপরে শিরসি দেবভাগ-ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে ওঁ আদিত্যায় দেবতায়ৈ নমঃ, এই প্রণালীতে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস, মূর্ত্তিন্যাস ও মন্ত্রন্যাস করিতে হইবে। সত্যায় তেজো জ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ব্রহ্মণে তেজো জ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, মধ্যমাভ্যাং বষট্, রুদ্রায় তেজো জ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুং, অগ্নয়ে তেজো জ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, সর্ব্বায় তেজো জ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

এইরূপ প্রণালীতে হৃদয়াদিতেও উক্ত ন্যাস করিবে। মূর্ত্তিন্যাস—শিরসি ওঁ আদিত্যায় নমঃ, মুখে এং রবয়ে নমঃ, হৃদয়ে উং ভানবে নমঃ, গুহ্যে ইং ভাস্করায় নমঃ, চরণয়োঃ অং সূর্য্যায় নমঃ।

মন্ত্রন্যাস—শিরসি ওঁ ওঁ নমঃ, মুখে ওঁ সূ নমঃ, কণ্ঠে ওঁ নি নমঃ হৃদয়ে ওঁ সূ নমঃ, কুক্ষৌ ওঁ র্য্যা নমঃ, নাভৌ ওঁ আ নমঃ লিঙ্গে ওঁ দি নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ ত্য নমঃ।

এইরূপে ন্যাসাদি করিয়া সূর্য্যের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ রক্তাম্বুজযুক্তাভয়দানহস্তং কেয়ূরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যং।
মাণিক্যমৌলিং দিননাথমীড়ে বন্ধূককান্তিং বিলসৎত্রিনেত্রং॥

এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে। যথাবিধানে মানস পূজা করিয়া শঙ্খ স্থাপনের বিধানানুসারে শঙ্খ স্থাপন করিবে। তৎপরে কুম্ভে গুরুপঙ্‌ক্তি ও পীঠপূজা করিতে হয়। যথা—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমেষ্টিগুরুভ্যো নমঃ, এই রূপে গুরুপঙ্‌ক্তি পূজা করিয়া সামান্যপূজাপদ্ধতির বিধানানুসারে পীঠপূজা করিবে। তৎপরে ওঁ সত্যায় তেজো জ্বালামণে হুঁ ফট্ স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ এই প্রকারে ব্রহ্মণে শিরসে স্বাহা, বিষ্ণবে শিখায়ৈ বষট্, রুদ্রায় কবচায় হুং, অগ্নয়ে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ইহাদের প্রত্যেকের

পূর্ব্বেই "তেজো জ্বালামণেহুং ফট্ স্বাহা" বলিতে হইবে। তৎপরে ওঁ আদিত্যায় নমঃ, খং রবয়ে নমঃ, উং ভানবে নমঃ, ঈং ভাস্করায় নমঃ, উং উষায়ৈ নমঃ, প্রং প্রভায়ৈ নমঃ, সং সন্ধ্যায়ৈ নমঃ। এই রূপে পীঠদেবতার পূজা করিয়া ওঁ খং খসোল্কায় নমঃ এই মন্ত্রে মূর্ত্তি পরিকল্পনা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে। ধ্যানের পর আবাহন ও যথাশক্তি উপাচার দ্বারা পূজা করিবে। ওঁ চন্দ্রায় নমঃ, ইত্যাদি রূপে রবি ভিন্ন অষ্টগ্রহের পূজা, ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদিঅস্ত্রের পূজা করিয়া হোম, স্তবও কবচ পাঠ করিয়া পূজা সমাপন করিবে।

এই মন্ত্রের ৮ লক্ষ জপ পুরশ্চরণ, পুরশ্চরণের পর দুগ্ধসংযুক্ত যজ্ঞোডুম্বর, বট অথবা অশ্বথবৃক্ষের সমিধ্ দ্বারা ৮ হাজার হোম করিতে হয়, পুরশ্চরণের বিধানানুসারে তর্পণ, ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি করাইতে হয়। (তন্ত্রসার)

সূর্য্যের পূজা ও পূজাপদ্ধতি তন্ত্রসারে বিশেষভাবে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থানে লিখিত হইল না। তবে কিরূপে পূজা করিতে হয়, তাহাই দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইল। যে গুরু সৌর, অর্থাৎ সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ সিদ্ধ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ, তাহার প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে সূর্য্যের উপাসনা করিলে আশু সিদ্ধ লাভ হয়।

ইহা ভিন্ন প্রতি রবিবারে সূর্য্যের উদ্দেশে পূজা করিয়া অর্ঘ্য দান করিবার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে সূর্য্যার্ঘ্যদান প্রয়োগ কহে, ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, প্রতিরবিবারে সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়, প্রত্যূষে মণ্ডল করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে পীঠদেবতার পূজা করিবে। পরে এক প্রস্থ জল ধরে, এইরূপ তাম্রপাত্র স্থাপন করিয়া সূর্য্যমন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ঐ পাত্র বিশুদ্ধ জলে পূর্ণ করিবে। তৎপরে সূর্য্যদেহের সহিত নিজদেহের ঐক্য চিন্তা করিয়া সেই তাম্রপাত্রে কুঙ্কুম, গোরোচনা, রাজী, রক্ত চন্দন, করবীর, জবাকুসুম, ধান্য, কুশ ও শ্যামাক তণ্ডুল নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে সেই পাত্রে গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধানে সূর্য্যের ও তাঁহার অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া সেই পাত্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক সূর্য্যমন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর গন্ধাদি দ্বারা পুনর্ব্বার সূর্য্যের পূজা করিয়া ভূমিতে জানুদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ উর্দ্ধে রাখিয়া সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্টি স্থাপন এবং আপনার সহিত সূর্য্যের ঐক্য ভাবনা করিয়া মনে মনে সূর্য্যমণ্ডলের পূজা করিবে। তৎপরে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ইহার পর অষ্টোত্তর শত সূর্য্যমন্ত্র জপ করিতে হয়। এইরূপ প্রণালীতে পুনর্ব্বার সূর্য্যার্ঘ্য দিবে। ভগবান্ সূর্য্য নিজকর দ্বারা এই অর্ঘ্যামৃত গ্রহণ করিয়া সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভক্তিপূর্ব্বক যিনি এই রূপে সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করেন, তাঁহার সকল প্রকার ব্যাধি আরোগ্য হয় এবং তিনি ধন, ধান্য, পশু, ক্ষেত্র, পুত্র, মিত্র, কলত্র ও বহুবিধ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা তেজোবীর্য্য, কান্তি, বিদ্যা ও নানা প্রকার বিভব লাভ হইয়া থাকে। (তন্ত্রসার)

সূর্য্যের পূজা ও অর্ঘ্যদানাদির বিষয় তন্ত্রসার ও অন্যান্য পদ্ধতিতে বিশেষভাবে লিখিত আছে, এইস্থানে তাহা অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। সূর্য্যের অর্ঘ্য দানই প্রশস্ত। এক সূর্য্যের উপাসনা দ্বারাই সাধকের সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, সূর্য্যের বর্ণনা করিতে হইলে নিম্নোক্ত বিষয় সকলের বর্ণন করিতে হয়। যথা—, অরুণতা, রবিমণিপ্রকাশ, চক্রবাকপ্রীতি, পদ্মপ্রকাশ, পথিকপ্রীতি, লোচনপ্রীতি, তারার্ত্তি, চন্দ্র ও দীপের অপ্রকাশ, ওষধির অপ্রকাশ, পেচকার্ত্তি, তমোহভাব, চৌরার্ত্তি, কুমুদার্ত্তি ও কুলটার্ত্তি।

৩ সূর্য্যের দীপ্তি।

সূর্য্যকর (পুং) সূর্য্যের কিরণ।

সূর্য্যকান্ত (পুং) সূর্য্যঃকান্তো যস্য, সূর্য্যস্য কান্তঃ প্রিয়ো বা। ১ স্ফটিক। (হলায়ুধ) ২ মণিবিশেষ, সূর্য্যকান্তমণি, পর্য্যায়—সূর্য্যমণি, সূর্য্যাশ্মন্, দহনোপম, তপনমণি, তাপন, রবিকান্ত, দীপ্তোপল, অগ্নিগর্ভ, জ্বলনাশ্মন্, অর্কোপল। গুণ—উষ্ণ, নির্ম্মল, রসায়ন, বাতশ্লেষ্মহর, মেধ্য, সূর্য্যের প্রিয়। (রাজনি°) ৩ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—সূর্য্যমণি, পুষ্পরক্ত, পচৎপুট। (শব্দচ°)

সূর্য্যকান্তি (স্ত্রী) সূর্য্যস্যেব কান্তির্যস্যাঃ। পুষ্পবিশেষ। (শব্দচ°) ২ সূর্য্যের দীপ্তি।

সূর্য্যকাল (পুং) সূর্য্যোপলক্ষিতঃ কালঃ। দিবস, দিন।

সূর্য্যকালানলচক্র (ক্লী) মনুষ্যদিগের শুভাশুভ জ্ঞানার্থ নক্ষত্রঘটিত চক্রবিশেষ। স্বরোদয়ে এই চক্রের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। একটী পুরুষ অঙ্কিত করিয়া তাহার স্থানবিশেষে নক্ষত্র সকল বিন্যাস করিয়া স্বীয় ২ জন্ম নক্ষত্র দ্বারা ফল নিরূপণ করিতে হয়। বিশেষ বিবরণ সবোদয়গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

সূর্য্যকেতু (ত্রি) ১ সূর্য্যচিহ্নিত ধ্বজযুক্ত। ২ (পুং) রাজভেদ। (শৃঙ্গভের্য্যবদান)

সূর্য্যক্রান্ত (পুং) জনপদভেদ। (রথক্রান্ত দেখ)

সূর্য্যক্ষয় (পুং) সূর্য্যমণ্ডল।

সূর্য্যগঙ্গাতীর্থ (ক্লী) পুণ্যতীর্থবিশেষ।

সূর্য্যগড়— মুঙ্গেরের পশ্চিমে একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। ইহা একটি গণ্ডগ্রাম এবং অক্ষা° ২৫° ১৫´ ২৫´´ উত্তরে এবং দ্রাঘি° ৮৬° ১৬´১ "পূর্ব্বে অবস্থিত। তারিখ-ই-দাউদী অনুসারে ইহা মুঙ্গের হইতে এক ক্রোশের কিছু বেশী কি কম হইবে। হজরৎ

৯৬৪ হিজরা বঙ্গাধিপতি ২য় বাহাদুর শাহের সঙ্গে ইহার ৪ মাইল পশ্চিমে (সম্ভবতঃ ফতেপুর নামক স্থানে) আদ্‌লীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সুলেমান্ করবাণী বাহাদুর শাহকে সাহায্য করেন এবং আদ্‌লী পরাজিত ও নিহত হন। এই যুদ্ধের তারিখ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। তারিখ ই-দাউদী অনুসারে ৮ বৎসর রাজত্ব করিবার পরে ৯৬৮ হিজরায় আদ্‌লী নিহত হইয়া ছিলেন এবং বদাওনী বলেন যে ৯৬২ হিজরায় আদ্‌লীর মৃত্যু হয়।

সূর্য্যগড়—মধ্য প্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্ভুক্ত আহীরী রাজ্যের উত্তরে যে অভ্রভেদী মনোরম গিরি বিরাজিত, তাহার নাম সূর্য্য-গড়। ১৭০০খৃঃ অব্দের সমকালে সাধু বরিয়া এবং মুল বরিয়া নামক দুইজন সর্দ্দার তদানীন্তন রাজা রাম-সার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং এখানে সুরক্ষিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে থাকে। অবশেষে রাম-সা তাঁহার আত্মীয় কোক সাকে আহীরীরাজ্যের সর্দ্দার নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সহায়তায় সূর্য্যগড় বিধ্বস্ত ও বিদ্রোহীদিগকে বিনাশ করেন।

সূর্য্যগর্ভ (পুং) বৌদ্ধভেদ।

সূর্য্যগ্রহ (পুং) সূর্য্যরূপো গ্রহঃ। ১ নবগ্রহের মধ্যে প্রথম গ্রহ সূর্য্য। সূর্য্যস্য গ্রহঃ গ্রহণং। ২ সূর্য্যোপরাগ, সূর্য্যগ্রহণ। যদি রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ এবং সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হয়, তাহা হইলে চূড়ামণিযোগ হয়। এই যোগে স্নানদানাদিতে অনন্ত গুণ ফল লাভ হয়।

"সূর্য্যগ্রহঃ সূর্য্যবারে সোমে সোমগ্রহো ভবেৎ।
চূড়ামণিরয়ং যোগস্তত্রানন্তফলং স্মৃতং ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সূর্য্যগ্রহণ (ক্লী) সূর্য্যস্য গ্রহণং। সূর্য্যোপরাগ।

[এই গ্রহণের বিশেষ বিবরণ গ্রহণ শব্দে দ্রষ্টব্য]

সূর্য্যচক্ষুস্ (পুং) রাক্ষসবিশেষ। (রামা° ৬।৬৯।১১)

সূর্য্যজ (পুং) সূর্য্যাজ্জায়তে ইতি জন-ড। ১ মনু। ২ যম। ৩ রেবন্ত। ৪ সুগ্রীব বানর। ৫ শনিগ্রহ। ৬ কর্ণ।

সূর্য্যজা (স্ত্রী) সূর্য্য-জন-ড, টাপ্। যমুনা। (হেম)

সূর্য্যজা—শিবাজীর সেনানায়ক তানাজী মালুশ্রীর কনিষ্ঠ সহোদর। শিবাজী যখন সিংহগড় দুর্গের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে ছিলেন, উদিবান্ তখন ইহার অধ্যক্ষ। দেশের অন্যান্য দুর্গসকলের অপেক্ষা ইহা বিশেষরূপে সুরক্ষিত ছিল। কাজেই ইহা যে বড় সহজে অধিকার করা যাইবে না, শিবাজী তাহা বিশেষরূপেই জানিতেন এবং জানিয়া, যখন এক প্রকার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তখন মহাবীর তানাজী আসিয়া প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ সূর্য্য-জীকে এক সহস্র বাছা-বাছা মাবলী সৈন্য সঙ্গে দিলে তিনি সুকৌশলে দুর্গ জয় করিতে পারিবেন। শিবাজী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তদনুসারে ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ১ সহস্র মাবলী সৈন্য লইয়া দুই সহোদর রায়গড় হইতে বিভিন্ন পথে সিংহগড়ের দিকে যাত্রা করিলেন। দুর্গের অনতিদূরে উভয় রাস্তার মিলন হইল, তানাজী আপন সৈন্যদলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ সূর্য্যজীর অধীনে সেই স্থানেই রাখিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, আবশ্যক না হইলে ইহা দিগকে এখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে। আপনার দলবল লইয়া সিংহগড় শৈলের পাদদেশে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন এবং সংকল্প করিলেন, শৈলশিখরে আরোহণের যেটি সর্ব্বাপেক্ষা খাড়া পথ, সেইটি ধরিয়াই উপরে উঠিবার চেষ্টা করিবেন; কারণ দুরারোহ বলিয়া এদিকে প্রহরীদিগের তেমন দৃষ্টি না থাকিবারই সম্ভাবনা। অবশেষে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, তখন বহুক্লেশে একজন মাবলীসৈন্য সেই পথে শৈলশিখরে আরোহণ করিয়া একটি রজ্জুর মই সেখানে সুদৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিল। তখন এক এক জন করিয়া, অতি সন্তর্পণে, অবশিষ্ট সৈন্যদল সহ তানাজীও যাইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহাদের সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও দুর্গবাসিগণ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল, এবং জনৈক শান্ত্রী ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সেই দিকে অগ্রসর হইল। মাবলীগণের নীরব শরাঘাতে তাহাকে সেই স্থানেই পড়িয়া থাকিতে হইলেও দুর্গবাসী রাজপুতগণ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মসাল প্রজ্বলিত করিল। তখন যাইয়া একে-বারে আক্রমণ করাই সমীচীন বিবেচনা করিয়া তানাজী "হরহর মহাদেব" রবে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। উভয় পক্ষে জীবন-পণ করিয়া সংগ্রাম চলিতে লাগিল; কিন্তু অবশেষে তানাজী শত্রুর শরে আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। তখন হতোৎসাহ মাবলীসৈন্যগণ মইএর দিকে পলায়নপর হইয়া পড়িল। ঠিক এমনই সময়ে বাকী সৈন্যদল লইয়া সূর্য্যজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উৎসাহে উদ্দীপিত এবং তাঁহার বলে নূতন বলীয়ান্ হইয়া আবার মাবলীসৈন্যগণ যাইয়া বেগে শত্রুর উপর পতিত হইল। তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল; ইহাতে তিন শত মাবলী এবং পাঁচশত রাজপুত হতাহত হইবার পরে, সূর্য্য-জীর বাহুবলে সিংহগড়দুর্গ শিবাজীর পদানত হইল। মহারাষ্ট্র-পতি সৈন্য ও সেনানায়কদিগকে সবিশেষ পুরস্কৃত করিলেন; তানাজীর জন্য তিনি বহু আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "সিংহগড় আমি দখল করিলাম সত্য; কিন্তু সিংহকেও হারাইলাম!" পরে তিনি সূর্য্যজীকে সিংহগড়ের অধিনায়কত্বে বরণ করিয়া সম্মানিত করিলেন। সূর্য্যজীও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া পুরন্দর দুর্গশিরে শিবাজীর বিজয় নিশান উত্তোলিত করিলেন।

সূর্য্যতনয় (পুং) সূর্য্যস্য তনয়ঃ। ১ শনিগ্রহ। ২ সাবর্ণিমনু। ৩ রেবন্ত। ৪ সুগ্রীব। ৫ কর্ণ।

সূর্য্যতনয়া (স্ত্রী) সূর্য্যস্য তনয়া। যমুনা।

সূর্য্যতপস্ (পুং) মুনিবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ২৫।১৪)

সূর্য্যতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। মহাভারতের বনপর্ব্বে এই তীর্থের উল্লেখ আছে। এই তীর্থ অতিশয় পুণ্যতীর্থ।

সূর্য্যতেজস্ (ত্রি) সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, মহাতেজস্বী।

সূর্য্যত্বচ্ (ত্রি) ১ সূর্য্যসংবৃত বা সূর্য্যরশ্মি সদৃশ। "নাসত্যা গতং রথেন সূর্য্যত্বচা" (ঋক্ ১।৪৭।৯) 'সূর্য্যত্বচা সূর্য্যসংবৃতেন সূর্য্যরশ্মিসদৃশেন বা' (সায়ণ)

সূর্য্যত্বচস (ত্রি) সূর্য্যের ন্যায় তাপযুক্ত। "সূর্য্যত্বচস স্থঃ" (শুক্লযজু° ১০।৪) 'সূর্য্যস্যেব ত্বচস্তক্ যাসাং তাঃ, সূর্য্যত্বচসঃ সদাতাপে বর্ত্তমানত্বাৎ ত্বচঃশব্দঃ সাস্তত্বগবাচী' (সায়ণ)

সূর্য্যদাস, পদ্যাবলিধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

সূর্য্যদাস পণ্ডিত, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্, জ্ঞানরাজ পণ্ডিতের পুত্র ও পার্থপুরবাসী নাগনাথের পৌত্র। ইনি বালকবোধিকা নামে কবিকল্পলতাটীকা, গণিতমালতী, (১৫৪২ খৃষ্টাব্দে) গণিতামৃতকূপিকানামে লীলাবতীটীকা, গ্রহবিনোদ, তাজিকালঙ্কার, নৃসিংহচম্পূ, পরমার্থপ্রপানামে ভগবদ্গীতাটীকা, ভক্তিশত, রামকৃষ্ণবিলোমকাব্য, বেদান্তশতশ্লোকটীকা, শৃঙ্গারতরঙ্গিণী নামে অমরুশতকটীকা, সিদ্ধান্তশিরোমণিটীকা, সিদ্ধান্তসারসমুচ্চয়, সূর্য্যপ্রকাশ নামে ভাস্করের বীজগণিতটীকা ও সূর্য্য ভট্টীয় নামে জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা।

সূর্য্যদেব (পুং) ভগবান্ শ্রীসূর্য্য।

সূর্য্যদেবত্য (ত্রি) সূর্য্যো দেবতা যস্য, যাপ্র্। সূর্য্যদেবতাসম্বন্ধীয়।

সূর্য্যধ্বজ (পুং) সূর্য্যকেতু, সূর্য্যচিহ্নিত ধ্বজযুক্ত। মহাভারতোক্ত প্রসিদ্ধ রাজর্ষিবিশেষ।

সূর্য্যধ্বজপতাকিন্ (পুং) সূর্য্যধ্বজচিহ্নিত পতাকাযুক্ত। শিব।

সূর্য্যনক্ষত্র (ক্লী) সূর্য্যের সহিত নক্ষত্রের যোগ।

সূর্য্যনগর—কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী, শ্রীনগরের অপর নাম। [শ্রীনগর দেখ।]

সূর্য্যনন্দন (পুং) সূর্য্যস্য নন্দনঃ। সূর্য্যপুত্র।

সূর্য্যনাভ (পুং) দানববিশেষ। (হরিবংশ)

সূর্য্যনারায়ণ (পুং) সূর্য্যরূপী নারায়ণ।

সূর্য্যনারায়ণ, ১ একদিনপ্রবন্ধ ও প্রাসভারত-কাব্যরচয়িতা। ২ বেদতৈজস নামক ব্যাসশিক্ষা-ভাষ্যপ্রণেতা।

সূর্য্যনেত্র (পুং) গরুড়ের পুত্রভেদ।

সূর্য্যপণ্ডিত, রামকৃষ্ণকাব্যরচয়িতা। [সূর্য্যদাস দেখ।]

সূর্য্যপতি (পুং) সূর্য্যঃ পতির্যস্য। সূর্য্যদেবতা, সূর্য্যপতি যার।

সূর্য্যপত্র (পুং) অর্কপত্রবৃক্ষ, চলিত ঈশের মূল। (রাজনি°) ২ সূর্য্যাবর্ত্তক্ষুপ। (বৈদ্যকনি°)

সূর্য্যপত্নী (স্ত্রী) ১ সূর্য্যদেবতাবিশিষ্ট। ২ সংজ্ঞা, ছায়া।

সূর্য্যপর্ণী (স্ত্রী) অর্কপত্রা, চলিত মাষাণী।

সূর্য্যপর্ব্বন্ (ক্লী) সূর্য্য-উদ্দেশ্যক অনুষ্ঠেয় পর্ব্ববিশেষ।

সূর্য্যপাদ (পুং) সূর্য্যের কিরণ।

সূর্য্যপুত্র (পুং) সূর্য্যস্য পুত্রঃ। ১ বরুণ। ২ শনি। ৩ যম। ৪ অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

"পিবেতামশ্বিনৌ সোমং ভবদ্ভিঃ সহিতাবুভৌ।
উভাবেতাবপি সুরৌ সূর্য্যপুত্রৌ সুরেশ্বর ॥"
(ভারত ১৩।১৫৭।১৯) [সূর্য্যতনয় শব্দ দেখ]

সূর্য্যপুত্রী (স্ত্রী) সূর্য্যস্য পুত্রী। ১ যমুনা। ২ বিদ্যুৎ।

সূর্য্যপুর (ক্লী) কাশ্মীরের একটি প্রাচীন নগর।

সূর্য্যপুর—চব্বিশ পরগণা জেলার একটি খাল। ইহার তীরবর্ত্তী একটি গ্রামেরও এই নাম। এখানে প্রচুরপরিমাণে ধান্যের কারবার আছে।

সূর্য্যপুরাণ (ক্লী) সূর্য্যমাহাত্ম্যজ্ঞাপক পুরাণভেদ, আদিত্যপুরাণ।

সূর্য্যপূজা (স্ত্রী) সূর্য্যস্য পূজা। সূর্য্যের অর্চ্চনা, সূর্য্যোপাসনা। [ইহার পূজার বিধান সূর্য্য শব্দে দেখ]

সূর্য্যপ্রদীপ (পুং) ধ্যানভেদ।

সূর্য্যপ্রভ (পুং) ১ কৃষ্ণপত্নী লক্ষ্মণার প্রাসাদ। ২ কথাসরিৎসাগরোক্ত রাজভেদ। ৩ বোধিসত্ত্বভেদ। (ত্রি) সূর্য্যের ন্যায় আভাযুক্ত।

সূর্য্যবলিরাম, রহস্যত্রয়বাক্যার্থরচয়িতা।

সূর্য্যবিম্ব (পুং) সূর্য্যস্য বিম্বঃ। সূর্য্যের মণ্ডল।

"যস্মিন্ যস্মিন্ দেশে দর্শনমায়াস্তি সূর্য্যবিম্বস্থাঃ ॥"
(বৃহৎস° ৩।১২)

সূর্য্যফণিচক্র (ক্লী) সকল কার্য্যের শুভাশুভজ্ঞাপক চক্রবিশেষ। শুভ বা অশুভ কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইলে এই চক্র দ্বারা সেই কার্য্যের ভাল মন্দ জানিতে পারা যায়। বিশেষতঃ যুদ্ধ যাত্রা করিবার কালে এই চক্রে শুভাশুভ দেখিয়া যুদ্ধযাত্রা করা হইত। যুদ্ধযাত্রাকালে পরীক্ষা করিয়া এই চক্রে যদি অশুভ প্রতীতি হয়, তাহা হইলে যুদ্ধে নিশ্চয়ই পরাজয় ঘটে। স্বরোদয়ে এই চক্রের বিশেষ বিবরণ আছে—

"সপ্তবিংশতিভান্যত্র পঙ্‌ক্তিযুক্তা ক্রমেণ তু।
ত্র্যন্তরাত্র্যান্তরে বেধঃ ফণিচক্রং ত্রিনাড়িকং ॥
যত্র ঋক্ষে স্থিতো ভানুর্ভোদৌ গণয়েদ্বুধঃ।
নাম ঋক্ষং স্থিতং যত্র জ্ঞেয়ং তত্র শুভাশুভং ॥

কুর্য্যান্মৃত্যুশ্চ রোগশ্চ নাড়ীবেধগতং নৃণাং।
বর্জয়েৎ সর্ব্বকার্য্যেষু যুদ্ধকালে বিশেষতঃ॥
নির্ব্বেধ-ঋক্ষমধ্যস্থং যস্ত নাম প্রজায়তে।
সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি সংগ্রামে চ জয়ো ভবেৎ॥" (স্বরোদয়)

২৭টী নক্ষত্রপঙ্‌ক্তি ক্রমে রাখিতে হইবে। ৩টী ৩টী করিয়া নক্ষত্র এক এক পঙ্‌ক্তিতে থাকিবে, যে নক্ষত্রে সূর্য্য থাকেন, সেই নক্ষত্র হইতে মেষাদি ক্রমে গণনা করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সূর্য্যস্থিতি নক্ষত্র ক্রমে পর পর তিন নক্ষত্র বিন্যাস করিয়া যে নক্ষত্রের নিম্নে যে নক্ষত্র পড়িবে, সেই সেই নক্ষত্রের সহিত বেধ হইবে। যে নক্ষত্রে বেধ হইবে, সেই নক্ষত্র অশুভ। নাম নক্ষত্র অর্থাৎ রাশি নক্ষত্র যে স্থলে থাকিবে, সেই নক্ষত্র যদি বেধযুক্ত হয়, তাহা হইলে কোন শুভ কর্ম্ম করিবে না। নক্ষত্র নাড়ীবেধ গত হইলে তাহাতে কোন কার্য্য করিলে রোগ, শোক ও মৃত্যু হইয়া থাকে, অতএব ইহাতে কোন কার্য্য বিশেষতঃ যুদ্ধযাত্রা অতীব নিষিদ্ধ।

সূর্য্যভক্ত (পুং) সূর্য্যস্য ভক্তঃ প্রিয়ঃ। বন্ধুকপুষ্পবৃক্ষ, চলিত বান্ধুলিগাছ। (মেদিনী) (ত্রি) ২ সূর্য্যের ভক্ত, সূর্য্যপূজক, সূর্য্যোপাসক।

সূর্য্যভক্তক (পুং) সূর্য্য ভক্ত এব স্বার্থে কন্‌। সূর্য্যভক্তশব্দার্থ।

সূর্য্যভাগা (স্ত্রী) নদীভেদ।

সূর্য্যভানু (পুং) যক্ষভেদ। (রামায়ণ ৭।১৪।২৫)

সূর্য্যভ্রাজ্‌ (ত্রি) সূর্য্যের রশ্মিবিশিষ্ট।

সূর্য্যমণি (পুং) সূর্য্যপ্রিয়ো মণিঃ। সূর্য্যকান্ত মণি। (হেম) ২ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, স্বনামখ্যাত পুষ্প।

'সূর্য্যকান্তঃ সূর্য্যমণিঃ পুষ্পরক্তঃ পচৎপটঃ।' (শব্দচ')

সূর্য্যমণ্ডল (ক্লী) সূর্য্যস্য মণ্ডলং। সূর্য্যসন্নিধিবেষ্টন, পর্য্যায়—পরিবেশ, পরিধি, উপসূর্য্য, কমণ্ডলু। (অমর) সূর্য্যের চারিদিকে যে মণ্ডলাকার বেষ্টন তাহাই সূর্য্যমণ্ডল নামে অভিহিত। এই সূর্য্যমণ্ডলের বর্ণাদি দ্বারা শুভাশুভ ফল জানিতে পারা যায়। বৃহৎসংহিতাদি গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় আলোচিত হইল। সূর্য্যমণ্ডল শিশির কালে তাম্র কিংবা কপিল বর্ণ, বসন্তকালে হরিৎকুঙ্কুম সদৃশবর্ণ, গ্রীষ্মকালে ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ অথচ স্বর্ণসদৃশ, বর্ষাকালে শুক্লবর্ণ, শরৎকালে পদ্মগর্ভ ছবি এবং হেমন্তকালে রক্তবর্ণ হইলে শুভকারক হয়। কিন্তু বর্ষাকালে ইহা স্নিগ্ধ হইলে অশুভ হইয়া থাকে। রুক্ষ বা শ্বেতবর্ণ হইলে ব্রাহ্মণদিগের বিনাশ, রক্তের আভাবিশিষ্ট হইলে ক্ষত্রিয়গণের, পীতবর্ণে বৈশ্যের এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে শূদ্রের নাশ হয়। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যমণ্ডল রক্তবর্ণ হইলে প্রাণীদিগের ভয়, বর্ষাকালে কৃষ্ণবর্ণ হইলে অনাবৃষ্টি এবং হেমন্তকালে পীতবর্ণ হইলে রোগভয় হয়। যদি বর্ষাকালে সূর্য্যমণ্ডল ইন্দ্রচাপ দ্বারা খণ্ডিতদেহরূপে অবলোকিত হয়, তাহা হইলে রাজগণের বিরোধ হইয়া থাকে। কিন্তু উহা নির্ম্মল কিরণবিশিষ্ট হইলে শীঘ্রই বৃষ্টি হয়। যদি বর্ষাকালে সূর্য্যমণ্ডল শিরীষপুষ্পের আভাবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে সদ্যোবৃষ্টি এবং ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় আভাযুক্ত হইলে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। সূর্য্যমণ্ডল শ্যামবর্ণ হইলে দেশে কীটভয় ও ভস্মতুল্য বর্ণবিশিষ্ট হইলে পররাষ্ট্র হইতে ভয় হয়। শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন প্রকার বর্ণের একটী চিহ্ন যদি সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ, দুইটী হইলে রাজার বিনাশ, তদধিক দৃষ্ট হইলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের বিনাশ এবং নানা প্রকার অমঙ্গল ঘটে। সূর্য্যমণ্ডল নানাবর্ণে রঞ্জিত বা ধূম্রবর্ণ হইলে যদি শীঘ্র বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা সমস্ত পৃথিবী বিত্রস্তা হয়। যদি ছত্র, ধ্বজ ও চামর প্রভৃতি চিহ্ন দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে রাজপরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং উহা স্ফুলিঙ্গ বা ধূমাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে লোকসকলের মৃত্যু হয়। সূর্য্যমণ্ডল ঘটাকার দৃষ্ট হইলে প্রাণিগণ ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণত্যাগ করে, খণ্ডাকার হইলে রাজার বিনাশ, কিরণহীন হইলে ভয়, তোরণরূপ হইলে নগরবিনাশ, এবং ছত্রাকার হইলে দেশ বিনাশ হয়। সূর্য্যমণ্ডলে যদি কৃষ্ণবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রথমে রাজার বিনাশ এবং পরিশেষে মন্ত্রীর বিনাশ হইয়া থাকে। ইত্যাদি রূপ সূর্য্যমণ্ডলের লক্ষণ দ্বারা দেশ, রাজা, ও পৃথিবীস্থ প্রাণিসমূহের শুভাশুভ নিরূপণ করিতে হয়। (বৃহৎস' ৩অ') ব্রাহ্মণাদি সকলেই প্রাতর্মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতা গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া তাঁহার জপ করিয়া থাকেন। তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে সূর্য্যমণ্ডলে অভীষ্ট দেবীর চিন্তা করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হয়।

সূর্য্যমন্দির, সূর্য্যদেবের মন্দির। ভারতবর্ষের নানাস্থানে সূর্য্যমন্দির আছে, তন্মধ্যে মূলতান, কোণার্ক ও ভিন্নমালের সূর্য্যমন্দির প্রধান ও প্রসিদ্ধ। মূলতান ও কোণার্ক শব্দে তথাকার সূর্য্যমন্দিরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এখানে ভিন্নমালের সূর্য্যমন্দিরের পরিচয় দেওয়া গেল;—খৃষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শ্রীমালে গুজরাটের গুর্জ্জরদিগের রাজধানী ছিল, তাহার অপর নাম ভীল্লমাল। ইহা আবুশৈলশ্রেণীর প্রায় পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এস্থানে প্রাচীন ভারতের বহু গৌরব-স্মৃতি এখনও বিদ্যমান। এখানকার বিধ্বস্ত সূর্য্য-মন্দিরটি এখনও দর্শকের হৃদয়ে অদ্ভুতপূর্ব্ব বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়া থাকে।

সহরের দক্ষিণাংশে, বিধ্বস্ত গুজরাট সিংহদ্বারের প্রায় অশীতি গজ পূর্ব্বদিকে, একটি ইষ্টক-বিনির্ম্মিত স্তূপের উপর ইহার ধ্বংসা-

বশেষ বিদ্যমান। ইষ্টক-স্তূপটির উপরে কতকগুলি শ্বেত মর্ম্মর-প্রস্তরের স্তম্ভ এবং মন্দিরের ভগ্ন প্রাচীরাদির বিপুল ভগ্নাবশেষ দেখিয়া এখনও ইহার অতীত গৌরব বেশ বুঝিতে পারা যায়। স্তূপের ইষ্টকগুলির অধিকাংশই ১´ ১৬´´×১´×৩´´ ইহা হইতে অনুমান হয় মন্দির অপেক্ষাও মন্দিরের আসনটি প্রাচীনতর। মূলতানের ন্যায় সম্ভবতঃ এখানেও কোন বৌদ্ধমন্দির ভাঙ্গিয়া বা স্তূপের উপর সূর্য্যোপাসক শ্বেত হূণগণ আপনাদিগের প্রতিপত্তির দিনে জগৎ স্বামীর (সূর্য্যের) মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু এসম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমানে এই স্তূপটি প্রায় ৪২´ প্রশস্ত ৬০´ দীর্ঘ এবং ২০´ উচ্চ। মন্দিরটির উত্তর প্রান্ত এবং উত্তরপশ্চিম কোণ এক প্রকার ঠিকই আছে বলিয়া মনে হয়। প্রধান কক্ষটির পূর্ব্বদ্বার, ইহার দক্ষিণ দিকস্থ স্তম্ভগুলি, ইহার গুম্বুজ এবং মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে বহিঃপ্রাচীরটি একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে। মন্দির-কক্ষের এবং প্রধান কক্ষ হইতে ইহাতে প্রবেশ করিবার যে পথ আছে, তাহার ছাদের উপর কতকগুলি বিশৃঙ্খল ইষ্টক স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই মন্দিরচূড়ার এবং দ্বিতলের শেষ নিদর্শন। ত্রিবিধ পদার্থে এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রধান কক্ষের স্তম্ভগুলি শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে বিনির্ম্মিত দেব-কক্ষের এবং ইহার উত্তর দিক ঘুরিয়া যে একটি রাস্তা গিয়াছে, তাহার প্রাচীরগুলি এক প্রকার ঈষৎ লাল প্রস্তরে এবং চূড়ার অভ্যন্তর ভাগ এবং দ্বিতলস্থ আরও কতকগুলি প্রকোষ্ঠ ইষ্টক-নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন পূর্ব্বদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় মন্দিরের পাদদেশ পর্য্যন্ত স্তূপটিকে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। ইহাতে অনেক গুলি স্তম্ভই পড়িয়া গিয়াছে এবং প্রবেশপথটির চিহ্নও এক প্রকার বিলুপ্তই হইয়াছে। পূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে প্রথমেই পূর্ব্বদিকে দুইটি স্তম্ভ এবং ইহাদিগের উত্তরে আর একটি স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধান কক্ষের গুম্বুজটি ইহাদিগের উপর অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বদিকে গুম্বুজটির নিম্নতম অংশের সামান্য একটু চিহ্নমাত্র আছে। এতদ্ব্যতীত ইহার কি ইহার ছাদের আর কোন নিদর্শনই এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রধান কক্ষটির মধ্যদেশ হইতে এখন একেবারেই আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বদিকের অপেক্ষা দক্ষিণ দিকের অবস্থা আরও শোচনীয়। বহিঃপ্রাচীরের একখানা ইষ্টক পর্য্যন্তও আজ দেখিতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণটি, গুম্বুজের দক্ষিণদিকস্থ স্তম্ভ দুইটি এবং দক্ষিণপশ্চিম কোণের স্তম্ভগুলি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। উত্তর দিকের অবস্থাই অপেক্ষাকৃত ভাল। যে কোণ দুটি হইতে গুম্বুজটি উঠিয়াছিল, সেই কোণ দুইটি এখনও দণ্ডায়মান আছে এবং এখনও এখানে প্রাচীর-গাত্রে খোদিত সারিবাঁধা কতকগুলি উত্তর-মুখী সুন্দর স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর দিক্‌কার মধ্যস্তম্ভ দুইটি এবং দুই কোণের স্তম্ভ দুইটিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাদের বহির্ভাগে চারিফিট্ প্রশস্ত এবং ১১ ফিট্ উচ্চ একটি রাস্তা আছে, এই রাস্তার বহির্দ্দেশে মন্দিরের উত্তর প্রান্তস্থ প্রাচীরটি এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহার গাত্রে একটি গবাক্ষসংলগ্ন বারেন্দা আছে। এই বারেন্দায় শ্বেতমর্ম্মর পাথরের বসিবার আসন এবং শ্বেত স্তম্ভগুলি এখনও কালের সংহারিণী শক্তি উপেক্ষা করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। উত্তরবর্ত্তী পথটির পশ্চিম প্রান্তে বেশ একটি সুন্দর ও সুসজ্জিত গোকল (নিভৃত কক্ষের মত) আছে। ইহা ৩½ ফিট্ প্রশস্ত এবং ইহার পার্শ্ব স্তম্ভগুলি ৩⅛ ফিট্ উচ্চ। গুম্বুজটির পশ্চিম দিক্‌কার মধ্য স্তম্ভ দুইটিও বর্ত্তমান আছে। ইহাদিগের প্রায় তিন ফিট্ পশ্চিমে পাশাপাশিভাবে নির্ম্মিত আরও দুইটি স্তম্ভ আছে। মন্দিরের প্রবেশপথের গুম্বুজটি ইহাদের উপর অবস্থিত ছিল। কারুকার্য্য-শোভিত পার্শ্বস্তম্ভগুলি একটি দেবমূর্ত্তি এবং মন্দির-দ্বারের চৌকাঠের উপরিস্থ কাষ্ঠখণ্ড এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মন্দিরটির ছাদ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং ইহার দক্ষিণ দিকে চূড়ার যে ভিত্তি ছিল, তাহার 'প্রদক্ষিণ' পথটি এবং মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরটি একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। উত্তর দিক্‌কার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পীত ও লোহিত প্রস্তরখণ্ডে চূড়াভিত্তিটি গ্রথিত হইয়াছিল, এখনও তাহা বিদ্যমান আছে। উত্তর প্রাচীরের মধ্যদেশে যে নিভৃত কক্ষটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার স্তম্ভগুলি এবং 'প্রদক্ষিণ' পথটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, এই পথটি এবং মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরটি উত্তরপশ্চিম কোণে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। পশ্চিম প্রাচীরের কোন চিহ্নই আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই। মন্দিরের স্তম্ভগুলি যেমন বিরাট্ তেমনই সুন্দর। ইহাদিগের গঠন-প্রণালীতে সৌন্দর্য্য ও শিল্পজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এই মন্দিরের নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। স্থানীয় লোকেরা নিম্নলিখিত গল্পটি বলিয়া থাকে। চন্দ্রবংশীয় নহুষ রাজার পুত্র, সুবিখ্যাত যযাতি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী নাম্নী মহিষীদ্বয়কে লইয়া তিনি শ্রীমাণে আগমন করেন এবং সূর্য্যদেবের প্রিয় কোন একস্থানে বসিয়া কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া দেবতা সশরীরে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং বর গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। তখন যযাতি দেবতার স্বরূপ দেখিবার জন্য দিব্য দৃষ্টি প্রার্থনা করিলেন। এই বর প্রদান করিয়া সূর্য্য দ্বিতীয় বর

প্রার্থনা করিতে বলিলেন। যযাতি কহিলেন রাজ্যে আর আমার স্পৃহা নাই; সংসার-সুখভোগের আর আমার বাসনা নাই। অতএব আমার নিজের আর চাহিবার কিছুই নাই, কিন্তু একটি ইচ্ছা আছে, প্রভো! শ্রীমালপুরের কল্যাণের জন্য আপনি স্বরূপে এখানে অবস্থান করুন, দ্বিতীয় বরে আমি এই প্রার্থনা করিতেছি। দেবতা সম্মত হইলেন। তখন দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার জন্য একজন সৌর ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করা হইল। সূর্য্য বলিয়াছেন, আমি জগতের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া আমায় জগৎস্বামী বলিয়া ডাকিও। তদনুসারে এই মন্দিরের নাম 'জগৎস্বামি-মন্দির' হইয়াছে। স্থানীয় ব্রাহ্মণ-দিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, মূর্ত্তিটি প্রথমে কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং সেই দারুমূর্ত্তি এখনও উত্তর গুজরাটে পাটনের লক্ষ্মীমন্দিরে বিদ্যমান আছে। দ্বিতীয় এক প্রবাদ অনুসারে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীপুঞ্জ বা যগসোম। ইঁহার সম্বন্ধেও দুই প্রকারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথম মতে ইঁহার প্রকৃত নাম কণক এবং ইনি কাশ্মীর হইতে আগমন করেন। দ্বিতীয় মতানুসারে ইনি যশাবলবংশীয় ও কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। কুমারপালের সময়ের (১১৮৬ খৃঃ অব্দ) প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ইনি আসিয়া ভীনমালে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ঐ স্থানে এইরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহার উদরে একটি জীবন্ত সর্প প্রবেশ করিয়া ইঁহাকে অস্থির করিয়া তোলে। তীর্থভ্রমণোপলক্ষে কাশ্মীর হইতে দ্বারকার পথে তিনি ভীন্মালের দক্ষিণ দ্বারে আসিয়া উপ-স্থিত হন। এই স্থানে যখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন, তখন সর্পটি তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসে। ঠিক এমনই সময়ে দ্বারের সম্মুখস্থ একটি গহ্বর হইতে দ্বিতীয় একটি সর্প বাহির হইয়া আসিয়া এই উদরাগত সর্পটিকে বলিল, রাজাকে আর যন্ত্রণা না দিয়া তোমার চলিয়া যাওয়া উচিত। উত্তর হইল "তোমার গর্ত্তের ভিতর সুন্দর একটি মণি আছে। তুমি কি ইহা ছাড়িয়া যাইতে পার? তা যখন পার না, আমায় তবে কেন আমার বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বলিতেছ?" তখন ক্রুদ্ধ হইয়া গহ্বরাগত সর্প বলিয়া উঠিল, "রাজার কোন লোক যদি নিকটে থাকে, তবে সে শুনিয়া রাখুক। কীরগাছের নীচে যে একটি লতা জন্মে, সেই লতার ফুল এবং এই গাছের কয়েকটি পাতা একত্র সিদ্ধ করিয়া যদি কেহ রাজাকে খাইতে দেয়, তবেই তাঁহার উদরস্থ সর্প বিনষ্ট হইবে।" উদরবাসী সর্পও উত্তর করিল "আর কোন লোক যদি নিকটে থাকে, তবে সে ইহাও শুনিয়া রাখুক যে, ইহার গহ্বরে গরম তৈল নিক্ষেপ করিলেই ইহার মৃত্যু হইবে এবং প্রভূত ধন তাহার হস্তগত হইবে।" নিকটেই রাজার একটি চতুর কায়স্থ কর্ম্মচারী ছিল। সে সকলই শুনিতে পাইল। তৎক্ষণাৎ সে 'কীর' গাছটি খুঁজিয়া লইয়া ও তাহার নিম্নস্থ লতার ফুল আনিয়া যথাবিহিত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাজাকে সেবন করিতে দিল। তখন উদরস্থ সর্পের মৃত্যুযন্ত্রণায় রাজাকেও আকুল করিয়া তুলিল। বেদনায় অস্থির হইয়া তিনি কায়স্থের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই রাজার মুখ দিয়া মৃতসর্প বাহির হইয়া পড়িল এবং কায়স্থের সাধু উদ্দেশ্য ও ঔষধের গুণ জানিয়া প্রদত্ত শাস্তির জন্য রাজা বড়ই অনুতপ্ত হইলেন। শেষে বলিলেন, যে লোক এমন গুণী ছিল, তাহার কাগজ পত্র খুঁজিয়া দেখিলে আরও কত মূল্যবান্ জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে। তদনুসারে কার্য্যারম্ভ হইল। সর্পদ্বয়ের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, তখনই কায়স্থ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কাজেই অনুসন্ধানের ফলে গহ্বরস্থ সর্পের মরণরহস্য এবং ধনলাভের কথা জানিতে পারা গেল। তদনুসারে গরম তৈল ঢালিয়া উপকারী সর্পটিকে বিনাশ ও তাহার রক্ষিত ধন হস্তগত করা হইল। তৎপরে কায়স্থ-দিগের নিহত সর্পদ্বয়ের আত্মার সন্তুষ্টি-সাধনের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইল এবং অবশিষ্ট অর্থ দ্বারা একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইল। ইহার পরে দ্বিতলের নয়টি কক্ষ বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে এই সূর্য্যমন্দির সম্বৎ ২২২ অব্দে (১৬৬ খৃঃ অব্দে) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সূর্য্যমল্ল—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আলিগড় জেলার কোয়েল নামক স্থানে সাবিদ্ খাঁ যে মুসলমানরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে মহারাষ্ট্রগণ এবং জাট্গণ সেই বংশের ধ্বংস-সাধন করে, ফরক্কাবাদের আফ্গানদিগের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য সফ্দার জঙ্গ জাটদিগকে আহ্বান করেন। এই ভাবে দোয়াবপ্রদেশে ইহাদিগের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়; এবং সেই সুযোগে ক্রমশই তাহারা আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ইহাদিগের দলপতি সূর্য্যমল্ল সাবিদ্ খাঁর নামানুসারে সাবিদ্গড় নামধেয় প্রাচীন লোদিদুর্গটি অধিকার করিয়া বসেন, এবং ইহার 'রামগড়' এই নামকরণ করেন। এখনও ইহার নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম এই নামেই পরিচিত হইতেছে। ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত জাট্দিগের প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কোয়েল সহরের প্রায় দুই মাইল উত্তরে এই দুর্গটি অবস্থিত। মথুরা এবং আগ্রা হইতে দিল্লী ও রোহিলখণ্ডের দিকে যে সকল রাজবর্ত্ম বিস্তৃত হইয়াছে, সে সকলই আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে মুরসান্‌রাজ ভুপাসিংহকে বিতাড়িত করিয়া সূর্য্যমল্ল এই রাজ্যও

অধিকার করেন কিন্তু ১৭৬১ খৃঃ অব্দে সূর্য্যসিংহ আবার স্বীয় রাজ্য হস্তগত করেন।

রামগড় অধিকারের পর দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে আহম্মদ শাঁ আব্দালী আসিয়া কোয়েল হইতে সূর্য্যমল্লকে বিতাড়িত করিলেন। কিন্তু আবার যখন দুরানি কান্দাহারে ফিরিয়া গেলেন, অমনই আপনার জাটসৈন্য লইয়া সূর্য্যমল্ল যমুনা পার হইয়া আসিলেন এবং আগ্রা অধিকার করিয়া দোয়াবের দিকে অগ্রসর হইলেন। রোহিলাসর্দ্দার নজীব-উদ্দৌলা যমুনা তীরবর্ত্তী স্থল এবং জেবনামক স্থানের মধ্যস্থলে আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যসংখ্যা কম ছিল বলিয়া কিছুদিন পরে তিনি উত্তরদিকে সরিয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। সূর্য্যমল্লও অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া মীরাট্ জেলার, হিন্দাল নদীর তীরবর্ত্তী সহোদর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। আর বাকী সৈন্যদল লইয়া তাঁহার পুত্র জবাহীর যাইয়া সিকন্দ্রা অধিকার করিলেন। একদিন সহোদরে মৃগয়া করিবার সময় অকস্মাৎ মোগলসৈন্য আসিয়া সূর্য্যমল্লকে বেষ্টন করিল। অল্পকাল যুদ্ধের পরেই সসৈন্যে জাঠাধিপতি বিনষ্ট হইলেন। ধ্বজাগ্রে তাঁহার মস্তক প্রদর্শন করিয়া মোগলসৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। ভীত হইয়া জাঠসৈন্য দোয়াব বিজয়ের আশা ত্যাগ করিয়া দেশে পলাইয়া গেল। সূর্য্যমল্লের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র জবাহীর জাঠদিগের দলপতি হইয়াছিলেন। (১৭৬৪-৬৫ খৃঃ অব্দে)

সূর্য্যমল্ল—গুজরাট্ জেলার লুণাবাদ গদির দাবী করিয়া সূর্য্যমল্ল-নামক কোন একজন লোক কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লুণাবাদরাজকে আক্রমণ করে। কিন্তু পরাজিত হইয়া পালি-নামক গ্রামে যাইয়া আশ্রয় লয়। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের সিপাহি-বিদ্রোহের সময় লেফ্‌টেনাণ্ট আলবান্ যখন এই খানে উপস্থিত হন, তখন এই লোকটা তাঁহাকে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ফলে গ্রামটি ভস্মীভূত করা হয়।

সূর্য্যমাল (পুং) শিব। (ভারত শিবসহস্র°)

সূর্য্যমাস (পুং) সৌরমাস।

সূর্য্যরথ (পুং) সূর্য্যের রথ। (ভাগ° ৫।২০।৩০)

সূর্য্যরশ্মি (পুং) সূর্য্যের কিরণ। সূর্য্যরশ্মি স্পর্শে শরীর পবিত্র হয়।

"মক্ষিকাবিপ্রুষশ্ছায়া গৌরশ্বঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ।
রজোভূর্ব্বায়ুরগ্নিশ্চ স্পর্শে মেধ্যানি নির্দ্দিশেৎ॥" (মনু ৫।১৩৩)

(ত্রি) ২ সূর্য্যের রশ্মির ন্যায় রশ্মিবিশিষ্ট। "সূর্য্যরশ্মির্হরিকেশঃ পুরস্তাৎসবিতা" (ঋক্ ১০।১৩৯।১) 'সূর্য্যরশ্মিঃ সূর্য্যস্য সম্বন্ধ্য প্রের-কস্য আদিত্যস্য রশ্মিরিব রশ্ময়স্য স তথোক্তঃ হরিকেশঃ' (সায়ণ)

সূর্য্যরাগ, কর্ম্মবিপাকসার-প্রণেতা।

সূর্য্যর্ক্ষ (ক্লী) সূর্য্যভোগ্যং ঋক্ষং। সূর্য্য নক্ষত্র, সূর্য্যভোগ্য নক্ষত্র, সূর্য্য যে নক্ষত্রে অবস্থান করেন। সূর্য্য এক একটী রাশিতে অব-স্থান কালে সওয়া দুই নক্ষত্র ভোগ করিয়া থাকেন।

সূর্য্যর্চ্চ (স্ত্রী) সূর্য্যপ্রকাশিকা ঋক্। সূর্য্যপ্রকাশক ঋক্মন্ত্র। "সূর্য্যর্চ্চা ভগবন্তং হিরণ্ময়ং পুরুষমুজ্জিহানে" (ভাগ ৫।৭।১৩) 'সূর্য্যর্চ্চা সূর্য্যমণ্ডলস্থভগবৎপ্রকাশিকয়া ঋচা' (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)

সূর্য্যলতা (স্ত্রী) সূর্য্যপ্রিয়া লতা। আদিত্যভক্তা লতা। (রাজনি°)

সূর্য্যলোক (পুং) সূর্য্যস্য লোকঃ। সৌরভুবন। কাশীখণ্ডে এই লোকের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, সূর্য্যলোক চতুর্দ্দিকে কদম্ব পুষ্পের কেশরের ন্যায়, এই স্থান সর্ব্বদা সূর্য্যের কিরণসমূহ দ্বারা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই লোকে সূর্য্য দুইটী লীলাপদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার রথ ৯ সহস্র যোজন বিস্তৃত ও একচক্রবিশিষ্ট। এই রথে ৭টী অশ্ব সদা যোজিত এবং অরুণ তাহার রশ্মি ধারণ করিয়া রথোপরি উপবিষ্ট আছেন। অপ্সরা, মুনি, গন্ধর্ব্ব, সর্প, যক্ষ ও রাক্ষসগণ এই রথে অবস্থান করিতেছেন। যিনি যথাবিধানে সূর্য্যের উপাসনা করেন, তাঁহার সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়। (কাশীখ° ৯ অ°)

সূর্য্যবংশ (পুং) সূর্য্যস্য বংশঃ। সূর্য্যের সন্ততি, সূর্য্য হইতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পুরাণে এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে—পরমেশ্বর হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র সূর্য্য। সূর্য্যের পুত্র বৈবস্বত মনু, ইনি সত্যযুগে রাজা ছিলেন। ত্রেতাযুগে ইঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু, ইনি অযোধ্যায় রাজা ছিলেন। ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিকালে শ্রীরামচন্দ্র দশরথ-পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। দ্বাপর যুগের প্রথমে ইঁহার পুত্র কুশ, এই কুশের বংশ সুমিত্র পর্য্যন্ত কলিযুগের হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতেই এই বংশের নিবৃত্তি হইয়াছে। যথা—

পরমেশ্বর
|
ব্রহ্মা
|
মরীচি
|
কশ্যপ
|
সূর্য্য
|
বৈবস্বত মনু
|
ইক্ষ্বাকু নৃগ শর্য্যাত দিষ্ট ধৃষ্ট করূষ নরিষ্যন্ত পৃষধ্র নাভাগ কবি

জগৎ প্রলয়ের পর একমাত্র পুরুষ পরম ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। কল্পান্তে তদ্ব্যতীত কিছুই ছিল না। পুনরায়

সৃষ্টির প্রয়াসে সেই পরম পুরুষের নাভি হইতে একটী হিরণ্ময় পদ্মকোষ উদ্গত হয়। তাহাতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ঐ ব্রহ্মার মন হইতে মরীচির জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র কশ্যপ, ঐ কশ্যপের পত্নী দক্ষ-কন্যা অদিতি। তাঁহার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে সূর্য্যের জন্ম। সেই সূর্য্য হইতে সংজ্ঞার গর্ভে মনু জন্ম গ্রহণ করেন। মনু অনপত্য ছিলেন। বশিষ্ঠ ইঁহার পুত্র কামনায় মিত্রাবরুণের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। মনুর ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ১০টী পুত্র হয়।

ইক্ষ্বাকুবংশ--ইক্ষ্বাকুর বংশ অতি বিস্তীর্ণ। ইক্ষ্বাকুর এক শত পুত্র হয়, এই পুত্রগণের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। এই শত পুত্রের মধ্যে পঞ্চবিংশতি বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্তসম্মুখে সমুদ্র পর্য্যন্ত এক এক মণ্ডলে রাজত্ব করেন। সেইরূপ পশ্চাতেও ২৫ জন, কিন্তু মধ্যস্থলে জ্যেষ্ঠ তিন জন এবং অন্যান্য ভাগে অন্যান্য পুত্রেরা রাজত্ব করিয়াছিলেন।
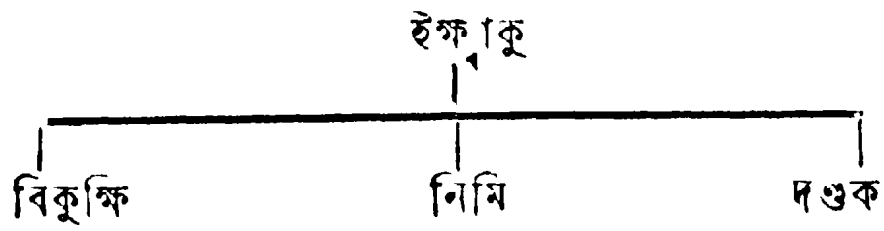
ইক্ষ্বাকু
- বিকুক্ষি
- নিমি
- দণ্ডক

বিকুক্ষি পিতার আদেশে শ্রাদ্ধের জন্য মাংস আনিতে বনে যান, তথায় প্রথমে স্বয়ং মাংসভোজন করিয়া সেই মাংস আনিয়া দেন। তাঁহার পিতা বশিষ্ঠের নিকট এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি স্বদেশে আগমন করিয়া 'শশাদ' নামে বিখ্যাত হইয়া পিতৃরাজ্য শাসন করেন।

শশাদ (বিকুক্ষির নামান্তর)
|
পুরঞ্জয় (এই পুরঞ্জয় ইন্দ্রবাহ বা কুকুৎস্থ নামে অভিহিত হইবেন।)
|
অনেনাঃ
|
পৃথু
|
বিশ্বগন্ধি
|
চন্দ্র
|
যুবনাশ্ব
|
শ্রাবস্ত (ইনি শ্রাবস্তী পুরী প্রতিষ্ঠা করেন)
|
বৃহদশ্ব
|
(ধুন্ধুমার) কুবলয়াশ্ব (এই রাজা ঋষিশ্রেষ্ঠ উতঙ্কের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া এক বিংশতি সহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া ধুন্ধুনামক অসুরকে সংহার করেন। এই জন্য ইঁহার নাম ধুন্ধুমার হয়। পরে ইঁহার পুত্রগণ ইঁহার মুখাগ্নিতে ভস্মীভূত হন, কেবল মাত্র তিন জন অবশিষ্ট ছিলেন।
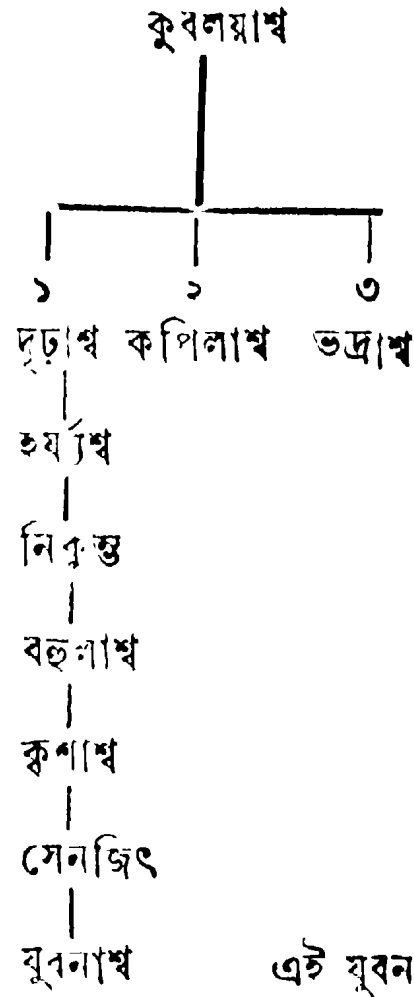
কুবলয়াশ্ব
- ১ দৃঢ়াশ্ব
- ২ কপিলাশ্ব
- ৩ ভদ্রাশ্ব

দৃঢ়াশ্ব
|
হর্য্যশ্ব
|
নিকুম্ভ
|
বহুলাশ্ব
|
কৃশাশ্ব
|
সেনজিৎ
|
যুবনাশ্ব — এই যুবনাশ্ব অনপত্য ছিলেন, এই জন্য বনে গমন করেন। তাঁহার একশত পত্নী ছিল, তিনি পুত্রাভাবে সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন। ঋষিগণ তাঁহার পুত্রোৎপত্তির জন্য ইন্দ্রদৈবত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। একদা রাত্রিতে রাজা অত্যন্ত পিপাসাতুর হইয়া যজ্ঞীয় শান্তিকলসের জল পান করেন। পরদিন প্রাতে ঋত্বিক্‌গণ ইহা জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনার দেহ হইতেই পুত্র হইবে। পরে কালপূর্ণ হইলে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া এক পুত্র হয়। এই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবামাত্রই রোদন করেন। তখন দেবরাজ তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! রোদন করিও না, "মাং ধাতা" অর্থাৎ 'আমাকে ধারণ করিবে' বলিয়া তর্জ্জনী তাঁহাকে প্রদান করেন। এই যুবনাশ্ব দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রসাদে মৃত্যুমুখে পতিত না হইয়া তপস্যা দ্বারা সেই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করেন।
|
মান্ধাতা (ত্রসদস্যু) [বিশেষ বিবরণ মান্ধাতা শব্দে দেখ] ইঁহার পত্নী ইন্দুমতী। যতদূর সূর্য্য বিচরণ করেন, ততদূর পর্য্যন্ত ইঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইঁহার তিন পুত্র এবং ৫০টী কন্যা হয়।

মান্ধাতা
- ১ পুরুকুৎস
- ২ অম্বরীষ
- ৩ মুচুকুন্দ

অম্বরীষ
|
যুবনাশ্ব
|
হারীত
|
পুরুকুৎস
|
ত্রসদস্যু
|
অনরণ্য
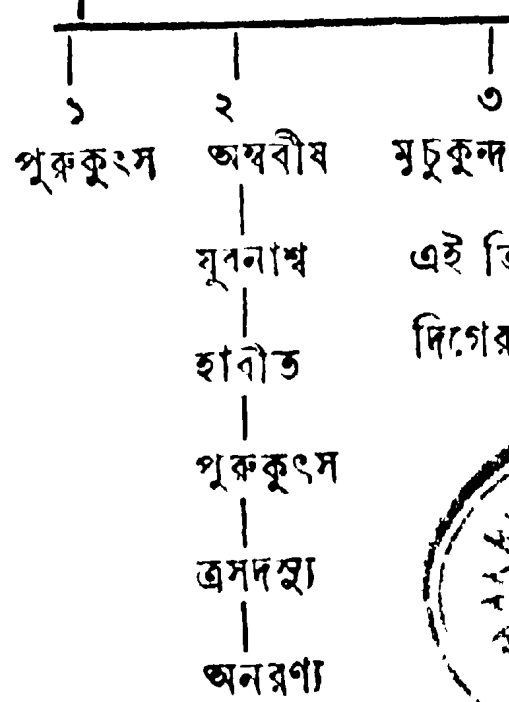
এই তিন জন মান্ধাতৃবংশের প্রধান, ইঁহাদিগের নাম করিলে সর্পভয় থাকে না।
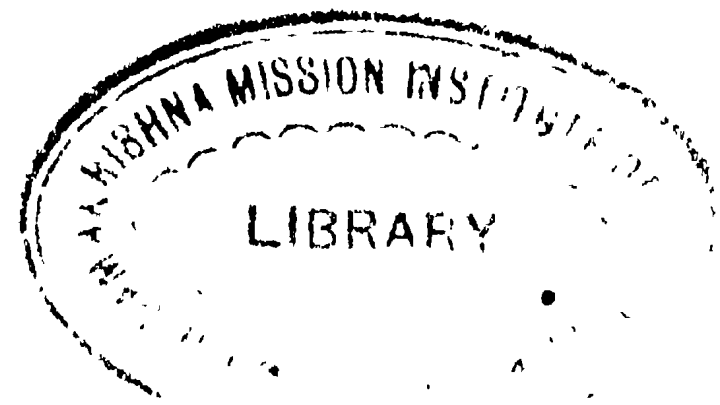
অনরণ্য
|
হর্য্যশ্ব
|
প্রারুণ
|
ত্রিবন্ধন
|
সত্যব্রত ইঁহার নামান্তর ত্রিশঙ্কু। পিতার অসন্তোষোৎপাদন, গুরুর দুগ্ধবতী ধেনুবধকরণ, এবং প্রোক্ষিত মাংস সেবন, এই তিনটী দোষ থাকাতে ইনি ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত হন। পরে ইঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দেন, এই জন্য তিনি চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। পরে তিনি বিশ্বামিত্রের অনুগ্রহে স্বশরীরে স্বর্গে গমন করেন, এবং অদ্যাবধি আকাশস্থ হইয়া আছেন। দেবতারা তাঁহাকে স্বর্গ হইতে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিলে বিশ্বামিত্র স্বীয় তপোবলে তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন।

হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে রাজসূয় যজ্ঞ করাইয়া তাহার দক্ষিণাচ্ছলে সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দেন। তৎশ্রবণে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে শাপ দেন যে, "অন্যায়াচরণ হেতু তুমি আড়ী পক্ষী হও" বিশ্বামিত্রও "তুমি বক হও" বলিয়া প্রতিশাপ দেন। পরে সেই আড়ী ও বকে বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ হয়। হরিশ্চন্দ্র অনপত্য ছিলেন। বরুণের যজ্ঞ করিয়া তিনি পুত্র লাভ করেন। [হরিশ্চন্দ্র শব্দ দেখ]

রোহিত (হরিশ্চন্দ্র শব্দ দেখ।)
|
হরিত
|
চম্প (ইনি চম্পানামক পুরী প্রতিষ্ঠা করেন।)
|
সুদেব
|
বিজয়
|
ভরুক
|
বৃক
|
বাহুক —শত্রুগণ বাহুকের রাজ্য অপহরণ করিলে তিনি ভার্য্যার সহিত বনগমন করেন। বনে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী অনুমৃতা হইবার জন্য উদ্যোগী হয়েন। ঔর্ব্ব তাঁহাকে সগর্ভা জানিয়া ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলে, সপত্নীগণ হিংসাবশে ঐ গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য বিষ প্রদান করে। মহিষী বিষ পান করিয়া বিষের সহিত পুত্র প্রসব করেন। গর

বাহুক
অর্থাৎ বিষের সহিত প্রসূত হইয়াছিল বলিয়া ঐ পুত্রের নাম সগর হয়। এই পুত্র মহাযশস্বী এবং সম্রাট্ হন। ইঁহার বংশ সাগরবংশ নামে খ্যাত।

সগর রাজা সগর তালজঙ্ঘ, যবন, শক, বর্ব্বর প্রভৃতি জাতীয়দিগের প্রাণবধ করেন নাই, বিকৃতবেশ করিয়া ইহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসন করেন। সগরের দুই স্ত্রী সুমতি ও কেশিনী। সগরের ৬০হাজার পুত্র। রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ইন্দ্র সেই অশ্ব অপহরণ করেন। সগরপুত্রগণ সেই অশ্ব অন্বেষণ করিতে গিয়া পাতালে কপিলের শাপে ভস্মীভূত হন। [সগর দেখ।]

অসমঞ্জস্—ইনি কেশিনীর তনয়, সগরের শরীর হইতেই উৎপন্ন হইয়া ছিলেন। কেবল অজ্ঞ লোকেরাই ইঁহাকে অসমঞ্জস্ বলিত। বস্তুতঃ তিনি সমঞ্জস ছিলেন না। ইনি পূর্ব্ব জন্মে যোগী ছিলেন, সঙ্গহেতু যোগভ্রষ্ট হন। এই জন্মে সেই সঙ্গ পরিহারের জন্য আপনাকে অসমঞ্জস্‌রূপে প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। তিনি লোকের উদ্বেগ জন্মাইয়া নানা প্রকারে জ্ঞাতিদিগকে পীড়িত ও তাঁহাদের পুত্রগণকে মারিয়া ফেলেন। রাজা ইহা জানিতে পারিয়া ইঁহাকে পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করেন। তখন তিনি ঐ মৃতপুত্রদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া রাজার নিকট প্রত্যর্পণ করেন।

অংশুমান্ সগরের সুমতিগর্ভজাত সন্তানসমূহ বিনষ্ট হইলে এই অংশুমান্ পিতৃব্যদিগের গমনপথ দিয়া পাতালে গমনপূর্ব্বক কপিলদেবকে নানাবিধ স্তবে সন্তুষ্ট করিয়া সগরের যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করেন, এবং কপিলদেব তাঁহাকে বলেন, গঙ্গোদকের স্পর্শে তোমার এই পিতৃব্যগণ উদ্ধার পাইবেন। অংশুমান্ গঙ্গা আনয়নের চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

দিলীপ দিলীপও পিতার ন্যায় গঙ্গাকে আনিবার চেষ্টা করেন, তিনিও আনিতে পারেন নাই।

ভগীরথ ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিয়া পিতৃব্যদিগকে উদ্ধার করেন। [ভগীরথ দেখ]
|
শ্রুত
|
নাভ ইহা হইতে সিন্ধুদ্বীপ উৎপন্ন হয়।
|
অযুতায়ুঃ

ঋতুপর্ণ ইনি নলের সখা ছিলেন। রাজা নল ইঁহাকে দ্যূতবিদ্যারহস্য দিয়া অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করেন। প্রাতঃকালে ইঁহার নাম স্মরণীয়।

সর্ব্বকাম

সুদাস

সৌদাস ইঁহার পত্নী দময়ন্তী। ইঁহার নামান্তর মিত্রসহ বা কল্মাষপাদ। ইঁহার পুত্র হয় নাই এবং ইনি বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হন। রাজা সৌদাস ব্রাহ্মণীর শাপে স্ত্রীসম্ভোগ হইতে বঞ্চিত ছিলেন। বশিষ্ঠ তাঁহার অনুমতিক্রমে তৎপত্নীতে গর্ভাধান করেন। দময়ন্তী শতবর্ষ গর্ভ ধারণ করিয়া কিছুতেই সেই গর্ভ প্রসব করিতে না পারায় বশিষ্ঠ প্রস্তর দ্বারা সেই গর্ভ তাড়িত করেন। তাহাতে গর্ভ প্রসূত হয়। প্রস্তর দ্বারা তাড়িত হইয়াছিল বলিয়া পুত্রের নাম অশ্মক হয়।

অশ্মক

বণিক স্ত্রীলোকেরা বেষ্টন করিয়া পরশুরামের কোপ হইতে রক্ষা করিয়া ছিলেন, এই কারণে ইহার এক নাম নারীকবচ হয়। পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে ইনিই ক্ষত্রিয়বংশের মূল হইয়াছিলেন, এই জন্য ইঁহার আর এক নাম মূলক।

দশরথ

ঐড়বিড়ি

বিশ্বসহ

খট্টাঙ্গ

দীর্ঘবাহু

রঘু

অজ

দশরথ

রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন

ভগবান্ বিষ্ণু দশরথের গৃহে রামাদিরূপে অবতীর্ণ হন। [রাম শব্দ দেখ]

কুশ

অতিথি

নিষধ

নল

পুণ্ডরীক

ক্ষেমধন্বা

দেবানীক

হীন

পরিযাত্র

বলস্থল

ব্রজনাভ ইনি সূর্য্যের অংশে জন্মগ্রহণ করেন।

সুগণ

বিধৃতি

হিরণ্যনাভ ইনি জৈমিনির শিষ্য এবং যোগাচার্য্য ছিলেন। ইহার নিকট ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যোগ শিক্ষা করেন।

পুষ্প

ধ্রুবসন্ধি

সুদর্শন

অগ্নিবর্ণ

শীঘ্র

মরু ইনি যোগসিদ্ধ হইয়া কলাপগ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। কলিযুগের: অবসানে সূর্য্যবংশ বিনষ্ট দেখিয়া পুত্রোৎপাদন দ্বারা এই বংশ পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিবেন।

প্রসুশ্রুত

সন্ধি

অমর্ষণ

মহস্বান্

বিশ্ববাহু

প্রসেনজিৎ

তক্ষক

বৃহদ্বল (অভিমন্যু ইহাকে ভারতযুদ্ধে নিহত করেন।)

বৃহদ্রণ

বৎসবৃদ্ধ ইনি অতিশয় সৎকর্ম্মশালী।

বৎসবৃদ্ধ
|
প্রতিব্যোম
|
ভানু
|
দিবাকর
|
সহদেব
|
বৃহদশ্ব
|
ভানুমান্
|
প্রতীকাশ্ব
|
সুপ্রতীক
|
মরুদেব
|
সুনক্ষত্র
|
পুষ্কর
|
অন্তরীক্ষ
|
সুতপা
|
অমিত্রজিৎ
|
বৃহদ্রাজ
|
বর্হি
|
কৃতঞ্জয়
|
রণঞ্জয়
|
সঞ্জয়
|
শাক্য
|
শুদ্ধোদ
|
লাঙ্গল
|
প্রসেনজিৎ
|
ক্ষুদ্রক
|
সুমিত্র ইক্ষ্বাকুর বংশ সুমিত্র পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবে। তৎপরে এই সূর্য্যবংশ ধ্বংস হইবে।

অগ্নিপুরাণে এইরূপ সূর্য্যবংশ বর্ণিত হইয়াছে—ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, এই কশ্যপ হইতে সূর্য্যের চারি স্ত্রী। রাজ্ঞী, প্রভা, সংজ্ঞা ও সুবর্ণা। রাজ্ঞী রৈবতের কন্যা, ইহার গর্ভে রেবন্ত নামে পুত্র উৎপন্ন হয় এবং প্রভা প্রভাতনামে পুত্র প্রসব করেন। বিশ্বকর্ম্মার তনয়া সংজ্ঞা, এই সংজ্ঞার গর্ভে বৈবস্বত মনু, এবং যম ও যমুনা নামে দুইটী যমজ সন্তান, ইহার মধ্যে যমুনা তনয়া, তদ্ভিন্ন শনি, তপতী বিষ্টি ও অশ্বিনী-কুমার জন্মগ্রহণ করেন। ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি মনুর জন্ম হয়। বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত ও প্রাংশুনামে পুত্র হয়। নাভাগ হইতে ইষ্টতম, সত্তম, করুষ ও পৃষধ্র নামে মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র জন্মে। এই সকল পুত্রগণ অযোধ্যায় রাজত্ব করেন।

মনুর ইলানামে এক কন্যা হয়। বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরুরবার জন্ম। ইলা পুরুরবাকে প্রসব করিয়া সুদ্যুম্ন রাজার সহিত সঙ্গতা হন, সুদ্যুম্নের ঔরসে উৎকল, গয় ও বিনতাশ্ব নামে তিন পুত্র হয়। এই তিন পুত্রের মধ্যে উৎকল উৎকলে, বিনতাশ্ব সমস্ত পশ্চিম দিকে এবং গয় গয়াপুরীতে রাজত্ব করেন। সুদ্যুম্ন বশিষ্ঠের আদেশে প্রতিষ্ঠান নামক পুরী প্রাপ্ত হন। এই পুরী তিনি পুরুরবাকে প্রদান করেন।

নরিষ্যন্তের পুত্র শকগণ। নাভাগের পুত্র বৈষ্ণব, ধৃষ্ট হইতে অম্বরীষ। অম্বরীষ অতিশয় প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। ধৃষ্ট হইতেই ধার্ষ্টককুল উৎপন্ন হইয়াছে। শর্য্যাতির পুত্র সুকন্ন ও আনর্ত্ত। আনর্ত্তের পুত্র রৈরোহী, ইনি আনর্ত্ত দেশে রাজত্ব করেন। কুশস্থলী ইহার রাজধানী, ইঁহার কন্যার নাম রেবতী। রেবতী দ্বারাবতীতে আসিয়া বলরাম কর্ত্তৃক পত্নীরূপে গৃহীতা হন।

মনুর পুত্রগণের মধ্যে ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন। বিকুক্ষির পুত্র ককুৎস্থ, তৎপুত্র সুযোধন, তাঁহার পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র বিশ্বগশ্ব, ইঁহার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র যুবনাশ্ব, তাঁহার পুত্র শ্রাবস্ত, তিনি নিজের নামানুসারে শ্রাবস্তিকা নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, তৎপুত্র কুবলয়াশ্ব, তিনি পুরাকালে ধুন্ধুমারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধুন্ধুমার নৃপতি তিন জন,—দৃঢ়াশ্ব, দণ্ড, কপিল। দৃঢ়াশ্ব হইতে হর্য্যশ্ব ও প্রমোদক, হর্য্যশ্ব হইতে নিকুম্ভ, তাঁহার পুত্র সংহতাশ্ব, তাঁহার দুই পুত্র অকৃশাশ্ব ও রণাশ্ব, রণাশ্বের পুত্র যুবনাশ্ব, তাঁহার দুই পুত্র মান্ধাতা ও মুকুন্দ। ইহার অসম্ভূ ও সম্ভূত, সম্ভূতের পুত্র সুধন্বা, তৎপুত্র ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বার পুত্র তরুণ, তরুণের পুত্র সত্যব্রত, তৎপুত্র সত্যরথ, সত্যরথের পুত্র হরিশ্চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র হইতে রোহিতাশ্ব, তাঁহার পুত্র বৃক, তৎপুত্র বাহু, বাহুর পুত্র সগর। সগরের পত্নীর নাম প্রভা, ইনি ৬০ হাজার পুত্র প্রসব করেন। ঔর্ব্ব মুনি সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলে সগরের ঔরসে অসমঞ্জস্‌নামে পুত্র হয়। সগরের ৬০ হাজার পুত্র পৃথিবী খনন করিতে করিতে কপিল মুনির শাপে ভস্ম হন। অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান্, তৎপুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, এই ভগীরথই মহী-

তলে গঙ্গা আনয়ন করিয়া ছিলেন। ভগীরথের পুত্র নাভাগ, তাহা হইতে অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, তৎপুত্র শ্রুতায়ু, শ্রুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, তাঁহার পুত্র কল্মাষপাদ, তৎপুত্র সর্ব্বকর্ম্মা, তাঁহার পুত্র অনরণ্য, তৎপুত্র নিঘ্ন, নিঘ্ন হইতে অনমিত্র, তাঁহার পুত্র রঘু, তৎপুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র অজ, অজ হইতে দীর্ঘবাহু, তৎপুত্র অজপাল, তাঁহার পুত্র দশরথ, এই দশরথের গৃহে ভগবান্ বিষ্ণু রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি মূর্ত্তিতে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্মীকি নারদের আদেশে ইহারই চরিত্র অবলম্বন করিয়া রামায়ণ রচনা করেন। সীতার গর্ভে রামচন্দ্রের কুশলব নামে যমজ দুই পুত্র হয়। এই কুশের পুত্র অতিথি। ইহার পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল, নল হইতে নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, ইহার পুত্র সুধন্বা, তৎপুত্র দেবানীক, তৎপুত্র অহীনাশ্ব, তাঁহার পুত্র সহস্রাশ্ব, তৎপুত্র চন্দ্রলোক, তৎপুত্র তারাপীড়, তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রপর্ব্বত, তৎপুত্র ভানুরথ, তৎপুত্র শ্রুতায়ুঃ।

এই সকল রাজগণ ইক্ষ্বাকুর বংশধর এবং ইহারাই সূর্য্যবংশ বলিয়া জগতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। (অগ্নিপু° ২৮৩ অ°)

সূর্য্যবংশের বিবরণ মৎস্যপুরাণের ১১ অধ্যায়ে ও গরুড়পুরাণের ১২১ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে।

সূর্য্যবংশী, বর্ত্তমান রাজপুতদিগের একটি শাখা। অযোধ্যার সুবিখ্যাত সূর্য্যবংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইঁহারা আত্মপরিচয় প্রদান করেন। নেপালের মল্লরাজবংশও এইরূপ দাবী করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, হিউয়েন সিআং সূর্য্যবংশের লিচ্ছবি নামক শাখাসম্ভূত যে অংশুবর্ম্মাকে বৈশালীতে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই অংশুবর্ম্মার বংশধর। যে প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া কর্ণেল টড্ সূর্য্যবংশীয়দিগের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সেই প্রবাদ অনুসারে ২২৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয়গণ অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন এবং এই বর্ষে তদানীন্তন রাজা কনকসেন বহুসংখ্যক অনুচর লইয়া পশ্চিমাভিমুখে অযোধ্যা হইতে গুজরাটে গমন করেন। তৎপরে সূর্য্যবংশীয়গণ ক্রমে ক্রমে চিতোরে যাইয়া উপস্থিত হন। কিন্তু ইঁহাদিগের অযোধ্যাত্যাগের সময় লইয়া কিছু গোলযোগ আছে। কারণ, সুবিখ্যাত উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের অযোধ্যাদর্শন সম্বন্ধে যে, জনশ্রুতি বহুলোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, অযোধ্যায় যাইয়া তিনি দেখিতে পান যে ইহা একেবারে বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে এবং বহুকষ্টে পূর্ব্বতন দেবমন্দির ও রাজপ্রাসাদের স্থান নির্ণয় করিয়া সেই থানে তিনি নূতন অযোধ্যার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা খৃঃ পূঃ ৫০ অব্দের পরে হইতে পারে না। যাহা হউক, সূর্য্যবংশের অযোধ্যাত্যাগ সম্বন্ধে এই একটি মাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিতে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে চিতোর ব্যতীত উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বহু স্থানে সূর্য্যবংশীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কেহ সূর্য্যবংশীয় কি না তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মেবারের রাণাগণ পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের বংশধর নহেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা মূলত-ব্রাহ্মণ। ইঁহাদিগেরই যখন এই অবস্থা তখন অপরের সম্বন্ধে ত সবিশেষ সন্দেহ হইবারই কথা। দৃষ্টান্তস্বরূপ খেরি জেলায় খয়েরাগড় পরগণায় পাহাড়ী ছত্রীরাজগণের কথা ধরা যাইতে পারে। ইহারা নিম্নলিখিতরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন—

ইঁহাদের বংশ রাজা সুথুরতের সময় পর্য্যন্ত সরস্বতী নামক স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র মচ্ছনদেব লোকজন লইয়া অযোধ্যায় গমন করেন। এখানে তিনি ১৮ পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার পরে মিত্রসেন ভারতখণ্ডের রাজা হইয়া বসেন এবং ১৮ পুরুষ রাজত্ব করিবার পরে তাঁহারা কুমায়ুনের কফার নামক স্থানে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এইস্থানেও ক্রমে ক্রমে এই বংশীয় ৪৮ জন রাজা রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। তৎপরে সারঙ্গদেব কাথৌর নামক স্থানে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার বিশ পুরুষ পরে রাজা অর্জ্জুনপালের সময়ে সম্রাট্ অকবর ভারতের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সূর্য্যবংশ বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিলেও অনেকেই ইহাদিগকে ছত্রী বলিয়া স্বীকার করেন না। এমন কি অহ্বান, জনবার এবং রায়েকবারদিগের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে গেলে ইহাদিগকে বহু মুদ্রা পণস্বরূপ প্রদান করিতে হয়।

মধ্যপ্রদেশের রামটেক নামক স্থানেও কোন সময়ে বোধ হয় সূর্য্যবংশীয়দিগের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। এখানে একটি সুপ্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। অম্বালার দিক্ হইতে এই দুর্গে আরোহণ করিতে হইলে একটি বৃক্ষরাজিসমাকীর্ণ পাহাড়ের নীচ দিয়া যাইতে হয়। এই পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটী সুরক্ষিত গ্রীষ্মাবাস দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ এইরূপ যে, কোন সূর্য্যবংশীয় রাজা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রামটেকের কতকগুলি অতি প্রাচীন অট্টালিকাও সূর্য্যবংশীয়দিগের নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সূর্য্যবংশী লাড়, দক্ষিণ গুজরাট বা লাটবাসী জাতিবিশেষ। ইহারাও সূর্য্যবংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ইহাদিগের অন্য নাম খাটিক (কসাই)। প্রায় সমস্ত

গুজরাট্ জেলাতেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষের মধ্যে সাধারণতঃ বমন্ন, ভীমাপ্প, হীরাজী, মল্কাপ্প, এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে অক্কব্ব, অম্বব্ব, গোদব্ব, গোদম্ম প্রভৃতি নাম প্রচলিত। ইহাদিগের মধ্যে নানা পদবীর লোক দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে বিল্গিকর,বুজুরুকর,চেন্দুকাল, ধরম্কামুরা গোবিন্দকর প্রভৃতি পদবীর লোকই বেশী। এক পদবীর লোকের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদানের প্রচলন নাই। কিন্তু সকল খাটিকেরাই আবার সূর্য্যবংশী লাড় নহে, সুলতানী খাটিক নামে একটি ভিন্ন শ্রেণী আছে। এই দুই শ্রেণীর লোক এক সঙ্গে বসিয়া আহারাদি পর্য্যন্ত করে না। আকৃতিতে ইহারা এই জেলার অন্যান্য মধ্য শ্রেণীর লোকেরই অনুরূপ। ইহারা প্রমাণে উচ্চ, কিন্তু দেহ বেশ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ। অধিকাংশই কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদিগের ভাষা মরাঠী কিন্তু ইহারা কাণাড়ী এবং হিন্দুস্থানীও জানে। ইহারা কাদা ও পাথরের বেড়া দেওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরে বাস করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ; বাড়ীঘর এবং জিনিষপত্র যৎসামান্ত যাহা আছে, তাহাও বেশ ফিট্‌ফাট্ রাখে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা চাষবাস করিয়া থাকে, কেবল তাহাদেরই গোমহিষাদি দেখিতে পাওয়া যায়। রুটিই ইহাদের প্রাধান খাদ্য, ইহার সঙ্গে কোন দিন বা ডাইল কোন দিন বা তরকারী খাইয়া থাকে। নিতান্ত সখ হইলে ইহারা ভাত খাইয়া থাকে। ভাত ইহাদিগের "পোষাকী" খাদ্যের মধ্যে গণ্য। উৎসব বা পর্ব্বোপলক্ষে ইহারা ভাত, পোলি, আম বা তেতুলের "সার" এবং ময়দার পায়স খাইয়া থাকে। নব বর্ষের প্রথম দিনে ইহাদিগের মধ্যে ময়দার পায়স ভক্ষণপ্রথা বিশেষরূপেই প্রচলিত। আশ্বিন মাসে "মার্" নবমী তিথিতে ইহারা 'ভবানী' দেবীর নামে পাঁটা উৎসর্গ করিয়া তাহার মাংস খায়। পাঁটা ছাড়া ইহারা হরিণ, শশক, ঘুঘু, পারাবত, হংস প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষী এবং মৎস্ত ভোজন করে। যখন তখন বিশেষতঃ উৎসবের সময়ে মদ্যপান করিয়া থাকে। কিন্তু কখনও মাত্রা অতিক্রম করে না। ইহাদের মধ্যে ভাঙ্গ, গাঁজা এবং আফিমের প্রচলন আছে। পুরুষেরা মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকে, কেবল একটি মাত্র শিখা রাখে। তাহাদিগের মুখমণ্ডলও শ্মশ্রুবিবর্জ্জিত। তাহাদের পরিধেয় সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ এবং সাদাসিদা। ইহার জন্য বৎসরে পরিধেয় বস্ত্রের খরচ ৪॥০ টাকার উপরে পড়ে না। ইহারা কুণ্ডল, বলয়, অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ কবরীবন্ধন করিয়া থাকে। ইহারা কোমর হইতে স্কন্ধপর্য্যন্ত একটি জামা ও পাদদেশ পর্য্যন্ত একটি ঘাঘরা পরিধান করিয়া থাকে। ইহাদিগের পরিধেয় বস্ত্র সাধারণতঃ লাল ও কালো। এই পোষাকের জন্য একটী স্ত্রীলোকের বৎসরে সাধারণতঃ ৫॥০ টাকার বেশী খরচ হয় না। ১ টাকামূল্যের "মঙ্গল" সূত্র ব্যতীত ধনী স্ত্রীলোকগণ কুণ্ডল, নোলক, তাগা, বলয় ও হার পরিধান করিয়া থাকে। ইহার মোট মূল্য ৫০ টাকার উপরে যায় না। সাধারণতঃ এই খাটিকেরা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সংযমী, অতিথিপরায়ণ এবং মিতাচারী। ইহাদিগের অধিকাংশই পাঁটা এবং ভেড়ার মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অল্প কয়েকজন লোকমাত্র আবগারীবিভাগে চাকুরী করিয়া থাকে। যে কয়েকজন লোকের জমিজমা আছে, তাহারা চাকর রাখিয়া কৃষিকার্য্যাদি সম্পাদন করে। ধাঙ্গরদিগের নিকট হইতে ভেড়া কিনিয়া ইহারা তাহার মাংস ১৷ আনা হইতে ২ আনায় সের বিক্রয় করে এবং এই ভাবে দৈনিক চারি আনা হইতে আট আনা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ইহারা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করে, কিন্তু শিবরাত্রি এবং একাদশী তিথিতে কোনও কাজ করে না। স্ত্রীলোকেরা গৃহস্থালীর ভার বহন করে, কিন্তু কখনও দোকানে বা মাঠে কাজ করে না। আপনাদিগকে ইহারা সূর্য্যবংশী বলিলেও সাধারণতঃ ইহারা খাটিক বলিয়াই পরিচিত। জাতীয় সম্মানে ইহারা কুরুবরদিগের নীচে এবং ভদর ও লমান দিগের উপরে। ইহারা দুর্গব্ব, আমব্ব, মারুতি, শিদ্রায়, এবং যল্লব্ব এই কয় দেবতার পূজা করিয়া থাকে। তুলসীগিবীর মারুতিতীর্থ; পরেশগড়ের যল্লব্বতীর্থ এবং বিজাপুরের শিদ্রায় তীর্থ ইহাদিগের মধ্যে পরম সমাদৃত। ইহাদিগের দেবপূজার উপকরণ—জল, চন্দন, পুষ্প, নারিকেল, সুপারি, চিনি, গুড়, খর্জ্জুর, কর্পূর, ধূপ,। পর্ব্বোপলক্ষে পক্ক দ্রব্যও প্রদান করা হয়। ইহাদিগের দেবমূর্ত্তি মনুষ্য, বানর বা লিঙ্গরূপী। এই সকল দেবতা ব্যতীত তাঁহাদিগের উপরে সূর্য্যেরও স্থান আছে। ভবানীপূজাও ইহারা করিয়া থাকে। আশ্বিন মাসে "নবরাত্র" (দশহরার পূর্ব্ববর্ত্তী নয়রাত্রি) উপলক্ষে ভবানীর উৎসব হইয়া থাকে। উপাস্য দেবতার মধ্যে গণেশও প্রধান। আশ্বিন মাসে 'গণেশ-চতুর্থী' সময় মূর্ত্তি কিনিয়া আনিয়া গণপতির পূজা করা হয়। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ইহাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য ব্যতীত বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। জ্যোতিষে ইহাদিগের অচল বিশ্বাস। কোন নূতন কার্য্য করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জ্যোতিষীর মত গ্রহণ করা হয়। ভূত এবং ভূতে পাওয়া সম্বন্ধে ইহাদিগের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। প্রসবের পরে ইহাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে দুই সপ্তাহ হইতে ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত "আতুড় ঘরে" থাকিতে হয়। পঞ্চম দিবসে বাড়ীর কোন

পোড়া স্ত্রীলোক 'ষট্‌বাই' (ষষ্ঠী) দেবতার পূজা করিয়া থাকে। গৃহকর্ত্তার অবস্থা ভাল হইলে এই উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনদিগকে নিমন্ত্রণ এবং ছাগহত্যা করা হয়। সুবিধা হইলে নিতান্ত বালিকা অবস্থায়ও তাহারা কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে। কিন্তু বয়স্থা হইবার পূর্ব্বেই যে কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে হইবে ইহাদিগের এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ১ মাস বয়স হইতে ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। মেয়ের বিবাহে ২৫৲ হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু ছেলের বিবাহে এতদপেক্ষা অনেক বেশী খরচ হইয়া থাকে। নববধূকেই ৫০৲ হইতে ১২৫৲ টাকার গহনা দিতে হয়। যে সকল খাটিক মহারাষ্ট্রদিগের সংস্রবে বাস করে, তাহারা মৃতদেহ ভস্মীভূত করিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা বিজাপুরের লিঙ্গায়ৎদিগের প্রভাবে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারা মৃতদেহ কবরস্থ করিয়া থাকে। একাদশ দিবসে নদীকূলে মৃতের একটি রৌপ্যমূর্ত্তি আনিয়া তাহার অর্চ্চনা করা হয়। মৃতব্যক্তি স্ত্রী হইলে মূর্ত্তিকে স্ত্রীর এবং পুরুষ হইলে মূর্ত্তিকে পুরুষের পোষাক পরাণ হয়। এই উপলক্ষে স্বজাতীয়দিগকে ভোজ দেওয়া হইয়া থাকে। সমাজ-শাসন ইহাদিগের মধ্যে বিশেষরূপ বলবান্। কেহ কোন অপরাধ করিলে মাতব্বরগণ মিলিত হইয়া যে মীমাংসা করে, তাহাকে তাহাতেই স্বীকৃত হইতে হয়, নতুবা একঘরে হইয়া থাকিতে হয়। শিক্ষার দিকে ইহাদিগের একপ্রকার দৃষ্টি নাই বলিলেই হয়।

সূর্য্যবংশ্য (ত্রি) সূর্য্যবংশে ভব-যৎ। সূর্য্যবংশোদ্ভব। যাঁহারা সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (রঘু ৭৷৩৮)

সূর্য্যবক্ত্র (পুং) ১ সূর্য্যমুখ। ২ বৈদ্যকোক্তমিশ্রকৌষধভেদ।

সূর্য্যবন (ক্লী) সূর্য্যের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট বনভেদ। (শক্তস৽)

সূর্য্যবৎ (ত্রি) সূর্য্য অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সূর্য্যযুক্ত, সূর্য্য-বিশিষ্ট।

সূর্য্যবর্চ্চস্ (ত্রি) ১ সূর্য্যের দীপ্তি। (পুং) ২ দেবগন্ধর্ব্বভেদ। (ভারত) ৩ সামভেদ।

সূর্য্যবর্ণ (ত্রি) সূর্য্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

সূর্য্যবর্ম্মন্ (পুং) ১ ত্রিগর্ত্তের রাজভেদ। (ভারত) ২ ডামর-পতিভেদ। (রাজতর৽)

সূর্য্যবল্লভা (স্ত্রী) সূর্য্যস্য বল্লভা। ১ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়-হুড়িয়া। (রাজনি৽) ২ পদ্মিনী। (বৈদ্যকনি৽)

সূর্য্যবল্লী (স্ত্রী) সূর্য্যপ্রিয়া বল্লী। অর্কপুষ্পিকাবৃক্ষ। ক্ষীর-কাকোলী। (রত্নমালা)

সূর্য্যবার (পুং) সূর্য্যস্য বারঃ। সূর্য্যের বার, রবিবার।

সূর্য্যবিকাসিন্ (ত্রি) প্রস্ফুটিত। সূর্য্যালোকে বিকশিত। (হেম৽)

সূর্য্যবিঘ্ন (পুং) বিষ্ণু।

সূর্য্যবৃক্ষ (পুং) সূর্য্যপ্রিয়ো বৃক্ষঃ। ১ অর্কবৃক্ষ। চলিত আকন্দগাছ। (বৈদ্যকনি৽) ২ অর্কপুষ্পী।

সূর্য্যব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ। ভগবান্ সূর্য্যের উদ্দেশ্যে যে ব্রত করা হয়। রবিবারের দিন এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে ও ব্রতমালায় এই ব্রতের বিধান লিখিত আছে।

সূর্য্যশোভা (স্ত্রী) পুষ্পভেদ।

সূর্য্যশ্রী (পুং) বিশ্বেদেবভেদ। (ভারত)

সূর্য্যশ্বিৎ (ত্রি) সূর্য্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। "পুরু রেতো দধিরে সূর্য্যশ্বিতঃ" (ঋক্ ১০।৯৪।৫) 'সূর্য্যশ্বিতঃ সূর্য্যবচ্ছেতবর্ণাঃ (সায়ণ)

সূর্য্যসংক্রম (পুং) সূর্য্যস্য সংক্রমঃ। সূর্য্যের সংক্রমণ। সূর্য্যের একরাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন। সূর্য্যের সংক্রম হইলে সেই দিন সংক্রান্তি হয়। এই জন্য সংক্রান্তির নাম সূর্য্যসংক্রান্তি। যে কালে সূর্য্যের সংক্রমণ হয়, সেই কাল অতিশয় পবিত্র। সূর্য্যের সংক্রমণকাল অতিশয় সূক্ষ্ম, সুতরাং সেই কালে স্নানদানাদি অসম্ভব হইয়া উঠে। এজন্য শাস্ত্রে সূর্য্যসংক্রমণ জন্য কালবিশেষ পুণ্যকালরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই পুণ্য কালে স্নানদানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। [সংক্রান্তি দেখ।]

সূর্য্যসংক্রান্তি (স্ত্রী) সূর্য্যস্য সংক্রান্তিঃ। সূর্য্যের সংক্রমণ-সংক্রান্তি। [সংক্রান্তি দেখ।]

সূর্য্যসংজ্ঞ (ক্লী) সূর্য্যস্য সংজ্ঞা ইব সংজ্ঞা যস্য। ১ কুঙ্কুম। (ত্রিকা) (পুং) ২ সূর্য্য। ৩ অর্কবৃক্ষ। (অমর) ৪ তাম্র।

সূর্য্যসদৃশ (ত্রি) সূর্য্যতুল্য। সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী। সূর্য্যসম।

সূর্য্যসামন্ (ক্লী) সামভেদ।

সূর্য্যসারথি (পুং) সূর্য্যস্য সারথিঃ। অরুণ।

"অরুণো দৃশ্যতে ব্রহ্মন্ প্রভাতসময়ে সদা।
আদিত্যরথমধ্যাস্তে সারথ্যং সমকল্পয়ৎ॥" (ভারত ১।১৬।২৩)

সূর্য্যসাবর্ণি (পুং) মনুবিশেষ। সূর্য্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে এই মনুর জন্ম হয়। এই মনু সকল প্রকারে বৈবস্বত মনুর তুল্য। ইনি অষ্টম মনু। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই মনুর বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [সাবর্ণি দেখ।]

সূর্য্যসাবিত্র (পুং) বিশ্বেদেবভেদ।

সূর্য্যসিংহ, যোধপুরের একজন বিদ্যোৎসাহী রাজা। ইনি কবি শ্রীবল্লভের প্রতিপালক ছিলেন। [যোধপুর দেখ।]

সূর্য্যসিদ্ধান্ত (পুং) জ্যোতিষোক্ত সিদ্ধান্তগ্রন্থবিশেষ। এই গ্রন্থ বিশেষ সমাদৃত ও মান্য। এই সিদ্ধান্তগ্রন্থে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিলে সূর্য্যপ্রভৃতি গ্রহদিগের গতি ও স্ফুট অনায়াসে সাধন করিতে পারা যায়।

সূর্য্যসুত (পুং) সূর্য্যস্য সুতঃ। সূর্য্যপুত্র। [সূর্য্য দেখ।]

সূর্য্যসূরি (পুং) [সূর্য্যদাস দেখ।]

সূর্য্যসেন, একচক্রের অধিপতি। ইঁহারই আশ্রয়ে অল্লাড়নাথ নির্ণয়ামৃত রচনা করেন।

সূর্য্যস্তুৎ (পুং) একাহভেদ। (শতপথব্রা°)

সূর্য্যস্তুতি (পুং) সূর্য্যস্য স্তুতিঃ। সূর্য্যের স্তব। যিনি প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক সূর্য্যের স্তব পাঠ করেন, তাহার ব্যাধিভয় থাকে না এবং দুঃসাধ্য ব্যাধি হইলেও অচিরেই তাহা আরোগ্য হয়।

সূর্য্যস্তোত্র (ক্লী) সূর্য্যস্য স্তোত্রং। সূর্য্যস্তব।

সূর্য্যহৃদয় (ক্লী) সূর্য্যস্য হৃদয়মিব। সূর্য্যের স্তববিশেষ। আদিত্যহৃদয়স্তব। সূর্য্যের স্তবের মধ্যে এই স্তবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভবিষ্যোত্তরপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে এই স্তব লিখিত আছে। যিনি প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করেন, তাঁহার জন্মান্তরসহস্রেও দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ হয় না, তিনি ইহলোকে ব্যাধিরহিত ও নানা প্রকার সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া অন্তে সূর্য্যলোকে গমন করেন।

সূর্য্যা (স্ত্রী) সূর্য্যস্য ভার্য্যা টাপ্। সূর্য্যের পত্নী, সংজ্ঞা। (শব্দরত্না°) ২ ইন্দ্রবারুণী। (রাজনি°) ৩ নবোঢ়া, নবপরিণীতা পত্নী।

"তস্যাং তু কর্হিচিচ্ছৌরির্বসুদেবঃ কৃতোদ্বহঃ।
দেবক্যা সূর্য্যয়া সার্দ্ধং প্রয়াণে রথমারুহৎ॥" (ভাগ° ১০।১।২৯)

৪ বাক্, বাক্য। (নিঘণ্টু ১।১১) ইহার ব্যুৎপত্তি নিঘণ্টু-টীকায় দেবরাজ যজ্বা এইরূপ লিখিয়াছেন, "সর্ত্তের্গত্যর্থত্বাৎ সুবতের্বা প্রেরণার্থাৎ রাজসূয়সূর্য্যেত্যাদিনা নিপাতনাৎ ক্যপি সর্ত্তেরুত্বং সুবতের্বা রুড়াগমঃ। সরতি গচ্ছতি স্তোতৄন্ প্রতি কর্ণশঙ্কুলিং বা সুবতি প্রেরয়তি বোদনাদিরূপ পুরুষাদীনিতি কুর্ব্বিতি। যদ্বা সুপূর্ব্বাদীরতে কৃত্যল্যুটো বহুলং ইতি কর্ম্মণি ক্যপি নিপাতনাদ্রূপসিদ্ধিঃ। সুষ্ঠু ঈর্য্যতে উচ্চার্য্যতে ইতি সূর্য্যা।" (নিঘণ্টু ১।১১ দেবরাজযজ্বা)

সূর্য্যাকর (পুং) জনপদভেদ। (রামায়ণ)

সূর্য্যাক্ষ (পুং) ১ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জল নেত্রবিশিষ্ট। ২ বিষ্ণু। (হরিবংশ) ৩ রাজভেদ। (ভারত)

সূর্য্যাগম, সৌরদিগের আগমভেদ। সৌরাগম নামেও প্রসিদ্ধ। রঘুনন্দন ও কমলাকর উভয়েই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সূর্য্যাগ্নি (পুং) সূর্য্যশ্চ অগ্নিশ্চ। সূর্য্য ও অগ্নি। এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। সংস্কৃতে এই শব্দের প্রয়োগ করিতে হইলে দ্বিবচনান্ত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

সূর্য্যার্ঘ্য (ক্লী) সূর্য্যায় দেয়মর্ঘ্যং। সূর্য্যসম্প্রদানার্থ অর্ঘ্য। সূর্য্যের উদ্দেশ্যে যে অর্ঘ্য প্রদান করা হয়। প্রতিদিন ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির সন্ধ্যোপাসনার পর সূর্য্যার্ঘ্য দিতে হয়। দেবপূজায় প্রথমে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া তবে অন্য পূজা করিতে হয়। ইহা ভিন্ন রোগাদি শান্তির জন্য সূর্য্যের উদ্দেশে ১০টী অর্ঘ্য দিবার বিধান আছে। অর্ঘ্যের বিধানানুসারে অর্ঘ্য সাজাইয়া হংস, ভানু, সহস্রাংশু, তপন, তাপন, রবি, বিকর্ত্তন, ও বিবস্বান্ ইত্যাদি ১০টী নামে ১০টী মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে অর্ঘ্য দিবে। এই অর্ঘ্যদানপ্রণালী সূর্য্যার্ঘ্যদানপদ্ধতিতে বিশেষরূপে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে সেই সকল মন্ত্রাদি এই স্থানে লিখিত হইল না। উক্তরূপ বিধিবিধানে যিনি সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করেন, তিনি দরিদ্র বা দুঃখভাগী হন না। তিনি জন্মজন্মার্জ্জিত ঘোর ব্যাধি হইতে বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ এবং যথাকালে নিধন প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করেন।

"এবং কুর্ব্বন্ নরো জাতু ন দরিদ্রো ন দুঃখভাক্।
ব্যাধিভির্মুচ্যতে ঘোরৈরপি জন্মান্তরার্জ্জিতৈঃ॥
বিনৌষধৈর্বিনা বৈদ্যৈর্বিনা পথ্যপরিগ্রহৈঃ।
কালেন নিধনং প্রাপ্য সূর্য্যলোকে মহীয়তে॥" (কাশীখ° ৯অ°)

সূর্য্যাচন্দ্রমস্ (পুং) সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চ দৈবতে দ্বন্দ্বে সূর্য্যস্যাকার-বৃদ্ধিঃ। সূর্য্য ও চন্দ্র। (ঋক্ ১।১০২।২)

সূর্য্যাতপ (পুং) সূর্য্যস্য আতপঃ। সূর্য্যের আতপ। সূর্য্যালোক, রৌদ্র।

সূর্য্যাত্মজ (পুং) সূর্য্যস্য আত্মজঃ। সূর্য্যতনয়। [সূর্য্যতনয় শব্দ দেখ।]

সূর্য্যাদ্রি (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (মার্ক° পু°)

সূর্য্যাপীড় (পুং) পরীক্ষিতের পুত্র। (হরিবংশ)

সূর্য্যামাসা (পুং) সূর্য্য।

"সূর্য্যামাসা চন্দ্রমাসা যমং দিবি" (ঋক্ ১০।৬৪।৩)
'সূর্য্যামাসা চন্দ্রমাসা সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' (সায়ণ)

সূর্য্যালোক (পুং) সূর্য্যস্য আলোকঃ। সূর্য্যের আলোক। আলোক, আতপ, রৌদ্র।

সূর্য্যাবর্ত্ত (পুং) সূর্য্য ইব আবর্ত্ততে ইতি আ-বৃত-অচ্। ক্ষুপ-বিশেষ, চলিত হুড়হুড়িয়া। গুণ—বিবন্ধঘ্ন। (রাজব°) ২ শাক-বিশেষ, চলিত সুনচিয়াশাক। ৩ গজপিপ্পলী। (পর্য্যায়মুক্তাব°) ৪ তন্নামক শিরোরোগবিশেষ। লক্ষণ—

"সূর্য্যোদয়ং বা প্রতিমন্দমন্দমক্ষিভ্রুবৌ রুক্সমুপৈতি গাঢ়ং।
বিবর্দ্ধতে চাংশুমতা সহৈব সূর্য্যোপবৃত্তৌ বিনিবর্ত্ততে চ॥
শীতেন শান্তিং লভতে কদাচিদুষ্ণেন জন্তুঃ সুখমাপ্নুয়াদ্বা।
সর্ব্বাত্মকং কষ্টতমং বিকারং সূর্য্যাপবর্ত্তন্তমুদাহরন্তি॥" (মাধবনি°)

যে শিরোরোগে সূর্য্যোদয় হইতে চক্ষু ও ভ্রূদ্বয়ে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হইয়া সূর্য্যোত্তাপের বৃদ্ধির সহিত ক্রমান্বয়ে বেদনা-বৃদ্ধি হয়, শীতক্রিয়া বা উষ্ণক্রিয়া কিছুতেই উপশম বোধ হয়

না, সেই প্রকার ত্রিদোষজাত শিরোরোগকে সূর্য্যাবর্ত্ত কহে। এই রোগ অতিশয় কষ্ট-সাধ্য। এই রোগ হইলে বিশেষ যত্নের সহিত শিরোরোগচিকিৎসার বিধানানুসারে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

সূর্য্যাবর্ত্তরস (পুং) শ্বাসরোগাধিকারের রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ ও গন্ধক এই উভয় দ্রব্যের সমভাগ একত্র ঘৃত-কুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া উভয়ের সমপরিমাণ এক খণ্ড তাম্রপত্রে লেপন করিবে, পরে সেই তাম্রপত্র এক দিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। ঐ চূর্ণ ২ রতি করিয়া সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর রাখাল-শশার মূল, দেবদারু, ও ত্রিকটু ইহাদের চূর্ণ বা কাথ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে আশু শ্বাসকাস প্রশমিত হয়। (সারকৌ° শ্বাসরোগা°)

সূর্য্যাবর্ত্তা (স্ত্রী) সূর্য্য-আ-বৃত-অচ্-টাপ্। আদিত্যভক্তা। (রাজনি°)

সূর্য্যাবসু (ত্রি) সূর্য্যার সহিত রথে বাসকারী।

"অশ্বভ্যাং সূর্য্যাবসুর্হয়ানঃ" (ঋক্ ৭।৬৮।৩)

'সূর্য্যাবসূ সূর্য্যায়াঃ সহ রথে বসন্তৌ' (সায়ণ)

সূর্য্যাশ্মন্ (পুং) সূর্য্যপ্রিয়োঽশ্মা, প্রস্তরঃ। সূর্য্যকান্তমণি। (হেম)

সূর্য্যাশ্ব (পুং) সূর্য্যস্য অশ্বঃ। সূর্য্যের অশ্ব, সূর্য্যের রথে যোজিত ঘোটক, পর্য্যায় বাতট, হরিত। (ত্রিকা°)

সূর্য্যাসূক্ত (ক্লী) সূর্য্যের স্তোত্ররূপ বৈদিকমন্ত্র।

সূর্য্যাস্ত (ক্লী) সূর্য্যস্য অস্তং। সূর্য্যের অস্তাচলগমন, সূর্য্যের অস্ত।

সূর্য্যাস্তময় (ক্লী) সূর্য্যাস্ত স্বরূপে ময়ট্। সূর্য্যাস্ত, সূর্য্যাস্ত কাল।

'নিশীথাদথ ইত্যনেন অর্দ্ধরাত্রপূর্ব্বকত্বেন সূর্য্যাস্তময়কালস্যাপি লাভাৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

সূর্য্যাহ্ব (ক্লী) সূর্য্যস্য আহ্বা যস্য। ১ তাম্র। (ত্রিকা°) (পুং) ২ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ সূর্য্যনামক। স্ত্রিয়াং টাপ্। সূর্য্যাহ্বা, মহেন্দ্রবারুণী লতা, চলিত মাকালগাছ। (বৈদ্যকনি°)

সূর্য্যেন্দুসঙ্গম (পুং) সূর্য্যেণ সহ ইন্দোঃ সঙ্গমঃ, একরাশ্যবস্থান-রূপমেলনং যত্র। ১ অমাবস্যা। অমাবস্যার দিন সূর্য্য ও চন্দ্র একই রাশিতে অবস্থান করেন। ২ চন্দ্র ও সূর্য্যের মেলন।

সূর্য্যোঢ় (পুং) সূর্য্য উঢ়োঽস্তংগতো যত্র। সূর্য্যাস্তকালপ্রাপ্ত অতিথি। যে অতিথি সূর্য্যের অস্তকালে আগমন করে।

'সূর্য্যোঢ়স্তু স সম্প্রাপ্তো যঃ সূর্য্যোঽস্তং গতেঽতিথিঃ।' (হেম)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অতিথিকে বিমুখ করিতে নাই। দিবাভাগে যে অতিথি আগমন করেন, তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলে যে পাতক হয়, সূর্য্যের অস্তকালে যে অতিথি আসেন, তাঁহাকে ফিরাইলে তাহার ৮ গুণ অধিক পাতক হয়। অতএব সন্ধ্যা-কালে সমাগত অতিথিকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিবে না।

"দিবাতিথৌ তু বিমুখে গতে যৎ পাতকং ভবেৎ।
তদেবাষ্টগুণং বিত্তাৎ সূর্য্যোঢ়ে বিমুখে গতে॥" (আহ্নিকাচার°)

সূর্য্যোদয় (পুং) সূর্য্যস্য উদয়ঃ। সূর্য্যের উদয়, সূর্য্যের প্রকাশ। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সূর্য্যোদয়ে শয়ন করিতে নাই, সূর্য্যো-দয়ের পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত কালে শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি বিষ্ণুতুল্য হইলেও তাঁহার লক্ষ্মী বিনষ্ট হয়।

"সূর্য্যোদয়ে চাস্তমিতে চ শায়িনং
বিমুঞ্চতি শ্রীরপি চক্রপাণিনং॥" (লক্ষ্মীচরিত্র)

সূর্য্যোদয় না হইলে স্নানদানাদি ক্রিয়ার অধিকার হয় না।

"সূর্য্যোদয়ং বিনা নৈব স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

প্রাতঃস্নান কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই করিতে হইবে। সূর্য্যো-দয়ের পর স্নান করিলে তাহা প্রাতঃস্নান বলিয়া গণ্য হইবে না।

সূর্য্যোদয়ন (ক্লী) সূর্য্যস্য উদয়নং। সূর্য্যের উদয়, সূর্য্যের প্রকাশ।

সূর্য্যোদ্যান (ক্লী) সূর্য্যবন।

সূর্য্যোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করা-চার্য্যকৃত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সূর্য্যোপস্থান (ক্লী) সূর্য্যস্য উপস্থানং। বৈদিকসন্ধ্যোক্ত সূর্য্যের উদ্দেশে উপাসনাবিশেষ। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে সন্ধ্যা করিবার সময় সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়। প্রাতঃকালে পূর্ব্বমুখে, মধ্যাহ্ন কালে উর্দ্ধদেশে এবং সায়ংকালে পশ্চিম দিকে সূর্য্যাভিমুখে একপাদে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে। প্রাতঃ ও সায়ংকালে কৃতাঞ্জলি ও মধ্যাহ্ন-কালে উর্দ্ধবাহু হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই উপাসনা যত আয়াসসাধ্য হইবে, ততই ফলের বাহুল্য হইবে। এই সূর্য্যোপস্থান এক পাদে বা কেবল পাদের অঙ্গুলিসমূহের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া করিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

"তদসংযুক্তপাষ্ণির্ব্বা একপাদর্দ্ধপাদপি।
কুর্য্যাৎ কৃতাঞ্জলির্ব্বাপি উর্দ্ধবাহুরথাপি বা॥

'সূর্য্যোপস্থানং ভূম্যবলগ্নগুলফভাগো ভূমিষ্ঠৈকচরণো ভূমি-লগ্নার্দ্ধচরণো বা কুর্য্যাত্তত্র কৃতাঞ্জলিঃ। উর্দ্ধবাহুর্ব্বা ভবেৎ, পাদ-গতবিকল্পে প্রয়াসবাহুল্যাৎ ফলবাহুল্যং।

সায়ং প্রাতরুপস্থানং কুর্য্যাৎ প্রাঞ্জলিরানতঃ।
উর্দ্ধবাহুস্ত মধ্যাহ্নে তথা সূর্য্যস্য দর্শনাৎ।
তেন প্রাতঃ সায়ং কৃতাঞ্জলিঃ, মধ্যাহ্ন উর্দ্ধবাহুরিত্যর্থঃ।"

(আহ্নিকতত্ত্ব) [সন্ধ্যা দেখ]

সূর্ব্য (ত্রি) শোভনকল্লানলভব, শোভনকল্লাগ্নিভব। "নমঃ উর্ব্যায় চ সূর্ব্যায় চ" (শুক্লযজু° ১৬।৪৫) 'শোভন উর্ব্বঃ কল্লানল-স্তত্র ভবঃ সূর্য্যস্তস্মৈ' (মহীধর)

সূষ, প্রসব। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সূষতি। লোট্, সূষতু। লিট্ সুসূষ। লুঙ্ অসূষীৎ। ণিচ্ সূষয়তি। লুঙ্ অসুসূষৎ।

সূষণি (স্ত্রী) সুখপ্রসবকারিণী দেবতা। "সূষণে ত্বমব ত্বং বিষ্কলে সৃজ" (অথ° ২।১১।৩) 'সূষণে সুবং সনোতি প্রযচ্ছতীতি সূষণিঃ সুখপ্রসবকারিণী দেবতা, ছন্দসি বনসনরক্ষিমথাং ইতি সনোতেঃ ইন্ প্রত্যয়ঃ' (সায়ণ)

সূষা (স্ত্রী) সবিত্রী, প্রজনয়িত্রী দেবতা। শোভনা উষা। "সূষা ব্যর্ণোতু বি যোনিং" (অথর্ব্ব ২।১১।৩) 'সূষা সবিত্রী প্রজনয়িত্রী দেবতা, ষূঙ্ প্রাণিগর্ভবিমোচনে অস্মাৎ ঔণাদিকঃ ক্স প্রত্যয়ঃ, যদ্বা সূঃ সবনং উৎপত্তিঃ সম্পদাদি লক্ষণো ভাবে ক্বিপ্, সুবং সনোতি প্রযচ্ছতীতি সূষা, যদ্বা শোভনা উষা সূষা' (সায়ণ)

সৃ, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ সরতি। লিট্ সসার সস্রতুঃ সসর্থ। সস্রব। লুট্ সর্ত্তা। লৃট্ সরিষ্যতি। লিঙ্ স্রিয়াৎ। লুঙ্ অসার্ষীৎ, অসরৎ। অসার্ষ্টাং, অসরতাং। সন্ সিসীর্ষতি। যঙ্ সেস্রীয়তে। যঙ্ লুক্ সসর্ত্তি। ণিচ্ সারয়তি। লুঙ্ অসীসরৎ। সৃ চুরাদি° পরস্মৈ°। আস্তরণ। লট্ সারয়তি। অতি+সৃ=অতীসার। অনু+সৃ—অনুসরণ। অপ+সৃ—অপসরণ। দূরীকরণ। অভি+সৃ—অভিসরণ। সঙ্কেত স্থানে গমন। উপ+সৃ সমীপে গমন। নিঃ+সৃ নিঃসরণ। প্র+সৃ প্রসরণ, ব্যাপ্তি।

সৃক (পুং) সরতীতি সৃ গতৌ (সৃ দৃ ভৃ শুষি সৃষিভ্যঃ কক্। উণ্ ২।৪১) ইতি কক্। ১ কৈরব। ২ বাণ। ৩ পদ্ম। ৪ বায়ু। ৫ বজ্র। (নিঘণ্টু ২।২০) (ত্রি) ৬ সরণশীল।

"সৃকং সংশায় পবিমিন্দ্র তিগ্মং" (ঋক্ ১০।১৮০।২)

'সৃকং সরণশীলং' (সায়ণ)

সৃকণ্ডু (পুং) কণ্ডুরোগ, চলিত চুলকনা। (শব্দরত্না°)

সৃকায়িন্ (ত্রি) বজ্রের সহিত গমনশীল॥

"নমো নমঃ সৃকায়িভ্যঃ" (শুক্ল যজুঃ ১৬।২১)

'সৃকায়িভ্যঃ সৃক ইতি বজ্রনাম সৃকেণ বজ্রেণ সহ যন্তি গচ্ছন্তীত্যেবং শীলাঃ সৃকায়িণঃ' (মহীধর)

সৃকাল (পুং) শৃগাল। (শব্দচ°)

সৃকাহস্ত (ত্রি) আয়ুধহস্ত, যাহার হস্তে আয়ুধ আছে।

"যে তীর্থানি প্রচরন্তি সৃকাহস্তা নিষঙ্গিণঃ" (শুক্লযজু° ১৬।২১)

'সৃকাহস্তাঃ সৃকেত্যায়ুধনাম সৃকা আয়ুধানি হস্তে যেষাং তে' (মহীধ°)

সৃক্ক (ক্লী) সৃক্কণী। (ভরত)

সৃক্কণী (স্ত্রী) ওষ্ঠদ্বয়ের প্রান্তভাগ।

"ভূমৌ যঃ প্রসরতি সর্পবৎ কদাচিৎ

সৃক্কণী বিলিহতি জিহ্বয়া প্রসক্তং।" (সুশ্রুত ২।১৬)

সৃক্কন্ (ক্লী) সৃজতি লালাদীনিতি সৃজ বাহুলকাৎ কনিন্। সৃক্কণী। (ভরত)

সৃক্কি (ক্লী) সৃক্কণী। (অরুণ)

সৃক্ক (ক্লী) ওষ্ঠপ্রান্তভাগ, সৃক্কণী। (ভরত)

সৃক্কণ (ক্লী) সৃজতি লালাদীনিতি সৃজ-বণিপ্। ওষ্ঠপ্রান্ত ভাগ। (অমর)

সৃক্কন্ (স্ত্রী) ওষ্ঠপ্রান্তভাগ। (ভরত)

সৃক্কি (ক্লী) সৃক্কণী। (ভরত)

সৃক্কিণী (স্ত্রী) ওষ্ঠদ্বয়ের অন্তর। (রাজনি°)

সৃগ (পুং) সরতীতি সৃ বাহুলকাৎ গক্। ভিন্দিপাল। (অমর)

সৃগাল (পুং) সৃজতি মায়ামিতি সৃজ বাহুলকাৎ কালন্, ন্যঙ্কাদিত্বাৎ কুত্বং। ১ জম্বুক, শিয়াল। (শব্দরত্না) ২ দৈত্যবিশেষ।

সৃগালকণ্টক (পুং) সৃগালরোধকঃ কণ্টকো যস্য। ক্ষুপবিশেষ, চলিত শিয়ালকাটা। (শব্দচ°)

সৃগালকোলি (পুং) শৃগালপ্রিয়ঃ কোলির্যস্য। ক্ষুদ্রকোলিবৃক্ষ, সেয়াকুল। (রত্নমালা)

সৃগালঘণ্টী (স্ত্রী) কোকিলাক্ষ ক্ষুপ। (রাজনি°)

সৃগালজম্বু স্ত্রী) শৃগালস্য জম্বুরেব। গোড়ুম্বা, চলিত গোমুখ। ২ ঘোন্টফল। চলিত শেয়াকুল। (মেদিনী)

সৃগালবদন (পুং) অসুরবিশেষ। (হরিবংশ)

সৃগালবিন্না / সৃগালবৃন্তা (স্ত্রী) শৃগালবিন্না। পৃশ্নিপর্ণী। চলিত চাকুলিয়া।

সৃগালিকা (স্ত্রী) ১ শৃগালপত্নী। ২ ভূমিকুষ্মাণ্ড। ৩ ক্ষুদ্র শৃগাল, চলিত খেঁকশিয়াল। ৪ পৃশ্নিপর্ণী।

সৃগালী (স্ত্রী) ১ কোকিলাক্ষ, চলিত কুলিয়াখাড়া। ২ শৃগালপত্নী। ৩ বিদারী। (রাজনি°)

সৃঙ্কা (স্ত্রী) শব্দযুক্তা রত্নময়ী মালা।

"তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাং চেমামনেকরূপাং গৃহাণ॥" (কঠোপনি° ১৭°)

'সৃঙ্কাং শব্দবতীং রত্নময়ীং মালাং' (শাঙ্করভাষ্য)

সৃজ, ১ বিসর্গ, ত্যাগ। ২ নির্ম্মাণ। তুদাদি° পরস্মৈ° পক্ষে দিবাদি° আত্মনে° সক° অনিট্। লট্ সৃজতি। দিবাদি পক্ষে সৃজ্যতে। লিট্ সসর্জ, সসৃজতুঃ, সসর্জ্জিথ, সস্রষ্ঠ, দিবাদি পক্ষে সসৃজে। লুট্ স্রষ্টা। লট্ স্রক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অস্রাক্ষীৎ, অস্রাষ্টাং অস্রাক্ষুঃ। দিবাদিপক্ষে অসৃষ্ট, অসৃক্ষাতাং অসৃক্ষত। সন্ সিসৃক্ষতি-তে। যঙ্ সরীসৃজ্যতে, সসর্ষ্টি। ণিচ সর্জ্জয়তি। লুঙ্ অসীসৃজৎ, অস-সর্জ্জৎ। অবসৃজ নিঃক্ষেপ, অর্পণ। উদ্-সৃজ উৎসর্গ, ত্যাগ। উপযোগ। আক্রমণ। পরি-সৃজ, পরিত্যাগ। বি-সৃজ, বিসর্জ্জন। ত্যাগ। সং-সৃজ, সংসর্গ, যোগ।

সৃজ্ (পুং) সৃজতীতি সৃজ-ক্বিপ্। সৃষ্টিকর্ত্তা, এই শব্দের রূপান্তর সৃগ্, সৃট্ বা সৃঙ্। (সিদ্ধান্তকৌ°)

সৃজকাক্ষার (পুং) সর্জিকাক্ষার। (অমরটীকায় রমানাথ)

সৃজয় (পুং) পক্ষিভেদ।

সৃজবান্ (পুং) দ্যুতিমানের এক পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

সৃজিকাক্ষার (পুং) সর্জিকাক্ষার, চলিত সাজিমাটী। (রাজনি°)

সৃজ্য (ত্রি) সৃজ-যৎ। সৃষ্টির যোগ্য।

"তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যাখিলাত্মনঃ।
সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ॥"(ভাগব° ২।৫।১৭)

সৃঞ্জয় (পুং) ১ মনুপুত্রভেদ। (ভাগ° ৮।১।২৩) ২ যযাতিবংশীয় কালনরের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৩।১) ৩ বেদপুরাণপ্রসিদ্ধ বংশভেদ। এই বংশেই ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে সৃঞ্জয়েরা পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

"সৃঞ্জয়বংশজো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পাণ্ডবানাং সেনাপতিরিতি সৃঞ্জয়ানামিত্যুক্তং" (শ্রীধর ভাগবতটীকা ১।৭।১৩)

সৃণি (পুং) সরতীতি সৃ (সৃবিৃষিভ্যাং কিৎ। উণ্ ৪।৪৯) ইতি নি সচ কিৎ, গত্বঞ্চ। ১ শত্রু। (শব্দমালা) (স্ত্রী) ২ অঙ্কুশ।

"আরক্ষমগ্নমবমত্য সৃণিং সিতাগ্র-
মেকঃ পলায়ত জবেন কৃতার্ত্তনাদঃ।" (মাঘ ৫।৫)

সৃণিক (পুং) সৃণি স্বার্থে কন্। সৃণিশব্দার্থ।

সৃণী (স্ত্রী) সৃণি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। অঙ্কুশ। (অমর)

সৃণী(ণি)কা (স্ত্রী) লালা। (অমরটীকায় রামাশ্রম)

সৃণ্য (ত্রি) আয়ুধকুশল। "ন পক্বঃ সৃণ্যো ন জেতা" (ঋক্ ৪।২০।৩) 'সৃণ্যঃ আয়ুধকুশলঃ' (সায়ণ)

সৃৎ (ত্রি) সরতীতি সৃ-ক্বিপ্-তুক্চ। গমনকারী, গন্তা।

সৃত (ত্রি) সৃ-ক্ত। গত।

"নিবর্ত্তধ্বমধর্ম্মজ্ঞা যুধ্যধ্বং কিং সৃতেন বা॥"
(ভারত ৯।২৩।২৯)

সৃতঞ্জয় (পুং) শান্তনুবংশীয় রাজভেদ। রাজা কর্ম্মজিতের পুত্র। (ভাগবত ৯।২২।৪৭)

সৃতি (স্ত্রী) সৃ-ক্তিন্। ১ গমন। ২ মার্গ।

"নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥" (গীতা ৮।২৭)
৩ জন্ম। ৪ নির্ম্মাণ।

"অর্ব্বাক্সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত" (ভাগবত ৩।২।১৩)
'অর্ব্বাক্সৃতৌ অর্ব্বাচীনসংসারনির্ম্মাণে মনুষ্যনির্ম্মাণে বা' (স্বামী)

সৃত্য (ক্লী) ১ স্রোত। ২ সরণ।

সৃত্বন্ (পুং) সৃ গতৌ (শীঙ্ক্রুশীরুহীতি। উণ্ ৪।১১৩) ইতি ক্বনিপ্। ১ বিসর্গ। ২ বুদ্ধি। ৩ প্রজাপতি।

সৃত্বর (ত্রি) সরতি তচ্ছীলঃ, সৃ গতৌ (ইনূনশ্জিসর্ত্তিভ্যঃ করপ্। পা ৩।২।১৬৩) ইতি করপ্। ১ গমনকর্ত্তা।

সৃত্বরী (স্ত্রী) সৃ করপ্, সৃ-ক্বনিপ্ বা ঙীষ্। ১ মাতা। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি°) ২ গমনকর্ত্রী।

সৃদর (পুং) দৃ বিদারণে (কৃদরাদয়শ্চ। উণ্ ৫।৪১) ইতি অং প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। সর্প। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

সৃদাকু (পুং) সরতীতি সৃ (সর্ত্তের্দুক্চ। উণ্ ৩।৭৮) ইতি কাকু দুগাগমশ্চ। ১ বায়ু। ২ বজ্র। ৩ অগ্নি। ৪ প্রতিসূর্য্যক। সূর্য্যের উদয়কালে যে রক্তবর্ণ সূর্য্যসদৃশ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহাকেই প্রতিসূর্য্যক কহে। (মেদিনী) ৫ মৃগ। (সংক্ষিপ্তসার উণা°) (স্ত্রী) ৬ নদী। (উজ্জ্বল)

সৃপ্, গতি, গমন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ সর্পতি। লিট্ সসর্প, সসৃপতুঃ। লুট্ স্রপ্তা। সর্প্তা। লৃট্ স্রপ্স্যতি, সর্প্স্যতি। লুঙ্ অসৃপৎ। সন্ সিসৃপ্সতি। যঙ্ সরীসৃপ্যতে। যঙ্লুক্ সরীসর্প্তি। ণিচ্ সর্পয়তি। লুঙ্ অসীসৃপৎ। অসসর্পৎ। অনু-সৃপ অনুগমন। অপ-সৃপ অপসরণ। উদ্-সৃপ বিস্তার। উপ-সৃপ অভিগমন। প্র-বি-সৃপ অভিগমন। বৃদ্ধি।

সৃপ (পুং) অসুরবিশেষ। (হরিবংশ)

সৃপাট (পুং) সৃপাটী, পরিমাণবিশেষ। ২ রক্তধারা।

সৃপাটিকা (স্ত্রী) ১ পক্ষিচঞ্চু, চঞ্চু। (হেম)

সৃপাটী (স্ত্রী) সৃপাট গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ পরিমাণভেদ। ২ রক্তধারা।

সৃপ্র (পুং) সৃপ গতৌ (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চীতি। উণ্ ২।১৬) ইতি রক্। চন্দ্র। (উজ্জ্বল)

সৃপ্রকরস্ন (ত্রি) প্রসৃত বাহু। "হবামহে সৃপ্রকরস্নমূতয়ে" (ঋক্ ৮।৩২।১০) 'সৃপ্রকরস্নং প্রসৃতবাহুং' (সায়ণ)

সৃপ্রদানু (ত্রি) সর্পণশীল, দানযুক্ত, অনিয়ত ধনদানকারী। "পুত্রং ভরন্তং সৃপ্রদানুং" (ঋক্ ১।৯৬।৩) 'সৃপ্রদানুং সর্পণশীলদানযুক্তং, অবিচ্ছেদেন ধনানি প্রযচ্ছন্তং' (সায়ণ)

সৃপ্রভোজস (ত্রি) প্রসৃপ্ত ধন, পর্য্যাপ্ত ধনবিশিষ্ট। প্রচুর ধনী। "অর্য্যমণং ন মন্দ্রং সৃপ্রভোজসং" (ঋক্ ৬।৪৮।১৪) 'সৃপ্রভোজসং প্রসৃপ্তধনং' (সায়ণ)

সৃপ্রবন্ধুর (ত্রি) বিস্তীর্ণ পুরোভাগ। যাহার পুরোভাগ অতিশয় বিস্তীর্ণ। "সৃপ্রবন্ধুরঃ সুবিতায় গম্যাঃ" (ঋক্ ১।১৮১।৩)
'সৃপ্রবন্ধুরঃ বিস্তীর্ণপুরোভাগঃ' (সায়ণ)

সৃবিন্দ (পুং) সৃবিন্দনামক শত্রু। "যঃ সৃবিন্দমনর্শনিং" (ঋক্ ৮।৩২।২) 'সৃবিন্দং সৃবিন্দনামকং শত্রুং' (সায়ণ)

সৃভ, হিংসা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট। স্ব বেট। স্বাচ্

প্রত্যয়পরে বিকল্পে ইড়াগম হয়। লট্ সর্ত্তি। লোট্ সর্ত্তু। লিট্ সসর্ত। লুঙ্ অসর্ত্তীৎ।

স্থমর (পুং) সবতি তচ্ছীলঃ স্থ-গতৌ (স্থঘস্ত দঃ করচ। পা ৩।২।১৬০) ইতি করচ্।.১ পশুবিশেষ। (অমর) ২ বালমৃগ।

"বরাহমৃগসিংহাশ্চ মহিষাঃ স্থমরাস্তথা।

ব্যাঘ্রগোকর্ণগবয়া বিত্রেসুঃ পৃষতৈঃ সহ॥"

(রামায়ণ ৩।১০৩।৪২)

৩ মৎস্যাকার মহাশূকর। (বৈস্তকনি°) ৪ শরৎকালে শৃঙ্গত্যাগী মৃগবিশেষ। সুশ্রুতমতে ইহার মাংসগুণ কষায়রস, বাতপিত্তঘ্ন, গুরু ও শুক্রবর্দ্ধক।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°)

স্থমল (পুং) অসুরবিশেষ।

স্থষ্ট (ত্রি) স্থজ-ক্ত। ১ নির্ম্মিত। ২ যুক্ত। ৩ নিশ্চিত। ৪ বহুল। (মেদিনী) ৫ ভূষিত। (অজয়) ৬ ত্যক্ত।

"মহাব্রহ্মর্ষিস্থষ্টা বা জলস্থা ভীমদর্শনাঃ।" (রামায়ণ ২।৩৫।১৫)

স্থষ্টি (স্ত্রী) স্থজ-ক্তিন্। ১ নির্ম্মিত, নির্ম্মাণ। ২ স্বভাব। ৩ নিগুণ।

স্থষ্টিকৃৎ (ত্রি) স্থষ্টিং করোতি কৃ-ক্বিপ্-তুকচ। স্থষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মা, যিনি জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন। ২ পর্পটকক্ষুপ, চলিত ক্ষেতপাপড়া।

স্থষ্টিতত্ত্ব (ক্লী) স্থষ্টির বিষয়। যখন হইতে মানুষ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতেই তাহার ধীশক্তি, কল্পনা ও বুদ্ধি তাহার নিজের এবং বিশ্বসাম্রাজ্যের স্থষ্টিকর রহস্যোদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। 'আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় আসিয়াছি? কোথায় আমার ও আমার এই লীলাক্ষেত্রের পরিণতি?' স্বভাবতঃই চিন্তাশীল মানুষের মনে এই সকল প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে এবং ইহার উত্তরের উপর তাহার সমগ্র জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-ভরসা নির্ভর করিয়া থাকে। সভ্য অসভ্য সকল যুগের সকল জাতিই এই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া জগতের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্বন্ধে এক প্রকার মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন। এখানে সংক্ষেপে তাহার ইতিহাস দেওয়া যাইতেছে। ভারতের আর্য্য ঋষিগণ বোধ হয় স্থষ্টিকে ভগবানের প্রাকৃতিক অস্তিত্বের অঙ্গীভূত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। স্থষ্টির আদিও নাই, অন্তও নাই অর্থাৎ স্বয়ম্ভু ভগবান্ অনবরত স্থষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। কাজেই স্থষ্ট হইয়াও পদার্থ অনাদি ও অনন্ত। "একোঽহং বহু স্যাম্" কথাটিই জগতের মূলীভূত কারণ, কিন্তু এই ইচ্ছা যে ভগবানের মনে কখন হইয়াছিল, তাহা কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই এবং একত্ব ও বহুত্বের ধারণাই বা তাঁহার কোথা হইতে আসিল, ইহাও মানববুদ্ধির অতীত। মনু প্রভৃতি সংহিতাকারদিগের মতে স্থষ্টিকার্য্য অনবরত চলিতেছে সত্য, কিন্তু সময়ে সময়ে পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারটি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া আবার আপনার স্রষ্টার ধারণায় যাইয়া বিলীন হইয়া যায়। তখন একটা ঘন ও গাঢ় তমঃ ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না।

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।

মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥" (মনু ১।৫-৬)

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার এক কালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল, সেই সময়ের অবস্থা প্রত্যক্ষের অগোচর, কোন লক্ষণ দ্বারা তাহা অনুমান করা যায় না, তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। পরে স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান্ মহাভূতাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বে এই বিশ্বসংসারকে ক্রমে ক্রমে প্রকটিত করিয়া সেই তমোভূত অবস্থার বিধ্বংসক হইয়া প্রকাশিত হন।

এই ভাবে মানবমাত্রগ্রাহ্য সূক্ষ্মতম অব্যক্ত সেই সর্ব্বভূতময় অচিন্ত্যপুরুষ শরীরী হইয়া পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যক্ষ কারণ স্বরূপ প্রকটিত হইলেন। তৎপরে প্রকাশ্যভাবে স্থষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইল। প্রজাস্থষ্টিমানসে নিজদেহ হইতে স্বয়ং শরীরী ভগবান্ ধ্যানযোগে সর্ব্বপ্রথমে জল স্থষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করেন। তখন সেই বীজ হইতে সুবর্ণোপম সূর্য্যসদৃশ তেজোময় এক অণ্ড উদ্ভূত হইল এবং সেই অণ্ডমধ্যে ভগবান্ নিজে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার রূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন।* এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্ম মানের সংবৎসরকাল বাস করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা আত্মগত ধ্যানবলে উহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলেন, উর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গাদিলোক ও অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি এবং মধ্যদেশে আকাশ, অষ্টদিক্ ও শাশ্বত সমুদ্রসকল স্থষ্টি করেন। ইহার পরে তিনি মহত্তত্ত্বের বিকাশ ও আত্মানুভব মনের উদ্ধার সাধন করেন। তৎপরে বিষয়গ্রহণক্ষম ইন্দ্রিয়াদি, অনন্তকার্য্যক্ষম অহঙ্কার ও দেবমনুষ্যাদি জীবের উৎপত্তি হয়। [বিস্তারিত বিবরণ পৃথিবী শব্দে দেখ] এইরূপে সংখ্যাতীত মন্বন্তর এবং বিশ্বের স্থষ্টি ও লয় হইয়াছে।

* "সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।" (মনু ১।৮-৯)

স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের স্বষ্টি সম্বন্ধে ইহাই হইল ভগবান্ মনুর যোগলব্ধ জ্ঞান। অণ্ডমধ্যস্থ ভগবান্ যখন বাহির হইলেন, তখন তাঁহার সহস্র শির, সহস্র নেত্র ও সহস্র বাহু। ইনিই হইলেন পুরুষ; আর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলিত এবং অসীম ও অনন্ত বিরাট্রূপ প্রকটিত হইল। ইহাই আমাদিগের বিশ্ব। ইহার অন্তরে ঐশী শক্তি ও ঐশী বিভূতি বিদ্যমান। এই জন্যই ইহাকেও ভগবানের দ্বিতীয় রূপ বলা হইয়া থাকে। ইহার চক্ষুর্দ্বয় আমাদিগের চন্দ্র ও সূর্য্য।

সংহিতাদিতে স্বষ্টিক্রম এইরূপ বর্ণিত আছে। দর্শনশাস্ত্র-সমূহেও স্বষ্টি ও প্রলয় অর্থাৎ স্বষ্টি ও নাশের ক্রম বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রসকলে স্বষ্টি লইয়া মতভেদ দেখা যায়। বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে স্বষ্টিক্রম এক প্রকার, সাংখ্য ও পাতঞ্জলে এক প্রকার এবং বেদান্তমতে অন্য প্রকাব বর্ণিত আছে। কিন্তু এক পরব্রহ্ম হইতে এই জগতের স্বষ্টি হইয়াছে, ইহাতে কাহারো মতদ্বৈধ নাই, কিন্তু সাংখ্যমতে ব্রহ্ম স্বীকৃত না হইলেও প্রকৃতি ও পুরুষসংযোগে স্বষ্টি হইয়াছে, কিন্তু পুরুষকে ঈশ্বর-স্থানীয় ধরিয়া লইলে আর কোন বিরোধ থাকে না। অতি সংক্ষেপে দার্শনিকদিগের মত লিখিত হইল।

বৈশেষিক ও ন্যায়মতে স্বষ্টিক্রম,—যখন এই জগৎ ধ্বংস হইয়া প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন একমাত্র পরমেশ্বরই থাকেন। এই প্রলয়কালের অবসানে ভগবানের সিসৃক্ষা অর্থাং স্বষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়। তখন প্রলয় হেতু অদৃষ্টের কার্য্য হই-য়াছে বলিয়া উহা আর ভোগপ্রযোজক অদৃষ্টের বৃত্তি নিরোধ করিতে পারে না, সুতরাং ভোগপ্রযোজক অদৃষ্টবৃত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ ফলোন্মুখ হয়। ঐ অদৃষ্টযুক্ত আত্মার সংযোগে প্রথমে বায়বীয় পরমাণুতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, পবন পরমাণু সকলের পরস্পর সংযোগে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মহান্ বায়ু উৎপন্ন এবং অনবরত কম্পমান হইয়া আকাশে অবস্থিত হয়। তির্য্যগ্গমন বায়ুর স্বভাব। তৎকালে অপর আর কোন দ্রব্যেরই উৎপত্তি হয় নাই, যাহা দ্বারা বায়ুর বেগ প্রতিহত হইতে পারে। সুতরাং বায়ু অনবরতঃ কম্পমান হইয়াই অবস্থিত থাকে। বায়ু স্বষ্টির পরে ঐরূপে আপ্য বা জলীয় পরমাণুতে কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মহান্ সলিলরাশি উৎপন্ন এবং বায়ুর বেগে কম্পমান হইয়া বায়ুতে অবস্থিত হয়। তৎপরে উক্ত প্রণালী অনুসারে পার্থিব পরমাণুসংযোগে নিবিড় বায়ব মহা পৃথিবী উৎ-পন্ন হইয়া জলরাশিতে অবস্থিতি করে। তদনন্তর ঐরূপে দীপ্য-মান তেজোরাশি সমুৎপন্ন হইয়া ঐ জলরাশিতেই অবস্থিত হয়। তৎপরে পরমেশ্বরের সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা অতিশয় জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াই উৎপন্ন হন। তিনি মহেশ্বর কর্ত্তৃক স্বষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রাণীদিগের কর্ম্মানুসারে ক্রমে সমস্ত জগতের স্বষ্টি করেন। প্রাণীদিগের ভোগের জন্য স্বষ্টি ও স্থিতি।

প্রাণিগণ যেমন সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া রাত্রিতে বিশ্রাম লাভ করে, সেই রূপ জগতের স্থিতিকালে পুনঃ পুনঃ দুঃখাদি ভোগে পরিক্লিষ্ট প্রাণীদিগের কিয়ৎকাল বিশ্রামের জন্য অর্থাৎ দুঃখাদি উপশমের জন্য মহেশ্বরের সঞ্জিহীর্ষা অর্থাৎ সংহার করিবার ইচ্ছা হয়, তজ্জন্য প্রলয় উপস্থিত হয়। এই জন্য পুরাণাদি শাস্ত্রে স্বষ্টি ও প্রলয় দিন ও রাত্রিরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মার দেহ বিসর্জ্জনকালে সকল ভুবনের অধিপতি মহেশ্বরের সঞ্জিহীর্ষা অর্থাৎ সংহারেচ্ছা হয়। তৎকালে সমস্ত জীবাত্মার অদৃষ্ট সকলের বৃত্তি নিরোধ অর্থাৎ প্রলয় হেতু অদৃষ্ট দ্বারা স্বষ্টি ও স্থিতি হেতু অদৃষ্টের কার্য্য প্রতিবদ্ধ হয়। ভোগ-প্রযোজক বা ভোগ হেতু অদৃষ্ট প্রলয়প্রযোজক বা প্রলয় হেতু অদৃষ্ট দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইলে ভোগপ্রযোজক অদৃষ্ট আর ভোগ সম্পাদন করিতে পারে না। তৎকালে প্রলয় হেতু অদৃষ্টযুক্ত আত্মার অর্থাৎ প্রাণিবর্গের সংযোগে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের আরম্ভক পরমাণু সকলে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ঐ কর্ম্ম বশতঃ আরম্ভক সংযোগ নিবৃত্তি হইয়া যায়। তখন দেহ ও ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া তদারম্ভক পরমাণুমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই রূপ পৃথিব্যারম্ভক পরমাণুতে কর্ম্ম হইয়া আরম্ভক সংযোগ নিবৃত্তি ক্রমে মহাপৃথিবী নষ্ট হয়। এই প্রণালীতে পৃথিবীর পর জল, জলের পর তেজ, তেজের পর বায়ু নষ্ট হয়। তখন চতুর্বিধ পরমাণুমাত্র বিভক্ত রূপে অবস্থিতি করে এবং ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও ভবনাখ্য সংস্কারযুক্ত আত্মসকল ও নিত্য পদার্থগুলি অবস্থিতি থাকে। ইহাই প্রলয়াবস্থা। এই রূপ প্রলয়াবস্থার পর উক্ত ক্রমে স্বষ্টি হয়। এই প্রকারেই স্বষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। (বৈশেষিকদ°)

ন্যায়বৈশেষিক পরমাণুকারণবাদী, একমাত্র পরমাণু হইতে জগতের স্বষ্টি হইয়াছে স্বীকার করেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পর-মাণু দ্বারা জগতের স্বষ্টি এবং লয়। যখন প্রলয় হয় তখনও এই পরমাণুরাশি বিদ্যমান থাকে।

সাংখ্য ও পাতঞ্জলমতে—প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে স্বষ্টি হয়। উভয়ে উভয়ের অপেক্ষা করে বলিয়া প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর সংযোগ হয়। প্রকৃতি পরিণামশীলা। সর্ব্বদাই প্রকৃতির পরিণাম হইতেছে, ক্ষণকালও প্রকৃতি পরিণতা না হইয়া থাকিতে পারে না, প্রকৃতির এই পরিণাম দুই প্রকার, সরূপ পরিণাম ও বিরূপ পরিণাম। যখন প্রকৃতিব বিরূপপবিণাম আরম্ভ হয়, তখনই এই জগতের স্বষ্টি আরম্ভ হয় এবং এই বিরূপ-পরিণাম হইতেই আবার যখন

স্বরূপ পরিণাম আরম্ভ হয়। তখন প্রলয় হইয়া থাকে, এইরূপে একবার সৃষ্টি আবার প্রলয় হওয়া সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি ইহা বীজাঙ্কুরন্যায়বৎ অনাদি। প্রকৃতি ও পুরুষ অন্ধ ও পঙ্গুস্থানীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। দৃক্‌শক্তিসম্পন্ন পঙ্গু গতিশক্তিসম্পন্ন অন্ধের স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া পথ প্রদর্শন করে, অন্ধ তদনুসারে গমন করে। এইরূপে উভয়েরই অভিলাষ সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগও তদ্রূপ। পুরুষ দৃক্‌শক্তিযুক্ত, ও ক্রিয়াশূন্য বলিয়া পঙ্গুস্থানীয়। প্রকৃতি ক্রিয়াশক্তিযুক্ত ও দৃষ্টিশক্তিশূন্য বলিয়া অন্ধস্থানীয়। এই সংযোগ বশতঃই প্রকৃতি মহদাদি অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় এবং পুরুষ স্বভাবতঃ অকর্ত্তা হইয়াও গুণকর্ত্তৃত্বে কর্ত্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

এই সৃষ্টি দুই প্রকার, প্রত্যয় ও তন্মাত্র। বুদ্ধিতত্ত্ব সৃষ্টির ন্যায় প্রত্যয় সৃষ্টি, ভূত ও ভৌতিক সর্গের ন্যায় তন্মাত্র সৃষ্টি। প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টি মহৎ বা বুদ্ধি, ইহার অসাধারণ ধর্ম্ম অধ্যবসায় বা নিশ্চয় বুদ্ধির ধর্ম্ম ৮টী, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অভিমান তাহার প্রধান ধর্ম্ম, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত। উক্ত প্রত্যয় সৃষ্টি আবার প্রকারান্তরে চারি ভাগে বিভক্ত। যথা বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি। বিপর্য্যয় পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অনির্বিবেশ। একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি একাদশ প্রকার, এবং বুদ্ধির নিজের অশক্তি সপ্তদশ প্রকার, সুতরাং মোটের উপর অশক্তি অষ্টাবিংশতি প্রকার।

[এই সকলের বিশেষ বিবরণ সাংখ্যদর্শনশব্দে দ্রষ্টব্য]

প্রকৃতির বিরূপ পরিণামাবস্থায় উক্তরূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে। যত দিন পর্য্যন্ত পুরুষের বিবেকসাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতি পুরুষকে ত্যাগ করিবে না। পুরুষের বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে আর সৃষ্টি হইবে না। (সাংখ্যদ°) পাতঞ্জল দর্শনেরও এই মত।

বেদান্তমতে—এক ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। এক পরব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি জীবন্তি" (শ্রুতি। সৃষ্টির প্রথমে এক ব্রহ্মই ছিলেন, "একোঽহং বহু স্যাং" (শ্রুতি) ব্রহ্মার ইচ্ছা হইল এক আমি বহু হইব, তাহার এই ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি আরব্ধ হইল, প্রথমে ব্রহ্ম হইতে পৃথিবী, এইরূপে ক্রমে ক্রমে চরাচর জগতের সৃষ্টি হইল।

"এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে" (শ্রুতি)

এক ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়া ব্রহ্মেই অবস্থিত আছে এবং পরিশেষে ব্রহ্মেই লীন হইবে। জীব অবিদ্যাবশে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না, মায়ায় মোহিত হইয়া আবদ্ধ থাকে। জ্ঞান হইলেই মুক্তি লাভ করে। [বেদান্ত শব্দে দ্রষ্টব্য]

ইহা ভিন্ন প্রতি পুরাণেই সৃষ্টিক্রম বিশেষভাবে লিখিত আছে। কারণ পুরাণের লক্ষণে লিখিত আছে যে, সৃষ্টি এবং প্রলয় বর্ণন করিতেই হইবে। পুরাণসকলের মধ্যে সৃষ্টিপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রভেদ আছে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে মতের কিছু কিছু বিভিন্নতা থাকিলেও এক পরমেশ্বর হইতেই যে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। তবে সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে কিছু কিছু ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তাহাতে বিশেষ কিছুই আসিয়া যায় না।

সংহিতা, দর্শন ও পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেরই মত এই যে "দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক আস্তে বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" (শ্রুতি) এক দেবতা আছেন, তাহা হইতে এই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল ও চরাচর জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে এবং তিনিই রক্ষা করিতেছেন। [পুরাণ ও সর্গ শব্দ দেখ]

জৈনদর্শনের মতে "দ্ব্যণু, ত্রসরেণু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া আকাশমার্গে বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাহা হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।"

ব্রহ্মাণ্ডাদি বিভিন্ন পুরাণেও নিখিল বিশ্বের তমোময়ত্ব ও অনাদি অনন্ত পরিব্যাপ্তত্ব কল্পিত হইয়াছে। ঐ সকল পুরাণমতে গুণসাম্য (প্রলয়) উপস্থিত হইলেই সৃষ্টিকাল আরম্ভ হয়, এবং সূক্ষ্ম ও মহদ্‌গুণসংযুক্ত অব্যক্ত সমাবৃত মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এই যে মহত্তত্ত্ব ইহাই হইল সত্ত্বগুণপ্রকাশক মন, এবং এই মনকেই কারণ ও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে ইহা হইতে ভূততন্মাত্র ও তাহা হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি হয় এবং পরে অণ্ডের সৃষ্টি হইলে, ভূতসমূহের আদিকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ আদিপুরুষ জীবাত্মসমূহের সৃষ্টি করেন। [পৃথিবী দেখ।]

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ নারায়ণ নারদকে বলিয়াছেন "বিশ্বের সর্ব্বোচ্চভাগে গোলক ও বৈকুণ্ঠধাম অবস্থিত। ইহারই কেবল ধ্বংস নাই; এতদ্ব্যতীত অন্য সকল অংশই কৃত্রিম ও নশ্বর। প্রকৃত প্রলয়ের সময় ব্রহ্মাণ্ড বিলয়প্রাপ্ত হয়। তখন সৃষ্টি-প্রারম্ভে ভগবান্ বিষ্ণু আত্মদ্বারা মহাবিরাট্ পুরুষকে সৃষ্টি করেন।"

নৈয়ায়িকদিগের মতে পৃথিবী পরমাণুস্বরূপা ও অবয়বশালিনী এই দুই প্রকার, তন্মধ্যে পরমাণুস্বরূপা পৃথিবী নিত্যা ও অবয়বশালিনী পৃথিবী অনিত্যা।

বিষ্ণুপুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পৃথুচরিতের যে একটি আখ্যান আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রথম হইতেই পৃথিবী গ্রামশস্যশালিনী ছিল না। রাজা পৃথু প্রজাবর্গের হিতার্থে গো-মূর্ত্তি দেবী বসুন্ধরাকে সম্মত করিয়া এবং স্বায়ম্ভুব মনুকে তাঁহার বৎস কল্পনা করিয়া বসুন্ধরা হইতে শস্যাদি দোহন করিয়াছিলেন।

এই ভাবে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নানারূপ মত দৃষ্ট হইলেও, সকল হিন্দুশাস্ত্রেরই মূলভিত্তি হইতেছে এই একটি কথা, "একোঽহং বহুস্যাম্"। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের এই যে ইচ্ছা, ইহাই হইল সৃষ্টির মূলীভূত কারণ। এই ইচ্ছা হইতেই প্রকৃতির উদ্ভব হইয়াছে। প্রকৃতিতে যে শক্তি, তাহাও ঐশী শক্তিরই স্ফুরণ মাত্র।

বর্ত্তমান নেপালী বৌদ্ধধর্ম্মেও ভগবানের এই ইচ্ছার উপরই জগৎকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। স্বয়ং পরমপুরুষ মহাশূন্য অনাদি ও অনন্ত। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি উভয়ই পূর্ণ। পূর্ণজ্ঞানরূপে তাঁহার নাম আদিবুদ্ধ এবং পূর্ণশক্তিরূপে তাঁহার নাম আদি ধর্ম্ম বা আদিপ্রজ্ঞা। এই উভয়ই অনাদি ও অনন্ত; এবং পরস্পরের মধ্যে সাহায্য থাকিলেও উভয়ই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মহাশূন্যের ইচ্ছামাত্রে আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞার সাহায্যে ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন বুদ্ধ (ও দেবগণ) উৎপন্ন হন। আদিবুদ্ধ চিরকালই নির্বৃত্তিতে সুষুপ্ত। জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত পঞ্চ বুদ্ধকে আত্ম হইতে বিস্ফুরিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই বিশ্বের মূলীভূত প্রথম ও প্রধান কারণ হইলেও, স্থূল দৃষ্টিতে এই পঞ্চ বুদ্ধই সৃষ্টির কর্ত্তা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেন। ইঁহারা পরস্পরে ভ্রাতৃভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু চতুর্থভ্রাতা অমিতাভ হইতেই বর্ত্তমান বিশ্বের কর্ত্তা বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকেই বিশেষরূপে পূজা করা হইয়া থাকে।

আদিবুদ্ধ প্রত্যেক বুদ্ধকেই পুত্ররূপে এক একটি বোধিসত্ত্ব সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। তদনুসারে পঞ্চবুদ্ধ পঞ্চ বোধিসত্ত্ব সৃষ্টি ও তাঁহাদিগকে আপনাদের ঐশী শক্তি ও বিভূতি দান করিয়া আদিবুদ্ধে বিলীন হইয়া যান। তদবধি তাঁহারা সেই অবস্থায়ই বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাঁহাদিগের আর কোন সংস্রব নাই। বোধিসত্ত্বগণই জগতের সৃষ্টি, রক্ষা ও পালন করিয়া আসিতেছেন।

ময়ূরভঞ্জে যে মহিমাধর্ম্মিগণ বাস করিতেছেন, তাঁহারাও প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদিগের এইরূপ ধারণা—

একমাত্র স্বয়ম্ভু মহাশূন্যই জগতের আদিভূত কারণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহাতে কোন বিভূতি ছিল না। যখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল, তখন তিনি বিভূতি প্রকাশ করিবার জন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং তৎপরে ধর্ম্মনামে আত্ম-প্রকাশ করিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার ললাটদেশের ঘর্ম্ম হইতে বিশ্বের আদিশক্তি-স্বরূপা একটি রমণী জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই রমণী হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উদ্ভূত হইলেন। তখন জগতের সৃষ্টি ও পালনের ভার তাঁহাদিগের উপর অর্পিত হইল। তদনুসারে ইঁহারা জগৎ সৃষ্টি করেন এবং অদ্যাবধি তাহা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

গ্রীসের প্রাচীন যুগের দার্শনিকগণ সৃষ্টি-তত্ত্বের আলোচনা করিতে বসিয়া দুইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রথম মতে জগতের রূপ ও স্থিতিকাল উভয়ই অনাদি ও অনন্ত। অর্থাৎ যে অবস্থায় আমরা জগৎকে দেখিতেছি, ইহা বরাবর সেই অবস্থায় আছে ও থাকিবে। আরিষ্টটলই এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনি বলেন, যাহার কারণ অনাদি ও অনন্ত, তাহা নিজেও অনাদি অনন্ত। প্রকৃত পক্ষে ইঁহাকে তিনি স্বয়ম্ভু হইতে স্ফুরিত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। প্লেটোর মতে অনন্ত কাল হইতে যে অপরিবর্ত্তনীয় idea পরিবর্ত্তনশীল পদার্থের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছে জগৎ তাহারই অনাদি ও অনন্ত বাহ্যপ্রকাশমাত্র। আলেকসান্দ্রিয়ায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে নিও-প্লেটোনিষ্ট দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বর ও জগৎ উভয়ই তুল্যরূপে অনাদি অনন্ত। আবার জেনোফেনিস্ প্রভৃতির মতে ভগবান্ ও ব্রহ্মাণ্ড এক ও অভিন্ন। অধুনা জর্ম্মনীতেও এই মতেরই প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় মতানুসারে ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থটাকেও অনাদি অনন্ত ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু প্রথম মতের ন্যায় পদার্থের বর্ত্তমান রূপটিকেও সেইরূপ মনে না করিয়া ইহাকে সময়াধীন অর্থাৎ দৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এই মতের সমর্থকগণ বলেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রথমতঃ একটা শৃঙ্খলা ও নিয়মরহিত জড়পিণ্ডবৎ (Chaos) ছিল। হেসিয়ডের মতে এই জড়পিণ্ড হইতে প্রথমে এরিবাস্ ও রাত্রি এবং পরে বায়ু ও দিবা এই দ্বন্দ্বদ্বয় জন্ম গ্রহণ করে। আমাদিগের শ্রুতি, স্মৃতি ও জৈনমতে যে আণবিক শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, দার্শনিক এপিকিউরাসের অনুবর্ত্তী পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ সেই অন্ধ শক্তিকেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ষ্টৈইক্‌সম্প্রদায় ভগবান্ ও পদার্থ এই দুইটিকেই সৃষ্টির মূলীভূত কারণ বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রথমটি ক্রিয়াশীল ও দ্বিতীয়টি ক্রিয়াস্থল, এবং দ্বিতীয়টীর উপরে প্রথমটি যে ক্রিয়া করিতেছে, তাহারই ফলে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। ফিনিসীয় বাবিলোনীয় এবং ইজিপ্সীয়গণও হেসিঅডের মত জড়পিণ্ড হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

তৃতীয় মতানুসারে আদিতে এক ভগবান্ই ছিলেন, তাঁহার

মুখের কথা হইতেই এই পরিদৃশ্যমান জগতের উদ্ভব হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "আলো হউক" অমনিই আলোর উৎপত্তি হইল, এইভাবেই তাঁহার কথা হইতে সকল পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মত হিন্দুঋষিগণের পরিকল্পিত ভগবদিচ্ছারই রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়। এটাসকানেরা, আদি পারসীকেরা এবং ড্রুইদেরাও এই মতেরই সমর্থক ছিলেন। গ্রীকদিগের মতে আনাক্সাগোরাসই সর্ব্ব প্রথমে এই মত প্রচার করেন। ক্রমে রোমীয়দিগের মধ্যেও এই মতেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থেও জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে এই মতই বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। প্রথমে জেনেসিসে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবানের শক্তিময় কথায় 'নাস্তি' হইতে 'অস্তি' হইল। তিনি যাহা বলিলেন, বলিবামাত্র তাহাই সংসাধিত হইল। রূপবিহীন জড়পিণ্ডবৎ যে পদার্থ হইতে ভগবান্ আদেশ করিয়া রাখিয়া ক্রমে ক্রমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জিনিষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও অনাদি অনন্ত নহে, তাঁহারই আদেশসম্ভূত। প্রথমে এই নিয়মশৃঙ্খলারহিত জড়পিণ্ড হইতে আলোকের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা যেমন একটি মাত্র আধারে (সূর্য্য) কেন্দ্রীভূত, আদিতে ইহা এরূপ ছিল না, সমগ্রবিশ্বময় পরিব্যাপ্ত ছিল। তৎপরে আকাশের সৃষ্টি করিয়া এই জড়পিণ্ডকে তিনি দুইভাগে বিভক্ত করেন; এক ভাগকে এই আকাশের তলদেশে এবং অপর ভাগ ইহার উর্দ্ধদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ভাবে পৃথিবী ও নক্ষত্রলোকের সৃষ্টি হইল। ইহার পরে তিনি পৃথিবীকে জলে ও স্থলে বিভক্ত করিয়া স্থলভাগের উপর তৃণ, শাক, লতা ও বৃক্ষ প্রভৃতি সর্জ্জন করেন এবং নক্ষত্রলোকের সূর্য্যাস্ত প্রভৃতি গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রাদির প্রতিষ্ঠা করেন। তখন ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত আলোকরশ্মিসমূহ সংগৃহীত করিয়া আনিয়া একমাত্র সূর্য্যে কেন্দ্রীভূত করা হইল। এই ভাবে জগৎ জীবনিবাসের উপযোগী হইলে ভগবানের আদেশে ক্রমে ক্রমে তাহাতে মৎস্যাদি জলজন্তুর এবং উড্ডয়নশীল পক্ষী প্রভৃতির উদ্ভব হইল। তৎপরে চতুষ্পদ ও সরীসৃপ প্রভৃতিকে সৃষ্টি করা হয়। সর্ব্বশেষে সৃষ্টিব্যাপারের চূড়ান্তস্বরূপ স্ত্রী ও পুরুষ আকারে দুইটি মানুষের উৎপত্তি হইল। ইহাদিগকে ভগবান্, স্থাবর জঙ্গম, সকল সৃষ্টির উপরই প্রাধান্য প্রদান করিলেন। এই আদি পুরুষ আদম এবং ইভ্ হইতেই জগতের সমস্ত জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা ছাড়া এঞ্জেল নামক মানুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্তু ভগবানের অনেক নীচে অবস্থিত কতকগুলি দেবদূতেরও উল্লেখ খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের উৎপত্তিবিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই।

এই ভাবে "নাস্তি" হইতে অস্তির উদ্ভবের কথা ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত থাকিলেও, প্রথম যুগের নস্টিক্স নামক খৃষ্টানগণ সহজে ইহা পরিপাক করিতে পারেন নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায় হার্মোজিনিস (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে এবং তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন) জগতে অশিব ও অপূর্ণতার কারণ দেখাইতে যাইয়া পদার্থকেও অনাদি ও অনন্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অরিজেন্ পদার্থের অনাদি অনন্তত্ব স্বীকার না করিলেও সৃষ্টিকার্য্যটাকে সময়বদ্ধ না করিয়া ইহাকেও অনাদি অনন্ত বলিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক য়িহুদিদিগের মধ্যে জগতের সৃষ্টিবিচার লইয়া নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে সপ্তাহ যেমন সাতদিনে বিভক্ত, ব্রহ্মাণ্ডও তেমন সাত হাজার বৎসর কাল বিদ্যমান থাকে, তাহার পরে পুরাতন জগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। অপর এক দল জগৎটাকেও অনাদি ও অনন্ত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তৃতীয়পক্ষ বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানের সৃষ্ট নহে, তাঁহার স্ফুরণ মাত্র। দ্বাদশ শতাব্দীতে সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়া একটা বিতর্কের অবতারণা হয়। তাহাতে একজন য়িহুদি-লেখক বলিয়াছিলেন যে ভগবান্ ও পদার্থ কেহই অন্যান্যের অপেক্ষা করে না। স্পেন্‌দেশীয় রাবি (R.bbi) দিগের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবান্ নিম্নলিখিত সাতটি জিনিষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ১ম নিজের সিংহাসন, ২য় দেবমন্দির (Sanctuary) ৩য় মেসায়ার নাম, ৪র্থ স্বর্গলোক, ৫ম নরক, ৬ষ্ঠ নিয়ম ও শাসন (Law) এবং ৭ম অনুতাপ। আকাশ ও নক্ষত্রলোক সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহারা ভগবানের গাত্রাবরণরূপ আলোক হইতে বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। ভগবন্মহিমায় সিংহাসনের নীচে কতকগুলি বরফ পড়িয়াছিল, তাহা লইয়া তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই লেখক এইরূপ অভিমতও প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার পরেও জেনেসিসে লিখিত দুইটি কথা লইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। একদল স্বর্গ তাঁহার সিংহাসন, এবং পৃথিবী তাঁহার পাদপীঠ এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর পূর্ব্বে নক্ষত্রলোক সৃষ্টি হইয়াছিল, এইরূপ মত প্রচার করেন। দ্বিতীয় পক্ষ ছাদনির্ম্মাণের পূর্ব্বে ভিত্তি নির্ম্মাণ আবশ্যক এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীই প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল, এই রূপ মত প্রকাশ করেন। ইহার পরে আধুনিক য়িহুদিদিগের গুরুপদবাচ্য মেমোনাইডিস্ এইরূপে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করেন,—প্রথমে সকল বস্তুই একসঙ্গে সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে মোজেসের বর্ণনারূপ সেই গুলিকে পৃথক্ ও শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছিল। য়িহুদিদিগের কাবালানামক গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—সমগ্র বিশ্বটাই ভগবানের

স্ফুরণ মাত্র, অর্থাৎ জগদ্রূপে ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যেটি তাঁহার যত নিকটবর্ত্তী সেটি তাঁহাকে তত বেশী প্রকাশ করিয়াছে। পদার্থ ভগবৎশক্তির সর্ব্বশেষে ও সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্ফুরণ বলিয়া ইহাতে তাঁহার পূর্ণতার সবিশেষ অভাব। আদম্ কাড্মন্ নামক কাবালীর দর্শনশাস্ত্রে সৃষ্টি-প্রকরণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, যে ভগবান্ হইতে প্রথমে একটি উৎস বা প্রণালী বিস্ফুরিত হয়। এই প্রথম বিস্ফুরণ হইতে সেদিরথ নামক দশটি জ্যোতিঃস্রোত প্রবাহিত হয় এবং এই জ্যোতিঃপ্রণালীপথে ভগবানের প্রথম স্ফুরণ হইতে স্বর্গীয়, আধ্যাত্মিক, দৈব (angelic) এবং পাদার্থিক এই চারিপ্রকারের বস্তু বহির্গত হইয়াছে এবং চারিটি বিভিন্ন লোকের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথম লোকের নাম আজিলুথ (অর্থাৎ স্ফুরিত লোক) আদি আলোক হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। নিম্নতর জগতের অপূর্ণতা এখানে নাই, কিন্তু উৎকর্ষ সম্পূর্ণই আছে। দ্বিতীয় জগতের নাম ব্রায়া (সৃষ্টিসংক্রান্ত লোক) এখানে প্রথম জগতের সৃষ্ট আধ্যাত্মিক প্রাণিসকল বাস করিয়া থাকেন। তৃতীয় লোকের নাম জেটসিয়া—দ্বিতীয় লোকে যে সকল আধ্যাত্মিক প্রাণীর সৃষ্টি হয়, তাহারা আসিয়া এখানে অবস্থিতি করে। ৪র্থ লোকের নাম আশিয়া (পরিদৃশ্যমান পার্থিব লোক) যে সকল পদার্থের উৎপত্তি, গঠন, গতি ও ধ্বংস আছে, সেই সকল পদার্থই এখানে বিদ্যমান অর্থাৎ ভগবচ্ছক্তির নিকৃষ্টতম স্ফুরণ লইয়া এই জগৎ গঠিত।

প্রাচীন ইজিপ্টবাসিগণের মতে প্রথমে একটা গাঢ় ও অনন্ত তমঃমাত্র বিদ্যমান ছিল। আথর (তমোময়ী জননী) বলিয়া তাঁহারা এই দুর্ভেদ্য ও জগতের আদিভূত অন্ধকারের নামকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐশী শক্তির বলে ইহার অন্তস্তলে জল ও একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলক্ষ্য তেজ প্রবেশ করে। ইহার পরেই একটা পবিত্র জ্যোতিঃ সমুদিত হয়, এবং বাষ্পীভূত জ্যোতিঃ-সমূহ ঘনীভূত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হয় এবং দেবতারা স্থাবর ও জঙ্গম সৃষ্টি করেন।

ভলাস্পা নামক প্রাচীন স্কন্দনেভিয় কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—প্রথমে একটা অপার অতলস্পর্শ গহ্বর বা শূন্যমাত্র বিদ্যমান ছিল। ইহার কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন উত্তর প্রান্তের নাম ছিল কুজ্ঝটিকা-লোক, এখানে কেবল রাত্রি, বরফ ও কুয়াশাই ছিল। এখানে যে একটী উষ্ণ জলের উৎস ছিল, তাহা হইতে দ্বাদশটি নদী অনবরত প্রবাহিত হইত। কিন্তু আলোকদেশ হইতে রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া আসিয়া ইহার দক্ষিণ প্রান্তকে উদ্ভাসিত করিত। কালক্রমে এই উষ্ণদেশ হইতে একটা অতি উষ্ণ ঝড় প্রবাহিত হইয়া উত্তর প্রান্তের জমাট জলরাশি বিগলিত করিয়া দেয় এবং সেই জল হইতে মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট জমীর নামক একটি দৈত্য উৎপন্ন হয়। ঠিক এই সময়ে "আউধুমুল্লা" নামক একটি গাভীও সৃষ্ট হয়, তাহার প্রকাণ্ড স্তন হইতে চারিধারায় যে অজস্র দুগ্ধ ক্ষরিত হইত, তাহা পান করিয়া জমীর হৃষ্ট, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ইহার পরে লবণ ও ঘননীহারসমাবৃত প্রস্তরখণ্ড চাটিয়া চাটিয়া এই গাভী দিবসত্রয়ে "বুধি" নামক মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট একটি শ্রেষ্ঠ জীব প্রসব করে। বুধির পুত্র 'বোর্' একটি দৈত্যরমণীর পাণিগ্রহণ করে এবং তাহার ঔরসে ওদিন, ভিলি এবং ভি নামক তিনটি দেবতা জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহারা তিনজনে সমবেত চেষ্টা করিয়া জমীর দৈত্যের প্রাণবিনাশপূর্ব্বক তাহার দেহ লইয়া প্রথমকার সেই অতলস্পর্শ গহ্বরে গমন করেন। এই সময় হইতে প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয়। ইহারা জমীরের মাংসে পৃথিবী, রক্তে সমুদ্র ও নদী, বৃহৎ অস্থিতে পর্ব্বত, ক্ষুদ্রাস্থিতে ও দন্তে পাহাড়, চুলে বৃক্ষ, মস্তিষ্কে মেঘ এবং তাহার ভ্রূদ্বয়ে মনুষ্যাবাস মিডগার্ড সৃষ্টি করেন। তাহার মস্তকের প্রকাণ্ড খুলিতে নভোমণ্ডল নির্ম্মিত হইয়াছিল। মনুষ্যসৃষ্টি সম্বন্ধে কথিত আছে যে, এই তিন দেবতা একদিন সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিবার সময় দুই খানা কাষ্ঠখণ্ড জলে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইলেন। প্রথম জন ইহাদিগকে শ্বাস ও জীবন, দ্বিতীয়জন গতি ও আত্মা এবং তৃতীয় জন বাক্, দর্শন, শ্রবণশক্তি ও সৌন্দর্য্য প্রদান করেন। এই ভাবে আদি পুরুষ ও আদি স্ত্রীর উদ্ভব হয়।

জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে বাবিলনীয় এবং ফিনিসীয়গণ যে মত প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের প্রচারিত মতের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বাবিলনীয় ধারণা অনুসারেও ভগবানের আদেশেই ক্রমে ক্রমে জগতের বিভিন্ন অংশের উৎপত্তি এবং সেই সকল অংশের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ও সাহচর্য্য স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় কেয়সের (chaos) ন্যায় ফিনিসীয়গণ একটা গাঢ় তমসাচ্ছন্ন অবস্থা কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন, ইহাদিগের মতে পরম স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইরূপে বিভক্ত, এবং এই দুই রূপের সম্মিলন হইতেই জগতের উদ্ভব হইয়াছে।

দেখা যায় যে, প্রায় সকল প্রাচীন জাতিই সৃষ্টির মূলে একটা জলময় অবস্থা কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। ভারতীয় আর্য্যমতে আদিতে জল সৃষ্টি করিয়াই ভগবান্ তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থেও একটা প্রলয়প্লাবনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। বাবিলনীয়গণও এইরূপ একটা প্লাবনের উল্লেখ করিয়াছেন। আকাডেমীয়গণ জলকেই জগৎ উৎপত্তির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন জাপানীরাও জলকে আদিকারণ বলিয়া তাহা হইতে ক্রমে

ক্রমে মৃত্তিকার উৎপত্তি এবং মৃত্তিকা কঠিন ও স্থির হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন ইহা জলের উপর তৈলের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তখন তাহা হইতে একটা 'অসির' উদ্ভব হয় এবং ক্রমে এই অসি হইতে মৃত্তিকাদি পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি হয়।

উক্ত সকল মতই মানবকল্পনাপ্রসূত। এখন একবার ভূতত্ত্ব ও মানবতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা করিয়া সৃষ্টি সম্বন্ধে কি কি অভিমতের সৃষ্টি হইয়াছে দেখা যাউক।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের ক্রমিক উৎপত্তি ও পূর্ণতা লাভ সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা বাষ্পকেই জগতের মূলীভূত কারণ ধরিয়া লইয়া ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে জীব ও জড়জগতের উৎপত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহাদিগের মতে পৃথিবীর ইতিহাস, জীব ও জড়জগতের ক্রমিক বিকাশ ও পূর্ণতালাভের হিসাবে, চারি যুগে বিভক্ত। প্রথম যুগে বাষ্প হইতে ক্রমে ক্রমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ এবং পৃথিবী জীব-নিবাসোপযোগী হইয়াছিল, এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই যুগের নাম আর্কিয়ান্ ইরা বা যুগ। ইহার পরবর্ত্তী যুগত্রয়ে পৃথিবীর অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত, এবং ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর জীব তাহাতে জাত হইতে থাকে। দ্বিতীয় যুগের নাম পেলিওজইক ইরা, এই সময়ে কশেরুকাস্থিবিহীন জীব, মৎস্য, শম্বুক ও বৃক্ষলতাদির উদ্ভব হয়। তৃতীয় মেসোজইক্ যুগে সরীসৃপেরই প্রাবল্য ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এবং ৪র্থ বা শেষ (সেনোজইক্) যুগে স্থূলচর্ম্মা স্তন্যপায়ী জীবসমূহের ও মানব জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

জ্যোতিষ আলোচনার ফলেও এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রদীপ্ত নীহারিকারাশির অবস্থান্তর ঘটাতেই এই জগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত কাণ্টও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আদিতে শৃঙ্খলা-রহিত বাষ্পময় পদার্থরাশি মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি নৈসর্গিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ ঘনত্ব ও কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে পরিণত হইয়াছে। ইহারা পুরাতন পৃথিবীর বিলোপ এবং নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধেও বিশেষ আস্থাবান্।

ভূতত্ত্ব আলোচনার পূর্ব্বে পৃথিবীতে জীবজন্তুর সৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাই প্রবল ছিল যে, সকল জাতীয় প্রাণীই এক সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই আলোচনার ফলে জীবজগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন মতের উদ্ভব হইয়াছে। প্রথম মতকে সৃষ্টিবাদ এবং দ্বিতীয় মতকে বিবর্ত্তন-বাদ বলা যাইতে পারে। ভূতত্ত্বের আলোচনা করিয়া পৃথিবীর জীবনের যে চারিযুগ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বিবর্ত্তনবাদ অনুসারে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, পিতা ও পুত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ, বিভিন্ন যুগের প্রাণীদিগের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ প্রথম যুগের প্রাণীদিগের দেহের ও শক্তির ক্রমিক পরিবর্ত্তন ও উন্নতির ফলে ক্রমশঃ উন্নততর প্রাণীর সৃষ্টি হইতে হইতে অবশেষে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মতের প্রধান প্রবর্ত্তক ডারউইন্ বলেন যে, বানর হইতেই ক্রমশঃ নরের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিবাদসমর্থকগণ বলেন যে, বিভিন্ন যুগের প্রাণীদিগের মধ্যে এইরূপ কোন রক্তমাংসের সম্বন্ধ নাই। মানুষ সৃষ্টি করিবেন বলিয়াই ভগবান্ পৃথিবী সৃষ্টি করেন, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্ণীত ভাবে ইহাকে রূপান্তরিত ও ইহাতে জীব সৃষ্টি করেন এবং এই ভাবে যখন ইহা সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যবাসের উপযোগী হয়, তখন ইহাতে মনুষ্যের অবতারণা করেন।

সৃষ্টিদা (স্ত্রী) ঋদ্ধিনামক ঔষধি। (রাজনি°)

সৃষ্টিধর (পুং) ১ পুরুষোত্তমরচিত ভাষাবৃত্তির টীকাকার।

সৃষ্টিপত্তন (ক্লী) পঞ্চরাত্রবর্ণিত ইন্দ্রজালভেদ।

সৃষ্টিপ্রদা (স্ত্রী) সৃষ্টিং তদ্ধেতুভূতগর্ভং প্রদদাতীতি সৃষ্টি-প্র-দা-ক। গর্ভদাত্রীক্ষুপ। (রাজনি°)

সৃষ্টিমৎ (ত্রি) সৃষ্টি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সৃষ্টিযুক্ত, সৃষ্টিবিশিষ্ট।

সৄ, হিংসা। ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ সৃণাতি। লিঙ্ সৃণীয়াৎ। লিট্ সসার, সসরতুঃ, সস্রতুঃ। লুঙ্ অসারীৎ। লুট্ সরিতা, সরীতা। ণিচ্ সারয়তি। লুঙ্ অসীসরৎ।

সে, (দেশজ) তিনি, তদ্‌শব্দজ। তদ্ শব্দের প্রথমার একবচনে 'স' হয়, এই স শব্দের অপভ্রংশে সে হইয়াছে।

সেঅবধি (দেশজ) তদবধি, তৎকালপর্য্যন্ত।

সেই (দেশজ) তিনি, সেই, পূর্ব্বে যাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্‌ব্যক্তি।

সেঁউতী (দেশজ) সেচনীশব্দজ। নৌকার জল সেচিবার জন্য কাঠের, বাঁশের, বেতের বা লৌহাদিনির্ম্মিত পাত্র। কাষ্ঠের ছিদ্র দিয়া নৌকার মধ্যে যে জল উঠে, সেই জল ফেলিয়া দিবার জন্য কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত যে পাত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাকে চলিত ভাষায় সেউতী বা কেটকো কহে।

"কাঠের সেঁউতী মোর হইল অষ্টাপদ।" (অন্নদাম°)

২ পুষ্পবিশেষ, সেঁউতী ফুল।

সেঁওড়া (দেশজ) শাখোটবৃক্ষ। [শাখোট দেখ।]

সেঁওলা (দেশজ) পুষ্করিণী প্রভৃতিতে জাত উদ্ভিদ্ পদার্থবিশেষ। যে সকল পুষ্করিণী পুরাতন বা খারাপ হইয়াছে, তাহাতেই ইহা জন্মে। ক্ষুদে সেঁওলা, টোকা সেঁওলা, কাটা সেঁওলা ইত্যাদি অনেক প্রকার সেঁওলা দেখিতে পাওয়া যায়।

সেঁকটন্ (দেশজ) মুখনাসিকাদির বিকৃত করণ, সেঁট্কান।

সেঁকট্বেকট (দেশজ) মুখনাসিকাদির বিকৃত করণ।

সেঁতান (দেশজ) আর্দ্র, ভিজা, যে সকল স্থল সর্ব্বদা সিক্তের ন্যায় অর্থাৎ সর্ব্বদা ভিজান থাকে। যে স্থান উত্তমরূপে শুষ্ক হয় না, সে স্থানকে সেঁতান কহে।

সেক, গতি। ভাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ সেকতে। লোট্ সেকতাং। লিট্ সিসেকে। লুট্ সেকিতা। লুঙ্ অসেকিষ্ট।

সেক (পুং) সিচ-ঘঞ্। সেচন, জলপ্রক্ষেপ, ভিজান, জল দিয়া কোন দ্রব্য ভিজাইয়া দিলে তাহাকে সেক কহে।

"সেকান্তে মুনিকন্যাভিস্তৎক্ষণোজ্ঝিতবৃক্ষকং।" (রঘু ১।৫১)

২ বৈদ্যকোক্ত স্নেহাদি দ্বারা নেত্রপরিষেক, নেত্রে তৈলাদি সেচন। বৈদ্যকে সেকবিধি স্থলে ইহার বিশেষবিধি লিখিত আছে—

"সেকস্তু সূক্ষ্মধারাভিঃ সর্ব্বস্মিন্নয়নে হিতঃ।
মীলিতাক্ষস্য মর্ত্ত্যস্য প্রদেয়শ্চতুরঙ্গুলঃ॥
স চাপি স্নেহনো বাতে পিত্তে রক্তে চ রোপণঃ।
লেখনস্তু কফে কার্য্যস্তস্য মাত্রাভিধীয়তে॥
ষড়্ভিবাচাং শতৈঃ স্নেহে চতুর্ভিশ্চৈব রোপণে।
ত্রিভিস্ত্বাভলেখনে কার্য্যঃ সেকো নেত্রপ্রসাদনে॥
সেকস্তু দিবসে কার্য্যো রাত্রৌ চাত্যন্তিকে গদে।
এরণ্ডপত্রমূলত্বক্পক্বমাজ্যং পয়োহিতং।
সুখোষ্ণং নেত্রয়োরন্তঃসিক্তং বাতাভিনাশনং॥" (ভাবপ্র°)

নিমীলিতাক্ষ ব্যক্তির নেত্রোপরি চারি অঙ্গুল ব্যাপিয়া সূক্ষ্ম ধারায় সেক প্রদান করিলে হিতজনক হয়। বাতজন্য নেত্ররোগে স্নেহনসেক, পিত্ত বা রক্ত জন্য নেত্ররোগে রোপণসেক, কফজ রোগে লেখনসেক প্রদান করিবে। ছয়শত মাত্রা কাল স্নেহনসেক, চারি শত মাত্রা কাল রোপণসেক এবং তিন শত মাত্রা কাল লেখনসেক প্রদান করিতে হয়। নিমেষ বা উন্মেষ করিতে বা অঙ্গুলিছোটিকা অর্থাৎ তুড়ি দিতে অথবা একটি গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে এক মাত্রা কাল কহে। এই সেক প্রদান দিবাতেই কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থলে পীড়া অতি কঠিন ও অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হয়, সেই স্থলে রাত্রিকালেও সেক প্রদান করা যাইতে পারে। এরণ্ডবৃক্ষের পত্র, মূল ও ছাল পিষিয়া তদ্দ্বারা ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে নেত্রে সেক প্রদান করিলে বাতজন্য নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র° সেকবিধি)

বৈদ্যকমতে লিখিত আছে যে, স্নেহ পদার্থ শরীরে মর্দ্দন করাকে সেক কহে। যেমন বৃক্ষে জল সেচন করিলে বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শরীরে স্নেহ দ্রব্য সেক করিলে শরীরস্থ ধাতুর বৃদ্ধি হয়। সেক শ্রমনাশক, বায়ু হৃদ্ভগ্ন ও সন্ধিপ্রসাধক, ক্ষত, অগ্নিদগ্ধ, অভিহত ও ঘর্ষণজনিত ব্রণের বেদনানাশক।

"সেকঃ শ্রমঘ্নোঽনিলহৃদ্ভগ্নসন্ধিপ্রসাধকঃ।
ক্ষতাগ্নিদগ্ধাভিহতবিঘৃষ্টানাং রুজাপহঃ॥
জলসিক্তস্য বর্দ্ধন্তে যথা মূলেঽঙ্কুরাস্তরোঃ।
তথা ধাতুবিবৃদ্ধির্হি স্নেহসিক্তস্য জায়তে॥" (সুশ্রুত° ৩।২৪অ°)

সেকন্দর (পারসী) আলেকসন্দর শব্দের পারসী রূপ।

[সিকন্দর দেখ।]

সেকপাত্র (ক্লী) সেকায় পাত্রং। জলসেচনাধার, যে পত্র দ্বারা জলসেক করা হয়, চলিত সেঁউতী, পর্য্যায়—সেচন। (অমর)

সেকভাজন (ক্লী) সেকায় ভাজনং। সেকপাত্র। (মেদিনী)

সেকরা (দেশজ) জাতিবিশেষ, স্বর্ণকার, যাহারা সোণারূপার গহনা নির্ম্মাণ করে, তাহাদিগকে সেকরা কহে।

সেকিম (ক্লী) সেকেন নিবৃত্তমিতি সেক (ভাবপ্রত্যয়ান্তাদিমপ্ বক্তব্যঃ। পা ৪।৪।২০) ইত্যুক্তবার্ত্তিকোক্ত্যা ইমপ্। ১ মূলকমূল। (হেম) (ত্রি) সেকনিবৃত্ত।

সেক্তৃ (পুং) সিঞ্চতি রেতঃ সিচ্-তৃচ্। ১ সেক্তা। (হেম) (ত্রি) ২ সেচনকর্ত্তা, সেককর্ত্তা। (ঋক্ ৩।৩২।১৫)

সেক্তব্য (ত্রি) সিচ্-তব্য। সেচনীয়, সেকের উপযুক্ত।

সেক্ত্র (ক্লী) সিচ্যতানেনেতি সিচ (দাম্নীশসযুযুজেতি। পা ৩।২।১৮২) ইতি করণে ষ্ট্রন্। সেকপাত্র, সেকভাজন। (সি° কৌ°)

সেখ (আরবী) ১ বৃদ্ধ ব্যক্তি। ২ প্রধান ব্যক্তি। ৩ মহম্মদীয় পুরোহিত। ৪ মুসলমানশ্রেণীবিশেষ।

সেখান (দেশজ) সেই স্থান, তথায়, যে স্থান পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তদুক্ত স্থান।

সেগুড়ী (স্ত্রী) ক্ষুদ্র ক্ষুপবিশেষ। গুণ—কটু, উষ্ণ, পৃষ্ঠশূল, গুল্ম ও বাতশূলনাশক এবং দেহদার্ঢ্যকর। (বৈদ্যকনি°)

সেগুণ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। গৃহনির্ম্মাণ-কর্ম্মে সাল ও সেগুণ বৃক্ষই উৎকৃষ্ট।

সেঙ্গর (পুং) শৃঙ্গিবর রাজবংশ। ইহারা ঋষ্যশৃঙ্গের বংশ বলিয়া পরিচিত। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে রচিত নীলকণ্ঠের 'ভগবন্তভাস্কর বা স্মৃতিভাস্কর' নামক নিবন্ধে এই বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। ভরেহনামক স্থানে এই বংশ রাজত্ব করিতেন।

সেচক (পুং) সিঞ্চতীতি সিচ্-ণ্বুল্। ১ মেঘ। (ত্রি) ২ সেককর্ত্তা, যিনি সেচন করেন। (মেদিনী)

সেচন (ক্লী) সিচ করণে ল্যুট্। ১ ক্ষরণ। ২ সেক।

"ভুক্তা চাচামতাং যচ্চ জলং যচ্চাঙ্ঘ্রিসেচনে।
ব্রাহ্মণানাং তথৈবান্যে তেন তৃপ্তিং প্রযান্তি বৈ॥"

(মার্ক° পু° ৩১।১৩)

৩ নৌকার সেকভাজন। (মেদিনী) ৪ অভিষেক।

"তদ্দশাংশেন হবনং তর্পণং তদ্দশাংশতঃ।

সেচনং তদ্দশাংশেন তদ্দশাংশেন সুন্দরি॥" (মহানির্ব্বাণ ২।১১৫)

সেচনক (ক্লী) সেচন স্বার্থে কন্। সেচনশব্দার্থ।

সেচনঘট (পুং) যে ঘট দ্বারা জল সেচন করা হয়।

সেজ (দেশজ) ১ শয্যা। ২ বাতিদান।

সেট (পুং) পরিমাণবিশেষ। (বীজগণিত)

সেটু (পুং) ফলভেদ, চলিত তরমুজ, পর্য্যায়—চেলান, চিত্রফল, সুখাশ, রাজতেমিষ, লতাপনস, নাটাম্র। (ত্রিকা°)

সেতখানা (পারসী) পাইখানা, যে গৃহে মলমূত্র ত্যাগ করা হয়।

সেতার (পারসী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। পূর্ব্বে সংস্কৃতে ইহা ত্রিতন্ত্রী নামে খ্যাত ছিল, পরে মুসলমানরাজগণের সময়ে এই বাদ্যযন্ত্র বিশেষ আদৃত হওয়ায় আমীর খসরু সংস্কৃত নামের সহিত ঐক্য রাখিয়া ত্রিতন্ত্রী সেতার এই আখ্যা প্রদান করেন। পারসী ভাষায় 'সে' শব্দের অর্থ তিন তন্ত্র অর্থাৎ তারা। ইহা এক শ্রেষ্ঠ বাদ্যযন্ত্র।

সেতিকর্ত্তব্যতাক (ত্রি) ইতিকর্ত্তব্যতার সহিত বর্ত্তমান।

সেতিকা (স্ত্রী) অযোধ্যা। (ভূতশুদ্ধিতন্ত্র)

সেতু (পুং) সিনোতি বধ্নাতি জলমিতি সিঞ্ বন্ধনে (সিতনি-গমিমসীতি। উণ্ ১।৭০) ইতি তুন্। জলবন্ধ, ক্ষেত্রাদির আলি, পর্য্যায়—আলী, পুরণ, পিণ্ডল, পঙ্কার, জঙ্গাল সঙ্কর, পিণ্ডিল, ধরণ। (ত্রিকা°) চলিত জাঙ্গল, ভেড়ী, পুল, সাঁকো। জলাদির জন্য যে সকল স্থান দুর্গম, তাহাতে গমনাগমনের জন্য কাষ্ঠ, বংশ বা ইষ্টকাদি দ্বারা যে সাঁকো নির্ম্মাণ করা হয়, তাহাকে সেতু কহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যিনি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেন তাঁহার ইন্দ্রলোকে এবং যিনি ইষ্টকসেতু নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার স্বর্গলোকে বাস হয়। সেতু নির্ম্মাণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

"সেতুপ্রদানাদিন্দ্রস্য লোকমাপ্নোতি মানবঃ।

প্রপাপ্রদানাদ্বরুণলোকমাপ্নোত্যসংশয়ং॥

সংক্রমাণাস্ত যঃ কর্ত্তা স স্বর্গং ভরতে নরঃ।

স্বর্গলোকে চ নিবসেদিষ্টকাসেতুকৃৎ সদা॥" (মঠাদিপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

২ বরুণবৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ প্রণব, ওঙ্কার। (তন্ত্রসার)

"মন্ত্রাণাং প্রণবঃ সেতুস্তৎসেতুঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ।

স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতে॥" (কালিকাপু° ৫৫অ°)

৪ মর্য্যাদা।

সেতুক (পুং) সেতুরেব স্বার্থে কন্। ১ বরুণবৃক্ষ। ২ সেতুশব্দার্থ।

সেতুকর (পুং) সেতুনির্ম্মাতা, যিনি সেতু নির্ম্মাণ করেন।

সেতুকর্ম্মন্ (ক্লী) সেতুনির্ম্মাণরূপ কর্ম্ম, সেতুপ্রস্তুতকরণ।

সেতুখণ্ড (পুং) পদ্মপুরাণের অন্তর্গত একটী প্রকরণবিশেষ, পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ড, সেতুখণ্ড প্রভৃতি কএকটী প্রকরণ আছে।

সেতুপতি, মান্দ্রাজপ্রদেশে মদুরা জেলাস্থ রামনাদের রাজবংশ। ইঁহারা সুপ্রাচীন মড়ববংশ হইতে উদ্ভূত, এবং কুড়ম্বদিগের আগমনের ও তৎকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাগর-সমীপস্থ সমস্ত দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইঁহাদিগের ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে ইঁহারা প্রবল প্রতাপে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিতে ছিলেন, সে সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বড় মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের কিছু পূর্ব্বে যে ইঁহাদিগের অবস্থা বড় হীন হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাও একপ্রকার স্থির। এই সময় হইতেই রামনাদের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়, এবং যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেতুপতিবংশীয় কোন রাজাই বিদ্যমান ছিলেন না। এই সময় রামনাদ ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল; চাসবাস ছিল না। দস্যুদের উপদ্রবে রাস্তাঘাট ও জনমানবশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, গ্রামে গ্রামে এক এক জন করিয়া স্বাধীন ও যথেচ্ছাচারী রাজা রাজ-শক্তির অপব্যবহার করিতেছিলেন। কেবল তাহাই নহে, ইঁহারা রামেশ্বর-তীর্থগামী যাত্রীদিগের উপর রীতিমত দস্যুতাই করিতেন। এই সময়ে মুত্তু কৃষ্ণপ্প মদুরার সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তীর্থযাত্রিগণ রামনাদের গ্রাম্যরাজাদিগের উপর একজন শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিবার জন্য ইঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন দস্যুপ্রকৃতি রাজগণ তাঁহাকে ন্যায্য রাজকর হইতেও বঞ্চিত রাখিতেছিলেন। অবশেষে উত্যক্ত হইয়া তিনি রামনাদে প্রাচীন মড়ববংশীয় এক ব্যক্তিকে সেতুপতি বা রামেশ্বরতীর্থের রক্ষক নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিলেন। তদনুসারে ১৩০৪ খৃঃ অব্দে সর্ব্বশেষ সেতুপতির পৌত্র সদায়ক তেবরকে রামনাদের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রামনাদ সহরের দশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত পোগালুর নামক স্থানে ইঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অভিষেকের পর সদায়ককে ৭২ জন পোলিগরের সর্দ্দার বলিয়াও ঘোষণা করা হয়। এই সময় হইতেই সেতুপতিদিগের যা কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়।

১৮৭৩ খৃঃ অব্দে রামনাদরাজ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে আসে। ১৭০৪ খৃঃ অব্দ হইতে এই বৎসর পর্য্যন্ত ২৩ জন সেতুপতির নাম পাওয়া যায়। যথা—

১। ষড়য়ক তেবর উড়েয়ন সেতুপতি (১৬০৪-১৬২১) ইনি বেশ বুদ্ধিমান্ ও প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। রামনাদ অঞ্চলের যে অরাজকতানিবারণের জন্য কৃষ্ণপ্প ইঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন, ইনি তাহা একেবারেই নির্ম্মূল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দস্যুতস্করের উৎপাত নিবারিত হওয়াতে আবার কৃষিকার্য্যের দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দেশের সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজ করিতে থাকে। দুর্গ ও প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া রামনাদও পোগলুর নগর দুইটিকে সুরক্ষিত করা হয়। বড়কু বটুগৈ, কালৈয়ার-কোবিল এবং পট্টমঙ্গলম্ এই কয়টি প্রধান গ্রামও তিনি আপনার রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। এই ভাবে সপ্তদশ বৎসর রাজ্য করিবার পরে ১৬২১ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

২। কুত্তন সেতুপতি (১৬২১-১৬৩৫) ষড়য়কের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র কুত্তন রামনাদের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পিতার সুশাসনের এবং শান্তিশৃঙ্খলাস্থাপনের গুণে ইনি বেশ নির্ব্বিবাদে চতুর্দ্দশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬৩৫ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সাঙ্গ করেন। ইঁহার সময়ে দেশের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইঁহার কোন পুত্র সন্তান না থাকাতে সহোদর ষড়য়ক তেবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহাদিগের এক ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম গঙ্গৈ নাচ্চিয়ার।

৩। ষড়য়ক তেবর ওরফে দলবাই সেতুপতি (১৬৩৫-১৬৪৫ খৃঃ অব্দ)—ইঁহার রাজত্বের প্রথম তিন বৎসরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসর যখন তিনি পোষ্য পুত্র (ভগিনীপুত্র) রঘুনাথ তেবরকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহার পিতার জারজ পুত্র কালৈয়ার কোবিলের শাসনকর্ত্তা তম্বি তেবর বিশেষরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং মদুরাধিপতিও ইঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়া ইঁহাকে 'তম্বি সেতুপতি' এই উপাধি দান ও রামনাদরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য করিলেন। যুদ্ধে রামনাদ মদুরাসৈন্যের পদদলিত হইল এবং দলবাই সেতুপতি পাম্বন্‌নামক স্থানে পলায়ন করিলেন। এখানেও আবার যুদ্ধ সংঘটিত হইল এবং পরাজিত হইয়া দলবাই শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন ও মদুরায় আনীত হইয়া একটি অন্ধকার গৃহে কারারুদ্ধ অবস্থায় রহিলেন।

৩-১। এই ভাবে তম্বি রামনাদের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, কিন্তু অচিরেই দলবাইর ভাগিনেয়দ্বয় রঘুনাথ এবং নারায়ণ তেবর তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া তিনি মদুরায় পলায়ন করিলেন। তিরুমলয় নায়ক তখন এখানকার সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া তিনি দলবাই সেতুপতিকে কারামুক্ত করিয়া পুনরায় রামনাদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১৬৪০ খৃঃ অব্দ হইতে দেশে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হইল। ইহার পরে ৪।৫ বৎসর শান্তিতে রাজত্ব করিবার পরে দলবাই ১৬৪৫ খৃঃঅব্দে তম্বি তেবরের হস্তে নিহত হন। তখন আবার রামনাদে গোলমাল ও অরাজকতা চলিতে লাগিল। প্রধান প্রধান মবরসর্দ্দারগণ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া তদানীন্তন মদুরারাজ তিরুমলয় নায়ক ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে রামনাদ রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। রঘুনাথ তেবর রামনাদের সেতুপতিদিগের সিংহাসন লাভ করিলেন। তাঁহার সহোদর তনক তেবর এবং নারায়ণ তেবর একত্র তিরুবাড়ানই‌নামক স্থানে স্থাপিত হইলেন, আর শিবগঙ্গৈনামক অংশ তম্বি তেবরকে প্রদান করা হইল।

৪। রঘুনাথ ওরফে, তিরুমলয় সেতুপতি (১৬৪৫-১৬৭০খৃঃ অব্দ)। রাজ্যবিস্তারের চেষ্টার জন্যই ইঁহার রাজত্বকাল সমধিক প্রসিদ্ধ। তনকতেবর এবং তম্বি তেবরের অকালমৃত্যুর ফলে বিভক্ত অংশ দুইটি শীঘ্রই আবার ইঁহার হস্তগত হয়। তম্বি তেবরের জীবিত অবস্থায় ইঁহার সঙ্গে একযোগ হইয়া সেতুপতি সম্মুখ সংগ্রামে তঞ্জোরসৈন্য পরাজিত এবং পট্টুকোট্টই, দেবকোট্টই, অরুণডাঙ্গী ও তিরুবলুর এই কয়টি নগর অধিকার করেন।

ইঁহার শাসনসময়ে মহিসুরের রাজা মদুরা আক্রমণ করেন। তখন মদুরারাজের অনুরোধে রঘুনাথ সসৈন্যে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যাত্রা ও দুইটি তুমুল যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করেন। কৃতজ্ঞ মদুরাধিপতি এই কাজের জন্য সেতুপতিকে তিরুপ্পুবনম, তিরুচুলই ও পল্লিমড়ই নামক তিনটি গ্রাম পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন। এই ভাবে রঘুনাথ ক্রমে ক্রমে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। রামনাদে যে নবরাত্রি উৎসব দেখিতে পাওয়া যায়, ইনিই তাহার প্রবর্ত্তক। এই ভাবে রাজ্য বিস্তার এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া তিনি ১৬৭০ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

৫। সূর্য্যতেবর (১৬৭০ খৃঃ অব্দ)। রঘুনাথের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সূর্য্যতেবর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তঞ্জোরের নায়কদিগের সঙ্গে মদুরার দলবাইদিগের যে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই যুদ্ধে তিনি এমন কোন কার্য্য করিয়াছিলেন যে, ক্রোধান্ধ হইয়া মদুরারাজ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া ত্রিচীনপল্লীতে বন্দী করিয়া রাখেন এবং অবশেষে গুপ্তভাবে তাহার প্রাণ সংহার করেন। ইনি অল্প কয়েক দিন মাত্র রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। সূর্য্যতেবরের কোনই উত্তরাধিকারী

জীবিত ছিল না। কাজেই রামনাদগদির অধিকারী নির্ব্বাচন করিবার ভার প্রধান প্রধান মরবসর্দ্দারগণের উপর পতিত হইল। তাহারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়াতে অনেক দিন পর্য্যন্ত সিংহাসন শূন্যই রহিল। এই সময়ে প্রথমে অত্তন ও তৎপরে চন্দ্রপ্পষের্ব্বৈকারণ রাজপ্রতিনিধির মত কার্য্য করিতে ছিলেন। অবশেষে ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে সূর্য্যতেবরের জারজপুত্র রঘুনাথতেবর কিলবন্‌কে সেতুপতি করা হইল।

৬। রঘুনাথ তেবর কিলবন্ সেতুপতি (১৬৭৩-১৭০৮) সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই রঘুনাথ যে দুই ব্যক্তির সহায়তায় রাজপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাদিগকে হত্যা করিলেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপরও অশেষ অত্যাচারের অনুষ্ঠান করা হইল। তাঁহার আদেশে খৃষ্টান মিশনারী জন্‌ডি ব্রিটোকে ভয়ানক নিষ্ঠুর ভাবে বিনাশ করা হইয়াছিল। ইনি কল্ল-বংশীয় রঘুনাথের ভগিনী কট্টারিকে বিবাহ করেন এবং শ্যালককে পুদুকোট্টইর তোণ্ডমান্ নিযুক্ত করেন।

রামনাদের সেতুপতিদিগের রাজধানী এত দিন পর্য্যন্ত পোগালুরেই ছিল। রঘুনাথ সেই রাজধানী রামনাদে স্থানান্তরিত করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ও রামনাদই এখানকার রাজধানী। নিষ্ঠুর হইলেও রঘুনাথ একজন বীরপুরুষ ছিলেন, রস্তম খাঁয়ের অত্যাচার হইতে তিনি মদুরার নায়ককে নিষ্কৃতি প্রদান করেন এবং তঞ্জোররাজের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আম্বুরি নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য করেন।

তাঁহার রাজত্বসময়ে ষড়যন্ত্র করা যেন একটা প্রথার মধ্যে দাড়াইয়াছিল। প্রায় নিয়তই যুদ্ধ, বিদ্রোহ এবং আনুষঙ্গিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা লাগিয়াই ছিল। ১৭০০ খৃঃ অব্দে তঞ্জোরের সঙ্গে একটা যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ১৭০২ খৃঃ অব্দে মদুরা হইতে একদল ও তঞ্জোর হইতে একদল সৈন্য আসিয়া এক যোগে সেতুপতিকে আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হইয়া অচিরেই তাহাদিগকে পলায়ন করিতে হয়। ১৭০৮ খৃঃ অব্দে রঘুনাথ সেতুপতি পরলোক গমন করেন; তাঁহার অনেক স্ত্রী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সহমৃতা হন। তাঁহার মৃত্যুর পর পোষ্য পুত্র (কদম্ব তেমরের পুত্র) তিরুবুড়ইয়া তেবর ওরফে বিজয় রঘুনাথ তেবর, সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে (১৭০৯ খৃঃ) তঞ্জোররাজের সহিত আর একটি যুদ্ধ ঘটে, ইহাতেও সেতুপতিই জয়লাভ করেন। কিন্তু এই বৎসর এখানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন হওয়ায় বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অধিবাসিগণের প্রভূত সম্পত্তি বিনষ্ট হয়।

৭। বিজয় রঘুনাথ তেবর (১৭০৯-১৭২৩)। পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া তঞ্জোররাজের বিদ্বেষবহ্নি ক্রমেই অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল, ইহার শাসনসময়ে পুদুকোট্টইর রাজার সাহায্য পাইয়া তিনি আবার আসিয়া সেতুপতিকে আক্রমণ করিলেন। অরুণডাঙ্গি নামক স্থানে উভয় পক্ষে সাক্ষাৎ হয়। এখানে কয়েকটি খণ্ড ও অনিশ্চিত যুদ্ধের পর সেতুপতির শিবিরে একটা মহামারী আরম্ভ হয়। তাঁহার অনেকগুলি স্ত্রী ও পুত্র ইহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশেষে তিনি নিজেও ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া রামনাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু এখানে আসিয়া কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি রঘুনাথ কিলবন্ সেতুপতির ভ্রাতা তাণ্ডব তেবরের পৌত্র তাণ্ডর তেবরকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

৮। তাণ্ডর তেবর (১৭২৩-২৪)। ইহার সিংহাসনে আরোহণ সম্বন্ধে কিলবন্ সেতুপতির জারজ পুত্র ভবানীশঙ্কর তেবর বিশেষ বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। রাজ্যের কতক অংশ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ভবানীশঙ্কর তঞ্জোররাজের সহায়তা লাভ করেন এবং তাণ্ডর তেবরের সিংহাসনে আরোহণ করিবার চারিমাস মধ্যেই যাইয়া সমবেত হইয়া রামনাদ আক্রমণ করেন। পুদুকোট্টইর তোণ্ডমান এবং মদুরারাজও সেতুপতির সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদিগের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। রামনাদ শত্রুর হস্তে বন্দী হইলেন। ইহার পরে তাণ্ডরকে নিহত করিয়া ভবানীশঙ্কর আপনাকে সেতুপতি বলিয়া বিঘোষিত করিলেন।

৯। ভবানীশঙ্কর সেতুপতি (১৭২৪-২৮)। অধীনস্থ পোলিগারদিগের প্রতি ইনি সদ্ব্যবহার না করায় শীঘ্রই তাহারা ইহার উপর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। শশিবর্ণ পেরিয় উড়েয় তেবর নামক জনৈক পোলিগরকে তিনি তাহার পালেয়ম্ হইতে বঞ্চিত করেন। তখন শশিবর্ণ যাইয়া তঞ্জোরের রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং একটী বিরাট্ ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তঞ্জোরপতির বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। মৃত সেতুপতি তাণ্ডর তেবরের মাতুল ও উত্তরাধিকারী কুত্ত তেবরও এই সময়ে এখানে অবস্থিত করিতেছিলেন। শশিবর্ণ ও কুত্ত উভয়ে মিলিয়া তঞ্জোররাজের নিকট হইতে প্রকাণ্ড একদল সৈন্য চাহিয়া লইলেন। উরৈয়ুর নামক স্থানে সেতুপতির সঙ্গে ইহাদের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ভবানীশঙ্কর পরাজিত ও বন্দী হন। ইহার পরে কুত্তত্তেবর আপনাকে সেতুপতি বলিয়া ঘোষণা করেন।

১০। কুত্তত্তেবর, ওরফে কুমার মুত্তু বিজয় রঘুনাথ সেতুপতি (১৭২৮-১৭৩৩)। যুদ্ধের পূর্ব্বে শশিবর্ণের সঙ্গে ও তঞ্জোররাজের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তদনুসারে তঞ্জোররাজ

পাম্বগর নদীর উত্তরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। রামনাদরাজ্যের বাকী অংশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই অংশ রাজা মুত্তুবিজয় রঘুনাথ পেরিয় উদয়ৈকে প্রদান করা হইল। ইনি শিবগঙ্গৈনামক স্থানে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন, বাকী তিন অংশ পেরিয়বাড়গই, সেতুপতি কুত্তের অধীনে রহিল। এই তিন অংশ লইয়াই বর্ত্তমান রামনাদরাজ্য গঠিত।

১১। মুত্তু কুমার বিজয় রঘুনাথ সেতুপতি (১৭৩৪-১৭৪৭ খৃঃ অব্দ) কুত্তের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র কুমার বিজয় রঘুনাথ সেতুপতির পদ লাভ করেন, ইঁহার রাজত্বের সময় দলবাই সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। পুত্রহীন অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইলে দলবাই কুত্ত তেবরের পিশতুত ভাই রাক্ক তেবরকে রামনাদের সিংহাসন প্রদান করেন।

১২। রাক্ক তেবর সেতুপতি (১৭৪৭-৪৮) ইঁহার রাজত্বকালে তঞ্জোরের রাজা রামনাদ আক্রমণ করেন, দলবাই বেল্লৈয়ন্ শেৰ্ব্বৈকারন্ তঞ্জোররাজকে পরাজিত এবং তিনবেলিজেলার কয়েকটি অবাধ্য পোলিগরকে শাস্তি প্রদান করেন। ইঁহার বিজয়লাভে এবং ক্ষমতাবৃদ্ধিতে ভীত হইয়া সেতুপতি ইঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করেন। ইহাই তাঁহার পতনের কারণ হইল। রাজধানীতে আসিয়াই দলবাই প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। বেগতিক দেখিয়া সেতুপতি পাম্বনে পলায়ন করিলেন। কিন্তু দলবাই যাইয়া তাঁহাকে পরাজিত এবং বন্দী করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দলবাই কিলবনবংশীয় শেল্ল তেবর, ওরফে বিজয় রঘুনাথ তেবরকে সিংহাসন প্রদান করিলেন।

১৩। শেল্ল তেবর, ওরফে বিজয় রঘুনাথ তেবর (১৭৪৮-১৭৬০)। ইনি দ্বাদশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ইঁহার সময়েও তঞ্জোররাজ আর একবার রামনাদ আক্রমণ করেন; কিন্তু এবারেও দলবাই তাঁহাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার ভাগিনেয় বারণ মুত্তু রামলিঙ্গ তেবরকে গদি প্রদান করা হইল।

১৪। মুত্তু রামলিঙ্গ সেতুপতি (১৭৬০-১৭৭২, ১৭৮০-১৭৯৪) শেৰ্ব্বৈকারন্ দলবাই ইঁহার রাজত্বের প্রারম্ভেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার পরে দামোদর পিল্লই দলবাই পদ লাভ করেন। শিশুরাজার প্রতিনিধিস্বরূপ তদীয় জননী মুত্ত তিরুভয়ে নাচ্ছিয়ার রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে আবার তঞ্জোররাজ আসিয়া রামনাদ আক্রমণ করেন, এবারেও দামোদর পিল্লই তাঁহাকে বিশেষরূপে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করেন। ১৭৭৩ খৃঃঅব্দে ত্রিচীনপল্লীর নবাবের পক্ষ হইয়া ইংরাজ-সেনাপতি জোসেফ স্মিথ একদল ইংরাজসৈন্য লইয়া রামনাদ আক্রমণ ও জয় করেন। শিশু সেতুপতি, তাঁহার ভগিনী মঙ্গলীশ্বরী নাচ্ছিয়ার এবং জননী মুত্তু তিরুবাথ নাচ্ছিয়ারকে রামনাদ হইতে ত্রিচীনপল্লীতে লইয়া যাইয়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। ইহার পরে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৭৭৩-১৭৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্য ত্রিচীন পল্লীর নবাবেরই শাসনাধীন ছিল। এই সময়ে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দ্দার সেতুপতিদিগের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা রামনাদ অধিকার এবং নবাবের কর্ম্মচারীদিগকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করেন, ইহাতে ভীত হইয়া নবাব সেতুপতিকে মুক্তি প্রদান এবং একদল সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে রামনাদে প্রেরণ করেন, ইহাতে সহজেই অভিপ্রেত ফল ফলিল। সর্দ্দারগণ পরাজিত এবং দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইল। এই ভাবে আবার সেতুপতি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং চতুর্দ্দশ বৎসর কাল অর্থাৎ ১৭৯৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। এই সময় তাঁহার কার্য্যকলাপ বড়ই সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইতে থাকে, অবশেষে ভগিনী মঙ্গলীশ্বরী নাচ্ছিয়ারের চক্রান্তে সেতুপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ত্রিচীনপল্লীতে লইয়া গিয়া বন্দী করিয়া রাখা হয়।

এই সময়ে ইংরাজগণ প্রকৃতপক্ষে কর্ণাটক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া পড়েন এবং সেতুপতিকে বন্দিরূপে মান্দ্রাজে প্রেরণ করেন। রামনাদরাজ্যও তাঁহাদিগের শাসনভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। এই বন্দোবস্ত অনুসারে ১৮০২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজকার্য্য চলিতে থাকে। পর বৎসরে ইংরাজসরকার রাণী মঙ্গলীশ্বরী নাচ্ছিয়ারকে সিংহাসন প্রদান করেন।

১৫। মঙ্গলীশ্বরী নাচ্ছিয়ার (১৮০৩-১৮১২)।—১৮০৩ খৃঃ অব্দে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তদনুসারে রাণী সেতুপতি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ইংরাজসরকারে প্রতিবর্ষে ৩২৪৩৮৭-১-২ টাকা পেষকাস্ প্রদান করিতে সম্মত হন। মঙ্গলীশ্বরী ১০ বৎসর রাজত্ব করেন। বন্দোবস্তের নামানুসারে তাঁহাকে 'ইস্তিমরাড়ি জমিন্দ্রাণী' বলা হইত। তিনি অনেক সৎকার্য্য ও জমি দান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পোষ্যপুত্র অন্নস্বামী সেতুপতি, ওরফে মুত্তবিজয় রঘুনাথ সেতুপতি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৬। অন্নস্বামী সেতুপতি (১৮১২-১৮১৫)।—মঙ্গলীশ্বরীর মৃত্যুসময়ে ইনি নাবালক ছিলেন বলিয়া প্রপ্রানী ত্যাগরাজপিল্লই ইঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। ইঁহাকে পোষ্য গ্রহণ করা আইন-সঙ্গত হয় নাই বলিয়া মুত্ত রামলিঙ্গ সেতুপতির কন্যা শিবকামী নাচ্ছিয়ার রাণী সেতুপতি হইবার জন্য কোম্পানীর আদালতে অভিযোগ উত্থা-

পিত করেন। এই মোকদ্দমায় তাঁহার জয়লাভ হয় এবং ১৮১৫ খৃঃ অব্দে তিনি রাণী সেতুপতি বলিয়া বিঘোষিতা হন।

১৭। শিবকামী নাচ্ছিয়ার (১৮১৫-১৮২৯)। এক বৎসর রাজত্ব করিতে না করিতেই ইনি অনেক পেষকাস্ বাকী ফেলেন, কাজেই ইঁহার পক্ষ হইয়া সদর আদলত চতুর্দ্দশ বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ইতি মধ্যে অন্নস্বামী সেতুপতি আপনার অধিকার ফিরিয়া পাইবার জন্য আদালতে আপীল করিয়া রাজ্যলাভ করেন। কিন্তু বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এবং কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁহার পত্নী মুত্তু বীরায়ি নাচ্ছিয়ার সিংহাসনের অধিকারিণী বলিয়া প্রতিপন্ন হন। কিন্তু তিনি নিজে রাজ্যশাসন করিতে ইচ্ছা না করিয়া পোষ্যপুত্র রামস্বামী তেবরকে সিংহাসন প্রদান করেন।

১৮। রামস্বামী তেবর, ওরফে বিজয় রঘুনাথ রামস্বামী সেতুপতি (১৮২৯) সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁহার শিশু কন্যা মঙ্গলীশ্বরী নাচ্ছিয়ার রামনাদের তক্তে অধিরোহণ করেন।

১৯। মঙ্গলীশ্বরী নাচ্ছিয়ার (১৮২৯-১৮৩৮)—ইঁহার পক্ষ হইয়া ইঁহার পিতামহী মুত্তু বীরায়ি নাচ্ছিয়ার এবং মত্তু শেল্ল-তেবর রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। কিন্তু শৈশবেই ইঁহার মৃত্যু হয় এবং শিশু ভগিনী দোরইরাজ নাচ্ছিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

২০। দোরইরাজ নাচ্ছিয়ার (১৮৩৮-১৮৪৫)—ইঁহার প্রথম সময়ে মুত্তু শেল্ল রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ কর্ম্ম করিতেছিলেন; কিন্তু ইঁহার শাসননীতি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মনঃপূত না হওয়াতে জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন করা হয়। দোরইরাজ ১৮৪৪ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার মৃত্যুর পরেও কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ই এই রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। অবশেষে রামস্বামী সেতুপতির বিধবা পত্নী পর্ব্বতবর্দ্ধিনী নাচ্ছিয়ারকে রাণী সেতুপতি বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

২১। পর্ব্বতবর্দ্ধিনী নাচ্ছিয়ার (১৮৪৫-১৮৬৮)। ইনি প্রকৃত পক্ষে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে শাসনভার গ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে অনেক গুলি মামলামোকদ্দমার জন্য জমিদারী ঋণভারে বিশেষ প্রপীড়িত হইয়া পড়ে। পেষকাস্ও বাকী পড়িয়া যায়। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয় এবং পোষ্যপুত্র মুত্তু রামলিঙ্গ সেতুপতি গদিতে আরোহণ করেন।

২২। মুত্ত রামলিঙ্গ সেতুপতি (১৮৬৮-১৮৭৩)। জমিদারী পাইয়াই ইনি দেখিতে পাইলেন যে, ইহা দেনায় একেবারে ডুবিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দেনা পরিশোধের কোন উপায়ই নাই। তখন ইংরাজসরকার তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন এবং জমিদারী একজন স্পেশিয়াল আসিষ্টাণ্ট্ কলেক্টরের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইল। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে ভাস্কর সেতুপতি এবং দিনকর স্বামী তেবর নামক দুইটি নাবালক পুত্র রাখিয়া রামলিঙ্গ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৩। ভাস্কর সেতুপতি (১৮৭৩ খৃঃ অব্দে) উত্তরাধিকার লাভ করেন। ইনি নাবালক ছিলেন বলিয়া জমিদারী কোর্ট অবওয়ার্ডসের অধীনে যায়। পরে সাবালক হইয়া ইনি স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইনিই বর্ত্তমান সেতুপতি।

সেতুপ্রদ (পুং) কৃষ্ণের নামান্তর। (পঞ্চত°)

সেতুবন্ধ (পুং) সেতোর্বন্ধঃ। লঙ্কাগমনার্থ শ্রীরামকৃত সমুদ্র-বন্ধন সেতু। রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করিয়া লঙ্কায় গমন করেন। রামায়ণে রামচন্দ্রের সেতু বন্ধনের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—রামচন্দ্র যখন জানিতে পারিলেন, সীতাদেবী রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া লঙ্কায় অতি ক্লেশে অবস্থিতি করিতেছেন। লঙ্কা সমুদ্রের পর পারে, সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে না পারিলে লঙ্কায় যাইবার আর কোন উপায় নাই। তখন তিনি সুগ্রীবের উপদেশানুসারে সমুদ্রের উপবিভাগে সেতু বন্ধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুগ্রীব নলের উপর এই সেতু নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করিলেন। নল বানরগণের সাহায্যে কাষ্ঠ ও প্রস্তর দ্বারা এই সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

নল প্রথম দিনে সেতুর চতুর্দ্দশ যোজন এবং দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে এক বিংশতি, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি পঞ্চম দিনে ত্রয়োবিংশতি যোজন সেতু নির্ম্মাণ করিয়া লঙ্কানিম্নস্থ বেলাভূমিতে সংযোজিত করিয়া দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা-তনয় বানরশ্রেষ্ঠ নল পিতার ন্যায় নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া সাগরবক্ষে সেতু নির্ম্মাণ করিলেন। এই সেতু শত যোজন দীর্ঘ এবং দশ যোজন বিস্তৃত হইয়া এই সুবিস্তীর্ণ সাগরের সীমন্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। দেবগণ নলের এই অদ্ভুত কর্ম্মে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেতুর সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র উক্ত রূপে সেতু বন্ধন করাইয়া লঙ্কায় গমন এবং যুদ্ধে রাবণকে নিহত করিয়া সীতাকে উদ্ধার করেন। (রামায়ণ লঙ্কাকা°) যেখান হইতে এই সেতু আরম্ভ হয় তাহা সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামে প্রথিত ও হিন্দুদিগের নিকট একটী প্রধান তীর্থ বলিয়া গণ্য।

[রামেশ্বর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২ ক্ষেত্রাদির আলিবন্ধন।

"গতোদকে সেতুবন্ধো যাদৃক্ তাদৃগয়ং তব।
বিলাপো নিষ্ফলো রাজন্ মা শুচো ভরতর্ষভ ॥" (ভারত ৭।৮৪।২)

সেতুবন্ধন (ক্লী) সেতোর্বন্ধনং। সেতুবন্ধ, রামচন্দ্রকৃত সেতু-নির্ম্মাণ।

সেতুবন্ধরামেশ্বর, তীর্থবিশেষ। [রামেশ্বর দেখ।]

সেতুভেত্তৃ (পুং) সেতুভঙ্গকারী।

সেতুভেদ (পুং) সেতুভঙ্গ।

সেতুভেদিন্ (পুং) সেতুং ভিনত্তীতি ভিদ্-ণিনি। দন্তীবৃক্ষ।

সেতুমঙ্গলতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ।

সেতুবৃক্ষ (পুং) সেতুনামকো বৃক্ষঃ। বরুণবৃক্ষ। (রাজনি°)

সেতুশৈল (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। ভাগবতে মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান্, সুবর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব ও মেঘমাল এই সকল সেতুশৈল বলিয়া লিখিত আছে। "মণিকূটো বজ্রকূট ইন্দ্রসেনো জ্যোতিষ্মান্ সুবর্ণো হিরণ্যষ্ঠীবো মেঘমাল ইতি সেতুশৈলাঃ" (ভাগ° ৫।২০।৪)

সেতুষামন্ (ক্লী) সামভেদ।

সেত্র (ক্লী) সীয়তে অনেনেতি ষিঞ্ বন্ধনে (দাম্নীশসযুযুজেতি। পা ৩।২।১৮২) ইতি ষ্ট্রন্। নিগড়, চলিত বেড়ী। (সিদ্ধান্তকৌ°)

সেতৃ (ত্রি) বন্ধক। "সেতৃভিররজ্জুভিঃ সিনীথঃ" (ঋক্ ৭।৮৪।২) 'সেতৃভিঃ বন্ধকৈঃ' (সায়ণ)

সেথা (দেশজ) সেই স্থান, তদুক্ত স্থান।

সেদুক (পুং) রাজভেদ। (ভারত)

সেধ (পুং) সিধ-ঘঞ্। নিষেধ, নিবারণ।
"প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিসেধতঃ।" (ভাগব° ২।১।৭)

সেন (ক্লী) ১ সেনা। ২ দেব। ৩ জীবন।

সেনক (পুং) ১ বৈয়াকরণভেদ। ২ শম্বরের পুত্র।

সেনজিৎ (ত্রি) ১ রাজভেদ। (ভারত) ২ কৃষ্ণের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ৩ বিশ্বজিতের পুত্র। ৪ বৃহৎকর্ম্মার পুত্র। (বিষ্ণুপু°) ৫ কৃশাশ্বের পুত্র। ৬ বিষদের পুত্র। ৭ অপ্সরোবিশেষ। (ত্রি) ৮ সেনাজেতা।

সেনপাহাড়ী, বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়নদের তীরস্থ কেন্দুলী হইতে কিছু দূরে একটী প্রাচীন স্থান [সেনভূম দেখ।]

সেনভূম—বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন পরগণা। অজয়নদের পশ্চিমকূলে ও বীরভূমের প্রধান সদর সিউড়ী হইতে ১৯ মাইল দূরে এই পরগণার আরম্ভ। রেনেল সাহেবকৃত ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের জরিপে এই পরগণা দৈর্ঘ্যে ১২ মাইল ও প্রস্থে ৭ মাইল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বকালে ইহার আয়তন আরও অধিক ছিল। "ধর্ম্মমঙ্গল" আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, এই স্থানেই ইছাই ঘোষের রাজত্ব ছিল। তৎপরে ময়নার রাজপুত্র লাউসেন ইছাই ঘোষকে পরাজয় করিয়া এই স্থান অধিকার করেন, তাঁহার অধিকারকালেই সম্ভবতঃ এই স্থান সেনভূম নামে পরিচিত হয়। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে লাউসেনের অভ্যুদয়, সুতরাং এই সময় হইতে, সেনভূম খ্যাতিলাভ করে। সেনভূমের অন্তর্গত ত্রিষষ্টিগড়ে ইছাই ঘোষের রাজধানী ছিল। সেই স্থান পরে শ্যামরূপাগড় এবং সেনপাহাড়ী নামে খ্যাত হয়। বৈদ্যকুলগ্রন্থে এই সেনপাহাড়ী 'পর্ব্বতখণ্ড' নামে পরিচিত। পঞ্চকোট বা শিখরভূমের রাজগণের প্রাধান্য কালে 'সেনভূম' তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। তৎপরে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে পঞ্চকোটপতি দামোদরশেখর নাথসেনকে তাঁহার সুচিকিৎসায় মুগ্ধ হইয়া এই পরগণা দান করেন। তাঁহা হইতেই তদ্বংশধরগণ সেনভূমের রাজা বলিয়া সম্মানিত। সুপ্রসিদ্ধ ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' নাম্নী বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় উক্ত সেনভূমরাজবংশের এইরূপ বংশপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে—

বিমলসেনের পুত্র পরমেশ্বর, পরমেশ্বর হইতে গুণিপ্রিয় বাসুদেব জন্মে। চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তিনি শিখররাজের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন। শিখররাজ তাঁহাকে সম্মানের সহিত স্থাপিত করেন। বাসুদেবের পুত্র অনন্তসেন। তিনি শস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় বিদ্যায় পণ্ডিত ও রাজপূজিত ছিলেন। সেই অনন্তসেনের পুত্র নাথসেন। ইনি রাজকুমারসংসর্গে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। ইঁহার অস্ত্রবিদ্যাদর্শনে প্রীত হইয়া শিখররাজ হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে নিজ রাজ্যের একাংশ দান করেন। তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত বিহারখণ্ডের অন্তর্গত পাহাড়খণ্ড বা সেনপাহাড়িতে নাথসেন রাজা হইলেন। নাথসেনের পুত্র বিজয়সেন, তিনিও সকল যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া মহারাজ হইয়াছিলেন। রাজা বিজয়সেনের দুই পুত্র, প্রথম চন্দ্রের মত, চন্দ্রসেন, অপর পণ্ডিতের উপমাস্থল বুধসেন। উভয়ে পদ্মদাসবংশীয় উমাপতির কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। নাথসেনের এক কন্যা জন্মে, তিনি পদ্মদাসবংশীয় হেরম্ব দাসকে ঐ কন্যা দান করেন। চন্দ্রসেন চিকিৎসকদিগের সম্মতিতে রাজা হইয়া ছিলেন। তিনি দেবব্রাহ্মণসেবক লক্ষ্মীনারায়ণ নামে খ্যাত। রাজা চন্দ্রসেনের ১৮টি পুত্র হয়, এই ১৮ জনের মধ্যে চন্দ্রখান প্রভৃতি ৮ জনের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। তাঁহারা নিম্ন শ্রেণীর কায়স্থ জাতিতে পরিগণিত হন এবং অপর যাঁহারা ছিলেন উচ্চ শ্রেণির সদ্বৈদ্য ও কুলকার্য্যে তৎপর। সেই সকল সার পুত্রদিগের মধ্যে রাজা কেশব সেন এবং তাঁহার অনুজ নারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। নারায়ণের অনুজ কন্দর্প, কুলানন্দ, ঋষি ও যশসেন, উক্ত ছয় জনই শ্রীখণ্ডের দাসসুতা হইতে জাত। এপক্ষে যে কন্যা জন্মিয়াছিল, সেই কন্যা দ্বিসেন-কুলোদ্ভূত রামসেনকে সম্প্রদান

করা হয়। চন্দ্রসেনের অপর পুত্রগণের নাম গয়িসেন, স্বল্পরাজ, রামসেন, ঠেঙ্গা পঞ্চানন, দৈত্যসেন ও দানসেন এই কয় জন শিখরভূমিবাসী মুক্তিদাসের কন্যা হইতে উৎপন্ন। এই পক্ষে যে কন্যা জন্মে, তাহাকে উদয়ন গুপ্তসুত দোকড়ি গুপ্তকে সম্প্রদান করা হয়। উক্ত স্বল্পরাজ অত্যন্ত দাতা ও ভোক্তা এবং কান্দুখান নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কায়স্থ জাতীয় পুত্রগণের মধ্যে চন্দ্রখান অত্যন্ত প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন, তাঁহার পর বলবান্ এবং অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ অমর সেন তাঁহার অনুজ, তৎপরে গন্ধর্ব্ব সেন ভীপুরীয় ষাঠ গুপ্তের দৌহিত্র। অপর পক্ষে যে কন্যা জন্মে সেই কন্যা তপন-গুপ্তের বধূ। ধর্ম্মসেন ভীপুরীয় তপনগুপ্তের দৌহিত্র।

নেপাল ও চরানন্দ আত্মহিঙ্গুর দৌহিত্র। এই দুহিতা হইতে উৎপন্না কন্যা অশ্বপতিগুপ্তকে দান করা হয়। চন্দ্রসেনের চন্দ্র থানাদি এই অষ্টাদশ পুত্র হয়। ইঁহাদের মধ্যে ৮ জন অসৎ কার্য্য ও কুসঙ্গ পরায়ণ এবং ১০ জন সদনুষ্ঠানকারী ও কুলকার্য্য-তৎপর। এক্ষণে আর সেনভূমরাজবংশের সন্ধান পাওয়া যায় না। এক সময় এই বংশ বৈদ্যসমাজের উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন।

সেনরাজবংশ, বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুরাজবংশ। এই বংশীয়গণ খৃষ্টীয় ১১শ হইতে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। [বঙ্গদেশ ও সুবর্ণগ্রাম শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সেনহট্ট, এক্ষণে সেনহাটী বা সেনাটি নামে প্রসিদ্ধ, খুলনা জেলায় খুলনা সহর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে ভৈরবনদের তীরে অবস্থিত। বঙ্গজ বৈদ্যগণের ইহা একটী প্রধান সমাজ। এখানে ডাকঘর ও উচ্চ বিদ্যালয় আছে।

সেনস্কন্ধ (পুং) শম্বরের পুত্র। (হরিবংশ)

সেনা (স্ত্রী) সিনোতি শক্রমিতি সিঞ্ বন্ধনে (রুবৃজ্‌ষীতি। উণ্ ৩।১০) ইতি ন স চ নিৎ, টাপ্। চতুরঙ্গবল, ফৌজ, পর্য্যায়—ধ্বজিনী, বাহিনী, পৃতনা,অনীকিনী, চমূ, বরূথিনী, বল, সৈন্য, চক্র, অনীক, বাহনা, পৃতনা, গুল্মিনী, বরচক্ষুঃ। (শব্দরত্না°) হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতি বলই সেনাশব্দবাচ্য। ২ চতু-বিংশতিবৃত্তার্হৎমাতৃদিগের মধ্যে তৃতীয়ের মাতা। (হেম)

সেনাকর্ম্মন্ (ক্লী) সেনায়াঃ কর্ম্ম। সেনাদিগের কার্য্য।

সেনাগ্র (ক্লী) সেনয়াঃ অগ্রং। সেনার অগ্রভাগ।

সেনাঙ্গ (ক্লী) সেনায়া অঙ্গং। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমূহ। এই চারিটী সেনাঙ্গনামে অভিহিত।

'হস্ত্যশ্বরথপাদাতং সেনাঙ্গং স্যাচ্চতুষ্টয়ং।' (অমর)

সেনাচর (ত্রি) সেনায়াং চরতীতি চর (ভিক্ষাসেনাদায়েষু। পা ৩।২।১৭) ইতি ট। সৈন্যানুগামী. সেনার সহিত গমনকারী।

"মৃগয়াঙ্করতো রাজ্ঞঃ শান্তনোশ্চ যদৃচ্ছয়া।
কশ্চিৎ সেনাচরোঽরণ্যে মিথুনং তদপশ্যত ॥" (ভারত ১।১৩০।১৪)

সেনাজীব (পুং) সৈন্য, সামন্ত।

সেনাজীবিন্ (পুং) সেনা।

সেনাজূ (ত্রি) সেনাপ্রেরক, যিনি সেনা প্রেরণ করেন।

"জায়াং সেনাজুবা বৃহত্তু রথেন" (ঋক্ ১।১১৬।১)

'সেনাজুবা শক্রসেনয়াঃ প্রেরকেণ' (সায়ণ)

সেনাধিনাথ (পুং) সেনায়া অধিনাথঃ। সেনানায়ক, সেনানী।

সেনাধিপ (পুং) সেনায়াঃ অধিপঃ। সেনাপতি।

সেনাধিপতি (পুং) সেনাদিগের অধিপতি।

সেনাধ্যক্ষ (পুং) সেনায়া অধ্যক্ষঃ। সেনাপতি, সেনাদিগের অধ্যক্ষ।

সেনানী (পুং) সেনাং নয়তীতি নী (সৎসুদ্বিষেতি। পা ৩।২।৬১) ইতি ক্বিপ্। ১ কার্ত্তিকেয়। (অমর) ২ বাহিনীপতি, সেনা-পতি। ৩ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত আদিপ°) ৪ শম্ব-রের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন যে, সেনানীদিগের মধ্যে আমি স্কন্দ।

"সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ।" (গীতা ১০।২৪)

সেনাপতি (পুং) সেনায়াঃ পতিঃ। কার্ত্তিকেয়, ইনি দেবতা-দিগের সেনাপতি, এই জন্য ইনি সেনাপতি নামে খ্যাত। ২ সেনানী, বাহিনীপতি, যিনি সেনাসকল পরিচালন করেন।

"কুলীনঃ শীলসম্পন্নো ধনুর্ব্বেদবিশারদঃ।
হস্তিশিক্ষাশ্বশিক্ষাসু কুশলঃ শ্লক্ষ্ণভাষণঃ ॥
নিমিত্তে শকুনজ্ঞানে বেত্তা চৈব চিকিৎসিতে।
ব্যূহতত্ত্ববিধানজ্ঞঃ ফল্গুসারবিশেষবিৎ।
রাজ্ঞা সেনাপতিঃ কার্য্যো ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽথবা ॥"

(মৎস্যপু° ২১৫অঃ)

যে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কুলীন, শীলসম্পন্ন, ধনুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিশেষ সুশিক্ষিত, হস্তী ও অশ্বশিক্ষায় বিশেষ কুশল, মধুরভাষী, শকুনতত্ত্বজ্ঞ, অর্থাৎ শুভাশুভ নিমিত্ত দেখিয়া যিনি সমস্ত বুঝিতে পারেন, চিকিৎসাশাস্ত্রকুশল, কৃতজ্ঞ, শূর, ক্লেশসহিষ্ণু, সরল এবং যিনি সকল প্রকার ব্যূহরচনাকার্য্যে নিপুণ ও বিশেষজ্ঞ তাদৃশ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাজা সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিবেন। রাজা কথনই অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত করি-বেন না, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হইবে। মনুতে লিখিত আছে যে, রাজা স্বয়ংই সেনাপতি হইয়া যুদ্ধস্থলে সৈন্য চালনা করিবেন এবং তিনি সেনাদিগকে সর্ব্বদা সুশিক্ষা প্রদান, সদা পুরুষত্ব প্রদর্শন, মন্ত্রণা ও চারচেষ্টা সদা সঙ্গোপন, এবং সর্ব্বদা শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ শিক্ষা দিবেন। রাজা নানাবিধ

কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া উপযুক্ত ব্যক্তির উপর সেনানায়কের ভার অর্পণ করিবেন। কিন্তু রাজা সেনাপতির কার্য্যাদি সর্ব্বদা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। কারণ সেনাপতির উপর চতুরঙ্গ বল ন্যস্ত থাকে। সেনাপতি বিরুদ্ধাচরণ করিলে রাজা বিশেষ বিপন্ন এমন কি পরিশেষে রাজ্যচ্যুত হইয়া থাকেন। শুক্রনীতি, কামন্দকী নীতি প্রভৃতিতে সেনাপতির গুণ ও কার্য্যাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, সেনাপতির বর্ণনা করিতে হইলে জিতাবাস, স্বামিভক্ত, সুধী, নির্ভীক, শস্ত্রশাস্ত্র ও বাহনে অভ্যাসশীল, এবং রণে বিজয় এই সকল গুণ বর্ণনা করিতে হয়।

"সেনাপতির্জিতাবাসঃ স্বামিভক্তঃ সুধীরভীঃ।
অভ্যাসী বাহনে শস্ত্রে শাস্ত্রে চ বিজয়ী রণে॥" (কবিকল্পলতা)

সেনাপতিত্ব (ক্লী) সেনাপতের্ভাবঃ ত্ব। সেনাপতির ভাব বা ধর্ম্ম, সেনাপতির কার্য্য।

সেনাপতিপতি (পুং) সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ।

সেনাপত্য (ক্লী) সেনাপতেঃ কর্ম্ম যৎ। সেনাপতির কার্য্য।

সেনাপ্রণেতৃ (পুং) সেনায়াঃ প্রণেতা। সেনাপতি।

সেনাবিন্দু (পুং) রাজভেদ। (ভারত)

সেনাভিগোপ্তা (পুং) সেনাপতি, সেনাদিগকে রক্ষাকারী।

সেনামুখ (ক্লী) সেনায়া মুখং পত্তিত্রয়ং। ১ সেনার সংখ্যাবিশেষ, তিন হস্তী, তিন রথ, নয় অশ্ব ও পনর পদাতি, এই সমুদায়ে ৩০ সংখ্যক সৈন্যের নাম সেনামুখ।

"একো রথো গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ।
ত্রয়শ্চ তুরগাস্তজ্ঞৈঃ পত্তিরিত্যভিধীয়তে।
পত্তিস্তু ত্রিগুণামেতামাহুঃ সেনামুখং বুধাঃ॥" (ভারত ১।২।২৯)

২ সেনাগ্রভাগ। ৩ পুরদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী পথ।

সেনামুখী (স্ত্রী) দেবীভেদ। (রাজতর°)

সেনারক্ষ (পুং) সেনাং রক্ষতীতি রক্ষ-অণ্। সেনারক্ষক, প্রহরী, পর্য্যায়—সৈনিক। (অমর)

সেনাবাস (পুং) সেনায়া আবাসঃ। সেনাদিগের বাসস্থান। সৈন্যগণ যে স্থানে বাস করে। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, ভস্ম, অঙ্গার, অস্থি, উষর, তুষ, কেশ, গর্ত্ত, কর্কটাবাস, শ্বাবিধ ও মূষিকগণের বিবর ও বল্মীক যথায় বিদ্যমান নাই এবং যে স্থলের ভূমি ঘন, সুগন্ধ, স্নিগ্ধ, মধুর ও সম সেই স্থানে সেনাবাস করা কর্ত্তব্য। রাজা এইরূপ স্থলে সেনাবাস করিলে তাহার বিজয় হয়।

"ভস্মাঙ্গারাস্থ্যষরতুষকেশশ্বভ্রকর্কটাবাসৈঃ।
শ্বাবিন্মূষকবিবরৈর্বল্মীকৈর্যা চ সন্ত্যক্তা॥
ধাত্রী ঘনা সুগন্ধা স্নিগ্ধা মধুরা সমা চ বিজয়ায়।
সেনাবাসেঽপ্যেবং যোজয়িতব্যা যথাযোগং॥"
(বৃহৎস° ৪৮।১৬-১৭)

সেনাবাহ (পুং) সেনাং বহতীতি বহ-ণিচ্। সেনাপতি, সেনানী।

সেনাস্থান (ক্লী) সেনায়াঃ স্থানং। সৈন্যদিগের অবস্থিতিস্থান।

সেনাব্যূহ (পুং) যুদ্ধস্থলে উপযুক্তরূপে সৈন্যস্থাপন, ব্যূহ।

সেনীয় (ত্রি) সেনা সম্বন্ধীয়।

সেন্দ্র (ত্রি) ইন্দ্রেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ইন্দ্রের সহিত বর্ত্তমান, ইন্দ্রযুক্ত, ইন্দ্রবিশিষ্ট।

সেন্দ্রকরাজবংশ—দাক্ষিণাত্যের একটী প্রাচীন রাজবংশ। অনেকের বিশ্বাস বর্ত্তমান সিন্দে (সিন্ধিয়া)-রাজবংশ প্রাচীন সেন্দ্রকবংশ হইতেই সমুদ্ভূত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এই বংশের সন্ধান পাওয়া যায়। চালুক্যপতি ২য় পুলিকেশীর চিপ্লুন্ তাম্রশাসনে শ্রীবল্লভসেনানন্দরাজ নামক এক সেন্দ্রকপতির উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি চালুক্যসম্রাট্ ২য় পুলিকেশীর মাতুল বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন।[১] গাইকবাড়রাজের অধিকারভুক্ত নৌসারি জেলাস্থ বগুম্রা হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে[২] এই বংশের একটী ক্ষুদ্র বংশাবলি পাওয়া যায়, যথা—১ম ভানুশক্তি, তৎপুত্র আদিত্যশক্তি এবং আদিত্যের পুত্র পৃথিবীবল্লভ নিকুম্ভল্লশক্তি। এই তাম্রশাসন ৪০৭ (চেদী) সংবতে (৬৫৫ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ। ইহার পর চালুক্যরাজ ১ম বিক্রমাদিত্যের ১০ম বর্ষে (প্রায় ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ কর্ণুল জেলা হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, চালুক্যপতি সেন্দ্রকবংশীয় রাজা দেবশক্তির অনুরোধে রট্টগিরি নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন।[৩] মহিসুর রাজ্যের বড়গাম্বে নামক গ্রাম হইতে প্রাপ্ত সেন্দ্রক-মহারাজ পোগিল্লির শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, তিনি চালুক্যসম্রাট্ বিনয়াদিত্যের (৬৮০ হইতে ৬৯৭ খৃঃ অঃ) অধীন মহাসামন্তরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, বনবাসী প্রদেশের অন্তর্গত নাগরখণ্ড বিষয় এবং যেড়্গূর গ্রাম তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল।[৪] এই শিলাফলকের শীর্ষভাগে সেন্দ্রকবংশের রাজচিহ্ন গজমূর্ত্তি খোদিত আছে। লক্ষ্মেশ্বর শিলাফলকে কএকজন সেন্দ্রকরাজের নাম পাওয়া যায় যথা—

১ম বিজয়শক্তি, তৎপুত্র কুন্দশক্তি, তৎপুত্র দুর্গশক্তি। দুর্গশক্তি চালুক্যপতি সত্যাশ্রয় পুলিকেশীর সময় বিদ্যমান ছিলেন

(১) Epigraphia Indica, Vol. III, p. 50,
(২) Indian Antiquary, Vol, XVIII. p. 265.
(৩) Jaurnal of the Bombay Branch Royal Asiatic Society, Vol. XVI. p. 228.
(৪) Indian Antiquary, Vol. XIX. p. 142.

এবং উক্ত শিলাফলকে তিনি 'ভুজগেন্দ্র'-বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।*

সেন্দ্রিয় (ত্রি) ইন্দ্রিয়ের সহিত বর্ত্তমান, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট।

সেন্দ্রিয়ত্ব (ক্লী) সেন্দ্রিয়স্য ভাবঃ ত্ব। সেন্দ্রিয়ের ভাব বা ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়বিশিষ্টের ভাব।

সেন্য (ত্রি) সেনার্হ, সেনার যোগ্য। "সেন্যোঽসি ভূরি পরাদদিঃ" (ঋক্ ১৮১২) 'সেন্যোঽসি সেনার্হো ভবসি' (সায়ণ)

সেপ (পুং) শেফ। (জটাধর)

সেমন্তী (স্ত্রী) পুষ্পবিশেষ, চলিত সেউতী।

"চম্পকানাং পুষ্পশতাদশোকং পুষ্পমুত্তমং।
অশোকানাং সহস্রাদ্ধি সেমন্তী পুষ্পমুত্তমং॥" (নৃসিংহপু° ৫২অ°)

সেয়ন (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত)

সের (পারসী) ব্যাঘ্র। [শের দেখ।]

সেরাহ (পুং) পীযূষবর্ণ অশ্ব, দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র বর্ণ অশ্ব। (হেম)

সেরু (ত্রি) ষিঞ্ বন্ধনে (দাধেট্সিশদসদোরুঃ। পা ৩২।১৫৯) ইতি রু। বন্ধনকর্ত্তা।

সের্ষ্য (ত্রি) ঈর্ষয়া সহ বর্ত্তমানঃ। ঈর্ষ্যার সহিত বর্ত্তমান, ঈর্ষ্যাযুক্ত। "সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভির্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনং।" (ভাগ° ৪।৪।১৩)

সেল, গতি, গমন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট সেলতি। লোট্ সেলতু। লিট্ সিষেল। লুঙ্ অসেলীৎ। ণিচ্ সেলয়তি। লুঙ্ অসিসেলৎ।

সেলাই (দেশজ) সীবন।

সেলাম (আরবী) নমস্কার, শান্তি।

সেলামৎ (আরবী) মঙ্গল, নিরাপদ।

সেলামী (আরবী) ১ সম্মানার্থ উপহার। ২ জমিদারের নিকট হইতে ভূমির পাট্টা করিয়া লইবার সময় জমিদারকে যে টাকা দেওয়া হয়, তাহাকে সেলামী কহে।

সেলু (পুং) বৃক্ষবিশেষ, শেলুবৃক্ষ, শ্লেষ্মাতক। (ভরত দ্বিরূপকো°)

সেব, ১ সেবা, আরাধন। ২ ভক্তি। ৩ আশ্রয়। ভ্বাদি° উভয়পদী° পক্ষে আত্মনে° সক° সেট্। এই ধাতুর সাধারণতঃ আত্মনেপদেই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। লট্ সেবতে-তে। লৃট্ সেবিষ্যতে। লুঙ্ অসেবিষ্ট, অসেবিষাতাং, অসেবিষত। সন্ সিসেবিষতে। যঙ্ সেসেব্যতে। ণিচ্ সেবয়তি। লুঙ্ অসিষেবৎ। আ+সেব উপসেবন। নি-সেব নিষেবণ।

সেব (ক্লী) সেব্যতে যদিতি সেব-ঘঞ্। সেরিফল, কাবুল দেশজাত তন্নামক ফলবিশেষ। হিন্দী সেব্।

* Indian Antiquary, Vol, VII. p. 110.

"মুষ্টিপ্রমাণং বদরং সেবং সিবিতিকাফলং।
সেবং সমীরপিত্তঘ্নং বৃংহণং কফকৃদ্গুরুঃ।
রসে পাকে চ মধুরং শিশিরং রুচিশুক্রকৃৎ॥" (ভাবপ্র°)

মুষ্টিপ্রমাণ, বদর, সেব ও সিবিতিকা ফল এই কয়টী পর্য্যায় ইহার গুণ—বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, শরীরের উপচয়কারক, কফজনক, গুরু, মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, রুচিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

সেবক (পুং) সেবতে ইতি সেব-ণ্বুল্। ১ প্রসেবক। (ত্রি) ২ অনুজীবী, ভৃত্য, পরিচারক, দাস, সেবাকারী। ৩ সীবনকর্ত্তা, যিনি সেলাই করেন, দরজী প্রভৃতি। ৪ আশ্রয়িতা।

"দৃঢ়ব্রতঃ সত্যসন্ধো ব্রহ্মণ্যো বৃদ্ধসেবকঃ।
শরণ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মানদো দীনবৎসলঃ॥" (ভাগব° ৪।১৬।১৬)

সেবকালু (পুং) নিশাভঙ্গারুক্ষ, দুগ্ধপেয়া। (শব্দচ°)

সেবতী (স্ত্রী) পুষ্পবিশেষ, চলিত সেঁউতীফুল, সেউতী গোলাপ। গুলদাউদী, হিন্দী গুলচিনি, তৈলঙ্গ চামন্তী, তামিল সামন্তি। সংস্কৃত পর্য্যায়—শতপত্রী, তরুণীত্ব, কর্ণিকা, চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লক্ষপুষ্পা, অতিমঞ্জুলা। গুণ—শীতল, তিক্ত, গ্রাহক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ত্রিদোষনাশক, রক্তদোষনিবারক, বর্ণবদ্ধক, কটু ও পাচক। (ভাবপ্র°)

সেবধি (পুং) সেবঃ সেবনং ধীয়তেঽস্মিন্নিতি সেবাং বিনা নিধি লাভাভাবাৎ ধা-কি। নিধি, কুবেরের নিধি, রত্ন, শঙ্খ, পদ্মাদি। এই শব্দ তালব্য শকারাদিও হয়।

সেবন (ক্লী) সিব তন্তুসন্তানে ল্যুট্। সূচ্যাদি দ্বারা বস্ত্রাদি সীবন, চলিত সেলাই। পর্য্যায়—সীবন, স্যূতি, উতি, ব্যূতি। (শব্দরত্না°) সেব্ সেবনে ল্যুট্। ২ উপাস্তি, উপাসনা। ৩ আশ্রয়।

"সত্যানৃতঞ্চ বাণিজ্যং শ্ববৃত্তির্নীচসেবনং।
বর্জয়েৎ তাং সদা বিপ্রো রাজন্যশ্চ জুগুপ্সিতাম্॥"
(ভাগবত ৭।১১।২০)

৪ উপভোগ।

"যৎ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনাৎ দ্বিজঃ।" (মনু ১।১৭৯)

সেবনিন্ (পুং) ১ উপভোগকারী। ২ সেলাইকারী।

সেবনী (স্ত্রী) সীব্যতানয়েতি সিব-ল্যুট্, ঙীষ্। সূচী, চলিত সূচ। ২ শরীরাবয়বসংযোগবিশেষ। ইহা দেখিলে বোধ হয় শরীরের সেই সেই স্থান যেন সেলাই করিয়া রাখা হইয়াছে, এই জন্য ইহার নাম সেবনী। সেবনী শরীরের মধ্যে ৭টী আছে। তাহার মধ্যে মস্তকে পাঁচটী, জিহ্বায় এক ও শিশ্নে এক। ঐ সকল স্থানে অস্ত্রপাত করিবার সময় ঐ সকল সেবনী সতর্ক ভাবে পরিহার করিবে।

"সেবন্যঃ সপ্ত, তাসাং মস্তকে পঞ্চ, শেফাস একা, জিহ্বায়া-

মেকা ইতি। তা কদাচিদপি ন বিধ্যেৎ।" (সুশ্রুত শারীরস্থা°)

সেবনী বিদ্ধ করিলে অধিক রক্তস্রাব হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে, এই জন্য সেবনীস্থান কখন বিদ্ধ করিবে না। বিশেষ সাবধান হইয়া ঐ সকল স্থানে অস্ত্রক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

সেবনীয় (ত্রি) সেব অনীয়র্। সেবার্হ, সেবার যোগ্য, উপাসনার উপযুক্ত।

সেবা (স্ত্রী) সেবৃ সেবনে 'গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) টাপ্। সেবন, পর্য্যায়—শ্ববৃত্তি। মনু সেবাকে শ্ববৃত্তি অর্থাৎ কুকুরের বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, চাকুরী।

"সত্যানৃতঞ্চ বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জয়েৎ॥" (মনু ৪।৬)

বাণিজ্যের নাম সত্যানৃত, বাণিজ্য করিতে হইলে সত্য ও মিথ্যা এই দুইই আবশ্যক হয়, এই জন্য উহার নাম সত্যানৃত, ব্রাহ্মণ বাণিজ্যের দ্বারাও জীবিকা অর্জ্জন করিবে, কিন্তু কদাচ সেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না, কারণ সেবা শ্ববৃত্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ২ আরাধনা। ৩ উপভোগ। ৪ আশ্রয়ণ।

"বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ।
অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরং॥" (মনু ১২।৮৭)

মাঘাদি দ্বাদশ মাসে ভগবান্ বিষ্ণুর কিরূপে সেবা করিতে হয়, তাহার বিশেষ বিধান পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারে লিখিত আছে। বিষ্ণুর সেবা করিতে হইলে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। বিধিনিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া বিষ্ণুর সেবা করিলে তাহার কোন ফল হয় না। সেবা করিতে গেলেই পদে পদে অপরাধের সম্ভাবনা, এই জন্য সেবাকারী সেবাপরাধের পাপক্ষয় জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। আহ্নিকতত্ত্বে রঘুনন্দন সেবাপরাধসমূহের মধ্যে ৩২ প্রকার অপরাধের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ৩২ প্রকার অপরাধী বিষ্ণুসেবার অধিকারী নহে। এই ৩২ প্রকার অপরাধ যথা,—১ ভগবদ্ভক্তের ক্ষত্রিয়সিদ্ধান্নভোজন, ২ অনিষিদ্ধ দিনে দন্তধাবন না করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ৩ মৈথুনের পর স্নান না করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ৪ মৃত নরস্পর্শের পর স্নান না করিয়া বিষ্ণুকর্ম্মকরণ, ৫ রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিয়া বিষ্ণুগৃহে প্রবেশ, ৬ মানবের শবস্পর্শ করিয়া স্নান না করিয়া বিষ্ণুসমীপে অবস্থান, ৭ বিষ্ণুকে স্পর্শ করিয়া অধোবায়ুত্যাগ, ৮ বিষ্ণুর কর্ম্ম করিতে করিতে পুরীষত্যাগ, ৯ বিষ্ণুশাস্ত্রে আদর না করিয়া শাস্ত্রান্তরের প্রশংসা, ১০ অত্যন্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর কর্ম্মকরণ, ১১ বিধিপূর্ব্বক আচমন না করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ১২ বিষ্ণুর নিকট অপরাধ করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ১৩ ক্রুদ্ধাবস্থায় বিষ্ণুস্পর্শ, ১৪ নিষিদ্ধ পুষ্প দ্বারা বিষ্ণুপূজা, ১৫ রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ১৬ অন্ধকারে দীপব্যতীত বিষ্ণুস্পর্শন, ১৭ কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর কর্ম্মাচরণ, ১৭ বায়সোদ্ধত বস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর কর্ম্মাচরণ, ১৯ বিষ্ণুকে কুকুরোচ্ছিষ্ট বস্তু নিবেদন, ২০ বরাহমাংস ভোজন করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ২১ হংস, জালপদ ও সরারি মাংস ভোজন করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ২২ দীপস্পর্শের পর হস্ত প্রক্ষালন না করিয়া বিষ্ণুস্পর্শ বা তদুদ্দেশে কোন প্রকার কর্ম্মকরণ, ২৩ শ্মশানগমনের পর স্নান না করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ২৪ পিণ্যাক ভোজন করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ২৫ বিষ্ণুকে বরাহমাংসনিবেদন, ২৬ মদ্যগ্রহণ, পান বা স্পর্শ করিয়া বিষ্ণুর গৃহে প্রবেশ, ২৭ পরের অশুচি বস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর কর্ম্মাচরণ, ২৮ বিষ্ণুকে নবান্ন নিবেদন না করিয়া নবান্নভোজন, ২৯ পূজাকালে গন্ধপুষ্প প্রদান না করিয়া ধূপদীপদান, ৩০ উপানহ্ অর্থাৎ খড়মাদি পায় দিয়া বিষ্ণুস্থানে প্রবেশ, ৩১ ভেরী শব্দ না করিয়া বিষ্ণুর প্রবোধন, ৩২ অজীর্ণাবস্থায় বিষ্ণুর স্পর্শন। এই ৩২ প্রকার সেবাপরাধ। ইহা কেবল বিষ্ণু শব্দে কথিত হইলেও সকল দেবতা সম্বন্ধেই গ্রহণীয় বলিয়া জানিতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক দেবসেবাস্থলেই এই সকল অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। দেবসেবা করিতে হইলে যাহাতে এই সকল অপরাধ না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া দেবসেবা করা কর্ত্তব্য। যদি সেবাপরাধ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রতিদিন এই ৩২ প্রকার অপরাধের মধ্যে যদি কোন প্রকার অপরাধ হয়, তাহা হইলে গীতাধ্যায় পাঠ করিলে ঐ অপরাধ বিনষ্ট হয়।

"অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ন্তু সংপঠেৎ।
দ্বাত্রিংশদপরাধৈশ্চ অহন্যহনি মুচ্যতে॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

যে কোন দেবতার উদ্দেশে পূজা করা হউক না কেন, এই সেবাপরাধ যাহাতে না হয়, তাহা করিতে হইবে। সেবা করিতে যাইয়া সেবাপরাধ হইলে সেবার ফল হয় না। বরাহপুরাণে ৩২ প্রকার সেবাপরাধ এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে, এই ৩২ প্রকার অপরাধ যথা ১ যানারূঢ় হইয়া কিংবা চরণে পাদুকা দিয়া ভগবন্মন্দিরে গমন, ২ দেবোৎসব প্রভৃতি অদর্শন, ৩ দেবাদির পুরোভাগে প্রণাম না করা, ৪ উচ্ছিষ্ট কিংবা অশৌচাবস্থায় ভগবদ্দর্শন প্রভৃতি, ৫ একহস্তে প্রণাম, ৬ ভগবানের পুরোভাগে প্রদক্ষিণ, ৭ ভগবানের সম্মুখ ভাগে পাদবিস্তার, ৮ পর্য্যঙ্কবন্ধন, ৯ শয়ন, ১০ ভোজন, ১১ মিথ্যাকথন, ১২ উচ্চ বাক্যপ্রয়োগ, ১৩ পরস্পর গল্প, ১৪ ক্রন্দন, ১৫ বিরোধ, ১৬ নিগ্রহ, ১৭ অনুগ্রহ, ১৮ মানবের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্যোচ্চারণ, ১৯ কম্বল আবরণ, ২০ পরাপবাদ, ২১ পরস্তুতি, ২২ অশ্লীল ভাষণ, ২৩ অধোবায়ু নিঃসরণ ২৪ শক্তি বিদ্যমানে গৌণোপচারপ্রদান, ২৫ অনি-

বেদিত দ্রব্য ভোজন, ২৬ যে কালে যে সকল ফল জন্মে, সেই সকল ফল অপ্রদান, ২৭ যে বস্তুর অগ্রভাগ অন্যে লইয়াছে, সেই বস্তু নিবেদন, ২৮ ভগবানের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া উপবেশন, ২৯ ভগবানের পুরোভাগে অপরকে অভিবাদন, ৩০ গুরুকে স্তুবাদি না করা, ৩১ নিজমুখে আত্মপ্রশংসা, ৩২ দেবনিন্দা, এই ৩২ প্রকার সেবাপরাধ। যে ব্যক্তি এই সকল অপরাধ ত্যাগ না করেন, তাহার সর্ব্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া নরকে বাস হয়।

আরও লিখিত আছে যে বিধিবিধান অতিক্রম করিয়া হরিকে স্পর্শন, বাদ্য ব্যতীত হরিমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন, শূকরমাংসভক্ষণ, পাদুকাপায়ে দেবমন্দিরে প্রবেশ, কুকুরের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ, হরিপূজার সময়ে মৌনব্রতভঙ্গ, অর্চ্চনাসময়ে মলবিসর্জ্জনার্থ গমন, শ্রাদ্ধাদি না করিয়া নবান্নভোজন, গন্ধ মাল্যাদি ও ধূপন ব্যতীত এবং অপ্রশস্ত পুষ্পে বিষ্ণুপূজা, দন্তধাবন না করিয়া, সম্ভোগার্থে রজস্বলা নারীস্পর্শ, দীপ ও মৃত শবস্পর্শ; লোহিত বর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, পরকীয় ও মলিন বস্ত্র পরিধান, শবদর্শন, অধোবায়ু বিসর্জ্জন, শ্মশানে গমন, অজীর্ণাবস্থায় ভোজন ও অঙ্গে তৈল ম্রক্ষণ এই সকল কার্য্য করিয়া বিষ্ণুকে স্পর্শ বা তদীয় কর্ম্ম করিলে অপরাধ হয়। ইত্যাদি রূপ অনেক প্রকার সেবাপরাধ আছে।

এই সকল অপরাধ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

"অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন॥
প্রতিজ্ঞা তত গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহং॥"

(হরিভক্তিবি° ৮ বি°)

ইত্যাদি রূপে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি ভক্তকে ক্ষমা করিয়া থাকেন। হরিভক্তিবিলাসে এই সেবাপরাধের ও তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিশেষ বিধান লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

সেবাজন (পুং) সেবক জন, সেবাকারী ব্যক্তি।

"সৌম্যেন্দ্রচিত্রাবসুদৈবতানি সেবাজনস্বাম্যমুপাগতানি।"

(বৃহৎস° ১৫।৩০)

সেবাঞ্জলি (পুং) সেবার্থবদ্ধঃ অঞ্জলিঃ। দেবসেবাকালে বদ্ধাঞ্জলি। প্রণামার্থ অঞ্জলি।

সেবাভৃৎ (ত্রি) সেবাং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্, তুক্ চ। সেবাকারী, সেবক।

সেবাবৃত্তি (স্ত্রী) সেবা এব বৃত্তিঃ। সেবারূপ বৃত্তি, চাকুরী, শ্ববৃত্তি। (ত্রি) ২ সেবা এব বৃত্তির্যস্য। ২ যাহারা সেবা বৃত্তি করেন, চাকুরে।

সেবি (স্ত্রী) সেব্যতে লোকৈরিতি সেব-ইন্। ফলবিশেষ, সেবফল। পর্য্যায়—বদর, সিঞ্চিতিকাফল, মুষ্টিপ্রমাণ, সেবিত, সেব। গুণ—বৃংহণ, কফকর, বৃষ্য, পাকে স্বাদুরস, হিতকর। (রাজনি°)

সেবিকা (স্ত্রী) মিষ্টান্নবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ময়দাকে যবের ন্যায় সুসূক্ষ্ম বর্ত্তিকা করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে, পর উহা ক্ষীরের সহিত পাক করিয়া উহাতে ঘৃত ও শর্করা মিশ্রিত করিতে হয়। ইহা অতিশয় স্বাদু, গুণ—তপন, বলকর, গুরু, পিত্ত ও বায়ুনাশক, গ্রাহক, সন্ধিকর ও রুচিকর। ইহা অতি গুরু পাক, এই জন্য অতি মাত্রায় ভোজন করিতে নাই।

"সমিতাবর্ত্তিকাঃ কৃত্বা সুসূক্ষ্মা যবসন্নিভাঃ।
শুষ্কাঃ ক্ষীরেণ সংসাধ্যা ভোজ্যা ঘৃতসিতান্বিতাঃ॥
সেবিকা তর্পণী বল্যা গুর্ব্বী পিত্তানিলাপহা।
গ্রাহিণী সন্ধিকৃদ্রুচ্যা তাং খাদেন্নাতিমাত্রয়া॥" (ভাবপ্রকাশ)

ইহা ভিন্ন এক প্রকার সেবিকামোদক বা সেবক লাড্ডুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্তুতপ্রণালী—ময়দায় অধিক পরিমাণে ঘৃতের ময়ান দিয়া পরে সূত্রের ন্যায় করিয়া পাকনিপুণ ব্যক্তি উহা ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে গুড়ের সহিত পাক করিয়া তদ্দ্বারা লাড়ু প্রস্তুত করিবে। গুণ—শরীরের উপচয়-কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, সুমিষ্ট, গুরু, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, রুচিজনক ও প্রবলাগ্নি ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

"ঘৃতাঢ্যায়া সমিতয়া কৃত্বা সূত্রাণি তানি তু।
নিপুণো ভর্জ্জয়েদাজ্যে খণ্ডপাকেন যোজয়েৎ।
বুক্তেন মোদকান্ কুর্য্যাৎ তে গুণৈর্ম্মণ্ডকা যথা॥" (ভাবপ্র°)

২ সেবাকারিণী।

সেবিত (ত্রি) সেব-ক্ত। সমুপাসিতগুর্ব্বাদি, যিনি গুরু প্রভৃতিকে উপাসনা বা সেবা করিয়াছেন। পর্য্যায়—বরিবসিত, বরিবস্যিত, উপাসিত, উপচরিত। (শব্দরত্না°) ২ আরাধিত। ৩ উপভুক্ত। ৪ আশ্রিত।

"কাঞ্চনাভরণং চিত্রং দেবগন্ধর্ব্বসেবিতং।" (ভারত ১।১৭৬)

(ক্লী) সেবিফল। (রাজনি°)

সেবিতৃ (ত্রি) সেব-তৃচ্। ১ সেবাকারী। উপাসক। ২ আশ্রয়িতা। ৩ উপভোক্তা।

সেবিতব্য (ত্রি) সেব-তব্য। সেবার্হ, সেবার যোগ্য, উপাসনীয়। ২ আশ্রয়ণীয়।

'সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়সমন্বিতঃ।" (হিতোপদেশ)

সেবিতা (স্ত্রী) সেবিনো ভাবঃ, তল-টাপ্। ১ সেবিত্ব, সেবাকারীর ভাব বা ধর্ম্ম, সেবা। ২ উপাসনা, আশ্রয়। সংস্কৃতে সেবিতৃ শব্দের প্রথমায় একবচনে 'সেবিতা' এই পদ হয়, কিন্তু উহার অর্থ সেবাকারী।

সেবিত্ব (ক্লী) সেবিনো ভাবঃ 'ত্বতলৌ ভাবে' ইতি ত্ব। সেবা, উপাসনা। ২ আশ্রয়।

'বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি।' (গীতা ১৩।১০)

সেবিন্ (ত্রি) সেবতে ইতি সেব-ইনি। সেবাকারী, সেবানিরত, এই শব্দ প্রায়ই একটী উপপদপূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে, স্বদারসেবী ইত্যাদি।

"বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্।
বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে॥" (মনু ৭।৩৮)

সেব্য (ক্লী) সেবতে ইতি সেব-ণ্যৎ। ১ বীরণমূল। (অমর) ২ লামজ্জক, উশীরবৎ পীতচ্ছবি তৃণবিশেষ। (ভাবপ্র°) (পুং) সেব্যতে ইতি সেব-ণ্যৎ। ৩ অশ্বত্থবৃক্ষ। (রাজনি°) ৪ হিজ্জলবৃক্ষ, চলিত হিজলগাছ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ৫ সেবার্হ, সেবার যোগ্য, উপাসনীয়।

"অহং তং সেব্যমন্বেষ্যং করিষ্যামীশ্বরং ক্ষণাৎ।
তস্মাং বৃণীষ ভর্ত্তারং যদি তে পুত্রি রোচতে॥" (কথাস° ৫২।১৩৭)

নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে রাজা, বহ্নি, গুরু ও স্ত্রী মধ্য ভাবে সেব্য।

সেব্যতা (স্ত্রী) সেব্যস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। সেব্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সেবা।

সেব্যা (স্ত্রী) সেব-ণ্যৎ-টাপ্। ১ বন্দাবৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ২ সেবনীয়া, সেবার্হা।

সেশ্বরসাংখ্য (ক্লী) পাতঞ্জলদর্শন। এই দর্শনে সাংখ্যোক্ত বিষয় সকল স্বীকৃত হইয়াছে, এবং কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত হইলেও ইহাতে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন এই জন্য ইহাকে সেশ্বরসাংখ্য কহে। [সাংখ্য ও পাতঞ্জল শব্দ দেখ]

সেষু (ত্রি) ইষুনা সহ বর্ত্তমানঃ। ইষুর সহিত বর্ত্তমান, ইষুযুক্ত বাণবিশিষ্ট।

সেহু (পুং) শরীরস্থ যন্ত্রভেদ। (কাঠক)

সেহুণ্ড (পুং) স্বনামখ্যাত বৃক্ষ। চলিত মনসাগাছ। (Eaphordia nervifolia) হিন্দী সেহুণ্ড, থীকর সিজ্। গুণ—ইহার পত্র তীক্ষ্ণ, দীপন, লঘু, পাচন, আধ্মান, অষ্ঠীলা, গুল্ম, শূল, শোথ ও উদররোগনাশক। (ভাবপ্র°)

সৈ, ক্ষয়। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ সায়তি। লোট্ সায়তু। লিট্ সসৌ। লুট্ সাতা। লুঙ্ অসাসীৎ। সন্ সিষাসতি।

সৈ, অযোধ্যাপ্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। হর্দোই জেলায় গোমতী ও গঙ্গার মধ্যে। অক্ষা° ২৭°১০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০°৩২´ পূর্ব্ব হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে রায়বরেলি ও প্রতাপগড় দিয়া জৌনপুরে প্রবেশ করিয়াছে এবং জৌনপুর সহরের কিছুদূরে গোমতী নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। বর্ষাকালে রায়বরেলি পর্য্যন্ত ১০ টন বোঝাই নৌকা চলাচল করিতে পারে। কাপ্তেন উইলফোর্ড প্রাচীন শম্বু বা শুক্তি নদীকে বর্ত্তমান সৈ বলিতে চান। তাঁহার মতে মেগস্থেনিস্ এই নদীকে Sambus নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ান্ Sambus নদীকে যমুনার শাখা বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এক সময় গোমতী ও সই নদী দিয়া লখ্নৌ পর্য্যন্ত চলাচল ছিল।

সৈংহ (ত্রি) সিংহস্যায়মিতি সিংহ-অণ্। সিংহসম্বন্ধী। সিংহতুল্য। (সিদ্ধান্তকৌ°) স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সৈংহী।

"সটাচ্ছটাভিন্নঘনেন বিভ্রতা
নৃসিংহসৈংহীমতনুং তনুং ত্বয়া।" (মাঘ ১।৪৭)

সৈংহকর্ণ (ত্রি) সিংহকর্ণ সম্বন্ধীয়।

সৈংহল (ত্রি) সিংহল-অণ্। সিংহলসম্বন্ধীয়, সিংহলদেশভব, সিংহলদেশজাত।

সৈংহলী (স্ত্রী) সিংহলদেশে ভবা, সিংহল-অণ্, ঙীষ্। সিংহপিপ্পলী, পর্য্যায়—সর্পদণ্ডা, সর্পাক্ষী, ব্রহ্মভূমিজা, পার্ব্বতী, শৈলজা, তাম্রা, লম্ববীজা, উৎকটা, অদ্রিজা, সিংহলস্থা, লম্বদণ্ডা, জীবলা, জীবালা, জীবনেত্রী, কুরুণ্ডী। গুণ—কটু, উষ্ণ, কৃমিনাশক, দীপন, কফ, শ্বাস ও বায়ুনাশক, কোষ্ঠশোধক। (রাজনি°)

সৈংহাদ্রিক (পুং) সিংহাচল, পর্ব্বতভেদ।

সৈংহিক (পুং) সিংহিকায়াং ভবঃ। রাহু। (শব্দরত্না°)

সৈংহিকেয় (পুং) সিংহিকায়া অপত্যং পুমান্। সিংহিকাঢক্। রাহু, রাহুর মাতার নাম সিংহিকা।

"ধ্রিয়তে যাবদেকোঽপি রিপুস্তাবৎ কুতঃ সুখং।
পুরঃ ক্লিশ্নাতি সোমং হি সৈংহকেয়োঽসুরদ্রুহাম্॥"(শিশুপ° ২।৩৫)

সৈক (ত্রি) একেন সহ বর্ত্তমানঃ। একের সহিত বর্ত্তমান, একযুক্ত।

সৈকত (ক্লী) সিকতাঃ সন্ত্যত্রেতি অণ্। বালুকাময় তট, নদীর বালুকাময় পুলিন।

"মন্দাকিনীসৈকতবেদিকাভিঃ
সা কন্দুকৈঃ কৃত্রিমপুত্রকৈশ্চ।" (কুমার ১।২৯)

(ত্রি) সিকতাঃ সন্ত্যত্রেতি (সিকতাশর্করাভ্যাঞ্চ। পা ৫।২।১০৪) ইতি অণ্। ৩ সিকতাময়। বালুকাময়। (অমর) পর্য্যায়—সিকতিল, সিকতাবান্। (রাজনি°)

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥" (ভাগ° ১১।২৩।১২)

সৈকতিক (পুং) সৈকতং পুলিনং প্রিয়ত্বেনাস্ত্যস্যেতি সৈকতঠন্। ১ সংন্যস্ত। ২ ক্ষপণক। (ত্রি) ৩ সন্দেহজীবী, ভ্রান্তিজীবী। (মেদিনী) (ক্লী) ৪ মাতৃযাত্রা, মঙ্গলসূত্র, যাত্রাকালে ধার্য্য মঙ্গলসূত্র। (মেদিনী)

সৈকতিন্ (ত্রি) সিকতাঃ সন্ত্যত্রেতি ইনি। সিকতাযুক্ত বালুকাবিশিষ্ট (স্থান)।

সৈকতিল (ত্রি) সিকতা অস্ত্যর্থে ইলচ্। সিকতাবিশিষ্ট।

সৈকতেষ্ট (ক্লী) সৈকতং স্থানমিষ্টমস্য। ১ আর্দ্রক। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বালুকাময়প্রিয়।

সৈকযত (পুং) পাণিন্যুক্ত জনপদভেদ।

সৈক্য (ত্রি) ঐক্যেন সহ বর্ত্তমানঃ। একতার সহিত বর্ত্তমান, একতাযুক্ত, ঐক্যবিশিষ্ট, একমতাবলম্বী। (বৃহৎস° ৪১।৬) (ক্লী) ২ শোণপিত্তল। (বৈদ্যকনি°)

সৈক্ষব (ত্রি) ইক্ষুসহযুক্ত।

সৈত (পুং) বৌদ্ধরাজভেদ। (তারনাথ)

সৈতব (ত্রি) সেতু-অণ্। সেতুসম্বন্ধীয়।

সৈতবাহিনী (স্ত্রী) বাহুদা নামক নদী। (অমর)

সৈদাপেট—১ চেঙ্গলপট্ জেলার একটী তালুক বা মহকুমা। ভূপরিমাণ ৩৬২ বর্গমাইল। এখানে অধিকাংশ হিন্দুর বাস। এখানকার জমি নানা প্রকার। যে জমি সমুদ্র হইতে যত দূরে, সে জমিই তত উর্ব্বরা। এখানকার দুই এক খানি গ্রামে রুমাল ও মুসলমানের পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, ঐ সকল বস্ত্রাদি সাধারণতঃ পেনাং ও সিঙ্গাপুরে রপ্তানী করা হয়। এখানে রক্তশৈল ও কতকগুলি চেম্ব্রম্বাকম্ সরোবর আছে। রক্তশৈল মধ্যে যে জল সঞ্চিত হয়, তাহাই ৮ মাইল দূর হইতে মান্দ্রাজে নীত হইয়া থাকে। মান্দ্রাজের ১৪ মাইল দূরে চেম্ব্রম্বাকম্ সরোবর—৭১০০ গজ বাঁধ দিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহার জল বাহির হইবার জন্য ৮টী জলবাধ (Sluice) ও ১১৯২ ফিট্ দীর্ঘ ৩টী সোপানসেতু আছে। প্রায় ৯ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ইহার জল বিস্তৃত। হিন্দুরাজগণের সময়ে এই বৃহৎ জলকীর্ত্তি স্থাপিত হয়।

২ উক্ত তালুকের অন্তর্গত চেঙ্গলপট জেলার প্রধান সহর ও দক্ষিণ-ভারত-রেলওয়ের একটী ষ্টেশন। অক্ষা° ১৩° ১´ ৩২´´ উঃ দ্রাঘি ৮০° ১৫´ ৪০´´ পূঃ। এখানে প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গবমেণ্ট এখানে আদর্শ কারখানা স্থাপন করেন। তাহাতে নানা প্রকার পরীক্ষা হইয়া কৃষি সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব বাহির হইয়াছে। সাধারণের উপকারার্থ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী কৃষিবিদ্যালয় খোলা হয়। ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য অল্প দিন মধ্যে কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় রূপে একটী সুন্দর অট্টালিকা ও চিত্রশালিকা এবং রাসায়নিক পরীক্ষাগার ও পশু-চিকিৎসালয় সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই কারখানা গবমেণ্টের সেরূপ লাভজনক না হওয়ায়, বহুবিষয়িণী বৈজ্ঞানিক কৃষিপরীক্ষাব্যাপার পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে কেবল কার্য্যোপযোগী সামান্য কৃষিপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

সৈদাবাদ (সৈয়দাবাদ)—১ মথুরা জেলাস্থ একটী তহসীল। জেলার শস্যশালিনী-ভূমিবিশিষ্ট অন্তর্ব্বেদী অংশে অবস্থিত।

২ মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গাতীরস্থ একটী সহর, খাগড়া-বহরমপুরের পার্শ্বে অবস্থিত।

সৈদ্ধান্তিক (ত্রি) সিদ্ধান্তং বেত্তীতি সিদ্ধান্ত-ঠক্। সিদ্ধান্তজ্ঞ, সিদ্ধান্তসমূহ যিনি জানেন, তাত্ত্বিক। (হেম)

সৈনানীক (ত্রি) যোদ্ধৃসেনাযুক্ত।

সৈনান্য (ক্লী) সেনান্যো ভাবঃ কর্ম্ম বা সেনানী-ষ্যঞ্। সেনানীর ভাব বা কর্ম্ম।

সৈনাপত্য (ক্লী) সেনাপতের্ভাবঃ কর্ম্ম বা (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) ইতি যক্। সেনাপতির ভাব বা কার্য্য। "সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি॥" (মনু ১২।১০০)

সেনাপতেরিদমিতি (দিত্যাদিত্যাদিত্যেতি। পা ৪।১।৮৫) ইতি ণ্য। (ত্রি) ২ সেনাপতিসম্বন্ধী।

সৈনিক (পুং) সেনাং সমবৈতীতি সেনা (সেনায়া বা। পা ৪।৪।৪৫) ইতি পক্ষে ঠক্। সেনাতে সমবেত, সেনাভুক্ত ব্যক্তি, চলিত সিপাহী। সেনাশ্রেণী, মিলিত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাদি সেনা, এই সকল সেনা একত্র সমবেত হইলে তাহাকে সৈন্য বা সৈনিক কহে।

"মিলিতহস্ত্যশ্বরথপাদাতং সেনা, তত্র যে সমবেতা একদেশীভূতাস্তে সৈন্যাঃ সৈনিকাশ্চ" (ভরত)

২ সৈন্যরক্ষক। ৩ প্রহরী। ৪ প্রাণিবধনিযুক্ত।
'সৈনিকাঃ প্রাণিবধনিযুক্তাঃ' (তিথিতত্ত্ব) ৫ সেনাসম্বন্ধী।
"একং তং নিহতং সংখ্যে দদৃশে সৈনিকো জনঃ।"
(ভারত ৭।১৯০।৪১)

সৈন্ধব (পুং ক্লী) সিন্ধৌ সমুদ্রতীরে সিন্ধুদেশে বা ভবং সিন্ধু (অণ্‌ক্রোচ। পা ৪।৩।৩৩) স্বনামখ্যাত লবণবিশেষ, এই লবণ সিন্ধুদেশে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম সৈন্ধব হইয়াছে। পর্য্যায়—শীতশিব, মাণিমন্থ, সিন্ধুজ, বশির, সিন্ধুদেশজ, মাণিবন্ধ, শিতশিব, নাদেয়, শিব, সিন্ধ, শিবাত্মজ, পথ্য। গুণ—বৃষ্য, চক্ষুর দীপ্তিকর, দীপন, রুচিকর, পবিত্র, স্বাদু, ত্রিদোষনাশক, ব্রণদোষ ও বিবন্ধনাশক, শ্বেত ও রক্তভেদে সৈন্ধব দুই প্রকার। ইহার মধ্যে রস, বীর্য্য ও বিপাকে শ্বেতবর্ণ সৈন্ধবই শ্রেষ্ঠ। (রাজনি°)

"সৈন্ধবং লবণং স্বাদু দীপনং পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং রুচ্যং হিমং বৃষ্যং সূক্ষ্মনেত্রং ত্রিদোষহৃৎ॥" (ভাবপ্র°)

সৈন্ধব—স্বাদু, দীপন, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকর, হিম, বলকর, ও ত্রিদোষনাশক।

ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হবিষ্যে এই লবণ ব্যবহার করিতে পারা যায়। কিন্তু মহাগুরুনিপাতে যে স্থলে অক্ষারলবণাশিত্বের ব্যবস্থা আছে, তথায় সৈন্ধবলবণও ব্যবহার করিতে পারা যাইবে না, তদ্ভিন্ন সকল হবিষ্যস্থলেই এই লবণ ব্যবহারে দোষ হইবে না।

"লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী।" (তিথিতত্ত্ব)

(পুং) সিন্ধুরভিজনোঽস্যেতি, সিন্ধু (সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যো ঽণঞৌ। পা৪।৩।৯৩) ইতি অণ্। ২ ঘোটকবিশেষ, সিন্ধুদেশজাত ঘোটক, সিন্ধুদেশোদ্ভব ঘোটক সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

"স একদা মহারাজ বিচরন্ মৃগয়াং বনে।

বৃতঃ কতিপয়ামাত্যৈরশ্বমারুহ্য সৈন্ধবং॥" (ভাগবত ৯।১।২৩)

৩ সিন্ধুদেশাধিপতি। ৪ জয়দ্রথ। (ভারত ১।১।১৯৮)

(ত্রি) ৫ সিন্ধুদেশোৎপন্ন দ্রব্যমাত্র, সিন্ধুদেশীয়। ৬ সমুদ্রজাত।

সৈন্ধবক (ত্রি) সিন্ধুজাত।

সৈন্ধবাদিচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধিবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—সৈন্ধব লবণ, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ পরিমিত মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। নূতন তণ্ডুলের অন্ন বা ঘৃতপক্ব মাংস ভোজন করিয়া এই চূর্ণ একটু সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ জীর্ণ হয়।

অন্যবিধ প্রস্তুতপ্রণালী—সৈন্ধব লবণ, চিতামূল, হরীতকী, লবঙ্গ, মরিচ, পিপুল, সোহাগা, শুঠ, চই, যমানী, মউরী ও বচ, এই ১২টী দ্রব্যের সমভাগচূর্ণ একত্র করিয়া লেবুর রসে ২১ দিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। মাত্রা ২ মাষা। উষ্ণ জল, সৈন্ধবসংযুক্ত তক্র, দধির মাত বা কাঞ্জিকের সহিত এই চূর্ণ সেবনীয়। এই চূর্ণ সেবনে সত্বই অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অগ্নিমান্দ্যের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° অগ্নিমান্দ্যরোগা°)

সৈন্ধবাদিতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—কটুতৈল ২ সের। কাথার্থ সৈন্ধব, চিতামূল, দন্তীমূল, পলাশফল, রাখালশশার মূল, মিলিত ৮সের, পাকার্থ গোমূত্র ৬৪ সের, শেষ ৮ সের, কল্ক জারিত পুটিত লৌহভস্ম অদ্ধসের, উক্ত তৈল, লৌহ ও কাথ তৈলপাকের বিধানানুসারে পাক করিতে হইবে। তৈলাবশেষ থাকিতে নামাইতে হয়। এই তৈল হইতে কল্ক ছাকিয়া ফেলিবে না। এই তৈলে সিমুলতুলা ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে বসাইয়া দিবে। ইহাতে কৃমিব্যাপ্ত ভগন্দরও আশু প্রশমিত হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। ভগন্দররোগে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট তৈল। (ভৈষজ্যরত্না° ভগন্দররোগাধি°)

সৈন্ধবায়নি (পুং) ১ ঋষিভেদ। (ভাগ° ১২।৭।৩)

সৈন্ধবায়নি (পুং) সৈন্ধবের গোত্রাপত্য।

সৈন্ধবারণ্য (ক্লী) মহাভারতপ্রসিদ্ধ বনভেদ।

সৈন্ধবী (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। এই রাগিণী পূর্ণ, কোন মতে ষাড়ব, রি বর্জ্জিত, স-রি-গ-ম-প-ধ নি-স। মতান্তরে স-গ-ম-প-ধ-নি-স।

"ষড়্জগ্রহাংশকন্যা সা পূর্ণা সৈন্ধবিকা মতা।

মূর্চ্ছনোত্তরমন্দ্রা স্যাৎ কৈশ্চিৎ ষাড়বিকা মতা॥" (সঙ্গীতদা°)

সৈন্ধী (স্ত্রী) তালাদিরসনির্য্যাস, মদ্যবিশেষ, তালাদির রস হইতে যে মদ হয়, পর্য্যায়—হালা। গুণ—শীতল, কষায়, অম্ল, পিত্তদাহনাশক ও বায়ুবর্দ্ধক। (রাজনি°)

সৈন্ধুক্ষিত (ক্লী) সামভেদ।

সৈন্ধুমিত্রিক (ত্রি) সিন্ধুমিত্রের অপত্য। (পাণিনি)

সৈন্য (ক্লী) সেনা এব চতুর্বর্ণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। ১ সেনা। (অমর)

(পুং) সেনাং সমবৈতীতি সেনা (সেনায়া বা। পা ৪।৪।৪৫) ২ সেনাসমবেত, মিলিত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিরূপ সেনা।

'সৈন্যং ক্লীবং বলেঽংশে না সমবেতে তু বাচ্যবৎ।' (মেদিনী)

সৈন্যকক্ষ (পুং) সেনাকক্ষ।

সৈন্যনায়ক (পুং) সৈন্যানাং নায়কঃ। সেনানায়ক, সেনাপতি।

সৈন্যপতি (পুং) সৈন্যানাং পতিঃ। সেনাপতি।

সৈন্যপাল (পুং) সৈন্যং পালয়তীতি পাল-অণ্। সৈন্যপালক, সেনাপতি।

সৈন্যপৃষ্ঠ (ক্লী) সৈন্যস্য পৃষ্ঠং। সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ, যেখানে রাজা অবস্থান করিয়া সৈন্য পরিচালনা করেন। পর্য্যায়—প্রতিগ্রহ, পরিগ্রহ, পতদ্গ্রহ। (অমর ও তট্টীকা)

সৈন্যময় (ত্রি) সৈন্য স্বরূপে ময়ট্। সৈন্যস্বরূপ।

সৈন্যহন্তৃ (পুং) ১ শম্বরের পুত্রবিশেষ। (হরিবংশ) (ত্রি) সৈন্যানাং হন্তা। ২ সৈন্যহননকারী।

সৈফ্‌উদ্দৌলা (সৈফ উদ্দীন্) আলাউদ্দীন্ হসন্ ঘোরীর পুত্র, হসনঘোরীর পরে ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে ঘোর ও গজনীর আধিপত্য লাভ করেন। গিজান্ তুর্কমানদিগের সহিত যুদ্ধে ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ৭ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন।

সৈফ্-উদ্দৌলা—প্রকৃত নাম মীর নজবৎ আলীখান্। বাঙ্গালার নবাব মীরজাফর আলী খানের ২য় পুত্র। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে নজম্ উদ্দৌলা উপাধিগ্রহণপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদের মসনদে অভিষিক্ত হন। ইংরাজ গবর্মেণ্টবৃত্তি বন্দোবস্ত করেন এবং ইঁহার বিষয়কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নায়েব নিযুক্ত করিয়া দেন। ইনি তৎপরে ৩ বর্ষ ১০ মাস মাত্র জীবিত ছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ নাবালক ভ্রাতা মুবারক উদ্দৌলা তাঁহার উত্তরাধিকার লাভ করেন।

সৈফখান্—নূরজাহানের ভাগিনের ও বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম্ খান্ ফতেজঙ্গের পুত্র। নূরজাহানের পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি সৈফখাঁকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন এবং নূরজাহানের যত্নেই সৈফ্ দিল্লীর সভায় লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হন। তিনি পরে বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। এখানে একদিন গজারোহণে যাইতেছেন, ঘটনাক্রমে সেই গজপদদলনে এক দুঃখিনীর সন্তান নিহত হয়। দুঃখিনী অভিযোগ করিলে সৈফ্খাঁ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তিনি হস্তীপককে সাজা দিতে বলেন। সৈফ্খাঁ তৎপরিবর্ত্তে বালকের গরিব পিতামাতাকে কারারুদ্ধ করেন। এ সংবাদে দিল্লীশ্বর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে লাহোরে আনাইয়া সেই গরিব পিতামাতার সমক্ষে হস্তিপদতলে ফেলিয়া পিষিয়া মারেন।

সৈমন্তিক (ক্লী) সীমন্ত-ঠক্। সিন্দুর, স্ত্রীগণ ইহা সীমন্তে দেয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

সৈয়দ (আরবী) ১ প্রধান ব্যক্তি। ২ মহম্মদের দৌহিত্র, হোসেনের বংশজ।

সৈয়দআলী (সৈয়দ আলী হম্দানি)—আমীর তৈমুরের বিরাগভাজন হইয়া ইনি সুলতান কুতবউদ্দীনের শাসনসময়ে সাতশত সৈয়দ সমভিব্যাহারে জন্মভূমি হম্দান পরিত্যাগ করিয়া ১৩৮০ খৃঃ অব্দে কাশ্মীরে আগমন করেন। এই খানে তিনি ছয় বৎসর কাল বাস করেন এবং ইহার সুলেমানবাগ নাম রাখেন। পারস্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় পকৃলীতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সৈয়দ আহম্মদ—দিল্লীর একজন মুন্সেফ। ইহার পিতার নাম সৈয়দ মহম্মদ মুত্তকী খাঁ বাহাদুর। ইনি প্রাচীন দিল্লী ও শাহজাহনাবাদ নগর সম্বন্ধে অসার-সনাদীদ্ নামক এক খানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 'সিল্সিলৎ-উল্-মুলুক' নামে তাঁহার আর একখানা গ্রন্থও আছে। ইহার পূর্ব্বপুরুষদিগের আদি বাসস্থান আরবদেশে ছিল। সেখান হইতে তাঁহারা হিরাতে গমন করেন এবং এখান হইতে মহামতি অকবর বাদশাহের আমলে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তদবধি ইঁহারা পুরুষানুক্রমে রাজদত্ত উপাধি ও সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন।

সৈয়দ আহম্মদ—সুপ্রসিদ্ধ সৈয়দ জলাল বোখারির সহোদর। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে দারাশিকো ইঁহাকে গুজরাটের শাসনভার প্রদান করেন। আগ্রার সমীপবর্ত্তী তাজগঞ্জে ইঁহার সমাধিক্ষেত্র এখনও বিদ্যমান আছে।

সৈয়দআহম্মদ—বরেলীর একজন অধিবাসী। পঞ্জাবের শিখদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধের অবতারণা করেন। বালাকোটে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সংস্কারক ও সাধক হইবার ইচ্ছা করিয়া তিনি প্রথম জীবনে সোয়াররূপে আমীর খাঁয়ের লুণ্ঠনকারী অশ্বারোহীদলে প্রবেশ করেন। অবশেষে এই চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া তিনি দিল্লীর প্রধান ভক্ত ও সাধক সা আবদুল আজীজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার উপদেশ অনুসারেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত ও চালিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস। ইঁহারই প্ররোচনায় প্রণোদিত হইয়া তিনি ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। আবদুল আজীজের ভ্রাতুষ্পুত্র মৌলবি মহম্মদ ইস্মাইল ও জামাতা আবদুল হাই এই দুই ব্যক্তিই আহম্মদের প্রিয় শিষ্য ও চিরসঙ্গী ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই উচ্চ শিক্ষিত লোক, অথচ নিরক্ষর আহম্মদকে ইঁহারা দেবতার ন্যায় ভক্তি করেন, ইহা দেখিয়াই সাধারণ লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁহার দিকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। এমন কি তিনি যখন শিবিকায় গমন করিতেন, তখন ইঁহারা নগ্নপদে তাঁহার শিবিকার দুই ধারে দৌড়াইয়া যাইত। দিল্লী ত্যাগ করিয়াই তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে মোটামুটি এই কথা বলা যাইতে পারে যে, তিনি আদি মুসলমান ধর্ম্মের সরলতা ও ঐকান্তিকতার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারমূলক আচারব্যবহারের প্রতি তাঁহার বিশেষ বিরক্তি ছিল। তাঁহার অনুচরগণও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার মতেরই অনুবর্ত্তন করিত। দিল্লী হইতে বাহির হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে এবং বহুসংখ্যক শিষ্য সংগ্রহ করিয়া ১৮২১ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন। অবিলম্বে দলে দলে স্থানীয় মুসলমানেরা যাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮২২ খৃঃ অব্দের প্রথম ভাগে তিনি আপনার প্রিয়তম শিষ্যদ্বয়কে লইয়া মক্কা গমন করেন ও পর বৎসর অক্টোবর মাসে সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আসিবার সময় পথি মধ্যে তিনি অতি অল্প সময়ের জন্য বোম্বাই নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই বহুসংখ্যক মুসলমান আসিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করেন। ১৮২৩ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে আবার তিনি উত্তর ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। এই ভাবে বহুদিবস পর্য্যন্ত নানা স্থানে ঘুরিয়া ও বক্তৃতা করিয়া তিনি প্রভূত শক্তি সংগ্রহ করেন এবং অবশেষে লাহোর জেলায় শিখদিগের বিরুদ্ধে এক ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা করেন। হিন্দুস্থানীয় ভাষায় তরঘীর-উল্-জিহাদ নামে একখানা পুস্তিকা আছে। ইহা এই যুদ্ধের সময়ে কান্যকুব্জের জনৈক মৌলবি কর্ত্তৃক লিখিত ও সাধারণ মুসলমানদিগকে শিখদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রচারিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, শিখদিগের সঙ্গে এই যে যুদ্ধ, ইহা

১৮২৩ খৃঃ অব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ কিয়ৎকাল ব্যাপিয়া চলিয়া ছিল; দুই একটি খণ্ডসংগ্রামে সৈয়দ আহম্মদ জয়লাভও করিয়া ছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি স্বয়ং এই যুদ্ধে নিহত হন।

সৈয়দ হুসেন্ সহিদ আমীর—মুসলমান সাধু। সম্রাট্ হুমায়ুনের শাসনসময়ে (১৫৩৮ খৃঃ অব্দের ৯ই মে তারিখে) ইঁহাকে হত্যা করা হয়। আগ্রায় নাইকী-মণ্ডী নামক স্থানে ইঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল।

সৈয়দ কবির, এক সাধু। আগ্রার সুলতানগঞ্জ নামক স্থানের সন্নিকটে ইঁহার সমাধিস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। খোদিত লিপিপাঠে জানা যায় যে, ১৬০৯ খৃঃ অব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

সৈয়দনগর—উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে জলাউন্ জেলার একটি প্রাচীন ও বিধ্বস্ত সহর। ইহা যুবাই হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে বলিয়া নদীর উপকূলে অবস্থিত। পীত ও লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র এখান হইতে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে বিস্তর তূলা উৎপন্ন ও রঞ্জিত হয়। শাসন ও রক্ষাকার্য্যের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ এখানে সামান্য পরিমাণে গৃহ-কর আদায় করা হয়।

সৈয়দপুর—পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার একটি সহর। ইহা অক্ষা° ২৩°২৫´ ১০´´ উত্তরে এবং দ্রাঘি° ৮৯°৪৫´ পূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে ইহা বারাসিয়া নদীর তীরবর্ত্তী ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নদী হইতে ইহার দূরত্ব দুই তিন মাইলের কম হইবে না। সমৃদ্ধির দিনে এখানে বিস্তর লোকের বাস ছিল; এখন জনসংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। শ্রীহীন হইলেও এখনও এস্থানে প্রভূত পরিমাণ তূলা, মসলা, লৌহ, তাম্র, পিত্তল এবং কাংস্যপাত্রের আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু আড়াই মাইল দূরবর্ত্তী বারাসিয়ার সলিলবিধৌত বোয়ালনগরবন্দরের যতই শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহার অবস্থা ততই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে এখানে মিউনিসিপালিটি ছিল, কিন্তু ১৮৮৩ খৃঃ অব্দ হইতে তাহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। এখানে সুন্দর শীতলপাটি প্রস্তুত হয়।

সৈয়দপুর—উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের গাজিপুর জেলার পশ্চিম তহশীল। ইহা গোমতী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। ইহার অধিকাংশ স্থানই অনুচ্চ চড়াভূমি মাত্র। সৈয়দপুর, ভিতরি, বহরিয়াবাদ ও যানুপুর এই তিনটি পরগণা লইয়া এই তহশীলটি গঠিত হইয়াছে। ইহার পরিমাণফল প্রায় ২৫০ শত বর্গমাইল। তন্মধ্যে দশ আনি পরিমিত স্থানে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাকী ছয় আনি স্থানের সামান্য মাত্র অংশ শস্যোৎপাদনক্ষম। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন ধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এই তহশীলে ৫৫৩টি গ্রাম আছে। তন্মধ্যে ২৯টি গ্রামে ১০০-৫০০; ৭৭টীতে ৫০০-১০০০; এবং বাকী ৪৪৮ টিতে ৫০০ শতের ও কম লোক বাস করে। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত এবং দুইটী থানা আছে।

সৈয়দপুর (সৈয়দপুর ভিতরী)—উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গাজীপুর জেলার একটি গ্রাম। ইহা সৈয়দপুর তহশীলের মধ্যে প্রধান স্থান। এস্থানে বহু প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহা গাজীপুর সহর হইতে ২০ মাইল পশ্চিমে, গঙ্গার উত্তর কূলে এবং অক্ষা° ২৫°৩২´৫´´ উত্তর এবং দ্রাঘি° ৮৩° ১৫´৪০´´ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একটি সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে একটি বিরাট প্রস্তর-নির্ম্মিত স্বালঙ্কৃত অট্টালিকা এবং প্রাচীন ভারতের ভাস্করবিদ্যার নিদর্শন স্বরূপ কতকগুলি পূর্ণ ও ভগ্নমূর্ত্তিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সহর হইতে ৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে ভিতরি নামক স্থানে বালুকাময় প্রস্তরের একটি স্তম্ভ আছে। ইহা ২৮ ফিট্ উচ্চ; তন্মধ্যে ৫।৬ ফিট্ ভূগর্ভে প্রোথিত, ইহার গাত্রে গুপ্তবংশীয় পাঁচজন রাজার কীর্ত্তিকাহিনী খোদিত রহিয়াছে। গাজীনদীর উপরে মুসলমান আমলের তিনটি খিলানসমন্বিত একটি ভগ্ন সেতু আছে। শাসন ও রক্ষাকার্য্যের জন্য এখানেও সামান্য পরিমাণে গৃহকর আদায় করা হয়।

সৈয়দপুর—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত সিন্ধুপ্রদেশের শীকারপুর জেলার অন্তর্গত ঘটকি তালুকের অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমান সময়ে ইহা রোহিমহকুমার অধীন একটি তালুক। ইহার পরিমাণফল ১৬৮ বর্গমাইল।

সৈয়দবালা—পঞ্জাবপ্রদেশের মণ্টগোমারিজেলার অন্তর্গত গুগৈরা তহশীলের একটি গ্রাম ও মিউনিসিপালিটি। এখানে একটি থানাও আছে। ইহা গুগৈরার ২০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে রাবিনদীর তীরে এবং অক্ষা° ৩১°৬´ উত্তর ও দ্রাঘি° ৭৩°৩১´ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে ৬৫৪ ঘর গৃহস্থের বাস। এখান হইতে চিনিয়ট্ পর্য্যন্ত একটি রাস্তা গিয়াছে। এখানকার গৃহগুলি সাধারণতঃ ইষ্টক ও কর্দ্দমনির্ম্মিত। সহরটি বেষ্টন করিয়া একটি প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে; এই প্রাচীরগাত্রে চারিটি ফটক আছে। এই সহরে বাজারে যাইবার জন্য একটি মাত্র বাঁধানো রাস্তা আছে। এখানে একটি স্কুলও আছে।

সৈর (ক্লী) সীর-অণ্। সীরসমূহ। লাঙ্গলসমূহ।

সৈলাব্ (পারসী) প্লাবন, চলিত ছয়লাব।

সৈরন্ধ্রী (স্ত্রী), সৈরং স্বাচ্ছন্দ্যং ধরত্যাত্মানং ধৃ মূলবিভুজাদিত্বাৎ ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ অন্যবেশ্মস্থিতা স্বতন্ত্রা শিল্পজীবিনী। পরবেশ্মস্থা শিল্পকারিণী। ২ দ্রৌপদী। (হেম) ৩ বর্ণসঙ্কর-সম্ভূতা স্ত্রী।

সৈরিক (পুং) সীরেণ লাঙ্গলেন খনতি যঃ সীর-ঠক্। ১ লাঙ্গলিক, লাঙ্গলধারী, কৃষক, যাহারা লাঙ্গল দ্বারা ভূমিকর্ষণ করে। সীরং বহতীতি সীর (হলসীরাৎ ঠক্। পা ৪।৪।৮১) ইতি ঠক্। ২ লাঙ্গলবাহী বৃষভ, চলিত হেলেগরু। সীরস্যেদং ঠক্। (ত্রি) ৩ সীরসম্বন্ধী।

সৈরিন্ধ্রী (স্ত্রী) স্বৈরং স্বাতন্ত্র্যং ধরতীতি ধৃ-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ পরবেশ্মস্থিতা স্ববশা শিল্পকারিণী, পর্য্যায়—সৈরন্ধ্রী, সৌরিন্ধ্রি। ২ দ্রৌপদী। ইনি অজ্ঞাত বাসকালে বিরাটভবনে এক বৎসর কাল সৈরিন্ধ্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন, তদবধি ইঁহার এই নাম হয়। ৩ বর্ণসঙ্করসম্ভূতা স্ত্রী, ইহারা মাল্যগ্রন্থন, গন্ধপেষণ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"অগম্যাগমনাচ্চৈব জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
বাহ্যানামনুজায়ন্তে সৈরিন্ধ্র্যাং মাগধেষু চ।
প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসন্দাসজীবনং ॥" (ভারত ১৩.৪৮।১৯)

সৈরিভ (পুং) সীরে লাঙ্গলবহনে ইভ ইব। শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধুঃ ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ মহিষ। (অমর) ২ স্বর্গ। (ত্রিকা°)

সৈরিষ্ঠ (পুং) জনপদবিশেষ। (মার্ক° পু°)

সৈরীয় (পুং) সীরে ভবঃ অণ্, সৈরঃ কর্ষস্তত্র ভবঃ বৃচ্ছাৎ ছ। ঝিণ্টী। (শব্দরত্না°) শ্বেত ও নীল ঝিণ্টী।

সৈরীয়ক (পুং) সৈরীয় এব স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ঝিণ্টী। গুণ—কফবাতনাশক। (রাজব°)

সৈরেয় (পুং) সৈরে কর্ষে ভবঃ। (সৈরনদ্যাদিভ্যো ঢক্। পা ৪।২।৯৭) ইতি ঢক্। ঝিণ্টী।

"সৈরেয়কঃ শ্বেতপুষ্পঃ সৈরেয়ঃ কটসারিকা।
সহাচরঃ সহচরঃ স চ ভিন্দ্যাপ কথ্যতে ॥" (ভাবপ্র°)

গুণ—কুষ্ঠ, বাত, অস্র, কফ, কণ্ডূ ও বিষনাশক, তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, অনম্ল, সুস্নিগ্ধ ও কেশরঞ্জক।

সৈরেয়ক (পুং) সৈরেয় এব স্বার্থে কন্। ঝিণ্টী। (অমর)

সৈর্য্য (পুং) তৃণবিশেষ, তটাকাদি প্রান্তভব এক প্রকার তৃণ, এই তৃণ অশ্ববাল নামে প্রসিদ্ধ। "দর্ভাসঃ সৈর্য্যা উত" (ঋক্ ১।১৯১।৩) 'সৈর্য্যাস্তটাকাদিপ্রান্তোদ্ভবাস্তৃণবিশেষা অশ্ববালা ইতি প্রসিদ্ধাঃ' (সায়ণ)

সৈলগ (পুং) দুষ্টের অপত্য। "পাপানে সৈলগং" (শুক্লযজু° ৩০।১৮)
'সৈলগং শীলগো দুষ্টস্তদপত্যং' (মহীধর)

সৈলি (পুং) জনপদবিশেষ। (বৃহৎস° ১৪।১১)

সৈবাল (ক্লী) শৈবাল।

"যা পাংশুপা গুরবপূর্বিরসা পুরাসীৎ
সৈবালকাঙ্কুরলতা মধুনা বিভর্তি।
বক্রং প্রসর্পতি তনোর্বিতনোতি লক্ষ্মীং
প্রায়ঃ পয়োধরসমুন্নতিরত্র হেতুঃ ॥" (উদ্ভট)

সৈবালিন্ (ত্রি) শৈবালবিশিষ্ট।

সৈস (ত্রি) সীস-অণ্। সীসকসম্বন্ধীয়। স্বার্থে কন্। (ক্লী) সৈসক, সীসক।

"পলালভারকং ষণ্ডে সৈসকঞ্চৈকমাষকং।" (মনু ১১।১৩৪)

সৈসিকত (পুং) জনপদবিশেষ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

সৈহরেয় (ত্রি) সীহরোৎপন্ন।

সো, অন্তকর্ম্ম, মরণ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্°। লট্ স্যতি। লিট্ সসৌ। লুট্ সাতা। লৃট্ সাস্যতি। লিঙ্ সেয়াৎ। লুঙ্ অসাৎ। অসাসীৎ, অসাতাং, অসাসিষ্টাং। সন্ সিষাসতি।

সোআগা (দেশজ) সোহাগা, টঙ্কণক্ষার।

সোআর (পারসী) অশ্বাদিতে আরোহণ।

সোআরা (হিন্দী) শুষ্ক খর্জ্জুর, খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

সোআরী (পারসী) ১ অশ্বাদিতে আরোহণ। ২ যানবাহনাদি। ৩ বৃক্ষবিশেষ।

সোঁতা (দেশজ) স্রোতঃ, পয়ঃপ্রণালী।

সোঁদালি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

সোকৃথক (ত্রি) উকৃথবিশিষ্ট, উকৃথযুক্ত।

সোচ্ছ্রয় (ত্রি) উচ্ছ্রয়েণ সহ বর্ত্তমানঃ। উচ্ছ্রয়ের সহিত বর্ত্তমান, উচ্ছ্রয়যুক্ত, উন্নতিবিশিষ্ট।

সোচ্ছ্বাস (ত্রি) উচ্ছ্বাসেন সহ বর্ত্তমানঃ। উচ্ছ্বাসযুক্ত, উচ্ছ্বাসবিশিষ্ট।

সোজা (দেশজ) সরল, অবক্র, অকুটিল।

সোটা (দেশজ) যষ্টি, লাটি।

সোঢ় (ত্রি) সহ মর্ষণে ক্ত (সহিবহোরোদবর্ণস্য। পা ৬।৩।১১২) ইতি অবর্ণস্য ওৎ। ক্ষান্ত, দুঃখাদি সহনশীল, যাহা সহ্য করা হইয়াছে।

সোঢ়ব্য (ত্রি) সহ-তব্য, সহনযোগ্য, সহ্য করিবার উপযুক্ত।

সোঢ়া (ত্রি) সহতে ইতি সহ-তৃচ্। ১ ক্ষমাযুক্ত, শক্ত। (মেদিনী) সহনকারী।

"সোঢ়া শস্ত্রনিপাতানামগ্নিস্পর্শস্য চানঘ।
স পাণ্ডববলং সর্ব্বমস্থৈকো নাশয়িষ্যতি ॥" (ভারত ৭।২৬।৬)

সোণা (দেশজ) সুবর্ণ, স্বর্ণ শব্দের অপভ্রংশে সোণা হইয়াছে।

সোণাখড়কী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। এই মৎস্য অতি ক্ষুদ্র এবং ইহা সুপথ্য ও স্বাদু। ইহার গাত্রে সুবর্ণের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ আছে, বোধ হয়, এই জন্যই ইহার এই নাম হইয়াছে।

সোণাপাত (দেশজ) সোণারপাত, স্বর্ণপত্র।

সোণামুগ (দেশজ) মুদ্গবিশেষ। মুগের মধ্যে সোণামুগই

শ্রেষ্ঠ, হালিমুগ, ঘোড়ামুগ, কৃষ্ণমুগ ও সোণামুগ প্রভৃতি অনেক প্রকার মুগ আছে। দেখিতে ঠিক সোণার মত বলিয়া ইহার নাম সোণামুগ হইয়াছে।

সোণালী (দেশজ) ১ সোণার গিল্‌টি, কোন ধাতুর উপরিভাগে সোণার ন্যায় বর্ণ করিলে তাহাকে সোণালী কহে। ২ বৃক্ষবিশেষ, সোন্দালী গাছ।

সোণাহরিতাল (দেশজ) স্বর্ণহরিতাল।

সোন্না (দেশজ) স্বর্ণকারের চিমটা, লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ।

সোৎক (ত্রি) সোৎকণ্ঠ, উৎকণ্ঠার সহিত বর্ত্তমান।

সোৎকণ্ঠ (ত্রি) উৎকণ্ঠয়া সহ বর্ত্তমানঃ। উৎকণ্ঠাযুক্ত, পর্য্যায়—উৎক, উন্মনাঃ। (জটাধর)

"তত্রোত্থানগতং সা তং বৎসেশং সখ্যুদীরিতং।
দদর্শ দূরাৎ সোৎকণ্ঠা চকোরীবামৃতত্বিষং॥" (কথাস° ৩১।৪৫)

সোৎকর্ষ (ত্রি) উৎকর্ষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। উৎকর্ষযুক্ত, উৎকর্ষবিশিষ্ট।

সোৎপ্রাস (ক্লী) উৎপ্রাসেন সহ বর্ত্তমানং। প্রিয় বাক্য, চটু, চাটু।

'সোল্লুণ্ঠনন্তু সোৎপ্রাসং চটু চাটু প্রিয়োদিতঃ।' (শব্দরত্না°)

(পুং) উৎপ্রাসেন আধিক্যেন সহ বর্ত্তমানঃ। ২ সশব্দহাস্য।

'সোৎপ্রাস আচ্ছুরিতকমবচ্ছুরিতকন্তথা।
অট্টহাসো মহাহাসো হাসঃ প্রহাস ইত্যপি॥' (শব্দরত্না°)

সোৎসব (ত্রি) উৎসবেন সহ বর্ত্তমানঃ। উৎসবযুক্ত, উৎসববিশিষ্ট।

সোৎসাহ (ত্রি) উৎসাহের সহিত বর্ত্তমান, উৎসাহযুক্ত, উৎসাহবিশিষ্ট।

সোৎসাহতা (স্ত্রী) সোৎসাহস্য ভাবঃ তল-টাপ্‌। সোৎসাহের ভাব বা ধর্ম্ম, উৎসাহ, উদ্যম।

সোৎসুক (ত্রি) উৎসুকেন সহ বর্ত্তমানঃ। উৎসুকের সহিত বর্ত্তমান, ঔৎসুক্যযুক্ত, ঔৎসুক্যবিশিষ্ট।

সোৎসেধ (ত্রি) উৎসেধযুক্ত, উৎসেধবিশিষ্ট, উচ্ছ্রায়বৎ।

সোদক (ত্রি) উদকেন সহ বর্ত্তমানঃ। উদকযুক্ত, জলবিশিষ্ট।

সোদধিল (ত্রি) লঘু, অল্প।

সোদয় (ত্রি) উদয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। উদয়যুক্ত, উদয়ের সহিত বর্ত্তমান। বৃদ্ধিযুক্ত।

"দত্তাং কন্যাং হরন্ দণ্ড্যো ব্যয়ং দদ্যাচ্চ সোদয়ং।
মৃতায়াং বর আদদ্যাৎ পরিশোধ্যোভয়ব্যয়ং॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

সোদর (পুং) সহ সমানং উদরং যস্য,সহস্য সাদেশঃ। ১ সহোদর, ভ্রাতা। ২ জ্যোতিষমতে লগ্নাবধি তৃতীয় স্থান। এই স্থানে ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির বিষয় গণনা করিতে হয়, এই জন্য ইহাকে সোদরস্থান কহে। এই স্থানে শুভাশুভ গ্রহের অবস্থান বা তাহার দৃষ্টি দ্বারা সোদরের শুভাশুভ বুঝিতে পারা যায়। বিক্রম, দূরগমন প্রভৃতিও এই স্থানে চিন্তা করিতে হয়। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। সোদরা, ৩ সহোদরা, ভগিনী।

সোদরীয় (পুং) সোদর্য্য, সহোদর।

সোদর্য্য (পুং) সমানোদরে শয়িতঃ সোদরঃ। (সোদরাৎ যঃ। পা ৪।৪।১০৯) ইতি য। সহোদর।

"স হত্বা লবণং বীরস্তদা মেনে মহৌজসং।
ভ্রাতুঃ সোদর্য্যমাত্মানমিন্দ্রজিদ্বধশোভিনঃ॥" (রঘু ১৫।২৬)

সোদর্য্যবৎ (ত্রি) সোদর্য্য অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মস্য ব। সহোদরযুক্ত।

সোদ্ধরণ (ত্রি) উদ্ধরণেন সহ বর্ত্তমানঃ। উদ্ধারের সহিত বর্ত্তমান, উদ্ধারযুক্ত।

সোদ্যোগ (ত্রি) উদ্যোগী, উদ্যোগের সহিত বর্ত্তমান, উদ্যোগযুক্ত।

সোদ্যম (ত্রি) উদ্যমযুক্ত, উদ্যমবিশিষ্ট।

সোদ্বেগ (ত্রি) উদ্বেগযুক্ত, উদ্বেগবিশিষ্ট।

সোধ (পুং) জনপদবিশেষ। (ভারত)

সোনহ (পুং) লসুন। (শব্দরত্না°)

সোন্মাদ (ত্রি) উন্মাদেন সহ বর্ত্তমানঃ। উন্মাদযুক্ত, পর্য্যায়—উন্মদ, উন্মদিষ্ণু, উন্মাদ, সুন্মাদ, সুন্মদ। (ভরত)

সোপকরণ (ত্রি) উপকরণেন সহ বর্ত্তমানং। উপকরণবিশিষ্ট, উপকরণযুক্ত।

সোপক্রম (ত্রি) উপক্রমের সহিত বর্ত্তমান, উপক্রমযুক্ত, উপক্রমবিশিষ্ট।

সোপচয় (ত্রি) উপচয়ের সহিত বর্ত্তমান, উপচয়যুক্ত, বৃদ্ধিবিশিষ্ট।

সোপচার (ত্রি) উপচারযুক্ত, উপচারবিশিষ্ট।

সোপদ্রব (ত্রি) উপদ্রবের সহিত বর্ত্তমান, উপদ্রবযুক্ত, উপদ্রববিশিষ্ট।

সোপধ (ত্রি) উপধয়া সহ বর্ত্তমানমিতি। সদ্ব্যদানাদি।

"অথাসদ্ব্যদানমস্বর্গ্যং যচ্চ দত্বা পরিতপ্যতে। তদ্দানমফলং যচ্চোপকারিণে দদাতি তন্মাত্রং পরিক্লিষ্টং যচ্চ সোপধং দদাতি।" (হারীত)

২ ব্যাকরণমতে উপধার সহিত বর্ত্তমান, শব্দের অন্ত্যবর্ণের সমীপবর্ত্তী যে বর্ণ তাহার নাম উপধা, এই উপধাযুক্তকে সোপধ কহে।

সোপপত্তিক (ত্রি) উপপত্তির সহিত বর্ত্তমান, উপপত্তিযুক্ত, উপপত্তিবিশিষ্ট।

সোপপদ (ত্রি) উপপদযুক্ত, উপপদবিশিষ্ট। উপপদসমাসযুক্ত।

সোপপ্লব (পুং) উপপ্লবেন সহ বর্ত্তমানঃ। রাহুগ্রস্ত চন্দ্র ও সূর্য্য।

সোপম (ত্রি) উপময়া সহ বর্ত্তমানঃ। উপমার সহিত বর্ত্তমান, উপমাযুক্ত, উপমাবিশিষ্ট।

"বিদ্বান্ সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মনা সোপমো ভবেৎ॥" (হিতোপ°)

সোপবাস (ত্রি) উপবাসেন সহ বর্ত্তমানঃ। উপবাসবিশিষ্ট, উপবাসী। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক মৎস্যভক্ষণ করিলে তিনদিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয়, ইহাতে মৎস্যভক্ষণজনিত পাপের ক্ষয় হয়।

"মৎস্যাংস্তু কামতো জগ্ধ্বা সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ।"
(তিথিতত্ত্বধৃত যাজ্ঞবল্ক্য°)

সোপসর্গ (ত্রি) উপসর্গের সহিত বর্ত্তমান, উপসর্গযুক্ত, উপসর্গবিশিষ্ট।

সোপহাস (ত্রি) উপহাসেন সহ বর্ত্তমানঃ। উপহাসযুক্ত, উপহাসবিশিষ্ট।

সোপাক (পুং) শ্বপাক, চণ্ডাল। ২ বর্ণসঙ্কর অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। চণ্ডাল হইতে পুক্কসী স্ত্রীর গর্ভে সমুৎপন্ন জাতিবিশেষ।

"চণ্ডালেন তু সোপাকো মূলব্যসনবৃত্তিমান্।
পুক্কস্যাং জায়তে পাপঃ সদা সজ্জনগর্হিতঃ॥" (মনু ১০।৩৮)

চণ্ডাল হইতে পুক্কসী স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান হয়, সেই সন্তান সোপাক নামে খ্যাত হয়। সাধুবিগর্হিত ও নিতান্ত পাপজনক জল্লাদের কার্য্য ইহার জীবিকা। এই জাতি চণ্ডাল অপেক্ষা নিন্দিত ও পাপকর্ম্মা।

সোপাখ্য (ত্রি) উপনামযুক্ত।

সোপাদান (ত্রি) উপাদানেন সহ বর্ত্তমানঃ। উপাদানযুক্ত, উপাদানকারণবিশিষ্ট।

সোপাধি (ত্রি) উপাধিনা সহ বর্ত্তমানঃ। ১ উপাধিযুক্ত, উপাধিবিশিষ্ট। ২ প্রতিলাভেচ্ছাদি দ্বারা দানাদি, অপর কিছু পাইবার আশা করিয়া যে দানাদি করা হয়।

"অদত্তন্তু ভয়ক্রোধকামশোকরুগর্দ্দিতৈঃ।
বালমূঢ়া স্বতন্ত্রার্ত্তমত্তোন্মত্তাপবর্জ্জিতৈঃ।
কর্ত্তা মমেদং কর্ম্মেতি প্রতিলাভেচ্ছয়া চ যৎ॥
প্রতিলাভেচ্ছয়া সোপাধিদত্তমুপাধ্যসিদ্ধাবসিদ্ধমিতি॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সোপাধিক (ত্রি) সোপাধি স্বার্থে কন্। উপাধিযুক্ত, উপাধিবিশিষ্ট।

সোপান (ক্লী) উপানমুপরিগমনং, তেন সহ বিদ্যমানং। আরোহণ, যাহা দ্বারা আরোহণ করা যায়। চলিত সিঁড়ী, ইষ্টকাদিরচিত পৈঠা। উপান শব্দের অর্থ উর্দ্ধগমন, উর্দ্ধগমনের সহিত বর্ত্তমান, যাহা দ্বারা উর্দ্ধেগমন করা যায়, তাহাকে সোপান কহে। ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"আরুহ্যতেঽনেন আরোহণং অনট্, উপপূর্ব্বাদনিতের্ভাবে অল্, অনেকার্থত্বাদুপানং উর্দ্ধগমনং, তেন সহ বর্ত্ততে সোপানং" (ভরত) ইহার পর্য্যায়—

'আরোহণঞ্চ সোপানং পৈঠা ইতি সমাহ্বয়ে।
সোপানে কাষ্ঠঘটিতে নিঃশ্রেণিস্ত্বধিরোহিণী।' (শব্দরত্না°)

সোপানৎক (ত্রি) উপানৎকেন সহ বর্ত্তমানঃ। উপানবিশিষ্ট, খড়ম বা বিনামাযুক্ত, যিনি খড়ম বা বিনামা পায় দিয়া আছেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে,সর্ব্বদা সোপানৎক হইয়া অর্থাৎ উপানৎ ধারণ করিয়া গমন করিবে। পুষ্পাদি চয়নস্থলেও উপানৎ ধারণ করা যাইবে, তাহাতে দোষ হইবে না।

"যদ্বেষ্টিতশিরা ভুঙ্‌ক্তে যদ্‌ভুঙ্‌ক্তে দক্ষিণামুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যদ্‌ভুঙ্‌ক্তে তদ্বৈ রক্ষাংসি ভুঞ্জতে॥" (মনু ৩।২৩৮)

মস্তকে বস্ত্রাদি বেষ্টন করিয়া যে অন্ন ভোজন করা যায়, পিতা বর্ত্তমান থাকিতে দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া এবং পাদুকা ধারণ করিয়া যে অন্ন ভোজন করা যায়, সেই অন্ন রাক্ষসে ভোজন করে। অতএব সোপানৎক হইয়া কিছু ভোজন করিবে না।

সোপালম্ভ (পুং) উপালম্ভেন সহ বর্ত্তমানঃ। উপালম্ভযুক্ত, উপালম্ভবিশিষ্ট।

সোপাশ্রয় (ত্রি) উপাশ্রয়ের সহিত বর্ত্তমান, উপাশ্রয়যুক্ত, উপাশ্রয়বিশিষ্ট।

সোভ (ক্লী) গন্ধর্ব্বনগর।

সোভয় (ত্রি) উভয়ের সহিত বিদ্যমান, উভয়যুক্ত, উভয়বিশিষ্ট।

সোভরি (পুং) ঋষিবিশেষ। ঋগ্বেদে এই ঋষির উল্লেখ আছে। যথা বাজেষু সোভরিং" (ঋক্ ৮।৬।২৬) 'সোভরিং এতৎসংজ্ঞকমৃষিং' (সায়ণ)

সোভাঞ্জন (পুং) শোভাঞ্জন। (ভরত)

সোম (ক্লী) প্রসবৈশ্বর্য্যয়োঃ মন্। ১ কাঞ্জিক, চলিত কাঁজি। ২ স্বর্গ। (পুং) সৌতি অমৃতমিতি সু প্রসবে (অর্ত্তিস্তুসু-প্রিতি। উণ্ ১।১৩৯) ইতি মন্। ৩ চন্দ্র। ৪ কর্পূর। ৫ বানর। ৬ কুবের। ৭ যম। ৮ বায়ু। ৯ বসুভেদ, অষ্টবসুর অন্তর্গত একজন বসু।

"আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"(মৎস্যপু° ৫।২)

১০ জল। ১১ সোমলতৌষধি। বেদে যজ্ঞাবসানে সোমরস পানের বিধান আছে। সোমলতার রস।

"মুন্যন্নানি পয়ঃ সোমো মাংসঃ যচ্চানুপস্কৃতং।
অক্ষারলবণঞ্চৈব প্রকৃত্যা হবিরুচ্যতে॥" (মনু ৩।২৫৭)

মুনিজনসেবিত আরণ্য নীবারাদি, অন্ন, দুগ্ধ, সোমরস, অবিকৃত সদ্যোমাংস, এবং সৈন্ধবাদি লবণ এই সকল দ্রব্য স্বাভাবিক

হবিঃ বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রে সোম অমৃত বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই সোমরস সেবন করিলে শরীরের জরাব্যাধি বিনষ্ট হয়।

অতি প্রাচীন বৈদিককাল হইতে সোম আর্য্যজাতির অতি প্রিয়, ইহা লতাবিশেষ। ঋক্‌সংহিতার মতে এই লতা (হিমালয়ের উত্তরে) মৌজবত পর্ব্বতে জন্মে—

"সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষঃ" (ঋক্ ১০।৩৪।১) ভারতীয় সাধারণের বিশ্বাস যে, এই লতা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য, এ কারণ পূর্ব্বকালে যে যে যজ্ঞে সোম ব্যবহৃত হইত, এখন সেই সেই স্থলে পূতিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আদি পারসিক আর্য্যদিগের মধ্যেও যাগাদিতে সোম (হওম) রসের যথেষ্ট প্রচলন ছিল, এক্ষণে বোম্বাইবাসী অগ্নিপূজক পারসীগণও সেই প্রাচীন সোমের অনুকল্পে পারস্য হইতে আনীত এক প্রকার টাট্‌কা লতা ব্যবহার করিতেছেন। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ *asclepias acida* বা *Sarcostemma viminale* এই দুই প্রকার লতাকেই সোম বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কি করিয়া সোমের আবির্ভাব হইল, ঋক্‌সংহিতার ন্যায় আদি প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। শ্যেন পক্ষী দেবলোক হইতে ইন্দ্রকে সোম আনিয়া দেন—

"ঋজীপী শ্যেনো দদমানো অংশুং পরাবতঃ শকুনো মন্দ্রং মদং।
সোমং ভরৎ দদৃহাণো দেববান্ দিবো অমুষ্মাদুত্তরাদাদায়॥"(৪।২৬।৬)

যে পক্ষিরাজ ইন্দ্রকে সোম আনিয়া দেন, তিনি সুপর্ণ নামে অভিহিত—

"দিবং সুপর্ণো গত্বায় সোমং বজ্রিণে আভরৎ।" (৮।৮৯।৮)

অদ্রি * হইতেই শ্যেন আনিয়া ছিলেন—

"জভারামন্থাদন্যং পরি শ্যেনো অদ্রেঃ" (১।৯৩।৬)

সেখানে বরুণ রাখিয়া আসিয়া ছিলেন—

"দিবি সূর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ" (৫।৮৫।২)

আবার ৯ম মণ্ডলের একটী সূক্তে আছে—

যেস্থানে পর্জ্জন্য কর্ত্তৃক সোম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল, সেই স্থান হইতে সূর্য্যের দুহিতা সোম আহরণ করিয়া আনিয়া ছিলেন। গন্ধর্ব্বগণ তাহাই লইয়াছিল এবং তাহা হইতে রস বাহির করিয়াছিল—

"পর্জ্জন্যবৃদ্ধং মহিষং তং সূর্য্যস্য দুহিতা ভবৎ। তং গন্ধর্ব্বাঃ প্রত্যগৃহ্ণন্ তং সোমরসং আদধুঃ॥" (৯।১১৩।৩) পর্জ্জন্যই সোমের পিতা।

"পর্জ্জন্যঃ পিতা মহিষস্য পর্ণিনঃ" (৯।৮২।৩)

কিন্তু অথর্ব্বসংহিতার মতে—বিরাট পুরুষ হইতেই সোম উৎপন্ন হইয়াছে—

"রাজ্ঞঃ সোমস্য জাতস্য পুরুষাদধি।" (১৯।৬।১৬)

গন্ধর্ব্বেরাই অতিযত্নসহকারে সোম রক্ষা করিয়া থাকে—

"গন্ধর্ব্ব ইত্থা পদমস্য রক্ষতি।" ইত্যাদি (ঋক্ ৯।৮৫।১২)

কিরূপে দেবগণ গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে সোমলাভ করিয়াছিলেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাহার এইরূপ গল্প আছে—

'সোম গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে রাজরূপে ছিলেন। দেব ও ঋষিগণ তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা করিয়া বলাবলি করিলেন, সোম রাজা কিরূপে আমাদের নিকট আসিতে পারেন। বাক্ বলিলেন, গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রী কামনা করিয়া থাকে, আমাকে পণস্বরূপ স্ত্রীরূপে তাহাদিগের নিকট পাঠাইয়া তাহাকে ক্রয় কর। দেবগণ কহিলেন, না তোমা ছাড়া আমরা কিরূপে থাকিব? বাক্ পুনরায় বলিলেন, 'তাহাকে ক্রয় কর। যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই তোমাদের নিকট আসিব।' 'তাহাই হউক' বলিয়া দেবগণ মহানগ্নারূপিণী বাক্‌কে দিয়া সোমরাজকে কিনিয়া আনিলেন।১

আবার শতপথব্রাহ্মণে আছে 'আকাশেই সোম ছিলেন, তখন দেবগণ এখানে থাকিতেন না; তাঁহারা তাঁহাকে কামনা করিলেন—সোম আনিতে হইবে, আসিলে তাহাদ্বারা যজ্ঞ করা হইবে। তখন গায়ত্রী সোম আনিবার জন্য উড়িয়া গেলেন। সোম লইয়া ফিরিবার সময় তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব হরণ করিল। দেবগণ এ সংবাদ পাইলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, গন্ধর্ব্বেরা যোষিৎকামা। সোমকে আনিবার জন্য তাঁহারা বাক্‌দেবীকে পাঠাইলেন। বাক্ তাহাদের নিকট হইতে সোমকে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।২

* ঋক্‌সংহিতার ৩।৪৮।২, ৫।৪৩।৪, ৯।১৮।১, ৯।৬২।৪, ৯।৮৫।১০, ৯।৯৮।৯ প্রভৃতি মন্ত্রেও সোমকে 'গিরিষ্ঠা' অর্থাৎ পর্ব্বতে স্থিত বলা হইয়াছে।

(১) "সোমো বৈ রাজা গন্ধর্ব্বেষ্বাসীত্তং দেবাশ্চ ঋষয়শ্চাভ্যধ্যায়ন্ কথময়মস্মানৎসোমো রাজা গচ্ছেদিতি সা বাগব্রবীৎ স্ত্রীকামা বৈ গন্ধর্ব্বা ময়ৈব স্ত্রিয়া ভূতয়া পণধ্বমিতি নেতি দেবা অব্রুবন্ কথং বয়ং ত্বদৃতে স্যামেতি সাব্রবীৎ ক্রীণীতৈব যর্হি বাব বো ময়ার্থো ভবিতা তর্হ্যেব বোহহং পুনরাগন্তাস্মীতি তথেতি তয়া মহানগ্ন্যা ভূতয়া সোমং রাজানমক্রীণংস্তা মনুকৃতি মস্কন্নাং বৎসতরীমাজন্তি সোমক্রয়ণীং তয়া সোমং রাজানং ক্রীণন্তি তাং পুনর্নিষ্ক্রীণীয়াৎ পুনর্হি সা তানাগচ্ছেত্তস্মাদুপাংশু বাচা চরিতব্যং সোমে রাজনি ক্রীতে গন্ধর্ব্বেষু হি তর্হি বাগ্ ভবতি সাগ্নাবেব প্রণীয়মানে পুনরাগচ্ছতি।" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।৫।১।)

(২) "দিবি বৈ সোমঃ আসীৎ। অথ ইহ দেবাঃ। তে দেবা অকাময়ন্ত আ নঃ সোমো গচ্ছেৎ তেন আগতেন যজেমহীতি …তেভ্যো গায়ত্রী সোমমচ্ছাপতৎ। তস্যৈ আহরন্ত্যৈ গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুঃ পর্য্যমুষ্ণাৎ তে দেবা অবিদুঃ প্রচ্যুতো বৈ পরস্তাৎ সোমঃ। অথ নো নাগচ্ছতি। গন্ধর্ব্বাঃ বৈ পর্য্যমোষিষুরিতি। তে হ উচু র্যোষিৎকামা বৈ গন্ধর্ব্বাঃ। বাচমেবৈভ্যঃ প্রহিণবাম। সা নঃ সহ সোমেনাগচ্ছেৎ।" (শতপথব্রাহ্মণ ৩।২।৪।১-২)

শতপথব্রাহ্মণে (৯।৭।২।৮) এরূপও আছে,—আকাশেই সোম ছিলেন, গায়ত্রী পক্ষীরূপে গিয়া তাহাকে আনিয়াছিলেন।—

"দিবি বৈ সোমঃ আসীৎ তং গায়ত্রী বয়ো ভূত্বাহহরৎ।"

ঋগ্বেদে সোমরস ও ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় নানা গুণ আরোপিত হইয়াছে, যথা—

সোমলতিকার রসকে 'অমৃতমদ' বলা হইয়াছে (১।৮৪।৪) ইহা দেবতাদিগের অতি প্রিয় পানীয় (৯।৮৫।২ ; ৯।১০৯।১৫) ইহা রুগ্নের পক্ষে ঔষধস্বরূপ (৮।৬১।১৭)। সকল দেবতারাই ইহা পান করিয়া থাকেন (৯।১০৯।১৫)। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যাহা কিছু উলঙ্গ তাহাই আবৃত এবং যাহা কিছু আতুর তাহাই সুস্থ করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপায় অন্ধ দেখিতে ও খঞ্জ হাঁটিতে পারে (৮।৬৮।২)। ইনি মনুষ্যদেহের রক্ষক এবং এই দেহের প্রতি অঙ্গেই বিরাজমান। (৮।৬৮.৯)।

ঋগ্বেদে সোমে নানা প্রকারের দৈবশক্তি ও ক্রিয়া আরোপিত হইয়াছে। ইহাকে অসুর (৯।৭৩।১, ৯।৭৪।৭), যজ্ঞের আত্মা (৯।২।১০, ৯।৬।৮) এবং অমৃত (১।৪৩।৯) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা পান করিয়াই দেব ও নর অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে (১।৯১।১, ৬, ১৮ ; ৮।৪৮।৩)। ঋগ্বেদের যে স্থানে স্বর্গসুখের কল্পনাটি বিশেষ রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং ঐকান্তিক ভাবে এই সুখলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে, সেখানে সোমকেই সুখের বিধাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এই খানে সোমকে কত যে বড় বলিয়া ভাবা হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত আরাধনাটি হইতেই বেশ পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইতেছে—"হে পবিত্র দেব, হে অক্ষয় ও অনন্ত লোক অনন্ত জ্যোতিঃ ও অনন্ত মহিমার আধার, আমাকে লইয়া যাইয়া সেই খানে স্থাপন কর। হে ইন্দু (সোম) ইন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হও। যেখানে রাজা বৈবস্বত রাজত্ব করেন, যেখানে আকাশের অবরোধন আছে, যেখানে সেই সকল বৃহৎ বৃহৎ জলপ্রবাহ আছে, আমাকে সেই খানে অমর করিয়া রাখ।"

সোম বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মরুৎগণ ও অন্যান্য দেবতাবৃন্দকে এবং বায়ু, স্বর্গ ও পৃথিবী এই সকলকেই মাতাইয়া রাখেন (৯।৯০।৫ ; ৯।৯৭।৪২)। ইহার রস মিষ্ট এই কথা বলিয়া দেব ও মানুষ উভয়েই ইহার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন (৮।৪৮।১)। ইহা পান করিয়াই আদিত্যগণ বলবান্ এবং পৃথিবী মহী হইয়াছে (১০।৮৫।২)। সোমই ইন্দ্রের বন্ধু, সহায় এবং আত্মা (৪।২৮।১ ও ২ ; ৯।৮৫।৩)। ইনি ইন্দ্রের তেজ বর্দ্ধিত এবং বৃত্রের সহিত সংগ্রামে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন (৯।২৬।২ ও ৯।৬১।২২)। সোম ইন্দ্রের সঙ্গে একই রথে ভ্রমণ করিয়া থাকেন (৯।৮৭।৯); কিন্তু ইঁহার নিজেরও সুপর্ণ অশ্ব এবং বায়ুর ন্যায় ইষ্টযামা আছে (৯।৮৬।৩৭ ও ৯।৮৮।৩)।

শ্রুতিতে লিখিত আছে "অপাম সোমং অমৃতা অভূম" (শ্রুতি) আমরা সোম পান করিব, সোম পান করিয়া অমর হইব। ইত্যাদি, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ঋষিগণ সোমপান করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেন। যজ্ঞে দেবগণের উদ্দেশে সোম দান করা হয়, তৎপরে যজ্ঞাবসানে ঋষিগণ সোম পান করিয়া থাকেন। ইনি পবিত্ররথ ও সহস্র বৃষ্টি (৯।৮৩।৫ ; ৯।৮৬।৪০)। বীর পুরুষের ন্যায় ইনি ইঁহার অস্ত্রধারণ করেন (৯।৭৬।২); এই সকল অস্ত্র ভীম ও তীক্ষ্ণ (৯।৬১।৩০) ইনি তীক্ষ্ণায়ুধ ও ক্ষিপ্রধন্বা (৯।৯০।৩) ইন্দ্রের ন্যায় ইনিও বৃত্রঘ্ন, শত্রুহন্তারক এবং পুরভিৎ (১।৯১।৫ , ৯।৬১।২ ; ৯।৮৮।৪)। ৯।৫।৯ ঋকে ইহাকে প্রজাপতি এইরূপ বিশেষণও প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইনি দেবতাদিগের স্রষ্টা ও পিতা (৯।৭২।৪, ৯।৮৬।১০, ৯।৮৭।২, ৯।১০৯।৪) দ্যৌঃ পৃথিবী, অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র ও বিষ্ণু সোম এই সকলেরই জনিতা (৯।৮৬।৪) ইনি তমো বিনাশ ও অন্ধকার রাত্রিতে আলোক প্রদান করেন এবং বৃহৎ বৈশ্বানর সূর্য্যকে সৃষ্টি ও আলোকময় করিয়াছেন (১।৯১।২ ; ৯।৬৬।২৪ ; ৬।৩৯।৩ ; ৬।৮৪।২৩ ; ৯।৬১।১৬ ; ৯।৯৭।৪১ ; ৯।১০৭।৭ ; ৯।১১০।৩)। সোম নিজে অন্তরীক্ষ(৬।৪৭।৩) এবং পিতৃগণের সাহচর্য্যে আকাশ ও পৃথিবী বিস্তার করিয়াছেন (৮।৪৮।১৩) ইনি আকাশ ও পৃথিবীকে পৃথক্ করিয়া ধারণ করিয়া রহিয়াছেন (৬।৪৪।২৪ ; ৬।৪৭।৫ ; ৯।৮৭।২ ; ৯।৮৯।৬ ; ৯।১০৯।৬)। যে দুইটি স্বর্গলোক মানবের প্রতি সুভাবাপন্ন ইনি যজ্ঞে সেই দুই লোক উৎপাদন করিয়াছেন (৯।৯৮।৯)। ইনি দেব ও নরের রাজা (৯।৯৭।২৪) এবং বিশ্বভুবনোপরি সূর্য্যদেবের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন (৯।৫৪।৩)। প্রাণী সকল ইহারই হাতে (৯।৮৯.৬)। ইঁহার ব্রতসমূহ রাজা বরুণের ব্রতের ন্যায় (১।৯১।৩ ; ৯।৮৮।৮)। এই সকল ব্রত ভঙ্গের অপরাধ মার্জ্জনা করিবার জন্য ; পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায় প্রসন্ন হইবার জন্য এবং মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য ইহার আরাধনা করা হয় (৮।৪৮।৯ ; ১০।২৫।৩)। ইনি সহস্র লোচন (৯।৬০।১, ২) এবং সকল প্রাণীকেই দেখিতে ও জানিতে পান আর অব্রতদিগকে অতলে নিক্ষেপ করেন (৯।৭৩।৮)। গোপালক যেমন তাহার গোপাল সযত্নে প্রতিপালন করিয়া থাকে, ইনিও তেমন জঙ্গম প্রাণীদিগের জীবন রক্ষা করিয়া থাকেন (১০।২৫।৬) তিনি উগ্রদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উগ্র ও প্রধান ; বীরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর, দাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা এবং সংগ্রামে চিরকালই বিজয়ী (৯।৬৬।১৬)। আপনার ভক্তদিগের জন্য তিনি যুদ্ধ করিয়া গো, রথ, অশ্ব, স্বর্ণ,

স্বর্গ, জল প্রভৃতি সহস্র সহস্র প্রার্থনীয় জিনিষ আহরণ করিয়া থাকেন (৯।৭৮।৪)। তিনি বিশ্বজিৎ (৮।৪৮।১)। তিনি জ্ঞানী ও ঋষী, (৮।৬৮।১) সুক্রতু, সুদক্ষ, বিশ্ববেদা, বৃষা ও ত্রাম্নী (১।৯১।২) সোম দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, কবিদিগের মধ্যে পদবী, বিপ্রাদিগের মধ্যে ঋষি, মৃগদিগের মধ্যে মহিষ, গৃধ্রদিগের মধ্যে শ্যেন, ও বনের স্বধিতি স্বরূপ (৯।৯৬।৬)। শত্রুর হাত হইতে তিনি অজেয় পরিত্রাতা (১।৯১।২১)। ইঁহার যদি এমন ইচ্ছা হয় যে ইঁহার উপাসকগণ বাচিয়া থাকিবে, তবে তাহাদিগের মৃত্যু হয় না (১।৯১।৬) ৮।৪৮।৭ ঋকে দেখিতে পাই সূর্য্য যেমন দিবস বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, তেমন উপাসকদিগের জীবন বৃদ্ধির জন্য ইঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। ইঁহার মত দেবতার বন্ধু জন কখনও কষ্টভোগ করেন না (১।৯১।৮) এরূপ দেবতার সঙ্গে ঘনিষ্টতা ও বন্ধুতা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে ইচ্ছা করা হয় (৯।৬৬।১৮)। ১০।৩০।৫ ঋকে উক্ত হইয়াছে যে, মানুষ যেমন যুবতী স্ত্রীলোকের সহবাসে আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, তিনি তেমন জলের সাহচর্য্যে আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইয়া থাকেন।

অন্য দেবতার সঙ্গে সোমের সাহচর্য্য।

১।৯৩।১ ঋকে দেখা যায় অগ্নির সঙ্গে একত্র সোমের পূজা করা হয়। এই স্তোত্রের পঞ্চম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে এই দুই দেবতা একত্র হইয়া আকাশে জ্যোতিষ্ক নচয় স্থাপন করিয়াছেন ২।৪০।১ ঋকে পূষার সঙ্গেও সোমের সাহচর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ইঁহাদের দুই জনেরই নানা প্রকার শক্তি ও কার্য্যের কথা বলা হইয়াছে। ১ম শ্লোকে ইঁহারা উভয়ে ঋদ্ধি, স্বর্গ ও পৃথিবীর জনক, সমগ্র বিশ্বের রক্ষক, এবং অমৃতের নাভি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের একজন আকাশে এবং অপর জন পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে বাস করিতেছেন, একজন সমগ্র বিশ্বভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন আর অপর জন সকল দেখিয়া যাইতেছেন ৬।৭২ এবং ৭।১০৪ সূক্তে সোমের সঙ্গে ইন্দ্রের সাহচর্য্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল স্তোত্রের প্রথমটিতে দেখা যায়, ইঁহারা উভয়েই তমোহন্তা, নিন্দুকনাশন, সূর্য্য ও আলোকের বিধাতা, অবলম্বন সাহচর্য্যে আকাশের ধারণ কর্ত্তা এবং মাতা, পৃথিবীর বিস্তার কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

৭।১০৪ সূক্তে রাক্ষস যাতুধান এবং অন্যান্য শত্রু দমনের জন্য ইঁহাদের উভয়েরই নিকট একত্র প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সোমের সঙ্গে আবার রুদ্রেরও মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। ৬।৭৮ সূক্তে একত্রে ইঁহাদিগের মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। এখানে "তীক্ষ্ণায়ুধ, তীক্ষ্ণাহেতি" এই দুই দেবতার নিকট দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুর কল্যাণ সাধন করিবার জন্য রোগনাশন ভেষজসমূহ প্রদান করিবার জন্য এবং পাপ তাপ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বৈদিকযুগের শেষ হইতেই সোম শব্দ চন্দ্র শব্দের অর্থজ্ঞাপক হইয়া আসিতেছে। এমন কি ঋক্ বেদেরও স্থানে স্থানে সোম শব্দের এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। ইহার ১০।৮৫।২এ সোম শব্দ যেন এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—সোমের দ্বারাই আদিত্যগণ বলবান্; সোমের জন্যই পৃথিবী মহী; এবং সোম নক্ষত্রদিগের মধ্যস্থলে স্থাপিত হইয়াছে। লতাটিকে পেষণ করিয়া রস পান করিবার সময়, পাতা সোমপান করিলেন বলিয়া মনে করেন। যাহাকে ব্রহ্মাগণ সোম (চন্দ্র) বলিয়া জানেন, সেই তাহা পান করে না। যাহারা তোমাকে আশ্রয় দান করে, তাহাদিগের দ্বারা গুপ্ত এবং তোমার রক্ষকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইয়া, হে সোম, তুমি পেষণ প্রস্তরের ধ্বনি শুনিতে থাক; কিন্তু কোন পার্থিব প্রাণীই তোমার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। হে দেব! দেবতাগণ তোমাকে পান করিলে তুমি আবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। বায়ু সোমের রক্ষক; মাস বৎসরেরই অংশ।* ঋক্ বেদের এই অংশ কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন।

অথর্ব্ব বেদে নিম্ন লিখিত শ্লোকার্দ্ধটি দেখিতে পাওয়া যায় (১১, ৬, ৭)—যে সোম দেবতাকে লোকে চন্দ্র বলিয়া থাকে, তিনি যেন আমাকে মুক্ত দান করেন। এতদ্ব্যতীত শতপথ ব্রাহ্মণের ১।৬।৪।৫; ১১।১।৩।২; ১১।১।৩।৪ এবং ১১।১।৪।৪ এও এই কথা গুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে সোমরাজা যিনি চন্দ্র, তিনিই দেবতাদিগের অন্ন। ১৬.৩।২৪ এও এইরূপ লিখিত আছে,—সূর্য্যে অগ্নির প্রকৃতি ও চন্দ্রে সোমের প্রকৃতি বিদ্যমান। এবং ১২।১।১।২ এ সোমকেই চন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ৫।৩।৩।১২ ও ৯।৮।৩।১৬ তে চন্দ্রকে ব্রাহ্মণদিগের রাজা বলা হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণে সোমের দ্বিত্ব এই ভাবে সূচিত হইয়াছে "ব্রহ্মা সোমকে গ্রহনক্ষত্রের ব্রাহ্মণ ও বিরুধদিগের এবং যজ্ঞ তপস্যার রাজা নিযুক্ত করিয়াছেন।"

---

(১) "সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী।
অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ॥
সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সংপিংষন্ত্যোষধিং।
সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ণ তস্যাশ্নাতি কশ্চন॥
আচ্ছদ্বিধা নৈগুপিতো বার্হতৈঃ সোম রক্ষিতঃ।
গ্রাবণামিচ্ছৃণ্বন্তিষ্ঠসি ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ॥
যত্ত্বা দেব প্রপিবন্তি তত আপ্যায়সে পুনঃ।
বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ॥"
(ঋক্ সংহিতা ১০।৮৫।২-৫)

বৈদ্যকশাস্ত্রেও সোমের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে সেই বিষয় আলোচিত হইল।

"ব্রহ্মাদয়োঽসৃজন্ পূর্ব্বমমৃতং সোমসংজ্ঞিতং।
জরামৃত্যুবিনাশায় বিধানং তস্য কথ্যতে ॥

এক এব খলু ভগবান্ সোমঃ স্থাননামাকৃতিবীর্য্যবিশেষৈশ্চতুর্বিংশতিধা ভিদ্যতে। ইত্যাদি। (সুশ্রুত চিকি° ২৯ অ°)

ব্রহ্মাদিসৃষ্টিকর্ত্তৃগণ পূর্ব্বে জরা ও মৃত্যু বিনাশের জন্য সোম নামক অমৃতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন একই সোম স্থান, নাম, আকৃতি ও বীর্য্যভেদে চতুর্বিংশতি প্রকার। যথা—১ অংশুমান্, ২ মুঞ্জবান্, ৩ চন্দ্রমা, ৪ রজতপ্রভ, ৫ দূর্ব্বা সোম, ৬ কনীয়ান, ৭ শ্বেতাক্ষ, ৮ কনকপ্রভ, ৯ প্রতাপবান্ ১০ তালবৃন্ত, ১১ করবীর, ১২ অংশবান্, ১৩ স্বয়ম্প্রভ, ১৪ মহাসোম, ১৫ গরুড়াহৃত, ১৬ গায়ত্র্য, ১৭ ত্রৈষ্টুভ, ১৮ পাঙ্ক্ত, ১৯ জাগত, ২০ শাক্কর, ২১ অগ্নিষ্টোম, ২২ রৈবত, ২৩ ত্রিপাদ গায়ত্রীযুক্ত, ২৪ উড়ুপতি, এই ২৪ প্রকার সোম একই নিয়মে সেবন করিতে হয়। ইহাদের সকলেরই গুণ তুল্য। সোমসেবনবিধান—এই ২৪ প্রকার সোমের মধ্যে যিনি যে কোন প্রকার সোম পান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঘৃতাদি সকল প্রকার উপকরণ এবং সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারে এইরূপ পরিচারক স্থির করিবেন। প্রশস্ত স্থানে ত্রিবৃত গৃহ অর্থাৎ প্রথমে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইবেন, যাহার চারিদিকে বারাণ্ডা থাকে, এবং ঐ বারেণ্ডা গৃহের চতুর্দ্দিকে আবার দ্বিতীয় বারেণ্ডাবেষ্টিত গৃহ থাকে, এই রূপে গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া সেই গৃহের মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক সোম সেবন করিবেন।

সোমসেবনের পূর্ব্বে শরীরে যে সকল দোষ থাকে, তাহা শুদ্ধির জন্য বমন ও বিরেচনাদি ক্রিয়া করিয়া পেয়াদি ক্রমে পথ্য সেবন করিবেন। তৎপরে প্রশস্ত তিথি, নক্ষত্র, করণ ও মুহূর্ত্তাদি দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত উপকরণসম্পন্ন হইয়া ত্রিবৃত গৃহের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবেন।

ঋত্বিগ্‌গণ সোমকে মন্ত্রপূত ও অভিহুত অর্থাৎ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত করিয়া মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক স্বর্ণসূচী দ্বারা সেই সোম কন্দ বিদ্ধিয়া স্বর্ণপাত্রে তাহার রস সংগ্রহ করিবেন। অনন্তর সেই সোমরস আস্বাদন না করিয়া একে বারেই অর্দ্ধসের পরিমাণে পান করিবেন। সোমপানের পর আচমন করিয়া অবশিষ্ট রস জলে নিক্ষেপ করিবেন। সোমপান করিয়া যম অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সংযম, নিয়ম অর্থাৎ মনঃসঙ্কল্পাদির সংযম এবং বাক্‌সংযত হইয়া সেই গৃহে অবস্থান করিবেন। এইরূপে সোমপান করিয়া সুহৃদ্‌গণপরিবেষ্টিত ও উপাস্যমান হইয়া গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করিবেন।

সোমরস পান করিয়া শুচি ও তন্মনা হইয়া নিবাত স্থানে বসিয়া থাকিবে, বেড়াইবে, কিন্তু কদাচ দিবসে শয়ন করিবে না। সায়ংকালে ভোজনের পর মঙ্গলপাঠশ্রবণ এবং সুহৃদ্‌গণ কর্ত্তৃক উপাস্যমান হইয়া কৃষ্ণাজিনাস্তৃত কুশশয্যায় শয়ন করিবে। তৃষ্ণা পাইলে উপযুক্ত মাত্রায় শীতল জল পান করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া মঙ্গলপাঠশ্রবণ ও মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক গাভীস্পর্শ করিয়া পূর্ব্ববৎ থাকিবে। সোম জীর্ণ হইলে বমন হইবে। এই বমনের সঙ্গে শোণিতাক্ত কৃমিসকল নির্গত হয়। কৃমি বমন হইলে সায়ংকালে শীতল দুগ্ধ পান করা বিধেয়। তৎপরে তৃতীয় দিনে কৃমিমিশ্র অতীসার হইবে। এই অতীসার দ্বারা অনিষ্ট ভোজন প্রভৃতির দোষ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ দেহ হইবেন। তৎপরে সায়ংকালে স্নান করিয়া পূর্ব্ববৎ দুগ্ধ পান ও ক্ষৌমবস্ত্রাবৃত শয্যায় শয়ন করিবেন। চতুর্থ দিনে সকল শরীর ফুলিয়া উঠিবে, তৎপরে সর্ব্বাঙ্গ হইতে কৃমিসকল নির্গত হইতে থাকিবে। সেই দিন ধূলি দ্বারা অবকীর্য্যমাণ হইয়া শয্যায় শয়ন করিবে। সায়ংকালে পূর্ব্ববৎ দুগ্ধপান করিতে হয়। এইরূপ নিয়মে পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিন অতিবাহিত হইবে। দুই বেলা কেবল দুগ্ধ পান করিতে হয়। সপ্তম দিনে সোমপায়ী নির্ম্মাংস হইয়া অস্থি চর্ম্ম সার হইবে। তখন তাহার শরীর হইতে কেবল নিশ্বাস মাত্র বহির্গত হইতে থাকিবে। সোমসেবন হেতু জীবনের কোন রূপই হানি হইবে না। এই দিনে সুখোষ্ণ দুগ্ধে শরীর পরিষিক্ত করিয়া গাত্রে তিল, যষ্টিমধু ও চন্দন অনুলেপন এবং পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ সেবন করিবে। তৎপরে অষ্টমদিনের প্রাতঃকালেই শরীর দুগ্ধে পরিষিক্ত এবং চন্দনে অনুলিপ্ত করিয়া দুগ্ধ পান এবং ধূলিশয্যা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষৌমবস্ত্রাবৃত শয্যায় শয়ন করিবে। ইহার পর মাংস আপ্যায়িত, ত্বক্ অবদলিত এবং দন্ত, নখ ও রোমসকল পতিত হইবে।

তৎপরে নবম দিবস হইতে অণুতৈল মাখিবে ও সোমকন্দের ক্বাথে পরিষেক করিবে। দশম দিবসেই এইরূপ কর্ত্তব্য। ইহাতে ত্বক্ দৃঢ় হইবে। একাদশ দ্বাদশ দিনও ঐ রূপেই অতিবাহিত হইবে। তৎপরে ত্রয়োদশ দিন হইতে সোমকল্ককাথে পরিষেক করিবে। ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত এই নিয়মে থাকিবে। তৎপরে পঞ্চদশ বা অষ্টাদশ দিবসে দন্ত সকল উৎপন্ন হইবে। দন্তগুলি শিখরী, চিক্কণ ও অতি দৃঢ় হইবে। তখন হইতে পঞ্চ বিংশতি দিবস পর্য্যন্ত পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, দুগ্ধ, যবাগূ ভোজন করিবে। তাহার পর দুই বেলা শালিতণ্ডুলের অন্ন দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে হয়। তৎপরে নখ জন্মিবে, এই নখসকল প্রবাল, ইন্দ্রগোপকীট ও তরুণ সূর্য্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, দৃঢ়, স্নিগ্ধ ও সুলক্ষণসম্পন্ন হইবে। তৎপরে ত্বক্ ও কেশ জন্মিবে। এই

কেশ নীলোৎপল, অতসীপুষ্প বা বৈদূর্য্যসঙ্কাশ হইবে। এক মাসের পর কেশগুলি মুণ্ডন করিতে হয়। মুণ্ডনের পর বেণার মূল, চন্দন ও কৃষ্ণ তিলের কল্ক দ্বারা মস্তক প্রসিক্ত করিবে এবং দুগ্ধে স্নান করিবে। এক সপ্তাহের পর মস্তকে পুনরায় কেশ জন্মিবে, এই কেশ ভ্রমরাঞ্জনসন্নিভ কুঞ্চিত ও স্নিগ্ধ হইবে।

অনন্তর ত্রিরাত্রের পর প্রথম গৃহ হইতে বাহির হইয়া মুহূর্ত্তমাত্র থাকিয়া পুনর্ব্বার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। অভ্যঙ্গার্থ বলাতৈল, উদ্বর্ত্তনার্থ যবপিষ্ট, পরিষেকার্থ সুখোষ্ণ দুগ্ধ, উৎসাদনার্থ অজকর্ণের কষায়, স্নানার্থ বেণামূলসংযুক্ত কূপোদক এবং অনুলেপনার্থ চন্দন ব্যবহার করিবে। আমলক-রসসংযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যব ও যূপ ভোজন, দুগ্ধ ও যষ্টি মধুর সহিত কৃষ্ণ তিল পেষণ করিয়া তাহা ব্যঞ্জনাদিতে দিয়া ভোজন করিবে। এইরূপ নিয়মে দশ দিন কাটাইতে হয়। তৎপরে অভ্যন্তর হইতে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে আসিয়া উক্ত নিয়মে দশ দিন থাকিবে, তাহার পর তৃতীয় প্রকোষ্ঠে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে দশ দিন অবস্থান করিবে। এই কয় দিনে কিছু কিছু আতপ ও বায়ু সেবন করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার প্রকোষ্ঠমধ্যে গমন করিবে। রূপবান্ হইয়াছে ভাবিয়া দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দর্শন করিবে না। তৎপরে আরও দশদিন কামক্রোধাদি রিপুসকল দমন করিয়া রাখিবে। যে ২৪ প্রকার সোমের বিষয় বলা হইয়াছে, সে সকলেরই সেবনবিধি পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থাৎ একই প্রকার। লতাপ্রতান বিটপাদিবিশিষ্ট সোমই সেবনীয়। অংশুমান্ সোমের রস স্বর্ণপাত্রে, ও চন্দ্রমা সোমের রস রৌপ্যপাত্রে সংগ্রহ করিবে। তাহা হইলে উহা অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাতে ঈশান দেব অনুপ্রবেশ করিবেন। অন্যান্য সোমের রস তাম্রপাত্র, মৃৎপাত্র বা লোহিতবর্ণ বিস্তৃত চর্ম্মপুটকে সংগ্রহ করিতে হইবে। শূদ্র ভিন্ন অপর তিন বর্ণই সোমপানের অধিকারী। পূর্ব্বোক্ত বিধানে সোমপান করিয়া চতুর্থ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে পবিত্র স্থানে ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা ও মাঙ্গলিক কার্য্যসকল সম্পাদন করিয়া উক্ত ব্রিবৃত্ত হইতে বহির্গত হইয়া যথোক্ত আচরণ করিবেন। তখন আর তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ নাই।

সোমপানের গুণ—মানব পূর্ব্বোক্ত বিধানে ওষধিরাজ সোম পান করিয়া দশসহস্র বৎসর নূতন দেহ ধারণ করেন। অগ্নি তাঁহার প্রাণনাশে সমর্থ হন না, জল, বিষ, অস্ত্র প্রভৃতি কিছুতেই তখন তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয় না, তাঁহার শরীরে দশ সহস্র হস্তীর বল হয়, ক্ষীরোদতীরে, ইন্দ্রভবনে বা উত্তরকুরুপ্রদেশে যে স্থানে তিনি যাইতে ইচ্ছা করেন,তথায় তাঁহার গমন করিবার সামর্থ্য জন্মে। তাঁহার গতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত হয়।

সোমসেবী রূপে কন্দর্পের ন্যায় এবং কান্তিতে দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় হইয়া থাকেন। তিনি সকলের মনকে আহ্লাদিত করিতে সমর্থ হন। সাঙ্গোপাঙ্গ নিখিল বেদ তাঁহার আয়ত্ত হয়, এবং তিনি অমোঘসঙ্কল্প হইয়া দেবতার ন্যায় বিচরণ করিতে পারেন।

সোমের লক্ষণ—যে ২৪ প্রকার সোমের নাম উল্লিখিত হইয়াছে,তন্মধ্যে সকল প্রকার সোমেরই ১৫টী করিয়া পত্র হইয়া থাকে। এই পত্রসকল শুক্ল পক্ষে উৎপন্ন এবং কৃষ্ণপক্ষে পড়িয়া যায়। শুক্ল পক্ষে প্রতিদিন এক একটী করিয়া পত্র জন্মে, সুতরাং সোম পূর্ণিমা তিথিতে পঞ্চদশ পত্রবিশিষ্ট হয়। আবার কৃষ্ণপক্ষে এক একটী করিয়া পত্র পড়িতে থাকে, সুতরাং অমাবস্যাতে সমস্ত পত্রগুলি পড়িয়া গিয়া কেবল লতামাত্র অবশিষ্ট থাকে।

অংশুমান্ সোম ঘৃতগন্ধিকন্দবিশিষ্ট ও রজতপ্রভ। মুঞ্জবান্ সোমের কন্দ কদলীকন্দের ন্যায় এবং উহার পত্র লশুনপত্রের ন্যায়। চন্দ্রমা সোম স্বর্ণপ্রভ। এই সোম সর্ব্বদা জলে বিচরণ করে। গরুড়াহৃত নামক সোম ও শ্বেতাক্ষ নামক সোম পাণ্ডুবর্ণ ও সর্পনির্ম্মোকসদৃশ, এই সোম বৃক্ষাগ্রকে অবলম্বন করিয়া থাকে।

সোমসকল যেন নানা প্রকার বিচিত্র মণ্ডলে চিত্রিত বলিয়া প্রতিভাত হয়। সকল সোমেরই ১৫টী করিয়া পাতা আছে, এবং সকলেরই ক্ষীর (দুগ্ধবৎ পদার্থ) কন্দ ও লতা আছে। কিন্তু তাহাদের পত্র নানাবিধ।

সোমোৎপত্তিস্থান—হিমালয়, অর্ব্বুদ, সহ্য, মহেন্দ্র, মলয়, শ্রীপর্ব্বত, দেবগিরি, দেবসহগিরি, পারিপাত্র, বিন্ধ্যপর্ব্বত ও দেবসুন্দহ্রদ এই সকল স্থানে সোম জন্মে। বিতস্তা নদীর উত্তরে যে বৃহৎ পাঁচটী পর্ব্বত আছে, তাহাদের অধঃ ও মধ্য দেশে এবং সিন্ধুনদে চন্দ্রমা নামক সোম শৈবালবৎ ভাসমান থাকে। সিন্ধুনদেরই সমীপে মুঞ্জবান্ ও অংশুমান্ নামক সোম জন্মে। কাশ্মীর দেশে ক্ষুদ্রমানস নামে যে দিব্য সরোবর আছে তাহাতে গায়ত্র্য, ত্রৈষ্টুভ, পাঙ্ক্ত, জাগত ও শাকর এই সকল সোম জন্মে এবং সোমপ্রভ ও অন্যান্য সোমও তথায় জন্মিয়া থাকে। অধার্ম্মিক, কৃতঘ্ন, ঔষধদ্বেষী ও ব্রাহ্মণদ্বেষী মানবগণ সোমকে পায় না।

যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক তাঁহারা সদাচারপরায়ণ হইয়া উক্ত সকল স্থানে সোমের অন্বেষণ করিলে তাহা দেখিতে পাইয়া থাকেন। অধার্ম্মিক ব্যক্তির সোমপান দূরের কথা, তাঁহারা সোম দেখিতেই পায় না। সোম অধার্ম্মিক দেখিলে অন্তর্হিত হইয়া থাকেন। (সুশ্রুত চিকি° ২৯ অ°)

চরকসংহিতার চিকিৎসিতস্থানের প্রথমাধ্যায়ে সোমলতার বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। যথাবিধানে সোমরসায়ন সেবন করিলে দেবগণের স্থায় ক্ষমতা এবং দশ সহস্র বৎসর পরমায়ু হয়। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা ইঁহার প্রভাব সহ্য করিতে পারেন।

চন্দ্রের তিথি অনুসারে সোমের বিকাশ দৃষ্টে ঋষিগণ চন্দ্র বা সোমকেই সোমলতার অধিদেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

তৈত্তিরীয়-সংহিতা (২।৩।৫।১) হইতে জানা যায় যে, প্রজাপতি তাঁহার তেত্রিশটি কন্যাকেই রাজা সোমের হাতে সম্প্রদান করিয়া ছিলেন। সোম কিন্তু সকল পত্নীকে সমান ভাবে দেখিতে পারেন নাই। ভগিনী সপত্নী হইলে সপত্নীর জ্বালা আরও দুঃসহ হইয়া থাকে, তাই সোমের অন্যান্য পত্নীগণ স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতা প্রজাপতির গৃহে প্রত্যাগমন করেন। শ্বশুরের কোপভাজন হইতে সোমের সাহসে কুলাইল না। কুপিতাদিগের কোপ প্রশমন এবং মান ভঞ্জনের জন্য তিনিও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইল না। তাঁহার তাঁহাকে দিয়া এইরূপ অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন যে, সকল পত্নীর সঙ্গে তিনি সমান ব্যবহার করিবেন। গৃহে আসিয়া রাজা সোম কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। এই অপরাধে তাঁহাকে ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২।৩।১০।১) সোম সম্বন্ধে অন্য প্রকারের উপাখ্যানও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাপতি ইঁহাকে সৃষ্টি করিয়া পরে বেদত্রয় সৃষ্টি করেন। সোম এই তিন খানা গ্রন্থ হাতে তুলিয়া লয়েন। এদিকে সীতা সাবিত্রী তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রণয়ের স্রোত শ্রদ্ধার প্রতিই অবিচলিত ভাবে প্রবাহিত হইত। ক্ষুণ্ণ হইয়া সীতা প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন ও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আপনার দুঃখকাহিনী নিবেদন করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পিতা অনুমতি প্রদান করিলে সীতা বলিলেন যে, তিনি সোমকে ভাল বাসেন, কিন্তু সোম তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া শ্রদ্ধার প্রতিই সমধিক আসক্ত। তখন প্রজাপতি একটা সোপান প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাতে আকর্ষণী শক্তি প্রদান এবং তাহা কন্যার ললাটদেশে অবলেপন করেন। এই ভাবে স্বামীর মন ভুলাইবার শক্তি সংগ্রহ করিয়া সীতা যখন সোমের সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন সোম তাঁহাকে সোহাগে ও আদরে নিকটে ডাকিয়া লইলেন। তখন স্বামি-সোহাগিনী স্বামীর সন্মুখ বাঞ্ছা ও তাঁহার হাতে কি আছে, তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সোম তখন এতই প্রেমবিহ্বল যে, পত্নীর প্রার্থনা পূরণ করিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না বরং তিনটি বেদই তাঁহার হাতে প্রদান করিলেন। এই জন্যই স্ত্রীলোকেরা আলিঙ্গনাদির মূল্যস্বরূপ সর্ব্বদাই কোনও না কোনও জিনিষ প্রার্থনা করিয়া থাকে। [চন্দ্র দেখ।)

সোমক (পুং) ১ সোমরোগ। (নিদান) সোম স্বার্থে কন্। ২ সোমশব্দার্থ। ৩ শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। (ভাগ° ১০।৬১।১৪) ৪ রাজা সহদেবের পুত্র। ইনি রাজা সাহদেব্য নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। (ঋক্ ৪।১৫।৯) ৫ দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। ৬ সোমকদেশের রাজা, ইনি সোমশূর নামেও পরিচিত ছিলেন।

সোমকত্ব (ক্লী) সোমকের ভাব। (হরিবংশ)

সোমকর্ম্মন্ (ক্লী) সোমপ্রস্তুতরূপ কার্য্য। (নিরুক্ত ৫।১২)

সোমকন্যা (স্ত্রী) সোমের কন্যা। (ভারত অনু°)

সোমকল[শ]স (পুং) সোমরসপূর্ণ কলস।

সোমকল্প (পুং) সোম ঈষদসমাপ্ত্যর্থে কল্পচ্। ১ সোমসদৃশ, সোমতুল্য। একবিংশ কল্পভেদ।

সোমকবি (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

সোমকান্ত (পুং) ১ সোমস্য কান্তঃ। চন্দ্রকান্তমণি। ২ রাজভেদ।

সোমকাম (ত্রি) সোমঃ কামো যস্য। ১ সোমকামী। (পুং) ২ সোমবিষয়াভিলাষ, সোমরসপানের ইচ্ছা।

"সোমকামং ত্বাহরয়ং সুতঃ" (ঋক্ ১।১০৪।৯)

'সোমকামং সোমবিষয়াভিলাষং' (সায়ণ)

সোমকীর্ত্তি (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত আদিপ°)

সোমকুল্যা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে এই নদী মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে।

"পিতৃসোমর্ষিকুল্যা চ ইক্ষুকা ত্রিদিবা চ যা।
লাঙ্গলিনী বংশকরা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ॥" (মার্কপু° ৫৭।২৮)

সোমকেশ্বর (পুং) ১ সোমকদেশাধিপতি। (কথাসরিৎসা° ৪৯।৬৮) ২ ভরদ্বাজশিষ্য, রাজর্ষিভেদ। (বামনপু°)

সোমক্রতু (পুং) সোমযাগ।

সোমক্রয়ণ (ত্রি) যদ্দ্বারা সোমলতা ক্রয়করা যায়। (শুক্লযজু° ৪।২৭)

সোমক্ষয় (পুং) সোমস্য চন্দ্রস্য ক্ষয়ো যত্র। অমাবস্যা, এই দিনে সম্পূর্ণরূপে চন্দ্রের ক্ষয় হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। (ভারত)

সোমক্ষীরা (স্ত্রী) সোমবল্লী, সোমরাজী। (রাজনি°)

সোমখণ্ডা (স্ত্রী) সোমরাজী। (বৈদ্যকনি°)

সোমগন্ধক (ক্লী) রক্তোৎপল, রক্তপদ্ম। (বৈদ্যকনি°)

সোমগর্ভ (পুং) সোম অমৃতং তদ্বৎ সোম্যো গর্ভে যস্য। বিষ্ণু।

সোমগা (স্ত্রী) সোমরাজী। (বৈদ্যকনি°)

সোমগিরি (পুং) ১ পর্ব্বতবিশেষ। (ভারত) ২ সুমেরুস্থ চির-প্রতিফলিত চন্দ্রালোক (Aurora Borialis) ৩ আচার্য্যভেদ। ইনি বিল্বমঙ্গলের গুরু।

সোমগৃষ্টিকা (স্ত্রী) কুষ্মাণ্ডলতা, কুমড়াশাক। (বৈদ্যকনি°)

সোমগোপা (পুং) অগ্নি। (ঋক্ ১০।৪৫।৫)

সোমগ্রহ (পুং) সোম এব গ্রহঃ। চন্দ্রগ্রহ। ২ অশ্বদিগের গ্রহ-বিশেষ। অশ্বগণ এই গ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কম্পিত হইতে থাকে। অল্প পরিমাণে ভোজন করে, অঙ্গসকল শীতল এবং গাত্র প্রসারণ করিয়া শয়ন করে।

সোমগ্রহণ (ক্লী) সোমস্য গ্রহণং। চন্দ্রগ্রহণ।

সোমঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—গব্য ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ শ্বেতসর্ষপ, বচ, ব্রাহ্মীশাক, চোরকাচকি, পুনর্ণবা, ক্ষীরকাকলা, কুড়, যষ্টিমধু. কটকী, দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, পরুষফল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, আকনাদি, গুড়ত্বক্, দেবদারু, সচল লবণ, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, প্রিয়ঙ্গু, বাসকপুষ্প ও গেরিমাটী মিলিত ১ সের। ঘৃতপাকের বিধানানুসারে পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত স্ত্রীদিগের গর্ভসঞ্চার হইলে দ্বিতীয় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ মাস পর্য্যন্ত সেবন করাইতে হয়। ইহা সেবনে গর্ভের সমস্ত দোষ নিরাকৃত হইয়া বলবীর্য্যাদিসম্পন্ন সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। ইহা ভিন্ন সকল প্রকার যোনিরোগ প্রশমিত হয়। পুরুষগণ ইহা সেবন করিলে তাহাদের সকল প্রকার রেতোদোষ প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° স্ত্রীরোগাধি°)

অন্যবিধ প্রস্তুত প্রণালী—জীববৎসা একবর্ণা গাভীর ঘৃত ৮ সের, কাথার্থ রাইসরিষা, বচ, ব্রাহ্মীশাক, বেড়েলা, পুনর্ণবা, শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড, ত্রিফলা, কুড়, কটকী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, যষ্টিমধু চোরহুলী, জাতীপুষ্প, বসাকপুষ্প, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, শুঁঠ, পিপুল, ভীমরাজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃদ্ধদারক, হুড়হুড়িয়া, দশমূল, অপাঙ্, অশ্বগন্ধা ও শতমূলী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে সকল প্রকার স্ত্রীরোগ প্রশমিত হয়। (সারকৌ°)

সোমচক্ষস্ (ত্রি) সোমরস ছাঁকা। (তৈত্তিরীয়স° ২।২।১২।৪)

সোমচন্দ্রগণি, বৃত্তরত্নাকরটীকারচয়িতা জনৈক জৈনপণ্ডিত।

সোমচমস (পুং) সোমপানপাত্রভেদ। (পর্ব্বতবিংশব্রা° ১৮।২।১০)

সোমজ (ক্লী) সোমবৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ দুগ্ধ। (হেম) (ত্রি) ২ চন্দ্র হইতে উৎপন্ন, সোমজাত।

সোমজম্ভন্ (ত্রি) সোমমিব জম্ভোহস্য বা সোমং ভক্ষ্যং যস্য। ১ সোমের ন্যায় দণ্ড যাহার বা সোম যাহার ভক্ষ্য। (পা ৫।৪।১২৫)

সোমজা (ত্রি) সোম হইতে উৎপন্ন। (অথর্ব্ব° ৪।৩।৭)

সোমজামি (ত্রি) সোমবন্ধু। "বৃহস্পতির্বৃষভঃ সোমজাময়ঃ" (ঋক্ ১০।৯২।১০) 'সোমজাময়ঃ সোমবান্ধবঃ' (সায়ণ)

সোমজুষ্ট (ত্রি) সোমেন জুষ্টঃ। সোমদেব কর্ত্তৃক সেবিত।

"সোমজুষ্টং ব্রহ্মজুষ্টমর্য্যম্না সংভৃতং ভগং" (অথর্ব্ব ২।৩।২)

'সোমজুষ্টং সোমদেবেন সেবিতং' (সায়ণ)

সোমতিলকসূরি, জনৈক জৈনসূরি। ইনি লঘুপণ্ডিতকৃত ত্রিপুরা-স্তোত্রের টীকা এবং লঘুস্তব ও তাহার টীকা প্রণয়ন করেন।

সোমতীর্থ (ক্লী) সোমেন কৃতং তীর্থং। তীর্থবিশেষ, প্রভাস-তীর্থ। ভগবান্ সোম এই স্থানে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম সোমতীর্থ হইয়াছে। বরাহপুরাণে সৌকরব-তীর্থমাহাত্ম্য নামাধ্যায়ে এই তীর্থের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। যিনি এই তীর্থে স্নানদানাদি করেন, তাঁহার সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয় এবং তিনি মুক্তিলাভ করেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, সোমতীর্থে স্নান করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

"ততো জয়ন্ত্যাং রাজেন্দ্র সোমতীর্থং সমাবিশেৎ।
স্নাত্বা ফলমবাপ্নোতি রাজসূয়স্য মানবঃ॥"

(ভারত ৩।৮৩।১৯)

এই স্থান বর্ত্তমান কণাড়া উপকূলের বিদুর বা পিণ্ডপুরী নামক স্থানের নিকটে অবস্থিত।

সোমত্ব (ক্লী) সোমস্য ভাবঃ ত্ব। সোমের ভাব বা ধর্ম্ম।

সোমদত্ত (পুং) ১ মহাভারতোক্ত রাজভেদ। (ভারত) ২ জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্ররচয়িতা। হেমাদ্রিরচিত পরিশেষখণ্ডে ইহার উল্লেখ আছে।

সোমদত্তি (পুং) সোমদত্তের পুত্র। (ভারত)

সোমদর্শন (পুং) ১ যক্ষভেদ। ২ সৌম্যদর্শন।

সোমদা (স্ত্রী) ১ গন্ধশটী। ২ গন্ধর্ব্বীবিশেষ। সোমদায়িনী।

সোমদেব (পুং) সোম এব দেবঃ। চন্দ্রদেব, ভগবান্ চন্দ্র।

সোমদেবত (ত্রি) সোমো দেবতা অস্য অণ্। সোমদেবতাযুক্ত, যাহার দেবতা সোম। ২ সোমদেবতাক নক্ষত্র, মৃগশিরা নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সোম।

সোমদেবত্য (ত্রি) সোমদেবত, সোমদেবতাযুক্ত।

সোমদৈবত (ত্রি) যাহার দেবতা সোম। মৃগশিরা নক্ষত্র।

সোমধান (ত্রি) সোমের নিধানভূত, সোমের আধানস্থান, যাহাতে সোম থাকে। "ইন্দ্রাবিষ্ণুকলশা সোমধানা" (ঋক্ ৬।৬৯।২) 'সোমধানা সোমস্য নিধানভূতৌ কলশৌ চ স্যাতাং' (সায়ণ)

সোমধারা (স্ত্রী) সোমস্য ধারেব। আকাশ। (ত্রিকা°)

সোমধেয় (পুং) জনপদবিশেষ। (ভারত)

সোমন্ (পুং) ষু প্রেরণে (নামন্সীমন্ব্যোমনিতি।

৪।১৫০) ইতি মনিন্‌। ১ যজ্ঞদ্রব্য। ২ চন্দ্র। 'সোমা চন্দ্রো যজ্ঞদ্রব্যঞ্চ' (উজ্জ্বল)

সোমনন্দীশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গবিশেষ।

সোমনাথ (দেওপত্তন, প্রভাসপত্তন ও বেরবলপত্তন নামেও খ্যাত) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধীন কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড়-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাচীন নগর। ইহা কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের দক্ষিণ উপসাগরোপকূলে অক্ষা° ২২°৪´ উত্তরে ও দ্রাঘি° ৭১° ২৬´ পূর্ব্বে অবস্থিত। এই উপসাগরের উপকূলরেখার পশ্চিমতম প্রান্তে বেরাবল বন্দর। এই বন্দরের নামানুসারে এই স্থানটি সাধারণতঃ বেরাবলপত্তন বলিয়াই পরিচিত। সাগরকূলে, এই দুই সহর হইতে প্রায় সমদূরে যে একটি বিশাল ও উচ্চ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই ইতিহাসবিশ্রুত সোমনাথের মন্দির। এই মন্দিরে ভগবান্ শিবের (সোমনাথের) লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার কয়েক গজ পশ্চাতে ভাটকুণ্ড নামক একটি জলাশয় আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, শ্রীকৃষ্ণ ইহারই জলে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। আরও পশ্চাতে গিরি নামক পার্ব্বত্য জেলা অবস্থিত। গিরনার নামধেয় পবিত্র শৈলটি মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী। সোমনাথের প্রতিধূলিকণার সঙ্গে ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সকল স্থানের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে, তবে ইহাদের মধ্যে সোমনাথ সহরের পূর্ব্ববর্ত্তী একটি স্থানকেই লোকে সমধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষুতে দেখিয়া থাকে। তিনটি সুন্দর জলধারার সঙ্গমস্থলের সমীপবর্ত্তী এই স্থানকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, কৃষ্ণের দেহ এই স্থানে ভস্মীভূত হইয়াছিল।

সোমনাথে আসিলে মন বড়ই নিরানন্দ ও অপ্রফুল্ল হইয়া পড়ে। ইহা যেন কেবলই সমাধিক্ষেত্র ও ধ্বংসাবশেষে পর্য্যবসিত। পশ্চিমের সমতল ক্ষেত্রটি মুসলমানকবরে সমাকীর্ণ; আর সহরের পূর্ব্ব ভাগটি হিন্দুর মন্দির ও স্মৃতিচিহ্নে পরিপূর্ণ। সমৃদ্ধির দিনে সুরক্ষিত করিবার জন্য ইহার দক্ষিণ প্রান্তে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ অপর প্রান্তত্রয়ে পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া একটি খানা খনন করা হইয়াছিল। দুর্গটি প্রায় সমুদ্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, জোয়ারের সময় ইহার পাদদেশ সাগরের জলে বিধৌত হইত। ইহা সমচতুর্ভুজ, প্রত্যেক প্রান্তের মধ্যস্থলে একটি করিয়া ফটক আছে।

সোমনাথ শিবের মন্দিরের জন্যই এই স্থান সমধিক প্রসিদ্ধ। হিন্দুগণের নিকট ইহা একটি পরম পবিত্র তীর্থস্থান। [মন্দির সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ মাহ্মুদ শব্দে দেখ]। এই মন্দির কোন সময়ে যে কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। নগরপ্রতিষ্ঠাতার নাম এবং প্রতিষ্ঠার সময়ও সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে এই অঞ্চলের যে কি অবস্থা ছিল, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীতে মাহ্মুদের আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই প্রদেশের ইতিহাস একেবারেই নীরব। মাত্র ইহাই শুনিতে পাওয়া যায় যে, অষ্টম শতাব্দীতে কাঠিয়াবাড়ের এই অঞ্চলে চাবড় নামক এক রাজপুত রাজবংশ রাজত্ব করিতেন, ইহারা চালুক্য বা সোলাঙ্কি রাজপুতগণের অধীন ছিলেন। ইহার পরে মাহ্মুদ সোমনাথ জয় ও বিধ্বস্ত করিয়া প্রভূত ধনরত্ন লাভ করেন। [মাহ্মুদ শব্দ দেখ]। মূর্ত্তিটি বহুমূল্য প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিধ্বস্ত করিবার পরে অধিকাংশ প্রস্তরখণ্ডই গজনীর জামি-মস্‌জিদের কাজে লাগান হইয়াছিল। গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তিনি এতদ্দেশে দেবশর্ম্মা নামক একজন ব্রাহ্মণকে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়া যান। চৌলুক্যপতি দুর্লভরাজ তাঁহাকে তাড়াইয়া সোমনাথ উদ্ধার করেন। ইহার পরে রাঠোরবংশোদ্ভব ভজনবংশীয়গণ সোমনাথ অধিকার করেন। ইহাদের আমলে সোমনাথের নষ্ট গৌরব অনেক পরিমাণে উদ্ধার করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৩০০ খৃষ্টাব্দে আবার আলপ খাঁ শির্কা সোমনাথ অধিকার করিয়া মুসলমানরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় হইতে এখানে মুসলমানপ্রভুত্ব বলবৎ হইয়া উঠে। মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পরে, বিভিন্ন সময়ে মাংগ্রোলের সেখগণ এবং পোরবন্দরের রাণাগণ সোমনাথে রাজত্ব করেন। অবশেষে জুনাগড়ের নবাব ইহা অধিকার করেন এবং তদবধি ইহা এই নবাববংশীয়দিগেরই শাসনাধীনে রহিয়াছে।

সোমনাথরস (পুং) প্রমেহরোগাধিকারের রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পালিধার রসে শোধিত পারদ ১ তোলা, ও ইন্দুরকাণি পানার রসে শোধিত গন্ধক ২ তোলা, এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত লৌহ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে, পরে উহার সহিত অভ্র, বঙ্গ, রূপা, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা মিশাইয়া ঘৃতকুমারী ও থুলকুড়ীর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু, এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার সোমরোগ এবং সুদারুণ বিংশতি প্রকার প্রমেহ ও মূত্রাঘাত আশু প্রশমিত হয়। প্রমেহ ও সোমাধিকারে এই ঔষধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। (ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহরোগাধি°)

সোমনেত্র (ত্রি) ১ চন্দ্রের ন্যায় নেত্রযুক্ত।

সোমপ (পুং) সোমং পিবতীতি পা-ক। যাগে পীতসোমলতারস, যিনি যজ্ঞ করিয়া সোমরস পান করিয়াছেন, পর্য্যায়—সোমপীতি, সোমপা। (অমরটীকা)

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।" (গীতা ৯।২০)

সোমপতি (পুং) সকল সোমপালক ইন্দ্র।
"অথাবহ সোমপতিং" (ঋক্ ১।৭৬।৩)
'সোমপতিং সর্ব্বেষাং সোমানাং পালকং' (সায়ণ)

সোমপত্র (পুং) সোমস্য পত্রমিব পত্রমস্য। তৃণবিশেষ, চলিত উলুখড়।
'দর্ভঃ পুরস্ছদঃ শষ্পঃ সোমপত্রঃ পরাৎপ্রিয়ঃ।' (শব্দচ°)

সোমপত্নী (স্ত্রী) সোমস্য পত্নী। চন্দ্রপত্নী।

সোমপদ (পুং) তীর্থবিশেষ। (ভারত বনপ°)

সোমপরিবাধ্ (ত্রি) সোমের চারিদিকে বাধক অর্থাৎ যাগরহিত, সোম না হইলে যজ্ঞ হয় না, যিনি যজ্ঞহীন, তাহারই সোমের বাধা হয়। "মানঃ সোমপরিবাধো মারাতয়ঃ" (ঋক্ ১।৪৩।৮) 'সোমপরিবাধঃ সোমস্য পরিতো বাধকাঃ যাগরহিতাঃ, সোমং পরিবাধতে যে তে, ক্বিপ্' (সায়ণ)

সোমপর্ব্বন্ (ক্লী) সোমরসপানরূপং পর্ব্ব। সোমরসপানরূপ, সোমরসরূপ। "অন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্ব্বভিঃ" (ঋক্ ১।৯।১) 'সোমপর্ব্বভিঃ সোমরসরূপৈঃ' (সায়ণ)

সোমপা (পুং) সোমং পিবতীতি পা-ক্বিপ্। ১ যজ্ঞে সোমলতা-রসপানকর্ত্তা, যজ্ঞে সোমপায়ী, (ত্রি) ২ সোমরসপানশীল।
"তৎশ্রদ্ধয়াক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবব্রতঃ পুমান্।
গত্বা চান্দ্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি ॥" (ভাগ° ৩।৩২।৩)

সোমপাত্র (ক্লী) সোমস্য পাত্রং। সোমপানপাত্র, যে পাত্রে করিয়া সোমপান করা হয়।

সোমপান (ক্লী) সোমস্য পানং। সোমরস পান। যজ্ঞাবসানে সোমপান।

সোমপায়িন্ (ত্রি) সোমং পিবতি পা-ণিনি। সোম-পানকারী, যিনি সোমরস পান করেন।

সোমপাল (পুং) সোমরক্ষক। (ঐত° ব্রা°)

সোমপাবন (ত্রি) সোমপানকারী, যিনি সোমরস পান করেন। "সোমপাঃ সোমপাব্নাং" (ঋক্ ১।৩০।১১) 'সোম-পাব্নাং সোমপাতৃণাং' (সায়ণ)

সোমপিৎসরু (ত্রি) যজমানের নিমিত্ত ভূমিখননকারী বা যজমানের পাপনাশকারী বা সোমপানপাত্র। "লাঙ্গলং পবীরবৎ সুশেবং সোমপিৎসরু" (শুক্লযজু° ১২।৭১) 'সোমপিৎ-সরু সোমং পিবতীতি সোমপা যজমানঃ তস্মিন্ সোমপি যজমান-নিমিত্তং ৎসরতি ভূমিং খনতীতি, যদ্বা সোমপি যজমানে ৎসরতি নাশয়তি পাপমিতি, যদ্বা সোমঃ পীয়তেঽনেনেতি সোমপিশ্চমসঃ তস্য ৎসরু নিষ্পাদকং' (মহীধর)

সোমপীতি (স্ত্রী) সোমস্য পীতিঃ পানং। সোমপান। "উরুচী সোমপীতয়ে" (ঋক্ ১।২।৩) 'সোমপীতয়ে সোমপানার্থং' (সায়ণ)

সোমপীতিন্ (পুং) সোমস্য পীতং পানমস্যাস্তীতি ইনি। সোমপ। (অমর) সোমপানকারী, সোমপায়িমাত্র।
"সৌকন্যমপি চাখ্যানং চ্যবনো যত্র ভার্গবঃ।
শর্য্যাতিযজ্ঞে নাসত্যৌ কৃতবান্ সোমপীতিনৌ ॥"
(ভারত ১।২।১৬৪)

এই শব্দের রূপান্তর সোমপীথিন্ বা সোমপীবিন্ এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

সোমপীথ (পুং) সোমস্য পীথঃ পানং। সোমপান।
"রাধঃ সোমপীথায় হর্ষতে" (ঋক্ ১।৫১।৭)
'সোমপীথায় সোমপানায়' (সায়ণ)

সোমপীথিন্ (ত্রি) সোমপ, সোমপানকারী।

সোমপুত্র (পুং) সোমস্য পুত্রঃ। ১ চন্দ্রের পুত্র বুধ।

সোমপুরুষ (পুং) সোমরক্ষক পুরুষ।

সোমপুরোগব (ত্রি) যাহার অগ্রগামী সোম। "ব্রহ্মা সোম-পুরোগবঃ" (শুক্লযজু° ২৩।১৪) 'সোমপুরোগবঃ সোমপুরোগমঃ সোমঃ পুরোগমঃ অগ্রগামী যস্য সঃ সোমং পুরস্কৃত্য স্বর্গলোকং গচ্ছতি, সোমপুরোগমমেবৈনং স্বর্গং লোকং গময়তীতি' (মহীধর)

সোমপৃষ্ঠ (পুং) পর্ব্বতবিশেষ, সোমধৃত পৃষ্ঠ, যে সকল পর্ব্ব-তের উপরি ভাগে সোম আছে। "যে পর্ব্বতাঃ সোমপৃষ্ঠা আপ" (অথ° ৩।২১।১০) 'সোমপৃষ্ঠাঃ সোমঃ পৃষ্ঠে উপরি ভাগে যেষাং তাদৃশা যে পর্ব্বতাঃ' (সায়ণ)

সোমপেয় (ক্লী) সোমপান। "সোমপেয়ং সুখোরথঃ" (ঋক্ ১।১২০।১১) 'সোমপেয়ং সোমপানং' (সায়ণ)

সোমপ্রভ (ত্রি) চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট।

সোমপ্রবাক (পুং) সোমযজ্ঞে স্তোতা। (সাংখ্যা° ব্রা°)

সোমবন্ধু (পুং) সোমো বন্ধুর্যস্য। ১ কুমুদ। (শব্দরত্না°) ২ সূর্য্য। ৩ বুধ। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সোমভক্ষ (পুং) সোমপান।

সোমভূ (পুং) সোমাৎ ভূরুৎপত্তির্যস্য। ১ জিনরাজভেদ। (হেম) ২ বুধগ্রহ। (ত্রি) ৩ সোমবংশোদ্ভব, সোম হইতে যাহার উৎপত্তি।

সোমভৃৎ (ত্রি) সোমাপনয়নকর্ত্তা। যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে যে, শ্যেন নামক দেব সোমরাজের অনুচর হইয়া স্বর্গ হইতে সোম আহরণ করিয়া ছিলেন, তদবধি তিনি সোমভৃৎ নামে খ্যাত হন। "শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে" (শুক্লযজু° ৫।১) 'সোমভৃতে শ্যেনোনাম দেবঃ সোমরাজানুচরঃ স্বর্গাৎ সোমাহর্ত্তা, শ্যেনরূপধারি-গায়ত্র্যধিষ্ঠাতা তস্মৈ, সোমানয়নকর্ত্রে, সা যদ্ গায়ত্রী শ্যেনো ভূত্বা 'দিবঃ সোমমাহরৎ' (মহীধর)

সোমভোজন (ক্লী) সোমস্য ভোজনং। সোমপান। (পুং) ২ গরুড়ের পুত্রভেদ। (ভারত)

সোমমদ (পুং) সোমমত্ত।

সোমময় (ত্রি) সোম স্বরূপে ময়ট্। সোমস্বরূপ। সোমরূপ।

সোমযজ্ঞ (পুং) সোমাত্মকো যজ্ঞঃ। সোমযাগ।

সোমযশস্ (পুং) রাজভেদ। (শব্দরত্না°)

সোমযাগ (পুং) সোমাত্মকো যাগঃ। সোমলতারসপানাঙ্গক ত্রৈবার্ষিক যজ্ঞবিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, এই যজ্ঞ করিতে হইলে, তিন বৎসর সময় লাগে, প্রথম বর্ষে সোমলতারসপান, দ্বিতীয় বর্ষে ফল এবং তৃতীয় বর্ষে জল পান করিয়া থাকিতে হয়। এই যজ্ঞ সকল পাপনাশক। যাহার এই তিন বৎসর স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইতে পারে, এইরূপ ধান্যাদি সম্পদ্ থাকে, তিনিই এই যজ্ঞের অধিকারী। এই যজ্ঞ সকলের সাধ্য নহে, যে হেতু এই যজ্ঞ বহুদক্ষিণ ও বহু অন্নসাধ্য।

"সোমযাগবিধানঞ্চ ব্রূহি মাং মুনিসত্তম।
কথং তং কারয়ামাস গুরুশ্চ কিং ফলং পরং॥
ব্রহ্মহত্যা প্রশমনং সোমযাগফলং মুনে।
বর্ষং সোমলতাপানং যজমানঃ করোতি যঃ॥
বর্ষমেবং ফলং ভুঙ্‌ক্তে বর্ষমেকং জলং মুদা।
ত্রৈবার্ষিকমিদং যাগং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং॥
যস্য ত্রৈবার্ষিকং ধান্যং নিহিতং ভৃতিবৃদ্ধয়ে।
অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি॥
মহারাজশ্চ দেবো বা যাগং কর্ত্তুমলং মুনে।
ন সর্ব্বসাধ্যযজ্ঞোঽয়ং বহ্বন্নো বহুদক্ষিণঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজ° ৬০।৫৪-৫৮)

সোমযাজিন্ (পুং) সোমেন যজতে ইতি যজ-ণিনি। সোমযাগকর্ত্তা, যিনি সোম যজ্ঞ করেন।

সোমযোগ (পুং) সোমমিশ্রণ, সোমসংযোগ।

সোমযোনি (ক্লী) সোমো যোনির্যস্য। চন্দনবিশেষ।

"সুশীতলং চন্দনং যৎ তৈলপর্ণিকমুচ্যতে।
উভৌ তৌ তস্য পর্য্যায়ৌ সোমযোনিঃ শিলোদ্ভবঃ॥"(শব্দচন্দ্রিকা)

সোমরক্ষ (ত্রি) সোমরক্ষাকারী।

সোমরক্ষি (ত্রি) সোমরসরক্ষক।

সোমরভস (ত্রি) সোমাভিষবার্থ অত্যন্ত বেগ, যজ্ঞীয় সোমপানের জন্য অতিশয় বেগ। "বায়োশ্চিদা সোমরভস্তরেভ্যঃ" (ঋক্ ১০।৭৬।৫) 'সোমরভস্তরেভ্যঃ সোমাভিষবার্থেনাত্যন্তেন বেগেন যুক্তেভ্যঃ' (সায়ণ)

সোমরাজ (পুং) সোমশ্চাসৌ রাজা চ। সোমই রাজা।

"মনোবাগ্‌বৃত্তিভিঃ সৌম্যৈর্গুণৈঃ সংরঞ্জয়ন্ প্রজাঃ"
(ভাগবত ৪।২২।৫৩)

সোমরাজন্ (পুং) ১ সোমনামক রাজা। (ত্রি) ২ সোম রাজা অর্থাৎ স্বামী যাহার, সোমস্বামিযুক্ত।

"যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ।" (ঋক্ ১০।৯৭।১৮)
'সোমরাজ্ঞীঃ সোমো রাজা স্বামী যাসাং তাঃ' (সায়ণ)

সোমরাজসুত (পুং) সোম এব রাজা, সোমরাজশ্চন্দ্রঃ তস্য সুতঃ চন্দ্রতনয়, বুধ।

"সাপি তং চকমে সুভ্রূঃ সোমরাজসুতং পতিং।"(ভাগবত ৯।১।৩৫)

সোমরাজিকা (স্ত্রী) সোমরাজী এব স্বার্থে কন্ টাপ্। সোমরাজী। (শব্দচ°)

সোমরাজিন্ (পুং) সোমেন সোমবদ্বা রাজতে ইতি রাজ-ণিনি। ওষধিবিশেষ, চলিত সোমরাজ বা হাকুচ। (Vernonia anthelmintica?) হিন্দী বুকুচে কানিয়ে জিয়োরিত, মহারাষ্ট্র বাউচী, কলিঙ্গ বাউচিগে, তৈলঙ্গ তিপ্পতোগে, নেলবষলিয়ে, বম্বে কালীজীরা। পর্য্যায়—অবল্গুজ, সুবল্লি, সোমবল্লিকা, কালমেষী, কৃষ্ণফলা, বাকুচী, পূতিফণী, সোমরাজী, সুবল্লী, সোমবল্লী, কালমেষী, সোমবল্লি, বাগুজী, বাকুজী, কালমেষিকা, সোমরাজিকা। (শব্দরত্না°) গুণ—বাত, কফ, কুষ্ঠ ও ত্বগ্‌দোষনাশক। (রাজবল্লভ)

ভাবপ্রকাশমতে গুণ—মধুর, তিক্ত, কটু পাক, রসায়ন, বিষ্টম্ভনাশক, শীতল, রুচিকর, শ্লেষ্ম, অস্র ও পিত্তনাশক, রুক্ষ, হৃদ্য, শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর ও কৃমিনাশক।

ফল—পিত্তবর্দ্ধক, কুষ্ঠ, কফ ও বায়ুনাশক, কটু, কেশবর্দ্ধক, কৃমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আম ও পাণ্ডুনাশক। (ভাবপ্র°)

সোমরাজী (স্ত্রী) সোমেন রাজতে ইতি রাজ দীপ্তৌ অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বাকুচী। (ভারত) ২ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ৬টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ২, ৩, ৫, ৬ বর্ণ গুরু এবং তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। লক্ষণ—

"হরে সোমরাজীসমা তে যশঃশ্রীঃ
জগন্মণ্ডলস্য চ্ছিনত্ত্যন্ধকারং॥" (ছন্দোম°) ৩ চন্দ্রশ্রেণী।

সোমরাজীতৈল (ক্লী) কুষ্ঠরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—কটুতৈল ৪ সের, জল ১৬ সের। ক্বাথার্থ সোমরাজীবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, ডহরকরঞ্জের ছাল বা বীজ, চাকুন্দে বীজ, সোদাল পত্র মিলিত এক সের। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈলও পাক করিতে হয়। এই তৈল মর্দ্দন করিলে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, নীলিকা, পিড়কা, ব্যঙ্গ প্রভৃতি চর্ম্মরোগ আশু প্রশমিত হয়।

বৃহৎসোমরাজী তৈল প্রস্তুতপ্রণালী—সর্ষপতৈল চারিসের,

ক্বাথার্থ সোমরাজীবীজ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ চিতামূল, ঈশালাঙ্গলা, শুঁঠ, কুড়, হরিদ্রা, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিতাল, মনছাল, হাফরমালী, আকন্দমূল, করবীমূল, ছাতিমমূলের ছাল, গোময়, খদিরকাষ্ঠ, নিম্বপত্র, মরিচ, কালকাসন্দা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিতে হয়। এই তৈল মর্দন করিলে সকল প্রকার কুষ্ঠ, দুষ্ট ব্রণ, দদ্রু, গাত্রবৈবর্ণ, পাণ্ডু ও বিসর্পাদি যে কোন চর্ম্মরোগ হউক না কেন, আশু প্রশমিত হয় এবং ইহাতে বিশীর্ণ চর্ম্মমাংসাদি দৃঢ় হয়। কুষ্ঠরোগাধিকারে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ তৈল। (ভৈষজ্যরত্না° কুষ্ঠরোগাধি°)

সোমরাজ্য (ক্লী) চন্দ্রলোক।

সোমরাত (পুং) মুনিবিশেষ। শকুন্তলায় ইহার নামোল্লেখ আছে।

সোমরাষ্ট্র (ক্লী) জনপদবিশেষ।

সোমরোগ (পুং) সোমনামকো রোগঃ। স্ত্রীরোগবিশেষ, স্ত্রীদিগের মূত্রাতীসার রোগ, স্ত্রীদিগের বহুমূত্র রোগ। বৈদ্যকশাস্ত্রে এই রোগের পূর্ব্বরূপ নিদান ও চিকিৎসাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহা লিখিত হইল। লক্ষণ—

"স্ত্রীণামতিপ্রসঙ্গেন শোকাচ্চাপি শ্রমাদপি।
আভিচারিকযোগাদ্বা গরযোগাত্তথৈব চ॥
আপঃ সর্ব্বশরীরস্থাঃ ক্ষুভ্যন্তি প্রস্রবন্তি চ।
তস্যাস্তাঃ প্রচ্যুতাঃ স্থানান্মূত্রমার্গং ব্রজন্তি হি॥
প্রসন্না বিমলাঃ শীতা নির্গন্ধা নিরুজাঃ সিতাঃ।
স্রবন্তি চাতিমাত্রতাঃ সা ন শক্নোতি দুর্ব্বলা॥
বেগং ধারয়িতুং তাসাং ন বিন্দতি সুখং ক্বচিৎ।
শিরঃ শিথিলতা তস্যা মুখং তালু চ শুষ্যতি॥
মূর্চ্ছা জৃম্ভা প্রলাপশ্চ ত্বগ্রুক্ষা চাতিমাত্রতঃ।
ভক্ষৈর্ভোজ্যৈশ্চ পেয়ৈশ্চ ন তৃপ্তিং লভতে সদা॥
সন্ধারণাচ্ছরীরস্য তাঃ আপঃ সোমসংজ্ঞিতাঃ।
ততঃ সোমক্ষয়াৎ স্ত্রীণাং সোমরোগ ইতি স্মৃতঃ॥"

(নিদান—সোমরোগাধি°)

অতিরিক্ত পুরুষসংসর্গ, শোক, পরিশ্রম, অভিচার এবং গরদোষ এই সকল কারণে স্ত্রীদিগের সর্ব্বশরীরগত জলীয় ধাতু আলোড়িত ও স্বস্থানচ্যুত হইয়া মূত্রস্রোতঃ দ্বারা স্রাবিত হইয়া থাকে। এই সোমরোগে মূত্রমার্গ দ্বারা স্বচ্ছ, নির্ম্মল, বেদনাহীন, নির্গন্ধ, অথচ শীতল শ্বেতবর্ণ স্রাব হয়। ইহাতে রোগিণী অসহনশীলা ও বলহীনা হয়। বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, এবং মস্তকের শিথিলতা, মুখ ও তালুর শুষ্কতা, মূর্চ্ছা, জৃম্ভা, প্রলাপ ও চর্ম্মের অত্যন্ত রুক্ষতা হয়, আহার্য্য বা পানীয় কোন দ্রব্যেই তৃপ্তি বোধ হয় না। শরীর ধারণের প্রধান অবলম্বন সোম নামক যে ধাতু দেহে অবস্থিত থাকে, তাহার ক্ষয় হয় বলিয়া ইহাকে সোমরোগ কহে।

সোমরোগের সাধারণ নাম বহুমূত্ররোগ। পুরুষ বা স্ত্রী উভয়েরই এই রোগ হইয়া থাকে।

লক্ষণ—মিষ্ট দ্রব্য বা কফজনক দ্রব্যের অধিক ভোজন, অধিক স্ত্রীসঙ্গম, শোক, অতিরিক্ত পরিশ্রম, যোনিদোষসম্পন্না স্ত্রীর সহবাস, অধিক মদ্যপান, অতিনিদ্রা বা দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত চিন্তা অথবা বিষদোষ প্রভৃতি কারণে সকল দেশস্থ জলীয় পদার্থ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয়। তখন ঐ জল মূত্ররূপে পরিণত হইয়া অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে। নির্গমকালে কোনরূপ যাতনা থাকে না এবং মূত্র বেশ নির্ম্মল, শীতল, শুক্লবর্ণ ও গন্ধশূন্য হয়। এই রোগে দুর্ব্বলতা, গতিশক্তির হীনতা, স্ত্রীসহবাসে অক্ষমতা, সর্ব্বাঙ্গের বিশেষতঃ মস্তকের শিথিলতা, মুখ ও তালুশোষ, অত্যন্ত তৃষ্ণা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের প্রবলাবস্থায় শরীর কৃশ, ঘর্ম্মনির্গম, অঙ্গে গন্ধ, কাস, অঙ্গের শিথিলতা, অরুচি, পীড়কা, পাণ্ডুবর্ণতা, শ্রান্তি, মূত্রের পীতবর্ণতা, মিষ্টাস্বাদ এবং হস্ত, পদ, জিহ্বা ও কর্ণে সন্তাপ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

এই রোগে অতিশয় বলক্ষয় হইয়া প্রলাপ, মূর্চ্ছা বা পৃষ্ঠব্রণ প্রভৃতি দুরারোগ্য স্ফোটকাদি উপস্থিত হইলে রোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা।

চিকিৎসা—সুপক্ব কদলীফল, (বিচাকলা) এবং আমলকীর রস, মধু ও চিনিসহযোগে সেবন করিলে সোমরোগ প্রশমিত হয়। মাষকলায়চূর্ণ, যষ্টিমধুচূর্ণ ও ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ, মধু ও চিনির সহিত মিশাইয়া দুগ্ধ দ্বারা প্রাতঃকালে পান করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। বেদনার সহিত মূত্রসহযোগে পুনঃ পুনঃ সোমস্রাব হইলে এলাচি ও তেজপত্র চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বারুণী নামক সুরাপান করিবে। পেষিত আমলকীর মজ্জা মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত তিনদিন পান, এবং নাগকেশর তক্র দ্বারা পেষণ করিয়া খাইলে ও তক্র সহিত অন্ন ভোজন করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

পাকা কাচকলা একটা, আমলকীর রস ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা ও দুগ্ধ এক পোয়া এই সকল দ্রব্য একত্র ভক্ষণ করিলে সোমরোগের উপশম হয়। পক্ব কদলীফল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ও শতমূলীর চূর্ণ সমান ভাগে একত্র করিয়া দুগ্ধের সহিত পান এবং প্রতিদিন মধুর সহিত আমলকীর রস বা যবক্ষারের সহিত বাসকের রস সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়। কচিতাল বা খেজুরের মূল এবং কদলী দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে ভক্ষণ

বা মাষকলায়চূর্ণ, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, চিনি ও মধু এই সমুদয় প্রাতে দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন বৃহদ্ধাত্রীঘৃত, কদল্যাদিঘৃত হেমনাথরস, বসন্তকুসুমাকররস প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপকারী।

(ভৈষজ্যরত্না° সোমরোগাধি°)

এই রোগে পথ্যাপথ্য—দিবাভাগে সূক্ষ্ম পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগ, মসুর, ও ছোলার ডাউলের যূষ, ছাগ, হরিণ, কপোত ও কুক্কুটাদি পক্ষিমাংস, পটোল, ডুমুর, যজ্ঞডুমুর, থোড়, ঝিঙ্গে, মোচা,কাঁচকলা, শজিনার শাক ও ডাটা প্রভৃতি তরকারী ভোজন কর্ত্তব্য। রাত্রিকালে গম বা যবের আটার রুটি,ঐ সমস্ত তরকারী এবং মাখম তোলা দুই পরিমাণে আহার করিবে। আমলকী, জাম, কেশুর, পক্ককদলী, পাতি বা কাগজী লেবু ও পুরাতন সুরা সেবন করিলে উপকার হয়। রুক্ষ ক্রিয়া, অশ্বযানে ও হস্তিপৃষ্ঠে ভ্রমণ, পর্য্যটন ও ব্যায়াম প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ উপকারক। পীড়ার প্রবলাবস্থায় দিনে অন্ন বন্ধ করিয়া গম বা যবের আটার রুটি অথবা কেবল মাত্র মাখন তোলা দুই সেবন করিয়া থাকা আবশ্যক। এই রোগে গরম জল শীতল করিয়া পান করিতে হয় এবং ঐ রূপ জলেই সহ্যমত স্নান করা আবশ্যক।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম—কফজনক ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, জলাভূমিজাত মাংস, দধি, অধিক দুগ্ধ. মিষ্ট দ্রব্য ভোজন, কুষ্মাণ্ড, লাউশাক, কলায়ের দাউল ও লঙ্কার ঝাল ভোজন এবং অধিক জলপান, তীব্র সুরাপান, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিক নিদ্রা, মৈথুন ও আলস্য এই রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক।

এই রোগ হইলে সাবধান হইয়া সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশানুসারে চিকিৎসা করিবে। এই রোগ প্রায়ই নির্দ্দোষ হইয়া সাবে না, কিছু দিনের জন্য যাপ্য হইয়া থাকে। এই রোগে কুপথ্য করিলে রোগী অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সোমলতা (স্ত্রী) সোম এব লতা। স্বনামখ্যাত লতা, দিব্যৌষধিবিশেষ। পর্য্যায়—সোমবল্লী, সোমা, ক্ষীরী, দ্বিজপ্রিয়া, মহাগুল্মা, যজ্ঞশ্রেষ্ঠা, ধনুলতা, সোমার্হা, গুল্মবল্লী, যজ্ঞবল্লী, সোমক্ষীরা, সোমা, যজ্ঞাহ্বা। গুণ—কটু, শীতল, মধুর, পিত্ত ও দাহনাশক, পবিত্র, যজ্ঞসাধন ও রসায়ন। (ভাবপ্র° রাজনি°) [সোমশব্দ দেখ] ২ গুড়ূচী। ৩ ব্রাহ্মীক্ষুপ। [রাজনি°]

সোমলতিকা (স্ত্রী) সোম লতের ইবার্থে কন্। ১ সোমলতা। ২ গুড়ূচী। (রাজনি°)

সোমলদেবী (স্ত্রী) রাজমহিষীভেদ। (রাজতর° ৮।১৯১২৫)

সোমলোক (পুং) সোমস্য লোকঃ। চন্দ্রলোক, জীব মৃত্যুর পর স্বর্গাদি ভোগ করে, তৎপরে সোমলোকে গমন করিয়া সেই স্থান হইতে এই মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়।

সোমবংশ (পুং) সোমস্য বংশঃ উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্য। ১ রাজা যুধিষ্ঠির। (ধরণি) সোমস্য বংশঃ। ২ সোমসন্তান, চন্দ্রবংশ, চন্দ্র হইতে,যে বংশের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা সোমবংশ নামে খ্যাত। প্রায় প্রতি পুরাণেই চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ চন্দ্রবংশ শব্দে দেখ]

সোমবংশীয় (ত্রি) চন্দ্রবংশসম্বন্ধীয়। চন্দ্রবংশোদ্ভব।

সোমবংশ্য (ত্রি) সোমবংশ-যৎ। সোমবংশোদ্ভব, সোমবংশসম্বন্ধীয়।

সোমবতীতীর্থ (ক্লী) পুণ্যতীর্থবিশেষ।

সোমবৎ (ত্রি) সোম অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সোমযুক্ত, সোমবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। সোমবতী, সোমযুক্ত। "সোমবত্যা বচস্যয়া" (ঋক্ ১০।১১৩।৮) 'সোমবত্যা সোমযুক্তয়া' (সায়ণ)

সোমবর্চ্চস্ (ত্রি) ১ সোমের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট। (পুং) ২ বিশ্বেদেব নামক দেবতা। ৩ গন্ধর্ব্ববিশেষ।

সোমবল্ক (পুং) সোমস্যেব বল্কো যস্য। ১ শ্বেত খদির। (অমর) ২ কট্‌ফল। (মেদিনী)

'কট্‌ফলঃ সোমবল্কশ্চ কৈটর্য্যঃ কুম্ভিকাপি চ।
শ্রীপর্ণিকা কুমুদিকা ভদ্রা ভদ্রবতীতি চ॥' (ভাবপ্র°)

৩ করঞ্জ। (জটাধর) ৪ রীঠাকরঞ্জ। (রাজনি°) ৫ বর্ব্বরক, চলিত বাবলাগাছ।

সোমবল্লরি (স্ত্রী) সোমস্য বল্লরিঃ বা ঙীষ্। সোমলতা। ইহা পাঁচপ্রকার ব্রাহ্মী, ব্রহ্মী, বয়ঃস্থা, মৎস্যাক্ষী ও সোমবল্লরী। অমরটীকায় ভরত এই পাঁচটী শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণের অতিশয় প্রিয়, এই জন্য ইহার নাম ব্রাহ্মী, মৎস্যের অক্ষির ন্যায় ইহার পুষ্প হয় এই জন্য মৎস্যাক্ষী, ইহা সেবনে চিরকাল যৌবন থাকে, এই জন্য বয়ঃস্থা, সোমযাগের জন্য ইহার লতা গৃহীত হয় এই জন্য সোমবল্লরী নাম হইয়াছে।

'ব্রাহ্মী বয়ঃস্থা মৎস্যাক্ষী ব্রহ্মী চ সোমবল্লরী।' (বাচস্পতি)

সোমবল্লিকা (স্ত্রী) সোমবল্লীব ইবার্থে কন্। ১ সোমরাজী। (অমর) সোমস্য বল্লিকা। ২ সোমলতা। (ভরত)

সোমবল্লী (স্ত্রী) ১ গুড়ূচী। (অমর) ২ সোমলতা। (ভরত) ৩ সোমাজী। (শব্দরত্না) ৪ পাতালগরুড়ী। ৫ ব্রাহ্মী। ৬ সুদর্শনা। চলিত উরতিপুরতি, পদ্মগুলঞ্চ। (রাজনি°) ৭ শ্বেত খদির। ৮ গজপিপ্পলী। ৯ বনকার্পাস। (বৈদ্যকনি°)

সোমবার (পুং) সোমস্য বারঃ। সোমের ভোগ্য দিন। এই বারের অধিপতি সোম, এই জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে। এই বার শুভবার, এই বারে সকল শুভ কর্ম্মই করা যাইতে পারে। কেবল বিদ্যারম্ভের পক্ষে এই বার শুভ নহে, কারণ জ্যোতিষে লিখিত আছে বুধ ও সোমবারে বিদ্যারম্ভ করিলে বিদ্যাহীন হয়।

"বিদ্যারম্ভে গুরুঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যমৌ ভৃগুভাস্করৌ।
মরণং শনিভৌমা ভ্যামবিদ্যা বুধসোময়োঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সোমবার বিদ্যারম্ভ ছাড়া আর সকল কার্য্যেই শুভ। কিন্তু যাত্রাস্থলে এই বারে পূর্ব্বদিকে গমন করিতে নাই, সোমবারে পূর্ব্বদিকে দিক্‌শূল। শূল যেরূপ কষ্টদায়ক, তদ্রূপ সোমবারে পূর্ব্বদিকে গমনকারীরও নানা বিপত্তি হইয়া থাকে। অতএব সোমবারে পূর্ব্বদিকে গমন করিবে না। প্রতি বারেরই এক একটী নির্দ্দিষ্ট নিন্দিত সময় আছে, ঐ সময়ের নাম বারবেলা, এই বারবেলায় কোন শুভ কার্য্য করিবে না। সোমবারের দ্বিতীয় ও সপ্তম যামার্দ্ধ বারবেলা, রাত্রি কালের চতুর্থ যামার্দ্ধ কালরাত্রি, অতএব দিবা ও রাত্রির ঐ সময়ে কোন কার্য্য করিবে না, ঐ সময়ে যাত্রা করিলে মরণ, বিবাহে বৈধব্য, ব্রতে ব্রহ্মবধ ইত্যাদি অনিষ্ট ফল হইয়া থাকে।

"রবৌ বর্জ্ব্যাং চতুঃ পঞ্চ সোমে সপ্ত দ্বয়স্তথা।
রবৌ ষষ্ঠং বিধৌ বেদং কুজবারে দ্বিতীয়কং॥" (জ্যোতিঃসারস°)

সোমবারে অমাবস্যা হইলে ঐ তিথি অক্ষয়া হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়। এই দিনে স্নানদানাদি করিলে বিশেষ শুভ ফল হয়।

"সোমবারেঽপ্যমাবাস্যা আদিত্যাহে চ সপ্তমী।
চতুর্থী ভৌমবারে চ অক্ষয়াদপি চাক্ষয়া॥" (তিথিতত্ত্ব)

সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ এবং রবিবারে যদি সূর্য্যগ্রহণ হয়, তাহা হইলে চূড়ামণিযোগ হয়। ইহা বিশেষ শুভ যোগ। [চূড়ামণি শব্দ দেখ] রবি ও সোমবারে পূর্ণা তিথি অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী, অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথি হইলে তিথ্যমৃতযোগ হয়। এই যোগ যাত্রার পক্ষে বিশেষ শুভ।

"চন্দ্রার্কয়োর্জ্ঞেবেৎ পূর্ণা কুজে ভদ্রা জয়া গুরৌ।
বুধমন্দৌ চ নন্দায়াং শুক্রে রিক্তামৃতাতিথিঃ।"

শুক্র ও সোমবারে যদি ভদ্রা অর্থাৎ দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী তিথি হয়, তাহা হইলে তাহাকে পাপযোগ কহে। এই যোগে শুভকার্য্যাদি করা বিশেষ নিষিদ্ধ।

"আদিত্যভৌময়োর্নন্দা ভদ্রা শুক্রশশাঙ্কয়োঃ।
বুধে জয়া গুরৌ রিক্তা শনৌ পূর্ণা চ পাপদা॥" (জ্যোতিঃসার°)

সোমবারে একাদশী তিথি হইলে দিনদগ্ধা হয়, এবং ঐ বারে কৃত্তিকা নক্ষত্র ও একাদশী তিথি হইলে মাসদগ্ধা হয়। দগ্ধা দিন ও মাসদগ্ধায় কোন শুভ কার্য্যই করিবে না। যেমন দগ্ধ বস্তু দ্বারা কোন ফল হয় না, তদ্রূপ এই দগ্ধা দিনে কার্য্য করিলে কোন শুভ ফল হয় না, বরং অশুভই হইয়া থাকে। অতএব যত্নপূর্ব্বক শুভকার্য্যে এই দগ্ধা তিথি বর্জ্জন করিবে।

"দ্বাদশ্যেকাদশী চৈব দশমী চ ত্রিষষ্টিকা।
দ্বাদশ্যাঞ্চ মঘাদিত্যে কৃত্তিকৈকাদশী বিধৌ॥" (জ্যোতিঃসারস°)

জ্যোতিষমতে সোমবার শুভ হইলেও ঐ সকল যোগে অশুভ হইয়া থাকে। সুতরাং শুভ দিন দেখিতে হইলে এই সকল দোষাদি দেখিয়া দিন স্থির করিবে। জাতক এই সোমবারে জন্মগ্রহণ করিলে দেখিতে সুন্দর, মেধাবী, শ্লেষ্মাধিকপ্রকৃতি, স্থিরস্বভাব ও বিনয়ী হইয়া থাকে।

সোমবারব্রত (ক্লী) সোমবারকর্ত্তব্যং ব্রতং। সোমবারে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। চলিত ভাষায় ইহাকে 'সোমবার করা' কহে। স্কন্দপুরাণে এই ব্রতের বিশেষ বিধান লিখিত আছে। সোমবারে উপবাসী থাকিয়া প্রদোষে শিবপূজা করিতে হয়। যাঁহারা এই রূপে উক্ত ব্রতানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের ইহ পরকালে কিছুই দুর্লভ থাকে না। এই ব্রতপ্রভাবে সকলেরই সমস্ত অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

"সোমবারে বিশেষেণ প্রদোষাদিগুণৈর্যুতৈঃ।
কেবলং বাপি যে কুর্য্যুঃ সোমবারে শিবার্চ্চনং॥
ন তেষাং বিদ্যতে কিঞ্চিদিহামুত্র চ দুর্লভং।
উপোষিতঃ শুচির্ভূত্বা সোমবারে জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
বৈদিকৈর্লৌকিকৈর্বাপি বিধিবৎ পূজয়েচ্ছিবং।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা কন্যা বাপি সভর্তৃকা।
বিভর্তৃকা বা সংপূজ্য লভতে বরমীপ্সিতং॥"

স্কন্দপুরাণের বিধানানুসারে জানা যায় যে, এই ব্রতের দিন পার্ব্বতীর সহিত শিবপূজা করিতে হয়। এই ব্রতের বিধানে এই রূপ লিখিত আছে যে, আর্য্যাবর্ত্তে চিত্রধর্ম্মা নামে পরম ধার্ম্মিক এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার একটী পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন, এই কন্যা চতুর্দ্দশ বর্ষে বিধবা হন। ইনি নিজের বৈধব্যাবস্থার বিষয় জানিতে পারিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনির পত্নী মৈত্রেয়ীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মাতঃ! আমি শরণাগত, আপনি আমার সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয় এইরূপ কর্ম্মের উপদেশ দিন, তাঁহার এই কথা শুনিয়া তিনি বলিয়া ছিলেন যে, তুমি পার্ব্বতীর সহিত শিবের উদ্দেশে সোমবার ব্রত কর, তাহা হইলে তোমার সকল পাপক্ষয় হইয়া সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে। ঐ কন্যা তাঁহার বাক্যানুসারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন এবং ঐ ব্রতের প্রভাবে তাঁহার সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়। (স্কন্দপু° ব্রহ্মোত্তরখ°)

এ দেশে সোমবার করার প্রণালী এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমস্ত দিন উপবাস করিয়া সায়ংকালে পার্থিব শিবপূজার পর হবিষ্য করিবে। প্রায় স্ত্রীগণই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। দুরারোগ্য ব্যাধি হইলে তারকনাথ প্রভৃতি শিবের উদ্দেশে সোমবার মানিয়া থাকে, তৎপরে শুক্ল পক্ষের সোমবারে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবাস থাকিয়া হবিষ্য করে। কেহ কেহ কেবল ফল খাইয়া সোমবার করে, তাহাকে চলিত

কথায় 'ফলসোমবার' কহে। একেবারে নিরম্বু উপবাস করিয়া সোমবার করিতে দেখা যায় না। পুরুষগণও শিবের উদ্দেশে উক্ত প্রণালীতে সোমবার করে। এই সোমবারে দৈনিক শিবপূজার বিধানানুসারেই শিবপূজা করিতে হয়। রবিবারে যেমন সায়ংকালে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া সূর্য্যের স্তব প্রভৃতি শ্রবণ করিবার বিধান আছে, এই ব্রতে সেইরূপ চন্দ্রের উদ্দেশে অর্ঘ্যাদি ও পূজা প্রভৃতির বিধান বা প্রচলন দেখা যায় না।

সোমবাসর (পুং) সোমস্য বাসরঃ। সোমের বাসর, সোমবার।

সোমবিক্রয়িন্ (পুং) সোমং বিক্রীণাতীতি বি-ক্রী-ণিনি। সোমলতারসবিক্রয়কর্ত্তা, যিনি সোমরস বিক্রয় করেন।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সোম বিক্রয় করিতে নাই। যিনি সোম বিক্রয় করেন, তিনি পাপিষ্ঠ হন। "পাপো হি সোমবিক্রয়ী" (মলমাসতত্ত্বধৃত আশ্বলায়নব্রা°) মনুতে লিখিত আছে যে, যে ব্রাহ্মণ সোম বিক্রয় করেন, তিনি দানের অযোগ্য, অর্থাৎ তাঁহাকে দান করিলে তাহা বিষ্ঠাবৎ অর্থাৎ দেবপিতৃগণের ত্যাজ্য হয়।

"সোমবিক্রয়িণে বিষ্ঠা ভিষজে পূযশোণিতং।
নষ্টং দেবলকে দত্তমপ্রতিষ্ঠন্তু বার্দ্ধুষৌ॥" (মনু ৩।১৮০)

সোমবৃক্ষ (পুং) সোমস্যেব বৃক্ষো যস্য। ১ কটফলবৃক্ষ। (রত্নমালা) ২ শ্বেতখদির। (রাজনি°)

সোমবৃদ্ধ (ত্রি) সোমপানে শ্রেষ্ঠ। "ইমা গিবঃ সোমপাঃ সোমবৃদ্ধ" (ঋক্ ৩।৩২।১৮) 'সোমবৃদ্ধ সোমপানেষু বৃদ্ধ হে ইন্দ্র' (সায়ণ)

সোমবেশ (পুং) মুনিবিশেষ। (রাম° ২।৭৩।৪)

সোমব্রত (ক্লী) ১ সোমবারব্রত। ২ সামভেদ।

সোমশকলা (স্ত্রী) সোমস্য শকলমিব যস্য। ১ শশাণ্ডুলী। (রাজনি°) ২ চন্দ্রখণ্ডবিশিষ্ট।

সোমশম্ভু (পুং) কর্ম্মক্রিয়াকাণ্ড নামক শৈবধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা। ইনি ঈশানশিষ্য সদাশিবের শিষ্য। ১০৭৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের শৈবদর্শনে ইহার উল্লেখ আছে।

সোমশর্ম্মন্ (পুং) শালিশুকের পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

সোমশিত (ত্রি) সোম দ্বারা তীক্ষ্ণীভূত। পূর্ব্বে যাহা তীক্ষ্ণ ছিল না, পরে সোম দ্বারা তীক্ষ্ণ হইয়াছে।

"অস্মানিন্দ্র সোমশিতং মঘবন্" (ঋক্ ৭।১০৪।১৯)
'সোমশিতং সোমেন তীক্ষ্ণীভূতং যজমানং' (সায়ণ)

সোমশুষ্ম (পুং) ঋষিবিশেষ। (শুক্লযজু° ২।১৮ মহীধর)

সোমসূর (পুং) সর্ব্বদর্শনসংগ্রহোক্ত একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক।

সোমশ্রবস্ (পুং) শ্রুতশ্রবার পুত্র। (ভারত)

সোমশ্রেষ্ঠ (ত্রি) সোমেষু শ্রেষ্ঠঃ। উত্তম সোম, শ্রেষ্ঠ সোম।

সোমসখি (ত্রি) সোমঃ সখা যস্য, যাহার সখা সোম। "স্বস্তি সোমসখা পুনরেহি" (শুক্লযজু ৪।২০) 'সোমো দেবো সখা যস্যাঃ সা সোমসখা, ঈদৃশী সোমহিতা সতী' (মহীধর) এই শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস না হইয়া অন্য সমাস হইলে 'সোমসখ' এইরূপ পদ হইবে। তৎপুরুষ সমাসে সখি শব্দের উত্তর 'টচ্' সমাসান্ত হইয়া ইকারের লোপ হয়।

সোমসংজ্ঞ (ক্লী) সোমস্য চন্দ্রস্য সংজ্ঞা যস্য। ১ কর্পূর। (রত্নমালা) ২ সোমসংজ্ঞাযুক্ত।

সোমসট্টক (পুং) সট্টকবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—দধি আলোড়ন করিয়া তাহাতে শুঠ, মরিচ, পিপুল, ও চিত্রকচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া একটী পাত্রে উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে, তৎপরে ইহা পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইয়া তাহাতে দাড়িমের রস নিক্ষেপ করিবে। ইহা অতিশয় বলকর।

"দধিবীচীং বিনিক্ষাপ্য তস্মিন্ বিশ্বামরীচয়োঃ।
কৃষ্ণাচিত্রকয়োশ্চূর্ণং ক্ষিপ্ত্বা ভাণ্ডে সুঘোলয়েৎ॥
বস্ত্রপূতে ততস্তস্মিন্ বীজং দাড়িমজং ক্ষিপেৎ।
সোমসট্টকনামাসৌ বর্দ্ধমানগুণৈঃ সমঃ॥" (দ্রব্যগু°)

সোমসদ্ (পুং) বিরাটের পুত্র এবং সাধ্যগণের পিতৃলোক।

"বিরাট্সুতাঃ সোমসদঃ সাধ্যানাং পিতরঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ দেবানাং মারীচা লোকবিশ্রুতাঃ॥" (মনু ৩।১৯৫)

সোমসলিল (ক্লী) সোমস্য সলিলং। সোমরস।

"ওঁকারাভিষ্টুতং সোমসলিলং পাবনং পিবেৎ।
কৃত্বা তু রেতোবিণ্মূত্রপ্রাশনন্তু দ্বিজোত্তমঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য° ৩।৩০৬)

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ যদি রেতঃপান, বিষ্ঠাভোজন বা মূত্রপান করে, তাহা হইলে সোমসলিল অর্থাৎ সোমরসের উপর প্রণব জপ করিয়া শুদ্ধিজনক সেই রস পান করিবে।

সোমসব (পুং) সোমাভিষবস্থান, যে স্থলে সোম প্রস্তুত করিয়া রক্ষা করা হয়।

সোমসামন্ (ক্লী) সামভেদ।

সোমসার (পুং) সোমস্যেব শুক্লঃ সারো যস্য। শ্বেতখদির। (রাজনি°)

সোমসিদ্ধান্ত (পুং) ১ বুদ্ধভেদ। (জটাধর) ২ জ্যোতিষোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রন্থবিশেষ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ইত্যাদির ন্যায় একখানি সিদ্ধান্তগ্রন্থ। এই সিদ্ধান্তগ্রন্থে জ্যোতিষোক্ত গণিত ও ফলিত গণিত প্রভৃতি প্রায় সকল আবশ্যকীয় বিষয়ই আছে। ৩ আগমশাস্ত্রবিশেষ।

"উময়া সহ বর্ত্তমানঃ সোমঃ মহাদেবস্তম্ভাষিতঃ সিদ্ধান্তাগমশাস্ত্রং"। (রুদ্রটীকা) ৪ চন্দ্রোদয়বর্ণিতঃ কাপালিকবেশধারী। (প্রবোধচন্দ্রো° ৩ অ°)

সোমসিদ্ধান্তিন্ (পুং) সোমসিদ্ধান্তং বেত্তীতি বিদ্-ণিনি। সোমসিদ্ধান্তবেত্তা।

সোমসিন্ধু (ত্রি) সোমস্ত অমৃতস্ত তদ্বৎ মোক্ষস্ত বা সিন্ধুরিব। ১ বিষ্ণু। (ত্রিকা°)

সোমসুত (ত্রি) সোমং সুনোতীতি সোম-সুঞ্ মন্থনে (সোমে সুঞঃ। পা ৩।২।৯০) ইতি ক্বিপ্। যজ্ঞকালে সোমলতারসক্ষেপকর্ত্তা।

"তস্ত্যৌরসঃ সোমসুতঃ সুতোঽভূৎ
নেত্রোৎসবঃ সোম ইব দ্বিতীয়ঃ॥" (রঘু ১৮।২৭)

সোমসুত (পুং) সোমস্ত সুতঃ। চন্দ্রপুত্র বুধ। স্ত্রিয়াং টাপ্। সোমসুতা। ২ নর্ম্মদা নদী। (রাজনি°)

সোমসুতি (স্ত্রী) সোমাভিষবক্রিয়া। "সোমসুতিমুপ ন ঐন্দ্রাগ্নী" (ঋক্ ৭।৯৩।৬) 'সোমসুতিং সোমাভিষবক্রিয়াং' (সায়ণ)

সোমসুত্যা (স্ত্রী) সোমসুতিশব্দার্থ।

সোমসুত্বন্ (ত্রি) সোমের অভিষোতা, সোমসুৎ, যজ্ঞকালে সোমলতারসক্ষেপকর্ত্তা।

"অশ্বদা অশ্ববৎ সোমসুত্বা" (ঋক্ ১।১১৩।১৮) 'সোমসুত্বা সোমানামভিষোতা যজমানঃ, সুঞ্ অভিষবে অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে ইতি কনিপ্, তুক্চ' (সায়ণ)

সোমসুন্দর (পুং) ১ সোমবৎ সুন্দরঃ। চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, চন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞ। ২ গ্রন্থকারবিশেষ।

সোমসূক্ত (ক্লী) সোমের উদ্দেশে সূক্ত মন্ত্র।

সোমসূক্ষ্মন্ (পুং) ঋষিবিশেষ। (শুক্লযজু° ২।১৮ মহীধর) ইহার নামান্তর সোমশুষ্ম।

সোমসূত্র (ক্লী) সোমস্ত জলস্ত সূত্রং নির্গমপ্রণালীব। প্রণালী, ইহা শিবলিঙ্গস্থ গৌরীপট্টের জলনির্গমস্থান।

"শিবপ্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্রক্রমেণ তু।
সব্যাসব্যক্রমেণৈব সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ॥"

'সোমসূত্রং জলনিঃসরণস্থানং' (তন্ত্রসার সামান্তপূজাপ°)

সোমসেন (পুং) শম্বরের পুত্রভেদ। (হরিবং°)

সোমাংশু (পুং) সোমস্ত অংশুঃ। চন্দ্রের কিরণ।

সোমাকর (পুং) জ্যোতিষভাষ্য নামক বৈদিকজ্যোতিষের এক জন টীকাকার।

সোমাখ্য (ক্লী) সোমং সোমলতাং আখ্যাতি বর্ণেনেতি আ-খ্যা-ক। রক্তকৈরব। (রত্নমালা)

সোমাঙ্গ (ক্লী) সোমযাগের অঙ্গবিশেষ।

সোমাত্মক (ত্রি) সোম আত্মা স্বরূপো যস্ত। সোমস্বরূপ।

সোমাদ (ত্রি) সোমং অত্তি অদ্-ক্বিপ্। সোমভক্ষক, সোমরসভক্ষণকারী। "তে সোমাদো হরো ইন্দ্রস্ত" (ঋক্ ১০।৯৪।৯) 'সোমাদঃ সোমস্ত অত্তারঃ' (সায়ণ)

সোমাধার (পুং) সোমের আধারস্বরূপ পিতৃগণ।

"সোমাধারান্ পিতৃগণান্ যোগমূর্ত্তিধরাংস্তথা।
নমস্যামি তথা সোমং পিতরং জগতামহং॥" (মার্ক° পু° ৯৭।১০)

সোমস্ত আধারঃ। সোমপাত্র, সোমের আধার।

সোমানন্দ (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত ব্যক্তিবিশেষ।

সোমানন্দ-আচার্য্য, আচার্য্যভেদ। ইনি রাজনিঘণ্টু-প্রণেতা নরহরির পূর্ব্বপুরুষ।

সোমানন্দনাথ, শিবদৃষ্টি নামক গ্রন্থরচয়িতা, ইনি উৎপলদেবের গুরু এবং অভিনবগুপ্তের পরমেষ্ঠী ছিলেন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়, ইনি বর্ষাদিত্যপুত্র অরুণাদিত্যের পৌত্র এবং আনন্দের পুত্র।

সোমাপি (পুং) সহদেবের পুত্রবিশেষ। (ভাগ° পু° ৯।২২।৯)

সোমাপূষণ (পুং) সোম ও পূষা নামক দেবতাদ্বয়।

"সোমাপূষণা জননা রয়ীনাং" (ঋক্ ২।৪০।১)
'সোমাপূষণা হে সোমাপূষণো যুবাং' (সায়ণ)

সোমাপৌষ্ণ (ত্রি) সোম ও পূষাসম্বন্ধীয়।

সোমাভা (স্ত্রী) সোমস্ত আভা ইব আভা যস্তাঃ। চন্দ্রাবলী।

সোমারুদ্র (পুং) সোমশ্চ রুদ্রশ্চ 'দেবতে দ্বন্দ্বে' ইতি অকারন্তাকারঃ। সোম ও রুদ্র।

সোমারৌদ্র (ত্রি) সোম ও রুদ্রসম্বন্ধীয় ঋক্, সোমারুদ্রা ইত্যাদি ঋঙ্মন্ত্র। "সোমারৌদ্রন্তু বহ্বেনাঃ মাসমভ্যস্য শুধ্যতি। স্রবন্ত্যামাচরন্ স্নানমর্য্যম্ণামিতি চ ত্র্যচং॥" (মনু ১১।২৫৫)

নদীতে স্নান করিয়া 'সোমা রুদ্রা' ইত্যাদি ঋঙ্মন্ত্র পাঠ এবং 'অর্য্যমণঃ' ইত্যাদি তিনটী ঋঙ্মন্ত্র একমাস কাল অভ্যাস করিলে বহু পাপ দূর হয়।

সোমার্চ্চিস্ (পুং) দেবপ্রাসাদবিশেষ। (রামায়ণ)

সোমার্দ্ধধারিন্ (পুং) অর্দ্ধচন্দ্রধারী শিব।

সোমাল (পুং) সোমায় অলতি পর্য্যাপ্নোতীতি অল-অচ্। কোমল। (হেম)

সোমাশ্রম (পুং) আশ্রমবিশেষ।

সোমাশ্রয়ায়ণ (ক্লী) রুদ্রস্থান, মহাদেবের স্থান। 'সোমাশ্রয়শ্চন্দ্রধরো রুদ্রঃ তস্ত স্থানং সোমাশ্রয়ায়ণং' (নীলকণ্ঠ)

সোমাষ্টমীব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ। সোমবারে অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম সোমাষ্টমী।

সোমাহ (পুং) সোমস্ত অহঃ টচ্ সমাসান্তঃ। সোমভোগ্য দিন, সোমবার।

সোমাহুত (ত্রি) সোমেন আহুতঃ। সোমরস দ্বারা সন্তর্পিত।

"দমে সোমাহুতো জরসে" (ঋক্ ১।৯৪।১৪)
'সোমাহুতঃ সোমরসেন তর্পিতঃ সোমেন আহুতঃ' (সায়ণ)

সোমাহুতি (পুং) ভার্গবঋষি, ইনি মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন। (ঋগ্বেদ অনু°)

সোমাহ্বা (স্ত্রী) মহাসোমলতা।

সোমিন্ (ত্রি) সোমোঽস্যাস্তীতি ইনি। সোমযুক্ত, সোমবিশিষ্ট।
"রথেন গচ্ছতঃ অশ্বিনা সোমিনো গৃহং" (ঋক্ ১।২২।৪)
'সোমিনঃ সোমবতো যজমানস্য' (সায়ণ)

সোমিল (পুং) ১ অসুরভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৭।১৩)
২ একজন কবি।

সোমীয় (ত্রি) সোমসম্বন্ধীয়।

সোমেজ্যা (স্ত্রী) সোম নামক ইজ্যা। সোমযজ্ঞ।

সোমেন্দ্র (ত্রি) সোম ও ইন্দ্র সম্পর্কীয়। (তৈত্তিরীয়স° ২।৩।২।৬)

সোমেশ্বর (পুং) সোমস্য ঈশ্বরঃ। কাশীতে সোম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিব। ভগবান্ সোম কাশীতে যে শিব প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা সোমেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, যে স্থলে নলকুবর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, তাহার পূর্ব্বদিকে সূর্য্যেশ্বর ও সোমেশ্বর নামক দুইটী লিঙ্গ আছেন, এই দুইটী লিঙ্গের পূজা করিলে অজ্ঞানান্ধকাররাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে। (১৭ অ°)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, শিবরূপে অধিষ্ঠিত শিবরূপ গিরি আছে। ঐ গিরিতে ভগবান্ সোম সোমেশ্বর নামে লিঙ্গ স্থাপন করিয়া তথায় নিজের পাপক্ষয়ের জন্য সহস্র বৎসর তপস্যা করেন। তৎপরে তিনি পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বীয় তেজ লাভ করেন। তদবধি এই লিঙ্গ সোমেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছে।

"শিবরূপাধিষ্ঠিতস্তু শিবরূপো গিরিঃ স্মৃতঃ।
সোমেন তত্র সংস্থাপ্য স্বনাম্নালিঙ্গমুত্তমং॥
বর্ষাণাস্তু সহস্রং বৈ স্বশাপস্য নিবৃত্তয়ে।
ততঃ ক্ষয়াদ্বিনির্ম্মুক্তস্তেজসা চ পরিপ্লুতঃ॥
স্বকং তেজোবলং প্রাপ্য তুষ্টাব গিরিজাপতিং।
সোমেশ্বরাচ্চ বরদমাবির্ভূতং ত্রিয়ম্বকং॥"
(বরাহপু° সোমেশ্বরলিঙ্গমা°)

সোমেশ্বর, ১ একজন প্রাচীন কবি। ২ সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রণেতা। শার্ঙ্গদেব ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ৩ একজন দার্শনিক। সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহের রসেশ্বর-দর্শনে ইঁহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ৪ জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তররচয়িতা। ৫ তত্ত্বালোক ও পরা-ত্রিংশিকা নামক দুই খানি গ্রন্থ-প্রণেতা। ৬ শ্রুতশব্দার্থসমুচ্চয় নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইনি যোগেশ্বরাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। ৭ ভোজরাজকৃত সিদ্ধান্ত-সংগ্রহের টীকাকার। ৮ কুমারিল ভট্ট-কৃত তন্ত্রবার্ত্তিকের সর্ব্বানবদ্যকারিণী নাম্নী টীকা-প্রণেতা। এই গ্রন্থ খানি ন্যায়সুধা ও রাণক নামেও পরিচিত। গ্রন্থকার মাধব ভট্টের পুত্র ছিলেন।

সোমেশ্বরদেব, ১ করুণামৃত-প্রভাসুভাষিতাবলী-প্রণেতা। ২ রামায়ণ নাটকরচয়িতা। ৩ কাব্যপ্রকাশটীকা, কাব্যাদর্শ, কীর্ত্তিকৌমুদী, রামশতক ও সুরথোৎসব নামক কয় খানি গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি অনহিল্লপাটকের অধিপতি ভীমদেব ও ঢোল-কার নররায় লবণপ্রসাদের পুরোহিত এবং গুর্জ্জর-রাজমন্ত্রী বস্তুপাল ও তদীয় ভ্রাতা তেজঃপালের আশ্রিত ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম কুমার ও পিতামহের নাম আমশর্ম্মা ছিল। আমশর্ম্মার বৃদ্ধ প্রপিতামহ সোল সুবিখ্যাত নরপতি মূলরাজ-দেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজপুতনার মধ্যস্থিত অর্ব্বুদ শৈল-শৃঙ্গে সোমেশ্বর-প্রদত্ত কএকখানি প্রশস্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। ঐ সকল প্রশস্তি ১২৩২ হইতে ১২৫২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে লেখা হইয়াছিল।

সোমেশ্বর ভট্ট মীমাংসক, একজন প্রসিদ্ধ মীমাংসাশাস্ত্রবিদ্। ইনি আচারকৌমুদীপ্রণেতা রাজারামের পিতা।

সোমেশ্বর ভূলোকমল্ল, ৩য়, দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ চালুক্য-রাজবংশের একজন রাজা। বিক্রমাদিত্য ২য়ের পুত্র। ইনি ১১২৭ হইতে ১১৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। অভিলষিতার্থচিন্তামণি বা মানসোল্লাস নামক একখানি গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

সোমেশ্বররস (পুং) প্রমেহরোগাধিকারোক্ত রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শালমূলের ছাল, অর্জ্জুনমূলের ছাল, লোধ্রকাষ্ঠ, কদম্বমূলের ছাল, অগুরু, রক্তচন্দন, গণিয়ারিমূলের ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দাড়িমবীজ, গোক্ষুরবীজ, জামের মূলের ছাল, বেণারমূল, প্রত্যেকে ৪ তোলা, পারা, গন্ধক, ধনে, মুতা, এলাচ, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, লৌহ, রসাঞ্জন, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগা, জীরা, প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, গুগ্‌গুল ৪ তোলা। এই সকল দ্রব্যের উত্তম চূর্ণ ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ১৬ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ, নারি-কেল জল প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিলে সকলপ্রকার প্রমেহ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, সকল প্রকার সন্নিপাত জ্বর, ভগন্দর, যকৃৎ, প্লীহা, উদরাময় ও সোমরোগ আশু প্রশমিত হয়। প্রমেহরোগাধি-কারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহরোগাধি°)

সোমোৎপত্তি (স্ত্রী) ১ চন্দ্রজন্ম। ২ সোমলতোদ্গম।

সোমোদ্ভব (ত্রি) সোমাদুদ্ভবো যস্য। সোমজাত, সোম হইতে যাহার উদ্ভব হইয়াছে।

সোমোদ্ভবা (স্ত্রী) নর্ম্মদা নদী।
"তপেত্যুপস্পৃশ্য পয়ঃ পবিত্রং
সোমোদ্ভবায়াঃ সরিতো নৃসোমঃ।" (রঘু ৫।৫৯)

সোম্য (ত্রি) সোম-যৎ। সোমার্হ, সোমপানের যোগ্য।
"পিতা প্রমতিঃ সোম্যানাং" (ঋক্ ১।৩১।১৬)
'সোম্যানাং সোমার্হাণাং' (সায়ণ)

সোরক (ক্লী) মৃৎক্ষারবিশেষ। চলিত সোরা।

সোরা (পারসী) পৃথিবীর নানা অংশে, প্রধানতঃ ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা, স্পেন, পারস্য, হাঙ্গেরী প্রভৃতি স্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় নানা জাতীয় যে সকল লবণ পাওয়া যায়, সাধারণতঃ তাহাদিগকে (Saltpetre) এই আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। চিনিতে যে সোরা পাওয়া যায়, তাহার প্রধান উপাদান সোডিয়াম্। ঘোড়ার আস্তাবলের প্রাচীরে অনেক সময় চুণা-সোডা (Mine-Saltpetere) দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের নানা স্থানে পোটাসিয়াম্ সোরা বা যবক্ষার মিশিয়া থাকে। ইহা মৃত্তিকার উপর পুষ্পাকারে বা মৃত্তিকার প্রথম স্তরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় এবং তামাক, সূর্য্যমুখী প্রভৃতি চারা গাছে, কোন কোন সচ্ছিদ্র পাহাড়ে এবং বৃষ্টি ও ঝরণার জলে দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষার প্রস্তুতের প্রণালী দ্বারা কৃত্রিম উপায়েও সোরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সিংহল, টেনেরিফ্, কেন্টুকি প্রভৃতি স্থানের যে সকল গিরিগুহায় পক্ষী এবং অন্যান্য প্রাণীরা যাইয়া বাস করিয়া থাকে, সে সকল গুহায়ও সোরা দেখিতে পাওয়া যায়। শীতল জলে ইহা অতি অল্প পরিমাণে গলিয়া থাকে, কিন্তু উষ্ণ জলে ইহা বেশ গলিয়া যায়। সাধারণতঃ ইহা পাতলা, সাদা, ভঙ্গুর ও অর্দ্ধস্বচ্ছখণ্ড অবস্থায় পাওয়া যায়।

স্বাভাবিক সোরা নানা অবস্থায় থাকে। কিন্তু সকল অবস্থার সোরাতেই জৈব পদার্থের (Organic matter) প্রভাব বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে হয়। গঙ্গার জলপ্লাবনের ফলে যে এঁটেল মাটি সঞ্চিত হয়, তাহাতে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের বাজারে যে সোরা দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণতঃ তাহা বেহার এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কোন জেলা, পঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং ব্রহ্মদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

বারুদ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে সোরাসংগ্রহের দিকে ভারতবাসী তেমন মনঃসংযোগ করে নাই। কিন্তু যখন বারুদ আবিষ্কৃত হইল এবং ইহা প্রস্তুত করিবার জন্য যবক্ষার (Nitre) বড় বেশি আবশ্যক হইয়া পড়িল, তখন হইতেই সোরাসংগ্রহের ধূম পড়িয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে সোরার প্রয়োজনীয়তা যে বড় বিশেষ উপলব্ধি হইয়াছিল, এমন মনে হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যে এই পদার্থটার নাম পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না। সোরা সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়া ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয় তাঁহার (Materia Medica of the Hindus) নামক গ্রন্থের ৮ম পৃষ্ঠায় এইরূপ বলিয়াছেন,—"সোরা সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুগণ কিছুই জানিতেন না। সংস্কৃতে ইহার কোন সর্ব্বসম্মত নাম পাওয়া যায় না। ভাবপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে যে, 'সুবর্চ্চিকা সর্জ্জিক' বিশেষ। চলিত ভাষায় ইহাকে সোরা বলিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল অভিধান প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে 'সুবর্চ্চিকা' ও 'সর্জ্জিক' একই পদার্থের দুই বিভিন্ন নাম বলিয়া ধরা হইয়াছে। যবক্ষার সম্বলিত ধাতব অম্লের (Mineral acids) প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে কতকগুলি আধুনিক সংস্কৃত সূত্র আছে। ঐ গুলিতে এই লবণের নাম 'সোরক' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কোন প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানেই এই 'সোরক' শব্দ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ দেশজ সোরা শব্দটিকে সংস্কৃত করিয়া সোরক করা হইয়াছে। সোরক হইতে সোরা শব্দের উৎপত্তি হয় নাই, তাই মনে হয় যে, যবক্ষার প্রস্তুতপ্রণালীটা ভারতবর্ষের পক্ষে কতকটা আধুনিক। যখন যুদ্ধের জন্য বারুদ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়, তখন হইতে বোধ হয় ইহা প্রস্তুত করা হইতেছে।" সাধারণতঃ যবক্ষার শব্দটি ইংরাজী Nitre or Salt-petre শব্দের প্রতিশব্দ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু দত্ত মহাশয় বলেন যে, ইহা ভুল। সোরার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবার পরেও বহু দিন পর্য্যন্ত দেশীয় লোকেরা এই ব্যবসায়ের দিকে মনঃসংযোগ করে নাই। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীই শতাধিক বর্ষকাল এই ব্যবসায়ের একচেটিয়া মালিক ছিলেন এবং প্রতিবৎসর ৫০০ শত টাকা (৮০০০ থলি) করিয়া সোরা বৃটীশ গবর্মেণ্টকে সরবরাহ করিতেন। এই পদার্থের কাটতি অনেক পরিমাণে রাজনৈতিক ব্যাপারের উপর নির্ভর করে। যুদ্ধের আশঙ্কা হইলে বারুদ সংগ্রহের বিশেষ আবশ্যকতা হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে সোরার কাটতিও বেশি হইয়া থাকে। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে ১৪৭৪৭ থলি সোরা বিক্রয় হয়। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে হাণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থা যখন বড়ই আশঙ্কাজনক হইয়া উঠে, তখন প্রভূত পরিমাণে বারুদ সরবরাহ করিবার জন্য নানা স্থান হইতে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীদিগের নিকট তাগিদ আসিতে থাকে। কিন্তু গবর্মেণ্টের সঙ্গে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে চুক্তি ছিল, তদনুসারে তাঁহাদের এত অধিক পরিমাণে সোরা সরবরাহ করিবার অধিকার ছিল না। তখন বারুদব্যবসায়িগণ প্রিভিকাউন্সিল হইতে এইরূপ অনুমতি লাভ করেন যে, তাঁহারা য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশ হইতে সোরা আমদানী করিতে পারিবেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহারা সোরা সম্বন্ধে ইষ্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে এক চেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার ছিল, তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন। এই আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ করা হয় যে, গবর্মেণ্টের জন্য বৎসরে ৫০০ শত টন সোরা ব্যতীত কোম্পানীকে ৩৫০০ টন সোরা আনিয়া বিলাতের বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে।

ইহার কএক বৎসর পরে যখন য়ুরোপ এবং আমেরিকার নানা স্থান হইতে সুলভে সোরার আমদানী হইতে থাকে; তখন ভারতীয় সোরার কাট্তি অনেক পরিমাণে কমিয়া আসে। ইহার

উপরে আবার কৃত্রিম উপায়ে সোরা প্রস্তুত করিবার সুবিধা হওয়াতে ভারতবর্ষের সোরার বাজার অনেকটা মাটি হইয়াছে।

বল সাহেব বলেন যে, কলিকাতা হইতে যে সোরা রপ্তানি হয়, তাহার প্রায় ২/৩ অংশ বেহারে সারণ, ত্রিহুৎ এবং চম্পারণ জেলা হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

কাণপুর, গাজিপুর আলাহাবাদ, বারাণসী এবং পঞ্জাব হইতেও অল্পবিস্তর সোরা সংগৃহীত হইতেছে। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের সমকালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মদুরা জেলায় একটি য়ুরোপীয় কোম্পানী কর্ত্তৃক সোরা প্রস্তুত হইত। বৎসরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সোরা যোগাইবার চুক্তি করিয়া এই কোম্পানী সরকার হইতে সোরা প্রস্তুতের একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যবসায় লাভজনক না হওয়াতে কিছুদিন পরে তাঁহারা ইহা পরিত্যাগ করেন।

বাঙ্গালা ও বেহার এই দুই স্থান হইতেই অধিক পরিমাণে সোরা সংগৃহীত হইয়া থাকে এবং এই দুই স্থানেই ইহার ব্যবসায় সমধিক চলিতেছে। অতএব সোরার উৎপাদন এবং বিশুদ্ধিকরণ সম্বন্ধে এই দুই স্থানের জনগণকর্ত্তৃক অবলম্বিত প্রণালীই সমগ্র ভারতবর্ষের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। যে অঞ্চলে বর্ষার পরে রৌদ্রের উত্তাপ প্রবল হয় এবং তজ্জন্য মৃত্তিকার জলীয় অংশ বাষ্পে পরিণত হওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর এই লবণ পুষ্পাকারে গঠিত হইতে পারে, সেই অঞ্চলেই সোরা অত্যধিক সহজে উৎপাদন করা যায়।

কৃত্রিম উপায়ে সোরা প্রস্তুত করিতে হইলে কি ভাবে এবং কি কি উপাদান লইয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত ত্রিহুতের অবলম্বিত প্রণালী হইতে জানা যাইবে :—

নবেম্বর মাসে সোরা-প্রস্তুতকারক লোনিয়াগণ কার্য্যারম্ভ করে। পুরাতন কর্দ্দমস্তূপ, কর্দ্দমনির্ম্মিত গৃহপ্রাচীর, পতিত জমি প্রভৃতির উপরে তুষারনির্ম্মিত খোসার ন্যায় এই লবণের একটা পাতলা ও সাদা আবরণ সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই গুলি তুলিয়া লইয়া প্রথমে ইহাদিগকে গলান ও চোয়ান হয়। এই কার্য্যের জন্য ভিতরের দিকে শক্ত মাটির আস্তরণবিশিষ্ট এক প্রকার কর্দ্দমনির্ম্মিত ফিলটার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই পাত্রটি গোলাকার ও ফাঁপা, দেখিতে অনেকটা কূপমুখের মত। সাধারণতঃ ইহার খোল ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি হইয়া থাকে। ঘনসন্নিবিষ্ট বংশখণ্ড দ্বারা একটি মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহা ইহার অভ্যন্তরে, তলদেশের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে, কয়েকখণ্ড ইষ্টকের উপর স্থাপন করা হয়। এই মঞ্চের উপরিভাগে ঘনসন্নিবিষ্ট তৃণনির্ম্মিত মাদুরের একটি আস্তরণ দেওয়া হয়। এই ভাবে ফিল্‌টার প্রস্তুত করিয়া প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ করা হয়। বৃক্ষের বিশেষতঃ নীলের চারার ক্ষার প্রস্তুত করিয়া খুব পাতলা ভাবে তাহা ঐ মাদুরের উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে যে মৃত্তিকা চোঁয়াইতে হইবে, ইহার উপর রাখিয়া সোরা-প্রস্তুতকারক তাহা পদতলে মাড়িয়া সর্ব্বত্র সমান পুরু ও আবশ্যক মত কঠিন করিয়া থাকে। এই কার্য্য বিশেষ মনোযোগের সহিত করিতে হয়। কারণ এই মাটি বেশি কঠিন হইলে ইহার মধ্য দিয়া জল অনেক বিলম্বে বাহির হইবে, আবার বেশি নরম থাকিলে জল এত সহজে ও এত শীঘ্র পড়িয়া যাইবে যে, তাহাতে লবণাক্ত পদার্থটা আর উপযুক্ত রূপে গলিতে পাইবে না, সুতরাং উপযুক্ত পরিমাণে ফলও পাওয়া যাইবে না। এই সকল ঠিক করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে এই মৃত্তিকার উপর ৪।৫ ইঞ্চি পুরু করিয়া জল ঢালা হয়। জলের গভীরতা ফিল্‌টারের আয়তন ও ব্যবহৃত জলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। ফিল্‌টারের মধ্য দিয়া ২০ মণ মৃত্তিকা চোয়াইতে পারা যায়। ইহার পরে কয়েক ঘণ্টা মধ্যস্থ পাত্রটিকে আর কোন প্রকারে নাড়া চাড়া করা হয় না। এই সময়ের মধ্যে জলটা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া লবণাক্ত পদার্থটিকে গলাইয়া ফেলে এবং মাদুরের মধ্য দিয়া চোয়াইয়া মঞ্চ ও তলদেশের মধ্যে যে খনিস্থান থাকে, সেই স্থানে সঞ্চিত হয়। ফিল্‌টার হইতে অনতিদূরে একটি বৃহৎ মৃণ্ময়পাত্র মৃত্তিকায় অর্দ্ধ প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। একটি বাঁশের বা ফাঁকা টালির নল দ্বারা ফিল্‌টার হইতে ক্রমে ক্রমে জলটা এই পাত্রে আসিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। এই সোরামিশ্রিত জল অক্সাইড্‌ অব আইরণ দ্বারা অল্পবিস্তর পরিমাণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। যে মৃত্তিকা লইয়া কাজ করা হয়, তাহার গুণানুসারে ইহার আপেক্ষিক গুরুত্বেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বহুসংখ্যক ফিল্‌টার পরীক্ষা করিয়া গড়ে ১°১২০ আপেক্ষিক গুরুত্ব পাওয়া গিয়াছে। এই ভাবে সোরা তরল অবস্থায় পাওয়া যায়। তৎপরে ইহার জলীয় অংশ বাষ্পে পরিণত করিয়া ইহাকে স্ফটিক অবস্থায় আনয়ন করা হয়। ইহা নিম্নলিখিত উপায়ে সাধিত হইয়া থাকে। মাটিতে খুব লম্বা একটি গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার উপর, দুই সারিতে মাটির পাত্রে করিয়া তরল সোরা স্থাপন করা হয়। এই লম্বা চুল্লীটির এক প্রান্তের মুখ দিয়া জ্বালানী কাষ্ঠ যোগান হয় এবং অপর প্রান্ত দিয়া ধূম বহির্গত হইয়া যায়। এই ভাবে জ্বাল দিতে দিতে যখন দেখা যায় যে, সোরা স্ফটিকের অবস্থা প্রাপ্তির উপযুক্ত হইয়াছে, তখন পাতলা পাতলা বড় মৃণ্ময় পাত্রে ঢালিয়া লইয়া জুড়াইতে দেওয়া হয় এবং এই পাত্রগুলিকে সারি সারি করিয়া আকণ্ঠ নরম মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। ত্রিশ ঘণ্টা পরে সোরার স্ফটিকত্বপ্রাপ্তি ঘটে। তখন ইহা তুলিয়া লইয়া চুপড়িতে করিয়া শুকাইতে দেওয়া হয় এবং সমস্ত রসভাগ

ঝরিয়া গেলে বিক্রয়ের জন্য বাজারে বাহির করা হয়। এই ভাবে যে সোরা পাওয়া যায়, তাহা বড়ই অবিশুদ্ধ। লোনীয়ারা ইহাকে 'ধোয়া' বলিয়া থাকে। ইহার প্রতি মণ ২৲, ৩৲ টাকা বিক্রয় হয়। সাধারণতঃ ইহাতে শতকরা ৪৫—৭০ ভাগ বিশুদ্ধ ধোয়া (nitre) থাকে। এই জাতীয় ভাল সোরার ১০০ গ্রেণ বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত উপাদান পাওয়া গিয়াছে—

বালুকা, কর্দ্দম প্রভৃতি যে সকল পদার্থ জলে গলে না			৫.০
সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ সোডা	...	...	৯.১
মিউরিয়েট্‌ অব সোডা	...	...	৮.০
সোরা	...	...	৭৭.৯
			১০০.০

ইহার মধ্যে প্রথম তিন শ্রেণীর উপাদানই সোরার অবিশুদ্ধতার কারণ।

কলিকাতার বাজারে 'কল্‌মী' নামে যে সোরা পাওয়া যায়, তাহা এই 'ধোয়া' সোরাকে আবার জলে গলাইয়া এবং স্ফটিকে পরিণত করিয়া উৎপাদন করা হয়। ইহাতে শতকরা ৮৫ হইতে ৯৫ ভাগ বিশুদ্ধ সোরা থাকে। সোরা প্রধানতঃ বারুদ, গুলি, গোলা প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বারুদপ্রস্তুত করিতে পোটাশিয়ম সোরা ব্যতীত অন্য কিছুই ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য, অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্য চিলি বা সোডিয়াম্‌ সোরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সোরাআলু (পারসী) স্কন্দবিশেষ (Dioscorea glabra)।

সোরাষ্ট্রিক (ক্লী) বিষভেদ, সৌরাষ্ট্রিক। (ভরত)

সোর্ম্মা (দেশজ) পারসী—সুর্ম্মা, শব্দজ। বসাঞ্জন। ইহার চূর্ণ চক্ষুর পাতায় প্রলেপ দিলে কজ্জলের কার্য্য করে। অনেক স্থলে সোর্ম্মা লাগাইয়া কেশের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়।

সোর্ম্মি (ত্রি) উর্ম্মির সহিত বর্ত্তমান, উর্ম্মিযুক্ত, উর্ম্মিবিশিষ্ট।

সোলঙ্ক[লাঙ্কি] (পুং) রাজপুতনার প্রসিদ্ধ রাজপুতরাজবংশ। [শোলাঙ্কি দেখ।]

সোল্লাস (ত্রি) উল্লাসের সহিত বর্ত্তমান, উল্লাসযুক্ত, আনন্দিত।

সোল্লুণ্ঠ (পুং) উল্লুণ্ঠেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ সোল্লুণ্ঠন। (হলায়ুধ) ২ পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদিযুক্ত। ৩ পরিহাসযুক্ত বাক্য।

সোল্লুণ্ঠন (ক্লী) উল্লুণ্ঠনেন সহ বর্ত্তমানং। স্তুতিপূর্ব্বক দুর্ব্বাদ। পরিহাসযুক্ত বাক্য, চলিত ঠাট্টা।

"দুর্ব্বাদঃ স্যাদুপালম্ভস্তত্র যঃ স্তুতিপূর্ব্বকঃ।
সোল্লুণ্ঠনং সনিন্দস্তু যস্তত্র পরিভাষণং॥" (জটাধর)

সোল্লুণ্ঠোক্তি (স্ত্রী) সোল্লুণ্ঠা উক্তিঃ। সব্যঙ্গোক্তি, ব্যঙ্গপূর্ব্বক বাক্যকথন।

"উপনায়কমানেতুং প্রেষিতাং তদুপভোগলুপ্তচন্দনাদীন্ বাপীস্নানব্যাজেন গোপয়ন্তীং দূতীং প্রতি সোল্লুণ্ঠোক্তিরিয়ং" (কাব্যপ্রকাশটীকা)

সোষ (ত্রি) ১ ক্ষারমৃত্তিকা। (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৮৬) ২ ক্ষারমিশ্রিত মৃত্তিকাবিশিষ্ট।

সোষ্ণীষ (ত্রি) ১ উষ্ণীষের সহিত বর্ত্তমান, উষ্ণীষযুক্ত, উষ্ণীষবিশিষ্ট। (ক্লী) ২ বাস্তুবিশেষ। বৃহৎসংহিতোক্ত শালার ত্রিভাগতুল্য ভূমি যদি ভবনের বাহিরে থাকে, তাহা হইলে সেই ভূমিকে বীথিকা এবং এই বীথিকা বাস্তুভবনের পূর্ব্বদিকে আসিলে উক্ত বাস্তুকে সোষ্ণীষ কহে। (বৃহৎস° ৫৩।২০)

সোষ্মতা (স্ত্রী) সোষ্মণো ভাবঃ তল-টাপ্‌। সোষ্মার ভাব বা ধর্ম্ম, উষ্মা, গরম।

সোষ্মন্‌ (ত্রি) উষ্মনা সহ বর্ত্তমানঃ। উষ্মার সহিত বর্ত্তমান, উষ্মযুক্ত, উষ্মবিশিষ্ট।

সোষ্মবৎ (ত্রি) সোষ্মন্‌, উষ্মযুক্ত।

সোষ্মস্নানগৃহ (পুং) উষ্ণজলবিশিষ্ট স্নানগৃহ। (রাজতর° ১।৪০)

সোষ্যন্তীহোম (পুং) হোমবিশেষ। এই হোমের বিধান হোমপদ্ধতিতে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে।

সোসর (দেশজ) সদৃশ, তুল্য, সমান, সাহায্যকারী।

সোহঞ্জি (পুং) কুন্তিভোজের পুত্রবিশেষ। (ভাগব° ৯।২৩।২২)

সোহলগ্রাম (পুং) একটী প্রাচীন গ্রাম।

সোহাগ (দেশজ) আদরকরণ, বাৎসল্যকরণ।

সোহাগপুর—মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জেলার পূর্ব্বতম তহসীল বা মহকুমা। ইহার পরিমাণফল ১১১৪ বর্গমাইল; ইহাতে ১টি সহর ও ৪৪৪টি গ্রাম আছে। ছতর, বারিয়াম্‌ পগারা ও পচমার এই তিনটি নিষ্কর জমিদারী এই তহশীলের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মোট পরিমাণফল ১৭১ বর্গমাইল। সরকারী খালসা জমির পরিমাণ ৯৪৩ বর্গমাইল। ইহার মধ্যেও ৬৩৭ বর্গমাইল পরিমিত জমির জন্য গবর্মেণ্ট কোন রাজস্ব বা 'পেস্‌কাশ' পান না। বাকী যে ৩২৬ বর্গমাইল জমীর জন্য রাজস্ব দিতে হয়, তাহার মধ্যে ২৪৮ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে শস্যাদি উৎপন্ন হয়, ৭৪ বর্গমাইল ভাল জমি আছে, কিন্তু তাহাতেও চাষ হয় না, এবং অবশিষ্ট ৫৪ বর্গমাইল পরিমিত জমিতে কোনই শস্য জন্মিতে পারে না। এখানে একটি ফৌজদারী ও দুইটি দেওয়ানী আদালত, তিনটি থানা ও পাঁচটি চৌকী আছে।

সোহাগপুর—মধ্যপ্রদেশের সোহাগপুর মহকুমার প্রধান সহর। এখানে মিউনিসপালিটি আছে। হোসঙ্গাবাদ সহর হইতে ৩০ মাইল পূর্ব্বে বোম্বাই হইতে যে রাজবর্ত্ম আসিয়াছে তাহার পার্শ্বে অক্ষা° ২২°৫২´ উত্তর ও দ্রাঘি° ৭৮° ১´ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে

নানাশ্রেণীর ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী ও অহিন্দু অনার্য্য জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এখানে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ ছিল; এখন তাহার অবস্থা বিধ্বস্ত প্রায়। নাগপুররাজদিগের ফৌজদার খাঁ নামক জনৈক জায়গীরদার ১৭৯০ খৃঃ অব্দের সমকালে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। ১৮০৩ খৃঃঅব্দে ভূপালের উজীর মহম্মদ একবার এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু কোন ফল লাভ করিতে পারেন নাই। এক সময়ে এই সহরে একটি টাকশালও ছিল, তখন এখানে ১৩ আনা মূল্যের টাকা প্রস্তুত হইত। এখানে রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত ও লাক্ষা গলান হইয়া থাকে। এই সহরে একটি তহসীলী থানাগৃহ ও ভাল একটি সরাই আছে। এখানে গ্রেট্ পেনিন্সুলার রেলওয়ে কোম্পানীর একটি ষ্টেশনও আছে। বোম্বাই হইতে ইহা ৪৯৪ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার ৬ মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী শোভাপুর গ্রামে প্রতি সপ্তাহে বেশ একটি বড় রকমের হাট বসিয়া থাকে। তথন নরসিংহপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য অনেক স্থান হইতে এখানে বিস্তর দেশীয় বস্ত্রের আমদানী হইয়া থাকে। শোভাপুরে এক জন গোঁড়া রাজা বাস করেন।

সোহাগা, (দেশজ) স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষারদ্রব্যবিশেষ। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহা টঙ্কণক্ষার নামে পরিচিত।

লবণের ন্যায় এই ক্ষারও মৃত্তিকাগর্ভ হইতে পাওয়া যায়। নানা দেশে ইহা নানা নামে প্রচলিত। বাঙ্গালায় ইহা সোহাগা বা সুহাগা নামে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। হিন্দী—সোহাগা তিঙ্কাল; দাক্ষিণাত্য—সোহাগহ; গুজরাত—কুন্দিয়া-খার, টঙ্কণক্ষার; সিঙ্গাপুর—বেঙ্গারাম, পুঙ্কর; ব্রহ্ম—লথিয়া, লেটখ্য, তামিল—বেঙ্কারম্ বা বেঙ্গারম্; তেলগু—বিল্লিগারম্, এলেগারম্, মলয়ালম্—পোঙ্কারম্, বেল্লকারম্; কণাড়ী—বিলিগাড়া;—আরব বুরাকোস্-সাগ্হাঃ বা বুবাক্-এস্-সাগহাঃ,বোরক্, মিলহুস-সাগহা, পারস্য—টিঙ্কার, টঙ্কড়; কাশ্মীর—ববুৎ; তিব্বত—শাল, সল, চুৎসাল।

সোহাগা যখন জলমিশ্রিত থাকে, তখন তাহাকে পঞ্জাববাসীরা চু-ৎসালে বলে। সোহাগার ফুট "ৎসালে-মেগোগ" নামে খ্যাত। ডাক্তার এচিসন বলেন যে, মৃত্তিকা হইতে যে মিশ্রিত সোহাগা পাওয়া যায়, তাহা শাল নামেই পরিচিত; উহাই জলে বিধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া লইলে চু-শাল নামে বিদিত হয়। পঞ্জাবে ইহা টিঙ্কাল বা টিঙ্কার ও সোহাগা বলিয়া বাজারে চলিত।

রসায়নবিজ্ঞানে ইহা Borate of Sodium বা Biborate of Sodium ($Na_2 B_4 O_7. 10H_2O$.) সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। ফরাসীরা ইহাকে Borax বা Borate de Sonde বলে। জর্ম্মণিতে Borax ও Borsaures Natron, ইতালিতে Borace ও স্পেনরাজ্যে Borax নামেই সোহাগা প্রচলিত। ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জগৎবাসীর "বোরাক্স" শব্দ আরববাসীর "বুরাক্"* হইতে গৃহীত। বালফোর সাহেব বলেন যে, প্রাচীন ইংরাজীতে সোহাগার Tincal নাম পাওয়া যায়। ঐ শব্দটী পারসী—টঙ্কড়, অথবা সংস্কৃত টঙ্কণ শব্দ হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। আবার কেহ কেহ বলেন তিব্বতদেশীয় (ৎচশাল) (চু-শাল) হইতে উহা গৃহীত। কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। এখনও যখন পঞ্জাবসীমান্তপ্রদেশে টিঙ্কাল নামে সাধারণ সোহাগার প্রচলন দেখা যায়, তখন সংস্কৃত টঙ্কণ হইতে যে Tincal শব্দ গৃহীত হইয়াছে তাহা স্বতঃই অনুমেয়। টঙ্কণ শব্দ হইতে টঙ্কাড় শব্দের উৎপত্তি নিঃসন্দেহ।

সাধারণ লবণের সহিত সোহাগার উৎপত্তি। পঞ্জাবপ্রদেশের তিব্বত সীমান্তস্থ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবণজলপূর্ণ হ্রদের তীরভূমে এবং তিব্বতের অন্যান্য স্থানে প্রচুর সোহাগা পাওয়া যায়। পারস্য এবং চীন-তিব্বত সীমান্তেও যথেষ্ট পরিমাণে সোহাগা উৎপন্ন হয়। উপরি কথিত দেশভাগ ব্যতিরেকে সিংহলদ্বীপে এবং আমেরিকা মহাদেশের কালিফোর্ণিয়া ও পেরুরাজ্যভাগে স্বভাবতঃ সোহাগা জন্মে। ঐ গুলি দেশীয় সোহাগা বলিয়া বিদিত এবং প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা উহা বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। এতদ্ভিন্ন কৃত্রিম উপায়েও অনেক স্থলে প্রচুর পরিমাণে সোহাগা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফ্রান্সরাজ্যের টাস্কানি বিভাগের "Monte Cerboli" নামক পর্ব্বতভাগের লবণজলময় জলা বা হ্রদভাগে কৃত্রিম সোহাগা প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে যে উপায়ে সোহাগা উৎপন্ন হয়, তাহার পরিচয় সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

সার্ব্বোণী পর্ব্বতের যে অংশে ঐ লবণজলময় হ্রদাংশ স্থাপিত, ঐ পর্ব্বতাংশ আগ্নেয়গিরির উদ্গারিত ভস্মরাশির প্রস্তর-পর্য্যবসিত স্তর হইতে সমুৎপন্ন। ঐ অংশের ফাটল দিয়া নিরন্তর উষ্ণ জলীয় বাষ্প নির্গম হইয়া থাকে। ঐ বাষ্পনিচয় সুকৌশলে নিকটবর্ত্তী লেগুন (Lagoon) নামধেয় জলখাতসমূহে সঞ্চিত রাখা হয়। ঐ বাষ্পধূম সময়ে জলাকারে ঘনীভূত হইলে তাহাতে বোরাসিক্এসিড দানা বাঁধিয়া জল হইতে বিচ্ছিন্ন

---

* বুরাক শব্দের প্রকৃত অর্থ—যাহা মর্দ্দিত ময়দায় মিশ্রিত করিলে উহাকে স্ফীত করায় ও ঔজ্জ্বল্য দান করে। পিপরি-নোন্ বা পিপ্‌রি-খার (Carbonate of Soda and Potash) বুরাক বলিয়া গণ্য, রূপার মসৃণতা ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে বলিয়া সোহাগার নাম বুরাক্ এস্ সাগাহ হইয়াছে।

করিয়া লওয়া হয়। পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কার্ব্বনেট অব্ সোডা-যোগে বোরাসিক এসিড হইতে কেবলমাত্র সোহাগা গ্রহণ করা হয়। বৈজ্ঞানিক কাটিয়ার ও পেন সর্ব্বপ্রথমে এই প্রদেশে কৃত্রিম সোহাগা উৎপাদনের প্রথা আবিষ্কার করেন। এখনও সেই প্রথানুসারে ফরাসীরাজ্যে সোহাগা প্রস্তুত হইতেছে। ইতালীদেশীয় বোরাসিক্ এসিড হইতে ইংলণ্ডরাজ্যে কৃত্রিম সোহাগা উৎপন্ন হইয়া থাকে। তথায় পরিশুদ্ধ উক্ত এসিডের সহিত সোডা-ভস্ম (Soda ash) মিশ্রিত করিয়া রিভার্বারি টোরী ফার্ণেস নামক উনানের উপর রাখিয়া তাপ দিলে এমোনিয়া বিচ্যুত হয় এবং তাহাই উহার অঙ্গজ দ্বিতীয় পদার্থরূপে পরিণতি পায়।

জিপ্সাম (Gypsum) এবং সাধারণ লবণের সহিত মিশ্র অবস্থায় Borates of lime or Double borates of lime and Soda পাওয়া যায়। এসিড-যোগে উহা পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়। কখন কখন জিপ্সাম্ স্তরে অথবা পটাশ সল্টসমূহের সহিত কঙ্করাকারে (Borate of Magnesia) পাওয়া যায়। উহাতে শতকরা প্রায় ৭০ভাগ বোরাসিক্ এসিড বিদ্যমান থাকে।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে সোহাগার ব্যবসায় কাউন্ট লার্ডারেল নামক জনৈক ধনী ব্যক্তির একচেটিয়া ছিল। তাহাতে বাজারে বোরাসিক এসিড্ ক্রয়বিক্রয়ের বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিত দেখিয়া ভারতজাত সোহাগার বাণিজ্যপ্রসার বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস হয়। তদনুসারে ইংলণ্ডের বণিক্সমিতি ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডালহৌসীর নিকট আবেদন করেন যে, ইংলণ্ডে প্রতিবৎসর ১১০০ টন ইতালীজাত বোরাসিক এসিড্ এবং ৩০০ হইতে ৬০০ টন ভারতীয় বোরাসিক এসিড্ আনীত হয়; তুলনায় ভারতীয় সোহাগার ব্যবসায় এত সামান্য যে তাহা গণনীয় নহে। তদবধি ভারতীয় সোহাগার বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারতগবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখন লাদকের পুগা উপত্যকায় অতি সামান্য মাত্র সোহাগা উৎপন্ন হইত। কাপ্তেন হে পুগা উপত্যকা পরিদর্শনার্থ গমন করিয়া লিখিয়াছেন, পুগা উপত্যকার অতি ক্ষুদ্র উপরে যে অংশে সোহাগা পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বপশ্চিমে দুই মাইল লম্বা এবং উহার পরিসর এক মাইলের তৃতীয়াংশ মাত্র। উক্ত উপত্যকার খাত দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুনদে নিপতিত হইয়াছে। ঐ নদী কএকটী উষ্ণ প্রস্রবণের জলে পুষ্ট। হে সাহেব উহার তাপ ১৩০, ১৪০ এবং ১৫০ হইতে ১৭৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়াছেন। পুগা উপত্যকার সকল স্থান প্রস্রবণের জলে ব্যাপ্ত না হইলেও উক্ত উষ্ণ জলে যথেষ্ট সোহাগা (Borate of Soda) পাওয়া যায়।

পুগা ভিন্ন নীতিগিরিসঙ্কটের অদূরস্থিত রোডক (রুদোখ) নামক স্থানে এবং চীনসম্রাটের অধীন তিব্বতের যাঙ্গথান ভূভাগেও প্রচুর সোহাগা উৎপন্ন হয়। হিমালয়ের অপর পারে যতগুলি হ্রদ আছে, তাহার সকলগুলিতেই প্রায় কিছু না কিছু সোহাগা পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, বৈদেশিক বণিক্বৃন্দের ঈর্ষা ও হিংসা-নিবন্ধন তাহার অনুসন্ধান অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ সকল জলরাশির রাসায়নিক পরীক্ষা না হওয়ায় উহাদের সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তাতাররাজ্যের মরুপ্রদেশের লবণময় স্থানে গর্ত্ত খুড়িয়া রাখিলে তাহাতে সোহাগা আসিয়া জমে।

সিমলা জেলার ডেপুটী কমিসনর লর্ড হে পঞ্জাবপ্রদেশের সোহাগার বাণিজ্যের যে বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, লাহোল, তিব্বত ও স্পিতি উপত্যকাবাসী কুনাবারী ও খাম্পো নামক ভ্রমণশীল পার্ব্বত্য জাতি সোহাগার বাণিজ্যপরিচালনার্থ গ্রীষ্মকালে পুগার খনিতে গমন করে এবং তাতারপ্রদেশ হইতে তিব্বতের যে যে স্থানে সোহাগা বিক্রয়ার্থ আনীত হয়, উহাদের কোন কোন দল সে সকল স্থানেও গমন করিয়া থাকে। উহারা শরৎকালে গিরিপথসমূহ অবরুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই স্বদেশে চলিয়া আইসে এবং গৃহে সোহাগা পরিষ্কার করিয়া সিমলাশৈলে বণিক্দিগের নিকট বিক্রয় করিতে আনে। উহাদের সোহাগা-পরিষ্কার প্রণালী অতি সহজ ও সরল। প্রথমে তাহারা গুঁড়া সোহাগা দুই ভাগ গরম ও একভাগ ঠাণ্ডা মিশ্রিত জলে গুলিয়া রাখে। জলের উত্তাপে সোহাগা গলিয়া যায়। তৎপরে জল যতই ঠাণ্ডা হইতে থাকে, সোহাগাও ততই দানা বাঁধিতে থাকে। সোহাগা ফুটিবার ভয়ে উক্ত খনিজ সোহাগার উপর ঘৃতের আচ্ছাদন দেওয়া হইত; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন বিশেষ কোনও সুবিধা হয় না জানিয়া উক্ত প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের স্থানে স্থানে সোহাগা পরিষ্কার করিবার কালে উষ্ণজলের সঙ্গে চূণ মিশাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। পরিষ্কৃত সোহাগার বড় দানাগুলি 'চৌকি' এবং গুঁড়া সোহাগা 'বেগ্' নামে খ্যাত। চৌকিগুলি বিশেষ রূপ পরিষ্কার, কিন্তু বেগ্ বা গুঁড়া সোহাগা ধূলাবিহীন করণার্থ পুনরায় দুই একবার উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিতে হয়। তিব্বত হইতে যুক্তপ্রদেশে যে খনিজ সোহাগার আমদানী হয়, প্রথম পরিষ্কারে তাহার প্রতি এক শত মণে ৬০ মণ চৌকি ও ৪০ মণ বেগ্ পাওয়া যায়। ঐ বেগ্গুলি পুনরায় সিদ্ধ করিলে ১০ মণ কুঁজ ও ৩০ মণ কণ্ডি হয়। কণ্ডিগুলি পুনরায় সিদ্ধ করিলে ৫ মণ মাত্র কুঁজ পাওয়া যায় এবং ২৫ মণ কেবল মাটী ও ধূলা থাকে। অনেক স্থলে শতকরা ২০ মণ পর্য্যন্ত ধূলা বাহির হয়।

উত্তরে তিব্বতরাজ্যের রাজধানী লাসা নগরীর দক্ষিণ ও বাম-

দোক-চো নামক স্থান হইতে হিমাচলশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া সোহাগা যুক্তপ্রদেশে আনীত হয়। তাতাররাজ্যের এবং তিব্বতের অন্যান্য কতক স্থানের সোহাগা পঞ্জাবপ্রদেশে বিক্রয়ার্থ নীত হইয়া থাকে। পরে ঐ স্থান হইতে কতক বোম্বাই বা করাচীর পথে এবং কতক বাঙ্গালার বৈদেশিক বাণিজ্যার্থ চালিত হয়। এখানকার বাজারে বিলাতী, কাণপুরী (তিব্বতীয়) এবং করাচী (তেলিয়া টঙ্কণ) নামক তিন প্রকার সোহাগা সাধারণের বিশেষ উপকারে লাগে। সুশ্রুতে ইহার ভেষজ গুণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বলকারক ও অগ্নিমান্দ্য-নাশক। কষ্টকর অজীর্ণ, কাশি ও হাপানি রোগে ইহা বিশেষ উপকারে আইসে। সোহাগামিশ্রিত জল দ্বারা গাত্রক্ষত ধৌত করিলে শীঘ্র শীঘ্র ক্ষতের উপশম হইয়া থাকে। সোহাগা অগ্নিতে পোড়াইয়া সেই "সোহাগার খৈ" মধুতে মাড়িয়া মুখে লাগাইলে মুখের, জিহ্বার ও দন্তমাড়ীর যাবতীয় রোগ আরোগ্য হয়। গাত্রের মূত্রনালী ও জননেন্দ্রিয়ের দারুণ কণ্ডূ উপস্থিত হইলে সোহাগা ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। কারণ স্নায়বিক ঝিল্লির নিয়মের উপর উহার বিরেচনশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ অনেক স্থলে সোহাগার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহারা শোথ, উদরী ও অপস্মার রোগে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। জরায়ুতে ইহার ক্রিয়া অধিক, ইহা রজোনির্গম বৃদ্ধি করে এবং প্রসবের সহায়। রজঃকৃচ্ছ্র ও বাধকবেদনায় ইহা বিশেষ ফলদায়ক এবং স্থলবিশেষে রজোরোধক বলিয়া কথিত।

বোরাসিক এসিডের যোগে মলম প্রস্তুত করিয়া ডাক্তারগণ সাধারণতঃ ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিচর্চ্চিকা, পামা, দদ্রু, কণ্ডূ (চুলকানি), বিসর্পিকা, অরুণিকা প্রভৃতি রোগে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। বাজারে যে সোহাগা বিক্রীত হয় তাহা এসেটিক এসিডের (acetic acids) জলে মিলাইয়া দদ্রু অথবা কণ্ডুস্থান বিধৌত করিয়া ব্যবহার করিলে ফল দর্শে। অনেক স্থলে ফটকারির ন্যায় সোহাগার জলে কবল করিলে মুখক্ষত আরোগ্য হয়। ডাক্তার-গণ তালুমূলপ্রদাহে (Tonsillitis) গ্লিসারিন্ যোগে সোহাগা প্রদান করিয়া থাকেন, উহা Boro Glycilide নামে অভিহিত।

এতদ্ভিন্ন শিল্পবিষয়েও সোহাগার উপকারিতা যথেষ্ট। ছিট ছাপাই (Calico printing) করিতে হরিদ্রাদি যে সকল রঙ লাগান যায়, সোহাগার জলে তাহা পাকা হইয়া উঠে। সকল প্রকার মাটীর পাত্র, চীনাবাসন, লৌহপাত্র, ঘড়ির ডালা প্রভৃতির উপরে মসৃণতা ও ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনার্থ সোহাগাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সীসার পাত্র যদি সোহাগার কলাই করা হয় তাহা হইলে অধিক দিন স্থায়ী হয়। যে সকল ধাতুর উপরে মরিচা বা দাগ পড়ে তাহা পরিষ্কার করিয়া তুলিবার জন্য ঐ পাত্রে সোহাগা আনিয়া আগুনে পোড়াইতে হয়। ভারতীয় জহরীরা ও স্বর্ণকারেরা অনেক সময় সোহাগা হইতে কৃত্রিম মণি (মিনার কাজের ন্যায়) প্রস্তুত করিয়া থাকে।

সোহাগা উত্তপ্ত লৌহের ন্যায় অগ্নিতে পোড়াইলে উহা প্রথমে ফাটিয়া যায় ও গলিয়া তরল হয়, তৎপরে উহা ক্রমশঃ ফেনিবাতাসার ন্যায় ফোঁপরা হইয়া ফুলিতে থাকে। যখন উত্তাপে উহা অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠে এবং তাহাতে বিন্দুমাত্র জলীয়াংশও থাকে না, তখন উহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হয়। ঐ অবস্থায় মালার ন্যায় ছাঁচে ঢালিয়া লওয়া যায়। উহাই এক্ষণে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য সর্ব্বত্র রক্ষিত হইয়া থাকে। ঐরূপ একটী মালা উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে কোন প্রকার মেটালিক্ সল্ট সংযোগ করিলে উহার রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। সাব্ অক্সিদ অব্ কপারযোগে উহা লালবর্ণ, ফেরস্ অক্সিদযোগে সবুজবর্ণ, কোবাল্ট্ অক্সিদযোগে নীলবর্ণ, মাঙ্গানিজ সল্টস্ যোগে বেগুনীবর্ণ বোরিক অক্সিদযোগে লালবর্ণ ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর বর্ণ ধারণ করে। ইহা ছাড়া ইহার পচননিবারকতাশক্তি বাণিজ্য বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। জীবমাংস, ফল, মূল, শাক, সবজি প্রভৃতি সোহাগাযোগে বহু বৎসর প্রকৃত অবস্থায় রাখা যায়।

সোহাগিনী (স্ত্রী) সৌভাগিনী শব্দের অপভ্রংশ। সোহাগবিশিষ্টা।

সোহানা—পঞ্জাবের গুরগাঁও জেলার অন্তর্গত গুরগাঁও তহশীলের অধীন একটি মিউনিসিপালিটি ও সহর। এখানে একটি গন্ধকের উৎস আছে। ইহা অক্ষা° ২৮°১৪´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭°৭´ পূর্ব্বে, মেবাত্ শৈলের পাদদেশে এবং গুরগাঁও হইতে ১৫ মাইল দূরে আলবার রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। এখানে প্রথমে হিন্দু রাজপুত এবং পরে মুসলমান রাজপুতগণ প্রাধান্য স্থাপন করিয়া ছিলেন। শেষোক্ত রাজাদিগের প্রভাবের নিদর্শনস্বরূপ এখনও এখানে প্রাচীন মস্‌জিদ্ দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে বিতাড়িত হইয়া হিন্দু রাজপুতবংশ যাইয়া জালন্ধরে বাস করিতে ছিলেন। হঠাৎ এক সময়ে কুলদেবতা কর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া তাঁহারা এই স্থান পুনরধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং তুমুল যুদ্ধের পরে ইহা পুনর্ব্বার হস্তগত করিলেন। তদবধি ইহা তাঁহাদিগের বংশধরগণেরই অধীনে রহিয়াছে। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে সোহানায় ইংরাজ-অধিকার বিস্তৃত হয়। তখন ভরতপুরের জাঠেরা এখানকার কর্ত্তা ছিলেন। সহরটি ছোট হইলেও বেশ উন্নতিশীল। এখানে দেশীয় শস্য, চিনি এবং কাঁচের চুড়ির ব্যবসায় বেশ চলিতেছে। সহরের কেন্দ্রস্থলে গন্ধকের

উৎসটি অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে বেশ মজবুত রকমের একটি চৌবাচ্চা ও তাহার উপরে গুম্বুজাকৃতি একটি ছাদ আছে।

সোহাবল—মধ্যভারতবর্ষে বঘেলখণ্ড এজেন্সীর পলিটিকাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তত্ত্বাবধানে বঘেলখণ্ডের একটি দেশীয় রাজ্য। ইহা কোঠি দ্বারা দুইটি স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত। উত্তর ভাগ পন্না রাজ্যের অন্তর্গত জমির সঙ্গে এমন ভাবে সংমিশ্রিত যে, সোহাবলের জমির প্রকৃত পরিমাণ নির্ণয় করা সুকঠিন। ইহার আনুমানিক পরিমাণফল ২৪০ বর্গমাইল। হিন্দুই এখানকার প্রধান অধিবাসী। সামান্যসংখ্যক মুসলমান, কোল এবং গোঁড় জাতির লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার মোট রাজস্ব প্রায় দেড়লক্ষ টাকা। কিন্তু ইহার প্রায় অংশই নিষ্কর স্বত্ব ও দেবোত্তর প্রভৃতির জন্য রাজকোষভুক্ত হইতে পারে না, রাজা নিজে মাত্র ৩২০০০ টাকা পাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে সোহাবল রাজ্য রেবা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রেবাপতি অমরসিংহের পুত্র ফতেসিংহ পিতৃদ্রোহী হইয়া আপনাকে সোহাবলের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ইংরাজ যখন বঘেলখণ্ড অধিকার করেন, তখন তাঁহার বংশোদ্ভব লালা অমল সিংহ এখানকার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ইংরাজ সরকারের বশ্যতা স্বীকার করিলে, ইংরাজরাজ তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। রাজাদিগের অবিমৃষ্যকারিতা ও দুঃশাসনের জন্য অনেকবার গবমেণ্টকে এই রাজ্যের শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। সর্ব্বশেষ বারে (১৮৭১ খৃঃ অব্দে) রাজ্যের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ইহা রাজা লালা শের জঙ্গবাহাদুর সিংহের হস্তে প্রত্যর্পণ করা হয়। ইনি বঘেল রাজপুতবংশীয়। এখানে রাজার অধীনে পঞ্চাশ জন পুলিশ ফৌজ আছে।

সোহাবল—সোহাবল রাজ্যের প্রধান নগর। ইহা অক্ষা° ২৪°৩৪´৩০´´ উত্তর ও দ্রাঘি° ৮০°৪৮´৫০´´ পূর্ব্বে, সত্নানামক নদীর তীরে এবং সত্না হইতে নওগাঁও পর্য্যন্ত যে রাজবর্ত্ম গিয়াছে, তাহার পার্শ্বে অবস্থিত। ইষ্টইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে আলাহাবাদ ও জব্বলপুরের মধ্যবর্ত্তী সত্না ষ্টেশন হইতে ইহা ৬ মাইল দূরবর্ত্তী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ১০৫৯ ফিট্ উচ্চ। পূর্ব্বে এখানে একটি দুর্গ ছিল, এখন তাহার বিধ্বস্ত অবস্থা।

সোহাগা (দেশজ) সোহাগা নামক ক্ষার।

সোহিনী (স্ত্রী) ১ রাগিনীবিশেষ। ২ সোহাগিনী শব্দের অপভ্রংশ।

সোহেলা (দেশজ) উৎসব, সাময়িক আনন্দগর্ভ গান।

সৌকর (ত্রি) সূকরস্যায়মিতি সূকর-অণ্। সূকরসম্বন্ধী, বরাহরূপ। "পৌত্রনিকষণবিভিন্নভুবং দনুজং দধানমথ সৌকরং বপুঃ॥" (কিরাত ১২।৫৩)

সৌকরক (ক্লী) সৌকর স্বার্থে কন্। সূকরসম্বন্ধীয়। সৌক

সৌকরসদ্ম (ত্রি) সূকরসদ্মসম্বন্ধীয়। (পা ৬।৪।১৪৪ বার্ত্তিক ১)

সৌকরায়ণ (পুং) সূকরং হন্তীতি সূকর-ঠঞ্। ১ ব্যাধ, চ শিকারী। ২ বৈদিক আচার্য্যভেদ। (শতপথব্রা° ১৪।৭।৩।২

সৌকরীয় (ত্রি) সূকর বা সূকরসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০)

সৌকর্য্য (ক্লী) সুকরস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা সুকর-ষ্যঞ্। ১ অনায় সুসাধ্যতা, সুবিধা।

"সৌকর্য্যেণ চ কার্য্যস্য বিরুদ্ধং ক্রিয়তে যদি।"(সাহিত্যদ°১০।৯

সূকরস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা সূকর-ষ্যঞ্। ২ সূকরের ক্রিয়া। (বি

সৌকুমারক (ক্লী) সুকুমারস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা (দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ পা ৫।১।১৩৩) ইতি বুঞ্। সুকুমারতা, সুকুমারের ভাব বা ক

সৌকুমার্য্য (ক্লী) সুকুমার-ষ্যঞ্। ১ সুকুমারতা, মার্দ্দব, কো লতা। ২ যৌবন। ৩ অপারুষ্য। ৪ কাব্যোক্ত গুণবিশেষ, সু মারতাগুণ, যে স্থলে গ্রাম্য ও দুঃশ্রব প্রভৃতি শব্দ বিন্যাস না এবং শব্দবিন্যাসের বেশ পরিপাটী আছে, তথায় এই গুণ হ ইহাতে কোনরূপ পারুষ্য থাকে না।

"গ্রাম্যদুঃশ্রবতাত্যাগাৎ কান্তিশ্চ সুকুমারতা।"

(সাহিত্যদ° ৮।৬১

সৌকৃতি (পুং) ১ গোত্রবিশেষ। (সংস্কারকৌ°) ২ গো প্রবর্ত্তক ঋষি।

সৌকৃত্য (ক্লী) উত্তম দেবতার উদ্দেশে ক্রিয়মাণ যাগাত্মক কর্ম্ম সুকৃত কহে, ইহাব সম্যক্ অনুষ্ঠান সৌকৃত্য। "সৌকৃত্যায় স হিতঃ" (ঋক্ ১০।১৩৬।৪) 'সৌকৃত্যায় সুষ্ঠু দেবানুদ্দিশ্য ক্রিয়মা যাগাত্মকং কর্ম্ম সুকৃতং, তস্য ভাবায় সম্যগনুষ্ঠাপনায়' (সায়ণ)

সৌকৃত্যায়ন (পুং) সুকৃত্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।৯৯

সৌক্তি (পুং) ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

সৌক্তিক (ত্রি) সূক্তসম্বন্ধীয়।

সৌক্ষ্ম (ক্লী) সূক্ষ্মস্য ভাবঃ অণ্। সৌক্ষ্ম্য, সূক্ষ্মতা, সূক্ষ্মে ভাব বা ধর্ম্ম।

সৌক্ষ্ম্য (ক্লী) সূক্ষ্মস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সূক্ষ্মতা, সূক্ষ্মত্ব।

"অন্তঃ সোজ্জ্বলরূপত্বং শব্দানাং সৌক্ষ্ম্যমুচ্যতে।" (প্রতাপরুদ্র

সৌখ (পুং) সুখ অপত্যার্থে (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২ ইতি অণ্। ১ সুখের অপত্য। ২ সুখের ভাব বা ধর্ম্ম, সুখ।

সৌখযানিক (পুং) স্তুতিপাঠক, ভাট, বন্দী।

সৌখশয়িক (পুং) সুখশয্যাং পৃচ্ছতি ঠঞ্। সুখশয়ন জিজ্ঞাসু, বৈতালিক, স্তুতিপাঠক।

সৌখশায়নিক (ত্রি) সুখশয়নং পৃচ্ছতি সুখশয়ন-ঠঞ্ বৈতালিক, স্তুতিপাঠক।

সৌখশায়িক (ত্রি) বৈতালিক, স্তুতিপাঠক।

সৌখসুপ্তিক (ত্রি) সুখসুপ্তিঃ সুখেন শয়নং পৃচ্ছতি সুখ-সুপ্তি-ঠঞ্। বৈতালিক।

'বৈতালিকা বোধকরা অথিকাঃ সৌখসুপ্তিকাঃ।' (হেম)

সৌখিক (ত্রি) সুখেন জীবতীতি সুখ (বেতনাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২) ইতি ঢক্। সুখার্থী, চলিত সৌখীন।

"শ্রিয়া বিহীনৈরধনৈর্ন্যস্তাক্তমিত্রৈরকিঞ্চনৈঃ।
সৌখিকৈঃ সম্ভৃতানর্থান্ যঃ সন্ত্যজতি কিন্নু তৎ॥"
(ভারত ১২।১৮।২৩)

সৌখীন (দেশজ) ১ সুখার্থী, যাহাদের সকল বিষয়ে বেশ সখ আছে। ২ সুখী।

সৌখ্য (ক্লী) সুখমেব স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ সুখ।

"অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ॥" (উত্তরচ° ২ অ°)

সুখস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা সুখ-ষ্যঞ্। ২ সুখত্ব, সুখের ভাব বা ধর্ম্ম।

সৌখ্যদায়ক (পুং) মুদ্গ, মুগ।

সৌগত (পুং) সুগত-অণ্। ১ বৌদ্ধবিশেষ। পর্য্যায়—শূন্যবাদী।

"সর্ব্বকার্য্যশরীরেষু মুক্তাঙ্গস্কন্ধপঞ্চকং।
সৌগতানামিবাত্মান্যো নাস্তি মন্ত্রো মহীভৃতাং॥" (মাঘ ২।২৮)

(ত্রি) ২ সুগতসম্বন্ধী। ৩ সুগতমতাধ্যায়ী।

সৌগতিক (পুং) সৌগতং মতং বেত্তীতি ঠক্। বৌদ্ধবিশেষ।

সৌগন্ধ (ক্লী) সুষ্ঠু গন্ধো যস্য। ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ কর্ত্তৃণ, চলিত গন্ধখড়, সুগন্ধতৃণ, রামকর্পূর।

'সৌগন্ধিকন্তু সৌগন্ধং রামকর্পূরকে তৃণে।' (শব্দরত্না°)

(পুং) ২ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। মহাভারতে এই সঙ্করবর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"চতুরো মাগধী সূতে ক্রূরান্মায়োপজীবিনঃ।
মাংসং স্বাদুকরং ক্ষৌদ্রং সৌগন্ধমিতি বিশ্রুতং॥"
(ভারত ১৩।৪৮।২২)

মায়োপজীবী ক্রূর হইতে মাগধীগর্ভে মাংস, স্বাদুকর, ক্ষৌদ্র, ও সৌগন্ধ এই চারি প্রকার জাতির উৎপত্তি হয়।

(ত্রি) ৩ শোভন গন্ধযুক্ত, উত্তম গন্ধবিশিষ্ট।

সৌগন্ধক (ক্লী) নীলপদ্ম।

সৌগন্ধিক (ক্লী) সুগন্ধোঽস্ত্যস্যেতি সুগন্ধ-ঠন্, ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ কর্ত্তৃণ, গন্ধখড়। (ভাবপ্র°) ২ কহ্লার। (অমর) ৩ পদ্মরাগমণি। (মেদিনী) ৪ নীলোৎপল।

'ইন্দীবরং কুবলয়ং পদ্মং নীলোৎপলং স্মৃতং।
সৌগন্ধিকং শতদলমব্জং কমলমুচ্যতে॥" (গরুড়পু° ২০৮ অ°)

(পুং) সৌগন্ধোঽস্যাস্তীতি ঠন্। ৫ গন্ধক। (অমর) ৬ সুগন্ধব্যবহারী। (মেদিনী) ৭ শ্লেষ্মনিমিত্তক কৃমিবিশেষ। শ্লেষ্মা হইতে এক প্রকার কৃমি জন্মে, তাহাকে সৌগন্ধিক কহে। (চরক বিমান ৭ অঃ) ৮ রক্তকমল, রক্তপদ্ম। ৯ রোহিষতৃণ, রামকর্পূর। ১০ গন্ধতৃণ। ১১ ভদ্রতর গন্ধক। (চক্রদত্ত) ১২ ত্রিসুগন্ধ, দারুচিনি, এলাচি ও তেজপত্র, এই তিনটী দ্রব্যের নাম ত্রিসুগন্ধ।

সৌগন্ধিকবন (ক্লী) ১ পদ্মপুষ্পসমাকীর্ণ বনভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব) ২ তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

সৌগন্ধিকবৎ (ত্রি) সৌগন্ধিক অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সৌগন্ধিকবিশিষ্ট, সুগন্ধযুক্ত।

সৌগন্ধিপত্রক (পুং) শ্বেতার্জ্জক। (বৈদ্যকনি°)

সৌগন্ধ্য (ক্লী) সুগন্ধস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সুগন্ধত্ব।

"এবমুক্তা ববং বব্রে গাত্রসৌগন্ধ্যমুত্তমং।" (ভারত ১।৬৩।৭৯)

সৌচক্য (ক্লী) সূচকস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) ইতি যক্। সূচকের ভাব বা কর্ম্ম।

সৌচি (পুং) সৌচিকশব্দার্থ। (শব্দরত্না°)

সৌচিক (পুং) সূচ্যা জীবতীতি সূচী-ঠক্। ১ সূচীকর্ম্মোপজীবী, যাহারা সেলাই করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, চলিত দরজী। পর্য্যায়—তুন্নবায়, সূচিক, সৌচি, সূত্রভিদ্। (শব্দরত্না°) ২ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। কৈবর্ত্তের কন্যার গর্ভে শৌণ্ডিক হইতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"কৈবর্ত্তস্য চ কন্যায়াং শৌণ্ডিকাদেব সৌচিকঃ।" (পরাশরপ°)

সৌচিক্য (ক্লী) সূচিকস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা সূচিক-পুরোহিতাদিত্বাৎ যক্। (পা ৫।১।১২৮) সূচিকের কার্য্য, দরজির কার্য্য, সেলাই প্রভৃতি সূচিকের কর্ম্ম।

সৌচিত্তি (পুং) সুচিত্ত অপত্যার্থে ইঞ্। সুচিত্তের গোত্রাপত্য সত্যধৃতি।

সৌচীক (পুং) সূচীকার, দর্জ্জি।

"কৈবর্ত্তস্য চ কন্যায়াং শৌণ্ডিকাদেব সৌচিকঃ।" (পরাশরপ°)

সৌজন্য (ক্লী) সুজনস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা সুজন-ষ্যঞ্। সুজনতা, সাধুতা, ভদ্রতা সদ্ব্যবহার।

"সৌজন্যং বরবংশজন্মবিভবে দীর্ঘায় চারোগতা
বিজ্ঞত্বং বিনয়িত্বমিন্দ্রিয়বশঃ সৎপাত্রদানে রুচিঃ।
সন্মন্ত্রী সুসুতঃ প্রিয়া প্রিয়তমা ভক্তিশ্চ নারায়ণে
সৎপুণ্যেন বিনা ত্রয়োদশ গুণাঃ সংসারিণাং দুর্লভাঃ॥" (উদ্ভট)

সৌজন্যবৎ (ত্রি) সৌজন্য অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সৌজন্যবিশিষ্ট, সদ্ব্যবহারযুক্ত।

সৌজাত (পুং) সুজাত অপত্যার্থে অণ্। সুজাতের গোত্রাপত্য। (ঐত° ব্রা° ৭।২২)

সৌজামি (পুং) সুজামির গোত্রাপত্য, ঋষিভেদ।
(আশ্ব° গৃহ্য° ৩।৪।৪)

সৌড়ল (পুং) ঋষিভেদ।

সৌড়ল উপাধ্যায়, একজন ন্যায়াচার্য্য, পণ্ডিত যাদববাস স্বকৃত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীসার গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সৌণ্ডী (স্ত্রী) পিপ্পলী। (শব্দচ°)

সৌত (ত্রি) সূতসম্বন্ধীয়, সূত ঋষি হইতে উৎপন্ন। (পা ৪।২।৫)

সৌতি (পুং) সূতস্য গোত্রাপত্যং সূত-অণ্। সূতপুত্র, লোমহর্ষণ। (ভারত)

সৌতিক্য (ক্লী) সূতিকস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা পুরোহিতাদিত্বাৎ যং। (পা ৫।১।১২৮) সূতিকের ভাব বা কর্ম্ম।

সৌত্য (ত্রি) ১ সোমাভিষব।

"অথ তাক্ষ্য সুতো জ্ঞাত্বা বিরাট্ প্রভৃচিকীর্ষিতং।
ববন্ধ বারুণৈঃ পাশৈর্বলিং সূত্যেঽহনি ক্রতৌ॥"
(ভাগবত ৮।২১।২৬)

'সুত্যেঽহনি সোমাভিষবদিনে' (স্বামী) (ক্লী) ২ সারথ্য, সূতকর্ম্ম।

"সৌত্যে বৃতঃ কুমতিনাত্মদ ঈশ্বরো মে" (ভাগ° ১।১৫।১৭)
'সৌত্যে সারথ্যে' (স্বামী)

সৌত্র (পুং) সূত্রং যজ্ঞসূত্রমর্হতীতি সূত্র-অণ্। ১ ব্রাহ্মণ। (হেম) সূত্রে পঠিতং পাণিন্যাদিভিঃ কর্ম্মবিশেষায় অণ্। ২ সূত্রে পঠিত ধাতুবিশেষ, সৌত্রধাতু, নিত্যপ্রয়োগাভাব ধাতুবিশেষ কেবল শব্দবিশেষসাধনার্থ স্বীকৃত সূত্রনিবেশিত ধাতুবিশেষ।

"ধাতূনামিহ সৌত্রাণাং দ্বিচত্বারিংশদীরিতাঃ।" (কবিকল্পদ্রুম)
সূত্রস্যেদং অণ্। (ত্রি) ৩ সূত্রসম্বন্ধী।

সৌত্রামণী (স্ত্রী) সুত্রমা ইন্দ্রো দেবতা অস্যাঃ সুত্রামন্-অণ্, বহুলবচনাৎ ন টিলোপঃ, ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। যাগবিশেষ। যজুর্ব্বেদের কাণ্ব-শাখায় ২১ অধ্যায়ে এই যাগের বিবরণ লিখিত আছে। এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে পতিত হয় না।

"সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণং প্রপিবেৎ সুরাং।
অন্যত্র কামতঃ পীত্বা পতিতস্তু দ্বিজো ভবেৎ॥"
(কাত্যায়নসূত্রভাষ্য)

সৌত্রিক (পুং) ১ ব্রাহ্মণ। ২ ধাতুবিশেষ, সূত্রসম্বন্ধীয়। (ক্লী) ৩ কার্পাস। (যাজ্ঞবল্ক্য° ২।১৭৬)

সৌত্বন (পুং) সুত্বনের গোত্রাপত্য। (পা ৬।৪।১৬৭)

সৌদক্ষ (ত্রি) সুদক্ষসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৭৫)

সৌদক্ষেয় (পুং) সুদক্ষের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

সৌদত্ত (ত্রি) সুদত্ত হইতে উৎপন্ন। পা ৪।২।৭৫)

সৌদন্তি (পুং) সুদন্তের গোত্রাপত্য। (পঞ্চবিং°ব্রা° ১৪।৩।১৩)

সৌদন্তেয় (পুং) সুদন্তের অপত্য। (পা ৪।২।১২৩)

সৌদর্য্য (ত্রি) সোদরসম্বন্ধীয়, সহোদরসম্বন্ধীয়।

সৌদর্শন (পুং) প্রাচীন উশীনর ও বাহীকজাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত একখানি গ্রাম। স্ত্রীলিঙ্গে সৌদর্শনিকী ও সৌদর্শনিকা পদ হয়। (পা ৪।২।১১৮)

সৌদামনী (স্ত্রী) সুদামা মেঘঃ পর্ব্বতো বা তেন একা দিক্, (তেনৈকাদিক্। পা ৪।৩।১১২) ইতি অণ্। ১ বিদ্যুৎ। অমরটীকায় ভরতমল্লিক লিখিয়াছেন যে, সৌদামনী এই পাঠই উত্তম, সৌদামিনী ইহা অপপাঠ। "সুদামা ঐরাবতস্তস্য স্ত্রী সৌদামনী পত্যামীপ্ বৃদ্ধিশ্চ মনীষাদিত্বাৎ। সৌদামিনীত্যপপাঠঃ।" (ভরত) ২ অপ্সরোভেদ। ৩ বিদ্যুদ্ভেদ। স্ফটিকময় পর্ব্বতপ্রান্তভাগভব বিদ্যুৎ। মালাকারবিদ্যুৎ।

"এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ।
কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামিনী যথা॥"
(ভাগ° ১।৬। ৮)

'সুদামা মালা তত্র ভবা সৌদামনী মালাকারা ইত্যর্থঃ। সুদামা পর্ব্বতঃ তেনৈকদিগিতি সূত্রেণ অণ্ স্ফটিকময়পর্ব্বতপ্রান্তভাগভবা হি বিদ্যুদতিস্ফুটা ভবতি' (স্বামী) ৪ যক্ষিণীবিশেষ।
(কথাসরিৎসা°)

সৌদামিনী (স্ত্রী) ১ বিদ্যুৎ। (অমরটীকা) ২ তড়িদ্ভেদ।

"তত্র সংরাজতে ভৈমী সর্ব্বাভরণভূষিতা।
সখীমধ্যেঽনবদ্যাঙ্গী বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা॥" (ভারত ৩।৫৩।১২)

৩ অপ্সরোভেদ। ৪ দেশবিশেষ। (অজয়)

সৌদামেয় (পুং) সুদামার গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

সৌদাম্নী (স্ত্রী) সৌদামনী, বিদ্যুৎ। (ত্রিকা°)

সৌদায়িক (ত্রি) সুদায়েভ্যঃ পিতৃমাতৃভর্ত্তৃকুলসম্বন্ধিভ্য আগতং সুদায়-ঠঞ্। পিতৃমাতৃভর্ত্তৃকুল হইতে প্রাপ্ত স্ত্রীধন। স্ত্রীগণ বিবাহকালে বা অবিবাহিতাবস্থায় পিতামাতা প্রভৃতির নিকট যে ধনলাভ করে তাহাকে সৌদায়িক কহে। নারীর ইহাই স্ত্রীধন, এই ধনে স্ত্রীদিগের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে। স্ত্রীগণ এই ধন দান করিলে তাহা সিদ্ধ হয়।

"ঊঢ়য়া কন্যয়া বাপি পত্যুঃ পিতৃগৃহেঽথবা।
ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ পিত্রোর্ব্বা লব্ধং সৌদায়িকং স্মৃতং॥
সৌদায়িকং ধনং প্রাপ্য স্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যমিষ্যতে।
যস্মাৎ তদানৃশংস্যার্থং তৈর্দত্তং তৎপ্রজীবনং॥
সৌদায়িকে সদা স্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যং পরিকীর্ত্তিতং।
বিক্রয়ে চৈব দানে চ যথেষ্টং স্থাবরেষ্বপি॥" (দায়তত্ত্ব)

[দায়ভাগ শব্দ দেখ]

সৌদাস (পুং) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজভেদ। শ্রীমদ্ভাগবতে ইঁহার উপাখ্যান বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে, অতি সংক্ষেপে ইহা

লিখিত হইল। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম, তাঁহার পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস। ইঁহার স্ত্রীর নাম দময়ন্তী। ইনি মিত্রসহ এবং কল্মাষপাদ নামে খ্যাত ছিলেন। একদা রাজা সৌদাস মৃগয়া করিতে গমন করিয়া এক রাক্ষস বধ করেন, কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া তাহার ভ্রাতাকে ত্যাগ করেন। এই রাক্ষস সহোদরবিনাশকারী রাজার অনিষ্ট চিন্তা করিয়া পাচকরূপ ধারণপূর্ব্বক রাজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিল। একদিন মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজগৃহে আগমনপূর্ব্বক ভোজনেচ্ছা প্রকাশ করিলে সেই পাচকরূপী রাক্ষস নরমাংস পাক করিয়া আনিল। এই মাংস বশিষ্ঠকে পরিবেশন করিলে বশিষ্ঠ দিব্য চক্ষুঃ দ্বারা ঐ বিষয় অবগত হইয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি যেমন আমাকে নরমাংস প্রদান করিয়াছ, এই দোষে তোমার রাক্ষসত্বপ্রাপ্তি হইবে। তৎপরে মুনি যখন জানিতে পারিলেন যে, ইহাতে রাজার কোন দোষ নাই, তখন তিনি এই দোষ পরিহারের জন্য দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতানুষ্ঠান করেন।

রাজাও বিনাপরাধে অভিশপ্ত হইয়া জলগণ্ডুষ গ্রহণপূর্ব্বক গুরুকে প্রতিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তদীয় পত্নী দময়ন্তী এই উদ্যম হইতে নিবারণ করিলে রাজা ঐ জল স্বীয় পদে ফেলিয়া দিলেন। পরে রাজা স্বয়ং রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়া কল্মষতা প্রাপ্ত হইলেন। রাজা সৌদাস কল্মাষপাদ রাক্ষস হইয়া অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা রতিক্রীড়াসক্ত এক দ্বিজদম্পতী দেখিতে পাইলেন। তৎকালে তাঁহার অতিশয় ক্ষুধা হইয়াছিল। বুভুক্ষায় পীড়িত হইয়া তিনি আহারার্থ ঐ দম্পতীর মধ্যে ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণী অতিশয় কাতর হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! তুমি রাক্ষস নহ, ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের মধ্যে একজন মহাবীর, এবং তোমার পত্নী দময়ন্তী। অতএব অধর্ম্মাচরণ করা তোমার উচিত নহে। এই বিপ্র আমার পতি, আমি অপত্যকামনায় ইঁহার সেবা করিতে ছিলাম, এখনও ইঁহার রতি সমাপ্ত হয় নাই, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার পতিকে মুক্ত কর। ব্রাহ্মণী এইরূপে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেও রাক্ষস তাহা না শুনিয়া ব্রাহ্মণকে খাইয়া ফেলিল।

ব্রাহ্মণী তখন রাক্ষসের প্রতি কুপিতা হইয়া শাপ দিলেন যে, যেমন তুই আমার পতিকে রতি হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভক্ষণ করিলি, এই কারণে তোরও রতি হইতে মৃত্যু হইবে। পতিপরায়ণা সেই ব্রাহ্মণী নরপতির প্রতি এই প্রকার অভিশাপ দিয়া পতির অস্থিসকল প্রজ্বলিত হুতাশনে ক্ষেপণ পূর্ব্বক স্বয়ং তদারোহণে স্বামীর গতি প্রাপ্ত হইলেন।

পরে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে রাজা সৌদাস বশিষ্ঠশাপ হইতে মুক্ত হইলেন। অতঃপর তিনি একদা মৈথুনার্থ উদ্যত হইলে তাঁহার মহিষী ব্রাহ্মণীর শাপ বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক ঐ উদ্যম হইতে নিবারণ করিলেন। রাজা সৌদাস তদবধি স্ত্রীসুখে বঞ্চিত এবং নিজ কর্ম্মদোষে অপুত্রক হইয়া অবস্থিতি করেন। কিছু কাল পরে ঐ বংশ লোপ হয় দেখিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার অনুমতি ক্রমে তদীয় পত্নী দময়ন্তীর গর্ভাধান করিয়া দিলেন। ঐ রাজমহিষী শত বৎসর যাবৎ সেই গর্ভ ধারণ করিয়া রহিলেন। কোন প্রকারেই প্রসব করিতে পারিলেন না। তখন বশিষ্ঠ মুনি আসিয়া সেই গর্ভকে প্রস্তর দ্বারা তাড়িত করিতে লাগিলেন। অশ্ম দ্বারা গর্ভ তাড়িত হইতে হইতে উহা প্রসূত হইল এবং এই কারণেই পুত্রের নাম অশ্মক হইল। (ভাগবত ৯।৯ অ°) [সুদাস দেখ।]

সৌদাসি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

সৌদেব (পুং) সুদেব অপত্যার্থে অণ্। সুদেবের পুত্র, দিবোদাস।

সৌদ্যুম্নি (পুং) ১ সুদ্যুম্নের গোত্রাপত্য, ইনি ভরত দৌঃষন্তির পূর্ব্বপুরুষ। (শতপথব্রা° ১৩।৫।৪।১২) ২ যুবনাশ্বের পূর্ব্বপুরুষ। (ভারত বনপর্ব্ব)

সৌধ (পুং ক্লী) সুধাঃলেপোঽস্যাস্তীতি জ্যোৎস্নাদিত্বাদণ্। ১ রাজসদন। প্রাসাদ, ইষ্টকাদিনির্ম্মিত ভবন, হর্ম্ম্য, কোঠাবাড়ী। সুধাধবলিত গৃহ, সুধা-কলিচূণ ফিরান কোঠা। ২ রৌপ্য। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ সুধাসম্বন্ধী।

"বিরেচনানাং তীক্ষ্ণাণাং পয়ঃসৌধং পরং মতং।" (সুশ্রুত ১।৪৪)

(পুং) ৪ দুগ্ধপাষাণ, শুক্লখড়িকা, চলিত ফুলখড়ি। (রাজনি°)

সৌধকার (পুং) সৌধং করোতীতি কৃ-অণ্। সৌধনির্ম্মাতা, যিনি সৌধ প্রস্তুত করেন।

সৌধন্য (ত্রি) সুধনবিশিষ্ট।

সৌধন্বন (পুং) সুধন্বার পুত্র, ঋভুগণ। (ঋক্ ১।১১০।৪)

সৌধর্ম্ম (ত্রি) জৈনদিগের সুধর্ম্মানামক দেবসভা, স্বর্গসম্বন্ধীয়।

সৌধর্ম্মজ (পুং) সৌধর্ম্মে কল্পে জাত। জৈনদেবগণভেদ।

সৌধর্ম্মেন্দ্র (পুং) জৈনসাধুভেদ। (শক্রঞ্জয়মাহাত্ম্য ১।৫৯)

সৌধর্ম্ম্য (ক্লী) সাধুতা, সদ্ধর্ম্মের ভাব।

সৌধাতকি (পুং) সুধাতুরপত্যং (সুধাতুরকঙ্ চ। পা ৪।১।৯৭ ইতি সুধাতৃ-ইঞ্ ততঃ অকঙ্। সুধাতার অপত্য।

সৌধামিত্রিক (ত্রি) সুধামিত্রসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।১১৬)

সৌধার (পুং) নাটকের চতুর্দ্দশ ভাগৈকভাগ।

সৌধাল (ক্লী) সৌধবৎ অলতি পর্য্যাপ্নোতীতি অল-অচ্। শিবমন্দির, যেখানে ঈশানমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে।

সৌধালয় (পুং) সৌধমেব আলয়ঃ। সৌধ, সৌধরূপ আলয়।

সৌধাবতি (পুং) সুধাবতো গোত্রাপত্যং (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৭) ইতি ইঞ্। সুধাবতের গোত্রাপত্য।

সৌধৃতেয় (পুং) সুধৃতির পুত্র। (ভাগবত ৯।২।২৯)

সৌন (ক্লী) পশুমারণস্থানস্থিত।

"প্রতুদান্ জালপাদাংশ্চ কোযষ্টিনখবিষ্কিরান্।
নিমজ্জতশ্চ মৎস্যাদান্ সৌনং বল্লূরমেব চ॥" (মনু ৫।১৩)

'সূনা মারণস্থানং তত্র স্থিতং সৌনং' (কুল্লূক) পশুমারণস্থানে যে সকল মাংসাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে, সেই মাংস ভক্ষণ করিতে নাই।

সৌনন্দ (ক্লী) সুনন্দমেব স্বার্থে অণ্। বলদেবের মুষল। (হেম)

"সৌনন্দঞ্চ ততঃ শ্রীমান্নিরানন্দকরং দ্বিষাং।
সব্যেন সাত্বতাং শ্রেষ্ঠো জগ্রাহ মুষলোত্তমং॥"(হরিবংশ ৯।৬৩)

সৌনন্দা (স্ত্রী) বৎসপ্রীরাজার কন্যা। (মার্কপু° ১১৬।৮)

সৌনন্দিন্ (পুং) সৌনন্দং মুষলমস্যাস্তীতি ইনি। বলদেব।

সৌনব্য (পুং) সুনো গোত্রাপত্যং (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি যঞ্। সুনুর গোত্রাপত্য।

সৌনব্যায়নী (স্ত্রী) সৌনব্যের অপত্য স্ত্রী। (পা ৪।১।১৮)

সৌনহোত্রি (পুং) [শৌনহোত্রি দেখ।]

সৌনাগ (পুং) বৈয়াকরণ শাখাবিশেষ। পাতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যে এই শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

সৌনামি (পুং) সুনামন্ অপত্যার্থে বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্। (পা ৪।১।৯৭) সুনামের গোত্রাপত্য।

সৌনিক (পুং) সূনয়া পশ্বাদিবধস্থানেন চরতীতি সূনা-ঠক্। মাংসবিক্রয়কর্ত্তা, যিনি পশু পক্ষী প্রভৃতির মাংস বিক্রয় করেন, পর্য্যায়—বৈতংসিক, মাংসিক, কৌটিক। (হেম)

"দশ সূনাসহস্রাণি যো বাহয়তি সৌনিকঃ।
তেন তুল্যঃ স্মৃতো রাজা ঘোরস্তস্য প্রতিগ্রহঃ॥" (মনু ৪।৮৬)

যে সৌনিক আপনার জীবিকার জন্য দশহাজার সূনা (পশুঘাতকযন্ত্র) চালাইতে থাকে, অক্ষত্রিয় নৃপতি তাহার তুল্য পাতকী, অতএব তাহার নিকট কদাচ প্রতিগ্রহ করিবে না।

সৌন্দর্য্য (ক্লী) সুন্দরস্য ভাবঃ সুন্দর-ষ্যঞ্। সুন্দরত্ব, সুন্দরের ভাব বা ধর্ম্ম, রূপ, সুশ্রীকতা। ইহার লক্ষণ—

"অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতং।
সুশ্লিষ্টঃ সন্ধিবন্ধঃ স্যাৎ তৎ সৌন্দর্য্যমুদাহৃতং॥"(উজ্জ্বল নীলমণি)

শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকলের যথোচিত রূপে সন্নিবেশ ও সন্ধিবন্ধসকল সুশ্লিষ্ট হইলে তাহাকে সৌন্দর্য্য কহে। যে অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ যেরূপ হওয়া উচিত, তাহার কিছুমাত্রও ব্যত্যয় না হইয়া যথোচিত রূপে যদি সন্নিবেশিত হয়, তাহা হইলেই সৌন্দর্য্য হয়।

"সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব॥"
(কুমার ১।৪৯)

সৌপ (ত্রি) সুপাং ব্যাখ্যানঃ (তস্য ব্যাখ্যান ইতি চ ব্যাখ্যাতব্যনাম্নঃ। পা ৪।৩।৬৬) ইতি অণ্। ১ সুপের ব্যাখ্যাযুক্ত গ্রন্থ, যে গ্রন্থে সুপের ব্যাখ্যা আছে। সুপ্সু ভবং অণ্। ২ সুপ্ প্রত্যয় করিলে যাহা হয়। ব্যাকরণমতে সুপ্ প্রত্যয়ের পর যে সকল কার্য্য হয়, তাহাকে সৌপ কহে।

সৌপথি (পুং) সুপথের অপত্য।

সৌপর্ণ (ক্লী) সুপর্ণং গরুড়ং তদ্বর্ণমিতার্থঃ অর্হতীতি সুপর্ণ-অণ্। ১ মরকত। ২ শুণ্ঠী। (রাজনি°) ৩ গরুড় পুরাণ।

"একোনবিংশং সৌপর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশৈব তু।"
(ভাগবত ১২।১৩।৮)

৪ গারুত্মতমন্ত্র।

"সৌপর্ণমস্ত্রং প্রতিসঞ্জহার
প্রবেষ্বনির্ব্বন্ধরুষো হি সন্তঃ।" (রঘু ১৬।৮০)

(পুং) ৫ গরুড়। (ত্রি) সুপর্ণসম্বন্ধী।

সৌপর্ণব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ, গরুড়সম্বন্ধীয় ব্রত, গারুড় ব্রত।

সৌপর্ণী (স্ত্রী) পাতালগারুড়ী লতা। (রাজনি°)

সৌপর্ণীকাদ্রব (ত্রি) সুপর্ণী ও কদ্রুসম্বন্ধীয়।
(শতপথব্রা° ৩।২।৪।১)

সৌপর্ণেয় (পুং) সুপর্ণ্যা অপত্যং পুমানিতি (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০) ইতি ঢক্। ১ সুপর্ণীর পুত্র গরুড়। (হেম) ২ গায়ত্র্যাদি ছন্দঃসকল।

"বিনতায়াস্তু পুত্রৌ দ্বাবরুণো গরুড়স্তথা।
প্রভাবতাঃ স্বসারশ্চ যবীয়স্যাস্তয়োঃ স্মৃতাঃ॥
গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি সৌপর্ণেয়ানি পক্ষিণঃ।
হব্যবাহানি সর্ব্বাণি দিক্ষু সংনিয়তানি চ॥"
(অগ্নিপু° কাশ্যপীয়বংশকথননামাধ্যায়)

সৌপর্ণ্য (ত্রি) ১ সৌপর্ণশব্দার্থ। (ঐতরেয়ব্রা° ৩।২৫) (ক্লী) ২ পক্ষিস্বভাব।

সৌপর্ণ্যবৎ (ত্রি) পক্ষীর স্বভাবসদৃশ স্বভাববিশিষ্ট। পক্ষিসদৃশ। (সুশ্রুত)

সৌপর্ব্ব (ত্রি) সুপর্ব্বসম্বন্ধীয়। (পা ৬।৪।১৪৪)

সৌপস্তম্বি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

সৌপাতব (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

সৌপামায়নি (পুং) সুপামার গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৫৪)

সৌপিক (ত্রি) সূপেন উপসিক্ত সূপ (ব্যঞ্জনৈরুপসিক্তে। পা ৪।৪।২৬) ইতি ঠক্। সূপদ্বারা উপসিক্ত, ব্যঞ্জন দ্বারা উপসিক্ত।

সৌপিষ্ট (পুং) সুপিষ্ট শিবাদিত্বাদণ্ (পা ৪।১।১১২) সুপিষ্টের গোত্রাপত্য।

সৌপিষ্টী (পুং) সুপিষ্টের গোত্রাপত্য ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

সৌপুষ্পি (পুং) সুপুষ্প অপত্যার্থে ইঞ্। সুপুষ্পের গোত্রাপত্য।

সৌপ্তিক (ক্লী) সুপ্তৌ সুপ্তিকালে ভবং সুপ্তি-ঠঞ্। ১ রাত্রিযুদ্ধ, পর্য্যায়—নিশারণ, রাত্রিমারণ। (ত্রিকা°)

"অহন্ত কদনং কৃত্বা শত্রূণামত্ত সৌপ্তিকে।
ততো বিশ্রমিতা চৈব স্বপ্তা চ বিগতজ্বরঃ॥" ভারত ১০।৪।২৩

২ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের মধ্যে একটী পর্ব্ব। এই পর্ব্ব দশম পর্ব্ব।

"আদিঃ সভাবনবিরাটমথোদ্যমশ্চ
ভীষ্মো গুরুরবিজমদ্রবসৌপ্তিকঞ্চ।
স্ত্রীপর্ব্বশান্তিরনুশাসনমশ্বমেধ-
ব্যাসাশ্রমো মুষলযানদিবাবরোহঃ॥" (ভারতটীকা)

(ত্রি) ৩ সুপ্তসম্বন্ধী।

সৌপ্রথ্য (পুং) সুপ্রথ্য অপত্যার্থে অণ্। সুপ্রথ্যের গোত্রাপত্য।

সৌপ্রজাস্ত্ব (ক্লী) শোভনাপত্যত্ব। (অথর্ব্ব ২।২৯।৩)

সৌবল (পুং) সুবলস্য গোত্রাপত্যং, সুবল-অণ্। সুবলের গোত্রাপত্য, সুবলপুত্র শকুনি। [শকুনি শব্দ দেখ]

সৌবলক (পুং) সৌবল স্বার্থে কন্। সৌবল, সুবলপুত্র শকুনি।

সৌবলেয় (পুং) সৌবল, শকুনি।

সৌভ (ক্লী) ১ হরিশ্চন্দ্রপুর, হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী। পর্য্যায়—কামচারিপুর। (জটাধর)। ২ শাল্বরাজপুর।

"হতঃ সৌভপতিঃ শাল্বস্ত্বয়া সৌভঞ্চ পাতিতং।" (ভার° ৩।১২।৩৩)

সৌভগ (ক্লী) সুভগস্য ভাবঃ অণ্। সুভগত্ব, সৌভাগ্য।

সৌভগত্ব (ক্লী) সৌভগস্য ভাবঃ ত্ব। সৌভগের ভাব বা ধর্ম্ম।

সৌভদ্র (পুং) সুভদ্রায়া অপত্যং পুমানিতি সুভদ্রা-অণ্। ১ সুভদ্রাপুত্র, অভিমন্যু। সুভদ্রা প্রয়োজনমস্য (সংগ্রামে প্রয়োজনযোদ্ধৃভ্যঃ। পা ৪।২।৫৬) ইতি অণ্। ২ সংগ্রামবিশেষ। সুভদ্রামধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ (অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে। পা ৪।৪।৮৭) ইত্যণ্। ৩ গ্রন্থবিশেষ। সুভদ্রাকে লইয়া যে গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাকে সৌভদ্র কহে। (কাশিকা) (ক্লী) ৪ তীর্থবিশেষ। মহাভারতে এই তীর্থের উল্লেখ আছে। এই তীর্থ অতি পবিত্র।

"অগস্ত্যতীর্থং সৌভদ্রং পৌলোমঞ্চ সুপাবনং।
কারন্ধমং প্রসন্নঞ্চ হয়মেধফলঞ্চ তৎ।
ভারদ্বাজস্য তীর্থন্তু পাপপ্রশমনং মহৎ।
এতানি পঞ্চতীর্থানি দদর্শ কুরুসত্তমঃ॥" (ভারত ১।২১৭।৩-৪)

(ত্রি) ৫ সুভদ্রাসম্বন্ধী।

সৌভদ্রেয় (পুং) সুভদ্রায়াঃ অপত্যং পুমানিতি সুভদ্রা (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০) ইতি ঢক্। ১ সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু। ২ বিভীতক বৃক্ষ। (শব্দচ°)

সৌভর (পুং) ১ মুনিবিশেষ। (ক্লী) ২ সামভেদ।

সৌভরায়ণ (পুং) সৌভরের গোত্রাপত্য।

সৌভরি (পুং) একজন ঋষি। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে ইঁহার উপাখ্যান এইরূপ বর্ণিত আছে—এই ঋষি অতিশয় তপঃপরায়ণ ছিলেন, সংসার দুঃখময় জানিয়া তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই, যমুনার জলে নিমগ্ন থাকিয়া তপস্যা করিতেন। একদা তিনি যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে করিতে মীনরাজের মৈথুন জন্য সুখ সন্দর্শন করেন। ঐ ঋষিরও তাহাতে অতিশয় অনুরাগ জন্মে।

এই সময় ইক্ষ্বাকুবংশীয় যুবনাশ্বপুত্র মান্ধাতা সম্রাট্ হইয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন। এই মান্ধাতার তিনটী পুত্র ও ৫০টী কন্যা ছিল। সৌভরি যমুনার জল হইতে উঠিয়া মথুরায় গমনপূর্ব্বক মান্ধাতার নিকট পত্নীর জন্য একটী কন্যা প্রার্থনা করেন। মান্ধাতা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, আমার কন্যাগণ স্বয়ম্বরা হইবে, সেই স্থলে যদি তাহারা আপনাকে বরমাল্য দেয়, তাহা হইলে আপনি তাহাদিগকে গ্রহণ করিবেন।

সৌভরি রাজার এই কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি জরাজীর্ণ হইয়াছি, আমার কেশও পলিত এবং বয়ঃক্রমের আতিশয্য প্রযুক্ত আমার মস্তক সতত কম্পমান। বিশেষতঃ আমি তাপস এই সকল কারণে বোধ হয় আমার প্রার্থনায় স্বীকৃত না হইয়া ছলক্রমে রাজা আমাকে নিরাশ করিলেন। যাহা হউক, আমি আপনাকে সেই প্রকার করিতে চেষ্টা করি, যাহাতে মনুজেন্দ্রদিগের রমণীগণের কথা কি সুরস্ত্রীগণেরও অভীপ্সিত হইতে পারি।

অনন্তর তপঃপ্রভাবে তাঁহার তদ্রূপ রূপ হইল। একদা রাজপুরীর প্রতিহারী তাঁহাকে রাজকন্যাদিগের অন্তঃপুরে লইয়া গেল। রাজকন্যাগণ তাঁহার কন্দর্পকমনীয় রূপকলাপ দর্শন করিয়া বিমোহিত হইল। সেই কন্যাদিগের মধ্যে তখন বিবাদ বাধিয়া গেল, তখন সকলেই বলিতে লাগিল, ইনিই আমার উপযুক্ত বর, তোমাদিগের নহেন, এইরূপে পরস্পরে মিলিত হইয়া সকলেই ইঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিলেন।

সৌভরি মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে ৫০টী ভবন এবং প্রত্যেক ভবনে অমূল্য পরিচ্ছদ ও নানাবিধ বন, উপবন, সুশোভিত সরোবরসকল, ও সৌগন্ধি কহ্লারকাননে সুসজ্জিত হইয়া উঠিল। যাবতীয় গৃহে দাস দাসী সকল এবং সর্ব্বত্র পক্ষী, ভ্রমর ও বন্দীগণ মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিল। তিনি মহামূল্য শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ, স্নান ও অনুলেপনাদি সম্পন্ন হইয়া সকল ভবনেই সমস্ত বনিতার সহিত অহরহঃ বিহার করিতে লাগিলেন।

সৌভরির গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলোকন করিয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি মান্ধাতারও সুমহান্ বিস্ময় জন্মিল। তাঁহারও ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব হ্রাস হইল। সৌভরির সহিত তুলনা করিলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য তুলনীয়ই হইতে পারে না। সৌভরি এই প্রকারে গৃহাশ্রমে রত হইয়া যদিও বিবিধ সুখে বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন তথাচ অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাঁহার বিষয়ভোগকামনা দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। ভোগলালসা কিছুতেই হ্রাস পাইল না।

অনন্তর কোন সময়ে বহ্বৃচাচার্য্য নামক ঋষি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নির্জ্জনে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, ভোগলালসায় আপনার তপস্যার হ্রাস হইতেছে, ইহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন কি? তাঁহার কথা শুনিয়া সৌভরির চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, অহো! আমি সাধুচরিতব্রত তপস্বী ছিলাম, আমার এই বিনাশ দর্শন করুন। জলমধ্যে জলচর-সঙ্গে থাকাতে চিরকালের উপার্জ্জিত তপস্যারত্ন বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। দাম্পত্য সংসর্গযুক্ত ব্যক্তিদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করাই মুমুক্ষু পুরুষদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। বিষয়কামনা সকল প্রকারে পরিহার করা এবং ইন্দ্রিয় বিজয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। একাকী নির্জ্জনে সারাৎসার পরমেশ্বরে চিত্তনিয়োগ করাই কর্ত্তব্য। যদি কখনও চিত্ত মলিন হয়, সংসারবাসনা জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে ধর্ম্মপরায়ণ সাধুর সঙ্গে থাকিয়াই সে বাসনা পূর্ণ করা আবশ্যক। আমি একাকী জলমধ্যে তপস্যা করিতে ছিলাম। তথায় মৎস্যসংসর্গ বশতঃ দারপরিগ্রহ করিতে আমার বাসনা হয়। পূর্ব্বে আমি একক ছিলাম, দারপরিগ্রহ করিয়া পঞ্চাশৎসংখ্যক হই, তৎপরে প্রত্যেক পত্নীর শত করিয়া পুত্র হইয়াছে, সুতরাং এই ক্ষণ পঞ্চসহস্র হইয়াছি। তথাচ ঐহিক ও পারত্রিক কার্য্যবিষয়ক মনোরথসকলের অন্তঃ প্রাপ্ত হইতেছি না। কারণ মায়াগুণে আমার বুদ্ধি অপহৃতা হইয়াছে, তজ্জন্য বিষয়েই পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেছি।

অনুতপ্ত সৌভরি সংসার ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যা দ্বারা ভগবানে মনোনিবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন তিনি সঙ্গ ত্যাগের জন্য বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বনগমন করিলেন। তাঁহার পত্নীগণ অতিশয় পতিপরায়ণা ছিল, এই জন্য তাহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইল। তখন সৌভরি একাগ্রচিত্ত হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তত্ত্বজ্ঞ ঐ মুনি যাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাদৃশ তীব্র তপস্যা করিয়া অগ্নিত্রয় সহিত আত্মাকে পরমাত্মায় যোগ করিলেন। তদীয় পত্নীগণ পতির ঐরূপ আধ্যাত্মিক গতি অর্থাৎ পরব্রহ্মে বিলয় অবলোকন করিয়া অগ্নিশিখা যেমন নির্ব্বাণপ্রাপ্ত অনলের অনুগমন করে, তদীয় তপঃপ্রভাবে তাহারাও তাঁহার সহগামিনী হইল। (ভাগবত ১৬ অ°)

সৌভব (পুং) প্রাচীন বৈয়াকরণভেদ।

সৌভাগিনেয় (পুং) সুভগায়া অপত্যং পুমানিতি সুভগা (কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্। পা ৪।১।১২৭) ইতি ঢক্ ইনঙাদেশশ্চ (হৃদ্‌ভগসিন্ধন্তে পূর্ব্বপদস্য চ। পা ৭।৩।১৯) ইতি উভয়পদবৃদ্ধিঃ। ১ সুভগাপুত্র, পর্য্যায়—সুভগাসুত। (অমর) (ত্রি) ২ সুভাগিনেয়সম্বন্ধী।

সৌভাগ্য (ক্লী) সুভগায়ৈ হিতং সুভগা-অণ্ (হৃদ্ভগেতি। পা ৭।৩।১৯) ইত্যুভয়পদবৃদ্ধিঃ। ১ সিন্দূর। ২ টঙ্কণ। (রাজনি°) সুভগায়াঃ সুভগস্য বা ভাবঃ ষ্যঞ্। ৩ সুভগত্ব।

"তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং
পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী।
নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী
প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা॥" (কুমার ৫।১)

৪ জ্যোতিষমতে যোগভেদ। বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত চতুর্থ যোগ। ইহা শুভযোগ, যে কোন শুভকার্য্য এই যোগে করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়, এই জন্য ইহার নাম সৌভাগ্যযোগ হইয়াছে। এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক সৌভাগ্যশালী, জনগণের নিকট শ্লাঘনীয়, ধনবান্, গুণজ্ঞ, উদারচিত্ত, বলবান্, বিবেকযুক্ত, অতিশয় অভিমানী ও প্রিয়ভাষী হয়।

"সৌভাগ্যজন্মা সুভগো মনুষ্যঃ
শ্লাঘ্যো জনানাং ধনবান্ গুণজ্ঞঃ।
উদারচিত্তো বলবান্ বিবেকী
মহাভিমানী প্রিয়ভাষণশ্চ॥" (কোষ্ঠীপ°)

৫ ব্রতবিশেষ। সৌভাগ্যব্রত, এই ব্রতানুষ্ঠানে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। [সৌভাগ্যব্রত শব্দ দেখ]

সৌভাগ্যচিন্তামণি (পুং) সৌভাগ্যায় চিন্তামণিরিব। সান্নিপাতিক জ্বরাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহাকে সৌভাগ্যবটীও কহে। প্রস্তুতপ্রণালী—সোহাগার খই, বিষ, জীরা, সৈন্ধব, করকচ, বিট, সচল ও সামুদ্র লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, অভ্র, গন্ধক, রস এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। পরে নিসিন্দাপত্ররসে, সেফালিকাপত্ররসে, ভৃঙ্গরাজপত্ররসে, বাসকপত্ররসে ও অপাঙ্গপত্ররসে ভাবনা দিবে। এই সকল দ্রব্য দ্বারা উপযুক্তরূপে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। অনুপান রোগের অবস্থানুসারে স্থির করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে ঘোরতর নিদ্রাদি উপদ্রবসংযুক্ত সকল

প্রকার সান্নিপাতিক জ্বর আশু বিনষ্ট হয়। সন্নিপাতজ্বরাদি-কারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধি°)

সৌভাগ্যতৃতীয়া (স্ত্রী) সৌভাগ্যায় তৃতীয়া। ভাদ্রমাসের শুক্লা তৃতীয়া। এই তিথি মন্বন্তরা। সুতরাং ইহা অতি পবিত্র। এই তিথিতে স্নান দানাদি করিলে তাহা অক্ষয় হয়।

সৌভাগ্যব্রত (ক্লী) সৌভাগ্যকরণং ব্রতং। ব্রতবিশেষ। সৌভাগ্যবর্দ্ধক ব্রত। স্ত্রী বা পুরুষ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়, এই জন্য এই ব্রতের সৌভাগ্যব্রত নাম হইয়াছে। বরাহপুরাণে সৌভাগ্যব্রত নামাধ্যায়ে এই ব্রতের বিশেষ বিধান লিখিত আছে।

"অতঃপরং মহারাজ! সৌভাগ্যকরণং ব্রতং।
শৃণু যেনাশু সৌভাগ্যং স্ত্রীপুংসোরুপজায়তে॥
ফাল্গুনস্য তু মাসস্য তৃতীয়া শুক্লপক্ষগা।
উপাসিতব্যা নক্তেন শুচিনা সত্যবাদিনা॥
সশ্রীকঞ্চ হরিং পূজ্য রুদ্রং বা চোমযা সহ।
যা শ্রীঃ সা গিরিজা প্রোক্তা যো হরিঃ স ত্রিলোচনঃ॥"

(বরাহপু° সৌভাগ্যব্রতনামা°)

ফাল্গুন মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথি হইতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। স্ত্রী বা পুরুষ ব্রতের পূর্ব্বদিন যথাবিধানে সংযত হইয়া থাকিবে। ব্রতের দিন উপবাসী হইয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সকল কার্য্য শেষ করিয়া রাত্রিকালে শ্রীর সহিত নারায়ণ অথবা উমার সহিত রুদ্রের পূজা করিবে। লক্ষ্মীনারায়ণ বা শিবদুর্গা এই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ ভিন্ন ভাব চিন্তা করিবে না। যথাবিধানে পূজা করিয়া মধু ও সর্পি দ্বারা হোম করিতে হয়। এক বৎসর পরে এই ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিবে। (বরাহপু° সৌভাগ্যব্রতনামাধ্যায়)

সৌভাগ্যশয়নব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ।

সৌভাগ্যমণ্ডন (ক্লী) হরিতাল। (বৈদ্যকনি°)

সৌভাগ্যশুণ্ঠী (স্ত্রী) সূতিকারোগাধিকারোক্ত মোদকৌষধ। প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত এক পোয়া, দুগ্ধ ৮ সের, চিনি সওয়া ছয়সের, এই সকল দ্রব্য একত্র গুড়পাকের বিধানানুসারে পাক করিয়া পরে নিম্নোক্ত চূর্ণসকল উহাতে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। শুণ্ঠীচূর্ণ এক সের, ধনে দেড়পোয়া, মৌরি আড়াই পোয়া, বিড়ঙ্গ জীরা ও কৃষ্ণজীরা অর্দ্ধপোয়া, ত্রিকটু, মুতা, তেজপত্র, নাগকেশর দারুচিনি ও ছোট এলাচি, অর্দ্ধপোয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে এই সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তম রূপে ঐ সকল দ্রব্য আলোড়ন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার সূতিকারোগ, পিপাসা, বমি, জ্বর, দাহ, শোষ, শ্বাস, কাস, প্লীহা ও কৃমি নষ্ট হয় এবং মন্দাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। (ভাব° সূতিকারোগাধি°)

অন্যবিধ প্রস্তুতপ্রণালী—কেশুর, পাণিফল, পদ্মবীজকোষ, মুতা, জীরা কৃষ্ণজীরা, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, শঠী, ধাইফুল, এলাইচ, গুল্ফা, ধনে, গজ-পিপ্পলী, পিপ্পলী, মরিচ ও শতমূলী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, শুঁঠচূর্ণ এক সের, মিছরি ৩০ পল, ঘৃত এক সের, গব্য দুগ্ধ ৮ সের। এই সকল একত্র করিয়া যথানিয়মে পাক করিবে। মাত্রা একতোলা। ইহা সেবন করিলে সকলপ্রকার সূতিকারোগ, অতীসার ও গ্রহণী নষ্ট হইয়া অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

অন্যবিধ প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাচি, নাগেশ্বর, মুতা, জৈত্রী, জায়ফল, ধনে, লবঙ্গ, শতমূলী, নালুকা, ময়নাফল, যমানী, বনযমানী, ধাইফুল, শতমূলী, তালমূলী, লোধ, গজপিপ্পলী, পিয়ালবীজ, গুলঞ্চ, কর্পূর, চন্দন, রক্ত চন্দন, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, শুঠচূর্ণ ৪ সের, ঘৃত ১ সের, দুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৫ সের। যথাবিধানে এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিবে। মাত্রা এক তোলা, অনুপান ছাগদুগ্ধ। এই ঔষধ সেবন করিলে সূতিকা, গ্রহণী, নানাবিধ স্ত্রীরোগ, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগও প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ এই ঔষধ সেবনে স্ত্রীদিগের স্তন দৃঢ়, শরীর ও ধাতু পুষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° স্ত্রীরোগাধি°)

সৌভাগ্যসুন্দরীতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সৌভাগ্যাষ্টকতৃতীয়াব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ।

সৌভাঞ্জন (পুং) শোভাঞ্জন এব স্বার্থে অণ্। শোভাঞ্জন বৃক্ষ।

সৌভিক (পুং) সৌভং কামচারিপুরাদিনির্ম্মাণং শিল্পমস্য ঠক্। ইন্দ্রজালিক। (হারা°)

সৌভিক্ষ (ত্রি) ১ সুভিক্ষকর।

"প্রতিসূর্য্যকঃ প্রশস্তো দিবসকৃদৃতুবর্ণসপ্রভঃ স্নিগ্ধঃ।
বৈদূর্য্যনিভঃ স্বচ্ছঃ শুক্লশ্চ ক্ষেমসৌভিক্ষঃ॥" (বৃহৎস° ৩৭।১)

(পুং) ২ অশ্বের শূলরোগভেদ। লক্ষণ—

"গুরুভিঃ খাদিতৈর্নিত্যং তথা স্নেহাতিযোগতঃ।
সৌভিক্ষো জায়তেঽশ্বস্য আমবিড়্গলক্ষিতঃ॥" (জয়দ° ৪৩অ°)

অশ্বদিগের গুরুভোজন বা অতিশয় স্নেহযোগ দ্বারা সৌভিক্ষ নামক শূলরোগ জন্মে, ইহাতে অপক্ব মল নির্গত হইয়া থাকে।

সৌভূত (ত্রি) সুভূতসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৭৫)

সৌভেয় (পুং) সৌভদেশবাসী।

"গদসাত্যকিসাম্বাদ্যা জঘ্নুঃ সৌভপতের্ব্বলং।
পেতুঃ সমুদ্রে সৌভেয়াঃ সর্ব্বে সংছিন্নকন্ধরাঃ॥"

(ভাগব°১০।৭৭।৪)

সৌভেষজ (ত্রি) সুভেষজ সমাযুক্ত। (গোপথব্রা° ৫।২৩)

সৌভ্রব (ক্লী) সামভেদ।

সৌভ্রাত্র (ক্লী) সুভ্রাতুর্ভাবঃ অণ্। সুভ্রাতার ভাব বা ধর্ম্ম, সুভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতৃবর্গের পরস্পর স্নেহ।

সৌমকি (পুং) সোমক অপত্যার্থে ইঞ্। সোমকের গোত্রাপত্য।

সৌমক্রতব (ক্লী) সামভেদ, সোমক্রতুসম্বন্ধীয়, সাম।

সৌমঙ্গল্য (ক্লী) সুমঙ্গল ভাবে ষ্যঞ্। সুমঙ্গলসম্বন্ধীয়, সুমঙ্গল।

"সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ।" (ভাগবত ১০।৫।৪)

'সৌমঙ্গল্যগিরঃ স্বস্তিবাচকাঃ' (স্বামী)

সৌমতায়ন (পুং) সুমতের গোত্রাপত্য।

সৌমতায়নক (পুং) সৌমতায়ন সম্বন্ধীয় বা সৌমতায়নভব। (পা ৪।২।৮০)

সৌমদত্তি (পুং) সোমদত্তস্য গোত্রাপত্যং সোমদত্ত-ইঞ। সোমদত্তের পুত্র। জয়দ্রথ। (ভারত)

সৌমদায়ন (পুং) সুমদের গোত্রাপত্য।

সৌমনস্ (পুং) ১ সুমনা, শোভনমনস্কত্ব। (অথর্ব্ব° ৩।৩০।৭) ২ কর্ম্মমাশের নিবিন্ধদিন। ৩ দিগ্‌হস্তিভেদ। (রামা° ১।৪১।২০) (ক্লী) ৪ পর্ব্বতভেদ। (হরিবংশ)

সৌমানসা (স্ত্রী) ১ জাতীপত্রী। (রাজনি°) ২ নদীভেদ। (রামা° ৪।৪১।৬৩)

সৌমনসায়ন (পুং) সুমনার গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১০)

সৌমনসায়িনী (স্ত্রী) ১ জাতীপুষ্প। ২ জাতীপত্র।

সৌমনস্য (ক্লী) সুমনসো ভাবঃ ষ্যঞ্। শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের পর ব্রাহ্মণহস্তে পুষ্পদানমন্ত্র। শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান হইলে তৎপরে ব্রাহ্মণের হস্তে পুষ্পদান করিতে হয় এবং ঐ পুষ্প মনের প্রসাদজনক হউক, এইরূপ প্রার্থনা করিতে হয়।

"পিণ্ডনির্ব্বাপরহিতং যত্তু শ্রাদ্ধং বিধীয়তে।
স্বধাবাচনলেপোঽত্র বিকিরস্তু ন লুপ্যতে॥
অক্ষয্যদক্ষিণাস্বস্তিসৌমনস্যমপাস্থিতি॥"

ছন্দোগপরিশিষ্টং—

"অথাগ্রভূমিমাসিঞ্চেৎ সুসুপ্রোক্ষিতমস্ত্বিতি।
শিবা আপঃ সন্ত্বিতি চ যুগ্মানেবোদকেন চ॥
সৌমনস্যমস্ত্বিতি চ পুষ্পদানমনন্তরং।
অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্ত্বিতি চ অক্ষতানপি দাপয়েৎ॥

'সৌমনস্যমস্তু' ইত্যনেন ব্রাহ্মণহস্তে পুষ্পদানং কুর্য্যাৎ।"(শ্রাদ্ধতত্ত্ব) 'সৌমনস্যং তদত্র শ্রাদ্ধে দত্তং পুষ্পং মনসঃ প্রসাদজনকং ভবতু' (গুণবিষ্ণু) ২ সন্তুষ্টচিত্ততা। (ত্রি) ৩ প্রসন্নচিত্তার্হ।

"ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
স্বর্গ্যং ধ্রৌব্যং সৌমনস্যং প্রশস্যমঘমর্ষণং॥"(ভাগবং ৪।১২।৩৪)

সৌমনস্যবৎ (ত্রি) সৌমনস্য অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সৌমনস্যযুক্ত, সন্তুষ্টচিত্ত, মনের প্রসাদবিশিষ্ট।

সৌমনস্যায়নী (স্ত্রী) অয়তি প্রাপ্নোত্যনয়েতি অয়-ল্যুট্ ঙীপ্। সৌমনস্যস্য প্রসন্নচিত্ততায়া অয়নী। মালতীপুষ্পকলিকা। (ত্রিকা°)

সৌমনা (স্ত্রী) সুমনাপুষ্প। (সুশ্রুত)

সৌমন্ত্র (পুং) সুমন্ত্রিকথিত।

সৌমপৌষ (ক্লী) সামভেদ, সোম ও পূষাসম্বন্ধীয় সাম।

সৌমপোষিন্ (পুং) ঋষিবিশেষ।

সৌমমিত্রিক (ত্রি) সোম ও মিত্র সম্বন্ধীয়। স্ত্রীলিঙ্গে সৌমমিত্রিকা ও সৌমমিত্রিকী পদ হয়। (পা ৪।২।১১৬)

সৌমরাজ্য (পুং) সোমরাজের গোত্রাপত্য।

সৌমাত্র (পুং) সুমাতুরপত্যং (মাতুরুৎসংখ্যাসংভদ্রপূর্ব্বায়াঃ। পা ৪।১।১১৫) ইতি অণ্। সুমাতার অপত্য, সুমাতার পুত্র।

সৌমাপ (পুং) সোমাপের গোত্রাপত্য। (শত° ব্রা° ১৩।৫।৩।২)

সৌমাপৌষ্ণ (ত্রি) সোমপূষদেবত্য, যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সোম ও পূষা। "বাহ্বোঃ সৌমাপৌষ্ণঃ শ্যামঃ" (শুক্লযজুঃ ২৪।১) 'সৌমাপৌষ্ণঃ সোমপূষদেবত্যঃ' (মহীধর)

সৌমায়ন (পুং) সোমের অপত্য, চন্দ্র, বুধ।

সৌমায়নক (ত্রি) সৌমায়নসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০)

সৌমারৌদ্র (ত্রি) সোম ও রুদ্রদৈবত,যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সোম ও রুদ্র।

সৌমিক (ত্রি) সোমস্তদ্দীক্ষা প্রয়োজনমস্য ঠক্। সোমরসসাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি যাগ।

"শস্যান্তে নব শস্যেষ্ট্যা তথর্ত্ত্বন্তে দ্বিজোঽধ্বরৈঃ।
পশুনা ত্বয়নস্যাদৌ সমান্তে সৌমিকৈর্ম্মখৈঃ॥" (মনু ৪।২৬)

নূতন শস্য প্রস্তুত হইলে আগ্রয়ণ যাগ, ঋতুপূর্ণ হইলে চাতুর্ম্মাস্য যাগ, অয়নের প্রথমে পশুযাগ এবং বৎসর সম্পূর্ণ হইলে সোমরসসাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি যাগ করিতে হয়।

সৌমিকী (স্ত্রী) সৌমিক-ঠক্। দীক্ষণীয়েষ্টি। (হেম)

সৌমিত্র (পুং) সুমিত্রায়াং ভবঃ অণ্। ১ সুমিত্রাভব, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ। (শব্দরত্না°) (ক্লী) ২ সামভেদ।

সৌমিত্রি (পুং) সুমিত্রায়াঃ অপত্যং, সুমিত্রা বাহ্বাদিত্বাদিঞ্ (পা ৪।১।৯৬) সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ। "সৌমিত্রিণা পৃষ্ট উদারবুদ্ধিনা" (রামগীতা ২)

সৌমিত্রায় (ত্রি) সৌমিত্রিসম্বন্ধীয়।

সৌমিল (পুং) একজন প্রাচীন কবি। (বাসবদত্তা ১৫) মালবিকাগ্নিমিত্রে ইনি সৌমিল্লনামে উক্ত হইয়াছেন।

সৌমিলিক (ক্লী) বৌদ্ধদিগের রেশমগুচ্ছসংযোগিত দণ্ডভেদ। (ব্যুৎপত্তি)

সৌমিবি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

সৌমিশ্রি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

সৌমী (স্ত্রী) চন্দ্রকিরণ। (ভারত ১৫ পর্ব্ব)

সৌমুখ্য (ক্লী) সুমুখস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সুমুখের ভাব, সুমুখতা।

সৌমুচি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

সৌমেধ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৬।১১।২)

সৌমেধিক (পুং) সুমেধয়া নির্বৃত্তঃ সুমেধা-ঠক্। ১ সিদ্ধ। যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, যাঁহার দিব্য জ্ঞান আছে। (হারাবলী) (ত্রি)২ শোভন মেধাসম্বন্ধী।

সৌমেন্দ্র (ত্রি) সোম ও ইন্দ্রসম্বন্ধীয়।

সৌমেরব (ত্রি) সুমেরু-অণ্। ১ সুমেরুসম্বন্ধীয়। ২ স্বর্ণ।

সৌমেরুক (ক্লী) ১ সুবর্ণ। (রাজনি°) ২ (ত্রি) সুমেরু-সম্বন্ধী। ইহার পাঠান্তর সৌমেরব এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সৌম্য (পুং) সোমস্যাপত্যং পুমান্ সোম-ষ্যঞ্। ১ বুধগ্রহ। (অমর) সোম এব, ততঃ প্রজ্ঞাদ্যণ্। ২ বিপ্র, ব্রাহ্মণ। (শব্দমালা) ৩ উড়ুম্বরবৃক্ষ। ৪ জ্যোতিষমতে বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীনরাশি।

"ক্রূরোঽথ সৌম্যঃ পুরুষোঽঙ্গনা চ
ওজোঽথযুগ্মং বিষমঃ সমশ্চ।
চরস্থিরদ্ব্যাত্মকনামধেয়া
মেষাদয়োঽমী ক্রমশঃ প্রদিষ্টাঃ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

উক্ত রাশিসকল সৌম্য রাশি নামে খ্যাত। ৫ ভূখণ্ডবিশেষ, জগতের একটী খণ্ড।

'গন্ধর্ব্বো বরুণঃ সৌম্যো বহবঃ কঙ্ক এব চ।
কুমুদশ্চ কসেরুশ্চ নাগো ভদ্রারবস্তথা ॥
চন্দ্রেন্দ্রমলয়াশঙ্খযবাঙ্গকগভস্তিমান্।
তাম্রাকুশ্চ কুমারী চ তত্র দ্বীপদশাষ্টভিঃ ॥' (শব্দমালা)

৬ সৌম্যকৃচ্ছ্রব্রত। প্রাজাপত্য, সান্তপন, শিশুকৃচ্ছ্র, সৌম্য-কৃচ্ছ্র প্রভৃতি পাপক্ষয়সাধন কতকগুলি ব্রত আছে। পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে এই কৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান করিলে পাপক্ষয় হইয়া থাকে।

"প্রাজাপত্যঃ সান্তপনঃ শিশুকৃচ্ছ্রঃ পরাককঃ।
অতিকৃচ্ছ্রঃ পর্ণকৃচ্ছ্রঃ সৌম্যঃ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রকঃ॥"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

লক্ষণ—পিণ্যাক, আচাম, তক্র, অম্বু ও শক্তু এই সকল দ্রব্যের এক একটী একদিন ভোজন এবং তৎপর দিন উপবাস করিলে এই ব্রত হয়।

"পিণ্যাকাচামতক্রাম্বুশক্তূনাং প্রতিবাসরং।
একৈকমুপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রঃ সৌম্যোঽয়মুচ্যতে ॥"
(গরুড়পু° ১০৫।৬৮)

৭ পিতৃগণবিশেষ, অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বর্হিষদ্, অগ্নি-ষাত্তা ও সৌম্য এই ৬টী ব্রাহ্মণদিগের পিতৃগণ।

"অগ্নিদগ্ধাননগ্নিদগ্ধান্ কাব্যান্ বর্হিষদস্তথা।
অগ্নিষ্বাত্তাংশ্চ সৌম্যাংশ্চ বিপ্রাণামেব নির্দ্দিশেৎ ॥"(মনু ৩।১৯৯)

(ত্রি) সোমো দেবতাস্য সোম (সোমাৎ ঠ্যণ্। পা ৪।২।৩০) ইতি ঠ্যণ্। ৮ সোমদৈবত, যাহার দেবতা সোম। ৯ অনুগ্র। ১০ মনোজ্ঞ, সুন্দর, সুদৃশ্য। ১১ প্রসন্ন। ১২ সাধু। শান্তমূর্ত্তি। ১৩ নিপুণ। ১৪ জ্যোতিষমতে শুভ গ্রহ।

"সৌম্যস্বামিযুতেক্ষণৈরুপচয়ঃ" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

তন্বাদি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে যদি সৌম্য অর্থাৎ শুভগ্রহ বা সেই গৃহের অধিপতি গ্রহ থাকেন বা অবলোকন করেন, তাহা হইলে উপরে অর্থাৎ সেই সেই ভাবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৫ ভক্ত।

"নমস্তস্মৈ ভগবতে ব্যাসায়ামিততেজসে।
পপুর্জ্ঞানময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বুরুহাসবং ॥" (ভাগবত ২।৪।২৩)

১৫ ভাস্বর। (ধরণি)

সৌম্যকৃচ্ছ্র (পুং) সৌম্যঃ অনুগ্রহঃ কৃচ্ছ্রঃ। ব্রতবিশেষ। [সৌম্য শব্দ দেখ।]

সৌম্যগন্ধী (স্ত্রী) সৌম্যো গন্ধো যস্যাঃ ঙীষ্। শতপত্রী।(রাজনি°)

সৌম্যগিরি (পুং) পর্ব্বতভেদ। সোমগিরি। (হরিবংশ)

সৌম্যগোল (পুং) উত্তর গোলাদ্ধের চন্দ্রকিরণবৎ রশ্মি। সুমেরুস্থ দিবারশ্মি। (Aurora borealis)।

সৌম্যগ্রহ (পুং) সৌম্যো গ্রহঃ। শুভগ্রহ, জ্যোতিষমতে পূর্ণ-চন্দ্র, পাপগ্রহযুক্ত বুধ, বুধ পাপগ্রহের সহিত মিলিত হইলে পাপ হয়, অতএব পাপগ্রহের সহিত অযুক্ত বুধই সৌম্যগ্রহমধ্যে পরি-গণিত, বৃহস্পতি ও শুক্র এই সকল গ্রহ সৌম্যগ্রহ।

"অর্দ্ধোনেন্দ্বর্কশৌরারাঃ পাপাঃ সৌম্যাস্তথাপরে।
পাপযুক্তো বুধঃ পাপো রাহুকেতু চ পাপদৌ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

লগ্নাদি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে সৌম্যগ্রহ অবস্থান বা দৃষ্ট হইলে শুভ হইয়া থাকে। কেবল ষষ্ঠ, অষ্ট ও দ্বাদশ এই তিনটী দুঃস্থান, সৌম্যগ্রহ এই দুঃস্থানগত হইলে অশুভ হয়। বরং পাপগ্রহ দুঃস্থানগত হইলে শুভ হইয়া থাকে।

সৌম্যজ্বর (পুং) সৌম্যো জ্বরঃ। জ্বরভেদ। ইহার লক্ষণ,—বাত ও পিত্ত বা বাত ও কফ কুপিত হইয়া এই জ্বর হয়,ইহাতে শরীরে কখন উষ্ণ কখন শীতল এই প্রকার বিভিন্ন ভাব এবং সাধারণ জ্বরের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। (চরক নি° ৩ অ°)

সৌম্যতা (স্ত্রী) সৌম্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সৌম্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সৌম্যত্ব।

সৌম্যদর্শন (ত্রি) সৌম্যং দর্শনং যস্য। প্রিয়দর্শন, প্রশান্তমূর্ত্তি।

সৌম্যধাতু (পুং) সৌম্যো ধাতুঃ। কফ। (রাজনি°)

সৌযবস (ক্লী) সামভেদ। (সাংখ্যাব্রা° ১২।৫।২)

সৌযবসি (পুং) সুযবস্ অপত্যার্থে ইঞ্। সুযবসের গোত্রাপত্য।

সৌম্যা (স্ত্রী) সোম্য ইব সৌম্য শাখাদিত্বাৎ যঃ, ততঃ প্রজ্ঞাস্তণ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ দুর্গা।

"সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।" (দেবীমা° চণ্ডী)

২ মাহেন্দ্রবারুণী। ৩ রুদ্রজটা। ৪ মহাজ্যোতিষ্মতী। ৫ মহিষবল্লী। ৬ গুঞ্জা। ৭ শালপর্ণী। ৮ ব্রাহ্মী। ৯ শটী। ১০ মল্লিকা। (রাজনি°)

সৌযামি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

সৌযামুন (পুং) সুযামুনের গোত্রাপত্য।

সৌর (পুং) সুরস্য সূর্য্যস্যায়মিতি সুর-অণ্। ১ শনৈশ্চর। (ভরত) ২ তুম্বুরুবৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ সূর্য্যের রাশিভোগাবচ্ছিন্ন মাঘাদি সৌরমাস, সৌরদিন প্রভৃতি। সূর্য্য যে রাশিতে অবস্থান করেন, সেই রাশিভোগ্য মাস। স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যে সকল কর্ম্ম সূর্য্যভোগ্য রাশির উল্লেখ করিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম সৌরমাস উল্লেখ করিয়া করিতে হইবে। যে সকল কর্ম্মে সূর্য্যভোগ্য রাশির উল্লেখ নাই, সেই সকল কর্ম্ম চান্দ্রমাস উল্লেখ করিয়া করিতে হয়। বিবাহাদি সংস্কারকর্ম্ম সৌর মাস উল্লেখ করিয়া করিতে হয়। আদিপদে বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ প্রভৃতি সংস্কার বুঝিতে হইবে। সংস্কারকার্য্য, যাত্রা, গ্রহচার প্রভৃতি কর্ম্ম সৌরমাস উল্লেখ করিয়া করিতে হয়। ইহা ভিন্ন অপর কর্ম্মসকলে চান্দ্রমাস উল্লেখ করিতে হয়।

"আদিত্যরাশিভোগেন সৌরমাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিবাহাদিকর্ম্মসু সৌরমাসস্তোল্লেখঃ কর্ত্তব্যঃ।
যথা পিতামহঃ—
আব্দিকে পিতৃকৃত্যে চ মাসশ্চান্দ্রমসঃ স্মৃতঃ।
বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ॥
বিবাহাদাবিত্যত্রাদিপদং যাত্রাগ্রহচারপরং—
যৎ কর্ম্ম সূর্য্যভোগ্যরাশ্যুল্লেখেন বিহিতং যচ্চ বিশেষ্যোদগয়নাদিবিহিতং তৎপরঞ্চ। অয়নস্ত সৌরমাসঘটিতত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাৎ। তচ্চ চূড়োপনয়নাদি।
অধ্যায়নঞ্চ গ্রহচারকর্ম্ম সৌরেণ মানেন সদাধ্যবস্তেৎ।
সত্রাণ্যুপাস্তান্যথ সাবনেন লৌক্যঞ্চ যৎ স্যাদ্ব্যবহারকর্ম্ম॥"
(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

তান্ত্রিক কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ বিধান এই যে, তাহাতে কোন কার্য্যেই চান্দ্রমাস উল্লেখ হইবে না, সকল কার্য্যেই সৌরমাস উল্লেখ করিতে হয়। দীক্ষা, শ্যামাপূজা প্রভৃতি কর্ম্মসকলই সৌর মাস উল্লেখ করিয়া করিবে। সংক্রান্তিতে সংক্রমণের পর হইলে তদ্রাশিভোগ্যকাল উল্লেখ করিবে।

৪ সূর্য্যোপাসক। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ প্রকার উপাসক, তন্মধ্যে যাঁহারা ভগবান্ সূর্য্যের উপাসনা করেন, তাঁহারা সৌর নামে অভিহিত। ইঁহাদের মতে ভগবান্ সূর্য্যই পরম ব্রহ্ম, তাহা হইতেই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, তিনিই একমাত্র উপাস্য। যথাবিধানে তাঁহার উপাসনা করিলে ইহ জীবনে ধর্ম্মার্থকাম এবং অন্তে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

"শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতাস্তথা।
বিপ্রা বিপ্রেতরাশ্চৈব সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ॥" (মহানি°ত° ৩।১৪২)

তন্ত্রসারে সৌরদিগের দীক্ষণীয় মন্ত্র ও ভগবান্ সূর্য্যের পূজাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এস্থানে আর লিখিত হইল না। সূর্য্যপূজা অতি প্রাচীন বৈদিককাল হইতে প্রচলিত। [সূর্য্য ও আদিত্য দেখ।]

কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা প্রবর্ত্তন করেন। কোন্ সময়ে যে এই পূজা প্রথম প্রচলিত হয়, তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। মগদিগের ভারতবর্ষে প্রথম আগমন সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নানারূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। 'ব্রহ্মজালসুত্ত' নামক পালিগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ বুদ্ধ এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীদিগকে সবিশেষ অবজ্ঞার চক্ষুতে দেখিতেন। গ্রীকদূত মেগস্থিনিসের পাটলীপুত্রে অবস্থানকালে তদঞ্চলে যে সূর্য্যপূজা প্রচলিত ছিল, ইহা তাঁহার নিজের লেখা হইতে জানা যায়। আবার প্রাচীন পালিগ্রন্থে লিখিত আছে যে, ভগবান্ বুদ্ধের আমলে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। এই সকল প্রমাণ আলোচনা করিয়া স্বভাবতঃই আমাদিগের এইরূপ মনে হয় যে, বুদ্ধের জন্মগ্রহণ করিবার বহু পূর্ব্বেই এই ব্রাহ্মণগণ আসিয়া ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং সাধারণ্যে সূর্য্যপূজা প্রচার করিয়াছিলেন।

ভবিষ্য, বরাহ এবং শাম্ব পুরাণে সূর্য্যমূর্ত্তিপূজার প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তিন গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরে শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হ'ন এবং সূর্য্যদেবের উপাসনা ও আরাধনা করিয়া তিনি সেই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই পূজা সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে শাকদ্বীপ হইতে সূর্য্যপূজাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে হইয়াছিল। প্রথমে সেই ব্রাহ্মণদিগের সাধারণ আখ্যা মগ থাকিলেও পরে ইঁহারা মগ, সোমক ও ভোজক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হ'ন। মগগণ অগ্নির উপাসক ছিলেন, আর সোমকগণ সোমের উপাসক ও সোমোদ্ভূত এবং ভোজকগণ সূর্য্যের উপাসক ও সূর্য্যোদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। [ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ]

পারসিক ধর্ম্মশাস্ত্র অবস্তার মিহিরযস্ত পাঠে জানা যায় যে,

এক সময়ে সূর্য্যোপাসক ও অগ্ন্যুপাসকদিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়; এবং সেই সময়ে শাকদ্বীপী সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণ সপরিবারে ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই কলহের কাল বর্ত্তমান যুগের ৪১০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এদিকে ভবিষ্যপুরাণে শাম্বের সূর্য্যপূজা সম্বন্ধে যে সকল কথার উল্লেখ আছে, তাহা হইতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগের ভারতবর্ষে আগমনের কাল প্রায় ৪৩৫৭ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। এইরূপে, দুই বিভিন্ন স্থানের গ্রন্থেই যখন ৪ হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তখন বোধ হয়, এরূপ অনুমান করা বড় অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে না যে, ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যমূর্ত্তিপূজা ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে আসিয়া এই মগ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বপ্রথম মূলশাম্বপুরে মিত্র নাম দিয়া সূর্য্যমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা করেন। মূলশাম্বপুর শাম্বের নামানুসারে রাখা হয়। ইহাই বর্ত্তমান মূলতান সহর। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং মূল-শাম্বপুর বা মূলতানে সূর্য্যের একটি সুবর্ণময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে সূর্য্যপূজার প্রথম প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে রিয়াজুস্ সলাতিন্ নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে "রায় মহারাজের (ইহাকেই ফেরিস্তা রায় বহুদাজ—(ভরদ্বাজ)—বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) সময়ে পারস্য হইতে অনেক লোক আসিয়া হিন্দুস্থানের লোকদিগকে সূর্য্যপূজায় প্রবর্ত্তিত করে।"

"গৌড়াঃ শাবোত্তবাঃ সৌরা মাগধাঃ কেরলাস্তথা।
কোশলাশ্চ দর্শণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ॥" (তন্ত্রসার ১ পরি°)

৫ গুরুবিশেষ। (ক্লী) ৬ উপপুরাণবিশেষ, সৌরপুরাণ। (ত্রি) ৭ সূর্য্যসম্বন্ধী।

সৌরক (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত নগরভেদ।

সৌরজ (পুং) সৌরাৎ তেজসঃ জায়তে ইতি জন-ড। ১ তুম্বুরবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ সৌরজাত।

সৌরণ (ত্রি) সূরণ-অণ্‌। সূরণসম্বন্ধীয়, শূরণ, ওলসম্বন্ধীয়।

সৌরত (ক্লী) সুরতস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা অণ্‌। ১ সুরতকর্ম্ম, রতিক্রীড়া। (ভাগ° ১০।২৩।৬) (ত্রি) ২ সুরতসম্বন্ধীয়।

সৌরতীর্থ (ক্লী) সৌরং তীর্থং। সূর্য্যসম্বন্ধীয় তীর্থ।

সৌরত্য (ক্লী) সম্ভোগ, সুরতসুখ।

সৌরদিবস (পুং) সৌরস্য দিবসঃ। সূর্য্যসম্বন্ধি দিন। রবিভুক্তাংশাধিক ষষ্টিদণ্ডাত্মক দিন, এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত যে ৬০ দণ্ডাত্মক কাল, তাহাকেই সৌরদিন কহে। ৩০ সৌর দিনে সাবন এক মাস হয়।

'ত্রিংশতা সৌরদিবসৈঃ সাবনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥' (শব্দরত্না°)

সৌরধ্রী (স্ত্রী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

সৌরনক্ত (ক্লী) ব্রতবিশেষ। নরসিংহপুরাণে এই ব্রতের বিধান লিখিত আছে। রবিবারে হস্তা নক্ষত্র হইলে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। ঐ দিনে স্নান করিয়া সূর্য্যদেবের উদ্দেশে পূজা এবং যে সময় আপনার ছায়া দ্বিগুণ হয়, সেই সময় হবিষ্য করিতে হয়। যিনি এই সৌরনক্ত ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিরোগী হইয়া থাকেন।

"হস্তযুক্তে অর্কদিনে সৌরনক্তং সমাচরেৎ।
স্নাত্বা চার্কং সমভ্যর্চ্চ্য নীরোগী চিরজীবতি॥
আত্মনো দ্বিগুণচ্ছায়ং যদা সন্তিষ্ঠতে রবিঃ।
সৌরনক্তং বিজানীয়াৎ নক্তঞ্চ নিশিভোজনং॥"
(নরসিংহপু° ৬৪ অ°)

সৌরপাত (পুং) সূর্য্যোপাসক, সূর্য্যপূজক।

সৌরভ (ক্লী) সৌরভমস্যাস্তীতি অচ্‌। ১ কুঙ্কুম। (ত্রিকা°) ২ বোল। (রাজনি°) ৩ সদগন্ধ। সুরভের্ভাবঃ সুরভি-অণ্‌। ৪ সুরভির ভাব বা ধর্ম্ম।

"সমমেণমদৈর্যদাপণে
তুলয়ন্ সৌরভলোভনিশ্চলং।" (নৈষধ ২।৯২)

(ত্রি) ৫ তদ্বিশিষ্ট। (পুং) ৬ তুম্বুরুফলবৃক্ষ, তাম্বুল ফলের গাছ। (রাজনি°) ৭ ধান্যক, চলিত ধনে। (বৈদ্যকনি°)

সৌরভক (পুং) ছন্দোভেদ।

সৌরভেয় (পুং) সুরভেরপত্যং পুমান্ সুরভি-ঢক্‌। ১ বৃষ।
"মা সৌরভেয়াত্র শুচো ব্যেতু তে বৃষলাৎ ভয়ং।"(ভাগ°১।১৭।৯)
(ত্রি) ২ সুরভিসম্বন্ধী।

সৌরভেয়ক (পুং) সৌরভেয় এব স্বার্থে কন্‌। সৌরভেয়শব্দার্থ।

সৌরভেয়ী (স্ত্রী) সুরভেরপত্যং স্ত্রী সুরভি-ঢক্, ঙীপ্‌। ১ গো, গাভী। (অমর) ২ অপ্‌সরোবিশেষ। (ভারত ২।১০।১১)

সৌরভ্য (ক্লী) সুরভের্ভাবঃ সুরভি-ষ্যঞ্‌। ১ মনোজ্ঞত্ব। ২ সৌগন্ধ, সুগন্ধিতা।

"গুণবিধৃতা সখি তিষ্ঠসি তথৈব দেহেন কিন্তু হৃদয়ং তে।
হৃতমমুনা মালায়াঃ সমীরণেনেব সৌরভ্যং॥"(আর্য্যাসপ্ত°২১৩)

সৌরভ্যং গুণগৌরবমস্যাস্তীতি অচ্‌। ৩ গুণগৌরব। (মেদিনী) (পুং) ৪ কুবের। (শব্দরত্না°)

সৌরমাস (পুং) সৌরো মাসঃ। সূর্য্যৈকরাশিভোগাবচ্ছিন্ন কাল। সূর্য্য মেষাদিক্রমে এক সৌর বৎসরে দ্বাদশ রাশি ভোগ করেন। এক রাশিতে সূর্য্য যত দিন অবস্থান করেন, তত দিনে এক সৌর মাস। এই রাশিচক্র ৩৬০ অংশে এক এক রাশি ও ৩০ ভাগে বিভক্ত। সূর্য্যের এই ৩০ অংশভোগাত্মক কালই এক সৌর মাস।

"একরাশৌ রবির্যাবৎ কালং মাসঃ স ভাস্করঃ।" (মলমাসতত্ত্ব)
[সৌর ও মাস শব্দ দেখ]

সৌরস (পুং) সুরসার অপত্য।

সৌরসংবৎসর (পুং) সৌরঃ সংবৎসরঃ। সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি-ভোগাবচ্ছিন্ন কাল। সূর্য্য মেষসংক্রমণ হইতে দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিলে এক সৌর সংবৎসর হয়। রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত, কিন্তু সূর্য্য ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল, ৩১ বিপল, ২৪ অনুপলে এই রাশিচক্র ভ্রমণ করেন। সুতরাং উক্ত সময়ে এক বৎসর হয়।

"সৌরসংবৎসরস্যান্তে মানেন শশিজেন তু।
একাদশাতিরিচ্যন্তে দিনানি ভৃগুনন্দন॥"
অপিচ—"সৌরেণ মানেন যদা ভবতি ভার্গব।
সাবনেন তথা মাসি দিনষট্‌কং প্রপূর্য্যতে॥" (মলমাসতত্ত্ব)

সূর্য্যের ইহাই বার্ষিকী গতি। এই বার্ষিকী গতি দ্বারা এক সৌর বৎসর হয়। এই সৌর বৎসরে সূর্য্য মেষাদি দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। [সূর্য্য শব্দ দেখ]

সৌরসেয় (পুং) ১ স্কন্দ। (শব্দমালা) সুরসায়া অপত্যং সুরসা-ঢক্। সুরসমর্হতীতি (বৃহুণ্‌কটজিলেতি। পা ৪।২।৮০) ইতি সংখ্যাদিত্বাৎ ঢঞ্। (ত্রি) ২ সুরসার্হ।

সৌরসৈন্ধব (ত্রি) সুরসিন্ধোরয়ং সুর-সিন্ধু-অণ্। ১ গঙ্গাসম্বন্ধীয়, ভীষ্মাদি। সৌরঃ সূর্য্যস্তস্য সম্বন্ধী সৈন্ধবো ঘোটকঃ। (পুং) ২ সূর্য্যঘোটক।

সৌরাকি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

সৌরাজ্য (ক্লী) সুরাজস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সুরাজত্ব, সাধু রাজ-বিশিষ্টত্ব, উত্তম রাজার কার্য্য।

সৌরাজ্যবৎ (ত্রি) সৌরাজ্য অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সৌরাজ্য-বিশিষ্ট, সৌরাজ্যযুক্ত।

সৌরাষ্ট্র (পুং) সুরাষ্ট্র এব অণ্। ১ দেশবিশেষ। [কাঠিয়া-বাড় দেখ।] চলিত সুরাট। (জটাধর) ২ কুন্দুরুক। (রাজনি°) (ক্লী) ৩ কাংস্য। ৪ সল্লকীনির্য্যাস, চলিত সালের আটা।

সৌরাষ্ট্রক (ক্লী) সুরাষ্ট্রে ভবং অণ্, ততঃ কন্। পঞ্চলোহ।

সৌরাষ্ট্রা (স্ত্রী) সুরাষ্ট্রে ভবা অণ্। তুবরী। (রাজনি°)

সৌরাষ্ট্রিক (ক্লী) সুরাষ্ট্রদেশে ভবং অধ্যাত্মাদিত্বাৎ ঠঞ্। বিষভেদ, এই বিষ সুরাষ্ট্রদেশে জন্মে, এই জন্য ইহার নাম সৌরাষ্ট্রিক।

"বিষস্য গরলং ক্ষ্বেড়স্তস্য ভেদানুদাহরে।
বৎসনাভঃ স হারিদ্রঃ সক্তুকশ্চ প্রদীপনঃ॥
সৌরাষ্ট্রিকঃ শৃঙ্গিকশ্চ কালকূটস্তথৈব চ।
হলাহলো ব্রহ্মপুত্রো বিষভেদা অমী নব॥" (ভাবপ্র°)

(ত্রি) ২ সৌরাষ্ট্র দেশসম্বন্ধী।

সৌরাষ্ট্রী (স্ত্রী) সুরাষ্ট্রে ভবা অণ্-ঙীষ্। সৌরাষ্ট্রদেশীয় সুগন্ধ-মৃত্তিকা, পর্য্যায়—পার্ব্বতী, কালী, মৃৎস্না, কাক্ষী, পর্পটী, কালিকা, সতী। গুণ—কফ, পিত্ত, বিসর্প ও ব্রণনাশক। (রাজব°) তিক্ত, কটু, কষায়, অম্ল, লেখন, চক্ষুর হিতকর, গ্রহণী, ছর্দ্দি ও পিত্তজ সন্তাপনাশক। (রাজনি°) ২ গোপীচন্দন, চলিত তিলকমাটী, বৈষ্ণবগণ এই মৃত্তিকা দ্বারা তিলক ধারণ করিয়া থাকেন।

সৌরাষ্ট্রেয় (ত্রি) সৌরাষ্ট্রভব।

সৌরি (পুং) সূরস্যাপত্যমিতি সূর-ইঞ্। ১ শনি। (অমর) ২ আসনবৃক্ষ, চলিত আসনগাছ। ৩ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়্‌হুড়িয়া। (রাজনি°)

সৌরিক (পুং) সুরভ্যো হিতঃ সুর-ঠক্। ১ স্বর্গ। (শব্দরত্না°) সুরয়া চরতীতি সুরা-ঠক্। ২ সুরাবিক্রয়কর্ত্তা, যাহারা মদ্ বিক্রয় করে। সৌরি স্বার্থে ক। ৩ শনৈশ্চর। (ত্রি) সুরায়া অয়মিতি। ৪ সুরাসম্বন্ধী।

"প্রাতিভাব্যং বৃথাদানমাক্ষিকং সৌরিকঞ্চ যৎ।
দণ্ডশুল্কাবশেষঞ্চ ন পুত্রো দাতুমর্হতি॥" (মনু ৮।১৫৯)

সৌরিক্ক (পুং) জনপদবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, এই দেশ ঈশান কোণে অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪।২৯)

সৌরিরত্ন (ক্লী) সৌরেঃ শনৈশ্চরস্য রত্নং। নীলমণি, নীলকান্ত মণি। নীলা। (রাজনি°)

সৌরী (স্ত্রী) সূর্য্য-অণ্, ঙীপ্ (সূর্য্যতিষ্যেতি। পা ৬।৪।১৪৯) ইতি যলোপঃ। সূর্য্যের অপত্য স্ত্রী।

সৌরীয় (ত্রি) সূর্য্য-ছ (সূর্য্যাগস্ত্যয়োশ্ছে চ ঙ্যাঞ্চ। পা ৬।৪।১৪৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা যলোপঃ। সূর্য্যসম্বন্ধে হিতকর। সৌর্য্য-বিষয়ে যাহা হয়।

সৌরেয়, সৌরেয়ক (পুং) শুক্ল ঝিণ্টীবৃক্ষ, সাদাঝাটী, পর্য্যায়—শ্বেতপুষ্প, কটসারিকা, সহাচর, সহচর। গুণ—কুষ্ঠ, বাত, কফ, কণ্ডূ ও বিষনাশক, তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, দন্তরোগে হিতকর, সুস্নিগ্ধ ও কেশরঞ্জক। (ভাবপ্র°)

সৌরোহিক (পুং) সুরোহিকায়াঃ অপত্যং (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) ইতি অণ্। সুরোহিকার অপত্য।

সৌরোহিতিক (পুং) সুরোহিতিকার অপত্য। (পা ৪।১।১১২)

সৌর্য্য (ত্রি) সূর্য্য-অণ্। সূর্য্যসম্বন্ধীয়।

সৌর্য্যচান্দ্রমস (ত্রি) সূর্য্য ও চন্দ্রমাসম্বন্ধীয়।

সৌর্য্যপ্রভ (ত্রি) সূর্য্যপ্রভাসম্ভূত।

সৌর্য্যভগবৎ (পুং) মহাভাষ্যধৃত একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ।

সৌর্য্যযাম (পুং) সূর্য্য ও যম সম্বন্ধীয়। (শুক্লযজুঃ ২৪।১)

সৌর্য্যবর্চ্চস (পুং) সূর্য্যবর্চ্চসের গোত্রাপত্য। (অথ ৮।১০।২৭)

সৌর্য্যবৈশ্বানর (ত্রি) সূর্য্য ও বৈশ্বানরসম্বন্ধীয়।

সৌর্য্যায়ণি (পুং) সৌর্য্যের গোত্রাপত্য।

সৌর্য্যায়ণিন্ (পুং) গর্গ্যবংশীয় ঋষিবিশেষ।

সৌর্য্যিন্ (পুং) হিমালয় পর্ব্বত। (মহাভাষ্য)।

সৌর্য্যোদয়িক (ত্রি) সূর্য্যোদয়সম্বন্ধীয়।

সৌলক্ষণ্য (ক্লী) সুলক্ষণস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সুলক্ষণের ভাব।

সৌলভ (ত্রি) সুলভ কর্তৃক অধীত। (পা ৪।৩।১০৫ বা)

সৌলাভ (পুং) সুলভলভ্য, যাহা সুলভে পাওয়া যায়।

সৌলাভ্য (পুং) সুলাভীর অপত্য।

সৌলোহ্য (পুং) সুলোহিনের অপত্য।

সৌল্বিক (পুং) সুল্বং তাম্রপাত্রাদি নির্ম্মাণং শিল্পমস্য, সুল্ব-ঠক্। তাম্রকুট্টক। (অমরটীকা)

সৌব (ত্রি) স্বস্য ইদং স্ব-অণ্। ১ সম্বন্ধী। ২ স্বর্গে ভব। ৩ স্বঃসম্বন্ধী। "তস্য শ্রোত্রং সৌবং" (শুক্লযজু ১৩।৫৭) 'সৌবং স্ব ইদং তস্যেদমিতি অণ্' (মহীধর) ৪ শাসন।

সৌবক্ষসেয় (পুং) সুবক্ষসের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

সৌবগ্রামিক (ত্রি) স্বগ্রামে ভবং স্বগ্রাম-ঠক্। স্বগ্রামভব বস্তু, যে বস্তু স্বগ্রামে হয়।

সৌবর (ত্রি) স্বরস্যেদমিতি স্বর-অণ্ (দ্বারাদীনাঞ্চ। পা ৭।৩।৪) ইতি ঐজাগমঃ। স্বরসম্বন্ধী।

সৌবর্চ্চনস (পুং) সুবর্চ্চনসের গোত্রাপত্য।

সৌবর্চ্চল (ক্লী) সুবর্চ্চলে দেশে ভবং সুবর্চ্চল-অণ্। সুবর্চ্চল দেশজাত লবণ, চলিত সচললবণ। পর্য্যায়—অক্ষ, রুচক, কৃষ্ণলবণ, তিলক, হৃদ্য, গন্ধক, রুচ্য, কৌদ্রবিক। গুণ—রুচিকারক, উষ্ণবীর্য্য, নির্ম্মল, কটু, গুল্ম, শূল ও বিবন্ধনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক, লঘু উর্দ্ধবাত ও আমশূলনাশক। (রাজনি°)

"সৌবর্চ্চলং স্যাদ্রুচকমক্ষ্যং পাক্যঞ্চ তন্মতং।
রুচকং রোচনং ভেদি দীপনং পাচনং পরং॥
সস্নেহবাতনুন্নাতিপিত্তলং বিশদং লঘু।
উদ্গারশুদ্ধিদং সূক্ষ্মং বিবন্ধানাহশূলহৃৎ॥" (ভাবপ্র°)

২ সর্জ্জিকাক্ষার, চলিত সাজিমাটী। (ত্রি) ৩ সুবর্চ্চলাসম্বন্ধী।

সৌবর্ণ (ত্রি) সুবর্ণস্যেদং সুবর্ণ-অণ্। ১ সুবর্ণসম্বন্ধী। ২ কর্ষমিত হেমসম্বন্ধী।

"সৌবর্ণী রাজতী বাপি তাম্রী রত্নময়ী তথা।" (দেবপ্র°)

(পুং) ৩ এককর্ষ সুবর্ণ। ৪ সুবর্ণনির্ম্মিত কর্ণালঙ্কার। (ক্লী) ৫ সুবর্ণ।

সৌবর্ণনাভ (পুং) সুবর্ণনাভের শিষ্যসমূহ।

সৌবর্ণভেদিনী (স্ত্রী) সৌবর্ণময়ং বর্ণং ভিনত্তি প্রকাশয়তীতি ভিদ্-ণিনি-ঙীপ্। প্রিয়ঙ্গু। (শব্দমালা)

সৌবর্ণরেতস্ (পুং) সুবর্ণরেতসের গোত্রাপত্য।

সৌবর্ণিক (ত্রি) ১ সুবর্ণনির্ম্মিত। ২ সুবর্ণসম্বন্ধীয়।

"ধরণানি দশ জ্ঞেয়ঃ শতমানস্তু রাজতঃ।
চতুঃসৌবর্ণিকো নিষ্কো বিজ্ঞেয়স্তু প্রমাণতঃ॥" (মনু ৮।১৩৭)

সৌবর্ণিকা (স্ত্রী) অসাধ্য লূতাবিশেষ, এক প্রকার মাকড়সা।

সৌবশ্ব (পুং) স্বশ্বের গোত্রাপত্য ; স্বশ্ব রাজার পুত্র। ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে, স্বশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পুত্র কামনায় সূর্য্যের উপাসনা করিলে সূর্য্য তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

সৌবশ্ব্য (পুং) স্বশ্ব রাজার পুত্র।

"সূর্য্যো পস্পৃধানং সৌবশ্ব্যে" (ঋক্ ১।৬১।১৫)

'সৌবশ্ব্যে স্বশ্বপুত্রে, স্বশ্বোনাম কশ্চিদ্রাজা। স চ পুত্রকামঃ সূর্য্যমুপাসাঞ্চক্রে, তস্য চ সূর্য্য এব পুত্রো বভূব' (সায়ণ)

সৌবস্তিক (পুং) স্বস্তি তৎকরণে সাধুঃ ঠক্। ১ পুরোহিত। (হেম) পুরোহিত মঙ্গল করেন, এই জন্য তাঁহাকে সৌবস্তিক কহে। (ত্রি) ২ স্বস্তিসম্বন্ধীয়।

সৌবাত (ত্রি) সুবাতযুক্ত।

সৌবাধ্যায়িক (ত্রি) স্বাধ্যায়যুক্ত।

সৌবাস্তব (ত্রি) সুবাস্তোরিদং সুবাস্তু (সুবাস্ত্বাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।২।৭৭) ইত্যণ্। ১ সুন্দর বাস্তুসম্বন্ধী। ২ সুবাস্তুর অদূরভব।

সৌবিদ (পুং) সুষ্ঠু বেত্তীতি সু-বিদ্-ক, ততঃ প্রজ্ঞাদ্যণ্। অন্তঃপুররক্ষক। (অমর)

সৌবিদল্ল (পুং) সুষ্ঠু বিদন্তং বিজ্ঞমপি লাতি বশবর্ত্তিনং করোতীতি সুবিদৎ-লা-ক,ততঃ স্বার্থে অণ্। অন্তঃপুররক্ষক, পর্য্যায়—কঞ্চুকী, স্থাপত্য, সৌবিদ, স্থপতি, সুবিদ। (অমরটীকা) অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—"বহিঃ সঞ্চরস্ত্রীনাং পুরস্ত্রীণাং প্রেক্ষকপুরুষান্তরবারণায় রাজ্ঞা স্ত্র্যাগারে যে বেত্রধরা নিযুক্তাস্তে বহির্ম্মল্লকাঃ সৌবিদল্লাদিশব্দবাচ্যাঃ। শোভনং বিদন্তি সুবিদঃ পণ্ডিতাঃ ক্বিপ্, তান্ অততি সততং গচ্ছতি সুবিদৎ ভূপালঃ তং লাতি সুবিদল্লং অন্তঃপুরং তত্র নিযুক্তাঃ সৌবিদল্লাঃ' (ভরত)

সৌবিদল্লক (পুং) সৌবিদল্ল এব স্বার্থে কন্। সৌবিদল্লশব্দার্থ। (শব্দরত্না°)

সৌবিষ্টকৃৎ (ত্রি) স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিসম্বন্ধীয়।

সৌবিষ্টি (পুং) স্বিষ্টের গোত্রাপত্য।

সৌবীর (পুং) সুষ্ঠু বীরা যত্র, ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ দেশবিশেষ। বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশ। [সিন্ধু দেখ।]

"সৌবীররাজঃ শৈব্যশ্চ পাণ্ড্যশ্চ বলিনাং বরঃ।" (হরিবংশ ৯০।১৯)

(ক্লী) ২ বদর। ৩ কাঞ্জিক। ৪ স্রোতোঽঞ্জন। (অমর)

"সৌবীরন্তু যবৈরামৈঃ পকৈর্ব্বা নিস্তুষৈঃ কৃতং।
গোধূমৈরপি সৌবীরমাচার্য্যৈঃ কৈশ্চিদূচিরে॥
সৌবীরন্তু গ্রহণ্যর্শঃ কফঘ্নং ভেদি দীপনং।
উদাবর্ত্তাঙ্গমর্দ্দাস্থিশূলানাহেষু শস্যতে॥" (ভাবপ্রকাশ)

পক্ক অথবা অপক্ক যবের তুষ নিষ্কাশিত করিয়া তদ্দ্বারা সন্ধান পূর্ব্বক যে কাঁজি প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে সৌবীর কহে। গোধূম দ্বারা উক্তরূপে যে কাঁজি প্রস্তুত করা হয়, কেহ কেহ তাহাকেও সৌবীর বলিয়া থাকেন। গুণ—গ্রহণীরোগনাশক, অর্শঘ্ন, কফনাশক, ভেদক, অগ্নিদীপ্তিকারক, এবং উদাবর্ত্ত, অঙ্গগ্রহ, অস্থিশূল ও আনাহরোগে বিশেষ প্রশস্ত। ৫ বৃহদ্বদর, বড়কুল। ৬ সৌবীরাঞ্জন, চলিত নীলাঞ্জন, নীলসুর্মা। (রত্নমালা) ইহা বরাটকের ন্যায় শোধন করিতে হয়। ৭ রসাঞ্জন।

সৌবীরক (ক্লী) সৌবীরমেব স্বার্থে কন্। কাঞ্জিকবিশেষ, পর্য্যায়—সুবীরাম্ল, গোধূমসম্ভব, যবাম্লজ, যবোত্থ, তুষোদক। গুণ—অম্লরস, কেশবর্দ্ধক, মস্তকদোষ, জরা ও শৈথিল্যনাশক, বলকারক, সন্তর্পণ। (রাজনি°)

সৌবীরপাণ (পুং) বাহ্লীক। (কাশিকা)

সৌবীরসার (ক্লী) স্রোতোঽঞ্জন। (রাজনি°)

সৌবীরাঞ্জন (ক্লী) সৌবীরনামকমঞ্জনং। অঞ্জনবিশেষ, স্বনামখ্যাত অঞ্জন। সুবীরনামক নদীভব অঞ্জন, নীলাঞ্জন, নীলসুর্মা। পর্য্যায়—অঞ্জন, যামুন, কৃষ্ণ, নাদেয়, মেচক, স্রোতোজ, দৃক্প্রদ, নীল, সুবীরজ, নীলাঞ্জন, চক্ষুষ্য, বারিসম্ভব, কপোতক, কাপোত। গুণ—শীতল, কটু, তিক্ত, কষায়, চক্ষুর হিতকর, কফ, বাত ও বিষনাশক এবং রসায়ন। (রাজনি°) ইহার লক্ষণ—

"বল্মীকশিখরাকারং ভঙ্গে নীলোৎপলদ্যুতি।
সৌবীরাঞ্জনমিত্যাহুরায়ুর্ব্বেদবিদো জনাঃ॥" (চক্রদত্ত)

ইহার আকৃতি বল্মীকের অগ্রভাগের ন্যায় এবং ভাঙ্গিয়া ফেলিলে নীলোৎপলের ন্যায় দ্যুতিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাকে সৌবীরাঞ্জন কহেন।

সৌবীরাম্ল (ক্লী) সৌবীর কাঞ্জিকবিশেষ। (রাজনি°)

সৌবীর্য্য (পুং) সৌবীরের রাজা।

সৌব্রত্য (ক্লী) সুব্রতের ভাব, শোভনগত্যাদি কর্ম্মকর্তৃত্ব। "উগ্রং লোহিতেন মিত্রং সৌব্রত্যেন" (শুক্লযজু ৩৯।৯) 'সৌব্রত্যেন শোভনং ব্রতং কর্ম্ম যস্য স সুব্রতস্তস্য ভাবঃ সৌব্রত্যং শোভনগত্যাদি কর্ম্মকর্তৃত্বং তেন' (মহীধর)

সৌশব্দ্য (ক্লী) সুশব্দস্য ভাবঃ সুশব্দ-ষ্যঞ্। সুশব্দের ভাব, সুপ্ ও তিঙের ব্যুৎপত্তির নাম সৌশব্দ। "সুপাং তিঙাং চ ব্যুৎপত্তিঃ সৌশব্দ্যং' (প্রতাপরুদ্রীয়)

সৌশমি (পুং) সুশমের গোত্রাপত্য।

সৌশর্ম্মক (ত্রি) সুশর্ম্মের অদূরভব দেশাদি।

সৌশর্ম্মণ (ত্রি) সুশর্ম্মসম্বন্ধীয়।

সৌশর্ম্মি (পুং) সুশর্ম্মণো গোত্রাপত্যং সুশর্ম্ম বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্। সুশর্ম্মের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।৯৬)

সৌশল্য (পুং) জনপদবিশেষ। (ভারত) ইহার পাঠান্তর সৌবল্য এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

সৌশাম্য (ক্লী) সুশমস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সুশমতা, উত্তমরূপ শাম্য।

"কৃতো যত্নো ময়া পূর্ব্বং সৌশাম্যে কৌরবান্ প্রতি।"
(ভারত ১৪প°)

সৌশীল্য (ক্লী) সুশীলস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সুশীলতা; সুশীলের ভাব, সচ্চরিত্রতা, বিশুদ্ধ স্বভাব।

সৌশ্রব (পুং) সুশ্রবের গোত্রাপত্য, ঋষিবিশেষ। (হরিবংশ)

সৌশ্রবস (ক্লী) শোভনান্নবিশিষ্টত্ব, শোভনান্নযুক্তত্ব বা সুযশস্ত্ব শোভন ; যশঃ। "রায়স্পোষং সৌশ্রবসায় ধীমহি" (ঋক্ ১০।৩৬।৭) 'সৌশ্রবসায় শোভনান্নযুক্তায় সুযশস্ত্বায় বা' (সায়ণ)

সৌশ্রুত (ত্রি) সুশ্রুত-অণ্। সুশ্রুতসম্বন্ধীয়।

সৌষদ্মন (পুং) সুষদ্মন্ অপত্যার্থে অণ্। সুষদ্মনের গোত্রাপত্য।

সৌষাম (ক্লী) সামভেদ, সুষামবিষয়ক সাম।

সৌষির (পুং) রোগভেদ। (সুশ্রুত) (ত্রি) ২ সুষিরভব।

সৌষ্ঠব (ক্লী) সুষ্ঠু ভাবঃ (প্রাণভৃজ্জাতিবয়োবচনোদ্গাত্রাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১২৯) ইতি অণ্। ১ আতিশয্য, আধিক্য, প্রাচুর্য্য, উৎকর্ষ। "তুল্যেষ্বস্ত্রপ্রয়োগেষু লাঘবে সৌষ্ঠবেষু চ। সর্ব্বেষামেব শিষ্যাণাং বভূবাভ্যধিকোঽর্জ্জুনঃ॥"(ভারত১।১৩৪।১৪)
২ লঘুতা, ক্ষিপ্রতা। ৩ সৌন্দর্য্য। ৪ নাটকের অঙ্গবিশেষ।

সৌষ্মিকি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

সৌসাম (পুং) সুসামনের গোত্রাপত্য। (পা ৬।৪।১৭০)

সৌস্থক (ক্লী) নগরভেদ। (মহাভাষ্য)

সৌসুরাদ (পুং) পুরীষজাত কৃমিভেদ। (চরক)

সৌস্ত্র (ক্লী) সুস্ত্রী (হায়নান্তযুবাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১২০) ইতি অণ্। সুস্ত্রীর ভাব, শোভন পত্নীর ভাব।

সৌস্থিত্য (ক্লী) সুস্থিত-ষ্যঞ্। সুস্থিতত্ব, শুভ স্থানে অবস্থান, উত্তম স্থানে স্থিতি।

"সৌস্থিত্যমবেক্ষ্য যো গ্রহেভ্যঃ কালে প্রক্রমণং করোতি রাজা।
অণুনাপি স পৌরুষেণ বৃত্তস্তোপচ্ছন্দসিকস্য যাতি পারং।"
(বৃহৎস° ১০৪।৬০)

রাজা গ্রহদিগের সৌস্থিত্য অর্থাৎ শুভভবনে অবস্থান অবলোকন করিয়া যদি যুদ্ধাদিতে যাত্রা করেন, তাহা হইলে তাঁহার শুভ হয়।

সৌস্থ্য (ক্লী) সুস্থ-ষ্যঞ্। সুস্থের ভাব, স্বাস্থ্য, স্বচ্ছন্দতা।

সৌস্নাতিক (ত্রি) যজ্ঞান্তস্নানকারী। (রঘু ৬।৬১)

সৌস্বর্য্য (ক্লী) সুস্বর-ষ্যঞ্। সুস্বরতা, উত্তম স্বর।

"মত্তভ্রমরসৌস্বর্য্যহৃষ্টরোমলতাঙ্ঘ্রিপং।
পদ্মকোশরজো দিক্ষু বিক্ষিপৎপবনোৎসবং॥" (ভাগ° ৪।২৪।২১)

সৌহবিষ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৬।১১।৬)

সৌহার্দ্দ (ক্লী) সুহৃদঃ সুহৃদয়স্য ভাবঃ কর্ম্ম বা, সুহৃদ্ সুহৃদয় বা (হায়নান্তযুবাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১৩০) ইত্যণ্, হৃদয়স্য হৃদাদেশঃ (হৃদ্ভগসিন্ধ্বন্তে পূর্ব্বপদস্য চ। পা ৭।৩।১৯) ইত্যুভয়পদবৃদ্ধিঃ। সখ্য, সৌহৃদ, সুহৃদের ভাব বা কার্য্য, পর্য্যায়—সপ্তপদীন, মৈত্রী, অজর্য্য, সঙ্গত। (হেম)

"সৌহার্দ্দে চানুরাগে চ বেত্থ মে ভক্তিমুত্তমাং।
ন মামর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ ত্যক্তুং ভক্তামনাগসং॥" (ভারত ১।৭৭।১১)

(পুং) সুহৃদোঽপত্যমিতি অণ্। ২ সুহৃদ্পুত্র।

সৌহার্দ্দ্য (ক্লী) সুহৃদস্য ভাবঃ সুহৃদ-ষ্যঞ্, হৃদয়স্য হৃদাদেশঃ, উভয়পদবৃদ্ধিঃ। সৌহার্দ্দ, বন্ধুত্ব, মৈত্রী।

সৌহিত্য (ক্লী) সুহিতস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা সুহিত (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) ইতি যক্। অতিশয় তৃপ্তি, সন্তোষ।

"অহেরিব গণাদ্ভীতঃ সৌহিত্যান্নরকাদিব।
কুণপাদিব চ স্ত্রীভ্যস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"(ভারত ১৩।২৪৪।১৭)

২ পর্য্যাপ্ত ভোজন, অতিভোজন।

সৌহৃদ (ক্লী) সুহৃদঃ কর্ম্ম ভাবো বা সুহৃদ্-অণ্। সখ্য, সৌহার্দ্দ।

"তদ্ ভুজ্যতে যদ্দ্বিজভুক্তশেষং
স বুদ্ধিমান্ যো ন করোতি পাপং।
তৎ সৌহৃদং যৎ ক্রিয়তে পরোক্ষে
দম্ভৈর্বিনা যঃ ক্রিয়তে স ধর্ম্মঃ॥" (গরুড়পু° ১১৫ অ°)

সৌহৃদয় (পুং) সুহৃদয়স্য ভাবঃ কর্ম্ম বা, সুহৃদয়-অণ্। সুহৃদয়ের ভাব, সৌহার্দ্দ।

সৌহৃদ্য (ক্লী) সুহৃদস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সৌহার্দ্দ, বন্ধুতা, মৈত্রী।

"সুহৃদ্ভিরপি সৌহৃদ্যং শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।" (হিতোপ°)

সৌহোত্র (পুং) সুহোত্র অপত্যার্থে অণ্। সুহোত্রের গোত্রপত্য।

সৌহ্ম (পুং) সুহ্ম দেশের রাজা।

স্কন্দ, স্কদি স্কন্দ ধাতু, ১ গমন। ২ শোষণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অনিট্। এই ধাতু ইদিৎ, এই জন্য এই ধাতুর উত্তর নুমাগম হইয়া স্কন্দ হইয়াছে। লট্ স্কন্দতি। লিট্ চস্কন্দ, চস্কন্দতুঃ। লুট্ স্কন্তা। লৃট্ স্কনৎস্যতি। লঙ্ অস্কনৎসাৎ। আশীর্লিঙ্ স্কন্দ্যাৎ। লুঙ্ অস্কদৎ অস্কান্ৎসীৎ। অস্কদতাং অস্কান্তাং, অস্কদন্, অস্কান্ৎসুঃ। সন্ চিস্কনৎসতি। যঙ্ চনীস্কন্দ্যতে। যঙ-লুক্। চনীস্কন্তি। ণিচ্ স্কন্দয়তি। লুঙ্ অচস্কন্দৎ।

অব + স্কন্দ = আক্রমণ। অ + স্কন্দ = ধারণ। পীড়ন। পরি + স্কন্দ = পরিতো ভ্রমণ।

স্কন্দ—অদন্ত চুরাদি। সমাহরণার্থ, পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্কন্দয়তি। লুঙ্ অচস্কন্দৎ। স্কন্দ আপ্লব, লম্ফ প্রদান করিয়া গমন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্কন্দতে। সন্ চিস্কন্দিষতে।

স্কন্দ (পুং) স্কন্দতি উৎপ্লুত্য গচ্ছতি স্কন্দতি শোষয়তি দৈত্যান্ বা স্কন্দ-অচ্। ১ কার্ত্তিকেয়। কুমার।

"স্কন্দঃ কুমাররূপঃ শক্তিধরো বর্হিকেতুশ্চ।"
(ভবিষ্য ব্রাহ্মপ° ১৩১।৩১)

ভবিষ্যপুরাণের মতে স্কন্দ কুমাররূপ, শক্তিধর ও ময়ূরবাহন। দেবসেনাপতি বলিয়া ইহার অপর নাম কার্ত্তিকেয়। স্ক ধাতুর অর্থ গতি। শীঘ্র গতিশীল বলিয়া ইনি স্রোষ নামেও পরিচিত। ইনি সূর্য্যের অনুচর। (ভবিষ্যপু° ব্রাহ্মপ° ১২৪ অ°)

পারসিকদিগের জেন্দ অবস্তায় ইনি 'স্রওষাবরেজ' নামে প্রসিদ্ধ। (Haug's Parsis, p. 280) বৌদ্ধগ্রন্থ ললিতবিস্তর হইতে জানা যায় যে, বুদ্ধদেবের জন্মকালে এই স্কন্দপূজা প্রচলিত ছিল। [কুমার, কার্ত্তিক ও কৌমার শব্দ দ্রষ্টব্য।]

২ দেবীর দ্বারপালবিশেষ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, শরৎকালে মহানবমী তিথিতে যবচূর্ণ দ্বারা ইহার মূর্ত্তি এবং মৃত্তিকা দ্বারা শত্রুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া স্কন্দের পূজাপূর্ব্বক শত্রুবলি দিতে হয়।

"মহানবম্যাং শরদি রাত্রৌ স্কন্দবিশাখয়োঃ।
যবচূর্ণময়ং কৃত্বা রিপুং মৃণ্ময়মেব বা॥
শিবশ্ছিত্বা বলিং দদ্যাৎ কৃত্বা তস্য চ মন্ত্রতঃ।
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ খড়্গামামন্ত্র্য যত্নতঃ॥"(কালিকাপু° ৬৬অ°)

৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১০৩) ৪ নৃপতি। (জটাধর) ৫ শরীর। (ত্রিকা°) ৬ পারদ। (রাজনি°) ৭ নদীতট। ৮ পণ্ডিত। ৯ বালগ্রহবিশেষ। বৈদ্যকে এই গ্রহের বিষয় সবিস্তারে লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে আমারা ইহার আলোচনা করিলাম। বালকদিগকে বিশেষ সাবধানে রক্ষা করিতে হয়, কারণ কোনরূপ অনাচার তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে বালগ্রহগণ তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নানা প্রকারে পীড়া দেয়। অতএব যাহাতে বালগ্রহগণ বালকদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান করা আবশ্যক।

বালগ্রহদিগের মধ্যে স্কন্দ শ্রেষ্ঠ। শরবনস্থ কার্ত্তিকেয়ের রক্ষার নিমিত্ত কৃত্তিকা, উমা, অগ্নি ও মহাদেব ইহারা স্বীয় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে বালগ্রহগণকে সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে দেবদেব ত্রিপুরারি স্কন্দগ্রহেরও সৃষ্টি করেন। এই স্কন্দগ্রহের অপর নাম

কুমার। কিন্তু ইনি কার্ত্তিকেয় নহেন। কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি-পদে নিযুক্ত হইলে স্কন্দাদি গ্রহগণ তাঁহাকে বলেন যে, আপনি আমাদের বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে মহাদেবের নিকট প্রেরণ করেন। মহাদেব তাঁহাদিগকে বলেন যে, বালকদিগের প্রতি তোমাদিগের বৃত্তি বিধান স্থির করা হইল, অর্থাৎ তোমরা দোষানুষ্ঠান দর্শন করিয়া বালকের দেহে অধিষ্ঠিত হইলেই লোকে তোমাদিগকে পূজা করিবে।

যে বংশে দেবযাগ বা পিতৃযাগ হয় না, ব্রাহ্মণ, সাধু ও অতিথি-দিগকে সৎকার করা হয় না এবং যে বংশ আচারবিরহিত বা কুৎসিত ব্যবহারনিরত, যে বংশে অর্থীকে ভিক্ষা প্রদান এবং বলিকার্য্যের অনুষ্ঠান নাই, এবং যাহার ভগ্ন কাংস্যভাজন থাকে, সেই সেই বংশে বালকদিগকে স্কন্দাদি গ্রহগণ অলক্ষিত ভাবে হিংসা করে। ইহারা বালকদিগকে আশ্রয় করিলে বালকগণ কোন প্রকার চিকিৎসা দ্বারাই আরোগ্য হয় না। যত্নপূর্ব্বক বিধিবিধানে এই গ্রহের পূজা ও বলি দিলে গ্রহগণ সন্তুষ্ট হইয়া বালকদিগকে পরিত্যাগ করে। স্কন্দগ্রহ বালককে আশ্রয় করিলে বালক কখন উদ্বিগ্ন ও কখন ত্রাসযুক্ত হইয়া রোদন করে, এবং নখ ও দন্ত দ্বারা নিজের বা ধাত্রীর গাত্র বিদারণ করে, ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করে, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ, আর্ত্তনাদ ও ওষ্ঠদংশন করে, পূর্ব্ববৎ আহার করিতে পারে না। জৃম্ভা, বলহ্রাস, দেহের মলিনতা, জ্ঞানাবরোধ, হৃদয়ের কম্প, পুনঃ পুনঃ ফেনবমন, অত্যন্ত নিদ্রানাশ, স্বরভঙ্গ, অতীসার এবং শরীরে মৎস্য ও রক্তের ন্যায় গন্ধ হয়।

বিশেষ লক্ষণ,—স্কন্দগ্রহপীড়িত বালকের অঙ্গ শিথিল, রক্ত গন্ধযুক্ত এবং স্তন্যপান রহিত হয়। মুখ বক্র, চরণ আহত, নেত্র জলপ্লাবিত, হস্তদ্বয়ের মুষ্টি বদ্ধ ও কঠিন হয় এবং ঐ বালক উদ্বিগ্ন হইয়া অল্প অল্প রোদন করিতে থাকে।

ইহার চিকিৎসা—ভেরেণ্ডার পাতার কাথ দ্বারা ইহার পরিষেক করিলে স্কন্দগ্রহদোষ প্রশমিত হয়। দেবদারু, রাস্না এবং জীবনীয়গণের কল্ক ও দুগ্ধ দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া পান করাইলে এই দোষ প্রশমিত হয়। সর্ষপ, সর্পত্বক্, বচ্, শ্বেতগুঞ্জা, ঘৃত, উষ্ট্ররোম, ছাগরোম, মেষরোম এবং গরুড়রোম দ্বারা ধূপ দিলেও স্কন্দগ্রহজন্য দোষ নষ্ট হয়।

সোমলতা, অর্জ্জুনবৃক্ষ পরগাছা, বিল্ব, শমী ও রাখালশশার মূল এই সকল অঙ্গে ধারণ করিলে এই দোষ নষ্ট হয়। রক্তমালা, রক্তবর্ণ পতাকা, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য, নানাপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য কুক্কুট এবং ঘণ্টা দ্বারা স্কন্দগ্রহের বলি নিবেদন করিয়া দিবে। চত্বর স্থানে নিশিযোগে তিন রাত্রি স্নান করাইয়া পরে শালি ও যব নিবেদন করিবে এবং শুচি হইয়া গায়ত্রী জপ এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া শুদ্ধজল দ্বারা আহুতি দিবে। পরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের রক্ষা বিধান করিবে। মন্ত্র—

"রক্ষামতঃ প্রবক্ষ্যামি বালানাং পাপনাশিনীং।
অহন্যহনি কর্ত্তব্যা যাভরস্তিরতন্দ্রিতৈঃ॥
তপসাং তেজসাঞ্চৈব যশসাং বপুষাং তথা।
নিধানং যোঽব্যয়ো দেবঃ স তে স্কন্দঃ প্রসীদতু॥
গ্রহঃ সেনাপতির্দেবো দেবসেনাপতির্বিভুঃ।
দেবসেনা রিপুহরঃ পাতু ত্বাং ভগবান্ গুহঃ॥
দেবদেবস্য মহতঃ পাবকস্য চ যঃ সুতঃ।
গঙ্গোমাকৃত্তিকানাঞ্চ স তে শর্ম্ম প্রযচ্ছতু॥
রক্তমাল্যাম্বরধরো রক্তচন্দনভূষিতঃ।
রক্তদিব্যবপুর্দেবঃ পাতু ত্বাং ক্রৌঞ্চসূদনঃ॥" (ভাবপ্র°)

এইরূপে স্কন্দগ্রহের উদ্দেশে বলি দিলে উক্ত গ্রহ প্রসন্ন হইয়া বালককে পরিত্যাগ করেন। তখন বালক সুস্থ হয়।

স্কন্দগুপ্ত (পুং) ১ প্রসিদ্ধ গুপ্তসম্রাট্। [গুপ্তরাজবংশ দেখ।] ২ হর্ষবর্দ্ধনের একজন সেনাপতি ও দূত।

স্কন্দগুরু (পুং) স্কন্দস্য কার্ত্তিকেয়স্য গুরুঃ। শিব।

স্কন্দগ্রহ (পুং) স্কন্দ নামক বালগ্রহ। [স্কন্দ দেখ।]

স্কন্দজননী (স্ত্রী) স্কন্দস্য কার্ত্তিকেয়স্য জননী। পার্ব্বতী।

স্কন্দজিৎ (ত্রি স্কন্দং জয়তি জি-কিপ্ তুক্‌চ। যিনি স্কন্দকে জয় করেন।

স্কন্দতা (স্ত্রী) স্কন্দের ভাব।

স্কন্দন (ক্লী) স্কন্দ-ল্যুট্। ১ রেচন।

"চতুর্বিধং যদেতদ্ধি রুধিরস্য নিবারণং।
সন্ধানং স্কন্দনঞ্চৈব পাচনং দহনন্তথা॥" (সুশ্রুত ১।১৪।২)

২ গমন। ৩ শোষণ।

স্কন্দপুর (ক্লী) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত নগরভেদ।

স্কন্দপুরাণ (ক্লী) অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে এক খানি পুরাণ। [পুরাণ শব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ।]

স্কন্দমাতৃ (স্ত্রী) স্কন্দস্য মাতা। দুর্গা। (হেম)

স্কন্দরাজ (পুং) মহাভারতোক্ত রাজভেদ।

স্কন্দষষ্ঠী (স্ত্রী) স্কন্দপ্রিয়া ষষ্ঠী। ১ চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী, ইহার অপর নাম গুহষষ্ঠী। চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে স্কন্দ দেব-সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া ছিলেন, এই জন্য এই ষষ্ঠী তিথির নাম স্কন্দষষ্ঠী হইয়াছে।

"অমাবস্যাসমুৎপন্নঃ স্কন্দঃ পূর্ব্বং হুতাশনাৎ।
ততঃ ষষ্ঠ্যাস্তু শুক্লায়াং মাসে তু চৈত্রনামনি।
সৈনাপত্যেঽভিষিক্তস্তু দেবানাং ব্রহ্মণা স্বয়ং॥" (সংবৎসরকৌ°)

এই ষষ্ঠী তিথিতে বিবিধোপচারে স্কন্দের পূজা করা বিধেয়। যথাবিধানে ইহার পূজা করিলে ইহলোকে নানা প্রকার সুখ-

সৌভাগ্য এবং অন্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। এই ষষ্ঠী তিথি পঞ্চমীযুক্ত গ্রাহ্য, অর্থাৎ পঞ্চমীযুক্ত ষষ্ঠী তিথিতেই ষষ্ঠীর উপবাসাদি হইবে। সন্ততিবিশিষ্ট সকল স্ত্রীলোকই এই ষষ্ঠীর পালনি করিয়া থাকে। যথাবিধানে ষষ্ঠীর পূজা ও পালনি করিয়া তিথ্যন্তে পারণ করিতে হয়।

"ষষ্ঠ্যাং স্কন্দস্য কর্ত্তব্যা পূজা সর্ব্বোপচারিকা।
ইহৈব সুখসৌভাগ্যমন্তে বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ॥
ইয়মেব স্কন্দষষ্ঠী পঞ্চমীযুতৈবোপোষ্যা।
কৃষ্ণাষ্টমী স্কন্দষষ্ঠী শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।
এতাঃ পূর্ব্বযুতাঃ কার্য্যাস্তিথ্যন্তে পারণং ভবেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই ষষ্ঠী তিথিতে শিরোহভ্যঙ্গ করিতে নাই।

"অষ্টমীঞ্চ তথা ষষ্ঠীং নবমীঞ্চ চতুর্দ্দশীং।
শিরোহভ্যঙ্গং ন কুর্ব্বীত পর্ব্বসন্ধৌ তথৈব চ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে, স্কন্দ স্বয়ং মহাদেবস্বরূপ এবং সকল পাপনাশক। পিতামহ ব্রহ্মা চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে তাঁহাকে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করেন। অতএব এই তিথিতে যাঁহারা সংযতচিত্ত হইয়া স্কন্দের পূজা পূর্ব্বক ফলমূল ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহার পুত্রহীন হইলে পুত্র লাভ এবং অধন ধন লাভ করেন। যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করিয়া এই তিথিতে স্কন্দের পূজা করে, তাহার সেই অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

"স্বয়ং স্কন্দো মহাদেবঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ।
তস্য ষষ্ঠীং তিথিং প্রাদাদভিষেকে পিতামহঃ॥
অস্যাং ফলাশনো যস্তু যজেন্নিয়তমানসঃ।
অপুত্রোহপি লভেৎ পুত্রান্ অধনোহপি লভেৎ ধনং॥
যং যমিচ্ছেচ্চ মনসা তং তং লভতি মানবঃ॥" (বরাহপু°)

এই তিথিতে স্কন্দের যথাবিধানে পূজা করিতে হয়। বাহুল্যভয়ে পূজাপদ্ধতি এই স্থলে লিখিত হইল্ না।

স্ত্রীগণ এই ষষ্ঠী তিথিতে স্কন্দের পূজা করিয়া ৬টী অশোক পুষ্পের কলিকা পান করিয়া থাকেন। এই দিনে অশোককলিকা পান করিলে তাহার শোক ও ভয় থাকে না।

২ ষষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধা দেবীমূর্ত্তিভেদ। ইনি স্কন্দের ভার্য্যা বলিয়া তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। [ষষ্ঠী দেখ।] তন্ত্রসারে স্কন্দষষ্ঠীর ধ্যান এইরূপ লিখিত আছে,—

"ওঁ দ্বিভুজাং যুবতীং ষষ্ঠীং বরাভয়যুতাং স্মরেৎ।
গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালঙ্কারভূষিতাম্॥
দিব্যবস্ত্রপরিধানাং বামক্রোড়ে সুপুত্রিকাম্।
প্রসন্নবদনাং নিত্যাং জগদ্ধাত্রীং সুখপ্রদাম্॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
এবং ধ্যায়েৎ স্কন্দষষ্ঠীং সর্ব্বদা বিন্ধ্যবাসিনীম্॥"

স্কন্দস্বামিন্ (পুং) রুদ্রস্কন্দ স্বামী নামে প্রসিদ্ধ। বৈদিক নিঘণ্টু ও নিরুক্তভাষ্যকার।

স্কন্দাংশক (পুং) "স্কন্দস্য অংশ ইব অংশো যস্য, শিববীর্য্যোদ্ভবত্বাৎ, ততঃ কন্।" পারদ। মহাদেবের বীর্য্যে পারদের উৎপত্তি হয়। এই জন্য ইহার নাম শিবাংশক হইয়াছে। (রাজনি°)

স্কন্দাপস্মার (পুং) বালগ্রহবিশেষ। এই গ্রহ বালককে আশ্রয় করিলে বালক অচেতন হয় এবং তাহার মুখ হইতে ফেনা নির্গত হইতে থাকে, সে পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া নৃত্য করার ন্যায় হস্ত পদ সঞ্চালন করে, সর্ব্বদা হাই তুলে, এবং তাহার মলমূত্র বিলম্বে নির্গত হয়।

ইহার চিকিৎসা—বিশ্ব, শিরীষ, শ্বেতদূর্ব্বা, এবং সুরসাদিগণ ইহার কাথ দ্বারা পরিষেক করিলে স্কন্দাপস্মারগ্রহ প্রশমিত হয়। গো, ছাগ, মেষ, মহিষ, অশ্ব, গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং হস্তী এই অষ্ট পশুর মূত্র দ্বারা তৈল পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলেও ইহা প্রশমিত হয়। ক্ষীরী বৃক্ষের কাথ এবং কাকোল্যাদিগণের কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিয়া দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে এই দোষ নষ্ট হয়। বচ ও হিঙ্গু দ্বারা উৎসাদন করিলে অথবা গৃধ্র বা পেচার বিষ্ঠা, কেশ, হস্তিনখ, ঘৃত ও বৃষের লোম দ্বারা ধূপ দিলে এই দোষ প্রশমিত হয়। দুরালভা, শাল্মলী, তেলাকুচা ও শৃকশিম্বী ধারণ করিলেও এই দোষ বিনষ্ট হয়।

বটবৃক্ষমূলে পকান্ন, মাংস, প্রসন্না, রুধির, দুগ্ধ এবং মুদ্গান্ন দ্বারা বলি দিলে উক্ত গ্রহ প্রসন্ন হন এবং স্কন্দাপস্মারী দ্বারা চতুষ্পথে স্নান করাইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিলে এই দোষ নিরাকৃত হয়। মন্ত্র—

"স্কন্দাপস্মারসংজ্ঞো যঃ স্কন্দস্য দয়িতঃ সখা।
বিশাখং স শিশোরস্য শিবায়াস্তু শুভাননঃ॥" (ভাবপ্র°)

স্কন্দাপস্মারিন্ (ত্রি) স্কন্দাপস্মার অস্ত্যর্থে ইনি। স্কন্দাপস্মারগ্রহযুক্ত, যাহাকে স্কন্দাপস্মার গ্রহ আক্রমণ করিয়াছে।

স্কন্দিন্ (ত্রি) স্কন্দযুক্ত।

স্কন্দিলাচার্য্য (পুং) প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য। [জৈন দেখ।]

স্কন্দেশ্বর তীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

স্কন্দোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ।

স্কন্ধ (পুং) স্কন্দ্যতেহসৌ ইতি স্কন্দ-ঘঞ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ, স্কন্দ-অসুন, ধশ্চান্তাদেশঃ 'সর্ব্বে সান্তা অদন্তাশ্চ' ইতি ন্যায়াৎ অকারান্তো বা। অবয়ববিশেষ, চলিত কাঁধ। পর্য্যায়—ভুজশিরোংস, স্কন্ধস্, দোঃশিখর। (রাজনি°)

"যথাহি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্।
তং স্কন্ধেন স আধত্তে তথা সর্ব্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ॥"
(ভাগবত ৪।২৯।৩৩)

২ তরুর মূলাদি শাখাপর্য্যন্ত, চলিত গুড়ি। যেস্থান হইতে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা বাহির হয়, সেই স্থানকে স্কন্ধ কহে। পর্য্যায়—প্রকাণ্ড, কাণ্ড, দণ্ড। (জটাধর) ৩ নৃপতি। ৪ সম্পরায়। ৫ সমূহ। ৬ কায়। ৭ ভদ্রাদি। ৮ ছন্দোভেদ। ৯ বৌদ্ধমতে বিজ্ঞানাদি পাঁচটী স্কন্ধ।

"সর্ব্বকার্য্যশরীরেষু মুক্তাঙ্গস্কন্ধপঞ্চকং।
সৌগতানামিবাত্মান্যো নাস্তি মন্ত্রো মহীভৃতাং॥" (মাঘ ২।২৮)

রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই পাঁচটী স্কন্ধ। শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি এই বিষয়প্রপঞ্চের নাম রূপস্কন্ধ, এবং শব্দাদি বিষয়প্রপঞ্চই বেদনাস্কন্ধ, আলয় বিজ্ঞান সন্তানের নাম বিজ্ঞানস্কন্ধ, নামপ্রপঞ্চের নাম সংজ্ঞাস্কন্ধ, এবং বাসনাপ্রপঞ্চের নাম সংস্কারস্কন্ধ। বৌদ্ধগণ পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত আর পৃথক্ আত্মা স্বীকার করেন না। [বৌদ্ধ দেখ]

১০ বূহ। "প্রতাপোহগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরং। যযৌ পশ্চাদ্রথাদীতি চতুঃস্কন্ধেব সা চমূঃ॥" (রঘু ৪।৩০)

১১ পন্থা। ১২ গ্রন্থপরিচ্ছেদ। যথা ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ।

"স্কন্ধৈর্দ্বাদশভিঃ প্রোক্তং শ্রীমদ্ভাগবতং প্রভো।
শুকস্তচ্ছ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতং॥" (পদ্মপু° পা° ৭১ অ°)

স্কন্ধক (ক্লী) ছন্দোভেদ। সংস্কৃত আর্য্যাছন্দ, প্রাকৃতে স্কন্ধক নামে অভিহিত। 'সূর্য্যসুতোঽর্কফলসমশ্চন্দ্রসুতশ্চন্দ্রতঃ সমনুযাতি। যথা স্কন্ধকমাযাগীতির্বৈতালীয়ঞ্চ মাগধী গাথায়াং॥"

(বৃহৎস° ১০৪।৫৪)

স্কন্ধচাপ (পুং) স্কন্ধে চাপ ইব। বংশাদিনির্ম্মিত শিক্যাধান, চলিত ভারবষ্টি, বাঁক, পর্য্যায়—বিহঙ্গিকা। (হারাবলী)

স্কন্ধজ (পুং) স্কন্ধাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ শল্লক্যাদি।

'পর্ব্বযোনয় ইক্ষ্বাদ্যা স্কন্ধজাঃ শল্লকীমুখাঃ।' (হেম)

২ বটবৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

স্কন্ধতরু (পুং) স্কন্ধপ্রধানস্তরুঃ। নারিকেলবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্কন্ধদেশ (পুং) স্কন্ধস্য দেশঃ। ১ গজের স্কন্ধ, যে স্থলে হস্তিপক অর্থাৎ মাহুত উপবেশন করে। পর্য্যায়—আসন। ২ স্কন্ধপ্রদেশ।

ত্রিপুরারিঃ স্কন্ধদেশে কণ্ঠে কামাঙ্গনাশনঃ।" (মাহেশ্বরক°)

স্কন্ধপাদ (পুং) পুরাণোক্ত গিরিভেদ। (মার্ক° পু° ৫৭।২৩)

স্কন্ধপ্রদেশ (পুং) স্কন্ধদেশ। (অমর)

স্কন্ধফল (পুং) স্কন্ধে ফলমস্য। ১ নারিকেলবৃক্ষ। (রাজনি) ২ উড়ুম্বরবৃক্ষ, চলিত যজ্ঞডুমুর। (শব্দচ°)

স্কন্ধফলা (স্ত্রী) খর্জ্জুরবৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

স্কন্ধবন্দনা (স্ত্রী) স্কন্ধে বন্দনমিবাস্যাঃ। মধুরিকা, চলিত মৌরি।

স্কন্ধমল্লক (পুং) স্কন্ধেন মল্ল ইব কন্। কঙ্কপক্ষী, চলিত কাঁকপাখী।

স্কন্ধময় (ত্রি) স্কন্ধবিশিষ্ট।

স্কন্ধরুহ (পুং) স্কন্ধাৎ রোহতীতি রুহ-ক। বটবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্কন্ধবৎ (ত্রি) স্কন্ধ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। স্কন্ধবিশিষ্ট, স্কন্ধযুক্ত।

"অহমিত্যঙ্কুরোৎপন্নো মমেতি স্কন্ধবান্ মহান্॥" (মার্কংপু° ৩৮।৮)

স্কন্ধবাহ (পুং) স্কন্ধেন বাহয়তীতি বহ-ণিচ-অচ্। শকটাদিবাহক বৃষ, বলদ বা ভারবাহী, ইহারা স্কন্ধে করিয়া ভার বহন করে বলিয়া ইহাদের এই নাম হইয়াছে।

'স্কন্ধবাহস্তু শকশ্চ শৃঙ্গী গৌরক্ষধূর্ত্তিলঃ।' (হারাবলী)

স্কন্ধবাহক (পুং) স্কন্ধেন বহতীতি বহ-ণ্বুল্। ১ শকটাদিবাহক বৃষ, পর্য্যায়—স্কন্ধিক। (হেম) (ত্রি) ২ স্কন্ধ দ্বারা বহনকারী মাত্র, যাহারা কাঁধে করিয়া বহন করে।

স্কন্ধরোগ (পুং) স্কন্ধস্য রোগঃ। স্কন্ধদেশে জাত অববাহুকাদি রোগ।

স্কন্ধশাখা (স্ত্রী) স্কন্ধস্য শাখা। বৃক্ষের প্রধান শাখা, গাছের প্রধান শাখা। পর্য্যায়—শাবলা। (অমর)

"যথা হি স্কন্ধশাখানাং তরোর্মূলাবসেচনং।
এবমারাধনং বিষ্ণোঃ সর্ব্বেষামাত্মনশ্চ হি॥" (ভাগবত ৮।৫।২৯)

স্কন্ধশিরস্ (ক্লী) স্কন্ধদেশ, স্কন্ধমূল।

স্কন্ধশৃঙ্গ (পুং) স্কন্ধপর্য্যন্তং শৃঙ্গমস্য। মহিষ।

স্কন্ধস্ (ক্লী) স্কন্দতে ইতি স্কন্দ (স্কন্দেশ্চ স্বাঙ্গে। উণ্ ৪।২০৫) ইতি অসুন্, ধশ্চান্তাদেশঃ। ১ অংস। ২ প্রকাণ্ড। অমরটীকায় ভরত এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গ লিখিয়াছেন, তাহা সকলে স্বীকার করেন না।

'স্কন্ধস্য সান্তং নপুংসকমিতি কেচিৎ' (ভরত)

স্কন্ধা (স্ত্রী) ১ শাখা। ২ লতা।

স্কন্ধাগ্নি (পুং) স্কন্ধস্য কাণ্ডস্য অগ্নিরিব। বৃহৎকাষ্ঠাগ্নি। (ত্রিকা°)

স্কন্ধাক্ষ (পুং) স্কন্দানুচর দেবগণভেদ।

স্কন্ধানল (পুং) স্কন্ধস্য কাণ্ডস্য অনল ইব। স্কন্ধাগ্নি, বৃহৎকাষ্ঠাগ্নি, পর্য্যায়—স্থূলকাষ্ঠধক। (জটাধর)

স্কন্ধাবার (পুং) স্কন্ধেন সৈন্যসমূহেন ব্যূহেন নৃপতিনা বা আব্রিয়তে ইতি আ-বৃ-ঘঞ্। ১ সৈন্যস্থিতি, সেনানিবাস।

"এতস্মিন্নন্তরে চক্রুঃ স্কন্ধাবারনিবেশনং।" (রামায়ণ ৬।৪২।২২)

২ সেনাবিশেষ, কটক। ৩ রাজধানী। (হেম)

"তে তু দৃষ্ট্বা পরং তচ্চ স্কন্ধাবারঞ্চ পাণ্ডবাঃ।
কুম্ভকারস্য শালায়াং নিবাসং চক্রিরে তদা॥" (ভারত ১।১৮৫।৬)

স্কন্ধিক (পুং) স্কন্ধেন বহতীতি স্কন্ধ-ঠক্। স্কন্ধবাহক বৃষ। (হেম)

স্কন্ধিন্ (পুং) স্কন্ধোঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ বৃক্ষ। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ স্কন্ধযুক্ত। ৩ কাণ্ডবিশিষ্ট।

"হিমবন্তং সমাসাদ্য মহানাসীদ্বনস্পতিঃ।
বর্ষপূগাভিসংবৃদ্ধঃ শাখী স্কন্ধী ফলাশবান্॥" (ভারত ১২।১৫৬।৫)

স্কন্ধিল (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ।

স্কন্ধেমুখ (ত্রি) স্কন্দানুচর দেবগণভেদ।

স্কন্ধোগ্রীব (ত্রি) বৈদিক বৃহতীচ্ছন্দোভেদ। (ঋক্‌প্রাতি° ১৬।৩২)

স্কন্ধ্য (ত্রি) স্কন্ধ ইব (শাখাদিভ্যো যঃ। পা ৫।৩।১০৩) ইতি ইবার্থে যঃ। স্কন্ধের ন্যায়, স্কন্ধসদৃশ।

স্কন্ন (ত্রি) স্কন্দ-ক্ত। ১ চ্যুত। (অমর)

'স্কন্নমাত্রঞ্চ তদ্রেতো বৃক্ষপত্রেণ ভূমিপঃ।" (ভারত ১।১৬৩।৪৯

২ শুষ্ক। ৩ গত।

স্কভ, ১ রোধন। ২ স্তম্ভ। স্বাদিগণীয়, পক্ষে ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্কভ্নোতি, স্কভ্নাতি। ৩ প্রতিবন্ধ, স্তম্ভ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্কম্ভতে। লিট্ চস্কম্ভে) লুট্ স্কম্ভিতা। লুঙ্ অস্কম্ভিষ্ট। বি পূর্ব্বক স্কভ ধাতু বিষ্কভ্নোতি, বিষ্কভ্নাতি, বিষ্কম্ভতে।

স্কভীয়স্ (ত্রি) স্কম্ভয়িতৃদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রতিবন্ধকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। "চিৎ কম্ভনেন স্কভীয়ান্" (ঋক্ ১০।১১১।৫)

'স্কভীয়ান্ স্কম্ভয়িতৃণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ' (সায়ণ)

স্কম্ভ (পুং) স্কভ-ঘঞ্। স্তম্ভ।

স্কম্ভদেষ্ণ (ত্রি) অবিরত দানকারী। "প্রস্কম্ভদেষ্ণা অনবভ্ররাধসঃ" (ঋক্ ১।১৬৬।৭)'প্রস্কম্ভদেষ্ণাঃ প্রকর্ষেণ স্তম্ভিতদানা ইত্যর্থঃ'(সায়ণ)

স্কম্ভন (ক্লী) স্কভি-ল্যুট্। স্তম্ভন, গতি প্রতিবন্ধসাধন।

"স্কম্ভনেভিঃ সমানৃচে" (ঋক্ ১।১৬০।৪)

'স্কম্ভনেভিঃ গতিপ্রবন্ধসাধনেঃ' (সায়ণ)

স্কম্ভসর্জনী (ক্লী) বৃষের ইতস্ততঃ গমন যাহাতে নিবর্ত্তিত হয়, তাহাকে স্কম্ভসর্জ্জনী কহে।

"বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ" (শুক্লযজু° ৪।৩৬)

'স্কম্ভসর্জ্জনী শকটযুগে বদ্ধয়োর্বলিবর্দ্দয়োর্গলবহির্ভাগে কাষ্ঠনির্ম্মিতে শম্যৌ স্থাপ্যেতে, তাভ্যাং বৃষয়োরিতস্ততো গমনং নিবার্য্যতে ততস্তে স্কম্ভসর্জ্জনীশব্দেনোচ্যতে। স্কম্ভ রোধনে, সর্জ্জ অর্জ্জনে স্কম্ভো রোধঃ স সর্জ্জ্যতে ক্রিয়তে যাভ্যাং তে স্কম্ভসর্জ্জন্যৌ'(মহীধর)

স্কান্দ (ক্লী) স্কন্দস্যেদমিতি স্কন্দ-অণ্। স্কন্দপুরাণ।

[পুরাণ দেখ।]

"বারাহঞ্চ তথা স্কান্দং বামনং কূর্ম্মসংজ্ঞকং।" (নারদপু°)

স্কান্ধিন্ (পুং) স্কন্ধশাখাধ্যায়ী। (পা° ৪।৩।১০৬)

স্কু, ১ প্লুতগতি। ২ আবরণ। ৩ আপ্লান। ৪ উদ্ধার। স্বাদি° উভয় পক্ষে ক্র্যাদি° উভয়° সক° সেট্। লট্ স্কুনোতি, স্কুনুতে। স্কুনাতি, স্কুনীতে। স্কুনুয়াৎ, স্কুনীয়াৎ। লুঙ্ অস্কুনোৎ, অস্কুনাৎ। লিট্ চুস্কাব, চুস্কুবে। লুট্ স্কোতা, লৃট্ স্কোষ্যতি তে। লুঙ্ অস্কৌষীৎ, অস্কোষ্ট। সন্ চুস্কুষতি-তে। যঙ চোস্কূয়তে। যঙ্-লুক্ চোস্কোতি। ণিচ্ স্কাবয়তি। লুঙ-অচুস্কবৎ।

স্কুদ, স্কুদি স্কুদ ধাতু ১ আপ্রব, স্নান। ২ উৎপ্লাবন, উল্লম্ফন, ৩ উদ্ধার। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্কুন্দতে। লিট্ চুস্কুন্দে। লুট্ স্কুন্দিতা। লুট্ অস্কুন্দিষ্ট।

স্কুভ, ১ রোধন। ২ ধারণ। ক্র্যাদি° পক্ষে স্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্, ক্তাবেট্, ক্তাচ্ প্রত্যয় করিলে বিকল্পে ই বিধান হয়। লট্ স্কুভ্নাতি, স্কুভ্নোতি।

স্কোটিকা (স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ।

'হা পুত্রিকা খঞ্জনিকা তুলিকাস্কোটিকে উভে।' (ত্রিকা)

স্খদ, ১ স্খদন, বিদ্রাবণ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্খদতে। লিট্ চস্খদে। লুট্ স্খদিতা। লট্ স্খদিষ্যতে। লুঙ্ অস্খদিষ্ট। ণিচ্ ঘটাদি, স্খদয়তি। লুঙ্ অচস্খদৎ। অপ, অব ও পরিপূর্ব্বক স্খদধাতু হ্রস্ব হইবে না। অপস্খাদয়তি, পরিস্খাদয়তি, অবস্খাদয়তি। এই ধাতুর স্থৈর্য্য, ক্লেশোৎপাদন ও হিংসা অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্খদন (ক্লী) স্খদ-ল্যুট্। ১ বিদারণ। ২ স্থৈর্য্য। ৩ পাটন। ৪ ক্লেশোৎপাদন। ৫ হিংসা। (দুর্গাদাস)

স্খদা (স্ত্রী) দুঃখ, ক্লেশ। (পা ৫।১।২)

স্খদ্য (ত্রি) স্খদাসম্বন্ধীয়।

স্খল, ১ সঞ্চলন। ২ স্খলন। ৩ সঞ্চয়। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সঞ্চলনার্থে অক° সেট্। লট্ স্খলতি। লোট্ স্খলতু। লিট্ চস্খাল। লুঙ্ অস্খালীৎ। ণিচ্ স্খলয়তি। স্খালয়তি। লুঙ্ অচস্খলৎ। "দৃঢ়ঃ প্রেমা ভগ্নঃ সদসিরিব সন্ধিং ন লভতে। লভেতাপি প্রায়ঃ স্খলতি খলু যত্নৈরপি ধৃতঃ॥" (দুর্গাদাস)

স্খলন (ক্লী) স্খল-ল্যুট্। ১ পতন। পর্য্যায়—রিঙ্গণ, রিঙ্খণ। (হেম)

"শ্রমস্খলনদোষঘ্নং স্থবিরে চ প্রশস্যতে।

সত্ত্বোৎসাহবলস্থৈর্য্যধৈর্য্যবীর্য্যবিবর্দ্ধনম্॥" (সুশ্রুত ৪।২৪)

২ অভিঘাত। (মাঘ ৯।৫২) ৩ উচ্চারণ।

"উৎস্বপ্নায়িতভোগাঙ্কগোত্রস্খলনসম্ভবা।" (সাহিত্যদ° ৩।২১৯)

স্খলিত (ক্লী) স্খল-ক্ত। ১ কূট যুদ্ধাদি দ্বারা যুদ্ধমর্য্যাদা হইতে স্খলন। পর্য্যায়—ছল। (অমর) (ত্রি) ২ চলিত।

"সৌধগবাক্ষগতাপি হি দৃষ্টিস্তং স্থিতিকৃতপ্রযত্নমপি।

হিমগিরিশিখরস্খলিতা গঙ্গেবৈরাবতং হরতি॥" (আর্য্যাস° ৬৭২)

স্তক, প্রতীঘাত। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্তকতি। লোট্ স্তকতু। লুঙ্ অস্তকৎ। লিট্ তস্তাক। লুট্ স্তকিতা। লুঙ্ অস্তকীৎ। ণিচ্ স্তকয়তি, লুঙ্ অতিষ্টকৎ। সন্ তিষ্টকিষতি।

স্তন শব্দ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্তনতি। লোট্ স্তনতু। লিট্ তস্তান। তস্তনতুঃ। লুট্ স্তনিতা। লুঙ্ অস্তানীৎ। সন্ তিস্তনিষতি। যঙ্ তংস্তন্যতে। যঙ্ লুক্ তংস্তন্তি। ণিচ্ স্তনয়তি। লুঙ্ অতস্তনৎ। স্তন—অদন্ত চুরাদি অভ্রশব্দ, মেঘশব্দ। পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্তনয়তি।

স্তন (পুং) স্তন্যতে শব্দ্যতে কামুকৈঃ স্তনয়তি কথয়তি বৃক্ষশোভামিতি বা স্তন শব্দে ঘঞ্। অবয়ববিশেষ, চলিত মাই। পর্য্যায়—কুচ, কূচ, উরোজ, বক্ষোজ, পয়োধর, বক্ষোরুহ, উরসিজ। (শব্দরত্না°) স্তনের অগ্রভাগের নাম চুচুক। ইহার শুভলক্ষণ—

"অরোমশৌ স্তনৌ পীনৌ ঘনাববিষমৌ শুভৌ।
কঠিনাবরোমমুরো মৃদুগ্রীবা চ কম্বুভা ॥" (গরুড়পু° ৬৫।৯৫)

স্তন রোমহীন, পীন, ঘন, অবিষম ও কঠিন হইলে শুভ হয়। যে স্ত্রীদিগের স্তন এই প্রকার হয়, তাহারা সুখী হইয়া থাকে। কবিগণ স্তনবর্ণনস্থলে পীন, উন্নত ও অবিষমের বিষয় বর্ণন করিয়া থাকেন। গরুড়পুরাণে আছে যে, কুড় ও নাগবলাচূর্ণ নবনীতের সহিত মাড়িয়া স্তনে প্রলেপ দিলে যুবতীদিগের স্তন মনোহর হয়।

"কুষ্ঠনাগবলাচূর্ণং নবনীতসমন্বিতং।
তল্লেপো যুবতীনাঞ্চ কুর্য্যাৎ মনোহরং স্তনং ॥"(গরুড়পু° ১৯৪।৪)

স্তনকীল (পুং) স্তনে কীল ইব। স্তনবিদ্রধি। (চক্রদ°)

স্তনকুণ্ড (ক্লী) পবিত্র তীর্থক্ষেত্রভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

স্তনগ্রহ (পুং) স্তনধারণ।

স্তনচুচুক (ক্লী) স্তনস্য চুচুকঃ। স্তনের অগ্রভাগ। স্তনের বোঁটা।

স্তনথ (পুং) গর্জ্জনশব্দ। "সিংহস্য স্তনথা উদীরতে" (ঋক্ ৫।৮৩।৩) 'স্তনথা গর্জ্জনশব্দাঃ' (সায়ণ)

স্তনথু (পুং) স্তন-অথুচ্। গর্জ্জনধ্বনি। (অথর্ব্ব ৫।২১।৬)

স্তনদাত্রী (স্ত্রী) স্তনদানকারিণী, যিনি দুগ্ধপানার্থ স্তনদান করেন।

স্তনদ্বেষিন্ (ত্রি) স্তনে ঘৃণাকারী। (সুশ্রুত ২)

স্তনন (ক্লী) স্তন শব্দে ল্যুট্। ১ ধ্বনিমাত্র। ২ মেঘশব্দ। ৩ কুন্থিত। (মেদিনী)

স্তনন্ধয় (পুং স্ত্রী) স্তনং ধয়তি পিবতি স্তন ধেট্ পানে (নাসিকাস্তনয়োর্ধ্মাধেটোঃ। পা ৩।২।২৯) ইতি খস্, অরুর্দ্বিষদিতি মুমাগমঃ। স্তন্যপায়ী শিশু, অতিশয় শিশু, যাহারা কেবল স্তন পান করিয়া থাকে, পর্য্যায়—উত্তানশয়, উত্তানশয়া, ডিম্ভ, ডিম্ভা, স্তনপ, স্তনপা, স্তনন্ধয়ী, স্তনন্ধয়া। (অমর)

"পয়োধরৈরাশ্রমবালবৃক্ষকান্ সংবর্দ্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ।
অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ স্তনন্ধয়প্রীতিমবাপ্স্যসি ত্বং ॥"
(রঘু ১০।৪৮)

স্তনন্ধয়া (য়ী) (স্ত্রী) স্তনন্ধয় টাপ্, পক্ষে ঙীষ্। অতি বালিকা।

স্তনপ (পুং) স্তনং পিবতীতি পা-ক। ১ অতি শিশু। (ভরত) (ত্রি) ২ স্তনপানকর্ত্তা।

স্তনপা (স্ত্রী) স্তনং পিবতি পা-ক, টাপ্। অতি বালিকা।

স্তনপান (ক্লী) স্তনস্য স্তন্যস্য পানং। স্তন্যপান।

স্তনপায়িকা (স্ত্রী) স্তন-পা-ণ্বুল্-টাপ্, টাপি অত ইত্বং। অতি বালিকা, দুগ্ধপোষ্যা।

স্তনপায়িন্ (ত্রি) স্তনপ, স্তনন্ধয়।

স্তনপোষিক (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্ম°)

স্তনবাল (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্ম°) তনবাল পাঠান্তর।

স্তনভর (পুং) স্তনয়োর্ভরঃ। স্থূলস্তনভার। পর্য্যায়—স্তনাভোগ।

স্তনভব (পুং) স্তনাভ্যাং উৎপত্তির্যস্য। ১ রতিবন্ধবিশেষ।

"স্বজঙ্ঘাদ্বয়মধ্যে তু কৃত্বা যোষিদ্পদদ্বয়ং।
স্তনৌ ধৃত্বা রমেৎ কামী বন্ধঃ স্তনভবঃ স্মৃতঃ ॥" (স্মরদীপিকা)

(ত্রি) ২ স্তনজাত।

স্তনমধ্য (ক্লী) স্তনয়োর্মধ্যং। স্তনান্তর, দুই স্তনের মধ্যভাগ।

স্তনমুখ (পুং) স্তনয়োর্মুখং অভিধানাৎ পুংস্ত্বং। স্তনাগ্রভাগ, চুচুক। (হেম)

স্তনমূল (ক্লী) স্তনয়োর্মূলং। স্তনের মূল।

স্তনয়দম (ত্রি) শব্দোপেতগণ, শব্দযুক্তগ। "স্তনয়দমা রভসা উদোজসঃ" (ঋক্ ৫।৫৪।৩) 'স্তনয়দমাঃ অমাশব্দঃ সাহিত্যবাচী। শব্দোপেতগণা ইত্যর্থঃ' (সায়ণ)

স্তনয়িত্নু (পুং) স্তনয়তীতি স্তন অত্র শব্দে (স্তনিহৃষিপুষীতি। উণ্ ৩।২৯) ইতি ইত্নুচ্। (অযামন্তেতি। পা ৬।৪।৫৫) ইতি অয়াদেশঃ। ১ মেঘ।

"কিমব্যক্তেঽসি নিনদে কৃতস্তোঽপি ত্বমীদৃশী।
স্তনয়িত্নোর্ময়ূরীব চকিতোৎকণ্ঠিতা স্থিতা ॥" (উত্তররামচ° ৩অ°)

২ মুস্তক। ৩ মেঘধ্বনি। ৪ বিদ্যুৎ। ৫ মৃত্যু। ৬ রোগ।

স্তনরোগ (পুং) স্তনয়োঃ রোগঃ। স্ত্রীদিগের স্তনজ ব্যাধি। স্তনের রোগ। লক্ষণ—

"সক্ষীরৌ বাপ্যদুগ্ধৌ বা দোষঃ প্রাপ্য স্তনৌ স্ত্রিয়ঃ।
রক্তং মাংসঞ্চ সন্দূষ্য স্তনরোগায় কল্পতে ॥
যাবত্যো গতয়ো যৈশ্চ কারণৈঃ সম্ভবন্তি হি।
তাবন্তঃ স্তনরোগাঃ স্যুঃস্ত্রীণাং তৈরেব হেতুভিঃ ॥
ধমন্যঃ সংবৃতদ্বারাঃ কন্যানাং স্তনসংশ্রিতাঃ।
দোষাবিসরণাত্তাসাং ন ভবন্তি স্তনাময়াঃ ॥
তাসামেব প্রসূতানাং গর্ভিণীনাঞ্চ তাঃ পুনঃ।
স্বভাবাদেব বিবৃতা জায়ন্তে সম্ভবন্ত্যতঃ ॥"(সুশ্রুত নি° ১৩অ°)

দূষিত বায়ু, পিত্ত, কফ দুগ্ধযুক্ত বা দুগ্ধহীন স্তনকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার মাংস ও রক্তকে দূষিত করিয়া স্তনরোগ উৎপাদন করে। দুগ্ধযুক্ত বা দুগ্ধহীন শব্দে গর্ভিণী ও প্রসূতা নারীর স্তন বুঝিতে হইবে। কারণ স্তনে দুগ্ধপ্রবৃত্তি না হইলে স্তনরোগ হয় না, এই দুগ্ধপ্রবৃত্তি গর্ভিণী ও প্রসূতা ভিন্ন হয় না, এই জন্য ইহাদেরই স্তনরোগ হইয়া থাকে। অপরের হয় না। ইহাতে সুশ্রুত বলিয়াছেন, কন্যাগণের স্তনসংশ্রিত ধমনীসমূহের দ্বার

সঙ্কুচিত থাকাপ্রযুক্ত, স্তনদ্বয়ে সম্যক্ দোষসঞ্চরণ হয় না, এই কারণে কন্যাগণের স্তনরোগ জন্মে না। গর্ভিণী এবং প্রসূতা রমণীগণের ধমনীর মুখ স্বভাবতই বিবৃত থাকে, একারণ দোষ সঞ্চারিত হইয়া স্তনরোগ উৎপন্ন হয়। স্তনরোগ পাঁচ প্রকার বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তুজ।

বাতজ—এই স্তনরোগে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে, ইহাতে স্তনের উপর কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ বিদ্রধি অন্তর্ব্রণ হয়, ইহা অত্যন্ত বেদনান্বিত, কখন ছোট কখন বা অতি বৃহৎ হয় এবং কালবিলম্বে উদ্গত ও পাচিত হইয়া থাকে।

পিত্তজ—পিত্তজন্য এই রোগ হইলে যজ্ঞ ডুমুরের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট বা শ্যামবর্ণ এবং অত্যন্ত জ্বর ও দাহযুক্ত হয়, পরন্তু ইহা অবিলম্বে বর্দ্ধিত ও পাচিত হইয়া থাকে।

কফজ—কফজন্য এই রোগে শরীর শরার ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ, শীতল, স্নিগ্ধ, অল্প বেদনান্বিত ও কণ্ডুযুক্ত হয় ও উহা বিলম্বে বর্দ্ধিত ও পাচিত হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ—ইহা সন্নিপাত জন্য হইলে বাত-পিত্তাদি সকল লক্ষণই প্রকাশ পায়। উহার আকার বৃহৎ এবং উহা নানা বর্ণবিশিষ্ট, অনেক প্রকার স্রাবযুক্ত এবং নিম্ন বা উচ্চ হয়, পরন্তু উহার অগ্রভাগ অত্যন্ত উচ্ছ্রিত হয়। গম্ভীরতা বা উত্তানতা-ভেদে বিষম ভাবে পাকে।

আগন্তুজ—কাষ্ঠ বা পাষাণাদি দ্বারা কোন রূপে স্তনে আঘাতাদি লাগিলে এই রোগ হয়। ইহাতে পিত্ত জন্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে রোগীর জ্বর, পিপাসা ও দাহ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—এই রোগে বিদ্রধিরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে, স্তনরোগ অপক্ব অবস্থায় অথবা পাকিয়া দাহযুক্ত হইলে, তৎস্থলে পিত্তনাশক ও শীতল দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। এবং সেইস্থানে জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক। কিন্তু স্তনোপরি কোন ক্রমেই স্বেদ প্রয়োগ করিতে নাই। রাখালশশার মূল, পেষণ করিয়া প্রলেপ কিম্বা হরিদ্রা ও কনকধুতুরার পাতা পেষণ করিয়া প্রলেপ, বন্ধ্যাকর্কোটকীর মূল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ এবং তপ্তলৌহ জলে নিমগ্ন করিয়া সেই জল পান করিলে স্তনরোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্রকাশ স্তনরোগ)

স্তনরোহিত (পুং) তন্নামক সন্ধিস্থান। ইহার স্থান স্তন ও চুচুকের উর্দ্ধে উভয় দিকে দুই অঙ্গুল পরিমাণ। (সুশ্রুত শারীরস্থা°)

স্তনবিদ্রধি (পুং) স্তনোপরিজাত স্ফোটক, স্তনরোগ, মাইয়ের উপর ফোড়া, চলিত ঠুন্‌কো। (হেম)

স্তনবৃন্ত (পুং) স্তনয়োর্বৃন্তং, অভিধানাৎ পুংস্ত্বং। স্তনমুখ, স্তনের বোঁটা। (হেম)

স্তনশিখা (স্ত্রী) স্তনয়োঃ শিখা। স্তনবৃন্ত। (হেম)

স্তনশোষ (পুং) স্তনশুষ্কতা, রোগবিশেষ। (চক্রদ°)

স্তনস্য (ত্রি) স্তনপান। (অথর্ব্ব ১২।৩।৩৭)

স্তনাগ্র (ক্লী) স্তনয়োরগ্রং। স্তনবৃন্ত। (রাজনি°)

স্তনান্তর (ক্লী) স্তনয়োরন্তরং। হৃদয়। (হেম)

"বিভ্রত্যা কৌস্তুভন্যাসং স্তনান্তরবিলম্বিনং।
পর্য্যপাস্যত লক্ষ্ম্যা চ পদ্মব্যজনহস্তয়া॥" (রঘু ১০।৬২)

২ স্ত্রীবৈধব্যলক্ষণবিশেষ।

স্তনাভুজ (ত্রি) স্তনৈর্ভুঞ্জন্তি পালয়ন্তি ভুজ-ক্বিপ্, অন্যেষামপি দৃশ্যন্তে ইতি সংহিতিকো দীর্ঘঃ। স্তন দ্বারা বৎস ও মনুষ্যদিগকে পালনকারী। "স্তনাভুজো অশিশ্বীঃ" (ঋক্ ১।১২০।৮) 'স্তনাভুজঃ স্তনৈর্বৎসান্ মনুষ্যাংশ্চ পালয়ন্ত্যো ধেনবঃ' (সায়ণ)

স্তনাভোগ (পুং) স্তনয়োরাভোগঃ। স্তনভর, স্তনের পরিপূর্ণতা। (ত্রিকা°)

স্তনিত (ক্লী) স্তন-ক্ত। ১ মেঘনির্ঘোষ; মেঘের শব্দ।

"বিদ্যুৎ স্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সংপ্লবে।
আকালিকমনধ্যায়মেতেষু মনুরব্রবীৎ॥" (মনু ৪।১০৩)

২ করতালিশব্দ। ৩ শব্দমাত্র। (ত্রি) ৪ শব্দিত।

স্তনিতকুমার (পুং) জৈনদিগের ভুবনাধীশ নামে খ্যাত দেবগণভেদ। (হেম)

স্তনিতফল (পুং) স্তনিতানি ফলানি যস্য। বিকণ্টকবৃক্ষ, বঁইচীগাছ।

স্তনোত্তরীয় (ক্লী) স্তনয়োরুত্তরীয়ং। স্তনদ্বয়ে দত্ত উত্তরীয়, বুকে দিবার উত্তরীয়, ওড়্‌না।

স্তন্য (ক্লী) স্তনে ভবং স্তন (শরীরাবয়বাচ্চ। পা ৪।৩।৫৫) ইতি যৎ। স্তনভব দুগ্ধ, ইহার লক্ষণ—

"রসপ্রসাদো মধুরপক্বাহারনিমিত্তকঃ।
কৃৎস্নাদ্দেহাৎ স্তনৌ প্রাপ্তঃ স্তন্যমিত্যভিধীয়তে।
স্তন্যং ত্রিরাত্রাৎ স্ত্রীণাং বা চতুরাত্রাদনন্তরং।
প্রবর্ত্তয়ন্তি বিধৃতা ধমন্যো হৃদয়ে স্থিতাঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

আহারীয় সামগ্রী উদরস্থ হইলে পরিপাকের পর যে রস উৎপন্ন হয়, ঐ রসের প্রসন্ন ভাগসমস্ত দেহ হইতে স্তনদেশ প্রাপ্ত হইয়া মধুর ভাবাপন্ন হইলে তাহাকে স্তন্য বলে। স্ত্রীগণের হৃদয়স্থ ধমনীসমূহ বিসারিত হইলে প্রসবের দিন হইতে তিন অথবা চারি রাত্রির পর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়।

স্তন্যপ্রবৃত্তির কারণ—যেমন কামিনীগণের আলিঙ্গন, দর্শন এবং স্পর্শনাদি দ্বারা পুরুষদিগের শুক্র চ্যুত হয়, তদ্রূপ সন্তান দর্শন, স্পর্শন, স্মরণ ও গ্রহণদ্বারা স্ত্রীগণের স্তন হইতে স্তন্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব স্নেহই একমাত্র স্তন্যপ্রবৃত্তির হেতু।

স্তন্য অল্প হইবার কারণ—স্নেহের অভাব, ভয়, শোক, ক্রোধ

ও অবতর্পণ দ্বারা স্তন্যের অল্পতা হয় এবং পুনর্বার গর্ভসঞ্চার হইলে স্তন্যের অল্পতা হইয়া থাকে।

দুষ্ট স্তন্যের লক্ষণ—গুরু দ্রব্য ভোজন এবং দোষজনক আহার-বিহার দ্বারা শরীরের রক্ত কুপিত হইলে স্তন্য দূষিত হইয়া থাকে। অনিয়মিত আহার ও আচারাদি দ্বারা স্ত্রীদিগের বাতাদি দূষিত হইয়া স্তন্যকে দূষিত করে, বালক এই দূষিত স্তন্য পান করিলে তাহার শরীরে ব্যাধির উৎপত্তি হয়। এই দূষিত স্তন্যের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, যে স্তন্য বায়ুকর্তৃক দূষিত হয়, তাহা জলে নিক্ষেপ করিলে লঘুত্ব প্রযুক্ত উৎপ্লাবিত হয়, অর্থাৎ ভাসিয়া থাকে। পিত্ত কর্তৃক দূষিত স্তন্য অম্ল কটুরস এবং রেখা-যুক্ত জলে নিক্ষেপ করিলে পীতবর্ণ লক্ষিত হয়। শ্লেষ্ম কর্তৃক দূষিত স্তন্য জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যায় এবং পিচ্ছিলস্পর্শ হইয়া থাকে। দ্বিদোষ কর্তৃক দূষিত হইলে দ্বিদোষের লক্ষণ এবং ত্রিদোষ কর্তৃক দূষিত হইলে ত্রিদোষের লক্ষণ লক্ষিত হয়। অর্থাৎ স্তন্য বায়ু ও পিত্ত কর্তৃক দূষিত হইলে বায়ু ও পিত্তদূষিত দুগ্ধের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বায়ু ও কফ কর্তৃক দূষিত হইলে বায়ু ও কফদূষিত স্তন্যের লক্ষণ, পিত্ত ও কফকর্তৃক দূষিত হইলে পিত্ত ও কফদূষিত স্তন্যের লক্ষণ, কফ, পিত্ত ও বায়ু কর্তৃক দূষিত হইলে ত্রিদোষদূষিত লক্ষণসকল লক্ষিত হইয়া থাকে।

দুষ্ট স্তন্যশোধনবিধি—স্তন্যশোধনার্থ পেষিত বামনহাটী, দেবদারু, বচ এবং আতাইচের সহিত মুগের যূষ, অথবা মাংসরস পান করিবে। কিংবা আকনাদি গুচিমুখী, মুতা, চিরতা, দেবদারু, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল এবং কটকীর কাথ পান করিলে স্তন্যদোষ নিবারিত হয়। পটোল, নিম্ব, পীতশাল, দেবদারু, আকনাদি, গুচিমুখী, গুড়ূচী, কটকী ও শুণ্ঠীর কাথ সেবন করিলে স্তন্যদোষ আশু নষ্ট হয়।

বিশুদ্ধ স্তন্যলক্ষণ—স্তন্য জলে নিক্ষেপ করিলে যদি জলের সহিত মিলিত হইয়া যায় এবং বাতাদিদোষে দূষিত হইলে যে সকল বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তাহার কোন বর্ণ বা তন্তুর ন্যায় লক্ষিত না হইয়া শুক্লবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং শীতল হয়, তাহা হইলে সেই স্তন্য বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে।

স্তন্যবৃদ্ধির হেতু—শালিতণ্ডুল, যষ্টিকতণ্ডুল, গোধূম, মাংস ও ক্ষুদ্রমৎস্যসম্ভূত যূষ, কালশাক, অলাবু, নারিকেল, কেশুর, পাণিফল, শতাবরী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, এবং রসোন, এই সকল দ্রব্য স্ত্রীগণ স্তন্যবৃদ্ধির নিমিত্ত সেবন করিবেন। কলমতণ্ডুলের কল্ক ক্ষীরের সহিত পেষণ করিয়া যে যুবতী স্ত্রী পান করে, তাহার স্তনদ্বয় স্তন্যভরে অত্যন্ত উচ্চ এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভূমি-কুষ্মাণ্ডের রস ও ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে স্তন্য বৃদ্ধি হয়।

স্তন্যদোষে বালকের নানা প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। এই জন্য বিশেষ সাবধানতার সহিত বালককে স্তন্য পান করাইতে হয়। বালককে স্তন্য পান করাইবার পূর্ব্বে যদি কিছু স্তন্য পরি-ত্যাগ করা না হয়, তবে মুখবিবরে একবারে অধিক স্তন্য পতিত হওয়ায় বালকের গলনালী প্লাবিত হইয়া ঐ বালক, বমি, কাস ও শ্বাসরোগে পীড়িত হইয়া থাকে।

শোকাকুলা, ক্ষুধিতা, পরিশ্রান্তা, ব্যাধিযুক্তা, অতিশয় দীর্ঘা অথবা অতি খর্ব্বা, অত্যন্ত স্থূলাঙ্গী, অতি কৃশাঙ্গী, গর্ভিণী, জ্বর-পীড়িতা এবং যাহার স্তনদ্বয় লম্বা ও অতিশয় উচ্চ, (অতিশয় উচ্চ চুষণে বালকের গ্রাস বৃহৎ হয়, এবং স্তন লম্বা হইলে বালকের নাসিকা ও মুখ আচ্ছাদিত হইয়া মৃত্যু হয়) অজীর্ণভোজী, অপথ্য-সেবী, ঘৃণিত কার্য্যে আসক্তা, দুঃখান্বিতা ও চঞ্চলচিত্তা এই সকল দোষযুক্তা স্ত্রীর স্তন্য পান করিলে বালক রোগাতুর হয়।

স্তন্যপানবিধি—বালকের মাতা বা ধাত্রী সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া আসনোপরি পূর্ব্বমুখে বসিয়া দক্ষিণ স্তন জল দ্বারা অতি উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিবে, অতঃপর স্তন হইতে কিছু দুগ্ধ গালিয়া ফেলিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ধীরে ধীরে স্তন্য পান করাইতে হয়। মন্ত্র যথা—

"ক্ষীরনীরনিধিস্তেঽস্তু স্তনয়োঃ ক্ষীরপূরকঃ।
সদৈব শুভগো বালো ভবত্বেষ মহাবলঃ॥
পয়োঽমৃতসমং পাত্বা কুমারস্তে শুভাননে।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতু দেবাঃ প্রাপ্যামৃতং যথা॥" (ভাবপ্র°)

হে কল্যাণি! ক্ষীরসমুদ্র এবং নীরসমুদ্র তোমার স্তনদ্বয়ের পূরণকর্ত্তা হউক এবং দেবগণ অমৃত পান করিয়া যেরূপ অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, সেইরূপ তোমার স্তন্য পান করিয়া এই বালক ভাগ্যবান্, অত্যন্ত বলবান্ ও দীর্ঘায়ু হউক। এই মন্ত্র পিতা অথবা অপর কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইবে। যতক্ষণ এই মন্ত্রপাঠ সম্পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ মাতা বা ধাত্রী দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণ স্তন স্পর্শ করিয়া থাকিবে।

স্তন্যই বালকের একমাত্র জীবন। স্তন্যের বিশুদ্ধির উপর বালকের ভাবী স্বাস্থ্য নির্ভর করে। এই জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত স্তন্য পান করান আবশ্যক। স্তন্যের অভাব হইলে গো বা ছাগীদুগ্ধ পান করাইবে। (ভাবপ্র°)

সুশ্রুতে স্তন্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, স্তন্য জলে নিক্ষেপ করিলে যদি তাহা শীতল, নির্ম্মল, পাতলা এবং শঙ্খের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও একত্র হয়, ফেণিল বা সূতার মত না হয় ও ভাসিয়া না উঠে বা মগ্ন না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ স্তন্য কহে। এইরূপ স্তন্য পান করিলে বালকের শরীর ও বল বৃদ্ধি হয়, গর্ভিণী, ক্ষুধিত, শোকার্ত্ত, শ্রান্ত দূষিতধাতু, জ্বরিত,

অতিশয় ক্ষীণ ও অতি স্থূল হইলে অথবা প্রচুর পরিমাণে অম্লজনক ভক্ষ্য অথবা বিরুদ্ধ আহারীয় ভোজন করিলে সন্তানকে ঐ স্তন্য পান করাইবে না।

স্তনের বোটা উর্দ্ধমুখ হইলে বালকের হাঁ বড় হয়। স্তন লম্বিত হইলে বালকের নাসিকা ও মুখ আচ্ছাদিত হইয়া প্রাণনাশের সম্ভাবনা। মাতা বা ধাত্রী প্রশস্ত দিনে দক্ষিণ স্তন ধৌত করিয়া ঈষৎ দুগ্ধ নিঃসরণ এবং নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্তন্য পান করাইবে।

"চত্বারঃ সাগরাস্তভ্যং স্তনয়োঃ ক্ষীরবাহিনঃ।
ভবন্তু সুভগে নিত্যং বালস্য বলবৃদ্ধয়ে॥
পয়োঽমৃতরসং পীত্বা কুমারস্তে শুভাননে।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতু দেবাঃ প্রাশ্যামৃতং যথা॥" (সুশ্রুত শারীরস্থা°)

হে সুভগে! বালকের বলবৃদ্ধির জন্য চারি সাগর তোমার স্তনদ্বয়ে নিত্য দুগ্ধবহন করুক। দেবগণ যেরূপ অমৃত পান করিয়া দীর্ঘায়ুঃ হইয়া ছিলেন, তোমার স্তন্য পান করিয়া কুমারও সেইরূপ দীর্ঘায়ু হউক। (সুশ্রুত শারীরস্থা°)

চরক প্রভৃতি সকল বৈদ্যকগ্রন্থে স্তন্যের বিষয় বিশেষ ভাবে বিচারিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। স্থূল স্থূল বিষয়গুলি লিখিত হইল মাত্র। (ত্রি) ২ স্তনহিত। (পা ৫।১।৬)

স্তন্যজনন (ত্রি) স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক। (চরক সূত্রস্থা° ৪অ°)

স্তন্যপ (ত্রি) স্তন্যং স্তনদুগ্ধং পিবতি পা-ক। স্তন্যপায়ী, শিশু।

স্তন্যশোধন (ত্রি) স্তনদোষনাশক। (সুশ্রুত)

স্তন্যসম্পৎ (স্ত্রী) প্রশস্ত স্তন্য। (চরক)

স্তন্যা (স্ত্রী) কলম্বীশাক। (পর্য্যায়মুক্তা°)

স্তব্ধ (ত্রি) স্তভ-ক্ত। ১ স্তম্ভিত, জড়ীকৃত, জড়ীভূত, অস্পন্দ।
"স্বয়মুৎক্ষিপ্তকলসস্তব্ধবাহুরভূত্তদা।" (কথাসরিৎ ২০।৬৬)
২ দৃঢ়, স্থির। ৩ দৃঢ়ীভূত। ৪ মূর্চ্ছিত। ৫ বধির।

স্তব্ধকর্ণ (ত্রি) নিশ্চলোর্দ্ধ কর্ণ।

স্তব্ধতা (স্ত্রী) স্তব্ধস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ স্তব্ধত্ব, স্তব্ধের ভাব বা ধর্ম্ম। দৃঢ়তা, দার্ঢ্য। ২ বধিরতা।

স্তব্ধপাদতা (স্ত্রী) খঞ্জতা। (সুশ্রুত)

স্তব্ধমেঢ্র (ত্রি) ধ্বজভঙ্গ, যাহার শিশ্নোত্থান হয় না। (সুশ্রুত)

স্তব্ধরোমন্ (পুং) স্তব্ধানি রোমাণি যস্য। ১ শূকর। (অমর) (ত্রি) ২ স্তম্ভিত, রোমযুক্ত।

"বিমুখে চতুর্ম্মুখেঽপি প্রিভবতি চানীশভাবমীশেঽপি।
মগ্নমহীনিস্তারে হরিঃ পরং স্তব্ধরোমাভূৎ॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৫।৩২)

স্তব্ধসক্থিতা (স্ত্রী) ভগ্নোক। স্তব্ধপাত। (সুশ্রুত)

স্তব্ধসম্ভার (পুং) রাক্ষসভেদ।

স্তব্ধীভাব (পুং) স্তব্ধ-ভূ অভূততদ্ভাবে চ্বি-ঘঞ্। জড়ীভাব, পূর্ব্বে যাহার স্তব্ধ ভাব ছিল না, পরে তাহার স্তব্ধভাব হওয়া।

স্তভ্, স্তন্ভু স্তম্ভ ধাতু, ১ স্তম্ভ, রোধন, নিশ্চলীভাব। ভ্বাদি-আত্মনে অক° সেট্। লট্ স্তম্ভতে। লিট্ তস্তম্ভে। পক্ষে স্বাদি ও ক্র্যাদি পরস্মৈ° সেট্। লট্ স্তভ্নোতি, স্তভ্নাতি। লিঙ্ স্তভ্যুয়াৎ, স্তভ্নীয়াৎ। লঙ্ অস্তভ্নোৎ, অস্তভ্নাৎ। লিট্ তস্তম্ভ। লুট্ স্তম্ভিতা। লুঙ্ অস্তম্ভীৎ, অস্তভৎ।

অব+স্তভ, অবলম্বন। নিরোধ। উৎ+স্তভ উত্তম্ভিতা। নি+প্রতি+স্তভ, অভিভব। উপ—স্তভ উপষ্টম্ভ। বি—স্তভ নিবারণ। অবলম্বন।

স্তভ (পুং) ছাগ। (শব্দরত্না°)

স্তম, অবৈকল্য, অবিহ্বলতা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্ লট্ স্তমতি। লুট্ স্তমিতা। লিট্ তস্তাম। লুঙ্ অস্তমীৎ।

স্তম্ব (পুং) তিষ্ঠতীতি স্থা (স্থঃ স্তোঽম্বজবকৌ। উণ্ ৪।৯৬) ইতি অম্বচ্ স্তাদেশশ্চ। ১ কাণ্ডরহিত বৃক্ষ, স্কন্ধহীন বৃক্ষ, ঝিণ্টী-কাদি, পর্য্যায়—গুল্ম। ২ তৃণাদি, পর্য্যায়—গুচ্ছ, গুৎস, বিটপ। ৩ রোহিতকগাছ, চলিত বয়নাগাছ।

স্তম্বক (পুং) স্তম্ব স্বার্থে কন্। ১ স্তম্বশব্দার্থ। ২ ক্ষবকবৃক্ষ, চলিত হেঁচতা। (বৈদ্যকনি°)

স্তম্বকরি (পুং) স্তম্বং করোতীতি স্তম্ব-কৃ (স্তম্বশকৃতোরিন্। পা ৩।২।২৪) ইতি ইন্। ধান্য।
'পুংসি স্তম্বকরির্ধান্যং ব্রীহির্না ধান্যমাত্রকে।' (শব্দরত্না°)

স্তম্বকরিতা (স্ত্রী) স্তম্বকরের্ভাবঃ তল-টাপ্। স্তম্বকরির ভাব, ধান্য।
"ন শালেঃ স্তম্বকরিতা বপ্তুর্গুণমপেক্ষতে।" (হিতোপ°)

স্তম্বকার (পুং) স্তম্বং করোতীতি কৃ-অণ্। গুচ্ছকারক।

স্তম্বকিত (ত্রি) স্তম্বকবিশিষ্ট। স্তবকিত, স্তবকে স্তবকে সজ্জিত।

স্তম্বঘন (ত্রি) স্তম্বো হন্যতে যেন স্তম্ব-হন্ (স্তম্বেক চ। পা ৩।৩।৮৩) ইতি চকারাৎ অপ্ ঘনাদেশশ্চ। তৃণাদ্যুন্মূলনকারী খনিত্রাদি, খোন্তা প্রভৃতি অস্ত্র, যাহা দ্বারা তৃণাদি উন্মূলন করা যায়। পর্য্যায়—স্তম্বঘ্ন, স্তম্বহনন। (সারসু°)

স্তম্বঘাত (পুং) তৃণোন্মূলনকারী অস্ত্র। (পা ৩।৩।৮৩)

স্তম্বঘ্ন (ত্রি) স্তম্বো হন্যতে যেনেতি স্তম্ব-হন্-ক। (পা ৩।৩।৮৩) স্তম্বঘন। (অমর)

স্তম্বজ (ত্রি) ঘনতৃণ বা গুল্মাচ্ছাদিত। (অথর্ব্ব° ৮।৬।৫)

স্তম্বপুর (স্ত্রী) স্তম্বানাং পুরিব। পুরীভেদ, তাম্রলিপ্ত পুর।
'তামলিপ্তং দামলিপ্তং তামোলিপ্তা তমালিনী।
স্তম্বপূর্ব্বিষ্ণুগৃহকে তাম্রিদর্ভা তু কুণ্ডিনং॥' (হেম)

স্তম্বমিত্র (পুং) জরিতার পুত্রভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

স্তম্বযজুস্ (ক্লী) যজুর্মন্ত্রপূর্ব্বক তৃণগুচ্ছ আহরণ।

স্তম্ববতী (স্ত্রী) হরিবংশবর্ণিত রাজকুলললনাভেদ। (হরিবংশ)

স্তম্ববন (পুং) ব্যক্তিভেদ। (হরিবংশ)

স্তম্বশস্ (অব্য) ঝোঁপযুক্ত বন। "স্তম্বশো বা ওষধয়ঃ। তাসাং জবৎকক্ষে পশবো ন রমন্তে।" (তৈত্তিরীয়ব্রা° ৩৩।২।৪)

স্তম্বহনন (ক্লী) স্তম্বো হন্যতেঽনেনেতি হন্ করণে ল্যুট্। ১ স্তম্বঘন। (সারসুন্দরী) ২ স্তম্বের হনন।

স্তম্বিন্ (ত্রি) যদ্দ্বারা তৃণচ্ছেদন করা যায়।

স্তম্বেরম (পুং) স্তম্বে রমতে ইতি স্তম্ব-রম (স্তম্বকর্ণয়োরমিজপোঃ ৩।২।১৩) ইত্যচ্। (তৎপুরুষে কৃতি বহুলং। পা ৬।৩।১৪) ইতি সপ্তম্যা অলুক। হস্তী। (অমর)

"শয্যাং জহাত্যুভয়পক্ষবিনীতনিদ্রাঃ।
স্তম্বেরমা মুখরশৃঙ্খলকর্ষিণস্তে॥" (রঘু ৫।৭২)

স্তম্ভ (পুং) স্তভ্নাতীতি স্তম্ভ পচাদ্যচ্। ১ স্থূণা, চলিত থাম বা খুটী। ২ জড়ীভাব, প্রতিভাশূন্যতা।

"স্তম্ভং মহান্তমুচিতং সহসা মুমোচ
দানং দদাবতিতরাং সহসাগ্রহস্তঃ।" (মাঘ ৫।৪৮)

৩ প্রতিবন্ধ, রোধ। ৪ শীতাদিনিবন্ধন জড়তা। ৫ রোগাদি হেতু জ্ঞানহীনাবস্থা। ৬ ইন্দ্রজাল দ্বারা চেষ্টারোধ। ৭ বৃক্ষের গুড়ি। সাহিত্যদর্পণমতে সাত্ত্বিক ভাববিশেষ, স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব। [সাত্ত্বিক ভাব শব্দ দেখ] ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রথমে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে সূত্রপাত করিয়া স্তম্ভারোপণ করিতে হয়। শুভদিনে স্তম্ভারোপণ না করিয়া গৃহনির্ম্মাণকার্য্য করিবে না। করিলে অশুভ হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ বিধান জ্যোতিস্তত্ত্ব ও কৃত্যতত্ত্বে লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল। শাস্ত্রে গৃহারম্ভে যে দিন প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই দিনে যে স্থানে গৃহ হইবে, সেই স্থান উত্তমরূপে গোময়াদি দ্বারা লিপ্ত করিয়া সেই স্থানের ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া সূত্রপাত করিবে। সূত্রপাত করিয়া অগ্নিকোণে স্তম্ভ রোপণ করিতে হয়।

"ঈশানে সূত্রপাতঃ স্যাদাগ্নেয্যাং স্তম্ভরোপণং।
দ্বারং নবমভাগে তু কার্য্যং বামাৎ প্রদক্ষিণং॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ঈশানাদি চারিকোণে দক্ষিণ দিক্ হইতে চারিটি খোটা পুতিয়া ১ হাত পরিমাণ গর্ত্ত কাটিয়া বহুতর তৃণ গোময় দ্বারা উপলেপন করিয়া জল দ্বারা পূরণ করিবে। এই স্থলে শালগ্রাম শিলা বা ঘট স্থাপন করিয়া যথাবিধানে গৃহারম্ভের পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিবে। পূজার পর অগ্নিকোণে দধিদূর্ব্বাদি দিয়া গর্ত্তপূরণ করিয়া উক্ত মন্ত্রে স্তম্ভ রোপণ করিবে।

"যথাচলো গিরির্মেরুর্হিমবাংশ্চ যথাচলঃ।
শুভারম্ভো গৃহস্তম্ভস্তথাত্বমচলো ভব॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

স্তম্ভক (ত্রি) রোধক। (পুং) ২ শিব।

স্তম্ভকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্। ১ বেষ্টন। (ত্রি) ২ স্থূণাকারক। ৩ জাড্যকারক। ৪ রোধক।

স্তম্ভকিন্ (পুং) বাদ্যবিশেষ।

স্তম্ভতা (স্ত্রী) স্তম্ভস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্তম্ভের ভাব বা ধর্ম্ম, জড়ের ভাব।

স্তম্ভতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। এক্ষণে খম্ভাৎ বা কাম্বে নামে প্রসিদ্ধ। [কাম্বে শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

স্তম্ভন (ক্লী) স্তম্ভ-ল্যুট্। ১ অবরোধ। ২ নিবারণ। থামান। ৩ স্থিরীকরণ, দৃঢ়ীকরণ,। জড়ীকরণ, রক্তের গতিরোধ। ৫ ইন্দ্রজাল দ্বারা চেষ্টারোধ। ৬ তন্ত্রমতে ষট্কর্ম্মের অন্তর্গত আভিচারিক কর্ম্মবিশেষ। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিধান লিখিত হইয়াছে। সাধক যাঁহার জন্য এই আভিচারিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি জড় হইয়া যাইবেন, তাঁহার আর কোন কার্য্যকরী শক্তি থাকিবে না। তান্ত্রিকদিগের মধ্যে ইহা নিন্দিত কার্য্য। সাধক সিদ্ধি দ্বারা মারণাদি কর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, কিন্তু কদাপি ইহার প্রয়োগ করিবেন না, করিলে তাঁহার অধোগতি হইবে।

দিক্কালাদি সম্যক্রূপে জ্ঞাত হইয়া এই স্তম্ভন করিতে হয়। স্তম্ভনকার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রমা। সুতরাং এই কার্য্য করিতে হইলে পূর্ব্বে রমার উপাসনা করিতে হয়। সাধক পূর্ব্বদিকে উপবেশন করিয়া এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। দিবারাত্রি ৬ ঋতুতে বিভক্ত আছে। দশদণ্ড পর্য্যন্ত এক এক ঋতুর কাল, সুতরাং ৬০ দণ্ডে ৬ ঋতুর ভোগ হইয়া থাকে। এই স্তম্ভনকার্য্য শিশির ঋতুতে করিতে হয়। ষষ্ঠ দশ দণ্ড অর্থাৎ ৫০ দণ্ডের পর ৬০ দণ্ড পর্য্যন্ত কাল শিশির ঋতু, সুতরাং ঐ সময়েই উক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই কাল ভিন্ন অন্য কালে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা সফল হইবে না। সোম ও বুধবারে শুক্লা পঞ্চমী, শুক্লা দশমী ও পূর্ণিমা তিথিতে এই কার্য্যানুষ্ঠান করা উচিত। অন্য দিনে ইহা করিবে না। স্তম্ভনকার্য্যে জপ করিবার সময় পশ্চিমমুখ হইয়া করিতে হয়। সকলের প্রবৃত্তিরোধ যাহাতে হয়, তাহাকে স্তম্ভন কহে।

"প্রবৃত্তিরোধঃ সর্ব্বেষাং স্তম্ভনং তদুদীরিতং।
রতির্বাণী রমা জ্যেষ্ঠা দুর্গা কালী যথাক্রমং॥
ষট্কর্ম্মদেবতাঃ কর্ম্মাদৌ তাঃ প্রপূজয়েৎ।
শিশিরঃ স্তম্ভনে জ্ঞেয়ো বিদ্বেষে গ্রীষ্ম ঈরিতঃ।
বুধচন্দ্রদিনোপেতা পঞ্চমী দশমী সিতা॥

পৌর্ণমাসী তু বিজ্ঞেয়া তিথিঃ স্তম্ভনকর্ম্মণি ॥
পশ্চিমে স্তম্ভনং বিদ্যাদুত্তরং শান্তিকং ভবেৎ।" (তন্ত্রসার)

এই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে বিকটাসনে উপবেশন করিয়া করিবে। গদা-মুদ্রা এই কর্ম্মে প্রশস্ত। যখন দেখিবে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে পৃথিবীতত্ত্বের উদয় হইয়াছে, সেই সময় যদি পূর্ব্বোক্ত কাল হয়, তাহা হইলে সেই কালে স্তম্ভনকার্য্য করিবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য সফল হইবে। এই কর্ম্ম 'লং' বীজ এবং সংপুট মন্ত্র বিন্যাস করিয়া করিতে হয়। সাধ্য ব্যক্তির অর্থাৎ যাহাকে স্তম্ভন করিতে হইবে, তাহার নামের আদি ও শেষে মন্ত্র লিখাকে সম্পুট কহে। এই কর্ম্মের মন্ত্র ও দেবতার বর্ণ পীত অর্থাৎ এই কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মন্ত্র ও দেবতার বর্ণ পীত বলিয়া চিন্তা করিয়া ধ্যান করিবে। এই কার্য্যে হরিদ্রা দ্বারা মন্ত্র লিখিতে হয়। দেবতাকাল ও মুদ্রাদিনিয়ম সকল অবগত হইয়া এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে এই কার্য্য আশু ফলপ্রদ হইয়া থাকে। স্তম্ভন-কার্য্যে মন্ত্রের শেষে 'নমঃ' এই শব্দ যোজন করিবে। হোম ও তর্পণে মন্ত্রান্তে স্বাহা এবং ন্যাস ও পূজাতে 'নমঃ' এই শব্দ যোগ করিতে হয়। এই স্তম্ভনকার্য্য শ্মশানে বসিয়া করা উচিত। কিন্তু দেবালয়ে সকল কর্ম্ম করিবার বিধান থাকায় দেবালয়েও ইহা করিতে পারিবে। এই কর্ম্মে কাকপুচ্ছের কলম লইয়া মন্ত্র লিখিতে হয়। যিনি এই স্তম্ভনকার্য্য করিবেন, তিনি পবিত্র-চিত্ত ও সংযত হইয়া উক্ত নির্দ্দিষ্ট কালে শ্মশানে উপবেশন করিয়া হরিদ্রা দ্বারা মন্ত্র অঙ্কিত করিয়া যথাবিধানে রমার পূজা, তৎপরে তর্পণ ও হোমাদি শেষ করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাতে স্তম্ভন হইবে, অর্থাৎ যাঁহার উদ্দেশে এই কার্য্য করি-বেন, তাঁহার সকল বৃত্তি নিরোধ হইবে। তিনি একেবারে জড় হইয়া যাইবেন, তাঁহার আর কোন কার্য্য করিবার শক্তি থাকিবে না। এই কর্ম্মের পূজা ও মন্ত্রাদির বিশেষ বিবরণ তন্ত্র-শাস্ত্রে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। (তন্ত্রসার) ফেৎকারিণীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, সাধক নিশাকালে শরাবে উলূক বা কাকের পক্ষ দ্বারা সাধ্যাক্ষর সংপুটিত করিয়া সহস্র জপ করিবে। ঐরূপে জপের পর ঐ পাত্র চতুষ্কোণে পুতিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাতে নিশ্চয়ই স্তম্ভন হইবে।

"আলিখ্য বৈ শরাবে নিশায়াঞ্চ সাধ্যাক্ষরসংপুটিতং।
মন্ত্রং স্থাপিতপবনং সহস্র জপ্তং চতুষ্পথে নিখনেৎ।
স্তম্ভনমেতদবশ্যং ভবিতা জগতাঞ্চ নাত্র সন্দেহঃ॥"

(ফেৎকারিণীতন্ত্র ৫ অ°)

বাক্‌স্তম্ভের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—শ্মশানস্থ অঙ্গার, কেশ এবং সাধ্যের শববসনজাত প্রতিকৃতি করিয়া তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে, তৎপরে হৃদগত নাম এবং মন্ত্র ললাটদেশে লিখিবে তাহার পর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মন্ত্রসহস্র জপ এবং জপের পর ঐ বস্ত্রপ্রতিকৃতি উল্কা দ্বারা দগ্ধ করিয়া ভূমিতে পুতিয়া ফেলিবে। শ্মশানে যাহার উদ্দেশে এই কার্য্যানুষ্ঠান করা হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার বাক্‌স্তম্ভন হয়।

"কৃত্বা প্রতিকৃতিমথবা শ্মশানাঙ্গারকেশশববসনজাং।
সম্যগধিষ্ঠিতপবনাং হৃদ্গতনাম্নীং সমন্ত্রললাটাং॥
বসনাধিষ্ঠিতপবনাং সহস্রজপ্তাং তদুল্কয়া বসনাং।
দগ্ধাং কৃত্বা নিখনেৎ শ্মশানদেশে সপদি বাক্‌স্তম্ভঃ॥"

(ফেৎকারিণীতন্ত্র ৫ প°)

ইত্যাদি বহুপ্রকার স্তম্ভনের প্রণালী লিখিত আছে। যাঁহারা মন্ত্রসিদ্ধ, এই সকল কার্য্য তাঁহারাই করিতে পারেন। মন্ত্রসিদ্ধ না হইয়া এই কর্ম্ম করিলে তাহা ফলদ হয় না, এবং যিনি এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে শান্তিকর্ম্ম ছাড়া অপর যে কোন আভিচারিক ক্রিয়াই নিন্দিত। ইহাতে সাধকের অধোগতি হইয়া থাকে।

গরুড়পুরাণে অগ্নিস্তম্ভনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।—মালূররস গ্রহণ করিয়া তাহাতে জলৌকা পেষণ করিবে। পরে ঐ রস হস্তে লেপন করিয়া হস্ত অগ্নিতে দিলে অগ্নিস্তম্ভন হয়, অর্থাৎ আগুনের মধ্যে হস্ত দিলেও তাহা পোড়ে না।

শাল্মলীরস গ্রহণ করিয়া খরমূত্রে ঐ রস দিয়া আগুনে ফেলিয়া দিলে অগ্নিস্তম্ভন হয় অর্থাৎ ঐ অগ্নি কোন বস্তু দগ্ধ করিতে পারে না।

বায়সীর উদর লইয়া মণ্ডুক বসার সহিত একত্র গুড়িকা করিয়া অগ্নিতে ফেলিলে উত্তম অগ্নিস্তম্ভন হয়। মুণ্ডীতক, বচ, কুষ্ঠ, মরীচ ও নাগর এই সকল দ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া জিহ্বার উপর স্থাপন করিলে অগ্নি স্তম্ভিত হয়। এই প্রকার অগ্নিস্তম্ভনের বহুবিধ উপায় লিখিত আছে।

"মালূরস্য রসং গৃহ্য জলৌকাং তত্র পেষয়েৎ।
হস্তৌ চ লেপয়েত্তেন অগ্নিস্তম্ভনমুত্তমং॥
শাল্মলীরসমাদায় খরমূত্রে নিধায় তৎ।
অগ্ন্যাগারে ক্ষিপেত্তেন অগ্নিস্তম্ভনমুত্তমং॥
মুণ্ডীতকবচাকুষ্ঠং মরীচং নাগরন্তথা।
চর্ব্বিত্বা চ ইমং সদ্যো জিহ্বয়া জ্বলনং লিহেৎ॥"

(গরুড়পু° ১৮৬ অ°)

জলস্তম্ভন অগ্নিস্তম্ভন প্রভৃতির মন্ত্র আছে, উক্ত মন্ত্রাদি পাঠ করিলে অগ্নিস্তম্ভন জলস্তম্ভন প্রভৃতি হইয়া থাকে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হুং অগ্নিস্তম্ভনং কুরু। ওঁ নমো ভগবতে জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় সং সমং সকে ককে কচয়।
জলস্তম্ভনমন্ত্রোঽয়ং জলং স্তম্ভয়তে শিব।" (গরুড়পু° ১৮৬অ°)

যুদ্ধস্থলে শত্রুসৈন্যদিগকে স্তম্ভন করিলে তাহারা চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে, তখন তাহাদিগকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারা যায়। অগ্নিপুরাণে স্তম্ভনাদির মন্ত্র ও প্রণালী লিখিত আছে। দুই একটী মন্ত্র লিখিত হইল "ওঁ শত্রুমুখস্তম্ভনী কামরূপা আলীঢ়করী হ্রীং ফেং ফেৎকারিণী মম শত্রূণাং দেবদত্তানাং মুখং স্তম্ভয় স্তম্ভয় মম সর্ব্ববিদ্বেষিণাং মুখস্তম্ভনং কুরু কুরু ওঁ হুং ফেং ফেৎকারিণী স্বাহা" ইত্যাদি।

(অগ্নিপু° ৩২৬ অ°)

(পুং) স্তম্ভয়তীতি স্তম্ভ-ণিচ্-ল্যু। ৭ কামদেবের পঞ্চবাণের অন্তর্গত বাণবিশেষ। 'উন্মাদনঃ শোষণশ্চ তাপনঃ স্তম্ভনস্তথা। সম্মোহনশ্চ পঞ্চৈতে বিখ্যাতাঃ কামশায়কাঃ ॥' (জটাধর) উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন এবং সম্মোহন কামদেবের এই পাঁচটী বাণ। (ত্রি) ৮ স্তম্ভক। (সুশ্রুত)

স্তম্ভনীয় (ত্রি) স্তম্ভ-অনীয়র্। স্তম্ভার্হ, স্তম্ভনযোগ্য।

স্তম্ভিত (ত্রি) স্তম্ভ-ক্ত, ১ জড়ীভূত। জড়ীকৃত। ২ স্থিরীকৃত। ৩ নিবারিত। ৪ অবরুদ্ধ। ৫ দৃঢ়ীকৃত।

স্তম্ভিন্ (ত্রি) স্তম্ভ-ইনি। স্তম্ভযুক্ত, স্তম্ভবিশিষ্ট।

স্তর (পুং) স্তৃ-অচ্। ১ তবক, থাক। ২ ভূমি প্রভৃতির বিভাগবিশেষ। ৩ তল্প, শয্যা।

স্তরণ (ক্লী) আস্তরণ, বিছানা।

স্তরিমন্ (পুং) স্তৃণোতি আচ্ছাদয়তীতি স্তৃ (স্তৃভৃধৃস্তৃস্তৃভ্য ইমনিচ্। উণ্ ৪।১৪৭) ইতি ইমনিচ্। তল্প, শয্যা। (উজ্জ্বল)

স্তরী (স্ত্রী) স্তৃণোতি আচ্ছাদয়তি স্তৃ (অবিতৃস্তৃতন্ত্রিভ্যঃ ঈঃ। উণ্ ৭।১৫৮) ইতি ঈ। ১ ধূম। (হেম)

স্তরীমন্ (পুং) স্তরিমন্, তল্প, শয্যা। (ঋক্ ১০।৩৫।৯)

স্তর্য্য (ত্রি) স্তৃ-যৎ। স্তরণযোগ্য, স্তরণার্হ।

স্তব (পুং) স্তূয়তেঽনেনেতি স্তু-অচ্। ১ প্রশংসা, গুণবর্ণন, পর্য্যায়—স্তোত্র, স্তুতি, স্তবন, বর্ণন।

"দেবানাং স্বরূপকথনং স্তুতিঃ" (স্মৃতি) দেবতাদিগের স্বরূপ বর্ণনের নাম স্তুতি বা স্তব। ছন্দোবন্ধে দেবগণের যে গুণ বর্ণন করা হয়, তাহাকেই স্তব কহে। দেবগণ স্তব দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া স্তবকারীকে অভীষ্ট বর প্রদান করেন।

"তুষ্টাব চ তমীশানং মারীচঃ কশ্যপস্তদা।
বেদোক্তৈঃ স্বকৃতৈশ্চৈব স্তবৈঃ স্তুত্যং জগদ্‌গুরুং ॥"

(হরিবংশ ১২৯।২৮)

স্তবক (পুং) স্তৃণাতীতি স্তৃ (স্তেরবস্তোঽস্বরকৌ। উণ্ ৪।৯৬) ইতি স্তবক, ধাতোশ্চ স্তাদেশঃ। ১ গুচ্ছক। গুচ্ছ, চলিত থলো। থাক, ফল ও পুষ্পাদিসমূহের একত্র গ্রন্থন। "যে স্তবকে থলো ইতি খ্যাতে বহুভিঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্ব্বা সংবাধঃ পল্লবগ্রন্থিঃ গুচ্ছঃ। 'পুষ্পাদিস্তবকে গুচ্ছো মুক্তাহারকলাপয়োঃ।' (ভরত)

স্তূয়তে ইতি স্তবকঃ স্তুতৌ অল্, স্তবঃ স্বার্থে অভিধানাৎ নিত্যং ক। ২ স্তুতি। (ভরত) ৩ গ্রন্থপরিচ্ছেদ, প্রথম স্তবক, দ্বিতীয় স্তবক ইত্যাদি। ৪ সমূহ। (ত্রি) ৫ স্তবকারক।

স্তবথ (পুং) স্তু-অথচ্। স্তোত্র, স্তব। "এভিঃ স্তবথৈরিহ স্যাঃ" (ঋক্ ৭।১।১৮) 'স্তবথৈঃ স্তোত্রৈঃ' (সায়ণ)

স্তবন (ক্লী) স্তু-ল্যুট্। স্তব, স্তুতি।

স্তবনীয় (ত্রি) স্তু-অনীয়র্। স্তুতির যোগ্য, স্তুত্যর্হ।

স্তবরক (পুং) আবরক।

স্তবরাজ (পুং) স্তবানাং রাজা শ্রেষ্ঠঃ টচ্ সমাসান্তঃ। শ্রেষ্ঠ স্তব, উত্তম স্তব। "স্তবরাজমিদং খ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং।" (সূর্য্যস্তব)

স্তবাবলি (স্ত্রী) স্তবস্য স্তোত্রস্য আবলিঃ। স্তবের আবলি, বহু স্তব, অনেক স্তব।

স্তবেয্য (পুং) ইন্দ্র।

স্তব্য (ত্রি) স্তু-যৎ। স্তবনীয়, স্তবের যোগ্য।

স্তামু (ত্রি) স্তোতা, স্তবকারক। (নিঘণ্টু ৩।১৬)

স্তাম্ভায়ন (পুং) স্তম্ভ অপত্যার্থে ফক্। (পা ৪।১।৯৯) স্তম্ভের গোত্রাপত্য।

স্তাম্ভিন্ (পুং) স্তম্ভের শিষ্যসমূহ।

স্তাব (পুং) স্তু-ঘঞ্। স্তব।

স্তাবক (ত্রি) স্তৌতীতি স্তু-ণ্বুল্। স্তবকর্ত্তা, যিনি স্তব করেন।

"স্তবকান্ তানভিপ্রেত্য পৃথুর্বৈণ্য প্রতাপবান্।
মেঘনির্হ্রাদয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥"

(ভাগবত ৪।১০।২১)

স্তাব্য (ত্রি) স্তু-ছন্দসি (নিষ্টক্যদেবহূয়েত্যাদি। পা ৩।১।১২৩) ইতি ণ্যৎ। স্তবের উপযুক্ত।

স্তিঘ, অস্কন্দন। আক্রমণ। স্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্তিঘ্নুতে। লোট্ স্তিঘ্নুতাং। লিট্ তিস্তিঘে। লুট্ স্তেঘিতা। লুঙ্ অস্তেঘিষ্ট। সন্ তিস্তিঘিষতে, তিস্তেঘিষতে।

স্তিপ্, ক্ষরণ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্তেপতে লোট্ স্তেপতাং। লিট্ তিষ্টিপে। লুট্ স্তেপিতা। লুঙ্ অস্তেপিষ্ট। সন্ তিস্তেপিষতে। ণিচ্ স্তেপয়তি। লুঙ্ অতিস্তেপৎ।

স্তিপ (ত্রি) গৃহপাতি, গৃহপালক। "তা নঃ স্তিপা তনূপা বরুণ জরিতৄণাং" (ঋক্ ৭।৬৬।৩) 'স্তিপা স্ত্যায়ন্ত ইতি স্তয়ো গৃহাঃ তান্ পাত ইতি স্তিপৌ' (সায়ণ)

স্তিভি (পুং) স্তম্ভাতীতি স্তম্ভ (ক্রমিতমিশতিস্তম্ভামত ইচ্চ। উণ্ ৪।১২১) ইতি ইন্ অত ইচ্চ। ১ সমুদ্র। ২ স্তবক।

স্তিভিনী (স্ত্রী) স্তিভি। স্তবক।

স্তিম, আর্দ্রীভাব, ক্লিন্নতা। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্

স্তিম্যতি। লিট্ তিষ্টৈম। লৃট্ স্তেমিতা। লঙ্ অস্তেমীৎ। সন তিষ্টেমিষতি। ণিচ্ স্তেময়তি। লুঙ্ অতিষ্টেমৎ।

স্তিমিত (ত্রি) স্তিম-ক্ত। অচঞ্চল, নিশ্চল, স্থির,।
"এষা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা সরিদ্বিদূরান্তরভাবতন্বী।"(রঘু ১২ ৪৮)
২ আর্দ্র, ভিজা। (ক্লী) ৩ আর্দ্রতা। ৪ জড়তা, নিশ্চলতা।

স্তিয়া (স্ত্রী) জল। "নেতা সিন্ধূনাং বৃষভঃ স্তিয়ানাং" (ঋক্ ৭।৫।২) 'স্তিয়ানামপাং, স্তিয়া আপো ভবন্তি স্ত্যায়নাদিতি যাস্কবচনাৎ' (সায়ণ)

স্তীম (ত্রি) অলস।

স্তীর্ণ (ত্রি) স্তৃ-ক্ত। বিস্তৃত, বিছান।

স্তীর্ণবর্হিস্ (ত্রি) প্রস্তৃত দর্ভ, যিনি কুশা বিস্তার করিয়াছেন, যিনি কুশা পাতিয়া দিয়াছেন।
"স্তীর্ণবর্হির্যুক্তগ্রাবা সুতসোমো জরাতে" (ঋক্ ৫।৩৭।২)
'স্তীর্ণবর্হিঃ প্রস্তৃতদর্ভোঽয়ং যজমানঃ' (সায়ণ)

স্তীর্ব্বি (পুং) স্তৃণাতীতি স্তৃ (জৄশৄস্তৄজাগৃভ্যঃ ক্বিন্। উণ্ ৪।৫৪) ইতি ক্বিন্। ১ নভঃ, আকাশ। ২ রুধির। ৩ তৃণ জাতি। ৪ পয়ঃ। ৫ শক্র। ৬ অধ্বর্য্যু। (উজ্জ্বল)

স্তু, স্তুতি। অদাদি° উভয়° সক° অনিট্। লট্ স্তৌতি, স্তবীতি। স্তুতে। লিঙ্ স্তুয়াৎ, স্তুবীত। লঙ্ অস্তৌৎ, অস্তুত। লিট্ তুষ্টাব, তুষ্টব। তুষ্টুবে। লুট্ স্তোতা। লৃট্ স্তোষ্যতি-তে। লুঙ্ অস্তাবীৎ। অস্তোষ্ট, অস্তোষাতাং, অস্তোষত। কর্ম্মবাচ্য লট্ স্তূয়তে। সন্ তুষ্টূষতি তে। যঙ্ তোষ্টূয়তে। যঙ্-লুক্ তোষ্টোতি। ণিচ্ স্তাবয়তি। লঙ্ অতুষ্টবৎ। সম্-স্তু পরিচয়। প্র-স্তু প্রস্তাব, আরম্ভ।

স্তুক (ত্রি) অপত্যবাচী। "স্তুকেব বীতা ধন্ব" (ঋক্ ৯।৯৭।১৭)
'স্তুকশব্দোঽপত্যবচনঃ' (সায়ণ)

স্তুকী (স্ত্রী) স্তোক ঘৃতধারা, অল্প পরিমাণ ঘৃত।
"পবিত্রম্য স্তীমুদ্বাহে চকমেঽগ্নিঃ শুকীমিব॥" (ভাগবত ৪ ২৪।১১)
'স্তুকীমিতি পাঠে স্তোকঘৃতধারামিব' (স্বামী) 'শুকী' ইহার পাঠান্তর স্তুকী।

স্তুচ, প্রসাদ, প্রসন্নতা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্তোচতে লিট্ তুষ্টুচে। লুট্ স্তোচিতা। লুঙ্ অস্তোচিষ্ট। সন্ তুস্তুচিষতে। যঙ্ স্তোষ্টুচ্যতে। যঙ্ লুক্ তোষ্টোক্তি। ণিচ্ স্তোচয়তি। লঙ্ অতুষ্টুচৎ।

স্তুটি (পুং) পক্ষিবিশেষ। ভরদ্বাজপক্ষী। (বৈদ্যকনি°)

স্তুৎ (ত্রি) স্তৌতীতি স্তু-ক্বিৎ-তুক্ চ। স্তোতা, স্তুতিকারক।
"স্তুতশ্চ যাস্তে চকনন্ত" (ঋক্ ১।১৬৯।৪)
'স্তুতঃ যেঽস্মদীয়া স্তোতারঃ' (সায়ণ)

স্তুত (ত্রি) স্তু-ক্ত। প্রশংসিত, যাহার স্তব করা হইয়াছে, স্তুতিবিষয়। পর্য্যায়—ঈলিত, শস্ত, পণায়িত, পনায়িত, প্রণুত, পণিত, পনিত, অপিগীর্ণ, বৃণিত, অভিষ্টুত, গীর্ণ, ঈড়িত, নুত। (জটাধর)
'নমঃ স্তুতায় স্তুত্যায় স্তূয়মানায় বৈ নমঃ॥"
(ভারত ১২।২৮৪।১৮)

স্তুতস্তোম (ত্রি) উদ্‌গাথা কর্ত্তৃক স্তুত স্তোত্র, উদ্‌গাথা-স্তুত স্তোত্রবিশিষ্ট হইলে তাহাকে স্তুতস্তোম কহে। "ইষ্টযজুষস্তুতস্তোমস্য" (শুক্লযজু° ৮।১২) 'স্তুতস্তোমস্য উদ্‌গাতৃভিঃ স্তুতাঃ স্তোমাঃ স্তোত্রাণি যস্য স স্তুতস্তোমঃ' (মহীধর)

স্তুতি (স্ত্রী) স্তু-ক্তিন্। ১ স্তব, প্রশংসা, গুণকথন।
"ইতঃ স্তুতিঃ কা খলু চন্দ্রিকায়া
যদব্ধিমপ্যুত্তরলীকরোতি।" (নৈষধ ৩।১১৬)
২ দুর্গা।
"স্তুতিঃ সিদ্ধিরিতি খ্যাতা শ্রিয়াঃ সংশ্রয়ণাচ্চ সা।"(দেবীপু° ৪৫অ°)

স্তুতিগীতক (ক্লী) প্রসংশাগানকারী।

স্তুতিপাঠক (পুং) স্তুতিং পঠতীতি পঠ-ণ্বুল। রাজাদির যাত্রাদিকালে বীরত্বাদির স্তবকর্ত্তা, যাহারা রাজাদির স্তব পাঠ করে। পর্য্যায়—বন্দী, লগ্নস্তুতিব্রত, সূত, মাগধ, মধুক, প্রাতর্গেয় (ত্রিকা°)

স্তুতিমৎ (ত্রি) স্তুতি অস্ত্যর্থে মতুপ্। স্তুতিবিশিষ্ট, স্তবযুক্ত।

স্তুতিব্রত (পুং) স্তুতিরেব ব্রতং যস্য। স্তুতিপাঠক। (জটাধর)

স্তুত্য (ত্রি) স্তু-ক্যপ্, পিত্ত্বাৎ তুকাগমঃ। স্তবনীয়, স্তুতির যোগ্য, যাঁহাকে স্তব করিতে পারা যায়।
"স্তুত্যং স্তুতিভিরর্থ্যাভিরুপতস্থে সরস্বতী॥" (রঘু ৪।৬)

স্তুত্যব্রত (পুং) প্রৈয়ব্রত হিরণ্যরেতো রাজপুত্র।

স্তুনক (পুং) ছাগ। (শব্দচ°)

স্তুভ, স্তম্ভ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্তোভতে। লিট্ তুষ্টুভে। লুট্ স্তোভিতা। লুঙ্ অস্তোভত।

স্তুম্ভু, ১ রোধন। ২ নিষ্কাষণ। এই ধাতু সৌত্র ধাতু। ক্র্যাদি° পক্ষে স্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্তুভ্নোতি, স্তুভ্নাতি। ক্তাবেট্, এই ধাতু ক্তাচ্ প্রত্যয় করিলে বিকল্পে ইট্ হয়।

স্তুভ (পুং) ১ ছাগ। (ভরত) ২ অগ্নিবিশেষ।
"চাতুর্মাস্যেষু নিত্যানাং হবিষাং যোনিরগ্রহঃ।
চতুর্ভিঃ সহিতঃ পুত্রৈর্ভানোরেবান্বয়স্তুভঃ॥"(ভারত ২।২২০।১৪)

স্তুভ্বন্ (ত্রি) স্তোতা, স্তবকারক।
"ঋষির্ন স্তুভ্বা বিক্ষু প্রশস্তঃ" (ঋক্ ১।৬৬।৪) 'স্তুভ্বা দেবানাং স্তোতা, স্তোভতিঃ স্তুতিকর্ম্মা, অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে ইতি ক্বনিপ্।'

স্তুবেয্য (পুং) স্তূয়তে ইতি স্তু (স্তুবঃ কেয্যশ্ছন্দসি। উণ্ ৩।৯৯) ইতি কেয্যকিত্ত্বাৎ গুণাভাবে সত্যুবঙাদেশ। ১ ইন্দ্র। (উজ্জ্বল)

স্তুষেয্য (ত্রি) ১ শ্রেষ্ঠ, উত্তম। এই শব্দটী বৈদিক, অর্থাৎ বেদেই এই অর্থে ব্যবহার হয় (ঋক্ ১০।১২০।৬)

স্তূপ, সমুচ্ছ্রায়। উন্নতি। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। পক্ষে দিবা° পরস্মৈ° সক সেট। লট্ স্তূপয়তি। দিবাদি পক্ষে স্তূপ্যতি।

স্তূপ (পুং) স্তূয়তে ইতি স্তু (স্তুবো দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।২৫) ইতি পঃ দীর্ঘশ্চ। ১ মৃদাদিকূট, রাশীকৃত মৃত্তিকাদি, চলিত ঢিবী। ২ সংহতি, রাশি, সমূহ। ৩ নিষ্প্রয়োজন। ৪ বল। ৫ বৌদ্ধদিগের পবিত্রস্মৃতিনির্দ্দেশক গৃহভেদ।

স্তৃ, স্তৃঞ্, স্তৃ ধাতু, আচ্ছাদন। স্বাদি° উভয়° সক° সেট। ২ প্রীণন। ৩ রক্ষা। ৩ জীবন। ৪ প্রীতি। ৫ জীবিতভাব। স্বাদি পক্ষে ক্র্যাদি সক° প্রীণনার্থে অক° সেট্। লট্ স্তৃণোতি, স্তৃণুতে। ক্র্যাদি পক্ষে স্তৃণাতি, স্তৃণীতে। লিট্ তস্তার। তস্তরে। লুট্ স্তর্তা, স্তরিতা, স্তরীতা। স্তরিষ্যতি তে। স্তরীষ্যতি, স্তর্ষাৎ স্তীর্য্যাৎ স্তৃর্ষীষ্ট, স্তরিষীষ্ট, স্তীর্ষীষ্ট। লুঙ্ অস্তার্ষীৎ, অস্তারীৎ, অস্তৃত, অস্তরিষ্ট, অস্তরীষ্ট, অস্তীর্ষ্ট। সন্ তীস্তীর্ষতি তে, যঙ্ তাস্তর্য্যতে, তেস্তীর্য্যতে। যঙ্ লুক্ তাস্তর্ত্তি। ণিচ্ স্তারয়তি। অতস্তরৎ, অতিস্তরৎ। আ-স্তৃ আস্তরণ। বি-স্তৃ বিস্তারি।

স্তৃক্ষ, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্তৃক্ষতি। লিট্ তস্তৃক্ষ। লুঙ্ অস্তৃক্ষীৎ।

স্তৃতি (স্ত্রী) ১ বিস্তৃতি। ২ আস্তরণ। ৩ আচ্ছাদন।

স্তৃত্য (ত্রি) আস্তরণযোগ্য।

স্তৃহ, বধ। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্তৃহতি। লুঙ্ অস্তর্হীৎ।

স্তৄ, ছাদন। ক্র্যাদি° উভয়° সক° অনিট্। লট্ স্তৄণাতি। স্তৄণীতে।

স্তেন (পুং) স্তেনয়তীতি স্তেন পচাদ্যচ্। চৌর, চোর। ইহার বৈদিকপর্য্যায় তৃপু, তপু, তক্বা, রিভ্বা, বিপু, রিক্বা, রিহায়া, তায়ু, তস্কর, বণগু হুরশ্চিৎ, মুষীবান্, মলিম্লুচ, অঘশংস, বৃক। (নিঘণ্ট)

"স্তেনস্যাতঃ প্রবক্ষ্যামি বিধিং দণ্ডবিনির্ণয়ে।
পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ স্তেনানাং নিগ্রহে নৃপঃ।
স্তেনানাং নিগ্রহাদস্য যশো রাষ্ট্রঞ্চ বর্দ্ধতে॥
অন্নাদেভ্রূণহা মার্ষ্টি পত্যৌ ভার্য্যাপচারিণী।
গুরৌ শিষ্যশ্চ যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিল্বিষং॥" (মনু ৮অ°)

রাজা প্রজাদিগকে স্তেন অর্থাৎ চৌর্য্য হইতে রক্ষা করিবেন। রাজা যথাবিধানে যদি চোরের দণ্ডবিধান না করেন, তাহা হইলে তাহার অযশ এবং ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে চোরের দণ্ড বিধান করিলে তাঁহার রাজ্য ও যশঃ বৃদ্ধি হয়। যে রাজা চোরের নিগ্রহ করিয়া প্রজাগণকে অভয় প্রদান করেন, তিনি সকলের পূজনীয়। নিত্যই তিনি অভয়দানরূপ যাগ প্রাপ্ত হন। প্রজাগণ যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, রাজা তাহাদিগকে রক্ষা করেন বলিয়া তাহার ষষ্ঠাংশ ফলভাগী হন। পুণ্যের ন্যায় রাজা পাপেরও ষষ্ঠাংশভাগী হইয়া থাকেন। সুতরাং যদি কেহ চুরি করে এবং রাজা তাহার দণ্ডবিধান না করেন, তাহা হইলে ঐ পাপের ফল রাজা ভোগ করিয়া থাকেন এবং অচিরে তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হয়।

রাজা উক্ত বিধানে চোরের দণ্ড দিবেন। সুবর্ণচোর মুক্তকেশে ধাবমান হইয়া 'আমি অমুক কর্ম্ম করিয়াছি, আমাকে ইহা দ্বারা শাসন করুন', এই বলিয়া আপনার চৌর্য্যকর্ম্মের খ্যাপন করিতে করিতে মুষল, খদির কাষ্ঠের লগুড়, দুই দিকে তীক্ষ্ণ শক্তি অথবা লৌহময় দণ্ড, আপনি স্কন্ধে করিয়া রাজার নিকট যাইবে। রাজা তদ্দ্বারা তাহাকে আঘাত করিবেন। মৃত্যু হউক বা মৃতকল্প হইয়া জীবিত থাকুক, ইহাতেই সে চৌর্য্যপাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। কিন্তু রাজা চোরকে শাসন না করিলে স্বয়ং চৌর্য্যপাপে পতিত হইবেন। যেরূপ ব্রহ্মহত্যা ও ভ্রূণহত্যাকারীর অন্ন ভক্ষণ করিলে, তত্তৎ পাপ সংক্রমিত হয়, সেইরূপ ব্যভিচারিণী স্ত্রীর পাপ স্বামীতে এবং চৌর্য্যের পাপ রাজাতে পতিত হয়। পাপী যদি রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়, তাহা হইলে পাপীর সেই পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। (মনু ৮অ°) [স্তেয় দেখ]

স্তেপ, ক্ষেপ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্তেপয়তি। লুঙ্ অতিষ্টেপৎ। সন্ তিষ্টেপয়িষতি।

স্তেম (পুং) স্তিম আর্দ্রে ঘঞ্। আর্দ্রীভাব। (অমর)

স্তেয় (ক্লী) স্তেনস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা স্তেন (স্তেনাদ্যন্নলোপশ্চ। পা ৫।১।১২৫) ইতি যৎ নলোপশ্চ। চৌর্য্য, চোরের ভাব বা কর্ম্ম, চুরি করা। শাস্ত্রে স্তেয় মহাপাতক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব যিনি চুরি করেন, তিনি শাস্ত্রানুসারে পতিত। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে স্তেয়প্রকরণে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

"প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা রাত্রৌ বা যদি বা দিবা।
যৎপরদ্রব্যহরণং স্তেয়ং তৎ পরিকীর্ত্তিতং॥"(কূর্ম্মপু° উপ° ১৬অঃ)

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে, রাত্রি বা দিবা কালে যে পরদ্রব্য হরণ করা হয়, তাহাকে স্তেয় কহে। অতএব কদাচ চুরি করিবে না। তৃণ, শাক, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি যে কোন পরদ্রব্য চুরি করিলে নরক হয়। বিষ বাস্তবিক পক্ষে বিষ নহে, ব্রহ্মস্ব ও দেবস্বই প্রকৃত বিষপদবাচ্য, যেমন বিষ ভক্ষণ করিলে জীবনান্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মস্ব ও দেবস্বাদি অপহরণ করিলে ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ইহপরকালে সুখার্থী মানব কদাচ চুরি করিবে না।

"ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি নানৃতঞ্চ বদেৎ ক্বচিৎ।
নাহিতং না প্রিয়ং বাক্যং ন স্তেনঃ স্যাৎ কদাচন॥
তৃণং বা যদি বা শাকং মৃদং বা জলমেব বা।
পরস্যাপহরন্ জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যতে॥

ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
দেবস্বঞ্চাপি যত্নেন সদা পরিহরেত্ততঃ॥"(কূর্ম্মপু° উপবি° ১৬অ°)

চুরির মধ্যে বিশেষ বিধান এই যে, ধর্ম্মার্থ অর্থাৎ দেবতার জন্য পুষ্প, শাক, উদক, কাষ্ঠ, মূল, ফল, তৃণ, এবং অদত্তের আদান ইহা স্তেয় নামে অভিহিত নহে। অর্থাৎ এই সকল দেবতার জন্য গ্রহণ করিলে স্তেয় হইবে না। কিন্তু দেবার্থে না হইয়া যদি ইহা নিজের জন্য করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে পাতক হইবে। দেব-পূজার জন্য পুষ্পহরণ, হোমের জন্য বনিকাষ্ঠ প্রভৃতির আহরণ ও দেবতার ভোগের জন্য ফলমূলাদি গ্রহণ করিলে দোষ হইবে না। তিল, মুদ্গ ও যবাদি খাদ্য বস্তু যদি পথিমধ্যে পড়িয়া থাকে, এবং ক্ষুধাতুর ব্যক্তি ঐ খাদ্য দ্রব্য হইতে মুষ্টিমাত্র গ্রহণ করে, তাহাতে সে চৌর্য্য-পাপে লিপ্ত হইবে না।

"পুষ্পে শাকোদকে কাষ্ঠে তথা মূলে ফলে তৃণে।
অদত্তাদানমস্তেয়ং মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥
গৃহীতব্যানি পুষ্পাণি দেবার্চ্চনবিধৌ দ্বিজৈঃ।
নৈকস্মাদেব নিয়তমননুজ্ঞায় কেবলং॥
তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বুধঃ।
ধর্ম্মার্থং কেবলং গ্রাহ্যমন্যথা পতিতো ভবেৎ॥
তিলমুদ্গযবাদীনাং মুষ্টির্গ্রাহ্যা পথি স্থিতৈঃ।
ক্ষুধার্ত্তৈর্নান্যথা বিপ্র বিধিবিদ্ভিরিতি স্থিতিঃ॥"(কূর্ম্মপু°উ°৬১অ°)

স্তেন এবং স্তেয়ের বিষয় যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এই রূপ লিখিত আছে—স্তেয় অর্থাৎ চৌর্য্যে যিনি লিপ্ত হইবেন, রাজা তাঁহার দণ্ডবিধান করিবেন। রাজপুরুষগণ কোন এক স্থানে চুরি হইলে যাহার বিশেষ কোন চৌর্য্য-চিহ্ন থাকিবে, পূর্ব্বে অন্ততঃ একবার যাহার চৌর্য্যাপরাধ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে অথবা যাহার অবস্থিতি সাধারণের সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহে, তাহাদিগকে চোর বলিয়া ধরিতে পারেন। সন্দেহ হইলে ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি ব্যক্তিকে ধরিতে পারা যায়। যাহারা জাতি, নাম ও বংশাদির অপলাপ করে, যাহারা দ্যূত, বরাঙ্গনা ও মদ্যপানাদি-ব্যসনে অত্যাসক্ত, রক্ষিগণ জিজ্ঞাসা করিলে যাহাদের মুখ শুষ্ক বা স্বর পরিবর্ত্তিত হয়, যাহারা বিনা কারণে পরধন ও পরগৃহের বিবরণ জিজ্ঞাসা করে, যাহারা প্রচ্ছন্ন ভাবে বিচরণ করে, যাহাদের আয় নাই ব্যয় আছে এবং যাহারা প্রায়শঃ ভগ্ন, ভিন্ন, ও স্ফুটিত দ্রব্য বিক্রয় করে, এই সকল ব্যক্তিকে স্তেন বলা যায়।

চৌর্য্যাশঙ্কায় ধৃতব্যক্তি যদি আত্ম-বিশুদ্ধি প্রমাণ না করিতে পারে, বিচারক তাহার নিকট হইতে দ্রব্যস্বামীকে অপহৃত দ্রব্য দেওয়াইবেন, এবং চৌর্য্যদণ্ড অর্থাৎ শূলারোহণাদি বিবিধ উপায়ে তাহার বধ সাধন করিবেন। ব্রাহ্মণ যদি চোর হয়, তাহা হইলে তাহাকে বধ না করিয়া তাহার ললাটদেশ চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। গ্রাম বা নগরমধ্যে নরহত্যা বা চুরি হইলে সেই দোষ গ্রাম বা নগররক্ষকের, অতএব ঐ রক্ষী পুরুষ যদি চোর ধরিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি অপহৃত ধন ধনীকে অর্পণ করিবেন। চোরের নির্গমন-চিহ্ন দেখাইতে না পারিলে উক্ত নিয়ম জানিতে হইবে।

গ্রামের সীমান্ত ভাগে চুরি হইলে যদি গ্রামবাসিগণ চোর ধরিয়া দিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারা অপহৃত ধন দ্রব্যস্বামীকে দিতে বাধ্য। নির্গমন-চিহ্ন গ্রামান্তরে দৃষ্ট হইলে সেই গ্রামবাসী-দিগকে চোর ধরিয়া দিতে হয়। বহু গ্রামের মধ্য স্থলে একক্রোশ মাত্র দূরে চুরি হইলে পঞ্চগ্রামের লোক বা দশ গ্রামের লোক একত্র হইয়া উক্ত রূপ প্রতিবিধান করিবেন। তাঁহারা কোন উপায় করিতে না পারিলে রাজা নিজ কোশাগার হইতে ধনীকে অপহৃত ধন দিবেন। বন্দীগ্রাহী, অশ্বগজাপহারী এবং বলপূর্ব্বক হত্যাকারী এই সকল লোককে রাজা শূল দণ্ড দিবেন।

উৎক্ষেপক অর্থাৎ ছিঁচকে চোর, গ্রন্থিভেদক (গাঁইটকাটা), ইহাদিগের যথাক্রমে করচ্ছেদ এবং অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ শাস্তির পরও যদি ইহারা দ্বিতীয় বার চুরি করে, তাহা হইলে তাহাদের এক এক হস্ত ও এক পদ ছেদন করিবে। ক্ষুদ্র দ্রব্য, মধ্যম দ্রব্য ও মহাদ্রব্যহরণে অপহৃত দ্রব্যের মূল্যানুসারে দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবে এবং এই কল্পনা করিবার পূর্ব্বে দেশ, কাল, বয়ঃ, শক্তি, জাতি প্রভৃতির বিষয়ও চিন্তা করিয়া দেখিবে। এই সকল বিশেষ বিবেচনা করিয়া তবে দণ্ড বিধান করা বিধেয়। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া চোরকে, অথবা হত্যাকারীকে আহার, থাকিবার স্থান, শীতাপনোদনাদির জন্য অগ্নি, তৃষ্ণায় জল, অকার্য্যে মন্ত্রণা, তাহার উপকরণ ও সেই কার্য্যের ব্যয় প্রদান করে, তাহারও উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্যস° ২ অ°)

মনুতে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি কূপের নিকটস্থ রজ্জু বা জলপাত্র অপহরণ করে, বা পানাধার ভঙ্গ করে, তাহার এক মাষা সুবর্ণ দণ্ড হইবে, এবং তাহাকে সেই রজ্জু বা পাত্র ফিরাইয়া দিতে হইবে। দুই শত পলে এক দ্রোণ, বিংশতি দ্রোণে এক কুম্ভ, এইরূপ যে দশ কুম্ভেরও অধিক ধান্য চুরি করে, তাহার শারীরিক দণ্ড হইবে। ইহার কম ধান্য চুরি করিলে একাদশ গুণ দণ্ড এবং উক্ত পরিমাণ ধান্য ফিরাইয়া দিতে হয়। তুলা পরিমাণের যোগ্য সুবর্ণ, রজতাদি ও বহুমূল্য উত্তম বস্ত্রাদি চুরি করিলে শারীরিক দণ্ড এবং পঞ্চাশের অধিক শত পর্য্যন্ত ঐ সকল দ্রব্য হরণ করিলে হস্তচ্ছেদন দণ্ড হইবে। এক হইতে পঞ্চাশৎ পল পর্য্যন্ত অপহরণে দ্রব্যমূল্যের একাদশ গুণ দণ্ড হইবে। কুলীন পুরুষের বিশেষত মহাকুলপ্রসূত স্ত্রীলোকের

এবং হীরক প্রবাল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রত্ন অপহরণে বধদণ্ড হইবে। হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মহাপশু হরণে, খড়্গ প্রভৃতি শস্ত্র এবং রোগের ঔষধহরণে কার্য্য ও কাল বিচার করিয়া রাজা উপযুক্ত দণ্ড দিবেন। ব্রাহ্মণের গো চুরি করিয়া বাহনার্থ তাহার নাসাচ্ছেদ করিলে বা যাগাদির পশু হরণ করিলে অপহর্ত্তার অর্দ্ধ পাদ-চ্ছেদ দণ্ড হইবে।

ঊর্ণাদিসূত্র, কার্পাস, যে যে দ্রব্যে সুরা প্রস্তুত হয়, গোময়, গুড়, দধি, দুগ্ধ, তক্র, পানীয় কিংবা তৃণ, বংশ, বংশখণ্ডনির্ম্মিত পাত্র, লবণ, মৃত্তিকা, ভস্ম, মৎস্য, পক্ষী, তৈল, ঘৃত, মাংস, মধু এবং যাহা কিছু পশুসম্ভব যথা চর্ম্ম, শৃঙ্গ, গজদন্ত প্রভৃতি এবং অন্যান্য অল্প মূল্যের দ্রব্য, নানাপ্রকার মদ্য, অন্ন ও বিবিধ পক্বান্ন, এই সকল দ্রব্য চুরি করিলে দ্রব্যের মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। পুষ্প, ক্ষেত্রস্থ ধান্য, গুল্মবৃক্ষ, আর যে সকল শস্যের আগ্‌ড়া নিঃসরণ হয়, ইহাদের অপহরণে পাঁচ কুচা রূপা দণ্ড হইবে। পরিপূত অর্থাৎ আগ্‌ড়াদি নিঃসরণে পরিস্কৃত ধান্য এবং শাক, মূল ও ফলাদি অপহরণ করিলে অপহর্ত্তা যদি দ্রব্য-স্বামীর সম্পর্কীয় হয়, তাহা হইলে তাহার পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড, সম্পর্কীয় না হইলে এক শত পণ দণ্ড হইবে।

চোর যে সকল অঙ্গ দ্বারা চুরি করে, পুনর্ব্বার আর চুরি না করিতে পারে এই জন্য রাজা তাহার সেই সেই অঙ্গচ্ছেদ করিয়া দিবেন। চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ শূদ্র চুরি করিলে সাধারণের পক্ষে যে দণ্ড বিহিত আছে, তাহার ৮ গুণ অধিক দণ্ড হইবে, এতাদৃশ বৈশ্য চোর ১৬ গুণ, ঐরূপ ক্ষত্রিয় চোর ৩২ গুণ এবং গুণদোষজ্ঞ ব্রাহ্মণ চোরের বিহিত দণ্ডাপেক্ষা ৬৪ গুণ অধিক দণ্ড হইবে। তদপেক্ষা গুণবান্ ব্রাহ্মণ চোরের ১২৮ গুণ দণ্ড হইবে। পরকীয় অবদ্ধ পশুর বন্ধনকারী, পরকীয় বদ্ধ পশুর মোচনকারী, দাস, অশ্ব ও রথের অপহর্ত্তা চোরের ন্যায় দণ্ডনীয়।

পাথেয়রহিত দ্বিজাতি পথিক ক্ষুধাকাতর হইয়া ক্ষেত্র-স্বামীর অগোচরে ক্ষেত্র হইতে দুইটী ইক্ষুদণ্ড বা দুইটী মূলা গ্রহণ করিলে, তাহার তাহাতে চৌর্য্যজনিত পাতক বা রাজ-দণ্ড হইবে না। অপরিবৃত্ত বৃহৎ বৃক্ষের ফল, মূল, হোমীয় অগ্নির কাষ্ঠ এবং গো-গ্রাসার্থ তৃণের আহরণকে স্তেয় বলা যায় না, ইহাতে চৌর্য্য জন্য পাতক হইবে না। রাজা উক্ত বিধানানুসারে স্তেয়ের জন্য স্তেনকে দণ্ডবিধান করিবেন। এইরূপে যে রাজা চোরের নিগ্রহ করেন, তিনি ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন। (মনু ৮ অ°) মৎস্যপুরাণে স্তেনের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপ লিখিত আছে—

"এতৈর্ব্বৈতৈরপোহন্তং স্যাদেনো হিংসাসমুদ্ভবম্।
স্তেয়দোষাপহর্ত্তৃণাং ব্রতানাং শ্রূয়তাং বিধিঃ॥
ধান্যান্নধনচৌর্য্যাণি কৃত্বা কামাৎ দ্বিজোত্তম।
স্বজাতীয়গৃহাদেব কৃচ্ছ্রার্দ্ধেন বিশুধ্যতি॥"(মৎস্যপু° ২০১ অ°)

ব্রাহ্মণ যদি কামতঃ অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক ধান্য বা অন্য ধন চুরি করে, তাহা হইলে জাতীয় বিধানানুসারে অর্দ্ধ কৃচ্ছ্র ব্রত অনুষ্ঠান করিলে ঐ পাতক হইতে শুদ্ধি লাভ করিবেন। অন্য গৃহ হইতে ভক্ষ্য, ভোজ্য, শয্যা বা আসনাদি চুরি করিলে পঞ্চগব্য ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে উক্ত পাতক বিনষ্ট হয়। মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, লৌহ, কাংস্য ও প্রস্তর এই সকল দ্রব্য অপহরণ করিলে দ্বাদশ দিন হবিষ্যান্নভুক্ হইয়া প্রায়শ্চিত্তা-নুষ্ঠান করিলে ঐ পাতক বিনষ্ট হয়। (মৎস্যপু° ২০১ অ°)

স্তেয়কৃত (ত্রি) স্তেয়ং চৌর্য্যং করোতীতি কৃ ক্বিপ্-তুক্ চ। চৌর, স্তেয়কারী। (মনু ১১।৯৯)

স্তেয়িন্ (পুং) স্তেয়মস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ চৌর। "সুবর্ণস্তেয়ী মাসং সাবিত্র্যষ্টসহস্রং আজ্যাহুতির্জুহুয়াৎ ত্রিরাত্রমুপবসেৎ তপ্তকৃচ্ছ্রেণ বা পূতো ভবতি" (প্রায়শ্চিত্তবি°) ব্রাহ্মণ সুবর্ণ চুরি করিলে এক মাস প্রতি দিন ৮ হাজার গায়ত্রী জপ, আজ্যাহুতি, ত্রিরাত্র উপবাস বা তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা পবিত্র হইবেন। ২ স্বর্ণকার। (পুং) ৩ বন মূষিক।

স্তেয়িফল (পুং) তেজঃফলবৃক্ষ, চলিত তেজবল। (রাজনি°)

স্তৈন (ক্লী) স্তেনস্য চৌরস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা স্তেন-অণ্। ১ চৌর্য্য।

স্তৈন্য (ক্লী) স্তেনস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা স্তেন-ষ্যঞ্। চৌর্য্য।
"সংস্পৃশেদীদৃশো ভাবঃ শুচিং স্তৈন্যমিবামৃতং॥"(ভারত ৩।২৭২।৭)
(পুং) স্তেন এব স্বার্থে ষ্যঞ্। ২ চৌর। (শব্দরত্না°)

স্তৈমিত্য (ক্লী) স্তিমিতস্য ভাবঃ স্তিমিত-ষ্যঞ্। ১ জড়তা। ২ আর্দ্রত্ব। 'স্তৈমিত্যমঙ্গস্যার্দ্রপটাবগুণ্ঠিতত্বমিব' (বিজয়রক্ষিত)

স্তোক (পুং) স্তূয়তে ইতি স্তুচ প্রসাদে ঘঞ্। ১ চাতক। (মেদিনী) ২ বিন্দু। ৩ কণা। (ত্রি) ৪ অল্প, ঈষৎ।
"এবং গৃহেষ্বভিরতো বিষয়ান্ বিবিধৈঃ সুখৈঃ।
সেবমানো নচাতুষ্যদাজ্যস্তোকৈরিবানলঃ॥" (ভাগ° ৯।৬।৪৮)

স্তোকক (পুং) স্তোক এব স্বার্থে কন্। চাতকপক্ষী। মনুতে লিখিত আছে যে, পানীয় জল অপহরণ করিলে চাতক হয়।
"বৃকো মৃগেভং ব্যাঘ্রোঽশ্বং ফলমূলন্তু মর্কটঃ।
স্ত্রীমৃক্ষস্তোককো বারি যানান্যুষ্ট্রঃ পশূনজঃ॥" (মনু ১২।৬৭)

স্তোকশস্ (অব্য°) স্তোকং স্তোকং ইতি চশস্। অল্প অল্প।
"স্তোকশো বৃষ্টিবিভক্তোপচরতি" (ঐতরেয়ব্রা° ২।১১)

স্তোতৃ (ত্রি) স্তৌতীতি স্তু-তৃণ্। স্তবকর্ত্তা, যিনি স্তব করেন, ইহার বৈদিকপর্য্যায়—রেভঃ, জরিতা, কারু, নদ, স্তামু, কীরি, গো, সূরি, নাদ, ছন্দ, স্তুপ, রুদ্র, কৃপণ্যু। (বৈদকনি° ৩।১৬)
২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮২)

স্তোতব্য (ত্রি) স্তু-তব্য। স্তবের উপযুক্ত, স্তবার্হ।

স্তোত্র (ক্লী) স্তূয়তেঽনেনেতি স্তু (দাম্নীশসযুযুজেতি। পা ৩।২।১৮২) ইতি ষ্ট্রন্। স্তব, স্তুতি। দ্রব্যস্তোত্র, কর্ম্মস্তোত্র, বিধিস্তোত্র ও অভিজনস্তোত্রভেদে স্তোত্র চারি প্রকার।

"অত বো বর্ণয়িষ্যামি বিধিং মন্বন্তরস্য তু।
ঋচো যজূংসি সামানি তথাবৎ প্রতিদৈবতং।
বিধিহোত্রং তথা স্তোত্রং পূর্ব্ববৎ সম্প্রবর্ত্ততে॥
দ্রব্যস্তোত্রং কর্ম্মস্তোত্রং বিধিস্তোত্রং তথৈব চ।
তথৈবাভিজনস্তোত্রং স্তোত্রমেতচ্চতুষ্টয়ং॥
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু যথা ভেদাভবন্তি বৈ।
প্রবর্ত্তয়ন্তি তেষাং বৈ ব্রহ্মস্তোত্রং পুনঃ পুনঃ॥"(মৎস্যপু° ১২১অ°)

স্তোত্রবৎ (ত্রি) স্তোত্র অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। স্তোত্রবিশিষ্ট, স্তোত্রযুক্ত।

স্তোত্রিয় (ত্রি) স্তোত্রসম্বন্ধীয়।

স্তোভ (পুং) স্তুভ-ঘঞ্। সামের অবয়ববিশেষ। ইহা গীতালাপের পূরণাক্ষর রূপ। এই স্তোভ ত্রয়োদশ প্রকার। যথা "১ বাবলোকো হাউকারঃ, ২ বায়ুর্হা ইকারঃ, ৩ চন্দ্রমা অথকারঃ, ৪ আত্মেহকারঃ, ৫ অগ্নিরীকারঃ, ৬ আদিত্য উকারঃ, ৭ নিহব একারঃ, ৮ বিশ্বেদেবা ঔহোইকারঃ, ৯ প্রজাপতির্হিকারঃ, ১০ প্রাণঃ স্বরঃ, ১১ অন্নং যা ১২ বাগ্‌বিরাড়্‌নিরুক্তঃ, ১৩ ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ সঞ্চরো হুংকারঃ।" (ছান্দোগ্য উপ° ১ প্রপা°)

এই সকল স্তোভ সামবিশেষে যোজনা করা হয়। রথন্তর সামে প্রথম স্তোভ, বামদেব সামে দ্বিতীয় স্তোভ এই প্রকারে স্তোভ যোজনা করিতে হয়। [সামবেদ শব্দ দেখ।]

২ হেলন, স্তম্ভন। (হেম)

"সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥" (ভাগবত ৬।২।১৪)

'স্তোভং গীতালাপপূরণার্থে কৃতং হেলনং কিং বিষ্ণুনেতি সাবজ্ঞমপি চ বৈকুণ্ঠনামোচ্চারণং' (স্বামী)

স্তোভন (ত্রি) স্তোভবিশিষ্ট।

স্তোভবৎ (ত্রি) স্তোভ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। স্তোভবিশিষ্ট, স্তোভযুক্ত।

স্তোম, শ্লাঘা, অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্তোময়তি, লোট্ স্তোময়তু। লুট্ স্তোময়িতা। লিট্ স্তোময়াঞ্চকার। লিটে কৃ, অস্ ও ভূ এই তিন ধাতুর অনুপ্রয়োগ হইবে। লুঙ্ অতুস্তোমৎ।

স্তোম (ক্লী) স্তূয়তে ইতি স্তু (অর্ত্তিস্তুসুহস্রিতি। উণ্ ১।১৩৯) ইতি মন্। ১ মস্তক। ২ ধন। ৩ শস্য। ৪ লৌহাগ্রদণ্ড। (ত্রি) ৫ বক্র। (পুং) ৬ সমূহ। (অমর)

"ঋষীণামুগ্রতপসাং যমুনাতীরবাসিনাং।
লবণত্রাসিতঃ স্তোমস্ত্রাতারং ত্বামুপস্থিতঃ॥" (উত্তরচ° ১ অ°)

৭ যজ্ঞ। ৮ স্তোম।

স্তোমতষ্ট (ত্রি) স্তোমকারী কর্ত্তৃক কৃত, যজ্ঞকারী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত। "পতিং স্তোমতষ্টা জিগাতি" (ঋক্ ৩।৩৯।১) 'স্তোমতষ্টা স্তোমকারিভিঃ কৃতাঃ' (সায়ণ)

স্তোমভাগিক (ত্রি) ১ স্তোমভাগার্হ, যিনি যজ্ঞ ভাগ পাইবার উপযুক্ত। ২ স্তোমভাগসম্বন্ধীয়।

স্তোমময় (ত্রি) স্তোম স্বরূপে ময়ট্। স্তোমস্বরূপ। (শত°ব্রা° ১০।৪।২।২৬)

স্তোমবর্দ্ধন (ত্রি) স্তোম অর্থাৎ ত্রিবৃৎ ও পঞ্চ দশাদি দ্বারা বর্দ্ধনীয়। "ত্বং হি স্তোমবর্দ্ধন ইন্দ্রাস্যুকথবর্দ্ধনঃ।" (ঋক্ ৮।১৫।১১) 'স্তোমবর্দ্ধনঃ স্তোমেন ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদিনা বর্দ্ধনীয়ঃ' (সায়ণ)

স্তোমবাহস্ (ত্রি) স্তোমং বহন্তি (বহি হাধাঞ্ভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ৪।২২০) ইতি অসুন্। ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদি স্তোমবহনকারী। "প্রগায়ত সথায়ঃ স্তোমবাহসঃ" (ঋক্ ১।৫।১) 'স্তোমবাহসঃ ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদিস্তোমান্ অস্মিন্ কর্ম্মণি বহন্তি প্রাপয়ন্তি' (সায়ণ)

স্তোমায়ন (ক্লী) স্তোমযজ্ঞ।

স্তোমীয় (ত্রি) স্তোমযুক্ত।

স্তোম্য (ত্রি) স্তোম-যৎ। স্তুতিযোগ্য, স্তবার্হ। "সবিতা স্তোম্যো মু নঃ" (ঋক্ ১।২২।৮) 'স্তোম্যঃ স্তুতিযোগ্যঃ' (সায়ণ)

স্তৌপিক (ক্লী) বুদ্ধদ্রব্যবিশেষ। হিন্দী ওঘা। (ত্রিকা°)

স্তৌভ (ত্রি) স্তোভ-অণ্। স্তোভসম্বন্ধীয়। "স্তৌভীং বাচং বিসৃজেৎ"

স্তৌভিক (ত্রি) স্তোভসম্বন্ধীয়। (লাট্যা° ৭।৫।৭)

স্তৌল (ত্রি) স্থূল। "সসহবান্ স্তৌলাভিধৌতরীভিঃ" (ঋক্ ৬।৪৪।৭) 'স্তৌলাভিঃ স্থূলাভিঃ' (সায়ণ)

স্ত্যান (ক্লী) স্ত্যৈ-ক্ত। ১ স্নিগ্ধ। ২ প্রতিধ্বনি। ৩ ঘনত্ব।

"দধতি কুহরভাজামত্র ভল্লূকযূনা
মনুরসতি গুরূণি স্ত্যানমম্বূকৃতানি।" (উত্তরচ° ২অঙ্ক)

৪ আলস্য। (ত্রি) ৫ সংহতিকর্ত্তা। ৬ ধ্বনিকর্ত্তা।

স্তৈন (পুং) স্ত্যায়তীতি স্ত্যৈ (শ্যাস্ত্যাহৃঞ্বিভ্য ইনচ্। উণ্ ২।৪৬) ইতি ইনচ্। ১ চৌর। ২ অমৃত। (উজ্জ্বল)

স্ত্যৈ, ১ সংহতি, সমূহ। ২ ধ্বনি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ স্ত্যায়তি। লঙ্ অস্ত্যাসীৎ।

স্তৈন্য (পুং) স্তেন এব অণ্। স্তেনশব্দার্থ। (অমর)

স্ত্রিয়ম্মন্য (ত্রি) আত্মানং স্ত্রিয়ং মন্যতে স্ত্রিয়-মন-খশ্, (পা ৬।৩।৬৮) ইতি অমাগমঃ। স্ত্রীম্মন্য, আপনাকে যিনি স্ত্রী বলিয়া বিবেচনা করেন। স্ত্রিয়ংমন্য স্ত্রীম্মন্য এই দুই প্রকার পদই হয়।

স্ত্রী (স্ত্রী) স্ত্যায়তি গর্ভো যস্যামিতি স্ত্যৈ (স্ত্যায়তে ড্রট্। উণ্

৪।১৬৫) ইতি ড্রট্, ডিত্বাৎ টিলোপঃ টিত্বাং ঙীপ্। স্তনযোন্যাদি-মতী। পর্য্যায়—যোষিৎ, অবলা, যোষা, নারী, সীমন্তিনী, বধূ, প্রতীপদর্শিনী, বামা, বনিতা, মহিলা, প্রিয়া, রামা, জনি, জনী, যোষিতা, জোষিৎ, জোষা, জোষিতা, বনিকা, মহেলিকা মহেলা, শর্ব্বরী, সিন্দূরতিলকা, সুভ্রূ, সুনয়না, বামদৃক্, অঙ্গনা, ললনা, কান্তা, পুরন্ধ্রী, বরবর্ণিনী, সুতনু, তন্বী, তনু, কামিনী, তন্বঙ্গী, রমণী, কুরঙ্গনয়না, ভীরুভাবিনী, বিলাসিনী, নিতম্বিনী, মত্তহাসিনী, সুনেত্রা, প্রমদা, সুন্দরী, অচ্ছিতভ্রূ, ললিতা, বাসিতা, ভামিনী, বরারোহা, নতাঙ্গী, ত্রিলতা, বরা, শ্যামা, চারুবর্দ্ধনা। (বাজনি°)

সংস্কার-কার্য্য ব্যতীত দেহশুদ্ধি হয় না। মন্বাদিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্ত্রীদিগের দেহশুদ্ধির জন্য উপনয়ন ব্যতীত অপর সমুদয় সংস্কারই যথাকালে এবং যথাক্রমে বিধেয়। যেমন পুত্রের ৬ বা ৮ মাসে অন্নপ্রাশন সংস্কার, তদ্রূপ কন্যাদিগেরও ৫ বা ৭ মাসে অন্নপ্রাশন-সংস্কার করিবে। এইরূপে পুরুষ সম্বন্ধে সংস্কারকার্য্যের যে সকল কাল কথিত হইয়াছে, সেই সকল কালে স্ত্রীদিগেরও সংস্কারকার্য্য করিবে। কিন্তু স্ত্রীদিগের সংস্কারকার্য্য অমন্ত্রক করিতে হইবে। বিবাহসংস্কারই স্ত্রীদিগের বৈদিক উপনয়নসংস্কার। স্বামিসেবাই গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্ম্মই সায়ংপ্রাতর্হোম বলিয়া জানিতে হইবে।

"অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমং॥
বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥" (মনু ২।৬৬-৬৭)

স্ত্রীগণ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি করিতে পারিবে না, কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্ত্রীগণ পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত, উপবাসাদি কিছুরই অনুষ্ঠান করিবে না, কেবল এক মাত্র পতিশুশ্রূষা করিবে, এই পতিসেবা দ্বারাই তাহার স্বর্গ লাভ হইবে। স্বামী যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, স্ত্রী তাহার সহায়তা করিবে এই মাত্র, স্বামীর যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যে পুণ্য লাভ হইবে, স্ত্রী তাহার অংশভাগিনী হইবেন। সাবিত্রীব্রত প্রভৃতি স্থলে বিশেষ বিধান আছে যে, স্ত্রীগণ সাবিত্রী ব্রতানুষ্ঠান করিবে, কিন্তু ঐ বিশেষ বিধান থাকিলেও তাহারা স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া ঐ ব্রত করিতে পারিবে, নচেৎ পারিবে না।

"সভর্তৃকায়াস্তু ব্রতোপবাসাদিঃ পৃথক্নিষিদ্ধো মনুনা যথা—
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণং।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

বিষ্ণুনাপি সমানব্রতচারিত্বমিত্যুক্তং। সমানব্রতচারিত্বং ভর্তৃ-ব্রতাচরণে তদানুকূল্যকারিত্বং। যত্র তু সাবিত্রীব্রতাদৌ বিশেষ-বিধিস্তত্র ভর্ত্রনুজ্ঞয়া পৃথগপি। কামং ভর্ত্তুরনুজ্ঞয়া ব্রতোপবাস-নিয়মেজ্যাদীনামভ্যাসঃ স্ত্রীধর্ম্মঃ।

"পত্যৌ জীবতি যা নারী উপোষ্য ব্রতমাচরেৎ।
আয়ুঃ সংহরতে পত্যুঃ সা নারী নরকং ব্রজেৎ॥
ইতি বিষ্ণূক্তং তদনুজ্ঞাতবিষয়ং।" (একাদশীতত্ত্ব)

স্ত্রীগণ স্বামীর অনুমতি না লইয়া যদি কোন পৃথক্ ব্রত উপ-বাসাদি করে, তাহা হইলে স্বামীর আয়ু বিনষ্ট হয়, সুতরাং তাহারা ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না।

"উক্তো বঃ সর্ব্ববর্ণানাং স্ত্রীণাং ধর্ম্মান্ নিবোধত।
বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা॥
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং॥" (মনু ৫ অ°)

স্ত্রীগণ বালিকা, যুবতী বা বৃদ্ধা হউন, তাহাদের কিছু মাত্র স্বাধীনতা অবলম্বন করা উচিত নহে। স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রের বশীভূত হইয়া থাকিবে। কদাচ স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবে না। তাহারা পিতা, ভর্ত্তা বা পুত্রের সহিত কখনও বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিবে না। পিত্রাদি হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিলে উভয় কুলই কলঙ্কিত হইয়া থাকে। স্ত্রীগণ সর্ব্বদাই প্রহৃষ্ট হইয়া কালযাপন করিবে, গৃহকর্ম্মে দক্ষ হইবে, গৃহসামগ্রীসকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, এবং ব্যয়বিষয়ে সদা অমুক্তহস্ত হইবে।

পিতা যাহাকে দান করিয়াছেন বা পিতার অনুমতিতে ভ্রাতা যাহাকে দান করিয়াছেন, সেই স্বামীর জীবিত কাল পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করা ও স্বামীর মৃত্যুর পর তাহাকে উল্লঙ্ঘন না করা অর্থাৎ ব্যভিচারাদি না করা স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্ত্রীদিগের বিবাহকালে যে পুণ্যাহবাচনাদি স্বস্ত্যয়ন ও প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে হোম করা হয়, সে কেবল উভয়ের মঙ্গলার্থ মাত্র।

বিবাহকর্ত্তা পতি ঋতুকালে বা অন্যকালে স্ত্রীলোকের পক্ষে নিত্যই সুখদাতা হন এবং কেবল ইহকালে নহে, স্বামী পরকালেও স্ত্রীলোকের সুখ দাতা হইয়া থাকেন। শীলরহিত, পরদাররত, বিদ্যাদিগুণবর্জ্জিত হইলেও পতিকে উপেক্ষা না করিয়া সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় পতির সেবা করিবে। স্ত্রীর স্বামিসেবা ভিন্ন পৃথক্ যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত এবং উপবাস নাই, কেবল পতিসেবা দ্বারাই স্ত্রীগণ স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃত হউন, সাধ্বী স্ত্রী পতিলোককামী হইয়া কখনও তাঁহার অপ্রিয়াচরণ করিবে না। পতি মৃত হইলে স্ত্রী বরং শুদ্ধ,

পুষ্প, মূল ও ফলের দ্বারা জীবন যাপন করিবে, কিন্তু কদাপি পতি বিনা পরপুরুষের নামোচ্চারণও করিবে না। যতদিন না আপনার মরণ হয়, ততদিন স্ত্রী ক্লেশসহিষ্ণু ও নিয়মাচারী হইয়া মধু, মাংস, মৈথুনাদি বর্জ্জন রূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবে। অনেক সহস্র কৌমার ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ সন্তান উৎপাদন না করিয়াও স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যবলে অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন, ঐ সকল ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্ত্রীগণ অপুত্রা হইলেও মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যবলে স্বর্গে গমন করেন। যে স্ত্রী সন্তান কামনায় স্বামীকে অতিবর্ত্তন করিয়া ব্যভিচারিণী হয়, সেই স্ত্রী ইহলোকে নিন্দিত এবং পরলোকে পতিলোক হইতে চ্যুতা হয়। স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন ধর্ম্ম-কার্য্য সাধিত হইতে পারে না এবং সহধর্ম্মিণী ব্যতীত অপর স্ত্রীতে জাত পুত্র দ্বারা পুরুষেরও কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না। এমন কি এইরূপে উৎপন্ন পুত্র পুত্রপদবাচ্যই নহে।

নিজের পতি অপকৃষ্ট অর্থাৎ ধন, মান, কুল শীলাদিতে হীন বলিয়া যে স্ত্রীলোক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কোন উৎকৃষ্ট পুরুষের আশ্রিতা হয়, সে ইহলোকে নিন্দনীয়া হয়, লোকে তাহাকে পরপূর্ব্বা বলিয়া ঘৃণা করে এবং পরকালে সেই স্ত্রী শৃগালযোনিতে জন্ম গ্রহণ এবং নানা প্রকার পাপরোগে আক্রান্তা হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে। যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সংযত থাকিয়া স্বামীকে অতিক্রম না করে, সে পতিলোক প্রাপ্ত হয় এবং সাধুগণ তাহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করেন। যে এইরূপে মনোবাক্দেহ সংযতা হইয়া স্ত্রীধর্ম্মে জীবন যাপন করে সে ইহলোকে পরমা কীর্ত্তি লাভ ও পরকালে পতিলোকে গমন করে। এইরূপ সদ্বৃত্তিশালিনী সবর্ণা স্ত্রী যদি স্বামীর মরণের পূর্ব্বে মৃতা হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজাতি স্বামী অগ্নিহোত্রীয়াদি দ্বারা তাহার দাহাদি ক্রিয়া করিবেন।

স্ত্রীদিগকে বহুমানপূর্ব্বক ভোজনাদি প্রদান ও ভূষণাদি দ্বারা সদাই ভূষিত করা বহু কল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবরগণের কর্ত্তব্য। যে কুলে স্ত্রীগণের সম্যক্ সমাদর আছে, দেবগণ সেই কুলের প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকের পূজা নাই, সেই পরিবারের যাগাদিক্রিয়াসমুদায় বৃথা হইয়া যায়। যে পরিবারের মধ্যে স্ত্রীগণ সদাই দুঃখিত ভাবে অবস্থান করে, সেই কুল আশু বিনষ্ট হয়। যথায় স্ত্রীদিগের কোন দুঃখ নাই, সেই পরিবারের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়। স্ত্রীগণ অসৎকৃত থাকিয়া যে গৃহে অভিসম্পাত করে, সেই কুল অভিচারহতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব যাহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, তাঁহারা বিবিধ কার্য্য এবং উৎসবকালে অশন, বসন ও ভূষণাদি দ্বারা স্ত্রীলোকের সন্তোষ সাধন করিবেন।

যে পরিবারমধ্যে স্ত্রী ও স্বামী উভয়ে নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন, নিশ্চয়ই সেই কুলে কল্যাণ নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করে। বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা কান্তিমতী না হইলে স্ত্রী স্বামীর প্রমোদ জন্মাইতে পারে না, আবার স্বামীর প্রীতি জন্মাইতে না পারিলেও সন্তানোৎপাদন হয় না। স্ত্রী যদি ভূষণাদি দ্বারা মনোহর ভাবে সজ্জিত থাকে, তবে সমুদয় গৃহই শোভা পাইতে থাকে। আর স্ত্রী যদি রুচিকর না হয়, তাহা হইলে সমুদয় গৃহই শোভাহীন হয়।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বা স্তত্রাফলাক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যাশু তৎ কুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥" (মনু ৩।৫৬-৮)

স্ত্রীগণ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর যদি তাহার সন্তান না থাকে, তাহা হইলে সে পতির উদ্দেশে প্রতিদিন তর্পণ এবং বৎসরান্তে মৃত তিথিতে একোদ্দিষ্টের বিধানানুসারে শ্রাদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। সধবা বা পুত্রবতী বিধবা স্ত্রীর শ্রাদ্ধ তর্পণাদিতে অধিকার নাই। তবে তিনি স্বামীর স্বর্গাদি কামনায় দানাদির অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, স্ত্রীদিগকে অসূর্য্যম্পশ্যা ভাবে রাখিতে হইবে। কারণ স্ত্রীগণ যদি পরপুরুষ অবলোকন করিয়া তাহাকে কামনা করে, তাহা হইলে সেই নারী দুষ্টা হয়, এবং তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। যাহাতে স্ত্রীগণ পরপুরুষ অবলোকন করিতে না পারে, তাহাদিগকে এইরূপ ভাবে রাখিয়া দেওয়াই উচিত। যে স্ত্রী অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া অবস্থিতি করে, তাহারা পতিব্রতা, সুতরাং বিশুদ্ধা। এই বিশুদ্ধা নারীগণই বৈকুণ্ঠগমনে অধিকারিণী হয়।

"পরপৃষ্টা চ যা নারী যা স্পৃহাং কুরুতে পরং।
সাপি দুষ্টা পরিত্যাজ্যা চেত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥
তস্মান্নারী পরৈর্যত্নাদদৃষ্টা কৃতিভিঃ কৃতা।
অসূর্য্যম্পশ্যা যা রামাঃ শুদ্ধাস্তাশ্চ পতিব্রতাঃ॥
স্বামিসাধ্যা চ যা নারী কুলধর্ম্মভিয়া স্থিতা।
কান্তেন সার্দ্ধং সা কান্তা বৈকুণ্ঠং যাতি নিশ্চিতং॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১৮ অ°)

আরও লিখিত আছে যে, এই স্ত্রী তিন প্রকার উত্তমা,

মধ্যমা ও অধমা। ইহার মধ্যে যে সকল স্ত্রী প্রাণান্ত হইলেও পরপুরুষসঙ্গ করে না এবং পতির ন্যায় দেবতা, দ্বিজ ও অতিথিকে পূজা করিয়া থাকে, ব্রত-উপবাসাদি নিয়ম সকল প্রতিপালন করে, তাহাকে উত্তমা স্ত্রী কহে। আর যে সকল স্ত্রী গুরুলোক কর্ত্তৃক রক্ষিতা বলিয়া ভয় হেতু পরপুরুষ-সংসর্গ করে না, অল্পবিস্তর কিঞ্চিৎ স্বামিসেবা করে, মনোরথ পূরণের স্থান, ক্ষণ এবং প্রার্থয়িতা পুরুষ প্রাপ্ত না হওয়ায় পরপুরুষসঙ্গ করিতে পারে না, তাহাদিগকে মধ্যমা স্ত্রী কহে। অধমা স্ত্রী অতিশয় নিকৃষ্টা এবং অসদ্বংশজাতা, অধর্ম্মশীলা, দুর্ম্মুখা, কলহপ্রিয়া, প্রতিদিনই পতির সহিত কলহ করিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করে, সর্ব্বদা পরপুরুষসঙ্গ করিয়া থাকে। পতিকে সর্ব্বদা কষ্ট দেয় এবং বিষতুল্য দেখিয়া থাকে, জারের জন্য ইহারা পতিকে হনন করিতেও কুণ্ঠিতা হয় না, স্বামীকে ভাল রূপে খাইতে দেয় না, এবং সর্ব্বদা বিষোক্তি প্রয়োগ করে, উপপতিকে ধর্ম্মিষ্ঠ, বরিষ্ঠ, এবং কামদেবের সমান বিবেচনা করিয়া থাকে। সুবেশ রতিশূকর পুরুষ দেখিলে অধমা কামুকী স্ত্রীদিগের যোনি ক্লিন্ন হইতে থাকে, তাহারা এই পুরুষের জন্য নানারূপ অধর্ম্ম করিয়া থাকে। এই সকল স্ত্রী সর্ব্বদা গুরুজন কর্ত্তৃক ভর্ৎসিতা ও লোক কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইলেও তাহারা পরপুরুষসঙ্গ করিয়া থাকে, কেহই তাহা হইতে ইহাদিগকে বিরতা করিতে পারে না। গাভী যেরূপ উদ্যানে নব নব তৃণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ইহারাও প্রতিদিন নূতন নূতন পুরুষাভিলাষিণী হয়। ব্রত, তপস্যা, ধর্ম্ম প্রভৃতি কোন কার্য্যেই ইহাদের প্রবৃত্তি থাকে না, ইহার কেবল পরপুরুষসঙ্গই ভাল বাসে। উপপতির জন্য না করিতে পারে এমন কর্ম্মই ইহাদের নাই।

"উত্তমা পতিভক্তা সা কিঞ্চিদ্ধর্ম্মসমন্বিতা।
প্রাণান্তেঽপি ন কুরুতে তং জারমযশস্করং॥
পূজয়েৎ সা যথা কান্তং তথা দেবদ্বিজাতিথিং।
ব্রতানি চোপবাসাংশ্চ কুরুতে সর্ব্বপূজনং॥
গুরুণা রক্ষিতা যত্নাৎ জারঞ্চ ন ভজেৎ ভয়াৎ।
সা কৃত্রিমা মধ্যমা চ যথা কিঞ্চিৎ পতিং ব্রজেৎ॥
স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা জনঃ।
তেন হি নন্দ তাসাঞ্চ সতীত্বমুপজায়তে॥
অধর্ম্মা পরমা দুষ্টাত্যন্তা সদ্বংশজা তথা।
অধর্ম্মশীলা দুঃশীলা দুর্ম্মুখা কলহপ্রিয়া॥
পতিং ভর্ৎসয়তে নিত্যং জারঞ্চ সেবয়েৎ সদা।
দুঃখং দদাতি কান্তায় বিষতুল্যঞ্চ পশ্যতি।
জারদ্বারমুপায়েন হন্তি কান্তং মনোহরং।
দদাতি ভক্ষ্যে নাহারং বিষোক্তিং ব্যক্তি সন্ততং।
ধর্ম্মিষ্ঠঞ্চ বরিষ্ঠঞ্চ গরিষ্ঠঞ্চ মহীতলে॥
কামদেবসমঞ্চাপি জারং পশ্যতি কামতঃ।
শুভদৃষ্ট্যা কটাক্ষেণ শশ্বৎ পাপীয়সী মুদা॥
সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা যুবানং রতিশূকরং।
যোনিঃ ক্লিদ্যতি নারীণাং কামুকীনাং নিরন্তরং॥
গুরুভির্ভর্ৎসিতা সা চ রক্ষিতা চ শতেন চ।
তথাপি জারং কুরুতে নাপি সাধ্যা নৃপেরপি॥
নাপি তস্যাঃ প্রিয়ং কিঞ্চিৎ সর্ব্বং কার্য্যবশেন চ।
গাবস্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তী নবং নবং॥
ব্রতে তপসি ধর্ম্মে চ ন মনো গৃহকর্ম্মণি।
ন গুরৌ ন চ দেবেষু জারে স্নিগ্ধঞ্চ চঞ্চলং।
স্ত্রীজাতি ত্রিবিধানঞ্চ কথা চ কথিতা ময়া॥" ইত্যাদি।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৮৪ অ°)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এই অধমা স্ত্রী অতিশয় নিন্দিতা, ইহাকে দেখিলেও পাপ হয়, সুতরাং এইরূপ দুষ্টা স্ত্রীর সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করিবে না। ইহাদের চরিত্র ভীষণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। জগতে এমন কোন অসাধ্য কর্ম্ম নাই, যাহা ইহারা না করিতে পারে এবং ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। স্ত্রীতে লক্ষ্মীর বাস। যে সকল স্ত্রী উত্তমা তাহাতেই লক্ষ্মী বাস করিয়া থাকেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, ধর্ম্মজ্ঞা, বৃদ্ধসেবানিরতা, দান্তা, ক্ষমাশীলা, সত্যস্বভাবা, সরলা, ও দেবদ্বিজ-পূজনশীলা স্ত্রীগণে লক্ষ্মী বাস করিয়া থাকেন। যাহার গৃহসামগ্রীসকল নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, যে স্ত্রী বিবেচনা না করিয়া কর্ম্ম করে, সতত পতির প্রতিকূলবাদিনী ও পরগৃহে বাস করিতে অনুরক্তা, লজ্জাহীনা, এই প্রকার নিন্দিতা স্ত্রী হইতে লক্ষ্মী দূরে থাকেন, পতিব্রতা কল্যাণশীলা, বিভূষিতা, সত্যবাদিনী, প্রিয়দর্শনা, সৌভাগ্যযুক্তা ও গুণান্বিতা স্ত্রীর নিকটে লক্ষ্মী সতত বাস করেন এবং নির্দ্দয়া, অপবিত্রা, ও সতত শয়ানা স্ত্রীগণকে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। (ভারত অনুশাসনপ° ১১অ°)

ভর্ত্তার সমান ব্রতাচরণ, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, গুরু, দেবতা ও অতিথির পূজা, পূজোপকরণদ্রব্য সামগ্রীকে উত্তমরূপে মাজিয়া ঘসিয়া গুছাইয়া রাখা, অমিতহস্ততা অর্থাৎ অল্পব্যয় করা, অর্থ পাত্র সুগোপন করিয়া রাখা, বশীকরণাদি কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, মঙ্গলাচারতৎপরতা, ভর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে বেশবিন্যাস, পরগৃহে গমন প্রভৃতি না করা, দ্বারদেশে বা গবাক্ষে অবস্থান না করা, সকল কর্ম্মে অস্বাধীনা, স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য বা তাঁহার সহগমন করাই স্ত্রীদিগের ধর্ম্ম। যে স্ত্রী পতি বর্ত্তমানে উপবাস করিয়া ব্রতাদি আচরণ করে, সে পতির আয়ু হরণ করে

এবং নরকে গমন করে। স্ত্রী একমাত্র পাতিব্রত্য দ্বারাই স্বর্গে গমন করিয়া থাকে।

'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' স্ত্রীর সহিত একত্র ধর্ম্মাচরণ করিবে। কিন্তু বহু স্ত্রী থাকিলে কোন স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, সেই বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে। সবর্ণা বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে তাহার মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠা অর্থাৎ প্রথম পরিণীতা, তাহার সহিতই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। মিশ্রা অর্থাৎ সবর্ণা ও অসবর্ণা বহু স্ত্রী থাকিলে সবর্ণা স্ত্রী কনিষ্ঠা হইলেও তাহার সহিতই ধর্ম্মকার্য্য করিবে। সমানবর্ণা স্ত্রীর অভাবে অব্যবহিত পরবর্ণার সহিত ঐ কার্য্য করিবে। আপৎকালে অর্থাৎ পত্নীর রজোদর্শনাদি স্থলেও এই নিয়ম জানিতে হইবে। কিন্তু দ্বিজ শূদ্রা স্ত্রীর সহিত কদাচ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। শূদ্রা কেবল ব্রাহ্মণের কামভোগার্থই স্ত্রীরূপে কল্পিত হয়, ধর্ম্মার্থ নহে। দ্বিজাতিগণ মোহবশতঃ হীনজাতীয়া স্ত্রীকে বিবাহ করিলে সত্বরই সন্তানের সহিত সমস্ত বংশ শূদ্রত্বে পরিণত হয়। (বিষ্ণুস° ২৫-২৬ অ°)

স্ত্রীগ্রহণ।—শাস্ত্রে স্ত্রীগ্রহণবিষয়ে এইরূপ বিধান আছে যে, যে স্ত্রী মাতার অসপিণ্ডা, অর্থাৎ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহাদি বংশজাত নহে ও মাতামহের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সগোত্রা নহে এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হয় অর্থাৎ পিতৃস্বস্রাদি সন্ততি-সম্ভূতা না হয়, সেইস্ত্রীই বিবাহকর্ম্মে প্রশস্তা। অতি সমৃদ্ধ মহৎ বংশজাত হইলেও স্ত্রীগ্রহণ সম্বন্ধে উক্ত কুল বিশেষ নিষিদ্ধ। হীনক্রিয় অর্থাৎ জাতকর্ম্মাদি সংস্কারবিরহিত, নিষ্পুরুষ অর্থাৎ যে কুলে পুরুষ জন্মায় নাই কেবল কন্যাই জন্মগ্রহণ করে, বেদাধ্যয়ন-রহিত, রোমশ, বহুলোমযুক্ত, অর্শ, রাজযক্ষ্মা, অপস্মার, শ্বিত্রি, প্রভৃতি মহাপাতকজ রোগবিশিষ্ট এই দশকুল হইতে স্ত্রীসংগ্রহ করিবে না।

বিবাহযোগ্যা স্ত্রীর লক্ষণ—যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ, যে অধিক অঙ্গবিশিষ্টা এবং চিররোগিণী, যাহার গাত্রে লোম নাই, অথবা অতিশয় লোম আছে এবং যে অপরিমিত বাচাল, এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্তা স্ত্রী বিবাহ করিতে নাই। নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প ও সেবাসূচক দাসাদির নামে যে স্ত্রীর নাম তাঁহাকে এবং অতি ভয়ানক নামযুক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করিতে নাই। নামকরণকালে এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া স্ত্রীর নাম করিতে হয়। যে স্ত্রীর কোন অঙ্গ-বিকৃতি নাই, যাহার নাম সুখে উচ্চারণ করা যায়, যাহার গমন হংস বা গজের ন্যায় মনোহর, যাহার লোম, কেশ ও দন্ত অনতিস্থূল, এমন কোমলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিতে হয়। (মনু ৩অ°) [বিশেষ বিবরণ বিবাহশব্দে দেখ।]

গৃহিণীধর্ম্ম।—গৃহিণী স্ত্রীগণ প্রাতঃকালে উঠিয়া পতিকে প্রণাম তৎপরে প্রাঙ্গণে জল বা গোময় দ্বারা প্রাঙ্গণ লেপন এবং গৃহকৃত্য সকল শেষ করিয়া স্নান করিবে। তাহার পর দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পতিকে প্রণাম করিয়া গৃহদেবতার পূজা করিবে। তৎপরে গৃহকৃত্য রন্ধনাদি কার্য্য শেষ করিয়া অতিথি, পতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে এবং গৃহাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। স্বামী, দেবর, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে তদ্বিষয়ে যত্ন করিবে। কাহাকেও অপ্রিয় বাক্য বলিবে না, সদা মধুরহাসিনী ও মধুরভাষিণী হইবে। গৃহের সমস্ত ব্যয় বিবেচনার সহিত করিবে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৮৪অ°) পুরুষগণ মানাপমানে দোষগুণে স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা সম্মান করিবেন, যাঁহারা প্রতিপদে স্ত্রীদিগকে সম্মান করেন, তাঁহাদেরও প্রতিপদে শুভ হয়, এবং যে পুরুষাধমেরা স্ত্রী-দিগকে অবমাননা করে তাহাদের প্রতিপদে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

"পদে পদে শুভং তস্য যঃ স্ত্রীমানঞ্চ রক্ষতি।
অবমত্য স্ত্রিয়ং মূঢ়ো যো যাতি পুরুষাধমঃ।
পদে পদে তদশুভং করোতি পার্ব্বতী সতী॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৩২ অ°)

পরস্ত্রীসংসর্গ পাপজনক। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কদাচ পরস্ত্রীসংসর্গ করিবে না। গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যখন অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে। স্ত্রীসকল দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়। এই সকল বর্ণসঙ্কর জাতি দ্বারা চিরন্তন কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিতৃগণ পিণ্ডাভাবে অবসন্ন হন। অতএব স্ত্রীগণ যাহাতে বিশুদ্ধা থাকে, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

"অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥" (গীতা ১।৪০-৪২)

যাহারা স্ত্রীগণকে মন্দপথে প্রবর্ত্তন করান, রাজা তাহা-দিগের দণ্ড করিবেন। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতায় স্ত্রীসংগ্রহপ্রকরণে ইহার বিশেষ বিধান লিখিত আছে, সংক্ষেপে তাহা এই স্থানে লিখিত হইল। পরস্ত্রীর সহিত কেশগ্রহণপূর্ব্বক ক্রীড়া বা পরস্পরের দেহে অভিনব নখক্ষতাদিচিহ্ন দর্শন করিলে অথবা ঐ স্ত্রী বা পুরুষ যদি নিজমুখে স্বীকার করে, তাহা হইলে পুরুষকে পরস্ত্রীগমনে প্রবৃত্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে। সানুরাগা পরস্ত্রীর নীবি, স্তনাবরণবস্ত্র, জঘন এবং কেশাদিস্পর্শ, জনহীন

প্রদেশে এবং নিশীথে পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ এবং উহার সহিত একাসনোপবেশন ইত্যাদি লক্ষণে পুরুষকে পরস্ত্রীগমনে প্রবৃত্ত বলিয়া জানিবে। যাহার সহিত সম্ভাষণাদি করিতে পতিপুত্রগণের নিষেধ থাকে, স্ত্রীগণ তাহার সহিত সম্ভাষণাদি করিলে শতপণ দণ্ড হইবে। নিষিদ্ধ পুরুষ ঐরূপ করিলে তাহার দ্বিশতপণ দণ্ড হইবে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই নিজ নিজ বন্ধু কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া ঐরূপ কার্য্য করিলে উভয়েরই উক্তরূপ দণ্ড হইবে। পুরুষ সবর্ণা স্ত্রীতে উপগতা হইলে তাহার উত্তমসাহস দণ্ড, হীনবর্ণা স্ত্রীতে মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে, কিন্তু উৎকৃষ্টবর্ণা স্ত্রীতে উপগত হইলে রাজা তাহার বধদণ্ড করিবেন। স্ত্রীলোক সবর্ণ ও উৎকৃষ্ট পুরুষে রত হইলে যথাসম্ভব কর্ণাদিকর্ত্তন, হীনবর্ণে রতা হইলে বধদণ্ড হইবে।

বিবাহাভিমুখীভূত অলঙ্কৃতা কন্যা হরণ করিলে উত্তমসাহস দণ্ড, সামান্যতঃ কন্যাহরণে প্রথমসাহস দণ্ড, কন্যা সবর্ণা হইলে এইরূপ দণ্ড হইবে। উচ্চবর্ণা হইলে তাহার বধদণ্ড হইবে। স্বাপেক্ষা নিকৃষ্টবর্ণীয়া কন্যা যদি সকামা হয় এবং তাহাতে উপগত হইলে দোষ হইবে না। সকামা না হইলে প্রথম সাহস দণ্ড, অকামা কন্যাকে নখক্ষতাদি দ্বারা দূষিত করিলে করচ্ছেদন দণ্ড, আর যদি ঐ কন্যা উচ্চ জাতীয়া হয়, তাহা হইলে তাহার বধদণ্ড হইবে।

অবরুদ্ধা, ভুজিষ্যা অর্থাৎ নিয়ত কোন পুরুষকর্তৃক পরিগৃহীতা, দাসী, ভুজিষ্যা, স্বৈরিণী প্রভৃতি স্ত্রী সাধারণী বলিয়া গণ্য হইলেও তাহাতে গমন করিলে সেই পুরুষের পঞ্চাশৎপণ দণ্ড হইবে। অভুজিষ্যা ও অনবরুদ্ধা দাসী প্রভৃতিতে বলপূর্ব্বক উপগত হইলে দশশত পণ দণ্ড হইবে। বেশ্যা স্ত্রী শুল্ক গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ সংবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে শুল্কদাতা পুরুষকে গৃহীত শুল্কের দ্বিগুণ ধন প্রত্যর্পণ করিবে। আর শুল্ক গ্রহণ না করিয়া বাচনিক অঙ্গীকার করিলে শুল্কসম অর্থ প্রদান করিতে হইবে। পুরুষেরও এইরূপ দণ্ড হইবে। চাণ্ডালাদি স্ত্রীগমন করিলে তাহাকে সহস্র পণ দণ্ড ও ভগাকার চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবে। শূদ্রা বা চাণ্ডালাদি অন্ত্যজাগমনে তজ্জাতিত্ব প্রাপ্তি হইবে, আর চাণ্ডালাদি নিকৃষ্ট জাতির শ্রেষ্ঠজাতীয় স্ত্রীগমনে বধদণ্ড হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ২ অ°)

ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত হইলে স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েরই রাজা প্রমাণ লইয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে দণ্ড দিবেন। পুরুষ স্ত্রী সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানে থাকিবেন। যুবতী স্ত্রী হইতে দূরে অবস্থান করিবেন। কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছে যে, সবল ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বদ্গণেরও মন আকর্ষণ করে, এই জন্য যুবা শিষ্য যুবতী গুরুপত্নীকে কখনও পাদগ্রহণ করিয়া অভিবাদন করিবে না। ইহলোকে মনুষ্যদিগকে দূষিত করাই স্ত্রীদিগের স্বভাব, একারণ পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কখন প্রমত্ত বা অসাবধান হইবেন না। সংসারে দেহসাধর্ম্মে সকলই কামক্রোধের বশীভূত। তাহাতে অবিদ্বান্ হউন, আর বিদ্বান্ই হউন, স্ত্রীজন তাহাদিগকে অনায়াসে উন্মার্গগামী করিতে পারে, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির সহিতও নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে নাই। অধিক আর কি বলিব! ইন্দ্রিয়গণ এতদূর বলবান্ যে তাহারা জ্ঞানবান্ লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে, এই জন্য যুবতী স্ত্রীর নিকট বিশেষ সাবধানে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা আছে।

"গুরুপত্নী তু যুবতির্নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণবিংশতিবর্ষেণ গুণদোষৌ বিজানতা॥
স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণং।
অতোঽর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ॥
অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগং॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥" (মনু ২।২১৩-১৭)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিতে নাই। স্ত্রীলোকের নিকট মন্ত্রণাদি প্রকাশ করিলে তাহা গুপ্ত থাকে না, অচিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। অতএব কদাচ তাহাদের নিকট গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিবে না। নদী যেরূপ কূল পাতিত করে, স্ত্রীও সেইরূপ কুল পাতিত করিয়া থাকে। স্ত্রী সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে, স্ত্রীলোকের চরিত্র এবং পুরুষের ভাগ্য দেবতারাও বলিতে সমর্থ নহেন, মনুষ্যের কথা আর কি বলিব।

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।" (উদ্ভট)

প্রায় সকল পুরাণেই স্ত্রীদিগের স্বভাব ও চরিত্র আশ্চর্য্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রীই এক মাত্র পুরুষদিগকে সুরার ন্যায় উন্মত্ত করিয়া থাকে, মদ না খাইয়াও পুরুষ স্ত্রীলোকের জন্য মাতাল হয়। অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দ্বারা, সমুদ্র যেমন নদীসমূহ দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে না, তদ্রূপ স্ত্রীগণও পুরুষ দ্বারা তৃপ্তি প্রাপ্ত হয় না, ইহাদের স্থান নাই, ক্ষণ নাই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা নাই, সুবেশ সুন্দর ভ্রাতা, পুত্র, গুরু, ভিক্ষুক, ধনবান্ প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন, তাহাতে আসক্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীগণ দান, মান, সেবা, সরলতা, শস্ত্র প্রভৃতি কিছু দ্বারাই তৃপ্ত হয় না, ইহারা অতিশয় বিষমপ্রকৃতি। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীদিগের আহার দ্বিগুণ, প্রজ্ঞা চতুর্গুণ ব্যবসায় ষড়্গুণ এবং কাম অষ্টগুণ। অতএব কামোপভোগ দ্বারা কিছুতেই স্ত্রীদিগকে সন্তোষ করিতে পারা যায় না।

"স্ত্রীস্বভাবং চরিত্রঞ্চ আশ্চর্য্যং পাপকারকং।
ক্ষণং নাস্তি রহো নাস্তি নাস্তি কৃত্যে বিভাবনা॥
তেন নারদ নারীণাং সতীত্বমুপজায়তে।
স্ত্রীণাং দ্বিগুণমাহারঃ প্রজ্ঞা চৈব চতুর্গুণা।
ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ কামাশ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ॥
ন স্বপ্নেন জয়েন্নিদ্রাং ন কামেন স্ত্রিয়ং জয়েৎ।
ন চেন্ধনৈর্জয়েদ্বহ্নিং ন মদ্যেন তৃষাং জয়েৎ॥
সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং যদি বা সুতং।
গুরুং বা ভিক্ষুকং বাঢ্যামিচ্ছন্তি সততং স্ত্রিয়ঃ॥
নদী পাতয়তে কূলং নারী পাতয়তে কুলং।
নারীণাঞ্চ নদীনাঞ্চ স্বচ্ছন্দললিতা গতিঃ॥
নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকং সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা॥
ন দানেন ন মানেন নার্জ্জবেন ন সেবয়া।
ন শস্ত্রেণ ন শাস্ত্রেণ সর্ব্বদা বিষমাঃ স্ত্রিয়ঃ॥" (গরুড়পু° ১০৯অ°)

ইত্যাদি রূপে স্ত্রীদিগের স্বভাব ও চরিত্র বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অধিক আর লিখিত হইল না। ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে প্রতিপদে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

স্ত্রীবধনিষেধ—শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্ত্রীদিগকে বধ করিতে নাই, তাহারা যদি বধযোগ্য অপরাধও করে, তাহা হইলেও রাজা তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন, কদাচ বধদণ্ড করিবেন না। স্ত্রী অবধ্যা।

"অবধ্যাঞ্চ স্ত্রিয়ং প্রাহুস্তির্য্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি।
স ত্বং সুপৃথিবীপাল ন ধর্ম্মং ত্যক্তুমর্হসি।"
(অগ্নিপু° পৃথোরুপাখ্যাননামা°)

স্ত্রীগণের চাঞ্চল্য অতিশয় নিন্দনীয়, চঞ্চলা স্ত্রী কদাচিৎ সতী হইয়া থাকে, প্রায়ই তাহারা ব্যভিচারিণী হয়। চঞ্চলা স্ত্রী যে কুলে যায় সেই কুল আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বিবাহাদি কালে স্ত্রীদিগের স্বভাব চঞ্চল কিনা, উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

"রাজাস্ত্রীব্রহ্মশাপাস্তং হালাস্তং ব্রহ্মবর্চ্চসং।
আচারং ঘোষবাসাস্তং কুলস্তাস্তং স্ত্রিয়শ্চলাঃ॥" (গরুড়পু° ১১৫অ°)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্ত্রীনায়ক দেশে বাস করিতে নাই।

"অনায়কে ন বস্তব্যং বস্তব্যং বহুনায়কে।
স্ত্রীনায়কে ন বস্তব্যং বস্তব্যং বালনায়কে॥" (গরুড়পু° ১১৫অ°)

উপযাচিকা স্ত্রীত্যাগে দোষ—স্ত্রীগণ কামোপভোগের জন্য স্বামীর নিকট স্বয়ং উপযাজিকা হইয়া আসিলে তাহাকে বিমুখ করিতে নাই। যে পুরুষ স্ত্রীদিগের ইঙ্গিত জানিতে পারিয়া তাহাতে উপরত হয়, সেই পুরুষ উত্তম এবং যে স্ত্রীদিগের অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে জানিয়া পরে তাহাতে উপরত হয়, সে মধ্যম এবং যে কামাতুরা স্ত্রী কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রেরিত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে, সে পুরুষ নহে ক্লীব এবং অধম পদবাচ্য। গৃহী, তপস্বী বা কামী যিনিই কেন হউন না রতিসেবার্থ উপস্থিত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে, তিনি পরলোকে নরকগামী এবং ইহলোকে অপূজিত হন। তিনি স্ত্রীদিগের শাপে ভ্রষ্টরূপ, ভ্রষ্টশ্রী, ভ্রষ্টদর্প এবং ক্লীব হইয়া থাকেন।

"ইঙ্গিতে নৈব নারীণাং সম্ভো মতো ভবেৎ পুমান্।
করোত্যাকৃষ্য সম্ভোগং যঃ স এবোত্তমো বিভো॥
জ্ঞাত্বা স্ফুটমভিপ্রায়ং নার্য্যা সংপ্রেরিতো হি যঃ।
পশ্চাৎ করোতি শৃঙ্গারং পুরুষঃ স চ মধ্যমঃ॥
পুনঃ পুনঃ প্রেরিতশ্চ স্ত্রিয়া কামার্ত্তয়া চ যঃ।
তয়া ন লিপ্তো রহসি স ক্লীবো ন পুমানহো॥
গৃহী তপস্বী কামী বা ত্যজেৎ স্ত্রিয়মুপস্থিতাং।
ব্রজেৎ পরত্র নরকমপূজ্যশ্চ ভবেদিহ॥
ভ্রষ্টশ্রী ভ্রষ্টরূপশ্চ ভ্রষ্টদর্পো ভবেদ্ধ্রুবং।
স সদ্যঃ ক্লীবতাং যাতি ব্রহ্মন্ শাপেন যোষিতঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৩৩)

পরস্ত্রীসঙ্গদোষ—শাস্ত্রে পরস্ত্রীসংসর্গ বিশেষ নিন্দিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কদাচ পরস্ত্রীসংসর্গ করিবে না। যে পুরুষ পরস্ত্রীসংসর্গ করে, তাহার ইহলোকে অপযশ এবং অন্তে নরক হইয়া থাকে। রাজা পরস্ত্রীদূষককে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। পরস্ত্রীদূষককে দর্শন স্পর্শনও পাপজনক। ইহারা ধর্ম্মে পতিত এবং সমাজে অব্যবহার্য্য হইবে। পরস্ত্রীগামী নরকভোগের পর ইহ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া যক্ষ্মরোগী হইয়া থাকে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৩৫ অ°)

যে স্ত্রী স্বামিবল্লভতা লাভ করে, সেই স্ত্রীই সৌভাগ্যবতী, যে স্ত্রীকে স্বামী ভাল বাসে না, তাহার জীবন বৃথা, শয়ন ভোজনাদিতে তাহার কিছুমাত্র সুখ নাই। সেই স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা নাই সে স্ত্রী অশুচি, ধর্ম্মহীনা এবং সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতা। স্ত্রীর স্বামীই একমাত্র গুরু ও দেবতা। স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অধিক দেবতা ও গুরু নাই।

"যা স্ত্রী ভর্ত্তুরসৌভাগ্যা সা সৌভাগ্যা চ সর্ব্বতঃ।
শয়নে ভোজনে তস্যা ন সুখং জীবনং বৃথা॥
যস্যা নাস্তি প্রিয়প্রেম তস্যা জন্ম নিরর্থকং।
তৎ কিং পুত্রে ধনে রূপে সম্পত্তৌ যৌবনেঽথবা॥
যদ্ভক্তির্নাস্তি কান্তে চ সর্ব্বপ্রিয়তমে পরে।
সাশুচির্ধর্ম্মহীনা চ সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতা॥

পতির্বন্ধুর্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং গুরুরেব চ।
সর্ব্বস্মাচ্চ গুরুঃ স্বামী ন গুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৪৭ অ°)

স্ত্রীজাতিনিরূপণ—

রতিমঞ্জরীতে চারি প্রকার স্ত্রীজাতি নিরূপিত হইয়াছে। যথা—পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী। ইহাদের লক্ষণ ক্রমশঃ লিখিত হইল।

১ পদ্মিনী—চক্ষু পদ্মের ন্যায়, নাসিকারন্ধ্র অতিক্ষুদ্র, কুচযুগল অবিরল, কেশ অতি দীর্ঘ, অঙ্গ কৃশ এবং সদা মৃদুবাদিনী ও সুশীলা, গীতবাদ্যে অনুরক্তা এবং সকল শরীরে সুন্দর বেশধারিণী, পদ্মগন্ধবিশিষ্টা এই সকল লক্ষণযুক্তা স্ত্রীকে পদ্মিনী কহে। স্ত্রী জাতির মধ্যে এই পদ্মিনী স্ত্রীই উৎকৃষ্টা।

"ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা
অবিরলকুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী।
মৃদুবচনসুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা
সকলতনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা॥" (রতিমঞ্জরী)

২ চিত্রিণী—যে স্ত্রী রতিকুশলা, অতিখর্ব্বা ও অতিস্থূলা নহে, যাহার নাসিকা তিলকুসুমের ন্যায়, দেহ স্নিগ্ধ, চক্ষু পদ্মের ন্যায়, কঠিন এবং ঘনকুচযুগলযুক্তা, সুন্দরী, সুশীলা এবং সকল গুণশালিনী, সেই স্ত্রী চিত্রিণী নামে অভিহিতা।

"ভবতি রতিরসজ্ঞা নাতিদীর্ঘা ন খর্ব্বা
তিলকুসুমসুনাসা স্নিগ্ধদেহোৎপলাক্ষী।
কঠিনঘনকুচাঢ্যা সুন্দরী সা সুশীলা
সকলগুণবিচিত্রা চিত্রিণী চিত্রবক্ত্রা॥" (রতিমঞ্জরী)

৩ শঙ্খিনী—যে স্ত্রীর নয়ন ও শরীর দীর্ঘ, দেখিতে অতি সুন্দরী, কামোপভোগরসিকা, গুণ ও শীলবিশিষ্টা, কণ্ঠদেশ তিনটী রেখা দ্বারা বিভূষিত এবং সম্ভোগকেলিরসিকা তাহাকে শঙ্খিনী কহে।

"দীর্ঘা সুদীর্ঘনয়না বরসুন্দরী যা
কামোপভোগরসিকা গুণশীলযুক্তা।
রেখাত্রয়েণ চ বিভূষিতকণ্ঠদেশা
সম্ভোগকেলিরসিকা কিল শঙ্খিনী সা॥" (রতিমঞ্জরী)

৪ হস্তিনী—যে স্ত্রীর অধর, নিতম্ব, অঙ্গুলি ও কুচযুগল স্থূল, এবং যে সুশীলা, কামোৎসুকা, অতিশয় রতিপ্রিয়া এবং অল্প নিতম্বযুক্তা তাহাকে হস্তিনী কহে।

"স্থূলাধরা স্থূলনিতম্বভাগা
স্থূলাঙ্গুলী স্থূলকুচা সুশীলা।
কামোৎসুকা গাঢ়রতিপ্রিয়া চ
নিতম্বখর্ব্বা খলু হস্তিনী সা॥" (রতিমঞ্জরী)

এই চারি প্রকার স্ত্রীর চারি প্রকার পুরুষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা শশক, মৃগ, বৃষভ ও হয়। [ইহাদের বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে ও নারী শব্দে দেখ।]

এই চারি প্রকার স্ত্রীর চারি প্রকার অবস্থা, বালা, তরুণী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা। ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বালা, ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত তরুণী, ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া, তৎপরে বৃদ্ধা।

স্ত্রীগমনবিধান—আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীগমনের বিশেষ বিধান লিখিত আছে, সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইতেছে। মানবশরীরে প্রতিদিন রমণেচ্ছা উপস্থিত হইয়া থাকে, ঐ ইচ্ছা প্রতিরোধ করিয়া একেবারে স্ত্রীসেবা না করিলে নানা প্রকার রোগ হইয়া থাকে। এই জন্য বিধিবিধানে স্ত্রীসেবা হিতকর। ষোড়শ বৎসরের স্ত্রী বালা, তদূর্দ্ধ ৩০ পর্য্যন্ত তরুণী, তৎপরে ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া, অতঃপর স্ত্রী বৃদ্ধা বলিয়া কথিতা হয়। এই বৃদ্ধা স্ত্রী মৈথুন বিষয়ে পরিত্যাজ্যা। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে বালা স্ত্রী, শীতকালে তরুণী, বর্ষা ও বসন্তকালে প্রৌঢ়া স্ত্রী, মৈথুন বিষয়ে প্রশস্তা ও হিতকারিণী। বালা স্ত্রীসেবনে বলবৃদ্ধি, তরুণী স্ত্রীসেবনে শক্তিহ্রাস এবং প্রৌঢ়া স্ত্রীগমনে শরীর জরাগ্রস্ত হইয়া থাকে। প্রভাত কালে স্ত্রীসংসর্গ করিতে নাই, করিলে সদ্য বলনাশ হইয়া থাকে। তরুণী স্ত্রীতে উপগত হইলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও তরুণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং স্বীয় বয়ঃক্রমের অধিক বয়স্কা স্ত্রীতে উপগত হইলে যুবা ব্যক্তিও জরাগ্রস্ত হইয়া থাকে। বিধিপূর্ব্বক স্ত্রীসংসর্গ করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি, বার্দ্ধক্যের অল্পতা, শরীরের পুষ্টি, বর্ণের প্রসন্নতা ও বলবৃদ্ধি হয় এবং মাংসসকল স্থির ও উপচিত হইয়া থাকে।

হেমন্তকালে বাজীকরণ ঔষধসেবনপূর্ব্বক বল ও কামবেগ অনুসারে যথাসম্ভব স্ত্রীসংসর্গ, শিশির কালে ইচ্ছানুসারে বসন্ত ও শরৎকালে তিন দিন অন্তর এবং গ্রীষ্মকালে ১৫ দিন অন্তর স্ত্রীসংসর্গ করা উচিত। সুশ্রুতের মত যে সমস্ত ঋতুতেই তিন দিন অন্তর, কেবল গ্রীষ্মকালে এক পক্ষ অন্তর স্ত্রীসংসর্গ করা বিধেয়। ইহার অধিক স্ত্রীসংসর্গে বল ও আয়ুঃ নষ্ট হইয়া থাকে।

সন্ধ্যাকালে, পর্ব্বদিনে, প্রত্যূষে, অর্দ্ধরাত্রে বা অর্দ্ধদিনে কদাচ স্ত্রীসংসর্গ করিবে না। রজস্বলা, অকামা (যে স্ত্রীর কামোদ্রেক না হইয়াছে), মলিনবেশা, মলিনান্তঃকরণবিশিষ্টা, বর্ণবৃদ্ধা, বয়োবৃদ্ধা, ব্যাধিপীড়িতা, হীনাঙ্গী, স্বগোত্রা, গুরুপত্নী অথবা যে স্ত্রীতে মন আসক্ত না হয় এবং গর্ভবতী স্ত্রীতে কদাচ সঙ্গত হইবে না।

আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া রজস্বলা স্ত্রীতে উপগত হইলে

দর্শনশক্তির হ্রাস, পরমায়ুর হীনতা, তেজের হানি এবং ধর্ম্ম নষ্ট হয়। সন্ন্যাসিনী, গুরুপত্নী, সগোত্রা ও বৃদ্ধাস্ত্রীতে উপগত হইলে পর্ব্বদিনে বা সন্ধ্যাকালে স্ত্রীসংসর্গ করিলে জীবন নাশ হয়। গর্ভিণী স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিলে গর্ভপীড়া জন্মে। গর্ভিণী শব্দে গর্ভসঞ্চার দিন হইতে তৃতীয় মাস, অর্থাৎ পুংসবন-সংস্কার হইয়া গেলে তাহাতে আর উপগত হইবে না। হীনাঙ্গী, মলিনা, দ্বেষভাবাপন্না, অকামা ও বন্ধ্যা স্ত্রীসংসর্গ করিলে শুক্র ক্ষীণ ও অপ্রসন্নতা জন্মে। অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ করিলে তদ্দ্বারা শূল, কাস, জ্বর, শ্বাস, কৃশতা, পাণ্ডু, ক্ষয় এবং আক্ষেপ প্রভৃতি বিবিধরোগ জন্মে। পীড়িতা স্ত্রীর সংসর্গে প্লীহা ও মূর্চ্ছাদি বিবিধ রোগ জন্মে এবং পরিশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত পীড়িত হইয়া থাকিতে হয়। (ভাবপ্র°)

ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ঋতুর ষোড়শ দিন পর্য্যন্তই স্ত্রীগমনকাল। ইহার মধ্যে প্রথম চারি দিন বাদ দিয়া শেষ ১২ দিনের মধ্যে যুগ্মদিনে,চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ এবং উত্তরফল্গুনী এই সকল তিথি নক্ষত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীসংসর্গ করিবে। ঋতুর পর ১৬ দিনই স্ত্রীদিগের গর্ভগ্রহণযোগ্য কাল, এই জন্য সন্তানার্থী হইয়া শুভ দিনে স্ত্রীসংসর্গ করাই বিধেয়। নচেৎ কামোপভোগার্থ স্ত্রীসংসর্গ কর্ত্তব্য নহে। স্বভাবতঃই মানবের কামপ্রবৃত্তি হয়, কিন্তু ঐ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হওয়াই মহাফলজনক।

"ষোড়শর্ত্তু নিশা স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
জ্যেষ্ঠা মূলা মঘাশ্লেষা রেবতী কৃত্তিকাশ্বিনী।
উত্তরা ত্রিতয়ং ত্যক্ত্বা পর্ব্ববর্জ্জ্যাং ব্রজেদৃতৌ ॥" ইত্যাদি।
(আহ্নিকতত্ত্ব)

এই প্রকারে আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীসংসর্গের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে আমরা আর তাহার উল্লেখ করিলাম না।

মহামতি শঙ্করাচার্য্য বলিয়া ছিলেন, এই জগতে হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য কি? কনক ও কান্তা, অর্থাৎ যিনি কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ যোগী। এই কামিনী কাঞ্চনই যত আসক্তির মূল। ইহা বুঝিয়া বিবেকী পুরুষ কার্য্য করিবেন।

২ দ্ব্যক্ষর ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে দুইটী করিয়া অক্ষর থাকিবে।

লক্ষণ—

"গৌ স্ত্রী" "গোপস্ত্রীভিঃ কৃষ্ণো রেমে" (ছন্দোম°)

স্ত্রীকরণ (ক্লী) স্ত্রীবন্ধ। (মেদিনী)

স্ত্রীকাম (ত্রি) স্ত্রী কামো যস্য। স্ত্রীকামনাযুক্ত।

"বুদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত্বতিতরাং দক্ষোবস্তমুখোঽচিরাৎ ॥"
(ভাগবত ৪।২।২৩)

স্ত্রীকোশ (পুং) খড়্গ।

স্ত্রীক্ষীর (ক্লী) স্ত্রিয়াঃ ক্ষীরং। স্ত্রীদিগের স্তন্য। বালক ব্যতীত অপরে এই দুগ্ধ পান করিতে পারিবে না।

"আরণ্যানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মৃগাণাং মাহিষং বিনা।
স্ত্রীক্ষীরঞ্চৈব বর্জ্জ্যানি সর্ব্বশুক্তানি চৈব হি চ" (মনু ৫।৯)

স্ত্রীক্ষেত্র (ক্লী) স্ত্রীরেব ক্ষেত্রং। স্ত্রীরূপ ক্ষেত্র।

স্ত্রীগ (ত্রি) স্ত্রিয়ং গচ্ছতীতি স্ত্রী-গম-ড। স্ত্রীগামী, স্ত্রীগমনকারী

"যস্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।
ন সাহসিকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্ ॥" (মনু ৮।৩৮৬)

স্ত্রীগমন (ক্লী) স্ত্রিয়াং গমনং। স্ত্রীসংসর্গ। শাস্ত্রে স্ত্রীগমনের বিধি ও নিষেধ বিশেষ রূপে লিখিত আছে। [স্ত্রী দেখ]

স্ত্রীগবী (স্ত্রী) স্ত্রী চাসৌ গৌশ্চেতি সমাসে ষচ্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্‌। ধেনু, চলিত গাই, পর্য্যায়—তম্বা, নিলিম্পা. রোহিণী। (ত্রিকা°)

স্ত্রীগুরু (পুং) স্ত্রী চাসৌ গুরুশ্চেতি। দীক্ষাকর্ত্রী। মন্ত্রমাত্রোপদেষ্ট্রী। তন্ত্রে স্ত্রীগুরুর বিধান বিশেষ ভাবে লিখিত আছে। পুরুষের নিকট যেরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারা যায়, স্ত্রীলোকের নিকটও সেইরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিবার বিধান আছে। পুরুষ গুরু সম্বন্ধে যেরূপ কতকগুলি নিন্দিত লক্ষণ আছে, স্ত্রীদিগেরও সেইরূপ নিন্দিত লক্ষণ আছে, তাদৃশী নিন্দনীয়া স্ত্রীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে নাই।

সাধ্বী, সদাচারা, সর্ব্বমন্ত্রার্থবিশারদা, সুশীলা ও পূজাদিতে অধিকারিণী স্ত্রীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু বিধবা স্ত্রী পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্তা হইলেও তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগুরুর নিকটে দীক্ষাগ্রহণে বিশেষ শুভ ফল হয়। জননীর নিকট তদীয় উপাসিত মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে অপেক্ষাকৃত অষ্টগুণ ফল হইয়া থাকে।

তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে, গুরুকর্তৃক স্বীয় উপাসিত মন্ত্র প্রদান স্থলে গুরু সম্বন্ধে বিচারের আবশ্যকতা নাই, অর্থাৎ পুং স্ত্রী ইত্যাদি বিচার করিবে না। স্ত্রীগুরু নিষেধস্থলে বিধবা পরিত্যাগ করিবে। ইহাই তন্ত্রের মর্ম্মার্থ। মন্ত্রগ্রহণ বিষয়ে বিধবা স্ত্রী নিষিদ্ধা হইলেও কোন কোন তন্ত্রে লিখিত আছে যে, বিধবা স্ত্রী পুত্রের অনুজ্ঞায়, কন্যা পিতার আদেশে এবং সধবা স্ত্রী পতির আজ্ঞাক্রমে দীক্ষাকার্য্যে অধিকারিণী হইতে পারেন গর্ভবতী স্ত্রীর নিকটও দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারা যায়, তবে বিশেষ এই যে দশমমাস গর্ভসময়ে তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে না,

করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। স্বপ্নলব্ধ ও স্ত্রীদত্ত মন্ত্র পুনর্ব্বার সংস্কারে সিদ্ধ হয়।

"সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া।
সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা॥
গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবা পরিবর্জ্জিতা।
স্ত্রিয়া দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ॥
ইদন্তু গুরোরুপাসিতমন্ত্রপরং—
স্বীয়মন্ত্রোপদেশে তু ন কুর্য্যাদ্ গুরুচিন্তনং।
মাতুরিত্যুপাসিতেঽষ্টগুণং। অনুপাসিতে শুভফলমিত্যর্থঃ।

বস্তুতস্তু স্ত্রীপদং বিধবাপরং, যোগিনীতন্ত্রে একবাক্যবলাৎ।

বিধবায়াঃ সুতাদেশাৎ কন্যায়াঃ পিতুরাজ্ঞয়া।
নাধিকারো যতো নার্য্যাঃ সধবা ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া॥
নাধিকার ইতি স্বাতন্ত্র্যেণাধিকারস্তু—
স্ত্রীণাং গর্ভবতীনাঞ্চ দীক্ষায়াং নৈব দূষণং।
ন কুর্য্যাদ্দশমে মাসি কৃত্বা চ নারকী ভবেৎ॥
নির্ব্বীর্য্যঞ্চ পিতুর্ম্মন্ত্রং তথা মাতামহস্য চ।
স্বপ্নলব্ধং স্ত্রিয়া দত্তং সংস্কারেণৈব শুদ্ধ্যতি॥" (তন্ত্রসার)

তন্ত্রে স্ত্রীগুরুর ধ্যান, পূজা, স্তব কবচাদির বিশেষ বিধান লিখিত আছে, গুপ্তসাধন তন্ত্রের ২ পটলে স্ত্রীগুরুর পূজা, বৃহন্নীলতন্ত্রে ২ পটলে স্ত্রীগুরুস্তোত্র ও কবচ এবং মাতৃকাভেদ তন্ত্রে ৭ পটলে বিশেষ রূপে এই সকল লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

স্ত্রীগ্রহ (পুং) গ্রহবিশেষ। জ্যোতিষমতে গ্রহদিগের পুং, স্ত্রী ও ক্লীব এই তিন প্রকার সংজ্ঞা আছে, তাহার মধ্যে বুধ, চন্দ্র ও শুক্র এই তিনটী গ্রহ স্ত্রীগ্রহ। জাতকের লগ্নাদি দ্বাদশ স্থানের মধ্যে পঞ্চম স্থানে এই স্ত্রীগ্রহ অবস্থান বা স্ত্রীগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে স্ত্রীসন্তান হইয়া থাকে। লগ্নাদিতে থাকিলে জাতক স্ত্রীস্বভাব, অর্থাৎ স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

স্ত্রীঘাতক (ত্রি) স্ত্রিয়াঃ ঘাতকঃ। স্ত্রীহত্যাকারী, যাহারা স্ত্রীলোককে হত্যা করে। যাহারা স্ত্রীহত্যা করে, তাহারা শাস্ত্রানুসারে অতিপাতকী। রাজা তাহাকে বধদণ্ড করিবেন।

"কূটশাসনকর্ত্তৄংশ্চ প্রকৃতীনাঞ্চ দূষকান্।
স্ত্রীবালব্রাহ্মণঘ্নাংশ্চ হন্যাদ্দ্বিট্সেবিনস্তথা॥" (মনু ৯।২৩২)

স্ত্রীঘোষ (পুং) স্ত্রীয়াং ঘোষো যত্র। প্রত্যূষ।

স্ত্রীঘ্ন (ত্রি) স্ত্রিয়ং হন্তি হন-ক। স্ত্রীঘাতক, স্ত্রীহত্যাকারী।

স্ত্রীচঞ্চল (ত্রি) স্ত্রীর ন্যায় চঞ্চল। (বৃহৎসং ৬৮।১)

স্ত্রীচিত্তহারিন্ (পুং) স্ত্রীণাং চিত্তং হরতীতি হৃ-ণিনি। ১ শোভাঞ্জন। (ত্রি) ২ নারীমনোহারী, যিনি স্ত্রীলোকের চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন।

স্ত্রীচিহ্ন (ক্লী) স্ত্রিয়শ্চিহ্নং। ১ যোনি। (জটাধর) ২ নারীলক্ষণ, স্তনাদি, স্তনোদ্গমাদি হইলে স্ত্রীদিগের স্ত্রীচিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে।

স্ত্রীচৌর (পুং) স্ত্রিয়াশ্চৌরঃ। ১ কামুক। পর্য্যায়—রতিহিণ্ডক। (হিকা°) (ত্রি) ২ নারীহর্ত্তা, যাহারা স্ত্রীদিগকে চুরি করিয়া লইয়া যায়।

স্ত্রীজন (পুং) স্ত্রী চাসৌ জনশ্চেতি। স্ত্রীলোক।

স্ত্রীজন্মন্ (ক্লী) স্ত্রিয়াঃ জন্ম। স্ত্রীদিগের জন্ম, স্ত্রীসন্তানের উৎপত্তি।

স্ত্রীজাতক (ক্লী) গ্রন্থবিশেষ। ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে।

স্ত্রীজিত (পুং) স্ত্রিয়া জিতঃ। স্ত্রীবশীভূত, স্ত্রৈণ। যাহারা স্ত্রীর অত্যন্ত বশীভূত হয়, তাহারা লোকে নিন্দনীয় হইয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে সকল পুণ্য বিনষ্ট হয়। তাহারা পাপীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

"স্ত্রীজিতস্পর্শমাত্রেণ সর্ব্বং পুণ্যং প্রণশ্যতি।
ন ভূমৌ পাতকী পাপাৎ পাপিনাং স্ত্রীজিতাৎ পরঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৪২।১৫)

স্ত্রীতা (স্ত্রী) স্ত্রিয়াঃ ভাবঃ তল্-টাপ্। স্ত্রীত্ব, স্ত্রীর ভাব বা ধর্ম্ম, স্ত্রীদিগের স্বভাব।

স্ত্রীত্ব (ক্লী) স্ত্রিয়াঃ ভাবঃ ত্ব। ১ স্ত্রীর স্বভাব বা ধর্ম্ম। ২ ব্যাকরণমতে প্রত্যয়বিশেষ। স্ত্রীত্ব প্রত্যয়। ব্যাকরণের স্ত্রী তদ্ধিত নামক প্রকরণে স্ত্রীত্ব প্রত্যয়সকল লিখিত আছে, টাপ্, ডাপ্, ঙীষ্, ঙীপ্ প্রভৃতি স্ত্রীত্ববোধক প্রত্যয়সকলকে স্ত্রীত্ব প্রত্যয় কহে। শব্দের উত্তর কোন্ কোন্ স্থলে আপ্, বা ঙীষ্ প্রভৃতি প্রত্যয় হইয়া স্ত্রীলিঙ্গবোধক হইবে। ইহা ব্যাকরণে বিশেষ রূপে লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। বিশেষ বিবরণ ব্যাকরণে দ্রষ্টব্য।

স্ত্রীদেবত (ত্রি) স্ত্রীদেবতাত্ত। যাহার দেবতা স্ত্রী।

"মন্ত্রাঃ পুংদেবতাজ্ঞেয়া বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ পুনঃ।" (তন্ত্রসার)

স্ত্রীদেহার্দ্ধ (পুং) স্ত্রীদেহার্দ্ধো অর্দ্ধভাগো যস্য। অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেব, যাহার অর্দ্ধ দেহ স্ত্রী, হরগৌরীমূর্ত্তি, যাহার অর্দ্ধ দেহ নারী ও অর্দ্ধদেহ পুরুষ।

স্ত্রীদ্বিষ্ (ত্রি) স্ত্রিয়ং দ্বেষ্টি দ্বিষ্-ক্বিপ্। স্ত্রীদ্বেষকারী, স্ত্রীলোকের প্রতি যাহার অতিশয় দ্বেষ আছে।

স্ত্রীদ্বেষিন্ (ত্রি) স্ত্রী-দ্বিষ-ণিনি। স্ত্রীর দ্বেষকারী।

স্ত্রীধন (ক্লী) স্ত্রিয়াঃ ধনং। স্ত্রীদিগের স্বত্বাস্পদীভূত ধন। যে ধনে স্ত্রীদিগের সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে। মন্বাদি শাস্ত্রে স্ত্রীধনের বিশেষ বিধান লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল। লক্ষণ—

"অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিকর্ম্মণি।
ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়্‌বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতং॥" (মনু ৯।১৯৪)

স্ত্রীধন ৬ প্রকার, অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, প্রীতিদত্ত, মাতৃদত্ত, পিতৃদত্ত ও ভ্রাতৃদত্ত। বিবাহের হোমকালে স্ত্রীগণ যে ধন লাভ করে, তাহাকে অধ্যগ্নি কহে এবং পিতৃগৃহগমনকালে যে ধন লাভ হয়, তাহার নাম অধ্যাবাহনিক, ইহাকে ব্যবহারিক স্ত্রীধনও কহে। রতি বা অন্য কোন সময়ে পতি স্ত্রীকে প্রীতিপূর্ব্বক যে ধন দান করেন, তাহাকে প্রীতিদত্ত; মাতা, পিতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি যে ধন দান করেন, তাহা মাতৃদত্ত, পিতৃদত্ত ও ভ্রাতৃদত্ত নামে অভিহিত। এই ষড়্‌বিধ স্ত্রীধন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ নিজস্ব। এই ধনে অন্যের কোনও অধিকার নাই। স্ত্রী এই ধন যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারে। বিবাহের পর পিতা, মাতা, ভর্ত্তা, পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং ভর্ত্তৃকুল হইতে যে ধন লাভ হয়, তাহাকে অন্বাধেয় ধনও কহে।

এই স্ত্রীধনবিভাগ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব্ব ও প্রাজাপত্য এই পাঁচ প্রকার বিবাহলব্ধ যে ষড়্‌বিধ স্ত্রীধন, স্ত্রী কোন সন্তান না রাখিয়া মরিলে স্বামী প্রাপ্ত হইবে। আর আসুর, রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহলব্ধ স্ত্রীধন, স্ত্রী যদি অনপত্যাবস্থায় মরিয়া যায়, তাহা হইলে অগ্রে মাতার এবং তদভাবে পিতার প্রাপ্য হইবে।

ব্রাহ্মণ-পরিগৃহীত নানা জাতীয় স্ত্রীর মধ্যে যদি কেহ অনপত্যপতিকা হইয়া মরে, অর্থাৎ পতি ও সন্তানাদি না থাকে, তাহা হইলে উহার পিতৃদত্ত যে স্ত্রীধন তাহা সপত্নী ব্রাহ্মণীর কন্যা গ্রহণ করিবে, তদভাবে তাহার পুত্রাদি পাইবে। (মনু ৯ অ°)

বহু পরিবারের মধ্যে থাকিয়া কোন স্ত্রী সাধারণ ধন বা অলঙ্কারাদির জন্য ধন সঞ্চয় করিতে পারিবে না। যদি করে তাহা হইলে উহা স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হইবে না। স্বামীর জীবিতাবস্থায় স্ত্রী যে সকল অলঙ্কারাদি ধারণ করে, স্বামীর মৃত্যু হইলে উহা বিভাগ করিয়া লইবে।

মাতা মরিয়া গেলে মাতার ধন সহোদর ভ্রাতা ও অবিবাহিতা সহোদরা ভগিনী সমান ভাগ করিয়া লইবে। বিবাহিতা কন্যা থাকিলে উহাকে আপন অংশ হইতে চতুর্থ ভাগ দিবে। যদি ঐ সকল কন্যার আবার কন্যা থাকে, অর্থাৎ অবিবাহিতা দৌহিত্রী থাকে, তবে সম্মানার্থ উহাদিগকে মাতামহীধন হইতে কিঞ্চিৎ দিবে। ইহাতে অংশের কোন উল্লেখ নাই। স্ত্রীগণ স্বামী বা পুত্রাদির মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে যে ধন লাভ করেন, সেই ধনে স্ত্রীদিগের সম্পূর্ণ স্বত্ব থাকিলেও তাহা স্ত্রীধন পদবাচ্য নহে। উত্তরাধিকারসূত্রে স্ত্রী যে ধন প্রাপ্ত হন, সেই ধন তিনি যথেচ্ছরূপে দান বিক্রয়াদি করিতে পারেন না, করিলে তাহা অসিদ্ধ হয়।

দায়ভাগে লিখিত আছে যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুত্র ও কন্যা এই দুইই থাকিলে স্ত্রীধনে উভয়েরই তুল্যাধিকার, অর্থাৎ যতগুলি পুত্র কন্যা থাকিবে, তাহারা সকলে সমান অংশে ঐ ধন বিভাগ করিয়া লইবে। একের অভাবে অন্য অর্থাৎ পুত্র না থাকিলে কন্যা বা কন্যা না থাকিলে পুত্র ঐ ধনাধিকারী হইবে। বহুকন্যাস্থলে বিবাহিতা, পুত্রবতী এবং সম্ভাবিতপুত্রা ইহারাই স্ত্রীধনের তুল্যাধিকার লাভ করিবে। ইহাদের অভাবে স্বামী ধনাধিকারী

"সামান্যং পুত্রকন্যানাং মৃতায়াং স্ত্রীধনং বিদুঃ।
অপ্রজায়াং হরেদ্ভর্ত্তা মাতা ভ্রাতা পিতাপি বা॥
অত্র দ্বন্দনির্দ্দেশাৎ পুত্রকন্যয়োস্তুল্যাধিকারঃ। অন্যতরাভাবে অন্যতরস্য তদ্ধনং। এতয়োরভাবে ঊঢ়ায়া দুহিতুঃ পুত্রবত্যাঃ সম্ভাবিতপুত্রায়াশ্চ তুল্যাধিকারঃ।" (দায়ভাগ)

স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী অপকারক্রিয়াযুক্তা, নির্লজ্জা ও অর্থনাশিনী হয়, তাহা হইলে সে স্ত্রীধনে অধিকারিণী হয় না। স্ত্রী এই সকল দোষযুক্তা হইলে স্বামী স্ত্রীর নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন।

"অপকারক্রিয়াযুক্তা নির্লজ্জা চার্থনাশিনী।
ব্যভিচাররতা যা চ স্ত্রীধনং ন চ সার্হতি॥" (দায়ভাগ)

ভর্ত্তা যদি স্ত্রীধন গ্রহণ না করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে কদাচ স্ত্রীধন গ্রহণ করিবেন না, যদি করেন, তাহা হইলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবেন। কিন্তু স্বামী বিপদে পড়িলে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে আত্মাবশ্যক ধর্ম্মকার্য্যে ও রোগগ্রস্ত হইলে, উত্তমর্ণ ঋণ আদায়ের জন্য কারারোধাদি করিলে বিশেষ বিপদাপন্ন হইলে স্ত্রীধন গ্রহণ করিতে পারেন এবং ঐ ধন তাহার দিতে হইবে না, না দিলেও তাহাতে পাতক বা রাজদ্বারে দণ্ড হইবে না।

"দুর্ভিক্ষে ধর্ম্মকার্য্যে বা ব্যাধৌ সংপ্রতিরোধকে।
গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্ত্তা ন কামো দাতুমর্হতি॥
সংপ্রতিরোধকে ভোজনাত্তবরোধকারিণ্যুত্তমর্ণাদিকে।
অন্যত্র তু কাত্যায়নঃ—
ন ভর্ত্তা নৈব চ সুতো ন পিতা ভ্রাতরো ন চ।
আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিষ্ণবঃ॥" (দায়ভাগ)

স্ত্রীলোক ভর্ত্তা প্রভৃতির কোন অপেক্ষা না রাখিয়া স্বয়ং যে ধন দানবিক্রয়াদি করিতে পারে, তাহাই প্রকৃত স্ত্রীধন। স্ত্রী শিল্পাদি কার্য্যে যে ধন লাভ করে, তাহাও তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। ইহাতে কাহারও কোন অধিকার নাই। স্বামী যদি দায়াদদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য স্ত্রীকে ধন দান করে এবং তাহা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তাহা স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হইবে না। এই ধন সকলেই বিভাগ করিয়া লইতে পারিবে। স্ত্রীর ধন হইলেই

স্ত্রীধন পদবাচ্য হইবে না, যে ধনে স্ত্রীর সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আছে তাহাই প্রকৃত স্ত্রীধন। দায়তত্ত্ব দায়ভাগ, মিতাক্ষরা প্রভৃতিতে স্ত্রীধনের বিশেষ বিবরণ এবং তাহার বিভাগ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা বিস্তৃত রূপে লিখিত হইল না। [দায়ভাগ দেখ]

স্ত্রীধর্ম্ম (পুং) স্ত্রীণাং ধর্ম্মঃ। ঋতু. পর্য্যায়—পুষ্প, আর্ত্তব, রজঃ। (হেম) যৌবনোদ্গম হইলে প্রতি মাসেই স্ত্রীদিগের যোনিমার্গ দ্বারা রজোনিঃসরণ হয়, ইহা স্ত্রীদিগের স্বাভাবিক, এই জন্য ইহা স্ত্রীধর্ম্ম। যতদিন স্ত্রীদিগের যৌবন থাকে, ততদিনই তাহাদের এইরূপ রজোনিঃসরণ হইয়া থাকে। যৌবনাপগমে আবার ইহা আপনাহইতেই বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় স্ত্রীগণ অশুচি হইয়া থাকে। অশুচি অবস্থায় তাহাদের কোন ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার থাকে না। [বিশেষ বিবরণ রজস্বলা শব্দে দেখ]

২ মৈথুন।

"শৃণ্বতী কামজননীর্ব্বাচঃ শ্রোত্রসুখাবহাঃ।
বর্ত্তিণাশ্চৈব বিরুতং খগানাঞ্চ বিকূজিতং।
অভীক্ষ্ণমভিশৃণ্বন্তী স্ত্রীধর্ম্মং সা ব্যরোচয়ৎ॥" (হরিবংশ ৮৩।৬১)

৩ স্ত্রীদিগের শুভ কর্ম্মাদি, স্ত্রীগণ যে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করেন।

"স্ত্রীধর্ম্মযোগং তাপস্যং মোক্ষং সন্ন্যাসমেব চ।" (মনু ১।১১৪)

স্ত্রীধর্ম্মিণী (স্ত্রী) ধর্ম্মোঽস্যা অস্তীতি ইনি-ঙীপ্। ঋতুমতী স্ত্রী।

"স্ত্রীধর্ম্মিণী বরারোহা শোণিতেন পরিপ্লুতা।
একবস্ত্রাথ পাঞ্চালী পাণ্ডবানভ্যবৈক্ষত॥" (ভারত ২।৭৭।১৪)

স্ত্রীধব (পুং) স্ত্রীণাং ধবঃ প্রিয়ঃ। পুরুষ। (জটাধর)

স্ত্রীধ্বজ (পুং) হস্তী।

স্ত্রীনামন্ (ত্রি) স্ত্রীবাচকো নাম যস্য। স্ত্রীশব্দবাচক নামযুক্ত, স্ত্রীনামবিশিষ্ট।

স্ত্রীনির্জ্জিত (ত্রি) স্ত্রিয়া নির্জ্জিতঃ। স্ত্রীবশীভূত, স্ত্রৈণ। যাহারা স্ত্রীর অতিশয় বাধ্য। শাস্ত্রমতে স্ত্রীর অতিশয় বশীভূত হওয়া পাপজনক। ইহাদিগকে স্পর্শ করিলেও পাপ হয়। [স্ত্রীজিত দেখ]

স্ত্রীপর (পুং) স্ত্রীষু পরঃ নিরতঃ। কামুক।

স্ত্রীপণ্যোপজীবিন্ (পুং) স্ত্রীপণ্যেন উপজীবতীতি উপ-জীব-ণিনি। ধন বিনিময়ে সম্ভোগের জন্য অপরের নিকট স্ত্রীকে দিয়া যাহারা সেই ধন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। স্ত্রী পরপুরুষ সংসর্গ করিয়া যে ধন লাভ করে, সেই ধন দ্বারা যাহারা জীবিকার্জ্জন করে। শাস্ত্রমতে এই রূপ জীবিকা অতি নিন্দিত, যাহাদের জীবিকা এতাদৃশ তাহারা অতিশয় পাপী, তাহাদের দর্শনে ও স্পর্শনে পাপ সংক্রমিত হয়, এই জন্য স্ত্রীপণ্যোপজীবীর দূরে অবস্থান করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীপর্ব্বতদেশ (পুং) জনপদভেদ।

স্ত্রীপর্ব্বন্ (ক্লী) স্ত্রিয়াং পর্ব্ব। স্ত্রীদিগের পর্ব্বদিন, স্ত্রীদিগের উৎসব।

স্ত্রীপুংধর্ম্ম (পুং) স্ত্রী চ পুমাংশ্চ স্ত্রীপুংসৌ, তয়োর্ধর্ম্মঃ। স্ত্রী ও পুরুষের ব্যবহার, ইহা অষ্টাদশ বিবাদপদের অন্তর্গত ব্যবহারবিশেষ। মনুতে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল

"স্ত্রীপুংধর্ম্মো বিভাগশ্চ দ্যূতমাহ্বয়মেব চ।
পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ॥" (মনু ৮।৭)

"পুরুষস্য স্ত্রিয়াশ্চৈব ধর্ম্মে বর্ত্মনি তিষ্ঠতোঃ।
সংযোগে বিপ্রযোগে চ ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্॥" (মনু ৯।১)

ধর্ম্মপথে অবস্থিত স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুয়ের সংযোগ এবং বিয়োগাবস্থায় প্রতিপালনীয় নিত্য ধর্ম্মসকল বর্ণিত হইতেছে। ভর্ত্তা প্রভৃতি স্বজনগণ কদাপি স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনাবস্থায় অবস্থান করিতে দিবে না, বরং সর্ব্বদা অনিষিদ্ধ রূপরসাদি বিষয়ে প্রসক্ত করিয়া তাহাদিগকে স্ববশে রাখিবে। স্ত্রীজাতি কৌমারাবস্থায় পিতা কর্ত্তৃক, যৌবনে ভর্ত্তা কর্ত্তৃক এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র কর্ত্তৃক রক্ষণীয়া। ইহারা কদাপি স্বাধীনাবস্থায় অবস্থানের যোগ্যা নহে। উদ্বাহযোগ্যকালে অর্থাৎ কন্যাকালমধ্যে কন্যা যদি পাত্রস্থা না হয়, তবে পিতা লোকসমাজে নিন্দনীয় হন এবং ঋতুকালে পতি যদি পত্নীসঙ্গত না হন, তাহা হইলে তিনিও নিন্দনীয় হইয়া থাকেন। আর ভর্ত্তার লোকান্তর হইলে তাহার তনয়েরা যদি নিজ জননীর রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তবে তাহারাও নিতান্ত লোকনিন্দার পাত্র হয়। স্ত্রীজাতি অতি সামান্য দুঃসঙ্গ হইতেও রক্ষণীয়, কারণ রক্ষণ বিষয়ে কিছুমাত্র অবহেলা ঘটিলেও স্ত্রীজাতি পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুলের সন্তাপের কারণ হয়। ভার্য্যারক্ষণধর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা অবগত হইয়া কি দুর্ব্বল, কি সবল, কি অন্ধ, কি খঞ্জ সকলেই নিজ নিজ ভার্য্যার রক্ষাকার্য্যে যত্নবান্ হইবে। ভার্য্যার রক্ষাবিধানে যিনি সতত যত্নশীল হন, তিনি তদ্দ্বারা নিজবংশপরম্পরা, আত্ম চরিত্র এবং ধর্ম্ম এ সমস্তই রক্ষা করেন। পতি ভার্য্যার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া তদ্গর্ভ হইতে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে, জায়া হইতে পুনর্জ্জন্ম হয় বলিয়াই জায়ার জায়াত্ব। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, পত্নী যাদৃশ ভর্ত্তাকে ভজনা করে, ঠিক্ তাদৃশ পুত্রই সমুৎপাদন করিয়া থাকে। এ কারণ সৎপুত্র লাভার্থ ভার্য্যা সকল প্রকারে রক্ষণীয়া। কেহ কখন বলপূর্ব্বক কোন স্ত্রীকে সৎপথে রক্ষা করিতে সমর্থ না হইলে, নিম্নোক্ত উপায়ে তাহারা সহজে রক্ষণীয়া। অর্থসংগ্রহ ও ব্যয়সাধনে, নিজ শরীর ও গৃহদ্রব্যাদির শুদ্ধিবিধানে, অন্নপাককরণে এবং গৃহোপকরণের পর্য্যবেক্ষণে সর্ব্বদা স্ত্রীজাতিকে নিয়োজিত রাখা কর্ত্তব্য। যে স্ত্রী দুঃশীলতা হেতু স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবতী না হয়, তাহাকে পুরুষেরা গৃহাবরুদ্ধ করিয়াও রক্ষা করিতে সমর্থ হন না, কিন্তু যাহারা সতত আত্ম-

রক্ষাতৎপর, কেহ রক্ষা না করিলেও তাহারা সুরক্ষিতা হইয়া থাকে।

মদ্যপান, অসৎপুরুষসংসর্গ, ভর্ত্তৃবিরহ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অকালনিদ্রা এবং পরগৃহবাস ব্যভিচারদোষের এই ষড়্বিধ কারণ। স্ত্রীগণ সৌন্দর্য্যের কিছু মাত্র বিচার করে না, বয়োবিষয়েও ইহাদের আস্থা নাই, সুরূপই হউক, আর কুরূপই হউক, ইহারা পুরুষ পাইলেই তাঁহার সহিত সম্ভোগ করিতে ভাল বাসে। পুরুষ সন্দর্শন মাত্রই তদ্ভোগাভিলাষ হয়, শীলতা হেতু স্বভাবতঃ চিত্তচাঞ্চল্য এবং স্নেহশূন্যতা বশতঃ পতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইলেও নারী ভর্ত্তৃবিরুদ্ধে ব্যভিচার করিয়া থাকে। বিধাতা কর্ত্তৃক নারীজাতির সৃষ্টি স্বভাবতঃ এইরূপ। ইহা বিশেষ রূপে অবগত হইয়া সতত তাহাদের রক্ষাবিধানে সবিশেষ যত্নবান্ হওয়া পুরুষের কর্ত্তব্য। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন যে, নারী হইতেই শয়ন, অশন, ভূষণ, শীলতা, কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কৌটিল্য এবং কুৎসিতাচার প্রভৃতি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে নারীজাতির জাতকর্ম্মাদি মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হয় না, স্মৃতি ও বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে কিম্বা কোন মন্ত্রে ইহাদের অধিকার নাই। এই জন্য ইহারা নিতান্ত হীন ও অপদার্থ। শ্রুতি এবং নিগমে স্ত্রীজাতির ব্যভিচারের কথাই প্রকাশ আছে, ঐ ব্যভিচারের প্রায়শ্চিত্তও শ্রুতিতে লিখিত আছে, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ, আমার মাতা যে অসতী হইয়া পরগৃহে বাসাদি করিয়াছেন, ঐ পরপুরুষদুষ্ট মাতৃরজঃ আমার পিতা শুদ্ধ করুন। পরপুরুষ সংকল্প করিয়া স্ত্রীলোক ভর্ত্তার যে কিছু অপ্রিয়াচরণ করে, সেই পাপাপনোদন জন্যও এই মন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

নদী যেরূপ অর্ণবসহযোগে লবণাম্বু হইয়া থাকে স্ত্রীলোকও সেইরূপ সাধু বা অসাধু পুরুষের সহিত বিবাহসূত্রে সম্মিলিত হইয়া, তাদৃশ গুণাবিশিষ্টা হইয়া থাকে। নিকৃষ্টকুলসম্ভূতা অক্ষমালা এবং পাপিণী শারঙ্গী যথাক্রমে ঋষি বশিষ্ঠ এবং মন্দপালের সহিত উদ্বাহসূত্রে মিলিত হইয়া পরম মান্যা হইয়াছিলেন, উক্ত রমণীদ্বয় এবং সত্যবতী প্রভৃতি আরও কতকগুলি রমণী অপকৃষ্টযোনিজা হইয়াও ভর্ত্তৃগুণে সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। স্ত্রীপুরুষ এতদুভয়ের নিত্য শুভ লোকযাত্রা অভিহিত হইল। এইক্ষণ ইহাদের ইহামুত্র সুখদায়ক ধর্ম্ম বলা যাইতেছে। গৃহালঙ্কারভূতা কামিনীগণ মহাকল্যাণকর প্রজোৎপাদনার্থ বহু কল্যাণভাজন এবং মান্যার্হ হইয়া থাকে। একারণ গৃহমধ্যে শ্রী ও স্ত্রী এতদুভয়ের কিছু মাত্র বিশেষ লক্ষিত হয় না। অপত্যোৎপাদন সঞ্জাত তনয়ের পরিপালন, এবং লোকযাত্রানির্ব্বাহার্থ অতিথিসৎকারাদি সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ ইত্যাদি বিষয়ে ভার্য্যাই প্রধান সহায়। ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান, অপত্যলাভ, শুশ্রূষা, উৎকৃষ্টা রতি এবং পিতৃলোকের ও আপনার স্বর্গপ্রাপ্তি এই সমস্ত ব্যাপার একান্ত ভার্য্যায়ত্ত।

যে স্ত্রী কদাপি কায়মনোবাক্যে পতির বিরুদ্ধাচরণ করে না, সে ইহলোকে সাধুবাদ এবং পরলোকে স্বামীর সহিত স্বর্গবাস করিয়া থাকে। ব্যভিচারকারিণী পত্নী ইহলোকে নিন্দা এবং জন্মান্তরে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়, আর ক্ষয়রোগাদি দ্বারা প্রপীড়িতা হইয়া থাকে। মানব পুত্রকলত্র সহযোগে সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে ভর্ত্তা সেও অঙ্গনা ভিন্ন নহে, ইহাই বেদবিৎ পণ্ডিতদিগের মত। পতির সহিত পত্নীর যে সম্বন্ধ তাহা কদাপি দান, বিক্রয় বা ত্যাগে নষ্ট হয় না। এ নিয়ম পুরাকাল হইতে বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে।

স্ত্রীলক্ষণাদি—দোষাক্রান্তা, উৎকট ব্যাধিগ্রস্তা, ক্ষতযোনি বা প্রতারণাপূর্ব্বক প্রদত্তা হইলে বর যথাবিধি বাক্প্রতিগ্রহ করিয়াও তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। দোষাক্রান্তা কন্যার দোষ প্রকাশ না করিয়া সম্প্রদান করিলে বর উক্ত কন্যা গ্রহণ না করিয়া সেই মন্দমতি কন্যাকর্ত্তার দান ব্যর্থ করিতে পারেন। প্রয়োজন বশতঃ বিদেশে দীর্ঘ কাল যাপন করিবার আবশ্যক হইলে পত্নীর ভরণপোষণানুযায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া স্বামীর বিদেশে গমন করা উচিত। কারণ জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত অনন্যোপায় হইয়া সচ্চরিত্রা ধর্ম্মনিষ্ঠা স্ত্রীও কুপথগামিনী হইতে পারে। ভরণপোষণানুযায়ী বৃত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক পতি বিদেশে বাস করিলে স্ত্রী দৃঢ়রূপে ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া কালযাপন করিবে। এরূপ বৃত্তির অভাবে সূত্রকর্ত্তন বা অন্য বিশুদ্ধ শিল্পকার্য্য দ্বারা দিনপাত করিবে। পতি ধর্ম্মকার্য্যার্থ বিদেশে গমন করিলে আট বৎসর পর্য্যন্ত পতির অপেক্ষা করিবে, বিদ্যার্জ্জন বা যশোলাভের জন্য গমন করিলে ৬ বৎসর, কোন প্রকার ইন্দ্রিয় উপভোগার্থ গমন করিলে ৩ বৎসর, এইরূপ অপেক্ষা করিয়া তৎপরে কোন সাধু পুরুষের নিকট ভরণপোষণের জন্য গমন করিবে। কিন্তু কদাচ ব্যভিচারাদি অপকর্ম্ম করিয়া জীবন ধারণ করিবে না। নিজদ্বেষ্ট্রী স্ত্রীর স্বামী এক বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিবে। তাহার দ্বেষভাব বিগত না হইলে তাহাকে অলঙ্কারাদি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া তৎসহবাস ত্যাগ করিবে। যে স্ত্রী দ্যূতক্রীড়া-পরতন্ত্র, মত্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া স্বামীর শুশ্রূষা না করিয়া অবজ্ঞা করে, তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিচ্ছদে বঞ্চিত করিয়া মাসত্রয়ের নিমিত্ত তাহার সহবাস ত্যাগ করিবে। উন্মত্ত, ও ব্রহ্মহত্যাদি দোষে পতিত, ক্লীব এবং কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত পতিকে যে স্ত্রী শুশ্রূষা না করে, সে পরিত্যক্তা ও অলঙ্কারাদি হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না।

মদ্যপানাসক্তা, দুশ্চরিত্রা, পতিবিদ্বেষিণী, অসাধ্য ব্যাধিগ্রস্তা, অপকারসাধনক্ষমা, ধনক্ষয়কারিণী, অপব্যয়কারিণী স্ত্রী সত্বে স্বামী দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেন। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আদ্য ঋতু হইতে অষ্টম বর্ষে, মৃতবৎসা হইলে দশম বর্ষে ও কেবল কন্যা উৎপাদন করিলে একাদশ বর্ষে, দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে পারা যায়। কিন্তু পত্নী অপ্রিয়ভাষিণী হইলে কালক্ষয় না করিয়া দারগ্রহণ করা বিধেয়। পীড়াগ্রস্তা অথচ সুশীলা স্ত্রীর অনুমতি লইয়া দ্বিতীয়বার দারগ্রহণ করা উচিত। কি স্বামী কদাচ তাহার অবমাননা করিবে না। স্ত্রী যদি রোষপরতন্ত্রা হইয়া গৃহত্যাগের উদ্যম করে, তাহা হইলে তাহাকে অবিলম্বে অবরুদ্ধ করিবে, কিংবা আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সমগ্র পরিবারবর্গসমক্ষে বর্জ্জন করিবে। সংক্ষেপতঃ পরস্পর অব্যাভিচারাবস্থায় অবস্থান করাই স্ত্রী পুরুষের পরম ধর্ম্ম। বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর বিমুক্ত না হইয়া যাহাতে কোন রূপে ব্যভিচার না করেন, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা আবশ্যক। ইহাই সাধারণ স্ত্রীপুংধর্ম্ম। (মনু ৯অ°)

স্ত্রীপুংস (পুং) স্ত্রীচ পুমাংশ্চ (অচতুরাবিচতুরেতি। পা ৫।৪।৭৭) ইতি অচ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। স্ত্রী ও পুরুষ, স্ত্রী পুরুষের যুগ্ম, পর্য্যায়—মিথুন, দ্বন্দ্ব। (অমর)

এই শব্দ দ্বিবচনান্ত, একবচনে ইহার প্রয়োগ হয় না, 'স্ত্রীপুংসৌ' এইরূপ প্রয়োগই হইবে।

"সাক্ষিপ্রশ্নবিধানঞ্চ ধর্ম্মং স্ত্রীপুংসয়োরপি।
বিভাগধর্ম্মং দ্যূতঞ্চ কণ্টকানাঞ্চ শোধনং॥" (মনু ১।১১৫)

স্ত্রীপুংসলক্ষণা (স্ত্রী) স্ত্রীপুংসয়োর্লক্ষণং চিহ্নং স্তনশ্মশ্রাদিরূপং যস্যাং সা। স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের চিহ্ন যাহার আছে, স্ত্রীচিহ্ন স্তন এবং পুরুষচিহ্ন শ্মশ্রু প্রভৃতি যাহার আছে, পর্য্যায়—পোটা।

স্ত্রীপুষ্প (ক্লী) স্ত্রিয়াঃ পুষ্পং। স্ত্রীদিগের পুষ্পোদ্গম, স্ত্রীদিগের রজোদর্শন।

স্ত্রীপূর্ব্ব (পুং) স্ত্রী পূর্ব্বে প্রধানতয়া সর্ব্বকার্য্যেষু অগ্রগামিনী বা যস্য। স্ত্রীজিত, স্ত্রৈণ, নারীবশীভূত।

স্ত্রীপ্রত্যয় (পুং) ব্যাকরণমতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর, ঙীষ্, ঙীপ্, টাপ্ প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় হয়, তাহাকে স্ত্রীপ্রত্যয় কহে। ব্যাকরণে স্ত্রী প্রদ্ধিতে স্ত্রীপ্রত্যয়ের বিশেষ বিধান লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এ স্থানে লিখা হইল না।

স্ত্রীপ্রধান (ত্রি) স্ত্রী প্রধানং যত্র। যে স্থান স্ত্রীলোকপ্রধান।

স্ত্রীপ্রসূ (ত্রি) যে স্ত্রী কেবল কন্যাসন্তান প্রসব করে, চলিত কন্যাবিউনী।

স্ত্রীপ্রিয় (পুং) স্ত্রিয়াঃ প্রিয়ঃ। ১ আম্রবৃক্ষ। (ত্রি) স্ত্রীদিগের প্রিয় দ্রব্যমাত্র।

স্ত্রীবন্ধ (পুং) স্ত্রীকরণ।

স্ত্রীভব (ক্লী) স্ত্রীত্ব, স্ত্রীর ভাব বা ধর্ম্ম।

স্ত্রীমৎ (ত্রি) অস্ত্যর্থে মতুপ্। স্ত্রীযুক্ত, স্ত্রীবিশিষ্ট, যাহাদের স্ত্রী আছে।

স্ত্রীমন্ত্র (পুং) স্বাহা এই মন্ত্র, তন্ত্রমতে পুং স্ত্রী ও ক্লীব এই কয় প্রকার মন্ত্র আছে।

স্ত্রীময় (ত্রি) স্ত্রী স্বরূপে ময়ট্। স্ত্রীস্বরূপ।

স্ত্রীমানিন্ (পুং) ১ ভৌত্যমনুর পুত্রবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০০।৩২) (ত্রি) ২ যিনি আপনাকে স্ত্রী বলিয়া বিবেচনা করেন।

স্ত্রীমুখপ (পুং) স্ত্রীমুখং পাতীতি পা-ক। দোহদ, বকুলবৃক্ষ।

স্ত্রীমুখমধুদোহদ (পুং) বকুলবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্ত্রীংমন্য (ত্রি) স্ত্রিয়ম্মন্য, যিনি আপনাকে স্ত্রী বলিয়া বিবেচনা করেন।

স্ত্রীরজস্ (ক্লী) স্ত্রীদিগের রজঃ, স্ত্রীদিগের পুষ্পোদ্গম।

স্ত্রীরঞ্জন (ক্লী) স্ত্রিয়মপি রঞ্জয়তি রাগেণেতি রঞ্জ-ল্যু। তাম্বূল।

স্ত্রীরত্ন (ক্লী) স্ত্রীষু রত্নমিব। ১ নারীরত্ন, শ্রেষ্ঠা স্ত্রী, জাতিতে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহাই রত্ন নামে কথিত,

"জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্রত্নমিতি কথ্যতে।" (স্মৃতি)

স্ত্রীদিগের মধ্যে যে সকল রমণী অত্যুত্তম, তাহাকে স্ত্রীরত্ন কহে। ২ লক্ষ্মী।

স্ত্রীরাশি (পুং) রাশিবিশেষ। [রাশি শব্দ দেখ]

স্ত্রীরোগ (পুং) স্ত্রিয়া রোগঃ। নারীদিগের আময়, স্ত্রীদিগের পীড়া, যোনিসম্বন্ধীয় স্ত্রীদিগের যে পীড়া, তাহাই স্ত্রীরোগ নামে অভিহিত। স্ত্রীদিগের যে কোন রোগ হইলে তাহাকে স্ত্রীরোগ কহে না, যোনিব্যাপদ্ মাত্রই স্ত্রীরোগ নামে কথিত। আয়ুর্ব্বেদে এই স্ত্রীরোগের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় লিখিত হইল।

লক্ষণ—ক্ষীর মৎস্যাদি আহার, বিরুদ্ধ দ্রব্যভোজন, মদ্যপান, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, অপক্ক দ্রব্যভোজন, গর্ভপাত, অতিরিক্ত মৈথুন, পথপর্য্যটন, অধিক যানারোহণ, শোক, উপবাস, ভারবহন, অভিঘাত ও অতিনিদ্রা প্রভৃতি কারণে স্ত্রীদিগের এই রোগ উৎপন্ন হয়, ইহাকে প্রদর বা অসৃক্ কহে। অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনার সহিত যোনিদ্বার দিয়া স্রাব নির্গত হওয়াই ইহার সাধারণ লক্ষণ। ইহা ধাতুজ, কফজ, পিত্তজ এবং সন্নিপাতজভেদে চারি প্রকার। যাহাতে অপক্ক রসযুক্ত পিচ্ছিল, পাণ্ডুবর্ণ ও মাংসধোয়া জলের ন্যায় স্রাব নির্গত হয়, তাহা কফজ। যাহাতে পীত, নীল, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ উষ্ণস্রাব, দাহ ও চিমিচিমি প্রভৃতি আর যাহাতে বক্ষ

অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত ও মাংসধোয়ান জলের স্থায় স্রাব সূচীবেধের স্থায় বেদনার সহিত নিঃসৃত হয় তাহা বাতজ। সন্নিপাতজ এই রোগে মধু, ঘৃত বা হরিদ্রাজলের স্থায় বর্ণবিশিষ্ট অথবা মজ্জতুল্য ও শবের স্থায় গন্ধবিশিষ্ট স্রাব নির্গত হয়। এই সন্নিপাতজ রোগ অসাধ্য। ইহা আরোগ্য হয় না, তবে উপযুক্ত রূপে চিকিৎসা করিলে যাপ্য হইয়া থাকে। এই রোগে রক্ত ও বল ক্ষীণ, নিরন্তর স্রাব, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহাও অসাধ্য হইয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন আরও এক প্রকার স্ত্রীরোগ আছে, ইহাকে চলিত কথায় বাধক কহে। এই রোগ হইলে সন্তানের বাধা জন্মায় বলিয়া ইহাকে বাধক কহে। এই বাধক রোগ নানা প্রকার। কোন বাধকে কটি, নাভির অধোভাগ, পার্শ্বদ্বয় ও স্তনদ্বয়ে বেদনা এবং কখন কখন এক মাস বা দুই মাস কাল ব্যাপিয়া রজঃস্রাব হইয়া থাকে। কোন বাধকে চক্ষুঃ, হস্ততল ও যোনিতে জ্বালা, লালাসংযুক্ত রজঃস্রাব, কখন কখন এক মাসের মধ্যে দুইবার ঋতু হইতে দেখা যায়। কোন বাধকে মানসিক অস্থিরতা, শরীরে ভারবোধ, অধিক রক্তস্রাব, হস্তপদে জ্বালা, কৃশতা, নাভির নিম্ন দেশে শূলবৎ বেদনা এবং কখন তিন বা চারিমাস অন্তর ঋতু হইয়া থাকে। ইহাতে নিয়মিত রূপে ঋতু হয় না। আবার কোনও বাধকে বহুকালের পর রজঃপ্রবৃত্তি এবং তৎকালে অল্প পরিমাণে রজঃস্রাব, স্তনদ্বয়ের গুরুতা ও স্থূলতা, দেহের কৃশতা, যোনিতে শূলবৎ বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কোন কোন বাধকে ঋতু একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু মাসান্তে নির্দ্দিষ্ট কালে এক এক বার তল পেটে, কটিতে, স্তনদ্বয়ে এবং সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়। প্রায় সকল বাধকেই মধ্যে মধ্যে যোনিদ্বার দিয়া অল্প অল্প রেতঃস্রাব হইয়া থাকে। যতদিন এইরূপ উপদ্রব থাকে, ততদিন স্ত্রীদিগের সন্তান হয় না। ফলে এই বাধকরূপ স্ত্রীরোগ হইলে বিশেষ সাবধানতার সহিত চিকিৎসা করা আবশ্যক।

ঋতু, রক্তবিশুদ্ধ এবং প্রতিমাসে উপযুক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে কোন প্রকার স্ত্রীরোগই হয় না। যে ঋতু মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট কালে প্রবৃত্ত হইয়া পাঁচ দিন অবস্থিত থাকে, দাহ ও বেদনা প্রভৃতি কোনও শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয় না, রক্ত পিচ্ছিল এবং পরিমাণে অল্প বা অধিক না হয়, রক্তের বর্ণ লাক্ষারসের স্থায় হয়, রক্ত বস্ত্রে লাগিলে রক্তবর্ণ এবং জলে ধুইলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যায়, তাহাই বিশুদ্ধ ঋতুরক্ত। ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহাও পীড়ারূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

যোনিব্যাপদ্‌ লক্ষণ—অনুপযুক্ত আহার বিহার, দুষ্ট রজঃ ও বীজদোষ প্রভৃতি কারণে নানা প্রকার যোনিব্যাপদ্‌ হইয়া থাকে। এই যোনিব্যাপদ্‌ও স্ত্রীরোগমধ্যে পরিগণিত। স্ত্রীদিগের যোনিদেশে অত্যন্ত কষ্টে ফেনযুক্ত রজঃ নিসৃত হয়, তাহার নাম উদাবর্ত্ত, যাহাতে রক্ত দূষিত হইয়া সন্তানোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহার নাম বন্ধ্যাত্ব। বিপ্লুতানামক যোনিব্যাপদে যোনিদেশে সর্ব্বদা বেদনা থাকে। পরিপ্লুতা রোগে মৈথুনকালে যোনিতে অতিশয় বেদনা হয়। এই চারিটী রোগ বাতজ, ইহাতে যোনি কর্কশ, কঠিন এবং শূল ও সূচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত হয়।

লোহিতক্ষয় নামক রোগে যোনিদেশে অতিশয় দাহ ও রক্ত ক্ষয় হয়। বামিনী রোগে যোনিদ্বার হইতে বায়ুর সহিত রক্তমিশ্রিত শুক্র নির্গত হয়। প্রস্রংসিনী রোগে যোনি স্বস্থান হইতে অধোদেশে লম্বিত ও বায়ু জন্য উপদ্রবযুক্ত হয়। এই রোগে সন্তান-প্রসবকালে অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে। পুত্রঘ্নী রোগে মধ্যে মধ্যে গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্তু বায়ু দ্বারা রক্তক্ষয় জন্য সেই গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। এই চারিটী রোগ পিত্তজ, ইহাতে অতিশয় দাহজ্বর উপস্থিত হয়।

অত্যানন্দা নামক যোনিরোগে অতিরিক্ত মৈথুনেও তৃপ্তি হয় না, যোনিমধ্যে কফ ও রক্ত দ্বারা মাংসকন্দের স্থায় গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে তাহাকে কর্ণিনী রোগ কহে। অতিচরণা রোগে মৈথুন কালে পুরুষের রেতঃ পতিত হওয়ার পূর্ব্বেই স্ত্রীর রেতঃ পাত হইয়া যায়, সুতরাং সেই স্ত্রী রেতঃ গ্রহণে সমর্থা হয় না, অতিরিক্ত মৈথুন জন্য রেতঃগ্রহণ শক্তি নষ্ট হইলে তাহাকে অতিচরণা কহে। এই চারিটী রোগ শ্লেষ্মজ। ইহাতে যোনিপিচ্ছিল কণ্ডূযুক্ত ও অত্যন্ত শীতলস্পর্শ হয়।

যে স্ত্রীর ঋতু হয় না, স্তন অতি অল্প উঠে এবং মৈথুনকালে যোনি কর্কশস্পর্শ বলিয়া বোধ হয়, তাহার যোনিকে ষণ্ডী কহে। অল্প বয়স্কা ও সূক্ষ্ম যোনিদ্বারবিশিষ্টা রমণী স্থূললিঙ্গ পুরুষের সহিত সহবাস করিলে তাহার যোনি অণ্ডকোষের স্থায় ঝুলিয়া পড়ে, ইহাকে অণ্ডলী কহে। অতি বিস্তৃত যোনিকে মহাযোনি এবং সূক্ষ্মদ্বারবিশিষ্ট যোনিকে সূচীবক্ত্রা কহে।

দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত ক্রোধ, অধিক ব্যায়াম, অতিশয় মৈথুন এবং কোনও কারণে যোনিদেশ ক্ষত হইলে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া যোনিদেশে পূয়রক্তের স্থায় বর্ণবিশিষ্ট ও মান্দার ফলের স্থায় আকৃতিবিশিষ্ট এক প্রকার মাংসকন্দ উৎপাদন করে, তাহাকে যোনিকন্দ কহে। চলিত কথায় ইহার নাম প্যাঁদ। বায়ুর আধিক্য থাকিলে কন্দ রুক্ষ বিবর্ণ ও ফাটা ফাটা হয়। পিত্তের আধিক্যে কন্দ রক্তবর্ণ এবং তাহাতে দাহ এবং জ্বর হইয়া থাকে। শ্লেষ্মার আধিক্যে উহা নীলবর্ণ ও কণ্ডূযুক্ত হয়। ত্রিদোষের আধিক্য থাকিলে ঐ সমস্ত লক্ষণ মিশ্রিত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সকল স্ত্রীরোগ হইলে সত্বর বিশেষ সতর্ক-

তার সহিত উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ সাধ্যরোগ অসাধ্যে পরিণত হয় এবং রোগিণীর অনেক প্রকার যন্ত্রণা ও অবশেষে তাহার জীবননাশ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—বাতজন্য প্রদর রোগে দধি ৬ তোলা, সচল লবণ ৵ আনা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টি মধু ও নীলোৎপল প্রত্যেক।০ আনা এবং মধু অর্দ্ধতোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে হয়। ইহাতে রোগ আশু প্রশমিত হয়। পিত্তজ রোগে বাসকের রস অথবা গুলঞ্চের রস চিনিমিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। রক্তপ্রদরে রসাঞ্জন, চাঁপা নটের মূল ও মধু প্রত্যেকের সমভাগ আতপতণ্ডুল-ধৌত জলের সহিত সেবন করিবে, শ্বাস উপদ্রব থাকিলে ঐ সকলের সহিত বামুনহাটী ও শুঁঠ মিশ্রিত করিয়া দিবে। যজ্ঞ-ডুমুরের রস, লাক্ষা ভিজা জল প্রভৃতি সেবনে প্রদরের রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয়। ১ তোলা অশোকছাল অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে তাহার সহিত একসের দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। দুগ্ধের ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে পাক শেষ করিবে, ইহা রোগিণীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে রক্তপ্রদর নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন দার্ব্যাদিকাথ, উৎপলাদিকল্ক, চন্দনাদিচূর্ণ, পুষ্যানুগচূর্ণ প্রদরাদিলৌহ, অশোকঘৃত, সিতকল্যাণঘৃত, অশোকারিষ্ট ও পত্রাঙ্গাসব প্রভৃতি ঔষধ অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে কোন প্রকার ঘৃত সেবন করান উচিত নহে। এই সকল প্রদর না থাকিয়া শরীর সুস্থ থাকিলে ঘৃতসেবনে বিশেষ উপকার হয়। বায়ুর উপদ্রব বা তলপেটে বেদনা থাকিলে প্রিয়ঙ্গ্বাদি বা প্রমেহমিহিরতৈল মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বাধকচিকিৎসা—বাধক রোগে অধিক রজঃস্রাব হইলে প্রদররোগোক্ত যাবতীয় ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। রজোরোধ হইয়া গেলে কাঁজির সহিত জবাফুল বাটিয়া সেবন করাইবে। মুছব্বর, হীরাকস, অহিফেন ও দারুচিনি প্রত্যেকের চূর্ণ চারি আনা জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা দিবসে দুইবার জলের সহিত সেবনীয়। লাউবীজ, দন্তীমূল, পিপুল, গুড়, ময়নাফল, যষ্টিমধু, মূলাবীজ ও মনসা সিজের আটার সহিত এই সকল দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিমধ্যে ধারণ করিলেও রজঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। উদর প্রভৃতি স্থানের বেদনা নিবারণ জন্য গমের ভূসির পুলটিস দিবে। অশোকঘৃত, অশোকারিষ্ট, ফলকল্যাণঘৃত ও সিতকল্যাণঘৃত প্রভৃতি ঔষধ এই অবস্থায় প্রযোজ্য।

যোনিরোগচিকিৎসা—বাতপ্রধান যোনিরোগে বায়ুনাশক ঘৃতাদি সেবন করাইবে। গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও দন্তী ইহাদের কাথ দ্বারা যোনিদেশ সেচন এবং তগরপাদুকা, বার্ত্তাকু, কুড়, সৈন্ধব ও দেবদারু ইহাদের কল্কের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈলে পিচু (তুলার পাইচ) ভিজাইয়া তাহা যোনিমধ্যে ধারণ করিবে। পিত্তযোনিরোগে পিত্তনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য এবং ঘৃতাক্ত পিচু যোনিমধ্যে প্রবেশ করান আবশ্যক। শ্লেষ্ম-প্রধান যোনিরোগে রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এবং পিপুল, মরিচ, মধ্যে কলাই, শুল্ফা, কুড় ও সৈন্ধব লবণ, একত্র পেষণপূর্ব্বক তর্জ্জনী অঙ্গুলির ন্যায় তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিমধ্যে ধারণ করিবে। কর্ণিকা নামক রোগে কুড়, পিপুল, আকন্দ পল্লব ও সৈন্ধব লবণ একত্র ছাগমূত্রে পেষণ-পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইবে। শুল্ফা ও কুলের পাতা পেষণ করিয়া তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বিদীর্ণ যোনি প্রশমিত হয়। করেলার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনি বহির্গত হয়। প্রস্রংসিনী রোগে ইন্দুরের বসা মর্দ্দন করিলে তাহা পুনরায় স্বস্থানে অবস্থিত হয়। যোনির শিথিলতা নিবারণ জন্য বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অশ্বগন্ধা ও হরিদ্রা সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে এবং কস্তুরী, জায়ফল, কর্পূর কিংবা মদনফল মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া যোনিমধ্যে পূরণ করিবে। যোনির দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য আম, জাম, কদ্‌বেল, টাবালেবু ও বেল এই সকলের কচি পাতা, যষ্টিমধু ও মালতীফুল এই সকল দ্রব্যের কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃতাক্ত করিয়া সেই ঘৃতাক্ত পিচু যোনিমধ্যে ধারণ করিবে। বন্ধ্যাত্ব নিবারণের জন্য অশ্বগন্ধার কাথে দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া ঋতুস্নানের পর সেবন করিতে হয়। পীতঝাটীর মূল, ধাইফুল, বটের সুঙ্গ ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া অথবা শ্বেত বেরেলা, চিনি, যষ্টিমধু, রক্ত বেরেলা, বটের শৃঙ্গ ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য মধুতে পেষণ করিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বন্ধ্যাত্ব নিবারিত হয়।

কন্দরোগনাশের জন্য ত্রিফলার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তাহা দ্বারা যোনি ধৌত করিবে। গিরিমাটী, আম্রকেশী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কটফল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া কন্দে প্রলেপ দিবে। ইন্দুরের সদ্যোমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তিলতৈলের সহিত পাক করিবে। মাংস সম্যক্ রূপে গলিয়া গেলে পাক শেষ করিতে হইবে। পরে ঐ তৈলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে কন্দরোগ প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন ফলঘৃত, ফলকল্যাণঘৃত ও কুমারকল্পদ্রুমঘৃত প্রভৃতি

ঔষধ এই রোগে বিশেষ উপকারী। পথ্যাপথ্য—সকল প্রকার স্ত্রীরোগেই দিবসে পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন, মুগ, মসূর ও ছোলার ডাউল, মোচা, কাচকলা, উচ্ছে, ডুমুর, পটোল ও পুরাতন কুমড়া প্রভৃতির ঘৃতপক্ব তরকারী এবং সহ্য করিতে পারিলে ছাগমাংস, অল্প পরিমাণে ঝোল, রাত্রিকালে ক্ষুধা অনুসারে রুটি প্রভৃতি লঘু ভোজন আবশ্যক। সহ্য মত ৩ বা ৪ দিন অন্তর গরম জলে স্নান করা উচিত। জ্বরাদি উপসর্গ থাকিলে ইহা অপেক্ষা লঘু আহার ব্যবস্থা করিবে এবং স্নান বন্ধ রাখিতে হইবে। রজোরোধ হইলে স্নিগ্ধ ক্রিয়া আবশ্যক। মাষকলায়, তিল, দধি, কাঁজি, মৎস্য ও মাংস ভোজন এই অবস্থায় উপকারী। নিষিদ্ধকর্ম্ম—গুরুপাক ও কফজনক দ্রব্য, মৎস্য, মিষ্টদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, অধিক লবণ ও দুগ্ধ প্রভৃতি আহার এবং অগ্নিসন্তাপ, রৌদ্রসেবন, হিমলাগান, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিক পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, মদ্যপান, উচ্চ স্থানে উঠা নামা, বিশেষতঃ মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, সঙ্গীত, ও উচ্চ শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য স্ত্রীরোগে নিতান্ত অনিষ্টজনক। (সুশ্রুত স্ত্রীরোগাধিং)

স্ত্রীরোগ হইবামাত্রই ইহার প্রতিবিধান করা উচিত। স্ত্রীরোগ হইলে স্ত্রীগণ লজ্জা বশতঃ প্রথমে প্রকাশ করে না, যখন যন্ত্রণা অসহ্য এবং রোগ অসাধ্য হয়, তখনই তাহারা ইহা প্রকাশ করিয়া থাকে, তখন রোগ প্রবল হওয়ায় চিকিৎসায় বিশেষ উপকার হয় না। সকল বৈদ্যকগ্রন্থে এবং গরুড়পুরাণের ১৭৬ অধ্যায়ে স্ত্রীরোগের বিশেষ বিধান লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এ স্থলে উল্লিখিত হইল না।

স্ত্রীলক্ষণ (ক্লী) স্ত্রিয়াং লক্ষণং। স্তনোদ্গমাদিরূপ স্ত্রীচিহ্ন। ২ স্ত্রীদিগের শুভাশুভ লক্ষণ। বৃহৎসংহিতায় ৭০ অধ্যায়ে স্ত্রীলক্ষণনামাধ্যায়ে এই লক্ষণের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। মানবের সুখ দুঃখ এক মাত্র স্ত্রীজাতির উপরেই নির্ভর করে। যিনি সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি স্ত্রীলক্ষণ সকল সম্যক্ অবগত হইয়া সুলক্ষণসম্পন্না কামিনীকে বিবাহ করিবেন। দুর্লক্ষণা কামিনী বিবাহ করিলে জীবন বিষবৎ হয় কিছুতেই সুখ থাকে না। দুই চারিটি লক্ষণ এই স্থানে লিখিত হইল। যে স্ত্রীর চরণদ্বয়ের নখগুলি স্নিগ্ধ, উন্নতাগ্র, সূক্ষ্ম অথচ রক্তবর্ণ, চরণতালু পদ্মপুষ্পের কান্তিবিশিষ্ট এবং পদদ্বয় সমানরূপে উপচিত, সুন্দর, নিগূঢ় গুল্‌ফবিশিষ্ট, মৎস্য, অঙ্কুশ, শঙ্খ, যব, বজ্র, লাঙ্গল ও অসিচিহ্নবিশিষ্ট মৃদুতল; যাহার জঙ্ঘাদ্বয়, সুবর্ত্তুল, শিরাহীন, রোমরহিত, জানুদ্বয় সমান অথচ সন্ধিস্থল সুন্দর, উরুদ্বয় নিবিড়, হস্তিশুণ্ডাকার এবং রোমশূন্য, গুহ্যদেশ বিপুল এবং অশ্বত্থপত্রের তুল্য শ্রোণী ও ললাটদেশ প্রশস্ত অথচ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত, মণি অত্যন্ত নিগূঢ়, নাভিদেশ গভীর বিপুল এবং দক্ষিণাবর্ত্ত মধ্যদেশ বলিত অথচ রোমশূন্য, পয়োধর সবর্ত্তুল ঘন, নতোন্নত অথচ কঠিন, বক্ষঃস্থল রোমবর্জ্জিত ও কোমল গ্রীবাদেশ কম্বুর ন্যায় রেখাত্রয়ান্বিত, অধর বিম্বফল তুল্য, দন্তাবলী কুন্দকুসুমের কলির ন্যায় শুভ্র ও সমান, বাক্য সরলতাপরিপূর্ণ, হংস বা কোকিলের ন্যায়, সুমিষ্টভাষিণী ও কাতরতাহীন, নাসিকা সমান, সমচ্ছিদ্রযুক্ত ও মনোহর, চক্ষু নীলপদ্মের ন্যায় শোভাযুক্ত, ভ্রূযুগল পরস্পর সংলগ্ন নাতিস্থূল, নাতিদীর্ঘ অথচ শিশুশশাঙ্কের ন্যায় বঙ্কিম-ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্রের তুল্য অথচ নাতিনত ও নাত্যুন্নত, কর্ণযুগল মাংসল ও পরস্পর সমান, কোমল এবং সমভাবে অবস্থিত, কেশপাশ স্নিগ্ধ, ঘোরকৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত পেলব ও আকুঞ্চিত, প্রত্যেক লোমকূপমধ্যে এক একটী করিয়া সঞ্জাত এই সকল লক্ষণবিশিষ্টা স্ত্রীই সকল সুখসৌভাগ্যশালিনী হয়। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্টা কামিনী বিবাহ করিলে সকল প্রকার সুখসৌভাগ্যলাভ হইয়া থাকে। ভৃঙ্গার, আসন, হস্তী, রথ, শ্রীবৃক্ষ, যূপ, বাণ, মালা, কুণ্ডল, চামর, অঙ্কুশ, যব, শৈল, ধ্বজ তোরণ, মৎস্য, স্বস্তিক, বেদিকা, তালবৃন্ত, শঙ্খ, ছত্র এই সকল চিহ্ন স্ত্রীদিগের হস্ত বা পদতলে থাকিলে বিশেষ শুভ হয়। যে সকল শুভ লক্ষণ লিখিত হইল, এই সকল লক্ষণের কোনও লক্ষণ না থাকিলে সেই স্ত্রী অতি দুর্ভাগা হয়। বৃহৎসংহিতার ৭০ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। [নারী শব্দ দেখ]

স্ত্রীলিঙ্গ (ক্লী) ব্যাকরণসংস্কারযুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ, ব্যাকরণে পুং স্ত্রী ও ক্লীব এই তিনটী লিঙ্গ আছে। তাহার মধ্যে যে সকল শব্দ স্ত্রীজাতিবোধক, তাহারা স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—নারী, বালিকা, সিংহী, ঘোটকী ইত্যাদি। এই সকল শব্দে স্ত্রীত্ববোধক প্রত্যয় থাকায় ইহারা স্ত্রীজাতীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। সাধারণতঃ দীর্ঘ ঈকারান্ত ও আকারান্ত শব্দ মাত্রই স্ত্রীলিঙ্গ। ব্যাকরণে স্ত্রীলিঙ্গবিহিত প্রত্যয় সম্বন্ধে অনেক বিষয় লিখিত আছে। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের কোন স্থানে আ, বা কোন স্থলে ঙীপ্ হইবে, তাহা স্ত্রীতদ্ধিত নামক প্রকরণে বিশেষ ভাবে বিবৃত আছে। অতি সংক্ষেপে এই সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা মাত্র বলা হইল। স্ত্রী, লজ্জা, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, পৃথিবী, দিশ্, রাত্রি, জ্যোৎস্না, প্রভা, শোভা, বীণা, লতা, নদী, সেনা, শ্রেণী, সম্পদ্, বিপদ্, ইচ্ছা, বুদ্ধি ও তিথিবাচক শব্দসকল প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ। ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর 'অন্ ও অ' প্রত্যয় করিয়া যে সকল পদ হয়, তাহারা স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—কামনা, বন্দনা, প্রশংসা, চিকীর্ষা ইত্যাদি। ধাতুর উত্তর আন ও ক্তি প্রত্যয় করিয়া যে সকল পদ হয়, তৎসমুদায় প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—অবনি, তরণি, ভক্তি, মুক্তি ইত্যাদি। আকারান্ত শব্দ প্রায়ই

স্ত্রীলিঙ্গ কেবল হাহা ও বিশ্বপা প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ। দয়া, মায়া, মেধা ইত্যাদি সকল আকারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। দীর্ঘ ঈকারান্ত শব্দ প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ, কেবল অগ্রণী, সেনানী সুধী প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ। রমণী, দাসী, বেণী প্রভৃতি শব্দসকল স্ত্রীলিঙ্গ। কাশী, কাঞ্চী, প্রভৃতি স্থানবাচক এবং গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীবাচক শব্দ সকল স্ত্রীলিঙ্গ। মক্ষিকা, পুত্তলিকা, হরীতকী, আমলকী, তনু, কাকু প্রভৃতি শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির মধ্যে যে গুলি বিশেষ্য, সে সকলগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। যথা মুদ্, স্রজ্, দৃশ, পরিষদ্ ইত্যাদি। বিংশতি হইতে নব নবতি পর্য্যন্ত সংখ্যা-বাচক যাবতীয় শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা ত্রিংশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি, নবতি ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গবিহিত প্রত্যয়—স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর আ, ঈ, প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। সংক্ষেপে এ বিষয়ের দুই চারিটী কথা লিখিত হইল। স্ত্রীলিঙ্গে অকারান্ত শব্দের উত্তর আ হয়, যথা—গতা, দীনা, সর্ব্বা, কৃশা ইত্যাদি। আ প্রত্যয় পরে থাকিলে 'অক' ভাগান্ত শব্দের অক স্থানে ইক হয়। যথা—পাচক, পাচিকা, দায়ক, দায়িকা ইত্যাদি, কিন্তু কতকগুলি অক ভাগান্ত শব্দের অক স্থানে ইক হয় না, যথা ইষ্টকা, করকা, অধিত্যকা, উপত্যকা, তারকা ইত্যাদি। কতকগুলি শব্দের উত্তর আবার আ না হইয়া ঈ হয়, যথা নর্ত্তকী ইত্যাদি।

জাতিবাচক আকারান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে অ স্থানে ঈ হয়, যথা—ব্রাহ্মণী, মৃগী, হংসী। কিন্তু আবার কতকগুলি শব্দের উত্তর হয় না, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ইত্যাদি। যে সকল শব্দের অন্তে নকার, ঋকার, অচ্, অৎ, কি ঈয়স্ থাকে তাহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা—গুণিন্ গুণিনী, কর্ত্তৃ কর্ত্রী, প্রাচ্ প্রাচী, গুণবৎ গুণবতী। বস্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয় এবং ব স্থানে উ হয়। যথা—বিদ্বস্ বিদুষী। অন্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয় এবং নকারের পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের লোপ হয়। যথা রাজন্ রাজ্ঞী, নামন্ নাম্নী। নদাদি কতকগুলি শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়, যথা নদ, নদী, গৌরী ইত্যাদি। গুণবাচক উকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈ হয়, সাধু সাধ্বী সাধু, গুরু গুর্ব্বী, গুরু। বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন কতক-গুলি অকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে আ ও ঈ হয়, যথা—সুকেশ, সুকেশা, সুকেশী। ক্তি প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন ইকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈ হয়, যথা অবনি, অবনী, শ্রেণি, শ্রেণী। ক্তি প্রত্যয়ান্ত যথা, গতি, স্থিতি, মতি ইত্যাদি। পত্নী অর্থে অকারান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয় এবং অন্ত্য অকারের লোপ হয় যথা, ব্রাহ্মণের পত্নী ব্রাহ্মণী, এইরূপ ক্ষত্রিয়ী, বৈশ্যী, গোপী ইত্যাদি। পত্নী অর্থে ব্রহ্মন্, রুদ্র, ভর্ব্ব, সর্ব্ব, মৃড়, ইন্দ্র ও বরুণ শব্দের অন্ত্য বর্ণ স্থানে আনী হয়। যথা ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, ভবানী, সর্ব্বাণী ইত্যাদি। মনুষ্য, জাতি ও অপ্রাণিবাচক উকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঊ হয়, যথা কুরু। তনু প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উত্তর বিকল্পে ঊ হয়। তনু তনূ, চঞ্চু চঞ্চূ, ভীরু ভীরূ ইত্যাদি। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়, যথা শ্বন্ শুনী যুবন্ যুনী, যুবতি, যুবতী। লোহিত লোহিতা লোহিনী। অসিত অসিতা অসিক্নী, পলিত পলিতা পলিক্নী ইত্যাদি।

ব্যাকরণে এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গবিহিত প্রত্যয় সকল লিখিত হইয়াছে, বিশেষ বিবরণ ব্যাকরণে দ্রষ্টব্য।

স্ত্রীলোক (পুং) স্ত্রী চাসৌ লোকশ্চেতি। স্ত্রীজন, স্ত্রীমনুষ্য, নারী।

স্ত্রীলোল (ত্রি) স্ত্রীদিগের ন্যায় চঞ্চল।

স্ত্রীবধ (পুং) স্ত্রিয়াঃ বধঃ। স্ত্রীহত্যা, শাস্ত্রানুসারে নারী অবধ্য। নারীদিগকে বধ করিতে নাই। যিনি নারীবধ করেন, তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

স্ত্রীবশ (ত্রি) স্ত্রিয়াঃ বশঃ বশীভূতঃ। স্ত্রীবশীভূত, যিনি অতিশয় স্ত্রীর বাধ্য।

স্ত্রীবশ্য (ত্রি) স্ত্রিয়া বশ্যঃ। স্ত্রীর বশীভূত।

স্ত্রীবিজিত (পুং) স্ত্রৈণ, পত্নীর বশীভূত।

স্ত্রীবিত্ত (ক্লী) স্ত্রিয়াঃ বিত্তং ধনং। স্ত্রীধন। বিবাহাদি যৌতুক-লব্ধ নারীদিগের সম্পত্তি। [স্ত্রীধন শব্দ দেখ।]

স্ত্রীষখ (পুং) স্ত্রীদিগের সখা, বন্ধু। "স্ত্রীষখং প্রমদে কুমারীপুত্রং" (শুক্লযজু° ৩০।৬) 'স্ত্রীষখং স্ত্রিয়াঃ সখায়ং' (মহীধর)

স্ত্রীসংসর্গ (পুং) স্ত্রিয়াঃ সংসর্গঃ। স্ত্রীসেবা, মৈথুন, রতিক্রীড়া। ধর্ম্মশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদে এই স্ত্রীসংসর্গের বিধান ও বিধিনিষেধ বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। [মৈথুন ও স্ত্রীশব্দ দেখ]

স্ত্রীসভ (ক্লী) স্ত্রীণাং সভা অশালাচেতি নপুংসকত্বং। নারীদিগের সভা।

স্ত্রীসুখ (ক্লী) স্ত্রীসঙ্গমজন্য আনন্দ, মৈথুন জন্য সুখ।

"বিজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মণীশাপং মহিষ্যা স নিবারিতঃ।
অত ঊর্দ্ধং স তত্যাজ স্ত্রীসুখং কর্ম্মণা প্রজাঃ॥" (ভাগ° ৯।৯।৩৯)

(পুং) শিগ্রুবৃক্ষ, সজিনাগাছ। সজিনা স্ত্রীদিগের অতিশয় প্রিয়, এইজন্য ইহার এই নাম হইয়াছে। (বৈদ্যকনি°)

স্ত্রীসেবা (স্ত্রী) স্ত্রীসংসর্গ, মৈথুন।

স্ত্রীস্বভাব (পুং) স্ত্রীণাং স্বভাব ইব স্বভাবো যস্য। ১ মহল্লক, অন্তঃপুররক্ষক। (শব্দমালা) ২ নারীদিগের শীল, স্ত্রীদিগের স্বভাব।

"স্ত্রীস্বভাবশ্চলো লোকে মম দোষশ্চ দারুণঃ।
স্যাদেবমপি কুর্য্যাৎ সা বিবশা গতসৌহৃদা॥" (ভারত ৩।৬১।৬)

স্ত্রীহত্যা (স্ত্রী) স্ত্রীবধ, স্ত্রীলোকহত্যা।

স্ত্রীহৃত (ক্লী) স্ত্রীলোক কর্তৃক হৃত।

স্ত্রৈণ (ত্রি) স্ত্রিয়্ ভবং, স্ত্রীভ্য আগতং, স্ত্রীভ্যো হিতো বা (স্ত্রী-পুংভ্যাং নঞ্ স্নঞৌ ভবনাৎ। পা ৪।১।৮৮) ইতি নঞ্। ১ স্ত্রীসম্বন্ধীয়। ২ স্ত্রীর অপত্য। ৩ স্ত্রীসমূহ। ৪ স্ত্রীবশীভূত পুরুষ, রমণীরত।

"তং মেনিরেহবলা মৌঢ্যাৎ স্ত্রৈণঞ্চানুব্রতং রহঃ।
অপ্রমাণবিদো ভর্তুরীশ্বরং মতয়ো যথা ॥" (ভাগবত ১।১১।৪০)

(ত্রি) ৫ স্ত্রীস্বভাব, যাহাদের স্বভাব স্ত্রীলোকদিগের ন্যায়।

"কর্ণেজপৈরাহিতরাজ্যলোভা
স্ত্রৈণেন নীতা বিকৃতিং লঘিম্না ॥" (ভট্টি ৩।৭)

৫ স্ত্রীসমূহ।

স্ত্রৈষূয় (ক্লী) স্ত্রীজাতক, স্ত্রীজন্ম।

স্ত্রৈরাজক (পুং) স্ত্রীরাজ্যের অধিবাসী। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

স্ত্র্যধ্যক্ষ (পুং) ১ রাজপত্নীগণের তত্ত্বাবধায়ক। ২ স্ত্রীনায়ক, যাহার অধ্যক্ষ স্ত্রী।

স্ত্র্যাজীব (ত্রি) স্ত্রী আজীবো জীবিকা যস্য। স্ত্রীর জারযোগে উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, স্ত্রীগণ উপপতির নিকট যে ধন লাভ করে, সেই ধন দ্বারা যাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, এই জীবিকা শাস্ত্রে ও লোকব্যবহারে বিশেষ নিন্দিত ও পাতকমধ্যে পরিগণিত।

"সর্ব্বাকরেষ্বধীকারো মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনং।
হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবোহভিচারো মূলকর্ম্ম চ ॥" (মনু ১১।৬৪)

স্থ (ত্রি) তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থা ঘঞর্থে ক। ১ স্থল। 'দেব-কর্ত্তৃকেহপ্যৎ স্থলং ক্লীস্থ ইত্যপি।' (শব্দরত্না°) সুবন্তোপপদেতু (সুপিস্থঃ। পা ৩।২।৪) ইতি কপ্রত্যয়ঃ। ২ স্থিতিশীল। সুবন্ত উপপদে স্থা ধাতুর উত্তর কপ্রত্যয় করিয়া 'স্থ' এই পদ হয়। সুবন্ত উপপদ না হইলে হয় না। সুতরাং স্থ এই শব্দের পূর্ব্বে কোন না কোন সুবন্ত উপপদ থাকিবে।

"চিত্রকূটবনস্থঞ্চ কথিতস্বর্গতির্গুরোঃ।
লক্ষ্ম্যা নিমন্ত্রয়াঞ্চক্রে তমনুচ্ছিষ্টসম্পদা ॥" (রঘু ১২।১৫)

স্থগ, সংবৃতি, বরণ, আচ্ছাদন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্থগতি। লিট্ তস্থাগ। লুট্ স্থগিতা। লুঙ্ অস্থগীৎ। নিচ্ স্থগয়তি। লুঙ্ অতস্থগৎ।

স্থগ (ত্রি) স্থগতি সংবৃণোতি আত্মানমিতি স্থগ-অচ্। ধূর্ত্ত, ধূর্ত্ত আপনার স্বভাব গোপন করিয়া কার্য্য করিতে পারে, এইজন্য উহার এই নাম হইয়াছে।

'ধূর্ত্তে স্থগশ্চ নির্লজ্জঃ পটুঃ পাটবিকোহপি চ।' (শব্দরত্না°)

স্থগন (ক্লী) স্থগ-ল্যুট্। অপবারণ তিরোধান, গোপন, আচ্ছাদন।

"ব্যবধানং তিরোধানমন্তর্দ্ধিস্থপবারণং।
ছদনং ব্যবধান্তর্দ্ধাপিধানস্থগনানি চ ॥" (হেম)

স্থগিকা (স্ত্রী) অঙ্গুষ্ঠ, অঙ্গুলি ও মেঢ়ের অগ্রদেশস্থ ব্রণবন্ধনবিশেষ, তাম্বূলকরঙ্কাকার বন্ধ। পাণের ডিবার মত ব্রণের যে বন্ধন তাহাকে স্থগিকা কহে।

"স্থগিকাং স্থগিকাকারাং মেঢ্রাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলার্পিতাং।
যথাস্বমৌষধেঃ পূর্ণাং কল্পয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥" (সুশ্রুত চি° ১০অ°)

স্থগিত (ত্রি) স্থগ-ক্ত। ১ তিরোহিত। পর্য্যায়—সংবীত, রুদ্ধ, আবৃত, সংবৃত, পিহিত, ছন্ন, অপবারিত, অন্তর্হিত, তিরোধান। (হেম)

স্থগিত (দেশজ) যাহাকে পতিত বলিয়া সমাজে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। কোন ব্যক্তি সামাজিক নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া কার্য্য করিলে তাহাকে স্থগিত করা হয়। পরে সেই ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপক্ষালন করিলে আবার তাহাকে সমাজে তুলিয়া লওয়া হয়।

স্থগী (স্ত্রী) স্থগ্যতেহনেয়েতি স্থগ ঘঞর্থে ক, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। তাম্বূলপাত্র, চলিত পাণের বাটা, পর্য্যায়—তাম্বূলকরঙ্ক। (হেম)

স্থগু (ক্লী) গড্ড, চলিত কুজ।

"হৃদয়ে তে নিবিষ্টাস্য ভূয়শ্চান্যাঃ সহস্রশঃ।
তদেব স্থগু যদ্দীর্ঘং রথঘোণমিবায়তং ॥" (রামা° অযো°কা° ৯স°)

স্থণ্ডিল (ক্লী) তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থা মিথিলাদয়শ্চেতি ইলচ্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। চত্বর, যজ্ঞার্থ পরিষ্কৃত ভূমি, সমান ভূমি, বালুকাদি দ্বারা প্রস্তুত হোমার্থ মণ্ডলবিশেষ। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন। "দ্বে বেদীরহিতোহ স্থত্র বা যজ্ঞার্থং পরিষ্কৃতায়াং অনিম্নোন্নতায়াং বিস্তৃতায়াং ভূমৌ।"

'অসংবাধেন তিষ্ঠত্যত্র স্থণ্ডিলং নাম্নীতি স্থণ্ডিলঃ।
যজ্ঞে পরিষ্কৃতস্থানে স্যাতাং স্থণ্ডিলচত্বরে।' (ভরত)

যজ্ঞ করিতে হইলে প্রথমে পরিষ্কৃত ভূমিতে বেদী প্রস্তুত করিতে হয়। এই বেদীর উপর বা অন্য কোন পরিষ্কৃত বিশুদ্ধ ভূমিতে হোম করিবার জন্য স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিতে হয়। যথাবিধানে স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি হোম করিবে। স্মৃতির সংস্কারতত্ত্বে স্থণ্ডিল প্রস্তুতের বিধান বিশেষরূপে লিখিত আছে। সাধারণতঃ সংক্ষেপ হোমকর্ম্মে চতুরস্র স্থণ্ডিল করিতে হয়। পরিষ্কৃত স্থানে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহার উপর বেদী প্রস্তুত হইলে সেই বেদীতে ঘটস্থাপনাদি করিয়া পূজাকার্য্য শেষ করিবে। তৎপরে হোমের স্থণ্ডিল করিবে। প্রথমে যজ্ঞকর্ত্তার হস্ত পরিমিত কুশ দ্বারা বেদীর উপর স্থান মাপিয়া লইবে। হস্তপরিমাণ ৪ গাছি কুশ চারিদিকে দিয়া তদুপরি বালুকা দিতে হয়। পরে উহাতে গোময়াদি লেপ দিয়া

স্থণ্ডিলে হোমের বিধানানুসারে রেখা এবং শোধনাদি করিয়া কাষ্ঠস্থাপনপূর্ব্বক হোম করিতে হয়। নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যসকলেও হোমার্থ স্থণ্ডিল করিবার বিধান আছে।

"তস্মাৎ সম্যক্ পরীক্ষৈব কর্ত্তব্যং শুভবেদিকং।
হস্তমাত্রং স্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি॥"

ক্রিয়াসারেঽপি—

"কুণ্ডমেবং বিধং ন স্যাৎ স্থণ্ডিলং বা সমাশ্রয়েৎ।

সারদাতিলকেঽপি—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং স্থণ্ডিলে বা সমাচরেৎ।
হস্তমাত্রন্তু তৎ কুর্য্যাৎ চতুরস্রং সমন্ততঃ॥" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

হোমকুণ্ডে যে স্থলে হোম হয়, তথায় পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে বালুকাদি দ্বারা স্থণ্ডিল করিয়া লইতে হয়। হোম করিতে হইলেই স্থণ্ডিল করা আবশ্যক। স্থণ্ডিল ভিন্ন হোম হইবে না। স্থণ্ডিল শোধন ও রেখাদিপ্রণালী হোমপদ্ধতিতে লিখিত আছে, তাহা আর এইস্থলে লিখিত হইল না।

স্থণ্ডিলশয্যা (স্ত্রী) স্থণ্ডিলমেব শয্যা। স্থণ্ডিলরূপ শয্যা, ভূমিশয্যা।

স্থণ্ডিলশায়িন্ (পুং) স্থণ্ডিলে শেতে ইতি শী-ইনি (পা ৩।১।৮০) ইতি ইনি। স্থণ্ডিলে শয়নকারী, যিনি ব্রতের নিমিত্ত ভূমিশয্যায় শয়ন করেন। পর্য্যায়—স্থাণ্ডিল, স্থণ্ডিলেশয়।

"বাচংযমান্ স্থণ্ডিলশায়িনশ্চ।
যুযুক্ষমাণাননিশং মুমুক্ষূন্॥" (ভট্টি ৩।৪১)

স্থণ্ডিলসংবেশন (ক্লী) স্থণ্ডিলশয্যা, ভূমিশয়ন।

"স্থণ্ডিলসংবেশনামর্দ্দনামজ্জনরজসা" (ভাগবত ৫।৯।১০)
'স্থণ্ডিলসংবেশনং ভূমিশয়নং' (স্বামী)

স্থণ্ডিলসিতক (ক্লী) বেদি। (হারাবলী)

স্থণ্ডিলেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২০।৪)

স্থণ্ডিলেশয় (পুং) স্থণ্ডিলে শেতে শী-অচ্, অলুক্‌সমাসঃ। স্থণ্ডিলশায়ী, ভূমিশয্যায় শয়নকারী।

"আকণ্ঠমগ্নঃ শিশিরে উদকে স্থণ্ডিলেশয়ঃ॥" (ভাগবত ৪।২৩।৮)

স্থণ্ডিলেশয়ন (ক্লী) স্থণ্ডিলে শয়নং সপ্তম্যা অলুক্। স্থণ্ডিলশয্যা।

স্থপতি (পুং) তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থা-ক, স্থঃ স্থানং তং পাতীতি পা বাহুলকাৎ অতি। (উণ্ ৪।৫৯) ১ গীষ্পতীষ্টিযজ্বা। ২ বৃহস্পতি-সবনন্নামক যাগকর্ত্তা। ৩ কারুভেদ, শিল্পী, চলিত রাজ, কারুকার্য্যকারীকে স্থপতি কহে। লক্ষণ—

"...স্ত্র বস্ত্যাবিধানজ্ঞো লঘুহস্তো জিতশ্রমঃ।
দীর্ঘ... চ শূবশ্চ স্থপতিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (মৎস্যপু° ২৫৫।৩৯)

যিনি ...বস্থায় বিশেষ পারদর্শী, লঘুহস্ত, অর্থাৎ দ্রুত কার্য্য করিতে পা... যিনি পরিশ্রমকে জয় করিয়াছেন এবং দীর্ঘদর্শী ও শূর তাঁহাকে স্থপতি কহে। ৪ কঞ্চুকী। (মেদিনী) ৫ কুবের। (অজয়পাল) ৬ অধীশ। (হেম)

"স তু রামস্য বচনং নিশম্য প্রতিগৃহ্য চ।
স্থপতিস্তূর্ণমাহূয় সচিবানিদমব্রবীৎ॥" (রামায়ণ ২।৫১।১৫)

(ত্রি) তিষ্ঠন্তি স্বধর্ম্মে ইতি স্থাঃ সন্তস্তেষাং পতিঃ। ৭ সত্তম, সাধুতম, যাঁহারা স্বধর্ম্মে অবস্থান করেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

স্থপনী (স্ত্রী) মর্ম্মভেদ। ভ্রূমধ্যস্থ মর্ম্ম, ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানে যে শিরামর্ম্ম আছে, তাহার নাম স্থপনী। এই মর্ম্ম বেধ করিলে উৎক্ষেপবেধের ন্যায় অবস্থা হয়। (সুশ্রুত শারীরস্থা° ৬অ°)

স্থপুট (ত্রি) ১ বিষমসঞ্চারজীবী। (ত্রিকা°) ২ বিষমোন্নত। (হেম)

স্থপুটিত (ত্রি) স্থপুট তারকাদিত্বাদিতচ্। অতিশয় উন্নত।

স্থল, স্থান। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্থলতি। লোট্ স্থলতু। লিট্ তস্থাল। লুট্ স্থলিতা। লুঙ্ অস্থলীৎ। ণিচ্ স্থলয়তি। লুঙ্ অতস্থলৎ।

স্থল (ক্লী) স্থলতে স্থীয়তেঽত্র স্থল স্থানে অল্। ১ জলশূন্য অকৃত্রিম ভূভাগ, চলিত ডাঙ্গা, স্থান, প্রদেশ, ভূভাগ। কৃত্রিম বা অকৃত্রিম জলশূন্য ভূভাগকে স্থল কহে। ২ পাত্র, থলী, থালী, থাল। ৩ পটবাস, তাবু, বস্ত্রগৃহ।

"পটবাসঃ পটময়ং দূষ্যং বস্ত্রগৃহং স্থলং।" (ত্রিকা°)

৪ ঢিবি। ৫ বিবাদ বা বর্ণনার বিষয়। ৬ পুস্তকের অংশ।

স্থলকন্দ (পুং) স্থলজাতঃ কন্দঃ। অগ্রাম্যকন্দ, আরণ্য শূরণ, চলিত বুনো ওল। (রত্নমালা)

স্থলকমল (ক্লী) স্থলস্য কমলং। স্থলপদ্ম, এক প্রকার পদ্ম, স্থলে হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। পর্য্যায়—পদ্মচারিণী, অতিচরা, ব্যথা, পদ্মা, চারটী, গুণ—অমুষ্ণ, কটু, তিক্ত, কষায়, কফ, বাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শূল, শ্বাস, কাসবিষনাশক। (ভাবপ্র°)

স্থলকমলিনী (স্ত্রী) স্থলপদ্মিনী, স্থলপদ্মবৃক্ষ।

স্থলকালা (স্ত্রী) দুর্গাদেবী।

স্থলকুমুদ (পুং) স্থলস্য কুমুদঃ। করবীর। (রাজনি°)

স্থলগ (ত্রি) স্থলে গচ্ছতি গম-ড। স্থলগামী, স্থলচর, যাহারা স্থলে বিচরণ করে।

স্থলচর (ত্রি) স্থলে চরতীতি চর 'চরেষ্টঃ' ইতি ট। স্থলে বিচরণকারী, যে সকল প্রাণী ভূমিতে বিচরণ করে, তাহাদিগকে স্থলচর কহে।

স্থলজ (ত্রি) স্থলে জায়তে ইতি জন-ড। স্থলে জাত মাত্র। যাহা ভূমিতে হয়।

"জলজানি চ পুষ্পাণি মাল্যানি স্থলজান্যপি।" (রামায়ণ ২।৪৯।১০)

স্থলনলিনী (স্ত্রী) স্থলস্য নলিনী। স্থলপদ্মগাছ।

স্থলনীরজ (ক্লী) স্থলপদ্ম।

স্থলপথ (পুং) স্থলমেব পন্থা, ঋক্‌পথীত্যাদি অচ্ সমাসান্ত। স্থলরূপ পথ, ডাঙ্গাপথ, জলপথ ও স্থলপথভেদে পথ দুই প্রকার। স্থলে যে পথ দিয়া গমনাগমন করা হয়, তাহাকে স্থলপথ কহে।

স্থলপদ্ম (ক্লী) স্থলস্থ পদ্মং। স্বনামখ্যাত পুষ্পবিশেষ, পর্য্যায়—শতপত্র, তমালক। (ত্রিকা°)

"বিম্বাগতৈস্তীরবনৈঃ সমৃদ্ধিং
নিজাং বিলোক্যাপহৃতাং পয়োভিঃ।
কূলানি সামর্ষতয়েব তেনুঃ
সরোজলক্ষ্মীং স্থলপদ্মহাসৈঃ॥" (ভট্টি ২।১)

এই স্থলপদ্ম চারি প্রকার, নৈপালী, গুলাব, বকুল, কদম্বক।
"চতুর্ধা স্থলপদ্মানি সৈবন্তী গুলদাবদী।
নৈপালী চ গুলাবশ্চ বকুলশ্চ কদম্বকঃ॥"(রাবণকৃত অর্কপ্র°)
(পুং) স্থলজাতঃ পদ্ম ইব। ২ মানক, মানকচু। (রত্নমালা)
"স্থলপদ্মময়ং কল্কং পয়সালোড্য পায়য়েৎ।
প্লীহাময়হরঞ্চৈব সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গশোথজিৎ॥" (চক্রপাণি শোথাধি°)
স্থলপদ্মের অর্থাৎ মানকচুর কল্ক দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে প্লীহা, সর্ব্বাঙ্গ বা একাঙ্গ শোথ বিনষ্ট হয়।

স্থলপদ্মিনী (স্ত্রী) স্থলস্থ পদ্মিনী। স্থলপদ্ম, হিন্দী বেটতামর, পর্য্যায়—পদ্মাহ্বা, চারটী, পদ্মচারিণী, সুগন্ধমূলা, অম্বুরুহা, লক্ষ্মী, শ্রেষ্ঠা, সুপুষ্করা, রম্যা, পদ্মাবতী, অতিচরা, স্থলরুহা, পুষ্করিণী, পুষ্করপর্ণিকা, পুষ্করনাড়ী, গুণ—তিক্ত, শীতল, বমন, রক্ত, মেহ ও অতীসারনাশক। (রাজনি°)

স্থলপিণ্ডা (স্ত্রী) পিণ্ডীখর্জ্জুরিকা। (রাজনি°)

স্থলপুষ্পা (স্ত্রী) ঝেণ্ডুকক্ষুপ। (রাজনি°)

স্থলভণ্ডা (স্ত্রী) বৃহতিকা, বিকৃতি। (বৈদ্যকনি°)

স্থলমঞ্জরী (স্ত্রী) স্থলস্থ মঞ্জরী। অপামার্গ। (রত্নমালা)

স্থলমর্কট (পুং) করমর্দ্দকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্থলরুহা (স্ত্রী) স্থলপদ্মিনী। (রাজনি°)

স্থলবর্ত্মন্ (ক্লী) স্থলমেব বর্ত্ম। স্থলপথ।

স্থলবিহঙ্গ (পুং) স্থলচর পক্ষী, ময়ূরাদি পক্ষী, যে সকল পক্ষী স্থলে বিচরণ করে। "সংশ্লিষ্টপুরটলতারূঢ়স্থলবিহঙ্গমমিথুনৈঃ" (ভাগবত ৫।২।৪) 'স্থলবিহঙ্গমা ময়ূরাদয়ঃ' (স্বামী)

স্থলশৃঙ্গাট (পুং) স্থলজাতঃ শৃঙ্গাটঃ। গোক্ষুরবৃক্ষ।

স্থলশৃঙ্গাটক (পুং) স্থল শৃঙ্গাট এব স্বার্থে কন্। গোক্ষুরক, ক্ষুদ্র গোক্ষুর, ছোট গোখুরী। (রাজনি°)

স্থলসীমন্ (পুং) স্থলস্থ সীমা। স্থণ্ডিল। (ভূরিপ্র°)

স্থলস্থ (ত্রি) স্থলে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। স্থলস্থিত মাত্র, যাহা স্থলে থাকে, স্থলে অবস্থিত।

স্থলা (স্ত্রী) স্থল-টাপ্। জলশূন্যা অকৃত্রিম ভূমি, স্থল, স্থলী, ডাঙ্গা।

স্থলারবিন্দ (ক্লী) স্থলপদ্ম।

স্থলী (স্ত্রী) স্থল-ঙীষ্। জলশূন্যা অকৃত্রিমা ভূমি, স্থলা, ডাঙ্গা।

"সৈষা স্থলী যত্র বিচিন্বতা ত্বাং
ভ্রষ্টং ময়া নূপুরমেকমুর্ব্ব্যাং।
অদৃশ্যত ত্বচ্চরণারবিন্দ-
বিশ্লেষদুঃখাদিব বদ্ধমৌনং॥" (সাহিত্যদ°)

স্থলীদেবতা (স্ত্রী) স্থল্যা দেবতা। গ্রাম্যদেবতা, বনদেবতা।

স্থলীয় (ত্রি) স্থলসম্বন্ধীয়।

স্থলেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রবিশেষ। (হরিবংশ)

স্থলেরুহা (স্ত্রী) স্থলে রোহতীতি রুহ-ক। ১ গৃহকুমারী, ঘৃতকুমারী। ২ দগ্ধাবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ স্থলজাত মাত্র।

স্থলেশয় (পুং) স্থলে শেতে শী-অচ্। ১ ক্রোড়, রুরু ও কুরঙ্গাদি মৃগবিশেষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ স্থলশায়িমাত্র।

স্থলৌকস্ (পুং) স্থলমেব ওকঃ বাসস্থানং যস্য। স্থলবাসী, যাহারা স্থলে বাস করে।

স্থবি (পুং) তিষ্ঠতীতি স্থা (কৃবৃঘৃভীতি। উণ্ ৪।৫৬) ইতি ক্বিন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ তন্তুবায়। ২ স্বর্গ। ৩ জঙ্গম। (উজ্জ্বল)

স্থবিকা (স্ত্রী) মক্ষিকাভেদ। (সুশ্রুত কল্প° ৮ অ°)

স্থবির (ক্লী) স্থা (অজিরশিশিরেতি। উণ্ ১।৫৪) ইতি কিরচ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ শৈলেয়, শৈলজ। (রাজনি°) (পুং) ২ ব্রহ্মা। (হেম) ৩ বৃদ্ধ, বুড়া।

"ঊর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে॥" (মনু ২।১২০)

৪ ভিক্ষু। ৫ অচল। ৬ বৃদ্ধদারক, চলিত বীজতাড়ক। ৭ কদম্ববৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ৮ জৈন ও বৌদ্ধগণের প্রাচীন সাধু।

স্থবিরদারু (ক্লী) বৃদ্ধদারু, বীজতাড়ক। (ভাবপ্র°)

স্থবিরা (স্ত্রী) স্থবির-টাপ্। ১ মহাশ্রাবণিকা। ২ বৃদ্ধা।

স্থবিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন স্থূলঃ, স্থূল-ইষ্ঠন্ (স্থূলদূরেতি। পা ৬।৪।১৫৬) ইতি স্থূল শব্দ স্থানে স্থবাদেশঃ। অতিশয় স্থূল, সকলের মধ্যে যিনি অতিশয় স্থূল।

"বিশেষস্তস্য দেহোঽয়ং স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাং।" (ভাগবত ২।১।২৪)

স্থবীয়স্ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন স্থূলঃ স্থূল-ঈয়সুন্, স্থূলশব্দস্য স্থবাদেশঃ। (পা ৬।৪।১৫৬) স্থবিষ্ঠ, অতিশয় স্থূল।

স্থশস্ (অব্য°) স্থানে স্থানে, সকল স্থানে।

"স্থশো জন্মানি সবিতা ব্যাকঃ" (ঋক্ ২।৩৮।৮)
'স্থশঃ স্থানে স্থানে' (সায়ণ)

স্থা, স্থিতি, গতিনিবৃত্তি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙে স্থাধাতু স্থানে তিষ্ঠ আদেশ হয়। কিন্তু ভাববাচ্যে তিষ্ঠ আদেশ হয় না। লট্ তিষ্ঠতি, লিট্ তস্থৌ,

তস্থতুঃ, তস্থুঃ, তস্থে। লুট্ স্থাতা। লৃট্ স্থাস্যতি। লৃঙ্ স্থেয়াৎ, স্থাসীষ্ট,। লুঙ্ অস্থাৎ, অস্থাতাং অস্থুঃ। অস্থিত, অস্থিষাতাং, অস্থিষত। ভাববাচ্য—স্থীয়তে, স্থায়িতা, স্থায়িষ্যতে, স্থায়িষীষ্ট, অস্থায়ি। সন তিষ্ঠাসতি। যঙ্ তেষ্ঠীয়তে, যঙ্-লুক্ তাস্থাতি, তাস্থেতি। ণিচ্ স্থাপয়তি। লুঙ্ অতিষ্ঠিপৎ। স্থা ধাতু সাধারণতঃ পরস্মৈপদী। কিন্তু কোন কোন উপসর্গপূর্ব্বক ও অর্থবিশেষে আত্মনেপদী হইয়া থাকে। সংশয় অর্থে স্থা ধাতুর উত্তর আত্মনে পদ হয়, উপ পূর্ব্বক স্থা ধাতু মন্ত্রকরণ, পূজা, সঙ্গতি, মৈত্রীকরণ ইত্যাদি অর্থে আত্মনেপদ হয়, বি, প্র, অব ও সম্ পূর্ব্বক স্থা ধাতুর উত্তর আত্মনে পদ হয়। ব্যাকরণে আত্মনেপদ বিধানস্থলে ইহা লিখিত আছে, এই স্থলে আর লিখিত হইল না।

অধি+স্থা অধিষ্ঠান। উপ+স্থা উপস্থান, পূজা। আরোহণ। অনু+স্থা অনুষ্ঠান। অব+স্থা অবস্থান, অবস্থিতি। উপ+স্থা উত্থান। প্র+স্থা প্রস্থান।

স্থাগ (পুং) ১ শবদাহ। ২ শিবানুচর।

স্থাণবীয় (ত্রি) স্থাণুসম্বন্ধীয় শবসম্বন্ধীয়।

স্থাণু (পুং) তিষ্ঠতীতি স্থা (স্থাণুঃ। উণ্ ৩।৩৭) ইতি ণু। শিব, মহাদেব। বামনপুরাণে শিবের এই নাম হইবার কারণ এইরূপ লিখিত আছে,—"জল হইতে উত্থিত হইয়া আমি প্রজাদিগকে সৃষ্টি করিয়া ছিলাম, কিন্তু সৃষ্টির পরে সকল প্রজা তেজোহীন হয় দেখিয়া আমার অতিশয় ক্রোধ হয়। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমি লিঙ্গ উৎপাটনপূর্ব্বক উৎক্ষেপ করিয়াছিলাম, কিন্তু এই লিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়াও জলমধ্যে ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত ছিল, তদবধি আমার স্থাণু এই নাম হইয়াছে।"

"সমুত্তিষ্ঠন্ জলাত্তস্মাৎ প্রজাস্তাঃ সৃষ্টবানহং।
ততোঽহং তাঃ প্রজা দৃষ্ট্বা রহিতা এব তেজসা॥
ক্রোধেন মহতা যুক্তো লিঙ্গমুৎপাড্য চাক্ষিপং।
উৎক্ষিপ্তং সরসো মধ্যে ঊর্দ্ধমেব যদা স্থিতং।
তদা প্রভৃতি লোকেষু স্থাণুরিত্যেব বিশ্রুতম্॥" (বামনপু° ৪৬অ°)

২ ব্রহ্মা।

"যস্মাৎ পিতামহো যজ্ঞে প্রভুরেকঃ প্রজাপতিঃ।
ব্রহ্মা সুরগুরুঃ স্থাণুর্ম্মনুঃ কঃ পরমেষ্ঠ্যথ॥" (ভারত ১।১।৩২)

(পুং ক্লী) ৩ নিঃশাখবৃক্ষ, মুড়াগাছ, যে বৃক্ষের শাখা বা পত্রাদি কিছুই নাই, পর্য্যায়—ধ্রুব, শঙ্কু, অশাখবৃক্ষ। (জটাধর) ৪ অস্ত্রভেদ। ৫ স্থির। (ধরণি)

"অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব যদিদং স্থাণুজঙ্গমং।
তৎ সসর্জ্জ তদা ব্রহ্মা ভগবানাদিকৃৎ বিভুঃ॥" (বিষ্ণুপু° ১।৫।৫৮)

স্থাণুকর্ণী (স্ত্রী) মহেন্দ্রবারুণীলতা, চলিত বড়মাকাল।

স্থাণুতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। থানেশ্বর। বামনপুরাণে এই তীর্থের বিশেষ বিবরণ ও মাহাত্ম্য লিখিত আছে। ব্রহ্মা মহাদেবকে এই তীর্থের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই তীর্থ অতিশয় পুণ্যজনক, মানবদিগের পক্ষে ইহা অতিশয় পাপনাশক। এই তীর্থে স্থাণুনামক অনাদিলিঙ্গ আছেন এবং ইহার নিকটে একটী সরোবর আছে। জ্ঞানী, অজ্ঞানী, পাপী, পুণ্যাত্মা যে কেহই হউন না কেন, এই লিঙ্গ দর্শন করিলে, সকল পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। পুষ্কর প্রভৃতি পুণ্যতীর্থসকল মধ্যাহ্ন কালে এই স্থানে আগমন করে। যিনি এই লিঙ্গের স্তবাদি করেন, কার্য্যতঃ তাঁহার আমাকেই স্তব করা হয়। এই জগতে তাহার সকলই সুলভ।

"স প্রোবাচ মহাদেবো ব্রহ্মাণং প্রণতস্থিতং।
পুণ্যপ্রদং নৃণাঞ্চৈব তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমং॥
এতৎ সন্নিহিতং প্রোক্তং সরঃ পুণ্যপ্রদং মহৎ।
স্থাণুলিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং ব্রহ্মন্ মেঽবহিতঃ শৃণু॥
অচেতনঃ সচেতা বা অজ্ঞো বা প্রাজ্ঞ এব বা।
লিঙ্গস্য দর্শনাদেব মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥
পুষ্করাদীনি তীর্থানি সমুদ্রচবণানি চ।
স্থাণুতীর্থে সমেষ্যন্তি মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে॥
তত্র স্থাস্যতি যো ব্রহ্মন্ মাঞ্চ স্তোষ্যতি ভক্তিতঃ।
তস্যাহং সুলভো নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥"

(বামনপু° ৪৩ অ°) [থানেশ্বর দেখ।]

স্থাণুদিশ্ (স্ত্রী) শিবের দিক্, উত্তর পশ্চিম দিক্।

স্থাণুমতি (স্ত্রী) রামায়ণোক্ত নদীভেদ।

স্থাণুরোগ (পুং) অশ্বের পাদরোগবিশেষ। লক্ষণ—

"প্রাবৃট্‌কালে ব্রণো যস্য জঙ্ঘায়ামুপজায়তে।
স্থাণুরোগঃ স বিজ্ঞেয়ঃ দুষ্টশোণিতসম্ভবঃ॥"

(জয়দ° ৩৯ অ°)

বর্ষাকালে অশ্বদিগের জঙ্ঘাতে দুষ্ট শোণিত হইতে যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে স্থাণুরোগ কহে।

স্থাণুবট (ক্লী) মহাভারতোক্ত তীর্থস্থানভেদ।

স্থাণ্ডিল (পুং) স্থণ্ডিলে শয়িতুং ব্রতমস্য স্থণ্ডিল (স্থণ্ডিলাৎ শয়িতা ব্রতে। পা ৪।২।১৫) ইতি অণ্। স্থণ্ডিলশায়ী, যিনি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করেন।

স্থাণ্বীশ্বর (পুং) স্থাণুরীশ্বরশ্চ। শিবলিঙ্গবিশেষ। যাহারা এই শিবলিঙ্গের নাম স্মরণ করে, তাহারা সকল পাতক হইতে মুক্ত হয় এবং এই শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে সকল পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করা যায়। [থানেশ্বর দেখ।]

"স্থাণুর্নাম্না হি লোকেষু পূজনীয়ো দিবৌকসাং।
স্থাণুরীশ্বরঃ স্থিতো যস্মাৎ স্থাণ্বীশ্বরস্ততঃ স্মৃতঃ॥

যে স্মরন্তি সদা স্থাণুং তে মুক্তাঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভবিষ্যন্তি শুদ্ধদেহা দর্শনান্মোক্ষগামিনঃ॥" (বামনপু° ৪২অ°)

স্থাণ্বাশ্রম (পুং) হিমাচলস্থিত শিবের তপশ্চরণস্থানবিশেষ। মহাদেব হিমালয়প্রদেশে যে আশ্রমে অবস্থান করিয়া তপশ্চরণ করিয়া ছিলেন, সেই আশ্রম এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

স্থাতব্য (ত্রি) স্থা-তব্য। স্থেয়, স্থানীয়, স্থিতিযোগ্য, থাকিবার উপযুক্ত।

"বাণিজ্যেন গতঃ স মে গৃহপতির্বার্ত্তাপি ন শ্রূয়তে
প্রাতস্তজ্জননী প্রসূততনয়া জামাতৃগেহং গতা।
বালাহং নবযৌবনা নিশি কথং স্থাতব্যমস্মদ্গৃহে
সায়ং সম্প্রতি বর্ত্ততে পথিক হে স্থানান্তরে গম্যতাং॥"
(শৃঙ্গারতিলক)

স্থাতুর (ক্লী) স্থাবর, স্থিতিশীল। 'স্থাতুশ্চরথমক্তূন্' (ঋক্ ১।৬৮।১) 'স্থাতুঃ স্থাবরং' (সায়ণ)

স্থাতৃ (ক্লী) ১ স্থাবর, স্থিতিশীল জগৎ। 'স্থাতুশ্চ সত্যং জগতশ্চ ধর্ম্মণি" (ঋক্ ১।১৬৯।৩) 'স্থাতুঃ স্থাবরস্য জগতঃ' (সায়ণ) স্থা-তৃচ্। (ত্রি) ২ অবস্থানযুক্ত, স্থিতিযুক্ত।

স্থান (ক্লী) স্থা-ল্যুট্। ১ নীতিবেদীদিগের ত্রিবর্গের অন্তর্গত বর্গবিশেষ। নীতিবেদীদিগের আটটী বর্গ কথিত হইয়াছে, যথা—কৃষি, বণিক্‌পথ ও দুর্গ প্রভৃতি ৮ বর্গ, এই অষ্টবর্গের অপচয়ের নাম ক্ষয়, ইহার উপচয়ের নাম বৃদ্ধি এবং উপচয় ও অপচয় এই অবস্থাদ্বয়ের কোনটি না থাকিয়া তুল্যভাবে থাকার নাম স্থান।

"নীতিশাস্ত্রজ্ঞানাং ক্ষয়াদিভিস্ত্রিবর্গঃ। অন্যেষাস্তু কর্ম্ম-কামার্থৈঃ পূর্ব্বমুক্তঃ। অষ্টবর্গস্যাপচয়ঃ ক্ষয়ঃ। তস্যৈবোপচয়ো বৃদ্ধিঃ, তস্য নোপচয়ো নাপচয়ঃ স্থানং। অষ্টবর্গো যথা—
'কৃষির্বণিক্‌পথো দুর্গং সেতুকুঞ্জরবন্ধনং।
কন্যাকরবলাদানং সৈন্যানাঞ্চ নিবেশনং॥
অষ্টবর্গস্মৃতো রাজ্ঞামিতি।' (ভরত)

২ সাদৃশ্য। ৩ অবকাশ। ৪ স্থিতি। ৫ গৃহ, বাড়ী। ৬ নিকট। ৭ নগরের মধ্যস্থ পরিষ্কৃত ভূমি। ৮ নগর। ৯ কার্য্য, কর্ম্ম, ব্যবসায়। ১০ গ্রন্থ, সন্ধি। ১১ আধার। ১২ ভাজন। ১৩ বসতি।

"স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানং
স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ।" (হিতোপ°)

[illegible] ১৫ সন্নিবেশ। (হেম)

[illegible] যে [illegible] কর্ম্ম করে, তাহার সেইরূপ স্থানে অবস্থিতি হয়, ভগ[illegible]। [illegible] কর্ম্মানুসারে জীবের স্থানবিভাগ করিয়াছেন, শাস্ত্রে এবং সকল স্থানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকল যথানিয়মে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ঐ সকল স্থান লাভ করেন। ব্রাহ্মণগণ প্রাজাপত্যস্থান, ক্ষত্রিয়গণ ঐন্দ্রস্থান, বৈশ্যগণ মারুতস্থান এবং শূদ্রগণ গান্ধর্ব্বস্থান লাভ করেন।

"বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্যগ্ধর্ম্মানুপালিনাং।
অসম্যগ্‌বর্ত্তিনাং লোকান্ ব্রহ্মা চক্রে যথা চ যৎ॥
প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাং।
ক্ষত্রিয়াণাং তথা চৈন্দ্রং সংগ্রামেষ্বনুবর্ত্তিনাং॥
বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমনুবর্ত্তিনাং।
গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচর্য্যানুকারিণাং॥"
(অগ্নিপু° সর্গকথননামাধ্যায়)

যাহারা সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম হইতে বিরত থাকে, এমন পাপীদিগের নিকৃষ্ট স্থান লাভ হয়।

স্থানক (ক্লী) স্থানমিব কন্, স্থানে কং জলং যত্রেতি বা। ১ আল-বাল। (হেম) ২ নগর। ৩ ফেন। স্থানমেব স্বার্থে কন্। ৪ স্থানশব্দার্থ।

"তৎস্থানকং ব্রাহ্মণমভীপ্সমানৈ-
র্গঙ্গা সদৈবাত্মবশৈকপাখ্যা।" (ভারত ১৩।২৬।৯৪)

স্থানচঞ্চলা (স্ত্রী) স্থানে চঞ্চলা। বর্ব্বরীবৃক্ষ। (শব্দচ°)

স্থানচিন্তক (পুং) সেনানীভেদ।

স্থানচ্যুত (ত্রি) স্থানাৎ চ্যুতঃ স্থানভ্রষ্ট, যে যে স্থানে অবস্থিত ছিল, সেই স্থান হইতে ভ্রষ্ট। যথাস্থানে অবস্থিত থাকিলে মর্য্যাদা থাকে, স্থানচ্যুত হইলে তাহার আর সে মর্য্যাদা থাকে না। পদ্ম স্থানস্থিত থাকিলে বরুণ ও ভাস্কর তাহার মিত্র হয়, কিন্তু ঐ পদ্ম আবার স্থানচ্যুত হইলে ঐ বরুণ ভাস্করই তাহার ক্লেদশোষণকারক হইয়া থাকে, এইরূপ জগতে যে যে রূপ স্থানে অবস্থিত, তাহার তদনুরূপ মর্য্যাদা থাকে। কিন্তু সে সেই স্থানচ্যুত হইলে, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের সঙ্গে সঙ্গেই মর্য্যাদাচ্যুত হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট।

"স্থানস্থিতস্য পদ্মস্য মিত্রৌ বরুণভাস্করৌ।
স্থানচ্যুতস্য তস্যৈব ক্লেদশোষণকারকৌ॥"(গরুড়পু° ১১৫।৭১)

স্থানত্যাগ (পুং.) যে স্থানে ছিল, সেই স্থান পরিত্যাগ, স্থান পরিবর্জ্জন। নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে, যে স্থানে দুর্জ্জন লোক থাকে সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে।

স্থানদাতৃ (ত্রি) স্থানস্য দাতা। যিনি স্থানদান করেন।

স্থানপাল (পুং) স্থানং পালয়তি যঃ, স্থান-পালি-অণ্। স্থান-রক্ষক, রাজা যাহাদের উপর স্থানরক্ষার ভার অর্পণ করেন।

"শৌল্কিকৈঃ স্থানপালৈর্ব্বা নষ্টাপহৃতমাহৃতং।
অর্ব্বাক্ সম্বৎসরাৎ স্বামী হরেত পরতো নৃপঃ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্যস° ২।১৭৩)

স্থানপ্রচ্যুত (ত্রি) স্থানাৎ প্রচ্যুতঃ। স্থানচ্যুত, স্থানভ্রষ্ট।

স্থানভঙ্গ (পুং) ধ্বংস। (ত্রি) স্থানচ্যুত।

স্থানভ্রংশ (পুং) স্থাননাশ।

স্থানভ্রষ্ট (ত্রি) স্থানাৎ ভ্রষ্টঃ। স্থানচ্যুত, স্থান হইতে ভ্রষ্ট। দন্ত, কেশ, নখ ও নর স্থানভ্রষ্ট হইলে শোভা পায় না। ইহারা স্থান-স্থিত হইলেই শোভিত ও পূজিত হইয়া থাকে। যথা—

"স্থানস্থিতানি পূজ্যন্তে পূজ্যন্তে চ পদস্থিতাঃ।
স্থানভ্রষ্টা ন পূজ্যন্তে কেশা দন্তা নখা নরাঃ॥"(গরুড়পু° ১১৫।১৭)

স্থানমৃগ (পুং) ১ কর্কট। ২ মৎস্য। ৩ কচ্ছপ। ৪ মকর।

স্থানযোগ (পুং) স্থান ও তাহাদের পরস্পরসংযোগ বিষয়কজ্ঞান।

"ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাৎ ভাষাশ্চ বিবিধা নৃণাং।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেব চ॥" (মনু ৯।৩৩২)

স্থানবিদ্ (ত্রি) স্থানং বেত্তি বিদ-ক্বিপ্। স্থানজ্ঞ, যিনি স্থানের বিষয় সমস্ত অবগত আছেন।

স্থানসন্নিবেশ (পুং) স্থানস্য সন্নিবেশঃ। স্থাননির্ণয় ও তাহার সীমাদিনিরূপণ।

স্থানস্থ (ত্রি) স্বস্থানে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। স্বস্থানস্থিত, যিনি স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

স্থানস্থিত (ত্রি) স্থানে স্বস্থানে স্থিতঃ। স্বস্থানস্থ।

স্থানাধ্যক্ষ (পুং) স্থানস্য অধ্যক্ষঃ। স্থানরক্ষক, পর্য্যায়—স্থানিক।

স্থানাপত্তি (স্ত্রী) স্থানপ্রাপ্তি।

স্থানাপন্ন (ত্রি) স্থানং আপন্নঃ প্রাপ্তঃ। স্থানপ্রাপ্ত, যিনি স্বস্থান লাভ করিয়াছেন।

স্থানাবরোধকতা (স্ত্রী) যে গুণ দ্বারা জড়পদার্থ আপনার আশ্রয়স্থান রুদ্ধ করিয়া রাখে।

স্থানাসনবিহারবৎ (ত্রি) স্থান, আসন ও বিহারযুক্ত, স্থান, আসন ও বিহারবিশিষ্ট।

"এতেষ্ববিদ্যমানেষু স্থানাসনবিহারবান্।
প্রযুঞ্জানোঽগ্নিশুশ্রূষাং সাধয়েদ্দেহমাত্মনঃ॥" (মনু ৮।২২৪৮)

আচার্য্যের মৃত্যুর পর তৎপুত্র পত্নী ও সপিণ্ডদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শুশ্রূষা করিবেন। ইঁহাদের অভাবে আচার্য্যের স্থান, আসন ও ব্যবহার অবলম্বন করিয়া সায়ংকালে সমিধ্ দ্বারা হোম এবং অগ্নিশুশ্রূষা করিয়া জীবনাতিবাহিত করিবেন।

স্থানিক (পুং) স্থানমস্যাস্তীতি ঠন্। স্থানাধ্যক্ষঃ, স্থানরক্ষক।

স্থানিন্ (ত্রি) স্থানং বিদ্যতেঽস্য স্থান-ইনি। স্থানযুক্ত, স্থান-বিশিষ্ট।

স্থানিবৎ (অব্য°) স্থানিন্ ইবার্থে বতি। ব্যাকরণমতে তৎসদৃশ অর্থাৎ স্থানিবদাদেশ হয়। প্রত্যয়াদি পরে যেরূপ আদেশ হয়, ঠিক্ সেই রূপ আদেশ হয়।

স্থানীয় (ক্লী) স্থানায় হিতমিতি স্থান-ছ। ১ নগর। (অমর) (ত্রি) ২ স্থানসম্বন্ধী। ৩ স্থিতিযোগ্য। ৪ স্থানস্থিত

স্থানে (অব্য°) ১ যোগ্য, উপযুক্ত, উচিত।

"স্থানে ভবানেকনরাধিপঃ স-
নকিঞ্চনত্বং মখজং ব্যনক্তি।" (রঘু ৫।১৬)

২ সত্য। ৩ সদৃশ। ৪ তদনুসারে। ৫ সুতরাং।

স্থানেশ্বর (পুং) জনপদবিশেষ। [থানেশ্বর শব্দ দেখ]

স্থাপক (ত্রি) স্থাপয়তীতি স্থা-ণিচ্, স্থাপি-ণ্বুল। ১ স্থাপনকর্ত্তা, সংস্থাপনকর্ত্তা। নাটকে সূত্রধারের পর কাব্যার্থস্থাপক নট। ২ মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা।

স্থাপত্য (পুং) স্থপতিরেব স্থপতি-ষ্যঞ্। ১ অন্তঃপুররক্ষক। (ক্লী) ২ স্থপতির কর্ম্ম।

স্থাপন (ক্লী) স্থা-ণিচ্-ল্যুট্। ১ রোপণ, আরোপণ। ২ পুংসবন। (মেদিনী) ৩ সমাধি। (বিশ্ব) ৪ পাদাদি পিণ্ডীকরণ।

"উত্থাপনৈরুন্নয়নৈশ্চালনৈঃ স্থাপনৈরপি।
পরস্পরং জিগীষন্তাবপচক্রতুরাত্মনঃ॥" (ভাগবত ১০।৪৪।৫)

স্থাপনা (স্ত্রী) স্থা-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। ১ স্থাপন। ২ নিবেশন, নিয়োগ-করণ। ৩ অর্পণ, রাখা। ৪ আরোপণ। ৫ পুংসবন। ৬ আলয়, আবাস। ৭ বিচারাঙ্গবিশেষ। চরকে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

"অথ স্থাপনা,—স্থাপনা নাম তস্যা এব প্রতিজ্ঞায়া হেতুভি-র্দৃষ্টান্তোপনয়নিগমনৈঃ স্থাপনা পূর্ব্বং হি প্রতিজ্ঞা পশ্চাৎ স্থাপনা কিং হ্যপ্রতিজ্ঞাতং স্থাপয়িষ্যতি যথা নিত্যঃ পুরুষ ইতি প্রতিজ্ঞা হেতুরকৃতকত্বাৎ ইতি। দৃষ্টান্তো যথা, অকৃতকমাকাশং তচ্চ নিত্যং। উপনয়ো যথা চাকৃতকমাকাশং তথা পুরুষঃ। নিগমনন্তস্মান্নিত্য ইতি।" (চরক বিমানস্থা° ৮ অ°)

হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয় ও নিগমন দ্বারা সেই পূর্ব্বকৃত প্রতি-জ্ঞার স্থিরীকরণই স্থাপনা। কারণ অগ্রে লোকে প্রতিজ্ঞা করে পরে তাহার স্থাপনা করিয়া থাকে। যে হেতু অপ্রতিজ্ঞাত বিষয়ের স্থাপনা সম্ভবে না, লোকে প্রতিজ্ঞাত বিষয়েরই স্থাপনা করে। স্থাপনা করিলে প্রতিজ্ঞাভ্রংশ দ্বারা নিগ্রহ স্থানে পতিত হইতে হয়। অতএব প্রতিজ্ঞা করিয়াই তাহার স্থাপনা করা কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত—পুরুষ নিত্য পদার্থ, প্রথমে বাদী প্রতিজ্ঞা করিল যে, পুরুষ নিত্য, এই প্রতিজ্ঞাত বিষয় হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয় ও নিগমন দ্বারা স্থাপনা করিতে হইবে। পুরুষ যে নিত্য তাহার প্রতি হেতু এই অকৃতকত্ব অর্থাৎ পুরুষ কাহারও দ্বারা কৃত নহে। এই অকৃতকত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত আকাশ, আকাশের সমান-ধর্ম্মবত্তা নিবন্ধন এই অকৃতকত্ব হেতুই পুরুষের নিত্যত্বসাধক। এই অকৃতকত্ব বিষয়ে উপনয় যেমন আকাশ অকৃত তেমনি

পুরুষও অকৃত। উক্তরূপ হেতু, দৃষ্টান্ত এবং উপনয় দ্বারা নিগমন করা হইল সেই হেতু পুরুষ নিত্য অর্থাৎ অকৃতকত্ব হেতু, আকাশ দৃষ্টান্ত ও তাহার উপনয় এই সকল কারণে পুরুষ যে নিত্য পদার্থ তাহার স্থাপনা করা হইল।

হেতু—প্রতিজ্ঞার উপলব্ধি কারণই হেতু, অর্থাৎ যদ্দ্বারা প্রতিজ্ঞার উপলব্ধি হয়, তাহাকেই হেতু বলে। এই হেতু চারি প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য (পরম্পরাগত উপদেশবাক্য) ও উপমান। এই হেতুচতুষ্টয় দ্বারা যাহা উপলব্ধি হয়, তাহা তত্ত্ব।

দৃষ্টান্ত—যে বিষয়ে মূর্খ ও পণ্ডিত এই উভয়ের বুদ্ধি সমান ভাবে পরিচালিত হয়, যে বিষয় মূর্খপণ্ডিত উভয়েই সমান ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে এবং যে বিষয় সমান ভাবে বর্ণনীয় বিষয়ের বর্ণন করে, তাহাকে দৃষ্টান্ত কহে। যেমন জল দ্রব, অগ্নি উষ্ণ, পৃথিবী স্থিরা ও সূর্য্য প্রকাশক।

পূর্ব্বোক্ত হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের স্থাপনা করিতে হয়। বাদী কোন মত স্থাপনা করিলে প্রতিবাদী তাহার প্রতিস্থাপনা বা প্রতিষ্ঠাপনা করিবে। বাদী উক্ত প্রকারে প্রতিজ্ঞার স্থাপনা করিলে প্রতিবাদী সেই প্রতিজ্ঞার যে বিপরীতার্থ স্থাপনা করে, তাহার নাম প্রতিষ্ঠাপনা। যথা পুরুষ অনিত্য, ইহাই বাদীর প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের বিপরীতার্থ, অর্থাৎ পূর্ব্বে বাদী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে পুরুষ নিত্য, পরে প্রতিষ্ঠাপনা কালে তাহার বিপরীতার্থ হইল পুরুষ অনিত্য, এই প্রতিষ্ঠাপনাতেও হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয় ও নিগমন সন্নিবেশ করিতে হইবে। বাদী বলিল পুরুষ নিত্য, প্রতিবাদী বলিল পুরুষ অনিত্য। নিত্যত্বের প্রতি হেত্বাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাপনাকালে অনিত্যের হেত্বাদি প্রদর্শিত হইতেছে। পুরুষ যে অনিত্য তাহার হেতু ঐন্দ্রিয়কত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব, পুরুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ পুরুষের অনিত্যত্ব-সাধক। দৃষ্টান্ত—যেমন ঘট ঘটের সমান ধর্ম্মবত্তানিবন্ধন এই প্রত্যক্ষ হেতু পুরুষের অনিত্যত্বসাধক। উপনয় ঘট যেমন ঐন্দ্রিয়ক, তাহা অনিত্য, পুরুষও তেমনি ঐন্দ্রিয়ক অতএব তাহাও অনিত্য। নিগমন যথা—সেই হেতু পুরুষ অনিত্য অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতু দৃষ্টান্ত এবং তাহার উপনয়, এই সমুদয় কারণে পুরুষ যে অনিত্য তাহার প্রতিষ্ঠাপনা করা হইল। স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠাপনায় এইরূপে হেত্বাদি দ্বারা প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের স্থাপনা করিতে হইবে। স্বপক্ষ উক্ত প্রকারে স্থাপিত হইলে উত্তর হয়। উত্তর হইলে পরে সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

(চরক বিমানস্থা° ৮ অ°)

স্থাপনী (স্ত্রী) স্থাপ্যতেঽনয়েতি স্থা-ণিচ্-ল্যুট্-ঙীপ্। পাঠা, চলিত আকনাদি। (রাজনি°)

স্থাপনীয় (ত্রি) স্থা-ণিচ্-অনীয়র্। স্থাপনযোগ্য, স্থাপনের উপযুক্ত, যাহা স্থাপন করা যায়।

স্থাপয়িতৃ (ত্রি) স্থা ণিচ্-তৃচ্। স্থাপনকর্ত্তা, যিনি স্থাপন করেন।

স্থাপিত (ত্রি) স্থা-ণিচ্-ক্ত। ১ নিশ্চিত। ২ ন্যস্ত।

"মণিমন্ত্রধরাঃ শূরাঃ স্থাপিতাস্তত্র রক্ষণে।" (দেবীভাগ° ২।৯।৪৩)

৩ যাহা স্থাপন করা হইয়াছে।

স্থাপিতৃ (ত্রি) স্থা-ণিচ্-তৃচ্। স্থাপনকর্ত্তা।

স্থাপিন্ (ত্রি) স্থা-ইনি স্থাপক, স্থাপনকারী।

স্থাপ্য (ত্রি) স্থা-ণিচ্-যৎ। স্থাপনীয় স্থাপনযোগ্য, স্থাপন করিবার উপযুক্ত।

স্থামন্ (ক্লী) তিষ্ঠত্যনেনেতি স্থা (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৪) ইতি মনিন্। ১ সামর্থ্য। ২ নাদ।

"অশ্বস্যেবাস্য যৎ স্থাম নদতঃ প্রদিশো গতং।
অশ্বত্থামৈব বালোঽয়ং তস্মান্নাম্না ভবিষ্যতি ॥"(ভারত ১।১৩১।২৪)

স্থায় (পুং) জলাধার, চৌবাচ্ছা।

স্থায়িতা (স্ত্রী) স্থায়িনো ভাবঃ তল্-টাপ্। স্থায়িত্ব, স্থায়ির ভাব বা ধর্ম্ম, যাহা দীর্ঘকালস্থায়ী হয়।

স্থায়িন্ (ত্রি) তিষ্ঠতীতি স্থা-ণিনি। স্থিতিবিশিষ্ট, স্থিতিশীল, যাহা দীর্ঘকাল থাকে। বহু দিন স্থিতিশীল বস্তু। (পুং) অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত ভাববিশেষ, স্থায়িভাব, রসের ত্রিবিধ ভাবের অন্তর্গত ভাববিশেষ। ভাবহীন রস এবং রসহীন ভাব হয় না, রস এবং ভাব এই উভয়ে পরস্পর মিলিত হইয়া চমৎকারিত্ব জন্মায়। স্থায়ী, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারিভেদে ভাব তিন প্রকার। লক্ষণ—

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ ॥"

(সাহিত্যদ° ৩।২০৫)

অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ যে ভাবকে ত্যাগ করিতে পারা যায় না, পরন্তু নায়ক বা নায়িকার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকে, তাহাকে স্থায়িভাব কহে। প্রত্যেক রসে এক একটী স্থায়িভাব আছে। নয়টী রস, সুতরাং স্থায়িভাবও ৯টী। যথা—

"রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তা শমোঽপি চ ॥"

(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাব রতি, হাস্যরসের হাস, করুণরসের শোক, রৌদ্ররসের ক্রোধ, বীররসের উৎসাহ, ভয়ানকরসে ভয়, বীভৎসরসে জুগুপ্সা, অদ্ভুতরসে বিস্ময় এবং শান্তরসে শম স্থায়িভাব হইয়া থাকে। কবি ইহার যে কোন রস বর্ণন করিতে হইলে নায়ক বা নায়িকার মধ্যে প্রথমে স্থায়িভাবের উদ্রেক বর্ণন করিবেন।

"রতির্মনোঽনুকূলেঽর্থে মনসঃ প্রবণায়িতং।
বাগাদিবৈকৃতাচ্চেতোবিকাসো হাস ইষ্যতে ॥
ইষ্টনাশাদিভিশ্চেতোবৈক্লব্যং শোকশব্দভাক্।
প্রতিকূলেষু তৈক্ষ্ণ্যস্যাববোধঃ ক্রোধ ইষ্যতে ॥
কার্য্যারম্ভেষু সংরম্ভঃ স্থেয়ানুৎসাহ উচ্যতে।
রৌদ্রশক্ত্যা তু জনিতং চিত্তবৈক্লব্যদং ভয়ং ॥
দোষেক্ষণাদিভির্গর্হা জুগুপ্সা বিষয়োদ্ভবা।
বিবিধেষু পদার্থেষু লোকসীমাতিবর্ত্তিষু ॥
বিস্ফারশ্চেতসো যস্তু স বিস্ময় উদাহৃতঃ।
শমো নিরীহাবস্থায়ামাত্মবিশ্রামজং সুখং ॥"(সাহিত্যদ° ৩পরি°)

শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাব রতি। মনের অনুকূল অর্থে যে চিত্তের অতিশয় একাগ্রতা, তাহাকে রতি কহে। চিত্ত মনোঽভিলষিত বিষয়ে যেন সর্ব্বদাই সংন্যস্ত থাকে, তদ্ধ্যান, তদালাপ, তৎকথাশ্রবণ প্রভৃতিতে মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকে, তাহার নাম রতি, বাগাদিবৈকৃত হেতু চিত্তের যে বিকাস তাহার নাম হাস, ইষ্টনাশাদি হেতু চিত্তের যে বিক্লবতা তাহাকে শোক, প্রতিকূল বিষয়ে তীক্ষ্ণতার যে অববোধ তাহার নাম ক্রোধ, কার্য্যারম্ভে অতিশয় স্থিরতর সংরম্ভকে উৎসাহ, রুদ্রশক্তি দ্বারা উৎপন্ন চিত্তের বিক্লবতাজনককে ভয়, দোষদর্শনাদি দ্বারা যে নিন্দা তাহাকে জুগুপ্সা, লোকসীমাতিবর্ত্তী বিবিধ পদার্থে চিত্তের বিস্ফারকে বিস্ময় এবং নিরীহাবস্থায় আত্মবিশ্রাম জন্য যে সুখ তাহাকে শম কহে। এই ৯টী স্থায়িভাব।

কবি যে গ্রন্থ যে রসপ্রধান করিয়া বর্ণন করিবেন, তাহাতে নায়ক বা নায়িকা শৃঙ্গারাদি রসের আলম্বন স্বরূপ এই সকল স্থায়িভাব বিশেষরূপে বর্ণন করিবেন। সাহিত্যদর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্থায়িভাব ও তাহার উদাহরণ বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। [শৃঙ্গারাদি তত্তৎ শব্দে দেখ]

স্থায়িভাব (পুং) স্থায়ী ভাবঃ। শৃঙ্গারাদি রসের ত্রিবিধ ভাবের অন্তর্গত ভাববিশেষ।

"সঞ্চারিণঃ প্রধানানি দেবাদিবিষয়া রতিঃ।
উদ্বুদ্ধমাত্রঃ স্থায়ী চ ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥
ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জ্জিতঃ।
পরস্পরকৃতা সিদ্ধিরনয়োরসভাবয়োঃ ॥" (সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

উদ্বুদ্ধ মাত্রই যাহা স্থায়ী হয়, তাহাকে স্থায়িভাব কহে।

স্থায়ুক (পুং) স্থাতুং শীলমস্য স্থা (লষপতপদেতি। পা ৩।২।১৫৪) ইতি উকঞ্। ১ একগ্রামাধিকৃত, এক গ্রামে নিয়োজিত। (অমর) (ত্রি) ২ স্থিতিশীল।

"আয়োধনে স্থায়ুকমস্ত্রজাতমমোঘমভ্যর্ণমহাহবায়।
দদৌ বধায় ক্ষণদাচরাণাং তস্মৈ মুনিঃ শ্রেয়সি জাগরূকঃ ॥" (ভট্টি)

স্থারশ্মন্ (ত্রি) স্থিররশ্মি, স্থিররশ্মিবিশিষ্ট। "স্বরোচিষঃ স্থারশ্মানো হিরণ্যয়াঃ" (ঋক্ ৫।৮৭।৫) 'স্থারশ্মানঃ স্থিররশ্ময়ঃ' (সায়ণ)

স্থাল (ক্লী) তিষ্ঠত্যস্মিন্ অন্নাদিকমিতি স্থা (স্থাচতিমৃজেরিতি। উণ্ ১।১১৫) স্থলতি তিষ্ঠতি অন্নাদিকমত্র স্থলং স্থল চ স্থানে ঘঞ্ বা। ১ হেমাদিকৃত ভোজনপাত্র, চলিত থালা, থাল। ২ অস্থিবিশেষ, দন্তমূলপ্রদেশস্থ অস্থিসকলের নাম স্থাল।

"স্থালৈঃ সহ চতুঃষষ্টি দন্তা বৈ বিংশতির্নখাঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্যস°৩।৮৫)
'স্থালান্ দন্তমূলপ্রদেশস্থানস্থীনি' (মিতাক্ষরা)

স্থালক (ক্লী) স্থালমেব স্বার্থে কন্। স্থালশব্দার্থ, অস্থিবিশেষ।

স্থালিকা (স্ত্রী) মক্ষিকাবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°)

স্থালিকাস্থি (ক্লী) অর্দ্ধুদাকার অস্থি। (চরক)

স্থালিদ্রুম (পুং) বৃক্ষবিশেষ, নদীবৃক্ষ, চলিত তৃণগাছ।

স্থালিন্ (ত্রি) ১ স্থালবিশিষ্ট, পাত্রযুক্ত।

স্থালিপর্ণী (স্ত্রী) আরণ্যগঙ্গা। (বৈদ্যকনি°)

স্থালী (স্ত্রী) তিষ্ঠন্ত্যত্রান্নাদীনীতি স্থা-আলচ্, ততঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। (উণ্ ১।১১৫) পাকপাত্রবিশেষ, চলিত থালী বা হাড়ী, যে পাত্রে অন্নাদি পাক করা হয়, পর্য্যায়—পিঠর, উখা, কুণ্ড, পিঠরী, স্থাল, উখা, কুণ্ডী, কুণ্ডা, কুণ্ড্যকা, পাক, পাতিলী। (জটাধর)

"পূর্ব্বমিষ্ট্বাগ্নিনা স্থালীং গন্ধর্ব্বাশ্চ তমব্রুবন্।
অনেনেষ্ট্বা চ লোকান্নঃ প্রাপ্স্যসি ত্বং নরাধিপ ॥" (হরিব°২৬।৪০)

২ পাটলাবৃক্ষ। (মেদিনী)

স্থালীপক্ব (ত্রি) স্থাল্যাং পক্বং। স্থালীপক্ব অন্নাদি।

স্থালীপাক (ত্রি) স্থাল্যাং পাকো যস্য। ভাজনপক্বঅন্নাদি।

"লভতে সন্ততিং দীর্ঘং স্থালীপাকমভক্ষয়ৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

স্থাল্যাং পচ্যতে ইতি পচ্-ঘঞ্। ২ স্থালীকৃত পাকবিশেষ, চরুবিশেষ। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধে মাংসের প্রতিনিধি স্থালীপাক করিবে, অর্থাৎ যে স্থলে মাংসের অভাব হইবে, তথায় স্থালীপাক অর্থাৎ চরুবিশেষ পাক করিয়া শ্রাদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু মাংস পাককালে এইরূপ অনুকল্প চলিবে না।

"পশ্বাভাবে স্থালীপাকেন যথা গোভিলঃ—
অপি বা স্থালীপাকং কুর্ব্বীত ইতি।
স্থালীপাকং পশুস্থানে কুর্য্যাদ্‌যদ্যানুকল্পিকং।
শ্রাপয়েত্তং সবৎসায়াস্তরুণ্যা গোঃ পয়স্যপি ॥
ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টোক্তং গ্রাহ্যং। অস্মিতি ওদনচরোঃ পশ্চাৎ।" (তিথিতত্ত্ব) মাংসের অনুকল্প চরুপাকস্থলে চরুর পরে এই স্থালী পাক করিবে।

২ বৈদ্যকোক্ত ভানুপাকের পর লৌহের স্থালীতে পাকবিধি। বৈদ্যকে এই পাকের বিধান বিশেষ রূপে লিখিত আছে।

"ইত্থমাদিত্যপাকান্তে স্থাল্যাং পাকমুপাচরেৎ।
স্থালীপাকে ফলগ্রাহ্যময়সস্ত্রিগুণীকৃতং ॥
তস্য ষোড়শিকং তোয়মষ্টভাগাবশেষিতং।
মৃদুমধ্যকঠোরাণামন্যেষাময়সা সমং ॥
কথনীয়ং সমাদায় চতুরষ্টৌ চ ষোড়শ।
গুণানাং স্থাপ্যতে তোয়ং শেষয়েদয়সা সমং ॥
স্বরসস্যাপি লৌহেন স্থালীপাকে সমানতা।
স্থাল্যাং কাথাদিকং দত্ত্বা যথাবিধি বিনির্ম্মিতং।
পাকেন ক্ষীয়তে যস্মাৎ স্থালীপাক ইতি স্মৃতঃ ॥"

(বৈদ্যকরসেন্দ্রসারস°)

লৌহের সূর্য্যপাকের পর স্থালীপাক করিতে হইবে। যে পরিমাণ লৌহ হইবে, তাহার তিনগুণ পরিমাণ ত্রিফলা এবং ষোড়শগুণ জলের সহিত পাক করিয়া অষ্ট ভাগ শেষ থাকিতে তাহা গ্রহণ করিবে। মৃদু, মধ্য ও কঠোর লৌহ তুল্য ভাগে গ্রহণ করিয়া চতুর্গুণ, অষ্টগুণ ও ষোড়শগুণ জলে পাক করিয়া লৌহ-তুল্য কাথ গ্রহণ করিবে। স্থালীপাকে স্বরসসকল লৌহ তুল্য পরিমাণে প্রদান করিতে হয়। পূর্ব্বোক্তরূপে যথাবিধি কাথাদি হাড়িতে রাখিয়া পাক করিতে করিতে উহা শুষ্ক হইলে উহাকে স্থালীপাক কহে।

হস্তিপর্ণপলাশের মূল, শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ ইহাদের রসে পাক করিয়া পরে ত্রিফলার কাথে পাক করিবে, অনন্তর দোষনিবারক ঔষধিরূপে স্থালীপাক করিবে। স্থালীপাকে সুপক্ব লৌহচূর্ণ শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া পুট দিলে লৌহের দোষ সকল বিদূরিত হয় এবং ঐ লৌহসকল বিশেষ গুণযুক্ত হইয়া থাকে। (রসেন্দ্রসারস°)

স্থালীপাকীয় (ত্রি) স্থালীপাকসম্বন্ধীয়।

স্থালীপুলাক (পুং) স্থালীস্থঃ পুলাকো ভক্তগুলিকা যত্র। ন্যায়বিশেষ, ইহার লক্ষণ—

"স্থালীস্থতণ্ডুলা এতে সর্ব্বৈর্বিক্লিপ্তিভাগিনঃ।
সমকালাগ্নিসংযোগভাগিত্বাৎ প্রতিপন্নবৎ ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

অন্ন পাক করিবার কালে তণ্ডুলগুলি ফুটিয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য পাকস্থালী হইতে দুই একটী তণ্ডুল তুলিয়া টিপিয়া দেখা হয়, হস্তমর্দ্দিত তণ্ডুল ফুটিলে অনুমান করা হয় যে, সমস্ত তণ্ডুলগুলিই ফুটিয়াছে। কারণ সমস্ত তণ্ডুলেই তুল্য কাল অগ্নিসংযোগ হইয়াছে, তন্মধ্যে যখন একটা ফুটিয়াছে, তখন আর সকলগুলিই ফুটিয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই যুক্তির শাস্ত্রীয় নাম স্থালীপুলাকন্যায়।

মলমাসতত্ত্বে রঘুনন্দন এই স্থালীপুলাক ন্যায়ানুসারে সমস্ত স্মৃতির বেদমূলকতা অনুমান করিয়াছেন। যেমন পাককালে স্থালীস্থ একটী তণ্ডুল দেখিলে সকল তণ্ডুলের বিষয় অবগত হওয়া যায়, তদ্রূপ স্মৃতিবর্ণিত অনেকগুলি বিষয়ের বেদমূলকতা যখন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন যে সকল স্মৃতির মূলীভূত বেদবাক্য অমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তাহারও মূল যে বেদ তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। অনেক বেদশাখা বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহা দার্শনিকগণ উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাহা বিলুপ্ত হইয়াছে, অবশ্যই তাহা পূর্ব্বে ছিল, সুতরাং বিলুপ্ত বেদবাক্যমূলক যে সকল স্মৃতি প্রণীত হইয়াছে, তাহার মূলীভূত বেদবাক্য এখন দৃষ্ট হইতেছে না বলিয়া ঐ সকল স্মৃতি অপ্রমাণ বলা সঙ্গত নহে।

স্থালীবিল (ক্লী) স্থাল্যা বিলং। পাকপাত্রের অভ্যন্তর, স্থালীর শূন্যভাগ।

স্থালীবিলয় স্থালীবিল্য (ত্রি) স্থালীমর্হতীতি (স্থালীবিলাৎ। পা ৫।১।৭০) ইতি ছ, যচ্চ। পাকযোগ্য তণ্ডুলাদি।

"স্থালীবিলীয়াস্তণ্ডুলাঃ স্থালীবিল্যাঃ পাকযোগ্যা ইত্যর্থঃ।"

(সিদ্ধান্তকৌ°)

স্থালীবৃক্ষ (পুং) স্থালীবৎ বৃক্ষঃ। বৃক্ষবিশেষ। অশ্বত্থবিশেষ, গয়াঅশ্বথ, হিন্দী বেলিয়াপীপর। পর্য্যায়—নদীবৃক্ষ, অশ্বত্থভেদ, প্ররোহী, গজপাদপ, ক্ষয়তরু, ক্ষীরী, বনস্পতি। গুণ—লঘু, স্বাদু, তিক্ত, তুবর, উষ্ণ, কটু, পাকরস, গ্রাহক, বিষ, পিত্ত, কফ ও অস্রনাশক। (ভাবপ্র°)

স্থাবর (ক্লী) তিষ্ঠতি ধনুঃশীতি স্থা-বরচ্। ১ ধনুর্গুণ। (ত্রিকা°) (পুং) ২ পর্ব্বত। (শব্দরত্না°) (ত্রি) স্থা (স্থেশভাসপিস-কসো বরচ্। পা ৩।২।১৭৫) ইতি বরচ্। ৩ জঙ্গমেতর, অচল বস্তু। ভরত লিখিয়াছেন, "জঙ্গমা গোমহিষ্যাদয়ঃ ততোঽন্যো বৃক্ষাদিঃ স্থাবরঃ" গোমহিষাদি যাহারা বিচরণ করে, তাহারা জঙ্গম, জঙ্গম ভিন্ন সমস্ত বস্তু স্থাবর, স্থিতিশীল, যাহা এক স্থানে থাকে। স্থাবর সৃষ্টি ব্রহ্মার সপ্তমসর্গ এবং ইহা ষড়্‌বিধ। যথা—১ বনস্পতি, ২ ওষধি, ৩ লতা, ৪ ত্বক্‌সার, ৫ বীরুধ্, ৬ দ্রুম। যাহাদের পুষ্প ভিন্ন ফল হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি ফল, পক্ব হইলে যাহারা মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি, যাহারা আরোহণ অপেক্ষা করে, তাহাদিগকে লতা, যাহাদের ত্বকে সার, যে সকল লতা কঠিন এবং আরোহণের অপেক্ষা করে না, তাহা বীরুধ্ এবং যাহারা পুষ্প হইলে তাহার পর ফল প্রদান করে, তাহাদিগকে দ্রুম কহে। এই ষড়্‌বিধ স্থাবর সর্গ তমোবহুল, এবং ঊর্দ্ধ স্রোতঃ দ্বারাই জীবিত থাকে, ইহাদের স্পর্শজ্ঞান আছে, কিন্তু বাহিরে তাহা অনুভব করা যায় না।

"সপ্তমো মুখ্যসর্গস্তু ষড়্‌বিধাস্তুষাশ্চয়ঃ।
বনস্পত্যোষধিলতা ত্বক্‌সারো বীরুধো দ্রুমাঃ ॥" (ভাগবত)

'যে পুষ্পং বিনা ফলন্তি তে বনস্পতয়ঃ, ওষধয়ঃ ফলপাকান্তাঃ লতা আরোহণাপেক্ষাঃ, ত্বক্‌সারো বেণ্বাদয়ঃ, লতা এব কাঠিন্যেন আরোহণাপেক্ষা বীরুধঃ, যে পুষ্পৈঃ ফলন্তি তে দ্রুমাঃ, তমঃপ্রধানাঃ অন্তঃস্পর্শাঃ" (স্বামী)

মনুতেও স্থাবরসৃষ্টির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—জগতের সমুদয় উদ্ভিদ্‌ই স্থাবরসৃষ্টি, তন্মধ্যে কতকগুলি বীজ হইতে জন্মে ও কতকগুলি রোপিত শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই স্থাবরের মধ্যে যাহারা বহুপুষ্প ও ফলযুক্ত হইয়া থাকে এবং ফল পাকিলেই মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি বলে, যথা—ধান্য, যব, প্রভৃতি। যাহারা পুষ্পিত না হইয়াই ফলবন্ত হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি এবং পুষ্পিতই হউক বা কেবল ফলবান্‌ই হউক উভয় প্রকারকেই বৃক্ষ বলা যায়। গুচ্ছ ও গুল্ম নানা প্রকার, তৃণজাতিও বিবিধ প্রকার, ইহাদের মধ্যে কেহ বীজ হইতে উৎপন্ন, কেহ বা কাণ্ড হইতে জন্মে। এই সকল স্থাবর বহুবিধ অসৎ কর্ম্মফলে তমোগুণে আচ্ছন্ন, ইহাদের অন্তরে চৈতন্য আছে এবং ইহারা সুখদুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকে।

"উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ॥
অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ।
পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব বৃক্ষা উভয়তঃ স্মৃতাঃ॥
গুচ্ছগুল্মন্তু বিবিধং তথৈব তৃণজাতয়ঃ।
বীজকাণ্ডরুহাণ্যেব প্রতানা বল্ল্য এব চ॥
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥" (মনু ১।৪৬-৪৯)

স্থাবরতা (স্ত্রী) স্থাবরস্য ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। স্থাবরত্ব, স্থাবরের ভাব বা ধর্ম্ম, স্থিতিশীলতা।

স্থাবরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

স্থাবরধন (ক্লী) ধনভেদ, ধন স্থাবর ও অস্থাবরভেদে দুই প্রকার। স্থিতিশীল ধন, যে ধন শীঘ্র বিনষ্ট হয় না, ভূসম্পত্তিকেই স্থাবরধন কহে। দায়ভাগে স্থাবরধনের বিভাগাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [দায়ভাগ শব্দ দেখ]

স্থাবরবিষ (পুং) বিষভেদ। বিষ দুই প্রকার স্থাবর ও জঙ্গম। সুশ্রুতে এই স্থাবরবিষের বিবরণ লিখিত আছে, সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইতেছে। স্থাবরবিষের আধার দশটী, যথা—১ মূল, ২ পত্র, ৩ ফল, ৪ পুষ্প, ৫ ত্বক্‌, ৬ ক্ষীর, ৭ সার, ৮ নির্য্যাস, ৯ ধাতু, ১০ কন্দ।

যষ্টিমধু, করবীর, গুঞ্জা, সুগন্ধ, গর্গরক, করঘাট, বিদ্যুচ্ছিখা ও বিষয় এই ৮টী মূলবিষ, অর্থাৎ ইহাদিগের মূলই বিষাক্ত। বিষপত্রিকা, (জয়পাল বীজের অভ্যন্তরস্থ পত্রবৎ অংশ), তিতলাউ, অবরদারুক, প্রিয়ঙ্গু ও মহাকরম্ভ এই পাচটী পত্রবিষ। কুমুদলতা, রেণুকা, প্রিয়ঙ্গু, মহাকরম্ভ, কর্কটক, রেণুক, খদ্যোতক, চর্ম্মরী, ইভগন্ধা, সর্পঘাতী, নন্দন ও সারপাক এই দ্বাদশটী ফলবিষ। বেত্র, কদম্ব, বল্লিজ, করম্ভ ও মহাকরম্ভ এই পাচটী পুষ্পবিষ।

ত্বগাদিবিষ—অন্ত্রপাচক, কর্ত্তরীয়, সৌরেয়ক, করঘাট, করম্ভ নন্দন ও বরাটক এই ৭টীর ত্বক্‌, সার ও নির্য্যাস বিষাক্ত। কমুদঘ্নী, স্নুহী ও জাল এই তিনটী ক্ষীরবিষ অর্থাৎ ইহাদের আটায় বিষ।

ধাতুবিষ—সেঁকো ও হরিতাল এই দুইটী ধাতুবিষ। কালকূট, বৎসনাভ, সর্ষপ, পালক, কর্দ্দমক, বৈরাটক, মুস্তক, শৃঙ্গীবিষ, প্রপৌণ্ডরিক, মূলক, হলাহল, মহাবিষ ও কর্কটক এই ত্রয়োদশ প্রকার কন্দবিষ। সমুদায়ে স্থাবরবিষ ৫৫ প্রকার। এই সকল বিষের মধ্যে বৎসনাভ চারিপ্রকার, মুস্তক দুই প্রকার, সর্ষপ ৬ প্রকার, আর অবশিষ্ট বিষসকল এক এক প্রকার।

মূলাদি বিষের উপসর্গ—এই সকল বিষ কোন প্রকারে ভক্ষিত হইলে শরীরে নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয়. উপযুক্ত সময়ে ইহার প্রতিবিধান না করিলে কালে প্রাণনাশের সম্ভাবনা, মূলবিষ দ্বারা অঙ্গের আলস্য, প্রলাপ ও মোহ এবং পত্রবিষ দ্বারা জৃম্ভণ, অঙ্গের আলস্য ও শ্বাস এই সকল উপসর্গ জন্মে। ফলবিষে কোষদ্বয় ফুলিয়া উঠে, দাহ ও অন্নে অরুচি জন্মে। পুষ্পবিষ দ্বারা বমন, আধ্মান ও মোহ, ত্বক্‌সার বা নির্য্যাস সেবন করিলে মুখে দুর্গন্ধ, শরীরের রুক্ষতা, শিরোরোগ ও কফস্রাব হয়। ক্ষীরবিষ দ্বারা মুখে ফেনানিঃসরণ, মলভঙ্গ ও জিহ্বার জড়তা হয়। ধাতুবিষ দ্বারা হৃদয়ের পীড়া, মূর্চ্ছা, তালুদাহ প্রভৃতি উপসর্গ হয়। এই সকল বিষই কালক্রমে প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

কন্দবিষ মাত্রই অতি তীক্ষ্ণ। অতএব এই বিষ ভক্ষণ মাত্রই বিশেষ সতর্কতার সহিত ইহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। কালকূট বিষ ভক্ষিত হইলে স্পর্শজ্ঞানের অভাব, কম্প ও স্তম্ভ ভাব হয়। বৎসনাভবিষ দ্বারা গ্রীবাস্তম্ভ এবং বিষ্ঠা, মূত্র ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়। সর্ষপবিষ দ্বারা বায়ু বিগুণ, আনাহ রোগ ও শরীরে গ্রন্থি জন্মে। পালকবিষ দ্বারা গ্রীবার দৌর্ব্বল্য ও বাক্যরোধ, কর্দ্দমনামক বিষ দ্বারা লালাস্রাব, মলভঙ্গ ও চক্ষুঃ পীতবর্ণ হয়। বৈরাটক বিষ দ্বারা শরীরের অঙ্গবিশেষে বেদনা ও শিরোরোগ জন্মে। মুস্তকবিষ কর্তৃক গাত্র স্তম্ভিত ও কম্পিত হয়। শৃঙ্গীবিষে অঙ্গের অবসন্নতা, দাহ ও উদরের বৃদ্ধি, পুণ্ডরীক বিষে চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ও উদরের বৃদ্ধি, মূলকবিষে শরীর বিবর্ণ, বমন, হিক্কা, শোথ ও মোহ হয়। হলাহল বিষ দ্বারা রোগী

অতিকষ্টে শ্বাসগ্রহণ করে ও দেহ শ্যামবর্ণ হয়। মহাবিষে হৃদয়ে গ্রন্থি ও শূলবেদনা জন্মে। কর্কটক বিষে রোগী সর্ব্বদা হাসে এবং দন্তদংশন ও লম্ফপ্রদান করিয়া থাকে।

এই ত্রয়োদশ প্রকার কন্দবিষ অতিশয় উগ্র। ইহাতে নিম্নোক্ত দশটী গুণ লক্ষিত হয়। যথা—রুক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, আশু কার্য্যকারী, ব্যবায়ী, বিকাশী, বিশদ, লঘু ও অপাকী। রুক্ষতাপ্রযুক্ত বায়ু কুপিত, উষ্ণতাপ্রযুক্ত পিত্ত ও শোণিত কুপিত, তীক্ষ্ণতাপ্রযুক্ত মনের মোহ এবং শরীরের সমস্ত বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত বিষ শরীরের সকল অঙ্গে প্রবেশপূর্ব্বক বিকৃত ভাব উৎপাদন করিয়া থাকে। এই বিষ আশু কার্য্যকারী, এই জন্য শীঘ্র প্রাণনাশ করে। ব্যবায়ী—এই জন্য স্ত্রী-সঙ্গমে অতিশয় অভিলাষ জন্মায়। বিকাশী—এই জন্য শরীরের দূষিত ধাতু ও মল ক্ষয় করে। বিশদ—এই জন্য অতিশয় বিরেচক হয়। লঘুতাপ্রযুক্ত চিকিৎসায় কষ্টসাধ্য, অবিপাকী এই জন্য শীঘ্র জীর্ণ হয় না ও বহুকাল ব্যাপিয়া কষ্ট দেয়।

এই সকল বিষ শরীর হইতে নিঃসৃত হইলে, জীর্ণ হইলে, বিষঘ্ন ঔষধ দ্বারা বিনষ্ট হইলে এবং বায়ু কিংবা সূর্য্যকিরণে শোষিত হইলেও যদি শরীরে তাহার কিছু অবশিষ্ট থাকে অথবা স্বভাবতঃ গুণহীন কোন প্রকার বিষ যদি শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে দূষী-বিষ কহে।

অল্পবীর্য্যবশতঃ এই বিষে প্রাণনাশ হয় না, কিন্তু কফের সহিত মিলিত হইয়া তাহা বহুকাল ব্যাপিয়া শরীরে অবস্থিতি করে। এই বিষ দ্বারা পীড়িত হইলে পুরীষের বর্ণ ভিন্ন প্রকার, মুখ দুর্গন্ধযুক্ত ও বিরস হয়, পিপাসা জন্মে, মূর্চ্ছা, বমন ও বাক্যের জড়তা ঘটে, এবং দূষ্যোদরের লক্ষণ প্রকাশ হয়। ঐ বিষ আমাশয়গত হইলে কফবাত জন্য রোগ এবং পক্বাশয় গত হইলে বায়ু ও পিত্ত জন্য রোগ জন্মায়, পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায় ইহাতে রোগীর মস্তকের সমস্ত চুল উঠিয়া যায়। রস প্রভৃতি ধাতুতে এই বিষ আশ্রয় করিলে যে ধাতুকে আশ্রয় করে, সেই ধাতুই বিকৃত হয়। মেঘাচ্ছন্ন দিনে শীতল বায় প্রবাহিত হইতে থাকিলে এই বিষ কুপিত হয়। তাহাতে নিদ্রা, দেহের ভার, জৃম্ভণ, হর্ষ, অঙ্গমর্দ্দ অথবা অঙ্গের অবসন্নতা এই সকল উপদ্রব ঘটিলে অন্নে অরুচি, অজীর্ণ ও শরীরে মণ্ডলাকার চাকা চাকা দাগ জন্মে। ধাতু সকল ক্ষীণ হয়, হস্ত ও পদ ফুলিয়া উঠে, জলোদরী, বমন ও অতীসার রোগ জন্মে, অথবা শরীরের বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা বা বিষম জ্বর হয় এবং ক্রমশঃ অত্যন্ত পিপাসা হইতে থাকে। এই বিষবিকারে উন্মাদ, আনাহ, শুক্রক্ষয়, বাক্যের জড়তা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি বহুবিধ বিকারজ রোগ উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষীণতেজ বিষ দেশ, কাল ও ভক্ষ্যদ্রব্যের দোষে ও দিবানিদ্রা দ্বারা দূষিত হইয়া সকল ধাতুকে দূষিত করে, এই জন্য ও ইহা দূষীবিষ নামে খ্যাত হয়। এই স্থাবরবিষ ভক্ষণ করিলে প্রথমে জিহ্বা শ্যামবর্ণ, স্তব্ধ, মূর্চ্ছা ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব হয়। দ্বিতীয় বেগে কম্প, ঘর্ম্ম, দাহ, কণ্ডূ ও আমাশয়গত হইয়া হৃদয়ে বেদনা উৎপাদন করে। তৃতীয় বেগে তালুশোষ ও আমাশয়ে অতিশয় শূল জন্মে, চক্ষুর্দ্বয় নীলবর্ণ ও বেদনাযুক্ত হয়, এই বিষ পক্বাশয়গত হইয়া ভেদ, হিক্কা, কাস ও অন্ত্রকূজন এই সকল উপদ্রব ঘটাইয়া থাকে। চতুর্থ বেগে মস্তক অতিশয় ভারি হয়, এই অবস্থায় সকল দোষ প্রকাশ পায় এবং পক্বাশয়ে বেদনা হয়। পঞ্চম বেগে স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও কটীদেশ ভগ্ন হয় এবং জ্ঞানরোধ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—স্থাবরবিষের প্রথম বিষ বেগে বমন করাইবে। শীতল জল, ঘৃত ও মধু সহযোগে ঔষধ পান করাইতে হইবে। দ্বিতীয় বেগে পূর্ব্বের ন্যায় বমন করাইয়া বিরেচক দ্রব্য সেবন করাইবে। তৃতীয় বেগে ঔষধ পান, নস্য ও অঞ্জন এই তিনই আবশ্যক। চতুর্থ বেগে স্নেহমিশ্রিত ঔষধ পান করাইতে হয়। পঞ্চম বেগে মধু ও যষ্টিমধু সহযোগে ঔষধের ক্বাথ পান করাইবে। ষষ্ঠ বেগে অতীসার রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। সপ্তমে নস্য প্রয়োগ করিবে এবং মস্তকদেশে কাকপদচিহ্ন করিয়া কেশমুণ্ডন অথবা রক্তের সহিত সেই স্থানের মাংস তুলিয়া ফেলিবে। কোন এক বেগের পর অন্য বেগকাল উপস্থিত হইলে শীতলক্রিয়া এবং ঘৃত ও মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান করান কর্ত্তব্য। ঝিঙ্গে, চিতে, গাঠা, সূর্য্যবল্লী, গুলঞ্চ, হরীতকী, শিরীষ, অপাঙ্, গিরিমৃত্তিকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেত পুনর্ণবা, রেণুকা, ত্রিকটু, শ্যামালতা, অনন্তমূল ও বলা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া পান করিলে উভয় প্রকার বিষেয় শান্তি হইয়া থাকে। যষ্টিমধু, তগরপাদিকা, কুড়, ভদ্রদারু, রেণুকা, পুন্নাগ, এলাইচ, এলবালুক, নাগকেশর, উৎপল, চিনি, বিড়ঙ্গ, চন্দন, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু, গন্ধতৃণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শালপর্ণী ও চাকুলে এই সকলের কল্ক সহযোগে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম অজেয় ঘৃত। বিষদোষে এই ঘৃত অত্যুৎকৃষ্ট। ইহা দ্বারা সকল প্রকার বিষদোষ নষ্ট হয়, প্রায় কোন স্থানেই ইহা ব্যর্থ হয় না।

দূষী বিষ দ্বারা পীড়িত রোগীর শরীর স্বেদ, ভেদ ও বমন দ্বারা সংশোধিত হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ পান করাইবে। পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, লোধ, কেউটামুথা, সুবর্চ্চিকা, ছোট এলাইচ, বালা, বনকপাশ ও গিরিমৃত্তিকা এই সকল মধু সহযোগে পান করিলে দূষীবিষ নাশ হয়। ইহার নাম বিষারি ঔষধ, এই ঔষধ অন্যান্য রোগেও ব্যবহৃত হয়। জ্বর, দাহ, হিক্কা,

শুক্রক্ষয়, শোথ, অতীসার, মূর্চ্ছা, হৃদ্রোগ, জঠররোগ, উন্মাদ ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রবেও উপকার হইয়া থাকে। আত্মবান্ ব্যক্তির দূষী বিষ দ্বারা কোন উপদ্রব উপস্থিত হইলে চিকিৎসাতে শীঘ্র আরোগ্য হয়, কিন্তু এক বৎসরের অধিক কাল পরে এই বিষের প্রতিকার-চেষ্টা করিলে প্রতিকার হয় না, কেবল যাপ্য হইয়া থাকে। ক্ষীণ ও অহিতাচারী ব্যক্তির এই বিষদোষ ঘটিলে তাহা আরোগ্য হয় না।

স্থাবরবিষের প্রতিবিধান পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে করিবে, ফলবিষে বিরুদ্ধ ক্রিয়া উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিবিধানেও কালবিলম্ব করিবে না, ইহাতে হঠাৎ প্রাণহানি না হইলেও যতদিন জীবন থাকে ততদিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ঐ সকল যন্ত্রণা মৃত্যু-অপেক্ষাও কষ্টকর। (সুশ্রুত কল্পস্থান)

স্থাবরাদি (ক্লী) স্থাবরং আদিঃ কারণং যস্য। ১ বৎসনাভ বিষ। (রাজনি°) (পুং) ২ স্থাবর প্রভৃতি বস্তু।

স্থাবির (ক্লী) স্থবিরস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা স্থবির (হায়নান্তযুবাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১৩০) ইত্যণ্। স্থবিরত্ব, বৃদ্ধত্ব। বার্দ্ধক্যাবস্থা।

"গার্হস্থ্যেহথবা বাল্যে যৌবনে স্থাবিরেঽপি চ।
যৎফলং সমবাপ্নোতি তথা ত্বং কথয়স্ব মে॥" (ভারত ২।১৭৭।৩)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে ৭০ বৎসরের পর স্থবিরাবস্থা। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বালক, তৎপরে তরুণ, ৭০ বৎসরের পর স্থাবির এবং ৯০ বৎসরের পর বৃদ্ধ।

স্থাবির্য্য (ক্লী) স্থাবিরস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা। স্থবিরাবস্থা, বৃদ্ধাবস্থা।

স্থাসক (পুং) ১ চর্চ্চিক্য। (অমর) জলাদির বুদ্বুদ। (মেদিনী)

স্থাস্নু (ক্লী) স্থা স্নু। শারীর বল।

স্থাস্নু (ত্রি) তিষ্ঠতীতি স্থা (গ্লাজিস্থশ্চ ক্স্নুঃ। পা ৩।২।১৩৯) স্থিরতর, অত্যন্ত স্থিতিশীল।

"হিরণ্ময়ী শাললতেব জঙ্গমা
চ্যুতা দিবঃ স্থাস্নুরিবাচিরপ্রভা। (ভট্টি ২।৪৭)

২ শাশ্বত। ৩ স্থাবর।

স্থিক (পুং) কটিপ্রোথ, স্ফিকা, স্ফিচা, নিতম্ব।

'কটিপ্রোথঃ কটিপ্রোথঃ পুনঃ স্ফিকঃ স্ত্রিয়াং স্ফিচা।'

স্থিত (ত্রি) স্থা-ক্ত। ১ প্রতিজ্ঞাতবান্, প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট, যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

"পক্ষীন্দ্রবচনং শ্রুত্বা দানবেন্দ্রাব্রবীদিদং।
স্থিতোঽস্মি সময়ে তস্য অনন্তস্য মহাত্মনঃ॥"(হরিবংশ ২৫৫।৯৫)

২ ঊর্দ্ধ। ৩ নিশ্চল। (মেদিনী) ৪ গতিনিবৃত্তিবিশিষ্ট।

"স্থিতঃ স্থিতামুচ্চলিতঃ প্রয়াতাং নিষেদুষীমাসনবন্ধধীরঃ।
জলাভিলাষী জলমাদদানাং ছায়েব তাং ভূপতিরন্বগচ্ছৎ॥"
(রঘু ২।৬)

(ক্লী) স্থা ভাবে ক্ত। ৫ অবস্থান। ৬ কুলমর্য্যাদা।

"সাধ্বীনাঞ্চ স্থিতানাঞ্চ শীলে সত্যে শ্রুতে স্থিতে।
স্ত্রীণাং পবিত্রং পরমং পতিরেকো বিশিষ্যতে॥"(রামা° ২।৩৯।২৯)

৭ অভিযুক্ত, আক্রান্ত।

স্থিততা (স্ত্রী) স্থিতস্য ভাবঃ তল-টাপ্। স্থিতত্ব, অবস্থিতের ভাব বা ধর্ম্ম, অবস্থান, স্থিতি।

স্থিতধী (ত্রি) স্থিতা ব্রহ্মণি স্থিরা ধীর্যস্য। ব্রহ্মস্থিরবুদ্ধি-বিশিষ্ট। যিনি সংসার অনিত্য এবং ত্রিবিধ দুঃখসঙ্কুল জানিয়া ব্রহ্মবুদ্ধি নিশ্চল করিয়াছেন, তাহাকে স্থিতধী কহে।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥" (গীতা ২।৫৬)

যাহার চিত্ত দুঃখে বিচলিত অথবা সুখে অভিলাষী হয় না, এবং যিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ সম্যক্ রূপে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাহাকে স্থিতধী মুনি কহে।

স্থিতপ্রজ্ঞ (ত্রি) স্থিতা প্রতিষ্ঠিতা আত্মানাত্মবিবেকজা প্রজ্ঞা যস্য। মনোগত সকল বাসনারহিত। যিনি সকল প্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"(গীতা ২।৫৫,৫৭)

যে যোগী মনোগত কামনাসকল পরিত্যাগ করিয়া আত্মদ্বারা আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ কহে। পাতঞ্জল দর্শনে ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকার চিত্তের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। যৎকালে মানব ঐ সকল চিত্তবৃত্তি সম্যক্ প্রকারে নিরোধ করিয়া কেবল পরমাত্মচিন্তায় রত থাকেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে। কামনাসকল আত্মার ধর্ম্ম নহে, মনের ধর্ম্ম। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যখন হৃদয়ের সকল প্রকার কামনা বিনষ্ট হয়, সেইকালে এই জীব ইহলোকেই ব্রহ্মরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। এই রূপ আত্ম-বিবেকজা প্রজ্ঞা যাহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞের চিত্তের অবস্থাসম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, পুত্র, মিত্র, কলত্র, ধন ও সম্পত্তিতে যাহার মমতা বা স্নেহ নাই, যিনি অভীষ্ট লাভে আনন্দিত ও অভীষ্ট বিনাশে বিষণ্ণ হন না, তাহার প্রজ্ঞা দুঃখিত অবস্থাতেও তারতম্য নাই, তিনি সকল অবস্থাতেই ব্রহ্মে রমণ করেন।

"প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেবক্ষয়ঃ" (শ্রুতি)

ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইবে না, প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে, ভোগ সম্পূর্ণ না হইলে সুখদুঃখ-

রূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায় না, ইহা স্থির করিয়া তিনি অবস্থিত থাকেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় প্রতিসংহৃত থাকে, রোগী এবং উপবাসাদি দ্বারা অশক্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়বর্গ সম্যক্ পরিচালনায় বিরত হইলেও উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহাতে ভগবান্ বলিয়াছেন অশক্ত ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় সংযম করে সত্য, কিন্তু তাহাদের বাসনার বিলোপ হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ পরমাত্মসন্দর্শনজনিত পরম আনন্দানুভব করিয়া কামরূপ বাসনাকে সমূলে উন্মূলিত করেন। যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ স্ববশীভূত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্থিতপ্রেমন্ (পুং) স্থিতং প্রেম যস্য। স্থিরতর বন্ধু।

স্থিতবুদ্ধিদত্ত (পুং) বুদ্ধ। (ললিতবি°)

স্থিতবৎ (ত্রি) স্থিত অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। স্থিতিবিশিষ্ট, অবস্থিত।

স্থিতি (স্ত্রী) স্থা ক্তিন্। দ্যাদ্যপগয়স্থিতি। পর্য্যায়—সংস্থা, মর্য্যাদা, ধারণা, সংস্থিতি। (শব্দরত্না°)

"স মানসীং মেরুসখঃ পিতৄণাং
কন্যাং কুলস্য স্থিতয়ে স্থিতিজ্ঞঃ।" (কুমার ১।১৮)

২ অবস্থান, পর্য্যায়—আস্থা, আসনা। ৩ সীমা। (মেদিনী) ৪ নিয়ম। ৫ পালন। ৬ অবস্থা, দশা। ৭ নিবৃত্তি। ৮ নিষ্পত্তি।

অস্থি, ভস্ম, কপাল, কেশ, তুষ অঙ্গার ও বিষ্ঠা এই সকল স্থানে অবস্থান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"নাস্থিভস্মকপালানি ন কেশান্ বা কথঞ্চন।
তুষাঙ্গারকরীষাণামধিতিষ্ঠেৎ কদাচন॥" (কূর্ম্মপু° ১৬।৭৯)

স্থিতিতা (স্ত্রী) স্থিতি ভাবে তল-টাপ্। স্থিতির ভাব বা ধর্ম্ম।

স্থিতিমৎ (ত্রি) স্থিতি অস্ত্যর্থে মতুপ্। ১ স্থিতিবিশিষ্ট। ২ মর্য্যাদাযুক্ত। ৩ সীমাবিশিষ্ট।

স্থিতিবিরোধ (পুং) এক সময়ে একত্র দ্রব্যদ্বয়ের অনবস্থান।

স্থিতিস্থাপক (পুং) গুণবিশেষ, পূর্ব্বস্থানস্থাপনকারী গুণ। আকুঞ্চন প্রসারণ ও অভিঘাতাদি করিলেও বস্তু সকল যে নৈসর্গিক গুণপ্রভাবে পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয়।

স্থির (পুং) তিষ্ঠতীতি স্থা (অজিরশিশিরেতি। উণ্ ১।৫৪) ইতি কিরচ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ দেব। ২ পর্ব্বত। ৩ কার্ত্তিকেয়। ৪ বৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ৫ শনি। ৬ মোক্ষ। (মেদিনী) ৭ অনডুহ, বৃষ। ৮ ধববৃক্ষ। (ভাবপ্র°) ৯ রাশিবিশেষ, জ্যোতিষমতে, চর, স্থির, দ্ব্যাত্মক প্রভৃতি রাশি আছে। তাহার মধ্যে বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভরাশি। স্থির রাশিতে যে জাতক জন্ম গ্রহণ করে, তাহার প্রকৃতি স্থির ও গম্ভীর, ক্ষমাশীল ও দীর্ঘসূত্রী হয়।

"চরস্থিরদ্ব্যাত্মকনামধেয়া মেষাদয়োঽমী ক্রমশঃ প্রদিষ্টাঃ।
অস্থিরবিভূতিমিত্রং চলমটনং স্খলিতনিয়মমপি চরভে।
স্থিরভে তদ্বিপরীতং ক্ষেমান্বিতং দীর্ঘসূত্রঞ্চ॥" (দীপিকা)

কবিকল্পলতায় স্থির বস্তুর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, যুদ্ধে প্রধান ভট, সাধ্বী স্ত্রী, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সম্মান। অস্থির বস্তু অবলা, দোলা, অপাঙ্গ, যৌবন, দুর্জ্জন, স্বামিপ্রসাদ, হস্তিকর্ণ, স্বর্ণ, মৎস্য, কপি ও শ্রী। (কবিকল্পলতা) (ত্রি) ১০ নিশ্চল, স্থায়ী, বাক্য মন বা কর্ম্ম দ্বারা নিশ্চল। ১১ দৃঢ়, কঠিন। এই জগতে ধর্ম্মকীর্ত্তি ও যশই স্থির, অভ্রচ্ছায়া, খলের সহিত প্রীতি, পরনারীসঙ্গতি, যৌবন, ধন, পুত্র ও দারাদি সকলই অস্থির।

"অভ্রচ্ছায়া খলৈঃ প্রীতিঃ পরনারীষু সঙ্গতিঃ।
পঞ্চৈতে অস্থিরা ভাবা যৌবনানি ধনানি চ॥
অস্থিরং জীবিতং লোকে অস্থিরং ধনযৌবনং।
অস্থিরং পুত্রদারাদ্যং ধর্ম্মকীর্ত্তির্যশঃ স্থিরং॥"
(গরুড়পু° ১১৫।২৫-২৬)

১২ বৃক্ষসামান্য। (ত্রিকা°)

স্থিরক (পুং) শাকবৃক্ষ, চলিত সেগুনগাছ। (বৈদ্যকনি°)

স্থিরকর্ম্মন্ (ত্রি) স্থিরচিত্তে কার্য্যকারী।

স্থিরকুসুম (পুং) বকুলবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্থিরগন্ধ (পুং) স্থিরো গন্ধো যস্য। ১ চম্পকবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ চিরস্থায়ী সৌরভযুক্ত, চিরকাল যাহার গন্ধ থাকে।

স্থিরগন্ধা (স্ত্রী) স্থিরো গন্ধো যস্যাঃ। ১ পাটলা। ২ কেতকী। (রাজনি°)

স্থিরচক্র (পুং) স্থিরং চক্রং যস্য। ১ জিনবিশেষ। পর্য্যায়—মঞ্জুশ্রী, জ্ঞানদর্পণ, মঞ্জুভদ্র, মঞ্জুঘোষ, কুমার, অষ্টারচক্রবৎ, বজ্রধর, প্রজ্ঞাকায়, বাদিরাজ, নীলোৎপলী, মহারাজ, নীল, শার্দ্দূলবাহন, ধিয়াম্পতি, পূর্ব্বজিন, খড়্গী, দণ্ডী, বিভূষণ, বালব্রত, পঞ্চচীর, সিংহকেলি, শিখাধর, বাগীশ্বর। (ত্রিকা°)

স্থিরচ্ছদ (পুং) স্থিরাশ্ছদা যস্য। ১ ভূর্জ্জপত্র। (রত্নমালা)

স্থিরচ্ছায় (পুং) স্থিরা নিশ্চলা ছায়া যস্য। ১ বৃক্ষমাত্র। (শব্দমালা) ২ ছায়াতরু, ছায়াপ্রধান বৃক্ষ। (ত্রিকা°) (ত্রি) ৩ নিশ্চল ছায়াযুক্ত।

"স্থিরচ্ছায়দ্রুমচ্ছায়াছাদিতে স্নিগ্ধমণ্ডলে।" (মহানির্ব্বাণ° ১।২)

স্থিরজিহ্ব (পুং) স্থিরা জিহ্বা যস্য। মৎস্য। (হেম)

স্থিরজীবিতা (স্ত্রী) স্থিরং বহুকালস্থায়ি জীবিতং জীবনং যস্যাঃ। শাল্মলিবৃক্ষ। (শব্দমালা)

স্থিরতর (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন স্থিরঃ, স্থির-তরপ্। অতিশয়স্থির, পর্য্যায়—স্থাস্নু, স্থেয়স্, ধ্রুবতর, স্থেয়, অতিস্থির, স্থেষ্ঠ।

স্থিরতা (স্ত্রী) স্থিরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্থিরের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্থিরত্ব (ক্লী) স্থিরস্য ভাবঃ ত্ব। স্থিরতা, নিশ্চলতা, চির-স্থায়িত্ব।

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।

শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং॥" (ভারত বনপ°)

স্থিরদংষ্ট্র (পুং) স্থিরা দংষ্ট্রা যস্য। ১ ভুজঙ্গ, সর্প। ২ বরাহাকৃতি-বিষ্ণু। (মেদিনী) ৩ ধ্বনি। (অজয়)

স্থিরধন্বন্ (ত্রি) স্থিরং ধনুর্যস্য, ধনুঃশব্দস্য ধন্বনাদেশঃ। দৃঢ়ধনু-বিশিষ্ট। "ইমা রুদ্রায় স্থিরধন্বনে" (ঋক্ ৭।৪৬।১)

'স্থিরধন্বনে দৃঢ়ধনুষ্কায়' (সায়ণ)

স্থিরপত্র (পুং) স্থিরাণি পত্রাণি যস্য। ১ হিন্তাল, চলিত হেঁতাল-গাছ। (রাজনি°) ২ মহাতাল। (বৈদ্যকনি°)

স্থিরপীত (ত্রি) স্থিরপ্রাপ্তি। "উত তং সখ্যে স্থিরপীতমাহুঃ" (ঋক্ ১০।৭১।৫) 'স্থিরপীতং স্থিরপ্রাপ্তিং' (সায়ণ)

স্থিরপুষ্প (পুং) স্থিরাণি পুষ্পাণি যস্য। ১ চম্পকবৃক্ষ, চাঁপা ফুলের গাছ। ২ বকুলবৃক্ষ। ৩ তিলক পুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্থিরপুষ্পিন্ (পুং) স্থিরপুষ্পমস্যাস্তীতি ইনি। তিলকপুষ্পবৃক্ষ।

স্থিরপ্রেমন্ (ত্রি) স্থিরং প্রেম যস্য। নিশ্চলপ্রেমবিশিষ্ট। অতি-শয় স্থির প্রণয়যুক্ত।

স্থিরফলা (স্ত্রী) স্থিরং ফলং যস্যাঃ। কুষ্মাণ্ডীলতা, কুমড়াগাছ।

স্থিরবুদ্ধি (ত্রি) স্থিরা বুদ্ধির্যস্য। স্থিরবুদ্ধিবিশিষ্ট, যাহাদের বুদ্ধি অতিশয় স্থির, অচঞ্চলমতি।

স্থিরবুদ্ধিক (পুং) দানববিশেষ। (কথাসরিৎসা°)

স্থিরমতি (স্ত্রী) স্থিরধীঃ। ১ নিশ্চলবুদ্ধি।

"স্থিরমতিং সুমতিং কমনীয়তাং

কুশলতাং হি নৃণামুপভোগিতাং।" (কোষ্ঠীপ্র°)

(ত্রি) ২ স্থির বুদ্ধিবিশিষ্ট।

স্থিরমদ (পুং) ময়ুর।

স্থিরমুদ্গা (স্ত্রী) রক্তকুলথ। (বৈদ্যকনি°)

স্থিরযোনি (পুং) স্থিরা যোনিরুৎপত্তির্যস্য। ছায়াতরু, ছায়া-প্রধান তরু।

স্থিরযৌবন (পুং) স্থিরং যৌবনং যস্য। ১ বিদ্যাধর। বিদ্যাধর-দিগের যৌবন চিরস্থায়ী, এই জন্য উহারা স্থিরযৌবন বলিয়া প্রসিদ্ধ। (ত্রিকা°) (ক্লী) স্থিরং যৌবনমিতি। ২ নিশ্চল যৌবন। (ত্রি) ৩ চিরস্থায়ী তরুণাবস্থ। যাহারা চিরকাল যুবা থাকে।

"সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং সুভগা স্থিরযৌবনা।

জরাং ন যাস্যতি বধ্র্যাবস্থং কৃষ্ণমানুষঃ॥" (বিষ্ণুপু° ১।২১।৬২)

স্থিররঙ্গা (স্ত্রী) স্থিরো রঙ্গো রাগো যস্যাঃ। নীলী, নীলগাছ।

স্থিররাগ (ত্রি) স্থিররাগঃ অনুরাগো যস্য। নিশ্চল প্রেমবিশিষ্ট, স্থিরতর অনুরাগযুক্ত।

স্থিররাগা (স্ত্রী) স্থিররাগ-টাপ্। দারুহরিদ্রা। (রাজনি°)

স্থিরবাচ্ (ত্রি) স্থিরা বাক্ যস্য। নিশ্চল বাক্যবিশিষ্ট, সত্য-প্রতিজ্ঞ, যাহার বাক্য নড়ে না।

স্থিরবাজিন্ (ত্রি) স্থির প্রকৃতি অশ্ববিশিষ্ট।

স্থিরশ্রী (ত্রি) স্থিরা শ্রীর্লক্ষ্মীর্যস্য। স্থিরলক্ষ্মীক, যাহার লক্ষ্মী স্থির থাকে, যাহার ধনসম্পত্তি নিশ্চল ভাবে থাকে।

"স্থিরোপায়ো হি পুরুষঃ স্থিরশ্রীরেব জায়তে।

রক্ষিতুং নৈব শক্নোতি চপলশ্চপলাং শ্রিয়ং॥" (তিথিতত্ত্ব)

চঞ্চল পুরুষ চপলা লক্ষ্মীকে স্থির করিয়া রাখিতে পারে না, যাহারা অচঞ্চল এবং সর্ব্বদা স্থিরোপায়, তাহাদের নিকট লক্ষ্মী স্থির হইয়া থাকেন।

স্থিরসাধনক (পুং) স্থিরং সাধয়তীতি সাধি-ল্যু, ততঃ কন্। সিন্ধুবারবৃক্ষ, চলিত নিশিন্দাগাছ। (রাজনি°)

স্থিরসার (পুং) স্থির সারো যস্য। শাকবৃক্ষ, চলিত শেগুণগাছ। এই বৃক্ষের সার স্থির অর্থাৎ বহু দিন থাকে, এই জন্য ইহাকে স্থিরসার কহে।

স্থিরা (স্ত্রী) স্থা-কিরচ-টাপ্। ১ পৃথিবী। ২ শালপর্ণী। ৩ কাকোলী। ৪ শাল্মলিবৃক্ষ। ৫ বনমুদ্গ। ৬ মাষপর্ণী, চলিত মাষাণী। ৭ আখুপর্ণীলতা। (বৈদ্যকনি°)

স্থিরাঙ্ঘ্রিপ (পুং) স্থিরঃ অঙ্ঘ্রিপো বৃক্ষঃ। হিন্তালবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্থিরায়ুস্ (পুং) স্থিরং আয়ুর্যস্য। ১ শাল্মলিবৃক্ষ। (অমর) (ত্রি) ২ চিরজীবী, স্থির আয়ুর্যুক্ত।

স্থিরীকরণ (ক্লী) স্থির অভূততদ্ভাবে চ্বি, কৃ-ল্যুট্। পূর্ব্বে যাহা অস্থির ছিল, তাহা স্থির করা। চিত্তের ধারণা।

"চিত্তস্য বিষয়ান্তরপরিহারেণ স্থিরীকরণং" (ব্যাসভাষ্য)

চিত্ত সর্ব্বদাই অস্থির, তাহাকে স্থির করিতে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহা দ্বারাই কেবল চিত্ত স্থির হয়। পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে যে, "অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" (পাতঞ্জলদ° ১।১।১২)

একমাত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারাই চঞ্চল চিত্ত স্থির হইয়া থাকে। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন যে, উভয় দিকে প্রবহমান চিত্ত নামে একটী নদী আছে, উহা মঙ্গলের নিমিত্ত এবং পাপের নিমিত্ত প্রবাহিত হয়। যে প্রবাহটী মুক্তির অভিমুখ, বিবেক-বিষয় যাহার নিম্নপদ, তাহাকে কল্যাণবহ কহে, আর যে প্রবাহটী সংসারের অভিমুখ, অবিবেক-বিষয় যাহার নিম্ন পথ, তাহাকে পাপবহ বলে। বৈরাগ্য দ্বারা বিষয়াদি প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ হয় এবং বিবেকদর্শনানুশীলন দ্বারা বিবেকপথের স্রোত উদ্ঘাটিত হয়, অতএব এই উভয়ের অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাহায্যে চঞ্চল চিত্তের স্থিরীকরণ বা নিরোধ হয়।

স্থিবি (পুং) কুসীদ, সুদ, বৃদ্ধি। "উপেযবমিব স্থিবিভ্যঃ" (ঋক্ ১০।৬৮।৩) 'স্থিবিভ্যঃ কুসীদেভ্যঃ' (সায়ণ)

স্থিবিমৎ (ত্রি) স্থানবিশিষ্ট। "নব পশ্চাতাৎ স্থিবিমন্তং" (ঋক্ ১০।২৭।১৫) 'স্থিবিমন্তং স্থানবন্তং' (সায়ণ)

স্থুড়, বৃতি, বেড়া। তুদাদি কুটাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্থুড়তি। লোট্ স্থুড়তু। লিট্ তুস্থোড়। লুট্ স্থুড়িতা। লুঙ্ অস্থুড়ীৎ।

স্থুরিকা (স্ত্রী) ছুরিকা।

স্থুরিন্ (পুং) স্থৌরী, খরবৃষভের ন্যায় পৃষ্ঠদেশে ভারবাহী অশ্ব।

স্থুল (ক্লী) তাঁবু, বস্ত্রাবাস, বস্ত্রনির্ম্মিত বাসগৃহ।

স্থুণ (পুং) ১ বিশ্বামিত্রের একপুত্র। (মহাভারত) ২ যক্ষভেদ।

স্থূণকর্ণ (পুং) ঋষিবিশেষ, স্থূলকর্ণ।

স্থূণা (স্ত্রী) তিষ্ঠতীতি স্থা-(রাস্নাসাস্নাস্থূণাবীণাঃ। উণ্ ৩।১৫) ইতি ন প্রত্যয়েন সাধুঃ। গৃহস্তম্ভ, চলিত খুটী।

"বৃদ্ধোহন্ধঃ পতিরেষ মঞ্চকগতঃ স্থূণাবশেষং গৃহং
কালোহভ্যর্ণজলাগমঃ কুশলিনী বৎসস্য বার্ত্তাপি নো।
যত্নাৎ সঞ্চিততৈলবিন্দুঘটিকা ভগ্নেতি পর্য্যাকুলা
দৃষ্ট্বা গর্ভভরালসাং নিজবধূং শ্বশ্রূশ্চিরং রোদিতি॥"
(সাহিত্যদ° ৩।১৭২)

২ শূর্ম্মী। ৩ লৌহপ্রতিমা। (অমর)

স্থূণাকর্ণ (পুং) ঋষিভেদ।

স্থূণাপক্ষ (পুং) ব্যূহভেদ।

স্থূণারাজ (পুং) প্রধান স্তম্ভ, বড় খুটী।

স্থূম (পুং) ১ দীপ্তি। ২ চন্দ্র।

স্থূর (পুং) তিষ্ঠতীতি স্থা (স্থা কিচ্চ। উণ্ ৫।৪) ইতি উরন্। ১ বৃষ। ২ মনুষ্য। (সিদ্ধান্তকৌ°)

স্থূরযূপ (পুং) ঋগ্বেদোক্ত ঋষিভেদ। "স্তোমেভিঃ স্থূরযূপবৎ" (ঋক্ ৮।২৪।২১) 'স্থূরযূপো নামধেয়ঃ' (সায়ণ)

স্থূরি (ত্রি) একটী ধুর্য্য দ্বারা যুক্ত শকট। "নহি ধুর্য্যতুথা যাতমস্তি" (ঋক্ ১০।১৩১।৩) 'একেন ধুর্য্যেণ যুক্তং অনঃ স্থূরীত্যুচ্যতে একেন ধুর্য্যেণ যুক্তঃ শকটঃ শীঘ্রং গন্তব্যং ন প্রাপ্নোতি।' (সায়ণ)

স্থূরিকা (স্ত্রী) ছুরিকা।

স্থূরিন্ (পুং) সাদৃশ্যেন স্থূরো বৃষোঽস্যাস্তীতি ইনি। খরবৃষভবৎ পৃষ্ঠ দ্বারা ভারবাহক অশ্ব। (অমর)

স্থূল, বৃংহণ। অদন্তচুরাদি পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্থূলয়তি। লুঙ্ অতুস্থূলৎ।

স্থূল (ত্রি) স্থূলয়তীতি স্থূল-অচ্। ১ উপচিতাবয়ব, চলিত মোটা, পর্য্যায়—পীন, পীব, পীবর।

"দ্রবঃ সঙ্ঘাতকঠিনঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মো লঘুর্গুরুঃ।
ব্যক্তোঽব্যক্তেতরশ্চাসি প্রাকাম্যস্তে বিভূতিষু॥"(কুমার ২।১১)

২ জড়। (অমর) (ক্লী) স্থূল-অচ্। ৩ কূট। ৪ সমূহ। (মেদিনী) (পুং) ৫ পনস। (রাজনি°) ৬ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৩) ৭ কন্দবিশেষ। ৮ তুদবৃক্ষ। (ভাবপ্র°) ৯ প্রিয়ঙ্গু নামক তৃণধান্য। (রাজনি°)

স্থূলক (পুং) স্থূল এব কন্। তৃণবিশেষ, চলিত উলু।

'সূচ্যগ্রঃ স্থূলকো দর্ভো জর্ণাখ্যশ্চ স্বরচ্ছদঃ।' (রত্নমালা)

(ত্রি) স্থূল স্বার্থে কন। বা স্থূল প্রকার ইতি (স্থূলাদিভ্যঃ প্রকারবচনে কন্। পা ৫।৪।৩) ইতি কন্। ২ স্থূলশব্দার্থ।

স্থূলকঙ্গু (পুং) স্থূলঃ কঙ্গুঃ। বরকধান্য। চলিত কামিনীধান। (রাজনি°)

স্থূলকণা (ক্লী) স্থূলা কণা যস্যাঃ। স্থূলজীরক। (রাজনি°)

স্থূলকণ্টক (পুং) স্থূলাঃ কণ্টকা যস্য। জালবর্ব্বুর। (রাজনি°)

স্থূলকণ্টকিকা (স্ত্রী) স্থূলাঃ কণ্টকা যস্যাং, ততঃ কাপি অত ইত্বং। শাল্মলিবৃক্ষ। (শব্দচ°)

স্থূলকণ্টা (ক্লী) স্থূলঃ কণ্টো যস্যাঃ। বৃহতী। (রাজনি°)

স্থূলকন্দ (পুং) স্থূলঃ কন্দঃ। রক্তলশুন।

"স্থূলকন্দস্তু নাত্যুষ্ণঃ শূরণো গুদকীলহা।" (সুশ্রুত ১।৪৬)

২ শূরণ ওল। ৩ হস্তিকন্দ। ৪ মানকন্দ। (রাজনি°)

স্থূলকন্দক (পুং) স্থূল-কন্দ-স্বার্থে কন্। স্থূলকন্দশব্দার্থ।

স্থূলকর্ণ (পুং) ঋষিবিশেষ। ইঁহার নামান্তর স্থূলকর্ণ। (ভারত)

স্থূলকাষ্ঠদহ (পুং) স্থূলকাষ্ঠং দহতীতি দহ-কিপ্। স্থূলকাষ্ঠস্য ধক্ ইতি বা। বৃহৎকাষ্ঠাগ্নি, পর্য্যায়—স্কন্ধানল। (জটাধর)

স্থূলকাষ্ঠাগ্নি (পুং) স্থূলকাষ্ঠস্য অগ্নিঃ। বৃহৎ কাষ্ঠানল। পর্য্যায়—স্কন্ধাগ্নি। (হারাবলী)

স্থূলকুমুদ (পুং) শ্বেতকরবীর। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলকেশ (পুং) ঋষিবিশেষ। (ভারত আদিপ°)

স্থূলক্ষেড় (পুং) স্থূলঃ ক্ষেড়ঃ। বাণ। (ত্রিকা°)

স্থূলঙ্করণ (ত্রি) স্থূলতাজনক।

স্থূলগ্রন্থি (স্ত্রী) মহাভবীবচা, মহাভরীবচ। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলচঞ্চু (পুং) স্থূলা চঞ্চুরিব শিখা যস্য। মহাচঞ্চুশাক।

স্থূলচম্পক (পুং) শ্বেতচম্পক, সাদা চাঁপা। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলচাপ (পুং) স্থূলশ্চাপঃ। তূলপরিষ্কারার্থ ধনুঃ। তূলা ধোনা ধনুক। (শব্দরত্না°) শব্দরত্নাবলীতে এই পাঠ ধৃত হইয়াছে, কিন্তু এই পাঠ সাধু নহে। 'তূলচাপ' এই পাঠই সাধু।

স্থূলচূড় (ত্রি) মোটা চূড়াযুক্ত।

স্থূলজঙ্ঘা (স্ত্রী) সমিধ্‌ভেদ।

স্থূলজিহ্ব (ত্রি) ১ মোটা জিহ্বাযুক্ত। (পুং) ২ ভূতভেদ।

স্থূলজীরক (পুং) স্থূলো জীরকঃ। জীরকভেদ, মোটা কালজীরা, হিন্দী—মগরেলা, কলৌঞ্জী। পর্য্যায়—দিব্যা, উপকুঞ্চিকা,

কালা, পৃথ্বী, স্থূলকণা, পৃথু. মনোজ্ঞা, জারণী, জীর্ণা, তরুণ, সুষবী, কারবী, পৃথ্বীকা। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বাতগুল্ম, আমদোষ, শ্লেষ্মা, আধ্মান ও কৃমিনাশক। দীপন। (রাজনি°)

[জীরক শব্দ দেখ।]

স্থূলতণ্ডুল (পুং) স্থূলশালি, মোটা হৈমন্তিক ধান। (রাজনি°)

স্থূলতা (স্ত্রী) স্থূলস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্থূলের ভাব বা ধর্ম্ম। ১ স্থূলত্ব, পীনতা। ২ আধিক্য, বৃহত্ত্ব।

স্থূলতাল (পুং) স্থূলস্তালঃ। হিন্তাল, চলিত হেঁতাল।

স্থূলতিন্দুক (পুং) কাকতিন্দুক, চলিত মাকড়াগাব।

স্থূলত্ব (ক্লী) স্থূলস্য ভাবঃ। স্থূলতা।

স্থূলত্বচা (স্ত্রী) স্থূলা ত্বক্ যস্যাঃ। কাশ্মীরী, চলিত গামারগাছ।

স্থূলত্বচ্ (ত্রি) স্থূলা ত্বক্ যস্য। যে সকল জীবের দেহ স্থূল চর্ম্মে আবৃত থাকে। হস্তী, খড়্গী, শূকর প্রভৃতি।

স্থূলদণ্ড (পুং) স্থূলো দণ্ডো যস্য। ১ দেবনল চলিত, মহানল।

স্থূলদর্ভ (পুং) স্থূলো দর্ভো যস্য। মুঞ্জ, তৃণ। (রাজনি°)

স্থূলদলা (স্ত্রী) স্থূলং দলং যস্যাঃ। গৃহকন্যা, চলিত ঘৃতকুমারী।

স্থূলনাল (পুং) স্থূলো নালঃ। দেবনল, বড়নল। (রাজনি°)

স্থূলনাস (পুং) স্থূলা নাসা যস্য। শূকর। (রাজনি°)

স্থূলনাসিক (পুং) স্থূলা নাসিকা যস্য। (অঞ্ নাসিকায়াঃ সংজ্ঞায়াং নসং চাস্থূলাৎ। পা ৫।৪।১১৮) ইত্যত্র স্থূলবর্জ্জনাৎ ন নসাদেশঃ। ১ শূকর। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ পীননাসাযুক্ত, স্থূলনাসিকাবিশিষ্ট।

স্থূলনিম্ব (ক) (পুং) মহানিম্ববৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলনীল (পুং) রণগৃধ্র, চলিত বাজ। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলপট (ত্রি) স্থূলঃ পটো যস্য। পীবর বস্ত্রযুক্ত, স্থূলবস্ত্রবিশিষ্ট, প্রবাদ আছে যে, যাহারা মোটা ভাত খায়, মোটা কাপড় পরে, যদি তাহাদের কন্যা না থাকে, তাহা হইলে তাহারা প্রলয় কালেও অবসন্ন হয় না।

"হ্রস্বগৃহাঃ স্থূলপটা যবগোধূমশালিনঃ।
প্রলয়েহপি ন সীদন্তি যদি কন্যা ন বিদ্যতে॥" (উদ্ভট)

(পুং ক্লী) ২ স্থূলবস্ত্র, মোটা কাপড়।

স্থূলপট্ট (পুং) স্থূলঃ পট্ট কৌষেয় ইব। কার্পাস।

স্থূলপট্টাক (পুং) স্থূলপট্টং কার্পাসং অকতি প্রাপ্নোতি কারণত্বেনেতি অক গতৌ অণ্। স্থূলবস্ত্র। (শব্দরত্না°)

স্থূলপত্র (পুং) ১ মদনকন্টক, চলিত দনা। (রাজনি°) সপ্তপর্ণবৃক্ষ, চলিত ছাতিমগাছ। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলপর্ণী (স্ত্রী) সপ্তপর্ণবৃক্ষ, ছাতিমগাছ। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলপাদ (পুং) স্থূলঃ পাদো যস্য। ১ হস্তী। (শব্দমালা) ২ শ্লীপদী, যাহার পায় গোদ আছে।

স্থূলপুষ্প (পুং) স্থূলং পুষ্পং যস্য। ১ বকবৃক্ষ। বাকসগাছ। (রত্নমালা) ২ ঝণ্টুক্ষুপ। (রাজনি°)

স্থূলপুষ্পা (স্ত্রী) স্থূলং পুষ্পং যস্যাঃ। পর্ব্বতজাতা অপরাজিতা। ২ আস্ফোতা, চলিত হাপরমালী। (রত্নমালা)

স্থূলপুষ্পী (স্ত্রী) স্থূলং পুষ্পং যস্যাঃ ঙীষ্। যবতিক্তা।

স্থূলপ্রিয়ঙ্গু (স্ত্রী) বরকধান্য, চলিত কামিনী ধান। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলফল (পুং) স্থূলং ফলং যস্য। ১ শাল্মলিবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ মহানিম্ববৃক্ষ, বড়নেবুর গাছ। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলফলা (স্ত্রী) শণপুষ্পী, চলিত শণগাছ।

স্থূলবাহু (পুং) কথাসরিৎসাগরোক্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

স্থূলভ (ত্রি) স্থূল।

স্থূলভদ্র (পুং) স্থূলং প্রচুরং ভদ্রং শুভং যস্য। শ্রুতকেবলিনামক জৈন ভেদ। (হেম) [জৈন শব্দ দেখ।]

স্থূলভাব (পুং) স্থূলবিষয়।

স্থূলভুজ (পুং) বিদ্যাধরবিশেষ। (কথাসরিৎসা°)

স্থূলভূত (পুং) ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও আকাশ পঞ্চীকৃত এই পাঁচটী ভূত। স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে ভূত দুই প্রকার, বেদান্ত মতে অপঞ্চীকৃত অবস্থায় ভূতসকল সূক্ষ্মভূত এবং পঞ্চীকৃত অবস্থায় স্থূলভূত নামে অভিহিত হয়। [ভূত শব্দ দেখ।]

স্থূলমরিচ (ক্লী) স্থূলং মরিচং। কক্কোল। (রাজনি°)

স্থূলমুখ (ত্রি) স্থূলং মুখং যস্য। স্থূল মুখবিশিষ্ট।

স্থূলমূল (ক্লী) স্থূলং মূলং যস্য। চাণক্যমূল, চলিত চামার আলু।

স্থূলম্ভবিষ্ণু (ত্রি) স্থূলং ভবতি স্থূল-ভূ (কর্ত্তরি ভুবঃ খিষ্ণুচ্-খুকঞৌ। পা ৩।২।৫৭) ইতি খিষ্ণুচ্, মুমাগমঃ। যিনি স্থূল হন, স্থূলত্বাবুক।

স্থূললক্ষ (ত্রি) স্থূলং প্রচুরং লক্ষয়তি দানার্থমিতি লক্ষ-অণ্। ১ বহুপ্রদ, যিনি অনেক প্রদান করেন।

"মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষঃ কৃতজ্ঞো বৃদ্ধসেবকঃ।
বিনীতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্যস° ১৩০৮)

২ বিদ্বান্, কৃতবিদ্য। ৩ কৃতজ্ঞ।

স্থূললক্ষিতা (স্ত্রী) বহুদানশীলা।

স্থূললক্ষ্য (ত্রি) স্থূলং প্রচুরং বস্তু লক্ষ্যমস্য। বহুপ্রদ, অতিদানকারী।

"অকত্থনো মানয়িতা স্থূললক্ষ্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
সুহৃদ্বশ্চান্নপানেন বিবিদেনাভিবর্ষতি॥" (ভারত ২।৪৫।১১)

স্থূলবয়ংকৃৎ (পুং) স্থূলস্য বয়নঃ কৃৎ কারকঃ। ব্রাহ্মণযষ্টিকা। ভাগী, বামনহাটী। (শব্দচ°)

স্থূলবর্ব্বরিকা (স্ত্রী) মহাবর্ব্বরবৃক্ষ, বড়বাবলাগাছ।

স্থূলবল্কল (পুং) স্থূলং বল্কলং যস্য। রক্তলোধ্র। (জটাধর)

স্থূলবালুকা (স্ত্রী) মহাভারতোক্ত নদীভেদ।

স্থূলবৃক্ষফল (পুং) স্থূলং বৃক্ষফলং যস্য। স্নিগ্ধপিণ্ডীতরু, ময়নাবৃক্ষবিশেষ। (রাজনি°)

স্থূলবৈদেহী (স্ত্রী) স্থূলা বৈদেহী বিদেহভবা চ। গজপিপ্পলী।

স্থূলশর (পুং) স্থূলঃ শরঃ। শরবিশেষ, চলিত মোটা শর, পর্য্যায়—মহাশর, স্থূলশায়ক, ইক্ষুরক, ক্ষুরপত্র, বহুমূল, দীর্ঘমূলক, গুণ—মধুর, সুতিক্ত, কোষ্ণ, কফ, ভ্রান্তি ও মদাপহ, বলবীর্য্যকারক, ইহা নিত্য সেবনে কিঞ্চিৎ বাতবৰ্দ্ধক। (রাজনি°)

স্থূলশাকিনী (স্ত্রী) রাজশাকিনী। (রাজনি°)

স্থূলশাটক (পুং) স্থূলঃ শাটকঃ। ১ পীনবস্ত্র, চলিত মোটা কাপড়। পর্য্যায়—বরাশি, বরাসি। (জটাধর)

স্থূলশাটকা (স্ত্রী) স্থূলবস্ত্র। (অমরটীকা)

স্থূলশাটিকা (স্ত্রী) স্থূলা শাটিকা। স্থূলবস্ত্র।

স্থূলশালি (পুং) স্থূলঃ শালিঃ। শালিধান্যভেদ, মোটা হৈমন্তিক ধান্য। পর্য্যায়—মহাশালি, স্থূলাঙ্গ, স্থূলতণ্ডুল, গুণ—স্বাদু, মধুর, শিশির, পিত্তনাশক, জীর্ণজ্বর, দাহ, জঠরপীড়ানাশক, শিশু, যুবা ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে হিতকর। এই ধান্য সেবন করিলে অগ্নিবল ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। (রাজনি°)

স্থূলশিম্ব (পুং) অসিশিম্বী, এক প্রকার শিম্বীভেদ। (রাজনি°)

স্থূলশিম্বী (স্ত্রী) শ্বেতনিষ্পাব, সাদাশিম।

স্থূলশিরস্ (ক্লী) স্থূলং শিরঃ। ১ বৃহন্মস্তক। স্থূলং শিরো যস্য। ২ মুনিবিশেষ।

"বকোদাল্ভঃ স্থূলশিরাঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ শুকঃ।"

(ভারত ২।৪।১১)

(ত্রি) ২ স্থূল মস্তকযুক্ত।

স্থূলশীর্ষিকা (স্ত্রী) শরীরাপেক্ষয়া স্থূলং শীর্ষমস্যা, স্থূলশীর্ষা স্বার্থে কন্ টাপ্। ১ ক্ষুদ্র পিপীলিকা। (হেম) (ত্রি) ২ বৃহন্মস্তক।

স্থূলশূরণ (ক্লী) শূরণভেদ, এক প্রকার ওল।

স্থূলষট্পদ (পুং) স্থূলষট্পদ। বরেল, চলিত বোলতা।

স্থূলসায়ক (পুং) স্থূলশর। (রাজনি°)

স্থূলস্কন্ধ (পুং) স্থূলঃ স্কন্ধো যস্য। লকুচবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্থূলহস্ত (পুং) স্থূলো হস্তঃ। হস্তিশুণ্ড। (ত্রিকা°)

'স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপততোদঙ্মুখঃ খং।

দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥" (মেঘদূত ১৪)

(ত্রি) স্থূলৌ হস্তৌ যস্য। ২ পীনভুজ।

স্থূলা (স্ত্রী) স্থূল-টাপ্। ১ গজপিপ্পলী। (শব্দচ°) ২ এর্ব্বারু। (রাজনি°) ৩ বৃহদেলা। (রত্নমালা)

স্থূলাংশা (স্ত্রী) স্থূলোঽংশো যস্যাঃ। গন্ধপত্র। (রাজনি°)

স্থূলাক্ষ (পুং) স্থূলে অক্ষিণী যস্য। ১ ঋষিবিশেষ। (ভারত) ২ রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৩।২৯।৩২)

স্থূলাঙ্গ (পুং) স্থূলশালি, মোটাধান। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ২ স্থূল অঙ্গবিশিষ্ট। মোটা শরীরযুক্ত।

স্থূলাজাজী (স্ত্রী) স্থূলজীরক, চলিত মোটা জীরা।

স্থূলান্ত্র (ক্লী) তন্নামক কোষ্ঠাঙ্গ, মোটা আঁৎড়ি।

স্থূলাম্র (পুং) মহারাজ চূতবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্থূলারুষ্ক (ক্লী) ক্ষুদ্র কুষ্ঠভেদ, কুষ্ঠরোগবিশেষ। এই কুষ্ঠ রোগে সন্ধিস্থলে স্থূল ও অতি দারুণ শোফ হইয়া থাকে। ইহা অতি কষ্টদায়ক। (সুশ্রুত নি° ৫ অ°) [কুষ্ঠরোগ দেখ]

স্থূলাস্য (পুং) স্থূলং আস্যং যস্য। ১ সর্প। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ বৃহন্মুখ।

স্থূলিন্ (পুং) স্থূলং শরীরং অস্যাস্তীতি ইনি। উষ্ট্র।

স্থূলৈরণ্ড (পুং) বৃহদেরণ্ডবৃক্ষ, বড় ভেরেণ্ডাগাছ। পর্য্যায়—মহৈরণ্ড, মহাপঞ্চাঙ্গুল।

"স্থূলৈরণ্ডো গুণাঢ্যঃ স্যাদ্রসবীর্য্যবিপত্তিষু।" (রাজনি°)

স্থূলৈলা (স্ত্রী) স্থূলা এলা। এলাবিশেষ। চলিত বড় এলাচী, হিন্দী বড় এলাইচ, তামিল এল, মহারাষ্ট্র এলদোড়ি। সংস্কৃত পর্য্যায়—বৃহদেলা, ত্রিপুটা, ত্রিদিবোদ্ভব, সুরভীত্বক্, মহৈলা, পৃথ্বী, কন্যা, কুমারিকা, কায়স্থা, গোপুটা, ভদ্রৈলা, কান্তা, ঘৃতাচী গর্ভসম্ভবা, ইন্দ্রাণী, দিব্যগন্ধা, ঐন্দ্রী। গুণ—শীতল, তিক্ত, উষ্ণ, সুগন্ধি, পিত্তপীড়া ও কফনাশক, হৃদ্রোগ মলার্ত্তি, বস্তিকারক, পুংস্ত্বনাশক, ইহা অধিক দিনের হইলে বিশেষ গুণকারক হয়। (রাজনি°)

স্থূলোচ্চয় (পুং) স্থূলানামুচ্চয়ো যত্র। ১ গণ্ডোপল। ২ গজদিগের মধ্যমগতি।

"স্থূলোচ্চয়েনাগমদন্তিকাগতাং

গজোঽগ্রযাতাগ্রকঃ করেণুকাং।" (মাঘ ১২।১৬)

৩ অসাকল্য। ৪ বরণ্ড। (মেদিনী) ৫ হস্তিদন্তরন্ধ্র। (শব্দমালা)

স্থেমন্ (পুং) উৎসবকাল।

স্থেয় (পুং) তিষ্ঠতি বিবাদনির্ণয়ার্থমস্মিন্নিতি, স্থা-যৎ। বিবাদপক্ষের নির্ণেতা।

"কান্তান্তিকো ভিষক্সভ্যো গুরুর্মন্ত্রী পুরোহিতঃ।

দূতঃ স্থেয়ো লেখকো বা ন তদাভূদপণ্ডিতঃ॥" (রাজতর° ৬।১৩।) ২ পুরোহিত। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ স্থিরতর। (হেম)। (ক্লী) স্থা-ভাবে যৎ। ৪ স্থাতব্য।

"বলিনঃ সন্নিকর্ষে তু ন স্থেয়ং পণ্ডিতেন বৈ।

অপক্রামেদ্ধি কালজ্ঞঃ সমর্থো যুদ্ধমাবহেৎ॥"

(হরিবংশ ৯৫।৭)

স্থেয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন স্থিরঃ স্থির-ঈয়সুন্ (প্রিয়-

স্থিরেতি। পা ৬।৪।১৫৭) ইতি স্থাদেশঃ। স্থিরতর, অতিশয় স্থির। ২ শাশ্বত। (ভরত)

স্থেরষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন স্থিরঃ স্থির-ইষ্ঠন্ (প্রিয়স্থিরেতি। পা ৬।৪।১৫৭) ইতি স্থাদেশঃ। অতিশয় স্থির। (হেম)

স্থৈরকায়ন (পুং) স্থিরকস্য গোত্রাপত্যং স্থিরক (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯) ইতি ফক্। স্থিরকের গোত্রাপত্য।

স্থৈর্য্য (ক্লী) স্থিরস্য ভাবঃ স্থির-ষঞ্। স্থিরত্ব, স্থিরতা। দৃঢ়তা। গর্ভস্থ বালকের চতুর্থ মাসে অঙ্গসমূহের স্থিরতা হয়।

"স্থৈর্য্যং চতুর্থেঽঙ্গানাং পঞ্চমে শোণিতোদ্ভবঃ।
ষষ্ঠে বলস্য বর্ণস্য নখরোমাঞ্চ সম্ভবঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য° ৩।৮০)

২ দৃঢ়তা।

"মহেন্দ্রসদৃশঃ শৌর্য্যে স্থৈর্য্যে চ হিমবানিব।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে সহিষ্ণুত্বে ধরাসমঃ॥" (ভারত ৬।১৬।৮)

স্থৈর্য্যবত্ত্ব (ক্লী) স্থৈর্য্যবতো ভাবঃ স্থৈর্য্যবৎ ভাবে ত্ব। স্থৈর্য্য-বিশিষ্টের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্থৈর্য্যবৎ (ত্রি) স্থৈর্য্য অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। স্থৈর্য্যবিশিষ্ট, স্থিরতাযুক্ত।

স্থোরিন্ (পুং) ভারবাহক অশ্ব, যে সকল অশ্ব ভার বহন করে।

স্থৌণাভারিক (ত্রি) স্থূণাভারং হরতি বহতি আবহতি বা (তদ্ধ-রতি বহত্যাবহতি ভারাদ্বংশাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৫০) ইতি ঠঞ্। স্থূণাভারহরণকারী বা স্থূণাভারবহনকারী।

স্থৌণিক (ত্রি) স্থূণাসম্বন্ধীয়।

স্থৌণেয় (ক্লী) স্থূণায়াং ভবং স্থূণা-ঢক্। ১ গ্রন্থিপর্ণ নামক গন্ধ-দ্রব্য। চলিত গাঁঠিয়ালা, সুগন্ধ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, হিন্দী থুনের। পর্য্যায়—বর্হিঃশিখ, শুকচ্ছদ, ময়ূরচূড়, শুকপুচ্ছক, বিকীর্ণরোম, কীরবর্ণক, বিকীর্ণসংজ্ঞ, হরিত। গুণ—সুগন্ধি, কটু, তিক্ত, পিত্ত-প্রকোপশমক, বলপুষ্টিবিবর্দ্ধন। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে পর্য্যায়—নিশাচর, ধনহর, কিতব, গণহাসক, রোচক। গুণ—মধুর, তিক্ত, কটু, লঘু, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, হিম, কুষ্ঠ, কণ্ডু, কফ ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্র°) নেপালদেশে ভটিউর নামে প্রসিদ্ধ।

স্থৌণেয়ক (ক্লী) স্থৌণেয়মেব স্বার্থে কন্ স্থৌণেয় শব্দার্থ।

স্থৌর (পুং) পৃষ্ঠারোপিত ভারাদি।

স্থৌরিন্ (পুং) খরবৃষভবৎ পৃষ্ঠ দ্বারা ভারবাহক অশ্ব, বলদাদি, যেরূপ পৃষ্ঠ দ্বারা ভারবহন করে, সেইরূপ ভারবহনকারী অশ্ব। ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—'স্থূল্যতে সংব্রিয়তে পৃষ্ঠমনয়া স্থূরা-স্থল অ, নিপাতনাৎ লস্য রত্বং স্থূরা পর্য্যয়ণং, তস্যা ইদামাত ক্তে স্থৌরং পৃষ্ঠারোপিতভারাদিকং তদস্যাস্তীতি ইনি।' (ভরত)

স্থৌর্য্য (পুং) পৃষ্ঠারোপিত ভারবহন।

স্থৌলক (ত্রি) স্থূলতাসম্বন্ধীয়।

স্থৌলপিণ্ডি (পুং) স্থূলপিণ্ড অপত্যার্থে ইঞ্। স্থূলপিণ্ডের গোত্রাপত্য।

স্থৌললক্ষ্য (ক্লী) বহুপ্রদত্ব। অতিশয় দাতৃত্ব।

"আর্য্যতা পুরুষজ্ঞানং শৌর্য্যং করুণবেদিতা।
স্থৌললক্ষ্যঞ্চ সততমুদাসীনগুণোদয়ঃ॥" (মনু ৭।২১১)
'স্থৌললক্ষ্যং বহুপ্রদত্বং' (কুল্লূক)

স্থৌলশীর্ষ (ত্রি) স্থূলশিরস ইদমিতি স্থূলশিরস্-অণ্ (অচি শীর্ষঃ। পা ৬।১।৬২) ইতি শীর্ষাদেশঃ। বৃহৎ মস্তকসম্বন্ধী। (কাশিকা)

স্থৌল্য (ত্রি) স্থূলস্য ভাবঃ, স্থূল-ষ্যঞ্। স্থূলতা, স্থূলত্ব, স্থূলের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ রোগবিশেষ, স্থৌল্যরোগ, এই রোগে রোগী কেবল মোটা হয়। বৈদ্যকশাস্ত্রে এই রোগের নিদান ও চিকিৎ-সাদির বিবরণ লিখিত আছে, সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল।

নিদান—যে সকল মনুষ্য কায়িক পরিশ্রমে বিরত থাকিয়া অনবরত দিবা নিদ্রা এবং অত্যন্ত শ্লেষ্মাজনক দ্রব্য সেবন করে, তাহাদের ভুক্তান্নের সারভূত সমস্ত রস মধুরতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং স্নেহবাহুল্যপ্রযুক্ত মেদবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বর্দ্ধিত মেদ দ্বারা স্রোতঃ সকল রুদ্ধ থাকাপ্রযুক্ত অন্যান্য ধাতুপুষ্টি হইতে পারে না, সুতরাং কেবল মেদই সঞ্চয় হইতে থাকে। এই জন্য রোগী স্থূল হইয়া পড়ে এবং স্থূলতাপ্রযুক্ত রোগী তখন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

এই রোগে ক্ষুদ্রশ্বাস, পিপাসা, মোহ, নিদ্রাধিক্য, হঠাৎ উচ্ছ্বাস, শরীরের অবসন্নতা, ক্ষুধাধিক্য ও ঘর্ম্মে অতিশয় দুর্গন্ধ হয়, এবং রোগীর বলহ্রাস ও মৈথুনশক্তির অল্পতা হয়। সকল প্রাণীরই উদরে মেদ আছে, এই জন্য প্রায়শ উদরেই মেদ বর্দ্ধিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই রোগ হইলে মেদ দ্বারা স্রোতঃ সকল অবরুদ্ধ থাকা প্রযুক্ত, অন্তঃকোষ্ঠে সম্যক্ প্রকারে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া জঠরাগ্নিকে উদ্দীপন ও ভুক্ত দ্রব্যকে শোধন করে, এই কারণে অতি অল্পকাল মধ্যেই আহারীয় দ্রব্য পরিপাক হইয়া পুনর্ব্বার ভোজনাভিলাষ হয় এবং ক্ষুধার সময় অতিক্রম করিলে নানা প্রকার কষ্টকর বাতরোগ হইয়া থাকে। অগ্নি ও বায়ু এই দুইটাই বিশেষ উপদ্রবজনক। বায়ু ও দাবানল একত্র হইয়া যেমন বন দগ্ধ করে, সেইরূপ আভ্যন্তরিক বায়ু ও অগ্নি এই উভয়ে মিলিত হইয়া স্থূল শরীর নষ্ট করিয়া থাকে।

এই স্থৌল্য রোগে অতিশয় মেদবৃদ্ধি হয় বলিয়া বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া নানা প্রকার মারাত্মক রোগ উৎপাদন-পূর্ব্বক শীঘ্রই রোগীর জীবন নাশ করে। মেদ ও মাংস বর্দ্ধিত হইয়া যাহার স্ফিক্, উদর ও স্তন চালিত হয়, এবং শরীরের উপচয়

অসম্ভব হয়, অর্থাৎ অতিশয় মোটা হয়, তাহাকে স্থূল কহে। এই রোগীর অতি কষ্টকর কুষ্ঠ, বীসর্প, ভগন্দর, জ্বর, অতীসার, মেহ, অর্শ, শ্লীপদ, অপচী ও কামলা জন্মে এবং ঘর্ম্মে অতি দুর্গন্ধ ও ঘর্ম্ম হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই স্থৌল্যরোগ বিশেষ কষ্টকর। ইহাতে রোগীর শরীর এত মোটা হয় যে, তাহাতে রোগী শরীরের ভারে সর্ব্বদাই অস্থির হইয়া থাকে, শয়নে, ভোজনে, আহারে, বিহারে, সর্ব্বদাই তাহার বিশেষ কষ্ট হয়, জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠে। সুতরাং এই রোগ হইবামাত্রই বিশেষ সাবধান হইয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক। আলস্যপরতন্ত্র লোকেরই অধিকাংশ স্থলে এই ব্যাধি হইয়া থাকে। যাহারা রীতিমত পরিশ্রম করে, তাহাদের প্রায়ই এই ব্যাধি হয় না।

চিকিৎসা—এই রোগীকে পুরাতন শালি, মুগ, কুলথ-কলায়, বনকোদ্রব ও কোদ্রব সেবন এবং লেখনবস্তি-প্রয়োগ করাইবে। ধূমপান, ক্রোধ, রক্তমোক্ষণ এবং ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইলে যব ও গোধূমকৃত খাদ্যভোজন হিত-কর। যথোপযুক্ত উপবাস, অসুখজনক শয্যা, এবং সত্ত্ব, উদারতা ও তমোরাহিত্য এই সমস্ত দ্বারা সন্তর্পণজনিত স্থৌল্য-রোগ বিনষ্ট হয়। পরিশ্রম, চিন্তা, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, পথপর্য্যটন, অশ্বারোহণ, মধুভোজন, রাত্রিজাগরণ, এই সকল দ্বারা স্থূলতা নষ্ট হয়। যব ও শামাধান্য ভোজন করিলে এই রোগের বিশেষ উপকার হয়। চই, জীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল ও চিতা, এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত চূর্ণ হইতে ১৬ গুণ খৈর ছাতু মিলিত করিয়া দধির মাতের সহিত পান করিলে অগ্নির দীপ্তি হইয়া মেদ বিনষ্ট হয়, মেদ নষ্ট হইলে এই রোগ আপনিই নিরাকৃত হয়। ত্রিফলা ও ত্রিকটু তৈল ও লবণ সহ-যোগে ৬ মাস সেবন করিলে কফমেদ ও বায়ু বিনষ্ট হয়। বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠী, যবক্ষার, কান্তলৌহ, যব ও আমলকীর চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত সেবন করিলে স্থৌল্য নষ্ট হয়। শুষ্ক মূলাচূর্ণ, বা ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন, কিংবা অতুল্যমানে মধু মিশ্রিত জল পান করিলে অথবা বিল্বাদি পঞ্চমূলচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিয়া মণ্ডপান করিলে নিশ্চয়ই স্থৌল্য নষ্ট হয়।

পলতা, চিতা, বালা ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য একত্র পুটপাক করিয়া যথামাত্রায় সেবন, অথবা ভেরেণ্ডার পাতার ক্ষার হিঙ্গু সংযোগে সেবন করিয়া মণ্ড, গমের ছাতু বা যবের ছাতু সেবন করিলে এই রোগে বিশেষ উপকার হয়। মধুসংযুক্ত ত্রিফলার কাথ পান করিলে কিংবা গুলঞ্চ ও ত্রিফলার কাথে লৌহ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। শিলাজতু বা গুগ্‌গুলু যথা-বিধানে পাক করিয়া মধুর সহিত লেপন করিলেও এই রোগ বিনষ্ট হয়। চিতামূলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিয়া মেদোঘ্ন হিতকর দ্রব্য আহার করিলে কিংবা ভেরেণ্ডার মূল মধু মাখাইয়া এক রাত্রি রাখিয়া দিবে, পর দিন উহা রগড়াইয়া সেই রস পান করিলে এই রোগে বিশেষ উপকার হয়। প্রাতঃকালে সম-ভাগে মধুসংযুক্ত জলপান করিলে এবং উষ্ণ অন্ন ও মণ্ড পান করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। বদরীপত্রের কল্ক, এবং কাঁজি দ্বারা পেয়া পাক করিয়া পান অথবা গণিয়ারির রস বা কাথের সহিত শিলাজতু সেবন করিলে স্থূলতা আশু বিনষ্ট হয়। শিলাজতু, কুড়, অগুরু, দেবদারু, রেণুকা, মুস্তক, পঞ্চপল্লব, অর্থাৎ আম, জাম, কত্‌বেল, ছোড়ঙ্গ ও বিল্বপত্র, সরলবৃক্ষ, পিড়িংশাক, মউল ফুল ও লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য ধুতূরার রস দ্বারা পেষণ করিয়া গাঢ়রূপে উদ্বর্ত্তন করিলে এই রোগ বিনষ্ট হয়। ত্রিকটু, চিতা, মুথা, বিড়ঙ্গ ও বচ এই সকলের চূর্ণ তুল্য ঘৃত সহযোগে গুগ্‌গুলু ভক্ষণ করিলে কফ বায়ু ও মেদোদোষ জন্য বলবৎ ব্যাধিও শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন অমৃতাদিগুগ্‌গুলু, দশাঙ্গগুগ্‌গুলু, লৌহারিষ্ট, ব্যোষাদ্য শক্তুপ্রয়োগ, ত্রিফলাদ্যতৈল ও মহাসুগন্ধি-তৈল প্রভৃতি বিশেষ উপকারী।

এই রোগে গুগ্‌গুলু, তালমূলী, ত্রিফলা, খদির, বাসক, তেউড়ী, মুণ্ডীরী, সিজ, নিসিন্দা ও চিতা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে /১॰ সের গ্রহণ করিয়া দুই মণ জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। অনন্তর ছাকিয়া ঐ কাথের সহিত লৌহ দেড় সের, পুরাতন ঘৃত ৪ সের ও চিনি এক সের মিলিত করিয়া তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে পাক করিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে মধু দুইসের, শিলাজতু এক পোয়া, এলাচি ও দারুচিনি এক ছটাক, বিড়ঙ্গ দেড় পোয়া, মরিচ এক পোয়া, রসাঞ্জন এক পোয়া, ত্রিফলা এক পোয়া এবং হিরাকস এক পোয়া চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া ও আলোড়ন করিয়া ঘৃতের ভাণ্ডে স্থাপন করিবে। বিরেচনাদি দ্বারা শরীর শোধন করিয়া ইহার ২ তোলা পরিমাণে ভক্ষণ করিবে। অনুপান দুগ্ধ ও জাঙ্গলমাংসরস। স্থৌল্যরোগের ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ। এই ঔষধ বলকারক, রসায়ন, মেধাজনক, বাজীকরণ, শ্রীবর্দ্ধক ও পুত্রজনক। এই ঔষধ সেবন করিয়া কদলী, কন্দ, কাঁজি, করমর্দ্দ, করীর ও করলা প্রভৃতি ককারাদি কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না। (ভাবপ্র° স্থৌল্যরোগাধি°)

স্নপন (ক্লী) স্না-ণিচ্-ল্যুট্। স্নান।

"পূজনাৎ স্নপনং শ্রেষ্ঠং স্নপনাৎ তর্পণং স্মৃতং।
তর্পণাৎ মাংসদানন্তু মহিষাজনিপাতনং।।" (তিথিতত্ত্ব)

স্নপিত (ত্রি) স্না-ণিচ্-ক্ত। কৃতস্নান, যিনি স্নান করিয়াছেন, বা যাহাকে স্নান করান হইয়াছে।

স্নব (পুং) স্নু প্রস্রবণে 'ঋদোরপ্' ইতি অপ্। স্রবণ, ক্ষরণ।

স্নস্, ১ নিষ্ঠীবন। ২ অদন। ৩ অদর্শন। ৪ নিরসন। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্নস্যতি। লিট্ সস্নাস। লৃট্ স্নসিষ্যতি। লুঙ্ অস্নসীৎ। ণিচ্ স্নসয়তি, স্নাসয়তি।

স্নসা (স্ত্রী) স্নায়ু। (হেম)

স্না, স্নান, শৌচ। অদাদি পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ স্নাতি। লিট্ সস্নৌ, সস্নতুঃ। লুট্ স্নাতা। লৃট্ স্নাস্যতি। লিঙ্ স্নায়াৎ, স্নেয়াৎ। লুঙ্ অস্নাসীং, অস্নাসিষ্টাং, অস্নাসিষুঃ। সন্ সিস্নাসতি। যঙ্ সাস্নায়তে। যঙ্লুক্ সাস্নাতি, সাস্নেতি। ণিচ্ স্নাপয়তি, স্নপয়তি।

স্নাত (ত্রি) স্না-ক্ত। কৃতস্নান। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে কৃতস্নান হইয়া করিতে হয়। স্নান না করিলে কোন দৈব বা পৈত্র কর্ম্মে অধিকার হয় না, তবে পীড়িতের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। [স্নান শব্দ দেখ।]

"স্নাতোঽধিকারী ভবতি দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি।
অস্নাতস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ভবন্তি হি যতোঽফলাঃ।
প্রাতঃ সমাচরেৎ স্নানমতো নিত্যমতন্দ্রিতঃ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

স্নান না করিয়া কার্য্য করিলে তাহার কোন ফল হয় না।

স্নাতক (পুং) স্নাত এব স্না (যাবাদিভ্যঃ কন্। পা ৫।৪।২৯) ইতি স্বার্থে কন্। আপ্লুতব্রতী, যিনি ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের পর স্নান করিয়া সংসারাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্নাতক কহে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্য সমাধানপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট, ব্রহ্মচর্য্যানন্তর সমাবর্ত্তন সময়ে স্নানকারী। অমরটীকায় ভরত স্নাতক শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন যে, যিনি ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাকে স্নাতক কহে। যিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নানশীল এবং আশ্রমান্তর গ্রহণ করেন নাই, তাহাকেও স্নাতক কহে। এই স্নাতক ত্রিবিধ, ব্রতস্নাতক, বিদ্যাস্নাতক ও উভয়স্নাতক। শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যাচরণের যে কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া অসমাপ্তবেদ অর্থাৎ সমগ্র বেদপাঠ শেষ না হইতে যিনি আশ্রমান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহাকে ব্রতস্নাতক কহে। বেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুর নিকটে অবস্থানপূর্ব্বক যিনি বেদাধ্যয়ন করেন এবং অন্য কোন আশ্রমান্তর গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে বিদ্যাস্নাতক, আর যিনি সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন ও সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া দ্বিতীয়াশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাকে উভয়স্নাতক কহে।

"ব্রহ্মচর্য্যং ত্যক্ত্বা যো গৃহাশ্রমং গতঃ স স্নাতকঃ। সমাপ্তবেদাধ্যয়নো যঃ স্নানশীলঃ আশ্রমান্তরং ন গতঃ সোঽপি স্নাতকঃ। স্নাতকস্ত্রিবিধঃ। ব্রহ্মচর্য্যাচরণস্য যঃ শাস্ত্রবোধিতোঽবধিস্তাবদ্বেদমুপাস্যাসমাপ্তবেদ এবাশ্রমান্তরং গতো যঃ স ব্রতস্নাতকঃ। বেদমধীত্য গুরুসন্নিধৌ বেদাভ্যাসং যঃ করোতি স বিদ্যাস্নাতকঃ। পালিতঃ সম্যগ্‌ব্রতঃ প্রাপ্তবেদো যো দ্বিতীয়াশ্রমং গতঃ স উভয়স্নাতকঃ।" (ভরত)

মন্বাদি সংহিতায়ও এই স্নাতক ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাদির বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে, ইহাতেও স্নাতক ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে, বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাব্রতস্নাতক। এই ত্রিবিধ স্নাতক ব্রাহ্মণ যদি গৃহে আগমন করেন, তাহা হইলে তাহাকে মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিতে হয়। মনুতে লিখিত আছে যে রাজা, পুরোহিত, স্নাতক ব্রাহ্মণ, গুরু প্রভৃতি সম্বৎসরের পর গৃহে সমাগত হইলে গৃহী গৃহোক্ত মধুপর্ক দ্বারা তাহাদিগের পূজা করিবেন। কিন্তু রাজা ও স্নাতক ইঁহারা সম্বৎসরের মধ্যেও যদি যজ্ঞকর্ম্মে উপস্থিত হন, তাহা হইলেও মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিতে হয়। কিন্তু যজ্ঞ ভিন্ন অন্য সময়ে উপস্থিত হইলে মধুপর্ক দিতে হয় না। স্নাতক ব্রাহ্মণ দম্ভব্যাজাদিশূন্য সরল এবং যে জীবিকালাভে কিছু মাত্র শঠতা বা বঞ্চনা করিতে হয় না, যাহা অতিবিশুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে পাপের স্পর্শ মাত্রও নাই এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিবেন। তিনি একমাত্র সন্তোষ অবলম্বন করিয়া অধিক অর্থাদির চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবেন। যে হেতু সন্তোষই সুখের মূল ও অসন্তোষই দুঃখের কারণ। স্নাতক ব্রাহ্মণ সদা নিরলস হইয়া আশ্রমবিহিত বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত সমুদয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। যে সকল বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের শীঘ্র আসক্তি হয়, সেই সকল কর্ম্ম হইতে সদা বিরত থাকিবেন। ইচ্ছা করিয়া কোন বিষয়ে আসক্ত হইবেন না, কোন বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি হইলে মনোবল দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিবে। যে কোনরূপ অর্জ্জন স্বকীয় বেদাভ্যাসের বিরোধী হইবে, কাজেই তাহা পরিত্যাগ করিবেন। যে কোন প্রকারে পরিবার প্রতিপালন করিয়া যদি প্রতিদিন স্বাধ্যায়কার্য্য সাঙ্গ করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার জন্ম সফল হয়। আপনার যেরূপ বয়স, যেরূপ কর্ম্ম, যে প্রকার বেদাধ্যয়ন, বেশ, ভূষা, বাক্য বা বুদ্ধিকে তদনুরূপ করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিবেন।

স্নাতক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। কেহ বা স্বাধ্যায়ে প্রাণবায়ুকে সর্ব্বদা লয় করিয়া অথবা প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুতে বাগিন্দ্রিয়কে সর্ব্বদা বিলীন করিয়া পঞ্চযজ্ঞের অক্ষয় ফল লাভ করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা সমাহিত হইয়া অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করিবেন। বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাব্রত উভয়স্নাতক গৃহস্থ শ্রোত্রিয়দিগকে হব্যকব্য দ্বারা পূজা করিবেন। এই ত্রিবিধ স্নাতক ক্ষুধায় কাতর হইলে, ক্ষত্রিয় রাজার নিকট বা যজমান শিষ্যের নিকট ধন

প্রার্থনা করিবেন। ইহা ভিন্ন আর কাহারও নিকট ধন প্রার্থনা করিবেন না। শক্তি থাকিতে স্নাতক ব্রাহ্মণ কখনও ক্ষুধায় অবসন্ন হইবেন না বা বিভব থাকিতে জীর্ণ মলিন বাস পরিধান করিবেন না। স্নাতক ব্রাহ্মণ কখন মুণ্ডিতমস্তক হইবেন না, কিন্তু কেশ, নখ ও শ্মশ্রু কর্ত্তন করিবেন, তপঃক্লেশসহিষ্ণু হইবেন, শুক্ল বাস পরিধান করিবেন, অন্তর্ব্বাহ্যাদি শুচি হইবেন, প্রতিদিন স্বাধ্যায়কার্য্যে উদ্যোগী থাকিবেন এবং গুরুভোজনাদি বর্জ্জন দ্বারা নিত্য আত্মহিতপরায়ণ হইবেন। ভৈক্ষ্যচর্য্যাদি কালে স্নাতক গৃহস্থ বেণুনির্ম্মিত যষ্টি ও শৌচপ্রস্রাবাদির জন্য জলপূর্ণ কমণ্ডলু সঙ্গে লইবেন এবং সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীত, কুশমুষ্টি ও শোভনদর্শন সুবর্ণময় কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিবেন। উদিত বা অস্তমিত অবস্থায় সূর্য্য দর্শন করিবেন না। রাহুগ্রস্ত সূর্য্য, জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্য এবং আকাশমণ্ডলের মধ্যস্থিত সূর্য্যকে দর্শন করিবেন না। বৎসবন্ধনের রজ্জু উল্লঙ্ঘন, বারিবর্ষণকালে দৌড়িয়া গমন এবং জলে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিবেন না।

স্নাতক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষ প্রহরে জাগরিত হইবেন। জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ এবং কিরূপ কায়ক্লেশে তাহা লভ্য ইহা চিন্তা করিবেন এবং বেদতত্ত্বার্থ পরব্রহ্মের নিরূপণ করিবেন। তৎপরে শয্যাত্যাগ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ ও প্রাতঃস্নানের পর শুচি হইয়া সমাহিত মনে সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন। অপর সন্ধ্যাকালেও গায়ত্রীর উপাসনা করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিতেন বলিয়া দীর্ঘায়ু, প্রজ্ঞা, যশঃকীর্ত্তি এবং ব্রহ্মতেজ লাভ করিতেন।

শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে অথবা ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহ্যানুসারে উপাকর্ম্ম সমাপন করিয়া সার্দ্ধ-চারিমাস বেদ অধ্যয়ন করিবেন। আচার্য্যের উপাসনার্থ যে হোমাদি করা যায়, তাহাকে উপাকর্ম্ম বলে। অনন্তর সার্দ্ধ চারিমাসের পর পৌষ মাসে পুষ্যানক্ষত্রে গ্রামের বহির্ভাগে গমন করিয়া বেদের উৎসর্গক্রিয়া অর্থাৎ বিসর্জ্জনহোমাদি করিবেন। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের প্রথম দিনে পূর্ব্বাহ্নে ঐ উৎসর্গকর্ম্ম করিতে হইবে। যিনি ভাদ্রমাসের পূর্ণিমাতে উপাকর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছেন, তিনিই মাঘীয় শুক্ল প্রতিপদে উৎসর্গ করিবেন।

এই উৎসর্গ ক্রিয়ার পর হইতে প্রতি শুক্ল পক্ষে সংযত ভাবে বেদ পাঠ করিবে এবং কৃষ্ণপক্ষে সমুদায় বেদাঙ্গ অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণাদি পাঠ করিবেন। অস্পষ্ট ভাবে বেদাধ্যয়ন করিবেন না, শূদ্র ও জনসমীপে বেদ পড়িবেন না এবং রাত্রির শেষ প্রহরে উঠিয়া বেদপাঠে পরিশ্রান্ত হইলে পুনর্ব্বার আর শয়ন করিবেন না। উপরোক্ত বিধানানুসারে সম্যক্‌যুক্ত হইয়া গায়ত্র্যাদি ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রজাত বেদ নিত্য অধ্যয়ন করিবেন। অনাপদ্‌কালে সামর্থ্য থাকিতে ব্রাহ্মণাত্মক বেদসকল যথোক্তবিধানে পাঠ করিতে হয়। অনধ্যায়ে বেদ পাঠ করিবেন না। অন্যের ব্যবহৃত চর্ম্মপাদুকা, বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, মালা ও কমণ্ডলু এ সকল ব্যবহার করিবেন না। যে গ্রামে অধিকসংখ্যক অধার্ম্মিক লোকের বাস তথায় বাস করিবেন না, বহুদিন ব্যাধি-বহুল স্থানে বাস, দূরপথে একাকী গমন, দীর্ঘকাল পর্ব্বতে বাস, শূদ্রবশবর্ত্তী জনপদে বাস, অধার্ম্মিকবহুল দেশে ও বেদবহির্ভূত পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেশে কখন বাস করিবেন না। যে সকল পদার্থের স্নেহময় সারভাগ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা ভোজন করিবেন না। অতি প্রাতে বা অতি সায়ংকালে ভোজন করা নিষিদ্ধ। পূর্ব্বাহ্নে অতিশয় ভোজন করিলে আর সায়ংকালে ভোজন করিবে না। যাহাতে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কোন ফল নাই, এমন বৃথা চেষ্টা করিবেন না। অঞ্জলি দ্বারা জল পান, উরুর উপর রাখিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ এবং প্রয়োজন না থাকিলে বৃথা কোন বিষয়ে কুতূহলী হইবেন না। অশাস্ত্রীয় নৃত্য, গীত, অথবা বাদিত্রবাদন করিবেন না। বাহুর ভিতরে বা উপরে হস্ততল দিয়া আস্ফোটনধ্বনি, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া শব্দ, অনুরাগ ভয়ে গর্দ্দভাদির ন্যায় চীৎকার, কাংস্যপাত্রে পাদধাবন, ভগ্নপাত্রে ভোজন, অথবা যে পাত্রে আহার করিলে মনোভাব অপ্রশস্ত হয়, তাহাতে ভোজন করিবেন না। ইত্যাদি রূপে ত্রিবিধ স্নাতক বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। (মনু ৪ অ°)

স্নাতকব্রত (ক্লী) স্নাতকানাং ব্রতং। স্নাতক ব্রাহ্মণদিগের নিয়ম।

"এষোদিতা গৃহস্থস্য বৃত্তির্বিপ্রস্য শাশ্বতী।
স্নাতকব্রতকল্পশ্চ সত্ত্ববৃদ্ধিকরঃ শুভঃ ॥" (মনু ৪।২৫৯)

স্নাতকব্রতিন্ (ত্রি) স্নাতকব্রত অস্ত্যর্থে ইনি। স্নাতক-ব্রতবিশিষ্ট।

স্নাতব্য (ত্রি) স্না-তব্য। স্নানের যোগ্য, স্নানার্হ।

স্নান (ক্লী) স্না-ল্যুট্। মজ্জন, অবগাহন। পর্য্যায়—আপ্লাব, আপ্লব, অভিষেক, উপস্পর্শন, সবন, সর্জ্জন। (জটাধর) বৈদ্যক ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র এই উভয়েই স্নানবিধান ও তাহার গুণ বিশেষ রূপে লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে স্নান না করিয়া কোন দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকার হয় না। স্নান করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বৈদ্যক শাস্ত্রে লিখিত আছে যে শরীরের ক্লেদ দূর করাই কেবল স্নানের কার্য্য নহে। স্নান দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ, মন প্রফুল্ল, মস্তিষ্ক শীতল, বায়ু ও পিত্তাদি দমন এবং মুখের শ্রী ও প্রসন্নতা বৃদ্ধি হয়। নদী, কূপ, তড়াগ, সরোবর প্রভৃতি স্নানের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অবগাহনস্নান করাই সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। প্রাতঃস্নান সর্ব্ব প্রকারে শরীরের উপকারী। যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহারা ক্রমে ক্রমে প্রাতঃস্নান অভ্যাস করিয়া লইলে আর স্নানে কোন অসুখ হয় না। স্নানের পূর্ব্বে তৈলাভ্যঙ্গ করা বিশেষ আবশ্যক ও উপকারক। তৈলমর্দ্দনে শরীরে রক্ত সঞ্চালন হইয়া থাকে। তৈল ব্যবহার না করিয়া স্নান করিলে লোমকূপ দিয়া যে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ ক্রমাগত শরীর হইতে বাহির হইতেছে, তাহা ধৌত হইয়া গিয়া চর্ম্মের কোমলতার হানি হয়। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

"দীপনং বৃষ্যমায়ুষ্যং স্নানমোজোবলপ্রদং।
কণ্ডূমলশ্রমস্বেদতন্দ্রাতৃড়্দাহপাপ্মনুৎ॥
বাহ্যৈশ্চ সেকৈঃ শীতাদ্যৈরুষ্মান্তর্যাতি পীড়িতঃ।
নরস্য স্নাতমাত্রস্য দীপ্যতে তেন পাবকঃ॥
শীতেন পয়সা স্নানং রক্তপিত্তপ্রশান্তিকৃৎ।
তদেবোষ্ণেন তোয়েন বল্যং বাতকফাপহং॥
শিরঃস্নানমচক্ষুষ্যমত্যুষ্ণেনাম্বুনা সদা।
বাতশ্লেষ্মপ্রকোপে তু হিতমুষ্ণঞ্চ প্রকীর্ত্তিতং॥" (ভাবপ্রকা°)

স্নান অগ্নিপ্রদীপক, শুক্রবর্দ্ধক, আয়ুষ্কর ও ওজোধাতু-বর্দ্ধক, বলকারক এবং চুলকানি, মল, শ্রান্তি, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা, তৃষ্ণা, দাহ ও পাপবিনাশক। শীতল জলাদি পরিষেচন দ্বারা বাহ্য উষ্মা প্রতিহত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। একারণে স্নান করিবামাত্রই মানবগণের জঠরানল প্রদীপ্ত হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হয়। শীতল জল দ্বারা স্নান করিলে রক্ত ও পিত্তের উপশম হয়। গরম জল দ্বারা স্নান করিলে বল বৃদ্ধি হয় এবং বায়ু ও কফ বিনষ্ট হয়। কিন্তু অত্যন্ত উষ্ণ জল দ্বারা শিরঃস্নান করিলে চক্ষুর তেজ নষ্ট হইয়া থাকে। যে স্থলে বায়ু ও কফের প্রকোপ থাকে, তথায় ঈষদুষ্ণ জলে স্নানই হিতকর। ঈষদুষ্ণ জলে স্নান সকল সময়েই বিশেষ হিতকর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

স্নানের পূর্ব্বে অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈলমর্দ্দনাদি করিয়া স্নান করিতে হয়। এবিষয়ে হরিশ্চন্দ্র বলেন যে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন গাত্রে আমলকী লেপন করিয়া স্নান করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বলি ও পলিত রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকে। জ্বর, নেত্ররোগ, বায়ুরোগ উদরাধ্মান, পীনস, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে এবং আহারান্তে স্নান করিতে নাই।

স্নানের পূর্ব্বে যে অভ্যঙ্গ করিতে হয়, এই অভ্যঙ্গে সর্ষপতৈল, গন্ধতৈল, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, অগ্নিসংযোগে নিষ্কাশিত তৈল, পুষ্পবাসিত তৈল এবং অন্য কোন হিতকর ঔষধাদিসংযুক্ত তৈল প্রশস্ত। অভ্যঙ্গ দ্বারা বায়ু, কফ ও শ্রান্তি বিনষ্ট হয় এবং বল, সুখ, নিদ্রা, শরীরের কোমলতা, পরমায়ু বৃদ্ধি ও শরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে। মস্তকে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, দর্শনশক্তি-বৃদ্ধি, শরীর পুষ্ট ও শিরোগত রোগ সকল বিনষ্ট হয়। কেশবৃদ্ধি, কেশমূলের দৃঢ়তা, কোমলতা, দীর্ঘতা, কৃষ্ণবর্ণতা এবং মস্তকের পূর্ণতা অর্থাৎ মস্তিষ্কবৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্নানের পূর্ব্বে প্রতিদিন কর্ণে তৈল পূরণ করিলে কর্ণে মল, মন্যাগ্রহ, হনুগ্রহ, উচ্চৈঃ শ্রুতি এবং বধিরতার উৎপত্তি হয় না। পাদাভ্যঙ্গ দ্বারা পদদ্বয়ের স্থিরতা, নিদ্রা, চক্ষুর প্রসন্নতা এবং পাদসুপ্তি অর্থাৎ পাদস্পর্শজ্ঞানরহিত, শ্রম, পদদ্বয়ের স্তব্ধতা, সঙ্কোচ ও স্ফুটন নিবৃত্ত হয়। (ভাবপ্র°)

ধর্ম্মশাস্ত্রে স্নানের বিশেষ বিধান লিখিত আছে, অতি-সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল। স্নানে অসমর্থ হইলে তাহার সপ্তবিধ অনুকল্প নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—১ মান্ত্র, ২ ভৌম, ৩ আগ্নেয়, ৪ বায়ব্য, ৫ দিব্য, ৬ বারুণ ও ৭ মানস। এই ৭ প্রকার স্নান স্নানের অনুকল্প। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্নান না করিলে দৈব বা পৈত্র কোন কর্ম্মেই অধিকার হয় না। যদি অবগাহনস্নান না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মান্ত্র স্নানাদি দ্বারা স্নান সিদ্ধ হয়, এরূপে স্নান করিয়াও দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম করিতে পারা যায়। স্নান ত্রিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। স্নানের অঙ্গ তর্পণ, অর্থাৎ বৈধ স্নান করিয়া পিতৃদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। এই জন্য তর্পণ স্নানাঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সকল স্নান করিয়াই তর্পণ করিতে হয় না। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে শ্মশ্রুকর্ম্ম, (ক্ষৌরকর্ম্ম,) অশ্রুপাত, মৈথুন, ছর্দ্দন, অস্পৃশ্যস্পর্শন প্রভৃতি করিলে স্নান করিতে হয়, কিন্তু এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া স্নান করিলে আর তর্পণ করিতে হয় না।

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নানমিষ্যতে।
তর্পণন্তু ভবেত্তস্য অঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতং॥
শ্মশ্রুকর্ম্মাশ্রুপাতঞ্চ মৈথুনং ছর্দ্দনং তথা।
অস্পৃশ্যস্পর্শনং কৃত্বা স্নায়াদর্জ্যা জলক্রিয়া॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

শাস্ত্রে ত্রিকালে অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে স্নান করিবার বিধান আছে। ত্রিকালীন স্নান সকলের পক্ষে ব্যবস্থেয় নহে। স্নাতক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেই এই ত্রিকালীন স্নানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দ্বিকালীন অর্থাৎ প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন এই দুই সময়ে সকলেরই স্নান করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে স্নান করা হয়, তাহাকে প্রাতঃস্নান কহে। সূর্য্যোদয়ের পরে যে স্নান করা হয়, তাহা প্রাতঃস্নান-বাচ্য নহে। কারণ বিষ্ণু বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব দিক্ অরুণকিরণগ্রস্ত হইলে প্রাতঃস্নান করিবে।

"প্রাতঃস্নায়ী অরুণকিরণগ্রস্তাং প্রাচীমবলোক্য স্নায়াৎ।"

ব্রাহ্মণ রাত্রির পশ্চিম অর্থাৎ শেষ যামে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া শৌচ ও দন্তধাবনাদি কার্য্য শেষ করিয়া স্নান করিবে। স্নানকালে দন্তধাবন করিবে না। শরীর অসুস্থ বলিয়া যদি কেহ স্নান করিতে না পারে, তাহা হইলে সে মস্তক ব্যতীত সমস্ত শরীর ধুইয়া ফেলিয়া অথবা আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা সমস্ত শরীর মার্জ্জনা করিয়া তৎপরে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবে।

"আতুরাণান্তু—

অশিবস্কং ভবেৎ স্নানং স্নানাশক্তৌ তু কর্ম্মিণাং।

আর্দ্রেণ বাসসা বাপি মার্জ্জনং দৈহিকং বিদুঃ ॥

ইতি জাবালবচনাৎ শিরো বিহায় গাত্রপ্রক্ষালনং তদশক্তৌ সর্ব্বগাত্রমার্জ্জনং আর্দ্রেণ বাসসা কুর্য্যাৎ। তদনন্তরং সন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ" (আহ্নিকতত্ত্ব)

প্রাতঃস্নানস্থলে তৈলাভ্যঙ্গ করিতে নাই, অর্থাৎ তৈলমর্দ্দন করিয়া প্রাতঃস্নান করিবে না, কারণ 'প্রাতস্তৈলং সুরাসমং' প্রাতঃকালে তৈল সুরার ন্যায় অস্পৃশ্য।

প্রাতঃস্নান করিয়া দৈব ও পৈত্র সকল কর্ম্ম করিতে পারা যায়, শাস্ত্রে প্রাতঃস্নানের বিশেষ প্রশংসা লিখিত আছে। শয়ান অবস্থায় শরীর স্বেদসমাকীর্ণ থাকে, অতএব প্রাতঃস্নান করিলে সকল দোষ দূর হয়। অজ্ঞানত্ব ও মোহত্বপ্রযুক্ত রাত্রিকালে যে কিছু দুষ্টাচরণ করা হয় এই প্রাতঃস্নান দ্বারাই তজ্জনিত পাপাদি নষ্ট হয়। প্রাতঃস্নায়ী সকল পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

"অস্নাত্বা নাচরেৎ কর্ম্ম জপহোমাদি কিঞ্চন।

নানাস্বেদসমাকীর্ণঃ শয়নাদুত্থিতঃ পুমান্ ॥

অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবছিদ্রসমন্বিতঃ।

স্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনং ॥

প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টফলং হি তৎ।

সর্ব্বমর্হতি পূতাত্মা প্রাতঃস্নায়ী জপাদিকং ॥

অজ্ঞানাদ্দিবামোহাৎ রাত্রৌ দুশ্চরিতং কৃতং।

প্রাতঃস্নানেন তৎ সর্ব্বং শোধয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥

দৃষ্টং মলাপকর্ষাদি অদৃষ্টং প্রত্যবায়পরীহারাদি" (আহ্নিকতত্ত্ব)

শাস্ত্রে প্রাতঃস্নানের বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃস্নান করিলে দৃষ্টাদৃষ্ট পাপ অর্থাৎ শরীরের মল বিদূরিত হয়, এইরূপে দৃষ্টাদি পাপক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব দ্বিজাতি মাত্রেরই প্রাতঃস্নান অবশ্যকর্ত্তব্য। তবে বালক, বৃদ্ধ ও আতুরের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। সমর্থ হইলে সকলেরই প্রাতঃস্নান অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রাতঃস্নানের পর সন্ধ্যা দেবপূজা প্রভৃতি সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মধ্যাহ্নস্নান করিবে।

মধ্যাহ্নস্নানের বিধান নিম্নোক্তরূপ লিখিত আছে। চতুর্থ যামার্দ্ধে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক ১০॥০ টার পর ১২ টার মধ্যে মধ্যাহ্নস্নান করিবে। স্নানকালে কুশহস্ত হইয়া স্নান করিতে হয়। বাম হস্তে বহুতর কুশ এবং দক্ষিণ হস্তে পবিত্র ধারণ করিয়া স্নান করিবে। দুই গাছি বা তিন গাছি কুশ দ্বারা পবিত্র প্রস্তুত করিতে হয়, কখনও একটী কুশ দ্বারা পবিত্র প্রস্তুত করিবে না। স্নানের পূর্ব্বে তৈলাভ্যঙ্গ করিবে, এই তৈলাভ্যঙ্গে তিলতৈলই প্রশস্ত। ব্যাস বলিয়াছেন যে, তিলতৈল ম্রক্ষণ করিয়া স্নান করা অতিশয় প্রশস্ত। আমলকী গাত্রে মাখিয়া স্নান করিলে শ্রী বর্দ্ধিত হয়। অভ্যঙ্গে সপ্তমী, নবমী, পর্ব্বদিন অর্থাৎ চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি ও ষষ্ঠী তিথিত্যাগ করিবে। এই সকল দিনে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে নরকে গতি হয়।

"বৈদিকে কর্ম্মণি বামহস্তে বহুতরকুশান্ দক্ষিণেন পবিত্রং ধারয়েৎ।

পবিত্রন্তু দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ কুশপত্রদ্বয়েন বা।

পত্রত্রয়েণ বা কার্য্যং নৈকপত্রেণ কুত্রচিৎ ॥

সর্ব্বকালং তিলৈঃ স্নানং পুণ্যং ব্যাসোঽব্রবীন্মুনিঃ।

শ্রীকামঃ সর্ব্বদা স্নানং কুর্ব্বীতামলকৈর্নরঃ ॥

সপ্তমীং নবমীঞ্চৈব পর্ব্বকালঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥

স্ত্রীতৈলমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্।

বিণ্মূত্রভোজনং নাম প্রযাতি নরকং মৃতঃ ॥

অষ্টমীঞ্চ তথা ষষ্ঠীং নবমীঞ্চ চতুর্দ্দশীং।

শিরোঽভ্যঙ্গং ন কুর্ব্বীত পর্ব্বসন্ধৌ তথৈব চ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ইহা ভিন্ন চিত্রা, অশ্বিনী, হস্তা ও শ্রবণা নক্ষত্রে এবং সূর্য্য, মঙ্গল ও শুক্রবারে তৈলম্রক্ষণ করিবে না। এই সকল নিষিদ্ধ দিন ভিন্ন অন্য দিনে তৈল মাখিয়া মধ্যাহ্নস্নান করিবে। প্রাতঃস্নানে সকল দিনেই তৈল নিষিদ্ধ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সকল নিষিদ্ধ দিনে তৈল মাখিতে হইলে প্রতিপ্রসব এই যে, রবিবারে তৈলে পুষ্প, গুরুবারে দূর্ব্বা, মঙ্গলবারে মৃত্তিকা এবং শুক্রবারে গোময় দিয়া তৈল মাখিবে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া দ্বারা তৈলদোষ বিনষ্ট হয়।

"চিত্রাশ্বিহস্তাশ্রবণেষু তৈলং ক্ষৌরং বিশাখপ্রতিপৎসু বর্জ্জ্যং

সোমে কীর্ত্তিঃ প্রসরতিতরাং রৌহিণেয়ে হিরণ্যং

দেবাচার্য্যে রবিসুতদিনে বর্দ্ধতে দীর্ঘমায়ুঃ।

তৈলস্নানাত্তনয়মরণং দৃশ্যতে সূর্য্যবারে

ভৌমে মৃত্যুর্ভবতি নিয়তং ভার্গবে বিত্তনাশঃ ॥

রবৌ পুষ্পং গুরৌ দূর্ব্বাং ভূমিং ভূমিজবাসরে।

শুক্রে চ গোময়ং দদ্যাত্তৈলদোষোপশান্তয়ে ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

এই সকল নিষিদ্ধ দিন পরিত্যাগ করিয়া তৈল ম্রক্ষণপূর্ব্বক নাভিমাত্র জলে অবস্থান করিয়া স্নান করিবে। প্রতিদিন স্নান-

কালে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করা বিধেয়। নাম, গোত্র, মাস ও তিথি উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্পের বিধানানুসারে সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প না করিয়া স্নান করিলে তাহা বৈধস্নানবাচ্য হইবে না। তবে বিষ্ঠামূত্রাদি অস্পৃশ্য স্পর্শ করিয়া স্নান-স্থলে সঙ্কল্প করিতে হয় না। কিন্তু প্রতিদিন মধ্যাহ্নস্নানে সঙ্কল্প করিতেই হইবে। স্নানমধ্যে অবগাহনস্নান প্রশস্ত, তবে উদ্ধৃত জলে স্নান করিলেও অতিশয় দোষ হয় না। শরীরের নির্ম্মলতা ও ভাবশুদ্ধি বিনা স্নান হইতে পারে না, এই জন্য উদ্ধৃত বা অনুদ্ধৃত জলে স্নান করিবে।

অবগাহনস্নানস্থলে প্রথমে দর্ভপাণি হইয়া আচমন করিবে, তৎপরে তড়াগ, নদী প্রভৃতি যে স্থলে স্নান করিতে হইবে, তাহার চারিদিকে চারিহাত পরিমাণ স্থানে তীর্থ কল্পনা করিয়া লইবে। ঐ তীর্থে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গঙ্গাকে আবাহন করিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিবে।

"নৈর্ম্মল্যং ভাবশুদ্ধিঞ্চ বিনা স্নানং ন জায়তে।
তস্মান্মনোবিশুদ্ধ্যর্থং স্নানমাদৌ বিধীয়তে ॥
অনুদ্ধৃতৈরুদ্ধৃতৈর্ব্বা জলৈঃ স্নানং সদা চরেৎ।
তীর্থং প্রকল্পয়েদ্বিদ্বান্ মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥
নমো নারায়ণায়েতি মূলমন্ত্র উদাহৃতঃ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া তীর্থ আবাহন করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহি নস্তেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ ॥
তিস্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি ॥
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবা সিতা ॥
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথালোকপ্রসাদিনী।
ক্ষমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী ॥
এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্ত্তয়েৎ।
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥"

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ৭ বার করসম্পুট করিয়া মস্তকে জল দিবে, তৎপরে পুনর্ব্বার তিন, চারি, পাঁচ বা সাতবার জল দিবে। এই রূপে মস্তকে জল দিয়া মৃত্তিকা আমন্ত্রণ করিয়া উক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মস্তকে মৃত্তিকা দিবে। মন্ত্র যথা—

"অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং ॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয় ॥
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে ॥"

উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে মৃত্তিকা তৎপরে 'নমো নারায়ণায় নমঃ' এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক চক্ষুঃ, কর্ণ ও নাসিকা অঙ্গুলি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ৩, ৫, বা ৭ বার ডুব দিয়া স্নান করিবে। এই বিধানানুসারে যিনি স্নান করেন, তিনি তীর্থস্নানের ফল লাভ করেন। উক্ত বিধানে তীর্থে স্নান করিলে দ্বিগুণ ফল লাভ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে। শূদ্র অমন্ত্রক স্নান করিবে। কিন্তু উক্ত বিধানানুসারেই স্নান করিতে হইবে। এইরূপে স্নানানুষ্ঠান করিলে পাপ বিনষ্ট হয়।

"যোহনেন বিধিনা স্নাতি যত্র তত্রাম্ভসি দ্বিজ।
স তীর্থফলমাপ্নোতি তীর্থে তু দ্বিগুণং ফলং ॥
ব্রহ্মক্ষত্রবিশামেব মন্ত্রবৎ স্নানমিষ্যতে।
তূষ্ণীমেব হি শূদ্রস্য সনমস্কারকং মতং ॥
অগম্যাগমনাৎ স্তেয়াৎ পাপিভ্যশ্চ প্রতিগ্রহাৎ।
রহস্যাচরিতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে স্নানমাচরন্ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ভোজন করিয়া স্নান করিতে নাই, মহানিশায়ও স্নান নিষিদ্ধ। অনেক বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং যে জলাশয়ের বিষয় কিছু জানা নাই, তাহাতেও স্নান করিবে না। মহানিশি শব্দের অর্থ মধ্যম প্রহরদ্বয়। এই সময়ে স্নাননিষিদ্ধ হইলেও নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নান নিষিদ্ধ নহে। অর্থাৎ ঐ সময়ে যদি গ্রহণাদি ও ব্যতীপাতাদি যোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নৈমিত্তিক ও কাম্যস্নান করিতে পারিবে।

"ন স্নানমাচরেদ্ভুক্ত্বা নাতুরো ন মহানিশি।
ন বাসোভিঃ সহাজস্রং নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে ॥
মহানিশা তু বিজ্ঞেয়া মধ্যমং প্রহরদ্বয়ং।
তস্যাং স্নানং ন কর্ত্তব্যং কাম্যনৈমিত্তিকাদৃতে ॥"

(আহ্নিকতত্ত্ব)

পূর্ব্বোক্ত বিধানে প্রতিদিন স্নান করিবে। এই স্নান নিত্য নামে অভিহিত। এই তিনপ্রকার স্নানের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত স্নানবিধি নিত্য, নিত্য স্নান না করিলে প্রত্যবায় অর্থাৎ পাপ হয়। পুত্রজন্ম, পিতৃমাতৃমরণ, অশৌচাপগম প্রভৃতি নিমিত্তবশতঃ যে স্নান করা হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক স্নান কহে। পাপক্ষয়াদি কামনা করিয়া গঙ্গাদি পুণ্য তীর্থে যে স্নান তাহা কাম্যস্নান।

গঙ্গাদি স্নানস্থলে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। তীর্থাদি স্নানস্থলে প্রথমে স্নান, তৎপরে দান প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হয়। গঙ্গাস্নানস্থলে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে। মন্ত্র যথা—

"বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি ॥
শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দ্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং ॥"

গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিতে হইলে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

"ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবি সরিতাম্বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ॥"

লৌহিত্যস্নানে মন্ত্র—

"ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥"

করতোয়াস্নানমন্ত্র—

"করতোয়ে সদানীরে সরিৎশ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে॥"

তীর্থবিশেষে ইত্যাদি রূপ স্নানমন্ত্র লিখিত হইয়াছে, বাহুল্য-ভয়ে এস্থানে তৎসমস্ত লিখিত হইল না। শাস্ত্রে গঙ্গাস্নানের বিশেষ ফল লিখিত আছে। রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে লিখিয়াছেন যে, এমন কোন পাতক নাই, যাহা গঙ্গাস্নানে নাশ হয় না। গঙ্গায় নন্দাস্নানের সঙ্কল্পস্থলে রঘুনন্দন এইরূপ বাক্য লিখিয়াছেন,—

"ওঁ তৎসদেত্যাদি সপ্তজন্মাবচ্ছিন্নপতিতান্নভক্ষণপতিতসংসর্গ-কৃতপাপপঞ্চমহাপাতকানির্ব্বচনীয়পাপক্ষয়রজস্বলাপৃষ্টান্নভোজন-সততাসত্যভাষণস্বর্ণমণিরত্নাপহরণসামান্যসকলবস্ত্রপহরণসখিবধ-মিত্রহিংসাবিপ্রহিংসামাতৃহিংসাদিজনিতমহারৌরবান্তনরতযম-কিঙ্করতাড়ননিবারণজন্যবাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যদশাপাপক্ষয়ব্রহ্মলোকা-দিকরণকপরমহংসদর্শনপূর্ব্বকবাসাধীতচতুর্ব্বেদব্রাহ্মণসম্প্রদানক-কপিলাদেহুলক্ষদানজন্যফলশ্রীমন্নারায়ণদক্ষিণভুজবাসতদ্বত্তরমর্ত্ত্য-লোকীয়জন্মগুণাশ্রয়ত্বসর্ব্বসুখভোগযশঃপ্রাপ্তিকামঃ অদ্যাং গঙ্গায়াং নন্দাস্নানমহং করিষ্যে" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

এই সঙ্কল্পবাক্যের প্রতি লক্ষ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, গঙ্গাস্নানে কোন্ কোন্ পাতক বিনষ্ট হয়। গঙ্গাস্নান সকল পাতকনাশক এবং সকল প্রকার সুখবর্দ্ধক। যথাবিধানে স্নান করিয়া গঙ্গার স্তোত্রাদি পাঠ করা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্নান করিতে না পারিলে স্নানের অনুকল্প ৭ প্রকার স্নান কথিত হইয়াছে, স্নান না করিয়া কোন কর্ম্মে অধিকার হয় না, সুতরাং অসুস্থতানিবন্ধন যদি স্নান করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে এই অনুকল্প স্নান দ্বারাই স্নান সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ স্নান করিলে দৈব বা পৈত্র কর্ম্মে যেমন অধিকার হয়, তদ্রূপ এই স্নান দ্বারা দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম করিতে পারা যায়।

১ মান্ত্র স্নান—"অপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি তিনটী বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে ও অঙ্গে জলের ছিটা দিলে মান্ত্র স্নান হয়। এই জন্য সন্ধ্যার প্রথমে 'অপোহিষ্ঠাদি' মন্ত্র দ্বারা মান্ত্র স্নান করিতে হয়।

২ ভৌম অর্থাৎ পার্থিব স্নান—গঙ্গামৃত্তিকার তিলক ধারণ করিলে এই স্নান হয়। ৩ গাত্রে ভস্ম মাখিলে আগ্নেয় স্নান হয়। ৪ গোরজঃস্পর্শ করিলে তাহাকে বায়ব্য স্নান, ৫ আতপ নিক্ষেপ করিয়া দেবউদ্দেশ্যে দিব্য, ৬ অবগাহনস্নানকে বারুণ এবং বিষ্ণুস্মরণকে মানসস্নান কহে। এই সপ্ত প্রকার স্নানানুকল্প। এই ৭ প্রকার স্নানের মধ্যে যে কোন প্রকার স্নান করিলে স্নান সিদ্ধ হইয়া সকল কর্ম্মে অধিকার হয়। এই সকল স্নান অসমর্থ পক্ষে বুঝিতে হইবে। সমর্থ ব্যক্তি অবগাহনস্নানই করিবেন। কারণ অবগাহনস্নানই সকল প্রকার স্নান হইতে শ্রেষ্ঠ।

"অসামর্থ্যাচ্ছরীরস্য কালশক্ত্যাদ্যপেক্ষয়া।
মন্ত্রস্নানাদিতঃ সপ্ত কেচিদিচ্ছন্তি সূরয়ঃ॥
মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্ত স্নানং প্রকীর্ত্তিতং॥
আপোহিষ্ঠেতি বৈ মান্ত্রং মৃদালম্ভস্তু পার্থিবং।
আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানং বায়ব্যং গোরজঃস্মৃতং॥
যত্তু সাতপবর্ষেণ স্নানং তদ্দিব্যমুচ্যতে।
বারুণঞ্চাবগাহস্তু মানসং বিষ্ণুচিন্তনং॥
সমস্তং স্নানমুদ্দিষ্টং মন্ত্রস্নানক্রমেণ তু।
কালদোষাদসামর্থ্যাৎ সর্ব্বং তুল্য ফলং স্মৃতং॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

আহ্নিকতত্ত্বে স্নানবিধিস্থলে এবং অন্যান্য মন্বাদিস্মৃতিতে স্নানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। স্নান করিয়া অন্য বস্ত্র দ্বারা মস্তক ও গাত্রাদি মার্জ্জন করিয়া ধৌত শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিবে। যে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করা হয়, সেই বস্ত্রে গাত্রমার্জ্জন করিতে নাই। নগ্ন হইয়াও স্নান করিবে না।

স্নানকলশ (পুং) স্নানকুম্ভ, যে কুম্ভে জল রাখিয়া স্নান করা হয়, স্নানের কলসী।

স্নানগৃহ (ক্লী) স্নানার্থং গৃহং। স্নানাগার, যে গৃহে স্নান করা হয়। রাজগণ স্নানাগার নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে স্নান করিতেন।

স্নানতৃণ (ক্লী) স্নানায় তৃণং। কুশ, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্নান-কালে হস্তে কুশ ধারণ করিয়া স্নান করিবে, এ জন্য উহার নাম স্নানতৃণ।

স্নানদ্রোণী (স্ত্রী) স্নানের পাত্র, স্নানের কলসী।

স্নানযাত্রা (স্ত্রী) যাত্রা উৎসববিশেষ। জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিতে শ্রীবিষ্ণুর মহাস্নানরূপ উৎসব। জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে ভগবান্ বিষ্ণুকে মহাস্নানের বিধানানুসারে স্নান করাইয়া উৎসব করিতে হয়। ভগ-বান্ বিষ্ণুর স্নান জন্য উৎসব হয় বলিয়া ইহাকে স্নানযাত্রা কহে। এই পূর্ণিমা শ্রীজগন্নাথদেবের জন্ম দিন, অতএব এই দিনে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে অবলোকন করিলে বিষ্ণুলোকে গতি হয়।

"মাসি জ্যৈষ্ঠে তু সংপ্রাপ্তে নক্ষত্রে শক্রদৈবতে।
পৌর্ণমাস্যাং তদা স্নানং সর্ব্বপাপং হরেদ্দ্বিজাঃ॥
তস্মিন্ কালে তু যে মর্ত্ত্যাঃ পশ্যন্তি পুরুষোত্তমং।
বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ তে যান্তি পদমব্যয়ং॥
জ্যৈষ্ঠামহঞ্চাবতীর্ণস্তৎপুণ্যাং জন্মবাসরং।
তস্যাং মে স্নপনং কুর্য্যান্মহাস্নানবিধানতঃ॥
জ্যৈষ্ঠ্যাং প্রাতঃস্নানকালে ব্রহ্মণা সহিতঞ্চ মাং।
রামং সুভদ্রাং সংপ্রাপ্য মম লোকমবাপ্নুয়াৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

পুরুষোত্তমধাম জগন্নাথক্ষেত্রে এই জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে অতিশয় আড়ম্বরের সহিত স্নানযাত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বহু দূর দূরান্তর হইতে ভক্তবৃন্দ ঐ দিনে এই স্থানে সমাগত হইয়া ভগবজ্জন্মোৎসব দর্শন করিয়া জীবন ও জন্ম সার্থক করিয়া থাকে। এই স্নানযাত্রার বিধানপদ্ধতি আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। এই দিনে সকলে ভগবান্ বিষ্ণু অর্থাৎ নারায়ণশিলা প্রভৃতিকে মহাস্নানের বিধানে স্নান করাইবে। যথাবিধানে স্নানের পর যথাশক্তি উৎসবাদি করিবে। [জগন্নাথ শব্দ দেখ]

স্নানবস্ত্র (ক্লী) স্নানায় বস্ত্রং যে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করা হয়, চলিত কথায় ইহাকে তেলধুতি কহে।

স্নানবাসস্ (ক্লী) স্নানার্থং বাসঃ। স্নানবস্ত্র।

স্নানবিধি (পুং) স্নানস্য বিধিঃ। শাস্ত্রে স্নানের যে বিধান আছে, তাহাকে স্নানবিধি কহে। [স্নান শব্দ দেখ]

স্নানবেশ্মন্ (ক্লী) স্নানার্থং বেশ্ম। স্নানগৃহ, স্নানাগার।

স্নানশাটী (স্ত্রী) স্নানবস্ত্র, যে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করা হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্নানের পর স্নানশাটী দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন করিতে নাই।

"স্নাতো নাঙ্গানি নিমৃজ্জাৎ স্নানশাট্যা ন পাণিনা।"(আহ্নিকতত্ত্ব)

স্নানশালা (স্ত্রী) স্নানার্থং শালা। স্নানগৃহ।

স্নানাম্বু (ক্লী) স্নানের নিমিত্ত যে জল।

স্নানীয় (ত্রি) স্নাত্যনেনেতি স্না করণে অনীয়র্, যদ্বা স্নানায় হিতং স্নান-ছ। ১ স্নানযোগ্য। ২ স্নানসম্পাদক দ্রব্য।

"গঙ্গাদীনাঞ্চ তীর্থাণাং বারি কুম্ভপ্রপূরিতং।
স্নানীয়ং তে প্রযচ্ছামি স্নানং কুরু ত্রিলোচনে॥"
(দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

স্নানোদক (ক্লী) স্নানার্থমুদকং। স্নানীয় জল, স্নানের নিমিত্ত যে জল।

স্নানোপকরণ (ক্লী) স্নানস্য উপকরণং। স্নানের উপকরণ দ্রব্য। তৈল, জল প্রভৃতি স্নানীয় দ্রব্য।

স্নাপন (ক্লী) স্না-ণিচ্-ল্যুট্। স্নাপন, স্নান।

"উৎসাদনঞ্চ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্য্যাদ্গুরুপুত্রস্য পাদয়োশ্চাবনেজনং॥" (মনু ২।২০৯)

স্নায়িন্ (ত্রি) স্নাতীতি স্না-ণিনি। স্নানকর্ত্তা।

"প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং দ্বৌ মাসৌ মাঘফাল্গুনৌ॥" (তিথিতত্ত্ব)

স্নায়ু (স্ত্রী) স্না বাহুলকাৎ উন্ (আতোযুক্ণিচ্ কৃতোঃ। পা ৭।৩।৩৩) ইতি যুক্। বায়ুবাহিনী নাড়ী। পর্য্যায়—স্নসা, বস্নসা, নসা। (রাজনি°) বৈদ্যকমতে গর্ভস্থ বালকের সপ্তম মাসে স্নায়ু জন্মে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, শরীরে ৯০০ শত স্নায়ু আছে।

"শিরাঃ শতানি সপ্তৈব নবস্নায়ুশতানি চ।"(যাজ্ঞবল্ক্যস° ৩।১০০)

শরীরে ৭০০ শত শিরা, ৯০০ শত স্নায়ু, ২০০ ধমনী এবং ৫০০ পেশী আছে। সুশ্রুতাদি বৈদ্যকগ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল। যে সকল নাড়ী দ্বারা বায়ু চলাচল করে, তাহাকে স্নায়ু কহে। এই স্নায়ু চারি ভাগে বিভক্ত, যথা প্রতানবতী অর্থাৎ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্টা, বৃত্তা অর্থাৎ গোলাকার, পৃথুল স্থূল, এবং সুষির ছিদ্রযুক্ত। এই চারি প্রকার স্নায়ু। হস্ত, পাদ ও সন্ধিস্থলের স্নায়ুসকল প্রতানবতী, কণ্ডরাসকলে বৃত্তা, পার্শ্বদেশ, বক্ষ, পৃষ্ঠ এবং মস্তকের স্নায়ুসকল পৃথুল এবং আমাশয় ও পক্কাশয়ের অন্তভাগে এবং বস্তির স্নায়ুসকল সুষির।

"নৌর্যথা ফলকাস্তীর্ণা বন্ধনৈর্ব্বহুভির্যুতা।
ভারক্ষমা ভবেদপ্সু নৃযুক্তা সুসমাহিতা॥
এবমেব শরীরেঽস্মিন্ যাবন্তঃ সন্ধয়ঃ স্মৃতাঃ।
স্নায়ুভির্বহুভির্ব্বদ্ধাস্তেন ভারসহানরাঃ॥"
(সুশ্রুত শারীরস্থা°)

নৌকার কাষ্ঠফলকসমূহ যেমন বহুবিধ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে তবে জলমধ্যে ভাসিয়া মনুষ্যের ভার সহ্য করিতে পারে, শরীরের সন্ধিসকলও সেইরূপ বহু স্নায়ুবন্ধনে আবদ্ধ থাকাতে মনুষ্য-ভার-বহনে সমর্থ হইয়া থাকে। একমাত্র স্নায়ুর বিনাশে শরীরের যত অনিষ্ট হয়, অস্থি, পেশী, শিরা বা সন্ধির বিনাশে তত অনিষ্ট হয় না। যে বৈদ্য শরীরের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ স্নায়ুসমুদয় অবগত থাকেন, তিনিই দেহ হইতে গূঢ়শল্য বাহির করিতে পারেন। অতএব চিকিৎসকগণের স্নায়ু বিষয়ে বিশেষ রূপে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্নায়ু ৯০০, তাহার মধ্যে হস্তপদে ৬০০, কোষ্ঠদেশে ২৩০, গ্রীবা এবং তাহার উর্দ্ধদেশে সপ্ততি, ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে ৬ টী করিয়া ৩০ টী, তলকূর্চ্চ ও গুল্ফদেশে ৩০, জঙ্ঘায় ৩০, উরুতে ৪০, বঙ্ক্ষণে ১০, এবং জানুতে ১০, এইরূপে প্রত্যেক ১৫০ করিয়া দুইটী পায়ে ৩০০ শত। বাহুদ্বয়েও ঐরূপ ৩০০

শত এবং কটিতে ৬০ ও মস্তকে ৪০ এইরূপে সমগ্র দেহে ৯০০ শত স্নায়ু।

শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি পেশী দ্বারা আবৃত আছে, ইহাতেই তাহারা স্ব স্ব কার্য্যজননে সমর্থ হয়। (সুশ্রুত শারীরস্থা°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, শিরা মেদের স্নেহভাগ গ্রহণ করিয়া স্নায়ুত্ব প্রাপ্ত হয়। শিরাসকলের মৃদুপাক এবং স্নায়ুসমূহের তাহা হইতে খরপাক। স্নায়ু দ্বারা শরীরের মাংস, অস্থি, মেদ এবং সন্ধিসমূহের বন্ধনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। যে হেতু শিরা হইতে স্নায়ু অতিদৃঢ়তর। কাষ্ঠফলকসমূহ বহুবিধ বন্ধন দ্বারা নৌকা নির্ম্মিত করিয়া গভীর জলে ভাসাইলে যেমন অত্যন্ত ভারবহনে সমর্থ হয়, শরীরের সন্ধি সমস্ত বহুতর স্নায়ু দ্বারা বদ্ধ থাকায় মনুষ্যগণ ভার সহ্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ স্থানে কতসংখ্যক স্নায়ু আছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। স্নায়ুসংখ্যা ৯০০ শত।

প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে—			
৬টী করিয়া—৩০০		দুই হাতে ঐরূপ	৩০০
পাদতলের অগ্রভাগে		কটিদেশে	৬০
ও গুল্‌ফে—৩০		পৃষ্ঠে	৮০
জঙ্ঘায়	৩০	দুই পার্শ্বে	৬০
জানুতে	৩০	বক্ষঃস্থলে	৩০
উরুদেশে	৪০	গ্রীবাদেশে	৩৬
বঙ্ক্ষণে	১০	মূর্দ্ধদেশে	৩৪
এইরূপে অপর পায়ে			
	১৫০		৬০০
	১৫০		৩০০
	৩০০		৯০০

পেশী ও স্নায়ু—পেশীসমূহ দ্বারা শরীর অথবা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদায় সঞ্চালিত হইয়া থাকে। পেশীর সাহায্যেই মানবগণ উঠিতে, বসিতে, দাঁড়াইতে, চলিতে, ফিরিতে, ছুটাছুটী করিতে, কথা কহিতে, হাসিতে ও কাঁদিতে পারে। এক কথায় বলিতে পারা যায় যে, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার চেষ্টা পেশীসমূহের সাহায্যেই সাধিত হয়। কিন্তু পেশীসমূহের এই সকল অপ্রতিম ক্ষমতা কোথা হইতে হয়? কে তাহাকে কার্য্যে প্রেরণ বা প্রবৃত্ত করে? স্নায়ু।

স্নায়ু কি? পেশীসমূহ দ্বারা শরীর অথবা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল সঞ্চালিত হয় কিংবা স্ব স্ব কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডল হইতেই পেশী ঐ সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। স্নায়ুগণের সাহায্যে পেশীগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং আমরা চলিতে, ফিরিতে, উঠিতে, বসিতে ও অন্যান্য কার্য্য করিতে পারি। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তি ও প্রবৃত্তি এ সমস্তই স্নায়ুর কার্য্য। রূপদর্শন, শব্দশ্রবণ, গন্ধগ্রহণ, রসাস্বাদন ও স্পর্শজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই স্নায়ু দ্বারা সাধিত হয়।

স্নায়ুমণ্ডলই জীবের সকল প্রকার চেষ্টা ও চৈতন্যের প্রধান যন্ত্র।

স্নায়ুবিধান—স্নায়ুবিধানকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। ১ মস্তিষ্ককশেরুকামজ্জাগত (Cerebral Spinal) ২ সাহানুভূতিক (Sympathetic)

মস্তিষ্ককশেরুকামজ্জাগত—মস্তিষ্ক ও কশেরুকামজ্জা এবং উহাদের স্নায়ুসমূহ দ্বারা মস্তিষ্ক কশেরুকামজ্জাগত স্নায়ুবিধান গঠিত। মস্তিষ্ক কশেরুকামজ্জা অথবা পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা হইতে স্নায়ুসকল উদ্ভূত হইয়াছে। এই জন্য এই দুইটিকে স্নায়ু-মূল কহে। করোটীগহ্বরের অস্থিময় প্রাচীরের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক অবস্থিত এবং কশেরুকা মজ্জা পৃষ্ঠবংশের প্রণালীমধ্যে সংস্থিত। একটী বৃহৎ রন্ধ্রের ভিতর দিয়া মস্তিষ্ক ও স্নায়ু পরস্পর মিলিত হইয়াছে। সেই রন্ধ্রের নাম খর্পররন্ধ্র। তিনটী ঝিল্লী পৃথক্ পৃথক্ রূপে এই দুইটী স্নায়ুকেন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে। মস্তিষ্ক ও কশেরুকা বা পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা দুই প্রকার স্নায়ু পদার্থ দ্বারা গঠিত। বর্ণানুসারে এই দুইটী ধূসর এবং শুভ্র পদার্থ নামে অভিহিত। স্নায়ুসকল মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশ মজ্জা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

মস্তিষ্কজাত স্নায়ুসমূহ—মস্তিষ্ক হইতে দ্বাদশটী যুগ্ম স্নায়ু উদ্ভূত হইয়াছে। ইহারা মস্তিষ্কের তলদেশ হইতে যুগ্মাকারে অর্থাৎ এক এক জোড়া একত্র বহির্গত হইয়াছে। সেই জন্য ইহাদিগকে যুগ্ম স্নায়ু কহে। এই সকল স্নায়ুর মধ্যে অনেকগুলি শরীরের প্রধান ইন্দ্রিয় আছে। যথা—ঘ্রাণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, গতিসাধক, চৈতন্যসাধক ও চলচ্ছক্তি-সাধক ইত্যাদি।

ঘ্রাণস্নায়ু—ইহা মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ একটী বিশেষ স্নায়ু-পিণ্ড হইতে উৎপন্ন এবং স্নায়ুগুচ্ছ দ্বারা মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত। ইহা শৌষির অস্থির ছিদ্রসমূহের মধ্য দিয়া তিনটী গুচ্ছে বিভক্ত হইয়া নাসিকার অভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার প্রধান ক্রিয়া ঘ্রাণগ্রহণ।

দর্শনস্নায়ু—ইহা মস্তিষ্কমধ্যে উদ্ভূত হইয়া অক্ষিগোলকে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার প্রধান কার্য্য দর্শন।

তৃতীয় স্নায়ু—ইহাও মস্তিষ্কের অভ্যন্তর হইতে উৎপন্ন। অক্ষিগোলকের অনেকগুলি পেশী ইহাতে অবস্থিত। সেই জন্য দর্শনকার্য্যের সহায়তা করা ইহার প্রধান কার্য্য।

চতুর্থ স্নায়ু—ইহা যুগ্মস্নায়ু। ইহা তৃতীয় স্নায়ুমূলের নিম্নস্থ ধূসর পদার্থ হইতে উৎপন্ন। মস্তিষ্কজাত স্নায়ুসমূহের

মধ্যে ইহা ক্ষুদ্রতম। দর্শনেন্দ্রিয়ের পেশীর গতিসাধনই ইহার প্রধান কার্য্য।

পঞ্চম স্নায়ু—ইহা যুগ্মস্নায়ু। মস্তিষ্কজাত স্নায়ুসমূহের মধ্যে ইহা বৃহত্তম। ইহার দুইটী মূল, তন্মধ্যে একটী বৃহৎ, অপরটী ক্ষুদ্র। বৃহত্তর মূলটী চৈতন্যসাধক এবং ক্ষুদ্রটী গতিসাধক। এই স্নায়ু মস্তিষ্কের তলদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রধানতঃ ইহার দুইটী ক্রিয়া, প্রথম চৈতন্যসাধন, যে অংশ দ্বারা এই ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহা মুখমণ্ডলসম্মুখ, কপাল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখগহ্বর, জিহ্বা ও দন্তে বিস্তৃত। দ্বিতীয় গতিবিধান এই অংশ চর্ব্বণকারী পেশীসমূহে ব্যাপ্ত।

ষষ্ঠ স্নায়ু—ইহাও যুগ্মস্নায়ু। গতিবিধান ইহার প্রধান কার্য্য।

সপ্তম স্নায়ু—ইহা যুগ্মস্নায়ু। এই যুগ্মস্নায়ু দুইটী স্নায়ুরজ্জুতে বিভক্ত। উভয়েরই গঠন ও ক্রিয়া বিভিন্ন রূপ। ইহাদের মধ্যে একটী বাহ্য, অপরটী আভ্যন্তরীণ। আভ্যন্তরীণ স্নায়ু বাহ্য অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। ইহার নাম মৌখিক স্নায়ু। বাহ্য স্নায়ুকে শ্রবণস্নায়ু কহে। কেহ কেহ এই দুইটী স্নায়ুকে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উক্ত স্নায়ুর দুইটী অংশ একটী ক্ষুদ্র স্নায়ু দ্বারা সংযুক্ত। এই স্নায়ু দ্বারা মুখমণ্ডলস্থ পেশীসমূহের সঙ্কলনক্রিয়া সাধিত হয়। কেবল চর্ব্বণকার্য্যে সাহায্যকারী পেশী সকল ইহার অন্তর্গত নহে। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, আস্বাদন ও কিয়ৎ পরিমাণে আঘ্রাণ ও শ্রবণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কার্য্য ইহা দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহা মুখস্থ লালানিঃসরণে প্রভৃত পরিমাণে সাহায্য করে। এই স্নায়ুর পক্ষাঘাত হইলে অর্দ্দিত, শ্রবণশক্তির কিয়ৎ পরিমাণে হানি এবং দর্শন, আঘ্রাণ ও আস্বাদনশক্তির নাশ হইয়া থাকে।

অষ্টম স্নায়ু—ইহাও যুগ্মস্নায়ু। ইহাতে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ স্নায়ু আছে। কেহ কেহ ইহাকে পৃথক্ না বলিয়া একটী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই স্নায়ুর একটী দ্বারা চৈতন্যবিধান এবং পরিচালন ও আস্বাদনকার্য্য সাধিত হয়। অপরটী শ্বাসমণ্ডল, হৃৎপিণ্ড, অন্নবহা নালীর উদ্ধাংশ ও তৎসংক্রান্ত আভ্যন্তরীণ যন্ত্র সমুদায়ে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার কার্য্য একরূপ নহে। ইহা স্বরযন্ত্র, পাকস্থলী, অন্ত্রমণ্ডল প্রভৃতির ও ফুসফুসের শান্তিবিধান করে, হৃৎপিণ্ডের কার্য্য সংযত করিয়া রাখে এবং লালানিঃসারণে সহায়তা করে।

কশেরুকা প্রণালীর অভ্যন্তরস্থ স্নায়ু পদার্থের দীর্ঘ নলাকার পিণ্ডকে মেরুরজ্জু বলা যায়। ইহা মজ্জাময় তিনটী ঝিল্লি দ্বারা আচ্ছাদিত। ঐ তিনটী ঝিল্লী অনেকাংশে মস্তিষ্কের ঝিল্লিত্রয়ের অনুরূপ। মেরুমজ্জা হইতে ৩১ টী যুগ্মনাল উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সকল স্নায়ু সেই জন্য মেরুমজ্জাজাত স্নায়ু নামে অভিহিত হইয়াছে।

কশেরুকা মজ্জা দুই প্রকার, স্নায়বিক পদার্থে গঠিত। সেই দুইটী স্নায়ুপদার্থও মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থের ন্যায় ধূসর ও শুভ্র এই দুই প্রকার।

গ্রীবাদেশীয় স্নায়ু ৮টী, এই সকল স্নায়ু যত নিম্নে আসিয়াছে, ততই ইহাদের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পৃষ্ঠদেশীয় স্নায়ু ১২টী, ইহাদের মধ্যে প্রথম স্নায়ুটী পৃষ্ঠদেশীয় প্রথম ও দ্বিতীয় কশেরুকার মধ্যভাগ হইতে এবং শেষ স্নায়ুটী দ্বাদশসংখ্যক পৃষ্ঠাবলম্বী ও প্রথমসংখ্যক কটিদেশীয় কশেরুকার মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে।

কটিজাত স্নায়ু সংখ্যায় দশটী। প্রত্যেক পার্শ্বে পাঁচটী করিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি নিম্নে বর্দ্ধিতায়তন, হইয়া সাহানুভূতিক স্নায়ুগণের সহিত মিলিত হইয়াছে।

উক্ত ত্রিবিধ স্নায়ু ব্যতীত পৃষ্ঠবংশমূলে পাঁচটী এবং শঙ্খাবর্ত্তে স্নায়ু আছে। এই দুই প্রকার স্নায়ু যথাক্রমে পৃষ্ঠবংশমূলীয় ও শঙ্খাবর্ত্তীয় নামে অভিহিত। উপরে যে সকল স্নায়ুর উল্লেখ করা হইল, সেই সকল স্নায়ু ব্যতীত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আরও কতকগুলি স্নায়ু আছে।

সাহানুভূতিক স্নায়ুসমূহ—সাহানুভূতিক স্নায়ুবিধান দুইটী গ্রন্থিময় স্নায়ুরজ্জু দ্বারা গঠিত এবং মধ্যে মধ্যে এক একটী স্নায়ুরজ্জু দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। ইহারা পৃষ্ঠবংশে প্রত্যেক কশেরুকার সম্মুখ ও পার্শ্বদেশে কিয়ৎ পরিমাণে স্থিত। মেরুদণ্ড বা মেরুপৃষ্ঠ যত বড়, সাহানুভূতিক স্নায়ুবিধানের গ্রন্থিময় স্নায়ুরজ্জুও তত বড়। উর্দ্ধে ইহারা করোটীর তলদেশ হইতে নিম্নে মজ্জাবর্ত্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পৃষ্ঠবংশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশানুসারে উক্ত দুইটী স্নায়ুরজ্জুর নাম করণ হইয়াছে। যথা গ্রীবাবলম্বী, পৃষ্ঠপ্রদেশীয়, কটিস্থানীয় ও পৃষ্ঠবংশমূলীয়। গ্রীবাবলম্বী অংশের তিনটি মাত্র গ্রন্থি আছে, অবশিষ্ট তিনটী অংশে যতগুলি কশেরুকা আছে, তাহাদের গ্রন্থিসংখ্যাও তত।

এই স্নায়ুর বিবিধশাখা ও প্রশাখা প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে অন্তঃ ও বাহ্য শাখাসকল নির্গত হইয়াছে। অন্তঃশাখাসকল রক্তবহা নাড়ী ও আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহারা বক্ষঃ উদর ও বস্তিগহ্বরে মস্তিষ্ক, কশেরুকা, মজ্জাজাত স্নায়ুসকলের সহিত সম্মিলিত রহিয়াছে। এই সকল স্নায়ুতে দুই প্রকার সূত্র দেখা যায়। তন্মধ্যে এক প্রকার মজ্জাজাত স্নায়ু হইতে সাহানুভূতিক স্নায়ুতে এবং অপরপ্রকার সূত্রসকল গ্রন্থির সহিত মজ্জাজাত স্নায়ুসমূহে গমন করিয়াছে। এই সকল অন্তঃ ও বহিঃশাখা ব্যতীত আরও কতকগুলি শাখাপ্রশাখা স্নায়ু দেখা যায়। তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন স্নায়ু মস্তিষ্কজাত স্নায়ুসকলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। কতকগুলি স্নায়ু গলদেশস্থ

বৃহৎ ধমনীর সঙ্গে সঙ্গে করোটীর গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তথায় দুইটী স্নায়ুম্নাত নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং করোটীর অনেকগুলি স্নায়ুর সহ মিলিত হইয়াছে, অপর কতকগুলি স্নায়ুশাখা করোটীর তলদেশে মস্তিষ্কজাত স্নায়ুসকলের সহিত সংযোগ সাধন করিয়াছে।

ক্রিয়া – সাহানুভূতিক স্নায়ুর কার্য্য প্রধানতঃ গতি ও শক্তিবিধান, হৃৎপিণ্ডের বলাধান ও শরীরের ক্ষয়িত শক্তির পুনরুপচয়করণ।

স্নায়ুক (পুং) তন্নামক রোগবিশেষ। স্নায়ুরোগ। হিন্দী নহরুয়া।

"শাখাসু কুপিতো দোষঃ শোথং কৃত্বা বিসর্পবৎ।
ভিত্ত্বৈব তং ক্ষতে তত্র সোষ্মা মাংসং বিশোষ্য চ॥
কুর্য্যাত্তন্তুনিভং সূত্রং তৎসিতৈস্তক্রশক্তুজৈঃ।
শনৈঃ শনৈঃ ক্ষয়াদ্যাতি ছেদাত্তৎকোপমাবহেৎ॥
তৎপাতাচ্ছোথশান্তিঃ স্যাৎ পুনঃ স্থানান্তরে ভবেৎ।
স স্নায়ু ইতি বিখ্যাতঃ ক্রিয়োক্তাত্র বিসর্পবৎ॥
বাহ্বোর্যদি প্রমাদেন জঙ্ঘয়োর্ত্রুটাতে ক্বচিৎ।
সঙ্কোচং খঞ্জতাঞ্চাপি ছিন্নো নূনং করোত্যসৌ॥" (ভাবপ্র°)

যে রোগে জঙ্ঘাদিতে দোষ কুপিত হইয়া বিসর্পের ন্যায় শোথ উৎপন্ন ও ভিন্ন হইয়া শোথস্থানে ক্ষত জন্মায় এবং দোষ উষ্মার সহিত মিলিত হইয়া ক্ষতস্থানের মাংসকে শোষণপূর্ব্বক সূত্রের ন্যায় করে, সেই স্থানে তক্র ও শক্তু পিণ্ডাকৃতি করিয়া প্রয়োগ করিলে ঐ সূত্রাকৃতি মাংস ক্ষত হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গত হয়, অভিঘাতাদি দ্বারা ঐ সূত্র ছিন্ন হইয়া পতিত হইলে শোথ নিবারিত হয়, কিন্তু রোগের মূল ধ্বংস না হওয়ায় ঐ দোষ প্রকুপিত হইয়া পুনর্ব্বার স্থানান্তরে ঐ রোগ উৎপাদন করে। এইরূপ লক্ষণ হইলে তাহাকে স্নায়ুরোগ কহে। এই স্নায়ুরোগ হইলে বিসর্পরোগের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, এই রোগে যদি অভিঘাতাদি দ্বারা বাহুগত সূত্র ছিন্ন হয়, তাহা হইলে বাহু সঙ্কোচিত এবং জঙ্ঘাগত সূত্র ছিন্ন হইলে খঞ্জতা হইয়া থাকে।

স্নায়ুরোগের চিকিৎসা—স্নেহ, স্বেদ, ও প্রলেপাদি দ্বারা স্নায়ুরোগের চিকিৎসা করিবে। শীতল জলের সহিত হিঙ্গু পান করিলে স্নায়ুরোগ নষ্ট হয়। ভেকের মাংস কাঁজির সহিত সিদ্ধ করিয়া স্বেদ দিলে অথবা বাবলার বীজ পিষিয়া প্রলেপ দিলে স্নায়ুরোগ নষ্ট হয়। তিন দিন গব্যঘৃত পান করিয়া তিনদিন নিশিন্দার স্বরস পান করিবে, ইহা দ্বারা বর্দ্ধিত স্নায়ুরোগও বিনষ্ট হয়। করলার মূল শীতল জল দ্বারা পেষণ করিয়া পান করিলে স্নায়ুরোগের তন্তু নষ্ট হয়, এবং অশ্বগন্ধা ও ঘৃতের সহিত পান করিলে স্নায়ুরোগের ক্ষত প্রশমিত হইয়া থাকে। আতইচ, মুতা, বামনহাটী, শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও বহেড়া, এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া যথামাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে স্নায়ুরোগের তন্তু বিনষ্ট হয়। শজিনার মূল ও পত্র এবং সৈন্ধব কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে স্নায়ুরোগ নষ্ট হয়। কুলেখাড়ার মূল জল দ্বারা উত্তম রূপ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে নিঃসন্দেহ স্নায়ুর সূত্র নির্গত হয়। (ভাবপ্র°)

স্নায়ুদুর্ব্বলতা (স্ত্রী) স্নায়ুর দৌর্ব্বল্য।

স্নায়ুশূল (পুং) শূলরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাসমূহের নাম স্নায়ু। সেই স্নায়ুসমূহে শূলবৎ তীব্র বেদনা হইলে তাহাকে স্নায়ুশূল কহে। বায়ুজনিত এক প্রকার শূলবেদনা মাত্র। বেদনা ব্যতীত ইহার আর কোন লক্ষণ নাই। মস্তক, বাহু, পাদ প্রভৃতি অঙ্গাবয়বস্থ চর্ম্মের নিম্নদেশে এই বেদনা উপস্থিত হয়। ফলতঃ শরীরের যাবতীয় স্থানেই এই বেদনা হইতে পারে। স্থানভেদে এই স্নায়ুশূলের তিন প্রকার নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সমুদয় মুখমণ্ডলে যে স্নায়ুশূল হয়, তাহার নাম উর্দ্ধভেদ, মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে হইলে তাহার নাম অর্দ্ধভেদ, এবং ফিক্ অর্থাৎ পাছায় উপস্থিত হইলে তাহাকে অদ্ধভেদ কহে। বলক্ষয়, রক্তক্ষয়, বৃক্কদোষ, মস্তিষ্কদোষ, অজীর্ণ, এবং বিবিধ দন্তরোগ হইতে উর্দ্ধভেদ নামক স্নায়ুশূল জন্মে। ইহাতে ললাটে, নিম্ন অক্ষিপুটে, গণ্ডস্থলে, নাসিকায়, ওষ্ঠে, জিহ্বাপার্শ্বে, অধরে ও দন্তে শূল এবং দাহবৎ বেদনা হয়। এই বেদনা প্রথমতঃ মুখের এক পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া পরে সমুদয় মুখে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

আর্দ্রস্থানে বাস, শৈত্যসেবা, বলক্ষয় এবং বিকৃত বায়ু ও বিকৃত জলের উপসেবা প্রভৃতি কারণে অর্দ্ধভেদ উৎপন্ন হয়। ইহাতে মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া তীব্র বেদনা হয়। অধিকাংশ স্থলেই এই রোগ বামপার্শ্ব হইতে দেখা দেয়। আরও বোধ হয় যেন মস্তক বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বিরাম পাইলে এই পীড়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। যৌবনকালেই ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক এবং পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীদিগের ইহা অধিক হইতে দেখা যায়। মলরোধ, পরিশ্রম, শীতসেবা, দুর্ব্বলতা, আমবাতরোগ, আর্দ্রস্থানে বাস এবং গর্ভবিকৃতি প্রভৃতি কারণে অধোভেদ নামক স্নায়ুশূল হয়। পাছায়, উরুতে, জানু ও সন্ধির পশ্চাদ্ভাগে এবং কখন কখন পদে জঙ্ঘায় অধোভেদ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা প্রায়ই এক পদে হইয়া থাকে, রাত্রিকালে এবং প্রৌঢ় বয়সে এই পীড়ার প্রকোপ অধিক হয়।

চিকিৎসা—বায়ুর অনুলোমক, বলবর্দ্ধক, এবং অগ্নিজনক, ঔষধাদি এই পীড়ায় প্রশস্ত। বাতব্যাধি অধিকারোক্ত কুব্জ-

প্রসারিণী বা মহামাষতৈল মর্দ্দন, মাষকলায় সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ প্রদান, বাতরোগোক্ত বাতজ বেদনানাশক প্রলেপ-ব্যবহার, এবং এরণ্ডতৈল দ্বারা বিরেচন এই পীড়ায় হিতকর, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃতও ইহাতে বিশেষ উপকারক। ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, বেণামূল, শ্বেতচন্দন, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদা, মহামেদা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও যমানী প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে ও সকলের সমান রৌপ্য একত্র মিশিত করিয়া ২ রতি মাত্রায় গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার স্নায়ুশূল আশু প্রশমিত হয়। স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, রসসিন্দূর প্রভৃতি সমভাগে লইয়া তাহাতে চিরতার রসের ভাবনা দিয়া একরতি প্রমাণ বটী করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এই ঔষধ চিকণার জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার স্নায়ুশূল প্রশমিত হইয়া থাকে। বাতব্যাধি-অধিকারোক্ত যাবতীয় পথ্যাপথ্য এই রোগে ব্যবহার করা আবশ্যক। (সুশ্রুত)

স্নায়ুমর্ম্মন্ (ক্লী) স্নায়ুমর্ম্ম, আণি, বিটপ, কক্ষধর, কূর্চ্চ, কূর্চ্চশির, বস্তি, ক্ষিপ্র, অংস, বিধুর ও উৎক্ষেপ এই গুলি স্নায়ুমর্ম্ম। (সুশ্রুত শারীরস্থা°)

স্নাবর্ম্মন্ (ক্লী) শুক্ল নেত্ররোগবিশেষ।
"স্থিরং প্রস্তারি মাংসাঢ্যং শুক্লং স্নাবর্ম্ম পঞ্চমং।" (ভাবপ্র°)
"শুক্লে যৎ মিশিতমুপৈতি রক্তিমেতৎ স্নাবর্ম্মেত্যভিপঠিতঃ খরং প্রশান্তু।" (সুশ্রুত)

স্নাব (পুং) স্নাবন, স্নায়ু।

স্নাবন্ (পুং) স্না (স্নামদিপদ্যর্তি। উণ্ ৪।১১২) ইতি বনিপ্। স্নায়ু। "মাংসেভ্যঃ স্বাহা স্নাবভ্যঃ স্বাহা" (শুক্লযজু° ৩৯।১০) 'স্নাবভ্যঃ স্নাবানঃ স্নায়বঃ' (মহীধর (ত্রি) ২ রসিক। (উজ্জ্বল)

স্নিগ্ধ (পুং) স্নিহ্যতি স্মেতি স্নিহ অকর্ম্মকত্বাৎ কর্ত্তরি ক্ত। ১ বয়স্য। (অমর) ২ রক্তৈরণ্ড। ৩ সরলবৃক্ষ। (ক্লী) ৪ সিক্থক। (রাজনি°) (ত্রি) ৫ স্নেহযুক্ত, অরুক্ষ, পর্য্যায়—চিক্কণ, মসৃণ, আমৃষ্ট, চিক্ক, চক্কণ। (শব্দরত্না°)
"অষ্টৌ দংষ্ট্রাঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রাশ্চিরন্তাপাতদুঃসহাঃ।
দেহেষু মজ্জয়িষ্যামি স্নিগ্ধেষু পিশিতেষু চ॥"(ভারত ১।১৫৩।৯)
৬ ঘনসর। ৭ সরলনির্য্যাস। (বৈদ্যকনি°)

স্নিগ্ধকন্দা (স্ত্রী) কন্দলী।

স্নিগ্ধকরঞ্জক (পুং) গুচ্ছকরঞ্জ। (বৈদ্যকনি°)

স্নিগ্ধচ্ছদ (পুং) বটবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্নিগ্ধচ্ছদা (স্ত্রী) বদরীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্নিগ্ধতণ্ডুল (পুং) স্নিগ্ধস্তণ্ডুলঃ। ষষ্টিশালি, ষষ্টিক শালিধান্য, এই শালিধান ৬০ দিনে পাকিয়া থাকে। (পর্য্যায়মুক্তা°)

স্নিগ্ধতা (স্ত্রী) স্নিগ্ধস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ প্রিয়তা।
"হার্দ্দং প্রিয়ত্বং প্রিয়তা স্নিগ্ধতায়াং নিগদ্যতে।" (শব্দরত্না°)
২ স্নেহ। (রাজনি°)

স্নিগ্ধফল (পুং) গুচ্ছকরঞ্জ। (রাজনি°)

স্নিগ্ধদারু (পুং) স্নিগ্ধং চিক্কণং দারু কাষ্ঠং যস্য। (জটাধর) ২ দেবদারু। (রাজনি°)

স্নিগ্ধনিম্মল (ক্লী) উদ্গমকাংস্য। (বৈদ্যকনি°)

স্নিগ্ধপত্র [ক] (পুং) স্নিগ্ধানি পত্রাণি যস্য কপ্। ১ মর্জ্জর-তৃণ। ২ ঘৃতকরঞ্জ। ৩ গুচ্ছকরঞ্জ। (রাজনি°) ৪ আবর্ত্তকী, চলিত আংমোড়া। (বৈদ্যকনি°)

স্নিগ্ধপত্রা [ত্রী] (স্ত্রী) স্নিগ্ধং পত্রং যস্যাঃ। ১ বদরী। (জটাধর) ২ পালকা, চলিত পালঙ্‌শাক। ৩ কাশ্মরী। ৪ লোণিকা, চলিত নুনিশাক। (বৈদ্যকনি°) ৫ গাম্ভারীবৃক্ষ, গামারগাছ। (রাজনি°)

স্নিগ্ধপর্ণিকা [র্ণী] (স্ত্রী) ১ মূর্ব্বা। (রাজনি°) ২ পৃশ্নিপর্ণী, চলিত চাকুলিয়া। (রাজনি°)

স্নিগ্ধপিণ্ডীতক (পুং) স্নিগ্ধঃ পিণ্ডীতকঃ। মদনবৃক্ষবিশেষ।
"বরাকোহন্যঃ ক্রমুবর্ণো মহান্ পিণ্ডীতকো মহান্।
স্নিগ্ধপিণ্ডীতকশ্চান্যঃ স্থূলদণ্ডফলস্তথা॥" (রাজনি°)
গুণ—কটু, তিক্ত, ছর্দ্দন, কফ, হৃদ্রোগ, পক্ক ও আমাশয়রোগ-নাশক। (রাজনি°)

স্নিগ্ধফলা (স্ত্রী) স্নিগ্ধং ফলং যস্যাঃ। ১ নাকুলী, চলিত গন্ধরাস্না। (রাজনি°) ২ বালুককর্কটিকা, চলিত ফুটী। (বৈদ্যকনি°)

স্নিগ্ধমজ্জক (পুং) স্নিগ্ধঃ মজ্জঃ যস্য কন্। বাতামবৃক্ষ, চলিত বাদামগাছ। (বৈদ্যকনি°)

স্নিগ্ধরাজি (পুং) সর্পবিশেষ। কৃষ্ণসর্প হইতে রাজমতীতে এই সর্পের উৎপত্তি হয়। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অ)

স্নিগ্ধা (স্ত্রী) স্নিগ্ধ-টাপ্। ১ মেদা। ২ অস্থিসার, চলিত মজ্জা। ৩ বিকঙ্কতবৃক্ষ, চলিত বঁইচিগাছ। (জটাধর) ৪ স্নেহবিশিষ্টা।

স্নিট্, ১ স্নেহ। ২ গতি। চুরাদি পরস্মৈ অক° সেট্। লট্ স্নেটয়তি। লোট্ স্নেটয়তু। লিট্ স্নেটয়াঞ্চকার, লিটে অস, কৃ ও ভূ এই তিন ধাতুর অনুপ্রয়োগ হইবে।

স্নিহ্, ১ প্রীতি স্নেহ। দিবাদি পরস্মৈ সক° সেট্। লট্ স্নিহ্যতি। লিট্ সিষ্ণেহ, সিষ্ণিহতুঃ। লুট্ স্নেহিতা, স্নেগ্ধা, স্নেঢ়া। লৃট্ স্নেহিষ্যতি, স্নেক্ষ্যতি। লুঙ্ অস্নিহৎ। সন্ সিস্নেহিষতি, সিস্নেহিষতি, সিস্নিহিষতি, সিস্নিক্ষতি। যঙ্ সেষ্ণিহ্যতে, সেষ্ণেঢ়ি, ণিচ্ স্নেহয়তি। লুঙ্ অসিষ্ণিহৎ।

স্নু (পুং) স্নু প্রস্রবণে মিতদ্রবাদিত্বাৎ ডু। সানু, পর্ব্বতের সমভূভাগ। (অমর) (স্ত্রী) ২ স্নায়ু।

"ত্রিষ্টুপ্‌মাংসাৎ স্নুতোঽনুষ্টুপ্‌ জগত্যস্নঃ প্রজাপতেঃ।
তস্যোষ্ণিগাসীল্লোমভ্যো গায়ত্রী চ ত্বচো বিভোঃ॥"
(ভাগবত ৩।১২।৩০)

স্নুক্‌ [হ্‌] (স্ত্রী) স্নুহ্‌-ক্বিপ্‌। স্নুহীবৃক্ষ।

স্নুকৃচ্ছদ (পুং) ক্ষীরকঞ্চুকীবৃক্ষ, ক্ষীরীশবৃক্ষ, চলিত ক্ষীরীশ-গাছ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

স্নুকৃচ্ছদোপম (পুং) বারাহীকন্দ, চলিত শুয়ারআলু।

স্নুত (ত্রি) স্নু-ক্ত। ১ ক্ষরিত জলাদি। ২ সিক্ত।

"তাঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য স্নেহস্নুতপয়োধরাঃ।
হর্ষবিহ্বলিতাত্মানঃ সিষিচুর্নেত্রজৈর্জলৈঃ॥"
(ভাগবত ১।১১।৩০)

স্নুষা (স্ত্রী) স্নৌতি মনো যস্যামিতি স্নু প্রস্রবণে (স্নুব্রশ্চিকৃঞ্‌-ষিভ্যঃ কিৎ। উণ্‌ ৩।৬৬) ইতি স সচ কিৎ। পুত্রবধূ। স্নুষা অর্থাৎ পুত্রবধূর সহিত শাশুড়ীর প্রায়ই বিরোধ হয়, শাস্ত্রে ইহার কারণ এই রূপ লিখিত আছে, ধর্ম্মরূপ ব্যাধ নারীদিগকে শাপ দিয়াছিলেন যে, স্নুষার সহিত শাশুড়ীর প্রণয় ও বিশ্বাস থাকিবে না।

"অহং ব্যাধো জীবঘাতী ন তু তল্লোকহিংসকঃ।
মৎসুতা জীবঘাতস্য যদূঢ়া ত্বৎসুতেন চ॥
ত্বন্মহস্রঞ্চ সংপ্রাপ্তং প্রায়শ্চিত্তং তপোধন।
এবমুক্‌ত্বা স চোবাচ শপ্ত্বা নারীং তদাধবে॥
মা স্নুষাভিঃ সমং শ্বশ্রা বিশ্বাসো ভবতু ক্বচিৎ।
মা চ স্নুষা কদাচিৎ স্যাৎ যা শ্বশ্রূং জীবতীমিষেৎ।
এবমুক্‌ত্বা গতো ব্যাধঃ স্বগৃহং প্রতি ভামিনি॥" (বরাহপু°)

২ স্নুহীবৃক্ষ, চলিত মনসাসিজ, তেকাটাসিজ। (শব্দচ°)

স্নুহ্‌, ১ উদ্গীরণ। দিবাদি পরস্মৈ° সক° সেট্‌। স্নুহ্যতি। লিট্‌ সুস্নোহ। লুট্‌ স্নোহিতা, স্নোগ্ধা, স্নোঢ়া। লুঙ্‌ অস্নুহৎ।

স্নুহ্‌ [ক্‌] (স্ত্রী) স্নুহ-ক্বিপ্‌। স্নুহীবৃক্ষ, মনসাগাছ।

স্নুহা (স্ত্রী) স্নুহ ভাগুরিমতে টাপ্‌। স্নুহীবৃক্ষ। (ভরত)

স্নুহাদ্যতৈল (ক্লী) খালিত্যরোগে তৈলৌষধবিশেষ, টাকরোগের তৈলবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী কটুতৈল ৪ সের, ছাগমূত্র ৮ সের, কল্কার্থ সিজের আটা, ভৃঙ্গরাজ, ঈশলাঙ্গলা, মৃণাল, কুচ, রাখালশশার মূল ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল প্রত্যেক ১ পল করিয়া তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে, টাকে এই তৈল মালিশ করিলে অচিরে টাক্‌ নষ্ট হইয়া কেশোদ্গম হয়। টাক্‌রোগের ইহা একটী অত্যুৎকৃষ্ট তৈলৌষধ। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্নুহি (স্ত্রী) স্নুহ-ইন্‌। স্নুহীবৃক্ষ। (অমরটীকা)

স্নুহী (স্ত্রী) স্নুহি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্‌। বৃক্ষবিশেষ। স্বনাম-খ্যাত ক্ষীরসারবৃক্ষ, চলিত মনসাগাছ, ঘোড়াসিজ, তেকাটাসিজ। হিন্দী থোহর, তিধার, জাকুনিয়া। তৈলঙ্গ চেমুরচেট্টু। বম্বে নিবড়ুঙ্গ। পর্য্যায়—সীহুণ্ড, বজ্রদ্রু, স্নুক্‌, গুড়া, গুড়, সমন্তদুগ্ধা, সিহুণ্ড, শীহুণ্ড, স্নুহা, স্নুহি, গুড়ী, গুড়, বজ্রী, সুধা, বজ্রকণ্টক, কৃষ্ণসার। (জটাধর) গুণ—বহুদোষে প্রযোক্তব্য এবং অগ্নিতুল্য।

"বহুদোষে প্রয়োক্তব্যমগ্নিতুল্যং সুধাপয়ঃ।" (রাজবল্লভ)

বাত, বিষ, আধ্মান ও গুল্মোদররোগনাশক, উষ্ণ, পিত্তদাহ-নাশক, কুষ্ঠ, বাত ও প্রমেহনাশক। (রাজনি°)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্নুহীবৃক্ষমূলে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীর দিন অষ্টনাগের সহিত মনসাদেবীর পূজা করিতে হয়। শ্রাবণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীর দিন এই বৃক্ষে মনসাদেবীর আবির্ভাব হয়, এই জন্য এই দিনে সর্পভয়নিবারণকামনায় উক্ত বৃক্ষে মনসাপূজা করিবে। [মনসা দেখ।

"সুপ্তে জনার্দ্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে।
পূজয়েন্মনসাদেবীং স্নুহীবিটপসংস্থিতাং॥
পদ্মনাভে গতে শয্যাং দেবৈঃ সর্ব্বৈরনন্তরং।
পঞ্চম্যামসিতে পক্ষে সমুত্তিষ্ঠতি পন্নগী॥
দেবীং সম্পূজ্য নত্বা চ ন সর্পভয়মাপ্নুয়াৎ।
পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগাননন্তাদ্যান্‌ মহোরগান্‌॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

ভবনাঙ্গনে অর্থাৎ বাটীর উঠানে স্নুহীবৃক্ষ পুতিয়া ঐ স্থানে নৈবেদ্যাদি উপচার দ্বারা সঙ্কল্প করিয়া পূজা করিবে। নিম্নোক্ত রূপে সঙ্কল্পবাক্য করিতে হয়—

"ওঁ তৎসদদ্য শ্রাবণে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে পঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্পভয়াভাবকামঃ স্নুহীবৃক্ষে মনসাদেবীপূজা-মহং করিষ্যে"।

এই রূপে সঙ্কল্প করিয়া পূজার বিধানানুসারে মনসাপূজা করিবে, বাহুল্যভয়ে পূজাবিধান লিখিত হইল না।

চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে বিস্ফোটকাদিভয় অর্থাৎ বসন্তাদি-ভয় নিবারণের জন্য স্নুহীবৃক্ষে ঘণ্টাকর্ণপূজা করিয়া পরে শীতলা-দেবীর পূজা ও তাহার স্তবপাঠ করিবে। এই রূপে পূজা করিলে পূজাকারীর আর বসন্তাদির ভয় থাকে না।

"অথ চৈত্রকৃত্য। তত্র সংক্রান্ত্যাং বিস্ফোটকভয়োপশমন-কামো ঘণ্টাকর্ণং স্নুহীবৃক্ষে পূজয়েৎ।
ওঁ ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ব্বব্যাধিবিনাশন।
বিস্ফোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল॥
ইত্যনেন ত্রিঃ পূজয়েৎ এবং শীতলাদেব্যাঃ পূজাদিকং যথাশক্তিবিস্ফোটকাদ্যুপশমনকামঃ স্তবনমেব কর্ত্তব্যং।"

(কৃত্যতত্ত্ব) শীতলাপূজাদি পূজার বিধানানুসারে করিতে হইবে, বাহুল্যভয়ে, তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

স্নুহীবীজ (ক্লী) স্নুহীবৃক্ষবীজ, মনসাবীজ।

সুহীক্ষীর (ক্লী) সুহীবৃক্ষনির্যাস, সিজের আটা। এই আটা চক্ষুতে লাগিলে চক্ষুরোগ এবং দৃষ্টিশক্তির নাশ হইয়া থাকে।

সুহ্ম (ক্লী) উৎপল। (ত্রিকা°)

স্নেয় (ক্লী) স্নানযোগ্য।

স্নেহ (পুং) স্নিহ-ঘঞ্। প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা। লক্ষণ—

"দর্শনে স্পর্শনে বাপি শ্রবণে ভাষণেহপি বা।
যত্র দ্রবত্যন্তরঙ্গং স স্নেহ ইতি কথ্যতে॥" (গরুড়পু° ১১৩ অ°)

দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ও কথনে যে স্থলে অন্তরঙ্গ দ্রবিত হয়, বা প্রকাশ পায়, তাহাকে স্নেহ কহে। চিত্ত যাহাতে আর্দ্র হয়, তাহাকেও স্নেহ কহে। শাস্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, স্নেহই দুঃখের কারণ। যেখানে স্নেহ সেখানেই ভয়, অতএব যিনি স্নেহ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই সুখী।

"যত্র স্নেহো ভয়ন্তত্র স্নেহো দুঃখস্য ভাজনং।
স্নেহমূলানি দুঃখানি তস্মিংস্ত্যক্তে মহৎসুখং॥" (গরুড়পু° ১১৩ অ°)

শাস্ত্রে বিশেষরূপে লিখিত আছে যে, স্নেহে আবদ্ধ হওয়া বিধেয় নহে। স্নেহে আবদ্ধ হইলেই তাহাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে। ২ তৈলাদি রসভেদ, ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা এই চারিপ্রকার পদার্থ স্নেহ নামে অভিহিত, ইহা আবার স্থাবর ও জঙ্গমভেদে দ্বিযোনি, স্থাবরযোনি ও জঙ্গমযোনি। তৈল স্থাবরযোনি, ঘৃত জঙ্গমযোনি। ৩ নৈয়ায়িকদিগের মতে গুণবিশেষ। এই গুণ নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ। জলীয় পরমাণুতে এই গুণ নিত্য, অন্য স্থলে অনিত্য। তৈলাদিতে ইহার প্রকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এই জন্য ইহাতে দাহ হইয়া থাকে।

"স্নেহো জলেহসৌ নিত্যোঽয়মনিত্যোঽবয়বিন্যসৌ।
তৈলান্তরে তৎপ্রকর্ষাৎ দহনস্যানুকূলতা॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

বৈদ্যকশাস্ত্রে স্নেহপান ও স্নেহপাকের বিশেষ বিধান লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে সে বিষয় আলোচিত হইল।

স্নেহপানবিধি—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্নেহ চারি প্রকার, ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা। সাধারণতঃ সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরে এই সকল স্নেহপান করিবার সময়। এই স্নেহ স্থাবর ও জঙ্গমভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে স্থাবরস্নেহের মধ্যে তিল-তৈল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জঙ্গমস্নেহের মধ্যে ঘৃত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দুইটী স্নেহ অর্থাৎ ঘৃত ও তৈল মিলিত করিয়া যে স্নেহ প্রস্তুত হয়, তাহাকে যমক, তিনটী স্নেহ অর্থাৎ ঘৃত, তৈল ও বসা মিলিত করিয়া যে স্নেহ প্রস্তুত হয়, তাহাকে ত্রিবৃত এবং চারিটী স্নেহ ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা একত্র করিয়া যে স্নেহ প্রস্তুত হয়, তাহাকে মহাস্নেহ কহে।

যাহার মৃদুকোষ্ঠ, সে ব্যক্তি তিন দিবস, যাহার মধ্যকোষ্ঠ সে ব্যক্তি চারিদিন, এবং যাহার ক্রূরকোষ্ঠ সেই ব্যক্তি পাঁচ বা ছয় দিন স্নেহ পান করিবে। যে হেতু কথিত আছে যে, মৃদুকোষ্ঠ-সম্পন্ন ব্যক্তি তিন রাত্রি স্নেহ সেবন করিলে স্নিগ্ধ হয়, মধ্যকোষ্ঠ-সম্পন্ন ব্যক্তি চারিদিন স্নেহ সেবন ও ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি ৫ বা ৬ দিন স্নেহ সেবন করিলে স্নিগ্ধ ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। মৃদুকোষ্ঠ, মধ্যকোষ্ঠ ও ক্রূরকোষ্ঠ সকলেরই স্নেহসেবন সাত দিনের পর সাত্ম্য হয়। স্নেহ সেবন দ্বারা বায়ুর অনুলোম, অগ্নিদীপ্তি, কোষ্ঠ-শুদ্ধি, শরীর মৃদু, স্নিগ্ধ ও লঘু হয় এবং জরা নষ্ট হইয়া বল জন্মে, বর্ণের প্রসন্নতা হয় এবং শরীরের গ্লানি জন্মে না।

বাতাদির প্রকোপকাল, বয়ঃ, বল ও অগ্নির বলাবল বিবেচনা করিয়া হীন, মধ্যম বা পূর্ণমাত্রায়, অকালে অথবা অনিয়মিত আহার বিহার করিয়া স্নেহপান করিলে শোথ, অর্শ, তন্দ্রা, নিদ্রা-ধিক্য ও অজ্ঞানতাদি উপসর্গ উপস্থিত হয়। দীপ্তাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে এক পল পরিমাণে, মধ্যম অগ্নিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে ৬ তোলা এবং হীন-অগ্নিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ৪ তোলা পরিমাণে স্নেহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

স্নেহসেবন সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মত অন্য তিন প্রকার মাত্রাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—যে পরিমাণ স্নেহ এক অহোরাত্রে জীর্ণ হয়, তাহাকে মহতী মাত্রা ও যাহা এক দিবসে পরিপাক হয়, তাহাকে মধ্যম এবং যে মাত্রায় সেবন করিলে দুই প্রহরে পরিপাক হয়, তাহাকে হীনমাত্রা বলা যায়। হীনমাত্রা স্নেহ অগ্নিপ্রদীপক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং অল্প দোষে প্রশস্ত। মধ্যমমাত্রা স্নেহ স্নিগ্ধ-কারক, শরীরের উপচয়জনক এবং শ্রমনাশক। মহতী মাত্রা স্নেহ—কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, গ্রহদোষ এবং অপস্মারনাশক। ইহাতে সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, দিবসের প্রথম প্রহর গত হইলে যে মাত্রা জীর্ণ হয়, সেই মাত্রায় স্নেহ সেবন করিলে অগ্নিদীপ্ত হয়, এবং উহা অল্প দোষে প্রশস্ত। দুই প্রহর পরে যে মাত্রা পরিপাক হয়, সেই মাত্রায় স্নেহ সেবন করিলে শুক্রবৃদ্ধি ও শরীরের উপচয় হয় এবং উহা মধ্য দোষে প্রশস্ত, যে মাত্রা দিবসের শেষ প্রহরে পরিপাক হয়, সেই মাত্রায় স্নেহ সেবন করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয় এবং উহা বহু দোষে প্রশস্ত জানিবে। বাতপৈত্তিক স্নেহের মধ্যে একমাত্র ঘৃত প্রয়োগ করিবে। বায়ুর প্রকোপে সৈন্ধবযুক্ত ঘৃত এবং কফের প্রকোপে চিত্রক, ত্রিকটু ও যবক্ষারসংযুক্ত ঘৃত পান করিতে দিবে। কক্ষ ব্যক্তি, ক্ষতযুক্ত, বিষপীড়িত, বাতপৈত্তিক রোগগ্রস্ত এবং যাহাদের মেধা ও স্মৃতি হ্রাস হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ঘৃতপান প্রশস্ত। কৃমিরোগী ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি যাহার কফ ও মেদ বৃদ্ধি হইয়াছে, তৈলসাত্ম্য ব্যক্তি, যাহাদের শরীর দৃঢ় করিতে অভিপ্রায় আছে এবং যাহারা ব্যায়ামক্ষুণ্ণ, শুক্ররেতা বা রক্তজ অথবা মহা-রোগগ্রস্ত তাহাদের পক্ষে তৈল বিশেষ উপকারী।

শীতকালে দিবা ভাগে, গ্রীষ্মকালে বায়ুপিত্ত-প্রকোপে রাত্রিতে ও বাতশ্লেষ্মা-প্রকোপে দিবাভাগে স্নেহপান করা বিধেয়। নস্যে, অভ্যঙ্গে, গণ্ডূষে, মস্তকে, কর্ণপূরণে ও অক্ষিপূরণে, তৈল বা ঘৃত প্রয়োগ করিতে হইলে দোষের বলাবল অনুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। ঘৃতের অনুপান কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল, তৈলের অনুপান যূষ এবং বসা ও মজ্জার অনুপান মণ্ড এই নিয়মে স্নেহে অনুপান প্রয়োগ করিলে সুখাবহ হয়। স্নেহদ্বেষী, বালক, বৃদ্ধ, সুকুমার, কৃশ এবং পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিদিগকেও গ্রীষ্ম কালে স্নেহ প্রয়োগ করিতে হইলে ভক্তের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। অধিক তিল ও অল্প তণ্ডুল দ্বারা ঘৃত সহযোগে যবাগূ প্রস্তুত করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেবন করিলে শরীর সদ্য স্নিগ্ধ হয়। অনিয়মিত আচার হেতু অথবা বহু পরিমাণে পান করা প্রযুক্ত যদ্যপি স্নেহ জীর্ণ না হয়, তাহা হইলে উষ্ণ জলপান করিয়া বমন করিবে। স্নেহ অজীর্ণের আশঙ্কা থাকিলে উষ্ণ জল পান করিবে, উষ্ণ জল পান করিলে উদ্গারশুদ্ধি ও অন্নে রুচি জন্মে। পিত্তপ্রধান ব্যক্তির স্নেহ পান দ্বারা তীক্ষ্ণাগ্নি হইলে অত্যন্ত পিপাসা উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থায় শীতল জল পান করিয়া বমন করিলে পিপাসা নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

অজীর্ণরোগী, উদররোগী, তরুণ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি, দুর্ব্বল ব্যক্তি, অরুচিরোগগ্রস্ত, স্থূল অর্থাৎ মেদোরোগী, মূর্চ্ছারোগী, মেহরোগী, পিপাসার্ত্ত, শ্রমান্বিত, বান্ত, বিরক্ত ও যাহাদিগকে বস্তি প্রদান করা হইয়াছে এবং অকালপ্রসবা নারী স্নেহ পান করিবে না। দুর্দ্দিনে অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্নেহ পান বিধেয় নহে। স্বেদ্য অর্থাৎ স্বেদার্হ, সংশোধ্য, মদ্যাসক্ত, সুরতাসক্ত, ব্যায়ামাসক্ত, বৃদ্ধ, বালক, কৃশ, রুক্ষ, ক্ষীণরক্ত, ক্ষীণশুক্র, বায়ুপীড়িত এবং তিমিররোগগ্রস্ত এই সকলের পক্ষে স্নেহপান বিশেষ উপকারী। সম্যক্ স্নিগ্ধ ব্যক্তির বায়ুর অনুলোমতা, অগ্নিদীপ্তি, কোষ্ঠপরিষ্কার, শরীরের মৃদুতা ও স্নিগ্ধতা, গ্লানি, স্নেহে দ্বেষ ও লঘুতা জন্মে। রুক্ষ ব্যক্তির এই সকল লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ হইয়া থাকে।

অতিশয় স্নেহপান করিলে অন্নে অরুচি, মুখস্রাব, গুহ্যদাহ, প্রবাহিকা, তন্দ্রা, অতীসার এবং শরীরের পাণ্ডুতা জন্মে। রুক্ষ ব্যক্তিকে স্নেহনক্রিয়া দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে এবং রুক্ষক্রিয়া দ্বারা অতিস্নিগ্ধ ব্যক্তির শরীরের রুক্ষতা সাধন করিবে। উক্ত বিধানানুসারে স্নেহ পান করা বিধেয়।

স্নেহপাকবিধি—বৈদ্যকমতে স্নেহপাক করিতে হইলে নিম্নোক্ত প্রকারে করিতে হয়। স্নেহপাক তিন প্রকার, মৃদুপাক, মধ্যপাক ও খরপাক। তন্মধ্যে যে স্নেহের কল্ক কিঞ্চিৎ রসসংযুক্ত, তাহাকে মৃদুপাক কহে। যাহার কল্ক নীরস অথচ কোমল তাহাকে মধ্যপাক এবং যাহার কল্ক কিঞ্চিৎ কঠিন হয়, তাহাকে খরপাক বলা যায়। ইহা হইতে অধিক খরপাক হইলে তাহাকে দগ্ধপাক কহে। এইরূপ পাক নিন্দনীয়, অর্থাৎ ইহাতে কোন ফল হয় না। আমপাক অর্থাৎ স্নেহে জল থাকিলে তাহা হীনবীর্য্য, অগ্নিমান্দ্যজনক এবং গুরু হইয়া থাকে। উপরি উক্ত লক্ষণসম্পন্ন মৃদুপাকের স্নেহ নস্যে, মধ্যপাকের স্নেহ সমস্ত ক্রিয়াতে এবং খরপাকের স্নেহ অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে। স্নেহপাক এক দিনে শেষ করিতে নাই, কারণ উহা বাসি হইলে অধিক গুণযুক্ত হইয়া থাকে।

স্নেহ অর্থাৎ ঘৃততৈলাদি পাক করিতে হইলে উহার চতুর্থাংশের এক অংশ কল্ক এবং চতুর্গুণ দ্রব পদার্থ দ্বারা পাক করিবে। ইহা পান করিবার মাত্রা এক পল। ক্বাথ দ্রব্য চতুর্গুণ জল দ্বারা পাক, পরে উহার চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তদ্দ্বারা ঘৃতাদি স্নেহ পাক করিবে। ক্বাথ্য দ্রব্য পাক করিতে মৃদু দ্রব্য অর্থাৎ গুড়ূচী প্রভৃতি আর্দ্র দ্রব্য হইলে চতুর্গুণ, কঠিন দ্রব্য শুণ্ঠী প্রভৃতি শুষ্ক দ্রব্য হইলে অষ্টগুণ এবং অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য অতিশুষ্ক দেবদারু প্রভৃতি হইলে ১৬ গুণ জল দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি মৃদু, কঠিন ও অতিকঠিন দ্রব্যসংযোগে থাকে, তবে উভয়ের মধ্যাবস্থায় অষ্টগুণ জল প্রদান করিবে।

এক কর্ষ হইতে এক পল পর্য্যন্ত দ্রব্যে ১৬ গুণ জলপ্রদান করিতে হয়, তৎপরে কুড়ব পর্য্যন্ত দ্রব্য হইলে অষ্টগুণ, তদূর্দ্ধ প্রস্থ প্রভৃতি করিয়া দ্রব্যের মান যতই হউক, জল চতুর্গুণ দেওয়া কর্ত্তব্য। জল, ক্বাথ কিংবা স্বরস দ্বারা পৃথক্‌রূপে তৈলাদিস্নেহ-পাকের বিধান উক্ত থাকিলে তাহাতে কল্ক যথাক্রমে স্নেহের চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টমাংশের এক অংশ দিতে হইবে। অর্থাৎ জল দ্বারা স্নেহ সাধনে কল্ক স্নেহের চতুর্থাংশের এক অংশ, ক্বাথ দ্বারা স্নেহসাধনে স্নেহের ষষ্ঠাংশের এক অংশ এবং স্বরস দ্বারা স্নেহসাধনে স্নেহের আট অংশের এক অংশ কল্ক দিতে হইবে।

দুগ্ধ, দধি, স্বরস ও তক্র দ্বারা স্নেহ পাক করিতে আটভাগের একভাগ কল্ক দিবে, ঐ কল্ক সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হওয়ার জন্য চারি গুণ জল দেওয়া কর্ত্তব্য। যে স্নেহপাকে পাঁচটী বা ততোধিক দ্রব পদার্থের সহিত পাক করিবার বিধি উক্ত আছে, তাহাতে ঐ দ্রব পদার্থ প্রত্যেকের পরিমাণ স্নেহের সমান, ইহার পূর্ব্ব অর্থাৎ চারি হইতে এক পর্য্যন্ত দ্রব পদার্থ উক্ত থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ লইতে হইবে। স্নেহপাকে যদি কেবল দ্রব্য উক্ত থাকে, তাহা হইলে ঐ স্নেহ জলপিষ্ট কল্ক এবং জল চতুর্গুণ দিয়া পাক করিতে হইবে।

কেবল ক্বাথ দ্বারা যে স্থলে স্নেহ পাক উক্ত আছে, সে স্থলে

ঐ কাথ দ্রব্যের কল্ক স্নেহে প্রয়োগ করিবে। যে স্নেহ বিনা কল্কে পাক করিবার বিধি আছে, তাহা কেবল দ্রব দ্রব্য দ্বারা পাক করিবে। পুষ্পকল্ক দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইলে, সেই স্থলে জল চতুগুণ প্রদান করিবে এবং পুষ্পকল্ক স্নেহের ৮ ভাগের এক ভাগ দিতে হইবে। স্নেহের কল্ক অঙ্গুলি দ্বারা নিষ্পীড়ন করিলে যদি বর্ত্তির ন্যায় হয় এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে শব্দ না হয়, তাহা হইলে পাকসিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে। স্নেহপাকে যখন তৈল সফেন এবং ঘৃত ফেনাবর্জ্জিত হইবে এবং যথানুরূপ বর্ণ, গন্ধ ও রসের উৎপত্তি হইবে, তখন স্নেহপাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে। এইরূপ বিধানে স্নেহপাক করিবে। (ভাবপ্র°)

৫ অশ্বের ঘৃতাদিপ্রয়োগবিধান। পিণ্ড ও পেয়ভেদে ইহা চারি প্রকার। ইহার মধ্যে ভোজনে পিণ্ড এবং পানে পেয় প্রয়োগ করিতে হয়।

"তয়োঃ পিণ্ডো ভোজনেষু পেয়ঃ পানে চ কথ্যতে।" (জয়দত্ত)

স্নেহক (ত্রি) স্নেহযুক্ত।

স্নেহকর (পুং) শালবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্নেহকর্ত্তৃ (ত্রি) স্নেহকারী।

স্নেহকুম্ভ (পুং) তৈলকুম্ভ। স্নেহপদার্থ-পূর্ণ কুম্ভ।

স্নেহগর্ভ (পুং) তিলক্ষুপ, চলিত তিলগাছ। (পর্য্যায়মু°)

স্নেহচতুষ্টয় (ক্লী) চারিপ্রকার স্নেহপদার্থ, ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা। [স্নেহ দেখ]

স্নেহঘট (পুং) স্নেহকুম্ভ।

স্নেহন্ (পুং) স্নিহ্যতীতি স্নিহ (শ্বন্নুক্ষন্পুষন্নিতি। উণ্ ১।১৫৮) ইতি কনিন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ রোগবিশেষ। ২ বন্ধু। ৩ চন্দ্র। (উজ্জ্বল)

স্নেহন (ক্লী) স্নিহ্যতেনেনেতি স্নিহ-ল্যুট্। ১ তৈলমর্দ্দন, পর্য্যায়—স্নেহ, স্নিগ্ধতা, ম্রক্ষণ, ম্রক্ষ, অভ্যঙ্গ, অভ্যঞ্জন। (রাজনি°) স্নেহয়তীতি স্নিহ-ণিচ্-ল্যুট্। (ত্রি) ২ স্নিগ্ধকারক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৩ স্নেহনী। স্নেহজননী। ৪ তন্নামক নেত্রাঞ্জনবর্ত্তী। (ভাবপ্র°)

স্নেহচূর্ণ (ক্লী) নেত্ররোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শ্বেতাঞ্জন অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ত্রিফলার রসে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ ৭ বার করিতে হইবে। পরে স্ত্রীলোকের দুগ্ধে পূর্ব্বপ্রকারে উত্তপ্ত করিয়া ৭ বার নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করিবে। ইহা দ্বারা প্রত্যহ অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার নেত্ররোগ নষ্ট হইয়া চক্ষুর হিত সাধিত হয়। (ভাবপ্র°)

স্নেহনীয় (ত্রি) স্নিহ-অনীয়র্। স্নেহযোগ্য, স্নেহের উপযুক্ত, স্নেহার্হ।

স্নেহপাত্র (ক্লী) স্নেহস্য পাত্রঃ। স্নেহের পাত্র, যাহাকে স্নেহ করা যায়।

স্নেহপীত (ত্রি) যাহাকে স্নেহপান করান হইয়াছে, স্নেহপান-বিশিষ্ট। (সুশ্রুত)

স্নেহপ্রিয় (পুং) স্নেহঃপ্রিয়ো যস্য। ১ প্রদীপ। (হেম) (ত্রি) ২ তৈলাদিপ্রিয়।

স্নেহপিণ্ডীতক (পুং) পীত মদনবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্নেহপূরফল (পুং) তিলবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্নেহবীজ (পুং) স্নেহযুক্তানি বীজানি যস্য। পিয়ালবৃক্ষ, পিয়ালগাছ। (রাজনি°) (ক্লী) স্নেহকারণ।

স্নেহভূ (পুং) স্নেহাৎ ভূরুৎপত্তির্যস্য। ১ শ্লেষ্মা, কফ। (হেম) স্নেহাদ্ভূতি। (স্ত্রী) ২ স্নিগ্ধভূমি। (ত্রি) স্নেহান্বিতা ভূর্যস্য। ৩ স্নিগ্ধ ভূমিবিশিষ্ট।

স্নেহময় (ত্রি) স্নেহ স্বরূপে ময়ট্। স্নেহস্বরূপ।

স্নেহরঙ্গ (পুং) স্নেহেন রজ্যতে ইতি রঞ্জ-ঘঞ্। তিল। (শব্দরত্না°)

স্নেহরেকভূ (পুং) চন্দ্র।

স্নেহল (ত্রি) স্নেহ (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ইতি মত্বর্থে লচ্। স্নেহবিশিষ্ট, স্নেহযুক্ত।

স্নেহলবণ (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত লবণৌষধভেদ।

স্নেহবৎ (ত্রি) স্নেহ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। স্নেহবিশিষ্ট।

স্নেহবৃক্ষ, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ স্নেহবতী স্নেহবিশিষ্ট। ২ মেদা।

স্নেহবস্তি (ক্লী) স্নেহস্য বস্তিঃ। বস্তিক্রিয়াবিশেষ, তৈল-পিচ্‌কারী, তৈলাদি স্নেহপদার্থ দ্বারা যে পিচ্‌কারী দেওয়া হয়, তাহাকে স্নেহবস্তি কহে। বৈদ্যকশাস্ত্রে স্নেহবস্তির বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, অতিসংক্ষেপে সে বিষয় লিখিত হইল। বস্তি দ্বিবিধ, স্নেহবস্তি ও নিরূহবস্তি। [নিরূহবস্তির বিষয় নিরূহবস্তি শব্দ দেখ।] একমাত্র স্নেহ পদার্থ দ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে অনুবাসনবস্তিও কহে। কুষ্ঠরোগী, মেহরোগী, স্থূলকায় ও উদররোগীর পক্ষে স্নেহবস্তি অনুপকারী। ইহা ভিন্ন অজীর্ণ, উন্মাদ, তৃষ্ণা, শোথ, মূর্চ্ছা, অরুচি, ভয়, শ্বাস, কাস ও ক্ষয় এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে কখন স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে না।

বস্তিপ্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমে বস্তিক্রিয়োপযোগী নল প্রস্তুত করিতে হয়। এই নল সুবর্ণাদি ধাতু, বৃক্ষ, বাঁশ, নল, দন্ত, শৃঙ্গাগ্র এবং মণি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত করিবে। এই বস্তিপ্রয়োগের নল এক বৎসর হইতে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত রোগীর পক্ষে ৬ আঙ্গুল, ৬ বৎসরের উর্দ্ধ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত রোগীর নিমিত্ত ৮ আঙ্গুল, এবং তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য ১২ আঙ্গুল করিবে। ঐ নলের ছিদ্র যথাক্রমে মুদ্গ, কলায় ও বদরী-

বীজের প্রমাণ করিবে। উহা শঙ্ক এবং গোপুচ্ছের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইবে। নলের মূলভাগ গোপুচ্ছের ন্যায় করিয়া মুখের দিকে ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম করিতে হইবে।

বস্তিক্রিয়ায় নলের পরিমাণ রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুলির তুল্য, ব্যাস নলের মূলে স্থির রাখিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তুল্য ব্যাসে অগ্রভাগ প্রস্তুত করিবে এবং মুখ অত্যন্ত মসৃণ অথচ বটিকার ন্যায় গোলাকার করিবে। নলের চতুর্থভাগে এমনভাবে কর্ণিকা প্রস্তুত করিতে হইবে যে, বস্তির ধমকে নলের অপ্রমাণভাগ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হয় এবং মূলের দিকে ও চতুর্থভাগে বস্তি-বন্ধনের নিমিত্ত দুইটী কর্ণিকা প্রস্তুত করিয়া দিবে।

বস্তি সম্যক প্রকারে প্রযুক্ত হইলে শরীরের উপচয়, বর্ণের উৎকর্ষ, বল ও রোগহীনতা হয় এবং পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শীত ও বসন্তকালে দিবাভাগে এবং গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে রাত্রিকালে স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। অত্যন্ত স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করাইয়া স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে না। কারণ একসময়ে স্নেহভোজন ও স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে মত্ততা ও মূর্চ্ছা জন্মে এবং অত্যন্ত রুক্ষদ্রব্য ভোজন করাইয়াও স্নেহবস্তি প্রয়োগ বিধেয় নহে। তাহা হইলে বল ও বর্ণের হ্রাস হয়।

স্নেহবস্তির শ্রেষ্ঠমাত্রা ছয় পলে, মধ্যম মাত্রা তিন পলে, এবং হীনমাত্রা দুই পলে, যে স্নেহদ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই স্নেহে শলুফা ও সৈন্ধবচূর্ণ মিশ্রিত করিতে হইবে, ঐ চূর্ণের পূর্ণমাত্রা ৬ মাষা, মধ্যমমাত্রা ৪ মাষা এবং হীনমাত্রা ২ মাষা। বিরেচনের পরে যদি এই বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে ৭ রাত্রি পরে শরীরে বলোপচয় হইলে আহার করাইয়া সায়ংকালে বস্তিপ্রয়োগ করিবে।

স্নেহবস্তি প্রয়োগকালে রোগীর শরীরে তৈল মাখাইয়া অল্প অল্প উষ্ণজল দ্বারা স্নান করাইবে। পরে ভোজনান্তে শতপদ গমন করাইবে। তদনন্তর বায়ু, মূত্র ও মলত্যাগ হইলে বস্তি প্রয়োগ করিবে। যে সময়ে স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, সে সময়ে রোগীকে বামপার্শ্বে শয়ন করাইয়া বাম অঙ্গ প্রসারণ ও দক্ষিণ জঙ্ঘা কুঞ্চিত করিয়া গুহ্যদেশে স্নেহ ম্রক্ষণ করিবে। তৎপরে চিকিৎসক বস্তির মুখ সূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া বামহস্তে উহার মুখ ধারণ করেন ও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুহ্যদেশে যোজনা করিয়া মধ্য-বেগে পীড়ন করিবে। ত্রিশ মাত্রা কালপর্য্যন্ত ঐরূপ পীড়ন করা কর্ত্তব্য। তদতিরিক্ত কাল পীড়ন করিবে না। এই বস্তিপ্রয়োগ কালে জৃম্ভণ, কাস ও হাঁচি প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে।

এই প্রকারে স্নেহ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে এক শত কথা উচ্চারণ করিতে যত সময়ের আবশ্যক, তত সময় চিৎ হইয়া থাকিবে। মাত্রার পরিমাণ এইরূপ লিখিত আছে যে, স্বকীয় জানুর উপর অঙ্গুলিস্ফোট করিয়া হস্তাবর্ত্তনপূর্ব্বক আনিতে যত সময়ের আবশ্যক, সেই পরিমাণ সময়কে একমাত্রা কহে। বস্তিবীর্য্য সমস্ত শরীরে শীঘ্র প্রসারিত হইয়া থাকিবার জন্য চিকিৎসক রোগীর জঙ্ঘাদ্বয় ও বাহুদ্বয় তিনবার আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিবে। তৎপরে রোগীর করতলে পদতলে ও কটিতলে হস্তদ্বারা আঘাত করিবে, এবং কটিদেশ ধরিয়া শয্যাতে তিনবার নিক্ষেপ করিবে। পাষ্ণিদ্বয় দ্বারাও পূর্ব্ববৎ শয্যায় আঘাত করিবে। এই বস্তিক্রিয়ার পর বিনা উপদ্রবে বায়ু ও মলের সহিত স্নেহ সত্বর নির্গত হয়, তাহা হইলে উহা ঠিক হইয়াছে জানিতে হইবে। ঐরূপে স্নেহ নির্গত হইলে যদি ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহা হইলে সায়ংকালে সুস্ফুটিত অন্ন বা ইচ্ছানুরূপ কোন লঘুদ্রব্য ভোজন করাইবে। পর দিবস উষ্ণ জল কিংবা ধনে ও শুণ্ঠীর কাথ পান করাইবে। ইহা দ্বারা স্নেহজন্য ব্যাধি বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ছয়বার, সাতবার, আটবার, অথবা নয়বার স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে। প্রথম যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তদ্দ্বারা মূত্রাশয় ও বঙ্ক্ষণ স্নিগ্ধ হয়। দ্বিতীয় বারের বস্তি দ্বারা শিরোগত বায়ু বিনষ্ট হয়, তৃতীয় বারের বস্তি দ্বারা বল ও বর্ণের উৎকর্ষ, চতুর্থ বারের বস্তিদ্বারা রস, পঞ্চম বারের বস্তি দ্বারা রক্ত, ষষ্ঠ বারের বস্তি দ্বারা মাংস, সপ্তম বারের বস্তি দ্বারা মেদ, অষ্টম বারের বস্তি দ্বারা অস্থি ও নবম বারের বস্তিদ্বারা মজ্জা স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত যথাবিধি বস্তি প্রয়োগ করিলে শুক্রগত দোষ প্রশমিত হয়। প্রতি অষ্টাদশ দিন অন্তর যে ব্যক্তি যথানিয়মে এই স্নেহবস্তি প্রয়োগ করে, সেই ব্যক্তি হস্তীর ন্যায় বলবান্, অশ্বের তুল্য বেগবান্ এবং দেবতুল্য প্রভাবশালী হয়।

রুক্ষতা ও বায়ুর প্রকোপ থাকিলে প্রতিদিন স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে, কিন্তু অন্যান্য স্থলে অগ্নিমান্দ্য হওয়ার আশঙ্কা থাকা প্রযুক্ত তিন দিন অন্তর বস্তি প্রয়োগ কর্ত্তব্য। রুক্ষ ব্যক্তি অল্পমাত্রায় দীর্ঘকাল স্নেহপ্রদান করিলেও কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। বস্তি সম্যক্‌রূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া বহির্গত হইয়া গেলে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব হইতে অল্পমাত্রায় বস্তি প্রয়োগ করিবে।

বমন বিরেচনাদি দ্বারা দেহ সংশোধন না করিয়া স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে ঐ স্নেহ মলের সহিত সংযুক্ত হইয়া যদি বহির্গত হইতে না পারে, তাহা হইলে শরীরের অবসন্নতা, উদরাধ্মান, শূল, শ্বাস এবং পক্বাশয়ের গুরুত্ব উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় বায়ুর অনুলোমকারক, মলশোধক, অথচ স্নিগ্ধকারক এরূপ বিরেচন দ্রব্য এবং তীক্ষ্ণ নস্য প্রশস্ত। স্নেহবস্তি নির্গত না হইয়া যদি কোন প্রকার উপদ্রব না ঘটে, তাহা

হইলে রুক্ষতাপ্রযুক্ত উহা নির্গত হয় নাই, বুঝিতে হইবে। অতএব সেস্থলে কোন প্রতিকারের চেষ্টা পাইবে না। এক অহোরাত্র অপেক্ষা করিয়া দেখিবে, যদি তন্মধ্যে স্নেহ নির্গত না হয়, তবে সংশোধক ঔষধ দ্বারা দোষের শান্তি করিবে। কিন্তু স্নেহ নির্গত করিবার জন্য পুনর্ব্বার স্নেহ প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

গুলঞ্চ, এরণ্ড, পূতিকরঞ্জ, বামনহাটী, বাসক, কত্তৃণ, শতমূলী, ঝিণ্টী ও কাকজঙ্ঘা, এই সকল প্রত্যেকে একপল, যব, মাষকলায়, মসিনা, বদরী, ও কুলত্থকলায় এই সকল প্রত্যেকে দুইপল, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৪ দ্রোণ জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া এক দ্রোণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তদ্দ্বারা ১৬ সের তৈলপাক করিবে। কল্কার্থ জীবনীয়গণের ঔষধ প্রত্যেকে এক পল করিয়া গ্রহণ করিবে। এই তৈল দ্বারা স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে বাতজ রোগ বিনষ্ট হয়। অল্পপক্ক নলাদি দ্রব্য দ্বারা স্নেহবস্তি প্রয়োগের দোষে বহুবিধ রোগ জন্মে। এই সকল রোগ হইলে সুশ্রুতোক্ত বিধানে তাহার চিকিৎসা করিবে।

স্নেহ পান করিয়া যেরূপ পান, আহার, বিহার এবং যে সকল বস্তু পরিত্যাগ করিবার বিধান উক্ত হইয়াছে, বস্তিক্রিয়া করিয়াও সেইরূপ পান আহারাদির নিয়ম প্রতিপালন করিবে। তৎপক্ষে অন্য কোন বিবেচনার অপেক্ষা করিবে না। (ভাবপ্র°) [ইহার বিধি স্নেহপান শব্দে দেখ।]

স্নেহবিদ্ধ (স্ত্রী) স্নেহেন বিদ্ধং। ১ দেবদারু। (জটাধর)

স্নেহসংস্কৃত (ত্রি) স্নেহেন সংস্কৃতঃ। স্নেহ দ্বারা সংস্কৃত, যাহাকে স্নেহবস্তি দ্বারা সংস্কার করা হইয়াছে, স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিয়া যাহার দেহ বিশুদ্ধ হইয়াছে।

স্নেহব্যাপৎ (স্ত্রী) স্নেহপ্রয়োগ জন্য রোগবিশেষ, বস্তিপ্রয়োগের দোষে নানা প্রকার ব্যাধি জন্মে তাহাকে, স্নেহব্যাপৎ কহে। (সুশ্রুত)

স্নেহসার (পুং) মজ্জধাতু, মজ্জা। (বৈদ্যকনি°)

স্নেহাশ (পুং) স্নেহমশ্নাতীতি অশ্ ভোজনে অণ্। প্রদীপ।

স্নেহিত (পুং) স্নেহোঽস্য জাতঃ স্নেহ-ইতচ্। ১ বন্ধু। (ত্রি) ২ স্নেহযুক্ত, স্নেহবিশিষ্ট।

স্নেহিন্ (পুং) স্নেহোঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ বয়স্য, বন্ধু। (ত্রিকা°) ২ চিত্রকর। (ত্রি) ৩ স্নেহযুক্ত, স্নেহবিশিষ্ট।

স্নেহু (পুং) স্নিহ্যতীতি স্নিহ (শৃস্পৃস্নিহীতি। উণ্ ১।১১) ইতি উ। ১ রোগভেদ। ২ চন্দ্র। (উজ্জ্বল)

স্নেহ্য (ত্রি) স্নেহযোগ্য।

স্পাদ্ [দ], ঈষৎকম্প। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ স্পন্দতে। লোট্ স্পন্দতাং। লিট্ পস্পন্দে। লুট্ স্পন্তা। লুঙ্ অস্পন্দিষ্ট। সন্ পিস্পন্দিষতে। যঙ্ পাস্পন্দ্যতে।

স্পান্দ (পুং) স্পন্দ-ঘঞ্। প্রস্ফুরণ, ঈষৎকম্পন। স্পন্দন, শরীরস্থ অঙ্গবিশেষের স্পন্দন দ্বারা শুভাশুভ সূচিত হয়। পুরাণ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, সাধারণ ভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। স্পন্দন শুভ হইলে শুভ ফল এবং অশুভ হইলে অশুভ ফল হইয়া থাকে। মলমাসতত্ত্বে রঘুনন্দন লিখিয়াছেন যে, অশুভ স্পন্দন, চক্ষুঃস্পন্দন ও দুঃস্বপ্ন প্রভৃতি দর্শনে অশ্বত্থবৃক্ষের নিকট গমন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"চক্ষুঃস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনং।
শত্রূণাঞ্চ সমুত্থানম্ শময়াশু মে।
অশ্বত্থরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দন॥" (মলমাসতত্ত্ব)

মৎস্যপুরাণে মনু মৎস্যরূপী ভগবানকে দেহস্পন্দের শুভাশুভ ফলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে মৎস্যদেব তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ অঙ্গের দক্ষিণভাগ স্পন্দনে শুভ ফল এবং বাম ভাগ স্পন্দনে অশুভ ফল হইয়া থাকে। ইহাতে কোন কোন নিমিত্তজ্ঞ বলেন যে, পুরুষের দক্ষিণ ভাগ ও স্ত্রীদিগের বামভাগ স্পন্দনে শুভ এবং পুরুষের বাম ভাগ ও স্ত্রীলোকের দক্ষিণ ভাগ স্পন্দনে অশুভ ফল হইয়া থাকে।

"অঙ্গদক্ষিণভাগে তু শস্তং প্রস্ফুরণং ভবেৎ।
অপ্রশস্তং তথা বামে পৃষ্ঠস্য হৃদয়স্য চ।
অঙ্গানাং স্পন্দনৈশ্চৈব শুভাশুভবিচেষ্টিতং।
অঙ্গে বিস্তরতো ব্রূহি যেন স্যাত্তদ্বিদো ভুবি॥" (মৎস্যপু° ১২১অ°)

মস্তক ও ললাট স্পন্দিত হইলে পৃথিবীলাভ, ভ্রূ ও নাসিকা স্পন্দনে প্রিয়সঙ্গম ও স্থানবৃদ্ধি, অক্ষিদেশ স্পন্দনে ভৃত্যলাভ, চক্ষুর উপরি দেশে ধনাগম, উপকণ্ঠদেশে অর্থাৎ কণ্ঠের সমীপে লাভ, দৃগ্‌বন্ধন অর্থাৎ চক্ষুর পাতা স্পন্দনে জয়, অপাঙ্গদেশে স্ত্রীলাভ, শ্রবণান্তদেশে প্রিয়শ্রবণ, নাসিকাদেশে প্রীতি, সৌখ্য, অধর ও ওষ্ঠদেশে প্রিয়লাভ, কণ্ঠে ভোগলাভ, অংসদ্বয়ে ভোগবৃদ্ধি, বাহুদ্বয়ে সুহৃৎস্নেহ, হস্তদ্বয়ে ধনাগম, পৃষ্ঠে পরাজয়, বক্ষঃস্থলে জয়, কুক্ষিদ্বয়ে প্রীতি, স্তনে স্ত্রীজনন, নাভিদেশে স্থাননাশ, অন্ত্রদেশে ধনাগম, জানুসন্ধিতে সন্ধিলাভ, পদদ্বয়ে উত্তম স্থানলাভ, পাদতলে লাভের সহিত অধ্বগমন, পূর্ব্বোক্ত সকল অঙ্গস্পন্দনে পূর্ব্বরূপ ফল হইয়া থাকে। এই সকল ফল পুরুষ ও স্ত্রীদিগের মধ্যে বিপর্য্যয়ে জানিতে হইবে, অর্থাৎ পুরুষের দক্ষিণ ভাগে শুভ, স্ত্রীদিগের বাম ভাগে শুভ এবং পুরুষের বাম ভাগে অশুভ ও স্ত্রীদিগের দক্ষিণ ভাগে অশুভ হইয়া থাকে।*

* "পৃথ্বীলাভো ভবেৎ মূর্দ্ধ্নি ললাটে [illegible]
স্থানং বিবৃদ্ধিমায়াতি ভ্রূনসোঃ প্রিয়সঙ্গমঃ [illegible]
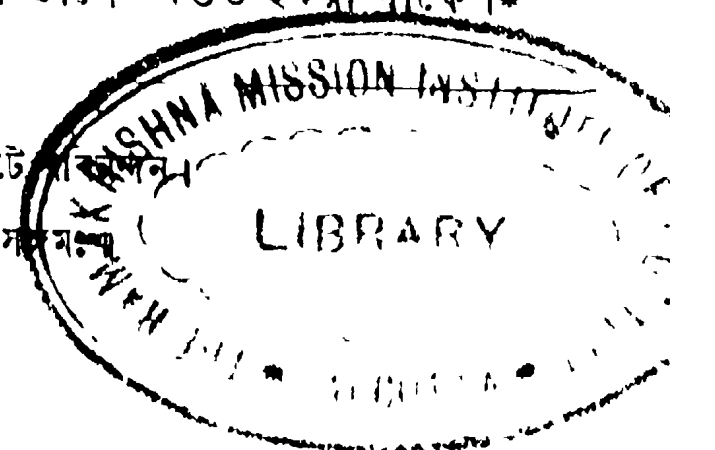
গরুড়পুরাণ ও অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতেও এই স্পন্দনের শুভাশুভ লক্ষণ লিখিত আছে। কালিদাস শকুন্তলায় লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইলে স্ত্রীলাভ হয়।

"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্রঃ॥" (শকুন্তলা ১ অ°)

স্পন্দন (ক্লী) স্পন্দ-ল্যুট্। পরিস্ফুরণ, ঈষৎকম্পন।

"গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তো মাস্যেতে জাতকর্ম্ম চ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য° ১।১১)

স্পন্দিন্ (ত্রি) স্পন্দ-ইনি। স্পন্দনযুক্ত, স্পন্দনবিশিষ্ট, যাহার অঙ্গাদি স্ফুরণ হয়।

স্পর (ক্লী) সামভেদ।

স্পরণী (ত্রি) বেদোক্ত লতাভেদ। (অথর্ব ৩।৫।৬)

স্পরিতৃ (ত্রি) দুঃখকারণ, শত্রু, দুর্জন ও রোগাদি, এই সকল দুঃখের কারণ হইয়া থাকে।

স্পরিশ (পুং) স্পর্শ।

স্পর্দ্ধ, সংঘর্ষ, পরাভিভবেচ্ছা। ২ স্পর্দ্ধা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্পর্দ্ধতে। লোট্ স্পর্দ্ধতাং। লিট্ পস্পর্দ্ধে। লুট্ স্পর্দ্ধিতা। লট্ স্পর্দ্ধিষ্যতে। লুঙ্ অস্পর্দ্ধিষ্ট, অস্পর্দ্ধিষ্টতাং, অস্পর্দ্ধিষত। সন্ পিস্পর্দ্ধিষতে। যঙ্ পাস্পর্দ্ধ্যতে। যঙ্-লুক্ অপাস্পর্দ্ধৎ।

স্পর্দ্ধনীয় (ত্রি) স্পর্দ্ধ-অনীয়র্। ১ স্পর্দ্ধার যোগ্য, স্পর্দ্ধার উপযুক্ত। ২ সংঘর্ষণীয়।

ভ্রূতালক্ষিশ্চাক্ষিদেশে দৃগুপান্তে ধনাগমঃ।
উৎকণ্ঠোপগমো মধ্যে দৃষ্টং রাজন্ বিচক্ষণৈঃ॥
দৃগ্বন্ধনে সঙ্গমে চ জয়ং শীঘ্রমবাপ্নুয়াৎ।
যোষিল্লাভোঽপাঙ্গদেশে শ্রবণান্তে প্রিয়া শ্রুতিঃ॥
নাসিকায়াং প্রীতিসৌখ্যং প্রিয়াপ্তিরধরোষ্ঠয়োঃ।
কণ্ঠে তু ভোগলাভঃ স্যাৎ ভোগবৃদ্ধিরথাংসয়োঃ॥
সুহৃৎস্নেহশ্চ বাহুভ্যাং হস্তে চৈব ধনাগমঃ।
পৃষ্ঠে পরাজয়ো যোধে জয়ো বক্ষঃস্থলে ভবেৎ॥
কুক্ষিভ্যাং প্রীতিরুদ্দিষ্টা স্ত্রিয়াঃ প্রজননং স্তনে।
স্থানভ্রংশো নাভিদেশে অন্ত্রে চৈব ধনাগমঃ॥
জানুসন্ধৌ পরৈঃ সন্ধির্বলবৃদ্ধির্ভবেন্নৃপ।
দিশৈকদেশনাশোঽথ জঙ্ঘাভ্যাং রবিনন্দন॥
উত্তমং স্থানমাপ্নোতি পদ্ভ্যাং প্রস্ফুরণান্নৃপ।
সলাভশ্চাধ্বগমনং ভবেৎ পাদতলে নৃপ॥
লাঞ্ছনং পিটকশ্চৈব জ্ঞেয়ং প্রস্ফুরণং তথা।
বিপর্য্যয়েণ বিহিতং সর্ব্বং স্ত্রীণাং বিপর্য্যয়ং॥
দক্ষিণেঽপি প্রশস্তেঽঙ্গে প্রশস্তং স্যাদ্বিশেষতঃ।
অপ্রশস্তে তথা বামে ত্বপ্রশস্তং বিশেষতঃ॥" (মৎস্যপু° ১৪১ অ)

স্পর্দ্ধা (স্ত্রী) স্পর্দ্ধ ভিদাদিত্বাদঙ্ টাপ্। ১ সংঘর্ষ।

"মহানদীভির্বহ্বীভিঃ স্পর্দ্ধয়েব সহস্রশঃ।
অভিসার্য্যমানমনিশং দদৃশাতে মহার্ণবং॥" (ভারত ১।২১।১৭)

২ ক্রমোন্নতি। ৩ সাম্য। (মেদিনী)

স্পর্দ্ধিন্ (ত্রি) স্পর্দ্ধ-ইনি। স্পর্দ্ধাযুক্ত, স্পর্দ্ধাবিশিষ্ট।

স্পর্দ্ধ্য (ত্রি) স্পর্দ্ধ-যৎ। স্পর্দ্ধনীয়, স্পর্দ্ধার যোগ্য, স্পর্দ্ধার উপযুক্ত।

স্পর্শ, ১ গ্রহণ। ২ শ্লেষ। চুরাদি° আত্মনে° সক° সেট্॥ লট্ স্পর্শয়তে। লোট্ স্পর্শয়তাং। লিট্ স্পর্শয়াঞ্চক্রে, লিটে কৃ, ভূ ও অস ধাতুর অনু প্রয়োগ হইবে। লুঙ্ অপস্পর্শত। সন্ পিস্পর্শিষতে। যঙ্ পাস্পর্শ্যতে।

স্পর্শ (পুং) স্পর্শ স্পর্শনে গ্রহণে বা ঘঞ্। ১ রুজা, পীড়া। ২ দান। ৩ স্পর্শন, চলিত ছোঁয়া।

"বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সম্মীলয়তি চ॥"
(উত্তরচরিত ১অ°)

নৈয়ায়িকদিগের মতে ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশেষ। ইহাদিগের মতে গুণ ২৪ প্রকার। এই স্পর্শ তিন প্রকার, উষ্ণ, শীত ও অনুষ্ণাশীত, উষ্ণস্পর্শ, শীতস্পর্শ ও অনুষ্ণাশীতস্পর্শ। তেজঃ পদার্থের স্বাভাবিক স্পর্শ উষ্ণ, এই জন্য তেজের যে স্পর্শ তাহা উষ্ণস্পর্শ, জলের স্বাভাবিক স্পর্শ শীতল, এই জন্য জলের স্পর্শ শীতস্পর্শ। বায়ুর স্বাভাবিক স্পর্শ অনুষ্ণাশীত। চন্দ্র, সূর্য্য তেজে তেজস্বী। চন্দ্রমণ্ডল জলবহুল, সুতরাং জলের শীতস্পর্শ দ্বারা তেজঃ স্পর্শের উষ্ণতা অভিভূত হয়, বলিয়া চন্দ্ররশ্মির উষ্ণতা অনুভূত হয় না। অগ্নি ও সূর্য্যকিরণসম্পর্কে জলস্পর্শের উষ্ণতা, এবং ঐ রূপে বায়ুস্পর্শের উষ্ণতা ও হিমানীসম্পর্কে শীতলতা অনুভব হইলেও বায়ুর স্বাভাবিক স্পর্শ অনুষ্ণাশীত। পৃথিবীর স্পর্শ কঠিন ও সুকুমারভেদে দ্বিবিধ। ইহার মধ্যে কঠিন বা দৃঢ় বস্তুর স্পর্শের নাম কঠিন স্পর্শ, কোমল বস্তুর স্পর্শের নাম সুকুমারস্পর্শ। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর পাকজস্পর্শও আছে। অগ্নিস্পর্শ হইবার পূর্ব্বে ঘট শরাবাদির যাদৃশ স্পর্শ থাকে, অগ্নিস্পর্শ হইবার পর তাদৃশ স্পর্শ থাকে না, অন্যরূপ স্পর্শ হয়, ইহারই নাম পাকজস্পর্শ। ইহা নিত্য ও অনিত্যভেদে দুই প্রকার। জলীয় পরমাণুস্পর্শ নিত্য, ইহা ভিন্ন অন্য স্থলে স্পর্শ অনিত্য।

"স্পর্শস্ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যস্ত্বচঃ স্যাদুপকারকঃ।
অনুষ্ণাশীতশীতোষ্ণভেদাৎ স ত্রিবিধো মতঃ॥

কাঠিন্যাদিঃ ক্ষিতাবেব নিত্যতাদি চ পূর্ব্ববৎ।
এতেষাং পাকজত্বন্ত ক্ষিতৌ নান্যত্র কুত্রচিৎ॥
তত্রাপি পরমাণৌ স্যাৎ পাকো বৈশেষিকে নয়ে।
নৈয়ায়িকানান্তু নয়ে দ্ব্যণুকাদাবপীষ্যতি॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

পুরাণমতে স্পর্শ ১১ প্রকার—১ উষ্ণ, ২ শীত, ৩ সুখ, ৪ দুঃখ ৫ স্নিগ্ধ, ৬ বিশদ, ৭ খর, ৮ মৃদু, ৯ সূক্ষ্ম, ১০ লঘু, ১১ গুরু। এই একাদশ প্রকার স্পর্শ। (ভারত মোক্ষধর্ম্মপ°)

বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে সকল প্রকার স্পর্শই নৈয়ায়িকোক্ত তিন প্রকার স্পর্শের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪ স্পর্শক। ৫ সম্পরায়। ৬ প্রণিধি। (মেদিনী) ৭ উপতপ্তা। (অমর) ৮ বর্গাক্ষর। (হেম)

"স চিন্তয়ন্ দ্ব্যক্ষরমেকদাম্ভ-
স্যুপাশৃণোৎ দ্বির্গদিতং বচো বিভুঃ।
স্পর্শেষু যৎ ষোড়শমেকবিংশং
নিষ্কিঞ্চনানাংনৃপ যদ্ধনং বিদুঃ॥" (ভাগবত ২।৯।৬)

৮ বায়ু। ৯ কামদিগের বন্ধভেদ। (শব্দরত্না°) ১০ কাদি-বর্গপঞ্চক, কু, চু, টু, তু, পু, অর্থাৎ কবর্গ, চবর্গ, তবর্গ, টবর্গ, তবর্গ ও পবর্গ এই পাঁচটী বর্গ।

"স্পর্শস্তস্যাভবজ্জীবঃ স্বরো দেহ উদাহৃতঃ।" (ভাগ° ৩।১২ অ°)
'স্পর্শাঃ কাদিবর্গপঞ্চকং' (স্বামী)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অস্পৃশ্য বস্তু স্পর্শ করিতে নাই। দৈবাৎ যদি স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে স্নানাদি প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিতে হয়। বিপ্র, গো, ব্রাহ্মণ অনল এবং দেবপ্রতিমা পাদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না, যদি দৈবাৎ স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে তিনি অষ্টসহস্র গায়ত্রী জপ বা ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে বিশুদ্ধ হন। বিমূত্র স্পর্শ করিলে স্নান করা বিধেয়। স্নানের পর শুদ্ধি লাভ হয়, শূদ্রের উচ্ছিষ্ট বা কুকুরের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে নাই, যদি কোন ব্রাহ্মণ এই উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তিনি একদিন উপবাস করিয়া থাকিবেন।

"ন স্পৃশেৎ পাণিনোচ্ছিষ্টো বিপ্রগোব্রাহ্মণানলান্।
ন চানলং পদা বাপি ন দেবপ্রতিমাং স্পৃশেৎ॥
ভুক্তোচ্ছিষ্টস্তথাচান্ত্যশ্চাণ্ডালৈঃ শ্বপচেন বা।
প্রমাদাৎ স্পর্শনং গচ্ছেৎ তত্র কুর্য্যাদ্বিশোধনং॥
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করিতে নাই। ব্রাহ্মণ রজস্বলা ব্রাহ্মণীকে স্পর্শ করিলে এক রাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হয়েন। কিন্তু অসবর্ণা রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্রি উপবাস করিতে হয়। ইহা জ্ঞানতঃ বুঝিতে হইবে। দৈবাৎ স্পর্শে ইহার অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

"রজস্বলা তু সংস্পৃষ্টা ব্রাহ্মণ্যা ব্রাহ্মণী যদি।
একরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥
রজস্বলা তু সংস্পৃষ্টা রাজন্যা ব্রাহ্মণী তু যা।
ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাৎ ব্যাঘ্রস্য বচনং যথা॥"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

স্পর্শতা (স্ত্রী) স্পর্শস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্পর্শত্ব স্পর্শের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্পর্শন (ক্লী) স্পৃশ-ল্যুট্। ১ দান। ২ স্পর্শ। ৩ সম্বন্ধ।
"তদ্রক্ষ কল্যাণপরম্পরাণাং ভোক্তারমূর্জ্জস্বলমাত্মদেহং।
মহীতলস্পর্শনমাত্রভিন্নমৃদ্ধং হি রাজ্যং পদমৈন্দ্রমাহুঃ॥"(রঘু ২।৫০)
(পুং) স্পৃশতীতি স্পৃশ-ল্যু। ৪ বায়ু। (রাজনি°)

স্পর্শনীয় (ত্রি) স্পৃশ-অনীয়র্। স্পর্শনযোগ্য, স্পর্শের উপযুক্ত।

স্পর্শনেন্দ্রিয় (ক্লী) ইন্দ্রিয়বিশেষ, ত্বগিন্দ্রিয়, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ হয়, এই জন্য ইহাকে স্পর্শনেন্দ্রিয় কহে।

স্পর্শমণি (পুং) স্পর্শপ্রধানো মণিঃ। স্পর্শেন স্বর্ণোৎ-পাদকত্বাৎ তথাত্বং। মণিবিশেষ, স্বর্ণজনক প্রস্তর, চলিত পরস পাথর। এই পরসপাথরস্পর্শমাত্রে লৌহপ্রস্তরাদি স্বর্ণে পরিণত হয়।

স্পর্শমণিপ্রভব (ক্লী) স্পর্শমণেঃ প্রভবো যস্য। স্বর্ণ।

স্পর্শযজ্ঞ (পুং) যজ্ঞীয় দ্রব্য স্পর্শপূর্ব্বক নিবেদন।

স্পর্শরসিক (ত্রি) কামুক, পাপী।

স্পর্শলজ্জা (স্ত্রী) স্পর্শাৎ লজ্জা সঙ্কোচনরূপত্রপা যস্যাঃ। লজ্জালুকালতা, লজ্জাবতী লতা। (রাজনি°)

স্পর্শবজ্রা (স্ত্রী) বৌদ্ধদেবীভেদ।

স্পর্শবৎ (ত্রি) স্পর্শ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। স্পর্শবিশিষ্ট, স্পর্শযুক্ত।

স্পর্শশুদ্ধা (স্ত্রী) স্পর্শে শুদ্ধা। শতমূলী। (শব্দচ°)

স্পর্শসঙ্কোচপত্রিকা (স্ত্রী) শুক্ল লজ্জালুকা, শ্বেত লজ্জাবতী লতা। (বৈদ্যকনি°)

স্পর্শসঙ্কোচিন্ (পুং) রোমালু, পিণ্ডালু।

স্পর্শসঞ্চারিন্ (ত্রি) শূকদোষভেদ।

স্পর্শস্যন্দ[স্পন্দ] (পুং) স্পর্শেন স্যন্দতে মূত্রয়তীতি স্যন্দ-অচ্। ভেক, চলিত বেঙ্।

স্পর্শহানি (স্ত্রী) শূকরোগবিশেষ। লক্ষণ
"স্পর্শহানিন্তু জনয়েচ্ছোণিতং শূকদূষিতং।
অত্রাস্পর্শাসহত্বমেব লক্ষণং।" (ভাবপ্র° শূকরোগাধি°)

শূকপ্রয়োগপ্রযুক্ত রক্ত দূষিত হইয়া শিশ্নের স্পর্শাসহিষ্ণুতা উৎপাদন করিলে তাহাকে স্পর্শহানি কহে। [শূকরোগ শব্দ দেখ]

স্পর্শা (স্ত্রী) স্পর্শতি পরপুরুষমিতি স্পৃশ-অচ্ টাপ্। ১ কুলটা।

স্পর্শাজ্ঞ (ত্রি) স্পর্শজ্ঞানহীন।

স্পর্শানন্দা (স্ত্রী) স্পর্শেন আনন্দো যাসাং। অপ্সরস্।

স্পর্শাসহত্ব (ক্লী) স্পর্শাসহিষ্ণুতা, স্পর্শ সহ্য করিতে না পারা।

স্পর্শিন্ (ত্রি) ১ স্পর্শবৎ, স্পর্শবিশিষ্ট। ২ বায়ু।

স্পর্শিন্ (ত্রি) স্পর্শ্-ইনি। স্পর্শযুক্ত, স্পর্শবিশিষ্ট, এই পদ প্রায় উপপদ পূর্ব্বকই ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা—গগনস্পর্শী, ভূতলস্পর্শী। ইত্যাদি।

স্পর্শেন্দ্রিয় (ক্লী) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়বিশেষ। ত্বগিন্দ্রিয়, এই ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হয়।

স্পর্শোপল (পুং) স্পর্শপ্রধান উপলঃ। স্পর্শমণি, পরশপাথর।

"অদাৎ স্পর্শোপলং তস্মৈ স্পর্শাল্লোহস্য হেমকৃৎ।"

(শক্রঞ্জয়মা° ১০।১৫০)

স্পর্ষ্ট (ত্রি) স্পৃশতীতি স্পৃশ-তৃচ্। ১ উপতাপকমাত্র। ২ রোগ।

স্পশ্ ১ পীড়ন। ২ স্পর্শন। ৩ গ্রন্থন। ভ্বাদি উভয়° সক° সেট্। লট্ স্পশতি তে। লোট্ স্পশতু তাং। লিট্ পস্পাশ পস্পশে। লঙ্ অস্পশীৎ, অস্পশিষ্ট। স্পশ, চুরাদি আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্পাশয়তে। লঙ অপস্পশত।

স্পশ (পুং) স্পশতীতি স্পশ পচাদ্যচ্। ১ চর।

"বয়ন্তু যদি দাহস্য বিভ্রান্তঃ প্রদ্রবেমহি।

স্পশৈর্নো ঘাতয়েৎ সর্ব্বান্ রাজ্যলুব্ধঃ সুযোধনঃ॥"

(ভারত ১।১৪০।২৫)

২ অভিসর, যুদ্ধ। 'চরো গূঢ়পুরুষঃ। অভিসরো যুদ্ধং, প্রাণনিরপেক্ষো যো দ্রব্যার্থং ব্যাঘ্রং হস্তিনং বা যোধয়তি সোঽ-ভিসরঃ, ইমৌ দ্বৌ স্পশৌ' (ভরত)

স্পষ্ট (ত্রি) স্পশ্যতে স্মেতি স্পশ-ণিচ্-ক্ত (বা দান্তশান্তেতি। পা ৫।২।২৭) ইতি সাধুঃ। ১ ব্যক্ত, পর্য্যায়—স্ফুট, প্রব্যক্ত, উল্বন, উদ্রিক্ত, প্রকট। (জটাধর)

"ভোঃ সূত হে মাগধ সৌম্যবন্দিন্।

লোকেঽধুনা স্পৃষ্টগুণস্য মে স্যাৎ।

কিমাশ্রয়ো মে স্তব এব যোজ্যতাং

মা মযাভূবন্ বিতথা গিরো বঃ॥" (ভাগবত ৫।১৫।২২)

গ্রহগণের স্ফুটসাধনকে স্পষ্ট কহে। গ্রহস্পষ্ট দ্বারা কোন রাশির কোন অংশে, কত কলায় ও বিকলায় গ্রহ অবস্থিত থাকে, তাহা জানা যায়। গ্রহের ফল সূক্ষ্ম রূপে নিরূপণ করিতে হইলে গ্রহস্পষ্ট করা আবশ্যক। গ্রহ স্পষ্ট ব্যতীত গ্রহের অবস্থান স্থির করাই যায় না।

স্পষ্টীকরণ (ক্লী) স্পষ্ট-কৃ অভূততদ্ভাবে চ্বি। ব্যক্তীকরণ, স্ফুটীকরণ, পূর্ব্বে যাহা অব্যক্ত বা অস্ফুট ছিল, তাহার প্রকাশ করণ।

স্পষ্টীকৃত (ত্রি) স্পষ্ট-কৃ অভূততদ্ভাবে চ্বি, ক্ত। ব্যক্তীকৃত, প্রকাশীকৃত।

স্পষ্টেতর (ত্রি) স্পষ্টাদিতরঃ অন্যঃ। স্পষ্ট হইতে ভিন্ন, অস্পষ্ট, অব্যক্ত।

স্পান্দন (ত্রি) স্পন্দন (পলাশাদিভ্যো বা। পা ৪।৩।১৪১) ইতি অণ্। স্পন্দনযুক্ত।

স্পার্শন (ত্রি) স্পর্শনেন গৃহ্যতে স্পর্শন (শেষে। পা ৪।২।৯২) ইতি অণ্। স্পর্শ, স্পর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায়। স্পার্শন প্রত্যক্ষ,স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে স্পার্শন প্রত্যক্ষ কহে, স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্ম্ম, যে স্থলে ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ হয়, তথায় স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয়।

স্পার্হ (ত্রি) স্পৃহণীয়, স্পৃহার যোগ্য।

"স্পার্হঃ যদ্রেক্‌ণঃ পরমং বনোষিতৎ" (ঋক্ ১।১৫১।১৪)

'স্পার্হং স্পৃহণীয়ং' (সায়ণ)

স্পার্হরাধস্ (ত্রি) স্পার্হং স্পৃহণীয়ং ধনং যস্য। স্পৃহণীয় ধন, স্পৃহণীয় ধনবিশিষ্ট। "বাজং ভবতি স্পার্হরাধাঃ" (ঋক্ ৪।১২।১৮)

'স্পার্হরাধাঃ স্পৃহণীয়ধনঃ' (সায়ণ)

স্পার্হবীর (ত্রি) স্পৃহণীয় পুত্রভৃত্যাদিযুক্ত।

"নকত্তঃ স্পার্হবীরং যুবং" (ঋক্ ৫।৫৪।১১) 'স্পার্হবীরং স্পৃহণীয়ৈর্বীরৈঃ পুত্রভৃত্যাদিভিরুপেতং' (সায়ণ)

স্পৃ, ১ প্রীতি। ২ রক্ষা। ৩ পালন। স্বাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্পৃণোতি। লোট্ স্পৃণোতু। লিট্ পস্পার। লট্ স্পরিতা। লঙ্ অস্পর্ষীৎ।

স্পৃক্কা (স্ত্রী) স্পৃশ্যতে সৌগন্ধাৎ স্পৃশ সংস্পর্শে বাহুলকাৎ ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ শস্য ক। পৃক্কা, তন্নামক সুগন্ধি শাক, চলিত পিড়িংশাক। গুণ—কটু, কষায়, তিক্ত, কফ ও কাসনাশক, শ্লেষ্মা, মেহ, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে হিতকর। (রাজনি°) ২ লজ্জালুকা, লজ্জাবতী লতা। ৩ ব্রাহ্মী, চলিত বিষ্মীশাক। ৪ মালতীফুল। ৫ শতপত্রী, চলিত সেউতী। ৬ পাচীনামক পুষ্পবৃক্ষবিশেষ।

স্পৃৎ (ত্রি) ইষ্টকাভেদ। (শতপথব্রা°)

স্পৃশ্ স্পৃশ। তুদাদি পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ স্পৃশতি। লোট্ স্পৃশতু। লিট্ পস্পর্শ, পস্পৃশতুঃ পস্পর্শিথ, লট্ স্পর্ষ্টা, স্প্রষ্টা। লৃট্ স্প্রক্ষ্যতি, স্পর্ক্ষ্যতি। লৃঙ্ অস্পর্ক্ষ্যৎ, অস্প্রক্ষ্যৎ। লঙ্ অস্প্রাক্ষীৎ, অস্পৃক্ষৎ, অস্পৃষ্টাং অস্পার্ষ্টাং, অস্পৃক্ষতাং, অস্প্রাক্ষুঃ, অস্পৃক্ষুঃ, অস্পৃক্ষন্, সন্ পিস্পর্ক্ষতি। যঙ্ পরীস্পৃশ্যতে। যঙ্-লুক্ পরীস্পার্ষ্টি। ণিচ্ স্পর্শয়তি। লিট্ স্পর্শয়াঞ্চকার।
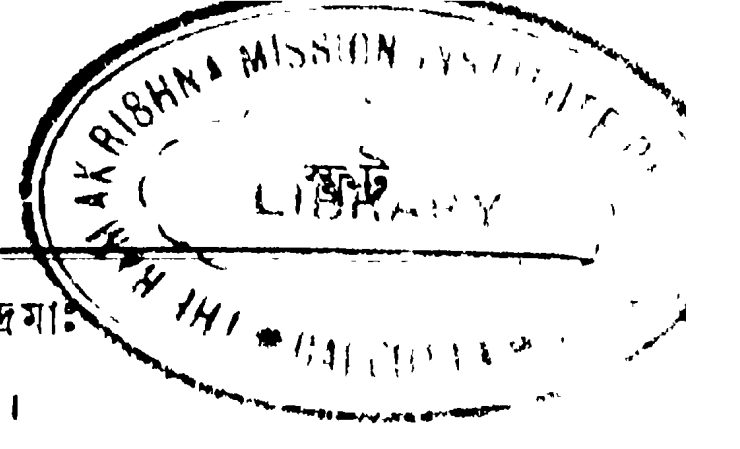
কৃ, ভূ ও অস এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হইয়া থাকে। লুঙ্ অপস্পৃৎ, অপিস্পৃশৎ। উপ+স্পৃশ=উপস্পৃশ, আচমন।

স্পৃশ (ত্রি) স্পৃশতীতি স্পৃশ-ক। স্পর্শকারক।

স্পৃশা (স্ত্রী) স্পৃশতীতি স্পৃশ-ক-টাপ্। ১ ভুজঙ্গঘাতিনী বৃক্ষ। ২ কঙ্কালিকা। (শব্দচ°)

স্পৃশি (ত্রি) বিষয়স্পৃশ্, বিষয়াভিলাষী, যাহারা সর্ব্বদা বিষয়ের অভিলাষ করে। (ভারত নীলকণ্ঠ)

স্পৃশী (স্ত্রী) কণ্টকারী। (অমর)

স্পৃশ্য (ত্রি) স্পর্শযোগ্য, স্পর্শের উপযুক্ত, যাহা স্পর্শ করিতে পারা যায়।

"হবীবা ন ময়া স্পর্শ্যা ত্বয়ি জীবতি সংপদঃ।" (রাজতর° ৩।৩১৯)

স্পৃষ্ট (ত্রি) স্পৃশ-ক্ত। কৃতস্পর্শ যিনি স্পর্শ করিয়াছেন।

"উচ্ছিষ্টেন তু শূদ্রেণ বিপ্রঃ স্পৃষ্টস্তু তাদৃশঃ।
উপবাসেন শুদ্ধিঃ স্যাৎ শুনা সংস্পৃষ্ট এব বা ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট (ক্লী) স্পৃষ্টেন আ সম্যক্ স্পৃষ্টং। পরস্পর স্পর্শন।

"অথ জাতিগুণান্ বক্ষ্যে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং মহেশ্বরি।
"অধমৈঃ শিষ্টসংস্পর্শে প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি ॥" (মহাগুপ্তত্ত্ব ৩৯প°)

স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি (অব্য) স্পৃষ্টেন স্পৃষ্টেন যৎ ভবতি (ইচ্ কর্ম্মব্যতীহারে। পা ৫।৪।১২৭) ইতি ইচ্। (অন্যেষামপি দৃশ্যতে। পা ৬।৩।১৩৭) ইতি দীর্ঘঃ। পরস্পর স্পর্শন, চলিত ছোয়াছুঁয়ি, পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ, পরস্পর অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ইহাতে বিশেষ এই, তীর্থ, বিবাহ, যাত্রা, সংগ্রাম, দেশবিপ্লব, নগর বা গ্রামদাহ প্রভৃতিতে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি দোষাবহ হয় না, ইহা ভিন্ন আপদ্কালে, পীড়িতাবস্থায়, পিতা মাতা গুরুজনাদির আদেশেও ইহা দূষণীয় নহে। অর্থাৎ এরূপ স্থলে নিন্দিত বস্তুর পরস্পর স্পর্শনে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।

"তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে।
নগরগ্রামদাহে চ স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি ন দুষ্যতি ॥
আপত্স্বপি চ কষ্টায়াং রুগ্ভয়ে পীড়িতে তথা।
মাতাপিত্রোর্গুরোশ্চৈব নিদেশে বর্ত্তনাত্তথা ॥
স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি ইত্যব্যয়ং ক্রিয়াব্যতীহারে। তথেতি ন দুষ্যতি।"
(রত্নাকরধৃত বৃহস্পতি)

স্পৃষ্টি (স্ত্রী) স্পৃশ-ক্তিন্। স্পর্শ, পর্য্যায়—পৃক্তি, স্পর্শন।

স্পৃষ্টিকা (স্ত্রী) স্পর্শ।

স্পৃহ, ঈপ্সা। অদন্তচুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্পৃহয়তি। লোট্ স্পৃহয়তু। লিট্ স্পৃহয়াঞ্চকার, লিটে কৃ ভূ ও অস ধাতুর অনুপ্রয়োগ হইবে। লুঙ্ অপস্পৃহৎ।

স্পৃহণ (ক্লী) স্পৃহি-ল্যুট্। স্পৃহা, ইচ্ছা, অভিলাষ।

স্পৃহণীয় (ত্রি) স্পৃহ-অনীয়র্। বাঞ্ছনীয়, অভিলষণীয়।

"প্রচণ্ডসূর্য্যঃ স্পৃহণীয়চন্দ্রমাঃ
সদাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ।
দিনান্তরম্যোঽভ্যুপশান্তমন্মথো
নিদাঘকালঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে ॥" (ঋতুস° ১।১)

স্পৃহয়ালু (ত্রি) স্পৃহয়তি তচ্ছীলঃ স্পৃহ (স্পৃহিগৃহিপতীতি। পা ৩।২।১৫৮) ইতি আলুচ্। স্পৃহাশীল, লোভী।

"প্রজাবতী দোহদশংসিনী তে
তপোবনেষু স্পৃহয়ালুরেব।" (রঘু ১৪।১৫)

স্পৃহা (স্ত্রী) স্পৃহ-অঙ্-টাপ্। ইচ্ছা, অভিলাষ। কোন্ কোন বিষয়ে স্পৃহা শুভ বা অশুভ ইহার বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—ব্রাহ্মণের একমাত্র তপোবিষয়ে স্পৃহাই শ্রেষ্ঠ, এই রূপ ক্ষত্রিয়দিগের ঐশ্বর্য্যে, বৈশ্যদিগের বাণিজ্যে এবং শূদ্রদিগের ব্রাহ্মণসেবায় স্পৃহা প্রশংসনীয়। ক্ষত্রিয়দিগের তপস্যায় স্পৃহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণদিগের বিবাদে স্পৃহা অতি নিন্দিত। বিবাদ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে, শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি ধর্ম্মকর্ম্মই তাহাদের ধর্ম্ম।

"তপোধনং ব্রাহ্মণানাং তপঃ কল্পতরুস্তথা।
তপস্যা কামধেনুশ্চ সম্ভবং তপসি স্পৃহা ॥
ঐশ্বর্য্যে ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ বাণিজ্যে চ তথা বিশাং।
শূদ্রাণাং বিপ্রসেবায়াং স্পৃহা বেদেষ্বনিন্দিতা ॥
ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ তপসি স্পৃহাতীব প্রশংসিতা।
ব্রাহ্মণানাং বিবাদেষু স্পৃহাতীব বিনিন্দিতা ॥
ক্ষত্রিয়াণাং রণো ধর্ম্মো রণো মৃত্যুর্ন গর্হিতঃ।
রণে স্পৃহা ব্রাহ্মণানাং লোকে বেদে বিড়ম্বনা ॥
তপোধনানাং বিপ্রাণাং বাগ্বলানাং যুগে যুগে।
শান্তিস্বস্ত্যয়নং কর্ম্ম বিপ্রধর্ম্মো ন সঙ্গরঃ ॥" (ব্রহ্মবৈ. ১৫ অ°)

স্পৃহাবৎ (ত্রি) স্পৃহাযুক্ত, ইচ্ছাবিশিষ্ট।

স্পৃহ্য (পুং) স্পৃহ্যতে ইতি স্পৃহ-যৎ। ১ মাতুলঙ্গবৃক্ষ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ বাঞ্ছনীয়।

স্প্রষ্টব্য (ত্রি) স্পৃশ-তব্য। স্পর্শনযোগ্য। স্পর্শ করিবার উপযুক্ত।

"ব্যত্যস্তপাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ স্প্রষ্টব্যো দক্ষিণেন চ দক্ষিণঃ ॥" (মনু ২।৭২)

স্প্রষ্টৃ (ত্রি) স্পৃশতীতি স্পৃশ-তৃচ্। ১ উপতাপক মাত্র। ২ রোগ।

"ঘ্রাতা ভক্ষয়িতা দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা চ পঞ্চমঃ।
গন্তা বোদ্ধা চ সপ্তৈতে ভবন্তি পরমর্ত্বিজঃ ॥"(ভারত ১৪।২০।২১)

স্ফুট, ১ বিসরণ। ২ শীর্ণি। ভ্বাদি পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্ফটতি। লোট্ স্ফটতু। লিট্ পস্ফাট। লুঙ্ অস্ফটীৎ।

স্ফুট (পুং) স্ফট-অচ্। ১ ফট্‌ফট্ শব্দ। ২ সর্পফণা। (অমর)

স্ফুটা (স্ত্রী) স্ফট-অচ-টাপ্। সর্পফণা। (অমর)

স্ফটিক (পুং) স্ফট শীর্ণৌ, বাহুলকাৎ ইকন্। ১ সূর্য্যকান্তমণি। (হলায়ুধ) ২ স্বনামখ্যাত মণি, চলিত ফটিক, পর্য্যায়—স্ফটিক, স্ফাটিক, ভাস্বর, স্ফাটিকোপল, শালিপিষ্ট, ধৌতশিল, সিতোপল, বিমলমণি, নির্ম্মলোপল, স্বচ্ছ, স্বচ্ছমণি, অমররত্ন, নিস্তবরত্ন, শিবপ্রিয়। গুণ—সমবীর্য্য, পিত্ত ও দাহাস্তিদোষনাশক। (রাজনি°)

সচরাচর যে সকল স্ফটিক দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি শ্বেতবর্ণের। স্ফটিক প্রধানতঃ দুই প্রকার, সাধারণ স্ফটিক (Quartz) ও ভীষ্মরত্ন (Rock Crystal)। সাধারণ স্ফটিকও নানাপ্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। ইহাদিগের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২০৫ হইতে ২০৮ পর্য্যন্ত। সাধারণ স্ফটিক শতকরা ৪৮০৪ ভাগ বিশুদ্ধ বালুকা (Silicon) এবং ৫১.৯৬ ভাগ অম্লজান গ্যাস মিশ্রিত থাকে। হাইড্রোফ্লুওরিক (Hydrafluoric) অম্ল ব্যতীত অন্য কোন অম্ল ইহার উপরে কার্য্য করিতে পারে না। সাধারণ অগ্নিপ্রয়োগে অথবা বাকনলসাহায্যে অগ্নি-সংযোগ করিলেও ইহা দ্রবীভূত হয় না। তবে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিশ্রিত গ্যাসের দীপশিখার সম্মুখে স্থাপিত করিলে ইহা শীঘ্রই গলিয়া যায়। তখন ইহাকে টানিয়া সূক্ষ্ম সূত্রাকারে পরিণত করিতে পারা যায়। এইরূপ ভাবে গালিত স্ফটিক আরও অধিকক্ষণ উত্তপ্ত করিলে ইহা ক্রমে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া বায়ুর সহিত মিলিত হয়। দুইখণ্ড স্ফটিক পরস্পর সংঘর্ষণ করিলে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং গাত্র হইতে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে থাকে। সাধারণ স্ফটিক প্রায়ই স্বচ্ছ হইয়া থাকে, তবে ইহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধস্বচ্ছ এবং আবিল বর্ণের রত্নও দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বে হিমালয়পর্ব্বতে, সিংহলদেশে এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের অরণ্যপ্রদেশে নানাবিধ স্ফটিক পাওয়া যাইত। যুক্তিকল্পতরুতে ইহার উৎপত্তি স্থানাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—হিমালয়, সিংহল, এবং বিন্ধ্যাটবীতটে সমপ্রভ নানারূপবিশিষ্ট স্ফটিক জন্মে, হিমালয়প্রদেশে যে চন্দ্র সদৃশ স্ফটিক জন্মে, তাহা সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্তভেদে দুই প্রকার। সূর্য্যের অংশু স্পর্শ মাত্র যে স্ফটিক হইতে অগ্নি নির্গত হয়, তাহাকে সূর্য্যকান্ত স্ফটিক কহে। আর চন্দ্রকিরণসংস্পর্শে যে স্ফটিক হইতে অমৃত ক্ষরিত হয়, তাহাকে চন্দ্রকান্ত-স্ফটিক কহে। এই স্ফটিক কলিযুগে অতিদুর্লভ। বিন্ধ্যাটবীতটে যে স্ফটিক জন্মে, তাহা মন্দকান্তিবিশিষ্ট, ইহার ছায়া অশোকপল্লব ও দাড়িম্ববীজ সদৃশ। সিংহলদেশে গন্ধনীলক আকরে কৃষ্ণবর্ণ স্ফটিক জন্মে এবং পদ্মরাগ মণির আকরে তিন প্রকার স্ফটিকের উৎপত্তি হয়, ইহার মধ্যে অত্যন্ত নির্ম্মল যে স্ফটিক, তাহা অতি স্বচ্ছ এবং তাহা হইতে জলস্রাব হয়। যে সকল স্ফটিক লোহিত বর্ণ, তাহার নাম রাজাবর্ত্ত এবং যাহা আনীল তাহাকে রাজময় ও যাহা ব্রহ্মসূত্রস্বরূপ তাহাকে ব্রহ্মময় কহে।

"হিমালয়ে সিংহলে চ বিন্ধ্যাটবীতটে তথা।
স্ফটিকং জায়তে চৈব নানারূপং সমপ্রভং॥
হিমাদ্রৌ চন্দ্রসঙ্কাশং স্ফটিকং তৎ দ্বিধা ভবেৎ।
সূর্য্যকান্তঞ্চ তত্রৈকং চন্দ্রকান্তং তথাপরং॥
সূর্য্যাংশুস্পর্শমাত্রেণ বহ্নিং বমতি যৎ ক্ষণাৎ।
সূর্য্যকান্তং তদাখ্যাতং স্ফটিকং রত্নবেদিভিঃ॥
পূর্ণেন্দুকরসঙ্কাশাদমৃতং স্রবতি ক্ষণাৎ।
চন্দ্রকান্তং তদাখ্যাতং দুর্লভং তৎ কলৌ যুগে॥
অশোকপল্লবচ্ছায়ং দাড়িমীবীজসন্নিভং।
বিন্ধ্যাটবীতটে দেশে জায়তে মন্দকান্তিকং॥
সিংহলে জায়তে কৃষ্ণমাকরে গন্ধনীলকে।
পদ্মরাগভবে স্থানে বিবিধং স্ফটিকং ভবেৎ॥
অত্যন্তনির্ম্মলং স্বচ্ছং স্রবতীব জলং শুচিঃ।
জ্যোতির্জ্জলনমাশ্লিষ্টং মুক্তজ্যোতীরসং দ্বিজঃ॥
তদেব লোহিতাকারং রাজাবর্ত্তমুদাহৃতং।
আনীলং তত্তু পাষাণং প্রোক্তং রাজময়ং শুভং॥
ব্রহ্মসূত্রময়ং যত্তু প্রোক্তং ব্রহ্মময়ং দ্বিজঃ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

গরুড়পুরাণের পূর্ব্ব বিভাগে লিখিত আছে যে, কাবের, বিন্ধ্য, যবন, চীন ও নেপাল দেশে দানবদিগের যত্নে লাঙ্গলীমেদ ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইতে আকাশের ন্যায় শুদ্ধ তৈলাখ্য যে বস্তু উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার নাম স্ফটিক। ইহা মৃণাল বা শঙ্খের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বা কিঞ্চিৎ বর্ণান্তর বিশিষ্ট, রত্নসমূহের মধ্যে ইহার তুল্য পাপনাশক আর নাই। শিল্পিগণ ইহা সংস্কৃত করিলেই মূল্যার্হ হইয়া থাকে।

"কাবেরবিন্ধ্যযবনচীননেপালভূমিষু।
লাঙ্গলী ব্যকিরন্মেদো দানবস্য প্রযত্নতঃ॥
আকাশশুদ্ধং তৈলাখ্যমুৎপন্নং স্ফটিকং ততঃ।
মৃণালশঙ্খধবলং কিঞ্চিৎ বর্ণান্তরান্বিতং॥
ন তত্তুল্যং হি রত্নানামথবা পাপনাশনং।
সংস্কৃতং শিল্পিনা সন্তো মূল্যং কিঞ্চিল্লভেত্তু তং॥"

(গরুড়পু° ৭৯।১-৩)

স্ফটিকের পরীক্ষা ও গুণ গঙ্গাজলবিন্দুর ন্যায়, ইহার ছবি অতিশয় নির্ম্মল, নিস্তব এবং নেত্রের হিতকর, স্নিগ্ধ, শুদ্ধান্তরাল, অর্থাৎ মধ্যদেশ বিশুদ্ধ, মধুর, অতিহিম, পিত্ত, দাহ ও অস্রহারক এবং যাহা পাষাণে নিঘৃষ্ট ও স্ফুটিত হইলেও নিজ স্বচ্ছতা পরিত্যাগ করে না, তাহাই উৎকৃষ্ট স্ফটিক।

"যদ্গঙ্গাতোয়বিন্দুচ্ছবিবিমলতমং নিস্তযং নেত্রহৃদ্যং
স্নিগ্ধং শুদ্ধান্তরালং মধুরমতিহিতং পিত্তদাহাস্রহারি।
পাষাণে যন্নিঘৃষ্টং স্ফুটিতমপি নিজাং স্বচ্ছতাং নৈব জহ্যাৎ
তজ্জাত্যং জাতু লভ্যং শুভমুপচিনুতে শৈবরত্নঞ্চ রত্নং ॥"

আকাশের ন্যায় নির্ম্মল স্ফটিককে তৈলাখ্য কহে। স্ফটিক শ্বেতপদ্ম মৃণাল অথবা শঙ্খের ন্যায় ধবল বর্ণবিশিষ্ট হইলেও অপরাপর রত্নের ন্যায় ইহা গৌরবান্বিত বা মূল্যবান্ হইতে পারে না, তবে নিপুণ শিল্পীদ্বারা কর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইলে স্ফটিকের মূল্য বর্দ্ধিত হয়।

হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে, স্ফটিক বলকারক, পিত্ত, দাহ ও শোথব্যাধিনাশক। অপরাপর রত্নের মালাতে দেবমন্ত্র জপ করিলে যে ফল হয়, স্ফটিকের মালায় জপ করিলে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। হিন্দু তান্ত্রিকগণ এবং মুসলমান ফকিরগণ আপন আপন ইষ্টদেবতার নাম জপ করিবার জন্য সচরাচর স্ফটিকের মালা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ভীষ্মমণি বিভিন্ন বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে শঙ্খের ন্যায় শুক্ল, পীতাভ, শুভ্র এবং কৃষ্ণবর্ণ রত্নই প্রধান। এই রত্নের সহিত সময়ে সময়ে অভ্র, রিউটাইল, টুর্ম্মালিন এবং কোবাল্ট মিশ্রিত থাকে। আবার কখন কখন ইহার মধ্যে বায়ুমিশ্রিত জলবিন্দু বর্ত্তমান থাকে বলিয়া ইহাকে ঘুরাইলে মধ্যস্থিত জলবিন্দুও তৎসঙ্গে অতি সুন্দর ভাবে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। আফ্রিকার মাদাগাস্কার দেশ হইতে যে সকল ভীষ্মরত্ন আনীত হয়, তাহাদিগকে ঘর্ষণ করিলে দগ্ধতৈলের ন্যায় এক প্রকার গন্ধ বহির্গত হয়। পৃথিবীর নানা স্থানে এই মণি উৎপন্ন হইয়া থাকে; তন্মধ্যে আয়র্লণ্ড, স্কট্লণ্ড, ফ্রান্স, ব্রেজিল, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে কলিঙ্গ, মগধ, মালব ও হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশসমূহে প্রচুর পরিমাণে ভীষ্মরত্ন উৎপন্ন হইত।

হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বিশুদ্ধ ভীষ্মরত্ন সুবর্ণবদ্ধ করিয়া গ্রীবাদেশে ধারণ করিলে ধারণকারী নানা সম্পৎশালী হইয়া থাকে। গুণশালী ভীষ্মরত্ন ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষদোষ উপশমিত হয় এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণ ধারণকারীর নিকটে গমন করিতে সমর্থ হয় না। ইহা ধারণে জল, অগ্নি, শত্রু ও তস্করের ভয় প্রশমিত হইয়া থাকে। তবে শৈবাল মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট কর্কশ পীত প্রভাশালী হীনপ্রভ এবং মলিন রত্ন ব্যবহার করা কোন প্রকারেই উচিত নহে। এইরূপ মণি ব্যবহার করিলে শুভফল না হইয়া বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষজাত ভীষ্মরত্ন অপেক্ষা বহুদূরদেশোৎপন্ন ভীষ্মরত্নের মূল্য অধিক।

পুরাকালে প্রাচীন প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ভীষ্মরত্নের বহুল প্রচলন ছিল। মিশরবাসিগণ এই মণি দ্বারা নানাবিধ দ্রব্যাদি গঠিত করিত। ঐতিহাসিক থিওফ্রাসটস্ লিখিয়াছেন, সীলমোহর তৈয়ার করিবার নিমিত্ত ইহা বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হইত। আবার প্লিনি লিখিয়াছেন যে, বাসগৃহ সজ্জিত করণার্থ ইহা পুরাকালে অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, ভীষ্মমণিকে ইংরাজী ভাষায় Rock Crystal বলে। "Crystus" শব্দ হইতে Crystal শব্দের উৎপত্তি। "Crystallus" অর্থ বরফ। পূর্ব্বকালের লোকদিগের ধারণা ছিল যে, এই রত্ন বরফের প্রকারভেদ এবং এই কারণে তাহারা ইহাকে Crystallus নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই জন্য তাহারা বিশ্বাস করিতেন যে, শীতপ্রধান দেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে ইহা উৎপন্ন হয় না। কথিত আছে, রোমসম্রাট্ নিরোর অতি সুন্দর দুইটী স্ফটিকের পানপাত্র ছিল। যখন তিনি শুনিলেন যে, তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া উক্ত পানপাত্রদ্বয় ভূতলে সবেগে নিক্ষেপপূর্ব্বক ভগ্ন করিয়া ফেলেন। রোমের সম্রাজ্ঞী লিভিয়ার একটী প্রায় ২৫ সের ওজনের স্ফটিক ছিল। রোমীয় চিকিৎসকগণ স্ফটিকে গোলক লেন্সের ন্যায় ব্যবহার করিয়া সূর্য্যরশ্মি দ্বারা ক্ষতাদি দগ্ধ করিয়া দিতেন। ইহা কাচ অপেক্ষা কঠিন এবং অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর বলিয়া পূর্ব্বে ইহা চশমায় ব্যবহৃত হইত।

সুইজারলণ্ড ও জর্ম্মাণ দেশে নানাবর্ণে রঞ্জিত স্ফটিক দেখিতে পাওয়া যায়। স্ফটিক রঞ্জিতকরণার্থ প্রথমে ইহাকে অতিশয় উত্তপ্ত করা হইয়া থাকে। সেই উত্তপ্ত স্ফটিককে নানাবর্ণের রাসায়নিক তরল পদার্থের মধ্যে নিমজ্জিত করিবামাত্র, ইহার ভিন্ন ভিন্ন স্থান ফাটিয়া যায় এবং উক্ত রাসায়নিক পদার্থ সকল সেই ফাটার মধ্যে প্রবেশ করে। অতঃপর ঐ উত্তপ্ত স্ফটিকটী বেশ শীতল হইলে, ইহাকে অতি মনোরম রঞ্জিত স্ফটিক বলিয়া বোধ হয়।

ঐতিহাসিক মধ্যযুগে, পাশ্চাত্যদেশের পণ্ডিতগণও স্ফটিককে সর্ব্বপ্রকার বিষনাশক পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন। কথিত আছে, বিষাক্ত স্থানে স্ফটিক প্রয়োগ করিলে, স্বতঃই তাহা ভগ্ন হইয়া যাইত, অথবা বিষাক্ত স্থান হইতে বিষ শোষিত করিয়া আবিল বর্ণ ধারণ করিত। ডাক্তার ডি সাহেবের প্রসিদ্ধ "প্রদর্শনপ্রস্তরের" (Show Stone) অসাধারণ ঐশী শক্তি ছিল; কোন ব্যক্তি স্বীয় ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জানিবার নিমিত্ত অথবা কোন দূরস্থিত ব্যক্তির দর্শনাভিলাষী হইয়া ইহার নিকট উপস্থিত হইলে, ইহাতে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী অথবা ঈপ্সিত

ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইত। এই "প্রদর্শনপ্রস্তর" অদ্যাপি বৃটীশ মিউজিয়মে বিদ্যমান আছে। ইহার ব্যাস প্রায় ৩ ইঞ্চি।

পূর্ব্বকালে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ঔষধার্থ স্ফটিক ব্যবহার করিতেন। আমাশয় ও মূত্রাশয়ের রোগ উপশম করিবার জন্য ইহা অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হইত।

ইদানীং যত স্ফটিকের দ্রব্য বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে একটী বৃহৎপানপাত্র (॥॥) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার ব্যাস ৯½ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৯ ইঞ্চি। এই পানপাত্র এক খানি স্ফটিক দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার উর্দ্ধাংশে নিদ্রিত নোয়ার মূর্ত্তি, তাঁহার সন্তানগণ এবং ফলপূর্ণ সাজি হস্তে একটী রমণীমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ইহা ফরাসিসম্রাটের অধিকারে ছিল। তৎকালে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, ইহার মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ ফ্রাঙ্কস্।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে স্ফটিক ব্যবহৃত হইত। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের সভাপর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ময়দানব কর্ত্তৃক হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যে অধিবেশন-প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ স্ফটিকনির্ম্মিত। সভাপর্ব্বে এই প্রাসাদের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। পুরাণমতে, যে স্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া নৃসিংহাবতার হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাও স্ফটিকস্তম্ভ। এইরূপ পুরাণের নানা স্থানে স্ফটিকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের এই সকল কথা বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত নেপাল-প্রদেশস্থিত পিপ্রাবাস্তূপ উদ্ঘাটিত হইলে ইহার মধ্য হইতে বৃহৎ স্ফাটিক পানপাত্র ও পুষ্পাধার বাহির হওয়ায়, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতে বহু কার্য্যেই স্ফটিক ব্যবহৃত হইত। পিপ্রাবাস্তূপমধ্যস্থিত স্ফাটিক পানপাত্র ও পুষ্পাধার দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহারা কুঁদের সাহায্যে গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে শিল্পিগণ যে কুঁদের সাহায্যে স্ফটিক কর্ত্তন করিতে পারিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্ফটিকময় (ত্রি) স্ফটিক স্বরূপে ময়ট্। স্ফটিকস্বরূপ।

স্ফটিকযশস্ (পুং) স্ফটিকবৎ শুভ্রং যশো যস্য। বিদ্যাধর-বিশেষ। (কথাসরিৎসা°)

স্ফটিকা (স্ত্রী) স্ফটিকারি, চলিত ফট্‌কিরি। (ভাবপ্র°)

স্ফটিকাচল (পুং) স্ফটিকবৎ শুভ্রোঽচলঃ, স্ফটিকস্য অচলো বা। কৈলাসপর্ব্বত। (হেম) এই পর্ব্বত অতি শুভ্রবর্ণ বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

স্ফটিকাত্মন্ (পুং) স্ফটিক এব আত্মা স্বরূপং যস্য। স্ফটিক।

স্ফটিকাদ্রিভিদ্ (পুং) স্ফটিকাদ্রিং কৈলাসপর্ব্বতমপি ভিনত্তি বর্ণেনেতি ভিদ্ (ইগুপধজ্ঞেতি।) ইতি ক। কর্পূর।

স্ফটিকাভ্র (পুং) স্ফটিকবং শুভ্রো যোঽভ্রঃ স ইব শুক্লত্বাৎ। কর্পূর।

স্ফটিকারি (স্ত্রী) স্ফটিকস্য অরিঃ। শ্বেতবর্ণ স্বনামখ্যাত দ্রব্য-বিশেষ, চলিত ফট্‌কিরি। পর্য্যায়—স্ফটিকী, শ্বেতা, শুভ্রা, রঙ্গদা, রঙ্গদৃঢ়া, দৃঢ়রঙ্গা, রঙ্গাঙ্গা। গুণ—কটু, স্নিগ্ধ, কষায়, প্রদর, মেহ, কৃচ্ছ্র, বমি, শোথনাশক। বাত, পিত্ত, কফ, ব্রণ, শ্বিত্র ও বিসর্পনাশক। (রাজনি°)

স্ফটী (স্ত্রী) স্ফটতীতি স্ফট-অচ্-ঙীষ্। স্ফটিকারী, ফিট্‌কারী।

স্ফণ্ট, বিসরণ। চুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্ফণ্টয়তি। লোট্ স্ফণ্টয়তু। লিট্ স্ফণ্টয়াঞ্চকার, লিটে কৃ, ভূ ও অস এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হইবে। লুঙ্ অপস্ফণ্টৎ।

স্ফর ১ স্ফুর্ত্তি, ২ চল। তুদাদি পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্ফরতি। লোট্ স্ফরতু। লিট্ পস্ফার। লট্ স্ফরিতা। লুঙ্ অস্ফরীৎ। সন্ পিস্ফরিষতি। যঙ্ পাস্ফর্য্যতে। যঙ্-লুক্ পাস্ফর্ত্তি। ণিচ্ স্ফরয়তি। লুঙ্ অপস্ফরৎ।

স্ফাটক (ক্লী) ১ স্ফটিক। (পুং) ২ জলবিন্দু।

স্ফাটিক (ক্লী) স্ফটিকমেব স্বার্থে অণ্। ১ স্ফটিক। স্ফটিকস্যেদমিতি স্ফটিক-অণ্। ২ স্ফটিকসম্বন্ধী।

"দেবোপভোগ্যং দিব্যঞ্চ আকাশে স্ফাটিকং মহৎ।
আকাশগং স্বাং মন্দস্তং বিমানমুপপংস্থতে॥" (ভারত ১।৬৩।১৭)

স্ফাটিকোপল (পুং) স্ফাটিক উপলঃ। স্ফটিক। (ত্রিকা°)

স্ফাটীক (ক্লী) স্ফাটিক। (শব্দরত্না°)

স্ফাত (ত্রি) স্ফায়-ক্ত। বৃদ্ধিযুক্ত।

স্ফাতি (স্ত্রী) স্ফায়-ক্তি। বৃদ্ধি। (অমর)

স্ফাতিমৎ (ত্রি) স্ফাতি অস্ত্যর্থে মতুপ্। বৃদ্ধিযুক্ত।

স্ফায়, বৃদ্ধি। ভ্বাদি আত্মনে° অক° সেট্। এই ধাতু নিষ্ঠা অর্থাৎ ক্ত ও ক্তবৎ প্রত্যয় পরে অনিট্। লট্ স্ফায়তে। লোট্ স্ফায়তাং। লিট্ পস্ফায়ে। লুট্ স্ফায়িতা। লুঙ্ অস্ফায়িষ্ট। ণিচ্ স্ফায়য়তি। লুঙ অপিস্ফবৎ।

স্ফার (ক্লী) স্ফায়তে ইতি স্ফায় (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ইতি রক্। প্রচুর। (অমর) (পুং) স্ফুর চলনে ঘঞ্ (স্ফুরতিস্ফুলত্যোর্ঘঞি। পা ৬।১।৪৭) ইতি এচ আত্বং। ২ বিকট। ৩ কনকাদির বুদ্‌বুদ। (মেদিনী) (ত্রি) ৪ বিপুল।

"অসকৃদসকৃৎ স্ফারস্ফারৈরপাঙ্গবিলোকিতৈ-
স্ত্রিভুবনজয়ে সা পঞ্চেষোঃ করোতি সহায়তাং।"
(সাহিত্যদ° ৩।৩১)

স্ফারণ (ক্লী) স্ফর-ণিচ্ ল্যুট্। স্ফুরণ। (রমানাথ)

স্ফাল (পুং) স্ফল চলনে ঘঞ্ (স্ফরতিস্ফলত্যোর্ঘঞি। পা ৬।১।৪৭) ইতি এচ, আত্বং। স্ফূর্ত্তি।

স্ফিক্‌ঘাতনক (পুং) স্ফিচং ঘাতয়তীতি স্ফিচ্-হন-ণিচ্-ল্যু, ততঃ স্বার্থে কন্। কট্‌ফলবৃক্ষ। (শব্দচ°)

স্ফিক্‌স্রাব (পুং) বক্ত-আমাশয়।

"প্রাত্যন্তিকো মাণ্ডলিকোঽথবানং
স্ফিক্‌স্রাবশূলাভিভবর্ত্তিমূর্ত্তিঃ।" (বৃহৎস° ৬৯।৩৩)

স্ফিগী (স্ত্রী) কটী। "যদন্যয়া স্ফামবস্থাঃ" (ঋক্ ৩।৩২।১১)
'স্ফিগ্যা কট্যা' (সায়ণ)

স্ফিচ্ (স্ত্রী) স্ফায় বৃদ্ধৌ বাহুলকাৎ ডিচ্। কটিপ্রোথ।

"সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ ॥" (মনু ৮।২৮১)

স্ফিট, ১ ত্রাস। ২ হিংসা। ৩ অনাদর। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্ফেটয়তি। লোট্ স্ফেটয়তু। লিট্ স্ফেটয়াঞ্চকার। লিটে কৃ, ভূ ও অস এই তিন ধাতুর অনুপ্রয়োগ হয়। লুঙ্ অপিস্ফেটৎ।

স্ফির (ত্রি) স্ফায় বৃদ্ধৌ (অজিরশিশিরশিথিলেতি। উণ্ ১।৫৪) ইতি কিরচ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। প্রচুর, বিপুল। (অমর)

স্ফীত (ত্রি) স্ফায়-ক্ত (স্ফায়ঃ স্ফী নিষ্ঠায়াং। পা ৬।১।২২) ইতি ধাতোঃ স্ফী। বর্দ্ধিত। সমৃদ্ধ।

"স্ফীতান্ জনপদাংস্তত্র পুরগ্রামব্রজাকরান্।
খেটখর্ব্বটবাটীশ্চ বনান্যুপবনানি চ ॥" (ভাগবত ১।৬।১১)

স্ফীততা (স্ত্রী) স্ফীতস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্ফীতের ভাব বা ধর্ম্ম, বৃদ্ধির ভাব।

স্ফীতি (স্ত্রী) স্ফায়-ক্তি, স্ফায়স্য স্ফী আদেশঃ। বৃদ্ধি।

স্ফুজিধ্বজ (পুং) সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্। বরাহমিহির রচিত বৃহজ্জাতকের টীকায় ভট্টোৎপল ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

স্ফুট্ ১ প্রফুল্লীভাব। তুদাদি পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্ফুটতি। লোট্ স্ফুটতু। লিট্ পুস্ফোট। লোট্ স্ফুটিতা। ২ বিসরণ। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ স্ফোটতে। লিট্ পুস্ফুটে। লুট্ স্ফোটিতা। ভ্বাদি° পরস্মৈ°। লট্ স্ফোটতি। লিট্ পুস্ফোট। লুট্ স্ফোটিতা। লুঙ্ অস্ফোটীৎ, অস্ফুটৎ।

স্ফুটি স্ফট ধাতু লুট্ স্ফুটতি। এই ধাতু ইদিৎ, এই জন্য লটাদি বিভক্তিতে নুমাগম হইয়া স্ফুণ্টতি এইরূপ পদ হয়। স্ফুট বিসরণ। অদন্তচুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্ফুটয়তি।

স্ফুট—হিংসা। এই ধাতু আঙ্ পূর্ব্বকই প্রয়োগ হইয়া থাকে। চুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ আস্ফোটয়তি।

স্ফুট (ত্রি) স্ফুটতি প্রকাশতে ইতি স্ফুট-ক। ১ ব্যক্ত, প্রকাশিত। ২ প্রফুল্ল, বিকশিত, প্রস্ফুটিত। ৩ শুক্ল। (অজয়) ৪ ভিন্ন. ৫ গ্রহস্ফুট, গ্রহদিগের প্রকাশীকরণ।

"স্যাৎ সংস্কৃতো মধ্যবলেন মধ্যো
মন্দস্ফুটঃ স্যাৎ চলকেন্দ্রমুক্তং।
বিধায় শৈঘ্র্যেণ চলেন চৈবং
খেটস্ফুটঃ স্যাদসকৃৎ ফলাভ্যাং ॥" (সিদ্ধান্তশিরো°)

জাতকের জন্মকোষ্ঠী দ্বারা গ্রহদিগের শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিতে হইলে তাহাদিগের স্ফুটসাধন করা আবশ্যক। স্ফুটসাধন না করিলে গ্রহদিগের ফলাফল সূক্ষ্মরূপে স্থির করা যায় না, কারণ রবি মেষে আছে, বলিলে ইহা দ্বারা রবির প্রকৃত অবস্থান বুঝা যায় না। এই জন্য তাহার স্ফুটসাধন করিয়া প্রকৃত অবস্থান ঠিক করিতে হইবে। স্ফুটসাধন দ্বারা রবি মেষ রাশির কত অংশে, কত কলায়, কত বিকলায় আছে, তাহা স্থির হইবে। গ্রহস্ফুট ব্যতীত গ্রহের সূক্ষ্ম অবস্থান স্থির হয় না। জ্যোতিঃশাস্ত্রে স্ফুট-সাধনপ্রণালী বিশেষরূপে লিখিত আছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তই স্ফুট-সাধনের পক্ষে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

স্ফুটগণনা অতিদুরূহ। সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে গ্রহদিগের যে স্ফুটগণনা করা হয়, তাহা অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু এখন আর সূর্য্য-সিদ্ধান্তানুসারে গ্রহদিগের স্ফুটগণনা হয় না, সিদ্ধান্তরহস্যে গ্রহ-স্ফুটের কতকগুলি খণ্ডা লিখিত আছে, অধুনা সেই খণ্ডানুসারে স্ফুটগণনা হইয়া থাকে, এই স্ফুটগণনা সূর্য্যসিদ্ধান্তের ন্যায় সূক্ষ্ম হয় না।

স্ফুটগণনা করিতে হইলে অব্দপিণ্ড, শীঘ্র, মন্দকেন্দ্র প্রভৃতি আনয়ন করিয়া তৎপরে স্ফুটনিরূপণ করিতে হয়। অতি-সংক্ষেপে ইহা আলোচিত হইল। প্রথমে কল্যব্দমান স্থির করা আবশ্যক। কল্যব্দের ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে শকাব্দা আরম্ভ হইয়াছে, এই জন্য চলিত শকে উক্ত কল্যব্দমান ৩১৭৯ যোগ করিয়া তাহাকে চতুর্যুগের দিনসংখ্যা অর্থাৎ ১৫৭৭৯১৭৯৮২৮ দিয়া পূরণ করিয়া ঐ অঙ্ককে ৬১৩৩৭৬০ সংখ্যা দ্বারা হীন করিবে। পরে চতুর্যুগ পরিমিত অব্দ অর্থাৎ ৪৩২০০০০ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে বিষুবদিনের দিনবৃন্দ হয়। ঐ দিন শুক্রবার হইতে গণনা করিতে হইবে। কারণ কলিযুগ শুক্রবারে প্রবৃত্ত হয়। অতএব যতদিন হইবে, তাহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা শুক্রবার হইতে গণনা করিতে হইবে, অর্থাৎ একাদিসংখ্যাক্রমে শুক্রবার, শনিবার প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। অতঃপর কল্যব্দকে দুই পৃথক্ স্থানে রাখিয়া এক স্থানের অঙ্ককে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ৮ দিয়া ভাগ করিবে। তৎপরে অপর অঙ্ককে ৭ দিয়া গুণ করিয়া ৮০০ শত দিয়া ভাগ করিলে যাহা হইবে, তাহা পূর্ব্বাঙ্কে যোগ করিলে বার, দণ্ড,

পল ইত্যাদি হইবে। পরে আবার কল্যব্দকে ৭ দিয়া গুণ করিয়া ৩০০ শত দিয়া ভাগ করিয়া যোগ করিবে। যদি ঐ পল ৬০ অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডাদি করিয়া লইবে। তাহার পর ৩।৩৪।৪৮।৩২ বারাদি ক্ষেপাঙ্ক তাহার সহিত যোগ করিলে বিষুবসংক্রান্তি-সঞ্চারের বার, দণ্ড, পলাদি হয়। তাহার পর ঐ বারকে ৭ দিয়া ভাগ করিতে হইবে, ভাগশেষ যাহা থাকিবে, তাহা বিষুবসংক্রান্তির বারাদি হইবে। উহাতে দেশান্তরসংস্কার ও চরার্দ্ধসংস্কার করিলে স্বীয় দেশের বিষুবসংক্রান্তির বারাদি নির্দ্দিষ্ট হইবে।

দেশান্তরসংস্কার।—সুমেরু ও লঙ্কার মধ্য দিয়া উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত যে একটী রেখা কল্পিত হয়, তাহার নাম মধ্যরেখা। ঐ রেখা হইতে আপনার দেশ যত যোজন অন্তর, তত যোজনকে দশ দিয়া গুণ করিয়া ১৩ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা ভাগফল হইবে, তাহা পল; ঐ পল যদি ৬০ অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড করিয়া মধ্যরেখার পূর্ব্বদেশে যোগ ও মধ্যরেখার পশ্চিমে বিয়োগ করিতে হইবে।

ভারতের রাজধানী কলিকাতা, ইহা মধ্যরেখার দুই শত যোজন পূর্ব্বে অবস্থিত। এ জন্য এখানে দেশান্তর ২।৩৪ দণ্ড বিষুবসংক্রান্তির বার দণ্ডে যোগ করিতে হইবে। বিষুব দিনের দিবামানার্দ্ধ ১৫ দণ্ড হইতে যত অধিক হইবে, তাহা যুক্তচরার্দ্ধ, আর যত কম হইবে, তাহা হীনচরার্দ্ধ। যুক্তচরার্দ্ধ যত হইবে, তাহা বিষুবসংক্রান্তির বারাদিতে যোগ এবং হীনচরার্দ্ধ যত হইবে, তাহা বিষুবসংক্রান্তির বারাদিতে হীন করিতে হয়। তাহা হইলেই চরার্দ্ধ সংস্কৃত বিষুব ধ্রুব হইবে। যে বার যত দণ্ড সময় বিষুব ধ্রুব হইবে, সেই সময় সূর্য্য মেষ রাশিতে গমন করিবেন।

সূর্য্য, বুধ ও শুক্রের মধ্যগতি, মঙ্গল, শনি ও বৃহস্পতির শীঘ্রগতি। অপর গ্রহগণের ভগণ স্থির করিতে হয়।

রবির	৪৩২০০৩০০	ভগণ,
চন্দ্রের	৫৭৭৫৩৩৬৫	ভগণ,
চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য	৫৭২৬৫১৩৭	ভগণ,
মঙ্গলের মধ্য	২২৯৬৮৩২	ভগণ,
বুধের শীঘ্র	১৭৮৩৭০৭৬	ভগণ,
বৃহস্পতির মধ্য	৩৬৪২১২	ভগণ,
শুক্রের শীঘ্র	৭০২২৩৬৪	ভগণ,
শনির মধ্য	১৪৬৫৮০	ভগণ,
রাহুর মধ্য	২৩২২৪২	ভগণ,

গ্রহগণের আপনাপন মধ্যভগণ ও শীঘ্রভগণ যাহা লিখিত হইল, তাহাকে কল্যব্দ দ্বারা পূরণ করিয়া ৪৩, ২০, ২০০ দিয়া ভাগ করিলে ভগণ লব্ধ হইবে। ভাগাবশিষ্ট অঙ্ককে ১২ দিয়া গুণ করিয়া উক্ত ভাজকাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে তাহা রাশি এবং ভাগাবশিষ্ট অঙ্ককে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া ভাজকাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে অংশ লাভ হইবে, পরে অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া ভাজকাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে কলা পাওয়া যাইবে। এই প্রণালী অনুসারে ভাগাদি করিলে বিকলা এবং অনুকলা প্রভৃতি লাভ হয়। এই লব্ধাঙ্কের মধ্যে ভগণ পরিত্যাগ করিতে হয়।

পরে রাশ্যাদিতে আপনাপন মধ্য, শীঘ্র ও ক্ষেপাঙ্ক অর্থাৎ গ্রহগণ গণিতে আরম্ভ করিবার সময় যে স্থানে ছিল, সেই স্থানের রাশ্যাদি যোগ করিতে যে সময় সূর্য্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করিবে, সেই সময়ের মধ্যশীঘ্র হইবে। এবং স্বীয় শীঘ্র ক্ষেপাঙ্ক স্বীয় শীঘ্রে যোগ করিলে স্বীয়শীঘ্র হইবে। ক্ষেপাঙ্ক রাশ্যাদি—

রবির মধ্য	১১।২৭।৫১।৪১
চন্দ্রের মধ্য	১১।১।২৪।৩৩।২২
চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য	৮।১।৩৯।৩।২৫
মঙ্গলের মধ্য	১১।২৮।৫১।৪৬।৩৮
বুধের শীঘ্র	১১।০।১।৭।১২।৫৮
বৃহস্পতির মধ্য	১১।২৯।৪৯।১০।৫৯
শুক্রের শীঘ্র	১১।২৬।৩১।৩১।২৪।৫৪
শনির মধ্য	১১।২৯।৫৫।৫৮।৪৬
রাহুর মধ্য	৫।১৯।৫৩।৬।৩৭

এই ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিলে সূর্য্য যে সময়ে মেষ রাশিতে গমন করিবেন, সেই সময়ের মধ্য হইবে। পরে যে দিনের যে সময়ের মধ্য গণনা করিবার আবশ্যক হইবে, তাহার নিয়ম লিখিত হইতেছে।

যে বৎসরের যে দিনের যে সময়ের মধ্য আনীত হইবে, প্রথমেই সেই বৎসরের বিষুব দিনের মধ্য স্থির করিয়া বিষুব দিন হইতে সেই অভীষ্ট দিনসংখ্যা যত হইবে, তাহাকে গ্রহদিগের আপনাপন ভগণ দ্বারা গুণ করিয়া চতুর্যুগের দিনসংখ্যা ১৫৭৭৯১৭৮কে ১৮ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা ভগণ। পরে পূর্ব্বমত রাশ্যাদি আনয়ন করিয়া ভগণ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাশ্যাদি পূর্ব্বাঙ্কে যোগ করিলে বিষুব দিনে যত দণ্ডাদিতে সূর্য্য মেষে গমন করিয়াছে, সেই দিনের ও তত দণ্ডাদিতে মধ্য হইবে।

যে সময়ের মধ্য পূর্ব্বে আনয়ন করা হইয়াছে, সেই সময় হইতে আবশ্যক সময়ের দণ্ডাদি যত অধিক বা অল্প হইবে, তাহাকে গ্রহগণের আপনাপন ভুক্তি কলা দ্বারা গুণ করিবে ও তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা হইবে, তাহাকে কলাদিতে

যোগ বা হীন করিবে অর্থাৎ বাদ দিতে হইবে। যে সময়ের মধ্য আনয়ন করা হইয়াছে, তাহা হইতে আবশ্যক দণ্ডাদি অধিক হইলে যোগ এবং কম হইলে বিয়োগ করিতে হয়। গ্রহগণের ভুক্তিকলা যথা—

রবির ৫৯।৮।১০, চন্দ্রের ৭৯০।৩৪।৫২,
চন্দ্রকেন্দ্রের ৭৮৩।৫৩।৫৩, মঙ্গলের ৩১।২৬।২৮,
বুধ শীঘ্রের ২৪৫।৩২।২১, বৃহস্পতির ৪।৫৯।৯,
শুক্র-শীঘ্রের ৯৬।৭।৪৪, শনির ২।০।২৩,
রাহুর ৩।১০।৪৫।

পরে গ্রহগণের মন্দোচ্চ স্থির করিতে হয়।

মন্দোচ্চ—রবির মন্দোচ্চ ২রাশি, ১৭ অংশ, ৭ কলা, ৪৮ বিকলা। মঙ্গলের ৪।৯।৫৭।৩৮, বুধের ৭।১০।১৯।১২, বৃহস্পতির ৫।২১।০।০, শুক্রের ২।১৯।৩৯ ও শনির ৭।২৬।২৬।৩৬।

কল্যব্দপিণ্ডকে ৩৮৭ দিয়া গুণ করিয়া দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগফল হইবে, তাহা কলাদি বলিয়া জানিতে হইবে। রবির পূর্ব্বোক্ত মন্দোচ্চ অর্থাৎ ২।১৭।৭।৪৮ যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কলাদির সহিত লব্ধ কলাদি যোগ করিলে রবির মন্দোচ্চ হয়। এই রূপ কল্যব্দকে ২০৪ দিয়া গুণ করিয়া ঐ দুই লক্ষ দ্বারা ভাগ দিলে লব্ধাঙ্ক কলাদি হইবে, উহা পূর্ব্বোক্ত মঙ্গলের মন্দোচ্চ হইয়া থাকে। ঐরূপ ৩ কল্যব্দকে ৩৬৮ দিয়া গুণ ও দুই লক্ষ দ্বারা ভাগ করিয়া যে কলাদি লাভ হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত বৃহস্পতির মন্দোচ্চ যোগ করিলে বৃহস্পতির মন্দোচ্চ হয়। কল্যব্দপিণ্ডকে ৫৩৫ দিয়া গুণ এবং দুই লক্ষ দ্বারা ভাগ করিলে যে কলাদি লাভ হয়, ঐ কলাদি শুক্রের উক্ত মন্দোচ্চ হইবে। কল্যব্দপিণ্ডকে ৩৯ দিয়া গুণ ও দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে যে কলাদি হয়, তাহাতে শনির উক্ত মন্দোচ্চ যোগ করিলে শনির মন্দোচ্চ হইবে।

এই সকল মন্দোচ্চ আনয়ন ব্যতীত স্ফুটসাধন হয় না, এই জন্য উক্ত নিয়মানুসারে মন্দোচ্চ আনয়ন করিবে। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই পাঁচ গ্রহের মন্দোচ্চ ২৪ অংশ সিদ্ধান্তরহস্যোক্ত মন্দোচ্চের সহিত একত্র করিবে। চন্দ্রকেন্দ্রের ৫ কলা ছাড়িয়া দিলে সিদ্ধান্তরহস্যোক্ত চন্দ্রকেন্দ্রের সমান হয়।

সিদ্ধান্তরহস্যমতে দিনবৃন্দ—নীচের লিখিত খণ্ডানুসারে অতি সহজে দিনবৃন্দ আনয়ন করিতে পারা যায়। এই খণ্ডায় তিনটী কোষ্ঠ লিখিত হইল। প্রতি কোষ্ঠে ৯টী অঙ্কশ্রেণী আছে। ইহার প্রথম কোষ্ঠ এককের, দ্বিতীয় কোষ্ঠ দশকের, এবং তৃতীয় কোষ্ঠ শতকের জানিতে হইবে।

অব্দপিণ্ডে যে কএকটী অঙ্ক থাকিবে, তাহার শেষাঙ্ক একক, ঐ এককাঙ্কে যে সংখ্যা হইবে, তাহা প্রথম কোষ্ঠায় সেই সংখ্যা-শ্রেণীর অঙ্ক গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বে যে দুইটী অঙ্ক স্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার নীচে রাখিয়া একত্র যোগ করিবে। যোগাঙ্কই বিষুব দিনের দিনবৃন্দ। এই দিনবৃন্দে যে দণ্ডাদি থাকিবে, তাহা গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাই। অব্দপিণ্ডের অঙ্কে এককের স্থানে কিংবা দশকের স্থানে শূন্য থাকে, তাহা হইলেও দশকের কোষ্ঠায় অঙ্ক লইতে হইবে না। দিনবৃন্দকে ৭ দিয়া শেষাঙ্ক সোমবার অবধি গণনায় বিষুবসংক্রান্তির বার হইবে।

প্রথম কোষ্ঠ	দ্বিতীয় কোষ্ঠ	তৃতীয় কোষ্ঠ
৩৬৫।১৫।৩১।৩১	৩৬৫২।৩৫।১৫।১৪	৩৬৫২৫।৫২।৩২।২০
৭৩০।৩১।'।৩	৭৩০৫।১০।৩০।২৮	৭৩০০১।৪৫।৪।৪০
১০৯৫।৪৬।৩৪।৩৩	১০৯৫৭।৪৫।৪৫।৪২	১০৯৫৭৭।৩৭।৩৭।০
১৪৬ ।২।৬।৬	১৪৬১০।২১।০।৫৫	১৪৬০২।১০।৯।২০
১৮২৬।১৭।৩৭।৩৭	১৮২৬২।৫৬।১৬।১০	১৮২৬২৯।২২।৩১।৭০
২১৯১।৩৩।৯।৮	২১৯১৫।৩১।৩১।২৪	২১৯১৫৫।১৫।১৪।০
২৫৫৬।৪৮।৪০।৪০	২৫৫৫৬৮।৬।৪২।'৮	২৫৫৬৮১।৭।৪৬।২০
২৯২২।৫।১২।১১	২৯২২০।৪২।১।৫২	২৯২২০৭।০।১৮।৪০
৩২৮৭।১৯।৪৩।৪৩	৩২৮৭৩।১৭।১৭।৬	৩২৮৭৩২।৫২।৫১।০
৯	৯০	৯০০

গ্রহস্ফুট গণনার উদাহরণে ১৮০০ শকে অব্দপিণ্ড ২৮৭ স্থির হইয়াছে। এই ক্ষণে উক্ত খণ্ডানুসারে যে প্রকার সহজে দিনবৃন্দ জানা যায়, তাহার উদাহরণ নিম্নে লিখিত হইল।

অব্দপিণ্ড ২৮৭, ইহার শেষ গণনায় একক। উহার সংখ্যায় প্রথম কোষ্ঠে সপ্তম শ্রেণীর অঙ্ক ২৫৫৬।৪৮।৪০।৪০, তাহার পরে অব্দপিণ্ডের দশকে অঙ্কসংখ্যা ৮, অতএব দ্বিতীয় কোষ্ঠের ৮ শ্রেণীর অঙ্ক ২৯২২০।৪২।১।৫২ তাহার অব্দপিণ্ডের শতকের সংখ্যা ২, ঐ দুই অঙ্কে তৃতীয় কোষ্ঠের দ্বিতীয় শ্রেণীর অঙ্ক ৭৩০৫১। ৪৫।৪।৪০ এই তিনটী অঙ্ক যোগ করিলে ১০৪৮২৯।১৫।৪৭।১২ হয়। ইহার দণ্ডাদি ত্যাগ করিয়া স্থূল অঙ্ককে ৭ দিয়া ভাগ করিলে শেষ ৪ থাকে। এই ৪ অঙ্ক দ্বারা সোমবার হইতে গণনা আরম্ভ করিলে বৃহস্পতিবার হইয়াছে জানিতে হইবে। কিন্তু এই বৎসর কুট সংক্রান্তি হওয়ায় দিনবৃন্দে ১ কম হইয়াছে, এজন্য এরূপ ঘটনায় এক যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ১৮০০ শকেও দিনবৃন্দ ১০৪৮৩০ হইবে। সেই দিন শুক্রবার। এই প্রকারে দিনবৃন্দ স্থির করিতে হয়।

তৎপরে বীজানয়ন করা আবশ্যক। বীজানয়ন নিম্নোক্ত নিয়মানুসারে করিতে হয়। কল্যব্দপিণ্ডকে ৩০০০ হাজার দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হয়, তাহার ভাগাদিকে বীজ কহে। ঐ বীজাংশাদি চন্দ্রকেন্দ্রে যোগ করিতে হয়। আর ঐ বীজাংশকে তিন গুণ করিয়া শনির মধ্যভুক্তিতে এবং উহাকে চতুর্গুণ

করিয়া বুধের শীঘ্র ভুক্তিতে যোগ করিতে হইবে। আবার উহাকে দ্বিগুণ করিয়া বৃহস্পতির মধ্য ভুক্তিতে এবং ত্রিগুণিত বীজাংশ শুক্রের শীঘ্র ভুক্তিতে হীন করিলে উহাদিগের মধ্য ও শীঘ্র বীজ শুদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে বীজানয়ন করিতে হইবে।

গ্রহগণের ক্ষেপাঙ্গ—১২৮৮৬০১, এই অঙ্ককে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলকে পুনরায় ৬০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগফল হয়, তাহাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে এবং যাহা ভাগশেষ থাকিবে, তাহাতে রবির ক্ষেপাঙ্ক হইবে। এইরূপে চন্দ্রের ৬০০৮৩২ কে ঐ রূপে দুইবার ৬০ দিয়া ভাগ এবং তৎপরে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা ক্ষেপাঙ্কের রাশি এবং শেষ অঙ্ক দ্বারা অংশাদি জানা যাইবে।

চন্দ্রকেন্দ্রের—	১২৫৮৮২৬
রাহু মধ্যের—	৯৫৯৪৪১
কুজ মধ্যের—	৭৯২৯৮৭
বুধ শীঘ্রের —	৭৯৮৯৩৩
বৃহস্পতির—	৭৫৫৪৪৮
শুক্র শীঘ্রের—	৯২৪৩০
শনির—	২৪৪৮৬৬

ইহাদিগের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে উক্ত গ্রহগণের ক্ষেপাঙ্ক হইয়া থাকে। উপযুক্ত ৩০ দ্বারা ভাগলব্ধ রাশি শেষ অংশ এবং ৬০ দিয়া ভাগশেষে কলাদি জানিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে দিনবৃন্দ, মধ্য, শীঘ্র, বীজানয়ন ও ক্ষেপাঙ্ক স্থির করিয়া তৎপরে স্ফুট স্থির করিতে হয়।

রবির স্ফুট—রবির শুদ্ধমধ্য দুই স্থানে রাখিয়া একটী হইতে তাৎকালিক মন্দোচ্চ রাশ্যাদি বাদ দিবে। যদি মধ্য রাশ্যাদি হইতে মন্দোচ্চ রাশ্যাদি বাদ না যায়, তাহা হইলে মধ্য রাশিতে দ্বাদশ যোগ করিয়া বাদ দিবে। যদি এইরূপে বাদ দিয়া রাশি অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ৩০ দ্বারা গুণ ও অংশের সহিত যোগ করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহার নাম মধ্যকেন্দ্র। ঐ মধ্যকেন্দ্রাংশে যে সংখ্যা থাকিবে, ঐ সংখ্যা পরিমিত অঙ্কে রবির মান্দ্যখণ্ডায় যে অঙ্ক থাকে, তাহা যোগ করিয়া রাখিলে উহাকে খণ্ডা কহে। তৎপরে তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যাঙ্ক গ্রহণ করিলে উহাকে অনুখণ্ডা কহে। ঐ অনুখণ্ডা খণ্ডার নীচে রাখিয়া বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক বাকী থাকিবে, তাহা ভোজ্য নামে খ্যাত। ঐ ভোজ্যাঙ্ক দ্বারা কেন্দ্রশেষ কলাদি গুণ করিয়া যে গুণফল পাওয়া যাইবে, তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল লাভ হইবে, তাহাকে ঋণধনখণ্ডা, অর্থাৎ যদি খণ্ডা হইতে অনুখণ্ডা অল্প হয়, তাহা হইলে ঋণখণ্ডা এবং খণ্ডা হইতে অনুখণ্ডার পরিমাণ অধিক হইলে তাহাকে ধনখণ্ডা কহে। ঋণখণ্ডা স্থলে উক্ত লব্ধাঙ্ক খণ্ডাকে হীন এবং ধনখণ্ডা স্থলে লব্ধাঙ্ক খণ্ডা যোগ করিবে। উক্ত অঙ্ক মন্দকেন্দ্রাংশফল নামে খ্যাত। উক্ত মন্দকেন্দ্রাংশফল শুদ্ধ রবি মধ্য রাশ্যাদির কলাদিতে যোগ করিয়া তাহা হইতে ১৩৫ কলা বাদ দিলে যদি ঐ কলাতে ৬০ অধিক অঙ্ক থাকে, তবে তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া কলা স্থাপিত করিয়া লব্ধাংশ শেষে মিশ্রিত করিয়া অংশ স্থাপন করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাই রবির স্ফুট রাশ্যাদি অর্থাৎ রবি অমুক রাশির অমুক অংশ ও কলাদিতে আছে ইহা স্থির জানা যাইবে।

রবির স্ফুটসাধন—রবির স্ফুটসাধন সময়ে খণ্ডা ও অনুখণ্ডার অন্তরে যে ভোগ্যাঙ্ক লাভ হয়, তাহাকে ৭ দিয়া গুণ করিয়া ১০০ দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল যাহা হইবে, তাহা ৭ যোগ করিলেই রবির ভুক্তি স্থির হয়।

চন্দ্রের স্ফুটগণনা—সংস্কৃত সূর্য্যখণ্ডাকে কেন্দ্রাংশফল ও সূর্য্যফল কহে। ঐ সূর্য্যফলকে ২৭ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে, তাহার সহিত শুদ্ধ চন্দ্রমধ্য যোগ করিয়া স্থাপন করিবে। আর ঐ ২৭ অংশ ফল চন্দ্রকেন্দ্রে যোগ করিয়া চন্দ্রকেন্দ্র রাশিকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া অংশের সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে ঐ অঙ্কপরিমিত অঙ্কে চন্দ্রের মান্দ্য খণ্ডায় যে অঙ্ক থাকিবে, তাহা খণ্ডা নামে গণ্য, তৎপরে অনুখণ্ডা হইতে অন্তর করিয়া শেষ ভোজ্য দ্বারা কেন্দ্র শেষ, গুণ ও খণ্ডা যোগান্তে সমস্ত ক্রিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ রবির স্ফুটপ্রণালীতে সাধন করিবে। ইহা করিয়া শুদ্ধ খণ্ডা পূর্ব্বস্থাপিত অংশযুক্ত চন্দ্রমধ্য রাশ্যাদিতে যোগ করিবে। পরে তাহার অংশাদি হইতে অংশ, ৮ কলা বাদ দিলে চন্দ্রের স্ফুট রাশ্যাদি হইবে। এই নিয়মানুসারে গণনা করিলে চন্দ্রের স্ফুট নির্ণীত হয়।

চন্দ্রের গতিসাধন—চন্দ্রের স্ফুটসাধন সময়ে চন্দ্রকেন্দ্রের যে অঙ্ককে একবারমাত্র এক শত দ্বারা ভাগ করিয়া খণ্ডা গ্রহণ করা হয়, ঐ একশত বিভক্ত শেষাঙ্ককে পুনরায় একশত দ্বারা ভাগ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা ঐ গৃহীত খণ্ডার পূর্ব্বভোগ্য ও পরভোগ্য পরস্পর অন্তর করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহা দ্বারা গুণ করিবে। পরে গুণিতাঙ্ককে পশ্চাল্লিখিত চন্দ্রভুক্তিতে যোগ বা তাহা হইতে বিয়োগ অর্থাৎ যদি পরভোগ্য অধিক হয়, তাহা হইলে যোগ, আর যদি কম হয়, তাহা হইলে বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাই চন্দ্রের শুদ্ধ ভুক্তি। চন্দ্রের স্ফুটসাধনকালে খণ্ডা ও অনুখণ্ডার অন্তরে যে ভোগ্য হইয়াছে, তাহাতে ৯০ই যোগ করিলেই চন্দ্রের ভুক্তি হয়।

মঙ্গলাদি গ্রহের স্ফুটগণনা—মঙ্গলাদি পাঁচটী গ্রহের যে

কোনটীর স্ফুটগণনা আবশ্যক হইবে, তাহার মধ্য রাশ্যাদি উপবিভাগে স্থাপন করিয়া নিম্নে তাহার শীঘ্র রাশ্যাদি বিয়োগ কর। তাহাতে যে শেষ রাশ্যাদি থাকিবে, তাহার রাশিকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া অংশের সহিত যোগ করিতে হইবে। ঐ যুক্তাঙ্কের সংখ্যা যত হইবে, সেই গ্রহের শীঘ্রখণ্ডা হইতে সেই সংখ্যা স্থলে যে অঙ্ক আছে, সেই খণ্ডা এবং তৎপর খণ্ডা লইয়া উভয়ের অন্তর করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ভোগ্য বলে। তাহা দ্বারা মধ্যভুক্তির কলা দ্বিগুণ করিয়া ৬০ দিয়া ভাগ দিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা পূর্ব্বকথিত প্রকার খণ্ডার ঋণধন বিবেচনা করিয়া খণ্ডায় হীন বা যোগ করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহা শীঘ্র কেন্দ্রাংশফল। তাহাকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিবে। পরে তাহার আপনার শুদ্ধ রাশ্যাদিতে আপনার মন্দোচ্চ রাশ্যাদি হীন করিয়া অবশিষ্ট রাশিকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া অংশের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে কেন্দ্রাংশফলের অর্দ্ধাংশ মন্দকেন্দ্রাংশাদিতে যোগ করিয়া যে সংখ্যা হইবে, আপনার মান্দ্য খণ্ডায় সেই সংখ্যার স্থানে যে খণ্ডাঙ্ক হয়, তাহা এবং তাহার অনুখণ্ডা লইয়া পূর্ব্বোক্ত মত অংশফল সাধন করিলে তাহা মন্দকেন্দ্রাংশফল হইবে। ঐ মন্দকেন্দ্রাংশফল দুই স্থানে রাখিয়া একটীতে গ্রহের সংস্কৃত মধ্য যোগ করিয়া অপরটীতে তাহার নিজ শীঘ্রজ কেন্দ্রাংশ ফল মিশ্রিত করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহা হইতে ১২ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে তাহার অংশফল সাধন করিয়া যাহা অংশফল পাওয়া যাইবে, তাহা সংস্কৃত মন্দকেন্দ্রাংশফলে যোগ করিতে হয়। ইহাতে যে রাশ্যাদি হইবে, সেই রাশি হইতে দুই রাশি হীন করিলে যে রাশ্যাদি হইবে, সেই রাশ্যাদি সেই গ্রহের স্ফুটরাশ্যাদি হইবে। এই নিয়মানুসারে, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই পাঁচটী গ্রহের স্ফুটগণনা করিবে।

রাহুর স্ফুটগণনা—রাহুর গতি সর্ব্বদাই বক্র। এই কারণে প্রথমে মধ্য আনিবার নিয়মানুসারে রাহুর মধ্যানয়ন করিতে হইবে। এই মধ্য রাশ্যাদি দ্বাদশ রাশি হইতে বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা রাহুস্ফুট এবং ইহাতে ৬ রাশি যোগ করিলে কেতুর স্ফুট হইয়া থাকে।

স্ফুটগণনায় অহর্পিণ্ড দ্বারা দিনবৃন্দ স্থির করিয়া রবিগ্রহের স্ফুটে মধ্য, কুজ, গুরু ও শনির শীঘ্র এবং বুধ, শুক্রের মধ্য স্থির করিয়া তবে স্ফুটগণনা করিতে হয়। প্রথমে গ্রহের মধ্য স্থাপন করিয়া তাহাকে আপনাপন শীঘ্র দ্বারা হীন করিলে যে রাশ্যাদি বাকী থাকিবে, তাহা শীঘ্রকেন্দ্র নামে খ্যাত এবং গ্রহগণের মধ্য হইতে স্ব স্ব মন্দোচ্চ রাশ্যাদি বাদ দিলে যে রাশ্যাদি হইবে, তাহা মন্দকেন্দ্র নামে খ্যাত। এই শীঘ্রকেন্দ্র ও মন্দকেন্দ্রও স্ফুটগণনায় আবশ্যক হয়। এই নিয়মানুসারে গ্রহস্ফুটগণনা করিতে হয়। (সিদ্ধান্তরহস্য)

সূর্য্যসিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তরহস্য মতে উক্ত প্রকারে স্ফুটগণনা করা হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন আরও স্ফুটগণনার অনেক গ্রন্থ আছে, বাহুল্যভয়ে তাহাদের মত উদ্ধৃত হইল না, এবং সে সকল সহজে বোধগম্যও নহে। স্ফুট জ্যোতিষের গণিতাংশ, এই গণিত দ্বারা ফলিত সূক্ষ্মরূপে মীমাংসিত হয়। গ্রহের স্ফুট না জানিতে পারিলে তাহার প্রকৃত অবস্থান ঠিক হয় না, সুতরাং সূক্ষ্মরূপে ফল স্থির হওয়া অসম্ভব।

জাতকের কোষ্ঠীগণনায় প্রথমে উক্ত নিয়মানুসারে গ্রহদিগের স্ফুট, ভাব, সন্ধি ও বল স্থির করিবে। গ্রহদিগের স্ফুটসাধন করিয়া লগ্নাদিরও স্ফুটসাধন করিতে হয়। অর্থাৎ এক জনের মকর লগ্ন, ইহা বলিলে ভালরূপে কিছু বুঝা গেল না, অতএব লগ্নস্ফুটসাধন দ্বারা স্থির করিতে হয় যে, মকরের কত অংশ, কত কলা, অত বিকলা তাহার লগ্নস্ফুট, এই লগ্নস্ফুট রাশ্যাদি ও গ্রহস্ফুট রাশ্যাদি এক হইলে সেই গ্রহ তদ্ভাবস্থ হইয়া তদ্দত্ত ফলের সূচক হইয়া থাকে। যেমন মকরের মঙ্গল বলিলে মকর লগ্ন, ঐ লগ্নস্ফুট ১০।২০ কলা, এবং মঙ্গলের স্ফুট ১০।২০ কলা, তাহা হইলে ঠিক মঙ্গল লগ্নস্থ হইয়া তদ্দত্ত ফলসূচক হইয়া থাকেন। কিন্তু স্ফুটের তারতম্য হইয়া থাকে।

এই রূপ লগ্নস্ফুটের ন্যায় ধন, সোদর, বন্ধু, পুত্র প্রভৃতি যে দ্বাদশ স্থান আছে, এই সকল স্থানেরই স্ফুট স্থির করিয়া ফলাফল নির্ণয় করিতে হয়। প্রথমে লগ্নস্ফুটগণনা করিয়া তৎপরে দশম লগ্নস্ফুটসাধন করিবে। জন্মলগ্ন হইতে যে রাশি দশম, তাহার উদয়াংশ প্রথমে নিরূপণ করিবে। ঐ রাশি আমাদের মস্তকোপরি আকাশমণ্ডলের তাৎকালিক মধ্যভাগে অবস্থান করে। উহার উদয়াংশ সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক, যে হেতু দশম লগ্ন যেরূপ হয়, মানবগণ তদনুরূপ শুভাশুভ সন্তানাদি লাভ করিয়া থাকে।

লগ্ন হইতে দশম লগ্ন ৯০ অংশ অন্তর। ইহা নিরূপণ করিতে হইলে অগ্রে স্ব স্ব দেশের নিরক্ষবৃত্তের দৈনিক উদয়াংশ খণ্ডানুসারে জন্মলগ্নের উদয়কালে নিরক্ষবৃত্তের কত অংশে উদয় হইয়াছিল, পরে উক্ত অংশ হইতে ৯০ বিয়োগ করিয়া যে অংশ অবশিষ্ট থাকিবে, লঙ্কার নিরক্ষবৃত্তের উদয়াংশ খণ্ডায় দেখিবে। তাহার সংলগ্ন কোন্ রাশির কত অংশ লিখিত আছে, সেই রাশ্যংশই দশম লগ্ন। ৯০ বিয়োগ কালে যদি অংশসংখ্যা ন্যূন হয়, তাহা হইলে ৩৬০ যোগ করিয়া বিয়োগকার্য্য সমাধা করিবে।

লগ্নরাশ্যাদিতে ৬ রাশি যোগ করিলে সপ্তম গৃহ, এবং দশম লগ্ন রাশ্যাদিতে ৬ রাশি যোগ করিলে চতুর্থ গৃহ হয়। চতুর্থ

গৃহের রাশ্যাদি হইতে লগ্নরাশ্যাদি বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ লগ্নরাশ্যাদিতে যোগ করিলে দ্বিতীয় গৃহ, এবং দ্বিতীয় গৃহের রাশ্যাদিতে ঐরূপ এক ভাগ যোগ করিলে তৃতীয় গৃহের উদিতাংশ হইবে।

দ্বিতীয় গৃহের রাশ্যাদিতে ৬ রাশি যোগ করিলে অষ্টম এবং তৃতীয় গৃহের রাশ্যাদিতে ৬ রাশি যোগ করিলে নবম গৃহ হইবে। সপ্তম গৃহের রাশ্যাদি হইতে চতুর্থ গৃহের রাশ্যাদি বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ, চতুর্থ গৃহের রাশ্যাদিতে যোগ করিলে পঞ্চম গৃহ এবং পঞ্চম গৃহের রাশ্যাদিতে উক্ত রূপ একভাগ যোগ করিলে ষষ্ঠ গৃহের উদিতাংশ হয়। পঞ্চম গৃহের রাশ্যাদিতে ছয় রাশি যোগ করিলে একাদশ গৃহ, এবং ষষ্ঠ গৃহের রাশ্যাদিতে ছয় রাশি যোগ করিলে দ্বাদশ গৃহ হইবে।

যোগকালে রাশিদিগের সমষ্টি দ্বাদশের অধিক হইলে উহা হইতে দ্বাদশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক গ্রহণ করিবে। সেই রূপ যদি লঘু রাশ্যাদি হইতে অধিক রাশ্যাদি বিয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ লঘু রাশ্যাদিতে ১২ যোগ করিয়া বিয়োগ করিতে হইবে।

এই নিয়মানুসারে দ্বাদশ লগ্নের অর্থাৎ লগ্ন, ধনলগ্ন, সোদর-লগ্ন ইত্যাদি দ্বাদশ রাশিতে দ্বাদশ ঘরের স্ফুট জানা যাইবে। এই সকল ভাবস্ফুট দ্বারা উত্তম রূপে নির্ণীত হয়।

গ্রহস্ফুটগণনা করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত রূপে গণনা না করিয়াও সহজে গ্রহস্ফুটগণনা করা যাইতে পারে। অধুনা বঙ্গীয় পঞ্জিকায় প্রতিদিন পঞ্জিকার বাম ভাগে গ্রহ-স্ফুটগণনা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঐ স্ফুটদৃষ্টে অনায়াসে স্ফুটগণনা করিতে পারা যায়। ইহাতে দিনবৃন্দ, অব্দ-পিণ্ড, শীঘ্র, মধ্য, কেন্দ্র প্রভৃতি আনয়নের কিছুরই আব-শ্যক হয় না। পঞ্জিকায় প্রাতঃকালের স্ফুট প্রদত্ত হইয়া থাকে। বালক যে সময় জন্ম গ্রহণ করে, সেই সময় স্থির করিয়া প্রাতঃকালের স্ফুট যদি এত অংশ ও রাশ্যাদি হয়, তাহা হইলে উক্ত সময়ের স্ফুট কত, তাহা ত্রৈরাশিক দ্বারা অনায়াসে স্থির করিতে পারা যায়।

জ্যোতিষের ফলিতাংশ স্ফুটগণনার উপর নির্ভর করে। অতএব সূক্ষ্মরূপে যাহাতে গ্রহস্ফুটগণনা করা হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

স্ফুটতা (স্ত্রী) স্ফুটস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্ফুটত্ব, স্ফুটের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্ফুটন (স্ত্রী) স্ফুট-ল্যুট্। কুটাদিত্বাৎ ন গুণঃ। ১ বিদরণ। ২ বিকসন।

স্ফুটফল (পুং) ডুম্বুরু, তাম্বুল। (বৈদ্যকনি°)

স্ফুটবন্ধনী (স্ত্রী) স্ফুটং বন্ধনং যস্যাঃ ঙীষ্। পারাবতপদী, স্ফুটবল্কলী। (রত্নমালা)

স্ফুটরঙ্গিণী (স্ত্রী) ওষধিলতাভেদ।

স্ফুটবল্কলী (স্ত্রী) স্ফুটবন্ধনী।

স্ফটা (স্ত্রী) স্ফুটতি বিকাসতে ইতি স্ফুট-ক, টাপ্। ১ ফটা, ফণা। (অমরটীকায় রামাশ্রম)

স্ফুটার্থ (ত্রি) স্ফুটোঽর্থো যস্য। প্রকাশিত, যাহার অর্থ পরিস্ফুট হইয়াছে।

স্ফুটি (স্ত্রী) স্ফুটতীতি স্ফুট-ইন্। ১ পাদস্ফোটরোগ। (হারাবলী) ২ স্ফুটিত কর্কটিকা, নির্ভিন্ন কর্কটীফল, চলিত ফুটী, যে কাকুড় ফুটিয়া গিয়াছে।

স্ফুটিকা (স্ত্রী) ফুটী।

স্ফুটিত (ত্রি) স্ফুট-ক্ত। ১ বিকসিত। (হেম) ২ ভিন্ন।

"অসদৃশজনসংপ্রয়োগগভীরো
হৃদয়মিব স্ফুটিতং মহাগৃহস্য।" (মৃচ্ছকটিক)

৩ পরিহসিত। ৪ ব্যক্তীকৃত।

স্ফুটী (স্ত্রী) স্ফুটি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। ১ পাদস্ফোটরোগ। ২ কর্কটীফল, ফুটী।

স্ফুট্ট, অনাদর। চুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্ফুট্টয়তি। লিট্ স্ফুট্টয়াঞ্চকার। লুঙ্ অপুস্ফুট্টৎ।

স্ফুড়, নর্ম্ম, পরিহাস। চুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্ফুণ্ডয়তি লিট্ স্ফুণ্ডয়াঞ্চকার। লুঙ্ অপুস্ফুণ্ডৎ। স্ফুড—বিকাশ, ফুল্ল। ভ্বাদি আত্মনে° অক° সেট্। লট্ স্ফুণ্ডতে। লিট্ পুস্ফুণ্ডে। লুঙ্ অস্ফুণ্ডিষ্ট। স্ফুড়—বৃতি, আবরণ। তুদাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্ফুড়তি। লিট্ পুস্ফোড়। লুঙ্ অস্ফুড়ীৎ।

স্ফুৎকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্, স্ফুদিত্যব্যক্তশব্দস্য করঃ। ১ অগ্নি। (শব্দচ°)

স্ফুৎকার (পুং) স্ফুদিতি ক্রিয়তে স্ফুৎ-কৃ-ঘঞ্। ফুৎকার।

স্ফুর, স্ফূর্ত্তি, স্ফুরণ। সঞ্চলন। তুদাদি পরস্মৈ° পক্ষে চুরাদি পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্ফুরতি। লিট্ পুস্ফোর, পুস্ফুরতুঃ। লট্ স্ফুরিতা। লঙ্ অস্ফুরীৎ। চুরাদি পক্ষে ণিচ্ স্ফোরয়তি, স্ফুরয়তি লঙ্ অপুস্ফুরৎ। সন্ পুস্ফুরিষতি। যঙ্ পোস্ফুর্য্যতে। যঙ্-লুক্ পুস্ফোর্ত্তি। নি, নির, বি—স্ফুর স্ফুরণ, কম্পন।

স্ফুর (পুং) স্ফুরতীতি স্ফুর-ঘঞ্। ১ ফলক। (হেম) ২ স্ফুরণ।

স্ফুরণ (পুং) স্ফুরতীতি স্ফুর-ল্যুট্। কিঞ্চিচ্চলন। পর্য্যায়—স্ফুরণ, স্ফুলন, স্ফোরণ, স্ফুর, স্ফুরণা, স্ফারণ, স্ফূর্ত্তি। (শব্দরত্না°)

"ক্রমোঽধুনাঙ্গস্ফুরিতস্য সম্যক্ প্রত্যেকমব্যক্তফলপ্রভাবং।
সর্ব্বত্র যত্রাবগতে স্বদেহাত্রৎপশ্যতে কর্ম্মবিপাকসংবিৎ॥

মূর্দ্ধ্নি স্ফুরত্যাশু পৃথিব্যবাপ্তিস্থানপ্রবৃদ্ধিশ্চললাটদেশে।
ভ্রূঘ্রাণমধ্যে প্রিয়সঙ্গমঃ স্যাৎ নাসাক্ষিমধ্যে চ সহায়লাভঃ॥"

(বসন্তরাজশাকুন অঙ্গস্ফুরণপ্র°)

বসন্তরাজশাকুনে অঙ্গস্ফুরণের শুভাশুভ ফলের বিষয় বিশেষ রূপে লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহা আলোচিত হইল। মস্তক স্ফুরণ হইলে আশু রাজ্য লাভ, ললাটদেশে স্থানবৃদ্ধি ও ঘ্রাণের মধ্যে প্রিয়সঙ্গম, নাসা ও চক্ষুর মধ্যে সহায় লাভ, চক্ষুর অন্ত ও মধ্যদেশে অর্থলাভ ও উৎকণ্ঠা, আদিদেশে জয় এবং মধ্যদেশে যুদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব চক্ষুর এইরূপ বিভিন্ন স্থান স্ফুরণে বিভিন্ন রূপ ফল হইয়া থাকে। কর্ণস্ফুরণে প্রিয় বাক্যশ্রবণ, গণ্ডদেশে স্ত্রীলাভ, ঘ্রাণদেশে সুখ, অধর এবং ওষ্ঠদেশে সুমিষ্ট ভোজন, প্রিয়সঙ্গম, স্কন্ধ ও গলদেশে ভোগ ও বৃদ্ধি লাভ, বাহুস্ফুরণে প্রিয়সঙ্গম, করতলস্ফুরণে ধনলাভ, পৃষ্ঠদেশে পরাজয় এবং বক্ষঃস্থলে জয়লাভ, পার্শ্বদেশে বিষয়লাভ, কটিদেশে বলহ্রাস, নাভিদেশে নিজদেশলাভ, জ্রুদেশে ধন ও বন্ধু লাভ, হৃদয়ে দুঃখ ও ধননাশ, স্ফিক্ (পাছা) ও পায়ুদেশে বাহন লাভ, লিঙ্গদেশে শ্রেষ্ঠ স্ত্রীলাভ, মুষ্কদেশে পুত্র জন্ম, বস্তিদেশে স্ত্রীসঙ্গ, জানুদেশে অচিরে কার্য্যসিদ্ধি, জঙ্ঘাদেশে নিজ দেশনাশ, চরণে স্থানলাভ এবং পদতলে গমন। যাত্রাদিকালে যদি এই সকল অঙ্গস্ফুরণ হয়, তাহা হইলে তাহার ফলাফল স্থির করিয়া যাত্রাদি করা বিধেয়। নচেৎ বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। পুরুষদিগের দক্ষিণাঙ্গ এবং স্ত্রীদিগের বামাঙ্গ স্ফুরণে উক্ত প্রকার ফলাফল স্থির করিতে হইবে।

"যাত্রা সলাভাঙ্ঘ্রিতলপ্রকম্পে পুংসাং সদা দক্ষিণদেহভাগে।
স্ত্রীণাঞ্চ বামাবয়বে প্রজাতঃ স্পন্দঃ ফলানি প্রদিশত্যবশ্যং॥"

[স্পন্দ শব্দ দেখ]

স্ফুরণা (স্ত্রী) স্ফুর-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। স্ফুরণ। (অমরটীকা)

স্ফুরন্ [ৎ] (ত্রি) স্ফুর-শতৃ। কম্পনযুক্ত, ২ স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট।
"গঙ্গোত্তুঙ্গতরঙ্গসঙ্গতজটাজূটাগ্রজাগ্রৎফণি-
স্ফূর্জৎফূৎকৃতিভীতিসম্ভৃতচমৎকারস্ফুরৎসম্ভ্রমা।
আনন্দামৃতবাপিকাং বিদধতী চিত্তং গিরীশপ্রভো-
স্যাং পায়াস্নবসঙ্গমে ভগবতী লজ্জাবতী পার্ব্বতী॥" (কাব্যচ°)

স্ফুরিত (ক্লী) স্ফুর ভাবে ক্ত। ১ স্ফুরণ। (ত্রি) ২ স্ফুরণবিশিষ্ট।

স্ফুর্চ্ছ, বিস্মৃতি। ভ্বাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্ফুর্চ্ছতি। লোট্ স্ফুর্চ্ছতু। লিট্ পুস্ফুর্চ্ছ। লুট্ স্ফুর্চ্ছিতা। লুঙ্ অস্ফুর্চ্ছীৎ।

স্ফু (স্ফূ) র্জ, বজ্রনির্ঘোষ, বজ্রের শব্দ। ভ্বাদি পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্ফুর্জতি। লিট্ পুস্ফুর্জ। লুট স্ফুর্জিতা। লুঙ্ অস্ফুর্জীৎ। সন্ পুস্ফুর্জিষতি। যঙ্ পোস্ফুর্জ্যতে। যঙ্-লুক্ পোস্ফুর্ত্তি। ক্ত স্ফূর্ণ, স্ফুর্জিত।

স্ফুল ১ স্ফূর্ত্তি। ২ চল। ৩ চয়। তুদাদি কুটাদি পরস্মৈ অক° সেট্। লট্ স্ফুলতি। লিট্ পুস্ফোল। লুট্ স্ফুলিতা। লুঙ্ অস্ফুলীৎ। সন্ পুস্ফুলিষতি। যঙ্ পোস্ফুল্যতে। ণিচ্ স্ফোলয়তি। লঙ্ অপুস্ফুলৎ।

স্ফুল (ক্লী) স্ফুলতীতি স্ফুল-ক। বস্ত্রবেশ্ম, তাঁবু।

স্ফুলন (ক্লী) স্ফুল-ল্যুট্। স্ফুরণ। (অমরটীকা নীলকণ্ঠ)

স্ফুলমঞ্জরী (স্ত্রী) হুড়হুড়িয়াগাছ। (Achyranthes aspera)

স্ফুলিঙ্গ (ত্রি) স্ফুল-ইঙ্গচ্। যদ্বাস্ফুৎকারেণ লিঙ্গতীতি লিঙ্গ-অচ্। অগ্নিকরণ, চলিত ফিন্‌কী, ক্ষুদ্র অগ্নির কণাকে স্ফুলিঙ্গ কহে।
"বলাহকাদুচ্চরতঃ সুভীতান্
বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গানিব ঘোররূপান্।" (ভারত ৫।৪৮।৫৪)

স্ফুলিঙ্গক (পুং) স্ফুলিঙ্গ স্বার্থে কন্। স্ফুলিঙ্গশব্দার্থ।

স্ফুলিঙ্গিনী (স্ত্রী) স্ফুলিঙ্গোঽস্যা অস্তীতি ইনি ঙীপ্। অগ্নির সপ্ত জিহ্বার অন্তর্গত জিহ্বাবিশেষ। (জটাধর)
"কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী
লোলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ।" (মুণ্ডকোপনি° ১।২।৪)

স্ফূর্জক (পুং) স্ফূর্জতি অগ্নৌ ক্ষিপ্তঃ সন্নিতি স্ফূর্জ-ণ্বুল্। ১ তিন্দুকবৃক্ষ, চলিত কুচিলা গাছ। ২ চকুচাকার পত্রকাণ্ড শ্যোণাকবৃক্ষ।

স্ফূর্জথু (পুং) স্ফূর্জতীতি স্ফূর্জ নির্ঘোষে অথুচ্। বজ্রনিষ্পেষ, স্ফূর্জথু, বিস্ফূর্জথু, বজ্রনিষ্পেষ, (অমর ও তট্টীকা) বজ্রের ধ্বনি।

স্ফূর্জন (পুং) স্ফূর্জক, তিন্দুকবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্ফূর্ত্তি (স্ত্রী) স্ফূর-ক্তিন্। স্ফুরণ।
"সসঙ্গত্ববিকারাভ্যাং বিম্বলক্ষণহীনতা।
স্ফূর্ত্তিরূপত্বমেতস্য বিম্ববৎ ভাসনং বিদুঃ॥" (পঞ্চদশী ৮।৩২)

স্ফূর্ত্তিমৎ (ত্রি) স্ফূর্ত্তিরস্যাস্তীতি স্ফূর্ত্তি-মতুপ্। ১ পাশুপত।
"পাঞ্চার্থিকঃ পাশুপতশ্চিদ্রূপঃ স্ফূর্ত্তিমান্ মতঃ।"
(ত্রি) ২ স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট।

স্ফেয়স্ (ত্রি) ইদমনয়োরতিশয়েন স্ফিরঃ স্ফির-ঈয়সুন্। (প্রিয়স্থিরস্ফিরেতি) ইতি স্ফাদেশঃ। অতিশয়।

স্ফোট (পুং) স্ফুটতীতি স্ফুট-অচ্। ১ স্ফোটক। (রাজনি°) স্ফুট ভাবে ঘঞ্। ২ বিদারণ। স্ফুট্যতে ব্যজ্যতে বর্ণৈরিতি স্ফুটতার্থোঽস্মাদিতি বা স্ফুট বিকসনে ঘঞ্। ৩ শব্দব্যাপারবিশেষ। ইহার লক্ষণ "বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্বলাদর্থপ্রতীতিঃ স স্ফোটঃ, ইতি বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যো অর্থপ্রত্যায়কো নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোটঃ" (সর্ব্বদর্শনস°) বর্ণসমূহের বাচকত্বের অনুপপত্তিতে যে বর্ণানুসারে অর্থপ্রতীতি হয়, তাহাকে

স্ফোট কহে। বর্ণের অতিরিক্ত এবং বর্ণের দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য অর্থপ্রত্যায়ক যে নিত্য শব্দ তাহারই নাম স্ফোট। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে মাধবাচার্য্য ইহার বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, আমরাও সংক্ষেপে এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

এই দর্শনমতে শব্দ দুই প্রকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, নিত্য ও অনিত্য। তন্মধ্যে এক মাত্র নিত্য শব্দই স্ফোট। তদ্ভিন্ন বর্ণাত্মক শব্দসমূহ অনিত্য। এই স্ফোট দ্বারাই বর্ণাত্মক শব্দসমূহের অর্থপ্রতীতি হইয়া থাকে। এই বিষয়ে অনেক যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রধান যুক্তি এই যে, স্ফোট স্বীকার না করিলে কেবল শব্দাত্মক বর্ণ দ্বারা অর্থবোধ হইত না। অগ্নি এই "বর্ণ" উচ্চারণ করিলে যে অগ্নির বোধক হয়, তাহার কারণ এই যে, অকার, গকার, নকার ও ইকার এই চারিটি বর্ণ এরূপ স্ফোটাত্মক নিত্য, যাহাতে অগ্নির বোধ হইয়া থাকে, এই চারিটী বর্ণের কোন একটী বর্ণের দ্বারা অগ্নির বোধ হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে ইহার কোন একটি বর্ণ উচ্চারণ করিলে অগ্নির বোধ হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় না, যদি বলি এই চারিটী বর্ণ মিলিত হইয়া অগ্নির বোধ হইতেছে, এ কথা বলাও বালকত্ব প্রকাশমাত্র, কারণ বর্ণসকল আশু বিনাশী। পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ-সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, তাহাদিগের একত্রাবস্থানই সম্ভবে না। অতএব বলিতে হইবে যে ঐ চারিটী বর্ণ দ্বারা প্রথমতঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্ফোটতা জন্মে। পরে এই স্ফোট দ্বারাই অগ্নির বোধ হইয়া থাকে। এস্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলেন যে, প্রত্যেক বর্ণদ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা অর্থবোধের দোষ ঘটে, এবং সমুদয় বর্ণদ্বারা অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও সেই দোষ ঘটে। যখন উভয় পক্ষেই এই দোষ জন্মিয়া থাকে, তখন স্ফোট স্বীকারের আবশ্যক কি? ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, যেমন একবার পাঠ দ্বারা পাঠ্য গ্রন্থের তাৎপর্য্য সমুদয় অবধারিত হয় না, কিন্তু বারংবার আলোচনা দ্বারা উহা দৃঢ়রূপে অবধারিত হয়। সেইরূপ প্রথম বর্ণ অকারের দ্বারা স্ফোটের কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুটতা জন্মিলেও সম্পূর্ণ স্ফুটতা জন্মে না। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদি বর্ণ দ্বারা ক্রমশঃ স্ফুটতর ও স্ফুটতম হইয়া স্ফোট বহ্নির বোধক হয়। নতুবা কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুট হইলেই যে স্ফোট অর্থবোধক হয়, এমত নহে। যেমন নীল, পীত ও রক্তাদি বর্ণের সান্নিধ্যবশতঃ এক মণিই কখন নীল, কখন পীত, কখন বা রক্ত রূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ স্ফোট এক মাত্র হইলেও ঘট ও পটাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে অর্থের বোধক হয়। এক মাত্র স্ফোট থাকাতেই শব্দের অর্থ সকল প্রতীতি হইয়া থাকে। এই মতে স্ফোটই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। শব্দশাস্ত্র আলোচনা করিলে অবিদ্যা নিবৃত্তি হয়, তৎপরে মুক্তি হইয়া থাকে। (সর্ব্বদর্শনস°)

"অক্ষরাণামকারস্ত্বং স্ফোটস্ত্বং বর্ণসংশ্রয়ঃ।" (হরিবংশ ১৬৫৫২)

স্ফোটক (পুং) স্ফুটতীতি স্ফুট-ণ্বুল্। ১ রোগবিশেষ, চলিত ফোড়া। পর্য্যায়—পিড়ক, গণ্ড, স্ফোট, বিস্ফোট। (রাজনি°) বিস্ফোড়া। [বিস্ফোটক শব্দ দেখ]। স্ফোটক শব্দে চলিত ফোড়া, বৈদ্যকশাস্ত্রে ইহার বিষয় বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে। রসরক্তাদি কুপিত হইয়া ফোড়া জন্মাইয়া থাকে। ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি, কোষ্ঠ এবং মর্ম্ম এই ৮টী স্ফোটকের স্থান, অর্থাৎ এই ৮টী স্থানে ফোড়া হইয়া থাকে। এই সকল ফোড়ার মধ্যে যে সকল ফোড়া ত্বক্ ভেদ করিয়া হয়, তাহাকে সুখসাধ্য, ইহা ভিন্ন যে কোন স্থানে স্ফোটক হইলে তাহা কষ্টসাধ্য ও দুশ্চিকিৎস্য হয়।

ফোড়া হইলে কোন অহিতাচরণ করিবে না। অহিতাচরণ না করিয়া সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করিলে সকল প্রকার ফোড়াই শীঘ্র প্রশমিত হয়। অহিতাচরণ করিলে বা চিকিৎসা না করিলে দোষ বৃদ্ধি হইয়া উহা কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

যে সকল স্ফোটকের মুখ অতিশয় ছোট বা অতিশয় বিবৃত, যাহা অতিশয় কঠিন বা অতিশয় মৃদু, অতিশয় উচ্চ বা অতিশয় নিম্ন, অতিশয় শীতল বা অতিশয় উষ্ণ, এবং কৃষ্ণ, রক্ত, পীত, প্রভৃতি বর্ণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বর্ণবিশিষ্ট, যাহা দেখিতে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধবিশিষ্ট, পূয, মাংস, শিরা ও স্নায়ু প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, উদ্ধে শেফ্‌বিশিষ্ট ও ফাঁপা, দুর্গন্ধবিশিষ্ট পূয ও অপ্রিয় গন্ধযুক্ত, দাহ, পাক, কণ্ডু, শোথ প্রভৃতি উপদ্রববিশিষ্ট, যাহা দুষ্ট রক্তস্রাবী এবং দীর্ঘকালস্থায়ী তাহাকে দূষিত স্ফোটক কহে। দোষের ন্যূনাধিক্য অনুসারে স্ফোট সকল ৬ ভাগে বিভক্ত। প্রতি দোষানুসারে চিকিৎসা করা বিধেয়।

ত্বকে যে সকল ফোড়া হয়, তাহা কোন কারণে ঘৃষ্ট, ছিন্ন, ভিন্ন বা বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে অল্প কাঁচা মাংসবিশিষ্ট ও ঈষৎ পীতবর্ণ জলের মত রস নিঃসৃত হয়। ফোড়া মাংসগত হইলে তাহা হইতে ঘৃতের ন্যায় ঘন, শ্বেত, পিচ্ছিল পদার্থের স্রাব হইয়া থাকে। শিরোগত হইলে অথবা তৎক্ষণাৎ শিরা ছিন্ন হইলে অতিশয় রক্ত নিঃসৃত হয়। এই ফোড়া পাকিলে জলনালী দ্বারা যেরূপ জল নির্গত হয়, তাহা হইতে সেইরূপ লালা বা শ্লেষ্মার সহিত কৃষ্ণবর্ণ পূয বিচ্ছিন্ন সূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম রূপে নিঃসৃত হইয়া থাকে। ফোড়া স্নায়ুগত হইলে যে স্রাব হয়, তাহা স্নিগ্ধ, ঘন, রক্তমিশ্রিত এবং নাসিকা হইতে নিঃসৃত শ্লেষ্মা সদৃশ। অস্থিসংস্থ হইলে অস্থিস্থান অভিহত

স্ফুটিত, ভিন্ন, বিদীর্ণ ও নিঃসার হইয়া পড়ে এবং তাহা হইতে ঝিনুকধোয়া জলের মত এক প্রকার জল নিঃসৃত হইতে থাকে। সেই স্রাব স্নিগ্ধ এবং মজ্জা ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া নিঃসৃত হয়। সন্ধিস্থানে ফোড়া হইলে তাহা ভালরূপে উত্থিত হয় না, তাহা টিপিলে তাহা হইতে কোন স্রাবই নির্গত হয় না এবং আকুঞ্চন, প্রসারণ, বেগে গমন, প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা তাহার স্রাব বৃদ্ধি হয়। কোষ্ঠদেশে যে ব্রণ জন্মে, তাহা হইতে রক্ত, মূত্র, পুরীষ, পূয় ও জলবৎ রস নিঃসৃত হয়। মর্ম্ম-স্থান হইতে ত্বক্ প্রভৃতি দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত থাকে।

বায়ুজন্য ফোড়ায় ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি ও কোষ্ঠ এই সপ্ত স্থান হইতে যথাক্রমে কঠিন, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, হিম-সদৃশ এবং দধিমস্তু ক্ষারজল মাংসধৌত অথবা তুষধৌত জলের ন্যায় স্রাব হইয়া থাকে।

পিত্তজন্য ফোড়ায় পূর্ব্বোক্ত সপ্ত ধাতু হইতে যথাক্রমে গোমেদ, গোমূত্র, ভস্ম, শঙ্খ, কষায়, মধু এবং তৈলের ন্যায় স্রাব নির্গত হয়। কফজন্য হইলে উক্ত সপ্ত স্থান হইতে যথাক্রমে নবনীত, হিরাকস, মজ্জা, তণ্ডুলপিষ্ট, তিল বা নারিকেলজল, বরাহ ও রক্ত সদৃশ স্রাব হয়। রক্তজন্য ফোড়া হইলে তাহাতে পিত্তজ সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তাহা হইতে আমিষের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে।

বাতজন্য ফোড়ায় পীড়ন, ভেদন, তাড়ন, ছেদন, রোধন, বিলোড়ন, বিক্ষেপণ, চুমচুম্ করণ, অতিশয় দাহ, ভাঞ্জন, স্ফোটন, বিদারণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। যে ফোড়ায় শরীরের এবং স্ফোটকের জ্বালা, পাকিবার সময় শরীরে অগ্নি নিঃক্ষেপ করিতেছে এরূপ যাতনা ও উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় এবং ফোড়া গলিয়া গেলেও তাহাতে ক্ষারদগ্ধের ন্যায় জ্বালা ও অন্যান্য প্রকার বেদনা জন্মে তাহাকে পিত্তজ ফোড়া কহে। রক্তজন্য ফোড়ায় পিত্তজ লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। যে ফোড়ায় কণ্ডু, গুরুত্ব, অল্প বেদনা ও শীতলতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাকে শ্লেষ্মজ কহে। যে ফোড়ায় পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে সান্নিপাতিক কহে।

বায়ুজন্য ফোড়ার বর্ণ ভস্ম, কপোত বা অস্থির ন্যায়, অথবা তাহা পুরুষ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ হয়। পিত্তজ ফোড়া নীল, পীত, হরিত, শ্যাম, কৃষ্ণ, রক্ত, কপিল অথবা পিঙ্গল বর্ণ হইয়া থাকে, রক্তজ হইলেও এই রূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, শ্লেষ্মজ হইলে শ্বেত, স্নিগ্ধ, অথবা পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং সান্নিপাতিক হইলে সকল বর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রোগী যুবা, দৃঢ়শরীর, ক্লেশসহিষ্ণু অথবা বলবান্ হইলে তাহার ফোড়া সহজে আরোগ্য হয়। যৌবনাবস্থায় সকল ধাতুই বৃদ্ধি পায়, এই জন্য ফোড়া শীঘ্রই পুরিয়া উঠে। বৃদ্ধ, কৃশ, অল্প-প্রাণ এবং ভীরু ব্যক্তিতে এই সকলের বিপরীত গুণ লক্ষিত হইয়া থাকে। গুহ্যদেশ, ললাট, গণ্ড, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ, কর্ণফলক, কোষ, উদবস্কন্ধ, সন্ধি এবং মুখের অভ্যন্তরে যে সকল ফোড়া হয়, তাহা সহজসাধ্য। চক্ষু, দন্ত, নাসিকা, অপাঙ্গ, কর্ণ, নাভি, জঠর, সেবনী, নিতম্ব, পার্শ্ব, কুক্ষি, বক্ষ, স্তন অথবা সন্ধিস্থানে যে সকল ফোড়া হয় এবং যে ফোড়ার মধ্যে ফেনযুক্ত পূয় ও শোণিত এবং বায়ুপ্রবাহিনী নালী হয়, অথবা যাহাতে কোন প্রকার শল্য বিদ্ধ বা বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা অতিকষ্টে প্রশমিত হয়। এইরূপ ফোড়া উত্তম রূপে চিকিৎসা করিলে অতিকষ্টে আরোগ্য হয়।

যে ফোড়া মাংসপিণ্ডের ন্যায় সর্ব্বদা স্রাবযুক্ত, যাহার অভ্যন্তরে পূয় ও বাহিরে বেদনা এবং যাহার ক্ষতস্থানের সকল পার্শ্ব অশ্বের গুহ্যদেশের ন্যায় উচ্চ, যে ফোড়া কঠিন গো-শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, এবং কোমল মাংসাঙ্কুরবিশিষ্ট, যে ফোড়া হইতে দূষিত রুধির বা অল্প পিচ্ছিল পদার্থ নিঃসৃত হয়, এবং যাহার মধ্য ভাগ উন্নত এবং যে ফোড়ার ছিদ্র বা মুখ পর্য্যন্ত থাকে না, তাহা অসাধ্য। শরীরের যে সকল স্থানে মর্ম্ম, শিরাসন্ধি অথবা অস্থি না থাকে, সেই সকল স্থানে ফোড়া জন্মিয়া বিকৃত হইলে তাহাও অসাধ্য হয়। উক্ত স্ফোটক ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়া সমুদায় ধাতুর মধ্যে প্রবেশ করে। বর্দ্ধিত বৃক্ষকে যেরূপ উন্মূলিত করা যায় না, সেইরূপ এই ফোড়াও বিনাশ করা অসম্ভব।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকলের বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট স্ফোটক সহজে প্রশমিত হয়। এই লক্ষণযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া সহজে পাকিয়া তৎপরে শুকাইয়া যায়। নির্দ্দোষ ফোড়ায় বিশেষ কোন যন্ত্রণা থাকে না। ফোড়া পুরিয়া উঠিলেও দোষের প্রকোপ, ব্যায়াম, শারীরিক আঘাত, অজীর্ণ, হর্ষ, ক্রোধ প্রভৃতি কারণে পুনর্ব্বার তাহা বিদীর্ণ হয়। সুতরাং ফোড়া হইলে বিশেষ সাবধানে থাকিবে এবং সুবৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

প্রথমে স্নেহস্বেদ প্রভৃতি দ্বারা ফোড়ার চিকিৎসা করিবে, তাহাতে যদি উপশম না হয়, তাহা হইলে শস্ত্রক্রিয়া করিবে। তৎপরে ক্ষতস্থানে মালিশ প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে উহা ক্রমে শুকাইয়া যায়। (সুশ্রুতশারীরস্থা°) সাধারণতঃ ফোড়ায় অস্ত্র-প্রয়োগ করিলে শীঘ্র আরোগ্য হইতে দেখা যায়। ফোড়া না পাকিলে অস্ত্রপ্রয়োগ করা বিধেয় নহে। প্রথমে ফোড়া হইলে যাহাতে ঐ ফোড়া শীঘ্র পাকে, সেইরূপ প্রলেপাদি দ্বারা তাহা পাকাইয়া তাহাতে পরে অস্ত্রপ্রয়োগ করিবে। অস্ত্রপ্রয়োগে দূষিত পূয়রক্তাদি নির্গত হইয়া তখন দোষের উপশম হয়, দোষ বিনষ্ট হইলেই উহা আশু আরোগ্য হয়। [ব্রণ ও নাড়ীব্রণ দেখ]

স্ফোটকর (পুং) ভল্লাতকবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্ফোটন (ক্লী) স্ফুট-ল্যুট্। ১ বিদারণ। ২ প্রকাশন। ৩ শব্দ।

"ভ্রূবিভঙ্গোষ্ঠনির্দ্দংশবাহুস্ফোটনতর্জনাঃ।"

স্ফোটয়তীতি স্ফুট-ণিচ্-ল্যু। (ত্রি) ৪ ভেদক।

"শতপর্ব্বমহারৌদ্রং স্ফোটনং সর্ব্বতোমুখং।

প্রগৃহ্য রুচিরং বজ্রং দীপ্তং রৌদ্রাট্টহাসিনং॥"

(ক্লী) ৫ স্ফোটনবৎ বায়ুজন্য ব্রণবেদনা। (সুশ্রুত)

স্ফোটনী (স্ত্রী) মণি-শঙ্খবেধোপকরণ। চলিত ভোওরী।

"লাস্ফোটন্যাং বেধনী চ স্ফোটনী বৃষদংশিকা।"

স্ফোটলতা (স্ত্রী) কর্ণস্ফোটালতা, চলিত কাণছিড়া। (রাজনি°)

স্ফোটবীজক (পুং) স্ফোটকারকং বীজং যস্য, ততঃ কন্। ভল্লাতকবৃক্ষ, চলিত ভেলাগাছ। (রাজনি°)

স্ফোটহেতুক (পুং) ভল্লাতকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্ফোটা (স্ত্রী) সর্পফণা।

স্ফোটায়ন (পুং) স্ফোট এব অয়নং পরায়ণং যস্য। মুনিবিশেষ। পর্য্যায়—কক্ষীবান্। (হেম)

স্ফোটিকা (স্ত্রী) স্ফুটতীতি স্ফুট-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। ১ হা-পুত্রিকানামক পক্ষী। (ত্রিকা°) ২ স্ফোটক, ফোড়া।

স্ফোটিনী (স্ত্রী) কর্কটিকা লতা। (বৈদ্যকনি°)

স্ফোতা (স্ত্রী) শ্বেতোৎপলা শারিবা, চলিত অনন্তমূল।

স্ফোরণ (ক্লী) ১ স্ফার, প্রচুর। ২ বিকট। ৩ বিপুল।

স্ফোলন (ক্লী) স্ফাল, স্ফূর্ত্তি।

স্ফ্য, (ক্লী) খড়্গাকার কাষ্ঠ। "স্ফ্যশ্লিষ্টে জ্যাধিকরণঞ্চ, স্ফ্যস্য খড়্গাকারকাষ্ঠস্য" (তিথিতত্ত্ব)

স্ম, (অব্য°) শ্লোকপাদপূরণ। শ্লোকের পাদপূরণার্থে 'স্ম' এই অব্যয় শব্দের প্রয়োগ হয়। ব্যাকরণ-মতে 'স্ম' এই অব্যয় শব্দ অতীতকালবোধক হয়। বর্ত্তমানকালে লট্ বিভক্তি হয়, 'গচ্ছতি' এইরূপ প্রয়োগে গমন করিতেছে এই অর্থে বর্ত্তমানকাল বুঝায়। কিন্তু 'গচ্ছতি স্ম' এইরূপ 'স্ম' যোগে প্রয়োগ করিলে গমন করিয়াছিল, এই অতীতকালবোধক হইয়া থাকে।

"যস্মৈতদশুভং কর্ম্ম ন স্ম মে কথয়েঃ স্বয়ং।

ফলেন্মূর্দ্ধা স্ম তে রাজন্ সদ্যঃ শতসহস্রধা॥"

স্মৎ (অব্য°) অতিপ্রভূত, অনেক, বিপুল।

"স্মৎ সূরিভ্যো গৃণতে" (ঋক্ ২।৪।৯)

'স্মৎ অতিপ্রভূতং' (সায়ণ)

স্মৎপুরন্ধি (ত্রি) স্বর্গকুটুম্বী।

"স্মৎপুরন্ধি ন আগহি" (ঋক্ ৮।৩৪।৬)

'স্মৎপুরন্ধি স্বর্গকুটুম্বী' (সায়ণ)

স্মদভীশ্রু (ত্রি) শোভন রজ্জুযুক্ত।

"স্মদভীশূ কশাবন্তা বিপ্রা" (ঋক্ ৮।২৫।২৪)

'স্মদভীশূ শোভনরজ্জুযুক্তৌ' (সায়ণ)

স্মদিভ (পুং) ঋগ্বেদোক্ত ঋষিবিশেষ। (ঋক্ ১০।৪৯।৪)

স্মদিষ্ট (ত্রি) প্রশস্ত গতিবিশিষ্ট। "পরিস্পশো বরুণস্য স্মদিষ্টাঃ" (ঋক্ ৭।৮৭।৩) 'স্মদিষ্টাঃ স্মদিত্যেতৎ প্রশস্তার্থে সহার্থে চ বর্ত্তন্তে, প্রশস্তগতয়ঃ' (সায়ণ)

স্মদূধ্নী (স্ত্রী) সর্ব্বদা পয়ঃপ্রদাত্রী গাভী, যে গরু সকল সময় দুগ্ধ দেয়।

"স্মদূধ্নীঃ পীপয়ত দ্যুভক্তা" (ঋক্ ১।৭৩।৬)

'স্মদূধ্নীঃ স্মচ্ছব্দো নিত্যশব্দসমানার্থঃ, নিত্যমূধসাযুক্তাঃ, সর্ব্বদা পয়সাং প্রদাত্র্যঃ' (সায়ণ)

স্মদ্দিষ্টি (ত্রি) প্রশস্ত দর্শনযুক্ত, উত্তম দর্শনবিশিষ্ট। "স্মদ্দিষ্টীন্ দশ বসাকঃ" (ঋক্ ৬।৬৩।৯) 'স্মদ্দিষ্টীন্ প্রশস্তদর্শনান্' (সায়ণ)

স্ময় (পুং) স্ময়নমিতি স্মি-অচ্। ১ অদ্ভুত। ২ গর্ব্ব।

"ততো যথাবৎ বিহিতাধ্বরায়

তস্মৈ স্ময়াবেশবিবর্জ্জিতায়।" (রঘু ৫।১৯)

স্ময়ন (ক্লী) স্মি-ল্যুট্। গর্ব্ব।

স্মর (পুং) স্মরয়তি উৎকণ্ঠয়তীতি স্মৃ-ণিচ্-অচ্। ১ কামদেব।

"স্মরসি স্মর মেখলাগুণৈরুত গোত্রস্খলিতেষু বন্ধনং।

চ্যুতকেশরদূষিতেক্ষণান্যবতংসোৎপলতাড়নানি বা॥" (কুমার ৪।৮)

স্মৃ-অপ্। স্মরণ।

স্মরকথা (স্ত্রী) স্মরস্য কথা। কামকথা, স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় রহস্যালাপ।

"হর্ম্ম্যপৃষ্ঠমুডুনাথরশ্ময়ঃ সোৎপলং মধু মদালসাপ্রিয়া।

বল্লকীস্মরকথারহঃস্রজো বর্গ এব মদনস্য বাগুরা॥"

হর্ম্ম্যপৃষ্ঠ, চন্দ্ররশ্মি, উৎপলসমন্বিত মধু, মদালসাপ্রিয়া, বীণাবাদন, কামকথা, গোপনস্থান এবং মালা এই সমস্ত বস্তু মদনের জালস্বরূপ।

স্মরকার (ত্রি) কামজনক।

স্মরকূপক (পুং) স্মরস্য কূপ ইব স্বার্থে কন্। ভগ, যোনি।

স্মরকূপিকা (স্ত্রী) স্মরস্য কূপিকা। যোনি।

স্মরগুরু (পুং) স্মরস্য গুরুঃ পিতাঃ কৃষ্ণাবতারে প্রদ্যুম্নজনকত্বাৎ তথাত্বং। ১ শ্রীকৃষ্ণ। মহাদেবের শাপে ভস্ম হইয়া কামদেব শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রদ্যুম্ন রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ২ কাম-শিক্ষার গুরু।

স্মরগৃহ (ক্লী) স্মরস্য গৃহং। যোনি। (জটাধর)

স্মরচক্র (পুং) স্মরস্য চক্রমিব আকৃতির্যস্য। রতিবন্ধবিশেষ। লক্ষণ—

"ধৃত্বা বামকরেণোরুং স্বপাদস্কোপরিস্থিতং।

দৃঢ়ঞ্চ রমতে কামী স্মরচক্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (স্মরদীপিকা)

স্মরচন্দ্র (পুং) স্মরদীপিকাবর্ণিত কামকেলিভেদ।

স্মরচ্ছত্র (ক্লী) স্মরস্ত ছত্রমিব। যোনি।

স্মরণ (ক্লী) স্মৃ-ল্যুট্। স্মৃতি। অনুভূত বিষয়জ্ঞান, পূর্ব্বে যে বিষয় অনুভূত হইয়াছিল, পরে সেই বিষয়জ্ঞান হইলে তাহাকে স্মরণ কহে। পর্য্যায়—আধ্যান, চর্চ্চা। (জটাধর) সংস্কারজন্য জ্ঞানবিশেষের নাম স্মৃতি বা স্মরণ। যে কোন কার্য্য করা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহার সংস্কার হয়, এই সংস্কার চিত্তে আবদ্ধ থাকে, পরে এই সংস্কারজন্য যে জ্ঞান হয়, তাহারই নাম স্মরণ। ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে—

"বিভুর্বুদ্ধ্যাদিগুণবান্ বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা।
অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাদনুভূতিশ্চতুর্ব্বিধা॥" (ভাষাপরি°)

অনুভূতি বা অনুভব এবং স্মৃতি বা স্মরণরূপেও জ্ঞান দুই প্রকার, পূর্ব্ব সংস্কারজন্য জ্ঞানবিশেষের নাম স্মরণ। অননুভূত বিষয়ের স্মরণ হয় না। পূর্ব্বে যে বিষয়ের অনুভব ছিল, পরে তাহারই স্মরণ হয়। পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে যে, স্মৃতি বা স্মরণ একটী চিত্তবৃত্তি। অনুভূত-বস্তু-বিষয়িণী বৃত্তির নাম স্মৃতি। ইহার লক্ষণ—

"অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ" (পাতঞ্জলদ° ১।১১)

প্রমাণ, বিপর্য্যয় প্রভৃতি দ্বারা অধিগত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ বিষয় করে না, এরূপ চিত্তবৃত্তিকে স্মৃতি বা স্মরণ কহে। সংস্কারকে দ্বার করিয়া অনুভবই স্মরণের জনক হইয়া থাকে। ভাষ্যকার ইহার বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

"কিং প্রত্যয়স্য চিত্তং স্মরতি, আহোস্বিৎ বিষয়স্যেতি, গ্রাহ্যোপরক্তঃ প্রত্যয়ো গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াকারনির্ভাসঃ তথা জাতীয়কং সংস্কারমারভতে, স সংস্কারঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ তদাকারামেব গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াত্মিকাং স্মৃতিং জনয়তি" ইত্যাদি। (ভাষ্য)

চিত্ত প্রত্যয়কে অথবা বিষয়কে স্মরণ করে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার মীমাংসা করিয়াছেন যে, চিত্ত উভয়কেই স্মরণ করে, কেন না অনুভব বিষয়ের (ঘটপটাদির) উপরক্ত অর্থাৎ বিষয়াধীন হইলেও বিষয় ও জ্ঞান উভয়াকারে ভাসমান হইয়া স্বানুরূপ (বিষয় ও জ্ঞানাকার) সংস্কার উৎপন্ন করে, সেই সংস্কারবিশেষ আপনার উদ্বোধকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া সেই রূপেই বিষয় ও জ্ঞানাকারে স্মরণ জন্মায় অর্থাৎ তাহাতেই স্মরণ হয়। অনুভব ও স্মৃতি উভয়েই বিষয় ও জ্ঞানের অবভাস হয়। বিশেষ এই বুদ্ধিগ্রহণাকার-প্রধান, অর্থাৎ ইহাতে অজ্ঞাতের জ্ঞান বলিয়া জ্ঞানাংশেরই প্রাধান্য থাকে। আর স্মরণে জ্ঞাতের জ্ঞান হয়, পূর্ব্বে যে বস্তু জানা গিয়াছিল, স্মরণে তাহারই জ্ঞান হয়। এই জন্য বিষয়াংশের প্রাধান্য থাকে।

এই স্মৃতি বা স্মরণ দুই প্রকার,—ভাবিত স্মর্ত্তব্য ও অভাবিত স্মর্ত্তব্য। ভাবিত স্মর্ত্তব্য—যাহার স্মর্ত্তব্য স্মরণের বিষয় ভাবিত অর্থাৎ কল্পিত, অভাবিত স্মর্ত্তব্য—যাহার বিষয়টী পূর্ব্বের ন্যায় কল্পিত নহে। স্মৃতি মাত্রই প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতির অনুভব হইতে উৎপন্ন হয়। উক্ত সমস্ত বৃত্তিই সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক।

স্মরণ লক্ষণে যে অসম্প্রমোষ লিখিত হইয়াছে, অসম্প্রমোষ শব্দের অর্থ অনপহরণ, উহাকে ও প্রকারে রূপক করিয়া লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, পিতৃধনে পুত্রের অধিকার আছে, পুত্র পিতৃধন গ্রহণ করিলে চুরি করিয়াছে বলিয়া যেমন বলা যায় না, স্মৃতির পিতা অনুভব, অধিক গ্রহণ না করিয়া অনুভাবের বিষয় সমস্ত বা তাহা হইতে কিছু অল্প বিষয় গ্রহণ করিলে তাহাতে স্মৃতির চৌর্য্যাপরাধ হইতে পারে না। ইহা দ্বারা বলা হইল যে স্মরণ অনুভূত বিষয়েরই হয়, অতিরিক্ত বিষয়ের হয় না।

প্রত্যভিজ্ঞা নামে আর একটী জ্ঞান আছে, যেমন 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' সেই এই দেবদত্ত, অর্থাৎ যাহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এ সেই দেবদত্ত, এই জ্ঞানকে কেবল অনুভব বা কেবল স্মৃতি বলা যায় না, ইহার বিষয় কতকটা অজ্ঞাত, কতকটা জ্ঞাত, কিন্তু অনুভবের সমস্ত বিষয়ই পূর্ব্বে অজ্ঞাত থাকে, স্মৃতির বিষয় মাত্র জ্ঞাত থাকে। এই প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞান অনুভব ও স্মৃতি এই উভয়ের মিশ্রণে সঙ্কীর্ণ রূপে হয়।

জ্ঞানের দুইটী অংশ, বিষয়াংশ ও জ্ঞানাংশ। ইহার ভেদ বুঝান কঠিন, সামান্য প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 'অয়ং ঘটঃ' এইটী ঘট ইত্যাদি জ্ঞানস্থলে ঘটটী (যাহা বহিরংশ) বিষয়াংশ এবং ইহার মধ্যে স্মরণ অর্থাৎ প্রকাশ যে টুকু থাকে, যাহা দ্বারা চিত্তে যেন একটী আলোকচ্ছটা প্রতিভাত হয়, ঐটী জ্ঞানাংশ। জ্ঞান শব্দে প্রকাশ বুঝায়, ইহার স্বরূপতঃ কোনই ভেদ নাই। বিষয় দ্বারাই উহা বিভিন্ন রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি স্থলে ঘটপটাদি বিষয়ই জ্ঞানের ভেদক হয়। জ্ঞানের নিজ অংশ সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ, কেবল বিষয় লইয়াই প্রত্যক্ষপরোক্ষ রূপে ব্যবহার হয়।

ইহাতে প্রদর্শিত হইল যে, অনুভব অর্থাৎ জ্ঞানের অংশদ্বয় আছে, এই অনুভব হইতে সংস্কার জন্মে, সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। ইহাতে আশঙ্কা এই যে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া কাহাকে বিষয় করিবে, ঘটপটাদিকে না জ্ঞানকে? অনুভব ঘটাদিকে বিষয় করে, আপনাকে করে না, সুতরাং তজ্জনিত সংস্কারও কেবল ঘটাদিবিষয়ক হইবে, অনুভববিষয়ক হইবে না, সুতরাং স্মৃতি কেবল ঘটাদিকে বিষয় করুক। অথবা অনুভব জন্য স্মরণ হয় বলিয়া তাহাকেও বিষয় করুক। ভাষ্যে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলা হইয়াছে যে, অনুভব ও ঘটাদি বিষয় উভয়ই

স্মৃতির গোচর হইয়া থাকে। কারণ অনুভবে বিষয় ও জ্ঞান উভয়েরই প্রকাশ থাকে, স্মৃতিতেও ঠিক সেইরূপ থাকিবে। এই স্মরণ আবার সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ স্মরণের উদাহরণ এইরূপ লিখিত আছে যে, নিদ্রা একটী প্রত্যয় অর্থাৎ অনুভববিশেষ, কারণ জাগ্রদবস্থায় ইহার স্মরণ হয়। কি ভাবে স্মরণ হয়, তাহা সত্ব প্রভৃতি গুণভেদে বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, আমার মন নির্ম্মল হইয়া স্বচ্ছবৃত্তি উৎপন্ন করিতেছে, এইটী সাত্বিক স্মরণ। আমি দুঃখে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অকর্ম্মণ্য হইয়া অস্থির ভাবে ভ্রমণ করিতেছে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করিতেছে, এইটী রাজসিক স্মরণ। আমি অতিমাত্র মূঢ়ভাবে নিদ্রিত ছিলাম, আমার শরীর ভারবোধ হইতেছে, চিত্ত শ্রান্ত হইয়া অলস হইয়াছে, চিত্ত নাই বলিয়াই যেন বোধ হইতেছে, ইহা তামসিক স্মরণ। এইরূপ যে স্মরণে সুখ, দুঃখ বা মোহ হয়, তাহাই সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বলিয়া বুঝিতে হইবে। (পাতঞ্জলদ° সমাধিপা°)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সন্ধ্যাবন্দনা, পূজা, যাগ ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কালে ভ্রমপ্রমাদাদিবশতঃ যদি তাহাতে ত্রুটি হয়, এই আশঙ্কায় যাগযজ্ঞাদির অবসানে বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিবে। বিষ্ণুর নাম স্মরণে তৎক্ষণাৎ কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে।

"অজ্ঞানাদ্যদিবা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥" (স্মৃতি)

২ অর্থালঙ্কারবিশেষ, স্মরণালঙ্কার। ইহার লক্ষণ—

"সদৃশানুভবাদ্বস্তুস্মৃতিস্মরণমুচ্যতে।" (সাহিত্যদ° ১০।৬৮)

যে স্থলে সদৃশ বস্তুর অনুভব দ্বারা বস্তুস্মৃতি হয়, তাহাকে স্মরণ কহে। সদৃশ বস্তু দেখিয়া পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ হইলে এই অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

"অরবিন্দমিদং বীক্ষ্য খেলৎখঞ্জনমঞ্জুলং।
স্মরামি বদনং তস্যাশ্চারু চঞ্চললোচনং ॥" (সাহি° ১০পরি°)

খেলৎখঞ্জনমঞ্জুল অর্থাৎ ক্রীড়াশীল খঞ্জন অতএব মনোহর এই পদ্ম দেখিয়া তোমার চঞ্চললোচনযুক্ত সুন্দর বদন আমি স্মরণ করিতেছি। এই স্থলে সদৃশ পদ্ম দেখিয়া পূর্ব্বানুভূত বদনের স্মরণ হইয়াছে, এইরূপে সদৃশবস্তুর স্মরণ হওয়ায় এই স্থলে উক্ত অলঙ্কার হইল। যে যে স্থলে এইরূপ হইবে, সেই সেই স্থলেই এই অলঙ্কার হইবে।

রাঘবানন্দমহাপাত্র প্রভৃতি বলেন যে, বৈসাদৃশ্যেও যে স্থলে স্মরণ হয়, তথায়ও এই অলঙ্কার হইবে। সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য যাহা দ্বারাই হউক না কেন স্মরণ হইলেই এই অলঙ্কার হয়।

"রাঘবানন্দমহাপাত্রাস্তু বৈসাদৃশ্যাৎ স্মৃতিমপি স্মরণালঙ্কারমিচ্ছন্তি। তত্রোদাহরণং—
শিরীষমৃদ্বী গিরিষু প্রপেদে যদা যদা দুঃখশতানি সীতা।
তদা তদাস্যাঃ সদনেষু সৌখ্যলক্ষাণি দধ্যৌ গলদশ্রু রামঃ।"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

শিরীষকোমলা সীতা গিরিপ্রদেশে যে সময় শত শত দুঃখ পাইয়াছিলেন, সেই সময় রাম গলদশ্রু হইয়া সীতার গৃহাবস্থানকালের সুখলক্ষণসকল স্মরণ করিয়াছিলেন। এই স্থলে বিসদৃশ সীতার দুঃখ দেখিয়া সুখস্মৃতি হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।

স্মরণাপত্যতর্পক (পুং) স্মরণেন অপত্যং তর্পয়তীতি তৃপ-ণ্বুল্। কচ্ছপ।

স্মরণীয় (ত্রি) স্মৃ-অনীয়র্। স্মরণার্হ, স্মরণযোগ্য, স্মরণের উপযুক্ত।

স্মরতা (স্ত্রী) স্মরস্য স্মরণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ স্মরণের ভাব বা ধর্ম্ম, স্মরত্ব, স্মরণ। ২ কামদেবের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্মরদশা (স্ত্রী) স্মরস্য দশা কামাবস্থা। কামীদিগের কামনা পূর্ণ না হইলে যে অবস্থা হয়, তাহাকে স্মরদশা কহে। বিরহাবস্থা। এই অবস্থা দশ প্রকার।

"নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিন্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ।
নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ।
উন্মাদো মূর্চ্ছা মৃতিরিত্যেতাঃ স্মরদশা দশৈব স্যুরিত্যাচক্ষতে ॥"

প্রথম নয়নপ্রীতি, চিন্তা, সঙ্গ, সঙ্কল্প, নিদ্রাচ্ছেদ, কৃশতা, বিষয়নিবৃত্তি, লজ্জানাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা এবং শেষে মৃত্যু এই দশটী দশা। কবি নায়িকাদিগের বিরহবর্ণনস্থলে পর পর যথাক্রমে এই স্মরদশা বর্ণন করিবেন। কিন্তু দশমদশা অর্থাৎ মৃত্যুবর্ণন করিবেন না। মেঘদূত, কুমারসম্ভব প্রভৃতি মহাকাব্যে যক্ষপত্নী ও পার্ব্বতীর স্মরদশা বর্ণনস্থলে মৃত্যু ভিন্ন ৯টী দশা বর্ণিত হইয়াছে। স্মরদশা বর্ণনস্থলে প্রথম নয়নপ্রীতি, নায়িকার নায়ককে দেখিতে সর্ব্বদাই অভিলাষ, তাহাকে দেখিতে না পাইলে সর্ব্বদাই তাহার চিন্তা, এবং তৎসঙ্গলাভে অভিলাষ, তাহাতেও প্রিয়সমাগম না হইলে কি প্রকারে তাহাকে লাভ করা যায় ইত্যাদি সঙ্কল্প, তৎপরে নিদ্রানাশ, কৃশতা, তৎপরে বিষয়নিবৃত্তি, অর্থাৎ নায়ক ব্যতীত আর কোন বিষয়ই ভাল লাগে না, বিষয়ত্যাগের পর লজ্জানাশ, উন্মাদ ও মূর্চ্ছা এই ৯টী অবস্থা হইলেও যদি নায়ক-সমাগম না হয়, তাহা হইলে অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ৯টী অবস্থা বর্ণন করিয়াই নায়িকার নায়কের সহিত মিলন করান আবশ্যক।

স্মরদহন (পুং) স্মরস্য দহনঃ। শিব।

স্মরদায়িন্ (ত্রি) স্মরং কামপীড়াং দদাতি দা-ণিনি, যুকাগমঃ।

স্মরদীপন (ত্রি) ১ কামোদ্দীপক। (পুং) ২ একজন বিখ্যাত শাক্ত আচার্য্য।

স্মরধ্বজ (ক্লী) স্মরস্য ধ্বজমিব। ১ যোনি। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ লিঙ্গ। ৩ বাদ্য। (হেম)

স্মরধ্বজা (স্ত্রী) স্মরস্য ধ্বজো গর্ব্বো যয়া। জ্যোৎস্না রাত্রি।

স্মরপ্রিয়া (স্ত্রী) স্মরস্য প্রিয়া। রতি, কামপত্নী। (জটাধর)

স্মরমন্দির (ক্লী) স্মরস্য মন্দিরং। যোনি। (হেম)

স্মরলেখনী (স্ত্রী) স্মরস্য লেখনীব। শারিকা পক্ষী।

স্মরবধূ (স্ত্রী) স্মরস্য বধূঃ। কামপ্রিয়া রতি।

স্মরবৎ (ত্রি) কামবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। স্মরবতী, কামুকী স্ত্রী।

স্মরবল্লভ (পুং) স্মরস্য প্রদ্যুম্নস্য বল্লভঃ। অনিরুদ্ধ।

স্মরবীথিকা (স্ত্রী) স্মরস্য বীথিকা। বেশ্যা। (রাজনি°)

স্মরবৃদ্ধি (পুং) স্মরস্য বৃদ্ধিঃ। ১ কামবৃদ্ধি। ২ কামবৃদ্ধিবৃক্ষ।

স্মরবৃদ্ধিসংজ্ঞ (পুং) স্মরস্য বৃদ্ধিঃ স এব সংজ্ঞা যস্য। কামবৃদ্ধি নামক বৃক্ষ। (রাজনি°)

স্মরশত্রু (পুং) স্মরস্য শত্রুঃ। স্মরারি, মহাদেব। মহাদেব কামদেবকে ভস্ম করেন, এই জন্য তিনি স্মরারি নামে খ্যাত।

স্মরশাস্ত্র (ক্লী) স্মরস্য শাস্ত্রং। কামশাস্ত্র, যে শাস্ত্রে কামবিষয়ক তত্ত্ব সকল লিখিত আছে।

স্মরসখ (পুং) স্মরস্য সখা-টচ্। ১ চন্দ্র।

"পতিষু নির্ব্বিবিশুর্মধুমঙ্গনাঃ
স্মরসখং রসখণ্ডনবর্জ্জিতং।" (রঘু ৯।৩৬)

(ত্রি) ২ স্মরের উদ্দীপক, কামোদ্দীপক।

স্মরস্তম্ভ (পুং) স্মরস্য স্তম্ভ ইব। উপস্থ, লিঙ্গ। (শব্দরত্না°)

স্মরস্মর্য্য (পুং) স্মরঃ স্মর্য্যো যস্য। গর্দ্দভ। (ত্রিকা°)

স্মরহর (পুং) স্মরং হরতি নাশয়তীতি হৃ (হরতেরনুদ্যমনে) অচ্। শিব।

স্মরাগার (ক্লী) স্মরস্য আগারং। ভগ, যোনি। (শব্দরত্না°)

স্মরাঙ্কুশ (পুং) স্মরস্য অঙ্কুশ ইব। নখ। (শব্দরত্না°)

স্মরাধিবাস (পুং) স্মরস্য অধিবাস আবাসো যত্র। অশোকবৃক্ষ।

স্মরাম্র (পুং) স্মরোদ্দীপক আম্রঃ। রাজাম্র, খাসআম।

স্মরারি (পুং) স্মরস্য অরিঃ। কামশত্রু, মহাদেব। (ত্রিকা°)

স্মরাসব (পুং) স্মরস্য আসব ইব। ১ লালা।

"স্মরাসবো মুখস্রবং পারি স্যাৎ পানভাজনং।" (ত্রিকা°)

২ মদ্যভেদ, তালসুরা, তালের মদ, চলিত তাড়ি।

স্মরোদ্দীপন (ত্রি) স্মরস্য উদ্দীপনঃ। কামোদ্দীপনকারী, যাহাতে কাম উদ্দীপিত হয়।

"তুল্যৈঃ পত্রতুরুষ্কবালতগরৈর্গন্ধঃ স্মরোদ্দীপনঃ
সব্যামো বকুলৈস্ত্বয়মেব কটুকাহিঙ্গুপ্রধূপান্বিতঃ।" (বৃহৎস°৭৭।৭)

বৃহৎসংহিতায় স্মরোদ্দীপন গন্ধের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, তুরুষ্ক, বাল ও তগর এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে মিশ্রিত করিলে যে গন্ধ প্রস্তুত হয়, তাহা অতিশয় স্মরোদ্দীপন, উহার সহিত ব্যাম, বকুল ও হিঙ্গুর ধূপ দিলে কটুক নামক গন্ধ হয়, এই গন্ধও স্মরোদ্দীপক। কটুকের সহিত কুষ্ঠ যোগ দিলে পদ্মগন্ধ, আর পদ্মগন্ধের সহিত চন্দন যুক্ত হইলে চম্পকগন্ধ, চম্পকগন্ধের সহিত কুস্তুম্বুরু, জাতী ও ত্বগ্ যুক্ত হইলে অতিমুক্তক নামে গন্ধ হয়, এই সকল গন্ধ স্মরোদ্দীপক। (বৃহৎস° ৭৭অ°)

জ্যোৎস্না, যুবতী স্ত্রী, সুগন্ধ বস্ত্র প্রভৃতি কামোদ্দীপক।

স্মর্ত্তব্য (ত্রি) স্মৃ তব্য। স্মরণীয়, স্মরণযোগ্য।

স্মর্ত্তৃ (ত্রি) স্মৃ-তৃচ্। স্মরণকারী।

স্মর্য্য (ত্রি) স্মৃ-যৎ। স্মরণীয়, স্মরণযোগ্য।

স্ময় (পুং) স্মি-ঘঞ্। গূঢ়হসিত।

"স্ময়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।" (ভাগবত ১০।৬১।৪)

'স্ময়ঃ গূঢ়হসিতং' (স্বামী)

স্মার (পুং) স্মরণ।

স্মারক (ত্রি) স্মারয়তীতি স্মৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। স্মরণকারক, যিনি স্মরণ করাইয়া দেন।

স্মারণ (ক্লী) স্মৃ-ণিচ্-ল্যুট্। স্মরণকরান।

স্মারণী (স্ত্রী) ব্রাহ্মীশাক। (বৈদ্যকনি°)

স্মারিন্ (ত্রি) স্মৃ-ণিনি। স্মরণকারী।

স্মার্ত্ত (ক্লী) স্মৃতেরিদং স্মৃতি-অণ্। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম, শ্রৌত ও স্মার্ত্তভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। স্মৃতিশাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম লিখিত হইয়াছে, তাহাকে স্মার্ত্তকর্ম্ম কহে।

"শ্রৌতং কর্ম্ম স্বয়ং কুর্য্যাদন্যোঽপি স্মার্ত্তমাচরেৎ।
অশক্তৌ শ্রৌতমপ্যন্যঃ কুর্য্যাদাচারমন্ততঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতে হয়। নিজে করিতে অসমর্থ হইলে অর্থাৎ অশৌচাদি দ্বারা যদি প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে প্রতিনিধি দ্বারা করা যাইতে পারে। শ্রুতি ও স্মৃতির যদি বিরোধ হয়, তাহা হইলে শ্রুতিই প্রমাণ, অর্থাৎ শ্রুতিতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করিবে। শ্রুতির অবিরোধী স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানই বিধেয়।

"শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।
অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সদা॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

(ত্রি) ২ স্মৃতিশাস্ত্রবেত্তা, স্মৃতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ। যাহারা স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী তাহাদিগকে স্মার্ত্ত কহে। স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ী। ৩ স্মৃতিসম্বন্ধীয়।

স্মার্ত্তিক (ত্রি) স্মার্ত্ত, স্মৃতিসম্বন্ধীয়, স্মৃত্যুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

স্মার্ত্তিকী—স্মৃত্যুক্ত। "পরন্ত লৌকিকী স্মার্ত্তিকী প্রেতকৃত্য" (মনু ৩।১২৭ কুল্লূক)

স্মার্য্য (ত্রি) স্মৃ-ণিচ্-যৎ। স্মরণ করাইবার উপযুক্ত।

স্মি, ঈষদ্ধাস্যকরণ। ভ্বাদি আত্মনে° অক° অনিট্। লট্ স্ময়তে। লিট্ সিষ্মিয়ে। লুট্ স্মেতা। লৃট্ স্মেষ্যতে। লুঙ্ অস্মেষ্ট, অস্মেষাতাং অস্মেষত। সন্ সিস্ময়িষতে। যঙ্ সেষ্মীয়তে। যঙ্-লুক্ সেস্ময়ীতি, সেস্মেতি। স্মি অনাদর। চুরাদি আত্মনে° সক° অনিট্। লট্ স্মায়য়তে। ণিচ্ স্মায়য়তি। বি+স্মি= বিস্ময়। ণিচ্ বিস্মায়য়তি, বিস্মাপয়তি।

স্মিট, ১ অনাদর। ২ স্নেহ। চুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্মেটয়তি। লোট্ স্মেটয়তু। লিট্ স্মেটয়াঞ্চকার। লিটে কৃ, ভূ ও অস এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হয়। লুঙ্ অসিস্মেটৎ।

স্মিত (ক্লী) স্মি ঈষদ্ধসনে ক্ত। ঈষদ্ধাস্য।

"বিলজ্জমানেব নতা দিব্যাভরণভূষিতা।
স্মিতপূর্ব্বমিদং বাক্যং ভীমসেনমথাব্রবীৎ॥" (ভারত ১।১৫৩।২২)

(ত্রি) ২ বিকসিত, প্রস্ফুটিত।

"স্মিতসরোরুহনেত্রসরোজলা-
মতিসিতাঙ্গবিহঙ্গহসদ্দিবং।" (মাঘ ৬।৫৪)

স্মীল, নিমেষণ, নিমেষ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্মীলতি। লোট্ স্মীলতু। লিট্ সিস্মীল। লোট স্মেতা। লঙ্ অস্মেলীৎ।

স্মৃ, স্মৃতি, স্মরণ। ভ্বাদি পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ স্মরতি। লোট্ স্মরতু। লিট্ সস্মার, সস্মরতুঃ সস্মর্থ। লুট্ স্মর্ত্তা। লৃট্ স্মরিষ্যতি আশীর্লিঙ্ স্মর্য্যাৎ। লিট্ স্মরেৎ। লুঙ্ অস্মার্ষীৎ, অস্মার্ষ্টাং অস্মার্ষুঃ। কর্ম্মবাচ্য লট্ স্মর্য্যতে। সন্ সুস্মর্ষতে। যঙ্ সাস্মর্য্যতে। যঙ্-লুক্ সাস্মর্ত্তি। ণিচ্ স্মারয়তি। ঘটাদি স্মরয়তি। লুঙ্ অসস্মরৎ। বি+স্মৃ—বিস্মরণ।

স্মৃত (ত্রি) স্মৃ-ক্ত। স্মৃতিবিষয়, কৃতস্মরণ, যাহা স্মরণ করা হইয়াছে।

"আব্দিকে পিতৃকৃত্যে চ মাসশ্চান্দ্রমসঃ স্মৃতঃ।
বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

স্মৃতি (স্ত্রী) স্মৃ-ক্তিন্। ১ অনুভূত বিষয়জ্ঞান। স্বাম্যাশ্রিত ক্রিয়াজন্য-সংস্কারজ্ঞান। (রসমঞ্জরী) অনুভব সংস্কারজন্য জ্ঞান। অনুভূতার্থস্মরণ।

"অনুভূতং প্রিয়াদীনামর্থানাং চিন্তনং স্মৃতিঃ।
তত্র কম্পাঙ্গবৈবর্ণ্যবাষ্পনিশ্বসিতাদয়ঃ॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

পর্য্যায়—চিন্তা, আধ্যান, চিন্তিয়া, চিন্ত, আধ্যা, চিন্তিতি, ধ্যান, স্মরণ ও চর্চ্চা। (জটাধর) সুখবোধে লিখিত আছে যে, গর্ভস্থিত বালকের অষ্টম মাসে স্মৃতিশক্তির উদ্ভব হয়। চরকে লিখিত আছে যে, এই স্মৃতি অষ্টবিধ কারণ হইতে হইয়া থাকে। যথা—

"বক্ষ্যন্তে কারণান্যষ্টৌ স্মৃতির্যৈরুপলভ্যতে।
নিমিত্তরূপগ্রহণাৎ সাদৃশ্যাৎ সুবিপর্য্যয়াৎ॥
তত্বানুবন্ধাদভ্যাসাৎ জ্ঞানযোগাৎ পুনঃশ্রুতাৎ।
দৃষ্টশ্রুতানুবন্ধানাং স্মরণাৎ স্মৃতিরুচ্যতে॥" (চরক শারী° ১অ°)

নিমিত্তরূপ গ্রহণ, সাদৃশ্য, সুবিপর্য্যয়, তত্বানুবন্ধ, অভ্যাস, জ্ঞানযোগ, পুনঃশ্রুত এবং দৃষ্টশ্রুতানুবন্ধের স্মরণ এই ৮টী কারণে স্মৃতি বা স্মরণ হইয়া থাকে। [স্মরণ শব্দ দেখ]

স্মরতি বেদমনয়া স্মৃতিঃ। ২ মন্বাদিমুনিপ্রণীত শাস্ত্র-বিশেষ। মহর্ষিগণ যে বেদার্থ চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহার নাম স্মৃতি। "মহর্ষিভির্ব্বেদার্থচিন্তনং স্মৃতিঃ" মহর্ষিগণ বেদ চিন্তা করিয়া তদনুসারে যেসকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকেই স্মৃতি কহে। পর্য্যায়—ধর্ম্মসংহিতা, ধর্ম্মশাস্ত্র, সংহিতা, শ্রুতি, জীবিকা।

ধর্ম্মশাস্ত্রের নামই স্মৃতি। বেদার্থস্মরণে শাস্ত্র হইয়াছে, এই জন্য ইহার নাম স্মৃতি।

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥
যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখং॥
শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ॥"

(মনু ২।৬—১০)

সমুদয় বেদই একমাত্র ধর্ম্মের মূল, অর্থাৎ বেদেই সকল ধর্ম্ম-তত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে। সমগ্র বেদ, বেদবিদ্‌গণের স্মৃতি ও তাঁহাদের রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগাত্মক শীল, সাধুগণের আচার, এবং আত্ম-প্রসাদ, এই সকল ধর্ম্মের প্রমাণ স্বরূপ। বেদে ধর্ম্ম সকল যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, মনুও তদনুসারেই অর্থাৎ বেদানুসারেই ধর্ম্ম সকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রুতিস্মৃতিবিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মানবের ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ লাভ হইয়া থাকে। বেদকে শ্রুতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্মৃতি কহে। সকল বিষয়েই এই দুই শাস্ত্রবিচারবুদ্ধির অতীত। শ্রুতিস্মৃতি হইতেই ধর্ম্মজ্ঞান সম্যক্ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা তর্ক দ্বারা এই শাস্ত্রকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা নাস্তিক নামে অভিহিত। যাঁহারা শ্রুতি ও স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, এবং তর্ক দ্বারা তাহার মতখণ্ডন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিবে না।

শ্রুতি ও স্মৃতির পার্থক্য এবং স্মৃতির বিশেষত্ব।

শ্রুতি ও স্মৃতির অনুশাসনে ভারতীয় আর্য্যসমাজ গঠিত ও পরিচালিত। যাহা অপৌরুষেয়, যাহা ধ্যানমগ্ন ঋষিগণ মানস-নেত্রে দর্শন করিয়াছেন বা পুরুষপরম্পরায় যে অপৌরুষেয় মহাবাক্য শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাই শ্রুতি। বেদমন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌গুলিই শ্রুতিপদবাচ্য।

এতদ্ভিন্ন ঋষিগণ বেদমূলক যে সকল অবশ্যকর্ত্তব্য তত্ত্বসমূহ স্মরণ করিয়া আসিতেছেন, আর্য্যসমাজ-পরিচালনের জন্য ঋষি বা ঋষিকল্প মহাপুরুষগণ যে সকল ব্যবস্থার বিধান করিয়া গিয়াছেন, বেদমূলক হইলেও যাহা অপৌরুষেয় নহে, তাহাই স্মৃতি। যাস্করচিত নিরুক্ত প্রভৃতি বেদাঙ্গসমূহ, যজ্ঞ ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-নির্ব্বাহার্থ সূত্রাকারে রচিত শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্রগুলি, মনু প্রভৃতি রচিত ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ, রামায়ণ ও মহাভারতাদি ইতিহাস এবং পুরাণগুলি স্মৃতির মধ্যে পরিগণিত।

প্রসিদ্ধ শ্রুতিস্মৃতিবিৎ মাধবাচার্য্য জৈমিনীয়-ন্যায়মালাবিস্তর নামক গ্রন্থে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"বৌধায়নাপস্তম্বাশ্বলায়নকাত্যায়নাদিনামাঙ্কিতাঃ কল্পসূত্রাদি-গ্রন্থাঃ নিগমনিরুক্তষড়ঙ্গগ্রন্থাঃ মন্বাদিস্মৃতয়শ্চ অপৌরুষেয়াঃ ধর্ম্মবুদ্ধিজনকত্বাদ্বেদবৎ। ন চ মূলপ্রমাণসাপেক্ষত্বেন বেদবৈষম্য-মিতি শঙ্কনীয়ম্। উৎপন্নায়াঃ বুদ্ধেঃ স্বতঃপ্রামাণ্যাঙ্গীকারেণ নিরপেক্ষত্বাৎ। মৈবং। উক্তানুমানস্য কালাত্যয়াপদিষ্টত্বাৎ। বৌধায়নসূত্রমাপস্তম্বসূত্রমিত্যেবং পুরুষনাম্না তে গ্রন্থা উচ্যন্তে। ন চ কাঠকাদিসমাখ্যাবৎ প্রবচননিমিত্তত্বং যুক্তং। তদ্‌গ্রন্থনির্ম্মাণ-কালে তদানীন্তনৈঃ কৈশ্চিদুপলব্ধত্বাৎ। তচ্চাবিচ্ছিন্নপারম্পর্য্যে-ণানুবর্ত্ততে। ততঃ কালিদাসাদিগ্রন্থবৎ পৌরুষেয়াঃ। তথাপি বেদমূলত্বাৎ প্রমাণম্। কল্পস্য বেদত্বং নাদ্যাপি সিদ্ধং। কিন্তু প্রযত্নেন সাধনীয়ং। ন চ তৎ সাধয়িতুং শক্যং। পৌরুষেয়ত্বস্য সমাখ্যয়া তৎকর্ত্তৃরূপলম্ভেন চ সাধিতত্বাৎ।" (১।৩।৩৪)

অর্থাৎ—বৌধায়ন, আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন প্রভৃতির নামাঙ্কিত কল্পসূত্রাদি গ্রন্থগুলি, নিগম, নিরুক্তাদি বেদের ষড়ঙ্গ, এবং মন্বাদি রচিত শ্রুতিগুলি (কাহারও মতে) অপৌরুষেয়, কারণ এ সমস্তই বেদবৎ ধর্ম্মবুদ্ধিজনক। মূল প্রমাণের অপেক্ষায় তাহাদিগকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। তদ্দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাও নিরপেক্ষ ভাবে স্বতঃ-প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই মত ঠিক নহে। কালাত্যয়ের অপদেশ হেতু উহা ভ্রমাত্মক অনুমান। বৌধায়নসূত্র, আপস্তম্বসূত্র ইত্যাদি পুরুষগণের নামানুসারেই গ্রন্থ উক্ত হইয়া থাকে এবং কাঠকাদি বৈদিকশাখার ন্যায় প্রবচন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ ঐ সকল গ্রন্থরচনাকালে তদানীন্তন লোকেরা জানিতে পারিয়াছিল, এবং বংশপরম্পরায় জানিয়া আসিতেছে। এ কারণ ঐ সকল গ্রন্থ কালিদাসাদিরচিত গ্রন্থের ন্যায় পৌরুষেয় বা মানবরচিত, তথাপি বেদমূলক বলিয়া প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে।' এ সম্বন্ধে গুরু প্রভাকরও নিজ অভি-প্রায় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, 'এখনও পর্য্যন্ত কল্পসূত্রগুলির বেদমূলত্ব সিদ্ধ হয় নাই এবং প্রমাণ করাও সহজসাধ্য নহে। গ্রন্থকর্ত্তৃগণের নাম হইতেই কল্পসূত্রগুলির পৌরুষেয়ত্ব প্রতি-পাদিত হইয়াছে।'

মন্বর্থমুক্তাবলির মধ্যে কুল্লুকভট্টও ঠিক এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"পৌরুষেয়ত্বেঽপি মন্বাক্যানামবগীতমহাজন-
পরিগ্রহাৎ শ্রুত্যুপগ্রহাচ্চ বেদমূলকতয়া প্রামাণ্যম্।
তথা চ ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে শ্রূয়তে 'মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজং ভেষজতায়া' ইতি। বৃহস্পতিরপ্যাহ
"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥
তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ।
ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে॥" মহাভারতেঽপ্যুক্তং
'পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥'
বিরোধিবৌদ্ধাদিতর্কৈর্ন হন্তব্যানি। অনুকূলস্তু মীমাংসাদি-তর্কঃ প্রবর্ত্তনীয় এব। অতএব বক্ষ্যতি
"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

এইরূপে তিনিও বেদমূল স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

মীমাংসকেরা বলেন—"ইতিহাসপুরাণমপি পৌরুষেয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরমূলতামাকাঙ্ক্ষতে" অর্থাৎ ইতিহাসপুরাণও মানব-প্রণীত বলিয়া অপর প্রমাণমূলক অর্থাৎ গৌণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহার উত্তরে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।৩।৩৩) শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"ইতিহাসপুরাণমপি ব্যাখ্যাতেন মার্গেণ সম্ভবন্মন্ত্রার্থবাদ-মূলত্বাৎ প্রভবতি দেবতাবিগ্রহাদি প্রপঞ্চয়িতুং। প্রত্যক্ষমূলমপি সম্ভবতি। ভবতি হি অস্মাকমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষং। তথা চ ব্যাসাদয়ো দেবতাভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তি ইতি স্মর্য্যতে। যস্তু ব্রূয়াদিদানীন্তনানামিব পূর্ব্বেষামপি নাস্তি দেবাদিভির্ব্যবহর্ত্তুং সামর্থ্যমিতি স জগদ্বৈচিত্র্যং প্রতিষেধেৎ। ইদানীমিব নান্যদাপি সার্ব্বভৌমক্ষত্রিয়োঽস্তি ইতি ব্রূয়াৎ ততশ্চ রাজসূয়াদি উপরুন্ধ্যাৎ। ইদানীমিব চ কালান্তরেঽপ্যব্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ প্রতি-জানীত ততশ্চ ব্যবস্থাবিধায়িশাস্ত্রমনর্থং কুর্য্যাৎ। তস্মাদ্ধর্ম্মোৎ-

কর্ম্মবশাৎ চিরন্তনাঃ দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবজহুরিতি স্থিষ্যতে। অপি চ স্মরন্তি 'স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা সম্প্রয়োগঃ' ইত্যাদি। যোগোহপ্যণিমাদৈশ্বর্য্য প্রাপ্তিফলকঃ স্মর্য্যমাণো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যাখ্যাতুং। শ্রুতিশ্চ যোগমাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়তি। পৃথ্ব্যপ্তেজোহনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরমিতি ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যং নাস্মদীয়েন সামর্থ্যেন উপমাতুং যুক্তং। তস্মাৎ সমূলমিতিহাসপুরাণম্।"

এইরূপে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইতিহাস ও পুরাণের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন।

স্মৃতির প্রামাণ্য।

নানা মুনি স্মৃতি রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন্ স্মৃতি প্রামাণ্য ও কোন্ স্মৃতি অপ্রামাণ্য এ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে এইরূপ বিচার করিয়াছেন—

"স্মৃতিশ্চ তন্ত্রাখ্যা পরমর্ষিপ্রণীতা শিষ্টপরিগৃহীতা। অন্যাশ্চ তদনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ। * * * পরতন্ত্রপ্রজ্ঞাস্তু প্রায়েণ জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রুত্যর্থমবধারয়িতুমশক্নুবন্তঃ প্রখ্যাতপ্রণেতৃকাসু স্মৃতিষবলম্বেরন্ তদ্বলেন চ শ্রুত্যর্থং প্রতিপৎসেরন্নস্মৎকৃতে চ ব্যাখ্যানে ন বিশ্বস্যুর্বহুমানাৎ স্মৃতীনাং প্রণেতৃষু। * * বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতীনামবশ্যকর্ত্তব্যেহন্যতরপরিগ্রহেহন্যতরস্যাঃ পরিত্যাগে চ শ্রুত্যনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণমনপেক্ষ্যাঃ ইতরাঃ। * * * পরতন্ত্রপ্রজ্ঞস্যাপি নাকস্মাৎ স্মৃতিবিশেষবিষয়ঃ পক্ষপাতো যুক্তঃ। কস্যচিৎ ক্বচিৎ তু পক্ষপাতে সতি পুরুষমতিবৈশ্বরূপ্যেণ তত্ত্বাব্যবস্থানপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ তস্যাপি স্মৃতিবিপ্রতিপত্ত্যুপন্যাসেন শ্রুত্যনুসারানুসারবিবেচনেন চ সন্মার্গে প্রজ্ঞা সংগ্রহণীয়া॥ * * বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে পুরুষবচসান্তু মূলান্তরাপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং বক্তৃস্মৃতিব্যবহিতঞ্চেতি বিপ্রকর্ষঃ। তস্মাদ্বেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ।" (২।১।১)

অর্থাৎ স্মৃতি তন্ত্র নামেও খ্যাত, শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ রচনা করিয়াছেন ও শিষ্টগণ সমাদরে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। ঐ সকল স্মৃতির অনুসারে আবার অন্যান্য স্মৃতি রচিত হইয়াছে। বিভিন্ন স্মৃতির মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে অবশ্যপালনীয় স্মৃতিই গ্রাহ্য, অপর অগ্রাহ্য, যে সকল স্মৃতি বেদানুসারিণী, তাহাই গ্রাহ্য অপর গুলি উপেক্ষার যোগ্য। অধিকাংশ স্থলেই মানবের স্বাধীন জ্ঞানের অভাব, মানব মাত্রই পরজ্ঞানাধীন, প্রায়ই তাঁহারা স্বকীয় জ্ঞান দ্বারা বেদার্থ অবধারণ করিতে অসমর্থ। এই জন্য তাঁহাদিগকে বিখ্যাত গ্রন্থকাররচিত স্মৃতির আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক বেদার্থ অবধারণ করিতে হয়। তাঁহারা আমাদের মত সাধারণ মানবের ব্যাখ্যানের উপর আস্থাস্থাপন না করিয়া স্মৃতিকারগণের উচ্চ মতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন। মানব মাত্রেই যখন পরজ্ঞানাধীন, তখন অকস্মাৎ যে কোন স্মৃতির উপর পক্ষপাত যুক্তিযুক্ত নহে। যদি কখন কেহ কোন রূপ পক্ষপাত দেখান, তাহা হইলে স্থায়ী সত্যাবধারণ কার্য্যে তাহার দোষ ঘটে, কারণ সাধারণ পুরুষের মত নানা ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই কারণেই নানা স্মৃতির মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইলে কোন্টী বেদানুসারী ও কোন্টী বেদানুসারী নহে, তাহা বিচার করিয়া বেদরূপ সন্মার্গে জ্ঞানোপার্জ্জন কর্ত্তব্য। রূপ বিষয়ে সূর্য্যের মত স্বার্থ বা নিজ অর্থ বিষয়ে বেদের নিরপেক্ষ প্রামাণ্য। মহাজনবাক্য ও বেদমূলাপেক্ষী বলিয়াই বক্তার স্মৃতিব্যবহিত স্বার্থও প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য। সেজন্যই বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃতিকেও অপ্রমাণ বলিয়া ধরিলে কোন দোষ হইবে না।

শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি স্মৃতি ছয় ভাগে বিভক্ত—১ম ষড়বেদাঙ্গ, ২য় স্মার্ত্তসূত্র, ৩য় ধর্ম্মশাস্ত্র, ৪র্থ ইতিহাস, ৫ম অষ্টাদশ পুরাণ, ৬ষ্ঠ নীতিশাস্ত্র। ইহার মধ্যে স্মার্ত্তসূত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রই এক্ষণে প্রধানতঃ স্মৃতি বলিয়া প্রচলিত। [বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ ও নীতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

বেদাঙ্গের অন্তর্গত কল্পসূত্রই শ্রৌতসূত্র নামে পরিচিত। বিভিন্নবেদের বিভিন্ন শাখার বেদাচার্য্যগণ স্ব স্ব চরণমধ্যে যাগযজ্ঞাদির নিয়মনির্দ্ধারণার্থ কল্প বা শ্রৌতসূত্র, গৃহকার্য্য নিরূপণার্থ গৃহ্যসূত্র এবং সাময়িক আচারব্যবহার বিধিনিষেধাদি ঠিক করিবার জন্য ধর্ম্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। এজন্য একব্যক্তির নামেই শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র প্রচলিত দেখি। [কল্প, বেদ ও শ্রৌতসূত্র দেখ।]

গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রগুলি সাধারণতঃ স্মার্ত্তসূত্র নামে অভিহিত। স্মার্ত্তসূত্রের ভিত্তির উপরেই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। স্মার্ত্তসূত্র সূত্রাকারে সংগৃহীত কতকগুলি 'গৃহ্য' নিয়মাবলী ও সাময়িক আচারের সাধারণ নাম মাত্র। তাই সাধারণতঃ স্মার্ত্তসূত্র গৃহ্যসূত্র ও সাময়াচারিক বা ধর্ম্মসূত্র এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বেদের যে সকল বিভিন্ন মতবাদ আছে, স্মার্ত্তসূত্রসমূহ অনেক স্থলে সেই সকল মতবাদের সংগ্রহ মাত্র। যথা—ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন এবং সাংখ্যায়ন প্রভৃতি সূত্র, সামবেদের গোভিল প্রভৃতি সূত্র, বাজসনেয়সংহিতা বা শুক্ল যজুর্ব্বেদের পারস্কর প্রভৃতি সূত্র এবং তৈত্তিরীয় বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের মানব, কাঠক, বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব ও মৈত্রায়ণীয় প্রভৃতি সূত্র এবং অথর্ব্ববেদের কৌশিক প্রভৃতি সূত্র।

বস্তুতঃ, প্রত্যেক ব্রাহ্মণপরিবার 'চরণ' বা এই বেদসমূহের

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই বিভাগের অনুবর্ত্তী কোনও না কোনও বিশেষ পরম্পরাগত শাখার অনুবর্ত্তন করিয়া আসিতেছিলেন এবং আপনাদিগের শ্রৌত ও গৃহ্যকর্ম্মোপযোগী কল্পসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও সাময়াচারিক বা ধর্ম্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া লইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও দেখা যায় যে, কোন কোন ব্রাহ্মণপরিবারের পারিবারিক ক্রিয়াকর্ম্মসমূহ, তাঁহারা যে বেদের অনুবর্ত্তী সেই বেদের পদ্ধতি অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

উক্ত গৃহ্য ও সাময়াচারিক সূত্রগুলি যে প্রচলিত মনুর স্মৃতির পূর্ব্বে প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে এ সংক্রান্ত যে সকল প্রাচীন গ্রন্থাদি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোনখানা মূল গ্রন্থের সংস্করণ বলিয়া মনে হয়।

গৃহ্যসূত্র সম্বন্ধে মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই ইহাদিগের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে। তিনি বলিয়াছেন—

"বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্ব্বীত গৃহ্যং কর্ম্ম যথাবিধি।

পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ পক্তিঞ্চান্বাহিকীং গৃহী॥" (৩।৬৭)

'বিবাহের সময় গৃহস্থ 'গার্হপত্য' নামক যে অগ্নি যথারীতি প্রজ্বালিত করিয়াছেন, সেই পবিত্র অগ্নি দ্বারাই যেন তিনি পারিবারিক ক্রিয়াকর্ম্ম, পঞ্চযজ্ঞ এবং পরিবারের দৈনিক পাকাদি-কার্য্য সমাধা করেন।'

বাস্তবিক পক্ষে 'গৃহ' কথাটি হইতেই 'গৃহ্য' কথাটির উদ্ভব হইয়াছে। তাই গৃহ্যসূত্রে মহাযজ্ঞ নামক গৃহস্থের দৈনিক পঞ্চ-কর্ম্মের এবং প্রথম বর্ণত্রয়ের সংস্কারাদি অনুষ্ঠানের বিধি-সকল সূত্রাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। মহাযজ্ঞের অন্য নাম পঞ্চযজ্ঞ এবং এই পঞ্চযজ্ঞের চারিটি যজ্ঞকে একত্র করিয়া আবার 'পাকযজ্ঞ' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে (মনু ২।৮৬) বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে যে দশবিধ সংস্কার প্রচলিত ইহা কেবল ব্রাহ্মণদিগের জন্যই সীমাবদ্ধ নহে; পরবর্ত্তী দুই বর্ণকেও এই সকল সংস্কার প্রতিপালন করিতে হয়। সাধারণতঃ একটি পারিবারিক কুণ্ডস্থানেই এই সকল সংস্কারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে; ইহাদিগের জন্য বিতানে (সাধারণের অনুষ্ঠিত হোমাগ্নিকুণ্ডের) 'ত্রেতা' নামক অগ্নিত্রয়ের আবশ্যক হয় না।

গৃহ্যসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝাইবার জন্য এখানে আশ্বলায়ন-প্রণীত গৃহ্যসূত্রের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে :—

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম কণ্ডিকার দুই সূত্রে গৃহীর 'পাকযজ্ঞ' নামক দৈনিক কর্ম্মগুলিকে 'বৈতানিক' কর্ম্ম হইতে বিশেষ করিয়া বুঝান হইয়াছে। যথা—

'(শ্রৌতসূত্রে) বৈতানিক হোমাদির বিষয় বুঝান হইয়াছে। (এখন এই গৃহ্যসূত্রে) গার্হপত্য অগ্নি দ্বারা যে সকল হোমাদি করিতে হয়, তাহারই কথা বলা যাইতেছে। পাকযজ্ঞ ত্রিবিধ—১ম যে যজ্ঞে অগ্নিতে ঘৃতাদি বিসর্জ্জন করা হয়, ২য় যাহাতে বিসর্জ্জন না করিয়া কেবল অগ্নিকে দেখান হয় এবং ৩য় যাহাতে ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা পরম পুরুষে অর্পণ করা হয়।'

প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় কণ্ডিকায় কোন্ কোন্ দেবতার উদ্দেশে হোম করিতে হয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, স্বর্গ, পৃথিবী, যম, বরুণ, বিশ্বদেবগণ (=মনু ৩।৮০, ১২১) ব্রহ্ম প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহারা বৈদিক দেবতা বলিয়া পরিগণিত। কেমন করিয়া হোমাদির স্থান প্রস্তুত করিতে হয়, তৃতীয় কণ্ডিকায় তদ্বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ৪র্থ কণ্ডিকার প্রথমেই এই সূত্রটি নিবদ্ধ হইয়াছে—

'চৌল (চূড়াকরণ), উপনয়ন, গোদান ও বিবাহ এই কয়টি ক্রিয়া উদগয়নে, আপূর্য্যমাণ পক্ষে এবং কল্যাণ নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।'

তৎপরে বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া এই সংস্কারসমূহ বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সময় যে মন্ত্র পাঠ্য, সেই মন্ত্রের প্রথম শব্দ কয়েকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—(বিবাহানুষ্ঠানের প্রারম্ভে) "ত্বমর্য্যমা ভবসি যৎ কনীনামিতি" (১।৪।৭) 'কুমারীদিগের সম্বন্ধে তুমি অর্য্যমা স্বরূপ হইও'—ইত্যাদি মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে হইবে।

পঞ্চম কণ্ডিকায় বিবাহের পাত্রী-নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে কোন্ কোন্ বিষয় দেখিতে হইবে, তাহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কন্যার বংশ ও অবস্থা দেখিয়া পরে এই সকল দেখিতে হইবে, "বুদ্ধিরূপশীললক্ষণসম্পন্নামরোগামুপযচ্ছেত" (৩য় সূত্র)—'অর্থাৎ বুদ্ধিমতী, সুরূপা, সচ্চরিত্রা, সুলক্ষণা এবং নীরোগা কন্যাকে গ্রহণ করিবে।'

ষষ্ঠ কণ্ডিকায় ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য, আর্ষ, গান্ধর্ব্ব, আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস, এই অষ্টপ্রকার বিবাহের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম কণ্ডিকায় একটি সাধারণ বিবাহের বিধান আছে—

'যজ্ঞাগ্নির পশ্চিমদিকে একখানি জাঁতা এবং উত্তরপূর্ব্ব কোণে একটি কলসী স্থাপন করা হয়। পাত্রী পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিয়া থাকে, আর পাত্র তাহার হাত ধরিয়া পশ্চিমমুখী হইয়া দাঁড়ায় ও একটি আহুতি প্রদান করে। কেবল পুত্রেচ্ছু হইলে স্বামীকে পত্নীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটী ধরিয়া বলিতে হয় "গৃহ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং" (১।৭।৩) 'সৌভাগ্যলাভের জন্য তোমার হস্তধারণ করিলাম'। কন্যাকাঙ্ক্ষী স্বামী কেবল অঙ্গুলি, এবং পুত্র ও কন্যা এই উভয় প্রাপ্তির ইচ্ছায় স্বামী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সঙ্গে হস্তের উপরিভাগ ধারণ করিয়া থাকে। তৎপরে পত্নীকে লইয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া অগ্নি ও কলসী

তিনবার প্রদক্ষিণ করিবার সময় তাহাকে অনুচ্চ স্বরে বলিতে হয়, 'আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি; তুমি প্রকৃতি, আমি পুরুষ; আমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্য; আমি সাম, তুমি ঋক্। এসো, আমরা বিবাহিত হইয়া সন্তান লাভ করি এবং প্রেমে একীভূত উজ্জ্বল এবং পরস্পর পরস্পরের কল্যাণকামী হইয়া শত বৎসর কাটাইয়া দিই।' প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণ করাইবার সময় পাত্র পাত্রীকে জাঁতার উপর দাঁড় করাইয়া বলিয়া থাকে 'এই প্রস্তরে আরোহণ কর এবং ইহারই মত স্থিরা হও।' তৎপরে পাত্রীর ভ্রাতা, ভগিনীর যুক্ত করতলে তরল নবনীত মাখাইয়া দিয়া তাহার উপর দুইবার লাজবর্ষণ করিয়া থাকে। তৎপরে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করা হইলে, কয়েকটি বেদের শ্লোক আবৃত্তি করা হয়। তখন বর বধূর বেণী দুইটি খুলিয়া দিয়া মস্তকের দুই পার্শ্বে ঝুলাইয়া দেয় এবং এই বৈদিক শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া থাকে—"প্র ত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাদিতি" অর্থাৎ "বরুণের যে পাশে সতী কল্যাণী সাবিত্রী তোমাকে বন্ধন করিয়াছেন, সেই পাশ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিতেছি।" (ঋক্ ১০।৮৫।২৪)। তৎপরে সারভূত তেজঃপ্রাপ্তির জন্য একপদী হও; উর্জ্জপ্রাপ্তির জন্য দ্বিপদী হও; ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির জন্য ত্রিপদ, কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য চারিপদ, সন্তানবতী হইবার জন্য পঞ্চপদ, ঋতুদিগের উদ্দেশ্যে ছয় পদ এবং বন্ধুভাবে সপ্তপদ অগ্রসর হও। আমার প্রতি ভক্তি-মতী ও অনুরক্তা হও। আমাদের যেন বহু পুত্র হয়, তাহারা যেন সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে।' এই কথাগুলি বলিয়া পাত্র ঈশান কোণের দিকে সমস্তপদ অগ্রসর করাইয়া থাকে। তৎপরে সম্মুখীন হইয়া মস্তক দিয়া উভয়ে উভয়ের মস্তক স্পর্শ করিলে, কলসী হইতে জল লইয়া কেহ (পুরোহিত) তাহাদের উপর সিঞ্চন করে। তৎপরে বরকন্যাকে সেই রাত্রি স্বামিপুত্রবতী কোন ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোকের গৃহে যাপন করিতে হয়। কন্যা যখন ধ্রুবতারা, অরুন্ধতী এবং সপ্তর্ষি দেখিতে পায়, তখন যেন সে বলে "আমার স্বামী যেন বাঁচিয়া থাকেন এবং আমি যেন সন্তানবতী হইতে পারি।"

অষ্টম কণ্ডিকার ১৩, ১৪ সূত্রে লিখিত আছে—

'বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিবার পরে, পাত্রের, সূর্য্যাসূক্ত জানেন এমন কোন ব্যক্তিকে পাত্রীর পরিধেয় এবং ব্রাহ্মণ-দিগকে আহার্য্য দান করা ও তাঁহাদিগের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা উচিত।'

৯ম কণ্ডিকায় এইরূপ বিধান আছে যে, পাণি-গ্রহণের পরে পাত্রকে সর্ব্বপ্রথমেই গার্হপত্যাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে ও রাখিতে হইবে। দশম কণ্ডিকায় 'স্থালী-পাক' নামক রীত্যনুষ্ঠানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কোন এক নির্দ্দিষ্টপ্রকার কাঠ্যাহে অন্নাদি পাক করিয়া তদ্দ্বারা যে আহুতি প্রদান করা হয়, তাহাকে স্থালী-পাক বলে। পরবর্ত্তী দুইটি অধ্যায়ে পঞ্চকল্প ও চৈত্যযজ্ঞের নিয়মাবলী বিবৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ চৈত্যের উপর বসিয়া স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশ্যে যে আহুতি তর্পণ প্রভৃতি করা হইত, তাহাকেই চৈত্যযজ্ঞ বলা হইত।

সন্তানের জন্ম ও পালন সম্বন্ধে মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সকল সংস্কারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এই গৃহ্যসূত্রের ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ কণ্ডিকাতেও সেই সকলই বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে এই সকল গার্হস্থ্য ক্রিয়ার কথা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে—

১। গর্ভলম্ভন বা গর্ভাধান।

২। পুংসবন—গর্ভে পুত্র জন্মলাভ করিবার অভিপ্রায়ে গর্ভের প্রথম আভাস পাইবার পরেই এই ক্রিয়া করিতে হয়।

৩। সীমন্তোন্নয়ন—গর্ভিণীর চুল বাঁধা। চতুর্থ, ষষ্ঠ কি অষ্টম মাসে ইহা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

৪। হিরণ্য-মধু-সর্পিষাম্ প্রাশনম্,—নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে সুবর্ণচামচে করিয়া সদ্যোজাত শিশুর মুখে ঘৃত ও মধু প্রদান করা হয়। মনুসংহিতায় (২।২৯) ইহাই জাতকর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছে।

৫। অন্নপ্রাশন—শিশুর মুখে সর্ব্বপ্রথম অন্নপ্রদানক্রিয়ার নাম। ইহা ৫ম হইতে ৮ম মাসের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৬। চৌল (=চূড়াকরণ) ইহা তৃতীয় বৎসরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে বালকের সমগ্র মস্তক মুণ্ডন করিয়া একটিমাত্র শিখা রাখা হয়।

ঊনবিংশ কণ্ডিকায় উপনয়নক্রিয়া সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থা সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের অষ্টমবর্ষে, ক্ষত্রিয়ের একাদশে ও বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে যজ্ঞোপবীত হইলে তাঁহার দ্বিজত্ব লাভ হয়। কিন্তু অবস্থাবিশেষে এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরেও এই ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে। যজ্ঞোপবীত-প্রদানে আচার্য্যের গৃহে, উপনয়নের পরে, কি ভাবে বেদাধ্যায়ী ব্রহ্মচারী বালকদিগকে যাপন করিতে হইবে, ২২শ কণ্ডিকায় তাহা বিবৃত হইয়াছে। যথা—

'এখন তুমি একজন ব্রহ্মচারী, দেখিও প্রত্যহ প্রত্যূষে জল দিয়া মুখ ধৌত করিতে যেন ভুলিও না। নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম যথাবিধি করিয়া যাইও; দিবাভাগে নিদ্রা যাইও না। গুরুর আজ্ঞা পালন এবং বেদপাঠ করিও। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভিক্ষার্থ বাহির হইও; প্রতি সন্ধ্যায় ও প্রাতে যজ্ঞাগ্নির জন্য কাষ্ঠ আহরণ করিও।' দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অথবা যতদিন না ব্রহ্মচারী বেদজ্ঞান

লাভে সমর্থ হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে গুরুগৃহে বাস করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম কণ্ডিকায় অষ্টকা এবং 'অন্বষ্টকা' শ্রাদ্ধক্রিয়ার বিষয় বিবৃত আছে।

সপ্তম ও অষ্টম কণ্ডিকায় 'বাস্তুপরীক্ষার' উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বাস্তু-পরীক্ষার অর্থ বাসের জন্য কোন স্থান নির্ব্বাচন করিবার অথবা গৃহের ভিত্তিস্থাপন করিবার পূর্ব্বে তাহার জমি ও অবস্থানপরীক্ষা। এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

'এমন স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইবে যে,তাহার জমিতে লবণের আধিক্য না থাকে, তাহার দাবী দাওয়া লইয়া কোন মামলা-মোকদ্দমার সম্ভাবনা না থাকে এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে তরুলতা, কুশ, তৃণ এবং বীরণ থাকে। যে সকল গুল্মলতাদির রস দুগ্ধবৎ, সে সকল উৎপাটন করিয়া ফেলিতে হইবে। জানু-প্রমাণ একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তাহা আবার খনিত মৃত্তিকা দ্বারা ভরিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ করিলে, গর্ত্ত ভরিবার জন্য যে পরিমাণ মৃত্তিকার আবশ্যক, খনিত মৃত্তিকা যদি তদপেক্ষা অধিক-তর বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে জমি উত্তম। যদি সমান-সমান হয়, তবে মধ্যম; এবং যদি কম হয়, তবে নিকৃষ্ট। সূর্য্যাস্তের পর গর্ত্তটি জলে পূর্ণ করিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিয়া দিতে হইবে। যদি প্রাতেও গর্ত্তটি জলপূর্ণ থাকে, তবে জমি উত্তম; যদি আর্দ্র থাকে, তবে মধ্যম, আর যদি শুষ্ক হইয়া থাকে, তবে নিকৃষ্ট। শ্বেতবর্ণ, মধুরস্বাদ বেলে জমি ব্রাহ্মণের, রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়ের এবং পীতবর্ণ বৈশ্যের পক্ষে উত্তম।

দশম কণ্ডিকায় 'গৃহপ্রপদনের' (গৃহপ্রবেশের) ব্যবস্থা নিবদ্ধ হইয়াছে। এতদনুসারে গৃহস্বামীকে প্রথমে নবগৃহ 'বীজ' শস্যদ্বারা পরিপূর্ণ করিতে হয়। তৎপরে বাড়ীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে তাহার যে জমি আছে, তাহা চাষ করাইয়া যথাসময়ে তাহাতে এই বীজ বপন করাইতে হয়, তদনন্তর কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া ও যে দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিক্ পশ্চাতে করিয়া ঋগ্বেদের (৪। ৫৭ সূক্ত) মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে তাহাতে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। যথা—

"ক্ষেত্রপতিকে বন্ধুভাবে পাইয়া আমাদের শ্রীবৃদ্ধি হউক। তিনি যেন আমাদিগকে গো, মহিষ, অশ্ব এবং পুষ্টিকর আহার্য্য প্রদান করেন। এই সকল দ্রব্য প্রদান করিয়াই তিনি তাহার প্রসন্নতা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। হে ক্ষেত্রেশ! আমাদিগের উপর সুমিষ্ট বারি বর্ষণ কর। তোমার প্রসাদে প্রত্যেক ওষ-ধিরই যেন আমাদের পক্ষে মধুর ন্যায় আস্বাদ হয়। আমাদের উপর যেন নভোমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ও পর্জ্জন্যদেব প্রসন্ন থাকেন এবং যিনি সকল ক্ষেত্রের ঈশ্বর, সেই দেবতাও যেন আমাদিগের উপর প্রীত থাকেন। আমরা যেন নির্ভয়ে তাঁহার নিকট অগ্র-সর হইতে পারি। আমাদের বৃষগুলি যেন সুখে জমি চাষ করিতে পারে—কৃষাণগণও যেন সুখে শ্রম করিতে পারে। লাঙ্গলাগ্রভাগ যেন স্বচ্ছন্দে জমি বিদীর্ণ করিতে পারে। "কিনাশ"গণ (লাঙ্গলধারী কৃষক) যেন আনন্দে বৃষগুলির অনুসরণ করিতে পারে। পর্জ্জন্যদেব যেন সুমিষ্টধারা বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে আর্দ্র করেন। সূর্য্য ও পবনদেব যেন আমাদিগের উপর সৌভাগ্য বর্ষণ করেন।'

এই স্তব হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, প্রাচীন কালে শবদেহ দগ্ধ না করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হইত। পরবর্ত্তী যুগে যে সতীদাহের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, এ সময়ে যে তাহার প্রচলন ছিল, এমন কোনই নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। শবদেহ রক্ষা করিবার জন্য যে গর্ত্ত খনন করা হইত, তাহার অতি নিকটে আনিয়া সেই দেহ স্থাপন করা হইত এবং ইহার পার্শ্বে (বিবাহিত হইলে) তাহার স্ত্রী উপবেশন করিত; আর পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়গণ এই স্ত্রী-লোকটিকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া বসিত। অনতিদূরে একটি বেদী প্রস্তুত করিয়া তদুপরি যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করা হইত। এই বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুরোহিত যমরাজের আরাধনা করিতেন এবং প্রার্থনা করিতেন যে,তিনি যেন জীবিত লোকের পথ হইতে সরিয়া যান এবং মৃতের যে সকল অল্পবয়স্ক ও সুস্থসবল আত্মীয় স্বজন, আপনাদিগের দীর্ঘজীবনলাভের আশা ত্যাগ না করিয়া ও তাহার মঙ্গলার্থ ধর্ম্মকৃত্য সম্পাদন করিতে সমবেত হইয়াছেন, তিনি যেন তাহাদিগকে কোনপ্রকারে উৎপীড়িত না করেন। এই প্রার্থনার পরে তিনি যমাধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিবার জন্য, মৃতদেহ ও তাহার জীবিত আত্মীয়গণের মধ্যস্থলে একটি প্রস্তর স্থাপন করিয়া এই মর্ম্মে প্রার্থনা করিতেন যে, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অন্য কেহ যেন বার্দ্ধক্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বে, কি কনিষ্ঠ যেন জ্যেষ্ঠের অগ্রে, মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। তৎপরে বিধবার বিবাহিতা কুটুম্বিনীগণ বেদীর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন। তদনন্তর মৃতকে বেষ্টন করিয়া যে চক্র প্রস্তুত হইয়াছিল, বিধবা সেই চক্রাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া সমবেত আত্মীয়গণের সঙ্গে যাইয়া মিলিত হইতেন এবং তখন পুরোহিত, জীবিত অবস্থায় মৃত যে বলবীর্য্যের অধি-কারী ছিল, সেই বলবীর্য্য তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন না হইয়া, তাহার পরিবারের সঙ্গে রহিয়া গেল, ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাহার হস্ত হইতে ধনুকটি তুলিয়া লইতেন। তৎপরে "হে পৃথিবি! বাহুবিস্তার করিয়া মৃতকে গ্রহণ কর"—এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে পরম যত্নের সহিত মৃতদেহটিকে খনিত

স্থানে স্থাপন করা হইত। সর্ব্বশেষে বিশেষ সতর্কতার সহিত একখণ্ড প্রস্তর দ্বারা ঐ স্থান আবৃত এবং তদুপরি একটি মৃৎস্তূপ তোলা হইত।

ধর্ম্মসূত্র।

ধর্ম্মসূত্রই প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের মূল। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপই এই সকল সূত্রের প্রকৃত বিষয়। আবার ইহাও সহজেই বুঝা যায় যে, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ অনেক স্থলেই গৃহ্যসূত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কাজেই বুঝিতে পারা যায়, 'সময়াচারিক সূত্রে অনেক সময়েই 'গৃহ্যসূত্রে'র আলোচিত বিষয় পুনরালোচিত হইয়াছে। সংস্কার সম্বন্ধে এই উভয় সূত্রেই বিধিব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মসূত্রকারগণ কে কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। বহুতর ধর্ম্মসূত্র বিলুপ্ত হইয়াছে, এখন যে কয়খানি ধর্ম্মসূত্র পাওয়া যায়, তাহা আলোচনা করিলে মনে হয় যে, মনুরচিত মানবধর্ম্মসূত্রই সর্ব্বাদিম, এই মানবধর্ম্মসূত্র এক্ষণে বিলুপ্ত হইলেও ইহাই প্রচলিত মনুসংহিতা বা মানবধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। মানবধর্ম্মসূত্রের পর অপরাপর ধর্ম্মসূত্র প্রচলিত থাকিলেও তাহাদের নাম পাওয়া যায় না, তৎপরে আমরা গৌতমধর্ম্মসূত্র পাই। গৌতমের পর বসিষ্ঠ ও বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র প্রচার করেন। বৌধায়নচরণ তৈত্তিরীয় শাখাভুক্ত। কাহারও মতে বৌধায়নই তৈত্তিরীয় শাখার প্রথম সূত্রকার, কিন্তু মনু হইতে মানবচরণ, ইহারাও তৈত্তিরীয় শাখা, এরূপ স্থলে মনুই তৈত্তিরীয় শাখার প্রথম সূত্রকার। বৌধায়নের বহু পুরুষ পরে ভারদ্বাজ, ভারদ্বাজের বহু পুরুষ পরে আপস্তম্ব এবং আপস্তম্বের বহু পুরুষ পরে সত্যাষাঢ়-হিরণ্যকেশী সূত্রকাররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রে এক, কণ্ব, কাণ্ব, কুণিক, কুৎস, কৌৎস, পুষ্করসাদি, বার্ষ্যায়ণি, শ্বেতকেতু ও হারীত এই কয়জন ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তার নাম পাওয়া যায়। হিরণ্যকেশিধর্ম্মসূত্রের বৃত্তিকার মহাদেব লিখিয়াছেন যে, হিরণ্যকেশীর পরও কএকজন সূত্রকার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের নাম অজ্ঞাত।

মানবধর্ম্মসূত্র এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত না হইলেও মানবগৃহ্যসূত্র আবিষ্কৃত এবং তাহা হলণ্ডের প্রাচ্যসভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মনুরচিত এই গৃহ্যসূত্রখানি মানবধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত প্রচলিত মানবধর্ম্মশাস্ত্রের মিল না থাকিলেও প্রচলিত যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার সহিত অনেকাংশে মিল দেখা যায়। উভয় গ্রন্থ আলোচনা করিলে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা মানবগৃহ্যসূত্রের বিবৃতি বলিয়া মনে হইবে।

এক্ষণে যে সকল ধর্ম্মসূত্র প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে গৌতম ধর্ম্মসূত্রখানি প্রচলিত অপর সকল ধর্ম্মসূত্র অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া সকলে স্বীকার করেন। পরাশরের মতে সত্যযুগে মনু ও ত্রেতাযুগে গৌতমের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত হইয়া ছিল। বাস্তবিক প্রচলিত অপর ধর্ম্মসূত্রগুলি সকলেই গৌতম ধর্ম্মসূত্রের অনুবর্ত্তী, এ কারণ সংক্ষেপে গৌতম ধর্ম্মসূত্রের পরিচয় দিতেছি।

গৌতম মনুর মত উদ্ধৃত করিলেও অপর কোন ধর্ম্মসূত্রের মত উদ্ধৃত করেন নাই। গৌতমচরণ সামবেদীয় রাণায়নী শাখাভুক্ত। সুতরাং লাট্যায়ন ও গোভিলের সূত্রসমূহের মত গৌতমরচিত শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র সামবেদীয় সাহিত্যের অন্তর্গত ছিল। সামবেদের বংশব্রাহ্মণে সামপ্রকাশকদিগের মধ্যে চারিজন গৌতমের নাম দৃষ্ট হয়—যথা গাত্রুগৌতম, সুমন্ত্রবাভ্রব গৌতম, শঙ্কর গৌতম ও রাধ গৌতম। এ ছাড়া প্রচলিত শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রসমূহে কেবল গৌতম ও স্থবির গৌতমের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। সামবেদের পিতৃমেধসূত্ররচয়িতা এক গৌতমের নাম পাওয়া যায়। এই সকলের মধ্যে কোন্ গৌতমধর্ম্মসূত্র প্রচার করেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে গৌতমধর্ম্মসূত্রকার যে নিঃসন্দেহে সামবেদী ছিলেন, তাহা এই ধর্ম্মসূত্র হইতেই প্রমাণিত হয়। কৃচ্ছ্র প্রকরণে ২৬ অধ্যায়ে তিনি সামবিধানব্রাহ্মণ উদ্ধৃত এবং ২৫।৮ সূত্রে পঞ্চ ব্যাহৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। ১।৫১ সূত্রে 'সত্যই পঞ্চম ব্যাহৃতি' বলিয়া অভিহিত। সাধারণতঃ বৈদিক গ্রন্থসমূহে 'ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ' এই তিনটী ব্যাহৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কেবল সামবেদের ব্যাহৃতিসাম মধ্যে পঞ্চম ব্যাহৃতি স্থলে 'সত্যং' উক্ত হইয়াছে। গোবিন্দ স্বামী স্বরচিত বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রের (১।১।২১) বৃত্তিতে লিখিয়াছেন—

'যথা বা বোধায়নীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রং কৈশ্চিদেব পঠ্যমানং সর্ব্বাধিকারং ভবতি তথা গৌতমীয়ে গোভিলীয়ে ছন্দোগৈরেব পঠ্যতে। বাসিষ্ঠাস্তু বহ্বৃচৈরেব।"

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতেও জানা যাইতেছে যে গৌতম ধর্ম্মশাস্ত্র ছন্দোগগণের এবং বসিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র বহ্বৃচ বা ঋগ্বেদীয়গণের পাঠ্য মধ্যে গণ্য ছিল। গৌতমধর্ম্মসূত্রে ২৮টী অধ্যায় আছে, তাহাতে দীক্ষা, শুদ্ধি, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু, বৈখানস ও গৃহীর ধর্ম্ম, নমস্কর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম, বেদজ্ঞ রাজা ও ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, স্নাতকধর্ম্ম, দ্বিজাতির বর্ণধর্ম্ম ও জীবনোপায়, রাজধর্ম্ম, ব্যবহার ও দণ্ডবিধান, সাক্ষিপ্রকরণ, অশৌচ, শ্রাদ্ধ, উপাকর্ম্ম, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, স্ত্রীপ্রকরণ, প্রায়শ্চিত্ত ও দায়ভাগ বর্ণিত হইয়াছে।

বৌধায়ন ও বসিষ্ঠের ধর্ম্মসূত্রে ধর্ম্মসূত্রকার গৌতমের বিশেষ বিশেষ মত উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—(বৌধায়নধর্ম্মসূত্রে ১।১।১৭-২৪)

"পঞ্চধা বিপ্রতিপত্তির্দক্ষিণতস্তথোত্তরতঃ ॥১৭

যানি দক্ষিণতস্তানি ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥১৮

যথৈতদনুপেতেন সহ ভোজনং স্ত্রিয়া সহ ভোজনং

পর্য্যুষিতভোজনং মাতুলপিতৃস্বসৃদুহিতৃগমনমিতি ॥১৯

অথোত্তরত ঊর্ণাবিক্রয়ঃ সীধুপানমুভয়তোদদ্বিব্যবহার

আয়ুধীয়কং সমুদ্রযানমিতি ॥"২০

ইতরদিতরস্মিন্ কুর্ব্বন্ দুষ্যতি ॥২১

তত্র তত্র দেশপ্রামাণ্যমেব স্যাৎ ॥২২

মিথ্যৈতদিতি গৌতমঃ ॥২৩

উভয়ং চৈব নাদ্রিয়েত শিষ্টস্মৃতিবিরোধদর্শনাৎ ॥২৪"

অর্থাৎ দক্ষিণ ও উত্তরে পাঁচ প্রকার বিপ্রতিপত্তি আছে। তন্মধ্যে যেগুলি দক্ষিণে, সেগুলি বলিব। যথা—(ব্রাহ্মণের) অনুপনীতের সহিত ভোজন, স্ত্রীর সহিত ভোজন, পর্য্যুষিতান্ন-ভোজন, মাতুলকন্যা ও পিতৃস্বসার কন্যাগমন। এইরূপ উত্তরে (ব্রাহ্মণের) ঊর্ণাবিক্রয়, মদ্যপান, উপরে ও নীচের মাড়ীতে দাঁত আছে এরূপ পশুবিক্রয়, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসায় ও সমুদ্রযাত্রা। কিন্তু অপর যে স্থানে ঐ সকল কার্য্যে দোষ দিয়া থাকে, সেই সেই স্থানে দেশাচারই প্রামাণ্যবৎ। গৌতম বলেন, ইহা ঠিক নহে। উভয় স্থানের আচারই শিষ্টাচার ও স্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া কখনই আদরণীয় নহে।

এইরূপ আপদ্ধর্ম্মে বৌধায়ন (২।২।৭০-৭১) ব্যবস্থা করিয়াছেন 'অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা যে ব্রাহ্মণ জীবিকা-নির্ব্বাহে অসমর্থ হইবেন, তিনি ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন। কিন্তু গৌতম বলেন যে ব্রাহ্মণগণ কিছুতেই এই বৃত্তি অবলম্বন করিবেন না, কারণ ক্ষত্রধর্ম্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি উগ্র বা কঠোর।

"নেতি গৌতমোঽত্যুগ্রোহি ক্ষত্রধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য।"

গৌতম ধর্ম্মসূত্র পাঠ করিলে মনে হইবে যে, তিনি পরবর্ত্তী কোন কোন স্মৃতিকারের মত দেশাচারকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। মনুর মত তিনি ও প্রথমেই "বেদোঽখিল-ধর্ম্মমূলং" সূত্র প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা সর্ব্বদেশে শিষ্ট সমাজে গ্রাহ্য, যাহা বেদমূলক, তাহাকেই তিনি সদাচার বলিয়া প্রকাশ এবং অপর সকল বর্ণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণকেই তিনি এই সদাচার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

ধর্ম্মশাস্ত্র।

এখন সাধারণতঃ ৪৮ খানা ধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অন্ততঃ ২৭ খানা বিদ্যমান এবং যাজ্ঞবল্ক্যেও ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন (১।৩-৫) যথা—১ মনু, ২ যাজ্ঞবল্ক্য, ৩ অত্রি, ৪ বিষ্ণু, ৫ হারীত, ৬ উশনস্, ৭ অঙ্গিরা, ৮ যম, ৯ আপস্তম্ব, ১০ সম্বর্ত্ত, ১১ কাত্যায়ন, ১২ বৃহস্পতি, ১৩ পরাশর, ১৪ ব্যাস, ১৫ শঙ্খ, ১৬ লিখিত, ১৭ দক্ষ, ১৮ গোতম বা গৌতম, ১৯ শাতাতপ ও ২০ বশিষ্ঠ। নারদ, ভৃগু, বৌধায়ন প্রভৃতি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে মনুর গ্রন্থই (মনুসংহিতা নামে পরিচিত) প্রাচীনতম ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

বেদ এবং সূত্রগ্রন্থাদির পরে বোধ হয় মনুসংহিতাই সংস্কৃতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও পবিত্র গ্রন্থ। বেদের পরবর্ত্তিযুগে রচিত হইলেও বেদের উপনিষদের সঙ্গে দর্শনের যেমন সংযোগ রহিয়াছে, সূত্রসমূহের সঙ্গেও মনুসংহিতার সেইরূপ সম্বন্ধ। বেদের পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া গৃহীত না হইলেও, অতি প্রাচীন যুগের হিন্দুসমাজের ক্রিয়াকর্ম্ম, আচারব্যবহার, রীতিনীতি, ও মানসিক উন্নতির ইতিহাস হিসাবে ইহার যে বিশেষ একটা মূল্য আছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণগণ কেমন করিয়া নানা প্রকারের বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া আপনাদিগের প্রাধান্য এবং আপনাদিগের অধীনস্থ জাতিবিভাগ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারও বেশ একটি সুন্দর চিত্র, এই গ্রন্থ আলোচনা করিলে পরিস্ফুট হইবে। পক্ষান্তরে সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যে যত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে, মনুসংহিতা তাহার মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং ইহার উপদেশের মধ্যে কতকগুলি উপদেশ বাস্তবিকই অমূল্য ও সুধীমাত্রের অবশ্য প্রতিপাল্য।

বিভিন্ন ঋষি বা মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়া যে সকল জ্ঞানগর্ভ প্রমাণ ও নিয়মাবলী পুরুষপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, বর্ত্তমান মনুসংহিতা বোধ হয়, তাহারই একটা শৃঙ্খলারহিত সংগ্রহ মাত্র। টীকাকারগণ "বৃদ্ধ" ও "বৃহৎ" এই দুই নামে একখানা মূল সংগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের উক্তি অনুসারে তাহাতে ২৪টি বিভাগ, ১০০০ অধ্যায় ও লক্ষ শ্লোক ছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থে ২৬৮৫টি মাত্র শ্লোক আছে। সম্ভবতঃ পর পর যুগে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নূতন নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করা হইতেছিল।

যাহাই হউক, একথা যেন কেহ মনে না করেন যে, এক সময়ে সমগ্রদেশে যে সকল বিধিবদ্ধ আইন কানুন প্রচলিত ছিল, মনুসংহিতা তাহাদেরই একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগ্রহ। ইহা খুবই সম্ভবপর যে, সমগ্র ভারতবর্ষ কখনও একের শাসনাধীন হয় নাই। যখন কোন বিশেষরূপে ক্ষমতাশালী, ও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজা বিস্তৃত প্রদেশের উপর আধিপত্যলাভে সমর্থ হইতেন, তখন তিনি চক্রবর্ত্তী উপাধি লাভ করিতেন। এই সকল, রাজগণের শাসনাধীন প্রদেশে যে সকল জাতীয় অনুষ্ঠান এবং বিধিব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, মনুসংহিতা তাহার ইতিহাস নহে।

তবে একথা ঠিক যে ক্রমে ক্রমে ইহা সমগ্র হিন্দুসমাজ কর্তৃকই পরিগৃহীত হইয়াছিল এবং অবশেষে ইহা এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, বেদের পরেই লোকে ইহার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। শুধু তাহাই নহে, অবশেষে ইহারই উপর হিন্দুজাতির সমগ্র আইনকানুন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে কিন্তু ইহার অবস্থা অন্যপ্রকার ছিল। বিশিষ্ট মতাবলম্বী "মানব" নামক ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের মধ্যে (সম্ভবতঃ বিভিন্ন স্মৃতিকার কর্তৃক প্রবর্তিত) যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহাদেরই কতকগুলি সংগ্রহ লইয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই মানব ব্রাহ্মণগণ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থলে বাস করিতেন। এই সম্প্রদায় "তৈত্তিরীয়ক" অর্থাৎ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অনুবর্ত্তী ছিলেন। ইহাদিগের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রগুলি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাঁহাদের সাময়াচারিক বা ধর্ম্মসূত্রগুলি এখনও পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে এই গ্রন্থের কতকগুলি ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইহাও বলিতে হয় যে তাহারা কেবল ধর্ম্ম-ক্রিয়াকর্ম্মসম্বন্ধীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্ত্তব্যের আদর্শের পরিপূর্ণতা-সাধনের জন্য সন্নিবেশিত হইয়াছিল; বাস্তবজীবনে কেহ এই সকল ব্যবস্থা পালন করিবে কি না, কিম্বা করিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে গ্রন্থকার লক্ষ্য করেন নাই। কে যে এই সকল ব্যবস্থাদি সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি একজন প্রধান মানব চরণভুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পূর্ব্বপুরুষের 'মনু' নামেই পরিচিত হন।

মনুসংহিতায় পৌরাণিক বিষয়ও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

'ভগবান্ (ব্রহ্মা) স্বয়ং এই সকল বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে আমাকে সমস্তই শিখাইয়াছিলেন। তদনন্তর আমি আমার পুত্র মরীচি এবং অন্যান্য নয়জন মহর্ষিকে এই বিষয়ে শিক্ষাদান করি। তাঁহাদিগের মধ্যে ভৃগুকে আমি তোমাদিগকে (ঋষিদিগকে) আদ্যন্ত সংহিতা শুনাইবার জন্য নিযুক্ত করিতেছি। ইনি আমার নিকট হইতে সমগ্র গ্রন্থ খানাই কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। এই ভাবে মনুর ব্যবস্থা প্রচারকল্পে নিযুক্ত হইয়া মহর্ষি ভৃগু সন্তুষ্টমনে ঋষিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শ্রবণ করুন"। (১।৫৮—৬০)

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ১।৬০ শ্লোক পর্য্যন্ত মনু নিজের মুখে বলিতেছেন। ইহার পরে গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত ভৃগুই বক্তা এবং সর্ব্বশেষ শ্লোকে (১২।১২৬) ইহাকে 'ভৃগু'-প্রোক্ত মানবশাস্ত্র বলা হইয়াছে। এ দিকে আবার (১১:২৪৩) উক্ত হইয়াছে, তপঃপ্রভাবে প্রজাপতি বা ব্রহ্মা এই গ্রন্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে অখিল বেদ, স্মৃতি ও শীল বা ব্রহ্মণ্য এবং অতি পূর্ব্বকাল হইতে সাধুলোকেরা যে সকল আচার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে সেই সকল আচার—এই চতুর্বিধ ধর্ম্মমূল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সাধুদিগের 'আত্মতুষ্টি'ও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

১ম অধ্যায়ের ১০৭ ও ১০৮ শ্লোকেও উহারই সমর্থন দৃষ্ট হয়—

"অস্মিন্ ধর্ম্মোঽখিলেনোক্তো গুণদোষৌ চ কর্ম্মণাম্।
চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারশ্চৈব শাশ্বতঃ॥
আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ॥"

অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সর্ব্ব প্রকার বিধিব্যবস্থা, সৎ ও অসৎকর্ম্মের সংজ্ঞা এবং চতুর্বর্ণের 'শাশ্বত আচার' সন্নিবেশিত হইল। 'আচারই পরম ধর্ম, যে হেতু বেদ ও স্মৃতিতে এইরূপই উক্ত হইয়াছে।'

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে এই ধর্ম্মশাস্ত্রে স্মৃতি, শীল এবং আচার সম্বন্ধীয় উপদেশাবলী শ্লোকাকারে সংক্ষেপে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল বিধিব্যবস্থার মধ্যে অধিকাংশই পূর্ব্বে গৃহ্য ও সাময়াচারিক সূত্র নামে সংগৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছে। মনুর প্রথম অধ্যায়ের শেষে আলোচিত বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় গুলিকে নিম্নলিখিত ছয় প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা ১ বেদ, ২ বেদান্ত বা আত্মবিদ্যা, ৩ আচার, ৪ ব্যবহার, ৫ প্রায়শ্চিত্ত এবং ৬ কর্ম্মফল।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং দর্শন শাস্ত্রের উপদেশাবলী বাদ দিলে, গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের অধিকাংশই তৃতীয় বিভাগ 'আচারের' অন্তর্ভুক্ত। ২য় অধ্যায়ের ১৭।১৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশের সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে আচার প্রচলিত আছে, তাহাই 'সদাচার' অর্থাৎ এই আচারই বেদ ও স্মৃতির অনুমোদিত। 'আচার' শব্দটি বহু বিস্তৃতার্থক। ইহাতে ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা এবং সামাজিক জীবনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রতিপালন করা আবশ্যক, সে সকলেই বুঝাইয়া থাকে। যথা, ব্রাহ্মণ-জীবনের চারিভাগ, গুরুগৃহে বিদ্যার্থীর আচরণ, উপনয়ন, দৈনিক পাকযজ্ঞ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, বিভিন্ন বৃত্তি, আহারবিধি, এবং স্ত্রীলোকসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা এ সকলেই আচার শব্দের অন্তর্গত। পঞ্চম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে ব্রাহ্মণের মৃত্যুর এই চারিটী কারণ

নির্দ্ধারিত হইয়াছে—১ বেদ পাঠ না করা, ২ আচার ভ্রষ্ট হওয়া, ৩ আলস্য এবং ৪ অন্নদোষ।

"অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥"

ব্যবহার বা রাজশাসন এবং আইন-প্রণয়ন ও প্রয়োগ, ধর্ম্মাধিকরণের গতিবিধি ও অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রায়শ্চিত্ত ও কর্ম্মফল বা জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

উক্ত ছয় ভাগে বিভক্ত বিধিব্যবস্থাগুলি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। কাজেই ব্রাহ্মণজীবনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই এই গুলি বিধিবদ্ধ ও প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ছয় অধ্যায় কেবল ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিত ও অপর ছয় অধ্যায়ে প্রায় সর্ব্বত্রই এ বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের বাহুবলের সহায়তা ব্যতীত ব্রাহ্মণ প্রাধান্য রক্ষিত হইতে পারে না। তাই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য এবং রাজার চরিত্র ও কার্য্যসম্বন্ধেও অনেক কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু বৈশ্য এবং শূদ্র মনুর চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহাদিগের সম্বন্ধে এবং মিশ্র জাতিদিগের বিষয়ে বিশেষ কিছুই লেখা হয় নাই। তাই, প্রথম অধ্যায়ে জগৎসৃষ্টির ইতিহাস লিখিয়া, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম এই চারি অধ্যায়েরই শৃঙ্খলার সঙ্গে একমাত্র ব্রাহ্মণ জীবনের কর্ত্তব্য লিখিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বানপ্রস্থের এবং ভিক্ষুর কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে খাদ্য, পশুহত্যা, বিশুদ্ধীকরণ, পত্নীকর্ত্তব্য এবং মোটামুটি ভাগে স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধেও বিধি ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রধানতঃ রাজবংশ ক্ষত্রিয়দিগেরই পরিচালনার জন্য ৭ম ও অষ্টম অধ্যায়ে রাজ্যশাসন এবং আইন-কানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগ সম্বন্ধে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ৯ম অধ্যায়ে স্ত্রীলোক, দম্পতী সন্তান, উত্তরাধিকারস্বত্ব এবং সম্পত্তি বণ্টন সম্বন্ধে আরও কতক গুলি ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বশেষে (২২১ শ্লোক হইতে) রাজাদিগের উদ্দেশ্যে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে এবং বৈশ্য ও শূদ্রদিগের পরিচালনার জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইয়াছে। কৃষী এবং ব্যবসায়ীদিগকে বৈশ্য এবং ক্রীতদাস ও দাসদিগকে শূদ্র আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম চারিবর্ণের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। এই অসবর্ণবিবাহোদ্ভব বর্ণসঙ্করদিগের সম্বন্ধে ১০ম অধ্যায় ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ বৃত্তি বা ব্যবসায় এবং আপদ্‌কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র যে সকল কার্য্য করিতে পারেন, সেই সকল কার্য্যও নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। শেষের কয়েকটি শ্লোক (১১২-১২৯) বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। ইহাতে মুখ্য ভাবে শূদ্রদিগের কর্ত্তব্য ও সামাজিক স্থান নির্ণীত হইয়াছে। ১১শ অধ্যায়ে বর্ত্তমান জীবনের ও পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধিব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বাদশ অধ্যায়ে স্বর্গ-নরকভোগরূপ কর্ম্মফল এবং বিবিধ প্রকারের জন্মান্তর পরিগ্রহের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহার উপসংহারে কেমন করিয়া নির্ব্বাণমোক্ষলাভ এবং ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বেশ দেখা যাইতেছে যে এই গ্রন্থে নানা প্রকারের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। উক্ত বিষয় সকল বিশ্লেষণ করিয়া ইহার (১) ধর্ম্মমত, (২) দার্শনিকমত, (৩) আচার, (৪) ব্যবহার (৫) প্রায়শ্চিত্ত এবং (৬) কর্ম্মফলবাদ সম্বন্ধে কএকটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইতেছে।

সম্ভবতঃ পূর্ব্বে মানবদিগের যে সকল বিধিব্যবস্থা তাহাদিগের গৃহ্য ও সাময়াচারিক সূত্রে বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাই সংগৃহীত হইয়া মনুসংহিতার নামে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, ইহাতে মানবদিগের মধ্যে প্রচলিত 'স্মৃতি'বাক্য অনুষ্টুপ্ ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে।

ধর্ম্মমত। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, পুরুষসূক্ত এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণে বৈদিক যুগের শেষাবস্থায় যে ধর্ম্মমত পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে মনুসংহিতাপ্রদত্ত ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সাধারণতঃ ভগবদ্বাক্যজ্ঞানকেই বেদ বলা হয় (৪।১২৫)। আবার কখনও ইহার 'ত্রয়ীবিদ্যা' এবং 'ব্রহ্মন্' (১।২৪,১।২৩,২।৮১,৬।৮৩); শ্রুতি (২।১০) এবং ছন্দস্ (৪।৯৫-৯৭) এই নামও দেওয়া হইয়াছে। এক স্থলে 'আর্ষ' এবং অপর এক স্থলে 'বাচ্' (১২।১০৬,১১।৩৩) এই দুই নামও প্রদত্ত হইয়াছে।

১।২৩,৪।১২৩—১২৪, ১১।২৬৪ শ্লোকে নাম ধরিয়াই তিন বেদের এবং ১১।৭৭,২০০,২৫৮ ও ২৬২ শ্লোকে তাহাদের সংহিতার উল্লেখ করা হইয়াছে। যজ্ঞক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিবার জন্য ব্রহ্মা যথাক্রমে অগ্নি, বায়ু ও তেজ (সূর্য্য) হইতে ঋক্, যজুঃ, এবং সাম এই 'ব্রহ্মত্রয়' (ত্রিবেদ) দোহন করিয়াছিলেন; এবং ২।৭৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে এই ত্রিবেদ হইতেই আবার তিনি 'সাবিত্রী' (গায়ত্রী)কে দোহন করিয়া বাহির করিয়াছিলেন। বেদের ব্রাহ্মণকাণ্ড 'ব্রহ্ম' এবং মন্ত্রকাণ্ড 'ছন্দস্' নামে উল্লিখিত হইয়াছে (৩।১০০)। বেদ অনাদি অনন্ত এবং অভ্রান্ত, ইহার জ্ঞানলাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সর্ব্বসন্তাপহারক। (১২।৯৯)

৪। অন্য দুই বেদের তুলনায় সামবেদকে নিম্নে স্থান দান করা

হইয়াছে। দেবতাদিগের সঙ্গে ঋগ্বেদের, মনুষ্যের ধর্ম্ম কর্ম্মের সঙ্গে যজুর্ব্বেদের এবং পিতৃদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মের সঙ্গে সামবেদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে (৪।১২৪)। তাই সামেরীর নামোচ্চারণ 'অপ্রতি' বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ইহার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বলা হইয়াছে (৩।১৪৩) যে শ্রাদ্ধের সময়ে পুরোহিত বহ্বৃচকে (অন্যত্র হোতা নামে পরিচিত) শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করা হইবে, কারণ ইনি বিশেষরূপে ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। ইহার পরেই 'শাখান্তগ' বিশেষতঃ যজুর্ব্বেদজ্ঞ অধ্বর্য্যুকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। সর্ব্বশেষে 'ছন্দোগ' (উদ্গাতৃ) উপাধিধারী সামবেদী পুরোহিতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

প্রত্যেক দ্বিজকেই দৈনিক যে পাঁচটি ধার্ম্মকৃত্য সম্পাদন করিতে হয়, তৃতীয় অধ্যায়ে সেই কর্ম্মগুলি বিবৃত হইয়াছে। মনু (৩।৬৯।৭১) যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা বলিয়াছেন, এ গুলি সেই মহাযজ্ঞেরই অন্তর্ভুক্ত।) এই পঞ্চকর্ম্মের নাম---১ দেবযজ্ঞ, ২ ভূতযজ্ঞ, ৩ পিতৃযজ্ঞ, ৪ ব্রহ্মযজ্ঞ, এবং ৫ মনুষ্যযজ্ঞ। ইহা দ্বারা যথাক্রমে দেবতাদিগের প্রতি, সর্ব্বপ্রাণীজগতের প্রতি পিতৃপুরুষদিগের প্রতি, ঋষি বা বেদদ্রষ্টাদিগের প্রতি, এবং মনুষ্যজাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইয়াছে। গার্হপত্যাগ্নিতে হোম প্রদান করিয়া প্রথমটি, সর্ব্বপ্রকার জীবের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করিয়া দ্বিতীয়টি ; মৃত পূর্ব্বপুরুষদিগের আত্মার উদ্দেশ্যে তর্পণ করিয়া তৃতীয়টি ; বেদের পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিয়া চতুর্থটি এবং দান ও আতিথেয়তা দ্বারা পঞ্চমটি সম্পাদন করিতে হয়। (মনুসংহিতা ৩।৮১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মযজ্ঞের বিষয় লিখিত হইয়াছে। নিজ ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য দ্বিজকে কি করিতে হইবে, এবং কেমন করিয়া বেদোচ্চারণ ও পাঠ করিতে হইবে (স্বাধ্যায়বিধি) তাহাও এখানে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। যথা—

"স্কন্ধোপরি যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া তাহাকে আবাসস্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে হইবে। প্রথমে স্নান ও আচমন করিয়া তাহাকে কুশাসনের উপর বসিতে হইবে। আসনটি এমন ভাবে স্থাপন করিতে হইবে যে কুশাগ্রগুলি সকলই পূর্ব্বমুখী থাকে (মনু ২।৭৫)। এই ভাবে উপবিষ্ট হইয়া তাহাকে পবিত্র ওঁকারব্যাহৃতিত্রয় (ভূর্ ভুবঃ ও স্বর্) এবং সাবিত্রী (অথবা গায়ত্রী) আবৃত্তি করিতে হইবে। তৎপরে, ঋক্ সাম অথর্ব্বাঙ্গিরস, ব্রাহ্মণ, কল্প, গাথা, নারাশংসী, ইতিহাস ও পুরাণ ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কোনও কোনও অংশ, যতক্ষণ তাঁহার ইচ্ছা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, সুস্থদেহে দ্বিজ সূর্য্যাস্তের পর নিদ্রিত হইবেন পরে, তাঁহাকে রাত্রির অবশিষ্টাংশ নির্ব্বাক্‌ভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় যাপন করিতে হইবে এবং সূর্য্যোদয়ের সময় ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৩৭ সূক্তের চতুর্থ হইতে অষ্টম মন্ত্র আবৃত্তি করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই যদি সূর্য্যোদয় হয়, তবে মৌনভাবে সমস্ত দিনটি দণ্ডায়মান অবস্থায় কাটাইয়া সেই স্তোত্রের শেষ চারিটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে হইবে।

গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিয়া গৃহী হইবার পূর্ব্বে দ্বিজকে যে সকল অনুষ্ঠানাদি করিতে হইবে, অষ্টম, নবম, ও দশম অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।—

"আপনার এবং গুরুর, অন্ততঃ গুরুর জন্য, তাহাকে হার, কুণ্ডল, উত্তরীয় ও পরিধেয়, ছত্র, পাদুকা, যষ্টি, উষ্ণীষ সুগন্ধ দ্রব্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে। অধ্যয়ন সমাপনান্তে গুরুর নিকট হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি লইয়া এবং কি পরিমাণ "অর্থ" প্রদান করিতে হইবে তাহা অবগত হইয়া, তাহাকে স্নান করিতে হইবে। তৎপরে 'পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিবে' এই মর্ম্মে তাহাকে কয়েকটি শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে পর সে "স্নাতকের" অবস্থায় উন্নীত হইল। অর্থাৎ প্রথম জীবন, ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া ও পবিত্র হইয়া সে জীবনের দ্বিতীয় ভাগ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ অধ্যায়ই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। মৃতদেহ ভস্মীভূত করিবার সময় যে সকল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে এবং তৎপরে শ্রাদ্ধাদি যে সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়। তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রথম চারি অধ্যায়ে সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে।—

"কাহারও মৃত্যু হইলে পর, তাহার বাসস্থানের দক্ষিণপূর্ব্ব কি দক্ষিণপশ্চিম কোণে অবস্থিত শ্মশানভূমিতে একটি গর্ত্ত খনন করিতে হইবে। তখন তাহার আত্মীয় স্বজনবর্গ অগ্নি ও যজ্ঞপাত্র প্রভৃতি সেই খনিত স্থানে লইয়া যাইবে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা প্রাচীন, তাহারা কর্ত্তিতকেশ, কর্ত্তিতনখ, হইয়া শবদেহটি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। সেই সঙ্গে যজ্ঞার্থ একটী গাভী কি কৃষ্ণছাগীও লইয়া যাইতে হইবে। এইরূপে যাইবার সময় স্ত্রীলোক ও পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। অপর আত্মীয়স্বজন তাহাদের গাত্রাবরণ ও যজ্ঞোপবীত অধোনিবীত এবং কেশ অবিন্যস্ত করিয়া, বয়োজ্যেষ্ঠগণ পূর্ব্বে ও কনিষ্ঠের পরে, এই ভাবে অনুগমন করিবে। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দাহকারী ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত (১০।১৪।৯) মন্ত্রটী আবৃত্তি করিয়া শমীবৃক্ষের শাখা দ্বারা দাহার্থ প্রস্তুত স্থানে জল সিঞ্চন করিবে।

"(হে মন্দাত্মাগণ) যাও, এখান হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া

পড়। মৃতব্যক্তির পিতৃপুরুষগণ দিবার, জল ও উজ্জ্বল আলোক দ্বারা 'ব্যক্ত' এই স্থান তাহার বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।

তৎপরে তাহাকে খনিত স্থানের চারিপ্রান্তে নিম্নলিখিতভাবে অগ্নিগুলি স্থাপন করিতে হইবে—আহবনীয় অগ্নি দক্ষিণপূর্ব্ব-কোণে, গার্হপত্য উত্তর পশ্চিম কোণে এবং দক্ষিণাগ্নি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্থাপিত হইবে। তাহার পরে কর্ম্মকুশল কোন ব্যক্তি জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ ও যজ্ঞস্থানের (অন্তর্ব্বেদীর) ভিতরে স্তূপীকৃত করিবে। তদনন্তর কুশতৃণের একটি আস্তরণ এবং কর্ত্তিতকেশ ছাগের কৃষ্ণচর্ম্ম সেই স্তূপীকৃত কাষ্ঠরাশির উপর বিস্তারিত করিয়া তদুপরি শবদেহ শয়ান করাইতে হইবে। শবের পদদ্বয় গার্হপত্যাগ্নির এবং মস্তক আহবনীয়াগ্নির দিকে থাকিবে। শবের উত্তর দিকে তাহার পত্নীকে (চিতার উপর) শয়ান করাইতে হইবে। মৃতব্যক্তি ক্ষত্রিয় হইলে, তাহার ধনুকও তাহার পত্নীর সঙ্গে রাখিতে হইবে। তৎপরে এই স্ত্রীলোকটির "পতিস্থানীয়' দেবর, অথবা কোন অন্তেবাসী কি পুরাতন ভৃত্য তাহাকে উত্তোলিত করে। এই সময়ে ঋগ্বেদের এই (১০।১৮।৮) মন্ত্রটী আবৃত্তি করিতে হয়—

"নারি, তুমি উঠ, আবার জীবিত জগতে ফিরিয়া আইস—তুমি যে একটি মৃত মানুষের পাশে শুইয়া রহিয়াছ, ফিরিয়া আইস। যে স্বামী বিবাহপ্রার্থী হইয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার প্রতি তুমি সম্পূর্ণরূপে স্ত্রী ও জননীর কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছ।"

তৎপরে দেবর (ক্ষত্রিয় হইলে) ধনুকটি তুলিয়া লইতে লইতে ঋগ্বেদের ১০।১৮।৯ মন্ত্রটী বলিতে থাকে—

"আমাদের রক্ষার জন্য, আমাদের থাবার জন্য, আমাদের বলের জন্য, আমি এই ধনুকটি মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে গ্রহণ করিতেছি। থাক তুমি সেখানে—এখানে সকল যুদ্ধেই শত্রুজয় করিয়া আমরা যেন বীরপুরুষের মত থাকিতে পারি।"

তৎপরে তাহাকে বিভিন্ন যজ্ঞদ্রব্য গুলি ও নিহত পশুর কয়েকখণ্ড মাংস মৃত দেহের দুই হস্তে ও অন্যান্য স্থানে স্থাপন করিতে হইবে। এই সকল সমাধা করিয়া সে অগ্নি তিনটি প্রজ্বালিত করিবার আদেশ প্রদান করিবে। আহবনীয়াগ্নি যদি প্রথমে মৃতদেহ স্পর্শ করে, তবে তাহার আত্মা স্বর্গে প্রয়াণ করে, গার্হপত্য প্রথম স্পর্শ করিলে, অন্তরীক্ষে গমন করে এবং দক্ষিণাগ্নি প্রথম স্পর্শ করিলে, মনুষ্যলোকেই রহিয়া যায়। যদি তিনটি অগ্নিই এক সঙ্গে স্পর্শ করে, তবে ইহা অতি শুভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। শবদেহ যখন দগ্ধ হইতে থাকে ঋগ্বেদের কোন কোন অংশ (যথা ১০।১৪।৭,৮,১০,১১, ১০।১৬।১—৪,১০।১৭।৩৬, ১০।১৮।১১, ১০।১৫৪।১-৫) আবৃত্তি করা হয়। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে—

'হে পৃথিবি, হস্তপ্রসারণ করিয়া মৃদুস্পর্শে, সস্নেহে ও সাদরে মৃতব্যক্তিকে গ্রহণ কর এবং মা যেমন আপনার অঞ্চল দিয়া স্নেহের শিশুটিকে আবৃত করে, তেমনই করিয়া তাহাকে আবৃত কর। (১০।১৮।১১)।

'হে প্রেতাত্মা তুমি প্রস্থান কর। যে সুপ্রাচীন পথ ধরিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তোমার অগ্রে গমন করিয়াছেন, তুমিও সেই পথেরই অনুসরণ কর। আহুতিতৃপ্ত মহান্ বরুণ ও যমরাজকে তুমি দেখিতে পাইবে। ঊর্দ্ধে পিতৃপুরুষগণের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে এবং সেখানে তোমার সমস্ত সঞ্চিত আহুতির পুরস্কার লাভ করিবে। তোমার পাপ এবং অপূর্ণতা এখানে ফেলিয়া রাখিয়া আর একবার তোমার গৃহে ফিরিয়া যাও এবং মহিমোজ্জ্বল রূপ ধারণ কর। শুভপথে ত্বরিতগতিতে সরমার পথরক্ষক পুত্রদ্বয় চতুর্নয়ন চিত্রবিচিত্র কুকুর দুইটিকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাও, তোমার প্রতি সদয় পিতৃগণ পরমানন্দে যমের সঙ্গে বাস করিতেছেন—তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অগ্রসর হও। হে মহেশ্বর, তোমার নিকট ইহাকে লইয়া যাইবার জন্য তোমার প্রহরীদের হস্তে ইহাকে অর্পণ কর, এবং ইহাকে অনন্ত সুখ ও স্বাস্থ্য প্রদান কর।' (১০।১৪।৭-১১)

যিনি এই সকল শ্লোক উত্তমরূপে জানেন ও আবৃত্তি করিতে পারেন, এমন কোন লোক যদি মৃতের দেহ দাহন করেন, তবে মৃতের আত্মা 'আতিবাহিক' বা অধিষ্ঠান দেহ ধারণ করিয়া ধূমের সহিত নিশ্চয়ই স্বর্গে প্রয়াণ করে।

অতঃপর শবদাহক এই মন্ত্র (ঋক্ ১০।১৮।৩) উচ্চারণ করিবে—

'আমরা যাহারা তাহার মৃত্যুর পরেও জীবিত রহিলাম, এখন মৃতকে পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া চলিলাম। আমাদের প্রদত্ত আহুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ যেন আশীর্ব্বাদ করেন। এখন আমরা নৃত্য, পরিহাস এবং দীর্ঘতর জীবনপ্রাপ্তির আশা করিবার জন্য চলিয়া যাইতেছি।'

ইহার পরে তাহারা সকলে কোন স্থিরজলাশয়ে যাইয়া একটি করিয়া ডুব দিবে এবং মৃতের ও তাহার পরিবারের উদ্দেশ্যে এক অঞ্জলি জলপ্রদান করিবে। (যথা—হে দেবদত্ত ও কাশ্যপ এই জল তোমাকে প্রদান করিতেছি।) তৎপরে জল হইতে উঠিয়া ও শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া আকাশে নক্ষত্ররাজির উদয় কি সূর্য্য একেবারে অস্তমিত না হওয়া পর্য্যন্ত জলাশয়ের তীরে বসিয়া থাকিবে। তদনন্তর কনিষ্ঠগণ অগ্রে ও জ্যেষ্ঠগণ পশ্চাতে এইভাবে তাহারা গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিবে। গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে (শুদ্ধ হইবার জন্য) তাহাদিগকে প্রস্তরখণ্ড, অগ্নি,

গোময়, ঘৃত, তৈল এবং জলস্পর্শ করিতে হইবে। একরাত্র কোন রন্ধনাদি হইতে পারিবে না—স্বধু পূর্ব্বপক্ক দ্রব্যই তাহারা ভোজন করিতে পারিবে এবং ত্রিরাত্রি পর্য্যন্ত লবণ মিশ্রিত দ্রব্য ভোজন করিবে না।

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে মৃতের অস্থি ও ভস্মসংগ্রহের ('সঞ্চয়ন'—মনু ৫। ৫৯) ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে।

'একটিমাত্র নক্ষত্রের অবস্থিতিকালে এবং কৃষ্ণপক্ষের দশমী-তিথির পরবর্ত্তী কোন এক বিষম (একাদশী, ত্রয়োদশী ইত্যাদি) তিথিতে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে।'

মৃতব্যক্তি পুরুষ হইলে, তাহার ভস্ম ও অস্থি একটি 'অলক্ষণ' (অনলঙ্কৃত) কুম্ভে রক্ষা করিতে হইবে। আর স্ত্রীলোক হইলে স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্ট একটি বৃহত্তর পাত্রে স্থাপন করিতে হইবে। তৎপরে মৃত্তিকায় একটি গর্ত্ত করিয়া, ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রটী (১০।১৮।১০) আবৃত্তি করিতে করিতে, পাত্রাদি সেই গর্ত্তে রাখিতে হইবে—

'যাও, তোমার জননী সুবিস্তৃতা প্রশস্তা, সুলক্ষণা পৃথিবীর নিকট যাও। ধার্ম্মিকপুরুষের নিকট 'ঊর্ণম্রদা' যুবতীরমণী যেমন, তোমার নিকটও যেন তিনি সেইরূপ হউক। পাপ-দেবতার আলিঙ্গন হইতে তিনি যেন তোমাকে রক্ষা করেন।'

তৎপরে ঋগ্বেদের ১০। ১৮। ১১ ও ১২ মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে সেই গর্ত্তের উপর মৃত্তিকা ছড়াইতে হইবে এবং সর্ব্বশেষে পাত্রটির মুখের উপর একটি আবরণী স্থাপন করিয়া ১০।১৮।১৩ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্তটি এমনভাবে ভরিয়া ফেলিতে হইবে যে, পাত্রটিকে আর দেখিতে পাওয়া না যায়।—

'অবলোকনের জন্য তোমার চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকা উত্তোলন করিতেছি এবং তোমাকে কোন প্রকারের ক্লেশ না দিয়া এই আবরণীটী তোমার উপর রক্ষা করিতেছি। পিতৃগণ যেন তোমার এই অন্তিমচিহ্ন রক্ষা করেন। যম যেন তোমার জন্য এখানে একটি বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।'

এই কার্য্যসম্পাদনান্তে আত্মীয়গণ, আশে পাশে না চাহিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং স্নান করিয়া মৃতের উদ্দেশ্যে একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

সপ্তম অধ্যায়ে চারি প্রকার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে —১, পার্ব্বণ; 'মাসিক, ইহা অমাবস্যা তিথিতে, কি যে দিনে দুই বা ততোধিক নক্ষত্র সমসূত্রপাতে অবস্থান করে সেই দিনে ঊর্দ্ধে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। (মনু ৩।২৮২ দেখ) 'নিত্য' পার্ব্বণ প্রত্যহ এবং 'অষ্টকা' ব্রতকগুলি নির্দ্দিষ্টকালের অষ্টম দিবসে অনুষ্ঠিত হয়। ২, কাম্য, কোন ঈপ্সিত ফলপ্রাপ্তির (যেমন পুত্রলাভ) জন্য ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ৩, আভ্যুদয়িক—ইহা পারিবারিক উৎসবের (বিবাহ সংস্কারাদি) সময় কিম্বা শ্রীবৃদ্ধির (বৃদ্ধি-পূর্ত্ত) মানসে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ৪, একোদ্দিষ্ট; 'বিশিষ্ট'—সকল পূর্ব্বপুরুষের উদ্দেশ্যে নহে, সদ্যোমৃত কোন ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যে তিথিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, প্রতিবৎসর সেই তিথিতে এই শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। (যে সকল শ্রাদ্ধ কোন সময় বিশেষে করা হয়, তাহাদিগকে 'নৈমিত্তিক' শ্রাদ্ধ বলে।) এই সকল শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণাদি দান করা হয়, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে উত্তরমুখী করিয়া বসাইতে হয়। এবং কুশ ও তিলসংযোগে তাহাদের হস্তে জল ঢালিতে হয়। (মনু ৩। ২২৩ দেখ)। "স্বধা' এই শুভ শব্দটি উচ্চারণ করিয়া 'পিণ্ড' এবং জলাঞ্জলি অর্পণ করিতে হয়। আর একপ্রকারের শ্রাদ্ধ আছে, তাহাকে 'দৈব' শ্রাদ্ধ বলে। ইহা 'বিশ্বদেবগণের' অথবা দশমসংখ্যক কোন বিশিষ্ট দেবগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই হেতু কেহ কেহ অষ্টপ্রকারের শ্রাদ্ধের কথা বলিয়া থাকেন; নির্ণয়-সিন্ধুর মতে শ্রাদ্ধ দ্বাদশ প্রকার।

মনু ৩। ১২৩-২৮৬তে এই সকল শ্রাদ্ধের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ২০২ শ্লোকে শ্রাদ্ধের এইরূপ অর্থ দেওয়া হইয়াছে—

"রাজতৈর্ভাজনৈরেষামথবা রাজতান্বিতৈঃ।
বার্য্যপি শ্রদ্ধয়া দত্তমক্ষয়ায়োপকল্পতে॥"

'শ্রদ্ধার সহিত রজতান্বিত পাত্রে করিয়া পিতৃগণকে স্বধু কেবল জল দান করিলেও অক্ষয় সুখ লাভ হইয়া থাকে।'

চতুর্থ অধ্যায়ের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে যে সকল বিধিব্যবস্থা নিবদ্ধ হইয়াছে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সংখ্যক সূক্তের সঙ্গে তাহাদের বেশ একটি সুন্দর সংযোগ আছে। যদিও সূত্রে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে এই সূক্তের মূলবচনই পাঠ করিতে হইবে, তথাপি যে সময়ে এই স্তব রচিত হইয়াছিল, তাহার পরে শ্রাদ্ধব্যাপারে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

উপরোক্ত সূক্তটি মূলবচন বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন করিলে জানা যাইবে যে আদিযুগে যখন আর্য্যজাতি আসিয়া প্রথমে হিন্দুস্থানের সমতলক্ষেত্রে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে এত সময় ব্যয় হইত না বা এত বাহুল্য ছিলনা। ক্রমে ক্রমে এই উপলক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে বহু ব্যয়ে ও আড়ম্বরের সঙ্গে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইতে থাকে। কিন্তু তখনও প্রকৃত অনুষ্ঠানে যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য ছিল, মৃতের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন ও তাহার জন্য যথেষ্ট শোক প্রকাশ করা হইত।

জন্মান্তরপরিগ্রহের কথা কি ভগবৎসত্ত্বায় মিশিয়া যাইবার কথা অনেক পরবর্ত্তী যুগের। সেই পূর্ব্বকালেও কিন্তু আত্মার চির অস্তিত্বে এবং মৃত্যুর পরেও ইহার বিশেষ অবস্থায় আস্থা স্থাপন করিতে দেখা যায়।

মনুসংহিতায় স্পষ্ট অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই। কিন্তু অথর্ব্বন্ ও আঙ্গিরসের নিকট (১১।৩৩) ভগবানের অভিব্যক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। এক স্থানে প্রত্যক্ষ ভাবে (৬।২৯) এবং অন্যত্র (২।১৬৫) পরোক্ষ ভাবে উপনিষদের উল্লেখ আছে। যথা—'দ্বিজ যেন উপনিষদের সঙ্গে সমগ্র বেদের আবৃত্তি করেন।' (২।১৬৫)

কল্পসূত্রের (২।১৪০) উল্লেখ এবং ও 'নিরুক্তজ্ঞ' ব্যক্তিকে (১২।১১১) পরিষদ্রচনাকরী ব্রাহ্মণের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু কোথাও যাস্কের উল্লেখ নাই।

পরমপুরুষকে ব্রহ্মন্ (১।১১) বিশ্বস্রষ্টাকে 'ব্রহ্মা' (১২।৫০) এবং 'প্রজাপতি' (১১।২৪৩ ও ১২।১২১) পরমাত্মা 'স্বয়ম্ভূ' নামে (১।৬), এ ছাড়া নারায়ণ (১।১০), বিষ্ণু 'হর' (১২।১২১) এবং ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু বা মরুৎ, যম বরুণ, চন্দ্র, অগ্নি ও পৃথিবী (৯।৩০৩) এই কয়টী বৈদিক দেবতার উল্লেখ আছে। কিন্তু কোথাও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্ত্তি বা দুর্গা প্রভৃতি শক্তি অথবা কৃষ্ণভক্তির আদৌ প্রসঙ্গ নাই। চৈত্যের উল্লেখ থাকিলেও কোথাও দেবমন্দিরের কথা পাওয়া যায় না। 'দেবলক' (৩।১৫২) বা প্রতিমাপরিচারক অপাঙ্ক্তেয় এবং 'প্রতিমাভেদকের' (৯।২৮৫) দণ্ডের ব্যবস্থা থাকায় দেবমূর্ত্তিপূজা যে তৎকালে প্রচলিত ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তৎকালে আর্য্যসমাজে মূর্ত্তিপূজার প্রাধান্য ছিল না, তাহা হইলে মনু মূর্ত্তিপূজা ও নৈবেদ্য সম্বন্ধে নিরুত্তর হইতেন না। ব্রহ্মবাদ ও জীবাত্মার ব্রহ্মে লয়, দেহাত্মবাদ ও নরকাদি ভোগকাল নির্দ্দিষ্ট ছিল। (৪।৮৮-৯০, ১২।৭৫, ৭৭)। স্বর্গ ব্রহ্মলাভের সোপান স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইত। (২।২৪৪। ৪।১৮২, ২৬০)

এ সময় চিন্তার প্রসারকারণ 'হেতুশাস্ত্র' আলোচিত হইত, কিন্তু যাহারা এই শাস্ত্র চর্চ্চা করিতন, মনু তাহাদিগকে 'নাস্তিক' ও 'সমাজবাহ্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (২।১১) যাহারা বেদ বা ধর্ম্মশাস্ত্র মানিয়া চলিত না, মনু তাহাদিগকে 'পাষণ্ডী' আখ্যা দিয়াছেন (১।১১৮)। মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক পাষণ্ডীর 'শাক্য-ভিক্ষু-ক্ষপণকাদি' অর্থ করিয়াছেন (৪।৩০)। কিন্তু মনুসংহিতার কোথাও 'বুদ্ধ' বা 'বৌদ্ধ' শব্দের উল্লেখ নাই, অথবা বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায় না। যদিও মনু হিংসাবহুল কৃষি ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য বলিয়াই ব্যবস্থা দিয়াছেন।

"হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।"

কিন্তু কোথাও তিনি অহিংসা পরমধর্ম্মের আভাস দেন নাই। বরং নানাবিধ শ্রাদ্ধে নানা প্রকার পশুপক্ষী প্রভৃতির মাংসদান অতি পুণ্যজনক বলিয়াই ব্যবস্থা দিয়াছেন। যদিও মনুসংহিতায় সাংখ্যের পুরুষপ্রকৃতি ও বেদান্তের ব্রহ্মবাদ অবিমিশ্র ভাবে বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও তিনি দর্শন হিসাবে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক বা মীমাংসা শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। দ্বাদশ অধ্যায়ে বেদান্তমত এবং ব্রহ্মবিদ্যা অর্থে আত্মবিদ্যা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন (৭।৪৩)। তাঁহার সময়ে 'আন্বীক্ষিকী' (৭।৪৩) বা তর্কবিদ্যার যথেষ্ট আদর ছিল এবং প্রত্যেক পরিষদে বা দ্বাদশ জনসম্মিলিত ব্রাহ্মণসভায় এক এক 'হৈতুক' (ন্যায়জ্ঞ) ও 'তর্কী' (মীমাংসক) রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। (১২।১১১)

মনুসংহিতায় যেরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতানুরূপ। সম্ভবতঃ যে সময়ে সাংখ্য বা বেদান্ত স্বতন্ত্র দর্শনরূপে গণ্য হয় নাই, মনুর সৃষ্টিতত্ত্ব সেই সময়ের রচনা।

মনু 'শ্রুত্যুক্ত' ও 'স্মার্ত্ত' আচারই প্রকৃত 'সদাচার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি সগৌরবে জানাইয়াছেন যে ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী ব্রাহ্মণবর্গের আচারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাদেরই নিকট পৃথিবীর যাবতীয় লোক স্ব স্ব চরিত্র শিক্ষা করিবে।

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥" (২।২০)

মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠিত চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের উজ্জ্বল চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ১ম ব্রাহ্মণ, ২য় ক্ষত্রিয়, ৩য় বৈশ্য ও ৪র্থ শূদ্র, এই চারি বর্ণ, ইহার মধ্যে ১ম তিন বর্ণ বৈদিকী সাবিত্রী দীক্ষা দ্বারা দ্বিতীয় জন্মলাভ করে বলিয়া দ্বিজাতি, শূদ্র এক জাতি, এ ছাড়া আর পঞ্চম বর্ণ নাই।

মনুসংহিতারচনাকালে এখনকার মত বহু জাতির উৎপত্তি হয় নাই। পাণিগ্রহণকার্য্য সবর্ণমধ্যে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও ব্রাহ্মণ পরবর্ত্তী তিন বর্ণের, ক্ষত্রিয় পরবর্ত্তী দুই বর্ণের এবং বৈশ্য তৎপরবর্ত্তী এক বর্ণ বা শূদ্রকন্যাকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন। উচ্চবর্ণ নিম্ন বর্ণের কন্যার সহবাসে যে সন্তান উৎপন্ন হইত, তাহাকে অনুলোমজ এবং নিম্নবর্ণ হইতে উচ্চবর্ণের কন্যাতে যে সন্তান জন্মিত, তাহাকে প্রতিলোমজ বলা হইত। মনুসংহিতায় এই অনুলোম ক্রমে উৎপন্ন অম্বষ্ঠ, নিষাদ বা পারশব ও উগ্র এবং প্রতিলোম ক্রমে উৎপন্ন সূত, মাগধ, বৈদেহ, আয়োগব, ক্ষত্তা, চণ্ডাল, আবৃত, আভীর, ধিগ্বণ, পুক্কশ, কুক্কুটক, শ্বপাক, ও বেণ এই কয়টী জাতি (১০।৮-১৯) এবং এই সকল হীনজাতির পরস্পর সংস্রবে উৎপন্ন সৈরিন্ধ্র, মৈত্রেয়ক, মার্গব বা দাশ কৈবর্ত্ত, কারাবর, অন্ধ্র, মেদ, পাণ্ডুসোপাক, আহিণ্ডিক ও অন্ত্যাবসায়ী নামক অতি নিকৃষ্ট জাতির উল্লেখ আছে।(১০।৩২-৩৯)

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যথাকালে উপনীত না হইলে তাহাকে 'ব্রাত্য' বলা হইত। এইরূপ ব্রাত্যসংস্রবেও কতকগুলি জাতি হইয়াছিল,—তন্মধ্যে ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে ভূর্জ্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান, ও পুষ্পশেখর; ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, লিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রাবিড়, এবং ব্রাত্য বৈশ্য হইতে সুধন্বাচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র ও সাত্বত জাতি (১০।২১-২৩); এ ছাড়া বৃষলত্ব প্রাপ্ত কতকগুলি ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ আছে, তাহাদের নাম পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ। (১০।৪৪)

বেদের সময় যেমন আর্য্যসমাজবাহ্য লোকদিগকে 'দস্যু' বা 'দাস' বলা হইত [দস্যু দেখ।] মনুসংহিতাতেও সেইরূপ আর্য্যসমাজবাহ্যদিগকে 'দস্যু' বলা হইয়াছে। (১০।৪৫)

গৌতম ও বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণ এই তিন জাতির উল্লেখ থাকিলেও মনুসংহিতায় ইহাদের নাম নাই। ধর্ম্মসূত্রসমূহে ঐ তিন জাতি 'সবর্ণ' বা পিতৃ সদৃশ বর্ণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মনুর সময়ে এই তিন জাতির স্বতন্ত্র নামকরণ হয় নাই।

মনু ব্রাহ্মণবর্ণকেই আর্য্যসমাজের শাস্তা, নিয়ন্তা ও প্রভু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় দেখিতে পাই—

"বৈশেষ্যাৎ প্রকৃতিশ্রৈষ্ঠ্যান্নিয়মস্য চ ধারণাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥" (১০।৩)

বিশেষরূপ জাত্যুৎকর্ষ, বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যোগ্যতা বা স্নাতকব্রত ধারণ এবং ক্ষত্রিয়াদি অপেক্ষা উপনয়নাদি সংস্কারের বিশেষত্ব হেতু ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের প্রভু।

মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ বর্ণ মধ্যে 'ঋত্বিক্' বা যাগকারী, 'আচার্য্য বা উপনয়ন ও সকল বেদোপনিষদের উপদেশদাতা, 'উপাধ্যায়' অর্থাৎ কোন বেদ বা বেদাঙ্গের অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী এবং 'গুরু' বা জাতকর্ম্ম ও অন্নপ্রাশনাদি সম্পন্নকারী, এই চতুর্ব্বিধ শ্রেণিবিভাগ দৃষ্ট হয় (২।১৪০-১৪২) এ ছাড়া দেবল, কুশীলব প্রভৃতি পতিত ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে।

মনু যেমন ব্রাহ্মণসমাজকে সকল সমাজের আদর্শ ও প্রভু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়সমাজকেও তিনি সামান্যভাবে দেখেন নাই, তাঁহার এই উক্তি হইতেই জানিতে পারা যায়—

"নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥" (৯।৩২২)

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ছাড়া ব্রাহ্মণের শ্রীবৃদ্ধি নাই, ব্রাহ্মণ ছাড়া ক্ষত্রিয়ও সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হন না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একত্র মিলিত হইলে ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বত্রই সমৃদ্ধি লাভ করেন।

বাস্তবিক মনুসংহিতা পাঠ করিলে সহজেই ধারণা হইবে যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণই আর্য্যসমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই দুই সমাজের আচারব্যবহার ও সংস্কারাদি মনুসংহিতায় সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। মনুসংহিতায় প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—

১ম অধ্যায়ে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, সৃষ্টিপ্রকরণ, মনুর আদেশে ভৃগুর মানবধর্ম্মকথন, দৈবাদিকল্পনির্ণয়, বর্ণধর্ম্ম ও গ্রন্থানুক্রমণিকা; ২য় অধ্যায়ে ধর্ম্মের চতুর্ব্বিধ প্রমাণ, ব্রহ্মচর্য্য, শিষ্যকর্ত্তব্য ও গুরুজনের প্রত্যভিবাদনবিধি; ৩য় অধ্যায়ে চাতুর্ব্বর্ণ্যবিবাহ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি অষ্ট প্রকার বিবাহনির্ণয়, পঞ্চমহাযজ্ঞ, অতিথিসৎকার ও শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা; ৪র্থ অধ্যায়ে শিলোঞ্ছবৃত্তি, গার্হস্থ্য নিয়ম; ৫ম অধ্যায়ে ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও অশৌচনির্ণয়, দ্রব্যশুদ্ধি, স্ত্রীধর্ম্ম; ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আশ্রমধর্ম্ম; ৭ম অধ্যায়ে রাজধর্ম্ম ও রাজ্যরক্ষার্থ উপায়াদি সবিস্তারবর্ণন, ৮ম অধ্যায়ে ব্যবহারনিয়ম, অষ্টাদশ বিবাদপদাদিকথন, সাক্ষিনির্ণয়, দণ্ডবিধি ও রাজদণ্ডের পাপনাশকতাকথন, ৯ম অধ্যায়ে স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্ম, দায়ভাগ,দ্যূতক্রীড়া-চৌর্য্যাদিনিরাকরণোপায়, বৈশ্যশূদ্রের কর্ত্তব্য, ১০ম অধ্যায়ে সঙ্করজাতির উৎপত্তি ও বর্ণচতুষ্টয়ের আপদ্ধর্ম্ম ও বৃত্তিনিরূপণ, ১১শ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্তবিধি; ১২শ অধ্যায়ে কর্ম্মের জন্মান্তরকারণতা ও জ্ঞান মোক্ষের সাধকতাবর্ণন।

আর্য্যসমাজে মনুই সর্ব্বপ্রধান স্মৃতিকার এবং মনুর বচনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। নিবন্ধকারগণ প্রকাশ করিয়াছেন—

মন্বর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রামাণ্য নহে। কারণ মনুতে বেদার্থ সকলই উপনিবদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ অবিকল বেদার্থই ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

"বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং।
মন্বর্থবিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥"

মন্বাদি প্রণীত যে স্মৃতি তাহা সংহিতা নামেও প্রকাশিত।

মনুসংহিতা সর্ব্বপ্রধান স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়া প্রচলিত থাকায় অপর সকল স্মৃতি অপেক্ষা ইহার বহু ভাষ্য ও টীকা রচিত হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে প্রথমে বৃহস্পতি মনুস্মৃতির বার্ত্তিক ও বৌধায়নভাষ্য রচনা করেন,এখন তাহা অপ্রচলিত। প্রচলিত ভাষ্য ও টীকাগুলির মধ্যে মেধাতিথির ভাষ্যই সর্ব্বপ্রাচীন, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে বিজ্ঞানেশ্বর এই মেধাতিথিভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। মেধাতিথির ভাষ্য ব্যতীত গোবিন্দরাজ 'মন্বনুসারিণী' নামে, নন্দনাচার্য্য 'নন্দিনী' নামে, রাঘবানন্দ সরস্বতী 'মন্বর্থচন্দ্রিকা' নামে, কুল্লুকভট্ট 'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামে, মণিরামদীক্ষিত 'সুবোধিনী' নামে, এ ছাড়া সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ, রামচন্দ্র, কৃষ্ণনাথ, রুচিদত্ত ও উদয়করচিত মনুর টীকা পাওয়া গিয়াছে।

মনুস্মৃতি বা মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের পরই যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি। ভারতের সর্ব্বত্রই মনুস্মৃতির ন্যায়, যাজ্ঞবল্ক্যের সমাদর এবং এই ধর্ম্মশাস্ত্রও একখানি প্রধান স্মৃতি বলিয়া গণ্য। মনুর ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির ব্যবস্থানুসারেও ভারতের নানা স্থানের হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে। এ কারণ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির উপরও বহুতর টীকা ও নিবন্ধ রচিত হইয়াছে।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় মানবধর্ম্মশাস্ত্র যেরূপ কুরুক্ষেত্রের নিকট ব্রহ্মাবর্ত্তপ্রদেশে প্রচলিত হয়, শুক্লযজুর্ব্বেদীয় যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্র সেইরূপ মিথিলায় প্রচলিত হইয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্যের কেন এত আদর? পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, যে সনাতন বেদোদিত ধর্ম্মমত মানবগৃহ্যসূত্রে প্রকটিত হইয়াছে, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় বিস্তারিত ভাবে তাহারই বিবৃতি দেখা যায়। এ কারণ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিও অতি প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মনুসংহিতায় ১২টী অধ্যায় ও মোট ২৬৮৫টী শ্লোক আছে, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত এই তিনটী অধ্যায় ও সর্ব্বশুদ্ধ ১০১৮টী শ্লোক পাওয়া যায়, এ অবস্থায় যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা আকারে মনুস্মৃতির অর্দ্ধেকেরও কম। অথচ প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি অতি বিশদ ভাবেই বুঝান হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলা বা পূর্ব্বভারতে প্রচারিত হইলেও মানবগৃহ্যসূত্রের অনুবর্ত্তী বলিয়া ইহার প্রত্যেক ব্যবস্থাই প্রচলিত মানবধর্ম্মশাস্ত্রের অনুরূপ। ইহার প্রথম অধ্যায়ের প্রত্যেক বিধি, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে অধিকাংশই যেন মনুবচনই ধ্বনিত হইয়াছে। অথচ মনুস্মৃতি অপেক্ষা বেশ সুপ্রণালীতে বিরচিত। মনুতে চতুর্দ্দশ বিদ্যার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য চারি বেদ, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র ও ষড়ঙ্গ এই চতুর্দ্দশ বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন (১।৩)। মনু ব্রাহ্মণের পক্ষে চারি বর্ণের কন্যাগ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণের শূদ্রাবিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন (১।৫৭)। মনুস্মৃতি মধ্যে বৌদ্ধপ্রসঙ্গ নাই, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় স্পষ্টভাবে বৌদ্ধপ্রসঙ্গ না থাকিলেও 'মুণ্ড' (১।২৭১) ও 'কাষায়বাস' (২।২৭২) শব্দের দ্বারা বৌদ্ধগণের আভাস আছে। রাজাকে (বৌদ্ধবিহার বা সঙ্ঘারামের আদর্শে) বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের জন্য অগ্রহার বা মঠস্থাপনের জন্য আদেশ করা হইয়াছে (২।১৮৫)। মনু সুবর্ণ, পল, নিষ্ক, ধরণ ও পুরাণ (৮।১৩৫-১৩৭) এই কয়টী স্বর্ণ ও রজতের পরিমাণ উল্লেখ করিলেও কোন প্রকার মুদ্রাঙ্কিত টাকা বা মোহরের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য 'অকূট' বা অকৃত্রিম এবং 'কূটক' বা মেকী উভয় প্রকার 'নাণক' মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন। (২।২৪১) ধর্ম্মাধিকরণে বাদী ও প্রতিবাদী 'লেখ্য' ও 'লিখিত' কাগজপত্রের উল্লেখ এবং ভূমিদান ও তাম্রশাসনের ব্যবস্থা আছে। (১।৩১৮) মানবগৃহ্যসূত্রে "বিনায়কানাং ব্যাখ্যাস্যামঃ" প্রসঙ্গে বিনায়কপূজার সংক্ষেপে উল্লেখ আছে, যাজ্ঞবল্ক্য বিস্তৃতভাবে বিনায়কশান্তি ও গ্রহযজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন। (১।২৭০) তিনি লিখিয়াছেন—

'যোগাভিলাষী হইয়া আদিত্যের নিকট হইতে আমি যে বৃহদারণ্যক প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিতে হইবে এবং মংকথিত যোগশাস্ত্র জানিতে হইবে।' (৩।১১০) ইহাতে মনে হয় যে,ধর্ম্মশাস্ত্রকার ও যোগশাস্ত্রকার যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুর ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্রেরও বহুতর টীকা ও নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১মদেববোধ ও তৎপরে কল্যাণের চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের সময় খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে বিজ্ঞানেশ্বর রচিত মিতাক্ষরা নাম্নী টীকাই প্রথম উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানেশ্বরব্যতীত অপরার্ক, ধর্ম্মেশ্বর,শূলপাণি, লক্ষ্মীদেবী (বালম্ভট্টী), রঘুনাথ ভট্ট, মিত্রমিশ্র প্রভৃতি রচিত বহুতর টীকা প্রচলিত আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে মনু,অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ এই ১৯ জন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা। সুতরাং ১৯ খানি স্মৃতিসংহিতা। শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে স্থানে স্থানে বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিরোধের মীমাংসা করিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধস্থলে শ্রুতিই প্রামাণ্য, অর্থাৎ শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারেই কর্ম্ম করিতে হইবে। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত পুরাণের বিরোধ হইলে মন্বাদি সংহিতারই প্রাধান্য হইবে। পুরাণের প্রাধান্য হইবে না।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত বহুসংখ্যক স্মৃতি প্রচলিত থাকিলেও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত অপর স্মৃতিগুলির কিন্তু সেরূপ বহুপ্রচলন নাই, এ কারণ সেই সেই স্মৃতির তাদৃশ প্রাচীন টীকা টিপ্পনীও পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বে যে সকল স্মৃতির তালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে পরাশর, বিষ্ণু ও নারদ এই কয়খানিরই কিছু বেশী আদর দেখা যায়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—

"কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥" (পরাশর ১অ°)

উক্ত পরাশর বচন অনুসারে মানব ও গৌতম ধর্ম্মশাস্ত্রের পরই শঙ্খ ও লিখিত এবং বর্ত্তমান কলিযুগে পরাশরোক্ত ধর্ম্মই বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সম্ভবতঃ স্মৃতিনিবন্ধকারগণ এই কারণেই উক্ত কয়েকখানি স্মৃতির প্রমাণই অধিকাংশস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই সংক্ষেপে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার পরিচয় দিয়াছি। অপরাপর স্মৃতিগ্রন্থগুলিরও সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি—

৩, অত্রিসংহিতা এক অধ্যায় ও ৩৯০ শ্লোকে সম্পূর্ণ, ইহাতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয় আচার ও নানা কার্য্যজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তাদি বিধি বিবৃত হইয়াছে।

৪, বিষ্ণুসংহিতা ১০০টী ক্ষুদ্র অধ্যায়ে বিভক্ত; ১ম অধ্যায়ে সৃষ্টি বা উপোদ্‌ঘাতপ্রকরণ, ২ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, ৩ রাজধর্ম্ম, ৪ অর্থদণ্ড, ৫ অষ্টাদশপদবিষয়ক দণ্ডবিধান, ৬ অধর্ম্মাদিবিচার, ৭ লেখ্য, ৮ সাক্ষিপ্রকরণ, ৯ সময়ক্রিয়া, ১০ ঘটদিব্য, ১১ অগ্নিদিব্য, ১২ উদকদিব্য, ১৩ বিষদিব্য, ১৪ দেবোদকদিব্য, ১৫ দ্বাদশপুত্র, ১৬ বিবিধোৎপত্তি ১৭ ধনবিভাগ, ১৮ নানা-জাতিভাগ, ১৯ নির্হরণ, ২০ শোকাপনোদক বাক্য, ২১ আদ্যক্রিয়া, ২২ অশৌচনির্ণয়, ২৩ দ্রব্যশুদ্ধি, ২৪ বিবাহ-নিরূপণ, ২৫ স্ত্রীধর্ম্ম, ২৬ সবর্ণাসবর্ণস্ত্রীধর্ম্ম, ২৭ গর্ভাধানাদি সংস্কার, ২৮ ব্রহ্মচারিধর্ম্ম, ২৯ আচার্য্যলক্ষণ, ৩০ অধ্যয়ন-ধর্ম্ম, ৩১ অতিগুরুলক্ষণ, ৩২ গুরুধর্ম্মাতিদেশবিষয়, ৩৩ প্রায়-শ্চিত্তোপোদ্‌ঘাত, ৩৪ অতিপাতকস্বরূপ, ৩৫ মহাপাতকস্বরূপ, ৩৬ অনুপাতকস্বরূপ, ৩৭ উপপাতকবিভাগ, ৩৮ জাতিভ্রংশকর-বিভাগ, ৩৯ সংকরীকরণবিভাগ, ৪০ অপাত্রীকরণবিভাগ, ৪১ মলাবহবিভাগ, ৪২ প্রকীর্ণকপ্রায়শ্চিত্ত, ৪৩ নরককথন, ৪৪ দুর্যোনিকথন, ৪৫ রোগবিশেষকথন, ৪৬ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণলক্ষণ, ৪৭ চান্দ্রায়ণলক্ষণ, ৪৮ যাবকব্রত, ৪৯ বৈষ্ণবব্রত, ৫০ ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্ত, ৫১ সুরাপানপ্রায়শ্চিত্ত, ৫২ সুবর্ণস্তেয়প্রায়শ্চিত্ত, ৫৩ গুরুতল্পপ্রায়শ্চিত্ত, ৫৪ সংসর্গপ্রায়শ্চিত্ত, ৫৫ রহস্যপ্রায়শ্চিত্ত, ৫৬ সূক্তাদি, ৫৭ অননুতাপিত্যাগ, ৫৮ অর্থবিবেক, ৫৯ গৃহাশ্রম-ধর্ম্ম, ৬০ আহ্নিক, ৬১ দন্তধাবন, ৬২ আচমন, ৬৩ অধ্বকাল-কার্য্য, ৬৪ স্নানবিধি, ৬৫ বিষ্ণুপূজন, ৬৬ উক্তোপচারদ্রব্য-বিবেচন, ৬৭ বৈশ্বদেব, ৬৮ ভোজনবিধিনিষেধ, ৬৯ স্ত্রীসংগম-নিষেধ, ৭০ শয়ননিষেধ, ৭১ স্নাতকধর্ম্ম, ৭২ দমযম, ৭৩ শ্রাদ্ধ-প্রস্তাব, ৭৪ অষ্টকাশ্রাদ্ধ, ৭৫ দেবতানির্ণয়, ৭৬ নিত্যশ্রাদ্ধকাল, ৭৭ নৈমিত্তিকশ্রাদ্ধকাল, ৭৮ কাম্যশ্রাদ্ধকাল, ৭৯ শ্রাদ্ধোপকরণ, ৮০ দ্রব্যবিশেষদানে তৃপ্তিবিশেষ, ৮১ শ্রাদ্ধভোজনধর্ম্ম, ৮২ শ্রাদ্ধানর্হ, ৮৩ পংক্তিপাবন, ৮৪ শ্রাদ্ধে বর্জ্জ্যদেশ, ৮৫ শ্রাদ্ধার্হদেশ, ৮৬ বৃষোৎসর্গ, ৮৭ কৃষ্ণাজিনদান, ৮৮ উভয়তোমুখী দান, ৮৯ কার্ত্তিকস্নান, ৯০ প্রকীর্ণদান, ৯১ কূপারামতড়াগাদিদান, ৯২ অভয়াদিদান, ৯৩ পাত্রবিশেষে দানে ফলবিশেষ, ৯৪ বানপ্রস্থধর্ম্ম, ৯৫ অবশিষ্ট বানপ্রস্থধর্ম্ম, ৯৬ সন্ন্যাসধর্ম্ম, ৯৭ জ্ঞানোপায়, ৯৮ বিষ্ণুস্তুতি, ৯৯ লক্ষ্মীস্তুতি, ও ১০০ অধ্যায়ে এতচ্ছাস্ত্রাধ্যয়নফল বর্ণিত হইয়াছে।

বিষ্ণুস্মৃতি অধিকাংশ সূত্রাকারে লিখিত, এ কারণ বিষ্ণু-স্মৃতিকে অনেকে ধর্ম্মসূত্র মধ্যে গণ্য করেন। কাশীবাসী নন্দ পণ্ডিত 'কেশববৈজয়ন্তী' নামে বিষ্ণুস্মৃতির একখানি বিস্তৃত টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন; এই টীকাও একখানি উৎকৃষ্ট নিবন্ধ মধ্যে গণ্য।

৫, হারীতসংহিতায়—১ম অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়ের নিকট অম্বরীষ রাজার বর্ণাশ্রমধর্ম্মজিজ্ঞাসা, তদুত্তরে মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক মুনিগণ ও হারীতসংবাদ প্রসঙ্গে ব্রহ্মার জন্ম, ব্রহ্মার জগৎসৃষ্টি, ও ব্রাহ্মণধর্ম্ম, ২য় অধ্যায়ে সংক্ষেপে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের ধর্ম্ম, ৩য় অধ্যায়ে ব্রহ্মচারীর বিধিনিয়ম, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবিহিত নিষিদ্ধ দ্রব্যের উল্লেখ ও গুরুসেবারীতি, ৪র্থ অধ্যায়ে গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশকাল, বিবাহের উপযুক্ত পাত্রীলক্ষণ, দন্তকাষ্ঠপ্রমাণ, মুখশোধন, স্নানবিধি, আচমনবিধি, জপের স্বরূপ ও অধ্যায় দিন, ৫ম অধ্যায়ে বানপ্রস্থাশ্রম ও বানপ্রস্থাশ্রমীদিগের কর্ত্তব্য, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে সন্ন্যাসাশ্রম, সন্ন্যাসীদিগের প্রয়োজনীয় বস্তু, তাঁহাদিগের ভিক্ষা-বিধি, ভিক্ষাপাত্রনির্ণয় ও ভিক্ষানন্তর কর্ত্তব্য এবং ৭ম অধ্যায়ে যোগশাস্ত্র, ধ্যানপ্রকার, শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ কর্ম্মনিষেধ, জ্ঞান ও কর্ম্মের মোক্ষপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সমান উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে।

হেমাদ্রি হারীতস্মৃতিভাষ্যকারের উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে ভকনলাল কৃত হারীতস্মৃতিটীকা পাওয়া যায়।

৬, উশনঃসংহিতায়—১ম অধ্যায়ে উপনয়নবিধি, ২য়ে আচমন-বিধি, ৩য়ে বেদপাঠ, ও শ্রাদ্ধকালনির্ণয়, ৪র্থে পংক্তিপাবন, ও অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণনির্ণয়, ৫মে শ্রাদ্ধবিধি, ৬ষ্ঠে শৌচাশৌচনির্ণয়, ৭মে অশৌচশুদ্ধিব্যবস্থা, ৮মে বিভিন্ন পাতক ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত-নির্ণয়, ৯মে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তবিধি, ও ১০মে শিবপূজা-মাহাত্ম্য আছে।

এই স্মৃতির ৪র্থ অধ্যায়ে 'শ্রাবক' বা বৌদ্ধশ্রমণ, এবং 'নির্গ্রন্থ' বা জৈন নির্গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

৭, অঙ্গিরঃস্মৃতির এক অধ্যায়ে ৭২টী শ্লোকে কেবল প্রায়-শ্চিত্তবিধি বর্ণিত হইয়াছে।

৮, যমস্মৃতি—অঙ্গিরঃস্মৃতির ন্যায়, এই স্মৃতিও কেবল ৭৮টী শ্লোকে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাই আছে।

৯, আপস্তম্বসংহিতায়—১ম হইতে ১১শ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত এবং ১০, সম্বর্ত্তসংহিতায়ও ১ অধ্যায়ে কেবল প্রায়শ্চিত্তের কথাই আছে।

১১, কাত্যায়নসংহিতা প্রধানতঃ তিনটী প্রপাঠক ও ২৯ খণ্ডে বিভক্ত, ১ম হইতে ১০ খণ্ড ১ম প্রপাঠকের, ১১শ হইতে ১৬শ খণ্ড ২য় প্রপাঠকের, এবং ১৭শ খণ্ড হইতে ২৯শ খণ্ড ৩য় প্রপাঠকের অন্তর্গত। ১ম খণ্ডে গোভিলোক্ত যজ্ঞসূত্রধারণ,

মুখমার্জ্জন, চতুর্দ্দশ মাতৃকা ও গণেশপূজা, ২য় খণ্ডে পবিত্র কুশধারণ ও অর্ঘ্যদানবিধি, ৩য়ে অক্রিয়া ও পৈত্র্যকার্য্যনির্ণয়, ৪র্থে পিণ্ডদান, ৫মে নানা প্রকার শ্রাদ্ধনির্ণয়, ৬ষ্ঠে অগ্ন্যাধান, ৭মে অগ্ন্যুদ্ধার, ৮মে যজ্ঞধারণ ও ইধ্মবিধান, ৯মে অগ্নিচয়ন, ১০মে স্নানবিধি, ১১শে সন্ধ্যোপাসনা, ১২শে তর্পণ, ১৩শে পঞ্চমহাযজ্ঞ, ১৪শে বলিপিণ্ডবিন্যাস, ১৫শে দক্ষিণাবিধি, ১৬শে শ্রাদ্ধকালনির্ণয়, ১৭শে কর্ষূনির্ণয়, শাকপাক, ১৮শে দর্শ ও পৌর্ণমাসবিধি ১৯শে সাগ্নিকের কর্ত্তব্য, ২০শে ও ২১শে ঋত্বিকের কর্ত্তব্য, ২২শে শাবাশৌচ, ২৩শে বিদেশমরণাশৌচ, ২৪শে অশৌচকালে কর্ত্তব্য, ২৫শে বিবাহের চতুর্থী হোমবিধান, ২৬শে গোমেধ, বৃষোৎসর্গাদি যজ্ঞবিধি, ২৭শে নানা প্রকার শ্রাদ্ধবিধি, ২৮শে উপাকর্ম্ম, ও ২৯শে দর্ভপূর্ব্ববিধি বর্ণিত হইয়াছে।

১২, বৃহস্পতিসংহিতাখানিও এক অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে দানপ্রশংসা ও দানযোগ্য ব্যক্তির কথা আছে।

১৩, পরাশরসংহিতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, কলিযুগের জন্য এই পরাশরস্মৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুস্মৃতি যেমন ১২ অধ্যায়ে বিভক্ত, এই পরাশর সংহিতায়ও সেইরূপ দ্বাদশ অধ্যায় আছে। কিন্তু ইহা আয়তনে মানবধর্ম্মশাস্ত্রের একচতুর্থাংশ হইবে। ইহার ১ম অধ্যায়ে যুগধর্ম্ম, দ্বিজ ও শূদ্রের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ২য়ে কলিযুগবিহিত চারিবর্ণের আশ্রম-ধর্ম্ম, ৩য়ে জনন ও মরণাশৌচবিধি, ৪র্থে উদ্বন্ধনাদিতে মৃতস্পর্শের প্রায়শ্চিত্ত ও অপর সাধারণ শুদ্ধিবিধি, ৫মে স্নাতকব্রাহ্মণের শ্রৌতাগ্নিসংস্কারবিধি, ৬ষ্ঠে জীবহত্যার প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়, ৭মে দ্রব্যশুদ্ধি, ৮মে ও ৯মে জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধি, ১০মে চারিবর্ণের সর্ব্বপ্রকার পাপের নিষ্কৃতি-বিধান, ১১শে বিপ্রাদি চারিবর্ণের অভক্ষ্যভক্ষণপ্রায়শ্চিত্ত ও ১২শে সাধারণ প্রায়শ্চিত্তবিধান উক্ত হইয়াছে। ১ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।
গার্গেয়া গৌতমাশ্চৈব তথা চৌশনসাঃ স্মৃতাঃ॥
অত্রের্বিষ্ণোশ্চ সাম্বর্ত্তা দাক্ষা আঙ্গিরসাস্তথা।
শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যকৃতাশ্চ যে॥
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব প্রাচেতসকৃতাশ্চ যে।
আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ॥
শ্রুতা হ্যেতে ভবৎপ্রোক্তাঃ শ্রৌতার্থাস্তে ন বিস্মৃতাঃ।
অস্মিন্ মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে॥
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে।
চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ॥"

(ব্যাস পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন); আমি আপনার কাছে মনু, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গর্গ, গৌতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সম্বর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, প্রচেতস্, আপস্তম্ব, শঙ্খ, ও লিখিত (এই ১৯জন) মুনিরচিত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি এবং আপনার মুখশ্রুত সে সকল শ্রৌতার্থ বিস্মৃত হই নাই। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ এই মন্বন্তরে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। সত্যযুগে ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশিত ও বর্ত্তমান কলিযুগে সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। অতএব (কলিযুগবিহিত) চারিবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম প্রকাশ করুন। উক্ত বচন হইতে মনে হয় যে, পরাশরস্মৃতি উপরোক্ত সকল স্মৃতির পর রচিত হইয়াছে এবং যে সময়ে এই স্মৃতিখানি প্রচারিত হয়, তৎকালে পূর্ব্বোক্ত মূলস্মৃতিগুলির অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছিল।

মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতিতে দ্বিজবিধবার পত্যন্তরগ্রহণ এক প্রকার নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু পরাশর বিধবার পত্যন্তরগ্রহণ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন—

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥' (৪র্থ অধ্যায়)

পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মরিয়া গেলে, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে, ক্লীব বলিয়া স্থির হইলে বা পতিত হইলে, এই পঞ্চপ্রকার আপদে স্ত্রীগণের অন্যপতি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে।

বর্ত্তমান কালে আর্য্যাবর্ত্তে পরাশরস্মৃতির মত সম্যক্ আদৃত না হইলেও দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়সমাজে অদ্যাপি পরাশরের মতই চলিতেছে। মাধবাচার্য্য এই পরাশর স্মৃতির ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা 'পারাশরমাধব' নামে পরিচিত এবং প্রধান স্মৃতিনিবন্ধ বলিয়া দ্রাবিড়ে সমাদৃত। এতদ্ভিন্ন গোবিন্দভট্ট, নন্দপণ্ডিত ও বৈদ্যনাথ-রচিত পরাশরস্মৃতির টীকা পাওয়া যায়।

১৪, ব্যাসসংহিতায় চারিটী অধ্যায়। ১ম অধ্যায়ে চারি বর্ণের ধর্ম্ম, শূদ্র ও অন্ত্যজ-নিরূপণ, গর্ভধানাদি সংস্কার, ২য়ে বিবাহবিধি, ৩য়ে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ কর্ম্মনির্ণয় ও ৪র্থে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, দানবিধি, নিন্দিত ব্রাহ্মণনির্ণয় ও পাতিত্য বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণনাথ-রচিত ব্যাসস্মৃতির টীকা পাওয়া যায়। এই ব্যাসস্মৃতিখানি নিতান্ত জঘন্য ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। দুই শত বর্ষের প্রাচীন হস্তলিপি ও কৃষ্ণনাথের টীকা হইতে জানা যায় যে, মুদ্রিত ব্যাসসংহিতায় অধিকাংশই বিকৃত পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং অনেক মূল শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মুদ্রিত গ্রন্থের ১ম অধ্যায় হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ। ২০
বণিক্কিরাতকায়স্থমালাকারকুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদচণ্ডালদাসশ্বপচকোলকাঃ। ২১

এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্” ॥ ২২ (মুদ্রিতগ্রন্থ)

কিন্তু কৃষ্ণনাথের টীকা ও সুপ্রাচীন হস্তলিপি অনুসারে প্রকৃত পাঠ এইরূপ—

“বর্দ্ধকী নাপিতো গোপঃ দাসো বৈ কুম্ভকারকঃ।
বণিগ্‌কিরাটকায়স্থ মালাকারকুটুম্বিনঃ ॥
এতে চান্যে চ বহবঃ শূদ্রা ভিন্নাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
চর্ম্মকারস্তথাভিল্লো রজকঃ পুক্কসো নটঃ ॥
বরাটো মেদচণ্ডালদাসশ্চৈব লৌকিকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ ॥”

(বেঙ্গলগবর্মেণ্টের সংগৃহীত ১১৫২নং পুঁথির ২য় পত্রের পাঠ)

১৫, শঙ্খসংহিতায় ১৮টী অধ্যায়। ১মঅধ্যায়ে দ্বিজাতির কর্ত্তব্য, ২য়ে গর্ভাধান, পুংসবন, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া ও উপনয়ন-প্রসঙ্গ, ৩য়ে বেদাধ্যয়ন ও গুরুদক্ষিণা, ৪র্থে বিবাহবিধি, ৫মে পঞ্চসূনা ও প্রতিগ্রহ, ৬ষ্ঠে বানপ্রস্থ, ৭মে সন্ন্যাসাশ্রমকর্ত্তব্য, ৮মে ক্রিয়াস্নান, ৯মে আচমনবিধি, ১০মে জপ ও হোমনির্ণয়, ১১শে অঘমর্ষণমন্ত্র ও সাবিত্রীজপপ্রশংসা, ১২শে তর্পণ, ১৩শে দৈব ও পিতৃকার্য্যনির্ণয়, ১৪শে শ্রাদ্ধস্থান ও শ্রাদ্ধকালনির্ণয়, ১৫শে অশৌচবিধি, ১৬শে দ্রব্যশুদ্ধি, ১৭শে মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত-বিধি, এবং ১৮শে অঘমর্ষণ, প্রাজাপত্য ও তুলাপুরুষাদি ব্রতবিধি বর্ণিত আছে।

১৬, লিখিতসংহিতা অতিক্ষুদ্র ও এক অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, ইহাতে অতি সংক্ষেপে অগ্নিহোত্র, জলাশয়খনন, গয়াশিরে পিণ্ডদান, একোদ্দিষ্ট প্রভৃতি শ্রাদ্ধ, তিথিকৃত্য, বিবাহ ও নানা-প্রকার কৃচ্ছ্র প্রসঙ্গ আছে।

১৭, দক্ষসংহিতায় ৭টী অধ্যায়, ১ম অধ্যায়ে সংক্ষেপে দক্ষ-প্রজাপতির প্রসঙ্গ, চতুরাশ্রম কর্ত্তব্য, ২য়ে প্রাতঃকৃত্যাদি দ্বিজাতির আহ্নিকাচার, ৩য়ে দ্বিজাতির নয়টী কর্ত্তব্য ও দানপ্রশংসা, ৪র্থে ভার্য্যাপ্রসঙ্গ, ৫মে শৌচাশৌচ, ৬ষ্ঠে জননমরণাশৌচ ও ৭মে যোগতত্ত্ব ও যতিকর্ত্তব্য বর্ণিত হইয়াছে। এই স্মৃতির শেষভাগে—

“দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈব চ।
ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম্ ॥
নাহং নৈবান্যসম্বন্ধো ব্রহ্মভাবেন ভাবিতঃ।
ঈদৃশায়ামবস্থায়ামবাপ্যং পরমং পদম্ ॥” (৭অঃ)

অর্থাৎ দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈতাভাব ও অদ্বৈতাভাব এই চিন্তাই পারমার্থিক, ব্রহ্মভাবে অবস্থিত হইয়া যোগী অহংজ্ঞান বা অন্যসম্বন্ধজ্ঞান করিবে না। ঈদৃশ অবস্থায় পরমপদ লাভ হয়। এখানে দক্ষস্মৃতিকার নানাপ্রকার বেদান্তমতের আভাস দিয়াছেন। কৃষ্ণনাথ ও শুকনলাল এই স্মৃতির টীকা লিখিয়াছেন।

১৮, গৌতমসংহিতা।—ধর্ম্মসূত্র-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই গৌতম-ধর্ম্মসূত্রের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গৌতম-সংহিতাখানি উক্ত ধর্ম্মসূত্রের বিবৃতি বলিয়া মনে হয়। বিষ্ণু ও কাত্যায়নস্মৃতির ন্যায় এই গৌতমস্মৃতিখানিও গদ্যে লিখিত। ইহাতে ২৯টী অধ্যায় আছে। ইহার ১ম অধ্যায়ে সংক্ষেপে উপনয়নবিধি, দ্রব্যশুদ্ধি, আচমন, বেদপাঠ ও গায়ত্রী-বিধান, ২য়ে অনুপনীত ও উপনীত ব্যক্তির কর্ত্তব্য, ৩য়ে চতুরাশ্রমধর্ম্ম, ৪র্থে চারিবর্ণের বিবাহবিধি, ৫মে গৃহীর কর্ত্তব্য, ৬ষ্ঠে অভিবাদনবিধি, ৭মে ব্রাহ্মণাদির আপদ্ধর্ম্ম, ৮মে চল্লিশপ্রকার সংস্কার, ৯ম শুদ্ধি ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্যনির্ণয়, ১০মে চারিবর্ণের মুখ্যবৃত্তিনির্ণয়, ১১শে রাজধর্ম্ম, ১২ ব্যবহার বা দণ্ডপারুষ্য, ১৩শে সাক্ষিনিরূপণ, ১৪শে শাবাশৌচনির্ণয়, ১৫শে শ্রাদ্ধনির্ণয়, ১৬শে বেদাধ্যয়নবিধি, ১৭শে ভোজ্যস্থাননির্ণয়, ১৮শে স্ত্রীধর্ম্ম, ১৯শে ও ২০শে প্রায়শ্চিত্তবিধান, ২১শে উপপাতকের শাস্তিব্যবস্থা, ২২শে পতনীয় কর্ম্ম, ২৩শে উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত-নির্ণয়, ২৪শে মদ্যপান ও গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত, ২৫শে গুপ্তপাপের প্রায়শ্চিত্ত, ২৬শে অবৈধাচারের প্রায়শ্চিত্ত, ২৭শে কৃচ্ছ্রব্রতাদি, ২৮শে চান্দ্রায়ণ ব্রতের ব্যবস্থা, ২৯শে পিতার সম্পত্তিতে পুত্র-গণের অধিকার। ৮ম অধ্যায়ে চল্লিশপ্রকার সংস্কার সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

“গর্ভাধান-পুংসবন-সীমন্তোন্নয়-জাতকর্ম্ম-নামকরণান্নপ্রাশন-চৌড়োপনয়নং চত্বারি বেদব্রতানি স্নানং সহধর্ম্মচারিণীসংযোগঃ পঞ্চানাং যজ্ঞানামনুষ্ঠানং দেবপিতৃমনুষ্যভূতব্রহ্মণামেতেষাঞ্চা-ষ্টকাপার্ব্বণশ্রাদ্ধশ্রাবণ্যাগ্রহায়ণী চৈত্রাশ্বযুজীতি সপ্তপাকযজ্ঞসংস্থা অগ্ন্যাধেয়মগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাসাবগ্রয়ণং চাতুর্মাস্যনিরূঢ়পশুবন্ধ-সৌত্রামণীতি সপ্তহবির্যজ্ঞসংস্থা অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম উক্‌থঃ ষোড়শি-বাজপেয়োঽতিরাত্রোঽপ্তোর্যাম ইতি সপ্তসোমসংস্থা ইত্যেতে চত্বারিংশৎসংস্কারাঃ।”

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্ন-প্রাশন, চূড়া,উপনয়ন, চারিবেদ অধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্য, স্নান, বিবাহ, দেব,পিতৃ,মনুষ্য,ভূত ও ব্রহ্ম এই পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান,শ্রাবণ,অগ্রহায়ণ, চৈত্র এবং আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় পার্ব্বণশ্রাদ্ধ এবং ত্রিবিধ অষ্টকা, এই সাত প্রকার পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠান, অগ্ন্যাধেয় কর্ম্ম, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, অগ্রয়ণ, চাতুর্মাস্য, নিরূঢ় পশুবন্ধ এবং সৌত্রামণী এই সাত প্রকার হবির্যজ্ঞানুষ্ঠান, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থ, ষোড়শী, বাজপেয়,অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম এই সাতপ্রকার সোম-যজ্ঞবিশেষ, এই সকল মিলিত হইয়া চল্লিশ প্রকার সংস্কার।

কুলমণিশুক্ল, মস্করি ও হরদত্ত গৌতমস্মৃতির টীকা রচনা করিয়াছেন।

১৯, শাতাতপসংহিতা।—এই সংহিতাতে ৬টী অধ্যায়, ইহাতে কার্য্যানুসারে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাদি বর্ণিত হইয়াছে। ১ম অধ্যায়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ২য়ে ব্রহ্মহত্যাকারীর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, ৩য়ে সুরাপায়ীর শাস্তি, ৪র্থে সুবর্ণহরণকারী ও অন্যান্য বস্তু হরণকারী ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত, ৫মে মাতৃগমনকারী, পরস্ত্রী-গমন ও পশ্বাদিগমন-জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, ৬ষ্ঠে অশ্ব, শূকর, শৃঙ্গাদি ও উচ্চস্থান হইতে পতন এবং উদ্বন্ধন সর্প, হস্তী বা চোর দ্বারা আহত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত।

২০, বসিষ্ঠসংহিতা।—এই সংহিতাতে ২১টী অধ্যায় আছে, ইহাতে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, ইহলোকে ও পরলোকে ধার্ম্মিক বলিয়া অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি-জাতির প্রত্যেকের গুণ ও উৎপত্তি এবং কর্ত্তব্য ইত্যাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ১ম অধ্যায়ে আচার ও ধর্ম্ম, ২য়ে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ত্তব্যাদি নিরূপণ, ৩য়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি চারিবর্ণের বৃত্তিনিরূপণ, ৪র্থে চারিবর্ণের বিভাগ, শৌচাশৌচ বিভাগ, ৫মে স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য, ৬ষ্ঠে আচার, ৭মে আশ্রম, ৮মে গৃহস্থের কর্ত্তব্য, ৯মে আশ্রমের মধ্যে বানপ্রস্থ, ১০মে পরিব্রাজক একপথাবলম্বী, ১১শে গৃহীর কর্ত্তব্য, ১২শে স্নাতকব্রত, ১৩শে স্বাধ্যায় এবং উপাকর্ম্ম, ১৪শে ভক্ষ্যাভক্ষ্য, ১৫শে জীবের উৎপাদনকারণ, ১৬ ব্যবহার, ১৭শে ঋণভারগ্রাহী পুত্র, ১৮শে বর্ণসঙ্কর, ১৯শে রাজার ধর্ম্ম, ২০শে জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

উপরোক্ত মন্বাদি ২০ খানি স্মৃতি ছাড়া নারদ, বৃদ্ধাত্রেয়, লঘু হারীত, ঔশনস, বৃহৎপরাশর, লঘু ব্যাস, বৃদ্ধ গৌতম, পুলস্ত্য ও কশ্যপ লঘু বুধ নামধেয় আরও ১০ খানি স্মৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই ১০ খানি স্মৃতি উপরোক্ত ২০ খানি মূলস্মৃতির অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য। নিম্নে এই ১০ খানি স্মৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল—

২১, নারদস্মৃতি।—প্রধানতঃ ধর্ম্মাধিকার ও ব্যবহার এই খণ্ডে বিভক্ত। ধর্ম্মাধিকার-প্রসঙ্গে ৯টী এবং ব্যবহার-প্রসঙ্গে ১৮টী অধ্যায় আছে। ১ম খণ্ডে ১ম অধ্যায়ে উপক্রমে নারদস্মৃতির উৎপত্তিকথা, ২য়ে ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্য, ৩য়ে ঋণাদান, ৪র্থে লেখ্যপ্রকরণ, :৫মে সাক্ষী ও তুলাদণ্ডপরীক্ষা, ৬ষ্ঠে অগ্নিপরীক্ষা, ৭মে জলপরীক্ষা, ৮মে বিষপরীক্ষা, ৯মে দিব্য বা শপথপরীক্ষা, ২য় খণ্ডে ১ম অধ্যায়ে অষ্টাদশবিবাদপদ, ২য়ে গচ্ছিত দ্রব্য, ৩য়ে অংশীদার, ৪র্থে দত্তাদান, ৫মে চুক্তিভঙ্গ, ৬ষ্ঠে বেতন অনাদায়, ৭মে স্বত্বস্বামিত্ব ভিন্ন বিক্রয়, ৮মে বিক্রীত দ্রব্য বিক্রেতাকে ছাড়িয়া না দেওয়া ও ৯মে ক্রয়ের পর ক্রেতাকর্ত্তৃক ক্রীত দ্রব্য ফেরত দেওয়া সম্বন্ধে, ১০মে সংবিদ্ব্যতিক্রম বা জাতিকুলনিয়মভঙ্গ, ১১শে সীমাভিবাদ, ১২শে স্ত্রীসংগ্রহণ, ১৩শে দায়ভাগ, ১৪শে সাহস, ১৫শে ও ১৬শে নিষ্ঠুর, অশ্লীল ও তীব্র উক্তি সম্বন্ধে, ১৭শে দ্যূতক্রীড়া ও জীব সম্বন্ধে এবং ১৮শে সাধারণ বিবাদ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

নারদস্মৃতির প্রারম্ভেই লিখিত আছে, মনু প্রজাপতি মানব সাধারণের মঙ্গলার্থ লক্ষ শ্লোকাত্মক স্মৃতি প্রণয়ন করিয়া নারদ ঋষিকে প্রদান করেন। নারদ ভাবিলেন, এতবড় স্মৃতি সহজে সাধারণে অভ্যাস করিতে পারিবে না, একারণ তিনি সেই বৃহৎ গ্রন্থ ১২ হাজার শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়া ভৃগুর পুত্র সুমতিকে প্রদান করেন। সুমতিও অল্পায়ুঃ, মানবের পক্ষে উক্ত গ্রন্থও সহজসাধ্য নহে ভাবিয়া তিনি আবার চারি হাজার শ্লোকে এক-খানি সংক্ষিপ্ত স্মৃতি প্রকাশ করিলেন। সুমতি প্রকাশিত চারি হাজার শ্লোকাত্মক স্মৃতিখানিই এক্ষণে নারদ স্মৃতিনামে প্রচলিত। রমানাথ-রচিত ইহার একখানি টীকা পাওয়া যায়।

২২, বৃদ্ধাত্রেয়স্মৃতি—অতি সংক্ষিপ্ত, শ্লোক ও গদ্যাত্মক এবং ৫টী অধ্যায়ে বিভক্ত—১ম ও ২য় অধ্যায়ে প্রাণায়াম, ৩য়ে জপপ্রশংসা, ৪র্থে অঘমর্ষণ, শতরুদ্রীয় প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বেদ-সূক্ত পাঠপ্রশংসা, অগম্যাগমন প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্তবিধান, ৫মে মণ্ডলবিধান, শূদ্রান্নভোজনাদি-প্রায়শ্চিত্ত, অশৌচপ্রায়শ্চিত্ত ও নানা প্রকার শুদ্ধিকথা বর্ণিত হইয়াছে।

২৩, লঘুহারীত-স্মৃতিতে ৭টী অধ্যায় আছে। ১ম অধ্যায়ে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণধর্ম্ম, ২য়ে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রধর্ম্ম, ৩য়ে উপনীত ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য, ৪র্থে গার্হস্থ্যধর্ম্ম, ৫মে বানপ্রস্থধর্ম্ম, ৬ষ্ঠে সন্ন্যাসধর্ম্ম এবং ৭ম অধ্যায়ে যোগশাস্ত্র বর্ণিত হইয়াছে।

২৪, ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্র অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, ৫১টী শ্লোকমাত্র। ইহাতে অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে উৎপন্ন কতকগুলি মিশ্র জাতির কথা আছে। ইহা কোন ঋষি বা কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি নাই, অথবা কোন নিবন্ধকার ইহার বচন উদ্ধৃত করেন নাই। পাঠ করিলেই নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া মনে হইবে।

২৫, বৃহৎ পরাশরস্মৃতি—পূর্ব্বোক্ত পরাশরস্মৃতির ন্যায় এই বৃহৎ পরাশরস্মৃতিখানিও দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু আকারে পরাশর অপেক্ষা পাঁচগুণ বড়। পরাশরের অধিকাংশ বচনই বৃহৎ পরাশরে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার ১ম অধ্যায়ে ব্যাসপরাশর-সংবাদ, যুগভেদে ধর্ম্মশাস্ত্রনির্ণয়, যুগধর্ম্ম, (বৃহৎপরাশরস্মৃতির) বিষয়ানুক্রমণিকা, ২য়ে ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্ম-নির্ণয়, পূর্ব্ব সন্ধ্যায় ব্রহ্ম-গায়ত্রীধ্যান, মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় কমলাবিত্রীধ্যান ও সায়ংসন্ধ্যায় বিষ্ণু-

সাবিত্রীর ধ্যান, ইত্যাদি ক্রমে সন্ধ্যাবিধি, গায়ত্রীজপ, ত্রিংশৎ-কোটী সন্দেহ নামক রাক্ষসগণের সূর্য্যাশক্তিহরণপ্রসঙ্গ, দেবর্ষি-গণ-নিক্ষিপ্ত সন্ধ্যাজলে বজ্রীভূত বারিসাহায্যে রথে সূর্য্যাধিষ্ঠান, স্নানবিধি, তর্পণবিধি, সাধারণ জপবিধি, ৫মে গায়ত্রীজপবিধি, গায়ত্রীর উপাসনা না করিলে ব্রাহ্মণের বৃষলত্ব, গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি অক্ষরের বিভিন্ন সংজ্ঞা, পঞ্চবিধমন্ত্র, ওঁকার জপক্রম, জপপ্রশংসা, দেবার্চ্চনবিধি, বৈশ্বদেববিধি, আতিথ্যবিধি, সুব্রতপ্রোক্ত বর্ণধর্ম্ম, ৩য়ে গার্হস্থ্যধর্ম্ম, ৪র্থে বিবাহবিধি, ভার্য্যাপ্রশংসা, পঞ্চযজ্ঞবিধান, প্রাণায়ামবিধি, সংক্ষেপে দশবিধ সংস্কার, স্নাতকধর্ম্ম, ৫মে শ্রাদ্ধ-নির্ণয়, ৬ষ্ঠে অগস্ত্যপ্রোক্ত জনন ও মরণাশৌচ ও নানা প্রায়-শ্চিত্ত-নির্ণয়, ৭মে পাপক্ষয়ার্থ চান্দ্রায়ণাদি, ব্রতবিধি, ৮মে ব্যাস-প্রোক্ত দানবিধি ও পূর্ত্তবিনির্ণয়, ৯মে বিনায়কশান্তি, গ্রহশান্তি-অদ্ভুতশান্তি, রুদ্রশান্তি, লক্ষহোমবিধি, কোটিহোমবিধি, পুত্রকাম-রূপ পুরুষসূক্তবিধি, সাধারণবিধি, ১০মে রাজধর্ম্ম, বানপ্রস্থ ও যতিধর্ম্ম, ১১শে বানপ্রস্থ ও যত্যাশ্রমনির্ণয়, ১২শে প্রাণায়াম প্রত্যাহারবিধি, প্রণবধ্যানবিধি, যোগধ্যানবিধি ও পারাশরীয় ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠফল বিবৃত হইয়াছে।

২৬, লঘুব্যাসসংহিতার অতিক্ষুদ্র দুইটী অধ্যায় মাত্র, ১ম অধ্যায়ে আহ্নিককৃত্য, স্নানবিধি, তর্পণবিধি, ও সন্ধ্যাবিধি এবং ২য় অধ্যায়ে গৃহী ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, আচমন, দেবপূজা ও ভোজন-বিধি বর্ণিত আছে।

২৭, বৃদ্ধগৌতমসংহিতা—গৌতমরচিত বলিয়া প্রথমে বর্ণিত হইলেও বৈশম্পায়ন ঋষি ইহার বক্তা। যুধিষ্ঠিরসংবাদ-প্রসঙ্গে ১ম অধ্যায়ে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তাগণের নাম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, ২য়ে বর্ণক্রমে ধর্ম্মনির্ণয়, ৩য়ে দানধর্ম্ম, ৪র্থে বিশুদ্ধ দ্বিজাতিলক্ষণ, ৫মে নরলোক ও যমলোকপ্রসঙ্গ, ৬ষ্ঠে নানাদানফল, ৭মে বৃষ, তটাক, গৃহ, ভূমি প্রভৃতি দানফল, ৮মে পঞ্চযজ্ঞবিধান, ৯মে কপিলামাহাত্ম্য, ১০মে কপিলাদানমাহাত্ম্য, ১১শে ব্রহ্মহা, অভোজ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয় নির্ণয়, ১২শে ধর্ম্মনাশনির্ণয় ও অন্নদানফল, ১৩শে চারি বর্ণের ভোজনবিধি, তিলান্নদানপ্রশংসা, ১৪শে ধর্ম্মসারসমুচ্চয়, ১৫শে অগ্ন্যাধান ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কর্ত্তব্য, ১৬শে চারিবর্ণের শুদ্ধি বা প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়, ১৭শে কার্ত্তিকাদি দ্বাদশ মাসে ভোজন নিয়ম, ১৮শে তিথিনির্ণয় ও তিথিকৃত্য, ১৯শে দানকাল, পূজাকাল ও পতিত ব্রাহ্মণলক্ষণ, ২০শে দেশান্তরমৃত ব্রাহ্মণের বিকল্পদাহবিধি, ২১শে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণলক্ষণ, ২২শে ভক্ত শূদ্র, ভক্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব প্রশংসা। এই সংহিতার ১ম অধ্যায়ে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নিম্নলিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের উল্লেখ আছে—

ধর্ম্মান্ কথয় দেবেশ! যস্তুষ্টস্তোগহম্।
শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা ॥
গার্গেয়া গৌতমীয়াশ্চ তথা গোপালিতস্য চ।
পরাশরকৃতাঃ পূর্ব্বমাত্রেয়স্য চ ধর্ম্মতঃ ॥
উমামহেশ্বরাশ্চৈব নন্দিধর্ম্মাশ্চ পাবনাঃ।
ব্রহ্মণা কথিতা যে চ কৌমারাশ্চ শ্রুতা ময়া ॥
ধূম্রবর্ণাঃ কৃতাঃ ধর্ম্মা ক্রৌঞ্চবৈশ্বানরা অপি।
ভার্গবা যাজ্ঞবল্ক্যাশ্চ মাণ্ডব্যা কৌশিকাস্তথা ॥
ভারদ্বাজকৃতা যে চ এক্ষণ কুকুতাশ্চ যে।
কুণিনে চ কুণিবাহো! বিশ্বামিত্রকৃতাশ্চ যে ॥
সুমন্তজৈমিনিকৃতাঃ শাকলেয়াস্তথৈব চ।
পুলস্ত্যপুলহোদ্গীতাঃ পারাশর্য্যাস্তথৈব চ ॥
অগস্ত্যগীতা মৌদগল্যাঃ শাণ্ডিল্যাস্তুলহায়নাঃ।
বালখিল্যকৃতা যে চ সপ্তর্ষিরচিতাশ্চ যে ॥
আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ।
প্রাজাপত্যাস্তথা যাম্যা মাহেন্দ্রাশ্চ শ্রুতা ময়া ॥
বৈশ্বানরাখ্যা গীতাশ্চ বিভাণ্ডককৃতাশ্চ যে।
নারদীয়কৃতা ধর্ম্মাঃ কাপোতাশ্চশ্রুতা ময়া ॥
তথাপি পুরবাক্যানি ভৃগোরঙ্গিরসস্তথা।
ক্রৌঞ্চমাতঙ্গগীতাশ্চ সৌভহারীতকাস্তথা ॥
পিঙ্গবর্ম্মকৃতাকাস্তা যে চ বা বসুপালিতাঃ।
উদ্দালককৃতা ধর্ম্মা ঔশনসাস্তথৈব হি ॥
বৈশ্বপা ধনগীতাশ্চ যে চান্যেঽপ্যেব মাগধাঃ।
এতেভ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যো দেবতাশ্চ নিশ্চিতাঃ ॥

উদ্ধৃত শ্লোক অনুসারে জানা যাইতেছে যে, বৃদ্ধ গৌতমসংহিতা রচনার পূর্ব্বে মনু, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গার্গ, গৌতম, গোপা-লিত, পরাশর, আত্রেয়, উমামহেশ্বর, নন্দী, ব্রহ্মা, কুমার, ধূম্রবর্ণ, ক্রৌঞ্চ, বৈশ্বানর, ভার্গব, যাজ্ঞবল্ক্য, মাণ্ডব্য, কৌশিক, ভরদ্বাজ, কুকুত, কুণিন্, বিশ্বামিত্র, সুমন্ত, জৈমিনি, শাকল, পুলস্ত্য, পুলহ, পারাশর্য্য (ব্যাস), অগস্ত্য, মৌদগল্য, শাণ্ডিল্য, তুলহায়ন, বাল-খিল্য, সপ্তর্ষি, আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত, প্রজাপতি, যম, মহেন্দ্র, (২য়) বৈশ্বানব, বিভাণ্ডক, নারদ, কপোত, ভৃগু, অঙ্গিরা, (২য়) ক্রৌঞ্চ, মতাঙ্গ, সৌভ, হারীত, পিঙ্গবর্ম্ম, বসুপালিত, উদ্দালক, ঔথনেয়, বিশ্বপ, ধন ও মাগধরচিত ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচলিত ছিল।

২৮, পুলস্ত্যস্মৃতিতে—মাত্র ১৯টী শ্লোকে সংক্ষেপে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে।

২৯, লঘুবুধস্মৃতিও অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ; ইহাতে অতি সংক্ষেপে ধর্ম্মলক্ষণ, মৌঞ্জীবন্ধন, বিবাহ, গর্ভাধানাদিসংস্কার, দ্বিজকর্ত্তব্য, সঙ্করকর্ত্তব্য ও রাজধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে।

৩০, কশ্যপস্মৃতিও অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, ইহাতে অতিসংক্ষেপে গৃহস্থধর্ম্ম ও প্রায়শ্চিত্তবিধি বর্ণিত হইয়াছে।

ত্রিকালসন্ধ্যা
ত্রিপুষ্করশান্তি
ত্রিস্থলীসেতু [নারায়ণ ভট্ট]
ত্রৈলোক্যসাগর [বাচস্পতিমিশ্র]
ত্রিবিক্রমব্রতবিধান
দণ্ডকণ্ঠার
দত্তকচন্দ্রিকা [১ কুবের, ২ কাল-
ঞ্জ্যাচার্য্য, ৩ নন্দপণ্ডিত]
দত্তকমীমাংসা [১ নন্দপণ্ডিত,
২ মাধবাচার্য্য]
দত্তকপুত্রপ্রদীপিকা [শ্রীনিবাসাচার্য্য]
দত্তহোমানুক্রমণিকা
দত্তহোমবিধি
দত্তাদর্শ [মহাদেব]
দর্ভাদি [দাদা]
দন্তধাবনবিধি
দর্পণবিধি
দর্শজননশান্তি
দর্শনির্ণয়
দর্শকালনির্ণয়
দর্শবিপলক্ষণ
দশধেনুদানপদ্ধতি
দশনির্ণয় [বৈদিকসার্ব্বভৌম]
দশাবোধ
দশবিধবিপ্রপদ্ধতি
দশারিষ্টশান্তি
দশাহবিষয় [বিদ্যানাথ দীক্ষিত]
দানকমলাকর
দানকাণ্ড
দানকাণ্ডসংক্ষেপ
দানকৌস্তুভ [অনন্তদেব]
দানবাক্য
দানবাক্যাবলী [বিদ্যাপতি]
দায়তত্ত্ব
দাসীদান
দিনত্রয়নির্ণয় [বিদ্যাবাগীশ]
দিনত্রয়মীমাংসা [নারায়ণ]
দিনভাস্কর [শম্ভুনাথ]
দ্বিসপ্ততিশ্রাদ্ধ
দীক্ষাপ্রকরণ
দীক্ষাপ্রয়োগ
দীপদান
দীপদানবিধি
দীপমালাদিকৃত্য
দীপমালিকা
দীপশ্রাদ্ধ
দীপস্তম্ভদেবতাপূজা
দীপাবলীপ্রয়োগ
দীপিকা
দুর্গোৎসবপ্রকরণ
দুর্ব্বাষ্টমীব্রত
দুলালীয় [দুলাল]
দেবনিবন্ধ
দেবপ্রতিষ্ঠাপ্রয়োগ
দেবালয়প্রতিষ্ঠাবিধি [রমাপতি]

দ্বৈতনির্ণয়সিদ্ধান্তসংগ্রহ
[ভানুভট্ট]
দৈনন্দিনদানকাণ্ড
দৈবিকধর্ম্মনিরূপণ
দ্বাত্রিংশৎকর্ম্মপদ্ধতি
দ্বাদশবিধ পুত্রমীমাংসা
দ্বিজকল্পলতা
দ্বিজবাক্যোদয়
দ্বিভার্য্যাগ্নি
দ্বৈতনির্ণয় [শঙ্করভট্ট ও বাচস্পতি]
দ্বৈতনির্ণয়সিদ্ধান্তসংগ্রহ
দ্বৈতপরিশিষ্ট
দ্বৈতবিবেক
দ্রোণাচর্য্যাদি
ধনঞ্জয়সংগ্রহ
ধনিষ্ঠাপঞ্চক
ধর্ম্মকোষ [ত্রিলোচনমিশ্র]
ধর্ম্মখণ্ড
ধর্ম্মতত্ত্বপ্রকাশ [শিবদীক্ষিত]
ধর্ম্মতত্ত্বসংগ্রহ [মহাদেব]
ধর্ম্মনির্ণয় [রামকৃষ্ণ]
ধর্ম্মপ্রকাশ [নীলকণ্ঠ]
ধর্ম্মপ্রদীপ [১ গঙ্গাভট্ট, ২ ধনঞ্জয়,
৩ ভোজদেব, ৪ বর্দ্ধমান]
ধর্ম্মরত্ন [জীমূতবাহন]
ধর্ম্মসংহিতা
ধর্ম্মসিন্ধু [কাশীনাথ, মণিরাম]
ধর্ম্মাব্ধিবোধ [রামচন্দ্র]
ধর্ম্মামৃত
ধর্ম্মামৃতমহোদধি [রঘুনাথ]
ধর্ম্মারণ্য
ধর্ম্মার্ণব [পীতাম্বরভট্ট]
নক্ষত্রকালনির্ণয়
নক্ষত্রদানবিধি
নক্ষত্রযজ্ঞ
নক্ষত্রযোগ
নবগ্রহদান
নবগ্রহপদ্ধতি
নবগ্রহপূজা
নবগ্রহহোম
নবগ্রহযজ্ঞ
নবগ্রহযাগবিধি
নবনীতনিবন্ধ [রামজী]
নবরত্নদান
নবরাত্রকৃত্য
নববিবেকদীপিকা
নবান্নবিধি
নবান্নশ্রাদ্ধবিধি
নষ্টদোরাপ্রায়শ্চিত্ত
নাগপ্রতিষ্ঠা
নাগপ্রতিষ্ঠাবিধি
নাগনিরূপণ
নাগবলি
নাগবল্লী
নাগবল্লীকলা

নাগব্যাধিনির্ণয়
নানাবিধশান্তি
নান্দীমুখবিধি
নানাশাস্ত্রার্থনির্ণয় [বর্দ্ধমান]
নামকরণবিধি
নারায়ণধর্ম্মসারসংগ্রহ
নারায়ণপ্রবোধোৎসব
নারায়ণভট্টীয়
নারায়ণমিশ্রীয়
নিত্যকর্ম্মন্ [রামানুজ]
নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি [শ্রীধর]
নিত্যকর্ম্মলতা [ধীরেন্দ্র]
নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান
নিত্যাচারপ্রদীপ [নরসিংহ, অগ্নিচিৎ]
নিত্যজপবিধান
নিত্যদানাদিপদ্ধতি
নিত্যানুষ্ঠানবিধি
নিবন্ধচন্দ্রোদয় [বিষ্ণুভট্ট]
নিবন্ধনবনীত [রামজিত]
নিবন্ধরাজ
নিবন্ধসর্ব্বস্ব [মহাদেব]
নিবন্ধসার [বহীশ]
নির্ণয়কৌস্তুভ [বিশ্বেশ্বর]
নির্ণয়চন্দ্রিকা [শঙ্করভট্ট]
নির্ণয়তত্ত্ব [নাগদেব]
নির্ণয়তরণি
নির্ণয়দর্পণ [শিবানন্দ]
নির্ণয়দীপ
নির্ণয়দীপক [অচল]
নির্ণয়দীপিকা [বৎসরাজ]
নির্ণয়প্রকাশ
নির্ণয়বিন্দু [অনন্তদেব]
নির্ণয়ভাস্কর [নীলকণ্ঠ]
নির্ণয়মঞ্জরী [গঙ্গাধর]
নির্ণয়রত্নাকর [গোপীনাথভট্ট]
নির্ণয়বিবরণ [মহাদেবাচার্য্য]
নির্ণয়সংগ্রহ [প্রতাপরুদ্র]
নির্ণয়সমুদায়
নির্ণয়সার [১ ক্ষেমঙ্কর, ২ রাজ-
ভট্টাচার্য্য, ৩ লালমণি]
নির্ণয়সিদ্ধান্ত [মহাদেব]
নির্ণয়সিন্ধু [কমলাকর]
নির্ণয়ানন্দ
নির্ণয়ামৃত [অল্লাড়নাথ]
পাশ্চাত্যনির্ণয়ামৃত [ভবদেব]
নির্ণয়ার্ণব [বালকৃষ্ণদীক্ষিত]
নির্ণয়ার্থপ্রদীপ
নির্ণয়োদ্ধার [রাঘবশর্ম্মা]
নিষাদিপ্রমাণ
নিষ্ক্রমণপ্রয়োগ
নীতিরত্নাকর [চণ্ডেশ্বর]
নীতিবিবেক [কর্ম্মশঙ্কর]
নীতিময়ূখ [নীলকণ্ঠ]
নীলোদ্বাহপদ্ধতি
নীলোদ্বাহবিধি

নীলোৎসর্গপদ্ধতি
নূতনপ্রতিষ্ঠাপ্রয়োগ
নূতনমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা
নূতনায়ণিগ্রহণবিধি
নৃসিংহপ্রসাদ [দলপতিরাজ]
নৈমিত্তিকপ্রকরণ
নৈমিত্তিকপ্রয়োগরত্নাকর
[প্রেমনিধি]
নৌকাদান
ন্যাস
ন্যাসপদ্ধতি
পক্ষহোমব্রত
পক্ষযাগ
পঞ্চমকরণবিধি
পঞ্চবিধান
পঞ্চকবিধি
পঞ্চকশান্তি
পঞ্চকালক্রিয়াদীপ
পঞ্চকালপদ্ধতি
পঞ্চক্রোশসংখ্যাসাচার
পঞ্চক্রোশযাত্রা [শিবনারায়ণ]
পঞ্চক্রোশীযাত্রাবিধি
পঞ্চগ্রহযোগশান্তি
পঞ্চপর্ব্বীয়বিধি
পঞ্চপ্রাণাহুতিপঞ্চ
পঞ্চলক্ষণাবধি
পঞ্চলাঙ্গলদানবিধি [কমলাকর]
পঞ্চামৃতাভিষেকপ্রকরণ
পঞ্চমীব্রতোদ্যাপন
পঞ্চাগ্নিবিধি
পঞ্চায়তনপূজা
পণ্ডিতপরিতোষ
পতিতত্যাগবিধি
পদচন্দ্রিকা [দয়ারাম]
পদার্থাদর্শ [রামেশ্বর]
পরমহংসনিরূপণ
[শাশ্বতেন্দ্রসরস্বতী]
পরমহংসসন্ন্যাসবিধি
পরশুরামপ্রকাশ [খণ্ডেরায়]
পরশুরামপ্রতাপ
[সাম্বাজিপ্রতাপরাজ]
পরাশরস্মৃতিসংগ্রহ
পরিভাষাঃ [নীলকণ্ঠভট্ট]
পরিভাষাবিবেক [বর্দ্ধমান]
পর্য্যঙ্কাশৌচবিধি
পর্য্যন্তপ্রয়োগ
পর্য্যন্তশান্তি
পর্ণপুরুষ
পর্ব্বকালনির্ণয়
পর্ব্বতদানপদ্ধতি
পর্ব্বতত্ত্ববিধি
পশুপহার
পার্ব্বণচণ্ডশ্রাদ্ধপ্রয়োগ [দেবভদ্র]
পার্ব্বণশ্রাদ্ধপদ্ধতি
পার্ব্বণচন্দ্রিকা [রত্নপাণি]

শিবালয়প্রতিষ্ঠা [রাধাকান্ত]
শিবিকাদান
শুদ্ধাষ্টমী
শুদ্ধসৌখ্য
শুদ্ধিকৌমুদী [গোবিন্দানন্দ]
শুদ্ধিচন্দ্রিকা (নন্দপণ্ডিত)
শুদ্ধিদীপিকা (শ্রীনিবাস)
শুদ্ধিনির্ণয় [উমাপতি, গোপাল-
পঞ্চানন, নীলকণ্ঠ]
শুদ্ধিপ্রকাশ [ভাস্করভট্ট]
শুদ্ধিপ্রদীপ [কেশবভট্ট]
শুদ্ধিপ্রভা [বাচস্পতি]
শুদ্ধিময়ূখ (নীলকণ্ঠ)
শুদ্ধিতত্ত্ব (দয়াশঙ্কর)
শুদ্ধিবিবেক (রুদ্রধর, শ্রীনাথ)
শুভকর্ম্মনির্ণয় (মুরারিমিশ্র)
শূদ্রকৃত্য [লালবাহাদুর]
শূদ্রজপবিধান
শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব [কমলাকর]
শূদ্রধর্ম্মবোধিনী [মদনপাল]
শূদ্রপদ্ধতি [অভিলাষ]
শূদ্রবিবেক [রামশঙ্কর]
শূদ্রসংস্কারবিধি (কশ্যপ)
শূদ্রাচারচিন্তামণি [বাচস্পতিমিশ্র]
শূদ্রাচারশিরোমণি [শেষকৃষ্ণ]
শূদ্রাচারসংগ্রহ [নবরসৌন্দর্য্যভট্ট]
শূদ্রোদ্দ্যোত [বিশ্বেশ্বর]
শূলগবপ্রয়োগ
শৈবধর্ম্মখণ্ডন
শৈবরত্নাকর (জ্যোতির্নাথ)
শৌচকপঞ্চসূত্র
শৌচবিধি
শৌচলক্ষণ
শ্রাদ্ধকল্পলতা (নন্দপণ্ডিত)
শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা [নন্দন, রামচন্দ্র,
রুদ্রধর, শ্রীধর]
শ্রাদ্ধচিন্তামণি [বাচস্পতিমিশ্র,
রঘুনন্দন, শিবরাম]
শ্রাদ্ধতিলক
শ্রাদ্ধদর্পণ [জয়কৃষ্ণ, মধুসূদন]
শ্রাদ্ধদীধিতি [কৃষ্ণভট্ট]
শ্রাদ্ধদীপিকা [বেদাঙ্গরায়,
শ্রীব্রহ্মাচার্য্য]
শ্রাদ্ধপদ্ধতি [শঙ্করমিশ্র প্রভৃতি
১০ জন]
শ্রাদ্ধপ্রদীপ [জয়কৃষ্ণ]
শ্রাদ্ধপ্রয়োগ [গোপালদেশিক]
শ্রুতিচন্দ্রিকা
শ্রুতিমীমাংসা (নৃসিংহবাজপেয়ী)
শ্রুতিমুক্তাফল
শ্লোকতর্পণ [লৌগাক্ষি]
শ্বাসকর্ম্মপ্রকাশ
ষট্‌কর্ম্মচন্দ্রিকা (বিশ্বযজ্বন্)
ষড়্‌বিংশন্মত
ষন্নবতিশ্রাদ্ধনির্ণয়

ষট্‌ত্রিংশন্মত
ষোড়শকর্ম্মফলনির্ণয়
ষোড়শকর্ম্মপদ্ধতি (ঋষিভট্ট,
গঙ্গাধর)
ষোড়শযাত্রা
ষোড়শসংস্কারপদ্ধতি(আনন্দরাম)
ষোড়শোপচারপূজা
ষোড়শোপচারবিধি
ষোড়শসংস্কারসেতু (রামেশ্বর)
সংবৎসরকৃত্য (অনন্তদেব)
সংবৎসরপ্রকাশ
সংবৎসরপ্রদীপ (শূলপাণি)
সংবৎসরোৎসবকল্পলতা(ব্রজরাজ)
সংসারনির্ণয়
সংস্কর্ত্তৃক্রম [বৈদ্যনাথ]
সংস্কারকমলাকর (কমলাকর)
সংস্কারকল্পদ্রুম
সংস্কারকৌমুদী (গিরিভট্ট)
সংস্কারকৌস্তুভ (অনন্তদেব)
সংস্কারনির্ণয় (চন্দ্রচূড়)
সংস্কারপদ্ধতি (ভবদেব, আনন্দ-
রাম, কমলাকর, গঙ্গাধর,
নারায়ণ)
সংস্কারপ্রকাশ (মিত্রমিশ্র)
সংস্কারময়ূখ (শঙ্কর, সিদ্ধেশ্বর)
সংস্কারমার্ত্তণ্ড
সংস্কাররত্নমালা
সংস্কারসাগর [নারায়ণভট্ট]
সংস্কারসৌখ্য
সকলকর্ম্মচিন্তামণি
সকলদানফলাধিকার
সঙ্কল্পচন্দ্রিকা [রঘুনন্দন]
সংগ্রহবাস্তুশান্তি
সংবৎসরস্মৃতিদুর্গভঞ্জন [চন্দ্রশেখর]
সংক্রান্ত্যুদ্যাপন
সংক্রান্তিনির্ণয় (গোপালশর্ম্মা,
রামকৃষ্ণ)
সংক্ষিপ্তনির্ণয়সিন্ধু
সংক্ষিপ্তশাস্ত্রপদ্ধতি
সংক্ষিপ্তহোমপ্রকার
সংক্ষেপতিথিনির্ণয়সার
(গোকুলজিৎ)
সংক্ষেপসিদ্ধিব্যবস্থা
সংক্ষেপাহ্নিকচন্দ্রিকা
সংগ্রহবৈদ্যনাথীয় [বৈদ্যনাথ]
সৎকর্ম্মকল্পদ্রুম
সৎকর্ম্মচন্দ্রিকা
সৎকর্ম্মদর্পণ
সৎক্রিয়াকল্পমঞ্জরী
সৎকর্ম্মচিন্তামণি
সৎক্রিয়াকল্পতরু
সচ্চরিত্রপরিত্রাণ
সচ্চরিত্ররক্ষা (বেদান্তাচার্য্য)
সচ্চরিত্রসুধানিধি (বীররাঘব)
সচ্ছূদ্রাহ্নিক

সৎসংপ্রদায়প্রদীপিকা
সন্তোষস্থাপনপূজা
সদাচারচিন্তন
সদাচারক্রম [রামপতি]
সদাচারচন্দ্রোদয় (মহেশকবি)
সদাচারনির্ণয় (অনন্তভট্ট)
সদাচারবিধি (আনন্দতীর্থ)
সদাচারসংগ্রহ (শ্রীনিবাস)
সদাচারস্মৃতি (আনন্দতীর্থ)
সদাচারাহ্নিক
সদাচারপদ্ধতি
সদাচারসংগ্রহ
সদাচারসমৃদ্ধি
সদ্বংশরত্নমালা
সন্ধ্যাবিধি
সন্ধ্যাকারিকাঃ
সন্ধ্যাপ্রয়বিধি
সন্ধ্যানির্ণয়কল্পবল্লী
সন্ধ্যাপ্রয়োগ
সন্ধ্যাপ্রায়শ্চিত্ত
সন্ধ্যাবন্দনবিধি
সংন্যাসকর্ম্মকারিকা
সংন্যাসাহ্নিক
সংবৎসরদীপব্রত
সংবৎসরনির্ণয়প্রতান
সংন্যাসমরণোত্তরবিধি
সপিণ্ডীকরণবিধি
সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ
সপিণ্ডীকরণান্বষ্টকা
সপিণ্ডনির্ণয়
সপিণ্ড্যতত্ত্বপ্রকাশ
সপিণ্ডশ্রাদ্ধবিধি
সপ্তর্ষিস্মৃতি
সপ্তাচলপদ্ধতি
সময়কমলাকর (কমলাকর)
সময়নয়
সময়নির্ণয়
সময়ময়ূখ [নীলকণ্ঠ]
সময়রত্ন [মণিরাম]
সময়সূক্তানি
সমানপ্রবরগ্রন্থ
সমাবর্ত্তনকালপ্রায়শ্চিত্ত
সমাপ্তকালনির্ণয়াধিকার
সমুদ্রস্নানবিধি
সমুদ্রযানমীমাংসা
সমুদায়প্রকরণ [জগন্নাথ]
সম্বন্ধনির্ণয় (গোপালন্যায়পঞ্চানন)
সরলা
সরস্বতীদশশ্লোকী
সরস্বতীবিলাস
সরোজসুন্দরস্মৃতিসার [কৃষ্ণ]
সর্ব্বদানবিধি
সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মন্
সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠা
সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠাবিধি

সর্ব্বধর্ম্মপ্রকাশ (শঙ্করভট্ট)
সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত
সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ
সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তবিধি
সর্ব্বব্রতোদ্যাপন
সর্ব্বশান্তি
সর্ব্বশাস্ত্রার্থনির্ণয় (কমলাকর)
সর্ব্বসারসংগ্রহ [হট্টোজি]
সর্ব্বস্মৃতিসংগ্রহ
সর্ব্বার্থচতুষ্টয়
সহগমনবিধি
সহস্রভোজনবিধি
সাগরধর্ম্মামৃত
সাধনীহানশী
সাধারণব্রতপ্রতিষ্ঠাপ্রয়োগ
সাপিণ্ড্যতত্ত্বপ্রকাশ (ধরণীধর)
সাপিণ্ড্যনির্ণয় (রামকৃষ্ণ)
সাপিণ্ড্যমঞ্জরী
সাপিণ্ড্যমীমাংসা
সামান্যক্রমবৃত্তি
সামান্যসূত্র
সাংপ্রতব্রতোপাসন
সারসংগ্রহ (মুরারি, শম্ভুদাস)
সারসাগর
সিদ্ধান্তনির্ণয় (রঘুরাম)
সিদ্ধান্তপীযূষ (চিত্রপতি)
সিদ্ধান্তভাষ্য
সিংহস্থস্নানপদ্ধতি
সীমন্তনির্ণয়
সীমন্তবিধি
সুকৃত্যপ্রকাশ [জ্বালানাথমিশ্র]
সুদর্শনকালপ্রভা [রামেশ্বরশাস্ত্রী]
সুধীময়ূখ
সুধীবিলোচনসার
সূতকসার
সূর্য্যপ্রকাশ [হরিসামন্ত]
সূর্য্যার্ণবকর্ম্মবিপাক
সূর্য্যবলী
সূর্য্যব্রত
সূর্য্যোদয়নিবন্ধ
সূর্য্যোপস্থাপনবিধি
সূর্য্যাদিপঞ্চায়তনপ্রতিষ্ঠাপদ্ধতি
স্ত্রীধননির্ণয়
স্ত্রীপুনরুদ্বাহখণ্ডনমালিকা
স্ত্রীশূদ্রদিনচর্য্যা
স্মার্ত্তকুতূহল
স্মার্ত্তদীপিকা
স্মার্ত্তপদার্থসংগ্রহ
স্মার্ত্তপ্রদীপিকা
স্মার্ত্তপ্রয়োগ
স্মার্ত্তপ্রায়শ্চিত্তপদ্ধতি [দিবাকর]
স্মার্ত্তপ্রায়শ্চিত্তবিনির্ণয়
[বেঙ্কটাচার্য্য]
স্মার্ত্তপ্রায়শ্চিত্তোদ্ধার [দিবাকর]
স্মার্ত্তপ্রয়োগকারিকা

স্মার্ত্তসমুচ্চয় [নন্দপণ্ডিত]
স্মার্ত্তহোম
স্মার্ত্তাধান
স্মার্ত্তাধানবিধি
স্মার্ত্তানুষ্ঠানপদ্ধতি বা
প্রয়োগরত্ন [অনন্তদীক্ষিত]
স্মার্ত্তোপাসনপদ্ধতি
স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণব
(রঘুনাথসার্ব্বভৌম)
স্মার্ত্তোল্লাস
স্মৃতিকল্পদ্রুম [ঈশ্বরনাথ]
স্মৃতিকৌমুদী (দেবনাথ,মদনপাল)
স্মৃতিকৌমুদীটীকা (কৃষ্ণনাথ)
স্মৃতিগ্রন্থরাজ (সার্ব্বভৌম)
স্মৃতিচন্দ্র [ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার]
স্মৃতিচন্দ্রিকা [আপদেব, কুবের, রামদেব, শুকদেব, দেবন্নভট্ট]
স্মৃতিচন্দ্রোদয় (গণেশ)
স্মৃতিচরণ [ভবানীশঙ্কর]
স্মৃতিচিন্তামণি [গঙ্গাধর]
স্মৃতিতত্ত্ব বা অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব
(রঘুনন্দন)
স্মৃতিতত্ত্বপ্রকাশ [শ্রীদেব]
স্মৃতিতত্ত্ববিবেক বা
স্মৃতিতত্ত্বামৃত [বৰ্দ্ধমান]
স্মৃতিদর্পণ এবং চিদম্বরস্মৃতি
স্মৃতিদর্পণ (আন্ধ্রপতি, বাবয়)
স্মৃতিদীপ
স্মৃতিদীপিকা (বামদেব)
স্মৃতিনিবন্ধ [নৃসিংহভট্ট]
স্মৃতিপরিচ্ছেদ
স্মৃতিপ্রকাশ [ভাস্কর]
স্মৃতিপরিভাষা [বৰ্দ্ধমান]
স্মৃতিপ্রদীপ [চন্দ্রশেখর, ভাস্কর]
স্মৃতিপ্রামাণ্যার্থবাদ
স্মৃতিভাস্কর
স্মৃতিমঞ্জরী [গোবিন্দরাজ]
স্মৃতিমঞ্জুষা
স্মৃতিমহার্ণব
স্মৃতিমীমাংসা
স্মৃতিমুক্তাফল [বৈদ্যনাথ]
স্মৃতিমুক্তাবলী [কৃষ্ণাচার্য্য]
স্মৃতিরঞ্জনী
স্মৃতিরত্ন [রঘুনাথভট্ট]
স্মৃতিরত্নকোশ
স্মৃতিরত্নমহোদধি [আনন্দঘন]
স্মৃতিরত্নবিবেক
স্মৃতিরত্নাকর [তাম্রপর্ণ্যাচার্য্য বিট্‌ঠল, বিষ্ণুভট্ট বেঙ্কটনাথ, আবসথিকবেদাচার্য্য]
স্মৃতিরত্নাবলী (মধুসূদনদীক্ষিত)
স্মৃতিরহস্য
স্মৃতিবিবরণ [আনন্দতীর্থ]
স্মৃতিবিবেক [শূলপাণি]
স্মৃতিব্যবস্থা [চিন্তামণি]
স্মৃতিশেখর [কস্তূরি]
স্মৃতিসংস্কারকৌস্তুভ
স্মৃতিসংগ্রহ (দয়ারাম, রামভদ্র, বাচস্পতিবিদ্যারণ্য, বেঙ্কটেশ)
স্মৃতিসংগ্রহরত্নব্যাখ্যান (রামচন্দ্র)
স্মৃতিসংহিতা
স্মৃতিসমুচ্চয়
স্মৃতিসরোজসুন্দর
স্মৃতিসর্ব্বস্ব [নারায়ণ]
স্মৃতিসাগর (গোবিন্দরাজ)
স্মৃতিসাগরসংগ্রহ
স্মৃতিসার (শ্রীকৃষ্ণ, কেশব, নারায়ণ, মহেশ, যাজ্ঞিকদেব, যাদবেন্দ্র, হরিনাথ প্রভৃতি ১১ জনের)
স্মৃতিসার এবং অশৌচনির্ণয়
(বেঙ্কটেশ)
স্মৃতিসারব্যবস্থা [ন্যায়রত্ন]
স্মৃতিসারসংগ্রহ(মহেশ,বাচস্পতি, বিশ্বনাথ, বৈদ্যনাথ)
স্মৃতিসারসমুচ্চয়
স্মৃতিসারসর্ব্বস্ব [বেঙ্কটেশ]
স্মৃতিসারাবলী
স্মৃতিসিদ্ধান্তসংগ্রহ [ইন্দ্রদত্ত]
স্মৃতিসিন্ধু [নন্দপণ্ডিত]
স্মৃতিসুধাকর (শঙ্কর)
স্মৃত্যর্থরত্নাকর
স্মৃত্যর্থসাগর [ছলারি নৃসিংহ]
স্মৃত্যর্থসার [মুকুন্দলাল]
স্মৃত্যর্থসার] শ্রীধর]
হরিদিনতিলক
হরিভক্তিবিলাস (গোপালভট্ট)
হব্যকব্যকল্প
হারলতা (অনিরুদ্ধভট্ট)
হিরণ্যশ্রাদ্ধ
হেমাদ্রিপ্রয়োগ (বিদ্যাধর)
হেমাদ্রিসংক্ষেপ (ভজীভট্ট)
হোমনির্ণয় [ভানুভট্ট]
হোমপদ্ধতি (মাধব, লম্বোদর)

উপরোক্ত স্মার্ত্তগ্রন্থসমূহে কি কি বিষয় সমালোচিত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত পরিচয় প্রদান অসম্ভব। উপরোক্ত স্মার্ত্তগ্রন্থসমূহের মধ্যে বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরার মত সমস্ত ভারতবর্ষে এবং রঘুনন্দনের মত এই বঙ্গদেশে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ; এই কারণ নিম্নে এই দুই গ্রন্থের বিস্তৃত সূচী প্রদত্ত হইল ;—

মিতাক্ষরা।

মিতাক্ষরায় নিম্নলিখিত বিষয় সকল সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে—

উপোদ্ঘাতপ্রকরণে—মঙ্গলাচরণ, মুনিগণের প্রশ্ন, ছয় প্রকার স্মার্ত্তধর্ম্ম, ধর্ম্মের চতুর্দ্দশ স্থান, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক ঋষিসমূহ, ধর্ম্মের কারকহেতুসমূহ, ধর্ম্মের জ্ঞাপক হেতুসমূহ, দেশাদিকারকহেতুদিগের অপবাদ, কারকহেতু ও জ্ঞাপকহেতু সন্দেহে নির্ণয়।

ব্রহ্মচারিপ্রকরণে—বর্ণসমূহ, গর্ভাধানাদিসংস্কার, সংস্কারসকলের ফল, ব্রাহ্মণের উপনয়নকাল, শুক্রধর্ম্ম, শৌচাচার, তীর্থসমূহ, আচমন, প্রাণায়াম, সাবিত্রীজপ, অগ্নিকার্য্য, অভিবাদন, অধ্যাপন, দণ্ডাদিধারণ, ভিক্ষাচার, ভোজনাদি, ব্রহ্মচারীর বর্জ্জনীয় বস্তুজাত, গুর্ব্বাচার্য্যলক্ষণ, উপাধ্যায় ও ঋত্বিগ্‌লক্ষণ, ব্রহ্মচর্য্যাবধি, উপনয়নকালাবধি, দ্বিজত্বহেতুকথন, বেদগ্রহণ ও অধ্যয়নের ফল, কাম্যব্রত, ব্রহ্মযজ্ঞ ও অধ্যয়নের ফল, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিধর্ম্ম।

বিবাহপ্রকরণে—গুরুদক্ষিণাদান, কন্যালক্ষণ, কন্যার বাহ্যলক্ষণসমূহ, কন্যার আভ্যন্তরীণলক্ষণসমূহ, সাপিণ্ড্যবিচার, কন্যাবরণে নিয়ম, কন্যাদানে বরনিয়ম, দ্বিজাতিগণের শূদ্রপরিণয়নিষেধ, বর্ণানুক্রমে দ্বিজাতির ভার্য্যাগ্রহণাধিকার, ব্রাহ্মবিবাহলক্ষণ, দৈব ও আর্ষবিবাহলক্ষণ, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ প্রভৃতি বিবাহলক্ষণ। সবর্ণাপরিণয়ে বিশেষ, কন্যাদানক্রম, কন্যাহরণে দণ্ড,কন্যার দোষ প্রকাশ না করিয়া দান করিলে অন্যপূর্ব্বালক্ষণ, নিয়োগাবিধি, ব্যভিচারিণী স্ত্রী সম্বন্ধে, ব্যভিচারিণী স্ত্রীর অল্প প্রায়শ্চিত্তার্থ অর্থবাদ, দ্বিতীয় বিবাহের হেতুসকল, পতিব্রতা স্ত্রীপ্রশংসা, অধিবেত্তার দণ্ড, স্ত্রীধর্ম্মসকল, শাস্ত্রীয় দারসংগ্রহের ফল, স্ত্রীদিগের ঋতুকালবিধি, স্ত্রীগমনে বর্জ্জনীয়, ঋতু ভিন্ন গমনে নিয়ম, স্ত্রীগণসৎকার, স্ত্রীর কর্ত্তব্য, প্রোষিতভর্ত্তৃকানিয়ম, স্ত্রীদিগের অস্বাতন্ত্র্য, স্বামিমৃত্যুবিষয়, সহগমন, অনেকভার্য্যাবিষয়ে, প্রমীতভার্য্যাবিষয়।

বর্ণজাতিবিবেকপ্রকরণে—স্বজাতিসমূহ, অনুলোমসমূহ, প্রতিলোমসমূহ, সঙ্কীর্ণ জাত্যন্তর, বর্ণপ্রাপ্তিতে কারণান্তর, হীনবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ।

গৃহস্থধর্ম্মপ্রকরণে—কোন্ অগ্নিতে কি কার্য্য করা কর্ত্তব্য, গৃহস্থধর্ম্ম, দন্তধাবন, যোগক্ষেমের জন্য নৃপতি প্রভৃতির আশ্রয়গ্রহণ, বেদাদি জপমহাযজ্ঞ, ভূতবলি, পিতৃ ও মনুষ্যগণে অন্নদান, দম্পতীর শেষভোজন, অতিথিগণের ভোজন, ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষাদান, শ্রোত্রিয়সৎকার,প্রতিসংবৎসরধর্ম্ম,পরপাকরুচিনিষেধ, সায়ংসন্ধ্যাদি, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আপন হিতাচিন্তা, মান্যার্হ, বৃদ্ধগণের পথপ্রদর্শন, দ্বিজাতিগণের কর্ম্মসমূহ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের কর্ম্ম-

সমূহ, শূদ্রকর্ম্ম, সাধারণধর্ম্ম, শ্রৌতকর্ম্ম, নিত্য শ্রৌতকর্ম্ম, যজ্ঞার্থ ভিক্ষানিষেধ, ধান্যাদিসঞ্চয়াধ্যায়।

স্নাতকধর্ম্মপ্রকরণে—স্নাতকব্রতসমূহ, রাজগণের নিকট ধনাদিগ্রহণ, উপাকর্ম্মকারক, উৎসর্জ্জনকাল, অনধ্যায়সমূহ, স্নাতকব্রত, অভোজ্য অন্নসকল, অভোজ্যান্নপ্রতিপ্রসব।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যপ্রকরণে—দ্বিজাতির ধর্ম্ম, পর্য্যুষিতের প্রতিপ্রসব, দুগ্ধবর্গে, শিগ্রুাদিনিষেধ, কব্যাদপক্ষ্যাদিনিষেধ, ফলাণ্ডবাদিনিষেধ, পঞ্চম ভক্ষণবিধি, মাংসভক্ষণাবধি, বৃথা মাংসভক্ষণনিন্দা, মাংসবর্জ্জনাবধি।

দ্রব্যশুদ্ধিপ্রকরণে—স্বর্ণাদি পাত্রশুদ্ধি, যজ্ঞপাত্রশুদ্ধি, সলোমাদিগের শুদ্ধি, ভূমিশুদ্ধি, গবাঘ্রাত অন্নাদিশুদ্ধি, ত্রপুসীসকাদিশুদ্ধি, অমেধ্যোপহত দ্রব্যশুদ্ধি, জল ও মাংসশুদ্ধি।

দানপ্রকরণে—দানপাত্রব্রাহ্মণপ্রশংসা, সৎপাত্রব্রাহ্মণলক্ষণ, সৎপাত্রে গবাদিদান কর্ত্তব্য, প্রতিগ্রহনিষেধ, দানে বিশেষ, গোদানবিধি, গোদানফল, উভয়তোমুখী দানে ফল, উভয়তোমুখীলক্ষণ, এবং তাহার দানফল, সামান্য গোদানে ফল, গোদান সম, দীপাদিদানফল, গৃহাদিদানফল, বেদদানফল, অপ্রত্যাখ্যেয়কথন, প্রতিগ্রহনিবৃত্তির অপবাদ।

শ্রাদ্ধপ্রকরণে—শ্রাদ্ধশব্দার্থ, পার্ব্বণশ্রাদ্ধস্বরূপ, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধস্বরূপ, ত্রিবিধ শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের কাল, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণসম্পত্তি, শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় ব্রাহ্মণ। পার্ব্বণশ্রাদ্ধপ্রয়োগ, অগ্নৌকরণ, অন্ননিবেদন, পিণ্ডপ্রদান, অক্ষয্যোদকদান, স্বস্তিবাচন, প্রার্থনা, ব্রাহ্মণবিসর্জ্জন, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ, নবশ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, উদকুম্ভশ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্টকাল, নিত্যশ্রাদ্ধব্যতিরিক্ত সর্ব্বশ্রাদ্ধপিণ্ডপ্রক্ষেপস্থল। ভোজ্যবিশেষফল, গয়াশ্রাদ্ধফল, তিথিবিশেষে ফলবিশেষ, নক্ষত্রবিশেষে ফলবিশেষ, পিতৃশব্দার্থ।

গণপতিকল্পবিঘ্নকারকহেতু, বিঘ্নজ্ঞাপকহেতু, বিঘ্নজ্ঞাপকপ্রত্যক্ষহেতু, বিঘ্নোপশান্ত্যর্থকর্ম্ম, বিনায়কস্নপনবিধি, উপস্থানমন্ত্রসমূহ, গ্রহপূজা, গ্রহশান্তি, গ্রহযজ্ঞ, নবগ্রহনাম, নবগ্রহমূর্ত্তিদ্রব্যসমূহ, নবগ্রহধ্যান, নবগ্রহমন্ত্র, নবগ্রহসমিধ্, নবগ্রহহোমাহুতিসংখ্যা, নবগ্রহের নৈবেদ্য, নবগ্রহদক্ষিণা, দুষ্টগ্রহপূজা, রাজধর্ম্ম, অভিষেকাদি গুণযুক্ত রাজার বিশেষ ধর্ম্ম, অষ্টাদশব্যসন, রাজমন্ত্রী ও রাজপুরোহিত, রাজপুরোহিতলক্ষণ, যজ্ঞাদিকার্য্যে ঋত্বিক্, লেখ্যকরণ, লেখ্যকরণপ্রকার, রাজার বাসস্থানবিশেষ, অধিকারী, বিক্রমার্জ্জিত দ্রব্যদানফল, রণমৃত্যুস্বর্গফল, শরণাগতরক্ষক, আয়ব্যয়নিরীক্ষণ, হিরণ্যের ভাণ্ডাগারে নিক্ষেপ, দ্রব্যের ত্রৈবিধ্য, স্বৈরবিহার ও সেনাদর্শন, চরদিগের ভাষণ শ্রবণ, রাজার নিদ্রাদিপ্রকার, প্রজাপালনফল, চাটতস্করাদি হইতে রক্ষণ, প্রজাদিগের অরক্ষণে ফল, রাষ্ট্রাধিকৃতবিচেষ্টিজ্ঞান, উৎকোচজীবিগণের দণ্ড, অন্যায়পূর্ব্বক প্রজাদিগের নিকট করগ্রহণের ফল, দেশাচারাদিরক্ষণ, মন্ত্ররক্ষণ, শল্যাদিচিন্তন, সামাদি উপায়সমূহ, যানকাল, দৈব ও পুরুষকারের বিচার, মতান্তরসমূহ, লাভপ্রকার, রাজ্যের অঙ্গসকল, দুর্বৃত্তে দণ্ডদান, অন্যায়দণ্ডনিষেধ, দণ্ডনীয়ের দণ্ডে ফল, ত্রসরেণ্বাদিমান, রক্তমান, তাম্রমান, শাস্ত্রে পরিভাষা, দণ্ডভেদ, দণ্ডব্যবস্থানিমিত্ত।

ব্যবহারাধ্যায় মাতৃকাপ্রকরণে—উপোদ্ঘাত, ব্যবহারলক্ষণ, ব্যবহার অদর্শনে রাজার দোষ, ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুরোধে রাজার ব্যবহার দ্রষ্টব্য, দেশাদি সাময়িক ধর্ম্মবিষয়ে, সভাসদ্গণের লক্ষণ, সভাসৎসংখ্যা, বৃহস্পতিমতে সভাসদের সংখ্যা, ব্রাহ্মণ এবং সভাসদের ভেদ, অন্যায় হইতে রাজনিবারণ, প্রাশ্নিকগণের দোষ, রাজসভায় বণিক্স্থাপন, প্রাড্বিবাক, প্রাড্বিবাকগুণ, প্রাড্বিবাকশব্দার্থ, ব্রাহ্মণ প্রাড্বিবাক অভাবে ক্ষত্রিয়াদি, প্রাড্বিবাকলক্ষণ, সভাসদ্গণের দণ্ড, ব্যবহারবিষয়, শব্দার্থ, ব্যবহারের অংশ, দ্বিবিধ ব্যবহার, ব্যবহারের অষ্টাদশ প্রকার ভেদ, রাজার কার্য্যানুৎপাদকত্ব, কার্য্যার্থীকে প্রশ্ন, আহ্বানাহ্বান, ভদপবাদ, আসেধ, চতুর্ব্বিধ আসেধ, কোনস্থলে আসেধাতিক্রমে দণ্ডাভাব, প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে লেখ্যাদি কর্ত্তব্যতা, পক্ষাবরহীন, ভাষাকরণপ্রকার, পক্ষাভাষা, অনাদেয় ব্যবহার, নিযুক্ত জয়পরাজয় হইতে বাদীর জয় ও পরাজয়, শোধিত লেখ্যনিবেশনপ্রকার, উত্তরাবধিশোধন, পূর্ব্বপক্ষশোধন না করিয়া উত্তরদানচেষ্টার দণ্ড, উত্তরদানপ্রকার, উত্তরস্বরূপ, সত্য, মিথ্যা, কারণ ও পূর্ব্বন্যায়ভেদে উত্তর চারি প্রকার, সত্যোত্তরোদাহরণ, মিথ্যোত্তরোদাহরণ, চতুর্ব্বিধ মিথ্যা উত্তর, কারণোত্তরোদাহরণ, পূর্ব্বন্যায়োত্তরোদাহরণ, উত্তরাভাসের লক্ষণ, উত্তরাভাসের উদাহরণ, সঙ্কর হেতু অনুত্তর, অনুত্তরত্বে কারণ, মিথ্যোত্তর কারণ, সঙ্করের উদাহরণ, কারণোত্তর ও প্রাঙ্ন্যায়োত্তরে সঙ্করের উদাহরণ, কারণোত্তরের উদাহরণ, উত্তরসঙ্করের ক্রম, মিথ্যাউত্তর ও কারণ উত্তরের একদা ব্যবহারে নির্ণয় প্রকার, উত্তরপক্ষে সাধননির্দ্দেশপ্রকার, ব্যবহারের চতুষ্পাদ।

তৎপরে অভিযোগ নিরাকরণ ভিন্ন প্রত্যভিযোগের অভাব, অর্থ বিষয়, এক অভিযোগে অনেক দ্রব্যের নিবেশাভাব, নিবেশের উদাহরণ, অভিযোগমনিস্তীর্য ও তাহার অপবাদ, প্রতিভূগ্রহণ, প্রতিভূ-অভাবে নির্ণয়, নিহ্নবে প্রতিভূ কর্ত্তব্য, মিথ্যাভিযোগে দণ্ড, কালবিলম্বাপবাদ, দুষ্টলক্ষণ, অনাদৃতবাদন, একদা দুই ব্যক্তি ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলে কাহার বিচার পূর্ব্বে হইবে তাহা নির্ণয়, সপণবিবাদস্থলে নির্ণয়প্রকার, ছলনিরসনপ্রকার, ছলানুসারিব্যবহারলক্ষণ, নিহ্নুতৈকদেশবিভাবনে নির্ণয়প্রকার, ন্যায়াধিগমে তর্ক, অনেকার্থাভিযোগে নির্ণয়, স্মৃতির বিরোধে

নির্ণয়প্রকার, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের উদাহরণ, আততায়িহনন-বিষয় নির্ণয়, দ্বিজাতির শাস্ত্রগ্রহণ নির্ণয়, আততায়ীর শাস্ত্রগ্রহণ নির্ণয়, অন্যোদাহরণ, অন্যথাকরণে প্রায়শ্চিত্ত, চারিটি প্রমাণ, প্রমাণভেদ, মানুষদিব্যপ্রমাণ গ্রহণে নির্ণয়প্রকার, উদাহরণ, দিব্যপ্রমাণগ্রহণে নিষেধ, তদপবাদ, লেখ্যাদির নিয়ম, প্রমাণ-বলাবলবিচার, আধ্যাদিতে পূর্ব্বোত্তর ক্রিয়ানির্ণয়, দশবিংশতি বর্ষোপভোগে নির্ণয়, অনাগমোপভুক্তিতে দণ্ড, অস্বত্ব বস্তু দানে দণ্ড, দশবিংশতি বর্ষোপভোগে হানির অপবাদ, উপনিক্ষেপ-লক্ষণ, আধ্যাদিহর্ত্তার দণ্ড, দণ্ডপরিমাণ, দণ্ডপ্রকার, দণ্ডস্থান, ধনদানের অশক্তিতে দণ্ডপ্রকার, উত্তমসাহসদণ্ডস্বরূপ, ব্রাহ্মণের বধদণ্ডনিষেধ, শিরোমুণ্ডনাদি দণ্ড, অঙ্কনে ব্যবস্থা, চক্রের নিরোধ-শব্দার্থ, কীদৃশ ভোগপ্রমাণ এই বিষয়ে নির্ণয়প্রকার, আগম-নিরপেক্ষ ভোগের প্রামাণ্যবিষয়, অনাগমোপভোগে দণ্ড, আগম-সাপেক্ষভোগবিষয়, ত্রিবিধ স্বীকার, স্বীকারে নিয়ম, পুরুষ ব্যবস্থা ও প্রামাণ্যব্যবস্থা দ্বারা আগমবিষয়ে দণ্ডব্যবস্থা, অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত হইলে তাহার নির্ণয়, ব্যবহারসিদ্ধির জন্য ব্যবহারদর্শীদিগের বলাবল, সভাসদ, পূগ, শ্রেণি, কুল, কুদৃষ্টি-বাদীর দণ্ড, প্রবলদৃষ্টব্যবহারবিষয়, মত্ত ও উন্মত্তাদি কর্তৃক নির্ণীত ব্যবহারবিষয়, গুরু, শিষ্য, পিতৃ ও পুত্রাদির ব্যবহার-বিষয়, স্বামীস্ত্রীর ব্যবহার বিষয়, স্বামিদাসব্যবহারবিষয়, অনাদেয় বাদবিষয়, গোপশৌণ্ডিকাদি স্ত্রীদিগের ব্যবহারবিষয়, পরার্থতা দ্রব্যবিষয়ে নির্ণয়প্রকার, তাহাতে কালাবধি, তাহাতে নৃপতিভাগ, স্বাম্যনাগমবিষয়, নিধিপ্রাপ্তিতে নির্ণয়প্রকার, ব্রাহ্মণের নিধিপ্রাপ্তিতে নির্ণয়, ব্রাহ্মণব্যতিরিক্ত অপরের নিধি-প্রাপ্তিতে নির্ণয়, অনিবেদিত নিধিবিষয়নির্ণয়, নিধিস্বামী আগত হইলে তাহার নির্ণয়, তাহাতে রাজভাগকথন, চৌরহৃত দ্রব্যবিষয়, চৌরহৃত দ্রব্যাপহারে রাজার দোষ, চৌরহৃতোপেক্ষা-করণ, চৌরহৃত দানবিষয়।

ঋণাদানপ্রকরণে—ঋণাদান সপ্তবিধ, অধমর্ণবিষয়ে পঞ্চবিধ, উত্তমর্ণ বিষয়ে দ্বিবিধ, মাসে মাসে বৃদ্ধিদানবিষয়, বর্ণক্রমানুসারে বৃদ্ধিনির্ণয়, চক্রবৃদ্ধিকারিকাদি, বৃদ্ধিপ্রকার, গৃহীতৃবিশেষানুসারে প্রকারান্তরবৃদ্ধি, কারিত বৃদ্ধি, অকৃত বৃদ্ধি, যাচিতকবিষয়নির্ণয়, যাচিতকাদানে নির্ণয়, অনাকারিত বৃদ্ধির অপবাদ, দ্রব্যবিশেষে বৃদ্ধিবিশেষ, প্রযুক্ত দ্রব্যের চিরকালাবস্থিতের বৃদ্ধি, বস্ত্র ও ধান্যাদির বৃদ্ধি, পুরুষান্তরে সংক্রমণ এবং প্রয়োগান্তর-করণবিষয়, সকৃৎপ্রয়োগবিষয়, প্রযুক্ত ধনের গ্রহণপ্রকার, ধর্ম্মাদি উপায়, রাজা কর্ত্তৃক দাপনে প্রকার, বহু উত্তমর্ণ যুগপৎ উপস্থিত হইলে কোন্ নিয়মে অধমর্ণ দিবে ইত্যপেক্ষিত নিধিবিষয়ে ক্রম, উত্তমর্ণ দুর্ব্বল হইলে প্রতিপন্নার্থদাপনে নির্ণয়প্রকার, স্থায়ার্থব্যয়দান, নির্ধন অধমর্ণিকবিষয়, দীয়-মানাগ্রহণ, কুটুম্বার্থে কৃত ঋণবিষয়, অদেয় ঋণবিষয়ে নির্ণয়, পুত্র ও পৌত্র কর্তৃক ঋণদেয়, ইহার অপবাদ নৃপতিস্বীকৃতির অপবাদ, পতিকৃত ঋণ ভার্য্যা শোধ দিবে না ইহার অপবাদ, ভার্য্যাদির অধনত্ব, ঋণ দাতা কর্তৃক দাতব্য ঋণাদান নির্ণয়, কালবিশেষে ঋণদাননিষেধ, প্রাপ্তব্যবহারবিষয়নির্ণয়, প্রাপ্ত-ব্যবহার হইলেও ঋণদাননিষেধ, আসেধপ্রযুক্তদাননির্ণয়, ঋণ হইতে পিতৃদিগের মোচনবিষয়, বালকেরও শোধাধিকার, বিভক্ত বিষয়নির্ণয়, অবিভক্তবিষয়নির্ণয়, পুত্রবিষয়ে ঋণদানে বিশেষ, পৌত্রবিষয়ে ঋণদানে বিশেষ, ঋণের অপাকরণে ঋণকর্তা, তৎপুত্র ও পৌত্র এই তিন জন কর্তা, ইহাদের সমবায়ে ক্রম, দারপূর্ব্বস্ত্রীলক্ষণ, পুনর্ভূ ও স্বৈরিণী স্ত্রীলক্ষণ, যোষিদ্গ্রাহ-ঋণাপাকরণে অধিকারী, রিক্থগ্রহণাভাবে পুত্র ও পৌত্র কর্তৃক ঋণদানবিষয়, যোষিদ্গ্রাহিবিষয়, প্রাতিভাব্যাদির নিষেধ, দম্পতীর বিভাগাভাব, পুত্রধর্ম্মে জায়াপতির পৃথগধিকার, প্রাতি-ভাব্য (জামিন) নিরূপণ, প্রাতিভাব্য ত্রিবিধ, দর্শনপ্রত্যয় প্রাতি-ভূবিষয়, দানপ্রতিভূবিষয়, দর্শনপ্রতিভূবিষয়, দানপ্রতিভূ পৌত্র-প্রতিভূব্যতিরিক্ত পৈতামহ ঋণদানে পৌত্রের অধিকার, বৃদ্ধিদান-নিষেধ, সবন্ধক প্রতিভূবিষয়ে ঋণদানে নির্ণয়, প্রতিভূ অনেক হইলে ঋণদানে প্রকার, প্রতিভূদত্তের প্রতিক্রিয়াবিধি, প্রীতি-দত্তের অবৃদ্ধি, প্রতিভূদত্তের সকল স্থানে দ্বৈগুণ্যপ্রাপ্তে অপবাদ, স্ত্রীপশুর বৃদ্ধিবিষয়, ধান্যবৃদ্ধিবিষয়, বস্ত্র ও রসবিষয়, লগ্নক বিশেষনিষেধ, আধিবিধি, আধিলক্ষণ, দ্বিবিধ আধি, চতুর্বিধ আধির বিশেষ, গোপ্য আধিভেদে বৃদ্ধিনিষেধ, আধিনাশনির্ণয়, আধিসিদ্ধবিষয়নির্ণয়, জঙ্গম ও স্থাবরভেদে দ্বিবিধ আধি, আধিনাশবিষয়ে ধনদানে বিশেষ, আধিমোক্ষণবিষয়নির্ণয়, প্রযোক্তা অসন্নিহিত হইলে কর্ত্তব্যতানিরূপণ, অধমর্ণ অসন্নিহিত হইলে কর্ত্তব্যতা, ভোগ্য ও আধিতে বিশেষ প্রকার, ফলভোগ্য আধিবিষয়।

উপনিধিপ্রকরণে—উপনিধিদ্রব্যলক্ষণ, উপনিধিদানে-অপবাদ, উপনিধি উপভোগকারীর দণ্ড, উপনিধিধর্ম্মের যাচিতাদিতে অতিদেশ।

সাক্ষিপ্রকরণে—সাক্ষিস্বরূপনিরূপণ, সাক্ষিভেদ, কৃতসাক্ষী, অকৃতসাক্ষী, লিখিত ও অলিখিত সাক্ষীর ভেদ, সাক্ষী সকল কীদৃশ ইহার বিচার, দোষহেতু অসাক্ষিস্বরূপ, দোষের ভেদ হেতু অসাক্ষীর স্বরূপ, স্বয়ং উক্তিস্বরূপ অসাক্ষী, একসাক্ষিবিষয়, চৌর্য্যাদিতে বর্জ্য সাক্ষীর গ্রহণ, সাক্ষিশ্রাবণ, ব্রাহ্মণাদিতে শ্রাবণে নিয়ম, তদপবাদে সাক্ষিদূষণ, দানস্থলসাক্ষিশ্রাবণপ্রকার, সাক্ষিসন্ত্রাসন, সাক্ষীদিগের অকথনে কর্ত্তব্যতা, সাক্ষীর অনঙ্গীকার-

বিষয়, কূট সাক্ষীর দণ্ড, সাক্ষিদ্বৈধে নির্ণয়, জয়পরাজয়ের অবধারবিশেষ, সাক্ষীদিগের স্বভাবোক্ত বচনবিষয়, সাক্ষিভাষিত পরীক্ষা, ক্রিয়াবলাবলাবলম্ব, সাক্ষিদিগের দোষাবধারণ, গ্রন্থকারের মত, কূট সাক্ষীর দণ্ড, ব্রাহ্মণকূটসাক্ষিবিষয়, লোভাদিকারণবিশেষে দণ্ড, ব্রাহ্মণের শারীর দণ্ডনিষেধ, সাক্ষ্যনিহ্নবে দণ্ড, সাক্ষী দিতে স্বীকার না করিলে তাহার বিধান, বর্ণীদিগের বধে অনৃতানুজ্ঞা, মিথ্যাসাক্ষ্যদানে প্রায়শ্চিত্ত।

লেখ্য প্রকরণে—লেখ্যদ্বৈবিধ্যকথন, অন্যকৃত লেখ্যে বিশেষ, লেখ্যে সংবৎসরাদির নিবেশ, লেখ্যসমাপ্তিতে অধমর্ণের সম্মতি, লেখ্যে সাক্ষীদিগের বিশেষ, লেখকসম্মতি, স্বকৃত লেখ্যে বিশেষ, লেখ্যারূঢ় ঋণবিষয়ে বিশেষ, বলাৎকারকৃত লেখ্যে বিশেষ, তদপবাদ, জীর্ণাদি পত্রবিষয়, দেশান্তরস্থ পত্রানয়নকালবিধি, রাজকীয় পত্রবিষয়, রাজকীয় জয়পত্রবিষয়, সভাসদ্দিগের পত্রবিষয়, পঞ্চবিধ হীনবিষয়, লেখ্যসন্দেহে নির্ণয়োপায়, লেখ্যের পৃষ্ঠে লেখনপ্রকার, কৃৎস্ন ঋণ দত্ত হইলে কর্তব্যতা, সসাক্ষিক কৃৎস্ন ঋণ দাতব্যে কর্তব্যতা।

দিব্য প্রকরণে—দিব্যমাতৃকা, শপথ, দিব্যে সাধারণবিধি, দিব্যগ্রহণে পূর্ব্বাহ্নাদি কালকথন, ঘটদিব্য প্রয়োগ, অগ্নিদিব্যবিধি, উদকদিব্যবিধি, বিষদিব্যবিধি, কোশদিব্যবিধি, তণ্ডুলদিব্যবিধি, তপ্তমাষবিধি, ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যবিধি, পক্ষান্তরকথন, শপথ, শুদ্ধিবিভাবনা।

দায়বিভাগ প্রকরণে—দায়শব্দার্থ, দ্বিবিধ দায়, অপ্রতিবন্ধ দায়লক্ষণ, বিভাগলক্ষণ, স্বত্বনিরূপণ, স্তেনাতিদেশ, লৌকিকী সত্তাবিষয়ে বিচার, পিতার ইচ্ছানুসারে বিভাগপ্রকার, বিষমবিভাগনিয়ম, জ্যেষ্ঠ পুত্রবিষয়ে উদ্ধারবিভাগ, বিভাগকাল, সমবিভাগে পত্নীদিগের বিশেষ। পুত্রদিগের দায়বিশেষ, বিষমবিভাগনিষেধ, পিতৃ-মরণান্তর সমবিভাগ, বিংশোদ্ধারাদি, বিষমবিভাগনিষেধ, উদ্ধারবিভাগনিষেধ, মাতৃধনে দুহিতার অধিকার, দুহিতার অভাবে মাতৃধনে পুত্রের অধিকার, অবিভাজ্য ধন, পিতৃধৃত বস্ত্রাদিবিষয়, স্ত্রীদিগের অলঙ্কারবিষয়, যোগক্ষেমশব্দার্থ, পিতামহদ্রব্যে পৌত্রদিগের বিশেষ, পিতামহোপাত্তধনে পিতা ও পুত্রের সত্তাবিষয়, বিভাগোত্তর-উৎপন্ন পুত্রের বিভাগবিষয়, পিতৃদত্ত ধনবিষয়ে নির্ণয়, পিতার ঊর্দ্ধ ধনবিভাগে মাতার স্বপুত্রের সহিত সমাংশিত্বকথন, অসংস্কৃত ভ্রাতৃদিগের সংস্কারকরণবিষয়, ভগিনীদিগের বিভাগ, ভিন্ন জাতীয় পুত্রদিগের মধ্যে ধনবিভাগ, ভ্রাতৃপ্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া স্থাপিত সমুদায় দ্রব্যের বিভাগ। সমুদয় দ্রব্যের অপহরণে দোষ, দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্রলক্ষণ, দ্ব্যামুষ্যায়ণাধিকারবিষয়, নিয়োগ, নিয়োগনিন্দা, বিধবাসংযম, ধর্ম্মনিয়োগ প্রশংসা, মুখ্য ও গৌণ পুত্রের দানগ্রহণব্যবস্থা দেখাইয়া তাহাদিগের স্বরূপ, ঔরস পুত্রলক্ষণ, পুত্রিকাপুত্রলক্ষণ, ক্ষেত্রজ পুত্রলক্ষণ, গূঢ়জ পুত্রলক্ষণ, কানীন পুত্রলক্ষণ, পৌনর্ভব পুত্রলক্ষণ, দত্তক পুত্রলক্ষণ, এক পুত্রদাননিষেধ, অনেক পুত্র থাকিলেও জ্যেষ্ঠ পুত্রদাননিষেধ, পুত্রপ্রতিগ্রহপ্রকার, ক্রীতপুত্রলক্ষণ, কৃত্রিম পুত্রলক্ষণ, স্বয়ংদত্ত পুত্রলক্ষণ, সহোঢ়জ পুত্রলক্ষণ, অপবিদ্ধ পুত্রলক্ষণ, পুত্রদিগের দায়গ্রহণে ক্রম, ঔরস পৌত্রিকের সমবায়নির্ণয়, পূর্ব্ব সত্ত্বে উত্তরোত্তরের চতুর্থাংশভাগিত্ব, অসবর্ণ পুত্রবিষয়, দত্তকগ্রহণের পর ঔরস পুত্র জন্মাইলে তাহার অধিকারনির্ণয়, ক্ষেত্রজের বিশেষ, দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে ৬ প্রকার পুত্র দায়াধিকারী এবং ৬ প্রকার অদায়াদকথন, দত্তক পুত্রের জনকরিক্থ ও গোত্রনিবৃত্তি, পূর্ব্বপূর্ব্বের অভাবে সকলের পিতৃধনাধিকার, দত্তকস্থলে ভ্রাতৃপুত্র সত্ত্বে অন্য পুত্রের গ্রহণনিষেধ, শূদ্রাপুত্রবিষয়, শূদ্রধনবিভাগে বিশেষ, বিভক্ত অপুত্র ও অসংসৃষ্টির ধনাধিকারিনিরূপণ, পত্নী, দুহিতা, দৌহিত্র, মাতা, পিতা, ভ্রাতৃগণ, ভিন্নোদর, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতৃপুত্র, গোত্রজ, পিতামহ, পিতামহ্যাদি, সমানোদক, বন্ধু, আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু, ভ্রাতৃবন্ধু, আচার্য্য, শিষ্য, সব্রহ্মচারী, শ্রোত্রিয়, রাজা, বানপ্রস্থাবলম্বীদিগের ধনাধিকারনির্ণয়, সংসৃষ্টিধনবিষয়নির্ণয়, সংসৃষ্টিধনবিভাগ, সংসৃষ্টিধনবিভাগোদ্ধৃতের বিনিয়োগ, অনংশ, অনংশদিগের ভরণ, অনংশদিগের পুত্রবিষয়ে বিভাগনির্ণয়, ক্লীবাদি দুহিতার ও ক্লীবাদি পত্নীর বিশেষ বিভাগ, স্ত্রীধন, স্ত্রীধনস্বরূপনিরূপণ, স্ত্রীধনভেদ, অধ্যগ্ন্যাদি স্ত্রীধনস্বরূপ, স্ত্রীধনবিভাগ, বিবাহভেদে স্ত্রীধনে অধিকারিভেদ, অপত্যবতীধনে দুহিতাদির অধিকার, ঊঢ়ানূঢ়াসমবায়ে অধিকারনির্ণয়, প্রতিষ্ঠিতা অপ্রতিষ্ঠিতাসমবায়ে অধিকারনির্ণয়, বাগ্দত্তবিষয়ে নির্ণয়, বাগদত্তা কন্যা মরণে নির্ণয়, দুর্ভিক্ষাদি সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে ভর্ত্তার স্ত্রীধন গ্রহণে অধিকার, আধিবেদনিকাখ্য স্ত্রীধনলক্ষণ, বিভাগসন্দেহে হেতু।

সীমাবিবাদপ্রকরণে—সীমাবিবাদনির্ণয়, সীমাবিবাদে তন্নির্ণয়সাধন, সীমার চাতুর্বিধ্যকথন, গ্রামসীমাস্থাদি, বৃদ্ধাদিলক্ষণ, মৌললক্ষণ, উদ্ধৃত লক্ষণ, বনচারিলক্ষণ, সীমাবৃক্ষ, সীমালিঙ্গ, সীমানির্ণয়োপায়, সীমানির্ণয়ে সাক্ষী, নির্ণীত সীমাপত্রকরণপ্রকার, সাক্ষীদিগের মিথ্যাকথনে মধ্যম সাহসদণ্ড, জ্ঞাপিকাচিহ্নের অভাবে রাজা কর্ত্তৃক নির্ণয় কর্ত্তব্য, সীমাবিবাদনির্ণয়ের আরামাদিতে অতিদেশ, সীমানির্ণয়প্রসঙ্গে মর্য্যাদাভেদাদিতে দণ্ড, স্বীয় ভ্রান্তি দ্বারা ক্ষেত্রাদিহরণে দণ্ড, উত্তমসাহসদণ্ডলক্ষণ, সেতুকূপাদিকরণনিষেধে দণ্ড, অল্পাপকারে নিষেধ, সেতুর দ্বৈবিধ্য, সেতুপ্রবর্ত্তয়িতৃবিষয়, ফালাহত ক্ষেত্রবিষয়।

স্বামিপালবিবাদপ্রকরণে—গবাদি পশুগণ পরের শস্য ভক্ষণ করিলে দণ্ডবিধান, মাষপ্রমাণ, অপরাধের আতিশয্যে দ্বিগুণ

দণ্ড, ক্ষেত্রান্তরে ও পথস্তরে অতিদেশ, ক্ষেত্রস্বামীকে ফলদাপনীয়নির্ণয়, ক্ষেত্রবিষয়ে অপবাদ, বৃতিকরণপ্রকার, পশুবিশেষে দণ্ডাভাব, অদণ্ড্য পশুকথন, গোপবিষয়ে নির্ণয়, গোপবিষয়ে বেতনকল্পনা, প্রমাদনাশে নির্ণয়, পশুদিগের কর্ণাদিচিহ্নদর্শন, পালকদোষে পশু বিনষ্ট হইলে পালকের দণ্ড, গোপ্রসঙ্গে গো প্রচার, গবাদিপ্রচারের জন্য ক্ষেত্রপরিমাণ।

অস্বামিবিক্রয়প্রকরণে—অস্বামিবিক্রয়লক্ষণ, গোপনে অল্প মূল্যে ক্রয়নিষেধ, স্বাম্যভিযুক্ত ক্রেতার কর্ত্তব্যতা, হর্ত্তাকর্ত্তৃক গৃহীত হইলে কর্ত্তব্যনিরূপণ, দেশান্তরগত হইলে যোজনসংখ্যানুসারে আনয়নের জন্য সময় দেয়, মূল্যের আনয়ন, অবিজ্ঞাতদেশবিষয়, সাক্ষ্যাদি কর্ত্তৃক ক্রয়ের অশোধনে দণ্ড, নষ্ট বস্তুনিশ্চয়োপায়, নষ্ট বস্তুর অভাবিত বিষয়ে দণ্ড, তস্করের প্রচ্ছাদকবিষয়, রাজপুরুষানীত বিষয়, নষ্ট দ্রব্য রাজার নিকট উপস্থিত করণ, রাজা কর্ত্তৃক তাহা রক্ষণীয়, রক্ষণ নিমিত্ত রাজার ভাগকথন, মনূক্ত ষড়্ভাগাদি গ্রহণে দ্রব্যবিশেষে অপবাদ।

দত্তাপ্রদানিকপ্রকরণে—দত্তাপ্রদানিকস্বরূপ, দত্তানপাকর্ম্মস্বরূপ, ইহার চতুর্বিধত্বকথন, কুটুম্বের অবিরোধে দেয় বিষয়, ভর্ত্তব্যগণ, অদেয় অষ্টবিধকথন, সর্ব্বস্বদানে নিষেধ, হিরণ্যাদি একজনকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া অপরকে দাননিষেধ, দেয় ধনের প্রতিগ্রহপ্রকাশবিষয়, অধার্ম্মিক লোককে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেও দাননিষেধ, অদত্তপ্রকার, দত্তাদত্তস্বরূপ।

ক্রীতানুশয়প্রকরণে—ক্রীতানুশয়, ক্রীতানুশয়স্বরূপ, প্রত্যর্পণীয়নির্ণয়, দ্বিতীয়াদি দিনে প্রত্যর্পণীয়নির্ণয়, বীজাদিক্রয়ে পরীক্ষাকাল, স্বর্ণাদিপরীক্ষা, কম্বলাদিতে বৃদ্ধি, দ্রব্যান্তরে বিশেষ, হ্রাসবৃদ্ধিজ্ঞানোপায়।

অভ্যুপেত্যাশুশ্রূষাপ্রকরণ—অভ্যুপেত্যাশুশ্রূষাস্বরূপ, শুশ্রূষক পঞ্চবিধ, কর্ম্মকর চতুর্ব্বিধ, দুই প্রকার কর্ম্ম, ভৃতক ত্রৈবিধ্য, দাসভেদ, বলপূর্ব্বক দাসীকৃতবিষয়, দাসমোক্ষবিষয়, প্রব্রজ্যাবসিতের মোক্ষবিষয়, বর্ণাপেক্ষায় দাস্যব্যবস্থা, অন্তেবাসিধর্ম্ম।

সংবিদ্ব্যতিক্রমপ্রকরণে—সংবিদ্ব্যতিক্রমলক্ষণ, ধর্ম্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণস্থাপনা, নিযুক্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম এবং তাহার অতিক্রমে দণ্ডবিধান, গণিবিষয়ে রাজার বর্ত্তনপ্রকার, দত্তাপহারীর দণ্ড, কার্য্যচিন্তকলক্ষণ, ত্রৈবিধ্য ধর্ম্মের শ্রেণী প্রভৃতিতে অতিদেশ।

বেতনাদানপ্রকরণে—বেতনাদানলক্ষণ, গৃহীত বেতনবিষয়, ভৃতি অপরিচ্ছেদ করিলে কর্ম্মকারয়িতার দণ্ড, অনাজ্ঞপ্তকারিবিষয়, ভৃতিদানপ্রকার, আয়ুধীয় ভারবাহকবিষয়, ত্যাজকবিষয়, অপগতব্যাধিবিষয়।

দ্যূতসমাহ্বয়প্রকরণ—দ্যূতসমাহ্বয়, দ্যূতসমাহ্বয়স্বরূপ, দ্যূতসভাধিকারীর বৃত্তি, কল্পপ্রবৃত্তি সভিকের কর্ত্তব্য, সভিক গ্রহণ করিলে রাজা কর্ত্তৃক দণ্ড, জয়পরাজয়ের বিপ্রতিপত্তিতে নির্ণয়োপায়, দ্যূতনিষেধ করিলে দণ্ড, কূটাক্ষ দ্বারা বঞ্চনাকারীর নির্ব্বাসন, এবং সমাহ্বয় বা প্রাণিদ্যূতধর্ম্মাতিদেশ।

বাক্পারুষ্যপ্রকরণে—বাক্পারুষ্যলক্ষণ, বাক্পারুষ্যের ত্রৈবিধ্যলক্ষণ, নিষ্ঠুরাক্রোশে সবর্ণবিষয়ে দণ্ড, অশ্লীলাক্ষেপে দণ্ড, বিষমবিষয়ে দণ্ড, পরস্পরাক্ষেপে দণ্ড, প্রতিলোমানুলোমাক্ষেপে দণ্ড, নিষ্ঠুরাক্ষেপে দণ্ড, অশক্ত বিষয়, তীব্র আক্রোশে দণ্ড, ত্রৈবিদ্যাদির ক্ষেপে দণ্ড।

দণ্ডপারুষ্য প্রকরণ—দণ্ডপারুষ্যলক্ষণ, দণ্ডপারুষ্যের ত্রৈবিধ্যকথন, দণ্ডপারুষ্যের পঞ্চপ্রকার বিধি, দণ্ডপ্রণয়নার্থ তৎস্বরূপসন্দেহে নির্ণয়হেতু, সাধনবিশেষে দণ্ডবিশেষ, পুরীষাদিস্পর্শে দণ্ড, প্রাতিলোম্যাপবাদে দণ্ড, স্বজাতিবিষয়ে, হস্তপাদ উদ্গীর্ণে দণ্ড, কেশাদিলুণ্ঠনে দণ্ড, কাষ্ঠাদি দ্বারা তাড়নে দণ্ড, লোহিতদর্শনে দণ্ড, করপাদাদি ত্রোটনে দণ্ড, চেষ্টাদিরোধে দণ্ড, কন্ধরাদি ভঙ্গে দণ্ড, বহুলোক কর্ত্তৃক এক অঙ্গভঙ্গাদিকরণে দণ্ড, ব্রণরোপাদিতে ঔষধ ও পথ্যার্থ ব্যয়দান, বহির্বস্ত্রাদিনাশে দণ্ড, দুঃখোৎপাদিত দ্রব্যপ্রক্ষেপে দণ্ড, পশুদিগের প্রতি দ্রোহাচরণে দণ্ড, স্থাবরাভিদ্রোহে দণ্ড, বৃক্ষবিশেষচ্ছেদনে দণ্ড, গুল্মাদিচ্ছেদনে দণ্ড।

সাহসপ্রকরণ—সাহসলক্ষণ, সাহসের ত্রৈবিধ্যকথন, প্রথম সাহস, মধ্যম সাহস, উত্তম সাহস, পরদ্রব্যাপহরণরূপ সাহসে দণ্ড, সাহসের প্রয়োজয়িতার দণ্ড, সাহসিকবিশেষের প্রতি দণ্ড, ভ্রাতৃভার্য্যাতাড়নে দণ্ড, সংদিষ্টের অপ্রদাতার দণ্ড, সমুদ্রগৃহভেদকৃৎ প্রভৃতির দণ্ড, স্বচ্ছন্দ বিধবাগামী প্রভৃতির দণ্ড, অযুক্ত শপথকরণে দণ্ড, পুংস্ত্বপ্রতিঘাতনে দণ্ড, দাসীগর্ভবিনাশনে দণ্ড, পিতাপুত্রাদির অন্যোহন্যত্যাগে দণ্ড, নেজকের দণ্ড, পিতাপুত্রবিরোধে সাক্ষীদিগের দণ্ড, তুলামানক কূটকারণে দণ্ড, নাণকপরীক্ষকবিষয়ে দণ্ড, চিকিৎসকবিষয়ে দণ্ড, অবধ্যবন্ধনাদিতে দণ্ড, কূট তুলাপহারে দণ্ড, ভেষজাদিতে অসার দ্রব্যমিশ্রণে দণ্ড, অজাতিতে জাতিকরণ, সমুদ্রভাণ্ডবাত্যাগকরণে দণ্ড, বণিক্‌দিগের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধিকরণে দণ্ড, মূল্যের অন্ধকরণে বিশেষ, স্বদেশপণ্যবিষয়ে লাভনির্ণয়, পরদেশ পণ্যবিষয়ে মূল্যনিরূপণপ্রকার।

বিক্রীয়াসম্প্রদানপ্রকরণে—বিক্রিয়াসম্প্রদানস্বরূপ, তাহার দ্বৈবিধ্যকথন, বিক্রীয় বস্তুর অবিক্রয়ে দণ্ড, অর্থহানিবিষয়ে নির্ণয়, রাজা ও দৈবোপঘাত দ্বারা পণ্যদোষনির্ণয়, একত্র বিক্রীতের অন্যত্র বিক্রয়, ও নির্দ্দোষ বস্তু দেখাইয়া সদোষ বস্তু বিক্রয়, তদুভয়সাধারণধর্ম্ম, অনুশয়কালাবধি।

সম্ভূয়সমুত্থানপ্রকরণে—সম্ভূয়সমুত্থানবিষয়ে লাভালাভ, প্রতিষিদ্ধাদিবিষয়নির্ণয়, রাজনিরূপিত মূল্যনির্দ্দেশে রাজভাগ, প্রতিষিদ্ধাদিবিষয়, শুল্কবঞ্চনার্থ পণ্যপরিমাণনিহ্নবে দণ্ড, তরিকের

শুল্কবিষয়, দেশান্তরমৃত বণিগ্‌ধননির্ণয়, বণিগ্‌ধর্মের ঋত্বিক্‌ আদিতে অতিদেশ।

স্তেয়প্রকরণে—স্তেয়লক্ষণ, স্তেয়গ্রহণের জ্ঞানোপায়, লোপ্‌ত্র-পরীক্ষণ, শঙ্কা দ্বারা গ্রাহ্যবিষয়, চৌর্য্যশঙ্কায় গৃহীতবিষয়নির্ণয়, চৌর্য্যে দণ্ড, চৌরবিশেষে অপবাদ, শ্বপদাকারঅঙ্কন, প্রায়শ্চিত্ত করিলে অঙ্কননিষেধ, চৌরের অদর্শনে অপহৃত দ্রব্যপ্রাপ্তির উপায়, অপরাধবিশেষে দণ্ডবিশেষ, কোষ্ঠাগারাদি ভেদকাদি-চ্ছেদ, উৎক্ষেপকাদির করাদিচ্ছেদ, উৎক্ষেপকাদির দ্বিতীয় ও তৃতীয়াপরাধে দণ্ড, দণ্ডকল্পনোপায়, ক্ষুদ্রাদি দ্রব্যস্বরূপ, তদ্বিষয়ে দণ্ডনিয়ম, ধান্যাপহরণে দণ্ড, সুবর্ণাদি অপহরণে দণ্ড, দ্রব্য-বিশেষাপহরণে দণ্ড, অকুলীনদিগের দণ্ডান্তর, ক্ষুদ্র দ্রব্য অপহরণে দণ্ড, অপরাধের গুরুত্বহেতু দণ্ড, গুরুত্বকথন, গণিকাদিগের অল্পাপরাধনির্ণয়, চুরি না করিয়াও চোরের উপকার করিলে দণ্ডকথন, শাস্ত্রাবমাননাদিতে দণ্ড, নিগ্রহষ্ঠাদিস্ত্রীদিগের দণ্ড, অবিজ্ঞাত কর্ত্তৃক হননে হন্তৃজ্ঞানোপায়, ব্যভিচারিপ্রশ্নবিষয়, ক্ষেত্রাদিদাহকের ও রাজপত্ন্যভিগামীর দণ্ড।

স্ত্রীসংগ্রহণপ্রকরণে—স্ত্রীসংগ্রহের ত্রৈবিধ্যকথন, স্ত্রীসংগ্রহোপায়, প্রাতিবিদ্ধ স্ত্রী ও পুরুষের পুনরায় সংলাপাদিকরণে দণ্ড, চারণদারভার্য্যা বিষয়ে দণ্ডাভাব, সংগ্রহণে দণ্ড, মাত্রাদিগমনে দণ্ড, প্রাতিলোম স্ত্রীগমনে ক্ষত্রিয়াদির দণ্ড, দ্বিজাতি কর্ত্তৃক শস্ত্রধারণ, পারদারিকের অপ্রসঙ্গ হেতু কন্যাগ্রহণে দণ্ড, আনুলোম্যাপহরণে দণ্ড, কন্যা-দূষণে দণ্ড, উত্তম বর্ণের কন্যাগমনে দণ্ড, স্ত্রীদূষণে দণ্ড, মিথ্যাভি-শংসনে দণ্ড, পশুগমনে দণ্ড, সাধারণ স্ত্রীগমনে দণ্ড, সাধ্বীধর্ম্ম, বেশ্যাব্যাখ্যানাদি জাতিনিরূপণ, পঞ্চচূড়াখ্য অপ্সরোকথন, দাস্যাভিগমনে দণ্ড, বলাৎকারে দণ্ড, ব্যাধিগ্রস্তার অদণ্ড, শুল্কগ্রহণ করিয়া ইচ্ছা না করিলে সেই স্ত্রীর দণ্ড, স্ত্রীগমন করিয়া শুল্ক প্রদান না করিলে তাহার দণ্ড, অযোনিতে গমনকারী পুরুষের দণ্ড, অন্ত্যব্যক্তির আর্য্যস্ত্রীগমনে বধদণ্ড, ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে অসম্মত ব্যক্তির নির্ব্বাসন।

প্রকীর্ণকপ্রকরণে—স্ত্রীপুংযোগাখ্যব্যবহার, তল্লক্ষণ, স্ত্রী ও পুরুষের স্বমার্গে স্থাপন, প্রকীর্ণকলক্ষণ, অপরাধবিশেষে দণ্ড, অভক্ষ্য দ্বারা দ্বিজদূষণে দণ্ড, কূটস্বর্ণব্যবহারাদিতে দণ্ড, বিষয়-বিশেষে দণ্ড, কাষ্ঠশরাদির উৎক্ষেপণে দণ্ড, ছিন্ন নস্যযানে মারণ-বিষয়, উপেক্ষাতে স্বামীর দণ্ড, প্রবীণ প্রজাসম্বন্ধীয় দণ্ডনির্ণয়, প্রাণিবিশেষে দণ্ডবিশেষ, ক্ষুদ্র পশুহিংসাতে বিশেষ, জার এবং চৌর ইত্যাদি বাক্য বলিলে দণ্ড, রাজার অনিষ্টপ্রবর্ত্তয়িতার দণ্ড, রাজার কোষাপহরণে দণ্ড, জীবনোপকরণাপহারে দণ্ড, ব্রাহ্মণের শারীর দণ্ডনিষেধ, মৃতবস্ত্র বিক্রেয় ও গুরুতাড়নবিষয়, রাজাসনারোপণে দণ্ড, পরনেত্রভেদনাদিতে দণ্ড, ব্রাহ্মণবেশধারণে দণ্ড, রাগ ও লোভাদিদ্বারা অন্য প্রকার ব্যবহারদর্শনে দণ্ড, দুর্দৃষ্টতা হেতু সাক্ষীদিগের দোষে সাক্ষীদিগের দণ্ড, রাজার অনুমত্যানু-সারে ব্যবহারের দুর্দৃষ্টত্বে দণ্ড, নির্ণীত ব্যবহারপ্রত্যাবর্ত্তনে দণ্ড, তীরিতাদি স্থলে দণ্ড, ন্যায়তঃ পরাজিত ব্যক্তি পরাজয় অস্বীকার করিলে তাহার দণ্ড নিয়ম, অন্যায়গৃহীত ব্যক্তির দণ্ড ও ধনের গতিবিষয়।

প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়। অশৌচপ্রকরণে—মৃতবিষয়ে খননদাহাদি-নির্ণয়, অনুগমন, চাণ্ডালাস্থ্যগ্নিনিষেধ, উদকদাননির্ণয়, আহিতাগ্নি-মরণবিষয়, শূদ্রবাহীত অঙ্গের অগ্নি ও কাষ্ঠবিষয়, প্রেতস্নান, প্রেতনির্হরণ বিষয়, প্রেতনয়নে দ্বারনির্ণয়, পর্ণনরদাহাদি, অগ্নিসংস্কারোত্তর কর্ত্তব্যতা, উদকদানে গুণবিধি, সপিণ্ডদিগের মধ্যে উদকদানে কাহাদিগের প্রতিষেধ, পাষণ্ডী প্রভৃতির মরণে অশৌচাদিনির্ণয়, মৃত্যুবিশেষে অশৌচাদিনিষেধ, পতিতাদির দাহ ও অশ্রুপাতনিষেধ, আত্মহননবিষয়, নারায়ণবলিপ্রয়োগ, নাগবলি, বিষ্ণুপুরাণোক্ত নারায়ণবলি, উদকদানোত্তর কর্ত্তব্যতা, শোকনিরসনার্থ ইতিহাসশ্রবণ, রোদননিষেধ, অতিদেশধর্ম্মাদি, প্রেতনির্হরণে ফল, ব্রহ্মচারিবিষয়ে অশৌচ, অশৌচীদিগের নিয়ম, প্রেতপিণ্ডদাননির্ণয়, কর্ত্তৃনিয়ম, দ্রব্যবিনিয়ম, পিণ্ডদানাধিকারী, পিণ্ডসংখ্যা, কালাদিনির্ণয়, শিক্যাদিতে জলদান, অস্থিসঞ্চয়কাল, বপন, অগ্নিহোত্রবিষয়নির্ণয়, সূতকে সন্ধ্যোপাসননির্ণয়, ও স্মার্ত্ত-কর্ম্মবিষয়নির্ণয়, সূতকান্নভোজনাদিনিষেধ, অশৌচ নিমিত্ত কালনিয়ম, সপিণ্ডাদ্যশৌচ, বাল্যাদ্যশৌচ, জননাশৌচ, প্রসূতিকাশৌচ, পুত্রজননদিনে দানাদ্যধিকার, ষষ্ঠীপূজননির্ণয়, অশৌচসম্পাতনির্ণয়, জননমরণাশৌচসম্পাতের নির্ণয়, মাতা-পিতার অশৌচসঙ্করনির্ণয়, গর্ভস্রাবে অশৌচনির্ণয়, সপ্তম মাসাদিতে গর্ভস্রাবে অশৌচনির্ণয়, জাতমৃত বা মৃতজাত সন্তান হইলে তাহার অশৌচনির্ণয়, তাহাতে ব্যবস্থা, রজস্বলাশুদ্ধি-বিষয়নির্ণয়, রজস্বলাবস্থায় নিয়ম, জ্বরাদি পীড়িত রজস্বলা-বিষয়ে শুদ্ধিনির্ণয়, রজস্বলা ও সূতিকা স্ত্রীর মরণে নির্ণয়, আহিতাগ্নিমরণে বিশেষবিধি, মৃত্যুবিশেষে অশৌচাপবাদ; যুদ্ধমরণে অশৌচ, বিদেশস্থাশৌচবিশেষ, বিদেশস্থ মৃতাশৌচবিষয়, অশৌচ দশদিন পরে জ্ঞাত হইলে কর্ত্তব্যনির্ণয়, পিতৃ ও পত্নী বিষয়ে বিশেষ, দেশান্তরলক্ষণ, বর্ণবিশেষে অশৌচদিনসংখ্যা, বয়োবস্থা-বিশেষে দশাহাদি অশৌচের অপবাদ, বয়োবস্থাবিশেষে স্ত্রীদিগের অশৌচ, গুরু ও মাতুলাদিমরণে অশৌচ, মাতা ও পিতার মরণে বিবাহিত কন্যাবিষয়ে অশৌচ, শ্বশুরাদিমরণে অশৌচ, অনৌরস পুত্রাদির অশৌচ, অন্যাশ্রিত ভার্য্যামরণে অশৌচনির্ণয়, অনুগমনা-শৌচনির্ণয়, রাজাদির সপিণ্ডাশৌচাপবাদ, দাসাদির অশৌচবিষয়-নির্ণয়, ঋত্বিক্‌প্রভৃতির এবং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিবিষয়ে অশৌচনির্ণয়,

অশৌচান্তে স্নান, রজস্বলাদিস্পর্শে নির্ণয়, দুঃস্বপ্নাদিবিষয়নির্ণয়, শ্বপাকবিষয়ে নির্ণয়, পক্ষিস্পর্শে নির্ণয়, শুদ্ধির হেতুসমূহকথন, অকার্য্যকারীর নস্যাদিতে শুদ্ধিবিষয়ে নির্ণয়।

আপদ্ধর্ম্মপ্রকরণে—আপৎকালে বৃত্ত্যন্তর দ্বারা জীবিকানির্ণয়, বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণের অপনীয় বিষয়, নিষিদ্ধে প্রতিপ্রসব, নিষিদ্ধাতিক্রমে দোষ, আপৎকালে অসৎ-প্রতিগ্রহে অদোষকথন, কৃষ্যাদির জীবনহেতুর অসম্ভবে জীবিকা-কথন, রাজবৃত্তিবিষয়ে কর্ত্তব্য।

বানপ্রস্থধর্ম্মপ্রকরণে—বানপ্রস্থধর্ম্ম, অগ্নিপরিচর্য্যাক্রম-বিষয়-নির্ণয়, ভৈক্ষাচরণ, সকলানুষ্ঠানসমর্থবিষয়।

যতিধর্ম্মপ্রকরণে—যতিধর্ম্মনিরূপণ, যতিধর্ম্ম, ভিক্ষাটনে কর্ত্তব্যতা, যতিদিগের পাত্র ও তাহার শুদ্ধি যতির আত্মোপা-সনাঙ্গনিয়ম, বিষয়াশয়শুদ্ধিবিষয়, ইন্দ্রিয়নিরোধোপায়, সংসারনিরূপণ, অনন্তর কর্ত্তব্য বিষয়, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদনিরূপণ, শরীরগ্রহণপ্রকার, পৃথিব্যাদির শরীরারম্ভকত্ব, বিষয়সংযুক্ত শুক্রশোণিতের কায়রূপ পরিণতিতে গর্ভিণীকে দোহদদান, গর্ভস্থৈর্য্যাদিকথন, প্রসবকাল, কায়স্বরূপকথন, অস্থিসংখ্যা, সবিষয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণায়তন, প্রাণায়তনের বিস্তর, নবচ্ছিদ্রকথন, নাড়ীসংখ্যা, শিরাসংখ্যা, কেশ, মর্ম্ম ও সন্ধিসংখ্যা, সকল শরীরচ্ছিদ্রসংখ্যা, শরীররসাদিপরিমাণ, উপাসনীয় আত্মস্বরূপ, আত্মধ্যানপ্রকার, শব্দব্রহ্মোপাসনা-প্রকার, বীণাদি বাদ্য দ্বারা মোক্ষমার্গপ্রাপ্তি, গীতজ্ঞের ফলান্তর, পুনরাত্মস্বরূপকথন, ঋষিপ্রশ্ন, প্রত্যুত্তর, কর্ম্মানুরূপ শরীরগ্রহণ, সত্ত্বাদিগুণপরিপাক, জন্মান্তরজ্ঞানবিষয়ে, অন্য দুঃখ-জ্ঞানবিষয়ভেদ, প্রত্যগাত্মা হইতে জগদুৎপত্তিকথন, আত্ম-বিষয়ে প্রমাণনিরূপণ, সংসারস্বরূপকথন, শরীরগ্রহণদ্বারে পুন-রায় তাহার বিশ্রম্ভ, মোক্ষলাভের উপায়কথন, জাতিস্মরত্ব-বিষয়, কালকর্ম্মাদির কারণত্ব, মোক্ষমার্গে স্বর্গমার্গসংবরণ-মার্গ, ভূতচৈতন্যবাদিপক্ষখণ্ডন, ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ বুদ্ধ্যাদির উৎপত্তি, গুণস্বরূপ, স্বর্গিমার্গধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, বেদাদির অনাদিত্বনিরূপণ, আত্মদর্শনাবশ্যকতা ও প্রাপ্তিমার্গ, দেবযান ও পিতৃযানকথন, উপাসনাপ্রকারনিরূপণ, ধারণাত্মক যোগাভ্যাসপ্রয়োজন, যজ্ঞদানাদির অসম্ভবে সত্ত্বশুদ্ধিবিষয়ে উপায়ান্তর।

প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে—কর্ম্মবিপাকনিরূপণ, পূর্ব্বকর্ম্মানুরোধে জন্ম, পাককর্ম্মানুসারে রোগভোগ, কর্ম্মবিপাককথন, শাস্ত্র-কর্ত্তৃক বিশেষ দর্শিত বিধি, প্রায়শ্চিত্তাধিকারিনিরূপণ, প্রায়শ্চিত্তা-করণে দোষ, তমিস্রাদি নরকবর্ণন, প্রায়শ্চিত্তফল, মহাপাতকি-লক্ষণ, ব্রহ্মহত্যাসম পাপসকল, সুরাপানসম, সুবর্ণস্তেয়সম, গুরুতল্পসম, গুরুতল্পাতিদেশ, গুরুতল্পপাপকথন, উপপাতক, জাতিভ্রংশকরপাতক, সঙ্করীকরণ, অপাত্রীকরণ, মলাবহ-প্রকীর্ণক, ব্রহ্মবধপ্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মবধে বিশেষ প্রোৎসাহকাদির ও দণ্ডপ্রায়শ্চিত্ত, বালবৃদ্ধপ্রভৃতির সাক্ষাৎকারবিষয়ে অন্ধ প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মহত্যাদি প্রায়শ্চিত্তের নৈমিত্তিক সমাপ্তির অবধি, অন্য প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের অতিদেশ, আত্রেয়ী-হত্যাপ্রায়শ্চিত্ত, আত্রেয়ীলক্ষণ, সুরাপানপ্রায়শ্চিত্ত, সুরাবিষয়ে বিচার, একাদশবিধ মদ্যকথন ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত, সুরাসংস্পৃষ্ট শুষ্করসান্নভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত, শুষ্কসুরাভাণ্ডস্থ উদকপানে প্রায়শ্চিত্ত, মদ্যপানে প্রায়শ্চিত্ত, দ্বিজাতিভার্য্যাবিষয়ে সুরাপানপ্রায়শ্চিত্ত, সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত, শাস্ত্রোক্ত বিশেষ সুবর্ণশব্দের অর্থ, সুবর্ণস্তেয়ে প্রায়শ্চিত্ত, গুরুতল্পগমনপ্রায়শ্চিত্ত, গুরুশব্দার্থ, গুরুতল্পগমনে অন্য প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মহত্যাদিকারী মহাপাতকীর সংসর্গ-প্রায়শ্চিত্ত, পতিতসংসর্গপ্রতিষেধ দ্বারা প্রতিষিদ্ধ যৌন সম্বন্ধে কচিৎ প্রতিপ্রসব, নিষিদ্ধ সংসর্গোৎপন্ন প্রতিলোমবধে প্রায়শ্চিত্ত, শূদ্রাদিবিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত, গোবধপ্রায়শ্চিত্ত, গোবধে বয়োবিশেষে প্রায়শ্চিত্তবিশেষ, পালনকার্য্যের উপেক্ষায় প্রায়শ্চিত্তবিশেষ, স্ত্রীদিগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে বিশেষ বিধান, পুরুষবিষয়ে বিশেষ বিধান, উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত, স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রবধে প্রায়শ্চিত্ত, স্ত্রীবধে প্রায়শ্চিত্ত, ঈষদ্‌ব্যভিচরিত ব্রাহ্মণ্যাদিবধে বিশেষ অনুপাতক ও প্রাণিবধে প্রায়শ্চিত্ত, মার্জ্জারাদিবধে প্রায়-শ্চিত্ত, বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাদিচ্ছেদনে প্রায়শ্চিত্ত, পুংশ্চলী ও বান-রাদিবধ প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গে তদংশ নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত, শারীর চরম ধাতুবিচ্ছেদকস্কন্দনে প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মচারী স্ত্রীগমন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত, স্বপ্নে রেতঃপাত হইলে প্রায়শ্চিত্ত, গার্হস্থ্যধর্ম্ম অব-লম্বন না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে এবং পরে উহা হইতে চ্যুত হইলে প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মচারীর প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গে অন্য অনুপপাতক-প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গে গুরুর প্রায়শ্চিত্তকথন, সকল হিংসা প্রায়শ্চিত্তাপবাদ, মিথ্যাকথনে প্রায়শ্চিত্ত, অভিশপ্ত প্রায়-শ্চিত্ত, ভ্রাতৃভার্য্যাগমনে প্রায়শ্চিত্ত, রজস্বলাভার্য্যাগমনে প্রায়শ্চিত্ত, রজস্বলা স্ত্রীস্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত, অযাজ্যযাজনে প্রায়শ্চিত্ত, বেদ-বিপ্লাবনে প্রায়শ্চিত্ত, স্বাধ্যায়ত্যাগে প্রায়শ্চিত্ত, অগ্নিত্যাগে প্রায়শ্চিত্ত, অনাশ্রমবাসপ্রায়শ্চিত্ত, অসৎপ্রতিগ্রহে প্রায়শ্চিত্ত, পলাণ্ডু প্রভৃতি ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত, জাতিদুষ্ট সন্ধিন্যাদিক্ষীরভক্ষণ-প্রায়শ্চিত্ত, স্বভাবদুষ্ট মাংসাদিভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত, অশুচিস্পৃষ্টভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত, ভাবদুষ্টভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত, কালদুষ্টভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত, গুণদুষ্ট শুক্তাদিভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত, হস্তদানাদি ক্রিয়াদুষ্ট অভোজ্য-ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত, একাদশাহাদি শ্রাদ্ধভোজনে প্রায়শ্চিত্ত, পরিগ্রহ-ভোজ্যভোজনে প্রায়শ্চিত্ত, অশৌচীদিগের পরিগৃহীতান্নভোজনে প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অন্নভোজনে প্রায়শ্চিত্ত, জাতিভ্রংশ-

করপাপে প্রায়শ্চিত্ত,প্রকীর্ণক প্রায়শ্চিত্ত,গুরুনির্ভৎসনপ্রায়শ্চিত্ত, বিপ্রদণ্ডোদ্যমে প্রায়শ্চিত্ত, পাদপ্রহারে প্রায়শ্চিত্ত, মনুপ্রোক্ত প্রকীর্ণকপ্রায়শ্চিত্ত, নিত্যশ্রৌতাদি কর্ম্মলোপে প্রায়শ্চিত্ত,ইন্দ্রধনু-দর্শনাদিতে প্রায়শ্চিত্ত, পতিতাদিসম্ভাষণে প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মসূত্র ব্যতীত বিন্মূত্রোৎসর্গাদিতে প্রায়শ্চিত্ত, স্তেন পতিতাদির সহিত পঙ্‌ক্তিভোজনে প্রায়শ্চিত্ত, নীলীবিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত, কচিদ্ দেশ-বিশেষগমনে প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে দেশকালাদিবিচার, পতিতের ঘটস্ফোটবিধি, পতিতের প্রায়শ্চিত্তানন্তর গ্রহণবিধি, পূর্ব্বোক্তের পতিতপরিত্যাগাদি বিধির অতিদেশ, স্ত্রীদিগের বিশেষ পাতিত্য, বিশেষ চরিত ব্রতবিধি সকল, ব্রতসাধারণ, ধর্ম্মরহস্যপ্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ কর্ম্ম, সুরাপানপ্রায়শ্চিত্ত, সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত, গুরুতল্পগপ্রায়শ্চিত্ত, গোবধাদি ষট্‌পঞ্চাশৎ উপপাতকপ্রায়শ্চিত্ত, সামান্য উপপাতকপ্রাপ্তের প্রাণায়াম শতের অপবাদ, অজ্ঞানকৃত প্রায়শ্চিত্ত,সকল সাধারণ পবিত্র মন্ত্র, যম, নিয়ম, সান্তপনাখ্য ব্রত, মহাসান্তপনাখ্য ব্রত, পর্ণকৃচ্ছ্রাখ্য ব্রত, তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত, পাদকৃচ্ছ্র, প্রাজাপত্যকৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, পরাক, সৌম্যকৃচ্ছ্র, তুলাপুরুষকৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণব্রত, চান্দ্রায়ণান্তর, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ সাধারণী ইতি কর্ত্তব্যতা, প্রায়শ্চিত্তে বপননির্ণয়, অনাদিষ্টপাপে প্রায়শ্চিত্ত, ব্রতের অশক্তিতে গোদানাদি অনুকল্পবিধান, মহাপাতকাদিপ্রায়শ্চিত্তে গোদানাদির সংখ্যা, চান্দ্রায়ণাদিতে ধেনুব্যবস্থা, অভ্যাসে প্রায়শ্চিত্তাবৃত্তি, ব্রতে অশক্ত ব্যক্তির ব্রাহ্মণভোজনবিধানে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিফল, এই শাস্ত্রাধ্যয়নে ফলশ্রুতি।

রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব।

রঘুনন্দন-প্রণীত স্মৃতিতত্ত্বই বঙ্গদেশে নব্যস্মৃতি নামে প্রসিদ্ধ। অধুনা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় এবং যে ব্যবস্থানুসারে এদেশের সকলেই ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই রঘুনন্দনবিরচিত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে মীমাংসিত হইয়াছে। রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"মলিম্লুচে দায়ভাগে সংস্কারে শুদ্ধিনির্ণয়ে।
প্রায়শ্চিত্তে বিবাহে চ তিথৌ জন্মাষ্টমীব্রতে॥
দুর্গোৎসবে ব্যবহৃতাবেকাদশ্যাদিনির্ণয়ে।
তড়াগভবনোৎসর্গে বৃষোৎসর্গত্রয়ে ব্রতে॥
প্রতিষ্ঠায়াং পরীক্ষায়াং জ্যোতিষে বাস্তুযজ্ঞকে।
দীক্ষায়ামাহ্নিকে কৃত্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥
সামশ্রাদ্ধে যজুঃশ্রাদ্ধে শূদ্রকৃত্যবিচারণে।
ইত্যষ্টাবিংশতিস্থানে তত্ত্বং বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

১ মলমাসতত্ত্বে—মাসশব্দ, কর্ম্মবিশেষে মাসবিশেষাদিবিচার, অমাবস্যান্ত মাসশব্দান্তে সাধকান্তরকথন, চৈত্রাদি শব্দের চান্দ্রবাচিতা, মলমাসলক্ষণ ও তাহার বিচার, দীক্ষাকাল, দীক্ষাবিষয়ে প্রতিপ্রসব, স্ত্রী ও শূদ্রের প্রণবযুক্ত মন্ত্রগ্রহণনিষেধ, দীক্ষিত ব্যক্তির অশৌচকালে জপাদির অধিকার, অশৌচে বিষ্ণুকীর্ত্তন ও অধিমাসে বিবাহাদিনিষেধ, পর্য্যুদাস ও প্রসজ্যপ্রতিষেধ নঞ্‌-বিচার, নবান্ন, কালাশুদ্ধি, বিহিতক্রিয়া দ্বারা সাধ্যধর্ম্মাদিকথন, রোগশান্তির জন্য দানাদিবিধান, মুমূর্ষুকৃত্য, মহাদান, মহাদান-লক্ষণ, মলমাসকর্ত্তব্য ব্রত, পিতৃপক্ষ, মৃতক্রিয়া, অশ্বযুক্ কৃষ্ণপক্ষ-শ্রাদ্ধ, অমাবস্যা, অধিমাসে প্রত্যাব্দিকাদিবিচার, সপিণ্ডনাপকর্ষ-বিচার, অপুত্র ব্যক্তির মৃত তিথিতে পার্ব্বণনিষেধ, অধিমাসে মৃতব্যক্তির অধিমাসে বাৎসরিক শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যনিরূপণ।

২ দায়তত্ত্বে—দায়লক্ষণ, পিতৃকৃত দায়বিভাগ, পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতাদিগের মধ্যে ধনবিভাগ, বিভাগের অনধিকারিনিরূপণ, বিভাজ্য ও অবিভাজ্য ধনকথন, চির-প্রোষিতাগত বংশের বিভাগনিরূপণ, বিভাগকালে গুপ্ত ভাগে বঞ্চিত এবং পশ্চাৎ তাহা অবগত হইলে সেই ধনবিভাগ, স্ত্রীধনলক্ষণ, স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারিনিরূপণ, অপুত্র ব্যক্তির ধনাধিকারনির্ণয়।

৩ সংস্কারতত্ত্বে—সংস্কারকথন, অগ্নিস্থাপন, হোমে বরণবিধি, হোমকালে ব্রহ্মস্থাপন, হোমীয় দ্রব্যাসাদন, চরুপাকবিধান, ভূমিজপাদিবিধান, আস্তরণ, বিংশতিকাষ্ঠিকাপ্রদান, আজ্য-সংস্কার, স্রুবাদিলক্ষণ, বিরূপাক্ষজপ, প্রকৃতকর্ম্ম, উদীচ্যকর্ম্ম, হোমে প্রায়শ্চিত্ত, যজ্ঞবাস্তুকরণ, পূর্ণাহুতি, বন্দনাদিকর্ম্ম, বিবাহ, অর্হণ, বিবাহপরিপাটী, পাণিগ্রহণ, যানারোহণাদি, গর্ভাধানবিধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, শোষ্যন্তীহোম, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, চূড়াকরণ, আজ্যসংস্কারের অনন্তর কর্ম্ম, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন, নবগৃহপ্রবেশকর্ম্ম, গ্রহযজ্ঞ।

৪ শুদ্ধিতত্ত্বে—শুদ্ধিতত্ত্বের বিষয়নির্ণয়, সহানুগমনবিধি, অশৌচ-বিধান, অশৌচসঙ্কর, গর্ভস্রাবাশৌচ, স্ত্রীদিগের অশৌচকথন, বালকাদির অশৌচকথন, সগুণাগুণশৌচ, বিদেশস্থাশৌচ, সপিণ্ডাদ্য-শৌচ, মৃত্যুবিশেষাশৌচ, সদ্যঃশৌচ, দ্রব্যশুদ্ধি, মুমূর্ষু ও মৃতকৃত্য, অস্থির অলাভে পর্ণনরদাহ, উদকাদিদান, শোকাপনোদনাদি, পিণ্ডোদকাদিদান, অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনকৃত্য, দান, প্রেত-ক্রিয়াধিকারিনিরূপণ, সপিণ্ডাদিবিচার, অশৌচসংক্ষেপ, বিদেশস্থ অশৌচ, গর্ভস্রাবাশৌচ, জাতাশৌচ, বালাদ্যশৌচ, সপিণ্ডাদ্যশৌচ, সপিণ্ডাশৌচ, মৃত্যুবিশেষাশৌচ, শবানুগমনাশৌচ, অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি।

৫ প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে—শূলপাণির প্রায়শ্চিত্তবিবেকে যেরূপ সকল পাতকেরই প্রায়শ্চিত্তবিধান লিখিত আছে, রঘুনন্দনের গ্রন্থে সেরূপ হয় নাই, অতিসংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। যথা—প্রায়শ্চিত্তলক্ষণ, তন্ত্র ও প্রসঙ্গনিরূপণ, প্রসঙ্গকথন, অঙ্গহীন

কাম্যকর্ম্মে ফলকথন, বিজাতীয় প্রায়শ্চিত্তে বিজাতীয় পাপনাশ, অতিকৃচ্ছ্রকথন, চান্দ্রায়ণাদিতে ভোজনপরিসংখ্যা, গুরু প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে লঘু পাপনাশ, গঙ্গামাহাত্ম্যকথন, প্রায়শ্চিত্তে মুণ্ডন ও উপবাসবিধি, ব্যতীপাতযোগকথন, গঙ্গাস্নানে পাপনাশকথন, গঙ্গাস্নানবিধান, গঙ্গাস্নানের সঙ্কল্পবাক্য, গঙ্গায় অস্থিপ্রক্ষেপ, গোবধপ্রায়শ্চিত্তকথন, গোবধে বালত্বাদিভেদে প্রায়শ্চিত্তভেদ, প্রায়শ্চিত্তোপদেশাদি, চৌর হইতে লাভবিনির্ণয়, ক্রয়নির্ণয়, প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বাহ্ণ কৃত্য, বাল্যাদিভেদে প্রায়শ্চিত্তবিধান, ধেনুমূল্যব্যবস্থা, জ্ঞানকৃতাদি প্রায়শ্চিত্ত, বিপ্রাদিস্বামিক গোবধপ্রায়শ্চিত্ত, ক্ষত্রিয়সম্বন্ধী গোবধপ্রায়শ্চিত্ত, বৈশ্যসম্বন্ধী গোবধ প্রায়শ্চিত্ত, এক বৎসরাদি করিয়া গোবধপ্রায়শ্চিত্ত, রোধাদিনিমিত্তক গোবধপ্রায়শ্চিত্ত, অপালননিমিত্ত গোবধপ্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত, নরবধাপবাদ, চাণ্ডালাদির অন্নভক্ষণপ্রায়শ্চিত্ত, অন্ত্যজস্ত্রীগমন ও তদন্নভোজনপ্রায়শ্চিত্ত, গোমাংসাদিভক্ষণপ্রায়শ্চিত্ত, পত্নীকে মাতৃসম্বোধন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত, উপবীতচ্ছেদনপ্রায়শ্চিত্ত, রেতোমূত্র ও পুরীষভক্ষণপ্রায়শ্চিত্ত, চাণ্ডালাদিস্পর্শপ্রায়শ্চিত্ত, রজস্বলাস্পর্শপ্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের বিধান সকল বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

৬ উদ্বাহতত্ত্বে—উদ্বাহলক্ষণ, বিবাহনিরূপণ, সাপিণ্ড্যকথন, পিতৃ ও মাতৃকুল হইতে সপ্তমী ও পঞ্চমী কন্যা গ্রহণনিষেধ, মতান্তরে ঐ সকলকুলের পঞ্চমী কন্যানিষেধকথন, স্ত্রীদিগের সাপিণ্ড্যনির্ণয়, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধুকথন, সগোত্রে ও সমান প্রবরে বিবাহনিষেধ, দ্বিজদিগের অসবর্ণা কন্যাবিবাহনিষেধ, বিবাহসংক্ষেপবিধি, জ্যেষ্ঠের বিবাহের পূর্ব্বে কনিষ্ঠের বিবাহনিষেধ এবং বিবাহে দোষকথন, বর্জ্জনীয় সপ্ত পৌনর্ভবা কন্যাকথন, একদিনে সোদরদ্বয়ের বিবাহনিষেধ, কন্যাবিবাহনিষেধকথন, জ্যেষ্ঠ বিবাহ না করিতে কনিষ্ঠের বিবাহসময়প্রতীক্ষাকথন, ক্লীব বা পতিতাদি হইলে দোষরাহিত্যনির্দ্দেশ, বিবাহের বয়োনিরূপণ, বিবাহে যুগ্মাযুগ্মবয়ঃকথন, মাসনির্ণয়, অকালে বিবাহনিষেধ, মলমাসে বিবাহনিষেধ, কন্যাদানাধিকারিনির্ণয়, বিবাহে নান্দীমুখশ্রাদ্ধকথন, রাত্রিতে দানকথন, বিবাহে নিষিদ্ধ দিনেও ক্ষৌরকর্ম্মবিধান, বিবাহে সৌরমাসোল্লেখবিধি, বিবাহে দানাদির ব্যতিক্রমকথন, সম্প্রদানের পূর্ব্বে অগ্নিস্থাপনবিধি, সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদীগমন, বিবাহে নিষিদ্ধা কন্যাকথন, বর্জ্জনীয়া স্ত্রীকথন।

৭ তিথিতত্ত্বে—তিথিতত্ত্বে নিম্নোক্ত বিষয় সকল আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। তিথির স্বরূপনির্ণয়, বিশেষ তিথিকর্ম্মসন্দেহ-নির্ণয়, বিপ্লপতিত মৃতাহাবিদিত শ্রাদ্ধকাল, জন্মতিথিকৃত্য, প্রতিপদ্, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, বিধানসপ্তমী, অষ্টমী, জন্মাষ্টমী, জন্মাষ্টমীর ব্রতকালব্যবস্থা, জন্মাষ্টমীর পারণকাল, জন্মাষ্টমীসংক্ষেপ, নবান্নশ্রাদ্ধকাল, ভীষ্মাষ্টমী ও তদ্দিনে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মতর্পণের ব্যবস্থা, উদকরণে প্রত্যবায়কথন, অশোকাষ্টমী, নবমী, শ্রীরামনবমী ও তাহার সংক্ষেপ, দশমী তিথির ব্যবস্থা।

৮ জন্মাষ্টমীতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণের জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে সবিস্তার ব্যবস্থা আছে।

৯ ব্রততত্ত্বে—ব্রতাবধি, ব্রতের আরম্ভ ও প্রতিষ্ঠাকালকথন, ব্রতানুষ্ঠান, ব্রতপ্রতিষ্ঠাবিধি, ব্রতপ্রতিষ্ঠাপ্রয়োগ, ব্রতপ্রয়োগ, তৎকর্ত্তব্যনিরূপণ।

১০ দুর্গোৎসবতত্ত্বে—নবম্যাদি কল্পারম্ভ, দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীপাঠবিধি, নবমীতে বোধন, ষষ্ঠীতে বোধন, অধিবাস, আমন্ত্রণ, বোধন ও আমন্ত্রণের পৃথক্ত্ব, সপ্তমীপূজা, পত্রীপ্রবেশ, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পূজা, বলিদান, বৈধহিংসাবিচার, মহাষ্টমীপূজা, সন্ধি অর্থাৎ অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিতে পূজা ও তাহার বিধান, অষ্টমীতে উপবাসবিধি, তাহার ফল, মহানবমীপূজাকল্প, মহানবমীপূজাবিধান, নবমীতে বিবিধ বলিদানবিধি, হোমবিধান, কুণ্ডনির্ণয়, হোমে অগ্নির নামকরণ, অগ্নির ধ্যান ও পূজা, অগ্নির শুভাশুভ লক্ষণ, পূর্ণাহুতি, শীতলীকরণ, দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ, শান্তি, দেবীযাত্রাকালে নিমজ্জনবিধি, বিজয়াদশমীকৃত্য, নীরাজনবিধি, বৎসরের শুভাশুভজ্ঞাপক খঞ্জনদর্শন।

তিথিতত্ত্বে একাদশীর বিশেষ বিচার ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, বিধবার একাদশীর উপবাসে নিত্যত্বকথন, ত্রয়োদশীতে একাদশীর পারণ, একাদশীসংক্ষেপ, উপবাসনিষেধ-সামর্থ্যের ভক্ষ্যবিধান, হবিষ্যান্নকথন, বিষ্ণুশয়ন, শয়নে কর্ত্তব্যবিধান, চাতুর্ম্মাস্যবিধি, শয়নৈকাদশী, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থানএকাদশী এবং এই সকল একাদশীতে কর্ত্তব্যনিরূপণ, একাদশীতে উপবাসের পর দ্বাদশীতে বটীতিলাচার এবং তাহার ফলকথন।

দ্বাদশীর ব্যবস্থা, শ্রবণাদ্বাদশী, এবং তাহাতে কর্ত্তব্যবিধান, কেতূত্থানবিধি, গোবিন্দদ্বাদশী, বিবিধদ্বাদশী ও তাহার কর্ত্তব্যবিধান। ত্রয়োদশীর ব্যবস্থা, বারুণী, মহাবারুণী, মহামহাবারুণী, বারুণীতে গঙ্গাস্নান ও তাহার ফলকথন, এই তিথি যে আপদ্‌নিবারণের জন্য মদনাগ্রকদমনকপূজাবিধি। চতুর্দ্দশীর ব্যবস্থা, অঘোরাখ্যা চতুর্দ্দশীকথন, শিবচতুর্দ্দশী, শিবরাত্রিব্রত, শিবরাত্রিব্রতসংক্ষেপ, শিবরাত্রিব্রতপ্রয়োগ, পার্থিবশিবলিঙ্গপূজাবিধি, শিবরাত্রির পারণ, মদনচতুর্দ্দশী, মদনমহোৎসববিধি এবং তাহার ফলকথন। ভূতচতুর্দ্দশী, চতুর্দ্দশ শাকভোজন। পৌর্ণমাসীর ব্যবস্থা, কোজাগরকৃত্য, এই দিনে সায়ংকালে লক্ষ্মীপূজাবিধান, বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যতীত সকলের উপবাসবিধি,

নারিকেলোদক পান করিয়া অক্ষক্রীড়া দ্বারা রাত্রিজাগরণবিধি, চতুরঙ্গক্রীড়া, মাঘ মাসে মূলকভোজননিষেধ, ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে দোলযাত্রাবিধান। রঘুনন্দনের দোলযাত্রাতত্ত্ব বলিয়া একখানি স্বতন্ত্র তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে এই তত্ত্বখানি রঘুনন্দন-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন না, এই তত্ত্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দোল সম্বন্ধে আবশ্যকীয় সমস্ত বিষয়ই মীমাংসিত হইয়াছে। রবিসংক্রান্তি, সংক্রান্তির ব্যবস্থা, সংক্রান্তির নাম, সংক্রান্তিসংক্ষেপ, কাৰ্ত্তিকসংক্রান্তি হইতে আকাশপ্রদীপদান, বৈশাখ, কাৰ্ত্তিক ও মাঘমাসে প্রাতঃস্নানবিধান, চৈত্রমাসে ঘণ্টাকর্ণপূজাবিধি, গ্রহণ, গ্রহণে কর্ত্তব্য, নদীলক্ষণ, গ্রহণে স্নান ও পুরশ্চরণ, গ্রহণের গ্রাস ও বিমুক্তিতে কর্ত্তব্যবিধান। অমাবস্যাশ্রাদ্ধকাল এবং তাহার বিচার, দীপান্বিতা-অমাবস্যা, ঐ দিনে প্রদোষকালে লক্ষ্মীপূজার বিধান ও তাহার ব্যবস্থা, দীপদানবিধি, লক্ষ্মীপূজার প্রত্যূষকালে ভবিষ্যোক্ত কর্ম্মবিধান। অর্দ্ধোদয়যোগকথন, অর্দ্ধোদয়যোগদিনের কর্ত্তব্যনিরূপণ, যুগাদ্যা।

তিথিতত্ত্বে এই সকল বিষয় এবং অবান্তরভেদে অনেক বিষয় বিবৃত হইয়াছে। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বের শেষে এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন।

"বিরুদ্ধং গুরুবাক্যস্য যদত্র ভাবিতং ময়া।
তৎক্ষন্তব্যং বুধৈরেব স্মৃতিতত্ত্ববুভুৎসয়া॥
স্মৃতিতত্ত্বে প্রমাদাদ্যদ্বিরুদ্ধং বহুভাষিতং।
গুণলেশানুরাগেণ তচ্ছোধ্যং ধর্ম্মদর্শিভিঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

১১ ব্যবহারতত্ত্বে—ব্যবহারলক্ষণ, ব্যবাহারদর্শন, ব্যবহারপাদনির্ণয়, ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, ক্রিয়াপাদ, লিখিত, ভুক্তি, ভুক্তিস্বত্বাপবাদ, যুক্তি, শপথ, নির্ণয়।

১২ একাদশীতত্ত্বে—একাদশীব্রত-কথন, কলঞ্জনির্ণয়, সংক্রান্তির পুণ্যকালে কার্য্যোপদেশ, একাদশীব্রতলক্ষণ, গ্রহসম্মার্জ্জন, বৈদিকাদিকর্ম্মসমাপ্তিতে বিষ্ণুনামস্মরণ, কর্ম্মের পূর্ব্বে 'ওঁ তৎসৎ' এই বাক্যোচ্চারণকথন, একাদশীর সঙ্কল্পকথন, কাম্য একাদশীনিরূপণ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিষয়, একাদশীর উপবাসসমন্বয়, দয়াদির লক্ষণকথন, ব্রতে গন্ধাদিবর্জ্জনোপদেশ, ব্রত ও শ্রাদ্ধাদিতে স্ত্রীগমননিষেধকথন, একাদশীব্রতের নিত্যত্বকথন, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের নিত্যতা, নিত্য ও কাম্যকথন, যোষিৎশ্রাদ্ধবিবেচন, একাদশীর উপবাসে অধিকারিকথন, বৈষ্ণবলক্ষণ, সপুত্র বৈষ্ণবকথন, গৃহীদিগের একাদশীনির্ণয়, যে স্থলে উপবাস নিত্য এবং শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক তথায় কর্ত্তব্যনিরূপণ, পূর্ণতিথিলক্ষণ, পূর্ণ একাদশীর উপবাসকথন, একাদশীদিনে ত্র্যহস্পর্শ হইলে কর্ত্তব্যনিরূপণ, দশমীবিদ্ধা একাদশী, দশমী দিনে নিয়মকথন, একাদশীনিয়ম, বিষ্ণুপূজনবিধি, দ্বাদশীনিয়ম, পরান্নভোজননিষেধ, পরান্নকথন, স্বদত্ত নৈবেদ্যভোজন, জলাশয়োৎসর্গকথন, রজস্বলা ও প্রসূতি স্ত্রীর ব্রতকথন, উপবাসের অনুকল্পবিধান, উহ্যব্যবস্থা, একভক্তকথন, নক্তব্রত, হবিষ্যান্ন, পুত্রাদি প্রতিনিধি, পারণনিয়মকথন, ভৈমী-একাদশী, শয়নাদিকাল, শয়নাদি একাদশীকথন।

১৩ জলাশয়োৎসর্গতত্ত্বে।—পুষ্করিণী, বাপী ও তড়াগাদির লক্ষণ, জলাশয়াদ্যুৎসর্গে ফলকথন, উৎসর্গসঙ্কল্পের পর বাস্তুযাগসঙ্কল্পবিধি, জলাশয়াদি উৎসর্গের জ্যোতিষোক্ত দিননিরূপণ, পূর্ত্তলক্ষণনিরূপণ, পূর্ত্ত কার্য্যে সকলের অধিকারকথন, জলাশয়োৎসর্গে বেদীনিরূপণ, যজমানের যাগমণ্ডপে প্রবেশবিধি, উৎসর্গবিধি।

১৪ ছন্দোগবৃষোৎসর্গতত্ত্বে।—বৃষোৎসর্গ প্রমাণ, বৃষোৎসর্গের ব্যাখ্যা, অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে বৃষোৎসর্গের বিধান, প্রেতোদ্দেশে বৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অভাব, বৃষ ও বৎসতরীলক্ষণ, আজ্যস্থালীকথন, চরুস্থালীকথন, ঋকপরিভাষা, সামপরিভাষা।

১৫ ঋগ্বেদিবৃষোৎসর্গতত্ত্বে।—অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে বৃষোৎসর্গবিধান, প্রেতেতরবৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা, ঋগ্বেদীয়বৃষোৎসর্গপদ্ধতি।

১৬ যজুর্ব্বেদিবৃষোৎসর্গতত্ত্ব।—যজুর্ব্বেদীদিগের বৃষোৎসর্গপ্রয়োগ, বৃষলক্ষণ, বৎসতরীলক্ষণ, আজ্যসংস্কার, হোমাদিবিধান, বৃষকর্ণে রুদ্রাধ্যায়জপবিধি।

১৭ দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে—সৌবর্ণাদি ধাতুর দেবমূর্ত্তিনির্ম্মাণ, দেবপ্রতিষ্ঠার মাসাদিনির্ণয়, দেবপ্রতিষ্ঠাবিধান, প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি ভগ্ন হইলে তাহার প্রতিবিধান, প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির পূজাভাবে প্রতীকারকথন, অস্পৃশ্যস্পর্শনে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির দোষপ্রতীকার।

১৮ মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে—মঠাদিনির্ম্মাণ, মঠাদিনির্ম্মাণের ফলকথন, মঠাদিনির্ম্মাণ জন্য ভূমিদানফল, প্রতিষ্ঠাদিননিরূপণ, প্রতিষ্ঠাপ্রমাণ, তাহার ফল, দেবসম্প্রদানক দানকথন, বিষ্ণুসম্প্রদানক দানকথন।

১৯ দিব্যতত্ত্ব বা পরীক্ষাতত্ত্বে।—দিব্যবিধান, দিব্যের নামনির্দ্দেশ, দিব্যদেশ, দিব্যের কালকথন, দিব্যবিশেষে অধিকারিনিরূপণ, দ্রব্যসংখ্যা দ্বারা দিব্যবিশেষকথন, ধটোৎপত্তিবিধি, ধটারোপণবিধি। দিব্যপ্রয়োগবিধান, অগ্নিপরীক্ষা, তৎপ্রয়োগ, উদকপরীক্ষা, উদকপরীক্ষাপ্রয়োগ, বিষপরীক্ষা, কোষবিধি, তণ্ডুলবিধি, তপ্ত মাষক দিব্যবিধি, লৌহফালকবিধি, ধর্ম্মবিধি, শপথবিধি।

২০ জ্যোতিস্তত্ত্বে—এই তত্ত্বে জ্যোতিষসম্বন্ধীয় নিত্যাবশ্যকীয় বিষয় সকল বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে।

রাশ্যাদিনিরূপণ, পল ও দণ্ডের প্রমাণ, মূলত্রিকোণাংশব্যবস্থা,

রবিসংক্রান্তিগণনা, অষ্টবর্গগণনা, বার, তিথি, নক্ষত্র, ত্র্যহস্পর্শ-কথন, যগ্নাড়ীকথন, গ্রহণ, নামের আগুক্ষর দ্বারা নক্ষত্রজ্ঞানের জন্য শতপদচক্রকথন, চন্দ্রতারাদির অশুভপ্রতীকার, তিথি প্রভৃতির ক্রমে বলবত্ত্বকথন, শনিচক্র, প্রকীর্ণক, নির্ঘাত, কেতু, অকালবৃষ্টি, অমৃতাদিযোগকথন, সর্ব্বতোভদ্রচক্রকথন, বালাদি-চক্র, বিবাহব্যবস্থা, খর্জ্জুরবেধ, সপ্তশলাকা, যুতযামিত্র প্রভৃতি বেধকথন, গোধূলিব্যবস্থা, লগ্ননিরূপণ, অরিষড়ষ্টক, মিত্রষড়ষ্টক, রাজযোটকাদিমেলনকথন, নক্ষত্রকথন, নববধ্বাগমন, প্রথম রজোযোগ, তাহার শুভাশুভকথন, গর্ভাধান, ষোড়শবর্ষীয়া গর্ভিণীচিন্তা, তৎপ্রতীকার, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাত-ভদ্রাদি, প্রসবের পূর্ব্বে গৃহসংস্কারবিধি, প্রসব হইতে কষ্ট পাইলে তৎপ্রশমনোপায়, গণ্ডযোগ, পতাকীবেধ, জন্মরাশিফল, জন্মনক্ষত্রফল, অষ্টোত্তরী দশানিরূপণ, প্রত্যন্তদশা ও তাহার ফল, বর্ষপাতকী, লগ্নদৃষ্টিফল, রাশিচক্রবিচার, জাতকের শুভাশুভ ভাগ্যনিরূপণ, গ্রহদিগের স্বভাবকথন, জাতকর্ম্ম, ষষ্ঠীপূজা, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, নবান্ন, জন্মতিথি, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, পুষ্করিণ্যারম্ভ, পরীক্ষা, কৃষিকর্ম্ম, লাঙ্গলচক্র, বীজোপ্তিচক্র, বৃষচক্র, মুষ্টিগ্রহণ ও ধান্যচ্ছেদন, বীজসঞ্চয়, ষষ্টিসম্বৎসরগণনা, অদ্ভুত যাত্রাবিধি, ছত্রচক্র, সিংহাসনচক্র।

২১ বাস্তুযাগতত্ত্বে—চতুঃষষ্টিপদ, বাস্তুযাগে মাস, দিন ও নক্ষত্রাদির নিরূপণ, অকাল ও মলমাসাদিনিষেধকথন, বাস্তুযাগে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকথন, বাস্তুযাগবিধি।

২২ দীক্ষাতত্ত্বে—দীক্ষালক্ষণ, দীক্ষার দিননিরূপণ, তন্ত্র-শাস্ত্রানুসারে দীক্ষার মন্ত্রনির্ণয়, স্ত্রী ও শূদ্রাদির প্রণব ও স্বাহা মন্ত্রনিষেধ, শালগ্রামশিলা সমীপে মন্ত্রগ্রহণ, পুরুষদিগের দক্ষিণ কর্ণে এবং স্ত্রীদিগের বাম কর্ণে মন্ত্রগ্রহণ, দীক্ষাপ্রয়োগ, দীক্ষা-গ্রহণে ফলকথন।

২৩ আহ্নিকতত্ত্বে—প্রাতঃকাল হইতে পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মই উপদিষ্ট হইয়াছে।

দিবা ও রাত্রিকালনিরূপণ, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা হইতে উত্থান, এবং তৎকাল-কর্ত্তব্য-নিরূপণ, বিণ্মূত্রোৎসর্গ, শৌচ ও আচমন-বিধান, শিখাবন্ধনবিধি, দন্তধাবন, প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা, প্রথম যামার্দ্ধকৃত্য, দ্বিতীয় যামার্দ্ধকৃত্য, লিখনবিধি, সমিধ্, পুষ্প ও কুশাদি আহরণ, তৃতীয় যামার্দ্ধকৃত্য, পোষ্যবর্গের পালনচিন্তা, বৃত্তিনিরূপণ, আপৎকালে বৃত্তিনির্ণয়, চতুর্থ যামার্দ্ধকৃত্য, অব-গাহনস্নান, স্নানপ্রকার, স্নানে অভ্যঙ্গাদিবিধান, তর্পণ, বৃষ্টিজল-সম্পর্কে তর্পণনিষেধ, সন্ধ্যোপাসনাবিধি, গায়ত্রীর অর্থ, উপাসনাবিধি, ঋষ্যাদিজ্ঞান, প্রাণায়াম, সবিতার উপস্থান, গায়ত্রী-জপবিধি, ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবপূজা দেবপূজাতে সকলের অধিকার-নিরূপণ, ভূতশুদ্ধিকথন, গণেশপূজা, পার্থিব শিবলিঙ্গপূজা-বিধি, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বিষ্ণুপূজায় দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ-কথন, পঞ্চম যামার্দ্ধকৃত্য, বলিবৈশ্বাদিবিধান, অতিথিভোজন ও নিত্যশ্রাদ্ধকথন, গোগ্রাসদান, ভোজনবিধান, প্রাণাহুতিমুদ্রা, ঋতুগুণ, ষড়্‌রসগুণ, ধাতুপ্রকৃতিকথন, ধান্যাদিগুণ, শাকগুণ, লবণগুণ, ফলগুণ, তোয়গুণ, ক্ষীর, দধি ও তক্রগুণ, ঘৃতগুণকথন, ইক্ষ্বাদি গুণ, ষষ্ঠ ও সপ্তম যামার্দ্ধকৃত্য, পুরাণেতিহাসাদিশ্রবণ, সচ্ছাস্ত্রবিনোদন, রাত্রিকৃত্য, শয়নবিধি, দারোপগমনবিধি।

২৪ কৃত্যতত্ত্বে—বৈশাখমাসকৃত্য, বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান-বিধান, মহাবিষুবসংক্রান্তিদিনে দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে শক্তু ও জলপূর্ণঘটদানবিধি, ইহার ফলশ্রুতি, অক্ষয়াতৃতীয়া-কৃত্য, মন্বন্তরাকথন, পিপীতকদ্বাদশীকথন, যুগাদ্যা, যবশ্রাদ্ধ, একাদশীব্রত। জ্যৈষ্ঠমাসকৃত্য—অরণ্যষষ্ঠী, দশহরা, মহাজ্যৈষ্ঠী, গ্রহণ, গ্রহণে পুরশ্চরণকথন। আষাঢ়মাসকৃত্য—নবোদকশ্রাদ্ধ, চাতুর্ম্মাস্যব্রত, বিষ্ণুস্মরণ, শয়নে কর্ত্তব্য, কর্ম্মের উপদেশ। শ্রাবণ-কৃত্য—স্নুহীবৃক্ষে মনসাপূজাবিধান, অষ্টনাগপূজা, নাগপঞ্চমী, শ্রাবণী পৌর্ণমাসীতে শ্রাদ্ধকথন। ভাদ্রকৃত্য—জন্মাষ্টমীব্রত, তাহার ব্যবস্থা, জন্মাষ্টমী ব্রতপ্রয়োগ, তৎপর দিনে পারণ, গৌরীমহোৎসব। ভাদ্রকৃত্য—সর্পভয়নিবারণ জন্য শুক্লা পঞ্চমীতে অষ্টনাগপূজা, হরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন, নষ্টচন্দ্রবিধি, তদ্দর্শনে প্রায়শ্চিত্ত-কথন, অনন্তব্রত, অগস্ত্যার্ঘ্যদান। আশ্বিনকৃত্য—কৃষ্ণপ্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রতিদিন শ্রাদ্ধকথন, মঘাত্রয়োদশী-শ্রাদ্ধ, দুর্গাপূজাবিধান, কোজাগরকৃত্য। কার্ত্তিককৃত্য—কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নানবিধান, আকাশে দীপদান, হবিষ্যান্ন-ভোজন, ভূতচতুর্দ্দশী, চতুর্দ্দশশাকভোজন, অপামার্গপত্রের মস্তকোপরিভ্রামণ। চতুর্দ্দশযমতর্পণ, প্রদোষ সময়ে দীপদান, পিতৃগণের উদ্দেশে উল্কাভ্রামণ, দীপান্বিতা অমাবস্যা, বাল, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যতীত দিবাভোজননিষেধ, পিতৃদিগের উদ্দেশে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, সায়ংকালে উল্কাদান, প্রদোষকালে লক্ষ্মীপূজা, এই দিন প্রত্যূষ কালে ভবিষ্যোক্ত কৃত্যবিধান। দ্যূতপ্রতিপদ্, প্রভাত কালে অক্ষক্রীড়া দ্বারা বৎসরের শুভাশুভনিরূপণ, বলিপূজা, এই দিনে শুভাশুভ ভাবে অবস্থানের দ্বারা বৎসরের শুভাশুভ ভাবে অবস্থানকথন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, যমপূজাবিধি, ভগিনীহস্তে ভোজন ও গণ্ডূষগ্রহণ, বিষ্ণুস্নান। মার্গশীর্ষকৃত্য—নবান্নশ্রাদ্ধবিধি, নবান্নশ্রাদ্ধে দিন নিরূপণ। পৌষকৃত্য—পূপাষ্টকা-শ্রাদ্ধ। মাঘকৃত্য—প্রাতঃস্নানবিধান, রটন্তী চতুর্দ্দশী, শ্রীপঞ্চমী, অরুণোদয়সপ্তমী, বিধানসপ্তমী, আরোগ্যসপ্তমী, ভীষ্মাষ্টমী। ফাল্গুনকৃত্য—শিবরাত্রিব্রত। চৈত্রকৃত্য—বারুণ্যাদি, অশোকাষ্টমী,

শ্রীরামনবমী, মদনত্রয়োদশী, মদনচতুর্দ্দশী, মঙ্গলচণ্ডিকাপূজা, রোগশান্তি, জন্মতিথিকৃত্য, সূতিকাষষ্ঠীপূজা, বিদ্যারম্ভ, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, বীজবপন, ধান্যচ্ছেদন, ধান্যস্থাপন, অদ্ভুত শান্তি।

২৫ শ্রীপুরুষোত্তমতত্ত্বে—ভারতবর্ষের কর্ম্মভূমিত্বকথন, শ্রীক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠত্ববর্ণন, পুরুষোত্তমদর্শনবিধান, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পিত্রাদির উদ্দেশে পিণ্ডাদিদান, পুরুষোত্তম-দর্শনকারীর মুক্তিপ্রদত্বকথন।

২৬ শ্রাদ্ধতত্ত্বে—শ্রাদ্ধের লক্ষণ, শ্রাদ্ধনির্ণয় ও ব্যবস্থা প্রভৃতি শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় সকল বিষয় বিশেষ রূপে লিখিত আছে। শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধে শ্রাদ্ধবিবেক বিশেষপ্রামাণ্যগ্রন্থ, রঘুনন্দন শ্রাদ্ধবিবেক হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রাদ্ধলক্ষণ, অমাবস্যা ও পর্ব্বদিনে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণের আমন্ত্রণবিধান, শ্রাদ্ধদিনে কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণাভাবে কুশময় ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধকথন, ব্রাহ্মণ-নিমন্ত্রণ, ব্রাহ্মণোপবেশন, শ্রাদ্ধদেশ, পরকীয় গৃহে শ্রাদ্ধনিষেধ, করিতে হইলে কিঞ্চিৎ মূল্য দিয়া শ্রাদ্ধবিধান, শ্রাদ্ধদেশকথন, শ্রাদ্ধীয় আসন ও দর্ভ, শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞা, পিত্রাদির নামাজ্ঞাতে কর্ত্তব্যনিরূপণ, অভিলাপপ্রকারকথন, শ্রাদ্ধে বিশ্বেদেবগণকথন, শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যপ্রোক্ষণ, পিণ্ড, পিতৃযজ্ঞাতিদেশ, কুশাসন, আবাহন, শ্রাদ্ধে অর্ঘ্যদান, গন্ধাদিদান, পুষ্প, ধূপ, আচ্ছাদন ও যজ্ঞোপবীত-দান, পাত্রস্থাননিরূপণ, ভোজনপাত্র, পরিবেশন, অগ্নৌকরণ, পাত্রে হুতশেষদান, পাত্রালম্ভন, আমশ্রাদ্ধকথন, অন্নপরিবেশন, অন্নদান, পিণ্ডপ্রস্তুতকরণ, অগ্নিদগ্ধাদির অন্নবিকীরণ, পিণ্ডদান, পিণ্ডশেষদান, অবনেজন, বাসোদান, পিণ্ডপূজা, অক্ষয্যোদক-দান, দক্ষিণা, আশীঃপ্রার্থনা, দক্ষিণ পাণি দ্বারা দীপাচ্ছাদন, শ্রাদ্ধশেষভোজন, শ্রাদ্ধদিনে নিষিদ্ধ কর্ম্মকথন, শ্রাদ্ধানন্তর বলি-বৈশ্বদেবকথন, জীবৎপিতৃকশ্রাদ্ধ, পার্ব্বণশ্রাদ্ধের প্রতিমাসে কর্ত্তব্যত্ব, মলমাসে সপিণ্ডনোত্তর শ্রাদ্ধনিষেধ, প্রতিমাসে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিতে অশক্তের কর্ত্তব্যত্বনিরূপণ, মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধ, তীর্থশ্রাদ্ধনিরূপণ, অষ্টকাশ্রাদ্ধ, নবান্নশ্রাদ্ধ, পৌর্ণমাসীশ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধবেলা, মধ্যাহ্নে কর্ত্তব্যত্বনিরূপণ, অমাবস্যাশ্রাদ্ধকাল, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধবিচার, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে বিধি ও নিষেধ, অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে শ্রাদ্ধনিরূপণ, আদ্যশ্রাদ্ধকাল, আদ্যশ্রাদ্ধের ইতি-কর্ত্তব্যতা-নিরূপণ, ষোড়শ শ্রাদ্ধের মধ্যে পতিত শ্রাদ্ধের কাল-নিরূপণ, মাসিকশ্রাদ্ধকথন, সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ, অর্ঘ্য ও পিণ্ডসমন্বয়, সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধাধিকারী, মহাগুরুনিপাতে বৃদ্ধিকর্ম্মনিষেধ, সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধ, অমাবস্যা ও প্রেতপক্ষে মৃত ব্যক্তির সপিণ্ডী-করণশ্রাদ্ধের পর পার্ব্বণবিধি দ্বারা শ্রাদ্ধকথন, শ্রাদ্ধদিনে বা তৎপূর্ব্বাদিদিনে স্ত্রীদিগের রজস্বলা হইলে শ্রাদ্ধদিননির্ণয়, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে যুগ্মব্রাহ্মণকথন, বিবাহান্ত-সংস্কারাঙ্গ নান্দীমুখশ্রাদ্ধে পিতার অধিকারকথন।

২৭ যজুর্ব্বেদিশ্রাদ্ধতত্ত্বে—যজুর্ব্বেদীদিগের পার্ব্বণশ্রাদ্ধপ্রমাণ, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকথন, সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ, মাসিকশ্রাদ্ধ, সাম্বৎসরিক-শ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ।

২৮ শূদ্রাহ্নিকাচারতত্ত্বে—শূদ্রদিগের বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকথন, দানের প্রাধান্যনিরূপণ; অমন্ত্রক কার্য্যোপদেশ, যজুর্ব্বেদীদিগের ন্যায় কার্য্যবিধান, স্নানবিধি, দ্বিজশুশ্রূষাদি ধর্ম্মকথন, আচমনবিধান।

ধর্ম্মশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আদি-স্মৃতিকারগণ।

আর্য্যসমাজপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রের আরম্ভ। শুক্লযজু-র্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে (১৪।৪।২।২৩) ও বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাই, 'ধর্ম্ম রাজাদিগের রাজা, রাজগণ অপেক্ষা শক্তিশালী ও কঠোর। ধর্ম্ম অপেক্ষা মহান্ আর কিছুই নাই। শ্রেষ্ঠতম রাজপ্রভাবের ন্যায় এই ধর্ম্মপ্রভাবে দুর্ব্বলও বলবানের উপর শাসন বিস্তার করিতে পারে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অতি পূর্ব্বকাল হইতেই ঋষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। এই ধর্ম্মের মূল কি? মানবধর্ম্মশাস্ত্রে আছে ১ম 'অখিল বেদ', ২য় বেদবিদ্ ঋষিগণ পুরুষানুক্রমে দেব-পিতৃ-ভক্তি রূপ যে দশবিধ 'শীল' শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন, ৩য় সাধুগণের অনুষ্ঠিত 'আচার' এবং ৪র্থ 'আত্মতুষ্টি' অর্থাৎ যাহা মহাত্মগণের বিবেক ও বুদ্ধিতে সন্তোষজনক বলিয়া গৃহীত, এই চতুর্বিধ ধর্ম্মের মূল। (মনু ২।৬) এই চতুর্বিধ বিষয়ের উপর ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, শ্রুতি অপৌরুষেয়, কিন্তু স্মৃতি পৌরুষেয় বা পুরুষ-রচিত। শ্রৌত বা কল্পসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, এই সকলেই একবাক্যে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণের মধ্যে মনুই আদি। মনুরচিত শ্রৌত ও গৃহ্য-সূত্র পাওয়া গিয়াছে। 'মানবধর্ম্মসূত্র' পাওয়া না গেলেও 'মানবধর্ম্মশাস্ত্র' নামধেয় বর্ত্তমান যে ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতা প্রচলিত আছে, তাহাই মানবধর্ম্মসূত্রের শ্লোকাকারে নিবদ্ধ রূপ। সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিল ভট্ট লিখিয়াছেন, "প্রাতি-শাখ্যের ন্যায় প্রত্যেক চরণেই ধর্ম্মশাস্ত্র ও গৃহ্য গ্রন্থ অধীত হয়"। এখানে 'ধর্ম্মশাস্ত্র'ই সম্ভবতঃ 'ধর্ম্মসূত্র'বাচ্য, এরূপ স্থলে মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিকাংশ শ্লোক গৃহ্যসূত্রের সমকালীন হওয়া বিচিত্র নহে। পূর্ব্বেই গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রপ্রসঙ্গে লিখিয়াছি, যে মুনি প্রথমে বৈদিকযাগকর্ম্মনির্ব্বাহার্থ শ্রৌতসূত্র রচনা করেন, আবার তিনিই গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র করিয়া গিয়াছেন, তিনিই পুনরায় শিষ্যগণের সহজে মুখস্থ হইবার জন্য যে শ্লোকাকারে ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিতে পারেন না, তাহা অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রমধ্যে ভবিষ্যৎপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

সুতরাং পুরাণের ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রও তৎকালে শ্লোকাকারে থাকা সম্ভব। রামায়ণ ও মহাভারতে প্রচলিত মনুসংহিতা বা মানবধর্ম্মশাস্ত্রের শ্লোকই অধিকাংশ উদ্ধৃত দেখা যায়। ইহা হইতে প্রচলিত মানবধর্ম্মশাস্ত্রকে আমরা রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে করি। অথচ প্রচলিত মনুসংহিতা ভৃগুপ্রোক্ত বলিয়া প্রচলিত। ইহার ১ম অধ্যায় পাঠ করিলে মনে হইবে যে, ভগবান্ মনু পূর্ব্বে যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই ২য় হইতে ১২শ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে এবং উক্ত অংশ মধ্য হইতেই রামায়ণ মহাভারতাদিতে শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় ঐ কয় অধ্যায়ের শ্লোকাবলি ভগবান্ মনুর উক্তি বলিয়াই মনে হইবে। যজুর্বেদের মৈত্রায়ণীয় শাখাতে ৬টী বিভাগের মধ্যে মানব একটী, মানবস্মৃতি এই মানব চরণের জন্যই প্রথম রচিত এবং ক্রমে বর্দ্ধিতাকারে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুসংহিতা আলোচনা করিলেই মনে হইবে যে, ইহাতে বৈদিক বা আর্ষভাষার অভাব নাই এবং লৌকিক সংস্কৃত ভাষাও রহিয়াছে। তদ্দ্বারা আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি যে, বৈদিক বা শ্রৌতযুগেই আদি মানবশাস্ত্র রচিত হয়। সর্-উইলিয়ম্ জোন্স্ প্রথম ইংরাজীভাষায় মনুসংহিতার অনুবাদ করেন এবং তাঁহার অনুবাদের উপক্রমণিকায় লিখিয়া যান যে, ১২৫০ হইতে ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে প্রচলিত মানবধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হয়। কিন্তু ডাক্তার বুর্ণেল, বুহ্লর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্ব স্ব গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে উহা খৃষ্টীয় ১ম হইতে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যে ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। যদিও উভয় মহাত্মার গবেষণা প্রশংসনীয়, তথাপি আমরা কিছুতেই তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী হইতে পারিলাম না। পূর্ব্বেই আমরা মনুসংহিতার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, ইহার মধ্যে ভারতীয় আর্য্যসমাজের অতি প্রাচীন অবস্থার চিত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। হিমালয় ও বিন্ধ্য-পর্ব্বতের সীমামধ্যে তখন আর্য্যাবর্ত্ত বা আর্য্যসমাজ। এমন কি অঙ্গবঙ্গ ও কলিঙ্গ অর্থাৎ প্রাচ্য ভারত এবং সৌরাষ্ট্র বা দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত পর্য্যন্ত আর্য্যাবাসের অযোগ্য বা হীন দেশ বলিয়া গণ্য ছিল। দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসমাজপ্রতিষ্ঠার কোন চিহ্নই মনুসংহিতায় নাই। বরং পৌণ্ড্রক, ওড্র ও দ্রাবিড়দেশবাসী ক্ষত্রিয়দিগকে 'বৃষল' বা আর্য্যবৈদিকাচারবিহীন এবং অন্ধ্রদিগকে অতি হীন বন্য ব্যাধমধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। অথচ খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর বহুপূর্ব্বেই আন্ধ্র ও দ্রাবিড়ে যে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন ও বৈদিকাচারপরায়ণ ক্ষত্রিয়-রাজগণ আধিপত্য করিতেছিলেন, তাহা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। মনুসংহিতায় যবন, শক, পারদ, পহ্লব ও চীন জাতির উল্লেখ (১০।৪৪) থাকায় অনেকে বলিতে চান যে 'আলেক্‌-সান্দরের অনুবর্ত্তী গ্রীক, স্কিদীয় ও পার্থিয়গণ ভারতে প্রবেশ করিবার পর মনুর বচন রচিত হইয়াছিল। পার্থিয় বা পহ্লবগণ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে ভারতে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সুতরাং মনু তাহার পরের রচনা।' কিন্তু আমরা বলিতে চাই যে, মনু কোথাও ঐ সকল জাতিকে আর্য্যাবর্ত্ত বা ভারতবাসী বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায় সমুদ্র বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে এক সময়ে রাজমহল পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। এদিকে ঋগ্বেদ ও ঐতরেয়ব্রাহ্মণ আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, সপ্তসিন্ধুনিষেবিত আর্য্যাবাসভূমির পশ্চিম সীমা পারস্যোপসাগরের বেলা চুম্বন করিত। এই সীমার বাহিরে যবন বা Ionian, শক বা Scythian, পারদ বা Parthian, চীন বা Chineseগণের বাস। মনুর দারদ এখন দার্দ্দিস্তান এবং খশ-গণের বাসভূমি 'খসঘর' বা 'খাসগর' নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য যে খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই ঐ সকল জাতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। [যবন, শক, পারদ প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য] তবে একটী কথা হইতেছে যে, মনুর টীকাকার কুল্লূকভট্ট মনু-বর্ণিত 'পাষণ্ডিনঃ' (৪।৩০) শব্দের 'শাক্যভিক্ষুক্ষপণকাদয়ঃ' অর্থ করিয়াছেন এবং মূল মনুসংহিতায় হেতুশাস্ত্রআশ্রয়ে ধর্ম্মমূল বেদশাস্ত্রাবমাননাকারীকে 'নাস্তিক' (২।১১) বলা হইয়াছে, এই পরোক্ষ প্রমাণ হইতে অনেকে মনে করেন যে, বর্ত্তমান মনুসংহিতা বৌদ্ধপ্রভাবের পর রচিত হইয়াছে। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, মনু কোথাও বুদ্ধ বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর উল্লেখ করেন নাই। মনু হেতুশাস্ত্রের দ্বারা বেদনিন্দাকারী বা বেদবিরোধী তার্কিকগণকে নাস্তিক বলিয়াছেন, বাস্তবিক হেতুশাস্ত্রের নিন্দা করেন নাই, বরং পরিষৎরচনা সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে—

'ত্রৈবিদ্য' বা ত্রিবেদবেত্তা, 'হৈতুক' বা শ্রুতিস্মৃতির অবিরুদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ, 'তর্কী' বা মীমাংসাত্মক তর্কশাস্ত্রবিৎ, 'নৈরুক্ত' বা বেদার্থনিপুণ, 'ধর্ম্মপাঠক' বা ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ এই 'তিন আশ্রমী' অন্যূন এইরূপ দশজন ব্রাহ্মণ লইয়া পরিষদ্ হইবে। এই পরিষৎ হইতে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণীত হইবে, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে, তাহা হইতে বিচলিত হইবে না।* এরূপ স্থলে ব্রাহ্মণসমাজে হৈতুক বা হেতুশাস্ত্রজ্ঞের

* "ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা ॥ ১১১
দশাবরা বা পরিষদ্‌যং ধর্ম্মং পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ ॥" ১১০ (মনু ১২ অধ্যায়)

স্থান অতি উচ্চে ছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আবার কোন কোন পণ্ডিত মহাশয়ের মতে কাণ্বায়নগণের আধিপত্যকালে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে যখন আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণপ্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত ও বৈদিকাচার প্রচলনের যথেষ্ট আয়োজন চলিয়াছিল, মনুসংহিতা সেই সময়ের রচনা। কিন্তু এ মতও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ যে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, সেই মগধের সিংহাসনে মৌর্য্যবংশধ্বংসের পর ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠাপক শুঙ্গমিত্র ও কাণ্বায়নবংশের অভ্যুদয়। কাণ্বায়ন-বংশের সময় মনুসংহিতা রচিত হইলে এই গ্রন্থে অবশ্যই কাণ্ববংশ ও মগধের উল্লেখ থাকিত, আমরা কিন্তু কোথাও এই দুই শব্দের আভাসমাত্রও পাইলাম না, বিশেষতঃ মগধের কাণ্বদিগের সময় রচিত হইলে ইহাতে প্রাচ্য ভারতের গৌরব ঘোষিত হইত, তৎ-পরিবর্ত্তে বরং প্রাচ্য ভারত নিন্দিত বলিয়াই যেন বর্ণিত হইয়াছে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণযুগে পঞ্জাব ও পঞ্জাবের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ সরস্বতী ও দৃষদ্বতীপ্রবাহিত জনপদই আর্য্যসভ্যতার কেন্দ্রস্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। [আর্য্য ও বেদ শব্দ দ্রষ্টব্য।] মনু-সংহিতায়ও আমরা সেইরূপ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী-প্রবাহিত জনপদই আর্য্য ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাসভূমি বলিয়া পরিচিত দেখিতেছি। যে অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার বা কাশী রামায়ণ ও মহাভারতের সময় হইতে পুণ্যভূমি বলিয়া গণ্য হইতেছিল, মনু সেই সকল সুপ্রাচীন পুণ্যভূমির উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং ঐ সকল স্থানের প্রসিদ্ধি ঘটিবার পূর্ব্বেই যে মনুসংহিতা রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, মনু ত্রিমূর্ত্তির উল্লেখ করেন নাই এবং তাঁহার সংহিতারচনাকালে আর্য্য ব্রাহ্মণসমাজে প্রতিমাপূজা সমাদৃত ছিল না। এমন কি তৎকালে শৈববৈষ্ণবাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তিও ঘটে নাই, অথবা সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত প্রভৃতি দার্শনিক সূত্রগুলিরও সৃষ্টি হয় নাই। মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের অনুশাসনলিপিগুলি আলোচনা করিলে জানা যায় যে, তৎপূর্ব্বে বা খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে বৌদ্ধদিগের আদিসূত্রগ্রন্থ-গুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে আমরা নানা দেবদেবীর পূজার ইঙ্গিত ও মনুকথিত ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মের আভাস পাইতেছি। তাহারও বহুপূর্ব্বে ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের অনুবর্ত্তী নিগ্রন্থ-গণের অভ্যুদয়। ৭৭৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পার্শ্বনাথ স্বামীর নির্ব্বাণ ঘটে। এই পার্শ্বনাথ স্বামীর মত সুপ্রাচীন বৌদ্ধসূত্রগ্রন্থেও পাওয়া যায়, অথচ মনুসংহিতায় তাহার কিছুমাত্র আভাস নাই। এরূপ স্থলে বর্ত্তমান মনুসংহিতাখানি খৃঃ পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

প্রাচীন স্মৃতির টীকাকার ও নিবন্ধকারগণ বৃদ্ধমনু, বৃহন্মনু প্রভৃতি নাম দিয়া কতকগুলি মনুবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ মনুসংহিতার আদর্শে পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন ব্যক্তি মনুর নাম দিয়া ঐ সকল স্মার্ত্তগ্রন্থ চালাইয়া ছিলেন।

পূর্ব্বেই গৌতমধর্ম্মসূত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, অধুনা প্রচলিত ধর্ম্মসূত্রগুলির মধ্যে গৌতমের ধর্ম্মসূত্রই সর্ব্ব-প্রাচীন বলিয়া পরিচিত, অথচ এই ধর্ম্মসূত্রে মনুর মত উদ্ধৃত হইয়াছে, অপর কাহারও মত উদ্ধৃত হয় নাই। এরূপ স্থলে মনু আদিধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা কতকটা প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। [মনু দেখ।]

মানবধর্ম্মশাস্ত্র কেবল ব্রাহ্মণশাসিত ভারতীয় হিন্দুসমাজ বলিয়া নহে, বৌদ্ধসমাজেও প্রচলিত হইয়াছিল। আজও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধসমাজে পালিভাষায় 'মনুসার' নামে যে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার সীমাবিবাদ ও সাক্ষিপ্রকরণ অবিকল মনুসংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। ব্রহ্মভাষায় যে 'দমথৎ' বা ধর্ম্মতত্ত্বনামে আইনগ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার অষ্টাদশ বিবাদপদ, দ্বাদশ প্রকার পুত্র, তিন প্রকার প্রতিভূ, দায়বিভাগ-কালে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিশেষ অধিকার, প্রভৃতি বহু বিষয়েই মনু-সংহিতার সহিত অবিকল মিল আছে। ব্রহ্মদেশের আইনগ্রন্থগুলি আধুনিক নহে। ব্রহ্ম, আরাকান, পেগু প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধরাজবংশ বহুকাল হইতে মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারেই রাজ্যশাসন করিতেছেন। শ্যামরাজ্যে যে আইন প্রচলিত আছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত 'দমথৎ' হইতেই সঙ্কলিত। ডাক্তার ফুহ্‌রের দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছিল।* কেবল শ্যামব্রহ্ম ও মলয়দ্বীপ বলিয়া নহে, যব ও বালিদ্বীপেও হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ বহুপূর্ব্বকালেই মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। অদ্যাপি বালিদ্বীপে সংস্কৃত ও কবিভাষায় খণ্ডিত মানবধর্ম্মশাস্ত্র দৃষ্ট হয়।† এ অবস্থায় মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের অতিপ্রাচীনত্ব ও সভ্যজগতের ধর্ম্মগ্রন্থ বা আইন সমূহ মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি হইবে না।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি ধর্ম্মসূত্রকারগণ অনেকস্থলে যে সকল মনু-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা প্রচলিত মনুসংহিতায়ও পাওয়া যাইতেছে। যথা—গৌতমধর্ম্মসূত্র ২।৭=মনুসংহিতা ১১।৯০-৯১,-১০৪-৯০৫। এমন কি বাশিষ্ঠধর্ম্মসূত্রের ৩৯টী স্থলে মনুবচন

* Tagore Law Lectures, 1883, by J. Jolly, p. 46.

† Friedetich voolopig Verslag, in the Transaction of the Batavian Society, Vol. XXII. and Weber's Ind. Stud. Vol. II p. 124-149.)

উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান মনুর সহিত ঠিক মিল আছে।‡ কেবল মিল নহে, গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার বচনই উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, গদ্যাংশ মানবধর্ম্মসূত্র হইতে এবং পদ্যাংশ মনুসংহিতা বা মানবধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পরিগৃহীত। এরূপ স্থলে প্রচলিত মানবধর্ম্মশাস্ত্রের অন্ততঃ কতকাংশ যে, গৌতম ও বশিষ্ঠ-ধর্ম্মসূত্র রচিত হইবার পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সামঞ্জস্য দেখিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিতে চান—'মানব মৈত্রায়ণীয় শাখার আলোচনায় জানা যায় যে, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের কঠনামে একটী প্রসিদ্ধ চরণ ছিল, এখন কঠসূত্র বিলুপ্ত হইলেও প্রচলিত বিষ্ণুস্মৃতি এই কঠসূত্রের বিবৃতি বা পরিণতি। প্রচলিত মনু ও বিষ্ণুস্মৃতির মধ্যে বহুস্থানে যথেষ্ট সামঞ্জস্য থাকায় মনে হয়, উভয়েই কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের সেই কঠশাখা হইতে স্ব স্ব উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন।' কিন্তু সুপ্রাচীন ধর্ম্মসূত্রকারগণ স্পষ্টই মনুর দোহাই দিয়া গিয়াছেন, এজন্য কঠবাদ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রগুলির পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। মানবগৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রের সহিত মানবধর্ম্মশাস্ত্র বা মনুসংহিতার যেরূপ সম্বন্ধ, গৌতমাদিরচিত গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রের সহিত গৌতমাদিরচিত সংহিতারও সেইরূপ সম্বন্ধ। মন্বাদির ন্যায় আশ্বলায়নস্মৃতিও পাওয়া গিয়াছে। ইহাও আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রের শ্লোকাকার বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাহারও মতে প্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিলভট্ট আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রখানি আশ্বলায়নস্মৃতি-রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, মনু-সংহিতা নিত্যপাঠ্য ও সর্ব্বজনসমাদৃত হওয়ায় ইহার যেমন প্রাচীন পাঠ বিকৃত হয় নাই, কিন্তু গৌতমাদিরচিত সংহিতা-গুলি সেরূপ সর্ব্বজনসমাদৃত না থাকায় এবং নির্দ্দিষ্ট চরণ বা শাখামধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় পরবর্ত্তী কালে অনেকটা রূপান্তর বা পাঠবিকৃতি ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—মানবধর্ম্মশাস্ত্র কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় মৈত্রায়ণীয় শাখার মানবচরণের আদি ধর্ম্মশাস্ত্র হইলেও অপরাপর শাখাও প্রথমে ইহার মতই গ্রহণ করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ইহার সুপ্রাচীন মত কোন কোন স্থলে দেশাচার ও সময়োপযোগী না হওয়ায় এবং বিভিন্ন চরণ মধ্যে পাঠ, অর্থ ও মীমাংসা লইয়া মতান্তর উপস্থিত হওয়ায়, সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন চরণ স্ব স্ব সমাজের উপযোগী করিয়া গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র সকল প্রণয়ন করিতে থাকেন। তাই ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতির মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। উক্ত গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে মানবগৃহ্যসূত্রের ন্যায় আর দুইখানি গৃহ্যসূত্রও এক সময়ে আর্য্যসমাজে বিশেষ সমাদৃত ছিল, তাহা গোভিলগৃহ্যসূত্র ও পারস্করগৃহ্যসূত্র। প্রাচীন স্মার্ত্তনিবন্ধকারগণ অনেকেই এই দুই খানির সূত্রবচন প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। এই দুইখানি গৃহ্যসূত্রের উপর বিস্তর ভাষ্য, টীকা ও টিপ্পনী রচিত হইয়াছে। গোভিলসূত্র সামবেদীয় ও পারস্কর যজুর্ব্বেদীয়, এজন্য সামবেদীয় বাশিষ্ঠধর্ম্মসূত্রের সহিত গোভিলগৃহ্যসূত্রের এবং যজুর্ব্বেদীয় মানব ও পারস্কর গৃহ্যসূত্রের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার অনেকটা ঐক্য লক্ষিত হয়।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, যাজ্ঞবল্ক্যের ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতার বহুপরে মিথিলায় প্রচারিত হয়। শুক্লযজুর্ব্বেদ বা বাজসনেয়সংহিতার সহিত এই স্মৃতির বিশেষ সম্বন্ধ এবং বৈদিক সূত্রযুগের শেষ নিদর্শন বলিয়া গৃহীত। মানবগৃহ্যসূত্র ও বিষ্ণুস্মৃতির প্রতিপাদ্য অনেক বিষয় যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিমধ্যে সন্নিবেশিত দেখা যায়। পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি যে, অনেক বিষয়ে মনুসংহিতার সহিত বিষ্ণুস্মৃতির মিল আছে। অথচ বিষ্ণুস্মৃতিতে সাম্প্রদায়িক প্রভাব ও নানা তীর্থস্থানের উল্লেখ থাকায় উহা যে মনুসংহিতার বহুপরে রচিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ইহারও পরে রচিত হইয়াছে। বিষ্ণুস্মৃতিকার কূটশাসনকর্ত্তার প্রাণদণ্ড, এবং তুলামান-কূটকারীর ও অকূটকে কূটবাদীর উত্তমসাহসদণ্ড-বিধান করিয়াছেন (৫।৯,১২২-১২৩), কিন্তু কূটমুদ্রার কোন কথাই লেখেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য 'নাণক' নামক মুদ্রার উল্লেখ ও কূটমুদ্রা-কারীর বিশেষ দণ্ডবিধান করিয়াছেন। মনু বা বিষ্ণুস্মৃতি রচনাকালে নাণক বা এরূপ কোন মুদ্রার প্রচলন ছিল না, সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি বিষ্ণুস্মৃতির পরে রচিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ বলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিখানি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা তদপেক্ষা অনেক প্রাচীন বলিয়া মনে করি। যাজ্ঞবল্ক্যের সময় বুদ্ধ, জিন, অর্হৎ প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত হয় নাই, অথচ তিনি 'মুণ্ড' ও 'কষায়বাস' শব্দদ্বারা যেন বৌদ্ধশিষ্যগণেরই আভাস দিয়াছেন। এরূপ স্থলে আমাদের মনে হয়, যে সময় বুদ্ধ অথবা বুদ্ধের মত সর্ব্বত্র সমাদৃত হয় নাই, অথবা বুদ্ধশিষ্য-গণেরই স্বতন্ত্র আখ্যা হয় নাই, অথচ মুণ্ডিতশির ও কষায়বাস-ধারী বুদ্ধশিষ্যগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময় প্রায় খৃঃ পূর্ব্ব ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দে এই স্মৃতির রচনাকাল। নব নব সম্প্রদায়ের উদ্ভব, ধর্ম্মমতের পার্থক্য ও আচারব্যবহারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াই যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি রচিত হইয়াছিল, এজন্য মনু, বিষ্ণু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা এই স্মৃতিখানি সুশৃঙ্খল ও সুনিয়মবদ্ধ এবং সময়োপযোগী হইয়াছিল, তাই বৌদ্ধপ্রভাবের সময় এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়কালে হিন্দুধর্ম্মাধিকরণে এই

‡ Sacred Books of the East, Vol XIV. p. xiii-xx.

স্মৃতিখানি বিশেষ আদৃত ও প্রধান প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ ইহার উপর নিবন্ধ ও নানা টীকা টিপ্পনী রচনা করিয়া হিন্দুসমাজশাসনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে যাজ্ঞবল্ক্যব্যতীত মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বসিষ্ঠ, এই ২০খানি স্মৃতির নাম পাওয়া যায়, সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিরচনাকালে যে ঐ সকল স্মৃতি প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বৃদ্ধগৌতমের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, বৃদ্ধগৌতমস্মৃতিকার ৫৭ খানি স্মৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, নন্দপণ্ডিত তাঁহার কেশববৈজয়ন্তী নামক বিষ্ণুস্মৃতিটীকায় (৮৩।৮) এবং মিত্রমিশ্র তাঁহার বীরমিত্রোদয়ে ঐরূপ ৫৭ খানি স্মৃতিই ধরিয়াছেন। মিত্রমিশ্র তন্মধ্যে এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন যে, ১৮ খানি মুখ্য, ১৮খানি উপ এবং ২১ খানি অতিরিক্ত স্মৃতি। কিন্তু লঘু, বৃহৎ ও বৃদ্ধ আখ্যাযুক্ত স্মৃতিগুলি এবং একনাম হইলেও বিভিন্ন পাঠ ও বিষয়যুক্ত বিভিন্ন শাখার স্মৃতিগুলি একত্র করিলে শতাধিক স্মৃতি হইবে সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয়, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি-প্রচারকালে নানা সাম্প্রদায়িক অভ্যুত্থানে বৈদিকাচারপরায়ণ স্মার্ত্তসমাজ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য সেই সমাজরক্ষার ব্যবস্থা করিলেও তৎপূর্ব্বপ্রচলিত মনু প্রভৃতি দুইখানি স্মৃতিব্যতীত অধিকাংশ স্মৃতিই লুপ্তপ্রায় বা বিরলপ্রচার হইয়া পড়িয়াছিল, তৎপরে সমগ্র ভারতে ক্রমে জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তারের সঙ্গে নানাস্থানে দুর্ব্বল ব্রাহ্মণসমাজ স্বস্ব সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে প্রাচীন ঋষির নাম দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতি চালাইতেছিলেন, এই কারণে একই নামে বিভিন্ন বিষয়ক স্মৃতি পাওয়া যাইতেছে অথচ তত্তৎনামীয় আদি স্মৃতিগুলি সাম্প্রদায়িক বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল, তাহার দুই একটী বচন বা বিষয় স্মার্ত্তসমাজ মুখে মুখে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাই প্রাচীন নিবন্ধসমূহে যে সকল স্মৃতিবচন দেখা যায়, সেই সেই নামের স্মৃতি পাওয়া গেলেও তন্মধ্যে কিন্তু নিবন্ধধৃত বচনসমূহ মিলিতেছে না। প্রচলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতিগুলির মধ্যে আধুনিকতার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, বৌদ্ধসমাজও রাজশাসনের জন্য মনুস্মৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কারণ বৌদ্ধপ্রভাবকালে বহুতর প্রাচীন স্মৃতি বিলুপ্ত হইলেও মনুস্মৃতি বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। এদিকে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদের উপযোগী যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিখানি অতি সাবধানে রক্ষা করিতেছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়কালে যে সকল স্মৃতি রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে পরাশর ও নারদ এই দুইখানিই প্রধান। যদিও অপরাপর স্মৃতিগুলিও বর্ত্তমান কলিযুগেই রচিত হইয়াছিল, তথাপি ব্রাহ্মণ স্মার্ত্তগণ বৌদ্ধপ্রভাবকাল হইতেই প্রকৃত কলিযুগারম্ভ মনে করিতেন, তাই পরাশরস্মৃতি কলিযুগের জন্য রচিত স্মৃতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈনপ্রভাবে ভারতীয় আর্য্যসমাজের ধর্ম্মনৈতিক আচার, যজ্ঞপূজা ও প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতি অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এই কারণেই বোধ হয়, নারদস্মৃতিকার ঐ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া কেবল রাজধর্ম্ম বা রাজ্যশাসনবিধিই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনসমাজ মনুকথিত ব্যবহার ও রাজধর্ম্ম ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। সেইজন্যই বোধ হয়, নারদস্মৃতিকার নিজ গ্রন্থখানি মনুস্মৃতির ৪র্থ সংস্করণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বৌদ্ধশাসনকালে ও ব্রাহ্মণসমাজের পুনরভ্যুদয়কালে ঐ দুই খানি স্মৃতির বহুপ্রচার থাকায় দেশ, কাল, পাত্র ও সম্প্রদায়ভেদে উপযোগী করিয়া লইবার জন্য ঐ দুইখানি স্মৃতির বহু সংস্করণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে এখন দুই তিনটী সংস্করণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পরাশর ও নারদ উভয় যখন রচিত হয়, তখন আকারে বেশী বড় ছিল না, কিন্তু পরে যখন ২য় বা ৩য় সংস্করণ হইল, তখন পরাশরের আকার তিনগুণ ও নারদের আকার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। বৃহদাকার পরাশর 'বৃহৎপরাশর' নামে ও নারদস্মৃতি 'নারদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র' নামে প্রচলিত হইল। বৃহৎপরাশরের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। পণ্ডিতবর জলি সাহেব নারদের অপর সংস্করণ আবিষ্কার করেন। এই সংস্করণ সাধারণ্যে অপ্রচলিত থাকিলেও অসহায়ের ন্যায় সুপ্রাচীন টীকাকার এই সংস্করণের প্রামাণিক ভাষ্য রচনা করেন, তাঁহার পরবর্ত্তী বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরায় অসহায়ের নারদীয় ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি খৃঃ ৮ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।* অসহায় তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী।† এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ১ম হইতে ২য় শতাব্দীর মধ্যে ১ম সংস্করণ এবং ৩য় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে নারদের ২য় সংস্করণ প্রচারিত হওয়াই সম্ভব। নারদস্মৃতিতে 'দীনার' শব্দের উল্লেখ আছে। 'দীনার' শব্দ লাটিন Denarius শব্দ হইতে উদ্ভব। খৃঃ পূর্ব্ব ২৬৭ অব্দে রোমে Denarius মুদ্রা প্রচলিত হয়। এই সময় ও তৎপরবর্ত্তী খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী পর্য্যন্ত রোমের সহিত ভারতের বিশেষ সংস্রব ছিল। রোমক-ঐতিহাসিক প্লিনি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পরাক্রান্ত ভারতীয় রাজগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে

* Tagore's Law Lectures, 1880, by Rajkumar Sarvadhikari, p. 326.

† Tagore's Law Lectures, 1883, by Prof. Jolly, p. 5.

উৎকীর্ণ রোমক দীনার ভারতের নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে নারদস্মৃতি প্রকাশিত হওয়াই সম্ভবপর।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও গৌতম ছাড়া অধিকাংশ সুপ্রাচীন স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছিল। পরাশর ও নারদস্মৃতি প্রচারিত হইবার পর পুরাতন স্মৃতিগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইয়াছিল কি না সন্দেহ। এমন কি বারাণসীবাসী সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্তবংশে সমুদ্ভব স্মার্ত্তপ্রবর কমলাকর খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও গৌতমস্মৃতি হইতে সাক্ষাৎভাবে প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেও কাত্যায়ন, দেবল, প্রজাপতি ও বৃহস্পতি প্রভৃতির বচন কল্পতরু, মদনরত্ন, পারিজাত, অপরার্ক প্রভৃতি নিবন্ধধৃত বলিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, এরূপ স্থলে মূল কাত্যায়ন প্রভৃতি স্মৃতি যে তৎকালে বিরলপ্রচার হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত স্মৃতিনিবন্ধসমূহে দেবল, বৃহস্পতি প্রভৃতি স্মৃতির যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় তত্তৎ নামধেয় স্মৃতির মধ্যে তাহার অধিকাংশ বচনই মিলিতেছে না।

প্রাচীন ভাষ্য ও টীকাকার

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির সুপ্রাচীন ভাষ্যসমূহ অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে, এখন যে সকল ভাষ্য ও টীকা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অসহায় ও মেধাতিথিরচিত মনুস্মৃতিভাষ্যই সর্ব্বপ্রাচীন। পূর্ব্বে জানাইয়াছি যে, মেধাতিথি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, তিনি যখন অসহায়ের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন অসহায় তাঁহারও দুই তিনশত বর্ষের পুরাতন হওয়াই সম্ভব।

মেধাতিথিকে অনেকেই দাক্ষিণাত্যের লোক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, তিনি উদীচ্যপ্রসঙ্গে 'কম্বলাজিন' ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু আমরা এরূপ মনে করি না। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন কুলকারিকা হরিমিশ্রের গ্রন্থে আছে যে, ৬৫৪শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি প্রভৃতি পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যজ্ঞকর্ম্মসম্পাদনার্থ গৌড়াধিপ আদিশূরের সভায় আগমন করেন। মেধাতিথি "বীরস্বামী" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ইহারই পুত্র শ্রীহর্ষ। মেধাতিথি নিজ ভাষ্যে আপনাকে বীরস্বামীর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ববাস কান্যকুব্জ, কান্যকুব্জবাসীর নিকটও নেপাল উদীচ্য। গৌড়দেশে পূর্ব্বে নেপাল ও ভোটের কম্বল প্রচলিত ছিল, এ কারণ প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থে ভোটকম্বলের উল্লেখ আছে। নেপাল ও ভোট গৌড়বাসীর নিকট উদীচ্য, এ অবস্থায় কান্যকুব্জ ও গৌড়বাসী মেধাতিথি নেপালী 'কম্বলাজিন' উদীচ্য ধরিবেন তাহা সঙ্গত।

সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন, তিনি যেমন একজন বৈদিক মার্গপ্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচিত, সাগ্নিক মেধাতিথিও সেইরূপ গৌড়ে বৈদিকাচারপ্রবর্ত্তকগণের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মেধাতিথি নিজ ভাষ্যে বৌদ্ধজৈনাদির মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং আপস্তম্ব, গৌতম, নারদ, যম, বিষ্ণুস্মৃতি, কুমারিলের বার্ত্তিক ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মেধাতিথি ৭২০ খৃষ্টাব্দে গৌড়বাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পর ৮০ বর্ষমধ্যেই গৌড় পালাধিকারভুক্ত হইয়াছিল। গৌড়বঙ্গ দীর্ঘকাল বৌদ্ধশাসনে থাকায় পঠনপাঠনের অভাবে মেধাতিথির ভাষ্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, যমুনাতটবাসী কাষ্ঠার প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক নরপতি মদনপাল এই ভাষ্য উদ্ধার করেন, ইহাতে মনে হয়, মেধাতিথির কান্যকুব্জে অবস্থানকালে মনুভাষ্য রচিত হয়। এখানে তৎকালে বৈদিকধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যশোধর্ম্মদেব বিদ্যমান ছিলেন, কুমারিলের শিষ্য ভবভূতিও তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নিকট সম্ভবতঃ মেধাতিথি কুমারিলের মীমাংসাবার্ত্তিক অবগত হইয়াছিলেন; গৌড়াগমনকালে তাঁহার ভাষ্যের নকল কান্যকুব্জ অঞ্চলে প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। তাই পশ্চিমাঞ্চল হইতে রাজা মদনপাল মেধাতিথির ভাষ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মেধাতিথির পর খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে ভোজরাজ একখানি মনুটীকা রচনা করেন, এখন সেই টীকা পাওয়া যায় না। তৎপরে কান্যকুব্জপতি গোবিন্দরাজ খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে একখানি মনুটীকা প্রকাশ করেন। এই টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। তৎপরে নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্বজ্ঞনারায়ণকৃত মনুস্মৃতিবৃত্তি রচিত হয়। তাহার বৃত্তি সংক্ষিপ্ত হইলেও তিনি স্বাধীন ভাবে বিশেষ বিশেষ শ্লোকের টীকা ও পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারগণের নিবন্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞনারায়ণের পর খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে বারেন্দ্রকুলতিলক কুল্লুকভট্ট 'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামে প্রসিদ্ধ টীকা প্রকাশ করেন। এই টীকাখানি সর্ব্বত্র সমাদৃত।

মেধাতিথির পরই মিতাক্ষরানাম্নী যাজ্ঞবল্ক্যটীকারচয়িতা পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য বিজ্ঞানেশ্বরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৯৯৭ হইতে ১০৩০ শকের মধ্যে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় তিনি বিরাজ করিতেন। অসহায় ও মেধাতিথি ব্যতীত তিনি আরও কএকজন প্রাচীন ভাষ্যকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল ভাষ্য বা টীকা এখন পাওয়া যায় না।

চালুক্যরাজ বিক্রমাঙ্কদেবের প্রভাব যেমন সমস্ত দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়াছিল, পরমহংসপ্রবর বিজ্ঞানেশ্বরের ঋজুমিতাক্ষরাও তাঁহার অধিকার ছাড়িয়া সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল।

মুসলমান অধিকারের শেষযুগে কিছু বিরলপ্রচার হইয়া পড়িলেও ইংরাজাধিকারে মহাত্মা কোলব্রুক সাহেব এই শ্রেষ্ঠ টীকাখানির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া প্রচার করিলে আবার মিতাক্ষরা পূর্ব্ববৎ সমস্ত ভারতে ব্যবহারজীবিগণের মধ্যেও সমাদৃত হইয়াছে।

বিজ্ঞানেশ্বরের পূর্ব্বে বিশ্বরূপ নামে একব্যক্তি যাজ্ঞবল্ক্যটীকা রচনা করিয়াছিলেন, সেই টীকা এখন পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানেশ্বরের সময়ে বা কিছু পরে শিলাহাররাজ অপরার্ক বা অপরাদিত্য ১১৩০ হইতে ১১৫০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে একখানি বৃহৎ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইনি কোঙ্কণপ্রদেশে পুরীনামক স্থানে রাজত্ব করিতেন, তাঁহার এই ভাষ্য মিতাক্ষরার ন্যায় সর্ব্বজনপরিচিত না হইলেও পরবর্ত্তী স্মৃতিচন্দ্রিকা, চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি, মদনপারিজাত প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্মৃতিনিবন্ধে এই অপরার্কের মত উদ্ধৃত হইয়াছে এবং ভাষ্যগ্রন্থ হইলেও ইহা 'যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ' বলিয়াও পরিচিত হইয়াছিল। অপরার্ক কোথাও বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা উদ্ধৃত করেন নাই, অথচ উভয় গ্রন্থে নানাস্থানে একই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাতে মনে হয় যে, উভয়েই পূর্ব্বতন কোন এক গ্রন্থের সাহায্য পাইয়াছিলেন। শিলাহাররাজ অপরার্ক আপনাকে জীমূতবাহনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কেহ কেহ উক্ত জীমূতবাহন ও দায়ভাগ-রচয়িতা জীমূতবাহনকে অভিন্ন মনে করেন, কিন্তু উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি, ভিন্ন জাতীয়, ভিন্নদেশবাসী ও ভিন্ন সময়ের লোক ছিলেন। শিলাহাররাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ক্ষত্রিয় ও কোঙ্কণবাসী দায়ভাগরচয়িতা জীমূতবাহন গৌড়বাসী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পারিভদ্র বা পারিয়াল গাঞি, শিলাহার-জীমূতবাহনের বহু পরবর্ত্তী। অপরার্কের পূর্ব্বপুরুষের সহিত এইরূপ নামসাদৃশ্য থাকায় কেহ কেহ অপরার্কমত প্রাচীন গৌড়ীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অপরার্কের পর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সাহড়িয়ানগ্রামী মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির 'দীপকলিকা' নামে সংক্ষিপ্ত যাজ্ঞবল্ক্যটীকা পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত হইলেও নারায়ণের সংক্ষিপ্ত মনুটীকার ন্যায় দীপকলিকায় যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির প্রয়োজনীয় শ্লোকগুলির সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। রঘুনন্দন ও কমলাকর উভয়েই শূলপাণির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, এ অবস্থায় শূলপাণি যে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত মদনপারিজাতরচয়িতা বিশ্বেশ্বর ভট্ট রাজা মদনপালের আদেশে ১৩৬০ হইতে ১৩৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সুবোধিনী নামে মিতাক্ষরাটীকা প্রকাশ করেন।

বিশ্বেশ্বর ভট্টের টীকার পর নন্দপণ্ডিত প্রমিতাক্ষরা নামে মিতাক্ষরার একখানি টীকা রচনা করেন। কেহ কেহ মনে করেন, নন্দপণ্ডিত এ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

'লক্ষ্মীব্যাখ্যান' বা 'বালম্ভট্টী' নামে মিতাক্ষরার ব্যবহার অধ্যায়ের আর একখানি টীকা পাওয়া যায়। বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডের স্ত্রী ও মহালক্ষ্মের কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী এই সুন্দর টীকা রচনা করেন, তাঁহার নামানুসারেই এই টীকাখানি 'লক্ষ্মীব্যাখ্যান' নামে পরিচিত। ভারতীয় স্মার্ত্তসমাজে এরূপ স্মার্ত্তবিদুষী বিরল, এ কারণ মহারাষ্ট্রের পণ্ডিতসমাজ অতি ভক্তির চক্ষে 'লক্ষ্মী-ব্যাখ্যান' পাঠ করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবী আপন প্রিয়পুত্র বালম্ভট্টের নামানুসারে নিজগ্রন্থ প্রচার করেন, তজ্জন্য স্মার্ত্তসমাজে এই টীকা 'বালম্ভট্টী' নামেই পরিচিত।

বালম্ভট্টীর কিছু পূর্ব্বে মিত্রমিশ্র যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির উপর 'বীরমিত্রোদয়' নামে একখানি সুবৃহৎ টীকা প্রকাশ করেন, টীকা হইলেও অপরার্কের ন্যায় এই মিত্রোদয় গ্রন্থখানি নিবন্ধমধ্যে পরিগণিত। নিবন্ধমধ্যে ইহার বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের পরই বর্ত্তমান স্মার্ত্তসমাজে বিষ্ণু ও পরাশর সমাদৃত। নন্দপণ্ডিতের কেশববৈজয়ন্তী নামে বিষ্ণুস্মৃতির টীকা পাঠ করিলে মনে হইবে যে, পূর্ব্বে বহু প্রাচীন টীকা ছিল, এখন তাহা নষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে নন্দপণ্ডিতের 'কেশববৈজয়ন্তী' বা বিষ্ণুস্মৃতিবিবৃতি একখানি উপাদেয় স্মার্ত্তগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। বারাণসীবাসী মহারাজ কেশবনায়কের উৎসাহে ধর্ম্মাধিকারী রামপণ্ডিতের পুত্র নন্দপণ্ডিত ১৬৭৯ সংবতে (১৬২২ খৃষ্টাব্দে) এই গ্রন্থ রচনা করেন।*

পরাশরস্মৃতির টীকাকারগণের মধ্যে মাধবাচার্য্যই প্রথম, একথা 'পরাশরস্মৃতিবিবৃতিতে' মাধবাচার্য্য স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন,

"পরাশরস্মৃতিঃ পূর্ব্বৈর্ন ব্যাখ্যাতা নিবন্ধৃভিঃ।
ময়াতো মাধবাচার্য্যেণ তদ্ব্যাখ্যায়াং প্রযত্যতে॥"

মাধবের 'পরাশরস্মৃতিবিবৃতিই' 'পরাশরমাধব' নামে পরিচিত। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ পরাশরস্মৃতির টীকা বলিয়া গণ্য হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এখানি দাক্ষিণাত্যে প্রধান ও প্রামাণিক স্মৃতিনিবন্ধ বলিয়া সমাদৃত। মাধবাচার্য্য বৌদ্ধাদির কুমত নিরাশ ও বৈদিক-মার্গ প্রবর্ত্তনের জন্য যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন,

---

* "অব্দে বিক্রমভূভুজো গণিতে নন্দাদ্রিষড়ভূমিতিঃ (১৬৭৯)
পূর্ণে কার্ত্তিকমাসি বৃশ্চিকগতে ভানৌ বুধস্য দিনে।
কাশ্যাং কেশবনায়কস্য নৃপতেরাজ্ঞামবাপ্য স্বতো
বিষ্ণোর্ব্যাকৃতিমাচকার বিমলাং শ্রীনন্দশর্ম্মা সুধীঃ।
ইতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ শ্রীবশিষ্ঠবংশাবতংস শ্রীকোড়পনায়কাত্মজ শ্রীকল্যা-
ণনায়কাপরনামধেয় শ্রীকেশবনায়কপ্রোৎসাহিত শ্রীবারাণসীবাসিধর্ম্মাধিকারী
শ্রীরামপণ্ডিতাত্মজশ্রীনন্দপণ্ডিতকৃতৌ বিষ্ণুস্মৃতিবিবৃতিঃ।"

তন্মধ্যে এই পরাশরস্মৃতিব্যাখ্যা একখানি, ইহা কেবল পরাশর-স্মৃতির শ্লোকবিবৃতি নহে, সমস্ত আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের সারসংগ্রহ। উদাহরণ স্বরূপ এত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পরাশরের একটী শ্লোকের ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য্য সমস্ত রাজধর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বৌদ্ধজৈনাদির মত খণ্ডন করিবার জন্যই যেন তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের উপক্রমেই তাঁহার এই উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইয়াছে, যথা—

"অর্হচ্চার্ব্বাকবাক্যানি বৌদ্ধাদিপঠিতানি তু।
বিপ্রলম্ভকবাক্যানি তানি সর্ব্বাণি বর্জ্জয়েৎ।"

মাধবাচার্য্যের মতে প্রধানতঃ ৩৬ জন ধর্ম্মশাস্ত্রকার, এ সম্বন্ধে তাঁহার পরাশরমাধবে এইরূপ পৈঠিনসিবচন দেখা যায়—

"তেষাং মন্বঙ্গিরো ব্যাসগৌতমাত্র্যুশনোযমাঃ।
বশিষ্ঠদক্ষসংবর্ত্তশাতাতপপরাশরাঃ॥
বিষ্ণ্বাপস্তম্বহারীতাঃ শঙ্খঃ কাত্যায়নো ভৃগুঃ।
প্রচেতা নারদো যোগী বোধায়নপিতামহৌ॥
সুমন্তুঃ কশ্যপো বভ্রুঃ পৈঠিনো ব্যাস এব চ।
সত্যব্রতো ভরদ্বাজো গার্গ্যঃ কার্ষ্ণাজিনিস্তথা॥
জাবালির্জমদগ্নিশ্চ লৌগাক্ষির্ব্রহ্মসম্ভবঃ।
ইতি ধর্ম্মপ্রণেতারঃ ষট্‌ত্রিংশদৃষয়স্তথা॥"

এ ছাড়া তিনি আত্রেয়, আশ্বলায়ন, ঋষ্যশৃঙ্গ, কণ্ব, কৌশিক, ক্রতু, বৃদ্ধগার্গ্য, গালব, গোভিল, বৃদ্ধগৌতম, শ্লোকগৌতম, চ্যবন, ছাগলেয়, জাতুকর্ণ্য, জৈমিনি, দেবল, ধৌম্য, নারায়ণ, বৃদ্ধপরাশর, পারস্কর, পিতামহ, পুলস্ত্য, পুলহ, বৃহৎ প্রচেতা, প্রজাপতি, বৃদ্ধ বৃহস্পতি, বৃহন্মনু, বৃদ্ধমনু, মরীচি, মুদ্গল, লঘুযম, বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহৎ ও বৃদ্ধবশিষ্ঠ, বিবস্বৎ, বিশ্বামিত্র, ব্যাঘ্রপাদ, বৃদ্ধশঙ্খ, বৃদ্ধ শাতাতপ ও শৌনক প্রভৃতি স্মৃতিকারের মতও উদ্ধৃত হইয়াছে। কেশব-বৈজয়ন্তীকার নন্দপণ্ডিত উক্ত মাধবীয় টীকার অনুসরণ করিয়া অতি সংক্ষেপে 'বিদ্বন্মনোহরা' নামে পরাশরস্মৃতির বিবৃতি রচনা করেন।

এতদ্ভিন্ন বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতিটীকা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে হরদত্ত-রচিত 'উজ্জ্বলা' নামে আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রের বৃত্তি এবং 'গৌতমীয় মিতাক্ষরা' নামে গৌতমস্মৃতির টীকা উল্লেখযোগ্য। হরদত্তের গ্রন্থ প্রামাণিক হইলেও সেরূপ প্রাচীন নহে। মাধবাচার্য্য, হেমাদ্রি প্রভৃতি কেহই হরদত্তের মত উদ্ধৃত করেন নাই, অথচ খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের প্রারম্ভে মিত্রমিশ্র ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এরূপ স্থলে হরদত্তকে ১৩শ শতাব্দীর পর ও খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।

স্মৃতিনিবন্ধ (Digest)।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবকালে ব্রাহ্মণসমাজের অবনতির সহিত বহুতর স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছিল, যে সকল স্মৃতি প্রচলিত ছিল, তাহার অর্থ ও পাঠ লইয়া মতভেদ চলিতেছিল। বিশেষতঃ বৌদ্ধ ও জৈনসমাজ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও সমাজোপযোগী স্মৃতিসকল প্রচলন করাইয়াছিলেন। যদিও তাহার অধিকাংশ এখন বিলুপ্ত, কিন্তু এক সময় ভারতীয় আর্য্যসমাজে যে ঐ সকল স্মৃতির মত বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা আমরা 'পরাশরমাধব' হইতে জানিতে পারি। মাধবাচার্য্য প্রাচীন নিবন্ধের মত উদ্ধৃত করিয়া এইরূপে বৌদ্ধস্মৃতিসমূহের সমালোচনা করিয়াছেন—

"অথোচ্যেত। 'মন্বাদিস্মৃতীনাং শাক্যাদিস্মৃতীনাং চাস্তি মহদ্বৈষম্যং, প্রত্যক্ষবেদেনৈব সাক্ষান্মন্বাদিপ্রামাণ্যাঙ্গীকারাৎ। যৎ বৈ কিঞ্চ মনুরবদত্তদ্ভেষজমিতি হ্যাম্নায়তে। নত্বেবং শাক্যাদি-স্মৃত্যনুগ্রাহকং কিঞ্চিদ্বৈদিকং বচোঽস্তি। অতো নোক্তাতি-প্রসঙ্গেতি। তন্ন। যদ্বৈ কিঞ্চেত্যস্যার্থবাদত্বেন স্বার্থে তাৎপর্য্যা-ভাবাৎ। × × × মানান্তরাবিরুদ্ধানামাননুবাদিনাং মন্ত্রাদীনাং স্বার্থপ্রামাণ্যমুক্তবমীমাংসায়াং দেবতাধিকরণে ব্যবস্থাপিতং। অর্থবাদাধিকরণে তু স্বার্থপ্রামাণ্যনিরাকরণং বিরুদ্ধানুবাদয়োঃ সাবকাশং। অতো যদ্বৈ কিঞ্চেত্যর্থবাদস্য বিধি-স্তাবকস্য স্বার্থেঽপি তাৎপর্য্যমস্তীতি ন শাক্যাদিপ্রতিবন্দী সঙ্গা" (পরাশরমাধবীয় —উপক্রম)

উদ্ধৃত বচন হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মাধবাচার্য্যের সময়ে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতেও দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধস্মৃতি প্রচলিত ছিল। ঐ সকল স্মৃতিতে বেদবচন না থাকায় অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ মত স্থান পাওয়ায় বৈদিক ও স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণসমাজ ঐ সকল বৌদ্ধ গ্রন্থকে স্মৃতিমধ্যেই গণ্য করিতেন না।

ব্রাহ্মণসমাজ যেরূপ বেদবিরুদ্ধ স্মৃতিগুলিকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন ও তাহাদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না, সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাধিকারিগণও বেদানুগত আর্য্যস্মৃতিগুলিকে সেইরূপ ভাবে দেখিতেন। যদিও তাঁহারা তৎকালীন ভারত-সমাজোপযোগী মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতির মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডাদি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের স্মৃতিগুলি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী হওয়ায় ব্রাহ্মণ স্মার্ত্ত-সমাজ তাঁহাদের মত উপেক্ষা করিয়াছিলেন, সুতরাং সমস্ত ভারতে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বৌদ্ধস্মৃতিগুলিও যে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ব্রাহ্মণপ্রাধান্যে যে ভাবে বৌদ্ধস্মৃতিগুলি ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, বৌদ্ধ-প্রাধান্য-কালে বৈদিক ব্রাহ্মণ-রচিত আর্য্যস্মৃতিগুলির অধিকাংশ যে সেই ভাবে বিরলপ্রচার হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মনুস্মৃতির মত লইয়া বৌদ্ধস্মৃতিগুলি প্রচলিত হওয়ায়

সেই সকল বেদবিরোধী স্মৃতিমতই অনেক স্থানে আর্য্যসমাজে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং বৈদিকপ্রাধান্য-স্থাপনের সঙ্গে আবার প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের মতপ্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল।

যদিও শুঙ্গমিত্র, কাণ্ব ও গুপ্তবংশের অভ্যুদয়-কালে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের সূচনা দেখি, কিন্তু তত্তৎ সময়ে বৌদ্ধ ও আর্হত মতও বিশেষ প্রবল ছিল। রাজগণও কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ বা শ্রমণের সমাদর করিতেন। সুতরাং বোধ হয় এ সময় ব্রাহ্মণ স্মার্ত্তগণ সময়াচারের উপযোগী ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রচারে সুবিধা পান নাই। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধপ্রভাব, আবার খৃঃ ৮ম শতাব্দী হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে প্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিল দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ ও জৈনমত খণ্ডন করিয়া বৈদিকমতপ্রতিষ্ঠার জন্য যে মীমাংসা-বার্ত্তিক প্রচার করিয়াছিলেন, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার শিষ্য ভবভূতি কান্যকুব্জে সেই বৈদিকমত প্রচার করিতেছিলেন, ভবভূতির সুপ্রসিদ্ধ নাটক-কাব্যসমূহের বৈদিক ধর্ম্মাভ্যুদয়ের চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তে যে সকল হিন্দু নরপতি বৈদিক ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, তন্মধ্যে কান্যকুব্জপতি কমলায়ুধ যশোবর্ম্মদেবের নাম সর্ব্বপ্রধান। [যশোবর্ম্মদেব দেখ।] এই যশোবর্ম্ম দেবের সভায় আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহারই সভায় প্রাচীন ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মত-প্রচারার্থ সর্ব্বপ্রথম স্মৃতিনিবন্ধ রচিত হয়। সেই প্রথম স্মৃতিনিবন্ধের নাম 'স্মৃতিবিবেক'; নিবন্ধকার স্বয়ং মেধাতিথি ভট্ট। স্মৃতিবিবেকের পূর্ব্বে অপর নিবন্ধ প্রচারিত থাকা কিছু অসম্ভব নহে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিনিবন্ধের নাম পর্যান্ত বাহির না হওয়ায় স্মৃতিবিবেককে প্রথম নিবন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দুঃখের বিষয়—এই 'স্মৃতিবিবেক' খানিও অধুনা অপ্রচলিত, মেধাতিথি মনুভাষ্যে এই 'স্মৃতিবিবেক'বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং মনুভাষ্যরচনার পূর্ব্বে তিনি স্মৃতি-বিবেক রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মনুভাষ্য প্রসঙ্গে মেধাতিথির সংক্ষেপে পরিচয় দিয়াছি। ৭৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি গৌড়রাজসভায় আগমন করেন। এ অবস্থায় খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'স্মৃতিবিবেক' রচিত হইয়া থাকিবে।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে কোন নিবন্ধকারের সন্ধান পাইতেছি না। সম্ভবতঃ এই সময় উত্তররাঢ়ে কাঞ্জীবিল্লীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণপ্রবর-নারায়ণ ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ করেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষ ভাগে সুপ্রসিদ্ধ ভবদেব ভট্টের আবির্ভাব। তিনিও সিদ্ধল-গ্রামী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক জন প্রধান মীমাংসক, প্রধান স্মার্ত্ত এবং বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কেবল রাঢ় বলিয়া নহে, বঙ্গ ও উৎকল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। তাঁহার উপাধি 'বালবলভীভুজঙ্গ'। তিনি স্মৃতিকৌস্তুভ প্রভৃতি কতকগুলি স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার সামবেদীয় সংস্কারপদ্ধতি অনুসারে অদ্যাপি গৌড়বঙ্গবাসী সামবেদীয় ব্রাহ্মণদিগের সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। 'প্রাশ্চাত্য নির্ণয়ামৃত' নামে তাঁহার আর একখানি নিবন্ধের সন্ধান পাই।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পরমারবংশীয় মালবপতি ভোজরাজের অভ্যুদয়। তিনি 'কামধেনু' নামে একখানি বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবাদ এইরূপ, এতবড় স্মৃতি-নিবন্ধ তৎপূর্ব্বে আর কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। এই সংগ্রহখানি এখন বিলুপ্ত, পরবর্ত্তী নিবন্ধকারগণ কেহ কেহ ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'ব্যবহারসমুচ্চয়' নামে একখানি নিবন্ধ ভোজরাজের নামে প্রচলিত দেখা যায়। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর ১ মাংশে কান্যকুব্জপতি গোবিন্দচন্দ্র সমাজসংস্কারে মনোযোগী হন, তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিকামাত্য লক্ষ্মীধর ভট্ট ১১টী কাণ্ডে বিভক্ত 'কৃত্যকল্পতরু' নামে এক স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন। শিলাহারপতি অপরাদিত্য ১১৪০ হইতে ১১৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'অপরার্ক' নামে সুবৃহৎ 'যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ' প্রকাশ করেন। পূর্ব্বেই ইহার পরিচয় দিয়াছি। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে পালবংশের সঙ্গে গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধশাসন বিলুপ্ত হয়। এই সময় পরমশৈব সেনরাজগণের যত্নে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ হিন্দুসমাজসংস্কার-কল্পে নানা পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থপ্রচারের সঙ্গে স্মৃতিনিবন্ধ প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তন্মধ্যে গৌড়াধিপ বল্লালসেনের গুরুকল্প বারেন্দ্রবাসী চাম্পাহট্টীয় অনিরুদ্ধ ভট্ট 'স্মৃতিসংগ্রহ' ও 'হারলতা' নামে দুই খানি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁহারই আনুকূল্যে ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) বল্লালসেন 'দানসাগর' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রচার করেন। 'অদ্ভুতসাগর' নামক বৃহৎ জ্যোতির্নিবন্ধগ্রন্থও মহারাজ বল্লালসেনের আর এক কীর্ত্তি। উক্ত বর্ষে বল্লালসেন কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার প্রিয় পুত্র মহারাজ লক্ষ্মণসেন ১০৯২ শকে বা ১১৭০ খৃষ্টাব্দে 'অদ্ভুতসাগর' সম্পূর্ণ করেন। [বল্লালসেন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ঐ শতাব্দীতে কেশবাদিত্যের পুত্র দেবণ্ণভট্ট 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' নামে একখানি বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন, আচার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে এত বড় স্মৃতিনিবন্ধ তৎপূর্ব্বে আর কেহ প্রকাশ করেন নাই।

ঐ শতাব্দীতে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সভায় হলায়ুধ, ঈশান ও পশুপতি এই পণ্ডিত ভ্রাতৃত্রয় বিরাজ করিতেন। ধর্ম্মাধিকারী

হলায়ুধ ‘ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব’ এবং ঈশান ও পশুপতি পদ্ধতি গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কাহারও মতে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি সাহুড়িয়ানও ঐ সময়ে ‘প্রায়শ্চিত্ত বিবেক’ প্রকাশ করেন।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে শ্রীধরাচার্য্য নামে এক ব্যক্তি ‘স্মৃত্যর্থসার’ নামে একখানি উৎকৃষ্ট নিবন্ধ রচনা করেন। ইনি গোবিন্দরাজের নামোল্লেখ করিয়াছেন, হেমাদ্রি আবার ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, এ ছাড়া ‘শ্রীধরীয়’ নামে একখানি বৃহৎ ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহার বচন প্রয়োগ-পারিজাত ও সংস্কার-কৌস্তুভে উদ্ধৃত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে যে সকল নিবন্ধকার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাদবরাজ মহাদেবের শ্রীকরণাধিপ হেমাদ্রি সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার ‘চতুর্বর্গচিন্তামণির’ তুল্য বৃহৎ নিবন্ধগ্রন্থ আর কেহ লেখেন নাই। তিনি স্মৃতিসমুদ্রমন্থন করিয়া এই ‘চতুর্বর্গচিন্তামণি’ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেবল দাক্ষিণাত্য বলিয়া নহে, ভারতের সর্ব্বত্রই হেমাদ্রি একজন প্রধান নিবন্ধকার বলিয়া স্মার্ত্তসমাজে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। এই বৃহৎ গ্রন্থ ৫ খণ্ডে বিভক্ত, যথা—১ ব্রত, ২ দান, ৩ তীর্থ, ৪ মোক্ষ, ও ৫ পরিশেষ খণ্ড।

হেমাদ্রির পরই প্রধান গৌড়ীয় স্মার্ত্ত জীমূতবাহনের নাম করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ইনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, পারিভদ্র বা ‘পারিয়াল’ গ্রামী। ইনি ‘ধর্ম্মরত্ন’ নামে একখানি উৎকৃষ্ট নিবন্ধ রচনা করেন, ভারতপ্রসিদ্ধ ‘দায়ভাগ’ গ্রন্থ উক্ত ধর্ম্মরত্নেরই এক অংশ।

খৃষ্টীয় ১২শ ও ১৩শ শতাব্দে সর্ব্বত্রই মুসলমানশাসন বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং যেখানে যেখানে বৌদ্ধ ও জৈনসমাজ বিদ্যমান ছিল, মুসলমান-উৎপীড়নে সেই সকল সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। পাছে হিন্দু সাধারণে মুসলমান আচার অবলম্বন না করিতে পারে এবং সাধারণের মধ্যে যাহাতে ব্রাহ্মণভক্তি ও স্মার্ত্তধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হয়, এই কারণে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে বহুতর নিবন্ধকারের অভ্যুদয় দৃষ্ট হয়। স্থানীয় সামন্ত নৃপতিগণ এই সকল নিবন্ধকারের উৎসাহদাতা বা প্রতিপালক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডেশ্বর, বিশ্বেশ্বর ভট্ট, শেষ নৃসিংহ ও লখিমা দেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কয়জনের মধ্যে চন্দ্রেশ্বর ঠকুর সর্ব্বপ্রধান। তিনি মিথিলাধিপ মহারাজ হরসিংহ দেবের মন্ত্রী ছিলেন। মিথিলার পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে জানিতে পারি, মহারাজ হরসিংহদেব কর্ণাটক্ষত্রিয়বংশীয় এক জন পরমধার্ম্মিক তেজস্বী স্বাধীন হিন্দু নৃপতি ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর “স্মৃতিরত্নাকর” নামে এক বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার এই নিবন্ধ ৭টী রত্নাকরে বিভক্ত, ১ম কৃত্য, ২ দান, ৩ ব্যবহার, ৪ শুদ্ধি, ৫ পূজা, ৬ বিবাদ, ও ৭ গৃহস্থরত্নাকর। তাহার “বিবাদরত্নাকর” হইতে জানিতে পারি যে, তিনি ১২৩৬ শকে (১৩১৪ খৃষ্টাব্দে) বাগ্‌বতী নদীতীরে স্বর্ণতুলায় তুলিত হইয়াছিলেন।[১] তাঁহার তত্ত্বাবধানে “কৃত্যচিন্তামণি” নামে আর একখানি সুন্দর স্মৃতিনিবন্ধ রচিত হয়।[২] তাঁহার উৎসাহদাতা হরসিংহদেব দিল্লীশ্বর ১ম তুগ্‌লক শাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া তিনি নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ১২৪৫ শকে (১৩২৩ খৃষ্টাব্দে) নেপালের ভাট্‌গাঁও নামক স্থানে গিয়া তিনি রাজধানী করেন।*

এই শতাব্দীতে ‘মদনরত্ন’ বা ‘মদনরত্নপ্রদীপ’ নামে আর একখানি নিবন্ধ রচিত হয়। কেহ কেহ এই নিবন্ধখানিও মদনপালের রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই গ্রন্থখানি “মহারাজাধিরাজ শ্রীশক্তিসিংহদেবাত্মজ মহারাজাধিরাজ মদনসিংহদেববিরচিত”। খণ্ডেরায়, কমলাকর প্রভৃতি মদনরত্ন হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করায় এই গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষ বা খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর নিবন্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পূর্ব্ববর্ণিত মিথিলাধিপতি হরসিংহদেবও শক্তি-

(১) “কল্পদ্রুমে বাপ্যথ পারিজাতে হলায়ুধে বাপ্যথ বা প্রকাশে।
যৎসারমস্মাদধিকঞ্চ তত্তদ্দধাতি রত্নাকর এক এব ॥১
শ্রীকৃত্যদানব্যবহারশুদ্ধিপূজাবিবাদেষু তথা গৃহস্থে।
রত্নাকরা ধর্ম্মভুবো নিবন্ধাঃ কৃতাস্তুলাপুরুষদেন সপ্ত ॥৩
বসগুণভুজচন্দ্রৈঃ সম্মিতে শাকবর্ষে
সহসি ধবলপক্ষে বাগ্‌বতী-সিন্ধুতীরে।
অদিততুলিতমুচ্চৈরাত্মনা স্বর্ণরাশিং
নিবিরবিলগুণানামুত্তমঃ সোমনাথঃ ॥”
(কৃত্যরত্নাকরে বিবাদরত্নাকর)

(২) “শাকে সিন্ধুরদোর্মহীধরমহীমানে মনোজ্ঞে সতাং
ভেশাশেষভশোধনাত্মপরলগ্নাক্রিয়ং কশ্চন।
ভূভৃদ্রাজহরাংঘ্রিযুগ্মকমলং সংকৃত্যচিন্তামণিং
চিত্তাং দেবগণৈর্বিচিন্ত্য নভসি শান্ত্যক্ষি মে ব্যালিখৎ ॥
চণ্ডেশ্বরেণ কবিনা কৃত এষ সারং
গ্রন্থঃ সভাপতিবরেণ বিলোক্য রাজ্ঞঃ।
নানা প্রবন্ধঘটনাটনশাস্ত্রসংঘাৎ
স্মাজ্জো হি পণ্ডিতবরৈর্ষনিবেদনং মে ॥” (কৃত্যচিন্তামণি)

* Pischel, *Katalog. d Bibl. d. D M G.* II p. 8.

সিংহদেবের বংশধর বলিয়া পরিচিত। এ অবস্থায় মদনসিংহ ও হরসিংহদেব উভয়ে একবংশীয় কি না, অনুসন্ধেয়।

কর্ণাটক হরসিংহদেব নেপালে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মণ কামেশ্বর ঝার পুত্র ভবেশ বা ভবসিংহ দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহে মিথিলার আধিপত্য লাভ করেন, তৎপুত্র হরিসিংহদেবও চণ্ডেশ্বরকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এ কারণ কৃত্যরত্নাকরে কর্ণাটকরাজ হরসিংহ ও ব্রাহ্মণরাজ হরিসিংহ উভয়ের নামই দৃষ্ট হয়।

মিথিলাধিপ হর ও হরিসিংহদেব যেরূপ প্রধান স্মার্ত্তগণের উৎসাহদাতা ছিলেন, যমুনাতটবর্ত্তী কাষ্ঠাধিপতি মদনপালও সেইরূপ একজন। রাজা মদনপাল নিজে সুপণ্ডিত এবং সকল প্রধান প্রধান পণ্ডিতের গুণানুরক্ত ছিলেন। [মদনপাল দেখ] তাঁহারই আশ্রয়ে ও উৎসাহে এবং তাঁহারই নামানুসারে বিশ্বেশ্বরভট্ট 'মদনপারিজাত' বা 'মদনপালনিবন্ধ' নামক সুপ্রসিদ্ধ নিবন্ধগ্রন্থ (১৩৬০ হইতে ১৩৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) প্রণয়ন করেন। এই বৃহৎ 'পারিজাত' নয়টী স্তবকে গ্রথিত, ১ম ব্রহ্মচর্য্য, ২ গৃহস্থ, ৩ আহ্নিক, ৪ গর্ভাধানাদিসংস্কার, ৫ অশৌচ, ৬ দ্রব্যশুদ্ধি, ৭ শ্রাদ্ধ, ৮ বিভাগ ও ৯ প্রায়শ্চিত্ত। মদনপারিজাত ব্যতীত বিশ্বেশ্বর রাজা মদনপালের সময় 'মহাদানপদ্ধতি' ও স্মৃতিকৌমুদী এবং তৎপুত্র মান্ধাতার সময় 'মহার্ণব' বা 'মহার্ণবকর্ম্মবিপাক' নামে আর একখানি বৃহৎ নিবন্ধ রচনা করেন। মদনপারিজাতের পর নৃসিংহ 'প্রয়োগপারিজাত' নামে আর একখানি নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। এই নিবন্ধখানি সংস্কার, পাকযজ্ঞ, আধান, আহ্নিক ও ষোড়শকর্ম্মকাণ্ড এই পঞ্চ কাণ্ডে বিভক্ত। তাঁহার রচিত 'গোত্রপ্রবরনির্ণয়' গ্রন্থখানিও কেহ কেহ প্রয়োগ পারিজাতের পঞ্চকাণ্ডের অন্তর্গত মনে করেন।

কেহ কেহ মনে করেন, উক্ত নৃসিংহ ভট্টই কাশীরাজ গোবিন্দচন্দ্রের উৎসাহে 'গোবিন্দার্ণব' বা স্মৃতিসাগর' নামে একখানি বৃহৎ নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। 'স্মৃতিসাগর'রচয়িতা শেষ নৃসিংহ উক্ত কাশীরাজের মন্ত্রী বলিয়া পরিচয় দান করিয়াছেন, কিন্তু প্রয়োগপারিজাতের রচয়িতা এরূপ কোন পরিচয় দেন নাই। 'গোবিন্দার্ণব' ৬টী বীচিতে বিভক্ত—১ম সংস্কার, ২ আহ্নিক, ৩ শ্রাদ্ধ, ৪ শুদ্ধি, ৫ কাল, ৬ শেষ বা প্রায়শ্চিত্তবীচি।

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে নন্দপদ্রক নামক স্থানে দুর্গসিংহ নামে এক সামন্ত নৃপতি রাজত্ব করিতেন, তাঁহার মন্ত্রী কর্ণসিংহের উৎসাহে পদ্মনাভের পৌত্র ও "কাহ্নড়সূনু" ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে 'সারগ্রহকর্ম্মবিপাক' নামে কর্ম্মবিপাক সম্বন্ধীয় এক বৃহৎ নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে লখিমাদেবী 'বিবাদচন্দ্র' নামে প্রসিদ্ধ বিবাদ (civil law) সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। কাহারও কাহারও মতে 'বালম্ভট্টী' ও 'বিবাদচন্দ্র' এক লখিমাদেবীর নামেই প্রচলিত।* কিন্তু উভয় গ্রন্থের লখিমাদেবী যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। একজন হইতেছেন মিথিলাধিপ চন্দ্রসিংহের মহিষী, অপর হইতেছেন বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডের পত্নী। সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডেশ্বর ঠক্কুরের উৎসাহদাতা হরিসিংহদেব মিথিলাধিপ ভবেশের পুত্র এবং লখিমাদেবীর স্বামী চন্দ্রসিংহ উক্ত ভবেশের প্রপৌত্র ছিলেন। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, লখিমাদেবী নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র মিসরুমিশ্রের নামে বিবাদচন্দ্র প্রচার করেন।† কিন্তু আমাদের মনে হয়, পণ্ডিত মিসরুমিশ্র তাঁহার আশ্রয়দাত্রী লখিমাদেবীর নামেই স্বরচিত নিবন্ধ চালাইয়াছিলেন।

তৎপরে একচক্রাধিপ সূর্য্যসেনের আদেশে অল্লাড়নাথসূরি 'নির্ণয়ামৃত' নামে একখানি নিবন্ধ রচনা করেন।

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে যে সকল নিবন্ধকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য স্বামী সর্ব্বপ্রধান, তিনি বিজয়নগরাধিপ ১ম বারবুক্করায়ের প্রধান মন্ত্রী এবং দাক্ষিণাত্যে বৈদিকপ্রাধান্যপ্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী। পূর্ব্বে স্মৃতিটীকার ইতিহাসপ্রসঙ্গে জানাইয়াছি যে, তিনি বৌদ্ধ ও জৈনাদির মতামত খণ্ডন করিয়া বিশুদ্ধ বৈদিকমত-প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল বেদভাষ্য রচিয়া নহে, 'পরাশরমাধবীয়' নামে এক বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ প্রকাশ করেন। [মাধবাচার্য্য ও বিজয়নগর শব্দ দ্রষ্টব্য।] তাঁহার সময় হইতে অদ্যাপি মান্দ্রাজপ্রদেশে 'পরাশরমাধবীয়ের' মত চলিতেছে।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে গুজরাটের অণহিল্ল-পাটক বা অণ্‌হিল্‌বাড়পাটনে এক বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম লক্ষ্মীধর। স্মার্ত্ত গ্রন্থ বর্ণিত পরস্পর বিরুদ্ধযুক্তি গুলির সমালোচনা করিয়া 'বিরুদ্ধবিধিবিধ্বংস' নামেএকখানি সুন্দর নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। এই নিবন্ধ হইতে জানা যায় যে আনন্দপুরের নাগরব্রাহ্মণবংশে কাশ্যপগোত্রে লক্ষ্মীধরের জন্ম। তাঁহার পিতা মল্লদেব 'সুভাষিতাবলী' রচনা করেন। তাঁহার পিতামহ বামন শাকম্ভরীপতি পৃথ্বীরাজের 'সান্ধিবিগ্রহিকামাত্য' ও তাঁহার খুল্লপিতামহ স্কন্দ 'সেনাধিপ' ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ সোঢ়ও শাকম্ভরীর অধীশ্বর সোমেশ্বরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ মুসলমানদিগকে বহুবার জয় করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন এবং বামন নিরাপদে থাকিবার জন্য অপরিমিত ধনরাশি লইয়া অণহিল্লপাটকে আসিয়া বাস করেন।

---

* Aufrecht's Catalogus Catalogorum, Part I, p. 537A

† Eggling's India Office Catalogue, Part IV.

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে অদ্বিতীয় পণ্ডিত রায়মুকুট বৃহস্পতির জন্ম। তিনিও গৌড়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের জন্য এক খানি বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়া ছিলেন, এখন তাহা দুষ্প্রাপ্য। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন 'রায়মুকুটপদ্ধতি' হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে দলপতির পুত্রপুরুষ সংগ্রামশাহের উৎসাহে দামোদর ঠক্কুর 'সংগ্রামসাহীয় বিবেকদীপিকা' এবং 'দিব্যনির্ণয়' নামে দুইখানি নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে দক্ষিণাপথে মুসলমানশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানরাজগণ হিন্দুশাস্ত্রানুসারেই হিন্দুগণের বিচারের ব্যবস্থা করিতেন, তজ্জন্য তাঁহাদের সময়েও বহুতর স্মৃতিনিবন্ধ রচিত হইয়াছিল। এই সকল নিবন্ধের মধ্যে 'নৃসিংহপ্রসাদ' নামক বৃহৎ নিবন্ধখানি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আহ্মদনগরাধিপ নিজামশাহের প্রধান মন্ত্রী নৃসিংহ দলপতি এই বৃহৎ নিবন্ধখানি প্রকাশ করেন। নিজামশাহ ১৪৮৯ হইতে ১৫০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং এই সময়মধ্যেই 'নৃসিংহপ্রসাদ' রচিত হয়। এই সুবৃহৎ নিবন্ধখানি ১২টী সার বা খণ্ডে বিভক্ত। যথা—১ সংস্কার, ২ আহ্নিক, ৩ শ্রাদ্ধ, ৪ কালনির্ণয়, ৫ ব্যবহার, ৬ প্রায়শ্চিত্ত, ৭ কর্ম্মবিপাক, ৮ ব্রত, ৯ দান, ১০ শান্তি, ১১ তীর্থ ও ১২ প্রতিষ্ঠাসার।৩ একসময় মুসলমানশাসিত দাক্ষিণাপথে নৃসিংহপ্রসাদের বিশেষ সমাদর ছিল এবং এই নিবন্ধ অনুসারেই হিন্দুগণের বিচার ও শাসনকার্য্য সম্পন্ন হইত।

খৃষ্টীয় ১৫ শতাব্দীর শেষভাগে ও ১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতের সর্ব্বত্রই নিবন্ধরচনার চেষ্টা দেখা যায়। এই শতাব্দীর নিবন্ধকারগণের মধ্যে বাচস্পতিমিশ্র ও স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে সময় মিথিলায় ব্রাহ্মণরাজ হরিনারায়ণ (ভৈরবসিংহ) প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন এবং নিকটবর্ত্তী মুসলমানরাজগণের ভীতির কারণ হইয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহারই সভায় স্মার্ত্তপ্রবর বাচস্পতিমিশ্রের অভ্যুদয়। তিনি স্মৃতিচিন্তামণি, স্মৃতিসারসংগ্রহ, দ্বৈতনির্ণয়, তিথিনির্ণয়, কৃত্যমহার্ণব প্রভৃতি বহুতর নিবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার 'কৃত্যমহার্ণব' (প্রায় ১৪২৩ শক=১৫০১ খৃঃঅঃ) রাজা হরিনারায়ণের আদেশে এবং 'দ্বৈতনির্ণয়' উক্ত ভৈরবসিংহের মহিষী জয়ার আদেশে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া নিজে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নিবন্ধাবলির মধ্যে 'স্মৃতিচিন্তামণি' অতি বৃহৎ গ্রন্থ, ইহা ৫ চিন্তামণি বা ৫ খণ্ডে বিভক্ত। যথা—১ম আচার, ২ বিবাদ, ৩ ব্যবহার, ৪ শ্রাদ্ধ ও ৫ প্রায়শ্চিত্তচিন্তামণি। বঙ্গদেশে যেমন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, মিথিলায় সেইরূপ বাচস্পতিমিশ্রের মত প্রচলিত।

বাচস্পতিমিশ্রের সময়েই মিথিলাধিপ ভৈরবসিংহের আদেশে বর্দ্ধমান 'দণ্ডবিবেক' নামক একখানি নিবন্ধ রচনা করেন।৪

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতিস্মৃতিতত্ত্ব' বঙ্গে নব্যস্মৃতি ও এখনকার স্মার্ত্তসমাজে সর্ব্বপ্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত ছিল।* তাঁহার এই স্মৃতিতত্ত্বের বিষয়সূচী পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন্ সময়ে এই বৃহৎ নিবন্ধ রচিত হয় তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কাহারও মতে তাঁহার—

'বিষুবৎ মীনকন্যাঙ্কে দ্বৈকাক্ষীন্দুশকাব্দকে।"

এই জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত বচনানুসারে ১৪২১ শকে (১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার নিবন্ধ রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই জ্যোতিস্তত্ত্বেই আবার "নবাষ্টশক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতা" এই বচন হইতে ১৪৮৯ শক পাওয়া যাইতেছে। এরূপ স্থলে মনে হয় যে, ১৪২১ শকে তাঁহার জন্ম ও ১৪৮৯ শকে তাঁহার গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে। তিনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময় বিদ্যমান ছিলেন, সর্ব্বত্রই এরূপ প্রবাদ আছে।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে ও ১৬ শতাব্দীর প্রথমভাগে 'জটমল্লবিলাস' নামে একখানি বৃহৎ নিবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বর্ণপুরীরাজ কোশলবংশীয় জটমল্লের উৎসাহে শ্রীধরনামে এক পণ্ডিত এই নিবন্ধ সঙ্কলন করেন। জটমল্লের পিতার নাম বায়মল্ল, পিতামহ বালচন্দ্র ও প্রপিতামহ ঢোল। ঢোল দিল্লীশ্বরের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে 'সরস্বতীবিলাস', 'অনূপবিলাস',

(৩) "নিজামসাহসাম্রাজ্যধুরন্ধরমহীপতিঃ।
শ্রীনৃসিংহপ্রসাদস্তু তনুতে ধর্ম্মসংবিদে॥
প্রয়োগপারিজাতাদি নিবন্ধাঃ সন্তি যদ্যপি।
শাস্ত্রতত্ত্বেন চাত্রাপি মৃগোঽপ্রত্যক্ষমন্তরম্॥
শ্রীনৃসিংহপ্রসাদেঽস্মিন্নিবন্ধে ধর্ম্মকাশকাঃ।
সারা দ্বাদশ যে প্রোক্তা দ্বাদশাদিত্যসন্নিভাঃ॥"
(নৃসিংহপ্রসাদ—উপক্রমে)

(৪) 'যঃ শ্রীকুলসেনমুপনীতসমস্তসেনমাস্ত্রীয়সৈনিকমিবাশ্রমতে নিযুঙ্ক্তে।
গৌড়েশ্বরপ্রতিশরীরমতিপ্রতাপঃ কেদাররায়মবগচ্ছতি দাসতুল্যঃ॥৪
উচ্ছৃঙ্খলপ্রকলখণ্ডনপণ্ডিতেন শ্রীভৈরবেণ মিথিলাপৃথিবীশ্বরেণ।
তেনানুকম্প্য সকরুণ্যবলোক্যমানা শ্রীবর্দ্ধমানকৃতিনোঽস্তু কৃতিঃ কৃতার্থা॥৫
জ্যায়ান্ গণ্ডকমিশ্রঃ শঙ্করবাচস্পতী চ মে গুরবঃ।
নিখিলনিবন্ধসমাসপ্রয়াসমেনং মমানুজানন্তু॥৬" (বর্দ্ধমানের দণ্ডবিবেক)

* অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে, অধুনা মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারপ্রমুখ পণ্ডিতগণ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অনেক কথাই অপ্রামাণিক বলিয়া স্ব স্ব নিবন্ধে খণ্ডন করিয়াছেন।

'দুর্গাবতীবিলাস' প্রভৃতি "বিলাস" অভিধাযুক্ত আরও কতকগুলি নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 'সরস্বতীবিলাস' একখানি প্রধান নিবন্ধ গ্রন্থ বলিয়া দাক্ষিণাত্যে সমাদৃত। উৎকলাধিপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের ঐকান্তিক যত্নে ও তত্ত্বাবধানে 'সরস্বতীবিলাস' রচিত হয়। ইহাতে ১ম শাস্ত্রপ্রস্বরূপনিরূপণ, ২ ধর্ম্মস্থান-ব্যবস্থান, ৩ ব্যবহারেতিকর্ত্তব্যতা, ৪ প্রতিষ্ঠাবাদ, ৫ উত্তরস্বরূপ, ৬ লিখিতভুক্তি, ৭ ঋণাদান, ৮ ব্রহ্মনাশপকর্ম্ম, ৯ অস্বামিবিক্রয়, ১০ বিক্রীতামুপ্রদান, ১১ ক্রীতানুশয়, ১২ সময়ানপকর্ম্ম, ১৩ অপ্রতিবন্ধ দায়বিভাগ, ১৪ দায়বিভাগ, ১৫ সাহস, ১৬ বাক্পারুষ্য, ১৭ দণ্ডপারুষ্য, ১৮ দ্যূতসমাহ্বয় ও ১৯ দণ্ডবিধিপ্রকরণ আছে। প্রায় ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে এই নিবন্ধ রচিত হয়।

তৎপরে "দুর্গাবতীপ্রকাশ" বা "সময়াবলোক" নামে এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নর্ম্মদাতটবাসী রাজা দলপতির প্রধানা মহিষী ও বীরসাহির মাতা রাণী দুর্গাবতীর উৎসাহে পদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য এই বৃহৎ নিবন্ধ রচনা করেন। পদ্মনাভ উক্ত বীরসাহির নামানুসারে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে 'বীরচম্পূ' রচনা করেন, তৎপূর্ব্বেই তাহার 'দুর্গাবতীবিলাস' রচিত হইয়া থাকিবে।

ইহার পরে মধ্যপ্রদেশে গৌরবংশীয় জৈত্রসিংহের বংশধর কনকসিংহের পুত্র কীর্ত্তিসিংহের সময়ে তাঁহার অমাত্য 'স্বরাট্ সম্রাট্ অগ্নিচিৎ' উপাধিযুক্ত বিষ্ণুশর্ম্মা 'কীর্ত্তিপ্রকাশ' নামে একখানি নিবন্ধ রচনা করেন।

যে সময়ে দাক্ষিণাত্যে 'দুর্গাবতীপ্রকাশ' বিরচিত হয়, সেই সময় দিল্লীশ্বর অকবরের প্রধান অর্থসচিব টোডরমল্ল 'আচারোদ্দ্যোত', 'কালনির্ণয়' ও 'ব্যবহারসৌখ্য' নামে কএকখানি নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

এই সময়ে বা ইহার কিছু পরে দাক্ষিণাত্যে বরদরাজ নামে একজন প্রধান স্মার্ত্তপণ্ডিত "বরদরাজীয়" নামে একখানি স্মৃতি নিবন্ধ সঙ্কলন করেন, ইহাতে আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত এই তিন বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজের মত প্রকাশ না করিয়া প্রাচীন স্মৃতিবচনই অধিকাংশ স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে বারাণসীধামে এক বিখ্যাত স্মার্ত্ত ভট্ট-বংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশে রামকৃষ্ণ, দিবাকর বা দিনকর, কমলাকর, বিশ্বেশ্বর বা গাগাভট্ট ও অনন্ত ভট্ট প্রভৃতি স্মার্ত্তনিবন্ধ-কারগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ভট্ট কমলাকরের পিতা, দিবাকর বা দিনকর তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর, গাগাভট্ট তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অনন্ত ভট্ট তাঁহার পুত্র, এই কয়জনই প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের রচিত ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু নিবন্ধ গ্রন্থ প্রচলিত আছে। দিনকর ভট্ট অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, তিনি 'শাস্ত্রার্থসার, কর্ম্মবিপাকসার, ভাট্ট দিনকর ও শান্তিসার' রচনা করেন। মহারাষ্ট্রবীর ছত্রপতি শিবাজীর উৎসাহেও তিনি 'দিনকরোদ্দ্যোত' বা 'শিবদ্যুমণিদীপিকা' নামে এক বৃহৎ নিবন্ধ আরম্ভ করেন। পুস্তক শেষ না হইতেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার প্রিয়পুত্র অদ্বিতীয় পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর ভট্ট অপর নাম গাগাভট্ট এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। এই গ্রন্থ ৭টী উদ্দ্যোতে বিভক্ত, যথা আচার, ব্রত, সংস্কার, প্রতিষ্ঠা, পূর্ত্ত, সংস্কার, প্রায়শ্চিত্ত ও শূদ্রোদ্দ্যোত। শিবাজী ও তৎপুত্র সাম্ভাজীর সময়ে এই নিবন্ধ অনুসারেই মহারাষ্ট্রাধিকারে সামাজিক ক্রিয়াকলাপাদি সম্পন্ন হইত। দিনকরের পুত্র বিশ্বেশ্বরের উদ্যোগেই ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। ইনি মহারাষ্ট্রবাসী প্রভুকায়স্থগণের আচার-সংস্কারাদি নির্দ্দেশক 'কায়স্থধর্ম্মদীপ' বা 'কায়স্থপদ্ধতি', 'আশৌচদীপিকা', ও 'জাতি-বিবেক' প্রভৃতি কএকখানি স্মার্ত্তগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

দিনকরের কনিষ্ঠ সহোদর কমলাকরভট্টের নাম সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বিখ্যাত। ইনি বহুতর নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন [কমলাকরভট্ট শব্দ দ্রষ্টব্য।] তন্মধ্যে 'নির্ণয়সিন্ধু' ও 'শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব' প্রধান। তাঁহার নির্ণয়-সিন্ধু ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।[৫]

কমলাকরভট্টের সময় মহারাষ্ট্র অঞ্চলে আর একজন বিখ্যাত নিবন্ধকার জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম অনন্তদেব। তিনি চন্দ্রবংশীয় রাজবাহাদুরচন্দ্রের উৎসাহে 'স্মৃতিকৌস্তুভ' রচনা করেন।[৬] এই গ্রন্থ মহারাষ্ট্র অঞ্চলে বিশেষ সমাদৃত।

কমলাকরভট্টের সময়ে রাজসম্মানিত আর একজন প্রসিদ্ধ নিবন্ধকার জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম নন্দপণ্ডিত। তাঁহার 'কেশববৈজয়ন্তী' বিষ্ণুস্মৃতির টীকা হইলেও কাশীবাসী স্মার্ত্ত-

---

(৫) "বসুঋতুঋতুভূমিতে গতেঽব্দে নরপতিবিক্রমতোঽথে যাতি রৌদ্রে।
তপসি শিবতিথৌ সমাপিতোঽয়ং রঘুপতিপাদসরোরুহেঽর্পিতশ্চ॥"
(নির্ণয়সিন্ধু)

(৬) "শ্রীকন্দস্য ষড়াননঃ শশধরস্যাদীদ্যথা বা বুধঃ,
শ্রীমল্লক্ষ্মণচন্দ্রনামকসুতোঽভূদ্রুদ্রচন্দ্রস্য যঃ।
তেনানেকহিমাচলস্থনৃপতীন্দুষ্টান্ বিজিত্য স্বকে
রাজ্যে বৃদ্ধিরকারি তুষ্টিরমিতা চাধারি বিদ্বদ্‌হৃদি॥৫
ততস্ত্রিমল্লচন্দ্রোঽভূদ্ভূপো রূপোদ্ভটো ভুবি।
কাশীশ্বরবিশ্বনাথিত্যো ধনরাশীনদাৎ সদা॥৬
তস্মিন্‌কুলেঽজনি ততঃ কিল নীলচন্দ্রো যস্তীর্থসজ্জনবিবেবণভূরিপুণ্যৈঃ।
হেতো দধার পরমং পুরুষোত্তমাখ্যং ধত্তে যথেন্দ্রদিশি নীলগিরিঃ পরং তৎ॥৭
শ্রীরাজবাহাদুরচন্দ্রনৃপস্ততোঽভূচ্ছাস্ত্রাবধস্য ভুবি ভূরিযশোঽকরোত্তঃ।
সর্ব্বাবনিস্থবিদুষামবনং প্রকুর্ব্বন্ যোঽস্মিন্ কলাবধি রররক্ষসমস্তশাস্ত্রং॥৮"
(স্মৃতিকৌস্তুভ)

সমাজে নিবন্ধ বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ১৬২২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

তৎপরে নাগেশভট্টের পুত্র অনন্তভট্ট ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে 'বিধান-পারিজাত' নামে একখানি বৃহৎ নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ ৫টী স্তবকে বিভক্ত—১ম প্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ, ২ ভুক্তনক্ষত্রাদি জননশান্তি, গ্রহযজ্ঞবিধান, ৩ সংস্কার ও আহ্নিকবিধান, এবং তীর্থপ্রকরণ ৪ দানবিধান, ৫ম শ্রাদ্ধ, অশৌচ, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্তবিধান।

তাঁহার পরই প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত মিত্রমিশ্র। পূর্ব্বেই টীকাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, তিনি বীরসিংহের আদেশে 'বীরমিত্রোদয়' নামে যাজ্ঞবল্ক্যবিবৃতি রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি অদ্যাপি পাশ্চাত্য ও মৈথিল সমাজে একখানি প্রধান নিবন্ধ বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। যে বীরসিংহের আদেশে এই 'বীরমিত্রোদয়' রচিত হয়, তিনি বুন্দেলাধিপতি প্রসিদ্ধ মধুকর শাহের পুত্র, তিনিই অকবরের প্রিয় সচিব আবুল ফজলের প্রাণবধ করিয়াছিলেন এবং শেষ বয়সে কাশীবাসী হইয়া ছিলেন, তাঁহার এই কাশীবাসকালে 'বীরমিত্রোদয়' রচিত হয়।

তৎপরে আমরা প্রসিদ্ধ নিবন্ধকার নীলকণ্ঠ ভট্টকে দেখিতে পাই। নীলকণ্ঠ ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে সেঙ্গরবংশীয় নৃপতি ভগবন্তদেবের উৎসাহে 'ভগবন্তভাস্কর' বা 'স্মৃতিময়ূখ' নামে এক অতি বৃহৎ নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। এই নিবন্ধ ১২টী ময়ূখে বিভক্ত যথা—১ম সংস্কার, ২ আচার, ৩ কাল, ৪ শ্রাদ্ধ, ৫ নীতি বা রাজনীতি, ৬ বিবাদ, ৭ দান, ৮ উৎসর্গ, ৯ প্রতিষ্ঠা, ১০ প্রায়শ্চিত্ত, ১১ শুদ্ধি ও ১২ শান্তিময়ূখ।

উক্ত নীলকণ্ঠের পুত্র ভট্ট শঙ্করও ভগবন্তদেবের উৎসাহে 'সংস্কারভাস্কর' রচনা করেন। এই সংস্কারভাস্করের অন্তর্গত 'কুণ্ডভাস্কর' ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে বিরচিত হয়। তাঁহার 'ব্রতার্ক' ব্রতসম্বন্ধীয় একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথমাংশে কৃপারাম নামে এক জন সামন্তনৃপতি নিজ নামানুসারে 'রামপ্রকাশ' ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ রচনা করেন। ইনি গৌড়ক্ষত্রকুলোদ্ভব মাণিক্যচন্দ্রবংশীয় যাদবরায়ের পুত্র ও সম্রাট্ শাহজাহানের কৃপাপাত্র বলিয়া নিজে পরিচয় দিয়াছেন।[৭]

অনেকে মনে করেন যে প্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় পণ্ডিত রাঘবেন্দ্র শতাবধানই উক্ত 'রামপ্রকাশ' রচনা করিয়া রাজা কৃপারামের নামে প্রকাশ করেন। রাঘবেন্দ্র শতাবধানের সময়ে নবদ্বীপে আর একজন প্রধান স্মার্ত্ত জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম রঘুনাথ সার্ব্বভৌম, ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মথুরেশতর্কপঞ্চাননের পুত্র। ইনি নবদ্বীপপতি রাঘবরায়ের আদেশে ১৫৮৩ শকে (১৬৬১ খৃষ্টাব্দে) 'স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণব' প্রণয়ন করেন।[৮] এক সময় নবদ্বীপের স্মার্ত্তসমাজে এই গ্রন্থখানি বিশেষ আদৃত ছিল। এই সময়ে ইরাবতীতটস্থ শাবপুর (বর্ত্তমান লাহোর) নগরবাসী মাধব নামে এক সামন্ত নৃপতির আনুকূল্যে মাহেশপ্রয়া 'মাধবপ্রকাশ' নামে এক খানি নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

তৎকালে বিকানীর রাজ্যে অনুপসিংহ নামে এক পণ্ডিতানুরাগী বিখ্যাত ধার্ম্মিক রাঠোরনৃপতি (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার উৎসাহে মণিরামদীক্ষিত 'অনুপবিলাস' বা 'ধর্ম্মাম্ভোধি' নামে একখানি বৃহৎ নিবন্ধ, এবং অনন্তভট্ট 'তীর্থরত্নাকর' রচনা করেন। উক্ত রাঠোর নৃপতি নিজেও 'অনুপবিবেক' ও 'শ্রাদ্ধপ্রয়োগচিন্তামণি' লিখিয়াছিলেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত ছলারি নৃসিংহ নামে এক ব্যক্তি (১৬৭২ খৃষ্টাব্দে) 'স্মৃত্যর্থসাগর' রচনা করেন। এই গ্রন্থ চারিটী তরঙ্গে বিভক্ত—১ কাল, ২ অশৌচ, ৩ আহ্নিক ও ৪ বস্ত্র-শুদ্ধি। গ্রন্থকারের মতে ১০৫৯ শক (১১২৭ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত রামানুজ ও বৌদ্ধাদির মত প্রবল ছিল, মধ্বাচার্য্য ১১২০ শকে (১১৯৮ খৃষ্টাব্দে) আবির্ভূত হইয়া সেই সকল মত খণ্ডন করেন।[৯]

---

(৭) "শ্রীমদ্ভূপসমূহবন্দিতপদশ্রীসাহজাহাকৃপা-
পাত্রং যাদবরায়বর্ম্মতনয়ো মাণিক্যচন্দ্রান্বয়ঃ।
গৌড়ক্ষত্রকুলোদ্ভবো ভুবি কৃপারামোঽভিধো ভূমিপো
গ্রন্থং ধর্ম্মকৃতাং কৃতে রচয়িতুং তস্মিন্ মনো যো দধৌ॥" (রামপ্রকাশ)

(৮) "বালানাং পটুতাবিধায়কমমুং স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণবং
রায়শ্রীযুতরাঘবস্য নৃপতেরাদেশতো নির্ম্মমে॥
শেষে ধীরেষু সাঞ্জলিপুটং বিনিবেদয়ে মে
যুষ্মাদৃশোঽত্র গুণগ্রাহঃ প্রথমং তু দোষে।
যন্নির্ণয়াস্ত্বকৃতঃ পথি ন প্রমাণং
তস্মাদিয়ং চপলতাপি ন দূষণীয়া॥
যে গ্রন্থনিস্মৃতিপরিশ্রমদূনচিত্তা
স্তাদৃগ্মনীষিজনকল্পণি চানুরক্তাঃ।
তেষামিমং স্বসুহৃদাং মথুরেশতর্ক-
পঞ্চাননাত্মজকৃতিমুদমাতনোতু॥
ইতি সকলহিতার্থং বন্দ্যবংশাবতংসঃ
কৃতবানতিরমুষ্মিন্ বিশ্রুতে বংসমাজে।
সকলমুনিমতৈস্তৎ নির্ম্মমে সার্ব্বভৌমঃ
ন খলু রুচিরবন্ধো গ্রন্থরাজঃ সমাপ্তঃ॥
জ্ঞানার্থমাশু রচিতেঽর্ণব এব দায়-
ভাগব্যবস্থিতিময়োঽষ্টম উত্তরঙ্গঃ॥" (স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণব)

(৯) "কলৌ প্রবৃত্তং বৌদ্ধাদিমতং রামানুজং তথা।
শকে স্রেকোনপঞ্চাশদধিকাব্দসহস্রকে॥২

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগে কাশীরাম বাচস্পতি, রাধামোহন গোস্বামী ও গদাধর প্রভৃতি কএকজন গৌড়ীয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বের টীকা লিখিয়া যান।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতেও অনেকগুলি বৃহদাকার স্মৃতিনিবন্ধ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জয়পুরাধিপ জয়সিংহের মথুরাবাস-কালে কাশীর বিখ্যাত স্মার্ত্ত রত্নাকর পণ্ডিত নিজ উৎসাহদাতা জয়সিংহের নামানুসারে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে 'জয়সিংহকল্পদ্রুম' নামে এক বৃহৎ ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বেই মহারাজ জয়সিংহের উৎসাহে সদাশিব দশপুত্র 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' সঙ্কলন করেন।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে বারাণসীধামে বিশ্বনাথ দৈবজ্ঞ 'ব্রতরাজ' রচনা করেন। পশ্চিম ভারতে এই গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদৃত ও ইহার মতানুসারে তথায় ব্রতাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ঐ সময়ের কিছু পরে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ প্রতিপালনে ধর্ম্মকৃত্যাদিনির্দ্দেশক 'কৃত্যরাজ' নামে একখানি পঞ্জী রচিত হইয়াছিল।

ইহার পরই বঙ্গে ইংরাজাধিকার। হিন্দুগণের উপর শাসন বিস্তারকল্পে হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বা আইন জানা ইংরাজ রাজ-পুরুষগণের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। প্রথম বড়লাট ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ বাণেশ্বর, কৃপারাম, রামগোপাল, কৃষ্ণজীবন, বীরেশ্বর, কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরীকান্ত, কালীশঙ্কর, শ্যামসুন্দর, কৃষ্ণকেশব ও সীতারাম এই ১১ জন প্রধান পণ্ডিতের সাহায্যে 'বিবাদার্ণব-সেতু' নামে একখানি স্মৃতিনিবন্ধসার প্রকাশ করেন। এই সময়ে ইংরাজ রাজপুরুষগণের ব্যবহারার্থ বা তাঁহাদের উৎসাহে আরও কতকগুলি নিবন্ধ রচিত হয়, তন্মধ্যে "বিবাদভঙ্গার্ণব" 'বিবাদসারার্ণব' ও 'বিবাদার্ণবভঞ্জন' এই তিনখানি উল্লেখযোগ্য।

ত্রিবেণীবাসী পালধিকুলতিলক অদ্বিতীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন "বিবাদভঙ্গার্ণব" এবং সর্ উইলিয়ম্ জোন্সের জন্য সর্ব্বোরুমিশ্র ত্রিবেদী ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে 'বিবাদসারার্ণব' সঙ্কলন করেন। 'বিবাদার্ণবসেতু' ২১টী তরঙ্গে, বিবাদভঙ্গার্ণব ৪টী দ্বীপে এবং 'বিবাদসারার্ণব' ৯টী তরঙ্গে বিভক্ত।

নিরাকর্ত্তুং মুধাবাদং সম্মতখ্যাপনায় চ।
একাদশশতে শাকে বিংশত্যাব্দযুতে গতে॥১
অবতীর্ণং মধ্বগুরুং সদা বন্দে মহাগুণং।
সংনত্য কুর্ম্মস্তত্তুষ্ট্যৈ স্পষ্টং স্মৃত্যর্থসাগরং॥৪
গুণাঢ্যান্ ভগবদ্ভক্তান্ জয়তীর্থাধিকান্ গুরূন্।
কালাশৌচাহ্নিকানাং যে বস্তুশুদ্ধেশ্চ নির্ণয়ঃ।
চত্বারস্তু তরঙ্গাখ্যা প্রোচ্যন্তে হত্র ক্রমাদয়ী॥৬" (স্মৃত্যর্থসাগর)

খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোলব্রুক সাহেব মহোপাধ্যায় চিত্রপতি শর্ম্মার দ্বারা "ব্যবহারসিদ্ধান্তপীযূষ' নামে দেওয়ানী ও ফৌজদারী সম্বন্ধীয় আইন লিখাইয়া লইয়া ছিলেন। চিত্রপতি মূলগ্রন্থের টীকাও লিখিয়া যান। এই শতাব্দীতে আর আর যে সকল নিবন্ধ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই শতাব্দীর প্রথমাংশে রচিত তঞ্জোরপতি শরভোজি রচিত 'ব্যবহারপ্রকাশ' এবং এই শতাব্দীর শেষভাগে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কাররচিত 'উদ্বাহচন্দ্রালোক' 'চন্দ্রালোক' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্মৃতিকার (পুং) স্মৃতি কৃ অণ্। স্মৃতিকর্ত্তা, ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

স্মৃতিকারক (ত্রি) স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক ঔষধ, যে ঔষধ সেবন করিলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। ধাতুদৌর্ব্বল্য, বীর্য্যহীনতা ইত্যাদি কারণে স্মৃতিশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। স্মৃতিশক্তির অল্পতা হইলে ব্রাহ্মীঘৃতই এক মাত্র উৎকৃষ্ট ঔষধ। [ব্রাহ্মীঘৃত দেখ।]

২ স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণেতা, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মন্বাদি ঋষি।

স্মৃতিকারিন্ (ত্রি) স্মৃতিং করোতি স্মৃতি-কৃ-ণিনি। স্মরণশক্তি-কারক। ২ স্মৃতিশাস্ত্রকর্ত্তা।

স্মৃতিপাঠক (ত্রি) স্মৃতিং পঠতি পঠ ণ্বুল্। স্মৃতিপাঠকারী, স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যেতা, যিনি স্মৃতিশাস্ত্র পড়েন।

স্মৃতিভূ (পুং) জীবদেবভেদ।

স্মৃতিভ্রংশ (পুং) স্মৃতিশক্তির নাশ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে, বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে জীবের আসক্তি জন্মে, ঐ আসক্তি হইতে ভোগাভিলাষ হয়, অভিলাষ পূর্ণ না হইলে ক্রোধ এবং ক্রোধ হইতে মোহ উপস্থিত হয়, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রমে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধি বিনষ্ট হইলে জীব বিনাশ অর্থাৎ অধঃপতিত হইয়া থাকে।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥" (গীতা ২।৬-২৩)

স্মৃতিমৎ (ত্রি) স্মৃতির্বিদ্যতেঽস্যেতি স্মৃতি-মতুপ্। ১ স্মৃতি-বিশিষ্ট। ২ চিন্তাযুক্ত, চিন্তাবিশিষ্ট।

"অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ।
বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে॥" (মনু ৭।৬৪)

স্মৃতিলোপ (পুং) স্মৃতের্লোপঃ। স্মরণশক্তির নাশ, স্মৃতি-শক্তির লোপ।

স্মৃতিবর্দ্ধিনী (স্ত্রী) ব্রাহ্মীশাক, এই শাক ভোজন করিলে স্মৃতি-শক্তি বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য ইহাকে স্মৃতিবর্দ্ধিনী কহে।

স্মৃতিবিভ্রম (পুং) স্মৃতের্বিভ্রমঃ। স্মৃতি-শক্তির বিচলন, স্মরণ-শক্তির বিপর্য্যয়। (গীতা ২।৬৩)

স্মৃতিবিরুদ্ধ (ত্রি) স্মৃতের্বিরুদ্ধঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিপরীত, ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিরুদ্ধ। স্মৃতিবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিবে না, করিলে নরক হয়। রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে, স্মৃতি-বিরুদ্ধ যে সকল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্ত জীব-মোহোৎপাদন জন্য বর্ণিত হইয়াছে।

"যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী॥
কপালভৈরবঞ্চৈব যামলং নাম যৎ কৃতং।
এবমাদীনি চান্যানি মোহনার্থানি চ তানি বৈ।
ময়া পুষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে॥" (মলমাসতত্ত্ব)

স্মৃতিশাস্ত্র (ক্লী) স্মৃতিরেব শাস্ত্রং। ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মসংহিতা।
"স্মৃতিশাস্ত্রে বিকল্পস্তু আকাঙ্ক্ষাপূরণে সতী।" (একাদশীতত্ত্ব)
[বিশেষ বিবরণ স্মৃতি শব্দে দেখ]

স্মৃতিশেষ (ত্রি) স্মৃতিঃ শেষো যস্য। স্মৃত্যবশেষ-বিশিষ্ট, যাহার স্মৃতিমাত্র আছে।

স্মৃতিসম্মত (ত্রি) স্মৃতেঃ সম্মতঃ। স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত, স্মৃতি-শাস্ত্রের সহিত যে মতের বিরোধ নাই।

স্মৃতিহর (ত্রি) স্মৃতের্হর হৃ-অচ্। স্মৃতিনাশক।

স্মৃতিহরা (স্ত্রী) দুঃসহের কন্যা। (মার্কপু° ৫১।৬)

স্মৃতিহিতা (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পীলতা, চলিত শ্বেতাপরাজিতা লতা।

স্মৃতিহেতু (পুং) স্মৃতের্হেতুঃ। স্মরণকারণ। পর্য্যায়—বাসনা, সংস্কার, ভাবনা। (জটাধর) সংস্কার থাকে বলিয়াই পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ হয়।

স্মৃত্যপেত (ত্রি) স্মৃতেরপেতঃ। স্মৃতিবিরুদ্ধ।

স্মের (ত্রি) স্মিঙ্ ঈষদ্ধসনে (নমিকম্পিস্ম্যজসকমহিংসদীপো রঃ। পা ৩।২।১৬৭) ইতি র। ১ বিকসিত। প্রস্ফুটিত।
"কান্তিঃ কাঞ্চনচম্পকপ্রতিনিধির্বাণী সুধাস্পর্দ্ধিনী।
স্মেরেন্দীবরদামসোদরবপুস্তস্যাঃ কটাক্ষচ্ছটা॥"(সাহিত্যদ°৩।১০০)
২ ঈষদ্ধসনশীল।

স্মেরতা (স্ত্রী) স্মেরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ বিকসনের ভাব বা ধর্ম্ম, বিকাশ। ২ ঈষদ্ধাস্য।

স্মেরবিষ্কির (পুং) স্মেরঃ প্রফুল্লঃ বিষ্কিরঃ পক্ষী। ময়ূর।

স্যদ (পুং) স্যন্দ-ঘঞ্ (স্যদো জবে। পা ৬।৪।২৮) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ বেগ। (অমর)

স্যন্দ, স্রুতি, স্রবণ, ক্ষরণ। ভ্বাদি আত্মনে° সক° বেট্। এই ধাতু ঊদিৎ, অর্থাৎ স্যন্দূ স্যদ ধাতু। লট্ স্যন্দতে। লোট্ স্যন্দতাং। লিট্ সস্যন্দে। সস্যন্দিষে, সস্যন্ৎসে। সস্যন্দিধ্বে সস্যন্দ্ধ্বে। লুট্ স্যন্দিতা, স্যন্তা। লৃট্ স্যন্ৎস্যতি, স্যন্দিষ্যতে। লঙ্ অস্যন্দত, অস্যন্ৎস্যত, অস্যন্দিষ্যত। আশীর্লিঙ্ স্যন্দিষীষ্ট, স্যন্ৎসীষ্ট। লুঙ্ অস্যদৎ, অস্যন্দিষ্ট। অস্যন্ত। অস্যন্দিষাতাম্ অস্যন্ৎসাতাং। অস্যন্দিষত, অসস্যন্ৎসত। সন্ সিস্যন্ৎসতি, সিস্যন্ৎসতে, সিস্যন্দিষতে। যঙ্ সাস্যন্দ্যতে। যঙ্ লুক্ সাস্যন্তি। ণিচ্ স্যন্দয়তি। লুঙ্ অসস্যন্দৎ।

স্যন্দ (পুং) স্যন্দ-ঘঞ্। ১ স্যন্দন, ক্ষরণ।
"তদমন্দমদস্যন্দস্যন্দবেয়ং নিপীয়তাং।
শ্রোত্রশুক্তিপুটৈঃ স্পষ্টসঙ্গবাজতরঙ্গিণী॥" (রাজতরঙ্গিণী ১।২৪)
২ রোগবিশেষ। (সুশ্রুত ১।৪৬) ৩ স্বেদোদ্গম।

স্যন্দক (পুং) লতাভেদ (Diospyros embryopteris)

স্যন্দন (ক্লী) স্যন্দ-ল্যুট্। ১ গরণ। স্যন্দনের হেতু গুণবিশেষের নাম। দ্রবত্বধর্ম্ম আছে বলিয়া জল স্থির ভাবে থাকে না, গড়াইয়া পড়ে। (ভাষাপরি°) ২ জল। (মেদিনী) ৩ গমন। (পুং) স্যন্দতে চলতীতি স্যন্দ-যুচ্। ৪ যানবিশেষ, চলিত রথ, চক্রযুক্ত যুদ্ধপ্রয়োজন যান।
"স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাস্থিতৌ।
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব॥" (রঘু ১।৩৬)
৫ তিনিশবৃক্ষ। (অমর) ৬ বৃত্তাহংপিতা। (হেম) ৭ বায়ু। (ত্রি) ৮ শীঘ্র। ৯ স্যন্দক। ক্ষরণকারী।
"গ্রহৈঃ পরিবৃতং চন্দ্রমবতীর্ণমিবাম্বরাৎ।
রূপোপমানমক্ষেবামমৃতস্যন্দনং দৃশোঃ॥"(কথাসরিৎসা° ১০৩।৬২)

স্যন্দনতৈল (ক্লী) ভগন্দররোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ চিতামূল, আকন্দের মূল, তেউড়ী, আকনাদি, ডুমুরমূল, করবীমূল, আকন্দের আঠা, বচ, ঈশলাঙ্গলা, হরিতাল, সাচিক্ষার ও লতা কিংবা এই সমুদায়ে মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল ভগন্দরে লাগাইলে তাহা হইতে পূয়াদি নির্গত হইয়া অচিরে শুষ্ক হইয়া স্বাভাবিক ভাব প্রাপ্ত হয়। (সুশ্রুত চি° ৮ অ°)

স্যন্দনদ্রুম (পুং) স্যন্দন এব দ্রুমঃ। ১ তিনিশবৃক্ষ।

স্যন্দনারোহ (পুং) স্যন্দনমারোহতীতি আ-রুহ-অণ্। রথস্থিত যোদ্ধা, রথী। (অমর)

স্যন্দনাহ্বয় (পুং) তিনিশবৃক্ষ। চলিত তেঁদগাছ। (বৈদ্যকনি°)

স্যন্দনি (পুং) তিনিশবৃক্ষ। (বর্ণমালা)

স্যন্দিনী (স্ত্রী) স্যন্দতে ইতি স্যন্দ-ণ্যু, ঙীপ্। ১ লালা। (রাজনি°) ২ মূত্রনাড়ী।

স্যন্দিন্ (ত্রি) স্যন্দ-ণিনি। স্রাবক।
"জীবন্নিব সসাধ্বসশ্রমস্বেদবিন্দুরধিকণ্ঠমর্প্যতাং।
বাহুরৈন্দবময়ূখচুম্বিতস্যন্দিচন্দ্রমণিহারবিভ্রমঃ॥" (উত্তররামচ°১অ°)

স্যন্দিনা (স্ত্রী) স্যন্দতে ইতি স্যন্দ-ণিনি ঙীপ্। লালা। (অমর)

স্যন্দোলিকা (স্ত্রী) দোলাবিশেষ। (হরিবংশ)

স্যন্দ্রা (স্ত্রী) স্যন্দনশীল। "প্রস্যন্দ্রা যাথো মনুষো ন হোতা" (ঋক্ ১।১৮০।৯) 'স্যন্দ্রা স্যন্দনশীলৌ' (সায়ণ)

স্যন্ন (ত্রি) স্যন্দ-ক্ত। স্রুত।

"অথাবাপ্সন্ কষায়াক্ষঃ স্যন্নস্বেদকণোক্ষণঃ।

সন্দর্শিতাশ্রবাকূতস্তামবাদীদ্দশাননঃ॥" (ভট্টি ৫।৮৩)

স্যন্নবীণ (ত্রি) স্যন্না বীণা যত্র। স্রুত। (হেম)

স্যম, ধ্বনন, শব্দ। চুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। ক্তা বেট্. ঞাচ্ প্রায় কারণে বিকল্পে ইট্ হয়। লট্ স্যমতি। লোট্ স্যমতু। লিট্ সস্যাম, সস্যমতুঃ স্যেমতুঃ। লুট্ স্যমিতা। ৯ট্ স্যমিষ্যতি। লুঙ্ অস্যমীৎ অস্যমিষ্টাং, অস্যমিষুঃ। সন্ সিস্যমিষতি। যঙ্ সেসিম্যতে। যঙ্-লুক্ সংস্যন্তি। ণিচ্ স্যময়তি। লুঙ্ অসিস্যমৎ। স্যম বিতর্ক। চুরাদি° উভয়° সক° সেট্। লট্ স্যাময়তি, তে।

স্যমন্তক (পুং) মণিবিশেষ, শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্থিত মণি।

'মণিঃ স্যমন্তকো হস্তে ভুজমধ্যে তু কৌস্তুভঃ।' (হেম)

শ্রীকৃষ্ণের হস্তে স্যমন্তক এবং বাহুমধ্যে কৌস্তুভমণি ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে স্যমন্তকোপাখ্যানে এই মণির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিতেছি। রাজা পরীক্ষিত শুকদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে ভগবন, রাজা সত্রাজিৎ কি প্রকারে এই স্যমন্তক মণি লাভ করেন, কেনই বা ইহা শ্রীকৃষ্ণকে দান করেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। উত্তরে শুকদেব বলিয়াছিলেন যে, সত্রাজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন, ইনি সূর্য্যদেবের পরম ভক্ত। ভগবান্ সূর্য্য ইহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে স্যমন্তক নামে এক মণি প্রদান করেন। এই মণি সকল মণির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বল।

কোন একদিন সত্রাজিৎ এই মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। এই মণি কণ্ঠে ধারণ করায় তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী ও তেজে অনুপলক্ষিত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন। দ্বারকাবাসী লোকসকল তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া এবং তেজে বিলুপ্তদৃষ্টি হইয়া সূর্য্য আশঙ্কায় ভগবানের নিকটে গিয়া সংবাদ প্রদান করিল যে ভগবান্ সূর্য্যদেব আপনাকে দেখিবার জন্য স্বয়ং আগমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রখর কিরণে মনুষ্যগণের চক্ষুঃ নিতান্ত পীড়িত হইতেছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ইনি সূর্য্যদেব নহেন; সত্রাজিৎ স্যমন্তক মণি ধারণ করিয়া আগমন করিয়াছেন। সত্রাজিৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া ঐ মণি দেবমন্দিরে স্থাপন করিলেন, ঐ মণি প্রতিদিন আট ভার করিয়া স্বর্ণ প্রসব করিত। চারি ভারে এক গুঞ্জা, পাঁচ গুঞ্জায় এক পণ, আট পণে এক ধরণ, আট ধরণে এক কর্ষ, চারি কর্ষে এক পল, শত পলে এক তুলা, এইরূপ বিংশতি তুলায় এক ভার। এই মণি পরম মঙ্গলময়, যে স্থানে এই মণি স্থাপিত হয়, তথায় দুর্ভিক্ষ, মারী, অকালমৃত্যু, অমঙ্গল, সর্পভয়, আধিব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা অশুভ হইবার ভয় থাকে না।

একদা শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের নিকট যদুরাজের জন্য ঐ মণি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সত্রাজিৎ অর্থকামুক হইয়া মণি প্রদান করেন নাই। সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন সেই মহাদ্যুতি স্যমন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক মৃগয়ার্থ বনে গমন করেন, তথায় এক সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়া মণি গ্রহণপূর্ব্বক গিরিগুহায় প্রবেশ করিল। পরে জাম্ববান্ সেই গুহামধ্যে সিংহকে নিহত করিয়া মণিগ্রহণপূর্ব্বক তাহা স্বীয় কুমারের ক্রীড়াদ্রব্য করিয়া দিল। পরে সত্রাজিৎ ভ্রাতা প্রসেনকে পুনরাগমন করিতে না দেখিয়া পরিতাপ করিয়া কহিল, আমার ভ্রাতা প্রসেন মণি ধারণ করিয়া বনে গমন করিয়াছিল, বোধ হয় মণিলোভে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে হনন করিয়াছেন। এই প্রবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। শ্রীকৃষ্ণ জনপরম্পরায় এই মিথ্যা প্রবাদ শুনিয়া এই অপবাদ ক্ষালনের জন্য নগরস্থ জনবৃন্দের সহিত প্রসেনের অন্বেষণে গমন করিলেন। পরে অন্বেষণ করিতে করিতে সিংহ কর্ত্তৃক নিহত অশ্বের সহিত প্রসেনকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সকলে পর্ব্বতপৃষ্ঠে প্রসেনঘাতী সিংহকে জাম্ববান্ কর্ত্তৃক নিহত দেখিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারী প্রজাগণকে বাহিরে স্থাপন করিয়া নিবিড় অন্ধকারে আবৃত ঋক্ষরাজের সেই ভয়ানক গুহামধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন। সেখানে যাইয়া ঋক্ষকুমারের নিকট সেই মণি দেখিতে পাইলেন। বালকের ধাত্রী সেই অপূর্ব্ব নরবিগ্রহ দর্শন করিয়া ভীরুতাবশতঃ ক্রন্দন করিয়া উঠিল। ক্রন্দন শ্রবণে বলিশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ ক্রোধান্ধ হইয়া প্রাকৃত পুরুষ জ্ঞানে আপনার অভীষ্ট দেবতা ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরস্পর ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ়মুষ্টির আঘাতে ক্ষীণবল ও ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া অতিশয় বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিলেন। "আমি জানিলাম, আপনি সাধারণ পুরুষ নহেন, আপনি সকল প্রাণীর প্রাণ, বল, হৃদয় ও দেহ, আপনি পুরাতন বিষ্ণু, আপনিই আমার অভীষ্ট দেব।"

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ঋক্ষরাজের গাত্রস্পর্শ করিয়া অতীব কৃপা সহকারে মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর স্বরে তাহাকে কহিলেন, হে ঋক্ষপতে! এই স্যমন্তক মণির জন্য আমরা অনেকে এই গহ্বর-

দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমি স্বদোষ-স্খালনের জন্য এই ভয়াবহ গহ্বরমধ্যে একাকী প্রবেশ করিয়াছি, অপরাপর সকলে গহ্বরদ্বারে উপবিষ্ট আছেন। ঋক্ষরাজ শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে পূর্ব্বোক্ত স্যমন্তক মণির সহিত স্বীয় দুহিতা জাম্ববতী নাম্নী কন্যা শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রদান করিলেন।

এদিকে গহ্বরপ্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে বহির্গমন করিতে না দেখিয়া বিলদ্বারস্থ জনসকল দ্বাদশ দিন তথায় প্রতীক্ষা করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে নগরে প্রস্থান করিল। তথায় দেবকী, রুক্মিণী, বসুদেব, সুহৃদ্, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধব সকলে শ্রীকৃষ্ণের পর্ব্বতগুহা হইতে অনির্গমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শোকে মুহ্যমান হইলেন। তখন দ্বারকাবাসী জনগণ সত্রাজিতের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার বাসনায় চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গাদেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দৈববাণী হইল, কৃষ্ণের কোন বিপদ্ ঘটে নাই, তিনি সত্বরই আসিবেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতী পত্নী ও স্যমন্তক মণির সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং রাজসন্নিধানে সভামধ্যে সত্রাজিৎকে আহ্বান করিয়া যেরূপে মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিয়া ঐ মণি তাহাকে প্রদান করিলেন। তখন সত্রাজিৎ অতি লজ্জিত হইলেন ও অধোমুখে মণিরত্ন গ্রহণ করিয়া স্বীয় অপরাধে অনুতাপিত হইয়া আপনার পুরীতে প্রবেশ করিল।

সত্রাজিৎ সর্ব্বদাই চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমি যে অপরাধ করিয়াছি, কি করিলে এই অপরাধ স্খলিত হইবে? কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন? কি প্রকারেই বা আমার মঙ্গল হইবে? আমার সত্যভামা নামে এক কন্যারত্ন আছে, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি অনেকানেক রাজা বারংবার এই কন্যা প্রার্থনা করিয়াছেন, অধুনা শ্রীকৃষ্ণকে এই কন্যারত্নের সহিত উক্ত স্যমন্তক মণি উপহার প্রদান করি। ইহা স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক মণির সহিত সত্যভামাকে উপহার প্রদান করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আমি এই মণি গ্রহণ করিতে অভিলাষ করি না, কারণ আপনি সূর্য্যভক্ত, এই মণি আপনারই থাকুক, কিন্তু আমরা ইহার ফলভাগী হইব। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সত্রাজিতের পুত্র ছিল না, তাহার অভাবে এই মণি আমরাই পাইব। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে গ্রহণ করিলেন, মণি গ্রহণ না করিয়া ফিরাইয়া দিলেন। (ভাগবত ৩০।৫৬ অ°) হরিবংশে স্যমন্তকোপাখ্যানে এই মণির বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। নষ্টচন্দ্র দর্শন করিতে নাই, নষ্টচন্দ্র দর্শন করিলে মিথ্যা কলঙ্ক হয়। প্রবাদ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নষ্টচন্দ্র দেখিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার এই মিথ্যা কলঙ্ক হয়। ভাদ্র মাসের শুক্লা বা কৃষ্ণা উভয় চতুর্থী তিথিতে যে চন্দ্র উদিত হয়, তাহাকে নষ্টচন্দ্র কহে, যদি দৈবাৎ কেহ এই চন্দ্র দর্শন করে, তাহা হইলে তৎপর দিন ঐ দোষক্ষালনের জন্য স্যমন্তকোপাখ্যান শ্রবণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলপান করিবে। মন্ত্র—

"সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মারোদীস্তবহ্যেষ স্যমন্তকঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ভগবান্ নষ্টচন্দ্র তিথিতে অর্থাৎ ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথিতে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, তদবধি এই অভিসম্পাৎ মানবদিগের প্রতি আরোপিত হইয়াছে। এইজন্য নষ্টচন্দ্র দর্শন করিলে উক্ত স্যমন্তকোপাখ্যান শ্রবণ করিতে হয়।

"গৌরভাদ্রীয় চতুর্থ্যাং চন্দ্রদর্শনে তদুপাখ্যানশ্রবণবিধির্যথা ব্রহ্মপুরাণে— নারায়ণোহভিশপ্তস্তু নিশাকরমরীচিষু।
স্থিতশ্চতুর্থ্যামপ্যাপি মণ্বন্যাসাপদতচ্চ সঃ॥
অতশ্চতুর্থ্যাং চন্দ্রস্তু প্রমাদাদ্বীক্ষ্য মানবঃ।
পঠেন্নারেয়িকাবাক্যং প্রাপ্যো বাপ্যুদঙ্মুখঃ॥"
অভিশপ্তঃ পরীবাদবিষয়ীভূতঃ। মার্কেয়কাবাক্যং
"সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মারোদীস্তবহ্যেষ স্যমন্তকঃ॥
অনেন মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতং জলং পেয়ং। স্যমন্তকোপাখ্যানঞ্চ শ্রোতব্যং" (তিথিতত্ত্ব)

স্যমন্তপঞ্চক (ক্লী) তীর্থবিশেষ, কুরুক্ষেত্র, পরশুরাম পৃথিবীর যে স্থলে হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া শোণিত দ্বারা পিতৃদিগের তর্পণ করিয়া ছিলেন।

"তং জ্ঞাত্বা মনুজা রাজন্ পুরস্তাদেব সর্ব্বতঃ।
স্যমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং যযুঃ শ্রেয়োবিবিৎসয়া॥
নিঃক্ষত্রিয়াং মহীং কুর্ব্বন্ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
নৃপাণাং রুধিরৌঘেন যত্র চক্রে মহাহ্রদান্॥" (ভাগ° ১০।৮২ অ°)

এই স্যমন্তপঞ্চক অতি পুণ্যতীর্থ। এই স্থানে গমন, শ্রাদ্ধ এবং উক্ত হ্রদে স্নানদানাদি করিলে ইহকালে পরম শ্রেয়ঃ ও পরকালে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

স্যমীক (পুং) স্যমতীতি স্যম্ শব্দে (স্যমেরাট্ চ। উণ্ ৪।১৬) ইতি কন্ ঈট্ চ। ১ বল্মীক। ২ বৃক্ষবিশেষ, শাঁইগাছ। ৩ কাল। ৪ মেঘ।

স্যমীকা (স্ত্রী) নীলিকা। (মেদিনী)

স্যাল (পুং) শ্যালক, শালা। (অমরটীকায় স্বামী)

স্যালক (পুং) শ্যালকশব্দার্থ।

স্র্যত্ন (ক্লী) আহ্লাদ।

স্র্যম্ন (ক্লী) আহ্লাদ।

স্যূবক (পুং) জনপদভেদ।

স্যূত (ত্রি) ষিব্যু তন্তু সন্তানে ক্ত। চ্ছাবিতূট্। ১ গ্রথিত, তন্তু-সন্তত, চলিত বোনা। পর্য্যায়—উত, উত। (অমর)

"বড়িশোহয়ং ত্বয়া গ্রস্তঃ কালসূত্রেণ লম্বিতঃ।
মৎস্যোহন্তসীব স্যূতাস্যঃ কথমস্য ভবিষ্যতি॥"(ভারত ৩।১৫৭।৪২)

(পুং)-সিব-ক্ত। সূত্ররচিত ভাণ্ড, চলিত থোকড়া, পর্য্যায়—প্রসেব, স্যূন, স্যোন, ধৌতকট, স্যোত। (ভরত)

স্যূতি (স্ত্রী) সিব-ক্তিন্-ঊট্। সূচ্যাদি দ্বারা বস্ত্রাদি সীবন, চলিত সীয়নী বা সেলাই, পর্য্যায়—সেবন, সীবন,উতি,ব্যূতি।(শব্দরত্না°)

স্যূন (পুং) সীব্যতে ইব যেনেতি সিব (সিবেষ্টেযু চ্। উণ্ ৩।৯) ইতি ন, ট যূচ্। ১ কিরণ। ২ সূর্য্য। (মেদিনী) ৩ স্যূত, চলিত ধুকড়ী। (শব্দরত্না°)

স্যূম (ক্লী) সিব (অবিসিবিসিশুষিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।১৪৩) ইতি মন্ অরত্বরেতূট্। ১ জল। ২ রশ্মি, কিরণ। (উজ্জ্বল)

স্যূমক (ক্লী) সুখ। (নৈঘণ্টু ৩।৬)

স্যূমগভস্তি (ত্রি) সুখরশ্মি, সুখরশ্মিবিশিষ্ট। স্যূতরশ্মি। "স্যূমগভস্তিমৃতযুগভিরশ্বৈ রথিনা" (ঋক্ ৭।৭১।৩) 'স্যূমরশ্মিং সুখরশ্মিং স্যূতরশ্মিং' (সায়ণ)

স্যূমগৃভ্ (ত্রি) অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান শত্রুদিগের হিংসক। "স্যূমগৃভে দুধয়েহর্বতে" (ঋক্ ৬।৩৬।২) 'স্যূমগৃভে স্যূমঃ স্যূতান-বিচ্ছেদেন বর্ত্তমানান্ শত্রূন্ গৃহ্ণতে' (সায়ণ)

স্যূমন্ (ত্রি) অনুস্যূত। "স্যূমনা বাচ উদিয়র্ত্তি বহ্নিঃ" (ঋক্ ১।১১৩।১৭) 'স্যূমনা স্যূমানি অনুস্যূতানি' (সায়ণ)

স্যূমন্যু (ত্রি) আপনার সুখাভিলাষী। "স্যূমন্যু ঋজ্রা বাতস্যাশ্বা" (ঋক্ ১।১৭৪।৫) 'স্যূমন্যু স্যূমকমিতি সুখনাম, তদিচ্ছন্তৌ' (সায়ণ)

স্যূমরশ্মি (পুং) ঋগ্‌বেদোক্ত ঋষিবিশেষ। "যাভিঃ শারীবজাতং স্যূমরশ্ময়ে" (ঋক্ ১।১১২।১৬) 'স্যূমরশ্ময়ে স্যূতঃ সংবদ্ধো রশ্মিদীপ্তির্যস্য তস্মৈ এতৎসংজ্ঞকায় ঋষয়ে।' (সায়ণ)

স্যোত (পুং) স্যূত। (অমরটীকায় ভরত)

স্যোন (পুং) সিব বাহুলকাৎ কেবলোহপি ন উড়াদেশো গুণশ্চ। ১ ধৌতকট, চলিত ধুকড়ী। ২ সূর্য্য। ৩ কিরণ। (ক্লী) ৪ আনন্দ।

স্যোনকৃৎ (ত্রি) স্যোনং করোতি: কৃ কিপ্-তুক্চ। অতিথি-দিগের সুখকারী।

"যো বসন্তৌ স্যোনকৃৎ জীবযাজং" (ঋক্ ১।৩১।১৫)
'স্যোনকৃৎ অতিথীনাং সুখকারী' (সায়ণ)

স্যোনশী (ত্রি) সুখপ্রদ। "স্যোনশীরতিথির্ন প্রীণানঃ" (ঋক্ ১।৭৩।১) 'স্যোনশীঃ সুখপ্রদঃ' (সায়ণ)

স্রংস্, ভ্রংশ, স্খলন, চ্যুতি, ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ স্রংসতে। লিট্ সস্রংসে। লুট্ স্রংসিতা। লৃট্ স্রংসিষ্যতে। লুঙ্ অস্রংসিষ্ট। সন্ সিস্রংসিষতে। যঙ্ সনীস্রস্যতে। যঙ্-লুক্ সনীস্রংস্তি। ণিচ্ স্রংসয়তি। লুঙ্ অসস্রংসৎ।

স্রংস (পুং) স্রংস-ঘঞ্। স্রংসন। ভ্রংশ। চ্যুতি।

স্রংসন (ক্লী) স্রংস-ল্যুট্। উর্দ্ধগত দোষের অধোনয়ন।

"পিত্তস্যন্দে পৈত্তিকে চাধিমন্থে
রক্তস্রাবঃ স্রংসনঞ্চাপি কার্য্যং।" (সুশ্রুত ৬।১০)

২ অধঃপতন। ৩ ভ্রংশ। (ত্রি) স্রংসয়তীতি স্রংস-ণিচ্-ল্যু। ৪ অধঃপতনকারক। "স্রংসনং কটুকং পাকে লঘুবাতকফাপহং।" (সুশ্রুত) ৫ বিরেচন। "স্নিগ্ধোষ্ণামোদিতে গুল্মে পৈত্তিকে স্রংসনং হিতং।" (ভৈষজ্যরত্না°)

স্রংসিন্ (পুং) স্রংসতে ইতি স্রংস-ণিনি। ১ পীলুবৃক্ষ, চলিত আখরোট গাছ। (ভাবপ্র°) ২ পূগবৃক্ষ, চলিত সুপারিগাছ। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৩ অধঃপতনশীল।

স্রংসিনীফল (পুং) শিরীষবৃক্ষ। (শব্দমালা)

স্রক্ক, গতি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্রক্কতে। লোট্ স্রক্কতাং। লিট্ সস্রক্কে। লুঙ্ অস্রক্কিষ্ট।

স্রক্ক (পুং) [সৃক্ক দেখ।]

স্রগণু (পুং) স্রজ-অণু। মালামন্ত্র।

স্রগ্‌ধর (ত্রি) ধরতীতি ধৃ-অচ্, স্রজাং ধরঃ। মালাধারী, মালা-ধারণকারী। "মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ কর্ণবিদ্যোতবিদ্যুন্মূর্দ্ধ্নিভ্রাজ-দ্বিলুলিতঃ কচঃ স্রগ্‌ধরো রক্তনেত্রঃ॥" (ভাগবত ৮।৭।১৭)

স্রগ্‌ধরা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ২১টী করিয়া অক্ষর হইবে। ইহার সপ্তম, চতুর্দ্দশ ও একবিংশতি অক্ষরে যতি ও ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ও ১৯ অক্ষর লঘু, এতদ্ভিন্ন বর্ণসমুদয় গুরু। লক্ষণ—"ম্রভ্নৈর্যানাং ত্রয়েণ, ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্‌ধরা কীর্ত্তিতেয়ং।" উদাহরণ—

ব্যাকোষেন্দীবরাভা কনককমলসংপীতবাসাঃ সুহাসা
বর্হে রুচন্দ্রকান্তৈর্ব লয়িতচিকুরা চারুকর্ণাবতংসা।
অংসব্যাসক্তবংশধ্বনিসুখিতজগদ্বল্লরীভির্বসন্তী
মূর্ত্তির্গোপস্য বিষ্ণোরবতু জগতি বঃ স্রগ্‌ধরা হারিহারা॥"(ছন্দোম°)

স্রগ্‌ধরা (ত্রি) স্রক্ বিদ্যতেহস্যেতি স্রজ্-মতুপ্ মস্য বঃ। মাল্য-বিশিষ্ট, মালাধারী।

স্রগ্‌বিন্ (ত্রি) স্রগ্ অস্যাস্তীতি স্রজ্ (অস্ মায়ামেধাস্রজো বিনি। পা ৫।২।১২১) ইতি বিনি। মাল্যবিশিষ্ট, মালাযুক্ত।

"আমুক্তাভরণঃ স্রগ্বী হংসচিহ্নদুকূলবান্।
আসীদতিশয়প্রেক্ষ্যঃ স রাজশ্রীবধূবরঃ॥" (রঘু ১৭।২৫)

স্রগ্বিণী (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে দ্বাদশটী করিয়া অক্ষর থাকে, তাহার মধ্যে ২, ৫, ৮, ১০ অক্ষর লঘু, এতদ্ভিন্ন অক্ষরসকল গুরু। লক্ষণ—

"কীর্ত্তিতৈষা চতুরেফিকা স্রগ্বিণী" উদাহরণ—

"ইন্দ্রনীলোৎপলেনেব যা নির্ম্মিতা শাতকুম্ভদ্রবালঙ্কৃতা শোভতে।
নবমেঘচ্ছবিঃ পীতবাসা হরে মূর্ত্তিরাস্তাং মমৈবোরসি স্রগ্বিণী॥"

২ মাল্যধারিণী স্ত্রী।

স্রজ্ (স্ত্রী) সৃজতি শোভামিতি সৃজ্যতে ইতি বা সৃজ ঋত্বিগিত্যাদিনা কর্ত্তরি কর্ম্মণি বা ক্বিন্। ১ মাল্য, মালা, মস্তকদেশে ন্যস্ত পুষ্পদাম। (অমর) শাস্ত্রে লিখিত আছে যে একের ধৃত মাল্য অপরে ধারণ করিবে না। একের পরা মালা অপরের গলায় পরাইতে নাই।

"উপানহৌ চ বাসশ্চ ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ।
উপবীতমলঙ্কারং স্রজং করকমেব চ॥" (মনু ৪।৬৬)

২ ছন্দোভেদ। ৩ জ্যোতিষোক্ত যোগভেদ। (বৃহৎস° ১২।২)

স্রজ, স্রজ্।

স্রজস্ (স্ত্রী) স্রজ্, মাল্য।

স্রজিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন স্রগ্বী, স্রজ্-বিন্-ইষ্ঠ, (বিন্মোতোর্লুক্। পা ৫।৩।৬৫) ইতি বিনোর্লুক্। মাল্যবিশিষ্ট।

স্রজীয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন স্রগ্বী, স্রজ্-বিন্ ঈয়সুন্, ততো বিনোর্লুক্। মাল্যবিশিষ্ট।

স্রজ্বা (স্ত্রী) ১ প্রজাপতি। ২ রজ্জু। ৩ তন্তুপটসংঘাত।

স্রদ্ধ (স্ত্রী) বাতকর্ম্ম, অপানবায়ুনিঃসরণ। এই শব্দের তালব্য শকারাদি পাঠই প্রশস্ত।

স্রম্ভ্, প্রমাদ। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্; ক্তাবেট্। ক্ত প্রত্যয় পরে বিকল্পে ইড়াগম হয়। লট্ স্রম্ভতে। লিট্ সস্রম্ভে লুট্ স্রম্ভিতা। লুঙ্ অস্রম্ভিষ্ট, অস্রম্ভিষাতাং, অস্রম্ভিষত।

স্রব (পুং) স্রু-অপ্। স্রবণ, মূত্র, পর্য্যায়—স্রাব, স্রব, প্রস্রাব, ক্ষর। (শব্দরত্না°) ২ নির্ঝর, পর্য্যায়—সর, সরি, উৎস, প্রস্রবণ।

"উপপন্নশ্চিরস্থায় ভক্তোহয়ং মম সুপ্রিয়ঃ।
স্নেহস্রবান্ প্রস্রবতি জিহ্বা পর্য্যেতি মে মুখং॥

স্রবণ (ক্লী) স্রু ল্যুট্। ১ মূত্র। ২ ধর্ম্ম। ৩ ক্ষরণ।

স্রবথ (পুং) স্রবণ। ক্ষরণ। "হৃতস্য স্রবথে মধূনাং" (ঋক্ ৫।১।৭) 'স্রবথে স্রবণে' (সায়ণ)

স্রবদ্গর্ভা (স্ত্রী) স্রবন্ গর্ভো যস্যাঃ। ১ দৈববশে পতিতগর্ভা গাভী, যে গরুর হঠাৎ গর্ভস্রাব হইয়াছে। ২ পতিতগর্ভা স্ত্রীমাত্র।

স্রবদ্রঙ্গ (পুং) স্রবন্ রঙ্গো যত্র। পণ্যগ্রন্থি। পারসী বাজার।

স্রবত্তোয়া (স্ত্রী) রুদন্তীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্রবন্তী (স্ত্রী) স্রু-শতৃ-ঙীপ্। ১ নদী। (অমর)

"উপস্পৃশেৎ স্রবন্ত্যাং বা সূক্তং বাচৈবতং জপেৎ।" (মনু ১১।১৩৩)

(ত্রি) ২ ক্ষরণবিশিষ্ট, ক্ষরণযুক্ত। স্রু ধাতু শতৃ করিয়া স্রবৎ শব্দের রূপ ত্রিলিঙ্গে অর্থাৎ পুং স্ত্রী ও ক্লীবলিঙ্গে স্রবন্, স্রবন্তী ও স্রবৎ ইত্যাদি হইয়া থাকে।

স্রবস্ (ক্লী) স্রু-অসি। স্রব।

স্রবা (স্ত্রী) স্রবত্যস্মাত্ স্রু অচ্-টাপ্। ১ মূর্ব্বা। ২ জীবন্তী।

স্রষ্টব্য (ত্রি) সৃজ-তব্য। সৃষ্টির উপযুক্ত, সৃষ্টির যোগ্য।

স্রষ্টৃ (পুং) সৃজতীতি সৃজ-তৃচ্। ১ ব্রহ্মা। সকল ভূতের কারণ, ব্রহ্মা এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া ছিলেন।

"কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।
লোকেষু সৃষ্টিকরণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে॥" (মহানির্ব্বাণ ৩।৪০)

২ শিব। (হলায়ুধ) ৩ বিষ্ণু।

(ত্রি) ৪ সৃষ্টিকর্ত্তা। "স্রষ্টারং লোকপালানাং ভূতশ্চ প্রকৃতেঃ পরঃ।
দেবদানবযক্ষাণাং মানবানাঞ্চ সাধনং॥" (ভারত ১৭।১।৩১)

৫ বৈদ্য। (বৈদ্যকনি°)

স্রষ্টৃত্ব (ক্লী) স্রষ্টুর্ভাবঃ ত্ব। স্রষ্টার ভাব বা ধর্ম্ম, সৃষ্টির কার্য্য।

স্রস্ত (ত্রি) স্রন্স-ক্ত। চ্যুত। "স্রস্তাবগুণ্ঠনপটাঃ ক্ষণলক্ষ্যমাণ বক্ত্রশ্রিয়ঃ সভয়কৌতুকমৈক্ষিষত স্ম।" (মাঘ ৫।১৭)

স্রস্তর (পুং) আসন। "সব স্রস্তরে ব্রাহ্মণস্তু আসীরন্" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

স্রস্তি (স্ত্রী) স্রন্স-ক্তি। চ্যুতি, ক্ষরণ।

স্রা, পাক। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ স্রায়তি। লিট্ সস্রৌ। লুট্ স্রাতা। লুঙ্ অস্রাসীৎ। সন্ সিস্রাসতি। ণিচ্ স্রাপয়তি।

স্রাক্ (অব্য°) দ্রুত। (অমর)

স্রাক্ত্য (ত্রি) স্রক্তিসম্বন্ধীয়, স্রক্ত্য।

স্রাগ্বিণ (পুং) স্রগ্বিণের অপত্য।

স্রাম (ত্রি) ব্যাধিত। "সম্রো ভূবত্ স্রামং বিদ্যা" (ঋক্ ১।১১৭।১৯) 'স্রামং ব্যাধিতং পুরুষং' (সায়ণ)

স্রাম্য (ক্লী) ব্যাধি।

স্রাব (পুং) স্রু-ঘঞ্। ১ স্রব, ক্ষরণ, নিস্যন্দ। (ভরত)

২ নেত্ররোগান্তর্গত সন্ধিগত রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"গত্বা সন্ধীন স্রুমার্গেণ দোষাঃ
কুর্য্যুঃ স্রাবান্ রুগ্বিহীনান্ স্বলিঙ্গান্।
তান্ বৈ স্রাবান্ নেত্রনাড়ীমথৈকে
তস্যা লিঙ্গং কীর্ত্তয়িষ্যে চতুর্ধা॥" (সুশ্রুত নেত্ররোগাধি°)

কুপিত দোষ অশ্রুমার্গ দ্বারা নেত্রগত সমস্ত সন্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় লক্ষণযুক্ত চারি প্রকার স্রাব উৎপাদন করে, কেহ কেহ ইহাকে নেত্রনাড়ী বলিয়া থাকেন। এই স্রাব পৈত্তিক, শ্লেষ্মজ, সান্নিপাতিক ও রক্তজ ভেদে চারি প্রকার। পৈত্তিক স্রাব পিত্ত কুপিত হইয়া উৎপন্ন হয়, ইহাতে

সন্ধিগত নাড়ী হইতে পীত ও রক্তবর্ণ জলবৎ উষ্ণ স্রাব হয়। সান্নিপাতিক স্রাব—এই রোগে নেত্রসন্ধিতে শোথ উৎপন্ন হয়, এবং উহা পাকিয়া ইহা হইতে সর্ব্বদা পূয় স্রাব হয়। ইহা অতিশয় কষ্টদায়ক। রক্তজ স্রাব—এই স্রাবে সন্ধিগত নাড়ী হইতে নিরন্তর উষ্ণরক্ত স্রাব হয়। ইহা অতিশয় কষ্টসাধ্য।

৩ রস, নির্য্যাস, আটা। (বৈদ্যকনি°)

স্রাবক (ক্লী) স্রাবয়তীতি স্রু ণিচ্-ণ্বুল্। ১ মরীচ। (ত্রি) ২ ক্ষরক।

স্রাবণ (ক্লী) স্রু ণিচ্-ল্যুট্। ক্ষরণ, রক্তাদিক্ষরণ। (ত্রি) ২ ক্ষাবক।

স্রাবণী (স্ত্রী) ঋদ্ধি.ক্ষ।

স্রাবিন্ (ত্রি) স্রু ণিনি। স্রাবকারী, ক্ষরক।

স্রাব্য (ত্রি) স্রু ণ্যং। ক্ষরণযোগ্য, ক্ষরণার্হ।

স্রিন্‌ভ, হিংসা। ভ্বাদি° পরস্মৈ সক° সেট্। লট্ স্রিম্ভতি। লোট্ স্রিম্ভতু। লিট্ সিস্রিম্ভ, লোট্ স্রিম্ভিতা। লুঙ্ অস্রিম্ভীৎ।

স্রিভ, হিংসা। ভ্বাদি পরস্মৈ সক° সেট্। ক্তাবেট্, ক্তাচ্ প্রত্যয় পরে বিকল্পে ইট্ হয়। লট্ স্রেভতি। লুঙ্ অস্রেভীৎ।

স্রিব, স্রিবু স্রিব ধাতু—১ গতি। ২ শোষণ। দিবাদি পরস্মৈ সক° সেট্। ক্তাবেট্। লট্ স্রীব্যতি। লিট্ সিস্রেব সিস্রিবতুঃ। লুট্ স্রেবিতা। লুঙ্ অস্রেবীৎ। সন্ সিস্রেবিষতি। যঙ্ সেস্রীব্যতে। ণিচ্ স্রেবয়তি।

স্রু, ১ স্রুতি, ক্ষরণ। ২ গতি। ভ্বাদি পরস্মৈ° ক্ষরণার্থে অক° গত্যর্থে সক° সেট্। ক্তাবেট্। লট্ স্রবতি। লিট্ সুস্রাব, সুস্রুবতুঃ,সুস্রুবুঃ। লুট্ স্রোতা। লৃট্ স্রোষ্যতি। লুঙ্ অসুস্রুবৎ, অসুস্রুবতাং। সন্ সুস্রূষতি, যঙ্ সোস্রূয়তে। যঙ্-লুক্ সোস্রোতি। ণিচ্ স্রাবয়তি। লুঙ্ অসুস্রবৎ, অসিস্রবৎ। সন্ সুস্রাবয়িষতি, সিস্রাবয়িষতি।

স্রুক্, [স্রুচ্ দেখ।]

স্রুক্কার (পুং) স্রুকের শব্দ। [স্রুচ্ দেখ।]

স্রুগ্দারু (ক্লী) স্রুচো দারুঃ। ব্যাঘ্রপাদবৃক্ষ। বিকঙ্কতবৃক্ষ, চলিত বঁইচগাছ। (রত্নমালা)

স্রুগ্বৎ (ত্রি) স্রুক্‌বিশিষ্ট।

স্রুঘ্ন (পুং) থানেশ্বরের উত্তরবর্ত্তী একটী প্রাচীন জনপদ ও তাহার রাজধানী। প্রাচীন যমুনার গর্ভবেষ্টিত সুঘনামক গ্রামকে কেহ কেহ প্রাচীন স্রুঘ্ন মনে করেন। কিন্তু চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনায় অন্য স্থান মনে হয়। মহাভারতের সময় হইতে এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক এখানে বৌদ্ধকীর্ত্তি ও বহু হীনযান সম্প্রদায়ের লোক দেখিয়া গিয়াছেন।

স্রুঘ্নী (স্ত্রী) স্রুঘ্নিকা, স্বর্জিকাক্ষার, চলিত সাজিমাটী।

'সমাস্তু স্বর্জ্জিকাক্ষারঃ কাপোতসুখবর্চ্চিকাঃ।
সর্জ্জিস্তু সর্জ্জিকা স্রুঘ্নী যোগবাহী সুবর্চ্চিকা।' (হেম)

স্রুচ্ (স্ত্রী) স্রবতি ঘৃতাদিকমস্যা ইতি স্রু স্রুতৌ (চিক্‌চ। উণ্ ২।৬২) ইতি চিক্। যজ্ঞপাত্রবিশেষ, যজ্ঞীয় হোমে যে পাত্র দ্বারা ঘৃতাদির আহুতি দেওয়া যায়, তাহাকে স্রুক্ কহে। ইহাকে চলিত ভাষায় হাতা বলা যাইতে পারে। যজ্ঞে চরু প্রভৃতি পাক করিয়া স্রুক্ বা স্রুচ্ দ্বারা আহুতি দেওয়া হয়।

'ধ্রুবোপভৃজ্জুহূর্ণাতু স্রুবো ভেদাঃ স্রুচঃ স্ত্রিয়ঃ।' (অমর)

'ধ্রুবা বটপত্রাকৃতিঃ. উপভৃচ্চক্রাকারাঃ জুহূঃ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিঃ।'

"বৈকঙ্কতো ধ্রুবাঃ প্রোক্তা আশ্বথী চোপভৃন্মতা।
জুহূঃ পলাশকাষ্ঠস্য খদিরস্য স্রুবো মতঃ॥" (ভরত)

ধ্রুবা, উপভৃৎ ও জুহূ এই তিন প্রকার স্রুব, তাহার মধ্যে যাহার আকৃতি বটপত্রের ন্যায় তাহাকে ধ্রুবা, চক্রাকার হইলে তাহাকে উপভৃৎ এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হইলে জুহূ কহে। বৈকঙ্কতবৃক্ষে ধ্রুবা, অশ্বত্থবৃক্ষে উপভৃৎ, পলাশকাষ্ঠে জুহূ ও খদিরকাষ্ঠে স্রুচ্ নির্ম্মাণ করিবে। স্রুক্ নির্দ্ধারিত পরিমাণে করিতে হইবে।

'স্রুবাদিকন্তু যজ্ঞাদৌ পাত্রমিত্যভিধীয়তে।
স্রুবঃ পুমানেকহস্তো বাহুমাত্রা স্রুগীরিতা।
তদ্বিশেষাঃ শরাবাদ্যাঃ স্ত্রীজুহূবপভৃদ্‌ধ্রুবা॥' (শব্দরত্না°)

স্রুচ্য (ত্রি) স্রুক্‌যোগ্য।

স্রুৎ (ত্রি) স্রবতীতি স্রু-ক্বিপ্। স্রবণকারী, ক্ষরণকারী।

স্রুত (ত্রি) স্রু-ক্ত। ক্ষরিত জলাদি, পর্য্যায় স্নন্ন, রীণ, চ্যুত।

"রুধিরে চ স্রুতে গাত্রাৎ ছত্রেণ চ পরীক্ষতে" (মনু ৪।১২২)

২ সূত।

স্রুতা (স্ত্রী) স্রু-ক্ত টাপ্। হিঙ্গুলপত্রী। (শব্দচ°)

স্রুতি (স্ত্রী) স্রু ক্তিন্। স্রবণ, ক্ষরণ।

স্রুত্য (ত্রি) ক্ষরণযোগ্য।

স্রুব (পুং স্ত্রী) স্রুবতি ঘৃতাদিকমস্যাদিতি স্রু (স্রুবঃ কঃ। উণ্ ২।৬১) ইতি ক। যজ্ঞপাত্রবিশেষ।

"চরূণাং স্রুক্‌স্রুবাণাঞ্চ শুদ্ধিরুষ্ণেন বারিণা।" (মনু ৫।১১৭)

এই পাত্র যদি কোন রূপে অশুচি হয়, তাহা হইলে উষ্ণ জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলে উহা বিশুদ্ধ হয়। [স্রুচ্ শব্দ দেখ]

স্রুবতরু (পুং) বিকঙ্কতবৃক্ষ, বঁইচগাছ, এই বৃক্ষে স্রুব নির্ম্মিত হইত, এই জন্য উহাকে স্রুবতরু কহে।

স্রুবা (স্ত্রী) স্রুব-টাপ্। ১ শল্লকী। ২ মূর্ব্বা। ৩ স্রুক্।

স্রুবাবৃক্ষ (পুং) স্রুবায়াঃ বৃক্ষঃ। বিকঙ্কতবৃক্ষ।

"বিকঙ্কতঃ স্রুবাবৃক্ষো গ্রন্থিলঃ স্বাদুকণ্টকঃ।

স এব যজ্ঞবৃক্ষশ্চ কণ্টকী ব্যাঘ্রপাদপি॥" (ভাবপ্র°)

স্রু (স্ত্রী, স্রু স্রুতৌ (ক্বিপ্ বচিপ্রচ্ছীতি। উণ্ ২।৫৭) ইতি ক্বিপ্ দীর্ঘশ্চ। ১ যজ্ঞপাত্রবিশেষ, স্রুব। ২ নির্ঝর। (হেম)

স্রেক, গতি। ভ্বাদি আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্রেকতে। লিট্ সিস্রেকে। লুট্ স্রেকিতা। লুঙ্ অস্রেকিষ্ট।

স্রোত (ক্লী) স্রোতঃ। (ভরত) উণাদিটীকায় উজ্জ্বল এই শব্দ পুংলিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্রোত-আপত্তি (স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের মধ্যে নির্ব্বাণের এক অবস্থা।

স্রোত-আপন্ন, বুদ্ধদিগের অবস্থাভেদ। [বৌদ্ধ দেখ।]

স্রোতঈশ (পুং) স্রোতসামীশঃ। স্রোতঃপতি, সমুদ্র।

স্রোতস্ (ক্লী) স্রবতীতি স্রু গতৌ (স্রুরীভ্যাং তুট্ চ। উণ্ ৪।২০১) ইতি অসুন্ তুট্ চ। ১ জলবহন, জলপ্রবাহ। অর্থাৎ আপনা হইতে যে জলপ্রবাহ হয়, তাহাকে স্রোতঃ কহে। 'বেগেন জলবহনং স্রোতঃ, স্বতঃ স্বয়মস্তুনঃ সরণং গমনং স্রোতঃ স্বত ইত্যাত্মহেতুকং ন পরহেতুকং' (ভরত) ২ নদী।

"ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী।" (গীতা ১০।৩১)

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে, স্রোতঃ অর্থাৎ নদীসমূহের মধ্যে আমি জাহ্নবী।

৩ শরীরের নবচ্ছিদ্র। দেহস্থিত নবদ্বার। লক্ষণ—

"মনঃপ্রাণান্নপানীয়-দোষধাতূপধাতবঃ।

ধাতূনাঞ্চ মলং মূত্রং মলমিত্যাদয়ঃ স্রুতৌ॥

সঞ্চরন্তি হি যৈর্মার্গৈস্তানি স্রোতাংসি সন্তি তঃ।

বহূনি তানি সংখ্যাতুং শক্যতে নৈব ভাষিতুং॥" (ভাবপ্র°)

মন, প্রাণ, অন্ন, পানীয়, দোষ, অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ, ধাতু, উপধাতু, ধাতুসমূহের মল, মূত্র এবং পুরীষ প্রভৃতি যে পথ দ্বারা শরীরে সঞ্চারিত হয়, তাহাদিগকে স্রোতঃ কহে। ইহা বহুসংখ্যক, এই জন্য ইহাদিগের বর্ণন দুঃসাধ্য।

বৈদ্যকশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, সংক্ষেপে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। মানবদেহে রসরক্তাদি, স্বেদাদি, শ্লেষ্মপিত্ত, মলমূত্রাদি যত প্রকার মূর্ত্তিমান্ ভাব আছে, তত প্রকার স্রোতও আছে। কারণ স্রোত বিনা মানবদেহের উক্ত ভাব সকল উৎপন্ন এবং ক্ষয় পায় না। স্রোতঃসমূহ পরিণামপ্রাপ্ত ধাতুসকলকে বহন করে, অর্থাৎ স্রোতঃপথ দিয়াই ধাতুসকল গমন করিয়া থাকে।

মানব যাহা আহার করে, প্রথমে তাহা পরিপাক হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। পরে ঐ পরিপক্ক রস রসবহ স্রোতে গমন করে, সেই পরিপক্ক রস রক্তরূপে পরিণত হইয়া রসবহ স্রোত হইতে রক্তবহ স্রোতে গমন করে। সেই রক্ত আবার মাংসরূপে পরিণত হইয়া রক্তবহ স্রোত হইতে মাংসবহ স্রোতে গমন করে। এই রূপে ধাতুসকল ভিন্ন ভিন্ন যত প্রকার মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, তত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্রোতে গমন করিয়া থাকে। অতএব মানবদেহে যত প্রকার মূর্ত্তিমান্ ভাব আছে, স্রোতও তত প্রকার।

কোন কোন মহর্ষি স্রোতসমুদায়াত্মকই পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ দোষের প্রকোপ ও প্রশমকারক স্রোতঃসমূহ সর্ব্বগত ও সর্ব্বসর। অর্থাৎ শরীরে এমন কোন স্থান নাই যেখানে কোন না কোন স্রোত দৃষ্ট না হয়। অতএব স্রোতঃসমষ্টিই পুরুষ। চরক ঋষি এই মত খণ্ডন করিয়া বলেন যে, ইহা পুরুষলক্ষণ নহে, অর্থাৎ পুরুষ স্রোতঃসমুদায়াত্মক নহে। কারণ যে মূর্ত্তিমান্ ভাবের যে স্রোত, যে ভাবকে যে স্রোত বহন করে, যে প্রকারে বহন করে এবং যে স্থানে যে স্রোত অবস্থিত, তৎসমস্তই সেই স্রোত হইতে ভিন্ন। সুতরাং পুরুষ স্রোত ভিন্ন অন্য পদার্থও আছে। অতএব পুরুষ স্রোতঃসমুদায়াত্মক হইতে পারে না।

অতি বহুত্ব হেতু কেহ কেহ স্রোতঃসকলকে অপরিসংখ্যেয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ ইহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দুই মতের সামঞ্জস্য এই যে, শরীরে স্থূল ও সূক্ষ্ম কত যে স্রোতঃ আছে, তাহা গণিয়া স্থির করা যায় না, এই জন্য ইহাকে অপরিসংখ্যেয় ; আর কেহ কেহ সূক্ষ্মাংশ বাদ দিয়া স্থূল রূপে ইহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া ইহা পরিসংখ্যেয় বলিয়া থাকেন, অতএব উক্ত দুই মতের কোন মতই ভ্রান্ত নহে, স্থূলরূপে যে সকল স্রোত কথিত আছে, তাহার বিষয় লিখিত হইল।

এই সকল স্রোতঃ প্রাণবহ, উদকবহ, অন্নবহ, রসবহ, রক্তবহ, মাংসবহ, অস্থিবহ, মজ্জাবহ, শুক্রবহ, মূত্রবহ, পুরীষবহ, স্বেদবহ এবং শরীরচর বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মবহভেদে অনেক প্রকার। এই সকল স্রোতঃ স্থূল। ইহারা সচ্ছিদ্র এবং উক্ত প্রাণোদকাদি পদার্থসমূহের মূল। এতদ্ভিন্ন মন, আত্মা, শ্রোত্র, স্পর্শন, দর্শন, রসন, ঘ্রাণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থসকলেরও স্রোত আছে। সজীব শরীরই উহাদের পথ ও আশ্রয়স্থান। উক্ত প্রাণোদকাদিবহ স্রোতঃসকল এবং মন, আত্মা ও শ্রোত্রাদিবহ স্রোতঃসকল অবিকৃত থাকিলে শরীর রোগদ্বারা আক্রান্ত হয় না।

এই সকল স্রোত দুষ্ট হইলে নানাবিধ পীড়া জন্মে। প্রাণবহ স্রোত স্রোতঃসকলের মূল হৃদয় ও মহাস্রোতঃ অর্থাৎ মহাচ্ছিদ্র। প্রাণবহ স্রোত দুষ্ট হইলে তাহার নিশ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবে থাকে না, কেহ কেহ ঘন ঘন নিশ্বাস, কেহ কেহ অতি বা অল্পনিশ্বাস, কেহ বা শব্দ ও বেদনাযুক্ত নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, শ্বাসপ্রশ্বাসের ইত্যাদি রূপ বিকৃতি হয়।

উদকবহ স্রোতঃসমূহের মূল তালু ও ক্লোম। এই স্রোত দুষ্ট হইলে জিহ্বা, তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ ও ক্লোমের শোষ এবং অতিশয় পিপাসা হয়।

অন্নবহ স্রোতসমূহের মূল—আমাশয় ও বামপার্শ্ব। এই স্রোত দুষ্ট হইলে ভোজনে অনিচ্ছা, অরুচি, অপরিপাক ও বমি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। রসবহ স্রোতের মূল হৃদয় ও দশটী ধমনী। শোণিতবহ স্রোতঃসমূহের মূল যকৃৎ ও প্লীহা। মাংসবহ স্রোতঃসমূহের মূল—স্নায়ু ও ত্বক্। মেদোবহ স্রোতঃসমূহের মূল বৃক্ক ও বসাবহন। অস্থিবহ স্রোতঃসমূহের মূল অস্থি ও সন্ধি। শুক্রবহ স্রোতঃসমূহের মূল—বৃষণদ্বয় এবং লিঙ্গ।

রসরক্তাদি ধাতু সকল দুষ্ট হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, উক্ত স্রোতঃসকল প্রদুষ্ট হইলেও পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে।

মূত্রবহ স্রোতঃসকলের মূল—বস্তি ও বঙ্ক্ষণদ্বয়। ইহা দুষ্ট হইলে মূত্রের অতি প্রবর্ত্তন, বা বিবদ্ধতা অথবা বারংবার অল্প অল্প করিয়া মূত্রত্যাগ, মূত্রের গাঢ়তা এবং মূত্রত্যাগকালে বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পুরীষবহ স্রোতের মূল—পক্কাশয় এবং স্থূলান্ত্র। এই স্রোত দুষ্ট হইলে অতিকষ্টে অল্প অল্প মল নির্গম, অথবা অতিদ্রব, অতি গ্রথিত বা বহু পরিমিত মল নির্গম, মলত্যাগকালে শব্দ ও বেদনা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

স্বেদবহ স্রোতঃসমূহের মূল মেদ ও লোমকূপসমূহ দুষ্ট হইলে ঘর্ম্মাভাব বা অতিঘর্ম্ম, দেহপারুষ্য বা অতি মসৃণতা, দাহ ও লোমাঞ্চ এই সকল লক্ষণ হয়।

প্রাণাদি ও রসাদি শারীর ধাতুসকল স্বপ্রমাণ ও স্বমার্গগামী হইলেও স্রোতঃসকলের প্রকোপে উহারা প্রকুপিত হয়। স্রোতঃসমূহের কোন একটি স্রোত প্রকুপিত হইলে অপর স্রোতও প্রকুপিত হইয়া থাকে। স্রোতঃসকল কুপিত হইয়া অপর স্রোতঃসকলকে কুপিত করিয়া থাকে, কিন্তু তদন্তর্গত ধাতুকে দূষিত করে না। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ইহারা দোষস্বভাববশতঃ সমস্ত স্রোতকে এবং সমস্ত ধাতুকে দূষিত করিয়া থাকে।

স্রোতঃসমূহের দূষণ হেতু ধাতুক্ষয়, মলমূত্রাদির বেগধারণ, রৌক্ষ্য, ব্যায়াম, ক্ষুধা এবং অন্যান্য বাতবর্দ্ধক বিষয় এই সকল কারণে প্রাণবহ স্রোতঃসকল দুষ্ট হয়। উষ্ণতা, আমদুষ্টি, ভয়, অতিপান, শুষ্ক অন্নসেবন এবং তৃষ্ণা দ্বারা অতি পীড়ন, এই কারণে উদকবহ স্রোতঃ দুষ্ট হয়। অতিমাত্র ভোজন, অকালে ভোজন, অহিত ভোজন এবং অগ্নিবৈগুণ্য এই সকল কারণে অন্নবহ স্রোতঃসকল দুষ্ট হয়। গুরু, শীতল, অতিস্নিগ্ধ ও অতিমাত্রভোজন, এবং চিন্ত্য বিষয়ের অতিচিন্তন এই সকল কারণে রসবহ স্রোতঃ প্রদুষ্ট হয়। বিদাহজনক অন্নপানসেবন, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্যসেবন, আতপ ও অনিলসেবন এই সকল কারণে রক্তবহ স্রোতঃসকল দুষ্ট হয়। অভিষ্যন্দিদ্রব্যভোজন, পিষ্টকাদি স্থূল দ্রব্যভোজন, গুরুপাক দ্রব্যভোজন এবং আহারান্তে দিবানিদ্রা এই সকল কারণে মাংসবহ স্রোতঃসকল; শ্রমরাহিত্য, দিবানিদ্রা, মেধ্য বস্তুর অতিসেবন, বারুণী মদ্যপান, ও অতিপান এই সকল কারণে মেদোবহ স্রোতঃসকল; অতি ব্যায়াম, অতি সংক্ষোভ, অস্থির, অতি বিঘট্টন এবং বাতবর্দ্ধক দ্রব্যের অতিসেবন এই সকল কারণে অস্থিবহ স্রোতঃসকল দুষ্ট হয়। উৎপেষণ, অভিষ্যন্দ, অভিঘাত, প্রপীড়ন এবং বিরুদ্ধভোজন, এই সকল কারণে মজ্জাবহ স্রোতঃ; অকালে স্ত্রীসঙ্গ, অযোনিতে গমন, শুক্রবেগধারণ, অতিমৈথুন, এবং শুক্রবহ স্রোতে শস্ত্র, ক্ষার বা অগ্নি প্রয়োগ এই সকল কারণে শুক্রবহ স্রোতঃসকল; মূত্র বেগান্বিত হইয়া অথবা অধিক জলপান করিয়া স্ত্রীসঙ্গ বা মূত্রবেগধারণ করিলে মূত্রবহ স্রোতঃ; মলবেগধারণ, অতিভোজন, অজীর্ণভোজন, ও অধ্যশন, এই সকল কারণে মলবহ স্রোতঃ দুষ্ট হয়। দুর্ব্বলাগ্নি ও কৃশ ব্যক্তির মলবহ স্রোত দুষ্ট হইয়া থাকে। ব্যায়ামসংক্ষোভ, অকারণে শীত ও উষ্ণসেবন, ক্রোধ, শোক ও ভয় এই সকল কারণে স্বেদবহ স্রোতঃসকল প্রদুষ্ট হয়।

বাতাদি দোষের রৌক্ষ্যাদি যে যে গুণ আছে, সেই সেই গুণের তুল্য গুণাবলম্বী আহার ও বিহার করা এবং ধাতুর বিপরীত আহার, বিহার করা স্রোতোদুষ্টির অন্যতম কারণ। এই স্রোতঃসকলের বর্ণ স্বকীয় ধাতুর তুল্য বৃত্ত, স্থূল বা সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ এবং দেখিতে লতাপ্রতান সদৃশ। এই সকল স্রোত দুষ্ট হইলে সেই সেই ধাতুদুষ্টির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। (চরক বি° ৫অ)

স্রোতঃসকলের মূল বিদ্ধ হইলে নানা প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। সুশ্রুতে ইহার বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিত আছে, সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল। স্রোতঃসমূহ দ্বারা প্রাণ, অন্ন, জল, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও আর্ত্তব বাহিত হয়। স্রোত বহুসংখ্যক। প্রাণাদির বহনকারী ঐ সকল স্রোতঃ প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যসম্পাদন করে। উহাদের মধ্যে প্রাণবহ স্রোত দুইটী, সেই দুইটী স্রোতের মূল হৃদয় ও রসবাহিনী ধমনীসকল। তাহাদের সেই মূল বিদ্ধ হইলে ক্রোশন অর্থাৎ বিপন্নকর রোদন, শরীর নত হইয়া পড়া, মোহ, ভ্রম, কম্পন অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অন্নবহ স্রোত দুইটী, সেই দুইটীর মূল আমাশয় ও অন্নবহ ধমনীসমূহ। সেই মূল বিদ্ধ হইলে আধ্মান, শূলবৎ বেদনা, আহারে অরুচি, বমি, পিপাসা, অন্ধতা, অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। উদকবহ স্রোত

দুইটী, ইহার মূল তালু ও ক্লোম, ইহা বিদ্ধ হইলে পিপাসা হয় এবং সদ্য মৃত্যু হয়। রসবহ স্রোত দুইটী, তাহার মূল হৃদয় ও রসবাহিনী ধমনীসমূহ। এই মূল বিদ্ধ হইলে শোষ, ক্রোশন, বিনমন, মোহপ্রাপ্তি, ভ্রম, কম্পন বা মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। রক্তবহ স্রোত দুইটী, তাহাদের মূল যকৃৎ, প্লীহা, ও রক্তবহা ধমনীসমূহ। এই মূল বিদ্ধ হইলে শরীরের শ্যামবর্ণতা, জ্বর, দাহ, পাণ্ডুবর্ণতা, অধিক শোণিতস্রাব ও নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া পড়ে। মাংসবহ স্রোত দুইটী, তাহাদের মূল স্নায়ু, ত্বক্ ও রক্তবাহিনী ধমনীসমূহ। এই মূল বিদ্ধ হইলে শোথ, মাংসক্ষয়, শিরাগ্রন্থি ও মৃত্যু হইয়া থাকে। মেদোবহ স্রোত দুইটি তাহাদের মূল কটিদেশ ও বৃক্কদ্বয়। ইহা বিদ্ধ হইলে ঘর্ম্মনিঃসরণ, অঙ্গের স্নিগ্ধতা, তালুশোষ, অত্যন্ত শোষ, ও পিপাসা হইয়া থাকে। মূত্রবহ স্রোত দুইটী, ইহাদের মূল বস্তি ও লিঙ্গ। এই মূল বিদ্ধ হইলে বস্তি স্ফীত, মূত্ররোধ এবং লিঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে। পুরীষবহ স্রোত দুইটী, তাহাদের মূল পক্বাশয় ও গুহ্যদেশ। ইহা বিদ্ধ হইলে শরীর হইতে দুর্গন্ধনির্গম, মলমূত্রের অবরোধ, এবং গ্রথিত হইয়া পড়ে। শুক্রবহ স্রোত দুইটি, তাহাদের মূল স্তনযুগ ও বৃষণদ্বয়। ইহা বিদ্ধ হইলে পুরুষত্বের হানি, বিলম্বে শুক্রক্ষরণ এবং শুক্রের রক্তবর্ণতা হয়। স্ত্রীদিগের আর্ত্তব স্রোত দুইটি, তাহাদের মূল গর্ভাশয় ও আর্ত্তববহ ধমনীসকল। এই মূল বিদ্ধ হইলে বন্ধ্যাত্ব ও আর্ত্তব শোণিতনাশ ঘটে এবং সেই রমণী মৈথুনে অসহিষ্ণু হইয়া থাকে। (সুশ্রুত শারীরস্থা° ৫অ°)

স্রোতস্য (পুং) স্রোতস্-যৎ। ১ শিব। ২ চোর। (ত্রি) ৩ স্রোতোভব।

স্রোতস্বতী (স্ত্রী) স্রোতোঽস্ত্যস্যামিতি মতুপ্, মস্য বঃ উগিতশ্চেতি ঙীপ্। নদী। (অমর)

স্রোতস্বিনী (স্ত্রী) স্রোতোঽস্ত্যস্যামিতি (অস্মায়ামেধাস্রজো বিনি। পা ৫।২।১২১) ইতি বিনি। নদী। (ভরত)

স্রোতোঞ্জন (ক্লী) স্রোতোভবমঞ্জনং। যমুনাস্রোতোভব অঞ্জন, যমুনাস্রোতে সৌবীর দেশে উৎপন্ন অঞ্জন। পর্য্যায়—সৌবীর, কপোতাঞ্জন, যামুন, বারিভব, স্রোতোভব, স্রোতনদীভব, সৌবীরসার, কপোতসার, বল্মীকশীর্ষ। (রাজনি°)

"বল্মীকশিখরাকারং ভিন্নং নীলাঞ্জনপ্রভং।
ঘৃষ্টন্তু গৈরিকাকারমেতৎ স্রোতোঞ্জনং স্মৃতং॥" (রাজনি°)

এই অঞ্জনের আকৃতি বল্মীকের শিখরদেশের ন্যায়, যাহা ভাঙ্গিলে মধ্যদেশ কৃষ্ণবর্ণ এবং ঘর্ষণ করিলে গেরিমাটীর মত হয়, তাহাকে সৌবীরাঞ্জন কহে।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, যামুন ও কাপোতাঞ্জন এই দুইটী স্রোতোঞ্জনের অপর নাম। কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনকে স্রোতোঞ্জন এবং শ্বেতবর্ণ অঞ্জনকে সৌবীরাঞ্জন কহে। স্রোতোঞ্জন বল্মীকের শিখর তুল্য আকৃতিবিশিষ্ট, ভাঙ্গিলে অভ্যন্তরভাগে অঞ্জনসদৃশ আভা প্রকাশ পায় এবং ঘর্ষণ করিলে গেরিমাটীর বর্ণের ন্যায় হয়। গুণ—মধুর, কষায়রস, চক্ষুর হিতকারক, কফঘ্ন, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, লেখনগুণযুক্ত, স্নিগ্ধ, ধারক এবং বমি, বিষ, শ্লেষ্ম, ক্ষয়, ও রক্তদোষনাশক। অতএব পণ্ডিতগণ ইহা সর্ব্বদা সেবন করিবেন। দুই প্রকার অঞ্জনের মধ্যে স্রোতোঞ্জনই শ্রেষ্ঠ। (ভাবপ্র°) কোন কোন বৈদ্যকে এই স্রোতোঞ্জন শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়াছে।

স্রোতোদ্ভব (ক্লী) স্রোতোঞ্জন। (রাজনি°)

স্রোতোনদীভব (ক্লী) স্রোতোঞ্জন। (বৈদ্যকনি°)

স্রোতোবহ (স্ত্রী) স্রোতো বহতীতি বহ ক্বিপ্। নদী।

স্রোতোবহা (স্ত্রী) বহতীতি বহ-অচ্-টাপ্, বহা, স্রোতসো বহা। নদী, স্রোতোবাহিনী নদী, যে নদীর স্রোত আছে।

"মহীধরং মার্গবশাদুপেতং স্রোতোবহা সাগরগামিনী চ॥"(রঘু৬।৫১)

স্রোত্যা (স্ত্রী) স্রবণশীলা। "অধোঽস্যাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ" (ঋক্ ৩।৩৩।৯) 'স্রোত্যাভিঃ স্রবণশীলাভিরদ্ভিঃ' (সায়ণ)

স্রৌগ্মত (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৭।১।২১)

স্রৌঘ্ন (ত্রি) স্রুঘ্নসম্বন্ধীয়।

স্রৌচ (ত্রি) স্রুক্‌সম্বন্ধীয়।

স্রৌত (ক্লী) সামভেদ।

স্রৌতিক (ক্লী) মৃগনাভি।

স্ব (পুং ক্লী) স্বন শব্দে অন্যেভ্যোঽপীতি ড। ১ ধন।

"বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাৎ দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্যধনো হি সঃ।" (মনু ৮।৪১৭)

(পুং) ২ আত্মা, নিজ। (অমর) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৪।১৪৯।১১৩) ৪ জ্ঞাতি।

"ন বিপ্রং স্বেষু তিষ্ঠৎসু মৃতং শূদ্রেণ নায়য়েৎ।
অস্বর্গ্যা হ্যাহুতিঃ সা স্যাৎ শূদ্রসংস্পর্শদূষিতা॥" (মনু ৫।১০৪)

স্বঃপথ (পুং) স্বর্গমার্গ, স্বর্গের পথ।

"স্বঃপথায় মতিং চক্রে নিভৃতাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ।" (ভাগবত ১।১৫।৩২)

স্বঃপাল (পুং) স্বঃ স্বর্গলোকং পালয়তীতি পালি-অণ্। স্বর্গপালক, স্বর্গপতি, যিনি স্বর্গলোক পালন করেন।

স্বঃপৃষ্ঠ (ক্লী) সামভেদ।

স্বক (ত্রি) স্বমেব কন্। স্বীয়, আত্মীয়।

"নাস্তি কশ্চিব কুরুতে তস্করং জ্ঞাতৃভিঃ স্বকং।
অদত্তত্যক্তবিক্রীতং কৃত্বা স্বং লভতে ধনী॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

স্বকম্পন (পুং) স্বেনৈব কম্পতে ইতি কম্প-ল্যু। বায়ু।

স্বকম্বলা (স্ত্রী) পুরাণোক্ত নদীভেদ। (মার্ক°পু° ৫৯।১৯)

স্বকরণ (ক্লী) ১ স্বীকার। ২ নিজকার্য্য।

স্বকর্ম্মন্ (ক্লী) স্বস্য কর্ম্ম। আত্মকৃত কার্য্য, নিজকৃত কর্ম্ম, ইহসংসারে জীব নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে, ভোগব্যতীত শুভাশুভ স্বকর্ম্মের নাশ হয় না। এই স্বীয় কর্ম্ম শুভ হইলে সুখ এবং অশুভ হইলে দুঃখ বা নরকভোগাদি হইয়া থাকে।

"স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহং।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে॥" (পাণ্ডবগীতা)

হে ভগবন্! স্বকর্ম্মফলে আমি যে যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেই সেই যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাতে যেন আমার ভক্তি দৃঢ় থাকে।

স্বকর্ম্মকৃৎ (ত্রি) স্বকর্ম্ম করোতীতি কৃ-ক্বিপ্, তুক্ চ। নিজকার্য্যকারী।

স্বকামিন্ (ত্রি) নিজের জন্য কামনাকারী।

স্বকাল (পুং) স্বস্য কালঃ। স্বীয় কাল, কোন কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট কাল, যাহার যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই সেই কার্য্যের স্বকাল। যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব একদণ্ড এবং পর একদণ্ড প্রাতঃসন্ধ্যার কাল, এতদ্ভিন্ন সময় অকাল।

"উত্থায়াবশ্যকং কৃত্বা কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ স্বকালে চাপরাং চিরং॥" (মনু ৪।৯৩)

স্বকীয় (ত্রি) স্বস্যায়মিতি গহাদিষু স্বস্য বেতি চ কুগাগমশ্চ। স্বীয়, নিজ, আত্মীয়, স্ব। (হেম)

স্বকীয়ত্ব (ক্লী) স্বকীয়স্য ভাবঃ ত্ব। স্বকীয়ের ভাব বা ধর্ম্ম, নিজত্ব।

স্বকুল (ক্লী) স্বস্য কুলং। নিজের কুল, আপনার বংশ।

স্বকুলক্ষয় (পুং) স্বকুলস্য ক্ষয়ো যস্মাৎ। ১ মৎস্য। (হেম) ২ নিজবংশনাশ। (ত্রি) ৩ নিজবংশনাশকর্ত্তা। ৪ নিজবংশক্ষয়যুক্ত।

স্বকুল্য (ত্রি) নিজ বংশীয়।

স্বকুশলময় (ত্রি) স্বকুশল স্বরূপে ময়ট্। নিজের কুশল স্বরূপ।

স্বকৃৎ (ত্রি) স্বং স্বকার্য্যং করোতি কৃ-ক্বিপ্। স্বকার্য্যকারী।

"ততোঽতিহৃষ্টাঃ স্বকৃতোঽকৃতার্হণং
পুষ্পৈঃ সুরা অপ্সরসশ্চ নর্ত্তনৈঃ।" (ভাগবত ১০।১২।৩৪)

স্বকৃত (ত্রি) স্বেন কৃতঃ। আপনা কর্ত্তৃক কৃত, নিজকৃত কর্ম্ম, আপনি যাহা করা যায়, তাহাকে স্বকৃত কর্ম্ম কহে।

স্বকৃতভঙ্গ, রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে স্বভাবকুলীন নিজে ভঙ্গ হইয়াছেন, তাঁহাকে স্বকৃতভঙ্গ কহে। স্বভাবকুলীন বংশজ বা ভঙ্গ কুলীনের কন্যা নিজে বিবাহ করিলে ভঙ্গ হইয়া থাকেন এবং তাঁহাকে স্বকৃতভঙ্গ কহে।

স্বক্ষ (ত্রি) সুন্দর অক্ষযুক্ত (রথ)।

স্বক্ষত্র (ত্রি) স্বভূতবলবং, আত্মভূতবলবিশিষ্ট।

"বচ স্বক্ষত্রং যস্য ধৃষতঃ" (ঋক্ ১।৫৪।৩)
'স্বক্ষত্রং স্বভূতবলবৎ' (সায়ণ)

স্বগত (ক্লী) স্বস্মিন্ গতং। ১ মনোগত। ইহা নাট্যোক্তির অন্যতম, রঙ্গস্থলে অন্যে না শুনিতে পায়, অথচ আপনা আপনি যাহা বলা যায়, তাহাকে স্বগত কহে।

"অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্তু তদিহ স্বগতং মতং।"(সাহিত্যদ° ৬।১২৫)

স্বগুপ্তা (স্ত্রী) স্বেন গুপ্তা। ১ শূকশিম্বী। ২ লজ্জালু।

স্বগূর্ত্ত (ত্রি) স্বয়ংগামী, নিজেই গমনশীল।

"স্থাবা আপো সিন্ধবশ্চ স্বগূর্ত্তাঃ" (ঋক্ ১।১৪০।১৩)
'স্বগূর্ত্তাঃ স্বয়মেব গামিন্যঃ' (সায়ণ)

স্বগৃহ (পুং) স্বকৃতং গৃহং যস্য। ১ কলিকার পক্ষী। জটাধর) (পুং ক্লী) ২ নিজালয়, নিজগৃহ। আপনার ঘর।

জ্যোতিষমতে রাশিচক্রে গ্রহদিগের স্বগৃহ আছে, এই স্বগৃহে গ্রহগণ বিশেষ বলবান্। ইহার মধ্যে সিংহরাশি রবির স্বগৃহ, কর্কট চন্দ্রের, মেষ ও বৃশ্চিক মঙ্গলের, মিথুন ও কন্যা বুধের, ধনু ও মীন বৃহস্পতির, বৃষ ও তুলা শুক্রের, মকর ও কুম্ভের শনি, এবং রাহুর কন্যারাশি স্বগৃহ।

স্বগোপা (ত্রি) স্বায়ত্তগোপ্তৃক স্বভূতরক্ষণ, যিনি আপনি আপনাকে রক্ষা করেন। "ব্যথিবব্যথীঃ কৃণুত স্বগোপা" (ঋক্ ১০।৩১।১০) 'স্বগোপা স্বায়ত্তগোপ্তৃকা স্বভূতরক্ষণা' (সায়ণ)

স্বগ্নি (ত্রি) শোভন অগ্নিযুক্ত, শোভন অগ্নিবিশিষ্ট।

"দধিরে চ নঃ স্বগ্নয়ো মনামহে" (ঋক্ ১।২৬।৮)
'স্বগ্নয়ঃ শোভনাগ্নিযুক্তাঃ' (সায়ণ)

স্বগ্রহ (পুং) বালরোগবিশেষ। (নিদান)

স্বগ্রাম (পুং) স্বস্য গ্রামঃ। নিজের গ্রাম, যে গ্রামে যে বাস করে, সেই গ্রাম তাহার স্বগ্রাম।

স্বঙ্গ (ত্রি) সু শোভনানি অঙ্গানি যস্য। শোভনাঙ্গবিশিষ্ট, উত্তমাঙ্গযুক্ত। পর্য্যায়—সিংহসংহনন। (হেম) (ক্লী) সু শোভনং অঙ্গং। ২ শোভনাবয়ব, শোভন অঙ্গ।

স্বঙ্গুরি (ত্রি) শোভন অঙ্গুলিযুক্ত। "যা সুবাহুঃ স্বঙ্গুরিঃ" (ঋক্ ২।৩২।৭) 'স্বঙ্গুরিঃ শোভনাঙ্গুলিঃ' (সায়ণ)

স্বচ্ছ (ত্রি) সুষ্ঠু অচ্ছঃ। ১ রোগবিমুক্ত। (শব্দরত্না°) ২ শুক্ল। ৩ নির্ম্মল। ৪ সুস্থ নীরোগ।

"আসনং বসনং পাত্রং শয্যা যানং নিকেতনং।
গৃহকং বস্তুজাতঞ্চ স্বচ্ছাৎ স্বচ্ছং প্রশস্যতে॥"
(মহানি°ত° ৮।৯১)

৪ কপটতাদি দোষশূন্য নির্ম্মলচরিত্র, নির্দ্দোষস্বভাব। ৫ স্ফটিক। (রাজনি°) ৬ প্রতিবিম্বধারণক্ষম কাচ প্রভৃতি।

স্বচ্ছতা (স্ত্রী) স্বচ্ছস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। নির্ম্মলতা, প্রতিবিম্ব-

ধারণক্ষমতা, যে গুণ দ্বারা কোন বস্তুর ভিতর দিয়া আলোক আসিতে পারে।

স্বচ্ছন্দ (ত্রি) স্বস্য ছন্দোঽভিপ্রায়ো যস্য। ১ স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছানুবর্ত্তী। ২ অবাধিত। ৩ সুস্থ। ৪ অযত্নজাত।

"স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥" (হিতোপদেশ)

(পুং) স্বেচ্ছা, স্বেচ্ছাচার, আপনার অভিপ্রায়।

"বুভুক্ষা বা পিপাসা বা গ্লানির্বাপ্যথবা জরা।
দেবরক্ষারয়স্ত্যাস্তে স্বচ্ছন্দো ন ভবিষ্যতি॥" (হরিবংশ ১২২।২৮)

স্বচ্ছন্দনায়ক (পুং) জ্বরাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও রৌপ্য তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া তাহা নিম্নলিখিত দ্রব্যের রসে ভাবনা দিবে। হুড়হুড়ে, নিসিন্দা, তুলসী, শ্বেতচিতামূল, আদা, রক্তচিতামূল, সিদ্ধি, হরীতকী, কাকমাচি ও পঞ্চপিত্ত এই সকল দ্রব্যের ভাবনা দিয়া মূষায় রুদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। ইহার চূর্ণ এক মাষা পরিমাণে সেবনীয়। এই ঔষধ সেবন করিলে অভিন্যাস নামক সন্নিপাতজ্বর আশু প্রশমিত হয়। এই ঔষধ-সেবনের পর রোগীকে ছাগদুগ্ধ ও মুগের যূষ পথ্য দিবে। (সুশ্রুত চি° জ্বরাধি°)

স্বচ্ছন্দভৈরব (পুং) জ্বরাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা এতদুভয়ের একত্র কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা মিশ্রিত করিবে এবং যথাক্রমে রুদ্রজটা, নিসিন্দা, হরীতকী, আমলকী ও বিষকাঠালী এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের এক এক তোলা রসের সহিত তাহা মর্দ্দন করিতে হইবে। তৎপরে মুদ্গ-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস ও জীরার গুড়া। এই ঔষধ সেবন করিলে উগ্র সন্নিপাতজ্বর, গ্রহণী ও সূতিকা প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত চি° জ্বরাধি°)

অন্যবিধ প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ ৪ মাষা, বিষ ৪ মাষা, গন্ধক ৪ মাষা, জায়ফল ২ মাষা, পিপুলচূর্ণ ৭ মাষা। এই সকল দ্রব্য উত্তম রূপে মর্দ্দন করিয়া ২ বা ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস, আদার রস বা ঘস্‌ঘসিয়া পাতার রস। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া পথ্য ব্যবস্থা করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে শীতজ্বর, সকল প্রকার সান্নিপাতিক জ্বর ও বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধি°)

স্বচ্ছন্দভৈরব (পুং) ভৈরববিশেষ। দুর্গাপূজার সময় ভৈরব-পূজাস্থলে এই ভৈরবের পূজা করিতে হয়।

স্বচ্ছপত্র (ক্লী) স্বচ্ছং পত্রং যস্য। অভ্রক। (হেম)

স্বচ্ছমণি (পুং) স্বচ্ছো মণিঃ। স্ফটিক। (রাজনি°)

স্বচ্ছবালুক (ক্লী) স্বচ্ছং বালুকং। বিমলোপরস। (রাজনি°)

স্বচ্ছা (স্ত্রী) সুষ্ঠু অচ্ছা। শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°)

স্বজ (ক্লী) স্বস্মাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ রক্ত। (মেদিনী) (পুং) ২ পুত্র। ৩ স্বেদ। (মেদিনী) (ত্রি) ৪ আত্মজাত। ৫ স্বাভাবিক।

"আগন্তা স্যা মিয়ং বুদ্ধিঃ স্বজা বৈনয়িকী চ যা।
ভূশমুৎসহসে তাত রক্ষিতুং পৃথিবীমপি॥" (রামায়ণ)

স্বজন (পুং) স্বস্য জনঃ। ১ জ্ঞাতি। ২ আত্মীয় লোক, আপনার জন। "স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো
বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে।" (কুমার ৪।২৬)

স্বজনতা (স্ত্রী) স্বজনস্য ভাবঃ তল্‌ টাপ্‌। স্বজনত্ব, স্বজনের ভাব বা ধর্ম্ম, আপনার লোকের কার্য্য, আত্মীয়তা।

স্বজন্মন্‌ (ত্রি) স্বস্মাৎ জন্ম যস্য। ঔরসপুত্র, আপনা হইতে যাহার জন্ম হইয়াছে। "স্বজন্মনা শেষসা বাবধানং" (ঋক্‌ ৭।৪।১২)
'স্বজন্মনা ঔরসেন শেষসা পুত্রেণ' (সায়ণ)

স্বজা (স্ত্রী) স্বস্মাৎ জায়তে জন-ড টাপ্‌। কন্যা।

স্বজাত (ত্রি) স্বস্মাৎ জাতঃ। আপনা হইতে জাত, আপনা হইতে উৎপন্ন।

স্বজাতি (স্ত্রী) স্বস্য জাতিঃ। আপনার জাতি, নিজের জাতি, এক জাতি। "বিট্‌শূদ্রয়োরেবমেব স্বজাতিঃ প্রাপ্ত উচ্যতঃ।
ছেদবন্ধং প্রণয়নং দণ্ডস্যেতি বিনিশ্চয়ঃ॥" (মনু ২।২৭৭)

স্বজাতিদ্বিষ্‌ (পুং) স্বজাতিং দ্বেষ্টি দ্বিষ্‌-ক্বিপ্‌। যিনি স্বজাতিকে হিংসা করেন।

স্বজাতীয় (ত্রি) স্বস্য জাতীয়ঃ। স্বজাতি, স্বজন, আত্মীয়কুটুম্ব।

"দাস্যান্নধনচৌর্য্যাণি কৃত্বা কামাদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স্বজাতীয়গৃহাদেব কৃচ্ছ্রাব্দেন বিশুধ্যতি॥" (মনু ১১।১৬৩)

স্বজাত্য (ত্রি) স্বজাতীয়।

স্বজিত (ত্রি) স্বেন জিতঃ। আপনা কর্ত্তৃক জিত, যিনি আপনি জয় করিয়াছেন। (ভাগ° ৭।৮।১০)

স্বজেন্য (ত্রি) স্বজন্মা, ঔরসপুত্র, যাহার আপনা হইতে জন্ম হইয়াছে। (ঋক্‌ ৩।৭৫)

স্বঞ্জ, পরিষ্বঙ্গ, আলিঙ্গন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° অনিট্‌। লট্‌ স্বজতে। লোট্‌ স্বজতাং। লিট্‌ সস্বজে, সস্বঞ্জে। লট্‌ স্বঙ্‌ক্ষ্যতে। লুঙ্‌ অস্বঙ্‌ক্ত, অস্বঙ্ক্ষাতাং অস্বক্ষত। সন্‌ সিস্বঙ্‌ক্ষতে। যঙ্‌ সাস্বজ্যতে। যঙ্‌লুক্‌ সাস্বঙ্‌ক্তি। ণিচ্‌ স্বঞ্জয়তি।

স্বতন্ত্র (ত্রি) স্বস্য তন্ত্রং প্রাধান্যং যত্র। স্বাধীন, পর্য্যায়—অপাবৃত, স্বৈরী, স্বচ্ছন্দ, নিরবগ্রহ, নির্যন্ত্রণ, যথাকামী, নিরর্গল, নিরঙ্কুশ, রুচি। (হেম) আত্মবশ। কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি স্বতন্ত্র এবং কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি অস্বতন্ত্র ইহার বিষয় নারদ এইরূপ লিখিয়াছেন—

জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিতে গুণ ও বয়ঃকৃত স্বাতন্ত্র্য আছে, পৃথিবীপতি রাজা স্বতন্ত্র, প্রজা সকল অস্বতন্ত্র, প্রভু স্বতন্ত্র; স্ত্রীমাত্র, পুত্র, দাস ও অনুজীবি প্রভৃতি সকলই অস্বতন্ত্র, মাতা ও পিতা জীবিত থাকিতে পুত্রের স্বতন্ত্রতা নাই। পিতামাতার অভাবে ১৬ বৎসরের পর মানব স্বাতন্ত্র্য লাভ করে।

"স্বাতন্ত্র্যন্তু স্মৃতং জ্যেষ্ঠে জ্যৈষ্ঠং গুণবয়ঃকৃতং।
অস্বতন্ত্রাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ স্বতন্ত্রঃ পৃথিবীপতিঃ॥
অস্বতন্ত্রঃ স্মৃতঃ শিষ্য আচার্য্যস্য স্বতন্ত্রতা।
অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ পুত্রা দাসাঃ পরিগ্রহাঃ॥
বাল আষোড়শাদ্বর্ষাৎ পৌগণ্ডোঽপি নিগদ্যতে।
পরতো ব্যবহারজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ পিতরাবৃতে॥
জীবতোর্ন স্বতন্ত্রঃ স্যাৎ জরয়াপি সমন্বিতঃ।
তয়োরপি পিতা শ্রেয়ান্ বীজপ্রাধান্যদর্শনাৎ॥"
(ব্যবহারতত্ত্বধৃত নারদ)

স্বতন্ত্রতা (স্ত্রী) স্বতন্ত্রস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্বতন্ত্রের ভাব বা ধর্ম্ম, স্বাধীনতা।

স্বতন্ত্রিক (পুং) স্বাধীন।

স্বতন্ত্রিন্ (ত্রি) স্বতন্ত্র, স্বশাস্ত্রানুসারী।

স্বতস্ (অব্যং) স্ব 'পঞ্চম্যাস্তসিল্' ইতি তসিল্। ১ নিজ হইতে, আপনা হইতে, স্বয়ং। ২ ধন হইতে।

"গৃহীতা যদি নষ্টঃ স্যাৎ কুটুম্বার্থে কৃতোঽব্যয়ঃ।
দাতব্যং বান্ধবৈস্তৎ স্যাৎ প্রবিভক্তৈরপি স্বতঃ॥" (মনু ৮।১৬৬)

স্বতুল্য (ত্রি) স্বেন তুল্যঃ। আপনার তুল্য, আপনার সদৃশ।

স্বত্ব (ক্লী) স্বস্য ভাবঃ স্ব-ত্ব। শাস্ত্রসম্মত যথেষ্ট বিনিযোগার্হ, নিজের অধিকার ধনাদিতে প্রভুত্ব। সপ্ত পদার্থের অতিরিক্ত পদার্থ, নিরূপকতা সম্বন্ধ দ্বারা স্বামিত্ব। এই স্বত্ব দুই প্রকার, দ্রব্যগত ও গুণগত। দানাদি দ্বারা দ্রব্যগত স্বত্ব হয়, অর্থাৎ কোন দ্রব্য দান করিলে তাহাতে দাতার স্বত্ব ধ্বংস হইয়া গৃহীতার স্বত্ব হয়।

"শাস্ত্রসম্মতযথেষ্টবিনিযোগার্হত্বং, সপ্তপদার্থাতিরিক্তপদার্থঃ।
নিরূপকতাসম্বন্ধেন স্বামিত্বং। তচ্চ দ্রব্যগতং গুণগতঞ্চ।"
(দায়ভাগটীকায় শ্রীকৃষ্ণতর্কা°)

দ্রব্যাদির যে সম্পূর্ণ রূপে অধিকার তাহাকে স্বত্ব কহে। স্বত্ব থাকিলে দ্রব্য দান, বিক্রয়, নষ্ট যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারা যায়। জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগে এই স্বত্বের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে লিখিত হইল—যাহার যে দ্রব্যে স্বত্ব আছে, তাহার সেই স্বত্ব ধ্বংস না হইলে অপরের সেই দ্রব্যে অধিকার হয় না। কোন দ্রব্য কাহাকে দান করিলে দ্রব্যস্বামীর স্বত্ব ধ্বংস হইয়া যাহাকে ঐ দ্রব্য দান করা হয়, তাহার তাহাতে স্বত্ব হইয়া থাকে। স্বস্বত্ব ধ্বংসপূর্ব্বক পরস্বত্বোপাদান না হইলে দান হয় না। এই স্বত্ব তিন প্রকার অর্থাৎ দান, ক্রয় এবং উত্তরাধিকারসূত্রে হইয়া থাকে। কোন বস্তু দান করিলে গৃহীতার, বস্তু ক্রয় করিলে ক্রেতার এবং পিত্রাদির মৃত্যুর পর পুত্রাদির স্বত্ব হয়। যে দ্রব্যে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে স্বামিত্ব না থাকে, তাহা দান ও বিক্রয় করা যায় না, এবং করিলেও তাহা সিদ্ধ হয় না। কোন বস্তু দান ও ক্রয় করার পূর্ব্বে বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে দ্রব্যস্বামীর উহাতে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব আছে কি না, তখন ঐ দ্রব্য দানগ্রহণ ও ক্রয় করা বিধেয়। স্বত্বের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রই প্রধান।

স্বত্বনির্ণয়—পিতার নিধনকালীন পুত্রের যে জীবন সেই তাহার স্বত্বোৎপাদক। পুত্রের জীবনই স্বত্বের প্রতি কারণ, পিতার নিধনকাল তাহাতে সহকারী মাত্র। পিতা ও পুত্রবাদে সম্পর্কমাত্রকে বুঝিতে হইবে। ধনাধিকারীর নিয়মানুসারে ইহা জানিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে গর্ভস্থের ভূমিষ্ঠ হওয়ার অপেক্ষা থাকে। যে হেতু ঐ গর্ভস্থ সন্তান যদি জীবিতপুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই অধিকারী হইয়া থাকে। কন্যারূপে ভূমিষ্ঠ হইলে মাতার পর তাহার স্বত্ব হয় এবং মৃতরূপে ভূমিষ্ঠ হইলে স্বত্ববান্ হয় না।

"পিতৃনিধনকালীনং জীবনমেব পুত্রস্যার্জনং ভবিষ্যতি। পুত্রজীবনমেব স্বত্বহেতুঃ,তত্র পিতৃনিধনকালঃ সহকারী"(দায়ভাগটীকা)

যদি বলা যায়, "দম্পত্যোর্ম্মধ্যগং ধনং" অর্থাৎ পতির ধন দম্পতীর সাধারণ। এই বচনানুসারে পতির জীবনকালেই তদ্ধনে পত্নীর অধিকার এবং পতির মরণের পর সেই অধিকারের বিনাশ হয়। পতির স্বত্ব নাশ হইলে পত্নীর স্বত্ব নাশ হইয়া থাকে। পতির জীবতাবস্থায় পতির ধনে পত্নীর স্বত্ব ছিল, কিন্তু পতির মৃত্যুর পর পতির স্বত্বের ন্যায় পত্নীর স্বত্ব বিনষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আরও লিখিত আছে যে, ভর্ত্তার দ্রব্যে ভার্য্যার যখন স্বত্ব আছে, তখন ভর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে পত্নী নৈমিত্তিক কার্য্য, অবশ্য কর্ত্তব্য দান ও অতিথিভোজনাদিতে ভর্ত্তার ধন ব্যয় করিতে পারিবেন, অন্যথা পারিবেন না, এবং যথেচ্ছরূপে যদি তিনি তাহা দান বিক্রয়াদি করেন, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে না এবং তিনি চৌর্য্যাপরাধে অপরাধিনী হইবেন।

উপরম শব্দে অর্থাৎ পিত্রাদির উপরতির পর পুত্রাদির স্বত্ব হয়, এই উপরম শব্দ কেবল মরণ মাত্রের বোধক নহে। কিন্তু পতিত ও প্রব্রজিতত্বাদিরও বোধক। পাতিত্যাদিও মৃত্যুর ন্যায় স্বত্ববিনাশের কারণ হয়। এস্থলে পতিত পদে বুঝিতে হইবে যে কোন ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাদি করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে নাই এবং

করিতেও চাহে না। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতে যে পতিত ও অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত এবং যে প্রায়শ্চিত্ত-বিমুখ তাহার স্বত্ব নাশ হয়।

উপরতস্পৃহত্ব অর্থাৎ যিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বিষয়-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার ধনে স্বত্ব নাশ হয়। তৎপরে যদি তিনি প্রব্রজ্যা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বিষয়ভোগে অভিলাষী হন, তাহা হইলেও তাহার আর পুনরায় স্বত্ব হইবে না। দ্বাদশ বৎসর যদি কোন ব্যক্তির সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহার পর অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৎসরের প্রারম্ভে তাহার স্বত্ব নাশ হইবে। তাহাকে মৃতাবধারণ করিয়া তদুদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করা বিধেয়।

"নচোপরমমাত্রমেব বিবক্ষিতং, কিন্তু পতিতপ্রব্রজিতত্বাদ্যুপলক্ষয়তি স্বত্ববিনাশহেতুতা সাম্যাৎ। দ্বাদশবর্ষাদূর্দ্ধং উদ্দেশরহিতস্য মরণে কল্পনাৎ তদ্ধনে তদুত্তরাধিকারিণঃ স্বত্বং।"

মরণ, পাতিত্য, আশ্রমান্তর গমন এবং উপেক্ষাতে ধনীর স্বত্ব ধ্বংস হয়। এইরূপে স্বত্বনাশ হইলে উত্তরাধিকারিগণ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ধন বিভাগ করিয়া লইবেন। ধনী যদি পুত্রাদিকে জীবিত কালেই ধন বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহা করিতে পারিবেন।

যদি পুত্রাদি না থাকে এবং স্বামীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে স্ত্রী স্বামিধনে স্বত্ববতী হইবে বটে, কিন্তু উক্ত ধনে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব জন্মিবে না। তিনি জীবিত কালে ঐ ধন ভোগ করিতে পারিবেন মাত্র, দানবিক্রয়াদি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং করিলেও তাহা শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইবে না। স্ত্রীগণ বিবাদিতে যৌতুক স্বরূপ যে ধন প্রাপ্ত হয় এবং স্বামী তাহার সন্তোষের জন্য যে ধন তাহাকে দেন, এই ধনে স্ত্রীদিগের সম্পূর্ণ স্বত্ব। এই স্ত্রীধন তাঁহারা যথেচ্ছরূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন। (দায়ভাগ)

স্বদ, ১ আস্বাদন। ২ অনুভব। ৩ রুচি। ভ্বাদিং আত্মনেং সকং রুচ্যর্থে অকং সেট্। লট্ স্বদতে। লোট্ স্বদতাং। লিট সস্বদে। লুট্ স্বদিতা। লুঙ্ অস্বদিষ্ট। সন্ সিস্বদিষতে। যঙ্ সাস্বদ্যতে। যঙ্লুক্ সাস্বত্তি। স্বদ ১ আস্বাদন। ২ সম্বরণ। ৩ ছেদন। চুরাদি পরস্মৈং সক সেট্। লট্ স্বাদয়তি। লিট্ স্বাদয়াঞ্চকার, কৃ, ভূ ও অস্ এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হইবে। লুঙ্ অসিস্বদৎ।

স্বদন (ক্লী) স্বদ-ল্যুট্। ১ ভক্ষণ। (হেম) ২ লৌহ। (রাজনিং)

স্বদৃশ্ (ত্রি) আত্মসাক্ষী।

"যৎ প্রসাদাদিদং বিশ্বং প্রসীদতি যদাত্মকং।

স স্বদৃক্ ভগবান্ তস্য তোষ্যতেঽনন্যয়া দৃশা॥"(ভাগং ৩।১৪।৪৭)

স্বদৃষ্ট (ত্রি) স্বেন দৃষ্টঃ। আপনা কর্ত্তৃক দৃষ্ট, নিজে যাহা দেখা যায়। সু শোভনোঽদৃষ্টো যস্য। ২ শোভন অদৃষ্টবিশিষ্ট, যাহার অতীব অদৃষ্ট শুভ, সৌভাগ্যশালী।

স্বদার (পুং) স্বস্য দারাঃ। স্বস্ত্রী, নিজপত্নী। এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, সংস্কৃতে 'স্বদারাঃ' এইরূপ প্রয়োগ হইবে। লিখিত আছে যে সর্ব্বদা স্বদারে সন্তুষ্ট থাকিবে, কদাচ পরদারে গমন করিবে না। যত প্রকার পাতক আছে, পরদারগমনই তাহার মূল। বৈদ্যকমতেও পরদারগমন শরীরের বিশেষ অনিষ্টজনক। পরদারগমনে ইহলোকে আয়ুঃক্ষয় এবং পরকালে নরক ইহা বিবেচনা করিয়া স্বদারানুরক্ত থাকিবে।

"মৃতো নরকমভ্যেতি হীয়তেঽত্রাপি চায়ুষঃ।

পরদাররতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি ভীতিদা॥

ইতি মত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎসু বুধো ব্রজেৎ।

যথোক্তদোষহীনেষু সকামেষ্বনৃতাবপি॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

স্বদেশ (পুং) স্বস্য দেশঃ। নিজের দেশ। আপনার দেশ।

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥" (চাণক্য)

পাণ্ডিত্য এবং নৃপত্ব এই দুইটী কখনই তুল্য নহে, কারণ রাজা কেবল স্বদেশে পূজিত হন, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন।

স্বদোষজ (ত্রি) নিজ দোষে যাহা উৎপন্ন।

স্বধর্ম্ম (পুং ক্লী) স্বস্য ধর্ম্মঃ। স্বজাত্যুক্তাচার। শাস্ত্রে চারি বর্ণের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, যাহার যে ধর্ম্ম, তাহার তাহাই স্বধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের যজনযাজনাদি স্বধর্ম্ম, এবং যুদ্ধাদি পরধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম এবং যাজন ও ভিক্ষাদি পরধর্ম্ম। গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের বিষয় বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়াছেন—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" (গীতা ৩।৩৫)

সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতেও বিগুণ অর্থাৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই প্রশস্ত। স্বধর্ম্মে মরণও মঙ্গল, পরধর্ম্ম অতীব ভয়াবহ। ভগবানের এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণের তপশ্চর্য্যা ও ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি, ক্ষত্রিয়ের রাজ্যশাসন ও ধর্ম্মযুদ্ধ, বৈশ্যের কৃষি ও বাণিজ্য এবং শূদ্রের সেবা এই সকল কর্ম্মকে ভগবান্ বর্ণাশ্রমোচিত স্বধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের যুদ্ধ, ক্ষত্রিয়ের তপশ্চর্য্যা ও ভিক্ষা পরধর্ম্ম। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে অর্জ্জুন, তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না। যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হও, তাহা হইলেও ইহা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক।

"যো যস্ত বিহিতো ধর্ম্মঃ স তজ্জাতিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ স্বধর্ম্মং কুর্ব্বীত দ্বিজো নিত্যমনাপদি॥
চত্বারো বর্ণা রাজেন্দ্র চত্বারশ্চাপি চাশ্রমাঃ।
স্বাতে স্বধর্ম্মং বিপুলং ন তে যান্তি পরাং গতিং॥
স্বধর্ম্মেণ যথা নৃণাং নরসিংহঃ প্রতুষ্যতি।
ন তুষ্যতি তথান্যেন বেদবাক্যেন কর্ম্মণা॥" (নরসিংহপু°)

ব্রাহ্মণ অনাপৎকালে সর্ব্বদা স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। চারিটী বর্ণ সর্ব্বদা আশ্রমবিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে। স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত ইহকাল বা পরকালে সুগতি হয় না। একমাত্র স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন, শাস্ত্রে তাঁহাকে কৃতঘ্ন বলা হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা, স্বধর্ম্মানুষ্ঠান, তর্পণাদি দ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত এবং পিতৃকৃত্য ও দেবকৃত্য প্রভৃতি কিছুরই অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে কৃতঘ্ন কহে।

"স্বধর্ম্মং হি চ যো বিপ্রঃ সন্ধ্যাত্রয়বিবর্জ্জিতঃ।
অতর্পণশ্চ হং স্নানং বিষ্ণুনৈবেদ্যবর্জ্জিতঃ।
পিতৃকৃত্যং দেবকৃত্যং স কৃতঘ্ন ইতি স্মৃতঃ॥ (ব্রহ্মবৈ° প্র°খ° ৫১)

মনু বলিয়াছেন, বেদার্থজ্ঞানোপযোগী সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান চক্ষু দ্বারা পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রুতির আদেশানুসারে অনুষ্ঠেয় স্বধর্ম্মে তৎপর হইবে। শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মানবের ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে পরম সুখলাভ হয়।

"সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখং॥" (মনু ২।৮-৯)

সকলেরই স্বধর্ম্মপরায়ণ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কোন কালেই মঙ্গল হয় না।

স্বধা (অব্য°) স্বদন্তেঽনয়েতি স্বদ আস্বাদনে আ 'স্বদধে শ্চ' ইতি দস্য ধঃ। ১ দেবহবির্দ্দানমন্ত্র, এই মন্ত্রে দেবতাদিগের উদ্দেশে হবির্দ্দান করা হইয়া থাকে, স্বাহা, শ্রৌষট্, বৌষট্, বষট্ ও স্বধা এই পাঁচটী শব্দ দেবহবির্দ্দানে ব্যবহৃত হয়।

'স্বাহা দেবহবির্দানে শ্রৌষট্ বৌষট্ বষট্ স্বধা।' (অমর)

২ পিতৃসম্প্রদানমন্ত্র। পিতৃদিগের উদ্দেশে যে সকল দ্রব্য প্রদত্ত হয়, তাহা 'পিতৃভ্যঃ স্বধা' এই মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

"দৈত্যেভ্যোঽলং হরিঃ পূজ্যে বষট্ সত্ত্বো হিতং সুখং।
স্বাহাগ্নয়ে স্বধা পিত্রে স্বস্তি ধাত্রে নমঃ সতে॥"(মুগ্ধবোধব্যা°)

৩ পিতৃদিগের অন্ন। "ভুঙ্‌ক্তে ত্বং যথা" বৈ স্বধাখ্যা ত্বহং স্বাহা হব্যভোক্তা স্বয়ং দেবী।" (দেবীসূক্ত)

ব্যাকরণমতে এই স্বধা অব্যয় শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে। 'স্বধা' এই মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া পিতৃদিগের উদ্দেশে কিছু প্রদত্ত হইলে পিতৃগণ তাহা গ্রহণ করেন না।

স্বধা (স্ত্রী) স্বান্ দধাতীতি ধা-ক্বিপ্। ১ গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকাভেদ। নান্দীমুখশ্রাদ্ধকালে বা ষষ্ঠীপূজার সময় মাতৃকা-পূজাস্থলে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। স্বধা প্রভৃতি দেবীগণ সর্ব্বদা সকলের হিতসাধন করিয়া থাকেন, এই জন্য নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধে ইঁহাদের পূজা বিধেয়।

শ্রীমদ্ভাগবতমতে দক্ষকন্যা। ইনি পিতৃদিগের পত্নী। ইঁহার দুইটী কন্যা বয়ুনা ও ধারিণী। এই দুই জন তপস্বিনী হইয়া তপশ্চর্য্যায় জীবনাতিপাত করেন। এই জন্য ইঁহাদের সন্ততি হয় নাই। (ভাগবত) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, স্বধা ব্রহ্মার মানসী কন্যা। উক্ত পুরাণে স্বধার উপাখ্যান বিশেষ ভাবে লিখিত আছে, সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল।

একদা নারদ ভগবান্‌কে স্বধার উপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, নারদ! পিতৃগণের তৃপ্তিকর শ্রাদ্ধসমূহের ফলবর্দ্ধক স্বধার উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। জগৎস্রষ্টা সৃষ্টির পূর্ব্বে মূর্ত্তিমান্ পিতৃচতুষ্টয় এবং তেজঃস্বরূপী পিতৃত্রয়কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ৭ জন সিদ্ধরূপ পিতৃগণকে সৃষ্টি করিয়া শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রদত্ত বস্তু এবং তর্পণ তাহাদের আহার্য্য নির্ণয় করিয়া দিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা এই বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণাদি সকলবর্ণ পিতৃদিগের উদ্দেশে দান, শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি করিতে লাগিলেন, কিন্তু পিতৃগণ নিজভাগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না, পরন্তু ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিষণ্ণ ভাবে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন।

ব্রহ্মা পিতৃগণের এই দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া মন হইতে মনোহারিণী এক কন্যা সৃষ্টি করিলেন। এই কন্যা আলোকসামান্যা সুন্দরী। ইঁহার বর্ণ শ্বেতচম্পকসদৃশ, অঙ্গসকল রত্নালঙ্কারে বিভূষিত এবং সর্ব্বদা ইঁহার মুখে হাস্য বিরাজ করিতেছে। সুদতী সেই স্বধাদেবী লক্ষ্মীদেবীর লক্ষণসমূহে উপলক্ষিতা। তাঁহার পাদপদ্ম শতদলপদ্মের উপরিভাগে সংস্থাপিত। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণের হস্তে এই কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং ব্রাহ্মণ-দিগকে ডাকিয়া উপদেশ দিলেন যে, অদ্যাবধি তোমরা পিতৃদিগের উদ্দেশে যে বস্তু দান করিবে, সেই বস্তুর শেষে 'স্বধা' এই মন্ত্র বলিয়া দিবে, তাহা হইলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইবেন। তদবধি সকলে পিতৃগণের উদ্দেশে যে বস্তু দান করেন, তাহার অন্তে স্বধা শব্দের যোগ করিয়া থাকেন। পিতৃগণও ব্রহ্মার বরে এইরূপে শ্রাদ্ধতর্পণাদি গ্রহণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতে লাগিলেন। দেবগণের উদ্দেশে দান বিষয়ে 'স্বাহা' মন্ত্র, এবং

পিতৃগণের উদ্দেশে দানে 'স্বধা' মন্ত্র প্রশস্ত। পিতৃ, দেব, ব্রাহ্মণ, মুনি ও মনুষ্য প্রভৃতি শান্ত মূর্ত্তি স্বধার সমর্চ্চনা করিয়া পরমাদরে স্তব করিতে লাগিলেন। স্বধা দেবীর বরে দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের মনোরথ পূর্ণ হইল এবং সকলেই পরমাহ্লাদিত হইলেন।

স্বধাপূজার বিধান—নারদ ভগবানের নিকট স্বধার এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া তাঁহার পূজার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বলিয়া ছিলেন যে, শরৎকালে কৃষ্ণপক্ষে মঘানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রাদ্ধদিনে যত্নপূর্ব্বক স্বধার পূজা করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয়। যিনি অহঙ্কারে স্বধার অর্চ্চনা না করিয়া পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করেন, তাঁহার সেই সকল বিফল হয়। ধ্যান—

"ব্রহ্মণো মানসীং কন্যাং শশ্বৎ সুস্থিরযৌবনাং।
পূজ্যাং পিতৃণাং দেবানাং শ্রাদ্ধানাং ফলদাং ভজে॥"

স্বধাদেবী ব্রহ্মার মানসী কন্যা, নিরন্তর স্থিরযৌবনা, পিতৃগণ এবং দেবগণের পূজনীয়া, এবং শ্রাদ্ধাদির ফলদায়িনী। এই মন্ত্রে স্বধাদেবীর ধ্যান করিয়া শালগ্রামরূপী বিষ্ণুতে অথবা ঘটে মূল মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ স্বধা দেব্যৈ স্বাহা' ইহাই স্বধার মূলমন্ত্র, এই মন্ত্রে পূজা করিয়া স্বধার ব্রহ্মাকৃত স্তব পাঠ করিবে। পূর্ব্বে ব্রহ্মা বলিয়া ছিলেন "স্বধা" এই মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ করিলে তীর্থস্নানজন্য ফললাভ এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হইবে। কোন ব্যক্তি স্বধা এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিলে, শ্রাদ্ধ ও পূজাদির ফল লাভ করিয়া অন্তে স্বর্গগামী হইয়া থাকেন।

স্বধা পিতৃগণের প্রাণময়ী এবং দ্বিজগণের জীবরূপিণী। এই দেবীর সৃষ্টির পূর্ব্বে আবির্ভাব এবং মহাপ্রলয়ে তিরোভাব হয় মাত্র, বাস্তবিক ইঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। এই দেবী ওঁ, স্বস্তি, নম, স্বাহা, স্বধা ও দক্ষিণা এই ছয় নামে চতুর্ব্বেদে বিখ্যাত হইয়া সকল কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন।

পুরাকালে এই দেবী গোলোকধামে শ্রীমতী রাধিকার সখী স্বধা নামে এক গোপী ছিলেন। পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া এই নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। একদা রমণীয় বৃন্দাবনের নিকুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণকে ইহার সহিত বিহার করিতে দেখিয়া শ্রীমতী ইঁহাকে শাপপ্রদান করেন, এই শাপেই স্বধা ব্রহ্মার মানসকন্যারূপে জন্মিয়াছিলেন।

(ব্রহ্মবৈ°প্র° ৪১অ° ও দেবীভাগবতে ৯ম স্কন্ধে ৪৪ অ°)

শাস্ত্রে লিখিত আছে, শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদিকালে সকলেই স্বধা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু বিশেষ বিধান এই যে, স্ত্রী ও শূদ্রগণ এই মন্ত্র পাঠ করিবেন না, তাঁহাদের এই মন্ত্রপাঠে অধিকার নাই।

স্বধাকর (ত্রি) শ্রাদ্ধাধিকারী। (মনু ৯।১২৭)

স্বধাকার (পুং) শ্রাদ্ধকর্ত্তা, যিনি স্বধা এই বাক্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। (মনু ৩।২৫২)

স্বধাধিপ (পুং) স্বধায়াঃ অধিপঃ। স্বধাপতি, অগ্নি। (হরিবংশ)

স্বধাপ্রাণ (ত্রি) স্বধাত্মক। (অথর্ব্ববেদ ১০।১০।৬)

স্বধাপ্রিয় (পুং) স্বধায়াঃ প্রিয়ঃ। ১ কৃষ্ণতিল। ২ অগ্নি।

স্বধাভুজ্ (পুং) স্বধাং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ক্বিপ্। ১ পিতৃগণ। তাঁহারা স্বধা এই মন্ত্রে ভোজন করিয়া থাকেন, স্বধা এই মন্ত্র পাঠ না করিয়া কিছু প্রদত্ত হইলে পিতৃগণ তাহা গ্রহণ করেন না।

"ঋষিদেবগণস্বধাভুজাং শ্রুতযাগপ্রসবৈঃ স পার্থিবঃ।" (রঘু ৮।৩০)

২ দেবতা। (হেম)

স্বধাভোজিন্ (পুং) স্বধা ভুজ-ণিনি। স্বধাভুক্, পিতৃগণ।

স্বধামন্ (পুং) সুনৃতাগর্ভজাত মন্বন্তরের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৮।১৩।৩০) ২ মনুবিশেষ (বিষ্ণুপু° ৩।২।১৪)

স্বধাময় (ত্রি) স্বধা স্বরূপে ময়ট্। স্বধাস্বরূপ।

স্বধামৃতময় (ত্রি) শ্রাদ্ধ। ইহা স্বধারূপ অমৃতস্বরূপ। (ভারত)

স্বধায়িন্ (ত্রি) স্বধাসংজ্ঞক অন্নশীল, ভোজনশীল। "পিতৃভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ স্বধা নমঃ' (শুক্লযজুঃ ১৯।৩৬) 'স্বধামন্নং প্রাপ্তিযন্তি গচ্ছন্তীত্যেবং শীলা স্বধায়িনস্তেভ্যঃ।' (মহীধর)

স্বধাবৎ (ত্রি) স্বধা-মতুপ্ মস্য বঃ। হবির্লক্ষণান্নবিশিষ্ট। "হবিরভ্যস্তাং ভবতি স্বধাবান্" (ঋক্ ১।৯৫।১) 'স্বধাবান্ হবির্লক্ষণান্নবান্' (সায়ণ) ২ স্বধাবিশিষ্ট।

স্বধাবিন্ (ত্রি) স্বধান্নভক্ষণশীল। (তৈত্তিরীয়সং° ৪।৪।১১।৫)

স্বধাশন (পুং) স্বধাভক্ষক, পিতৃলোক।

স্বধিচরণ (ত্রি) সুন্দর বিচরণ।

স্বধিত (ত্রি) সুহিত।

স্বধিতি (পুং স্ত্রী) স্বং দিয়তি দধাতীতি বি-ক্তিচ্। ১ কুঠার। (অমর) ২ বজ্র। (নিঘণ্টু ২।৮।২২) এই শব্দ তালব্য হয়।

স্বধিতিহেতিক (পুং) স্বধিতি হেতিযস্য কন্। পরশুধারী যোদ্ধা।

স্বধিতীবৎ (ত্রি) বজ্রবিশিষ্ট।

"ন চিত্রঃ স্বধিতীবান্ (ঋক্ ৯।৮৮।২)

'স্বধিতীবান্ স্বধিতিরিতি বজ্রনাম' (সায়ণ)

স্বধিষ্ঠান (ত্রি) উত্তম বসিবার স্থানযুক্ত (রথাদি)।

স্বধিষ্ঠিত (ত্রি) ১ উত্তমরূপে অবস্থিত। ২ (হস্তীতে) ভাল করিয়া বসা।

স্বধীত (ক্লী) স্বাধ্যায়, বেদপাঠ, শোভন অধ্যয়ন।

"ন মন্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যে বা স্বধীতে বা ফলোদয়ঃ।" (রামায়ণ)

স্বধীতি (ত্রি) সু শোভনা অধীতি অধ্যয়নং যস্য। স্বাধ্যায়যুক্ত, যাঁহারা বেদপাঠ করেন।

স্বধুর্ (ত্রি) ১ উত্তম ধুরাযুক্ত। (ক্লী) ২ সামভেদ।

স্বধৃতি (স্ত্রী) ভাল করিয়া ধারণ।

স্বধৈনব (ত্রি) ধেনুসম্বন্ধীয় সোম, ধেনু দ্বারা ক্রীত। "পিব স্বধৈনবানামৃত" (ঋক্ ৮।৩২।২০) 'স্বধৈনবানাং স্বধৈনবান্ স্বভূতপয়সো ধেনোঃ সম্বন্ধিঃ সোমান্ ধেন্বা ক্রীতানিত্যর্থং' (সায়ণ)

স্বধ্বর (পুং) সু শোভনঃ অধ্বরঃ। শোভনযজ্ঞ, উত্তম যজ্ঞ।

"যত্তেজসাহং সুসমিদ্ধতেজা
হব্যং বহে স্বধ্বব আজ্যসিক্তং।" (ভাগবত ৪।৭।৪১)

'স্বধ্বরে প্রশস্তাধ্বরে' (স্বামী) (ত্রি) ২ সুন্দর যজ্ঞযুক্ত। ৩ শোভনযাগযুক্ত অগ্নি। "ইদ্ধতে হব্যবাহং স্বধ্বর" (ঋক্ ১।৪৪।৮) 'স্বধ্বরশোভনযাগযুক্তাগ্নে' (সায়ণ)

স্বধ্বর্য্যু (ত্রি) প্রশস্ত অধ্বর্য্যুবিশিষ্ট।

স্বন্, শব্দ। ভ্বাদি পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্বনতি। লোট্ স্বনতু। লিট্ সস্বান, সস্বনতুঃ, স্বেনতুঃ। লুট্ স্বনিতা, লৃট্ স্বনিষ্যতি। লুঙ্ অস্বনীৎ, অস্বানীৎ। সন্ সিস্বনিষতি। যঙ্ সংস্বন্যতে। যঙ্-লুক্ সংস্বন্তি। ণিচ্ স্বনয়তি। ঘটাদি স্থলে স্বনয়তি হইবে, ঘটাদি ভিন্ন অন্য স্থলে স্বানয়তি। লুঙ্ অসস্বনৎ। অব+বি+স্বন=সশব্দ ভোজন। স্বন, ধ্বনি, শব্দ। অদন্ত চুরাদি। পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্বনয়তি।

স্বন (পুং) স্বননমিতি স্বন শব্দে (স্বনহসোর্ব্বা। পা ৩।৩।৬২) ইতি অপ্। শব্দ। "আকাশে দুন্দুভীনাঞ্চ বভূব তুমুলঃ স্বন।" (ভারত ১।১২৩।৪৬)

স্বনচক্র (পুং) রতিবন্ধবিশেষ। লক্ষণ—

"বৃস্থা বাহূ তথা কণ্ঠং পাদতোঽপি শিরঃ স্থিতঃ।
গূঢ়শ্চ কাময়েৎ কামী স্বনচক্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

স্বনদ্রথ (ত্রি) শব্দায়মান রথযুক্ত। "সৌভাগাসঙ্গস্য স্বনদ্রথঃ" (ঋক্ ৮।১।৭২) 'স্বনদ্রথঃ শব্দায়মানরথঃ' (সায়ণ)

স্বনন্দা (স্ত্রী) দুর্গা। (হেম)

স্বনয় (পুং) ভাবজব্যের পুত্রভেদ। (ঋক্ ১।১২৬।৩)

স্বনবৎ (ত্রি) স্বন অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। শব্দবিশিষ্ট, শব্দযুক্ত।

স্বনামন্ (ক্লী) স্বস্য নাম। ১ আপনার নাম। (ত্রি) ২ আপনার নামযুক্ত। যে পুরুষ আপনার নামে বিখ্যাত, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

"স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ পিতৃনামা চ মধ্যমঃ।
অধমঃ শ্বশুরনামা শ্যালনামা ধমাধমঃ॥" (উদ্ভট)

স্বনি (পুং) স্বন-ইন্। শব্দ। (হেম)

স্বনিত (ক্লী) স্বন-ক্ত। ১ গর্জ্জিত, মেঘশব্দ। (ত্রি) ২ ধ্বনিত।

স্বনিতাহ্বয় (পুং) স্বনিতং আহ্বয়তে ইতি আ-হ্বে-অচ্। তণ্ডুলীয় শাকক্ষুপ। (রাজনি°)

স্বনিষ্ঠ (ত্রি) স্বকর্ম্মা, নিজকর্ম্মশীল।

স্বনীক (ত্রি) শোভনজ্বালরূপ সেনাযুক্ত। (ঋক্ ২।১।৮)

স্বনুগুপ্ত (ত্রি) আত্মগুপ্ত, আত্মরক্ষিত।

স্বনুরক্ত (ত্রি) অতিশয় অনুরক্ত, অত্যন্ত অনুরাগবিশিষ্ট।

স্বনুষ্ঠিত (ত্রি) সু-অনু-স্থা-ক্ত। উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত, যাহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করা হইয়াছে।

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।"
(ভাগবত ১।২।৮)

স্বনোৎসাহ (পুং) স্বনেন উৎসাহো যস্য। গণ্ডক, গণ্ডার। (রত্না°)

স্বন্ত (ত্রি) সু শোভনোঽন্তো যস্য। যাহার অন্ত শোভন।

স্বন্ন (ক্লী) সু শোভনং অন্নং। শোভনান্ন।

"প্রাদাৎ স্বন্নঞ্চ বিপ্রেভ্যঃ প্রজাতীর্থে সতীর্থবিৎ॥"
(ভাগব° ১।১২।১৪)

স্বপ্, শয়ন, নিদ্রা। অদাদি পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ স্বপিতি স্বপিতঃ স্বপন্তি। লিঙ্ স্বপ্যাৎ। লঙ্ অস্বপীৎ, অস্বপৎ। অস্বপিতাং অস্বপন্। অস্বপীঃ, অস্বপঃ। লিট্ সুস্বাপ। সুষুপতুঃ। সুষুপিথ, সুস্বপ্থ। লুট্ স্বপ্তা। লৃট্ স্বপ্স্যতি। আশীর্লিঙ্ সুপ্যাৎ। লুঙ্ অস্বাপ্সীৎ, অস্বাপ্তাং অস্বাপ্সুঃ। সন্ সুষুপ্সতি। যঙ্ সোষুপ্যতে। যঙ্-লুক্ সাস্বপ্তি। ণিচ্ স্বাপয়তি। লুঙ্ অসূষুপৎ।

স্বপক্ষ (পুং) স্বস্য পক্ষঃ। আপনার পক্ষ।

স্বপতি (পুং) ১ গোস্বামী। "স্বপতিশ্ছন্দয়তে" (ঋক্ ১০।২৭।৮) 'স্বপতিঃ স্বানাং গবাং স্বামী' (সায়ণ) স্বস্য পতিঃ। ২ নিজের পতি।

স্বপতিত (ত্রি) আপনা হইতে পতিত, যাহা নিজে পড়িয়া গিয়াছে। (বৃহৎস° ৬৯।৩)

স্বপত্য (ক্লী) শোভন আপতনের হেতুভূত কর্ম্ম।

"যৎ স্বপত্যায় বৃজ্যতেঽর্কঃ" (ঋক্ ১।৮৩।৬)
'স্বপত্যায় শোভনাপতনহেতুভূতায় কর্ম্মণে' (সায়ণ)
(ত্রি) ২ শোভন অপত্যযুক্ত।

স্বপন (ক্লী) স্বপ-ল্যুট্। নিদ্রা, স্বপ্ন।

স্বপস্ (ত্রি) শোভনকর্ম্মা, শোভনকার্য্যকারী ত্বষ্টা।

"হিরণ্ময়ং সহস্রসৃষ্টিং স্বপা অবর্ত্তয়ৎ" (ঋক্ ১।৮৫।৯)
'স্বপাঃ শোভনকর্ম্মা' (সায়ণ)

স্বপস্যা (স্ত্রী) শোভন কর্ম্মযোগ্যা। "ইন্দ্রং তমহ্বে স্বপস্যয়া ধিয়া" (ঋক্ ১।৫২।৩) 'স্বপস্যয়া শোভনকর্ম্মযোগ্যয়া' (সায়ণ)

স্বপিণ্ডা (স্ত্রী) পিণ্ডখর্জ্জুরী। (রাজনি°)

স্বপিতিকর্ম্মন্ (পুং) স্বপিতি ইতি কর্ম্ম যস্য। শয়নকর্ত্তা, ইহার বৈদিকপর্য্যায়—স্বপিতি, স্বস্ত্রি। (নিঘণ্টু ৩ অঃ)

স্বপিতৃ (ত্রি) নিজ পিতৃলোকসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ নিজ পিতা।

স্বপুর (ক্লী) স্বস্য পূঃ অচ্ সমাসান্তঃ। নিজের পুর।

স্বপুরস্ (অব্য) নিজের পুরী।

স্বপূর্ণ (ত্রি) স্বেনৈব পূর্ণঃ। যিনি আপনা হইতেই পূর্ণ।

"শ্রিয়মনুচরতীং তদর্থিনশ্চ
দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ।" (ভাগবত ৪।৩১।২২)

স্বপ্তব্য (ত্রি) স্বপ-তব্য। নিদ্রার্হ, নিদ্রার উপযুক্ত।

স্বপ্ন (পুং) স্বপ (স্বপো নন্। পা ৩।৩।৯১) ইতি নন্। ১ নিদ্রা।

"তস্মান্ন জাগৃয়াদ্রাত্রৌ দিবা স্বপ্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
জ্ঞাত্বা দোষকরাবেতৌ বুধঃ স্বপ্নং বিবর্জ্জয়েৎ॥" (সুশ্রুত)

রাত্রিকালে জাগরণ এবং দিবাভাগে নিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। ২ নিদ্রাবস্থায় বস্তুদর্শন, নিদ্রিত ব্যক্তির বিজ্ঞান, নিদ্রাবস্থায় বিষয়ানুভব। নিদ্রিতাবস্থায় জাগৎকালের ন্যায় যে বিষয়ানুভব হয়, তাহাকে স্বপ্ন কহে। দর্শনশাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে যে, এই সংসার স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেরূপ প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভূত হয়, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের পর আর সেই বস্তুর সত্তা থাকে না, সেইরূপ অজ্ঞানে আবদ্ধ জীব সুখ,দুঃখ ও মোহে অভিভূত হইয়া সুখী, দুঃখী, মুগ্ধ ইত্যাকার জ্ঞানে আবদ্ধ আছে, বাস্তবিক পক্ষে ইহা জীবের ধর্ম্ম নহে। নিদ্রাভঙ্গের পর যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু থাকে না, তদ্রূপ অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে তাহার সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক সংসার থাকে না।

"স্বপ্নে যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতিন তু বাস্তবী।" (সাংখ্যভাষ্য)

পূর্ব্বদেহে অনুভূত বিষয় সকল নিদ্রিতাবস্থায় রজোযুক্ত মনঃ দ্বারা শুভাশুভ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাকে স্বপ্ন কহে। অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় পুরুষের পূর্ব্বানুভূত বিষয় সকল মন রজোগুণ দ্বারা চালিত হইয়া শুভাশুভ বিষয় সকল প্রকাশ করে, ঐ সকল বিষয় ঠিক জাগ্রদবস্থার ন্যায় অনুভূত হয়। তাহাই স্বপ্ন নামে অভিহিত। যে সকল বিষয় কখন দৃষ্ট, অনুভূত বা শ্রুত হয় নাই, তাদৃশ বস্তু স্বপ্নে দেখা যায় না।

"পূর্ব্বদেহানুভূতাংস্তু ভূতাত্মা স্বপতঃ প্রভুঃ।
রজোযুক্তেন মনসা গৃহ্লাত্যর্থান্ শুভাশুভান্॥
করণানাস্তু বৈকল্যে তমসাভিপ্রবর্দ্ধিতে।
অস্বপন্নপি ভূতাত্মা প্রসুপ্ত ইব চোচ্যতে॥" (সুশ্রুত শা° ৪অ°)

নিদ্রিতাবস্থায় যে সকল বিষয় অনুভূত হয়, ঐ সকল বিষয় দ্বারা মানবের শুভাশুভ ফল জানিতে পারা যায়। বৈদ্যক, জ্যোতিষ এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে স্বপ্নফলের বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিত আছে,অতি সংক্ষেপে আমরা তাহার আভাস দিতেছি—

নন্দ ভগবানের নিকট স্বপ্নফলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, কোন্ কোন্ স্বপ্ন ফলবান্ এবং কোন্ কোন্ স্বপ্ন নিষ্ফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই স্বপ্নাধ্যায় শ্রবণ করিলে মানব গঙ্গাস্নানের ফললাভ করে।

"স্বপ্নাধ্যায়ং প্রবক্ষ্যামি বহুপুণ্যফলপ্রদং।
স্বপ্নাধ্যায়ং নরঃ শ্রুত্বা গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥
স্বপ্নস্তু প্রথমে যামে সম্বৎসরফলপ্রদঃ।
দ্বিতীয়ে চাষ্টভির্মাসৈস্ত্রিভির্মাসৈস্তৃতীয়কে॥
চতুর্থে চার্দ্ধমাসেন স্বপ্নঃ স্যাত্তু ফলপ্রদঃ।
দশাহে ফলদঃ স্বপ্নোঽপ্যরুণোদয়দর্শনে॥
প্রাতঃস্বপ্নস্য ফলদস্তৎক্ষণং যদি বোধিতঃ।
দিনে মনসি যদ্দৃষ্টং তৎ সর্ব্বঞ্চ লভেদ্ধ্রুবং॥
চিন্তাব্যাধিসমাযুক্তো নরঃ স্বপ্নঞ্চ পশ্যতি।
তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং তাত প্রযাত্যেব ন সংশয়ঃ॥
জ্বরো মূত্রপুরীষেণ পীড়িতশ্চ ভয়াকুলঃ।
দিগম্বরো মুক্তকেশো ন লভেৎ স্বপ্নজং ফলং॥
দৃষ্ট্বা স্বপ্নঞ্চ নিদ্রালুর্যদি নিদ্রাং প্রযাতি চ।
বিমূঢ়ো ব্যক্তিচেদ্রাত্রৌ ন লভেৎ স্বপ্নজং ফলং॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° জন্মখ° ৭৭অ°)

রাত্রির প্রথমে স্বপ্ন দেখিলে এক বৎসরে ফলপ্রদ হয়, দ্বিতীয় যামে আট মাসে, তৃতীয় যামে তিন মাসে, চতুর্থ যামে অর্দ্ধ মাসে ও অরুণোদয়কালে স্বপ্নদর্শনে দশাহ-মধ্যে তাহার ফল হয়। আর প্রাতঃকালে স্বপ্ন দর্শন করিয়া জাগ্রত হইলে সেই স্বপ্ন তৎক্ষণাৎ ফলপ্রদ হয়। চিন্তা-ব্যাধি-সমাকুল মানব দিবা-ভাগে মনে মনে যে সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করে, স্বপ্নযোগে তৎসমুদায়ই দর্শন করিয়া থাকে। সুতরাং সেই সকল স্বপ্ন নিষ্ফল হয়। মূত্র বা পুরীষে জড়ীভূত, পীড়িত, ভয়াকুল, উলঙ্গ, বা মুক্তকেশ পুরুষের স্বপ্নজ ফল লাভ হয় না। নিদ্রালু ব্যক্তি যদি স্বপ্নদর্শনের পর পুনরায় নিদ্রিত হয়, অথবা বিমূঢ়তা বশতঃ তাহা রাত্রিতেই প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্বপ্নজ ফল লাভ হয় না।

স্বপ্ন দেখিয়া তাহা কাশ্যপগোত্রীয় ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিতে নাই, প্রকাশ করিলে দুর্গতি, নীচ ব্যক্তির নিকটে বলিলে ব্যাধি এবং শত্রুর নিকট বলিলে ভয় প্রাপ্ত হয়। আর মূর্খের নিকটে প্রকাশে কলহ, কামিনীর নিকট প্রকাশে ধনহানি ও রাত্রিকালে প্রকাশে চৌরভয় হয়। স্বপ্নদর্শনের পর নিদ্রাগত হইলে শোক এবং পণ্ডিত সকাশে স্বপ্নবিবরণ ব্যক্ত করিলে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সুস্বপ্ন—মনুষ্য, গো, হস্তী, অশ্ব, অট্টালিকা, পর্ব্বত ও বৃক্ষে আরোহণ এবং ভোজন ও রোদন ইত্যাদি স্বপ্ন দেখিলে ধন লাভ হয়। স্বপ্নযোগে বীণা গ্রহণ করিলে শস্যপূর্ণা ভূমি লাভ, স্বপ্নে যদি শস্ত্রাস্ত্রে বিদ্ধ ও ব্রণে ক্লিষ্ট হয় এবং গাত্রে কৃমি, বিষ্ঠা ও রুধির দর্শন করে, তাহা হইলে অর্থ লাভ হয়। যে ব্যক্তি

স্বপ্নাবস্থায় অগম্যাগমন করে, তাহার ভার্য্যালাভ হয়। যে নদ্যকে প্রবেশ বা মূত্রসিক্ত শুক্র পান করে, যে মানব স্বপ্নযোগে নগরে গিয়া কিংবা রক্তসমুদ্র-মধ্যে পতিত হইয়া রক্ত পান করে, সেই ব্যক্তি বিপুল অর্থ ও শুভবার্ত্তা প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নে গজ, নৃপ, সুবর্ণ, বৃষভ, ধেনু, দীপ, অন্ন, ফল, পুষ্প, কন্যা, পুত্র, রথ ও ধ্বজ দর্শন করিলে কুটুম্ব, কীর্ত্তি, ও বিপুল সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। পূর্ণকুম্ভ, ব্রাহ্মণ, বহ্নি, পুষ্প, তাম্বূল, দেবমন্দির, শুক্ল ধান্য, নট ও বেশ্যা দর্শন করিলে সম্পত্তি লাভ হয়। গোক্ষীর ও ঘৃতদর্শনে প্রার্থনীয় বস্তু, পুণ্য ও ধনলাভ হয়। মানব যদি স্বপ্নে পদ্মপত্রে পায়স, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও মিষ্টান্ন ভোজন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রাজা হয়। যে স্বপ্নে পক্ষী ও মনুষ্যমাংস ভোজন করে, তাহার বহু অর্থলাভ, শুভবার্ত্তা ও বাঞ্ছিত ফল সিদ্ধি হইয়া থাকে। স্বপ্নে ছত্র ও পাদুকা এবং তীক্ষ্ণ অসি লাভ করিলে পথভ্রমণ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে ভেলায় চড়িয়া সন্তরণ করে, সে সকলের প্রধান হয়। ফলবান্ বৃক্ষদর্শনে নিশ্চয় ধনলাভ ঘটে। স্বপ্নে সর্প দৃষ্ট হইলে অর্থলাভ ও চন্দ্র সূর্য্য দর্শনে ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ হয়। স্বপ্নে বড়বা, কুক্কুটী ও ক্রৌঞ্চীদর্শনে ভার্য্যালাভ, নিগড়বন্ধনে প্রতিষ্ঠা ও পুত্রলাভ; স্বপ্নযোগে নদীতটে সবস বা বিশীর্ণ পদ্মপত্রে দধিযুক্তান্ন বা পায়স ভোজন করিলে রাজা; স্বপ্নে জলৌকা, বৃশ্চিক বা সর্প দর্শন হইলে ধন, পুত্র, বিষয় ও প্রতিষ্ঠালাভ; শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, শূকর বা বানরগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে রাজ্য বা বিপুল ধনলাভ; মৎস্য, মাংস, মৌক্তিক, শঙ্খ, চন্দন বা হীরক-দর্শনে বিপুল ধনলাভ; সুরা, রুধির, স্বর্ণ, বা বিষ্ঠাদর্শনে ধন, দেবপ্রতিমা বা শিবলিঙ্গদর্শনে ধন ও বিজয়; ফলযুক্ত বিল্ববৃক্ষ বা পুষ্পিত আম্রবৃক্ষদর্শনে ধন; প্রজ্বলিত অগ্নিদর্শনে ধন, বুদ্ধি ও সম্পত্তিলাভ; আমলক, ধাত্রীফল ও উৎপলদর্শনে ধনাগম এবং দেবতা, দ্বিজ, গো, পিতৃগণ ও ব্রহ্মচারিদর্শনে অর্থলাভ ও শুভ ফললাভ হয়। স্বপ্নযোগে শুক্লমাল্যানুলেপনা শুক্লাম্বরধরা রমণী যাহাকে আলিঙ্গন করে, তাহার সকল প্রকার সুখ ও সম্পত্তি লাভ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে পীতমাল্যানুলেপনা পীতাম্বরধারিণী রমণীকে আলিঙ্গন করে, তাহার কল্যাণ লাভ হয়। স্বপ্নে ভস্ম, অস্থি ও কার্পাস ভিন্ন সমুদায় শুক্ল বস্তুই প্রশংসিত হইয়াছে।

রত্নভূষণভূষিতা সস্মিতা দিব্যাঙ্গনা ব্রাহ্মণপত্নী গৃহে উপস্থিত হইতেছেন, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে পরম মঙ্গল ও সম্পত্তি লাভ হয়। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রাহ্মণী ও দেবকন্যা প্রভৃতির মধ্যে যাহাকে কোন ফল দান করেন, তাহার পুত্র লাভ হয়। স্বপ্নে ব্রাহ্মণকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতে দেখিলে তাহার পদে পদে সুখ, সম্মান ও গৌরব লাভ এবং স্বপ্নে যদি কেহ অকস্মাৎ উৎকৃষ্টা রতি লাভ করে, তাহা হইলে তাহার ভূমি ও উৎকৃষ্টা ভার্য্যা লাভ হয়। হস্তিশুণ্ড দ্বারা উত্তোলন করিয়া মস্তকে স্থাপিত করিতেছে, যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার রাজ্যলাভ হয়। কোন ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া আলিঙ্গন করিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে তীর্থস্নানের ফললাভ ও শ্রীযুক্ত হইয়া থাকে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ যে পুণ্যবান্‌কে পুষ্প দান করেন, সে জয়যুক্ত, যশস্বী, ধনী ও সুখী হয়। মানব স্বপ্নে তীর্থ ও রত্নগৃহসমূহ দর্শন করিলে তীর্থস্নানের ফলভাগী ও ধনী এবং কেহ কাহাকে পূর্ণ কলস দান করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে পুত্রসম্পত্তি ও বাসস্থান লাভ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে কোন সুন্দরী রমণীকে হস্তে কুড়ব ও আঢ়ক ধারণ করিয়া গৃহে আগমন করিতে অবলোকন করে, তাহার নিশ্চয়ই লক্ষ্মী লাভ হয়। যে মানব কোন দিব্যস্ত্রীকে গৃহে আগমনপূর্ব্বক পুরীষ ত্যাগ করিতে দেখে, তাহার অর্থলাভ এবং দারিদ্র্যদুঃখ অপগত হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে ব্রাহ্মণীর সহিত কোন ব্রাহ্মণকে কিংবা পার্ব্বতীর সহিত শম্ভুকে, অথবা নারায়ণের সহিত লক্ষ্মীকে নিজগৃহে আগমন করিতে, কিংবা কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণীকে ধান্য বা পুষ্পাঞ্জলি দান করিতে দর্শন করে, তাহার পরম সম্পত্তি লাভ ও সর্ব্ব-প্রকারে সুখ হয়। স্বপ্নে বিপ্রদত্ত মুক্তাহার, পুষ্পমালা ও চন্দন লাভ করিলে তাহার অতুল সম্পত্তি; গোরোচনা, পতাকা, হরিদ্রা বা ইক্ষুদণ্ড লাভ হইলে, সেই ব্যক্তি অতুল সম্পত্তিলাভ ও সকল প্রকারে সুখী এবং স্বীয় মস্তকে কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী ছত্র বা শুক্লমাল্য দান করিতেছেন, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে, সেই ব্যক্তি রাজা হয়। পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় শুক্ল মাল্যযুক্ত ও শুক্ল গন্ধে অনুলিপ্ত হইয়া রথে চড়িয়া দধি বা পায়স ভোজন করিলে নৃপতি হইয়া থাকে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী সুধা, দধি বা প্রশস্ত পাত্র যাহাকে দান করেন, সে নিশ্চয় রাজত্ব লাভ করে। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে রত্নাভরণভূষিতা অষ্টবর্ষীয়া কুমারীকে আপনার প্রতি প্রসন্না হইতে দেখে, তাহার প্রতি পার্ব্বতী পরিতুষ্টা হন, এজন্য সে যশস্বী, ধনবান্, প্রজাবান্ ও পণ্ডিত হয়। স্বপ্নযোগে শুক্ল বা পীতবসনধারিণী রত্নাভরণভূষিতা রমণী যাহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন সেও পণ্ডিত হয়।

ঐ প্রকার রমণী স্বপ্নে যে পুণ্যবান্ পুরুষকে পুস্তক দান করেন সেই ব্যক্তি বিশ্ববিখ্যাত কবীন্দ্র ও পণ্ডিতেশ্বর হইয়া থাকে। ঐ রূপ রমণী পুত্রকে মাতার ন্যায় যাহাকে অধ্যয়ন করান, সেই ব্যক্তি সরস্বতীর পুত্র তুল্য হয়, তাহার সমান পণ্ডিত আর কেহই থাকে না। পুত্রকে পিতার ন্যায় স্বপ্নে যাহাকে কোন ব্রাহ্মণ পাঠ করান এবং প্রীতমনে পুস্তক দান করেন, সেও অদ্বিতীয়

পণ্ডিত হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে পথিমধ্যে বা যে কোন স্থানে পুস্তক প্রাপ্ত হয়, সে পৃথিবীতলে বিখ্যাত পণ্ডিত ও যশস্বী হয়।

স্বপ্নযোগে যাহাকে কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী মহামন্ত্র দান করেন, সেই পুরুষ প্রাজ্ঞ, ধনবান্, গুণবান্ ও সুখী হইয়া থাকে। স্বপ্নে যাহাকে কোন ব্রাহ্মণ মন্ত্র বা শিলাময়ী প্রতিমা দান করেন, তাহার মন্ত্র সিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে ব্রাহ্মণীগণ বা ব্রাহ্মণ-সমূহকে দর্শনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাহাদিগের নিকটে আশীর্ব্বাদ লাভ করে, সে রাজেন্দ্র কিম্বা কবিত্বশালী পণ্ডিত হয়। স্বপ্নে যে কোন ব্রাহ্মণ যাহাকে পরিতুষ্ট হইয়া শুক্ল মাল্যযুক্ত ভূমি দান করেন, সেই ব্যক্তি পৃথিবীপতি হইয়া থাকে। কোন ব্রাহ্মণ রথে লইয়া নানা প্রকার স্বর্গ দর্শন করাইতেছেন, এইরূপ স্বপ্ন দৃষ্ট হইলে সে চিরজীবী হয়। প্রতিদিন তাহার ধন ও আয়ু বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মানব যদি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে যে, কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কন্যাদান করিতেছে, তাহা হইলে সে ধনাঢ্য ভূপতি হয়। স্বপ্নে সরোবর, সমুদ্র, নদ বা নদী এবং শুক্ল সর্প বা শুক্ল পর্ব্বত দর্শন করিলে অতুল সম্পত্তিশালী হয়।

যে ব্যক্তি স্বপ্নে মৃত মনুষ্য দর্শন করে, সে দীর্ঘজীবী, রোগী ব্যক্তিকে দেখিলে অরোগী, সুখীকে দেখিলে দুঃখী, এবং দুঃখীকে দেখিলে সুখী হইয়া থাকে। স্বপ্নে কোন দিব্যাঙ্গনা যাহাকে বলেন, তুমি আমার স্বামী হও, সেই ব্যক্তি স্বপ্ন দর্শনান্তে জাগরিত হইলে নিশ্চয় রাজা হইয়া থাকে। স্বপ্নে বালিকা, ইন্দ্রধনু, শুক্ল মেঘ দর্শন এবং স্ফটিকমালা প্রাপ্ত হইলে মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। স্বপ্নে কোন বিপ্র যাহাকে বলেন যে, তুমি আমার দাস হও, সেই ব্যক্তি হরিভক্তি লাভ করিয়া পরম বৈষ্ণব হয়। ইহা ভিন্ন স্বপ্নে ব্রাহ্মণ, হরি, শম্ভু, ব্রাহ্মণী, কমলা, শিবা, শুক্লবেশধারিণী স্ত্রী, বেদমাতা, জাহ্নবী, সরস্বতী, গোপিকা-বেশধারিণী বালিকা, রাধিকা, বালক ও বালগোপালমূর্ত্তি দর্শন শুভজনক হয়। এই জন্য এই সকল স্বপ্ন সুস্বপ্ন। পূর্ব্বোক্ত রূপে সুস্বপ্নফল নিরূপণ করিতে হয়। (ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৭৭ অ°)

দুঃস্বপ্ন—সুস্বপ্ন দেখিলে যেমন নানা প্রকার শুভফল হয়, তদ্রূপ দুঃস্বপ্ন দেখিলে রোগ, শোক প্রভৃতি নানা প্রকার অমঙ্গল হয়। নন্দ ভগবানের নিকট সুস্বপ্নের বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া দুঃস্বপ্নের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে সানন্দে হাস্য করে, বিবাহ বা নৃত্য দর্শন অথবা গীত শ্রবণ করে, নিশ্চিত তাহার বিপত্তি হয়। স্বপ্নে দন্তে দন্তঘর্ষণ ও কোন ব্যক্তিকে বিচরণ করিতে দেখিলে ধনহানি এবং শারীরিক পীড়া হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তৈলাভ্যক্ত হইয়া খর, উষ্ট্র বা মহিষে আরোহণপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে গমন করে, তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়।

যদি কেহ স্বপ্নযোগে চূর্ণ জবাপুষ্প, অশোক পুষ্প, করবীর পুষ্প, তৈল বা লবণ দর্শন করে, তাহার বিপত্তি হইয়া থাকে। আর নগ্না, কৃষ্ণবর্ণা, ছিন্ননাসা নারী, শূদ্র, বিধবা রমণী, কপর্দ্দক ও তালফল এই সকল স্বপ্ন দেখিলে শোক উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় রুষ্ট ব্রাহ্মণ বা কুপিতা ব্রাহ্মণীকে দেখে, তাহার নিশ্চয় বিপত্তি এবং গৃহ হইতে লক্ষ্মী গমন করেন। স্বপ্নে রক্তবর্ণ বনপুষ্প, সুপুষ্পিত পলাশবৃক্ষ, এবং কার্পাস ও শুক্ল বস্ত্র দর্শনে বিপত্তি, এবং কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানা কোন কামিনীকে গীত ও নৃত্য করিতে দেখিলে বা কৃষ্ণবর্ণা বিধবা স্ত্রীকে দর্শন করিলে অচিরে মৃত্যু হয়। যদি কেহ স্বপ্নে নিজাধিকৃত দেশে দেবগণকে নৃত্য, গীত, হাস্য বা আস্ফোটন করিতে দেখে, তাহা হইলে তাহার দেশ উৎসন্ন যায়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে কোন ব্যক্তিকে মূত্র, পুরীষ, পিত্তল, রৌপ্য ও সুবর্ণ বমন করিতে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি দশ-মাস মাত্র জীবিত থাকে। স্বপ্নে কৃষ্ণাম্বরধারিণী স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিলে তাহার মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে মৃগ অথবা মনুষ্যের মৃতবৎস বা মুণ্ড প্রাপ্ত হয় এবং যে অস্থিমালা লাভ করে, নিশ্চয় তাহার বিপত্তি হইয়া থাকে। স্বপ্নযোগে ঘৃত, ক্ষীর, মধু, তক্র বা গুড় দ্বারা অভ্যক্ত হইলে পীড়া হয়, যে ব্যক্তি খর বা উষ্ট্রসংযুক্ত রথে একাকী আরূঢ় হইয়া জাগরিত হয়, তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত হয়। যে মানব স্বপ্নে রক্তমাল্যানুলেপনা রক্তাম্বর-ধারিণী নারীকে আলিঙ্গন করে, নিশ্চয়ই তাহার ব্যাধি হয়। স্বপ্নে পতিতনখ, কেশ, নির্ব্বাণ অঙ্গার ও ভস্মপূর্ণ চিতা দর্শন করিলে মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় শ্মশানস্থ তৃণ, কাষ্ঠ, শুষ্ক তৃণরাশি, লৌহ কিংবা কিঞ্চিৎ কৃষ্ণা মসী দর্শন করিলে নিশ্চয় দুঃখ লাভ হয় এবং পাদুকা, ফলক, রক্তপুষ্পমাল্য, মাষ, মসূর বা মুদ্গ দর্শনে ব্রণরোগ হয়। কঙ্কপক্ষী, গৃধ্র, কাক, ভল্লুক, বানর, পূয় ও গাত্রমল দর্শন করিলে ব্যাধি হয়। ভগ্ন পাত্র, অন্ধ, শূদ্র, গলৎকুষ্ঠরোগী, রক্তাম্বরধারী জটিল পুরুষ, শূকর, মহিষ, খর, ঘোর অন্ধকার কিংবা ভয়ঙ্কর মৃতজীব, যোনি বা লিঙ্গ দর্শন করিলে নিশ্চয় বিপত্তি হইয়া থাকে। মানব স্বপ্নে কুরূপ, কুবেশধারী ম্লেচ্ছ কিংবা পাশহস্ত ভয়ঙ্কর যমদূত দেখিলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, বালক-বালিকা, পুত্র-কন্যা সংক্রান্ত কোন বস্তু বিদায় করিতেছে, এরূপ স্বপ্নদর্শন করিলে দুঃখ হয়। কৃষ্ণপুষ্পমালা, শস্ত্রধারী সৈন্য বা বিকৃতাকারা ম্লেচ্ছরমণী দর্শন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু হয়। স্বপ্নে নৃত্য, গীত, বাদ্য, রক্তবস্ত্রধারী গায়ক, মৃদঙ্গবাদ্য ও আনন্দোৎসব-দর্শনে দুঃখ লাভ, মৃতদেহ-দর্শনে মৃত্যু, মৎস্যাদিধারণে ভ্রাতৃ-

নিধন, ছিন্ন পুরুষ, কবন্ধ বা মুক্তকেশ বিকৃত পুরুষকে ক্ষিপ্র নৃত্য করিতে দেখিলে মৃত্যু হয়। স্বপ্নে মৃত পুরুষ, মৃতা নারী অথবা কৃষ্ণকায় ভয়ানক ম্লেচ্ছ যাহাকে আলিঙ্গন করে, তাহার মৃত্যু হয়। স্বপ্নযোগে যাহার দন্ত ভগ্ন ও কেশ পতিত হয়, তাহার ধনহানি বা শারীরিক পীড়া হয়।

স্বপ্নে শৃঙ্গিগণ, দংষ্ট্রীগণ বা বাণশিক্ষার্থী বাণধারী মানবগণ যাহার প্রতি উপদ্রব করে, তাহার রাজকুল হইতে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে এবং পতিত ছিন্নবৃক্ষ, শিলাবৃষ্টি, তুষ, ক্ষুর, রক্তাঙ্গার, ভস্মবৃষ্টি দর্শন করিলে দুঃখ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে উচ্চ স্থান হইতে ভস্মাঙ্গারব্যাপ্ত গর্ত্তমধ্যে, ক্ষারকুণ্ডে বা চূর্ণরাশিতে পতিত হয়, অচিরে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বপ্নে যাহার মস্তক হইতে কোন দুষ্ট ব্যক্তি বলপূর্ব্বক ছত্র গ্রহণ করে, তাহার পিতৃবিয়োগ বা গুরুবিয়োগ হয়। যে ব্যক্তি তাহার গৃহ হইতে সবৎসা সুরভি ভ্রষ্টা হইয়া গমন করিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, তাহার গৃহ হইতে লক্ষ্মী অচিরে অপসৃতা হন। স্বপ্নে যমদূত বা ম্লেচ্ছগণ যাহাকে পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া গমন করে, নিশ্চিত তাহার মৃত্যু হয়। স্বপ্নযোগে কোন গণক, ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী অথবা গুরু রুষ্ট হইয়া যাহাকে শাপ প্রদান করেন, নিশ্চয় তাহার বিপত্তি হয়। স্বপ্নে বিরোধী পুরুষগণ, কাকগণ, কুক্কুরগণ বা ভল্লুকগণ আসিয়া যাহার গাত্রে পতিত হয়, অচিরে তাহার মৃত্যু হয়। স্বপ্নে মহিষগণ, উষ্ট্রগণ, শূকরসমূহ, ও গর্দ্দভনিচয় রুষ্ট হইয়া যাহার প্রতি ধাবিত হয় নিশ্চয় সেই ব্যক্তি রোগী হইয়া থাকে। এই সকল স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন। পূর্ব্বোক্ত রূপ দুঃস্বপ্ন দেখিলে বিপত্তি হইয়া থাকে। উক্তরূপ দুঃস্বপ্নদর্শনে শাস্ত্রানুসারে তাহার প্রতিকার করা বিধেয়।

দুঃস্বপ্নদর্শন-প্রতিবিধান—দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যে ব্যক্তি ঘৃতাক্ত রক্ত চন্দনকাষ্ঠের আহুতি দান ও সহস্র গায়ত্রী জপ করে, তাহার দুঃস্বপ্নসূচিত অশুভের শান্তি হয়। অথবা ভক্তি সহকারে সহস্র মধুসূদন নাম জপ করিলেও দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হইয়া থাকে। যে মানব শুচি ও পূর্ব্বাস্য হইয়া অচ্যুত, কেশব, বিষ্ণু, হরি, সত্য, জনার্দ্দন, হংস ও নারায়ণ ভগবানের এই অষ্ট নাম জপ করে, তাহার দুস্বপ্নও সুস্বপ্ন হয়। বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ, মাধব, মধুসূদন, হরি, নরহরি, রাম, গোবিন্দ ও দধিবামন এই দশনাম জপ করিলেও তাহার দুঃস্বপ্নজনিত অশুভ বিদূরিত হয়। ইহা ভিন্ন শিব, দুর্গা, গণপতি প্রভৃতি দেবতার নাম জপ করিলেও শুভ হয়।

"ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রুঁ দুর্গতিনাশিন্যৈ মহামায়ায়ৈ স্বাহা" শুচি হইয়া এই মন্ত্র জপ এবং 'ওঁ নমো মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা' এই মন্ত্র লক্ষ জপ করিলে মৃত্যুসূচক স্বপ্নদর্শনেও শতায়ু হইয়া থাকে।

দুঃস্বপ্ন দেখিলে পূর্ব্বোত্তরাস্য হইয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কাশ্যপগোত্রজ, নীচ, দুর্গত, দেবব্রাহ্মণ, নিন্দুক, মূর্খ ও অনভিজ্ঞের নিকট কখনই প্রকাশ করিবে না। মানব দিবাতে অশ্বত্থবৃক্ষ, গণক ব্রাহ্মণ, পিতৃদেবাসন, বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ও বিজ্ঞের নিকট প্রকাশ করিতে পারে। পূর্ব্বোক্তবিধানে দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হইয়া থাকে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৮২ অ°)

বৈদ্যকশাস্ত্রেও স্বপ্নদর্শনের শুভাশুভ বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, চিকিৎসক চিকিৎসাকালে রোগীর নিকট রোগভোগকালে রোগী কিরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা জানিয়া তাহার সাধ্যাসাধ্য নিরূপণ করিবেন। অতিসংক্ষেপে এ বিষয় লিখিত হইল—

স্বপ্নদর্শনে শুভাশুভ—যে রোগী বা সুস্থ ব্যক্তি বন্ধুগণকে বা আপনাকে স্বপ্নযোগে পীড়িত দেখে, কিংবা স্বপ্নে যাহার বোধ হয়, যেন সে গাত্রে ঘৃততৈলাদি স্নেহ দ্রব্য মর্দ্দনপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছে বা যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় দেখে যে, কোন রক্তবস্ত্রপরিহিতা কৃষ্ণবর্ণা ও মুক্তকেশী স্ত্রী হাস্য সহকারে তাহাকে আকর্ষণপূর্ব্বক নাচিতে নাচিতে দক্ষিণমুখে গমন করিতেছে, অথবা চণ্ডাল সকল যাহাকে দক্ষিণদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, প্রেতগণ ও সন্ন্যাসিসমূহ আলিঙ্গন করিতেছে, ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদকুল যাহার মস্তক আঘ্রাণ করিতেছে, অথবা যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে মধু বা তৈল পান করে, পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন হয়, সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দমলিপ্ত করিয়া নৃত্য ও হাস্য করে, উলঙ্গ অবস্থায় রক্তবর্ণ মালা মস্তকে ধারণ করে, যাহার বক্ষঃস্থলে বংশনল, বা তালগাছ উৎপন্ন হয়, অথবা যে ব্যক্তি স্বপ্নে মনে করে যেন মৎস্য তাহাকে গ্রাস করিতেছে, কিংবা যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অন্ধকারময় গর্ত্তমধ্যে নিপতিত হয়, নদ্যাদির স্রোতঃ দ্বারা আকৃষ্ট হয়, স্বপ্নে দেখে যে, তাহার মস্তক মুণ্ডিত হইয়াছে, অথবা যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় পরাজিত, হত বা কাকাদি দ্বারা অভিভূত হয়, যে ব্যক্তি নক্ষত্রাদির পতন, দীপ্তিনাশ, গলিতচক্ষু, দেবপ্রতিমা ও ভূমিকম্পন দর্শন করে, যাহার স্বপ্নে বমি, মলত্যাগ ও দন্তপতন দৃষ্ট হয় এবং যাহার বোধ হয় যেন স্বপ্নযোগে শাল্মলী, কিংশুক, যূপ, বল্মীক, পারিভদ্র ও বহু পুষ্পযুক্ত কোবিদারবৃক্ষে অথবা চিতায় আরোহণ করিতেছে এবং কার্পাস, পিণ্যাক, তৈল, লৌহময় দ্রব্য, লবণ, তিল, বা পক্ক অন্ন স্বপ্নে যাহার হস্তগত হয় অথবা ঐ সকল দ্রব্য যে ভক্ষণ করে, বা সুরাপান করে, যাহারা এইরূপ স্বপ্ন দেখে, তাহারা সুস্থ ও সবল থাকিলেও পীড়িত হয় এবং পীড়িত থাকিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

নিষ্ফল স্বপ্ন—যে স্বপ্ন বাতপিত্তাদির ন্যূনাধিক্য বশতঃ স্বভাবানুসারে উৎপন্ন হয়, এবং যে স্বপ্ন বিহিত অর্থাৎ শুভকর ও

যাহা চিন্তা দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং যাহা দিবাভাগে দৃষ্ট হয়, তাহাতে কোনই ফল পাওয়া যায় না।

রোগবিশেষে স্বপ্ন—স্বপ্নযোগে জ্বররোগীর কুকুরের সহিত মিত্রতা, শোষরোগীর বানরের সহিত মিত্রতা, উন্মাদরোগীর রাক্ষসের সহিত সখ্য এবং অপস্মার রোগীর প্রেতসহ সৌহৃদ্য দর্শন করিলে এবং স্বপ্নাবস্থায় অতীসাররোগী ও মেহরোগী জলপান করিলে, কুষ্ঠরোগী ঘৃততৈলাদি স্নেহ দ্রব্য পান করিলে, গুল্মরোগীর কোষ্ঠদেশে ও শিরোরোগীর মস্তকে স্থাবর বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইলে, ছর্দ্দিরোগী শষ্কুলী ভক্ষণ করিলে, শ্বাসরোগী ও তৃষ্ণারোগী ভ্রমণ করিলে, পাণ্ডুরোগী হরিদ্রাবর্ণের দ্রব্য ভক্ষণ করিলে এবং রক্তপিত্তরোগী রক্ত পান করিলে নিশ্চয়ই যম-সদনে নীত হইয়া থাকে।

দুঃস্বপ্নদর্শনে কর্ত্তব্য—পূর্ব্বে যে সকল অশুভকর স্বপ্নের কথা বলা হইল, ঐ সকল স্বপ্ন দর্শন করিলে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া অতীব যত্ন সহকারে ব্রাহ্মণগণকে মাষ, তিল, লোহ ও স্বর্ণ দান করিয়া মঙ্গলজনক মন্ত্রসকল এবং বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিবে।

রাত্রির প্রথম প্রহরে দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে অতি সাবধানে ব্রহ্মচারী হইয়া অর্থাৎ অমৈথুনাদি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক মঙ্গলকর মন্ত্র ও কোন দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে পুনরায় নিদ্রা যাইবে। দুঃস্বপ্নদর্শন করিয়া কাহাকেও বলিবে না, এবং তিন রাত্রি দেবালয়ে বাস ও ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিবে। এইরূপ করিলে দুঃস্বপ্ন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

শুভজনক স্বপ্ন—দেবতা, ব্রাহ্মণ, গো, বৃষ, জীবিত বন্ধু, রাজা, প্রজ্বলিত অগ্নি ও নির্ম্মল জল, এই সকল স্বপ্নে দেখিলে সুস্থ ব্যক্তি মঙ্গল এবং অসুস্থ ব্যক্তি পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করে। মৎস্য, মাংস, মালা, শুভ্র বস্ত্র, ও ফল স্বপ্নে দেখিলে নীরোগ ব্যক্তি ধনলাভ এবং রোগী রোগমুক্ত হইয়া থাকে। স্বপ্নে অট্টালিকা, ফলযুক্ত উচ্চ বৃক্ষ, হস্তী ও পর্ব্বত এই সকলে আরোহণ করিলে ধনলাভ এবং পীড়া নিরাকৃত হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় স্রোতোবিশিষ্ট আবিল সলিল, স্বর্ণনদী, নদ বা সমুদ্র পার হইয়া যায়, তাহার কল্যাণলাভ ও পীড়া দূর হইয়া থাকে। স্বপ্নে যে ব্যক্তিকে সর্প, জলৌকা বা ভ্রমরে দংশন করে, সে আরোগ্য ও ধন লাভ করে। পীড়িত ব্যক্তি এইরূপ শুভজনক স্বপ্নদর্শন করিলে শীঘ্র পীড়া হইতে আরোগ্য এবং নানা প্রকার সৎকার্য্য সাধন করিতে পারে। (সুশ্রুত শারীরস্থা° ৩৩ অ°)

বাভট শারীরস্থান ৬ অধ্যায়ে এই স্বপ্নের বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ গণেশখণ্ড ৩৩ ও ৩৪ অধ্যায়ে, দেবীপুরাণে ২২ অধ্যায়ে, কালিকাপুরাণে ৮৭ অধ্যায়ে ও মৎস্যপুরাণে ২৪১ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে সে সমস্ত এ স্থলে আর উল্লিখিত হইল না।

স্বপ্নকৃৎ (ত্রি) স্বপ্নং নিদ্রাং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্। তুগাগমশ্চ। ১ সুনিষণ্ণক, চালত সুষুণিশাক, এই শাকভোজনে নিদ্রা হয়, এই জন্য ইহার নাম স্বপ্নকৃৎ। (ত্রি) ২ স্বপ্নকারকমাত্র।

স্বপ্নগৃহ (ক্লী) স্বপ্নস্য নিদ্রায়া গৃহং। নিদ্রাগৃহ, শয়নাগার, যে গৃহে নিদ্রা যাওয়া যায়।

স্বপ্নজ্ (ত্রি) স্বপিতি তচ্ছীল ইতি স্বপ্ (স্বপিতৃষোর্নজিঙ্। পা ৩।২।১৭২) ইতি নজিঙ্। নিদ্রাশীল, যাহারা স্বভাবতঃ অধিক নিদ্রা যায়।

"অহং স্বপ্নক্প্রসাদেন তব বন্দারভিঃ সহ।" (ভট্টি ৭।১৫)

স্বপ্নজ্ঞান (ক্লী) স্বপ্নস্য জ্ঞানং। স্বপ্নের জ্ঞান, স্বপ্নের শুভাশুভ বিষয়ক জ্ঞান, স্বপ্নের শুভাশুভ জ্ঞান। [স্বপ্ন শব্দ দেখ]

স্বপ্নদোষ (পুং) স্বপ্নস্থ দোষঃ। নিদ্রাবস্থায় রেতঃস্খলন। স্ত্রীসহবাস করিলে যেরূপ রেতঃস্খলন হয়, স্বপ্নাবস্থায়ও কোন কামিনীসম্ভোগ হইতেছে, এইরূপ বোধ হইলে যে রেতঃস্খলন হইয়া থাকে তাহাকে স্বপ্নদোষ কহে। স্বপ্নাবস্থায় কোন কামিনীসম্ভোগ হউক বা নাই হউক, রেতঃপাত হইলেই তাহাকে স্বপ্নদোষ কহে। শুক্রই জীবের জীবন, শুক্রক্ষয় হইলে শরীরক্ষয় হইয়া থাকে। অতিরিক্ত স্ত্রী সম্ভোগাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ঘটিলে স্বপ্নদোষাদি ঘটিয়া থাকে। মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, অকামতঃ যদি ব্রহ্ম-চারীরও স্বপ্নদোষে রেতঃপাত হয়, তাহা হইলে তিনি স্নান করিয়া সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিবেন এবং "পুনর্ম্মামেত্বিন্দ্রিয়ম্" অর্থাৎ 'আমার বীর্য্য পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করুক' ইত্যাদি বেদমন্ত্র বারত্রয় জপ করিবেন।

"স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চ্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্মামিত্যৃচং জপেৎ॥" (মনু ২।১৮১)

স্বপ্নদোষ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। ইহা স্বকৃত কর্ম্মফল। নিজের দোষেই ইহা ঘটিয়া থাকে। শরীর অতিশয় গরম বা পেটের গোলমাল হইলে কখন কখন স্বপ্নদোষ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাহা ব্যাধি নহে। হস্তমৈথুন, দুষ্টযোনিগমন, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরিচালনাদি দ্বারা যে স্থানে এই ব্যাধি হয়, তাহা অতি ভয়ানক, এই দোষ ঘটিলে তাহা হইতে সকল প্রকার ব্যাধি বিশেষতঃ ক্ষয়, যক্ষ্মা এবং শিরোরোগ প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই দোষ আয়ুর্ব্বেদে পৃথক্ ব্যাধিরূপে অভিহিত হয় নাই।

ইহার ঔষধ—"বটাঙ্কুরস্য নির্য্যাসান্ মাক্ষিকেন সমন্বিতান্।
সায়ং প্রযোজ্য মতিমান্ স্বপ্নদোষং নিবারয়েৎ॥" (বৈদ্যক)

বটাঙ্কুরের নির্য্যাস মাক্ষিকের সহিত মিশ্রিত করিয়া সায়ং-কালে সেবন করিলে স্বপ্নদোষ নিবারিত হয়।

স্বপ্ননংশন (পুং) উদয় দ্বারা সকল প্রাণীর নিদ্রানাশক, আদিত্য। সূর্য্য উদিত হইলে সকলে নিদ্রা ত্যাগ করে। "য এষ স্বপ্ননংশনোঽস্তমেষি" (ঋক্ ১০।৮৬।২১) 'স্বপ্ননংশনঃ উদয়েন সর্ব্বস্য প্রাণিনঃ স্বপ্নানাং নাশয়িতা আদিত্যঃ' (সায়ণ)

স্বপ্ননিকেতন (ক্লী) স্বপ্নস্য নিকেতনং। স্বপ্নগৃহ, শয়নাগার।

স্বপ্নবিচারিন্ (ত্রি) স্বপ্নং স্বপ্নস্য শুভাশুভং বিচারয়তীতি স্বপ্ন বি চর-ণিনি। স্বপ্নবিচারকর্ত্তা, যিনি শুভাশুভ স্বপ্নের বিচার করেন। [স্বপ্ন দেখ।]

স্বপ্নস্থান (ক্লী) স্বপ্নস্য স্থানং। নিদ্রাস্থান, নিদ্রাগৃহ।

স্বপ্নান্ত (পুং) স্বপ্নস্য অন্তঃ অবসানং। প্রবোধ, জাগরণ, নিদ্রাবসান। (ছান্দোগ্যউপ° ৬।৮।১)

স্বপ্নান্তিক (ক্লী) স্বপ্নগৃহ, নিদ্রাস্থান।

স্বপ্নালু (ত্রি) স্বপ্নশীল। নিদ্রালু। (সুশ্রুত)

স্বপ্নেশ্বর, সুপ্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় বন্দ্যবংশীয় একজন দর্শনবিৎ। জনেশ্বর বাহিনীপতির পুত্র, বিশ্বানিবাস ব ভ্রাতা এবং বিশারদের পৌত্র। ইনি সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর 'প্রভা' নামে টীকা এবং শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন।

স্বপ্রকাশ (ত্রি) স্বেন প্রকাশতে ইতি কাশ-অচ্। যিনি আপনা হইতেই প্রকাশ। যাহাকে কেহ প্রকাশ করে না, আপনিই যিনি প্রকাশ হন। এক ব্রহ্মই স্বপ্রকাশ।

স্বপ্রতিকর (ত্রি) সমানকর্ম্মকারী।

স্বপ্রধান (ত্রি) আত্মনির্ভরশালী।

স্ববীজ (পুং) স্বমেব বীজং যস্য। ১ আত্মা। (শব্দরত্না°) (ক্লী) স্বং বীজং। ২ নিজবীর্য্য, নিজকারণ।

স্বব্দিন্ (ত্রি) স্বভূতশব্দ। "আ গম ইন্দ্র স্বব্দীব" (ঋক্ ৮।৩৩।২)

'স্বব্দীব স্বভূতশব্দ ইব।' (সায়ণ)

স্বভদ্রা (স্ত্রী) গাম্ভারীবৃক্ষ, চলিত গামারগাছ। (রাজনি°)

স্বভাজন (ক্লী) স্বস্য ভাজনং। আনন্দন। (অমরটীকা রায়মু°)

স্বভানু (ত্রি) স্বকীয় দীপ্তিযুক্ত। স্বীয় দীপ্তিবিশিষ্ট।

"অগ্নয়স্ত স্বভানবঃ" (ঋক্ ১।৩৭।২)

'স্বভানবঃ স্বকীয়দীপ্তিযুক্তা ভানবো যেষাং' (সায়ণ)

স্বভাব (পুং) স্বস্য ভাবঃ। স্বকীয় ভাব, পর্য্যায়—সংসিদ্ধি, প্রকৃতি, স্বরূপ, নিসর্গ, ভাব, সর্গ। (জটাধর) স্বাভাবিক অবস্থা। স্বতএব আবির্ভাবঃ, যাহা আপনা হইতে হয়।

লক্ষণ—

"বহির্হেত্বনপেক্ষী তু স্বভাবোঽথ প্রকীর্ত্তিতঃ।
নিসর্গশ্চ স্বরূপঞ্চেত্যেষোঽপি ভবতি দ্বিধা॥
নিসর্গঃ সুদৃঢ়াভ্যাসজন্য সংস্কার উচ্যতে।
অজন্যস্তু স্বতঃসিদ্ধঃ স্বরূপং ভাব ইষ্যতে॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

যাহা বাহিরের কোন প্রকার হেতুর অপেক্ষা না করিয়া আপনা হইতেই হয়, তাহাকে স্বভাব কহে। এই স্বভাব নিসর্গ ও স্বরূপভেদে দুই প্রকার। সুদৃঢ় অভ্যাস জন্য যে সংস্কার অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা যে সংস্কার হয়, তাহাকে নিসর্গ এবং যাহা অজন্য বা কোন কারণে জন্মে না, স্বতঃসিদ্ধ, তাহাকে স্বরূপ ভাব বা স্বভাব কহে।

"লোকাঃ কর্ম্মবশীভূতাস্তং কর্ম্ম যৎকৃতং পুরা।
স্বকর্ম্মণা ফলং ভুঙ্ক্তে জন্মর্জন্মান জন্মনি॥
কেচিদ্বদন্তীতি ভবেৎ স্বকৃতেন চ কর্ম্মণা।
কেচিদ্বদন্তি দৈবেন স্বভাবেনেতি কেচন॥
ত্রিবিধাশ্চ মতা বেদে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
স্বয়ঞ্চ কর্ম্মজনকস্তং কর্ম্ম দৈবকারণং।
স্বভাবো জায়তে নৃণামাত্মনঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫৭ অ°)

এই জগতের লোকসকল কর্ম্মবশীভূত, জীবগণ জগতে যে কিছু কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রে তিনটী মত লিখিত আছে, কেহ বলেন যে স্বকৃত কর্ম্মই ফল দেয়, কেহ বলেন দৈবই ফল দিয়া থাকে, আবার কেহ বলেন স্বভাবই এই ফলের দাতা। স্বয়ং যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা দৈবকারণ হয়। অতএব জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম স্বভাবরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। জীব যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহার সেই কর্ম্মজন্য সংস্কার হয়, সেই সংস্কার স্বভাবরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

"সুদিনং দুর্দ্দিনঞ্চৈব সর্ব্বং কর্ম্মোদ্ভবং ভবে।
তৎ কর্ম্ম তপসা কার্য্যং কর্ম্মণাঞ্চ শুভাশুভং॥
তপঃ স্বভাবসাধ্যঞ্চ স্বভাবোঽভ্যাসতো ভবেৎ।
সংসর্গসাধ্যোঽভ্যাসশ্চ সংসর্গঃ পুণ্যতো ভবেৎ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৪১ অ°)

সুদিন ও দুর্দ্দিন স্বীয় কর্ম্মোদ্ভূত, সেই কর্ম্ম আবার তপঃসাধ্য এবং শুভাশুভ কর্ম্ম সকল সেই কর্ম্মসাধ্য, তপস্যা স্বভাবসাধ্য, স্বভাব সংসর্গজ পুণ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব যাহার যে স্বভাব, তাহার তাহা অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই। কর্ম্মই জগতে একমাত্র সুখদুঃখের মূল। কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট হয়, এই অদৃষ্টানুসারে সংসার এবং সংসারানুসারে স্বভাব হয়, অতএব যাহার যে স্বভাব তাহার অন্যথা করিবার উপায় নাই।

"স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥

সর্ব্বস্য হি পরীক্ষান্তে স্বভাবো নেতরে গুণাঃ।
অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধি বর্ত্ততে॥" (হিতোপদেশ)
যাহার যে প্রকার স্বভাব, সে কখনও তাহা পরিত্যাগ করে না, অঙ্গারকে শত বার ধুইলেও তাহার মলিনত্ব যায় না। এইজন্য কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমে অন্যগুণ পরীক্ষা না করিয়া তাহার স্বভাব পরীক্ষা করা উচিত। কারণ স্বভাব সকলকে অতিক্রম করিয়া মস্তকে থাকে, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হয়। স্বভাবানুসারেই লোক কার্য্য করিয়া থাকে। স্বভাবই সকলকে অতিক্রম করে, কিন্তু স্বভাবকে অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

স্বভাবকৃপণ (ত্রি) স্বাভাবিক কৃপণ।

স্বভাবত্ব (ক্লী) স্বভাবস্য ভাবঃ ত্ব। স্বভাবের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রকৃতিগত ভাব, প্রকৃতিগত ধর্ম্ম।

স্বভাবজ (ত্রি) স্বভাব-জন-ড। স্বভাবজাত, স্বাভাবিক।

স্বভাবতস্ (অব্যয়) স্বভাব-তসিল্। স্বাভাবিক রূপে।

স্বভাবোক্তি (স্ত্রী) ১ স্বভাবকথন। ২ অর্থালঙ্কারবিশেষ। লক্ষণ—
"স্বভাবোক্তির্দুরূহার্থস্বক্রিয়ারূপবর্ণনং।" (সাহিত্যদ° ১০।৭৫০)
কোন বস্তুর যথাবৎ বর্ণন হইলে এই অলঙ্কার হয়। দুরূহার্থ অর্থাৎ কবিমাত্র বেদ্য অর্থের স্বক্রিয়ানুরূপ যে বর্ণন অর্থাৎ কিছুমাত্র বিকৃত না করিয়া যে স্বরূপ বর্ণন তাহাকে স্বভাবোক্তি কহে।
"লাঙ্গুলেনাভিহত্য ক্ষিতিতলমসকৃদ্দারয়ন্নগ্রপদ্ভ্যা-
মাত্মন্যেবাবলীয় দ্রুতমথ গগনং প্রোৎপতন্ বিক্রমেণ।
স্ফূর্জদ্ধুঙ্কারঘোষঃ প্রতিদিশমখিলান্ দ্রাবয়ন্নেষ জন্তূন্
কোপাবিষ্টঃ প্রবিষ্টঃ প্রতিবনমরুণোচ্ছূনচক্ষুস্তরক্ষুঃ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ১০ম পরিচ্ছেদ।)

স্বভিষ্টি (ত্রি) শোভনাভিগমনযুক্ত। "স্বভিষ্টিভূত্যোঽস্তুরিক্ষপ্রাঃ" (ঋক্ ১।৫১।১২) 'স্বভিষ্টিং শোভনাভোবণবস্তং শোভনাভিগমনমিত্যর্থঃ, ইষ্ট গতৌ ভাবে ক্তিন, শোভনা অভিষ্টিরস্য' (সায়ণ)

স্বভিষ্টিসুম্ন (ত্রি) শোভন অভিগমনীয় সুখযুক্ত।
"ইন্দ্রঃ স্বভিষ্টিসুম্নঃ" (ঋক্ ৬।২০।৮) 'স্বভিষ্টিসুম্নঃ সুষ্ঠু ভোষণীয়ান্যভিগম্যানি সুম্নানি সুখানি যেন' (সায়ণ)

স্বভূ (পুং) স্বেনৈব ভবতীতি ভূ-ক্বিপ্। ১ বিষ্ণু। ২ ব্রহ্মা।
"তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ।"
(ভাগবত ৩।১২।৫)
৩ শিব।

স্বভূতি (পুং) বায়ু। "একয়া চ দশভিশ্চ স্বভূতে" (শুক্লযজু° ২৭।৩৩) 'হে স্বভূতে হে বায়ো' (মহীধর)

স্বভূমি (স্ত্রী) স্বস্য ভূমিঃ। ১ নিজের ভূমি। (পুং) ২ উগ্রসেনের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু° ৪।১১।৫)

স্বভ্যক্ত (ত্রি) সম্যক্‌রূপে অভিষিক্ত।

স্বমেক (পুং) সম্বৎসর, বর্ষ।
"স্বমেকমেকং বরদা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা।
রুধিরেণোরণস্যেহ তর্পিতা বিধিবন্নৃপ॥" (তিথিতত্ত্ব)

স্বয়ংগুপ্তা (স্ত্রী) শূকশিম্বিকা।

স্বয়ংবর (পুং) স্বয়ং-বৃ-অচ্। স্বয়ংবরস্থান। পরস্থ ব্যক্তিগণকে আনিয়া সভা করিয়া তন্মধ্য হইতে স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বয়ং পতিগ্রহণ।

স্বয়ংবরণ (ক্লী) স্বয়ং-বৃ-ল্যুট্। ইচ্ছানুরূপ পতি, মনোনয়ন, নিজেই পতিকে বরণ।

স্বয়ংবরা (স্ত্রী) স্বয়ং বৃণীতে পতিং যা বৃ-অচ্-টাপ্। স্বেচ্ছা মত পত্যন্বেষিণী স্ত্রী, যে সকল স্ত্রী পিতা মাতা প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং পতিকে বরণ করে, পর্য্যায়—পতিংবরা, বর্য্যা। (অমর) স্বয়ম্বরপ্রথা ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্মজনক। ক্ষত্রিয়গণ কন্যার বিবাহকালে সভা করিয়া সমস্ত রাজগণকে আহ্বান করিতেন। এই সভায় ক্ষত্রিয়কুমারী সভাস্থ রাজগণের সমক্ষে পিতা মাতা প্রভৃতি কাহারও প্রতীক্ষা না করিয়া যাহাকে অভিলাষ হইত, তাহাকেই বরমাল্য প্রদান করিতেন, এইরূপে কন্যা স্বয়ম্বরা হইলে পরে বিবাহবিধি অনুসারে তাহার হোমাদি কার্য্য হইত। তাহাকেই তাহাদের বিবাহ সিদ্ধ হইত। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মধ্যে কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এই স্বয়ম্বরপ্রথা বিশেষ প্রচলিত ছিল। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলেই স্বয়ম্বরা হইয়া ছিলেন। কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, স্বয়ম্বরাবর্ণনস্থলে শচীরক্ষা, মজ্জাসজ্জতা, মণ্ডপসজ্জতা, রাজপুত্রীর সমীপে রাজসৌন্দর্য্যাদি ও বংশচেষ্টাদি বর্ণন করিতে হয়। (কবিকল্পলতা ১।৩ স্তবক)

স্বয়ংবশ (ত্রি) নিজেই বশীভূত।

স্বয়ংবহ (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত যন্ত্রভেদ।

স্বয়ংবাদ (পুং) নিজ উক্তি।

স্বয়ংবিক্রীত (ত্রি) স্বয়ং আত্মনৈব বিক্রীতঃ। আপনিই বিক্রীত, নিজে নিজকে বিক্রয় করিলে স্বয়ংবিক্রীত হয়।

স্বয়ংশীর্ণ (ত্রি) স্বয়ং পতিত, যাহা আপনা হইতে পড়িয়া গিয়াছে।
"পুষ্পমূলফলৈর্ব্বাপি কেবলৈর্ব্বর্ত্তয়েৎ সদা।
কালপক্বৈঃ স্বয়ংশীর্ণৈর্বৈখানসমতে স্থিতঃ॥" (মনু ৬।২১)

স্বয়ংশ্রেষ্ঠ (ত্রি) স্বয়মাত্মনৈব শ্রেষ্ঠঃ। ১ আপনিই শ্রেষ্ঠ। (পুং) ২ শিব। (ভারত)

স্বয়ংসমৃদ্ধ (ত্রি) নিজেই সমৃদ্ধ, নিজেই ধনশালী।

স্বয়ংসিদ্ধ (ত্রি) নিজেই সিদ্ধ, যিনি আপনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

স্বয়ংহারিকা (স্ত্রী) দুঃসহের কন্যা। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইহার

বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—দুঃসহের ভার্য্যার নাম নির্ম্মাষ্টি। ঋতুসময়ে চাণ্ডালদর্শন হওয়াতে কলির ভার্য্যাতে উহার জন্ম হয়। ইহাদের অপত্য সকল জগদ্ব্যাপী। এই সকল অপত্যের সংখ্যা ষোড়শ, তন্মধ্যে ৮ পুত্র এবং ৮ কন্যা। স্বয়ংহারিকা এই ৮ কন্যার মধ্যে একটী। গৃহ হইতে ধান্য, গো হইতে দুগ্ধ ও ঘৃত, এবং ঋদ্ধি-সম্পন্ন দ্রব্য বা সমৃদ্ধি বিনষ্ট করে, এই জন্য এই কন্যার নাম স্বয়ংহারিকা। এই স্বয়ংহারিকা সর্ব্বদাই অন্তর্দ্ধান-তৎপরা হইয়া অবস্থিতি করে। রন্ধনশালা হইতে অর্দ্ধ সিদ্ধ অন্ন, অন্নাগারে স্থিত অন্ন, এবং যে অন্ন পরিবেশন করা হইয়াছে, ভোক্তার সহিত সেই অন্ন ভোজন করাই ইহার স্বভাব। তদ্ভিন্ন লোকের উচ্ছিষ্ট অন্ন এবং গো ও স্ত্রীর স্তন হইতে পয়ঃ ও ক্ষীর সর্ব্বদাই হরণ করিয়া থাকে। দধি হইতে ঘৃত, তিল হইতে তৈল, সুরাগার হইতে সুরা, কার্পাস হইতে সূত্র এবং কুসুম্ভাদি হইতে বর্ণ এই সকল হরণ করাও ইহার অন্যতম স্বভাব।

এই স্বয়ংহারিকার রক্ষার জন্য কৃত্রিম স্ত্রীমূর্ত্তি এবং মধ্বসুগল নির্ম্মাণ, এবং হোমাগ্নি ও দেবোদ্দেশে প্রদত্ত ধূপ এই উভয়ের ভস্ম দ্বারা ক্ষীরাদি ভাণ্ড সকলের পরিষ্করণ করিবে।

(মার্কণ্ডপু° ৫১ অ°)

স্বয়ংহোম (পুং) স্বয়ংকৃত হোম।

স্বয়ংহোমিন্ (ত্রি) যিনি স্বয়ং হোমানুষ্ঠান করেন।

স্বয়ঙ্কৃত (ত্রি) স্বয়মাত্মনা কৃতঃ। আত্মকৃত, যাহা আপনি করা যায়।

"ঋত্বিক্ চ ত্রিবিধো দৃষ্টঃ পূর্ব্বৈর্দৃষ্টঃ স্বয়ঙ্কৃতঃ।
যদৃচ্ছয়া চ যঃ কুর্য্যাদার্ত্বিজ্যং প্রীতিপূর্ব্বকং॥" (তিথিতত্ত্ব)

স্বয়ঙ্কৃতিন্ (ত্রি) স্বহস্তে নির্ম্মাণকারী।

স্বয়ঙ্গুপ্ত (ত্রি) স্বয়ং আত্মনা গুপ্তঃ। আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত। স্ত্রিয়াং টাপ্। স্বয়ঙ্গুপ্তা, শূকশিম্বিকা। (রাজনি°)

স্বয়ঙ্গ্রহ (পুং) স্বয়ংবর।

স্বয়ঙ্গ্রাহ (পুং) স্বয়ং গ্রহণ।

স্বয়ঞ্জ (ত্রি) স্বয়ং-জন-ড। যাহা আপনিই জন্মে। স্ত্রিয়াং টাপ্। "খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ঞ্জাঃ" (ঋক্ ৭।৪৯।২) 'স্বয়ঞ্জাঃ স্বয়মেব প্রাদুর্ভবন্ত্যঃ' (সায়ণ)

স্বয়ঞ্জ্যোতিস্ (পুং) স্বপ্রকাশ, আত্মা, ব্রহ্ম।

"একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ঞ্জ্যোতির্নির্গুণোঽসৌ গুণাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বগোঽনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মাত্মনঃ পরঃ॥" (ভাগ° ৪।২০।৭)

স্বয়ংদত্ত (পুং) স্বয়মাত্মনা দত্তঃ। ১ দ্বাদশ বিধ পুত্রের অন্তর্গত পুত্রবিশেষ। যে পুত্র মাতাপিতৃবিহীন অথবা মাতা পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কোন লোকের নিকট যাইয়া 'আমি আপনার পুত্র হইব' বলিয়া তাহার পুত্র হয়, তাহাকে স্বয়ংদত্ত কহে। 'দত্তাত্মাতু স্বয়ংদত্তঃ' ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনং। দত্তাত্মাতু পুত্রো মাতাপিতৃবিহীনস্তাভ্যাং মুক্তো বা তবাহং পুত্রো ভবামীতি স্বয়ংদত্তঃ উপনতঃ' (মিতাক্ষরা)

যে পিতৃমাতৃহীন স্বয়ং আত্ম সমর্পণ করে, তাহাকে স্বয়ংদত্ত কহে। (যাজ্ঞবল্ক্যস° ২।১৩৩) মনুতে লিখিত আছে যে, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত এবং শৌদ্র এই ষড়্‌বিধ পুত্র স্বগোত্র ও দায়াদমধ্যে পরিগণিত হয় না, কিন্তু বান্ধব বলিয়া গণিত হয়। পিতৃমাতৃহীন অথবা পিতামাতা কর্ত্তৃক অকারণ পরিত্যক্ত পুত্র স্বয়ং যদি আপনাকে দান করে, তাহা হইলে উহাকে গ্রহীতার স্বয়ংদত্ত পুত্র কহে। (মনু ৯।১৭৭)

স্বয়ংদান (ক্লী) স্বহস্তে (কন্যা) দান।

স্বয়ংদৃশ (ত্রি) স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংদ্রষ্টা, যিনি আপনিই দেখেন।

"অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরং।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ॥" (ভাগবত ৪।৭।৫০)

স্বয়ম্ (অব্য) ১ আপনি, নিজে। ২ আপনা দ্বারা। এই অব্যয় তৃতীয়ান্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়, আত্মনা, অর্থাৎ আপনা দ্বারা। ৩ সামর্থ্য। ৪ স্বয়ম্ভু। (ভরত)

"যথা হীনং বিধাতর্মাং কথং পশ্যন্ ন দূয়সে।
সিক্তং স্বয়মিব স্নেহাদ্ বন্ধ্যমাশ্রমবৃক্ষকং॥" (রঘু ১।৭০)

স্বয়মধিগত (ত্রি) স্বয়ং-অধি-গম-ক্ত। স্বয়ংপ্রাপ্ত।

স্বয়মনুষ্ঠান (ক্লী) স্বয়ং অনুষ্ঠান, নিজে যাহার অনুষ্ঠান করা হয়।

স্বয়মর্জ্জিত (ত্রি) স্বোপার্জ্জিত, নিজে যাহা অর্জ্জন করা যায়। স্বয়মুপার্জিত, স্বয়মর্জিত যে ধন, দায়াদগণকে তাহার ভাগ দিতে হয় না।

স্বয়মবদীর্ণ (ক্লী) যাহা আপনি মৃত্তিকাভেদ করিয়া উঠে।

স্বয়মাগত (ত্রি) স্বয়ং-আ-গম-ক্ত। যিনি স্বয়ং আগমন করেন, স্বয়মুপস্থিত।

স্বয়মাসনঢৌকন (ক্লী) যোগাসনভেদ। (হেম)

স্বয়মাহৃত (ত্রি) স্বয়ং-আ-হৃ-ক্ত। নিজে যাহা আহরণ করা হইয়াছে।

স্বয়মিন্দ্রিয়মোচন (ক্লী) স্বয়ংসিদ্ধি।

স্বয়মীশ্বর (পুং) ১ পরমাত্মা। ২ নিজেই নিজের প্রভু।

স্বয়মীহিতলব্ধ (ত্রি) নিজের চেষ্টা দ্বারা লব্ধ, নিজের চেষ্টায় যাহা পাওয়া যায়, এই ধনেরও কাহাকে ভাগ দিতে হয় না।

"অনুপঘ্নন্ পিতৃদ্রব্যং শ্রমেণ যদুপার্জ্জয়েৎ।
স্বয়মীহিতলব্ধং তন্নাকামো দাতুমর্হতি॥" (মনু ৯।২০৮)

স্বয়মুক্তি (স্ত্রী) নিজে কথন, নিজে বলা।

স্বয়মুজ্জ্বল (ত্রি) যাহা আপনা হইতেই উজ্জ্বল। (বৃহৎস° ৪৯।২২)

স্বয়মুদিত (ত্রি) স্বভাবতঃ প্রকাশিত।

স্বয়মুদ্গীর্ণ (ত্রি) স্বয়ং উদ্গীর্ণ, আপনা হইতেই উদ্গীর্ণ।
"স্বয়মুদ্গীর্ণে যুদ্ধং জ্বলিতে বিস্ময়ো ভবতি খড়্গো।" (বৃহৎস° ৫০।৫)

স্বয়মুদ্ঘাটিত (ত্রি) স্বয়ং উদ্ঘাটিত, নিজে যাহা উদ্ঘাটন করা হইয়াছে। "উন্মাদঃ স্বয়মুদ্ঘাটিতেঽথ পিতিতে স্বয়ং কুল-বিনাশঃ। (বৃহৎস° ৫৩।৭২)

স্বয়মুপস্থিত (ত্রি) স্বয়মাত্মনা উপস্থিতঃ। স্বয়ংআগত, যিনি নিজে আগমন করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, যদি কোন কামাতুরা কামিনী স্বয়মুপস্থিতা হয়, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে নাই, করিলে বিপত্তি লাভ হয়।
"যদি ত্যজসি মাং মূঢ় কামাৎ স্বয়মুপস্থিতাং।
যুবয়োশ্চ বিপত্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥" (৬২।৩০)

স্বয়মুপেত (ত্রি) স্বয়ং-উপ ই-ক্ত। স্বয়মুপগত।

স্বয়ংপতিত (ত্রি) স্বয়ংশীর্ণ, যে ফলাদি আপনা হইতে পতিত হয়। বৈখানসব্রতী কালপক্ব স্বয়ংপতিত ফল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। (মনু ৬।২১)

স্বয়ংপাঠ (পুং) নিজে বেদপাঠ।

স্বয়ংপাপ (ত্রি) ১ নিজকৃতপাপী। ২ ভ্রান্ত।

স্বয়ংপ্রকাশ (ত্রি) স্বয়মেব প্রকাশো যস্য। স্বয়ং প্রকাশবিশিষ্ট, বিষ্ণু, যিনি আপনা হইতেই প্রকাশিত হন।
"নৈষ্কর্ম্ম্যভাবেন বিবর্জিতাগমস্বয়ংপ্রকাশায় নমস্করোমি।"
(ভাগ° ৮।৩।১৬)

স্বয়ংপ্রকাশমুনি, গোপাল যোগীন্দ্রের শিষ্য।
একশ্লোকব্যাখ্যা ও পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়াবিবরণপ্রণেতা।

স্বয়ংপ্রকাশ যতি, একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক। কৈবল্যানন্দ যোগীন্দ্রের শিষ্য। ইনি অদ্বৈতমকরন্দটীকা ও তত্ত্বসুধা নামে দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রব্যাখ্যা, দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টকটীকা, হরিতত্ত্বমুক্তাবলী, আত্মানাত্মবিবেক, বেদান্তসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

স্বয়ংপ্রকাশাত্মন্ মুনি, পঞ্চপাদিকাটীকা-রচয়িতা।

স্বয়ংপ্রকাশানন্দসরস্বতী, একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক, অচ্যুতানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। ইনি বেদান্তনয়নভূষণ, চন্দ্রিকা নামে পরিভাষার্থসংগ্রহটীকা ও সরস্বতী নামে বেদান্তগ্রন্থ-রচয়িতা।

স্বয়ংপ্রদীর্ণ (ত্রি) স্বয়মবদীর্ণ।

স্বয়ংপ্রভ (পুং) স্বয়ং প্রভা যস্য। ১ চতুর্বিংশতি ভাবী অর্হতের অন্তর্গত চতুর্থ অর্হৎ। (হেম) (ত্রি) ২ স্বয়ংপ্রকাশ।
"অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনং।
বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠঞ্চ স্বয়ংপ্রভং॥" (ভাগ° ৩।১৬।২৭)

স্বয়ংপ্রভা (স্ত্রী) অপ্সরোবিশেষ। (ভারত ৩।৪২।২৯)

স্বয়ংপ্রশীর্ণ (ত্রি) আপনাপনি ক্ষীণ হইয়া পড়া।

স্বয়ংপ্রস্তুত (ত্রি) যাহা নিজে প্রস্তুত করিয়াছে।

স্বয়ংভগ্ন (ত্রি) যাহা আপনি ভাঙ্গিয়াছে।

স্বয়ম্ভু (পুং) স্বয়ম্ভবতীতি স্বয়ং-ভূ-ডু। ১ ব্রহ্মা।

স্বয়ম্ভুব (পুং) স্বয়ং ভবতীতি ভূ ক। ১ আদিমনু। [ইঁহার বিবরণ স্বায়ম্ভুব দেখ] ২ ব্রহ্মা। (ত্রি) ৩ স্বয়মুৎপন্ন, যাহা আপনিই উৎপন্ন হইয়াছে।
"কৃতে যুগে মহারাজ পুরা স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
নরো নারায়ণশ্চৈব হরিঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ম্ভুবঃ॥" (ভারত ১২।৩৩৫।৮)
(পুং) ৪ বনমুদ্গ, চলিত মুগানী। (বৈদ্যকনি°)

স্বয়ম্ভুবা (স্ত্রী) স্বয়ং ভবতীতি ভূ-ক-টাপ্। ১ ধূম্রপত্রা, চলিত তামাক। ২ লিঙ্গিনী, চলিত শিবলিঙ্গিনীলতা। ৩ মাষপর্ণী, চলিত মাষাণী। (রাজনি°)

স্বয়ম্ভু (পুং) স্বয়ম্ভবতীতি ভূ-ক্বিপ্। ১ ব্রহ্মা। (অমর) ২ জিনচক্রবর্ত্তিবিশেষ। পর্য্যায়—রুদ্রতনয়। (হেম) ৩ কাল। (শব্দরত্না°) ৪ কামদেব। ৫ বিষ্ণু। ৬ শিব। ৭ মাষপর্ণী। ৮ লিঙ্গিনী। (রাজনি°) (ত্রি) ৯ স্বয়মুৎপন্ন, অপৌরুষেয়।
"ত্বমেকোহ্যস্য সর্ব্বস্য বিধানস্য স্বয়ম্ভুবঃ।
অচিন্ত্যস্যাপ্রমেয়স্য কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ প্রভো॥" (মনু ১।৩)

স্বয়ম্ভূমাতৃকাতন্ত্র (স্ত্রী) তন্ত্রভেদ।

স্বয়ম্ভূলিঙ্গ (ক্লী) জ্যোতির্লিঙ্গ। স্বয়ংউত্থিত যে সকল আদিলিঙ্গ, তাহাদিগকে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ কহে।

স্বয়ম্ভূত (ত্রি) যাহা আপনি উৎপন্ন হইয়াছে।

স্বয়ম্ভোজ (পুং) ১ প্রতিক্ষত্রের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ২ শিনির পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।২৫)

স্বয়ম্ভ্রমি (ত্রি) স্বতন্ত্র ভ্রমণস্বভাব।
"নদীমুভয়তোবাহাং পঞ্চপঞ্চাদ্ভুতং গৃহং।
কচিদ্ধংসং চিত্রকথং ক্ষৌরপব্যং স্বয়ম্ভ্রমি॥" (ভাগবত ৪।২৫।৮)
'স্বয়ং স্বতন্ত্রং ভ্রমিঃ ভ্রমণস্বভাবঃ' (স্বামী)

স্বয়ম্মথিত (ত্রি) যাহা নিজে মন্থন করা হইয়াছে।

স্বযশস্ (ত্রি) ১ স্বায়ত্তযশস্ক, অতিশয়যশাঃ।
"তিগ্মানীকং স্বযশসং জনেষু" (ঋক্ ১।৯৫।২) 'স্বযশসং স্বায়ত্তযশস্কং অতিশয়েন যশঃশালিনং' (সায়ণ) (ক্লী) স্বস্য যশঃ। ২ নিজের যশঃ। নিজের কীর্ত্তি।

স্বযাবন্ (ত্রি) স্বয়মেব অসহায়। "সুদানবে শ্রুধি স্বযাবন্" (ঋক্ ৮।২৫।১২) 'স্বযাবন্ স্বয়মেবাসহায়' (সায়ণ)

স্বযু (ত্রি) স্বয়ংগন্তা, স্বয়ংগমনকারী।
"পশ্চৈনেতি স্বযুরগোপাঃ" (ঋক্ ২।৪।৭)
'স্বযুঃ স্বয়মেব গচ্ছন্' (সায়ণ)

স্বযুক্ত (ত্রি) পরস্পরসংযুক্ত বা ধনযুক্ত।
"অব স্বযুক্তা দিব আ বৃথা" (ঋক্ ১।১৬৮।৪)

ঋ 'স্বযুক্তাঃ স্বৈর্যুক্তাঃ স্বসংযুক্তাঃ যেন ধনেন বা যুক্তাঃ' সায়ণ)

স্বযুক্তি (স্ত্রী) ১ স্বকীয় যোজন দ্বারা রথে সংবদ্ধ। "যাভিযাতি স্বযুক্তিভিঃ" (ঋক্ ১।১০।০) 'স্বযুক্তিভিঃ স্বকীয়যোজনেন রথেন সংবদ্ধাভিঃ' (সায়ণ) স্বস্য যুক্তিঃ। ২ স্বীয় যুক্তি, আপনার যুক্ত, নিজের যুক্তি।

স্বযুগ্ম (পং) স্বয়ংযুক্ত রশ্মি দ্বারা স্বয়ং হন্তা।

'বিশ্বা দেবানাং জাত স্বযুগ্মভিঃ স্বয়ংযুক্তৈঃ রশ্মিভিস্তমাংসি ছিনত্তি ভদ্রং' (সায়ণ)

স্বযোনি (স্ত্রী) স্বস্য যোনিঃ। ১ স্বস্য উৎপত্তিস্থান, আপনার উৎপত্তিস্থান, আপনার কারণ।

' অপামগ্নেশ্চ সংযোগাদ্ধেমং রূপ্যঞ্চ নির্বভৌ।
তস্মাৎ তয়োঃ স্বযোনৈব নির্ণেকো গুণবত্তরঃ॥" (মনু ৫।১১)

(ক্লী) ২ সামভেদ।

স্বর, আক্ষেপ। অদন্ত চুরাদিং পরস্মৈং সকং সেট্। লট্ স্বরয়তি। লোট্ স্বরয়তু। লিট্ স্বরয়াঞ্চকার। লিটে কৃ-ভূ-অস এই তিন ধাতুর অনুপ্রয়োগ হয়। লুঙ্ অসস্বরৎ।

স্বর্ (অব্যয়) ১ স্বর্গ।

"যদি পদাতে স্বর্গাঞ্চ যানে চ বনমালিনে।
বিধবা পৃথিবী রাজংস্তথা ঋণা ন রোচতে॥" (রামায়ণ ২।৭৬।৮)

২ পরলোক। (অমর) ৩ আকাশ। ৪ শোভন।

৫ ব্যাহৃতিবিশেষ। 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ' এই তিনটী ব্যাহৃতি।

"অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ॥" (মনু ২।৭৬)

স্বর (পুং) স্বর অচ্। উদাত্তাদি তিনটী স্বর, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটী স্বর। ধ্বনিত বা শব্দিত হয়, বলিয়া ইহাকে স্বর কহে। যাহা উচ্চভাবে গ্রহণ অর্থাৎ উচ্চভাবে উচ্চারণ করা যায়, তাহাকে উদাত্ত, ইহার বিপরীত অনুদাত্ত, অর্থাৎ নীচ ভাবে যাহা উচ্চারিত হয় তাহাকে অনুদাত্ত কহে। সমাহার অর্থাৎ এই উদাত্ত অনুদাত্তের মিলনকে স্বরিত কহে। অর্থাৎ উচ্চও নহে, নীচও নহে যাহা মধ্যমরূপে উচ্চারিত হয়, তাহাই স্বরিত।

অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন,—'উদাত্তানুদাত্তস্বরিতাস্ত্রয়ঃ স্বরশব্দবাচ্যাঃ স্বরন্তি শব্দায়ন্তে স্বরাঃ উচ্চৈরাদীশতে উচ্চার্য্যতে উদাত্তঃ উদাত্ত পূর্ব্বাদ্দাঞঃ কর্ম্মণি ক্ত, তদ্বিপরীতোঽনুদাত্তঃ। সমাহারঃ স্বরিতঃ ইতি ছান্দসহ্রাং লোকঃ।" (ভরত)

বেদপাঠকালে এই উদাত্তাদি স্বরজ্ঞানের আবশ্যক হয়। ২ অকারাদি বর্ণের নাম অচ্। স্বর ও ব্যঞ্জন এই দ্বিবিধ বর্ণ। অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ এই ১৬টী স্বর। ইহা হ্রস্ব ও দীর্ঘভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে অ, ই, উ, ঋ, ঌ এই পাঁচটী হ্রস্বস্বর, তদ্ভিন্ন স্বর দীর্ঘ। স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হয় না। স্বরবর্ণ, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত তিন প্রকারে উচ্চারিত হয়। একমাত্রা কাল যাহা উচ্চারিত হয়, তাহা হ্রস্ব এবং দ্বিমাত্রাকাল যাহা উচ্চারিত হয়, তাহা দীর্ঘ এবং ত্রিমাত্রাকাল যাহা উচ্চারিত হয় তাহা প্লুত।

"একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকং॥" (পাণিনি)

এই অকারাদি বর্ণের কণ্ঠাদি ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণস্থান আছে ব্যাকরণে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। স্বরোদয়মতেও ১৬টী স্বর কথিত হইয়াছে।

"মাতৃকায়াং স্বরাঃ প্রোক্তাঃ স্বরাঃ ষোড়শসংখ্যয়া।
তেষাং দ্বাবন্তিমৌ ত্যক্ত্বা চত্বারশ্চ নপুংসকাঃ॥" (স্বরোদয়)

[বিশেষ বিবরণ স্বরোদয় শব্দে দেখ]

৩ নাসাবায়ু। (মেদিনী) ইহা দ্বারা শ্বাসগ্রামস্থ জপ করিতে হয়। ৪ তন্ত্রীকণ্ঠোত্থিত নিষাদাদি সপ্তধ্বনি, চলিত সুর। নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়্জ, মধ্যম, ধৈবত ও পঞ্চম এই ৭টী স্বর।

নিষাদর্ষভগান্ধারষড়্জমধ্যমধৈবতাঃ।
পঞ্চমশ্চেত্যমী সপ্ত তন্ত্রীকণ্ঠোত্থিতাঃ স্বরাঃ' ॥ (অমর)

সঙ্গীতশাস্ত্রে সুরই প্রধান, সুর না হইলে সঙ্গীত হয় না, এই জন্য সঙ্গীতশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় আলোচিত হইল। দেবাদিদেব মহাদেব প্রথমে প্রণবধ্বনি করেন, এই প্রণবধ্বনি হইতে স্বর ৭ ভাগে বিভক্ত হয়। এই সাত ভাগের মূলনাম সপ্তস্বর বা সপ্তসুর। এই সপ্তসুরের মধ্যে প্রথম যে সুর, তাহার নাম ষড়্জ, দ্বিতীয় ঋষভ, তৃতীয় গান্ধার, চতুর্থ মধ্যম, পঞ্চম সুরই পঞ্চম, ষষ্ঠ ধৈবত এবং সপ্তম নিষাদ।

কোমল ও তীব্রস্বর—ঐ সপ্তসুরের মধ্যে ষড়্জ ও পঞ্চম এই দুইটী স্বর শুদ্ধস্বর অর্থাৎ অচল ও বিকারশূন্য। অপর আর পাঁচটী সুর সচল অর্থাৎ তীব্র ও কোমল ভাব ধারণ করিয়া থাকে। হিন্দীতে ইহাকে তৃতীয় ও কোমল কহে। সুর অগ্রসর হইলে প্রথম নাম তীব্র, দ্বিতীয় অতিতীব্র, তৃতীয় তীব্রতর, চতুর্থ তীব্রতম, আর ঐ সুর পশ্চাদ্‌গত হইলে ক্রমে কোমল, অতি-কোমল, কোমলতর, কোমলতম এই প্রকার বিকৃতি লক্ষণ হইয়া থাকে। ঐ স্বরসকল বিকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া ২২ প্রকার হইয়াছে। এই স্বরের অনুলোম ও বিলোমে অর্থাৎ যাহা আরোহী ও অবরোহীনামে প্রসিদ্ধ। রজ স্বর হইতে ক্রমে সপ্তস্বর অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে গমন করিলে তাহার নাম আরোহী, এই প্রণালীতে নিম্নে আসিলে তাহাকে অবরোহী কহে। স্বরের লক্ষণ—

বিকৃত স্বরবিবরণ।

যে সকল স্বর যে অবস্থাভেদে বিকৃত হয়।	যে সকল স্বর শ্রুতিতে অবস্থিত থাকে।		ন্যূন বা আধিক্য দ্বারা স্বরদিগের যে শ্রুতিসংখ্যা।
১। ষড়্জসাধারণে বিকৃত চ্যুত, ষড়্জ।	মন্দা	কুমুদ্বতী, মন্দা,	দ্বিশ্রুতি।
২। নিষাদ কাকলীত্বে বিকৃত অচ্যুত ষড়্জ।	ছন্দোবতী	মন্দা, ছন্দোবতী।	দ্বিশ্রুতি।
৩। ষড়্জসাধারণে বিকৃত ঋষভ।	রঞ্জিকা	ছন্দোবতী, দয়াবতী, রঞ্জনা, রতিকা।	চতুঃশ্রুতি।
৪। মধ্যমসাধারণে বিকৃত গান্ধার	বজ্রিকা	রৌদ্রী, ক্রোধা, বজ্রিকা।	ত্রিশ্রুতি।
৫। নিজের অন্তরত্বে বিকৃত গান্ধার।	প্রসারিণী	রৌদ্রী, ক্রোধা, বজ্রিকা, প্রসারিণী।	চতুঃশ্রুতি।
৬। মধ্যম সাধারণে বিকৃত চ্যুত মধ্যম	প্রীতি	প্রসারিণী, প্রীতি।	দ্বিশ্রুতি
৭। গান্ধারের অন্তরত্বে বিকৃত অচ্যুত মধ্যম।	মার্জনী	প্রীতি, মার্জনী।	দ্বিশ্রুতি।
৮। মধ্যম গ্রামে বিকৃত পঞ্চম।	সন্দীপনী	ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী।	ত্রিশ্রুতি।
৯। কৈশিকে মধ্যম সাধারণে বিকৃত পঞ্চম	সন্দীপনী	মার্জনা, ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী।	চতুঃশ্রুতি।
১০। মধ্যমগ্রামে বিকৃত ধৈবত।	রম্যা	আলাপিনী, মদন্তী, রোহিণী, রম্যা।	চতুঃশ্রুতি।
১১। কৈশিকে ষড়্জ সাধারণে বিকৃত নিষাদ।	তীব্রা	উগ্রা, ক্ষোভিণী, তীব্রা।	ত্রিশ্রুতি।
১২। নিজের কাকলীত্বে বিকৃত নিষাদ।	কুমুদ্বতী	উগ্রা, ক্ষোভিণী, তীব্রা, কুমুদ্বতী।	চতুঃশ্রুতি।

৩৮৭ পৃষ্ঠার পরবর্ত্তী অংশ।

ও দ্বিশ্রুতিবিশিষ্ট। ৭ অচ্যুতমধ্যম মার্জ্জনীস্থিত ও দ্বিশ্রুতি-বিশিষ্ট। ৮ ত্রিশ্রুতিমধ্যম সন্দীপনীস্থিত ও চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট। ৯ কৈশিকপঞ্চম সন্দীপনীস্থিত ও চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট। ১০ বিকৃত-ধৈবত রম্যাসংস্থিত ও চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট। ১১ কৈশিকনিষাদ তীব্রাসংস্থিত ও ত্রিশ্রুতিবিশিষ্ট। ১২ কাকলীনিষাদ কুমুদ্বতী-স্থিত ও চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট।

শুদ্ধ স্বরসকল স্বস্থান হইতে বিচলিত হইয়া শ্রুত্যন্তর আশ্রয় করিলে তাহা বিকৃত স্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল বিকৃত স্বর যে সকল শ্রুতিতে অবস্থিত থাকে এবং যে স্বর শ্রুতিবিশিষ্ট, তাহা উপরি উক্ত তালিকা দেখিলেই অনায়াসে বুঝা যাইবে। স্বরকে স্বরগ্রাম করিলে উক্তরূপে বিকৃত স্বরের আবশ্যক হয়।

১। ঋষভকে স্বরগ্রাম করিলে এই বিকৃত স্বর হইয়া থাকে। ঋষভ সুর। গান্ধার ঋষভ। কড়ি মধ্যম—গান্ধার। মধ্যম—মধ্যম। ধৈবত—পঞ্চম। নিষাদ—ধৈবত। কোমল ঋষভ—নিষাদ। এস্থলে কড়ি মধ্যম ও কোমল ঋষভ এই দুইটী বিকৃত স্বর।

২। গান্ধারকে স্বরগ্রাম করিলে উক্তরূপ বিকৃত স্বরের আবশ্যক হয়। গান্ধার—সুর। কড়ি মধ্যম—ঋষভ। কোমল ধৈবত—গান্ধার। ধৈবত—মধ্যম। নিষাদ—পঞ্চম। কোমল ঋষভ—ধৈবত। কোমল গান্ধার—নিষাদ। এই স্বরে কড়ি মধ্যম, কোমল ধৈবত, কোমল ঋষভ ও কোমল গান্ধার এই চারিটী বিকৃত স্বরের আবশ্যক হইয়াছে।

৩। মধ্যমকে স্বরগ্রাম করিলে এইরূপ বিকৃত স্বরের প্রয়োজন। যথা মধ্যম—সুর। পঞ্চম—ঋষভ। ধৈবত—গান্ধার। কোমল নিষাদ—মধ্যম। সুর—পঞ্চম। ঋষভ—ধৈবত। গান্ধার—নিষাদ। ইহাতে কোমল—নিষাদের প্রয়োজন হইয়াছে।

৪। পঞ্চমকে স্বরগ্রাম করিলে উক্তরূপ বিকৃত স্বরের প্রয়োজন হয়। যথা—পঞ্চম—সুর। ধৈবত—ঋষভ। নিষাদ—গান্ধার সুর—মধ্যম। ঋষভ—পঞ্চম। গান্ধার—ধৈবত। কড়ি মধ্যম—নিষাদ। ইহাতে কড়ি মধ্যম মাত্রের সাহায্যে স্বরগ্রাম স্থির হইয়াছে।

৫। ধৈবতকে স্বরগ্রাম করিলে এইরূপ বিকৃত স্বরের আবশ্যক হয়। যথা ধৈবত—সুর। নিষাদ—ঋষভ। কোমল ঋষভ—গান্ধার। ঋষভ—মধ্যম। গান্ধার—পঞ্চম। কড়ি মধ্যম—

ধৈবত। কোমল ধৈবত—নিষাদ। ইহাতে কোমল ঋষভ, কড়ি মধ্যম ও কোমল ধৈবত এই তিনটী বিকৃত স্বরের প্রয়োজন হইয়াছে।

৬। নিষাদকে স্বরগ্রাম করিলে উক্তরূপ বিকৃত স্বরের প্রয়োজন হয়। যথা—নিষাদ—সুর। কোমল ঋষভ—ঋষভ। কোমল গান্ধার—গান্ধার। গান্ধার—মধ্যম। কড়ি মধ্যম—পঞ্চম। কোমল ধৈবত—ধৈবত। কোমল নিষাদ—নিষাদ। ইহাতে কোমল ঋষভ, কোমল গান্ধার, কড়ি মধ্যম, কোমল ধৈবত ও কোমল নিষাদ এই পাঁচটী বিকৃত স্বরের প্রয়োজন হইয়াছে।

উক্তরূপে প্রকৃত অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরের স্বরগ্রামে উক্তরূপ বিকৃত স্বরের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

বিকৃত স্বরের স্বরগ্রাম—কোমল ঋষভকে যদি স্বরগ্রাম করা হয়, তাহা হইলে এইরূপ বিকৃত ও প্রকৃত স্বরযোগে স্বরগ্রাম স্থির করিতে হইবে। যথা, কোমল ঋষভ—সুর। কোমল গান্ধার ঋষভ। মধ্যম—গান্ধার, কড়ি মধ্যম মধ্যম, কোমল ধৈবত—পঞ্চম কোমল নিষাদ। ধৈবতপুর নিষাদ। ইহাতে প্রকৃত সুর মধ্যম এবং খরজ এই দুইটী মাত্র লাগিবে। এই প্রকারে কোমল গান্ধার, কড়ি মধ্যম, কোমল ধৈবত ও কোমল নিষাদ প্রভৃতির বিকৃত স্বরগ্রামে প্রত্যেকেই বিভিন্ন রূপ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বর শ্রুতিসম্ভব, উক্ত সপ্ত স্বরের মধ্যে কোন্ স্বরে কোন্ শ্রুতি আছে তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। শ্রুতির জাতি ৫টী, এই ৫টী জাতি আবার ২২ প্রকার ভেদবিশিষ্ট। স্বরের শ্রুতিবিবরণ—

"তীব্রা কুমুদ্বতী মন্দা ছন্দোবত্যস্তু ষড়্জগাঃ।
দয়াবতী রঞ্জনী চ রতিকা চর্ষভে স্থিতা॥
রৌদ্রী ক্রোধা চ গান্ধারে বজ্রিকাঽথ প্রসারিণী।
প্রীতিশ্চ মার্জনীত্যেতাঃ শ্রুতয়ো মধ্যমাশ্রিতাঃ॥
ক্ষিতীরক্তা চ সন্দীপন্যালাপিন্যপি পঞ্চমে।
মদন্তী রোহিণী রম্যেত্যেতা ধৈবতসংশ্রয়াঃ॥
উগ্রা চ ক্ষোভিণীতি দ্বে নিষাদে বসতঃ শ্রুতী॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

ষড়্জস্বরে তীব্রা কুমুদ্বতী, মন্দা ও ছন্দোবতী এই চারিটী শ্রুতি আছে, ঋষভ স্বরে দয়াবতী, রঞ্জনী ও রতিকা এই তিন শ্রুতি, গান্ধারে রৌদ্রী ও ক্রোধা, মধ্যমে বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি ও মার্জনী, পঞ্চমে ক্ষিতিরক্তা, সন্দীপনী ও আলাপিনী, ধৈবতে মদন্তী, রোহিণী, রম্যা এবং নিষাদে উগ্রা ও ক্ষোভিণী শ্রুতি আছে। এই দ্বাবিংশতি শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত স্বরসমূহে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই সকল স্বরের অন্বয়, জাতি, বর্ণ, জন্মভূমি, দর্শক, ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ এবং রসাদিতে উপযোগিত্বের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—ষড়্জস্বরের দেবকুলে জন্ম, জাতি ব্রাহ্মণ, পদ্মাভ রক্তবর্ণ, জম্বুদ্বীপে জন্ম, ঋষি ও দেবতা অগ্নি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ এবং বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্ররসে উপযোগী। ঋষভ স্বরের ঋষিবংশে উৎপত্তি, ক্ষত্রিয় জাতি, ঈষৎ পীতবর্ণ, শাকদ্বীপে জন্ম, ঋষি ও দেবতা ব্রহ্মা, গায়ত্রীছন্দঃ, বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্ররসে উপযোগী। গান্ধারের দেববংশে জন্ম, জাতি বৈশ্য, স্বর্ণবৎ উজ্জ্বল পীতবর্ণ, কুশদ্বীপে জন্ম, ঋষি শশাঙ্ক, দেবতা সরস্বতী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ও করুণরসে উপযোগী, মধ্যম স্বরের দেববংশে জন্ম, ব্রাহ্মণ জাতি, কুন্দকুসুমের ন্যায় শুভ্র বর্ণ, ক্রৌঞ্চদ্বীপে জন্ম, ঋষি বিষ্ণু, শিব দেবতা, বৃহতীছন্দঃ ও শৃঙ্গাররসে উপযোগী, পঞ্চমের পিতৃবংশে উৎপত্তি, ব্রাহ্মণ জাতি, কৃষ্ণবর্ণ, শাল্মলীদ্বীপে জন্ম, ঋষি নারদ, বিষ্ণু দেবতা, পঙ্‌ক্তিছন্দঃ, হাস্য ও শৃঙ্গাররসে উপযোগী, ধৈবতের ঋষিকুলে জন্ম, ক্ষত্রিয় জাতি, পীতবর্ণ, শ্বেতদ্বীপে জন্ম, ঋষি তুম্বুরু, গণেশ দেবতা, উষ্ণিক্ ছন্দঃ, বীভৎস ও ভয়ানকরসে উপযোগী, নিষাদের অসুরবংশে জন্ম, বৈশ্য জাতি, বিচিত্র বর্ণ, পুষ্করদ্বীপে জন্ম, ঋষি তুম্বুরু, দেবতা সূর্য্য, জগতীছন্দঃ এবং করুণরসে উপযোগী।

স্বরের নামকরণ।—ষড়্জ—ইহা আদিস্বর। নাসিকাদ্বয়, কণ্ঠ, উরু, জিহ্বা ও দন্ত এই ছয়টী স্থান হইতে এই স্বর উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম ষড়্জ হইয়াছে। স্বরসাধনকালে এই স্বর 'স' এইরূপে গৃহীত হয়।

ঋষভ—নাভি হইতে সমুদিত, বায়ু, কণ্ঠ ও শীর্ষভাগে সমাহত হইয়া ঋষভের ন্যায় নাদাভিব্যক্তি করে, এই জন্য ইহার নাম ঋষভ। সঙ্গীতে ইহার 'রি' এই রূপে স্বরসাধন হইয়া থাকে।

গান্ধার—নাভি হইতে সমুদিত বায়ু, কণ্ঠ এবং শীর্ষভাগে সমাহত হয় বলিয়া গন্ধর্ব্বগণের সুখপ্রদান করে, এই জন্য এই স্বরের নাম গান্ধার হইয়াছে। সাধনকালে 'গ' এইরূপে ইহার স্বরসাধিত হয়।

মধ্যম—নাভি হইতে সমুদিত বায়ু হৃদয়ে অর্থাৎ মধ্যস্থানে সমাহত হইয়া সমুৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা মধ্যম নামে অভিহিত হয়। স্বরসাধনে এই স্বর 'ম' এইরূপে গৃহীত হয়।

পঞ্চম—এই স্বর নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও শীর্ষ এই পঞ্চ স্থান হইতে সমুৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম পঞ্চম। 'প' এইরূপে স্বরসাধিত হয়।

ধৈবত—এই স্বর নাভি হইতে সমুদিত বায়ু, হৃদয়, কণ্ঠ, তালু ও শীর্ষ এই সমস্ত স্থানে ধৃত হয় বলিয়া ইহার নাম ধৈবত হইয়াছে। স্বরসাধনকালে এই স্বর 'ধ' এইরূপে গৃহীত হয়।

নিষাদ নাভি হইতে সমুদিত, বায়ু, কণ্ঠ, তালু এবং শীর্ষভাগে

আহত হইয়া সমস্ত স্বরের নিষীদনপূর্ব্বক সমুৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম নিষাদ হইয়াছে। সঙ্গীতে 'নি' এইরূপে ইহার স্বরসাধন হয়। এই সপ্ত স্বরসাধন করিতে হইলে সি, র, গ, ম, প, ধ, নি এইরূপে করিবে।

এই সপ্তস্বর বাদী, সম্বাদী, বিবাদী ও অনুবাদীভেদে চারি প্রকার। রাগাঙ্গে যে স্বর বা সুর প্রধানরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে বাদী স্বর কহে। স্বরের মধ্যে বাদীস্বর রাজস্থানীয় অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ। হিন্দিতে ইহাকে সুরের 'জান্' কহে। বাদীসুরের সহিত যে সকল সুরের মিলন হয়, তাহাকে সম্বাদী স্বর কহে। যেমন ষড়্জ হইতে পঞ্চমে উঠিতে কিংবা পঞ্চম হইতে ষড়্জে নামিতে মধ্যবর্ত্তী সুর সম্বাদী। পণ্ডিতগণ এই সম্বাদীসুর অমাত্যস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর যে সুরের শ্রুতিতে রাগের সৌন্দর্য্যাধিক্য সম্পাদন করে, তাহাকেই বিবাদী স্বর কহে। সকল সুরের শেষে যে সুরের মিলন হয়, তাহাকে অনুবাদী সুর এবং এই অনুবাদী সুর ভৃত্যস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"চতুর্বিধঃ স্বরো বাদী সংবাদী চ বিবাদ্যপি।
অনুবাদী চ বাদী তু প্রয়োগে বহুলস্বরঃ॥
শ্রুতয়ো দ্বাদশাষ্টৌ বা যয়োরন্তরগোচরাঃ।
মিথঃ সংবাদিনৌ তৌ স্তো নিগাবন্যবিবাদিনৌ॥
রিধয়োরেব বা স্যাতাং তৌ তয়োর্বা রিধাবপি।
শেষাণামনুবাদিত্বং স্বরাণামুপজায়তে॥
বাদী রাজা স্বরস্তস্য সংবাদী স্যাদমাত্যবৎ।
শত্রুর্বিবাদস্তস্য স্যাদনুবাদী তু ভৃত্যবৎ॥"

(সঙ্গীতরত্নাকর)

গ্রাম—সঙ্গীতশাস্ত্রমতে মূর্চ্ছনা ও তানাদির স্বরূপ স্বরসমূহকে গ্রাম কহে। গ্রাম তিন প্রকার ষড়্জ গ্রাম, মধ্যম গ্রাম ও গান্ধার গ্রাম। পঞ্চম স্বর চতুর্থ শ্রুতিতে অধিকৃত ভাবে ধৈবত ত্রিশ্রুতিসম্পন্ন থাকিলে তাহাকে ষড়্জ গ্রাম কহে। আর পঞ্চম স্বর তৃতীয় শ্রুতিসংশ্রিত অথবা ধৈবত চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে মধ্যমগ্রাম, দ্বিশ্রুতিবিশিষ্ট গান্ধার, ঋষভের অন্তর ও মধ্যমের আদি এই শ্রুতিদ্বয় গ্রহণ করিলে এবং দ্বিশ্রুতিবিশিষ্ট নিষাদ ও ধৈবতের অন্ত্য এবং ষড়জের আদিশ্রুতিগ্রহণ পূর্ব্বক চতুঃশ্রুতিসম্পন্ন হইলে, তাহাকে গান্ধারগ্রাম কহে।

"গ্রামঃ স্বরসমূহঃ স্যান্মূর্চ্ছনাদেঃ সমাশ্রয়ঃ।
তৌ দ্বৌ ধরাতলে তত্র স্যাৎ ষড়্জগ্রাম আদিমঃ।
দ্বিতীয়ো মধ্যমগ্রামস্তয়োর্লক্ষণমুচ্যতে॥
ষড়্জগ্রামঃ পঞ্চমে স্বাচ্চতুর্থশ্রুতিসংস্থিতে।
স্বোপান্ত্যশ্রুতিসংস্থেঽস্মিন্ মধ্যমে তু চতুঃশ্রুতিঃ॥
রিময়োঃ শ্রুতিমেকৈকাং গান্ধারশ্চেৎ সমাশ্রয়েৎ।
পশ্রুতিং ধো নিষাদস্তু ধশ্রুতিং সশ্রুতিং শ্রিতঃ॥
গান্ধারগ্রামমাচষ্ট তদা তং নারদো মুনিঃ।
প্রবর্ত্ততে স্বর্গলোকে গ্রামোঽসৌ ন মহীতলে॥"(সঙ্গীতদর্পণ)

স্বরের মূর্চ্ছনা—পূর্ব্বোক্ত গ্রামস্থিত কোন স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী ষষ্ঠ স্বর ক্রমান্বয়ে উচ্চারণ করিয়া বিপরীত ভাবে প্রথম উচ্চারিত স্বরে অবরোহণ করিলে তাহাতে স্বরগুলির যে ভঙ্গী হয়, তাহাকে মূর্চ্ছনা কহে। মূর্চ্ছনা একবিংশতি প্রকার।

মূর্চ্ছনার নাম—

সপ্তস্বর	ষড়্জগ্রাম,	গান্ধারগ্রাম,	মধ্যমগ্রাম।
স	উত্তরমন্দ্রা	সৌবীরী	নন্দা
রি	রজনী	হরিণাশ্বা	বিশালা
গ	উত্তরায়ণী	কলোপনতা	সোমুখী
ম	শুদ্ধষড়্জা	শুদ্ধমধ্যা	বিচিত্রা
প	মৎসরীকৃতা	মার্গী	রোহিণী
ধ	অশ্বক্রান্তা	পৌরবী	সুখা
নি	অভিরুদ্গতা	মন্দাকিনী।	আলাপী

সপ্তস্বরের তিনগ্রাম এবং ২১টী মূর্চ্ছনা। আর এই সপ্ত-সুরের শ্রুতিসুরগুলি আরোহী অবরোহীর সহিত বিন্যস্ত হইলে সেই সেই শ্রুতিসুরগুলিকে মেড় কহে। সঙ্গীতশিক্ষা করিতে হইলে উক্ত মূর্চ্ছনাগুলির সাধন করিতে হয়। মূর্চ্ছনার প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন স্বরগ্রাম আছে, ঐ সকল স্বরগ্রাম সঙ্গীতশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক।

"ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণং।
মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামত্রয়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ॥
স্থানত্রয়সমাযোগে মূর্চ্ছনারম্ভসম্ভবঃ।
তত্রমধ্যমষড়্জেন ষড়্জগ্রামস্য মূর্চ্ছনা॥
প্রথমারভ্যতেঽন্যাস্তু নিষাদাদ্যৈরধস্তনৈঃ॥"

(সঙ্গীতদর্পণ)

বাহুল্যভয়ে প্রত্যেক মূর্চ্ছনার স্বরগ্রাম লিখিত হইল না, ষড়্জগ্রামের ৭টী মাত্র মূর্চ্ছনার স্বরগ্রাম প্রদত্ত হইল।

১। উত্তরমন্দ্রা—স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, ধ, নি, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স, রি, গ।

২। রজনী—নি, স, রি, গ, ম, প, ধ। নি, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি।

৩। উত্তরায়ণী—ধ, নি, স, রি, গ, ম, প। স, রি, গ, ম, প।

৪। শুদ্ধষড়্জা—প, ধ, নি, স, রি, গ, ম। রি, গ, ম, প, ধ, নি, স, রি, গ, ম, প, ধ।

৫। মৎসরীকৃতা—ম, গ, ধ, নি, স, রি, গ। গ, ম, প, ধ, নি, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি।

৬। অশ্বক্রান্তা—গ, ম, প, ধ, নি, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি।

৭। অভিরুদ্গতা—রি, গ, ম, প, ধ, নি, স। ম, প, ধ, নি, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স।

উক্ত রূপ অন্যান্য গ্রামের মূর্চ্ছনারও স্বরগ্রাম আছে, এই সকল স্বরগ্রামে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে সঙ্গীত-শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক।

উক্ত সপ্তস্বর পরস্পর সঙ্গমের দ্বারা ষড়্‌জ হইতে ভৈরব, ঋষভ হইতে মালকোশ, গান্ধার হইতে হিন্দোল, মধ্যম হইতে দীপক, পঞ্চম হইতে মেঘ এবং ধৈবত হইতে শ্রীরাগের উৎপত্তি হইয়াছে। সঙ্গীতশাস্ত্রমতে নিষাদ নিঃসন্তান। উক্ত ছয়টী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনবংশে বিভক্ত হয়, ওড়া, ষাড় ও সম্পূর্ণ, চলিত ওড়, ষাড় ও সম্পূর্ণ নামে অভিহিত। ইহার মধ্যে হিন্দোল ও মালকোশ পঞ্চস্বরযুক্ত ওড়া এই নামে কথিত হয়। দীপক ও মেঘ ৬ স্বরযুক্ত বলিয়া ষাড়ব, ভৈরব ও শ্রী সপ্তস্বরযুক্ত সম্পূর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। ওড়াবংশে উক্ত দুই রাগাঙ্গে ঋষভ ও পঞ্চম বর্জ্জিত হয়। ষাড়ববংশে দুইরাগ ধৈবত রহিত হইয়াছে, সম্পূর্ণবংশে দুইরাগ সপ্তস্বরবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তৎপরে ছয়রাগ পরস্পর-সংযোগে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া তিনবংশে ৫৬ কোটি রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে।

"ওড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ষড়্‌ভিশ্চ ষাড়বঃ।
সম্পূর্ণঃ সপ্তভির্জ্ঞেয় এবং রাগস্ত্রিধা মতঃ॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

রাগরাগিণীর মধ্যে শুদ্ধ ও শালগ এই দুই প্রকার পদ্ধতি আছে। যে রাগে অন্য কোন রাগের সংযোগ নাই, তাহাকে শুদ্ধ, আর রাগরাগিণী পরস্পরসংযোগে যে সকল মূর্ত্তি হয়, তাহাদিগকে শালগ কহে। এই শালগ দুই প্রকার। রাগ শালগ ও একস্বর বা একসুর শালগ। শুদ্ধ এবং শালগ রাগ-রাগিণীর মধ্যে যাহাদিগের সুরের বিকৃতি হয়, সেই স্থলের সুরকে শালগ বলিয়া থাকে। আর দুইটী শুদ্ধ রাগ একত্র হইলে সঙ্কীর্ণ শব্দে ব্যবহৃত হয়। ঐ সঙ্কীর্ণ হইতে মহাসঙ্কীর্ণ এবং মহাসঙ্কীর্ণ আবার ত্রিবিধ ভেদ হইয়া থাকে।

স্বরের আলাপ—স্বরযোগে কিংবা কোন তারযন্ত্রযোগে রাগ-রাগিণীর রূপ মূর্ত্তিমান্ করার নাম আলাপ। তাহার মধ্যে উলত, পুলত, মূর্চ্ছনা, অংশ, ন্যাস, কলা, গমক, আকার, অলঙ্কার, তাট, উপল্ল, লাগডাট, দম, ঘম, ইত্যাদি বহুতর ভেদ ও কার্য্যের নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুরকম্পনের নাম গমক। অনুলোম ও বিলোমের সহিত মূর্চ্ছনাদি দ্বারা কোন রাগাদিকে সম্যক্ প্রকারে বিস্তার করার নাম তান। সুরবিকার অর্থাৎ বদসুর হওয়ার নাম কাকু। যে কতকগুলি ছন্দ-যোজনা করিলে তাহার পদসংজ্ঞা হয়, তাহাকে তুক্ কহে। ছন্দ গানবিশেষে চারিপাদে বা দ্বিপাদে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহার এক একটী পদকে তুক্ কহে। স্বরকথন, উচ্চ মস্তককথন, নিম্ন মস্তককথন বা মধ্য মস্তক সহকারে রাগাদিকে অক্লেশে বিভাগ করিয়া গান করা বা বাজানর নাম নাট। রাগাদিতে নানাপ্রকার স্বরকৌশল প্রদর্শনের নাম কর্ত্তন। এই কর্ত্তন করিবার সময় বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত, যেন রাগ-ভ্রংশকর বিবাদীস্বর না লাগে। গায়ক বা সুবাদককর্ত্তৃক গান অথবা বাদনকালে সুরের স্বল্পাংশ অথবা শ্রুতিগুলি পরস্পর একটু বিচ্ছিন্ন না হইয়া যে একটী চমৎকার সুর দণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহাকে লাগডাট কহে। গায়ক বাদকদিগের ইচ্ছাধীন রাগানুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তান করাকে উপজ কহে। লয় প্রদর্শনপূর্ব্বক সুরের দীর্ঘকালস্থায়িত্বের নাম দম এবং লয়প্রদর্শন সহকারে সুরের সাময়িক অল্প পরিমাণ কাল বিশ্রামকে থম কহে। রাগের আদিতে যে স্বর থাকে, তাহাকে গ্রহস্বর বা গ্রহসুর কহে, আর যে সুরে রাগ শেষ করা হয়, তাহাকে ন্যাসসুর কহে। স্বর বা সুর আলাপ করিতে হইলে এই সকল বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতার আবশ্যক।

"গীতাদৌ স্থাপিতো যস্তু স গ্রহস্বর উচ্যতে।
ন্যাসস্বরস্তু বিজ্ঞেয়ো যস্তু গীতসমাপকঃ॥
বহুলত্বং প্রয়োগেষু স চাংশস্বর উচ্যতে॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

লয়—দুইটী সুরের পরস্পর সম্মিলনকে লয় কহে। এই লয় তিন প্রকার, দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত। দ্রুত যে পরিমাণে হইবে, মধ্য তাহার দ্বিগুণ এবং বিলম্বিত মধ্যের দ্বিগুণ হইবে। এই সুরের লয়বোধ সঙ্গীতের জীবনস্বরূপ। স্বাভাবিক যাহার লয় বোধ থাকে, তিনি শিক্ষা করিলে লয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন। যাহার এই শক্তি স্বভাবতঃ থাকে না, তাহার শত চেষ্টাতেও লয়বোধ হয় না। সূক্ষ্মভাবে লয়বোধ বিশেষ দুরূহ।

"দ্রুতো মধ্যো বিলম্বশ্চ দ্রুতঃ শীঘ্রতমো মতঃ।
দ্বিগুণদ্বিগুণৌ জ্ঞেয়ৌ তস্মান্মধ্যবিলম্বিতৌ॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

সম—গীতের বিশ্রামস্থানকে সম কহে। এই সম চারি প্রকার সম, অতীত, অনাঘাত ও বিষম। সঙ্গীতশাস্ত্রে ইহা-দিগকে গ্রহ কহে। সমের পর দুইমাত্রা পর্য্যন্ত অতীতের কাল, তৎপরে দুইমাত্রা অনাঘাতের এবং শেষ দুই দুইমাত্রা বিষমের কাল। সমের পর প্রথম অর্দ্ধমাত্রাকে সুম্ অতীত কহে। তাহার পর পূর্ণ মাত্রাটিকে পূর্ণ অতীত এবং তাহার পর যে অর্দ্ধমাত্রা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে পর অতীত বলে। এইরূপে অতীতের তিন স্থানে সম রাখা যাইতে পারে এবং অনাঘাতেরও তিনটী

সম রাখিবার স্থান আছে। যথা—প্রথম অনাঘাতজ, পূর্ণ অনাঘাত ও অনাঘাতকাল। বিষমের উক্ত তিন প্রকার ভেদ আছে—বিষমাকৰ, পূর্ণবিষম ও বিষমকাল। এই ৯টী এবং ইহাতে সম যোগ করিলে দশটী সম রাখিবার স্থান হয়। সকলে ইহা স্বীকার করেন না, চারিটী মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রথম সম হইতে উঠিয়া আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারিটী তুকেই সম রাখিতে হইবে। উক্ত চারিটী তুক কেবলমাত্র ধ্রুপদ গানে ব্যবহৃত হয়। খেয়াল ও রঙ্গিণ গানে কেবল আস্থায়ী ও অন্তরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তান—সপ্তস্বর আরোহী, অবরোহী, মূর্চ্ছনা ও গমকাদি দ্বারা আলাপ করার নাম তান। সঙ্গীতশাস্ত্রে পাঁচহাজার চল্লিশ তান এবং উনপঞ্চাশ কূটতানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল তানের প্রত্যেকের বিবরণ লেখা একরূপ অসম্ভব এবং ইহা গুরূপদেশসাধ্য। সঙ্গীতশাস্ত্রাভিজ্ঞ গুরুর উপদেশ ভিন্ন এই সকল তানে অধিকার হয় না, কাজেই এই সকল তানের বিষয় লিখিত হইল না।

"তানাস্তেহপ্যূনপঞ্চাশৎ সপ্তস্বরসমুদ্ভবাঃ।
তেভ্য এব ভবন্ত্যন্যে কূটতানাঃ পৃথক্ পৃথক্।
তে স্যুঃ পঞ্চসহস্রাণি এয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ।" (সঙ্গীতদামোদর)

সঙ্গীতদর্পণে লিখিত আছে যে, প্রত্যেক মূর্চ্ছনাতে ৫০৪০ তান, এবং ৫৬ মূর্চ্ছনায় ২৮২২৪০ কূটতান আছে।

"পূর্ণাঃ পঞ্চসহস্রাণি চত্বারিংশদ্‌যুতানি চ।
একৈকস্যাং মূর্চ্ছনায়াং কূটতানাঃ সহক্রমৈঃ॥
ষট্‌পঞ্চাশন্মূর্চ্ছনাঃ স্যুঃ পূর্ণাঃ কূটাস্ত যোজিতাঃ।
লক্ষদ্বয়সহস্রাণি দ্বাশীতির্দ্বিশতে তথা।
চত্বারিংশচ্চ সংখ্যাতাঃ অথাপূর্ণান্ প্রচক্ষ্মহে॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

সঙ্গীতসাধক স্বরসাধন করিতে হইলে প্রথমে একটী সুর ঠিক করিয়া লইয়া সেই সুরের সহিত স্বর মিশাইয়া স্বরসাধন শিক্ষা করিবেন। সুর ব্যতীত স্বরসাধন হয় না। ... বীণাদি যন্ত্রে সুর বাঁধা বিশেষ কঠিন। তবে মোটামুটি রূপে অনেকেই সুর বাঁধিতে পারেন। যাহাদিগের স্বাভাবিক এমন সুরবোধ আছে যে, তাঁহারা কোনটী নরম ও কোনটি কড়া তাহা স্থির করিতে পারেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবেন।

কণ্ঠস্বরসাধনা করিতে হইলে স্বরগ্রামগুলিতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করা আবশ্যক। স্বরগ্রামগুলি বিশুদ্ধরূপে আয়ত্তাধীন হইলে তানপুরা বাঁধিবার অধিকার জন্মে, তখন তানপুরা লইয়া স্বরসাধনা করিলে স্বরের কোনরূপ বিকৃতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

স্বরসাধনস্থলে আরোহী, অবরোহী ক্রমে ইহার সাধনা করিবে। সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি, সা ইহাকে আরোহী কহে। সা, নি, ধা, পা, মা, গা, রি, সা ইহার নাম অবরোহী।

এই স্বরসাধনপ্রণালীতে আরোহী নিষ্কর্ষ, অবরোহী নিষ্কর্ষ, আরোহী প্রেথিত, অবরোহী প্রেথিত, আরোহী সন্ধীপ্রচ্ছাদন, অবরোহী সন্ধীপ্রচ্ছাদন, আরোহী অভ্যুচ্চয়, অবরোহী অভ্যুচ্চয়, আরোহী ভদ্র, অবরোহী ভদ্র, আরোহী গাত্রবর্ণ, অবরোহী গাত্রবর্ণ, আরোহী ভদ্রানন্দ, অবরোহী ভদ্রানন্দ, আরোহী পরীবর্ত্ত, অবরোহী পরীবর্ত্ত, আরোহী বিন্দুত্রিবণী, অবরোহী বিন্দুত্রিবণী, আরোহী পাঞ্চালী, অবরোহী পাঞ্চালী, আরোহী পঞ্চানন, অবরোহী পঞ্চানন, আরোহী নির্দ্দোষ, অবরোহী নির্দ্দোষ, আরোহী ষড়ানন, অবরোহী ষড়ানন। স্বরসাধনের এইরূপ অনেক প্রকার ভেদ আছে। বাহুল্যভয়ে সকল স্বরসাধন প্রণালী উল্লিখিত হইল না। সঙ্গীতপারিজাতে রাগরাগিণী ও স্বরগ্রামের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। রাগরাগিণী ও স্বরগ্রামসকল গুরূপদেশ ভিন্ন কিছুতেই আয়ত্ত হয় না। সঙ্গীতসাধকগণ গুরুর উপদেশানুসারে বিশেষ রূপ চেষ্টা করিলে তবে ইহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারেন। প্রত্যেক রাগ বা রাগিণীর মতানুযায়ী গীতের স্বরলিপিসকল রাগরাগিণী অনুসারে হইবে। রাগরাগিণীর স্বরসাধন ঠিক গীতের স্বরলিপি ও তদনুসারে স্থির করা বিশেষ কঠিন নহে। সঙ্গীতাভিজ্ঞ ব্যতীত অপর সাধারণের নিকট একরূপ দুর্বোধ্য। (সঙ্গীতদর্পণ)

সামবেদীয় নারদীয়-শিক্ষাতেও স্বরের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। যাগযজ্ঞাদিস্থলেও স্বরজ্ঞানের বিশেষ আবশ্যক। কারণ স্বরজ্ঞান না থাকিলে যাগযজ্ঞাদিতে ফল হয় না, বরং অনিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণস্থলে লিখিত আছে যে, দেবদানব-যুদ্ধকালে দানবগণ 'ইন্দ্রশত্রু' অর্থাৎ ইন্দ্র হইয়াছে শত্রু যাহার তাহার নাশ হউক, এইরূপ প্রার্থনা করিলেও স্বরজ্ঞানের অপরাধে ইন্দ্রের শত্রু দানবগণই বিনষ্ট হইয়াছিল, এই স্থলে শত্রুবধ কামনা করিতে গিয়া স্বরজ্ঞানের অভাবে নিজেদেরই অনিষ্ট করা হইল। অতএব স্বরজ্ঞান না থাকিলে উক্তরূপ বিপত্তি ঘটিয়া থাকে।

"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহঃ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোহপরাধাৎ॥"
(নারদীয়শিক্ষা ৫)

মন্ত্রসকল স্বর ও বর্ণ হইতে হীন হইয়া মিথ্যারূপে প্রযুক্ত হইলে তাহার কোন ফল হয় না। সেই স্বরের অপরাধে বাক্য রূপ মন্ত্র বজ্রস্বরূপ হইয়া ইন্দ্রের শত্রু দানবগণকে যেরূপে বিনষ্ট করিয়াছিল, তদ্রূপ যজমানই বিনষ্ট হয়। ঋত্বিকের স্বরশাস্ত্রে

বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। উচ্চ ও নীচ ভাবে উচ্চারণ হেতু স্বরের অন্যথা হইয়া থাকে। আর্চ্চিক, গাথিক ও সামিক-ভেদে স্বর ত্রিবিধ প্রকার। ঋগ্বেদে একান্তর স্বর, গাথাতে দ্ব্যন্তর স্বর এবং সামবেদে ত্র্যন্তর স্বর হইয়া থাকে। ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ প্রভৃতির যে সকল মন্ত্র যজ্ঞে প্রযুক্ত হয়, স্বরশাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে সেই সকল মন্ত্র বিস্বর হইয়া থাকে। স্বর ও বর্ণের দ্বারা হীন মন্ত্র যজ্ঞে প্রযুক্ত হইলে যজমানের আয়ু, সন্তান ও পশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

"অথাতঃ স্বরশাস্ত্রাণাং সর্ব্বেষাং বেদনিশ্চয়ং।
উচ্চনীচবিশেষাদ্ধি স্বরান্যত্বং প্রবর্ত্ততে।
আর্চ্চিকং গাথিকঞ্চৈব সামিকঞ্চ স্বরান্তরং
কৃতান্তে স্বরশাস্ত্রাণাং প্রযোক্তব্যং বিশেষতঃ
একান্তরঃ স্বরো হৃক্ষু গাথাসু দ্ব্যন্তরঃ স্বরঃ
সামসু ত্র্যন্তরং বিদ্যাদেতাবৎ স্বরতোঽন্তরং।
ঋক্‌সামযজুরঙ্গানি যে যজ্ঞেষু প্রযুজ্যতে।
অবিজ্ঞানাদ্ধি শাস্ত্রাণাং তেষাং ভবতি বিস্বরঃ॥
[illegible]
[illegible]।"

(নারদীয়শিক্ষা ১ম)

অতএব যাগ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, শান্তি প্রভৃতি যে কোন বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হউক না কেন, স্বরশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া করা আবশ্যক, নচেৎ তাহাতে ফল না হইয়া বরং অনিষ্ট হয়।

উরঃ, কণ্ঠ ও শির এই তিনটী স্থানই স্বরোৎপত্তির প্রধান স্থান। এই তিনটী স্থান আবার ৭ ভাগে বিভক্ত। নাভিদেশ হইতে উত্থিত বায়ু এই সকল স্থানে আহত হইয়া স্বরের উৎপত্তি হয়। কোন্ কোন্ স্থান হইতে কোন্ কোন্ বর্ণের উচ্চারণ হয়, ব্যাকরণশাস্ত্রে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। স্বর ও ব্যঞ্জন ইহাদের প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণস্থান বিভিন্ন প্রকার, বাহুল্যভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না।

'গেয়ং সাম' অর্থাৎ সামবেদ গান করিতে হয়, যাগযজ্ঞাদিস্থলে সামবেদ গান করিবার বিধান আছে, অতএব সামবেদে তান, রাগ, স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা এই সকলের নাম স্বরমণ্ডল, সামবেদের স্বর জানিতে হইলে এই সকলের লক্ষণ জানা আবশ্যক। ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তস্বর, ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিন গ্রাম, একবিংশতি মূর্চ্ছনা ও একোনপঞ্চাশৎ তান এই সকল স্বরমণ্ডল নামে অভিহিত হয়। এই স্বরমণ্ডল শ্রেষ্ঠ বেদাঙ্গ।

"সামবেদে তু বক্ষ্যামি স্বরাণাং চরিতং যথা।
অল্পগ্রন্থং প্রভূতার্থং শ্রাব্যং বেদাঙ্গমুত্তমং॥
তানরাগস্বরগ্রামমূর্চ্ছনানাস্তু লক্ষণং।
পবিত্রং পরমং পুণ্যং নারদেন প্রকীর্ত্তিতং॥
সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ।
তানা একোনপঞ্চাশদিত্যেতৎ স্বরমণ্ডলং॥
ষড়্জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমস্তথা।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তমঃ স্বরঃ।
ষড়্জমধ্যমগান্ধারাস্ত্রয়ো গ্রামাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

(নারদীয়শিক্ষা ১। ২ খ°)

তিনটী গ্রাম [illegible] তিনটী লোক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে ভূলোক হইতে ষড়্জ গ্রাম, ভুবর্লোক হইতে মধ্যম এবং স্বর্গলোক হইতে গান্ধার গ্রাম হইয়াছে। [illegible] গ্রামের মধ্যম গ্রামে বিংশতি তান, ষড়্জ [illegible] ১৪ তান, এই সমস্ত সমেত ৪৯ তান। [illegible] ঋষি ও দেবতা ইঁহাদের প্রত্যেকের ৭টী [illegible] মূর্চ্ছনা আছে। তাহার মধ্যে নন্দা, বিশালা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, সুখা ও বলা এই ৭টী মূর্চ্ছনা দেবতাদিগের জন্য, [illegible], চন্দ্রা, হেমা, কপর্দ্দিনী, মৈত্রী ও বার্হতী এই ৭টী পিতৃগণের, ষড়্জগ্রামে উত্তরমন্দ্রা, ঋষভে অভিরুদ্গতা, গান্ধারে অশ্বক্রান্তা, মধ্যমে সৌবীরা, পঞ্চমে হৃষ্যকা, ধৈবতে উত্তরায়তা এবং নিষাদে রজনী এই ৭টী মূর্চ্ছনা, ঋষিদিগের জন্য কল্পিত। দেবতাদিগের ৭টী মূর্চ্ছনা দ্বারা গন্ধর্ব্বগণ এবং পিতৃদিগের ৭টী মূর্চ্ছনা দ্বারা যক্ষগণ এবং ঋষিদিগের ৭টী মূর্চ্ছনা দ্বারা জনসমূহ গান করিয়া থাকে। সুতরাং এই ৭টী মূর্চ্ছনাই লৌকিক। স্বরের মধ্যে ষড়্জগ্রামে দেবগণ, ঋষভে [illegible] পিতৃগণ, গান্ধারে গন্ধর্ব্বগণ, পঞ্চমে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ, নিষাদে যক্ষগণ এবং ধৈবতে ভূতসমূহ প্রীত হইয়া থাকে।

"ভূর্লোকাজ্জায়তে ষড়্জো ভুবর্লোকাচ্চ মধ্যমঃ।
স্বর্গাচ্চৈব গান্ধারো নারদস্য মতং যথা॥
উপজীবন্তি গন্ধর্ব্বা দেবানাং সপ্ত মূর্চ্ছনা।
পিতৄণাং মূর্চ্ছনাঃ সপ্ত তথা যক্ষা ন সংশয়ঃ॥
ঋষীণাং মূর্চ্ছনাঃ সপ্ত যাস্ত্বিমা লৌকিকাঃ স্মৃতাঃ।
ষড়্জঃ প্রীণাতি বৈ দেবানৃষীন্ প্রীণাতি চর্ষভঃ॥
পিতৄন্ প্রীণাতি গান্ধারো গন্ধর্ব্বান্ মধ্যমঃ স্বরঃ।
দেবান্ পিতৄনৃষীংশ্চৈব স্বরঃ প্রীণাতি পঞ্চমঃ।
যক্ষান্ নিষাদঃ প্রীণাতি ভূতগ্রামঞ্চ ধৈবতঃ॥"

(নারদীয়শিক্ষা ১।২ খ°)

* পূর্ব্বোক্ত স্বর সকলের দশপ্রকার গুণ আছে, যথা—রক্ত, পূর্ণ,

অলঙ্কৃত, প্রসন্ন, ব্যক্ত, বিক্রুষ্ট, শ্লক্ষ্ণ, সম, সুকুমার ও মধুর। ইহা ভিন্ন ১৪টী দোষ আছে, যথা—শঙ্কিত, ভীত, উৎসৃষ্ট, অব্যক্ত, অনুনাসিক, কাকস্বর, শিরোগত, স্থানবিবর্জ্জিত, বিস্বর, বিরস, বিশ্লিষ্ট, বিষমাহত, ব্যাকুল ও তালহীন। দশ প্রকার গুণ ও ১৪ প্রকার দোষের লক্ষণগুলি বাহুল্যভয়ে লিখিত হইল না।

উক্ত সপ্ত স্বরের মধ্যে ষড়্জ স্বর কণ্ঠ হইতে, ঋষভ শিরঃ হইতে, গান্ধার অনুনাসিক হইতে, মধ্যম উরঃস্থল হইতে, পঞ্চম উরঃ, শিরঃ ও কণ্ঠ হইতে, ধৈবত ললাট হইতে এবং নিষাদ সন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই সপ্ত স্বরের মধ্যে অগ্নি ষড়্জ স্বরে, ব্রহ্মা ঋষভ স্বরে, চন্দ্র গান্ধার স্বরে, বিষ্ণু মধ্যম স্বরে, নারদ পঞ্চম স্বরে এবং তুম্বুরু ধৈবত ও নিষাদ স্বরে গান করেন।

"কণ্ঠাদুত্তিষ্ঠতে ষড়্জঃ শিরসস্ত্বৃষভঃ স্মৃতঃ।
গান্ধারস্ত্বনুনাসিক্য উরসো মধ্যমঃ স্বরঃ॥
উরসঃ শিরসঃ কণ্ঠাদুত্থিতঃ পঞ্চমঃ স্বরঃ।
ললাটাৎ ধৈবতং বিদ্যান্নিষাদং সর্ব্বসন্ধিজং॥
অগ্নিগীতঃ স্বরঃ ষড়্জ ঋষভো ব্রাহ্মণোচ্যতে।
সোমেন গীতো গান্ধারো বিষ্ণুনা মধ্যমঃ স্বরঃ॥
পঞ্চমস্তু স্বরো গীতো নারদেন মহাত্মনা।
ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ গীতৌ তুম্বুরুণা স্বরৌ॥"
(নারদীয়শিক্ষা ১৪ খ°)

যে রূপ জলমধ্যে মৎস্যদিগের পথ অবগত হওয়া যায় না, সেইরূপ স্বরগত শ্রুতির বিষয়ও জানা যায় না। দধিমধ্যে ঘৃত, কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি যে ভাবে থাকে, স্বরগতা শ্রুতিও সেইভাবে আছে,যত্ন করিয়া তাহা জানিতে হয়। যখন স্বর অভ্যাস করিতে হয়, তখন দ্রুতবৃত্তি, প্রয়োগকালে মধ্যবৃত্তি এবং শিষ্যদিগের উপদেশকালে বিলম্বিতবৃত্তি অবলম্বন করা বিধেয়।

"যথাপ্সু চরতাং মার্গো মীনানাং নোপলভ্যতে।
আকাশে বা বিহঙ্গানাং তদ্বৎ স্বরগতা শ্রুতিঃ॥
যথা দধিনি সর্পিঃ স্যাৎ কাষ্ঠস্থো বা যথানলঃ।
প্রযত্নেনোপলভ্যেত তদ্বৎ স্বরগতা শ্রুতিঃ॥
অভ্যাসার্থে দ্রুতাং বৃত্তিং প্রয়োগার্থে তু মধ্যমাং।
শিষ্যাণামুপদেশার্থে কুর্য্যাৎ বৃত্তিং বিলম্বিতাং॥"
(নারদীয়শিক্ষা ১৬ খ°)

এই সপ্তস্বর যেমন গীত দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তদ্রূপ বীণাদি বাদ্যযন্ত্রেও প্রকাশিত হয়। বীণাদি বাদ্যযন্ত্রবাদন করিলে এই স্বরসকল অবিকল গীতের ন্যায় হইয়া থাকে। গীতকালে বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সহিত স্বর মিশ্রিত করিলে মধুর হইতে মধুরতম হয়। এই সকল সামিক স্বর। নারদীয়শিক্ষায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, আমরা অতি সংক্ষেপে ইহার দুই চারিটী বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম।

উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ আর্চ্চিক স্বর। যাগযজ্ঞাদিতে ও মন্ত্রপাঠকালে এই ত্রিবিধ স্বরের আবশ্যক হয়। উচ্চারণ অনুসারে এই ত্রিবিধ স্বরের ভেদ হইয়া থাকে। উচ্চ ভাবে যাহা উচ্চারিত হয় তাহা উদাত্ত, নীচ অর্থাৎ অনুচ্চ ভাবে উচ্চারিত হইলে অনুদাত্ত এবং সমাহার অর্থাৎ মিলিত উচ্চও নহে নীচও নহে মাঝামাঝি ভাবে যাহা উচ্চারিত হয়, তাহাই স্বরিত। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বর উচ্চারণকালে এইরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে, যেন কোন বর্ণ পীড়িত না হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণ স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বরের উচ্চারণ বিকৃত হইলে, 'স্বরতো বর্ণতোহপি বা' যজমানের অনিষ্ট হইয়া থাকে।

পাণিনিও এই ত্রিবিধ স্বরের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"উচ্চৈরুদাত্তঃ"। (পা ১।২।২৯) "নীচৈরনুদাত্তঃ" (পা ১।২।৩০) "সমাহারঃ স্বরিতঃ" (পা ১।২।৩১)

উ, উ উ৩ এই তিন বর্ণের উচ্চারণকালের ন্যায় যে সকল স্বরবর্ণের উচ্চারণ কাল, সেই অচ্ যথা ক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত হয়, ঐ অচ্ উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিতভেদে তিন প্রকার। কুক্কুটরুত উকারে এক মাত্রা, দ্বিমাত্রা ও ত্রিমাত্রা প্রসিদ্ধই আছে, এই জন্য আকারাদি না বলিয়া উকারাদি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

তালু প্রভৃতি স্থান সভাগ অর্দ্ধ ও উর্দ্ধ এই দুই ভাগবিশিষ্ট, ঐ তালু প্রভৃতি স্থানের উর্দ্ধ ভাগে নিষ্পন্ন অচ্ উদাত্তসংজ্ঞ হইয়া থাকে। যথা যে কে। এইরূপ 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (পা ৮।২।৫) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা একার উদাত্ত হইয়াছে।

তালু প্রভৃতি স্থানের অধোভাগে উচ্চার্য্যমাণ অচ্ অনুদাত্তসংজ্ঞ হইয়া থাকে। যথা, 'অর্ব্বাঙ্' এই স্থলে "অনুদাত্তম্পদমেকবর্জ্জং' (পা ৬।১।১৫৮) এই সূত্র দ্বারা শেষ নিঘাতের পর আদ্য অকার অনুদাত্ত।

উদাত্ত ও অনুদাত্ত রূপ বর্ণধর্ম্ম যে অচে সমাহৃত অর্থাৎ মিলিত হয়, সেই অচ্ স্বরিতসংজ্ঞ হইয়া থাকে। স্বরিতের প্রথমার্দ্ধ উদাত্ত অথবা স্বরিত পরবর্ত্তী হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরিতের উত্তরার্দ্ধ যে অনুদাত্ত তাহার স্পষ্টই শ্রবণ আছে। উদাত্ত ও স্বরিতের পরবর্ত্তী না হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরিত ইহা প্রাতিশাখ্যে প্রসিদ্ধ আছে।

"একাক্ষরসমাবেশে পূর্ব্বয়োঃ স্বরিতঃ স্বরঃ।
ততোদাত্ততরোদাত্তাদর্দ্ধমাত্রার্দ্ধমেব বা॥

অনুদাত্তঃ পরঃ শেষঃ স উদাত্ত শ্রুতির্ন চেৎ।

উদাত্তং নোচাতে কিঞ্চিৎ স্বরিতং বাক্ষরং পরং॥" (মনোরমা)

"ক্ব কাবোঽশ্বঃ" এই স্থলে উদাত্ত পরবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া 'ক্ব' এই হ্রস্ব স্বরিতের উত্তরার্দ্ধ অনুদাত্ত হইল। 'যে হবাঃ' এই স্থলে অনুদাত্ত পরবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া 'যে' এই দীর্ঘ স্বরিতের শেষার্দ্ধ অনুদাত্ত হইল 'যোহত্য' এই স্থলে স্বরিত পরবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া যো এই স্বরিতের উত্তরার্দ্ধ অনুদাত্ত হইল। 'অগ্নিমীলে' ইত্যাদি স্থলে উদাত্ত পরবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া 'মী' এই স্বরিতের অনুদাত্ত শ্রুতি হইল। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অচ্ নয় প্রকার হইলেও প্রত্যেক অনুনাসিক ও নিরনুনাসিক-ভেদে দ্বিবিধ হইয়া অষ্টাদশ প্রকার হইয়াছে। হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুতভেদে তিন প্রকার হইয়া ৯ প্রকার, উহা আবার অনুনাসিক ও নিরনুনাসিক ভেদে ১৮ প্রকার হইয়াছে।

মুখ সহিত নাসিকার দ্বারা উচ্চার্য্যমাণ বর্ণের অনুনাসিকসংজ্ঞা হয়। অতএব এইরূপে অ, ই, উ, ঋ, এই চারি বর্ণের প্রত্যেকের অষ্টাদশ প্রকার ভেদ হয়। এ, ঐ, ও, ঔ, এই চারিবর্ণের হ্রস্ব না থাকা প্রযুক্ত উহাদের দ্বাদশ প্রকার ভেদ কথিত হইয়াছে।

উদাত্তাদি স্বর হ্রস্বদীর্ঘানুসারে নির্ণীত হয়। স্বরবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণেরও সাদৃশ্য আছে, ইহাতে লিখিত আছে যে, যে বর্ণের তালু প্রভৃতি স্থান ও আভ্যন্তরপ্রযত্ন যে বর্ণের সহিত তুল্য তাহারা পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা হয়, যাহাদের এই সবর্ণসংজ্ঞা আছে, সেই সকল বর্ণের উচ্চারণস্থান এক, অ, কু হ, অর্থাৎ অ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ এবং বিসর্গ ইহাদের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ, ই, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, শ ইহাদের উচ্চারণস্থান তালু, ঋ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ এই সকল বর্ণের উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা, ৯, ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স ইহাদের উচ্চারণস্থান দন্ত, উ, প, ফ, ব, ভ, ম, উপাধ্মানীয় অর্থাৎ গজকুম্ভাকৃতি বর্ণের উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এই সকল বর্ণের উচ্চারণস্থান নাসিকা। এ ঐ ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও তালু, ও ঔ ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ। অন্তঃস্থ বকারের উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল। অনুস্বারের উচ্চারণস্থান নাসিকা। এই বর্ণসকল উচ্চারণে প্রযত্ন দুই প্রকার, আভ্যন্তর ও বাহ্য। আভ্যন্তর প্রযত্ন চারি প্রকার, যথা স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, বিবৃত এবং সংবৃত।

এই সকল প্রযত্নানুসারে যে সকল বর্ণের যে সকল উচ্চারণ-স্থান, সেই সকলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বর্ণসকল উচ্চারণ করিলে উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি আপনা হইতেই উচ্চারিত হয়। (পাণিনি)

একমাত্র স্বরবর্ণে অর্থাৎ অকারাদি বর্ণে উদাত্তাদি ত্রিবিধ স্বরই নিত্য বিদ্যমান আছে। এই জন্য স্বর ও ব্যঞ্জন এই দুয়ের মধ্যে স্বরই প্রধান। ব্যঞ্জনবর্ণ মণির তুল্য, স্বরবর্ণ সূত্রতুল্য। সূত্রের সাহায্যে যেমন মণি গ্রথিত হয়, সেইরূপে স্বরের সাহায্যে ব্যঞ্জন পদরূপে গ্রথিত হইয়া থাকে। ব্যঞ্জন দুর্ব্বল, স্বর সবল। উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই রূপেই স্বর উচ্চারিত হয়। কিন্তু ব্যঞ্জন স্বরানুসারেই উক্ত রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। বলবান্ রাজা যেমন দুর্ব্বল রাষ্ট্র নাশ করে, সবল-স্বর সেইরূপ দুর্ব্বল ব্যঞ্জনকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

"স্বর উচ্চঃ স্বরো নীচঃ স্বর স্বরিত এব চ।
ব্যঞ্জনান্যনুবর্ত্তন্তে যত্র তিষ্ঠতি স স্বরঃ॥
স্বরপ্রধানং ত্রৈস্বর্য্যমাচার্য্যাঃ প্রতিজানতে।
মণিবৎ ব্যঞ্জনং বিদ্যাৎ সূত্রবচ্চ স্বরং বিদুঃ॥
দুর্ব্বলস্য যথা রাষ্ট্রং হন্তে চ বলবান্ নৃপ।
দুর্ব্বলং ব্যঞ্জনং তদ্বদ্ধরেত বলবান্ স্বরঃ॥"

(নারদীয়শিক্ষা ২ প্র° ৫ খ°)

বৈদিক মন্ত্রপাঠ করিতে হইলেই উক্ত স্বরজ্ঞানের বিশেষ আবশ্যক। শব্দের অর্থজ্ঞান ও স্বরজ্ঞান না হইলে বেদপাঠ হইতে পারে না। যে হেতু স্বরানুসারেই অধিকাংশ পদচ্ছেদ নির্ণীত হইয়া থাকে। এই জন্য স্বরানুসারে অর্থজ্ঞান হয়। বেদে স্বর-জ্ঞানের জন্য পদসংহিতা নামে গ্রন্থ আছে, তাহাতে স্বরানুসারে পদচ্ছেদের বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে। একই মন্ত্র তিন বেদে আছে, কিন্তু তিন বেদেই উক্ত মন্ত্রের পদচ্ছেদ ভিন্ন ভিন্ন রূপ লিখিত হইয়াছে, সেই স্থলে কোন্ স্বরানুসারে সেই মন্ত্র উচ্চারিত হইবে, তাহাই বিশেষ রূপে মীমাংসিত রহিয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

মনুষ্য, পক্ষী প্রভৃতির কণ্ঠধ্বনিকেও স্বর কহে। পক্ষী প্রভৃতির কণ্ঠধ্বনি দ্বারা শুভাশুভ জানিতে পারা যায়, শাকুনশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

চরকে স্বরাধিকারে স্বরের দ্বারা যেরূপ অরিষ্ট সূচিত হয়, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—হংস, বক, দুন্দুভি, রথচক্র, কলবিঙ্ক পক্ষী, কাক, কপোত ও ঝর্ঝর ইহাদের ধ্বনি সদৃশ স্বর হইলে তাহাকে প্রকৃতিস্বর বলিয়া জানিবে। এতদ্ভিন্ন অপর যে সকল স্বর বহুতর ধ্বনি সদৃশ শ্রুত হয় কিংবা বহুতর ধ্বনি সাদৃশ্য না থাকিলেও যাহার স্বর নির্দ্দেশ করা যায়, সে সকল স্বরও প্রকৃতিস্বর। আতুরের স্বর, শুকপক্ষীবৎ স্বর, সূক্ষ্মস্বর গ্রহগ্রস্ত অর্থাৎ সর্ব্বথা অনুচ্চরণ (যাহা ভাল উচ্চারণ হয় না), অস্ফুট স্বর, গদ্গদ স্বর, ক্ষীণ, দীন ও অনুদ্গীর্ণ এবং উপর্য্যুপরি উচ্চার্য্যমাণ স্বর হইলে তাহাকে বৈকারিক স্বর কহে। তদ্ভিন্ন অন্য যে সকল স্বর বিকৃত স্বরোৎপত্তির অনতিপূর্ব্বেই উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকেও বৈকারিক স্বর বলা যায়।

প্রকৃতি ও বৈকারিক স্বরের মধ্যে যদি প্রকৃতি স্বরের উপঘাতে বৈকারিক স্বরের আশু উৎপত্তি হয়, কিংবা অনেক প্রকৃত স্বরের বা অনেক বিকৃতি স্বরের মিশ্রণে এক প্রকার স্বর উৎপন্ন হয়, অথবা এক প্রকার স্বর অনেক প্রকার হয়, তাহা হইলে সেইরূপ স্বরকে অরিষ্টসূচক বলিয়া জানিবে। যে রোগীর স্বর এরূপ অরিষ্টসূচক হয়, সেই রোগীর অচিরে মৃত্যু হয়। (চরক ইন্দ্রিয়স্থা° ১ অ°)

স্বরকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-ট, করঃ, স্বরস্য করঃ। স্বরজনক, স্বরবর্দ্ধক, যে দ্রব্যসেবনে [illegible] স্বর বৃদ্ধি হয়। (সুশ্রুত)

স্বরক্ষয় (পুং) স্বরস্য ক্ষয়ঃ। স্বরক্ষীণরোগ। [স্বরভঙ্গ দেখ।]

স্বরক্ষু (স্ত্রী) মহানদীভেদ। ([illegible])

"[illegible] মহানদী।

[illegible]" ([illegible] ৫৮।১২)

[illegible] বিভক্ত হইয়া যায়। [illegible] মহানদী [illegible] প্রবাহিত হইয়া [illegible] নাম [illegible] বলিয়া [illegible] হয়।

স্বরঘ্ন (পুং) স্বরং হন্তি স্বর-হন্-টক্। স্বরনাশক [illegible] রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"[illegible]।

কফোপদিগ্ধৈর্নিবায়নের্ন [illegible] স রোগঃ স্বরঘ্নঃ॥"

(সুশ্রুত নি° ১৬ অ°)

যে রোগে বায়ু প্রকোপ হেতু [illegible] রোধ ও সর্ব্বদা শ্বাস ত্যাগ করে, কণ্ঠ শুষ্ক ও স্বরভঙ্গ হয়, আহারীয় বস্তু গলাধঃকরণ করিতে অসমর্থ হয় এবং বায়ুবহা স্রোতসমূহ কফ কর্ত্তৃক দূষিত হয়, তাহাকে স্বরঘ্ন রোগ কহে। এই রোগ হইলে কথা কহিবার শক্তি থাকে না। [গলরোগ দেখ]

স্বরকৃত (ত্রি) স্বরকৃত, উচ্চারণ সৌষ্ঠবাদি দ্বারা সুষ্ঠু সম্পাদিত। "তেন যজ্ঞেন স্বরকৃতেন" (ঋক্ ১।১৬২।১৫) 'স্বরকৃতেন স্বোচ্চারসৌষ্ঠবাদিনা সুষ্ঠু সম্পাদিতেন' (সায়ণ)

স্বরণ (ত্রি) প্রকাশনবৎ, প্রকাশবিশিষ্ট।

"সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে" (ঋক্ ১।১৮।১)

'স্বরণং দেবেষু প্রকাশনবন্তং স্বশব্দোপতাপয়োঃ কৃত্যল্যুট্ বহুলং ইতি কর্ম্মণি ল্যুট্' (সায়ণ)

স্বরতা (স্ত্রী) স্বরস্য ভাবঃ তল-টাপ্। স্বরত্ব, স্বরের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্বরতিক্রম (পুং) স্বর্গ অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি।

"যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভি

র্ব্যূহেহর্চ্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায়।" (ভাগবত ১১।৬।১০)

'স্বরতিক্রমায় স্বর্গমতিক্রমস্য বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তয়ে।' (স্বামী)

স্বরদীপ্ত (ত্রি) স্বরেণ শব্দেন দীপ্তঃ। শব্দ দ্বারা দীপ্ত।

"কলহঃ স্বরদীপ্তেষু স্থানদীপ্তেষু বিগ্রহঃ।" (বৃহৎসং° ৮৬।২৩)

স্বরপত্তন (ক্লী) স্বরাণাং ষড়্‌জাদীনাং পত্তনং আশ্রয়স্থানং। সামবেদ। (ত্রিকা°)

স্বরব্রহ্মন্ (ক্লী) স্বর এব ব্রহ্ম। শব্দরূপ ব্রহ্ম।

"দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাং।

মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহং॥" (ভাগবত ১।৬।৩৩)

স্বরভক্তি (স্ত্রী) স্বরবিভাগ। (প্রাতিশাখ্য)

স্বরভঙ্গ (পুং) স্বরস্য ভঙ্গো [illegible] যস্মাৎ। স্বরনাশক রোগবিশেষ। স্বরভেদরোগ। ইহার নিদানসম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—[illegible] উচ্চৈঃস্বরে বাক্যোচ্চারণ ও বেদপাঠ, বিষভক্ষণ এবং কণ্ঠদেশে আঘাতাদি দ্বারা অথবা এই সকল কারণে কুপিত বাতাদি দোষ স্বরবহ স্রোতচতুষ্টয়ে আশ্রিত হইয়া স্বর নষ্ট করে। এই স্বরভেদ ৬ প্রকার—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতজ, ক্ষয়জ এবং মেদজ।

বাতজ স্বরভেদলক্ষণ—বাতজন্য স্বরভেদে রোগীর নেত্র, মুখ, মূত্র ও পুরীষ কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং ধীরে ধীরে গর্দ্দভের ন্যায় কর্কশ, অথচ ভগ্নস্বর নির্গত হইয়া থাকে। পিত্তজ স্বরভেদে নেত্র, মুখ ও পুরীষ পীতবর্ণ হয়, এবং স্বর নিঃসৃত হইবার সময় গলদেশে দাহ জন্মে। কফজ স্বররোগে কণ্ঠদেশ সর্ব্বদা কফ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া বাক্যকথনশক্তি অল্প হয় এবং দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ দ্বারা কফের অল্পতাহেতু অধিক বাক্যোচ্চারণে অসমর্থ হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক স্বরভেদে উপরি উক্ত ত্রিদোষের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই স্বরভেদ অসাধ্য।

ক্ষয়জ—ধাতুক্ষয়জন্য স্বরভেদে বাক্‌শক্তি ক্ষীণ হইয়া অতি কষ্টে বাক্য নিঃসারিত হয়। যদি ওজঃক্ষয়প্রযুক্ত হতবাক্ হয়, তাহা হইলে সেই রোগী পরিত্যাগের উপযুক্ত। মেদোজন্য স্বরভেদে মেদ অথবা শ্লেষ্মদ্বারা গলদেশ আবৃত বলিয়া বোধ হয়, তৃষ্ণা জন্মে এবং গলার মধ্য হইতে বিলম্বে অস্পষ্ট স্বরবিশিষ্ট বাক্য নিঃসৃত হইয়া থাকে।

অসাধ্য লক্ষণ—ক্ষীণ অর্থাৎ ক্ষয়রোগীর, কৃশ, বৃদ্ধ এবং অত্যন্ত স্থূল ব্যক্তির স্বরভেদ হইলে অথবা বহুকালোৎপন্ন বা জন্মের সহিত উৎপন্ন হইলে ও সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন সান্নিপাতিক স্বরভেদ হইলে তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে। ক্ষয়জ স্বরভেদে একেবারে উচ্চারণ বন্ধ হইয়া যাইলে রোগীর অচিরে মৃত্যু হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—বাতাদি দোষজন্য শ্বাসঘ্ন ও কাসঘ্ন রোগে যে সকল ঔষধ কথিত আছে, চিকিৎসক দোষানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক সেই সকল ঔষধ স্বরভেদরোগে প্রয়োগ করিবেন। বাতজন্য স্বরভেদে লবণসংযুক্ত ঈষদুষ্ণ তৈল দ্বারা, পিত্তজন্য স্বরভেদে মধুসংযুক্ত ঘৃত দ্বারা এবং কফজন্য স্বরভেদে যবক্ষার, ত্রিকটু ও মধু দ্বারা কবল করিবে। উক্তরূপ কবল করিলে শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয় এবং স্বরের প্রসন্নতা হইয়া থাকে।

বাতজ স্বরভেদে ঘৃত ও গুড়ের সহিত অন্ন আহার করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল পান করিবে। পিত্তজ স্বরভেদে দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন এবং পিত্তকাসোক্ত বাসাঘৃতাদি পান করিবে। কফজ স্বরভেদে পিপ্পলীমূল, মরিচ ও শুণ্ঠিচূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিবে। মৃগনাভি, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম ও বংশলোচন এই সমস্ত দ্বারা লেহ প্রস্তুত করিয়া মধু ও ঘৃত সংযোগে সেবন করিলে স্বরভেদ আশু বিনষ্ট হয়। ব্রাহ্মীশাক, বচ, হরীতকী, বাসক ও পিপ্পলীচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে স্বরভেদ আরোগ্য হয় এবং সপ্তাহমধ্যে কিন্নরের ন্যায় সুস্বর হয়।

কণ্টিকারী সাড়েবার সের পিপ্পলীমূল সওয়া তিন সের এবং চিতামূল ও দশমূল প্রত্যেক তিনসের অর্দ্ধপোয়া এই সকল দ্রব্য একত্র ৬৪ সের জল দ্বারা পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তৎপরে ছাকিয়া উহার সহিত ৮ সের পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া পুনরায় পাক করিবে। যখন দেখিবে যে, উহা লেহবৎ হইয়াছে, তখন উহাতে পিপ্পলীচূর্ণ ৮ পল, দারুচিনি, এলাচি ও তেজপত্রচূর্ণ মিলিত ৮ পল, মরিচচূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ এবং উহা শীতল হইলে অর্দ্ধসের মধু উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অগ্নির বলাবল অনুসারে উপযুক্ত রূপে প্রযুক্ত হইলে স্বরভেদ আশু প্রশমিত হয়। স্বরভেদে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বরভঙ্গ রোগে তৈলাক্ত খদির, অথবা হরীতকীচূর্ণ, পিপুলচূর্ণ, কিংবা হরীতকী ও শুঁঠচূর্ণ মুখে ধারণ করিলে বিশেষ উপকার হয়। বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার ও চিতামূল সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে স্বরভেদ ও কাসরোগের উপশম হয়। ইহা ভিন্ন মৃগনাভ্যাদি অবলেহ, দার্ব্যাদি চূর্ণ, নিদিগ্ধিকা অবলেহ, ব্যাঘ্রকাভ্র, সারস্বতঘৃত ও ভৃঙ্গরাজাদ্যঘৃত প্রভৃতি স্বরভেদরোগে বিশেষ প্রশস্ত। এই রোগে পথ্যাপথ্য কাস ও শ্বাসরোগের ন্যায় প্রতিপালন করিবে। (ভাবপ্র° স্বরভেদরোগাধিকার)

চরকে ইহার চিকিৎসাবিধান এইরূপ লিখিত আছে, বাতজ স্বরভেদে আহারের পরই ঘৃত পান করিতে হইবে এবং বেড়েলা, রাস্না ও ওলঙ্ক ইহাদিগের কাথ, চূর্ণ, অবলেহ ও কবল এই চারি প্রকারে প্রয়োগ করিলে বাতজ স্বরভেদ আশু প্রশমিত হয়। পঞ্চমূলের অর্দ্ধসৃত কাথে ময়ুর, তিত্তিরী বা কুক্কুটের মাংস পাক করিয়া সেই মাংসরস পান করিবে অথবা যমুবস্থৃত, ক্ষীর, সর্পি বা ত্রিকটুচূর্ণ পান করিবে।

পৈত্তিক স্বরভেদে বিরেচন প্রশস্ত। মধুরগণের সহিত দুগ্ধপাক করিয়া সেই দুগ্ধ এবং সর্পি, গুড়, তিক্তক ঘৃত, জীবনীয়ঘৃত এবং বৃষ্য ঘৃত পান করিলে ইহা প্রশমিত হয়।

কফজ স্বরভেদে তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন, নস্য, বমন, ধূম, যবকৃত অন্ন এবং কটু দ্রব্য সেবন করিবে। বচ, বামুনহাটী, হরীতকী, ত্রিকটু, যবক্ষার ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণ মধু-মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। তীক্ষ্ণ মদ্যপানও ইহাতে প্রশস্ত।

রক্তজ স্বরভেদে জাঙ্গলমাংসরস ঘৃতে সংস্কৃত করিয়া পান করিবে এবং ক্ষয়কাসনাশক যে সকল ঔষধ অভিহিত হইয়াছে, বিবেচনাপূর্ব্বক তৎসমুদয় প্রয়োগ করিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। পিত্তজ স্বরভেদের ন্যায়ও চিকিৎসা করিবে। ইহাতে শিরাবেধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয়। ত্রিদোষজ স্বরভেদে উক্ত বাতজাদি স্বরভেদ ক্রিয়াই করিবে। কেবল শিরাবেধ করিবে না। (চরক চিকি° ২৬ অ°)

ক্ষয়রোগে যক্ষ্মাকাসে যে স্থলে স্বরভেদ হয়, তথায় রোগীর জীবন সংশয়। সেই রোগী অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

স্বরভঙ্গিন্ (পুং) স্বরস্য ভঙ্গোঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ পক্ষিবিশেষ।
'স্বরভঙ্গী নবো দৃঙ্‌ক্ষু বিকটু শকুলভেদকাঃ।' (শব্দরত্না°)
(ত্রি) ২ স্বরভঙ্গরোগী। যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে।

স্বরভেদ (পুং) স্বরস্য ভেদো যস্মাৎ। স্বরভঙ্গরোগ।

স্বরমণ্ডলিকা (স্ত্রী) স্বরাণাং মণ্ডলমস্ত্যস্যেতি ঠন্। বীণাবিশেষ। কোন কোন পুস্তকে স্বরমণ্ডলিকা এরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বরযোগ (পুং) স্বরসংযোগ, স্বরলয়।

স্বরলাসিকা (স্ত্রী) স্বরৈর্লসতীতি স্বর-লস-ণ্বুল্ টাপ্, টাপি অতইত্বং। বংশী। (শব্দরত্না°)

স্বরবৎ (ত্রি) স্বর অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। স্বরবিশিষ্ট, স্বরযুক্ত।

স্বরবিভক্তি (স্ত্রী) সামের স্বরবিভাগ।

স্বরশাস্ত্র (ক্লী) স্বরবিষয়ক শাস্ত্র। যে শাস্ত্রে স্বরের বিষয় অবগত হওয়া যায়।

স্বরস (পুং) স্বস্য রসঃ স্বঃ স্বকীয়ো রসো বা। শিলাপিষ্ট কল্ক।
'স্বো রসঃ স্বরসঃ প্রোক্তঃ কল্কো দৃষদি পেষিতঃ।' (শব্দচ°)
কষায়বিশেষ, ভিজাইয়া উত্তম রূপে কুটন বা যন্ত্রাদি দ্বারা পীড়নপূর্ব্বক সূক্ষ্ম ভিজা কাপড়ে ছাকিয়া লইলে তাহাকে স্বরস কহে।

"সদ্যঃ ক্ষুণ্ণাদার্দ্রবস্ত্রাৎস্বযন্ত্রাদিপীড়নাৎ।
যো রসস্তভিনির্য্যাতি স্বরসঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (বৈদ্যক)

বৈদ্যকশাস্ত্রে স্বরস, কল্ক, ক্বাথ প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ লিখিত আছে। ভাবপ্রকাশে স্বরসের লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, যে বস্তু শীত, অগ্নি ও কীটাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হয়, এরূপ দ্রব্য আহরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ কুটিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া যে রস লওয়া যায়, তাহাকে স্বরস কহে। অথবা অর্দ্ধ-পরিমিত দ্রব্য চূর্ণ একসের জলে নিক্ষেপ করিয়া একদিন একরাত্রি ভিজাইয়া ছাকিয়া লইলে তাহাও উৎকৃষ্ট রস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহাকেও স্বরস কহে। কেহ কেহ বলেন যে, শুষ্ক দ্রব্যের স্বরস নিষ্কাশিত হয় না, অতএব উহা অষ্ট-গুণ জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া স্বরস গ্রহণ করিবে। গুণ—স্বরস পাকে গুরু। ইহা পান করিতে হইলে ৪ তোলা পরিমাণে পান করিবে। জলে ডুবাইয়া বাসি করিয়া এক পল পরিমাণে দেওয়া হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°)

স্বরসংযোগ (পুং) স্বরযোগ।

স্বরসংক্রম (পুং) সুরের আরোহ ও অবরোহ।

স্বরসম্পদ্ (স্ত্রী) স্বরস্য সম্পদ্। স্বরবত্তা, উত্তম সুর।

স্বরসম্পন্ন (ত্রি) স্বরযুক্ত, যাহার স্বর উত্তম।

স্বরসামন্ (পুং) ১ গবাময়নের বিষুবসংক্রান্তদিনত্রয়। ২ সামভেদ।

স্বরসাদি (পুং) কষায়। (বৈদ্যকনি°)

স্বরহন্ (পুং) স্বরং হন্তি হন্-ক্বিপ্। স্বরঘ্ন, স্বরনাশক।

স্বরা (স্ত্রী) ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠা পত্নী, ইনি গায়ত্রীর সপত্নী। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ১৫৬ অধ্যায়ে ইঁহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

স্বরাংশ (পুং) স্বরস্য অংশঃ। সঙ্গীতে স্বরের অর্দ্ধ পাদ।

স্বরাজ্ (পুং) স্বেন রাজতে ইতি রাজ্ (সৎসূদ্বিষেতি। পা ৩।২।৬১) ইতি ক্বিপ্। ১ বৈদিক ছন্দোবিশেষ, বেদের এক প্রকার ছন্দঃ। যে ছন্দের প্রত্যেক দ্বিপাদে অষ্টাক্ষর ও এক পাদে দশাক্ষর তাহাকে স্বরাজ্ কহে। (ত্রি) ২ স্বতো ভাসমান, স্বয়ংদীপ্ত। "সম্রাট্ বিরাট্ স্বরাট্ চৈব সুররাজো ভবোদ্ভবঃ।"
৩ ব্রহ্মা। (বিষ্ণুপুরাণটীকায় স্বামী ১।১২।৫৯) ৪ ঈশ্বর।

স্বরাজন্ (ত্রি) স্বরাজ্।

স্বরাজ্য (ক্লী) ১ আপনার রাজ্য। ২ নিজের স্বামিত্ব।
"শশা অহিমর্চ্চয়ন্নমু স্বরাজ্যং" (ঋক্ ১।৮০।১) 'স্বরাজ্যং স্বস্য স্বামিত্বং বাজ্যো ভাবঃ কর্ম্ম বা রাজ্যং পত্ন্যস্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্' (সায়ণ)

স্বরাদিগণ, পাণিন্যুক্ত স্বর আদি করিয়া অব্যয় শব্দের গণ। পাণিনিতে এই শব্দগণের এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। যথা—স্বর, অন্তর, প্রাতর, পুনর্, সনুতর, উচ্চৈস্, নীচৈস্, শনৈস্, ঋধক্, ঋতে, যুগপৎ, আরাৎ, পৃথক্, হ্যস্, শ্বস্, দিবা, রাত্রৌ, সায়ম্, চিরম্, মনাক্, ঈষৎ, জোষম্, তূষ্ণীম্, বহিস্, অবস্, সময়া, নিকষা, স্বয়ম্, বৃথা, নক্ত, নঞ্, হেতৌ, ইদ্ধা, অদ্ধা, সামি, বৎ, ব্রাহ্মণবৎ, ক্ষত্রিয়বৎ, সনা, সনৎ, সনাৎ, উপধা, তিরস্, অন্তরা, অন্তরেণ, জ্যোক্, কম্, শম্, সহসা, বিনা, নানা, স্বস্তি, স্বধা, অলম্, বষট্, শ্রৌষট্, বৌষট্, অন্যৎ, অস্তি, উপাংশু, ক্ষমা, বিহায়সা, দোষা, মৃষা, মিথ্যা, মুধা, পুরা, মিথো, মিথস্, প্রায়স্, মুহুস্, প্রবাহুকম্, প্রবাহিকা, আর্য্যা, ইলম্, আভীক্ষ্ণম্, সাকম্, সার্দ্ধম্, নমস্, হিরুক্, ধিক্, অথ, অম্, আম, প্রতাম্, প্রশান্, প্রতান্, মা, মাঙ্, চ, বা, হ, অহ, এব, নূনম্, শশ্বৎ, যুগপৎ, ভূয়স্, কুপৎ, কুবিৎ, নেৎ, চেৎ, চণ, কচ্চিৎ, যত্র, নহ, হন্ত, মাকিঃ, মাকিম্, নকিম্, নাকিঃ, মাঙ্, নঞ্, যাবৎ, তাবৎ, ত্বৈ, দ্বৈ, ন্বৈ, রৈ, তুন্, তথাহি, খলু, কিল, অথ, সুষ্ঠু, স্ম, আদহ এবং উপসর্গ, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, পশু, শুক, যথা, কথা, চ, পাট, প্যাট, অঙ্গ, হৈ, হে, ভো, অয়ে, স, বিষু একপদে, পুৎ, আতঃ এই ৭২টি শব্দ স্বরাদিগণ।

এই স্বরাদিগণ অব্যয়। অব্যয় শব্দের ন্যায় এই সকল শব্দের রূপ হইয়া থাকে। 'স্বরাদিনিপাতমব্যয়ং" (পা ১।১।৩৭)

স্বরাপগা (স্ত্রী) স্বর স্বর্গস্য আপগা। স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী।
"ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।" (দুর্গোৎসবপ°)

স্বরামক (পুং) অক্ষোটবৃক্ষ, চলিত আখ্রোটগাছ।

স্বরালু (পুং) বচা। (শব্দচ°)

স্বরাষ্ট্র্ (ক্লী) স্বস্য রাষ্ট্রং। ১ নিজের রাষ্ট্র, নিজের রাজ্য। (পুং) ২ জনপদবিশেষ, সুরাষ্ট্রদেশ। (ভারত) ৩ রাজভেদ, তামস মনুর পিতা। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—স্বরাষ্ট্র নামে সার্ব্বভৌম এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। ইনি অনেক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মন্ত্রী কর্ত্তৃক আরাধিত ভগবান্ ভাস্কর তাঁহাকে অতি দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। ইঁহার পত্নীর সংখ্যা এক শত। রাজা সূর্য্যের বরে দীর্ঘায়ু ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পত্নীগণ তদ্রূপ দীর্ঘায়ু হইতে পারেন নাই। এই জন্য কালে তাঁহারা নিধনপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহার ভৃত্য, মন্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনবর্গও ঐরূপ অল্পায়ু বশতঃ কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে তিনি বীর্য্যহীন হইতে লাগিলেন, তাঁহার পরম অন্তরঙ্গ ভৃত্যগণও তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তখন বিমর্দ্দ নামে এক রাজা তাঁহাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিল। রাজ্যচ্যুত হওয়াতে তিনি নির্ব্বিণ্ণ হৃদয়ে বনগমন-পূর্ব্বক বিতস্তানদীর তীরদেশে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ঘোর বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। মেঘসকল অনবরত বর্ষণ করায় পৃথিবী জলপ্লাবিত হইল। ভয়ানক জলপ্লাবনে রাজা দিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া অতীব বেগশালী সলিলপ্রবাহে অনায়ত্ত হইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। কিছুতেই তটভূমি প্রাপ্ত হইলেন না। দূরে ভাসিয়া জলমধ্যে এক মৃগীকে প্রাপ্ত হইলেন ও তাহারই পুচ্ছ ধারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মৃগীর পুচ্ছ ধারণ করিয়া অন্ধকারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তটভূমিও প্রাপ্ত হইলেন। সেই নরপতি তপঃপ্রভাবে কৃশ ও শিরামাত্র সার হইয়াছিলেন। সুতরাং তটভূমি প্রাপ্ত হইয়াও তিনি ঐ মৃগীর পুচ্ছধারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন, পথে যাইতে যাইতে তিনি এক রমণীয় বন প্রাপ্ত হইলেন। রাজা যৎকালে হরিণীর পুচ্ছধারণ করিয়া গমন করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার হৃদয়ে অতিশয় হর্ষ এবং কামবেগের সঞ্চার হইল। তিনি অনুরাগভরে মৃগীর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতে লাগিলেন, মৃগী তাহা জানিতে পারিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! কিজন্য আপনি কম্পিতহস্তে আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতেছেন। কার্য্যের গতি বিপরীত দেখিতেছি, আপনি তাপস, তাপসের কামবিকার ধর্ম্মগর্হিত। যাহা হউক, আপনার মন অস্থানে সঙ্গত হয় নাই, আমিও আপনার অগম্যা নহি, কিন্তু এই "লোল" আপনার সঙ্গমে আমার ব্যাঘাত করিতেছে।

রাজা মৃগীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌতূহলান্বিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মৃগী তুমি কে? কি রূপেই বা মানুষের ন্যায় কথা কহিতেছ, আর লোলই বা কে, যে তোমার সঙ্গমে আমার বিঘ্ন করিতেছে। মৃগী কহিল, রাজন্! আমি পূর্ব্বে আপনার ভার্য্যা ছিলাম, আমার নাম উজ্জ্বলাবতী, আমি দৃঢ়ধন্বার দুহিতা। আপনার মহিষীদিগের মধ্যে আমিই প্রধানা ছিলাম। রাজা কহিলেন, তুমি এমন কি কর্ম্ম করিয়াছ, যাহার প্রভাবে তোমার ঈদৃশ যোনিসংঘটন হইল। তুমি পতিব্রতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলে, তবে তোমার এ প্রকার পরিণাম হইবার কারণ কি?

মৃগী কহিল, আমি কুমারী অবস্থায় পিতৃগৃহে অবস্থানকালে একদা সখীগণের সহিত অরণ্যবিহারে গমন করিয়া দেখিলাম, এক মৃগ মৃগীর সহিত সমাগত হইয়াছে, তখন আমি সমীপবর্ত্তিনী হইয়া মৃগীকে তাড়না করিলাম। মৃগী আমার ভয়ে অন্যত্র গমন করিল। ইহাতে মৃগ ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, তুমি এরূপ মত্তা হইয়াছ যে, আমাদের আধানকাল বিফল করিলে, তোমার কি কিছুমাত্র ভয় নাই।

আমি তাহাকে মানুষের ন্যায় কথা বলিতে শুনিয়া ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? কেনই বা এ প্রকার যোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন, আমি নিবৃতিচক্ষু নামক ঋষির পুত্র, নাম সুতপা। মৃগীতে অভিলাষ হওয়ায় মৃগ হইয়া প্রেমভরে ইহাতে অনুগত হইয়াছিলাম। এই মৃগীও বনমধ্যে আমার কামনা করিয়াছিল, তুমি তাহার সহিত আমার বিয়োগ সঙ্ঘটিত করিলে। এই জন্য তোমাকে আমি অভিশাপ দিতেছি।

আমি সবিনয়ে বলিলাম, মুনে! না জানিয়াই আমি এই অপরাধ করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হউন, আমাকে আর অভিশাপ প্রদান করিবেন না, আমি এই প্রকার বলিলে তিনি কহিলেন, তুমি যদি আমায় আত্মদান কর, তাহা হইলে আর তোমাকে শাপ দিব না। আমি কহিলাম, আমি মৃগী নহি, আপনি মৃগরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যমধ্যে অন্য মৃগীলাভ করিতে পারিবেন। অতএব আমাতে অনুরাগবদ্ধ হইবেন না।

এই কথা বলিলে রোষভরে সুতপার নয়নযুগল অরুণবর্ণ হইল। তখন তিনি কহিলেন, তুমি মৃগী নহ, বলিয়া পরিহাস করিলে, অতএব তুমি মৃগীই হইবে। তাঁহার এই অভিশাপ শুনিয়া আমি অতি কাতর ভাবে তাঁহাকে বলিতে লাগিলাম, আমি বালিকা, কি বলিলে কি হয়, তাহা জানি না, সেই জন্যই এইরূপ বলিয়াছি। আমি আপনার নিকট অপরাধিনী, আপনি দয়া করিয়া আমার শাপ বিমোচন করুন।

আমি এইরূপে বারংবার কাতরোক্তি করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না, তুমি মরণান্তর এই বনে মৃগী হইয়া জন্মিবে। মহর্ষি সিদ্ধবীর্য্যের পুত্র লোল, সেই অবস্থায় তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তুমি তখন জাতিস্মরা হইবে। অতএব গর্ভ উপস্থিত হইলে তুমি স্মৃতি লাভ করিয়া মানুষের ন্যায় কথা কহিতে পারিবে। অনন্তর লোল জন্মিলে পতি কর্তৃক অর্চ্চিতা হইয়া মৃগযোনি পরিহার করিবে এবং দুষ্কৃতকারী লোকদিগের অপ্রাপ্য লোকসকল প্রাপ্ত হইবে। মহাবীর্য্য লোলও পিতৃশত্রুদিগকে বিনাশ ও সমগ্র মেদিনী জয় করিয়া মনু হইবেন।

এইরূপে আমি অভিশপ্তা হইয়া মরণান্তর এই মৃগযোনি লাভ করিয়াছি। আপনার সংস্পর্শে আমার জঠরে গর্ভসঞ্চার হইয়াছে এবং এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আপনার মন অস্থানে পতিত হয় নাই, কিন্তু এই গর্ভস্থ লোল আপনার কামপ্রবৃত্তির বিঘ্ন করিতেছে। রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর মৃগী সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন একপুত্র প্রসব করিল। এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সর্ব্বভূত অতিশয় হর্ষান্বিত হইল। মৃগী শাপমুক্তা হইয়া উত্তম লোক লাভ করিল।

অনন্তর মুনিগণ তথায় সমাগত হইয়া কহিলেন, এই পুত্র তামসীযোনিতে পতিত মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান লোক সকলও তামস প্রকৃতি হইয়া উঠিয়াছে, এই জন্য ইঁহার নাম তামস হইবে। দেবতাদিগের বাক্যানুসারে রাজা স্বরাষ্ট্র পুত্রের নাম তামস রাখিলেন এবং পুত্র তামস পৃথিবীপতি হইলে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় তপোহর্জ্জিত লোক লাভ করিলেন। (মার্ক° পু° ৭৪।৭৫ অ°) [এই তামস মনুর বিশেষ বিবরণ তামস মনু শব্দে দেখ]

স্বরিত (পুং) স্বর জাতার্থে ইতচ্। ১ স্বরবিশেষ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন প্রকার স্বর, উচ্চভাবে উচ্চারিতকে উদাত্ত, নীচ ভাবে উচ্চারিতকে অনুদাত্ত এবং দুইয়ের সমাহার অর্থাৎ উচ্চও নহে নীচও নহে এইরূপে যে উচ্চারিত হয়, তাহাকে স্বরিত কহে।

"উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ ত্রয়ঃ স্বরাঃ।
চতুর্থঃ প্রচিতো নোক্তো যতোহসৌ ছান্দসঃ স্মৃতঃ॥" (ভরত)

(ত্রি) ২ স্বরযুক্ত। স্বরবিশিষ্ট।

স্বরিতত্ব (ক্লী) স্বরিতস্য ভাবঃ ত্ব। স্বরিতের ভাব বা ধর্ম্ম, স্বরিতস্বরের উচ্চারণ।

স্বরিতৃ (ত্রি) শব্দয়িতা, শব্দকারক।

"সুজিহ্বাঃ স্বরিতার আসভিঃ" (ঋক্ ১।১৭৬।১১)
'স্বরিতারঃ শব্দয়িতারঃ' (সায়ণ)

স্বরিতবৎ (ত্রি) স্বরিত অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। স্বরিতস্বরবিশিষ্ট, স্বরিত স্বরযুক্ত।

স্বরীয়স্ (ক্লী) সামভেদ।

স্বরু (পুং) স্বর্য্যন্তে প্রাণিনোহনেনেতি স্বৃ শব্দোপতাপয়োঃ (শৄ স্বৃ স্নিহি ত্রপীতি। উণ্ ১।১১) ইতি উ, সচ নিৎ। ১ বজ্র। (অমর) ২ যূপখণ্ড। (ঋক্ ৭।৩৫।৭) ৩ যজ্ঞ। ৪ শর। (মেদিনী) ৫ সূর্য্যরশ্মি। ৬ বৃশ্চিকভেদ। (বৃশ্চিকভেদার্থ সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।)

স্বরুচি (ত্রি) স্বস্য রুচির্যস্য। ১ স্বতন্ত্র, স্বাধীন। (হেম) (স্ত্রী) স্বস্য রুচিঃ। ২ স্বেচ্ছা, নিজের অভিলাষ।

"স্বরুচ্যা ক্রিয়মাণে তু যত্রাবশ্যং ক্রিয়া ক্বচিৎ।
চোদ্যতে নিয়মঃ সোহত্র ঋতাবভিগমো যথা॥"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

স্বরুস্ (পুং) বজ্র। (অমরটীকায় নীলকণ্ঠ)

স্বরূপ (ক্লী) স্বস্য রূপং যস্মাৎ। ১ স্বভাব, প্রকৃতি, স্বাভাবিক অবস্থা। ২ নিজরূপ।

"স দৃষ্ট্বা বিস্মিতস্তস্থাবাত্মানং বিকৃতং নলঃ।
স্বরূপধারিণং নাগং দদর্শ স মহীপতিঃ॥" (ভারত ৩।৬৬।১১)

(ত্রি) স্বেনৈব রূপং যস্য। ৩ পণ্ডিত। ৪ মনোজ্ঞ। পর্য্যায়—প্রাপ্তরূপ, অভিরূপ। (অমর)

স্বরূপক (পুং) স্বরূপ স্বার্থে কন্। স্বরূপশব্দার্থ।

স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া জেলাস্থ জলঙ্গীনদীতীরস্থ একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। অক্ষা° ২৩°৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮°২৬´১৫´´ পূঃ। এখানে চাউল, সরিষা ও গুড় প্রভৃত পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে।

স্বরূপতা (স্ত্রী) স্বরূপস্য ভাবঃ তল্-টাপ। স্বরূপস্য, স্বীয় রূপের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্বরূপযোগ্য (ত্রি) স্বরূপস্য যোগ্যঃ। কার্য্যসাধনযোগ্য।

স্বরূপযোগ্যতা (স্ত্রী) স্বরূপযোগ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। কার্য্যসাধনযোগ্যতা, সিদ্ধি করিবার ক্ষমতা।

স্বরূপসম্বন্ধ (পুং) স্বরূপস্য সম্বন্ধঃ। অভিন্ন সম্বন্ধ, তৎস্বরূপতা।

স্বরূপবৎ (ত্রি) ১ সুন্দর রূপবান্। ২ স্বরূপবিশিষ্ট।

স্বরূপিন্ (ত্রি) স্বরূপ অস্ত্যর্থে ইনি। স্বরূপবিশিষ্ট।

স্বরূপপুর, রঙ্গপুর জেলাস্থ একটী পরগণা।

স্বরূপপুর ভিতরবন্দ, দিনাজপুর জেলাস্থ একটী পরগণা।

স্বরূপোৎপ্রেক্ষা (স্ত্রী) উৎপ্রেক্ষালঙ্কারভেদ। [উৎপ্রেক্ষা দেখ]

স্বরূপোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্বিশেষ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্বরূপসিং, উড়িষ্যার সরকারের অন্তর্গত একটী পরগণা।

স্বরেণু (স্ত্রী) সূর্য্যপত্নীভেদ, সংজ্ঞা। (ত্রিকা°)

স্বরোচস্ (ক্লী) স্বস্য রোচিঃ। স্বপ্রকাশ।

"যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহং।
যথার্কোহগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ॥" (ভাগ° ২।৫।১১)
'স্বরোচিষা স্বপ্রকাশেন' (স্বামী)

(পুং) স্বারোচিষমনুর পিতা, কলিনামক গন্ধর্ব্ব হইতে বরূথিনী নাম্নী অপ্সরার গর্ভজাত পুত্র। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে, বরুণা নদীর তটদেশে অরুণাস্পদ নগরে কোন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, একদা তাহার গৃহে এক অতিথি সমাগত হইলেন। তিনি বিবিধ ঔষধির প্রভাব ও মন্ত্রবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। গৃহে সমাগত মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে বলিল, বিপ্র! মন্ত্রৌষধিবলে আমার গতি অপ্রতিহত হইয়াছে। এমন কি আমি দিনার্দ্ধ মধ্যেই এক সহস্র যোজন গমন করিয়া থাকি। এই বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে কহিলেন, আমার সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণে বিশেষ অভিলাষ জন্মিয়াছে, আপনি দয়া করিয়া উপায় করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

তখন উদারবুদ্ধি অতিথি তাহাকে এক পাদ লেপ প্রদান

এবং তাহার গন্তব্য দিক্ অভিমন্ত্রিত করিয়া দিলেন। সেই দ্বিজ অতিথি কর্তৃক অনুলিপ্ত পাদে হিমালয়প্রদেশে গমন করিলেন। হিমালয়ের রম্যপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বরূথিনী নামে এক অপ্সরা তাহাকে দেখিয়া মন্মথশরে নিপীড়িত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট মনোভাব জ্ঞাপন করিল। ব্রাহ্মণ বরূথিনীকে উপেক্ষা করিয়া নিজাশ্রমে গমন করিলেন। এদিকে বরূথিনী কামশরে নিতান্ত পীড়িতা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কলি নামে কোন গন্ধর্ব পূর্ব্বেই বরূথিনীর প্রতি অনুরাগবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বরূথিনী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে। উক্ত গন্ধর্ব বরূথিনীর এই অবস্থা দেখিয়া সমাধিবলে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। অদ্য ইহাকে হস্তগত করিব। মানুষের প্রতি ইহার অনুরাগের আবেশ হইয়াছে, মানুষের রূপ ধারলেই আমাতে অনুরাগবদ্ধা হইবে সন্দেহ নাই, এই চিন্তা করিয়া কলি ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক বরূথিনীর নিকটে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। বরূথিনী তাহাকে দেখিয়া বারংবার নিজ অভিলাষ ব্যক্ত করায় ব্রাহ্মণরূপী কলি তাহাকে কহিল, তুমি বারংবার অনুরোধ করিতেছ, আমি সঙ্কটে পড়িতে, যাহা বলিতেছ, তাহা করিতে পারিলে তোমার সহিত মিলিত হইতে পারি। উত্তরে বরূথিনী কহিল, আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। কলি কহিল, আমি অদ্য তোমার সহিত সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলে তুমি আমায় দেখিতে পাইবে না। বরূথিনী তাহাই স্বীকার করিল।

অনন্তর কলি বরূথিনীর সহিত গিরিসানুসমূহে বিহার করিতে লাগিল। সম্ভোগকালে বরূথিনী নিমীলিতনেত্রে ব্রাহ্মণের রূপ চিন্তা করিতেছিল। গন্ধর্ব্বের বীর্য্য ও ব্রাহ্মণের রূপচিন্তা এই উভয় সংযোগে কাল সহকারে তাহার গর্ভসঞ্চার হইল। ঐ গর্ভস্থ বালক,সূর্য্যের ন্যায় স্বরোচিঃসম্পন্ন দিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইল। এই বালক স্বরোচিঃ দ্বারা দিক্‌সকল সমুদ্ভাসিত করিয়াছিল বলিয়া, ইহার নাম স্বরোচিস্ হইল।

স্বরোচিঃ একদিন মন্দরাচলে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনটী কন্যাকে দেখিতে পায় এবং তাহাদের নিকট নানারূপ সাহায্য পাইবার আশায় মনোরমা, বিভাবরী ও কলাবতী নাম্নী ঐ তিন কন্যাকেই বিবাহ করে। ক্রমশ বিবাহিত পত্নীত্রয়ের নিকট স্বরোচি তিনটী বিদ্যালাভ করিয়াছিল। সে ঐ বিদ্যাপ্রভাবে সকল জীবের ভাষাই বুঝিতে পারিত। কাল সহকারে তাহার তিন পুত্র হইল। ইহার মধ্যে মনোরমার গর্ভে বিজয়, বিভাবরীর গর্ভে মেরুনন্দ এবং কলাবতীর গর্ভে প্রভাবের জন্ম হয়। স্বরোচিঃ কলাবতী হইতে পদ্মিনী নামে যে বিদ্যালাভ করিয়াছিল, তাহার প্রভাবে তিনটী পুর সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বদিকে কামরূপ পর্ব্বতের উপরিভাগে বিজয়পুর নাম দিয়া ঐ পুর প্রথম পুত্র বিজয়কে প্রদান করিল। অনন্তর উত্তর দিকে নন্দবতী নামে পুরী মেরুনন্দকে ও দক্ষিণদিকে তাল নামক পুরী প্রভাবকে দান করিয়াছিল।

একদা স্বরোচিস্ মৃগয়া করিতে গিয়া এক বরাহের প্রতি বাণনিঃক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে এক মৃগী আসিয়া কহিল, আপনি বরাহকে পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি বাণ প্রয়োগ করুন। স্বরোচিঃ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি কারণে প্রাণপরিত্যাগে অভিলাষিণী হইয়াছ। মৃগী কহিল, আমার হৃদয় কামশরে নিতান্ত পীড়িত হইতেছে, অতএব আমার মরণই মঙ্গল। স্বরোচিস্ কহিল, তুমি কাহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছ, যাহাকে না পাওয়াতে তুমি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ।

তখন মৃগী কহিল, আমি আপনাকেই কামনা করি। স্বরোচিস্ তখন তাহাকে কহিল, তুমি মৃগী, আর আমি মনুষ্য, অতএব তোমার সহিত মাদৃশ মনুষ্যের কিরূপে সমাগম হইতে পারে? মৃগী কহিল, যদি আমার প্রতি চিত্তানুরাগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে আলিঙ্গন করুন। আমি আপনার ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য করিব।

তখন স্বরোচিস্ সেই হরিণাঙ্গনাকে আলিঙ্গন করিল। তৎকর্তৃক আলিঙ্গিতা হইবামাত্র সে দিব্য দেহ ধারণ করিল। স্বরোচিস্ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? তখন তিনি কহিলেন, আমি এই কাননের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দেবগণ আমাকে বলিয়াছেন যে, মনুকে তোমার গর্ভে ধারণ করিতে হইবে, আমি তদনুসারে আপনার সহিত সমাগত হইয়াছি, আপনি আমার গর্ভে ভূলোকপরিপালক মনুর উৎপাদন করুন, আমিও আপনাতে প্রীতিমতী হইয়াছি।

স্বরোচিস্ তখন তাঁহার গর্ভে আপনার ন্যায় তেজঃপুঞ্জশালী সর্ব্ববিধ সুলক্ষণসম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিল, এই পুত্র জন্মিবামাত্র দেববাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল, গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। স্বরোচিস্ এই পুত্রের নাম দ্যুতিমান্ রাখে, এই দ্যুতিমান্ স্বরোচির পুত্র বলিয়া স্বারোচিষ নামে বিখ্যাত দ্বিতীয় মনু হইয়াছিল।

[স্বারোচিষ শব্দে এই মনুর বিবরণ দ্রষ্টব্য]

অনন্তর স্বরোচিঃ কোন রমণীয় গিরিনির্ঝরে বিহার করিতে করিতে এক হংসদম্পতীকে দেখিতে পায়। তন্মধ্যে হংসী বারংবার স্বামীর প্রতি অভিলাষপরবশা হওয়াতে হংস তাহাকে কহিতে লাগিল, আত্মাকে সংযত কর, চিত্ত সংযত করিয়া পরমার্থতত্ত্ব চিন্তনই সার, এখন আর ভোগে আসক্ত থাকা

উচিত নহে। ইহাতে হংসী কহিল, সকল প্রকার ভোগের জন্যই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে আবার কালাকাল কি? ভোগ মানুষের চেষ্টার ফল, এ বিষয়ে বিবেকী, সংযতাত্মা ও পশুপক্ষী সকলই সমভাববিশিষ্ট। শুনিয়া হংস কহিল, যাহারা ভোগসুখে আসক্ত, তাহাদের চিত্ত কখনই পরমার্থ চিন্তনে নিযুক্ত হইতে পারে না, আমি স্বরোচির ন্যায় স্ত্রীর বাধ্য নহি, দেখ, স্বরোচিস্ বাল্য ও যৌবনে পত্নীগণের প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও ভোগসুখে আবদ্ধ রহিয়াছে।

পক্ষীর এই কথা শুনিয়া স্বরোচির জ্ঞানোদয় হইল, তখন সে পত্নীদিগকে লইয়া তপশ্চরণের জন্য অন্য তপোবনে গমন এবং তথায় কঠোর তপস্যা করিয়া সম্যক্‌ভাবে নিষ্পাপ হইয়া তপোহর্জ্জিত লোক লাভ করেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ৬১-৬৭ অ°)

স্বরোদয় (পু°) স্বরাণামুদয়ো যত্র। শাস্ত্রবিশেষ, স্বরজ্ঞাপক গ্রন্থ, স্বরশাস্ত্র, এই শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা থাকিলে একমাত্র স্বরের দ্বারাই সকল শুভাশুভ জানা যায়।

নরপতি জয়চর্য্যা-স্বরোদয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন, অতি সংক্ষেপে আমরা তাহার আলোচনা করিলাম।

"মাতৃকায়াং স্বরাঃ প্রোক্তাঃ স্বরাঃ ষোড়শসংখ্যয়া।
তেষাং দ্বাবন্তিমৌ ত্যাজ্যৌ চত্বারশ্চ নপুংসকাঃ॥
শেষা দশ স্বরাস্তেষু হ্রস্বাদেকৈকো দ্বিকে দ্বিকে।
জ্ঞেয়া অত্র স্বরাস্তাশ্চ হ্রস্বাঃ পঞ্চ স্বরোদয়ে॥
লাভালাভং সুখং দুঃখং জীবিতং মরণং তথা।
জয়ঃ পরাজয়ঃ সন্ধিঃ সর্ব্বং জ্ঞেয়ং স্বরোদয়ে॥
স্বরা হি মাতৃকোচ্চারা মাতৃব্যাপ্তং চরাচরং।
তস্মাৎ স্বরোদ্ভবং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং॥" (বর্ণস্বরোদয়)

মাতৃকায় লিখিত আছে, স্বরের সংখ্যা ষোড়শ, যথা—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ এই ষোড়শ স্বরের মধ্যে অন্ত্যস্বরদ্বয় অর্থাৎ অং অঃ এই দুইটী ত্যাজ্য, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ এই চারিটী স্বর ক্লীব, সুতরাং ইহাও ত্যাজ্য, অবশিষ্ট দশটী স্বরের মধ্যে দুই দুইটী করিয়া এই পঞ্চ স্বর অর্থাৎ অ, ই, উ, এ, ও এই পাঁচটী স্বর হ্রস্ব। এই জন্য উক্ত পঞ্চ স্বরই স্বরোদয়ে অবলম্বিত হইয়া থাকে।

এই স্বরোদয় হইতে লাভালাভ, সুখদুঃখ, জীবনমরণ, জয়পরাজয় ও সন্ধি এই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়। মাতৃকাবর্ণ স্বর ভিন্ন উচ্চারিত হয় না এবং এই মাতৃকাবর্ণ দ্বারা চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত আছে। স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ স্বর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অতএব স্বরোদয় দ্বারা সমস্ত জ্ঞাত হইতে পারা যায়।

এই অকারাদি পাঁচটী স্বরে পাঁচটী দেবতা বুঝায়, যথা—অকারে ব্রহ্মা, ইকারে বিষ্ণু, উকারে রুদ্র, একারে পবন, ওকারে সদাশিব। এইরূপ ঐ অকারাদি পঞ্চস্বরে নিবৃত্তি প্রভৃতি পঞ্চকলা এবং ইচ্ছা প্রভৃতি পঞ্চশক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যতীতা এই পঞ্চকলা এবং ইচ্ছা, প্রজ্ঞা, প্রভা, শ্রদ্ধা ও মেধা এই পঞ্চশক্তি। ঐ পঞ্চস্বরে যথাক্রমে অকারাদি পঞ্চচক্র, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু আকাশ এই পঞ্চভূত, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচটী বিষয় এবং সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন এই পাঁচটী বাণ লক্ষিত হয়।

এই অকারাদি পঞ্চস্বর ৮ ভাগে বিভক্ত। যথা—মাত্রা, বর্ণ, গ্রহ, জীব, রাশি, নক্ষত্র, পিণ্ড এবং যোগস্বর। মাত্রাস্বর যে নাম দ্বারা নিদ্রিত ব্যক্তিকে আহ্বান করা যায়, যে নাম দ্বারা আহূত হইলে মনুষ্য গমন করে, সেই নামের আদ্য বর্ণে যে মাত্রা অর্থাৎ স্বর থাকে, তাহার নামই মাত্রাস্বর। যেমন রসিক এই নামের আদ্যক্ষর র। ঐ 'র' বর্ণে 'অ' সংযুক্ত আছে, অতএব উহার নাম মাত্রাস্বর, অ সংখ্যা এক।

অকারের নিম্নে ক, চ আদি যে ছয়টী বর্ণ আছে, তাহা অ স্বরের অন্তর্গত। এইরূপ ই স্বরের নিম্নস্থ ছয়টী বর্ণ ই স্বরের অন্তর্গত এবং উ স্বরের নিম্নস্থ ৬টী বর্ণ উ স্বরের অন্তর্গত। এ স্বরের এবং ও স্বরের নিম্নস্থ ছয় ছয়টী বর্ণ এ স্বরের এবং ও স্বরের অন্তর্গত হইবে।

"প্রসুপ্তো ভাষ্যতে যেন যেনাগচ্ছতি শব্দিতঃ।
তন্নামাদ্যবর্ণে যা মাত্রা মাত্রাস্বরো হি সঃ॥" (বর্ণস্বরোদয়)

বর্ণস্বরচক্র—ঙ, ঞ, ণ এই তিনটী অক্ষর ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ক অবধি হ পর্য্যন্ত সমুদয় অক্ষর পঞ্চস্বরের নিম্নে তির্য্যক্ পঙ্‌ক্তি ক্রমে বিন্যাস করিবে। স্বরবর্ণের পঙ্‌ক্তি সমেত ৭টী পঙ্‌ক্তি হইবে, এবং সর্ব্বসমেত ৩৫টী ঘরে ৩৫ অক্ষর বিন্যস্ত হইবে। মনুষ্যের নামের আদ্যবর্ণ যে স্বরের নিম্নে থাকিবে, সেই বর্ণের সেই স্বরই বর্ণস্বর হইবে। ঙ, ঞ, ণ এই তিন বর্ণ নামের আদিতে থাকে না। এই জন্য বর্ণস্বরে তাহা গৃহীত হয় নাই। যদিও কাহার নামের আদ্যবর্ণ ঙ, ঞ, ণ হয়, তাহা হইলে ঙ এই বর্ণের পরিবর্ত্তে গ, ঞ এই বর্ণের পরিবর্ত্তে জ, ণ এই বর্ণের পরিবর্ত্তে ড এই বর্ণ স্থাপন করিতে হইবে। যদি নামের আদ্যক্ষর সংযুক্ত বর্ণ হয়, তাহা হইলে ঐ সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে আদ্যবর্ণ মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্রহস্বর—অ স্বরে মেষ, সিংহ ও বৃশ্চিক রাশি। ই স্বরে কন্যা, মিথুন ও কর্কট রাশি, উ স্বরে ধনু ও মীন, এ স্বরে তুলা ও বৃষ, ও স্বরে মকর ও কুম্ভ, এই সমুদায় রাশিসম্ভূত গ্রহস্বর হইবে। যে গ্রহ যে রাশির অধিপতি, তাহাকে সেই স্বরের নিম্নে স্থাপন করিতে হয়। নামের আদ্য বর্ণে যে রাশি হইবে, সেই রাশির অধিপতি যে গ্রহ, সেই গ্রহ যে স্বরে পতিত হইবে, সেই স্বরকেই

গ্রহস্বর বলা যায়। যেমন 'রসিক' এই নামের আদ্যক্ষর র, র তুলা রাশি, ঐ তুলা রাশির অধিপতি শুক্র, ঐ শুক্র একার স্বরে পতিত হওয়ায় এই স্থলে রাশিস্বর এ, এবং ইহার সংখ্যা ৪।

জীবস্বর—অ বর্গের ১৬টী অক্ষর। ক বর্গাদি পঞ্চ বর্গে পাঁচ পাঁচটী করিয়া অক্ষর। যবর্গ ও শবর্গে চারি চারিটী অক্ষর। প্রত্যেক বর্গের প্রত্যেক অক্ষরে এক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণাঙ্ক স্থির করিতে হইবে। নামে যতগুলি অক্ষর থাকিবে, তাহার বর্ণ-সংস্থান সংখ্যা ক্রমে অঙ্ক সংলগ্ন করিয়া ৫ দ্বারা ভাগ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা জীবস্বর নিরূপণ করিবে।

রাশিস্বর—অকার স্বরে মেষ, বৃষ ও মিথুন রাশির প্রথম ষড়ংশ লক্ষিত হইবে। ই স্বরে মিথুনের শেষ তিন অংশ, কর্কট ও সিংহ রাশি জানিতে হইবে। উ স্বরে কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিকের তিন অংশ, এ স্বরে বৃশ্চিক রাশির শেষ ৬ অংশ, ধনু ও মকর রাশির শেষ ৬ অংশ, ও স্বরে মকরের শেষ তিন অংশ, কুম্ভ ও মীন রাশি হইবে। নামের আদ্যক্ষর যে রাশিস্বরে পতিত হয়, তাহাকেই সেই রাশির স্বর বলিয়া স্থির করিতে হয়।

নক্ষত্রস্বর—অস্বরে রেবতী, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা ও আর্দ্রা এই ৭টী নক্ষত্র হইবে, ই স্বর প্রভৃতি স্বরচতুষ্টয়ে পুনর্ব্বসু হইতে ৫টী করিয়া নক্ষত্র যথাক্রমে হইবে। যথা—অস্বর ২৭, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ নক্ষত্র। ইস্বর ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ নক্ষত্র। উস্বর ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ নক্ষত্র। এ স্বর ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ২১ নক্ষত্র ও স্বর ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ নক্ষত্র। ঐ সকল অঙ্কসংখ্যায় নক্ষত্র জানিতে হইবে।

পিণ্ডস্বর—মাত্রাস্বর, বর্ণস্বর ও জীবস্বর এই সমুদায় সংখ্যা একত্র করিয়া পাঁচ দ্বারা ভাগ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা পিণ্ডস্বর স্থির করিতে হয়।

যোগস্বর—নামের মাত্রা ও বর্ণসমুদায় হইতে স্বর পৃথক্ করিয়া তাহার সমষ্টি করিবে, অর্থাৎ মাত্রা, বর্ণ, গ্রহ, জীব, রাশি, নক্ষত্র ও পিণ্ডস্বরের যে সকল অঙ্ক পূর্ব্বোক্ত মতে স্থির করিবে, পরে সেই সকল অঙ্ক গুণ করিয়া যে সমষ্টি হইবে, তাহাকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার নাম যোগস্বর, এই অষ্টবিধ নৈসর্গিক স্বর। অ, ই প্রভৃতি পঞ্চ স্বরের মধ্যে প্রত্যেক স্বরের উদয় দ্বাদশবৎসর। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেকটি দ্বাদশ বৎসর প্রভব, বিভব, শুক্র প্রভৃতি নামক বৎসর হইতে গণিত হইবে। এক এক স্বরের উদয় উক্ত পঞ্চ স্বরের অন্তর্গত, প্রত্যেক স্বরের এক বৎসর, ১ মাস, ২ দিন, ৪৩ দণ্ড, ৩৮ পল ও ১ বিপল ভোগ হইয়া থাকে।

প্রত্যেক স্বরের দ্বাদশ বার্ষিক উদয় যে ভাবে হয়, তাহা লিখিত হইতেছে, অ স্বরে ১ প্রভব, ২ বিভব, ৩ শুক্র, ৪ প্রমোদ, ৫ প্রজাপতি, ৬ অঙ্গিরা, ৭ শ্রীমুখ, ৮ ভাব, ৯ যুবা, ১০ ধাতা, ১১ ঈশ্বর ও ১২ বহুধান্য বৎসর হইয়া থাকে। এইই স্বরে ১৩ প্রমাথী, ১৪ বিক্রম, ১৫ বৃষ, ১৬ চিত্রভানু, ১৭ স্বর্ভানু, ১৮ দারুণ, ১৯ পার্থিব, ২০ ব্যয়, ২১ সর্ব্বজিৎ, ২২ সর্ব্বধারী, ২৩ বিরোধ ও ২৪ বিকৃত, উ স্বরে ২৫ খর, ২৬ নন্দন, ২৭ বিজয়, ২৮ জয়, ২৯ মন্মথ, ৩০ দুর্ম্মুখ, ৩১ হেমলম্ব, ৩২ বিলম্ব, ৩৩ বিকারি, ৩৪ শর্ব্বরী ৩৫ প্লব ও ৩৬ শুভকৃৎ, এ স্বরে ৩৭ শোভন, ৩৮ ক্রোধী, ৩৯ বিশ্বাবসু, ৪০ পরাভব, ৪১ প্লবঙ্গ, ৪২ কীলক, ৪৩ সৌম্য, ৪৪ সাধারণ, ৪৫ বিরোধকৃৎ, ৪৬ পরিধাবী, ৪৭ প্রমাদী ও ৪৮ আনন্দ ও স্বরে ৪৯ রাক্ষস, ৫০ নল, ৫১ পিঙ্গল, ৫২ কালযুক্ত, ৫৩ সিদ্ধার্থ, ৫৪ রৌদ্র, ৫৫ দুর্ম্মতি, ৫৬ দুন্দুভি, ৫৭ রুধিরোদ্গারী, ৫৮ রক্তাক্ষ, ৫৯ ক্রোধন ও ক্ষয় এই সকল সম্বৎসর হইয়া থাকে।

স্বরদিগের প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যেমন স্বরদিগের অন্তরোদয় কথিত হইয়াছে, সেইরূপ প্রভব প্রভৃতি প্রতি বৎসরেও ঐ রূপ পঞ্চস্বরের উদয় হয়। এস্থলেও কোন্ স্বরের ভোগকাল কত, তাহা জানিতে হইলে এক বৎসরকে ১১ দ্বারা ভাগ দিতে হইবে। তাহাতে প্রত্যেক স্বরের ভোগকাল ০।১।২।৪৩।৩৮।১০ বিপল হইবে।

প্রতিবৎসর যেরূপ স্বরদিগের উদয় হয়, সেইরূপ প্রতি অয়নে উক্ত রীতিক্রমে পঞ্চ স্বরের ভোগ হইয়া থাকে। ৬ মাসকে পূর্ব্বের ন্যায় ১১ দিয়া ভাগ করিলে যত সময় হইবে, তাহাই প্রত্যেক স্বরের ভোগকাল। অর্থাৎ ০।০।১৫।২১ ৪৯।৫ বিপল ইহা ষান্মাসিক স্বরের অন্তর্ভোগকাল।

বসন্ত প্রভৃতি ঋতু সমুদায়ের প্রতি ঋতুতে অ-প্রভৃতি প্রত্যেক স্বরের ভোগ হইয়া থাকে। এই ঋতুকাল পরিমাণ ৭২ দিন, এই ৭২ দিন মধ্যেও ক্রমান্বয়ে পঞ্চ স্বরের অন্তর্ভুক্তি হইবে। প্রত্যেক ঋতুতে প্রত্যেক স্বরের অন্তর্ভুক্তি কত হইবে, তাহা জানিতে হইলে ৭২ সংখ্যাকে ১১ দিয়া ভাগ করিয়া তাহার একাংশ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতি ঋতুতে প্রতি স্বরের অন্তর্ভুক্তি ০।০।৬।৩২।৪৩ পল।

বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসেও অকারাদি পঞ্চ স্বরের ভোগ হইয়া থাকে। যথা অস্বর ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ এই তিন মাসের অধিপতি। ই স্বর আশ্বিন, শ্রাবণ ও আষাঢ়, উ স্বর চৈত্র ও পৌষ, এ স্বর জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক মাস এবং ও স্বর মাঘ ও ফাল্গুন মাসের অধিপতি। পূর্ব্বোক্ত মাসে উক্ত স্বরসকলের ভোগ হইয়া থাকে এবং এক এক মাসের মধ্যেও ঐ অকারাদি পঞ্চ স্বরের অন্তর্ভুক্তি হইয়া থাকে। মাসের দিনসংখ্যা ৩০, তাহাকে ১১ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধ দিনাদি ২।৪৩।৩৮ পল হয়, সুতরাং ইহাই অকারাদি প্রত্যেক স্বরের অন্তর্ভুক্তি।

কৃষ্ণপক্ষে অ স্বর এবং শুক্লপক্ষে ই স্বর উদয় হইয়া থাকে। অকারাদি পঞ্চ স্বরে নন্দাদি পঞ্চ তিথির ভোগ হয়, যথা অ স্বরে নন্দা, প্রতিপদ্, একাদশী ও ষষ্ঠী, ই স্বরে ভদ্রা, দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী, উ স্বরে জয়া, তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী, এ স্বরে রিক্তা, চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী ও স্বরে পূর্ণা, পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা; এই সকল তিথিতে উক্ত স্বর স্বকলের উদয় এবং স্থূলভোগ হয়। প্রতি তিথির স্থূলভোগ ৬০ দণ্ড, তাহাকে ৫১ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক অন্তর্ভুক্ত হইবে। ৫।২৭।৭ বিপল প্রত্যেক স্বরের অন্তর্ভুক্তির কাল।

পূর্ব্বে ৮ প্রকার স্বরের বিভাগ বলিয়াছি, তাহা দ্বারা স্বরসকল স্থির করিয়া তাহার ফল নিরূপণ করিতে হয়। এই স্বরের আবার পাঁচ প্রকার অবস্থা, যথা বাল, কুমার, যুবা, বৃদ্ধ ও মৃত। স্বরসকল এই অবস্থানুসারে ফলপ্রদান করিয়া থাকে। বালক স্বরে কিঞ্চিৎ লাভ, কুমার স্বরে অর্দ্ধ লাভ, যুবা স্বরে সম্পূর্ণ লাভ, বৃদ্ধ স্বরে ক্ষতি এবং মৃত স্বরে ক্ষয় হয়। যাত্রা, যুদ্ধ, বিবাদ প্রভৃতি বাল স্বর অনিষ্টকারী হইলে বিবাদে এই স্বরবিশেষ শুভ।

"উদিতস্য স্বরস্য স্যুর্নাম স্বরবশেন তাঃ।
পঞ্চ বালাদিকাবস্থাঃ স্বস্বকালপ্রমাণতঃ॥
আদ্যো বালঃ কুমারশ্চ যুবা বৃদ্ধো মৃতস্তথা।
নিজাবস্থাস্বরূপেণ ফলদা নাত্র সংশয়ঃ॥
কিঞ্চিল্লাভকরো বালঃ কুমারস্ত্বর্দ্ধলাভদঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিং যুবা দত্তে বৃদ্ধে হানির্মৃতে ক্ষয়ঃ॥
যাত্রা যুদ্ধে বিবাদে চ নষ্টে দুষ্টে রুজান্বিতে।
বালস্বরো ভবেদ্দুষ্টো বিবাহাদিশুভে শুভঃ॥" (বর্ণস্বরোদয়)

সমুদয় শুভকার্য্যে ও যাত্রাকালে কুমারস্বর সিদ্ধিদায়ক হইয়া থাকে, ঐ কুমারস্বরের উদয় অবস্থায় যুদ্ধযাত্রা করিলে যোদ্ধার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইলেও যুদ্ধে জয় লাভ হইয়া থাকে। যুবাস্বর সমুদয় শুভাশুভ কার্য্য, মন্ত্রাদিসাধন, বিশেষতঃ যুদ্ধযাত্রা বিষয়ে সম্পূর্ণ শুভফল প্রদান করে। দান, দেবপূজা, দীক্ষা ও মন্ত্রজপ বিষয়ে বৃদ্ধ স্বর প্রশস্ত। কিন্তু বৃদ্ধ স্বরের উদয়কালে যুদ্ধযাত্রা করিলে যুদ্ধে ভঙ্গ এবং যাত্রা করিলে ভয় উপস্থিত হয়। মৃতস্বরের উদয়াবস্থায় বিবাহ প্রভৃতি শুভাশুভ কার্য্য এবং যুদ্ধাদি কার্য্য একেবারেই পরিত্যাগ করিবে। কারণ ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়।

মৃতস্বর অপেক্ষা বৃদ্ধস্বর, বৃদ্ধস্বর অপেক্ষা বালস্বর, বালস্বর অপেক্ষা কুমারস্বর এবং কুমারস্বর অপেক্ষা তরুণস্বর বলবান্। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন উভয় ব্যক্তির মধ্যে যুদ্ধ বা মোকদ্দমাদি হয়, তখন যদি এক ব্যক্তির মৃতস্বর ও এক ব্যক্তির বৃদ্ধস্বর হয়, তাহা হইলে যাহার বৃদ্ধস্বর সেই জয়ী হইবে। এই রূপে সবল জানিতে হইবে। যে স্বর যাহার পঞ্চম, সেই স্বর তাহার মৃত্যু বা বিশেষ ক্লেশদায়ক হইবে। কোন ব্যক্তির তৃতীয় স্বরের উদয় অর্থাৎ তরুণস্বর হইলে তাহার সমুদয় কার্য্য সিদ্ধ হয়। অবশিষ্ট তিনটী স্বর অর্থাৎ বৃদ্ধ, বাল ও কুমার স্বর মধ্যবিধ ফলপ্রদান করে।

উভয় পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইলে যাহার স্বর বলবান্, সেই ব্যক্তি জয়লাভ করে। উভয়ের স্বর যদি তুল্য বলবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ স্বরের বাল্যাদি অবস্থানুসারে শুভাশুভ স্থির করিতে হয়। যে কোন সময়ে বালস্বরের উদয়ে মধ্যবিধ ফল, কুমার স্বরে অর্দ্ধফল, তরুণ স্বরে সম্পূর্ণ ফল, বৃদ্ধ স্বরে বন্ধন এবং মৃত স্বরে শারীরিক বা মানসিক ভয় হইয়া থাকে।

দণ্ডস্বরের উদয়কালে মাত্রাস্বর গ্রহণ করিয়া বাল্যাদি অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক শুভাশুভ ফল বিচার করিতে হয়। তিথিস্বরের উদয়কালে বর্ণস্বর, পক্ষস্বরের উদয়কালে গ্রহস্বর, এবং মাসস্বরের উদয়কালে জীবস্বর উদিত করিয়া বিচার করিবে। ঋতুস্বরের উদয়কালে রাশিস্বর ও তাহার বাল্যাদি অবস্থা বিচার করিয়া শুভাশুভ নিরূপণ করিতে হয়। অয়নস্বরের উদয়কালে নক্ষত্রস্বর এবং অব্দস্বরের উদয়কালে পিণ্ডস্বর, উদিত করিয়া তাহার বাল্যাদি অবস্থা অনুসারে ফল নিরূপণ করা বিধেয়।

বর্ণস্বর সকল কালেই বলবান্। কারণ বর্ণস্বর সর্ব্বব্যাপী। অতএব বর্ণস্বর অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বপ্রযত্নে শুভাশুভ ফল ও বলবান্ বিচার করিবে। নদীসকল যেমন সমুদ্রে লীন হয়, তদ্রূপ অন্যান্য স্বরও বর্ণে লীন হইয়া থাকে। এই জন্য বর্ণস্বরই সকলের প্রধান।

যখন মাত্রাস্বর বলবান্ থাকিবে, তখন মন্ত্রসাধন, যন্ত্রসাধন, নির্ম্মাণ ও অন্যান্য সমুদায় অধোমুখ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। বর্ণস্বর বলবান্ থাকিলে যে কোন শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই সফল হইয়া থাকে। কারণ বর্ণস্বরই সকলের প্রধান। গ্রহস্বর প্রবল হইলে মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, বিবাদ, যুদ্ধ, প্রহার বা সংহার এই সকল কার্য্য করা বিধেয়। জীবস্বর প্রবল হইলে বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণধারণ, বিদ্যারম্ভ, বিবাহ ও যাত্রা প্রশস্ত। রাশিস্বর প্রবল হইলে প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, উদ্যান, দেবপ্রতিমা, রাজ্যাভিষেক ও দীক্ষা এই সকল কর্ম্মে বিশেষ শুভ। নক্ষত্রস্বর হইলে শান্তিকর্ম্ম, পুষ্টিকর্ম্ম, গৃহাদিপ্রবেশ, বীজবপন, বিবাহ ও যাত্রা এই সকল কর্ম্ম প্রশস্ত। পিণ্ডস্বর প্রবল হইলে শত্রুপক্ষের ভঙ্গ কূটযুদ্ধ, শত্রু বা শত্রুদিগের দেশ অবরোধ, সেনাপতি ও মন্ত্রিনিয়োগ এবং যোগস্বর প্রবল হইলে জ্ঞানোৎপাদক যোগসাধন করিবে। উক্ত স্বরসকলের প্রবলাবস্থায় উক্ত কার্য্যসকল অনুষ্ঠান করিলে শুভফল হইয়া

থাকে, অন্যথা পদে পদে বিপত্তি হয়। অতএব এই স্বরসকলের বিশেষ বিচার করিয়া তবে কার্য্যানুষ্ঠান করা বিধেয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে তিথি বার নক্ষত্রাদির সন্নিবেশ করিয়া স্বরের ঐ বাল্যাদি অবস্থা স্থির করিতে হইবে।

সুবিধার জন্য একটী চক্র প্রদত্ত হইল, ইহা হইতে অনায়াসেই তিথি, বার ও নক্ষত্রাদির বিষয়সকল স্থির করিতে পারা যাইবে।

তিথিবারনক্ষত্রস্বরচক্র।

অ আ	ই ঈ	উ ঊ	এ ঐ	ও ঔ
ক ছ	খ জ	গ ঝ	ঘ ট	চ ঠ
ড় ধ	ঢ ন	ত প	থ ফ	দ ব
ভ ব	ম শ	য ষ	র স	ল হ
র ম	সো বু	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
নন্দা	ভদ্রা	জয়া	রিক্তা	পূর্ণা
২৭, ৪	৭	১১	১৭	২২ ২৬
১৫	৮	১৩	১৮	২৩
২	৯	১৪	১৯	২৪
৩ ৬	১০	১৫	২০	২৫
	১১	১৬	২১	২৫

এই অঙ্কসকল নক্ষত্রের সংখ্যা জানিতে হইবে। উপরের লিখিত চক্রমধ্যে যে পাঁচটী কোষ্ঠ লিখিত আছে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে বালাদি স্বর স্থির করিতে হইবে। যাহার নামের আদ্যক্ষর যে কোষ্ঠে লিখিত আছে, সেই কোষ্ঠই তাহার বালকস্বর, ঐ কোষ্ঠ হইতে ক্রমে বাল, কুমার, তরুণ, বৃদ্ধ ও মৃত, এই পাঁচটী অবস্থা গণনা করিবে, যাহার নামের আদ্যক্ষর অ, ক, ছ, ড, ধ, ব, ভ, ইহাদের মধ্যে কোন একটী অক্ষর হইবে, তাহার পক্ষে ঐ ঘরের লিখিত রবি ও মঙ্গল বার, নন্দা তিথি এবং রেবতী হইতে আর্দ্রা পর্য্যন্ত নক্ষত্র বালকস্বর হইবে। দ্বিতীয় ঘরে যে বার তিথি ও নক্ষত্র লিখিত আছে, তাহা উহার পক্ষে কুমারস্বর হইবে। ইত্যাদি প্রকারে উহা স্থির করিবে। যাহার নামের আদ্য বর্ণে যে স্বর হইবে, সেই স্বর বর্ণের কোষ্ঠ হইতে যে কোষ্ঠ ও স্বরবর্ণ পঞ্চম হইবে এবং তাহার নীচে যে সকল তিথি, বার ও নক্ষত্র লিখিত আছে, সেই তিথি, বার ও নক্ষত্র যে দিনে একত্র মিলিত হইবে, সেই দিন সেই ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ অশুভ। এই দিনে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে শুভ ফল হয় না এবং প্রতিপদে অশুভ ঘটিয়া থাকে। এই রূপে বাল, কুমার ও তরুণাদি অবস্থা স্থির করিয়া ফলনিরূপণ করিবে।

এই স্বরোদয় দ্বারা সকল প্রকার ফলই নির্ণয় করিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা তত্ত্বসকল নিণীত হয়, ঐ সকল তত্ত্ব দ্বারাও শুভাশুভ ফল জানিতে পারা যায়, ইহাও স্বরোদয়শাস্ত্রের অন্তর্গত।

"ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চ তিস্রো নাড্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ইড়ায়াশ্চ প্রবাহেণ সৌম্যকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥
পিঙ্গলায়াঃ প্রবাহেণ রৌদ্রকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
সুষুম্নায়াঃ প্রবাহেণ সিদ্ধিমুক্তিফলানি চ॥" (স্বরোদয়)

যে সময় ইড়া নাড়ী দ্বারা শ্বাস প্রবাহিত হয়, তখন সৌম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে সুফল হয়। এইরূপ পিঙ্গলা নাড়ী প্রবাহকালে শান্তিজনক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই প্রকারে উক্ত নাড়ীত্রয়ের প্রবাহকালে শুভাশুভ কর্ম্মের ফল স্থির করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং তদন্য কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিবে। স্বরোদয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থলে লিখিত হইল না, স্বরোদয়শাস্ত্রে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

স্বরোদয়ে সর্ব্বতোভদ্রচক্র, শতপদাচক্র, অংশচক্র, সিংহাসনচক্র, কূর্ম্মচক্র, পদ্মচক্র, ফণীশ্বরচক্র প্রভৃতি বহুবিধ চক্র এবং ঘটিকাভূমি, জালন্ধরীভূমি, কামাখ্যাভূমি প্রভৃতির বিষয় লিখিত হইয়াছে, এই সকলের দ্বারাও শুভাশুভ ফল জানিতে পারা যায়। বাহুল্যভয়ে ইহাদেরও বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইল না। (বর্ণস্বরোদয়)

স্বরোপধ (ত্রি) উপধস্বরবিশিষ্ট।

স্বর্ক (ত্রি) ১ শোভন গমনযুক্ত। ২ শোভন স্তুতিবিশিষ্ট। ৩ শোভন দীপ্তিযুক্ত। "মরুতঃ স্বর্কৈঃ রথেভিঃ যাত" (ঋক্ ১৮৮।১) 'স্বর্কৈঃ স্বঞ্চনৈঃ শোভনগমনৈর্ব্বা ইকৈঃ। যদ্বা শোভনং অর্কোহর্চ্চনং স্তুতিরেষামস্তি তাদৃশৈঃ, অথবা শোভনদীপ্তিযুক্তৈঃ' (সায়ণ)

স্বর্গ (পুং) স্বরিত গীয়তে ইতি গৈ-ক, যদ্বা সুষ্ঠু অর্জ্যতে ইতি অর্জ অর্জনে ঘঞ্ শকন্ধ্বাদিত্বাৎ কুৎ। দেবতাদিগের আলয়, দেবগণের বসতিস্থান, পর্য্যায়—স্বর্, নাক, ত্রিদিব, ত্রিদশালয়, সুরলোক, দ্যোঃ দ্যৌ, ত্রিপিষ্টপ, মন্দর, অমরলোক, গোঃ, বসতি, ফলোদয়, দেবলোক, স্বর্লোক, উর্দ্ধলোক, সুখাধার, সৌরিক, শক্রভুবন, বিমান। (শব্দরত্না°)

দেবগণের স্বর্গই একমাত্র নিকেতন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "স্বর্গকামো যজেত" স্বর্গকামনা করিয়া যজ্ঞ করিবে। স্বর্গ-কামনা করিয়া যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিলে, তাহার ফলে স্বর্গ-লাভ হয়। এই ভূলোক বা জগৎ সুখদুঃখমিশ্রিত, এখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ নাই, সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে সুখদুঃখ বিদ্যমান আছে। কেহই দুঃখভোগ করিতে ইচ্ছা করে না, সকলেরই ইচ্ছা সুখ-

ভোগ করে। এই সুখভোগের জন্য স্বর্গলোক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই লোক কেবল সুখময়, এখানে দুঃখকণিকা, রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু কিছুই নাই। এই লোকে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ হইয়া থাকে। স্বর্গে কেবল সুখ, নরকে কেবল দুঃখ এবং এই জড়জগতেও সুখ ও দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে যে কিছু যাগযজ্ঞ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, মানব সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

যে কিছু পুণ্য বা শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার ফলে মৃত্যুর পর কিছু দিনের জন্য যে সুখভোগ করা হয়, তাহাকেই স্বর্গ কহে। স্বর্গে দুঃখ নাই। দর্শনশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। দার্শনিকগণ স্বর্গ শব্দের অর্থ দুঃখবিরোধী সুখবিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু স্বর্গ স্থায়ী নহে, কিছুদিন স্বর্গভোগের পর তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি ভিন্ন জীবের মুক্তি হইতে পারে না, অতএব স্বর্গে তাৎকালিক দুঃখনিবৃত্তি হইলেও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না।

বৈদিকযজ্ঞের অনুষ্ঠানে যেমন প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় হয়, সেইরূপ ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান হিংসাসাধ্য বলিয়া প্রভূত পুণ্যের সহিত যৎকিঞ্চিৎ পাপেরও সঞ্চয় হইয়া থাকে। অতএব যজ্ঞকর্ত্তা যখন স্বোপার্জ্জিত পুণ্যরাশির ফলস্বরূপ স্বর্গসুখের উপভোগ করিবেন, তখন হিংসাজন্য পাপাংশের ফলস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দুঃখও তাঁহাকে উপভোগ করিতে হইবে। কিন্তু স্বর্গী পুরুষেরা সুখের মোহিনী শক্তি-প্রভাবে এমন মুগ্ধ হন যে, ঐ দুঃখকণিকাকে দুঃখ বলিয়াই বিবেচনা করেন না, অনায়াসে তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হন।

আরও বেদোক্ত স্বর্গফলজনক কর্ম্মগুলি একরূপ নহে, কর্ম্মের তারতম্যানুসারে কর্ম্মফলের ও স্বর্গের তারতম্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ আছে। কারণের বৈজাত্য বা তারতম্য থাকিলে কার্য্যেরও বৈজাত্য বা তারতম্য হইয়া থাকে। অতএব স্বর্গে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ থাকিলে, স্বর্গীদিগেরও কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ ও অপকর্ষ আছে। যিনি অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট স্বর্গ ভোগ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট স্বর্গভোগীর সবিশেষ সুখ ও স্বচ্ছন্দতা অবলোকন করিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ দুঃখানুভব করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। সুতরাং স্বর্গিগণ এক কালে দুঃখপরিমুক্ত নহেন।

আরও এক কথা স্বর্গ বিনাশী, উহা চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গ সুখবিশেষ মাত্র। সুখ যেমন উৎপন্ন, তেমনই বিনাশী। সুখ নিত্য বা অবিনাশী হইতে পারে না। যাহা কারণ বশতঃ উৎপন্ন হয়, তাহা কারণবিগমে বা অন্যরূপে বিনাশ হইবেই হইবে। সুতরাং দুঃখনিবৃত্তি বৈদিকযজ্ঞানুষ্ঠানের ফলরূপে কীর্ত্তিত হয় নাই, স্বর্গ নামক সুখবিশেষ তাহার ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সুখ অভাব রূপ নহে, উহা ভাবরূপপদার্থ। উৎপন্ন ভাবপদার্থের বিনাশ আছে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" (গীতা ৯ অ°)

তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে স্বর্গসুখভোগ চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, সাময়িক দুঃখের অভাব হয় মাত্র, আত্যন্তিক অভাব হয় না। (সাংখ্যদ°)

নৈয়ায়িকগণ স্বর্গের লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"দুঃখাসম্ভিন্নত্বাদিবিশিষ্টসুখত্বং স্বর্গত্বং তদেব স্বর্গপদশক্যতাবচ্ছেদকমিতি সিদ্ধান্তঃ।
যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতং যৎ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদং॥"
(গদাধরকৃত বাদার্থ)

দুঃখাসম্ভিন্ন সুখই স্বর্গ, অর্থাৎ যে সুখ দুঃখমিশ্রিত নহে, এবং যাহা কোনও সময়ে দুঃখের সহিত মিলিত হয় না বা অভিলাষ মাত্রেই উপনীত হয়, তাহাই স্বর্গ। ইহা দ্বারা স্থির হইল যে নিরবচ্ছিন্ন সুখই স্বর্গ।

চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ স্বর্গ ও নরক স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন স্বর্গ ও নরক কবিকল্পনা, ইহজীবনে যে সুখভোগ হয়, তাহাই স্বর্গ এবং যে দুঃখভোগ হয়, তাহাই নরক। দেহ ব্যতীত ভোগ হয় না, স্থূল দেহের নাশে মৃত্যু হয়, সুতরাং মৃত্যুর পর ভোগায়তন দেহ থাকে না, অতএব দেহ ব্যতীত ভোগ কিরূপে সম্ভব হয়? সূক্ষ্ম দেহে ভোগ হয়, ইহাও বলিতে পার না, কারণ মৃত্যুর পর লৌকিক আত্মার অস্তিত্বে বা সূক্ষ্ম দেহে প্রমাণ নাই।

"ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।" (চার্ব্বাকদ°)

ইহাই নাস্তিকদিগের মত।

আস্তিক মাত্রেই স্বর্গনরকে বিশ্বাসশীল। মৃত্যুর পর এমন একটী দেহ হয়, যাহাতে স্বর্গ ও নরকভোগ ঘটিয়া থাকে এবং স্বর্গ বা নরকভোগের পর পুনর্ব্বার জন্ম হইয়া থাকে। মনুতে লিখিত আছে যে,

"যদ্যাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোঽধর্ম্মমল্পশঃ।
তৈরেব চাবৃতো ভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে॥
যদি তু প্রায়শোঽধর্ম্মং সেবতে ধর্ম্মমল্পশঃ।
তৈর্ভূতৈঃ স পরিত্যক্তো যামীঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ॥"
(মনু ১২।২০-২১)

জীব যদি অধিকাংশ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং অল্প পরিমাণ অধর্ম্ম করেন, তবে তিনি পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম ভূত দ্বারা শরীরী হইয়া স্বর্গে সুখভোগ করিয়া থাকেন। আর যদি তাঁহার ধর্ম্মের ভাগ অল্প এবং অধর্ম্মের ভাগ অধিক হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ভূতাংশ দ্বারা তাঁহার দেহ গঠিত না হইয়া যাহাতে তিনি যমযাতনা ভোগ করিতে পারেন, সেইরূপ একটী দেহ প্রাপ্ত হন, এবং সেই দেহ নরক ভোগ করে। স্বর্গ ও নরক উভয়েরই ক্ষয় আছে। পুণ্যফলানুসারে স্বর্গভোগ এবং পাপানুসারে নরকভোগের পর জীব নিজ কর্ম্মানুসারে আবার ভোগ মত পঞ্চভূতাত্মক মানবাদি দেহ ধারণ করে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হেতু জীবের এই সকল গতি অন্তঃকরণে আলোচনা করিয়া জীব সদা ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে। মনুর পূর্ব্বোক্ত বচন দ্বারা জানা যায় যে, মৃত্যুর পর পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ দ্বারা কর্ম্মানুসারে একটী দেহ গঠিত হয়, ঐ দেহে স্বর্গভোগ হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা বলেন, দেহ ব্যতীত ভোগ হয় না, জীবের মৃত্যুর পর পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ দ্বারা একটী দেহ গঠিত হয়, তাহাতেই ভোগ হইয়া থাকে। তাহাদের উক্তি দ্বারা স্থির হইল যে স্বর্গ ও নরকভোগকালে এমন একটী দেহ হয়, যাহাতে ভোগ মাত্র হইয়া থাকে। পুরাণাদি শাস্ত্রে স্বর্গে বিবিধ প্রকার সুখভোগের এবং নরকে বিবিধ দুঃখভোগের বিবরণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। শাস্ত্রে স্বর্গপ্রদ বিবিধ প্রকার পুণ্য-কর্ম্মেরও বিধান লিখিত আছে। জীব কর্ম্মফলানুসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহাতে বিশুদ্ধ শুভ কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করে, তাহাই শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণের ভূখণ্ডে লিখিত আছে যে, স্বর্গে দিব্য, রমণীয় নন্দনাদি কাননসমূহ বিদ্যমান আছে। এই সকল কানন অতিশয় পবিত্র, এই সকল কাননের চতুর্দ্দিক্ ফলপ্রদ বৃক্ষসকলে পরিবৃত আছে। সুদিব্য বিমান ও অপ্সরোগণ ইহার চারিদিকে বিরাজিত রহিয়াছে। রসসকল সর্ব্বত্র কামগ ও বিচিত্র। এই স্থানে চন্দ্রমণ্ডল শুভ্রবর্ণ আসন ও শয্যা সুবর্ণময়। অধিক কি, এই স্থান যত প্রকার সুখ হইতে পারে, সেই সকল প্রকার সুখসমৃদ্ধ। সুকৃতকারী নরসমূহ এই স্থানে সুখে বিচরণ করে। নাস্তিক, স্তেয়, অজিতেন্দ্রিয়, নৃশংস, পিশুন, কৃতঘ্ন প্রভৃতি পাপিগণ এই স্থানে গমন করিতে পারে না, যজ্বা, দানশীল প্রভৃতি সুকৃতকর্ম্মকারীই এই স্থানে গমন করিয়া থাকে। এই স্থানে রোগ, শোক, জন্ম, জরা ও মৃত্যু নাই, এই স্থানে ক্ষুৎপিপাসা বা গ্লানি কিছুই নাই। সমগ্র শুভ কর্ম্মের ফল এই স্থানেই ভোগ করিয়া থাকে। এই স্থানে শুভ ফলসকলের ভোগ হইলে তখন তাহারা কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করে।

"স্বর্গস্থ মে গুণান্ ব্রূহি সাম্প্রতং দ্বিজসত্তম।
এতৎ সর্ব্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ কথয়ামি ন সংশয়ঃ॥
নন্দনাদীনি দিব্যানি রম্যাণি বিবিধানি চ।
তপোস্থানানি পুণ্যানি সর্ব্বকামশুভানি চ।
সর্ব্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ শোভিতানি সমন্ততঃ॥
বিমানানি সুদিব্যানি পরিতাপ্সরসো গণৈঃ।
তরুণাদিত্যবর্ণানি মুক্তাজালাম্বরাণি চ।
চন্দ্রমণ্ডলশুভ্রাণি হেমশয্যাসনানি চ॥
সর্ব্বকামসমৃদ্ধাশ্চ সুখদুঃখবিবর্জিতাঃ।
নরাঃ সুকৃতিনস্তে তু বিচরন্তি যথাসুখং॥
ন রোগো ন জরা মৃত্যুর্ন শোকো ন হিমাদয়ঃ।
ন তত্র ক্ষুৎপিপাসা চ কস্য গ্লানির্ন দৃশ্যতে॥
শুভস্য কর্ম্মণঃ কৃৎস্নং ফলং তত্রৈব ভুজ্যতে।
ন চান্য ক্রিয়তে ভূয়ঃ সোহত্র দোষো মহান্ শ্রুতঃ॥"
(পদ্মপু° ভূমিখ° ৯০ অ°)

স্বর্গ হইতে কর্ম্মভোগের পর স্বর্গিদিগের পতন হয়, ইহাই স্বর্গের দোষ।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি করিয়া সাতটী লোক, তাহার মধ্যে এই পৃথিবী লোককে ভূর্লোক কহে, এই পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত ভুবর্লোক, সূর্য্যলোক হইতে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত স্বর্লোক নামে অভিহিত, সূর্য্যের উপরি ভাগে ধ্রুবের সংস্থান পর্য্যন্ত যে স্থান তাহাই স্বর্গলোক। স্বর্গিগণ এই স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকে। এই স্থানে অবস্থানের নাম স্বর্গবাস।

"তদ্ভূর্লোক ইতি খ্যাতং শাকদ্বীপাদিকাননং।
ভূর্লোকাচ্চ ভুবর্লোকঃ সূর্য্যাবধিরুদীরিতঃ।
আদিত্যাদাধ্রুবং রাজন্ স্বর্লোকঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥" (পদ্মপু° ভূখ°)

পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে স্বর্গের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থলে লিখিত হইল না।

নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, পৃথিবীর মধ্যে অদ্রিশ্রেষ্ঠ মেরু নামে একটী পর্ব্বত আছে, এই সুমেরুর তিনটী শৃঙ্গ স্বর্গ নামে অভিহিত। এই তিনটী শৃঙ্গের মধ্যে মধ্য শৃঙ্গ স্ফটিকময়, ও বৈদূর্য্যখচিত, পূর্ব্বশৃঙ্গ ইন্দ্রনীল ও পশ্চিম শৃঙ্গ মাণিক্যময়। পুণ্যাত্মগণ এই সকল শৃঙ্গে পুণ্যফলভোগ করিয়া থাকেন।

"স্বর্গস্থানং মহাপুণ্যং প্রোচ্যমানং নিবোধ মে।
ভারতে কৃতপুণ্যানাং দেবানামপি চালয়ং॥
মধ্যে পৃথিব্যামদ্রীন্দ্রো ভাস্বান্ মেরুর্হিরণ্ময়ঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি চতুরশীতিঃ সমুচ্ছ্রিতঃ॥
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্ধরণ্যাং ধরণীধরঃ।
তাবৎপ্রমাণা পৃথিবী পর্ব্বতশ্চ সমন্ততঃ॥

তস্য শৃঙ্গত্রয়ং মূর্দ্ধি স্বর্গো যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণং নানারত্নোপশোভিতং ॥
মধ্যগং পশ্চিমং পূর্ব্বং মেরোঃ শৃঙ্গাণি ত্রীণি বৈ।
প্রসূত্যাস্ত্রিতমাত্রাণি দ্বে শৃঙ্গে তস্য মধ্যতঃ ॥
মধ্যস্থং স্ফাটিকং শৃঙ্গং বৈদূর্য্যাকরকাময়ম্।
ইন্দ্রনীলময়ং পূর্ব্বং মাণিক্যং পশ্চিমং স্মৃতং ॥"

(নৃসিংহপু° ৩ অ°)

এই তিনটী শৃঙ্গে একবিংশতি স্বর্গ আছে, পুণ্যের তারতম্যানুসারে এই সকল স্বর্গে পুণ্যাত্মগণের বাস হয়।

দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে, সুমেরু নামে একটী শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত সুবর্ণময়। ইহার মূলভাগে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া অপর আরও ২০টী পর্ব্বত আছে। এই সুমেরু-শিখরের ঠিক মধ্যভাগে ব্রহ্মার দশ যোজন পরিমিত দিব্য এক পুরী আছে। এই ব্রহ্মপুরী সমচতুষ্কোণবর্ত্তিনী এবং সর্ব্বত্র হেমময়ী। সুমেরুর উপরি ভাগে ব্রহ্মপুরীর অনুগত আরও ৮টী স্বর্ণময়ী পুরী আছে। এই ৮টী পুরীতে অষ্টদিক্পাল বিরাজিত আছেন। এই সকল পুরী স্বীয় স্বীয় অধিষ্ঠাতা লোকপালদিগের রূপাদি অনুসারে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, এই দিক্‌চতুষ্টয় এবং অগ্নি, বায়ু, নৈঋত ও ঈশান এই কোণচতুষ্টয়-শোভিত আছে। উক্ত ৮টী পুরীর প্রত্যেকেরই পরিমাণ সার্দ্ধ দুই সহস্রযোজন। এই সকল পুরীর নাম যথা—প্রথম মনোবতী, দ্বিতীয় অমরাবতী, তৃতীয় তেজোবতী, তৎপরে সংযমনী, কৃষ্ণাঙ্গনা, শ্রদ্ধাবতী, গন্ধবতী, মহোদয়া এবং যশোবতী। ঐ সকল পুরীর অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বহ্নি প্রভৃতি দিক্‌পালগণ।

ভগবান্ বিষ্ণু যখন সুররাজ্য প্রত্যাহরণকামনায় ছদ্ম বামন-বেশে দৈত্যপতি বলির যজ্ঞে গিয়া ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই সময় তাঁহার উদ্ধস্থ বাম পদের নখ দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের উর্দ্ধ ভাগে যে একটী রন্ধ্র উৎপন্ন হয়, ঐ রন্ধ্রপথ দিয়া ভগবতী গঙ্গা স্রোতস্বিনী রূপে ক্রমে ত্রিপিষ্টপধামের শিরোভাগে আসিয়া অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। এই ত্রিপিষ্টপ শিরোভাগের মধ্যে যে স্থলটী বিষ্ণুধাম বলিয়া বিশ্রুত, গঙ্গাদেবী প্রথমে সেই স্থলে আসিয়া প্রাদুর্ভূতা হন। এই স্থলে উত্তানপাদবংশাবতংস ধ্রুব অদ্যাপিও বিষ্ণুর চরণসেবা করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল এই স্থানে অবস্থিত। তাঁহারা এই বিষ্ণুলোকে থাকিয়া গঙ্গার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই সকল স্থান স্বর্গ নামে অভিহিত। উক্ত গঙ্গা বৈষ্ণবধাম ধ্রুবমণ্ডল হইতে কোটি কোটি বিমানসঙ্কুল দিব্যযানে অবতীর্ণ হইয়া চন্দ্রমণ্ডলকে আপ্লাবিত করিতে করিতে ক্রমে ব্রহ্মলোকে নিপতিত হন, তখন তিনি তথায় সীতা, অলকনন্দা, ভদ্রা ও চক্ষুর্ভদ্রা এই চারিটী নাম ধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্ধারায় নিঃসৃত হইয়া নানা দেশ, গিরি ও নদী সংপ্লাবিত করিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানশীল জনসমূহ মৃত্যুর পর এই সকল স্বর্গে পুণ্য কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগাবসানে ভারতবর্ষ ভিন্ন অপর ৮টী বর্ষে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করে। ৯টী বর্ষের মধ্যে কেবল ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি, অর্থাৎ এই কর্ম্মভূমিতে জীব যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই কর্ম্ম-ফলে স্বর্গ বা নরকভোগ করিয়া থাকে।

পুণ্যশীল জীব স্বর্গভোগাবসানে ভারত ভিন্ন আবার ৮টী বর্ষের মধ্যে কোন একটী বর্ষে কর্ম্মের তারতম্যানুসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখভোগ করিয়া থাকে। এই সকল বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া জীব দশসহস্র বৎসর জীবিত থাকে। তাহাদের শরীর বজ্র সদৃশ সারবান্ এবং সকলেই অযুত হস্তিতুল্য বলশালী। এখানে এই জন্য কেহ অল্প সুরতসম্ভোগে পরিতৃপ্ত হয় না, সুতরাং সকল পুরুষই কলত্রাদি লইয়া পরম সুখে কালাতিবাহিত করিয়া থাকে। কেবল যে, পুরুষগণই এইরূপ সুখভোগী তাহা নহে, যে স্থলের ললনাকুলও চিরযুবতী। এই সকল বর্ষে উক্ত প্রকারে সুখভোগের পর কর্ম্মের জন্য পুনরায় কর্ম্মভূমি ভারত-বর্ষে জন্মগ্রহণ করে। (দেবীভাগ° ৮।৬-৮ অ°)

উক্ত পুরাণাদির বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গসমূহ স্বর্গ বলিয়া কথিত। জীব উক্ত শৃঙ্গে অবস্থান করিয়া যে সুখভোগ করে, তাহাই তাহার স্বর্গবাস। পুণ্যফলে স্বর্গে বাস হইয়া থাকে। স্বর্গ চিরস্থায়ী নহে। পুণ্যের ক্ষয় হইলে স্বর্গভোগেরও অবসান হয়। এই জন্য মুমুক্ষুগণ স্বর্গ-ভোগ কামনা করেন না। তাঁহারা এইরূপ স্থান লাভ করিতে চান, যাহা হইতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, যেখানে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি কিছুই নাই। একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই তাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" (শ্রুতি)

তাঁহারা সেই পরম পুরুষকে অবগত হইয়া অতিমৃত্যু লাভ অর্থাৎ বারংবার জন্মমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

জীবের স্বর্গবাসেও জন্মমৃত্যু-নিবৃত্তি ঘটে বলিয়া আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। যাহাতে জীবের একান্ত ও অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে যে, স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র, এই ইন্দ্র শব্দ একরূপ উপাধিবিশেষ। যখন যিনি স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হন, তখন তিনিই ইন্দ্র নামে কথিত হইয়া থাকেন। মন্বন্তর বিশেষে অনেকে ইন্দ্র হইয়াছেন, আবার মন্বন্তরাবসানে তাঁহারা ইন্দ্রত্ব হইতে চ্যুত হইয়াছেন। ইহা ভিন্ন দৈত্য ও অসুরগণ সময়ে

সময়ে দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিতেন। আবার দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর সাহায্যে তাহাদিগকে নিধন করিয়া পুনরায় স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিতেন। পুরাণসমূহে ইহার বহুতর বিবরণ বর্ণিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। মহাভারতে লিখিত আছে, যুধিষ্ঠির স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়া ছিলেন। ভারতের স্বর্গারোহণপর্ব্বে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। পারিভাষিক স্বর্গ যথা—

"মনোঽনুকূলাঃ প্রমদা রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
বাসঃ প্রাসাদপৃষ্ঠেষু স্বর্গঃ স্যাচ্ছুভকর্ম্মণঃ॥" (গরুড়পু° ১০৯।৪৪)

মনোবৃত্ত্যনুসারিণী রূপবতী অলঙ্কৃতা কামিনী এবং প্রাসাদ-পৃষ্ঠে বাসই স্বর্গ।

জগতের সকল সভ্য জাতির মধ্যেই স্বর্গ সম্বন্ধে এক প্রকার বিশ্বাস আছে। বাইবেল হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন হিব্রুজাতি মনে করিতেন, সুদৃঢ় ভিত্তি ও পাকা খিলান করা স্তম্ভের উপর স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত। (Job. xxvi. 11) আবার স্বর্গ একখানি পর্দ্দা বা তাবুর আবরণীর মত অনেকের এরূপ ধারণাও ছিল। (Psalm civ) য়িহুদীরা অধঃ, মধ্য ও উচ্চতর এই কএক প্রকার স্বর্গ কল্পনা করিতেন। তন্মধ্যে অধঃস্বর্গ মেঘ ও বায়ু মণ্ডল, মধ্যস্বর্গ তারকা বা নক্ষত্রমণ্ডল এবং উর্দ্ধ বা স্বর্লোক ঈশ্বর ও তাঁহার দূতগণের নিবাসভূমি। পূর্ব্বতন বৌদ্ধগণও 'ত্রয়স্ত্রিংশৎ' স্বর্গ কল্পনা করিতেন। এ ছাড়া বৌদ্ধ, খৃষ্টান, য়িহুদী, মুসলমান প্রভৃতি প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়গণও বরাবরই স্বর্গের একটী আধ্যাত্মিক অর্থ স্বীকার করিতেন। আদি বৌদ্ধগণ 'নিব্বাণং পরমং সুখং' (ধম্মপদ) পরম সুখকেই নির্ব্বাণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আধুনিক বৌদ্ধগণ কেহ কেহ এই নির্ব্বাণ অবস্থাই স্বর্গ বলিয়া মনে করেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ চিরসুখশান্তিময় স্বর্গকেই Elysium নামে অভিহিত করিয়াছেন। মানব সেখানে অনন্ত সুখভোগ করিয়া থাকেন, কেবল নরকের লেদ (lathe) নামক সরোবরের জলপান করিয়াই তাহাকে সেই অনন্ত শান্তিময় অবস্থা ভুলিয়া আবার এ জগতে আসিতে হয়।

পুরাণে স্বর্গে যেরূপ ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন 'লোক' বিবৃত হইয়াছে, পূর্ব্বকালে মেক্সিকো-বাসিগণও সেইরূপ বিভিন্ন দেবযোনির নিবাসস্বরূপ ৯টী সুখশান্তিময় স্বর্গলোক কল্পনা করিত। মৃত্যুর পর পুণ্য কার্য্যের তারতম্যানুসারে সেই সকল স্বর্গভোগ হইয়া থাকে।

য়িহুদীদিগের 'রাব্বি' বা ধর্ম্মাধ্যক্ষগণের মতে উর্দ্ধ ও অধঃ এই দুইটী স্বর্গ, ইহার মধ্যে 'জিঅন্' নামে একটী স্তম্ভ সংলগ্ন আছে। প্রতি পুণ্যাহ (Sabbath) বা উৎসবের দিনে পুণ্যশীল সেই স্তম্ভ দিয়া স্বর্গে উঠিয়া যান এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের বিভূতি দর্শন করিয়া আসেন। উর্দ্ধ ও অধঃ এই উভয় স্বর্গেই সাতটী ভবন আছে। ধার্ম্মিকগণ সুকৃতি অনুসারে সেই সকল ভবনে গিয়া বাস করেন। উর্দ্ধ স্বর্গলাভই শ্রেষ্ঠ সুকৃতির পরিচায়ক। এই উর্দ্ধে যে সাতটী ভবন আছে, তন্মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মরাজ ও ভগবানের সম্মানরক্ষার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ১ম ভবন, যাঁহারা সমুদ্রে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহাদের ২য় ভবন, রাব্বি জোচানন বেন জকাই ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর জন্য ৩য় ভবন, মেঘে যাঁহারা অবতরণ করেন, তাঁহাদের জন্য ৪র্থ ভবন, অনুতপ্ত ও বিশুদ্ধ ধার্ম্মিকদিগের জন্য ৫ম ভবন, আকুমার ব্রহ্মচারী ও আজীবন নিষ্পাপ লোকদিগের জন্য ৬ষ্ঠ ভবন এবং বাইবেল ও মিস্না বা ধর্ম্মগ্রন্থ চর্চ্চা দ্বারা যে সকল দরিদ্র ভিক্ষু জীবিকার্জ্জন করেন অথবা যাঁহারা ন্যায়সঙ্গত ব্যবসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জন্য ৭ম ভবন। ধার্ম্মিক বা পুণ্যবানের মৃত্যু হইলে একেবারে তিনি উর্দ্ধ স্বর্গে যাইতে পারেন না। উর্দ্ধ স্বর্গ ও জড়-জগতের মধ্যবর্ত্তী অধঃস্বর্গেই তাঁহাদিগকে প্রথমে যাইতে হইবে। অধঃস্বর্গে অবস্থান না করিয়া কাহারও শ্রেষ্ঠতম ভবনে যাইবার অধিকার নাই। যাইবার চেষ্টা করিলেই সেখানকার মহাবহ্নিতে ভস্মীভূত হইতে হইবে। তবে কেহ কেহ অশেষ সুকৃতির ফলে একেবারে ভগবানের সমীপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উর্দ্ধলোকে যাইতে পারেন ও অপরাপর ভবনে যাতায়াত করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল।

পূর্ব্বকালে মিসরদেশের ধর্ম্মযাজকগণ হিন্দুদিগের মত শিক্ষা দিতেন যে আত্মার বিনাশ নাই, দেহত্যাগের পর আত্মা স্বর্গলোকে গিয়া পরমাত্মায় মিশিয়া যায়। পূর্ব্বতন স্কন্দনাভ জাতিও দুইটী পৃথক্ স্বর্গ জানিতেন। তন্মধ্যে একটীতে 'বলহল্লা' নামে ওদিন বা বুধের প্রাসাদ আছে, যাহাদের রণস্থলে বীরোচিত মৃত্যু ঘটে, ওদিন তাহাদিগকে সেখানে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অপর স্বর্গের নাম 'গিমলি'—এই ধাম স্বর্ণময় প্রাসাদমণ্ডিত এবং পুণ্যবানের চিরশান্তি ও আনন্দভোগের স্থান। ওদিনের প্রাসাদে যাঁহারা প্রবেশ করিতে পান, তাঁহাদিগকে প্রত্যহই যুদ্ধসজ্জা করিতে হয় ও তাঁহারা পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকেন। কিন্তু আহারের সময় হইলে সকলেই সুস্থ দেহে স্বচ্ছন্দে ওদিনের ভোজনমন্দিরে আসিয়া পানভোজনে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। একটী ছাগীর দুগ্ধে অভিষুত সুরায় ও 'সোরিন্‌দির' নামক একটী বরাহের মাংসে সকলে তৃপ্তি লাভ করেন। ভগবান্ ওদিন্ কেবল দ্রাক্ষাজাত মদ্য পান করিয়া থাকেন। বীরগণের ভোজন টেবিলের নিকট সুন্দরী কুমারীগণ উপস্থিত থাকিয়া পরিবেশন করে ও পানপাত্র পূর্ণ করিয়া দিয়া থাকে। পূর্ব্বতন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ

স্বর্গ (heaven) শব্দ দ্বারা 'স্থান' ও 'অবস্থা' উভয় প্রকার বুঝিতেন। বাইবেলে লিখিত আছে—"সর্ব্ব প্রথমে ঈশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সৃষ্টি করেন।" (Genesis i. 1) স্বর্গ সৃষ্ট জগতের কেন্দ্র ও ভগবানের রাজধানী। এখানেই সর্ব্বব্যাপী ভগবানের সামীপ্য ও সালোক্য লাভ হয়, তাঁহার মহিমার পূর্ণাভিব্যক্তি জানা যায়। (Kings 8. 27, Isa 6. 3. 15, 66. 1, Math 6. 9) মৃত্যুর পর চিরসুখশান্তিময় অবস্থাকেও আদি খৃষ্টানগণ স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাইবেলে লিখিত আছে, ভগবান্ তাঁহার প্রিয় পুত্র যীশু খৃষ্টের হস্তেই সেই স্বর্গসুখের ভার দিয়া রাখিয়াছেন। (John 14. 2-3.) স্বর্গ আনন্দময় অবস্থা বলিয়া গণ্য হইলেও ইহা অনির্ব্বচনীয় শান্তিসুখের স্থান বলিয়াও পরিচিত। তাই বাইবেলে ইহা Paradise বা নন্দনকানন (Luke 23. 43), ঈশ্বরের ভবনমন্দির (2 Cor. 5. 1)) 'উৎকৃষ্টতর রাজ্য' (Hob. 11. 16) 'ভগবানের শান্তি, বিশ্রাম ও আনন্দের স্থান' (Isa. 57. 2) বলিয়া অভিহিত। বাইবেল হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, স্বর্গ সাধুদিগের (Saints) জন্য, এখানে সাধুগণের মধ্যে পরস্পর জানা শুনা হয়। সাধুসংশ্রবের ফলেও "everlasting habitations" অর্থাৎ অক্ষয়ধাম বা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। স্বর্গবাসিগণ পূর্ণ ও অনন্ত আনন্দ উপভোগ করেন।

মুসলমান ধর্ম্মযাজকগণ বলিয়া থাকেন, প্রকৃত ইস্লাম্-ধর্ম্মবিশ্বাসী, প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তা ও প্যাগম্বর মহম্মদের শিষ্যানুশিষ্যগণের জন্যই স্বর্গ। সেখানে চিরোজ্জ্বল আলোকমালা ও স্বর্গীয় আনন্দ নিত্য বিদ্যমান। স্বর্গভোগিগণও চিরসুন্দর, ওজস্বান্, পূর্ণশক্তিমান্ এবং সূর্য্য অপেক্ষাও দীপ্তিমান্, তাঁহারা আল্লার দর্শন ও উপাসনার উপযুক্ত। মুসলমানদিগের মতে প্রধানতঃ আটটী 'বিহিস্ত' বা স্বর্গ, তন্মধ্যে ১ম দরুল্-জলাল্ বা গৌরবধাম মুক্তামণ্ডিত, ২য় দরুল্-সলাম্ বা শান্তিধাম মাণিক্য-মণ্ডিত, ৩য় জন্নৎ-উল্-মাওয়া বা দর্শনোদ্যান পিত্তলমণ্ডিত, ৪র্থ জন্নৎ-উল্-খুলদ্ বা অক্ষয় উদ্যান পীত প্রবালমণ্ডিত, ৫ম জন্নৎ-উল্-মুইম্ বা আনন্দোদ্যান উজ্জ্বল হীরকমণ্ডিত, ৬ষ্ঠ জন্নৎ-উল্ ফির্দুস্ বা নন্দনকানন রক্তিম সুবর্ণময়, ৭ম দরুল্-করার্ বা অক্ষয়ধাম বিশুদ্ধ মৃগনাভিসুবাসিত ও ৮ম জন্নৎ-উল্-আদন্ বা ইডেন-উদ্যান রক্তিম মুক্তামণ্ডিত। কোরাণে আছে নানা সুখময় স্থান কল্পিত হইলেও আল্লার সামীপ্য ও সাযুজ্যলাভেই উচ্চ সুখ লাভ হয়, তাহার তুলনায় অপর সুখের কল্পনা কিছুই নহে। প্যাগম্বরই বরাবর স্বর্গে যাইতে পারেন। ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করেন, তাঁহারা স্বর্গীয় হোমাপক্ষীর কণ্ঠে এবং সাধারণ ইস্লাম্ ভক্তগণের আত্মা গোরস্থান, বা জেম্‌জেম্ নামক কূপ হইতে অথবা আদমের সহিত সর্ব্বনিম্ন স্বর্গে গমন করেন।

গ্রীন্‌লণ্ডবাসিগণ একটী মাত্র ভাবী 'আদন' বা স্বর্গোদ্যানের আশা রাখে ও বিশ্বাস করে যে, তাহা মহাসমুদ্রের অতলস্পর্শ গর্ভ-মধ্যে বিদ্যমান, সুদক্ষ ধীবরেরা কেবল সেখানে যাইবার আশা করিতে পারে। আমেরিকার অপলাচীয় (Appalachian) নামক আদিম জাতি সকলেই মৃত্যুর পর ভাবী সুখময় অবস্থা ভোগ করিবে, এই সুখাশায় আশ্বস্ত। চিরপ্রীতিময়, চিরস্থায়ী উৎস-বিভূষিত, নানা সুদৃশ্য মৃগপক্ষিসমাকুল, মৎস্যপূর্ণ স্বচ্ছসরোবর ও প্রভূত শস্যশালী, জরামরণদুর্ভিক্ষবিবর্জ্জিত স্থানই তাহাদের সেই ভাবী সুখময় অবস্থা। আমেরিকাবাসীরা মনে করিত বিচক্ষণশীকারী, সমরকুশল, যোদ্ধা এবং বন্দী শত্রুদিগকে যাহারা বিশেষ ভাবে উৎপীড়ন বা তাহাদের মাংসভক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারাই কেবল সেই সুখময় অবস্থা বা স্বর্গভোগের অধিকারী।

স্বর্গকাম (ত্রি) স্বর্গঃ কামো যস্য। স্বর্গগামী। যিনি স্বর্গ কামনা করেন। "স্বর্গকামো যজেত" (শ্রুতি) যিনি স্বর্গ কামনা করেন, তাঁহার যজ্ঞ করা বিধেয়।

স্বর্গখণ্ড (ক্লী) পদ্মপুরাণের অন্তর্গত একটী খণ্ড। [পুরাণ দেখ।]

স্বর্গগতি (স্ত্রী) স্বর্গে গাতঃ। স্বর্গে গমন।

স্বর্গগামিন্ (ত্রি) স্বর্গং গচ্ছতীতি গম-ণিনি। স্বর্গগমনকর্ত্তা, যাঁহারা স্বর্গে গমন করেন।

"সর্ব্বহিংসানিবৃত্তা যে নরাঃ সর্ব্বসহাশ্চ যে।
সর্ব্বস্য প্রিয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥" (কর্ম্মলোচন)

যে সকল মনুষ্য সকল প্রকার হিংসারহিত, সর্ব্বংসহ ও সকলের প্রিয়, তাঁহারা স্বর্গগামী হইয়া থাকেন।

স্বর্গঙ্গা (স্ত্রী) স্বঃ স্বর্গস্য গঙ্গা। মন্দাকিনী। (শব্দরত্না°)

স্বর্গজিৎ (ত্রি) স্বর্গং জয়তীতি জি-কিপ্, তুগাগমশ্চ। স্বর্গজেতা।

"যস্মিন্ ভয়ার্দ্দিতঃ সম্যক্ ক্ষেমং বিন্দত্যপি ক্ষণং।
স স্বর্গজিত্তমোঽস্মাকং সত্যমেতৎ ব্রবীমি তে॥"
(ভারত ১২।৭৪।৩৪)

স্বর্গত (ত্রি) স্বর্গগত, যিনি স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

স্বর্গতরঙ্গিণী (স্ত্রী) স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী।

"কীর্ত্তেঃ স্বর্গতরঙ্গিণীভিরভিতো বৈকুণ্ঠমাপ্লাবিতং।"
(কথাসরিৎসা°)

স্বর্গতরু (পুং) স্বর্গস্য তরুঃ। পারিজাত।

স্বর্গতি (স্ত্রী) স্বর্গগতি, স্বর্গগমন।

স্বর্গদেব, আসামের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। [কামরূপ দেখ।]

স্বর্গদ্বার (ক্লী) স্বর্গস্য দ্বারং। স্বর্গের দ্বার।

স্বর্গধেনু (স্ত্রী) স্বর্গস্য ধেনুঃ। কামধেনু

স্বর্গপতি (পুং) স্বর্গস্য পতিঃ। ইন্দ্র। (হেম)

স্বর্গপথ (পুং) স্বর্গস্য পন্থাঃ, অচ্ সমাসান্তঃ। স্বর্গের পথ, স্বর্গমার্গ।

স্বর্গপর্ব্বন্ (পুং) মহাভারতের অন্তর্গত অষ্টাদশ পর্ব্বের মধ্যে একটী পর্ব্ব। এই পর্ব্বে পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণ বর্ণিত আছে।

স্বর্গপুরী (স্ত্রী) স্বর্গস্য পুরী। অমরাবতী।

স্বর্গভূমি, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত একটী প্রাচীন জনপদ। এই স্থান বারাণসীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। উক্ত ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে যে, এই স্থানের মধ্যবর্ত্তী গোপালপুর গ্রামে সুমালী দৈত্য-বংশীয় দুর্গ নামক অসুর বিনাশ করিয়া ভগবতী দুর্গানামে খ্যাতা হন। ঐ দৈত্যবংশে হস্তালী নামক এক দৈত্য হস্তালী বলিয়া নিজনামে এক পুরী নির্ম্মাণ করে। কলির পূর্ব্বে এই স্থানে গোপজাতির বাস ছিল। গোপজাতীয় কোন একজন মণ্ডলেশ্বর হইয়া এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কাশীর দুই যোজন অন্তরে বড়গ্রাম নামে এক গ্রাম; কলিকালে এই স্থানে বহু তন্তুবায় জাতির বসতি ছিল, কলির এক পাদ অন্ত হইলে এই স্থানের রাজার সহিত আভীর জাতির যুদ্ধ হইবে, ঐ যুদ্ধে রাজা ভগ্নগ্রাম হইয়া কাশীর চতুর্যোজন ব্যবধানে প্রাচীন পুষ্পগ্রামে পলায়ন করিবেন, এই স্থান অন্ত্যজ জাতির বাসরূপে পরিণত হইবে। ঐ স্থান হইতে বরণা নদী প্রবাহিত। কাশীধামের পশ্চিমে নন্দানদীর সমীপে টাডগ্রাম, বৃহদ্গ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে ক্ষত্রিয় রাজগণকে তাড়াইয়া যবনগণ স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছে। স্বর্গভূমির মধ্য ভাগে জোলহান ব্রাহ্মণগণের বাস ও কচ্ছপ নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম বিদ্যমান। কলির আদিতে এই স্বর্গভূমিতে পৌণ্ড্রদেশাধিপের সহিত শৃগালবাসুদেবের যুদ্ধ ঘটে। কাশীর পশ্চিমে তিন যোজন ব্যবধানে 'কশবাহ' নামক গ্রামে অনেক স্বর্ণকার জাতির বাস, দ্বাপরাদিতে এই গ্রাম স্বর্ণগ্রাম নামে খ্যাত ছিল। এই কশবাহ গ্রামের নিকট কশবাহ মুরানদী। কশবাহের বহ্নিকোণে অর্দ্ধ যোজন দূরে নন্দুর গ্রাম ছিল, হঠাৎ একদিন অগ্নিতে ঐ গ্রাম ভস্মীভূত হইয়া যায়। কালবশে ঐ নন্দুর গ্রাম জঙ্গলপরিবৃত হয় এবং ঐ জঙ্গলে হাতিয়া নামক এক জঙ্গলপরিবৃত গ্রাম স্থাপিত হইয়াছিল। এক সময়ে এই স্বর্গভূমিতে চন্দ্রবংশ প্রভৃতি বহু রাজবংশের বাস ছিল। স্বর্গভূমিতে ইন্দ্র প্রস্থ প্রভৃতি প্রদেশে ব্রাহ্মণ জাতি বাস করিতেন। ঐ প্রদেশমধ্যে বারিভূম নামক স্থানে বারিভূম নামক এক রাজা ছিলেন। কাশীর দুই যোজন পশ্চিমে এই স্বর্গভূমির মধ্যে দাড়ব গ্রাম ছিল। স্বর্গভূমির মধ্যবর্ত্তী গ্রামসমূহের জনগণের মঙ্গলবিধায়িনী "কল্যাণকারিণী দেবী" নামে এক দেবীমূর্ত্তি ছিলেন।

এই স্বর্গভূমিতে অন্যান্য বহু গ্রাম ও তাহাতে বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও হীন জাতির বাস এবং এই স্থানের মানব কীর্ত্তিকাহিনী ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে।

(ব্রহ্মখণ্ড ৫৫ ও ৫৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

স্বর্গমন (ক্লী) স্বর্গগমন।

স্বর্গমন্দাকিনী (স্ত্রী) স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী।

স্বর্গমার্গ (পুং) স্বর্গস্য মার্গঃ। স্বর্গগমনের পথ, স্বর্গপথ।

স্বর্গযাণ (পুং) ১ স্বর্গগমনপথ। স্বর্গের যান।

স্বর্গযোনি (স্ত্রী) স্বর্গস্য যোনিঃ কারণং। স্বর্গের কারণ, যাগযজ্ঞাদি শুভ কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গগতি হয়, এই জন্য শুভ কর্ম্মকে স্বর্গযোনি কহে। স্বর্গগমনের কারণ।

স্বর্গরাজ্য (ক্লী) স্বর্গরূপ রাজ্য, স্বর্গলোক।

স্বর্গলোক (পুং) স্বর্লোক, স্বর্গ।

স্বর্গলোকেশ (পুং) স্বর্গলোকায় ঈশঃ, শরীরজন্য কর্ম্মণ ঋতে স্বর্গপ্রাপ্ত্যভাবাত্তথাত্বং। ১ শরীর। (জটাধর) স্বর্গলোকস্য ঈশঃ। ২ ইন্দ্র।

স্বর্গবধূ (স্ত্রী) স্বর্গস্থ স্বর্গস্থিতলোকস্য বধূঃ। অপ্সরস্। (হেম)

স্বর্গবৎ (ত্রি) স্বর্গঃ স্বর্গবাসঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ। স্বর্গযুক্ত, স্বর্গবাসবিশিষ্ট।

স্বর্গবাস (পুং) স্বর্গে বাসঃ। স্বর্গে বসতি, উর্দ্ধে অবস্থান।

স্বর্গসদ্ (পুং) স্বর্গবাসী দেবগণ।

স্বর্গসরিদ্বরা (স্ত্রী) স্বর্গস্য সরিদ্বরা। স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী।

স্বর্গস্ত্রী (স্ত্রী) স্বর্গস্য স্বর্গস্থিতলোকস্য স্ত্রীঃ। স্বর্গবধূ, অপ্সরস্।

স্বর্গস্থ (ত্রি) স্বর্গে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। স্বর্গস্থিত, স্বর্গে যাহারা অবস্থিতি করে, স্বর্গবাসী।

স্বর্গাপগা (স্ত্রী) স্বর্গস্য আপগা গঙ্গা। মন্দাকিনী।

স্বর্গামিন্ (ত্রি) স্বর্গং গচ্ছতীতি গম-ণিনি। স্বর্গগামী। যিনি স্বর্গ গমন করেন।

স্বর্গারোহণ (ক্লী) স্বর্গে আরোহণ।

স্বর্গাবাস (পুং) স্বর্গে আবাসঃ বসতির্যস্য। স্বর্গবাসী। যাহারা স্বর্গে বাস করেন।

স্বর্গিগিরি (পুং) স্বর্গিণাং গিরিঃ। সুমেরু, সুমেরুর শৃঙ্গে স্বর্গ অবস্থিত, স্বর্গিগণ এই গিরিতে বাস করেন, এই জন্য ইহাকে স্বর্গিগিরি কহে।

স্বর্গিন্ (পুং) স্বর্গোঽস্ত্যস্য ভোগ্যত্বেনেতি স্বর্গ-ইনি। ১ দেবতা। (ত্রি) ২ স্বর্গবাসী ৩ স্বর্গগামী। ইহার লক্ষণ—

"দয়া ভূতেষু সংবাদো পরলোকং প্রতিক্রিয়া।
সত্যং পরহিতাচোক্তির্বেদপ্রামাণ্যদর্শনং ॥
গুরুদেবর্ষিপূজা চ কেবলং সাধুসঙ্গমঃ।
সৎক্রিয়াভ্যসনং মৈত্রী স্বর্গিণাং লক্ষণং বিদুঃ ॥"

সকল ভূতে দয়া, পরলোকজ্ঞান, সত্যবাদিত্ব, পরহিতব্রত, বেদপ্রামাণ্যদর্শন, গুরুদেবর্ষিপূজা, কেবল সাধুসঙ্গম, সৎক্রিয়াভ্যসন এবং মৈত্রী এই সকল স্বর্গীদিগের লক্ষণ।

স্বর্গিবধূ (স্ত্রী) স্বর্গিণাং স্বর্গবাসিনাঞ্চ বধূঃ। অপ্সরস্। (হেম)

স্বর্গিস্ত্রী (স্ত্রী) স্বর্গিণাং স্ত্রী। অপ্সরস্।

স্বর্গীয় (ত্রি) স্বর্গ-অনীয়র্। ১ স্বর্গসম্বন্ধীয়। ২ স্বর্গসুখজনক। ৩ স্বর্গগত।

স্বর্গৌকস্ (পুং) স্বর্গ ওকঃ বাসস্থানং যেষাং। ১ দেবতাসুর।

"অনর্ঘ্যমর্ঘ্যেণ তমদ্রিনাথঃ

স্বর্গৌকসামর্চ্চিতমর্চ্চয়িত্বা।" (কুমার ১।৫৮)

২ স্বর্গবাসী মাত্র, যাঁহারা স্বর্গে বাস করেন।

স্বর্গ্য (ত্রি) স্বর্গস্য নিমিত্তং সংযোগ উৎপাতো বা স্বর্গ (গোদ্ব্যচোসংখ্যাপরিমাণাশ্বাদের্যৎ। পা ৫। ১। ৩৯) ইতি যৎ। যদ্বা স্বর্গঃ প্রয়োজনমস্য (স্বর্গাদিভ্যো যদ্বক্তব্যঃ। পা ৫। ১ ১১১) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা যৎ

"ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।

স্বর্গ্যং ধ্রৌব্যং সৌমনস্যং প্রশস্যমঘমর্ষণং॥" (ভাগবত ৪।১২।৪৪)

স্বর্চক্ষস্ (ত্রি) সর্ব্বদর্শন, যাহার দৃষ্টি সর্ব্বস্থানে আছে। "স্বর্চক্ষা রথিরঃ সত্যশুষ্মঃ" (ঋক্ ৯। ৯৭। ৪৬) 'স্বর্চক্ষাঃ সর্ব্বদর্শনঃ' (সায়ণ)

স্বর্চন (ত্রি) শোভনজ্বালাযুক্ত অগ্নি। (নির্ঘণ্ট ১১। ১৪)

স্বর্চনস্ (ত্রি) সর্ব্বান্ন, সকল প্রকার অন্নযুক্ত।

"বিপ্রঃ কবিঃ কাব্যেনাস্বর্চনাঃ" (ঋক্ ৯। ৮৫। ৫)

'স্বর্চনাঃ সর্ব্বান্নঃ' (সায়ণ)

স্বর্চি (ত্রি) শোভন জ্বালা, শোভন জ্বালাবিশিষ্ট অগ্নি। "দিবঃ প্রাত মহা স্বর্চিঃ" (ঋক্ ২। ৩। ৪)

'স্বর্চিঃ শোভনজ্বালঃ' (সায়ণ)

স্বর্জ্জক্ষার (পুং) সর্জ্জিক্ষার। (চক্রদত্ত)

স্বর্জ্জি (স্ত্রী) স্বর্জ্জিকক্ষারং। ১ সাজিমাটী। ২ যবক্ষার, চলিত সোরা।

স্বর্জ্জিক (পুং) সর্জ্জিকাক্ষার, স্বার্জ্জিকক্ষার, স্বর্জ্জী, সুখোর্জ্জিক, সুবর্চ্চিক, সুবর্চ্চিঃ, সুখবর্চ্চাঃ। গুণ—কটূষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বাত ও কফনাশক, গুল্ম, আধ্মান কৃমি, ব্রণ ও জঠরদোষনাশক। (রাজনি°) ৩ যবক্ষার। পর্য্যায়—বাক্য, ক্ষার, যবক্ষার, যাবশূক, যবাগ্রজ, স্বর্জ্জিক, ক্ষার, কাপোত, সুখবর্চ্চক। গুণ—লঘু, স্নিগ্ধ, অগ্নিদীপক, শূল, বাত, শ্লেষ্মা, শ্বাস ও গলরোগনাশক। (ভাবপ্রকাশ) [সর্জ্জিকাক্ষার শব্দ দেখ]

স্বর্জ্জিকাক্ষার (পুং) স্বর্জ্জিক্ষার, চলিত সাজিক্ষার।

স্বর্জ্জিকাদ্যতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের। কাঁজি ১৬ সের। কল্কার্থ সাচিক্ষার, শুক মূলা, হিঙ্গু, পিপুল, শুঁঠ ৫ শুল্ফ মিলিত ১ সের। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। কর্ণরোগে এই তৈল বিশেষ উপকারী। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনাদ, কর্ণশূল ও বধিরতা প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° কর্ণরোগাধি°)

স্বর্জ্জিকাপাক্য (পুং) স্বর্জ্জিক্ষার। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্জ্জিন্ (পুং) সুখেন অর্জ্জয়তীতি সু-অর্জ্জ ণিনি। স্বার্জ্জিক্ষার।

স্বর্জ্জিৎ (ত্রি) স্বঃ স্বর্গং জয়তি জি-কিং তুক্ চ। ১ স্বর্গজেতা, যিনি স্বর্গ বিজয় করিয়াছেন, স্বর্গাধিপতি। "বিশ্বজিতে স্বর্জ্জিতে" (ঋক্ ২।২১।১) 'স্বর্জ্জিতে স্বর্গস্য জেত্রে অধিপতয়ে' (সায়ণ) (পুং) ২ যজ্ঞবিশেষ। (শুক্লযজুঃ ১১। ৮)

স্বর্জ্জেষ (পুং) স্বর্গগমনসাধন। "স্বর্জ্জেষে ভর আপ্রস্য" (ঋক ১।১৩২।২) 'স্বর্জ্জেষে স্বর্গগমনসাধনে' (সায়ণ)

স্বর্জ্যোতিস্ (ত্রি) স্বর্গে বা প্রকাশক বা সূর্য্যজ্যোতিঃ। "ঋত ধামাসি স্বর্জ্যোতিঃ" (শুক্লযজুঃ ৫। ৩২) 'স্বর্জ্যোতিঃ স্বর্গে প্রকাশকঃ যদ্বা সূর্য্যজ্যোতিঃ' (মহীধর)

স্বর্ণ (ক্লী) সুষ্ঠু অর্ণো বর্ণো যস্য। সুবর্ণ, ইহার উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

"একদা সর্ব্বদেবাশ্চ বভূবুঃ স্বর্গসংসদি।

তত্র কৃত্বা চ নৃত্যঞ্চ গায়ন্ত্যপ্সরসাং গণাঃ॥

বিলোক্য রম্ভাং সুশ্রোণীং সকামো বহ্নিরেব চ।

পপাত বীর্য্যং চচ্ছাদ লজ্জয়া বাসসা তথা॥

উত্তস্থৌ স্বর্ণপুঞ্জঞ্চ বস্ত্রং ক্ষিপ্ত্বা জ্বলৎপ্রভঃ।

ক্ষণেন বর্দ্ধয়ামাস স সুমেরুব ভুব হ।

হিরণ্যরেতসং বহ্নিং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১৩১ অ°)

একদা সমুদয় দেবগণ সুরসভাতে সমবেত হইলে অপ্সরোগণ নৃত্যগীত আরম্ভ করে, তখন অগ্নি সুশ্রোণী রম্ভাকে অবলোকন করিয়া কামার্ত্ত হওয়াতে তাহার বীর্য্যস্খলন হয়। লজ্জাবশতঃ ব্রহ্মা বস্ত্রদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা আচ্ছাদন করেন। অনন্তর তদুৎপন্ন অতিভাস্বর সুবর্ণের উৎপত্তি হয়। এই সুবর্ণ ক্ষণ কালমধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সুমেরুপর্ব্বতরূপে পরিণত হইল। পণ্ডিতগণ এই কারণে অগ্নিকে সুবর্ণরেতা বলিয়া থাকেন। ভাগবতে লিখিত আছে যে, মন্দরগিরি হইতে জম্বূনদী প্রবাহিত হইয়াছে। এই জম্বূনদীতে জম্বুফল পতিত হওয়ায় বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি-সংযোগে ইহা হইতে সুবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা দ্বারা দেবগণ ললনাদিগের অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

"জম্বূনদীরোধসোর্যা মৃত্তিকাতীরবর্ত্তিনী॥

জম্বুরসেনানুবিধ্যমানা বায়ুর্কযোগতঃ।

বিদ্যাধরামরস্ত্রীণাং ভূষণং বিবিধং মহৎ।
জাম্বূনদসুবর্ণঞ্চ প্রোক্তং দেববিনির্ম্মিতং।
যৎ সুবর্ণঞ্চ বিবুধা যোষিদ্ভিঃ কামুকাঃ সদা॥"
(দেবীভাগবত ৮।৬ অ॰) [বিশেষ বিবরণ সুবর্ণ শব্দে দেখ]
২ ধুস্তূর। (অমর) ৩ গৌর সুবর্ণশাক, চলিত সোণানটে শাক। ৪ নাগকেশরপুষ্প। চলিত নাগেশ্বর ফুল। ৫ ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত নদীভেদ। ৬ যোগিনীতন্ত্রবর্ণিত কামরূপস্থ নদীভেদ।

স্বর্ণক (ক্লী) স্বর্ণ স্বার্থে কন্। ১ স্বর্ণশব্দার্থ। ২ ধুস্তূরফল।

স্বর্ণকণ (পুং) স্বর্ণবৎ কণো যস্য। ১ কর্ণগুগ্গুলু। (রাজনি॰) স্বর্ণস্য কণঃ। ২ সুবর্ণকণা।

স্বর্ণকণিকা (স্ত্রী) স্বর্ণস্য কণিকা। কনককণা।
"কুর্ব্বত্যাঃ সরসি স্নানং পার্ব্বত্যাস্তু শরীরজাঃ।
নিঃসৃতাঃ স্বর্ণকণিকাস্তা বহন্তি জলৈরিমাঃ॥"
(কালিকাপু॰ ৮২ অ॰)

স্বর্ণকণ্ডু (স্ত্রী) ১ সর্জ্জরস, চলিত ধূনো। ২ রজন। (বৈদ্যকনি॰)

স্বর্ণকমল (ক্লী) স্বর্ণবর্ণং কমলং। রক্তপদ্ম। (বৈদ্যকনি॰)

স্বর্ণকায় (পুং) স্বর্ণ ইব পীতঃ কায়ো যস্য। ১ গরুড়। (হেম) (ত্রি) ২ সুবর্ণময় শরীর।

স্বর্ণকার (পুং) স্বর্ণালঙ্কারং করোতীতি কৃ-অণ্। জাতিবিশেষ, চলিত সেকরা। পর্য্যায়—নাড়োন্ধম, কলাদ, রুক্মকার, কণাদ, হেমল।

স্বর্ণকূট (ক্লী) হিমালয়ের শৃঙ্গভেদ। স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ডে এই শৈলের উল্লেখ আছে।

স্বর্ণকৃৎ (পুং) স্বর্ণং সুবর্ণালঙ্কারং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। ১ স্বর্ণকার। ২ সুবর্ণ-প্রস্তুতকারী।

স্বর্ণকেতকী (স্ত্রী) স্বর্ণবর্ণা কেতকী। হরিদ্রাবর্ণ কেতকীপুষ্প, পর্য্যায়—হেমকেতকী, কনকপ্রসবা, হৈমী, ছিন্নরুহা, বিষ্টারুহা, স্বর্ণপুষ্পী, কামখড্গদলা। গুণ—শীতল, কটু, পিত্ত ও কফনাশক, রসায়ন, বর্ণবৃদ্ধি এবং দেহদৃঢ়তাকারক। (রাজনি॰)

স্বর্ণক্ষীরী (স্ত্রী) স্বর্ণবর্ণা ক্ষীরী। ওষধিবিশেষ। পর্য্যায়—পটু-পর্ণী, হৈমবতী, হিমাবতী। (অমর) স্বর্ণদুগ্ধা, হেমক্ষীরী, কাঞ্চনী, স্বর্ণক্ষীরী। গুণ—শীতল, তিক্ত, কৃমি, পিত্ত ও কফনাশক, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শোফ, দাহ ও জ্বরনাশক। (রাজনি॰) অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, ইহার দুগ্ধ অর্থাৎ নির্য্যাস হেমবর্ণ, হিমবৎ ভূমিতে ইহার উৎপত্তি হয়, ইহার আকার নাগ-জিহ্বিকার ন্যায় এবং মূল ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়।
"হেমবর্ণপয়স্যুক্তা হিমবদ্ভূমিসম্ভবা।
সা নাগজিহ্বিকাকারা তন্মূলং বাণিজৌষধং॥" (অমরটীকা)

স্বর্ণক্রোশ, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাহিত একটী নদ।

স্বর্ণখণ্ড (ক্লীং) স্বর্ণস্য খণ্ডঃ। সুবর্ণের খণ্ড, সোণার টুকরা।

স্বর্ণগণপতি (পুং) স্বর্ণবর্ণো গণপতিঃ। স্বর্ণবর্ণগণেশ, হরিদ্রা-গণেশ। (হেম)

স্বর্ণগর্ভাচল, হিমবৎখণ্ডবর্ণিত হিমালয়ের শৃঙ্গভেদ। (৮।১০৯)

স্বর্ণগিরি (পুং) স্বর্ণবর্ণো গিরিঃ। সুবর্ণগিরি, সুমেরু পর্ব্বত।

স্বর্ণগৈরিক (ক্লী) স্বর্ণবৎ পীতং গৈরিকং। রক্তগৈরিক, রক্ত গেরিমাটী। (বৈদ্যকনি॰)

স্বর্ণগৌরীব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ।

স্বর্ণগ্রাম, ১ বঙ্গের এক প্রাচীন রাজধানী। সুবর্ণগ্রাম নামে খ্যাত। [সুবর্ণগ্রাম শব্দ দেখ] ২ ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত ভোজদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

স্বর্ণগ্রাব (পুং) স্কন্দানুচরভেদ।

স্বর্ণগ্রীবা (স্ত্রী) স্বর্ণবৎ গ্রীবা যস্যাঃ। নাটকশৈলের পূর্ব্বভাগ হইতে নিঃসৃত নদীবিশেষ। এই নদী গঙ্গার ন্যায় পবিত্র।
"যা নিঃসৃতা পূর্ব্বভাগাৎ তস্মাদ্গিরিবরাৎ নদী।
স্বর্ণগ্রীবেতি বিখ্যাতা সা গঙ্গাসদৃশী ফলে॥" (কালিকাপু॰ ৮অ॰)
কালিকাপুরাণে ৮২ অধ্যায়ে এই নদীর বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

স্বর্ণঘর্ম্ম (পুং) বৈদিক অনুবাকমন্ত্রবিশেষ।
"স্বর্ণঘর্ম্মানুবাকেন মহাপুরুষবিদ্যয়া।
পৌরুষেণাভিসূক্তেন সামভী রাজনাদিভিঃ॥"(ভাগ॰ ১১।২৭।৩১)

স্বর্ণচূড় (পুং) স্বর্ণবর্ণা চূড়া যস্য। পক্ষিবিশেষ, চাষপক্ষী।
"চাষঃ কীকীদিবিঃ স্বর্ণচূড়োঽথ পীতমুণ্ডকঃ।" (জটাধর)

স্বর্ণচূল (পুং) স্বর্ণচূড়, ডস্য লঃ। স্বর্ণচূড়পক্ষী।

স্বর্ণজ (ক্লী) স্বর্ণাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ বঙ্গধাতু।
'বঙ্গং ত্রপুঃ স্বর্ণজনাগজীবন-
মৃদঙ্গরঙ্গে পুরুপত্রাপচ্চটে।' (হেম)
(ত্রি) ২ স্বর্ণজাতমাত্র, স্বর্ণ হইতে যাহা হয়, সুবর্ণালঙ্কারাদি।

স্বর্ণজাতিকা (স্ত্রী) পীতজাতীপুষ্পবৃক্ষ, চলিত পীতচামেলীগাছ।

স্বর্ণজীবন্তী (স্ত্রী) স্বর্ণবর্ণা জীবন্তী। বৃক্ষবিশেষ, হিন্দী সোণা জীবই, পর্য্যায়—হেমাহ্বা, হেমজীবন্তী, তৃণগ্রন্থি, হিমাশ্রয়া, স্বর্ণ-পর্ণী, সুজীবন্তী, স্বর্ণজীবা, সুপর্ণিকা, হেমপুষ্পা, স্বর্ণলতা, হেম-বল্লী, হেমলতা। গুণ—বৃষ্য, মধুর, চক্ষুষ্য, শীতল, বাতপিত্ত, অস্র, দাহনাশক ও বলবর্দ্ধক। (রাজনি॰)

স্বর্ণজীরী (স্ত্রী) বৈদ্যকোক্ত ঔষধভেদ।

স্বর্ণজীবা (স্ত্রী) স্বর্ণজীবন্তী। (বৈদ্যকনি॰)

স্বর্ণজীবিন্ (ত্রি) সুবর্ণের অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, চলিত সেকরা।

স্বর্ণটিকরি, আসামের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ১৬।৬৪)

স্বর্ণটিক্কর, বরাহভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

স্বর্ণতীর্থ, কূর্ম্মপুরাণোক্ত তীর্থভেদ।

স্বর্ণদ (ত্রি) স্বর্ণং দদাতীতি দা-ক। স্বর্ণদানকারী, সুবর্ণদাতা। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, দানের মধ্যে সুবর্ণদানই শ্রেষ্ঠ। সুবর্ণদাতার অনন্ত স্বর্গ লাভ হয়। ব্যাধি প্রভৃতিতে বা গ্রহদোষে কষ্ট পাইলে স্বর্ণদানে তাহা প্রশমিত হয়। [সুবর্ণ শব্দ দেখ]

স্বর্ণদী (স্ত্রী) স্বঃ স্বর্গস্য নদী, নস্য দত্বং। ১ মন্দাকিনী, স্বর্ণগঙ্গা। (অমর) ২ বৃশ্চিকালী, চলিত বিছাতী। (রাজনি°) ৩ সিতগঙ্গা। এই নদী কামাখ্যার পূর্ব্বভাগে এবং দিক্করবাসিনীর প্রান্তদেশে অবস্থিতা। এই সিতগঙ্গায় স্নানতর্পণাদি করিলে গঙ্গাস্নানের তুল্য ফল হয়। এই নদীতে স্নান করিয়া ললিতকান্তাখ্যা দেবীর পূজা ও শম্ভু প্রভৃতিকে দর্শন করিলে তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

"প্রান্তে দিক্করবাসিন্যাঃ সদা বহতি স্বর্ণদী।
সিতগঙ্গাহ্বয়া লোকে সাক্ষাৎ গঙ্গাফলপ্রদা ॥
সা ভূমিপীঠসংস্থা তু দেবী দিক্করবাসিনী।
অন্তর্জ্জলৈঃ প্লাবয়ন্তী যাতি প্রত্যক্ষতাং সুরৈঃ ॥
সিতগঙ্গাজলে স্নাত্বা পূষ্ট্বা শম্ভুং হরিং বিধিং।
ইষ্ট্বা ললিতকান্তাখ্যাং পুনর্যোনৌ ন জায়তে ॥"
(কালিকাপু° ৮২ অ°)

স্বর্ণদীধিতি (পুং) স্বর্ণবৎ দীধিতিঃ কিরণং যস্য অগ্নি। (ত্রিকা°)

স্বর্ণদুগ্ধা (স্ত্রী) স্বর্ণক্ষীরিকা, চলিত সোণাখিরুই, শেয়ালকাঁটা।

স্বর্ণদ্রু (পুং) স্বর্ণঃ স্বর্ণবর্ণঃ দ্রুঃ। আরগ্বধবৃক্ষ, চলিত বড় সোন্দালগাছ। (রাজনি°)

স্বর্ণদ্বীপ (পুং ক্লী) সুবর্ণদ্বীপ। (কথাসরি°)

স্বর্ণদ্বীপ, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত বঙ্গের অন্তর্গত বরদমধ্যস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম, ইছামতীর নিকট অবস্থিত। রাজা বল্লাল ব্রাহ্মণদিগকে এই গ্রাম দান করেন। (ভবিষ্যব্র° খ° ১৯।৩৩)

স্বর্ণধাতু (পুং) ১ স্বর্ণগৈরিক, গেরিমাটীবিশেষ। ২ সুবর্ণ।

স্বর্ণনসা, হিমবৎখণ্ডবর্ণিত হিমালয়ে প্রবাহিত নদীভেদ।

স্বর্ণনাভ (পুং) শালগ্রামভেদ।

স্বর্ণনিভ (ক্লী) স্বর্ণগৈরিক, স্বর্ণগেরিমাটী। (বৈদ্যকনি°) ২ স্বর্ণসদৃশ, স্বর্ণতুল্য।

স্বর্ণপক্ষ (পুং) স্বর্ণবৎ পীতৌ পক্ষৌ যস্য। গরুড়। ইহার পক্ষদ্বয় সুবর্ণবর্ণ, এই জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে। (ত্রিকা°)

স্বর্ণপত্র (ক্লী) পণ্ডল, সুবর্ণপত্র, চলিত সোণার পাত।

স্বর্ণপত্রিকা (স্ত্রী) সুবর্ণমুখী, চলিত সোণামুখী।

স্বর্ণপদ্মা (স্ত্রী) স্বর্ণস্য পদ্মং যস্যাং। স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। এই গঙ্গায় স্বর্ণপদ্মসকল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে এই জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে।

স্বর্ণপর্ণী (স্ত্রী) স্বর্ণজীবন্তী। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণপর্পটী (স্ত্রী) গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। গ্রহণীরোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও শেষ ঔষধ, এই স্বর্ণপর্পটী-সেবনে যাহাদের রোগ প্রশমিত না হয়, তাহাদের আর রোগ-প্রশমনের আশা থাকে না।

প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা, একত্র উত্তম রূপে মর্দ্দন করিয়া একীভূত করিতে হইবে, পরে উহার সহিত গন্ধক ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। শেষে যথাবিধি পাক করিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিতে হইবে।

এই পর্পটী-প্রস্তুতকালে প্রথমে পারদের মলদোষ, বহ্নিদোষ ও বিষদোষ নিরাকরণ করিতে হয়। ৮ তোলা পারদ লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে, ইহাতে পারদের মলদোষ এবং ত্রিফলাচূর্ণের সহিত মর্দ্দনে বহ্নিদোষ এবং চিতাপাতার রসে মর্দ্দনে বিষদোষ নিরাকৃত হয়। অতঃপর যথাক্রমে জয়ন্তীপত্র, এরণ্ডপত্র, আদ্রক ও কাকমাচীপত্রের রসে মগ্ন করিয়া ক্রমাগত মর্দ্দন দ্বারা ঐ রসসকল শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। এইরূপে শোধিত পারদ পর্পটীতে ব্যবহার করিবে। এই পারদ শোধনের ব্যতিক্রম হইলে ঔষধের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, তাহাতে হিত না হইয়া বরং বিপরীত ফল হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিশুদ্ধ পারদের সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিতে হয়, যে গন্ধক শুকপুচ্ছের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, নবনীতের ন্যায় দীপ্তিশালী, চিক্কণ, কঠিন ও স্নিগ্ধ তাহাই শ্রেষ্ঠ। ঐরূপ ৮ তোলা গন্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকার করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ধূলির ন্যায় চূর্ণ করিতে হয়। পরে ঐ গন্ধক লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া ধূমরহিত কুলকাঠের অঙ্গারে গলাইয়া ভৃঙ্গরাজরসে নিক্ষেপ করিবে। নিক্ষেপ করিবামাত্রই উক্ত গন্ধক কঠিন হইয়া যাইবে। পরে উহা রৌদ্রে শুষ্ক ও উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া কেতকীপুষ্পের রজোবৎ করিতে হইবে।

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধকের পরিমাণ সমান হওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত প্রক্রিয়ার পর পারদ ও গন্ধক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উত্তম রূপে মর্দ্দন করিবে। চূর্ণসকল কজ্জল সদৃশ হইলে লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া নির্ধূম কুলকাঠের অঙ্গারে গলাইয়া তৈলবৎ করিতে হইবে। পরে গোময়রাশির উপর একখানি কচি কলাপাত পাতিয়া এবং অপর একখানি কলাপাতের মধ্যে কিঞ্চিৎ গোময় পুরিয়া পুটুলী করিবে। অনন্তর দ্রবীভূত কজ্জলী উক্ত কদলীপত্রে ঢালিয়া সেই পুটুলী দ্বারা

চাপিবে। ইহাতে চটী প্রস্তুত হয়। দ্রবীভূত কজ্জলীর যে অংশ কঠিন হইয়া লৌহপাত্রে লাগিয়া থাকিবে, তাহা গ্রহণ করিবে না। এই পর্প টী ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় চন্দ্রিকা সদৃশ হইলে সুপ্রস্তুত হইয়াছে স্থির করিতে হইবে।

এই ঔষধ প্রস্তুতকালে শিবপূজাদি শান্তিস্বস্ত্যয়ন করা বিধেয় এবং জ্যোতিষোক্ত উত্তম দিন দেখিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত আরম্ভ করিতে হয়। নচেৎ ইহাতে অনেক বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। এই স্বর্ণপর্পটী এক রতি হইতে সেবন আরম্ভ করিতে হয়, ক্রমশঃ রোগীর বলাবল অনুসারে মাত্রা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

স্বর্ণপর্পটী ব্যবহারকালে বায়ুসেবন, রৌদ্রসেবন, ক্রোধ, অধিক চিন্তা, আহারসময়ের ব্যতিক্রম, ব্যায়াম, পরিশ্রম, স্নান, অধিক বাক্যকথন এই সকল বর্জ্জনীয়। ঘৃত, সৈন্ধব, জীরা এবং ধনের বাট্না দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি, শালিতণ্ডুলের অন্ন, কাল বেগুন, বাস্তুকশাক, কীটাদি কর্তৃক অভক্ষিত মুদ্গ, আদা, কাকমাচীশাক, লাবাদি পক্ষীর মাংস, মাগুর ও রোহিত মৎস্য এবং জলে সিদ্ধ দুগ্ধ আহার করা কর্ত্তব্য। রম্ভাফল, নিম্বাদি তিক্ত দ্রব্য, উষ্ণান্ন, জলচর পক্ষী প্রভৃতির মাংস, অম্ল-দ্রব্য ও শাক এই সকল ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। গুড়, চিনি ও ইক্ষু প্রভৃতি ভক্ষণীয়। রোগীর ক্ষুধা উপস্থিত হইবামাত্রই আহার করা আবশ্যক। কদাচিৎ ভোজনসময়ের ব্যতিক্রম হেতু ভেদ বা বমন উপস্থিত হইলে ডাবের জল বা দুগ্ধ সেবন বিধেয়। স্বপ্নবিকৃতি জন্য শুক্রক্ষরণ হইলে দুগ্ধ পান করিবে। উল্লিখিত অবিহিত আচরণ করিলে এবং বিহিত বিষয়ের যথাযথ আচরণ না করিলে বিষম বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। এই ঔষধসেবন-কালে লবণ ও জল একেবারে পরিত্যাগ করিবে। পিপাসা হইলে দুগ্ধ সেবন বিধেয়। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী, অর্শ, শূল, অতীসার, গুল্ম, উদরী, প্লীহা, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগসকল আরোগ্য হয়। যাহার রোগ স্বর্ণপর্পটী-সেবনেও আরোগ্য না হয়, তাহার জীবন সংশয় জানিতে হইবে। এই ঔষধ-সেবনকালে শান্তি ও স্বস্ত্যয়নাদি করা আবশ্যক। রোগীকে দুগ্ধান্ন ও তাহার সহিত অল্প পরিমাণ মিছরী দেওয়া যাইতে পারে। জল একেবারে দিবে না। রোগী অসহ্য পিপাসায় কাতর হইলে অল্প পরিমাণে ডাবের জল দেওয়া যাইতে পারে। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বর্ণপাটক (পুং) স্বর্ণং পাটয়তীতি পট ণিচ্-ণ্বুল্। টঙ্কণ, সোহাগা, অগ্নিতে সোহাগা সহযোগে সোণা গলিয়া যায়, এই জন্য উহার ঐ নাম হইয়াছে। কোন কোন স্থলে ইহার পাঠান্তর 'স্বর্ণপাচক' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বর্ণপারেবত (ক্লী) স্বর্ণবর্ণং পারেবতং। দ্বীপান্তর খর্জ্জূর, মহাপারেবত ফল। (রাজনি°)

স্বর্ণপুষ্প (পুং) স্বর্ণবর্ণং পুষ্পমস্য। ১ আরগ্বধ, চলিত সোন্দাল। ২ বাবলবৃক্ষ, বাবলা গাছ। (রাজনি°) ৩ কপিত্থ-বৃক্ষ, কতবেলের গাছ। (বৈদ্যকনি°) ৪ চম্পক, চাঁপাফুল। চম্পকপুষ্প দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিলে অনন্ত কাল বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে লিখিত আছে যে, যে কয়টী স্বর্ণপুষ্প দ্বারা বিষ্ণুপূজা করা যায়, তত যুগসহস্র বিষ্ণুলোকে বাস হয়, মেরুপ্রমাণ সুবর্ণদান করিলে যে ফল, বিষ্ণুকে একটী স্বর্ণপুষ্প দিলেও সেইরূপ ফল হয়। মাঘ মাসে চম্পকপুষ্প দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং তত সহস্রযুগ বিষ্ণুলোকে বাস হয়।

"যাবন্তি স্বর্ণপুষ্পাণি দীয়ন্তে চক্রপাণয়ে।
তাবদ্যুগসহস্রাণি স্থীয়তে বিষ্ণুমন্দিরে॥
মেরুতুল্যসুবর্ণানি দত্ত্বা ভবতি যৎফলং।
একেন স্বর্ণপুষ্পেণ দত্ত্বা ভবতি তৎ ফলং॥
সুবর্ণপুষ্পং বিপ্রেন্দ্র সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ং।
মাঘে মাসি বিশেষেণ পবিত্রং কেশবার্চ্চনে॥
সুবর্ণকুসুমৈর্দিব্যৈর্যেন নারাধিতো হরিঃ।
রত্নৈর্হীর্ণঃ সুবর্ণাদ্যৈঃ স ভবেজ্জন্মজন্মনি॥" (পদ্মপু° ক্রিয়া ৯অ°)

স্বর্ণপুষ্পধ্বজা (স্ত্রী) স্বর্ণলীবৃক্ষ, চলিত সোণালু। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণপুষ্পা (স্ত্রী) স্বর্ণবৎ পুষ্পং যস্যাঃ। ১ কলিকারি। ২ স্বর্ণলী। ৩ লাঙ্গুলিকৌষধি, চলিত বিষলাঙ্গলিয়া। ৪ সাতলা, চলিত পীতদুগ্ধমনসা। (রাজনি°) ৫ মেষশৃঙ্গী। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণপুষ্পী (স্ত্রী) স্বর্ণবৎ পীতং পুষ্পং যস্যাঃ ঙীষ্। ১ আরগ্বধ, সোণালু। ২ স্বর্ণকেতকী। ৩ সাতলা। ৪ লাঙ্গলিকৌষধি, বিষলাঙ্গলিয়া।

স্বর্ণপ্রস্থ (পুং) জম্বুদ্বীপের মধ্যে উপদ্বীপবিশেষ। ভাগবতে লিখিত আছে যে, জম্বুদ্বীপের মধ্যে স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্র, শুক্র প্রভৃতি করিয়া ৮টী উপদ্বীপ আছে।

"তদ্যথা স্বর্ণপ্রস্থশ্চন্দ্রশুক্র আবর্ত্তনো রমণকো মন্দহরিণঃ পাঞ্চজন্যঃ সিংহলো লঙ্কেতি।" (ভাগবত ৫।১৯।২৯)

স্বর্ণফল (ক্লী) ধুস্তূরফল, ধুতুরাবীজ।

স্বর্ণফলা (স্ত্রী) স্বর্ণবৎ পীতং ফলং যস্যাঃ। পীতরম্ভা, সুবর্ণ-কদলী, চাঁপাকলা। (রাজনি°)

স্বর্ণবিন্দু (পুং) স্বর্ণস্য বিন্দুর্যত্র। ১ বিষ্ণু। (ত্রিকা°) স্বর্ণস্য বিন্দুঃ। ২ সুবর্ণকণিকা। (ক্লী) ৩ তীর্থবিশেষ। (ভারত)

স্বর্ণবীজ (ক্লী) ধুস্তূরবীজ। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণবণিজ্ (পুং) স্বর্ণস্য বণিক্। বণিক্ জাতিবিশেষ। সৎ-ব্রাহ্মণে এই জাতির জলস্পর্শ করেন না। [সুবর্ণবণিক্ দেখ]

স্বর্ণভাজ্ (পুং) সূর্য্য।

স্বর্ণভূমি (স্ত্রী) ১ মধুরবল্কল, চলিত দারুচিনি। (বৈদ্যকনি°) ২ সুবর্ণময় ভূমি। [সুবর্ণভূমি দেখ।]

স্বর্ণভূষণ (ক্লী) ১ আরগ্বধবৃক্ষ। ২ স্বর্ণ গৈরিক। (বৈদ্যকনি°) স্বর্ণনির্ম্মিতং ভূষণং। ৩ সুবর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কার, সুবর্ণালঙ্কার।

স্বর্ণভৃঙ্গার (পুং) স্বর্ণবর্ণো ভৃঙ্গারঃ। ১ স্বর্ণভৃঙ্গরাজ (রাজনি°) ২ সুবর্ণকলস, সোণার কলসী। ৩ মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত জনপদভেদ।

স্বর্ণমণ্ডল (ক্লী) স্বর্ণভূষণ।

স্বর্ণময় (ত্রি) সুবর্ণ বিকারে বা স্বরূপে ময়ট্। সুবর্ণবিকার বা সুবর্ণময়।

স্বর্ণমহা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। ইহার পাঠান্তর স্বর্ণসহা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ পাঠই সঙ্গত। [স্বর্ণসহা শব্দ দেখ]

স্বর্ণমাক্ষিক (পুং ক্লী) স্বনামখ্যাত উপধাতুবিশেষ। এই ধাতু স্বর্ণের উপধাতু। পর্য্যায়—তাপীজ, মধুমাক্ষিক, তীক্ষ্ণ, মাক্ষিকধাতু, মধুধাতু। এই ধাতুতে স্বর্ণের কিঞ্চিৎ অংশ মিশ্রিত আছে বলিয়া এই ধাতুর নাম স্বর্ণমাক্ষিক হইয়াছে। ইহাতে স্বর্ণের গুণও কিঞ্চিৎ পরিমাণে থাকায়, ঔষধ প্রস্তুতস্থলে স্বর্ণের অভাবে এই উপধাতু প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণ অপেক্ষা অপ্রধান। সুতরাং স্বর্ণ হইতে ইহা হীনগুণ। স্বর্ণমাক্ষিকে যে কেবল স্বর্ণের গুণ অবস্থিতি করে, তাহা নহে, ইহাতে অন্যান্য দ্রব্যের মিশ্রণ থাকায় ইহা অন্যান্য গুণবিশিষ্ট ও হইয়া থাকে। স্বর্ণমাক্ষিক ঔষধে প্রয়োগ করিতে হইলে শোধন করিয়া লইতে হয়। শোধিত স্বর্ণমাক্ষিকের গুণ—মধুর, তিক্তরস, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকারক, এবং বস্তিবেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শঃ, শোথ, ক্ষয়, পাণ্ডু ও ত্রিদোষনাশক। অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিক মন্দাগ্নিকারক, অত্যন্ত বলনাশক, বিষ্টম্ভী, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগোৎপাদক। (ভাবপ্র°)

শোধনপ্রণালী—স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে বান্ধিয়া শাঁচিশাক ও ক্ষুদ্রনটের কাথে দোলাযন্ত্রে পাক করিতে হয়, ইহাতে ঐ ধাতু অধঃপতিত ও শোধিত হয়।

প্রকারান্তর—স্বর্ণমাক্ষিক তিন ভাগ, সৈন্ধব লবণ একভাগ জম্বীর বা টাবালেবুর রসে লৌহপাত্রে রাখিলে যখন রক্তবর্ণ হয়, তখন ইহা শোধিত হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

স্বর্ণমাতৃ (স্ত্রী) মহাজম্বু। (রাজনি°) স্বর্ণমালা, হিমালয়স্থ ক্ষুদ্র নদীভেদ। (হিমবৎখণ্ড ৯।৩৭)

স্বর্ণমূল (পুং) কথাসরিৎসাগরোক্ত শৈলভেদ।

স্বর্ণযূথী (স্ত্রী) স্বর্ণবর্ণা যূথা। পীতবর্ণযূথিকা, পর্য্যায়—হরিণী, পীতিকা, হেমপুষ্পিকা, হৈমা। (জটাধর)

স্বর্ণরম্ভা (স্ত্রী) স্বর্ণবর্ণা রম্ভা। সুবর্ণকদলী, চলিত চাঁপাকলা। সুরপ্রিয়া। (রাজনি°)

স্বর্ণরীতি (স্ত্রী) রাজপিত্তল, চলিত বেঙ্গাপিত্তল। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণরেখা (স্ত্রী) ১ সুবর্ণরেখা নদী। ২ সুবর্ণের রেখা। ৩ বিদ্যাধরীবিশেষ। (হিতোপ°)

স্বর্ণরেতস্ (ত্রি) সূর্য্য। সুবর্ণরেতাঃ।

স্বর্ণরোমন্ (পুং) সূর্য্যবংশীয় রাজভেদ, মহারোমার পুত্র। ইঁহার পুত্র হ্রস্বরোমা। (ভাগবত ৯।১৩।১৭)

স্বর্ণলতা (স্ত্রী) ১ স্বর্ণবর্ণা লতা। ২ জ্যোতিষ্মতীলতা। ৩ স্বর্ণজীবন্তী।

স্বর্ণলাভ (পুং) স্বর্ণলাভ।

স্বর্ণলী (স্ত্রী) হেমপুষ্পী, স্বর্ণপুষ্পী। (রাজনি°)

স্বর্ণবজ্র (ক্লী) লৌহবিশেষ। [বজ্রশব্দ দেখ]

স্বর্ণবর্ণ (ত্রি) স্বর্ণবৎ বর্ণো যস্য। ১ কর্ণগুগ্‌গুলু। (রাজনি°) ২ বংশপত্র, হরিতাল। ৩ স্বর্ণ গৈরিক। (বৈদ্যকনি°) ৪ সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

স্বর্ণবর্ণভাজ্ (স্ত্রী) পুষ্পলতাবিশেষ।

স্বর্ণবর্ণা (স্ত্রী) স্বর্ণবৎ বর্ণো যস্যাঃ। ১ হরিদ্রা। ২ দারুহরিদ্রা। (রাজনি°) ৩ স্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা।

"গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।" (ভ্রমরাষ্টক ১)

স্বর্ণবর্ণাভা (স্ত্রী) জীবন্তী, চলিত জীবহ, জীয়াতি। (মেদিনী)

স্বর্ণবল্কল (পুং) স্বর্ণবৎ বল্কলং যস্য। শ্যোনাকবৃক্ষ, শোণালুগাছ।

স্বর্ণবল্লী (স্ত্রী) স্বর্ণবর্ণা বল্লী। লতাবিশেষ। স্বর্ণলতা, পর্য্যায়—রক্তফলা, কাকায়ুঃ, কাকবল্লী। গুণ—শিরঃপীড়া, ত্রিদোষনাশক ও দুগ্ধদায়ক।

"স্বর্ণবল্লী রক্তফলা কাকায়ুঃ কাকবল্লরী।
স্বর্ণবল্লী শিরঃপীড়াং ত্রিদোষান্ হন্তি দুগ্ধদা॥" (ভাবপ্র°)

২ স্বর্ণালীবৃক্ষ, শোন্দালগাছ। (বৈদ্যকনি°)

৩ স্বর্ণজীবন্তী। (রাজনি°)

স্বর্ণবিদ্যা (স্ত্রী) স্বর্ণপ্রস্তুত কারবার বিদ্যাবিশেষ।

স্বর্ণশিখ (পুং) পক্ষিবিশেষ, স্বর্ণচূড়পক্ষী।

স্বর্ণশৃঙ্গিন্ (পুং) সুমেরুর উত্তর দিক্‌স্থিত পর্ব্বতবিশেষ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই পর্ব্বতের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়—

"স্বর্ণশৃঙ্গী শাতশৃঙ্গী পুষ্পকো মেঘপর্ব্বতঃ।
ইত্যেতে কথিতা ব্রহ্মন্ মেরোরুত্তরতো নগাঃ॥"(মার্ক°পু°৫৫।১৩)

স্বর্ণসিন্দূর (ক্লী) রসসিন্দূরবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—বিশুদ্ধ পারদ ৮ তোলা, বিশুদ্ধ গন্ধক ৮ তোলা এবং স্বর্ণ ২ তোলা বটাঙ্কুররসে এক প্রহর এবং ঘৃতকুমারীর রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া কাচকূপী অর্থাৎ কাচের বোতলে স্থাপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পাক শেষ হইয়া শীতল হইলে ঐ

বোতলের মধ্য হইতে পীতবর্ণ রস গ্রহণ করিবে। অনুপান-বিশেষে এই ঔষধ সেবন করিলে সকল রোগই প্রশমিত হয়। ইহাকে মকরধ্বজও বলা যাইতে পারে। (রস°চি°)

স্বর্ণসূ (ত্রি) স্বর্ণং সূতে ক্বিপ্। স্বর্ণপ্রসবিনী, স্বর্ণপ্রসবকারিণী।

স্বর্ণাকর (পুং) স্বর্ণস্য আকরঃ। স্বর্ণের আকর, সোণার খনি, যে স্থানে স্বর্ণের উৎপত্তি হয়।

স্বর্ণাঙ্গ (পুং) স্বর্ণবৎ পীতমঙ্গং যস্য। আরগ্বধ, সোন্দালগাছ। পর্য্যায়—রাজবৃক্ষ, সম্পাক, চতুরঙ্গুল, আরবেত, ব্যাধিঘাত, কৃতমাল, সুবর্ণক, কর্ণিকার, দীর্ঘফল, স্বর্ণাঙ্গভূষণ। (ভাবপ্র°)

স্বর্ণাদ্রি, স্বর্ণাচল, উৎকলের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। অপর নাম ভুবনেশ্বর। [ভুবনেশ্বর দেখ]

স্বর্ণাভ (ক্লী) স্বর্ণস্য আভা যস্য। ১ হরিতাল। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ২ স্বর্ণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট।

স্বর্ণাভা (স্ত্রী) পীতপুষ্প, যূথিকা। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণারি (পুং) স্বর্ণস্য অরিঃ। ১ গন্ধক। ২ শীষক।

স্বর্ণাহ্বা (স্ত্রী) স্বর্ণক্ষীরী, চলিত শিয়ালকাটা। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণুলী (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ, পর্য্যায়—হেমপুষ্পী, স্বর্ণপুষ্পা, অধ্বজা। গুণ—কটু, শীতল, কষায় ও ব্রণনাশক। (রাজনি°)

স্বর্ণেতৃ (পুং) স্বঃ স্বর্গস্য নেতা। স্বর্গাধিপতি। স্বর্গের নেতা।

স্বর্ত্ত, ১ গতি। ২ আতঙ্ক। চুরাদি পরস্মৈ° গত্যর্থ সক° আতঙ্কার্থে অক° সেট্। লট্ স্বর্ত্তয়তি। লোট্ স্বর্ত্তয়তু। লিট্ স্বর্ত্তয়াঞ্চকার। লিটে কৃ, ভূ ও অস্ এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হইয়া থাকে। লুঙ্ অসিস্বর্ত্তৎ।

স্বর্দ, ১ প্রীতি। ২ রসোপাদান। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্, লট্ স্বর্দতে। লোট্ স্বর্দতাং। লিট্ সস্বর্দে। লুট্ স্বর্দিতা। লুঙ্ অস্বর্দিষ্ট।

স্বর্দৃশ্ (ত্রি) স্বঃ-দৃশ্-ক্বিপ্। সূর্য্যদর্শী। 'সোমপীতয়ে দেবান্ অস্য স্বর্দৃশঃ' (ঋক্ ১।৪৪।৯) 'স্বর্দৃশঃ সূর্য্যদর্শিনো দেবান্' (সায়ণ) সূর্য্যদ্রষ্টা জীবসমূহ বা সর্ব্বদা উত্থিত। "বো যামন্ ভয়তে স্বর্দৃক্" (ঋক্ ৭।৫৮।২) 'স্বর্দৃক্ সূর্য্যস্য দ্রষ্টা সর্ব্বো জীবসমূহঃ। যদ্বা স্বরন্তরীক্ষং তৎ পশ্যতীতি স্বর্দৃক্ সর্ব্বদোত্থিতন্' (সায়ণ) ৩ সকল স্থলদর্শনকারী। "পবমানা স্বর্দৃশঃ" (ঋক্ ৯।১০।৯) 'স্বর্দৃশঃ সর্ব্বত্র দ্রষ্টারঃ' (সায়ণ)

স্বর্ধামন্ (ত্রি) ১ স্বর্গীয় দীপ্তিবিশিষ্ট। (ক্লী) ২ স্বর্গীয় দীপ্তি।

স্বর্ধুনী (স্ত্রী) গঙ্গা। সুরধুনী।

"যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া॥"
(ভাগবত ১।১।১৫)

স্বর্নগরী (স্ত্রী) স্বর্ স্বর্গস্য নগরী। অমরাবতী।

স্বর্নদী (স্ত্রী) স্বঃ স্বর্গস্য নদী। স্বর্গঙ্গা। এই শব্দের ন বিকল্পে ণত্ব হইয়া থাকে।

স্বর্পতি (পুং) স্বর্ স্বর্গস্য পতিঃ। ১ স্বর্গপতি। ইন্দ্র। ২ সকলের স্বামী। "যুবং হি স্থঃ স্বর্পতী" (ঋক্ ১।১৯।২) 'স্বর্পতী সর্ব্বস্য স্বামিনৌ' (সায়ণ)

স্বর্ভানব (পুং) স্বর্ভানোরয়ং প্রিয়ত্বাৎ স্বর্ভানু-অণ্। গোমেদকমণি।

স্বর্ভানু (পুং) স্বরাকাশে ভবতীতি স্বর্-ভা (দাভাভ্যানুঃ। উণ্ ৩।৩২) ইতি নু। ১ রাহু।

"তুল্যেঽপরাধে স্বর্ভানুর্ভানুমন্তং চিরেণ যৎ।
হিমাংশুমাশু গ্রসতে তন্ম্রদিম্নঃ স্ফুটং ফলং॥"(শিশুপালবধ ২।৪৯)

২ শ্রীকৃষ্ণগর্ভজাত সত্যভামার পুত্রবিশেষ, ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু প্রভৃতি করিয়া সত্যভামার শ্রীকৃষ্ণ হইতে দশটী পুত্র হয়। (ভাগবত ১০।৬১।১১)

স্বর্ভানুসূদন (পুং) স্বর্ভানোঃ সূদনং যত্র। সূর্য্য। সূর্য্য স্বর্ভানুকে নিসূদন করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার ঐ নাম হইয়াছে।

"তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ দেবো ভানুঃ স্বর্ভানুসূদনঃ।" (ভারত)

স্বর্য্য (ত্রি) ১ স্তুত্য, স্তুতির যোগ্য।"অস্য মদে স্বর্য্যং" (ঋক্ ১।১২।১৪) 'স্বর্য্যং স্তুত্যং স্বৃ শব্দোপতাপয়োঃ ঋহলোর্ণ্যৎ, সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাদ্ বৃদ্ধ্যভাবঃ' (সায়ণ) স্বর্-যৎ। ২ স্বরসম্বন্ধীয়।

স্বর্যৎ (ত্রি) স্বর্গগমনকারী। "স্বর্যন্তো নাপেক্ষন্তে" (শুক্লযজু° ১৭।৬৮) 'স্বর্যন্তঃ স্বঃ স্বর্গং যন্তঃ গচ্ছন্তঃ' (মহীধর)

স্বর্য্যাত (ত্রি) স্বঃ স্বর্গং যাতঃ। মৃত, স্বর্গগত।

"এষামভাবে পূর্ব্বস্য ধনভাগুত্তরোত্তরঃ।
স্বর্য্যাতস্য হ্যপুত্রস্য সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ॥" (দায়ভাগ)

স্বর্য্যাণ (ক্লী) স্বর্গগমন, স্বর্গপ্রয়াণ।

স্বর্য্যু (ত্রি) আপনার স্বর্গসুখকামী, যিনি আপনার স্বর্গসুখ কামনা করেন। "স্বর্য্যবো মতিভিস্তভ্যং" (ঋক্ ৩।৩০।৩) 'স্বর্য্যবঃ স্বর্গাদিসুখমাত্মন ইচ্ছন্তঃ' (সায়ণ)

স্বর্লীন (ক্লী) জনপদভেদ।

স্বর্লোক (পুং) স্বর্লোকঃ। স্বর্গ।

"ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধ্না ইতি বা লোককল্পনা॥" (ভাগ°২।৫।৪২)

স্বর্বধূ (স্ত্রী) স্বঃ স্বর্গস্য বধূঃ। ১ অপ্সরস্, অপ্সরঃসমূহ। ২ স্বর্গীয় স্ত্রীমাত্র।

স্বর্বৎ (ত্রি) ১ সুখবিশিষ্ট, সুখী। "স্বর্বতী স্বেষা বিপাকাঃ" (ঋক্ ১।১৬৮।৭) 'স্বর্বতী সুখবতী' (সায়ণ) ২ শোভনগমনযুক্ত। 'স্বর্বতী রিতউতী' (ঋক্ ১।১১৯।৮) 'স্বর্বতী স্বর্বত্যঃ শোভনগমনযুক্তাঃ' (সায়ণ) (ক্লী) ৩ সামভেদ। (লাট্যা° ৭।৭।২৫)

স্বর্বাপী (স্ত্রী) স্বঃ স্বর্গস্থ বাপী। গঙ্গা। (হেম)

স্বর্বিদ্ (ত্রি) যজ্ঞরূপ দ্বার দ্বারা স্বর্গলোকলম্ভয়িতা, যিনি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গলোক লাভ করেন। "বিয়দ্‌গাতুং তনয়ায় স্বর্বিৎ" (ঋক্ ১।৯৬।৪) 'স্বর্বিৎ স্বঃ স্বর্গস্থ যাগদ্বারেণ লম্ভয়িতা' (সায়ণ) ২ সূর্য্য বা স্বর্গবেত্তা, যিনি সূর্য্য বা স্বর্গলোক জানেন বা সূর্য্য অথবা স্বর্গলোক লাভ করেন বা ধনলম্ভায়িতা। "মহয়া স্বর্বিদং শতং যস্য" (ঋক্ ১।৫২।১) "স্বর্বিদং স্বরাদিত্যো দ্যৌর্বা তস্য বেদিতারং লব্ধারং বা যদ্বা স্বঃ সুষ্ঠু অরণীয়ং ধনং তস্য লম্ভয়িতারং' (সায়ণ)

স্বর্বীথি (স্ত্রী) বৎসর নামক নৃপতির পত্নী। (ভাগ° ৪।১৩।১১) ইহার পাঠান্তর 'সুবীথি'।

স্বর্বেশ্যা (স্ত্রী) স্বঃ স্বর্গস্থ বেশ্যা। উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্‌সরঃসমূহ।

স্বর্বৈদ্য (পুং) দেবচিকিৎসক, অশ্বিনীকুমারদ্বয়। পর্য্যায়— অশ্বিনীসুত, নাসত্য, অশ্বিন, দস্র, আশ্বিনেয়। (অমর) এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত, কারণ ইঁহারা দুইজন, ইঁহারা যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করুন, দুইজনে মিলিয়া করিয়া থাকেন। অতএব এই শব্দ বা এই শব্দের পর্য্যায়ক শব্দ মাত্রই দ্বিবচনান্ত হইয়া থাকে। ইচ্ছা করিলে একত্ববিবক্ষা করিয়া একবচনেও ইহার প্রয়োগ করা যায়।

'নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বৌ নামতোঽশ্বিনৌ।' (ভরত)

এই স্থলে নাসত্য ও দস্র এই দুইটী শব্দ একবচনে প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ অতি বিরল।

স্বর্ষা (ত্রি) সুষ্ঠু ধনদাতা। "ত্যমুপমং স্বর্ষাং" (ঋক্ ১।৬১।৩) 'স্বর্ষাং সুষ্ঠু রণীয়স্য ধনস্য দাতারং সুপূর্ব্বাদর্ত্তেবিজন্তঃ স্বর্‌শব্দঃ ষণুদানে জনসনখনক্রমগমো বিট্। বিড়বনোরনুনাসিকস্যাদিত্যাত্বং। সনোতেরনঃ ইতি ষত্বং' (সায়ণ) স্বর্বিদ্‌শব্দার্থ।

স্বর্হণ (ক্লী) সু-অর্হ-ল্যুট্। সুষ্ঠু পূজা। (ভাগবত ৩।১৬।২৩)

স্বর্হত্তম (ত্রি) স্বর্হৎ-তমপ্। অতিশয় পূজ্য, পূজ্যতম।

"তাভ্যামিষৎ স্বনিমিষেষু নিষিধ্যমানাঃ
স্বর্হত্তমাঽপি হরেঃ প্রতিহারপদ্‌ভ্যাং।" (ভাগবত ৩।১৫।৪১)
'স্বর্হত্তমাঃ সুষ্ঠু পূজ্যতমাঃ' (স্বামী)

স্বলক্ষণ (ত্রি) নিজ লক্ষণযুক্ত।

স্বলঙ্কৃত (ত্রি) সু সুষ্ঠু অলঙ্কৃতঃ। উত্তমরূপে অলঙ্কৃত, উত্তমরূপে শোভিত।

স্বলদা (স্ত্রী) রৌদ্রাশ্বের মাতা। (হরিব°)

স্বলিঙ্গ (ত্রি) ১ স্বীয় লিঙ্গ, নিজ চিহ্ন। ২ স্বীয় চিহ্নবিশিষ্ট।

স্বলীন (পুং) স্বস্মিন্ লীনঃ। দানববিশেষ। অগ্নিপুরাণে স্বর্গঙ্গাবতরণনামাধ্যায়ে এই দানবের বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

স্বল্প (ত্রি) সুষ্ঠু অল্পঃ। অত্যল্প, অতি সামান্য। অল্প পরিমাণ ধর্ম্মও মহৎপাতক হইতে ত্রাণ করে।

"নেহাতিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥" (গীতা ২।৪০)

স্বল্পক (ত্রি) স্বল্প স্বার্থে কন্। স্বল্পশব্দার্থ।

স্বল্পকন্দ (পুং) কসেরু, চলিত কেসুর। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পকস্তুরীভৈরবরস (পুং) সন্নিপাতজ্বরোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগার খই, জৈত্রী, জায়ফল, মরিচ, পিপুল ও মৃগনাভি এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকটী সমভাগে লইয়া ও উত্তমরূপে চূর্ণ এবং মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে সকলপ্রকার সান্নিপাতিক জ্বর আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পকাষ্ঠ (পুং ক্লী) শ্বেতালু, চলিত শাঁখালু। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পকেশিন্ (পুং) স্বল্পঃ কেশোঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ ভূতকেশ।

'গোলামো স্বল্পকেশী চ ভূতকেশশ্চ কেশধৃক্।' (শব্দচ°)

(ত্রি) ২ অত্যল্পকেশবিশিষ্ট।

স্বল্পকেশরিন্ (পুং) স্বল্পঃ কেশরোঽস্যাস্তীতি ইনি। কোবিদার। পর্য্যায়—চমরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্রপুষ্প, অস্তক।

স্বল্পক্ষুধাবতীগুড়িকা, অম্লপিত্ত রোগাধিকারোক্ত গুড়িকৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ, গন্ধক, অভ্র, যমানী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শুল্‌ফা, চই, জীরা, কৃষ্ণ জীরা, পুনর্নবা, বচ, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, সেটকোলমূল, থানকুনমূল, শ্যামালতা ও অনন্তমূল, প্রত্যেকে ২ তোলা, মণ্ডুর ৪ তোলা এই সকল দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। রোগীর বলানুসারে ইহার পরিমাণ স্থির করিতে হয়। অনুপান কাঁজি। প্রতিদিন এক একটী গুটিকা সেবন করিবে। এই গুটিকা-সেবনে অম্ল-পিত্ত, পরিণামশূল ও প্লীহা প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। এই ঔষধ অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পখদিরবটিকা (স্ত্রী) মুখরোগাধিকারোক্ত বটিকাবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—খদির ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্বাথে জায়িত্রী, কর্পূর, সুপারি, বাবলাপত্র ও জায়ফল মিলিত ২ সের। এই সকল দ্রব্য প্রক্ষেপ দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা মুখে ধারণ করিলে দন্ত, ওষ্ঠ, মুখ, জিহ্বা ও তালু বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ গলাধঃকরণ করিতে নাই, কেবল মুখে ধারণ করিয়া রাখিতে হয়।

স্বল্পগঙ্গাধরচূর্ণ (ক্লী) গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—মুথা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, বালা, আম্রকেশী, আতাইচ ও বরাক্রান্তা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া

একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা অগ্নির বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই চূর্ণ মধু ও চাউলভিজান জলের সহিত সেবনীয়। এই চূর্ণ সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসার ও সূতিকাদি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

স্বল্পগ্রহণীকবাটরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—হিঙ্গুল, গন্ধক, বংশলোচন, অহিফেন ও কড়িভস্ম এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া দুগ্ধে মাড়িয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান রোগীর দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী ও রক্তাতীসার প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পঘণ্টা (স্ত্রী) আরণ্য শণবৃক্ষ, চলিত বনশণ। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পচক্রসন্ধান (ক্লী) গ্রহণীরোগাদিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পরিষ্কৃত ভাণ্ডে গুড় এক ভাগ, মধু ২ ভাগ, কাঁজি ৪ ভাগ ও দধির মাত ৮ ভাগ। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া দিবে। ৩ দিন রাখিলে ঐ সকল দ্রব্য বিকৃত হইয়া যায়। উক্ত দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় সেবনে গ্রহণী অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগবিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পচটক (পুং) পক্ষিবিশেষ, ক্ষুদ্রচটকপক্ষী, চলিত মনিয়াপাখী।

স্বল্পচন্দ্রোদয়মকরধ্বজ (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ, প্রত্যেকটী এক তোলা, স্বর্ণ দুই আনা, মৃগনাভি দুই আনা, রসসিন্দুর ৪।০ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তম রূপে মাড়িয়া রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মাখম ও মিছরী। এই ঔষধ রসায়ন ও বাজীকরণ। ইহা সেবনে নানাবিধ রোগ প্রশমিত ও বলবৃদ্ধি হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পচৈতসঘৃত (ক্লী) উন্মাদরোগাদিকারোক্ত ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত ৪ সের, কাথার্থ গাম্ভারীবর্জিত দশমূল, রাস্না, এরণ্ডমূল, তেউড়ীমূল, বেড়েলা ও পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ক্ষীরকল্যাণোক্ত ২৮টী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ২ তোলা, জল ১৬সের, ইহাতে দুগ্ধাদি ও ক্ষীর কল্যাণ ঘৃতের ন্যায় দিতে হইবে। পরে যথাবিধানে ঘৃতপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে। এই ঘৃতসেবনে উন্মাদরোগ আশু প্রশমিত হয়। চিত্তবিকারশান্তির ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বল্পজম্বুক (পুং) ক্ষুদ্র জম্বুক, চলিত খেক্‌শিয়াল।

স্বল্পতরু (পুং) কেমুককন্দ, চলিত কেউগাছ।

স্বল্পতস্ (অব্য) স্বল্প-তসিল্। অতি অল্পবিষয়ে, অতি অল্প হইতে।

স্বল্পদৃশ্ (ত্রি) স্বল্পং পশ্যতি স্বল্প-দৃশ-ক্বিপ্। অতিশয় অল্পদর্শী, যাহাদের ভূয়োদর্শন নাই।

স্বল্পধাত্রীঘৃত (ক্লী) সোমরোগাদিকারোক্ত ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, স্বরসের অভাবে কাথ, যথা আমলকী ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। ঘৃতপাকের নিয়মানুসারে এই ঘৃত পাক করিবে। পরে পাক শেষ হইলে যষ্টিমধু, তেউড়ীমূল, যবক্ষার ও বিজ্জড়কমূল এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল ও চিনি ৮ পল প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে ইহার সহিত ৮ পল মধু মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। অনুপান গরম দুগ্ধ। এই ঘৃত চারি আনা হইতে আরম্ভ করিয়া পরে এক তোলা পর্য্যন্ত সেবন বিধেয়। এই ঘৃতসেবনে সকল প্রকার সোমরোগ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। বহুমূত্রে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পনায়িকাচূর্ণ (ক্লী) গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পঞ্চলবণ প্রত্যেকে দেড়তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেকে ২ তোলা এবং গন্ধক ১ তোলা, পারদ অৰ্দ্ধ তোলা, সিদ্ধ পত্র ২৷৷০ তোলা, এই সকল দ্রব্য উত্তম রূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা প্রথমে এক মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া পরে অৰ্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত। এই চূর্ণ অতিশয় অগ্নিবৰ্দ্ধক। অনুপান লেবুর রস প্রভৃতি দোষানুসারে স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণীরোগ আশু প্রশমিত হইয়া অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পপত্রক (পুং) স্বল্পানি পত্রাণি যস্য, কপ্। গৌরশাক, ইহা মধুকভেদ।

'গৌরশাকো মধুলোঽন্যো গিরিজঃ স্বল্পপত্রকঃ।' (রত্নমালা)

স্বল্পপঞ্চগব্যঘৃত (ক্লী) অপস্মাররোগাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—গব্য ঘৃত ৪ সের, গোময়রস ৪ সের, অম্ল গব্যদধি ৪ সের, গব্যদুগ্ধ ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের ও পাকার্থ জল ১৬ সের। ঘৃতপাকের নিয়মানুসারে এই ঘৃত পাক করিতে হয়। এই ঘৃতপাকে এক দিনের অধিক কাল লাগাইলে বিশেষ উপকার হয় না। রোগীর বলানুসারে এই ঘৃত চারি আনা মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া এক তোলা পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ঘৃতসেবনে অপস্মার ও গ্রহোন্মাদ রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পফলা (স্ত্রী) স্বল্পং ফলং যস্যাঃ। হবুষাভেদ, চলিত হবুষগাছ। পর্য্যায়—কচ্ছুঘ্নী, ধাঙ্ক্ষনাশিনী, প্লীহশত্রু, বিষঘ্নী, কফঘ্নী, অপরাজিতা। (রাজনি°)

স্বল্পভার্গ্যাদিপাচন (ক্লী) জ্বররোগাধিকারোক্ত পাচন ঔষধ-বিশেষ। বামুনহাটী, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, ধনে, দুরালভা, শুঁঠ, চিরতা, কুড়, পিপুল, বৃহতী ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য একত্র অৰ্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধ পোয়া শেষ রাখিবে।

এই ক্বাথ সেবনে সন্ততক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চতুর্থক ও জীর্ণজ্বরাদি সকল প্রকার জ্বর প্রশমিত হয়। ইহা জ্বররোগের একটী উৎকৃষ্ট পাচন। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পমাষতৈল (ক্লী) বাতব্যাধিরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, ক্বাথার্থ মাষকলাই ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীর কাকলা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, শুলফা, সৈন্ধব লবণ, রাস্না, আলকুশীমূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ত্রিকটু, গোক্ষুর প্রত্যেকে ২ তোলা। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, কর্ণশূল, শ্রবণশক্তির হীনতা, মূর্চ্ছা, হস্তকম্প, শিরঃ-কম্প প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। বাতব্যাধিরোগে এই তৈল বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পমৃগাঙ্ক (পুং) যক্ষ্মরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—শোধিত বিশুদ্ধ স্বর্ণ এক রতি ও রসসিন্দুর এক রতি এই দুইটী একত্র করিয়া বটিকা করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া অনুপান স্থির করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে যক্ষ্মারোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

স্বল্পরূপ (স্ত্রী) অরণ্য শণবৃক্ষ। চলিত বনশণ। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পরসোনপিণ্ড (পুং) বাতব্যাধিরোগাধিকারোক্ত ঔষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—উপরিস্থিত আবরণত্বক্‌রহিত পেষিত রসুন ১২ তোলা, হিং, জীরা, সৈন্ধবলবণ, সচল লবণ ও ত্রিকটু, প্রত্যেকের চূর্ণ এক মাষা, এই সমুদয় দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া এই পিণ্ডৌষধ প্রস্তুত করিবে। অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় অগ্নির বলানুসারে এরণ্ডমূলের ক্বাথের সহিত ইহা সেবনীয়। এক মাস কাল এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা সেবনে অর্দ্দিতাদি সকল প্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়। বাতব্যাধিরোগে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পলবঙ্গাদ্যচূর্ণ (ক্লী) গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, বেলশুঁট, আকনাদি, মোচরস, জীরা, ধাই ফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনে, শ্বেত ধুনা, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁঠ, বরাক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, রসাঞ্জন। এই সকল দ্রব্য সম ভাগে লইয়া উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণের মাত্রা ১০ রতি হইতে ২০ রতি পর্য্যন্ত। রোগীর বলানুসারে মাত্রা স্থির করিতে হয়। অনুপান তণ্ডুলোদক, মধু বা ছাগদুগ্ধ। এই চূর্ণসেবনে সকল প্রকার গ্রহণী আশু প্রশমিত হয়, ইহা শূল, শ্বাসকাস, জ্বর প্রভৃতি রোগেও বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পবড়বানলরস (পুং) জ্বররোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—শোধিত তাম্র এক ভাগ, মরিচ এক ভাগ, বিষ দুই ভাগ, এই সকল দ্রব্য বিষ লাঙ্গলিয়ার রসে এক পুট দিয়া দুই বা তিন রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার জ্বর আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

স্বল্পবর্ত্তুল (পুং) কলারগাছ। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পবল্কলা (পুং) তেজোবতী, চলিত তেজবল। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পবিটপ (পুং) কেমুকন্দ, চলিত কেঁউ। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পবিষ্ণুতৈল (ক্লী) বাতব্যাধিরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী – তিলতৈল ৪ সের, গব্য বা ছাগীদুগ্ধ ১৬সের, কল্কার্থ শালপানি, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলে ও ঝাঁটি-ফুল, ইহাদের প্রত্যেকের একপল, তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, অর্দ্দিত, গলগণ্ড, বক্ষঃশূল, পার্শ্বশূল, অন্ত্রবৃদ্ধি, রতিশক্তি-হীনতা প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়। বাতব্যাধিরোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট তৈল। (ভৈষজ্যরত্না° বাতব্যাধিরোগাধি°)

স্বল্পশব্দা (স্ত্রী) হ্রস্ব শণবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পশরীর (ত্রি) ক্ষুদ্রকায়, ক্ষুদ্রদেহবিশিষ্ট।

স্বল্পশূরণমোদক (পুং) অর্শরোগাধিকারোক্ত মোদকৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—মরিচ দুই ভাগ, শুণ্ঠী ৪ ভাগ, চিতামূল ৮ ভাগ, বনশূরণ অর্থাৎ বুনোওল ১৬ ভাগ এই সকল দ্রব্য শুষ্ক করিয়া উত্তম রূপে চূর্ণ করিবে। এই সকল দ্রব্যের তুল্য পরিমাণে গুড় লইয়া উক্ত চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার মাত্রা ১ তোলা, এই মোদক শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি, জঠরগুল্ম, শূল, শ্লীপদ এবং অর্শরোগ প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। অর্শরোগে এই ঔষধ বিশেষ প্রশস্ত। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পশৃগাল (পুং) রোহিতকবৃক্ষ, বনরোহা। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পসংজ্ঞাতবীর্য্য (পুং) পক্ষিবিশেষ। শরমনুয়া পাখী।

স্বল্পাগ্নিমুখচূর্ণ (ক্লী) অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধি-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হিঙ্গু ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতামূল ৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, এ সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা রোগীর বলাবল অনুসারে স্থির করিয়া লইতে হয়। এই চূর্ণ প্রসন্ন অর্থাৎ সুরার উপরিস্থ স্বচ্ছভাগ, দধিমস্তু বা উষ্ণ-জলের সহিত সেবনীয়। এই চূর্ণসেবনে সকল প্রকার অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। ইহা বায়ুনাশক। উদাবর্ত্ত, অজীর্ণ, প্লীহা ও কাসাদি রোগ ইহাতে আরোগ্য হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পেচ্ছ (ত্রি) অত্যল্প ইচ্ছাযুক্ত। অতিশয় অল্পাভিলাষবিশিষ্ট।

স্ববগ্রহ (ত্রি) সুষ্ঠু অবগ্রহবিশিষ্ট। বৃষ্টিরোধ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতিকে অবগ্রহ কহে। (কামন্দকীনীতি)

স্ববশ (পুং) স্বস্য বশঃ। আপনার বশ, যিনি নিজের বশীভূত, জিতেন্দ্রিয়।

স্ববশতা (স্ত্রী) স্ববশস্য ভাবঃ তল-টাপ্। আত্মবশতা, স্ববশের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্ববশিনী (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোভেদ।

স্ববশ্য (ত্রি) স্বেন বশ্যঃ বশ-যৎ। নিজের বশ্য, নিজের বশীভূত। "আরুরোহস্বরথং বশ্যৈর্ব্বাজিভির্যুক্তং" (রামা° ৬।১৯।৪৮)

স্ববস্ (ত্রি) ধনবান্, ধনবিশিষ্ট। "ইন্দ্রঃ সুত্রামা স্ববাঁ অবোভিঃ" (ঋক্ ৬।৪৭।১২) 'স্ববান্ ধনবান্' (সায়ণ)

স্ববসু (ত্রি) স্বায়ত্তধন, নিজের আয়ত্ত ধনবিশিষ্ট। "অস্মাকং শর্ম্ম বনবৎস্বাবসুঃ" (ঋক্ ৫।৪৪।৭) 'স্বাবসুঃ স্বায়ত্তধনঃ' (সায়ণ) বেদে স্বাবসু এবং স্ববসু এই দুই প্রকার পাঠই দেখিতে পাওয়া যায়।

স্ববাসিন্ (ক্লী) সামভেদ।

স্ববাসিনী (স্ত্রী) স্বস্মিন্ পিত্রালয়ে বসতীতি বস-ণিনি-ঙীপ্। বিবাহিতা বা অবিবাহিতা পিতৃগৃহস্থিতা কন্যা। পর্য্যায়—চারিটী। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন—

"দ্বে ঊঢ়ায়ামনূঢ়ায়াং বা পিতৃগৃহস্থিতায়াং। স্ববাসিন্যাং চিরিণ্টী স্যাৎ দ্বিতীয়বয়সি স্ত্রিয়াং।' ইতি রুদ্রঃ। "স্বেষু জ্ঞাতিষু বসতীতি" "সুখেন বসতীতি সুবাসিনী দ্রাবিড়াঃ" (ভরত)

জ্ঞাতিগৃহে যে সকল বিবাহিতা স্ত্রী অবস্থান করে, তাহাদিগকেও স্ববাসিনা কহে। দ্রাবিড়গণ স্ববাসিনী স্থানে সুবাসিনী পাঠ কল্পনা করেন। বিবাহিতা বা অবিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে সুখে বাস করে, এই জন্য তাহাকে সুবাসিনী কহে।

স্ববিগ্রহ (পুং) স্বস্য বিগ্রহঃ। নিজের বিগ্রহ, নিজের শরীর। "রামদেবোঽবধীৎ পাপঃ স্বয়মেব স্ববিগ্রহং।" (রাজতর° ৫।২৪০)

স্ববিদ্যুৎ (ত্রি) স্বয়ং বিদ্যোতমান, নিজে প্রকাশশীল। "অগ্নয়ো ন স্ববিদ্যুতঃ" (ঋক্ ৫।৮৭।৩) 'স্ববিদ্যুতঃ স্বয়মেব বিদ্যোতমানঃ' (সায়ণ)

স্ববিধি (পুং) স্বস্য বিধিঃ। স্বীয় বিধি। (বৃহৎস° ১০৫।৮)

স্ববিষয় (পুং) স্বস্য বিষয়ঃ। নিজের বিষয়, নিজদেশ। "কো বীরস্য মনস্বিনঃ স্ববিষয়ঃ কো বা বিদেশঃ স্মৃতঃ।" (হিতো°)

স্ববৃক্তি (স্ত্রী) স্বয়ংকৃত দোষবর্জ্জিত স্তুতি। "অগ্নিং ন স্ববৃক্তিভির্হোতারং" (ঋক্ ১০।২১।১) 'স্ববৃক্তিভিঃ স্বয়ংকৃতাভির্দোষবর্জ্জিতাভিঃ স্তুতিভিঃ।' (সায়ণ)

স্ববৃজ (ত্রি) স্বয়ংছেত্তা।

"স্ববৃজং হি ত্বামহমিন্দ্র সুশ্রাসনে" (ঋক্ ১০।৩৮।৫)

'স্ববৃজং স্বয়মেবচ্ছেত্তারং' (সায়ণ)

স্ববীজ (পুং) স্বমেব বীজং যস্য। ১ আত্মা। (শব্দরত্না°) (ক্লী) ২ নিজ কারণ। ৩ স্বীয় বীর্য্য।

স্ববৃত্তি (স্ত্রী) স্বস্য বৃত্তিঃ। নিজের বৃত্তি। আপৎকাল ব্যতীত ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই স্ববৃত্তি অর্থাৎ নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। অনাপৎকালে পরবৃত্তি অবলম্বন করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়। স্ববৃত্তিতে অতি কষ্টে চলিলেও পরবৃত্তি অবলম্বন করা বিধেয় নহে।

স্ববৃষ্টি (ত্রি) স্বভূতবৃষ্টিমৎ, স্বভূতবৃষ্টিবিশিষ্ট। "অভি স্ববৃষ্টিং মদে অস্য" (ঋক্ ১।৫২।৫) 'স্ববৃষ্টিং স্বভূতবৃষ্টিমন্তং' (সায়ণ)

স্বশিরস্ (ক্লী) স্বস্য শিরঃ। নিজের শিরঃ, নিজের মস্তক।

স্বশোচিস্ (ত্রি) স্বস্য শোচিঃ। স্বদীপ্তি, নিজের দীপ্তি। "রোদসী স্বশোচিরামবৎস্বু" (ঋক্ ৬।৬৬।৬) 'স্বশোচিঃ স্বদীপ্তিঃ' (সায়ণ)

স্বশ্চন্দ্র (ত্রি) স্বকীয় আহ্লাদক তেজোযুক্ত।

"বৃহৎ স্বশ্চন্দ্রমমবস্তং" (ঋক্ ১।৫২।৯)

স্বশ্চন্দ্রং স্বকীয়েন চন্দ্রেণ আহ্লাদকেন তেজসা যুক্তং' (সায়ণ)

স্বশ্চূড়ামণি (পুং) স্বঃ স্বর্গস্য চূড়ামণিঃ। স্বর্গের চূড়ামণি, স্বর্গের চূড়ামণির ন্যায় অবস্থিত।

"শ্যামে পৃথাবুরসি শোভিতয়া শ্রিয়া স্বশ্চূড়ামণিং সুভগয়ন্তমিবাত্মধিষ্ণ্যং।" (ভাগবত ৩।১৫।৩৯)

স্বশ্লাঘা (স্ত্রী) স্বস্য শ্লাঘা। আত্মশ্লাঘা, নিজের শ্লাঘা মহাপাপ, এই জন্য সর্ব্বতোভাবে ইহা পরিত্যাগ করা বিধেয়।

স্বশ্ব (ত্রি) সু শোভনোঽশ্বো যস্য। শোভন অশ্ববিশিষ্ট, শোভন অশ্বযুক্ত। "মর্জ্জনা ন কিং স্বশ্ব আনশে" (ঋক্ ১।৮৪।৬) 'স্বশ্বঃ শোভনাশ্বঃ' (সায়ণ)

স্বশ্বয়ু (ত্রি) কল্যাণবিশিষ্ট, অশ্বাভিলাষী।

"ইন্দ্রঃ স্বশ্বয়ুঃ উপরথিতমঃ রথিনাং" (ঋক্ ৮।৪৫।৭)

'স্বশ্বয়ুঃ কল্যাণমশ্বমিচ্ছন্' (সায়ণ)

স্বশ্ব্য (ত্রি) শোভন অশ্বযুক্ত। "সুবীর্য্যং গবাং পোষং স্বশ্ব্যং" (ঋক্ ১।৯৩।২) 'স্বশ্ব্যং শোভনৈরশ্বৈর্যুক্তং' (সায়ণ)

স্বঃশিরস্ (ক্লী) স্বঃ স্বর্গস্য শিরঃ। স্বর্গের ঊর্দ্ধভাগ, স্বর্গলোকের ঊর্দ্ধলোক।

স্বষ্ট্র (ত্রি) শোভনায়ুধ, শোভন অস্ত্রবিশিষ্ট। "স্বষ্ট্রান্ যুবতি হস্তি বৃত্রং" (ঋক্ ১০।৪২।৫) 'স্বষ্ট্রান্ শোভনায়ুধান্' (সায়ণ)

স্বসংবিদ্ (ত্রি) ১ অগোচর, যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন।

"নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মচ্ছাদনায় চ।

গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসংবিদে॥" (ভাগবত ১০।১৬।৪৬)

'স্বসংবিদে অগোচরায়' (স্বামী) (স্ত্রী) স্বস্য সংবিদ্। ২ নিজের সংবিৎ, নিজের প্রজ্ঞা।

স্বসংবৃত (ত্রি) আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত, নিজে উত্তমরূপে রক্ষিত।

"অমায়য়ৈব বর্ত্তেত ন কথঞ্চন মায়য়া।

বুধ্যেতারিপ্রযুক্তাঞ্চ মায়াং নিত্যস্বসংবৃতঃ॥" (মনু ৭।১০৪)

স্বসংবেদন (ক্লী) স্বস্য সংবেদনং, অনুভবঃ। আপনার অনুভব,

স্বসংবেদ্য (ত্রি) আপনা কর্ত্তৃক সংবেদ্য, আপনা আপনি অনুভবনীয়, যাহা নিজে অনুভব করা যায়।

স্বসদৃশ (ত্রি) স্বস্য সদৃশঃ। আপনার সদৃশ, নিজ তুল্য, আপনার ন্যায়, আত্মানুরূপ।

"সদৃশাভ্যাং স্বসদৃশে স্বতে ত্বং দাতুমর্হসি।" (রামায়ণ ১।৭২।৩৪)

স্বসমান (ত্রি) স্বস্য সমানঃ। স্বসদৃশ, নিজ তুল্য।

"অর্থিতেন স্বয়ং ত্রাতুং বিক্রমাদিত্যভূভুজা।

নির্দ্দিষ্টঃ স্বসমানস্তং শাধি নঃ পৃথিবীমিমাং॥" (রাজতর° ৩।২৪২)

স্বসমুত্থ (ত্রি) স্বেন সমুত্থঃ। যাহা আপনা হইতে উত্থিত হয়। স্বাভাবিক।

"চতুর্ণামথ দুর্গাণাং স্বসমুত্থানি ত্রীণি তু।" (মার্কপু° ৪৯।৪১)

চারি প্রকার দুর্গের মধ্যে প্রথম তিনটী স্বসমুত্থ অর্থাৎ স্বাভাবিক মনুষ্য কৃত নহে, চতুর্থ কৃত্রিম, ইহা মনুষ্য কৃত।

স্বসম্ভব (ত্রি) আত্মসম্ভব, আত্মা হইতে যাহার উৎপত্তি হয়।

স্বসম্ভূত (ত্রি) স্বয়ম্ভূত।

স্বসম্মুখ (ত্রি) স্বস্য সম্মুখঃ। নিজের অভিমুখ।

স্বসর (ক্লী) ১ গৃহ। (নিঘণ্টু ৩।৪) ২ অহঃ, দিন।

"উস্রা ইব স্বসরাণি" (ঋক্ ১।৩।৮) 'স্বসরাণি অহানি' (সায়ণ)

স্বসর্ব্ব (ক্লী) সর্ব্বস্ব।

স্বসা (স্ত্রী) স্বসৃ, ভগিনী। এই শব্দ ঋকারান্ত, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতে এই শব্দের আকারান্ত পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

"শক্তিং মৃত্যোর্দ্ধারামিব স্বসাং" (ভারত ৬প°)

কিন্তু অন্য কোন স্থলে আকারান্ত প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বসৃ শব্দের প্রথমার এক বচনে সংস্কৃতে স্বসা হয়। এই শব্দের আকারান্ত প্রয়োগ দেখিলেও তাহা অপপ্রয়োগ।

স্বসিচ্ (ত্রি) বিশ্বাভিষেক্তা। "চরন্তি স্বসিচ ইয়ানাঃ" (শুক্লযজুঃ ১০।১৯) 'স্বসিচঃ স্বেনৈব আত্মনৈব সিঞ্চন্তি বিশ্বমভিসিঞ্চন্তি' (মহীধর)

স্বসিত (ত্রি) অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ।

স্বসিদ্ধ (ত্রি) স্বেন সিদ্ধঃ। স্বয়ংসিদ্ধ, যিনি আপনিই সিদ্ধ।

স্বসৃ (স্ত্রী) সুষ্ঠু অস্যতে ক্ষিপ্যতে ইতি সু-অস্ (সুঞ্যসেঋন্। উণ্ ২।৯৭) ইতি ঋনাদেশশ্চ। ভগিনী। উপনয়নকালে মাণবক প্রথমে মাতা ও তৎপরে ভগিনীর নিকট ভিক্ষা করিবে।

'মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্বা ভগিনীং নিজাং।

ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমং যা চৈনং নাবমানয়েৎ॥" (মনু ২।৫০)

স্বসৃৎ (ত্রি) শত্রুর প্রতি স্বয়ং গমনকারী।

"যথা অয়াসঃ স্বসৃতঃ" (ঋক্ ১।৬৪।১১) 'স্বসৃতঃ শত্রূন্ প্রতি স্বয়মেব সরন্তঃ গচ্ছন্তঃ' (সায়ণ)

স্বসৃত্ব (ক্লী) স্বসুর্ভাবঃ ত্ব। ভগিনীর ভাব বা ধর্ম্ম।

"নাহং বেদ ভ্রাতৃত্বং নো স্বসৃত্বং" (ঋক্ ১০।১০৮।১০)

স্বসেতু (ত্রি) জগদ্বন্ধক স্বভূতা রশ্মিবিশিষ্ট, যাহার আত্মভূত রশ্মি জগতের প্রতিবন্ধক হয়। "অপশ্চ বিপ্রস্তরতি স্বসেতুঃ" (ঋক্ ১০।৬১।১৬) 'স্বসেতুঃ যস্য স্বভূতা রশ্ময়ঃ জগদ্বন্ধকাঃ সন্তি' (সায়ণ)

স্বস্ক্ গতি। ভ্বাদি, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ স্বস্কতে। লোট্ স্বস্কতাং। লিট্ সস্বস্কে। লুঙ্ অস্বস্কিষ্ট।

স্বস্থর (পুং) নিজস্থান।

স্বস্তি (অব্য) সু-অস্ (সাবসেঃ। উণ্ ৪।১৮০) ইতি তি, বহুল-বচনাৎ ন ভূভাবঃ। আশীর্ব্বাদ, ক্ষেম, মঙ্গল, পুণ্যাদি, অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন—মঙ্গলাশীর্ব্বাদ ও পাপনির্ণেজন প্রভৃতিতে এই শব্দ ব্যবহার হয়। 'স্বস্তি অস্তু' তোমার মঙ্গল হউক, পাপ নাশ, এবং আশীর্ব্বাদ হউক ইত্যাদি বুঝাইবে।

"আশীরাশীর্ব্বাদঃ, ক্ষেমং নিরুপদ্রবঃ, পুণ্যং পাপপ্রক্ষালনং এষু আদিনা মঙ্গলাদৌ চ স্বস্ত, মঙ্গলাশীর্ব্বাদপাপনির্ণেজনা-দিষ্বপি স্বস্তি ইতি ভাগুরিঃ" (ভরত)

এই শব্দ অব্যয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে স্ত্রীলিঙ্গেও এই শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

"জিতং স আত্মবিদ্ধুর্য্যা স্বস্তয়ে স্বস্তিরস্তু মে।

ভবতা রাধসা রাদ্ধং সর্ব্বস্মা আত্মনে নমঃ॥" (ভাগ° ৪।২৪।৩৩)

ব্যাকরণ মতে এই শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়।

"স্বাহাগ্নয়ে স্বধা পিত্রে স্বস্তি ধাত্রে নমঃ সতে।" (মুগ্ধবোধ)

২ দানগ্রহণমন্ত্র। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণকে বিধিপূর্ব্বক দান করিলে ব্রাহ্মণ সাবিত্রীপাঠপূর্ব্বক স্বস্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়া কামস্তুতি পাঠ করিবেন। "ওঁমিত্যুক্ত্বা প্রতিগৃহ্য স্বস্তীত্যুক্ত্বা সাবিত্রীং পঠিত্বা কামস্তুতিং পঠেৎ।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

স্বস্তিক (পুং ক্লী) স্বস্তি ক্ষেমং করোতি কথয়তীতি কৈ-ক। আঢ্যদিগের গৃহবিশেষ। ইহার লক্ষণ—যে গৃহের পশ্চিম দিকে একটী এবং পূর্ব্বদিকে দুইটী অলিন্দ শেষ পর্য্যন্ত থাকে ও অপর দিকের অলিন্দ উত্থিত ও শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাহাকে স্বস্তিক-গৃহ কহে। এই গৃহে পূর্ব্ব দ্বার প্রশস্ত নহে। স্বস্তিক গৃহে অবস্থান করিলে গৃহীর স্বস্তি অর্থাৎ কুশল হয়, এই জন্য ইহার নাম স্বস্তিক হইয়াছে।

"অপরোহস্তগতোহলিন্দঃ প্রাগন্তগতৌ তদুত্থিতৌ চান্যৌ।

তদবধি বিবৃতশ্চান্যঃ প্রাক্‌দ্বারং স্বস্তিকেহশুভদং॥"

(বৃহৎস° ৫৩।৩৪)

২ সুনিষণ্ণশাক, চলিত শুশুনিশাক। ৩ রসোন, লসুন। (ত্রিকা°) ৪ পিষ্টকবিকার। ৫ পূর্ণকুম্ভাদি। ৬ যোগাঙ্গ আসনবিশেষ। হঠযোগ অভ্যাসকালে স্বস্তিক প্রভৃতি আসনে আসীন হইয়া যোগশিক্ষা করিবে। (পুং) ৬ মাঙ্গলিক দ্রব্যবিশেষ, তণ্ডুল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে একটু জল মিশ্রিত করিয়া ত্রিকোণাকার করিলে তাহাকে স্বস্তিক কহে। স্বস্তিক দ্বারা বিবাহাদিসংস্কার ও দেবতা প্রভৃতির অধিবাস করিতে হয়। যথা—"অনেন স্বস্তিকেন অস্য শুভগন্ধাত্বধিবাসনমস্তু" (অধিবাসমন্ত্র) ইত্যাদি প্রকারে মন্ত্র পাঠ করিয়া যাহার অধিবাস করা হয়, তাহার মস্তকে ঐ দ্রব্য স্পর্শ করাইতে হয়। ৭ যন্ত্রবিশেষ, শল্যোদ্ধারণযন্ত্র, এই যন্ত্র দ্বারা বিনষ্ট শল্যের উদ্ধার হয়। এই যন্ত্র চতুর্বিংশতি প্রকার এবং অষ্টাদশ অঙ্গুল পরিমাণ। যথাক্রমে এই যন্ত্র সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, তরক্ষু, ঋক্ষ, দ্বীপী, মার্জ্জার, শৃগাল, মৃগ, ঐর্ব্বারুক, কাক, কঙ্ক, কুরর, চাস, ভাস, শশ, ধাতুলক, চিল্ল, শ্যেন, গৃধ্র, ক্রৌঞ্চ, ভৃঙ্গরাজ, অঞ্জলিকর্ণ, অবভঞ্জন ও নন্দিমুখ ইহাদের মুখ তুল্য করিতে হয়। শল্য নানা প্রকারে বিদ্ধ হইয়া থাকে, এই জন্য সেই শল্যোদ্ধার করিতে হইলেও নানারূপ যন্ত্রের আবশ্যক, অতএব বিবিধ মুখবিশিষ্ট করিয়া উক্ত যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হয়। দুই খানি লৌহখণ্ড দ্বারা যন্ত্র প্রস্তুত করিবে, লৌহখণ্ডদ্বয় একটী খিল দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। সেই খিলের দুই মুখ মসূরকলায়ের ন্যায় বুটোসংযুক্ত। ইহার মূল অর্থাৎ গোড়া, ধরিবার স্থান, অঙ্কুশের ন্যায় বক্র করিবে। হাড়ের মধ্যে বাণ বা কণ্টকাদি কোন প্রকার শল্য বিদ্ধ হইলে তাহা বাহির করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুশ্রুত সূত্রস্থানে ৭ অধ্যায়ে এই যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না। (সুশ্রুত সূ° ৭ অ°) ৮ সন্ধিকূর্চ্চ, ব্রণবন্ধনবিশেষ। এই বন্ধন স্বস্তিকের ন্যায় ত্রিকোণ হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

"স্বস্তিকাকৃতিমাসীচ্য পশ্চাদাবেষ্ট্য বধ্যতে'(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৮অ°)

৯ চতুষ্পথ। ১০ গৃহভেদ। (মেদিনী) ১১ পিষ্টকবিকার। ১২ রক্তালক। (বিশ্ব) ১৩ জিনদিগের চতুর্বিংশতি চিহ্নের অন্তর্গত চিহ্নবিশেষ। জিনদিগের ২৪টী শুভজনক চিহ্ন আছে, তাহার মধ্যে স্বস্তিক একটী।

"বৃষো গজোঽশ্বঃ প্লবগঃ ক্রৌঞ্চোঽব্জং স্বস্তিকঃ শশী।
মকরঃ শ্রীবৎসঃ খড়্গী মহিষঃ সূকরস্তথা॥
শ্যেনো বজ্রং মৃগচ্ছাগৌ নন্দ্যাবর্ত্তো ঘটোঽপি চ।
কূর্ম্মো নীলোৎপলং শঙ্খঃ ফণী সিংহোঽর্হতাং ধ্বজাঃ॥" (হেম)

১৪ সর্পফণাস্থিত নীলরেখাবিশেষ।

"শিরোভিঃ পৃথুভির্নাগা ব্যক্তস্বস্তিকলক্ষণৈঃ।" (রামা° ১।১৫।৫)

স্বস্তিকযন্ত্র (ক্লী) স্বস্তিকনামকং যন্ত্রং। যন্ত্রবিশেষ, শল্যোদ্ধারণযন্ত্র। [স্বস্তিক শব্দ দেখ]

স্বস্তিকর (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ।

স্বস্তিকর্ম্মন্ (ক্লী) মঙ্গলজনক কর্ম্ম, যে কর্ম্মে স্বস্তি অর্থাৎ "সু অস্তি" মঙ্গল হয়, তাহাকে স্বস্তিকর্ম্ম কহে।

স্বস্তিকৃৎ (পুং) স্বস্তি মঙ্গলং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্। ১ শিব। (ত্রি) ২ মঙ্গলকারী, শুভকারী।

স্বস্তিগব্যূতি (ত্রি) বিনাশরহিত মার্গাবশিষ্ট, ভয়বর্জ্জিত ধনসোদক মার্গ। "স্বস্তিগব্যূতি রভয়ানি কৃণ্বন্" (শুক্লযজু° ১১।১৫) 'স্বস্তিগব্যূতিঃ স্বস্তি ইত্যবিনাশনাম, স্বস্তি বিনাশরহিতো গব্যূতির্মার্গো যস্য, ভয়বর্জ্জিতঃ প্রভূতযবসোদকো মার্গঃ' (মহীধর)

স্বস্তিগ (ত্রি) স্বস্তি-গম-ড। সুখে গমনকারী। "অগন্মহি স্বস্তিগামনেহসং" (ঋক্ ৬।৫১।১৬) 'স্বস্তিগাং সুখেন গন্তব্যং' (সায়ণ)

স্বস্তিদ (পুং) স্বস্তি মঙ্গলং দদাতীতি দা-ক। ১ শিব। (ত্রি) ২ মঙ্গলদায়িমাত্র।

স্বস্তিদা (ত্রি) কল্যাণদাতা। "স্বস্তিদা আঘৃণিঃ সর্ব্ববীরঃ" (ঋক্ ১০।১৭।৫) 'স্বস্তিদা কল্যাণস্য দাতা' (সায়ণ)

স্বস্তিপুর (ক্লী) তীর্থবিশেষ। মহাভারতের বনপর্ব্বে এই তীর্থের উল্লেখ আছে।

স্বস্তিমৎ (ত্রি) স্বস্তি-মতুপ্। ১ অবিনাশী। "কর্ত্তা নঃ স্বস্তিমতঃ" (ঋক্ ১।৯১।৫) 'স্বস্তিমতঃ অবিনাশিনঃ' (সায়ণ) ২ মঙ্গলবিশিষ্ট, মঙ্গলযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। স্বস্তিমতী, স্কন্দমাতৃভেদ। (ভারত)

স্বস্তিমুখ (পুং) স্বস্তি মুখে প্রথমে বদনে বা যস্য। ১ লেখ। ২ ব্রাহ্মণ। (ত্রি) ৩ বন্দী, স্তুতিপাঠক, ইহাদের মুখে স্বস্তি অর্থাৎ মঙ্গলবাক্য থাকে, এই জন্য ইহাদিগকে স্বস্তিমুখ কহে।

স্বস্তিবাহ (ত্রি) সুখবাহক। "জয়াথ স্বস্তিবাহং রথমিৎকৃণুধ্বং" (ঋক্ ১০।১০১।৭) 'স্বস্তিবাহং সুখস্য বাহকং' (সায়ণ)

স্বস্তিবাচ (স্ত্রী) স্বস্তিবাক্য, 'শুভ হউক' এইরূপ বাক্য।

স্বস্তিবাচক (ত্রি) স্বস্তিবাচনকারী, মঙ্গলজনক বাক্যপ্রয়োক্তা।

স্বস্তিবাচন (ক্লী) স্বস্তি মঙ্গলস্য বাচনং। মাঙ্গল্য কর্ম্মারম্ভকালীন বক্ষ্যমাণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তণ্ডুলবিকিরণ। মঙ্গল শব্দের বাচন। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে প্রথমে স্বস্তিবাচন করিতে হয়।

"সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ।
ধর্ম্মে কর্ম্মণি মাঙ্গল্যে সংগ্রামাদ্ভুতদর্শনে॥"

ধর্ম্মে কর্ম্মণি ইতি সপ্তমীনির্দ্দেশাৎ অমুককর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু।

"পুণ্যাহবাচনং দৈবে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
এতদেব নিরোঙ্কারং কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ॥
সোঙ্কারং ব্রাহ্মণে ব্রূয়াৎ নিরোঙ্কারং মহীপতৌ।
উপাংশু চ তথা বৈশ্যে শূদ্রে স্বস্তি প্রযোজয়েৎ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

প্রথম গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম, মাঙ্গল্যজনক কর্ম্ম, সংগ্রাম, অদ্ভুতদর্শন প্রভৃতি কর্ম্মে ব্রাহ্মণ স্বস্তিবাচন করিবে। অর্থাৎ পুরোহিত এবং যে সকল ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা সকলেই 'অমুককার্য্যে স্বস্তি অর্থাৎ মঙ্গল হউক,' এই বাক্য প্রয়োগ করিবেন। ব্রাহ্মণ ওঙ্কার প্রথমে উচ্চারণ করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন। ইহাতে স্বস্তিবাচনোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া তণ্ডুল ছড়াইতে হয়। সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই তিন বেদীয়দিগের স্বস্তিবাচনের পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র আছে। পূজাদিকার্য্যে প্রথমে স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিতে হয়। স্বস্তিবাচনমন্ত্র যথা—

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যজমান ব্রাহ্মণ দ্বারা 'ওঁ পুণ্যাহং' এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইয়া তণ্ডুল ছড়াইবে। পুনরায় আতপ তণ্ডুল লইয়া "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু" বলিয়া 'ওঁ ঋধ্যতাং' এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইয়া "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু" বলিয়া 'ওঁ স্বস্তি' এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইতে হয়। এইরূপে তণ্ডুল বিকিরণ করিয়া বেদোক্ত স্বস্তিবাচনমন্ত্র পাঠ করা বিধেয়। সামবেদী ও ঋগ্‌বেদিগণ প্রথমে 'পুণ্যাহ' তৎপরে 'স্বস্তি' এবং তৎপরে 'ঋদ্ধি' এই ক্রমে পাঠ করিবেন। যজুর্ব্বেদীয়গণ পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারেই করিবেন। বৈদিক মন্ত্র—

"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু॥
ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি" ইহা তিনবার পাঠ করিবে।

সামবেদীয়গণ এই মন্ত্র পাঠের পূর্ব্বে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

"ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে।
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং॥"

ঋগ্‌বেদীয়গণ নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন—

ওঁ স্বস্তি নো মিমীতা মশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতি রণর্ব্বণঃ।
স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতনা।
ওঁ স্বস্তয়ে মুপব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ।
বৃহস্পতিঃ সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তুনঃ।
ওঁ বিশ্বদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে।
দেবা অভবন্তু ঋভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ।
ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণো স্বস্তিপথ্যে রেবতি।
ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতয়ে কৃধি।
ওঁ স্বস্তি পন্থা মনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দ্দদতা ঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি।
ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবানাং।
অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদ্যশো নাবমিবারুহেম।
অংহোমুচ মাঙ্গিরসংগয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং।
প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে স্বস্তি সম্বাধেষ্বভয়ং নোঽস্তু।
ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি" ইহা তিনবার পাঠ করিতে হয়।

তিনবেদের পূর্ব্বোক্ত তিনটী স্বস্তিবাচন মন্ত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সকল বেদীয়েরাই নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপাঃ।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং॥"

এই মন্ত্র পাঠের পর 'ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু' ইহা বলিবেন।

কর্ম্মের প্রারম্ভে এইরূপে স্বস্তিবাচন করিয়া তৎপরে সঙ্কল্প করিবে। স্বস্তিবাচন না করিয়া সঙ্কল্প করিতে নাই।

স্বস্তিবাহন (ত্রি) সুখবাহক। (অথ° ১৪।২।৮)

স্বস্ত্যয়ন (ক্লী) স্বস্তি অয়নং যস্য। মঙ্গলজনক দৈবকর্ম্ম, যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে অশুভ বিনষ্ট হইয়া শুভ হয়, তাহাকে স্বস্ত্যয়ন কহে। বেদাদিবিহিত মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান। শাস্ত্রে স্বস্ত্যয়নের বিশেষ বিধান লিখিত আছে। পীড়া বা গ্রহদোষাদি উপস্থিত হইলে তাহার শান্তির জন্য স্বস্ত্যয়ন করিতে হয়, স্বস্ত্যয়ন করিলে গ্রহদোষ প্রভৃতির শান্তি হয়।

"গোচরে বা বিলগ্নে বা যে গ্রহারিষ্টসূচকাঃ।
পূজয়েত্তান্ প্রযত্নেন পূজিতাঃ স্যুঃ শুভাবহাঃ॥" (জ্যোতিঃসারস°)

গোচর বা বিলগ্নাদি স্থানে যে সকল গ্রহ অবস্থিত হইয়া রিষ্টসূচক হয়, যথাবিধানে তাঁহাদের পূজা করিবে, তাঁহারা পূজিত হইলে শুভ ফলদায়ক হইয়া থাকেন। গ্রহদিগের উদ্দেশে দান, হোম ও পূজা করিয়া স্বস্ত্যয়ন করা আবশ্যক। অবস্থানুসারে অর্থাৎ শঠতা না করিয়া স্বানুরূপ পঞ্চাঙ্গ বা একাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন করিবে। পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়নস্থলে মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীপাঠ, পার্থিব শিবলিঙ্গপূজা, নারায়ণের তুলসী, দুর্গানামজপ এবং মধুসূদন মন্ত্র জপ করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাকে পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়ন কহে। এই পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন করিতে অসমর্থ হইলে একাঙ্গ অর্থাৎ উক্ত পাঁচটীর মধ্যে যে কোন একটী অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। স্বস্ত্যয়নের মধ্যে শতাবৃত্তি বা সহস্রাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ বিশেষ প্রশস্ত ও আশু ফলপ্রদ। শঠতা বা ভক্তিশূন্য হইয়া এ সকল কার্য্য করিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না। যেমন সূর্য্যোদয়ে তমোরাশি

বিদূরিত হয়, ভক্তি সহকারে চণ্ডীপাঠেও সেইরূপ সকল প্রকার অশুভ বিনষ্ট হইয়া থাকে। বৈদিক শতরুদ্রীপাঠও প্রধান স্বস্ত্যয়ন। স্বস্ত্যয়ন করাইতে হইলে জ্যোতিষোক্ত শুভ দিন দেখিয়া করাইতে হয়। জ্যোতিষে শান্তি ও স্বস্ত্যয়নাদির দিননির্ণয়ের বিশেষ বিধান আছে, শুভকর্ম্ম যে সকল তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ ও করণ প্রভৃতি নিন্দিত হইয়াছে, স্বস্ত্যয়নেও তাহা নিষিদ্ধ জানিতে হইবে। যে কর্ম্মের জন্য স্বস্ত্যয়ন করিতে হয়, সঙ্কল্প করিবার কালে সেই কর্ম্মে শুভ হউক এইরূপ কামনা করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

স্বস্ত্যাত্রেয় (পুং) বৈদিক ঋষিভেদ।

স্বস্থ (ত্রি) স্বস্মিন্ তিষ্ঠতীতি স্ব-স্থা-ক। সুস্থ, সমদোষধাত্বগ্নি।

"সমো দোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে॥" (ভাবপ্র°)

দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি ও ধাতু সমভাবে থাকিলে, শরীর কার্য্যক্ষম হইলে এবং শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ ও মন পসন্ন থাকিলে তাহাকে স্বস্থ কহে। বৈদ্যকশাস্ত্রে এই স্বস্থের লক্ষণ বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে এ বিষয় আলোচিত হইল। যখন জীবের মল, মূত্র, সমস্ত দোষ ও ধাতুর সমতা থাকে, অন্ন ও পানীয়ে উপযুক্ত রূপ অভিরুচি হয়, কোন রূপ অরুচি থাকে না, শরীরের কান্তি স্থির থাকে, ভুক্ত দ্রব্য সম্যক্ পরিপাক হইয়া যথানিয়মে সারভাগ রসরূপে পরিণত ও সুনিদ্রা হয়, শরীরে কোনরূপ গ্লানি বোধ হয় না, বিষয়গ্রহণে ইন্দ্রিয়গণ উপযুক্ত রূপে সমর্থ হয়, তখন তাহাকে স্বস্থ কহে।

দোষের বৈষম্যই অস্বস্থ, অর্থাৎ দোষ বিষমতা প্রাপ্ত হইয়া রোগ উৎপাদন করে, ঔষধ বা পথ্যাদি দ্বারা ঐ দোষ নিরাকৃত হইলে ব্যাধি প্রশমিত হয়। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, দিবা, রাত্রি ও ভোজনের আদি-মধ্যাদি ক্রমে দোষের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, এরূপ অবস্থায় সমদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, দিবা, রাত্রি ও ভোজনের প্রথম ভাগ প্রভৃতিতে দোষের বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যকর আহারাদি দ্বারা ঐ দোষ প্রশমিত হইয়া থাকে। সুতরাং কোন আপত্তি হইতে পারে না। আরও দেখ বৈদ্যগণ যাহাকে সমতা বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, তাহা স্বস্থ ব্যতীত অন্য কোন হেতু দ্বারা হইতে পারে না। অতএব সমদোষই স্বস্থ। এতদুভয়ে কোন প্রভেদ নাই।

যে দ্রব্য স্বপ্রমাণে স্থিত দোষ, ধাতু ও মলসমূহের সমতা-সংস্থাপনের হেতু স্বরূপ এবং যাহা স্বস্থতার অনুবর্ত্তনকারী, তাহাই স্বস্থের পক্ষে হিতকারী। বৈদ্যগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দোষ, ধাতু ও মলের বৃদ্ধিকারক আহার বিহার প্রভৃতি অতিরিক্ত করিলে দোষ ধাতু ও মল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, ঐ দোষ বর্দ্ধিত হইলে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই জন্য এইরূপ ভাবে আহার বিহার করিতে হইবে, যেন তাহাতে দোষ ধাতু ও মলের বৈষম্য না হয়। (ভাবপ্র°)

স্বস্থতা (স্ত্রী) স্বস্থস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্বস্থের ভাব বা ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, সুস্থতা।

স্বস্থবৃত্ত (ক্লী) স্বস্থস্য বৃত্তং। স্বস্থের আচরণ, যে বিধি আচরণ করিলে শরীর সুস্থ থাকে। যে যে ঋতুতে দেহীদিগের যে যে দোষ কুপিত হয়, সেই সেই ঋতুতে সেই সেই দোষ পরিহারের জন্য যেরূপ আহারাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকেই স্বস্থবৃত্ত কহে। [স্বাস্থ্য দেখ।]

স্বস্থান (ক্লী) স্বস্য স্থানং। আপনার স্থান, নিজস্থান।

স্বস্থারিষ্ট (পুং) অশ্বের মৃত্যুচিহ্ন। (জয়দ°)

স্বস্রীয় (পুং) স্বসুরপত্যং পুমান্ স্বসৃ (স্বসুশ্ছ। পা ৪।১।১৪৩) ইতি ছ। ভাগিনেয়, ভগিনীর অপত্য।

"মাতামহং মাতুলঞ্চ স্বস্রীয়ং শ্বশুরং গুরুং।
দৌহিত্রং বিট্‌পতিং বন্ধুমৃত্বিগ্‌যাজ্যৌ চ ভোজয়েৎ॥"(মনু ৩।১৪৮)

স্ত্রিয়াং টাপ্। স্বস্রীয়া ভাগিনেয়ী, ভগিনীর কন্যা। মনুতে লিখিত আছে যে, যদি কেহ মোহপ্রযুক্ত মাতৃস্বস্রীয়া, পিতৃস্বস্রীয়া এবং স্বস্রীয়া গমন করে, তাহা হইলে তাহার কৃচ্ছ্রসাধ্য চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

"পৈতৃষ্বস্রেয়াং ভগিনীং স্বস্রীয়াং মাতুরেব চ।
মাতুশ্চ ভ্রাতুস্তনয়াং গত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥" (মনু ১১।১৭২)

স্বঃসরিৎ (স্ত্রী) গঙ্গা। (ভাগ° ৩।৪।৩৬)

স্বঃসামন্ (ক্লী) সামভেদ।

স্বঃসিন্ধু (স্ত্রী) স্বঃসরিৎ, গঙ্গা।

স্বঃসুন্দরী (স্ত্রী) স্বঃ স্বর্গস্য সুন্দরী। অপ্সরস্।

স্বঃস্যন্দন (পুং) স্বঃ স্বর্গস্য স্বর্গাধিপস্য স্যন্দনং রথঃ। ইন্দ্রের রথ।

"স্বঃস্যন্দনে ভ্রামতি মাতলিনোপনীতে
বিভ্রাজমানমহনন্ নিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ।" (ভাগবত ৯।১০।২১)
'স্বঃ স্যন্দনে স্বঃ স্বর্গস্য ইন্দ্রস্য রথে' (স্বামী)

স্বস্রবন্তি (স্ত্রী) স্বঃসরিৎ, গঙ্গা। (হেম)

স্বহিত (ত্রি) নিজের হিতযুক্ত।

স্বহোতৃ (পুং) স্বয়ং হোতা, নিজে হোমকারী।

স্বহ্ন (পুং) ১ সুদিন। ২ দক্ষিণার গর্ভজাত বিষ্ণুর পুত্র।

স্বাকার (পুং) স্বাভাবিক রূপ। স্বীয় আকার।

স্বাক্ত (ক্লী) সুন্দর অঞ্জন।

স্বাক্ষপাদ (পুং) অক্ষপাদঃ ন্যায়শাস্ত্র-প্রবর্ত্তয়িতা, তচ্ছেদমিত্যণ্

অক্ষপাদং ন্যায়শাস্ত্রং সুষ্ঠু অধীতে ইতি অণ্। নৈয়ায়িক, যাঁহারা অক্ষপাদ-প্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

স্বাক্ষর (পুং) স্বস্য অক্ষরাণি যত্র। স্বীয়াক্ষর, চলিত সই, দস্তখত, যাহাতে নিজের অক্ষর আছে।

স্বাখ্যাত (ত্রি) সু অর্থাৎ উত্তমরূপে আখ্যাত, উত্তমরূপে কথিত।

স্বাগত (ক্লী) সুখেনাগতমিতি। ১ কুশলপ্রশ্ন, 'আপনাদের মঙ্গল ত' এইরূপ প্রশ্ন। অতিথি প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে বা বন্ধু-বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে স্বাগত প্রশ্ন করিবে।

দেবপূজায় ষোড়শোপচারের দ্বিতীয় উপচার স্বাগত, পূজাকালে পুষ্প দ্বারা স্বাগত প্রশ্ন করিতে হয়।

"আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং" (আহ্নিকতত্ত্ব)

পুষ্প দ্বারা স্বাগত প্রশ্ন করিয়া সুস্বাগত এইরূপ প্রত্যুত্তর দিতে হয়। (ত্রি) সুখেনাগত বা আপনি নিজেই আগত। (ত্রি) ২ সুষ্ঠু আগত।

"শ্রদ্ধয়েষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
শ্রদ্ধাকৃতে হ্যক্ষয়ে তে ভবতঃ স্বাগতৈর্ধনৈঃ॥" (মনু ৪।২২৬)

(পুং) ৩ বুদ্ধ। (ললিতবি°)

স্বাগতা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ১, ৩, ৭ ও ১০ অক্ষর গুরু, ইহা ভিন্ন অক্ষর সকল লঘু। লক্ষণ—

"স্বাগতা রনভগৈর্গুরুণা চ" উদাহরণ—

"যস্য চেতসি সদা সুরবৈরীবল্লবীজনবিলাসবিলোলঃ।
তস্য নূনমমরালয়ভাজঃ স্বাগতাদরকরঃ সুররাজঃ॥" (ছন্দোম°)

স্বাগতিক (ত্রি) স্বাগতমিত্যাহ (স্বাগতাদীনাঞ্চ। পা ৭।৩।৭) ইতি ঐজাগমশ্চ ন। স্বাগত জিজ্ঞাসাকারী, স্বাগত প্রশ্নকারী।

স্বাগম (পুং) সু সুখেন আগমঃ। ১ স্বাগত, সুখে আগমন। ২ ভালরূপে আগমবিশিষ্ট।

স্বাগ্রয়ণ (ত্রি) শ্রেষ্ঠ স্থানপ্রাপক যজ্ঞ। "আগ্রয়ণোঽসি স্বাগ্রয়ণ-পাহি যজ্ঞং" (শুক্লযজুঃ ৭।২০) 'স্বাগ্রয়ণঃ অগ্রস্য ভাবঃ আগ্রং সুষ্ঠু আগ্রং; স্বাগ্রং শ্রৈষ্ঠ্যং অয়তি প্রাপয়তীতি' (মহীধর)

স্বাঙ্কিক (পুং) মার্দ্দঙ্গিক। (শব্দরত্না°)

স্বাঙ্গ (ক্লী) স্বস্য অঙ্গং। নিজের অঙ্গ। স্বীয় অঙ্গ।

"আস্যে কৃত্বা শিরঃ কুক্ষৌ ভুগ্নপৃষ্ঠশিরোধরঃ।
অকল্যঃ স্বাঙ্গচেষ্টায়াং শকুন্ত ইব পঞ্জরে॥" (ভাগবত ৩।৩১।৮)

স্বাঙ্গি (পুং) স্বঙ্গ অপত্যার্থে ইঞ্। স্বঙ্গের গোত্রাপত্য।

স্বাচার (পুং) স্বস্য আচারঃ। ১ নিজের আচার। ২ স্বীয় আচার, স্ব স্ব আচার।

স্বাচ্ছন্দ্য (ক্লী) স্বচ্ছন্দস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। স্বচ্ছন্দতা।

"জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥" (মনু ৩।৩১)

স্বাজীব (ত্রি) সুষ্ঠু জীবিকাযুক্ত, যে স্থলে জীবিকা বিশেষ সুলভ, অনায়াসে যে স্থলে জীবিকানির্ব্বাহ করা যায়।

স্বাজীব্য (ত্রি) শোভন জীবিকাযুক্ত। সুলভ কৃষিবাণিজ্যাদি-যুক্ত স্থান। "জাঙ্গলং শস্যসম্পন্নমার্য্যপ্রায়মনাবিলং।
রম্যমানতসামন্তং স্বাজীব্যং দেশমাবসেৎ॥" (মনু ৭।৬৯)

স্বাঞ্জল্যক (ক্লী) উত্তম রূপে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া অবস্থান।

স্বাঢ্যঙ্করণ (ক্লী) অতিশয় সমৃদ্ধিসাধন, ঋদ্ধিসম্পাদন।

স্বাতত (ত্রি) সকল স্থলে বিস্তৃত। "ত্বষ্টো বরুণঃ স্বাততঃ আপূর্ণঃ" (ঋক্ ৯।৭৪।২) 'স্বাততঃ সুষ্ঠু সর্ব্বত্র বিততঃ বিস্তৃতঃ' (সায়ণ)

স্বাতন্ত্র (ক্লী) স্বতন্ত্রস্য ভাবঃ অণ্। স্বাতন্ত্র্য, স্বতন্ত্রতা, স্বতন্ত্রের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্বাতন্ত্র্য (ক্লী) স্বতন্ত্রস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা। হিন্দুশাস্ত্রমতে, স্ত্রীদিগের কোন অবস্থাতেই স্বাতন্ত্র্য নাই।

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রশ্চ স্থবিরে রক্ষেৎ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

স্বাতি (স্ত্রী) সূর্য্যের এক পত্নী।

"সংজ্ঞা তু যমকালিন্দীরেবন্তমনুদপ্রসূঃ।
ত্রসরেণুর্মহাবীর্য্যা স্বাতিঃ সূর্য্যা সুবর্চ্চলা।
সরেণুর্দ্ধ্যুময়ী স্বাষ্ট্রী প্রিয়ে চৈতে বিবস্বতঃ॥" (ত্রিকা°)

স্বাতি [তী] (স্ত্রী) স্বেনৈব অততীতি অত-ইন্ বা ঙীষ্। অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত পঞ্চদশ নক্ষত্র। এই নক্ষত্র শুভ, এই নক্ষত্র কুঙ্কুমসদৃশ অরুণতর এক তারকা-যুক্ত, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু।

"কুঙ্কুমারুণতরৈকতারকে বায়ুভে সুদতি মৌলিমাগতে।
শায়কাম্বরচরাচলাঃ কলাশ্চক্রলাক্ষি জগদুর্ঘ্ন গোদয়াৎ॥"
(কালিদাসকৃত লগ্নানি°)

এই নক্ষত্র বিদ্রুম ও প্রবাল সদৃশ রক্তবর্ণ। এই নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতক কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্, রমণীদিগের অতিশয় প্রিয়, প্রসন্ন, ধীসম্পন্ন ও সুখী হইয়া থাকে।

"কন্দর্পরূপপ্রভয়া সমেতঃ কান্তাজনপ্রীতিরতিপ্রসন্নঃ।
স্বাতিঃ প্রসূতৌ যদি নিত্যং স্যাৎ মহামতিঃ প্রাপ্তবিভূতিযোগঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

এই নক্ষত্রে তুলারাশি, দেবগণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণ হইয়া থাকে। নামকরণস্থলে এই নক্ষত্রের চারিপাদে চারিটী অক্ষর হইবে। [শতপদচক্র দেখ।] অষ্টোত্তরীমতে স্বাতি নক্ষত্রে জন্ম হইলে বুধের দশা হইয়া থাকে। এই নক্ষত্রের দশাভোগকাল চারি বৎসর তিনমাস। [দশাশব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ।]

স্বাত্মতা (স্ত্রী) স্বাত্মনো ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। স্বাত্মার ভাব বা ধর্ম্ম, এই আত্মা এই প্রকার বুদ্ধি।

"বৈর্বস্ত্রমাল্যাভরণানুলেপনৈঃ
স্বভোজনং স্বাত্মতয়োপলালিতং।" (ভাগবত ৩।১৭।২৮)

'স্বাত্মতয়া অয়মেবাত্মা ইতি বুদ্ধ্যা' (স্বামী)

স্বাত্মন্ (পুং) স্বস্য আত্মা। আপনার আত্মা। ক্ষেত্রজ্ঞান্ত র্যামিতা।

"ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।" (ভাগ° ২।২।৩৪)

'স্বাত্মনা ক্ষেত্রজ্ঞান্তর্যামিতয়া' (স্বামী)

স্বাত্মবধ (পুং) আত্মহত্যা।

স্বাত্মারাম (ত্রি) স্বাস্মিন্ আত্মনি আরামো যস্য। যিনি আপন আত্মায় আরাম করেন, আত্মারাম, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হেতু আপনাতেই পরমানন্দলাভকারী, যিনি আত্মাতেই পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। [আত্মারাম দেখ।]

স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র, একজন বিখ্যাত হঠযোগী। ইনি হঠ-প্রদীপিকা ও বর্ণদীপিকাতন্ত্র রচনা করেন। ইনি গোরক্ষনাথের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

স্বাদ, ১ প্রীতিকরণ। ২ রসোপাদন, রসগ্রহণ। ভ্বাদি, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ স্বাদতে। লোট্ স্বাদতাং। লিট্ সস্বাদে। লুঙ্ অস্বাদিষ্ট।

"স্বর্দতে বিবিধাস্বাদং স্বাদতে চ রসায়নং।" (হলায়ুধ)

স্বাদ (পুং) স্বাদ্ ঘঞ্। ১ রসগ্রহণ। মধুর, তিক্ত কষায়াদি সকল প্রকার রসগ্রহণের নাম স্বাদ। জিহ্বা স্বাদগ্রহণ করিয়া থাকে। জিহ্বা বিকৃত হইলে স্বাদগ্রহণ-ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ঔষধাদি দ্বারা ঐ দোষ বিনষ্ট হইলে পুনরায় স্বাদগ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে। ২ প্রীতিকরণ। ৩ রসানুভব, লেহন। রসাস্বাদ।

স্বাদন (ক্লী) স্বাদ-ল্যুট্। ১ প্রীতিকরণ। ২ রসগ্রহণ।

স্বাদনীয় (ত্রি) স্বাদ-অনীয়র্। ১ স্বাদনার্হ, আস্বাদের উপযুক্ত। ২ প্রীতিকরণের উপযুক্ত।

স্বাদর (ত্রি) সুষ্ঠু আদরো যস্য। ১ অতিশয় আদরযুক্ত, যাহাকে অত্যন্ত আদর করা হয়। (পুং) ২ উত্তমরূপ আদর। স্বীয় আত্মবিষয়ে আদর, আত্মগৌরব।

স্বাদিত (ত্রি) স্বাদ-ক্ত। ১ আস্বাদিত। ২ প্রীত।

স্বাদিত্ব (ক্লী) স্বাদস্য ভাবঃ ত্ব। স্বাদের ভাব বা ধর্ম্ম, স্বাদু।

স্বাদিমন্ (পুং) স্বাদস্য ভাবঃ স্বাদ (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা ৫।১।১২২) ইতি ইমনিচ্। স্বাদের ভাব বা ধর্ম্ম, স্বাদু বস্তু।

স্বাদু (পুং) স্বদ আস্বাদনে (কৃবাপাজীতি। উণ্ ১।১) ইতি উণ্। ১ মধুর রস, যাহা উত্তম আস্বাদযুক্ত, তাহাই স্বাদু, মধুর রসবিশিষ্ট বস্তুই স্বাদু। মধুর রস, মিষ্টরস।

'মধুরস্তু রসজ্যেষ্ঠো গুল্মঃ স্বাদুর্ম্মধূলকঃ।' (হেম)

২ গুড়। (ত্রিকা°) ৩ জীবকৌষধি। জীবক, সুগন্ধি দ্রব্যভেদ, পর্য্যায়—অগুরুসার, সুধূম্য, গন্ধধূমজ। গুণ—কটু, কষায়, উষ্ণ, সুগন্ধযুক্ত এবং বাতনাশক। (রাজনি°) ৪ মধুকবৃক্ষ। (হেম) ৫ পিয়ালবৃক্ষ। ৬ দাড়িম্ববৃক্ষ। ৭ মাতুলুঙ্গভেদ, চলিত কমলালেবু। ৮ কাশতৃণ। ৯ বদর। (ক্লী) ১০ দুগ্ধ। ১১ সৈন্ধব লবণ। (বৈদ্যকনি°) (স্ত্রী) ১২ দ্রাক্ষা। (ভরত) (ত্রি) ১৩ মধুর, মিষ্ট। (অমর)

"স্বাদ্বন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা-
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেৎ পঙ্গুস্তরেৎ সাগরং।" (উদ্ভট)

স্বাদুকণ্টক (পুং) স্বাদূনি কণ্টকানি যস্য। ১ বিকঙ্কতবৃক্ষ, চলিত বঁইচগাছ। ২ গোক্ষুরক, স্বল্প গোক্ষুর, চলিত ছোট গোখ্‌রী। (ভাবপ্র°)

স্বাদুকন্দ (পুং) স্বাদুঃ কন্দো যস্য। ১ ভূমিকুষ্মাণ্ড। ২ শ্বেত-পিণ্ডালু। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুকন্দক (পুং) কেমুকবৃক্ষ, চলিত কেউগাছ। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুকন্দা (স্ত্রী) স্বাদুঃ কন্দো যস্যা। বিদারী।

"বিদারী স্বাদুকন্দা চ সা তু ক্রোষ্ট্রী সিতা স্মৃতা।
ইক্ষুগন্ধা ক্ষীরবল্লী ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী॥" (ভাবপ্রকাশ)

স্বাদুকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-ট, স্বাদুনঃ করঃ। স্বাদুকারক, যাহা দ্বারা স্বাদু হয়।

স্বাদুকা (স্ত্রী) স্বাদুনা রসেন কায়তীতি কৈ-ক। নাগদন্তী। চলিত হাতীশুঁড়ে। (রাজনি°)

স্বাদুকাম (ত্রি) স্বাদুঃ কামো যস্য। মধুর রসকামী, যিনি স্বাদুবস্তু কামনা করেন।

স্বাদুকোষাতকী (স্ত্রী) মধুর কোষাতকী, চলিত ঝিঞা।

স্বাদুখণ্ড (পুং) স্বাদুঃ খণ্ডো যস্য। ১ গুড়। ২ মধুর ভাগ।

স্বাদুগন্ধচ্ছদা (স্ত্রী) কৃষ্ণতুলসী, (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুগন্ধা (স্ত্রী) স্বাদুঃ গন্ধো যস্যাঃ। ১ ভূমিকুষ্মাণ্ড। ২ জটাধর। ৩ রক্তশোভাঞ্জন, লাল সাজনা। (রত্নমালা°)

স্বাদুগন্ধি (পুং) রক্ত শিগ্রু, লাল সজিনা। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুতা (স্ত্রী) স্বাদুনো ভাবঃ তল-টাপ্। স্বাদুর ভাব বা ধর্ম্ম।

স্বাদুতিক্ত (ক্লী) পীলু ফল, চলিত আখ্‌রোট। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুতিক্তফল (পুং) ঐরাবতী বৃক্ষ, চলিত লেবুগাছ।

স্বাদুধন্বন্ (পুং) স্বাদু ধনুর্যস্য, ধনুর্ধন্বন্‌বাচনাম্নি, ইতি ধনুষো ধন্বনাদেশঃ। কামদেব।

স্বাদুপটোলিকা (স্ত্রী) মধুর পটোললতা, মিঠা পল্‌তা।

স্বাদুপত্র (পুং) স্বাদুপটোলিকা। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুপর্ণী (স্ত্রী) স্বাদূনি পর্ণানি যস্যাঃ ঙীষ্। দুগ্ধিকা, চলিত খিরুই।

"দুগ্ধিকা স্বাদুপর্ণী স্যাৎ ক্ষীরা বিক্ষীরিণী তথা।" (ভাবপ্রকাশ)

স্বাদুপাক (ত্রি) স্বাদুপাকবিশিষ্ট।

স্বাদুপাকফলা (স্ত্রী) কাকমাচিকা। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুপাকা (স্ত্রী) স্বাদুঃ পাকো যস্যাঃ। কাকমাচী, চলিত কেউয়া ঠুটী, গুড় কাউনী। (রাজনি°)

স্বাদুপাকিন্ (ত্রি) স্বাদুপাকশব্দার্থ। (সুশ্রুত)

স্বাদুপিণ্ডা (স্ত্রী) স্বাদুঃ পিণ্ডো যস্যাঃ। পিণ্ডখর্জ্জুরী, পিণ্ডী-খেজুর। (রাজনি°)

স্বাদুপুষ্প (পুং) স্বাদূনি পুষ্পানি যস্য। কটভী, কৃষ্ণ কটভী।

"কটভী স্বাদুপুষ্পশ্চ মধুরেণুঃ কটম্ভরঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

স্বাদুপুষ্পিকা (স্ত্রী) দুগ্ধিকা, চলিত খিরুই। (মেদিনী) ইহার পাঠান্তর স্বাদুপুষ্পিকা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুপুষ্পী (স্ত্রী) কটভীবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্বাদুফল (ক্লী) স্বাদূনি ফলানি যস্য। বদরীফল। (শব্দরত্না°) (পুং) ধন্ববৃক্ষ, চলিত ধামনাগাছ। (রাজনি°)

স্বাদুফলা (স্ত্রী) স্বাদু ফলং যস্যাঃ টাপ্। ১ কোলিবৃক্ষ, চলিত কুলগাছ। ২ খর্জ্জুরীবৃক্ষ। ৩ কদলী। ৪ কপিলদ্রাক্ষা।

'দ্রাক্ষা স্বাদুফলা প্রোক্তা তথা মধুরসাপি চ।' (ভাবপ্র°)

স্বাদুবীজ (পুং) অশ্বত্থবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুমজ্জন্ (পুং) স্বাদু মজ্জ যস্য। পর্ব্বতপীলু, চলিত আখ্‌রোট্।

স্বাদুমস্তকা (স্ত্রী) স্বাদুফলং মস্তকে যস্যাঃ। খর্জ্জুরীবৃক্ষ, ক্ষুদ্র খেজুর গাছ। (ভাবপ্র°)

স্বাদুমাংসী (স্ত্রী) স্বাদু মাংসং অন্তরশস্যং যস্যাঃ ঙীপ্। কাকোলী। (রাজনি°)

স্বাদুমাষা (স্ত্রী) মাষপর্ণী, চলিত মাষাণী। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুমূল (ক্লী) স্বাদু মূলং যস্য। গর্জ্জরমূল, চলিত গাজারমূল।

স্বাদুরসা (স্ত্রী) স্বাদু রসো যস্যাঃ। ১ কাকোলী। (শব্দরত্না°) ২ মদিরা। ৩ আম্রাতকফল, আমড়া। ৪ শতাবরী। ৫ দ্রাক্ষা। ৬ মূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৭ স্বাদুরসবিশিষ্ট।

স্বাদুল (পুং) ক্ষীরমূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুলতা (স্ত্রী) স্বাদু লতা। বিদারী, চলিত ভূ ই কুমড়া।

স্বাদুলুঙ্গি (স্ত্রী) ১ মধুকর্কটিকা, চলিত শরবতী লেবু, শাস্তারা লেবু। ২ স্বাদুমাতুলুঙ্গ। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুবারি (পুং) স্বাদু জলবিশিষ্ট সমুদ্র। (হেম)

স্বাদুশুণ্ঠী (স্ত্রী) শ্বেতকিণিহী। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুশুদ্ধ (ক্লী) স্বাদু শুদ্ধঞ্চেতি। সৈন্ধবলবণ, সামুদ্র লবণ।

স্বাদুষংসদ্ (ত্রি) শত্রুদিগের স্বাদু অন্নে অবস্থানকারী বা শত্রুদিগের অন্ন অবসাদনকারী। স্বাদুষংসদঃ পিতরো বয়োধাঃ" (ঋক্ ৬।৭৫।৯) 'স্বাদুষংসদঃ শত্রূণাং স্বাদুনি অন্নে সংসীদন্তঃ শত্রুণামন্নমবসাদয়ন্তো বা' (সায়ণ)

স্বাদুসিঞ্চিতিকাফল (ক্লী) কাবেলদেশীয় ফল, চলিত সেব-ফল। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদূদক (ত্রি) স্বাদূনি উদকানি যত্র। স্বাদু উদকযুক্ত সমুদ্র।

স্বাদ্মন্ (পুং) স্বাদয়িতা, ভক্ষয়িতা।

"প্র স্বাদ্মানো রসানাং তুবিগ্রীবা" (ঋক্ ১।১৮৭।৫)

'স্বাদ্মানঃ স্বাদয়িতারঃ ভক্ষয়িতারঃ' স্বাদ আস্বাদনে অন্ত-র্ভাবিতণ্যর্থাদন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে ইতি মনিন্' (সায়ণ)

স্বাদ্বগুরু (পুং) মধুর রস, অগুরুবৃক্ষবিশেষ। গুণ—উষ্ণ, আম-বাতহর ও তুবর। (রাজনি°)

স্বাদ্বন্ন (ক্লী) স্বাদু অন্নং। স্বাদুরসযুক্ত অন্ন। গুণ—এই অন্ন ভোজনে সৌমনস্য, বল, পুষ্টি, উৎসাহ ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়।

স্বাদ্বম্ল (পুং) স্বাদুরম্লরসো যত্র। ১ দাড়িমবৃক্ষ। (ত্রিকা°) ২ নাগরঙ্গবৃক্ষ, চলিত নারাঙ্গা লেবু। ৩ কদম্ববৃক্ষ।

স্বাদ্বী (স্ত্রী) স্বাদু (বোতোগুণবচনাৎ। পা ৪।১।৪৪) ইতি ঙীষ্। ১ দ্রাক্ষা। কপিলদ্রাক্ষা। ২ চির্ভটিকা, চলিত ফুটী। (বৈদ্যকনি°) ৩ ক্ষুদ্র খর্জ্জুরীবৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

স্বাধিষ্ঠান (ক্লী) স্বং লিঙ্গং তত্র অধিষ্ঠানং যস্য, স্বস্য লিঙ্গস্য অধিষ্ঠানং যস্মাৎ ইতি বা। ষট্‌চক্রের অন্তর্গত দ্বিতীয় চক্র। এই চক্র লিঙ্গমূলে অবস্থিত। এই চক্রে ব, ভ, ম, য, র ও ল এই ৬টি বর্ণ আছে। এই চক্র ষড়্‌দল ও বৈদ্যুত সদৃশ। [ষট্‌চক্র দেখ।]

"ষড়্‌দলে বৈদ্যুতনিভে স্বাধিষ্ঠানেঽনলত্বিষি।

বভমৈর্যরলৈর্যুক্তে বর্ণৈঃ ষড়্‌ভিশ্চ সুব্রত॥

স্বাধিষ্ঠানাখ্যচক্রে তু সবিন্দুং রাকিণীস্তথা।

বাদিলান্তং প্রবিশ্যস্য নাভৌ তু মণিপূরকে॥" (তন্ত্রসার)

স্বাধী (ত্রি) সর্ব্বতো ধ্যানযুক্ত, সকল সময় ধ্যানবিশিষ্ট। "শতক্রতো স্তবাস ত্বা স্বাধ্যঃ" (ঋক্ ১।১৭।৯) 'স্বাধ্যঃ সুষ্ঠু সর্ব্বতো ধ্যানযুক্তাঃ, ধ্যৈ চিন্তায়াং স্বাঙোরুপসর্গয়োঃ প্রাক্ প্রয়োগঃ, অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে ইতি ক্বিপ্' (সায়ণ)

স্বাধীন (ত্রি) স্বস্য অধীনঃ। স্বতন্ত্র, অপরাধীন, যিনি ইচ্ছানুসারে সকল কর্ম্ম করিতে পারেন, যাহার কার্য্যে কেহ কোন বাধা দেয় না। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যাহার বৃত্তি স্বাধীন, তাহার জীবন সফল এবং যিনি পরাধীন তিনি জীবিত থাকিয়াও মৃত।

"স্বাধীনবৃত্তেঃ সাফল্যং ন পরাধীনবৃত্তিতা।

যে পরাধীনকর্ম্মাণো জীবন্তোঽপি চ তে মৃতাঃ॥"

(গরুড়পু° ১১৫।৩৭)

স্বাধীনতা (স্ত্রী) স্বাধীনস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্বাধীনের ভাব বা ধর্ম্ম, স্বতন্ত্রতা।

স্বাধীনপতিকা (স্ত্রী) স্বাধীনঃ পতির্যস্যাঃ কপ্, টাপ্। নায়িকাবিশেষ। যাহার প্রিয়তম সদা আজ্ঞাবশবর্ত্তী। স্বেচ্ছায় যাহার বনবিহারাদি মদনোৎসবদর্শন, মদাহঙ্কার ও মনোরথাবাপ্তি প্রভৃতি ঘটে, তাহাকে স্বাধীনপতিকা বলে। এই নায়িকা পাঁচ প্রকার, যথা মুগ্ধা, মধ্যা, প্রৌঢ়া, পরকীয়া ও সামান্যামুগ্ধা।

মুগ্ধা স্বাধীনপতিকালক্ষণ—

"মধ্যে নো কৃশিমা স্তনে ন গরিমা দেহে ন বা কান্তিমা
শ্রোণৌ ন প্রথিমা গতৌ ন জড়িমা নেত্রে ন বা বক্রিমা।
লাস্যে ন দ্রঢ়িমা ন চাপি পটিমা হাস্যে ন বা স্ফীতিমা
প্রাণেশস্য তথাপি মজ্জতি মনো ময্যেব কিং কারণং॥"(রসমঞ্জরী)

কোন নায়িকা বলিতেছে যে, আমার মধ্যদেশ কৃশ নহে, পয়োধর পীন নহে, দেহে কান্তি নাই, নিতম্বদেশ পৃথুল নহে, গতিতে জড়তা, কুটিল কটাক্ষবিক্ষেপ, রতিক্রিয়ায় দৃঢ়তা ও পটুতা, হাস্যে স্ফীততা প্রভৃতি কিছুই নাই, তথাপি আমার প্রাণেশের মন সর্ব্বদাই আমাতে নিমজ্জিত আছে, ইহার কারণ কি জানি না। এই স্থলে স্বাধীনপতিকা নায়িকা হইয়াছে অর্থাৎ যে স্থলে নায়িকা রূপ ও হাবভাবাদি শূন্য হইলেও নায়ক সর্ব্বদা তাহাতে অনুরক্ত থাকে, তাহাকেই স্বাধীন-পতিকা কহে।

মধ্যা স্বাধীনপতিকা—

"যদপি রতিমহোৎসবে নকারো
যদপি করেণ চ নীবিধারণানি।
প্রিয়সখি পতিরেব পার্শ্বদেশং
তদপি ন মুঞ্চতি চেৎ কিমাচারি॥" (রসম')

হে প্রিয়সখি! রতিমহোৎসবে নকার অর্থাৎ না বলিলেও প্রিয়তম কর দ্বারা নীবিধারণ এবং পার্শ্বদেশ পরিত্যাগ করেন না, আমি কি করিব। এই স্থলে মধ্যা স্বাধীনপতিকা নায়িকা হইবে।

প্রৌঢ়া, পরকীয়া ও সামান্যাদির লক্ষণ তত্তদ্ লক্ষণানুসারে জানিতে হইবে। রসমঞ্জরীতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

স্বাধীনভর্তৃকা (স্ত্রী) স্বস্য নিজায়াঃ অধীনো ভর্ত্তা যস্য, কপ্ টাপ্। স্বাধীনপতিকা নায়িকা। লক্ষণ—

"কান্তো রতিগুণাকৃষ্টো ন জহাতি যদন্তিকং।
বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্তৃকা॥" (সাহিত্যদ' ৩।১১৩)

কান্ত রতিগুণে আকৃষ্ট হইয়া যাহার সামীপ্য পরিত্যাগ করে না এবং যে বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা, তাহাকে স্বাধীনভর্তৃকা কহে।

স্বাধ্যায় (পুং) সুষ্ঠু আবৃত্য অধ্যায়ঃ বেদাধ্যয়নমিতি। আবৃত্তিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, পর্য্যায়—জপ, জাপ।

'স্বাধ্যায়ো জপ ইত্যুক্তো বেদাধ্যয়নকর্ম্মণি।' (শব্দরত্না')

সুকৃতি অর্থাৎ শুভাদৃষ্টের জন্য আবৃত্তিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন স্বাধ্যায় নামে অভিহিত। ইহার পর্য্যায় জপ ও জাপ। বেদাধ্যয়নই স্বাধ্যায়পদবাচ্য, 'স্বাধ্যায়ো অধ্যেতব্যঃ' স্বাধ্যায় অভ্যাস করিবে, ইহার তাৎপর্য্য বেদাধ্যয়ন করিবে। কোন কোন মতে শাস্ত্রমাত্রেরই সুন্দর ও বিশিষ্ট রূপে অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় কহে। সু শব্দে সুন্দর, আ শব্দের অর্থ বিশিষ্ট রূপ এবং অধ্যায় শব্দে অধ্যয়ন বুঝায়। সুতরাং ভালরূপে শাস্ত্র মাত্র অধ্যয়ন করাকেই স্বাধ্যায় কহে।

"ধর্ম্মঃ স্যাৎ পরমার্থায় সত্যং স্যাদাত্মশুদ্ধয়ে।
ক্ষমা স্যাল্লোকলাভায় স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মহেতবে॥" (যোগশাস্ত্র)

ধর্ম দ্বারা পরমার্থ লাভ, সত্য দ্বারা আত্মশুদ্ধি, ক্ষমা দ্বারা লোকজয় এবং স্বাধ্যায় দ্বারা ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় স্বাধ্যায়। কোন কোন তন্ত্রে লিখিত আছে যে, সু শব্দে ঈশ্বর, আ শব্দে প্রকৃতি এবং অধ্যায় শব্দে আলোচনা, বেদে এই প্রকৃতিপুরুষ সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রকারের আলোচনা আছে, এই জন্য বেদপাঠ স্বাধ্যায় নামে কথিত হয়। অথবা স্বশব্দে আত্মা ও অধ্যায় শব্দে সবিশেষ বিচারপূর্ব্বক অধ্যয়ন, অতএব আত্মতত্ত্বের বিচারপূর্ব্বক অধ্যয়নই স্বাধ্যায় পদবাচ্য।

কোন কোন তন্ত্রে লিখিত আছে যে, স্ব শব্দে স্বাধিষ্ঠান-চক্র এবং অধ্যায় শব্দে কুলকুণ্ডলিনীর সাক্ষাৎ দর্শন, নিজ দেহের ষট্-চক্রের মধ্যে স্বাধিষ্ঠান চক্রে কুলকুণ্ডলিনীকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারিলে তবে তাহা স্বাধ্যায় হইবে।

মন্বাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে, দ্বিজাতির বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের প্রতিদিন স্বাধ্যায় কর্ত্তব্য।

"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥" (মনু ২।২৮)

স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদত্রয়ের অধ্যয়ন ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত প্রভৃতিই মানবদেহকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত করে, ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে প্রথমেই স্বাধ্যায় আবশ্যক। সমগ্র বেদপাঠ করিতে অসমর্থ হইলে সাবিত্রী জপ করিবে, উক্ত সাবিত্রীজপও স্বাধ্যায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই সাবিত্রীজপ রূপ স্বাধ্যায়ের বিষয় লিখিত আছে যে, প্রাতঃকালে সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া এবং সায়ংকালে নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত আসনে সমাসীন হইয়া সাবিত্রীজপ রূপ স্বাধ্যায় অভ্যাস করিবে। প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ জপ করিলে নিশাসঞ্চিত পাপ সমুদয়, এবং সায়ংকালে সমাসীন হইয়া ইহার অনুষ্ঠানে দিবাকৃত সমুদয় পাপমল ধৌত হইয়া যায়। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃ ও সায়ংকালে উক্ত রূপ অনুষ্ঠান না করেন, তিনি শূদ্রের ন্যায় সমুদয় দ্বিজকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হন।

বহু বেদপাঠে অসমর্থ হইলে গ্রামের বহির্দ্দেশে নির্জ্জন কোন স্থানে গমন করিয়া তথায় জল সমীপে যত্ন সহকারে স্বাধ্যায় অধ্যয়ন বিধির নিত্যত্বে আস্থাবান্ হইয়া অনন্যমনে স্বাধ্যায় রূপ সাবিত্রী জপ করিবে। শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ, স্বাধ্যায়, এবং সকল বেদ পাঠ, তিথি ও স্থানবিশেষে নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু যে নিত্যানুষ্ঠেয় স্বাধ্যায়, প্রতিদিন যে স্বাধ্যায়ের অনুষ্ঠান করিতে হয়, যাহা না করিলে প্রত্যবায় হইয়া থাকে, তাদৃশ স্বাধ্যায়ে অনধ্যায় দিনেও অধ্যয়নের বাধা নাই। যে ব্যক্তি শুদ্ধ ভাবে নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া এক বৎসর কাল ব্যাপিয়া এই জপযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই স্বাধ্যায় রূপ জপযজ্ঞ তাহার সম্বন্ধে নিত্যই ক্ষীর, দধি, ঘৃত ও মধু ক্ষরণ করে এবং দেব ও পিতৃগণ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাহার প্রীতিসাধন করেন।

"বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা।
বেদমেব সদাভ্যস্যেত্তপস্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তমঃ।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে।
আ হৈব স নখাগ্রেভ্যঃ পরমং তপ্যতে তপঃ॥
যঃ স্রগ্ব্যাপি দ্বিজোঽধীতে স্বাধ্যায়ং শক্তিতোঽন্বহং॥
যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥" (মনু ২।১৬৫—৮)

উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদাধ্যয়ন করা দ্বিজাতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দ্বিজ তপস্যা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যাবজ্জীবন বেদাভ্যাস করিবেন। ইহ লোকে স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাভ্যাসই বিপ্রের পরম তপস্যা। বিপ্র ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী মাল্যাদি পরিয়াও যদি প্রতিদিন স্বাধ্যায় করেন, তাহা হইলেও তাহার তেজ শরীরের আনখাগ্র ব্যাপিয়া থাকে। যে দ্বিজ স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ না করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যাদি লাভে যত্নশীল হন, তিনি জীবিতাবস্থায়ই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তীও চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ যেমন, বেদহীন ব্রাহ্মণও তদ্রূপ। ইহারা তিন জনে কেবল নামমাত্র ধারণ করে, স্বাধ্যায়হীন ব্রাহ্মণ, কেবল নামে ব্রাহ্মণ, কোন কর্ম্মের নহে।

"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানঃ ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥" (মনু ২।১৫৭)

বিপ্র উপনীত হইয়া গুরুর নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়া তৎপরে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতিদিন স্বাধ্যায় করিবেন। একমাত্র স্বাধ্যায় দ্বারাই তাহার সকল শ্রেয়োলাভ হইবে। বিপ্রের অন্য তপস্যাদি কিছুই করিতে হইবে না। স্বাধ্যায় রূপ তপস্যাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ তপস্যা। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতায় এই স্বাধ্যায়ের বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। ব্রাহ্মণের পক্ষে একমাত্র স্বাধ্যায়ই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ ইহার ফলে ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন। পাতঞ্জলদর্শনে স্বাধ্যায়, তপস্যা ও ঈশ্বর-প্রণিধান ক্রিয়াযোগমধ্যে পরিগণিত।

স্বাধ্যায়ন (পুং) ১ প্রবরভেদ। ২ (ক্লী) বেদাধ্যয়ন।

স্বাধ্যায়বৎ (ত্রি) স্বাধ্যায়ো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ। স্বাধ্যায়-বিশিষ্ট, বেদপাঠক, যিনি স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ করেন।

স্বাধ্যায়িন্ (পুং) স্বাধ্যায়োঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ পত্তনবণিক্। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ বেদপাঠক, যে দ্বিজ স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ-পাঠ করেন।

স্বাধ্বরিক (ত্রি) সুযাজ্ঞিক।

স্বান (পুং) স্বননমিতি স্বন শব্দে (স্বনহসোর্বা। পা ৩।৩।৬২) ইতি ঘঞ্। শব্দ। (অমর)

স্বানিন্ (ত্রি) শব্দবিশিষ্ট, শব্দযুক্ত। "তে স্বানিনো রুদ্রিয়া বর্ষনির্ণিজঃ" (ঋক্ ৩।২৬।৫) 'স্বানিনঃ শব্দবন্তঃ স্বানো ঘঞন্তস্তু, তদ্বন্তঃ অত ইনিঠনাবিতীনিঃ' (সায়ণ)

স্বানুভব (পুং) স্বস্য অনুভবঃ। আত্মানুভব, আপনার অনুভব।

স্বানুরূপ (ত্রি) স্বস্য অনুরূপঃ। আপনার অনুরূপ, নিজের তুল্য, নিজের সদৃশ।

স্বান্ত (ক্লী) স্বনতে স্মেতি স্বন-ক্ত (ক্ষুব্ধস্বান্তধ্বান্তেতি। পা ৭।২।১৮) ইতি অনিট্কত্বং নিপাতিতঞ্চ। ১ মনঃ।

"তস্যালিপত শোকাগ্নিঃ স্বান্তং কাষ্ঠমিব জ্বলন্।
অলিপ্তে বানিলঃ শীতো বনে তং ন তুজিহ্লদৎ॥" (ভট্টি ৬।২২)

২ গহ্বর। (মেদিনী) (পুং ক্লী) ৩ আপনার অন্ত।

স্বান্তজ (পুং) স্বান্তে মনসি জায়তে জন-ড। ১ মনোজ। (গীতগো° ৫।১৮) ২ গহ্বরজাত।

স্বান্তবৎ (ত্রি) স্বান্ত-মতুপ্ মস্য বঃ। স্বান্তবিশিষ্ট, মনোযুক্ত।

স্বান্তস্থ (ত্রি) স্বান্ত-স্থা-ক। মনঃস্থিত বা আপনার অন্তরস্থিত।

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥" (ভাগ° ১।১৩।১০)
'স্বান্তং মনঃ তত্রস্থেন স্বস্য অন্তঃস্থিতেন বা' (স্বামী)

স্বাপ (পুং) স্বপ-ঘঞ্। ১ নিদ্রা। (অমর) ২ শয়ন। ৩ স্পর্শাজ্ঞতা। ৪ অজ্ঞান। (মেদিনী)

স্বাপতেয় (ক্লী) স্বপতৌ ধনস্বামিনি সাধুঃ স্বপতি (পথ্যাতিথি-বসতিস্বপতেঢ়ঞ্। পা ৪।৪।১০৪) ইতি ঢঞ্ স্বাগতাদিত্বান্নৈজা-গমশ্চ। ধন। (অমর)

"স্বাপতেয়মধিগম্য ধর্ম্মতঃ পর্য্যপায়মবীবৃধঞ্চ যৎ।" (মাঘ ১৪।১)

স্বাপদ (পুং) শ্বাপদ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শ্বাপদ। (হলায়ুধ)

স্বাপন (ত্রি) বিষ্ণু। (ভারত বিষ্ণুসহস্র°)

স্বাপি (পুং) শোভনপ্রাপক।

"আপয়ে স্বাহা স্বাপয়ে স্বাহা" (শুক্লযজুঃ ৯।২০)

'স্বাপয়ে শোভনমাপ্নোতীতি স্বাপিঃ তস্মৈ' (মহীধর)

স্বাপিক (ক্লী) উৎসবভেদ।

স্বাপিশি (পুং) স্বপিশ্ অপত্যার্থে ইঞ্। স্বপিশের গোত্রাপত্য।

স্বাপ্ত (ত্রি) সু-আপ-ক্ত। উত্তম রূপে প্রাপ্ত।

স্বাপ্ন (ত্রি) স্বপ্ন-অণ্। স্বপ্নসম্বন্ধীয়, স্বপ্নকল্পিত।

"তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ।"

(ভাগবত ৩।২৮।৩৮)

'স্বাপ্নং স্বাপ্নদেহাদিতুল্যং' (স্বামী)

স্বাপ্যয় (পুং) স্বপ্ন, সুষুপ্তি।

স্বাভাব (পুং) নিজের অভাব।

স্বাভাবিক (ত্রি) স্বভাবে ভবঃ স্বভাব-ঢক্। স্বভাবসিদ্ধ, স্বভাবতঃ উৎপন্ন, যাহা আপনা আপনি হয়।

"শৈত্যং নামগুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাঃ পরে।
কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং ত্বং জীবিনাং জীবনং
ত্বঞ্চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ॥"

(বল্লালসেন প্রতি লক্ষ্মণসেনপ্রেরিত শ্লোক)

২ ব্যাধিপ্রকারভেদ। বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রোগ চারি প্রকার, স্বাভাবিক, আগন্তুক, মানসিক ও কায়িক। তন্মধ্যে যাহা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়, তাহাকে স্বাভাবিক রোগ কহে, যথা ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, জরা ও মৃত্যু এই সকল আপনা আপনিই হয়, কোন কারণে এই সকল উৎপন্ন হয় না, এই জন্য ইহাদিগকে স্বাভাবিক কহে। যাহাতে ক্লেশ হয়, তাহাই রোগ-পদবাচ্য। ক্ষুধাদি হইলে শরীর ক্লিষ্ট হয়, এই জন্য ইহাকে স্বাভাবিক রোগ কহে। ভোজনে এই রোগ নিবৃত্তি হয়।

জন্মকাল হইতে যে সকল রোগ হয়, তাহাকেই স্বাভাবিক বা সহজ রোগ কহে, যথা জন্মান্ধতা প্রভৃতি। এই রূপ স্বাভাবিক রোগ অসাধ্য। চিকিৎসাদি দ্বারা এই রোগের কোন প্রতিকার হয় না।

"স্বাভাবিকাঃ শরীরস্বভাবাদেব জাতাঃ ক্ষুৎপিপাসা-সুষুপ্‌সাজরামৃত্যুপ্রভৃতয়ঃ। অথবা স্ব স্ব ভাবাদুৎপত্তের্জাতাঃ স্বাভাবিকাঃ সহজা ইতি, তে চ জন্মান্ধজাদয়ঃ।"(ভাবপ্র° ১ভাগ)

স্বাভাব্য (ত্রি) ১ স্বভাবসম্বন্ধি। (ক্লী) ২ স্বাভাবিক কার্য্য, স্বভাবের ভাব।

স্বাভীষ্ট (ত্রি) স্বস্য অভীষ্টঃ অভি-ইষ্-ক্ত। নিজের অভীষ্ট, আপনার অভিলষিত।

স্বাভূ (ত্রি) শোভন ভবন। "অস্মে ইন্দ্রা স্বাভুবং" (ঋক্ ১।১২।৯)

'স্বাভুবং শোভনভবনং' (সায়ণ)

স্বামিজঙ্ঘিন্ (পুং) পরশুরাম। (শব্দমালা)

স্বামিকার্ত্তিক, রাগমালা নামে সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রণেতা।

স্বামিকার্য্য (ক্লী) প্রভু বা রাজার কার্য্য।

স্বামিকুমার, দীর্ঘজীবন্তী নামে বৈদ্যকগ্রন্থকার।

স্বামিগিরি, স্বামিমলয় নামে খ্যাত। [স্বামিমলয় দেখ।]

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে স্বামিগিরিমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

স্বামিতা (স্ত্রী) স্বামিনো ভাবঃ তল্-টাপ্। স্বামিত্ব, স্বামীর ভাব বা ধর্ম্ম, প্রভুত্ব, সম্পূর্ণ রূপ ক্ষমতা।

স্বামিদত্ত, সুভাষিতাবলীধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

স্বামিন্ (ত্রি) স্বমস্যাস্তীতি স্ব (স্বামিন্নৈশ্বর্য্যে। পা ৫।২।১২৬) ইতি আমিন্‌প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ১ অধিপতি। পর্য্যায়—ঈশ্বর, পতি, ঈশিতা, অধিভূ, নায়ক, নেতা, প্রভু, পরিবৃঢ়, অধিপ, অবমতি, ঈশ, আর্য্য, পালক। (শব্দরত্না°) যাহার প্রতি আপনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, তাহাকেই স্বামী কহে, স্বামী নিগ্রহ বা অনুগ্রহ যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন। স্ত্রীর উপর স্বামীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, এই জন্য তিনি তাহার স্বামী।

প্রভু। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, নিজ প্রভুর জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিলে তাহার স্বর্গ এবং নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

"শৃঙ্গিভির্দংষ্ট্রীভির্বাপি তথা ম্লেচ্ছৈশ্চ তস্করৈঃ।
স্বাম্যর্থে যে হতা রাজন্ তেষাং স্বর্গো ন সংশয়ঃ।
হতে গোস্বামিবিপ্রার্থে নরমেধফলং লভেৎ॥" (অগ্নিপু°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে স্বামিপ্রশংসা এইরূপ লিখিত আছে যে, স্বামীর সমৃদ্ধি হেতু স্ত্রী জাতির গর্ব্ব প্রতিদিন বর্দ্ধিত হয়, সাধ্বী স্ত্রীগণ বিভবের মূল স্বরূপ স্বামীরই সর্ব্বদা সেবা করে। কুল-কামিনীগণের স্বামীই পরম বন্ধু এবং দেবতা স্বরূপ। অধিক কি, তাহাদের স্বামী ভিন্ন অন্য কোন উপায়ই নাই। ধর্ম্ম, সুখ, প্রীতি, শান্তি, সম্মান এবং মানদাতা স্বামীই রমণীগণের মান্য ও প্রণয়কোপের শান্তিকারক। এই স্বামী কামিনীগণের ভরণ হেতু ভর্ত্তা, পালন হেতু পাতা বা পতি, শরীরের ঈশ্বর বলিয়া স্বামী, অভিলাষসাধক বলিয়া কান্ত, সুখবর্দ্ধক এই জন্য বন্ধু, প্রীতিপ্রদান হেতু প্রিয়,ঐশ্বর্য্য দান হেতু ঈশ,প্রাণের ঈশ্বর বলিয়া প্রাণনাথ, রতিদান হেতু রমণ ইত্যাদি বিবিধ কারণে বিবিধ নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। রমণীদিগের সকল তীর্থে স্নান, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবীপ্রদক্ষিণ, সকল প্রকার তপস্যা, সকল প্রকার ব্রত, সর্ব্ব প্রকার মহাদান, পুণ্যদিনে উপবাসাদি, গুরু, বিপ্র এবং দেবসেবাদি যত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য পুণ্যকর্ম্ম আছে, সেই সকল কর্ম্মই স্বামিসেবায় সাধিত হয় এবং স্বামী-

সেবা ভিন্ন অন্য ধর্ম্মকার্য্যাদি ষোড়শ কলার এক কলারও সমান নহে।' এইরূপ স্বামিসেবার বহু প্রশংসা শাস্ত্রে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে এই স্থলে লিখিত হইল না, ফল কথা এই যে রমণীগণ সকল প্রকারে স্বামীর অনুবর্ত্তন করিবেন, যাহাতে স্বামীর কিছু মাত্র ক্লেশ না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৪২ অ°)

(পুং) ২ কার্ত্তিকেয়। ৩ রাজা।

'স্বাম্যমাত্যসুহৃৎকোষো রাষ্ট্রদুর্গবলানি চ।

রাজ্যাঙ্গানি প্রকৃতয়ঃ পৌরাণাং শ্রেণয়োঽপি চ॥' (অমর)

৪ বিভু। ৫ হর। ৬ হরি। (শব্দরত্না°) ৭ বাৎস্যায়ন মুনি। (ত্রিকা°) ৮ গরুড়। ৯ অতীত কল্পীয় অর্হদ্বিশেষ। (হেম) ১০ পরমহংস, যাহারা দণ্ডাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্বামী কহে, যথা—শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি।

স্বামিনারায়ণ, একজন প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারী ও শাস্ত্রবিশারদ। মণিঅর্ উইলিয়ম সাহেব ইঁহার শিক্ষাপত্রী প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বামিনিলয়, দাক্ষিণাত্যের একটী পর্ব্বত, সুব্রহ্মণ্যের নিকট ও কুম্ভকোণের ৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। (দেশাবলি)

স্বামিপাল (পুং) গো মহিষাদির অধিকারী ও প্রতিপালক।

স্বামিভাব (পুং) স্বামিনো ভাবঃ। স্বাম্য, স্বামিত্ব। প্রভুত্ব।

স্বামিমিশ্র, শৃঙ্গারসর্ব্বস্ব নামে সংস্কৃত ভাণরচয়িতা।

স্বামিশাস্ত্রিন্, সর্ব্বমন্ত্রোপযুক্তপরিভাষা-প্রণেতা।

স্বামিসেবা (স্ত্রী) ১ পতিসেবা, পাতিব্রত্য। ২ প্রভুর প্রতি ভক্তি, প্রভুর কার্য্য।

স্বাম্য (ক্লী) স্বামিনো ভাবঃ যৎ, ইনো লুক্। স্বামিত্ব, প্রভুত্ব।

"মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞস্তাসাং প্রজাপতেঃ।

প্রযুজ্যেত বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণং॥" (মনু ৫।১৫২)

স্বাম্যুপকারক (পুং) স্বামিন উপকারকঃ। ১ অশ্ব। (ত্রি) ২ প্রভুহিতকারক।

স্বায়ত্ত (ত্রি) স্বস্য আয়ত্তঃ। নিজের আয়ত্ত, যাহা নিজের অধীন।

স্বায়ম্ভুব (পুং) স্বয়ম্ভুবোঽপত্যমিতি স্বয়ম্ভূ-অণ্, সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ ন গুণঃ। প্রথম মনু। চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে স্বায়ম্ভুব প্রথম মনু। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা হইতে এই মনুর জন্ম, এই জন্য ইঁহার স্বায়ম্ভুব নাম হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, ভগবান্ ব্রহ্মা এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া এই সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য নিজের দক্ষিণাঙ্গ হইতে এই মনুকে এবং বামাঙ্গ হইতে শতরূপা নাম্নী স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন। এইরূপে উভয়কে সৃষ্টি করিয়া শতরূপাকে স্বায়ম্ভুবের পত্নী নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ইঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র, আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি এই তিন কন্যা জন্মে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞ অবতার এবং তিনিই ইন্দ্র হন। যম প্রভৃতি এই মন্বন্তরে দেবতা এবং মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি ছিলেন। (ভাগবত) মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই মনু ও মন্বন্তরের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য ভৃগু প্রভৃতি মানস পুত্রের সৃষ্টি করেন, কিন্তু ঐ পুত্রগণ সকলে সমাধিপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে তাঁহারা কোন রূপ সহায় হইলেন না দেখিয়া ব্রহ্মার অতিশয় ক্রোধ হইল। তাঁহার এই ক্রুদ্ধাবস্থায় দেহ হইতে সূর্য্যসন্নিভ সুবিশাল শরীরসম্পন্ন অর্দ্ধনারী ও অর্দ্ধনরদেহ পুরুষ উৎপন্ন হইল, তদ্দর্শনে ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আত্মাকে বিভক্ত কর, এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলে সেই পুরুষ তাঁহার কথানুসারে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বকে পৃথক্ করিয়া পুরুষত্বকে আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে সৌম্য, অসৌম্য, শান্ত, অশান্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণভেদে বহুবিধ স্বভাব ও বর্ণবিশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীর জন্ম হইল।

অনন্তর ব্রহ্মা আত্মসদৃশ সেই পুরুষকে স্বায়ম্ভুব মনু এবং সেই নারীকে শতরূপা এই নাম দিয়া প্রজাবৃদ্ধির জন্য ঐ কন্যাকে মনুর পত্নী স্থির করিয়া দিলেন। উক্ত মনু হইতে শতরূপায় প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং ঋদ্ধি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যা হইল। তখন স্বায়ম্ভুব মনু দক্ষকে প্রসূতি এবং রুচিকে ঋদ্ধি নাম্নী কন্যা দান করিলেন। দক্ষিণার সহিত যজ্ঞ তাঁহাদের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের দ্বাদশ পুত্র হয়, এই দ্বাদশ পুত্রই এই মন্বন্তরে যম নামক দেবগণ হইয়াছিলেন।

প্রসূতির গর্ভে দক্ষের চতুর্বিংশতি কন্যা হয়, এই চতুর্বিংশতি কন্যার মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, মেধা, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তি এই ত্রয়োদশ কন্যা ধর্ম্মকে দান করেন এবং খ্যাতি, সতী, সম্মতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, উর্জ্জা স্বাহা ও স্বধা এই ১১টী কন্যাকে যথাক্রমে ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অত্রি, বহ্নি ও পিতৃগণকে দান করেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা কামকে, শ্রী দর্পকে, ধৃতি নিয়মকে, তুষ্টি সন্তোষকে ও পুষ্টি লোভকে উৎপাদন করিলেন। আর মেধার গর্ভে শ্রুত, ক্রিয়ার গর্ভে দণ্ড, বিনয় ও নয়, বুদ্ধির গর্ভে বোধ, লজ্জার গর্ভে বিনয় ও বপু, শান্তি হইতে ক্ষেম সিদ্ধি হইতে সুখ এবং কীর্ত্তি হইতে যশঃ জন্ম গ্রহণ করিল। ইহারা সকলেই ধর্ম্মের পুত্র। কাম হইতে অতিমুদ ও হর্ষ উৎপন্ন হইল, ইহারা ধর্ম্মের পৌত্র।

অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা, তাহার গর্ভে অনৃতের জন্ম হইল। তাহার কন্যার নাম নির্ঋতি। নরক ও ভয় এই দুই জন নির্ঋতির

. পুত্র। মায়া ও বেদনা ইহাদের পত্নী। তন্মধ্যে মায়া সর্ব্বভূত-সংহর মৃত্যুকে প্রসব করিল। বেদনার গর্ভে দুঃখের জন্ম হয়। মৃত্যুর ঔরসে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ ইহারা জন্মগ্রহণ করিল। এই পুত্রগণ সকলেই অধর্ম্মলক্ষণ এবং ঊর্দ্ধরেতাঃ, এই জন্য ইহাদের ভার্য্যা বা পত্নী কিছুই নাই। মৃত্যুর অপরা পত্নীর নাম অলক্ষ্মী। তাহার গর্ভে মৃত্যুর চতুর্দ্দশ পুত্র হয়। এই অলক্ষ্মীর পুত্রগণই মৃত্যুর আদেশ পালন করিয়া থাকে। বিনাশ-কাল উপস্থিত হইলে ইহারাই লোকদিগকে ভজনা করিয়া থাকে। এই পুত্রগণ মানবের দশ ইন্দ্রিয়ে ও মনে অবস্থিত এবং স্ত্রী বা পুরুষকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া থাকে। ইহারা রাগ ও ক্রোধাদির সহায়তায় ইন্দ্রিয়দিগকে আক্রমণ করিয়া এরূপে যোজনা করে. যাহাতে তাহারা অধর্ম্মাদির দ্বারা হানি লাভ করিয়া থাকে। এই সকল পুত্রই মানবদিগকে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় দেখাইয়া কুপথগামী করিয়া থাকে। যাহারা সর্ব্বদা অধর্ম্মশীল এই চতুর্দ্দশ পুত্র তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এইরূপে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সৃষ্টিবৃদ্ধি হইয়া ছিল। এই মন্বন্তর-কাল মানুষ-মানের ত্রিংশৎকোটি সাতসহস্র সাতষষ্টি নিযুত বৎসর। দেবমানে ইহার পরিমাণ অষ্টশত দ্বিপঞ্চাশৎসহস্র।

উক্ত মনুর পুত্রগণ পিতার সমান গুণশালী। তাঁহাদের পুত্র ও পৌত্রাদিতে এই সমগ্র মেদিনী পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। (মার্ক°পু° ৫০-৫৩ অ°) [মনু শব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ]

স্বায়ম্ভুবমনুপিতৃ (পুং) স্বায়ম্ভুবমনোঃ পিতা। স্বায়ম্ভুব-মনুর পিতা ব্রহ্মা।

স্বায়ম্ভুবী (স্ত্রী) স্বয়ম্ভুব ইয়মিতি অণ্ ঙীষ্। ১ ব্রাহ্মী।

স্বায়ব (পুং) স্বায়ুর গোত্রাপত্য। (পঞ্চব্রা° ৪।৬।৮)

স্বায়স (ত্রি) শোভন অয়ঃসারভূত। "শিশীতে নূনং পরশুং স্বায়সং" (ঋক্ ১০।৫৩।৯) 'স্বায়সং অয়ঃসারভূতং' (সায়ণ)

স্বায়ু (ত্রি) শোভন আয়ুর্যুক্ত, শোভন জীবনবিশিষ্ট বা শোভন যজমানযুক্ত। "ক্ষত্রেণাগ্নে স্বায়ুঃ" (শুক্লযজু° ২৭।৫) 'স্বায়ু-শোভনং আয়ুঃ জীবনং যস্য সঃ যদ্বা আয়ুঃ উকারান্তো মনুষ্যবাচী শোভনআয়ুর্ম্মনুষ্যো যস্য সঃ' (মহীধর)

স্বায়ুজ্ (ত্রি) সুখে রথে যোজন করিতে শক্য।
"ভাবনো বৃথা স্বায়ুজঃ" (ঋক্ ১।৯২।২)
'স্বায়ুজঃ সুখেন রথ আযোক্তুং শক্যাঃ' (সায়ণ)

স্বায়ুস্ (স্ত্রী) শোভন আয়ুঃ। "উদায়ুষা স্বায়ুষোদস্থাং" (শুক্ল-যজু° ৪।২৮) 'স্বায়ুষা যাগদানাদিনা শোভনেন আয়ুষা' (মহীধর)

স্বার (পুং) মেঘধ্বনি। "ঘৃতশ্চ্যুতং স্বারমস্বার্ষ্টাং" (ঋক্ ২।১১।৭) 'স্বারং মেঘধ্বনিং' (সায়ণ) স্বরস্বরূপীর।

স্বারব্ধ (ত্রি) স্বেন আরব্ধঃ। আপনা কর্তৃক আরব্ধ, আপনা কর্তৃক কৃত, নিজে যে কর্ম্ম করা যায়। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, জীব স্বারব্ধ কর্ম্ম দ্বারা দিব্য মানুষ ও নারকাদি বহু প্রকার গতি লাভ করিয়া থাকে। ইহজীবনে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তদনুসারেই সুখ-দুঃখাদিভোগ, মনুষ্য ও তির্য্যক্ প্রভৃতি জন্ম লাভ হইয়া থাকে।

"অগ্নিরেব বর্ণে পুরুষৈর্ব্বর্ণজন্মভিঃ শুক্ললোহিতকৃষ্ণবর্ণেন স্বারব্ধেন কর্ম্মণা দিব্যমানুষনারকগতয়ঃ" (ভাগবত ৫।১৯।১৮)
'স্বারব্ধেন স্বকৃতেন' (স্বামী)

স্বারম্ভক (ত্রি) স্বকৃত। যতক্ষণ স্বারম্ভক কর্ম্ম থাকে, ততক্ষণ দেহ ধারণ করিতে হইবে।

"দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ॥" (ভাগবত ১১।১৩।৩৭)

স্বারাজ্ (পুং) স্বঃ স্বর্গে রাজতে ইতি রাজ-ক্বিপ্। ইন্দ্র। (অমর) যিনি স্বর্গে বিরাজিত থাকেন।

স্বারাজ্য (ক্লী) স্বর্ স্বর্গরাজ্যং। স্বর্গরাজ্য, স্বর্গলোক।

স্বারাম (ত্রি) স্বেন আত্মনা আরামো যস্য। আত্মারাম, আপনাতে যিনি রমণ করেন।

"নৈতদ্বিভো ত্বয়ি পরেঽবিকৃতে বিচিত্রং
স্বারামধীরনিকরা ন নিকরানতপাদপদ্মে। (ভাগবত ১১।৬।১)

স্বারায়ণ (পুং) স্বর অপত্যার্থে (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) স্বরের গোত্রাপত্য।

স্বারূঢ় (ত্রি) স্বেন আরূঢ়ঃ। আপনা কর্তৃক আরূঢ়, নিজে যাহাতে আরোহণ করা হয়।

স্বারূপা (স্ত্রী) স্থানভেদ। [স্বরূপা দেখ।]

স্বারোচিষ (পুং) স্বরোচিষোঽপত্যং অণ্। স্বরোচিষের পুত্র, দ্বিতীয় মনু, প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অবসানে দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনুর অধিকার হয়। মনুতে লিখিত আছে যে, স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে স্বারোচিষ প্রভৃতি অপর ৬ মনুর জন্ম হয়, এই সকল মনুই স্বায়ম্ভুব মনুর ন্যায় চরাচর জগৎ সৃষ্টি এবং পালন করিয়া নিজ মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকেন।

"স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ ষড়্‌বংশ্যা মনবোঽপরে।
সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বা মহাত্মানো মহৌজসঃ॥
স্বারোচিষশ্চৌত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।
চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বৎসুত এব চ॥" (মনু ১।৬১-২)

মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে—এই মনুর নাম দ্যুতিমান্, স্বরোচিষের পুত্র বলিয়া স্বারোচিষ নামে বিখ্যাত হন। [স্বরোচিষ্ শব্দ দেখ] দ্যুতিমান্ প্রজাপতি মনুর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার সকল পুত্রগণই রাজা হইয়া এই চরাচর জগৎ পালন করিয়াছিলেন। এই মন্বন্তরে পারাবত ও তুষিতগণ দেবতা

এবং বিপশ্চিৎ ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। উর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর ও অর্ব্ববীর এই ৭ জন সপ্তর্ষি, ইহারা ৭ জনই সুবিপুল বীর্য্যসম্পন্ন ও পৃথিবীপরিপালক ছিলেন। যত দিন এই মন্বন্তর ছিল, তত দিন তাঁহার বংশপরম্পরা এই সমগ্র বসুমতী ভোগ করেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫২-৬৬অঃ)

শ্রীমদ্‌ভাগবতে লিখিত আছে যে, এই মনু অগ্নির পুত্র। এই মন্বন্তরে অবতার বিভু,রোচন ইন্দ্র, তুষিতাদি দেবগণ এবং উর্জ্জ স্তম্ভাদি সপ্তর্ষি; দ্যুমৎ, সুষেণ ও রোচিষ্মৎ প্রভৃতি মনুর পুত্র। ইঁহারা সকলেই পৃথিবীপরিপালক ছিলেন। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, স্বারোচিষ মনুর নভঃ, নভস্য, ভানু ও দ্যুতিমান্ এই চারি পুত্র, দত্তোলি, চ্যবন, স্তম্ব, প্রাণ, কশ্যপ, ঔর্ব্ব ও বৃহস্পতি এই ৭ জন সপ্তর্ষি, তুষিতগণ দেবতা, হস্তী ইন্দ্র, উক্ত মনুর সকল পুত্রগণই পৃথিবী পরিপালন করেন। (মৎস্যপু° ৯ অঃ)

প্রায় সকল পুরাণেই এই মনু ও মন্বন্তরের বিষয় বিশেষ রূপে লিখিত আছে। [মনু শব্দ দেখ]

স্বার্জ্জিত (ত্রি) স্বেন অর্জ্জিতঃ। আপনার অর্জ্জিত, স্বোপার্জ্জিত।

স্বার্থ (পু°) স্বস্য অর্থঃ। ১ স্বীয়াভিধেয়। ২ নিজ প্রয়োজন। ৩ স্বীয় বস্তু, স্বীয় ধন। ৪ নিবৃত্তি। ৫ লিঙ্গার্থবিশেষ।

"স্বার্থে দ্রব্যঞ্চ লিঙ্গঞ্চ সংখ্যা কর্ম্মাদিরেব চ।
অমী পঞ্চৈব লিঙ্গার্থাস্ত্রয়ঃ কেষাঞ্চিদগ্রিমাঃ॥"
(মুগ্ধবোধটীকা দুর্গা°)

স্বার্থপর (ত্রি) স্বার্থঃ পরো যস্য। স্বার্থপরায়ণ, নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি বিষয়ে ব্যগ্র, যিনি যে কোন উপায়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করেন।

স্বার্থপরতা (স্ত্রী) স্বার্থপরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্বার্থপরের ভাব বা ধর্ম্ম, স্বার্থপরত্ব, স্বার্থপরের কার্য্য।

স্বার্থপরায়ণ (ত্রি) স্বার্থে পরোঽয়নং যস্য। স্বার্থপর। শাস্ত্রে লিখিত আছে, স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তির নরক হয়, পরের অপকার করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করা বিশেষ নিন্দিত।

স্বার্থসাধক (ত্রি) স্বার্থস্য সাধকঃ। স্বার্থসাধনকারী, যিনি নিজের প্রয়োজনসিদ্ধি করেন।

স্বার্থসাধন (ক্লী) স্বার্থস্য সাধনং। স্বার্থের সাধন, নিজের প্রয়োজনসিদ্ধি।

স্বার্থিক (ত্রি) ১ পাণিন্যুক্ত স্বার্থবিহিত প্রত্যয়, ব্যাকরণে যে সকল প্রত্যয় স্বার্থে হয়, তাহাকে স্বার্থিক কহে। যেমন স্বার্থে কন্ প্রত্যয় বিহিত আছে, এই জন্য উহাকে স্বার্থিক কহে। (পা ৫।৩।১) ২ নিজ অর্থ দ্বারা সম্পাদিত। ৩ স্বার্থপর।

স্বালক্ষণ (ত্রি) ১ নিজেরও দুর্দর্শ, নিজেও যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। 'স্বীয়ানামপি অলক্ষণং নাস্তি লক্ষণং সম্যগবলোকনং যস্য সঃ স্বৈরপি দুর্দর্শং ইত্যর্থঃ' (ভারত ৫।১৮২৫ টীকায় নীলকণ্ঠ) (ক্লী) ২ নিজের অলক্ষণ, অমঙ্গল।

স্বালক্ষণ্য (ক্লী) ব্যভিচারশীলত্ব।

"স্বালক্ষণ্যপরীক্ষার্থং তাসাং শৃণুত নিষ্কৃতীঃ।" (মনু ৯।১৯)
'স্বালক্ষণ্যং ব্যভিচারশীলত্বং' (কুল্লুক)

স্বালক্ষ্য (ত্রি) নিজেরও অলক্ষ্য, নিজেও সহজে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্বাবমানন (ক্লী) স্বস্য অবমাননং। স্বাবমাননা, নিজের অবমাননা।

স্বাবশ্য (ক্লী) স্ববশ ষ্যঞ্। স্ববশতা, আত্মবশতা।

স্বাবৃজ্ (ত্রি) নিজের অর্জ্জনযুক্ত, স্বার্জ্জন। "স্বাবৃগ্‌দেবস্যামৃতং" (ঋক্ ১০।১৩।৩) 'স্বাবৃজ্ স্বার্জনং' (সায়ণ)

স্বাবেশ (ত্রি) শোভন নিবাস, উত্তম নিবাসযুক্ত।

"স্বাবেশা ভবতু দেবগোপা" (ঋক্ ৭।৫৭।১)
'স্বাবেশা শোভননিবাসা' (সায়ণ)

স্বাশিত (ত্রি) সুষ্ঠু ভুক্ত, সুন্দর রূপে ভুক্ত অতএব তৃপ্ত।

"সোমং পপীয়াৎ স্বাশিতঃ পুনরস্তং" (ঋক্ ১০।২৮।১)
'স্বাশিতঃ সুষ্ঠু ভুক্তস্তৃপ্তঃ' (সায়ণ)

স্বাশির্ (ত্রি) সামভেদ।

স্বাশিস্ (ত্রি) শোভন আশিস্ অর্থাৎ আশীর্ব্বাদযুক্ত। "স্বাশিষং ভরমা যাহি সোমিনঃ" (ঋক্ ১০।৪৫।৫) 'স্বাশিষং শোভনা আশিষো যস্মিন্ তং' (সায়ণ)

স্বাশ্রয় (পুং) স্বস্য আশ্রয়ঃ। ১ নিজের আশ্রয়। (ত্রি) ২ স্বীয় আশ্রয়যুক্ত।

স্বাস্ (ত্রি) শোভনাস্য, শোভন আস্য অর্থাৎ মুখবিশিষ্ট। "বৃষ্ণো বৃহতঃ স্বাসঃ" (ঋক্ ১০।৩।৪) 'স্বাসঃ শোভনাস্যস্য' (সায়ণ)

স্বাসস্থ (ত্রি) সুখকর আসনে অবস্থিত।

"স্তৃণামি স্বাসস্থাং দেবেভ্যঃ" (শুক্লযজু° ২।২)
'স্বাসস্থাং দেবোপকারায় সুখেন অসিতুং স্থানভূতাং সুখেন আসেন আসনেন স্থীয়তে যস্যাং সা স্বাসস্থা তাং' (মহীধর)

স্বাসীন (ত্রি) সুন্দররূপে আসীন, সুখোপবিষ্ট।

স্বাস্তীর্ণ (ত্রি) সুন্দর রূপে আস্তীর্ণ, উত্তম রূপে বিছান।

স্বাস্থ্য (ক্লী) সুস্থস্য ভাবঃ সুস্থ-ষ্যঞ্। আরোগ্য, সুস্থতা।

"মানবো যেন বিধিনা সুস্থস্তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তমেব কারয়েদ্বৈদ্যো যতঃ স্বাস্থ্যং সদেপ্সিতং॥
দিনচর্য্যাং নিশাচর্য্যাং ঋতুচর্য্যাং যথোদিতাং।
আচরন্ পুরুষঃ স্বস্থঃ সদা তিষ্ঠতি নান্যথা॥ (ভাবপ্র° ১ ভাগ)

যে প্রকার আহার-বিহারাদি দ্বারা মানবগণের শরীর সর্ব্বদা

সুস্থ থাকে, বৈদ্য সেইরূপ আহার ও আচরণাদির উপদেশ দিবেন। কারণ মানব সর্ব্বদা স্বাস্থ্য-লাভাভিলাষী হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য লাভ করাই চিকিৎসাশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। রোগ উৎপন্ন হইলে চিকিৎসা দ্বারা তাহা নিবারণ করা যেরূপ আবশ্যক, রোগ হইবার পূর্ব্বে যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহা প্রতিপালন করা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। যথোপযুক্ত বলবর্ণাদিসম্পন্ন নীরোগ শরীরে নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল উপভোগের নাম স্বাস্থ্য।

"স্বস্থবৃত্তং যথোদ্দিষ্টং যঃ সম্যগনুতিষ্ঠতি।
সঃ সমাঃ শতমব্যাধি রায়ুষান বিযুজ্যতে॥" (চরক সূত্রস্থা°)

যিনি স্বস্থবৃত্ত অর্থাৎ বৈদ্যকোক্ত বিধি সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠান করেন, তিনিই নীরোগী হইয়া শত বৎসর কাল জীবিত থাকেন, যেরূপ আহার বিহারাদি দ্বারা স্বাস্থ্যসংরক্ষণ করিতে পারা যায়, তাহাকেই স্বাস্থ্যবিধি কহে। শরীরী মাত্রেরই স্বাস্থ্য একান্ত প্রার্থনীয়, যে হেতু ঐহিক পারত্রিক যাবতীয় অনুষ্ঠানই স্বাস্থ্য সাপেক্ষ। শরীর সুস্থ না থাকিলে ঐহিক সুখ লাভ এবং পারত্রিক স্বর্গাদি লাভ কিছুই হয় না।

যে নিয়ম অবলম্বন করিলে বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি, ধাতু ও মলের সমতা এবং ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন থাকে, সেই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলেই প্রকৃত পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। এইরূপ কোন আহার বা বিহারের অনুষ্ঠান করা উচিত নহে, যাহাতে বায়ু, পিত্ত প্রভৃতি দোষ কুপিত হয়। কি কি নিয়ম প্রতিপালন করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, বৈদ্যকে তাহার বিশেষ বিধান লিখিত হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিতে শয়ন পর্য্যন্ত কিরূপ ভাবে আহার-বিহার চলা ফেরা করা আবশ্যক, তাহার বিষয়ও বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল আচরণ দিনচর্য্যা, নিশাচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যা নামে কথিত হইয়াছে, দিন এবং রাত্রিকালে কিরূপ ভাবে চলা দরকার, শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুবিশেষে কোন কোন দ্রব্য আহার করা উচিত ও কিরূপ ভাবে অবস্থান করা উচিত, তাহাই ঋতুচর্য্যায় লিখিত আছে।

প্রথমে শয্যা হইতে উত্থান, মলমূত্রাদি নিঃসারণ রূপ শৌচ, দন্তধাবন, জিহ্বা নির্লেখন, মুখগণ্ডূষ, নস্য, অঞ্জন, ব্যায়াম, অভ্যঙ্গ, স্নান, উদ্বর্ত্তন, বস্ত্রপরিধান, সুগন্ধানুলেপন, ভূষণধারণ, ভোজন, বিষনাশন, ভোজনের দোষগুণ, আচমন, ভোজনান্তর কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাম্বূলসেবন, শয়ন, দিবানিদ্রার দোষগুণ, উষ্ণীষ ও উপানদ্ধারণ, ছত্রধারণ, যানারোহণ, ধূমপান, সদাচার, সন্ধ্যাকালে নিষিদ্ধ কর্ম্ম, রাত্রিচর্য্যা, মৈথুন এবং ঋতুবিশেষে কর্ত্তব্য সকল বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে সেই সকল বিষয় এই স্থানে লিখিত হইল না। এই সকল কার্য্য যথাবিধানে প্রতিপালন করিলে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় এবং এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে দোষ কুপিত হইয়া, স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°)

অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বৈদ্যকশাস্ত্রে যে সকল বিধিনিষেধ আছে, সেই সকল বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিলেই প্রকৃত পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল বস্তু নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা দৃষ্টদ্বারক, অদৃষ্টদ্বারক এবং দৃষ্টাদৃষ্টদ্বারক বলিয়া লিখিত আছে। যে বস্তু কেবল মাত্র ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু বৈদ্যকাদি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই তাহা অদৃষ্টদ্বারক এবং যে বস্তুর দোষ সহজে দৃষ্ট হয়, তাহা দৃষ্টদ্বারক ; ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বৈদ্যক এই উভয় শাস্ত্রেই যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা দৃষ্টাদৃষ্টদ্বারক। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে এই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য সর্ব্বথা পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ফলে ইহাই স্থির জানিতে হইবে যে, বিহিতের অননুষ্ঠান, নিন্দিতের সেবন এবং ইন্দ্রিয়ের অনিগ্রহ এই সকল কারণে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়া অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে এবং ধর্ম্ম ও বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, নিন্দিত কর্ম্মের বর্জ্জন এবং ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষিত হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ হয়। ২ সন্তোষ। (হেম)

"কিং বক্ষ্যাম্যপকল্মষাঃ কৃতধিয়ঃ স্বপ্নেঽপি সা দুর্লভা
চেতঃ স্বাস্থ্যমুপৈহি কঃ খলু যুবা ধন্যোঽধরং ধাস্যতি।"
(সাহিত্যদ° ৩।২৪৯)

স্বাহুত (ত্রি) স্বেন আহুতঃ। ১ আপনা কর্ত্তৃক আহুত। ২ বিশেষরূপে আহুত।

স্বাহা (অব্য) সুষ্ঠু আহূয়ন্তে দেবা অনেনেতি সু-আ-হ্বে-ডা। ১ দেবহবির্দ্দানমন্ত্র। পর্য্যায়—শ্রৌষট্, বৌষট্, বষট্, স্বধা। (অমর) অগ্নিতে দেবগণের উদ্দেশে হোম করিতে হইলে এই মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিতে হয়। দেবগণ অগ্নিমুখে ভোজন করিয়া থাকেন। "ইন্দ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিলে ইন্দ্র তাহা গ্রহণ করেন, এইরূপ দেবতা মাত্রেই 'স্বাহা' এই মন্ত্রে হবিগ্রহণ করিয়া থাকেন।

দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীতে ভগবতী দুর্গা দেবী স্বাহা ও স্বধারূপে কথিত হইয়াছেন।

"ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা।"(চণ্ডী ১।৫৪)

(স্ত্রী) ২ বৌদ্ধশক্তিবিশেষ। পর্য্যায়—তারা, মহাশ্রী, ওঙ্কারা, শ্রী, মনোরমা, তারিণী, জয়া, অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরাত্মজা, খদূরবাসিনী, ভদ্রা, বৈশ্যা, নীল সরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বসুধারা, ধনদা, ত্রিলোচনা, লোচনাস্যা। (ত্রিকা°) ব্যাকরণমতে এই শব্দ যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। ৩ অগ্নির পত্নীর নাম স্বাহা। পর্য্যায়—আগ্নায়ী, হুতভুক্প্রিয়া, অনলপ্রিয়া,

বহ্নিবধূ। (শব্দরত্না°) শ্রীমদ্ভাগবতমতে ইনি দক্ষকন্যা। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই স্বাহা দেবীর বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যে, নারদ নারায়ণের নিকট গমন করিয়া স্বাহার উৎপত্তিবিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নারদকে বলিলেন, পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমাদের আহার্য্য স্থির করিয়া দিন। তখন ব্রহ্মা দেবগণের আহার্য্যের জন্য হরির চরণসেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ হরি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে অংশের সহিত যজ্ঞরূপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মযজ্ঞ উপলক্ষে প্রদত্ত হবি দেবগণের আহার্য্য করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকলজাতিই যজ্ঞে দেবোদ্দেশে হবিঃ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবগণ যাজ্ঞিকদত্ত স্ব স্ব ভাগ লাভ করিতে পারেন না। দেবগণ আহার না করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পুনর্বার পিতামহের নিকট উপস্থিত এবং অনাহার-জন্য ক্লেশ জানাইলেন। ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান দ্বারা হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং হরির আজ্ঞানুসারে প্রকৃতির পূজা আরম্ভ করিলেন। তখন সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতি দেবী দাহিকাশক্তিরূপে অগ্নিভার্য্যা স্বাহা নামে বিখ্যাতা হইলেন এবং দেবী ঈষদ্ধাস্য করিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। বিধি তাঁহার বাক্য শুনিয়া বলিলেন, শক্তি দেবি! আপনি অগ্নিদেবের দাহিকা শক্তি এবং প্রিয়া স্বাহা, অগ্নি সর্ব্বভুক্ হইলেও আপনার সাহায্য ব্যতীত কোন বস্তু ভস্ম করিতে পারেন না, অতএব যে ব্যক্তি মন্ত্রের অন্তে আপনার নাম উচ্চারণ করিয়া দেবগণের উদ্দেশে হবির্দান করিবে দেবগণ তদ্দত্ত হবির্লাভ করিবেন, আপনি আমায় এই বর দিন। স্বাহা দেবী এই বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মাকে উক্ত বর দিলেন।

তদনন্তর স্বাহা দেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার অভিলাষে বহুকাল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি অতিশয় কমনীয় কান্তি কন্দর্পমোহন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কামুকী হইয়া কামবশে মূর্চ্ছিতা হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বহুকাল তপঃক্লেশে কৃশাঙ্গী অনঙ্গবশীভূতা স্বাহার অভিপ্রায় জানিয়া নিজক্রোড়ে তাহাকে স্থাপন করিয়া কহিলেন, তুমি দ্বাপরযুগে নিজ অংশে নগ্নজিৎ নৃপতির কন্যা নাগ্নজিতী নামে বিখ্যাতা হইয়া আমাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে। সম্প্রতি কিছু দিনের জন্য মদনুগ্রহে পবিত্র হইয়া অগ্নির পত্নী হও। তখন অগ্নিদেব ব্রহ্মার বাক্যানুসারে সামবিধানানুসারে স্বাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে অগ্নি হইতে দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিন পুত্র হইল। মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণসমূহ স্বাহা শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রতিদিন হবির্দান করিতে লাগিলেন, দেবগণও স্বাহা দ্বারা উক্ত হবিঃপ্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি এই স্বাহা শব্দ শেষে সংযোগ করিয়া হবির্দান করে, তাহার সকল অভিলাষ সিদ্ধি হয়।

"ওঁ হ্রীঁ, শ্রীঁ বহ্নিজায়ায়ৈ স্বাহা" ইহা স্বাহার মূল মন্ত্র। এই মন্ত্রে স্বাহার পূজা করিতে হয়। স্বাহা আদ্যা প্রকৃতির অংশস্বরূপা, মন্ত্র এবং তন্ত্রের অঙ্গরূপা মন্ত্রসমূহের ফলদায়িনী জগদ্ধাত্রী, সতী সিদ্ধিস্বরূপা, সিদ্ধা, সর্ব্বদা মনুষ্যগণের সিদ্ধিদায়িনী, সর্ব্বদহন বহ্নির দাহিকাশক্তি, বহ্নির প্রাণাধিকা, সংসারসারূপা, ঘোর সংসারতারিণী, দেবগণের জীবনস্বরূপা এবং দেবপালনকারিণী, যে ব্যক্তি এই স্বাহার ষোড়শ নাম পাঠ করে, তাহার সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

"স্বাহাদ্যাঃ প্রকৃতেরংশা মন্ত্রতন্ত্রাঙ্গস্বরূপিণী।
মন্ত্রাণাং ফলদাত্রী চ ধাত্রী চ জগতাং সতী॥
সিদ্ধিরূপা চ সিদ্ধা চ সিদ্ধিদা সর্ব্বদা নৃণাং।
হুতাশদাহিকাশক্তিস্তৎপ্রাণাধিকরূপিণী॥
সংসারসাররূপা চ ঘোরসংসারতারিণী।
দেবজীবনরূপা চ দেবপোষণকারিণী॥
ষোড়শৈতানি নামানি যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য সর্ব্বকর্ম্ম সুশোভনং।
অপুত্রো লভতে পুত্রমভার্য্যো লভতে প্রিয়াং॥"(ব্রহ্মবৈ° প্র° ৪অ°)

স্বাহাকরণ (ক্লী) স্বাহাকৃতি।

স্বাহাকার (পুং) স্বাহাকৃতিশব্দার্থ।

স্বাহাকৃৎ (ত্রি) যজ্ঞকারী যজ্ঞকর্ত্তা।

স্বাহাকৃতি (স্ত্রী) হবিতে দীয়মান। "সমজ্যতে স্বাহাকৃতীষু রোচতে" (ঋক্ ১।১৮৮।১১) 'স্বাহাকৃতীষু স্বাহাকারেষু সৎসু হবিঃসু দীয়মানেষু' (সায়ণ)

স্বাহাপতি (পুং) স্বাহায়াঃ পতিঃ। অগ্নি।

স্বাহাপ্রিয় (পুং) স্বাহায়াঃ প্রিয়ঃ। অগ্নি। (হলায়ুধ)

স্বাহাভুজ্ (পুং) স্বাহয়া ভুঙ্ক্তে ইতি ভুজ-ক্বিপ্। দেবতা।

স্বাহার (পুং) স্বস্য আহারঃ। ১ নিজের আহার। স্বীয় আহার। (ত্রি) ২ স্বকীয় আহারবিশিষ্ট।

স্বাহার্হ (ত্রি) স্বাহার উপযুক্ত, যজ্ঞার্হ।

স্বাহাবল্লভ (পুং) স্বাহায়া বল্লভঃ। স্বাহাপতি, অগ্নি।

স্বাহাশন (পুং) স্বাহয়া অশ্নাতি অশ-ল্যু। স্বাহাভুক্ দেবতা, দেবগণ স্বাহা এই মন্ত্রে ভোজন করিয়া থাকেন।

স্বাহি (পুং) বৃজিনীবন্তের পুত্র। (হরিবংশ)

স্বাহুত (ত্রি) ১ সুন্দর রূপে অভিমুখে হুত। "মধুজিহ্বঃ স্বাহুতঃ" (ঋক্ ১।৪৪।৬) 'স্বাহুতঃ সুষ্ঠু আভিমুখ্যেন হুতঃ' (সায়ণ) স্বেন-আহুতঃ। ২ আপনা কর্ত্তৃক আহুত।

স্বাহেয় (পুং) কার্ত্তিকেয়।

স্বাহ্য (ত্রি) স্বাহাসম্বন্ধী।

স্বিৎ (অব্য) ১ প্রশ্ন। ২ বিতর্ক। (অমর)

"অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভির্দৃষ্টোচ্ছ্রায়-শ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।" (মেঘদূত ১৪) ৩ পাদপূরণ। 'স্বিৎ প্রশ্নে চ বিতর্কে চ তথৈব পাদপূরণে।' (মেদিনী)

স্বিদ্, ১ গাত্রপ্রক্ষরণ, ঘর্ম্মচ্যুতি। ২ স্নেহন। ৩ মোচন। ৪ মোহন। ঘর্ম্মচ্যুতি অর্থে আত্মনে°, স্নেহনাদি অর্থে দিবা°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। ভ্বাদি° পক্ষে লট্ স্বেদতে। লিট্ সিস্বেদে। লুট্ স্বেদিতা। লুঙ্ অস্বেদিষ্ট। দিবাদি পক্ষে লট্ স্বিদ্যতি। লিট্ সিম্বেদ, সিম্বিদতুঃ। লুট্ স্বেত্তা। লৃট্ স্বেৎস্যতি। লুঙ্ অস্বিদৎ, অস্বিদতাং, অস্বিদন্। সন্ সিম্বিৎসতি। যঙ্ সেম্বিদ্যতে। যঙ্-লুক্ সেম্বেত্তি। নিচ্ স্বেদয়তি। লুঙ্ অসিম্বিদৎ।

স্বিধ্য (ত্রি) ১ সুদীপ্তাস্য, আস্যযুক্ত। ২ সূর্য্যকিরণ দ্বারা সুদীপ্ত। "সিধ্যা যদ্বনধিতিরপস্যাৎ" (ঋক্ ১।১২১।৭) 'সিধ্যা সুদীপ্তাস্যা যদ্বা সূর্য্যকিরণৈঃ সুদীপ্তা, শোভনসিধ্যং দীপ্তমাস্যং দীপ্তির্বা যস্যাঃ'(সায়ণ)

স্বিন্ন (ত্রি) স্বিদ-ক্ত। ১ ঘর্ম্মযুক্ত, স্বেদবিশিষ্ট। (হলায়ুধ) ২ পক্ক দ্রব্য, অন্ন প্রভৃতি। "শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রাহুঃ সতুষং ধান্যমুচ্যতে। আমং বিতুষমিত্যুক্তং স্বিন্নমন্নমুদাহৃতং ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত বশিষ্ঠ)

স্বিষু (ত্রি) শোভন বাণযুক্ত। "যঃ স্বিষুঃ সুধন্বা" (ঋক্ ৫।৪২।১১) 'স্বিষুঃ শোভনবাণঃ' (সায়ণ)

স্বিষ্ট (ত্রি) বিশেষরূপ ইষ্ট। "তেন যজ্ঞেন স্বয়ঙ্কৃতেন স্বিষ্টেন" (ঋক্ ১।১৬২।১৫) 'স্বিষ্টেন সুষ্ঠু ইষ্টেন যজ্ঞেন' (সায়ণ)

স্বিষ্টকৃৎ (ত্রি) সুষ্ঠু ইষ্টং করোতীতি কৃ-কিপ্-তুক্ চ। ১ বিশেষরূপে ইষ্টকারক। "দ্যাবাপৃথিবী স্বিষ্টকৃদ্দেবেভ্যো" (শুক্লযজুঃ ২।৯) 'দেবেভ্যো দেবার্থং স্বিষ্টকৃৎ ভূৎ। সুষ্ঠু ইষ্টং করোতীতি' (মহীধর) ২ হোমবিশেষ, স্বিষ্টকৃদ্ধোম।

"কুহ্বৈ চৈবানুমত্যৈ চ প্রজাপতয় এব চ।
সহ দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ তথা স্বিষ্টকৃতেহন্ততঃ ॥" (মনু ৩।৮৬)

স্বিষ্টি (স্ত্রী) শোভন যজন। "কৃণুতং নঃ স্বিষ্টিং" (শুক্লযজুঃ ২৭।১৮) 'স্বিষ্টিং শোভনং যজনং' (মহীধর)

স্বীকরণ (ক্লী) স্বীকারশব্দার্থ।

স্বীকর্ত্তৃ (ত্রি) স্বীকারকারক।

স্বীকর্ত্তব্য (ত্রি) স্বীকারার্হ, স্বীকারযোগ্য।

"অভ্যর্চ্চঃ স নরেন্দ্রেণ স্বীকর্ত্তব্যো জয়ৈষিণা।" (বৃহৎস° ২।২০)

স্বীকার (পুং) অস্বস্য স্বস্য কারঃ করণং স্ব-কৃ-ঘঞ্, অভূততদ্ভাবে চ্বি। ১ অঙ্গীকার। ২ প্রতিজ্ঞা। ৩ পরিগ্রহ। ৪ প্রতিগ্রহ, গ্রহণ, লোকের নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করা। ৫ আয়ত্তীকরণ। ৬ বশীকরণ।

স্বীকার্য্য (ত্রি) স্বীকারযোগ্য, স্বীকারের উপযুক্ত।

স্বীকৃত (ত্রি) স্ব-কৃ-ক্ত, অভূততদ্ভাবে চ্বি। ১ অঙ্গীকৃত। ২ সম্মত। ৩ পরিগৃহীত। ৪ প্রতিগৃহীত, গৃহীত। ৫ আয়ত্তীকৃত।

স্বীকৃতি (স্ত্রী) স্ব-কৃ-ক্তিন্-চ্বি। স্বীকারশব্দার্থ।

স্বীয় (ত্রি) স্বস্যায়মিতি স্ব-ছ। ১ স্বকীয়। ২ আত্মীয়।

"শূদ্রঃ কর্ম্মাণি যো নিত্যং স্বীয়ানি কুরুতে প্রিয়ে।
তস্যাহমর্চ্চাং গৃহ্লামি চন্দ্রখণ্ডবিভূষিতে ॥" (তিথিতত্ত্ব)

স্বীয়া (স্ত্রী) স্বস্যেয়মিতি স্ব-ছ-টাপ্। নায়িকাবিশেষ। ইহার লক্ষণ—স্ত্রীর স্বামীতে অনুরক্তা এবং পতিব্রতা হইবার চেষ্টা, স্বামিশুশ্রূষা, শীলরক্ষা, সরলতা ও ক্ষমা। এই নায়িকা প্রথমতঃ তিন প্রকার, মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভা। অবস্থাভেদে ইহা আবার প্রত্যেকে ৯ প্রকার, প্রোষিতভর্তৃকা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিতা, বাসকসজ্জা, স্বাধীনপতিকা, অভিসারিকা ও প্রবৎস্যৎপতিকা। এই সকল নায়িকা আবার উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে ১২৮ প্রকার হইয়া থাকে।

"সঞ্চারো রতিমন্দিরাবধি সখীকর্ণাবধি ব্যাহৃতং
চেতঃ কান্তসমীহিতাবধি পদন্যাসাবধি প্রেক্ষিতং।
হাস্যঞ্চাধরপল্লবাবধি মহামানেঽপি মৌনাবধি
সর্ব্বং স্বাবধি নাবধিঃ কুলভুবাং প্রেম্নঃ পরং লক্ষণং ॥" (রসম°)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে এইরূপ লক্ষণাদি লিখিত আছে,

"স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্য-বনিতা।
অগ্রে এই তিন ভেদ পণ্ডিত বর্ণিতা ॥
কেবল আপন নামে অনুরাগ যার।
স্বকীয়া তাহার নাম নায়িকার সার ॥
নয়ন অমৃত নদী সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজপতি বিনা কভু অন্য জনে চায় না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে ধায় না ॥
অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা,
প্রিয় সখী বিনা কভু অন্য কাণে যায় না।
নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি,
ক্রোধ হলে মৌন ভাব কেহ টের পায় না ॥
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা তাহার ভেদ তিন।
তিনেতে এ তিন ভেদ বুঝহ প্রবীণ ॥" (রসম°)

[বিশেষ বিবরণ নায়িকা শব্দ দেখ]

স্বৃ ১ শব্দ। ২ উপতাপ। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, শব্দার্থে অক°, উপতাপার্থে সক°, অনিট্। লট্ স্বরতি। লুঙ্ অস্বারীৎ। স্বৃ। ৩ হিংসা। ক্র্যাদি°, পরস্মৈ°, সক°, অনিট্। লট্ স্বৃণাতি।

স্বৃদ্ধ (ত্রি) সুসমৃদ্ধ, অতি সমৃদ্ধ।

"ইমে জনপদাঃ স্বৃদ্ধাঃ সুপক্বৌষধিবীরুধঃ।" (ভাগবত ১।৮।৪০)
'স্বৃদ্ধাঃ সুসমৃদ্ধয়ঃ' (স্বামী)

স্বেক, গতি। ভ্বাদি, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ স্বেকতে। লোট্ সেকতাং। লিট্ সিস্বেকে। লুঙ্ অস্বেকিষ্ট।

স্বেচ্ছা (স্ত্রী) স্বস্য ইচ্ছা। স্বকীয় ইচ্ছা, নিজের ইচ্ছা, পর্য্যায়—যদৃচ্ছা। (হেম)

স্বেচ্ছাচারিন্ (ত্রি) স্বেচ্ছয়া চরতি চর-ণিনি। স্বাধীন, যিনি আপন ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করেন। উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য।

স্বেচ্ছামৃত্যু (পুং) স্বেচ্ছয়া মৃত্যুর্যস্য। ১ ভীষ্ম। (ত্রিকা°) ২ আপনার ইচ্ছানুরূপ মৃত্যু। (ত্রি) ৩ আপনার ইচ্ছানুরূপ মৃত্যুযুক্ত।

স্বেদ (পুং) স্বিদ-ঘঞ্। ১ ঘর্ম্ম, ঘাম। ২ ক্লেদ। ৩ বাষ্প। ৪ উষ্ম। ৫ তাপ, স্বেদন, চলিত ভাবরা। বৈদ্যকশাস্ত্রে স্বেদবিধির বিশেষ বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

"স্বেদশ্চতুর্বিধঃ প্রোক্তস্তাপোষ্মস্বেদসংজ্ঞিতঃ।
উপনাহো দ্রবস্বেদঃ সর্ব্বে বাতার্ত্তিহারিণঃ॥" (ভাবপ্র° ২ ভাব)

স্বেদ চারি প্রকার - তাপ স্বেদ, উষ্ণ স্বেদ, উপনাহ স্বেদ এবং দ্রব স্বেদ। এই চারি প্রকার স্বেদ সাধারণতঃ বায়ুনাশক হইলেও বিশেষ এই যে, তাপস্বেদ ও উষ্ণস্বেদ কফনাশক, উপনাহ স্বেদ বায়ুনাশক এবং দ্রবস্বেদ পিত্তনাশক।

বলবান্ বা উৎকট ব্যাধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে শীতকালে মহাস্বেদ, দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে অল্পস্বেদ এবং মধ্যবলীর পক্ষে মধ্যস্বেদ প্রশস্ত। কফের প্রকোপে রুক্ষ স্বেদ এবং বাতশ্লেষ্মিক রোগে রুক্ষ ও স্নিগ্ধ এই উভয় প্রকার স্বেদই প্রযোজ্য। যে সকল ব্যক্তির নস্য বা বস্তিপ্রয়োগ আবশ্যক, অথবা যাহাদিগকে বিরেচনাদি দ্বারা শোধন করিতে হইবে, তাহাদিগকে অগ্রে স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসক ভগন্দর, অশ্মরী ও অর্শঃ এই তিনটী রোগে শস্ত্রকর্ম্মের পর স্বেদপ্রদান করিবেন। মূঢ়-গর্ভরোগে শল্য উদ্ধার হইলে এবং যথাকালে বা অকালেই হউক প্রসব হইলে পরে স্বেদপ্রদান করা আবশ্যক।

ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইলে রোগীকে বায়ুরহিত স্থানে রাখিয়া স্বেদ প্রয়োগ করিতে হয়। স্নেহসিক্ত ব্যক্তিকে স্বেদপ্রদান করিলে তাহার ধাতুগত দোষসমূহ দ্রবীভূত হইয়া কোষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাহাতে বিরেচন হইয়া থাকে। শরীরে স্নেহ ম্রক্ষণ ও শীতল বস্ত্রাদি দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিয়া স্বেদপ্রদান করিবে। স্বেদপ্রদানের পর হৃদয়ে শীতল বস্তু স্পর্শ করাইতে হয়।

অজীর্ণরোগী, মেহরোগী, ক্ষীণরোগী, তৃষ্ণার্ত্ত, দুর্ব্বল, ক্ষত, অতীসার, রক্ত, পিত্ত, পাণ্ডু, উদর ও মেদোরোগী এবং গর্ভিণী স্ত্রীকে স্বেদপ্রয়োগ করিবে না। কারণ ইহাদিগকে স্বেদপ্রদান করিলে রোগ অসাধ্য হয়, অথবা শরীর একেবারে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের রোগ একান্তই স্বেদসাধ্য হইলে অতি মন্দ স্বেদ দিতে হইবে। হৃদয়, মুষ্ক ও নেত্রপ্রদেশেও মন্দ স্বেদ দেওয়া বিধেয়।

যে স্বেদ ব্যাধির উপযোগী, ব্যাধিত ব্যক্তির উপযোগী এবং ঋতুবিশেষের উপযোগী, যাহা অতি উষ্ণ ও অতি মৃদু নহে, যে স্বেদ তত্তদ্-রোগহর দ্রব্য দ্বারা কল্পিত এবং যাহা আমাশয়াদি স্বেদোপযুক্ত স্থানে প্রদত্ত, সেই স্বেদই হিতকর। যাহারা নিত্য কষায় বা মদ্য পান করে, তাহাদিগকে এবং বিষরোগী, স্থূল ব্যক্তি, ক্ষুধার্ত্ত, ক্রুদ্ধ ও শোকার্ত্ত ইহাদিগকেও স্বেদ প্রদান করিবে না।

স্বেদ্যরোগী—প্রতিশ্যায়, কাস, হিক্কা, শ্বাস, দেহগৌরব, কর্ণ-শূল, মন্যাশূল, শিরঃশূল, স্বরভেদ, গলব্যথা, অর্দ্দিত, একাঙ্গে ও সর্ব্বাঙ্গে পক্ষাঘাত, দেহনমনকারী, দণ্ডাপতানকাদি রোগ, কোষ্ঠের আনাহ ও বিবন্ধ, শুক্রাঘাত, জৃম্ভা এবং পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, কটি ও কুক্ষি বেদনা, গৃধ্রসী মূত্রকৃচ্ছ্র, মুষ্কবৃদ্ধি, অঙ্গমর্দ্দ এবং পাদ, উরু, জানু ও জঙ্ঘা বিমর্দ্দ, শোথ, খল্লী, অপস্মার, পাকজ-বিসূচিকাদিরোগ, শীতকম্প, বাতকণ্টক, অঙ্গসঙ্কোচকারী বাতরোগ, শূল, স্পর্শহীনতা এবং সর্ব্বাঙ্গগত বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরাদি প্রভৃতি রোগে স্বেদ হিতকর।

স্বেদদ্রব্য—তিল, মাষকলায়, কুলথ কলায় এবং কাঞ্জিক, ঘৃত, তৈল ও মাংসরসমিশ্রিত অন্ন, পায়স, তিল ও মাষকৃত যবাগূ ও মাংস এই সকল দ্রব্য পিণ্ডাকার করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিতে হয়। গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বরাহ ও অশ্ব ইহাদের আর্দ্র বিষ্ঠা, পেষিত সতুষ যব, বালুকা, পাংশু, পাষাণচূর্ণ, শুষ্ক গোময়াদিচূর্ণ ও লৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্য পোটুলীবদ্ধ ও উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা শ্লৈষ্মিক ব্যাধিতে স্বেদপ্রদান করিবে। ইহা রুক্ষ স্বেদ। উপরি উক্ত তিলাদির পিণ্ডস্বেদ বাতজ ব্যাধিতে দিতে হয়। উহার নাম স্নিগ্ধ স্বেদ। বাতশ্লৈষ্মিক রোগে পূর্ব্বোক্ত উভয় বিধ স্বেদই একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে।

স্বেদ ১৩ প্রকার যথা—সঙ্করস্বেদ, প্রস্তরস্বেদ, নাড়ীস্বেদ, পরিষেকস্বেদ, অবগাহনস্বেদ, জেন্তাকস্বেদ, অশ্মঘনস্বেদ, কর্ষূস্বেদ, কুটীস্বেদ, ভূস্বেদ, কুম্ভীস্বেদ, কূপস্বেদ ও হোলাকস্বেদ।

সঙ্করস্বেদ—উষ্ণীকৃত ঔষধ বস্ত্রখণ্ডমধ্যে পুটলী করিয়া অথবা কেবল পিণ্ডাকার করিয়া তদ্দ্বারা যে স্বেদ দেওয়া হয়, তাহাকে সঙ্করস্বেদ কহে।

প্রস্তরস্বেদ—শালি ষষ্টিকাদি শূকধান্য, মুগমাষাদি শমীধান্য বা পুলাকধান্য, নিরস্থি ও পেষিত ছিন্ন মাংস, পায়স, তিলমাষ-কৃত যবাগূ ও উৎকারিকা প্রস্তুত করিয়া উষ্ণাবস্থায় তদ্দ্বারা

কপাটবৎ বিস্তৃত কোন কাষ্ঠাদি-পাত্র প্রলিপ্ত করিবে এবং তাহার উপর পট্টবস্ত্র, মেষলোমজাত বস্ত্র, ভেরাণ্ডা বা আকন্দপত্র বিছাইয়া শয্যা প্রস্তুত করিবে এবং রোগীকে উত্তম রূপে তৈলাভ্যক্ত করিয়া ঐ উষ্ণ শয্যার উপর শোয়াইবে, এই প্রণালীতে যে স্বেদ দেওয়া হয়, তাহাকে প্রস্তরস্বেদ কহে।

নাড়ীস্বেদ—একটী হাড়ীর মধ্যে মূল, ফল, পত্র ও শুঙ্গাদির সহিত স্বেদের উপযুক্ত দশটী দ্রব্য রাখিয়া দিবে, অথবা উষ্ণবীর্য্য পশু-পক্ষীর মাংস, মস্তক ও পাদ প্রভৃতি দ্রব্যসকল রাখিবে, স্বেদ-দ্রব্যে উপযুক্ত পরিমাণে জল দিতে হইবে কিংবা যথাযোগ্য অম্ল, লবণ ও ঘৃতাদি স্নেহসংযুক্ত গব্যাদি মূত্র বা গব্যাদি দুগ্ধ রাখিবে, পরে একখানি শরা দিয়া হাড়ির মুখ বান্ধিয়া সন্ধিস্থল এইরূপে লিপ্ত করিবে, যেন লিপ্ত স্থান দিয়া বাষ্প বহির্গত হইতে না পারে। শরার মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র করিবে, পরে শরমুজ, বাঁশপাতা, করঞ্জপাতা বা আকন্দপাতা দ্বারা এরূপ একটী হস্তিশুণ্ডাকৃতি নল করিবে, যেন ঐ নলটী এক ব্যাম বা দেড় ব্যাম দীর্ঘ এবং উহার মূলের পরিধি যেন এক ব্যামের চতুর্থাংশ ও অগ্রভাগের পরিধি এক ব্যামের অষ্টমাংশ হয়। নলের গায়ের চতুষ্পার্শে যে সকল ফাঁক থাকিবে, তাহা এরণ্ডাদি বাতহর পত্র দ্বারা রুদ্ধ করিবে, নলটী ঠিক ঋজু না করিয়া তাহার দুই তিন স্থান বক্র করিবে, কারণ নলটী ঋজু হইলে তদ্দ্বারা বাষ্পসকল অতিশয় বেগে বহির্গত হইয়া ত্বক্‌কে দাহযুক্ত করে, নল দুই তিন স্থানে বক্র হইলে বাষ্পসকল বহির্গমন-কালে ঐ দুই তিন স্থানে প্রতিহত হওয়ায় অতিশয় বেগে বহির্গত হইতে পারে না, স্বেদক্রিয়াও সুখে নির্ব্বাহ হয়। উক্তরূপ নল প্রস্তুত করিয়া তাহার মূলভাগ শরাব-ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং হাড়ীর নীচে জ্বাল দিতে থাকিবে। নল দিয়া যখন বাষ্প বহির্গত হইতে থাকিবে, তখন ঐ নলনিঃসৃত বাষ্প দ্বারা রোগীকে স্বেদ দিবে। এইরূপে স্বেদ দিবার পূর্ব্বে বাত-নাশক দ্রব্য-সংস্কৃত তৈলাদি দ্বারা রোগীকে উত্তমরূপে অভ্যক্ত করিবে। এইরূপে যে স্বেদ দেওয়া যায়,তাহাকে নাড়ীস্বেদ কহে।

পরিষেকস্বেদ—যে সকল উদ্ভিদ্ কেবল বাতঘ্ন, অথবা বাত-প্রধান ত্রিদোষঘ্ন, তাহাদের ফল, মূল, পত্র ও শুঙ্গা প্রভৃতির কাথ করিবে এবং শরীরে সহ্য হয় এরূপ উষ্ণাবস্থায় সেই কাথ কলসী, ঘটী সহস্র ধারায় বা নলবিশিষ্ট পাত্রে পূরিয়া তদ্দ্বারা রোগীর শরীরে পরিষেক করিবে, পরিষেচনের পূর্ব্বে রোগীর শরীর তৈলাদি স্নেহাভ্যক্ত ও বস্ত্রাচ্ছাদিত করিবে। রোগীকে তৈলাদি যে স্নেহ মাখাইতে হয়, তাহা যেন বাতাদিদোষনাশক ঔষধের সহিত পাক করা হয়, অর্থাৎ রোগী বাতাদি যে দোষে দূষিত সেই দোষনাশক দ্রব্যের সহিত তৈলাদি স্নেহ পাক করিতে হয়। ঐ কাথ পরিষেক দ্বারা যে স্বেদ দেওয়া হয়, তাহাকে পরিষেকস্বেদ বলা যায়।

অবগাহস্বেদ—বাতনাশক দ্রব্যের কাথ কিম্বা দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত, মাংসরস বা উষ্ণ জল এই সকল দ্রব্য কোন পাত্রে বা গামলায় রাখিয়া তাহাতে গা ডুবাইয়া যে স্বেদ লওয়া হয়, তাহাকেই অবগাহস্বেদ কহে।

জেন্তাকস্বেদ—এই স্বেদ দিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। প্রথমে স্থান ঠিক করিতে হয়। যিনি এই স্বেদ লইবেন, তাঁহার গ্রামের উত্তর বা পূর্ব্ব দিকে শস্যলতাদিশোভিত, তুষাঙ্গারাদি-রহিত যে মাটী কাল বা সোণার মত, নদী, সরোবর বা জলাশয়াদির দক্ষিণ বা পশ্চিম কূলে জলাশয়াদি হইতে ৭।৮ হাত দূরে সমতল স্থানে উত্তর বা পূর্ব্বদ্বারী একটী গোলাকার কুটরী প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ গৃহের উচ্চতা ও বিস্তার ১৬ হাত হইবে। গৃহটী যেন ভাল করিয়া মাটীলেপা হয় ও তাহাতে যেন অনেকগুলি জানালা থাকে। সেই ঘরের দেওয়ালের চারি ধারে এক হাত বিস্তৃত ও এক হাত উচ্চ মাটীর এক একটী বেদী থাকিবে। কেবল দ্বারদেশে থাকিবে না। মধ্যস্থলে কন্দুর ন্যায় একটী উচ্চ উনান করিয়া তাহার উর্দ্ধমুখ ঢাকিবার জন্য একটী ঢাকনী করিতে হইবে। ঐ উনানে খদির বা অশ্বকর্ণাদি কাষ্ঠের আগুন জ্বালাইতে হইবে। কাষ্ঠ উত্তম রূপে দগ্ধ ও ধূম হইলে তখন জেন্তাকস্বেদের উপযুক্ত জানিবে। [কিরূপ অবস্থায় জেন্তাকস্বেদ লইতে হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ জেন্তাক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

অশ্মঘনস্বেদ—স্বেদ্য ব্যক্তিকে সম পরিমাণ দীর্ঘ ও যথাযোগ্য বিস্তৃত একখানি অশ্ম বা পাথরে শোয়াইয়া এই স্বেদ দিতে হয়। দেবদারু প্রভৃতি বাতনাশক কাষ্ঠের আগুনে সেই পাথর তাতাইতে হইবে। পাথর বেশী তাতিয়া উঠিলে কয়লা ফেলিয়া দিয়া গরম জলে সেই পাথরখানি ধুইয়া ফেলিবে। পরে তাহার উপর কম্বল বা পাটের কাপড় বিছাইয়া, স্বেদ্য ব্যক্তিকে তৈলাদি মাখাইয়া তাহার উপর শোয়াইয়া তাহার গায়ে গরম কাপড় দিয়া ঢাকা দিবে। এইরূপে স্বেদ দেওয়ার নাম অশ্মঘনস্বেদ।

কর্ষূস্বেদ—স্বেদোপযুক্ত স্থানে কর্ষূ অর্থাৎ সরুমুখ ও অভ্যন্তর ভাগ বিস্তৃত এরূপ একটী গর্ত্ত কাটিয়া তন্মধ্যে ধূমহীন কয়লা রাখিয়া আগুন দিবে। তাহার উপর খট্টাদি শয্যা পাতিয়া তাহাতে শোয়াইয়া স্বেদ দিতে হয়, এরূপ ভাবে স্বেদ দেওয়াকে কর্ষূস্বেদ বলে।

কুটীস্বেদ—অনতি উচ্চ ও অনতি বিস্তৃত গবাক্ষরহিত স্থূল ভিত্তিযুক্ত একটী গোলাকার কুটী বা ক্ষুদ্র গৃহ কুড় প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য দিয়া লেপিবে, পরে তন্মধ্যে কৌশের বা গালিচাদি

পাতিয়া একটী শয্যা প্রস্তুত করিবে। এই গৃহমধ্যে চারিদিকে হসন্তিকা বা আগুনের গামলা রাখিতে হইবে। ঐ গৃহ বেশ উষ্ণ হইয়া উঠিলে তৈলাদি মাখাইয়া স্বেদ্য ব্যক্তিকে উক্ত বিছানায় শোয়াইয়া স্বেদ দিবে। এরূপ স্বেদ লওয়াকে কুটীস্বেদ কহে।

ভূস্বেদ—এই ভূস্বেদের ব্যবস্থা অশ্মঘনস্বেদের মত। ইহাতে পাথরের পরিবর্ত্তে পুরুষের তুল্য পরিমাণ কোন ভূখণ্ডেই অশ্মঘনস্বেদের প্রণালী-অনুসারে স্বেদ দেওয়া হইয়া থাকে। ভূমিতে স্বেদ লওয়া হয় বলিয়া ইহার ভূস্বেদ নাম হইয়াছে।

কুম্ভীস্বেদ—দেবদারু প্রভৃতি বাতনাশক দ্রব্যের কাথ দ্বারা একটী কুম্ভ পূর্ণ করিয়া তাহার অর্দ্ধভাগ বা ত্রিভাগ ভূমি-মধ্যে পুতিয়া তাহার উপর খট্টাদিশয্যা প্রস্তুত করিবে এবং রোগীকে বাতঘ্ন তৈলাদি মাখাইয়া কাপড় দিয়া ভাল রকম ঢাকিয়া সেই বিছানায় বসাইবে। পরে অত্যুষ্ণ লৌহ বা প্রস্তরখণ্ড সেই কুম্ভমধ্যে ফেলিয়া দিবে, তাহাতে যে ভাবরা উঠিবে, রোগী সেই ভাবরা গায়ে লাগাইবে। এইরূপে স্বেদক্রিয়ার নাম কুম্ভীস্বেদ।

কূপস্বেদ—কোন বায়ু-হীন স্থানে রোগীর সমান একটী কূপ কাটিয়া তাহা হস্তী, অশ্ব, গো, গর্দ্দভ বা উষ্ট্রের শুষ্ক পুরীষ বা ঘুটে দিয়া পূর্ণ করিয়া জ্বালাইয়া দিবে। সমস্ত ঘুটে বেশ পুড়িয়া আসিলে ও নির্ধূম হইলে সেই কূপের উপর একখানি শয্যা বিছাইয়া ও রোগীকে তৈলাদি মাখাইয়া তাহাতে শুইয়া স্বেদ লইতে হইবে। ইহাকে কূপস্বেদ বলা হয়।

হোলাকস্বেদ—রোগীর শয্যা পরিমাণ গোগর্দ্দভাদির ঘুটে দিয়া একটী ধীতিকা বা গোময়ের একটী দীর্ঘাকার অগ্ন্যাধার প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিবে। যখন ঘুটেগুলি পুড়িয়া ধূমরহিত হইবে, তখন তাহার উপর খট্টাদি পাতিবে এবং রোগী তৈলাদি মাখিয়া ও কাপড়ে ঢাকিয়া সেই শয্যায় শুইয়া স্বেদ লইবে। এই সুখজনক স্বেদ হোলাকস্বেদ নামে অভিহিত হইয়াছে।

অগ্নিসম্বন্ধযুক্ত উক্ত ১৩ প্রকার স্বেদ ছাড়া অগ্নিসম্পর্কশূন্য আর ১০ প্রকার স্বেদ আছে, এই দশ প্রকার স্বেদ যথা—ব্যায়াম, উষ্ণগৃহ, স্থূল বস্ত্রাব্যাম, ক্ষুধা, অধিক উষ্ণ মদ্যাদিপান, ভয়, ক্রোধ, সলোম চর্ম্মাদি দ্বারা বন্ধন, যুদ্ধ ও আতপ। এই ১০ প্রকার স্বেদ উষ্ণবীর্য্য। এ ছাড়া একাঙ্গগত, সর্ব্বাঙ্গগত, স্নিগ্ধ ও রুক্ষভেদে ত্রিবিধ দ্বন্দ্বস্বেদ কথিত হইয়াছে।

রোগীকে অগ্রে স্নেহ-প্রয়োগে স্নিগ্ধ করিয়া স্বেদ প্রয়োগের পরে উপযুক্ত পথ্য দিতে হয়। স্বেদ-প্রয়োগের দিন ব্যায়াম নিষিদ্ধ।

স্বেদক (পুং) অয়স্কান্তভেদ, চলিত কান্তলৌহ। (রাজনি°)

স্বেদচূষক (পুং) স্বেদং চূষতি পিবতীতি চুষ-ণ্বুল্। শীতলবায়ু।

স্বেদজ (ত্রি) স্বেদাজ্জায়তে ইতি জন-ড। স্বেদ হইতে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, কৃমি, দংশমশকাদি প্রাণিসমূহ। ইহা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জভেদে চারি প্রকার। জন্মানুসারে জীব এই সকল যোনি পরিগ্রহ করে। দংশ, মশক, যূক, মক্ষিক ও মৎকুণ ইহারা স্বেদজ।

"স্বেদজং দংশমশকং যূকামক্ষিকমৎকুণং।
উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশং॥" (মনু ১।৪৫)

মানবের স্বেদমল হইতে মক্ষিকাদির উৎপত্তি হয়, নবমেঘ-প্রসিক্তা ভূমি হইতে পিপীলিকাদি, মাষ, মুদ্গ, ফল, সমিধ্ প্রভৃতি হইতে ক্ষুদ্র কীট, কাষ্ঠ হইতে ঘুণকাদি, শুক্রবিকার হইতে পূতিকা, শুষ্ক গোময় হইতে বৃশ্চিক, গো, মহিষ, মানুষ ও মৎস্যাদির অন্তঃকুক্ষিপ্রদেশে নানা প্রকার কৃমি প্রভৃতি স্বেদজগণের উৎপত্তি হয়।

"সংস্বেদজবিকারাশ্চ যথা যেভ্যো ভবন্তি হি।
মানুষস্বেদমলজা মক্ষিকাদ্যা ভবন্তি চ॥
নবমেঘপ্রসিক্তায়াং পিপীলিকগণাদয়ঃ।
সংস্বেদজাপি বিজ্ঞেয়া বৃক্ষগোপশুজন্তবঃ॥
সমিদ্ভ্যো মাষমুদ্গেভ্যঃ ফলেভ্যশ্চৈব জন্তবঃ।
জায়ন্তে কৃময়ো বিপ্রাঃ কাষ্ঠেভ্যো ঘুণকাদয়ঃ।
তথা শুক্রবিকারেভ্যঃ পূতিকাঃ প্রভবন্তি চ॥
সংস্বেদজাশ্চ জায়ন্তে বৃশ্চিকাঃ শুষ্কগোময়াৎ।
গোভ্যো হি মহিষেভ্যশ্চ মানুষেভ্যশ্চ জন্তবঃ॥" (অগ্নিপু°)

পাপকর্ম্মীরা পাপফলে স্বেদজ হইয়া জন্মে।

স্বেদজশাক (ক্লী) স্বেদাজ্জাতং শাকং। শাকভেদ, এই শাক ভূ, গোময় ও কাষ্ঠাদি হইতে উদ্ভূত, ইহাকে চলিত ভাষায় ছাতা এবং সংস্কৃতে ছত্রাক কহে। গুণ—শীতল, দোষবর্দ্ধক, পিচ্ছিল, গুরু, ছর্দ্দি, অতীসার, জ্বর ও শ্লেষ্মরোগনাশক।(ভাবপ্র°)

স্বেদজল (ক্লী) ঘর্ম্ম।

স্বেদন (ক্লী) স্বিদ্-ল্যুট্। ১ স্বেদ। (মেদিনী) ২ স্বেদনযন্ত্র। এই যন্ত্রের বিষয় বৈদ্যকশাস্ত্রে নিম্নোক্ত প্রকার লিখিত আছে—পারদসংযুক্ত ঔষধ একটী ত্রিফল ভূর্জ্জপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া একটী পোট্টলী প্রস্তুত করিবে। পরে সূত্র দ্বারা ঐ পোট্টলীটি একখণ্ড কাষ্ঠের সহিত দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিবে। অনন্তর কাঞ্জিকাদিপূর্ণ একটী পাত্রের উপরি ভাগে ঐ কাষ্ঠখণ্ড এমন ভাবে রাখিবে, যেন ঐ সূত্রবদ্ধ পোট্টলীটি ঐ পাত্রের মধ্যে দুলিতে থাকে। তৎপরে ঐ পাত্রের অধোদেশে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া যথাবিধি পাক করিবে। ইহাকে স্বেদনযন্ত্র কহে। এই যন্ত্রের অপর নাম দোলাযন্ত্র। বৈদ্যকে

স্বেদনযন্ত্রে যেখানে পাক করিবার বিধান আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে করিতে হইবে।

অন্যবিধ—একটী স্থালী জলপূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। পরে ঐ বস্ত্রের উপরে স্বেদ্য ঔষধ স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নি দ্বারা পাক করিবে। ইহাকে স্বেদনযন্ত্র কহে।

"সাধু স্থালীমুখে বদ্ধে বস্ত্রে স্বেদ্যং নিধায় চ।
পিধায় বাচ্যতে যন্ত্রং তদযন্ত্রং স্বেদনং স্মৃতং ॥" (ভাবপ্রকাশ)

বৈদ্যকে পারদের স্বেদন, মারণ ও অধঃপতন প্রভৃতির বিষয় বিশেষভাবে লিখিত আছে—যথা—বিবিধ ধান্য তুষ নিষ্কাসিত করিয়া জলের সহিত একটা মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে রাখিবে। পরে উহা অম্লরসাস্বাদ হইলে ভৃঙ্গরাজ, মুণ্ডী, শ্বেতাপরাজিতা, পুনর্নবা, ব্রাহ্মীশাক, গন্ধচাকুলী, মহাবলা, শতাবরী, ত্রিফলা, নীলপুষ্প, অপরাজিতা, হংসপদী ও চিতা এই কয়েকটী দ্রব্য মূলের সহিত কুট্টিত করিয়া উক্ত অম্লভাণ্ড-মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, ইহাকে ধান্যাম্ল কহে। এই ধান্যাম্ল পারদের স্বেদন-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রাইসরিষা, হরিদ্রা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, আদা, মহাবলা, নাগবলা, নটেশাক, পুনর্নবা, মেষশৃঙ্গী, চিতা ও নিশাদল এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত একত্রই হউক বা পৃথকভাবেই হউক ধান্যাম্লের সহিত পেষণ করিয়া তাহার বল্ক দ্বারা এক অঙ্গুলি পরিমিত বস্ত্র লেপন করিবে, পরে ঐ বস্ত্রমধ্যে পারদ পূরিয়া বন্ধন করিবে, এবং একটি পাত্র ঐ অম্লে পূর্ণ করিয়া দোলাযন্ত্রে পারদকে তিন দিন পাক করিলেই স্বেদন সিদ্ধ হয়। এইরূপ প্রণালীতে পারদের স্বেদন করিলে পারদ তীব্র হয়। (ভাবপ্র°) [বিশেষ বিবরণ পারদ শব্দে দেখ] স্বেদয়তীতি স্বিদ্-ণিচ্-ল্যু। (ত্রি) ৩ স্বেদক।

স্বেদনত্ব (ক্লী) স্বেদনস্য ভাবঃ ত্ব। স্বেদনের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্বেদনাশ (পুং) বায়ু। (বৈদ্যকনি°)

স্বেদনিকা (স্ত্রী) স্বেদনমস্ত্যস্যা ইতি ঠন্। ১ কন্দ। (হেম) ২ ভর্জ্জনপাত্র, লৌহপাত্রবিশেষ, চলিত তাওয়া, এই পাত্রে দ্রব্য রাখিয়া সেকা হয়। ৩ ভর্জ্জনশালা। ৪ সুরানির্ম্মাণার্থ পাত্র-বিশেষ, চলিত ভাটী। (বৈদ্যকনি°)

স্বেদনী (স্ত্রী) স্বিদ্যতে অনয়েতি স্বিদ-ল্যুট্-ঙীপ্। লৌহময়-পাত্র, তাওয়া। (অমর)

স্বেদমলোজ্ঝিতদেহ (পুং) স্বেদমলেন উজ্ঝিতো দেহো যস্য। ১ সর্ব্বকল্পীয় জিনোত্তম। (হেম) (ত্রি) ২ স্বেদমলত্যক্তকায়, যাহার শরীর স্বেদমল হইতে বিরহিত।

স্বেদবিপ্রুষ (স্ত্রী) স্বেদস্য বিপ্রুট্, বিন্দুঃ। ঘর্ম্মবিন্দু।

স্বেদাঞ্জি (ত্রি) মরুদ্গণ। "স্বেদাঞ্জিভি রাশিরং" (ঋক্ ১০।৬৭।৬) 'স্বেদাঞ্জিভিঃ মরুত্তঃ' (সায়ণ)

স্বেদাম্বু (ক্লী) স্বেদজং অম্বু। স্বেদজল, ঘর্ম্মজল।

স্বেদায়ন (ক্লী) স্বেদনির্গমনপথ, লোমকূপ।

স্বেদিন্ (ত্রি) স্বেদ-ইনি। স্বেদযুক্ত, স্বেদবিশিষ্ট।

স্বেদুহব্য (ত্রি) স্বভূত সমৃদ্ধ হবিষ্ক। "স্বেদুহব্যৈঃ ক্রবেণ" (ঋক্ ১।১২১।৬) 'স্বেদুহব্যৈঃ স্বভূতসমৃদ্ধহবিষ্কৈঃ' (সায়ণ) ২ স্বায়ত্তেদ্ধহবিষ্ক, স্বায়ত্ত ইদ্ধহবির্যুক্ত। ঋক্ ১।১৭৩.২)

স্বেদমাতৃ (স্ত্রী) শরীরস্থ রসধাতু। (রাজনি°)

স্বেদবাহিস্রোতস্ (ক্লী) ঘর্ম্মবাহি-নাড়ী, ইহার মূল মেদ ও রোমকূপ। (চরক বি° ৫ অ°)

স্বেদস্রাব (পুং) পিত্তজ রোগ, ঘাম হওয়া। (নিদান)

স্বেদাপ্রবর্ত্তন (ক্লী) ১ ঘর্ম্মাতিশয়। ২ ঘর্ম্মনিগ্রহ।

স্বেদাবরোধ (পুং) স্বেদস্য অবরোধঃ। ১ ঘর্ম্মাবরোধ। ২ জঠরাগ্নির অবরোধ। (মাধবনি°)

স্বেদ্য (ত্রি) স্বিদ-যৎ। স্বেদার্হ, স্বেদের উপযুক্ত।

স্বেষ্ট (ত্রি) স্বস্য ইষ্টঃ। নিজের ইষ্ট, নিজের অভিলষিত।

স্বেষ্টদেবতা (স্ত্রী) নিজের ইষ্টদেবতা। যিনি যে দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই দেবতাই তাহার ইষ্টদেবতা।

স্বৈতু (ত্রি) শোভনগমন, শোভন গমনযুক্ত। "সন্তু স্বৈতবো যে বসবঃ" (ঋক্ ৫।৪১।৯) 'স্বৈতবঃ শোভনগমনাঃ' (সায়ণ)

স্বৈদায়ন (পুং) স্বেদের গোত্রাপত্য, শৌনক। (শত° ব্রা°)

স্বৈর (ত্রি) স্বেন স্বাতন্ত্র্যেণ ঈর্ত্তে ইতি ঈর গতৌ অচ্ (স্বাদী-রোহিণোঃ। পা ৬।১।৮৯, [illegible] বার্ত্তিকোক্ত্যা বৃদ্ধিঃ। ১ স্বচ্ছন্দ। স্বাধীন, আত্মবশ। "অব্যাহতৈঃ স্বৈরগতৈঃ স তস্যাঃ সম্রাট্ সমারাধনতৎপরোঽভূৎ।" (রঘু ২।৫) ২ মন্দবার। (মেদিনী) ৩ বৃথালাপ।

"নৈবাস্তথেদং ভবিতা পিতরেষ ব্রবীমি তে।
নাহং মৃষা ব্রবীম্যেবং স্বৈরেষ্বপি কুতঃ শপন্ ॥" (ভারত ১।৪২।২)

(ক্লী) ৪ স্বেচ্ছাধীনতা, স্বাধীনতা।

স্বৈরগতি (ত্রি) স্বৈরা গতির্যস্য। স্বচ্ছন্দগতি, স্বাধীনগতি।

স্বৈরচারিন্ (ত্রি) স্বৈরং চরতি চর-ণিনি। স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য। স্বাধীনভাবে বিচরণকারী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। স্বৈর-চারিণী ব্যভিচারিণী স্ত্রী, যে সকল স্ত্রী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।

স্বৈরতা (স্ত্রী) স্বৈরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্বাধীনতা, যথেচ্ছ-চারিতা। পর্য্যায়—স্বচ্ছন্দতা, যদৃচ্ছা। (অমর)

স্বৈরবর্ত্তিন্ (ত্রি) স্বৈরং বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। স্বাধীন, যিনি স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন।

"বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।
স্বৈরবর্ত্তী গুণৈর্হীনঃ সপর্য্যাং কথমর্হতি॥" (ভাগ° ১০।৭৫।৩৫)

স্বৈরবৃত্ত (ত্রি) স্বৈরং বৃত্তং যস্য। স্বাধীন ভাবে আচরণকারী, স্বাধীন।

স্বৈরবৃত্তি (ত্রি) স্বৈরা স্বাধীনা বৃত্তির্যস্য। স্বাধীনবৃত্তি।

স্বৈরস্থ (ত্রি) স্বৈরং তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। স্বাধীন ভাবে অবস্থিত।

স্বৈরিতা (স্ত্রী) স্বৈরিণো ভাবঃ তল্-টাপ্। স্বচ্ছন্দতা, পর্য্যায়—যদৃচ্ছা। (অমর)

স্বৈরিন্ (ত্রি) স্বেনৈব ঈরিতুং শীলমস্য, ঈর গতৌ ণিনি। স্বতন্ত্র। স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য।

স্বৈরিণী (স্ত্রী) স্বৈরিন্-ঙীষ্ স্বাদীরেরিণোরিতি বৃদ্ধিঃ। ব্যভিচারিণী স্ত্রী। (অমর) চতুঃপুরুষগামিনী স্ত্রীকে স্বৈরিণী কহে।

"নাতশ্চতুর্থং প্রসবমাপৎস্বপি বদন্ত্যত।
অতঃপরং স্বৈরিণী স্যাদ্বন্ধকী পঞ্চমে ভবেৎ॥"(ভারত ১।১২৩।৭৭)

সৈরিন্ধ্রী (স্ত্রী) পরবেশ্মস্থিতা স্ববশা শিল্পকারিণী নারী, পরগৃহে অবস্থিতা শিল্পকর্ম্মকারিণী স্ত্রী। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"পরগৃহস্থা স্বতন্ত্রা প্রসাধনানুলেপনাদিশিল্পকারিণীতি বিশেষণত্রয়যুক্তা যা সা সৈরিন্ধ্রী স্বৈরং স্বাচ্ছন্দ্যং ধরতীতি সৈরিন্ধ্রী নিপাতনাৎ।" (ভরত)

যে সকল নারী পরগৃহে স্বাধীন ভাবে থাকিয়া প্রসাধন, অনুলেপন ও শিল্পকর্ম্মাদি করে, তাহাকে সৈরিন্ধ্রী কহে। পর্য্যায়—স্বৈরন্ধ্রী। দ্রৌপদী অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটভবনে বিরাটমহিষীর নিকট সৈরিন্ধ্রীর কার্য্য করিয়া সৈরিন্ধ্রী এই নামে অবস্থান করিয়া ছিলেন।

স্বোচিত (ত্রি) স্বস্য উচিতঃ। আপনার উপযুক্ত।

স্বোজস্ (ত্রি) সু শোভনং ওজো যস্য। উত্তম ওজোযুক্ত।

স্বোত্থ (ত্রি) স্বেন উত্থঃ। স্বোত্থিত, আপনা হইতে উত্থিত।

স্বোদরপূরক (ত্রি) স্বস্য উদরপূরকঃ। আপনার উদরপূরক, যিনি আপনার উদর পূরণ করেন।

স্বোপার্জ্জিত (ত্রি) স্বেন উপার্জ্জিতঃ। স্বয়মর্জ্জিত, নিজে যাহা উপার্জ্জন করা যায়। স্বোপার্জ্জিত ধনে ভ্রাতাদির অধিকার নাই, তত্তত্বাধিকারীই এই ধনাধিকারী হইয়া থাকে। এই স্বোপার্জ্জিত ধন এবং তাহার বিভাগাদির বিষয় দায়ভাগে বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। নিজে ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকুরী প্রভৃতি করিয়া যে ধন অর্জ্জন করা যায়, তাহাকে স্বোপার্জ্জিত ধন কহে। এই স্বোপার্জ্জিত ধনে উপার্জ্জকের পূর্ণ অধিকার, উপার্জ্জক এই ধন যাহা ইচ্ছা, করিতে পারেন, উপার্জ্জক স্বীয় উপার্জ্জিত ধন ইচ্ছামত ব্যয় করিলে কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না এবং দিলেও তাহা সিদ্ধ হইবে না। স্বোপার্জ্জিত ধন পিতার ইচ্ছানুসারে বিভাগ হইবে। কিন্তু পৈতামহধনে সেরূপ হইতে পারে না, কারণ ঐ ধনে পিতা ও পুত্রের স্বামিত্ব একরূপ।

"স্বোপার্জ্জিতে ধনে পিতুরিচ্ছৈব নিয়ামিকা। পিতা চেৎ পুত্রান্ বিভজেৎ তস্য স্বেচ্ছা স্বয়মুপাত্তে, পৈতামহে তু পিতাপুত্রয়োস্তুল্যং স্বাম্যং। স্বোপাত্তে যাবদেব প্রহীতুমিচ্ছতি অর্দ্ধং ভাগদ্বয়ং ত্রয়ং বা তৎ সর্ব্বং তস্য শাস্ত্রানুমতং ন তু পৈতামহেঽপি।" (দায়ভাগ)

পিতা স্বোপার্জ্জিত ধনের যত ইচ্ছা তত গ্রহণ করিতে পারেন, অর্দ্ধেক, দুই ভাগ, কিংবা তিন ভাগ তৎ সকলই শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু পিতামহধনে তিনি এইরূপ করিতে পারেন না। স্বোপার্জ্জিত ধন হইতে পিতা কোন পুত্রকে গুণী বিবেচনা করিয়া এবং কাহাকেও অযোগ্য বিবেচনা করিলে তাহার যেরূপ ইচ্ছা তদনুসারেই তিনি তাহাদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া যাইতে পারিবেন, এবং তদনুসারে বিভাগ করিলে তাহা শাস্ত্রসম্মত হইবে। উক্ত গুণী ও অযোগ্যাদি কারণ ব্যতীত বৃথা ন্যূনাধিক বিভাগ করা বিধিসিদ্ধ নহে। অত্যন্ত ব্যাধি ও ক্রোধাদি জন্য আকুলচিত্ত, কিংবা কামাদিবিষয়ে অত্যন্ত আশক্ত হইয়া পিতা যদি এক পুত্রকে অধিক কিংবা অল্প বিভাগ করিয়া দেন এবং যদি কাহাকেও না দেন, তাহা হইলে সেই বিভাগ অসিদ্ধ। পিতা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি হইলেও এইরূপ বিভাগ করিতে পারিবেন না এবং করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে।

"অত্যন্তব্যাধিক্রোধাদ্যাকুলচিত্ততয়া কামাদিবিষয়সেবাবশীকৃতচিত্ততয়া বা যদি তু একস্মৈ পুত্রায় অধিকং ন্যূনং বা দদাতি কিঞ্চিন্ন দদাতি বা তদা স বিভাগোঽসিদ্ধঃ" (দায়ভাগ)

[বিশেষ বিবরণ দায়ভাগ শব্দে দেখ]

স্বোরস (পুং) শিলাপিষ্টকল্ক।

'স্বোরসঃ স্বরসঃ প্রোক্তঃ কল্কো দৃষদি পেষিতঃ।' (শব্দচ°)

স্বৌজস্ (ক্লী) স্বস্য ওজঃ। নিজের ওজঃ, নিজের তেজ।

স্বৌপশ (ত্রি) শোভন অবয়ববিশিষ্ট, শোভন অর্থাৎ শয়ন-বিদগ্ধ ও বিলাসচতুর অবয়বসমূহবিশিষ্ট। "সিনীবালী সুকপর্দ্দা সুকুরীরা স্বৌপশা" (শুক্লযজু° ১১।৫৬) 'স্বৌপশা সম্যক্ উপশেতে শয়নং কুরুতে যৈরবয়ববিশেষৈস্তে সর্ব্বেঽপ্যুপশাঃ তেষাং সমূহ ঔপশঃ, শোভনঃ শয়নবিদগ্ধো বিলাসচতুর ঔপশোঽবয়বসমূহো যস্যাঃ সা' (মহীধর)

হ

হ, হকার। ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়স্ত্রিংশবর্ণ। ব্যাকরণমতে অষ্টম বর্গীয় চতুর্থবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ।

"অকুহ বিসর্জ্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ" (ব্যাকরণ)

কামধেনুতন্ত্রে এই বর্ণের রূপ এইরূপ লিখিত আছে—হকার চতুর্ব্বর্গপ্রদায়ক, কুণ্ডলীদ্বয়সংযুক্ত, রক্তবিদ্যুল্লতোপম, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত, পঞ্চ দেবময়, পঞ্চ প্রাণাত্মক, ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুযুক্ত। এই হকারকে হৃদয়ে ভাবনা করিলে সকল কামনা সিদ্ধ হয়।

"হকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কং।
কুণ্ডলীদ্বয়সংযুক্তং রক্তবিদ্যুল্লতোপমং।
রজঃসত্ত্বতমোযুক্তং পঞ্চদেবময়ং সদা॥
পঞ্চ প্রাণাত্মকং বর্ণং ত্রিশক্তিসহিতং সদা।
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণং হৃদি ভাবয় পার্ব্বতি॥" (কামধেনুতন্ত্র)

তন্ত্রে এই বর্ণের লিখনপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে,—ঊর্দ্ধ হইতে আকুঞ্চিত ও মধ্য দেশে কুণ্ডলী করিয়া দিবে; পরে উহার ঊর্দ্ধদিকে মাত্রা দিতে হইবে। এই সকল কুণ্ডলীতে ব্রহ্মাদি এবং মাত্রায় পার্ব্বতী অবস্থান করেন। এই হকার সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা এবং ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষদায়িনী। এই হকারের ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপকরিলে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ লাভ হয়।

"ঊর্দ্ধাদাকুঞ্চিতা মধ্যে কুণ্ডলীত্বং গতা হ্যধঃ।
ঊর্দ্ধং গতা পুনঃ সৈব তাসু ব্রহ্মাদয়ঃ ক্রমাৎ।
মাত্রা চ পার্ব্বতী জ্ঞেয়া ধ্যানমস্য প্রচক্ষ্যতে॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ইহার ধ্যান—"করীষভূষিতাঙ্গীঞ্চ সাট্টহাসাং দিগম্বরীং।
অস্থিমালামষ্টভুজাং বরদামম্বুজেক্ষণাং॥
নাগেন্দ্রহারভূষাঢ্যাং জটামুকুটমণ্ডিতাং।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং নিত্যাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাং।
এবং ধ্যাত্বা হকারস্য তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

এই বর্ণের নাম বা পর্য্যায়—হঃ, শিব, গগন, হংস, নাগলোক, অম্বিকাপতি, শিব, নকুলীশ, জগৎপ্রাণ, প্রাণেশ, কপিলামল, পরমাত্মাত্মজ, জীব, যবাক, শাস্তিদ, অঞ্জন, মৃগ, ভয়, অরুণ, স্থাণু, ক্রুটকূপবিরাবণ, লক্ষ্মীর্ম্মবিহর, শম্ভু, প্রাণশক্তি, ললাটজ, স্বকোপবারণ, শূলী, চৈতন্য, পাদপূরণ, মহালক্ষ্মী, পর, শম্ভু, শাখোট, সোমমণ্ডল, শুক্র, অথ, হকার, অংশ, প্রাণ, সান্ত, শিব, বিয়ৎ, অকুল, নকুলীশ, অনন্ত, নকুলী, জীব, পরমাত্মা, ললাটজ, নকুলীশ, হংস, অঙ্কুশ, মহেশ, বরাব, গগন, রবি, লিঙ্গ, শূন্য, মহাশূন্য ও প্রাণ।

"হঃ শিবো গগনং হংসো নাগলোকোঽম্বিকাপতিঃ।
নকুলীশো জগৎপ্রাণঃ প্রাণেশঃ কপিলামলঃ॥
পরমাত্মাত্মজো জীবো যবাকঃ শান্তিদোঽঞ্জনঃ॥
মৃগো ভয়োঽরুণা স্থাণুঃ ক্রুটকূপবিরাবণঃ।
লক্ষ্মীর্ম্মবিহরঃ শম্ভুঃ প্রাণশক্তির্ললাটজঃ॥
স্বকোপবারণঃ শূলী চৈতন্যং পাদপূরণঃ।
মহালক্ষ্মীঃ পরং শম্ভুঃ শাখোটঃ সোমমণ্ডলঃ॥" (বর্ণাভিধানতন্ত্র)

"শুক্রশ্চাথ হকারোঽংশঃ প্রাণঃ সান্তঃ শিবো বিয়ৎ।
অকুলো নকুলীশশ্চ হংসঃ শূন্যঞ্চ হাকিনী।
অনন্তো নকুলী জীবঃ পরমাত্মা ললাটজঃ॥" (বীজবর্ণাভিধান)

এই বর্ণের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। তন্ত্রমতানুসারে পূজাকার্য্যে মাতৃকান্যাসস্থলে এই বর্ণ দক্ষপাদে ন্যাস করিতে হয়। কাব্যে এই বর্ণ প্রথম প্রয়োগ করিতে নাই, প্রয়োগ করিলে খেদ হইয়া থাকে।

"সঃ সৌখ্যং হস্ত খেদং বিনয়মপি চ লংক্ষঃ সমৃদ্ধিং করোতি।"
(বৃত্তরত্না° টীকা)

হ (অব্য°) হন হিংসাগত্যোঃ অন্যেভ্যোঽপীতি ড। ১ পাদপূরণ। শ্লোকের পাদপূরণস্থলে চ, বা, তু, হ প্রভৃতির ব্যবহার হয়।

"পম্পাতীরে হনুমতা সঙ্গতো বানরেণ হ।"

২ সম্বোধন। ৩ বিনিগ্রহ। ৪ নিয়োগ। ৫ ক্ষেপ। ৬ কুৎসা। (মেদিনী)

হ (পুং) ১ শিব। ২ জল। ৩ শূন্য। ৪ ধারণ। ৫ মঙ্গল। ৬ গগন। ৭ নকুলীশ। ৮ রক্ত। ৯ স্বর্গ। (মেদিনী) ১০ পাপহরণ। ১১ চন্দ্র। ১২ সকোপবারণ। ১৩ শুষ্ক। (একাক্ষরকোষ)

হওবাল (আরবী) অধীন।

হওবালদার (পারসী) হাবিলদার, সৈনিকপুরুষ।

হওবালদারী (পারসী) সৈনিক পুরুষের কার্য্য।

হওলাৎ (আরবী), ১ বিশ্বাসপূর্ব্বক দ্রব্য গচ্ছিত রাখা। ২ ধার।

হওলাতী (আরবী) ১ যাহা বিশ্বাসপূর্ব্বক গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। ২ যাহা ধার করা হইয়াছে।

হুং (অব্য) ১ রুষোক্তি, রাগ করিয়া কথন। ২ অনুনয়।

হংকং, চীনদেশের প্রান্তভাগে কান্টননদীর মোহানায় অবস্থিত দ্বীপাবলীর মধ্যে একটী। অক্ষা° ২১° ১৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ১১৪° ১২´ পূঃ। মকাও হইতে ৪২ মাইল ও কান্টন সহর হইতে ১০৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০ মাইল, প্রস্থে ৪॥ মাইল, ইহার বন্দর লম্বে প্রায় ৪ মাইল। এই দ্বীপের বেড় প্রায় ২২ মাইল, ইহার অধিকাংশই উষর ও শৈলময়। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৈল-শৃঙ্গটী ১৮০৫ ফিট্ উচ্চ। এই দ্বীপ ও ইহার উত্তরাংশে সংলগ্ন ভিক্টোরিয়া সহর ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অধিকারভুক্ত হইবার পর হইতেই বহু ইংরাজ এখানকার নাতিদীর্ঘ শৈলোপরি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর সুন্দর বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করেন। চীনেরা এই দ্বীপকে 'হেঅংকেঅং' অর্থাৎ সুগন্ধিজল বলিয়া থাকে।

পর্ত্তুগীজেরা উক্ত দ্বীপপুঞ্জকে লাদ্রোনেশ বা জলদস্যুদের দ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রশান্ত মহাসাগরে হংকং এখন একটী প্রধান বৃটীশ বন্দর বলিয়া গণ্য।

হংস, অবধূতভেদ, চারি প্রকার অবধূতের মধ্যে হংস তৃতীয় অবধূত। প্রাণতোষিণীধৃত মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এই হংসের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"চতুর্ণামবধূতানাং তুরীয়ো হংস উচ্যতে।
ত্রয়োহন্যে যোগভোগাঢ্যা মুক্তাঃ সর্ব্বে শিবোপমাঃ॥
হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বিধত্তে প্রতিগ্রহম্।
প্রারব্ধমশ্নন্ বিহরেৎ নিষেধবিধিবর্জ্জিতঃ॥
ত্যজেৎ স্বজাতিচিহ্নানি কর্ম্মাণি গৃহমেধিনাম্।
তুরীয়ো বিচরেৎ ক্ষৌণীং নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ॥
সদাত্মভাবসন্তুষ্টঃ শোকমোহবিবর্জ্জিতঃ।
নির্নিকেতস্তিতিক্ষুঃ স্যান্নিঃসঙ্গো নিরুপদ্রবঃ॥
নার্পণং ভক্ষ্যপেয়ানাং ন তস্য ধ্যানধারণা।
মুক্তো বিমুক্তো নির্দ্বন্দ্বো হংসাচারপরো যতিঃ॥"

হংসনামা এই অবধূত স্ত্রীসহবাস ও প্রতিগ্রহ স্বীকার করিবেন না। প্রত্যাখ্যান ও প্রার্থনাহীন অবস্থায় যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা ভক্ষণ করিয়াই জীবনধারণ করিবেন। ইনি স্ববংশের চিহ্ন সকল ও গৃহাশ্রমের সাধারণ ক্রিয়াসমূহ ত্যাগ করিয়া কামনারহিত ও চেষ্টারহিত হইবেন এবং ক্রোধ ও মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবেন। ইহাকে গৃহত্যাগ, ত্যাগশীল, লোকসম্পর্করহিত ও উপদ্রবশূন্য হইতে হইবে। ইনি ধ্যানধারণা করিবেন না ও ভক্ষ্যপানীয় নিবেদন করিবেন না। এবম্বিধ যতি মুক্ত, বিমুক্ত, নির্ব্বিবাদ ও হংসাচারপরায়ণ হইবেন।

হংস (পুং) হন্তি সুন্দরং গচ্ছতীতি হন হিংসগত্যোঃ (বৃতৃবদি-হনীতি। উণ্ ৩।৬২) ইতি স। পক্ষিবিশেষ, প্লবজাতীয় জলচর পক্ষী, চলিত হাঁস, মহারাষ্ট্র বল্লকি। পর্য্যায়—শ্বেত-গরুৎ, চক্রাঙ্গ, মানসৌকস, কলকণ্ঠ, সিতচ্ছদ, সিতপক্ষ, সরঃ-কাক, পুরুদংশক, ধবলপক্ষ, মানসালয়। (রাজনি°)

হংস, সারস, কারণ্ডব, বক প্রভৃতি প্লবঙ্গজাতীয় জলচর পক্ষী। ইহারা জলে ভাসিয়া ভাসিয়া বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে প্লবজাতীয় পক্ষী কহে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ হংসদিগকে যুক্তপদ পক্ষিশ্রেণিমধ্যে ধরিয়াছেন। ইহারা উভচর; সম্মুখের পদাঙ্গুলীত্রয় পাতলা চর্ম্ম-বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ হওয়ায় ইহারা বিশেষ সন্তরণপটু। ইহারা জলে সন্তরণ করিতে করিতে জলজ উদ্ভিদ্, পঙ্কজ শৈবাল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ও কীটাদি আনন্দের সহিত ভক্ষণ করে। স্থলভাগে বিচরণকালে তরুণ তৃণাগ্র, কর্দ্দমময় স্থানজাত কীট ও গৃহস্থের পরিত্যক্ত অন্নাদিই ইহাদের প্রধান আহার্য্য।

এই জাতীয় পক্ষীর দুইটী পাখা, চঞ্চুদ্বয় সম প্রশস্ত ও দীর্ঘাকার এবং মস্তকের সংযোগস্থল বিস্তার অপেক্ষা উচ্চাকার হইয়া থাকে। গলা সরু ও লম্বা এবং পদদ্বয় খর্ব্বাকার হয়। পদদ্বয়ের সম্মুখভাগে তিনটী অঙ্গুলীতে তিনটী নখ, ঐ তিনটী অঙ্গুলী পটহবৎ সূক্ষ্ম চর্ম্মাচ্ছাদনে পরস্পর সংলগ্ন। পদতলের পশ্চাদ্ভাগে একটী ক্ষুদ্র অঙ্গুলীর নখ, উহা অন্যান্য অঙ্গুলী হইতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন। দেহভাগ স্থূল ও মাংসল, সর্ব্বাবয়ব কোমল পক্ষাচ্ছাদনে আবৃত। পুচ্ছের পালকগুলি খর্ব্বাকার।

পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ হংসকে Anatidæ জাতিভুক্ত করিয়া পক্ষের, গলের, পদের ও চঞ্চুর বিভিন্নতা অবলম্বনে হংসবংশের স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে হংসের *Natatores, Anserina, Cereopsina Anatina, Cygnina* প্রভৃতি কয়েকটী থাক আছে। শেষোক্ত cygnina শাখায় Colymbidæ, Alcadæ, Pelecanidæ ও Laridæ নামক চারিটী থাক স্বতন্ত্র হংসবংশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

ক্যানিনোর রাজকুমারকৃত 'Birds of Europe and North America' নামক গ্রন্থে Cygnus Olor, C. immutabilis, C. musicus, C. Bewiekib নামক হংসবংশ য়ুরোপীয় এবং C. Americanus ও C. Buccinator আমেরিকার

আদি হংসজাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে C. ferus (শ্বেতবর্ণ হংস) ও C. mansuetus নামে আরও দুইটী জাতি জীবতত্ত্বের তালিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেকে C. ferusকেই C. musicus বলিয়া অবধারিত করেন।

C. musicus শ্রেণীর হংস উড়িবার কালে পাণকৌড়ি পক্ষীর ন্যায় এক প্রকার সিস্ দিবার মত শব্দ করে। ঐ শব্দটী সঙ্গীতের ন্যায় বড়ই মধুর। এই কারণে ইহারা য়ুরোপীয় মাত্রেরই প্রিয়। ইংরাজগণ ইহাকে Hooper, Elk বা whistling Swan, ওয়েলস্‌বাসী—Alarch gwylt, ফরাসীরা—Cygne Sauvage, ইতালী—Cigno বা Cigno Salvatico, জর্ম্মণ Singschwan, Nordostliche Singschwan, দিনেমার—Vild Svane প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করে।

এই হংসজাতি প্রধানতঃ উত্তরমেরুতে বাস করে। গ্রীষ্ম ঋতুতে ইহারা এসিয়া ও য়ুরোপের উত্তরমেরুস্থ দ্বীপসমূহে, স্কন্দনাভ রাজ্যের উত্তরে এবং আইসলণ্ড দ্বীপে চলিয়া যায়। প্রবল শীতের সময় ইহারা ক্রমশঃ উত্তরদেশ ত্যাগ করিয়া আকাশমার্গে সমুদ্র উত্তরণপূর্ব্বক বৃটীশ রাজ্যের সেট্‌লাণ্ড ও অর্কানি দ্বীপে আইসে এবং তথায় ডিম্বপ্রসবান্তে শাবক উৎপাদন করিয়া থাকে। বিমানচারী হংসগণ এইরূপে ক্রমশঃ দক্ষিণে আসিয়া হলণ্ড, ফ্রান্স, প্রোভেন্স ও ইতালী হইয়া ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া আফ্রিকার উত্তর-সীমান্তস্থ বার্ব্বরি ও মিশর রাজ্যে আসিয়া সমুপস্থিত হয়। ইহার পর আর দক্ষিণে ইহাদের বাস লক্ষিত হয় না। পূর্ব্বাঞ্চলে জাপান দ্বীপ পর্য্যন্ত ইহাদের বাস আছে। তাহার দক্ষিণে আর বড় দেখা যায় না। এই হংসগুলির গলা লম্বা করিয়া ধরিলে ওষ্ঠাগ্র হইতে পুচ্ছান্ত পর্য্যন্ত প্রায় ৫ ফিট্ লম্বা হয় এবং পক্ষদ্বয় বিস্তার করিলে উভয় প্রান্তদ্বয়ের বিস্তৃতি ৮ ফিটের কম হয় না।

ইহারা সাধারণতঃ ৬।৭টী ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি ৪″ লম্বা ২৮″ চওড়া হয়। ইহারা অর্দ্ধপালিত ভাবে গৃহস্থের বাটীতে পুষ্করিণী বা তৎসংলগ্ন ভূমিতে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। ইহারাই আমাদের দেশে রাজহংস নামে খ্যাত। C. Bewickii নামক রাজহংসগুলি উক্ত Hooper নামক হংস হইতে আকৃতি, গঠন ও বর্ণে অনেকটা পৃথক্। ইহারা ৩ ফুট্ ১০″ ইঞ্চ হইতে ৪ ফিট্ ২″ পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহাদের চঞ্চু ও পদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ, চঞ্চুমূল হরিদ্রাবর্ণ, কখনও কমলা-নেবুর মত হয়। বক্ষ ও মস্তক লাল বর্ণ। ইহারা শৈবালস্তূপের মধ্যে বাসা নির্ম্মাণ করে। উহার বহিরায়তন প্রায় ৬ ফিট্ লম্বা ৪৸০ ফিট্ বিস্তার ও খাড়াই ২ ফিট্ হইয়া থাকে। অণ্ডরক্ষাস্থানের গর্ত্ত ১ ফিট্ ও তাহার ব্যাস অর্দ্ধ ফিট্। ডিম্বগুলি ঈষৎ হরিদ্রাভ লালবর্ণের ও ৬।৭টী হয়। ইহারা ২০।৩০টী দলবদ্ধ ভাবে কর্কশ শব্দ করিতে করিতে আকাশমার্গে বিচরণ করিয়া থাকে।

C. immutabilis বা পোলণ্ডীয় হংস (Polish swan) শ্বেত বর্ণের হয়, কিন্তু পাদদ্বয় ও ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থলে বর্ণান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ওষ্ঠাগ্র হইতে পুচ্ছান্ত পর্য্যন্ত ইহারা ৫৭ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

C. olor বা Mute swan দেখিতে অতি সুন্দর। গাত্রের পালক শ্বেতবর্ণ এবং ঠোঁটদ্বয় হরিদ্রাভ লাল। ঠোঁটের শেষ ভাগ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত স্থানে লালবর্ণ মাংসপিণ্ড দৃষ্ট হয়। জাতীয় কোন কোন হাঁসের চক্ষুর নিকটস্থ ঐ লাল এই ফুল চক্ষুর চারিধার বেষ্টন করিয়া এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, উহাতে ঐ হংসের সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

C. Buccinator নামক হংসজাতি উত্তর আমেরিকার ফার্-প্রদেশে জন্মে। ইহাদের গাত্রবর্ণ সাদা, ঠোঁট ও পদদ্বয় কাল। কপোলদেশ কমলা-নেবুর ন্যায় লাল। ইহারা সাধারণতঃ ১০ ইঞ্চ লম্বা হয়। ৬১° দক্ষিণ অক্ষাংশেও ইহাদের ডিম্ব ফুটিয়া ছানা বাহির হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রধানতঃ উত্তর-মেরু-প্রদেশেই ইহাদের ডিম ফুটিয়া থাকে।

C. atratus বা Anas Plutonia অষ্ট্রেলিয়া দেশে জন্মে। ইহাদের সমস্ত দেহই কৃষ্ণবর্ণ-পালকে আচ্ছাদিত, কেবল পক্ষের দুই চারিটী মাত্র পালক সাদা হইয়া থাকে, ঠোঁট লাল এবং পদদ্বয় পাঁশুটে কাল হয়। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের পশ্চিম উপকূল ও নিউ-সাউথ ওয়েলসে এবং ভান ডিমেন্স লণ্ড নামক দেশভাগে এই জাতীয় হংস প্রভৃত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে রামায়ণীয় যুগ ব্যতীত যেরূপ নীলপদ্মের অস্তিত্ব অলীক বলিয়াই সাধারণের ধারণা ছিল, সেইরূপ কোন অসত্য বস্তুর বা বিষয়ের ব্যাপার বুঝাইতে য়ুরোপবাসী ইংরাজগণ কথায় কথায় কালহাঁসের (Black swan) কথা উদাহরণ স্বরূপ উত্থাপন করিতেন। কালহাঁস যে জগতে আছে, ইহা তাঁহাদের ধারণায় আসিত না। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী ওলন্দাজ-নাবিক Willem de Vlaming কার্য্যব্যপদেশে অষ্ট্রেলিয়াদ্বীপে যাইয়া সর্ব্বপ্রথম কালহাঁস দেখিয়া য়ুরোপবাসীদিগের নিকট কালহাঁসের অস্তিত্ব প্রকাশ করেন। কালহাঁস হ্রদাদিতে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। মনুষ্যের আগমনে ভীত হইয়া দ্রুত বেগে এতদূরে সরিয়া যায় যে, সহজে উহাদিগকে গুলি করিয়া মারা যায় না।

উপরি উক্ত রাজহাঁস অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার পাতিহাঁসগুলি Anserinæ শাখাভুক্ত এবং ইংরাজী ভাষায় Ducks, goose প্রভৃতিসংজ্ঞায় অভিহিত। এই শ্রেণীর হংস শীতহিমানী-মণ্ডিত

সুমেরু-শৃঙ্গ হইতে গ্রীষ্মপ্রধান মরুময় ভূপৃষ্ঠেও বিচরণ করিতে দেখা যায়। স্থানভেদে জলবায়ুর পরিবর্ত্তন জন্য এই সকল হংসের আকৃতিগত যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কোথাও গাত্রবর্ণ চিত্রবিচিত্রাকারে রঞ্জিত, কোথাও চঞ্চুক্ষুদ্র, কোথাও বা বিস্তৃত, কোথাও গলদেশ দীর্ঘ ও বক্র, কোথাও পাদদ্বয় ক্ষুদ্র, কোথাও বা অতি বৃহৎ ইত্যাদি অন্নেতর বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

A. hyperboreus বা the Snow goose দেখিতে সাদা গায় কাল কাল ফুট্‌কি দাগ আছে। ঠোঁট, পা ও পাদগ্রন্থি ঘোর লাল। আমেরিকার উত্তরাংশে কানাডারাজ্যের স্থানে স্থানে, দেলাওয়ার নদীতটে, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, হড্‌সন বে, কামস্কাটকা হইতে ওরেগন্ নদীর মোহানা পর্য্যন্ত স্থানে বসন্তকালে ও শীতের প্রাক্কালে আসিয়া থাকে। ইহাদের আগমনের পূর্ব্বে ঐ সকল দেশ কানাডাদেশ-জাত হংসে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

A. ferus বা the Gray-Lag-goose য়ুরোপের পূর্ব্বাংশে এবং এসিয়া মাইনর ও পারস্য পর্য্যন্ত স্থানে বাস করে। ইহারা কখনও ৫৩° উঃ অক্ষাংশে গমন করে না। সমুদ্র ও তাহার তীর-ভূমি এবং জলাভূমিতে ইহারা প্রধানতঃ বাস করে। জলজ উদ্ভিজ্জ,কচি ঘাস,বীজ ও কলাই ইহাদের প্রধান আহার। ইহারা সাধারণতঃ ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে, কিন্তু কখন কখন ১২।১৪টা ডিম পাড়িতেও দেখা গিয়াছে। এই শ্রেণীর হংসের সহিত *A. albifrons* বা শ্বেতবক্ষ হংস (the White-Fronted Goose) ও A. segetum বা the Bean-goose জাতির কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে। শ্বেতকণ্ঠ বন্য হংসগুলি লম্বে দুই ফিট্ নয় ইঞ্চ পর্য্যন্ত বড় হয়। Willughby লিখিয়াছেন, কোন একটা ভদ্র লোকের Gray-lag জাতীয় একটী ৮০ বৎসরের পালিত হংস ছিল। ঐ হংসটী আরও কতকাল বাঁচিত; কিন্তু হংসপালক ঐ হংসের (দৌরাত্ম্যে) উত্যক্ত হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে, কারণ বৃদ্ধ হংসটী তাহার বিলক্ষণ ক্ষতি করিত। সে ছোট ছোট হংসগুলিকে ঠুকরাইয়া কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিত।

গ্রে-লাগ হংসগুলির সহিত বীন্-গুজগুলির একটু সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত হংসগুলির ঠোঁট ক্ষুদ্রাকার ও অগ্রভাগ ছুঁচাল। ইহাদের ঠোঁটগুলি কাল, কিন্তু গে-লাগের ঠোঁট কমলানেবুর ন্যায় লালবর্ণ। বীন্‌গুজের ডানাগুলি পুচ্ছের শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে। ইহারা সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের প্রারম্ভে উত্তর দেশ হইয়া ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে আসিয়া বাস করে, শেষে এপ্রিল হইতে মে মাসের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাহারা তথায় থাকিয়া গ্রীষ্মকালে পুনরায় উত্তর দেশে চলিয়া যায়। বসন্তকালে তাহারা শস্যক্ষেত্রে পড়িয়া কলাই, মটর ও কচি গম প্রভৃতি শস্য খাইয়া ক্ষেত্রের বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। ইহারা খুব উর্দ্ধে উড়িতে পারে এবং বায়ুর অনুকূলে প্রতিঘণ্টায় প্রায় ৪০।৫০ মাইল পথ পর্য্যন্ত গমন করে। এই কারণে ইহারা সুদূর উত্তর মেরুদেশে যাইয়া স্বচ্ছন্দে ডিম পাড়িয়া শাবক উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের ঠোঁটের উভয় পার্শ্ব-দেশে দন্তাকার মাড়ী আছে। উহা দ্বারা ইহারা শস্য ও তৃণাদি উদ্ভিজ্জ সহজে কর্ত্তন করিয়া উদরসাৎ করিতে পারে। A. palustris শ্রেণীর পক্ষীগুলির সহিত ইহাদের দন্তমাড়ীর কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে। শরীরের আকৃতিতে Bean-goose-গুলি Gray-lag অপেক্ষা অনেকটা ছোট বলিয়া অনেকেই ইহাদিগকে Small Gray goose বলিয়া থাকে।

A. Ægyptiacus মিসরদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হংসজাতি। আরিষ্টটল্, আরিষ্টোফেনিস্, হেরোদোতস প্রভৃতি এই পক্ষীকে Chenalopex বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা নদী ও হ্রদের তীরদেশে বিচরণ করিয়া থাকে। মিসরবাসীরা পবিত্র জ্ঞানে ইহাদের মাংস ভক্ষণ করিত। গ্রীক ঐতিহাসিকগণের Chenalopexশব্দ হইতে অনেকে এই হংসশ্রেণীকে C. Ægyptiacus নামে বিবৃত করিয়া থাকেন। এই হংসশ্রেণীর ঠোঁট-গুলি মস্তকের মত লম্বা, সরু ও সরল এবং অগ্রভাগ গোলাকার। পাদদ্বয় ও অঙ্গুলি মাংসের ন্যায় লালবর্ণ। গলা সাদা ও সর্ব্বাঙ্গ ধূসর কৃষ্ণ, স্থানে স্থানে ঘোর লাল হইতে কাল কাল রেখার দাগ দৃষ্ট হয়।

এই শ্রেণীর হংসের সহিত A. Gambensis (Plectropterus gambensis) বা gambo-goose নামক হংস জাতির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। জীবতত্ত্ববিদ্ বেঁাফো এবং উইলোবি ভ্রম বশতঃ ইহাকে মিশরদেশীয় হংস বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। ইহাদের আকৃতি সাধারণ হংসাপেক্ষা কিছু বড়, ঠোঁট লম্বা ও অগ্রভাগ চেপ্টা। প্রধানতঃ উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকায় ইহাদের বাস।

A Canadensis বা কানাডা দেশীয় হংস। ইহা Cravat-goose নামেও পরিচিত। ইহাদের গলা রাজহংসদিগের ন্যায় বক্র ভাবাপন্ন ও লম্বা। এই জন্য কেহ কেহ ইহাদিগকে রাজহংস শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে করে, বাস্তবিক পক্ষে ইহারা রাজহংস অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার এবং Cygnus শ্রেণীর গলনালীতে যে প্রকার শিরাসংস্থান দৃষ্ট হয়, ইহাদের গলদেশে সে প্রকার শিরাসমাবেশ নাই, ইহাদের আভ্যন্তরিক গঠন পাতিহাঁস জাতিরই অনুরূপ।

ইহারা সর্ব্বদাই ২৫।৩০টী একত্র দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, এই কারণে শিকারীর লক্ষ্য প্রায়ই ব্যর্থ যায় না। ফাররাজ্যবাসীর ইহা গ্রীষ্মকালে প্রধান আহার্য্য। ইহাদের আগমনে ঐ দেশের বনবাসীরা উল্লাসে নাচিয়া উঠে। কানাডায় আসিবার মাসখানেকের মধ্যেই তাহারা সন্তানোৎপাদনের চেষ্টায় ব্যস্ত হয় এবং প্রত্যেক হংস ও হংসী দলবিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে স্বতন্ত্র দিকে ৫০° হইতে ৬৭° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যবর্ত্তী আপন পছন্দ মত নিভৃত স্থানে চলিয়া যায়। ঐ সময়ে হডসন্ বে' নামক উপসাগরতীরে অথবা উত্তরমেরুস্থ সমুদ্রোপকুলবর্ত্তী দেশে আর তাহাদিগকে ভ্রমণ করিতে দেখা যায় না। জুলাই মাসে তাহারা ডিমে তা' দিয়া ছানা বাহির করে। ঐ সময়ে বৃদ্ধ হংস ও হংসী পক্ষত্যাগ করিয়া থাকে, সেই জন্য তাহারা উড়িতেও অক্ষম হয়। তখন তাহারা নিকটবর্ত্তী নদীতে বা ক্ষুদ্র হ্রদাদিতে আহারের অন্বেষণে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। দেশবাসিগণ তখন ছোট ছোট ডিঙ্গিতে চড়িয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হয়। হংসগণ প্রাণের ভয়ে পুনঃ পুনঃ জলে ডুব দিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া তীরে উঠিয়া আত্মরক্ষার জন্য স্থানান্বেষণের চেষ্টা পায়। ঐ সময়ে আক্রমণকারীরা তাহাদিগকে সহজে শিকার করে।

শরৎকালে পুনরায় ইহাদের পালক গজাইয়া উঠে। তখন ইহারা হডসন-বে নামক উপসাগরতীরে দলে দলে আসিয়া সমবেত হয় এবং তিন সপ্তাহ কাল পরে শীতের আগমন বুঝিতে পারিয়া তথা হইতে আরও দক্ষিণ দেশে চলিয়া আইসে। কানাডার হংসেরা সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ডিম্বস্থাপন করে। কেবল কতকগুলি হংসদম্পতী সাস্কাট চুওয়ান নদীতটে যাইয়া তত্তীরবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। লাব্রোডোর উপকূলে ইহাদের ডিমগুলি হরিতাভ শ্বেত এবং একেবারে ৬।৭টা হয়। এতদ্ভিন্ন উত্তর আমেরিকার উত্তর-মেরুস্থ সমুদ্রতীরে *A. Bernicla* ও A. Hutchinsis আরও দুইটী বিভিন্ন প্রকারের হংস দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা উত্তর মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে অথবা তাহার উপকূলদেশে ডিম্ব প্রসব করিয়া সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে এবং সমুদ্রজ গুল্মের শম্বুকাদি আহার করে। উপকূলজাত জলজ তৃণ ও নানা জাতীয় বেরী নামক ফলও তাহাদের প্রধান আহার্য্য।

উত্তরআমেরিকা ব্যতীত ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য স্থানেও এই Anserina শাখাভুক্ত হংস দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে হিমালয়প্রদেশের ও ভারতের অন্যান্য স্থানের *A. Indicus* বা শিরঃরেখহংস (Barred headed goose) ও A. melanotos বা কৃষ্ণপৃষ্ঠহংস (Black-backed goose) এবং করমণ্ডল উপকূলের A. Coromandeliana (Anas girra) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত গঙ্গা নদীর সৈকতভূমে যে হংসজাতি সচরাচর বিচরণ করে, ইংরাজীতে তাহারা Girra Teal নামে খ্যাত। এতদ্ভিন্ন সমগ্র দাক্ষিণাত্য, বিন্ধ্যশৈলমালা হইতে নর্ম্মদাতটবর্ত্তী গড়মণ্ডল পর্য্যন্ত স্থানে ধবলাকার এক প্রকার হংসজাতি বিচরণ করে, যুরোপীয়েরা উহাকে Cotton Teal বলে। পাশ্চাত্য শাকুনতত্ত্ববিদ্‌গণ উহাকে Anser girra নাম দিয়াছেন। মগলহাএন প্রণালীতে (Straits of Magalhaens) Anser inornatus নামে আরও এক প্রকার হাঁস আছে।

পাশ্চাত্য পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ *Anatinae* শাখায় যে সকল বিভিন্ন শ্রেণীর হংসকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, যুরোপীয়গণ তাহাকে True Ducks বলিয়া থাকেন। এই শাখার হংসগুলির মধ্যে Anas clypeata শ্রেণীর হংসগুলি shoveler নামে পরিচিত। ইহাদের গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু মস্তকের পার্শ্বদ্বয়, গ্রীবা ও চূড়াদেশ উজ্জ্বল মসৃণ হরিদ্বর্ণবিভূষিত। পুচ্ছ ও পাদমূল হরিতাভ কৃষ্ণ। পদদ্বয় কমলালেবুর ন্যায় লালবর্ণ। উদর ও পার্শ্বদ্বয় কমলালেবু অপেক্ষা গাঢ় লাল। গ্রীবার নিম্নার্দ্ধ, কক্ষ, স্কন্ধদ্বয় ও পাদমূলের পার্শ্ব ইত্যাদি স্থান সাদা, নীল ও কৃষ্ণাভ লালবর্ণে রঞ্জিত। *A. rubens* শ্রেণীর হংসগুলির পক্ষ A. clypeata অপেক্ষা নীলবর্ণ। এই কারণে ইহারা Blue-winged shoveler বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহাদের ঠোঁট মস্তকের সংযোগস্থলে নাতি বিস্তৃত, কিন্তু অন্যান্য হংসের ঠোঁট অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ। গোড়া অপেক্ষা আবার ঠোঁটের অগ্র ভাগ ছুঁচাল, কিন্তু তাহার অব্যবহিত ঊর্দ্ধদেশ অতি বিস্তৃত। উহা বিলাতী সাবলের (shovel) আকারের ন্যায় বলিয়া উহাদিগকে "সোভেলার" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। উপরের ঠোঁটটী সূচাগ্র ও বক্র এবং নিম্নের ঠোঁট অপেক্ষা বর্দ্ধিতায়তন হওয়ায় উহা জলোপরিস্থ কীটাদি গ্রহণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই জাতীয় হংসীগুলি হংস হইতে ভিন্ন বর্ণের হয়। ইহাদের ডানা পুচ্ছ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং উহা ২১ ইঞ্চির বেশী লম্বা হইয়া থাকে। হ্রদ, জলাভূমি অথবা নদীতীরেই ইহারা ডিম পাড়ে এবং একেবারে ১০টী হইতে ১৪টী পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করিতে দেখা যায়। জলজ মৎস্য, কীট ও তৃণগুল্মাদিই ইহাদের প্রধান আহার্য্য।

ভারতের নানা স্থান ও করমণ্ডল উপকূল, অষ্ট্রেলিয়া, এসিয়া মহাদেশের নানা স্থানে, রুসিয়া, হলণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, রোম ও ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি স্থানে এই শ্রেণীর হংস দেখা যায়। অক্টোবর মাসের দারুণ শীতে ইহারা অন্যদেশ হইতে ইংলণ্ডে

যাইয়া উপস্থিত হয়। ইতালীর রোমনগরের সন্নিহিত প্রদেশে ও আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া রাজধানীতে শীতকালে ইহারা আসিয়া থাকে।

দক্ষিণ গোলার্দ্ধে "সোভেলারের" ন্যায় Malacorhynchus নামে আর এক প্রকার হংস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ঠোঁট য়ুরোপীয় সোভেলার অপেক্ষা অনেক সুন্দর ও ঢেউ খেলান ভাবে বিন্যস্ত। *Chauliodus* (A. Strepera) শ্রেণীর হংসগুলির ঠোঁটের আকৃতি অনেকটা সোভেলারের মত; কিন্তু ইহাদের পুচ্ছ শেষোক্ত শ্রেণীর হংসের অপেক্ষা কিছু বড়। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Gadwall বলে। ইহাদের গাত্রবর্ণ অতীব বিচিত্র। মস্তক ও তাহার পার্শ্ব গাঢ় লাল, গ্রীবা ধূসর ও ছোট ছোট লাল দাগযুক্ত; কণ্ঠ, বক্ষ, উদর ও পুচ্ছের নিম্ন ভাগ সাদা ও নীলাভ কৃষ্ণ। পৃষ্ঠোপরিস্থ পালকের ডানার ও পার্শ্বদ্বয়ের বর্ণ কোথাও লবঙ্গের রঙ, কোথাও সুপারীর রঙ্। প্রত্যেক পালকের অগ্রভাগ অর্দ্ধ চন্দ্রাকার সাদা রেখায় সুশোভিত। ইহারা ২৩ ইঞ্চ লম্বা হয় এবং ১০।১২টী ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ইহাদের পক্ষগুলি পুচ্ছাপেক্ষা কিছু বড় হয়।

Dafila caudacuta (A. acuta) শ্রেণীর হংসগুলি ইংরাজীতে Pintail-Duck নামে পরিচিত। ইহাদের ঠোঁটগুলি খুব বড়। সোভেলারের ন্যায় গোড়া সরু নহে, কিন্তু অগ্রভাগ অনুরূপ বক্র। ইহাদের গাত্রবর্ণ সাদা কাল ও ধূসর বর্ণে রঞ্জিত। ঠোঁট কাল ও পদদ্বয় ধূসরকৃষ্ণ। ইহাদের পুচ্ছ ডানা অপেক্ষা অনেক বড় হয়। হংস সাধারণতঃ ২৬ ইঞ্চির কিছু বেশী হয়, কিন্তু হংসীগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার হইয়া থাকে এবং ইহাদের গাত্রবর্ণও বিচিত্র হয়। হংসীগুলির কপাল ও শিরোদেশ সুপারির ন্যায় লালবর্ণ ও মধ্যে মধ্যে কাল রেখা আছে। কপোল ও গ্রীবাদেশ পেঁউড়ীর ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ ও কালদাগবিশিষ্ট। স্কন্ধদেশ ও কণ্ঠ কাঁচা হলুদের মত। বক্ষস্থল কটাচুলের মত লাল ও সাদা বিন্দুযুক্ত। ইহারা ৮ হইতে ১০টী পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। আফ্রিকার C. capensis শ্রেণীর হংসগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

উপরি বর্ণিত 'সোভেলার' ও 'গড্ওয়াল' শ্রেণীর হংসদ্বয়ের মধ্যে অনুরূপ আকৃতিনিবন্ধন Boschas Formosa, B. Javensis ও B. domastica শ্রেণীর হংসগুলি স্থান পাইতে পারে। Boschus discors শ্রেণীর হংসগুলির সহিত নিউহলণ্ড (অষ্ট্রেলিয়া) দেশীয় "সোভেলার" হংসের বর্ণসাদৃশ্য আছে, কেবল উহাদের ন্যায় এই শ্রেণীর হংসের পালকগুলির অগ্রভাগে সাদা সাদা অর্দ্ধচন্দ্রাকার রেখা নাই। ইহাদের পক্ষ নীলবর্ণ বলিয়া ইংরাজেরা ইহাদিগকে Blue-winged Teal সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন। Boschas domastica শ্রেণীর হংসগুলি দেখিতে সুন্দর ও বিচিত্র। ইংলণ্ডে ইহা Cammon Mallard বা wild duck নামে পরিচিত। এই শ্রেণীতে Boschus Crecea নামে আর এক প্রকারের হংসও দেখিতে পাওয়া যায়। Mareca Americana বা মার্কিন্ দেশীয় widgeon নামক পক্ষী এবং Dendronersa sponsa ও D. galericulata শাখার হংসগণও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকার উইজন্গুলি শীতকালে ফ্লোরিডা হইতে রোডস্ দ্বীপ পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূলে, সেণ্ট-ডেমিঙ্গো, গুয়েন, মার্টিনিকা, যুক্তরাজ্যের স্থানে স্থানে এবং মে মাসে হডসন-বে নামক উপসাগরোপকূলে যাইয়া বাস করে। ইহাদের উদর, বক্ষ ও পুচ্ছের নিম্ন এবং পাদমূল শ্বেতবর্ণ। মস্তক ও গ্রীবা ক্ষুদ্র, পুচ্ছের উপরিভাগ গাঢ় হরিৎ গাঢ় লাল, লবঙ্গ বর্ণ, কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণে সুরঞ্জিত। ঠোঁট নীলাভ ধূসর। D. Sponsa গ্রীষ্মকালে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া Summer Duck নামে উক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের চক্ষুর পার্শ্ব ও মস্তক উজ্জ্বল গাঢ় হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত, কণ্ঠ ও গলায় কতকাংশ বেগুনী বর্ণ ও তাহা হইতে নীল আভা বাহির হইতেছে। বক্ষের মধ্যস্থল ও উদর সাদা,পার্শ্বদ্বয় হরিদ্রাভ ধূসর ও মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ঢেউযুক্ত। পক্ষ, পুচ্ছ, পৃষ্ঠ ও গ্রীবা হরিৎ, বেগুণী, নীল সাদা ও কাল মখমলের ন্যায় সুন্দর বর্ণে সুরঞ্জিত। এক কথায় ইহাদের গাত্রের সমুদায় পালকে যেন ধাতব দ্যুতিবিশিষ্ট বর্ণমালা খেলা করিতেছে। ঠোঁট লাল এবং পাদদ্বয় কমলানেবুর বর্ণযুক্ত।

D. Galericulata বা জটাধারী হংসের বাস দাক্ষিণাত্যেই অধিক। ইহাদের মাথার পালকগুলি লম্বা লম্বা, যেন জটার আকারে বিলম্বিত, এই কারণে য়ুরোপীয়েরা ইহাকে Mandarin Duck বলিয়া থাকেন। D. sponsa ও D. galericulata শাখার হংসগণ পালিত অবস্থায় থাকিয়াও ডিম্বপ্রসবান্তে শাবকোৎপাদন করে।

অপর একটী ভিন্ন শ্রেণীর Fuligulinæ নামে অভিহিত। এই শ্রেণীতে *Somateria, Oidemia, Fuligula, Clangula* ও *Harelda* নামে কয়েকটী স্বতন্ত্র শাখাও আছে। ইহারা সাধারণতঃ সমুদ্রতীরে বাস করে এবং সমুদ্রজ শম্বুকাদি ও গুল্ম প্রভৃতি উদরসাৎ করিয়া থাকে। লবণাক্ত সমুদ্রতীর ইহাদের প্রিয় বলিয়া ইহারা Sea-ducks নামে পাশ্চাত্য জগতে পরিচিত। উত্তর গোলার্দ্ধের প্রান্তসীমাই প্রধানতঃ ইহাদের বাসোপযোগী। ইহারা সুমিষ্ট জলপূর্ণ নদী ও হ্রদাদিতে বাস করে।

Somateria শাখার হংসগুলির ঠোঁট ছোট ও ঠোঁটের গোড়া অত্যন্ত মোটা, ঘাড় মোটা, গলা ছোট ও ডানা ছোট। পা হরিতাভ হরিদ্রাবর্ণ ও ঠোঁট তেলা-সবুজ। ইহাদের গাত্রবর্ণ সাধারণতঃ সাদা, মধ্যে মধ্যে কাল, হরিদ্রা ও সবুজের আভা বিদ্যমান। এই শাখায় S. spectabilis ও S. mollissima নামে দুইটী বিভিন্ন প্রকারের হংস দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত হংসশ্রেণী ইংরাজীতে Eider-Duck নামে কথিত। উত্তর আমেরিকার উত্তরমেরু প্রান্তের নবস্কোসিয়া, নিউফাউণ্ডলণ্ড, নিউজার্সি প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক হংস বিচরণ করে।

Oidemia শাখার হংসের ঠোঁট মোটা ও প্রশস্ত, ইহাদের দাঁত আছে। ইহাদের গাত্রবর্ণ মকমলের ন্যায় গাঢ় কৃষ্ণ, হংসীগুলির বর্ণ ধূসরকৃষ্ণ, পা কটা, কিন্তু পাদমূলের সংযোগচর্ম্ম কাল, ঠোঁট কাল, কোথাও হরিদ্রাবর্ণের আভাযুক্ত ছাই রঙ্ দৃষ্ট হয়। ইহারা সমুদ্রতীরে আহারান্বেষণে নিরন্তর নিরত থাকে বলিয়া Surf-Duck নামে কথিত হয়। এই শাখায় O. fusca, O. perspicillata ও O. nigra নামে তিন প্রকার স্বতন্ত্র হংস দেখিতে পাওয়া যায়।

Fuligula-শাখার হংসগণও সমুদ্রতীরবাসী। ইহাদের ঠোঁট লম্বা, চওড়া ও প্রশস্ত, পুচ্ছ ক্ষুদ্র। এই শাখায় F. Valisneria, F. ferina, F. marila, F. rufitorques ও F. rubida নামে কয়েটী স্বতন্ত্র থাক আছে। F. Valisneria থাকের হংসগুলির বর্ণ বিচিত্র, এই কারণে ইহারা Canvass-back Duck নামে বিদিত।

Clangula শাখার হংসদিগের ঠোঁট সরু ও ছোট, কেবল মস্তকের সংযোগস্থল কিছু উচ্চ। ইহারা সমুদ্রতীরে ও সুমিষ্ট জলপূর্ণ প্রদেশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। এই শাখার C. Vulgaris নূতন ও পুরাতন মহাদ্বীপের সুমেরুসন্নিহিত তুষারমণ্ডিত প্রদেশে বাস করে। ইহা সাধারণতঃ the Common Golden eye Duck বা Garrot নামে খ্যাত। সুইজর্লণ্ডের হ্রদসমূহে এই শ্রেণীর হংস দেখা যায়। C. albeola গুলির ঠোঁট নীলাভ কৃষ্ণ এবং পা হরিদ্রাভ। গায়ের পালকের অধিকাংশই সাদা, কেবল মাথার উপর, ঘাড়, গলা, পুচ্ছ, পক্ষ প্রভৃতি স্থলে বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। হংসগুলির মাথার উপর চক্ষুর পার্শ্ব হইতে বড় বড় পালক ঝুটীর মত রহিয়াছে, কিন্তু হংসীর তাহা নাই। ইংরাজীতে ইহারা Spirit Duck নামে অভিহিত। এতদ্ভিন্ন এই শাখায় C. Barrovii ও C. histrionica নামে আরও দুইটী থাক আছে। আমেরিকার রকি-মাউণ্টেন্স নামক পর্ব্বতোপত্যকায়, আইসলণ্ড দ্বীপে ও য়ুরোপের অন্যান্য স্থানে এই দুইটী শাখার হংস দেখিতে পাওয়া যায়।

Harelda শাখার হংসগুলির ঠোঁট অতিশয় ক্ষুদ্র ও গোড়ার নিকট উচ্চ, নখ চওড়া ও গোলাকার, গ্রীবা মোটা ও পুচ্ছ অন্যান্য হংসশ্রেণী অপেক্ষা সুদীর্ঘ। পদতালু ক্ষুদ্র। এই Harelda glacialis শাখার হংসগুলি ইংরাজীতে Long-tailed Duck বলিয়া কথিত, সপুচ্ছ হংসগুলি ২০।২২" ইঞ্চ লম্বা হয়; কিন্তু হংসীগুলি ১৬ ইঞ্চের অধিক লম্বা হয় না। এই সকল সমুদ্রহংস (Sea-Ducks) শাখার মধ্যে Gymnura, Macropus, ও Micropterus প্রভৃতি শাখার হংসও স্থান পাইতে পারে। M. Patachonicus শাখার হংসগুলি Steamer-Ducks নামে সাধারণে পরিচিত।

Merganinæ শ্রেণীতে যে সকল হংস গৃহীত হইয়াছে তাহাদের ঠোঁট সরল সরু ও প্রায় চোঙ্গের ন্যায় লম্বাকার এবং অগ্রভাগ হুকের কাঁটার ন্যায় বক্র। জিহ্বা সরু ও লম্বা, পা ক্ষুদ্র। মাথায় ঝুট আছে। *Mergus Castor* ইংরাজদিগের Goosander বা Mersander,—এই শাখার হংসগুলি Mergus Merganser ও Mergus rubricapillus নামেও কথিত হয়। Mergus albelus ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌দিগের নিকট Smew অথবা White-nun নামে বিদিত। ইহাদের গাত্রবর্ণ সাদা ছাই রং ও কাল বিচিত্রাকারে রঞ্জিত। পুরুষগুলির মাথায় কাকাতুয়ার ন্যায় ঝুট আছে। এক বৎসর পর্য্যন্ত শাবকদিগের মাথায় ঝুট উঠে না। এই কাল পর্য্যন্ত পুংহংসশাবকগুলি হংসীদিগের মতই দেখায়। পুংশাবকগুলি বড় হইলেই ঠোঁটের পরবর্ত্তী চক্ষু পর্য্যন্ত স্থান কৃষ্ণাভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকে সমাচ্ছাদিত হয় ও মস্তক শ্বেতবর্ণ পালকে পূর্ণ হইয়া যায়। পৃষ্ঠ কৃষ্ণ ও ধূসরবর্ণ পালকে এরূপ ভাবে সজ্জিত, যেন একত্র নানা বর্ণের সমাবেশ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বক্ষে দুইটী কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাকৃতি পালকের এবং পক্ষে ঐরূপ দুই সার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ চন্দ্রাকার পালকের রেখা আছে। এই শ্রেণীর হংসীগুলির মস্তকের উপরি ভাগ, চক্ষুর চারি পার্শ্ব ও কপোল রক্তাভ পিঙ্গল। কণ্ঠ, গ্রীবা ও উদর সাদা, বক্ষ ও গ্রীবার নিম্নার্দ্ধ উজ্জ্বল ধূসর। পক্ষ সাদা, কাল ও ধূসর বর্ণে রঞ্জিত। এই হংসগুলি সাধারণতঃ ১৫ ইঞ্চ লম্বা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর হংসশাবক ও হংসীগুলিকে বিভিন্ন পক্ষিতত্ত্ববিদেরা M. minutus, M. Asiaticus ও M. Stellatus প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ণিত হংস ব্যতীত আরও অনেক প্রকার হংস দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল হংস আফ্রিকা, আমেরিকা ও য়ুরোপের নানা স্থানে বাস করে।

প্রাণিবিদ্‌গণ হংসতত্ত্ব আলোচনা করিয়া অবধারণ করিয়াছেন

যে, রাজহংস ও অধিকাংশ শ্রেণীর পাতিহাঁস উত্তর-মেরুর সন্নিহিত প্রদেশে বাস করে। তাহারা শীতের ন্যূনাধিক্য অনুসারে য়ুরোপ, এসিয়া ও আমেরিকার দক্ষিণ অংশে উড়িয়া চলিয়া আইসে; আবার গরম পড়িলে শীতপ্রধান উত্তর প্রদেশে চলিয়া যায়। এই সকল হংস উত্তর মহাসাগরস্থ তুষারমণ্ডিত দ্বীপবাসী অনেকের একটী প্রধান আহার্য্য। তত্তদ্দেশে গ্রীষ্মের সময় যখন হংসজাতি অন্য স্থান হইতে এদেশে উড়িয়া আইসে, তখন দেশ-বাসীরা তীর বা বন্দুক দিয়া লক্ষ লক্ষ হংস মারিয়া ভবিষ্যতের খাদ্যরূপে সংগ্রহ করিয়া রাখে। কোথাও কোথাও বা নিহত হংসরাজি কাষ্ঠনির্ম্মিত "পিপায়" পূর্ণ করিয়া স্থানান্তরে বিক্রয়ার্থ চালান দেওয়া হইয়া থাকে। দক্ষিণ-মেরুদেশে Penguin Duck (পেঙ্গুইন্) নামে এক প্রকার হংস আছে। উহারা সম্পূর্ণ রূপে হংসের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বটে, কিন্তু সাধারণ হংসের ন্যায় পাব উপর ভর রাখিয়া চলিতে এবং উত্তর-মেরুর হংসের ন্যায় উড়িতে পারে না। ইহাদের ডানা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার। ইহারা জানু পর্য্যন্ত পা ভূপৃষ্ঠে সংলগ্ন রাখিয়া মানুষের ন্যায় উচ্চ হইয়া দাঁড়ায় এবং যখন শিকার অন্বেষণে জলে সন্তরণ করে, তখন হংসের মত দেখায়।

Colymbidæ শ্রেণীতে পেঙ্গুইনের ন্যায় Guillemot নামে আর এক প্রকার হংসাকার পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদেব সর্ব্বাবয়ব হংসের ন্যায় কেবল ঠোঁটগুলি কোণাকার ছুচাল। এই শ্রেণীর পক্ষী জীববিজ্ঞানে Uria নামে খ্যাত। এই শ্রেণীতে U. Troile, U. Brunnichii, U. Grylle, U. Alle, U Baltica প্রভৃতি কয়টী স্বতন্ত্র শাখার পক্ষী আছে। নরওয়ে, ইংলণ্ড, বল্টিক সাগরোপকূলে, স্পিট্‌স্‌বর্জ্জেন, লাপ-মার্ক, কামস্কাট্‌কা, নিউফাউণ্ডলণ্ড ও লাব্রেডরের উপকূলে এই সকল পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য শাকুনতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা হংস উত্তরমেরু দেশের প্রধানতম পক্ষী। ইহারা দক্ষিণপথে চালিত হইয়া ক্রমে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজলণ্ড, জর্ম্মণি ও ইতালী দেশে পৌঁছিয়াছে এবং তথা হইতে কোন কোন শাখা সুদূর আফ্রিকা মহাদেশে চলিয়া আসিয়াছে। য়ুরোপের মত ঐরূপে সাইবিরিয়া রাজ্য অতিক্রম করিয়া হংসগণ ক্রমে ক্রমে এসিয়ার সমস্ত স্থানে, এমন কি, ভারতে, দক্ষিণ ব্রহ্মেও গিয়াছে। তাঁহাদের এই মতটী আমরা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ভারতে যে বহু পূর্ব্বেই হংসের প্রচলন ছিল, আমরা প্রাচীন গ্রন্থপাঠে তাহা জানিতে পারি। হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে যে, এক স্বতন্ত্র প্রকার হংস বিরাজ করিতেছে, তাহা ভারত ভিন্ন পৃথিবীর অপর কোথাও দৃষ্টি গোচর হয় না।

আমরা ঋগ্বেদ (১৬৫।৫) হইতে জানিতে পারি যে হংস অন্তরীক্ষে দ্রুতগমনশীল ও জলসঞ্চারী। মহাভারত বনপর্ব্বের ৫৩ অধ্যায়ে নলোপাখ্যানপ্রসঙ্গে হংসের দৌত্য এবং নল ও দময়ন্তীর পরস্পরকে সংবাদ জ্ঞাপন বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। হংস যে তৎকালে Messenger Bird নামক পক্ষীর মত এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে সংবাদ লইয়া যাইত, উক্ত উপাখ্যান হইতে তাহাই উপলব্ধি হয়। পুরাণে এই হংস ব্রহ্মার বাহন রূপে গৃহীত। চীনদেশে হোঙ্গ য়ুএন-সুই নামক জনৈক মৃত মহা-পুরুষের পূজকদিগের নিকট হংস উক্ত সাধকপ্রবরের পবিত্র পদার্থ বলিয়া পরিরক্ষিত। কাণ্টন ও চীনের অন্যান্য নগরবাসি বর্গ হংসকে বিশেষ যত্নের সহিত এরূপ শিক্ষা দেয় যে, তাহারা সিস্ বা সাঙ্কেতিক শব্দ শ্রবণ মাত্রেই শস্যক্ষেত্র ও খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আইসে এবং তাহাদের নির্দ্দেশ অনুসারে আপনাপন কুলায় অথবা নদীজলে সন্তরণ করিতে যায়। ইংলণ্ডে ও য়ুরোপের অন্যান্য স্থানে ঐরূপ হংসপালনের বিধি আছে। মহারাণী কুইন্ ভিক্টোরিয়ার টেম্‌স্ নদীতীরে ঐরূপ হংসপালনের জন্য একটী হংসাবাস ছিল। উক্ত নদীর মোহানায় মহারাণী ব্যতীত আর ও কএকটী ভদ্র লোকেব হংসাবাস আছে।

রাজপুত জাতির নিকট লাল হংস বিশ্বস্ততার প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য। ব্রহ্মরাজের সিংহাসন সমক্ষে একটী সোণার হংসমূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। উহার সাধারণ নাম হস্থ। হস্থ শব্দটী সংস্কৃত হংস শব্দেরই অপভ্রংশ।

বৈদ্যকমতে—হংসমাংস পিত্তঘ্ন, স্নিগ্ধ, মধুররস, গুরু, শীতবীর্য্য, সারক, বায়ু, কফ, বল ও শুক্রবর্দ্ধক। (ভাবপ্র°) রাজবল্লভমতে বাতহর, বৃষ্য, স্বরবর্দ্ধক, মাংস ও বলপ্রদ। রাজনির্ঘণ্টমতে স্নিগ্ধ, শীতল, গুরু, বৃষ্য ও বাতনাশক। ডিম্ব-গুণ—রেতঃক্ষীণ, কাস, হৃদ্রোগ ও ক্ষত প্রভৃতি রোগে হিতকর, গুরুপাক এবং সন্তোবলকারক। (চরক সূত্র ৭ অ°)

ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হংসমাংস বা ডিম্বভোজন করিতে নাই, কামতঃ ইহা ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।

"হংসং পারাবতঞ্চৈব ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।" (স্মৃতি)

কিন্তু এই মাংসভোজনে রোগীর পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা।

কবিগণ শরৎকাল-বর্ণনস্থলে মানস-সরোবরে হংসগমন বর্ণনা করিয়া থাকেন। বসন্তরাজশাকুনে (৮ সর্গ) হংসের দর্শন বা শব্দশ্রবণে এইরূপ ফল লিখিত আছে—

"কাষ্ঠাসু সর্ব্বাস্বপি দর্শনেন হংসস্য শব্দেন তু সর্ব্বসিদ্ধিঃ।
নাগানি হংসস্য শৃণোতি যস্য প্রযান্তি নাশং দুরিতানি তস্য॥
চৌরৈঃ সমং দর্শনমাদ্যশব্দে নিধির্দ্বিতীয়েঽথ ভয়ং তৃতীয়ে।
যুদ্ধং চতুর্থে নৃপতিপ্রসাদঃ স্যাৎ পঞ্চমে হংসরবে নরাণাং॥"

যে কোন দিকে গমনকালে যদি হংসের শব্দ শ্রবণ বা হংস দর্শন করা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় এবং যিনি গমনকালে হংস এই নাম শ্রবণ করেন, তাহার সকল দুরিত বিনষ্ট হয়। হংসরবের আদ্যশব্দশ্রবণে চৌরের দর্শন, দ্বিতীয়ে নিধিলাভ, তৃতীয়ে ভয়, চতুর্থে বিবাদ এবং পঞ্চমে নৃপতিপ্রসাদ লাভ হয়। ২ নির্লোভ মৃগ। ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১২।৪৩।৭) ৪ সূর্য্য। (ভারত ৩।৩।৬১) ৫ পরমাত্মা। ৬ মৎসর। ৭ যোগিভেদ। ৮ শরীরস্থ বায়ুবিশেষ। ৯ তুরঙ্গমভেদ। ১০ গোবিশেষ।

"সিতবর্ণঃ পিঙ্গাক্ষস্তাম্রবিষাণেক্ষণো মহাবক্ত্রঃ।
হংসো নাম শুভফলো যূথস্য বিবর্দ্ধনঃ প্রোক্তঃ॥"

(বৃহৎসংহিতা ৬১।১৭)

যে গাভীর বর্ণ শুক্ল, চক্ষু পিঙ্গল, ঈক্ষণ ও বিষাণ তাম্রবর্ণ, মুখ বৃহৎ তাহাকে হংস নামক গাভী কহে। গোযূথে এই হংসনামক গাভী বিশেষ ফলপ্রদ।

১১ গুরু। ১২ পর্ব্বত। (শব্দরত্না°) ১৩ শিব। ১৪ অগ্রে অবস্থিত। ১৫ শ্রেষ্ঠ। ১৬ বিশুদ্ধ। ১৭ মন্ত্রভেদ, অজপামন্ত্র।

"হঙ্কারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসেতি পরমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা॥" (তন্ত্রসা°)

হং এই শব্দ দ্বারা বাহিরে গমন এবং স এই শব্দ দ্বারা অন্তঃপ্রবেশ করে, অর্থাৎ জীব হং মন্ত্রে বহির্গমন এবং স মন্ত্রে অন্তঃপ্রবেশ করিতে পারে, এই জন্য এই মন্ত্রের নাম হংস হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে এই মন্ত্রের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

হংস এই অজপামন্ত্র কল্পবৃক্ষস্বরূপ, অর্থাৎ এই মন্ত্রের উপাসনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিলে সকল অভিলাষই সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্রের পূজাবিধান তন্ত্রসারে এইরূপ লিখিত আছে, প্রথমে সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিতে হইবে, যথা—শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীগিরিজাপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। হংসাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হংসীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি রূপে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ধ্যান—

"উদ্যদ্ভানুস্ফুরিততড়িদাকারমর্দ্ধাম্বিকেশং
পাশাভীতিং বরদপরশুং সন্দধানং করাব্জৈঃ।
দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ শোভিতং বিশ্বমূলং
সৌম্যাগ্নেয়ং বপুরবতু বশ্চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং॥"

এইরূপে ধ্যান, মানসপূজা ও শঙ্খস্থাপন প্রভৃতি পূজাপদ্ধতির নিয়মে সমস্ত কার্য্য করিবে, তৎপরে পীঠপূজা পুনর্ব্বার ধ্যান, আবাহন ও পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া আবরণদেবতার পূজা করিতে হইবে। অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঈশানকোণে, মধ্যে এবং দিক্‌চতুষ্টয়ে 'হংসাং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি রূপে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া পূর্ব্বদলে ওঁ ঋতায় নমঃ, দক্ষিণদলে ওঁ রবয়ে নমঃ, পশ্চিমদলে ওঁ বসবে নমঃ, আগ্নেয় দলে ওঁ ঋতজায়ৈ নমঃ, নৈঋ‌ত দলে ওঁ গোজায়ৈ নমঃ, বায়ুদলে ওঁ অব্জায়ৈ নমঃ, ঈশানদলে ওঁ অদ্রিজায়ৈ নমঃ, এই প্রকারে পূজা করিয়া তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদি লোকপাল এবং বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিতে হয়। তৎপরে পূজাপদ্ধতির নিয়মে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম শেষ করিবে। দ্বাদশ লক্ষ জপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ। জপাবসানে ঘৃতযুক্ত পায়স দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। পূর্ব্বোক্তরূপ অনুষ্ঠান করিলে অচিরে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। সাধক এই হংসমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিলে তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয়। (তন্ত্রসার)

এই হংসমন্ত্র দ্বিবিধ ব্যক্ত ও গুপ্ত।

"হংসেতি প্রকৃতির্জ্ঞেয়া ওঙ্কারঃ প্রকৃতের্গুণঃ।
হঙ্কারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ॥
হংসেতি পরমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
ষট্‌শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ॥
অরূপা দ্বিবিধা দেবী ব্যক্তা গুপ্তা ক্রমেণ চ।
ব্যক্তা চ দ্বিবিধা প্রোক্তা শব্দজ্যোতিঃস্বরূপিণী॥"

(নিরুত্তরতন্ত্র ৪ প°)

১৭ জরাসন্ধ নৃপতির একজন সেনাপতি। (ভারত ২।২২।৩১)

১৮ মেরুর উত্তরস্থ পর্ব্বতবিশেষ। (বিষ্ণুপু° ২।২।২৮)

১৯ ব্রহ্মসূত্রের একজন ভাষ্যকার।

হংসক (পুং) হংস ইব কায়তি মধুরধ্বনিত্বাৎ কৈ শব্দে ক। ১ পাদকটক। হংসাকৃতি চরণভূষণ। এই চরণভূষণ রবশূন্য।

'পাদাঙ্গদং তুলাকোটির্মঞ্জীরো নূপুরোঽস্ত্রিয়াং।
হংসকঃ পাদকটকঃ কিঙ্কিনী ক্ষুদ্রঘণ্টিকা॥' (অমর)

'ষট্ নূপুরে। কেচিত্তু পাদাঙ্গদাদিচতুষ্কং চরণভূষণে নূপুর ইতি খ্যাতে। হংসকাদিদ্বয়ং রবশূন্যে হংসাকৃতিচরণভূষণে।' (ভরত)

হংস ইবেতি ইবে প্রতিকৃতাবিতি কন্, স্বার্থে কন্ বা। ২ রাজহংস। (শব্দচ°) ৩ সঙ্গীতে তালভেদ।

"লঘুর্গুরু লঘুর্যত্র সতালো হংসকঃ স্মৃতঃ।" (সঙ্গীতদা°)

হংসকবতী (স্ত্রী) হংসক-মতুপ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। নগরীবিশেষ।

হংসকাকীয় (ত্রি) হংস ও কাকসম্বন্ধীয়, মহাভারতের আদিপর্ব্বে হংসকাকীয় নামে একটী আখ্যান আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

হংসকান্তা (স্ত্রী) হংসস্য কান্তা। হংসপত্নী।

হংসকায়ন (পুং) মহাভারতোক্ত জনপদভেদ। (২।৫১।১৪)

হংসকালীতনয় (পুং) মহিষ।

হংসকীলক (পুং) হংস ইব কীলতীতি কীল বন্ধনে-খুল্। রতিবন্ধবিশেষ।

"নারী পাদদ্বয়ং কৃত্বা কান্তস্তোরুযুগোপরি।
কটীমান্দোলয়েদ্‌যত্নাৎ বন্ধোঽয়ং হংসকীলকঃ॥" (স্মরদীপিকা)

হংসকূট (পুং) ১ ককুৎ। ২ পর্ব্বতবিশেষ।

হংসক্রীড় (ক্লী) জনপদভেদ।

হংসগ (ত্রি) হংসেন গচ্ছতীতি হংস-গম-ড। ১ হংসবাহন ব্রহ্মা। (হেম) (ত্রি) ২ হংসগামিমাত্র।

হংসগদ্‌গদা (স্ত্রী) হংস ইব গদ্‌গদো যস্যাঃ। মধুরভাষিণী, মধুরনিস্বনা। (ত্রিকা°)

হংসগামিনী (স্ত্রী) হংস ইব গচ্ছতীতি গম-ণিনি ঙীপ্। হংসগমনমিব গমনং যস্যাঃ সা। ১ নারীবিশেষ। নারীদিগের গমন হংসের ন্যায়, এই জন্য উহাদিগকে হংসগামিনী কহে। হংসেন গচ্ছতীতি। ২ ব্রহ্মাণী।

হংসগুহ্য (ক্লী) স্তোত্রবিশেষ, হংসগুহ্যাখ্য স্তোত্র।

"অস্তৌষীদ্ধংসগুহ্যেন ভগবন্তমধোক্ষজং।
তুভ্যং তদভিধাস্যামি কস্যাতুষ্যদ্‌যথা হরিঃ॥" (ভাগ° ৬।৪।২২)

হংসচূড় (পুং) যক্ষ। (ভারত সভাপ°)

হংসজ (পুং) স্কন্দানুচরবিশেষ। (ভারত)

হংসত্ব (ক্লী) হংসস্য ভাবঃ ত্ব। হংসতা, হংসের ভাব বা ধর্ম্ম।

হংসতীর্থ (ক্লী) পুণ্যতীর্থবিশেষ। (সৌরপু° ৬ অ°)

হংসদাহন (ক্লী) হংসং শ্রেষ্ঠং সুরভিত্বাৎ দাহনং যস্য। অগুরু।

হংসদ্বীপ (পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত দ্বীপভেদ।

হংসধ্বজ (পুং) পৌরাণিক রাজভেদ।

হংসনাদিন্ (ত্রি) হংস ইব নদতীতি নদ-ণিনি। ১ হংসের ন্যায় নাদকারী।

হংসনাদিনী (স্ত্রী) নারীবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

'গজেন্দ্রগমনা তন্বী কোকিলানাং রুতান্বিতা।
নিতম্বগুর্ব্বিণী যা সা কথ্যতে হংসনাদিনী॥' (শব্দমালা)

যে সকল স্ত্রী গজেন্দ্রগামিনী, যাহাদের স্বর কোকিলের মত এবং যাহারা স্থূলনিতম্বা, তাহাদিগকে হংসনাদিনী কহে।

হংসনাদোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌বিশেষ।

হংসনাভ (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৫ অ°)

হংসপক্ষ (পুং) হলায়ুধের পুরাণসর্ব্বস্ববর্ণিত হস্তের শুভরেখাভেদ।

হংসপথ (পুং) হংসমার্গ। [হংসমার্গ দেখ।]

হংসপদ (ক্লী) কর্ষপরিমাণ, দুই তোলা।

হংসপদিকা (স্ত্রী) রাজা দুষ্মন্তের পত্নীভেদ। নামান্তর হংসবতী।

হংসপাকাগ্নি (পুং) হংসপাকযন্ত্রে পাকযোগ্য অগ্নি।

হংসপাকযন্ত্র (ক্লী) ঔষধপাকার্থ যন্ত্রবিশেষ।

"খর্পরং সিকতাপূর্ণং কৃত্বা তস্যোপরি ক্ষিপেৎ।
তৎসমং খর্পরং তত্র শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥"
"হংসপাকং সমাখ্যাতং যন্ত্রং" (রসচি° ৬ অ°)

হংসপাদ (ক্লী) ১ হিঙ্গুল। এই শব্দ পুংলিঙ্গও দেখা যায়।

"চর্ম্মারঃ শুকবর্ণঃ স্যাৎ সপীতঃ শুকতুণ্ডকঃ।
জবাকুসুমসঙ্কাশো হংসপাদো মহত্তমঃ॥" (ভাবপ্র°)

(পুং) ২ হংসের চরণ, হাঁসের পা।

হংসপাদিকা (স্ত্রী) হংসপাদী এব স্বার্থে কন্, টাপ্। হংসপদী। (রাজনি°)

হংসপাদা (স্ত্রী) হংসস্য পাদা ইব পাদমূলান্যস্যাঃ, ঙীষ্ পাদস্য পদ্‌ভাবঃ। ১ গোধাপদী, গোয়ালে। পর্য্যায়—মধুস্রবা, হংসপাদী, ত্রিপদী, কীটমাতা, ত্রিপাদিকা। ইহার গুণ—গুরু, শীতল, রক্ত, বিষ, ব্রণরোগ, বিসর্প, দাহ, অতীসার ও লূতাবিষনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

হংসপাদী (স্ত্রী) হংসস্যেব্যপাদমূলানি অস্যাঃ ঙীষ্। ১ গোধাপদী, গোয়ালেলতা। ২ হিঙ্গুল। ৩ হংসের ন্যায় পাদবিশিষ্ট।

হংসপাদীতৈল (ক্লী) নাড়ীব্রণরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের। গোয়ালিয়ালতা, নিম ও জাতী ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের পত্রের রস সমপরিমাণে মিলিত ১৬ সের। কল্কার্থ—উহাদের পত্র মিলিত ১ সের। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। নালীঘাতে এই তৈল দিলে অচিরে নালী ঘা শুষ্ক হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না° নাড়ীব্রণাধি°)

হংসপাল (পুং) প্রাগ্‌বাটবংশীয় একজন হিন্দুনৃপতি। ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

হংসপোট্টলী (স্ত্রী) গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত বটিকৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—কড়িভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা, বিষ, গন্ধক, পারা, সমভাগ জম্বীর লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া পুটপাকে পাক করিতে হয়। পরে উহাদ্বারা এক মাষা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া মরিচচূর্ণ ও আদা লেহন করিতে হয়। পথ্য—ঘোল ও ভাত। ইহা সেবনে গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° গ্রহণীরোগাধি°)

হংসপ্রপতন (ক্লী) তীর্থবিশেষ। মহাভারতের বনপর্ব্বে এই তীর্থের বিবরণ লিখিত আছে। ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডের মতে এই স্থান ভোজদেশের অন্তর্গত। (২৯।১৬)

হংসবীজ (ক্লী) হংসস্য বীজং। হংসডিম্ব, হাঁসের ডিম, গুণ—

অতিশয় বলকারক, বৃংহণ, বাতনাশক, পাকে অতিশয় লঘু এবং সকল আময়নাশক।

"হংসবীজং পরং বল্যং বৃংহণং বাতনাশনং।
পাকে লঘুতরং প্রোক্তং সর্ব্বাময়বিনাশনং ॥" (ভাবপ্রকাশ)

হংসভট্ট, একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

হংসভূপাল, সঙ্গীতরত্নাকরটীকারচয়িতা।

হংসমণ্ডূরক (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত মিশ্র ঔষধবিশেষ।

হংসমার্গ (পুং) পুরাণোক্ত পার্ব্বত্যদেশভেদ। (মার্কপু° ৫৭।৪১)

হংসমালা (স্ত্রী) হংসস্য মালা। ১ কাদম্ব। (শব্দচ°) ২ হংসসমূহ।

"তাং হংসমালাং শরদীব গঙ্গাং
মহৌষধীর্নক্তমিবাত্মভাসঃ॥" (কুমারস° ১।৩০)

হংসমাষা (স্ত্রী) হংসঃ শ্রেষ্ঠো মাষো যস্যাঃ। মাষপর্ণী।

হংসযান (ক্লী) হংসরূপং যানং। ১ হংসরূপ-যান, ব্রহ্মার যান হংস। (ত্রি) হংসো যানং যস্য। ২ হংসবাহন ব্রহ্মা। স্ত্রিয়াং টাপ্। হংসযানা—সরস্বতী।

হংসরথ (পুং) হংসো রথো বাহনং যস্য। ব্রহ্মা। (ত্রিকা°)

হংসরাজ (পুং) হংসানাং রাজা। শ্রেষ্ঠ হংস। রাজহাঁস।

হংসরাজ, ১ বালবোধিনী নামে শ্রুতবোধটীকাকার। ২ একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্য। ইনি 'ভিষকৃচক্রচিত্তোৎসব' নামক একখানি বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করেন।

হংসরুত (ক্লী) হংসস্য রুতং। ১ হংসস্বর, হাঁসের শব্দ। ২ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ৮টী করিয়া শব্দ থাকিবে। ইহার মধ্যে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ণ লঘু, ইহা ভিন্ন আর সকল গুরু। লক্ষণ—"ম্নৌ গ্নৌ হংসরুতমেতৎ" (ছন্দোম°)

হংসলোমশ (ক্লী) হংস ইব লোমশং। কাসীস।

হংসবক্ত্র (পুং) স্কন্দানুচরবিশেষ। (ভারত)

হংসবৎ (ত্রি) হংস অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য বঃ। ১ হংসযুক্ত, হংসবিশিষ্ট।

হংসবতী (স্ত্রী) হংস ইব হংসপদাকার ইব মূলমস্ত্যস্যা ইতি হংস-মতুপ্-ঙীপ্। ১ হংসপদী লতা। ২ রাজা দুষ্মন্তের পত্নীভেদ। ইহার নামান্তর হংসপদিকা। (শকু°)

হংসবাহ (ত্রি) হংসো বাহো বাহনং যস্য। ব্রহ্মা।

"স নিরীক্ষ্যাম্বরে দেবং হংসবাহমুপস্থিতং।"
(ভাগবত ৭।৩।২৪)

হংসবাহন (পুং) হংসো বাহনং যস্য। ব্রহ্মা। (ভাগ° ৭।৩।১৬)

হংসসাচি (পুং) পক্ষিভেদ। (তৈত্তিরীয়স°)

হংসাঙ্ঘ্রি (পুং) হংসস্য অঙ্ঘ্রিরিব রক্তবর্ণত্বাৎ। ১ হিঙ্গুল। ২ হংসের চরণ, হাঁসের পা।

হংসাণ্ড (ক্লী) হংসস্য অণ্ডং। হংসডিম্ব, হাঁসের ডিম্ব।

হংসাধিরূঢ় (পুং) হংসমধিরূঢ়ঃ। ১ ব্রহ্মা। স্ত্রিয়াং টাপ্। হংসাধিরূঢ়া—সরস্বতী।

হংসাভিখ্য (ক্লী) হংসস্যেব অভিখ্যা শোভা যস্য শুক্লবর্ণত্বাৎ। রূপা। (হেম)

হংসারূঢ় (পুং) হংসমারূঢ়ঃ। ১ ব্রহ্মা। স্ত্রিয়াং টাপ্। হংসারূঢ়া—ব্রহ্মাণী।

হংসাবলী (স্ত্রী) হংসস্য আবলী। হংসশ্রেণী, হংসমালা।

হংসাস্য (পুং) হস্তের শুভচিহ্ন, শুভরেখাভেদ। (সামুদ্রিক)

হংসাহ্বয়া (স্ত্রী) হংসপদীলতা, চলিত গোয়ালে লতা।

হংসিকা (স্ত্রী) হংসী এব স্বার্থে কন্ টাপ্। হংসী। (শব্দরত্না°)

হংসির (পুং) মূষিকবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৬ অ°)

হংসী (স্ত্রী) হংসস্য পত্নী। হংস-ঙীপ্। হংসভার্য্যা, মেয়ে হাঁস। পর্য্যায়—চক্রাঙ্গী, বরটা, চক্রাকী, বরটী, সরঃকাকী, হংসিকা, বারলা, হংসযোষিৎ, বরলা, মরালী, মঞ্জুগমনা, মৃদুগামিনী। (রাজনি°) ২ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২২টী করিয়া অক্ষর থাকিবে, তাহার মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ২১ ও ২২ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন অক্ষর সকল লঘু। এই ছন্দের অষ্টম ও দ্বাবিংশতি অক্ষরে যতি। লক্ষণ—

"মৌ গৌ নাশ্চত্বারো গো গো বসুভুবনযতিবিতি ভবতি হংসী"

উদাহরণ—"সার্দ্ধং কান্তে নৈকান্তেহংসো বিকচকমলমধুসুরভি-
পিবন্তী কামক্রীড়াকৃতস্ফীতপ্রমদরভসভরমলঘু রসন্তী।
কালিন্দীয়ে পদ্মারণ্যে পবনপতনপরিতরলপরাগে কংসারাতে
পশ্য স্বেচ্ছং সরভসগতিরিহ বিলসতি হংসী ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

হংসীয় (ত্রি) হংস (গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) ইতি ছ। হংসসম্বন্ধীয়।

হংসেশ্বরতীর্থ (ক্লী) পুণ্যতীর্থবিশেষ।

হংসোদক (ক্লী) হংসং শ্রেষ্ঠং উদকং। পানীয়বিশেষ। ইহার লক্ষণ—"নাদেয়ং নবমৃদ্ঘটেষু নিহিতং সন্তপ্তমর্কাংশুভি-
র্যামিন্যাঞ্চ নিবিষ্টমিন্দুকিরণৈর্মন্দানিলান্দোলিতং।
এলাদ্যৈঃ পরিবাসিতং শ্রমহরং পিত্তোষ্ণদাহে বিষে
মূর্চ্ছারক্তমদাত্যয়েষু চ হিতং সংশস্তি হংসোদকং ॥" (রাজনি°)

কোন একটী নূতন মৃৎপাত্রে জল রাখিয়া দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত করিবে, এবং রাত্রিকালে চন্দ্রকিরণ ও মন্দ মন্দ বায়ুতে শীতল করিয়া ঐ জল এলাদি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা সুবাসিত করিবে। এইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত জলকে হংসোদক কহে। এই জল অতি শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ উপকারক। এই জলের গুণ—শ্রমনাশক, পিত্ত, উষ্ণ, দাহ, বিষ, মূর্চ্ছা, রক্তবমন ও মদাত্যয়ে বিশেষ হিতকর।

হংসোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্বিশেষ।

হংহো (অব্য°) ১ সম্বোধন, ভোঃ, অহে।
"হংহো বেদা যদি মতা ধর্ম্মাঃ কে নাপরে মতাঃ।"
(ভারত ১২।১৬৭।৯)
২ দর্প। ৩ দম্ভ। ৪ প্রশ্ন। (শব্দরত্না°)

হক্‌ (আরবী) ১ সত্য। ২ বিশুদ্ধতা। ৩ ন্যায়।

হকার (পুং) হ স্বরূপে কার। হ এই বর্ণ।

হকীকৎ (আরবী) ১ সত্য। ২ সরলতা। ৩ সত্যবিবরণ। ৪ কাহিনী। ৫ বর্ণনা।

হকীম্‌ (আরবী) চিকিৎসক।

হক্‌দার (পারসী) স্বত্বাধিকারী, প্রকৃত অধিকারী।

হক্‌দারী (পারসী) স্বত্ব।

হক্‌নাহক্‌ (পারসী) সত্য ও মিথ্যা।

হক্ক (পুং) হক্‌ ইত্যব্যক্তশব্দেন কায়তীতি, কৈ-ক। গজ-সমাহ্বান। হাতীর ডাক। (জটাধর)

হক্কার (পুং) হক্‌ ইত্যব্যক্তশব্দস্ত কারঃ করণং। আহ্বান।

হঙ্গামা (পারসী) ১ গোলযোগ। ২ জনতা।

হঙ্গামী (পারসী) গোলযোগকারী।

হজদেশ (পুং) দেশভেদ, আরবদেশ।

হজম্‌ (আরবী) ১ পরিপাক। ২ আত্মসাৎ করা।

হজম্‌রো, সিন্ধুপ্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। সিন্ধুনদেরই একটী শাখা। করাচীর নিকট সমুদ্রে মিশিয়াছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইহা এত অপ্রশস্ত ছিল যে, বর্ষার সময় কেবল ছোট ছোট ডিঙ্গী যাতায়াত করিত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে খেদকরি নামক সমুদ্রের খাড়ীতে মিশিয়া বিশালাকার ধারণ করে এবং সমুদ্র হইতে সিন্ধুনদে প্রবেশের প্রধান পথ রূপে পরিণত হয়। ইহার পূর্ব্ব প্রবেশমুখ প্রায় ৯৫ ফিট্‌ দীর্ঘ।

হজমী (আরবী) পরিপাকদ্রব্য, যাহাতে পরিপাক হয়।

হজরত্‌ (আরবী) ১ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিবার জন্ম এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ২ মহাপ্রভু। ভগবান্‌।

হজরৎপাণ্ডুয়া [পাণ্ডুয়া দেখ।]

হজুত (আরবী) ১ তর্কবিতর্ক। ২ ঝগড়া।

হজাম্‌ (আরবী) ১ নাপিত।

হজামৎ (আরবী) ক্ষৌরকার্য্য।

হজারা, সম্ভবতঃ ইহা পারস্য 'হজার' শব্দ হইতে উদ্ভূত। চেঙ্গিজ খাঁ যখন হজারাদের বাসস্থান জয় করেন, তখন এই স্থানে অন্যূন দশটি সেনোপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সেনানিবাসের সৈন্যসংখ্যা মোটামুটি বোধহয় সহস্র ছিল; সেইজন্য পারসিকগণ তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসি-গণকে 'হজারা' নামে অভিহিত করিয়াছিল।

হজারাগণ ভারত-গবর্ণমেণ্ট অধিকৃত প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমতম সীমান্তে বাস করে। এই প্রদেশটি অন্যান্য বৃটীশ গবর্মেণ্ট অধিকৃত সীমান্তপ্রদেশ অপেক্ষা বৃহৎ। পূর্ব্বদিকে কাবুল ও পশ্চিমদিকে পারস্য সীমান্ত, দক্ষিণদিকে গান্ধার ও উত্তরদিকে বল্‌খ-বেষ্টিত প্রদেশ ইহাদের বাসস্থান।

ইহাদিগের শারীরিক গঠন দেখিলে অনুমিত হয় যে, ইহারা তাতার কিম্বা মোঙ্গলজাতীয়। বাবরের সময় পর্য্যন্ত ইহারা তাতার ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত। তাহার পর হইতে ইহারা পারস্য ভাষা ও সিয়াধর্ম্ম অবলম্বন করিল। এখনও উত্তর ও পশ্চিমদিকে ইহাদের মধ্যে কয়েকটি জাতি সুন্নিসম্প্রদায়ভুক্ত। হজারাদিগের ভাষার সহিত কতকগুলি তুর্কশব্দের সংমিশ্রণ রহিয়াছে। এখন ইহাই কেবল তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি।

হজারাগণ নানাজাতিতে বিভক্ত। ইহাদিগের প্রধান কয়েকটি জাতির নাম—জাঘুরি, সুদ, দাহিজবিঙ্গি, দাহিকুন্দী গৌর। ইহাদিগের মধ্যে কেহই হজারা বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয় না। সাধারণতঃ ইহারা কাবুলি, ঘিলাজ কিংবা অওগণ নামে পরিচিত।

এই জাতীয়ের ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। হজারা-দিগের বাস স্থানের নিকট এখনও বহু প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

হজারাদিগের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে এখনও সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইহারা সবল ও অশিক্ষিত এবং সম্পূর্ণরূপে মোল্লাদ্বারা পরিচালিত। ইহাদিগের মধ্যে যিনি দলপতি, তিনিই বিচারকর্ত্তা এবং তাহারই শাসন অপ্রতিহত। ইহারা অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু কর্ম্মঠ। শীতের সময়ে ইহারা কার্য্যান্বেষণে দলে দলে পঞ্জাবে আগমন করে এবং তথায় কূপ-খনন ও প্রাচীরগাঁথা ইত্যাদি কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। দেশে ইহারা সাহসী ও কর্ম্মক্ষম এবং আফগানি-স্থানে বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান্‌ ভৃত্য বলিয়া খ্যাত। শীতকালে যখন গজনী ও কাবুল তুষারে আচ্ছাদিত থাকে, তখন ইহা-দিগের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক এই সকল দেশে উপার্জ্জনোপযোগী কাজ করিয়া থাকে। এই কষ্টসহিষ্ণু বলিষ্ঠ হজারাগণ রাস্তা ও বাড়ীর ছাদগুলিকে তুষার হইতে মুক্ত করিয়া জীবিকা আহরণ করে। সিয়া বলিয়া আফগান সুন্নিগণ ইহাদিগের প্রতি দাসের ন্যায় ব্যবহার করে এবং ইহাদিগের স্ত্রীজাতির মধ্য হইতে বহুসহস্র দাসী প্রত্যেক বৎসরে এই সকল দেশে বিক্রীত হইয়া থাকে।

অন্যূন পঞ্চাশটি দলে ইহারা বিভক্ত। এই সকল দলমধ্যে সর্ব্বদাই জাতিগত ও ধর্ম্মগত দলাদলি লাগিয়া

রহিয়াছে। সিয়াগণ সুন্নিগণের বিরুদ্ধে ও সুন্নিগণ সিয়াগণের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই শত্রুতা করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া প্রবল দলপতি দুর্ব্বলকে পরাজিত করিয়া অন্য দলকে স্বীয় দলের পদানত করিতে সকল সময়েই ব্যগ্র।

এই জাতি যুদ্ধপ্রিয়, এমন কি ইহাদের স্ত্রীলোকগণও যুদ্ধে যোগদান করিয়া থাকে। শত্রুগণ হিংসা ও নিষ্ঠুরতার জন্য হজারা পুরুষ অপেক্ষা ইহাদের রমণীদিগকে অধিকতর ভয় করে। ইহারা অশ্বচালনায় যেরূপ অসিচালনায়ও সেইরূপ সুদক্ষ। রমণীগণ যে কোনও য়ুরোপীয় সৈন্য অপেক্ষা শারীরিক বলে কিংবা সামর্থ্যে ন্যূন নহে। যুদ্ধে ও হত্যাদি অপরাধে ইহারা পুরুষের ন্যায় অকুতোভয়ে যোগ দিয়া থাকে। আলেকজান্দার ভারতাভিযানের পথে যে যোদ্ধাদিগের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহারা আধুনিক হজারাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষ।

হজারাদিগের সহিত আফগান্দিগের চিরকালের বিরোধ। গবমেণ্ট যখন কয়েকবার আফগানিস্থানে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন হজারাজাতি তাহাদিগের সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিয়াছে। বহুবার চেষ্টা করিয়াও ইহাদিগকে বশে আনিতে পারে নাই। বস্তুতঃ ইহাদিগের জাতীয় চরিত্র অনেকটা গুর্খাদিগের মত সরল, পরিশ্রমী, নির্ভীক, অসম সাহসিক এবং অনেক সময়ে দুঃসাহসিক। ইহারা মোঙ্গল জাতি সম্ভূত বলিয়া আকৃতিতে গুর্খাদিগের সহিত ইহাদিগের সাদৃশ্য আছে। বর্ণ গুর্খাদিগের বর্ণ অপেক্ষা ঈষৎ উজ্জ্বলতর।

এখনও হজারাদিগের লোকসংখ্যা ঠিক হয় নাই। সাধারণতঃ ধরিতে গেলে এই জাতির লোকসংখ্যা একলক্ষ পঁচিশ হাজারের কম হইবে না।

হজারা, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। ইহার উত্তর দিকে কৃষ্ণপর্ব্বত, স্বাধীন স্বাতীপ্রদেশ, কোহিস্থান এবং চিলাদেশ, পূর্ব্বদিকে কাশ্মীর রাজ্য, দক্ষিণে রাবলপিণ্ডি জেলা ও পশ্চিমে সিন্ধুনদ। ৭২° ৩৫´ ৩০´´ হইতে ৪° ৯´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে এবং ৩৪° ৪৫´ হইতে ৩৫° ২´ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। ইহার ভূপরিমাণ ৩০৩৯, লোকসংখ্যা চারি লক্ষের অধিক। আবটাবাদ এই জেলার শাসনকেন্দ্র।

হজারা জেলাটী একটী দীর্ঘ ও সংকীর্ণ পার্ব্বত্য উপত্যকা। ইহার চারিদিক্ উচ্চ পর্ব্বতপরিবেষ্টিত। এই পর্ব্বতগুলি অতীব উত্তুঙ্গ। এই প্রদেশটী রাবলপিণ্ডি হইতে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া হিমালয়ের অন্তস্থলে অসির মত ঢুকিয়া গিয়াছে। এই উপত্যকা-ভূমিটী দৈর্ঘ্যে ৬০ মাইল। হজারার উত্তরে মাগান নামক একটী মনোহর সমভূমি। দক্ষিণে ও বামে তুষারাচ্ছাদিত পর্ব্বতশ্রেণী। মধ্য হইতে কোনহার নদ পর্ব্বতের গুহা ভেদ করিয়া বাহির হইয়া বরাবর উপত্যকাভূমি দিয়া আসিয়া অবশেষে ঝিলাম নদীতে পড়িয়াছে। খাগানকে বেষ্টিত করিয়া তৎপার্শ্বস্থ পর্ব্বত সমবাহুসূত্রে দক্ষিণে অনেকগুলি গিরিশ্রেণী ভেদ করিয়াছে। রাবলপিণ্ডিতে আসিয়া ইহাদের শেষ। এই পর্ব্বতগুলির সন্নিবেশ হেতু এই উপত্যকাটী আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকা দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকার মধ্যে অগ্রোর, মানসেরা, আবটাবাদ এবং খানপুর উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত উপত্যকায় আবার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য নদী বহিয়া গিয়াছে।

এই বিস্তৃত জেলাটির ভূপরিমাণ মাত্র ২৫০ হইতে ৩০০ মাইল। ঝিলামনদীটি এই জিলার ২০ মাইল-ব্যাপী পূর্ব্ব সীমান্ত।

এই জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর, নানা প্রকার স্থানীয় শোভা ইহাকে ভূস্বর্গ করিয়া তুলিয়াছে। উত্তরে হিমানী পর্ব্বতের শৃঙ্গসকল সর্ব্বদাই তুষারাবৃত। মধ্যবর্ত্তী স্থানে পর্ব্বতের গোলাকার তুঙ্গশৃঙ্গ সকল আশ্রয় করিয়া নানাপ্রকার মূল্যবান্ ও বৃহৎ বনস্পতি সকল শোভা পাইতেছে। দেবদারু ও ঝাউগাছ প্রচুর ভাবে এই স্থানে উৎপন্ন হয়। পাহাড়গুলি জুড়িয়া শ্যামল তৃণক্ষেত্র ও ছোট ছোট ঝোপ হজারা দেশকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে। দক্ষিণদিকে ঢালু পাহাড়ের গাত্রে বহু যোজনব্যাপী কৃষিক্ষেত্র। পার্ব্বত্য নদীগুলিও এদেশের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে সহায়তা করিতেছে। হরিপুর ও পাক্লীর সমতল দেশগুলিতে কৃত্রিম উপায়ে খাল কাটিয়া কৃষিক্ষেত্র সকলকে উর্ব্বর ও প্রচুর শস্যশালী করা হইয়াছে। প্রত্যেক সমভূমি সমৃদ্ধিশালী গ্রামের দ্বারা পরিপূর্ণ এবং অনেক ছোট ছোট গ্রামকে পর্ব্বতগাত্রে ঝুলিতে দেখা যায়।

হজারা জেলার পুরাতন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই স্থান মোগল, দুরাণী, শিখ এবং অবশেষে ইংরাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। নানারূপ ভগ্নাবশেষ হইতে ক্যানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে, পুরাতন তক্ষশিলা প্রদেশ হজারা জেলা ও রাবলপিণ্ডির অন্তর্গত ছিল। এই দেশ হইতে অনেকগুলি বাকট্রীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কারলাঘ হজারা নামে একটি তুর্কবংশ তাইমুরের সহিত আসিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই দেশটি অধিকার করে এবং এইখানে রাজত্ব করিতে থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই পরিবার হইতে এই দেশটী হজারা নামে খ্যাত। অনেকেই আবার অনুমান করেন যে চেঙ্গিস্ খাঁ এইখানে সহস্রসংখ্যক সৈন্যের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া পারস্য 'হজার' শব্দ হইতে

এই প্রদেশ হজারা নাম লাভ করিয়াছে। এই পরবর্ত্তী অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত যে, এই প্রদেশস্থ হজারাগণ আফগানিস্থানের হজারাদিগেরই একটি শাখা।

ভারতবর্ষে মোগল রাজত্ব কালে এখানকার দক্ষিণদিকস্থ সমতলভূমি আটক জেলার অন্তর্গত ছিল। পূর্ব্বদিক্ রাবলপিণ্ডির গাক্কর বংশের একটি শাখা দ্বারা শাসিত হইত। উত্তরাঞ্চল হজারাগণের অধীনে ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্বাত্ হইতে আফগানগণ আসিয়া সমগ্র উত্তরাংশটি অধিকার করিয়া লইল। এই সময়ে নানা পার্ব্বত্যজাতি হজারা জেলার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং হজারাদেশীয় অনেকগুলি জাতি স্ব স্ব স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিল। এই সময়ে কোনও একজন প্রধান রাজ্যশাসকের অভাববশতঃ নানা প্রকার অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আহ্মদ শাহ দুরাণী ইহার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দুরাণী আধিপত্য সময়ের আবর্ত্তে পড়িয়া লয়প্রাপ্ত হইল। তখন পুনরায় আন্তর্জাতিক বিপ্লব ও কলহ জাগিয়া উঠিল। অতঃপর যখন মহারাজ রণজিৎসিংহ পঞ্জাবে শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন তিনি এই জেলা স্বকীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। ১৮২৬ খৃঃ অঃ হইতে ১৮৪৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত লাহোরের শিখ গবমেণ্ট এই জেলার শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর হইতে শিখ-পরাধীনতা হজারাদিগের নিকট দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল। ১৮৪৫ খৃঃ অঃ তাহারা পঞ্জাব গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল এবং সিতানার সৈয়দ আকবর নামক একটি হিন্দুস্থানী মুসলমানকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। কিন্তু ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগের সন্ধির সর্ত্তানুসারে হজারা জেলা কাশ্মীররাজ গোলাবসিংহের প্রাপ্য হইল এবং তাহা ইংরাজসৈন্যের সহায়তায় মহারাজ গোলাপসিংহ অধিকার করিলেন। পরিশেষে কাশ্মীরের মহারাজ হজারা জেলা ইংরেজদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে তিনি জম্মুর দক্ষিণ সীমান্তপ্রদেশ লাভ করিলেন। মিঃ আবট সাহেব প্রথমে এই জেলার রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত ও শাসনের ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময়ে হজারাগণ ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়াছিল এবং যুদ্ধ অবসানে হজারা জেলা ইংরাজশাসনান্তর্গত হয়। মিঃ আবট সাহেব হরিপুর হইতে শাসনকেন্দ্র উঠাইয়া লইয়া তাহা অন্যত্র স্থাপিত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানেই হজারা জেলার শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার সম্মানার্থ এই নূতন সহরের আবটাবাদ নামকরণ করা হয়।

হজারা মুসলমানপ্রধান জেলা। লোকসংখ্যার শতকরা ৯৪.০৭ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী এবং অবশিষ্ট সকলেই হিন্দু না হয় খৃষ্টান কিংবা শিখ। মুসলমানগণ নানা দলে বিভক্ত, নিম্নে সেই সকলের নাম প্রদত্ত হইল—১ গুজর, ২ তানোলি, ৩ ধুন্দ, ৪ কাশ্মীরী, ৫ সৈয়দ, ৬ রাজপুত, ৭ সেখ, ৮ লহোর, ৯ মোগল, ১০ তুর্ক, ১১ জুলাহা, ১২ গাক্কর ও ১৩ মোচি। হিন্দুদিগের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষেত্রি এবং অবশিষ্ট সকলেই ব্রাহ্মণ।

আকৃতিতে হজারাজাতি তাহাদিগের প্রতিবেশী রাবলপিণ্ডী ও পেশোয়ারীদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পার্ব্বত্য জাতিদিগের বলিষ্ঠতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা ইহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ধুন্দ, খবিলে এবং স্বাতিগণ খর্ব্বকায়। ইহারা যদিও সাধারণতঃ শান্তশিষ্ট, তথাপি ইহাদিগের উপরে অত্যাচার হইলে ইহারা দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। ইহারা প্রকাশ্য ভাবে শত্রুতা অবলম্বন করে না। প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের দ্বারা ইহারা উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া থাকে। কৃষিকর্ম্মে নিপুণতা অপেক্ষা হজারাগণ শ্রমশীলতা ও ধৈর্য্যের পক্ষপাতী। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

১৮৬৯-৭০ খৃঃ অব্দের প্রথম আদমসুমারীতে শতকরা ২২.২১ জমি কৃষিক্ষেত্র ছিল। কিন্তু এখন সেখানে চাষবাসের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। অধিকাংশ জমিই কৃষিক্ষেত্রে পরিণত। যব, গোধূম, সরিষা, সেখানকার রবিশস্য, ভুট্টা, ধান্য, তুলা ইত্যাদি শরতে উৎপন্ন হয়। হরিপুরে হলুদ ও ইক্ষুর চাষ আছে।

হঞ্জা (অব্য) নাট্যোক্তিতে চেটীসম্বোধন।

হঞ্জি (পুং) ক্ষুৎ, চলিত হাঁচী। (জটাধর)

হঞ্জিকা (স্ত্রী) ভার্গী, চলিত বামনহাটী। (ভাবপ্র°)

হঞ্জে (অব্য) নাট্যোক্তিতে চেটীসম্বোধন। নাটকে চেটীকে হঞ্জে বলিয়া ডাকিতে হয়।

'হণ্ডে হঞ্জে হলাহ্বানং নীচাং চেটীং সখীং প্রতি।' (অমর)
'হঞ্জে চেটীসম্বোধনং হঞ্জেতি চেটিকাহ্বানং সখ্যাহ্বানং হলেতি চ। হণ্ডেতি কুৎসিতাহ্বানমাধ্যো মারিষ উচ্যতে॥' (ভরত)

হট, দীপ্তি। ভ্বাদি, পরস্মৈ°, অক°, সেট্। লট্ হটতি। লোট্ হটতু। লিট্ জহাট, জহটতুঃ। লুট্ হটিতা। লুঙ্ অহটীৎ অহাটীৎ। ণিচ্ হাটয়তি। লুঙ্ অজীহটৎ। সন্ জিহটিষতি। যঙ্ জাহট্যতে। যঙ্লুক্ জাহটীতি।

হটা (দেশজ) পশ্চাদগমন।

হটন (দেশজ) ১ পশ্চাদগমন। ২ পরাস্ত হওন।

হটপর্ণি (স্ত্রী) শৈবাল। (শব্দরত্না°)

হট্ট (পুং) ক্রয়বিক্রয়স্থান, চলিত হাট।

হট্টচন্দ্র (পুং) অমরকোষের জনৈক টীকাকার।

হট্টচৌরক (পুং) হট্টস্য চৌরঃ ততঃ কন্। চৌরবিশেষ, হাট-চোর, পর্য্যায়—মল্লীকর, মাচল, চিল্লাভ, বন্দীকার, প্রসহ্যচৌর।

হট্টবিলাসিনী (স্ত্রী) হট্টে বিলসতীতি বি-লস-ণিনি-ঙীপ্। ১ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। পর্য্যায়—ধমনী, অঞ্জন, কেশী, হনু। (অমর) ২ হরিদ্রা। (ভাবপ্রকাশ) ৩ বারাঙ্গনা, বেশ্যা।

"মৃগমদনিদানমটবী কুঙ্কুমমপি কৃষকবাটিকা বহতি।
হট্টবিলাসিনী ভবতি পরমেকা পৌরসর্ব্বস্বং ॥" (আর্য্যাস° ৪৩৩)

হট্টাধ্যক্ষ (পুং) হট্টস্য অধ্যক্ষঃ। হট্টের অধ্যক্ষ, হাটের অধ্যক্ষ।

হট্টীপাল, দেশাবলিবর্ণিত নাটোরের ৩ যোজন দূরে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম।

হঠ, প্লুতি। ২ শাঠ্য। ৩ বলাৎকার। ভ্বাদি°, পরস্মৈ° সক°, প্লুতি অর্থে অক°, সেট্। লট্ হঠতি। লোট্ হঠতু। লিট্ জহাঠ, জহঠতুঃ। লুট্ হঠিতা। লুঙ্ অহঠীৎ, অহাঠীৎ।

হঠ (পুং) হঠ পুংসীতি ঘ। ১ বলাৎকার। (অমর) ২ লুট্। ৩ প্রসভ। ৪ পশ্চাদ্গতি। ৫ হঠযোগ।

"অশেষতাপতপ্তানাং সমাশ্রয়মঠো হঠঃ।
অশেষযোগযুক্তানামাধারকমঠো হঠঃ॥" (হঠযোগপ্রদীপিকা)

হঠপর্ণি (স্ত্রী) হঠতি প্লবতে ইতি হঠ-অচ্, তাদৃশং পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। শৈবাল। (ত্রিকা°)

হঠযোগ (পুং) হঠেন বলাৎকারেণ যোগঃ। যোগবিশেষ। পরমাত্মসাধক যোগ, যোগ দুই প্রকার রাজযোগ ও হঠযোগ। হঠযোগী এই যোগানুষ্ঠান করিয়া পরমাত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। যোগস্বরোদয়ে লিখিত আছে যে—

"ইদানীং হঠযোগস্ত কথ্যতে হঠসিদ্ধিদঃ।
কৃত্বাসনং পবনাশং শরীরে রোগহারকং ॥
পূরকং কুম্ভকঞ্চৈব রেচকং বায়ুনা ভজেৎ।
ইত্থং ক্রমোৎক্রমং জ্ঞাত্বা পবনং সাধয়েৎ সদা ॥
ধৌত্যাদিকর্ম্মষট্কঞ্চ সংস্কুর্য্যাদ্ধঠসাধকঃ।
এতন্নাড্যাস্ত দেবেশি বায়ুপূর্ণং প্রতিষ্ঠিতং ॥
ততো মনো নিশ্চলং স্যাত্তত আনন্দ এব হি।
হঠযোগাস্ন কালঃ স্যান্নঃ শূন্যে ভবেদ্‌যদি ॥
ইদানীং হঠযোগস্য দ্বিতীয়ং ভেদবৎ শৃণু।
আকাশে নাসিকাগ্রে তু সূর্য্যকোটিসমং স্মরেৎ ॥" (যোগস্ব°)

হঠাৎ সিদ্ধিলাভ হয়, এই জন্য ইহার নাম হঠযোগ হইয়াছে। হঠযোগ করিতে হইলে প্রথমে আসনসিদ্ধি করিয়া রেচক, পূরক ও কুম্ভক দ্বারা বায়ুজয়, তৎপরে ধৌতী প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মন নিশ্চল এবং আনন্দপূর্ণ হইয়া থাকে। এই হঠযোগ অনুষ্ঠানবিষয়ে সময়ের কোন নিয়ম নাই। ইহা ভিন্ন আরও এক প্রকারভেদ আছে, আকাশ বা নাসিকাগ্রে সূর্য্যকোটিসম শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ ইত্যাদি রূপে ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে হঠাৎ জ্যোতির্ম্ময় রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পাতঞ্জলাদিদর্শনে যেমন রাজযোগের বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে, হঠদীপিকাদিতে সেইরূপ হঠযোগের বিবরণ বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে আমরা ইহার আলোচনা করিলাম। রাজযোগ না করিয়া এই হঠযোগে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াভ্যাসজ পরমাত্মসাক্ষাৎকাররূপ চিত্তবৃত্তি-রোধ করা হয়। যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, তাহাকে যোগ কহে, অতএব বলপূর্ব্বক যে ক্রিয়া দ্বারা চিত্তের বৃত্তি সকল নিরোধ করা যায়, তাহাকেই হঠযোগ বলা যায়। ইহার ফল পরমাত্মসাক্ষাৎকার। রাজযোগেও পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। অতএব উভয় প্রকার যোগের ফল একই। এই উভয় প্রকারযোগে পরস্পরের অপেক্ষা আছে, রাজযোগ ব্যতীত হঠযোগ সিদ্ধ হয় না, হঠযোগ ব্যতীতও রাজযোগ সিদ্ধ হয় না, সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করিয়া হঠযোগ অভ্যাস করিতে হয়। গুরুর উপদেশ ব্যতীত এই যোগসাধন করিলে যোগে সিদ্ধির অলাভ এবং কঠিন পীড়া হইয়া থাকে।

"হঠং বিনা সিধ্যতি রাজযোগো
নার্থী হঠাচ্চাপি ন রাজযোগঃ।
তদাভ্যসেৎ পূর্ব্বমতস্সুনিষ্ঠ-
স্ত্যক্তং হঠং সদ্‌গুরুতোঽভিলব্ধং ॥" (হঠদীপি°)

নাস্তিক, অভ্যাসবিহীন, উগ্রপ্রকৃতি, বহুভাষী, কুপথ্যাশী, অমিতভোজী ও দরিদ্র এই সকল ব্যক্তির কখনই যোগ সিদ্ধ হয় না। যিনি এই হঠযোগ অভ্যাস করিবেন, তিনি শাস্ত্রে যত প্রকার দুর্নীতি আছে, তৎসমস্ত বর্জ্জন করিয়া সুনীতিপরায়ণ হইবেন, তবেই তাহার যোগসিদ্ধি হইবে, নচেৎ তাঁহার চেষ্টা বিফল।

যিনি হঠযোগ করিবেন, তিনি প্রথমে সকল কদাচার বর্জ্জন করিয়া পুণ্যতীর্থাদিতে স্নানাদি দ্বারা পবিত্র হইয়া গুরুর উপদেশ অনুসারে ধীরে ধীরে যোগক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন। গুরু ঠিক যেরূপ ভাবে উপদেশ দিবেন, তিনিও ঠিক তদনুসারেই সেই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন। তাহার ব্যতিক্রম করিলে সিদ্ধিলাভে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। 'যোগে রোগভয়ং' এই যোগানুষ্ঠান করিতে হইলে রোগের ভয় আছে, রোগ হইবে বলিয়া ভীত হইয়া যোগের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হওয়া উচিত

নহে। রোগ হইলে গুরু তাহার প্রতীকার করিবেন। যোগ-জন্য যে রোগ হয়, লৌকিক ঔষধ প্রভৃতিতে তাহার কোনই প্রতিকার হয় না।

যে কোন স্থানে অবস্থান করিয়া এই যোগাভ্যাস করা বিধেয় নহে। যে স্থানে ধার্ম্মিকগণ বাস করেন, যেখানে দুর্ভিক্ষ ও মারী প্রভৃতির ভয় নাই, যেখানে সাধু রাজার সুশাসন বিদ্যমান, যে স্থান সকল প্রকার ভয়শূন্য, শীতপ্রধান বা গ্রীষ্মপ্রধান নহে, স্বভাবতঃ যে স্থানে গমন করিলে মন প্রফুল্ল হয়, উষর ও কণ্টকাদিপরিশূন্য বল্মীক, চতুষ্পথ, জনসমাকীর্ণ ও বাত্যাভিঘাতরহিত এইরূপ স্থানের কোন এক নির্জন প্রদেশে অবস্থান করিয়া এই যোগানুষ্ঠান করা বিধেয়। যে স্থানে মন চঞ্চল হয়, চিত্তের প্রসন্নতা থাকে না, সেই স্থানে কখনই এই যোগাভ্যাস করিবে না।

প্রথমে হঠযোগী উপরি উক্ত নির্দোষ স্থানে প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া বায়ুজয় করিবেন, এই প্রাণায়াম প্রতিদিন একবার, দুইবার বা তিনবার মধ্য রাত্রে অনুষ্ঠান করিবেন। ক্রমে প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইয়া আসিলে প্রহরে প্রহরে ইহার অনুষ্ঠান বিধেয়। এই যোগের প্রথম সাধনই প্রাণায়াম। [প্রাণায়ামের বিশেষ বিবরণ প্রাণায়াম শব্দে দেখ।]

ক্ষুধিতাবস্থায়, পেট ফুলিলে, অজীর্ণ, অম্লোদ্গার প্রভৃতি যে কোন পীড়ায় পীড়িত হইলে অথবা শ্রমবিকল দেহে কদাপি প্রাণায়াম করিবে না, করিলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া শরীর বিকল করিয়া থাকে। অতএব এই প্রাণায়ামকালে বিশেষ সাবধান হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। বায়ুর কোনরূপ প্রকোপাবস্থায় ইহার অনুষ্ঠান বিধেয় নহে।

কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয় সকল জয় করিয়া এই যোগ করিতে হইবে। এই যোগানুষ্ঠানকালে স্ত্রীসেবন, অভক্ষ্যভোজন প্রভৃতি করিলে এই যোগ ভঙ্গ হইয়া থাকে। আহার দ্বারা সত্বশুদ্ধি হয়। অতএব যে দ্রব্যে সত্বগুণ বৃদ্ধি হয়, সেই দ্রব্য আহার করিবে। যাহাতে রজোগুণ ও তমোগুণ বৃদ্ধি হয়, তাদৃশ আহার একেবারেই বর্জ্জনীয়। এই অবস্থায় অতি লঘু ভোজন প্রশস্ত। যত্নপূর্ব্বক গুরুভোজন পরিত্যাগ করিবে। অত্যাহার, কোন বিষয়ে প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য এই ৬টী হঠযোগীর বিশেষ নিষিদ্ধ। হঠযোগী এই ৬টীর যদি কোন একটীরও আচরণ করে, তাহা হইলে অচিরে তাহার যোগভঙ্গ হয়। এই জন্য এই ৬টী হঠযোগের বিশেষ অনিষ্টকারক। কাম, ভয়, অতিনিদ্রা ও লোভ এই সকলও বর্জ্জনীয়, ইহার মধ্যে সত্ব-নিষেবণ দ্বারা নিদ্রা এবং ধৃতি দ্বারা কামাদি জয় করিবে। যোগাবস্থায় চিত্ত সর্ব্বদা নিরলস হইবে।

এই যোগী অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, ধৃতি, ক্ষমা, দয়া, ঋজুতা, মিতাহার, শৌচ, তপঃ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বর-পূজন, শাস্ত্রের সিদ্ধান্তবাক্যশ্রবণ, অর্থাৎ শাস্ত্রের বিচারাংশাদি ত্যাগ করিয়া যে সকল মীমাংসা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, সর্ব্বদা সেই সকল বাক্যের শ্রবণ ও উচিত কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

ভোজন ব্যতীত শরীর রক্ষা হয় না, শরীর রক্ষা না হইলে যোগানুষ্ঠান কিরূপে হইবে, অতএব যাহাতে কেবল মাত্র শরীর রক্ষা হয়, এই পরিমাণে ভোজন করিবে। আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল দ্রব্যভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য যত্নপূর্ব্বক বর্জন করিবে। আহারাদির বিষয় হঠ-সংহিতাতে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থানে লিখিত হইল না। এই প্রাণায়ামকালে প্রথমে অতি অল্প পরিমাণ আহার করিতে হয়, ক্রমে ক্রমে উক্ত ভোজনেরও হ্রাস করা আবশ্যক। এই যোগানুষ্ঠানকালে দুগ্ধ ভোজনই প্রশস্ত। দুগ্ধের অভাবে শালিতণ্ডুলাদির অন্ন ভোজন করিতে হয়। প্রথমে দুই মুষ্টি চাউলের অন্ন ভোজন করিবে, ক্রমে কুম্ভকের পরিমাণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহার কমাইতে হইবে।

"তাচ্ছালিমুদ্গাদিকমুষ্টিকদ্বয়ং প্রাক্ পূর্ণোদরকেহশনন্তু।
হ্রাসো বিধেয়ো হ্যনুসাধকেন দুগ্ধান্তভাবে ক্রমকুম্ভবৃদ্ধ্যা ॥" (হঠস°)

এই রূপে আহারের বিধিনিষেধাদি প্রতিপাদন করিয়া এই যোগাভ্যাস করিতে হয়। চিত্তের মলিনাবস্থায় এই যোগ হয় না। যোগক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে কর্ম্ম দ্বারা ঐ সকল শোধন করিয়া চিত্ত যোগের উপযুক্ত হইলে উহার অনুষ্ঠান করা বিধেয়। এইরূপ অবস্থায় গুরুর উপদেশ অনুসারে যোগানুষ্ঠান করিলে অচিরে তাহা সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

"অন্তর্দ্ধৃতাঃ সান্দ্রতমা বিশুদ্ধাঃ
অপদ্রবাঃ পঙ্কমলাদয়োঽপি বা।
অভ্যাসিনঃ প্রাণনিরোধ এব
তদা বিধেয়ঃ শুভযোগসিদ্ধিদঃ ॥" (হঠসং)

হঠযোগী এই যোগানুষ্ঠানকালে প্রত্যূষে শিরঃস্নান অর্থাৎ মস্তক ধুইয়া ফেলিবে না, প্রাতঃস্নান এই যোগীর পক্ষে অনিষ্টকারক। স্নানের আবশ্যক হইলে মধ্যাহ্নে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করা বিধেয়। কদাচ শীতল জলে স্নান বিধেয় নহে।

"প্রাতঃ শিরঃস্নানমথো ন রোচয়েৎ
আরূঢ়যোগোঽপি কদাপি যোগী।
আবশ্যকে তূষ্ণজলৈর্বিধেয়ং
স্নানং ন কার্য্যং হিমবারিণা তৎ ॥" (হঠসং)

যোগানুষ্ঠানকালে দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, চিন্তা ও যাহাতে আত্মার ক্লেশ হয়, এই সকল পরিত্যাগ করিবে। এই

অবস্থায়, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, অনশন, প্রাণিপীড়া প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ নিয়মে প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুজয় করিবে। প্রাণায়াম করিতে করিতে যখন অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইবে, তখন কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা আবশ্যক।

তৎপরে ত্রাটক দ্বারা কূর্ম্ম বায়ুর জয়, মূলবন্ধ দ্বারা অপান বায়ুর জয়, জালন্ধর দ্বারা সমান বায়ু প্রভৃতির জয় করিবে। এই রূপে সকল বায়ুর জয় করিয়া আসনসাধন করিতে হয়। আসন অনেক প্রকার, যে কোন আসন আশ্রয় করিয়া এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে এই যোগসিদ্ধি হয়। আসনসিদ্ধি হইলে চিত্ত স্থির হয়। যোগী আসন করিয়া বসিলে যে কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হউক না কেন, কিছুতেই তাহার যোগভঙ্গ হইবে না।

পদ্মাসন, কুক্কুটাসন, উত্তানকূর্ম্মক, ধনুরাসন, মৎস্যেন্দ্রাসন, পশ্চিম তানাসন, ময়ূরাসন, শবাসন, সিংহাসন, ভদ্রাসন, কূর্ম্মাসন, বজ্রাসন, বৃশ্চিকাসন, মূলবন্ধাসন, গোমুখাসন, কুব্জিকাসন, পার্শ্বোপধানাসন, উৎকটাসন, প্রাণায়ামাঙ্গ পদ্মাসন, করসংপুটপদ্মাসন, সিদ্ধাসন, সুখাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি বহুবিধ আসন আছে, ইহার যে কোন প্রকার আসন আশ্রয় করিয়া যোগানুষ্ঠান করা বিধেয়। 'স্থিরসুখমাসনং' যেরূপ ভাবে উপবেশন করিলে চিত্তের স্থৈর্য্য ও সুখলাভ হয়, তাহাকেই আসন কহে। অতএব যে সকল আসনের নাম কথিত হইয়াছে, ঐ সকল আসনে আসীন হইলে অচিরে চিত্ত স্থির হইয়া থাকে। [এই সকল আসনের লক্ষণ যোগ শব্দে দেখ]

ফলে এই হঠযোগে বায়ুজয়ই প্রধান। যতক্ষণ দেহে বায়ু থাকে, ততক্ষণ জীবন থাকে। অতএব এই হঠযোগী বায়ুজয় করিয়া চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে।

"অথাসনে দৃঢ়ো যোগী বশী হিতমিতাশনঃ।
গুরূপদেশমার্গেণ প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ॥
যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে।
মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তিস্তস্মাৎ বায়ুং নিরোধয়েৎ॥
চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং তথা।
যোগী স্থাণুত্বমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ॥" (হঠস°)

হঠযোগী শীতলীকুম্ভক, ভস্ত্রিকা, ভ্রমরীকুম্ভক, মূর্চ্ছনাকুম্ভক, সংহিতকুম্ভক, কেবলকুম্ভক প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবেন। মুদ্রামহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরীমুদ্রা, মূলবন্ধ, জালন্ধরবন্ধ, বিপরীতকরণ, লম্বিকাচ্ছেদন, নাদানুসন্ধান, আরম্ভাবস্থা, ঘটাবস্থা, পরিচয়াবস্থা, নিষ্ঠাবস্থা প্রভৃতিরও অনুষ্ঠান করিবেন।

হঠযোগের ফল—হঠযোগী পূর্ব্বোক্তবিধানে যোগানুষ্ঠান করিলে সমাধি লাভ করিয়া পরমাত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করেন। তখন তাঁহার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, রোগ, শোক, তাপ ও সুখদুঃখের লয় হয়। তখন তিনি আত্মারাম হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। (হঠস°) [যোগ শব্দ দেখ।]

হঠালু (স্ত্রী) হঠে প্লবনে অলতি পর্য্যাপ্নোতীতি অল-উন্। কুম্ভিকা, চলিত পানা। (শব্দচ°)

হঠী (স্ত্রী) বারিপর্ণী, পানা। (ধরণি)

হড় (দেশজ) ব্রাহ্মণাদিবর্ণের উপাধিবিশেষ। এই উপাধি গাঁই হইতে হইয়াছে।

হড়্গড়ানিয়া (দেশজ) অপমান।

হড়্বড়ি (দেশজ) তাড়াতাড়ি কথা কহন।

হড়্মুড়ি (দেশজ) ভঙ্গপ্রবণ।

হড়্হড়্ (দেশজ) পিচ্ছল।

হড়াগড়া (দেশজ) কাঠিন্য।

হড়ি (পুং) কাষ্ঠযন্ত্রবিশেষ। চলিত হাইড়, হাড়িকাঠ।

হড়িক (পুং) নীচ জাতিবিশেষ। চলিত হাড়ি।
'হড়িকস্তু মলাকর্ষী হড্ডকশ্চাবপুল্কিকা।' (শব্দমালা)

হড্ড (ক্লী) অস্থি, চলিত হাড়। (শব্দচ°)

হড্ডক (পুং) নীচ জাতিবিশেষ, হাড়িজাতি।

হড্ডচন্দ্র (পুং) হট্টচন্দ্র, অমরকোষের জনৈক টীকাকার।

হড্ডজ (ক্লী) মজ্জা ও অস্থি হইতে উৎপন্ন, মজ্জাজন্মা।

হড্ডি (ক) নীচ জাতিবিশেষ। হাড়িজাতি, মলাপকর্ষণ এই জাতির জীবিকা। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই জাতির উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—চাণ্ডালীর গর্ভে এবং লেটজাতির ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। [হাড়ি দেখ।]
"সদ্যশ্চাণ্ডালকন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক।
বভূবতুস্তৌ দ্বৌ পুত্রৌ হড্ডিকষাণ্ডিকৌ তথা॥"

হড্ডিপ (পুং) মলেগ্রহি, চলিত হাড়িজাতি।

হণ্ডা (অব্য) ১ নাট্যোক্তিতে নীচসম্বোধন। নাটকের কথোপকথন স্থলে নীচ ব্যক্তিকে হণ্ডা এই নামে সম্বোধন করিতে হয়। (স্ত্রী) ২ মৃৎপাত্রবিশেষ, চলিত হাঁড়ী।

হণ্ডিকা (স্ত্রী) হণ্ডা স্বার্থে কন্, টাপি অত ইত্বং। মৃৎপাত্রবিশেষ, চলিত হাঁড়ী।

হণ্ডিকাসুত (পুং) হণ্ডিকায়াঃ সুত ইব। ক্ষুদ্র হণ্ডিকা, ছোট হাঁড়ী, ক্ষুদে হাঁড়ী। পর্য্যায়—কণন। (ত্রিকা°)

হণ্ডী (স্ত্রী) হণ্ডিকা, হাঁড়ী।

হণ্ডে (অব্য°) নাট্যোক্তিতে নীচসম্বোধন। নাটকে নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকের প্রতি সম্বোধনসূচক শব্দ।

হত (ত্রি) হন-ক্ত। ১ আশারহিত। পর্য্যায়—মনোহত, প্রতিহত, প্রতিবদ্ধ। (অমর) ২ বিনষ্ট, প্রমাপিত, নিবর্হিত, নিকারিত, নিশারিত, প্রবাসিত পরাসিত, নিষূদিত, নিহিংসিত, নির্ব্বাসিত,

সংজ্ঞপিত, নিগ্রন্থিত, অপাসিত, নিস্তর্হিত, নিহত, ক্ষণিত, পরিবর্জ্জিত, নির্ব্বাপিত, বিশসিত, মারিত, প্রতিঘাতিত, উদ্বাসিত, প্রমথিত, ক্রথিত, উজ্জাসিত, আলম্ভিত, পিঞ্জিত, বিশরিত, ঘাতিত, উন্মথিত, বধিত। (অমর) ৩ পূরিতাঙ্ক। পর্য্যায়—পিণ্ডিত, গুণিত। (ত্রিকা°) ৪ ব্যহত, প্রতিহত। ৫ কুৎসিত। ৬ দগ্ধ। ৭ তুচ্ছ। (ক্লী) ৮ হনন। ৯ গুণন।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে পারিভাষিক হতলক্ষণ এইরূপ—

"অবৈষ্ণবো হতো বিপ্রো হতং শ্রাদ্ধমভুস্থরং।
অব্রহ্মণ্যং হতং ক্ষেত্রমনাচারং হতং কুলং॥
সদম্ভশ্চ হতো ধর্ম্মঃ ক্রোধেনৈব হতং তপঃ।
অদৃঢ়ঞ্চ হতং জ্ঞানং প্রমাদেন হতং শ্রুতং॥"(পাদ্মোত্তরখ° ৪অ°)

যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণ নহেন, তিনি হত, যে শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণবিহীন সেই শ্রাদ্ধ হত, যে স্থানে ব্রাহ্মণ নাই সেই স্থান হত, আচারহীনকুল, অহঙ্কারের সহিত সেবিত ধর্ম্ম, তপস্বীর ক্রোধ, অদৃঢ় জ্ঞান, প্রমাদযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞান, গুরুভক্তিহীনা নারী ও ব্রহ্মচারী, অদীপ্ত অগ্নিতে হোম, নিজের জন্য পাক, উপজীব্যা কন্যা, শূদ্র জাতীয় ভিক্ষুর যোগ, কৃপণের ধন, অভ্যাসবিহীন বিদ্যা, বিরোধকৃৎ রাজা, অসত্যভাষণ, সন্দিগ্ধ মন্ত্র, ব্যাকুল চিত্তে জপ, অব্রাহ্মণে দান, অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠান ও দরিদ্র লোকের ইহলোক এই সকল হত। (পদ্মপু° উত্তরখ° ৪অ°)

হতক (পুং) হত ইব কন্। নীচলোক।

"দেব অজাতশত্রো অদ্যাপি দুর্য্যোধনহতকঃ।"(সাহিত্যদ° ৬।৩৯৫)

হতচূর্ণক (পুং) সোমলতা।

হতপুত্র (ত্রি) মৃতপুত্র, যাহার পুত্র মরিয়া গিয়াছে।

হতপিতৃ (ত্রি) হতঃ পিতা যস্য (ঋতশ্চন্দসি। পা ৫।৪।১৫৮) ইতি কব্ নিষেধঃ। যাহার পিতা হত হইয়াছে, বেদেই এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, অন্যত্র হতপিতৃক এইরূপ পদ হইবে।

হতমাতৃ (ত্রি) হতা মাতা যস্য, বেদে কব্ নিষেধঃ। যাহার মাতা হত হইয়াছে।

হতমূর্খ (ত্রি) মূর্খো হত ইব। অতিশয় মূর্খ, গণ্ডমূর্খ।

"ক্রূরঃ খলো হতমূর্খঃ পাপশীলো ভবেন্নরঃ।
বুধস্যাগমনে নিত্যং জায়তে স নরাধমঃ॥" (কোষ্ঠিপ্রদীপ)

হতবর্চ্চস্ (ত্রি) হতং বর্চ্চো যস্য। তেজোহীন, যাহার তেজ বিনষ্ট হইয়াছে।

হতবৃত্ত (ত্রি) কাব্যের দোষবিশেষ। যে স্থলে শ্লোকের ছন্দঃ ও যতিভঙ্গ প্রভৃতি হয়, তথায় এই দোষ হয়।

"বর্ণানাং প্রতিকূলত্বং লুপ্তাহতবিসর্গতে।
অধিকন্যূনকথিতপদতাহতবৃত্ততা॥" (সাহিত্যদ° ৭।৫৩৭)

হতবৃষ্ণী (স্ত্রী) যে সকল স্ত্রীদিগের বৃত্র হইয়াছে, সেই সকল নিবারণরহিত স্ত্রী। "আপো অবসা হতবৃষ্ণীঃ" (ঋক্ ৪।১৭।৩) 'হতবৃষ্ণী হতো বৃষা বৃত্রো যাসাং তা হতবৃষ্ণ্যঃ তা বৃত্রবধানন্তরং নিরাবরণরহিতাঃ সত্যঃ' (সায়ণ)

হতস্বর (ত্রি) হতঃ স্বরো যস্য। যাহার স্বর নষ্ট হইয়াছে, যাহার গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, স্বরভঙ্গ। (সুশ্রুত)

হতস্বসৃ (ত্রি) হতা স্বসা যস্য। যাহার স্বসা হত হইয়াছে।

হতাঘশংস (ত্রি) পাপিনিবৃত্তক। 'হতাঘশংসা বাভাষ্টাং' (শুক্লযজুঃ ২৮।১৭) 'হতাঘশংসৌ অঘং পাপং শংসতীচ্ছতি অঘশংসো পাপো হতো অঘশংসো যাভ্যাং তৌ পাপিনিবৃত্তকৌ' (মহীধর)

হতাধিমন্থ (পুং) সর্ব্বগত অক্ষিরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"উপেক্ষণাদক্ষি যদাধিমন্থো
বাতাত্মিকঃ সোদয়তি প্রসহ্য।
রুজাভিরুগ্রাভিরসাধ্য এব
হতাধিমন্থঃ খলু নামরোগঃ॥" (ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি°)

যে রোগে নেত্র উৎপাটিত ও মথিত হওয়ার ন্যায় বোধ হয়, এবং আধকপালে মাথাব্যথা হয়, তাহাকে অধিমন্থ কহে। বাতজ অধিমন্থ রোগ উপযুক্তরূপে চিকিৎসিত না হইলে সহসা শোষিত হইয়া অক্ষিনাশ হয় এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়া অসাধ্য হইয়া থাকে। এই রোগকে হতাধিমন্থ কহে। [নেত্ররোগ দেখ।]

হতাশ (ত্রি) হতা আশা যস্য। ১ নির্দ্দয়। ২ আশারহিত। ৩ পিশুন। (মেদিনী) ৪ বন্ধ্যা। (শব্দরত্না°)

হতাদর (ত্রি) হত আদরো যস্য। ১ অবজ্ঞাত, অবমানিত, যাহার আদর বিনষ্ট হইয়াছে। (পুং) ২ অসম্মান, অমর্য্যাদা।

হতাধ্বর (পুং) হতো অধ্বরো যেন। মহাদেব, শিবের মানহানি করিবার জন্য দক্ষ শিববিহীন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। দক্ষকন্যা শিবানী এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত না হইয়া গমন করেন এবং তথায় শিবনিন্দা শুনিয়া জীবন ত্যাগ করেন। সতীর বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহাদেব ক্রোধে দক্ষের যজ্ঞ নাশ করেন, এই জন্য তাঁহার নাম হতাধ্বর হইয়াছে।

হতি (স্ত্রী) হন-ক্তিন্। ১ অপকর্ষ। ২ হত্যা, হনন। ৩ ব্যাঘাত। ৪ তাড়ন।

"বহসি বপুষি বিষদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং।" (গীতগোবিন্দ ১।১২)

হতিয়ার্ (হিন্দী) ১ অস্ত্র। ২ লিঙ্গ, শিশ্ন।

হতিয়ারবন্দ (পারসী) শাস্ত্রদ্বারা সজ্জিত।

হতৌজস্ (ত্রি) হতং ওজো যস্য। তেজোহীন, হীনবল। (পুং) দৌর্ব্বল্যসহকৃত জ্বর।

হত্নু (পুং) হন্তি শরীরমিতি হন (কৃহনিভ্যাং ক্ত্নুঃ। উণ্ ৩।৩৮)

ইতি কৃত্থুঃ (অনুদাত্তোপদেশেতি। পা ৬।৪।৩৭) ইতি অনুনাসিকলোপঃ। ১ ব্যাধি। ২ শস্ত্র। (ত্রি) ৩ হননশীল। (ঋক্ ১।২৪।২)

হত্যা (স্ত্রী) হন ভাবে ক্যপ্, টাপ্। হনন, বধ।

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥"(প্রায়শ্চিত্তবি°)

হথ (পুং) হন্তি সুখমিতি হন (হনিকুষীতি। উণ্ ২।২) কথন। বিষণ্ণ।

হদ্, পুরীষোৎসর্গ, মলত্যাগ। ভ্বাদি, আত্মনে°, অক°, অনিট্। লট্ হদতে। লোট্ হদতাং। লিট্ জহদে। লুট্ হত্তা। লৃট্ হৎস্যতে। লুঙ্ অহত্ত, অহৎসাতাং অহৎসত। সন্ জিহৎসতে। যঙ্ জাহদ্যতে। যঙ্-লুক্ জাহত্তি। ণিচ্ হাদয়তি। লুঙ্ অজীহদৎ। ক্ত হন্ন। কেহ কেহ এই ধাতু উভয়পদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে হদতি এইরূপ রূপ হইবে। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

হদন (ক্লী) হদ-ল্যুট্। পুরীষত্যাগ, চলিত হাগা।

হদিয়া, (আরব্য) উচ্চবংশসম্ভূতা বেদুইনদিগের বীররমণী। কথিত আছে যুদ্ধের সময়ে উষ্ট্রারোহী সদ্বংশীয়া বেদুইনললনাগণ সৈন্যদলের অগ্রণী হইয়া যুদ্ধে যোগদান করেন। ইহারা বিদ্রূপ বাক্যে নিরুৎসাহীদিগকে উৎসাহিত এবং সাহসীদিগকে প্রশংসা দ্বারা উত্তেজিত করেন। ইহাই ইহাদিগের প্রকৃত কার্য্য।

হদিস্ (আরব) মহম্মদের উপদেশসংগ্রহ ও আচারপদ্ধতির বিবরণী, সংখ্যায় এগুলি ৫২৬৬। এগুলি কোরাণের পরিশিষ্টরূপে বিবেচিত হয়। ইহাদিগকে কখনও সুন্না, আবার কখনও বা আহদিস নববেয়া অর্থাৎ মহাপুরুষদিগের অনুশাসন বলা হয়। মুসলমানদিগের মধ্যে শিয়া, সুন্নি এবং ওহাবি এই তিন সম্প্রদায়ই হদিস্ মানিয়া চলেন। কিন্তু সুন্নিরা যে বিশেষ সংগ্রহটি মানিয়া চলেন, শিয়ারা তাহা মানেন না এবং ওহাবিরা কেবল সুন্নিসংগ্রহের ছয়টি অধ্যায়কে স্বীকার করেন।

হদ্দমুদ্দ (দেশজ) যথাসাধ্য।

হদ্দা (স্ত্রী) তাজকোক্ত মেষাদি লগ্নের ত্রিংশদংশ। এই অংশ দ্বারা দ্বাদশ লগ্নে পাঁচটী গ্রহের সংখ্যাবিশেষে ভাগবিশেষ হইয়া থাকে, এই হদ্দা স্থির করিয়া বর্ষপ্রবেশের শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিতে হয়। যে দিন যে সময়ে জাতকের জন্ম হইয়াছে,সেই দিনের এবং সেই সময়ের লগ্ন ও রাশি প্রভৃতি স্থির করিয়া জাতচক্র প্রস্তুত করিবে। অতঃপর ঠিক এক বৎসর পূর্ণ হইলে জন্ম-সময়ের গ্রহসন্নিবেশ ও লগ্ন স্থির করিয়া বর্ষপ্রবেশচক্র অঙ্কিত করিবে। বর্ষপ্রবেশচক্র অঙ্কিত করিয়া চক্রস্থ দ্বাদশ রাশির হদ্দা নিরূপণ করিতে হয়। এক একটী রাশির ৩০ অংশ, এই ৩০ অংশের মধ্যে অংশবিশেষ গ্রহবিশেষের অধিকার-ভুক্ত হইয়া থাকে। এই সকল হদ্দা যথা—

মেষলগ্ন—এই লগ্ন বা রাশি ৩০ অংশ, এই ৩০ অংশের মধ্যে মেষের প্রথম ৬ অংশ, বৃহস্পতির ৮ অংশ, বুধের ৫ অংশ, মঙ্গলের ৫ অংশ ও শনির ৫ অংশ। এই ৩০ অংশ উক্তরূপে মেষলগ্নের হদ্দা জানিতে হইবে।

বৃষলগ্ন—ইহার ৮ অংশ শুক্রের, তৎপরে বুধের ৮ অংশ, মঙ্গলের ৫ অংশ ও শনির ৫ অংশ।

মিথুনলগ্ন—ইহার প্রথম ৬ অংশ বুধের, তৎপরে শুক্রের, বৃহস্পতির ৫ অংশ, মঙ্গলের ৭ অংশ, শনির ৬ অংশ।

কর্ক টলগ্ন—এই লগ্নের প্রথম ৭ অংশ মঙ্গলের, তৎপরে শুক্রের ৬ অংশ, বুধের ৬ অংশ, বৃহস্পতির ৭ অংশ, শনির ৪ অংশ।

সিংহলগ্ন—এই লগ্নের প্রথম ৬ ভাগ বৃহস্পতির, তৎপরে শুক্রের ৫ অংশ,শনির ৭ অংশ, বুধের ৬ অংশ, মঙ্গলের ৬ অংশ।

কন্যালগ্ন—এই লগ্নের প্রথম ৭ অংশ বুধের, তৎপরে শুক্রের ১০ অংশ, বৃহস্পতির ৪ অংশ, মঙ্গলের ৭ অংশ, শনির ২ অংশ।

তুলালগ্ন—এই লগ্নের প্রথম ৬ অংশ শনির, তৎপরে ৮ অংশ বুধের, ৭ অংশ বৃহস্পতির,৭ অংশ শুক্রের এবং মঙ্গলের ২ অংশ।

বৃশ্চিকলগ্ন—ইহার প্রথম ৭ অংশ মঙ্গলের, তৎপরে শুক্রের ৪ অংশ, ৮ অংশ বুধের, বৃহস্পতির ৫ অংশ, শনির ৬ অংশ।

ধনুর্ল গ্ন—ইহার প্রথম ১২ অংশ বৃহস্পতির, তৎপরে শুক্রের ৫ অংশ, বুধের ৪ অংশ, মঙ্গলের ৫ অংশ এবং শনির ৪ অংশ।

কুম্ভলগ্ন—এই লগ্নের প্রথম ৭ অংশ বুধের, তৎপরে শুক্রের ৬ অংশ, বৃহস্পতির ৭ অংশ,মঙ্গলের ৫ অংশ এবং শনির ৫অংশ।

মীনলগ্ন—এই লগ্নের প্রথম ১২ অংশ শুক্রের, ৪ অংশ বৃহস্পতির, বুধের ৩ অংশ, মঙ্গলের ৯ অংশ এবং শনির ২ অংশ।

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ লগ্নের পূর্ব্বোক্ত অংশসকল পূর্ব্বোক্ত গ্রহ সকলের হদ্দা বলিয়া জানিতে হইবে। এই হদ্দা স্থির করিতে হইলে রাশি ও লগ্নের স্ফুটসাধন করা আবশ্যক, কারণ স্ফুটসাধন না করিলে অংশ স্থির হয় না। বর্ষপ্রবেশ-বিচার করিতে হইলে এইরূপে হদ্দা স্থির করিয়া গ্রহবিচার-প্রণালীতে বিচার করিয়া শুভাশুভ নিরূপণ করিতে হয়। মেষের প্রথম ৬ অংশ বৃহস্পতির হদ্দা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, মেষরাশির এই ৬ অংশের মধ্যে বৃহস্পতির শুভ বা অশুভ যেরূপ ভাবে থাকে, এবং ইহাতে অন্যান্য গ্রহের যেরূপ দৃষ্টি থাকে, তদনুসারে ফল হইয়া থাকে। এই হদ্দা দ্বারা কিরূপ প্রণালীতে শুভাশুভ বিচার করিতে হয়, নীলকণ্ঠতাজকে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

হন, ১ হিংসা। ২ গতি। গণপাঠে এই দুইটী অর্থ লিখিত

আছে, কিন্তু গতি-অর্থে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না, গতি-অর্থে প্রয়োগ করিলে অসমর্থদোষ হইয়া থাকে। "গতৌ ন প্রযুজ্যতে অসমর্থদোষাপত্তেঃ" (ধাতুগণ) অদাদি, পরস্মৈ°, সক°, অনিট্। লট্ হন্তি, হতঃ, ঘ্নন্তি, হংসি, হন্মি। লোট্ হন্তু, হতাং, ঘ্নন্তু, জহি, হনানি। লিঙ্ হন্যাৎ। লঙ্ অহন্, অহতাং, অঘ্নন্। লিট্ জঘান, জঘ্নতুঃ, জঘনিথ, জঘন্থ। লুট্ হন্তা। লৃট্ হনিষ্যতি। আশীর্লিঙ্ বধ্যাৎ। লুঙ্ অবধীৎ, অবধিষ্টাং, অবধিষুঃ। কর্ম্ম-বাচ্য হন্যতে, জঘ্নে, হন্তা, ঘানিতা, হনিষ্যতে, ঘানিষ্যতে, ঘানিষীষ্ট, অঘানি, অঘানিষাতাং অহসাতাং, অঘানিষত, অহসত। সন্ জিঘাংসতি। এই ধাতুর হিংসার্থে যঙ্ হয়। যঙ্ জেঘ্নীয়তে। যঙ্-লুক্ যঙ্ঘন্তি। ণিচ্ ঘাতয়তি। লুঙ্ অজীঘতৎ।

অপ+হন=ধ্বংসকরণ। অভি+হন=আঘাত। আ+হন=আঘাত। বি+আ+হন=ব্যাঘাত। উদ+হন=উদ্ধতভাব। উপ+হন=উপঘাত। নি+হন=আঘাত। প্রতি+হন=প্রতিঘাত। বি+হন=বিঘাত। সম্+হন্=সংযোগ।

হন্ (অব্য) ১ রুষোক্তি। ২ অনুনয়। (মেদিনী)

হন (পুং) হননকর্ত্তা, হন্তা। 'হন্তের্ঘত্বঞ্চ, ঘত্বমভ্যাসস্য উত্তরস্য ত্বভ্যাসাচ্চেতি ঘত্বং ঘনাঘনঃ পক্ষে হনঃ পটঃ' (সিদ্ধান্তকৌ°) হন্ ধাতু কিপ্ করিয়া হন্ এই পদ সিদ্ধ হয়, এই শব্দ প্রায়ই উপপদপূর্ব্বক হইয়া থাকে। যথা বৃত্রহন্ প্রভৃতি। এই শব্দের প্রথমাব একবচনে হা এইরূপ পদ হয়।

হনন (ক্লী) হন্-ল্যুট্। মারণ।

"স্যাৎ প্রাণবিয়োগফলকব্যাপারো হননং স্মৃতং।" (প্রায়শ্চি°)

প্রাণবিয়োগফলকব্যাপারকে হনন কহে, যে ক্রিয়া দ্বারা প্রাণবিয়োগ ঘটে, তাহার নাম হনন, হত্যা, বধ। ২ অঙ্কশাস্ত্র-মতে পূরণ, গুণন।

হননীয়, নামধাতু। হননমিচ্ছতি ক্যচ্। পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হননীয়িষতি। যিনি আপনার হনন ইচ্ছা করিতেছেন।

হনবল, (ইমাম্) আহম্মদ্ ইব্ন্ হনবল, মহম্মদ ইব্ন হনবলের, পুত্র; ইনি সুন্নিদিগের চারিটি গোঁড়াসম্প্রদায়ের মধ্যে একটির প্রবর্ত্তক। সেই জন্য ইঁহাকে ইমাম্ বলা হয়। খলিফা অল্ মুক্তাদির রাজত্বসময়ে এই সম্প্রদায়টি বোগ্দাদে ভয়ানক আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, ভগবান্ মহম্মদকে সিংহাসনে স্থাপিত করেন, কারণ কোরাণে লিখিত আছে, যে, "ভগবান্ শীঘ্রই তোমাকে (মহম্মদকে) উপযুক্ত পদমর্য্যাদা প্রদান করিবেন।" এইরূপ মত সাধারণ মুসলমানদের ধর্ম্মবিশ্বাসকে আঘাত করিল। তাঁহারা মনে করেন যে, উপযুক্ত "পদমর্য্যাদা" এই কথাটির অর্থ সিংহাসন নহে, মধ্যস্থের পদ এবং মহম্মদ জগতে মধ্যস্থের পদই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মুখামুখী শীঘ্রই হাতাহাতিতে পরিণত হইল। এইরূপ মারামারির ফলে বহুসহস্র লোকের প্রাণ গেল। ৯৩৫ খৃঃ অব্দে হনবলের শিষ্যসম্প্রদায় এতটা উদ্ধত হইয়া উঠিল যে, তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বোগ্দাদ্ আক্রমণ করিল এবং মদ্যপান করা হয় বলিয়া ইহারা অনেক দোকানপাট লুণ্ঠন করিল। আহম্মদ অনেক জনপ্রবাদ সংগ্রহ ও মুখস্থ করিয়াছিলেন, ইহার মধ্য হইতে ঐতিহাসিক জনপ্রবাদগুলি বাছিয়া "মস্নদ" নামক পুস্তকাকারে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি দশলক্ষ জনপ্রবাদ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ৭৮০ খৃঃ অঃ জন্মলাভ এবং ৮৫৫ খৃঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সমাধির সময়ে ৮,০০০০০ লোক এবং ৬০,০০০ স্ত্রীলোক সমবেত হইয়াছিল। ইহাও জনপ্রবাদ এরূপ আছে যে, তাঁহাকে সকলেই এরূপ ভক্তি করিত যে, তাঁহার মৃত্যুর দিন ২০,০০০ খৃষ্টান, য়িহুদি এবং সাগীয়গণ মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন কবেন। তিনি খলিফার অনুজ্ঞায় প্রহৃত এবং বন্দী হইয়াও স্বীকার করেন নাই যে, কোরাণ কাহার দ্বারা লিখিত হইয়াছে। নিষ্ঠাবান্ মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, কোরাণ ভগবন্মুখনিঃসৃত বাণী।

হনীয়স্ (ত্রি) হন-ঈয়সুন্। অতিশয় হন্তা।

"নমো হন্ত্রে চ হনীয়সে চ" (শুক্লযজু° ১৬।৪০)

'হনীয়সে অতিশয়েন হন্তা হনীয়ান্' (মহীধর)

হনীল (পুং) কেতকী। (রত্নমালা) ইহার পাঠান্তর 'হলীন'।

হনু (পুং স্ত্রী) হন্তি কঠিনদ্রব্যাদিকমিতি হন (শৃস্বৃস্নিহীতি। উণ্ ১।১১) ইতি উ, স চ ণিৎ। কপোলদ্বয়পরমুখভাগ, গণ্ডদেশের উপরিভাগ, চলিত চোয়ালি।

"তাভ্যাং কপোলাভ্যাং পরো মুখভাগো হনুরুচ্যতে। যত্র জম্ভাখ্যা দন্তা জায়ন্তে ইতি সুভূতিঃ, হন্তি কঠোরমপি দ্রব্যং হনুঃ নাম্নীতি উঃ।' (ভরত) সুভূতি বলেন, এই হনু-প্রদেশে জম্ভাখ্য দন্ত সকল জন্মে। কঠিন দ্রব্য সকল এই স্থানে হত হয় এই জন্য ইহার নাম হনু।

(স্ত্রী) হন্তি পুরুষমিতি হন-উ। ২ হট্টবিলাসিনী। (অমর) ৩ রোগ। ৪ অস্ত্র। ৫ মৃত্যু। (জটাধর) চলিত কথায় হনু শব্দে হনুমান্ বুঝায়।

হনুকা (স্ত্রী) হনু। (বৃহৎস° ৫৮।৫)

হনুগ্রহ (পুং) বাতব্যাধিরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"জিহ্বানির্লেখনাচ্ছুষ্কভক্ষণাদভিঘাততঃ।
কুপিতো হনুমূলস্থঃ স্রংসয়িত্বাঽনিলো হনুং॥

করোতি বিবৃতাস্যত্বমথবা সংবৃতাস্যতাং।
হনুগ্রহঃ স তেন স্যাৎ কৃচ্ছ্রাচ্চর্ব্বণভাষণং ॥” (মাধবনিদান)

জিহ্বা নির্লেখন অর্থাৎ জিবছোলা, শুষ্ক দ্রব্যচর্ব্বণ, অথবা কোন প্রকার অভিঘাত দ্বারা হনুমূলস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া হনুদ্বয়কে অধস্খলন, কখন বিস্তৃত এবং কখন বা সংবৃত অর্থাৎ দন্তকবাট বন্ধ করে, তাহাকে হনুগ্রহরোগ কহে। ইহাকে চলিত চোয়াল-ধরা বলা যাইতে পারে। এই রোগ হইলে রোগী অতি কষ্টে চর্ব্বণ ও বাক্যোচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়।

চিকিৎসা—সংবৃতমুখান্বিত হনুগ্রহরোগীর হনুদ্বয় স্নিগ্ধ স্বেদ প্রয়োগ করিয়া উন্নমিত অর্থাৎ ঊর্দ্ধ হনুকে ঊর্দ্ধদিকে এবং নিম্ন হনুকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করিবে। বিস্তৃত মুখসমন্বিত হনুগ্রহরোগীর হনুদ্বয়ে ঐরূপ স্নিগ্ধস্বেদ দিয়া দুইটী হনুধাবণ করিয়া একত্র করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ ক্রিয়া করিয়া পিপ্পলী ও আদা পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ ও উষ্ণ জলপান করাইয়া বমন করাইতে হইবে এবং মুখের অভ্যন্তরভাগ শোধন করান আবশ্যক। ত্বক্‌রহিত রসোন সৈন্ধবের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তিলতৈলের ন্যায় তরল হইলে উহা ভক্ষণ করাইলে হনুগ্রহরোগ প্রশমিত হয়। রসোনগুটিকা এবং মাষকলায় পেষণ করিয়া সৈন্ধব, আদা ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বটক প্রস্তুত করিবে, ঐ বটক তিল তৈলে মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহাতে হনুগ্রহরোগ প্রশমিত এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয়। পক্ক তৈলমর্দ্দন, মৃদু অগ্নি দ্বারা স্বেদ এবং তৈল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া শিরোবস্তি প্রয়োগ করিলেও ইহা প্রশমিত হয়। এই রোগে প্রসারিণী তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। (ভাবপ্র°)

২ অশ্বের বাতব্যাধিরোগবিশেষ। অশ্বের এই রোগ হইলে হনুদ্বয় সঙ্কুচিত ও নিশ্চল হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদা লালাস্রাব হয়। (জয়দ°)

হনুভেদ (পুং) হনুদ্বয়ের বিদারণ। “স্তব্ধোর্দ্ধকর্ণং গিরিকন্দরাদ্ভুতব্যাত্তাস্যনাসং হনুভেদভীষণং।” (ভাগ° ৭।৮।২১)

হনুমৎ (পুং) হনুরস্ত্যস্যেতি হনু-মতুপ্। বানরবিশেষ, অঞ্জনাগর্ভজাত বানরনন্দন। [হনূমৎ শব্দ দেখ]

হনুমৎ, খণ্ডপ্রশস্তি ও হনুমন্নাটকরচয়িতা। সুভাষিতাবলি, সদুক্তিকর্ণামৃত প্রভৃতি প্রাচীন পদ্যসংগ্রহগ্রন্থে হনুমানের কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

হনুমদাচার্য্য—একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ব্যাসবর্য্যের পুত্র ও বীররাঘবের শিষ্য। ইনি তর্কদীপিকার টীকা এবং নিজ শিষ্য নন্দরামের জন্য ‘তত্ত্বচিন্তামণিবাক্যার্থদীপিকা’ রচনা করেন।

হনুমন্ত—একজন হিন্দী কবি। ইনি রাজা ভানুপ্রতাপ সিংহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

হনুমন্তগুড়ি, মদুরাজেলাস্থ রামনাদ রাজ্যের অন্তর্গত একটী তালুক ও সেই তালুকের সদর। সদরটী রামনাদ হইতে ৩৭½ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে অতিপ্রাচীন শিবমন্দির ও পুরাতন মস্‌জিদ্ আছে। মস্‌জিদে শিলাফলকে খোদিত আছে যে তিরুমলয় সেতুপতি, ৫৯৫ শকে একজন মুসলমানকে জমি দান করেন। মস্‌জিদে তামিল অক্ষরে একখানি তাম্রশাসন খোদিত আছে, তাহা হইতেও জানা যায় যে মুত্তুকুমারবিজয় রঘুনাথ সেতুপতি ১৬৬৬ শকে একজন মুসলমানকে জমি দান করিতেছেন। এখানে একটী প্রাচীন জৈনমন্দিরও দৃষ্ট হয়।

হনুমূলবন্ধনাস্থি (ক্লী) অস্থিবিশেষ। হনুদেশস্থ অস্থিমূলের বন্ধনভূত অস্থি। যে অস্থি হনুদেশের মূল বন্ধন করিয়া আছে।

হনুমোক্ষ (পুং) দন্তগত মুখরোগবিশেষ। ইহার নিদান—
“বাতেন তৈস্তৈর্ভাবৈস্তু হনুসন্ধিবিসংহতঃ।
হনুমোক্ষ ইতি জ্ঞেয়ো ব্যাধিরর্দ্দিতলক্ষণঃ ॥”
(সুশ্রুত নি° ১৬অ°

হনুস্তম্ভ (পুং) বাতব্যাধিরোগভেদ, হনুগ্রহরোগ।

হনূ (স্ত্রী) হনু পক্ষে উঙ্। হনু। (ভরত)

হনূমৎ (পুং) হনূরস্ত্যস্যেতি হনূ-মতুপ্। হনূমান, বানরবিশেষ। পর্য্যায়—হনুমান্, আঞ্জনেয়, যোগচর, অনিলী, হিড়িম্বারমণ, রামদূত, অর্জ্জুনধ্বজ, মরুতাত্মজ। (জটাধর) পবনের ঔরসে অঞ্জনার গর্ভে এই বানরের জন্ম হয়। এই হনূমান্ পবনের অবতার এবং পবনসদৃশ মহাবেগশালী। সীতা উদ্ধারের সময় এই হনুমান্ রামচন্দ্রের প্রধান সহায়। রামায়ণে ইহার জন্মবৃত্তান্ত প্রভৃতি লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে আমরা ইহার বিষয় লিখিতেছি—

অপ্‌সরোদিগের মধ্যে পরমরূপবতী পুঞ্জিকস্থলা নামে লোকবিখ্যাতা এক অপ্‌সরা ছিলেন। তিনি কপিশ্রেষ্ঠ কেশরীর ভার্য্যা হইয়া অঞ্জনা নামে বিখ্যাতা হন, এই অপ্‌সরা ঋষির শাপে কামরূপিণী বানরী হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ সুমেরুপর্ব্বতে কেশরী রাজ্যশাসন করিতেন। অঞ্জনা তাহার এক প্রিয়তমা মহিষী। বানরপতি ও কুঞ্জরদুহিতা অঞ্জনা একদা মনুষ্যবেশ ধারণপূর্ব্বক পর্ব্বতশিখরে ক্রীড়া করিতেছিলেন। পবন তাহার মনোহর রূপ দেখিয়া কামমোহিত হইলেন এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সাধুচরিত্রা অঞ্জনা ইহাতে অতিশয় বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, কোন্ দুরাত্মা আমার এই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বিনষ্ট করিতে উদ্যত

হইয়াছে। অঞ্জনার এই কথা শুনিয়া পবন কহিলেন, সুশ্রোণি! আমি তোমার পাতিব্রত্য নষ্ট করি নাই, সুতরাং তোমার মনের ভয় দূর হউক, তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া মনে মনে যে তোমাতে গমন করিয়াছি, তাহাতে তোমার বুদ্ধিশালী এবং অতি বীর্য্যবান্ এক পুত্র জন্মিবে, এই পুত্র সকল বিষয়েই আমার অনুরূপ হইবে। এইরূপে বায়ু তাহার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অঞ্জনা এই পুত্র প্রসব করিয়া ফলসংগ্রহের জন্য অরণ্যে গমন করিলে এই শিশু ক্ষুধাতুর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে সূর্য্যদেব জবাপুষ্পবৎ রক্তিমরূপবর্ণ পরিগ্রহ করিয়া উদিত হইতেছিলেন, শিশু তাহা দেখিয়া ফল মনে করিয়া সূর্য্যের অভিমুখে লম্ফ দিল। যখন ঐ বালক সূর্য্যদেবকে ধরিতে ইচ্ছুক হইয়া তরুণ দিবাকরের দিকে নভোমণ্ডলের মধ্য পথ দিয়া বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। তৎকালে তাহাকে লম্ফ প্রদান করিতে দেখিয়া দেব, দানব, যক্ষ সকলেই বিস্মিত হইল। নিজ পুত্র প্রবমান হইলে বায়ু তুষারের ন্যায় শীতল হইয়া সূর্য্যের দাহ-ভয় হইতে পুত্রকে রক্ষা করিতে করিতে হনুমানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। পিতৃশক্তিপ্রভাবে বহুসহস্র যোজন আকাশপথ অতিক্রম করিয়া এই বানর সূর্য্যের সন্নিহিত হইল। সূর্য্যদেবও এই শিশু দ্বারা অনেক দেবকার্য্য সাধন হইবে ভাবিয়া তাহাকে দগ্ধ করিলেন না।

এই বানর যে দিন ভাস্করকে ধরিবার জন্য উৎপ্লুত হয়, সেই দিনই রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিতে যায়, কিন্তু এই শিশু সূর্য্যদেবের রথের উপরে রাহুকে স্পর্শ করে, এই জন্য রাহু ভীত হইয়া সূর্য্য-মণ্ডল হইতে পলায়ন করিল। রাহু তখন কুপিত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া কহিল, ইন্দ্রদেব! আপনি চন্দ্র ও সূর্য্যকে আমায় গ্রাস করিবার অধিকার দান করিয়া আবার অপর এক জনকে অধিকার প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে ইন্দ্র কুপিত হইয়া রাহুর সহিত তথায় গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাহু ইন্দ্রের পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইল। হনুমান্ রাহুকে দেখিয়া একটী ফল মনে করিয়া সূর্য্যকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রাহুকে ধরিবার জন্য উৎপতিত হইল। রাহু ইহার বৃহৎ শরীরদর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তখন রাহু অতিশয় ভীত হইয়া ইন্দ্রকে ত্রাতা মনে করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। ইন্দ্র রাহুর আর্ত্তনাদ শুনিয়া 'ভয় নাই, আমি ইহাকে বধ করিতেছি', এই বলিয়া তাহার সন্নিহিত হইলেন। হনুমান্ ইন্দ্র-বাহন ঐরাবতকে দর্শন করিয়া তাহাকে ধরিবার ইচ্ছায় ধাবিত হইলে ইন্দ্র কুপিত হইয়া তাহাকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিলেন। ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে তাড়িত হইয়া বানর পর্ব্বতোপরি পতিত হইল এবং তথায় পড়িয়া ইহার বামহনু ভাঙ্গিয়া গেল।

হনুমান্ বজ্রাঘাতে আকুল হইয়া পড়িলে পবন ইহাকে লইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি দেবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিভুবনের বায়ু রোধ করিতে লাগিলেন। বায়ু রুদ্ধ হইলে ত্রিলোক বায়ুহীন হইয়া কাষ্ঠবৎ হইয়া উঠিল। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে তাঁহারা সকলে বায়ুর নিকটে গমন করিয়া বায়ুকে স্তব করিতে লাগিলেন। বায়ু পিতামহকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে পিতামহ বজ্রাঘাতে আহত শিশুকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন। ব্রহ্মা স্পর্শ করিবামাত্রই শিশু জীবন লাভ করিল। বায়ু ইহাকে প্রাপ্তজীবন এবং সকল প্রকার বেদনাদি অপগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং পুনরায় সকল ভূতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা বায়ুর হিত-কামনায় দেবগণকে কহিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ! এই শিশু দ্বারা তোমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পাদিত হইবে, অতএব তোমরা সকলে ইহাকে বরপ্রদান কর। তখন ইন্দ্র কহিলেন, আমার করচ্যুত বজ্রের আঘাতে এই বানরের হনুভঙ্গ হইয়াছে, সুতরাং এই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ নামে বিখ্যাত হইবে। আমি ইহাকে আরও একটী অদ্ভুত বর দিতেছি যে, আজ অবধি হনুমান্ আমার বজ্রের আঘাতে নিহত হইবে না। তখন সূর্য্য কহিলেন, ইহাকে আমার তেজের শতাংশের এক অংশ দিলাম। যখন এই বানর শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে পারিবে, তখন আমি ইহাকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইব। হনুমান্ বাগ্মী হইবে। বরুণ বর দিলেন, আমার পাশ অথবা বারি হইতে শতঅযুত বৎসরেও ইহার মৃত্যু হইবে না। যম প্রীত হইয়া ইহাকে দণ্ডের অবধ্য, নিয়ত অরোগিত্ব এবং যুদ্ধে অবিষাদ বর দিলেন। কুবের বর দিলেন, এই হনুমান্ আমার অবধ্য। মহাদেবও এইরূপ বর দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বর দিলেন যে, আমি যে সকল অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং আমার যে সকল দিব্য অস্ত্র আছে, এই বালক সেই সকল অস্ত্রে অবধ্য হইয়া চিরজীবী হইবে। তখন ব্রহ্মা তাহাকে কহিলেন, তুমি ব্রহ্মজ্ঞ ও চীরায়ু, সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র এবং ব্রহ্মশাপের অবধ্য হইবে।

এইরূপে দেবগণ বরপ্রদান করিলে ব্রহ্মা বায়ুকে কহিলেন, পবন! তোমার এই পুত্র শত্রুগণের ভয়ঙ্কর, মিত্রগণের আহ্লাদজনক এবং অজেয় হইবে। অধিকন্তু হনুমান্ ইচ্ছানু-সারে নানা রূপ-ধারণ, নানা স্থানে গমন এবং নানা দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারিবে, কীর্ত্তিমান্ ও অপ্রতিহতগতি হইবে। আর রাবণবিনাশে রামচন্দ্রের সহায়তা করিয়া রামের প্রীতিপদ এবং সময়ে লোমহর্ষণ কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে। পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ এইরূপ বর দিয়া ফিরিয়া গেলেন।

দেবকৃপায় হনুমান্ পূর্ব্বোক্ত বর সকল লাভ করিয়া সকল প্রকার শারীরিক বলে বলীয়ান্ হইল। তখন সে বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া নির্ভয়হৃদয়ে ঋষিগণের আশ্রমপীড়া জন্মাইতে লাগিল। ব্রহ্মার বরে হনুমান্ ব্রহ্ম-দণ্ডের অবধ্য, ঋষিগণ ইহা জানিতেন বলিয়া দণ্ড-প্রদানের শক্তি থাকিতেও তাহার অপরাধ সহ্য করিতে বাধ্য হইলেন। হনুমান্ মুনিগণের প্রতি অত্যাচার করিত, কেশরী এবং পবন তাহাকে বারংবার নিষেধ করিতেন। তথাপি হনুমান্ ইহাদের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ঋষিদিগের প্রতি উপদ্রব করিত। এইরূপে প্রতিনিয়ত বিপর্য্যস্ত হইয়া অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ হনুমান্‌কে শাপ দিলেন যে, তুমি যে বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছ, দীর্ঘকাল তুমি তোমার এই বল বিস্মৃত হইয়া থাকবে। যখন তোমার কীর্ত্তি তোমাকে কেহ মনে করাইয়া দিবে, তখন পুনর্ব্বার তোমার বল বৰ্দ্ধিত হইবে।

হনুমান্ ঋষিগণের শাপপ্রভাবে বলবীর্য্য-হীন হইয়া মন্দভাবে আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিল। বালী এবং সুগ্রীবের পিতা ঋক্ষরাজ সমস্ত বানরগণের রাজা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে মন্ত্রিগণ বালীকে পিতৃ-সিংহাসনে বসাইয়া সুগ্রীবকে বালীর পদে অভিষিক্ত করেন। অগ্নির সহিত বায়ুর যেরূপ সৌহার্দ্দ্য, সুগ্রীবের সহিত হনুমানেরও তদ্রূপ সখ্য ছিল। যখন বালীসুগ্রীবে পরস্পর বিবাদ সঙ্ঘটিত হয়, তখন হনুমান্ শাপ বশতঃ নিজের বল জানিত না, এই জন্য সে সুগ্রীবের কোন উপকার করিতে পারে নাই। কিন্তু সর্ব্বদাই সুগ্রীবের সহিত থাকিত। সুগ্রীব বালীভয়ে যখন ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে অবস্থান করিতেন, হনুমান্ তখনও সুগ্রীবের সহচর ছিল। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য বনগমন করিলে পঞ্চবটী বনে রাবণ সীতাহরণ করেন। রাম ও লক্ষ্মণ সীতাদেবীর অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে উপনীত হন। তথায় হনুমান্ রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া সন্ন্যাসীর বেশধারণপূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁহাদের নিকট সীতাহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করাইয়া দেয়। রাম বালী-বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যপ্রদান করেন। তখন সুগ্রীব হনুমান্ প্রভৃতি বানরদিগকে সীতা অন্বেষণে প্রেরণ করেন। হনমান্ রামচন্দ্রের অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করে। পরে সম্পাতিপক্ষীর নিকট লঙ্কাপতি রাবণ সীতা হরণ করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া বানরগণের সহিত সমুদ্র-তীরে গমন করে এবং স্বয়ং হনুমান্ মহেন্দ্র পর্ব্বতের উপর হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সমুদ্র পার হয়। অনন্তর সে রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ এবং অশোকবনে সীতাকে দেখিয়া ও তাঁহার নিকট হইতে অভিজ্ঞান লইয়া পুনর্ব্বার সমুদ্র পার হইয়া রামচন্দ্রের নিকট সীতার সংবাদ প্রদান করে।

রামচন্দ্র হনুমান্, অঙ্গদ ও সুগ্রীব প্রভৃতিকে লইয়া সমুদ্র-বন্ধন করিয়া রাবণকে সংহার ও সীতাকে উদ্ধার করেন। সীতা-উদ্ধার এবং রাবণবধে হনুমানই রামের প্রধান সহায়। হনু-মানের তুল্য রামভক্ত কেহই ছিল না। হনুমান্ রামচন্দ্রকে অভীষ্ট দেব এবং সীতাকে জননীর তুল্য জ্ঞান করিত। হনুমান্ সহায় না হইলে রামচন্দ্র রাবণবধ করিতে সমর্থ হইতেন না। [রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও রাবণ শব্দে এই সকলের বিবরণ দ্রষ্টব্য]

রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য অনেক পুরাণেই হনুমান্ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে, হনুমান্ মহাদেবের অবতার। প্রবাদ আছে যে, রাম পিতৃ-সত্য-পালন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলে সীতা স্বয়ং রন্ধন করিয়া হনুমান্‌কে ভোজন করাইতে গেলেন। কিন্তু অন্ন ব্যঞ্জনাদি যতই তাঁহাকে দেওয়া হইতে লাগিল হনুমান্ তৎসমস্তই নিঃশেষে খাইতে লাগিলেন। তখন সীতা নিরুপায় হইয়া হনুমানের পশ্চাদ্ভাগে তাঁহার মস্তকে 'ওঁ নমঃ শিবায়' বলিয়া অন্ন প্রদান করিলেন। ইহাতে হনু-মানের পরিতোষ হইল, হনুমান্ তখন আর ভোজন করিতে পারিলেন না। এস্থানে প্রবাদ এইরূপ যে, হনুমান্ যে শিবের অবতার ইহা জানাইয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

হনুমান্ চিরজীবী। জন্মতিথি প্রভৃতিতে সপ্ত চিরজীবী-দিগের পূজা করিতে হয়, হনুমান্, মার্কণ্ডেয়, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সপ্ত চিরজীবীর মধ্যে পরিগণিত।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতে হনুমানের পূজা প্রচলিত। বাঙ্গালার মঙ্গলগ্রন্থসমূহে হনুমানের প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কি ধর্ম্মমঙ্গলে কি মনসামঙ্গলে যেখানেই ঝঞ্ঝাবাত বা ঝটিকার প্রয়োজন, সেখানেই ধর্ম্মঠাকুর বা মনসাদেবী হনুমানকে স্মরণ করিয়াছেন। ভারতীয় বণিক্‌গণের বাণিজ্য-গৃহে হনুমানের মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। ভারতের সর্ব্বত্রই হনুমানের পূজা প্রচলিত আছে। নানা প্রাচীন পুরাণ ও তন্ত্রে হনুমানের পূজাবিধি দৃষ্ট হয়। [হনুমৎকল্প দেখ।]

২ বানরশ্রেণীর মধ্যে যাহাদের মুখ কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগকে হনুমান্ বলা হয়। কথিত আছে—লঙ্কাদহনে বীর হনুমানের মুখ দগ্ধ হইয়া যায়। তখন সীতা লজ্জিত হনুমানকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, হনুমানের আত্মীয়স্বজনদিগের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইবে। তাহা হইলে আর এই বিশ্বাসী ভৃত্যকে স্বজাতিবর্গের মধ্যে লজ্জিত হইতে হইবে না। সীতার বরে

হনুমানের জাতিবর্গ আমাদের দেশে "মুখ-পোড়া" বলিয়া খ্যাত।• শুদ্ধ ভাষায় ইহারাই হনুমান্।

এই বানরজাতির মুখের অন্যান্য অস্থি অপেক্ষা চুয়াল (হনু) অস্থিও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ইহাকে হনুমান্ বলা হয়।

হনুমানদিগের চোয়াল বড়; দীর্ঘপুচ্ছ। বানরদিগের মত ইহাদের গর্ভের থলি বৃহৎ নহে। মাথা গোলাকৃতি ও মুখ সম্পূর্ণ চেপ্‌টা নহে। অস্থির সন্নিবেশহেতু মুখকোণ সুস্পষ্ট। কর্ত্তনদন্ত অপেক্ষা শোবনদন্তগুলি বড়। ইহাদিগের হাত পা সরু সরু। গর্ভের থলির পরিবর্ত্তে ইহাদের পাকস্থলীটি বিশেষভাবে রসযুক্ত থাকে। ইহার জন্য ভক্ষণের অনেক পরেও বানরের মত ইহারা রোমন্থন করিতে পারে।

ভারতবর্ষের অনেক বনে ও জঙ্গলে ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহাদিগের ডাক অনেকদূর হইতে শোনা যায়। ইহারা ২০।৩০ ফিট্ পর্য্যন্ত লাফাইয়া যাইতে পারে। দৌড়াইতেও খুব পটু। ইহারা নিরামিশাষী। ফল মূল পাতাই ইহাদের আহার্য্য।

[বানর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য]

হনুমৎকল্প (পুং) হনুমতঃ কল্পঃ। হনুমানের মন্ত্রাদি। শিব, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতির ন্যায় হনুমানও পূজ্য। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার মন্ত্র ও পূজাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, এখানে অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল। হনুমৎসাধন অতি পবিত্র পাপনাশক, গুহ্যতম এবং আশুফলপ্রদ। অর্জ্জুন এই মন্ত্র সাধন করিয়া চরাচর জগৎ জয় করিয়াছিলেন।

"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়।
হনুমৎসাধনং পুণ্যং মহাপাতকনাশনং ॥
এতদ্‌গুহ্যতমং লোকে শীঘ্রসিদ্ধিকরং পরং।
জয়ো যস্য প্রসাদেন লোকত্রয়জিতোঽভবৎ ॥
তৎসাধনবিধিং বক্ষ্যে নৃণাং সিদ্ধিকরং দ্রুতং।
বিয়ৎসনবকং হনুমতে তদনন্তরং ॥
রুদ্রাত্মকায় কবচং ফড়িতি দ্বাদশাক্ষরঃ।
এতন্মন্ত্রং ময়াখ্যাতং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥" (তন্ত্রসার)

'হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুঁ ফট্' এই দ্বাদশাক্ষর হনুমানের মন্ত্র, এই মন্ত্র অতি গোপনীয় এবং আশু সিদ্ধি প্রদ। নদীকূল, বিষ্ণুমন্দির, নির্জ্জন স্থান বা পর্ব্বত এই সকল স্থানে একাগ্রমনে এই মন্ত্র সাধন করিতে হয়। যে সাধক এই মন্ত্রের সাধনা করেন, তিনি অতি পবিত্র চিত্তে নদীকূল প্রভৃতি স্থানে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মে পীঠন্যাসাদি সমস্ত কার্য্য করিবেন। তৎপরে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া মূলমন্ত্রে অষ্ট পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া সীতার সহিত রামচন্দ্রের ধ্যান করিয়া তাম্রপাত্রে হনুমানের যন্ত্র অঙ্কিত করিবেন। সকেশর অষ্টদল পদ্ম এই যন্ত্রে অঙ্কিত করিতে হয়। এই পদ্মমধ্যে হনুমানের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎসৃজন্ ॥
লাক্ষারসারুণং রৌদ্রং কালান্তকযমোপমং।
জ্বলদগ্নিলসন্নেত্রং সূর্য্যকোটিসমপ্রভং।
অঙ্গদাদ্যৈর্মহাবীরৈর্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণং ॥"

এই ধ্যান করিয়া শঙ্খস্থাপন প্রভৃতি করিবে ও হনুমানের আবাহনপূর্ব্বক পাদ্যাদি যথোপযুক্ত উপচার দ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি প্রদান করিয়া সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, নল, নীল, জাম্বুবান্, কুমুদ ও কেশরী পদ্মের অষ্টদলে এই ৮টী আবরণ দেবতার পূজা করিবে। পরে ইহার দক্ষিণে পবন এবং বামে অঞ্জনার পূজা করিতে হয়। দলাগ্রে 'ওঁ কপিভ্যো নমঃ' এই মন্ত্রে অষ্ট পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জপ করিবে। ইহার মন্ত্র লক্ষ জপ করিতে হয়। জপপূর্ণদিনে মহাপূজা করা আবশ্যক। একাগ্র মনে অহর্নিশি জপ করিলে হনুমদ্দেবের দর্শন লাভ হয়। হনুমান্ সাধককে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ জানিয়া নিশীথে প্রসন্ন হইয়া উপস্থিত হন এবং সাধককে বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন।

হনুমতের বীরসাধন—হনুমদ্দেবের এই বীরসাধন করিতে হইলে নিম্নোক্ত প্রকারে করিতে হয়। সাধক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে স্নান, নিত্যক্রিয়া ও তীর্থাবাহনপূর্ব্বক আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর সেই জল দ্বারা দ্বাদশ বার স্বীয় মস্তকে অভিষেক করিয়া নদীতীর বা পর্ব্বতাদিতে উপবেশন করিয়া 'হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' ইত্যাদিরূপে করাঙ্গন্যাসের প্রণালী অনুসারে করাঙ্গন্যাস করিয়া তিনবার প্রাণায়াম ও পুনরঙ্গন্যাস করিতে হয়। ইহার পর হনুমানের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"ধ্যায়েদ্রণে হনুমন্তং কোটিকপিসমন্বিতং।
ধাবন্তং রাবণং জেতুং দৃষ্ট্বা সত্বরমুত্থিতং ॥
লক্ষ্মণঞ্চ মহাবীরং পতিতং রণভূতলে।
গুরুঞ্চ ক্রোধমুৎপাদ্য গৃহীত্বা গুরুপর্ব্বতং ॥
হাহাকারৈঃ সদর্পৈশ্চ কম্পয়ন্তং জগত্রয়ং।
আব্রহ্মাণ্ডং সমাব্যাপ্য কৃত্বা ভীমং কলেবরং ॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান, শঙ্খস্থাপন ও পূজাদি করিয়া 'হং পবননন্দনায় স্বাহা' এই দশাক্ষর মন্ত্র ষট্‌সহস্র জপ করিবে। হনুমানের এই দশাক্ষর মন্ত্র কল্পতরুস্বরূপ। এই মন্ত্র ছয়দিনে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জপ করিয়া সপ্তম দিবসে অহোরাত্র জপ করিতে হইবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে রাত্রির চতুর্থ প্রহরে হনুমদ্দেব সাধক-সকাশে উপস্থিত হইয়া থাকেন। সাধক যদি ভয় ও মায়া পরিত্যাগ করিয়া তৎসকাশে অবস্থান করিতে পারেন,

তাহা হইলে তিনি বিদ্যা, ধন, রাজ্য বা শত্রুনিগ্রহ প্রভৃতি যাহা কিছু ইচ্ছা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহাই লাভ করিতে পারেন।

"বিদ্যাং বাপি ধনং বাপি রাজ্যং বা শত্রুনিগ্রহং।
তৎক্ষণাদেব চাপ্নোতি সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতং॥" (তন্ত্রসার)

হনূমন্তেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

হনূমান্, [হনূমৎ দেখ।]

হনূমান্‌গড়, বিকানের রাজ্যের অন্তর্গত, ভাটনের অপর নাম। [ভাটনের দেখ।]

হনূমান্নাটক, হনূমদ্‌বিরচিত সুপ্রাচীন নাটক। ইহাতে রামচরিত চিত্রিত হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, মহামতি হনূমান্ প্রথমে শৈলগাত্রে এই নাটকখানি লিখিয়া রাখেন। তৎপরে কালবশে সেই গিরিলিপি অস্পষ্ট হইয়া যায়। তখন বহু কবি সেই প্রাচীন নাটকখানি উদ্ধারের চেষ্টা করেন। অবশেষে খৃষ্টীয় ১০ম কি ১১শ শতাব্দে ভোজরাজের আদেশে দামোদরমিশ্র এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ সঙ্কলন করেন।

হনূষ (পুং) হন্তি মনুষ্যানিতি হন (ঋহনিভ্যামূষণ্। উণ্ ৪।৭৩ ইতি উষন্। রাক্ষস। (ত্রিকা°)

হন্ত (অব্য°) হন-ক্ত। ১ হর্ষ। ২ অনুকম্পা।

"হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥" (গীতা ১০।১৯)

৩ বাক্যারম্ভ। ৪ বিষাদ। (অমর) ৫ অন্তি। ৬ বাদ। ৭ সম্ভ্রম। ৮ খেদ। (মেদিনী) ৯ অন্তকল্পন। (অজয়পাল)

হন্তকার (পুং) হন্ত ইত্যস্য কারঃ করণং। ১ অতিথিকে দেয় তণ্ডুল, অতিথিদিগকে যে তণ্ডুল দান করা হয়। ২ হন্তশব্দ।

"নিবীতী হন্তকারেণ মনুষ্যাংস্তর্পয়েদথ।
কুশস্য মধ্যদেশেন নৃতীর্থেন উদঙ্‌মুখঃ॥
হন্তপ্রয়োগেন জলদানমুক্তং" (আহ্নিকতত্ত্ব)

৩ অতিথিকে দানার্থ ষোড়শ গ্রাস, অতিথিকে যে ষোড়শ দান করা হয়, তাহাকে হন্তকার কহে।

"ভিক্ষাঞ্চ যাচতাং দদ্যাৎ পরিব্রাড়্‌ব্রহ্মচারিণাং।
গ্রাসপ্রমাণং ভিক্ষা স্যাদগ্রং গ্রাসচতুষ্টয়ং॥
অগ্রং চতুর্গুণং প্রাহুর্হন্তকারং দ্বিজোত্তমাঃ।
ভোজনং হন্তকারং বা অগ্রং ভিক্ষা মথাপি বা।
অদত্ত্বা তু ন ভোক্তব্যং যথাবিভবমাত্মনঃ॥" (মার্ক°পু° ২৯ অ°)

হন্তব্য (ত্রি) হন-তব্য। হননীয়, হননযোগ্য, বধ্য, বধের উপযুক্ত। ২ গুণ্য, গুণনীয়।

হন্তু (পুং) হন-তু। ১ মৃত্যু। ২ বৃষ। ৩ বিনাশ।

"ভূভারাসুররাজন্যহন্তবে গুপ্তয়ে সতাং।
অবতীর্ণস্য নির্বৃত্যৈ যশো লোকে বিতন্যতে॥ (ভাগ° ১১।৫।৫০)

হন্তৃ (ত্রি) হন্তীতি হন-তৃচ্। হননকর্তা, যিনি হনন করেন, বধকর্তা, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হন্ত্রী, হননকারিণী।

হন্তৃত্ব (ক্লী) হন্তুর্ভাবঃ ত্ব। হন্তার ভাব বা ধর্ম্ম, হনন, বধ।

হন্তোক্তি (স্ত্রী) হন্ত ইত্যস্য উক্তিঃ। অনুকম্পোক্তি।

হন্ত্ব (ত্রি) হন্ হিংসাগত্যোঃ কৃত্যার্থে ত্বন্। হননীয়, বধযোগ্য।

"নিষঙ্গিণো রিপবো হন্ত্বাসঃ" (ঋক্ ৩।৩০।১৫)
'হন্ত্বাসঃ ত্বয়া হননীয়াঃ' (সায়ণ)

হন্থবদী, বৃটিশ বর্ম্মার পেগুবিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। ইরাবতী নদীর মুখ হইতে রেঙ্গুন নদীর মুখবর্ত্তী সমুদ্রতীরস্থ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে ইহা বোক্‌খার-দেশ নামে খ্যাত ছিল এবং এখনও এই জেলাটী চীন বকির প্রভৃতি স্থানে সেই পুরাতন নামেই অভিহিত হয়। এই জেলার উত্তরে থোনেগবা ও থরবদি, পূর্ব্বে পেগু এবং পশ্চিমে থোনেগবা দ্বারা বেষ্টিত।

চীন বকিরের নিকট সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া পেগুয়োম পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি সমতল ক্ষেত্র দ্বারা এই জেলাটি আচ্ছাদিত। কেবল পেগুয়োমের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া নদী পর্য্যন্ত যে সঙ্কীর্ণ দেশটি রহিয়াছে, তাহা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিতেই বড় বড় নৌকা এবং কতকগুলিতে ষ্টিমার যাতায়াত করে। ইহাদের মধ্যে বব্‌লয়, পকবুন্ ও পনলেইঙ্গ উল্লেখযোগ্য। যখন গ্রীষ্মের সময় পনলেইঙ্গে বড় নৌকা কিংবা ষ্টিমার চলাচল করিতে পারে না, তখন থক্‌বাতপিন নদী দিয়া এই দেশের যাতায়াত ও বাণিজ্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

পেগুয়োম পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ কেবলমাত্র ২০০০ ফিট্ উচ্চ। কিছু দূর দক্ষিণে গিয়া এই পাহাড়টি দুইটি শাখায় বিভক্ত এবং তৎপরে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট পাহাড়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

লেইঙ্গ নদী এই জেলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। এই নদীটী প্রোমের নিকট উত্থিত হইয়া হন্থবদী জেলায় ১৭°৩০´ উঃ অক্ষাংশে প্রবেশ করিয়াছে এবং তৎপরে রেঙ্গুন নদী নাম ধারণ করিয়া ১৬°৩০´ উত্তর অক্ষাংশে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। রেঙ্গুন পর্য্যন্ত সমস্ত ঋতুতেই ইহাতে বৃহৎ জাহাজ চলাচল করিতে পারে।

স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে তৈলঙ্গ-বাসিগণ এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। সেই সময় মুনগণ পেগুতে বাস করিতেছিল। তৈলঙ্গগণ যে এক সময়ে এখানে আসিয়া বসতিস্থাপন করিয়াছিল, তাহা এতদ্দেশীয় 'তৈলঙ্গ' শব্দ হইতে অনুমিত হইতে পারে। স্থানীয় পুথি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দুই ভ্রাতা মিলিয়া সিউদাগোন

পাগোডা স্থাপন করেন। তাঁহারা বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন, কারণ তাঁহাদের সঙ্গে বুদ্ধের পরিচয় ছিল। অতঃপর তৃতীয় খৃষ্টাব্দে যখন তৃতীয়বার বৌদ্ধসভার অধিবেশন হয়, তখন সুবর্ণ-ভূমিতে সোন এবং উত্তরকে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ পাঠান হয়।

পেগুর রাজা অনরবত্ একাদশ খৃষ্টাব্দে এই দেশটি জয় করেন এবং প্রায় দুই শতাব্দী ব্রহ্মদিগের দ্বারা ইহা অধিকৃত ছিল। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৈলঙ্গগণ স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু আলংপরা এই প্রদেশটি পুনরায় জয় করে, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইহা বৃটীশ গবর্মেণ্টের শাসনাধীন হয়।

এই জেলায় দুইটি পাগোডা সিউ-দাগোন ও সাণ্ডো বিখ্যাত। কথিত আছে যে, গৌতম বুদ্ধের কয়েকটি কেশগুচ্ছ সিউদাগোন পাগোডাতে রক্ষিত আছে। সেই জন্য বৌদ্ধজগতে এই মন্দিরটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া গণ্য, এবং সহস্র সহস্র বৌদ্ধ এই স্থানে তীর্থ করিতে আগমন করেন।

এই স্থানের বাণিজ্যদ্রব্য, লবণ, মৃত্তিকাপাত্র, মাছ ধরিবার জাল, মাদুর এবং রেশমী ও তুলার কাপড়। এই জেলাটি একজন ডেপুটী কমিশনারের শাসনাধীন।

এই স্থানের স্থানীয় স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল নহে। শীতের সময় এই জেলার স্বাস্থ্য কিছু ভাল হয়, তখন ঠাণ্ডা পড়ে ও শরীরের অবসন্নতা দূর হয়।

হন্দাল মির্জা, মোগলবাদশাহ বাবরের এক পুত্র। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম। কাম্রানের পক্ষ হইয়া হুমায়ুনের বিরুদ্ধে নিশীথ যুদ্ধে খাইবারের নিকট প্রাণত্যাগ করেন এবং বাবরের সমাধির নিকটই ইঁহাকে গোর দেওয়া হয়। ইঁহার কন্যা রজিয়া সুলতানার সহিত অকবরের বিবাহ হয়।

হন্ন (ত্রি) হদ-ক্ত। কৃতপুরীষোৎসর্গ, যে মলত্যাগ করিয়াছে।

হন্মন্ (ক্লী) হন্যতে অনেনেতি অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে ইতি দৃশি-গ্রহণাৎ করণেঽপি মনিন্। হননসাধন, যাহা দ্বারা হনন করা যায়।

"ইন্দ্র ওজিষ্ঠেন হন্মনা অহন্" (ঋক্ ১।৩৩।১১)

'হন্মনা হননসাধনেন' (সায়ণ)

হন্যমান (ত্রি) হন কর্ম্মণি শানচ্। বর্ত্তমান হননীয় বস্তু, যাহাকে হনন করা হইতেছে।

হপুষা (স্ত্রী) বণিকদ্রব্যবিশেষ, মরীচবৃন্তবৎ দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ বস্তু, চলিত হবুষ, হিন্দী হোহবের, ইহা দুই প্রকার, প্রথম প্রকার মৎস্যসদৃশ, এবং বিস্রগন্ধযুক্ত, দ্বিতীয় প্রকার অশ্বত্থ ফলসদৃশ এবং মৎস্যগন্ধযুক্ত। পর্য্যায়—হবুষা, বিস্রা, পরাশ্বখফলা, মৎস্যগন্ধা, প্লীহহন্ত্রী, বিষঘ্নী ও ধ্বাজ্ঞনাশিনী। গুণ—দীপন, তিক্ত, মৃদু, উষ্ণ, গুরু; পিত্ত, উদর, প্রমেহ, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম ও শূলরোগনাশক। (ভাবপ্র°)

হপ্তা (পারসী) সপ্তাহ, সাতদিন।

হপ্ত-হিন্দ, জন্দ অবস্তায় পঞ্জাব হপ্ত-হিন্দু, হপ্তসিন্ কিংবা হপ্তহিন্ নামে উল্লিখিত। ইহার অর্থ সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সাতটী নদী। বেদে 'সপ্তসিন্ধব' নামে পঞ্জাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিন্ধুনদ ও তৎসহ তাহার ছয়টি নদীর সমষ্টি সপ্তসিন্ধব, যথা—

	সংস্কৃতনাম	গ্রীকনাম		সংস্কৃতনাম	গ্রীকনাম
(১)	বিতস্তা	Hydaspes	(৪)	বিপাশা	Hyphasis
(২)	অসিক্নী	Ascesines	(৫)	শতদ্রু	Hesydrus
(৩)	পরুষ্ণী	Hydiactis	(৬)	কুভা	Kophen

সিন্ধু ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশই বেদে 'সপ্তসিন্ধব' নামে অভিহিত। কেহ কেহ মনে করেন যে, সরস্বতী নদী এই দেশটির অন্তর্ভুক্ত।

হব্, নদী, বোম্বাই ও সিন্ধুপ্রদেশের সীমান্তে এই নদীটি প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, এই নদী কিছুদূর বেলুচিস্থান ও বৃটীশ রাজত্বের সীমানির্দ্দেশক। এই নদী খিলাত হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বদিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়া আরব্যোপসাগরে ২৪°৫২´ উত্তর অক্ষাংশে পতিত হইয়াছে। দীর্ঘে এই নদীটি ১০০ মাইল। সিন্ধুদেশের অন্যান্য নদীর ন্যায় এই হব্নদী ও সিন্ধুনদ আপন আপন গতি পরিবর্ত্তন করে না। এই নদী মৎস্যে পরিপূর্ণ। ইহা সিন্ধুপ্রদেশের একটি প্রধান নদী।

হবীগঞ্জ, ১ শ্রীহট্ট জেলার অধীনস্থ একটি মহকুমা। ইহাতে চারিটি থানা আছে, যথা—হবীগঞ্জ, নবীগঞ্জ, মাধবপুর এবং বানিয়াচুঙ্গ। ভূপরিমাণ ৯৭১ মাইল। গ্রামসংখ্যা ২৪৯৫টি। এখানে মুসলমানসংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা কিছু বেশী।

২ উক্ত মহকুমার অধীন একটী গ্রাম। এখানে একটী বড়বাজার আছে। গ্রামটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র।

হবুষা (স্ত্রী) হপুষা। (রাজনি°)

হবীব, কাশ্মীরের একজন মুসলমান রাজা, ইনি ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।

হবীব ইবন্ অল্ মুহল্লব, সিন্ধুপ্রদেশের একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা। মহম্মদ ইবন্ কাসিমের মৃত্যুর পর খলিফা সুলেমান যজীদ্ ইবন্ আবু কব্শাকে সিন্ধুর শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। এখানে পৌঁছিবার ১৮ দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় হবীব ঐ পদলাভ করেন। (৭১৫খৃঃ) ইনি আলোর জয় করিয়াছিলেন।

হবুরা, ভ্রমণশীল নীচ জাতিভেদ। [হাবুরা দেখ।]

হমিদ্‌উল্লা মুস্তৌফি-বিন্‌-আবু-বকর-অল্‌ কজবিনি, এক জন প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক, হমিদ্‌ উদ্দীন্‌ মুস্তৌফী নামেও খ্যাত। ইনি ১৩২৯ খৃষ্টাব্দে 'তারিখ গুজীদা' বা ইতিহাসসংগ্রহ রচনা করেন, এই গ্রন্থখানি 'জামাউৎ তবারিখ'-রচয়িতা রসিদ্‌উদ্দীনের পুত্র গয়াসুদ্দীনের নামে উৎসর্গ করা হয়। হমিদ্‌ পিতাপুত্র উভয়েরই মুন্সী ছিলেন। তাঁহার রচিত পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসখানি প্রাচ্যজগতে একখানি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত। এই গ্রন্থরচনার ১১ বর্ষ পরে তিনি 'নুজ্‌হৎ উল্‌ কলূব্‌' নামে ভূগোল ও প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। য়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণ অনেকেই এই গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে হমিদ্‌উল্লা ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

হমিদা বনো বেগম, অকবর বাদশাহের মাতা। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে ইহার সহিত সম্রাট্‌ হুমায়ুনের বিবাহ হয়। তিনি অতিশয় ধর্ম্মশীলা ছিলেন। ইনি মক্কায় গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ৩০০ আরব সঙ্গে লইয়া আসেন। ঐ সকল আরবের বাসের জন্য পুরাতন দিল্লীতে তাঁহার পতি হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরের নিকট ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে 'আরবসরাই' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে আগ্রা সহরে তাঁহার মৃত্যু হয়। মরিয়ম্‌ মকানী ও হাজী বেগম্‌ নামেও তিনি খ্যাত ছিলেন।

হমিদ্‌উদ্দীন নাগোরী, নাগোরবাসী একজন কাজী। দিল্লীতে কুতব্‌ উদ্দীনের সমাধির নিকট ইঁহাকে গোর দেওয়া হয়। ইঁহার গোরস্থানের উপর যে শিলালিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ৬৯৫ হিজরীতে (১২৯৬ খৃষ্টাব্দে) ইঁহার মৃত্যু হয়। 'তবালা-উস্‌-সমুস্‌' নামে তিনি ধর্ম্ম ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

হম্‌কাটাজুলী (দেশজ) গুল্মভেদ।

হম্‌ (অব্য°) হা-ডমু। ১ রুষোক্তি, রোষভাষণ। ২ অনুশয়। ৩ অনুনয়। (মেদিনী)

হম্বা (স্ত্রী) গোধ্বনি, গাভীর শব্দ। পর্য্যায়—হম্মা, রেভণ, হম্ভা, রম্ভা।

"ক্রোধরক্তেক্ষণা সা গৌর্হম্বারবঘনস্বনা।

বিশ্বামিত্রস্ত তৎ সৈন্যং ব্যদ্রাবয়ত সর্ব্বশঃ॥" (ভারত ১।১৭৬।৩১)

হম্ভা (স্ত্রী) গোধ্বনি। (হেম)

হম্ম, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ°, সক°, সেট্‌। লট্‌ হম্মতি। লিট্‌ জহম্ম। লুট্‌ হম্মিতা। লুঙ্‌ অহম্মীৎ।

হম্মীর (পুং) তন্নামপ্রসিদ্ধ কএকজন হিন্দুনরপতি। প্রাচীন বাঙ্গালায় এই শব্দ 'হাম্বীর' ও আধুনিক বাঙ্গালায় 'হামীর' রূপে উচ্চারিত। [হামীর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

হয়, ১ গতি। ২ ক্লম। ৩ ভক্তি। ৪ শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ°, গত্যর্থে সক°, ক্লমাদি অর্থে অক°, সেট্‌। লট্‌ হয়তি। লোট্‌ হয়তু। লিট্‌ জহায়। লুট্‌ হয়িতা। লুঙ্‌ অহয়ীৎ। সন্‌ জিহয়িষতি। যঙ্‌ জাহয্যতে। যঙ্‌-লুক্‌ জাহয়ীতি। ণিচ্‌ হায়য়তি, লুঙ্‌ অজীহয়ৎ।

হয় (পুং) হয়তি গচ্ছতীতি হয়-অচ্‌, হিনোতীতি হি-অচ্‌ বা। ১ ঘোটক, ঘোড়া, অশ্ব। অশ্ববৈদ্যক ও গরুড়পুরাণে ২০৭ অধ্যায়ে হয়ায়ুর্ব্বেদের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

[অশ্ব ও ঘোটক শব্দ দেখ।]

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, হয়বর্ণন-স্থলে হয়ের বেগ, ঔন্নত্য, তেজঃ, উত্তম লক্ষণসমূহের অবস্থান, খুরোৎখাত রজঃ, রূপ, জাতি এবং গতির বিচিত্রতা, এই সকল বর্ণন করিতে হয়। বসন্তরাজশাকুনে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"হ্রেষারবং মুঞ্চতি বামতো যঃ ক্ষুণ্ণক্ষিতির্দক্ষিণপাদঘাতৈঃ।

কণ্ডূয়তে দক্ষিণমঙ্গভাগং তুঙ্গং তুরঙ্গঃ স পদং দদাতি॥"

(বসন্তরাজ হয়শ° ১৩ সর্গ)

অশ্ব যাহার বাম ভাগে অবস্থান করিয়া হ্রেষারব করে এবং দক্ষিণ পাদঘাত দ্বারা ক্ষিতিতল বিদারিত ও দক্ষিণ অঙ্গভাগ কণ্ডূয়ন করে, তাহার উন্নত পদ লাভ হয়।

হয়কন্ধরা (স্ত্রী) হয়কাতরাবৃক্ষ।

হয়কর্ম্মন্‌ (ক্লী) হয়স্য কর্ম্ম। অশ্বকর্ম্ম।

হয়কাতরা (স্ত্রী) হয়ঃ কাতরো যস্যাঃ। অশ্বকাতরাবৃক্ষ, হিন্দী ঘোড়কাথবা।

হয়কাতরিকা (স্ত্রী) হয়কাতরা এব স্বার্থে কন্‌, টাপ্‌ অত ইত্বং। অশ্বকাতরাবৃক্ষ। গুণ—তিক্ত, বাতঘ্ন ও দীপন।

"কাতরা হয়পর্য্যায়ৈঃ কাতরান্তৈঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

অশ্বকাতরিকা তিক্তা বাতঘ্নী দীপনী পরা॥" (রাজনি°)

হয়গন্ধ (ক্লী) হয়স্যেব গন্ধো যস্য। কাচলবণ। [কাচলবণ দেখ]

হয়গন্ধা (স্ত্রী) হয়স্যেব গন্ধো যস্যাঃ। ১ অশ্বগন্ধা। পর্য্যায়—গন্ধান্ত্যা, অশ্বগন্ধা, হয়াহ্বয়া, বরাহকর্ণী, বরদা, বলদা, কুষ্ঠগন্ধিনী। (ভাবপ্র°) [অশ্বগন্ধা শব্দ দেখ] ২ অজমোদা।

হয়গর্দ্দভি (পুং) শিব। (ভারত অনুশাসনপর্ব্ব)

হয়গ্রীব (পুং) হয়স্য গ্রীবা ইব গ্রীবা যস্য। ১ দৈত্যভেদ। ২ বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। ভগবান্‌ বিষ্ণু এই দৈত্যকে বধ করিবার জন্য হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। দেবীভাগবতে লিখিত আছে—এই অসুর দিতির পুত্র। এই অসুর জন্মগ্রহণ করিয়া উত্তম বরলাভের জন্য সরস্বতীনদীতীরে মহামায়ার উদ্দেশে অতি কঠোর তপোহনুষ্ঠান করে। এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হয়। মহামায়া ইহার তপস্যায় তুষ্ট

হইয়া ইহাকে বর দিতে আগমন করেন। হয়গ্রীব তাঁহাকে দেখিয়া কহিল, মাতঃ, যদি আপনি আমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন কাহারও হস্তে আমার মৃত্যু না হয়। দেব কি অসুর কেহই যেন আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে না পারে। যোগের অষ্টাদশ সিদ্ধি আসিয়া যেন আমার করায়ত্ত হয়। ফলতঃ আমি যেন অমর হইয়া চিরদিন এই জগতে বিচরণ করিতে পারি।

দেবী হয়গ্রীবের এই কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, এ জগতে কেহ অমর হইতে পারে না, জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, ইহা নিয়তির নিয়ম, অতএব ইহা কাহারও অন্যথা করিবার সাধ্য নাই, তুমি অন্যবর প্রার্থনা কর। দেবীর এই কথা শুনিয়া হয়গ্রীব কহিল, মাতঃ! যদি আপনি অমর বর না দেন,তাহা হইলে আমায় এই বর প্রদান করুন,যেন হয়গ্রীব ভিন্ন অপর কোন প্রাণী হইতে আমার, মৃত্যু না হয়। তখন দেবী তাহাকে সেই বর দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। অসুর অভিলষিত বরলাভে পরমানন্দিত হইয়া নিজগৃহে গমন করিল। অতঃপর এই অসুর অত্যন্ত বলদীপ্ত হইয়া সমস্ত দেবতা, মুনি ও ঋষি প্রভৃতিকে অতিশয় পীড়া দিতে লাগিল। তখন ত্রিলোকমধ্যে এমন কোন শক্তিশালী পুরুষ ছিল না যে, তাহাকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। দেবগণ তাহার উৎপীড়নে নিতান্ত পীড়িত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলে ভগবান্ হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই অসুরকে বধ করেন। (দেবীভাগ° ১৫ অঃ)

পুরাণে লিখিত আছে যে, কল্পান্ত কালে ব্রহ্মার প্রসুপ্তাবস্থায় এই হয়গ্রীব বেদ হরণ করে। তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণু এই বেদ উদ্ধারের জন্য মৎস্যাবতার হইয়া ইহাকে হনন করেন।

মহাভারতে হয়গ্রীব-অবতারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—যখন কল্পান্তকালে এই পৃথিবী জলমগ্না হইয়াছিল, তখন ভগবান্ বিষ্ণু জগতের বিবিধ বিচিত্র রচনার বিষয় চিন্তা করিয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া সলিলমধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন। এক আমি বহু হইব, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আত্মগুণ মহান্‌কে স্মরণ করিলেন। সেই মহান্ হইতে অহঙ্কার জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনিই চতুর্ম্মুখ হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা। তিনি উৎপন্ন হইয়া সহস্রদল পদ্মে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে উপবিষ্ট রহিলেন। সেই ব্রহ্মা প্রথমে জলময় লোক সকল নিরীক্ষণ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ পদ্মের মধ্যে জলবিন্দুদ্বয় দেখিতে পাইলেন, ইহার একটী বিন্দু হইতে মধু এবং অপর বিন্দু হইতে কৈটভ জন্ম গ্রহণ করিল। এই দৈত্যদ্বয় জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র পদ্মমধ্যে ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইল। পরিশেষে সেই দুই দানব শ্রেষ্ঠ সনাতন বেদসকল গ্রহণ করিয়া সলিলপূর্ণ মহোদধি-মধ্যে অবিলম্বে রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। বেদ অপহৃত হইলে, ব্রহ্মা মোহাবিষ্ট হইলেন, বেদসকল আমার পরম চক্ষু, বেদ ব্যতীত আমি কি প্রকারে লোক সৃষ্টি করিব। তখন তিনি এই বেদ উদ্ধারের জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার স্তবে ভগবান্ বিষ্ণু হয়গ্রীব-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এই হয়গ্রীবের নক্ষত্র ও তারকা-সমন্বিত আকাশমণ্ডল মস্তক হইল, সূর্য্যকিরণ সম প্রভাসম্পন্ন তদীয় কেশসমূহ অতিশয় দীর্ঘ হইল। আকাশ ও পাতাল তাঁহার কর্ণযুগল এবং ভূতধারিণী ধরণী তাঁহার ললাট, গঙ্গা ও সরস্বতী তাঁহার কটিদ্বয়, সমুদ্র তাঁহার ভ্রূযুগল, চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নয়নদ্বয় ও সন্ধ্যা তাঁহার নাসিকা হইল। ওঙ্কার-দ্বারা তাহার সংস্কার হইল। এইরূপে তিনি হয়গ্রীবমূর্ত্তি পরিগ্রহ ও রসাতলে গমন করিয়া যে স্থলে মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয় অবস্থান করিতেছিল, তথায় তাহাদের নিকট হইতে বেদ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। এই দানবদ্বয় পরে হয়গ্রীবাবতার বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হন। (ভারত শান্তিপ° ৩৪৭ অ°)

হয়গ্রীবমন্ত্র (ক্লী) হয়গ্রীবস্য মন্ত্র। ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার হয়গ্রীবের মন্ত্র, এই হয়গ্রীবের পূজামন্ত্র ও সাধনপ্রণালী প্রভৃতির বিষয় তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ রূপে লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে এখানে লিখিত হইল।

"ওঁ উদ্গিরৎ প্রণবোদ্গীথ সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর।
সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয় বোধয় ॥"

এই মন্ত্রে হয়গ্রীবের পূজাদি করিতে হয়। এই মন্ত্রের পূজাপ্রণালী যথা—সামান্যপূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি সকল কার্য্য শেষ করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত সকল কর্ম্ম শেষ করিবে। তৎপরে ঋষ্যাদিন্যাস করিতে হয়, যথা—শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীহয়গ্রীবায় দেবতায়ৈ নমঃ। তৎপরে করাঙ্গন্যাস করিবে যথা—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, উদ্গিরৎপ্রণবোদ্গীথ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর মধ্যমাভ্যাং বষট্, সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য অনামিকাভ্যাং হুঁ, সর্ব্বং বোধয় বোধয় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্, এই প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিয়া যথাবিধানে অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। অতঃপর হয়গ্রীবের ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"শরচ্ছশাঙ্কপ্রভমশ্ববক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরণৈঃ প্রদীপ্তং।
রথাঙ্গশঙ্খার্চ্চিতবাহুযুগ্মং জানুদ্বয়ন্যস্তকরং ভজামঃ ॥"

এই ধ্যান, শঙ্খস্থাপন এবং বৈষ্ণবোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিবে। পরে 'হসৌঃ' এই মন্ত্রে হয়গ্রীবের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। পূজা শেষ হইলে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া

আবরণপূজা করিতে হইবে। যথা—চারিদিকে কেশরে ওঁ ঋগ্বেদায় নমঃ, ওঁ যজুর্ব্বেদায় নমঃ, ওঁ সামবেদায় নমঃ, ওঁ অথর্ব্ববেদায় নমঃ, চতুষ্কোণে ওঁ অঙ্গশাস্ত্রায় নমঃ ওঁ স্মৃতিশাস্ত্রায় নমঃ ওঁ ন্যায়শাস্ত্রায় নমঃ, ওঁ সর্ব্বশাস্ত্রায় নমঃ এই প্রকারে পূজা করিতে হইবে। পত্রাগ্রে অগ্নি প্রভৃতি কোণে এবং দিক্‌চতুষ্টয়ে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদি পঞ্চাঙ্গপূজা করিতে হইবে। তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম শেষ করিবে। ত্রয়স্ত্রিংশৎলক্ষ জপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ, এবং মধুযুক্ত কুন্দপুষ্প দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিয়া যথাবিধানে এই মন্ত্রের সাধন করিলে হয়গ্রীবদেব প্রসন্ন হন, তাহার ইহকালে নানাপ্রকার সুখ এবং অন্তিমে স্বর্গাদিলোক লাভ হয়। হয়গ্রীবের একাক্ষর মন্ত্র—'হসৌং' এই একাক্ষর মন্ত্র চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ।

"বিয়দ্ভৃগুস্থমর্ঘীশবিন্দ্বমর্দ্বীজমীরিতং।

একাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ॥" (তন্ত্রসার)

এই মন্ত্রের পূজাপ্রণালী—প্রথমে সামান্যপূজা-পদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি সকল কর্ম্ম শেষ করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাসান্ত ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। 'অস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণুর্দেবতা হকারো বীজং ঊকারঃ শক্তিঃ।' তৎপরে হসাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হসীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি ক্রমে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। অতঃপর ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান—

"ধবলনলিননিষ্ঠং ক্ষীরগৌরং করাব্জৈ-

র্জপবলয়সরোজে পুস্তকাভীষ্টদানে।

দধতমমলবস্ত্রাকল্পযানাভিরামং

তুরগবদনজিষ্ণুং নৌমি বিদ্যাগ্রবিষ্ণুং॥"

এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, শঙ্খস্থাপন, পীঠপূজা, পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সকল কর্ম্ম শেষ করিতে হয়। আবরণপূজা করিয়া অষ্টহয়ের পূজা করিবে, অষ্টহয় যথা—প্রজ্ঞাহয়, মেধাহয়, স্মৃতিহয়, বিদ্যাহয়, লক্ষ্মীহয়, বাগীশহয়, বিদ্যাবিনাশহয় ও নাদবিমর্দ্দনহয়। ইহার পর লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি, প্রীতি, কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি এবং কুমুদাদি ও ইন্দ্রাদির পূজা করিয়া বিসর্জ্জনান্ত সমস্ত কর্ম্ম শেষ করিবে। চারিলক্ষ জপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ। জপের দশাংশ হোম করিবে। সাধক এই মন্ত্র সাধন করিলে ইহকালে নানাবিধ সুখসৌভাগ্য এবং পরকালে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। হয়গ্রীবের অন্যমন্ত্র—

"হয়শিরঃ পদং ঙেন্তং হৃদন্তঞ্চ সমুদ্ধরেৎ।

স্ববীজাদিরয়ং মন্ত্রশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ॥" (তন্ত্রসার)

'হসৌং হয়শিরসে নমঃ' এই মন্ত্রে হয়গ্রীবের জপপূজাদি করিলে চতুর্ব্বর্গফল হয়। এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, দেবতা হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু। ইহার পূজাদি একাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় করিতে হয়। (তন্ত্রসার)

হয়গ্রীবহন্ (পুং) হয়গ্রীবং হন্তীতি হন-ক্বিপ্। বিষ্ণু। (হেম)

হয়গ্রীবা (স্ত্রী) দুর্গা।

"নারসিংহী হয়গ্রীবা হিরণ্যাক্ষবিনাশিনী।"(দুর্গার সহস্রনাম)

হয়ঘ্ন (পুং) করবীরবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

হয়ঘ্নী (স্ত্রী) তেজোবতী, চলিত তেজবল। (বৈদ্যকনি°)

হয়ঙ্কষ (পুং) হয়ং উচ্চৈঃশ্রবসং কষতীতি কষ-খচ্। ইন্দ্রসারথি মাতলি। (ত্রিকা°)

হয়চর্য্যা (স্ত্রী) অশ্বমেধযজ্ঞীয় অশ্বের পরিচর্য্যা।

হয়জ্ঞ (ত্রি) হয়ং হয়শাস্ত্রং জানাতীতি জ্ঞা-ক। অশ্বায়ুর্ব্বেদ।

হয়জ্ঞতা (স্ত্রী) হয়জ্ঞস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। হয়জ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম, হয়বিদের কার্য্য।

হয়তত্ত্ব (ক্লী) হয়স্য তত্ত্বং। হয়বিষয়ক তত্ত্ব। হয়শাস্ত্র।

হয়দানব (পুং) দানববিশেষ। (হরিবংশ)

হয়দ্বিষৎ (পুং) মহিষ।

হয়ন (ক্লী) হয়তি গচ্ছত্যনেনেতি হয়-ল্যুট্। কর্ণীরথ।

হয়প (পুং) হয়ং পাতি রক্ষতি পা-ক। হয়পতি, অশ্বপালক।

হয়পুচ্ছিকা (স্ত্রী) মাষপর্ণী, মাষাণী। (অমর)

হয়পুচ্ছী (স্ত্রী) হয়স্য পুচ্ছমিব আকৃতির্যস্যাঃ ঙীষ্। মাষপর্ণী মাষাণী।

হয়প্রিয় (পুং) হয়স্য প্রিয়ঃ। যব। (হেম)

হয়প্রিয়া (স্ত্রী) হয়স্য প্রিয়া। ১ অশ্বগন্ধা। ২ খর্জ্জুরী।

হয়মার (পুং) হয়ং মারয়তীতি মৃ-ণিচ্-অণ্। করবীর।

হয়মারক (পুং) হয়ং মারয়তীতি মৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। করবীরবৃক্ষ।

হয়মারণ (পুং) হয়ং মারয়তীতি মৃ-ণিচ্-ল্যু। অশ্বত্থবৃক্ষ।

হয়মুখ (ক্লী) হয়স্য মুখং। ১ অশ্বের বদন (পুং) হয়স্যেব মুখং যস্য। ২ রাক্ষসবিশেষ। (রামা° ৫।২৫।৩৪)

হয়মেধ (পুং) অশ্বমেধযজ্ঞ। এই যজ্ঞ সকল যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজাদিগেরই এই যজ্ঞে অধিকার আছে, রাজা ভিন্ন অপরে এই যজ্ঞ করিতে পারিবে না। শুক্লযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, প্রজাপতি এই যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া কামনা করেন যে, আমি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।

"প্রজাপতিরশ্বমেধমসৃজত, প্রজাপতিরকাময়ত অশ্বমেধেন যজেয়মিতি" (শত° ব্রা° ১৩ প্র°) কাত্যায়নীয় শ্রৌতসূত্রের ২০ অধ্যায়ে এই যজ্ঞের বিষয় বর্ণিত আছে, যে রাজা যথাবিধানে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তিনিই মাত্র এই যজ্ঞ করিতে পারিবেন, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা অপর কোন ক্ষত্রিয় এই যজ্ঞ করিতে পারিবেন না।

এই যজ্ঞের প্রধান অশ্ব, এই জন্য ইহার নাম অশ্বমেধ হইয়াছে। এই যজ্ঞে অশ্বপ্রধান হইলেও ছাগ প্রভৃতি অন্যান্য পশুও এই যজ্ঞে আবশ্যক হইয়া থাকে। এই যজ্ঞস্থলে যজ্ঞ-মণ্ডপের দ্বারদেশে একবিংশতি যূপ উচ্ছ্রিত করা আবশ্যক। অন্যান্য যজ্ঞে এক বা একাদশটী যূপের প্রয়োজন। অন্যান্য যজ্ঞের ন্যায় এই যজ্ঞেও হোতা, উদ্গাতা ও ঋত্বিক্ প্রভৃতির আবশ্যক হইয়া থাকে। উক্ত যূপসকলের মধ্যবর্ত্তী যূপে যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করিতে হয়। তৎপরে বেদমন্ত্র দ্বারা এই অশ্বের সংস্কার করিয়া ইহাকে যথেষ্ট সঞ্চরণের জন্য মুক্ত করা হয়। এই অশ্বরক্ষার জন্য রাজকুমার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া তাহার অনুগমন করেন। রাজা অনুগামীদিগের প্রতি এই আজ্ঞা করেন যে, তোমরা এই অশ্বকে বাড়বানল, দাবানল, জল ও বিবিধ শঙ্কট হইতে রক্ষা করিবে। এই অশ্ব পররাজ্যে সঞ্চরণ করিবার কালে যদি কোন রাজা এই অশ্বের গতিরোধ করেন, তবে তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধাদি করিয়া এই অশ্বের গতি অপ্রতিহত করিবে।

অনন্তর রাজকুমারাদি সকল দিকেই এই অশ্ব সঞ্চালিত করিয়া পুনরায় যজ্ঞস্থলে আনয়ন করেন। এই কার্য্যে অন্যূন ৬ মাস কি একবৎসর অতিবাহিত হয়। অশ্বের সহিত বৎসর-মধ্যে ফিরিয়া আসাই বিধি, যদি কোনও কারণে এক বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে কালবিলম্বের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞ সমাধা করিবে। অশ্ব প্রত্যাগত হইলে তাহাকে হনন করিয়া তাহার মেদ দ্বারা হোম করিতে হয়। শতপথব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়সংহিতা, বৈতানসূত্র, কাত্যায়নসূত্র প্রভৃতিতে এই যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

জৈমিনীয় আশ্বমেধিক গ্রন্থে মহারাজ যুধিষ্ঠির ও ব্যাসদেবের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই যজ্ঞে কতগুলি ব্রাহ্মণ, কিরূপ দক্ষিণা ও কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত অশ্বের আবশ্যক, তাহা এইরূপ লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যকাঃ দক্ষিণা কীদৃশী ক্রতোঃ।
হয়শ্চ কীদৃশো ভাব্যস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥
দ্বিজা বিংশতিসাহস্রা মখাদৌ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কুলীনাঃ সম্মতাঃ প্রাজ্ঞা বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
একৈকস্মৈ দ্বিজায়াত্র দক্ষিণাং প্রবদামি তে॥
একো গজো রথশ্চৈকো হয়শ্চৈকঃ সকাঞ্চনঃ।
প্রত্যেকং গোসহস্রঞ্চ রত্নপ্রস্থং সকাঞ্চনং॥
ভারশ্চ কাঞ্চনস্যৈকঃ প্রদেয়া দক্ষিণা মখে।
যস্মিন্ দিনে হয়ো রাজন্ মুচ্যতে প্রথমা হি সা॥
দক্ষিণা কথিতা রম্যা তুরগং কথয়ামি তে।
গোক্ষীরসমবর্ণঞ্চ কুন্দেন্দুহিমসন্নিভং॥
পীতপুচ্ছং শ্যামবর্ণং সর্ব্বতো গতিমুত্তমং।
শ্যামকর্ণাপি মহীপাল যজ্ঞেঽস্মিন্ তুরগং বিদুঃ॥
চৈত্রমাসস্য রাকায়াং মোচ্যোঽয়ং তুরগো নৃপ।
বর্ষমাত্রং রক্ষণীয়ঃ সর্ব্বযোধৈর্মহাবলৈঃ॥" (১১৩৮-৪৪)

ব্যাস বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞে বিংশত্যধিক সহস্র ব্রাহ্মণের আবশ্যক। এই সকল ব্রাহ্মণ সৎকুলসম্ভূত, জিতেন্দ্রিয়, প্রাজ্ঞ এবং বেদশাস্ত্রে পারদর্শী হইবেন। এই সকল ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে নিম্নোক্তরূপ দক্ষিণা দিতে হয়। যথা—এক হস্তী, এক রথ, এক কাঞ্চনভূষিত অশ্ব, সহস্রসংখ্যক গাভী ও প্রস্থপরিমিত কাঞ্চনযুক্ত রত্ন। এই যজ্ঞের অশ্ব দুগ্ধ, কুন্দপুষ্প বা চন্দ্ররশ্মির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, পীতপুচ্ছ, শ্যামবর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার উত্তম গতিযুক্ত হইবে। চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই অশ্বমোচন করিতে হয়। একবৎসরকাল যুদ্ধবিশারদ মহাবল ক্ষত্রিয়সমূহ এই অশ্ব রক্ষা করিবেন। এই একবৎসর-কাল তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিতে হইবে। অশ্বের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ভোগবিমুখ হইয়া নারীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে হয়। যজ্ঞকর্ত্তা অশ্বমোচন করিয়া স্বয়ং অসিপত্র-ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন।

যে যে স্থানে এই অশ্বের মূত্র ও পুরীষত্যাগ হইবে, সেই স্থানে গোদান ও হোমকরা বিধেয়। যাঁহারা এই হোম করিবেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপ দক্ষিণা দিতে হয়। অশ্বমোচন করিবার কালে তাহার ললাটে আপনার নাম ও প্রতাপ-চিহ্নযুক্ত কাঞ্চনপত্র বাঁধিয়া দিবে এবং এই বাক্য উচ্চারণ করিতে হইবে যে, আমি এই উৎকৃষ্ট অশ্ব বিমুক্ত করিলাম, যদি কেহ বলবান্ রাজা থাকেন, তবে তিনি ইহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করুন, যদি কেহ এই অশ্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাকে পরাজয় করিয়া অশ্ব গ্রহণ করিতে হইবে। এই অশ্ব প্রত্যাগত হইলে যথাবিধানে এই যজ্ঞ সমাধা করিবে। ইন্দ্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। [অশ্বমেধ দেখ।]

হয়বরপ্রিয় (পুং) কদম্ববৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

হয়বাহন (পুং) হয়ো বাহনো যস্য। ১ রেবন্ত, সূর্য্যপুত্র। ২ কুবের।

হয়বাহনশঙ্কর (পুং) রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ। (শব্দচ°)

হয়বৈরী (পুং) মহিষ। (বৈদ্যকনি°)

হয়্রান্ (আরবী) ১ আশ্চর্য্যান্বিত। ২ ক্লান্ত। ৩ কষ্টযুক্ত। কষ্ট দেওয়া।

হয়্রানী (আরবী) হয়রানের কার্য্য, কষ্ট।

হয়বিদ্যা (স্ত্রী) হয়স্য বিদ্যা। হয়বিষয়ক বিদ্যা, অশ্ববিদ্যা।

হয়শালা (স্ত্রী) হয়স্য শালা। অশ্বালয়, যে গৃহে অশ্ব থাকে, আস্তাবল। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, হয়শালাতে কুক্কুট, বানর, মর্কট, সবৎসা ধেনু ও ছাগ থাকিলে অশ্বদিগের বিশেষ উপকার হয়। সূর্য্য অস্তমিত হইলে অশ্বশালা হইতে পুরীষাদি বাহির করিতে নাই। সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বালিয়া রাখা আবশ্যক।

"কুক্কুটা বানরাশ্চৈব মর্কটাশ্চ নরাধিপঃ।
ধারয়েদশ্বশালায়াং সবৎসাং ধেনুমেব চ॥
অজাশ্চ ধার্য্যা যত্নেন তুরগানাং হিতৈষিণা॥
গোগজাশ্বাদিশালায়াং তৎপুরীষস্য নির্গমং।
অস্তং গতে ন কুর্ব্বীত দেবদেবদিবাকরে॥" (মৎস্যপু° ২১৩ অ°)

হয়শাস্ত্র (ক্লী) হয়বিষয়কং শাস্ত্রং। অশ্বশাস্ত্র।

হয়শিক্ষা (স্ত্রী) হয়স্য শিক্ষা। অশ্বদিগের শিক্ষা।

হয়শিরস্ (পুং) অশ্বমুখ বিষ্ণু।

হয়শিরা (স্ত্রী) বৈশ্বানরকন্যা। (ভাগ° ৬।৬।৩২)

হয়শীর্ষ (পুং) হয়স্য শীর্ষং যস্য। বিষ্ণু। (ভাগ° ৬।৮।১৫)

হয়স্কন্ধ (পুং) হয়গ্রীব, হয়শীর্ষ।

হয়া (স্ত্রী) হয়-টাপ্। অশ্বগন্ধা। (রাজনি°)

হয়াঙ্গ (ত্রি) অশ্বাঙ্গবিশিষ্ট।

হয়াগার (পুং) হয়স্য আগারঃ। অশ্বশালা।

হয়াধ্যক্ষ (পুং) হয়স্য অধ্যক্ষঃ। অশ্বাধ্যক্ষ।

"হয়শিক্ষাবিধানজ্ঞস্তচ্চিকিৎসিতপারগঃ।
অশ্বাধ্যক্ষো মহীভর্ত্তুঃ স্বাসনশ্চ প্রশস্যতে॥"
(মৎস্যপু° ২১৫।৩৭)

যিনি হয়সমূহের শিক্ষাপ্রণালী বিশেষরূপ অবগত এবং অশ্বের চিকিৎসায় পারদর্শী, তাহাকে রাজা হয়াধ্যক্ষ করিবেন।

হয়ানন্দ (পুং) হয়স্য আনন্দো যস্মাৎ। মুদ্গ (রাজনি°)

হয়ায়ুর্ব্বেদ (পুং) হয়স্য আয়ুর্ব্বেদ। অশ্বের চিকিৎসাশাস্ত্রবিশেষ, অশ্ববৈদ্যক। নকুল, জয়দত্ত প্রভৃতির অশ্বচিকিৎসাসম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ আছে।

হয়ারি (পুং) হয়স্য অরিঃ। করবীর। (রত্নমালা)

হয়ারোহ (পুং) হয়স্য আরোহঃ। অশ্বারোহী।

হয়ালয় (পুং) হয়স্য আলয়ঃ। হয়শালা, অশ্বশালা।

হয়াশনা (স্ত্রী) হয়মাশনং যস্যাঃ। শল্লকীবৃক্ষ। (শব্দচ°)

হয়াস্য (পুং) বিষ্ণু, হয়গ্রীব, হয়শিরস্।

হয়াহ্বয়া (স্ত্রী) হয় ইতি আহ্বয়ো যস্যাঃ। অশ্বগন্ধা। (বৈদ্যকনি°)

হয়িন্ (ত্রি) হয় অস্ত্যর্থে ইনি। হয়যুক্ত, অশ্ববিশিষ্ট।

হয়ী (স্ত্রী) হয়স্য স্ত্রী হয়-ঙীপ্। ঘোটকী। (জটাধর)

হয়েষ্ট (পুং) হয়ানামিষ্টঃ। ১ যব। (রাজনি°)

হয়োত্তম (পুং) হয়েষু উত্তমঃ। কুলীনাশ্ব, পর্য্যায়—বাতশ্ব, জাত্য, অজানেয়। (ত্রিকা°)

হয়্যঙ্গবীন (ক্লী) সদ্যোজাতঘৃত। (বৈদ্যকনি°)

হর (পুং) হরতি পাপানীতি হৃ-অচ্। ১ শিব, মহাদেব। (অমর) ২ অগ্নি। ৩ গর্দ্দভ। ৪ ভাজক, অঙ্ক, ভগ্নাংশসম্বন্ধীয় রাশি যত সমান অংশে বিভক্ত হয়। ৫ হরণ, ভাগ। (ত্রি) ৬ বহনকারক, যে লইয়া যায়। ৭ হরণকারী।

"এতে বয়ং ন্যাসহরা রসৌকসাং
গতহ্রিয়ো গদয়া দ্রাবিতাস্তে।" (ভাগ° ৩।১৮।১১)

হর, ১ পদ্যাবলিধৃত একজন সংস্কৃত কবি। ২ আলোচনশকটীকারচয়িতা।

হরক (পুং) হর এব স্বার্থে কন্। ১ শিব। ২ চৌর। (ত্রি) ৩ হরণকর্ত্তা।

হরকরণ, মূলতানবাসী একজন কম্বোজ-কায়স্থ। মথুরাদাসের পুত্র। নবাব মাহবৎ খাঁর অধীনে মুন্সী ছিলেন। ইনি 'ইন্‌শাই হরকরন্' নামে পারসী ভাষায় পত্র-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। ডাক্তার বালফুর ইংরাজী ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

হরকৎ (আরবী) ক্ষতি, হানি।

হরকরা (পারসী) ১ যে প্রত্যেক কার্য্য করে, যে সকল প্রকার কার্য্য করে। ২ পত্রাদিবাহক। ৩ চর, দূত।

হরকুমার ঠাকুর, কলিকাতার প্রসিদ্ধ-ঠাকুর বংশোদ্ভব স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি; মহারাজ সর্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিতা। ইনি একজন সংস্কৃত শাস্ত্রানুরাগী ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি বহু সংস্কৃতগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে 'হরতত্ত্বদীধিতি' নামক তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি-বিষয়ক গ্রন্থখানি তাঁহার তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞানের প্রগাঢ় পরিচায়ক।

হরকেলিনাটক, অজমীরপতি বিগ্রহরাজ-রচিত একখানি সংস্কৃত নাটক। শিলাফলকে এই নাটকখানি উৎকীর্ণ। প্রায় ১২১০ সংবতে এই নাটক রচিত হয়। (Indian Antiquary, xix. p 515)

হরকেশ (পুং) হরিকেশ শব্দার্থ।

হরক্ষেত্র (ক্লী) হরস্য ক্ষেত্রং, মহাদেবের ক্ষেত্র, মহাদেবের স্থান।

হরগাম্, অযোধ্যাপ্রদেশে সীতাপুর জেলাস্থ একটী পরগণা ও ঐ পরগণার প্রধান নগর। নগরটী অক্ষা° ২৭° ৪৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০°৪৭´ পূঃ। এখানেই হরগাম্ তহসীলের সদর। প্রবাদ এইরূপ যে, সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার বহুকাল পরে এখানে বৈরাট ও বিক্রমাদিত্যবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে গৌড়-রাজপুতগণ পশ্চিম হইতে

আসিয়া এই স্থান দখল করেন। এখানকার সূর্য্যকুণ্ড হিন্দুগণের নিকট একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। কার্ত্তিক ও জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যকুণ্ডে মেলা হয়। তাহাতে পঞ্চাশহাজার লোক মিলিত হইয়া থাকে। এ ছাড়া এখানে চারিটী প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ও একটী মসজিদ্ এবং নগরের পার্শ্বেই সৈনিক-শিবিরের স্থান আছে। এস্থানে সপ্তাহে দুইবার হাট হয়।

হরগুপ্ত, সুভাষিতাবলী-ধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃতকবি।

হরগোবিন্দ, ১ দক্ষিণাকল্প নামক তান্ত্রিকগ্রন্থ-রচয়িতা। ২ বৈষ্ণবপক্ষে মহিম্নঃস্তবটীকা-প্রণেতা।

হরগৌরী (স্ত্রী) হরেণ সহ গৌরী। অৰ্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি, অৰ্দ্ধভাগ হর এবং অৰ্দ্ধভাগ গৌরী। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—পার্ব্বতী মহাদেবকে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্। আমি ছায়ার ন্যায় অনুগতা হইয়া যাহাতে আপনার সহচারিণী হইতে পারি, আপনি তাহাই করুন। আমি সর্ব্বদা আপনার শরীর-সংঘর্ষ এবং অবিচ্ছিন্নআলিঙ্গনসুখ ইচ্ছা করি, অতএব আমাকে সেই সুখভাগিনী করাই আপনার উচিত। ভগবান্ কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে। এখন তুমি যদি সমর্থ হও, তাহা হইলে আমার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ কর, ইহাতে আমার অৰ্দ্ধভাগ নারীমূর্ত্তি হইবে এবং অৰ্দ্ধভাগ পুংমূর্ত্তি থাকিবে। যদি তুমি এই শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিতে না পার, তাহা হইলে আমিই তোমার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিতেছি, তাহা হইলে তোমারই দেহের অৰ্দ্ধভাগ পুরুষ এবং অৰ্দ্ধভাগ নারী থাকিবে। তোমার সেই শরীরার্দ্ধ পুরুষরূপে আমার শক্তিই থাকিবে। মহাদেবের এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আমিই আপনার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিব। কিন্তু যে সময়ে দেহার্দ্ধ পরিত্যাগ করিবে, সেই সময়ে উভয় দেহ যেন পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপ হয়। এইরূপে অৰ্দ্ধভাগ গ্রহণ করা যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি আপনার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিব। ইহার উত্তরে মহাদেব কহিলেন, তাহাই হউক।

তখন গৌরী স্বীয় যোগনিদ্রাস্বরূপ চিন্তা করিলেন, তৎপরে তিনি হরকে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে প্রণাম করিলেন। জগন্ময়ী তাঁহাদের একরূপতা ও আপনাকে যোগনিদ্রাস্বরূপা চিন্তা করিয়া স্বশরীরের দক্ষিণ ভাগে শিবশরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিলেন। শিবও তখন গৌরীর প্রীতিসাধনের জন্য নিজ দেহার্দ্ধভাগ গৌরীদেহে নিবেশ করিলেন। এইরূপে উভয়ে উভয়ের দেহার্দ্ধ ভাগ উভয়ের দেহে নিলীন করিয়া হরগৌরীরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অৰ্দ্ধভাগ সংযত কেশপাশযুক্ত ও অৰ্দ্ধভাগ জটাজূটবিভূষিত, এক ভাগ স্বর্ণখচিত শ্রবণালঙ্কারে শোভিত, অপর ভাগ শ্রবণকুণ্ডলযুক্ত, অৰ্দ্ধ মৃগলোচনা, অৰ্দ্ধ বৃষভাক্ষ, নাসিকা এক দিকে স্থূল, অপর দিকে তিলকুসুমসদৃশ, এক ভাগ দীর্ঘ শ্মশ্রুযুক্ত, অপর ভাগ শ্মশ্রুরহিত, এক দিকে আরক্তদর্শন এবং রক্ত বর্ণ ওষ্ঠ, অপর দিকে শুক্ল বর্ণ বিপুল নেত্র ও দীর্ঘ দন্ত, অৰ্দ্ধ গলদেশ নীলবর্ণ, অপরার্দ্ধ মনোহর হারে শোভিত, তাহার এক বাহু কনকময় কেয়ূরভূষিত, অপর বাহু নাগরূপকেয়ূরযুক্ত, স্থূল ও দীপ্তিহীন; এক বাহু মৃণালসদৃশ আয়ত, অপরটী করিকরসদৃশ স্থূল, একটী হস্ত দীপ্তিশালী শিখাস্বরূপ, অপরটী তাহা নহে, বক্ষের অৰ্দ্ধ ভাগ এক স্তনযুক্ত, অপরার্দ্ধ রোমাবলীবিরাজিত, এক পার্শ্বস্থিত উরু রম্ভাতরু সদৃশ, পার্ষ্ণি মনোহর এবং চরণতল অতি কোমল, অপর পার্শ্বে উরু স্থূল, কটি পর্য্যন্ত বদ্ধ। একটী জঙ্ঘা মৃদু এবং মনোহর, অপরটী দৃঢ়রূপে পদ ও কটি পর্য্যন্ত সম্বদ্ধ। দেবীর শরীরের একাংশ ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও বিভূতিযুক্ত, অপরাংশ চন্দনসিক্ত মৃদু বস্ত্রশোভিত। এইরূপে অৰ্দ্ধভাগ স্ত্রীলক্ষণসম্পন্ন এবং অপরার্দ্ধ সুদৃঢ় পুরুষাকৃতি হইল। শিব ও পার্ব্বতী উভয়ে এই রূপে হরগৌরীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ইহাই ভগবান্ মহাদেবের অৰ্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির উপাসনা করিলে সকল পাপ দূর ও ইহকালে নানাবিধ সুখসৌভাগ্য লাভ এবং অন্তকালে শিবলোকে গতি হইয়া থাকে। যিনি হরগৌরীর প্রীতিকর এই শরীরার্দ্ধগ্রহণবিষয়ক পুণ্যকথা শ্রবণ করেন বা অপরকে শ্রবণ করান, তিনি কোনরূপ বিঘ্নাক্রান্ত না হইয়া দীর্ঘায়ু, সুখী, পুত্রপৌত্রযুক্ত, শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যবান্ এবং অন্তকালে তাহার শিবলোক লাভ হয়। (কালিকাপু° ৪৪ অ°)

হরঘড়ি (দেশজ) সর্ব্বদা, সকল সময়।

হরচন্দ্র, থানেশ্বরের একজন অধিপতি। আবুল ফজলের মতে ইনি মহম্মদ ইবন্ কাসিমের সমসাময়িক।

হরচূড়ামণি (পুং) হরস্য চূড়ামণিঃ শিরোভূষণমিব। ১ চন্দ্র। ২ শিবশিরোরত্ন।

হরচোকা, ছোটনাগপুরের চাঙ্গ্‌ভকার রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৩°৪১´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১°৪৫´৩০´´ পূঃ। চাঙ্গভাকরের সীমান্তে মুবাহি নদীতীরে অবস্থিত। এখানে গিরিগুহা খোদিত করিয়া অতি চমৎকার ও বিশাল মঠ ও মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখন তাহার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

হরজ (পুং) হরাজ্জায়তে জন-ড। পারদ, মহাদেবের বীর্য্য হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, এই জন্য ইহার নাম হরজ।

হরজী ভট্ট, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্। ইনি ফলদীপিকা ও মুহূর্ত্তচন্দ্রকলা রচনা করেন। ইহার পুত্র হরিদত্তও একজন জ্যোতিষী ছিলেন। [হরদত্ত দেখ।]

হরজুকবি, একজন প্রাচীন হিন্দী কবি। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

হরণ (ক্লী) হ্রিয়তে ইতি হৃ ল্যুট্। যৌতুকাদি দেয় দ্রব্য, উপনয়ন প্রভৃতি কালে ভিক্ষা বা প্রসাদস্বরূপ যে ধন দেওয়া হয়, তাহাকে হরণ কহে। পর্য্যায়—দায়। (অমর)

"যৌতকমাদিনা উপনয়নভিক্ষাপ্রসাদাদি চ যৎ দেয়ং তৎ দায়হরণপদবাচ্যং কন্যাদানকালে জামাত্রাদিভ্যো ব্রতভিক্ষাদৌ ব্রাহ্মণাদিভ্যশ্চ যৎ দ্রব্যং দীয়তে তত্র দায়াদিদ্বয়ং" (ভরত)

২ গ্রহণ। ৩ অপহরণ। ৪ বহন। ৫ ভাগকরণ। ভাজ্য অঙ্ক হইতে ভাজক অঙ্ক দ্বারা গ্রহণ। ৬ ভুজ, বাহু। ৭ স্বর্ণ। ৮ শুক্র। ৯ কপর্দ্দক। ১০ উষ্ণোদক।

হরণহল্লী, মহিসুরবাজ্যের হসন জেলাস্থ একটী তালুক ও সেই তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। গ্রামটীর অক্ষা° ১৩°১৪´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬°১৫´৪০´´ পূঃ। ১০৭০ খৃষ্টাব্দে দুর্গ ও বৃহৎ সরোবর সহ এই প্রাচীন নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। এস্থানে প্রাচীন মন্দির ও পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ইহা এখন একটী সামান্য গ্রামে পরিণত।

হরণীয় (ত্রি) হৃ-অনীয়র্। হরণযোগ্য, হরণের উপযুক্ত, হরণার্হ।

হরতেজস্ (ক্লী) হরস্য তেজঃ। ১ পারদ। ২ শিববীর্য্য।

হরদগ্ধমূর্ত্তি (পুং) হরেণ দগ্ধা মূর্ত্তির্যস্য। কাম। "ন চান্যকার্য্যাস্মরণং রহঃস্থা মনো হি মূলং হরদগ্ধমূর্ত্তেঃ।" (বৃহৎস° ৮।১৪)

হরদত্ত, প্রসিদ্ধ শৈব পণ্ডিত। রুদ্রকুমারের পুত্র ও অগ্নিকুমারের কনিষ্ঠ সহোদর। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইনি আপস্তম্ব ও আশ্বলায়নগৃহ্য-সূত্রের ব্যাখ্যা, আপস্তম্ব ও গৌতমীয় ধর্ম্মসূত্রের বিবৃতি, মন্ত্রপ্রশ্নভাষ্য, চতুর্ব্বেদ-তাৎপর্য্যসংগ্রহ, পদমঞ্জরী নামে কাশিকাবৃত্তির টীকা, অধ্যয়নভাষ্য, শিবলীলার্ণব, শিবস্তোত্র, হরিহরতারতম্য প্রভৃতি গ্রন্থরচনা করেন।

২ অনর্ঘরাঘবটীকা-রচয়িতা। ৩ জাতকরত্ন-প্রণেতা। ৪ মথুরার একজন নৃপতি। গজনীর মাহ্মুদ মথুরা আক্রমণ করিয়া ইঁহাকে পরাজিত করেন।

হরদেও লালা, বুন্দেলখণ্ডের একজন রাজা। স্থানীয় অধিবাসিগণের বিশ্বাস যে,ইহার উদ্যানে গোহত্যা হওয়ায় ইঁহার প্রেতাত্মা ওলাউঠা লইয়া বড়লাট্ হেষ্টিংসের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিল। এখনও একটী উচ্চ স্তূপে হরদেওর স্মরণার্থ স্থানীয় লোক ধ্বজা দান করিয়া থাকে। সাধারণে মনে করে যে, এরূপ নিশান পুতিয়া দিলে সংক্রামক রোগ বা মারী ভয় দূর হয়।

হরদেব কবি, একজন বিখ্যাত হিন্দী কবি। ইনি প্রায় ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের রঘুনাথ রাওর সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

হরদেব শাহ, পন্নার একজন রাজা। [পন্না দেখ।]

হরনর্ত্তক (ক্লী) ছন্দোভেদ, হরিণপ্লুতছন্দ।

হরনাথ, সপ্তশতীপ্রয়োগপটল-প্রণেতা।

হরনারায়ণ, একজন বিখ্যাত নব্য নৈয়ায়িক। ইনি গদাধরী ও জাগদীশীর টীকা লিখিয়া গিয়াছেন।

হরনেত্র (ক্লী) হরস্য নেত্রং। ১ শিবচক্ষুঃ। ২ সংখ্যাত্রয়, মহাদেব ত্রিনয়ন, এই জন্য হরনেত্র যে স্থলে সংখ্যা বোধক হয়, তথায় তিন এই অঙ্ক বুঝাইয়া থাকে।

হরপতি, বৈজল্লীগ্রামবাসী কচিপতির পুত্র, মন্ত্রপ্রদীপ-রচয়িতা।

হরপাল, দেবগিরির যাদববংশীয় একজন রাজা। ইঁহার শ্বশুর যাদবরাজ শঙ্করের মৃত্যুর পর ইনি দেবগিরির সিংহাসন লাভ করেন। ইনি একজন স্বাধীনচেতা বীরপুরুষ ছিলেন, ইনি মুসলমানের অধীনতা অস্বীকার করায় দিল্লীপতি মুবারক শাহ নিজে আসিয়া ইঁহাকে পরাজয় করিয়া ইঁহার বধসাধন করেন। (১৩১৮ খৃঃ অঃ) এই হরপালের সহিত যাদব রাজবংশের অবসান হইল।

হরপ্পা, পঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলাস্থ একটী অতি প্রাচীন গ্রাম। অক্ষা° ৩০°৪০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২°৫৩´ পূঃ। রাবিনদীর দক্ষিণকূলে, কোট-কমালিয়া হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। পুরাবিদ্গণ মনে করেন, এই স্থানেই এক সময়ে মল্লিদিগের রাজধানী ছিল। মাকিদনবীর আলেকসান্দার তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। এখন সেই প্রাচীন সহরের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ, রাজা হরপ্পা এই নগর পত্তন করিয়াছিলেন।

হরপুর (ক্লী) হরস্য পুরং। শিবলোক, মহাদেবের পুরী।

হরপ্রসাদশাস্ত্রী, (মহামহোপাধ্যায়) একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাহিত্যিক। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারের পৌত্র ও রামকমল ন্যায়রত্নের পুত্র। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু একজন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন, তিনি তাঁহার সমসাময়িক নবদ্বীপের প্রধান প্রধান নৈয়ায়িকদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে বালক হরপ্রসাদ কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার নিকট পরিচিত হন ও কলিকাতা সংস্কৃতকলেজে শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। বি, এ, পড়িবার সময় তিনি "ভারতমহিলা" লিখিয়া হোলকারপ্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন। এই সময় বঙ্কিমবাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং বঙ্গদর্শনে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "বাল্মিকীর জয়" প্রকাশিত হয়। কি ভাবে ও কি ভাষায়

সৌন্দর্য্যে বাল্মিকীরজয় বাঙ্গালা ভাষার একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইংরেজী, হিন্দী, মরাঠী, তেলগু ও সংস্কৃত ভাষায় বাল্মিকীর জয়ের অনুবাদ হইয়াছে। তাঁহার 'কাঞ্চনমালা' ও 'মেঘদূত' উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মেঘদূতে তিনি কালিদাসের প্রকৃত ভাব ও সৌন্দর্য্য অতি সুললিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষারও একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত-বহুল শব্দপ্রয়োগের পক্ষপাতী নহেন, কথিত ভাষার লালিত্য রক্ষা করিয়া ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য্যবিকাশ তাঁহার রচনার লক্ষ্য। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতির বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস থাকিলেও তিনিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার Vernacular Literature প্রবন্ধে দেখাইয়া দেন যে, বাঙ্গালাসাহিত্য কত বিস্তৃত ও প্রাচীন। তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন যে, রাঢ়দেশে যে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা প্রচলিত আছে, তাহা বঙ্গীয় বৌদ্ধধর্ম্মের অবশেষ। এ দেশে যে তন্ত্রশাস্ত্র ও তাসখেলা প্রচলিত, তাহাও ১২ শত বর্ষের অধিক প্রাচীন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, হাজার বর্ষ পূর্ব্বেও বাঙ্গালী বৌদ্ধেরা কীর্ত্তন করিত। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধদেবের সময় হইতে মুসলমানআক্রমণকাল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের হিন্দুরাজ্যসমূহের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশ করেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর বেঙ্গল গবর্মেণ্ট তাঁহার উপর সংস্কৃত পুথি সংগ্রহের ভার দিয়াছেন, এই পুথি-সংগ্রহকল্পে তিনি যে সকল বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে য়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণও তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতেছেন।

এম্ এ পাশ করিয়া তিনি প্রথমে হেয়ারস্কুলের হেড্‌পণ্ডিত, তৎপরে যথাক্রমে বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান, প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক ও শেষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে থাকিতেই তিনি গবর্মেণ্ট প্রদত্ত 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন।

হরপ্রিয় (পুং) হরস্য প্রিয়ঃ। ১ মহাদেবের প্রিয়। ২ ধুস্তূরবৃক্ষ।

হরফ্ (আরবী) ১ অক্ষর, বর্ণমালার অক্ষর। ২ পদাতিক।

হরবক্ত্ (পারসী) সকল সময়।

হরবীজ (ক্লী) হরস্য বীজং। ১ পারদ। ২ মহাদেবের বীর্য্য।

হরবোলা (পারসী) নানাভাষার নানাপ্রকার শব্দ যে অনুকরণ করিতে পারে।

হরভুজ (ক্লী) জনপদবিশেষ।

হরমোহন চূড়ামণি, নবদ্বীপের একজন প্রধান নব্য নৈয়ায়িক। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরোমণির জ্যেষ্ঠপুত্র ও মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ১৭৮৫ শকে (১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে) ইনি জগদীশের সামান্য-লক্ষণা পরিচ্ছেদের 'সামান্যলক্ষণা-ব্যাখ্যা' নামে একখানি সুন্দর টীকা রচনা করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনিই নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকের পদলাভ করিয়াছিলেন এবং ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার ভ্রাতা ভুবনমোহন এইপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

হরয়াণ (পুং) শক্রজীবিতৈশ্বর্য্যাদিহরণশীল যান।

"রজতং হরয়াণে" (ঋক্ ৮।২৫।২২) 'হরযাণে শক্রজীবিতৈশ্বর্য্যাদিহরণশীলযানে এতাদৃশে সুসামণি' (সায়ণ)

হররাত, কুষ্মাণ্ডদীপকরচয়িতা।

হররূপ (পুং) হরস্য রূপমিব রূপং যস্য। শিব। (শব্দরত্না°)

হরশেখরা (স্ত্রী) হরস্য শেখরং আবাসস্থেনাস্ত্যস্যা ইতি অচ্ টাপ্। গঙ্গা। গঙ্গা শিবজটায় অবস্থান করেন, এই জন্য ইঁহার এই নাম হইয়াছে। (হেম)

হরস্ (ক্লী) হরণশীল। "জোষা সবিতুর্যস্য তে হরঃ" (ঋক্ ১০।১৫৮।২) 'হরঃ রসহরণশীলং' (সায়ণ)

হরসমুদ্র, মান্দ্রাজপ্রদেশে বেল্লরি জেলাস্থ একটী প্রধান গ্রাম। রায়দুর্গের ১৯ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে শঙ্করপল্লী উপবনের নিকট মন্দিরপ্রতিষ্ঠানির্দেশক ১৫৭৬ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

হরসাগর, পাবনাজেলায় প্রবাহিত একটী প্রসিদ্ধ নদ। করতোয়া বা ফুলঝুর নদী ইহারই শাখা। এই নদীতে বারমাসই একশত মণ বোঝাই নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। ইহারই তীরে প্রসিদ্ধ শাহাজাদপুর সহর।

হরসিংহ, কর্ণাটকরাজবংশীয় একজন নৃপতি। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে মিথিলা পরিত্যাগ করিয়া নেপালে গিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন।

২ মিথিলার ব্রাহ্মণবংশীয় এক জন নৃপতি। ইনি হরিসিংহ নামেও পরিচিত। ইঁহারই উৎসাহে মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর স্মৃতিরত্নাকর রচনা করেন। [স্মৃতিশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

৩ এতাবার একজন স্বাধীনচেতা হিন্দু-নৃপতি। ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে ৩য় মহম্মদশাহ এতাবাপতিকে পরাজয় করিয়া এতাবা-দুর্গ ধ্বংস করেন। হরসিংহ কাঠেহরে আসিয়া রক্ষা পান। ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে দৌলতখান্ লোদী কাঠেহরে উপস্থিত হইলে হরসিংহ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। ইহার অল্পকাল পরেই হরসিংহ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য ১৪১৮খৃষ্টাব্দে খিজির খাঁ তাজুল মুলককে পাঠাইয়া দেন। তাজুল কাঠেহরে উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত হরসিংহের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, অবশেষে কাঠেহরপতি পরাস্ত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য কুমায়ুনের পার্ব্বতাপ্রদেশে পলায়ন করেন।

হরসূনু (পুং) হরস্য সূনুঃ। হরপুত্র স্কন্দ, কার্ত্তিকেয়।

হরস্বৎ (ত্রি) বেগবৎ, বেগবিশিষ্ট। "তং মর্ত্ত্য দুচ্ছুনা হরস্বতী (ঋক্ ২।২৩।৬) 'হরস্বতী বেগবতী" (সায়ণ)

হরহুরা (স্ত্রী) ১ হারহুরা, চলিত হড়হুড়ে। ২ দ্রাক্ষা।

হরাক (ক্লী) জনপদভেদ, ইরাক।

হরাদ্রি (পুং) হরস্য অদ্রিঃ। কৈলাসপর্ব্বত, এই পর্ব্বতে হর স্বয়ং অবস্থান করেন।

হরাম্ (আরবী) ১ নিষিদ্ধ। ২ পবিত্র। ৩ মুসলমান-অন্তঃপুর।

হরামজাদা (পারসী) অবৈধভাবে জাত, জারজ।

হরায়তন (ক্লী) হরস্য আয়তনং। শিবের আয়তন, শিবগৃহ, শিবমন্দির।

হরাই, মধ্যপ্রদেশে ছিন্দবাড়া জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্ররাজ্য বা জমিদারী। ভূপরিমাণ ১৬৪ বর্গমাইল। ৯০ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। ইহার মধ্যে অমরবাড়ার উত্তরে পার্ব্বত্য ভূভাগ এবং নর্ম্মদা উপত্যকার নাবাল জমি। এখানকার সামন্তরাজ গোঁড়জাতীয়, তিনি এই জমিদারীর মধ্যবর্ত্তী হরাই নামক গ্রামে একটী পাকা দুর্গমধ্যে বাস করেন। হরাই গ্রাম অক্ষা° ২২° ৩৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯°১৮´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

হরামক, কাশ্মীররাজ্যের উত্তরাংশে যে সমুচ্চ পর্ব্বতমালা বিস্তৃত, হরামক তাহারই একটী শৃঙ্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬০০০ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ৩৪° ২৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° পূ°। ইহার উত্তর পাদদেশে গঙ্গাবল নামে একটি সুন্দর হ্রদ আছে, হিন্দুদিগের নিকট তাহা অতি পবিত্র পুণ্যপ্রদ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত।

হরাবতী, রাজপুতানার একটী প্রাচীন ভূভাগ, এখন কোটা নামে প্রসিদ্ধ। [কোটা দেখ।]

হরাবাস (পুং) হরস্য আবাসঃ। হরের আবাসস্থান, মহাদেবের বসতিস্থান, কৈলাসপর্ব্বত।

হরাস্পদ (ক্লী) হরস্য আস্পদঃ। কৈলাসপর্ব্বত।

হরাহর (পুং) দানববিশেষ। (ভারত আদিপ°)

হরি (পুং) হরতি পাপানীতি (হৃসৃপিষিরুহীতি। উণ্ ৪।১১৮) ইতি ইন্। ১ বিষ্ণু, ইনি জীবের পাপ হরণ করেন, এই জন্য ইহাকে হরি কহে। ২ সিংহ। ৩ শুকপক্ষী। ৪ সর্প। ৫ বানর। ৬ ভেক। ৭ চন্দ্র। ৮ সূর্য্য। ৯ বায়ু। ১০ অশ্ব। ১১ যম। ১২ শিব। ১৩ ব্রহ্মা। ১৪ কিরণ। ১৫ ইন্দ্র। ১৬ ষষ্টিসম্বৎসরের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ। এই বর্ষ শুভ, এই বর্ষে নানা প্রকার শুভফল হইয়া থাকে। ১৭ ময়ূর। ১৮ কোকিল। ১৯ হংস। ২০ অগ্নি। ২১ ভর্ত্তিহরি। (ত্রিকা) ২১ পিঙ্গলবর্ণ। ২২ হরিদ্বর্ণ। (হেম) ২৩ বংশ। ২৪ মুদ্গ। (বৈদ্যকনি°)

।*। পুরাণাদি শাস্ত্রে হরিনামমাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই কলিকালে এক হরিনামই জীবের উদ্ধারের উপায়।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ (হরিভক্তিবি°)

কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের আর কোন গতি নাই। কেবল হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারাই জীব শুভগতি লাভ করিয়া থাকে। বিষ্ণুর নামই একমাত্র পাপনাশক। হরিনাম-কীর্ত্তন করিলেও জীবের ইহ-পরকালে মঙ্গল হইয়া থাকে।

"কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ চ।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥
বিক্রতানি বহূন্যেব তীর্থানি বহুধানি চ।
কোট্যংশেনাপি তুল্যানি নামসঙ্কীর্ত্তনাং হরেঃ ॥
ইষ্টাপূর্ত্তানি কর্ম্মাণি সুবহূনি কৃতান্যপি।
ভবহেতূনি তান্যেব হরের্নাম তু মুক্তিদং ॥
পরিহাসেহপি হসাদ্যৈর্বিষ্ণোর্গৃহ্নন্তি নাম যে।
কৃতার্থাস্তেহপি মনুজা স্তেভ্যোহপীহ নমো নমঃ ॥
স্ত্রী শূদ্রঃ পুরুষো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোহপীহ নমো নমঃ ॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ নামলুব্ধস্য শ্রীহরেঃ ॥
ন কালাশৌচনিয়মো ন দেশাশৌচনির্ণয়ঃ।
হরেঃ সঙ্কীর্ত্তনাদেব নাম্নো নারদমুচ্যতে ॥"
(পদ্মপু° উ° খ° ৯৮ অ°)

যাহার মুখে সদা 'হরি' এই দুইটী অক্ষর আছে, তাহার কুরুক্ষেত্র, কাশী, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ গমনের কোন আবশ্যক নাই। হরিনামকীর্ত্তনে যে পুণ্য হয়, শত শত তীর্থগমন তাহার কোটি অংশের এক অংশের তুল্য নহে। ইষ্টা পূর্ত্ত প্রভৃতি যে সকল পুণ্যকর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে স্বর্গভোগের পর পুনর্ব্বার জন্ম হইয়া থাকে, কিন্তু হরিনাম একমাত্র মুক্তিপ্রদ। জীব পরিহাসাদি যে কোন প্রকারে হরিনাম করিলে ধন্য ও কৃতার্থ হয়। স্ত্রী, শূদ্র, পুরুষ, পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা প্রভৃতি যে কেহ ভক্তিপূর্ব্বক হরিনাম করিলে তাহার সকল পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। আচণ্ডাল সকলেরই এই মধুর হরিনামে অধিকার আছে। এই হরিনাম-কীর্ত্তনে দেশ, কাল, শৌচাশৌচ প্রভৃতি নিয়ম নাই। সকল সময় এবং সকল স্থানেই এই হরিনাম করা যাইতে পারে।

"অবচ্ছিন্ন স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরং ॥
যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবসমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥
যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনাং ॥

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবরনরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥" (হরিভক্তিবি° ১১বি°)

ভগবান্ শ্রীহরির নাম স্মরণে সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু নাম সঙ্কীর্ত্তনে ওষ্ঠ মাত্র স্পন্দিত হইলে ভবভয় প্রশমিত হয়, এই হরিণাম-স্মরণ অপেক্ষা হরিনামকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। যিনি শত শত পূর্ব্ব জন্মে বাসুদেবের সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়াছেন, তন্মুখেই হরিনাম বিরাজিত থাকে। সত্যযুগে শত শত যজ্ঞানুষ্ঠানে ও ভক্তি ভাবে হরির অর্চ্চনায় যে ফল পাওয়া যাইত, কলিকালে এক হরিনাম-কীর্ত্তনে সেই ফল হইয়া থাকে। ভগবানের এই নাম সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল মধুরের মধুর, সকল নিগমলতার সুন্দর ফল, অধিক কি বলিব, ইহা চৈতন্যস্বরূপ, যদি হেলা বা শ্রদ্ধা ক্রমে এই নাম কীর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তনকারীকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। ভগবানের নাম কীর্ত্তনই পরজ্ঞান, শ্রেষ্ঠ তপস্যা এবং ইহাই পরম তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। নারদ স্বয়ং বলিয়াছেন যে—

"হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্নাম চিদাত্মকং।
ফলং নাস্য ক্ষমো বক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ॥"(হরিভ°বি°১১বি)

হরিনামই আমার জীবন, এই কলিকালে নাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, ইহা দ্বারা বিশেষ করিয়া বলা হইল, জীব কলিকালে এক নামমাহাত্ম্যেই উদ্ধার হইবে। একবার মাত্র চৈতন্যময় হরির নামোচ্চারণে যে ফললাভ হয়, সহস্রমুখ অনন্তও সে ফল বর্ণনায় সমর্থ হন না।

ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, শ্রদ্ধা বা অবহেলাক্রমেও যাহারা আমার নাম জপ করে, সর্ব্বদা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে তাহাদের নাম জাগরিত থাকে, এই হরিনামসদৃশ জ্ঞান, নাম-তুল্য ব্রত, নামতুল্য ধ্যান, নামতুল্য দান, নামতুল্য শান্তি, নামতুল্য পুণ্য এবং নামতুল্য গতি আর নাই। পাপকারী ব্যক্তিগণ যদি হরিনামজপে একান্ত আসক্তচিত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিকটে কোনও বিঘ্ন অর্থাৎ কামাদিরিপু, ত্রিতাপ এবং ভীষণ কৃতান্তকিঙ্করগণ অগ্রসর হইতে পারে না। এই নামজপের নিকট স্বর্গফলও তুচ্ছ, ইহা মুক্তির উত্তম বীজস্বরূপ। যাহারা কলিযুগে হরিনাম স্মরণ করে বা অন্যকে ঐ নাম স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহারা কৃতার্থ হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিযোগে তৃণরাশি দগ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ হরিনামসঙ্কীর্ত্তনে পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা নিরন্তর নানাপ্রকার সুখান্বেষণ করেন, তাঁহাদের সতত হরিনাম জপ, হরিনাম চিন্তা এবং হরিনামকীর্ত্তন করাই বিহিত। কলিকালে যে ব্যক্তি হরিনাম কীর্ত্তন করে, তাহার দ্বারা অতীত সপ্তপুরুষ এবং ভবিষ্যৎ চতুর্দ্দশপুরুষ উদ্ধার হইয়া থাকে। হরিনামশ্রবণে যাহার হৃদয়ের প্রেমাশ্রু বিগলিত ও রোমাঞ্চ প্রকটিত না হয়, তাহার হৃদয় নিশ্চয় পাষাণগঠিত এবং বজ্রতুল্য কঠোর। হরিনামকীর্ত্তনের নিত্যতা—যে সকল ব্যক্তি নাম-সঙ্কীর্ত্তন-জাত সুকৃতি সঞ্চয় না করে, তাহারা শতজন্মেও ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায় না। বাস্তবিক যে মুহূর্ত্ত বা যে ক্ষণ হরিনাম কীর্ত্তনে ব্যয়িত না হয়, তাহাই মহৎ হান, মহাচ্ছিদ্র, মোহ ও ভ্রম বলিয়া জানিও। যাহারা হরির নাম-কীর্ত্তনে লক্ষ্য না করিয়া অন্যত্র গমন করে, তাহাদের ঘোর নরক হইয়া থাকে। যাহারা হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা করিয়া থাকে, তাহারা নিদারুণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে মানব নামকীর্ত্তনের নানাপ্রকার ফলশ্রুতি শ্রবণ করিয়াও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, প্রত্যুত তাহাকে অর্থবাদ বলিয়া মনে করে, আমি সংসারের নানাবিধ নিদারুণ যন্ত্রণায় তাহার অঙ্গ নিপীড়িত করিয়া তাহাকে ইহলোকেই দুঃখরাশির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকি।

"অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটং॥
যন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদং।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি
সংসারঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গং॥" (হরিভক্তিবি° ১১ অ°)

সহস্রদোষে দোষী ব্যক্তিও ভগবানের নামাশ্রয় করিলে ভগবান্ তাহার কোন দোষই গ্রহণ করেন না। ফলকথা নাম পথের সম্বল, জীবের বন্ধু, বরং হরির নিকটে অপরাধী হইলে রক্ষা আছে, কিন্তু নামের নিকটে অপরাধী হইলে কোনও রূপে অব্যাহতি নাই। নামাপরাধ—এই সংসারে যে ব্যক্তি অন্তরে হরি বা হরের নাম ও লীলাদি ভিন্নভাবে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি নামাপরাধী। যে গুরুকে অবজ্ঞা করে, বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অখ্যাতি রটনা এবং হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা করে, এবং যাহারা নামপ্রভাব জানিয়াও পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নামাপরাধী। ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ ও হোমাদি এই সকল শুভকর কর্ম্মকে নামের সহিত সাম্য মনে করা, নামশ্রবণ বা গ্রহণে অনবধানতা, অবিশ্বাস, শ্রদ্ধাহীনতা, নাম-শ্রবণবিমুখজনে উপদেশপ্রদান এই সকল নামাপরাধ। যে ব্যক্তি হরি নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে প্রীতি বা অনুরক্তি প্রদর্শন না করে, এবং আমি, আমার ইত্যাদি জ্ঞান

বা নানাপ্রকার ভোগে তৎপর হইয়া থাকে, সে ব্যক্তিও নামাপরাধী। অনবধানতাবশতঃ নামাপরাধ হইলে সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করিয়া নামেরই শরণাপন্ন হইবে।

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥
নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥"(হরিভক্তিবি° ১১বি°)

যাঁহারা নামাপরাধে অপরাধী, নামসকলই তাঁহাদের পাপ হরণ করিয়া থাকে। অতএব তাঁহারা অনবচ্ছিন্নভাবে নাম কীর্ত্তন করিবেন, ইহাতে নানা প্রয়োজন সাধিত হয়। একমাত্র ভগবানের নাম যাহার বচনগত, স্মৃতিপথগত, ও শ্রোত্রমূল পতিত হয়, তাহা শুদ্ধ, অশুদ্ধ বা ব্যবহিত রহিত হইলেও উচ্চারণকারীকে উদ্ধার করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ নাম দেহ ও পরিবারাদি প্রতিপালনের জন্যে প্রযুক্ত বা লোভাসক্ত পাষণ্ডের মধ্যে সংন্যস্ত হইলে সত্বর ফলদায়ক হয় না। হরিভক্তিবিলাস, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে হরিনামকীর্ত্তন, শ্রবণ প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

হরি, ১ ত্রিগর্ত্ত বা কোটকাঙ্গড়ার একজন হিন্দুরাজা, প্রায় ১৪৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।

২ পদ্যাবলিধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। ৩ একজন বিখ্যাত প্রাকৃত অলঙ্কারগ্রন্থ-রচয়িতা। নমি তাঁহার কাব্যালঙ্কারে ইহাঁর গ্রন্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৪ অশৌচনির্ণয়-রচয়িতা। ৫ পদকৌমুদী নামে ব্যাকরণপ্রণেতা। ৬ প্রমাণপ্রমোদ নামে ন্যায়গ্রন্থকার। ৭ শিবারাধনদীপিকারচয়িতা। ৮ সপ্তপদার্থীব্যাখ্যাকার। ৯ সন্দদয় নামে স্মার্ত্তগ্রন্থকার। ১০ চৈতন্যেন্দ্রকাব্য ও তাহার টীকাকার।

হরি আচার্য্য, রামতত্ত্বপ্রকাশ নামক সংস্কৃত গ্রন্থ ও রামস্তবরাজটীকারচয়িতা।

হরিক (পুং) হরিরেব হরি স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। পীত ও হরিদ্বর্ণ অশ্ব, পর্য্যায়—হালক, (হেম) ২ চৌর। ৩ অক্ষক্রীড়ক।

হরিকালদেব (ক্লী) ত্রিপুরার একজন প্রাচীন রাজা।

হরিকালাব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ।

হরিকালীতৃতীয়া (স্ত্রী) ব্রতভেদ।

হরিকুৎস (পুং) গোত্রপ্রবরভেদ।

হরিকণ্ঠ, কিরাতার্জ্জুনীয়-টীকাকার।

হরিকবি, ১ শম্ভুরাজচরিত্র নামক সংস্কৃতকাব্য-রচয়িতা। ২ চক্রপাণির ভ্রাতা, শুভাষিত হরাবলি প্রণেতা। ৩ একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি হিন্দীপদ্যে কবিপ্রিয়ার 'কবিপ্রিয়াভরণ' নামক টীকা, ভাষা-ভূষণের টীকা এবং অমরকোষের হিন্দী অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ইনি খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

হরিকবীন্দ্র, স্বপ্নাধ্যায়-রচয়িতা।

হরিকান্ত, জৈন হরিবংশবর্ণিত দাক্ষিণাত্যের একটী পবিত্রগিরি। এখন হরিকান্তম্ নেল্লুর নামে খ্যাত।

হরিকান্তা, (স্ত্রী) জৈন হরিবংশবর্ণিত একটী নদী।

হরিকূট, লিঙ্গপুরাণোক্ত একটী পর্ব্বত।

হরিকৃষ্ণ, উপসর্গবাদ নামে ন্যায়গ্রন্থ-রচয়িতা।

হরিকৃষ্ণসিদ্ধান্ত, মকরন্দপ্রকাশ নামে স্মার্ত্তগ্রন্থকার।

হরিকেলীয় (পুং) হরিকেলিম'ইতীতি হরিকেলি-ছ। ১ বঙ্গদেশ (হেম) (ত্রি) ২ তদ্দেশস্থ, বঙ্গদেশবাসী।

হরিকেশ (পুং) হরিঃ পিঙ্গলঃ কেশো যস্য। ১ শিব। ২ বিষ্ণু। ৩ শিবভক্ত যক্ষবিশেষ। এই যক্ষ মহাদেবের অতিশয় প্রিয় ছিলেন, ইনি মহাদেবের উদ্দেশে তপস্যা করিলে মহাদেব ইঁহাকে বর দিয়াছিলেন, এই বরে উক্ত যক্ষ জরামরণবিমুক্ত, সকল শোকরহিত এবং গণাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। উক্ত যক্ষ লোকসমূহের অজেয় এবং যোগচর্য্যাযুক্ত হয়। ইঁহার উদ্ভ্রম ও সম্ভ্রম নামে দুই জন পরিচারক ছিল। এই পরিচারকদ্বয় যক্ষ যখন যে আদেশ দিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পরিপালন করিত। (মৎস্যপু° ১৮০ অ°)

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, এই যক্ষ কাশীতে মহাদেবের প্রসাদে দণ্ডপাণিত্ব লাভ করিয়াছিল। (কাশীখণ্ড ২২ অ°)

হরিকেশ, ১ সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত রাজভেদ। (৫২।১) ২ বুন্দেলখণ্ডের জাহাঙ্গীরবাদবাসী একজন প্রাচীন হিন্দী কবি।

হরিকেশরিদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন কাদম্বরাজ। [কাদম্ববংশ দেখ।]

হরিক্রান্ত (পুং) ১ ঘোটক। (ত্রিকা°)

হরিক্রান্তা (স্ত্রী) বিষ্ণুক্রান্তা, চলিত কাল অপরাজিতা।

হরিক্ষেত্র (ক্লী) হরেঃ ক্ষেত্রং। হরিস্থান, বিষ্ণুস্থান, বিষ্ণু যে স্থানে অবস্থান করেন বা বিষ্ণুমূর্ত্তি যে স্থানে আছে।

হরিক্ষেত্র, ১ হিমালয়স্থ একটী প্রাচীন পুণ্যস্থান। (হিমবৎখ° ৮।৯৮) ২ নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী একটী পুণ্যস্থান। (রেবাখণ্ড°)

হরিগাঁও, আসামপ্রদেশে গারোপাহাড়ের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, তুরা ও সিঙ্গিমারী যাইবার পথে, কালুনদীর তীরে অবস্থিত। এখানে ইংরাজ যাত্রিগণের থাকিবার পান্থনিবাস আছে।

হরিগন্ধ (পুং) কুঙ্কুমাগুরুচন্দন। (বৈদ্যকনি°)

হরিগিরি (পুং) গিরিভেদ। (মহাভারত ভীষ্ম° ৯ অ°)

হরিগিরি, ১ কুশদ্বীপস্থ পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৫৩।৮) ২ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধরাজ ধর্ম্মপুজাপ্রবর্ত্তক। ৩ প্রতিহারাজবংশপ্রতিষ্ঠাতা।

হরিগীতা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

হরিগৃহ (ক্লী) হরেগৃহং। ১ হরির আলয়। ২ পুরীবিশেষ, পর্য্যায়—একচক্র, গুপ্তপুরী। (ত্রিকা°)

হরিগ্রহ (পুং) অশ্বদিগের গ্রহবিশেষ। অশ্বগণ এই গ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে শরীরের পুর্ব্বার্দ্ধভাগ কম্পিত এবং পশ্চাদ্ভাগ নিশ্চল ও কম্পযুক্ত হইয়া অতিশয় পীড়িত হয়।

"কম্পতে পূর্ব্বকায়স্তু নিশ্চলো যস্য পশ্চিমঃ।

পশ্চাদঙ্গী সকম্পশ্চ খিদ্যতে হরিপীড়িতঃ॥" (জয়দত্ত ৫৭অ°)

হরিচন্দন (ক্লী) হরেরিন্দ্রস্য প্রিয়ং চন্দনং। ১ দেবতরুবিশেষ।

'পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ।

সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনং॥' (অমর)

ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—'চন্দয়তি আহ্লাদয়তি চন্দনং চদি আহ্লাদে দীপ্তৌ নন্দ্যাদিত্বাদনঃ, হরোরিন্দ্রস্য চন্দনং' (ভরত)

২ চন্দনবিশেষ, চলিত সারচন্দন। পর্য্যায়—তৈলপর্ণিক, গোশীর্ষচন্দন, সুরার্হ, হরিগন্ধ, সুরাই, দিব্য, দিবিজ, মহাগন্ধ, নন্দনজ, লোহিতজ। গুণ—শীত, বমথু, ভ্রমদোষ, মান্দ্য ও মেদোদোষনাশক। (রাজনি°) [চন্দন দেখ।] ৩ পীতচন্দন। চলিত কদম্ব।

'কালীয়কন্তু কালীয়ং পীতাভং হরিচন্দনং।

হরিপ্রিয়ং কালসারং তথা কালানুসার্য্যকঃ।' (ভাবপ্র°)

পারিভাষিক হরিচন্দন—তুলসীকাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া কর্পূর ও অগুরুযোগ অথবা কেশর যোগ করিলে তাহাকে হরিচন্দন কহে।

"ঘৃষ্টং তুলসীকাষ্ঠং কর্পূরাগুরুযোগতঃ।

অথবা কেশরৈর্যোজ্যং হরিচন্দনমুচ্যতে॥" (পদ্মপু°পা° ১২অ°)

হরিচন্দনং তদ্বর্ণোঽস্ত্যস্যেতি অচ্। ৫ জ্যোৎস্না। ৬ কুঙ্কুম। ৭ পদ্মকেশর। ৮ কান্তাঙ্গ। ৯ রক্তচন্দন। (বৃহৎসং ৫।১৭)

হরিচন্দ্রগড়, বোম্বাইপ্রদেশে অঙ্কোলা হইতে ২০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী গিরি ও গিরিদুর্গ, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৭০০ ফিট্ উচ্চ। ভীমা ও গোদাবরীর অববাহিকা এখানেই বাহির হইয়াছে। ইহার মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত অতি চমৎকার গুহামন্দির দৃষ্ট হয়।

হরিচন্দ্র, ১ একজন বিখ্যাত প্রাচীন সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য-রচয়িতা বাণ হর্ষচরিতের প্রারম্ভে ভট্টার হরিচন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ২ সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন প্রাচীন কবি। ৩ সুভাষিতাবলীধৃত একজন বৈদ্যকবি। ৪ চরকসংহিতার একজন প্রাচীন ভাষ্যকার। মহেশ্বর, হেমাদ্রি প্রভৃতি ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ৫ বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চর্থারিনিবাসী একজন হিন্দীকবি। ইনি ছন্দঃস্বরূপিণী নামে একখানি হিন্দী ছন্দোগ্রন্থ রচনা করেন।

হরিচরণদাস, ১ কুমারসম্ভবের দেবসেনানামে টীকা-রচয়িতা। ২ একজন বঙ্গীয় কবি। অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র অচ্যুতের শিষ্য। ইনি অদ্বৈতপ্রভুর জীবনী অবলম্বনে 'অদ্বৈতমঙ্গল' রচনা করেন।

হরিচাপ (পুং) হরেরিন্দ্রস্য চাপঃ। ইন্দ্রধনুঃ।

হরিজ (ক্লী) হরির পুত্র, হরি হইতে উৎপন্ন।

হরিজন, এই নামে চারিজন হিন্দী কবির নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কবিপ্রিয়ার পদ্যটীকাকার ও রসিকপ্রিয়ার টীকাকারই প্রসিদ্ধ।

হরিজাত (ত্রি) হরিতবর্ণ। "রাধো হরিজ্জাতো হর্য্যতং" (ঋক্ ১০।৯৬।৫) 'হরিজাতঃ হরিতবর্ণঃ' (সায়ণ)

হরিজাবক (পুং) চণকবৃক্ষ, ছোলার গাছ। (বৈদ্যকনি°)

হরিজীবনমিশ্র, ১ লালমিশ্রের পুত্র, বৈদ্যনাথের বংশোদ্ভব। ইনি সংস্কৃতভাষায় "বিজয়পারিজাত" নাটক রচনা করেন। ২ স্নানসূত্রপদ্ধতি-রচয়িতা।

হরিণ (পুং) হরতি মনঃ হ্রিয়তে গীতাদিনা বা হৃ (শ্যাস্ত্যাহৃঞ্-বিভ্য ইনচ্। উণ্ ২।৪৬) ইতি ইনচ্। স্বনামখ্যাত পশু, পর্য্যায়—মৃগ, কুরঙ্গ, বাতায়ু, অজিনযোনি, সারঙ্গ, চলন, পৃষৎ, ভীরুহৃদয়, ময়ু, চারুলোচন, জিনযোনি, কুরঙ্গম, ঋষ্য, ঋষ্য, রিষ্য, রিশ্য, এণ, এণক, কৃষ্ণতার, সুলোচন ও পৃষত।

ইহারা স্তন্যপায়ী ও রোমন্থনকারী চতুষ্পদ পশুশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গবাদির ন্যায় তৃণই ইহাদের প্রধান আহার। বনান্তরালে তৃণগুল্মাচ্ছাদিত প্রান্তরমধ্যে ইহারা দলে দলে বিচরণ করিয়া থাকে। শিকারী শত্রু বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপনে ইহাদের উপর তীর অথবা গুলি নিক্ষেপ করিয়া ইহাদিগকে নিহত করে। যখন ইহারা এইরূপ অতর্কিত অবস্থায় শত্রুর আগমন বুঝিতে পারে, তখন দীর্ঘাকার পদচতুষ্টয়ের সাহায্যে প্রাণের ভয়ে ইহারা এরূপ বেগের সহিত প্রধাবিত হয় যে, অধিকাংশ সময়ই বেগভরে শূন্যমার্গে অবস্থান করিয়া থাকে এবং অতি অল্প সময়ের জন্য ভূপৃষ্ঠে পদরক্ষা করে। মহাকবি কালিদাস তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "অভিজ্ঞানং-শকুন্তলং" নামক নাটকে শকুন্তলাপালিতা পলায়মানা হরিণীর যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হরিণমাত্রেরই দ্রুতগামিত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইহাদের গাত্র বড় বড় লোমে আবৃত। পদদ্বয়ে দুই ভাগে বিভক্ত ক্ষুর আছে। মস্তকোপরি দুইটী শৃঙ্গ, এই শৃঙ্গগুলি জাতিবিশেষে বিভিন্ন। কোন কোন শ্রেণীর হরিণের শৃঙ্গ ৪।৫টী ডাল

যুক্ত, কাহারও বা প্রশস্ত মাংসপিণ্ডবৎ চর্ম্মাচ্ছাদনে আবৃত এবং কোন কোনটী বা গবাদির ন্যায় দ্বিশৃঙ্গবিশিষ্ট। স্থানবিশেষে ও জাতিভেদে ইহাদের মুখাবয়ব এবং গাত্রবর্ণও স্বতন্ত্র হয়। অধিকাংশ হরিণের গাত্র গাঢ় অথবা ঈষৎ হরিদ্রারঞ্জিত রোমে আচ্ছাদিত; আবার তাহারই মাঝে মাঝে সাদা রঙ্গের ফুট্‌কি বা লম্বা ডোরা দেখা যায়। অপর কতকগুলির গাত্র পিঙ্গলবর্ণ লোমে সমাচ্ছাদিত।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ উপরি বর্ণিত বাহ্য পার্থক্য ও অস্থিগঠন লক্ষ্য করিয়া হরিণজাতিকে প্রধানতঃ দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—১ বহুধা বিভক্তশৃঙ্গ হরিণ—Cervidæ ও দ্বিশৃঙ্গ হরিণ—Bovidæ। প্রথমোক্ত শ্রেণীর হরিণগুলি ইংরাজীতে Deer এবং শেষোক্ত শ্রেণীর হরিণগুলি Antilope পদবাচ্য। যে সকল হরিণের শৃঙ্গ নিরেট অস্থিময় তাহারাই Deer এবং যাহাদের শৃঙ্গ ফাঁপা তাহারাই Antilope.

Cervus শ্রেণীর হরিণগুলি প্রকৃত হরিণপদবাচ্য। এই শ্রেণীতে য়ুরোপের Red-deer বা লালবর্ণ হরিণ ও তাহার সহিত নৈকট্যযুক্ত অন্যান্য হরিণ, Reindeer বা বল্‌গা হরিণ ও Fallow deer (ভূমিকর্ষণকার্য্যোপযোগী) গণ্য হইতে পারে। এসিয়া ও য়ুরোপ মহাদেশের উত্তর ভাগেই ইহাদের বাস। ইহাদের শৃঙ্গে একটী মধ্যশলাকা ও কতকগুলি ফেক্‌ড়া আছে। এই কারণে ইহাদিগকে শৃঙ্গরাজ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। অন্যান্য হরিণশ্রেণীতে এরূপ শৃঙ্গসজ্জা দেখিতে পাওয়া যায় না। শরীর ও পদ দীর্ঘাকার এবং গঠন অপর হরিণজাতি হইতে একটু স্বতন্ত্র। ইহাদের শৃঙ্গের গোড়া একটী, তাহার মধ্য শৃঙ্গ নিরেট ও মোটা, শৃঙ্গোপরিভাগ অধিক অথবা অল্প শাখায় বিভক্ত। মুখাগ্র কতকটা ছুঁচাল। চক্ষুর আবরক বিস্তৃত, ওষ্ঠের কিছু উপর দিকে এক গোছা লোম আছে, চক্ষুকোটর মধ্যম ভাবে প্রবিষ্ট, পুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র ও উহার চারিধারে একটী চক্রাকৃতি বিদ্যমান। লোমগুলি মোটা খোঁচা খোঁচা এবং বড়। মুখাভ্যন্তরে নিম্ন মাড়ীতে ৬টী বা ৮টী ছেদনদন্ত ও উপরের মাড়ীতে চর্ব্বণদন্ত আছে। Cervus শ্রেণীতে যে কয় প্রকার হরিণ দৃষ্ট হয়, নিম্নে তাহাদের নাম ও অবয়বের পার্থক্য বিবৃত হইল—

Cervus elaphus কাশ্মীরদেশ-প্রসিদ্ধ হোঙ্গুল বা হোঙ্গুল নামক হরিণ। হিন্দী বড়শিঙ্গা, ইহা C. Wallichib নামেও প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌সমাজে পরিচিত। ইহা সাধারণতঃ ৭ হইতে ৭॥০ ফিট্ লম্বা ও ১২।১৩ হাত (অশ্বের মাপ) উচ্চ হইয়া থাকে। ইহাদের পুচ্ছ ৫ ইঞ্চি মাত্র হয়। কাশ্মীরের বয়োবৃদ্ধ বড়শিঙ্গাগুলির শৃঙ্গ সাধারণতঃ তিনটী শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া ১২টী হইতে ১৮টী পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণাগ্রবিশিষ্ট দেখা যায়। শৃঙ্গগুলি সাধারণতঃ ৪০ ইঞ্চ হইতে ৪৮ ইঞ্চ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং দুইটী শৃঙ্গের শিখরদেশ পরস্পরে ৪১ ইঞ্চ ব্যবধান। ইহাদের গাত্রবর্ণ পিঙ্গলাভ ধূসর বর্ণ। লাঙ্গুলচক্র শ্বেতবর্ণ, তাহার পর একটী কৃষ্ণাভ বলয়াকার রেখা, উহা ক্রমশঃ ফিকা হইয়া গাত্রবর্ণে মিশিয়া গিয়াছে। পদচতুষ্টয় ও গাত্রপার্শ্ব গাত্রবর্ণ অপেক্ষা ক্ষীণতর, ওষ্ঠদ্বয় ও চিবুক শ্বেতবর্ণ। গ্রীবাদেশে যে রোমগুচ্ছ আছে, তাহা গাত্রলোমের অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ, ঘন ও থোবার ন্যায় বিলম্বিত এবং অপর স্থানের রোমাপেক্ষা অধিকতর পিঙ্গল।

এই হরিণগুলি য়ুরোপে বিশেষতঃ স্কটলণ্ডের লাল্ল হরিণের (Red Deer) অনুরূপাকৃতি; কিন্তু য়ুরোপীয় হরিণগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়া থাকে এবং ইহাদের শৃঙ্গগুলি য়ুরোপীয় হরিণের ন্যায় থসকা নহে। বড়শিঙ্গাগুলি গ্রীষ্ম ঋতুতে কাশ্মীরের পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থ দেবদারুবনে ৯ হাজার হইতে ১২ হাজার ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানে স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়া থাকে। শরতের প্রারম্ভে ও শীতের প্রাদুর্ভাবে ইহারা ঐ উচ্চ পর্ব্বতপৃষ্ঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত নিম্নতর বনান্তরালে আসিয়া বাস করে। জের্ডন সাহেব লিখিয়াছেন যে,—১৫ই এপ্রিল তারিখের পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক হরিণই শৃঙ্গ পরিত্যাগ করে এবং অক্টোবর অতিবাহিত হইতে না হইতেই তাহাদের শৃঙ্গ পুনরায় সম্পূর্ণ ভাবে বাড়িয়া উঠে। এই সময়ে তাহাদের মৈথুনকাল সমুপস্থিত হয়, হরিণগুলিকে ঐ সময়ে বনমধ্যে মুহুর্মুহুঃ চিৎকার করিতে শুনা যায়। এপ্রিল মাসে হরিণীরা শাবক প্রসব করে। ঐ শাবকগুলির গাত্র সাদা সাদা চক্র-চিহ্নাঙ্কিত হয়। পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ায়, পারস্যে ককেসস্ পর্ব্বত ও আলটাই পর্ব্বতের পাদমূলস্থ বনদেশে, বৈকাল হ্রদের চতুষ্পার্শে ও লেনানদীতীরে এই শ্রেণীর হরিণ দলে দলে বিচরণ করিতে দেখা যায়।

এই শ্রেণীর মধ্যে যেগুলি য়ুরোপীয় Red Deer বলিয়া খ্যাত, তাহাদের বর্ণ পিঙ্গল, পাছার উপর পুচ্ছ হইতে একটী ফিকা রেখা আছে। ইহাদের এক একটী প্রায় ৪ মণ ওজনের হইয়া থাকে। কর্সিকাদ্বীপজাত এই শ্রেণীর হরিণগুলি C. Corsicus নামে স্বতন্ত্র শাখায় অভিহিত। C. Barbarus নামক হরিণ আফ্রিকার বার্ব্বারি রাজ্যোপকূলদেশে বাস করে। ইহা প্রাণিবিদ্-সমাজে আলজিরিয়া দেশজ হরিণ বলিয়া আখ্যাত। তথাকার মুরগণ ইহাদিগকে বুষ্-গোট (Bush goat) বলিয়া থাকে।

C. affiuis সিকিমরাজ্যের পার্ব্বত্যদেশজাত হরিণ—ইহা তিব্বতদেশে "বৌ" বা শিয়া রূপচু নামে খ্যাত। ইহারা প্রধানতঃ শালবনেই বিচরণ করিয়া থাকে। উত্তরপশ্চিমভারতপ্রান্তবাসী হিন্দুগণ ইহাদিগকে বড় শিঙ্গাও বলিয়া থাকেন। ইহাদের অস্থি

স্থূলাকার এবং উত্তরআমেরিকার কানাড়া রাজ্যজাত বাহিতি নামক হরিণের স্থায় বড়।

সিকিমজাত এই হরিণগুলি দীর্ঘশৃঙ্গ হয়। ইহাদের শৃঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত, গোলাকার মসৃণ ও ফেকাশে রঙের হইয়া থাকে। গাত্রবর্ণ শীতকালে উজ্জ্বল ধূসর দেখা যায়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ফিকা লালবর্ণের হয়। সচরাচর হরিণগুলি ৮ ফিট্ লম্বা এবং স্কন্ধের নিকটে ৪৷৷০ হইতে ৫ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। ইহার এক জোড়া শিঙ্গের বক্রতা ধরিয়া ৫৪ ইঞ্চ হইয়াছে। উহাদের বক্র ভাগের পরস্পর ব্যবধান ৪৭ ইঞ্চ। এই শ্রেণির হরিণ প্রধানতঃ তিব্বতের পূর্ব্বাংশে ও সিকিম সীমান্তর্ব্বর্ত্তী চুম্বি-উপত্যকা নামক তিব্বত রাজ্যাংশে বাস করে। এই জাতীয় হরিণই বোধ হয়, উত্তর চীনপ্রদেশের বড় হরিণ ও সাইবেরিয়ায় ইর্ব্বিস্। ইহারা নেপালের পশ্চিম সীমার সর্ব্বশেষ দ্রাঘিমা অতিক্রম করিয়া আরও পশ্চিম এসিয়ায় বিচরণ করে না। জাপানদ্বীপজাত C. Sika (সিকা) নামক হরিণ এবং মাঞ্চুরিয়া ও ফর্ম্মোজাজাত C. mantchuricus ও C taiouanus নামক দুইটী স্বতন্ত্র শাখার হরিণকে এই শ্রেণীর অন্ততর শাখায় স্থান দেওয়া যাইতে পারে। রেন্-ডিয়ার (Rein deer) বা বল্‌গা হরিণ (Tarandus rangifer) এসিয়া ও যুরোপ মহাদেশের চিরতুষারাবৃত উত্তর মরুরাজ্যে এবং ফালোডিয়ার (Fallow-deer, Dama Vulgaris) সমগ্র যুরোপখণ্ডে ব্যাপ্ত। ইহাদের শৃঙ্গগুলি অল্পবিস্তর চেপ্‌টা। বল্‌গা হরিণের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম। স্থানভেদে ইহাদের মধ্যে প্রকারভেদ ঘটিয়াছে। জাতিগত পার্থক্যের মধ্যে নিম্নোক্ত কয় প্রকার হরিণ সাধারণের নিকট বিলক্ষণ প্রভেদসম্পন্ন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে—

১ উড্‌লণ্ড কারিবৌ (Woodland Caribou)
২ গ্রেট কারিবৌ (of the Rocky mountains)
৩ লাব্রেডর বা পোলার কারিবৌ।
৪ সাইবিরিয়ার বল্‌গা হরিণ।
৫ নিউফাউণ্ডলণ্ড কারিবৌ।

উপরি উক্ত 'কারিবৌ' বল্‌গা হরিণগুলি উত্তর এসিয়া, যুরোপ ও আমেরিকার অধিবাসী। উড্‌লাণ্ড কারিবৌগুলি ফার রাজ্যের দক্ষিণাংশে অবস্থিত বনমালাবিরাজিত ভূখণ্ডে বাস করে। আর এক শ্রেণীর কারিবৌগুলি Barren-ground Caribou নামে প্রসিদ্ধ, ইহারা শীতকালে বনভাগে যাইয়া বাস করে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহারা বনভাগ পরিত্যাগ করিয়া উত্তর মহাসাগরের উপকূলভূমে এবং তুষারময় বালুকাকীর্ণ মরুময় প্রান্তরে বিচরণ করে। সাইবেরিয়ার বল্‌গা হরিণগুলি বৃহদাকৃতি, ইহাদের শৃঙ্গগুলিও বড় এবং নানা প্রশাখাযুক্ত হয়। তঙ্গুসিয় নামক তথাকার অধিবাসীরা ইহার মুখে বল্‌গা লাগাইয়া গাড়ী টানাইয়া থাকে। লাপ্‌লাণ্ডদেশের অধিবাসিবর্গ তদ্দেশজাত বল্‌গা হরিণ লইয়া যানবাহনের কার্য্য করে। এই হরিণগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারের হইয়া থাকে।

বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু ও শীতের প্রাদুর্ভাব অনুসারে এবং খাদ্যের ইতরবিশেষে ইহাদের শরীরের গঠন ও পুষ্টির বিশেষ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। নরওয়ে ও সুইডেনের বল্‌গা হরিণগুলি ফিনমার্ক ও লাপলণ্ডের বল্‌গা হরিণ অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র এবং শেষোক্ত দুই দেশের অপেক্ষা স্পিটসবর্জ্জেন দ্বীপের হরিণগুলি বড়। ইহাদের অপেক্ষা এসিয়ার উত্তরদেশবাসী তুঙ্গসীয়দিগের পালিত বল্‌গা হরিণ আরও অনেক বড়। বনভাগে বৃক্ষপত্র, মরুদেশে গুল্ম, লিচেন ও নানারূপ মূল ও শৈবালাদি এবং জলাজমিজাত সুদীর্ঘ তৃণ ইহাদের প্রধান আহার্য্য। লাপলণ্ডদেশ দুই ভাগে বিভক্ত। তথাকার পার্ব্বত্যবিভাগ আল্পাইন্ ট্রাক্ট (Alpine tract) এবং পর্ব্বতসানুস্থ ক্রমোচ্চ নিম্ন বনভূমি Lowland Country নামে খ্যাত। এই শেষোক্ত স্থানটী হোয়াইট সি নামক উপসাগরতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। লাপলণ্ডের পার্ব্বত্য অধিবাসীরা এক সঙ্গে দুই চারি শত হইতে সহস্রাধিক বল্‌গা হরিণ পালন করে। বনবাসীরা শতাধিকের অধিক রাখে না। ইহারা স্লেজ নামক যান টানিয়া লইয়া যায়। দ্রব্যাদি বহনার্থ ভারবাহী পশুরূপেও ইহাদের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। ইহারা স্লেজের উপর ৪ মণ পর্য্যন্ত মাল অক্লেশে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।

ইহারা অতিশয় দ্রুতগামী, ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরাজ কর্ম্মচারীকে ও তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত লইয়া অতি দ্রুত গতিতে ৪৮ ঘণ্টায় ৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া লইয়া যায়। গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়াই হতভাগ্য পশুটী দেহত্যাগ করে। সুইডেন রাজ্যের ডোট্‌নিং-হোম রাজপ্রাসাদে ঐ হতভাগ্য পশুর চিত্র ও তাহার অত্যদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী লিখিত আছে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ পিক্‌টেট্ শুক্রগ্রহের সূর্য্যাতিক্রমণ নিরীক্ষণ করিতে উত্তর লাপলণ্ডে গিয়াছিলেন। তিনি ও তাহার সঙ্গীরা যে স্লেজে চড়িয়া ছিলেন, তাহার চালক তাহাদের দ্রুত লইয়া যাইবার প্রত্যাশায় বেগে গাড়ী চালাইয়া দেয়, এই দৌড়ে মিঃ পিক্‌টেটের স্লেজের হরিণটী ঘণ্টায় ১৯ মাইল হিসাবে দৌড়াইয়া ছিল। তথাকার প্রায় সকল হরিণই ১৯ ঘণ্টায় ১৫০ মাইল পথ অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতে পারে।

উত্তর আমেরিকার অধিবাসীরা বিশেষতঃ গ্রীণলণ্ডবাসী ও তথাকার স্কুইমোগণ-বল্‌গা হরিণ শিকার করে। তাহারা

উহার মাংস খায়, চর্ম্ম দ্বারা শীতের আবরণবস্ত্র ও উহার লোমে এক প্রকার কম্বল প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঐরূপ একখানি কম্বল ও হরিণচর্ম্মনির্ম্মিত জামা পরিধান করিয়া স্বচ্ছন্দে উত্তর মেরুতে শীতকালের রজনী অতিবাহিত করা যায়।

C. Canadenosis—উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যজাত হরিণ। ইহাদের গাত্রবর্ণ, আকৃতি ও শৃঙ্গের গঠন সর্ব্বতোভাবে য়ুরোপীয় লাল হরিণের মত। নূতন ইংলণ্ডে প্রকৃত এক্ (Elk or Black Moose) নামক হরিণের সহিত ইহাদের পার্থক্য নির্দ্দেশের জন্য তথাকার লোক ইহাকে Gray Moose বলিয়া থাকে। উত্তর কানাডা প্রদেশে C. Macrotis নামে আর এক প্রকার হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের গাত্রবর্ণ রক্তাভ-পিঙ্গল; পাছার উপর ও পুচ্ছমূল হইতে কিছু দূরে বড় বড় দুইটী চক্র আছে এবং পার্শ্বদ্বয়ে দুইটী কালরেখা। এই জাতীয় হরিণগুলির গলার রোমাবলী অধিকতর বর্দ্ধিত দেখা যায় এবং উহা কৃষ্ণবর্ণ ও লাল বিন্দুযুক্ত। C. Canadensis নামক হরিণগুলি Wapiti (বাপিতি) নামে সাধারণে প্রচলিত। উইনিপেগ নামক হ্রদের দক্ষিণ সীমা হইতে সস্কাটচেবান নদীতীর ও তথা হইতে ১১১° দ্রাঘিমায় এক নদীতীর পর্য্যন্ত ইহাদের বসবাস আছে। কালিফর্ণিয়ার সমতল প্রান্তরে ও মিসৌরী নদীর উত্তরাংশে ইহারা দলে দলে বাস করে।

এই শ্রেণীর হরিণগুলির ককুদের নিকট প্রায় ৪৷৷০ ফিট্ উচ্চ। পুচ্ছ হরিদ্রাভ ও ২৷৷ ইঞ্চি লম্বা। ইহাদের শরীরের ও পদের রোমাবলী ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রীবা, কণ্ঠ ও মস্তকপার্শ্বের রোমাবলি দীর্ঘ। গ্রীবাস্থ লোমের বর্ণ লাল ও কালমিশ্রিত, গাত্রপার্শ্বের লোমাবলী কাল, চক্ষুর্দ্বয়ের চতুষ্পার্শ্বে পিঙ্গল বর্ণের একটী গোল রেখা আছে। ইহারা গর্দ্দভের ন্যায় তারস্বরে চিৎকার করে এবং মধ্যে মধ্যে গলা কাঁপাইয়া সিসবৎ শব্দ বাহির করিয়া থাকে। যত প্রকার হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বাপিতিরাই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বোধ পশু।

ইহাদের মাংস রুক্ষ। শরীরে অধিক পরিমাণে চর্ব্বি থাকায় মাংস রসহীন ও এই মাংসের আস্বাদ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাদের চর্ম্ম হইতে ভারতীয় প্রথায় চামড়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। মুজ্ বা বল্গা হরিণের চর্ম্মে এরূপ পরিষ্কার চামড়া প্রস্তুত হয় না। ইহাদের শৃঙ্গের উপর মখমলের ন্যায় এক প্রকার কোমল আবরণ থাকে। মৈথুনের সময়ে উহারা তাহা ঘসিয়া তুলিয়া ফেলে, কিন্তু সেই ঘর্ষণে শৃঙ্গ খসিয়া যায় না। পরবর্ত্তী মার্চ্চ বা এপ্রিল মাসে শৃঙ্গগুলি আপনিই ভাঙ্গিয়া পড়ে। *Alces Malchis* হরিণজাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার। ইংরাজ লেখকদিগের নিকট ইহারা Elk, Black Elk বা Moose deer প্রভৃতি নামে বর্ণিত। মৃত্তিকা হইতে ইহাদের ককুদের উচ্চতা অশ্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। শৃঙ্গদ্বয় প্রায় ৩০।৩৫ সের ভারি। বোধ হয় সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর এরূপ ভারযুক্ত শৃঙ্গবহনের উপযোগী করিয়াই ক্ষুদ্রকায়ও সুদৃঢ় করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কারণে ইহাদের গঠনসৌষ্টবের অনেক লাঘব হইয়াছে। হরিণী ও শাবকগুলিকে দেখিলে এক রূপই মনে হয় বটে, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক একটী হরিণকে সশৃঙ্গ নিরীক্ষণ করিলে তাহার বন্যসৌন্দর্য্যের গাম্ভীর্য্য অতীব রমণীয় এবং হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাদের চক্ষু ক্ষুদ্র ও কোটরগত, কর্ণ সুদীর্ঘ রোমে সমাবৃত। গ্রীবা ও স্কন্ধসন্ধি নিবিড় জটার ন্যায় রোম-জালে সমাচ্ছন্ন। কণ্ঠেও লম্বা লম্বা মোটা লোম আছে। পুচ্ছ ৪ ইঞ্চির অধিক হয় না। পদচতুষ্টয় দীর্ঘাকার, রোমহীন, পরিচ্ছন্ন ও দৃঢ়গঠন। ইহাদের লোমগুলি এরূপ কঠিন যে, একটু বাঁকাইয়া ধরিলেই ভাঙ্গিয়া যায়।

ককুদ উচ্চ ও অপেক্ষাকৃত পুষ্ট হওয়ায় ইহাদের আকৃতি অনেকটা বৃষের মত দেখা যায়, ইহাদের শৃঙ্গ ৬ ফুট্ বিস্তৃত এবং একেবারে দুইটী করিয়া শাবক হয়। ইহাদের মাংসাস্থি একত্র ১১ শত হইতে ১২ শত পাউণ্ড ওজনের হয়। একের মাংস অন্যান্য হরিণের মাংস অপেক্ষা কঠিন ও দানাদার হইলেও খাইতে নিতান্ত মন্দ নহে। ধূঁয়ায় পক্ক অথবা টাট্‌কা মাংস রন্ধন করিয়া খাইতে সুমিষ্ট বোধ হয়।

ইহারা বড়ই ভীতস্বভাব। মনুষ্যের সমাগম বুঝিতে পারিলেই ইহারা প্রাণপণে পলায়ন করে, মৈথুনকালে ইহাদের স্বভাব মদনোন্মত্ত হইয়া বড়ই ভয়াবহ হয়। এমন কি, তখন পদের ক্ষুর, অথবা শৃঙ্গের আঘাতে ইহারা ব্যাঘ্রকেও মারিয়া ফেলে। এই সময় ক্রোধান্ধ হরিণগুলির এরূপ অবস্থা হয় যে, স্কন্ধের রোমগুলি সিংহকেশরের ন্যায় খাড়া হইয়া উঠে। তখন ইহাদের বন্য প্রকৃতি আরও ভীষণতর দেখায়। ইহারা লাফাইয়া লাফাইয়া যায়। ইহাদের পায়ের ক্ষুর এরূপ ভাবে গঠিত যে, দ্রুতগমনকালে বল্গা হরিণের ন্যায় এক প্রকার চটপট শব্দ উত্থিত হইতে থাকে। ইহারা অতিশয় সন্তরণপটু, গ্রীষ্মকালে প্রায়ই জলে থাকে। শীতকালে ইহারা গভীর জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করে এবং পাছে বনলতা শৃঙ্গে জড়াইয়া যায় এই আশঙ্কায় ইহারা আপনাপন শৃঙ্গ সমানভাবে লইয়া যায়। ঐ সময়ে ইহারা প্রায় এককই থাকে; কদাচ দু একটীতে একত্র বিচরণ করে। ইহাদের শাবকের কচি মাংস খাইতে স্বাদু ও উপাদেয়। বড়গুলির তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। স্কন্দনেভিয়া ও আমেরিকার অধিবাসিবর্গ এই মাংস বিশেষ আগ্রহের সহিত খায়। ইহার চর্ম্মে জামা, পায়জামা প্রভৃতি প্রস্তুত

হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সেনাবিভাগে সৈনিকবর্গের জন্ম প্রায়ই হরিণের চামড়ার জামা প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বকালে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামবাসীরা হরিণচর্ম্মনির্ম্মিত পায়জামাকে পূর্ব্ব পুরুষ হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তির মত বিশেষ সমাদর করিত এবং অতিযত্নে রাখিয়া উত্তরাধিকারীদিগকে দান করিয়া যাইত। এই শ্রেণীর হরিণ সহজেই পোষ মানে। পূর্ব্বে বহুলোকে স্লেজ চালাইবার জন্ম এক একটী বাড়ীতে রাখিত। কিন্তু ইহারা অতিশয় গমনশীল। অপরাধিবর্গ রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবার ভয়ে স্লেজে চড়িয়া অবলীলাক্রমে দূর দেশে চলিয়া যাইত, আর তাহাদের সহজে ধরা যাইত না; এই কারণে রাজশাসনে স্লেজ চড়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুইডেনে বৎসরের সকল সময়ে এই হরিণহত্যা করা রাজাজ্ঞায় নিষিদ্ধ হইয়াছে। নরওয়ে রাজ্যে সেরূপ কোন নিয়ম নাই; তবে ১লা জুলাই হইতে ১লা নবেম্বর মাসের মধ্যে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক পশুহত্যা রাজার অভিমত। তথায় নিয়মিত সংখ্যার একটী অধিক হরিণ শিকার করিলে রাজদ্বারে ২০ পাউণ্ড মুদ্রাদণ্ড দিতে হয়।

Fallow deer (Dama Vulgaris) শ্রেণীর হরিণ য়ুরোপের উত্তরাংশে, স্পেন, গ্রীস, হেলিলাণ্ড, চীন, থাবোর শোল ও ভু-হালডে নামক স্থানে প্রভূত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে মোল্‌ডাভিয়া ও লিথুয়ানিয়া প্রদেশেও ইহার অভাব নাই। উপরিবর্ণিত হরিণশাখা ব্যতীত আরও কয়টী বিভিন্ন প্রকার হরিণ আছে, তন্মধ্যে একটী থাকের বর্ণ দুগ্ধের ন্যায় সাদা। নিনিভে নগরীর ভগ্ন প্রাসাদপ্রাচীরে এই শ্রেণীর হরিণের ভাস্করচিত্র উৎকীর্ণ আছে।

Panolia Eldii—এক প্রকার ভারতীয় হরিণ, ইহারা শিঙ্গনাই, সুঙ্গাই বা সুঙ্গনাই নামে খ্যাত। Rucirvus Duvancellii অন্য এক প্রকার ভারতীয় হরিণ। ইহাই সুন্দরবনের সুপ্রসিদ্ধ চিত্রিত হরিণ। ইহারা শরতৃণমণ্ডিত জলাভূমিতে ও বড় বড় নদীর ব'দ্বীপভাগে সাধারণতঃ বিচরণ করে, কখনও পর্ব্বতে বা গভীর জঙ্গলে গমন করে না। য়ুরোপীয়দিগের নিকট ইহারা Swamp-Deer নামে পরিচিত। বাঙ্গালার ও হিন্দুস্থানের শিকারীরা ইহাকে 'বড়শিঙ্গা' বলে। হিমালয় পাদমূলে ইহারা মাহা, নেপালতরাই—বরাগ্না, থয়রাদুনে—ঝিকাড়, মুঙ্গেরে—পতিয়া-হরিণ, মধ্যভারতে—(পুং) গোঁওজক, ও (স্ত্রী) গাওনি নামে খ্যাত। ইহাদের শৃঙ্গগুলি বড়, দৃঢ় ও অর্দ্ধ বৃত্তাকার। গাত্রবর্ণ সাম্বর-হরিণ অপেক্ষা অনেকটা ফিকা। লোম সরু পশমের মত। গাত্রবর্ণ শীতকালে হরিদ্রাভ-পিঙ্গল এবং গ্রীষ্মকালে সুপারির রঙ্‌ অথবা গাঢ় পিঙ্গলাভ লালবর্ণ হইয়া থাকে। পুচ্ছের নিম্নভাগ সাদা। হরিণীগুলি সাদা ও পিঙ্গলমিশ্রিত। ছানাগুলির গাত্র শ্বেতবিন্দুযুক্ত। ইহারা সাধারণতঃ লম্বে ৬ ফিট্, পুচ্ছ ৮।৯ ইঞ্চ এবং খাড়াই ১১ হইতে ১১।০ হাত অর্থাৎ ৪৪ হইতে ৪৬ ইঞ্চ হয়। শৃঙ্গগুলি ৩ ফিট্ বা কিছু অধিক হইয়া থাকে এবং বুড়া হরিণগুলির শৃঙ্গে প্রায় ১৪।১৫টী পয়েণ্ট বা ছুঁচাল অগ্রভাগযুক্ত প্রশাখা দৃষ্ট হয়।

হিমালয়শৈলের পাদমূলস্থ বনভূমে, থয়রাদুন হইতে ভোটান পর্য্যন্ত স্থানে, আসামপ্রদেশে, ব্রহ্মপুত্রের চরে ও ব'দ্বীপাংশে, সুন্দরবনের পূর্ব্বাংশে, মধ্যভারতের বনভাগে ইহাদিগকে সাধারণতঃ এবং নর্ম্মদা-নদীর দক্ষিণে কদাচ দু-একটি দেখা যায়। ইহার সহিত উপরি উক্ত Panolia Eldii শাখার হরিণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌসাদৃশ্য আছে। C. Frontalis ও C. dimorpha নামক শাখাদ্বয়কে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। নেপালের Rusa dimorpha ও Panolia Eedii দুইটি স্বতন্ত্র জাতি। ব্রহ্মরাজ্যে ইহা থোমিন বা তে-মিন্ নামে খ্যাত। ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গে ইহারা ঘোষ এবং নেপালমোরঙ্গের শালবনে গৌর বা ঘোষ নামে পরিচিত।

Rusa Aristotelis—হিমালয় হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে ও তৎপ্রান্তদেশে ইহাদের বাস। ইহারাই ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ সাম্বর হরিণ। ইংরাজীতে Samboo বা Sambor Stag নামে খ্যাত। হিমালয় দেশে—জারৈ, জেরাও; নেপালতরাই—মাহা, মহারাষ্ট্ররাজ্যের ঘাটপ্রান্তে—মেরু; গোণ্ড—মাম্বাও, কণাড়ী—কড়বী, কড়বা; তেলগু—কন্নাডী, পূর্ব্ববঙ্গ—গাওজ ও ঘোষ এবং হরিণীগুলি ভালোজী নামে পরিচিত।

এই শ্রেণীতে C. hippelaphus বা কর্সা জরাই, C. Aristotelis বা রক্ত জরাই ও C. hoterocereus বা কাল জরাই দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ ভারতের—C. Leschenaultii; বাঙ্গালার—C. niger, সুমাত্রার—Rusa Tunguc, মলাক্কা দ্বীপের—C. moluccensis ও তিমোরের—C. Peronii এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। Axis maculatus—অপর এক শ্রেণীর হরিণ, ইহা হিন্দুস্থান বাসীর—চিতল, চিত্র বা চিত্রী। ভাগলপুরে—ঝাক, ছাতিদা; রঙ্গপুরে—বড় খোটিয়া, গোরখপুরে—বুড়িয়া, কণাড়ি—সরগ, তেলগু—দুপী ও গোণ্ড-দুপী; ইংরাজীতে The Spotted Deer নামে উল্লিখিত। ইহারা লম্বে ৫ ফিট্ হয় এবং উচ্চতায় ৩৬ হইতে ৩৮ ইঞ্চি দেখা যায়। A. major, A. medius, A. minor, A. oryzeus শাখার হরিণগুলি প্রথমোক্ত বড় জাতীয় হরিণ অপেক্ষা খর্ব্বাকার।

A. porcinus—সুগোরিয়া বা শূকরিয়া হরিণ বলিয়া খ্যাত। বাঙ্গালায়—নথহারিণী হরিণ, নেপালতরাই—খরলগুনা ও হিন্দী—পারা; ইংরাজী—the Hog-deer.।

Cervulus aureus—উত্তর ভারতের কাকুড়। বাঙ্গালার (রঙ্গপুরে)—মায়া, নেপাল—রাৎবা, ভোট—কাসিয়ার, লেপছা সিকু, মুকু, গোণ্ড—গুতরা ও গুতরী (পুংস্ত্রী), মহারাষ্ট্র—বেকড়া, বেকুড়, কণাড়ী—কানকুড়ি, তেলগু—কুকা-গোরী, দক্ষিণ ভারতবাসী মুসলমানেরা—জঙ্গলীবাকড়া এবং ইংরাজী the Rib faced or Barking Deer. যবদ্বীপ ও মলয় প্রায়োদ্বীপের মুন্তজক (C. Muntjac), C. Ratwa, C. styloceros ও C. allipes। কাকুড় হরিণশ্রেণীর অনুরূপ হইলেও পরস্পরে স্বতন্ত্র। যব ও সুমাত্রাদ্বীপের C. vaginalis ও চীনের C Reevesii ভারতীয় Cervulus হইতে বড় ও সুন্দর পশু। আমেরিকার Cariacus virginianus ও C. mexicanus তথাকার ভার্জিনিয়া ও মেক্সিকো প্রদেশ-জাত।

স্কটলণ্ডের Capreolus europœus (Roe-deer of Scotland) ও মধ্য এসিয়ার C. pygargus দীর্ঘাকৃতি ও দীর্ঘ লোমযুক্ত।

Moschus saturatus, M. chrysogasten ও M, leucogaster শ্রেণীর হরিণের নাভিমূলে এক প্রকার থলি উৎপন্ন হয়, ঐ থলিতে রক্তবৎ যে পদার্থ থাকে, তাহা অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত ও বৈদ্যক গুণপ্রধান। [মৃগনাভি ও কস্তুরিকা মৃগ দেখ।]

বাঙ্গালায় জিত্রি হরিণ (Memimna Indica) নামে যে হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুস্থানীরা উহাকে—পিশোড়া, পিশুরী বা পিসাই বলে। উড়িষ্যায়—গাণ্ডোয়া, মধ্যভারতে—মুগী, কোল জাতি—যার, তেলগু নাম—কুরুপণ্ডি এবং ইংরাজীতে Mouse deer। ব্রহ্ম রাজ্যের মলয় ও তেনাসেরিমপ্রদেশে Tragulus শ্রেণীর ৪।৫ প্রকার হরিণ আছে, তন্মধ্যে T. Rânchil উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া য়ুরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে আরও অনেক প্রকার হরিণ আছে, তাহাদের ইংরাজী নাম ভিন্ন বাঙ্গালা নাম নাই। বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত নাম উদ্ধৃত হইল না।

দ্বিশৃঙ্গ ক্ষুদ্র হরিণজাতি (Antilopinæ) নানা শাখায় বিভক্ত; তন্মধ্যে ভারতপ্রসিদ্ধ হরিণগুলির সংক্ষেপ-পরিচয় এখানে উদ্ধৃত হইল—

Tragelaphus scriptus—ভারতে ইহার দুই প্রকার ও আফ্রিকায় বহু প্রকার দেখা যায়। ইহার ইংরাজী নাম the Bush Antilope। (Portax pictus) নীল গাই বা রুই (T. hippelapheus) নামে এদেশে প্রসিদ্ধ। [নীলগাই দেখ।]

Tetraceros quadricornis—চৌকা বা চৌশিঙ্গা হরিণ (the Four-Horned Antilopes)। ইহা ভীলদিগের—ভিরুল, গোণ্ডজাতির—কুরুস, ভীরকুরা; মরাঠা—বেকড়া, হিন্দুস্থানী—জঙ্গলী বেকড়া। Tragelphine শাখায় আরও যে কয় প্রকার হরিণ দেখা যায়, তাহাদের নাম—Elands, Oreas Canna, O. Derbianus, the gnoos, Catoblarus Gnu, C. Gorgon, the Koodoo, Strepsiceros kuda, Gryslox, klipspringer, the harnessed Antilope এবং আরও কএক প্রকারের হরিণ আফ্রিকা মহাদেশে দেখা যায়।

Antilope bezoartica—ভারতীয় হরিণ (the Indian Antilope) নামে প্রথিত। ইহাই প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের কৃষ্ণসার মৃগ ও হরিণ পদবাচ্য। বাউরী জাতীয়েরা হরিণগুলিকে অলালী ও হরিণীকে গাণ্ডোলী বলে। হিন্দী—কালবিৎ, হরিণ; ভাগলপুর—বুরেতা, নেপাল—বরোৎ,শাসিন; ত্রিহুত—গোরিয়া, বেহার—কালা, কাল্সার, মহারাষ্ট্র—ফণ্ডারৎ, কনাড়ী—ছিগ্‌রি, তেলগু—জিঙ্কা।

Gazella Bennettii ভারতীয় গজ্জাল নামক হরিণ। ইহারা অন্যান্য নামেও প্রসিদ্ধ। হিন্দী—চিকাড়া, কাল পাক; মরাঠা—কালসিপি (কৃষ্ণপুচ্ছ), বাউরী—(পুং) পসিয়া, (স্ত্রী), ছারী; তেলগু—বুরুদু, জিঙ্কা; কণাড়ী—বুদারি, মুদারি। ইহারা Antilope dorcas সংজ্ঞায়ও পরিচিত। এই শাখায় G. sulgutturosa সিন্ধু ও কচ্ছপ্রদেশের চিকারা নামক হরিণ। কেহ কেহ G. Christiiকে স্বতন্ত্র থাকের হরিণ বলিয়া অবধারণ করেন। G. Dorcas ও G.Cora আরবদেশীয় সমশ্রেণীর হরিণ। তিব্বতের চিরু (Kemas Hodgsonii) বা গোয়া (Procapra picticaudata),চীনের ও মধ্য এসিয়ার (Antilope gutturosa) তাতার ও মধ্য-এসিয়ার (Saiga tartarica), আফ্রিকার Oryx leucoryx, O. gazella, The Harte beast, Boselaphus Caanna, Aigoceros niger, A. equinus ও Addax. শাখার নানা প্রকার হরিণ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বলিয়া পরিগণিত। Cephalophinæ, Adenotinæ শ্রেণীর হরিণগুলি আফ্রিকা-দেশজাত ও নানা শাখায় বিভক্ত। এই সকল হরিণ শৃঙ্গহীন ও চারিটী স্তনযুক্ত। এতদ্ভিন্ন য়ুরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক ক্ষুদ্র হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য বোধে সে সমুদায়ের নাম লিখিত হইল না।

বৈদ্যকমতে, হরিণের মাংসগুণ—লঘু, শীতল, বৃষ্য ত্রিদোষনাশক, ষড়্‌রসযুক্ত ও রুচিকর, কফ ও পিত্তনাশক এবং বায়ুবর্দ্ধক (রাজনি°)

"হরিণঃ শীতলো বদ্ধবিণ্মূত্রো দীপনো লঘুঃ।
রসে পাকে চ মধুরঃ সুগন্ধিঃ সন্নিপাতহা ॥" (ভাবপ্র°)

হরিণের মাংস শীতবীর্য্য, মলমূত্ররোধক, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, মধুররস, মধুর বিপাক, সুগন্ধি ও সন্নিপাতনাশক। মন্বাদি-শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হরিণমাংস বিশুদ্ধ, ইহার মাংসভোজন নিষিদ্ধ নহে। মাংসাষ্টকাদি শ্রাদ্ধকালে ইহার মাংস দিয়া শ্রাদ্ধ

করা যাইতে পারে। ইহার চর্ম্মও অতি বিশুদ্ধ। হরিণচর্ম্মের আসন অতি প্রশস্ত, এই চর্ম্মে উপবেশন করিয়া পূজা, যাগ ও যজ্ঞাদি সকল কার্য্য করা যাইতে পারে। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, হরিণ পঞ্চবিধ, ঋষ্য, খড়্গ, রুরু, পৃষত ও মৃগ। এই পঞ্চবিধ হরিণই দেবীর নিকট বলিদানে প্রশস্ত।

"হরিণশ্চাপি বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চভেদোঽত্র ভৈরব।
ঋষ্যঃ খড়্গো রুরুশ্চৈব পৃষতশ্চ মৃগস্তথা॥"(কালিকাপু° ৬৭অ°)

২ শুক্লবর্ণ। ৩ বিষ্ণু। ৪ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১১৯) ৫ সূর্য্য। ৬ হংস। ৭ ঐরাবত বংশোদ্ভূত নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১১) ৮ পাণ্ডুবর্ণ। (ত্রি) ৯ পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট।

হরিণক (পুং) হরিণ-কন্। ১ হরিণশিশু। ২ হরিণশব্দার্থ।

হরিণকলঙ্ক (পুং) হরিণঃ কলঙ্কো যস্য। মৃগাঙ্ক, চন্দ্র।

হরিণঘাটা, ১ বঙ্গের মধুমতীনদীর একটী নামান্তর। ২ বলেশ্বরের নামান্তর। [বলেশ্বর দেখ।]

হরিণধামন্ (পুং) চন্দ্র।

হরিণনর্ত্তক (পুং) হরিণ ইব নৃত্যতীতি নৃত-ণ্বুল্। কিন্নর।

হরিণপ্লুত (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৮টী করিয়া অক্ষর থাকিবে, তাহার মধ্যে ৪, ৫, ৭, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫ এবং ১৭ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। কোন কোন স্থানে এই ছন্দঃ হরিণপ্লুতা নামেও অভিহিত।

"মাৎসো জৌভরসংযুতৌ করিবাণৈর্হরিণপ্লুতং।" (ছন্দোম°)

হরিণলক্ষণ (পুং) হরিণং লক্ষণং চিহ্নং যস্য। মৃগাঙ্ক, হরিণকলঙ্ক, চন্দ্র।

হরিণহৃদয় (ত্রি) হরিণস্যেব ভীতং হৃদয়ং যস্য। ভীরু।

হরিণশৃঙ্গ (ক্লী) হরিণস্য শৃঙ্গং। হরিণের সিং।

হরিণাক্রীড়ন (ক্লী) মৃগয়া।

হরিণাক্ষ (ত্রি) হরিণস্য অক্ষিণীব অক্ষিণী যস্য, সমাসে অচ্‌-সমাসান্তঃ। হরিণলোচন, হরিণের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হরিণাক্ষী, চটুবিলাসিনী নাম গন্ধদ্রব্য। চলিত নখী। ৩ হরিণনয়না স্ত্রী।

হরিণাঙ্ক (পুং) হরিণঃ অঙ্কং চিহ্নং যস্য। চন্দ্র। (শব্দরত্না°)

হরিণী (স্ত্রী) হরিণ-ঙীষ্। ১ মৃগী। ২ স্বর্ণপ্রতিমা। (অমর) হরিৎ-ঙীষ্, তস্য ন। ৩ হরিতা। ৪ নারীভেদ। ৫ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৭টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। এই ছন্দের ষষ্ঠ, চতুর্থ এবং সপ্তম অক্ষরে যতি। ইহার ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৫ ও সপ্তদশ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। লক্ষণ—

"নসমরসলা গঃ ষড়্বেদৈর্হয়ৈর্হরিণী মতা। উদাহরণ—
ব্যথিত স বিধিনেত্রং নীত্বা ধ্রুবং হরিণীগণাদ্-
ব্রজমৃগদৃশাং সন্দোহস্তোল্লসন্নয়নশ্রিয়ং।
যদয়মনিশং দুর্ব্বাশ্যামুরারিকলেবরে
ব্যক্তিরদধিকং বদ্ধাকাঙ্ক্ষে বিলোলবিলোচনং॥" (ছন্দোম°)

৬ মঞ্জিষ্ঠা। ৭ স্বর্ণযূথী। (রাজনি°) ৮ বিজয়া, চলিত সিদ্ধি। ৯ শ্বেতযূথিকা, চলিত শ্বেতজুঁই। (বৈদ্যকনি°) ১০ তরুণী, বরস্ত্রী, বরাঙ্গনা। (শব্দরত্না°) ১১ সুরাঙ্গনাভেদ।

"প্রজিঘায় সমাধিভেদিনীং
হরিরস্মৈ হরিণীং সুরাঙ্গনাং।" (রঘু ৮।৭৯)

হরিৎ (পুং) হরতি নয়নমনাংসীতি। (দৃহৃসৃদিযুভিভ্য ইতি। উণ্ ১।৯৯) নীলপীতমিশ্রিত বর্ণ, চলিত সবুজবর্ণ। সবুজ রং। পর্য্যায়—পালাশ, হরিত, শ্যাম। (শব্দরত্না°) ২ অশ্ববিশেষ। (মেদিনী) ৩ সূর্য্যাশ্ব, (ত্রিকা°) ৪ মুদ্গ। ৫ সিংহ। ৬ সূর্য্য। ৭ বিষ্ণু। (ত্রি) ৮ হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট। (স্ত্রী) ৯ দিক্।

"ততার বিদ্যাঃ পবনাতিপাতিভি-
র্দিশো হরিদ্ভির্হরিতামিবেশ্বরঃ।" (রঘু ৩.৩০)

(পুং ক্লী) ১০ তৃণ। (মেদিনী)

হরিত (পুং) হরতি নয়নমনাংসীতি হৃ (দৃশ্যাভ্যামিতন্। উণ্ ৩।৯৩) ইতি ইতন্। ১ হরিদ্বর্ণ, নীলপীতমিশ্রিতবর্ণ। ২ সিংহ। ৩ মস্থানক তৃণ।

"হারীতো রক্তপিত্তঃ স্যাদ্ধরিতোঽপি স কথ্যতে।" (ভাবপ্র°)

(ত্রি) ৩ হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট। "পরিসরবিষয়েষু লীঢ়মুক্তাঃ হরিততৃণোদ্গমশঙ্কয়া মৃগীভিঃ।" (কিরাত ৫।৩৮)

হরিতক (ক্লী) হরিতো বর্ণোঽস্ত্যস্যেতি অচ্ ততঃ কন্। ১ শাক। ২ আর্দ্রকাদি।

হরিতচ্ছদ (পুং) শ্বেতশিগ্রু, শ্বেত সজিনা।

হরিতনেত্র (পুং) উলূক, পেচা। (ত্রিকা°) ২ গঙ্গাপত্রী, সুগন্ধ শাকবিশেষ, চলিত কর্পূরশাক। (রাজনি°)

হরিতলতা (স্ত্রী) ১ পাচীনামক লতা। (বৈদ্যকনি°) ২ হরিদ্বর্ণ লতা।

হরিতশাক (পুং) হরিতঃ হরিদ্বর্ণঃ শাকঃ। শিগ্রু, সজিনা।

হরিতা (স্ত্রী) হরিতো বর্ণোঽস্ত্যস্যাঃ অচ্ টাপ্। ১ দূর্ব্বা। (মেদিনী) ২ জয়ন্তী। ৩ হরিদ্রা। ৪ কপিলদ্রাক্ষা। ৫ পাচী। ৬ নীলদূর্ব্বা। (রাজনি°) ৭ ব্রাহ্মীশাক। (বৈদ্যকনি°)

হরিতাল (ক্লী) হরিতং তদ্বর্ণং আলাতীতি আ-লা-ক। খনিজ পীতবর্ণ উপধাতুবিশেষ। ইহা এক প্রকার উপধাতু, চলিত হরেতল। পর্য্যায়—পিঞ্জর, পীতক, তাল, আল, হরিতালক, গোদন্ত, পীতল, নটমণ্ডন, হরিবীজ, সিদ্ধধাতু, বর্ণক, নটভূষণ, পীত, গোরোচ, চিত্রাঙ্গ, পিঞ্জক, বৈদল, তালক, কনকরস, কাঞ্চনক, বিড়ালক, চিত্রগন্ধ, পিঙ্গ, পিঙ্গসার, গৌরী, ললিত। (রাজনি°)

বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হরির বীর্য্য হইতে হরিতালের এবং লক্ষ্মীর বীর্য্য হইতে মনঃশিলার উৎপত্তি হইয়াছিল।

"হরিতালং হরেবীর্য্যং লক্ষ্মীবীর্য্যং মনঃশিলা।
পারদং শিববীর্য্যং স্যাৎ গন্ধকং পার্ব্বতীরজঃ॥" (বৈদ্যক)

"হরিতালং তু তালং স্যাদালং তালকমিত্যপি।
হরিতালং দ্বিধা প্রোক্তং পত্রাখ্যং পিণ্ডসংজ্ঞকং॥
তয়োরাদ্যং গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং ততো হীনগুণং পরং।
স্বর্ণবর্ণং গুরু স্নিগ্ধং সপত্রং চাভ্রপত্রবৎ॥" (ভাবপ্র°)

তাল, আল ও তালক এই তিনটী হরিতালের পর্য্যায়। হরিতাল দুই প্রকার পত্রহরিতাল ও পিণ্ডহরিতাল। ইহার মধ্যে পত্রাখ্য হরিতাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পিণ্ড হরিতাল গুণহীন। পত্র হরিতালের বর্ণ সোণার ন্যায়, ভাববহুল, স্নিগ্ধ, অভ্রের ন্যায় স্তরসমন্বিত, শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক ও রসায়ন। পিণ্ড হরিতাল, পিণ্ড সদৃশ, স্তরহীন, স্বল্পসত্ত্ব ও অল্প গুণযুক্ত, লঘু এবং রজোনাশক।

হরিতাল এক প্রকার উপধাতু। সুতরাং ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হইলে ইহা শোধন করিয়া লইতে হয়। শোধিত হরিতাল কটু, কষায় রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ ও পিত্তনাশক। অশোধিত হরিতাল সেবন করিলে শরীরের লাবণ্য নষ্ট হয় এবং বহুবিধ সন্তাপ, আক্ষেপ, কফ, বায়ুবৃদ্ধি এবং কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শোধনপ্রণালী— হরিতাল চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ কাঁজির সহিত কুষ্মাণ্ডরসে এক প্রহর কাল, তিলতৈলে এক প্রহর কাল, এবং ত্রিফলার কাথে এক প্রহর এই চারিপ্রহর কাল দোলাযন্ত্রে পাক করিলে শোধিত হইয়া থাকে।

মারণপ্রণালী—উক্ত প্রকারে শোধিত হরিতাল পুনর্ন্বার রস দ্বারা এক দিন খলে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার ও শুষ্ক করিবে, অনন্তর একটী স্থালীর অর্দ্ধাংশ পুনর্ন্বার ক্ষার দ্বারা পূরণ করিয়া তদুপরি ঐ পিণ্ডাকৃতি হরিতাল স্থাপন করিয়া তাহার উপর পুনর্ব্বার ক্ষার দিয়া স্থালীটীর কণ্ঠ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে, অতঃপর শরাব দ্বারা স্থালীর মুখ ঢাকিয়া চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে এবং ক্রমান্বয়ে অগ্নির জ্বাল বর্দ্ধিত করিবে। এই প্রকারে পাঁচ দিন অবিচ্ছেদে হরিতাল পাক করিলে হরিতাল মারিত হয়। ইহার মাত্রা এক রতি। ইহা বিবেচনাপূর্ব্বক যথাযোগ্য অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে। এই হরিতাল কটু, কষায়রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ, পিত্ত ও কেশবর্ণনাশক। কুষ্ঠাদিরোগ, জরা ও মৃত্যুনাশক এবং শরীরের কান্তি, পরমায়ু ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

মনঃশিলা ও হরিতালের প্রকারভেদ—হরিতাল পীতবর্ণ, মনঃশিলা রক্তবর্ণ। [মনঃশিলার বিবরণ মনঃশিলা শব্দে দেখ]

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে হরিতালের শোধন, মারণ এবং গুণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, তাল, আল, মাল, শৈলূষভূষণ, পিঞ্জক, রোম ও হরণ ইত্যাদি হরিতালের নাম। এই হরিতাল দুই প্রকার, বংশপত্র ও পিণ্ড, ইহার মধ্যে বংশপত্রই গুণে প্রধান। এই বংশপত্র হরিতালই শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। অশুদ্ধ হরিতাল আয়ুর্নাশক, কফ, বায়ু ও মেহকর। তাপ, স্ফোট ও অঙ্গসংকোচক, তজ্জন্য ইহা সংশোধন আবশ্যক।

হরিতালশোধন—বংশপত্র হরিতাল কুষ্মাণ্ডের রসে, চূণের জলে ও তৈলে পাক করিলে ইহা শোধিত হয়। খণ্ড খণ্ড হরিতাল দশমাংশের একাংশ সোহাগাতে মিশাইয়া জম্বীরলেবুর রসে ধুইয়া কাঞ্জিতে বার বার প্রক্ষালন করিবে এবং পুরু কাপড়ে বাঁধিয়া দোলাযন্ত্রে এক দিন পাক করিবে। পরে কাঁজিতে, কুষ্মাণ্ডের রসে ও শিমুলের কাথে এক এক দিন স্বেদ দিলে বিশুদ্ধ হয়।

অন্য প্রকার—হরিতাল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া কাঞ্জিতে, কুষ্মাণ্ডের রসে, তিলতৈলে ও ত্রিফলার কাথে এক প্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিলে শোধিত হয়।

অন্যবিধ—বিশুদ্ধ হরিতাল চূণের জলে ও অপামার্গমূলের ক্ষার জলে মর্দ্দন করিয়া উর্দ্ধ ও অধোদেশে যবক্ষারচূর্ণ দিয়া হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া শরা ঢাকা দিয়া কুষ্মাণ্ডে হাঁড়ি পূর্ণ করিবে। তাহার মুখ বন্ধ করিয়া চারি প্রহর পাক করিবে। এই হরিতালচূর্ণ কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক।

হরিতালমারণ—আমরুলের রসে, কাগজীলেবুর রসে ও চূণের জলে দ্বাদশ প্রহর ভাবনা দিয়া ধুইয়া শাল্মলীর ক্ষার মধ্যে রাখিয়া কবচীযন্ত্রে বালুকা দ্বারা উর্দ্ধদেশ পূর্ণ করিয়া বার প্রহর পাক করিলে শীতল হইবে এবং চূর্ণ করিয়া লইবে। এই হরিতাল এক রতি পরিমাণে সেবনীয়। এই হরিতালসেবনে কুষ্ঠ, শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

হরিতালভস্ম সকল রোগের মহৌষধ। ভাল রূপে ভস্ম না করিয়া হরিতাল ব্যবহার করিলে অসাধ্য ব্যাধি হয়। কিন্তু ভস্মীভূত হরিতাল ব্যবহারে অসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। সাধুসন্ন্যাসিগণই হরিতালভস্ম করিতে পারেন, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ আয়ুর্ব্বেদমতে দুঃসাধ্য, কিন্তু হরিতালভস্ম-সেবনে এই সকল রোগও আরোগ্য হইয়াছে শুনা যায়। (পুং) ২ পীতবর্ণ পক্ষিবিশেষ। চলিত হরিয়াল।

"হরিতালোহম্লবিট্‌কঃ স্যাৎ কষায়ো মধুরো লঘুঃ।
রক্তপিত্তপ্রশমনস্তৃষ্ণাঘ্নো বাতকোপনঃ॥" (রাজবল্লভ)

ইহার মাংসগুণ কষায়, মধুর, লঘু, রক্তপিত্তনাশক, তৃষ্ণাঘ্ন এবং বাতকোপক।

হরিতালক (ক্লী) হরিতালমেব স্বার্থে কন্। হরিতাল। (অমর)

হরিতালিকা (স্ত্রী) ১ দূর্ব্বা। (ত্রিকা°) ২ সৌর ভাদ্রের শুক্লা চতুর্থী তিথিকে হরিতালিকা কহে। এই তিথিতে চন্দ্রদর্শন করিতে নাই। এই মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের চতুর্থী তিথিতেই চন্দ্রদর্শন করিবে না, দর্শন করিলে তাহার নামে মিথ্যাপবাদ হইয়া থাকে। চতুর্থী তিথি একথা বলায় প্রাতঃকালে চতুর্থী এবং বৈকালে পঞ্চমী হইয়াছে, এই প্রকার দিনে চন্দ্রদর্শন নিষিদ্ধ নহে।

শুক্লপক্ষে চতুর্থ্যান্তু সিংহে চন্দ্রস্য দর্শনং।

মিথ্যাভিশাপং কুরুতে ন পশ্যেত্তত্র তন্ততঃ॥

চতুর্থ্যাং দর্শননিষেধাৎ তত্রোদিতস্য চন্দ্রস্য পঞ্চম্যাং দর্শনে ন দোষঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

এই তিথিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রদর্শন করিয়া মিথ্যা অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব কখনই এই তিথিতে চন্দ্র দর্শন করিবে না, দৈবাৎ যদি দর্শন হয়, তাহা হইলে সেই রাত্রি উপবাস করিয়া ধাত্রীন্নিকাবাক্যপাঠ, এবং ঐ বাক্যে জল পড়িয়া পান করিবে, আর শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত স্যমন্তকোপাখ্যান-শ্রবণ করিবে। ইহাতে ঐ দোষ প্রশমিত হয়। দৈবাদ্দর্শনেই এই ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে, ইচ্ছাপূর্ব্বক চন্দ্র দেখিলে এই ব্যবস্থা নহে। জলপানের মন্ত্র—

"সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।

সুকুমারক মারোদীস্তবহ্যেষ স্যমন্তকঃ॥

অনেন মন্ত্রেণ অভিমন্ত্রিতং জলং পেয়ং" (তিথিতত্ত্ব)

হরিতালী (স্ত্রী) হরিতাল-ঙীষ্। ১ দূর্ব্বা। ২ আকাশরেখা। (মেদিনী) ৩ খড়্গলতা। (বিশ্ব) ৪ হরিতালিকা। সৌর-ভাদ্রীয় নক্ষত্রবিশেষযুক্ত চতুর্থী।

"ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে বসুদৈবতসংযুতা।

হরিতালী চতুর্থী স্যাৎ সর্ব্বাণীপ্রীতিদা সদা॥" (রাজমার্ত্তণ্ড)

হরিতাশ্মন্ (ক্লী) হরিতং অশ্ম। তুথ, চলিত তুতে। (রাজনি°)

হরিতাশ্ব (পুং) সুদ্যুম্নের পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

হরিতোপল (পুং) মরকত মণি, মরকত শিলা।

"প্রোক্ষাং ক্ষিপন্তং হরিতোপলাদ্রেঃ।" (ভাগ° ৩।২।২৪)

'হরিতোপলাদ্রের্ম্মরকতশিলাময়পর্ব্বতস্য' (স্বামী)

হরিৎপর্ণ (ক্লী) মূলক, চলিত মূলা। (পর্য্যায়মু°)

হরিত্মৎ (ত্রি) হরিৎবর্ণবিশিষ্ট।

হরিত্য (ত্রি) আর্দ্র কাষ্ঠাদিভব। "নমঃ শুষ্ক্যায় চ হরিত্যায় চ" (শুক্লযজুঃ° ১৬।৪৫) 'হরিত্যায় হরিতে আর্দ্রে কাষ্ঠাদৌ ভবঃ' (মহীধর)

হরিত্বৎ (ত্রি) হরিৎ-মতুপ্, মস্য বঃ। হরিদ্বর্ণযুক্ত, হরিদ্বর্ণ-বিশিষ্ট। "হরিত্বতা বর্চসা সূর্য্যস্য" (ঋক্ ১০।১১২।৩) 'হরিত্বতা হরিদ্বর্ণযুক্তেন, হরিশব্দাৎ মতুপো মস্য ইতি বত্বং' (সায়ণ)

হরিদত্ত (পুং) দানববিশেষ। (কথাসরিৎসা°)

হরিদত্ত, ১ সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন সংস্কৃত কবি। ২ একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। শ্রীপতির পুত্র। ইনি গণিতনামমালা ও সুবোধ-জাতক রচনা করেন।

৩ 'কাণা হরিদত্ত' নামে বাঙ্গালার একজন প্রাচীন কবি। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে লিখিত আছে যে, এই কাণা হরিদত্তই প্রথম 'মনসার গীত' রচনা করেন। বিজয়গুপ্তের সময় তাঁহার গীত লুপ্ত হইয়াছিল, এরূপ স্থলে কাণা হরিদত্তকে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর লোক বলা যাইতে পারে।

হরিদত্ত ভট্ট, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। হরজী ভট্টের পুত্র। ইনি কর্ণসিংহের পুত্র রাজা জগৎসিংহের আদেশে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে 'জগদ্ভূষণ' নামে একখানি সংস্কৃত জ্যোতিগ্রন্থ-প্রণয়ন করেন।

হরিদত্ত মিশ্র, ১ তিথিচন্দ্রিকা-রচয়িতা। ২ ব্যবহারপরিভাষা-প্রণেতা।

হরিদর্ভ (পুং) হরিদ্বর্ণ কুশ, হরিৎদর্ভ। (রাজনি°)

হরিদশ্ব (পুং) হরিৎ অশ্বো যস্য। সূর্য্য, সূর্য্যের অশ্ব হরিদ্বর্ণ, এইজন্য সূর্য্যকে হরিদশ্ব কহে। "পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতে-রনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ।" (রঘু ৩।২২)

২ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ (অমর)

হরিদাস (পুং) হরের্দাসঃ। শ্রীহরির দাস, বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ।

হরিদাস, ১ একজন বিখ্যাত ভক্তিশাস্ত্রবিৎ। বিট্ঠলেশ্বরের আত্মীয়। ইনি ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যবিবরণ, কামাখ্যাদোষবিবরণ, টিপ্পণ্যাশয়, নবরত্ন-প্রকাশ নামে বল্লভাচার্য্যরচিত নবরত্নের টীকা, নিরোধলক্ষণ-বিবৃতি, ভক্তিমার্গনিরূপণ, ভক্তিবৃদ্ধ্যুপায়, বিষ্ণুভক্তিবিবরণ, বেদান্তসিদ্ধান্তকৌমুদী, শ্রুতিকল্পদ্রুম, শ্লোকপঞ্চকবিবরণ, সিদ্ধান্তরহস্যবৃত্তিকারিকা, সেবনভাবনাকাব্য, সেবাফলস্তোত্র-বিবৃতি ও স্বমার্গধর্ম্মবিবরণ এই কয়খানি সংস্কৃত ক্ষুদ্র গ্রন্থ উল্লেখ-যোগ্য। ২ পুরঞ্জন নামক সংস্কৃত নাটকরচয়িতা। ৩ মেঘদূত-টীকাকার। ৪ একজন কায়স্থ গ্রন্থকার, পুরুষোত্তমের পুত্র ও কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠভ্রাতা, ইনি ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রস্তাবরত্নাকরনামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ৫ বৎসরাজের পুত্র, লেখকমুক্তামণি নামক সংস্কৃতগ্রন্থরচয়িতা। ৬ বান্দার একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। রাধাভূষণ নামে একখানি আদিরসবটিত কাব্য (প্রায় ১৮৩৪ খৃঃ) রচনা করেন। ইঁহার পুত্র নোনেও একজন হিন্দী কবি।

৬ পল্লার একজন প্রসিদ্ধ কায়স্থকবি। ইনি রসকৌমুদী প্রভৃতি ১৩ খানি হিন্দীগ্রন্থ রচনা করেন।

হরিদাস ঠাকুর, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একজন প্রধান পার্ষদ। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুচর ও সহচরগণের মধ্যে আমরা কতিপয় হরিদাসের নাম দেখিতে পাই, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥" (১৮ পরি°)

ইঁহারা দুইজনই কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। ছোট হরিদাস বিখ্যাত। তিনি বঙ্গদেশবাসী গৃহত্যাগী ও নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব অথচ সুকণ্ঠ ও সুগায়ক ছিলেন; নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিকটে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইতেন। একদিন ভগবান্ আচার্য্যের প্রেরণায় শিখী মাইতির ভগিনী মাধবী দাসীর নিকট হইতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভোজনের জন্য ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল পরিবর্ত্ত করিয়া সরুতণ্ডুল আনিয়াছিলেন, এই অপরাধে শ্রীগৌরাঙ্গ ইঁহাকে বর্জ্জন করেন। মাধবী তপস্বিনী শুদ্ধচারিণী, কিন্তু হরিদাস উদাসী বৈষ্ণব হইয়াও স্ত্রীলোক সম্ভাষণ করিলেন কেন, এই অপরাধে গৌরাঙ্গদেব তাঁহার প্রিয়তম ভক্তকে লোকশিক্ষার্থ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ছোট হরিদাস এই মনোবেদনায় প্রয়াগে ত্রিবেণীতে যাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামেও একজন হরিদাস ছিলেন। ইনি দ্বিজ হরিদাস নামে খ্যাত এবং রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ, ফুলিয়ার মুখটী, নৃসিংহের সন্তান ও গৃহস্থ বৈষ্ণব ছিলেন। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রাম টেঞা বৈদ্যপুরের এক ক্রোশ উত্তরে। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ইনি প্রাণত্যাগ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য অপেক্ষা ইঁহার বয়স অনেক বেশী ছিল। ইনি গৌরাঙ্গগতপ্রাণ ছিলেন বলিয়াই বিখ্যাত। ভক্তিরত্নাকরে ইঁহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য প্রভু অদর্শনে।
দেহত্যাগ করিবেন করিলেন মনে॥"

এইরূপ আরও দুই একটী হরিদাসের নাম শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অতি প্রিয়তম সহচর হরিনামযজ্ঞের প্রধানতম ঋত্বিক আদর্শভক্ত হরিদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তেরই আলোচনা করা যাইতেছে। ইনি হরিদাস ঠাকুর বা ব্রহ্ম হরিদাস নামে প্রসিদ্ধ। চৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে—

"বূঢ়ণে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ॥"

বূঢ়ণ গ্রামটী যশোর জেলায় বর্ত্তমান বনগ্রাম ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। বূঢ়ণ গ্রামে হরিদাসের জন্ম হয়। কিন্তু ইঁহার পিতামাতার নাম কোনও প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ, ইঁহার জীবনবৃত্তান্ত পূর্ণাকারে প্রদর্শন করিবার জন্য স্বকীয় কল্পনাবশে বা তাদৃশ কল্পনাপ্রসূত নবনির্ম্মিত পুস্তিকা হইতে উঁহার পিতামাতার নাম সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, তাঁহাকে ব্রাহ্মণবংশপ্রসূত বলিয়াও স্থির করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থে এতাদৃশ পরিচয়ের প্রমাণাভাব। প্রাচীন গ্রন্থাদিপাঠে ইনি মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। কেহ কেহ বলেন, ইনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় কোন মুসলমান কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই ইঁহাকে 'যবন' বলা হইত এবং ঐ কারণে সমাজেও অচল ছিলেন। এরূপ কল্পনার কোনও প্রামাণিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থপাঠে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, ইনি যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতগ্রন্থে লিখিত আছে, হরিদাস হরিনাম করিতেন বলিয়া জনৈক কাজী তৎসময়ের শাসনকর্ত্তার নিকট হরিদাসের বিবরণ জানাইয়া বলিলেন,—

"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার॥" (১।১১ অ°)

ভক্তমালগ্রন্থে ইঁহার আরও একটা প্রমাণ পাওয়া যায় যথা—

"ঋচীকমুনির পুত্র ব্রহ্মনাম যেহ।
প্রহ্লাদ তাহার সম মিশ্র এক দেহ॥
হরিদাস রূপ যেহ নামের মহিমা।
বাহু তুলি কহিলেন করিয়া গরিমা॥
তাঁহার মহিমা কিছু আশ্চর্য্য কথন।
প্রভু নৃত্য কৈলা যারে করি আলিঙ্গন॥
যবনের কুলে জন্ম হইল যে কারণ।
পিতা অভিশাপ শুন তার বিবরণ॥
পিতা শ্রীঋচীকমুনি, তাঁহার অজ্ঞাতে।
তুলসী আনিয়া দেন নিতি নিতি প্রাতে॥
একদিন অধৌত তুলসী আনি দিলা।
বালুকা আছিল দেখি শাপান্ত করিলা॥"

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হরিদাস ঠাকুর যবনকুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যবনকুলে জন্ম লইয়াও হিন্দুর আচার-নিরত ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত অনেক লোক এখনও দেখা যায়। ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। ইনি হরিনামানুরক্ত বলিয়াই সম্ভবতঃ "হরিদাস" নাম প্রাপ্ত হন। হরিদাস অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। ১৩০০ শকের শেষ-

ভাগেই বোধ হয় হরিদাসের জন্ম হইয়াছিল। ইঁহার জীবনবৃত্ত দেখিয়া মনে হয়, শৈশব হইতেই ইনি হরিনামের সুধাস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি নবীন যৌবনে হরিনামে ও হরিপ্রেমে প্রমত্ত হইয়া বূঢ়ণে নিজালয় ত্যাগ করিয়া অনতিদূরে বেনাপোলের বনমধ্যে হরিসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এখানে একটী নির্জ্জন কুটীর ও তুলসীকানন নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। ব্রাহ্মণগণের গৃহে যাইয়া ভিক্ষা করিতেন। এই ভিক্ষা তাঁহার একমাত্র জীবনধারণের উপায় হইয়াছিল। হরিদাসের ভগবদ্ভক্তিতে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

এই সময়ে ঐ স্থানে রামচন্দ্র খাঁ নামক একজন বৈষ্ণবদ্বেষী জমিদার ছিলেন। তিনি হরিদাসের প্রতি জনসাধারণের এই সমাদর সহ্য করিতে পারিলেন না। হরিদাসকে সাধনপথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য তিনি গোপনে কোন বেশ্যাকে পাঠাইলেন। কিন্তু হরিদাসের কাহারও সহিত কথা বলিবার বা অন্য কোন ভাবনার অবকাশ ছিল না। বেশ্যা ক্রমে ক্রমে তিন রাত্রি হরিদাসের নিকট গিয়া দেখিল যে, হরিদাস প্রাকৃতজগতের লোক নহেন। তাঁহার ভাবের প্রভাবে বেশ্যার হৃদয় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। বেশ্যা হরিদাসের চরণে প্রণাম করিয়া চিরজীবনের তরে ভক্তিমযী হরিপ্রেমোন্মাদিনী উদাসিনী হইয়া ঘরের বাহির হইল। হরিদাস কিছুদিন বেনাপোলে থাকিয়া চাঁদপুরে আগমন করেন। চাঁদপুর হুগলীর নিকটবর্ত্তী। এখানে রঘুনাথদাস গোস্বামীর পুরোহিত বলরাম আচার্য্য তাঁহাকে আপন গৃহে যত্নপূর্ব্বক স্থান দিলেন। এইখানেই তিনি রঘুনাথদাসের হৃদয়ে ভক্তিভাবের অধিকতর উন্মেষ করেন, স্থানীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাঁহার মুখে নামমাহাত্ম্য শুনিয়া স্তম্ভিত হন। এই স্থানে হরিনামবিদ্বেষী একটী ব্রাহ্মণ হরিদাসের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করায় ভগবানের নিকট অপরাধী হইয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়েন এবং হরিদাসের কৃপায় সেই বিপদ্ হইতে বিমুক্তি লাভ করেন।

কাহার প্রভাবে হরিদাসের হৃদয় এইরূপে হরিভক্তির সুধারসে প্রথমতঃ পরিষিক্ত হয়, তাহা জানা যায় না। অতঃপর তিনি শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়ায় আগমন করেন। এই স্থানে অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত হরিদাসের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। হরিদাসের প্রেমাশ্রুসিক্ত মুখকান্তি দর্শনমাত্রেই অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে চিরপরিচিত সখা বলিয়া মনে করিলেন। উভয়ে অনেক সময়ে একত্র অবস্থান করিতেন, একত্র হরিনাম জপ ও হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। হরিনাম করিতে করিতে হরিদাস কখনও রোদন করিতেন, কখনও নাচিতেন, কখনও বা হাস্য করিতেন।

ফুলিয়া ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান। ব্রাহ্মণেরাও হরিদাসের ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন। ঘাটে, পথে, হাটে, মাঠে সর্ব্বত্রই তাঁহার কথা আলোচিত হইত। তখন বঙ্গে মুসলমানদের অত্যন্ত প্রভাব। কোন এক কাজী দেখিলেন, হরিদাস মুসলমান, অথচ হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুসদাচারে অনুরক্ত, ইহাতে মুসলমানধর্ম্মের গৌরবের হানি হয় ভাবিয়া তিনি মুসলমানশাসনকর্ত্তার নিকটে এই কথা জানাইলেন। শাসনকর্ত্তা যখন হরিদাসকে বুঝাইয়া কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে আদর্শদণ্ডের পাত্র মনে করিয়া বাজারে বাজারে সর্ব্বজনসমক্ষে প্রহার করিতে আদেশ করিলেন। আদেশ করিয়া বলিলেন, "আমি বলিতেছি তুমি এখনও ঐ নাম গ্রহণে প্রতিনিবৃত্ত হও।" তদুত্তরে হরিদাস বিনয়মাখা মধুরবচনে অথচ তেজোদৃপ্ত ভাবে বলিয়াছিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হয়ে দেহ যদি যায় প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

শাসনকর্ত্তা হুকুম দিলেন, 'ইহাকে ক্রমে ক্রমে বাইশটী বাজারে লইয়া যাও এবং প্রত্যেক বাজারে ইহাকে প্রহার করিয়া ইহার প্রাণান্ত করিয়া ছাড়িয়া দিবে।' হরিদাস নির্ভীক। ঘাতকগণ প্রভুর আদেশ-পালনে প্রবৃত্ত হইল, হরিদাস সর্ব্বত্রই নামানন্দে বিভোর। দর্শকমাত্রেই স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন, ঘাতকগণের প্রাণে আতঙ্কের উদ্রেক হইল। হরিদাস বলিলেন, তোমাদের ভয় নাই। এই দেখ আমি মরিতেছি, এই বলিয়া হরিদাস সমাধিস্থ হইলেন। নিশ্বাস রুদ্ধ হইল। হরিদাসকে এই অবস্থায় গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হইল। তিনি ভাসিতে ভাসিতে ফুলিয়ার আশ্রমের নিকট আসিয়া তীরে উঠিলেন। মুসলমানেরা তাঁহাকে পীর বলিয়া মনে করিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই হরিদাস দেবতা বলিয়া গণ্য হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্রান্ন হরিদাসকে দান করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও তাঁহাকে অধিকতর সম্মানিত করিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতে হরিদাসের অলৌকিক মাহাত্ম্য ও প্রভাব সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে।

হরিদাস দীর্ঘকাল ফুলিয়ার গুফায় সাধনভজনে মগ্ন ছিলেন। তখনও নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা প্রকাশ পায় নাই। অতঃপর ক্রমশঃই নবদ্বীপে শ্রীকীর্ত্তনের রোল উঠিল, শ্রীগৌরচন্দ্রিমার কিরণচ্ছটা ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল, হরিদাস সেই কনকোজ্জ্বল কিরণচ্ছটার আভাস পাইয়া, ফুলিয়ার গুফা ছাড়িয়া নবদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার চিহ্নিত ভক্তকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুও নবদ্বীপে পদার্পণ করিলেন,—

যেন গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সম্মিলন হইল, নদীয়ায় প্রেমের তুফান বহিল। হরিদাস ও নিত্যানন্দ প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার ফলে জগাই মাধাই উদ্ধার পাইল।

মুরারিগুপ্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

"যত্র নৃত্যতি মুলৌ হরিদাসে দাসবৎসলতয়া জগদীশঃ।
খেচরৈ সুরগণৈঃ সমহেশৈর্ব্রাহ্মমাশু পরিপশ্যতি হৃষ্টঃ ॥"

চৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ১০ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাসের নিকট যে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, হরিদাস তাঁহাকে যেরূপ স্তুতি করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে যে বর দিয়াছিলেন, তাহা ভক্তজনের পক্ষে অমৃতস্বরূপ নিরন্তর আস্বাদ্য।

গৌরাঙ্গমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন পুরীধামে অবস্থান করিতেন, তৎকালে তাঁহার আশ্রমের অদূরে হরিদাসের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই স্থানে চৈতন্যমহাপ্রভু ভক্তগণসহ সততই পদার্পণ করিতেন, রূপসনাতনও পুরীধামে আসিলে এখানেই অবস্থান করিতেন। হরিদাস একনিষ্ঠভাবে প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম জপ করিতেন, সময়ে সময়ে কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করিতেন। সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপিয়া ভগবদ্ভক্ত জীবহিতৈষী, নির্ভীক কোমল অন্তঃকরণ অথচ কঠোর বৈরাগ্যব্রতাবলম্বী হরিদাস হরিনাম করিতে করিতে জীবনের শেষসীমায় পদার্পণ করিলেন। শেষের দিন অতি নিকটবর্ত্তী জানিয়া তাঁহার হৃদয়ের আবাধ্য শ্রীগৌরাঙ্গচরণে তাহা নিবেদন করিলেন, এবং তাঁহার শ্রীচরণতলে মাথা রাখিয়া তাঁহার চরণযুগল দেখিতে দেখিতে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জপ করিতে করিতে হরিদাস চিরতরে যখন চক্ষু নিমীলিত করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া ভক্তগণসহ হরিনামকীর্ত্তনে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে সাগরতীরে উপনীত হইলেন,—বালুকাগর্ত্তে হরিদাসের দেহ সমাহিত করিয়া নিজহস্তে তিনি গর্ত্ত পুরণ করিয়া উহার উপরে বালুর বেদিকা বাঁধিয়া দিলেন, সাগরতরঙ্গের কল্লোল-কোলাহল নিরস্ত করিয়া আবার হরিনামকীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠিল, সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে তাঁহার প্রিয়তম বৃদ্ধ ভক্তকে সাগরের বালুকায় চিরশায়িত করিয়া হরিদাস-বিজয়োৎসব পরিসমাপ্ত করিলেন। এখনও পুরীক্ষেত্রতলবাহী নীলাম্বুধির তটপ্রান্তে নামরূপ-যজ্ঞের মূর্ত্তিমান্ অবতার হরিদাস ঠাকুরের সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে, এখনও লক্ষ লক্ষ ভক্ত সেই মহাভক্তের সমাধিস্থলে গমন করিয়া ভক্তিভরে সেই ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

হরিদাস-নির্য্যাণের পর চৈতন্যমহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ ॥
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্নশূন্যা হইলা মেদিনী ॥"

এই চারিছত্র হইতেই ভক্তিজগতে হরিদাস কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রগৌরব কিরূপ ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

হরিদাস তর্কাচার্য্য, একজন স্মার্ত্তগ্রন্থকার। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও রঘুনাথ ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হরিদাসন্যায়বাচস্পতি তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, এক জন বিখ্যাত নৈয়ায়িক, বাসুদেবসার্ব্বভৌমের শিষ্য। ইনি তত্ত্বচিন্তামণির অনুমানখণ্ডের টীকা, পক্ষধরমিশ্রের তত্ত্বচিন্তামণ্যালোক-টীকা এবং ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা রচনা করেন।

হরিদাস ভট্ট, হরিকারিকানামে ন্যায়গ্রন্থকার।

হরিদাস সাধু, প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। মহারাষ্ট্রের ক্ষুদ্রপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম পনর কি ষোল সেই সময়ে তৈলঙ্গদেশ হইতে একজন সন্ন্যাসী তাঁহাদের বাটীর নিকটস্থ একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করেন; তিনি কুবেরপন্থী বৈষ্ণব ছিলেন। হরিদাস সেই সন্ন্যাসীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। হঠাৎ একদিন তৈলঙ্গস্বামীকে দেখা গেল না, সেইসঙ্গে হরিদাসও গ্রাম হইতে অন্তর্দ্ধত হইলেন। হরিদাস তৈলঙ্গস্বামীর অনুগামী হইয়াছিলেন, তিনি পুষ্করে গিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। দুই এক মাস পুষ্করে অবস্থান করিয়া হরিদাস সন্ন্যাসী গুরুর সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে গেলেন। এখানে তিনি কঠোর যোগশিক্ষা আরম্ভ করিলেন। ভক্ষ্যের নিয়ম, আসনবন্ধন, বাক্‌সংযম এবং প্রাণায়াম হরিদাসের যোগসাধনের প্রথম অঙ্গ। নানাপ্রকার কঠোর অভ্যাস অবলম্বনের দ্বারা তিনি সমস্ত যোগপ্রকরণগুলি অভ্যাস করিয়া ফেলিলেন। তিনি নিশ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া নিয়মিত করিলেন। খেচরীমুদ্রা দ্বারা জিহ্বা উলটাইয়া বায়ুধারণ করিয়া সমাধি-আসন গ্রহণ করিতে শিক্ষা করিলেন, পরিশেষে তিনি যোগাভ্যাসহেতু নানা প্রকার অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া বহুসহস্রলোককে আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে একে একে তাহার অদ্ভুত ক্রিয়াসমূহের বিবরণ প্রদান করিতেছি। অদ্ভুত ক্ষমতায় তিনি রাজা, রাজসভাসদ্, রাজমন্ত্রী, সুন্নীধর্ম্মাবলম্বী মুসলমান ও হিন্দুদ্বেষী খৃষ্টান সকলকেই বিস্মিত করিয়াছিলেন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে হরিদাস সাধুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা জনসমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। রণজিৎসিংহের

মন্ত্রী রাজা ধ্যানসিংহ যখন জম্বুতে ছিলেন, তখন তিনি প্রেরিত দূত দ্বারা অবগত হইলেন যে, হরিদাস সাধু নামে এক সন্ন্যাসী অমৃতসরে মৃত্তিকার ভিতরে ৪ মাস থাকিয়া জীবিতাবস্থায় তথা হইতে উত্থিত হইয়াছেন। তখন তিনি দূত পাঠাইয়া সাধুকে আনিবার জন্য বহুচেষ্টা করিলেন. যখন দূতের বিস্তর সাধ্যসাধনাতেও ধ্যানসিংহ সাধুকে জম্বুতে লইয়া যাইতে পারিলেন না, তখন তিনি স্বয়ং আসিয়া সশিষ্য যোগীকে জম্বুতে লইয়া গেলেন। ঐ সাধু জম্বু নগরে তিনি চারি মাস মৃত্তিকার ভিতরে জড়বৎ পড়িয়া থাকেন। ইহা ধ্যানসিংহ স্বচক্ষে দেখেন। সমাধিতে বসিবার পূর্ব্বে সাধুর গোঁপ, দাড়ী সমস্ত কামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু চারি মাসের মধ্যে কিছুমাত্র গোঁপ গজায় নাই। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার সমস্ত জীবনীক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইয়াও তিনি মরেন নাই।

এই সকল অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে লাগিল. তখন অনেকেই ইহা অবিশ্বাস করিল। কথিত আছে, লর্ড বেণ্টিঙ্ক এবং লর্ড অকলণ্ড ইহারা উভয়েই নাকি এই বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য রাজপুতানার ও পঞ্জাবের পলিটিকাল এজেণ্টদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু হরিদাস সাধু কিছুতেই কলিকাতায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, কলিকাতায় গেলে তাঁহার মতন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোককে ইংরাজগণ নানাপ্রকার উপায়ে বিনষ্ট করিতে পারেন।

রাজপুতানার পলিটিকাল এজেণ্ট ম্যাক্‌নটন সাহেব এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাধুকে পুষ্করে আনাইলেন, এবং অনেক সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সম্মুখে হরিদাস-সাধু যখন আসনবন্ধনপূর্ব্বক ধ্যানে বসিলেন, তখন তাঁহাকে সিন্দুকে পুরিয়া আপনার ঘরে রাখিয়া দিলেন। তের দিন অতীত হইলে সিন্ধুক খুলিয়া দেখা হইল, হরিদাসের সংজ্ঞা নাই, সর্ব্বাঙ্গ শুকাইয়া কাষ্ঠের মতন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে সেই শরীরে আবার প্রাণসঞ্চার হইল।

জশলমীরের মহারাবল নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি ঈশ্বরলাল নামক তাঁহার এক মন্ত্রীর পরামর্শে হরিদাস সাধুকে তাঁহার রাজধানীতে আনাইলেন এবং হরিদাস সমাধিরোহণের যে সকল পূর্ব্বানুষ্ঠান আছে সেগুলি বাসায় গিয়া সম্পন্ন করিয়া মহারাজের গ্রহবৈগুণ্যের শান্তির জন্য সমাধি আসনে বসিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ একটা দুই হাত দীর্ঘ দেড়হাত প্রস্থ এবং কিঞ্চিৎ ন্যূন দুই হাত গভীর একটী গহ্বরমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। লেপটেনাণ্ট বেলো প্রভৃতি অন্যান্য সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীদিগের সম্মুখে এক মাসের পরে যখন এই যোগীকে এই গহ্বর হইতে মুক্ত করা হইল তখনও তিনি জীবিত। এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার তখনকার দিনে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সাধু হরিদাসের কথা দেশ দেশান্তরে ছাইয়া পড়িয়াছিল। অনেকেই গুজব তুলিতে লাগিলেন যে, সাধু হরিদাস একজন ফরাসী, ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পরে পঞ্জাবে আসিয়াছেন, য়ুরোপে থাকিতে তিনি বুজরুকী জানিতেন, তাহার পর এদেশে আসিয়া তিনি পরিপক্ব হইয়াছেন। গোঁড়া হিন্দুগণ গুজব তুলিল যে, তিনি দ্বাপরের মহামুনি বেদব্যাস. কলির প্রাদুর্ভাবে বদরিকাশ্রমে মৃত্তিকার ভিতরে সমাহিত ছিলেন। ইংরেজেরা মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাহাকে গর্ত্তের ভিতরে পাইয়াছেন। পঞ্জাবের শিখেরা তাঁহাকে নানকের অবতার বলিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন।

হরিদাস বেলো-প্রমুখ সাহেবদের নিকট সংক্ষেপে যোগাভ্যাসের তিনটী উপায় নির্দ্দেশ করেন। সে তিনটী উপায়।—প্রাণায়াম, খেচুরীমুদ্রা ও ভক্ষ্যের নিয়ম। সমাধি অবস্থায় এই সকল যোগাভ্যাস দ্বারা শারীরিকক্রিয়া একেবারে বন্ধ থাকে, দেহ মৃতবৎ হইয়া যায়।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে নবনিহালসিংহের বিবাহে লাহোরে সাধু হরিদাস উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রী ধ্যানসিংহের সঙ্গে সাধুর পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল। তিনি মহারাজ রণজিৎসিংহের নিকটে এই সিদ্ধপুরুষের অলৌকিক ক্ষমতার কথা নিবেদন করিলেন। মহারাজ কৌতূহলান্বিত হইয়া তাঁহাকে নিজের নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহার আকৃতি দেখিয়া সমস্ত ঘটনাকে কাহিনী বলিয়া মনে হইতে লাগিল এবং যোগীকে পরীক্ষা করিয়া সন্দেহ দূর করিতে মনস্থ করিলেন। সাধু পূর্ব্বানুষ্ঠান করিয়া মহারাজের নিকটে প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। যখন হরিদাস সমাধি আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন তাহাকে একটী সঙ্কীর্ণ কাষ্ঠসিন্দুকে বন্ধ করা হইল। রাজার অনুচরগণ সেই সিন্দুক শীলমোহরাঙ্কিত করিয়া বারদ্বারীর মধ্যে মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া রাখিল। মহারাজের আদেশে সেই স্থানে যব বুনিয়া দেওয়া হইল এবং ৪০ দিন পরে যখন বীজগুলি গাছে পরিণত হইল, তখন কাপ্তেন ওয়েড প্রভৃতি বড় বড় সাহেবদিগের সম্মুখে সেই সিন্দুকটী ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত করা হইল। তাহা মুক্ত করিয়া যখন হরিদাসের দেহ বাহির করা হইল, তখন মাক্‌গ্রেগর ও মরে প্রভৃতি ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, এই লোক জীবিত হইলে তাঁহারা লোক সৃষ্টি করা যাইতে পারে একথা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইবেন। শিষ্যগণ নানাপ্রকার শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়া দ্বারা

হরিদাস সাধুর জ্ঞান আনয়ন করিলেন। ইহার পর হইতে হরিদাস সাধুর অলৌকিকত্বে কাহারও অবিশ্বাস রহিল না।

সমাধিপ্রসঙ্গে হরিদাস বলিতেন যে, তিনি তৎকালে এরূপ নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করেন যে, সমাধিকে তিনি কৃচ্ছ্রসাধন বলিয়া কখনও মনে করিতে পারেন না। সমাধির পূর্ব্বানুষ্ঠানগুলিই কষ্টকর এবং সেইগুলি সম্পন্ন করিয়া তিনি সমাধিতে দীর্ঘকাল থাকিতেই বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। অল্প সময়ের জন্য সমাধিসাধনে তাহার বিশেষ আপত্তি ছিল, কারণ পূর্ব্বানুষ্ঠানে কষ্ঠ স্বীকার করিয়া তাহার ফলস্বরূপ সমাধির বিমল আনন্দকে ক্ষণস্থায়ী করিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না।

বিচক্ষণ হনিগ্‌বার্জার এই যোগনিদ্রাসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ভেক প্রভৃতি কোন কোন জীব পর্ব্বতের গাত্রে নিদ্রা যাইতে থাকে। শত শত বৎসর কাটিয়া যায়, রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি অতীত হইতে থাকে, তথাপিও তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় না, কিন্তু সেই সকল প্রাণীকে আলোতে আনিলে তাহারা বায়ুসেবন করিয়া পুনর্জ্জীবিত হয়। যোগীদেরও ঠিক তদ্রূপ অবস্থা। যোগে বসিলে তাঁহারা এই সকল প্রাণীর ন্যায় অসাড় জড়বৎ হইয়া ঘুমাইতে পারেন।

ইহার পরে সাধু হরিদাস দ্বিতীয়বারের জন্য মহারাজ রণজিৎসিংহের অনুরোধে দশমাসের জন্য ভূপ্রোথিত হইয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার শেষ প্রক্রিয়া। অদীননগরে যখন পুনরায় সমাধিতে বসিবার জন্য তিনি অস্‌বর্ণপ্রমুখ সাহেবের দ্বারা অনুরুদ্ধ হন, তখন তিনি নানা ছল করিয়া তাহা অস্বীকার করেন।

ঝিন্দন রাণী রমণীকুলের তিলক ও অশেষ সৌন্দর্য্যবতী ছিলেন। তাঁহার মত বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী নারী তৎকালে কেহই ছিলেন না; কিন্তু হরিদাসের উপরে তিনি কেন বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ বুঝিয়া উঠা কঠিন। তাঁহার পরামর্শ ক্রমে একদিন দূতেরা নাকি সাধুর বিস্তর অবমাননা করিয়াছিল। হরিদাস ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দূতদিগকে বলিলেন, "তোরা তোদের পাপিষ্ঠ মহারাজকে বলিবি যে, তাহার বংশে বাতী দিতে আর এক প্রাণী থাকিবে না।" এই অনন্য-সাধারণা রমণীর উপরে তিনি যথেষ্ট কুটূক্তি অযথা বর্ষণ করিলেন। ইহার পরদিন লাহোরে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, হরিদাস নাই, তিনি শিষ্যদের লইয়া কোথা অন্তর্ধ্যান করিয়াছেন। একটী যুবতী ক্ষত্রিয়কন্যাও সেই সময় লাহোর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন।

হরিদাসের মৃত্যু অত্যাশ্চর্য্য। তিনি শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত। তিনি এবার যে সমাধিস্থ হইবেন, তাহা হইতে তাঁহাকে আর কেহ বাঁচাইতে পারিবে না। অতঃপর তিনি সমাধিরূঢ় হইয়া দেহত্যাগ করিলেন।

হরিদাস যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তখন খৃষ্টান পাদ্রীগণ নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছিলেন যে, হিন্দুদিগের শাস্ত্র ও ধর্ম্ম সকলি মিথ্যা। হরিদাস সাধু তাঁহার অদ্ভুত যোগবলের প্রভাবে প্রমাণ করিলেন যে, ভারতবর্ষের দর্শন ও ধর্ম্ম যথাযথ ভাবে অনুসরণ করিয়া গেলে তাহা হইতে নানা প্রকার ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করা যাইতে পারে।

হরিদাসস্বামী, মথুরার একজন প্রধান বৈষ্ণবসমাজের প্রবর্ত্তক। ইঁহার দুই ভ্রাতার বংশধরগণ মথুরার বিহারীজির নামে উৎসৃষ্ট একটি সুবৃহৎ মন্দিরের রক্ষক ও সেবাইত। মন্দিরসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পত্তি হরিদাসস্বামীর ভ্রাতৃবংশধরগণ ভোগ করিয়া থাকেন।

নাভাজীর ভক্তমালে হরিদাসস্বামীর পরিচয় এইরূপ লিখিত আছে—

"আশধীর উদ্যোত কর রসিক ছাপ হরিদাস কী ॥
জুগল নাম সোং নৈংম জপত নিত কুঞ্জবিহারী ॥
অবিলোকত রহৈং কেলি সখী সুখকো অধিকারী ॥
গাংনকলা গন্ধর্ব্ব শ্যামশ্যাংমাকোং তোষেং ॥
উত্তম ভোগ লগায় মোর মরকট তিমি পোষেং ॥
নৃপতি দ্বার ঠাঢ়ে রহেং দরশন আশা জাস কী ॥
আশধীর উদ্যোত কর রসিক ছাপ হরিদাস কী ॥"

প্রিয়দাসের পরিশিষ্টে হরিদাস সম্বন্ধে কয়েকটি লোকপ্রবাদ নিবদ্ধ হইয়াছে। ভক্তসিন্ধু হইতে হরিদাসস্বামীর জীবনবৃত্তান্তের যাহা পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হরিদাসের পিতামহ ব্রহ্মধর হরিদাসপুরের সনাঢ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তিনি কৃষ্ণের গিরিধরমূর্ত্তির উপরে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ও ভক্তিমান্ ছিলেন এবং প্রায়ই গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে তীর্থ করিবার জন্য যাইতেন। এক সময়ে তিনি তীর্থ উপলক্ষে মথুরায় ছিলেন, তখন তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। যথাসময়ে তাঁহাদের একটি পুত্র হইল। এই পুত্রের নাম আশধীর, ইনিই বিখ্যাত সন্ন্যাসী হরিদাসস্বামীর জনক। আশধীর বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী রাজপুরের গঙ্গাধর নামক এক ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ১৪৪১ সম্বতে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে হরিদাসের জন্ম হয়। হরিদাস তাঁহার পিতামাতার বহু অনুনয় উপেক্ষা করিয়া আজীবন বিবাহ করিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি মান-সরোবরের সমীপবর্ত্তী একটি সন্ন্যাসাশ্রমে গিয়া ঈশ্বরসাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

তাঁহার মাতুল বিঠল-বিপুলই প্রথমে হরিদাসস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাঁহার দর্শনপ্রার্থী আগন্তুকদিগের মধ্যে এক দিন দিল্লী হইতে দয়ালদাস ক্ষেত্রী আসিয়া তাঁহাকে মহামূল্য

স্পর্শমণি উপহার প্রদান করেন। তিনি তাহা লইয়া যমুনার জলে নিক্ষেপ করিলেন। এই উপলক্ষে প্রিয়দাস লিখিয়াছেন—

"পারশপষান্ করি জল উরবাই দিয়ৌ।
কিয়ৌ তব শিষ্য ঐসৈং নানাবিধি গাইয়ে॥"

দয়ালদাস ইহাতে বিরক্ত হইয়াছেন দেখিয়া হরিদাস তাঁহাকে লইয়া যমুনার ধারে গিয়া মুষ্টি বালুকা তুলিতে বলিলেন। বালু লইয়া শ্রেষ্ঠী দেখিলেন যে, প্রত্যেকটি কণা স্পর্শমণির মত, তাহা যাহাতে স্পর্শ করা হয় তাহাই সোণা হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া দয়ালদাসের চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিলেন যে সন্ন্যাসীদিগের নিকট পার্থিব অর্থের কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহারা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ও সার্থক। তখন তিনি হরিদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

একদিন এক কায়স্থ স্বামীজীকে এক বোতল বহুমূল্য আতর উপহার দিয়াছিলেন, স্বামী ঐ বোতলটি হাত হইতে ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইহাতে কায়স্থ অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন যে সমস্ত মন্দিরটি গন্ধে ভরপুর হইয়া গিয়াছে। কারণ দেবতা তাঁহার দান গ্রহণ করিয়াছেন।

দিল্লীর সভায় একজন বন্দী গায়কের একটী নির্ব্বোধ মূর্খ পুত্র ছিল। তাহার পিতা নানা উপায়ে তাহাকে সংশোধন করিতে অসমর্থ হইয়া হতাশ অন্তঃকরণে তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। একদা প্রত্যূষে হরিদাস স্নান করিতে চলিয়াছেন, যাইতে যাইতে হোঁচট্ খাইয়া তাহার উপরে পড়িয়া যান। ঐ নির্ব্বোধ ব্যক্তি অন্য কোনও আশ্রয়ের অভাবে পথে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। গাত্রস্পর্শে জাগরিত হইয়া হরিদাস স্বামীকে তাহার জীবনের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। স্বামীজী তাহাকে তান্‌সেন নাম দিলেন এবং তাঁহার বরে তান্‌সেন সুকণ্ঠ সঙ্গীতাচার্য্য হইল। তানসেন যখন দিল্লীতে ফিরিয়া আসিল, তখন সঙ্গীতে তাহার অদ্ভুত দখল দেখিয়া দিল্লীর সম্রাট্ অকবর মোহিত হইয়া গেলেন এবং তিনি স্বামীজীর দর্শনাভিলাষী হইয়া মথুরায় আসিলেন। বাদশাহ ভটরোন্দ পর্য্যন্ত অশ্বারোহী হইয়া তথা হইতে পদব্রজে সাধুকে দর্শন করিতে নিধুবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাস স্বামী তান্‌সেনকে অত্যন্ত আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যে সম্রাট্ আসিয়াছেন, তাঁহার কোন তত্ত্ব লইলেন না। যখন সম্রাট্ বারংবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, দয়া করিয়া যদি তাঁহাকে তাঁহার কোন কার্য্যে লওয়া হয় তবে তিনি অত্যন্ত কৃতার্থ হইবেন। অবশেষে স্বামীজী বিহারীঘাটে গিয়া সম্রাট্‌কে তথা হইতে একটি খারাপ প্রস্তর উঠাইয়া সেই-স্থলে এক মূল্যবান্ প্রস্তর নিজ হাতে বসাইতে বলিলেন; তাহা সম্রাটের সাধ্যাতীত হইল। সম্রাট্ বৃন্দাবনে ময়ূর ও হনুমান্দিগের জীবিকার জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

হরিদাসস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নাই। ভক্তসিন্ধুমতে তিনি ১৫৩৭ সম্বতে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থ হইতে তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। হরিদাস স্বামী নিশ্চয়ই অকবরের সমসাময়িক ছিলেন। যদি হরিদাসের জীবনী ১৪৪১ হইতে ১৫৩৭ সম্বৎব্যাপী হয়, তাহা হইলে কি করিয়া তিনি অকবরের সমকালীন হইতে পারেন? অকবর ১৬১২ সম্বতে সিংহাসনারোহণ করেন। উইল্‌সন্ সাহেব অনুমান করেন যে, ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে হরিদাস জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, হরিদাস স্বামী চৈতন্যদেবের শিষ্য ও সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু ভক্তমালে চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার মিলনের কোন কথাই নাই। ১৮২৫ সম্বতের একখানি পুরাতন পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে হরিদাস স্বামীর পরবর্ত্তী যে আটজন মোহান্ত মন্দিরাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের ধারাবাহিক নাম পাওয়া যায়। গড়ে ২০ বৎসর এক একজন মহান্তের অধ্যক্ষতার কাল নির্দ্ধারিত হইলেও আমরা ১৬৬৫ সম্বতে হরিদাসস্বামীর মৃত্যুর তারিখ বলিয়া নির্ণয় করিতে কুণ্ঠিত হইব না। তাঁহার কবিতাগুলি পড়িলে আমরা তাঁহাকে তুলসীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করি, কিন্তু তুলসীদাস ১৬৮০ সম্বতে মারা যান। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে হরিদাস স্বামী যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহা স্পষ্টই অনুমিত হইতে পারে।

হরিদাসস্বামী দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার রচয়িতা, 'সাধারণ-সিদ্ধান্ত' ও 'রসকে পদ'। তাঁহার মতের সহিত চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমতের অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই ধর্ম্মটি বৈষ্ণব-ধর্ম্মেরই একটি শাখা। তাঁহার রচিত কবিতা জয়দেবের পদাবলীর মতন শব্দলালিত্য-সম্পন্ন। দেশী কবিতায় সুরদাস ও তুলসীদাসের নিম্নেই তাঁহার স্থান।

হরিদিন (ক্লী) হরের্দিনং। শ্রীহরির দিন, হরিবাসর, একাদশী।

হরিদিশ্ (স্ত্রী) হরেরিন্দ্রস্য অধিষ্ঠিতা দিক্। ইন্দ্রসম্বন্ধীয় দিক্, ইন্দ্র যে দিকের অধিপতি, পূর্ব্বদিক্।

হরিদীক্ষিত, একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। বীরেশ্বর দীক্ষিতের পুত্র, ভট্টোজীদীক্ষিতের পৌত্র এবং নাগোজীভট্টের গুরু। ইনি পরিভাষোপস্কার, ফিট্সূত্রটীকা, সিদ্ধান্তকৌমুদীটীকা এবং ভাবার্থপ্রকাশিকা, শব্দসিদ্ধি ও শব্দরত্ন নামে কয়েকখানি সংস্কৃত ব্যাকরণসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

হরিদেব (পুং) হরির্দেবো অধিষ্ঠাতা দেবতা যস্য। ১ শ্রবণা-নক্ষত্র। (হেম) (ত্রি) হরিদেবো যস্য। ২ হরি হইয়াছেন দেবতা যাহার, হরিভক্তিপরায়ণ। হরিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি। ৩ হরি।

হরিদেব, সারস্বতসার নামক সংস্কৃত ব্যাকরণরচয়িতা।

হরিদেবমিশ্র, কর্ণকুতূহল নামে সংস্কৃত কাব্যরচয়িতা।

হরিদেব সূরি, বিবাহপটলরচয়িতা।

হরিদ্দর্ভ (পুং) হরিদ্বর্ণো গর্ভো যস্য। হরিদ্বর্ণ কুশবিশেষ, হলদে কুশ। পর্য্যায়—খরপত্র, বৃহচ্ছদ, (ইহার পাঠান্তর পৃথুচ্ছদ), শীরী, রুক্ষদর্ভ, দীর্ঘপত্র, পবিত্রক। গুণ—ত্রিদোষনাশক, মধুর, তুবর, হিম, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তি, প্রদর ও অস্রদোষ-নাশক। (ভাবপ্র°) ইহার মূলগুণ—শীতল, রুচিকর, মধুর, পিত্ত-নাশক, রক্তজ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস ও কামলারোগনাশক। (রাজনি°)

হরিদ্র (পুং) তরুবিশেষ, হরিদ্রাতরু। হরিদ্রার গাছ।

"বামেন হরিদ্রতরোর্বল্মীকশ্চেৎ ততো জলং পূর্ব্বে।"

(বৃহৎস° ৫৪।৪৫)

হরিদ্রক (পুং) হরিদ্র-কন্। হরিদ্রার গাছ।

হরিদ্রঞ্জনী (স্ত্রী) হরিদ্রা। (রাজনি°)

হরিদ্রব (পুং) হরিদ্বর্ণঃ পিঙ্গলবর্ণঃ দ্রব ইব। নাগকেশরচূর্ণ।

হরিদ্রা (স্ত্রী) হরিতং পীতবর্ণং রাতীতি হরিৎ-রা-ক। ওষধি-বিশেষ, চলিত হলুদ। সংস্কৃতপর্য্যায়—নিশাহ্বা, কাঞ্চনী, পীতা, বরবর্ণিনী, কাবেরী, উমা, বর্ণবতী, গৌরী, পীঙ্গা, পীতবালুকা, হেমনাশা, ভঙ্গবাসা, ঘর্ষিণী, পীতিকা, রজনী, নিশা, মেহঘ্নী, বহুলা, বর্ণিনী, রাত্রিনামিকা, হরিৎরঞ্জনী, স্বর্ণবর্ণা, সুবর্ণা, শিবা, দীর্ঘরাগা, হলদী, বরাঙ্গী, জনেষ্টা, বরা, বর্ণদাত্রী, পবিত্রা, হরিতা, বিষঘ্নী, পিঙ্গা, মঙ্গল্যা, মঙ্গলা, লক্ষ্মী, ভদ্রা, শিফা, শোভা, শোভনা, সুভগাহ্বয়া, শ্যামা ও জয়ন্তিকা।

বিভিন্ন স্থানে ইহা বিভিন্ন নামে প্রচলিত। হিন্দী—হলদী, পঞ্জাব—হলদার, হলজা; আরব—কারকুম, ঔরুকেশাফর, জরহুদ্; পারস্য—দারজরদ্, জরদ্-ছোবা; তামিল—মঞ্জাল, তেলগু-পশুপু, মলয়ালম্-মন্নাল, মরিনালু, কণাড়ি—অরিপিনা, মরাঠী—হলদি, গুজরাত—হলদ, শিঙ্গাপুর—কহা, ব্রহ্মী—সনি, তামুন, হসন্বেন্; হিব্রু—কারকুন, চীন—কিয়াং হোয়াং; ইংরাজী Turmeric।

এই কন্দমূল সুপুষ্ট হইলে ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া গরম জলে সিদ্ধ করিতে হয়। তৎপরে রৌদ্রের তাপে উহাকে উত্তম রূপে শুকাইয়া হলুদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভূগর্ভস্থ মূল "কাচা হলুদ" নামে প্রচলিত এবং সিদ্ধ ও শুষ্ক হরিদ্রা বাণিজ্যের পণ্যরূপে বাজারে বিক্রীত। ইহা ব্যঞ্জন রাঁধিবার মসলা রূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত ইহার নানারূপ ভেষজ গুণ আছে।

ভারতের সর্ব্বত্রই প্রায় হলুদের চাষ হয়। যে হলুদ খাদ্যের ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়, তাহার রঙ্ কিছু অল্প এবং যাহা রঙের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও অধিক বর্ণ-বিশিষ্ট। আমাদের দেশে সচরাচর দুই প্রকার হলুদ দেখিতে পাওয়া যায়। সরু সরু সাদা গাঁইটযুক্ত হলুদগুলি 'দেশী, দক্ষিণী বা মসলিপটম্ হলুদ' ও মোটা মোটা হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট হলুদগুলি 'পাটনাই হলুদ' নামে খ্যাত। কোচীন চীনে হলুদ বহু ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

হলুদ চাষ করিবার সময়ে প্রথমে মাটী তৈয়ার করিতে হয়। তৎপরে সেই জমির মধ্যে সমান্তরাল ভাবে জুলি কাটিয়া মধ্যে আলের সারি দিয়া মাটী উচু করিয়া রাখিতে হয়। ঐ উচু আলের উপর বীজ হলুদ টুকরা টুকরা কাটিয়া পুতিয়া দেওয়া হয়। বর্ষার সময় অধিক জলে মূলগুলি পচিয়া নষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় মূলগুলিকে উচ্চ ভূমিতে প্রোথিত করা হয়। পার্শ্ববর্ত্তী নিম্ন খাত দিয়া জলরাশি নির্গত হইয়া যায়। যে সামান্য জল ঐ নালীমধ্যে থাকে, তাহাতেই উদ্ভিজ্জের পুষ্টি হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে হলুদক্ষেত্রের আগাছা তুলিয়া পরিষ্কার করা হয়। বর্ষার পূর্ব্বে চৈত্র-বৈশাখ মাসে মাটীর আলগুলিতে পুনরায় পার্শ্ববর্ত্তী সমান্তরাল নালী হইতে মাটী তুলিয়া দিতে হয়। তখন ঐ আল-গুলি ৯।১০ ইঞ্চ উচ্চ ও ১৮।২০ ইঞ্চ প্রস্থ এবং মধ্যের নালাটী ৯।১ ইঞ্চ পরিসরযুক্ত করিয়া রাখা হইয়া থাকে। হলুদের গাঁইট কাটা বীজগুলি ১৮ ইঞ্চ বা ২ ফুট্ ব্যবধানে পুতিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে এক একার ভূমিতে প্রায় নয় শত ঝাড় হরিদ্রা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ডিসেম্বর কিংবা জানুয়ারী মাসে ঐ ক্ষেত্র হইতে অনুমান ২৫ মণ হরিদ্রামূল পাওয়া যায়। সাধারণে ইক্ষুক্ষেত্রে অথবা কলাই ক্ষেত্রে একবার চাষের পর হলুদ বুনিয়া থাকে। এক বৎসর কিংবা নয় মাসের মধ্যে যেখানে যে সময়ে হলুদ পুষ্ট হয়, সেই সময়েই ক্ষেত্র হইতে হলুদ তোলা হইয়া থাকে। প্রথম বৎসরের চাষে হরিদ্রা কিছু অল্প পরিমাণে হয় বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী বর্ষে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট হলুদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। হলুদচাষের খরচ অতি অল্প। হুগলীজেলায় প্রতি বিঘায় ৬॥০ টাকা, রাজসাহীতে ৭॥০ টাকা মুঙ্গেরে ১০৲ টাকা ও ভাগলপুরে ১৫৲ টাকা আন্দাজ পড়ে।

যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালার বহু স্থানেই হরিদ্রার চাস হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় অনুমান ৩০ হাজার একার, মান্দ্রাজে ১৫ হাজার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ৬ হাজার, বেরারে দুই হাজার ও পঞ্জাবপ্রদেশে ৩২০০ একার জমিতে হলুদ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হলুদ বাণিজ্যের পণ্য। ব্যঞ্জনাদিতে

ইহার ব্যবহার যত হউক বা না হউক, রঙ্প্রস্তুতকার্য্যে ইহার আদর অত্যধিক। প্রতিবৎসর বাঙ্গালা হইতে প্রায় দুই লক্ষ মণ ইংলণ্ড,ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যে রপ্তানী হইয়া থাকে। কাশ্মীর ও উত্তরপশ্চিম ভারতসীমান্তপথে কত মণ হলুদ প্রেরিত হয়, তাহার তালিকা সংগ্রহের উপায় নাই। ভারতের অন্যান্য বন্দর হইতেও প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার হন্দর হলুদ সমুদ্রপথে বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

দেশীয় লোকে বিবাহাদি উৎসবে বহুকাল হইতেই হরিদ্রা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। গাত্রহরিদ্রাপর্ব্ব তাহার অন্যতম নিদর্শন। হলুদ বাটিয়া রঙ্ প্রস্তুত করিতে অনেক পরিশ্রম লাগে এবং মেজেণ্টা জলে গুলিয়া লইলে অল্প পরিশ্রমে কাজ হয় বলিয়া আমাদের দেশীয় লোকে আর কষ্ট স্বীকার করিতে চাহে না। সামান্য সুখের আশায় একটী সুপ্রাচীন প্রথার লোপ হইতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। এখনও মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজার সময় হরিদ্রাবর্ণে প্রথমে বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া তেঁতুলের জলে উহাকে পুনর্ব্বার মজ্জিত করিয়া বাসন্তী বর্ণের বস্ত্ররঞ্জন-প্রথা প্রায় ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে। অনেক স্থানে স্ত্রীলোকেরা গায় হলুদ মাখে। উড়িষ্যাবাসী স্ত্রীপুরুষ উভয়েই গায় হলুদ মাখিয়া থাকে। তাঁহাদের বিশ্বাস গায় হলুদ মাখিলে কোনরূপ সংক্রামক ব্যাধি স্পর্শ করিতে পারে না। অনেক সময়ে জ্বরে গাত্রের তাপ বৃদ্ধি হইলে ওড়িয়ারা গায় হলুদ মাখে।

হিন্দুর নিকট হলুদ অতি পবিত্র, শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কর্ম্মে ও আচারাদির অনেক কার্য্যেই হলুদের ব্যবহার দেখা যায়। অন্নপ্রাশন, বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে "শ্রী" প্রস্তুতকালে বরণডালায়, পঞ্চগুড়িকার আসনে, শ্রাদ্ধে, পুণ্যাহ কর্ম্ম প্রভৃতিতে হলুদের ব্যবহার আছে। বৈষ্ণবেরা হলুদের সহিত নেবুর রস মিশ্রিত তিরুচূর্ণম্ প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং তাহার তিলক ধারণ করে। কুদৃষ্টির কুফল হইতে মানবকে রক্ষা করিবার জন্য আরতি-উৎসবে হরিদ্রা ও চূণ মিশাইয়া দেওয়া হয়।

হলুদের বর্ণগুণ অধিক হইলেও উহা অধিক কালস্থায়ী হয় না। রৌদ্রস্পর্শে উহা শীঘ্র উপিয়া যায়। ক্ষারযোগে হলুদ লালবর্ণ ধারণ করে। যেমন চূণে হলুদের রঙ্ লাল হয়, তদ্রূপ উহাতে ফটকিরি দিলে রঙ্ পরিষ্কার হয় এবং লালের মোটা দাগগুলি দূর হইয়া যায়। হলুদের সহিত সাজিমাটী (Carbonate of soda) এবং নেবু বা নেবুর রস মিশ্রিত করিলে পাকা বাসন্তী রঙ্ হয়। হলুদের সহিত হরীতকী ও নীল বড়ি দিলে সবুজবর্ণ ধারণ করে, বস্ত্র প্রথমে নীল রঙে ডুবাইয়া তৎপরে হলুদের রঙে ডুবাইতে হয়। সিংগ্রহার, আল্‌তা, আল, কুসুমফুল, ও তুন প্রভৃতির বর্ণ উজ্জ্বল করিবার জন্য অনেক সময় হলুদ মিশাইয়া দেওয়া হয়।

ভারতে ছাপাকরেরা নিম্নোক্ত প্রকারে ছিট্ ছাপিবার রঙ্ প্রস্তুত করিয়া থাকে। হরিদ্রা ২৷০ সের, দাড়িম্বের ছাল ১ সের ও ফট্‌কিরি ৷৵ ছটাক একত্র ৪ গেলন জলে একরাত্র পচাইয়া উপরের কতকটা জল ছাঁকিয়া ফেলিয়া তাহাতে ১ পোয়া নীল দেয়। পরে উহাকে চট্‌কাইয়া গঁদ, ঘৃত ও ময়দা যোগে গাঢ় করিয়া লওয়া হয়। উহার বর্ণ হরিতাভ-পীত, কিন্তু উহা স্থায়ী নহে।

হলুদে যে বর্ণ পদার্থ আছে, রাসায়নিক পণ্ডিতেরা তাহাকে Curcumin বলেন। ঐ বর্ণপদার্থের সাহায্যে দেশীয় ও য়ুরোপীয় বর্ণকারেরা নানা প্রকার রঙ্ করিতেছেন। কার্পাসবস্ত্র রঙ্ করিবার জন্য বিশেষ কোনরূপ পরিশ্রম করিবার আবশ্যক করে না। উহাতে কোনরূপ ক্ষারজল মিশ্রিত হইলেই লাল হইয়া যায়। যদি আলুমিনিয়াম্ ও টিন্ ধাতুযোগে রঙ্ প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে বর্ণ একটু উজ্জ্বল হয়। টিনসংস্রবে কমলানেবুর রঙের মত হয়, Potassium bi-chromate ও Ferrous Sulphate যোগে ওলিভ্ বা ব্রাউনরঙের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাতেই অনেকে পশম ও রেশম রঙ্ করিয়া থাকে। Boracic hydrochloric যোগে হলুদের পিঙ্গল (লাল) বর্ণে পরিণতি ঘটিয়া থাকে। আমোনিয়াসংযোগে উহা নীলবর্ণ হয়। উক্ত বর্ণ পদার্থের সুরাসারমিশ্রিত কাথ বোরাসিক এসিড্‌যোগে উত্তপ্ত করিলে কমলানেবুর রঙ্ হয়। উক্ত মিশ্রিত জল শীতল হইয়া আসিলে ও তাহাতে ঠাণ্ডা জল নিক্ষেপ করিলে সিন্দুরবর্ণ গুড়িকাসমূহ নিম্নে পতিত হয়। উহা বোরাসিক এসিড্ ও বর্ণপদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উপরি উক্ত সিন্দুরবর্ণ চূর্ণগুলি পরে পুনঃ পুনঃ জলে উত্তপ্ত করিলে বোরাসিক এসিড গলিয়া যায় এবং নিম্নে হরিদ্রাবর্ণ অভ্রবৎ পদার্থ পড়িয়া থাকে। উহা বর্ণ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহা পুনরায় হাইড্রোক্লোরিক বা বোরাসিক এসিড্‌সংস্রবে লাল হয় না, কিন্তু ক্ষারযোগে হরিতাভ ধূসর বর্ণ (Greenish grey) ধারণ করে। ব্রোমো-কার্কিউ-মিনের সুরাসার মিশ্রিত কাথে হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ দিয়া অগ্নির উত্তাপে ফুটাইলে উহা রক্তবর্ণ হয়। শীতল হইলে নিম্নে এক নূতন পদার্থ অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং বোরাসিক এসিড ঐ কাথেই মিশ্রিত থাকে। এই শেষোক্ত নিক্ষিপ্ত নূতন চূর্ণ প্রথমে এলকোহলমিশ্রিত জলে, পরে পরিষ্কার জলে উত্তম রূপে ধৌত করিলে উহা একবারে বোরাসিক এসিড নির্ম্মুক্ত হয়। অতঃপর উহা উত্তমরূপ শুষ্ক করিয়া দুই ভাগ এলকোহল ও ১ ভাগ

এসেটিক এসিড-যোগে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া শীতল করিলে নিম্নে Rosocyanin নামে এক প্রকার চূর্ণ নিক্ষিপ্ত হয় ও Pseudo-curcumin পদার্থ ক্বাথেই থাকে, ঐ রোজোসায়েনিন শুকাইয়া ইথার যোগে পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়, তখন আর উহাতে হরিদ্রাবর্ণের লেশ মাত্র থাকে না। ঐ পরিষ্কৃত পদার্থ দানাদার ও উজ্জ্বল হয়। দেখিতে ঠিক গাঢ় গোলাপী লাল ও কান্থারাইডিসের মত। উহা জল, ইথার বা বেন্‌জোলে দ্রব হয় না। একমাত্র এল্‌কোহলে উহাকে দ্রব হইতে দেখা যায়। এই দ্রব রোজোসায়েনিন্ অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দিলে স্থায়ী হরিদ্রাবর্ণ হয়। সুরাসারে দ্রব রোজোসায়েনিনে আমোনিয়া দিলে সবুজবর্ণ ধারণ করে। বহু রসায়নবিৎ হলুদের বর্ণপদার্থ পরীক্ষা করিয়া উহাতে যে দ্রব্যের সংস্থান অবধারণ করিয়াছেন তাহাকে $C_{10}\ H_{10}\ O_3$ অথবা $C_{16}\ H_{16}\ O_4$ সংজ্ঞা প্রদান করা যায়। উহা ক্ষারযোগে ১১২° উত্তাপে গলাইলে পিঙ্গল বর্ণ লবণ উৎপন্ন করে। বোরিক বা সাল্‌ফিউরিক এসিড্-মিশ্রণে উহা রোজোসায়েনিনে পরিণতি পায়।

হলুদের গুণ।—গাত্রক্ষতে ও ব্যথায় উপকারী। কাঁচা হলুদ শৈত্য, হৃদ্য ও রক্তপরিষ্কারক। হলুদের জল (সিদ্ধ অথবা কাচা) চক্ষুর হিতকর। চক্ষু উঠিলে ছেড়া কাপড় হলুদে ছোবাইয়া চক্ষুর জলধারা মুছিতে হয়। অনেক সময় চোখউঠা রোগে সরার পৃষ্ঠে হলুদ ঘসিয়া চক্ষুর চারিপার্শ্বে প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। হলুদফুল উত্তমরূপে বাটিয়া দদ্রু ও বিচর্চিকা প্রভৃতি চর্ম্মরোগে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। হকিমেরা যকৃৎ ও ন্যাবা রোগে হলুদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সবিরাম জ্বরে, জলোদরী রোগে এবং উদরাময়ে ইহা বিশেষ হিতকর। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে হলুদ পোড়াইয়া নাসায় ধূমের নাশ লইলে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া শরীর স্নিগ্ধ ও সবল হয়।

হলুদের শিকড়চূর্ণ ব্রঙ্কাইটিস রোগে ৩০ হইতে ৪০ গ্রেণ মাত্রায় ফলপ্রদ। আগুনে হলুদচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া সেই ধূমে কাঁকড়া-বিচ্ছাদষ্ট স্থান কিছুক্ষণ লাগাইয়া রাখিলে অচিরে জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হয়। কাঁচা হলুদের রস শৈত্যগুণপ্রধান। কাঁচা হলুদ বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়; হিষ্টিরিয়ারোগে হলুদের শিকড় পোড়াইয়া রোগীর নাকে তাহার গন্ধ লাগাইলে ফিট্ কমিয়া যায়। হলুদ ও ফটকিরি ১:২০ পরিমাণে মিশাইয়া কাণে দিলে কাণের পূঁজ সারে। দাক্ষিণাত্যে সর্দ্দিজ্বরে হরিদ্রাচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ গরম দুধের সহিত খাইতে দেয়।

বৈদ্যকমতে গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কফ, বাত, অস্র, কুষ্ঠ, মেহ, কণ্ডু, ব্রণনাশক ও দেহের বর্ণবিধায়ক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা প্রভৃতি হরিদ্রা শব্দের পর্য্যায়। হরিদ্রা, কর্পূরহরিদ্রা, বনহরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ভেদে ইহা চারি প্রকার। ইহার মধ্যে হরিদ্রা—কটু, তিক্ত, রস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণকারক এবং কফ, পিত্ত, ত্বক্‌দোষ, প্রমেহ, রক্তদোষ, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণদোষনাশক।

কর্পূরহরিদ্রা—দার্ব্বী, ভেদা, আম্রগন্ধা, সুরভি, চারু, কর্পূরা, পদ্মপত্রা, সুরভি ও সুরনায়িকা এই কয়টী শব্দ ইহার পর্য্যায়। গুণ—শীতবীর্য্য, বায়ুবৰ্দ্ধক, পিত্তনাশক, মধুর, তিক্ত রস এবং সর্ব্বপ্রকার কণ্ডুবিনাশক। ইহাকে আম্রগন্ধি হরিদ্রা কহে।

বনহরিদ্রার গুণ—কুষ্ঠ ও বাতরক্ত-বিনাশক।

দারুহরিদ্রার পর্য্যায়—দারু, পর্জন্যা, পর্জনী, কটঙ্কটেরী, পীতা, পাচম্পচা, কালীয়ক, কালেয়ক, পীতদ্রু, হরিদ্রু, পীতদারুক ও পীতক। গুণ—হরিদ্রার ন্যায়, বিশেষতঃ নেত্ররোগ, কর্ণরোগ ও মুখরোগনাশক।

দারুহরিদ্রার ক্বাথ ও দুগ্ধ সমভাগে পাক করিয়া পাদাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ চক্ষুর পক্ষে বিশেষ হিতকারী।

(ভাবপ্র°)

কালহরিদ্রা ক্ষতাদি রোগে উপকারক। বনহরিদ্রা জঙ্গলী হলদি নামেও প্রথিত। বাঙ্গালায় ইহা বনহলুদ, গুজরাতে কপুর কাচলী, বোম্বাই—রণ-হলদ ও আম্বে হল্‌দি; তামিল কস্তুরী মঞ্জল; তেলগু—কস্তুরী পসুপ, মলয়ালম্ অনকুবা, কট্টু মন্নার প্রভৃতি নামে প্রচলিত। [বনহরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নির্ব্বিষ ও আমহল্‌দী শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

হাম, বসন্ত, চুলকানা, পাঁচড়া প্রভৃতিতে কাঁচাহলুদ অমৃতের ন্যায় উপকারী। মেহরোগেও কাঁচা হলুদের রস বিশেষ উপকারী। মূত্রকৃচ্ছ্র বা প্রমেহরোগে কাঁচা হলুদের টুকরা ইক্ষু-গুড়ের সহিত ভোজন করিলে আশু উপকার হয়।

হরিদ্রা অমঙ্গলনাশক। দুর্গাপূজা প্রভৃতিতে পূজার প্রথমে ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতিকে মাষভক্তবলি দিতে হয়, এই বলি মাষকলায় ও কাঁচা হলুদ।

বঙ্গদেশে অনেক গৃহস্থের বাটীতে 'হলুদসরিষা'র প্রচলন আছে। বৈশাখমাসে শুভদিন দেখিয়া হলুদ ও সরিষা ধুইতে হয়। এই দিন ঢেকীশালায় 'শ্যামাচণ্ডীর' পূজা হইয়া থাকে। এই পূজা স্ত্রীলোকগণই করে। পরে ঐ হলুদ কুটিয়া তাহা সংবৎসরের ব্যবহার জন্য রাখিয়া দেয়, এবং সর্ষপ ও আম্র একত্র কুটিয়া কাসুন্দী প্রস্তুত করে। বাটীতে দেবপূজাদি হইলে অগ্রে উক্ত কাসুন্দী দেবপূজার জন্য রাখিয়া তৎপরে গৃহস্থগণ ব্যবহার করিয়া থাকে।

হরিদ্রাখণ্ড (পুং) শীতপিত্তরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ।

ইহা হরিদ্রাখণ্ড ও বৃহৎহরিদ্রাভেদে দুই প্রকার। প্রস্তুত-প্রণালী—হরিদ্রা ৮পল, ঘৃত ৬ পল,গব্য দুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ১॥০ পল, মৃদু অগ্নিতে মৃৎপাত্রে যথাবিধি এই ঔষধ পাক করিতে হয়। ত্রিকটু, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, ত্রিফলা, নাগেশ্বর, মুথা ও লৌহ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক চূর্ণ এক পল। এই সকল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইতে হয়। এই ঔষধের মাত্রা এক তোলা। এই ঔষধসেবনে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগ সপ্তাহমধ্যে আরোগ্য হয়। ইহা কণ্ডু রোগেও বিশেষ উপকারী।

বৃহৎহরিদ্রাখণ্ড।—প্রস্তুতপ্রণালী হরিদ্রাচূর্ণ অর্দ্ধসের, তেউড়ীচূর্ণ ৪ পল, হরীতকীচূর্ণ ৪ পল, চিনি ২॥০ সের, দারু-হরিদ্রা, মুথা, যমানী, বনযমানী, চিতা, কটকী, কৃষ্ণজীরা, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, গুড়ত্বক্‌, এলাইচ, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, বাসক-মূলের ছাল, কুড়, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, চই, ধনে, লৌহ ও অভ্র এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা পরিমাণে একত্র করিয়া নূতন মৃৎপাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহার পরিমাণ এক তোলা, উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে শীত পিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, দদ্রু, পামা ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যর° শীতপিত্ত°)

অন্যবিধ—কৃমিরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—চালিতার রস ৪ সের, চিনি ১ সের, ঘৃত ১ সের, হরিদ্রাচূর্ণ ১ সের,'এই সমুদয় দ্রব্য একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চিতামূল, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, নিসিন্দাফল, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, শ্যামা-লতা, অনন্তমূল, বাসকমূল, পলাসবীজ, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তী-মূল, রেণুক, নিমছাল ও সোমরাজী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে, মাত্রা ১ তোলা। অনুপান শীতল জল। এই ঔষধসেবনে বিংশতিপ্রকার কৃমি, দুষ্টব্রণ, বিদ্রধি, পাণ্ডু ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার ব্যাধি প্রশমিত হয়। এই ঔষধ বলপুষ্টিকর এবং বলীপলিতনাশক। ব্রণরোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক। এই ঔষধ নাগার্জ্জুনমুনি উপদেশ দিয়াছিলেন—"হরিদ্রাখণ্ডনামায়ং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনঃ। ব্রণিনাং হিতকামো হি প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥" (ভৈষজ্যরত্না°)

হরিদ্রাগণপতি (পুং) হরিদ্রাবর্ণো গণপতিঃ। হরিদ্রাবর্ণ গণেশ।

হরিদ্রাগণেশ (পুং) হরিদ্রাবর্ণো গণেশঃ। গণেশবিশেষ। গণেশ, মহাগণেশ, হেরম্ব ও হরিদ্রাগণেশ প্রভৃতি গণেশের ভেদ আছে, তন্ত্রশাস্ত্রে এই সকল গণেশের পৃথক্ মন্ত্র ও পূজাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। অতি সংক্ষেপে এখানে হরিদ্রা-গণেশের বিষয় আলোচিত হইল। গণেশের বর্ণ সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, কিন্তু এই গণেশের বর্ণ হরিদ্রাভ, এই জন্য ইঁহার নাম হরিদ্রাগণেশ। এই গণেশের বীজ মন্ত্র 'গ্লং'। এই একাক্ষর মন্ত্র সকল কামনাপ্রদ।

"পঞ্চান্তকো ধরাসংস্থো বিন্দুভূষিতমস্তকঃ।
একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥" (তন্ত্রসার)

পূজাপ্রণালী—সামান্যপূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। এই মন্ত্রের ঋষি বশিষ্ঠ, গায়ত্রী-ছন্দঃ, হরিদ্রাগণেশদেবতা, গকার বীজ, এবং লকার শক্তি।

'অস্য হরিদ্রাগণেশমন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষির্গায়ত্রীছন্দো হরিদ্রাগণপতি-দে'বতা গকারো বীজং লকারঃ শক্তিঃ।' এইরূপে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা, ইত্যাদি রূপে অঙ্গ-ন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান—

"ওঁ হরিদ্রাভং চতুর্ব্বাহুং হরিদ্রাবসনং বিভুং।
পাশাঙ্কুশধরং দেবং মোদকং দণ্ডমেব চ॥"

এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা এবং শঙ্খস্থাপন, পীঠপূজা পুনর্ধ্যান ও আবহনাদি করিয়া মূলমন্ত্রে পূজা করিবে। যথাশক্তি উপচারে পূজা এবং পীঠপূজাদি সকল একাক্ষর গণেশের মন্ত্রে করিবে। এই দেবতার পুরশ্চরণে চারি লক্ষ জপ। মধু, শর্করা ও হরিদ্রাচূর্ণমিশ্রিত তণ্ডুল দ্বারা অযুত হোম করিতে হয়। উক্ত প্রণালী অনুসারে ইহার উপাসনা করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।

অন্যবিধ—'গ্লৌ' হরিদ্রাগণেশের অপর একটী একাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের পূজাদি মহাগণপতির ন্যায় করিতে হয়। কেবল করাঙ্গন্যাস—গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি রূপে করিবে। উক্ত একাক্ষর মন্ত্রের আদিতে শ্রীঁ এই কূর্চ্চবীজ, হ্রীং মায়াবীজ, ক্লীঁ কামবীজ, স্ত্রীঁ বধূবীজ, ঐঁ বাগ্বীজ, ঐঁ কিংবা ওঁ এই বীজ যোগ করিলে হরিদ্রাগণেশের দ্ব্যক্ষর মন্ত্র হয়। এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র দ্বারাও হরিদ্রাগণেশের পূজা করা যাইতে পারে। এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্রের অন্তে ফট্ এই শব্দ যোগ করিলে ত্র্যক্ষর মন্ত্র ও ফট্ স্বাহা যোগ করিলে চতুরক্ষর মন্ত্র হইয়া থাকে। এই সকল মন্ত্র ত্রিভুবনে অতিদুর্ল্লভ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গপ্রদ এবং মহাপাতকনাশক। মহাগণপতির পূজা-প্রণালীতে ইঁহার পূজা করিতে হয়।

"দ্ব্যক্ষরী চ মহাবিদ্যা ত্র্যক্ষরী চাস্ত্রসংযুতা।
চতুর্ব্বর্ণাত্মিকা বিদ্যা বহ্নিজায়াবধিঃ প্রিয়ে॥
এষা বিদ্যা মহাবিদ্যা ত্রৈলোক্যে চ সুদুর্ল্লভা।
চতুর্ব্বর্গপ্রদা সাক্ষান্মহাপাতকনাশিনী॥" (তন্ত্রসার)

হরিদ্রাঙ্গ (পুং) হরিদ্রায়া ইব অঙ্গং যস্য। হরিতাল পক্ষী, হরিয়াল পাখী। (শব্দচ°)

হরিদ্রাদিচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধিবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হরিদ্রা, মরিচ, কিস্‌মিস্, পুরাতন গুড়, রাস্না, পিপ্পলী ও শঠী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে ঐ চূর্ণ ৪ মাষা মাত্রায় কিঞ্চিৎ তিলতৈল সহ লেহন করিয়া সেবন করিলে প্রাণহর শ্বাস আরোগ্য হয়। ইহা হিক্কাশ্বাসে অতি উত্তম যোগ। (ভৈষজ্যরত্না° হিক্কাশ্বাসাধি°)

হরিদ্রাদিবর্গ (পুং) হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, যষ্ট্যাহ্ব, পৃশ্নিপর্ণী ও কুটজোদ্ভব দ্রব্য। গুণ—আমাতীসারনাশক, মেদ ও কফজনক এবং স্তন্য-দোষনাশক। (বাভট সূত্র° ১৫ অ°)

হরিদ্রাদ্যঘৃত (ক্লী) পাণ্ডুরোগাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—মহিষঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের। কল্কার্থ হরিদ্রা, ত্রিফলা, নিমছাল, বেড়েলা, যষ্টিমধু, মিলিত ১ সের। মাত্রা ২ তোলা। এই ঘৃতসেবনে কামলারোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° পাণ্ডুরোগাধি°)

হরিদ্রাদ্বয় (ক্লী) হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা।

হরিদ্রাপঞ্চক (ক্লী) পঞ্চবিধ হরিদ্রা, যথা—হরিদ্রা, আম্রহরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী ও বিকঙ্কত। (বৈদ্যকনি°)

হরিদ্রাপত্রকণ্টকা (স্ত্রী) দার্ব্বী, দারুহরিদ্রা। (বৈদ্যকনি°)

হরিদ্রাভ (পুং) হরিদ্রায়া আভা ইব আভা যস্য। ১ পীতশাল, পিয়াশাল। ২ কর্পূরক। (শব্দচ°) ৩ পীতবর্ণ। (ত্রি) ৪ পীতবর্ণবিশিষ্ট।

"হরিদ্রাভং চতুর্ব্বাহুং হারিদ্রবসনং বিভুং।" (তন্ত্রসার)

হরিদ্রামেহ (পুং) পিত্তজন্য প্রমেহরোগবিশেষ। মেহরোগীর পিত্তবিকৃত হইয়া দাহযুক্ত ও হরিদ্রাবর্ণ মেহস্রাব হয়।

(সুশ্রুত নিদান ৬ অ°)

হরিদ্রামেহিন্ (পুং) হরিদ্রামেহরোগবিশিষ্ট। (সুশ্রুত)

হরিদ্রারাগ (ত্রি) হরিদ্রায়া রাগ ইব রাগো যস্য, অচিরস্থায়িত্বাদেবাস্য তথাত্বং। অস্থিরসৌহৃদ, ক্ষণমাত্রানুরাগী।

'ক্ষণমাত্রানুরাগী চ হরিদ্রারাগ উচ্যতে।' (হলায়ুধ)

হরিদ্রিক (ত্রি) হরিদ্রাযুক্ত।

হরিদ্রু (পুং) হরিদ্বর্ণঃ দ্রুর্বৃক্ষঃ। ১ বৃক্ষ। (হেম) ২ দারুহরিদ্রা, পীতদারু। [হরিদ্রা দেখ]

হরিদ্রুক (ত্রি) দারুহরিদ্রাযুক্ত।

হরিদ্বার (ক্লী) হরেস্তৎপ্রাপ্তের্দ্বারমিব। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সহর ও পুরাতন একটী তীর্থস্থান। এই সহরটী উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের সাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত। অক্ষা° ২৯° ৫৭´ ৩০´´ উঃ এবং অক্ষা° ৭৮° ১২´ ৫২´´ পূঃ। রুরকি হইতে ১৭ মাইল এবং সাহারাণপুর সহর হইতে ৩৯ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। যেখানে শিবালিক পাহাড়ের গহ্বর হইতে গঙ্গা অবতীর্ণ হইয়া সমতলে পড়িয়াছে, তাহার নাতিদূরে গঙ্গার দক্ষিণতীরে এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সহরটী বিদ্যমান। গঙ্গার বামতীরে চণ্ডীপাহাড়ের শৃঙ্গে যে মন্দির আছে, তাহার সহিত হরিদ্বারের মন্দিরগুলির সংযোগ রহিয়াছে। গঙ্গা এইস্থানে ছোট ছোট উপনদীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের দ্বারা এই স্থানটি সমাকীর্ণ। হুয়েনচুয়ং ভ্রমণবৃত্তান্তে 'মযুলো' নামে যে সহরটির কথা লিখিয়াছেন, তাহা হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী মায়াপুর গ্রাম। এই গ্রামটির পূর্ব্বসমৃদ্ধি নাই।

শরভনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা বেনের প্রাচীন গড় পর্যন্ত নদীর দক্ষিণসীমা হইতে উত্তরসীমা শিবালিক পাহাড় পর্য্যন্ত স্থানের ভূপরিমাণ ১২,০০০ ফিট্, অর্থাৎ প্রায় ৩১॥০ বর্গমাইল। এই সীমার মধ্যে ৭৫০ বর্গফিট্ জুড়িয়া পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রবাদ ইহা রাজা বেনের কীর্ত্তি। এই স্থানটী যে বহু প্রাচীন তাহা ভূপ্রোথিত ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ হইতে অনুমিত হইতে পারে এবং স্থানে স্থানে বহু প্রাচীন কারুশিল্পের খণ্ড খণ্ড নমুনা পাওয়া যায়। এখান হইতে অনেক পুরাতন মুদ্রা প্রতিবৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। নারায়ণশিলার মন্দিরটী বহু পুরাতন এবং ইহার ভগ্নাংশসমূহ হইতে একটী ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মায়াদেবীর মন্দিরটী প্রস্তরনির্ম্মিত। ইহার গাত্রে যে প্রস্তরলিপি আছে, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই মন্দিরটী খৃষ্টীয় দশম কিংবা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের মধ্যে প্রধান যে মূর্ত্তি, তাহা মায়াদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়। তাঁহার তিনটী মস্তক ও চারিটী হাত, তাঁহার এক হাতে একটী চক্র আছে, তাঁহা দ্বারা তিনি একটী পরাজিত মূর্ত্তিকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। একটী হাতে তিনি মুণ্ডধারণ ও একটী হাতে ত্রিশূল ধারণ করিয়া আছেন। এই আকৃতি হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা মায়াদেবীর মূর্ত্তি নহে, ইহা শিবপত্নী অসুরমর্দ্দিনী মহামায়ার মূর্ত্তি।

হরিদ্বার নামটি আধুনিক, পূর্ব্বে ইহা কপিল নামে অভিহিত হইত। কথিত আছে, এই স্থানে কপিলের তপোবন ছিল এবং এখনও তাহা কপিলস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আধুনিক নাম লইয়া শৈব ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কলহ হয়। শৈবগণ মনে করেন যে, ইহা হরিদ্বার নহে, ইহার প্রকৃত নাম হরদ্বার। বহুপূর্ব্ব হইতেই এই স্থান একটী প্রধান তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। যদিও এখন পূর্ব্বসমৃদ্ধি কিছুই নাই। তথাপি প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে এখানে তীর্থ করিবার জন্য আগমন করিয়া থাকে। হিন্দুদিগের মধ্যে "হরিকা

চরণ" নামক ঘাট একটী সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। বিষ্ণুর চরণচিহ্ন উর্দ্ধস্থিত একটী প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ আছে। শুভমুহূর্ত্তে সর্ব্বাগ্রে সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিলে মহাপুণ্য হয় এই বিবেচনা করিয়া যাত্রীদিগের মধ্যে সকলেই সর্ব্বপ্রথমে সেই স্থানে ডুব দিতে যায়। ইহাতে পূর্ব্বে প্রতিবৎসর বহু লোকের মৃত্যু ঘটিত। এখন গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে ও সুবন্দোবস্তে সেরূপ দুর্ঘটনা বড় হয় না। প্রতি বার বৎসর অন্তর এখানে কুম্ভমেলা হয়। প্রতিবর্ষের মেলাতে এখানে প্রায় একলক্ষ লোকের আগমন ঘটে; কিন্তু কুম্ভমেলা উপলক্ষে অন্যূন তিনলক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়া থাকে; এই সকল উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে প্রায়ই মারামারি হইয়া থাকে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বৈরাগী ও গোঁসাইদিগের মধ্যে যে মারামারি হয়, তাহাতে প্রায় ১৮০০ লোকের মৃত্যু হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে শিখযাত্রিগণ ৫০০ গোঁসাইবধ করিয়াছিল।

হরিদ্বার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের একটী প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এই স্থানে অশ্ববিক্রয় হয় এবং গবর্মেণ্ট সাধারণতঃ হরিদ্বার হইতে ভারতসৈন্যদিগের জন্য অশ্বক্রয় করেন। এই স্থানে ভারত এবং য়ুরোপজাত পণ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।
হরিদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥
সবাসবাঃ সুরাঃ সর্ব্বে হরিদ্বারং মনোরমং।
সমাগত্য প্রকুর্ব্বন্তি স্নানদানাদিকং মুনে॥
দৈবযোগান্মুনে তত্র যে ত্যজন্তি কলেবরং।
মনুষ্যপক্ষিকীটাদ্যাস্তে লভন্তে পরং পদং॥"
(ক্রিয়াযোগসা° ৩ অ°)

সকল স্থানেই গঙ্গা সুলভ, কিন্তু হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গম এই তিন স্থানে গঙ্গা অতি দুর্লভ। ইন্দ্রাদি দেবগণ এই হরিদ্বারে সমাগত হইয়া স্নানদানাদি করিয়া থাকেন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী এই স্থানে দেহত্যাগ করে, তাহারা পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। এই তীর্থ হরিপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ, এইজন্য ইহার নাম হরিদ্বার। এই তীর্থে গঙ্গাস্নানই প্রধান। এই তীর্থে গমন করিয়া বিধিবিধানে স্নান করিয়া দান করা আবশ্যক। তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক পার্ব্বণশ্রাদ্ধও করিতে হয়। যে দিন এই তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইবে, সেইদিনই শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। গঙ্গাস্নান করিলেই সকল পাতক বিনষ্ট হয়, হরিদ্বারে গঙ্গাস্নানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই স্থানে স্নান করিলে জন্মজন্মার্জ্জিতপাপ বিনষ্ট হয় এবং ইহলোকে নানাবিধ সুখসৌভাগ্য ও অন্তে হরিপদলাভ হইয়া থাকে। এই হরিদ্বার গঙ্গাদ্বার নামেও অভিহিত হয়। গঙ্গা এই স্থান হইতে অবতীর্ণা হইয়াছেন বলিয়া ইহাকে গঙ্গাদ্বার কহে। পদ্মপুরাণ এবং অন্যান্য পুরাণেও হরিদ্বারতীর্থের বিশেষ বিবরণ ও প্রশংসা লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

হরিধায়স্, (ত্রি) হরিদ্বর্ণধারক রশ্মিবিশিষ্ট। "তামিন্দ্রো হরিধায়সং পৃথিবীং" (ঋক্ ৩।৪৪।৩) 'হরিধায়সং হরিতো হরিতবর্ণা ধায়সো ধারকা রশ্ময়ো যস্যাঃ সা' (সায়ণ)

হরিনদী, (স্ত্রী) রাঢ়দেশে গঙ্গার পূর্ব্বদেশে প্রবাহিত একটী নদী।

হরিনন্দন, ১ মুহূর্ত্তরত্নাকর ও তাহার টীকাকার। ২ যুদ্ধরত্নস্বররচয়িতা।

হরিনাথ, ১ ভগবন্নামকৌমুদীটীকারচয়িতা। ২ বৈষ্ণজীবনের একজন টীকাকার। ৩ বাসুদেবের পুত্র, ধরণীধরের পৌত্র। রামবিলাসনামক সংস্কৃত কাব্যরচয়িতা। ৪ বিশ্বধরের পুত্র, কেশবের ভ্রাতা। ইনি কাব্যাদর্শমার্জ্জন নামে কাব্যাদর্শটীকা ও সরস্বতীকণ্ঠাভরণমার্জ্জন নামে সরস্বতীকণ্ঠাভরণের টীকা রচনা করেন।

হরিনাথ আচার্য্য, সঙ্কেতকৌমুদী ও সন্তানদীপিকা নামে জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা।

হরিনাথ উপাধ্যায়, স্মৃতিসার নামে ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধরচয়িতা। বাচস্পতিমিশ্র, রঘুনন্দন প্রভৃতি ইঁহার গ্রন্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হরিনাথ কবি, গুজরাত পরে কাশীবাসী একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি 'অলঙ্কারদর্পণ' ও 'পোথী শাহ মুহম্মদশাহী' রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থে মুহম্মদশাহের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

হরিনাথ মহাপাত্র, অকবর বাদশাহের সভাস্থ একজন বিখ্যাত হিন্দী কবি। ফতেপুরজেলায় অসনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবিবর নানা রাজসভায় নিজ কবিত্বের পরিচয় দিয়া বেড়াইতেন। রেবার বঘেলরাজ নেজারাম তাঁহার একটি দোহা শুনিয়া লক্ষ মুদ্রা এবং অম্বরপতি মানসিংহ তাঁহার দুইটী দোহা শুনিয়া দুই লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দিয়াছিলেন। এইরূপে রাজসম্মানিত ও বহু অর্থসম্ভার লইয়া ফিরিবার কালে এক নাগা সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার দেখা হয়। তিনি সন্ন্যাসীর মুখে সুন্দর দোহা শুনিয়া তাঁহার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থই তাঁহাকে দিয়া ফেলেন। এইরূপে তিনি যখন যে রাজসভায় যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাই পথে বিতরণ করিয়া রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিতেন।

হরিনামন্ (ক্লী) হরের্নাম। শ্রীহরির আখ্যান। শ্রীহরিনাম। শাস্ত্রে হরিনামের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বদাই জীবের হরিনাম করা আবশ্যক। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া দুর্লভ মানবজন্ম হইয়া থাকে।

অতএব এই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া হরিনাম না করিয়া বৃথা দিনযাপন করিলে জন্ম নিষ্ফল হইয়া থাকে। যতক্ষণ জীবন ও ইন্দ্রিয় সকল সবল থাকে, ততক্ষণ কায়মনোবাক্যে হরিনাম করা আবশ্যক। ইহাতে দিন, ক্ষণ, সময়, অসময় প্রভৃতি কিছুই নাই। স্নান, দেবার্চ্চন, ধ্যান, ধারণা, নিয়ম, যম, প্রত্যাহার ও সমাধি প্রভৃতি হরিনামের তুল্য নহে। কলিকালে একমাত্র হরিনামই সত্য, এই নাম ব্যতীত আর কিছুই নাই।

"ন কালনিয়মস্তত্র ন দেশনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নামনি লুব্ধকঃ॥
স্নানং দেবার্চ্চনং ধ্যানং ধারণা নিয়মো যমঃ।
প্রত্যাহারঃ সমাধিশ্চ হরিনাম সমং ন চ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
(হরিভ° বি° ১১ বি°)

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

বৈষ্ণবগণ পূর্ব্বোক্তরূপে হরিনাম করিয়া থাকেন। এই হরিনাম সকল পাতকনাশক। রাধাতন্ত্রে শ্রীবাসুদেবমাহাত্ম্যে ত্রিপুরা-বাসুদেব-সংবাদে দ্বিতীয় পটলে লিখিত আছে যে, হরিনাম মন্ত্রের ঋষি বাসুদেব, ছন্দঃগায়ত্রী, শ্রীত্রিপুরা দেবতা, নিজের মহাবিদ্যা সিদ্ধির নিমিত্ত এই মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে। হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি করিয়া দ্বাত্রিংশদক্ষর হরিনাম মন্ত্র, এই মন্ত্র অমৃতস্বরূপ, যেমন অমৃতপানে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই হরিনামামৃত পান করিলে জীবের আর ভববন্ধনের ভয় থাকে না। [হরিশব্দ দেখ] (পুং) হরের্নাম নাম যস্য। ২ মুদ্গ। (ত্রিকা°)

হরিনারায়ণ, ১ মিথিলার একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রানুরাগী নৃপতি। সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তপণ্ডিত বাচস্পতিমিশ্র ইঁহারই সভা উজ্জ্বল করিতেন এবং ইঁহারই উৎসাহে কৃত্যমহার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। [স্মৃতিশব্দে ইতিহাস দ্রষ্টব্য]

২ জ্যেষ্ঠমিশ্রের পুত্র ও গোবর্দ্ধনের পৌত্র। মধুবিধ্বংসভাস্কর-প্রণেতা। ৩ মুহূর্ত্তমঞ্জরীরচয়িতা। ৪ শুদ্ধিতত্ত্বকারিকাকার।

হরিনারায়ণ (পুং) হরি ও নারায়ণ।

হরিনেত্র (ক্লী) হরের্নেত্রমিব। ১ শ্বেতপদ্ম। (রাজনি°) ২ শ্রীহরির লোচন।

"বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াং।
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীং॥" (চণ্ডী)

৩ হরিবর্ণ চক্ষুঃ। (পুং) হরের্মর্কটস্যেব নেত্রমস্য। ৪ পেচক।

হরিন্দর (পুং) বৃক্ষবিশেষ।

হরিন্মণি (পুং) হরিদ্বর্ণো মণিঃ। মরকতমণি, চলিত পান্না।

হরিন্মুদ্গ (পুং) হরিদ্বর্ণো মুদ্গঃ। শারদ মুদ্গ, চলিত হরিমুগ।

হরিপঞ্চকব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ, শ্রীহরির উদ্দেশে অনুষ্ঠেয় ব্রত।

হরিপণ্ডিত, রামায়ণব্যাখ্যা-রচয়িতা।

হরিপর্ণ (ক্লী) ১ কৃষ্ণচন্দন। ২ হরিৎপত্র, মূলক।

হরিপর্ব্বত (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (মার্ক°পু° ৫৯।১২)

হরিপা (ত্রি) হরি হরিবর্ণং সোমং পিবতীতি পা-কিপ্। হরিবর্ণ-সোমপায়ী। "যো হরি পা অবর্দ্ধত" (ঋক্ ১।৬১।৮) 'হরিপা হরিৎবর্ণসোমপা' (সায়ণ)

হরিপাল, ১ পালবংশীয় একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ইঁহার নামানুসারে হুগলীজেলায় 'হরিপাল' গ্রাম বিদ্যমান। প্রবাদ এইখানে হরিপালের রাজধানী ছিল। ২ একজন প্রসিদ্ধ শিলাহাররাজ, অপরাদিত্যের পুত্র, ইনি উত্তরকোঙ্কণে রাজত্ব করিতেন।

হরিপিণ্ডা (স্ত্রী) স্কন্দমাতৃভেদ। (ভারত)

হরিপুর (হরিহরপুর বা হরিপুরগড়)। ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী। বর্ত্তমান রাজধানী বারিপদা হইতে ১০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। বারিপদা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এখানে ময়ূরভঞ্জের রাজধানী ছিল। পূর্ব্ব সমৃদ্ধির প্রচুর ভগ্নাবশেষ এখানে জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত আছে।

নয়াবসানের শ্যামকরণের গৃহে যে বংশবিবরণী পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে যে, মহারাজ হরিহরভঞ্জ ভঞ্জবংশের একজন প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন, ১৩২২ শক অর্থাৎ ১৪০০খৃঃ অব্দে একটি নগর স্থাপনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নামে ইহার নামকরণ হইয়াছিল।

এই স্থান ও পার্শ্ববর্ত্তী কুসুমিয়া বা বনকাটিগড় প্রভৃতি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও অনুমিত হইতে পারে যে, হরিহরভঞ্জের পূর্ব্বেই এই সহরটি সমৃদ্ধিশালী ছিল।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যখন হরিহরপুর হইয়া উৎকলে যাত্রা করেন, সেই সময়ে বঙ্গ ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যে ইহা একটী প্রধান নগররূপে গণ্য হইত। এই স্থানে মহাপ্রভু হরিনাম কীর্ত্তন করিতে গিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়া দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন মহাপ্রভু উৎকলে আঠার বৎসর কাটাইয়াছিলেন, তখন ভঞ্জ-রাজগণ শাক্ত ছিলেন, এবং মহাপ্রভুর হরিভক্তিতে তাঁহারা আর্দ্র হন নাই, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে ইঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

দেববিগ্রহবিধ্বংসকারী কালাপাহাড়ের হাতে হরিহরপুরের রাজবংশের অনেক দুর্গতিভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজপরি-

বারের সকলেই তখন পর্ব্বতগুহা-গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন,. ইহার পর হইতে ময়ূরভঞ্জে প্রায়ই মুসলমানআক্রমণ হইতে লাগিল। বঙ্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া দাউদ খাঁ হরিপুরের সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাউদ খাঁ টোডরমল্লের নিকট পরাজিত হইয়া কটকাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার পরাজয়ের পরে উৎকল মোগলাধীন হয়। যখন দাউদ খাঁ হরিপুরদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ রাজগড়ে অবস্থান করিতেছিলেন। ইনি রসিকানন্দ ঠাকুরের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহার পরে ময়ূরভঞ্জবাসী সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রহণ করেন। বৈদ্যনাথের পরবর্ত্তী ভঞ্জরাজগণ হরিহরপুরে নানাপ্রকার বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য ভঞ্জ এই স্থানে রাধামোহনের নানাচিত্রবিচিত্র এক সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দী খাঁ যখন বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া উৎকল আক্রমণ করিতে আসিলেন, তখন ময়ূরভঞ্জের রাজা জগন্নাথ ভঞ্জ অসম সাহসে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং যখন মুর্শিদকুলি খাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন, তখনও ময়ূর-ভঞ্জের রাজা আলিবর্দ্দী খাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তিনি মহাপরাক্রমশালী আলিবর্দ্দী খাঁর বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াও হরিহরপুরে বিলাসসাগরে নিমগ্ন ছিলেন। এদিকে আলিবর্দ্দী খাঁ বিপক্ষসৈন্যকে পরাজিত করিয়া ময়ূরভঞ্জকে তাঁহার শাসনাধিকারে আনয়ন করিলেন।

ইহার পর হইতে হরিহরপুরের অবনতি হইতে লাগিল। মরাঠা বর্গিগণ আলিবর্দ্দী খাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ময়ূরভঞ্জ আক্রমণ করিয়া তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় করিয়া তুলিল। হরিপুরের সৌধরাজপ্রাসাদ তাহারা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। আজীবন ভঞ্জরাজগণ যে দেবতাকে পূজা ও ভক্তি করিয়া আসিতেছিলেন, লুণ্ঠনের সময় মরাঠারা তাঁহারও পবিত্রতা রক্ষা করিল না। এখান হইতে তাহারা লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তিকে বালেশ্বরে স্থানান্তরিত করিল। এখনও হরিহরপুরে মরাঠা-লুণ্ঠনের চিহ্নরূপ ভগ্নাবশেষ, মন্দির ও বিধ্বস্ত প্রাসাদ বিদ্যমান।

যদিও মরাঠাগণের অত্যাচারে হরিহরপুর পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভঞ্জরাজ আপনাকে হরিহরপুরের অধিপতি বলিয়া পরিচয় দিতেছিলেন।

হরিহরপুর এখন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। ইহার জঙ্গলমধ্যে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে রসিকরায়ের ভগ্ন মন্দির; এই মন্দিরটী দেখিতে অতীব সুন্দর। ইষ্টকোপরি কারুকার্য্যের নৈপুণ্যে সমগ্র উড়িষ্যায় ইহা অদ্বিতীয় মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই মন্দিরটির সন্নিকটে রাণী হংসপুর। ইহা রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর, তাহারই অদূরবর্ত্তী দরবারগৃহের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। রসিকরায়ের মন্দিরের ২৭০ ফিট্ দক্ষিণপূর্ব্বদিকে জগন্নাথের মন্দির। জগন্নাথের মূর্ত্তিটি প্রতাপপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। হরিহরপুরের দক্ষিণসীমায় মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি আছে। মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিটির পার্শ্বে কোটবাসিনীদেবীর মূর্ত্তি।

হরিপুর, ১ পঞ্জাবের হজারাজেলাস্থ একটী নগর। অক্ষা° ৩৩° ৫৯´ ৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৫৮´ ১৫´´ পূঃ। দোরনদীর বাম কূলের নিকট একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে অবস্থিত। হজারায় শাসনকর্ত্তা শিখসর্দ্দার হরিসিংহ ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরাজাধিকারের প্রথমে এখানেই সদর হয়, তৎপরে আবটাবাদে উঠিয়া আসে।

২ পঞ্জাবের কাঙ্গড়াজেলাস্থ একটী নগর। অক্ষা° ৩২° উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ১২´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানে এক কতোচরাজবংশের রাজধানী ছিল। প্রবাদ এইরূপ, খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে ত্রিগর্ত্তরাজ হরিচাঁদ এখানে বাণগঙ্গানদীতীরে সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎসিংহ অন্যায়পূর্ব্বক এই দুর্গ দখল করেন। এখন এখানে পূর্ব্ব রাজবংশের কনিষ্ঠ শাখা বাস করিতেছেন। পূর্ব্বসমৃদ্ধি কিছুই নাই। ডাকঘর, পুলিস থানা ও স্কুল আছে।

হরিপ্রবোধ (পুং) হরেঃ প্রবোধঃ। হরির জাগরণ, বিষ্ণুর উত্থান। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, আষাঢ় মাসে শয়ন-একাদশীতে অর্থাৎ শুক্লা-একাদশীর দিন বিষ্ণুর শয়ন হইয়া থাকে এবং কার্ত্তিকী একাদশীর দিন বিষ্ণুর প্রবোধ অর্থাৎ জাগরণ হইয়া থাকে।

হরিপ্রসাদ (পুং) হরেঃ প্রসাদঃ। শ্রীহরির অনুগ্রহ, ভগবানের প্রসাদ।

হরিপ্রসাদ, ১ পিঙ্গলসাররচয়িতা। ২ শাস্ত্রজলধিরত্নপ্রণেতা। ৩ মাথুরমিশ্র গঙ্গেশের পুত্র। ইনি ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে কাব্যালোক ও সদ্ধর্ম্মতত্ত্বাখ্যাহ্নিক রচনা করেন। ৪ কাশীবাসী একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী পণ্ডিত, ইনি কাশীপতি চেৎসিংহের উৎসাহে সংস্কৃতপদ্যে বিহারীর 'সৎসই' অনুবাদ করেন।

হরিপ্রিয় (ক্লী) হরেঃ প্রিয়ং। কৃষ্ণচন্দন। (শব্দচ°) ইহা কালীয়ক বা কালিয়া নামে খ্যাত।

"কালীয়কন্তু কালীয়ং পীতাভং হরিচন্দনং।
হরিপ্রিয়ং কালসারং তথা কালানুসার্য্যকং॥" (ভাবপ্র°)

২ উশীর। (রাজনি°) (পুং) হরেঃ প্রিয়ঃ। ৩ কদম্ববৃক্ষ। এই বৃক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেন, এজন্য এই বৃক্ষ তাঁহার অতিশয় প্রিয়। ৪ পীতভৃঙ্গরাজ। ৫ বিষ্ণুকন্দ। ৬ করবীর। ৭ শঙ্খ। ৮ বন্ধুক। ৯ শ্যামাকধান্য, শ্যামাধান। ১০ শিব। ১১ বাতুল। ১২ কন্দুক। ১৩ শ্রীহরির প্রিয়।

হরিপ্রিয়া (স্ত্রী) হরেঃ প্রিয়া। ১ লক্ষ্মী। (অমর) ২ তুলসী। ৩ দ্বাদশীতিথি। ৪ পৃথিবী।

হরিবালুক (ক্লী) হরিপ্রিয়া বালুকা যত্র। এলবালুক। (অমর)

হরিবীজ (ক্লী) হরেবীজং। হরিতাল। [হরিতাল শব্দ দেখ]

হরিব্রহ্মদেব, রায়পুরের একজন হৈহয়বংশীয় নৃপতি, রামদেবের পুত্র। রায়পুর ও খলারি হইতে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইনি ১৪৫৮ সংবৎ হইতে ১৪৭১ সংবৎ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন।

হরিভক্ত (পুং) হরের্ভক্তঃ। হরিসেবক। ইহার লক্ষণ—

"সর্ব্বজীবেষু যো বিষ্ণুং ভাবয়েৎ সমতাধিয়া।
হরৌ করোতি ভক্তিশ্চ হরিভক্তঃ স চ স্মৃতঃ॥"

যিনি সকল জীবে সমতাবুদ্ধি দ্বারা বিষ্ণুকে ভাবনা করেন, এবং সর্ব্বদা ভগবান্ হরির প্রতি ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাকে হরিভক্ত কহে। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন হরিসেবক।

হরিভক্তি (স্ত্রী) বিষ্ণুভক্তি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বহু জন্মজন্মার্জ্জিত তপস্যা থাকিলে জীবের হরিভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

হরিভক্তিবিলাস, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ। দাক্ষিণাত্যব্রাহ্মণ শ্রীমদ্‌গোপালভট্ট বিরচিত। [গোপালভট্ট দেখ] প্রবাদ এইরূপ, যখন সমস্ত অঙ্গ-বঙ্গকলিঙ্গে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবপ্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মমত প্রচলিত হইল, যখন লক্ষ লক্ষ লোক এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপানুষ্ঠানের জন্য রীতিমত একখানি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত ছিল না, তখনও গৌড়বঙ্গের নানাস্থানে শাক্তসম্প্রদায় বিশেষ প্রবল, একারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবস্মার্ত্ত ও শাক্তস্মার্ত্তগণের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াসম্পাদনের বিধিব্যবস্থা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজকে নির্দ্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা অনুসারে পরিচালিত করিবার জন্য মহাত্মা গোপালভট্ট প্রচলিত সমুদয় স্মৃতি, পুরাণ ও বৈষ্ণবতন্ত্রাদি অবলম্বন করিয়া 'ভগবদ্ভক্তিবিলাস' প্রকাশ করেন। কেহ কেহ মনে করেন, সনাতন গোস্বামীই প্রথমতঃ 'হরিভক্তিবিলাস' প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি যবনদোষদূষিত বলিয়া পাছে উচ্চ হিন্দুসমাজ তাঁহার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, এই আশঙ্কায় তিনি গোপালভট্টের নামে নিজ শাস্ত্রনিবন্ধ চালাইয়া যান, তৎপরে গোপালভট্ট প্রত্যাদিষ্ট হইয়া 'ভগবদ্ভক্তিবিলাস' প্রকাশ করিলে তাহাও নাকি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের ন্যায় 'হরিভক্তিবিলাস' নামেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। শ্রীরূপগোস্বামী হরিভক্তিবিলাসনামে হরিভক্তিবিলাসের একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামী নিজে হরিভক্তিবিলাসের টীকা রচনা করিয়া গ্রন্থের গৌরব বাড়াইয়া যান। আজ পর্য্যন্ত হরিভক্তিবিলাসই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত। অদ্যাপি নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যের ব্যবস্থাই এই হরিভক্তিবিলাস হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এ কারণ নিম্নে এই শ্রেষ্ঠ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থের বিষয়সূচী প্রদত্ত হইল :—

১ম বিলাসে—মঙ্গলাচরণ, লেখাপ্রতিজ্ঞা, শ্রীগুরূপসত্তিকারণ, শ্রীগুরূপসত্তি, গুরূপসত্তিনিত্যতা, শ্রীগুরুলক্ষণসমূহ, অগুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, গুরুতে উপেক্ষা, শিষ্যপরীক্ষা, বিশেষরূপে শ্রীগুরুসেবাবিধি, শিষ্যের প্রার্থনা, শ্রীভগবন্মাহাত্ম্য, শ্রীবৈষ্ণবমন্ত্রমাহাত্ম্য, দ্বাদশাক্ষরাষ্টাক্ষরমাহাত্ম্য, নরসিংহানুষ্টুভ্‌মন্ত্রের মাহাত্ম্য, শ্রীরামমন্ত্রসমূহের মাহাত্ম্য, শ্রীগোপালদেবমন্ত্রমাহাত্ম্য, অষ্টাদশাক্ষরমাহাত্ম্য, অধিকারনির্ণয়, সিদ্ধসাধ্যাদিশোধন, মন্ত্রবিশেষে অপবাদ, মন্ত্রসংস্কার।

২য় বিলাসে—দীক্ষাবিধি, দীক্ষার নিত্যতা, দীক্ষামাহাত্ম্য, দীক্ষাকাল, দীক্ষাতে মাসশুদ্ধি, বারশুদ্ধি, নক্ষত্রশুদ্ধি, তিথিশুদ্ধি, তিথির অপবাদ, মণ্ডপনির্ম্মাণবিধি, কুণ্ডনির্ম্মাণবিধি, দীক্ষামণ্ডলবিধি, দীক্ষাঙ্গপূজা, কুম্ভস্থাপনবিধি, শঙ্খস্থাপনবিধি, কুম্ভে ভগবৎপূজাবিধি, দীক্ষাহোমবিধি, অঙ্গদেবতা, অষ্টমূর্ত্তিসমূহ, হোমদ্রব্যপরিমাণ, গুরুশিষ্যনিয়মাদি, তদ্দিনকৃত্য, অভিষেচনবিধি, অভিষেকমন্ত্র, মন্ত্রকথনবিধি, বরাহপুরাণোক্তদীক্ষাবিধি, সংক্ষিপ্তদীক্ষা, সাতপ্রকার মুক্তিকা, উপদেশতত্ত্বসার, মন্ত্রদানমাহাত্ম্য।

৩য় বিলাসে দীক্ষিতের পূজার নিত্যতা, সদাচার, সদাচারের নিত্যতা, সদাচারমাহাত্ম্য, নিত্যকৃত্য, প্রাতঃস্মরণ ও কীর্ত্তন, স্মরণের নিত্যতা, স্মরণমাহাত্ম্য, পরমশোধকত্ব, পাপোন্মূলকত্ব, সর্ব্বাপদ্বিমোচকত্ব, দুর্ব্বাসনোন্মূলনত্ব, সর্ব্বমঙ্গলকারিত্ব, সর্ব্বসৎকর্ম্মফলদত্ব, কর্ম্মসাকল্যকারিত্ব, সর্ব্বাকর্ম্মাধিকত্ব, সর্ব্বভয়াপহারিত্ব, মোক্ষপ্রদত্ব, ভগবৎপ্রসাদন, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্ব, সারূপ্যপ্রাপণ, শ্রীভগবদ্বশীকরণ, স্বতঃ পরমফলত্ব, প্রাতঃপ্রণাম, বিজ্ঞাপন, প্রণামবাক্য, প্রাতর্ধ্যান, ধ্যানমাহাত্ম্য, কলিদোষহরত্ব, সর্ব্বকর্ম্মাধিকারিত্ব, মোক্ষপ্রদত্ব, বৈকুণ্ঠপ্রাপকত্ব, শ্রীভগবৎপ্রবোধন, নির্ম্মাল্যোত্তারণ, শ্রীমুখপ্রক্ষালন, দন্তকাষ্ঠাদ্যর্পণমাহাত্ম্য, মঙ্গলনীরাজন, প্রাতঃস্নানার্থোদ্যম, মৈত্রকৃত্যাদিবিধি, শৌচবিধি, মূত্রত্যাগবিধি, আচমনবিধি, বৈষ্ণবাচমন, দন্তধাবনবিধি, দন্তধাবনের নিত্যতা, দন্তকাষ্ঠনিষিদ্ধদিনসকল, দন্তকাষ্ঠে প্রতিনিধি, দন্তকাষ্ঠে অপবাদ, দন্তকাষ্ঠ কেশপ্রসাধনাদি, স্নাননিত্যতা, স্নানমাহাত্ম্য, স্নানবিধি, স্নানে বিশেষত্ব, চরণামৃতধারণমন্ত্র, শ্রীচরণোদকাভিষেকমাহাত্ম্য, চরণামৃতধারণে নিত্যতা, সামান্যতঃ দেবাদিতর্পণ, বৈদিকীসন্ধ্যা, তান্ত্রিকীসন্ধ্যা, তদ্বিধি, কামগায়ত্রী, মতান্তরে তান্ত্রিকসন্ধ্যাবিধি, জলে শ্রীভগবৎপূজাবিধি, বিশেষরূপে দেবাদিতর্পণ, স্নানাদিতে সন্ধ্যাবাপেক্ষা।

৪র্থ বিলাসে—শ্রীভগবন্মন্দিরসংস্কার, মন্দিরসংমার্জ্জনমাহাত্ম্য, উপলেপনমাহাত্ম্য, অভ্যুক্ষণমাহাত্ম্য, মণ্ডলমাহাত্ম্য, স্বস্তিকলক্ষণ, ধ্বজপতাকাদ্যারোপণ, ধ্বজারোপণমাহাত্ম্য, পতাকারোপণমাহাত্ম্য, বন্দনমালা, কদলী-স্তম্ভারোপণমাহাত্ম্য, পীঠপাত্রবস্ত্রাদি-সংস্কার, পীঠের সংস্কার, তৈজসাদিপাত্রের সংস্কার, বস্ত্রাদির সংস্কার, ধান্যাদির সংস্কার, পূজার্থ-তুলসীপুষ্পাদি আহরণ, গৃহস্নানবিধি, দ্বাদশনাম, উষ্ণোদকস্নান, স্নানে নিষিদ্ধদিন, আমলকস্নান, তিলস্নান, তৈলস্নান, তুলসীজলাভিষেকমাহাত্ম্য, বস্ত্রধারণবিধি, পীঠ, আসনবিধি, দ্বাদশতিলকবিধি, কিরীটমন্ত্র, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রনিত্যতা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমাহাত্ম্য, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-

নির্ম্মাণবিধি, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যচ্ছিদ্রনিত্যতা, হরিমন্দিরলক্ষণ, তিলকরচনাঙ্গুলি-নিয়ম, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমৃত্তিকা, গোপীচন্দনমাহাত্ম্য, গোপীচন্দনোর্দ্ধপুণ্ড্রমাহাত্ম্য, তুলসীমূলমৃত্তিকাপুণ্ড্রমাহাত্ম্য, মুদ্রাধারণনিত্যতা, মুদ্রাধারণমাহাত্ম্য, মুদ্রাধারণ-বিধি, চক্রাদির লক্ষণসমূহ, মালাদিধারণ, মালাধারণবিধি, মালাধারণনিত্যতা, মালাধারণমাহাত্ম্য, গৃহে সন্ধ্যোপাসনাবিধি, শ্রীগুরুপূজা, শ্রীগুরুমাহাত্ম্য, গুরুমাহাত্ম্যের অপবাদ, গুরুভক্তিফল।

৫ম বিলাসে—দ্বারপূজা, গৃহপ্রবেশমাহাত্ম্য, গৃহান্তঃপূজা, পূজার্থ আসন, আসনমন্ত্র, আসনসমূহ, বিশেষ আসনদোষগুণ, আসনে পাত্রাসাদন, পাত্রসমূহ, পাত্রমাহাত্ম্য, মঙ্গলঘটস্থাপন, অর্ঘ্যাদিপাত্র, মঙ্গলশান্তি, বিঘ্ননিবারণ, গুর্ব্বাদিনতি ভূতশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধির প্রকার, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধির ধ্যান, প্রাণায়ামমাহাত্ম্য, প্রাণায়ামের আদিতে মাতৃকান্যাস, কেশবাদিন্যাস, কেশবাদির ধ্যান, শ্রীমূর্ত্তির তত্ত্বন্যাস, পুনঃ প্রাণায়ামবিশেষ, প্রাণায়ামে কালসংখ্যাদি, পীঠন্যাস, পীঠমন্ত্র, ঋষ্যাদিস্মরণ, অঙ্গন্যাস, অক্ষরন্যাস, পদন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, মুদ্রাপঞ্চক, শ্রীনন্দনন্দনভগবদ্ধ্যানবিধি, অন্তর্যাগ, অন্তর্যাগে প্রার্থনাবিধি, শঙ্খপ্রতিষ্ঠা, স্বদেহে পীঠপূজা, দেবাঙ্গে মন্ত্রাঙ্গাদিন্যাস, বাহ্যোপচারে অন্তঃপূজা, অন্তর্যাগমাহাত্ম্য, বহিঃপূজা, পূজাস্থানসমূহ, শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ, চতুর্বিংশতি-মূর্ত্তি, শালগ্রামশিলা, শালগ্রামের বর্ণাদিভেদে গুণদোষ, শালগ্রামশিলার লক্ষণবিশেষণ, সংজ্ঞাবিশেষ, শ্রীশালগ্রামশিলামাহাত্ম্য, বাহুল্যে শালগ্রাম শিলার ফলবিশেষ, ক্রয়বিক্রয়নিষেধ, প্রতিষ্ঠানিষেধ, সর্ব্বাধিষ্ঠানশ্রেষ্ঠতা, শালগ্রামশিলা-পূজানিত্যতা, শালগ্রামশিলায় শ্রীদ্বারকাচক্রাঙ্কশিলাসংযোগ-মাহাত্ম্য, দ্বারকাচক্রাঙ্কলক্ষণ, দ্বাদশচক্রমাহাত্ম্য, চক্রভেদে ফলভেদ, বর্ণাদিভেদে দোষগুণ ও পূজ্যাপূজ্য।

৬ষ্ঠ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তিপূজনমাহাত্ম্য, মূর্ত্তির প্রসাদন, আত্মাদিশুদ্ধি, পীঠপূজা, আবাহনাদি, আবাহনাদিবিধি, আবাহনাদ্যর্থ, আবাহনমাহাত্ম্য, মুদ্রা-মাহাত্ম্য, আসনাদ্যর্পণ, আসনাদ্যর্পণ-মাহাত্ম্য, স্নান, স্নানপাত্র, অভ্যঙ্গদ্রব্য, অভ্যঙ্গের মাহাত্ম্য, পঞ্চামৃত-স্নপন, পঞ্চামৃতের পরিমাণ, ক্ষীরাদি-স্নপন-মাহাত্ম্য, স্নপনে ধূপনে ধূপনমাহাত্ম্য, উদ্বর্ত্তন ও তন্মাহাত্ম্য, কূর্চ্চ ও তাহার মাহাত্ম্য, শুদ্ধ-জল-স্নপন, জলপরিমাণ, জলগ্রহণকাল, স্নপন-মাহাত্ম্য, সর্ব্বৌষধি, শঙ্খমাহাত্ম্য, তন্মন্ত্র, ঘণ্টামাহাত্ম্য, স্নানে বাদ্যাদিমাহাত্ম্য, সহস্রনামমাহাত্ম্য, শ্রীভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্য, পুরাণপাঠাদিমাহাত্ম্য, বস্ত্রার্পণ, শ্রীমদঙ্গমার্জ্জনমাহাত্ম্য, বস্ত্রার্পণমাহাত্ম্য, বস্ত্রার্পণনিষিদ্ধ, বস্ত্রার্পণাপবাদ, যজ্ঞোপবীত, উপবীতার্পণমাহাত্ম্য, পাদ্যতিলকা-চমন প্রভৃতি, ভূষণ ও ভূষণার্পণমাহাত্ম্য, গন্ধ ও অনুলেপনমাহাত্ম্য, তুলসীকাষ্ঠচন্দন-মাহাত্ম্য, অনুলেপে নিষিদ্ধ, বীজনমাহাত্ম্য।

৭ম বিলাসে—পূজার্হ পুষ্পসকল, সামান্যতঃ সকল পুষ্পমাহাত্ম্য, পুষ্পবিশেষ-মাহাত্ম্য, দ্রোণপুষ্পমাহাত্ম্য, জাতিপুষ্পমাহাত্ম্য, কার্ত্তিকে জাতিপুষ্পের মাহাত্ম্য-বিশেষ, কমলের মাহাত্ম্য, কমলে বর্ণবিশেষে মাহাত্ম্যবিশেষ, পদ্মের কার্ত্তিকে বিশেষ, নীলোৎপলের মাহাত্ম্য, কুমুদের মাহাত্ম্য, কদম্বের মাহাত্ম্য, আষাঢ়ে বিশেষত্ব, করবীরের মাহাত্ম্য, পুন্নাগপুষ্পের মাহাত্ম্য, অগস্ত্যপুষ্পের মাহাত্ম্য, কার্ত্তিকে তাহার বিশেষত্ব, কেতকীপুষ্পের মাহাত্ম্য, বিশেষতঃ আষাঢ়ে, শ্রাবণে ও কার্ত্তিকে বিশেষমাহাত্ম্য, কুন্দের মাহাত্ম্য, পাবন্তীকুসুমের মাহাত্ম্য, কর্ণিকারের মাহাত্ম্য, রক্তশতপত্রিকার মাহাত্ম্য, সেবন্তীপলাশপুষ্পমাহাত্ম্য, কুব্জের মাহাত্ম্য, চম্পকের মাহাত্ম্য, অশোক ও বকুলের মাহাত্ম্য, পাটলের মাহাত্ম্য, তিলকের মাহাত্ম্য, জবার মাহাত্ম্য, অটরূষকের মাহাত্ম্য, কুসুম্ভের মাহাত্ম্য, মল্লিকার মাহাত্ম্য, কুন্তীপুষ্পমাহাত্ম্য, গোকর্ণাদির মাহাত্ম্য, দূর্ব্বাদিপুষ্পের মাহাত্ম্য, পুষ্পমণ্ডপাদি, পুষ্পমণ্ডপ-মাহাত্ম্য, বিশেষতঃ কার্ত্তিকে, সুবর্ণাদিপুষ্প, স্বর্ণপুষ্পাদি-মাহাত্ম্য, নিষিদ্ধপুষ্প, বিশেষরূপে নিষিদ্ধ পুষ্পনির্দ্দেশ, পুষ্পগ্রহণকালাদি, নিষিদ্ধপুষ্প-সংগ্রহশ্লোক, পত্র, শ্রীতুলস্যর্পণনিত্যতা, তুলসীমাহাত্ম্য, তুলসীদানে পরমোত্তমতা, শ্রীভগবদ্দুর্ল্লভতা, শ্রীভগবদর্পণ দ্বারা পাপহারিত্ব, বৈরিনাশকত্ব, সর্ব্বসম্পৎপ্রদত্ব, পরমপুণ্যজনকত্ব, সর্ব্বার্থসাধকত্ব, মুক্তিপ্রদত্ব, শ্রীবৈকুণ্ঠলোক-প্রাপকত্ব, শ্রীভগবৎপ্রীণনত্ব, কার্ত্তিকাদিতে ফলবিশেষ, মাঘে, চাতুর্ম্মাস্যে, ও বৈশাখে তুলসীগ্রহণবিধি, তুলসীমন্ত্র, তন্মাহাত্ম্য, তুলসীচয়ননিষেধকাল অঙ্গোপাঙ্গপূজা, আবরণপূজা, শ্রীমন্নামাষ্টকপূজা।

৮ম বিলাসে—ধূপন ধূপ সকল, ধূপে নিষিদ্ধ, ধূপনমাহাত্ম্য, শ্রীভগবদালয়ে প্রদীপপ্রদানমাহাত্ম্য, মহাদীপমাহাত্ম্য, শোণমলিনাদিবস্ত্রের বর্ত্তি দ্বারা দীপদান নিষেধ, দীপনির্ব্বাপণাদিদোষ, ভূমিতে দীপদাননিষেধ, নৈবেদ্য, নৈবেদ্যার্পণবিধি, নৈবেদ্যপাত্র, পাত্রপরিমাণ, ভোজ্য, নৈবেদ্যে নিষিদ্ধভোজ্য, ভক্ষ্যসমূহ, নৈবেদ্যার্পণমাহাত্ম্য, পানক ও তন্মাহাত্ম্য, ধ্যান ও হোম, বলিদান, তদ্বিধি, বলিদানমাহাত্ম্য, জলগণ্ডূষাদ্যর্পণ, মুখবাসাদিমাহাত্ম্য, পুনর্গন্ধার্পণ, মহারাজোপ-চারার্পণ, মহাচারোপচারে চামরমাহাত্ম্য, ছত্রের মাহাত্ম্য, ধ্বজের মাহাত্ম্য, ব্যজনের মাহাত্ম্য, বিতানের মাহাত্ম্য, খড়্গাদির মাহাত্ম্য, গীতবাদ্যনৃত্য, নিষিদ্ধ গীতাদি, বিশেষ গীতের মাহাত্ম্য, নৃত্যের মাহাত্ম্য, বাদ্যের মাহাত্ম্য, শক্তিতে পুনঃপূজা, নীরাজন, নীরাজনমাহাত্ম্য, শঙ্খাদিবাদনমাহাত্ম্য, সজলশঙ্খ-নীরাজন, স্তুতিবিধি, স্তোত্রসকল, বিশেষ কলিকালে স্তোত্র, স্তুতিমাহাত্ম্য, অভিবন্দন, প্রণামবিধি, নমস্কারমাহাত্ম্য, প্রণামনিত্যতা, নমস্কারে নিষিদ্ধ, প্রদক্ষিণ, প্রদক্ষিণ-সংখ্যা, প্রদক্ষিণমাহাত্ম্য, প্রদক্ষিণ স্থলে নিষিদ্ধ, কর্ম্মাদ্যর্পণ, কর্ম্মার্পণবিধি, আত্মার্পণমাহাত্ম্য, জপ, জপের মন্ত্র, প্রার্থনা, অপরাধক্ষমা, অপরাধসমূহ, অপরাধশমন, নির্ম্মাল্যধারণনিত্যতা, শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্যমাহাত্ম্য, পূজাবিধিবিবেক।

৯ম বিলাসে—শঙ্খোদকমাহাত্ম্য, তীর্থধারণ, চরণোদকপানমাহাত্ম্য, শঙ্খকৃত পাদোদকমাহাত্ম্য, শ্রীভগবদগ্রে শঙ্খস্থাপন-মাহাত্ম্য, শ্রীতুলসীবনপূজা, অর্ঘ্য-মন্ত্র, পূজামন্ত্র, স্তুতি, প্রার্থনা, প্রণামবাক্য, তুলসীবনপূজামাহাত্ম্য, তুলসীস্তুতিমহিমা, তুলসীবনমাহাত্ম্য, তুলসীমৃত্তিকাকাষ্ঠাদিমাহাত্ম্য, তুলসী-পত্রধারণমাহাত্ম্য; তুলসীভক্ষণমাহাত্ম্য, ধাত্রীমাহাত্ম্য; স্নাননিষেধকাল; বৃত্তিসম্পাদন; শুক্লবৃত্তি; গ্রাহ্যাগ্রাহ্য; মাধ্যাহ্নিককৃত্যাদি, বৈষ্ণব-বৈশ্বদেবাদিবিধি, বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধি, শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবভোজনমাহাত্ম্য; ভগবদর্পণে নিষিদ্ধ, পূজাব্যতিরিক্ত-ভোজনদোষ; অনর্পিত ভোগনিষেধ; নৈবেদ্য ভক্ষণবিধি; নৈবেদ্যমাহাত্ম্য।

১০ম বিলাসে—শ্রীভগবদ্ভক্তদিগের লক্ষণ; শৈবে শিবকৃষ্ণভেদবিশেষত্ব; শ্রীভাগবতশাস্ত্রপরতা; বৈষ্ণবসম্মাননিষ্ঠা; শ্রীতুলসীসেবানিষ্ঠা; শ্রীভগবৎ-কথাপরতা; নামপরতা; স্মরণপরতা; অন্তর্বিজয়ে বৈরাগ্যাদির স্মরণ; পূজাপরতা; বৈষ্ণবধর্ম্মনিষ্ঠতা; একান্তিতা; তদ্বিজ্ঞানদ্বারা অনন্যপরতা; বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বনিরপেক্ষতা; মিশ্রাকুলত্বে মনোরতিপরতা; প্রেমৈকপরতা; প্রেমে উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ; ভগবদ্ভক্তনিরূপণগণের মাহাত্ম্য, ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-মাহাত্ম্য; ভগবৎকথামৃতপানৈকহেতুতা; শ্রীভগবদ্বশীকারিতা; অসৎসঙ্গ-দোষ; অসৎনিষ্ঠা ও শ্রীবৈষ্ণবনিন্দাদিদোষ; শ্রীবৈষ্ণবসমাগমবিধি, বৈষ্ণবসম্মাননিত্যতা; বৈষ্ণবস্তুতি; বৈষ্ণবাভিগমনমাহাত্ম্য; বৈষ্ণবস্তুতি মাহাত্ম্য; বৈষ্ণবসম্মানমাহাত্ম্য, বৈষ্ণবশাস্ত্রমাহাত্ম্য; শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্য,

ভগবচ্ছাস্ত্রবক্তৃতামাহাত্ম্য; শ্রীকৃষ্ণলীলাকথাশ্রবণমাহাত্ম্য; সূর্য্যোড়াদিসর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তকত্ব; প্রকর্ষতায়া সর্ব্বমঙ্গলকারিত্ব; সর্ব্বসৎকর্ম্মফলত্ব; শ্রোত্রেন্দ্রিয়সাফল্যকারিত্ব, আয়ুঃসাফল্যকারিত্ব, পরমবৈরাগ্যোৎপাদকত্ব, সংসারতারকত্ব, সর্ব্বার্থপ্রাপকত্ব, মোক্ষাধিকত্ব, বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্ব, প্রেমসম্পাদকত্ব, শ্রীভগবদ্বশীকারিত্ব, পরমপুরুষার্থতা, শ্রীভগবৎকথাত্যাগাদিদোষ, ভগবৎকথাসক্তি, শ্রীভগবদ্ধর্ম্মপ্রতিপাদনমাহাত্ম্য, ভগবদ্ধর্ম্ম, শ্রীভগবদ্ধর্ম্মমাহাত্ম্য ও শ্রীভগবল্লীলাকথাকীর্ত্তনমাহাত্ম্য।

১১শ বিলাসে—সায়ন্তনকৃত্য, শ্রীভগবদ্ভক্তের কর্ম্মপাতিত্যপরিহার, ত্রিকালার্চ্চনাবিধিবিশেষ, নক্তকৃত্য, অহোরাত্রের সকলকর্ম্মার্পণবিধি, পূজাফলসম্প্রাপ্ত্যুপায়, অশক্ত পূজাফলপ্রাপ্ত্যুপায়দর্শনমাহাত্ম্য,শ্রীভগবন্মূর্ত্তিদর্শননিত্যতা, দানবিশেষফল, বিবিধোপচার, অলঙ্কসমাধান, শয়নবিধি, শ্রীভগবদর্চ্চনমাহাত্ম্য, পূজানিত্যতা, শ্রীভগবন্নামমাহাত্ম্য, কামবিশেষে শ্রীভগবন্নামবিশেষসেবামাহাত্ম্য, সামান্যতঃ শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তনমাহাত্ম্য,কীর্ত্তন-কারীর কুল ও সঙ্গাদিপাবনত্ব,সর্ব্বব্যাধিনাশিত্ব, সর্ব্বদুঃখোপশমনত্ব, কলিবাধাপহারিত্ব, নারকীর উদ্ধারত্ব, প্রারব্ধবিনাশিত্ব,সর্ব্বাপরাধভঞ্জনত্ব,সর্ব্বসম্পূর্ত্তিকারিত্ব, সর্ব্ববেদাধিকত্ব, সর্ব্বতীর্থাধিকত্ব সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকত্ব, সর্ব্বার্থপ্রদত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব, জগদানন্দকত্ব,জগদ্বন্দ্যতাপাদকত্ব অগত্যেকগতিত্ব, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সেবত্ব, মুক্তিপ্রদত্ব, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্ব, শ্রীভগবৎপ্রীণনত্ব, শ্রীভগবদ্বশীকারিত্ব, ভক্তিপ্রকারমধ্যে শ্রেষ্ঠতা, শ্রীমন্নামজপমাহাত্ম্য, শ্রীমন্নামস্মরণমাহাত্ম্য, শ্রীভগবন্নামমাহাত্ম্য, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারমাহাত্ম্য,শ্রীকৃষ্ণেতিনামমাহাত্ম্য.শ্রীমন্নামকীর্ত্তননিত্যতা, শ্রীভগবন্নামার্থবাদকল্পনাদূষণ, নামাপরাধ, অপরাধভঞ্জন, শ্রীমদ্ভক্তির দুর্লভত্ব, শ্রীভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য, বিষয়ভোগেও তদ্দোষনিরাকরত্ব, মনঃপ্রসাদকত্ব, পরমপাবনত্ব, পরমধর্ম্মত্ব, সর্ব্বগুণাদিসেব্যতাকারিত্ব, অহঙ্কারোন্মূলনত্ব, সর্ব্বমার্গাধিকত্ব, সর্ব্বার্থসাধকত্ব, মোক্ষাধিকত্ব, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্ব, শ্রীভগবত্তোষণ ও শ্রীভগবৎসঙ্গ, শ্রীভগবদ্বশীকারিত্ব, পরমপুরুষার্থতা, শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিনিত্যতা, শ্রীমদ্ভক্তিলক্ষণ, প্রেমভক্তিলক্ষণ, প্রেমসম্পত্তিচিহ্ন, শরণাপত্তি, তন্নিত্যতা, শরণাপত্তিমাহাত্ম্য, শরণাপত্তিলক্ষণ ও আচারনিয়মাদি।

১২শ বিলাসে—পক্ষকৃত্য, একাদশীব্রতের নিত্যতা, একাদশীব্রতে শ্রীভগবৎপ্রীতিহেতুত্ব, একাদশীতে ভোজননিষেধ ও অকরণে প্রত্যবায়, বিধবাবিষয়ে বিশেষ-দোষ, উভয়পক্ষেই নিত্যত্ব, সংক্রান্তির দিনে ও সূতকাদি অশৌচে নিত্যত্ব, উপবাসদিনে শ্রাদ্ধনিষেধ, অধিকারী অশক্ত হইলে প্রতিনিধি, বিশেষতঃ নক্তাদি একাদশীমাহাত্ম্য, উপবাসদিননির্ণয়, সামান্য বিদ্ধোপবাসদোষ, সংপূর্ণালক্ষণে বিদ্ধালক্ষণ, অরুণোদয়বিদ্ধাপরিত্যাগ, অরুণোদয়লক্ষণ, অরুণোদয়বিদ্ধোপবাসদোষ অর্দ্ধরাত্রবিদ্ধাসমাধান, শুদ্ধাবিশেষপরিত্যাগ, উন্মীলনীভেদ, বঞ্জুলীদ্বাদশীব্রতবিধি, ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধনী ও সন্দেহনিরসনবিধি।

১৩শ বিলাসে—উপবাসের-পূর্ব্বদিনকৃত্য, সঙ্কল্পমন্ত্র, ক্ষার হবিষ্য ও অন্য নিয়ম, তন্মাহাত্ম্য, একভক্তলক্ষণ, উপবাসদিনকৃত্য, উপবাসলক্ষণ, ভোগবিধি, ভোজনে প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মচর্য্যবিঘাতকর্ম্মাদি, পূজাদি জাগরণপ্রকরণ, জাগরণে গীতাদিনিবারণনিষেধ, জাগরণদর্শনাবশ্যকতা, জাগরণবিধি, জাগরণনিত্যত্ব, জাগরে গীতাদিনিত্যত্ব, জাগরণমাহাত্ম্য, জাগরণমাহাত্ম্যফল, জাগরণ অকরণে দোষ,পারণদিনকৃত্য,পারণে সমর্পণমন্ত্র, শ্রীভগবানের প্রাতঃস্নপন, পারণে দ্বাদশ্যপেক্ষণ; দ্বাদশ্যল্পত্বে কৃত্যসমাধানসঙ্কটে পারণ-সমাধান, হরিবাসরকালে পারণনিষেধ, অল্পকালে দ্বাদশীনিয়ম, উন্মীলন্যাদি অষ্টমহাদ্বাদশীর নিরূপণ, অষ্টমহাদ্বাদশীর-নিত্যত্ব, পারণকালনির্ণয়, উন্মীলনীব্রত, বঞ্জুলী-ব্রত ত্রিস্পৃশাব্রত, পক্ষবর্দ্ধিনী-ব্রত, জয়া-ব্রত, বিজয়া-ব্রত, জয়ন্তী-ব্রত, পাপনাশিনী-ব্রত ও ধাত্রীপূজা।

১৪শ বিলাসে—মাসকৃত্যপ্রসঙ্গে মার্গশীর্ষকৃত্য,পৌষকৃত্য, মাঘকৃত্য,মাঘস্নাননিত্যত্ব, অধিকারিনির্ণয়, মাঘমাহাত্ম্য, বসন্তপঞ্চমী, ভীষ্মাষ্টমী, ভৈমী, একাদশী, ফাল্গুনকৃত্য, শিবরাত্রিব্রত, শিবরাত্রিব্রতনির্ণয়, শিবব্রতবিধি ও ব্রতমন্ত্র, তাহার পারণনির্ণয়,শিবরাত্রিব্রতমাহাত্ম্য, শ্রীগোবিন্দদ্বাদশী,তন্মাহাত্ম্য, আমর্দ্দকীব্রতবিধি, বসন্তোৎসবমাহাত্ম্য, চৈত্রকৃত্য, শ্রীরামনবমী, তদ্ব্রত-নিত্যত্ব তদ্ব্রত, মাহাত্ম্য,তদ্ব্রত-নির্ণয়,শ্রীরামনবমীব্রতবিধি,একভক্তনিবেদনমন্ত্র, উপবাসনিবেদনমন্ত্র, সঙ্কল্পমন্ত্র,কৌশল্যাদ্যর্চ্চা,দোলমহোৎসব,দোলমহোৎসবমাহাত্ম্য, দোলোৎসববিধি দমনকারোপণোৎসব, দমনকাধিবাসবিধি, দমনকার্পণবিধি, দমনকারোপণমন্ত্র, বৈশাখকৃত্য বৈশাখকৃত্যনিত্যতা, বৈশাখমাহাত্ম্য, বৈশাখে কর্ম্মবিশেষমাহাত্ম্য, প্রাতঃস্নানমাহাত্ম্য,বৈশাখে ভগবৎপূজা-মাহাত্ম্য ও স্নানবিধি, বিশেষতঃ অক্ষয়তৃতীয়া-কৃত্য, শুক্লা-সপ্তমী, নরসিংহচতুর্দ্দশী, নরসিংহচতুর্দ্দশীব্রতনিত্যতা, তাহার অধিকারিনির্ণয়, তন্মাহাত্ম্য, তদ্ব্রতদিননির্ণয়, তদ্ব্রতবিধি, বৈশাখী পূর্ণিমা, সমস্তবৈশাখকৃত্য ও অসমর্থপক্ষে কৃত্য।

১৫শ বিলাসে—জ্যৈষ্ঠকৃত্য,জলে ভগবৎপূজাবিধি, তন্মাহাত্ম্য,নির্জ্জলৈকাদশী, নির্জ্জলৈকাদশী-ব্রতবিধি, তাহার নিয়মমন্ত্র, আষাঢ়কৃত্য, তপ্তমুদ্রাধারণ, তপ্তমুদ্রাধারণ-নিত্যতা,চক্রনির্ম্মাণ, তাহার অনাদরে দোষ, তপ্তমুদ্রাধারণমাহাত্ম্য, তপ্তমুদ্রাধারণ-বিধি, চক্রাদির বাহনমন্ত্র, ধারণমন্ত্র, চক্রাদিপ্রতিকৃতিদ্রব্য, শয়নীক্ষীরাব্ধিমহোৎসব, চাতুর্ম্মাস্যনিয়মাবশ্যকতা, চাতুর্ম্মাস্যনিয়ম, চাতুর্ম্মাস্যব্রতনিয়মমাহাত্ম্য,শ্রাবণ-কৃত্য, পবিত্রারোপণ, পবিত্রারোপণ-মাহাত্ম্য, পবিত্রারোপণবিধি. পবিত্রাধিবাসন, পবিত্রার্পণ, পবিত্রবিসর্জ্জন-বিধি,পবিত্রবিসর্জ্জনমন্ত্র ও তৎফল, তাহার মুখ্যগৌণকালনির্ণয়,ভাদ্রকৃত্য, শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত,জন্মাষ্টমীব্রতোৎপত্তি; জন্মাষ্টমীব্রতনিত্যতা,উপবাসপূর্ব্বকপূজা ও বিশেষমহোৎসবাদিব্রতত্যাগেপ্রত্যবায়, শ্রীমজ্জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্য, শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতনির্ণয়, রোহিণীযুক্তাষ্টমী, অর্দ্ধরাত্রযুতাষ্টমী, সপ্তমীবিদ্ধজন্মাষ্টমীব্রত-নিষেধ, জন্মাষ্টমীপারণফল, জন্মাষ্টমীব্রতবিধি, সূতিকাগৃহনির্ম্মাণবিধি, পূজোপক্রম, পূজামন্ত্র, স্নানমন্ত্র, বস্ত্রদানমন্ত্র, ধূপদানমন্ত্র, নৈবেদ্যার্পণমন্ত্র, চন্দ্রার্ঘ্যদানমন্ত্র,নিয়মমন্ত্র, দেবকীপূজামন্ত্র,শ্রীকৃষ্ণপূজামন্ত্র দেবকীধ্যান,পার্শ্বপরিবর্ত্তনোৎসব,অভ্যর্থনমন্ত্র, শ্রবণদ্বাদশীব্রত ও তন্মাহাত্ম্য,শ্রবণদ্বাদশীব্রতনির্ণয়, শ্রবণদ্বাদশ্যুপবাস, শ্রবণনক্ষত্রযুক্তৈকাদশ্যুপবাস, বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ, শ্রীবামনবমীব্রত-বিধি, বামনপূজামন্ত্র,আশ্বিনকৃত্য,বিজয়োৎসববিধি, কার্ত্তিককৃত্য, কার্ত্তিকব্রতনিত্যতা,কার্ত্তিকমাহাত্ম্য,কার্ত্তিকব্রতমাহাত্ম্য, কার্ত্তিকব্রতের অঙ্গাদি, দীপদানমাহাত্ম্য, পরদীপপ্রবোধনমাহাত্ম্য, শিখরদীপমাহাত্ম্য, দীপমালামাহাত্ম্য. আকাশদীপমাহাত্ম্য, আকাশদীপদানমন্ত্র, কার্ত্তিককৃত্যবিধি, কার্ত্তিকে বর্জ্জনীয়, শ্রীরাধাদামোদরপূজাবিধি, শ্রীদামোদরাষ্টক ও শ্রীকৃষ্ণাষ্টমীকৃত্য, কৃষ্ণত্রয়োদশীকৃত্য, কৃষ্ণচতুর্দ্দশীকৃত্য, অমাবস্যাকৃত্য, অমাবস্যানির্ণয়, চতুর্দ্দশীবিদ্ধানিষেধ, শুক্লাপ্রতিপদ্ শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাবিধি, গোপূজা-মন্ত্র, গো-ক্রীড়া, শ্রীবলিদৈত্যরাজ-পূজা, যমদ্বিতীয়া-কৃত্য, শুক্লাষ্টমী-কৃত্য, প্রবোধনীকৃত্য, তাহার নিত্যতা, প্রবোধনীমাহাত্ম্য, প্রবোধকালনির্ণয়, ভগবৎপ্রবোধনবিধি, রথযাত্রামাহাত্ম্য, রথযাত্রাবিধি, রথানুগমনাদি-নিত্যতা, প্রবোধনীজাগরণমাহাত্ম্য, পারণদিনকৃত্য, ব্রতে দান ও ভীষ্মপঞ্চকাদি, অধিবাসকৃত্য।

১৬শ বিলাসে—পুরশ্চরণ, পুরশ্চরণের আবশ্যকতা, পুরশ্চরণমাহাত্ম্য, পুরশ্চরণ-স্থাননিয়ম, স্থানবিশেষে ফলবিশেষ পুরশ্চরণের ভূমিপরিগ্রহ, কূর্ম্মচক্র, তাহাতে ভক্ষ্যনিয়ম, আসননিয়ম, জপমালা, তন্নিত্যতা, মালামণি-

নির্ণয়, তৎপরিমাণাদি, মালার মণিবিশেষে বিশেষত্ব, মালানির্ম্মাণবিধি, মালাসংস্কার, মালাভেদে অধিকারিভেদ, জপাঙ্গুল্যাদিনির্ণয়, মালার নিয়মান্তর, জপে গুণ ও জপে দোষনির্ণয়, দোষপ্রায়শ্চিত্ত, জপভেদ ও তাহার লক্ষণাদি, জপমাহাত্ম্য, জপপ্রকারবিশেষে ফলবিশেষ, জপবিধি, হোম-নিয়ম, জপসংখ্যানিয়ম, তর্পণাদি, মার্জ্জন, রিক্তপূরণ, সংক্ষিপ্তপুরশ্চরণ ও তাহার প্রকারান্তর, সিদ্ধমন্ত্রলক্ষণ, সিদ্ধমন্ত্রকৃত্য, অসিদ্ধসাধনোপায়, যন্ত্র।

১৭শ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাব, শ্রীমূর্ত্ত্যাবির্ভাবমাহাত্ম্য, শ্রীমূর্ত্তিপরিমাণ, আরম্ভে কৃত্য, অঙ্গুলীপরিমাণ, বিস্তার, শ্রীগোপালদেবের বিশেষত্ব, স্ত্রীপ্রতিমা; বিশেষ বিশেষ মৃণ্ময়মূর্ত্তি, পরিমাণ-বিশেষাদি বরাহমূর্ত্তি, নরসিংহমূর্ত্তি, ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি, মৎস্যমূর্ত্তি, কূর্ম্মমূর্ত্তি, মহাবিষ্ণুমূর্ত্তি, লোকপাল-বিষ্ণুমূর্ত্তি, বাসুদেবমূর্ত্তি, সঙ্কর্ষণমূর্ত্তি, প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি, অনিরুদ্ধমূর্ত্তি ও চক্রাদির বিবিধ মূর্ত্তির স্বরূপনির্ণয়, বামনমূর্ত্তি, ভৃগুরামমূর্ত্তি, দাশরথিমূর্ত্তি, কৃষ্ণমূর্ত্তি, বলদেবমূর্ত্তি, কামদেবমূর্ত্তি, শাম্বমূর্ত্তি, গোপালমূর্ত্তি, বুদ্ধমূর্ত্তি, নরনারায়ণমূর্ত্তি, বিবিধ মূর্ত্তিভেদ, লক্ষ্মীনারায়ণমূর্ত্তি, যোগস্বামীমূর্ত্তি, দশাবতারের মূর্ত্তি, শ্রীমূর্ত্ত্যঙ্গাধিক্যাদিদোষ, দ্রব্যভেদে শ্রীমূর্ত্তিভেদ, শিলাগ্রহণ, শিলালক্ষণ, শিল্পিকৃত্য ও পিণ্ডিকালক্ষণ।

১৮শ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠালক্ষণ, প্রতিষ্ঠামাহাত্ম্য, প্রতিষ্ঠা-কাল, প্রতিষ্ঠাস্থান, প্রতিষ্ঠাধিকারী, স্থাপকতায় যাহা যাহা বর্জ্জনীয়, প্রতিষ্ঠাবিধ্যভিজ্ঞের প্রতিষ্ঠাকার্য্য না করিলে দোষ, স্থিরমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠারম্ভ, আচার্য্যাদিবরণ, মণ্ডপাদিনির্ম্মাণ, বেদ্যাদিনির্ম্মাণ, কুম্ভস্থাপন, স্নানমণ্ডপাদিনির্ম্মাণ, ধ্বজপতাকাস্থাপন, ধ্বজাদ্যর্পণ, লোকপালপূজাবিধি, প্রতিষ্ঠাকর্ম্মারম্ভ, কলসাধিবাসন, অর্ঘ্যদ্রব্যাদিস্থাপন, শ্রীমূর্ত্তির স্নানমণ্ডপে প্রবেশ, শিল্পিপরিতোষণ, স্নপন, নেত্রোন্মীলন, নেত্রাভ্যঞ্জন, অর্ঘ্যার্পণাদি, মাঙ্গল্যাচরণ, অমাঙ্গল্যনিবারণ, পুনর্বিশেষ স্নপনবিধি, স্নপনমাহাত্ম্য, শ্রীমূর্ত্ত্যুত্থাপন, অধিবাসমণ্ডপে প্রবেশ, শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনপ্রকার, শ্রীমূর্ত্ত্যাধিবাসন, ব্রাহ্মণস্থাপন, দ্বারে জপনিয়ম, শান্তিঘটোদকস্নানাদি, অধিবাসনমাহাত্ম্য প্রাসাদাদির গর্ত্ত-নির্ম্মাণাদি, পিণ্ডিকাশোধন, প্রাসাদে শ্রীমূর্ত্তিবিজয়, রত্নাদিন্যাস, রত্নন্যাসমন্ত্র, কাম-বিশেষে দ্রব্যবিশেষন্যাস, মঙ্গলস্নপন, গর্ত্তলেপনাদি, ইন্দ্রাদিবলিদান, প্রাসাদান্তে শ্রীমূর্ত্তিপ্রবেশ, পিণ্ডিকান্যাসাদি, শ্রীমূর্ত্তিস্থাপন, শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনানন্তরকৃত্য, মন্ত্রদ্বারা অঙ্গালম্ভন, জপবিধিবিশেষ, মহাপূজা, মহাপূজায় ভগবৎসান্নিধ্যলক্ষণাদি, আচার্য্যাদির সম্মান, শ্রীমূর্ত্তিস্থিরতাপাদন, দিনান্তরোৎসব, কৃত্যবিশেষে ফলবিশেষ, চতুর্থীকর্ম্ম, অবভৃথস্নান, হোমসমাধান, যজমানাভিষেক, পুনরাচার্য্যাদিসম্মান, ধ্বজারোপণ, চলশ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, চলশ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠামাহাত্ম্য তন্মণ্ডপাদিনির্ম্মাণ-বিধি, মণ্ডলবিধি, ব্রাহ্মণবরণাদিবিধি, বাস্তুদেব-পূজাবিধি, স্নপনবিধি, যন্ত্রাদ্যর্পণ-বিধি, স্তুতিবলিদানাদি, অধিবাসনবিধি, স্থাপনবিধি, আচার্য্যাদিসম্মান প্রতিষ্ঠাফল, একাধ্বরপ্রতিষ্ঠাবিধি, তৎপ্রতিষ্ঠাফল, বৈগুণ্যে পুনঃসংস্কার ও পুনঃ সংস্কারমাহাত্ম্য।

১৯শ বিলাসে—শ্রীভগবন্মন্দিরনির্ম্মাণ, শ্রীভগবন্মন্দিরমাহাত্ম্য মন্দিরনির্ম্মাণ-কাল, প্রাসাদস্থানশোধন, ভূমিপরিগ্রহ, দিক্‌সাধন, শল্যোদ্ধারণ, বাস্তুমণ্ডল, বাস্তুপূজা, প্রাসাদমূলারম্ভ, শিলালক্ষণ, ইষ্টকালক্ষণ, শিলাবিন্যাসব্যবস্থা, পীঠলক্ষণ, প্রাসাদাদিলক্ষণ, মণ্ডপলক্ষণবিশেষ, মণ্ডপের দ্বারনির্ণয়, প্রাকারাদিনির্ণয়, বৃক্ষ-রোপণনির্ণয়, জীর্ণোদ্ধার, তুলসীবিবাহ, প্রতিষ্ঠাবিধি, উপসংহার।

হরিভট (পুং) অসুরভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৬।৯৬)

হরিভট্ট, ১ সুভাষিতবলীধৃত একজন প্রাচীন কবি। ২ অন্ত্যকর্ম্ম-দীপিকাকার। ৩ মুহূর্ত্তমুক্তাবলিরচয়িতা। ৪ বিবাহরত্নপ্রণেতা। ৫ একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ। সঙ্গীতকলানিধি ও সঙ্গীত-দর্পণরচয়িতা। দামোদর তাঁহার সঙ্গীতদর্পণে ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হরিভদ্র, ১ সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত একজন রাজা। (৪।৬)

২ জাতকসার ও তাজিকসাররচয়িতা। ৩ একজন অসাধারণ জৈনপণ্ডিত। ইঁহার 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়' একখানি উপাদেয় ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। ইহার জম্বূদ্বীপসংগ্রহণী হইতে জানা যায় যে, ইনি ১৩৯০ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন।

হরিভদ্র (ক্লী) হরের্ভদ্রং তৃপ্তির্যস্মাৎ। হরিবালুক, এলবালুক।

হরিভদ্রক (ক্লী) কুষ্ঠৌষধি, চলিত কুড়। (বৈদ্যকনি°)

হরিভানু শুক্ল, ১ একজন নানাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। ইনি ছান্দো-গ্যোপনিষৎপ্রকাশিকা, পুরাণকপ্রভানামে ভাগবতপুরাণটীকা, শাস্ত্রসারাবলী, সপ্তশ্লোকব্যাখ্যা, সিদ্ধান্তরত্নাবলী নামে সারস্বত-প্রক্রিয়ার টীকা ও জৈমিনিসূত্রের টীকা প্রণয়ন করেন।

১ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী। হরিবংশনামেও পরিচিত। ইনি গণকমোদকারিণী, গণিতভূষণ, জাতকরত্নটীকা, জাতকাল-ঙ্কারটীকা, তাজিকসংগ্রহ, তিথ্যাদিচন্দ্রিকা, তিথ্যাদিভাস্বতী ও প্রশ্নপঞ্জিকা রচনা করেন।

হরিভারতী, চিকিৎসাসাররচয়িতা।

হরিভাবিনী (স্ত্রী) হরিং ভাবয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা, হরি-ভূ-ণিনি-ঙীপ্‌। হরিভাবনশীলা। (মুগ্ধবোধব্যাক°)

হরিভাস্কর শর্ম্মন্, একজন নানাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। আপাজী-ভট্টের পুত্র ও হরিভট্টের পৌত্র। ইনি অধ্যাত্মরামায়ণপ্রকাশ, গঙ্গাস্তুতি, পদ্যামৃততরঙ্গিণী, পরিভাষাভাস্কর, ভাস্করচরিত্র, যশোবন্তভাস্কর, লক্ষ্মীস্তুতি, বৃত্তরত্নাকরসেতু, শুদ্ধিপ্রকাশ ও স্মৃতিপ্রকাশ প্রণয়ন করেন। ইহার বৃত্তরত্নাকরসেতু হইতে জানা যায় যে, ইনি ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে কাশীবাসী ছিলেন।

হরিভুজ, (পুং) হরিং ভেকং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভুজ-ক্বিপ্‌। সর্প।

হরিমণ্ডল, সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত একজন রাজা। (২।২৭)

হরিমাণিক্য, জয়ন্তার একজন রাজা, রঙ্গগৃহে ইঁহার রাজধানী ছিল। (দেশাবলি)

হরিমন্, (পুং) শরীরগত কান্তি, হরণশীল বাহ্যরোগ বা শরীরগত হরিদ্বর্ণ রোগপ্রাপ্ত বিবর্ণতা। "মমসূর্য্য হরিমাণঞ্চ নাশয়" (ঋক্ ১।৫০।১১) 'হরিমাণং শরীরগতকান্তিহরণশীলং বাহ্যং রোগং শরীরগতং হরিদ্বর্ণং রোগপ্রাপ্তং বৈবর্ণ্যমিত্যর্থঃ' (সায়ণ)

হরিমন্থ (পুং) ১ গণিকারিকা। (শব্দরত্না°) ২ চণক, চলিত ছোলা। (রাজনি°) ৩ দেশবিশেষ। (ভরত)

হরিমন্থক (পুং) হরিমন্থ এব স্বার্থে কন্। চণক। (অমর) ২ অগ্নিমন্থ, চলিত গণিয়ারি। (পর্য্যায়মুক্তা°)

হরিমন্থজ (পুং) হরিমন্থে দেশে জায়তে ইতি জন (হনজনাদিতি জন-ড । চণক, হরিমন্থদেশে ছোলা অধিক পরিমাণে জন্মে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে । এই শব্দ পুংলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গেও ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় ।

"স্বাদুপাকরসং শাকং দুর্জ্জরং হরিমন্থজং ।" (সুশ্রুত সূ° ৪৬ অ°)

২ কৃষ্ণমুদ্গ । (হেম)

হরিমন্দির (ক্লী) হরের্মন্দিরং । হরির গৃহ, বিষ্ণুমন্দির ।

হরিমন্যুসায়ক (ত্রি) শত্রুহন্তাভিগন্তা । "তাম্রী সুশিপ্রো হরিমন্যুসায়ক" (ঋক ১০।৯৬।৩) 'হরিমন্যুসায়কো যস্য মন্যু সায়কঃ শত্রুহন্তাভিগন্তা বা ভবতি । যদ্বা শত্রুহন্তা কোপঃ সায়কশ্চ যস্য স তাদৃশো ভবতি' (সায়ণ)

হরিমিশ্র, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের একজন প্রাচীন কুলাচার্য্য । ইনি মহারাজ দনৌজামাধবের সময় বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহার সভায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ কুলবিধি প্রচলিত ছিল, তাহা তিনি সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই গ্রন্থ হরিমিশ্রের কারিকা নামে প্রথিত ।

হরিমুদ্গ (পুং) সারদমুদ্গবিশেষ,ঘাসিমুগ, হারিমুগ (Phaseolnes mungo) ইহার গুণ—কষায়, মধুর, পিত্তকফঘ্ন, রক্তমূত্ররোগনাশক, শীতল, লঘু ও দীপন । (রাজনি°)

হরিমূলা (স্ত্রী) শালপর্ণী ।

হরিমেধ (পুং) অশ্বমেধ ।

হরিমেধস্ (পুং) ১ বিষ্ণু । 'সংসারং হরতি মেধা যস্য' (ভাগবতে স্বামী) ২ হরির পিতা । (ভাগ° ৮।১।৩০)

হরিম্ভর (পুং) ইন্দ্র । "সহস্রশোকা অভবদ্ধরিংভরঃ ।" (ঋক্ ১০।৯৬।৪) 'হর্য্যোর্ভর্ত্তেন্দ্রঃ' (সায়ণ)

হরিয় (পুং) হরিং পীতবর্ণং যাতি প্রাপ্নোতীতি যা-ক । পীতবর্ণ ঘোটক ।

হরিযশস্ মিশ্র, একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক, ঠাকুরদাসের পুত্র, অনুবন্ধপ্রদর্শন (বেদান্ত), ভগবদ্গীতাটীকা ও বাক্যবাদটীকা-রচয়িতা । ইনি নিজ গীতাটীকায় মধুসূদনের টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

হরিযূপীয়া (স্ত্রী) ঋগ্বেদোক্ত প্রাচীন জনপদ । (ঋক্ ৬।২৭।৫)

হরিযোগ (ত্রি) অশ্বযোজনবিশিষ্ট ।

"রথমাবৃত্যা হরিযোগমৃস্বসং" (ঋক্ ১।৫৬।১)

'হরিযোগং হর্য্যোর্যোগো যস্মিন্' (সায়ণ)

হরিযোজন (ক্লী) রথে অশ্বযোজন ।

"নব্যমতক্ষদ্ব্রহ্ম হরিযোজনায় ।" (ঋক্ ১।৬২।১৩)

'হরী অশ্বৌ রথে যোজয়তীতি হরিযোজনঃ' (সায়ণ)

হরিযোনি (ত্রি) হরি বা বিষ্ণু হইতে জাত, ব্রহ্মা । (ভারত অনু)

হরিয়াণা, পঞ্জাবের হিসারজেলাস্থ একটী ভূভাগ । প্রবাদ এই যে, অযোধ্যা হইতে আগত রাজা হরিচাঁদ হইতে হরিয়াণা নাম হইয়াছে । এই ভূভাগ পূর্ব্বোক্ত জেলার ঠিক মধ্যভাগে সমতল বালুমাটী ও গুল্মলতাকীর্ণ ভূভাগ লইয়া গঠিত । পূর্ব্বে হিন্দুরাজগণের সময় ইহা উর্ব্বরভূমি বলিয়া পরিগণিত ছিল, ইহার মধ্য দিয়া পশ্চিম-যমুনা-খাল যাওয়ার পর হইতে তাহার উভয় তীরস্থ জমি এখন কৃষিপ্রধান হইয়াছে । কিন্তু ভাল বর্ষা না হইলে এ অঞ্চলে আদৌ শস্য উৎপন্ন হয় না । খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত হান্‌সি হরিয়াণার রাজধানী বলিয়া গণ্য ছিল । তৎপরে হিসারে রাজধানী ছিল । মোগলপ্রভাব যখন খর্ব্ব হইয়া আসে, ঐ সময়ে মরাঠা, ভট্টি ও শিখসর্দ্দারগণের রণভূমি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল । সর্দ্দারগণ স্ব স্ব অধিকার-স্থাপনাশায় দারুণ সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল । ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এখানে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহা 'সন্‌চালিস্' নামে আজও অধিবাসিবর্গের হৃদয়ে আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছে । এই সময়ে কিছুকাল হরিয়াণা মরুভূমি ও শ্মশানবৎ পড়িয়াছিল । ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ টমাস্ হিসার ও হান্‌সি অধিকার করিয়া বসেন । ১৮০১ খৃষ্টাব্দে শিখসর্দ্দারগণ একত্র হইয়া টমাস্‌কে তাড়াইবার জন্য সিন্ধিয়ার ফরাসী সেনানায়ক পেরোঁকে অনুরোধ করেন । পেরোঁপ্রেরিত ফরাসীসেনাপতি বোঁকুই সদলবলে গিয়া টমাস্‌কে হরিয়াণা হইতে তাড়াইয়া আসেন ।

২ পঞ্জাবের হুসিয়ারপুরজেলাস্থ হুসিয়ারপুর তহসীলের সদর ও প্রধান নগর । হুসিয়ারপুর সহর হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত । অক্ষা° ৩১° ৩৮´ ১৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫৪´ পূঃ । এখানে প্রায় দশ হাজার লোকের বাস । এখানকার সুমিষ্ট আম্র ও ইক্ষু বিশেষ প্রসিদ্ধ । এখানে ধনী ৭ মোগলপরিবারগণের বাস আছে এবং মোটা কম্বল ও মোমের ব্যবসা যথেষ্ট । এস্থানে মধ্যইংরাজী স্কুল, সরাই ও মিউনিসিপালিটী আছে ।

হরিয়াল (দেশজ) পক্ষিভেদ, একপ্রকার কপোত ।

হরিরত্ন, কালবোধিনী নামে নলোদয়টীকা-রচয়িতা ।

হরিরস-কবি, জ্যোতিস্তত্ত্বপঞ্চাশিকাকার ।

হরিরাও হোলকর, ইন্দোরের একজন রাজা । ৩য় মল্‌হর রাওর ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী । ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয় ।

হরিরাজ, ১ কাশ্মীরের একজননৃপতি । ১০২৮ খৃষ্টাব্দে কএক দিনের জন্য রাজ্যভোগ করেন । [কাশ্মীর দেখ]

২ রেবার কৌরববংশীয় একজন মহারাণক । সলক্ষণবর্ম্মার পুত্র ও কুমারপালের পিতা । ইনি খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আধিপত্য করিতেন ।

হরিরাম, ১ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইঁহার রচিত অত্রিস্মৃতি-টীকা, আহ্নিকসার, গঙ্গামাহাত্ম্য, পরিভাষাভাস্করটীকা, পরিভাষেন্দুশেখরটীকা, প্রায়শ্চিত্তসার, বুধস্মৃতিটীকা, ভৈরবী-সপর্য্যাবিধি, মলমাসতত্ত্বটীকা, মহাভাগ্যপ্রদীপটীকা, বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তভূষণটীকা, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষাটীকা, ব্যবহারপ্রকাশ, শব্দেন্দুশেখরটীকা, শ্রাদ্ধবর্ণন ও ষট্‌কর্ম্মবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

২ দর্শনসংগ্রহ, দ্বাদশমহাকাব্যটিপ্পন, ও অদ্বৈতমকরন্দ-টীকাকার। ৩ আচার্য্যমতরহস্যপ্রণেতা। ৪ কাতন্ত্রব্যাখ্যাসার। ৫ গ্রহস্থিতিবর্ণন নামে জ্যোতিগ্রন্থকার। ৬ একজন প্রসিদ্ধ হিন্দীকবি। ইঁহার 'নখ্‌শিখ্‌' উপাদেয় কবিতা। শিবসিংহ ইঁহার 'পিঙ্গল' গ্রন্থের নাম করিয়াছেন।

হরিরাম তর্কালঙ্কার, নবদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ ইঁহাকে রঘুনন্দনের বংশধর মনে করেন। ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গদাধর ও রঘুদেবের গুরু। ইনি নব্যন্যায়সম্বন্ধে ছোটবড় বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি পাওয়া যায়—অনুমিতিপরামর্শবিচার, অনুমিতিমানস, এবকারবাদার্থ, কর্ত্তৃবাদ, কারকবাদ, ক্তাপ্রত্যয়বিচার, চিত্ররূপপদার্থবিচার, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকতা প্রত্যাসত্তিবাদ, নব্যমতরহস্য, পক্ষতারহস্য, পরামর্শবাদ, প্রতিযোগিজ্ঞানকারণতা, প্রামাণ্যবাদ, বাধবুদ্ধিবাদ, মঙ্গলবাদ, রত্নকোষবাদ, লকারবাদ, কাম্যবাদ, বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যবাদ, বিষয়তা, সামগ্রীবাদ, স্বপ্রকাশরহস্য। গদাধর ইঁহার রচিত তত্ত্বচিন্তামণিটীকার উল্লেখ করিয়াছেন।

হরিরাম বাচস্পতি, গোয়ীচন্দ্রের সংক্ষিপ্তসারটীকার বৃত্তিকার।

হরিরাম শুক্ল, অপর নাম ব্যাসস্বামী। বুন্দেলখণ্ডের উর্চ্ছা-বাসী একজন গৌড়ব্রাহ্মণ, হরিব্যাসী নামক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি অল্পবয়সেই রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া কৃষ্ণভক্তি-শিক্ষা করেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ৪৫ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি বৃন্দাবনে গিয়া বাস ও স্বনামে একটী বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি নিমাদিত্য বা নিম্বার্কের শিষ্য।

হরিরি, বসোরাবাসী একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। পূর্ণ নাম আবুমুহম্মদ কাসিম্‌-বিন্‌-আলি-বিন্‌ উস্‌মান্‌ অল্‌ হরির অল্‌ বস্‌রি। ইনি 'মুকামাৎ-হরির' নামে বক্তৃতা, কবিতা, ধর্ম্মনীতি ও উপহাসরসাত্মক একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন। সুলতান মুহম্মদ অল্‌জুকীর প্রধান মন্ত্রী অনুশের্বানের অভিপ্রায় অনু-সারেই উক্ত গ্রন্থখানি রচিত হয়। ১২২২ খৃষ্টাব্দে বসোরা নগরেই হরিরি পরলোক গমন করেন। তাঁহার 'মুকামাৎ' কি কবি কি ঐতিহাসিক সকলেরই নিকট কোরাণের পরই সমাদৃত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় ও এসিয়ার নানা ভাষায় উক্ত গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে।

হরিরায়, ১ বেদান্তকারিকা, সপ্তশ্লোকিবিবৃতি, স্বরূপনির্ণয় ও স্বামিনীস্তোত্রটীকাকার। ২ দশকর্ম্ম ও তাহার টীকাকার। ৩ প্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থকার।

হরিরিপু (পুং) বাজীশত্রু, করবীরবৃক্ষ।

হরিরুদ্, আফগানস্থানের একটী প্রধান নদী। অক্ষা° ৩৪° ৫০´ উঃ দ্রাঘি° ৬৬° ২০´ পূঃ। কোহিবাবা গিরিমালা হইতে বাহির হইয়া ৩০০ মাইলের পর হরিরুদ্‌ নাম ধারণ করিয়া পশ্চিমমুখে শাহরেক, ওবে ও হিরাটের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদী অতি খরপ্রবাহা।

হরিরুদ্র (পুং) হরি ও রুদ্র, বিষ্ণু এবং শিব।

হরিরোমন্‌ (ত্রি) অশ্বরোমযুক্ত।

হরিলাল, ১ আচারাদর্শদীপিকা প্রণেতা। ২ তিথ্যুক্তিরত্নাবলি-রচয়িতা। ৩ সিদ্ধান্তসারনামক জ্যোতির্গ্রন্থের একজন টীকাকার।

হরিলে (অব্য) নাট্যোক্তিতে চেটীসম্বোধন।

হরিলোচন (পুং) হরেরিব লোচনমস্য। ১ কুলীর, কর্কট। ২ পেচক। ৩ দৈত্যভেদ। (ত্রি) ৪ হরিদ্বর্ণ চক্ষুযুক্ত।

হরিব, হরিভ। বৌদ্ধমতে কালভেদ। (ব্যুৎপত্তি)

হরিবংশ (পুং) হরি বা কৃষ্ণের বংশ। যে গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিজবংশের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহাও 'হরিবংশ' নামে খ্যাত। এই গ্রন্থ মহাভারতের খিল বা পরিশিষ্ট বলিয়া গণ্য। ইহার রচনা ও ভাষা আলোচনা করিয়া কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহাভারত-রচনার বহু পরে হরিবংশ রচিত। আবার কাহারও মতে লক্ষ শ্লোকাত্মক যে মহাভারত, তন্মধ্যেই হরিবংশ পরিগণিত। [মহাভারত দেখ।] জৈনদিগের তীর্থঙ্কর নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি কৃষ্ণের জ্ঞাতি বলিয়া তিনিও হরিবংশমধ্যে গণ্য। জৈনদিগের হরিবংশে নেমী-নাথের জীবনাখ্যায়িকা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার বংশবিবরণ বিবৃত হইয়াছে। প্রচলিত হরিবংশ হইতে সেই পুস্তকের বিবরণ সম্পূর্ণ পৃথক্‌। [পুরাণ শব্দে জৈন পুরাণ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।]

হরিবংশ, ১ ভোজপ্রবন্ধধৃত একজন প্রাচীন কবি। ২ নেপালের ললিতপুরবাসী একজন পণ্ডিত। সূর্য্যশতকটীকাকার।

হরিবংশ কবি, নরপতিজয়চর্য্যায় জয়লক্ষ্মী নামে টীকাকার।

হরিবংশ গোস্বামিন্‌ বা হরিবংশ হিতজী, রাধাবল্লভী-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক একজন কবি ও পণ্ডিত। ১৫৫৯ সংবতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কর্ম্মানন্দ ও রাধারসসুধানিধি নামে সংস্কৃত গ্রন্থ এবং হিন্দীভাষায় চৌরাসিপদরচয়িতা।

হরিবংশ ভট্ট, রসমঞ্জরীটীকাকার।

হরিবংশ্য (ত্রি) হরিবংশীয়।

হরিবৎ (ত্রি) ১ হরি নামক অশ্বযুক্ত। (ইন্দ্র) "শিপ্রী হরিবান্ দধে" (ঋক্১।৮১।৪) 'হরিবান্ হরিনামকাশ্বোপেত ইন্দ্রঃ' (সায়ণ) ২ হরিৎবর্ণযুক্ত। (ঋক্ ১০।৯৬।২)

হরিবৎ (ত্রি) হরিঃঅশ্বোঽস্যাস্তীতি মতুপ্ (ছন্দসী বঃ। পা ৮।২।১৫) ইতি মস্য বঃ। ১ ইন্দ্র। (হলায়ুধ) (ত্রি) ২ হরি বিশিষ্ট। "জুষাণো বর্হি হরিবান্ ন ইন্দ্র" (শুক্লযজু° ২০।২৯)

হরিবর্ণ (পুং) সামভেদ।

হরিবর্পস্ (ত্রি) হরিদ্বর্ণযুক্ত।

"বিশংতু হরিবর্পসং গিরঃ।" (ঋক্ ১৩।৯৬।১)

হরিবর্ম্মন্, ১ ভোজপ্রবন্ধধৃত একজন সংস্কৃত কবি।

২ রাষ্ট্রকূটবংশীয় হস্তিকুণ্ডের একজন রাজা। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ৩ মৌখরিবংশীয় একজন মহারাজ। [মৌখরি দেখ] ৪ এক প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য। পূর্ণচন্দ্রোদয়পুরাণের (৩য় সর্গে) ইঁহার বিবরণ আছে। ৫ পূর্ব্ববঙ্গের একজন নৃপতি। ইঁহারই সময়ে পাশ্চাত্য বৈদিকগণ প্রথম বঙ্গে আগমন করেন। [বঙ্গদেশ ও পাশ্চাত্য বৈদিক শব্দ দ্রষ্টব্য।]

হরিবর্ম্মাপুর, রেবা তীরস্থ একটী প্রাচীন তীর্থস্থান। (রেবাখ°)

হরিবর্ষ, জম্বুদ্বীপের নববর্ষান্তর্গত বর্ষভেদ। নিষধ ও হেমকূট পর্ব্বতের মধ্য ভাগে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে ইলাবৃত বর্ষ। উৎসেধ অযুত যোজন। এখানে ভগবান্ নরহরিরূপে অবস্থান করেন বলিয়া ইহার হরিবর্ষ নাম হইয়াছে। এখানকার দৈত্য-দানব সকলেই হরিভক্ত। (ভাগবত ৫।১৬-১২ অঃ) ২ অগ্নীধ্রের পুত্র, ইহারই অংশে হরিবর্ষ পড়িয়াছিল। (বিষ্ণুপু°)

হরিবল্লভ (পুং) মুচুকুন্দবৃক্ষ।

হরিবল্লভ, ১ একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ, উৎপ্রভাবতীয় শ্রীবল্লভের পুত্র। ইনি বৈয়াকরণসিদ্ধান্তভূষণদর্পণ ও বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তভূষণসারদর্পণ রচনা করেন। ২ সুধোদয়রচয়িতা। ৩ একজন হিন্দী কবি। শিবসিংহসরোজে ইঁহার নাম উদ্ধৃত করিয়াছে।

হরিবল্লভা (স্ত্রী) হরের্বল্লভা। ১ জয়া। ২ তুলসী। ৩ লক্ষ্মী।

হরিবাল, একজন বিখ্যাত ভক্ত। হিন্দী ভক্তমালে ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে।

হরিবালুক (ক্লী) এলবালুক।

হরিবাস (পুং) ১ পীতভৃঙ্গরাজ, চলিত পীতপুষ্প ভীমরাজ। (রাজনি°) ২ অশ্বত্থবৃক্ষ। ৩ শ্রীহরির বাসস্থান।

হরিবাসর (ক্লী) হরের্বাসরং। শ্রীহরির দিন। একাদশী ও দ্বাদশী এই দুইটী তিথি, সাধারণতঃ একাদশী তিথিকেই হরিবাসর কহে, সময়ে সময়ে তিথির ন্যূনাতিরেকে দ্বাদশী তিথিতে একাদশীর উপবাস করিতে হয়, এই জন্য দ্বাদশীতিথিও হরিবাসর নামে কথিত হয়। অতএব একাদশী ও দ্বাদশী এই দুইটী তিথিই হরিবাসর। শ্রবণা-দ্বাদশী প্রভৃতি স্থলে একাদশী ও দ্বাদশী এই দুই তিথিতেই উপবাস বিহিত হইয়াছে, কারণ এই দুই তিথির দেবতাই হরি। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে পারণ করিতে হয়। অতএব একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণ না করিয়া যদি উপবাস করা হয়, তাহা হইলে বিধিলোপ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এই আশঙ্কা করিয়া বিশেষভাবে লিখিত আছে যে, একাদশী ও দ্বাদশী এই দুই তিথিরই দেবতা হরি, সুতরাং এই দুই দিন উপবাস করিলে বিধিলোপ হইবে না।

"একাদশী দ্বাদশী চ প্রোক্তা শ্রীচক্রপাণিনঃ।
একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥
ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়োর্দেবতা হরিঃ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই হরিবাসরে উপবাসই প্রশস্ত। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মহত্যাদি সকল পাপই এই হরিবাসরে অন্নাশ্রয়ে থাকে, অতএব এই দিন যিনি অন্ন ভক্ষণ করেন, তিনি কেবল পাপভক্ষণই করিয়া থাকেন। অতএব হরিবাসরে সকলেরই উপবাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থলে একাদশী তিথিতে একাদশীর উপবাস হয়, তথায় দ্বাদশীর প্রথম পাদ হরিবাসর নামে কথিত। অতএব এই পারণস্থলে এই প্রথম পাদ অতিক্রম করিয়া তবে দ্বাদশীতে পারণ করা বিধেয়।

"যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য সর্ব্বাণি তিষ্ঠন্তি হরিবাসরে।
অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে ॥
দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসরসংজ্ঞকঃ।
তমতিক্রম্য কুর্ব্বীত পারণং বিষ্ণুতৎপরঃ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

হরিবাসরে উপবাসমাহাত্ম্যই শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তিথি ও একাদশীতত্ত্বে হরিবাসরে বাল, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যতীত সকলেরই উপবাস অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই হরিবাসরের দিনে উপবাসে নিতান্ত অসমর্থ হইলে সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রাত্রিকালে উপবাসের অনুকল্প জল, মূল, ফল ও পয়ঃ পান করা যাইতে পারে। অসমর্থের পক্ষে এই বিধান। সমর্থ ব্যক্তি উপবাসই করিবেন, কদাচ ভোজন করিবেন না। এই হরিবাসরে ভোজন না করিলে সকল পাপই ক্ষয় হইয়া থাকে। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ অর্থাৎ বৈষ্ণব-দিগের পক্ষে ইহা বিশেষ প্রতিপাল্য বলিয়া জানিতে হইবে।

হরিবাসর উপলক্ষ্যে উপবাস করিয়া রাত্রিতে জাগরণ করা

বিধেয়। হরিভক্তিবিলাসে এই জাগরণের বিশেষ বিধান লিখিত আছে, এই তিথিতে উপবাস করিয়া গীত, বাদ্য, নৃত্য, পুরাণ-পাঠ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা ভগবদর্চ্চনা ও প্রহরে প্রহরে আরত্রিক করা বিধেয়। এই দিনে সকল প্রকার ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিয়া দানাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই প্রকারে হরিবাসর-রাত্রিতে জাগরণ করিবে। যিনি এই প্রকারে উপবাস ও জাগরণ করেন, তিনি সকল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুতে লীন হইয়া থাকেন।

"শৃণু নারদ! বক্ষ্যামি জাগরস্য তু লক্ষণং।
যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ দুর্লভো ন জনার্দ্দনঃ॥
গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ পুরাণপঠনন্তথা।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং পুষ্পগন্ধানুলেপনং॥
ফলমর্ঘ্যঞ্চ শ্রদ্ধা চ দানমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সত্যান্বিতং বিনিদ্রঞ্চ মুদা যুক্তং ক্রিয়ান্বিতং॥
সাশ্চর্য্যং চৈব সোৎসাহং পাপালস্যাদিবর্জ্জিতং।
প্রদক্ষিণাভিসংযুক্তং নমস্কারপুরঃসরং॥
নীরাজনসমাযুক্তমনির্বিণ্ণেন চেতসা॥
যামে যামে মহাভাগ কুর্য্যাদারাত্রিকং হরেঃ।
এতৈর্গুণৈঃ সমাযুক্তং কুর্য্যাজ্জাগরণং হরেঃ॥
য এবং কুরুতে ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
জাগরং বাসরে বিষ্ণোর্লীয়তে পরমাত্মনি॥"

(হরিভক্তিবি° ১৩ বি°)

হরিভক্তিবিলাসে ১৩ বিলাসে হরিবাসরের বিশেষ বিধান ও ফলাদির বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থলে লিখিত হইল না।

অধুনা বৈষ্ণবসাম্প্রদায়িকগণ হরিবাসর তিথিতে নিম্নোক্ত প্রণালীতে হরিবাসর করিয়া থাকেন। দশমীর রাত্রে একটী তুলসীর মঞ্চ করিয়া বিধিবিধানে অধিবাসপূর্ব্বক একাদশীর দিন সূর্য্যোদয় হইতে তুলসীমঞ্চের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া কেবল শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এইরূপ কীর্ত্তন অষ্টপ্রহর অর্থাৎ দিবারাত্র ব্যাপিয়া হইবে। ইহার মধ্যে নামের বিশ্রাম হইবে না। নাম করিতে ২ শ্রান্তি হইলে তাহার পরিবর্ত্তে অপর কেহ নাম করিতে থাকিবে। এইরূপ হরিবাসরে প্রায় চারি পাঁচ দল কীর্ত্তনকারী থাকে। এইরূপে তাহারা সমস্ত দিবারাত্রি কীর্ত্তন করিয়া পরদিন প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পর নাম ভঙ্গ করিয়া নগর কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। তৎপরে তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিয়া থাকেন। এইরূপ বিধানে যিনি হরিবাসর করেন, তাঁহার সকল পাতক বিনষ্ট হয়, অন্তে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। হরিবাসর বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান পর্ব্ব। তাঁহাদের মতে এই হরিবাসর তুল্য পাপধ্বংসকর আর কিছুই নাই।

হরিবালুক (ক্লী) হরিবালুক, এলবালুক।

হরিবাহন (ত্রি) হরের্বাহনঃ। ১ গরুড়। (হারাবলী) হরি-রুচ্চৈঃশ্রবা বাহনং যস্যেতি। ২ ইন্দ্র।

"তত আনায্য তনয়ং বিবিক্তে হরিবাহনঃ।
সান্ত্বয়িত্বা শুভৈর্বাক্যৈঃ স্ময়মানোঽভ্যভাষত॥"

(ভারত ৩।৪৪।৫২)

হরিবীজ (ক্লী) হরের্বীজং বীর্য্যং। হরিতাল। (জটাধর)

হরিবীর পাণ্ড্য, দাক্ষিণাত্যের একজন পাণ্ড্য নৃপতি। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে ইঁহারই অধিকারমধ্যে পরঞ্জোতিনামে এক ব্রাহ্মণ মথুরাপুরাণনামে হালাস্যমাহাত্ম্যের একটী তামিলসংস্করণ প্রকাশ করেন।

হরিবৃক্ষ (পুং) হরিদ্রুবৃক্ষ। দারুহরিদ্রা। (সুশ্রুত)

হরিবৃষ (পুং) হরিবর্ষ। (ভূরিপ্র°) [হরিবর্ষ দেখ]

হরিবোলা, একটি বৈষ্ণবসম্প্রদায়। হরিনামগান ও নাম-কীর্ত্তনই ইহাদের প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া ইহারা হরিবোলা নামে অভিহিত। ইহাদের জপমালা নাই, মনেমনেই হরিনাম জপ করিতে হয়। গুরুই ইহাদের প্রধান দেবতা। গুরুর অঙ্গই হরির অঙ্গ বলিয়া ইহারা গুরুভজনা করিয়া থাকে। ইহাদের গানেই ইহাদের মতের আভাস পাই—

"কর হরিনাম গান।
আমার যাবে ভবভয়, শুন ওরে মন,
জেনে শুনে না হইলি চেতন।
হরিনামের মরম জেনে, শিব জপেন আপন মনে,
পঞ্চমুখে করেন সাধন॥
তার সাক্ষী দেখ জগাই মাধাই গেল বৃন্দাবন।
ওরে আমার মন, বলি কথা শোন,
হরিনামে কর দিন গুজারণ।
অন্য চিন্তা ছাড়, গুরু চিন্তা কর,
ঐ পদে মন রাখ সর্ব্বক্ষণ॥"

স্থানে স্থানে ইহাদের আখড়া আছে। আখড়ায় কোথাও রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ দৃষ্ট হয়। ইহারা ভেক লয় না বা ডোরকৌপীন ধারণ করে না। গৌড়বৈষ্ণবদের মত কণ্ঠীধারণ করে। ইহারাই রাঢ় বঙ্গে হরির লুট্ প্রচলিত করিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের সকল কাজেই হরির লুট দেওয়ার নিয়ম।

হরিব্যাস, হরিব্যাসী-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক। নিম্বার্করচিত দশ-শ্লোকীর টীকাকার। ইনি হরিব্যাসমুনিনামেও খ্যাত। শ্রীভট্টের শিষ্য, পরশুরামদেবের গুরু। [হরিরাম শুক্ল দেখ।]

হরিব্যাসদেব, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, ইনি অর্থপঞ্চক, গোপালপটল ও বেদান্তসিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি রচনা করেন।

হরিব্যাস মিশ্র, অর্জ্জুনমিশ্রের পুত্র, ইনি ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বৃত্তমুক্তাবলি রচনা করেন।

হরিব্রত (ক্লী) হরের্ব্রতং। ১ ভগবান্ শ্রীহরির উদ্দেশে অনুষ্ঠেয় ব্রত। ২ (ত্রি) ১ পিঙ্গলবর্ণ বা হরিত্বচ্। "চন্দ্ররথং হরিব্রতং বৈশ্বানরং" (ঋক্ ৩।৩।৫)'হরিব্রতং পিঙ্গলবর্ণং হরিত্বচং বা'(সায়ণ)

হরিব্যাসী, হরিব্যাসপ্রবর্ত্তিত একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়, নিম্বার্ক সম্প্রদায়েরই একটী শাখা। হরিব্যাসরচিত গ্রন্থই ইহাদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ।

হরিশঙ্কর, ১ যন্ত্রচিন্তামণিদীপিকারচয়িতা। ২ যোগবিবেক, বামপূজাবিধি ও ষড়্দর্শনবিবেকপ্রণেতা।

হরিশপুর, ১ উড়িষ্যার কটকজেলার অন্তর্গত একটী কেল্লা। এখন উক্ত নামে পরগণা হইয়াছে। ২ নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

হরিশয়ন (ক্লী) হরেঃ শয়নং। শ্রীহরির নিদ্রা। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, আষাঢ়মাসের শুক্লা একাদশীর দিন বিষ্ণুর শয়ন হইয়া থাকে, এই জন্য এই একাদশী শয়নএকাদশী নামে কীর্ত্তিত। এই দিন হইতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত বিষ্ণুর শয়নকাল। কার্ত্তিকের একাদশীতে বিষ্ণুর উত্থান হইয়া থাকে। এই কারণে এই একাদশী উত্থান-একাদশী নামে কথিত হয়। এই শয়নৈকাদশী হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ করিতে হয়।

"একাদশ্যাং জগৎস্বামী শয়নং পরিকল্পয়েৎ।
শেষাহিভোগপর্য্যঙ্কং কৃত্বা সংপূজ্য কেশবং॥
অনুজ্ঞাং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দ্বাদশ্যাং প্রযতঃ শুচিঃ।
লব্ধ্বা পীতাম্বরধরং দেবং নিদ্রাং সমানয়েৎ॥" (স্মৃতি)

একাদশী তিথিতে বিষ্ণুর পূজা করিয়া বিষ্ণুর শয়নকল্পন করিতে হয়। বিষ্ণুর শয়নকল্পনা করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

"পশ্যন্তু মেঘান্যপি মেঘশ্যামং ত্বাপাগতং সিচ্যমানং মহীমিমাং।
নিদ্রাং ভগবান্ গৃহ্ণাতু লোকনাথ বর্ষাস্বিমং পশ্যতু মেঘবৃন্দং॥
জ্ঞাত্বা চ পশ্যৈব চ দেবনাথ মাসাশ্চত্বারি বৈকুণ্ঠস্য তু পশ্য নাথ॥
সুপ্তে ত্বয়ি জগন্নাথে জগৎ সুপ্তং ভবেদিদং।
বিবুদ্ধে ত্বয়ি বুধ্যেত জগৎ সর্ব্বং চরাচরং॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই মন্ত্রে বিষ্ণুর শয়ন দিতে হয়। এইরূপে শয়ন কল্পনা করিয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন-একাদশীতে বিষ্ণুর পার্শ্বপরিবর্ত্তন কল্পনা করিবে। এই পার্শ্বপরিবর্ত্তনেও পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

"বাসুদেব জগন্নাথ প্রাপ্তেয়ং দ্বাদশী তব।
পার্শ্বেন পরিবর্ত্তস্ব সুখং স্বপিহি মাধব॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে—

"ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথে জগৎ সুপ্তং ভবেদিদং।
বিবুদ্ধে ত্বয়ি বুধ্যেত জগৎ সর্ব্বং চরাচরং॥"

এইরূপ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কল্পনার পর কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণুর উত্থান কল্পনা করিতে হয়, কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীর দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে বিষ্ণুর পূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিষ্ণুর উত্থান কল্পনা করিবে—

"মহেন্দ্রকদ্রৈরভিনূয়মানো ভবানৃষির্বন্দিতবন্দনীয়ঃ।
প্রাপ্তা তবেয়ং কিল কৌমুদাখ্যা জাগৃষ্ব জাগৃষ্ব চ লোকনাথ॥
মেঘা গতা নির্ম্মলপূর্ণচন্দ্রঃ শারত্ত্বপুষ্পাণি চ লোকনাথ।
অহং দদানীতি চ পুণ্যহেতোর্জাগৃষ্ব জাগৃষ্ব চ লোকনাথ॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং জগৎপতে।
ত্বয়া চোত্থীয়মানেন উত্থিতং ভুবনত্রয়ং॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণুর উত্থান করাইতে হয়।

বিষ্ণুর শয়নাবস্থায় চারিমাস কাল সকলেরই জিতেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করা উচিত। ব্রাহ্মণ ও যতিগণ এই চারিমাস সংযমী হইয়া চাতুর্ম্মাস্য করিয়া থাকেন। বৎসরের মধ্যে এই চারিমাস কাল গুড় পরিত্যাগ করিলে মধুস্বর হইয়া থাকে, তৈল বর্জ্জন করিলে সুন্দর শরীর, কটু তৈল অর্থাৎ সর্ষপতৈলপরিত্যাগে শত্রুনাশ, স্থালীপাকে ভোজন করিলে দীর্ঘায়ুঃ সন্ততিলাভ, মধু ও মাংসবর্জ্জনে সদা মুনি ও যোগী, এবং আধি ও ব্যাধি শূন্য হইয়া বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হয়। একান্তরা উপবাস অর্থাৎ দিবাভাগে ভোজন করিয়া রাত্রিতে অনশন থাকিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। এই চারি মাস নখ ও কেশাদি ক্ষৌর করিতে নাই। ক্ষৌরকর্ম্ম না করিলে দিনে দিনে গঙ্গাস্নানের ফল, তাম্বুল পরিত্যাগ করিলে ভোগী ও রক্ত কণ্ঠ, ঘৃত ত্যাগ করিলে লাবণ্য শরীর স্নিগ্ধ এবং ফল ত্যাগ করিলে বুদ্ধি ও বহু পুত্র লাভ হয়। শয়নকালের এই চারিমাস পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিলে উক্ত প্রকার ফল হইয়া থাকে। এই চারিমাস সর্ব্বদাই "ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ" এই মন্ত্র জপ করিবে, উক্ত মন্ত্র জপ করিলে ও বিষ্ণুর উদ্দেশে উপবাস করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ফল হইয়া থাকে। সর্ব্বদা বিষ্ণুর পাদাভিবন্দন করিলে গোদানের ফল লাভ হয়।

"চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবধি।
মধুস্বরো ভবেন্নিত্যং নরো গুড়বিবর্জ্জনাৎ॥
তৈলস্য বর্জ্জনাদেব সুন্দরাঙ্গঃ প্রজায়তে।
লভতে সন্ততিং দীর্ঘাং স্থালীপাকমভক্ষয়ন্॥
সদা মুনিঃ সদা যোগী মধুমাংসস্য বর্জ্জনাৎ।
নিরাধির্নীরুগোজস্বী বিষ্ণুভক্তশ্চ জায়তে॥

একান্তরোপবাসেন বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।
ধারণান্নখলোম্নাঞ্চ গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে॥
তাম্বুলবর্জ্জনাদ্ভোগী রক্তকণ্ঠশ্চ জায়তে।
ঘৃতত্যাগাৎ সুলাবণ্যং সর্ব্বং স্নিগ্ধং বপুর্ভবেৎ॥
ফলত্যাগাত্তু মতিমান্ বহুপুত্রশ্চ জায়তে।
নমো নারায়ণায়েতি জপ্যানশনজং ফলং॥"(তিথিত° মৎস্যপু°)

হরিশয়নকালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিধিনিষেধ সকল মানিয়া চলা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

হরিশর (পুং) হরিঃ শরো যস্য। শিব। হরি তাঁহার শর হইয়া ছিলেন।

"রথঃ ক্ষৌণীযন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি।" (মহিম্নঃ স্তোত্র)

হরিশর্ম্মন্, ১ একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক আচার্য্য। শক্তিরত্নাকরে ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ২ এক জন স্মার্ত্ত। রঘুনন্দন নানাস্থানে ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ৩ উপাধিপ্রকরণ রচয়িতা।

হরিশিপ্র (ত্রি) হরিতবর্ণনাসিক, হরিদ্বর্ণ নাসিকাযুক্ত বা হরিদ্বর্ণ হনু।"তুবদহিং হরিশিপ্রো য আয়সঃ" (ঋক্ ১০।৯৬।৪) 'হরিশিপ্রঃ সোমপানরভসেন হরিতবর্ণনাসিকস্তদ্বর্ণহনুর্বা' (সায়ণ)

হরিশ্চন্দী (হরিশ্চন্দ্রী) ভারতের যুক্তপ্রদেশবাসী এক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। সূর্য্যবংশ-প্রথিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের কোপে পড়িয়া সংসারত্যাগী হন। তাঁহার বৈরাগ্য ও দৈন্যই এই সম্প্রদায়েব প্রধানতম শিক্ষা। রাজা হরিশ্চন্দ্র কাশীর শ্মশানে শ্মশানাধিকারী চণ্ডালের অধীনে ডোমরূপে অবস্থান-কালে তাঁহাকে যে তত্ত্বোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই ইহাদের অন্যতম শিক্ষা। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই ডোম। ইহারা বিষ্ণুকেই জগৎকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে।

হরিশ্চন্দ্র (পুং) ১ হরিতবর্ণদীপ্তি। ২ হরিত ধারাবিশিষ্ট। "হরিশ্চন্দ্রো মরুদ্গণঃ" (ঋক্ ৯।৬৬।২৬) 'হরিশ্চন্দ্রঃ হরিতবর্ণ-দীপ্তিং হরিতধারাবান্ বা' (সায়ণ) ২ স্বনামখ্যাত রাজভেদ। ইনি ত্রেতাযুগে অষ্টাবিংশরাজ, পর্য্যায়—ত্রিশঙ্কুজ।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—মান্ধাতৃবংশে রাজা ত্রিশঙ্কু জন্ম গ্রহণ করেন। এই ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র। এই হরিশ্চন্দ্রকে লইয়া বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। কোন সময়ে রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, বিশ্বামিত্র তাঁহাকে যজ্ঞ করাইয়া তাঁহার দক্ষিণাচ্ছলে সর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক হরিশ্চন্দ্রকে যাতনা দেন। বশিষ্ঠ এই সংবাদে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট গিয়া তাঁহাকে এই শাপ দেন যে, তুমি অতিশয় অন্যায়াচরণ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছ, এই জন্য তুমি আড়ী পক্ষী হও, বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠকে 'তুমি বক হও' বলিয়া অভিশাপ দেন। পরে এই বক ও আড়ী পক্ষীতে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। (ভাগবত ৯।৭-৮ অ°)

দেবীভাগবতে লিখিত আছে, রাজা ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠশাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যচ্যুত ও স্বর্গভ্রষ্ট হন। [ত্রিশঙ্কু দেখ]

ত্রিশঙ্কু ঘৃণায় রাজধানী অযোধ্যানগরী পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরবাসী হইলে হরিশ্চন্দ্র রাজসিংহাসনে সমাসীন হইলেন। নবীন রাজার আদেশ মত সচিববর্গ চণ্ডালবেশী ত্রিশঙ্কুকে নগরে আনয়নার্থ গঙ্গাতীরে সমুপস্থিত হইলে ত্রিশঙ্কু স্বীয় অনিচ্ছা জানাইয়া এবং পুত্রকে যথোচিত উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে বনাশ্রম হইতে প্রত্যাগত হইতে বলিলেন। তদনুসারে তাঁহারা অযোধ্যা নগরে ফিরিয়া আসিয়া পবিত্র দিবসে হরিশ্চন্দ্রের অভিষেক কার্য্যসম্পন্ন করিলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা হরিশ্চন্দ্র পিতার আদেশ স্মরণ রাখিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পিতা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোবলে দিব্য শরীর ধারণ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়া-ছেন, তখন আর তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি প্রীতমনে পত্নীসনে রাজ্যসুখ-সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে বহুকাল অতীত হইল, তথাপি তাঁহার সন্তানাদি কিছু হইল না দেখিয়া, রাজা দুঃখিতান্তঃকরণে বশিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া বশিষ্ঠকে মনোবেদনা জ্ঞাপন করিলে তিনি তাঁহাকে বরুণ-দেবের আরাধনা করিতে আদেশ দেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র তদনুসারে গঙ্গাতীরে সমাগত হইয়া বরুণ-দেবের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। বরুণদেব তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বলিলেন,"রাজন্! যদি কার্য্য-সিদ্ধির পর তোমার গুণবান্ পুত্রকে আমার প্রিয়কার্য্যে নিযুক্ত কর অর্থাৎ যদি তুমি সেই পুত্রকে পশুস্থানীয় করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আমার যাগানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিব।" তদুত্তরে রাজা কহিলেন, দেব! আমার বন্ধ্যাত্ব-দোষ দূর করুন, আমি পুত্র পাইলে তাহাকে পশু করিয়া আপনার যাগ করিব, এই সত্যে আবদ্ধ রহিলাম।

বরুণের বাক্যে প্রীত ও স্থিরসংকল্প হইয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বরদানবার্ত্তা পত্নীকে জ্ঞাপন করিলেন। অনতিকালমধ্যেই তাঁহার ধর্ম্মপত্নী পট্টমহিষী পতিব্রতা শৈব্যা বরুণদেবের কৃপায় গর্ভবতী হইলেন। দশমাস পূর্ণ হইলে রাণী শৈব্যা এক সুকুমার প্রসব করিলেন। নৃপতির ভবনে অপার আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল। অপরিসীম ধন, ধান্য, রত্ন, ভূমিদান ও নানা গীতবাদ্যের অনুষ্ঠান হইল।

পুত্রজন্ম-নিবন্ধন মহোৎসব আরম্ভ হইলে বরুণদেব বিপ্র-বেশে রাজসকাশে সমাগত হইয়া কহিলেন, মহারাজ, আমাকে বরুণ বলিয়াই জানিবেন। আপনাকে পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইতে আসিয়াছি। মনোমত পুত্র পাইয়াছেন, আপনার বন্ধ্যাতা-দোষ দূর হইয়াছে, এক্ষণে পুত্র দ্বারা আমার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করুন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণদেবের তাদৃশ বাক্যে বিশেষরূপ মর্ম্মপীড়া পাইলেন; কিন্তু মানবগণের কল্যাণকামনাকারী দেবতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে না পারিয়া মনোহারী বাক্যে তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া বলিলেন, "দেব! আমি বেদোক্ত বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। নরমেধযজ্ঞে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অধিকারী, সুতরাং কৃপা করিয়া আমার পত্নীর শুদ্ধিকাল এক মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

বরুণদেব বলিলেন, "রাজন্! আমি একমাস পরে পুনরায় আসিব, তুমি পুত্রের জাতকর্ম্ম ও নামকরণ প্রভৃতি সংস্কার সম্পাদন করিয়া তদনন্তর আমার যজ্ঞানুষ্ঠান করিও।" যথাসময়ে রাজা পুত্রের রোহিতাশ্ব নাম রাখিলেন। বরুণদেব পুনরাগত হইলে বলিলেন, দন্তহীন পশু যজ্ঞে প্রশস্ত নহে, সুতরাং পুত্রের দন্তোদ্গম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে নিশ্চয়ই আপনার অভিপ্রেত যজ্ঞ সমাধান করিব। এইরূপে রাজা মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া বরুণদেবকে পুত্রের চূড়াকরণ-কার্য্যসমাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। এবারেও তিনি রাজাকে ইক্ষ্বাকুবংশোচিত কার্য্য-পরিপালনের আদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন। চূড়াকার্য্য আরম্ভ হইলে পাশধর পুনর্ব্বার নৃপতি-সদনে উপনীত হইয়া রাজাকে যজ্ঞারম্ভ করিতে বলিলেন। কিন্তু তখনও রাজা পুত্রস্নেহে বিহ্বল, তিনি পুত্রের একাদশ বর্ষে সংস্কারকার্য্য সমাপন ও তাহার শূদ্রত্বমোচনপূর্ব্বক পুত্রকে ক্রিয়ার উপযুক্ত করিয়া যজ্ঞারম্ভ করেন, এই বাঞ্ছা বরুণপদে নিবেদন করিলে, 'তাহাই হউক' বলিয়া বরুণ স্বস্থানে গমন করিলেন।

একাদশবর্ষে উপনয়ন-সংস্কার আরম্ভ হইলে বরুণ আসিলেন। রাজাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া যজ্ঞ করিতে বলিলেন। রাজা এবারেও বিনয়পূর্ব্বক বরুণ সমীপে প্রার্থনা করিলেন যে, এই পুত্রদ্বারা আমি নিশ্চয়ই ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সমাধান করিয়া আপনার অভিমত কার্য্য করিব, কিন্তু যখন আপনি কৃপা করিয়া পুত্র দান করিয়াছেন, তখন সমাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আমায় ক্ষমা করুন।

রাজকুমার বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি পিতাকে বিবাদে কাতর ও যজ্ঞের সময় বিদিত হইয়া বিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন। পরে স্বীয় সহচর সচিবপুত্রগণের নিকট আপন বিনাশবার্ত্তা জানিতে পারিয়া গোপনে নগর হইতে বহির্গত হইয়া বনে গমন করিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র বনপ্রস্থিত ভীত পুত্রের অন্বেষণার্থ চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন; কোন ফল হইল না। বরুণদেব আসিলে তাঁহাকে পুত্রের সংবাদ দিলেন এবং "আজ্ঞা করুন কি করিব" বলিয়া বরুণ দেবসমক্ষে স্বীয় ভাগ্যের দোষ দিতে লাগিলেন। তখন বরুণদেব কুপিত হইয়া 'নিদারুণ জলোদর ব্যাধি তোমাকে ব্যথিত করুক' বলিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে অভিসম্পাত করিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র রোগপীড়িত হইয়া ঘোরতর যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন শুনিয়া রাজকুমার বনমধ্যে দারুণ সন্তপ্ত হইয়া পড়িলেন এবং স্নেহপরতন্ত্র হইয়া পিতৃ-সন্দর্শনে গমন করিতে মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া বিপ্র-বেশে রাজপুত্রসকাশে সমুপস্থিত হইয়া নানারূপ অনুকূল যুক্তি দ্বারা পিতার নিকট যাইতে নিষেধ করিলেন এবং আরও বলিয়া দিলেন, এখন গমন করিলে নিশ্চয়ই তোমায় যজ্ঞীয় পশু রূপে বলি দিবে, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর গমন করিলে তোমার রাজ্যলাভ অনিবার্য্য। ইন্দ্রের আশ্বাসবাণীতে বিমুগ্ধ হইয়া রোহিতাশ্ব বন হইতে নিষ্ক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না।

এদিকে হরিশ্চন্দ্র পীড়ায় কাতর হইয়া কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ-দেবকে রোগশান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বশিষ্ঠ রাজাকে বলিলেন, আপনি মূল্য দিয়া একটি পুত্র ক্রয় করুন, ক্রীত পুত্র দশবিধ পুত্রের অন্যতম; সুতরাং তাহাকে দিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলে বিঘ্ন ঘটিবে না, বরং বরুণদেব প্রসন্ন হইয়া আপনাকে শাপবিমুক্ত করিয়া সুখী করিবেন।

রাজা বশিষ্ঠের কথা শুনিয়া প্রধান মন্ত্রীকে পুত্রান্বেষণে নিযুক্ত করিলেন। উক্ত রাজ্যে অজীগর্ত্ত নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তিনি শত গোমূল্যের লোভে মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে যজ্ঞের নিমিত্ত বিক্রয় করিলেন। নরপতির আদেশে ঐ বালক নরমেধ যজ্ঞের পশুরূপে যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইল। সেভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া অতি দীন ভাবে রোদন করিতে লাগিল। মুনিগণ এই কাতর ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া অতীব উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শমিতা এই শিশুবধ করিতে অস্ত্র গ্রহণ করিল না। তখন বালকের পিতা অজীগর্ত্ত রাজার জন্য স্বয়ং পুত্রকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। সভাস্থলে দারুণ কোলাহল দেখিয়া কৌশিকনন্দন বিশ্বামিত্র নৃপতি-সন্নিধানে সমাগত হইয়া বলিলেন, রাজেন্দ্র! কাতর ও ক্রন্দনরত বালক শুনঃশেফকে পরিত্যাগ কর। নিশ্চয়ই তোমার ব্যাধিনাশ ও যজ্ঞ পূর্ণ হইবে। তুমি দ্বিজপুত্র ক্রয় ও নাশ করিয়া নিদারুণ পাপরাশি সঞ্চয় করিতেছ। আমার

বাক্য ধর, আমি তোমার পিতা ত্রিশঙ্কুকে চণ্ডালদেহে স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়াছি, তুমি ইহা বিদিত আছ। আর তোমার এই রাজসূয়যজ্ঞে আমি ইহা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ইহা পূর্ণ না করিলে তোমাতে প্রার্থনা-ভঙ্গ-জনিত পাপ স্পর্শিবে।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'গাধেয়, আমি জলোদর পীড়ায় মহাক্লেশ ভোগ করিতেছি, অতএব কথনই আমি ইহাকে মোচন করিতে পারিব না। আপনি অন্য যাহা কিছু প্রার্থনা করুন। আমার কার্য্যে বিঘ্ন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।' তথন বিশ্বামিত্র রাজার উপর সাতিশয় কুপিত হইয়া শুনঃশেফকে বরুণমন্ত্র প্রদান করিয়া মনে মনে জপ করিতে বলিলেন। শুনঃশেফ মন্ত্র জপ করিলে বরুণদেব প্রসন্ন হইয়া সহসা তথায় আবির্ভূত হইলেন। রোগাতুর নৃপতি হরিশ্চন্দ্র ও সভাস্থ সকলে বরুণাগমনে বিস্মিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। রাজার স্তবে বরুণদেব সন্তুষ্ট হইয়া যজ্ঞ পূর্ণ করিয়া রাজাকে রোগমুক্ত করিলেন এবং বরুণস্তবকারী দ্বিজপুত্রকে শাপবিমুক্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর মহামুনি বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন।*

রাজপুত্র রোহিত বরুণের প্রীতি ও রাজার রোগ-মুক্তির বিষয় অবগত হইয়া দুর্গম পার্ব্বত্য বনপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজসন্নিধানে সমাগত হইলেন। অনেক দিনের বিচ্ছেদের পর পুত্ররত্ন লাভ করিয়া রাজা বিপুল আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। অনন্তর নরমেধযজ্ঞের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত পুত্রকে বলিয়া পুত্র সহ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন গত হইলে রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বশিষ্ঠ ঋষিকে যজ্ঞের হোতৃপদে বরণপূর্ব্বক যজ্ঞ সমাপনান্তে ঋষিকে বিপুলধন দিয়া সম্মান করিলেন। এই সময় একদিন সুরসদনে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সাক্ষাৎ হয়। শচী-পতির সভায় বশিষ্ঠকে সম্মানিত দেখিয়া বিশ্বামিত্র বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! আপনি এ মহতী পূজা কোথায় পাইলেন? তচ্ছ্রবণে মুনিবর বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাপ্রতাপবান্ রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন রাজসূয়যজ্ঞে আমাকে এই মহার্ঘ্য পূজা দান করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠমুখে হরিশ্চন্দ্রের এইরূপ প্রশংসাবাদ শুনিয়া এবং তাঁহাকে অবজ্ঞা-প্রদর্শন করিয়াছেন মনে করিয়া ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া বলিলেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক, তুমি যাহার এতাদৃশ প্রশংসা করিতেছ, সেই ধূর্ত্ত বরুণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া কপটবাক্যে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে। আমি আজন্ম তপস্যা ও অধ্যয়ন দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি এবং তুমিও তপস্যা দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ তাহাই পণ কর। আমি রাজা হরিশ্চন্দ্রকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিব, নতুবা আমার সমগ্র পুণ্য লোপ হইবে। এইরূপ পণবদ্ধ হইয়া ঋষিদ্বয় স্বর্গলোক হইতে স্ব স্ব আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার পর এক দিন রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগয়ার্থ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে রমণীর আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। রাজা রমণীর কাতর ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে ধাবিত হইলেন এবং অনতি দূরে রোরুদ্যমানা এক চারুলোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, সুমধ্যমে! সুস্থির হও, রোদন করিও না। আমার রাজ্যে পরস্ত্রী-পীড়ক পাপিষ্ঠের স্থান নাই।

নৃপবর হরিশ্চন্দ্রের বাক্যে রমণী কর দ্বারা অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাজেন্দ্র! আমি সিদ্ধরূপিণী, মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমাকে পাইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া ঘোরতর তপস্যা করিতেছেন। আম কোমলস্বভাবা কমনীয়া নারী, কৌশিকই আমার সমুদায় ক্লেশের স্রষ্টা।

রমণীর রোদনের কারণ সবিশেষ অবগত হইয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন এবং স্বয়ং বিশ্বামিত্র সন্নিধানে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহর্ষে! লোকের কষ্টদায়ক কঠোর তপস্যায় প্রয়োজন নাই। আপনার অভিলাষ আমি পূর্ণ করিব। রাজা বিশ্বামিত্রকে এবম্প্রকারে নিষেধ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলে, মুনিবর কৌশিকও ক্রুদ্ধ-হৃদয়ে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে ইন্দ্রসদনে বশিষ্ঠের সহিত হরিশ্চন্দ্রের ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধে তাঁহার যে বাদানুবাদ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। রাজা তাঁহাকে অন্যায়রূপে তপস্যা হইতে নিরত করিলেন, তাঁহার ধার্ম্মিকতা কোথায়? বশিষ্ঠই বা ইহার জন্য পণবদ্ধ হইলেন কেন? ইত্যাদি বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া তিনি কুপিত ও প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইলেন। অনেক চিন্তার পর, মহর্ষি বিশ্বামিত্র শূকরাকৃতি এক ভীমকায় দানব সৃষ্টি করিয়া তাহাকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। সেই মহাবল শূকর ভয়ানক চীৎকার করিতে করিতে রাজার উপবনে প্রবেশ করিল। রক্ষকগণ নানা অস্ত্র লইয়া তাহাকে তাড়না করিল, কিন্তু

* ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ৭।৩ ও শাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণে ১৫।১৭ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞ, শুনঃ-শেফকে যজ্ঞীয় পশুরূপে যূপনিবদ্ধকরণ ও রোহিতের প্রসঙ্গ আছে। বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক শুনঃশেফকে বরুণমন্ত্রদান ও তাহার পুত্ররূপে গ্রহণ ইত্যাদি বিবরণ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে বিশদ রূপে বিবৃত আছে। মৈত্র্যুপনিষদে (১।৪) হরিশ্চন্দ্রের প্রসঙ্গে তাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়া বর্ণনা আছে।

কিছুতেই তাহার আলোড়ন হইতে উপবন রক্ষা করিতে পারিল না। বরং তাহারাই নিপীড়িত হইতে লাগিল। তখন বাধ্য হইয়া তাহারা রাজার শরণাপন্ন হইল এবং বলিল, মহারাজ! উপবনে এক মহাকায় শূকর প্রবেশ করিয়াছে। আমরা তাহাকে বিশিখ, লকুটাস্ত্র ও প্রস্তর দ্বারা প্রহার করিলাম, তাহাতে সে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া কাননের সমস্ত বৃক্ষাদিই উৎপাটিত করিয়া দিয়াছে।

রাজা রক্ষকগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সদলে অশ্বারোহণে উপবনাভিমুখে ধাবিত হইলেন। রাজাকে ধনুর্দ্ধারণ করিয়া আসিতে দেখিয়া সেই ঘূর্ণমান বরাহ বদন ব্যাদান করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। রাজা বরাহকে বিনাশ করিবার জন্য শরবর্ষণ করিলেন। শূকর এক লম্ফে রাজাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইল। রাজাও শরাসন আকর্ষণ করিয়া বেগবান্ অশ্বে তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন, দেখিতে দেখিতে রাজা এক গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মধ্যাহ্নকালে রাজা ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইলে শূকর তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজা সেই বিজনবিপিনে দিগ্‌ভ্রমে পতিত হইয়া চিন্তাকুল হইলেন, সহসা এক স্বচ্ছসলিলা নদী তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। রাজা সম্মুখে নদী দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং অশ্ব সহ নদীবক্ষে অবতরণ করিয়া উভয়ে জলপান করিলেন। অতঃপর তিনি নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইবার বাসনা করিতেছেন, এমন সময়ে বিশ্বামিত্র বৃদ্ধব্রাহ্মণের বেশে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিসহকারে প্রণত রাজা হরিশ্চন্দ্রকে তাঁহার সেই বিজন বনপ্রদেশে আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা আনুপূর্ব্বিক শূকরানুসরণ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, আমি অযোধ্যাধিপতি হরিশ্চন্দ্র, আমি রাজসূয়যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছি। আমার নিকট যখন যে যাহা প্রার্থনা করে আমি তখনই তাহাকে তাহা দিয়া থাকি। হে দ্বিজবর, আপনার যদি যজ্ঞানমিত্ত ধনের বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমার সমভিব্যাহারে আমাকে পথ দেখাইয়া অযোধ্যানগরে চলুন, আমি বিপুল অর্থদানে আপনাকে তুষ্ট করিব।

ব্রাহ্মণবেশী মহর্ষি কৌশিক হাস্য সহকারে বলিলেন, মহারাজ! এই তীর্থ অতি পবিত্র। এক্ষণে পুণ্যকাল উপস্থিত, আপনি এখানে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে দান করুন। তদনন্তর আমি আপনার পথপ্রদর্শন করিব। ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা নদীতীরে গমন করিয়া যথারীতি স্নানকার্য্য সমাধা করিলেন ও দেবপিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিলেন এবং মুনিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এক্ষণে আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করুন, আমি আপনার বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিতেছি। মহর্ষি বিশ্বামিত্র তখন কৌশলে দানশীল রাজাকে বঞ্চনা করিবার জন্য গান্ধর্ব্বী মায়া দ্বারা সুন্দরাকৃতি এক কুমার ও কুমারী সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বিবাহকার্য্য সম্পাদনার্থ ধন প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার মায়ায় মোহিত রাজা তাহাই হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কোনরূপ দ্বিরুক্তিও করিলেন না। অতঃপর বিশ্বামিত্র পথপ্রদর্শন করিলে রাজা নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

নরপতি রাজধানীতে অগ্নিশালায় উপস্থিত রহিয়াছেন, এমন সময়ে বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজন্! বিবাহবিধি নিষ্পন্ন হইয়াছে। অদ্য এই বেদীমধ্যে আমার অভিলষিত ধন দান করুন।

রাজা বিশ্বামিত্রের প্রার্থিত বস্তু কি তাহা জানিতে চাহিলে মহর্ষি বলিলেন, রাজন্! এই পবিত্র বেদীমধ্যেই আপনি আমাকে ছত্র, চামরাদি, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমন্বিত রত্নপরিপূর্ণ রাজ্য দান করুন। রাজা মুনিবাক্যে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহাকে তাঁহার বিশাল রাজ্য দান করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র দানের উপযুক্ত সার্দ্ধভারদ্বয় সুবর্ণ দক্ষিণা চাহিলেন, রাজা তখন ত্বরিতগমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় বুদ্ধিভ্রংশের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। মুনির কপটতায় সপরিচ্ছদ রাজ্য দান করিয়াছেন, এক্ষণে সুবর্ণ কোথায় পাইবেন, ইত্যাকার চিন্তা করিতে করিতে বিহ্বল ভাবে অন্তঃপুরে পদচারণা করিতেছেন দেখিয়া রাজ্ঞী পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রভো! বিমনা হইবার কারণ কি? নরপতি মহিষীকে বিশ্বামিত্র-সম্পর্কীয় শুভাশুভ বিষয় বর্ণন করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণে মনোনিবেশ করিলেন।

পরদিন প্রাতে রাজা সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়াছেন, এমন সময়ে মহামুনি বিশ্বামিত্র রাজসদনে উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিলেন, আপনি স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করুন এবং প্রতিশ্রুত সুবর্ণ দক্ষিণা দিয়া আপনার সত্যবাদিত্বের পরিচয় প্রদান করুন। রাজা মুনিকে সর্ব্বসমৃদ্ধি সহ রাজ্য দান করিয়াছেন,রাজকোষে বা রাজ্যের যাহা কিছু তাহাতে তাঁহার অধিকার নাই। সুবর্ণ দক্ষিণা দিতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি পত্নীপুত্র লইয়া রাজ্যত্যাগী হইলেন। বিশ্বামিত্র ছাড়িলেন না,তিনিও নগর হইতে বহির্গত রাজার পশ্চাদ্গমন করিয়া প্রতিশ্রুত দক্ষিণা চাহিলেন। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বীয় পত্নী-পুত্র এবং আপনাকে বিক্রয় করিয়া দক্ষিণা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। মাসান্তে দক্ষিণা দিবেন বলিয়া বারাণসীপুরীতে উপস্থিত হইলেন।

মাসান্তে বিশ্বামিত্র বারাণসীতে আসিয়া রাজার নিকট দক্ষিণা চাহিলেন। তখন অর্দ্ধদিনমাত্র বাকী আছে। রাজা পত্নী ও পুত্র কোন এক কাশীবাসীর নিকট বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বিপ্রবেশধারী কৌশিক সহসা বৃদ্ধব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া দাসীক্রয় মানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমে দাসীরূপে রাজমহিষী মাধবীকে ক্রয় করিলেন, তৎপরে মহিষীর অনুরোধে বালক রোহিতকে ক্রয় করিয়া লইলেন।

অতঃপর নিজরূপে বিশ্বামিত্র দেখা দিয়া দক্ষিণা চাহিলে রাজা পত্নী ও পুত্রবিক্রয়লব্ধ একাদশকোটি সুবর্ণমুদ্রা দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহাতে মুনিবরের মন উঠিল না। তিনি রোষভরে বলিলেন, এই সামান্য অর্থ দক্ষিণার উপযোগী নহে, আপনি অন্য ধন সংগ্রহ করুন। আমি দিবসের অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ অপেক্ষা করিব, তাহার পর চলিয়া যাইব।

তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজা আত্মবিক্রয়ে উদ্যত হইলেন। ধর্ম্ম নির্দ্দয় চণ্ডালরূপে ক্রেতা হইয়া দাঁড়াইলেন। বিশ্বামিত্রের কথায় সেই প্রবীর নামধেয় চণ্ডাল এক সহস্র রত্ন এক সহস্র মণি, এক সহস্র মুক্তা ও ১ সহস্র সুবর্ণমুদ্রা এবং প্রয়াগ মণ্ডলের দশযোজন বিস্তীর্ণ রত্নময়ী ভূমি প্রদান করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে লইয়া চলিলেন। তখন আকাশবাণী হইল "মহাভাগ অদ্য অঙ্গীকৃত দক্ষিণা দিয়া ঋণমুক্ত হইল।"

প্রবীর কাশীর দক্ষিণস্থ মহাশ্মশানে হরিশ্চন্দ্রকে লইয়া চলিলেন, তথায় মৃতদেহের বস্ত্রাদি সংগ্রহ ইত্যাদি তাঁহার কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্মশানে থাকিয়া পত্নীপুত্রের চিন্তায় ঘৃণিত অন্নাদিতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া রাজা অতিকষ্টে দ্বাদশমাস অতিবাহিত করিলেন, এই সময়ে একদিন কাশীর অনতিদূরে বালক রোহিত ব্রাহ্মণের দর্ভ ও সমিধ্ আহরণে পিপাসার্ত্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে জলপান করিয়া যেমন সমিধ্ভার উত্তোলন করিলেন, অমনি এক কৃষ্ণসর্প আসিয়া তাহাকে দংশন করিল ও তৎক্ষণাৎ রোহিতের মৃত্যু হইল।

রোহিতের সঙ্গীরা তদ্দণ্ডে সেই সংবাদ তাহার মাতার নিকট প্রেরণ করিল। রোহিতের মাতা এই সংবাদ শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন তাহার প্রভু কাতরা বিপ্রদাসীর পুত্রশোকে মর্ম্মপীড়া না পাইয়া বরং মর্ম্মবিদারক কঠোর বাক্যে তাহাকে অধিকতর উৎপীড়ন করিলেন। সমস্তদিন গৃহকার্য্য ও মধ্য রাত্রিপর্য্যন্ত বিপ্রের পাদসংবাহন করিলে বিপ্র দাসীকে বলিলেন, তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। শীঘ্র পুত্রের দাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আইস। রাজপত্নী মাধবী সেই গভীর রাত্রে স্বীয় মৃতপুত্রকে বক্ষে লইয়া কান্দিতে কান্দিতে রাজপথ দিয়া শ্মশানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার গভীর আর্ত্তনাদে নগরপালেরা ভীত হইল। তাহারা রাজমহিষী মাধবীকে যতই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "এ কাহার পুত্র, তুমি কে, তোমার পতি কোথায়?" বিলাপবিহ্বলা অশ্রুধারাবিগলিতনয়না রাণী তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ততই রাজপথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা তাঁহাকে মায়াবিনী বালঘাতিনী রাক্ষসী জ্ঞান করিয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বলপূর্ব্বক ধৃত করিলেন ও চণ্ডালের আলয়ে বধের জন্য লইয়া গেলেন। চণ্ডাল পরুষবাক্যে "রে দাস ইহাকে বধ কর্। এই স্ত্রী দুষ্টা, ইহার বধবিষয়ে বিচারের আবশ্যক নাই।" রাজা চণ্ডালের কথায় রমণীবধে বিশেষ প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে চণ্ডাল রাজার করে খড়্গ দিয়া ঐ রমণীর শিরশ্ছেদনের আদেশ দিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র তখন শ্মশানভূমিতে রাজ্ঞীকে উপবিষ্ট হইতে বলিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদের জন্য অসি উত্তোলন করিলেন, রাজ্ঞী তখন বলিলেন, 'চণ্ডাল, তোমার যাহা অভিরুচি হয় করিও, অগ্রে আমার সর্পদষ্ট পুত্রের দাহকার্য্য সমাধা করিতে দাও'। প্রবাসকষ্টে রাজা ও রাণীর মূর্ত্তি এতই বিকৃত হইয়াছিল, যে তাঁহারা পরস্পরে পরস্পরকে চিনিতে পারেন নাই। রাজ্ঞী যখন বিলাপ করিতে করিতে পুত্রকে শ্মশানভূমে রক্ষা করিলেন। রাজা তৎকালে শবসন্নিধানে আসিয়া শবের মুখ ঢাকা বস্ত্র খুলিয়া লইলেন এবং মাতার ক্রোড়ে শয়ান মলিন দেহ বালকের রাজলক্ষণ ও আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া আপনার পুত্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তাঁহার চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি রুদ্ধশ্বাস হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; কিন্তু রাজ্ঞীর হৃদয়দ্রাবী বিলাপে রাজার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। রাজা ও রাজ্ঞী সেই শ্মশানভূমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরস্পর পরস্পরকে যখন চিনিতে পারিলেন, তখন শোকপ্রবাহ অধিকতর প্রবাহিত হইল। অতঃপর হুতাশন প্রজ্বালিত করিয়া রাজ্ঞী ও রাজা প্রাণপরিত্যাগ করিবেন স্থির হইল।

রাজা হরিশ্চন্দ্র চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি রোহিতের শব স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং পত্নীসহ জগদীশ্বরী পরমেশানীর ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন বাসবাদি দেবতাবর্গ ধর্ম্মকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপনীত হইলেন এবং বলিলেন, রাজন্! আমি লোকপিতামহ, স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ মরুদ্গণ, লোকপালগণ, চারণগণ, নাগগণ, গন্ধর্ব্বগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, অপরাপর সমস্ত দেবতাগণ এবং বিশ্বামিত্র স্বয়ং আসিয়া তোমার অভীষ্ট দান করিতে একান্ত

অভিলাষী হইয়াছেন। ইন্দ্র অমৃত বর্ষণ করিয়া চিতামধ্যস্থিত শিশুর প্রাণপ্রদান করিলেন। তখন আকাশমণ্ডল হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। ইন্দ্রের প্রসাদে পুত্রকে পাইয়া রাজা পরম আনন্দ লাভ করিলেন। সকল প্রকার অভীষ্ট লাভে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। ইন্দ্র বলিলেন, 'রাজা স্বীয় কর্ম্মফলে পুত্র ও কলত্র সহ স্বর্গে আরোহণ করিয়া পরম সম্পত্তি লাভ কর।'

রাজা স্বীয় শ্বপচ প্রভুর বিনানুমতিতে স্বর্গারোহণ করিতে চাহিলেন না। তখন ধর্ম্ম অগ্রসর হইয়া বলিলেন, বৎস! আমি মায়ায় শ্বপচরূপ ধারণ করিয়া তোমায় চণ্ডালপুরী প্রদর্শন করিয়াছি। আমিই সেই ব্রাহ্মণ এবং আমিই কৃষ্ণসর্প হইয়া তোমার পুত্রকে দংশন করিয়াছি। এক্ষণে তুমি সেই ধর্ম্মবলে স্বর্গে আরোহণ কর।' রাজা পুনর্ব্বার বলিলেন, অযোধ্যাবাসী অনুগত মানবগণ আমার বিরহে শোকসন্তপ্ত, তাদৃশ ভক্তগণকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া সম্যক অনুচিত। অতএব হে সুরেন্দ্র! যদি তাহাদিগকে আমার সহিত যাইতে দেন, তাহা হইলে আমি স্বর্গে গমন করিতে পারি। 'তাহাই হইবে' বলিয়া বর দিলেন। পরে সংসারবাসনাবিহীন রাজানুগৃহীত ব্যক্তি মাত্র স্ব স্ব পুত্রের উপর সংসারের ভারার্পণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় দেহে দিব্যবিমানে চড়িলেন। রাজা স্বীয় পুত্র রোহিতাশ্বকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পুণ্যপ্রভাবে কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত দেবদুর্লভ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহাকে রথে উপবিষ্ট দেখিয়া দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্য্য বলিয়া দিলেন, "আহা দানের কি মহিমা। যাহার প্রভাবে রাজা হরিশ্চন্দ্র আজ মহেন্দ্রের সালোক্য লাভ করিলেন।" (দেবীভা° ৭।১২-২৭ অ°) ব্রহ্মপুরাণের ৮ ও ১০৪ অধ্যায়; পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে ৮ অঃ ও স্বর্গখণ্ডের ২৪অঃ; শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৭-৮ অঃ, ৯।১৬।৩১ ও ১০।৭২।২১, স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ড এবং হাটকেশ্বরমাহাত্ম্যে হরিশ্চন্দ্রের কথা ও বিশ্বামিত্রমাহাত্ম্য বিশদরূপে বর্ণিত আছে। মহাভারত বনপর্ব্বে এবং রামায়ণের আদিকাণ্ডে ৬১ অধ্যায়ে অম্বরীষ প্রসঙ্গে শুনঃশেফের বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। রামায়ণোক্ত ত্রিশঙ্কুরাজের পরবর্ত্তী অম্বরীষ হরিশ্চন্দ্র হইলেও ঘটনাটী কিছু বিকৃত। গরুড়পুরাণের ১৪২ অধ্যায়ে অম্বরীষ রাজা ত্রিশঙ্কু ও হরিশ্চন্দ্রের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত আছে। কূর্ম্মপুরাণের ২১ অধ্যায়ে হরিশ্চন্দ্র, সত্যব্রত ও সত্যধনার পুত্র বলিয়া কথিত। মার্কণ্ডেয়পুরাণের ৭ম হইতে ৯ম অধ্যায়ে যে উপাখ্যান আছে, তাহার অনেক স্থলে দেবীভাগবতবর্ণিত উপাখ্যানের ঐক্য দৃষ্ট হয় এবং অনেক স্থানই স্বতন্ত্র। বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত উদ্ধৃত হইল না। এতদ্ভিন্ন অপর সকল পুরাণেই হরিশ্চন্দ্রের বংশবর্ণন দেখা যায়।

হরিশ্চন্দ্র, ১ ভট্টারক হরিশ্চন্দ্র নামে খ্যাত, এক জন প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থকার। টোডরানন্দ, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। কাহারও মতে ভট্টার হরিশ্চন্দ্র ও ভট্টারক হরিশ্চন্দ্র উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি। [হরিশ্চন্দ্র দেখ।]
২ এক জন জৈন গ্রন্থকার। পুরুদেবচম্পূরচয়িতা। ৩ মালবের পরমারবংশীয় এক জন প্রাচীন সামন্তরাজ। লক্ষ্মীবর্ম্মার পুত্র। ৪ কনোজের শেষ নৃপতি জয়চন্দ্রের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ৫ কুমায়ুনের চাঁদবংশীয় এক জন নৃপতি। ইনি ১০৮৩ শকে রাজত্ব করিতেন। ৬ কাষ্ঠার টাকবংশীয় এক জন সামন্ত নৃপতি, মদনপালের পিতামহ। [মদনপাল দেখ।]

হরিশ্চন্দ্রগড়, বোম্বাই প্রদেশে আহ্মদনগর জেলার একটী গিরিদুর্গ। মরাঠাদিগের যতগুলি গড় আছে, তন্মধ্যে এই গড়টী বিশেষ প্রসিদ্ধ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৮৯৪ ফিট্ উচ্চ।

হরিশ্চন্দ্রপাল, পূর্ব্ববঙ্গের এক জন প্রসিদ্ধ পালনৃপতি। প্রবাদ এইরূপ যে, সাভারে ইঁহার রাজধানী ছিল, এখনও সাভার জঙ্গলে তাঁহার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। দেশাবলির মতে, আদিশূরের পূর্ব্বে ইনি রাজত্ব করিতেন।

হরিশ্চন্দ্রপুর (ক্লী) হরিশ্চন্দ্রস্য পুরং। হরিশ্চন্দ্র, রাজনগরশৌভপুর।

হরিশ্চন্দ্র বাবু, কাশীবাসী একজন প্রসিদ্ধ হিন্দীকবি। বর্ত্তমানকালে সকল হিন্দীকবি অপেক্ষা বিখ্যাত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৯ই সেপ্টেম্বর হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোপালচন্দ্র সাহু ওরফে গিরিধর বনারসী, গিরিধরও এক জন পরিহাসরসিক কবি ছিলেন। ২৭ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ৯ বর্ষের বালক হরিশ্চন্দ্রকে রাখিয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। হরিশ্চন্দ্র কাশীর কুইন্স কলেজে শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হিন্দীরচনার দিকে লক্ষ্য ছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত হিন্দীসাহিত্যের উন্নতিকামনায় তিনি মনঃপ্রাণ সমর্পণ করেন। অল্প দিনেই 'তিনি হরিশ্চন্দ্রিকা' নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন।

তাঁহার রচনাকৌশলে সমস্ত হিন্দুস্থান বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্র স্বেচ্ছায় তাঁহাকে 'ভারতেন্দু' উপাধি প্রদান করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। তাঁহার মত বিপুল সাহিত্যসম্পদ্ ইদানীং আর কেহই হিন্দীভাষায় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সুন্দরীতিলক প্রকাশিত হয়। ইহাতে সবাইয়া ছন্দে ৬৯ কবির সুন্দর সুন্দর কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি ভারতীয় ও যুরোপীয় স্মরণীয় মহাত্মগণের জীবনী অবলম্বনে 'প্রসিদ্ধ মহাত্মাও কা জীবনচরিত্র' প্রকাশ করেন।

তাঁহার 'কাশ্মীর কুসুম' গ্রন্থেও তিনি কতকটা সংক্ষিপ্ত আত্ম-জীবনী ও স্বরচিত গ্রন্থাবলির তালিকা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত তালিকা ছাড়াও তিনি কাশী-কা-ছটায় চিত্র ও 'কবি-বচনসুধা' নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হিন্দু পেট্রিয়টের জনৈক সম্পাদক, বিখ্যাত বাগ্মী ও স্বদেশভক্ত। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ভবানী-পুরে মাতুলালয়ে ১৮২৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম, তাঁহার পিতা রামধন মুখোপাধ্যায় উচ্চ কুলীনবংশসম্ভূত ছিলেন। তাঁহার তিন বিবাহ, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীর গর্ভে হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হয়।

তখনকার সময়ের নিয়মানুসারে পিতৃ-পরিত্যক্ত কুলীন বালকেরা মাতুলালয়ে লালিত হইত। ৭ বৎসর বয়সে তিনি পাঠশালা ত্যাগ করিয়া স্থানীয় ইউনিয়ন স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন; এখানে ছয় বৎসর পড়িয়া তাঁহাকে বিদ্যালয় ছাড়িতে হইল। চাকুরীর খোঁজে বাহির হইয়া তাঁহাকে বহু অপমান ও কষ্টের মধ্য দিয়া চলিতে হইয়াছিল। তাঁহার ইতিহাস এখানে দিব না। কিন্তু এই ব্রাহ্মণবালক নানা বাধাবিপত্তি গণ্য না করিয়া নানা প্রকার অর্থক্লেশের মধ্য দিয়া অবশেষে মেসার্ তুলা এণ্ড কোম্পানির আপিসে মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে একটি কেরাণী গিরি পাইলেন। তাঁহার জীবনে যে দুঃখ গিয়াছে, তাহারই একটি ঘটনা উল্লিখিত হইল।

একদা তাঁহাদের গৃহে একাহার করিবার এক কণা চাউলও ছিল না, তখন তিনি একটী কাঁসার বাটী বিক্রয় করিয়া অথবা বাঁধা দিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিবেন মনস্থ করিতে ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তখন ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাঁহার ছাতাও ছিল না, কাজেই বাহির হওয়ার উপায়ও নাই। এই অবস্থায় তাঁহার যে কষ্ট হইতেছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। ভগবানের ইচ্ছায় এই সময়ে একটি মোক্তার তর্জ্জমার জন্য একখানি দলিল লইয়া আসিলেন, এবং সেই কাজটি করিয়া তিনি ২৲ টাকা পাইলেন; ঈশ্বরভক্ত যুবক হরিশ্চন্দ্র তাহা ঈশ্বরের দান মনে করিয়া গ্রহণ করিলেন।

তুলা-এণ্ড কোম্পানীর সহিত তাঁহার বনিল না, সামান্য একটা কারণবশতঃ তিনি মনে করিলেন যে, তিনি অপমানিত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছুমাত্র না ভাবিয়া তেজস্বী দরিদ্র বালক কাজ ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার ভাল কাজ জুটিল; মিলিটারি অডিটার জেনারলের আফিসে প্রতিযোগিতায় জিতিয়া তিনি ২৫৲ টাকা মাহিয়ানায় কাজ পাইলেন। এই আফিসেই তিনি আজীবন কাজ করেন। এখানে ২৫৲ টাকায় আরম্ভ করিয়া পরিশেষে তাঁহার ৫০০ টাকা মাহিনা হইয়াছিল। এখানে তিনি কর্ণেল চাম্পনেস ও কর্ণেল গোওির সহিত পরিচিত হন। তাঁহারা হরিশ্চন্দ্রের অন্তর্নিহিত শক্তি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে পুস্তক ও সংবাদপত্র দিয়া তাঁহাকে জ্ঞানোপার্জ্জনে সহায়তা করিতে লাগিলেন। স্কুল ছাড়িবার পরও তিনি লেখাপড়ার সংস্রব ত্যাগ করেন নাই। সময় পাইলেই তিনি শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। কর্ণেল গোওির কৃপায় শীঘ্রই তিনি ৪০০ টাকা মাহিনায় আসিষ্টান্ট মিলিটারি অডিটর কাজ পাইলেন।

অল্প বয়সে উত্তরপাড়ার গোবিন্দচন্দ্র চট্টের কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদা দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার যখন ষোল বৎসর বয়স তখন একটি সন্তান হয়, দুই তিন বৎসরের মধ্যেই শিশুটি মারা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। তাঁহার পরে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন; তিনি পারিবারিক জীবনে কখনও সুখী ছিলেন না, তাহা ছাড়া তিনি অল্প বয়সে মদ্যে আসক্ত হন।

হরিশ্চন্দ্র প্রথমে Hindu Intellegencer পত্রিকায় লিখিতেন, তৎপরে Englishman পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ মুদ্রিত হইত। বড়বাজারে মধুসূদন রায়ের প্রেস হইতে হিন্দুপেট্রিয়ট প্রকাশ হইত, তিনি তাহার সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে বাঙ্গালী ও ইংরাজি শিক্ষিতের দল মুষ্টিমেয় ছিল এবং এদেশীয় সাহেবগণও টাকা খরচ করিয়া দেশী পত্রিকা পড়িতে চাহিতেন না। এই সকল অসুবিধা সত্বেও হিন্দু পেট্রিয়টের নাম শীঘ্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১৮৫৪ খৃঃ-অব্দে যখন মধুসূদন রায় মহাশয় অসুস্থ হইয়া দেশে চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার ছাপাখানা বিক্রয় হইয়া গেল। হরিশ্চন্দ্র তৎপরে নিজে একটী প্রেস কিনিলেন এবং তাঁহারই 'হিন্দু পেটিয়ট প্রেস" হইতে "হিন্দু পেটিয়ট" প্রকাশ হইতে লাগিল। যখন ডালহৌসি উত্তরাধিকারীদের মৃত্যুতে অনেক-গুলি দেশীয় করদরাজ্য বৃটীশ সাম্রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করিতে লাগিলেন, তখন হিন্দু-পেট্রিয়টে তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হইতেছিল। গবর্ণরকে অনেক সময়ে হরিশ্চন্দ্রের মত রক্ষা করিয়া চলিতে হইত। তৎপরে সিপাহিবিদ্রোহ জাগিয়া উঠিলে দেশের সেই ঘোরতর দুর্দ্দিনে তিনি গবর্মেণ্টের সহিত যোগদান করিয়া দেশে শান্তিস্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন এবং পরিশেষে সমুদায় সাহেবদিগের মতের বিরুদ্ধে যখন ক্যানিং দয়ানীতি অব-লম্বন করিলেন, তখন হরিশ্চন্দ্র তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন।

নীলকরদিগের অত্যাচারে যখন সমস্ত বঙ্গবিভাগ হাহাকার করিতেছিল, তখন হরিশ্চন্দ্র নির্ভীক ভাবে প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টা

ও উদ্যমে গবর্মেণ্টের অনেক গণ্যমান্য সাহেব প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'নীলদর্পণ" নাটকের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

"নীলবানরে সোণার বাঙ্গলা কল্লে ছারখার।
অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হ'ল কারাগার॥"

হরিশ্চন্দ্র ১৮৬১ খৃঃ অব্দে ৩৮ বৎসর বয়সে মারা যান। জনসাধারণের জন্য তিনি যেরূপ স্বার্থত্যাগ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তিনি হিন্দু পেট্রিয়টের জন্য তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন হারাইলেন।

হরিশ্মশ্রু (পুং) দানবভেদ। (ভাগবত ৭।২।১৮) (ত্রি) হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট।

হরিশ্রী (ত্রি) অশ্বকর্তৃক সেব্য। "অদ্রিংবা হরিশ্রিয়ং" (ঋক্ ৮।১৫।৪) 'হরিশ্রিয়ং হরিভ্যাং অশ্বাভ্যাং শ্রয়ণীয়ং সেব্যং' (সায়ণ)

হরিশ্রীনিধন (ক্লী) সামভেদ।

হরিষ (পুং) হর্ষণ।

হরিষাচ্ (ত্রি) সোমসংভক্তা। "হরিষাচো হরিদ্রবঃ" (ঋক্ ১০।৯১।১২) 'হরিষাচঃ সোমস্য সংভক্তারঃ' (সায়ণ)

হরিষেণ (পুং) জিনচক্রবর্ত্তিবিশেষ। হরিসুত। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশজ।

'হরিষেণো হরিসুতো জয়ো বিজয়নন্দন।
ব্রহ্মসূনুর্ব্রহ্মদত্তঃ সর্ব্বে চেক্ষ্বাকুবংশজঃ॥' (হেম)

হরিষেণ, ১ এক জন বিখ্যাত জৈনপণ্ডিত। ১৪৪৯ শকে ইনি 'জগৎসুন্দরীযোগমালা' রচনা করেন। ২ বারাণসীবাসী এক জন পণ্ডিত, ইনি রাজনীতি সম্বন্ধে একখানি সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ৩ এক জন বাকাটকবংশীয় মহারাজ। দেবসেনের পুত্র।

হরিসঙ্কীর্ত্তন (ক্লী) হরেঃ সঙ্কীর্ত্তনং। শ্রীহরির নামোচ্চারণ। কলিকালে হরিসঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ বা পিতৃতর্পণ সকলই নিষ্ফল।

"দানং ব্রতং তপো যজ্ঞং শ্রাদ্ধং বা পিতৃতর্পণং।
সকলং নিষ্ফলং রাজন্! হরিসঙ্কীর্ত্তনং বিনা॥" (কর্ম্মলোচন)

হরিসামন্তরাজ—এক জন সামন্তনৃপতি, কৃষ্ণের পুত্র, ইনি সূর্য্যপ্রকাশ নামে একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ রচনা করেন।

হরিসিংহদেব, ১ মিথিলার কর্ণাটকবংশীয় এক জন নৃপতি, সিমরাওনে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি এক জন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। [মিথিলা ও স্মৃতি শব্দে ইহার ইতিহাস দেখ]

২ এক জন প্রসিদ্ধ শিখসরদার।

হরিসেন, [হরিষেণ দেখ।]

হরিসেবকমিশ্র, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, ইনি ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে হৃদয়রামের আদেশে যোগসারসমুচ্চয় নামে ভবদেবের যোগসংগ্রহের সারসংগ্রহ প্রকাশ করেন।

হরিস্বামিপুত্র, তাণ্ড্যব্রাহ্মণভাষ্যকার।

হরিষ্ঠা (ত্রি) অশ্বে স্থিত। "অস্য যোজনং হরিষ্ঠা মধুত্বা মধুলা চকার" (ঋক্ ১।১৯১।১০) 'হরিষ্ঠা হরয়ো অশ্বাঃ তেষু স্থিত আদিত্যঃ' (সায়ণ)

হরিসুত (পুং) হরেঃ সুত ইব। ১ হরিষেণ রাজা। (হেম) ২ শ্রীহরির পুত্র।

হরিস্তুতি (স্ত্রী) হরেঃ স্তুতি। ভগবান্ শ্রীহরির স্তব। হরিস্তোত্র।

হরিহয় (পুং) হরিরেব হয়ো যস্য। ১ ইন্দ্র। (অমর) ২ সূর্য্য। ৩ কার্ত্তিকেয়। ৪ গণেশ।

হরিহর (পুং) হরিণা সহ হরঃ। হরি ও হরসংযুক্ত, হরিহরমূর্ত্তি। অর্দ্ধবিষ্ণু ও অর্দ্ধশিবমূর্ত্তি। বামনপুরাণে ৫৯ অধ্যায়ে হরিহরমূর্ত্তির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে—

"সার্দ্ধং ত্রিনেত্রং কমলাহিকুণ্ডলং জটামহাভারশিরোজমণ্ডিতং।
হরিং হরঞ্চৈব নগেন্দ্রভূষণং পীতাজিনাচ্ছন্নকটিপ্রদেশকং॥
চক্রাসিহস্তং ধনুঃশার্ঙ্গপাণিং পিনাকশূলাজগবান্বিতঞ্চ।
কন্দর্পখট্টাঙ্গকপালঘণ্টা-সশঙ্খচক্রাঙ্কধরং মহর্ষে॥
দৃষ্টৈব দেবা হরিশঙ্করং তং নমোঽস্তু তে সর্ব্বগতাব্যয়েতি॥"

হরিহর, ১ বিদ্যানগরের প্রসিদ্ধ নৃপতি। ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি বেদভাষ্যকার, সায়ণাচার্য্যের প্রতিপালক এবং ১ম বীরবুক্করায়ের পিতা। [বিদ্যানগর, মাধবাচার্য্য ও সায়ণাচার্য্য দেখ।]

২ একজন প্রাচীন স্মার্ত্ত। বাচস্পতিমিশ্র, কমলাকর প্রভৃতি ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আশৌচদশক ও দশশ্লোকীবিবরণ প্রণেতা। ৪ ক্রতুরত্নমালারচয়িতা। ৫ ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশটীকাকার। ৬ জানকীমাণিক্যস্তবরচয়িতা। ৭দেবীকবচকার। ৮ এক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধু, পাত্রশুদ্ধি ও বিদ্যাসাধনতন্ত্রপ্রণেতা। ৯ একজন প্রসিদ্ধ মৈথিল পণ্ডিত, প্রভাবতীপরিণয়নামে সংস্কৃত নাটকরচয়িতা। ১০ প্রয়োগরত্নাকরপ্রণেতা। ১১যোগশিক্ষানামে যোগশাস্ত্রকার। ১২ রতিরহস্যকার। ১৩ রসমণি ও রসাধিকার নামে বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা। ১৪ বৈরাগ্যপ্রদীপপ্রণেতা। ১৫ শিবোপনিষদ্কার। ১৬ শৃঙ্গারভেদপ্রদীপ নামে অলঙ্কারগ্রন্থরচয়িতা। ১৭ সিদ্ধান্তশিরোমণিটীকাকার। ১৮ শুভাষিতপ্রণেতা। ১৯ নৃসিংহের পুত্র, অনর্ঘরাঘবটীকা ও তার্কিকরক্ষণসংগ্রহটীকাকার। ২০ ভট্ট-ভাস্করের পুত্র, অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতিপ্রণেতা।

হরিহর, মহিসুররাজ্যের চিতলদুর্গজেলাস্থ একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ১৪° ৩০´ ৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫০´ ৩৮´´ পূঃ।

এখানকার স্থলপুরাণমতে এক দৈত্য ব্রহ্মার বরে অমরত্ব লাভ করিয়া দেব ও নরগণের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে থাকে। তখন দেবগণ মিলিত হইয়া বিষ্ণু ও শিবের শরণাপন্ন হইলেন। হরিহর একাঙ্গ হইয়া এখানে সেই দৈত্য-নিধন করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান হরিহর নামে প্রসিদ্ধ হইল। এখানে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে উৎকীর্ণ অনেকগুলি শিলালিপি বাহির হইয়াছে। হরিহরের যে প্রধান মন্দির আছে, তাহা ১১২৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এই স্থান মহিসুর রাজ্যের সীমায় থাকায় ইহার উপর দিয়া বহু উপদ্রব চলিয়া গিয়াছে। এক সময়ে তরিকেরি ও বেদনূরের সামন্তগণ গড় নির্ম্মাণ করিয়া এখানে কিছুকাল বাস করিয়া গিয়াছেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হায়দরআলী এই সহর অধিকার করেন, পরে মরাঠাদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সহরের ১ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে দেশীয় সৈনিকগণের একটী সেনাবাস ছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এখানে তুঙ্গভদ্রানদীর উপর একটী সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মিত হয়।

হরিহর অগ্নিহোত্রিন্, একজন প্রাচীন স্মার্ত্ত। হেমাদ্রি,কামদেব, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ ইঁহার পদ্ধতি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হরিহরক্ষেত্র (ক্লী) হরিহরস্য ক্ষেত্রং। তীর্থবিশেষ। এই তীর্থ পাটলিপুত্রনগরস্থিত ভাগীরথীর উত্তর পারে অবস্থিত। সেই দেশবাসিগণ এই তীর্থকে দদবিক্ষেত্র নামে অভিহিত করিয়া থাকে। গঙ্গা-গণ্ডকীসঙ্গমে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে স্নানের জন্য অনেক লোক এই স্থানে মিলিত হইয়া থাকে। এই তীর্থের বিষয় বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—ভগবান্ হরি গোধন সকল অগ্রে করিয়া হরিক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন তথায় শূলপাণি হর নন্দীর সহিত গোধন সকল রক্ষা করেন ও সেই দিন হইতে তথায় অবস্থিতি করেন বলিয়া এই স্থানের হরিহরক্ষেত্র নাম হয়। দেবগণ এই স্থানে বিচরণ করেন, এই জন্য এই স্থানকে দেবঘাটও কহে।

"ততঃ স পঞ্চরাত্রাণি স্থিত্বা বৈ বিধিপূর্ব্বকং।
গোধনান্যগ্রতঃ কৃত্বা হরিক্ষেত্রং জগামহ॥
হরিণাধিষ্ঠিতং ক্ষেত্রং হরিক্ষেত্রং ততঃ স্মৃতং।
সদা নন্দী শূলপাণিঃ গোধনেন পুরস্কৃতঃ॥
দেবানামটনাচ্চৈব দেবাট ইতি সংজ্ঞিতঃ॥" (বরাহপু°)

হরিহরক্ষেত্র, তাপীখণ্ডবর্ণিত তাপীনদীতীরস্থ এক পুণ্যস্থান।

হরিহরগঞ্জ, শাহাবাদজেলাস্থ একটী সহর। এখানে হাটবাজার ও বহুলোকের বাস আছে।

হরিহরচাঁদ, কুমায়ুনের চাঁদবংশীয় একজন নৃপতি। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।

হরিহরছত্র, সারণজেলাস্থ গঙ্গা ও গণ্ডকীর সঙ্গমে অবস্থিত শোনপুর সহরস্থ একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে হরিহরনাথ মহাদেবের মন্দির আছে এবং তাঁহারই নামানুসারে 'হরিহরছত্র' নামকরণ হইয়াছে। এখানে কার্ত্তিকপূর্ণিমার সময় দশদিন-ব্যাপী একটী মহামেলা হয়। এরূপ বড় মেলা উত্তর ভারতের আর কোথায়ও হয় না। এই মেলায় রাজা মহারাজ হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী সমবেত হয়। হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র হইতে সকল প্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্যসম্ভার এই মেলায় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। [শোনপুর দেখ।]

হরিহরদেব, একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

হরিহরপণ্ডিত, আচারসংগ্রহপ্রণেতা।

হরিহরপুর, ১ ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী। [হরিপুর দেখ।]
২ মহিসুররাজ্যের কডুরজেলাস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। কেম্প তালুকের সদর। এখানে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে উৎকীর্ণ এক খানি শিলালিপি আছে।

হরিহরপুরী, একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক। বিষ্ণুপুরী ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হরিহরপ্রসাদ, রামতত্ত্বভাস্কর প্রণেতা।

হরিহরভট্ট, ১ অমরুশতকের একজন টীকাকার। ২ হৃদয়দূত নামে সংস্কৃত কাব্যপ্রণেতা।

হরিহর ভট্টাচার্য্য, একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত। ইনি ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে সময়প্রদীপ রচনা করেন।

হরিহরসিংহ, নেপালের একজন নৃপতি, রাজা শিবসিংহের পুত্র ও লক্ষ্মীনরসিংহের পিতা।

হরিহরস্বামিন্, একজন প্রসিদ্ধ বেদবিদ্। নাগস্বামীর পুত্র, সাধারণতঃ হরিস্বামী নামে খ্যাত। ইনি কাত্যায়নশ্রাদ্ধসূত্র-ভাষ্য, কাত্যায়নস্নানবিধিসূত্রভাষ্য ও শতপথব্রাহ্মণভাষ্য রচনা করেন।

হরিহরানন্দ, একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক। ইনি মহানির্ব্বাণতন্ত্র-টীকা, উত্তরগীতাব্যাখ্যা, ভৈরবীপটল ও বগলামন্ত্রসাধন প্রভৃতি তান্ত্রিকগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

হরিহরাত্মক (পুং) হরিহরেণ আত্মানো যস্য কপ্। ১ গরুড়। ২ শিববৃষ। (ক্লী) ৩ হরিহরক্ষেত্র। (ত্রি) ৪ হরিহরাত্মরূপ।

"অনাদিমধ্যনিধনমেতদক্ষরমব্যয়ং।
তদেব তে প্রবক্ষ্যামি রূপং হরিহরাত্মকং॥"
(হরিবংশ ১৮১।৩০)

হরিহেতিহূতি (পুং) চক্রবাক।

হরীতকী (স্ত্রী) হরি পীতবর্ণং ফলমিতা প্রাপ্তা ইতি হরীতা ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ;

হরীতকী গাছ। সংস্কৃত পর্য্যায়—অভয়া, অব্যথা, পথ্যা, বয়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, সুধা, কায়স্থা, কণ্ঠ্যা, রসায়নফলা, বিজয়া, জয়া, চেতনকী, রোহিণী, প্রপথ্যা, জীবপ্রিয়া, জীবনিকা, ভিষগ্বরা। কোন কোন পুস্তকে ইহার পর্য্যায়ান্তর—ভিষক্‌প্রিয়া, জীবন্তী, প্রাণদা, জীব্যা, দেবী, বিদ্যা। (রাজনি°)

হরীতকীর বৈজ্ঞানিক নাম Terminalia chebula। হরীতকীফল বা বৃক্ষ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথা উত্তরপশ্চিম ভারতে এই গাছ হর, হররা, হরারা; পক্বহরীতকী—হর, পীলেহর, হার, পীলে; শুষ্কফল—বাল-হর, জাঙ্গীহর, কালে-হর; বাঙ্গালায় বৃক্ষ ও ফল—হরীতকী, হত্তুকী, হোরা; ছোটকুড়ি—হরীতকীফুল; কোল—রোলা; হদ্রা; সাঁওতাল—রেলি; আসাম—হিলিখা; নেপাল—হেরো; লেপচা—সিলিম, সিলিম-কুঙ্গ; পাহাড়ী—হানা, উড়িষ্যা—করেধা; হবিদর, হরীরা; মঘ—কাজো; মধ্যপ্রদেশ—হররা, হীরদী; গোঁড়—করকা, হাররো, হীর, হোরদা, মহোকা; যুক্তপ্রদেশ—হর, হবৈরা, হরারা; পঞ্জাব—হর, হরাড়, হড়, হসেনা; সিন্ধু—হর; দাক্ষিণাত্য হাল্‌রা, হারলা; পীলা-হালরা, হলদা; বাল-হালরে, জঙ্গী-হালরে; বোম্বাই—হীরদা, হারদা; মরাঠী—হিরদা; বালা-হিরাদে, হরিদাফুল; গুজরাত—হর্লে, পীলো-হর্লে, হরদী হিমিগহীরা, তামিল—কড়ুকৈ; পীলা-মরদা, কডুককায়, করকু, করকায়, পিঞ্জ-করকায়; তেলগু—করক, কডুকর, করকু; কণাড়ি—হীরদা, অলালে-কায়ী, অলালে-পিঞ্জ, মলয়ালম্‌-কটুক, কটুকপিঞ্জি; ব্রহ্ম—পাঙ্গা, সিংহল—আয়ালু, অরলু; আরব—হলীডাজ্‌, হলীলাজে—আস্‌ফার, হলিলাজে আস্‌বাদ; পারস্য—হলিলাহ, হলিলাহে জব্রদ্‌; হলিলাহে-সিয়া, চীন—হোলিলে, হো-ৎজে, ইংরাজী—The chebulic বা Black Myrobalan.

উত্তর-ভারতের কুমায়ুন হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত, দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য অধিত্যকার ১০০০ হইতে ৩০০০ ফিট্‌ পর্য্যন্ত উচ্চ-ভূমে, ব্রহ্মরাজ্যে, সিংহলে ও মলয় প্রায়োদ্বীপে এই বৃক্ষ জন্মে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর জঙ্গলমাত্রেই হরীতকী-বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। কোয়ম্বাতোর জেলার গাছগুলি খুব বড় হয়। গঞ্জাম, গুম্‌সর ও গোদাবরীবিভাগে হরীতকীর অভাব নাই। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঘাট-পর্ব্বতমালার সন্নিকটে ও সাহ্যদেশে, বেলগাম, কণাড়া ও সুন্দার নিকটবর্ত্তী ঘাট-প্রদেশে হরীতকীর বহু বন আছে।

"দক্ষং প্রজাপতিং স্বস্থমশ্বিনৌ বাক্যমূচতুঃ।
কুতো হরীতকী জাতা তস্যাস্তু কতি জাতয়ঃ॥
রসাঃ কতি সমাখ্যাতাঃ কতি চোপরসাঃ স্মৃতাঃ।
নামানি কতি চোক্তানি কিং বা তাসাঞ্চ লক্ষণং॥"(ভাবপ্র°)

একদা সুখে উপবিষ্ট দক্ষপ্রজাপতিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌! কিরূপে হরীতকীর উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ইহার জাতিভেদ কতপ্রকার, এই হরীতকীর রস, উপরস, নাম, লক্ষণ, বর্ণ ও গুণের বিষয়ই বা কিরূপ উক্ত আছে, কোন্‌ জাতি হরীতকী কোন্‌ রোগে প্রযোজিত হয় এবং কোন দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে কোন কোন রোগ নষ্ট করে? আপনি এই সকল বলিবার একমাত্র উপযুক্ত, অতএব জীবের উপকারের জন্য এই সকল যথাযথ বর্ণন করুন।

প্রত্যুত্তরে দক্ষপ্রজাপতি বলিলেন যে, একদা ইন্দ্র অমৃত পান করিতেছিলেন, ঐ অমৃত হইতে এক বিন্দু অমৃত ভূমিতে নিপতিত হইলে সেই অমৃতবিন্দু হইতে হরীতকীর উৎপত্তি হইয়াছে।

হরীতকী ৭ প্রকার যথা—বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী। এই ৭ প্রকার হরীতকীর মধ্যে বিজয়ার আকৃতি অলাবুসদৃশ, অর্থাৎ শিরাবিহীন ও গোল। রোহিণী সম্পূর্ণ গোল, পূতনা সূক্ষ্ম, অথচ অপেক্ষাকৃত বৃহৎবীজ ও স্বল্পত্বগ্‌বিশিষ্ট। অমৃতা স্থূলত্বচা অর্থাৎ মাংসস্থূল, ক্ষুদ্রবীজবিশিষ্ট। অভয়া পঞ্চরেখাযুক্ত, জীবন্তীর বর্ণ সুবর্ণসদৃশ, চেতকী তিনটা রেখাযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত ৭ প্রকার হরীতকীর আকৃতি পূর্ব্বোক্ত প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই সকল হরীতকীর মধ্যে বিজয়া সকল রোগে প্রশস্ত। রোহিণী ব্রণ-বিনাশকারী। পূতনা প্রলেপে উপকারী, অমৃতা সংশোধনের পক্ষে হিতকর, অভয়া চক্ষুরোগে বিশেষ উপকারী, জীবন্তী সকল রোগাপহারক, চেতকী চূর্ণে প্রশস্ত, এই সকল বিবেচনা করিয়া হরীতকী প্রয়োগ করা উচিত।

চেতকী হরীতকী আবার শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে দুই প্রকার, তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ চেতকী আয়তনে ষড়ঙ্গুল এবং কৃষ্ণবর্ণ চেতকী আয়তনে এক অঙ্গুল। এই সকল হরীতকীর মধ্যে কোন কোন হরীতকী ভক্ষণ করিলে, কোন কোন হরীতকীর আঘ্রাণে, কোন কোন হরীতকীর স্পর্শে এবং কোন কোন হরীতকীর দর্শনে ভেদ হইয়া থাকে।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও মৃগ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী চেতকী হরীতকীবৃক্ষের ছায়ায় গমনাগমন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের ভেদ হয়। এই হরীতকী হাতে করিয়া রাখিলে যতসময় হাতে থাকে, ততসময় ভেদ হয়, হাত হইতে ফেলিয়া দিলে ভেদ বন্ধ হয়। তৃষ্ণার্ত্ত, সুকুমার, কৃশ এবং যাহাদের ঔষধের প্রতি বিদ্বেষ আছে, তাহাদের পক্ষে চেতকী সুখবিরেচনের

পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত। এই সপ্তজাতি হরীতকীর মধ্যে বিজয়াই প্রশস্ত সুখসেব্য ও সুলভ। বিশেষতঃ রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

হরীতকী-বৃক্ষ অতি বৃহৎ, শরতে এবং শীতে ইহাদের পত্র ঝরিয়া যায়, বসন্তে পত্রগুলি আবার নূতন করিয়া উদ্গত হয়।

এই বৃক্ষ হইতে যে রস নির্গত হয়, তাহা ঔষধের জন্য প্রয়োজনীয়। যাহারা গাত্রে রঙ্ ব্যবহার করে, তাহাদেরই হরীতকীবৃক্ষের আবশ্যক হয়। ইহার ফলের শাস চূর্ণ করিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং ইহাতে যদি কোন বস্ত্র ডুবাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার রঙ্ ধূসর হইবে।

হরীতকীফল চর্ম্মকারের আবশ্যকীয় জিনিষ, কাথে পশুর চর্ম্ম শক্ত করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে হরীতকী-চূর্ণের আবশ্যক। ইহাতে চর্ম্ম মসৃণ ও নরম হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, ইহাতে প্রচুর পরিমাণে সংকোচক অম্লরস আছে এবং তদ্দ্বারা সহজেই চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইতে পারে।

সরকারী বনবিভাগের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, হরীতকী-বিক্রয় করিয়া গবর্মেণ্টের প্রচুর লাভ হয়।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ও অন্যান্য পুরাতন সংস্কৃত পুস্তকে হরীতকীর যথেষ্ট প্রশংসা পাওয়া যায়। ইহা অনেক সময়ে প্রাণদা বলিয়া উল্লিখিত হয়। সাত প্রকার হরীতকীর বিষয় আমরা জানি, তাহার মধ্যে 'পক্কহরীতকী এবং জাঙ্গী হরীতকী এই দুই প্রকার হরীতকী কেবল ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে গুলি গোলাকার, মসৃণ ও ভিতর ফাঁপা নয়, সেইগুলিই ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয়। যাহা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়, সেই প্রকার হরীতকীই ব্যবহারের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। যাহার শাঁস বেশী, বীজ ছোট, সেই হরীতকীই উৎকৃষ্ট। হরীতকী জ্বর, কাশী, প্রস্রাবব্যারাম, ক্রিমি, হাপানী, অর্শরোগ, আমাশয়, বমন, হিক্কা, হৃদ্‌রোগ, প্লীহা, যকৃৎ ও রক্তদূষণ এই সকল দুরূহ রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া অন্য সকল প্রকার রোগেই ইহা অন্যান্য ঔষধ-সংযোগে রোগীকে সেবন করান হইয়া থাকে।

এই ফলের রোগারোগ্যকারী ক্ষমতা আরব-চিকিৎসকগণও জানিতেন এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে গ্রীকলেখক আক্টু-য়ারিম্ জানিতে পারিয়াছিলেন। আরবগণ হরীতকীকে ইহলিলাজ বলিত। তাহাদের মত গৃহে যেমন সুগৃহিণী উদয়ে তেমনি হরীতকী কাজ করে।

যদিও পূর্ব্বে য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ হরীতকীর গুণ অবগত ছিলেন, পরবর্ত্তী তদ্দেশব স হরীতকী ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া-ছিলেন, তৎপরে নানারূপ পরীক্ষায় দ্বারা হরীতকীর বিশেষ গুণ-সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফ্লেমিং এবং রস্‌বার্গপ্রমুখ য়ুরোপীয় লেখকগণ বিবেচনা করেন যে, হরীতকী এক প্রকার নির্দ্দোষ কোষ্ঠপরিষ্কারক ঔষধ। বুকানন হ্যামিণ্টন বলেন যে, ইহা যে শুধু ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা নহে, চর্ম্ম-সঙ্কোচনকার্য্যেও ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

হরীতকী হইতে একপ্রকার স্বচ্ছ তৈল পাওয়া যায়। হরীতকীগাছের পাতা অনেক সময়ে গৃহপালিত পশুগণের আহার্য্য রূপে ব্যবহৃত হয়। এদেশে মুখশুদ্ধ করিবার জন্য হরীতকী খাইয়া থাকে। ইহার স্বাদ তিক্তকষায়, কিন্তু খাইয়া জল খাইলে আমলকীর ন্যায় মিষ্ট বোধ হয়।

হরীতকীবৃক্ষের আটা হইতে একপ্রকার গঁদের ন্যায় নির্য্যাস বাহির হয়। গোঁড়জাতিরা ঐ গঁদ সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আনে। উহা বাজারে "বেয়াড়া" বা বহেড়ার আটা বলিয়া বিক্রীত হয়। ঐ গঁদের সহিত বাব্‌লা প্রভৃতি বৃক্ষের নির্য্যাসও থাকে।

দেশীয় লোকেরা হরীতকীফল ভাঙ্গিয়া তাহার বীজ ফেলিয়া দেয় এবং উহার শাঁস চূর্ণ করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখে, ইহাতে যে কস উত্থিত হয় তাহা মলিন হরিদ্রাবর্ণ। উহাতে অনেকে বস্ত্রাদি রঞ্জিত করে। হরীতকী ও ফুলকুড়িপাতা ফটকিরি-যোগে জলে ভিজাইয়া রাখিলে যে কাথ হয় তাহা স্থায়ী ও উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যযোগে বিভিন্ন বর্ণের কাল রঙ্ প্রস্তুত করিতেই হরীতকীর ব্যবহার অধিক। লৌহ-লবণ (Salt of Iron) মাত্রই বিশেষতঃ Proto Sulphate যোগ করিলে বর্ণ কাল হইয়া থাকে। কখন কখন রঙ্ গাঢ় করিতে সামান্য পরিমাণে গুড় মিশ্রিত করিয়া দেয়। ঢাকায় হরীতকীর কসের গাঢ় রঙ্ কাল করিতেও Ferrous Sulphate দিয়া থাকে। ছোট নাগপুরে Proto Sulphate of Iron ও কুসুম-ফুল দিয়া কক্রেজা নামক এক প্রকার সুন্দর রঙ্ প্রস্তুত করিয়া থাকে। চট্টগ্রামে হরীতকীর সহিত তিরমুটী (Caeslpinia Saphan) মিলাইয়া কাল রঙ্ করে। হরীতকীর সহিত কতক পরিমাণে Ferrous Sulphate দিয়া খাকীর রঙ্ করা হয়। হরীতকী, বহেড়া ও তৌড়ী একত্র করিয়া হিরাকস দিলে উৎকৃষ্ট কাল রঙ্ হয়। ঐ জল কালকালীরূপে ব্যবহার করা যায়। উহাতে একটু নীল-বড়ী দিলে ব্লুব্ল্যাক কালী হয়। মান্দ্রাজেও এই প্রথায় হরীতকীর রঙ্ বাহির করে। যুক্তপ্রদেশে হরীতকী হইতে সাধারণে কাল রঙ করে, কিন্তু কখন কখন নীল ও হরিদ্রাযোগে সবুজ, নীলযোগে গাঢ়নীল ও খদিরযোগে পাটকিলা রঙ্ প্রস্তুত করিয়া থাকে। হরীতকীর রঙ্ পাকা করিবার শক্তি

আছে। কুসুমফুল, আল্, মঞ্জিং, হলদি ও তেসু প্রভৃতির রঙ্ পাকা করিতে হরীতকী, হীরাকস্ ও লোহমাটী একত্র মিশাইয়া যে কাল আটা হয়, তাহা জুতা ক্রস করিতে অথবা অশ্বসজ্জায় ব্যবহৃত হয়। তসর, কোরা, এড়ি বা পশম রঙ্ করিতে হরীতকীর ছাল, বাব্‌লা সুঁটীর সহিত বিভিন্ন পরিমাণে মিলাইলে পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্নবর্ণ পাওয়া যায়। ইহার ফুল কুড়িতে ১৩'১ টানিক এসিড্ থাকায় পশম ফিকা হলদে রঙ্ হইয়া থাকে।

বস্ত্রাদির অপেক্ষা চামড়াপরিষ্কার ও রঙ্ করিবার জন্যই হরীতকীর বহুল ব্যবহার এবং এই কারণেই হরীতকী পণ্য রূপে সমুদ্রপথে বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

হরীতকী লবণরস ভিন্ন পঞ্চ রসযুক্ত, অর্থাৎ মধুর, অম্ল, তিক্ত, কষায়রসযুক্ত। তন্মধ্যে কষায় রসই প্রধান। রসনেন্দ্রিয়ের অনুভবযোগ্য। রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, মেধাজনক, মধুর, বিপাক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, লঘু, আয়ুষ্কর, মাংসবর্দ্ধক, অনুলোমক, শ্বাস, কাশ, প্রমেহ, অর্শ, কুষ্ঠ, শোথ, উদর, কৃমি, বিস্বরতা, গ্রহণীরোগ, বিবন্ধ, বিষম জ্বর, গুল্ম, উদরাধ্মান, পিপাসা, বমি, হিক্কা, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, হরীতকীগত মধুর তিক্ত ও কষায় রস দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রোগ সকল ও পিত্ত নষ্ট হয়, কটু, তিক্ত ও কষায় রস দ্বারা কফ এবং অম্লরস দ্বারা বায়ু নষ্ট হয়। কটু রস ও অম্ল রস দ্বারা পিত্তবৃদ্ধি অথবা তিক্ত কষায় রস দ্বারা বায়ুবৃদ্ধি হয় না। হরীতকীর মজ্জায় মধুর রস, স্নায়ুতে অম্লরস, বৃন্তে তিক্ত রস, ত্বকে কটুরস এবং অস্থিতে কষায় রস অবস্থিত।

যে হরীতকী নূতন, স্নিগ্ধ, কঠিন, গোল, ভারযুক্ত এবং যাহা জলে নিক্ষেপ করিলে মগ্ন হইয়া যায়, তাহাই প্রশস্ত ও অত্যন্ত ফলদায়ক। যে হরীতকী পূর্ব্বোক্তরূপ নূতন ও স্নিগ্ধাদি গুণযুক্ত এবং যাহার পরিমাণ দুই কর্ষ, সেই হরীতকী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিলে অগ্নিবৃদ্ধি, পেষণ করিয়া সেবনে মলশোধিত, এবং সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে মলরোধ ও ভর্জ্জিত হরীতকীসেবনে ত্রিদোষ নষ্ট হইয়া থাকে। আহারের সহিত হরীতকীসেবনে বুদ্ধির বিকাশ, বল বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের পটুতা হয়, পিত্ত, কফ ও বায়ু বিনষ্ট হয় এবং মূত্র, পুরীষ ও শারীরিক মলসমূহ বিনির্গত হইয়া যায়। আহারান্তে হরীতকীভক্ষণ করিলে অন্নপান-কৃত দোষ হেতু বাত, পিত্ত ও কফজন্য পীড়া সত্বরই আরোগ্য হয়। হরীতকী লবণের সহিত ভোজন করিলে কফ, চিনির সহিত ভোজনে পিত্ত, ঘৃত সহ সেবনে বাতজরোগ, এবং গুড়ের সহিত সেবনে সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ঋতুবিশেষে যথাবিধি অনুপানে হরীতকী সেবন করিলে সকল রোগ বিনষ্ট হইয়া রসায়ন হইয়া থাকে। অনুপানবিশেষে এই হরীতকীসেবনকে ঋতু-হরীতকী কহে। এই ঋতু-হরীতকী সকল প্রকার রসায়নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বর্ষা ঋতুতে সৈন্ধব এবং শরতে চিনি, হেমন্তে শুঁঠ, বসন্তে পিপুল, গ্রীষ্মে মধু এবং প্রাবৃট্‌কালে গুড়ের সহিত সেবনীয়। এক তোলা পরিমাণ হরীতকীচূর্ণ এবং ১ তোলা পরিমাণ অনুপান দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার রোগ প্রশমিত হয় এবং ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন।

পথপর্য্যটনের অত্যন্ত ক্লান্ত, বলহীন, রুক্ষশরীর, কৃশ, উপবাসী বা পিত্তপ্রবল, অথবা যাহার রক্তস্রাব হইয়াছে, তাহাদিগকে হরীতকী ভক্ষণ করিতে দিবে না, গর্ভবতী রমণীমাত্রেরই ইহা ভোজন নিষিদ্ধ। (ভাবপ্র°)

নিরুক্তিতে লিখিত আছে যে, হরের ভবনে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল, এই জন্য ইহার নাম হরীতা, এবং সকল রোগ হরণ করে বলিয়া ইহাকে হরীতকী কহে।

"হরস্য ভবনে জাতা হরীতা চ স্বভাবতঃ।
হরয়েৎ সর্ব্বরোগাংশ্চ তেন প্রোক্তা হরীতকী ॥" (নিরুক্তি)

রাজনির্ঘণ্টে লিখিত আছে—

"হরতে প্রসভং ব্যাধীন্ ভূয়স্তকতি যদ্বপুঃ।
হরীতকী তু সা প্রোক্তা তকতিদীপ্তবাচিকা ॥" (রাজনি°)

ইহা সেবনে হঠাৎ ব্যাধিসকল প্রশমিত এবং শরীর প্রদীপ্ত হইয়া থাকে, এই জন্য উহার নাম হরীতকী হইয়াছে। আরও লিখিত আছে যে, মাতা কুপিতা হইলেও, হরীতকী কুপিতা হয় না।

"কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী।" (ব্যাকরণ)

প্রবাদ আছে যে, পাকা হরীতকী খাইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। সে ব্যক্তি অমর হইয়া থাকে। হরীতকীবৃক্ষে একটী করিয়া হরীতকী পাকিয়া থাকে, দেবগণ সেই হরীতকী গ্রহণ করেন, এই জন্য নরলোক ঐ হরীতকী প্রাপ্ত হয় না। শুভাদৃষ্ট বশতঃ যদি কেহ ঐ হরীতকী প্রাপ্ত হয় এবং সেবন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আর জরামৃত্যুর ভয় থাকে না।

চরকে লিখিত আছে যে, হরীতকী পঞ্চ রসবিশিষ্ট, ইহাতে কেবল মাত্র লবণ রস নাই, ইহা ভিন্ন আর সকল রসই ইহাতে আছে। হরীতকী উষ্ণবীর্য্য, মঙ্গলজনক, দোষের অনুলোমক, লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক, আয়ুর হিতকর, পুষ্টিজনক, উপাদেয়, বয়ঃস্থাপক, সর্ব্বরোগপ্রশমক এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বলকারক। ইহা কুষ্ঠ, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, শোথ, পাণ্ডু, মেদোরোগ, অর্শঃ, গ্রহণী, সকল প্রকার জ্বর, অতিসার, অরুচি, কাস, প্রমেহ, আনাহ, প্লীহা, নূতন উদররোগ, কফপ্রসেক, স্বরবিকৃতি, বিবর্ণতা,

কামলা, কৃমি, শোথ, ক্লৈব্য, অঙ্গাবসাদ, বিবিধ প্রকার স্রোত, বিবদ্ধতা, হৃদয় ও বক্ষের লিপ্তত্ব এবং স্মৃতিবিভ্রংশ ও বুদ্ধিবিভ্রংশ-নাশক। (চরক চি° ১ অ°) ২ বাল হরীতকী, ইহাকে চলিত জাঙ্গী হরীতকী কহে।

হরীতকীখণ্ড (পুং) শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ত্রিফলা, মুথা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাচি, নাগেশ্বর, যমানী, ত্রিকটু, ধনে, মৌরী, শুল্ফা, লবঙ্গ, প্রত্যেক ১ তোলা, তেউড়ী ও সোণামুখী প্রত্যেকে ২ পল, হরীতকীচূর্ণ ৮ পল, চিনি ৩২ পল। যথাবিধানে এই হরীতকীখণ্ড পাক করিবে। সাধারণতঃ মাত্রা ১ তোলা, রোগীর অবস্থা ও অগ্নির বলাবল অনুসারে এই মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার অম্লপিত্ত, শূল ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। অম্লশূলে ইহা বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না° শূলরোগাধি°)

হরীতকীতৈল (ক্লী) হরীতকীফলোদ্ভব তৈল, হত্তুকীফলের তৈল। গুণ—শীতল, কষায়, মধুর, কটু, সকল ব্যাধিনাশক, পথ্য এবং নানাবিধ ত্বগ্দোষনাশক। (রাজনি°)

হরীতকীরসায়ন (পুং) চরকোক্ত রসায়ন ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী, পঞ্চমূলের কাথ, পিপুল, যষ্টিমধু, মৌলফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, আলকুশী-বীজ, জীবক, ঋষভক ও ক্ষীরবিদারী এই সকল দ্রব্যের কল্ক, ৮ গুণ দুগ্ধ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ৬৪ সের, ঘৃত ৬৪ সের। যথা-বিধানে ইহা পাক করিবে। রোগীর বলাবল অনুসারে ইহার মাত্রা স্থির করিতে হয়। এই রসায়ন পরিপাক পাইলে ঘৃত ও দুগ্ধ সহ শালি বা ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্নভোজন করিয়া উষ্ণজল পান করিবে। এই রসায়নসেবন করিলে জরা, ব্যাধি, পাপ, অভিচার ও ভয় অপগত হইবে। শরীর, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বল অতুল হইবে, কোন প্রকার চেষ্টাই বিফল হইবে না। ইহাতে দীর্ঘায়ু লাভ হইবে। (চরক চি° ১ অ°)

হরীতক্যাদি (পুং) মূত্রকৃচ্ছ্ররোগাধিকারোক্ত কষায়ৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হরীতকী, গোক্ষুর, সোঁদাল, মজ্জা, পাষাণভেদী, ধনে ও দুরালভা, এই সকল সমপরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইতে হয়। এই কাথ মধুসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে অতিশয় দাহযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° মূত্রকৃচ্ছ্ররোগা°)

হরীতক্যাদিবর্ত্তি (স্ত্রী) নেত্ররোগাধিকারোক্ত বর্ত্তিভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—হরীতকী, হরিদ্রা, পিপুল ও পঞ্চলবণ এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া প্রস্তুত করিবে। ইহা চক্ষুতে দিলে কণ্ডূ ও তিমিররোগ আশু বিনষ্ট হয়।(ভৈষজ্যরত্না°)

হরীতকীবীজ (ক্লী) হরীতক্যা বীজং। হরীতকীর অস্থি, হত্তুকীর আঁটি। গুণ—চক্ষুর হিতকর, গুরু, বাতনাশক ও পিত্তঘ্ন। (বৈদ্যকনি°)

হরীন্দ্রবৈশেষিকা (স্ত্রী) ১ রেণুকা, রেণুক। (চরকসূ° ২ অ°) ২ নিগুণ্ডী, চলিত নিশিন্দা। ৩ কম্পিল্লক, চলিত কমলাগুঁড়ি।

হরীষা (স্ত্রী) মাংসব্যঞ্জনবিশেষ। হিন্দী—আস।

"পাকপাত্রে তু বৃহতি মাংসখণ্ডানি নিঃক্ষিপেৎ।
পানীয়ং প্রচুরং সর্পিঃ প্রভূতং হিঙ্গুজীরকং॥
হরিদ্রামাত্রকং শুণ্ঠী লবণং মরিচানি চ।
তণ্ডুলাংশ্চাপি গোধূমান্ জম্বীরাণাং রসান্ বহূন্॥
যথা সর্ব্বাণি বস্তূনি সুপক্কানি ভবন্তি হি।
তথা পচেত্তু নিপুণো বহুমণ্ডস্থিতির্যথা।
এষা হরীষা বলকৃদ্বাতপিত্তাপহা গুরুঃ।
শীতোষ্ণা শুক্রদা স্নিগ্ধা সরা সন্ধানকারিণী॥"

(ভাবপ্র°)

প্রস্তুতপ্রণালী—একটী বৃহৎ পাকপাত্রে মাংসখণ্ড সকল নিঃক্ষেপ করিয়া পরিমাণমত জল, ঘৃত, হিঙ্গু, জীরা, হরিদ্রা, আদা, শুণ্ঠী, লবণ, মরিচ, তণ্ডুল, গোধূম ও গোড়ালেবুর রস এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। পাক করিতে করিতে যখন ইহা মণ্ডের ন্যায় হইয়া যাইবে, তখন নামাইতে হয়। এইরূপে পাক করিলে ইহাকে হরীষা কহে। গুণ—বলকারক, বায়ু ও পিত্তনাশক, গুরু, সমশীতোষ্ণ, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, সারক, এবং ভগ্নাদিসন্ধানকারক।

হরীফ্ (আরবী) ১ চতুর, দক্ষ। ২ প্রতিদ্বন্দ্বী। ৩ সঙ্গী, বন্ধু।

হরুঠাকুর, পূর্ণ নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত একজন কবি। কবিওয়ালা নামে বিখ্যাত। ১১৩৮ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার সিমুলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রঘুনাথ দাস নামক এক তন্তুবায়ের নিকট প্রথমে কবিতা রচনা শিক্ষা করিতেন। তৎপরে তিনি কবির দলে সখ করিয়া গান বাঁধিতে আরম্ভ করেন। শুনা যায়, এক দিন মহারাজ নবকৃষ্ণ দেববাহাদুরের বাড়ীতে এক পেশাদারী কবির দল উপস্থিত, হরুঠাকুর সখ করিয়া সেই দলে গান বাঁধিয়া গাইতে ছিলেন, রাজা তাঁহার রচনা ও গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একজোড়া শাল প্রদান করেন। তিনি কিন্তু আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া সেই শাল তৎক্ষণাৎ এক ঢুলির মাথায় ফেলিয়া দেন। তাঁহার রচনা মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার রচিত বহু কবির গান প্রচলিত আছে। একটী উদাহরণ দিতেছি—

"হরিনাম লইতে অলস হও না, রসনা যা' হবার তাই হবে।
ঐহিকের সুখ হ'ল না ব'লে, কি ঢেউ দেখি তরী ডুবাবে॥"

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে হরুঠাকুরের মৃত্যু হয়। [কবি দেখ]

হরূব, মান্দ্রাজপ্রদেশের সালেমজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, মোরাপুর রেলওয়েষ্টেশন হইতে ৯ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত। এখানে একটী বিখ্যাত প্রাচীন দুর্গ ও গ্রামের দক্ষিণপার্শ্বে একখানি প্রাচীন শিলালিপি আছে। হরূব ও মোরাপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থলে আদিম অধিবাসীদিগের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ ও প্রস্তরখণ্ড দৃষ্ট হয়।

হরেক্ (হিন্দী) প্রত্যেক।

হরেণু (স্ত্রী) হ্রীয়তে ইতি হৃ (কৃহৃভ্যামেণুঃ। উণ্ ২।১) ইতি এণু। ১ রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। ২ কুলযোষিৎ। (পুং) ৩ সতীল।

হরেণুক (পুং) হরেণুরিব কন্। ১ কলায়। (রাজনি°) ২ বৃহচ্ছনক, বড়ছোলা। ৩ পর্পটক, চালিত ক্ষেৎপাপড়া। (বৈদ্যকনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ হরেণুকা, রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। ৫ কলায় মটর।

হরোচ্ছেদ, বৃহন্নীলতন্ত্রোক্ত একটী প্রাচীন তীর্থ।

হরৌবতী, ১ পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী সারস্বত বা সরস্বতীনদী প্রবাহিত ভূভাগ, পারস্যরাজ দারয়বুসের শিলালিপিতে 'হরোবতিস্' নামে প্রসিদ্ধ। ২ কোটারাজ্যের প্রাচীন নাম। [কোটা দেখ।]

হর্ষনাথ ঝা, একজন প্রসিদ্ধ মৈথিল কবি। মোদনাথ ঝা ও গোপাল ঠাকুরের শিষ্য। দরভঙ্গাজেলার অন্তর্গত উজান গ্রামে সোতি ব্রাহ্মণকুলে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বনারস্ কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দরভঙ্গামহারাজের সভা-পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। ইঁহার রচিত মৈথিল, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও মৈথিল ভাষায় মিশ্রিত একাধিক প্রবন্ধ দৃষ্ট হয়। প্রবন্ধসমূহের মধ্যে 'উষাহরণ' অতি প্রসিদ্ধ।

হর্জর, প্রাগ্জ্যোতিষের একজন প্রাচীন নৃপতি।

হর্জ্জল, যুক্তপ্রদেশের সীতাপুর ও খেরিবাসী জাতিবিশেষ। ইহাদের মুখে শুনা যায় যে, পূর্ব্বে ইহারা আহীর-গোয়ালা ছিল ও চিতোরে বাস করিত। মুসলমানেরা চিতোর আক্রমণ করিলে ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যোগী ও ভিক্ষুকের বেশে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া আসে, নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিত বলিয়া তাহারা 'হরচোলিয়া' নামে খ্যাত হইয়া ছিল, হর্জ্জল হরচোলিয়া শব্দেরই অপভ্রংশ। আবার কাহারও কাহারও মতে 'হর' অর্থাৎ সকলেরই 'জল' গ্রহণ করে বলিয়া ইহারা 'হর্জ্জল' নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহ্‌রাইচী, খৈরাবাদী ও লখ্‌নবী এই তিনটী থাক দৃষ্ট হয়। ইহারা সকলেই হিন্দু যোগী। ভিক্ষুকের বেশে ভিক্ষাবৃত্তিই ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা এক প্রকার গান করিয়া থাকে, তাহা 'সর্‌বন্' নামে খ্যাত। উনাও জেলায় 'সরবন্' নামে একটী গ্রাম আছে, তাহা হইতেই উক্ত নাম হইয়াছে। দশরথ কর্ত্তৃক অন্ধকমুনির পুত্রবধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাহারা উক্ত করুণরসাত্মক গান রচনা করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চাষ, ঘেসেড়া ও মজুরী করে, কেহ বা মহিষ পুষিয়া তাহার ঘৃত বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

হর্ত্তব্য (ত্রি) হৃ-তব্য। হরণযোগ্য, হরণের উপযুক্ত।

হর্ত্তৃ (পুং) হরতি ধ্বান্তমিতি হৃ-তৃচ্। ১ সূর্য্য।

"লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ॥" (সূর্য্যস্তব)

(ত্রি) ২ হরণকর্ত্তা, হরণকারক। ৩ বহনকারক, সংহারকারক, গ্রহণকারক।

হর্দা, ১ মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদজেলার অধীন একটী তহশীল বা মহকুমা। ভূপরিমাণ ১৯৪২ বর্গমাইল।

২ উক্ত তহশীলের সদর ও একটী নগর। অক্ষা° ২২° ২১´ উঃ দ্রাঘি° ৭৭° ৮´ পূঃ। বোম্বাইপথের ধারে অবস্থিত। মরাঠাদিগের অধিকারকালে এখানে একজন আমীর বা শাসনকর্ত্তা বাস করিতেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এখানে সর্ জন মাকোম তাঁহার সৈন্যদলের প্রধান ছাউনি করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার আসিষ্টাণ্ট কমিশনারের চেষ্টায় এখানে একটী জলবাধ প্রস্তুত হয়, তাহাতে এই নগরের আরও উন্নতি হইয়াছে। এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে।

হর্দুয়াগঞ্জ, যুক্তপ্রদেশের আলীগড়জেলার একটী প্রসিদ্ধ নগর। আলীগড় হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৫৬´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮°১১´ ৪০ পূঃ। প্রবাদ, কৃষ্ণের দাদা বলরাম এই নগর পত্তন করেন। দিল্লী মুসলমানকবলে পড়িলে চৌহান রাজপুতগণ এই স্থান দখল করিয়া বসেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিগণ এই স্থান লুণ্ঠন করে। এখানে সারি সারি নানাপ্রকার দোকান-শোভিত সুন্দর বাজার, পুলিশষ্টেশন, ডাকঘর ও ইংরাজী স্কুল আছে। এইস্থানে প্রধানতঃ লবণ, কড়ি, তক্তা ও বাঁশের আমদানী হয়, কার্পাস প্রভৃতি নানাবিধ শস্যেরও রপ্তানি হইয়া থাকে।

হর্দোই, অযোধ্যার সীতাপুরের অধীনস্থ একটী জেলা। অক্ষা° ২৬° ৫৩´ হইতে ২৭°৪৭´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৪৪´ এবং ৮০° ৫২´ পূঃ মধ্য। গোমতী ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্ত্তী একটী চতুষ্কোণ স্থান জুড়িয়া এই জেলা অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ২৩১১৬ বর্গমাইল। এই জেলা একটি সমতলভূমি, ইহার মধ্যে যে স্থানটি সর্ব্বোচ্চ তাহা ৪৯০ ফিট্ উচ্চ। এই জেলায় সাতটি

নদী—গঙ্গা, রামগঙ্গা, গারা, সুখেতা, সাইবাইড়া এবং গোমতী। এ ছাড়া অনেকগুলি বড় বড় বিল আছে, ইহাদের মধ্যে সান্দি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩ মাইল ও প্রসারে ১ মাইল। এই বিলগুলি হইতে খাল নির্ম্মাণ করিয়া স্থানটিকে কৃষি-কর্ম্মোপযোগী করা হইয়াছে। এখানে অনেক বড় বড় অরণ্য আছে। এই সমস্ত বনে নানারূপ হিংস্রপশু বিচরণ করে। বাঘ, চিতাবাঘ, কৃষ্ণসার হরিণ ও নীলগাই এই স্থানে প্রচুর পাওয়া যায়। প্রবাদ এইরূপ যে, মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে বলরাম এইস্থানে আসিয়াছিলেন। নিমখবে আসিয়া তিনি কয়েকজন তপস্যারত মুনি দেখিতে পাইলেন। এই মুনিদিগের মধ্যে কোন একজন তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়ান নাই বা সম্মান-সূচক অভ্যর্থনা করেন নাই ইহাতে বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া একটি কুশের আঘাতে তাঁহাকে মারিয়া ফেলেন এবং সেই ব্রহ্ম-হত্যার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি যোগীদিগের তপস্যাবিঘ্নকারী বিল নামক দৈত্যকে মারিয়া ইঁহাদিগকে নিরাপদ করেন।

মুসলমানগণ খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে এই জেলাতে উপনিবেশ স্থাপন করেন। আফগান ও মোগলগণের ভারতসাম্রাজ্য লইয়া এইখানে বিস্তর রক্তপাত হইয়া গিয়াছে। অযোধ্যা-প্রদেশের মধ্যে হর্দোইবাসিগণ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দান্ত। মুসল-মান অধিবাসিগণ এই জেলার মধ্যে কতকগুলি নিরাপদ স্থান অধিকার করিয়া অযোধ্যার রাজাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। লর্ড ডালহৌসির সময়ে এই জেলাটী বৃটিশ-শাসনাধীন হয়। সিপাহীবিদ্রোহের পর এই স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রামলীলা উপলক্ষে বিলগ্রামে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। প্রায় ৬০ হাজার লোক এইস্থানে সমবেত হয়। হাওয়ারেণেও একটী বৃহৎ মেলায় প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক লোক সমাগত হয়। অযোধ্যার অন্যান্য স্থানের মতই এই জেলার জল-হাওয়া। এখানে অযোধ্যার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বৃষ্টিপাত কম হয়। পশ্চিমা ও কুরু নামক পশুব্যাধিতে গৃহপালিত জন্তু গুলি সচরাচর মারা যায়। জ্বরেই এ অঞ্চলের অধিকসংখ্যক লোক মারা পড়ে। তাহা ছাড়া অন্যান্য ব্যাধির প্রকোপও আছে।

২ উক্ত হর্দোই জেলার একটি মহকুমা। ভূপরিমাণ ৬৩৮ মাইল। গ্রামসংখ্যা প্রায় ৪৬৭।

৩ হর্দোই জেলার শাসনকেন্দ্র। অন্যূন ৭৮০ বৎসর পূর্ব্বে ঠঠেরাদিগকে পরাজিত করিয়া চামার গৌড়গণ এই সহরটী স্থাপিত করে।

হর্দোই, রায়-বরেলীজেলার অন্তর্গত দিগ্বিজয়গঞ্জের অধীনস্থ পরগণা। ইহা পূর্ব্বে ভরদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। তৎপরে জৌনপুরের ইব্রাহিম সার্কি ইহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া এই স্থান দখল করেন। তাঁহারই বংশধরগণ এই স্থানের উপস্বত্ব ভোগ করিতেছে।

২ উক্ত দিগ্বিজয়গঞ্জ তহশীলের অন্তর্গত একটি সহর। সুল-তান ইব্রাহিম যখন এই পরগণাটী জয় করেন, তখন তিনি এই স্থানে একটী মৃত্তিকাদুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

হর্ম্মন্ (ক্লী) হরতি প্রানিমিতি হৃ-মনিন্। জৃম্ভণ, চলিত হাই।

হর্ম্মিত (ত্রি) হর্ম্মজাতমস্যেতি ইতচ্। ১ ক্ষিপ্ত। ২ দগ্ধ। ৩ জৃম্ভিত।

হর্ম্মুট (পুং) ১ সূর্য্য। ২ কচ্ছপ।

হর্ম্ম্য (ক্লী) হরতি জনমনাংসীতি হৃ অন্যাদিত্বাৎ যৎ সুট্ চ। ধনীদিগের বাসভবন, প্রাসাদ, ইষ্টকাদি রচিত গৃহ। স্বস্তিক অট্টালিকা প্রভৃতিও হর্ম্ম্যপদবাচ্য। রাজভবন ব্যতীত ধনিভবন মাত্রকেই হর্ম্ম্য কহে। অমরটীকায় রায়মুকুট এই শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"ধনিনাং ব্যবহারিকাদীনাং বাসঃ কাষ্ঠেষ্টকাদিনা কৃতং ধবল-গৃহং হর্ম্ম্যাদিসংজ্ঞকং স্যাৎ, হরতি মনো হর্ম্ম্যং আদিশব্দেন স্বস্তিকাট্টালিকাদেগ্রহণং ধনিনাং রাজব্যতিরিক্তানাং বাসোগৃহং" (রায়মুকুট)

হর্ম্ম্যেষ্ঠা (ত্রি) হর্ম্ম্যস্থিত। "তে হর্ম্ম্যেষ্ঠাঃ শিশবোন শুভ্রাঃ" (ঋক্ ৭।৫৬।১৬) 'হর্ম্ম্যেষ্ঠাঃ হর্ম্ম্যেস্থিতাঃ' (সায়ণ)

হর্য্য, ১ ক্লম। ২ গতি। ভ্বাদি°, পরস্মৈ, ক্লামনে অক°, গত্যর্থে সক°, সেট্, হর্য্যতু। লিট্ জহর্য্য। লুট্ হর্য্যিতা, লুঙ্ অহর্য্যাৎ।

হর্য্যক্ষ (পুং) হরি পিঙ্গলং অক্ষি যস্য, ষচ্। ১ সিংহ। (অমর) ২ কুবের। (জটাধর) ৩ পৃথুর পুত্র। (ভাগব° ৪।২২।৫৪) ৪ অসুরভেদ, হিরণ্যাক্ষ। (ভাগব° ৩।১৮।১৮) (ত্রি) ৫ পিঙ্গলনেত্র।

"তথৈবাবদ্ধকবচং কনকোজ্জলকুণ্ডলং।
হর্য্যক্ষং বৃষভস্কন্ধং যথাস্য পিতরং তথা॥" (ভারত ৩।৩০।৭৫)

হর্য্যত (পুং) হর্য্যতি গচ্ছতীতি হর্য্য (ভৃমৃদৃশিযজীতি। উণ্ ৩।১১০) ইতি অতচ্। ১ ঘোটক। ২ অশ্বমেধীয় অশ্ব।

হর্য্যবন (পুং) কৃতের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৭।১৭)

হর্য্যশ্ব (পুং) হরিনামা হরিবর্ণো বা অশ্বো যস্য। ১ ইন্দ্র। হরিনামা হরিবর্ণো বা অশ্বঃ কর্ম্মধারয়। ২ ইন্দ্রাশ্ব। ৩ ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজভেদ, দিবোদাসের পিতামহ। (ভারত) ৪ দৃঢ়াশ্বের পুত্র। (ভাগব° ৯।৬।২৪) ৫ ধৃষ্টকেতুর পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°) ৬ পৃষদশ্বের পুত্র। ৭ চক্ষুর পুত্র। ৮ অনরণ্যের পুত্র। (বহুবচনে) ৯ দক্ষের পুত্রগণ। (ভাগব° ৬।৫।১)

হর্য্যশ্বচাপ (পুং) ইন্দ্রধনুঃ।

হর্য্যশ্বত (পুং) ক্ষত্রিয় পুত্র। (হরিবংশ)

হর্য্যশ্বপ্রসূত (ত্রি) ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত। "প্রদিষ্টা দিবে দিবে হর্য্যশ্বপ্রসূতাঃ" (ঋক্ ৩।৩০।১২) 'হর্য্যশ্ব-প্রসূতাঃ হরী অশ্বৌ যস্যাসাবিতি হর্য্যশ্ব ইন্দ্রঃ তেন প্রেরিতাঃ' (সায়ণ)

হর্য্যাত্মন্ (পুং) উত্তম মন্বন্তরের ব্যাস। (বিষ্ণুপু° ৩।৩।১৬)

হর্য্যানন্দ (পুং) রামানন্দের একজন প্রসিদ্ধ শিষ্য।

হর্ষ (পুং) হৃষ তুষ্টৌ ঘঞ্। ১ ইষ্টশ্রবণজন্য সুখ, ইষ্টশ্রবণজন্য আনন্দ, সুখ, আমোদ। পর্য্যায়—আহ্লাদ, মুদ্, প্রীতি, প্রমদ, প্রমোদ, আমোদ, সম্মদ, আনন্দথু, আনন্দ, শর্ম্ম, শাত, সুখ, মুদা, মুদিতা, আনন্দি, নন্দি, সাত, সৌখ্য। কেহ কেহ বলেন যে, মুদাদি করিয়া ৭টী পর্য্যায়ক শব্দ প্রীতি অর্থে ব্যবহৃত হয়, সুখজন্য যে বিকার তাহাকে প্রীতি কহে। আনন্দথু আদি করিয়া ৫টী শব্দ হর্ষ অর্থাৎ সুখার্থে ব্যবহৃত হয়।

"কেচিত্তু মুদাদিসপ্তকং প্রীতৌ আনন্দথ্বাদিপঞ্চকং সুখে। প্রীতিশ্চ সুখজো বিকারঃ।" (ভরত) ২ কন্দর্পের পিতা।

"কন্দর্পো হর্ষতনয়ো যোঽসৌ কামো নিগদ্যতে।
স শঙ্করেণ সংদগ্ধো হ্যনঙ্গত্বমুপাগতঃ॥" (বামনপু° ৫ অ°)

৩ রোমাঞ্চ। 'হৃদ্যেতে হর্ষযুক্তৌ ভবতঃ হর্ষশ্চ রোমাঞ্চ-প্রায়ঃ॥' (নিদানটীকা বিজয়র°) ৪ মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ। (রাজনি°)

হর্ষ, একজন প্রসিদ্ধ শব্দশাস্ত্রবিৎ। ইনি দ্বিরূপকোষ, শ্লেষার্থপদ-সংগ্রহ ও কাত্যালীয়খণ্ড নামে সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করেন।

২ গীতগোবিন্দটীকারচয়িতা। ৩ শ্রীহর্ষ নামে খ্যাত, হীরের পুত্র, ইনি নৈষধচরিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য রচনা করেন। নৈষধ-চরিতে অর্ণববর্ণন, গৌড়োর্ব্বীশ কুলপ্রশস্তি, ছন্দঃপ্রশস্তি, নবসাহ-সাঙ্কচরিত, বিজয়প্রশস্তি, শিবশক্তিসিদ্ধি ও স্থৈর্য্যবিচারণ ইত্যাদি শ্রীহর্ষরচিত আরও কএকখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

হর্ষক (পুং) হর্ষয়তীতি হৃষ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ পর্ব্বতবিশেষ। (ত্রি) ২ হর্ষকারক, হর্ষজনক, সুখজনক।

হর্ষকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অপ্, কর, হর্ষস্য করঃ। হর্ষজনক, সুখজনক।

হর্ষকীর্ত্তি (পুং) বৈদ্যকসারগ্রন্থরচয়িতা।

হর্ষকীর্ত্তি, একজন প্রসিদ্ধ জৈনপণ্ডিত চন্দ্রকীর্ত্তির শিষ্য, তপা গচ্ছের নাগপুরীয় শাখার একজন প্রধান আচার্য্য। ইনি জ্যোতিঃসার, জ্যোতিঃসারোদ্ধার, ধাতুতরঙ্গিণী নামে সারস্বত ব্যাকরণের ধাতুপাঠের টীকা, যোগচিন্তামণি নামে বৈদ্যক, শারদীয়াখ্য নামমালা ও শ্রুতবোধবৃত্তি রচনা করেন।

হর্ষকীলক (পুং) রতিবন্ধবিশেষ। লক্ষণ—

"নারী পদদ্বয়ং ধৃত্বা কান্তস্যোরুযুগোপরি।
কটিমালোড়য়েদাশু বন্ধোঽয়ং হর্ষকীলকঃ॥" (স্মরদীপিকা)

হর্ষকুলাগ্রণী, কাব্যপ্রকাশটীকাকার।

হর্ষগণি, একজন জৈন জ্যোতির্বিদ্। গণককুমুদকৌমুদী নামে করণকুতূহলটীকা-প্রণেতা।

হর্ষগুপ্ত, মগধের গুপ্তবংশীয় একজন রাজা, কৃষ্ণগুপ্তের পুত্র ও মৌখরি আদিত্যবর্ম্মের শ্যালক।

হর্ষচরিত (ক্লী) বাণভট্টরচিত হর্ষবর্দ্ধনের চরিতাখ্যায়িকা।

[হর্ষবর্দ্ধন দেখ।]

হর্ষট, জয়দেবরচিত ছন্দঃশাস্ত্রের একজন টীকাকার।

হর্ষণ (ক্লী) হৃষ-ল্যুট্। হর্ষ, আনন্দ। (ধরণি) (পুং) বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতিযোগের অন্তর্গত চতুর্দ্দশ যোগ। জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে ইহা শুভযোগ, সকলপ্রকার শুভকর্ম্মই এই যোগে করা যাইতে পারে। এই যোগে যাত্রা প্রভৃতি করিলে হর্ষ হইয়া থাকে। এই জন্য ইহার নাম হর্ষণযোগ। এই যোগে কেহ জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার সুন্দর শরীর ও চক্ষুঃ পদ্মের ন্যায় হইয়া থাকে, সেই জাতক শাস্ত্রজ্ঞ ও বিনয়ী হয়।

"সুচারুগাত্রং স্ফুটপদ্মনেত্রং শাস্ত্রপ্রযত্নে বিনয়োপপন্নঃ।
প্রসূতিকালে যদি হর্ষণঃ স্যা-দমর্ষণো নৈব জনঃ কদাচিৎ॥"

(কোষ্ঠীপ্র°)

৩ চক্ষুরোগবিশেষ, ইহাকে শিরাহর্ষও কহে। কম্পন, মোহ-বশতঃ শিরোৎপাতরোগী চিকিৎসিত না হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে নেত্র চন্দ্রবর্ণ ও অত্যন্ত স্রাববিশিষ্ট হয়। ইহাতে রোগীর দর্শনশক্তির অভাব হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°) ৪ শ্রাদ্ধবিশেষ। ৫ শ্রাদ্ধদেব। (ক্লী) ৬ শুক্রধাতু। (রাজনি°) (ত্রি) ৭ হর্ষণকারক।

"এবং সুকলিলং যুদ্ধমাসীৎ ক্রব্যাদহর্ষণং॥
মহান্তিস্তৈর্বভীতানাং যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনং॥" (ভারত ৭।৩১।১৬)

হর্ষণী (স্ত্রী) ১ কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী। ২ ভঙ্গা, ভাং, সিদ্ধি।

হর্ষণীক্রিয়া (স্ত্রী) সুরাপান জন্য হর্ষোৎপাদক ক্রিয়া।

"নাবিক্ষোভ্য মনো মদ্যং শরীরমবিহত্য বা।
কুর্য্যাম্মদাত্যয়ং তস্মাদিষ্যতে হর্ষণীক্রিয়া॥"

(বাভট চি° ৭ অ°)

হর্ষনাদ (পুং) হর্ষসূচকো নাদঃ। আনন্দধ্বনি। হর্ষ, হর্ষনিঃস্বন। (পুং) আনন্দসূচকশব্দ, আনন্দধ্বনি, আনন্দসূচকধ্বনি।

হর্ষদত্ত, সুভাষিতাবলীধৃত একজন প্রাচীন কবি। ইহার পুত্রও বোধবিলাস নামে একখানি শৈবগ্রন্থ রচনা করেন।

হর্ষদেব, ১ প্রসিদ্ধ ভারতসম্রাট্। [হর্ষবর্দ্ধন দেখ।] ২ ভগদত্ত বংশীয় প্রাগ্জ্যোতিষের এক প্রবলপরাক্রান্ত রাজা। ইনি হরিষ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। [প্রাগ্জ্যোতিষ দেখ।] ৩ চন্দ্রাত্রেয়-বংশীয় একজন পরাক্রান্ত নৃপতি। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষ

ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। চাহমানবংশীয় কঞ্চুকাদেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। [চন্দ্রাত্রেয়বংশ দেখ।]

৪ কাশ্মীরের একজন প্রসিদ্ধ নৃপতি। খৃষ্টীয় ১১ শতাব্দে রাজত্ব করিতেন। [কাশ্মীর দেখ।] ৫ মালবের পরমারবংশীয় একজন রাজা। ২ সীয়ক নামেও খ্যাত, রাজা বৈরিসিংহের পুত্র ও ২য় বাক্পতি রাজের পিতা। [পরমারবংশ দেখ।]

হর্ষধর, কেশবীজাতকপদ্ধতির উদাহরণ-বচয়িতা।

হর্ষনাথ-শর্ম্মন্, একজন সংস্কৃত কবি। ইনি মিথিলাধিপ লক্ষ্মীশ্বর সিংহের জন্য উষাহরণ নামে সংস্কৃত নাটক রচনা করেন।

[হর্ষনাথ দেখ।]

হর্ষময় (ত্রি) হর্ষ স্বরূপে ময়ট্। হর্ষস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, সুখময়।

হর্ষমল্ল (পুং) হর্ষদেব। [হর্ষদেব দেখ]

হর্ষমিত্র (পুং) কম্পনের একজন রাজা। (রাজত° ৮।৫১১)

হর্ষয়িত্নু (পুং) হর্ষয়তীতি হৃষ তুষ্টৌ নিচ্° (স্তনিহৃষিপুষীতি। উণ্ ৩।২৯) ইতি ণেবিত্নুচ্। ১ পুত্র। (ক্লী) ২ স্বর্ণ। (ত্রি) ৩ হর্ষণশীল।

হর্ষবৎ (ত্রি) হর্ষ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য বঃ। হর্ষবিশিষ্ট, আনন্দযুক্ত।

হর্ষরাম, ভক্তিমঞ্জরী নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

হর্ষবর্দ্ধন, একজন সংস্কৃত বৈয়াকরণ, শ্রীবর্দ্ধনের পুত্র, লিঙ্গানুশাসন-রচয়িতা।

হর্ষবর্দ্ধন, ভারতের একজন প্রসিদ্ধ বৈশ্যসম্রাট্। উত্তর ভারতে যে সকল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট্ আপনাদিগের কীর্ত্তিকাহিনী ভারতের বাহিরেও প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বৈশ্যসম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার রাজত্বকালের একটী প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সেই সময়ের ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ত উপাদান প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক উপাদান ব্যতীত তাঁহার সময়ের অনেক বিষয় হিউএন্ সিয়ঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত, হুইলিলিখিত চীনপরিব্রাজকের জীবনচরিত, বাণভট্টের হর্ষচরিত এবং চীনরাজকীয় কাগজপত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে স্থাণ্বীশ্বরে (বর্ত্তমান থানেশ্বরে) বৈশ্যজাতীয় প্রভাকরবর্দ্ধন নামক একজন প্রবলপ্রতাপ রাজা ছিলেন। ইনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ এবং মালবদেশ, উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাবের হূণরাজ্য ও গুর্জ্জরদিগকে পরাভূত করিয়া আপনার সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি গুপ্তবংশীয়দিগের দৌহিত্র ছিলেন।

প্রভাকরের রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন নামে দুই পুত্র জন্মে। পিতার শেষ অবস্থায় জ্যেষ্ঠ রাজ্যবর্দ্ধন হূণদিগকে পরাজিত করিবার জন্য উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে প্রেরিত হন। ইঁহার কিছুদিন পরে হর্ষবর্দ্ধনও একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাঁহার অনুগমন করেন। হর্ষের বয়স তখন পঞ্চদশ বর্ষমাত্র।

শত্রুর অন্বেষণে রাজ্যবর্দ্ধন পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রবেশ করিলে হর্ষবর্দ্ধন পর্ব্বতমুখে মৃগয়া করিয়া চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ সংবাদ আসিল যে, দারুণজ্বরে বৃদ্ধ মহারাজ শয্যাগত। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কনিষ্ঠ দেখিলেন যে, পিতার অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন। অল্পদিন পরেই, শত্রুজয়ী রাজ্যবর্দ্ধন প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই প্রভাকর মানবলীলা সাঙ্গ করিলেন। বেশ বুঝা যায় যে, এই সময়ে যুবরাজ রাজ্যবর্দ্ধনের অনুপস্থিতির সুযোগে কেহ কেহ কনিষ্ঠকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই যুবরাজ আসিয়া (৬০৫ খৃঃ অব্দে) পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

পরমা সুন্দরী ও অসামান্য-গুণবতী প্রভাকরের রাজশ্রী নাম্নী একটী দুহিতাও ছিলেন। বৌদ্ধ সম্মতীয় মতে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। কান্যকুব্জরাজ মৌখরি গ্রহবর্ম্মার সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিতে না করিতেই রাজ্যবর্দ্ধন শুনিতে পাইলেন যে, মালবাধিপতি তাঁহার ভগিনীপতির প্রাণসংহার করিয়া ভগিনীকে শৃঙ্খলচুম্বিতচরণে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছেন। অবিলম্বে দ্রুতগামী দশসহস্র সৈন্য লইয়া রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন এবং অতি সহজেই তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। কিন্তু মালবরাজের বন্ধু কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক-নরেন্দ্রগুপ্ত রাজ্যবর্দ্ধনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া গোপনে তাঁহার প্রাণনাশ করেন।

জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর ৬০৬ অব্দে হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সুদূর অতীতকালেও যে রাজমুকুট অর্পণ করিতে প্রজাগণের বেশ হাত ছিল, হর্ষের রাজ্যপ্রাপ্তিতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে দেশ এক প্রকার অরাজক হইয়া পড়ে। তাঁহার যে পুত্র ছিল, সে নিতান্তই শিশু। পূর্ব্বোক্ত দুই কারণে রাজমন্ত্রিগণ রাজপুত্র কি রাজসহোদরকে সিংহাসন প্রদান করা উচিত, এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য হর্ষবর্দ্ধনের সহাধ্যায়ী ও কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি-ভ্রাতা ভণ্ডির পরামর্শ প্রার্থনা করেন। ভণ্ডি হর্ষবর্দ্ধনের অনুকূলে মত প্রকাশ করিলে, সকলে তাঁহাকে রাজ্যভার বহন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। যে কারণেই হউক, হর্ষবর্দ্ধন এই নিমন্ত্রণ-রক্ষায় প্রথমতঃ কিছু অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি একজন বৌদ্ধভবিষ্যদ্বক্তার পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেও কোন অজ্ঞাত কারণে হর্ষবর্দ্ধন প্রথমতঃ একেবারে রাজোপাধি ধারণ

করিতে সম্মত হইলেন না। প্রকৃতিপুঞ্জের অনুরোধরক্ষার্থ এই সময়ে তিনি "কুমার শিলাদিত্য" নাম পরিগ্রহ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন।

তাঁহার মনে যে উদ্দেশ্যই থাকুক, এই ভাবে প্রায় ৫।৬ বৎসর রাজত্ব করিবার পরে ৬১২ খৃঃ অব্দে তিনি যথারীতি অভিষিক্ত হইয়া রাজপদে সমাসীন হইলেন। ৬০৬ খৃঃ অব্দের আশ্বিন মাসে তিনি প্রথমে রাজ্যভার গ্রহণ ও একটী নূতন সংবৎ প্রবর্ত্তন করেন। এই সংবতের প্রথমবর্ষ ৬০৬-৬০৭ খৃঃ অব্দ।

রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যা-সংবাদের সঙ্গে এইরূপ সংবাদও আসিয়াছিল যে, রাজভগিনী রাজ্যশ্রী শত্রুহস্ত হইতে কোন প্রকারে মুক্তিলাভ করিয়া বিন্ধ্যাচলের দিকে পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু কোথায় গিয়া যে তিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় নাই।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হর্ষবর্দ্ধন ভ্রাতৃহন্তার অনুসরণ এবং বিধবা ভগিনীর অনুসন্ধানই আপনার সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। বহু কষ্টে পার্ব্বত্যশবরদিগের সহায়তায় বিন্ধ্যারণ্য তন্ন তন্ন করিয়া অবশেষে ভগিনীকে বাহির করিলেন। অনেক কষ্টভোগ করিয়া এবং উদ্ধারের বিষয়ে একেবারে নিরাশ হইয়া হতভাগিনী রাজ্যশ্রী যখন সহচরীগণের সঙ্গে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সন্ধিমুহূর্ত্তে তাঁহার রাজভ্রাতা যাইয়া তাঁহাকে জীবন্মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন।

ভগিনীকে উদ্ধার করিয়া হর্ষবর্দ্ধন কর্ণসুবর্ণরাজ বিশ্বাসঘাতক শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তবে অনেকেই মনে করেন যে, হর্ষবর্দ্ধন শশাঙ্কের সমুচিত শিক্ষাপ্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। গঞ্জাম হইতে আবিষ্কৃত শশাঙ্কের এক সামন্ত সৈন্যভীতের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ৬১৯ খৃঃ অব্দেও তিনি রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ হর্ষবর্দ্ধনের আক্রমণে অবসন্ন হইয়া শশাঙ্ক কলিঙ্গের পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে আবার শক্তিসঞ্চয় করিয়া তিনি সমস্ত কলিঙ্গ ও দক্ষিণ-কোশলের আধিপত্য-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হর্ষের পূর্ব্বে ভারতীয় রাজন্যবর্গের 'চতুরঙ্গ' সৈন্যবলের মধ্যে 'রথ' ও একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। হর্ষবর্দ্ধনের সময়ও অন্যান্য রাজাদিগের রথারূঢ় সেনাপতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হর্ষের সৈন্যবলের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে রথের উল্লেখ নাই। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরে, তাঁহার ৫০০০ গজারোহী, ২০০০ অশ্বারোহী ও ৫০০০০ পদাতিক ছিল।

ভগিনীর উদ্ধার সাধিত হইলে হর্ষবর্দ্ধন ভারতের 'একচ্ছত্র সম্রাট্' হইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বিরাট্ বাহিনী লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং বলেন যে, প্রথম ৫।৭ বৎসরের মধ্যে তাঁহার জিগীষার কিছুতেই পরিতৃপ্তি হইল না। মুহূর্ত্তের জন্যও সৈন্যগণ যুদ্ধবেশ পরিত্যাগ করিতে পারিত না। এই ভাবে এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সমগ্র উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশ আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালারও অনেক অংশে এই সময়েই তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রাজ্যজয় করিবার তাঁহার এত স্পৃহা বাড়িয়াছিল যে, ক্রমশঃ সৈন্যবল বৃদ্ধি করিতে করিতে অবশেষে তিনি ৬০০০০ গজারোহী এবং ১০০০০০ অশ্বারোহী সমবেত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে তিনি বহুরাজ্য জয় করিয়াছিলেন। যুদ্ধে যে রাজাই তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহাকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু একটি মাত্র যুদ্ধে তাঁহাকেও একজন পরাজিত করিয়াছিলেন। সেই মহাবীরের নাম ২য় পুলিকেশী, তিনি চালুক্য বংশীয়, এবং উত্তর ভারতে হর্ষবর্দ্ধনের যেরূপ প্রভুত্ব ছিল, দক্ষিণ ভারতে তাঁহারও সেইরূপ প্রভুত্ব ছিল। এমন একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে বাছা বাছা সেনাপতি ও সৈন্য-সামন্ত লইয়া হর্ষবর্দ্ধন স্বয়ং যুদ্ধ চালাইতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পুলিকেশী সত্যাশ্রয় নর্ম্মদাতীরে এমন সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন যে, কিছুতেই আর্য্যাবর্ত্তেশ্বর তাঁহাকে পশ্চাৎপদ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে নর্ম্মদানদী উভয় সম্রাটের সাম্রাজ্যসীমা বলিয়া স্থির হইল। কোন প্রকারে মান বাঁচাইয়া শ্রীহর্ষকে নিজরাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে হইল। ডাক্তার ফ্লিট্ প্রভৃতি কাহারও কাহারও মতে এই যুদ্ধ ৬০৯ কি ৬১০ খৃঃ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু জানা গিয়াছে যে, তৎকালে হর্ষ উত্তর-ভারতবিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। কেহ কেহ ৬২০ খৃঃ অব্দই দুই মহাবীরের সমরকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

বলভীদেশে দ্বিতীয় ধ্রুবসেন (ধ্রুবভট) তখনও স্বাধীন ভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। রাজ্যলোলুপ হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন। ধ্রুবসেন নিরুপায় হইয়া ভরোচের অধিপতির আশ্রয় লইলেন। ইহার পরে বিজেতার সঙ্গে তাঁহার যে সন্ধিবন্ধন হয়, তদনুসারে তিনি হর্ষবর্দ্ধনের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার মহাসামন্তের ন্যায় বলভীদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

ইহার পরে হর্ষবর্দ্ধন ক্রমে ক্রমে আনন্দপুর এবং সৌরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশেও আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। ৬৪৩ খৃঃ

অন্দে কলিঙ্গ (গঞ্জামরাজ্য) জয় করিয়া তাঁহার জিগীষার পরিতৃপ্তি হয়। এই ভাবে ক্রমশঃ আধিপত্য-বিস্তার করিতে করিতে শেষ অবস্থায় তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া বসিয়াছিলেন। হিমালয় হইতে নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশে, মালব, গুর্জ্জর এবং সৌরাষ্ট্র এই সকল বিভিন্ন রাজ্য লইয়া তাঁহার সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। পশ্চিমে জামাতা বলভীপতি এবং পূর্ব্বে কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মাও তাঁহার শাসন মান্য করিয়া চলিতেন।

তাঁহার বিজয়ব্যাপারের একটু বিশেষত্ব ছিল যে, বিজিত রাজাদিগকে প্রায়শঃই তিনি একেবারে রাজ্যচ্যুত করিতেন না। স্ব স্ব ক্ষুদ্র রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে তাঁহাদিগকে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা পরিচালনা করিতে দিতেন। তবে এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের প্রায় সকল স্থানই তিনি স্বচক্ষে পরিদর্শন করিতেন। কখনও কোন কর্ম্মচারীর উপর এই ভার অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। বর্ষা ব্যতীত প্রায় সকল সময়েই তিনি এই পরিদর্শনকার্য্যে ব্যাপৃত করিতেন এবং আবশ্যকমত দোষীকে শাস্তি ও গুণীকে পুরস্কার দিতেন।

সম্রাট্ নিজে সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া অনেক বিদ্বান্ আসিয়া তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীহর্ষ-চরিত-প্রণেতা বাণভট্টই প্রধান।

হর্ষবর্দ্ধনের যুদ্ধস্পৃহা এতই প্রবল ছিল যে, মৃত্যুর অতি অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি অস্ত্রত্যাগ করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলাস্থাপনে এবং শিল্প ও শিক্ষার উন্নতিসাধনে পূর্ণ মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হর্ষের সময় রাজকীয় বিধিব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল। এ সময় নানা অপরাধের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এ সকলের একপ্রকার অস্তিত্বই ছিল না। তবে দেশের নৈতিক অবস্থা ক্রমশঃই যে একটু হীন হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ফা-হিএন্ যখন ভারতের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবাসকালের মধ্যে কখনও কেহ একটি কাণা কড়িও অপহরণ করে নাই। কিন্তু সম্রাট্ হর্ষের সময়ে মধ্যে মধ্যে দস্যুতা হইতেছিল। পথিমধ্যে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ঙের দ্রব্যসম্ভার একাধিকবার লুণ্ঠিত হইয়াছে। চরিত্রহীনতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির কঠোরতারও বৃদ্ধি হইতেছিল। পূর্ব্বে যেমন সাধারণতঃ অর্থদণ্ড করা হইত, এখন সেইরূপ সাধারণতঃ কারাদণ্ডের ব্যবস্থা চলিয়াছে। কারাদণ্ডে দণ্ডিতদিগের জীবন শৃগালকুকুরের জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত না। কারাগারে ইহাদিগের আহারের বা বাসস্থানের কোনই বন্দোবস্ত ছিল না। ইহাদিগের জীবন মরণ যেন সমানই কথা। গুরুতর অপরাধের জন্য অনেক সময় হাত পা নাক কাণ প্রভৃতিও কাটিয়া ফেলা হইত। পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলার জন্যও অনেক সময় এইরূপ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তবে বিচারক ইচ্ছা করিলে এই সকল গুরুতর দণ্ডের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাসনদণ্ডও বিধান করিতে পারিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধ করিলেই অর্থদণ্ড করা হইত। সত্যাসত্যনির্দ্ধারণের জন্য অনেক সময় অগ্নি, জল ও বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি কঠোর পরীক্ষার অবতারণা করা হইত।

রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ এ সময়ও বড় সুন্দর ছিল। রাজার কতকগুলি খামার জমি ছিল। এই জমিতে উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ মাত্র রাজা করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। প্রজার উপর যে সকল কর নির্দ্ধারিত হইত, তাহাও অতি সামান্য ছিল। বেতনের পরিবর্ত্তে রাজকর্ম্মচারীদিগকে জমি দেওয়া হইত। সরকারীকাজে কখনও বিনা মজুরীতে লোক খাটান হইত না।

প্রকৃতিপুঞ্জের দুঃখকষ্ট, অভাব-অসুবিধার যাহাতে লাঘব হইতে পারে, সেই জন্য রাজার যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সাম্রাজ্যের নানাস্থানে ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল আশ্রমে খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিনামূল্যে ঔষধপথ্যাদি বিতরণেরও ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক ধর্ম্মশালায় এক এক জন করিয়া রাজকীয় চিকিৎসক থাকিতেন, ইনি বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদিগকে চিকিৎসা করিতেন। সহরে ও গ্রামে গ্রামে পান্থশালা, অনাথ ও আতুরাশ্রমের অভাব ছিল না।

হর্ষবর্দ্ধন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সকল ধর্ম্মেই সমদর্শী ছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রাজকোষ হইতে মুক্তহস্তে অর্থদান করা হইত। বহু হিন্দুদেবমন্দির এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্রাট্ প্রকৃতিপুঞ্জের ধর্ম্মাচরণের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা হইতে প্রজা সকলেই তখন স্বাধীনভাবে ধর্ম্মমত গঠন ও পোষণ করিতে পারিতেন। রাজপরিবারেই নানা ধর্ম্মের লোক ছিলেন। সম্রাটের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন একজন নিষ্ঠাবান্ সূর্য্যোপাসক ছিলেন। পুষ্যভূতি নামক তাঁহার এক জন পূর্ব্বপুরুষ পরম শৈব ছিলেন, তিনি অন্য কোন দেবদেবী মানিতেন না। রাজা রাজ্যবর্দ্ধন ও রাজভগিনী রাজ্যশ্রী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্ত ছিলেন। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন নিজে প্রথম অবস্থায় পরম শৈব ছিলেন, কিন্তু শেষ অবস্থায় তিনি বৌদ্ধমতের প্রতিই সমধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। হিউএন্‌সিয়ঙের সঙ্গে প্রথমে বঙ্গদেশে তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হয়। পরিব্রাজকের বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, নিজ রাজধানী কান্যকুব্জে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য

এক বিরাট সভার আহ্বান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি বঙ্গদেশ হইতে গঙ্গার দক্ষিণতীর ধরিয়া ৯০দিনে কান্যকুব্জে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গঙ্গার অপর তীর ধরিয়া কামরূপরাজকুমারও তাঁহার সঙ্গে আগমন করেন।

৬৪৪ খৃঃ অব্দে মাঘ কি ফাল্গুন মাসে এক বিরাট সভা আহূত হয়। এই সভা উপলক্ষে কামরূপরাজ, বলভীরাজ এবং আরও অষ্টাদশজন করদ রাজা, চারিসহস্র বৌদ্ধভিক্ষু এবং প্রায় তিন্ সহস্র নিষ্ঠাবান্ জৈন ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কান্যকুব্জে আগমন করেন। গঙ্গাতীরে এক প্রকাণ্ড বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সম্রাট্ এখানে একশত ফিট্ উচ্চ একটি প্রকোষ্ঠ, তাহাতে উচ্চতায় তাঁহার সমান এক স্বর্ণবিনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করেন। প্রত্যহ তিন ফিট্ উচ্চ আর একটি সুবর্ণময় বুদ্ধমূর্ত্তি লইয়া বিংশতি জন রাজা এবং তিনশত হস্তীর একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিত। মূর্ত্তির উপরিস্থিত চাঁদোয়াখানি সম্রাট্ স্বয়ং ধারণ করিতেন। এই সময়ে তিনি নিজে শক্রবেশে এবং তাঁহার পরম সুহৃদ্ কামরূপরাজকুমার ব্রহ্মার বেশে সজ্জিত হইতেন। তাঁহার হাতেও একখানা শ্বেত চামর শোভা পাইত। শক্রবেশে নগর প্রদক্ষিণ করিবার সময় সম্রাট্ বৌদ্ধত্রিরত্নের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ চতুর্দ্দিকে দুই হাতে মণিমুক্তা ও সুবর্ণপুষ্প প্রভৃতি বিতরণ করিতেন। মূর্ত্তির স্নানের জন্য একটি বেদীনির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। সম্রাট্ স্বহস্তে বুদ্ধকে স্নান করাইয়া এখান হইতে স্কন্ধে করিয়া নির্দ্দিষ্ট একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইতেন এবং বেশভূষার জন্য মণিমুক্তা-খচিত সহস্র রেশমীবস্ত্র প্রদান করিতেন।

ভোজনান্তে ধর্ম্মবিচারের জন্য একটি বৈঠক বসিত। সম্রাট্-সম্মানিত চীনপরিব্রাজকের সঙ্গে যে কেহ ধর্ম্মতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন মুখে এইরূপ প্রচার করিলেও সম্রাট্ যে এক ঘোষণাপত্র জারি করিয়াছিলেন, তাহার ভয়ে প্রায় কেহই পরিব্রাজকের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন না। সম্রাট্ জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ যদি তাঁহার কেশস্পর্শও করে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে, তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদন করা হইবে। এইরূপ ধর্ম্মবিচারের প্রহসনের পরে সম্রাট্ যাইয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী বৃক্ষের শাখা ও পত্রনির্ম্মিত শিবিরে রজনী যাপন করিতেন।

প্রথমে সকল ধর্ম্মের প্রতি সমদর্শী হইলেও অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তি প্রদর্শন করিয়া হর্ষবর্দ্ধন গোঁড়া ব্রাহ্মণদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। উপরের লিখিত অনুষ্ঠানগুলি কয়েকদিন পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইবার পরে অকস্মাৎ একদিন পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধমঠে "দাউ দাউ" করিয়া অগ্নির লেলিহান জিহ্বা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সম্রাট্ নিজে উপস্থিত থাকিয়া সেই অগ্নি নির্ব্বাপণ করাইয়াছিলেন।' পরে এই উপলক্ষে নির্ম্মিত একটি স্তূপের উপরে দাঁড়াইয়া তিনি সামন্তরাজগণের সঙ্গে সেই ভস্মাবশিষ্ট মঠটি পরিদর্শন করিয়া যখন নামিয়া আসিবেন, তখন কোথা হইতে তীক্ষ্ণ ছোরা হাতে করিয়া একটা লোক উন্মত্তের মত আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু রাজদেহ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে ধরিয়া ফেলা হইল। হর্ষবর্দ্ধন নিজে আক্রমণকারীকে তাহার এই কার্য্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং শেষে জানিতে পারিলেন যে, অনেকগুলি গোঁড়া ব্রাহ্মণ তাহাকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ ৫০০শত বিখ্যাত ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনা হইল। তাঁহাদিগকেও এই কথা এবং মঠে অগ্নিপ্রয়োগের কথা স্বীকার করিতে হইল। তখন রাজার আদেশে ষড়যন্ত্রকারী প্রধান নেতাদিগকে নিহত এবং পাঁচশত ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাসিত করা হইল।

ইহা ছাড়া হর্ষবর্দ্ধন যে আর কখনও ধর্ম্মমতের জন্য কাহাকেও উৎপীড়ন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বৈদেশিক ধর্ম্মের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন সম্বন্ধে বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তিব্বতের তারনাথ একটি জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে কতকগুলি পারসিক ও শক ভারতবর্ষে আপনাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'মূলস্থানে (মূলতানে) এক কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে তাঁহাদিগকে বহুদিন পর্য্যন্ত পরম যত্নে আশ্রয় দান করিয়া শেষে নাকি সম্রাটের আদেশে সেই গৃহে অগ্নিপ্রয়োগ করা হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে তাঁহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থাদি সহ প্রায় দ্বাদশশত পারসিক ও শক ভস্মীভূত হন।

এই সকল ব্যাপারে হর্ষবর্দ্ধনের হাত থাকিলেও ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে, তাঁহার সময়ে রাজগণ অনেক পরিমাণে ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিতেন। একমাত্র মধ্যবঙ্গাধিপ শশাঙ্কেরই ধর্ম্মের গোঁড়ামির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজে শৈব এবং ভয়ানক বৌদ্ধদ্বেষী ছিলেন। যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপসাধন করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বোধগয়ার পবিত্র বোধি-বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া তিনি ভস্মীভূত করেন; পাটলিপুত্রে বুদ্ধের পদচিহ্নসম্বলিত যে একখানা প্রস্তরখণ্ড ছিল, তাহা চূর্ণবিচূর্ণ করেন এবং নেপালে পার্ব্বত্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত বৌদ্ধমঠ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ও বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে বিতাড়িত করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া ছিলেন।

যাহা হউক, হর্ষের আবির্ভাবকালেও সাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম-

মতের সমন্বয় সংঘটিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে আর পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেই যে কেবল দ্বেষাদ্বেষী চলিয়াছিল, তাহা নহে, বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্গত হীনযান এবং মহাযানসম্প্রদায় দুইটিও পরস্পরকে বিদ্বেষের চক্ষুতে দেখিত। এই জন্য সময় সময় যে বিদ্বেষের দুই একটা বিকট অভিব্যক্তি দেখিতে না পাওয়া যাইত তাহা নহে, কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই শান্তিতে ও স্বাধীনভাবে আপন আপন ধর্ম্মমত অনুবর্ত্তন করিতেন।

কান্যকুব্জে মহাসমারোহে ধর্ম্মসভার কার্য্য শেষ করিয়া হর্ষবর্দ্ধন হিউএন্‌সিয়ংকে লইয়া প্রয়াগতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তিনি চীনপরিব্রাজককে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত প্রথানুসারে গত ত্রিশ বৎসর তিনিও প্রতি পাঁচবৎসর অন্তরই গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে একটি দরবারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং তদুপলক্ষে সঞ্চিত অর্থ দীন দরিদ্রের এবং ধর্ম্মমতনির্ব্বিশেষে সকল ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে বিতরণ করেন। উপস্থিত ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনটি ৬৪৪ খৃঃ অব্দে অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি এইরূপ আরও পাঁচটী মহাসভা আহ্বান করিয়াছিলেন।

প্রয়াগের বর্ত্তমান সভায় সামন্তরাজগণ সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনাথ, আতুর, দীনদরিদ্র কত যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সীমা নাই। এতদ্ব্যতীত উত্তর ভারতের অসংখ্য ব্রাহ্মণ এবং সকল ধর্ম্মেরই বহু-সংখ্যক সাধুসন্ন্যাসীদিগকে সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তখন সমাজে হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব সমন্বয়সাধনের চেষ্টা হইতেছিল। উৎসব, দান ও পূজাদি ৭৫ দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। প্রথম দিবসে নদীসৈকতে একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার পরেই অগণিত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি বিতরণ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবসে সূর্য্যের এবং তৃতীয় দিবসে শিবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু বিতরণের পরিমাণ অর্দ্ধেক কমিয়া আসিল। চতুর্থ দিবসে দশসহস্র বৌদ্ধ শ্রমণকে বহু ধনরত্নাদি দান করিয়া পরিতুষ্ট করা হয়। ইঁহাদিগের প্রত্যেককে প্রচুর পরিমাণে উত্তম উত্তম খাদ্য, পানীয়, পুষ্প এবং গন্ধদ্রব্য ব্যতীত একশত সুবর্ণমুদ্রা, একটি মুক্তা ও একখানা উৎকৃষ্ট গাত্রাবরণ পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বিংশ দিবস ব্রাহ্মণদিগের অভ্যর্থনায় ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহার পরে দশ দিবস পর্য্যন্ত জৈন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে অর্থাদি বিতরণ করা হয়, এবং তৎপরবর্ত্তী দশ দিবস দূরদেশাগত ভিক্ষুকদিগকে অর্থে পরিতুষ্ট করিয়া একমাস পর্য্যন্ত অনাথ, আতুর ও দরিদ্রদিগকে নানা প্রকার সাহায্যদান করা হইল।

হর্ষবর্দ্ধন এই বিরাট্ দানসাগর ব্যাপারে স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। কেবল যে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থই ব্যয় করা হইয়াছিল, তাহা নহে, নিজের ধনরত্ন, বস্ত্র, হার, কুণ্ডল, বলয়, কণ্ঠমণি, শিরোমণি প্রভৃতি সকলই তিনি অকাতরে বিতরণ করিয়াছিলেন। রাজ্যরক্ষার জন্য আবশ্যক বলিয়াই হাতী, ঘোড়া, এবং যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণগুলি রাখা হইয়াছিল। নতুবা রাজার রাজচিহ্নের আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

কেবল এই সকল ব্যাপার উপলক্ষ করিয়াই যে, তিনি আপনার বৌদ্ধপ্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার অর্থে গঙ্গাতীরে বহুসংখ্যক বৌদ্ধমঠ ও স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্তূপগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই একশত ফিট্ উচ্চ ছিল। এই ভাবে তিনি ভারতে নির্ব্বাণোন্মুখ বৌদ্ধধর্ম্ম কিছুদিন আবার উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রথমে হীনযানের দিকে ও পরে মহাযানের দিকে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। নিজে তিনি বৌদ্ধভিক্ষুর মত জীবন যাপন করিতেন। প্রয়াগে সম্রাট্ এমন ভাবে ধনরত্ন ও বস্ত্রালঙ্কার বিতরণ করিয়াছিলেন যে, ভগিনী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে একটি পুরাতন পরিধেয় চাহিয়া লইয়া তাঁহাকে দশদিকপাল ও বুদ্ধদিগকে অর্চ্চনা করিতে হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসানীতিটিকে তিনি কতকটা অদ্ভুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যুদ্ধে লোকক্ষয় করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না, কিন্তু যাহাতে তাঁহার রাজ্যে জীবহিংসা না হয়, যাহাতে কেহ মাংস ভোজন না করে, সেই জন্য তিনি কঠোর আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। এই আদেশ যে অমান্য করিবে তাহার প্রাণদণ্ড করা হইবে, কিছুতেই ইহার অন্যথা হইবে না, এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উন্নতিসাধনের জন্য তিনি আহারনিদ্রা পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

চীনসম্রাটের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। ৬৪১ খৃঃ অব্দে তিনি জনৈক ব্রাহ্মণকে চীনরাজের নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৬৪৩ খৃঃ অব্দে এই ব্রাহ্মণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার সঙ্গে একদল চীনপরিব্রাজকও এখানে আসিয়াছিলেন। ইহারা ৬৪৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এদেশের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

যুদ্ধ ও ধর্ম্মের আলোচনায় যে কেবল তাঁহার সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা নহে। শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টায় এবং সাহিত্য-

সেবায়ও তাঁহার তুল্য অনুরাগ ছিল। দেশে তখন সাধারণের মধ্যে শিক্ষার যে বিশেষ আদর ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং বৌদ্ধভিক্ষু ও মঠাধিবাসিগণ সাধারণতঃই অতি উচ্চশিক্ষিত লোক ছিলেন। রাজকোষ হইতেও শিক্ষিত লোকদিগকে যথেষ্ট সম্মান এবং সাহায্য করা হইত। হর্ষবর্দ্ধন কেবল যে সাহিত্যসেবী ও বিদ্যানুরাগীদিগকে মুক্তহস্তে অর্থ-বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতেন, তাহা নহে; তিনি নিজেও খ্যাতনামা কবি ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর বড়ই সুন্দর ছিল। নাগানন্দ, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা প্রভৃতি সংস্কৃত নাটক তাঁহার রচিত বলিয়াই সাধারণ্যে প্রচারিত। এই সকল নাটকের ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ, ছন্দঃ সুললিত এবং ভাব সরল ও মহান্।

হিউএন্‌সিয়ং এবং তাঁহার জীবনীলেখকের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ৬৪৭ কি ৬৪৮ খৃঃ অব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে কাণভূতি অরুণাশ্ব বা অর্জ্জুন নামক তাঁহার জনৈক মন্ত্রী সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন।

হর্ষসম্পুট (পুং) রতিবন্ধবিশেষ। লক্ষণ—

"নার্য্যাশ্চোরুযুগং ধৃত্বা করাভ্যাং পীড়য়েৎ পুনঃ।
কাময়েন্নির্ভয়ঃ কামী বন্ধোঽয়ং হর্ষসম্পুটঃ॥" (স্মরদীপিকা)

হর্ষস্বন (পুং) হর্ষসূচকঃ স্বনঃ। আনন্দধ্বনি, পর্য্যায়—কিলকিলা।

হর্ষিন্ (ত্রি) হর্ষয়তীতি হৃষ-ণিচ্-ইন্। হর্ষবিশিষ্ট, আনন্দযুক্ত, হৃষ্ট।

হর্ষিণী (স্ত্রী) হর্ষিন্-ঙীষ্। ১ বিজয়া। (রাজনি°) ২ হৃষ্টা।

হর্ষিত (ত্রি) হর্ষোঽস্য সঞ্জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। আহ্লাদিত। হৃষ্ট।

হর্ষীকা (স্ত্রী) বৈদিকছন্দোভেদ। (ঋক্‌প্রা° ১৭।১২)

হর্ষুক (ত্রি) হর্ষক, হর্ষকারী।

হর্ষুমৎ (ত্রি) হর্ষযুক্ত, হর্ষবিশিষ্ট। "হর্ষুমন্ত শূরসাতৌ" (ঋক্ ৮।১৬।৪) 'হর্ষুমন্তঃ হর্ষযুক্তাঃ' (সায়ণ)

হর্ষুল (পুং) হৃষ তুষ্টৌ (হৃষেরুলচ্। উণ্ ১।৯৮) ইতি উলচ্। ১ মৃগ। ২ কামুক। (ত্রি) ৩ হর্ষণশীল।

"প্রাভৃতং প্রত্যুতেদৃঙ্মে সিদ্ধমস্তেতি হর্ষুলঃ।" (কথাসরিৎসা°)

হর্ষ্যা (স্ত্রী) হৃষ্টা, আনন্দিতা। (ঋক্ ১।৫৬।৫)

হর্ই, উনাও জেলার উনাও তহশীলের অন্তর্গতঃ একটী পরগণা। লোধবংশ পূর্ব্বে হর্ইপরগণার মালিক ছিলেন। তৎপরে কান্যকুব্জাধিপতি জয়চাঁদ চতুর্ভুজ নামক একটি কায়স্থকে এই স্থানে প্রেরণ করেন। তিনি লোধবংশকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া এখানে ৭৫টী গ্রাম পত্তন করেন। অধুনা যিনি চতুর্ভুজের বংশধর, তিনি মাত্র দুইটী গ্রামের স্বত্বাধিকারী। এখন যিনি হর্ইর ভূম্যধিকারী তিনি মৌরনবানের রাজা। তিনি এখানকার কায়স্থের নিকট হইতে বন্ধকীসূত্রে এই পরগণা লাভ করেন। উনাও.জেলায় এই পরগণাটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার পরিমাণ ২২৮ বর্গমাইল। এই স্থানে ১৪টি বাজার আছে। বৎসরে এখানে তিনটী মেলা হয়। ইহাদের মধ্যে গঙ্গার উপরে কোলবাগায়ার মেলাই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। অগ্রহায়ণ মাসে এই মেলায় প্রায় লক্ষাধিক লোক সমবেত হয়। এই পরগণায় এখন ১১৭টী গ্রাম আছে।

হর্ই, (সহর) অযোধ্যার উনাওজেলার অন্তর্গত হর্ই তহশীলের শাসনকেন্দ্র। আধুনিক হর্ই সহরটি একাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ গজনী প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পূর্ব্বে সেখাপুরী আহীরগণের অধীন ছিল। এই গ্রামের জমিদারগণ ইন্দ্রপুরের লোধরাজ-দিগের সহিত কলহ করেন, তাহাতে লোধগণ যুদ্ধে আহীর-দিগকে পরাজিত করিয়া এই গ্রাম অধিকার করিলেন, এবং সেখাবাদের পরিবর্ত্তে আধুনিক হর্ই সহর নির্ম্মাণ করেন। এই কায়স্থবংশের অনেকেই দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ রাজসভায় উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন। সপ্তাহে এখানে দুইবার হাট হয়। একটি ছোট গবর্মেণ্টস্কুল আছে।

হল্, বিলেখন, ভূমিকর্ষণ। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট। লট্-হলতি। লোট্ হলতু। লিট্ জহাল। লুট্ হলিতা। লুঙ্ অহালীৎ। সন্ জিহালিষতি। যঙ্ জাহল্যতে। নিচ্ হলয়তি, লুঙ্ অজীহলৎ।

হল, একজন বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত। আস্তরের পুত্র ও সূর্য্যদত্তের পৌত্র। বাজসনেয়ি-সর্ব্বানুক্রমণিকাভাষ্য ও তাহার পদ্ধতিকার।

হল (ক্লী) হলতি ভূমিমিতি হল-অচ্। লাঙ্গল, হাল।

'হলন্ত লাঙ্গলং গোদারণঞ্চ সীরকুন্তলৌ।' (জটাধর)

হলদ্বারা ভূমিকর্ষণ করিয়া বীজবপন করিতে হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হলে গো অর্থাৎ বলীবর্দ্দ যোজন করিতে হয়। অধুনা দুইটী বলদ দ্বারা হল কর্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ কর্ষণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ।

"অষ্টাগবং ধর্ম্মহলং ষড়্‌গবং জীবিতার্থিনাং।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং ব্রহ্মঘাতিনাং॥"

(আহ্নিকতত্ত্বধৃত হারীত)

হলে ৮টী গো যোজনা করিয়া কর্ষণ করা ধর্ম্মসঙ্গত, কিন্তু যাহারা জীবিকার জন্য ভূমিকর্ষণ করেন, তাহারা ৬টী গো দ্বারাও ভূমিকর্ষণ করিতে পারেন। চারিটী গো দ্বারা হলকর্ষণ করিলে নৃশংস এবং দুইটী গো দ্বারা হলকর্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। অতএব শাস্ত্রানুসারে দুই বা চারিটী গো দ্বারা হলকর্ষণ করিতে নাই। স্ত্রী গবী দ্বারা হলকর্ষণও বিশেষ নিষিদ্ধ, বলীবর্দ্দ অর্থাৎ বলদ দ্বারা হলকর্ষণ করিবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, জ্যোতিষোক্ত শুভ-

দিন দেখিয়া প্রথম হলকর্ষণ করা উচিত। শুভদিন যথা—অশ্বিনী, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, মঘা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, স্বাতি, মূলা, শ্রবণা ও রেবতী শ্রেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্র মধ্যম। ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বফাল্গুনী ও চিত্রা এই সকল নক্ষত্র নিষিদ্ধ। রিক্তা, ষষ্ঠী, অষ্টমী, দ্বাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা ভিন্ন তিথিতে, মিথুন, কন্যা, ধনু, মীন, বৃশ্চিক ও বৃষ-লগ্নে শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বারে, শুভযোগকরণে এবং চন্দ্রতারা বিশুদ্ধ হইলে হলকর্ষণ করিবে।

"পূর্ব্বাগ্নিযামাফণিপিত্র্যশিবাম্বুভেষু
রিক্তাষ্টমীবিগতচন্দ্রতিথিং বিহায়।
দ্বাদ্বালিগোসমুদয়ে বিকুজার্কিবারে
শস্তেন্দু যোগকরণেষু হলপ্রবাহঃ ॥"
ষষ্ঠী দ্বাদশী পূর্ণিমা চ নিষিদ্ধা।
"হলপ্রবাহবদ্‌বীজবপনস্য বিধিঃ স্মৃতঃ।
চিত্রায়াঞ্চ শুভে কেন্দ্রে স্থিরক্ষ'মহুজোদয়ে ॥ (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

হলকর্ষণ করিবার কালে বামদিকে কৃষ্ণবলীবর্দ্দ এবং দক্ষিণ দিকে লোহিতবর্ণ বলীবর্দ্দ যোগ করিয়া কর্ষক উত্তরমুখী হইয়া প্রথমে হলকর্ষণ করিবে। হলে যোজিত গো যদি ক্ষেত্রে গ্রাস করে, অর্থাৎ তৃণাদি ভক্ষণ করে, তাহা হইলে শুভ হইয়া থাকে।

"বামে কৃষ্ণং বলীবর্দ্দং দক্ষিণে লোহিতং ন্যসেৎ।
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা কর্ষকঃ কৃষিমারভেৎ ॥
হলে তু যোজিতে যত্র ক্ষেত্রে গ্রাসং করোতি গৌঃ।
তত্র স্যাদ্দ্বিগুণং শস্যমবশ্যং গর্গভাষিতং ॥" (ভীমপরাক্রম)

কৃত্যচিন্তামণিতে লিখিত আছে যে, প্রতিপদ্ তিথিতে প্রথম হলকর্ষণ করিলে সুখ, দ্বিতীয়ায় কার্য্যসিদ্ধি, তৃতীয়াতে আরোগ্য, চতুর্থীতে কীটভয়, পঞ্চমীতে লক্ষ্মীলাভ, ষষ্ঠীতে কলহ, সপ্তমীতে শুভ, অষ্টমীতে বৃষনাশ, নবমীতে শস্যনাশ, দশমীতে ঐশ্বর্য্যলাভ, একাদশীতে ধনলাভ, দ্বাদশীতে প্রাণসংশয়-পীড়া, ত্রয়োদশীতে সকল সিদ্ধি, চতুর্দ্দশীতে কর্ষকের মৃত্যু এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় নিষ্ফলতা এইরূপ ফল হইয়া থাকে। অতএব তিথিবিশেষে লক্ষ্য রাখিয়া হলকর্ষণ করা বিধেয়।

কৃত্যতত্ত্বে লিখিত আছে যে, যে দিন প্রথমে হলকর্ষণ করিতে হয়, সেইদিন ক্ষেত্রে গমন ও পূজাদি করিয়া হলকর্ষণ করিবে। পূজাদির বিধান এইরূপ লিখিত আছে—জ্যোতি-র্যোক্ত শুভদিনে ক্ষেত্রে গমন করিবে। তথায় হল, বলীবর্দ্দ, হলকর্ষক প্রভৃতি উপস্থিত থাকিবে। ব্রাহ্মণ স্নান প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম সকল শেষ করিয়া ভূমিতে উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া আচমন, স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবেন। "যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শস্যসম্পত্তিকামঃ পঞ্চরেখাত্মক-হলপ্রবাহনমহং করিষ্যে" এইরূপে সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পসূক্তপাঠ করিয়া ঘটস্থাপন করিবে এবং ঘটোপরি পূজা করিবে। তৎপরে ক্ষেত্রের ঈশানকোণে একটী হস্তপ্রমাণ গর্ত্ত করিয়া জলদ্বারা ঐ গর্ত্ত পূরণ করিবে, তাহাতে প্রজাপতি, আদিত্যাদি নবগ্রহ প্রভৃতি ও পৃথিবীর পূজা করিবে। পৃথিবীর পূজা করিয়া দুগ্ধ দ্বারা এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপ্রদান করিতে হয়। মন্ত্র—

"ওঁ হিরণ্যগর্ভে বসুধে শেষস্যোপরি শায়িনি।
বসামাহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্ঘ্যং ধরিত্রি মে ॥"

এইরূপে পৃথিবীকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া 'ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা' এই মন্ত্রে তিনবার বিষ্ণুপূজা করিতে হয়। তৎপরে রুদ্র, কাশ্যপ, বসুগণ ও ইন্দ্রের পূজা করিয়া অর্ঘ্য-প্রদান করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র—

"শক্রঃ সুরপতিঃ শ্রেষ্ঠো বজ্রহস্তো মহাবলঃ।
শতযজ্ঞাধিপো দেব স্তস্মামিন্দ্রায় বৈ নমঃ ॥"

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে—

"বিচিত্রৈরাবতস্থায় ভাস্বৎকুলিশপাণয়ে।
পৌলোম্যালিঙ্গিতাঙ্গায় সহস্রাক্ষায় তে নমঃ ॥"

তৎপরে প্রচেতা, পর্জ্জন্য, শেষ, চন্দ্র, অর্ক, বহ্নি, বলদেব, হল, ভূমি, বৃষ, বায়ু, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, স্বর্গ ও গগন প্রভৃতির পূজা করিবে। অতঃপর অগ্নিপাল ও অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। পরে আম্রপল্লব, ওদন, দধি ও পায়স গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা ঐ গর্ত্ত পূরণ করিবে এবং হৃষ্ট বৃষদিগের নবনীত বা ঘৃতদ্বারা মুখপার্শ্বস্থে লেপ দিবে, হলবাহককে গন্ধাদি দ্বারা পূজা এবং হলে মাল্যাদি দিতে হইবে, তৎপরে দধি, ঘৃত ও মধু দ্বারা ফাল প্রক্ষালন করিয়া সুবর্ণ দ্বারা ফালের অগ্রভাগ ঘর্ষণ করিতে হয়, তাহার পর বলি, ইন্দ্র, পৃথু, রাম, পরাশর ও বলভদ্রকে স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত হল দ্বারা এক, তিন বা পাঁচটী রেখা কর্ষণ করিবে। যে সকল বৃষের শৃঙ্গ, খুর ও লাঙ্গুল অক্ষত এবং বর্ণ কপিল, তাদৃশ বৃষই হলে যোজনীয়। এই সময় বৃষযুদ্ধ হইলে অশুভ হইয়া থাকে। বৃষগণ যদি নর্দ্দন বা মূত্রকে পুরীষোৎসর্গ করে, তাহা হইলে চতুর্গুণ শস্য লাভ হয়। ক্ষেত্রস্বামী পূর্ব্বমুখে জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে। যথা—

"ওঁ ত্বং বৈ বসুন্ধরে সীতে বহুপুষ্পফলপ্রদে।
নমস্তে মে শুভং নিত্যং কৃষিমেধাং শুভে কুরু ॥

যোঽস্তু সর্ব্বশস্তানি কালে দেবঃ প্রসীদতু।
কর্ষকাস্তু ভবন্ত্বগ্র্যা ধান্তেন চ ধনেন চ স্বাহা॥"

এইরূপে হলকর্ষণ করিয়া ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিবে। (কৃত্যতত্ত্ব) অমাবস্তা, পিতৃশ্রাদ্ধ এবং অম্বুবাচীতে হলকর্ষণ করিতে নাই। এই সকল দিনে হলকর্ষণ করিলে পৃথিবী কম্পিতা হইয়া থাকে।

"অমাবস্তাং পিতৃশ্রাদ্ধে অম্বুবাচীদিনে তথা।
লাঙ্গলেন ক্ষতং ক্ষেত্রং পৃথিবী কম্পতে সদা॥" (কর্ম্মলোচন)

যে বৃষ হলে যোজনা করা হয়, সেই বৃষ দ্বারা শকট চালনা করিতে নাই, কেহ হলবাহী বৃষভ দ্বারা শকট চালনা করিলে, তাহার প্রাজাপত্যদ্বয় আচরণ করিতে হয়। স্ত্রী গবী দ্বারা হলচালনা করিলেও ইহার দ্বিগুণ প্রাজাপত্য করিতে হয়।

"হলৈর্বা শকটৈর্বাপি বাহয়েৎ যো বৃষং স্বয়ং।
প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্য্যাৎ দ্বিগুণং যোষিতাং গবাং॥"
(তিথিতত্ত্ব)

[কৃষি দেখ।] (পুং) ২ ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ।

হলকষা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Phlomis Zeylanica)

হলকা (আরবী) সমূহ, দল। "যোল শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গসাথী।" (বিদ্যাসু°)

হল্কা (হিন্দী) ১ হাল্কা। ২ তাপ, তেজ।

হলঙ্গী (স্ত্রী) হরিদ্রা। (রাজনি°)

হল্দা, চট্টগ্রাম জেলার একটী নদী। ইহা কর্ণফুলীনদীর একটী প্রধান শাখা। সকল ঋতুতে ২৫ মাইল পর্য্যন্ত ইহার বক্ষে নৌকা চলাচল করে। বর্ষার সময়ে ৩৫ মাইল পর্য্যন্ত নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। এই নদীটী মৎস্য-পরিপূর্ণ।

হল্দী, দক্ষিণবঙ্গের একটী নদী। অক্ষা° ২২° ১৮´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ১৩´ ১৫´´ পূঃ নিকট হইতে উত্থিত হইয়া অক্ষা° ২২° ০´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৬´ ১৫´´ পূঃ, হুগলি নদীতে পড়িয়াছে। এই উপনদীটি কাসাই এবং টেঙ্গরাখালী নদীর সংযোগে উৎপত্তি হইয়াছে। তমলুকের নন্দীগাঁও তহশীলের নিকটে রূপনারায়ণ যেখানে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহারই নাতিদূরে দক্ষিণ হল্দী নদী ভাগীরথীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। হল্দি নদীটি বেশ বড়। বৎসর ভরিয়া টেঙ্গরাখালি পর্য্যন্ত ইহাতে ষ্টিমার যাতায়াত করিতে পারে। উত্তরে রূপনারায়ণের সহিত এবং দক্ষিণে রসুলপুরের সহিত খাল দ্বারা এই নদী সংযুক্ত হইয়াছে।

হলদী (স্ত্রী) হরিদ্রা, হলদী। (রাজনি°)

হলদী আল্গোশা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Cuscuta reflexa)

হলদীঘাট, মেবারের প্রসিদ্ধ গিরিপথ। [প্রতাপসিংহ দেখ।]

হল্দী মুর্গা (দেশজ) গুল্মভেদ। (The yellow variety of Celosia cristata)

হলধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, হলস্য ধরঃ। বলদেব, ইনি সর্ব্বদা হলধারণ করিতেন, এই জন্য ইহার নাম হলধর হইয়াছে। ২ হালিক, হলচালনাকারী।

"সালঙ্কারো হলধরঃ স্রগ্‌ভিশ্চ পূজিতং হলং।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

হলধর, ১ সুভাষিতাবলীধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। ২ অভিধানরত্নমালা নামে সংস্কৃত বৈদ্যকাভিধান-প্রণেতা।

হলভূতি (স্ত্রী) হলসাধ্যা ভূতিঃ। কৃষিকর্ম্ম।

'অথ সেবা শ্ববৃত্তিঃ স্যাৎ স্ত্রিয়াং কৃষিশ্চ কর্ষণং।
কর্ষোঽস্মৃতঞ্চ প্রকৃতং হলভূতি র্মহাধনং॥' (শব্দরত্না°)

হলভৃৎ (পুং) হলং বিভর্ত্তীতি ভৃ-ক্বিপ্, হলস্য ভৃদিতি বা। বলদেব। (ত্রিকা°)

হলভৃতি (পুং) হলেন ভৃতির্ভরণং যস্য। ১ মুনিবিশেষ, পর্য্যায়—উপবর্ষ, কৃতকোটি, অযাচিত। (ত্রিকা°) হলস্য হলেন বা ভৃতিঃ। ২ কৃষিকর্ম্ম।

হলমুখী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে নয়টি করিয়া অক্ষর থাকিবে, তাহার মধ্যে ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ও ৮ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। লক্ষণ—"রান্নসাবিহ হলমুখী" (ছন্দোম°)

হলরাক্ষ (স্ত্রী) আহল্যা নামক ক্ষুপ। (রাজনি°)

হলরিয়া, বোম্বাইবিভাগের দক্ষিণ কাঠিবাড়ের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র জমিদারী। চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে তাহাদের আবার তিনটি স্বতন্ত্র জমিদার আছে। ইহারা বরোদার অধীনস্থ জমিদার।

হলন্ত (পুং) হলন্তে যস্য। ১ ব্যঞ্জনবর্ণ। যাহার শেষে হল্‌বর্ণ আছে।

হলফ্ (আরবী) শপথ, প্রতিজ্ঞা।

হল্‌সী (দেশজ) ক্ষুদ্রজাতীয় বৃক্ষবিশেষ। (Ægiceras majus)

হল্‌হলিয়া, পূর্ব্ব ময়মনসিংহ জেলার একটী বৃহৎ নদী। ইহার এখন চিহ্নমাত্র নাই। বোধ হয় ইহা শুকাইয়া গিয়াছে, অথবা ব্রহ্মপুত্র কিংবা যমুনানদী ইহাকে গ্রাস করিয়াছে। হল্‌হলিয়ার দক্ষিণদিকে নৌকা যাতায়াত করিত। কালিয়ানী, পাঁচিবাড়ী, ধুনট, গোসাইবাড়ী এবং চন্দনবাসা প্রভৃতি ইহার তীরস্থ বাজার।

হলা (স্ত্রী) ১ সখী। (জটাধর) ২ মদ্য। ৩ পৃথিবী। ৪ জল। ৫ লাঙ্গলিকাবৃক্ষ। (অব্য°) ৫ নাট্যোক্তিতে সখীর প্রতি আহ্বান। নাটকে সখীকে এই নামে সম্বোধন করা হয়। (অমর)

হলাক্ (আরবী) ১ ধ্বংস, নাশ, মৃত্যু। (ত্রি) ২ শ্রান্ত। ৩ কষ্ট।

হলাকু খাঁ, এল খাঁ নামেও কখন কখন পরিচিত হইয়াছেন। ইনি তুলি খাঁর পুত্র। তুলি খাঁ আবার তাতারের চেঙ্গিজ খাঁর

পৌত্র ছিলেন। হলাকু খাঁ তাঁহার ভ্রাতা মান্‌জুখাঁর রাজত্ব-কালে ১২৫৩ খৃঃ অব্দে পারস্যবিজয়ের জন্য একটি সৈন্যবাহিনী সহ তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি হসন্‌সব্বার বংশধরগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগকে জিলকাদা দুর্গ হইতে তাড়াইয়া দেন এবং পারস্যে মোগলবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইহার পরে কনষ্টান্‌টিনোপলে অভিযানের সংকল্প করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী নসীরুদ্দিন্‌ তুসি তাঁহাকে বোগ্‌দাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি বোগদাদে গিয়া অবরোধ করিয়া বসিলেন। কিছুকাল অবরোধের পরে বোগদাদ হলাকু খাঁর পদানত হইল। তখন হলাকু খলিফা মুস্তাসিম বিল্লহা এবং তাঁহার পুত্রকে ও সেই সঙ্গে সেখানকার ৮ লক্ষ অধিবাসিগণকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অতঃপর তিনি তাতারে গিয়া তাঁহার মৃত ভ্রাতার শূন্য সিংহাসন অধিকার করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার একটি সেনাপতি মামলুকদিগের রাজা সৈফুদ্দীনের হস্তে পরাজিত হওয়ায় হলাকু খাঁকে তাঁহার পূর্ব্বসংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি পারস্য-শাসনের সুব্যবস্থা করিয়া আজর-বৈজানে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া আজীবন তথায় অতিবাহিত করেন। ১২৬৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিখ্যাত পারস্যকবি সাদী তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। হলাকুর পুত্র ইব্রাহিম্‌ পিতার মৃত্যুর পরে পারস্যের রাজা হইলেন।

হলায়ুধ (পুং) হলমায়ুধং যস্য। ১ বলদেব, বলরাম।

"ততস্তে তদ্বচঃ শ্রুত্বা প্রাহরূপং হলায়ুধাৎ।" (ভারত ১।২২১।২৩)

হলায়ুধ, এই নামে বহু সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। যথা ১ সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত প্রাচীন কবি। ২ কবিরহস্য নামক গ্রন্থকার। ইনি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশীয় কৃষ্ণরাজের (৭৬০-৭৮০ খৃঃ অব্দে) সভাসদ্‌ ছিলেন। তিনি সংস্কৃতগ্রন্থে প্রকাশিত ধাতুসমূহ যত প্রকার রূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহা সুললিত শ্লোকবন্ধে দেখাইয়া গিয়াছেন। ৩ মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রধান ধর্ম্মাধিকারী, ইঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয় এবং ভ্রাতার নাম ঈশান ও পশুপতি। কয় ভ্রাতাই মহাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। হলায়ুধ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে দ্বিজনয়ন, পণ্ডিতসর্ব্বস্ব, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, মীমাংসাসর্ব্বস্ব, বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব, শৈবসর্ব্বস্ব ও শ্রাদ্ধপদ্ধতিটীকা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বই তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে ইনি প্রথমে রাজপণ্ডিত পদ ও শেষে প্রধান ধর্ম্মাধিকারপদ লাভ করেন। কাহারও কাহারও মতে ইনিই মৎস্যসূক্তমহাতন্ত্র রচনা করেন।

৪ সন্ধ্যাসূত্রপ্রবচনরচয়িতা। ৫ অভিধানরত্নমালারচয়িতা। ৬ জ্যোতিঃসারপ্রণেতা। ৭ মিতাক্ষরার একজন টীকাকার। ৮ পিঙ্গলছন্দষ্টীকাকার, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ৯ গৌড়বাসী পুরুষোত্তমের পুত্র, ইনি ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে পুরাণসর্ব্বস্ব রচনা করেন।

হলাহ (পুং) চিত্রিতাশ্ব, নানাবর্ণবিশিষ্ট অশ্ব। (হেম)

হলাহল (পুং) হলমিব আ সমন্তাৎ সর্ব্বাঙ্গেষু হলতি কর্ষতীতি আ-হল-অচ্‌। ১ বিষভেদ, কালকূট বিষ।

'সমৌ কঞ্চুকনির্ম্মোকৌ ক্ষ্বেড়স্তু গরলং বিষং।
পুংসি ক্লীবে চ কাকোলকালকূটহলাহলাঃ॥' (অমর)

২ মূলজ বিষভেদ। (চরক চি° ২৫ অ°) হলাহলোঽস্ত্যস্যেতি অচ্‌। ৩ ব্রহ্মা, সর্প। ৪ অঞ্জনা। (মেদিনী) ৫ বুদ্ধবিশেষ।

হলি (পুং) হলতি কর্ষতি ভূমিমিতি হল (সর্ব্বধাতুভ্যো ইন্‌। উণ্‌ ৪।১১৭) ইতি ইন্‌। বৃহৎ হল। পর্য্যায়—জিত্যা। (হেম)

হলিপ্রিয় (পুং) হলিনো বলদেবস্য প্রিয়ঃ। কদম্ববৃক্ষ, কদমগাছ।

'কদম্বঃ প্রিয়কো নীপো বৃত্তপুষ্পো হলিপ্রিয়ঃ।' (ভাবপ্র°)

হলিপ্রিয়া (স্ত্রী) হলিনো বলদেবস্য প্রিয়া। মদিরা। মদ্য বলরামের অতিশয় প্রিয়, এই জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে।

হলিন্‌ (পুং) হলমস্যাস্তীতি হল-ইনি। ১ বলদেব। ২ কৃষিকর্ম্মকর্ত্তা, হলধারী, কৃষক। পর্য্যায়—কুটুম্বী, কর্ষক, ক্ষেত্রী, কার্ষিক, কৃষীবল। (হেম)

হলিনী (স্ত্রী) হলিন্‌-ঙীপ্‌। লাঙ্গলিকীবৃক্ষ, চলিত বিষলাঙ্গলিয়া, কলিকারীক্ষুপ।

"কলিহারী তু হলিনী লাঙ্গলী শক্রপুষ্পাপি।
বিষল্যাগ্নিশিখানন্তা বহ্নিবক্ত্রা চ গর্ভনুৎ॥" (ভাবপ্র°)

২ হলসমূহ।

হলিমা (স্ত্রী) স্কন্দমাতৃভেদ। (ভারত বনপ°)

হলিরাম শর্ম্মন্‌, কামরূপযাত্রাপদ্ধতিকার।

হলী (স্ত্রী) হলাতে ইতি হল-ইন্‌-ঙীষ্‌। কলিকারীবৃক্ষ।

হলীন (পুং) হলায় হিত হল-ছ। শাকবৃক্ষ, চলিত শাকুনগাছ।

হলীমক (পুং) রোগবিশেষ। পাণ্ডুরোগেরই ইহা এক প্রকারভেদ। বৈদ্যকশাস্ত্রে ইহার নিদান ও চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। ইহার লক্ষণ—

"যদা তু পাণ্ডোর্বর্ণঃ স্যাদ্ধরিতশ্যাবপীতকঃ।
বলোৎসাহঃ ক্ষয়স্তন্দ্রামন্দাগ্নিত্বং মৃদুজ্বরঃ॥
স্ত্রীষ্বহর্ষোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ শ্বাসতৃষ্ণারুচিভ্রমাঃ।
হলীমকং তদা তস্য বিদ্যাদনিলপিত্ততঃ॥" (নিদান)

পাণ্ডুরোগীরই পরে এই রোগ হইয়া থাকে। যদি পাণ্ডুরোগীর বর্ণ হরিৎ, শ্যাব ও পীতবর্ণ হয় এবং বল ও উৎসাহের হ্রাস, তন্দ্রা, মন্দাগ্নি, মৃদুবেগযুক্ত জ্বর, স্ত্রীপ্রসঙ্গে অনুৎসাহ,

শরীরবেদনা, শ্বাস, পিপাসা, অরুচি, ও ভ্রম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে হলীমক কহে। এই হলীমক রোগ বায়ু ও পিত্ত হইতে হইয়া থাকে। মারিত লৌহচূর্ণ ও মুণ্ডচূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া খদিরকাষ্ঠের কাথের সহিত পান করিলে হলীমক রোগ নষ্ট হয়। চিনি, তিল, বেড়েলা, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, হরিদ্রা এবং দারুহরিদ্রার সহিত মধু ও ঘৃতসংযুক্ত লৌহ লেহন করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। মাহিষ ঘৃত ৪ সের, গুলঞ্চের কল্ক ১ সের, গুলঞ্চের স্বরস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, ঘৃত-পাকের বিধানানুসারে এই ঘৃত পাক করিবে। রোগীর বলাবল অনুসারে এই ঘৃত সেবন করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়।

এই হলীমকরোগে বায়ু ও পিত্তনাশক দ্রব্য সেবন করিবে, বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া এই রোগ হইয়া থাকে, সুতরাং বায়ু ও পিত্তনাশক ক্রিয়া করিলে এই রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, চিরতা ও নিম্ব এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে। এই কাথে মধুপ্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। ত্রিফলা, ত্রিকটু, মুথা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতা, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপ্পলীমূল ও দেবদারু এই সকল প্রত্যেক দুই পল সমুদয়ে ২৮ পল, পৃথক্ রূপে গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে, তৎপরে ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ শোধিত অঞ্জন সদৃশ মণ্ডুর ৫৬ পল, ইহার ৮ গুণ অর্থাৎ একমণ ১৬ সের গোমূত্রের সহিত পাক করিবে। পরে উপরি উক্ত ত্রিফলার চূর্ণগুলি আসন্নপাকে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া ২ তোলা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই মাত্রা পূর্ণমাত্রা, রোগীর বলাবল অনুসারে মাত্রা স্থির করিয়া সেবন করা বিধেয়। অনুপান তক্র। ঔষধ জীর্ণ হইলে শীতল দ্রব্য ভোজন করা বিধেয়। এই ঔষধসেবনে এই রোগ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। চিরতা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুথা, গুলঞ্চ, কট্‌কী, পল্‌তা, দুরালভা, ক্ষেত-পাপড়া, নিম্ব, ত্রিকটু, চিতা, ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইবে এবং এই সমস্ত ঔষধের পরিমাণে ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান ঘোল, ইহা সেবনে হলীমক রোগ শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

হলীমক রোগীর যব, গোধূম ও শালিতণ্ডুলকৃত অন্ন, ছাগ-মাংস এবং মুগ, অড়হর, ও মসুর প্রভৃতি পথ্য হিতকর। পাণ্ডু ও কামলা রোগাধিকারে যে সকল ঔষধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল ঔষধও এই রোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। (ভাবপ্র° পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগাধি°) [পাণ্ডুরোগ° দেখ]

হলীয়াল, ১ বোম্বাইদেশের দক্ষিণ কানাড়াজেলার একটী মহকুমা। ভূপরিমাণ ৯৮০ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে একটি সহর আর ২১৫টী গ্রাম আছে। এই মহকুমাটী উচ্চনীচ মালভূমি। কালী নদী এবং তাহার উপনদী সকল ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

ইহার বিস্তৃত অরণ্যভূমি হইতে গবর্মেণ্টের বিশেষ আয় হয়। ডিউক অব ওয়েলিংটন ইহাকে সীমান্ত-সৈন্য রক্ষার পক্ষে খুব উপযোগী স্থান বলিয়া মনে করেন।

২ উক্ত মহকুমার সহর ও শাসনকেন্দ্র।

হলীশা (স্ত্রী) হলস্য ঈশা শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধু। লাঙ্গলদণ্ড। ইহার পাঠান্তর 'হলীষা'।

হলেবিদ্, মহিসুরের হস্‌সন জেলার একটি গ্রাম। অক্ষা° ১৩° ১২´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১´ পূঃ। এই স্থানেই পূর্ব্বকালে হোয়সল বল্লালবংশের রাজধানী দ্বারসমুদ্র কিংবা দ্বারাবতীপুর ছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বীর সোমেশ্বর ইহার পুন-নির্ম্মাণ করেন। হিন্দুশিল্পের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি শিব-মন্দির সম্ভবতঃ ইনিই প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে হোয়সলেশ্বর মন্দিরটীই বড়। হোয়সলেশ্বর মূর্ত্তিটি ইহার আসন হইতে ২৫ ফিট্ উচ্চ। প্রাচীরগাত্রে ভারতীচিত্র-সৌন্দর্য্যের চরোমৎকর্ষ নানা প্রকার কারুকার্য্য দ্বারা শোভিত। প্রায় ৭০০ ফিট্ দীর্ঘ স্থান জুড়িয়া একটি কারুশিল্পে সাজমন্দিরটির শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

এখানে বল্লালরাজগণ ৯৫০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৩১০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎপরে আলাউদ্দীনের সেনাপতি কাফুরের হস্তে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। পরিশেষে ৩য় মুহম্মদ ইহা ধ্বংস করেন। এখানে প্রকাণ্ড জৈনমন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। বস্তুতঃ আধুনিক নগণ্য গণ্ডগ্রাম হলেবিদ্ পুরাকালে একটি প্রবল পরাক্রান্ত বল্লালবংশীয়দিগের সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল।

হল্য (ত্রি) হলেন কৃষ্টং হল-যৎ। ১ কর্ষিত ক্ষেত্র। হলস্যেদ-মিতি হল-যৎ। ২ হলসম্বন্ধী। (পুং) (মতজনহলাৎ করণ-জল্পকর্ষেষু। পা ৪।৪।৯৭) ইতি যৎ। ৩ হলের কর্ষ। ৪ বৈরূপ্য।

"হলং নামেহ বৈরূপ্যং হল্যং তৎপ্রভবং ভবেৎ।
যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা ॥" (রামা° ৭।৩০।২২)

হল্যা (স্ত্রী) হলস্য সমূহঃ হল (পাশাদিভ্যো যঃ।) ইতি য। হল-সমূহ।

হল্ল (পুং) একজন ভারতীয় নৃপতি। (তারনাথ)

হল্লক (ক্লী) রক্ত কহ্লার, চলিত হেলা ফুল। পর্য্যায়—রক্ত-গন্ধক, রক্ত সৌগন্ধিক, রচনা, অরগন্ধ সোমাখ্য, রক্ত কৈরব।

হল্লন (ত্রি) প্রচলায়িত। (জটাধর)

হল্লা (দেশজ) আরবী হামলাশব্দের অপভ্রংশ। ১ আক্রমণ। ২ গোলমাল।

হল্লার, (হালবাড়) গুজরাতের কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটি পশ্চিম বিভাগ। অক্ষা° ২২° ৪৪´ হইতে ২২° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৪৮´ হইতে ৭১° ২´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ঝাড়েজা হাল রাজপুতগণের নাম হইতে ইহা হালবাড় ও হল্লার নাম লাভ করিয়াছে। এই বিভাগটি অনেকগুলি সামন্তরাজগণের মধ্যে বিভক্ত। ইহা কচ্ছোপসাগর, ওখমণ্ডল, বড় পাহাড় এবং আরবসাগর-বেষ্টিত একটি সমতল ক্ষেত্র।

হল্লীষ (ক্লী) ১ স্ত্রীদিগের সহিত নৃত্য। (ত্রিকা°) (পুং) ২ উপরূপকবিশেষ। এক প্রকার নাটকবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"হল্লীষ এব একাঙ্গঃ সপ্তাষ্টৌ দশ বা স্ত্রিয়ঃ।
বাগুদাত্তৈকপুরুষঃ কৌশিকীবৃত্তসঙ্কুলঃ।
মুখান্তিমৌ তথা সন্ধী বহুতাললয়স্থিতিঃ ॥"(সাহিত্যদ° ৬।৫৫৫)

এই হল্লীষে একটী মাত্র অঙ্ক এবং ইহাতে ৭, ৮ বা ১০ জন স্ত্রী থাকিবে। পুরুষ মাত্র একটী। এই পুরুষ উদাত্ত গুণবিশিষ্ট হইবে। এই গ্রন্থ কৌশিকীবৃত্ত-বহুল এবং ইহার আদি, অন্ত ও সন্ধিসময়ে বহুতর তাললয়যুক্ত সঙ্গীত থাকিবে। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত নাটক হল্লীষ নামে আখ্যাত। সংস্কৃত কেলিরৈবতক প্রভৃতি গ্রন্থ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অধুনা নাটকে যে সকল প্রহসন আছে, ইহা অনেকটা তৎসদৃশ জানিতে হইবে।

হল্লীষক (ক্লী) হল্লীষমেব স্বার্থে কন্। স্ত্রীদিগের মণ্ডলিকা, স্ত্রীগণ একত্র মণ্ডলাকার অর্থাৎ গোল হইয়া যে নৃত্য করে, তাহাকে হল্লীষক কহে।

'মণ্ডলেন তু যন্নৃত্যং স্ত্রীণাং হল্লীষকন্তু তৎ।' (হেম)

একটী পুরুষ বহুতর স্ত্রীর সহিত মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে করিতে যে ক্রীড়া করে, তাহাকে হল্লীষক কহে। ইহার নাম রাসায়নিক।

"গোপীনাং মণ্ডলীনৃত্যবন্ধে হল্লীষকং বিদুঃ।
পৃথুং সুবৃত্তং মসৃণং বিতস্তিমাত্রোন্নতং কৌবিনিথস্ত শঙ্কুকং।
আক্রম্য পদ্ভ্যামিতরে তরস্ত হস্তৈর্ভ্রমোহয়ং খলু রাসগোষ্ঠী ॥"
(হরিবংশটীকা নীলকণ্ঠ)

একটী পুরুষের অনেক স্ত্রীর সহিত রাসক্রীড়া।

হব (পুং) হু হোমে অপ্। ১ হোম। ২ আজ্ঞা। হ্বে (ভাবেঽনুপসর্গস্য। পা ৩।৩।৭৫) ইতি অপ্ সম্প্রসারণঞ্চ। ৩ আহ্বান। ৪ অধ্বর। (অমর)

হবঙ্গ (পুং) কাংস্যপাত্রে দধিমিশ্রিত অন্নভক্ষণ।

হবন (ক্লী) হু-ল্যুট্। ১ হোম।

"বাজস্য হবনস্যান্তে দেবীমাজ্ঞাপয়ত্তদা।
ঐহি মাং রাজ্ঞি পৃষতি মিথুনং মামুপহিতং ॥"
(ভারত ১।১৬৮।৩৪)

হবনশ্রুৎ (ত্রি) আহ্বানের শ্রোতা। "বাজেষু হবনশ্রুতং" (ঋক্ ১।১০।১০) 'হবনশ্রুতং আহ্বানস্য শ্রোতারং, হবনং শৃণোতীতি শ্রু-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ' (সায়ণ)

হবনায়ুস্ (পুং) হবনমেবায়ুর্যস্য। অগ্নি। (শব্দরত্না°)

হবনী (স্ত্রী) হূয়তেঽত্রেতি হু-ল্যুট্-ঙীপ্। হোমকুণ্ড। (ত্রিকা°)

হবনীয় (ত্রি) হু-অনীয়র্। হোমীয় দ্রব্য, হব্য।

হববৎ (ত্রি) হব অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্যঃ ব। ১ হববিশিষ্ট। ২ হোমযুক্ত। ৩ যজ্ঞবিশিষ্ট। ৪ আজ্ঞাযুক্ত।

হবস্ (ক্লী) আহ্বানসাধন স্তোত্র, যে স্তোত্র দ্বারা আহ্বান করা হয়। "রুদ্রস্য সূনুং হবসা গৃণীমসি" (ঋক্ ১।৬৪।১২) 'হবসা আহ্বানসাধনেন স্তোত্রেণ, হ্বেঞোঽসি প্রত্যয়ে বহুলং ছন্দসীতি সংপ্রসারণং' (সায়ণ)

হবিত্রী (স্ত্রী) হোমকুণ্ড। (হেম)

হবিধ্র (পুং) মনুর পুত্রভেদ। (হরিব°)

হবিরদ্ (ত্রি) হবিরত্তি অদ-ক্বিপ্। ভক্ষণযোগ্য হবির্ভোক্তা, হবির্ভোজনকারী। "যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্যাঃ" (ঋক্ ১০।১৫।১০) 'হবিরদঃ ভক্ষণযোগ্যস্য হবিষোত্তরঃ' (সায়ণ)

হবিরদ্য (ক্লী) হবির্ভক্ষণ বা ভক্ষণযোগ্য হবিঃ। "দেবা ইদস্য হবিরদ্যং" (ঋক্ ১।১৬৩।৯) 'হবিরদ্যং হবিষোঽদনং ভক্ষণং, স্বার্থিকো যৎ। অদনযোগ্যং হবির্বা' (সায়ণ)

হবিরন্তরণ (ক্লী) যজ্ঞীয় ঘৃতের অন্তরকরণ।

হবিরশন (ত্রি) হবিরশনং ভক্ষণং যস্য। ১ হবির্ভোক্তা, হবির্ভোজনকারী। (পুং) ২ অগ্নি। (ক্লী) ৩ হবির্ভোজন।

হবিরাহুতি (স্ত্রী) ঘৃতাহুতি।

হবিরুচ্ছিষ্ট (ক্লী) হোমাবশেষ।

হবির্গন্ধা (স্ত্রী) হবিষো গন্ধো যস্যাং। শমী। (রাজনি°)

হবির্গৃহ (ক্লী) হবিষো গৃহং। হোমগৃহ, যে গৃহে হোম হয়। পর্য্যায়—হবির্গেহ, হোত্রীয়। (হেম)

হবির্গ্রহণী (স্ত্রী) যজ্ঞীয় ঘৃতপাত্র।

হবির্দ (ত্রি) হবির্দাতা। "জনায় মিত্রাবরুণা হবির্দেব" (ঋক্ ১৫৪।৩) 'হবির্দে হবিষো দাত্রে আতো মনিন্ ইতি বিচ্ ভস্য আতো ধাতোরিত্যাকারলোপঃ' (সায়ণ)

হবির্দান (ক্লী) হবিষো দানং। যজ্ঞে ঘৃতাদির আহুতি। মনুতে লিখিত আছে যে, অগ্নিসোম ও যম ইহাদিগকে অগ্রে বিধিবৎ হবির্দানে প্রীত করিয়া পশ্চাৎ অন্নাদিদ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করা বিধেয় অর্থাৎ দেবযজ্ঞ করিয়া পিতৃযজ্ঞ করিতে হয়।

"অগ্নেঃ সোমযমাভ্যাঞ্চ কৃত্বাপ্যায়নমাদিতঃ।
হবির্দানেন বিধিবৎ পশ্চাৎ সন্তর্পয়েৎ পিতৄন্ ॥" (মনু ৩।২১১)

হবির্ধান (পুং) ১ ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১১শ হইতে ১৫শ সূক্তদ্রষ্টা ঋষি। ২ অন্তর্ধানের পুত্র।(ভাগ° ৪।২৪।৫)

৩ সোমবহনের শকট। "হবির্ধানং যদশ্বিনাগ্নীধ্রং (শুক্লযজুঃ ১৯।১৮) 'হবির্ধানং সৌমিকং।' (মহীধর)

৪ ব্রীহির ধারক বা পোষক।

"অহ্রুতমসি হবির্ধানং দৃংহস্ব" (বাজসনেয়স° ১।৯) 'হবির্ধানং ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। হবিষো ব্রীহিরূপস্য ধারকং পোষকং' (মহীধর)

৫ সামভেদ। ৬ যজ্ঞীয় পাত্রভেদ। (মহাভারত)

হবির্ধানিন্ (ত্রি) হবির্ধান-ইনি। হবির্ধানযুক্ত।

হবির্ধানী (স্ত্রী) ১ সুরভি বা কামধেনু। (ভাগ° ৮।৮।১) ২ হবির্ধানের স্ত্রী। (ভাগ° ৪।২৪।৮)

হবির্ধামন্ (পুং) অন্তর্ধামনের পুত্র। (ভারত)

হবির্ভাগ (পুং) হবিষো ভাগঃ। যজ্ঞীয় হবির ভাগ, যজ্ঞে যে সকল আহুতি দেওয়া হয়, তাহার অংশ।

হবির্ভাজ্ (ত্রি) হবিপাত্রযুক্ত।

হবির্ভুজ্ (ত্রি) হবির্ভুঙ্ক্তে ভুজ-ক্বিপ্। ১ অগ্নি। ২ দেবতা, হবির্ভোক্তা, দেবগণ যজ্ঞে প্রদত্ত হবির্ভোজন করিয়া জীবিত থাকেন, এই জন্য উহাদিগকে হবির্ভুক্ কহে। (পুং) ৩ শিব।

হবির্ভূ (স্ত্রী) যজ্ঞীয় হবিঃপাত্র।

হবির্মথি (ত্রি) হবির্মন্থনকারী। "পরাশরো হবির্মথীনাং" (ঋক্ ৭।১০১।২১) 'হবির্মথীনাং হবীংষি মথতাং।' (সায়ণ)

হবির্মন্থ (পুং) হবিষো হবনীয়ায় মথ্যতে ইতি মন্থ-ঘঞ্। গণিয়ারীবৃক্ষ। (রত্নমালা)

হবির্যজ্ঞ (পুং) হবির্দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। গৌতমের মতে অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শ ও পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, আগ্রয়ণেষ্টি, নিরূঢ়পশুবন্ধ ও সৌত্রামণি এই গুলি হবির্যজ্ঞ।

"তুষৈর্বৈ ফলীকরণৈর্দেবা হবির্যজ্ঞেভ্যো রক্ষাংসি নিরভজন্" (ঐতরেয়ব্রা° ২।৭)

হবির্যজ্ঞর্ত্বিক্ (পুং) হবির্যজ্ঞকারী ঋত্বিক্। কাত্যায়নশ্রৌত-সূত্রে ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু, মৈত্রাবরুণ ও আগ্নীধ্র ইঁহারা হবির্যজ্ঞর্ত্বিক্ বলিয়া অভিহিত। (৯।১২।১৬)

হবির্বর্ষ (পুং) অগ্নীধ্রের পুত্র। (মার্ক°পু° ৫৩।৩৪)

হবির্বহ্ (ত্রি) হবির্বহতি বহ-ক্বিপ্। হবির্বহনকারী, যিনি দেবগণের উদ্দেশে প্রদত্ত হবির্বহন করেন।

"দূতো অভবো হবির্বাট্" (ঋক্ ১।৭২।৭) 'হবির্বাট্ দেবেভ্যঃ প্রদত্তং হবির্বহন্' (সায়ণ)

হবির্হুতি (স্ত্রী) ঘৃতাহুতি।

হবিঃশ্রবস্ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদি°)

হবিষ্করণ (ক্লী) হবিষাং করণং। হবির্দান।

হবিষ্কৃত (ত্রি) হবিঃ করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। হবির্দ্দাতা, যজ্ঞে হবির্দ্দাতা যজমান। "স্বতবসো হবিষ্কৃতং" (ঋক্ ১।১৬৬।২) 'হবিষ্কৃতং হবিষঃ কর্ত্তারং প্রদাতারং যজমানং' (সায়ণ)

২ যজ্ঞ।

"দাশহুত বা হবিষ্কৃতং" (ঋক্ ১০।৯১।১১)

"হবিষ্কৃতিঃ হবিষাং কৃৎ করণং যস্মিন্ স হবিষ্কৃৎ তস্মিন্ যজ্ঞে।'(সায়ণ)

হবিষ্ঠ (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ)

হবিষ্পঙ্ক্তি (স্ত্রী) হবিষাং পঙ্ক্তিঃ। হবিঃশ্রেণী, যজ্ঞে যে সকল দ্রব্য হবি বলিয়া পরিগণিত হয়, দধি, ধান্য, সক্তু, পুরোডাস ও পয়স্যা প্রভৃতি।

হবিষ্পতি (পুং) হবিষঃ পতিঃ। যজমান। "অগ্নে হবিষ্পতি-র্যজমানো দেবদূতং" (ঋক্ ১।১২।৮) 'হবিষ্পতির্যজমানঃ' (সায়ণ)

হবিষ্পা (ত্রি) হবিঃপানকর্ত্তা।

হবিষ্পাত্র (পুং) হবিষঃ পাত্রং। ঘৃতাদি যজ্ঞীয় হবিঃ রাখিবার পাত্র।

হবিষ্মৎ (ত্রি) হবির্বিদ্যতেঽস্য মতুপ্। ১ হবির্যুক্ত (যজমান), হবির্বিশিষ্ট। যোঽগ্নিং দেবপীতয়ে হবিষ্মান্" (ঋক্ ১।১২।৯) "হবিষ্মান্ হবির্যুক্তো যো যজমানঃ' (সায়ণ) ২ ঋষিবিশেষ।

"সোমপাস্তু কবেঃ পুত্রা হবিষ্মন্তোঽঙ্গিরঃ সুতাঃ।" (মনু ৩।১৯৮)

হবিষ্য (ক্লী) হবিষে হিতং হবিস্ (উপধাদিভ্যো যৎ। পা ৫।১।২) ইতি যৎ। ১ ঘৃত।

'ঘৃতং হবিষ্যমাজ্যঞ্চ হবিরাঘারসর্পিষী।' (হেম)

২ স্মৃত্যুক্ত ভক্ষণীয় দ্রব্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্রতাদির পূর্ব্বদিন এবং বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাস প্রভৃতিতে হবিষ্য করিতে হয়। এই হবিষ্যের বিষয় স্মৃতিতে বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে, এখানে অতি সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল—

"হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ।
কলায়কঙ্গুনীবারা বাস্তূকং হিলমোচিকা॥
ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরং।
লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী॥
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী।
তিন্তিড়ী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গকপিপ্পলী॥
কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবং।
অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে॥"
"অত্রাস্বিন্নমিত্যুপাদানাদন্যত্র স্বিন্নধান্যতণ্ডুলে ন দোষঃ।
নারিকেলফলঞ্চৈব কদলীং লবলীন্তথা।
আম্রমামলকঞ্চৈব পনসঞ্চ হরীতকীং।
ব্রতান্তরপ্রশস্তঞ্চ হবিষ্যং মন্যতে বুধাঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শুভ্রবর্ণ অসিদ্ধ হৈমন্তিক ধান্য, মুগ, যব, তিল, কলায়, কঙ্গু অর্থাৎ কাওনি ধান, নীবার (উড়িধান), বাস্তুকশাক, হেলঞ্চা, ষষ্টিক ধান্য, কালশাক, মূলক এবং কেমুক ব্যতীত অন্যান্য মূল দ্রব্য, লবণের মধ্যে সৈন্ধব ও করকচ লবণ, গব্য দধি ও গব্য ঘৃত, যাহার সার অর্থাৎ নবনীত উদ্ধৃত হয় নাই তাদৃশ দুগ্ধ, কাঁঠাল, আম্র, আমলকী, হরীতকী, পিপ্পলী, জীরক, নাগরঙ্গ, তেঁতুল, কদলী, লবলী, গুড় ব্যতীত ইক্ষুবিকার অর্থাৎ চিনি বাতাসা প্রভৃতি এবং অতৈলপক দ্রব্য হবিষ্যান্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। হবিষ্য করিতে হইলে উক্ত দ্রব্য ভোজন করা বিধেয়। আউস, বোরো প্রভৃতি ধানের তণ্ডুল দ্বারা হবিষ্য করিবে না। কেবল হৈমন্তিক ধান্যই হবিষ্যে প্রশস্ত। কঙ্গু ও নীবার ধান্যেও হবিষ্য হইতে পারে। ইহা ভিন্ন অন্য সকল প্রকার ধান্যই নিষিদ্ধ। ভাজা কলায় ও মুগ হবিষ্যে ব্যবহার করিবে না, ঐ দাইল কাচা রন্ধন করিয়া হবিষ্যে ব্যবহার করিতে হয়। মাহিষদুগ্ধ, দধি ও ঘৃত হবিষ্যে ব্যবহার করিবে না। ইহা বিশেষ নিষিদ্ধ। দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত প্রশস্ত। হবিষ্যের সময়ে তৈলপক দ্রব্য ভোজন এবং তৈলম্রক্ষণ নিষিদ্ধ, অসমর্থপক্ষে তৈলম্রক্ষণ করিলেও তৈলপক দ্রব্যভোজন কখন বিধেয় নহে। হবিষ্যে দ্বিভোজন নিষিদ্ধ। দিবা বা রাত্রিতে একবার ভোজন করিবে, দিবাভাগে ভোজন করিলে রাত্রিকালে ভোজন নিষিদ্ধ। হবিষ্যে দিবাভাগে ভোজনই প্রশস্ত। তবে নক্তব্রত সম্বন্ধেও হবিষ্য করিতে পারিবে। যব ও ব্রীহি এই দুই দ্রব্য দ্বারাই হবিষ্য বিহিত হইয়াছে, কিন্তু এই দুইটী দ্রব্যের মধ্যে যবই শ্রেষ্ঠ। যবভোজনে অসমর্থ হইলে ব্রীহি দ্বারাও করিতে পারিবে। কিন্তু হবিষ্যে মাষ, কোদ্রব ও গৌরাদি সর্ব্ব প্রকারে পরিত্যাগ করিবে।

"হবিষ্যেষু যবা মুখ্যাস্তদনু ব্রীহয়ঃ স্মৃতাঃ।
মাষকোদ্রবগৌরাদীন্ সর্ব্বাভাবেঽপি বর্জয়েৎ ॥" (একাদশীতত্ত্ব)

হবিষ্যে কাংস্যপাত্রে ভোজন, মৎস্য, মাংস, মসূর, চণক, কোরদূষক ও পরান্ন বিশেষ নিষিদ্ধ। হবিষ্যদিনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয়, এই দিনে মিথ্যাকথন, নারীসহবাস, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

"কাংস্যং মাংসং সুরাং ক্ষৌদ্রং তৈলং বিতথভাষণং।
ব্যায়ামঞ্চ প্রবাসঞ্চ দিবাস্বাপঞ্চ মৈথুনং।
শিলাপিষ্টং মসূরঞ্চ দ্বাদশৈতানি সন্ত্যজেৎ ॥" (হরিভক্তিবি°)

হবিষ্য করিয়া রাত্রিকালে ছানা সন্দেশ প্রভৃতি ভোজনপ্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাও শাস্ত্রনিষিদ্ধ। ঘৃত, সৈন্ধব ও ফলমূল ব্যতীত অন্য দ্রব্য ভোজন বিহিত নহে। মিষ্টের মধ্যে কেবল ইক্ষুচিনিই ব্যবহার করা যাইতে পারে। কদলীপত্রে ভোজন প্রশস্ত। অভাবে প্রস্তরাদিপাত্রেও ভোজন করা যায়, কদাচ কাঁসারপাত্রে ভোজন করিবে না, কাঁসার পাত্রে ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যতি, বিধবা ও ব্রহ্মচারী হবিষ্য করিবেন। ইহা ভিন্ন গৃহস্থ ব্রতাদির পূর্ব্ব দিন, একাদশীর পূর্ব্ব দিন, কার্ত্তিক, বৈশাখ ও মাঘ মাসে হবিষ্য আচরণ করিবেন। মহাগুরুনিপাতে অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃবিয়োগে পুত্রের এবং স্বামিবিয়োগে স্ত্রীর মহাহবিষ্য করিতে হয়। মহাহবিষ্যে লবণভোজনও নিষিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত ফল, মূল ভোজন করিতে পারিবে।

হবিষ্যন্দ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রবিশেষ। (রামা° ১।৫৭।৩)

হবিষ্যান্ন (ক্লী) হবিষ্যমন্নং। ব্রতাদিতে ভক্ষণীয় দ্রব্যবিশেষ।

হবিস্ (ক্লী) হূয়তেঽনেনেতি হু (অর্চ্চিশুচিহুস্পীতি। উণ্ ১।১০৯) ইতি ইসি। ১ হবনীয় দ্রব্য। পর্য্যায় সান্নায্য, ঘৃত।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥" (ভারত ১।৮৫।১১)

২ জল। ৩ বিষ্ণু। (ভাবত ১৩।১৪৯।৫২) ৪ শিব।

হবীমন্ (ক্লী) আহ্বানকরণ। "অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্তঃ" (ঋক্ ১।১২।২) 'হবীমভিঃ আহ্বানকরণৈঃ' (সায়ণ)

হবুষা (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত ফল, চলিত হবুষফল, হিন্দী হৌহবের, কলিঙ্গ হৌবের, এই ফল দ্বিবিধ একটী মৎস্য সদৃশ বিস্রগন্ধ, অন্য প্রকার অশ্বত্থ ফল সদৃশ মৎস্য গন্ধ, এই দুই প্রকার ফলই গুণে তুল্য, কেবল আকারে ভিন্ন। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, গুরু, শ্লেষ্মা ও বলাসরোগ-নাশক, প্রদর, উদরী, বিবন্ধ, শূল, গুল্ম ও অর্শরোগনাশক। (রাজনি°) ২ শুষ্ক আম্রমুকুল।

হবুষাদ্যঘৃত (ক্লী) গুল্মরোগাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ঘৃত ৪ সের, কুলত্থের ক্বাথ ৪ সের, শুষ্ক মূলের ক্বাথ ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধি ৪ সের, দাড়িমফলের ক্বাথ ৪সের, কল্কার্থ হবুষা, ত্রিকটু, এলাইচ, চই, চিতামূল, সৈন্ধব, জীরা, পিপুলমূল ও যমানী মিলিত ১ সের, ঘৃতপাকের বিধানানুসারে ইহা পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে বাত, গুল্ম প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° গুল্মাদি°)

হব্য (ক্লী) হূয়তে ইতি হু-যৎ। দৈবান্ন, দেবযোগ্য অন্ন, দেবতাদিগের উদ্দেশে যে অন্ন দেওয়া হয়, তাহাকে হব্য এবং পিতৃদিগের উদ্দেশে দত্ত অন্নকে কব্য কহে।

"নশ্যন্তি হব্যকব্যানি নরাণামবিজানতাং।
ভস্মীভূতেষু বিপ্রেষু মোহাদ্দত্তানি দাতৃভিঃ ॥"
বিদ্যাতপঃসমৃদ্ধেষু হুতং বিপ্রমুখাগ্নিষু।
নিস্তারয়তি দুর্গাচ্চ মহতশ্চৈব কিল্বিষাৎ ॥" (মনু ৩।৯৭-৮)

দানধর্ম্মে অনভিজ্ঞ, দাতা, বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞানানুষ্ঠানশূন্য ব্রাহ্মণকে যদি দান করেন, তাহা হইলে হব্যকব্য নিষ্ফল হইয়া

থাকে। বিদ্যা ও তপস্তেজঃসম্পন্ন অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণের মুখে যে হব্য-কব্যের আহুতি প্রদত্ত হয়, তদ্দ্বারা মহৎ সঙ্কট ও সকল পাপ হইতে উদ্ধার হওয়া যায়। ২ হবনীয় দ্রব্য। ৩ হোম।

হব্যজুষ্টি (স্ত্রী) হবিঃসেবা। "আ বাং মিত্রাবরুণা হব্যজুষ্টিং" (ঋক্ ১।১৫৪।৭) 'হব্যজুষ্টিং হবিঃসেবা' (সায়ণ)

হব্যদাতি (ত্রি) দেবতাদিগকে যিনি হবির্দান করেন। "নমস্যত হব্যদাতিং স্বধ্বরং" (ঋক্ ৩।২।৮) 'হব্যদাতিং দেবেভ্যো হবিষো দাতারং' (সায়ণ) (স্ত্রী) ২ হবির্দান। "দেবেভির্হব্যদাতয়ে" (ঋক্ ৫।৫১।২) 'হব্যদাতয়ে হবির্দানায়' (সায়ণ)

হব্যপ (পুং) ঋষিবিশেষ। (হরিবংশ)

হব্যপাক (পুং) হব্যায় পাকো যস্য। হোমের জন্য দুগ্ধঘৃতাদি-মিশ্রিত স্বিন্ন অন্ন, চরু। হোমের জন্য ইহা পাক করা হয় বলিয়া ইহার নাম হব্যপাক হইয়াছে। (অমর)

হব্যলেহিন্ (ত্রি) ১ যজ্ঞীয় ঘৃতলেহনকারী। (পুং) ২ অগ্নি।

হব্যবহ (ত্রি) হব্যং বহতি বহ-কিপ্। হব্যবাহ, অগ্নি।

হব্যবাহ (পুং) বহতীতি বহ-অণ্। ১ অগ্নি। ২ চিত্রকবৃক্ষ।

হব্যবাহন (পুং) হব্যং বাহয়তীতি বহ-ণিচ্-ল্যু। অগ্নি, অগ্নি দেবগণের হব্য বহন করিয়া থাকে, এইজন্য ইহার ঐ নাম হইয়াছে। অগ্নিতে দেবগণের উদ্দেশে হোম করিলে দেবগণ তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"নহ্যেতৎ কারণং ব্রহ্মন্নলং সম্প্রতি ভাতি মে।
যদ্দদাহ সুসংক্রুদ্ধঃ খাণ্ডবং হব্যবাহনঃ॥" (ভারত ১।২২৪।১৩)

২ চিত্রকবৃক্ষ।

হব্যসূক্তি (স্ত্রী) হব্যেষু সুষ্ঠুঃ উক্তিঃ। হব্যসম্বন্ধি সুবচন। "স্বাহা হব্যসূক্তীনাং" (শুক্লযজু ২৮।১১) 'হব্যসূক্তীনাং হব্যসম্বন্ধিসুবচনানাং' (মহীধর)

হব্যসূদ্ (ত্রি) ক্ষীরাদি হবির উৎপাদয়িতা। "প্যায়ন্তামুস্রিয়া হব্যসূদঃ" (ঋক্ ১।৯৩।১২) 'হব্যসূদঃ ক্ষীরাদিহবিষ উৎপাদয়িত্র্যঃ' (সায়ণ)

হব্যসূদন (ত্রি) হব্যস্য সূদনঃ। হৃদয়জিহ্বাদিরূপ হবির পাক হেতু। "মৃষ্টোঽসি হব্যসূদনঃ" (শুক্লযজু ৫।৩২) 'হব্যসূদনঃ হব্যস্য হৃদয়জিহ্বাদিরূপস্য সূদনঃ পাকহেতুঃ' (মহীধর)

হব্যাদ্ (ত্রি) হব্যং অত্তি অদ্-কিপ্। অগ্নি, হব্যভোক্তা অগ্নি। "অগ্নির্হব্যান্নমোভিঃ" (ঋক্ ৭।৩৪।১৪) 'হব্যাদ্ হব্যানাং অত্তা অগ্নিঃ' (সায়ণ)

হব্যান্ন (পুং) হব্যং অত্তি অদ-ঘঞ্। হব্যভোক্তা অগ্নি।

হব্যাশ (পুং) হব্যমশ্নাতীতি হব্য-অশ-অণ্। হুতাশন। অগ্নি।

হব্যাশন (পুং) হব্যং অশনং যস্য। অগ্নি। (হেম)

হষাম্, আবদুলমালিকের পুত্র এবং উমেয়াবংশের দশম খলিফা, ৭২৪ খৃঃ অব্দে ২য় যাজিদের মৃত্যুর পর ইনি খলিফার পদ প্রাপ্ত হন। তুর্কিস্থানের খাকানপ্রদেশ জয় করেন এবং ইংগোরীয় ৩য় লুইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রায় ৭০০ উষ্ট্র ইহার সমরসাজ বহন করিয়া লইয়া যাইত। ইনি ৭৪৩ খৃঃ অব্দে মারা যান। তৎপরে ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বালিদ্ খলিফা সিংহাসন অধিকার করেন। লয়লার প্রেমিক মজনুন তাঁহারই সমসাময়িক ছিলেন।

হষিম্, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ বুর্হানপুরের একজন বিখ্যাত কবি। সেখ আহম্মদ ফারুকির শিষ্য, দিবান এবং অপরাপর কয়েকখানি পারস্য-গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

হষিম, আবদুল মনাফের পুত্র, আবদুল মুত্তালিবের পিতা, আবদুলের পিতামহ এবং মুসলমানধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মহম্মদের প্রপিতামহ। পিতার মৃত্যুর পর হাষম্ কাবামন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হন। তিনি তাঁহাদের জাতীয় সম্মান এতটা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন যে, অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী জাতি এবং দলপতিগণ তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইতে লালায়িত ছিলেন। আরবগণ তাঁহাকে এতটা সম্মানের চক্ষে দেখিতেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারবর্গকে লোকে হষিমীয় বলিয়া উল্লেখ করিতেন। হাষম্ সিরীয়ায় গজানামক স্থানে মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবদুল মুত্তালিব কাবামন্দিরের অধ্যক্ষ হন।

হষিম্‌বিন্-হাকিম্, একজন মুসলমান সাধু। ইনি সিরীয়ার গজা নামকস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মকানানামে পরিচিত ছিলেন। খোরাসানী ভাষায় মকানার অর্থ অবগুণ্ঠিত মহাপুরুষ। হষিম কানা ছিলেন, মাথায় টাক ছিল এবং আকৃতিও এত কদাকার ছিল যে, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদনে রাখিয়া তাঁহাকে আত্ম-গোপন করিতে হইত। ইনি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিতেন। সমরখন্দ ও বোখরায় হষিম্‌বিন্ হাকিমের অনেক শিষ্য আছে। তুর্কিস্থান হইতে একদল আসিয়া ইহার সঙ্গে যোগদান করে। ট্রান্সঅক্সিয়ানার প্রায় একশত সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী ইঁহার অনুগামিনী ছিল। ১৬৩ হিজিরায় ইনি আত্মহত্যা করিয়া মারা যান।

হস্, হাস্য। ভ্বাদি°, পরস্মৈ° অক°; যে স্থলে উপহাস অর্থ বুঝাইবে তথায় সক°, সেট্। লট্ হসতি। লোট্ হসতু। লঙ্ অহসৎ। লিট্ জহাস, জহসতুঃ। লুট্ হসিষ্যতি লুঙ্ অহসীৎ। লুট্ হসিতা। সন্ জিহসিষতি। যঙ্ জাহস্যতে। যঙ্ লুক্ জাহস্তি। [illegible] হসৎ। উপ+হস উপহাস।
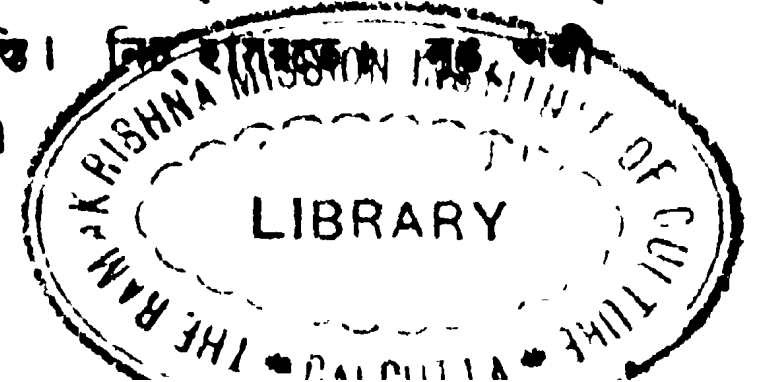
হস (পুং) হসনমিতি হস (স্বনহসোর্ব্বা। পা ৩।৩।৬২) ইতি অপ্। হাস্য। (অমর)

হসৎ (ত্রি) হস-শতৃ। তৎক্ষণাৎ হাস্যকারী, বর্ত্তমান কালে শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে।

"হসন্ বিহাসাংশ্চ জহাতি হর্ষাৎ
বাল্যাগমং কৃষ্ণবিনোদনার্থং।" (হরিবংশ ১৪৬।২৭)

এই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে হসন্তী এইরূপ পদ হইবে।

হসন (ক্লী) হস-ল্যুট্। ১ হাস্য।

"হসনে দেহভ্রংশং রুদিতে চ ব্যাধিবাহুল্যং।" (বৃহৎস° ৪৬।২৫)

(পুং) ২ স্কন্দানুচরবিশেষ। (ভারত)

হসন্‌আবদল্ (বাবা হসন আবদল্) খোরাসানের বিখ্যাত সাধু পুরুষ। ইনি সৈয়দ ছিলেন। অন্‌সের তাইমুরের পুত্র, মির্জ্জা শাহরুখের সহিত হসন্ আবদল ভারতে আগমন করেন। কান্দাহারে তাঁহার মৃত্যু হয়। শত শত যাত্রী এখনও তাঁহার কবর দর্শনে আসিয়া থাকে।

হসন্ আবদল, রাওলপিণ্ডি জেলার আটকতহশীলের অন্তর্গত একটি বহু পুরাতন গ্রাম। প্রাচীন তক্ষশিলারাজধানীর নিকটবর্ত্তী কতকগুলি সমৃদ্ধিশালী সহরের মধ্যে এই গ্রাম। অক্ষা° ৩৩° ৪৮′ ৫৬″ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ৪৪′ ৪১″ পূঃ। পঞ্জাসাহেব কিংবা বাবাওয়ালী নামক যে পুষ্করিণী এখনও দৃষ্ট হয়, সম্ভবতঃ তাহাই হিউএন্ সিয়াং-কথিত নাগরাজ এলাপত্রের দীর্ঘিকা। এই স্থানটি জুড়িয়া বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, মুসলমান ও শিখ প্রভৃতি নানাধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। এই গ্রামটির একমাইল দূরে একটি সমুচ্চ পাহাড়ের উপরে পঞ্জাসাহেবের মন্দির বিদ্যমান আছে। পাহাড়ের পাদদেশেই তন্নামে একটী পুষ্করিণী এখনও দেখা যায়। এই নদীটির চারিধারে ভগ্ন মন্দিরের চিহ্ন রহিয়াছে। যে পর্ব্বতের গাত্র হইতে নির্ঝরটি বাহির হইয়া পুষ্করিণীতে পড়িয়াছে, তথায় একটি হস্তচিহ্ন দেখা যায়। শিখগণ বলেন যে, ইহা তাঁহাদের গুরু নানক দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে। মোগলসম্রাট্‌দিগের সময়ে এই সহরটি দিয়া মোগলসম্রাট্ কাশ্মীরে যাতায়ত করিতেন। এখানে অকবরের এক বেগমের সমাধিমন্দির বিদ্যমান।

হসনআলি, মহিসুরের টিপুসুলতানের একজন সভাকবি। ইনি "ভোগবাল ও কোকশাস্ত্র" এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত হইতে এই দুইটি পুস্তক হিন্দীতে অনুবাদিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের উপর অশ্লীল বিদ্রূপোক্তিপূর্ণ এই দুইখানি পুস্তক পাঠযোগ্য নহে। ঐ পুস্তকেরই পারস্য ভাষায় "লজ্জাতুন্নসা" নামে এক অনুবাদ রহিয়াছে।

হসন্ আস্‌করি, আলিবংশীয় একাদশ ইমাম, হসন্‌আলি নকির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি মদিনায় ৮৪৬ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৮৭৪ খৃঃ অব্দে হসন্ আসকরি মারা যান। বোগদাদে ইহার পিতার সমাধির অতি নিকটে ইঁহার মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়।

হসন্ ইমাম্, মহম্মদের কন্যা ফতেমা ও আলির জ্যেষ্ঠপুত্র। ৬২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৬১ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর ইনি দ্বিতীয় ইমামরূপে খলিফাপদে নিযুক্ত হন। যদিও তিনি আরবদিগের অনুমতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাহাদিগের নিকট সদ্ব্যবহার লাভ করেন নাই। এ সময় আরবগণ নানাদলে বিভক্ত ছিল। তিনি খলিফার পদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া তাহা মুআবার হাতে সমর্পণ করিলেন। মুআবা তাঁহাকে নানারূপ উপঢৌকন ও বাৎসরিক বৃত্তি করিয়াদিয়াছিলেন। রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হসন ও হোসেন দুই ভাই সাধারণ লোকের মত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে মুআবার পুত্র যাজিদ হসনের স্ত্রীকে বিষপ্রয়োগে স্বামীর প্রাণনাশ করিবার পরামর্শ দিলেন। হসন মারা গেলে যাজিদ তাহাকে বিবাহ করিবে এই লোভে হসনের স্ত্রী বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিল। এই শোচনীয় কাণ্ডটি ৬৭০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। মদিনার বকিয়াতে হসনের মৃত দেহ কবরস্থ হয়। আকৃতিতে হসন তাহার মাতামহ মহম্মদের মত ছিলেন। কথিত আছে যে, যখন হসন ভূমিষ্ঠ হন, তখন মহম্মদ তাঁহার মুখে থুথু দিয়া তাঁহার হসন নামকরণ করেন। ইঁহার ২০টি সন্তান ছিল, তন্মধ্যে ১৫টী পুত্র এবং ৫টী কন্যা। যদিও তাঁহার সকল স্ত্রীই তাঁহাতে অনুরক্তছিল, যদিও তিনি সকলকেই ভালবাসিতেন, তথাপি তিনি একজনকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না।

হসনগঞ্জ, অযোধ্যাপ্রদেশে উনাও জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম, বৃহৎ বাজারের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। অযোধ্যার সুবাদার আসফউদ্দীনের নায়েব্ হসন রেজা খাঁ খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে এই গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন, তদীয় নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছিল।

হসন নিজামি, তাজ্‌উল্-মাসির অর্থাৎ বিজয়মুকুট নামক পুস্তক-প্রণেতা। নিশাপুরে ইহার জন্ম। কেহ কেহ হসন্‌নিজামিকে সদরুদ্দীন্ মহম্মদ বিন হসন্ নিজাম বলেন। গৃহে নানারূপ কষ্ট হওয়াতে ইনি গৃহ ছাড়িয়া গজনীতে এবং অবশেষে দিল্লীতে গমন করেন। তাঁহার ইতিহাস হইতে আমরা দাসরাজ কুতবুদ্দীন্ এবং মহম্মদ গজনীর জীবনী জানিতে পারি। সামসুদ্দীন আলতামসের রাজত্বপ্রসঙ্গে তিনি পুস্তকের উপসংহার করেন।

হসনপুর, ১ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি তহশীল। মোরাদাবাদের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ২ উক্ত হসনপুর তহশীলের শাসনকেন্দ্র ও একটী সহর। ইহা মোরাদাবাদ সহর হইতে পশ্চিমে ৩৩ মাইল দূরে অবস্থিত।

হসন্ বুজুর্গ, (সেখ হসন বা আমীর হসন ইলকানি) আমীর ইল্‌কন্ জলায়েরর পুত্র। ইনি পারস্যরাজ সুলতান অর্ঘুন খাঁর বংশধর হসন্ সুলতান আবুসৈয়দের রাজত্বের সময়ে মোগলদিগের মধ্যে একজন প্রধান সামন্ত ছিলেন। ইনি আমীর চোবানের কন্যা বোগ্‌দাদ খাটুনকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুলতান পরমাসুন্দরী হসনপত্নীকে হৃদয় দিয়া ভালবাসিতেন। হসন্ বুজুর্গ সুলতানের জন্য তাঁহার পত্নীকে ত্যাগ করিলেন। পরে উক্ত সুলতানের মৃত্যুর পর হসন্ বুজুর্গ দিলসাদ্ খাটুন নামে সুলতানের এক বিধবা বেগমের সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইলেন এবং বোগ্‌দাদে গিয়া বোগদাদ অধিকার করিলেন। বোগ্‌দাদের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সফল হইবার পূর্ব্বেই ১৩৫৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বোগ্‌দাদের শাসনভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার পিতার বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি দয়া ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু আপন ভ্রাতা আহ্মদের হাতে প্রাণ হারাইলেন। আহ্মদ ইলকানির নিষ্ঠুরতা ও পাপাচরণ সমস্ত লোককে তাঁহার বিরুদ্ধাচারী করিয়া তুলিল; তাহারা অবশেষে সাহায্যের জন্য তৈমুরলঙ্গ্‌কে আহ্বান করিয়া আনাইল। এই ভুবনবিজয়ী সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ-ক্ষমতা আহ্মদের ছিল না। মিশরে ভ্রাতৃহন্তা পলায়ন করিল। তৈমুরের মৃত্যুর পর যখন আহ্মদ বোগদাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলেন, তখন পথে কারায়ুস্ খাঁ তাঁহাকে বধ করেন।

হসন্‌মীর, লক্ষ্ণৌর একজন হিন্দুস্থানী কবি, তাঁহার পিতার নাম গোলাম হোসেন জাহিক। তিনি বদ্‌রিমুনির ও বেনাজিরের প্রেম বর্ণনা করিয়া "মসনবি মীর হসন" নামক একখানি উপন্যাস রচনা করেন। তিনি এই পুস্তকখানি নবাব আসফউদ্দৌল্লাকে উৎসর্গ করেন। এই উপন্যাসের আর এক নাম "সাহর উল্ বয়ান।" হসনের পূর্ব্বপুরুষগণ হিরাটবাসী ছিলেন, কিন্তু দিল্লীতে তাঁহার জন্ম হয়। নবাব সফদার খাঁ এবং তাঁহার পুত্র মীর্জ্জা নওয়াজিস আলি খাঁ হসন্‌মীরকে অনুগ্রহ করিতেন বলিয়া তিনি লক্ষ্ণৌ সহরে আসিয়াছিলেন। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হসন্‌সঞ্জরী, দিল্লীর একজন পারস্য কবি। প্রসিদ্ধ আমীর খসরুর সমসামায়িক। আকই সঞ্জরীর পুত্র। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ইনি সেখ নিজামউদ্দীন্ আলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনি একখানি দিবানের লেখক। ফয়েদ উল্ ফয়েদ বলিয়া ইঁহার গুরু শিষ্যদিগকে যে সকল চিঠিপত্র লিখিতেন হসন্ তাহা একত্র সংকলন করেন। কাহারও মতে, ১৩০৭ খৃঃ অব্দে, কাহারও কাহারও মতে ১৩৩১ খৃষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

হসন সব্বা, পারস্যে ইস্‌মাইলবংশের প্রবর্ত্তক। ইনি আরব-ভাষায় সেখ উল্ জবল (পর্ব্বতরাজ) নামে অভিহিত। ইস-মাইল-বংশীয় রাজগণ হসনী নামে খ্যাত। হসন সব্ব প্রথমে সুলতান অল্প-অর্সলানের মুখলবাহক ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী নিজাম উল্‌মুল্কের সহিত কলহ করিয়া তাঁহার জন্মভূমি রায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথা হইতে তিনি সিরীয়াতে গিয়াছিলেন। সেইস্থানে তিনি ইসমাইলবংশীয় জাফর সাদিকের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত অবলম্বন করেন। তিনি অবশেষে আলহমৎ দুর্গটী কৌশলে হস্তগত করিলেন। এই দুর্গ হইতে তিনি তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহে আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। একটির পর আর একটী এইরূপে বহু দুর্গ তাঁহার হস্তগত হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে সুলতান যে অভিযান পাঠাইলেন, তাহারাও ব্যর্থ হইয়া ফিরিল। হসন সব্বার একজন অনুচর তাঁহার প্রধান শত্রু নিজাম উল্ মুল্ককে বধ করিল। হসন ১১২০ খৃঃ অব্দে মারা যান। এই বংশের শেষ রাজা রুকনুদ্দীন্ হলাকুর হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। অতঃপর পারস্যে মোগল রাজত্বের আরম্ভ।

হসন্ বিন্ মহম্মদ, একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক। অকবরের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং অকবরের অধীনে বিভিন্ন রাজকর্ম্ম করিতেন। তিনি "মুন্তাখিব উত্ তবারিক" নামক একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে তিনি পাটনার দেওয়ান নিযুক্ত হন।

হসনী (স্ত্রী) হসতীতি হস (কৃত্যল্যুট) ইতি ল্যুট্-ঙীপ্। অঙ্গারধানী, চলিত অগ্নিপাত্র, আগুনের মালসা। (মেদিনী)

হসনীমণি (পুং) অগ্নি। (ত্রিকা°)

হসন্তী (স্ত্রী) হসতীতি হস-শতৃ-ঙীপ্। ১ অঙ্গারধানিকা, অগ্নি রাখিবার পাত্র। ২ মল্লিকাবিশেষ। ৩ শাকিনীভেদ। (মেদিনী) ৪ হাস্যকারিণী।

"অস্তীহোজ্জয়নী নাম নগরী ভূষণং ভুবঃ।
হসন্তীব সুধাধৌতৈঃ প্রাসাদৈরমরাবতীং॥" (কথাস° ১১।৩১)

হসিক (ত্রি) হসো হাসোঽস্যাস্তীতি ঠন্। হাস্যকর্ত্তা।

হসিত (ক্লী) হস-ক্ত। ১ হাস্য। কামদেবের ধনুঃ। ৩ হাস্য-করণ। ৪ পরিহাস। "কীর্ত্তিতানি হসিতেঽপি তানি যং ব্রীড়য়ন্তি চরিতানি মানিনঃ।" (কিরাত ১৩৪৭)

(ত্রি) ৫ বিকসিত, প্রস্ফুটিত। ৬ কৃতহাস, যিনি হাস্য করিয়াছেন।

হস্কার (পুং) দীপ্তিকর। "হস্কারাদ্বিদ্যুতস্পর্যতঃ" (ঋক্ ১।২৩।১২) 'হস্কাবাং দীপ্তিকারাৎ' (সায়ণ)

হস্ত (পুং) হসতি বিকশতীতি হস (হসিমৃগ্রিন্বামীতি। উণ্ ৩।৮৬) ইতি তন্। শরীবাবয়ববিশেষ। চলিত হাত, ইহা একটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, পর্য্যায়—পাণি, সম, শয়, পঞ্চশাখ, কর, ভুজ, কুলি, ভুজাদল। (শব্দরত্না°) অমবটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, ইহার পরিমাণ ২৪ আঙ্গুল।

"যবানাং তণ্ডুলৈরেকমঙ্গুলং চাষ্টভির্ভবেৎ।
অদীর্ঘযোজতৈর্হস্তশ্চতুর্বিংশতিরঙ্গুলৈঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

আটটী যবের তণ্ডুল দ্বারা এক অঙ্গুল হয়। এইরূপ ২৪ অঙ্গুলি হস্তের পরিমাণ।

শাকুনশাস্ত্রে হস্তরেখার শুভাশুভ বিশেষ ভাবে লিখিত আছে, এই হস্তরেখাব দ্বারা জীবনের শুভাশুভ সকলই জানা যাইতে পারে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্যঞ্জন ও স্নেহাদি দ্রব্য পরিবেশন করিতে হইলে তাহাতে হাত দিতে নাই, কাষ্ঠ বা তৃণাদি পাত্র দ্বারা দিতে হয়, লোহার হাতায় করিয়াও দিতে নাই, পিত্তল ও রৌপ্যাদিপাত্রই প্রশস্ত। হাত দিয়া স্নেহাদি দ্রব্য দিলে এবং তাহা ভোজন করিলে ভোক্তা কেবল পাপভোজন করিয়া থাকেন। লবণও হাতে করিয়া দিতে নাই।

"হস্তদত্তাশ্চ যে স্নেহা লবণং ব্যঞ্জনানি চ।
দাতারং নোপতিষ্ঠন্তে ভোক্তা ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষং॥
তস্মাদন্তরিতং কৃত্বা পর্ণেনাথ তৃণেন বা।
প্রদদ্যাৎ ন তু হস্তেন নায়সেন কদাচন॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

এক হস্তদত্ত দ্রব্যও ভোজন নিষিদ্ধ।

"একেন পাণিনা দত্তং শূদ্রদত্তং ন ভক্ষয়েৎ।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

বাম হস্তে বা এক হস্তে করিয়া ভোজন বা জলপান করিতে নাই, এরূপ করিলে তাহার পাতক হইয়া থাকে।

"ন পিবেন্ন চ ভুঞ্জীত দ্বিজঃ সব্যেন পাণিনা।
নৈকহস্তেন চ জলং শূদ্রেণাবর্জ্জিতং পিবেৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

২ হস্তিশুণ্ড। ৩ হস্তানক্ষত্র।

হস্তক (পুং) হস্ত স্বার্থে কন্। হস্তশব্দার্থ।

হস্তকিত (ত্রি) হস্তক-তারকাদিত্বাদিতচ্। হস্তযুক্ত।

হস্তকৃত (ত্রি) হস্তেন কৃতঃ। যাহা হাতে করা হইয়াছে, যাহা হস্তগত হইয়াছে।

হস্তগ (ত্রি) হস্তং গচ্ছতি গম-ড। হস্তগত, যাহা হাতে আসিয়া লাগিয়াছে।

হস্তগত (ত্রিং) হস্তং গতঃ। হস্তপ্রাপ্ত, যাহা নিজের হাতে আসিয়াছে।

"পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনং॥" (চাণক্য)

পুস্তকস্থিত বিদ্যা এবং পরহস্তগত ধন ইহা দ্বারা কোন উপকার হয় না।

হস্তগামিন্ (ত্রি) হস্তং গচ্ছতি গম-ণিনি। হস্তগত, হস্ত-গমনশীল।

হস্তগিরি (পুং) পর্ব্বতবিশেষ।

হস্তগ্রহ (পুং) হস্তস্য গ্রহঃ গ্রহণং। হস্তগ্রহণ, হস্তধারণ।

"তাভ্যামুভাভ্যামন্যোন্যং হস্তগ্রহপুরঃসরং।" (কথাস° ২৭।১০০)

হস্তগ্রাহ (পুং) ১ পাণিগ্রহণ, বিবাহ। ২ হস্তগ্রহণকারী।

হস্তগ্রাহক (ত্রি) হস্তগ্রহণকারী, হস্তধারণকারী।

হস্তগ্রাহম্ (অব্য) হস্তগ্রহ-নমুল্। হস্তগ্রহণ করিয়া, হস্ত ধারণ করিয়া।

হস্তগ্রাহ্য (ত্রি) হস্তেন গ্রাহ্যঃ। হস্তদ্বারা গ্রহণীয়।

হস্তঘ্ন (পুং) হস্তসমীপবর্ত্তী প্রকোষ্ঠে অবস্থিত হইয়া জ্যা দ্বারা হত। "হস্তঘ্নঃ হস্তে হস্তসমীপবর্ত্তিনি প্রকোষ্ঠে স্থিতঃ সন্ জ্যয়া হন্যতে ইতি হস্তঘ্নঃ ঘঞর্থে ক বিধানমিতিঃ কঃ' (সায়ণ)

(ত্রি) হস্তং হন্তি হন-টক্। ২ হস্তনাশক, হস্তচ্ছেদকারী।

হস্তচ্যুত (ত্রি) হস্তাৎ চ্যুতঃ। হস্ত হইতে প্রচ্যুত, যাহা হাত হইতে গিয়াছে। (ঋক্ ৯।১১।৫)

হস্তচ্যুতি (স্ত্রী) হস্তাৎ চ্যুতিঃ। হস্ত হইতে চ্যুতি, হস্ত হইতে স্খলন। হস্ত হইতে পতন।

হস্তজ্যোড়ি (পুং) স্বনামখ্যাত মহাকন্দশাক, করজ্যোড়ি, চলিত করজোড়া। হিন্দী হাতাজুড়ী। গুণ—রসবন্ধ ও বশ্য-কারক। (রাজনি°)

হস্ততাল (পুং) হস্তেন দত্তস্তালঃ। হস্তদত্ত তাল, চলিত হাতে তাল দেওয়া, হাততালি।

হস্তত্র (ক্লী) করত্রাণ, হস্তরক্ষক।

হস্তদক্ষিণ (ত্রি) দক্ষিণহস্তযুক্ত।

হস্তদীপ (পুং) হস্তধৃত দীপাধার, হাতলণ্ঠন।

হস্তধারণ (ক্লী) হস্তস্য ধারণং। ১ নিবারণ। মারণোদ্যতেঃ নিবারণং। (অমরটীকা রামাশ্রম) ২ পরিত্রাণ।

"ব্রাহ্মণস্বে হৃতে চৌরৈর্ধর্ম্মার্থে চ বিলোপিতে।
রোরুয়মাণে চ ময়ি ক্রিয়তাং হস্তধারণং॥" (ভারত ১।২১৪।১০)

৩ হস্তগ্রহণ।

হস্তপাদ (ক্লী) হস্তৌ চ পাদৌ চ দ্বন্দ্বে প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ ক্লীবত্বং। হস্ত ও পাদদ্বয়।

"পায়ুপস্থং হস্তপাদং বাক্‌চৈব দশমী স্মৃতা।" (মনু ২।৯০)

হস্তপুচ্ছ (ক্লী) হস্তস্য পুচ্ছং। হস্তাবয়ববিশেষ, চলিত হাতের পোছা, পর্য্যায়—কস্নষ। (ত্রিকা°)

হস্তপৃষ্ঠ (ক্লী) হস্তস্য পৃষ্ঠং। হাতের পৃষ্ঠদেশ। (হেম)

হস্তপ্রদ (ত্রি) হস্তং প্রদদাতীতি প্র-দা-ক। হস্তপ্রদাতা, হস্ত-প্রদানকারী।

হস্তপ্রাপ্ত (ত্রি) হস্তং প্রাপ্তঃ। হস্তগত, যাহা হাতে পাওয়া গিয়াছে।

হস্তপ্রাপ্য (ত্রি) হস্তেন প্রাপ্যঃ। হস্ত দ্বারা প্রাপণীয়, যাহা হাতে পাওয়া যায়।

হস্তবিম্ব (ক্লী) হস্তস্য বিম্বং যত্র। ১ স্থাসক, চন্দনাদি দ্বারা দেহ-বিলেপনবিশেষ। (হেম) ২ করপ্রতিবিম্ব।

হস্তযত (ত্রি) হস্ত দ্বারা সংহত। "অনূনোদত্র হস্তযতঃ" (ঋক্ ৫।৪৫।৭) 'হস্তযতঃ হস্তেন সংহতঃ' (সায়ণ)

হস্তযোগ (পুং) হস্তেন সহ যোগঃ। ১ হস্তা নক্ষত্রের সহিত যোগ, হস্তা নক্ষত্রের সহিত মিলন। ২ হস্তের সহিত যোগ।

হস্তবৎ (ত্রি) হস্ত অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মস্য বঃ। ১ হস্তবিশিষ্ট, হস্তযুক্ত। ২ দ্যূতকর, কিতব।

"অহস্তাসো হস্তবন্তং সহন্তে" (ঋক্ ১০।৩৪।৯)

'হস্তবন্তং দ্যূতকরং কিতবং' (সায়ণ)

হস্তবাম (ত্রি) বামহস্তযুক্ত।

হস্তবারণ (ক্লী) হস্তেন বারণং। ১ পরিত্রাণ, মারণোদ্যতের নিবারণ। (অমর) ২ হস্ত দ্বারা বারণ, কর দ্বারা নিষেধ।

হস্তবিন্যাস (পুং) করন্যাস। করস্থাপন।

হস্তসিদ্ধি (স্ত্রী) হস্তস্য সিদ্ধিঃ। ভৃতি, বেতন।

"প্রতীকারমিমং কৃত্বা শীতাদেস্তাঃ প্রজাঃ পুনঃ।
বার্ত্তোপায়ং ততশ্চক্রুর্হস্তসিদ্ধিঞ্চ কর্ম্মজাং॥" (বিষ্ণুপু° ১।৬অ°)

'হস্তসিদ্ধিং হস্তাভ্যাং সাধ্যাং সিদ্ধিং ভৃতিং তামেবাহ কর্ম্মজাং' (টীকা)

২ হস্ত দ্বারা সিদ্ধি, কর দ্বারা সাধন।

হস্তসূত্র (ক্লী) হস্তস্য সূত্রং। বলয়।

'কটকো বলয়ং পারিহার্য্যাবাপৌ তু কঙ্কণং।
হস্তসূত্রং প্রতিসরঃ ঊর্ম্মিকা ত্বঙ্গুলীয়কং।' (হেম)

২ বিবাহাদিসংস্কার কালে মঙ্গলার্থ বদ্ধ করসূত্র। বিবাহাদি মঙ্গলকর্ম্মে হাতে সূতা বাঁধিতে হয়। এই সূত্র বাঁধিবার প্রণালী এইরূপ প্রচলিত আছে—বিবাহাদি মঙ্গল কর্ম্মে নান্দী-মুখ শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে গন্ধাদি দ্বারা অধিবাস করিতে হয়। যথাবিধি অধিবাস করিয়া তিন জন সধবা স্ত্রীলোক সংক্রিয়মান পুত্র বা কন্যার মস্তক বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন এবং সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া থাকে। তিন, পাঁচ বা সাত থেই সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিতে হয়। এই সূত্র তাহার পদদেশ দিয়া গলাইয়া লইয়া হরিদ্রা ও কুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত করিয়া থাকে। পরে ঐ সূত্রে দূর্ব্বা বাঁধিয়া পুরুষ হইলে দক্ষিণ হস্তে এবং স্ত্রীলোক হইলে বাম হস্তে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই হস্তসূত্র মাঙ্গলিক। সংস্কারের দুই চারি দিন পরে এই সূত্রবন্ধন খুলিয়া ফেলিতে হয়।

"ববন্ধ চাস্রাকুলদৃষ্টিরস্যাঃ স্থানান্তরে কল্পিতসন্নিবেশং।
ধাত্র্যঙ্গুলিভিঃ প্রতিসার্য্যমাণমূর্ণাময়ং কৌতুকহস্তসূত্রং॥"

(কুমারস° ৭।২৫)

হস্তস্থ (ত্রি) হস্তে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। হস্তে স্থিত, যাহা হাতে থাকে।

হস্তহোম (পুং) হস্তদ্বারা হোম।

হস্তা (স্ত্রী) নক্ষত্রবিশেষ, অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত ত্রয়োদশ নক্ষত্র। ইহা পঞ্চতারাত্মক, এই নক্ষত্রে পাঁচটী তারা হস্তাকারে সন্নিবিষ্ট আছে, এই জন্য ইহার নাম হস্তা হইয়াছে। এই নক্ষত্র শুভ। এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতক দাতা, যশস্বী, মনস্বী, দেবতাব্রাহ্মণপূজক ও নীতিজ্ঞ হয় এবং সম্পৎসকল তাঁহার করস্থিত হইয়া থাকে।

"দাতা যশস্বী সুতরাং মনস্বী ভূদেবদেবার্চ্চনকৃন্নয়জ্ঞঃ।
প্রসূতিকালে কিল যস্য হস্তা হস্তস্থিতা তস্য সমস্তসম্পৎ॥"

(কোষ্ঠীপ্র°)

এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিনকৃৎ সূর্য্য। এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতকের কন্যারাশি হইয়া থাকে। নামকরণস্থলে শতপদচক্রানুসারে নামকরণ করিলে এই নক্ষত্রের চারিটী পাদে চারিটী অক্ষর হইবে। [শতপদচক্র শব্দ দেখ] অষ্টোত্তরী মতে এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে বুধের দশা হইয়া থাকে।

"বুধো হস্তাচতুষ্টয়ে" (জ্যোতিস্তত্ত্ব) হস্তা আদি করিয়া চারিটী নক্ষত্রে বুধের দশা হয়। বুধের দশা ১৭ বৎসর, সুতরাং হস্তানক্ষত্রের ভোগকাল চারি বৎসর তিন মাস, এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে জন্মদিনের নক্ষত্র মাস প্রভৃতি স্থির করিয়া, পরে চারি বৎসর তিন মাস কালকে সেই নক্ষত্রের ভোগ্য স্থির করিয়া ভোগ্য ও ভুক্ত নিরূপণ করিবে। রাত্রিকালে এই নক্ষত্র দর্শন করিয়া লগ্ননিরূপণ বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে—

"মস্তকোপরি করাঙ্কতো করে তিষ্ঠতীন্দুমুখি বাণতারকে।
লিপ্তিকাঃ শরকুপক্ষসংজ্ঞকাঃ নায়কাসনবিলগ্নতো গতাঃ॥"

(কালিদাসকৃত রাত্রিলগ্ননিরূপণ)

হস্তাক্ষর (ক্লী) হস্তলিখিতমক্ষরং। ১ হাতের লেখা অক্ষর, হস্ত-লিপি। (ত্রি) ২ হস্তাক্ষরবিশিষ্ট।

হস্তাঙ্গুলি (পুং) হস্তস্য অঙ্গুলিঃ। করশাখা, হাতের আঙ্গুল।

হস্তাভরণ (ক্লী) হস্তস্যাভরণং। হস্তের আভরণ, হাতের আভরণ, হাতের গহনা।

হস্তামলক (ক্লী) হস্তস্থিতং আমলকং। ১ করস্থিত আমলকফল। (পুং) ২ ন্যায়ভেদ। করে আমলকীফল রাখিলে যেমন তাহার চারিদিক্ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ যদ্দ্বারা আমলকী-ফলের ন্যায় চারিদিক্ দেখিতে যাওয়া যায়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

"ত্বয়া দৃষ্টং জগৎ সর্ব্বং হস্তামলকবৎ সদা।" (রামায়ণ)

৩ বেদান্তগ্রন্থবিশেষ। মহামতি শঙ্করাচার্য্য যখন দিগ্বিজয় করিতে বাহির হন, তখন পথিমধ্যে কোন বালকের প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে এই গ্রন্থ লিখিত—

প্রশ্ন—কস্ত্বং শিশো কস্য কুতোঽসি গন্তা—
কিং নাম তে ত্বং কুত আগতোঽসি।
এতদ্বদ ত্বং মম সুপ্রসিদ্ধং মৎপ্রীতয়ে প্রীতিবিবর্দ্ধনোঽসি॥
বালকস্যোত্তরং—
নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষো ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ॥"

হস্তালিঙ্গন (ক্লী) করমর্দ্দন।

হস্তাবনেজন (ক্লী) হস্তধৌত জলবিশেষ।

হস্তাবলম্ব (পুং) করমর্দ্দন, হস্তগ্রহণ।

হস্তাবলম্বন (ক্লী) হস্তগ্রহণ।

হস্তাবাপ (পুং) "হস্তাবাপেন গচ্ছন্তি নাস্তিকাঃ, হস্তৌ অবাপ্যেতে প্রবেশ্যেতে যস্মিন্নিতি হস্তাবাপো হস্তনিগড়স্তেন নিগড়িতাঃ সন্তঃ।" হস্তদ্বারা নিগড়িত।

হস্তাহস্তি (অব্য°) হস্তৈশ্চ হস্তৈশ্চ প্রহৃত্য যুদ্ধমিদং প্রবর্ত্ততে ইতি ইঞ্। হাতে হাতে যে যুদ্ধ হয়, চলিত হাতাহাতি।

হস্তি (পুং) ১ কদলীবৃক্ষ। ২ গজ। ৩ অজমোদা। (বৈদ্যকনি°)

হস্তিক (ক্লী) হস্তিনাং সমূহঃ কন্। হস্তিসমূহ।

হস্তিকক্ষ (পুং) হস্তী কক্ষে যস্য। ১ সিংহ। ২ ব্যাঘ্র। ৩ কীটভেদ, কণভ নামক কীট। (নিদান)

হস্তিকন্দ (পুং) হস্তিন পদ ইব কন্দো যস্য। বৃহৎ কন্দবিশেষ, কোঙ্কণদেশপ্রসিদ্ধ স্বনামখ্যাত মহাকন্দশাক, চলিত—হাঁসা বড়মূলা। পর্য্যায়—হস্তিপত্র, স্থূলকন্দ, অতিকন্দক, বৃহৎপত্র, অতিপত্র, হস্তিকর্ণ, সুকর্ণ, ত্বগ্দোষারি, কুষ্ঠহন্তা, গিরিবাসী, নাগাশ্রয়, গজকন্দ, নাগকন্দ। গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, বাতাময়, ত্বগ্দোষ, শ্রম, কুষ্ঠ, বিষ ও বিসর্পনাশক। (রাজনি°)

হস্তিকরঞ্জ (পুং) হস্তীব মহান্ করঞ্জঃ। মহাকরঞ্জ, চলিত ডহরকরঞ্জ। (রাজনি°)

হস্তিকর্ণ (পুং) হস্তিনঃ কর্ণমিব পর্ণমস্য। ১ এরণ্ডবৃক্ষ। ২ পলাশভেদ, গজকর্ণাকার একপর্ণপলাশ, চলিত হস্তিকর্ণ পলাশ, ভূপলাশ।

'হস্তিকর্ণঃ পরং বৃষ্যো মেধায়ুর্বলবর্দ্ধনঃ।' (রাজব°)

গুণ—অতিশয় বৃষ্য, মেধা, আয়ু ও বলবর্দ্ধক। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হস্তিকর্ণের মূল চূর্ণ করিয়া পান করিলে সকল রোগ বিমুক্ত হয়। ইহা দুগ্ধের সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৭ দিন ভক্ষণ করিলে শ্রুতিধর হওয়া যায়। মধু ও সর্পিসহ সেবন করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি, কেবল মধুর সহিত সেবনে আয়ুর্বৃদ্ধি, শ্রুতিধর ও প্রমদাজনপ্রিয়, দধির সহিত ভোজনে দেহ বজ্রের ন্যায় দৃঢ়, কাঞ্জিকের সহিত সেবনে দিব্য দেহ ও বলীপলিত নাশ, ত্রিফলার সহিত সেবনে চক্ষুর দৃপ্তি এবং ঘৃতের সহিত সেবনে অন্ধেরও দৃষ্টিশক্তি লাভ হয়। মাহিষদুগ্ধের সহিত ইহার চূর্ণ মস্তকে লেপ দিলে কেশ অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ এবং টাক আশু আরোগ্য হয়। ইহার চূর্ণ তৈলের সহিত উদ্বর্ত্তন করিলে সকল রোগ বিনষ্ট হয়। ছাগীদুগ্ধের সহিত ইহার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন ৬ মাস ব্যবহার করিলে দৃষ্টিশক্তি লাভ হয়।

"হস্তিকর্ণস্য বৈ মূলং গৃহীত্বা চূর্ণয়েদ্ধর।
সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তং চূর্ণং পলশতং শিব॥
সক্ষীরং ভক্ষিতং কুর্য্যাৎ সপ্তাহেন বৃষধ্বজ।
নরং শ্রুতিধরং শূরং মৃগেন্দ্রগতিবিক্রমং॥
পদ্মগৌরপ্রতীকাশং যুক্তং দশশতায়ুষা।
ষোড়শাব্দাকৃতিং রুদ্র সততং দুগ্ধভোজিতং॥
মধুসর্পিঃসমাযুক্তং জগ্ধমায়ুষ্করং ভবেৎ।
তজ্জগ্ধং মধুনা সার্দ্ধং দশবর্ষসহস্রিণং॥
কুর্য্যান্নরং শ্রুতিধরং প্রমদাজনবল্লভং।
দধ্না নিত্যং ভক্ষিতস্তু বজ্রদেহকরং শিব॥
কৃষ্ণকেশসমাযুক্তং নরং বর্ষসহস্রিণং।
তচ্চ কাঞ্জিকসংযুক্তং নরং কুর্য্যাচ্চ ভক্ষিতং॥
শতবর্ষং দিব্যদেহং বলিপলিতবর্জ্জিতং।
জগ্ধ ত্রিফলয়া যুক্তং চক্ষুষ্মন্তং করোতি বৈ॥
অন্ধঃ পশ্যেত্তু চূর্ণস্য সাজ্যস্যৈব তু ভক্ষণাৎ।
মহিষীক্ষীরসংযুক্তং তল্লেপঃ কৃষ্ণকেশকৃৎ॥
খল্লীটস্য চ বৈ কেশা ভবন্তি বৃষভধ্বজ।
তৈলযুক্তেন চূর্ণেন বলিপলিতবর্জ্জিতং॥
তদুদ্বর্ত্তনমাত্রেণ সর্ব্বরোগৈঃ প্রমুচ্যতে।
সচ্ছাগক্ষীরচূর্ণেন দৃষ্টিঃ ষণ্মাসভোজনাৎ॥" (গরুড়পু° ১৯০অ°)

৩ হস্তিকন্দ। ইহার বীজতৈল মূলকের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

হস্তিকর্ণক (পুং) হস্তিনঃ কর্ণ ইব পর্ণমস্য কপ্। কিংশুকভেদ, হস্তিকর্ণ পলাশ। (শব্দরত্না°)

হস্তিকর্ণদল (পুং) হস্তিনঃ কর্ণ ইব দলমস্য। পলাশভেদ।

হস্তিকর্ণপলাশ (পুং) পলাশভেদ। [হস্তিকর্ণ শব্দ দেখ]

হস্তিকর্ণা (স্ত্রী) কন্দবিশেষ,গজকর্ণা। গুণ—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, বিপাক, বায়ু, কফ ও শীতজ্বরনাশক। ইহার কন্দ পাণ্ডু, শোথ, কৃমি, প্লীহা, গুল্ম, আনাহ, উদররোগনাশক এবং বনশূরণকন্দের ন্যায় গ্রহণী ও অর্শরোগনাশক। (ভাবপ্র°)

হস্তিকর্ণিক (ক্লী) ১ গজকর্ণা। ২ কাসালুক।

হস্তিকর্ণী (স্ত্রী) কাসালুক। (বৈদ্যকনি°)

হস্তিকারবী (স্ত্রী) অজমোদা, বনযমানী। (রাজনি°)

হস্তিকুম্ভ (পুং) হস্তিনঃ কুম্ভঃ। করিকুম্ভ।

হস্তিকৃষ্ণা (স্ত্রী) গজপিপ্পলী। (বৈদ্যকনি°)

হস্তিকোল (পুং) রাজবদর। (বৈদ্যকনি°)

হস্তিকোলি [লী] (স্ত্রী) হস্তীব কোলিঃ। বদরীভেদ। পর্য্যায়—গোপঘোণ্টা, ঘোণ্টা, বদরীচ্ছদা। (রত্নমা°)

হস্তিকোশাতকী (স্ত্রী) মহাকোশাতকী, ধুন্দুল। (বৈদ্যকনি°)

হস্তিগিরি (পুং) হস্তি-প্রধানো গিরিযত্র। কাঞ্চীদেশ। বিষ্ণুকাঞ্চী।

হস্তিঘোষা (স্ত্রী) হস্তীব বৃহতী ঘোষা। বৃহদ্ঘোষা, মহাকোশাতকী নামক ফলশাকবিশেষ, চলিত ধুন্দুল। হিন্দী বড়ীতোরই। পর্য্যায়—ঐভী, মহৎপুষ্পা, সপীতিকা, মহাকোশাতকী। গুণ—স্নিগ্ধ, সারক, পিত্তানিলনাশক। (মদনবিনোদ)

হস্তিঘোষাতকী (স্ত্রী) হস্তীব বৃহতী ঘোষাতকী। হস্তিঘোষা।

হস্তিঘ্ন (পুং) হস্তিনং হন্তুং শক্তঃ হস্তিন্ (শক্তৌ হস্তিকপাটয়োঃ। পা ৩।২।৫৪) ইতি টক্। ১ মনুষ্য। (ত্রি) ২ গজনাশক, হস্তিনাশকারী।

হস্তিচর্ম্মন্ (ক্লী) হাতীর চামড়া।

হস্তিচারিণী (স্ত্রী) হস্তীব চরতীতি চর-ণিনি-ঙীপ্। মহাকরঞ্জ, চলিত ডহরকরঞ্জ। (রাজনি°)

হস্তিজিহ্বা (স্ত্রী) নাড়ীভেদ। "দক্ষিণে হস্তিজিহ্বা চ পূষা কর্ণে চ দক্ষিণে।" (গোরক্ষশতক)

হস্তিজীবিন্ (পুং) হস্তিনা জীবতি জীব-ণিনি। হস্ত্যাজীব, যে হস্তী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

হস্তিদন্ত (ক্লী) হস্তিনো দন্ত ইব আকারোঽস্যেতি অচ্। ১ মূলক। (রাজনি°) (পুং) হস্তিনো দন্ত ইব। ২ দ্রব্যরক্ষার্থ ভিত্তিস্থিতি কীলক, নাগদন্তক, কোন দ্রব্য রাখিবার জন্য দেওয়ালে যে সকল কীলক অর্থাৎ গোঁজ পোতা হয়। হস্তিনো দন্তঃ। ৩ হাতীর দাঁত, হস্তি দন্তে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

"হস্তিদন্তমসীং কৃত্বা মুখ্যাঞ্চৈব রসাঞ্জনং।
লোমান্যনেন জায়ন্তে নৃণাং পাণিতলেষ্বপি॥" (চক্রপাণিস°)

হস্তিদন্তের মসী করিয়া শ্রেষ্ঠ রসাঞ্জনের সহিত প্রলেপ দিলে মানবদিগের পাণিতলেও লোম জন্মে। [গজ শব্দ দেখ।]

হস্তিদন্তক (ক্লী) হস্তিদন্তমেব কন্। ১ মূলক। (শব্দমালা)

হস্তিদন্তফলা (স্ত্রী) হস্তিদন্ত ইব ফলং যস্যাঃ। এর্ব্বারুক, চলিত গোমুক। (রাজনি°)

হস্তিদন্তী (স্ত্রী) ১ মহেন্দ্রবারুণী। দ্রবন্তী। (বৈদ্যকনি°) ২ বৃহৎফল গোডুম্বা, নাগদন্তী, চলিত বড়গোমুক। (চরক সূত্র)

হস্তিদ্বয়স (ত্রি) হস্তিপরিমাণং পরিমাণে দ্বয়সচ্। হস্তিপরিমাণ।

হস্তিন্ (পুং) হস্তোঽস্ত্যস্যেতি হস্ত-ইনি। বৃহৎ পশুবিশেষ, চলিত হাতী। পর্য্যায়—দন্তী, দন্তাবল, দ্বিরদ, অনেকপ, দ্বিপ, মতঙ্গজ, গজ, নাগ, কুঞ্জর, বারণ, করী, ইভ, স্তম্বেরম, পদ্মী, মতঙ্গ, মাতঙ্গ পীলু, বরাঙ্গ, পুষ্করী, জলকঙ্ক, মহামৃগ, স্তরম, শূর্পকর্ণ, সিন্ধুর, সামজ, কটী, অন্তঃস্বেদ, দীর্ঘমারুত, বিলোম, জিহ্ব, করটী, পিণ্ডপাদ, মহামদ, পেটকী, কটকী, কুম্ভী, নির্ঝর, সিন্দূরতিলক পঞ্চনখ, শৃঙ্গারী, করেণু, কণিকী, লিঙ্গী, সামযোনি, বাজীব, জলকাঙ্ক্ষ, লতালক, পেচিল, দ্বিরদন, করভী, বিষাণী, রদনী, মহাবল, ভদ্র, ক্রমারি, ষষ্টিহায়ন। (রাজনি°)

হেমচন্দ্রে লিখিত আছে ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ ও মিশ্র এই চারি প্রকার হস্তিজাতি।

'ভদ্রো মন্দ্রো মৃগো মিশ্রশ্চতস্রো গজজাতয়ঃ।' (হেম)

হাতীতে চড়িয়া ভ্রমণ করিলে বায়ু কুপিত, অঙ্গস্থৈর্য্য, বল ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। (রাজব°) কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, রাজা মত্তহস্তীতে আরোহণ করিবেন না, করিলে ইহকাল ও পরকালে কষ্ট পাইবেন।

"নারোহেৎ কামুকোন্মত্তং গজং রাজা কদাচন।
আরুহ্য কামুকং তস্ত পরত্রেহ বিষীদতি॥" (কালিকাপু° ৮৬অ°)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হস্তিদান মহাফলজনক, যিনি যথাবিধানে হস্তিদান করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে দশযুগ পরিমাণ ইন্দ্র তুল্য হইয়া অবস্থান করেন। পরে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া বুদ্ধিমান্ রাজা হইয়া থাকেন।

"যোঽশ্বং রথং গজঞ্চাপি ব্রাহ্মণে প্রতিপাদয়েৎ।
স শক্রস্য বসেল্লোকে শক্রতুল্যো যুগান্ দশ।
প্রাপ্যান্তে চৈব মানুষ্যং রাজা ভবতি বুদ্ধিমান্॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

কিন্তু ব্রাহ্মণের হস্তিদান গ্রহণ করিতে নাই। গো, অশ্ব, মহী, সুবর্ণ রত্ন, হস্তী ও তিল এই সকল বস্তু যাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা পাপনিমগ্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা এই সকল দান করেন, তাঁহাদের নরকভয় থাকে না।

"গামশ্বঞ্চ মহীং হেম মণীনথ গজাংস্তিলান্।
যে প্রযচ্ছন্তি পাপেষু নিরতাঃ সর্ব্বদা মুনে।
ন তেষাং রৌরবঃপন্থা দত্তৈষাং দানমিত্যুত॥" (অগ্নিপু°)

পরাশরসংহিতা, বৃহৎসংহিতা, যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে হস্তীর লক্ষণ, জাতিভেদ এবং পরীক্ষার বিষয় বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় ৬৮ অধ্যায়ে ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ ও সঙ্কীর্ণ হস্তীর এই চারি প্রকার জাতি নিরূপণ করিয়া ইহাদের লক্ষণ এবং কোন্ কোন্ হস্তী উৎকৃষ্ট তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। [গজশব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

২ বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র হস্তী, ইনি হস্তিনাপুর নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন।

"সুহোত্রস্যাপি দায়াদো হস্তীনাম বভূব হি।
তেনেদং নির্ম্মিতং পূর্ব্বং পুরৈব হস্তিনাপুরং॥
হস্তিনশ্চৈব দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়স্তথৈব চ॥" (হরিবংশ ২০ অ°)

৩ অজমোদ। (রাজনি°)

হস্তিন্, উভালা (উহালা) নামক প্রদেশের একজন প্রাচীন হিন্দু নৃপতি। 'পরিব্রাজক মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত। রাজা দামোদরের পুত্র ও উচ্চকল্পরাজ সর্ব্বনাথের সমসাময়িক। ইনি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে রাজত্ব করিতেন।

হস্তিনখ (পুং) হস্তিনো নখ ইব। পুরদ্বারস্থিত মৃত্তিকাস্তূপ। দুর্গদ্বারের আবরণের জন্য তাহার মুখে যে মৃত্তিকারাশি রক্ষিত হয়, তাহাকে হস্তিনখ কহে। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, "দ্বারোপরি দুর্গার্থং যৎ কূটং মৃত্তিকারাশিস্তস্মিন্ হস্তিনখো দমদমা ইতি খ্যাতঃ। দুর্গদ্বারাবরণার্থঃ ক্রমনিম্নোন্নতখাতোদ্ধৃতমৃৎকূটো হস্তিনখ ইত্যন্যেঽপি। দুর্গপুরদ্বারসমীপে যুদ্ধার্থং বহির্নিরতটমন্তঃসোপানযুক্তং মৃৎকূটং যত্র স্থিত্বা বিপক্ষেষু কাণ্ডাদিকং ক্ষিপ্যতে তত্র হস্তিনখো বুরুজ ইতি খ্যাত ইত্যপরে" (ভরত) এই হস্তিনখ অর্থাৎ দুর্গদ্বারের বুরুজের উপর আরোহণ করিয়া শত্রুদিগের প্রতি কাণ্ডাদি নিক্ষেপ করা হয়।

হস্তিনপুর (ক্লী) হস্তিনাপুর। (হেম)

হস্তিনাপুর (ক্লী) চন্দ্রবংশীয় হস্তিনামক রাজনির্ম্মিত নগর, পরিক্ষিৎগড়, পর্য্যায়—নাগাহ্ব, হস্তিনপুর, হস্তিন, গজাহ্বয়, গজাহ্ব, হস্তিনীপুর। (হেম) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মীরাট-জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট সহর। এই সহরটি ২৯° ৯´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৭৮° ৩´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। মহাভারতে ইহা পাণ্ডবদিগের রাজধানী বলিয়া কথিত আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেও হস্তিনাপুর পরীক্ষিতের রাজধানী ছিল। তৎপরে কৌশাম্বীতে পাণ্ডবদিগের রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। অধুনা হস্তিনাপুরে কেবল কয়েকটি মাত্র কুটীর রহিয়াছে।

হস্তিনাগ (পুং) পাটহাতী।

হস্তিনাসা (স্ত্রী) হাতীর নাসিকা।

হস্তিনী (স্ত্রী) হস্তিনঃ স্ত্রী, ঙীপ্। গজপত্নী, হাতিনী, মেয়ে হাতী, পর্য্যায়—করেণু, রেণুমা, করেণুকা, ধেনুকা, বাসিতা, বাসা, কারিণী, বিশা, কটস্তরা, পুষ্করিণী, কচা, বসা, গণিকা, গজযোষিৎ, হস্তী, পদ্মিনী, মাতঙ্গী। ইহার দুগ্ধগুণ—মধুর, বৃষ্য, গুরু, কষায়, স্নিগ্ধ স্থৈর্য্যকর, শীতল, চক্ষুর দীপ্তিকারক ও বলবর্দ্ধক। ইহার দধিগুণ—কষায়, লঘু, উষ্ণ, পঙ্‌ক্তিশূলনাশক, রুচি ও দীপ্তিপ্রদ, বলাসরোগনাশক, বীর্য্যবর্দ্ধক, উত্তম বলপ্রদ। ইহার নবনীতগুণ—কষায়, শীতল, লঘু, তিক্ত, বিষ্টম্ভী, পিত্ত, কফ ও কৃমিনাশক, কষায় তিক্ত, ও অগ্নিবর্দ্ধক। (রাজনি°)

২ স্ত্রী জাতিবিশেষ। চতুর্বিধ স্ত্রী জাতির মধ্যে এক প্রকার স্ত্রী জাতি। ইহার লক্ষণ—

"স্থূলাধরা স্থূলনিতম্বভাগা স্থূলাঙ্গুলী স্থূলকুচা সুশীলা।
কামোৎসুকা গাঢ়রতিপ্রিয়া চ নিতম্বখর্ব্বা খলু হস্তিনী স্যাৎ॥"
(রতিম°)

ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"স্থূল কলেবর, স্থূল পয়োধর
স্থূলপদকর ঘোর নাদিনী।
আহার বিস্তর নিদ্রা ঘোরতর
রমণে প্রখর পর গামিনী॥
ধর্ম্মে নাহি ডর, দম্ভ নিরন্তর
কর্ম্মেতে তৎপর মিথ্যাবাদিনী।
মদন-আলয়, বহু লোমহর
মদগন্ধ কয় সেই হস্তিনী॥" (ভারতচন্দ্র রসম°)

এই হস্তিনী জাতীয়া স্ত্রী অশ্বজাতীয় পুরুষে পরিতুষ্ট থাকে। এই অশ্ব জাতীয় পুরুষ উক্ত নারীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

পদ্মিনীর শশপতি মৃগ চিত্রিণীর।
বৃষে শঙ্খিনীর তুষ্টি অশ্বে হস্তিনীর॥
রূপগুণদোষ সব নায়িকার মত।
চারি জাতি নায়কেতে লক্ষণ সম্মত॥" (রসম°)

৩ হট্টবিলাসিনী। (শব্দচ°)

হস্তিনীপুর (ক্লী) হস্তিনাপুর। (হেম)

হস্তিপ (পুং) হস্তিনং পাতীতি পা-ক। হস্তিপক, মাহুত।

"শনৈঃ মত্তং যথেচ্ছাতো নাগং নয়তি হস্তিপঃ।
তথৈবযোগী স্বচ্ছন্দঃ প্রাণং নয়তি সাধকঃ॥" (মার্কপু° ৩৯।১৮)

মাহুত বন্য বা মত্ত হাতীকে যেরূপ ইচ্ছানুসারে চালাইতে

পারেন, সেইরূপ যোগী প্রাণকে স্বচ্ছন্দে যথেচ্ছরূপে পরিচালন করিতে সমর্থ হন।

হস্তিপক (পুং) হস্তিপ এব কন্। গজারোহ, চলিত মাহুত, পর্য্যায়—আধোরণ হস্ত্যারোহ, নিষাদী। (অমর)

হস্তিপত্র (পুং) হস্তিনঃ কর্ণ ইব পত্রমস্য। হস্তিকন্দ।

হস্তিপদ (ক্লী) ১ হাতীর পা। ২ হাতীর পায়ের চিহ্ন। ৩ হস্তিপদযুক্ত।

হস্তিপর্ণিকা (স্ত্রী) হস্তিন ইব পর্ণমস্যাঃ। কন্ টাপি অত ইত্বং রাজকোষাতকী। (রাজনি°)

হস্তিপর্ণী (স্ত্রী) হস্তিনঃ পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। ১ মোরটালতা। ২ কর্কটী।

হস্তিপাদ (পুং) পিণ্ডালু, চলিত কোমোরভোগ কচু।

হস্তিপাল (পুং) হস্তিং পালয়তীতি পালি-অণ্। হস্তিপালনকর্ত্তা।

হস্তিপালক (পুং) হস্তিপাল এব স্বার্থে কন্। হস্তিপালশব্দার্থ।

হস্তিপিপ্পলী (স্ত্রী) ১ গজপিপ্পলী, চলিত গজপিপুল। ২ চবিকা, চলিত চই।

হস্তিপৃষ্ঠক (ক্লী) হস্তিনঃ পৃষ্ঠকং। হস্তীর পৃষ্ঠদেশ। হাতীর পিঠ।

হস্তিমদ (পুং) হস্তিনো মদঃ। হস্তীর গণ্ডদেশ হইতে ক্ষরিত মদজল। পর্য্যায়—গজমদ, গজদান, মদ, কুম্ভিমদ, দন্তিমদ, দান, দ্বিপমদ। গুণ—স্নিগ্ধ, তিক্ত, কেশবর্দ্ধক এবং অপস্মার, বিষ, কুষ্ঠ, কণ্ডূতি, ব্রণ, দদ্রু ও বিসর্পনাশক। (রাজনি°)

শুণ্ডের দুইটী ছিদ্র, গণ্ডদ্বয়, শিশ্ন ও চক্ষুদ্বয় এই ৭টী স্থান হইতে মদক্ষরিত হয়।

হস্তিমল্ল (পুং) হস্তিষু মল্লঃ। ১ গণেশ। ২ শঙ্খনাগ। ৩ ঐরাবত। (মেদিনী) ৪ ভগ্নস্তূপ। ৫ ধূলিবর্ষণ। ৬ হিমানী।

হস্তিমুখ (পুং) হস্তিনো মুখমিব মুখং যস্য। ১ রাক্ষসবিশেষ। (রামা° ৫।১২।১৪) (ত্রি) ২ হস্তীর ন্যায় মুখবিশিষ্ট।

হস্তিরোধক (পুং) লোধ্র। (রাজনি°)

হস্তিরোহণক (পুং) হস্তীর রোহতে ইতি রুহ-ল্যু ততঃ কন্। মহাকরঞ্জ। (রাজনি°)

হস্তিময়ূরক (পুং) ১ অজমোদা। ২ ইন্দ্রবারুণী। স্ত্রিয়াং টাপ্।

হস্তিমূত্র (ক্লী) হস্তিনো মূত্রং। করিমূত্র, হাতীর মুত। গুণ—তিক্তোষ্ণ, লবণ, বাতঘ্ন, বাতনাশক, কষায়, শূল, হিক্কা ও শ্বাসনাশক।

হস্তিমেহ (পুং) প্রমেহরোগবিশেষ। পিত্তবিকৃত হইয়া এই মেহরোগ হইয়া থাকে, ইহাতে রোগীর মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মূত্র নির্গত হয়।

হস্তিলোধ্রক (পুং) হস্তীব মহান্ লোধ্রঃ ততঃ কন্। লোধ্রবৃক্ষ।

হস্তিবাহ (পুং) হস্তীনং বাহয়তীতি বহ-ণিচ্-অণ্। ১ অঙ্কুশ। (শব্দরত্না°) ২ গজবাহক।

হস্তিবারুণী (স্ত্রী) মহাকরঞ্জ। (বৈদ্যকনি°)

হস্তিবিষাণ (পুং) কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ। (রাজনি°)

হস্তিবিষাণী (স্ত্রী) কদলীবৃক্ষ। (রাজনি°)

হস্তিবৈদ্যক (ক্লী) হস্তিরোগসম্বন্ধীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

হস্তিশালা (স্ত্রী) হস্তীনঃ শালা। হস্তীর গৃহ, যে গৃহে হস্তী-সকল থাকে।

হস্তিশিক্ষা (স্ত্রী) গজশিক্ষা, যে শাস্ত্রে হস্তীদিগকে কিরূপে চালাইতে হয়, তাহার শুভাশুভ লক্ষণ প্রভৃতি অভিহিত আছে, তাহাকে হস্তিশিক্ষা কহে।

হস্তিশুণ্ডা [ণ্ডী] (স্ত্রী) হস্তিনঃ শুণ্ড ইব আকারোঽস্ত্যস্যেতি অচ্, বিভাষয়া ঙীষ্। ক্ষুপবিশেষ, স্বনামখ্যাত মহাক্ষুপ, চলিত হাতিশুঁড়া। পর্য্যায়—হস্তিনী, ভূরুণ্ডী, জলেচ্ছয়া, নাগশুণ্ডী, শুণ্ডী, ধূসরপত্রিকা, আতবিষা, ঐষণ, হেমমাক্ষিক। গুণ—কটু, উষ্ণ ও সন্নিপাতজ্বরনাশক। ২ ভূম্যামলকী। ৩ ইন্দ্রবারুণীলতা, বাথালশশা। ৪ গজশুণ্ডা। (বৈদ্যকনি°) (পুং) ৫ করিকর।

হস্তিশ্যামাক (পুং) হস্তীব স্থূলঃ শ্যামাকঃ। শস্যবিশেষ, চলিত হাতির শামা, একপ্রকার তৃণধানা। গুণ—ধাতুশোধন, পিত্তশ্লেষ্মানাশক, বায়ুবর্দ্ধক ও রূক্ষ। (রাজনি°)

হস্তিসূত্র (ক্লী) হস্তী চালাইবার বিদ্যা। (মহাভারত)

হস্তিসেন (পুং) রাজপুত্রবিশেষ। (শত্রুঞ্জয়মা°)

হস্তিসোমা (স্ত্রী) নদীভেদ। মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে এই নদীর উল্লেখ আছে।

হস্তে (অব্য) হস্তেতে, এই শব্দ সপ্তমীর অর্থপ্রকাশক।

হস্তেকরণ (ক্লী) হস্তে করণং। পাণিগ্রহণ, বিবাহ।

হস্তেবন্ধ (পুং) হস্তবন্ধ।

হস্তোদক (ক্লী) হস্তস্থিতমুদকং। হস্তস্থিত জল।

হস্ত্য (ত্রি) হস্তদ্বারা অভিযুত সোম। "জুষানো হস্ত্যমভিবাবশে" (ঋক্ ২।১৪।৯) 'হস্ত্যং হস্তাভ্যামভিযুতং সোম' (সায়ণ) হস্ত (তেন যথা কথাচ হস্তাভ্যাং নয়তো। পা ৫।১।৯৮) ইতি যৎ। ২ হস্ত দ্বারা দত্ত। ৩ হস্ত দ্বারা কৃত।

হস্ত্যাজীব (পুং) হস্তী আজীবো জীবিকা যস্য। হস্তিজীবী, যাহারা হাতী ধরিয়া বা হস্তিক্রয়বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

হস্ত্যধ্যক্ষ (পুং) হস্তিষু অধ্যক্ষঃ। গজাধ্যক্ষ। লক্ষণ—

"হস্তিশিক্ষাবিধানজ্ঞো বন্যজাতিবিশারদঃ।
ক্লেশক্ষমস্তথা রাজ্ঞো গজাধ্যক্ষঃ প্রশস্যতে॥" (মৎস্যপু° ১৮৯অ°)

যিনি হস্তিশিক্ষাবিষয়ে বিশেষ পারদর্শী, এবং হস্তীর বন্যাদি

জাতিবিষয়ে বিশারদ ও ক্লেশসহিষ্ণু এই প্রকার গুণযুক্ত ব্যক্তিকে রাজা হস্ত্যধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন।

হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ (পুং) হস্তিন আয়ুর্ব্বেদঃ। গজায়ুর্ব্বেদ, হস্তি-চিকিৎসাশাস্ত্র। পালকাপ্যের গজায়ুর্ব্বেদ ও ভোজরাজকৃত যুক্তি-কল্পতরুতে হস্তিচিকিৎসা বিশেষ ভাবে লিখিত আছে।

হস্ত্যারোহ (পুং) হস্তিনমারোহতীতি আ-রুহ-ক। হস্তিপক, মাহুত। "এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সাসনশ্চ বিশেষতঃ। গজারোহো নরেন্দ্রস্য সর্ব্বকর্ম্মণি শস্যতে॥" (মৎস্যপু° ১৮৯অ°)

হস্ত্যালুক (ক্লী) গজালু, আলুভেদ।

হস্র (ত্রি) হসতি নিরর্থকমিতি হস (স্মায়িতক্ষীতি) রক্। মূর্খ।

হস্‌সন্‌, (হাসিনামা অর্থাৎ হাস্যপ্রিয়া দেবী, এই শব্দ হইতে হস্‌সনজেলার নাম হইয়াছে।) মহিসুর প্রদেশে অষ্টগ্রামবিভাগের অধীনস্থ একটী জেলা। অক্ষা° ১২°৩০´ হইতে ১৩°২২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩২´ হইতে ৭৬° ৫৮´ পূর্ব্ব মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে কদুরজেলা, পূর্ব্বে তুমুকুর, দক্ষিণপূর্ব্বে মান্দ্রাজ ও দক্ষিণে কোড়গজেলা।

হেমবতী নদী ও তাহার শাখা দ্বারা এই জেলাটি জলসিক্ত হইতেছে। এই জেলাটিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। মলনাড় পার্ব্বত্য অংশ এবং ময়দান সমতলভূমি। পশ্চিমঘাটের মধ্যে কয়েকটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পর্ব্বতমালা মলনাড়ে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। মলনাড়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে পর্ব্বতশিখরটি উত্তুঙ্গ তাহা সুব্রহ্মণ্য নামে খ্যাত। ইহা ৫৫৮৩ ফিট্ উচ্চ। মলনাড় একটী উচ্চনীচ স্থান। নানা প্রকার সুদৃশ্য বিচিত্র প্রাকৃতিক রমণীয় শোভা এই স্থানটিকে উপবনের ন্যায় পরিশোভিত করিয়াছে। ময়দান সমতল ভূমি ও কৃষিক্ষেত্র। নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে খালনির্ম্মাণ করিয়া এই স্থানটি কৃষিক্ষেত্রোপযোগী করিয়া তোলা হইয়াছে।

এই জেলার মধ্যে হিমবতীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। ইহা কাবেরীনদীর একটী শাখা। যগচী ইহার আবার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শাখা। পশ্চিমঘাট জুড়িয়া মলনাড়ে অনেক প্রকাণ্ড অরণ্যানী রহিয়াছে। এই জেলাতে কয়েকটী বিখ্যাত খনি আছে।

এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস এখনও গুপ্ত রহিয়াছে। এখানে জৈনদিগের নির্ম্মিত অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময়ে এই স্থানে জৈনেরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। চন্দ্র-বেট্ট পর্ব্বতশিখরে অনেক পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহারই নিকট গোমতেশ্বর নামক একটি বৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটি পর্ব্বত হইতে কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। ইহার উচ্চতা ৭০ ফিট্।

বল্লালবংশ খৃষ্টীয় ১০ম হইতে ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে রাজত্ব করেন। আধুনিক হলেবিদ সহরের নিকট দ্বারাবতী-পুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। বল্লালবংশীয়গণ পূর্ব্বে জৈন ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শিবমন্দির তাঁহাদের রাজত্বের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আলাউদ্দীনের সেনাপতি কাফুর মুসলমানসৈন্য লইয়া এই রাজ্য আক্রমণ করেন। বল্লাল-বংশীয় রাজা তণ্ডনুরে পলাইয়া যান। বিজয়নগরের রাজগণ তৎপরে হস্‌সন্‌ জেলার শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ 'পলেগার' নামধারণ করিয়া এই স্থান শাসন করিতেন। টিপুসুলতানের মৃত্যুর পর যখন মহিসুররাজ্য হিন্দু-রাজাদিগের অধীনে আসিল, তখন বেঙ্কটাদ্রি হস্‌সনজেলার পলেগার ছিলেন। তিনি আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরে তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণ হারাইলেন। তৎপরে এই জেলা মহিসুররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

এই জেলাতে হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। শতকরা ৯৭ জন হিন্দু, অবশিষ্টের অধিকাংশই মুসলমান।

এই জেলার মধ্যে মন্দরাবাদ তালুক বিখ্যাত। ইহাতে এখন কাফির চাষ হইতেছে।

এই স্থানের জল হাওয়া ভাল নহে। বর্ষার পরে মলনাড়ে ম্যালেরিয়াজ্বরের অত্যন্ত প্রকোপ বাড়ে। এই জ্বরে অনেকে প্রাণত্যাগ করে।

হস্‌সনুর, মান্দ্রাজবিভাগে কোয়ম্বাতোর জেলাস্থ বলিরঙ্গম পর্ব্বত-মালায় একটী ঘাট বা গিরিপথ। অক্ষা° ১১° ৩৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭°১০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

হহল (ক্লী) হলাহল। (শব্দচ°)

হহা (পুং) হাহা নামক গন্ধর্ব্ববিশেষ। (শব্দমালা)

হা, ১ ত্যাগ। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, অনিট্। লট্ জহাতি, জহীতঃ জহিতঃ, জহতি। লোট হি জহিহি, জহীহি, জহাহি। লিঙ্ জহ্যাৎ। লিট্ জহৌ, জহতুঃ, জহিথ, জহাথ। জহিব। লোট্ হাতা। লৃট্ হাস্যতি। লুঙ্ অহাসীৎ, অহাসিষ্টাং, অহাসিষুঃ। কর্ম্মবাচ্য, লট্ হীয়তে। সন্ জিহাসতি। যঙ্ জেহীয়তে। যঙ্-লুক্ জাহেতি, জাহাতি। ণিচ্ হাপয়তি। লুঙ্ অজীহপৎ। হাঙ্ হা ধাতু। ২ গমন। হ্বাদি,আত্মনে°,সক°, অনিট্। লট্ জিহীতে, অস্তে জিহতে। লিট্ জহে, জহিষে। লুট্ হাতা। লৃট্ হাস্যতে। লুঙ্ অহাস্ত। কর্ম্মবাচ্য লট্ হায়তে। সন্ জিহাসতে। যঙ্ জাহায়তে। যঙ্-লুক্ জাহাতি, জাহেতি। ণিচ্ হাপয়তি। লুঙ্ অজীহপৎ।

হা (অব্য) হা-ক। ১ বিষাদ। ২ শোক। ৩ অর্ত্তি, পীড়া। (অমর)

"হা নাথ হা মহারাজ! হা স্বামিন্ কিং জহাসি মাং।
হা হতাস্মি বিনষ্টাস্মি ভীতাস্মি বিজনে বনে॥"
(ভারত ৩।৬৩।৩)

৪ কুৎসা। (মেদিনী) এই শব্দ নিন্দাপর বুঝাইলে এই শব্দের যোগে ষষ্ঠ্যর্থে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। বিষাদ, শোক, পীড়া ইত্যাদিও আনন্দসূচক অব্যয়।

হাই (দেশজ) জৃম্ভণ, মুখব্যাদন।

হাইড় (দেশজ) অস্থি, হাড়।

হাইর (দেশজ) পরাভব, পরাজয়, এই শব্দ হারি শব্দের অপভ্রংশ।

হাইল (দেশজ) বহিত্র, নৌকাদণ্ড, নৌকার হাইল।

হাউই (পারসী) আতশবাজীবিশেষ, আকাশবাজী, এই বাজী আকাশে উঠিয়া ফাটিয়া গিয়া নানা প্রকার ফুল প্রভৃতি কাটিয়া থাকে। এই বাজী বহুবিধ এবং ইহা একটি উৎকৃষ্ট বাজী।

হাওদা (আরবী) হস্তিপৃষ্ঠে বসিবার চৌকী, হস্তীর পৃষ্ঠদেশে বসিবার জন্য যে আসন থাকে। যথা—
'হাতী পর হাওদা, ঘোড়ে পর জিন।"

হাওয়া (আরবী) বায়ু, বাতাস।

হাঁ (দেশজ) ১ স্বীকার, সম্মতি। ২ মুখব্যাদন।

হাঁই (দেশজ) জৃম্ভা।

হাঁক (দেশজ) দীর্ঘ চীৎকার, ডাক, উচ্চৈঃস্বরে ডাকা।

হাঁকন (দেশজ) চীৎকার করণ, ডাকন।

হাঁকা (দেশজ) উচ্চৈঃস্বরে ডাকা। হুঙ্কার।

হাঁকাহাঁকি (দেশজ) ডাকাডাকি। পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করা।

হাঁচন (দেশজ) ক্ষুৎ, হাঁচা।

হাঁচা (দেশজ) ক্ষুৎ, হাঁচি।

হাঁচি (দেশজ) ক্ষুৎ।

হাঁচুটী (দেশজ) গুল্মভেদ।

হাঁটন (দেশজ) হাঁটা, চলন, গমন, সরণ।

হাঁটু (দেশজ) জানুসন্ধি।

হাঁড়া (দেশজ) বৃহৎ মৃৎপাত্রবিশেষ, বড় বড় মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্রকে হাঁড়া কহে।

হাঁড়ি (দেশজ) মৃৎপাত্রবিশেষ, ইহাতে অন্ন ও ব্যঞ্জন পাক করা হয়। ইহার মধ্যে ছোটগুলিকে পাতিল হাঁড়ী এবং বড়গুলিকে তোলো হাঁড়ী ও মধ্যমাকৃতি হইলে মাঝারি তোলো হাঁড়ী কহে। মাটির হাঁড়ীতে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া ভোজন করিলে তাহা অত্যন্ত গুণযুক্ত হইয়া থাকে। পিত্তল ও তাম্রেরও হাঁড়ী হইয়া থাকে, কিন্তু তাম্রনির্ম্মিত হাঁড়ী প্রায়ই কলাই করিয়া ব্যবহৃত হয়। কলাই ভিন্ন তামার হাঁড়ীতে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া ভোজন করিলে উদরাময় প্রভৃতি নানাবিধ রোগ হয়। পিত্তলের হাঁড়ীতে কোন দোষ হয় না, তবে তাহা কিঞ্চিৎ রুক্ষ।

হাঁড়িচাঁচা (দেশজ) পক্ষিভেদ।

হাঁপ (দেশজ) শ্বাসত্যাগ, শ্রমজন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস, অতিশয় পরিশ্রম করিলে হাঁপ লাগিয়া থাকে, অর্থাৎ তখন অতিশয় জোরে জোরে শ্বাস প্রশ্বাস বহিয়া থাকে।

হাঁপানিকাস (দেশজ) শ্বাসরোগ, শ্বাসকাস। এই রোগে অতি জোরে জোরে শ্বাসক্রিয়া হইয়া থাকে। এই রোগে রোগীকে জীবন্মৃত করিয়া রাখে। বর্ষা, শীত, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় এই রোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। [শ্বাসরোগ দেখ।]

হাঁপাহাঁপি (দেশজ) অতিব্যগ্রতা।

হাঁম (দেশজ) ক্ষুদ্রাকার ব্রণবিশেষ। সাধারণতঃ ছেলেদের এই রোগ হইয়া থাকে। হাঁম হইবার পূর্ব্বে জ্বর হয়। জ্বর প্রবল বেগে হয়। প্রায় দুই তিন দিন জ্বরভোগের পর জ্বর একটু কম হইয়া আসিলে হাঁম বাহির হইতে আরম্ভ হয়, সমস্ত শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বা ঘামাচীর মত হইয়া থাকে। ইহা উত্তম রূপে নির্গত হইলে জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। হাঁম হইলে সাধারণতঃ নলের পাতা দিয়া ঝাড়ান এবং নলের শিকড় বাটিয়া সেবন করান হয়। ইহা অতিশয় গরমে হয়, এইজন্য এই রোগে শৈত্যক্রিয়া আবশ্যক। কোন কোন স্থলে হাঁম লাট খাইয়া যায়, অর্থাৎ তাহা উপযুক্ত রূপে বাহির হইতে না পারিয়া রোগীর উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মায়। কোন কোন স্থলে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সাধারণত হাঁম অতিশয় সুখসাধ্য। ইহাতে বিশেষ কোন চিকিৎসাদির আবশ্যক করে না। মিছরির জল, মেথি-ভিজান জল প্রভৃতি পান করা আবশ্যক। তাহা হইলে উদরাময় হইতে পারে না। হাঁমের পর প্রায় অনেকের আমাশয়ের পীড়া হইয়া থাকে। হাঁম হইয়া জ্বর ত্যাগ হইলে তিন বা চারি দিনের দিন আরোগ্যস্নান করান আবশ্যক। এই দিন গাত্রে কাঁচা হলদী মাখাইয়া স্নান করাইতে হয়। [জ্বর শব্দে দেখ।]

হাঁস (দেশজ) হংস শব্দের অপভ্রংশ, মরাল, হংস।

হাঁসখালী, নদীয়াজেলার অন্তর্গত চূর্ণী নদীর বামতটস্থিত একটি সহর ও থানা। নদীয়াজেলার মধ্যে ইহা বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত। অক্ষা° ২৩° ২১´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৩৯´ ৩০´´ পূ° মধ্যে অবস্থিত।

হাঁসা (দেশজ) হাস্য করা।

হাঁসি (দেশজ) হাস্য, হাস।

হাংসকায়ন (পুং) হংসকস্য গোত্রাপত্যং, হংসক নড়াদিত্বাৎ ফক্ (পা ৪।১।৯৯) হংসকের গোত্রাপত্য।

হাকই (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

হাকিম্‌ (আরবী) ১ বিচারপতি, শাসনকর্ত্তা। ২ রাজকীয় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি।

হাকিমী (আরবী) হাকিমের কার্য্য, বিচার, শাসন।

হাকচ (দেশজ) গুল্মভেদ।

হাঙ্গর (পুং) স্বনামখ্যাত জলজন্তুবিশেষ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্‌।

হাঙ্গল, বোম্বাই প্রদেশের ধারবারজেলার অন্তর্গত একটি সহর।

হাঙ্গামা (পারসী) ১ গোলমাল, চীৎকার। দাঙ্গা, লড়াই। ২ আক্রমণ।

হাজৎ (আরবী) ১ অস্থায়িভাবে আটক। ২ বিচারনিষ্পত্তির পূর্ব্বপর্য্যন্ত যেখানে বন্দী রাখা হয়। ৩ অস্থায়ী, কায়েমি নহে।

হাজা (দেশজ) জলপ্লাবনে বিনষ্ট, যে সকল ভূমির ফসল জলে বিনষ্ট হইয়া যায় তাহাকে হাজা কহে।

হাজাম, (হজাম, নাপিত) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও বেহারবাসী ক্ষৌরকারজাতি। ইহারা তথায় হজাম, নাই, নাউ, নউআ প্রভৃতি নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে ৭টী শ্রেণী (থাক) দৃষ্ট হয়; যথা—১ অবধিয়া (অযোধ্যাবাসী), ২ কনৌজিয়া বা বিআহুৎ, ৩ তিহুঁতিয়া, ৪ শ্রীবাস্তব বা বাস্তর, ৫ মগহিয়া, ৬ বাঙ্গালী ও ৭ তুর্ক নউআ। প্রথম ৬টী হিন্দু, তুর্কেরা মুসলমান। অবধিয়া ও কনৌজিয়াদিগের মধ্যে বিবাহের বিলক্ষণ বাঁধাবাঁধি আছে। বিবাহের সময় পিতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, বৃদ্ধপ্রপিতামহী, মাতা, মাতামহী ও প্রমাতামহী এই ৭ পুরুষের সংস্রব বাদ দিয়া আদান-প্রদান হইয়া থাকে। প্রথম ৬ শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি গোত্র আছে। ইহাদের মধ্যে বালিকাবয়সেই কন্যাদানপ্রথা প্রচলিত। তিলক বা কন্যাপণ দিতে হয়। সিন্দূরদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অপর পত্নীগ্রহণ চলিতে পারে। স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করা চলে, কিন্তু স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করা চলে না। ইহাদের মধ্যে তালাক বা বিবাহচুক্তিভঙ্গের নিয়ম নাই, অসতী স্ত্রীকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। বিধবা-বিবাহ চলে, কিন্তু দেবরকে বিবাহ করাই ন্যায্য বলিয়া গণ্য। পালামৌ ও সাঁওতাল পরগণায় পরিত্যক্ত পত্নীগণ সাগাইপ্রথায় পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে পারে। সাধারণ হিন্দুসমাজের মত ইহাদের মধ্যেও নানা ধর্ম্মসম্প্রদায় ও নানা ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে। কনৌজিয়া বা শ্রোত্রি ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। বেহারের হজামেরা অপরাপর দেবপূজা ব্যতীত বেনীরাম বা গাঁইয়া নামে এক গ্রাম্যদেবতার উদ্দেশে খাসী, গুড়, মিষ্টান্ন, পানসুপারী ও গাঁজা উৎসর্গ করিয়া থাকে। ধর্ম্মদাস নামে ইহাদের এক স্বজাতীয় মহাপুরুষের পূজাও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। ইহারা ত্রয়োদশ দিবসে মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে। তুর্ক বা মুসলমান হজাম ব্যতীত অপর সকল শ্রেণীর হস্তেই ব্রাহ্মণেরা জল গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বাভন ও উচ্চশ্রেণীর বণিয়াদের ঘরে ইহারা অন্নাহার করিয়া থাকে। হিন্দুর জাতকর্ম্ম বিবাহাদি সকল প্রধান সংস্কারে হজামের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তুর্ক বা মুসলমান হজামের হিন্দুসমাজে আদৌ প্রবেশাধিকার নাই। পূর্ব্বে হিন্দুদিগের উৎসবাদিতে মুসলমান হজামেরাই 'বাজুনিয়া' বা বাদ্যকরের কাজ করিত, এখন কিন্তু আর তাহাদিগকে ডাকা হয় না। ইহারা মুসলমান শিশুর 'সুন্নৎ' বা ত্বকছেদ করে বলিয়া 'মাসকাটা' ও ষণ্ডের মুষ্কচ্ছেদ করে বলিয়া কোথাও কোথাও 'আবদাল' নামে খ্যাত। হিন্দু হজামদিগের মত ইহারাও কোথাও কোথাও বৈদ্যগিরি ও অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস, ইহাদের স্ত্রীলোকেরা মন্ত্র পাঠ করিয়া দাঁতের গোড়া, কাণের ব্যথা এবং বাত ভাল করিতে পারে। ইহারা নানা সহরে পথে ঘাটে 'বাত ভাল করি' 'দাঁতের ব্যথা ভাল করি' বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

হিন্দু হজামেরা সকলেই জাতীয় বৃত্তি দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু মুসলমান হজামেরা অনেকে কৃষিকার্য্যে মন দিয়াছে।

হাজার (পারসী) সহস্র, দশশত।

হাজারমণি (দেশজ) গুল্মভেদ।

হাজারা [হজারা দেখ।]

হাজারী (আরবী) ১ হাজার অর্থাৎ সহস্র যাহার আছে, হাজারযুক্ত। যথা হাজারী নারিকেল—যে নারিকেলবৃক্ষে এক এক কাঁদিতে বহুতর নারিকেল হয়। এই হাজারী নারিকেল পরিমাণে কিছু ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। এক এক কাঁদিতে ১৫০, ২০০ শত নারিকেল হইতে দেখা যায়।

২ সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক। ৩ উপাধিভেদ।

হাজারীবাঘ, ছোটলাটের শাসনাধীন ছোটনাগপুরের একটি জেলা। অক্ষা° ২৩° ২৫´ হইতে ২৪° ৪৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ২৯´ হইতে ৮৬° ৩৮´ পূঃ, উত্তরে গয়া ও মুঙ্গের, পূর্ব্বে সাঁওতাল পরগণা ও মানভূম জেলা, দক্ষিণপশ্চিমে লোহারডগা ও গয়া জেলা এবং ছোটনাগপুরের উত্তর-পূর্ব্বসীমান্তে এই জেলাটি অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৭০২১ বর্গমাইল। হাজারীবাঘ এই জেলার সদর।

এই জেলার পশ্চিম সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া দৈর্ঘ্যে ৪০ মাইল ও প্রস্থে ১৫ মাইলব্যাপী একটি বিস্তৃত মালভূমি আছে। এই মালভূমির উপরিভাগ বন্ধুর। এই স্থানটি খুব উর্ব্বর ও ছোট ছোট গ্রাম ভূষিত। এই জেলার উত্তর ও

পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়াও একটি বিস্তৃত মালভূমি আছে। এই স্থানটির সাধারণ উচ্চতা ১৩০০ ফিট্‌। ইহার উত্তর-ভাগ কৃষিক্ষেত্র দ্বারা সমাকীর্ণ। পূর্ব্বদিকে এই উচ্চ ভূমি সমতল ভূমিতে আসিয়া পরিণত হইয়াছে। এই জেলার দক্ষিণ ভাগ দামোদরনদের মধ্য উপত্যকা, এই স্থানটি চারি দিক্ হইতে দামোদর নদের শাখা-প্রশাখা দ্বারা নিষিক্ত এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জঙ্গল দ্বারা ব্যাপ্ত। স্থানে স্থানে আবার বিচ্ছিন্ন গ্রামও দেখা যায়। কর্ণপুর উপত্যকা, পালানী, চন্‌গড়া এবং গোলা পরগণায় বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র আছে। যদিও হাজারিবাঘ পাহাড় এবং বন্ধুর ভূমির জন্য বিখ্যাত, তথাপি অনেক স্থানই কৃষিক্ষেত্র ও নানা প্রকার বিচিত্র প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ। নিম্নে মালভূমির দক্ষিণ ভাগ খুবই উর্ব্বর এবং পর্ব্বত-শূন্য। কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে মহুয়া ও আম্রবৃক্ষ উপবনের মত দেখা যায়।

পশ্চিমে ভারতে নর্ম্মদানদীর দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া কখনও সমুচ্চগিরি, কখনও মালভূমিরূপে পূর্ব্বে শোণনদীর দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে গিরিমালা প্রসারিত হইয়াছে, এই পর্ব্বত-মালার পূর্ব্ব সীমান্ত হাজারিবাঘ। এই জেলামধ্যস্থিত উল্লেখ-যোগ্য গিরিশৃঙ্গ বরাগাই, মরঙ্গবুরু, জিলিঙ্গা, চেন্দ্‌বার এবং অসুবা। খণ্ড শৈলের মধ্যে মাহুদি এবং লুগুই প্রধান।

দামোদরই এই জেলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। ৯০ মাইল পর্য্যন্ত এই নদী হাজারিবাঘের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। দামোদর তাহার শাখা-প্রশাখা লইয়া ইহার প্রায় ২৪৮০ বর্গমাইল ভূপরিমাণকে জলপ্রবাহের দ্বারা ধৌত করিতেছে। বরাকরনদীও হাজারিবাঘের অপর একটি উল্লেখযোগ্য নদী। যদিও এইস্থানে বিস্তীর্ণ জঙ্গল আছে, তথাপি বৃক্ষ হইতে গবর্মেণ্টের বিশেষ কোন লাভ হয় না। এখানকার লোকেরা করাত ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এজন্য এখানকার গাছগুলিকে বড় হইবার পূর্ব্বেই গৃহের ছাউনির উপযোগী করিয়া কাটা হয়।

১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে হাজারিবাঘের ইতিহাস জানা যায়। রাজা মুকুন্দসিংহ রামগড়ের রাজা ছিলেন। তৎকালে হাজারিবাঘ রামগড়ের অন্তর্গত ছিল। তাঁহার ভ্রাতা তেজসিংহ সেনানায়ক ছিলেন। ছোট নাগপুরের রাজার নিকট হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগড়ের জমিদারী পাইয়াছিলেন। তেজসিংহ লেপ্‌টেনাণ্ট গডার্ডের সহায়তায় ভ্রাতা মুকুন্দরামকে রামগড় হইতে বিতাড়িত করিয়া রামগড়ের জমিদারী অধিকার করেন। যখন মুসলমানরাজত্বের শেষ ভাগে সমস্ত রাজকর্ম্ম বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল, তখন ঘাটোয়ালগণ হাজারিবাঘের পার্শ্বস্থ খরকৃডিহা গ্রাম অধিকার করিয়া বসিল। কাপ্তেন ব্রাউন তাঁহার সনন্দে তাঁহাদিগকে করদ রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে ঘাটওয়ালদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইবার পর রামগড় এবং খরকডিহা মাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ একটি জেলায় পরিণত হইল। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে কোল-বিদ্রোহের পর ছোটনাগপুর জেলার রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত হয়। খরকৃ-ডিহা কেন্দ্রী, কুন্দা পরগণা এবং রামগড় লইয়া হাজারিবাঘ নাম দিয়া একটি জেলার সৃষ্টি হইল।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দ হইতে এখানে মজুরীর দাম বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে ৫ পয়সা ছিল, এখন সেই স্থলে ১০ পয়সা হইয়াছে।

কমিয়াগণ এই দেশের মূল চাষা। অর্থের জন্য বা দেনার দায়ে ইহারা প্রভুর ক্ষেত্রে মজুরী করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। প্রভুও কমিয়াদিগের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিবার জন্য দায়ী। তাঁহার নিকট হইতে ঋণ লইয়া ইহাদিগের সন্তানাদির বিবাহ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কমিয়াগণ ভুইঞা জাতীয়। তিন প্রকারের কমিয়া আছে; প্রথমতঃ যাহারা 'সখ্‌নামা' অনুসারে বংশপরম্পরায় দাসত্ব করিতে স্বীকৃত হয়; দ্বিতীয়তঃ যাহারা জীবনব্যাপী প্রভুর সেবা করিতে সম্মত; তৃতীয়তঃ যাহারা যে পর্য্যন্ত না দেনা শোধ হয়, সেই পর্য্যন্ত কাজ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। কমিয়াগণ নানা প্রকার কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

হাজারীবাঘ জেলায় ছয়টি কয়লার খনি আছে। অনেক স্থান হইতে তামা, লৌহ এবং টিনের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে 'চা'র চাষ ও হয়।

জেলার জল-বায়ু নিম্নবঙ্গ হইতে অনেক ভাল; বঙ্গদেশের হাওয়া অপেক্ষা এ স্থানের হাওয়া শীতল এবং প্রীতিদায়ক। এখানকার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল।

২ উক্ত জেলাস্থ একটী মহকুমা। ভূপরিমাণ ৪৫৭৫ বর্গ-মাইল। ১১টী থানা এই মহকুমার অন্তর্গত। কয়েকটি আদালত ও স্কুল আছে।

৩ উক্ত হাজারীবাঘ জেলার শাসনকেন্দ্র ও প্রধান সহর। হাজারিবাঘের মধ্য মালভূমির উপর এই সহরটীর অক্ষা° ২৩° ৫৯´২১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ২৪´ ৩২´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

হাজি (আরবী) যে হজ্‌ বা মেদিনা প্রভৃতি মক্কাতীর্থে যাত্রা করিয়াছে। মক্কাতীর্থযাত্রী।

হাজি খল্‌ফ্‌া, সাধারণতঃ মুস্তাফা হাজি খল্‌ফা নামে প্রসিদ্ধ; জনৈক প্রখ্যাত গ্রন্থকার। 'কজলক কাশ্‌ফুজ্‌ জমিন' এবং 'তাকৃবিম্‌ উত তবারিক রুমি' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণয়ন করেন। ইনি কন্‌ষ্টান্‌তিনোপ্‌লের সম্রাট্‌ ২য় মহম্মদের সমসাময়িক ছিলেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সেপ্টম্বর মাসে মারা যান।

হাজিগঞ্জ, ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত একটী সহর, ডাকাতীয়ার নদীর উপরে অবস্থিত। ত্রিপুরা জেলায় নদীপথে গমনাগমনের একটী প্রধান স্থান। এখানে বিস্তৃত সুপারীর চাষ এবং কলিকাতা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতির সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ আছে।

হাজিন, প্রকৃত নাম মৌলনা সেখ মহম্মদআলী. একজন সুশিক্ষিত পারস্য কবি। ইঁহার পিতা গিলানের সেখ আবু তালিব। হাজিন ১৬৯২ খৃঃ অব্দে ইস্পাহানে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি পারস্য এবং আরব উভয় ভাষাতেই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। পারস্যে নাদির শাহের রাজত্বের অত্যাচারে তিনি ১৭৩৩ খৃঃ অব্দে হিন্দুস্থানে পলাইয়া আসেন। ইনি বিস্তর গদ্য ও পদ্য লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার স্বকীয় জীবনবৃত্ত প্রসিদ্ধ পুস্তক।

হাজিপুর, ১ বঙ্গদেশে মুজাফরপুর জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। ভূপরিমাণ ৭৭১ বর্গমাইল। অক্ষাং ২৫° ২৯´ হইতে ২৬° ১´ দ্রাঘি° ৮৫°৬´ হইতে ৮৫°৪১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই মহকুমায় তিনটি থানা, দুইটি ফৌজদারী ও একটী দেওয়ানী আদালত আছে। ২ ঐস্থতের অন্তর্গত একটী থানা সহর।

হাজি মহম্মদবেগ খাঁ, মাশির তালিবির সুপ্রসিদ্ধ লেখক, মির্জা আকুতালেব খাঁর পিতা। তিনি জাতিতে তুর্ক, ইস্পাহানের অব্বাসাবাদে তাঁহার জন্ম। নাদির শাহের অত্যাচারে ভীত হইয়া তিনি ভারতবর্ষে আসেন। এখানে নবাব আবুল মনসুর খাঁ সফদর জঙ্গের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন। অযোধ্যার নিম্ন শাসনকর্ত্তা রাজা নবল রায়ের মৃত্যুর পর, নবাব আবদুল মনসুর খাঁয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র হাজির সহচর স্বরূপ ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। নবাবের মৃত্যুর পর সুজাউদ্দৌল্লা ঈর্ষ্যা বশতঃ মহম্মদ কুলি খাঁকে বন্দী করিয়া তাঁহাকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে হাজি বঙ্গদেশে পলাইয়া যান; তথায় মুর্শিদাবাদে তিনি আরও কএক বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

হাজি মহম্মদ কাশ্মীরী মৌলনা, একজন মুসলমান কবি। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ হমদানের অধিবাসী ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন সৈয়দ আলী-হমদানের সহিত কাশ্মীরে আগমন করেন। এখানে হাজির জন্ম হয়; কিন্তু অল্প বয়সে তিনি দিল্লীতে আসিয়া শিক্ষা লাভ করেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি এবং অকবরের সমসাময়িক ছিলেন। ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার বহু শিষ্য ছিল, তাহাদিগের মধ্যে মৌলনা হসন তাঁহার সমাধির উপর মৃত্যুর তারিখ লিখিয়া গিয়াছেন।

হাজির (আরবী) ১ উপস্থিত। ২ প্রস্তুত। ৩ ইচ্ছুক।

হাজির জবাব (আরবী) উপস্থিতবক্তা, কোন বিষয়ে হাজির অর্থাৎ উপস্থিত হইবামাত্রই তাহার জবাবও তদ্বিষয়ে সদুত্তর যিনি বলিতে পারেন।

হাজিরজামিন্‌ (আরবী) হাজির করিয়া দিবার জন্য যিনি জামিন্‌ হন, যে ব্যক্তি আদালতে অন্য ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত করিয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

হাজিরী (আরবী) ১ হাজির লিখিবার খাতা। ২ যে হাজির হইয়াছে।

হাজিরীনবীস (পারসী) ১ যে হাজিরীখাতায় উপস্থিত ও অনুপস্থিতির নাম লিখিয়া রাখে। ২ যে আদালতে হাজিরী দাখিল করে।

হাজো, আসামের কামরূপের অন্তর্গত একটি গ্রাম। বরলিয়া নদীর পূর্ব্বতীরে ও ব্রহ্মপুত্র হইতে ৬ মাইল দূরে এই গ্রামটী অবস্থিত। ইহার নিকটেই মহামুনির একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। ভারতের সমস্ত স্থান হইতে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র লোক এখানে তীর্থ করিতে আসেন।

হাট (দেশজ) হট্ট শব্দের অপভ্রংশ, ক্রয়বিক্রয়স্থান। এক একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে হাট হইয়া থাকে, কিন্তু বাজার প্রতিদিনই হয়। যে স্থলে বাজার হয়, সেই স্থলে আবার দিনবিশেষে হাট হইয়া থাকে। স্থানবিশেষে এক একটী প্রকাণ্ড হাট আছে, তাহাতে আবশ্যকীয় সমস্ত বস্তুরই ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে।

হাটক (ক্লী) হটতি শোভতে ইতি হট দীপ্তৌ ণ্বুল্। ১ স্বর্ণ।

"নব হাটকেষ্টকচিতং দদর্শ সঃ

ক্ষিতিপস্য বস্ত্যমথ তত্র সংসদি॥" (মাঘ ১৩।৬৩)

(জাতরূপেভ্যঃ পরিমাণে। পা ৪।৩।১৫৩) ইতি অণ্। ১ হাটকপরিমিত। ৩ ধুস্তূর। (অমর) (ত্রি) ৪ স্বর্ণ-নির্ম্মিত। ৫ দেশবিশেষ।

হাটকময় (ত্রি) হাটক-ময়ট্। স্বর্ণময়, সুবর্ণনির্ম্মিত।

হাটকেশ (পুং) শিব।

হাটকেশ্বর (পুং) হাটকস্য ঈশ্বরঃ। গোদাবরীতীরস্থ শিবলিঙ্গ-বিশেষ। গোদাবরীতীর্থে স্নান করিয়া এই শিবলিঙ্গ দর্শন করিবে। এই লিঙ্গদর্শনে ইহলোকে সুখ সৌভাগ্য এবং অন্তে শিবলোকে গতি হইয়া থাকে। বামনপুরাণে এই হাটকেশ্বর শিবের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

"এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তাঃ সর্ব্ব এবর্ষি পার্থিবাঃ।

দ্রষ্টুং ত্রৈলোক্যভর্ত্তারং ত্র্যম্বকং হাটকেশ্বরং॥

ততঃ কপিবরঃ প্রাপ্তো ঘৃতাচ্যা সহ সুন্দরি।

স্নাত্বা গোদাবরীতীর্থে দিদৃক্ষুর্হাটকেশ্বরং॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, অতল পাতালের অধোদেশে

বিতল নামক পাতাল অবস্থিত। এই পাতালে ভগবান্ হাটকেশ্বর শিব স্বপার্ষদ ভূতগণের সহিত পরিবৃত হইয়া ভবানীর সহিত মিথুনীভূত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। ইহাদের বীর্য্যে এই স্থান হইতে হাটকী নামক শ্রেষ্ঠা নদী নির্গত হইয়াছে।

"ততোঽধস্তাদ্বিতলে হরো ভগবান্ হাটকেশ্বরঃ
স্বপার্ষদভূতগণাবৃতঃ প্রজাপতিসর্গোপবৃংহণায়
ভবো ভবান্যা সহ মিথুনীভূয়াস্তে। যতঃ
প্রবৃত্তা সরিৎপ্রবরা হাটকী নাম ভবয়োর্বীর্য্যেণ।"

(ভাগবত ৫।২৪।১৭)

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম এবং থানার সদর। চট্টগ্রাম হইতে রামগড়ে যাইবার যে পথ আছে, চট্টগ্রামের দশ মাইল উত্তরে পথিমধ্যে এই গ্রাম অবস্থিত। সীতাকুণ্ড পাহাড় কুমারিয়া হইতে এই গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পাহাড় কাটিয়া রাস্তা দ্বারা কুমিরিয়াব সহিত হাটহাজারীর যোগ হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হইতে পারে। হাটহাজারীতে একটি বড় বাজার আছে।

হাড় (দেশজ) অস্থি।

হাড়্গিলা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ, অস্থিভক্ষক পক্ষী, এই পাখী হাড় খাইয়া থাকে। (Ardea Argala)

হাড়্চারা (দেশজ) গুল্মভেদ, ইহাকে হাড়ভাঙ্গা, হাড়্জোড়া গাছও কহে। (Cissus quadrangularis)

হাড়পঙ্গ (দেশজ) গুল্মভেদ। (Arum gracile)

হাড়্পুলি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Harpullia caponioides)

হাড়ি (দেশজ) ১ কাষ্ঠযন্ত্রবিশেষ, হাইড়। ২ নীচজাতিবিশেষ। মেথরজাতিভেদ, এই জাতি বিষ্ঠামূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। [হাড়ী দেখ।]

হাড়িকাঠ (দেশজ) পশুচ্ছেদনার্থ কাষ্ঠযন্ত্রবিশেষ, সংস্কৃত যূপকাষ্ঠ, দেবপূজাদিতে যে স্থানে পশু বলি হয়, তথায় দেবতার সম্মুখে হাড়িকাঠ পুতিয়া তাহাতে পশুবন্ধন করিয়া পশুচ্ছেদন করা হইয়া থাকে।

হাড়িগ্রাম (পুং) কাশ্মীরস্থিত একটী গ্রামভেদ।

হাড়ী, মলমূত্রাদি ময়লা-পরিষ্কারকারী বঙ্গবাসী হীনজাতিবিশেষ। ইহারা মিহতর, মেথর ও হরসন্তান নামে পরিচিত। কেহ কেহ পূর্ব্ববঙ্গবাসী ভুঁইমালী ও হাড়ীকে অভিন্নজাতি মনে করেন। ইহাদের মধ্যে বারভাগিয়া বা কাওরা-পাইক, মধ্যভাগিয়া বা মধ্যকুল, খোড়িয়া, সিউলী, মিহতর, মঘয়া, করাইয়া, পুরন্দার প্রভৃতি শ্রেণী আছে। ইহাদের মধ্যে মিহতর বা মেথরেরাই কেবল বিষ্ঠা পরিষ্কার করে। বারভাগিয়ারা চৌকীদার, বাজনাদার ও পাল্কীবাহকের কাজ করে। খোড়িয়ারা শূকর পোষে। সিউলীরা খেজুররস বাহির করিবার জন্য খেজুরগাছ কাটে ও সুবিধামত তাহার রসে তাড়ি প্রস্তুত করে; অপর সকলে কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এখন আর আদান-প্রদান চলে না। ইহাদের মধ্যে বালিকা ও বয়স্থা উভয় বিবাহই চলে। তবে কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়াই প্রশস্ত। কন্যাপণ ঠিক হইলে উভয়পক্ষ কন্যালয়ে মিলিত হয়। এখানে পিতা বা কোন নিকটাত্মীয় বয়োজ্যেষ্ঠের ক্রোড়ে বর এবং কন্যার পিতার ক্রোড়ে কন্যা উভয়ে মুখামুখী হইয়া বসে, তৎপরে বরকন্যা স্ব স্ব পিতার কোল ছাড়িয়া স্ব স্ব শ্বশুরের কোলে আসিয়া পূর্ব্ববৎ মুখামুখী হইয়া বসিয়া থাকে। এইরূপ পাঁচবার করিবার পর বর তাঁহার ভগিনীপতির দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি বিঁধিয়া রক্তপাত করে। শণ বা পাটের সূতায় কয়েক ফোটা রক্ত লইয়া বর সেই সূতা হাতে ধরিয়া থাকে এবং কন্যা তাহা ছিনাইয়া লয়। সহজে লইতে পারিলে অতি শুভ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহারা একাধিক বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে একটীর অধিক ঘটিয়া উঠে না। বিধবারা পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। মালাবদলই বিধবাবিবাহের অঙ্গ। দেবরকে বিবাহ করিবার নিয়ম নাই। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন হাড়ী বিধবাবিবাহপ্রথা তুলিয়া দিয়াছে। পঞ্চায়তের মত লইয়া পতি বা পত্নীত্যাগ চলিতে পারে।

বর্ণব্রাহ্মণেরা কোথাও কোথাও ইহাদের পৌরোহিত্য করিলেও অনেকস্থলে 'পণ্ডিত' আখ্যাধারী স্বজাতীয় প্রধান ব্যক্তিই পুরোহিতের কাজ করিয়া থাকে।

ইহারা সকলেই প্রায় শাক্ত,—কালীর উপাসক। উত্তর বঙ্গে অনেকস্থলে ইহারা নিজেই মহাসমারোহে কালীপূজা করিয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে, পূর্ব্বে ইহাদের বীজপুরুষগণ মহাশাক্ত ও বৌদ্ধতান্ত্রিক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক সিদ্ধপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রাণী ময়নাবতী ও রাজা গোবিন্দচন্দ্রের গুরু হাড়িপার নামে বিখ্যাত। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাভ্যুদয়ে ব্রাহ্মণশাসনে সেই সিদ্ধগণের বংশধরগণের এরূপ হীন অবস্থা ঘটিয়াছে। এই সম্প্রদায় যে এক সময় শক্তিপূজায় সিদ্ধি বা প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল, আজও তাহার ক্ষীণস্মৃতি বিদ্যমান। কোন কোন গ্রামে হাড়ীর বাড়ী পূজা না হইলে অনেক উচ্চহিন্দুগৃহে মহাষ্টমী ও মহাকালী পূজা হইতে পায় না।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে ইহাদের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা হীনতম নিতান্ত অস্পৃশ্যজাতি বলিয়া গণ্য। সকল প্রকার পশুপক্ষীর মাংসভোজনে ইহারা আপত্তি করে না। সকলেই প্রায় মদ্যপায়ী।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে প্রায় লক্ষ হাড়ীর বাস। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আদম-সুমারী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

হাত (দেশজ) হস্তশব্দের অপভ্রংশ, কর, ভুজ।

হাতকড়ী (দেশজ) হস্তবন্ধনার্থ লৌহময় যন্ত্রবিশেষ, 'হাতে হাতকড়ী পায়ে বেড়ী'। হাতে হাতকড়ী দিলে আর হাত নাড়া যায় না। চুরি ডাকাতি প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ করিলে অপরাধীর হাতে হাতকড়ী দেওয়া হইয়া থাকে।

হাতকরাত (দেশজ) লৌহময় যন্ত্রবিশেষ। ছোট করাত।

হাতচালা (দেশজ) হস্তচালন, একপ্রকার গণনা। কোন দ্রব্যাদি অপহৃত হইলে যিনি এই বিদ্যা অবগত আছেন, তিনি অপর কোন এক জনের হাত চালনা করিবেন। হস্ত উপুড় করিয়া ধরিতে হইবে, হস্তচালক মন্ত্রপাঠ করিতে থাকিবেন। মন্ত্র-প্রভাবে হস্ত চলিতে আরম্ভ হইবে, এবং চলিতে চলিতে যে স্থানে সেই অপহৃত বস্তু আছে, সে স্থানে গিয়া থামিবে। এইরূপে হস্তচালনা করিয়া অপহৃত বস্তুর সন্ধান করিয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে হাতচালা, নলচালা প্রভৃতি বিদ্যা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। এখন ইহা বিরল-প্রচার হইয়াছে।

হাতছানী (দেশজ) হস্তসঙ্কেত।

হাতছেচড় (দেশজ) চোরবিশেষ, যাহারা সামান্যরূপ চুরি করে, দশটী জিনিষ আছে, হয়ত তাহার মধ্য হইতে একটী চুরি করিল, এইরূপ চোরকে হাতছেচড় কহে. ইহাকে ছিঁচকে চোরও বলে।

হাতজোড়ী (দেশজ) গুল্মভেদ, (Lycopodium imbricatum)

হাতড়ান (দেশজ) হাতদিয়া দেখা, মন্দালোক বশতঃ যে স্থানের কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় কোন বস্তু পাইবার জন্য হাত বাড়ান।

হাতড়ী (দেশজ) লৌহমুদ্গরবিশেষ, আঘাতযন্ত্র। কার্য্যবিশেষে নানাপ্রকার ছোট বড় হাতড়ী ব্যবহৃত হয়। লৌহকর প্রকাণ্ড হাতড়ী দিয়া লৌহ পিটিয়া থাকে, সূত্রধর তদপেক্ষা ক্ষুদ্র হাতুড়ী দ্বারা ছুতারের কার্য্য করে এবং স্বর্ণকার তদপেক্ষাও ছোট হাতুড়ী দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্যাদির কার্য্য করিয়া থাকে।

হাতব্য (ত্রি) হা-তব্য। ত্যক্তব্য, হানযোগ্য, ত্যাগ করিবার উপযুক্ত।

"হাতব্যোহয়মসার এব বিরসঃ সংসার ইত্যাদিকং।
সর্ব্বস্যৈব হি বাচি চেতসি পুনঃ কস্যাপি পুণ্যাত্মনঃ॥" (শান্তিশ°)

হাতযোড়া (দেশজ) হস্তবন্ধ। কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকাকে হাতযোড়া বলে।

হাত্‌রাস, যুক্তপ্রদেশে আলিগড় মহকুমার দক্ষিণপশ্চিম সীমান্ত-স্থিত একটী তহশীল। ইহাতে দুইটী পরগণা আছে—হাতরাস এবং মুর্সান। ভূপরিমাণ ২৯১ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে ২৫৬ বর্গমাইল কৃষিক্ষেত্র।

২ উক্ত আলিগড় জেলার সহর এবং হাতরাস তহশীলের সদর। আলিগড় এবং আগ্রাপথের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে এই সহরটী অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩৫´ ৩১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৬´ ৯´´ পূঃ। হাত্‌রাস সহরটী সুনির্ম্মিত এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের একটী বাণিজ্যকেন্দ্র। এই সহরে অনেক প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ আছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই সহরটী জাটঠাকুর দয়ারামের অধিকারে ছিল। তাঁহার দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যখন এই দোয়াব বৃটিশরাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইল, তখন হইতে ঠাকুরগণ গবর্মেণ্টের সহিত মন্দ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট মেজর জেনারল মার্সালের অধীনে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন, দুর্গটি যদিও সুরক্ষিত ছিল, তথাপি ইংরাজসৈন্য সহজেই অধিকার করিতে সমর্থ হইল। দয়ারাম রাত্রিতে দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট দুর্গ-রক্ষক সৈন্যগণ ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিল। কাণপুরের পরেই বাণিজ্যের জন্য দোয়াবের মধ্যে এই সহরটী বিখ্যাত।

হাতা (দেশজ) ১ লৌহপিত্তলাদিনির্ম্মিত হস্তাকৃতি পাত্রবিশেষ, দর্ব্বী। সাধারণতঃ লৌহ, পিত্তল ও কাঠের হাতা ব্যবহৃত হয়। ইহা গৃহস্থের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু। অন্নব্যঞ্জনাদি পাককালে হাতা ভিন্ন পাকক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। ২ হস্ত।

হাতাহাতি (দেশজ) হাতে হাতে যুদ্ধ, এই শব্দ সংস্কৃত হস্তাহস্তি শব্দের অপভ্রংশ, যে স্থলে পরস্পরে হাতে হাতে মারামারি হয়, তাহাকেই হাতাহাতি কহে।

হাতি (দেশজ) হস্তী।

হাতিকাণা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Siphenanthus hastata)

হাতিনা (দেশজ) অলিন্দ, মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহের অলিন্দ অর্থাৎ চাতালকে হাতিনা কহে। ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের অলিন্দের নাম রক। মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহে পাঁচ চাল হইতে আট চাল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, চারি চালে গৃহ এবং তাহা ভিন্ন যে কয় চাল হইবে, সেই কয়টী হাতিনা হইয়া থাকে। এইরূপ ঘরকে চুমুরী বা চৌরী ঘর কহে। আর যে স্থানে দুই চালে গৃহ এবং তাহার অধিক চালে হাতিনা হয়, এইরূপ ঘর বাঙ্গালা-ঘর নামে অভিহিত। সাধারণতঃ এই ঘর তিন চালের অধিক হয় না, সম্মুখে হাতিনা থাকে। চৌরী আটচালা গৃহে চারিদিকে হাতিনা থাকে।

হাতিনী (দেশজ) হস্তিনী শব্দের অপভ্রংশ, স্ত্রী হস্তী।

হাতিম, সাধারণতঃ 'হাতিমতাই' নামে পরিচিত, তাই জাতির একজন খ্যাতনামা সর্দ্দার। ইনি উদার, জ্ঞানী ও সাহসী বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে হাতিমের মৃত্যু হয়। আরবে অনবর্জ্জ গ্রামে এখনও তাঁহার কবর দেখা যায়। ইহার জীবনবৃত্তান্ত 'হাতিমতাই' নামক পারস্য উপাখ্যানে বিবৃত হইয়াছে। ইনি কেবল বিজয়লাভের জন্য যুদ্ধ করিতেন না; যুদ্ধ-জয়ে লুণ্ঠিত যে সকল দ্রব্য মিলিত তাহা ইনি বিতরণ করিয়া দিতেন। যদি ইনি শক্তিশালীর সহিত যুদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরাজয় করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন। যুদ্ধে যাহাদিগকে বন্দী করিতেন, যুদ্ধাবসানে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতেন।

হাতিমতাই, [হাতিম দেখ।]

হাতিমর্দ্দন, পঞ্জাবের পেশাবর জেলার একটী সেনাবাস। যুসুফজাই মহকুমার সদর। অক্ষা° ৩৪° ১১´ ২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৮´ পূঃ। সেনানিবাসের সামান্য দক্ষিণে হাতি এবং মর্দ্দন নামে দুইটী গ্রাম আছে, তাহা হইতে এই সহরের নাম হাতি-মর্দ্দন। যুসুফজাইয়ের সহকারী কমিশনার এখানে বাস করেন।

হাতিমকাশী মৌলনা, পারস্যসম্রাট্ সাহ আব্বাসের সমসাময়িক একজন কাশানদেশীয় কবি।

হাতিয়া, বঙ্গে নোয়াখালীজেলাস্থ একটি দ্বীপ ও থানা। অক্ষা° ২২° ২৬´ হইতে ২২° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ১১´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে মেঘনানদীর মোহানায় অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১৮৫ বর্গমাইল। এখানে ৪৮টি গ্রাম এবং ৪১৭৬টি গৃহ আছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের স্রোত আসিয়া এই দ্বীপ গ্রাস করিয়া ফেলে। বিশেষতঃ ১৮৬৭ এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের দুর্য্যোগে সমুদ্র-তরঙ্গ আসিয়া এই দ্বীপটী ডুবাইয়া ফেলে, সেই সময়ে প্রায় ৩০,০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হাতিয়াগড়, ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশস্থিত একটী পরগণা, তদন্তর্গত প্রাচীন গ্রাম।

হাতিশুঁড়া (দেশজ) লতাবিশেষ, একপ্রকার ক্ষুপ, চোক উঠিলে ইহার রসের ফুট্ বিশেষ উপকারী।

হাতী (দেশজ) হস্তী।

হাতীয়ার (হিন্দী) করধৃত অস্ত্র, ঢাল তরবার।

হাতুড়িয়া (দেশজ) মূর্খ চিকিৎসক, যাহারা চিকিৎসা-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নহে, কোনরূপ শাস্ত্রজ্ঞান নাই, অথচ চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া থাকে। ইহারা হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায় অনুমানে চিকিৎসা করে, এইজন্য বোধ হয়, ইহাদের এই নাম হইয়াছে।

হাতুড়ী (দেশজ) লৌহমুদ্গরবিশেষ। [হাতড়ী শব্দ দেখ]

হাতুয়া (দেশজ) যে সকল গাভীর বাছুর মরিয়া গিয়াছে, সেই সকল গাভীকে বাছুরের মুখ না দিয়া হাতে দোহন করিতে তাহাকে হাতুয়া কহে।

হাতের চাটু (দেশজ) হাতের তলা, হাতের সম্মুখভাগ।

হাতের পিট (দেশজ) হস্তের পৃষ্ঠদেশ, পশ্চাদ্ভাগ।

হাতেহাতে (দেশজ) হস্তে হস্তে, পূর্ব্বে মৃত্যুকালে স্ত্রীপুত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাহারো হাতে তাহাদিগকে দিয়া যাওয়া হইত, তাহাকে হাতে হাতে দেওয়া কহে। পূর্ব্বে এই প্রথা খুব প্রচলিত ছিল, অধুনা ইহার প্রচলন খুব কম।

হাত্র (ক্লী) হা-ষ্ট্রন্। ১ বেতন। ২ প্রমথন। ৩ মরণ। ৩ রাক্ষস।

হাথুয়া, বিহারবিভাগে সারণজেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহা হাথুয়া রাজাদিগের বাসস্থান। শাহাবাদের ১৩৩৯টি এবং সারণের ৪৬টী গ্রাম তাঁহাদিগের জমিদারীভুক্ত। হাথুয়া রাজাদিগের জমিদারীর ভূপরিমাণ ৩৯০০৫ বর্গবিঘা। মুসলমান সময়ের পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান রাজাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ এই স্থানে বাস করিতেন। বর্ত্তমান রাজবংশধরগণ আদিপুরুষ হইতে ১০২ পুরুষ অধস্তন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। গবর্মেণ্টের খাজনা বাদে হাথুয়ারাজের বার্ষিক আয় ৭৪৪৭৫০৲ টাকা।

হান্, চীনের পঞ্চম রাজবংশ। ২০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ২৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইঁহারা চীন শাসন করেন। ইঁহাদের সকলেই প্রায় সাহিত্যিকদিগের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিতেন; মিঙ্গতির রাজত্ব কালে ভারতবর্ষের সহিত চীনের যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। বহু প্রাচীনকাল হইতে এবং বিশেষতঃ সামলিম্ এবং তামবাজ-বংশীয়দিগের সময় (খৃঃ চতুর্থ হইতে সপ্তম শতাব্দ পর্য্যন্ত) বঙ্গ, মলবার এবং পঞ্জাবের রাজগণ চীনে দূত পাঠাইতেন। হান্‌বংশই চীনের পঞ্জিকাসংস্কার করেন।

হান (ক্লী) হা-ক্ত। ১ ত্যাগ। ২ সাংখ্যদর্শনমতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই হান। সাংখ্যদর্শনে হেয়, হেয়হেতু, হান এবং হানোপায় এই চারিটী বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম হান, প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকসাক্ষাৎকার দ্বারাই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। যতদিন বিবেকসাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন হান হয় না, ততদিন জন্মমৃত্যু জরাব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক হইতেই হান হইয়া থাকে। [সাংখ্যদর্শন শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

হানা (দেশজ) অমঙ্গলজনক বস্তু, এমন অনেক বাটী আছে যে, বাটীতে সেই গৃহস্থ বাস করিলে, তাহার অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। এই কারণে সেই সকল বাটীকে হানাবাড়ী কহে। প্রবাদ আছে যে, হানা-বাড়ীতে বাস করিলে কাহারও

মঙ্গল হয় না, বরং প্রতিপদেই নানাপ্রকার অশুভ হইয়া থাকে। ২ মৎস্যাদির আঘাত, কাণ বা সিঙ্গী মাছে কাটা মারিলে তাহাকে হানা কহে, যথা সিঙ্গীমাছে হানা দিয়াছে। ৩ অস্ত্র। ৪ জলস্রোতে উৎপন্ন গর্ত্ত। ৫ কণ্ঠদেশ, গলা।

"রক্তভরা খুঙ্গীপুঁটী ঘোড়ার হানায়।" (বিদ্যাসু°)

হানি (স্ত্রী) হা (বহি-শ্রি-শ্রু-যুদ্রুহেতি। উণ্ ৪।৫১) ইতি-নি। যদ্বা হা-কিন্ (গ্লাম্লাজ্যাহাভ্যো নিঃ। পা ৩।৩।৯৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা নি। ১ ক্ষতি, পর্য্যায়—অপহার, অপচয়।

"অত্রামৃতং সুরৈঃ পীত্বা নিহিতং নিহিতারিভিঃ।
অতঃ সোমস্য হানিশ্চ বৃদ্ধিশ্চৈব প্রদৃশ্যতে॥"(ভারত ৫।১৯১।৫)

২ ত্যাগ। ৩ নাশ।

হানিকর (ত্রি) হানিজনক, ক্ষতিকর।

হানিফা ইমাম, মক্কার চারিজন প্রসিদ্ধ ইমামের মধ্যে একজন। এই চারিজনের নাম ইমাম হানিফা, ইমাম হনবুল, ইমাম সাফাই এবং ইমাম মালিক। হানিফা মক্কার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং হানিফী সম্প্রদায়ের প্রধান লোক ছিলেন, যদিও মুসলমানগণের অধিকাংশই তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নিয়ম মানিয়া চলেন, তথাপি জীবদ্দশায় তিনি তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি ৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বোগ্‌দাদের কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি "মস্‌নদ" "ফিল্‌কলম" "মুঅল্লীথউল্ ইস্‌লাম" ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শিয়াগণ তাঁহাকে এবং তাঁহার সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিয়া থাকেন, কিন্তু সুন্নিগণ তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করেন। তাঁহার শিষ্যগণ মদ্যপান করে বলিয়া পারসিকগণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত নিন্দা করিয়া থাকেন, কারণ মদ্যপান মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরোধী।

হানিকৃৎ (ত্রি) হানিং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্-তুক্ চ। হানিকারক, যিনি ক্ষতি করেন।

হানুক (ত্রি) ১ ঘাতুক, হত্যাকারী। ২ ক্ষতিকারক।

হাত্র (ক্লী) হন (ভ্রস্‌জিগমিনমিহনীতি। উণ্ ৪।১৫৯) ইতি ষ্ট্রন্ বৃদ্ধিশ্চ। মরণ। (উজ্জ্বল)

হান্দন (পুং) জনপদ।

হান্‌লিন্ ওয়েন, কুব্লাই খাঁর প্রতিষ্ঠিত চীনের বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায় ৬০০ বৎসর ধরিয়া হানলিন্ ওয়েনের শিক্ষাগুরুগণ একই ভাবে শিক্ষা চালাইয়া আসিয়াছেন, বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনও বিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মত স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিতে পারে নাই। এই রাজ্যে উচ্চপদে যাঁহারা নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে এই বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই হইবে। প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রায় ২০০০ জন পরীক্ষার্থী হইত, তাঁহাদের মধ্যে ২০ হইতে ৮০ জন নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহাদিগকে 'সিউৎসাই' উপাধি দান করা হইত। যাঁহারা সিউৎসাহই হইতেন, প্রত্যেক প্রদেশ হইতে সেইরূপ ছাত্রকে আবার সম্রাট্-নিযুক্ত পরীক্ষকের নিকট উচ্চপরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে হইত। সিউৎসাই শব্দের অর্থ ফুটনো-মুখ প্রতিভা। তাঁহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন মাত্র 'সিউৎসাই' 'কুজিন' উপাধি লাভ করিতেন। কুজিন উপাধিধারী হাজার ছাত্রের মধ্যে যাঁহারা উচ্চতর কুজিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন, তাঁহারা পর বৎসর উচ্চতর রাজকর্ম্মের জন্য পিকিনে গমন করিতেন। এখানে যাঁহারা সৌভাগ্যবশতঃ সিন-সি উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারই নিম্ন মান্দারিনের পদ প্রাপ্তি ঘটে। যাঁহারা পরিশ্রম দ্বারা আরও উচ্চতর পদপ্রার্থী হন, তাঁহারা রাজার মহাসভার সভ্য হইতে পারেন। কিন্তু যদি সাংসারিক পদোন্নতি ছাড়া বিদ্যা দ্বারা তাঁহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে বহু প্রতিযোগিতার মধ্যে অবশিষ্ট ২০০ কি ৩০০ জন বিদ্বান্ রাজপ্রাসাদে সম্রাটের নিকট সশরীরে পরীক্ষিত হইতেন; তাঁহাদের মধ্যে যোগ্যতা হিসাবে ২০ জনের বেশী নির্ব্বাচন করা হইত না; তাঁহাদের বিদ্যা ও লিখিবার ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারাই হান্‌লিনের অবিনশ্বরদিগের মধ্যে আসন পাইতেন। এই বিশ জনের মধ্যে আবার একজনকে 'চোউয়াঙ্গ্‌ওয়েন উপাধি প্রদত্ত হইত। ইহাকে সাম্রাজ্যের মধ্যে "আদর্শ বিদ্বান্" বলিয়া লোকে সম্মান করিত। এই বিশিষ্ট উপাধি কাহাকেও প্রদান করা হইলে, সেই মুহূর্ত্তে রাজদূতগণ তাঁহার আত্মীয়গৃহে দ্রুতবেগে গমন করিয়া তাঁহাদের আত্মীয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের সংবাদ প্রদান করিত। এই পরিবারকে সেই দিবস হইতে লোকে পবিত্র বলিয়া মনে করিত। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন লোকদিগের চক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী। হান্‌লিনের সভ্যগণ রাজসভাসদের মধ্যে কবি ঐতিহাসিকের গৌরবজনক পদ লাভ করিতেন। তাঁহারাই কাঙ্গহি এবং কীন গুঙ্গের রাজত্বের সময়ে চীন ভাষায় মহাবিশ্বকোষ সম্পাদিত করিয়া গিয়াছেন, ৫০২০ খণ্ডে এই বৃহৎ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

আভিজাত্যের জন্য নহে, চীনদেশে সর্ব্বোচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ বিদ্যা ও সামর্থ্যের জন্যই উচ্চ রাজপদ লাভ করিতেন।

হান্‌সি, পঞ্জাবের হিসার জেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। অক্ষা° ২৮° ৫´ হইতে ২৯° ২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫০´ ৩০´´ হইতে ৭৬° ২২´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই তহশীলটীর ভূপরিমাণ ৭৮১ বর্গমাইল। এখানে একটী দেওয়ানী ও একটী ফৌজদারী আদালত আছে।

হাপন (ক্লী) মারণ।

হাপর (দেশজ) মৎস্যাদি আবদ্ধ করিয়া রাখিবার পাত্রবিশেষ। জেলেরা হাপরে করিয়া মাছ জীওয়াইয়া রাখে। বাঁশের চটা গোল করিয়া সূতা দিয়া বাঁধিয়া এরূপ ভাবে হাপর করে যে, তাহাতে মৎস্য রক্ষা করিলে উহার ভিতর হইতে মৎস্য বাহির হইতে পারে না, জলে থাকে বলিয়া জীবিত থাকে। জেলেরা মাছ ধরিয়া হাপরে রক্ষা করে. ঐ হাপর জলে ফেলিয়া রাখে, পরে উহা হইতে আবশ্যক মত মৎস্য উঠাইয়া বিক্রয়াদি করে।

হাপরমালী (দেশজ) লতাবিশেষ।

হাপুত্রিকা (স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ। পর্য্যায়—সর্ষপী, খঞ্জনিকা, তুলিকা, স্ফোটিকা। (ত্রিকা°)

হাপুত্রী (স্ত্রী) হাপুত্রিকা পক্ষী।

'গোভণ্ডীরঃ পঙ্ককীরো হাপুত্রী রাজভট্টিকা।' (হারাবলী)

হাফিজ্ আবরু, একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক। উপাধি নূরউদ্দীন্-বিন্ লুৎফুল্লা। হিরাটনগরে ইঁহার জন্ম। কার্য্যবশে হামদান নগরে তিনি বাল্যজীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন এবং সেই স্থানেই অধ্যয়ন সমাপন করিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। শুভগ্রহবশে তিনি মোগল-সম্রাট্ আমীর তৈমুরের অনুগ্রহভাজন হইয়া পড়েন। উক্ত সম্রাট্ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং তাঁহার উপকারার্থে যে কোনরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

তিনি সম্রাট্ তৈমুরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শাহরুখ মীর্জ্জার দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শাহরুখতনয় যুবরাজ মীর্জ্জা বৈসঙ্গম্ তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন,তিনিও তাহার প্রতি দয়া প্রকাশে কদাপি কুণ্ঠিত হন নাই। উক্ত রাজকুমারের ব্যবহারে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তিনি স্বরচিত ইতিহাস 'জুবদাৎ-উৎ তবারিখ্ বৈসঙ্গম্' নামে যুবরাজকে উৎসর্গ করেন। ঐ গ্রন্থখানি অতি বৃহৎ, উহাতে ১৪২৫ খৃঃ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস, বিভিন্ন দেশবাসী ও তাঁহাদের ধর্ম্ম ও শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতির বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত 'তারিখ হাফিজ আবরু' নামে আর একখানি ইতিহাসগ্রন্থও পাওয়া যায়। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দের (৮৩৪ হিঃ) সমকালে জন্‌জান্ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হাফিজ আদম্, একজন মুসলমান সন্ন্যাসী। ইনি শেখ আহ্মদ সরহিন্দীর শিষ্য ছিলেন, কালমাহাত্ম্যে ফকিরের কোমলতা তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় এবং তিনি কঠোরহৃদয় নর-পিপাসু রাক্ষস হইয়া উঠেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি শিখগুরু তেজ বাহাদুরের সহিত মিলিত হন। পরে দলবল সংগ্রহ করিয়া শিখগুরুর ন্যায় তিনি নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করেন। অর্থসংগ্রহব্যাপারে প্রজাবর্গের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে তিনি কাতর হন নাই। অবশেষে তিনি আপনাকে ভারতের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিয়া, এখানে স্বীয় শাসনশক্তি-প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পান। মোগল-সম্রাট্ আলমগীর এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চনদপ্রদেশে অভিযান করেন। মোগলসৈন্য তাঁহাকে সিন্ধুপারে তাড়াইয়া আসে।

হাফিজ উদ্দীন্ আহ্মদ মৌলবী, একজন মুসলমান পণ্ডিত। ইনি কলিকাতার ফোর্টউইলিয়ম কলেজের পাঠার্থ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে খিরাদ আফরোজ নামে উর্দ্দুভাষায় এক খান গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থখানি 'আয়ার দানিস্' নামক গল্পগ্রন্থের অনুবাদ মাত্র।

হাফিজ উল্লা শেখ, দিল্লীবাসী একজন মুসলমান কবি। ইনি কবিতা রচনার জন্য 'অসম্' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজত্ব কালে ইনি পরলোক গমন করেন। ইনি সুকবি সিরাজ উদ্দীন্ আলীখাঁ আজুর আত্মীয় ছিলেন।

হাফিজ খ্বাজা, বঙ্গে হাফেজ্ নামে সুপ্রসিদ্ধ পারসিক কবি। সাদী ও হাফিজ ইসলাম জগতের অদ্বিতীয় কবি বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সাদী হইতে হাফিজের কবিতা উৎকৃষ্টতর। তাঁহার প্রকৃত নাম—খ্বাজা সামস্ উদ্দীন্ মহম্মদ-ই-হাফিজ। ইনি খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পারস্যের অন্তর্গত সিরাজনগরে কোন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মাতার কর্ত্তব্যপরায়ণতায় তিনি উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। কালে কাব্যকলায় তাঁহার যশোভাতি বিকীর্ণ হইয়া উঠে এবং তিনি হাফিজ বা "কোরাণজ্ঞ" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সাধারণে প্রথিত হন। তাঁহার কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে পবিত্র সুফীমতের অভিব্যক্তি ও পোষকতা দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ তিনি সুফীমতের পোষ্টা ও প্রচারক; কিন্তু তিনি কোন্ সুফী-পীরের শিষ্য ছিলেন তাহা তাঁহার উক্তি হইতে অবগত হওয়া যায় না। ঐতিহাসিক রিজা কুলীর গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পীরশ্রেষ্ঠ মৌলনা সামস্-উদ্দীন্-ই-সিরাজী তাঁহার শিক্ষাদাতা গুরু ছিলেন।

সিরাজ-নগরের অনতিদূরে বাবা-কূহী নামক শৈলশিখরে 'পীর-ই-সবজ' নামে একটী পবিত্র আস্তানা আছে। প্রবাদ আছে, যে যুবক ঐ স্থানে চল্লিশ রাত্রি জাগিয়া আসিতে সমর্থ হইবে, সে সুকবি বলিয়া খ্যাত হইবে। এই কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করিয়া যুবক হাফিজও তথায় জাগরণে রজনী পোহাইতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে তিনি ঐ শৈলশিখরে গমন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করেন। ঐ সময়ে হাফিজ শাখ-ই-নবাং নাম্নী এক কামিনীর প্রণয়াসক্ত হন। উপরি উক্ত আস্তানায়

সমগ্র রজনী অতিবাহিত করিয়া তিনি প্রাতঃকালে সেই ব্রীড়ান্বিতা সুকোমলা বালিকাকে সন্দর্শন করিতে তদীয় বাসভবনের সম্মুখে পদচারণা করিতেন। দ্বিপ্রহরে আহার ও বিশ্রাম এবং রজনী জাগরণে অতিবাহন তাঁহার নিত্য কার্য্যমধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িল। চল্লিশ দিবসের প্রান্তে তাঁহার মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল। এতদিন যে কামিনীর দর্শনলাভাশায় তিনি নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন, আজ তাঁহার সেই হৃদয়দেবী জানালার মধ্য দিয়া তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন,আনন্দে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। রমণীও আহ্লাদে অধীর হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া চলিলেন এবং বলিলেন, "সিরাজ-রাজ-পুত্র অপেক্ষা আমি আপনার ন্যায় গুণবান্ ব্যক্তিকেই হৃদয় দিতে প্রস্তুত আছি"। ঐ রমণী হাফিজকে তাঁহার গৃহে সে দিনের জন্য অবস্থান করিতে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু হাফিজ তাঁহার পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া যুবতীর হস্ত ছাড়াইয়া পর্ব্বত-শিখরে গমন করিলেন। রজনী প্রভাতে 'পীর-ই-সবজ' আস্তানায় হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদধারী এক বৃদ্ধ মনুষ্য (খিজির) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'বৎস! তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে, এই পাত্র অমৃত-বারিপূর্ণ, ইহা পান করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ কর।"

এই আখ্যায়িকার মূলে কোন সত্য নিহিত না থাকিলেও হাফিজ যে তৎকালে পারসিকসমাজে এক জন গণ্যমান্য কবি হইয়া উঠিয়া ছিলেন তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। একদিন হাফিজ তাঁহার খুল্লতাত সাদীর * পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে তিনি তাঁহাকে সুফীমতপোষক একটী স্তোত্র রচনা করিতে দেখিলেন। সাদী তখন সবে মাত্র প্রথম চরণ রচনা করিয়াছেন, তিনি তাহা দেখিতে পাইয়া অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া দিতে চাহিলে সাদী তাহাতে কোনরূপ আপত্তি না করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকেই সমস্ত লিখিয়া সম্পন্ন করিতে বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। হাফিজ ঐ কবিতা সমাপ্ত করিলে সাদী আসিয়া উহা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে উক্ত বিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ করেন।

হাফিজ প্রথম গজলটী যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া রচনা করিয়াছিলেন, সমগ্র গ্রন্থখানি সেইরূপ মাধুর্য্যময়ী কবিতায় পূর্ণ করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার পিতৃব্য সাদী বিশেষ ঈর্ষান্বিত এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে আপনার অপেক্ষা অধিকতর কাব্যকলাকুশল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। পরস্পরেই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, সুতরাং প্রতিযোগিতায় দ্বেষাদ্বেষী আসিয়া উপস্থিত হইল।

* ইনি শেখ সাদী-ই-সিরাজী (জন্ম ১১৯৫, মৃত্যু ১২৯২ খৃঃ অঃ) হইতে ভিন্ন।

খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্রের অদ্ভুত কবিত্বশক্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, যদিও তোমার কবিতা অপূর্ব্ব রসপরিপূর্ণ, অভিব্যক্তিপূর্ণ ও পরিস্ফুট,তথাপি পাঠক মাত্রই উহাকে উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া জ্ঞান করিবে। বাস্তবিকই পরবর্ত্তী সময়ে হাফিজের কবিতা মুসলমানসমাজে তাদৃশ সমাদর লাভ করে নাই। কনস্তান্তি-নোপলবাসী শিয়া সম্প্রদায় উক্ত কবিতাগুলিকে বিধর্ম্মীর উক্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

হাফিজ শেষে রাজানুগ্রহকে উপেক্ষা করিয়া নির্জ্জন স্থানে বাস করিতেন এবং আপনার হৃদয়-নিহিত সুফীমতের মৌলিক তত্ত্বসমূহ মনে মনে চিন্তা করিতে ভাল বাসিতেন। প্রথম জীবনে যখন বাহ্য জগৎ হইতে নির্লিপ্ত থাকিবার বাসনা তাঁহার অন্তরে সমুদিত হয় নাই, যখন কাব্যজগতে গৌরবলাভ-বাসনা তাঁহার অন্তরে বলবতী ছিল,—যখন জগতে সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার যশোলিপ্সা তাঁহার অন্তরে মন্দ স্রোতে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন তিনি বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া রাজদের রাজসভায় গমন করেন। রাজা হাফিজের কবিত্বে যেরূপ আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন, তাঁহাকে সাক্ষাতে পাইয়া তিনি সেরূপ আনন্দ অনুভব করিতে পারেন নাই। তিনি হাফিজের দ্ব্যর্থ-ঘটিত কবিতার গূঢ় রসাস্বাদন করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহাকে বিদায় দিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং স্বীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তাঁহার প্রতি নানা প্রকার অসদ্ব্যবহারও করিয়াছিলেন।

সিরাজ-সিংহাসনাধিকারী শাহ সুজার (১৩৬৩ খৃঃ মৃত্যু) উজীর খ্বাজা কিবামুদ্দীন্ হাফিজকে অধ্যক্ষ করিয়া সিরাজ নগরে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি ঐ বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেন। এখানে রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার সাহায্যার্থ যে অর্থ দান করিয়া-ছিলেন, তাহা নানা কার্য্যে ব্যয় করিয়া তিনি দরিদ্র ভাবেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এখানে তিনি রাজানুগ্রহে যে বিশেষ উপকৃত হইয়া ছিলেন, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বোগদাদের শাসনকর্ত্তা সুলতান উবৈশ জলায়র (১৩৭৪ খৃঃ মৃত্যু) তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিয়া লইয়া যান, কিন্তু কিছু দিন পরে তাঁহাকে হতাদর করেন, কারণ কবি তাঁহাকে তীব্র উক্তিতে তিরস্কার করিয়াছেন।

অতঃপর বোগদাদের শাসনকর্ত্তা সুলতান আহ্মদ-ই-ইল্খানি (১৪১০ খৃঃ মৃত্যু) হাফিজের নিকট সুখ্যাতি পাইবার প্রত্যাশায় তাঁহাকে বহু ধন রত্ন দান করিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু তিনি এই প্রজাপীড়ক রাজার দান গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। আহ্মদ-ই-ইল্খানি সকল প্রকার শিল্পের পোষ্টা ছিলেন। চিত্রবিদ্যা,

ধনুর্ব্বিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা ও কাব্যশাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। আরব ও পারস্যভাষা ব্যতীত অপর ছয়টী ভাষাও তাঁহার জানা ছিল। এই সকল গুণ থাকিলেও অত্যধিক অহিফেন-সেবনে তাঁহার মস্তিষ্ক এক প্রকার শুষ্ক ও বিকৃত ছিল। অতি সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া তিনি মহৎব্যক্তিকেও ঘৃণিত কার্য্যানুরক্ত জ্ঞানে উৎপীড়ন করিতেন, এই জন্য তাঁহার অধীনস্থ সর্দ্দারেরা বিদ্রোহী হইয়া তৈমুর-লঙ্গকে তাঁহার দমনার্থ আহ্বান করেন। তৈমুর সসৈন্যে আসিয়া সমুপস্থিত হইলে সুলতান আহ্মদ রুম রাজ্যাভিমুখে পলাইয়া যান। ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে তৈমুর-লঙ্গ ইরাক ও ফার রাজ্যের অধিপতি শাহ মনসুরকে নিহত করিয়া সিরাজ রাজধানী অধিকার করেন। ঐ সময়ে হাফিজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় †। তিনি কবিকে সমবকন্দ রাজধানীর নিন্দাবাদের জন্য ভৎর্সনা করিলে কবিবর মোগলপতিকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে, দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বগুণান্বিত সুলতান মাহ্মুদশাহ বাহ্মণী শিল্প ও কলাবিদ্যার উৎসাহদাতা ছিলেন। পারস্য ও আরববাসী কোন কবি তাঁহাকে স্বরচিত একটী মাত্র কবিতা উপহার দিলে তিনি তাহাকে সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক এবং পরে নানা প্রকার উপহার সহ সমাদরে স্বদেশে পাঠাইয়া দিতেন। হাফিজ এই সংবাদ পাইয়া একবার উক্ত বদান্য রাজাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। লোকমুখে তাহা ক্রমে বাহ্মণী-রাজসভায় আসিয়া পৌঁছিল। হাফিজ অর্থাভাববশতঃ রাজ-দর্শনে আসিতে পারিতেছেন না। তখন রাজার উজীর মীর ফজলুল্লা আওজ তাঁহাকে টাকা পাঠাইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

হাফিজ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ঐ অর্থের কতকাংশ তাঁহার উত্তমর্ণদিগকে ও কতকাংশ স্বীয় ভাগিনেয়দিগকে দিয়া স্বয়ং অল্প মাত্র লইয়া ভারতাগমনে অগ্রসর হইলেন। তিনি লাহোর পর্য্যন্ত আসিলে এক ডাকাইত বন্ধুভাবে তাহাব সহিত পরিচিত হইয়া বঞ্চনাপূর্ব্বক তাহার সমুদায় অর্থ গ্রহণ করিয়া পলায়ন করে; সুতরাং তিনি অর্থাভাবে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিনি সেই স্থানে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দুই জন পারসিক বণিক্ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পারস্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন, হাফিজের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহারা হাফিজকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন এবং তাঁহার সমস্ত ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এই বণিক্‌দলের সঙ্গে হাফিজ পারস্যোপসাগরকূলে (হুরমুজে) আসিয়া সমুপস্থিত হন। দাক্ষিণাত্যপতি সুলতান মাহ্মুদ তাঁহার আগমনার্থ পারস্যোপসাগরে একখানি অর্ণবপোত-প্রেরণ করেন, তিনি জাহাজে উঠিবেন, লঙ্গর তোলা হইতেছে, এমন সময়ে ভীষণ ঝটিকা সমুত্থিত হইল। ঝড় দেখিয়া কবি ভীত হইলেন, এই ঝড় সমুদ্রে হইলে প্রাণসংশয় জানিয়া তিনি ভারতযাত্রা-সংকল্প মনে মনে পরিত্যাগ করিয়া স্বরচিত একটী কবিতা মীর ফজলুল্লাকে দিবার জন্য কোন বন্ধুর হস্তে দিলেন এবং ঝড় আসিলে 'আসিতেছি' বলিয়া সরিয়া পড়িলেন।

যথাসময়ে হাফিজ আসিলেন না দেখিয়া জাহাজ ভারতাভি-মুখে প্রত্যাগত হইল। উজীর মীর ফজলুল্লা উক্ত গজল পাঠ করিয়া সমস্ত অবগত হন এবং সুলতানকে সকল বিষয় অবগত করাইয়া মসহদ্-নিবাসী মোল্লা মহম্মদ কাসিলের হস্তে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পাঠাইয়া দেন।

১৩৫৭ খৃঃ মুবারিজ উদ্দীন্ মহম্মদ মুজঃফর সিরাজের শাসন-কর্ত্তা শাহ শেখ ইস্হাককে নিহত করেন। তদবধি তাঁহার ঘোর দুঃখের দশা আরম্ভ হয়। ১৩৫৯ খৃঃ শাহ সুজা স্বীয় পিতা মহম্মদ মুজঃফরের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। তিনিও সিরাজের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া হাফিজের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে থাকেন। তাঁহার বিশ্বাস, হাফিজের কবিতাগুলি পবিত্র ইসলামমতবিরোধী।

১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশাধিপতি সুলতান গিয়াস্ উদ্দীন্ পুরবী হাফিজকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। হাফিজ এই ঘটনা একটী সুললিত কবিতায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

কোন্ সময়ে হাফিজের মৃত্যু ঘটে, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। তাঁহার সমাধি-প্রস্তরে ৭৯১ হিঃ (১৩৮৮খৃঃ) মৃত্যুকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। মহম্মদ গুল্ আন্দাম ১৩৮৯ খৃঃ এবং চার্লশ-ষ্টুয়ার্ট ১৩৯৪খৃঃ তাঁহার মৃত্যুকাল অবধারিত করিয়াছেন। তজ-কিরাৎ উস্ সুয়ারা গ্রন্থে ১৩৯১ খৃষ্টাব্দই তাঁহার মৃত্যুকাল লিখিত। প্রবাদ এইরূপ, হাফিজের কতকগুলি অধার্ম্মিকের উক্তি জানিয়া সিরাজের উল্মা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিস্তোত্র পাঠ করিতে চাহেন নাই। শেষে সে বিষয় মীমাংসিত হইলে সকলে মহা-সমারোহে তাঁহার শবদেহ সিরাজ নগরের দুই মাইল উত্তরপূর্ব্বে একটী স্থানে লইয়া সমাহিত করেন। হাফিজের যে বৃক্ষ-তলে সমাধি হয় সেই স্থান হাফিজিয়া নামে পরিচিত। ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে সুলতান আবুল কাসিম বাবর সিরাজ অধিকার করিলে, তাঁহার প্রধান উজীর মৌলনা মহম্মদ মুয়াম্মাই হাফিজের কবরের উপর একটী সুন্দর স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া উহার চারিদিক্ উদ্যান দ্বারা পরিশোভিত করেন। অনুমান ১৮১১ খৃষ্টাব্দে উকীল

† মতান্তরে ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। কারণ গ্রন্থবিশেষে ১৩৯১ খৃঃ অব্দে হাফিজের মৃত্যুকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

করিম খাঁ জন্ম উক্ত সমাধিস্তম্ভে এক খণ্ড প্রস্তর উৎকীর্ণ করিয়া দেন। উহাতে হাফিজের রচিত একটী শ্লোকের কতকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

হাফিজের রচিত গজলগুলি 'দিবান্‌-ই-হাফিজ' নামে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত। উহার ভাষা ও ভাব অপূর্ব্ব ও মাধুর্য্যময়। মূলে শব্দবিন্যাসের অনুপ্রাসচ্ছটা লক্ষ্য করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পারস্যভাষাভিজ্ঞ সুধীমাত্রই তাঁহার কবিতার সমাদর করিয়া থাকেন।

হাফিজ রহমৎ খাঁ, একজন প্রসিদ্ধ রোহিলা-সর্দ্দার। রোহিলাদিগের অধিপতি আলী মহম্মদ খাঁয়ের রাজত্বকালে তিনি রাজ্যের উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আলী মহম্মদ তাঁহাকে পিলিভিৎ এবং বেরেলী দান করেন। তিনি রাজকর্ম্মে যেমন দক্ষ ছিলেন, সৈন্যচালনায়ও তেমনি তাহার অসামান্য প্রতিভা ছিল। আলী মহম্মদের পুত্র সাদুল্লার রাজত্ব সময়ে তিনি রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাদুল্লা অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দোলাকে ৪০ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু হাফিজ এই যুক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়ায় ইংরাজ ও নবাবসৈন্য মিলিত হইয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল, সেই যুদ্ধে হাফিজ নিহত হন।

হাফু (পুং) অহিফেন। (পর্য্যায়মুক্তা°)

হামহান (দেশজ) গাভীদিগের হাম্বারব।

হামা (দেশজ) হামাগুড়ি। শিশুগণ প্রথমে হস্ত ও পদ সাহায্যে যে গমন করে, তাহাকে হামা বা হামাগুড়ি কহে। পশুদিগের ন্যায় হস্ত ও পদের সাহায্যে গমন।

হামান্‌ (পারসী) দ্রব্য চূর্ণ করিবার পাত্রবিশেষ।

হামান্‌দিস্তা (পারসী] উদুখল, দ্রব্য চূর্ণ করিবার পাত্র, যাহার দ্বারা দ্রব্য চূর্ণ করা হয়। মুষল।

হামাম্‌ (আরবী) ১ স্নান। ২ শীতকালে ব্যবহার্য্য তিন হাত প্রস্থ বস্ত্রবিশেষ।

হামামসর (আরবী) স্নানাগার।

হামাংখামার (দেশজ) প্রচুর, বহু পরিমাণ।

হামাহ (আরবী) গর্ভ।

হামাহখুন (পারসী) গর্ভপাতজনক বস্তু, যাহাতে গর্ভপাত হয়।

হামাহখুনী (পারসী) যিনি গর্ভস্রাব করান।

হামি (আরবী) রক্ষক।

হামিগ্রাম (পুং) কাশ্মীরস্থিত একটী গ্রাম। (রাজতর° ৮।৬৭৯)

হামীর, ১ গুজরাটের উজ্জয়ন্ত বা গিরনারের চূড়াসমাবংশীয় এক জন বিখ্যাত নৃপতি। মণ্ডলিকের পুত্র। ইনি পিতার সহিত মামূদ্‌ গজনীর বিরুদ্ধে গুর্জ্জরপতি ভীমদেবের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার পুত্রের নাম বিজয়পাল। [চূড়াসমা দেখ]

২ রাজস্থানে পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক চারি জন হিন্দু নরপতির নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে গক্করাজ হামীর বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক দিল্লীপতিকে পরিত্যাগ করিয়া সাহাব্‌উদ্দীন্‌ ঘোরীর পক্ষাবলম্বন করেন। ইঁহাদের মধ্যে ত্রিগর্ত্ত বা কোটকাঙ্‌ড়ার রাজা হামীরও একজন মহাবীর ছিলেন। [কাঙ্‌ড়া দেখ।]

হামীর, রণস্তম্ভগড় বা রণ্‌থম্বরের একজন সুপ্রসিদ্ধ চৌহানবংশীয় নরপতি। যে সকল রাজপুত স্ব স্ব জাতীয় গৌরবরক্ষা, আশ্রিতবৎসলতা ও বীরত্বের জন্য পূজিত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহাবীর হামীর একজন। তাঁহার সভাসদ্‌ রাজকবি সারঙ্গধরের সংস্কৃতভাষায় রচিত 'হম্মীরকাব্য' ও হিন্দী ভাষায় রচিত 'হমীররাসা' এবং নিম্‌রাণার যোধরাজবিরচিত 'হমীররায়সা' নামক হিন্দীকাব্যে এই মহাবীরের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

রণ্‌থম্বরের সুদৃঢ় দুর্গমধ্যে রাজা জয়ৎরায়ের ঔরসে ১২২৮ সংবতে * (১২৭৬ খৃষ্টাব্দে) কার্ত্তিকী শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে হামীর জন্মগ্রহণ করেন। অর্ব্বুদাচলের রাও পুআরের কন্যা আশা দেবীর সহিত তাহার বিবাহ হয় এবং পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন।

এ সময় দিল্লীর সিংহাসনে আলাউদ্দীন্‌ অধিষ্ঠিত। তিনি কিছু মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। এক দিন মহাসমারোহে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। সঙ্গে চিমনা বেগম্‌ নামে তাঁহার এক মহিষী ছিলেন। সেই বেগম্‌ মহম্মদ শাহ নামে তাঁহার এক অমাত্যের সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন। এমন কি সুবিধা পাইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তাহা ধরা পড়িল। মহম্মদ সম্রাটের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, এ কারণ সম্রাট্‌ তাঁহার প্রাণবধ না করিয়া রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

মহম্মদ নির্ব্বাসিত হইয়া নানা দেশে গিয়া নানা রাজার আশ্রয়ভিক্ষা করিলেন, কিন্তু কেহই মহম্মদকে আশ্রয় দান করিতে সাহসী হইলেন না। অবশেষে তিনি সপরিবারে রণথম্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রিতবৎসল চৌহানরাজ দ্বিরুক্তি না করিয়া সসম্মানে মহম্মদকে গ্রহণ করিলেন ও তাঁহার পদোচিত বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

* যোধরাজের হমীররাসার মতে ১১৪১ সংবতে হমীর জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু এ উক্তি ঠিক নহে, কারণ সকল মুসলমান ঐতিহাসিকের মতে আলাউদ্দীন্‌ ১২৯৯-১৩০০ খৃষ্টাব্দে রণথম্বর অবরোধ করেন। হমীররাসেও লিখিত আছে যে, এ সময়ে হমীরের বয়স ২৮ বর্ষ মাত্র।

মহম্মদ হামীরের আশ্রয় লইয়াছেন সংবাদ পাইয়া দিল্লীশ্বর চৌহানপতির নিকট দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে, অবিলম্বে রাজদ্রোহীকে পরিত্যাগ করুন, এরূপ লোককে আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। হামীর সম্রাট্‌কে জানাইলেন যে, আশ্রিতকে পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নহে। সুতরাং সম্রাটের আদেশ পালন করিতে তিনি অসমর্থ।

হামীরের প্রত্যাখ্যানবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া দিল্লীশ্বর সসৈন্যে আসিয়া রণথম্বর অবরোধ করিলেন। হামীর নিজের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ চালাইলেন। আলাউদ্দীন্ রাজপুত-বীরগণের অসাধারণ বীরত্ব দর্শন করিয়া বহুবার বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিপুল সৈন্য বহুবার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। হমীররাসে লিখিত আছে, এই যুদ্ধে প্রথমে রাজপুত পক্ষে ৮০০০ চৌহান, ৩০০০ রাঠোর ও ৫০০০ পুয়াঁর মোট ১৬০০০ এবং মুসলমানপক্ষে ৭০০০০ পদাতি, ৫০০০ অশ্বারোহী ও নিষাদী মোট ৭৫০০০ লোক নিহত হয়। তথাপি সম্রাট্ হটিলেন না। তিনি বারবার নবোৎসাহে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। চৈত্র শুক্লানবমীর দিন হামীরের দক্ষিণহস্ত বীরবর রণধীর অশেষ বীরত্ব দেখাইয়া রণক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই দিন দুর্গরক্ষার জন্য ত্রিশ হাজার রাজপুত প্রাণ দিয়াছিলেন এবং ১০ হাজার রাজপুতরমণী জলন্ত চিতায় পতির সহগমন করিয়াছিলেন। ইহার পর কৃষ্ণতৃতীয়ার দিন যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতে লক্ষাধিপ মুসলমান সৈন্য এবং তাহাদের সেনানায়ক হিম্মত বাহাদুর ও আলিখান নিহত হইয়াছিল। সম্রাট্ তথাপি দুর্গাবরোধ ত্যাগ করিলেন না। তিনি দুর্গ অধিকার উদ্দেশে নানাস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন।

এই সময় সরজন্ শা নামে এক জৈন বণিক্ রণধীরের জায়গীর লাভের আশায় বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক আলাউদ্দীনের পক্ষাবলম্বন করে। দুর্বৃত্ত ভূগর্ভস্থ গুপ্ত শস্যভাণ্ডারসমূহের উপর চামড়া ঢাকা দিয়া গভীর রাত্রে হামীরকে আসিয়া জানাইল যে, আর রসদ নাই। এখন আলাউদ্দীনের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। ধূর্ত্তের কথা শুনিয়া হামীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করিয়া ভাণ্ডার দেখিবার জন্য সেই রাত্রিতেই তিনি সরজনের সঙ্গে ভাণ্ডারের নিকট আসিলেন, ধূর্ত্ত বণিক্ মৃত্তিকাভাণ্ডারে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিল, তাহা শুষ্ক চর্ম্মখণ্ডে লাগিয়া ঠন্ ঠন্ শব্দ হইল। হামীর বুঝিলেন যে, আর চাউল নাই, তাহা হইলে এরূপ শব্দ হইবে কেন? বাস্তবিক তখনও গুপ্তভাণ্ডারে বর্ষাধিক চলিতে পারে, এরূপ রসদ ছিল। যাহা হউক, বিশ্বাসঘাতকের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। হামীর আসন্ন বিপদ বুঝিয়া আত্মীয়স্বজন সকলকে দরবারে আহ্বান করিলেন। সকলেই জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য রণক্ষেত্রে দেহ বিসর্জ্জন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এবার মহম্মদ শাহ হামীরের পক্ষে ও তাঁহার ভ্রাতা মীর গবরু সম্রাটের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিলেন এবং দুই ভ্রাতায় অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে নিজ নিজ আশ্রয়দাতার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। মহম্মদ নিহত হইলে সম্রাট্ আর অনর্থক লোকক্ষয় করিতে অভিলাষী না হইয়া সন্ধির প্রস্তাব এবং দেবলকুমারীর পাণিগ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু হামীর অতি ঘৃণার সহিত সম্রাটের প্রস্তাব উপেক্ষা করিলেন। এবার সমবেত রাজপুতশক্তি সম্রাটের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। মুসলমানসৈন্য সেই ভীমবেগ সহ্য করিতে পারিল না। অনেকেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। হামীরের জয় হইল। জয়োল্লাসে সৈন্যসামন্তসহ হামীর নিজ গিরিদুর্গে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমা আশাদেবী ও সম্ভ্রান্ত রাজপুতমহিলাগণ সকলেই জলন্ত চিতায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। হামীর এ দুঃসহ শোক আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি মহাদেবের মন্দিরে গিয়া দেবের পদপ্রান্তে স্বহস্তে নিজ মুণ্ড কাটিয়া ফেলিলেন। এইরূপে চৌহানগৌরবরবি অস্তমিত হইল। সরজন্ অবিলম্বে আলাউদ্দীনকে এ সংবাদ জানাইল। সম্রাট্ আসিয়া রণস্তম্ভগড় অধিকার করিলেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। সরজনের শিরশ্ছেদ হইল। হামীর শেষবার যুদ্ধে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র রতনকে চিতোরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

হামীরপুর, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ছোটলাটের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৫° ৫′ হইতে ২৬° ১০″ উঃ দ্রাঘি° ৭৯° ২২ ৪৫″ হইতে ৮° ২৫ ১০″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। আলাহাবাদ বিভাগের এই জেলাটী পূর্ব্বদক্ষিণ সীমান্ত। উত্তরে যমুনা, উত্তরপশ্চিমে দেশীয় বাওনি রাজ্য ও বেত্বানদী, পশ্চিমে ধশান নদী, দক্ষিণে আলিপুর-ছত্রপুর ও চর্থারি এবং পূর্ব্বে বান্দজেলা।

যমুনা এবং বিন্ধ্যমালভূমির মধ্যে যে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রটী প্রসারিত রহিয়াছে, হামীরপুর তাহারই একটী অংশ। আকৃতিতে ইহা অনেকটা সমান্তরাল ক্ষেত্রের মত। দক্ষিণ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া যমুনা ও বেত্বানদীর তটদেশ পর্য্যন্ত হামীরপুরের নিম্নপাহাড়গুলি ঢালু হইয়া উক্ত নদীদ্বয়ের উপত্যকায় পরিণত হইয়াছে। সমভূমিগুলি শুষ্ক ও কৃষির উপযোগী। পার্ব্বত্য অংশ বিন্ধ্যপর্ব্বতের শাখা-প্রশাখা দ্বারা পরিপূর্ণ। এই স্থানের সাধারণ উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩০০০ ফিট্। এখানকার প্রাকৃতিক শোভা অত্যন্ত মনোহর।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের মধ্যে কৃত্রিম হ্রদ আছে। মহোবা হ্রদটী এই জেলার মধ্যে একটী বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান। এই সকল জলাশয়গুলি ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে চন্দেলরাজগণ খনন করাইয়া গিয়াছেন। এই সকল জলাশয়ের তিনদিক্ই পর্ব্বত-বেষ্টিত, একদিক্ কেবল ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। বিজনগরের হ্রদটীর বেষ্টনী প্রায় ৫ মাইল, ইহা হইতে কৃত্রিম খাল কাটাইয়া এদেশে চাষবাস করা হয়।

এই পর্ব্বতগুলি সমভূমিতে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এই সমতল ক্ষেত্রটীতে কোন বিচ্ছিন্ন পাহাড় নাই, ইহা অনুর্ব্বর এবং প্রায় বৃক্ষশূন্য। যেখানে যমুনা, ধশান ও বেত্‌বানদী একত্র মিলিত হইয়াছে, হামীরপুর সহর তথায় অবস্থিত। হামীর-পুরের দিকে তটদেশ খুব উচ্চ, কিন্তু অপরদিকে নিম্ন এবং নদীর উপরিভাগ হইতে সামান্য উচ্চ। এখানকার কৃষ্ণ মৃত্তিকাসারই এই স্থানকে উর্ব্বরতা সম্পন্ন করিতেছে। কাঁশতৃণ এখানকার কৃষিকর্ম্মের বড়ই বিঘ্নজনক।

খৃষ্টীয় নবম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দ পর্য্যন্ত এই জেলায় চন্দেলগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের রাজধানী মহোবায় ছিল। তাঁহারা মহোবা এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে বৃহৎ মন্দির ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া সুশোভিত করিয়াছিলেন। এই স্থানের শেষ রাজা পরমাল ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর চৌহানবংশীয় পৃথ্বীরাজের দ্বারা পরাজিত হইয়া মহোবা পরিত্যাগ করিয়া কালঞ্জরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাহার ১২ বৎসর পরে কুতব্‌উদ্দীন্ মহোবা জয় করেন এবং প্রায় ৫ শত বৎসর ইহা মুসলমানদিগের অধীনে ছিল। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলদিগের অধিপতি ছত্রশাল এই স্থান অধিকার করেন। এই জেলা তৎকালে হিন্দু ও মুসলমানের যুদ্ধক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। যুদ্ধেই ছত্রশালের জীবন অতিবাহিত হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে মহারাষ্ট্রগণ মহোবা এবং এই জেলার আর খানিকটা অংশ অধিকার করিল, এবং অবশিষ্ট ভাগ তাঁহার পুত্র জগৎরাজের শাসনাধীন রহিল। হামীরপুর জেলা তাঁহার বংশধরগণের অধীন ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে গৃহবিবাদে এখানে অরাজকতা ঘটিল।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যখন বৃটীশ সৈন্য হামীরপুর অধিকার করিল, তখন এই জেলার অত্যন্ত দুরবস্থা। মহারাষ্ট্রগণ ও দস্যুদলপতিগণ বারংবার লুণ্ঠন করায় ভীত হইয়া অনেক জমিদার নিজ নিজ জমিদারী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর এই স্থানে বাস্তবিক শান্তি এবং শাসনের সুবন্দোবস্ত স্থাপিত হইল।

এই জেলায় ৮টী নগর আছে। যথা—রথ, হামীরপুর, খরেলা, মহোবা, মৌধা, কুল্‌পাহাড়, সুমেরপুর এবং জৈৎপুর। এ ছাড়া ৭৫৫টি গ্রাম আছে। সহরবাসীরা সহর ছাড়িয়া এখন প্রায়ই গ্রামে গিয়া বাস করিতেছেন, কাজেই সহরের লোক-সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে।

হামীরপুরের জলহাওয়া শুষ্ক ও গ্রীষ্মপ্রধান; কেবল মহোবার হ্রদসংস্পর্শে সেখানকার হাওয়া শীতল ও সুখকর।

২ উক্ত হামীরপুর জেলার উত্তরাংশস্থিত একটী তহশীল। এই তহশীলে হামীরপুর এবং সুমেরপুর দুইটী পরগণা আছে। ভূপরিমাণ ৩৭৫ বর্গমাইল।

৩ উক্ত হামীরপুর জেলার সদর। জনপ্রবাদ অনুসারে এই সহর করচুলি রাজপুত হামীর দেবের প্রতিষ্ঠিত। আকবরের সময়েও এখানে জেলার শাসনকেন্দ্র ছিল। এখন এখানে জেল, হাস্পাতাল, স্কুল, দুইটী সরাই ও বাজার আছে। নওগঙ্গ্ হইতে কাণপুরের পথে এই সহরটি অবস্থিত।

হামীরপুর, পঞ্জাবের অন্তর্গত কাঙ্গড়াজেলার অধীনস্থ একটী তহশীল। এই জেলার অন্যান্য স্থানের লোকসংখ্যা অপেক্ষা এই তহশীলের লোকসংখ্যা অধিক। ভূপরিমাণ ৬৪৪ বর্গমাইল। এই তহশীলে তিনটী থানা, ৩টা দেওয়ানী ও ৩টা ফৌজদারী আদালত আছে।

হাম্পি, মান্দ্রাজপ্রদেশের বেল্লারী জেলার অন্তর্গত তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণতীরে অবস্থিত একটী বহুপ্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট সহর। ৯২ বর্গমাইল জুড়িয়া পুরাতন সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালবংশীয় দুই ভ্রাতা বুক্ক এবং হরিহর এই সহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৫৬৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বংশধরগণ এখানে রাজত্ব করিতে থাকেন। পরে আনগুণ্ডী, বেল্লুর এবং চন্দ্রগিরিতে তাঁহাদের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। দুই শতাব্দ পর্য্যন্ত বিজয়নগরের রাজগণ হাম্পি নগর অধিকারে রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাকে নানারূপ মন্দির ও রাজপ্রাসাদের দ্বারা পরিশোভিত করেন। প্রতি-বৎসর এখানে মেলা হয়।

হামেল (আরবী) গর্ভবতী স্ত্রী।

হামেশা (পারসী) সর্ব্বদা, ক্রমাগত, অনবরত, চিরকাল।

হাম্বান (দেশজ) গরুর চীৎকার, গাভীর রব।

হায় (দেশজ) খেদপ্রকাশক শব্দ, অত্যন্ত বিপৎকালে 'হায় হায়' শব্দ দ্বারা খেদ প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

হায়দর বা মীর হায়দর শা, বাঙ্গালার নবাব সর্ফরাজ খাঁর অধীনস্থ একটী সুযোগ্য সাহসী সৈনিক। ইনি হাফিজের কবিতা-পুস্তকে নিজের কবিতা সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ আহম্মদ শাহের রাজ্যকালে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইনি দেহত্যাগ

করেন। কেহ কেহ মনে করেন, ইনি 'কেচ্ছা-চন্দর-বদন' এবং 'মাহিয়ার' নামে মসনবীর গ্রন্থকার।

হায়দর আলী, মহিসুরের রাজ্যাপহারক একজন মুসলমান অধিপতি। মহিসুরের হিন্দুরাজের অধীনে প্রথমে কার্য্য করিতেন, তৎপরে নিজ প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন।

হায়দর আলীর প্রপিতামহ মহম্মদ বহ্‌লোল পঞ্জাব হইতে আসিয়া দাক্ষিণাত্যে কুলবর্গা নামক স্থানে বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র মহম্মদ আলী ও মহম্মদ ওআলী। উভয় ভ্রাতা মহিসুরে শিরা নামক স্থানে আসিয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন সামান্য পাইকের কর্ম্ম করিতেন। এখানে ১৭০২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আলীর পুত্র ও হায়দর আলীর পিতা ফতে-মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। যথা-কালে ফতে মহম্মদের শাহবাজ ও হায়দার নামে দুইটী পুত্র জন্মে। যখন শাহবাজের ৯ ও হায়দারের ৭ বর্ষ বয়স, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে ফতে মহম্মদ প্রাণত্যাগ করেন। হায়দর লেখাপড়া শেখেন নাই, কিন্তু সাহসিকতা ও শক্তিমত্তার গুণে যৌবনপ্রারম্ভেই তিনি সেনাবিভাগে প্রবেশ করেন এবং দেবনহল্লীযুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া ৫০ হইতে ২০০ পদাতিকের পদে উন্নীত হন। মহিসুরের নঞ্জরাজ ও দেবরাজ যে সকল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, সেই সকল যুদ্ধেই হায়দর রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। যখন কর্ণাটের আধিপত্য লইয়া চাঁদসাহেব ও মহম্মদ আলীর মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সে সময়ে (১৭৬১ খৃষ্টাব্দে) হায়দর আলীই মহিসুরের শাসনভার গ্রহণ করেন। মহিসুর-পতি ৩ লক্ষ পাগোডা আয়ের জায়গীর লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হায়দর বেদনূর বা নগর অধিকার করিয়া প্রায় ১২ কোটি টাকা লাভ করেন। নঞ্জরাজ অপুত্রক অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলে চমরাজ নামক তাঁহার দূর-সম্পর্কীয় এক জ্ঞাতিকে হায়দর রাজার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

এদিকে মরাঠাগণ হায়দর আলীর শাসনভুক্ত বহুস্থান দখল করিয়া বসিলেন। তিনি নিজাম আলীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আগষ্টমাসে প্রথমে চঙ্গমা নামক স্থানে ও তৎপরে ত্রিনকমলী নামক স্থানে উভয়েই ইংরাজ-হস্তে পরাজিত হইলেন। কিন্তু হায়দর দমিবার লোক নহেন, তিনি আবার বিপুল আয়োজন করিয়া ইংরাজদিগকে শাসন করিবার জন্য মান্দ্রাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪টা এপ্রেল তাঁহার সহিত ইংরাজ-রাজপুরুষগণ সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি কোড়গপ্রদেশ জয় করিলেন। মরাঠারা তাঁহার শাসনাধীন যে সকল স্থান দখল করিয়া লইয়াছেন, ১৭৭৩ ও ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একে একে সেই সমস্ত স্থান উদ্ধার করিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বেল্লারি আক্রমণ করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রভাবে মুরারি রাওর প্রভুত্ব ও সবনূরের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ২১ জুলাই হায়দর কর্ণাটিক জয় করেন, ঐ বর্ষে তিনি পোটো-নবো বিলুণ্ঠন ও আর্কট অবরোধ করিয়া, ১০ই সেপ্টেম্বর পেরম্বকম্ নামক স্থানে কর্ণেল বেলি-পরিচালিত বিপুল ইংরাজ-বাহিনীকে এককালে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে যখন হায়দর ৫টী দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিয়া ছিলেন, সেই সময় ইংরাজসেনা-নায়ক কূট করঙ্গলি অধিকারপূর্ব্বক ভীষণ যুদ্ধে হায়দরের দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদিগকে পরাজয় করিলেন। তাহাতে হায়দরকে ত্রিচীনপল্লী অধিকার ও তৎপুত্র টিপুকে বন্দিবাসজয়ের বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইল। প্রথমে পল্লিলূর ও তৎপরে ২৭এ সেপ্টেম্বর (১৭৮১খৃঃ) শোলিঙ্গগড়ে ইংরাজবীর কূটের সহিত হায়দরের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে হায়দর সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হইয়া অবরোধ ছাড়িয়া দিলেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর ৮০ বর্ষ বয়সে আর্কটের নিকটবর্ত্তী চিত্তুর নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। টিপুর না আসা পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখা হইয়া-ছিল। তিনি প্রায় ৩০ বর্ষকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে একলক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য ও তাঁহার কোষাগারে ৫ কোটী টাকা মজুত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয় পুত্র টিপু সুলতান তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। শ্রীরঙ্গপত্তনে হায়দরের সমাধি হয়, তাঁহার কবরের উপর একটী সুন্দর গম্বুজ নির্ম্মিত হইয়াছে।

হায়দরগড়, ১ অযোধ্যার বড়বাঙ্কি জেলার অন্তর্গত একটী তহ-শীল। উত্তরে বড়বাঙ্কি এবং রামসনেহী তহশীল, পূর্ব্বে মুসাফির-খানা ও দক্ষিণে রায়বরেলীর অন্তর্গত মহারাজগঞ্জ তহশীল। ভূপরিমাণ ২৯৭ বর্গমাইল। এই তহশীলে একটী ফৌজদারী আদালত ও দুইটি থানা আছে।

২ উক্ত হায়দরগড় তহশীলের অন্তর্গত একটী পরগণা। পূর্ব্বে ভরগণ ইহার অধিকারী ছিল, তৎপরে সৈয়দ মীরণ তাহা-দিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া এই পরগণাটী দখল করেন। পরিশেষে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করেন। এখন রাজপুতবংশীয় অমেথিয়াগণ এই স্থানের স্বত্বাধিকারী। ভূপরিমাণ ১০৩ বর্গমাইল ও গ্রামসংখ্যা ১১৭।

৩ বড়বাঙ্কি জেলার অন্তর্গত একটী সহর। জেলার সদরের ২৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। নবাব আসফউদ্দৌলার মন্ত্রী আমীর উদ্দৌলা হায়দর বেগ খান্ এই সহর পত্তন করেন।

হায়দরগড়, দক্ষিণ কাণাড়ার অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্য পথ।

হায়দর মালিক, উপাধি রায়মুণ মুলুক্ চাষ্ তাই। কাশ্মীরের একখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস-প্রণেতা। ইনি উচ্চবংশসম্ভূত ও জাহাঙ্গীরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে ইনি জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কাশ্মীরে গমন করিয়াছিলেন।

হায়দর মীর্জা, মহম্মদ হোসেনের পুত্র। ইহার স্ত্রী বাবরের নিকট-আত্মীয় ছিলেন। সম্রাট্ হুমায়ুনের ভ্রাতা কাম্‌রন্ মীর্জার অধীনে তিনি প্রথমে কার্য্য করিতেন। কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া হুমায়ুনের অধীনে চাকরী স্বীকার করেন। তিনি হুমায়ুনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন তাঁহাকে কাশ্মীরবিজয়ে পাঠাইয়াছিলেন। অতি অল্প কালের মধ্যেই তিনি কাশ্মীর জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সেরশাহ যখন হুমায়ুনকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দেন, তখন হায়দর কাশ্মীরের রাজা হইলেন। অতঃপর তিনি নিম্ন তিব্বত জয় করিয়া তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় দশবৎসর রাজত্ব করেন। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে রাত্রিকালে তাঁহার শিবিরমধ্যে একটী তীরের আঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

হায়দরাবাদ, ভারতের বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ করদ ও মিত্ররাজ্য। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমস্ত মধ্য মালভূমিটী অধিকার করিয়া উত্তরে বেরার, পূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমে বোম্বাই এবং দক্ষিণে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী পর্য্যন্ত এই রাজ্যটী প্রসারিত। মোটামুটি ধরিতে গেলে এই রাজ্য চতুর্ভুজাকৃতি। উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পর্য্যন্ত ইহার যে ব্যাস তাহাই কেবল ৪২০ মাইল। ভারতের মধ্যে এই বিস্তৃত প্রদেশটি (বেরার সহ) অক্ষা° ১৫°১০´ হইতে ২১°৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩৫´ হইতে ৮১°২৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। বেরার ব্যতীত কেবল হায়দরাবাদেরই ভূপরিমাণ প্রায় ৪৮০০০০ বর্গমাইল। হায়দরাবাদ রাজ্য মোট ৫ বিভাগে ও ১৭টি জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগে ৩ বা ৪টা জেলা আছে।

এই রাজ্য একটি বিস্তৃত মালভূমি। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে গড়ে ১২৫০ ফিট্ উচ্চ। হায়দরাবাদ সহরের নিকটে যে গোলকুণ্ডা দুর্গ আছে, তাহাই প্রায় ২৫০০ ফিট্ উচ্চ।

উত্তরে হায়দরাবাদের জলপ্রবাহ তাপ্তী নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রধানতঃ কৃষ্ণা এবং গোদাবরী এই রাজ্যকে কৃষিকর্ম্মোপযোগী করিয়া রাখিয়াছে। কাম্বে উপসাগরের সহিত তাপ্তীর জল মিশিয়াছে। এ স্থান বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য দ্বারা পরিশোভিত। কোথাও পর্ব্বতময় বন্ধুর উপত্যকা, কোথাও উর্ব্বরা সমভূমি, কোথায়ও আবার বিস্তৃত অরণ্য পর্ব্বতগাত্রকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

এই রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পর্ব্বত বালাঘাট-গিরিমালা। পূর্ব্বে বিলোলী তালুক হইতে পশ্চিমে অষ্টি তালুক পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। এস্থানে সহ্যাদ্রির দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০ মাইল, ইন্দোর হইতে আরম্ভ করিয়া বেরার ভেদ করিয়া সহ্যাদ্রি হায়দরাবাদে আসিয়া অবসান হইয়াছে। ইহার একটী শাখা হায়দরাবাদ হইতে খান্দেশে গিয়া পড়িয়াছে, এই শাখার একটি বৃহৎ অংশ অজণ্টাঘাট নামে পরিচিত।

এখানকার ভূমি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অগ্নিগিরির উদ্গীরণে যে সমস্ত ধাতব পদার্থ বাহির হয়, তাহার সহিত এখানকার মাটীর সংমিশ্রণ আছে। অনেক স্থান কৃষিকর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সেই সমস্ত ভূমি অনেক পরিমাণে বালু ও প্রস্তরসংমিশ্রিত এবং অঙ্গার-পরিপূর্ণ। বেনগঙ্গার সহিত বর্দ্ধার যেখানে মিলন হইয়াছে, সেখানে তিনটী কয়লার খনি আছে। এই কয়লার খনি হইতে যে সমস্ত কয়লা বাহির হয়, তাহা রাণীগঞ্জের কয়লা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এই স্থানের অতি নিকটে লোহার খনিও আছে। পাথুরে চুণ ও কাঁকরের খনিও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হায়দরাবাদে অনেক নদী, খাল ও দীর্ঘিকা আছে। নাসিকের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম ঘাটের তলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া গোদাবরী নদী ৯০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বমুখে গিয়া ফুলতম্বার নিকটে এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তৎপরে দক্ষিণপূর্ব্বমুখ ধরিয়া ৭০ মাইল গিয়া হায়দরাবাদের উত্তর দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণমুখী হইয়াছে, তৎপরে মান্দ্রাজ উপকূলে কৃষ্ণার মোহানার অনতিদূরে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। হায়দরাবাদে দুদ্‌না ও পূর্ণা নামে দুইটী শাখার সঙ্গম আছে। বর্দ্ধা নদীও এই রাজ্যের একটী বৃহৎ নদী। ইহাও বেনগঙ্গার সহিত মিশিয়া পুষ্টিলাভ করিয়া অবশেষে সিরোঞ্চের নিকট হায়দরাবাদের পূর্ব্বদক্ষিণসীমান্তে গোদাবরীর সহিত মিশিয়াছে।

কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রানদীর দ্বারা হায়দরাবাদের দক্ষিণ সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কৃষ্ণা পশ্চিমঘাটে মহাবলেশ্বরের নিকট উত্থিত হইয়া হায়দরাবাদে ১৬° ১০´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭৬° ১৮´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় প্রবেশ করিয়াছে। অতঃপর কদলূরে ভীমার সহিত কৃষ্ণাসঙ্গম হইয়াছে। গ্রেটইণ্ডিয়ান পেনুন্‌সুলার রেলওয়ের সেতুদ্বারা এইস্থানে নদীর প্রবল বেগ কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে। তৎপরে তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার সহিত মিলিত হইয়া মান্দ্রাজবিভাগের মধ্য দিয়া মসলীপত্তনের নিকট সমুদ্রে পড়িয়াছে।

হায়দরাবাদের জল-হাওয়া সাধারণের পক্ষে ভাল। এখানে রাজপুতনার মত অনুর্ব্বর মরুভূমি নাই, সে জন্ত এখানে সেখান-

কার মত গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত লুই চলে না। এই রাজ্যে যেখানে বালু-পাথর বেশী, সেখানে চক্ষুর পীড়া প্রায়ই দেখা যায়। এখানকার কূপগুলি হইতে অস্বাস্থ্যকর বিস্বাদ জল উত্থিত হয়, তবে পুষ্করিণী এবং নির্ঝরের জল সাধারণতঃ ভাল।

গড়ে এখানকার বৃষ্টিপাত ২৮ হইতে ৩২ ইঞ্চির বেশী নহে। মসুমের সময়ে জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত এখানে বর্ষা হয়।

বিদর জেলায় মলেগাঁও নামক গ্রামে অশ্ববিক্রয়ের একটী মেলা হইয়া থাকে। হায়দরাবাদ রাজধানীর নিকটেও অশ্ববিক্রয়ের একটি বাজার আছে।

এখানকার মৃত্তিকা সাধারণতঃ উর্ব্বর। কিন্তু যেখানে চিক্কা আছে, সে স্থান কৃষিকর্ম্মের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তাহা ছাড়া স্থানীয় ভাষায় যাহাকে "লাল জমি" বলা হয়, তাহা একপ্রকার লালমাটী, সম্ভবতঃ উই ঢিপি ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহাদের রঙ্গ লাল হইয়াছে। যদিও এ সকল পোকাগুলি অনেক সময়ে শস্যের যথেষ্ট অপকার করে, তথাপি অনেক সময়ে তাহা হইতে এক প্রকার অম্লরস নির্গত হয়, তাহাতে ভবিষ্যতে জমি কতকটা চাষোপযোগী হইয়া থাকে। যখন জমি প্রস্তুত হয়, তখন ঋতুনির্ব্বিশেষে সকল প্রকার শস্যই জমিতে রোপণ করা যাইতে পারে।

এখানকার 'রেগড়' জমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অবশ্য এইরূপ জমি অন্যান্য জমির পরিমাণে কম, তবুও ইহা চাষের পক্ষে উপযোগী। বিশেষতঃ তুলাচাষের পক্ষে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এতদ্ব্যতীত 'তলাও কা জমিন্' একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা। ইহা যদিও কৃষিকর্ম্মে অনুপযোগী, তথাপি ইহার ব্যবসা চলে।

এখানে তাল ও খেজুর প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, তাহার রস হইতে এক প্রকার উত্তেজক মদ প্রস্তুত হয়। নারিকেলগাছ এখানে ভাল হয় না। আম ও তেঁতুল গ্রামে গ্রামে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। তুলা, নীল, ইক্ষু প্রভৃতির যথেষ্ট চাষ হয়।

এখানকার বনে একপ্রকার পোকা হইতে তসর ও মৌমাছির চাক হইতে মধু সংগ্রহ করা হয়। মোটের উপর হায়দরাবাদ বাণিজ্যোপযোগী স্থান। এখানে তুলা, সরিষা, তিসি, কাপড়, চামড়া, ধাতব পদার্থ এবং চাষবাসের দ্রব্যাদি রপ্তানি হইয়া থাকে। বাণিজ্যের অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে বিদরের বাসন ও গিল্টীকরা ধাতব পদার্থ, আরঙ্গাবাদের কিংখাব ও খাগজপুর গ্রামের কাগজ বিখ্যাত।

মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেবের বিখ্যাত সেনাপতি আসফ্জা নিজাম-বংশের প্রবর্ত্তক। দিল্লী-সভায় তিনি যেমন যুদ্ধবিজয়ী, তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কূটতান্ত্রিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৭১০ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ তাঁহাকে নিজাম উলমুল্ক্ উপাধি দিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। এই উপাধি অবশেষে তাঁহার বংশগত হইয়া পড়িল। [নিজাম দেখ] মোগলসাম্রাজ্য এই সময়ে গৃহ-বিবাদে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল, অপরদিকে আবার মরাঠা-গৌরবরবি ধীরে ধীরে উদিত হইতেছিল। এই সুযোগ পাইয়া আসফ্জা আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তিনি যেমন সহজে মোগল-বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হইয়াছিলেন, অশ্বারোহী মরাঠাগণকে পরাজিত করা তাঁহার পক্ষে ততদূর সহজ হইল না। যাহা হউক, তিনি যখন ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে মারা যান, তখন তাঁহার রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

হায়দরাবাদের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া আসফ্জার বংশধরগণের মধ্যে বিবাদ বাঁধিল। যখন আসফ্জার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাসিরজঙ্গ ধনাগার অধিকার করিয়া সিংহাসন দখল করিলেন। কিন্তু আসফ্জার দৌহিত্র মুজঃফর জঙ্গ মাতামহ তাঁহাকে সিংহাসন দান করিয়া গিয়াছেন এই বলিয়া রাজ্যের দাবী করিয়া বসিলেন। এই সূত্রে ফরাসী এবং ইংরাজবণিকগণ প্রথম রাজসম্পদের আস্বাদ পাইলেন। ইংরাজগণ নাসিরজঙ্গের পক্ষ এবং ফরাসীগণ মুজঃফর জঙ্গের পক্ষাবলম্বন করিলেন। কিন্তু মুজঃফর জঙ্গের কর্ম্মচারীদিগের সহিত ফরাসী সেনাপতির মনোমালিন্য ঘটায় ফরাসী সৈন্যগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল। সুতরাং মুজঃফর জঙ্গ নাসিরের হস্তে বন্দী হইলেন। কিন্তু নাসির অচিরে তাঁহার কর্ম্মচারী অনুচরবৃন্দের ষড়যন্ত্রে প্রাণ হারাইলেন। অতঃপর মুজঃফর দাক্ষিণাত্যের সুবাদার বলিয়া ঘোষিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার শাসনশক্তি অনেক সময় ফরাসী সেনাপতি ডুপ্লের হাতেই রহিল। তিনি অধিককাল তাঁহার নামমাত্র ক্ষমতা ভোগ করিতে পারেন নাই। কতকগুলি পাঠান-দলপতির সহিত যুদ্ধে তিনি মারা যান। ফরাসীগণ মুজঃফর জঙ্গের পুত্রের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া নাসিরের এক ভ্রাতা সলাবৎজঙ্গকে নিজামের পদে অধিষ্ঠিত করাইলেন, কিন্তু আসফ্জার জ্যেষ্ঠপুত্র গাজীউদ্দীন্ সিংহাসনের দাবী লইয়া তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতার সহিত বিবাদ বাঁধাইলেন। গাজীউদ্দীন্ শীঘ্রই মারা গেলেন। মরাঠাগণ গাজীউদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা যুদ্ধে হারিয়া অবশেষে সন্ধি করিতে সম্মত হইল। এ সময় ফরাসীগণ ও ইংরাজগণ দাক্ষিণাত্যে স্ব স্ব প্রভুত্ব লইয়া পরস্পরে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন। ফরাসীরা যখন ক্লাইবের নিকট পরাজিত হইয়া সলাবৎজঙ্গকে সাহায্য করিতে অসমর্থ হইল, তখন নিজাম ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন।

সন্ধির সর্ত্তানুসারে সলাবৎ ফরাসীদিগকে আপন কার্য্য হইতে জবাব দিতে এবং তাহাদিগের সহিত সংস্রব না রাখিতে

প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা নিজাম আলি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার এবং কর্ণাটলুণ্ঠনের কারণ অবশেষে তাঁহার মিত্র ইংরাজগণ পর্য্যন্তও তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহাহউক তিনি ইংরাজ-সৈন্যের সহায়তায় কর্ণাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইংরাজগণ সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত সদ্ভাব রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কারণ তাঁহারা ফরাসীর পরিবর্ত্তে নিজামের নিকট হইতেই উত্তরসরকার লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংরাজগণ প্রয়োজন হইলে সৈন্য দ্বারা নিজামকে সাহায্য করিবেন এবং যে বৎসরে তাঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না, সে বৎসরে তাঁহারা নিজামকে ৯ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহার পরিবর্ত্তে নিজাম উক্ত জমিদারীর উপস্বত্ব ইংরাজগণকে দান করিলেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে যখন হায়দর আলির বিরুদ্ধে বৃটীশ সৈন্যের সাহায্য আবশ্যক হইল, তখন বৃটীশগবর্মেণ্ট তাহা পূরণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। কিন্তু নিজামই অবশেষে হায়দর আলির সহিত যোগ দিলেন। যাহা হউক, অল্পদিন মধ্যে নিজাম আলি পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত আর একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এই সময়ে বসালৎ জঙ্গের মৃত্যুতে উত্তরসরকার ইংরাজদিগের অধিকারে আসিল।

যখন ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত টিপুর যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল, তখন ইংরাজগবর্মেণ্ট, নিজাম এবং পেশবার মধ্যে সন্ধি হইয়াছিল। যখন টিপু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ হারাইলেন, তখন নিজাম বৃহৎ অংশ লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন নিজামের সহিত মরাঠাদিগের যুদ্ধ বাঁধিল, তখন নিজাম সন্ধির সর্ত্তানুসারে তদানীন্তন গবর্ণর সার জন্ সোরের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। মরাঠাদিগের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি বর্ত্তমান থাকিতে গবর্ণর এই ব্যাপারে মধ্যস্থ হওয়া ছাড়া অন্য কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহার ফলে নিজামের সহিত বৃটীশগবর্মেণ্টের মনোমালিন্যের সূচনা হইল। যখন আর্ল অব্ মর্নিংটন (মার্কুইস অব্ ওয়েলেসলি) বড়লাট হইলেন, তখন নিজামের সহিত বড়লাটের বোঝাপড়া হইল, ইহার ফলে তিনি নিজামের সাহায্যকারী সৈন্যদলের সংখ্যা বাড়াইয়া দিলেন এবং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য বাৎসরিক ২৪১৭১০ পাউণ্ড টাকা বন্দোবস্ত করিলেন। ইংরাজকর্ত্তৃক শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার ও টিপুর মৃত্যুর পরে যখন মহিসুররাজ্য ইংরাজমিত্রদিগের মধ্যে ভাগাভাগি হইল, তখন নিজামও একটি বড় অংশ পাইলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সাহায্যকারী সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল এবং অর্থের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টকে রাজ্যের অনেকটা অংশ ছাড়িয়া দিতে হইল।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহের অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল সময়েও নিজামসৈন্য ইংরাজগবর্মেণ্টের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজামের সহিত একটি সুবিধাজনক সন্ধি করিলেন।

নিজামের বাৎসরিক আয় ৪ কোটি টাকা। লর্ড কুর্জ্জনের সময়ে নিজামাধিকৃত বেরার প্রদেশ বৃটীশ-ভারতের শাসনাধীন হইয়াছে।

হায়দরাবাদ (সহর) হায়দরাবাদ রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ১৭°২১´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩০´১০´´ পূঃ, মুসি নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে মুসিনদীর বিস্তার প্রায় ৪০০ হইতে ৫০০ ফিট্। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই সহর প্রায় ১৭০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার পরিধি প্রায় ৬ মাইল এবং একটি প্রাচীর দ্বারা সহরটী পরিবেষ্টিত। এই সহরে যেরূপ বিভিন্ন জাতীর লোক দেখা যায়, বোধ হয় ভারতের অন্য কোন সহরে এরূপ নাই। সাধারণতঃ পথিমধ্যে সকলেই সশস্ত্র হইয়া চলাফেরা করে। এখানকার সৈনিকগণের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত অস্ত্রদ্বারা সুরক্ষিত। এখানে আরব, সিদি, রোহিলা, মরাঠা, তুর্ক, শিখ, পারসিক, বোখারীয়, মান্দ্রাজী প্রভৃতি ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য দেশের নানাজাতীয় লোক দেখা যায়।

হায়দরাবাদের চারিধারের দৃশ্য অতীব মনোহর। কয়েক মাইল দূরে একটী হ্রদ আছে, তাহা হইতে হায়দরাবাদ সহরে জলের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

হায়দরাবাদ মুসলমানপ্রধান সহর। এখানে অনেক মস্‌জিদ্ আছে। মস্‌জিদ্‌গুলি নানাপ্রকার কারুকার্য্য-মণ্ডিত গম্বুজের দ্বারা পরিশোভিত। এখানকার জুমামসজিদ মক্কার মসজিদের অনুকরণে নির্ম্মিত। 'চারমিনার' নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদ এখানকার একটী উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান।

মুসির উত্তরদিকে হায়দরাবাদ-সংলগ্ন একটি বৃহৎ গ্রাম আছে, তাহার নাম "বেগমবাজার"। ইহা হইতে যে শুল্ক আদায় হয়, তাহা নিজামের প্রধানা বেগমের উপস্বত্ব। এই বেগমবাজারে বৃটীশ রেসিডেণ্টের প্রাসাদ। মধ্যে একটি সুন্দর সেতু দ্বারা রাজপ্রাসাদের সহিত রেসিডেণ্টের আবাসের যোগাযোগ রহিয়াছে। রেসিডেণ্টের বাসগৃহটি কেবল দেশীয় শিল্পিদিগের দ্বারা নির্ম্মিত। হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রীর প্রাসাদ বার দোয়ারী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও দ্রষ্টব্য।

গোলকুণ্ডারাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান কুলীকুতব্‌শাহের ৫ম পুরুষ অধস্তন কুতব্‌শাহমহম্মদকুলি ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে এই

সহরটি স্থাপন করেন। নদীর সুবিধা না থাকায় মহম্মদ গোলকুণ্ডা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া রাজধানী করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন রাজধানী হইতে ৭ মাইল দূরে মুসীনদীর উপরে ভাগমতী নামে তাঁহার এক রাণীর নামে ভাগনগর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই রাণীর মৃত্যু হইবার পর ভাগনগরই হায়দরাবাদ নামে অভিহিত হইল। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গোলকুণ্ডা এবং হায়দরাবাদের একই ইতিহাস। এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মহম্মদকুলি পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুরাজাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি কৃষ্ণানদীর দক্ষিণপর্য্যন্ত প্রদেশ নিজ শাসনাধীন করিয়া অবশেষে বঙ্গের সীমান্ত পর্য্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন। এমন কি যুদ্ধে উড়িষ্যার রাজাকে পরাস্ত করিয়া উত্তর-সরকারের কিয়দংশ বশে আনিয়াছিলেন। ১৬০৩ খৃঃ অব্দে পারস্যাধিপতি সাহ আব্বাসের নিকট হইতে একজন দূত নানাপ্রকার উপঢৌকন লইয়া মহম্মদকুলির সভায় আসিয়াছিলেন। তিনিও নানাপ্রকার রাজকীয় উপহার দিয়া দূতকে পারস্যসভায় প্রেরণ করেন। অবশেষে ১৬০১ খৃঃ অব্দে ৩৪ বৎসর অপ্রতিহত ভাবে রাজ্য শাসন করিয়া তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। তিনি নানা মস্‌জিদ্ ও প্রাসাদ দ্বারা হায়দরাবাদ সুশোভিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুকরণে রাজসভাসদ্ প্রধান প্রধান আমীর ওম্‌রাহগণ অজস্র অর্থব্যয়ে নানা সুন্দর সৌধমালা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তাহারই ফলে নবনির্ম্মিত হায়দরাবাদ সহর অচিরে সমৃদ্ধিশালী এবং একটী বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী হইবার যোগ্য হইয়া উঠিল।

মহম্মদকুলির পুত্র সুলতান আবদুল্লা কুতবশাহের রাজ্যকালে হায়দরাবাদে প্রথম মোগল সংস্রব ঘটে। মোগলমন্ত্রী মীর জুম্‌লা চক্রান্ত করিয়া শাহজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র অরঙ্গজেবকে হায়দরাবাদ আক্রমণ করিবার জন্য আনিলেন। আবদুল্লা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবশেষে অসহায়ের ন্যায় অরঙ্গজেবের সহিত হেয় ভাবে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে অরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ সুলতান আবদুল্লার কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং সুলতান প্রতিবৎসর মোগলসম্রাট্‌কে এক সহস্র টাকা করস্বরূপ দিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৬৭২ খৃঃ অব্দে তাঁহার জামাতা আবুহোসেন হায়দরাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল এবং চরিত্রহীন ছিলেন। এই সময়ে মধুপন্থ নামে একজন মরাঠী ব্রাহ্মণ রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তাঁহারই আহ্বানে শিবাজী কর্ণাটের অভিমুখে যাইবার সময়ে হায়দরাবাদ আক্রমণ করিয়া আবুহোসেনকে তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য করেন, ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিজয়পুরের সুলতান আবুহোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, কিন্তু তিনি মধুপন্থের হস্তে পরাজিত হইলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর শম্ভাজী হায়দরাবাদের সুলতানের সহিত নূতন করিয়া সন্ধি করেন। অরঙ্গজেব খাঁজাহানকে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন, সম্রাট্‌পুত্র মুয়াজিম তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। গোলকুণ্ডার সেনাপতিগণ প্রভুর কর্ম্মে অবিশ্বাসী হওয়ায় মুয়াজম্ এবং খাঁজাহান নির্ব্বিঘ্নে হায়দরাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। মধুপন্থ মধ্যে প্রজাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। আবুহোসেনও গোলকুণ্ডা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অসমসাহসে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দুর্গ মোগলদিগের অধীন হইল। মোগলগণ আবুহোসেনকে দৌলতাবাদে বন্দী করিয়া রাখিলেন। মোগল সেনাপতিদ্বয় বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা রাজ্য ভাগ করিয়া লইলেন।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যে বিরোধ বাধে, তাহাতে হায়দরাবাদের যুদ্ধে কুমার কামবক্স মুয়াজিমের নিকট পরাজিত হন। মুয়াজিম ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার ভ্রাতা আজিমকে জয় করিয়া বাহাদুর সাহ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। বাহাদুর শাহ আজিমের অনুচর জুলফিকরকে দাক্ষিণাত্যে প্রতিনিধি করিয়া রাখিলেন। শাসনের ভার দাউদখাঁর হস্তে সমর্পিত হইল। যখন জাহান্দরশাহ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফর্‌রুকসিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিল, তখন চীনকিলিচ খাঁ নামক এক সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান ফরুখ্‌সিয়ারের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ফরুখ্‌সিয়ার সম্রাট্ হইলে তিনি চীনকিলিচ খাঁকে 'নিজামউলমুল্‌ক আসফজা' উপাধি প্রদান করিলেন।

যখন দিল্লীতে সৈয়দগণ রফিউদ্দৌলা এবং অবশেষে মহম্মদশাহকে সম্রাট্ করিয়া প্রত্যহ স্ব স্ব প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিলেন, তখন আসফ্‌জা এবং সাদত খাঁ উভয়ে মিলিয়া সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে একজনকে গোপনে হত্যা ও অপরকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। ১৭২২ খৃঃ অব্দে আসফ্‌জা দিল্লীতে আগমন করিয়া তথায় উজীর পদ পাইলেন। কিন্তু তিনি দিল্লীতে উজীর হওয়া অপেক্ষা সুদূর দাক্ষিণাত্যে একটী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় রাজত্ব করাই অধিক সম্মানজনক মনে করিলেন। তিনি এক দল সৈন্য লইয়া দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন, তথায় সম্রাটের প্রতিনিধি মুবারিজ খাঁ সম্রাটের গুপ্ত পরামর্শে তাঁহার গতি রোধ করিলেন, কিন্তু আসফ্‌জা যুদ্ধে মুবারিজখাঁকে পরাজয় করিয়া হায়দরাবাদ অধিকার করিয়া বসিলেন। সম্রাট্ কি করেন, অগত্যা আসফ্‌জাকেই হায়দরাবাদের নিজাম বলিয়া স্বীকার

করিয়া, মুবারিজ খাঁর বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আসফ্‌জাকে অভিনন্দন করিলেন। আসফ্‌জাই দাক্ষিণাত্যে নিজামবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার বংশধরই বৃটীশগবর্মেণ্টের মিত্র-রাজরূপে এখনও সসম্মানে রাজত্ব করিতেছেন। [নিজাম দেখ]

হায়দরাবাদ, সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা। ২৪° ১৩′ হইতে ২৭°১৫″ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৭°৫১′ হইতে ৬৯°২২″ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। উত্তরে খয়েরপুর রাজ্য, পূর্ব্বে থর ও পার্কর জেলা, দক্ষিণে করি নদী এবং পশ্চিমে সিন্ধু নদী ও করাচী জেলা। ভূপরিমাণ ৯০৩০ বর্গমাইল।

সমুদ্র শুষ্ক হইয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে এই জেলাটি জাগিয়াছে। দৈর্ঘ্যে ২১৬ মাইল এবং প্রস্থে ৪৮ মাইল। সিন্ধুনদের তীরে এই জেলাটী প্রথমে উর্ব্বর এবং তৎপরে অনুর্ব্বর বালুময় মরুভূমি দ্বারা আবৃত। এখানকার তাণ্ডা মহকুমা অতি নাবাল, ইহাতে বৃষ্টি হইবার পর জল জমিয়া থাকে, তাহাতে বাবলাগাছ প্রচুর জন্মিয়া থাকে। তাহা ছাড়া হায়দরাবাদ তালুকে অনেকগুলি উপবন আছে। এই তালুকে গাঞ্জা নামে এক চূণা-পাথরের পাহাড় রহিয়াছে। জেলার মধ্যে পিপুল, নিম, তাল, মিরি, বের, বাইন, বাবুল, কঙ্গি প্রভৃতি বৃক্ষ অনায়াসে বাড়িয়া উঠে। কৃত্রিম উপায়ে খাল কাটাইলে এই জেলা খুব উর্ব্বরা হইতে পারে। এখানে নানা প্রকার বন্য হিংস্রজন্তু আছে। তন্মধ্যে হায়না, নেকড়াবাঘ, শিয়াল, খ্যাকশিয়াল প্রভৃতিই বেশী। [সিন্ধুশব্দে ইতিহাস দ্রষ্টব্য।]

এই জেলাতে ৩০টি মেলা হয়। এখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়শ্রেণির লোকেই গঞ্জিকাসক্ত। ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও এখানকার হিন্দুসমাজের উপর তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভুত্ব।

এখানকার জল-হাওয়া শুষ্ক। ভারতবর্ষের শীতপ্রধান অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানকার স্বাস্থ্য ভাল।

২ সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত উক্ত হায়দরাবাদ জেলার একটী মহকুমা।

হায়ন (পুং ক্লী) জহাতি ত্যজতি জিহীতে প্রাপ্নোতি বা ভাবানিতি হা ত্যাগে হা গতৌ বা (হশ্চব্রীহিকালয়োঃ। পা ৩।১।১৪৮) ইতি ণ্যুট্। ১ বৎসর।

"অহঞ্চ তদ্‌ব্রহ্মকুলে উষিবাংস্তদপেক্ষয়া।
দিগ্‌দেশকালব্যুৎপন্নো বালকঃ পঞ্চহায়নঃ॥" (ভাগবত ১।৬।৮)

জহাত্যুদকমিতি হা-ণ্যুট্। ২ ব্রীহিভেদ। ৩ অগ্নিশিখা। (মেদিনী)

হায়নক (পুং) হায়ন স্বার্থে কন্। হায়নশব্দার্থ।

হায়্‌হায়্ (দেশজ) অতিশয় খেদসূচক শব্দ।

হায়া (আরবী) ১ লজ্জা। ২ আদিমানবী, হবা (Eve)।

হায়া, রাজা দয়ামলের ভ্রাতা শিবরামদাসের কাব্যোপাধি। মীর্জা আবদুল কাদির বেদিলের শিষ্য। ইনি একখানি সুন্দর দিবান্ রচনা করেন।

হায়াৎপুর, মালদা জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২৫° ১৬′ ২০″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৭° ৫৪′ ২১″ পূঃ। গঙ্গার বামতীরে কালিন্দী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। মালদা জেলার মধ্যে এখানে নদীতীরবর্ত্তী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজার আছে। বাণিজ্যের জন্য এই স্থানটী বিখ্যাত।

হায়ি (ক্লী) সামভেদ।

"হায়ি হায়ি হুবা হোয়ি হুবা হোয়ি তথাসকৃৎ।
গায়ন্তি ত্বাং সুরশ্রেষ্ঠ সামগা ব্রহ্মবাদিনঃ॥" (ভারত ১২প°)

হায়েনা (Hyæna) ব্যাঘ্রজাতীয় হিংস্রপশুবিশেষ।

হার (ত্রি) হরেরিদং হরি-অণ্, পক্ষে হরতীতি হর্ তদেব হর স্বার্থে অণ্। ১ হরিসম্বন্ধীয়। ২ হরণকর্ত্তা।

"ভক্তির্হরৌ তৎপুরুষে চ সখ্যং
তদেব হারং বদ মন্যসে চেৎ।" (ভাগবত)

(পুং) হ্রিয়তে মনো যেন হৃ-ঘঞ্। ৩ মুক্তামালা, পর্য্যায়— মুক্তাবলী, হারা, যষ্টি, লতা। (শব্দরত্না°)

"বিমুচ্য সা হারমহার্য্যনিশ্চয়া
বিলোলযষ্টি প্রবিলুপ্তচন্দনং।" (কুমার ৫।৮)

হ্রিয়ন্তে প্রাণা যত্রেতি। ৪ যুদ্ধ। ৫ হরণ। (ত্রি) ৬ ভাজক। ৭ বাহক। ৮ হারক।

হারক (পুং) হরতীতি হৃ-ণ্বুল্। ১ কিতব। ২ চোর। ৩ গদ্য-ভেদ। ৪ বিজ্ঞানবিশেষ। (মেদিনী) ৫ শাখোটবৃক্ষ। ৬ ভাজকাঙ্ক। (লীলাবতী) (ত্রি) ৭ হরণকর্ত্তা। হরণকারী।

"বস্ত্রাপহারকঃ শ্বৈত্রং পঙ্গুতামশ্বহারকঃ।" (মনু ১১।৫১)

৮ বাহক। ৯ দ্যূতকার।

হারকচকান্তা (দেশজ) গুল্মভেদ।

হারকী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

হারগুল্মিকা (দেশজ) মুক্তাহারের গুলি।

হারভূষিক (পুং) জনপদবিশেষ। (মার্ক° পু° ৫৭।৩৭)

হারযষ্টি (স্ত্রী) হার এব যষ্টিঃ। হাররূপ লতা, হারলতা।

হারব (পুং) নরকভেদ।

হারবর্ষ, একজন রাষ্ট্রকূট নৃপতি। ইঁহারই উৎসাহে অভিনন্দ রামচরিত রচনা করেন।

হারহারা (স্ত্রী) কপিলদ্রাক্ষা। (রাজনি°)

হারহুণ (পুং) জনপদবিশেষ। (ভারত সভাপ°) সিন্ধু ও ঝিলম্-নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ।

হারহুর (স্ত্রী) দ্রাক্ষা। (হলায়ুধ)

হারহোর (পুং) দেশবিশেষ।

"রাজা চ হারহোরো মদ্রেশোহস্তশ্চ কৌণিন্দঃ।" (বৃহৎ ১৪।৩৩)

হারা (দেশজ) ১ পরাজয়, পরাজিত হওয়া। (স্ত্রী) ২ মন্ত্র।

(পুং) ৩ চৌহান রাজপুতগণের একটী শাখা। বিশল-দেবের বংশধর অজমীরপতি মাণিকরায় হইতে এই শাখার উৎপত্তি। মাণিকরায়ের বংশধর ইষ্টপাল গজনীর মামুদের যুদ্ধে বিশেষরূপে আহত হন। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্থিগুলি ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ যে, তাঁহার মহিষী স্বরবাই সেই সকল 'হাড়' সংগ্রহ করেন এবং দেবীর কৃপায় মৃত-সঞ্জীবনীজলে তিনি পুনর্জীবন লাভ করেন। এই 'হাড়' হইতে 'হাড়া' বা হারা নাম হইয়াছে। হারাদিগের রাজাই হারাবতী নামে খ্যাত হয়।

হারান (দেশজ) ১ পরাজয়করণ, পরাস্তকরণ। ২ কোন জিনিষ নষ্ট হওয়া।

হারাম্ (আরবী) হরাম, মুসলমানদিগের অস্পৃশ্য জন্তু, শূকর। মুসলমানগণ হরাম্ স্পর্শ করেন না, এমন কি উহা যাহারা ভোজন করে, তাহাদিগের সহিত কোনরূপ আলাপ ব্যবহার পর্য্যন্তও করেন না।

হারাম্‌খোর (দেশজ) যাহারা হরাম্ অর্থাৎ শূকরভোজন করে।

হারাম্‌জাদা (দেশজ) ১ নিন্দাবাদ, গালাগালি। ২ জারজ।

হারাবলী (স্ত্রী) হারস্য আবলী। ১ হারশ্রেণী। মুক্তাবলী।

"হারাবলীতরলকাঞ্চনকাঞ্চিদাম-
মঞ্জীরকঙ্কণমণিদ্যুতিদীপিতশ্চ।" (গীতগোবিন্দ ১১।১৩)

২ কোষবিশেষ, পুরুষোত্তম এই কোষ প্রণয়ন করেন।

"মুক্তাময়াতিমধুরা মসৃণাবদাত-
চ্ছায়াধিরাগতরলামলসদ্‌গুণশ্রীঃ।
সাধ্বী সতাং ভজতু কণ্ঠমসৌপ্রিয়েব
হারাবলী বিরচিতা পুরুষোত্তমেন॥" (হারাবলী)

হারি (স্ত্রী) হরতীতি হৃ বাহুলকাৎ ইঞ্। ১ পথিকসমূহ। পথিকদিগের পরিবার। ২ দ্যূতাদিভঙ্গ। দ্যূতপরাজয়। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ রুচির, মনোজ্ঞ।

হারিকণ্ঠ (পুং) হারী মনোহরঃ কণ্ঠঃ কণ্ঠরবো যস্য। ১ কোকিল। (ত্রি) হারী হারযুক্তঃ কণ্ঠো যস্য। ২ হারান্বিতগল, হারযুক্ত কণ্ঠ, যাহার গলায় হার আছে।

হারিকর্ণ (পুং) হরিকর্ণ অপত্যার্থে অণ্। হরিকর্ণের গোত্রাপত্য।

হারিণ (ত্রি) হরিণ-অণ্। ১ হরিণসম্বন্ধীয়।

হারিণিক (পুং) হরিণং হন্তীতি হরিণ (পক্ষিমৎস্যমৃগান্ হন্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্। ১ ব্যাঘ্র। ২ হরিণঘাতক।

হারিত (পুং) পক্ষিবিশেষ, শুকপক্ষী। পর্য্যায়—হরিতালুক, হারীত। (মেদিনী) ২ হরিদ্বর্ণ। (পুং) হরিতস্য হরিশ্চন্দ্র-পৌত্রস্যাপত্যং পুমান্ হরিত-অণ্। ৩ হারিতের পুত্র। রাজা হরিশ্চন্দ্রের পৌত্র হারিত, তৎপুত্র। (হরিবংশ ১২।১৮)

হারিতক (ক্লী) হরিতকমেব স্বার্থে অণ্। শাক। (শব্দরত্না°)

হারিতকাত (পুং) হারিতকাত্যের বংশ।

হারিতযজ্ঞ (ত্রি) হরিতযজ্ঞসম্বন্ধ।

হারিতায়ন (পুং) হারিত অপত্যার্থে অণ্। (পা ৪।১।১০০) হারিতের গোত্রাপত্য।

হারিদ্র (ত্রি) হরিদ্রয়া রক্তং হরিদ্রা (হরিদ্রামহারজনাভ্যামঞ্ বক্তব্যঃ। পা ৪।২।২) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা অঞ্। ১ হরিদ্রা-রঞ্জিত, হলুদ দিয়া ছোবান। ২ হরিদ্রাবর্ণ। (পুং) ৩ কদম্ববৃক্ষ। ৪ বিষভেদ। এই বিষের মূল হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট।

"হরিদ্রাতুল্যমূলো যো হারিদ্রঃ স উদাহৃতঃ।" (ভাবপ্র°)

হারিদ্রক (ত্রি) হারিদ্র স্বার্থে কন্। হারিদ্রশব্দার্থ।

হারিদ্রত্ব (ক্লী) হারিদ্রস্য ভাবঃ ত্ব। হারিদ্রের ভাব বা ধর্ম্ম।

হারিদ্রব (পুং) ১ হরিতালদ্রুম, হরিতালবর্ণ।

"অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং" (ঋক্ ১।৫০।১২)

'হারিদ্রবেষু হরিতালদ্রুমেষু তাদৃগ্‌বর্ণবৎসু' (সায়ণ)

২ হারিদ্রুর শিষ্যসম্প্রদায়।

হারিদ্রবিক (ক্লী) হারিদ্রবিরচিত গ্রন্থভেদ। (নিরুক্ত ১০।৫)

হারিদ্রবিন্ (পুং) হরিদ্রুর শিষ্যপরম্পরা।

হারিদ্রসন্নিপাত (পুং) সন্নিপাত জ্বরবিশেষ। এই সন্নিপাত জ্বর হইলে সর্ব্ব শরীর হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে। লক্ষণ—

"যস্যাতিপীতমঙ্গং নয়নে সুতরাং মলস্ততোহপ্যধিকং।
দাহোহন্তর্বহিঃশীততা বহিরস্য স হারিদ্রকো জ্ঞেয়ঃ॥" (ভাবপ্র°)

যে সন্নিপাতজ্বরে শরীর ও চক্ষুর্দ্বয় হরিদ্রা অর্থাৎ পীতবর্ণ, মল ততোধিক হরিদ্রাবর্ণ এবং অন্তর্দ্দাহ ও বাহিরে শীত হয়, তাহাকে হারিদ্রসন্নিপাত কহে। এই সন্নিপাত রোগ অসাধ্য। চিকিৎসক এই রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এই সন্নিপাত জ্বরে বৈদ্য—নারায়ণ ও ঔষধ—গঙ্গাজল। এই রোগারোগ্যের জন্য এক মাত্র মৃত্যুঞ্জয়শিবের উপাসনা কর্ত্তব্য।

"নারায়ণ এব ভিষক্ ভেষজমেতেষু জাহ্নবীনীরং।
নৈরুজ্যহেতুরেকো নিত্যং মৃত্যুঞ্জয়ো ধ্যেয়ঃ॥" (ভাবপ্র°)

হারিন্ (ত্রি) হারোহস্যাস্তীতি ইনি। ১ হারবিশিষ্ট। হারধারী। হরতীতি হৃ-ণিনি। ২ হরণকর্ত্তা, হরণকারী, অপহারক। ৩ মনোহর, মনোজ্ঞ। "তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ। এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা॥" (শকুন্তলা ১ অ°)

হারিযোজন (ত্রি) এতৎসংজ্ঞক ধানামিশ্রিত।

"যঃ পাত্রং হারিযোজনং পূর্ণং" (ঋক্ ১।৮২।৪)

'হারিযোজনং এতৎসংজ্ঞকং ধানামিশ্রিতং' (সায়ণ)

হারিবর্ণ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৬।৮।১২)

হারিবাস (পুং) দেবভেদ।

হারিষেণি (পুং) হরিষেণ অপত্যার্থে ইঞ্। হরিষেণের গোত্রাপত্য।

হারিষেণ্য (পুং) হরিষেণ-ষ্যঞ্। হরিষেণের গোত্রাপত্য।

হারীত (পুং) পক্ষিবিশেষ। হরিতালপক্ষী, হরেল বা হরিআল পাখী। এই পক্ষীর মাংসগুণ—রূক্ষ, উষ্ণ, রক্তপিত্ত ও কফনাশক, স্বেদ ও স্বরবর্দ্ধক এবং ঈষদ্বাতবর্দ্ধক। (ভাবপ্র°)

২ একজন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকার। চরকে লিখিত আছে যে, ইন্দ্র ভরদ্বাজ ঋষিকে অতি অল্প কথায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র উপদেশ দেন। এই ভরদ্বাজ অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণকে যথাযথ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভরদ্বাজের কৃপায় সর্ব্বজীবে কৃপাপরতন্ত্র হইয়া পুনর্ব্বসু অগ্নিবেশ, ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর, হারীত প্রভৃতি ছয় জনকে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শিক্ষা দেন। এই ছয়ব্যক্তি ছয়খানি স্বনামধেয় তন্ত্র প্রণয়ন করেন। হারীত যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা হারীতসংহিতা নামে খ্যাত।

"অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতূকর্ণঃ পরাশরঃ।

হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগৃহুস্তন্মুনের্ব চঃ॥" (চরক সূত্রস্থা° ১অ°)

৩ ধর্ম্মশাস্ত্রকারঋষিবিশেষ। হারীত যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা হারীতসংহিতা নামে খ্যাত। এই সংহিতায় চারিবর্ণের ধর্ম্ম ও অশৌচ প্রভৃতির বিবরণ লিখিত আছে।

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।

যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ১।৮)

৪ কৈতব। (মেদিনী)

হারীতক (পুং) হারীত এব স্বার্থে কন্। হারীতপক্ষী।

হারীতবন্ধ (পুং) ছন্দোভেদ।

হারীতি (পুং) হারীত অপত্যার্থে ইঞ্। হারীতের গোত্রাপত্য।

হারীতী (স্ত্রী) বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত যক্ষিণীভেদ। ইনি ষষ্ঠীদেবীর ন্যায় শিশুদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইনি নিয়ত শত শত শিশু-পরিবৃত হইয়া থাকেন।

হারুণ্ অল্ রসিদ্, সুবিখ্যাত মুসলমান সম্রাট্ এবং পঞ্চম খলিফা। অব্বাসবংশীয় এবং অল্ মহদীর পুত্র। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা অল্ হাদীর মৃত্যুর পর তিনি ৭৮৬ খৃঃ (১৭০ হিঃ) বোগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। যে সকল রাজা বোগদাদ সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অল্ রসিদ্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা সম্যক্ জ্ঞানবান্ ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা মুসলমানসাম্রাজ্য পরিবর্দ্ধিত করিতে সমর্থ না হইলেও তিনি যে সকল দেশহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে সে সমুদায়ই আশাতীত সুফলে তাঁহার সুযশঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাঁহার অধিকারকালে মুসলমান-সাম্রাজ্য তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় সুদৃঢ় বিস্তৃত না হইলেও তদপেক্ষা অধিকতর উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার সময়ে সুদূর য়ুরোপে স্পেনরাজ্যে ওম্ময়বংশের অধীনে মুসলমানগণ স্বতন্ত্র রাজচ্ছত্র উড্ডীন করিয়াছিল। ওম্ময়বংশীয় খলিফাগণ যে সারাসেন-সমাজে সম্যক্ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। [মুসলমান ও সারাসেন দেখ]।

সিরীয়া, পালেস্তিন, আরব, পারস্য, আর্ম্মেনিয়া, নতোলিয়া, মেদিয়া বা আজরবৈজান, বাবিলোনিয়া, আসিরিয়া, সিন্ধু, সিজিস্থান, খুরাসান, তাব্রিস্থান, জুজান, জাবুলীস্থান, মাবারুন্নহর অর্থাৎ গেটবুখারিয়া, ইজিপ্ত, লিবিয়া মুরিতানিয়া প্রভৃতি জনপদ অলরসিদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। রোম-সাম্রাজ্য চরম উন্নতিকালে যতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল তাঁহার রাজ্যসীমা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল এবং তৎকালে এরূপ শক্তিসম্পন্ন সুসমৃদ্ধ রাজ্য আর কোথাও ছিল না।

৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি আপন বৃহৎ রাজ্য পুত্রত্রয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। জ্যেষ্ঠ অল্-আমীন্ খলিফা উপাধিসহ সিরিয়া, ইরাক্, আরবত্রয়, মিসোপোটেমিয়া, আসিরিয়া, মেদিয়া, পালেস্তিন, এবং মিসর ও ইথিয়োপিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে জিব্রালটার প্রণালীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আফ্রিকার সমগ্র উত্তরাংশ-স্থিত সমগ্র ভূভাগ; দ্বিতীয় অল্মামুন পারস্য, খোরাসান, কির্ম্মাণ, তাব্রিস্থান, কাবুলীস্থান, জাবুলীস্থান, মাবারুন্নহর ও ভারতীয় রাজ্য এবং তাঁহার তৃতীয় পুত্র অল্ কাশিম আর্ম্মেনিয়া, নতোলিয়া, গুর্জান, জর্জ্জিয়া, সার্কেসিয়া ও ভূমধ্যসাগরতীরবর্ত্তী মুসলমানাধিকৃত কতকগুলি প্রদেশ শাসনার্থ লাভ করিয়াছিলেন। পুত্রত্রয়কে মুসলমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেও তিনি তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের সুব্যবস্থা করিয়া যান। তাঁহার আদেশমত তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র অল আমীন্ পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবেন। তদনন্তর দ্বিতীয় অল্মামুন রাজ্যাধিকারী হইবেন এবং তদীয় কনিষ্ঠপুত্র অল কাশিম (যাঁহাকে তিনি অল্ মুতাশিম নামে অভিহিত করিতেন তিনিই) জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃদ্বয়ের পর সাম্রাজ্যেশ্বর হইবেন।

অল্ রসিদ্ তাঁহার জীবনে যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার বিপুল বিজয়বাহিনী প্রেরণই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রীকগণ তাঁহার সহিত প্রবঞ্চনা ও ঔদ্ধত্য ব্যবহার করিলে তিনি তাহাদের প্রতি কুপিত হইয়া রণায়োজন করেন। গ্রীকবিরুদ্ধে সকল যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ হইয়াছিলেন।

৮০৩ খৃষ্টাব্দে গ্রীক্‌সম্রাট্ নিকেফোরস্ তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে, খলিফা গ্রীক্‌সাম্রাজ্ঞী ইরানের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক যে টাকা আদায় করিয়াছিলেন, তাহা যেন তিনি অবিলম্বে প্রত্যর্পণ করেন, নতুবা তিনি যেন সাহসে ভর করিয়া রাজসৈন্য লইয়া সত্বর গ্রীসরাজ্যে আসিয়া যুদ্ধদানে তাঁহাকে সুখী করেন।

গ্রীকসম্রাট্ নিকেফোরাসের এবম্বিধ শ্লেষবাক্যে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া খলিফা হারুণ অবিলম্বে সেনাদল সংগ্রহ করিয়া হিরাক্লিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি এই অভিযানে গ্রাসরাজ্যের যে প্রদেশ দিয়া অগ্রসর হন, সেই সকল স্থানই অগ্নিযোগে দগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার তরবারির আঘাতে তদ্দেশবাসী অনেকেই প্রাণ হারাইয়াছিল। অবশেষে হিরাক্লিয়া নগরে আসিয়া কিছুদিনের জন্য ঐ নগর অবরোধ করিয়া রাখেন, তাহাতে নগরবাসী সকলে আহার্য্য অভাবে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। গ্রীক্‌সম্রাট সমূহ বিপদের আশঙ্কা বুঝিতে পারিয়া খলিফার পদানত হন এবং বার্ষিক কর দিতে স্বীকার করেন।

৮০৪ খৃষ্টাব্দে খলিফা পুনরায় যুদ্ধোদ্যম করেন। এবার গ্রীক্‌সম্রাট্ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক সেনা লইয়া ভীমবলে খলিফা-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর তিনি রণক্ষেত্রে আহত ও পরাজিত হইলেন। দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান সেনার হস্তে তাঁহার প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। যুদ্ধান্তে রণজয়ী মুসলমান সেনাদল গ্রীক্‌রাজ্য লুণ্ঠনে অগ্রসর হইল। তাহাদের অত্যাচারে সমগ্র প্রদেশ উৎসাদিত হইয়াছিল। অবশেষে মুসলমানগণ বহু ধনরত্ন লইয়া স্বদেশে ফিরিলেন। গ্রীক্‌সম্রাট্ খলিফাকে স্বীয় অঙ্গীকৃত কর না দেওয়ায় এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল।

পর বৎসর খলিফা স্বীয় দলবল লইয়া ফ্রিজিয়া আক্রমণ করেন। গ্রীকরাজ তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রীকসৈন্য রণদুর্ম্মদ মুসলমান-সেনাদলের সহিত অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। তাহারা পরাজিত হইয়া সদলে পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে খলিফার পক্ষে যৎসামান্য সৈন্যক্ষয়ও হইয়াছিল।

গ্রীক্‌সম্রাট্ নিকেফোরাস খলিফাকে একেশ্বর সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তিনি এ বৎসরও তাঁহার দেয় কর বন্ধ করিলেন দেখিয়া খলিফা বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া ৮০৬ খৃঃ অব্দে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার বেতনভোগী ও বহুসংখ্যক সখের সেনা লইয়া গ্রীসরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রীকসৈন্য তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। তিনি হিরাক্লিয়া নগর জয় করিয়া প্রায় ১৬ হাজার লোককে বন্দী করিয়া লইয়া চলিলেন। অতঃপর তিনি গ্রীসের অপরাপর স্থানেও স্বীয় শাসনদণ্ড সংস্থাপিত করেন।

অনন্তর গ্রীসরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া খলিফা সাইপ্রাস দ্বীপে উপনীত হন এবং এই স্থান লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। এই লুণ্ঠনব্যাপারে মুসলমানসেনা যে ভয়াবহ অত্যাচার করিয়াছিল তাহা শুনিয়া গ্রীক্‌রাজ নিকেফোরাস্ ভীত হইয়া অনতিবিলম্বে আপনার দেয় রাজকর খলিফাদরবারে প্রেরণপূর্ব্বক খলিফার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারেই সন্ধি করেন।

জর্ম্মণ-সম্রাট্ চার্লিমেন খলিফার আচরণে বড়ই প্রীত ছিলেন। তিনি খলিফার বিদ্যোৎসাহিতা এবং শিল্প ও কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞতা সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। হারুণ অল্ রসিদ তাঁহার সহিত বন্ধুতা সংরক্ষণার্থ তাঁহাকে একটী ঘটিকা উপহার দিয়াছিলেন, এই ঘটিকার কারুশিল্প ও গঠনপ্রণালী অতি চমৎকার; তৎকালে সাধারণে উহাকে একটি মহামূল্য অপূর্ব্ব পদার্থ বলিয়া মনে করিত।

৮০৯ খৃষ্টাব্দে ২৪এ মার্চ্চ শনিবার সন্ধ্যাকালে ২৩ বৎসর রাজ্য করিয়া মহাত্মা হারুণ অল্ রসিদ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তুষ (বর্ত্তমান মস্‌হদ্) নগরে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত হয় এবং তৎপুত্র অল্ আমীন্ তাঁহার প্রস্তাব মত সিংহাসনাধিকার করেন।

হারুণ অল্ রসিদ অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তাঁহার অধিকারকালে মুসলমানসমাজে গণিত, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও সঙ্গীত প্রভৃতি শাস্ত্র বিশেষ পুষ্টিলাভ করে। তিনি আয়ুর্ব্বেদাদি নানা বিষয়ক গ্রন্থ মূল সংস্কৃত হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া সাধারণের আলোচনার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে ও অধ্যবসায়ে যে সকল প্রাচ্যবিদ্যা আরবে নীত হইয়াছিল, তাহাই পরে প্রতীচ্য সভ্যতায় স্থানান্তরিত হইয়া সুদূর য়ুরোপে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে।

হার্ডিঞ্জ, (হেনরী হার্ডিঞ্জ ভাইকাউণ্ট) ভারতের একজন বড়লাট (গবর্ণর জেনারল)। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ৩০এ মার্চ্চ ইংলণ্ডের কেণ্ট প্রদেশে ডারহাম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত এটন কলেজে কিছুকাল বিদ্যাশিক্ষা করিবার পর ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে পতাকাধারী রূপসৈন্যদলে প্রবেশ করেন। পেনিনসুল যুদ্ধের সময় তিনি কিছুকাল ওয়াসিংটনের সেনাবিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহার পর মার্সেল বেরেস্‌ফোর্ডের যত্নে পর্ত্তুগীজ সেনাদলে কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারলের পদে নিযুক্ত হন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে করুণার যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রকাশ করায় যথেষ্ট সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন, সেই মহাযুদ্ধের প্রায় প্রত্যেক অভিযানেই হার্ডিঞ্জ উপস্থিত ছিলেন, আলবুয়িরা

প্রদেশে ভিমেরা ও ভিটোরিয়া নামক স্থানে যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি বৃটীশ সম্মানরক্ষার্থ সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন। ইহার পর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়ান এলবা হইতে পলাইবার পর আবার যখন শান্তিভঙ্গ হয়, হার্ডিঞ্জ তৎক্ষণাৎ পুনরায় মহা উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, এবার তিনি বিশেষ সম্মানজনক প্রুসিয়-সৈন্যদলের কমিসারীবিভাগের কার্য্য গ্রহণ করেন। হার্ডিঞ্জ যে সময় উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়েই ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে যুদ্ধক্ষেত্রে সহসা একটী গুলির আঘাতে তাঁহার বামহস্তটী বিচ্ছিন্ন হয়, সেইজন্য তাহার দুই দিন পর বিখ্যাত ওয়াটারলুর যুদ্ধে তিনি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। বামহস্ত নষ্ট হইবার জন্য গবমেণ্ট তাঁহার ১০০ পাউণ্ড বৃত্তি স্থির করিয়া দিলেন এবং ঐ বর্ষেই তিনি কে, সি, বি, এই মহা সম্মানজনক উপাধি লাভ করিলেন। ১৮২০ এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ডরহামবাসিগণের চেষ্টায় হার্ডিঞ্জ পার্লিয়ামেন্টের সভাপদে নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটনের মন্ত্রিসভায় তিনি যুদ্ধসচিবের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পিলের মন্ত্রিত্বকালে তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিয়া অতি যোগ্যতার সহিত কার্য্য চালাইয়াছিলেন। ১৮৩০ এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আয়লণ্ডের চিফ্ সেক্রেটারী হইলেন। ইহার পরই তিনি ভারতে আগমন করেন এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড এলেন্‌বরার পর ভারতে গবর্ণর জেনারলের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি বড় লাট হইয়া অনেক গুরুতর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। প্রথমেই তিনি দেশীয় সৈন্যগণের আভ্যন্তরিক অসন্তুষ্টি নিবারণ ও সেই সঙ্গে তাহাদিগকে কঠিন শাসনপাশে আবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষাবিভাগের উন্নতিসাধনে এবং বাষ্পীয়যান ও লৌহবর্ত্মসংস্থাপনকল্পে নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনেও তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। যে সময় তিনি এই সকল দেশহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় ভারতপ্রান্তে পঞ্জাবপ্রদেশে কৃষ্ণমেঘ উদিত হইতেছিল। তৎপূর্ব্বে শিখজাতির সহিত বৃটীশ গবর্মেণ্টের বেশ সৌহার্দ্দ ছিল। পঞ্জাবপতি রণজিৎসিংহ সর্ব্বদা অতি সতর্কতার সহিত এ সদ্ভাব বজায় রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর গোলযোগের সূত্রপাত হইল। তাঁহার পুত্র খড়্গসিংহ পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। পিতার কোন গুণই তাহাতে ছিল না; তিনি আপন পুত্র নবনেহালসিংহের অধীনে নামে মাত্র রাজা ছিলেন; দুর্ভাগ্যক্রমে এই উদ্ধত যুবা তাঁহার পিতামহের ন্যায় বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত সদ্ভাব রাখিতে পারিলেন না। [শিখ দেখ]

অল্পকাল-মধ্যেই নবনেহালের মৃত্যু, ও সেরসিংহের সিংহাসনপ্রাপ্তির সঙ্গে রাজশক্তির পরিবর্ত্তন, বিদ্রোহিতা ও অত্যাচারের স্রোত লাহোরে প্রবাহিত হইল। এই সময় ভারতপ্রান্তে যথেচ্ছাচারী অবাধ্য শিখ-সৈন্যগণের সমাবেশ হইতেছিল। বৃটীশ গবমেণ্টও যে কেবল সম্বন্ধহীন দর্শকবৃন্দের ন্যায় দিন কাটাইতে ছিলেন, তাহা নহে, বড়লাট হার্ডিঞ্জ পূর্ব্ব হইতেই ভাবগতিক বুঝিতে পারিয়া এই মহাঝঞ্ঝার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণভাবেই প্রস্তুত হইতেছিলেন। লর্ড এলেনবরা পূর্ব্বেই পঞ্জাবের এই ভয়াবহ কার্য্যগুলিই যে সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফিরোজপুর, লুধিয়ানা, এবং অম্বালা প্রভৃতি স্থানে গোপনে সৈন্য রাখা হইতেছিল, কিন্তু তখনকার ডিরেক্‌টারগণ শান্তির নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদিগকে না জানাইয়া হার্ডিঞ্জ গোপনে এতদূর সতর্কতার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, সে সময়ে যোগাড়যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে করিয়া উঠিতে তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর স্বয়ং প্রথমে অম্বালা হইয়া ৬ই ডিসেম্বর লুধিয়ানা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৩ই ডিসেম্বর সংবাদ আসিল যে, শিখসেনাদল শতদ্রু পার হইয়াছে এবং উক্ত নদীর বামপার্শ্বে বৃটীশ অধিকারভুক্ত একস্থানে সকলে মিলিত হইতেছে। ঐ দিনেই বড়লাট হার্ডিঞ্জ এই মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন যে, শিখসৈন্যগণ বিনা কারণে বৃটীশরাজ্য আক্রমণ করিয়াছে, সেইজন্য ভারতশাসনকর্ত্তাগণ গবর্ণর জেনারলকে বৃটীশ অধিকাররক্ষার জন্য যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে। বৃটীশ গবর্মেণ্টের নির্দ্দোষিতার প্রমাণের জন্য এবং সন্ধিসর্ত্ত উল্লঙ্ঘনকারী ও সাধারণের শান্তিহন্তা অপরাধীদিগকে দণ্ড দিবার জন্য গবর্ণর জেনারেল এতদ্দ্বারা আরও বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, এখন হইতে মহারাজ দলিপসিংহের অধিকারস্থ শতদ্রু নদীর বামপার্শ্বস্থিত প্রদেশসমূহ বাজেয়াপ্ত ও বৃটীশরাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইল।

যে সময় সার্ জন লিট্‌লার দশ হাজার সৈন্য ও চব্বিশটি কামান লইয়া ফিরোজপুর রক্ষা করিতেছিলেন, ঐ স্থান লাহোর হইতে পঞ্চাশ মাইলের ব্যবধান মাত্র এবং সেখান হইতে উত্তরপশ্চিমাংশে তাহার আরও তিনগুণ দূরে অম্বালা, এখানে সার টমাস গার্থ প্রধান ছাউনি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১১ই ডিসেম্বর, তিনি শিখসৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা করেন। তথায় তেজসিংহ নামক এক জন যোগ্য অধিনায়কের হস্তে পরিচালিত হইয়া শিখসৈন্য শতদ্রু পার হয়। শতদ্রু পার হইয়াই তাহারা অনতিবিলম্বে নদীর এক পার্শ্ব অধিকার করিয়া বসিল এবং অবশিষ্ট সৈন্য প্রায় ৪০

মাইল পর্য্যন্ত ফিরোজসহর অভিমুখে অগ্রসর হইল, তাহাতে অম্বালা ও লুদিয়ানার উভয় স্থানের বৃটীশ সৈন্যদলের গতিরোধ করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এদিকে ১৫ই ডিসেম্বর ঐ উভয় স্থান হইতে বৃটীশসৈন্য বুসিয়ান নামক স্থানে পরস্পর আসিয়া মিলিত হইল এবং ঐ স্থান হইতে ক্রমান্বয়ে চলিয়া মুদ্‌কি গিয়া পৌছিল। সে সময় এখানে অল্পমাত্র শিখসৈন্য ছিল, বৃটীশ সৈন্যকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহারা সেখান হইতে সরিয়া পড়িল, সুতরাং সহসা যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা থাকায় বৃটীশ সৈন্যদল সেইখানেই ছাউনি করিয়া বসিল এবং ২২ মাইল অনবরত গমনের শ্রান্তি দুর করিবার জন্য আহারাদি প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিল। এমন সময়ে গুপ্তচরেরা আসিয়া সংবাদ দেয় যে, শত্রুসৈন্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে এবং তিন মাইল দূরে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহারা ফিরোজসহরে গড়খাই করিতে সুরু করিয়াছে এবং মুদ্‌কিতে বৃটীশ সৈন্যের অবস্থান সংবাদ জানিতে পারিয়া অবিলম্বে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাদের অভিপ্রায় ছিল যে, সমস্ত বৃটীশ সৈন্যের সহিত একেবারে যুদ্ধারম্ভ না করিয়া প্রথমে বৃটীশসৈন্যের অগ্রবর্ত্তী সেনাদলকেই আক্রমণ করিবে। বৃটীশ সেনার সংখ্যা শিখেরা যেরূপ মনে করিয়াছিল বাস্তবিক তদপেক্ষা অনেক কম ছিল, ইংরাজপক্ষে ১২৩৫০ সেনা এবং ৪৮টী কামান ছিল। আর শিখদিগের পক্ষে ৩০হাজারের বেশী হইবে না। কালবিলম্ব না করিয়া বৃটীশ সৈন্য প্রস্তুত হইল।

এই সময় বড়লাট হার্ডিঞ্জ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া লেফ্‌টেনান্ট জেনারেলের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে বৃটীশসৈন্যকে অনেকবার বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। প্রধান ইংরাজ সেনাপতি নিজমুখেই অনেকবার স্বীকার করিয়াছেন যে, এ যুদ্ধে হার্ডিঞ্জ যথেষ্ট কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অদ্ভুত সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গুণে বৃটীশ সৈন্য বহুবার বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ভারতীয় ইতিহাসে বৃটীশ সৈন্যকে আর কখন এরূপ ভয়াবহ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে দেখা যায় নাই এবং আর কোন বড়লাটকেও এরূপ দৃঢ়সাহসিকতার সহিত সঙ্কটের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যুদ্ধে বিজয়ী হইতে দেখা যায় নাই।

সোবরাওনের যুদ্ধে পরাজয়সংবাদ যখন লাহোরে পৌছিল তখন শিখেরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, আর জয়াশা বৃথা বুঝিয়া তখনি সন্ধিস্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইল। গোলাপসিংহ বহু চতুরতার সহিত উভয় পক্ষেরই এতদিন মন জোগাইয়া আসিতেছিলেন, এখন তিনি উচ্চ আশায় উৎসাহিত হইয়া গবর্ণর জেনারেল হার্ডিঞ্জের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। হার্ডিঞ্জ তখন কিউসরে অবস্থান করিতেছিলেন, ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ই তারিখে হার্ডিঞ্জের সহিত তাঁহার দেখা হইল। হার্ডিঞ্জ যেরূপ সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করেন, গোলাপসিংহ তাহাতেই সম্মত হন, কিন্তু একটী বিষয় লইয়া মতভেদ উপস্থিত হয়, গোলাপসিংহ বলেন যে, বৃটীশ সৈন্যকে এই স্থানেই ছাউনি স্থাপন করিয়া থাকিতে হইবে, রাজধানীর নিকট আর যেন না যাওয়া হয়। হার্ডিঞ্জ কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি দৃঢ়তার সহিত অভিমত জানাইলেন যে, তাহা কিছুতেই ঘটিবে না। যদি সন্ধিপত্রে তিনি স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত থাকেন, তবে তাহা তাঁহাকে লাহোরে বসিয়াই করিতে হইবে। কিছুতেই ইহার অন্যথা হইবে না। গোলাপসিংহ বাধ্য হইয়া অবশেষে তাহাতেই সম্মত হইলেন। ২২এ ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটীশ-সৈন্য লাহোর অধিকার করিল। তবে গোলাপসিংহের অনুরোধে এবং পুনর্ব্বন্ধুতার খাতিরে হার্ডিঞ্জ কেবল এইটুকুমাত্র করিয়াছিলেন, যে স্থানে রণজিৎসিংহের পরিবারবর্গ বাস করেন অর্থাৎ রাজবাটীর সীমায় কোন স্থানেই বৃটীশ সৈন্য উপস্থিত থাকিবে না।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ তারিখে অমৃতসহরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল, দলিপসিংহ মহারাজ মনোনীত হইলেন; কিন্তু বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী জালন্ধর দোয়াব বৃটীশ শাসনাধীন হইল। বৃটীশ গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের খরচ বাবদ এককোটী টাকা দাবী করেন, কিন্তু শিখ গবর্মেণ্টের হস্তে অত টাকা তখন না থাকায় অবশিষ্ট অকুলান টাকা গোলাপসিংহ প্রদান করেন, এবং সেই জন্য তাঁহাকে কাশ্মীরের স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করা হয়। ধরিতে গেলে কাশ্মীর তাঁহাকে একপ্রকার বিক্রয় করা হইয়াছিল।

এইরূপে শিখযুদ্ধ শেষ হইবার পর যে অবশিষ্ট কাল হার্ডিঞ্জ বড়লাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি রাজকীয় সাধারণ কার্য্যের উন্নতিকল্পেও যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। একটী বিষয়ের জন্য ভারতের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নিকট তিনি চিরপরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে রবিবারদিনও সরকারী কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকিত না, কিন্তু হার্ডিঞ্জ তাহা বন্ধ করিয়া যান। শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি নূতন পদ্ধতি করিয়াছিলেন। তিনি গুণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার সময়ে দেশীয় রাজকর্ম্মচারিগণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কেবল এক অক্ষমতা ছাড়া ভাল ভাল কাজকর্ম্ম পাইবার পক্ষে তাঁহাদের অন্য বাধা আর কিছুই নাই। এইরূপ সমদর্শিতার জন্য হার্ডিঞ্জ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে আফগান-যুদ্ধে বৃটীশ গবর্মেণ্টের বিস্তর

টাকা খরচ হওয়ায় অর্থাদি সম্বন্ধেও গবর্মেণ্টকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। হার্ডিঞ্জ সে ক্ষতিও পূরণ করিয়া সকল দিকে সুবন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর একটী কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখনকার রেলওয়ে কোম্পানীগণ তাঁহার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। এইরূপ নানা সাধারণ হিতকর ও উন্নতির দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করায় রাজস্বের পরিমাণও পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর বাড়িয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে রাজসরকারে স্বেচ্ছাচারিতা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ সর্ব্বত্রই বিরাজ করিত, হার্ডিঞ্জ সেই উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিয়া শান্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। সাহসিকতা, বদান্যতা ও বহুদর্শিতা একাধারে তিনটী গুণেই তিনি বিভূষিত ছিলেন। শিখযুদ্ধ শেষ হইলে শান্তিস্থাপনের পর তিনি ভাইকাউণ্ট উপাধি লাভ করেন এবং গবর্মেণ্টের নিকট হইতে তিন হাজার পাউণ্ড বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও বাৎসরিক ৫০০০ পাউণ্ড পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ডিউক অফ্ ওয়েলিংটনের স্থানে বৃটীশ সেনার প্রধান অধিনায়কের পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার সেনানায়কত্বকালেই ক্রিমিয়া যুদ্ধ হয় ও তিনি আপোসে নিষ্পত্তি করিবার ভারও গ্রহণ করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিল্ড্ মার্সেলের উচ্চপদ লাভ করেন, কিন্তু এই সময় ক্রমশঃ তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রধান সেনাপতির পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ঐ বৎসর ১৪ই সেপ্টেম্বর ওয়েলস্ নামক প্রদেশের নিকটবর্ত্তী তানব্রীজ স্থানে আপন বাটীতে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

হার্ত্র (ক্লী) হর্ত্তুর্ভাবঃ কর্ম্ম বা (উৎগাত্রাদিভ্যোঽঞ্। পা ৫।১।১২৯) ইতি হর্ত্তৃ-অঞ্। হর্ত্তার ভাব বা কর্ম্ম, হর্ত্তার কার্য্য, হরণ।

হার্ত্ত্র্য (পুং) হর্ত্তৃ অপত্যার্থে কুর্ব্বাদিত্বাৎ ণ্য। হর্ত্তৃর গোত্রাপত্য।

হার্দ্দ (ক্লী) হৃদয়স্য ভাবঃ কর্ম্মধা° হৃদয় (হায়নান্তযুবাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১৩০) ইত্যণ্ (হৃদয়স্য হৃল্লেখযদণ্লাসেষু। পা ৬।৩।৫০) ইতি হৃদাদেশঃ। ১ হেম। ২ স্নেহ। (অমর) ৩ অভিপ্রায়।

"অর্জ্জুনঃ সহসাজ্ঞায় হরেহার্দ্দমথাসিনা।
মণিং জহার মূর্দ্ধন্যং দ্বিজস্য সহ মূর্দ্ধজঃ॥" (ভাগবত ১।৭।৫৫)

৪ হৃদয়স্থ। ৫ হৃদয়বেত্ত।

হার্দ্দবৎ (ত্রি) হার্দ্দ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। হার্দ্দযুক্ত, স্নেহবিশিষ্ট, প্রেমযুক্ত।

হার্দ্দি (ক্লী) হৃদয়ে অবস্থিত রক্ষণ। "হার্দ্দিভয়মানো ব্যয়েয়ং" (ঋক্ ২।২৯।৬) 'হার্দ্দিহৃদ্যবস্থিতং রক্ষণং' (সায়ণ)

হার্দ্দিক্য (পুং) হৃদিক অপত্যার্থে ষ্যঞ্। হৃদিকের গোত্রাপত্য।

হার্দ্দিন্ (ত্রি) হার্দ্দমস্যাস্তীতি ইনি। স্নেহযুক্ত।

"অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ।
স্বজনেন চ সংত্যক্তস্তেষু হার্দ্দী তথাপ্যতি॥" (দেবীমা°)

হার্দ্বন্ (ত্রি) হৃদয়প্রিয়। "হার্দ্বানমহর্ষিবাভিরূতিভিঃ" (শুক্লযজু° ২৮।১২) হার্দ্বানং হৃদিবানঃ গমনং যস্য স হৃদ্বানঃ হৃদ্বান এব হার্দ্বানস্তং স্বার্থেঽণ্ হৃদয়প্রিয়মিত্যর্থঃ' (মহীধর)

হার্য্য (পুং) হ্রিয়তে ইতি হৃ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৫) ইতি ণ্যৎ। ১ বিভীতকবৃক্ষ। (ত্রি) ২ হর্ত্তব্য, হরণীয়।

"ইয়ঞ্চ তেঽন্যা পুরতো বিড়ম্বনা
যদূঢ়য়া বারণরাজহার্য্যয়া।" (কুমার ৫।৭০)

৩ হরণীয়াঙ্ক। পর্য্যায়—ভাজ্য। (লীলাবতী) ৪ বহনীয়। ৫ গ্রহণযোগ্য। ৬ গ্রাহ্য। ৭ ত্যাজ্য। ৮ অপহরণীয়। ৯ নিবার্য্য।

হার্য্যশ্ব (পুং) হর্যশ্ব বিদাদিত্বাৎ অপত্যার্থে অণ্। হর্য্যশ্বের গোত্রাপত্য।

হাল (পুং) হলেন ক্রীড়তীতি অণ্ যদ্বা হলতীতি হল (জ্বলিতিকসন্তেভ্যো ণঃ। পা ৩।১।১৪০) ইতি ণ। ১ বলরাম। (ত্রিকা°) ২ শালিবাহনরূপ। (হেম) ৩ হল, লাঙ্গল।

"আছে গরু না বয় হাল তার দুঃখ চিরকাল।" (খনা)

(দেশজ) ৪ অবস্থা।

'রাণীর দেখিয়া হাল জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল।' (বিদ্যাসুন্দর)

হালক (পুং) পীত হরিতবর্ণ অশ্ব।

"হরিতঃ পীতহরিতচ্ছায় স এব হালকঃ।" (হেম)

হাল্কা (দেশজ) লঘু।

হালবাই (মিটিয়া বা হালুইকর), উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ বেহারের মোদক জাতি, কাণ্ডু হইতে ভিন্ন। কাণ্ডুগণের সহিত ইহাদের বিবাহ-সম্বন্ধ হইতে পারে না। হালবাই শব্দের অর্থ হালুইকর অর্থাৎ যাহারা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে।

ইহাদিগের গাঁই গোত্র হইতে ইহাদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ সমাজের মধ্য হইতে কতকগুলি ভদ্রবংশীয় লোক এই ব্যবসা অবলম্বন করায় এই মিশ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। বিবাহ সম্বন্ধে ইহাদিগের মধ্যে কঠিন নিয়ম রহিয়াছে। ইহারা যেমন সগোত্রীয়াকে বিবাহ করিতে পারে না, তেমনি মাতৃগোত্রীয়া এবং পিতামহী-গোত্রীয়াকে বিবাহ করিতে নিয়মানুসারে অসমর্থ। সাত পুরুষের মধ্যে ইহাদের বিবাহ-বিধি প্রচলিত নাই।

হালবাইদিগের মধ্যে শৈশব-বিবাহ প্রচলিত আছে। তবে যদি অর্থাভাববশতঃ ইহারা উপযুক্ত বয়সে কন্যার বিবাহ না দেয়, তাহা হইলে সমাজের চক্ষে নিন্দাভাজন হয় না। বেহারের

অন্যান্য জাতির মধ্যে যেরূপ বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, হাল-বাইদের বিবাহপ্রথাও তদনুরূপ। সিন্দুরদানই বিবাহপ্রকরণের প্রধান অঙ্গ। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পুরুষ আবার বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু দুই বারের বেশী বিবাহের নিয়ম নাই। বিধবাবিবাহের প্রচলন আছে। সাগাই বিধি অনুসারে বিধবারা পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের কুলপ্রথা অনুসারে বিধবা যদিও দেবরকে বিবাহ করিতে পারে না, তথাপি সাধারণতঃ ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মৃত পতির সন্তানের লালন-পালন জন্য বিধবারা সাধারণতঃ দেবরকে বিবাহ করিয়া থাকে। যখন অবিবাহিত পুরুষ বিধবাবিবাহ করে, তখন প্রথমে পুরুষের সিন্দুরাঙ্কিত অসির সহিত তাহার বিবাহ হয়। কাণ্ডুদিগের মধ্যে কন্যা যখন অঙ্গহীনতা বা অঙ্গবিকৃতির জন্য বিবাহের অযোগ্যা হয়, তখনও অসির সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হয়। ইহার অর্থ এই যে, স্ত্রী বা পুরুষের প্রকৃত বিবাহ একবারের বেশী হইতে পারে না। বিবাহ-চুক্তিভঙ্গ সম্বন্ধে হালবাইদিগের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রথা দৃষ্ট হয়। কেহ বা স্ত্রী অসতী হইলে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দেয়। আবার দুই একটা শ্রেণির মধ্যে নিয়ম আছে যে, স্ত্রী যদি অসতী হয় কিংবা স্বামী যদি স্ত্রীর উপরে কুব্যবহার করে, তাহা হইলে উভয়েই পঞ্চায়তের সহায়তা লইয়া বিবাহচুক্তিভঙ্গ করিতে পারে। তাহার পরে স্ত্রী বা পুরুষের অন্য বিবাহ ইচ্ছাধীন।

ইহাদিগের অধিকাংশই বৈষ্ণব। অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোকও ইহাদিগের মধ্যে বিরল নহে। ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও নানারূপ উৎসবে হালবাইগণ মৈথিল ব্রাহ্মণের সহায়তা গ্রহণ করে। ইহারা সাধারণতঃ ঘনিনাথঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে। বিবাহোপলক্ষে বর এবং কন্যা উভয় পক্ষীয়েরাই এই ঠাকুরের পূজারজন্য ১আনা করিয়া দিয়া থাকে। বন্দী, গোরাইয়া এবং অন্যান্য দেবতাকে ইহারা সম্মান করে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই আবার পাঁচ-পীর সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারা শব দাহ করে। মৃত্যুর পর ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়।

সমাজে হালবাইদিগের স্থান সম্মানজনক। ব্রাহ্মণগণ ইহাদের হাতে জল গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দুসমাজে এমন কোন উচ্চ জাতি নাই, যাহারা ইহাদিগের হাতে জলগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়। ইহারা কোন জাতির উচ্ছিষ্ট খায় না। ইহাদিগের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই চাষবাস করিয়া থাকে। ইহারা নানারকম ফলের আচার প্রস্তুত করে।

হাল্‌বান্ (আরবী) কোমল ছাগীমাংস।

হালহল (ক্লী) বিষভেদ। (শব্দরত্না°)

হালহাল (ক্লী) বিষভেদ। (শব্দরত্না°)

হালা (স্ত্রী) হলাতে কৃষ্যতে এব চিত্তমনয়েতি হল-ঘঞ্-টাপ্। তালাদিনির্য্যাস, মদ্য, চলিত তাড়ি। (রাজনি°)

'মদ্যন্তু সীধু মৈরেয়মিরা চ মদিরা সুরা।
কাদম্বরী বারুণী চ হালাপি বলবল্লভা॥' (ভাবপ্র°)

হালা (হালা) বোম্বাই বিভাগের অধীন হায়দরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা। অক্ষা° ২৫° ৮′ হইতে ২৬° ১৫′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ১৬′ ৩০″ হইতে ৬৯° ১৭′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। উত্তরে নৌসহর মহকুমা, পূর্ব্বে থর ও পার্কর, দক্ষিণে হায়-দরাবাদ তালুক এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদ। ভূপরিমাণ ২৫২২ বর্গ মাইল। এখানে ৪টী তালুক, ২৭৯টী গ্রাম এবং ৬টী সহর আছে। এই মহকুমার পূর্ব্বদিক নিরবচ্ছিন্ন বালুময় সমভূমি। পশ্চিমাংশের ভূমিতে খালের জল থাকায় কর্ষণোপযোগী। খালে প্রচুর পরিমাণে বাবলাগাছ জন্মিয়া থাকে। এই মহকুমায় ৬টী মিউনিসিপালিটী ও ১৫টি গবমে´ণ্ট বিদ্যালয় আছে। এখানে ২২টী মেলা হয়। তাঁহার মধ্যে একটি ছাড়া সকলগুলিই মুসল-মানদিগের উৎসব। হিন্দু-মেলায় প্রায় ৩৫ হাজার লোক সমবেত হয়। এখানকার পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান ব্রাহ্মণাবাদ এবং খুদাবাদ। নূতন হালা হইতে খুদাবাদ প্রায় ২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থান সমৃদ্ধিতে এবং আয়তনে এক সময়ে প্রায় হায়দরাবাদের মতন ছিল। এই মহকুমায় কতকগুলি পুরাতন উল্লেখযোগ্য সমাধিস্থান আছে।

২ উক্ত হালা মহকুমার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৫৩১ বর্গমাইল; এই তালুকে একটী দেওয়ানী ও ৩টী ফৌজদারী আদালত এবং ৬টী থানা আছে।

৩ উক্ত হালা মহকুমার অন্তর্গত একটী নূতন সহর; পূর্ব্বে ইহার মুর্ত্তিজাবাদ নাম ছিল। অক্ষা° ২৫° ৪৮′ ৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ২৭′ ৩০″ পূঃ। এই স্থান কারুকার্য্যশোভিত মৃত্তিকা-পাত্রের জন্য বিখ্যাত। সুইস্ নামে পোষাকী কাপড় এখানকার প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য। এখানে পীর মহম্মদের কবর আছে। পীরের সম্মানার্থ প্রতিবৎসর এই স্থানে দুই বার করিয়া বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। বৃটীশ গবমে´ণ্ট ১৪৮০ টাকা ব্যয়ে এই কবরটীর পুনঃসংস্কার করিয়াছেন।

৪ (পুরাতন হালা), উক্ত মহকুমার অন্তর্গত একটী সহর। সম্ভবতঃ ১৪২২ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত এবং সিন্ধুনদের প্লাবনে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সহরটী পরিত্যক্ত হয়। ইহার পরিবর্ত্তে নূতন হালার পত্তন হইয়াছে।

হালানী, হায়দরাবাদ জেলার নৌসহর মহকুমার অন্তর্গত একটী সহর। হালানীর নিকট তালপুরসৈন্যগণ কলহোরার শেষ বংশ-ধরদিগকে পরাজিত করে। যুদ্ধে যাঁহাদিগের মৃত্যু হয়, যুদ্ধ-

ক্ষেত্রে এখনও তাঁহাদিগের কবর বিদ্যমান। একটি রাজপথের পার্শ্বে সহরটী অবস্থিত। অনুমান প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখানে চাষার সংখ্যাই অধিক।

হালাল্ (আরবী) ১ অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত শুভচিহ্ন। ২ বিহিত আহার্য্য জীবজন্তু। ইহার বিপরীত হারাম।

হালাল্খোর (আরবী) ১ মলপরিষ্কারক, মেথর। ২ বিহিত আহারকারী।

হালাহ (পুং) চিত্রবর্ণ ঘোটক।

হালাহল (পুং ক্লী) হালামপি হলতীতি হল-অচ্। বিষভেদ, অতি ভয়ানক বিষ। পর্য্যায়—হালহল, হাহল, হলাহল, হাহাল।

"গোস্তনাভফলো গুচ্ছস্তালপত্রচ্ছদস্তথা।
তেজসা যস্য দহ্যন্তে সমীপস্থা দ্রুমাদয়ঃ।
অসৌ হালাহলো জ্ঞেয়ঃ কিষ্কিন্ধায়াং হিমালয়ে।
দক্ষিণাব্ধিতটে দেশে কোঙ্কণেঽপি চ জায়তে॥"

যে বিষবৃক্ষের ফল দ্রাক্ষার ন্যায় গুচ্ছাকারে উৎপন্ন হয়, পত্র তালপত্রসদৃশ এবং যাহার তেজে নিকটস্থ বৃক্ষাদি দগ্ধ হইয়া যায়, তাহাকে হালাহল বিষ কহে। এই বিষ কিষ্কিন্ধ্যা, হিমালয়, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভূমি এবং কোঙ্কণ-প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদি হালাহলং বিষং।" (চাণক্য)

(পুং) হালাহলমস্যাস্তেতি অচ্। ২ কীটবিশেষ। পর্য্যায়—অঞ্জনিকা, কুটিলকীটক। (রাজনি°)

হালাহলধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, হালাহলস্য ধরঃ। সর্প।

হালাহলা (স্ত্রী) হালাহলামস্ত্যস্য ইতি অচ্ টাপ্। ক্ষুদ্র মূষিক, চলিত নেংটা ইন্দুর।

'হালাহলাস্ত্বঞ্জনিকা গিরিকা বালমূষিকা।' (জটাধর)

হালাহলী (স্ত্রী) মদিরা। (রাজনি°)

হালি (আরবী) ১ নবোৎপন্ন, নূতন, একেলে, এক বৎসরেরও যাহা পুরাতন নহে। (দেশজ) ২ নৌকাদণ্ড, নৌকার হাল।

হালিক (ত্রি) হলেন খনতি যঃ, হলস্যায়মিতি বা হল (হলসীরাৎ ঠক্। পা ৪।৩।১২৪) ইতি ঠক্। হলী, হলসম্বন্ধী। পর্য্যায়—সৈরিক। (অমর)

"ত্বং হালাহলভৃৎ করোষি মনসো মূর্চ্ছাং সমালিঙ্গিতো
হালাং নৈব বিভর্ষি নৈব চ হলং মুগ্ধে কথং হালিকঃ।
সত্যং হালিককৈতব তে সমুচিতা শক্তস্য গোবাহনে
বক্রোক্ত্যেতি জিতো হিমাদ্রিসুতয়া স্মেরো হরো পাতু বঃ॥"
(বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা)

২ লাঙ্গলধারী, কৃষক, চলিত চাষী, ইহারা হলকর্ষণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

হালিঙ্গব (পুং) হলিঙ্গু অপত্যার্থে অণ্। হলিঙ্গুর গোত্রাপত্য। (শত° ব্রা° ১০।৪।৫।১)

হালিডে, বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম ছোট লাট। ১৮৫৪ হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি লেপ্‌টেনণ্ট গবর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বিচক্ষণ ও কার্য্যকুশল বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হন।

হালিনী (স্ত্রী) স্থূলপল্লী, অঞ্জনিকা, চলিত আজনাই। (হেম)

হালিম্ (দেশজ) লতাভেদ। (Lepidium sativum)

হালিমুগ (দেশজ) মুদ্গভেদ, হারিমুগ, সোণামুগ, হালিমুদ্গ। ঘোড়ামুগ ও কৃষ্ণমুগভেদে মুগ অনেক প্রকার। মুগের মধ্যে সোণামুগই শ্রেষ্ঠ। হালিমুগ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। [মুদ্গ দেখ]

হালিয়াগরু (দেশজ) হলবাহী বলদ, যে গরু হলবহন করে।

হালিয়া সাপ্ (দেশজ) ক্ষুদ্র সর্পবিশেষ। হেলে সাপ। এই সর্প বিষহীন। এই সর্পে কাহাকেও দংশন করে না।

হালিসহর বা হাবেলিসহর, নদীয়া ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী পরগণা ও তদন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। গ্রামটীর অপর নাম কুমারহট্ট। পূর্ব্বে ইহা একটী বহুজনাকীর্ণ সহর বলিয়া গণ্য ছিল। [কুমারহট্ট শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

হালু (পুং) হলত্যেহনেনেতি হল-উণ্। দন্ত।

হালুআ (আরবী) মিষ্টদ্রব্যবিশেষ। চলিত মোহনভোগ। সুজি ঘৃতে উত্তমরূপে ভাজিয়া লইয়া তাহাতে জল ও চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাতে অল্পপরিমাণে মৌরি, এলাচিচূর্ণ ও কর্পূর দেওয়া হয়। ইহা স্বাদু ও পুষ্টিকর, যাহাদের অম্লপিত্ত বা শূলরোগ আছে, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ অপকারক।

হালুইকর (আরবী) মিষ্টান্নপ্রস্তুতকারক। মিঠাইওয়ালা। [হাল্‌বাই দেখ।]

হালুইগিরি (পারসী) হালুইকরের কার্য্য, মিঠাই প্রস্তুতকার্য্য।

হাব (পুং) হ্বে-ঘঞ্। ১ আহ্বান। (জটাধর) ২ স্ত্রীদিগের শৃঙ্গার ভাবজক্রিয়া, লক্ষণ—

'স্ত্রীণাং বিলাসবিব্বোকবিভ্রমা ললিতং তথা।
হেলা লীলেত্যমী হাবাঃ ক্রিয়াঃ শৃঙ্গারভাবজাঃ॥' (অমর)

স্ত্রীদিগের বিলাস, বিব্বোক, বিভ্রম, ললিত, হেলা ও লীলা এই সকল শৃঙ্গারভাবজাত যে ক্রিয়া তাহাকে হাব কহে। স্ত্রীদিগের যে সকল চেষ্টা বা ক্রীড়া দ্বারা অনুরাগী বা কামুক পুরুষগণ আহূত হয়, তাহাই হাব। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"হূয়ন্তে রাগিণঃ কামাদ্যাবনেনেতি করণে বা ঘঞ্। যদুক্তং
যুবানোঽনেন হূয়ন্তে নারীভির্ম্মদনালয়ে।
অতো নিরুচ্যতে হাবস্তে বিলাসাদয়ো মতাঃ॥" (ভরত)

যুবকগণ স্ত্রীদিগের যে হাব ভাবে আকৃষ্ট হইয়া মদনালয়ের দিকে আহূত হয় তাহাকেই হাব কহে। স্ত্রীলোকের বিলাসাদি দ্বারা যুবক আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এই বিলাসাদিই হাবপদবাচ্য। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত এই দশটী স্ত্রীদিগের স্বভাবজ ভাব, দশ প্রকার স্বভাবজ ভাব দ্বারা পুরুষ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এইজন্য ইহাকে হাব কহে। যৌবনকালে স্ত্রীদিগের বক্ত্র ও গাত্রে এই সকল স্বভাবজ বিকার উপস্থিত হয়, অনুরাগী পুরুষগণ ইহা স্বাভাবিক অলঙ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"অলঙ্কারাশ্চ নাট্যজ্ঞৈর্জ্ঞেয়া ভাবরসাশ্রয়াঃ।
যৌবনেঽধিকাঃ স্ত্রীণাং বিকারা বক্ত্রগাত্রজাঃ॥ তথা—
লীলা বিলাসো বিচ্ছিত্তিবিভ্রমঃকিলকিঞ্চিতং।
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকো ললিতং তথা।
বিকৃতঞ্চেতি মন্তব্যা দশ স্ত্রীণাং স্বভাবজাঃ॥"(অমরটীকায় ভরত)

উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"গ্রীবা রেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ।
ভাবাদীষৎপ্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

গ্রীবা রেচকসংযুক্ত ও ভ্রূনেত্রাদির বিকাশকারক এবং ভাবের যাহাতে ঈষৎ প্রকাশ হয়, তাহাকেই হাব কহে। সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে, হাব স্ত্রীদিগের অলঙ্কারবিশেষ। যৌবনকালে স্ত্রীদিগের সত্ত্বগুণ হইতে যে ২৮টী ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে অলঙ্কার কহে। ইহার মধ্যে ভাব, হাব ও হেলা এই তিনটী অঙ্গজ অলঙ্কার। ভ্রূ ও নেত্রাদিবিকার দ্বারা সম্ভোগের ইচ্ছাপ্রকাশক যে ভাব এবং যে ভাবে বিকার অতি অল্প পরিমাণেই লক্ষিত থাকে তাহাকে হাব কহে।

"যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসামষ্টাবিংশতিসংখ্যকাঃ।
অলঙ্কারাস্তত্র ভাবহাবহেলাস্ত্রয়োঽঙ্গজাঃ॥
ভ্রূনেত্রাদিবিকারৈস্ত সম্ভোগেচ্ছাপ্রকাশকঃ।
ভাব এবাল্পসংলক্ষ্য বিকারো হাব উচ্যতে॥"(সাহিত্যদ° ৩অঃ)

লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিব্বোক, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিভ্রম, ললিত, মদ, বিকৃত, তপন, মৌগ্ধ্য, বিক্ষেপ, কুতূহল, হসিত, চকিত ও কেলী এই সকল হাবপদবাচ্য। সাহিত্যদর্পণে ইহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ নির্ণীত আছে। [তত্তৎ শব্দে ঐ সকল লক্ষণ দ্রষ্টব্য।]

হাবজা (দেশজ) অসার, অপদার্থ, যথা—হাবজা গোবজা।

হাবড় (দেশজ) গাঢ়পঙ্ক, অতিশয় কর্দ্দম।

হাবড়ঘট্ট, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত আসামস্থ একটী প্রাচীন স্থান।

হাবড়া, (হাওড়া) বঙ্গে হুগলীজেলার একটী উপজেলা। অক্ষা° ২২° ১৩´ ১৫´´ হইতে ২২° ৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪৫´ হইতে ৮৮°২৪´১৫´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য এই জেলা গঠিত হয়। রাজাপুর (বর্ত্তমানে জগৎবল্লভপুর), আমতা, কোত্‌রা (এক্ষণে শ্যামপুর), বাগনান, উলুবেড়িয়া, এবং ডোমজুর এই ৫টী থানা হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটের তত্ত্বাবধান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একজন স্বতন্ত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে আনা হয়। এই ৫টী থানা লইয়া এই জেলা। ইহার উত্তরে বালীখাল ও হুগলীজেলার দাক্ষিণাংশ, পূর্ব্বে হুগলী নদী, উত্তরে হুগলী ও রূপনারায়ণ এবং দক্ষিণে রূপনারায়ণনদী। দামোদর এই জেলাকে উত্তরদক্ষিণে বিভক্ত করিয়া ফলতার নিকট হুগলী নদীতে মিশিয়াছে। দামোদরের প্রধান শাখা কাণাদামোদর এই জেলার উত্তরাংশে প্রবাহিত হইয়া আমতার নিকট দামোদরে পতিত হইয়াছে। এ ছাড়া অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল ও বিল এই জেলায় বিকীর্ণ রহিয়াছে, তন্মধ্যে সরস্বতীই প্রধান, ইহা সাঁকরাইল গ্রামের নিকট হুগলীতে মিশিয়াছে। এই জেলার উত্তর ও পূর্ব্বাংশ অপেক্ষা দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমাংশ বেশী নাবাল, এ কারণ অনেক সময় ডুবিয়া যায়, নানা প্রকার বাঁধ দ্বারা এই স্থান রক্ষা করিতে হয়। নৌপথ ও কৃষির সুবিধার জন্য উলুবেড়িয়া ও মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া বৃহৎ খাল কাটা হইয়াছে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চাউল, সরিষা, তামাক, নীল, আদা, শণ, পাট, পাণ, সুপারি ও নারিকেলই প্রধান। স্থানে স্থানে রেশমের পোকা রক্ষার ব্যবস্থা আছে।

২ উক্ত হাবড়া জেলার একটী মহকুমা। হাবড়া, বালী, গোলাবাড়ী, শিবপুর, ডোমজুর ও জগৎবল্লভপুর এই কয়টী থানা উক্ত মহকুমার অন্তর্গত।

৩ হাবড়া জেলাস্থ একটী বহু জনাকীর্ণ সহর ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রধান সদর। ভাগীরথীর দক্ষিণকূলে কলিকাতার ঠিক অপরপারে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৩৫´ ১৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২০´ ১২´´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এই স্থান একটী সামান্য গ্রাম বলিয়া গণ্য ছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থান লোভেট সাহেবের দখলে থাকে, তিনি বোর্ড অফ্ রেভিনিউকে এই স্থান ছাড়িয়া দেন। ইহার পরই কলিকাতার সমৃদ্ধির সঙ্গে হাবড়ারও শ্রীবৃদ্ধি হইল। এখন এখানে একজন স্বতন্ত্র ম্যাজিষ্ট্রেট ও দেওয়ানী ছোট আদালত আছে। কলিকাতার সহরতলী বলিয়া এখন পরিচিত। এখানে একটা বড় মিউনিসিপালিটি আছে। হাবড়া সহরের সঙ্গে শিবপুর ও রামকৃষ্ণপুর উক্ত মিউনিসিপালিটীর অধীন। এখানে ইষ্টইণ্ডিয়া ও বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ের সুবৃহৎ ষ্টেশন আছে। এ ছাড়া বহুতর কলকারখানা, হাট, বাজার প্রভৃতিও রহিয়াছে।

কলিকাতার ন্যায় এই সহরেরও দিন দিন লোকসংখ্যা ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। শিবপুরের দক্ষিণেই প্রসিদ্ধ রয়াল বোটানিকাল গার্ডন ও গবর্মেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

হাবড়া, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একখানি গণ্ডগ্রাম। এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে।

হাবড়া, দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটী থানা ও তদধীন একখানি প্রাচীন গ্রাম।

হাবলক (Havelock) বৃটীশ সৈন্যদলে তিন জন হাব্‌লক ভ্রাতা কর্ম্মচারী ছিলেন। উইলিয়াম হাব্‌লক রামনগরে শিখদিগকে আক্রমণ করিতে গিয়া মারা যান। বিসপউইয়ার-মাউথে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে হেন্‌রি হাব্‌লকের জন্ম। তিনি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। প্রথমে তিনি ডেপুটি আড্‌জুটাণ্ট জেনারলের পদ লাভ করিয়া ব্রহ্ম-যুদ্ধে গিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশে যাহা দেখিয়া ছিলেন, তাহা একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড মার্শমানের কনিষ্ঠা কন্যা হানা সেপ্‌হার্ডের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি পূর্ণিয়া ও মহারাজপুরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পারস্যযুদ্ধে একটী সৈন্যদলের সেনাপতিপদে নিযুক্ত হন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ফতেপুর এবং আড়ঙ্গ-যুদ্ধে যোগদান করিয়া ছিলেন। ঐ বর্ষে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কাণপুরের যুদ্ধে সিপাহী-দিগকে পরাজিত করিয়া কাণপুর অধিকার করেন। লক্ষৌ অধিকার করিয়া তিনি অবিনশ্বর কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; সেই যুদ্ধে তাঁহার সহচর আনল্ড অসমসাহসে শত্রুর গোলার মুখে পড়িয়া মারা যান। সৌভাগ্যক্রমে হাব্‌লক সিপাহীযুদ্ধের অবসানে জীবিত থাকিয়া সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

হাবস, আবিসেনিয়া দেশ। যন্ত্ররাজ মতে ইহা ১৮।৩০ অক্ষাংশে অবস্থিত।

হাবসী, আবিসিনীয়া দেশের অধিবাসী। পূর্ব্বকাল হইতে যে সকল আবিসিনীয়দেশের অধিবাসী ভারতে আসিয়া বাস করিয়াছে, তাহাদের বংশধরগণও হাবসী নামে খ্যাত।

হাবা (দেশজ) ১ নির্ব্বোধ। ২ বাক্যহীনব্যক্তি, যাহারা কথা কহিতে পারে না।

হাবাতিয়া (দেশজ) ১ হতভাগ্য, মন্দ অদৃষ্ট। ২ নির্ধন। যে অন্নাভাবে হা অন্ন হা অন্ন করে।

হাবির্ধানি (পুং) হবির্ধান অপত্যার্থে ইঞ্। হবির্ধানের গোত্রাপত্য। (ভাগ° ৪।২৪।৯)

হাবিলদার, (পারসী হাবলদার) ১ সৈনিক পুরুষ। ইহার অপভ্রংশে বাঙ্গালার 'হাবলদার' শব্দ হইয়াছে। ২ ব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত চট্টলস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম।

হাবিষ্কৃত (ক্লী) সামভেদ।

হাবা (দেশজ) হাবা স্ত্রী, বোকা।

হাবু (দেশজ) ভাল মানুষ।

হাবুগেলা (দেশজ) বোকা, হাবা।

হাবুরা, গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বেদীর মধ্যস্থলবাসী নীচ জাতি-বিশেষ, চৌর্য্যবৃত্তিই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। এই উদ্দেশ্যে ইহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সান্‌সিয়া বা ভাতুজাতির সহিত আচার-ব্যবহারাদি অনেক বিষয়ে ইহাদের সাদৃশ্য দেখিয়া জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ উভয়কে এক জাতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহারা বর্ত্তমান সময়ে স্বশ্রেণীমধ্যে বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করায় একটী স্বতন্ত্র থাকরূপে পরিগণিত হইয়াছে। হাবুরা ও বেরিয়ারা আপনাদিগকে জলেশ্বর পরগণার উত্তরস্থিত নোহখেরা নামক প্রাচীন ধ্বস্ত নগরের অধিবাসী বলিয়া পরিচিত করে এবং অনেকেই বর্ষাঋতুতে সেই স্থানে গমন করিয়া তথায় বিবাহ সম্বন্ধ এবং জাতিগত গোলযোগের মীমাংসা করিয়া থাকে। বেরিয়া-রমণীগণ গোপনে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া আপনাপন পরিবারস্থ পুরুষগণের ভরণপোষণ করে বলিয়া উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমানে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তাহারা পূর্ব্বে একদেশবাসী হইলেও আচারের পার্থক্য হেতু পরস্পরে সম্যক্ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।

হাবুরা জাতির উৎপত্তি বিষয়ে নানাপ্রকার কিংবদন্তী শুনা যায়। এক শাখা বলে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের নাম রিগ। ইনি মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া একটী শশকের পশ্চাদ্ধাবিত হন এবং বন হইতে বনান্তর পর্য্যটন করিতে করিতে সীতা যে বনে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, সেই বনে আসিয়া পড়িলেন। শান্তিপ্রিয়া সীতা বন আন্দোলন ও জীবহিংসায় ক্ষুব্ধ হইয়া রিগকে অভিসম্পাত করেন যে, অকারণে তুমি যেমন শশকনিধনে ব্রতী হইয়াছ, সেইরূপ তোমার বংশপরম্পরা মৃগয়ার্থে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া দিনপাত করিবে।

অপর একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আলীগড় জেলার জারতৌলী নগরবাসী চৌহান-বংশীয় রাজপুত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহারা পাঠানরাজ আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিলে রাজসৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে নগর হইতে তাড়াইয়া দেয় এবং তাহারা বনাশ্রয়ে জীবহিংসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। কালে কতকগুলি চৌহান সম্রাটের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া আপন আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করে এবং যাহারা মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক ছিল, তাহারা সেই ব্যাঘ্রসঙ্কুল বনবাসকেই সুখপ্রদ বলিয়া জ্ঞান করিল।

এক সময়ে জঙ্গলমধ্যে কোন বয়োবৃদ্ধ চৌহানের মৃত্যু হয়। নগরবাসী আত্মীয়েরা তাহার বিধবা পত্নীর "সহমরণ" সন্দর্শন করিতে সেই বনে আসিয়া উপনীত হন। যখন ঐ পতিব্রতাকে তাহার ভবন হইতে শ্মশানক্ষেত্রে আনা হইতেছিল, তখন সে সম্মুখে একটী শশক দেখিয়া আগ্রহ সহকারে 'হাউ হাউ' শব্দ করিতে করিতে সেই শশকের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল। নগরবাসী চৌহানেরা তাঁহার এই অধর্ম্মাচরণে বিরক্ত হইয়া বনবাসী চৌহান মাত্রকেই জাতিচ্যুত করে। তদনন্তর তাহারা সেই ভাবেই সমাজবাহ্য হইয়া আসিতেছে। উক্ত রমণীর 'হাউ হাউ' শব্দ হইতে এই শাখা 'হাবুরা' নামে পরিচিত হয়। বাস্তবিক হাবুরা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ আখ্যান নাই। অনেকে বলেন, প্রাকৃত হাব্বা (সংস্কৃত ভূতযোনি) শব্দ হইতে হাবুরা শব্দের উৎপত্তি, কারণ ভূত যেমন সাধারণের ভীতিপ্রদ, এই হাবুরা জাতিও সেইরূপ পল্লিবাসীমাত্রেরই ভয়ের কারণ।

ইহারা বলে, চৌহান, শোলাঙ্কি, পঁবার, ভট্টী বা রাঠোর শাখার হাবুরাগণ কখন আপনাপন শাখায় বিবাহ করে না। গত ১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে ইহাদের মধ্যে অযোধ্যাবাসী, বদ্ধিক, বহাদাসয়া, বহালী, বহালিয়া, বাহস, বঞ্জারা, বনোহ্‌রা, বনবার বা বনবারিয়া, বারচণ্ডী, চৌহান, চিড়িয়াগার, ঢালী, ডোম, গোঁড়িয়া, হিন্দুবালানা, যদবার, কালকানৌড়, কারিগর, খৌনা, খোরখাল, লোধ, মর্দ্দারবাট্টী, মারবার, নহালী, নন্দক, ফার্লী ও তহালী নামক থাক পাওয়া যায়। উহা হইতে প্রমাণ হয় যে, ইহাদের সমাজে নানা স্থানের লোক প্রবেশ করিয়াছে। বিজনৌরে দুইটী থাক আছে, তাহাদের একদল গলায় কণ্ঠী পরে অপর দল কণ্ঠী ধারণ করে না। যাহাদের সহিত নিতান্ত রক্ত-সংশ্রব আছে, অথবা যাহারা এক ঘরের বা দলের লোক, এরূপ সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া তাহারা স্বশ্রেণীতে বিবাহ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহাদের জাতীয়সভা পঞ্চায়ৎ নামে খ্যাত। যে ব্যক্তি ঐ পঞ্চায়তের সভাপতি বা প্রধান নায়ক বলিয়া গণ্য, তিনি সর্দ্দার বলিয়া সাধারণে গৃহীত।

পূর্ব্বে হাবুরারা অপরাপর নিকৃষ্ট জাতির কন্যা হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করিত। যখন হইতে এই অবৈধ অত্যাচার-নিবারণের জন্য গবর্মেণ্টের দৃষ্টি পড়ে, তখন হইতে তাহারা এই উপায় বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু এ চেষ্টার ফলেও তাহারা আজ পর্য্যন্ত অন্যান্য নিকৃষ্ট জাতির পরিত্যক্তা রমণীকে স্বসমাজে গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিয়া আসিতেছে। বিজনৌরের হাবুরা-সমাজে প্রকৃত হাবুরা গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা অন্য সমাজ হইতে গৃহীতা রমণীর সন্তানেরা নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য।

একটী হাবুরা কন্যার বিবাহে বরকর্ত্তাকে ২৫৲ টাকা কন্যাপণ দিতে হয়। তদুপরি তাহাকে বিবাহের কুটুম্বভোজের যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে হয়। ইহাদের সমাজে চরিত্রহীনতা বড়ই ঘৃণার্হ। যদি কোন ব্যক্তি কাহারও পরিণীতা বনিতাগমন করে, তাহা হইলে সে স্বজাতি ও সমাজে ১১০৲ টাকা দণ্ডস্বরূপ দিতে বাধ্য, নতুবা তাহাকে জাতি ও সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হয়। বিবাহের পূর্ব্বে কুমারী কন্যা যদি কাহারও প্রেমাসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহা ততদূর দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। বিবাহিত স্ত্রীলোকের পক্ষে ঐ নিয়ম কিছু গুরুতর। স্ত্রীলোকেরা নানা স্থানে স্বেচ্ছায় উদাসীন ভাবে পরিভ্রমণ করিলেও তাহাদের জীবন ততদূর ধর্ম্মপরায়ণ থাকিতে পায় না। চরিত্রহীনতার পরিচয় বিদ্যমান থাকিলেও বেদিয়া জাতির ন্যায় পুরুষের আদেশে রমণীর ব্যভিচার তাহাদের মধ্যে কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। বিধবা ও পরিত্যক্তা রমণীগণ 'করাও' বা ধরাও প্রথায় পুনরায় স্বসমাজে সম্মানের সহিত বিবাহিত হইতে পারে এবং ইহাদের গর্ভজাত সন্তানাদিও পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে।

ইহাদের স্বজাতীয় বিচৌলিয়ারা বিবাহসম্বন্ধ করে। ঐ ব্যক্তি বরের পিতার নিকট হইতে দুইটী টাকা লইয়া কন্যার পিতার কাছে যায় এবং বিবাহপ্রস্তাব করে। কন্যার পিতা যদি ঐ সম্বন্ধে রাজী হন, তাহা হইলে তিনি ঐ টাকা গ্রহণ করিবেন এবং তাহাতেই বিবাহসম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়। যদি কোন কারণে বরপক্ষ এই বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন, তাহা হইলে বরকর্ত্তাকে জাতীয় সভায় ২০৲।২৫৲ টাকা দণ্ড দিতে হয়। কন্যাকর্ত্তা ও উক্ত বিচৌলিয়া বিবাহের যাবতীয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সমাপন করে। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের যাজকতা করে না। স্বজাতিসমাজে বর ও কন্যা পরস্পরে স্বামী ও স্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং তদনন্তর বর ও কন্যাকে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি দিয়া তাহাদের উভয়কে বিবাহমঞ্চের চারিদিকে সাতপাক ঘুরাইয়া আনা হয়। ইটা জেলায় ইহাদের আর একরূপ বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত আছে। তথায় বর ও কন্যাপক্ষের আত্মীয় কুটুম্ব একত্র হইলে, এক জন অকস্মাৎ অশ্বারোহণে বিবাহসভা হইতে দূরে প্রান্তরাভিমুখে চলিয়া যায়। তখন সমবেত নরনারীমাত্রই তাহার পশ্চাদনুসরণ করে। কেবল মাত্র বর ও কন্যা সেই স্থানে থাকে। সকলে প্রস্থান করিলে পর, বর কন্যার হাত ধরিয়া অদূরবর্ত্তী পর্ণ-কুটীরে গমনপূর্ব্বক তথায় শয়ন করে। এই সহবাসই বিবাহ-বন্ধনের প্রকৃষ্ট নিয়ম। অনন্তর আত্মীয়বর্গ প্রত্যাগত হইয়া নৃত্য গীত ও নানা আনন্দোৎসব করে। বিধবাবিবাহের প্রথা অন্যান্য নিকৃষ্ট জাতির ন্যায়।

সূতিকাগৃহে ভঙ্গীজাতীয় রমণীরা ইহাদের নবজাত শিশুর

নাড়ীচ্ছেদন করে। তৎপরে স্বজাতীয় স্ত্রীলোকেরাই প্রসূতির আবশ্যকীয় কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ষষ্ঠদিনে যথারীতি ষষ্ঠীপূজা (ছট্টি) হয় এবং দশদিনে প্রসূতি কুঁয়াপূজা করিতে গমন করে।

ইহাদের নির্দ্দিষ্ট অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি কিছু নাই। কোথাও শবদাহ, কোথাও ভূগর্ভে সমাধি, আবার কোথাও জঙ্গলমধ্যে শবদেহ রক্ষা করিয়া ইহারা মানবদেহের শেষ সংকার করে। দাহকালে অগ্নিসংযোগের পূর্ব্বে ইহারা প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ড বা পিষ্টক দান করে। মৃতাহের পর প্রথম সোমবার বা বৃহস্পতিবারে শোকার্ত্ত আত্মীয়েরা ক্ষৌরকর্ম্ম সমাপন করিয়া 'কাঁধ কাটা' বা শববাহীদিগকে ভোজ দিয়া থাকে। দ্বাদশাহে ব্রাহ্মণদিগকে অপক্ক দ্রব্য দিয়া তাহারা আত্মীয় স্বজনকে ভোজ দেয়। তৎপরে প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে পিতৃপক্ষে তাহারা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করে এবং তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে অঞ্জলি ভরিয়া জলসিঞ্চন করিয়া থাকে। আলীগড়ে ধনবান্ হাবুরাগণ আত্মীয়ের মৃত্যু-স্থলে বেদী বাঁধিয়া রাখে এবং প্রতিবর্ষে তাহাতে বসিয়া প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে। ইটাজেলায় দাহান্তে অস্থি লইয়া সমাধি দিবার ব্যবস্থা আছে। ঐ অস্থিসমাধি হইতে তাহাদের অশৌচকালের তৃতীয় ও ত্রয়োদশ দিন নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ইহারা বৃদ্ধের সমাধিগুলিকে দেবস্থান বলিয়া জ্ঞান করে এবং জ্ঞানবৃদ্ধ লোক মাত্রেই তথায় আসিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রেতের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে।

ইহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু কোন ধর্ম্মকার্য্যেই ব্রাহ্মণদিগের সাহায্য গ্রহণ করে না। বালকগণের দ্বাদশ বর্ষ হইলে পিতা প্রথমে তাহাকে যোগি-ধর্ম্মে দীক্ষিত করে, তদনন্তর তাহাকে সৌর-ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া থাকে। বালক সুশিক্ষিত হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহারা সাধারণতঃ কালী ও ভবানীর পূজা করে। আশ্বিন ও চৈত্রমাসে মথুরার হাবুরারা গ্রাম্য কেলা দেবীর পূজা করিয়া থাকে এবং দেবীর উদ্দেশে মহিষ,ছাগ প্রভৃতি বলি দেয়। ঐ বলি সাধারণতঃ তাহাদের গৃহ-প্রাঙ্গণেই হইয়া থাকে। গঙ্গাস্নান ইহারা পুণ্যজনক বলিয়া জ্ঞান করে। মথুরার দাউজী মন্দির ইহাদের প্রধান পুণ্যস্থান।

গাভীকে ইহারা ভগবতী বলিয়া মান্য করে। এই জন্য কেহ গোমাংস স্পর্শ করে না। চামার, ভঙ্গী, ধোবী ও কলার জাতি ইহাদের নিকট হেয়, ইহারা কখনও তাহাদের স্পৃষ্টদ্রব্য গ্রহণ করে না। গোধা, গিরগিটা, শূকর, শৃগাল, বনবিড়াল, কচ্ছপ, মহিষ, ছাগ ও হরিণমাংস, মৎস্য, কুম্ভীর, মুরগী প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। ইহারা মদ্যও পান করে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রধানত দুইটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। যে সকল হাবুরা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া কৃষকবৃত্তি অবলম্বনে কতক পরিমাণে সামাজিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের কুক্রিয়াচারী মন্দস্বভাব স্বজাতিগণের ঘৃণিতাচার প্রভৃতি ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিতেছে, তাহারাই সমাজে সম্মানিত। এই শ্রেণীর রমণীরা ছাগমাংস অথবা শ্রাদ্ধের খাদ্যাদি পর্য্যন্ত গ্রহণ করে না। এই প্রকার খাদ্য স্পর্শ করিলেও তাহাদিগকে জাতিচ্যুত করা হয়।

পীড়িত হইলে ইহারা বড় একটা ঔষধাদি সেবন করে না; এ সময় দেবীভবানী অথবা জাহির-পীরের পূজা, উপবাস প্রভৃতি মানত করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, পূর্ব্বপুরুষগণের প্রেতাত্মা কুপিত হইয়া এই সকল পীড়ার উৎপত্তি করিয়া থাকে। দুষ্ট লোকের কুদৃষ্টিকে ইহারা বড় ভয় করে। ডাইন প্রভৃতির দৃষ্টি অপনোদনার্থ ইহারা কোন যোগী বা ফকীরকে ডাকিয়া খানিকটা জলপড়া করিয়া দেয় ও সেই জলে রোগীকে স্নান করাইয়া থাকে। স্ত্রীলোক যদি সমাজ-বহির্ভূত কোন অপরিচিত পুরুষের সহিত ব্যভিচার-নিরত হইয়া ধৃত হয়, তাহা হইলে তাহার বাম হস্তে তপ্ত লৌহশলাকার তিনটী দাগ দিয়া গঙ্গাস্নান করাইয়া আনা হয় এবং তাহার স্বামী সমাজে ভোজ দিতে বাধ্য হয়। ইহারা স্বজাতিমধ্যে সত্যবাদী, কিন্তু অপরের কাছে যেরূপ মিথ্যা বা প্রবঞ্চনাই হউক না কেন, তাহাতে কখন পশ্চাৎপদ হয় না।

নিম্ন শ্রেণীর হাবুরাগণ নিরন্তরই চৌর্য্য বা ডাকাতি করিয়া থাকে। ঐ সময়ে যদি পুলিশ তাহাদের ধরিতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে তাহারা আত্ম-রক্ষার চেষ্টা ব্যতীত বিশেষ কোন অত্যাচার করে না। যদি কেহ ধৃত হয়, সে কখনই অপরাপর সঙ্গীর কথা প্রকাশ করে না। দলস্থ লোকে তাহার স্ত্রীপুত্র পরিবার প্রতিপালন করিয়া থাকে। যদি কোন নিরীহ লোক ধরা পড়ে, তাহা হইলে দোষী ব্যক্তিই তাহার পরিবারবর্গ পালন করিতে বাধ্য। ইহারা কখনও স্বর্ণজহরতাদির অলঙ্কার পরিধান করে না। দস্যুবৃত্তি দ্বারা যাহা পায়, তাহা বিক্রয় করিবার জন্য নিকটস্থ কোন জমীদার বা ধনীলোকের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি বিক্রীত মূল্যের চতুর্থাংশ কমিসন পাইয়া থাকে।

চৌর্য্যে ব্রতী হইবার কালে তাহারা কতকগুলি সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, সে সকল ভাষা অন্য সময়ে আর ব্যবহার করিতে দেখা যায় না।

হাবেরি, বোম্বাই-প্রদেশস্থ ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী সহর এবং মিউনিসিপালিটি। ধারবার সহরের ৫৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে পুণা হইতে বঙ্গলুরের পথে অবস্থিত। এখানে সব্‌জজের আদালত আছে। তুলাই এখানকার প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য।

হাবেলি, (হিন্দী) সহরতলী, রাজধানীর নিকটবর্ত্তী ভূভাগ।

হাস (পুং) হস-ঘঞ্। ১ হাস্য। হাস্যরসের স্থায়িভাব হাস। (অমর) ২ বিকাশ। "বিম্বাগতৈস্তীরবনৈঃ সমৃদ্ধিং
নিজাং বিলোক্যাপহৃতাং পয়োভিঃ।
কূলানি সামর্ষতয়েব তেনুঃ
সরোজলক্ষ্মীং স্থলপদ্মহাসৈঃ॥" (ভট্টি ২।৩)
৩ কম্বুষ্ঠ, বর্ণমৃত্তিকাবিশেষ।

হাসক (পুং) মৃদু হাস্য।

হাসকল (দেশজ) দরজার জন্য লৌহনির্ম্মিত কব্জাবিশেষ। দরজায় হাসকল এবং চৌকাটে ডুমনী দিতে হয়। ডুমনীতে হাসকল দিয়া দরজা ঝুলাইতে হয়।

হাসন (ত্রি) হাস্যশীল।

হাসপাতাল (দেশজ) চিকিৎসালয়, এই শব্দ ইংরাজী Hospital (হস্পিতাল) শব্দের অপভ্রংশ।

হাসস্ (পুং) জহাতি শীতকিরণমিতি হা (বহিহাধাঞ্ভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ৪।২২০) ইতি অসুন্ তস্য সুট্ চ। চন্দ্র।

হাসি (দেশজ) হাস্য।

হাসিকা (স্ত্রী) হাস্য। (হেম)

হাসিন্ (ত্রি) হস-ণিনি। হাস্যকারী, এই শব্দ প্রায়ই উপপদপূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। যথা—চারুহাসিনী, মধুরহাসিনী ইত্যাদি।

হাসিনী (স্ত্রী) অপ্সরা। (ভারত)

হাসিল (আরবী) ১ লভ্য। ২ উৎপন্ন দ্রব্য। ৩ কার্য্যসিদ্ধি। ৪ বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া যে জমি আবাদ করা হইয়াছে।

হাসিলপুর, মধ্য ভারতের ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত হাসিলপুর পরগণাস্থ একটী সহর। মানপুরের ৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে এই সহর অবস্থিত। এখানে বিস্তৃত পাণের চাষ আছে, এস্থান হইতে অন্য দেশে পাণের রপ্তানি হয়। মহারাজ হোলকর এখানে ইষ্টকবেষ্টিত পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করিয়া এই স্থানের জলাভাব দূর করিয়াছেন। এই পরগণায় প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুরের চাষ হইয়া থাকে। আইন্-ই-অকবরীতে হাসিলপুর পরগণার উল্লেখ আছে।

হাসুয়া, গয়া জেলার অন্তর্গত একটি সহর ও থানা। অক্ষা° ২৪° ২৯′ ৪৩″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ২৭′ ৩৫″ পূঃ। তিলিয়া নদীর ডানতীরে এবং নবাদা পথে, নবাদা হইতে ৯ মাইল এবং গয়া হইতে ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত।

হাস্ত (ত্রি) হস্তসম্বন্ধীয়।

হাস্তিক (ক্লী) হস্তিনাং সমূহঃ হস্তিন্ (অচিত্তহস্তিধেনোষ্ঠক্। পা ৪।২।১৭) ইতি ঠক্। ১ হস্তিসমূহ। (অমর)
"দত্ত্বা চ দানং বিবিধং নানারত্নসমন্বিতং।
সগোহাস্তিকদাসীকং সাজাবি গতবান্ বনং॥" (ভারত ৯।৪৯।১০)
হস্তিনা চরতীতি (চরতি। পা ৪।৪।৮) ইতি ঠক্। (ত্রি) ২ হস্ত্যারোহ।

হাস্তিদন্ত (ত্রি) হস্তিদন্ত-অণ্। হস্তিদন্তসম্বন্ধীয়, হস্তিদন্তনির্ম্মিত।

হাস্তিদায়ি (পুং) হস্তিদায় অপত্যার্থে ইঞ্। হস্তিদায়ের গোত্রাপত্য।

হাস্তিন (ক্লী) হস্তিনা নৃপেণ নির্বৃত্তমিতি হস্তিন-অণ্। ১ হাস্তিনাপুর। (ত্রিকা°) হস্তীপ্রমাণমস্য। হস্তিন্ (পুরুষহস্তিভ্যামণ্ চ। পা ৫।২।৩৮) ইতি অণ্। ২ গজপরিমাণ। (ত্রি) ৩ হস্ত বা হস্তিসম্বন্ধী।

হাস্তিনপুর (ক্লী) হস্তিনং পুরং। হাস্তনাপুর। (ভারত ৯।৩৫।৬)

হাস্তিনায়ন (পুং) হস্তিন্ অপত্যার্থে নড়াদিত্বাৎ ফক্। পা ৪।১।৯৯) হস্তীর গোত্রাপত্য।

হাস্তিশীর্ষা (পুং) হস্তি-শিরস্ অপত্যার্থে ইঞ্, (অচিশীর্ষঃ। পা ৬।১।৬১) ইতি শিরসো শীর্ষাদেশঃ। হস্তিশিরার গোত্রাপত্য।

হাস্য (ক্লী) হস-ণ্যৎ। ১ হাস, হাসি। (পুং) ২ রসবিশেষ, পর্য্যায়—হাস, হস, হসন, ঘর্ঘর, হাসিকা। কাব্যের রসভেদ, হাস্যরস, ইহা নব রসের মধ্যে দ্বিতীয় রস। কৌতুক দ্বারা এই রসের উদ্ভব হয়।

"বিকৃতাকারবাগ্বেশচেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ভবেৎ।
হাসো হাস্যস্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রমথদৈবতঃ॥
বিকৃতাকারবাক্চেষ্টং যদালোক্য হসেজ্জনঃ।
তদত্রালম্বনং প্রাহুস্তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্।
অনুভাবোঽক্ষিসঙ্কোচবদনস্মেরতাদিকঃ।
নিদ্রালস্যাবহিত্থাদ্যা অত্র স্যুর্ব্যভিচারিণঃ॥
জ্যেষ্ঠানাং স্মিতহসিতে মধ্যানাং বিহসিতাবহসিতে চ।
নীচানামপহসিতং তথাঽতিহসিতঞ্চ ষড়্ভেদাঃ॥
ঈষদ্বিকাসি নয়নং স্মিতং স্যাৎ স্পন্দিতাধরং।
কিঞ্চিল্লক্ষ্যদ্বিজং তত্র হসিতং কথিতং বুধৈঃ॥"
(সাহিত্যদ° ৩।২২৮)

বিকৃত আকার, বাক্য, বেশ, ও চেষ্টাদি কুহক হইতে হাস্যরসের উদ্ভব হইয়া থাকে, অর্থাৎ নট বাক্য, বেশ ও আকৃতি প্রভৃতি বিকৃতি করিয়া অভিনয় করিলে এই হাস্যরসের উৎপত্তি হয়। হাস্যরসের হাস স্থায়িভাব, ইহা শুভ্রবর্ণ, ইহার দেবতা প্রমথ। লোক সকল বিকৃত আকার, বিকৃত বাক্য ও বিকৃত চেষ্টাদি অবলোকন করিয়া যে হাস্য করে, তাহা এই রসের আলম্বন; যাহাতে হাস্য হয়, তাহার চেষ্টা ইহার উদ্দীপন; বিভাব, অক্ষিসঙ্কোচ ও বদনস্মেরতাদি ইহার অনুভাব; নিদ্রা, আলস্য ও

অবহিত্যাদি ইহার ব্যভিচারি ভাব। জ্যেষ্ঠের স্মিত ও হসিত, মধ্যের বিহসিত ও অবহসিত এবং নীচের অপহসিত ও অতিহসিত হাস্যের এই ৬ প্রকার ভেদ নির্দিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে যে হাস্যে নয়ন ঈষৎ বিকসিত এবং অধর অল্প স্পন্দিত হয়, তাহাকে স্মিতহাস্য; যে হাস্যে দন্তশ্রেণী কিঞ্চিৎ লক্ষিত হয়, তাহাকে হসিত; যে হাস্যে মনোহর স্বর বহির্গত হয়, তাহাকে বিহসিত; যাহাতে স্কন্ধ ও শিরঃকম্প হয়, তাহাকে অবহসিত; যে হাস্যে নয়ন অশ্রুপরিপূর্ণ হয়, তাহাকে অপহসিত এবং যাহাতে অঙ্গসকল বিক্ষিপ্ত হয়, তাহাকে অতিহসিত কহে।

"মধুরস্বরং বিহসিতং সাংসশিরঃকম্পমবহসিতং।
অপহসিতং সাস্রাক্ষং বিক্ষিপ্তাঙ্গং ভবত্যতিহসিতং॥"
(সাহিত্যদ° ৩।২২৮)

উদাহরণ—পাঁচ দিন মীমাংসাশাস্ত্র, তিন দিন বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং তর্ক ও বাদশাস্ত্র অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র আঘ্রাণ করিয়া কুক্কুটমিশ্রপাদ সমাগত হইয়াছেন। এই স্থলে যাহা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না, তাহা বর্ণিত হওয়ায় হাস্যরসের অবতারণা হইয়াছে।

"গুরোর্গিরঃ পঞ্চ দিনান্যধীত্য বেদান্তশাস্ত্রাণি দিনত্রয়ঞ্চ।
অমী সমাঘ্রায় চ তর্কবাদান্ সমাগতাঃ কুক্কুটমিশ্রপাদাঃ॥"
(সাহিত্যদ° ৩)

হাস্যরস সাক্ষাৎ রূপে বর্ণনা করা যায় না, বিভাবাদি সামর্থ্য দ্বারা ইহার উপলব্ধি হইয়া থাকে।

"যস্য হাসঃ স চেৎ ক্বাপি সাক্ষান্নৈব নিবধ্যতে।
তথাপ্যেবিভাবাদিসামর্থ্যাদুপলভ্যতে॥
অভেদেন বিভাবাদিঃ সাধারণ্যাৎ প্রতীয়তে।
সামাজিকৈস্ততো হাস্যরসোঽয়মনুভূয়তে॥" (সাহিত্যদ° ৩।২২৯)

ভয়ানক ও করুণরসের সহিত হাস্যরসের বিরোধ। উক্ত দুইটী রসবর্ণনকালে হাস্যরস বর্ণন করিতে নাই। বিরোধী রসের বর্ণন করিলে রসভঙ্গ হইয়া থাকে।

"ভয়ানকেন করুণেনাপি হাস্যো বিরোধভাক্।"
(সাহিত্যদ° ৩।২৪২)

গরুড়পুরাণে হাস্যের শুভাশুভ লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, অকম্প অর্থাৎ যে হাসিতে কোন রূপ শিরঃকম্পাদি হয় না, তাহা শ্রেষ্ঠ এবং মীলিতাক্ষ অর্থাৎ চক্ষুর্দ্বয় মিলিত করিয়া যে হাস্য হয়, তাহা পাপনাশক এবং বারংবার হাসি নিন্দিত।

"অকম্পং হসিতং শ্রেষ্ঠং মীলিতাক্ষমঘাপহং।
অসকৃদ্ধসিতং দুষ্যেৎ তৎ সোন্মাদস্য নৈকধা॥"
(গরুড়পু° ৬৫।৩৫)

কুললনাদিগের অধরে হাস্য থাকিবে, কিন্তু বাহিরের লোক তাহা জানিতে পারিবে না, এইরূপ হাস্যই শ্রেষ্ঠ। অট্টহাস বিশেষ নিন্দিত। মৃদু ও মধুর হাস্যই শ্রেষ্ঠ ও হাস্যের উপযুক্ত। (ত্রি) ২ হাস্যযোগ্য।

হাস্যকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অপ্, হাস্যস্য করঃ। হাস্যজনক, হাস্যকারী।

হাস্যকার (ত্রি) হাস্যং করোতীতি কৃ কর্ম্মণ্যুপপদে অণ্। যিনি হাস্য করেন, যিনি হাসেন।

হাস্যকৃৎ (ত্রি) হাস্যং করোতি কৃ ক্বিপ্ তুক্ চ। হাস্যকার।

হাস্যতা (স্ত্রী) হাস্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। হাস্যত্ব, হাস্যের ভাব বা ধর্ম্ম, হাসযোগ্য, হাস্য।

হাস্যবদন (ত্রি) হাস্যযুক্তং বদনং যস্য। ১ হাস্যযুক্ত মুখবিশিষ্ট, যাহার মুখে সর্ব্বদা হাসি লাগিয়া আছে। (ক্লী) ২ হাস্যযুক্ত মুখ।

হাস্যরস (পুং) কাব্যের হাস্যাত্মক রসবিশেষ। [হাস্য দেখ]

হাহস্ (পুং) দেবগন্ধর্ব্ববিশেষ। (ভরত)

হাহা (পুং) দেবগন্ধর্ব্ববিশেষ, হাহা, হুহু ও তুম্বুরু শব্দ দেবগন্ধর্ব্বপদবাচ্য। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন—এই শব্দ অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি করিলে হাহস্ এইরূপ সান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যাড়ি প্রভৃতির মতে এই শব্দ ব্যুৎপন্ন না হইলেও 'হাহা' এইরূপ একটী শব্দ আছে—

"দেবতানাং হাহাহূহূবিশ্বাবসুতুম্বুরুচিত্ররথপ্রভৃতয়ো গন্ধর্ব্বশব্দবাচ্যাঃ। অব্যুৎপন্নোঽয়ং হাহাশব্দঃ। হাহেতি শব্দং জহতীতি ত্রাসুসিতি হাকো বিচ্, ইত্যেবং ব্যুৎপন্নে তু শসাস্থচি ধোরালোপঃ। অসি-প্রত্যয়ে হাহা-শব্দশ্চ সান্তোঽপি।

'গন্ধর্ব্বো হাহসি প্রোক্তো গন্ধর্ব্বো গায়নেঽপি চ॥' (ভরত)

(অব্য°) ২ বিস্ময় ও শোকবাচক শব্দ, হাহা এই শব্দ প্রয়োগ করিলে শোক ও বিস্ময় বুঝাইয়া থাকে।

"ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ।
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ॥" (চণ্ডী ৩।৪০)

৩ সম্ভ্রমসূচক শব্দ, শোকধ্বনি।

হাহাকার (পুং) হাহা ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং। ১ কলরব। ২ শোকধ্বনি, কাতরতা-জন্য কলরব।

"উদ্বহো বিকটো বায়ুঃ করালো ব্যত্যয়ান্বিতঃ।
দেশবৃক্ষলতানাঞ্চ হাহাকারায় কল্পতে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৩ যুদ্ধকলরব। ৪ অশ্বাদিপ্রেরণধ্বনি।

হাহাল (স্ত্রী) বিষ। (শব্দরত্না°)

হি, ১ গতি। ২ প্রেরণ। ৩ বৃদ্ধি। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। এই ধাতু বৃদ্ধি অর্থে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। লট্ হিনোতি। লিট্ জিঘায়। লুট্ হেতা। লৃট্ হেষ্যতি। লুঙ্ অহৈষীৎ, অহৈষ্টাং, অহৈষুঃ। সন্ জিঘীষতি। যঙ্ জেঘীয়তে। যঙ্লুক্

জেষয়ীতি, জেষেতি। নিচ্‌ হায়য়তি। লুঙ্‌ অজীহয়ৎ। সন্‌ জিঘাপয়িষতি। প্র+হি=প্রেরণ। প্রক্ষেপণ।

হি (অব্য) হেতু। কারণ। হেত্বর্থে এই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

"অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ॥"

(শকুন্তলা ১ অ°)

২ অবধারণ, নিশ্চয়। (অমর) ৩ পাদপূরণ। শ্লোকের পাদপূরণস্থলে চ, বা, তু, হি এই চারিটী শব্দের প্রয়োগ হয়। ৪ হেত্বপদেশ। ৫ সম্ভ্রম। ৬ অসূয়া। (মেদিনী) ৭ শোক।

হিউএন্‌সিয়াং, (যুঅন্‌ চুঅঙ্‌), সুপ্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক ও বৌদ্ধ যতি। কিংবদন্তী ও চীনগ্রন্থে তাঁহার যে বংশের আখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, চীনরাজের সুপ্রাচীন সানরাজকুলে তাঁহার জন্ম। ইতিহাস-প্রমাণে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি চ'এন্‌ নামক একটী রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশে তাঁহার ঊর্দ্ধতন পুরুষগণ সকলেই গণ্যমান্য ও প্রতিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁহারা প্রায় দ্বিশতাব্দকাল পু-চো নগরে থাকিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

হিউএন্‌ সিয়াং-এর প্রপিতামহ চ-ইন্‌ আফবের রাজবংশের অধীনে সান্‌সিপ্রদেশের ষঙ্গ-ত'অঙ্গ নগরের শাসনকর্ত্তা (Prefect) ছিলেন। তাঁহার পিতামহ ক'অঙ্গ সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত, তিনি চই রাজবংশের অধীনে সেই রাজধানীর জাতীয় বিদ্যালয়ের আচার্য্যপদে নিযুক্ত হন। পরিব্রাজকের পিতা চ'এন হুই সুবিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্‌ ছিলেন। তাঁহার উচ্চ অন্তঃকরণ ও সৎস্বভাব তাঁহাকে জনসমাজে বিশেষ সম্মানভাজন করিয়াছিল। তিনি কনফুচীর প্রাচীন মতাবলম্বী ছিলেন। ধর্ম্মপ্রবণ হুই রাজ্যমধ্যে অরাজকতা-স্রোত প্রবাহিত দেখিয়া পূর্ব্বতন নিবাসভূমি কৌ-সিহ নগর পরিত্যাগ করিয়া তন্নিকটবর্ত্তী চ'এন্‌-পঙ্গ-কু গ্রামে যাইয়া নির্জ্জনে ধর্ম্মচর্চ্চায় কালাতিপাত করিতে থাকেন। এই স্থানে খৃষ্টীয় ৬০০ অব্দে পরিব্রাজক যুঅন্‌ চুঅঙ্গের জন্ম হয়, এই কারণে তাঁহাকে তদ্দেশবাসীরা "কৌ-সির লোক" সংজ্ঞায়ও অভিহিত করিত।

চ'এন হুইর চারিপুত্রের মধ্যে যু-অন্‌-চু-অঙ্গ সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় উপযুক্ত পিতা ও অন্য গুরুর নিকট বহুশাস্ত্রে বিচক্ষণতা লাভ করেন। অধিকন্তু বালক যুঅন্‌ চুঅঙ্গ কিছু অতিরিক্ত চতুর ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি অপর ভ্রাতৃবর্গের ন্যায় ক্রীড়া বা বেশবিন্যাস ভাল বাসিতেন না, নির্জ্জনে থাকিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিতেই ভাল বাসিতেন। প্রথম জীবনে তিনি পিতার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তদনুযায়ী তিনি কনফুচীমতপোষক যাবতীয় শাস্ত্র ও নীতিগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলে, তিনিও এই নবীন ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং তিনিও ভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধদিগের নানা সঙ্ঘারামে পরিভ্রমণ করিয়া সঙ্ঘারামে কালাতিপাত করিতে মনস্থ করেন। অতঃপর বৌদ্ধ যতি হইবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে, তদনুসারে তিনি নবীন শ্রামণেরের ন্যায় বিশেষ আগ্রহে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসমূহ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এইরূপে কিছুকাল শ্রামণের থাকিয়া বিংশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি শ্রমণধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই সময়ে তিনি সঙ্ঘারামস্থ বৌদ্ধ পণ্ডিতবর্গের সহবাসে থাকিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রধান প্রধান ও প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি আলোচনা করিবার অবসর পান। অচিরে এই যুবকশ্রমণের জ্ঞান-জ্যোতি চীনজগতে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু তিনি অধিকদিন নিশ্চেষ্টভাবে চীনরাজ্যে বসিয়া জীবনপাত করিতে চাহিলেন না। যে বুদ্ধের বাক্যাবলী তাঁহার হৃদয়ে অভিনব ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দিয়াছিল, সেই বুদ্ধধর্ম্মলীলার পবিত্রক্ষেত্র ভারতের বৌদ্ধতীর্থসমূহ এবং বুদ্ধোপদেশাবলীর প্রত্যক্ষ নিদর্শনসমূহ নিজনয়নে নিরীক্ষণ করিতে তাঁহার হৃদয়ে বলবতী বাসনা জন্মিল। কারণ বৌদ্ধগ্রন্থনিচয়ের চীনভাষায় অনুবাদ পাঠ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ে তিনি প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে পারিতেছেন না এবং তাহা উপলব্ধি করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না, এইরূপ একটী দুর্ভাবনা তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। তখন তিনি মূলগ্রন্থসংগ্রহে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বৌদ্ধমতে দৃঢ়বিশ্বাসী ভারতীয় পণ্ডিতবর্গ ধর্ম্মতত্ত্বের যে নিগূঢ় মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া থাকেন, তাহাই অবগত হওয়া তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়।

ভারতাগমন উদ্দেশ্যে নানা সন্ধান ও সুযোগ দেখিয়া এবং ভারতযাত্রার যথাযোগ্য আয়োজন করিয়া ৬২৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পরিব্রাজকশ্রেষ্ঠ গোপনে চ' অঙ্গ-অন্‌ (বর্ত্তমান হসি-অন্‌-ফু) রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতযাত্রায় বহির্গত হন। তিনি ৬৩০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে অথবা অক্টোবরের প্রারম্ভে ভারতে পদার্পণ করেন। অতঃপর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের যাবতীয় প্রসিদ্ধ হিন্দু ও বৌদ্ধতীর্থ সন্দর্শন করিয়া তিনি ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে স্বদেশযাত্রায় উদ্যোগী হইলেন, কিন্তু স্বদেশে উপনীত হইতে তাঁহার ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত গত হইয়াছিল। ভারতে আসিয়া তিনি যে সকল তীর্থ ও তৎকালের রাজন্যবর্গের সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনী (ও ত°

অঙ্গ-ত-ৎজু-এন-স্থ-সন্-ৎসঙ্গ-ক-শিহ-চুঅন্) ও ভ্রমণবিবরণী (ত ত'অঙ্গ-হ্-সি-যূকি) গ্রন্থে বিবৃত আছে।

স্বদেশ পরিত্যাগের ষোড়শ বর্ষ পরে ৬৪৫ খৃঃ অব্দে যুঅন্-চুঅঙ্গ চ'-অঙ্গ-অন্ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। তৎকালে রাজা অ'অঙ্গ ত-অই রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি পরিব্রাজকের সম্মানার্থ উৎসবের আদেশ দিলেন। স্বয়ং চীনসম্রাট্, অমাত্য, সচিববর্গ, রাজকর্ম্মচারিসমূহ, বণিক্‌বৃন্দ ও জনসাধারণ কাজ কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রাজধানীর প্রত্যেক নরনারী তাঁহার সম্মানের জন্য উল্লাসভরে নৃত্য গীত করিয়া ধ্বজচ্ছত্র ধারণপূর্ব্বক পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বলিতে কি, তৎকালে চীনরাজধানী অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। তৎকালে আকাশচ্যুত বারিরাশি তাঁহার দেব-অভিনন্দনের শুভ নিদর্শন বলিয়া সকলে মনে করিয়াছিল:

তুষারাবৃত শৈলশিখরে ও অনুর্ব্বর মরু-ক্ষেত্রে শীত ও গ্রীষ্মের দারুণ কষ্ট অনুভব করিয়া পরিব্রাজক যুঅন্-চুঅঙ্গ অক্ষত শরীরে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন এবং তিনি প্রত্যাগমনকালে ভারত হইতে অতিশয় মূল্যবান্ সম্পত্তি সকল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তাহা শুনিয়া নানা স্থান হইতে কৌতূহলপরবশ হইয়া চীনবাসী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল। চীনপরিব্রাজক এই উপলক্ষে ভারত হইতে ৬৫৭খানি তালপত্র-লিখিত পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ (বিনয়, ত্রিপিটক ইত্যাদি). লইয়া যান। উহা ভারতীয় দেবভাষায় লিখিত ছিল। এতভিন্ন তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য, স্ফটিক ও চন্দনকাষ্ঠ-বিনির্ম্মিত বুদ্ধ ও নানা বৌদ্ধাচার্য্য বা বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে কতকগুলি অত্যদ্ভুত চিত্র ও ১৫০টী বুদ্ধদেবের প্রকৃষ্ট স্মৃতি-চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। ঐ সকল দ্রব্য ২০টী অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া তিনি সেই উৎসবের শোভা-যাত্রার সমৃদ্ধিবৃদ্ধি করিয়া নগরে প্রবেশ করেন।

তৎকালে সম্রাটের আদেশ ব্যতীত কোন চীনবাসীরই দেশান্তরে যাইবার অধিকার ছিল না। হিউ-এন্-সিয়াং এবম্বিধ রাজাদেশ অমান্য করিলেও সম্রাট্ ত'-অইৎসুঙ্গ কুপিত হন নাই,বরং তৎকর্ত্তৃক সংসাধিত এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপনপূর্ব্বক চির-মিত্রতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পরিব্রাজক যুঅন্-চুঅঙ্গকে স্বীয় গুপ্ত মন্ত্রণাগারে লইয়া তাঁহার মুখে অজ্ঞাত ভারতের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শ্রবণ করেন। সম্রাট্ তৎকালে তাঁহাকে কষ্টকর ধর্ম্ম-জীবন পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মগ্রহণে অনুরোধ করিলে তিনি আর সংসারে প্রবেশ করিতে সম্মত হইলেন না। অতঃপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পরিব্রাজক স্বীয় সঙ্ঘারামের নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থগুলি চীন-ভাষায় অনুবাদ করিতে মনোযোগী হইলেন। একাকী ঐ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করিয়া প্রচার তাঁহার পক্ষে অসম্ভব জানিয়া তিনি সম্রাট্-সকাশে সাহায্য প্রার্থনা করিলে সম্রাট্ পরিব্রাজকের সাহায্যার্থ অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে অনুবাদ, লিপিকরণ ও মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি কার্য্যে নিযোজিত করেন। ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের (হ্-সি-যু-চি) প্রথম খসড়া সম্রাট্-হস্তে প্রদত্ত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ গ্রন্থখানি ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল।

অনুবাদকার্য্যে চীন-পরিব্রাজকের যে সময় অতিবাহিত হইত তদতিরিক্ত কাল তিনি সমাগত ব্যক্তিবর্গকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া শেষ জীবন ধীর ও শান্তভাবে কাটাইয়া ছিলেন। ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মাসের ৬ষ্ঠ দিবসে তাঁহার তিরোভাব ঘটে।

তিনি দেখিতে পিতার ন্যায় দীর্ঘাকার ও সুন্দরাকৃতি ছিলেন। তাঁহার নৈতিক জীবন অতীব মধুর ছিল, ঐ সঙ্গে জ্ঞানের উন্মেষ থাকায় তাঁহার হৃদয়ে দয়া-দাক্ষিণ্য যেন পূর্ণ বিকশিত ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে ঘোর বিশ্বাসী শাক্য-মুনির অনুরক্ত ভক্ত হইলেও দেশের প্রাচীন মতে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেন না। ষষ্টিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেও তাঁহার হৃদয়ে পুত্রের কর্ত্তব্য জাগিয়া ছিল। তিনি পুরাতন প্রথায় পিতার উপযুক্ত সমাধি দিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়া ছিলেন। স্বয়ং নানা চেষ্টায় পিতার সমাধিক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া স্বীয় ভগিনী শ্রীমতী চঙ্গাকে অনুসন্ধান করিয়া আনয়ন করেন এবং তাঁহার সাহায্যে পিতার সমাধি খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হন। পরে সম্রাটের আদেশ লইয়া তিনি পিতার সমাধিস্থ অস্থি উত্তোলন করিয়া কুলপ্রথানুসারে মহোৎসব সহ পুনরায় তাহা সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। ভারতে আসিয়া বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের যাবতীয় বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া ব্যতীত তাঁহার হৃদয়ে অন্য কোন ভাবনা ছিল না। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ যে ধর্ম্মমত-প্রচার করেন, তাহাতে আস্থাবান্ হইলেও অনেক বিষয়ে তাঁহার মতানৈক্য ছিল। তিনি হীনযান মতকে নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষণা করিতেন। বুদ্ধের সরল উপদেশাবলী তাঁহার আলোচনার এক মাত্র উপকরণ ছিল। নালন্দা বিহারে বৌদ্ধযতি শীলভদ্র যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারই অনুকরণে যুঅন্-চুঅঙ্গ চীন-সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের চতুর্থসাম্প্রদায়িক মত প্রবর্ত্তন করিয়া যান।

হিং (দেশজ) হিঙ্গু শব্দের অপভ্রংশ। [হিঙ্গু দেখ।]

হিংচা (দেশজ) শাকভেদ, হিলমোচিকা।

হিংস, হিংসা। রুধাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। এই ধাতু ইদিৎ, হিসি হিংস। লট্ হিনস্তি, হিংস্তঃ, হিংসন্তি। লিঙ্ হিংস্যাৎ। লোট্-হি হিন্ধি। লঙ্ অহিনঃ, অহিংস্তাং, অহিংসন্। লিট্-

জিহিংস। লুট্ হিংসিতা। লৃট্ হিংসিষ্যতি। লুঙ্ অহিংসীৎ, অহিংসিষ্টাং, অহিংসিষুঃ। সন্ জিহিংসিষতি। যঙ্ জেহিংস্যতে যঙ্-লুক্ জেহিংস্তি। হিংসি-চুরাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হিংসয়তি। লুঙ্ অজিহিংসৎ।

হিংসক (ত্রি) হিংস-ণ্বুল্। ১ হিংসাকর্ত্তা, বধকর্ত্তা, পর্য্যায়—ঘাতুক, হিংস্র, শরারু, হন্তা। (শব্দরত্না°) হিংসক অষ্টবিধ, ভোক্তা, অনুমন্তা, সংস্কর্ত্তা, ক্রেতা, বিক্রেতা, বধকর্ত্তা, উপহর্ত্তা ও ঘাতয়িতা এই ৮ প্রকার হিংসক, ইহারা অধম।

"ভোক্তানুমন্তা সংস্কর্ত্তা ক্রয়িবিক্রয়িহিংসকাঃ।
উপহর্ত্তা ঘাতয়িতা হিংসকাশ্চষ্টধাধমাঃ॥" (কাশীখণ্ড)

হিংসক শাস্ত্রে নিন্দিত বলিয়া অভিহিত। হিংসা করিতে নাই, যে হিংসা করে, তাহার নরক হইয়া থাকে। যদি কেহ শরণাগতকে হিংসা করে, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে সেই ব্যক্তি অব্যবহার্য্য, অর্থাৎ তাহার সহিত আহারাদি করিবে না, সেই ব্যক্তি পতিত হইবে।

"শরণাগতবালস্ত্রীহিংসকান্ সংবসেন্ন তু।
চীর্ণব্রতানপি সদা কৃতঘ্নসহিতানিমান্॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

(পুং) হিনস্তি তচ্ছীলঃ, হিংস-ণ্বুল্। ২ হিংস্রপশু। ৩ শত্রু। ৪ অথর্ব্ববেদবিদ্ ব্রাহ্মণ।

হিংসন (ক্লী) হিংস-ল্যুট্। ১ হিংসা, হত্যা, বধ, হনন। ২ অপকার, ক্ষতি। ৩ দ্বেষ, ঈর্ষা।

হিংসনীয় (ত্রি) হিংসা-অনীয়র্। হিংসার যোগ্য, হিংসার্হ।

হিংসা (স্ত্রী) হিংসনমিতি হিংসা-অ-টাপ্। ১ ঘাত, হত্যা, বধ। শাস্ত্রে হিংসা পাপজনক বলিয়া অভিহিত। যজুর্ব্বেদ বলিয়াছেন যে, "মা হিংসী" হিংসা করিও না। দর্শন ও স্মৃতি-শাস্ত্রে হিংসা পাপজনক কি না, এ বিষয়ের বিশেষভাবে বিচার আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল—

"গৃহে গুরাবরণ্যে বা নিবসন্নাত্মবান্ দ্বিজঃ।
নাবেদবিহিতাং হিংসামাপদ্যপি সমাচরেৎ॥
যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ॥
যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন কচিৎ সুখমেধতে॥
যদ্ধ্যায়তি যৎকুরুতে ধৃতিং বধ্নাতি যত্র চ।
তদবাপ্নোত্যযত্নেন যো হিনস্তি ন কিঞ্চন॥
নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে কচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৫।৪৩-৪৮)

কি গৃহস্থাশ্রমে কি গুরুগৃহে কি অরণ্যবাসকালে কি বিপদে পড়িলে বেদবিরুদ্ধ হিংসা করা আত্মজ্ঞ দ্বিজের কথনই উচিত নয়। এই জগতে বেদবিহিত যে পশুহিংসার নিয়ম আছে, তাহাকে অহিংসা বলিয়া জানিতে হইবে, কারণ বেদ হইতে ধর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছে। যে ব্যক্তি আত্মসুখেচ্ছার বশ-বর্ত্তী হইয়া হিংসাশূন্য নিরীহ জীবগণকে বিনাশ করেন, তিনি কি জীবিতাবস্থায়, কি মৃত্যুর পর কোন সময়েই সুখলাভ করিতে পারেন না, যে ব্যক্তি প্রাণীদিগকে বধবন্ধনাদি ক্লেশ দিতে ইচ্ছা না করিয়া সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সুখসম্ভোগ করেন। যিনি কাহারও হিংসা না করেন, তিনি যাহা ধ্যান করেন, যে কিছু ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যে কোন বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হয়েন, সে সমুদায়ই অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন। প্রাণিহিংসা না করিলে কখনই মাংস উৎপন্ন হয় না, প্রাণিবধ স্বর্গজনক নহে, অতএব মাংসভোজন পরিত্যাগ করিবে। এই সমস্ত সবিশেষ আলোচনা করিয়া কি বৈধ কি অবৈধ সকল প্রকার হিংসা হইতে নিবৃত্ত হইয়া মাংসভোজন পরিত্যাগ করিবে।

পশুহিংসার অনুমতিদাতা, হতপশুর মাংসবিভাগকারী, স্বয়ং পশুহন্তা, মাংসক্রয়বিক্রয়কারী, মাংসপরিবেশক এবং মাংসভক্ষক এই কয়জনই ঘাতক বা হিংসকের মধ্যে পরিগণিত হয়েন। ইহারা হিংসাজনিত পাপভাগী। এই নিয়ম অবৈধ হিংসাবিষয়ক বুঝিতে হইবে। অবৈধ হিংসায় পূর্ব্বোক্তরূপ পাপ হইবে, এই বিষয়ে মনু বলিয়াছেন—

"যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎ কৃত্বো হ মারণং।
বৃথাপশুঘ্নঃ প্রাপ্নোতি প্রেত্য জন্মনি জন্মনি॥
যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্‌যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥
ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষাস্তির্য্যঞ্চঃ পক্ষিণস্তথা।
যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রিতীঃ পুনঃ॥
মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃ-দৈবত-কর্ম্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ॥
এষ্বর্থেষু পশূন্ হিংসন্ বেদতত্ত্বার্থবিদ্দ্বিজঃ।
আত্মানঞ্চ পশুঞ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিং॥" (মনু ৫।৩৮-৪২)

বৃথা পশুহিংসক জন্মজন্মান্তরে পশুশরীরস্থ রোমসংখ্যানুসারে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বয়ংই যজ্ঞকর্ম্মের জন্য পশু সৃষ্টি করিয়াছেন, জগতের হিতের জন্য যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। অতএব যজ্ঞে যে পশুহিংসা করা হয়, তাহাতে পশুহিংসা জন্য পাতক হয় না। ধান্য যবাদি ওষধি সকল, পশুসকল, বৃক্ষ সকল, তির্য্যক্‌জাতি এবং পক্ষীসকল যজ্ঞের জন্য নিধনপ্রাপ্ত হইলে পুনরায় উচ্চযোনি প্রাপ্ত হয়, মধুপর্কের জন্য জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের জন্য এবং দৈবপিত্র্যাদিকার্য্যের জন্য পশুহিংসা করিবে।

অন্য কোন উপলক্ষে পশুহিংসা করিতে নাই; মনুও ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকলের জন্য, পশুহিংসা করিয়া বেদতত্ত্বার্থজ্ঞ দ্বিজগণ আপনার ও পশুর উভয়েরই সদগতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। যজ্ঞে পশুহিংসা করিয়া সেই পশুর মাংস ভোজন করা যাইতে পারে। মনু বলিয়াছেন যে, যজ্ঞার্থ মাংসভোজনকে দেববিধান, অন্যথা শরীর পুষ্ট্যাদির জন্য মাংসভোজনকে রাক্ষসোচিত অনুষ্ঠান বলিতে হইবে।

"যজ্ঞায় জগ্ধির্মাংসস্যেত্যেষ দৈবো বিধিঃ স্মৃতঃ।

অতোঽন্যথা প্রবৃত্তিস্তু রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে।" (মনু ৫।৩১)

ধর্ম্মশাস্ত্রেরও এই মত। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে পূজাদির বলিদানসম্বন্ধে বিচার করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, যজ্ঞে যে পশ্বাদির হিংসা করা হয়, তাহাতে পাপ হইবে না। বৈধ হিংসা পাপজনক নহে, অবৈধহিংসাই পাপজনক, অতএব কদাচ শরীরপুষ্টির জন্য অবৈধ হিংসা করিবে না। অবৈধ হিংসাজাত যে মাংস তাহাও ভোজন করিবে না। যজ্ঞে যে পশুহিংসা করা হয়, তাহাতে পাপ হইবে না বলিয়া কথিত হইয়াছে, যজ্ঞে পশুবধ করিলে তাহার নিকৃষ্ট পশুজন্ম নিবৃত্তি হইয়া উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ হয়, দাতারও স্বর্গ হইয়া থাকে। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের উপকারসাধন করিয়া থাকে। দর্শনশাস্ত্র কিন্তু ইহা স্বীকার করে না। দর্শনশাস্ত্রকার বিচার করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, হিংসা করিলেই পাপ হইবে এবং ঐ পাপফলে নরকও অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে বৈধাবৈধ বিচার নাই। বৈধ হিংসায়ও পাপ এবং অবৈধ হিংসায়ও পাপ। তাঁহারা বলেন যে, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" (শ্রুতি) কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না। এই শ্রুতির তাৎপর্য্য হিংসামাত্রই বর্জ্জনীয়। হিংসা করিলেই পুরুষের প্রত্যবায় হইয়া থাকে। আবার কোন কোন শ্রুতি বলে"অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" (শ্রুতি) অগ্নিষোম যজ্ঞে পশুহিংসা করিবে। এই শ্রুতি দ্বারা অভিহিত হইয়াছে যে, যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইলে পশুহিংসা করিতে হয়। পশু প্রভৃতির হিংসা ভিন্ন যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহাতে কেহ কেহ বলেন যে হিংসা করিও না, ইহা সামান্য বিধি, যজ্ঞে পশুহিংসা করিবে পুনরায় বিশেষ করিয়া বলায় ইহা বিশেষ বিধি। অতএব সামান্যতঃ হিংসা নিষিদ্ধ হইলেও বিশেষ বিধি অনুসারে যজ্ঞে হিংসা নিষিদ্ধ নহে। দর্শনশাস্ত্রকার বলেন যে, কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না, ইহা সামান্য বিধি সত্য, আর অগ্নিষোম যজ্ঞে পশু হিংসা করিবে, ইহা বিশেষ বিধি। শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে বিশেষ বিধি সামান্য বিধির বাধক হইলেও এই স্থলে তাহা হইবে না, কারণ বিরোধস্থলেই পূর্ব্বোক্তরূপ বাধ্যবাধক ভাব হইয়া থাকে, পরস্পর বিরোধ না হইলে বাধ্যবাধক ভাব হয় না। এই স্থলে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিদ্বয়ে কোনরূপ বিরোধ নাই, সুতরাং বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্য বিধি নিষিদ্ধ হইতে পারে না।

এই শ্রুতিদ্বয়ের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, একটী শ্রুতি বলিতেছে যে, কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না, আর একটী শ্রুতিতে বুঝাইয়া দিতেছে যে, অগ্নিষোম যজ্ঞে পশু হিংসা করিবে। এই শ্রুতিদ্বয়ের কোনরূপ বিরোধ নাই। উভয়ের ভিন্ন বিষয়, একটী বলিতেছে, হিংসা করিবে না, অপর বলিতেছে, অগ্নিষোম যজ্ঞে পশু হিংসা করিবে, পশু হিংসা ব্যতীত অগ্নিষোম যজ্ঞ হইবে না, ইহাই ইহার তাৎপর্য্য। যজ্ঞে হিংসা করিলে যে পাপ হইবে না, এরূপ ইহার তাৎপর্য্য নহে। পশুহিংসা যজ্ঞের উপকারক এবং হিংসামাত্রই পাপজনক, সুতরাং এই দুইটী বিধি পরস্পর বাধ্যবাধক নহে। শাস্ত্রে যদি এইরূপ উপদেশ থাকিত যে, অগ্নিষোমীয় পশুহিংসায় পুরুষের পাপোৎপাদন করে না, তাহা হইলে বিরোধ এবং বাধ্যবাধক ভাব হইতে পারিত। যে হেতু পাপের উৎপাদক নহে, এবং পরস্পর বিরুদ্ধ। ঐ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় এক পদার্থে থাকিতে পারে না।

সাংখ্যাচার্য্যগণ এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, বৈধ হিংসাতেও পাপ হইবে। তবে তাঁহারা বলেন যে, বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যেমন প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় হয়, সেইরূপ ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান হিংসাসাধ্য বলিয়া প্রভূত পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পাপেরও সঞ্চয় হইয়া থাকে। অতএব যজ্ঞানুষ্ঠানকর্ত্তা যখন স্বোপার্জ্জিত পুণ্যরাশির ফলস্বরূপ স্বর্গসুখের উপভোগ করিবেন। তখন হিংসাজন্য পাপের ফলস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দুঃখও তাহাকে উপভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু স্বর্গবাসী পুরুষগণ সুখের মোহিনী শক্তি-প্রভাবে এমন মুগ্ধ হন যে, ঐ দুঃখকণাকে দুঃখ বলিয়াই বিবেচনা করেন না, অনায়াসেই তাহা সহ্য করিয়া থাকেন। যজ্ঞে প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় ও হিংসাজন্য অল্প পাপসঞ্চয় হইয়া থাকে। প্রভূত পুণ্যের ফলে বহুকাল স্বর্গবাস হয়, হিংসাজন্য সামান্য পাপে অল্প দিন নরক হয়, এই সামান্য নরকভোগকে তাহারা দুঃখ বলিয়াই বিবেচনা করেন না, এই মাত্র। (সাংখ্যদ°)

শ্রাদ্ধবিবেকটীকায় বৃহন্মনুবচনে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণ বৈধ হিংসাও করিবেন না, কারণ তিনি সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্বগুণ-প্রধান, ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে সাত্ত্বিক ব্যক্তি বৈধহিংসা করিবেন না, রাজসিক ও তামসিকগণ বৈধহিংসা করিতে পারেন।

"হিংসা চৈব ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসা তু রাজসী।

ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্ত্বিকা মতাঃ॥"

(শ্রাদ্ধবিবেক-টীকা ধৃত বৃহন্মনু) [বৈধ হিংসা ও বলিদান দ্রষ্টব্য]

২ অপকার, ক্ষতি, যদি কেহ কাহারও প্রতি হিংসা করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিহিংসা করিলে দোষ হইবে না।

"কৃতে প্রতিকৃতং কুর্য্যাৎ হিংসিতে প্রতিহিংসিতং।
ন তত্র দোষং পশ্যামি দুষ্টে দোষং সমাশ্রয়েৎ ॥"(গরুড়পু° ১১৫।৪৭)

৩ চৌরাদি কর্ম্ম। 'হিংসা চৌর্য্যাদিকর্ম্ম চ।' (অমর)

ভরত অমরটীকায় এইরূপ লিখিয়াছেন—"চৌরস্য কর্ম্ম চৌর্য্যং আদিনা বন্ধনতাড়নবৃত্তিনাশত্রাসাদি চ চকারান্বধোঽপি হিংসা" (ভরত) বন্ধন, তাড়ন, বৃত্তিনাশ ও ত্রাসাদিকেও হিংসা কহে। ৪ দ্বেষ। ৫ ঈর্ষা।

হিংসাকর্ম্মন্ (ক্লী) হিংসাপ্রধানং কর্ম্ম। অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রযন্ত্রাদিনিষ্পাদিত মারণোচ্চাটনাদি। পর্য্যায়—অভিচার। (অমর) অথর্ব্ববেদবিহিত অভিচারকর্ম্ম, এই অভিচারকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি হয়, হিংসারূপ কার্য্য।

হিংসারু (পুং) হিনস্তীতি হিংস-আরু। ১ ব্যাঘ্র। (ত্রিকা°)

হিংসালু (ত্রি) হিংস-আলু। ১ বধশীল। ২ ঘাতুক।

হিংসালুক (পুং) হিংসালু স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ১ হিংসাশীল, কুক্কুর।

'হিংসালুকঃ খাদুকঃ শ্বা যোগিতোঽলর্ক ইষ্যতে।' (হারাবলী)

২ হননশীল।

হিংসিত (ত্রি) হিংস ক্ত। হিংসাপ্রাপ্ত, যাহাকে হিংসা করা হয়।

"যস্তু ভাগবতান্ দৃষ্ট্বা ভূত্বা ভাগবতঃ শুচিঃ।
অভ্যুত্থানং ন কুর্ব্বীত অহং তেনাপি হিংসিতঃ ॥" (বরাহপু°)

২ হত, নষ্ট।

হিংসীর (পুং) হিনস্তীতি হিংস (হিংসেরীরন্নীবচৌ। উণ্ ৪।১৮) ইতি ঈরন্। ১ ব্যাঘ্র। (ত্রি) ২ খল।

হিংস্য (ত্রি) হিংস-ণ্যৎ। হিংসাযোগ্য, বধ্য, হিংসনীয়।

হিংস্র (ত্রি) হিনস্তীতি হিংস (নমিকম্পীতি। পা ৩।২।১৬৭) ইতি র। ১ হিংসাশীল, যাহার স্বভাব হিংসাকরা, পর্য্যায়—শরারু, ঘাতুক, হিংসক, হন্তা, শার্ব্বর। (জটাধর) ২ হিংসাকারক-জন্তু, হিংসাশীল পশু, ব্যাঘ্রাদি। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হিংস্রপশুর হিংসা করিলে তাহাতে পাপ হইবে না।

"কৃপা কার্য্যা সতাং শশ্বদহিংস্রেষু জন্তুষু।
হিংসায়াং নহি দোষশ্চ হিংস্রাণাঞ্চ ব্রজেশ্বর ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৮৫ অ°)

(পুং) ২ ঘোর। ৩ ভীমসেন। ৪ হর। (উজ্জ্বল)

হিংস্রক (পুং) হিংস্র এব কন্। ১ হিংস্রপশু। ২ হিংসাশীল।

হিংস্রপশু (পুং) হিংস্রঃ পশুঃ। হিংস্রজন্তু, হিংসাশীল পশু। পর্য্যায়—ব্যাড়, হিংস্রক, হিংসক, শিবি, শ্বাপদ। (ত্রিকা°)

হিংস্রা (স্ত্রী) হিংস্র-টাপ্। ১ জটামাংসী। (রাজনি°) ২ কণ্টকারী। ৩ শিরা। (শব্দচ°) ৩ কণ্টকপালীলতা, চলিত গুড়কাঁউনী, কেলেকড়া। ৪ গবেধুকা, চলিত গরগণ্ডা।

হিকবিকানিক (ক্লী) সামভেদ।

হিক, ১ কূজন, অব্যক্ত শব্দ। ভ্বাদি°, উভয়পদী, অক°, সেট্। লট্ হিকতি-তে। লিট্ জিহিক-কে। লুট্ হিকিতা। লৃট্ হিকিষ্যতি-তে। লুঙ্ অহিকীৎ, অহিকিষ্ট। সন্ জিহিকিষতি-তে, যঙ্ জেহিক্যতে, যঙ্লুক্ জেহিকীতি, জেহেক্তি। নিচ্ হিকয়তি, লুঙ্ অজিহিকৎ। ২ হিংসা। চুরাদি°, আত্মনেপদী, সক°, লট্ সেট্। হিকয়তে।

হিক্কা (স্ত্রী) হিক কূজনে গুরোশ্চেত্যঃ টাপ্, যদ্বা হিক্কাতেঽনয়েতি, হিক্ক-করণে ঘঞ্। ১ রোগের উপসর্গবিশেষ, চলিত হিচ্কী। সকল রোগেই এই উপসর্গ হইতে পারে। বায়ু প্রবল হইয়া এই উপসর্গ হইয়া থাকে। ২ রোগবিশেষ, হিক্কারোগ, হেচ্‌কীউঠা রোগ।

"বিদাহিগুরুবিষ্টম্ভিরুক্ষাভিষ্যন্দিভোজনৈঃ।
শীতপানাশনস্নানরজোধূমাতপানিলৈঃ ॥
ব্যায়ামকর্ম্মভারাধ্ববেগঘাতাপতর্পণৈঃ।
হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ নৃণাং সমুপজায়তে ॥
মুহুর্মুহুর্বায়ুরুদেতি সস্বনো যকৃৎপ্লীহান্ত্রাণি মুখাদিবাক্ষিপন্।
স ঘোষবানাশু হিনস্তি যস্মাত্তস্য হিক্কেত্যভিধীয়তে বুধৈঃ ॥
বায়ুঃ কফেনানুগতঃ পঞ্চ হিক্কাং করোতি চ।
অন্নজাং যমলাং ক্ষুদ্রাং গম্ভীরাং মহতীং তথা ॥" (মাধবনি°)

বিদাহি দ্রব্য, গুরু, বিষ্টম্ভি, রুক্ষ, শীতল ও অভিষ্যন্দি দ্রব্য-ভোজন, শীতল জল পান ও শীতল জলে স্নান, নাসিকারন্ধ্রে ধূলা ও ধূমপ্রবেশ, রৌদ্র ও উষ্ণ বায়ুসেবন, ব্যায়াম, ভারবহন, পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, এবং উপবাস আদি এই সকল কারণে মানবের বায়ু কুপিত হইয়া হিক্কা, শ্বাস ও কাসরোগ উৎপন্ন হয়। প্রাণবায়ু ও উদানবায়ু পুনঃ পুনঃ 'হিক্' শব্দ করিয়া যকৃৎ প্লীহা ও অন্ত্রসমূহকে যেমন মুখে আনিয়া বহির্গত করিতেছে এইরূপ বোধ হয়, একারণ পণ্ডিতগণ ইহাকে হিক্কা কহেন। এই রোগে জীবনসংশয় হয়। বায়ু কফের সহিত মিলিত হইয়া পাঁচ প্রকার হিক্কা রোগ উৎপাদন করে। যথা অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা ও মহতী হিক্কা।

হিক্কার পূর্ব্বরূপ—হিক্কারোগ জন্মিবার পূর্ব্বে কণ্ঠ ও বক্ষদেশের গুরুত্ব, মুখে কষায়রসের অনুভব এবং উদরে গুড়্‌গুড়া শব্দ হইয়া থাকে।

অন্নজা হিক্কা—ঊর্দ্ধগামী হইয়া যে হিক্কারোগ উৎপন্ন করে, তাহাকে অন্নজা হিক্কা কহে।

যমলা—যে হিক্কা উপর্য্যুপরি দুইটী বা ততোধিক সংখ্যায়

বেগের সহিত বিলম্বে উত্থিত হয় এবং যে হিক্কায় রোগীর মস্তক বা গ্রীবাদেশে কম্প উপস্থিত হয়, তাহাকে যমলা হিক্কা কহে।

ক্ষুদ্রা—যে হিক্কা জত্রুর মূলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া অল্প বেগের সহিত বিলম্বে প্রকাশিত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রা কহে।

গম্ভীরা—যে হিক্কা গম্ভীর শব্দ সহকারে নাভিদেশ হইতে সমুত্থিত হয় এবং যে হিক্কায় রোগী তৃষ্ণা ও জ্বরাদি বহুবিধ উপদ্রবে প্রপীড়িত হয়, তাহাকে গম্ভীরা হিক্কা কহে।

মহতী—যে হিক্কা বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি মর্ম্মস্থান পীড়ন করিয়া সতত উদ্ভূত হয় এবং রোগীর সর্ব্বশরীর কম্পিত করে, তাহাকে মহতী হিক্কা কহে।

উক্ত পাঁচ প্রকার হিক্কার মধ্যে গম্ভীরা ও মহতী হিক্কা অসাধ্য।

যে হিক্কাতে রোগীর সর্ব্বশরীরে কম্প হয়, চক্ষু উপরে উঠিয়া যায়, এবং মোহ উপস্থিত হয়, সে হিক্কা অসাধ্য। যে হিক্কা-রোগে রোগীর আহারে অনভিপ্রায় ও শরীর ক্ষীণ হয়, তাহাও আরোগ্য হয় না। হিক্কারোগে রোগীর আহারে অত্যন্ত অনভিলাষ জন্মে। কৃশ ব্যক্তির, ব্যাধি কর্ত্তৃক ক্ষীণদেহ ব্যক্তির ও অতিশয় মৈথুনকারীর হিক্কা জন্মিলে এবং আয়াস দ্বারা হিক্কারোগ উৎপন্ন হইলে রোগীর জীবনের আশা থাকে না। যমিকা হিক্কায় প্রলাপ, মোহ, ও তৃষ্ণা থাকিলে রোগীর প্রাণ যায়। যে ব্যক্তি ক্ষীণ নহে, যাহার মনের প্রসন্নতা, ধাতু ও ইন্দ্রিয়সমূহের স্থিরতা থাকে, তাহার যমিকা হিক্কা সাধ্য, ইহার অন্যথা হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। হিক্কা প্রবল হইলে অচিরে রোগীর প্রাণবিয়োগ হয়। যদি রোগবিশেষে হিক্কা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ রোগের প্রতিকার করিতে চেষ্টা না করিয়া প্রথমে যাহাতে হিক্কা প্রশমিত হয়, তাহা করিবে।

ইহার চিকিৎসা—হিক্কা এবং শ্বাসরোগীকে প্রথমে গাত্রে তৈল মাখিয়া স্বেদপ্রদান এবং বমন বিরেচন দ্বারা শোধন করিবে। কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বিরেচন দিবে না, তাহাদিগকে সংশমন ঔষধ দেওয়া বিধেয়। হিক্কারোগী প্রাণবায়ু রুদ্ধ অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে হিক্কা নিবৃত্ত হয়। তর্জ্জন, বিস্ময়জনন, শীতলজল-পরিষেক এবং বিবিধ হিতবাক্য প্রয়োগ দ্বারা হিক্কা প্রশমিত হয়। ছাগীদুগ্ধ পাক করিয়া তাহার সহিত শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হিক্কা কমিয়া যায়। মধু ও সৌবর্চ্চল লবণের সহিত ছোলঙ্গ লেবুর রস পান থাকিলে হিক্কা আশু নিবারিত হয়। যষ্টিমধু-চূর্ণ মধুর সহিত, পিপ্পলীচূর্ণ চিনির সহিত এবং শুঁঠচূর্ণ গুড়ের সহিত নস্যগ্রহণ; প্রবাল, শঙ্খ ও ত্রিফলা এবং পিপুল ও গেরিমাটী সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃত দ্বারা লেহন; মনঃশিলা ও গোশৃঙ্গ, কুড় বা ধুনা দ্বারা অথবা কুশদ্বারা ধূমপ্রয়োগ, হিঙ্গু ও মাষকলায়চূর্ণ সমভাগে ধূম-রহিত অঙ্গারে নিঃক্ষেপ করিয়া ধূমপান এবং বর্ত্তুল কলায়ের চূর্ণ দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিয়া পান এই সকল উপায়ে হিক্কা আশু প্রশমিত হয়। চন্দ্রশূর অর্থাৎ হালিম ফলবীজ আটগুণ জলে নিক্ষেপ করিয়া অল্প অল্প মর্দ্দন করিয়া একপল মাত্রায় পুনঃপুনঃ পান করিলে অত্যন্ত হিক্কারোগও প্রশমিত হয়। (ভাবপ্রকা° হিক্কারোগাধি°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে এই রোগের বিবিধ মুষ্টিযোগ ও ঔষধ লিখিত আছে। প্রথমে হিক্কারোগীর উদরের উপরে এবং শ্বাসরোগীর হৃদয়ে তৈলমর্দ্দন করিয়া উষ্ণস্বেদ বা জলস্বেদ দিবে, ঘৃতাদি স্নিগ্ধদ্রব্য লবণ সহ সেবন করাইয়া বায়ুর লঘুতা সম্পাদন করিবে। বলবান্ ব্যক্তিকে বমন ও বিরেচন এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিকে ঔষধ সেবন দ্বারা পিত্ত ও কফের সমতা করিয়া আরোগ্যের চেষ্টা করিবে।

কুলবীজের শস্য, রসাঞ্জন ও খইচূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত কট্‌কী এবং স্বর্ণগেরিমাটি সমভাগে মধুসহ, পিপ্পলী, আমলকী, চিনি ও শুণ্ঠী সমভাগে মধুর সহিত হীরাকস এবং কৎবেলের শস্য সমভাগে মধুর সহিত, পারুলের ফল ও পুষ্প মধুর সহিত, অথবা পিপ্পলী ও খেজুরের সহিত সমভাগে মধুর সহিত এই ছয় প্রকার অবলেহের যে কোনটী হউক উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ মাষা মাত্রায় দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর লেহন করিলে হিক্কা আশু প্রশমিত হয়।

স্তন্যদুগ্ধের সহিত মাক্ষিকাবিষ্ঠা মিশাইয়া কিংবা স্তন্যদুগ্ধে আল্‌তা গুলিয়া অথবা স্তন্যদুগ্ধে রক্তচন্দন ঘসিয়া নস্য করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। টাবা লেবুর রস ২ তোলা, মধু অদ্ধতোলা, সচল লবণ অভাবে সৈন্ধবলবণ অর্দ্ধতোলা একত্র করিয়া সেবন করিবে। শুণ্ঠী ২ তোলা ও ছাগীদুগ্ধ একপোয়া, এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া পান করিবে। কেশের-মূলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে সত্বর হিক্কা প্রশমিত হয়। মাষকলায়ের ধূম গ্রহণ করিলে নিশ্চয় হিক্কা আরোগ্য হয় এবং এলাচচূর্ণ ২ মাষা চিনির সহিত সেবন করিলে প্রবল হিক্কা দূর হয়। মরিচ-চূর্ণ চিনির সহিত বারংবার সেবন ও কদলীমূলের রস মধুর সহিত সেবন করিলে প্রবল হিক্কাও থামিয়া যায়। পিপ্পলী, আমলকী এবং শুণ্ঠীচূর্ণ মধু, চিনি ও ঘৃতসহ বারংবার সেবন করিলে হিক্কা ও শ্বাস নিবৃত্তি হয়। ময়ূরপুচ্ছ অন্তর্ধূমে অর্থাৎ আবদ্ধ পাত্রে রাখিবে, পরে পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে হিক্কা এবং প্রবল শ্বাস আরোগ্য হয়।

হরীতকীচূর্ণ ও শুণ্ঠিচূর্ণ সমভাগে উষ্ণোদকের সহিত পান

করিবে কিংবা কুড়চূর্ণ যবক্ষার ও মরিচচূর্ণ উষ্ণোদকসহ পান, ইন্দ্রযবচূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লেহন, ধুস্তূর ফল, পাথা ও পত্র কুটিয়া শুষ্ক করিয়া তাহার ধূমপান করিলেও হিক্কা প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন হরিদ্রাদিচূর্ণ, শৃঙ্গাদিচূর্ণ, ভার্গীগুড়, ভার্গীশর্করা, শৃঙ্গীগুড়ঘৃত, ডামরেশ্বরাভ্র, পিপ্পলাদ্যলৌহ, কনকসার ও বৃহচ্ছন্দনাদিতৈল প্রভৃতি ঔষধ এই রোগে প্রযোজ্য। (ভৈষজ্যরত্না° হিক্কাশ্বাসাধি°) চরক সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে ও গরুড়পুরাণে ১৪৫ অধ্যায়ে ইহার নিদান ও চিকিৎসাদি বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

হিক্কিকা (স্ত্রী) অন্নহিক্কা।

হিক্কিন্ (ত্রি) হিক্কা অস্ত্যর্থে ইনি। হিক্কারোগী।

হিঙ্কার (পুং) হিমিত্যব্যক্তশব্দং করোতীতি কৃ-অণ্। ১ ব্যাঘ। ২ হিং এই শব্দের উচ্চারণ।

"হিঙ্কারায় স্বাহা হিঙ্কৃতায় স্বাহা" (শুক্লযজু° ২২।৭)

হিঙ্গ (পুং) ১ জনপদবিশেষ। (মার্ক°পু° ৫৮।৫২) ২ হিঙ্গু। [হিঙ্গু দেখ।]

হিঙ্গলাচী (স্ত্রী) যক্ষিণী। (তারনাথ)

হিঙ্গনঘাট, ১ মধ্যপ্রদেশে বর্দ্ধা জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা। অক্ষা° ২০° ১৭´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ২০° ৪৮´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৭২১ বর্গমাইল। এই স্থানে একটী সহর এবং ২৯০টী গ্রাম এবং শাসনের জন্য ২টী দেওয়ানি ও ৩ টী ফৌজদারি আদালত ও ৫ টী থানা আছে।

২ বর্দ্ধা জেলার অন্তর্গত উক্ত মহকুমাস্থ একটী সহর। বর্দ্ধা সহরের ২১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২০° ৩৩´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫২´ ৩০´´। এই সহরটী তুলা ব্যবসায়ের একটী কেন্দ্র, এখানকার তুলা ভারতবর্ষের ও অন্যান্য স্থানের তুলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই তুলা বিলাতে রপ্তানী করিবার জন্য এখানে ইংরাজ-বণিকগণ কুঠি করিয়াছেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কটন্-মিলস্ কোম্পানী নামে তুলা হইতে সূতা করিবার জন্য হিঙ্গনঘাটে একটী ইংরাজসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৩৫০ হইতে ৪০০ লোক এই মিলে খাটিতেছে। মাড়বারীরাই এখানকার প্রধান ব্যবসায়ী। অন্যান্য স্থান বিশেষতঃ বোম্বাইয়ের সহিত ইঁহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধ আছে। বর্ত্তমান সহরটী নূতন হিঙ্গনঘাট এবং পুরাতন হিঙ্গনঘাট লইয়া গঠিত। পুরাতন সহরটি বর্দ্ধা নদীর প্লাবনে নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। 'বর্দ্ধা-ভ্যালি-ষ্টেট রেলওয়ের' একটী ষ্টেশন, সরাই, বাংলা এবং ইংরেজি স্কুল প্রভৃতিও এখানে আছে।

হিঙ্গলাজ, পারস্যসীমান্তে মক্রান্প্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর ও তীর্থস্থান। সিন্ধুনদের মোহানা হইতে ৮০ মাইল পশ্চিমে ও আরবসমুদ্র হইতে ১২ মাইল দূরে,যেখানে গিরিমালা মক্রান্ ও লুসকে পৃথক্ করিয়াছে, সেই গিরিমালার প্রান্তভাগে হিঙ্গ্লাজ অবস্থিত। গিরির শিরোভাগে একটী ভীষণা কালী-মন্দির আছে, স্থানীয় লোকের নিকট সেই কালী 'নানী' বা 'মহামায়ী' বলিয়া অভিহিত। এই দেবীর জন্য এই স্থান হিন্দু-গণের নিকট মহাপীঠস্থান বলিয়া পূজিত।

তন্ত্রচূড়ামণি ও বৃহন্নীলতন্ত্রে এই স্থান 'হিঙ্গুলা' এবং শিব-চরিত নামক তান্ত্রিক-গ্রন্থে 'হিঙ্গলা' নামে পরিচিত। উক্ত তন্ত্র-সমূহের মতে উহা ৫১ মহাপীঠের মধ্যে একটী। এখানে দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হয়। এখানকার শক্তির নাম কোট্টবী বা কোট্টরীশা এবং ভৈরবের নাম ভীমলোচন। [পীঠ দেখ।]

এই তীর্থস্থান নিতান্ত দুর্গম বলিয়া এখানে অধিক হিন্দু-যাত্রীর সমাগম হইতে পারে না।

হিঙ্গলাজগড়, দেশীয় ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। অক্ষা° ২৪° ৪০´ উঃ দ্রাঘি° ৭৫° ৫০´ পূঃ। ২০০ ফিট্ গভীর এবং ২৫০ ফিট্ বিস্তৃত একটি পার্ব্বত্যখাদ সহরকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং দুর্ভেদ্য প্রাচীর উর্দ্ধমুখী পর্ব্বতগাত্র হইতে উত্থিত হইয়াছে। তিনটি ভিন্নমুখী সেতু দ্বারা বাহিরের সঙ্গে ইহার যাতায়াতের সম্পর্ক। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, এই দুর্গটি অভেদ্য, কিন্তু ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মেজর সিনক্লেয়ার সাহেব মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের সময়ে এই দুর্গটী অধিকার করেন।

হিঙ্গু (ক্লী) স্বনামখ্যাত দ্রব্য, মূলবিশেষ, নির্য্যাস, চলিত হিং। বঙ্গে হিং, হিঙ্গু, মহারাষ্ট্রে ইঙ্গু, কলিঙ্গে লেমু, তৈলঙ্গে ইঙ্গুব। সংস্কৃত পর্য্যায়—সহস্রবোধ, জতুক, বহ্লিক, রামঠ, বাহ্লিক, রমঠ, জন্তুঘ্ন, পিণ্যাক, বাহ্লী, সহস্রভেদী, গ্রহিণী, মধুরা, সূপধূপন, জতু, কেশর, উগ্রগন্ধ, ভূতারি, জন্তুনাশন, সূপাঙ্গ, রক্ষোঘ্ন, উগ্রবীর্য্য, অদৃঢ়গন্ধ, জরণ, ভেদন, দীপ্ত।

হিঙ্গু এক জাতীয় উদ্ভিদের শিকড় ও পুষ্পের রস। এই জাতীয় উদ্ভিদ সাধারণতঃ দক্ষিণ তুর্কিস্থানে, পারস্যের খোরা-সান নামক প্রদেশে, আফগানিস্থানে এবং মধ্য এসিয়ার কাস্পি-য়ান ও আরল হ্রদের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রচুর জন্মিতে দেখা যায়। ভারতে এই জাতীয় উদ্ভিদ্ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না, মূলতানে অতি সামান্য জন্মে। য়ুরোপের উদ্ভিত্তত্ত্ববিদ্গণ বহুদিন হইতে ইহার ইতিহাসসংগ্রহে যত্নবান্ হইয়াছেন। তাঁহাদের ভৈষজ্যশাস্ত্রে হিঙ্গু Ferula asafœtida নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যেও ইহার জাতিগত বিচার লইয়া মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে ডাক্তার ফাল-কোনার কাশ্মীরের আস্তর উপত্যকায় ঐ জাতীয় উদ্ভিদ্ দেখিতে

পান। প্রথমে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, এইবার বুঝি "আসাফিটিডার" বিষয়ের সম্পূর্ণ মীমাংসা হইবে। ডাক্তার ফালকোনার-সংগৃহীত উক্ত উদ্ভিদের মূল সাহারনপুরের বোটানিক গার্ডেনে ও তৎপরে এডিনবরার রয়েল বোটানিক গার্ডেনেও পাঠান হইয়াছিল। এই দুই স্থলে বহুদিনে ও বহু চেষ্টার পর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে, ইহার স্বাভাবিক অঙ্কুরোদ্গম দেখিতে পাওয়া যায় এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কোন কোনটীতে ফুল প্রস্ফুটিত হওয়ায় তাহা হইতে বীজ পাওয়া যায়। ঐ সকল বীজ জগতের নানা স্থানের বোটানিকাল গার্ডেনে প্রেরিত হয়। তখন বৈদেশিক উদ্ভিত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহার তথ্যসংগ্রহে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। কিন্তু বহু বিচারের পর দেখা গেল যে য়ুরোপের বাণিজ্যক্ষেত্রে যে হিঙ্গু দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়। ডাক্তার হুকার ৫১৬৮-সংখ্যক 'বোটানিকাল মাগাজিনে' ঐ উদ্ভিজ্জের আকৃতির একটি চিত্র প্রকাশ করেন এবং তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখেন যে "এই জাতীয় উদ্ভিদ্ অতি উৎকৃষ্ট হিঙ্গু উৎপাদন করে এবং দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ রসে পূর্ণ, কিন্তু য়ুরোপে যে হিঙ্গুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এরূপ উৎকৃষ্ট ও এরূপ সুন্দর নয়।"

উক্ত মাসিকপত্রিকায় ডাক্তার হুকার স্পষ্টই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, ইহার যথার্থ বিচার এক্ষণে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ডাক্তার ফালকোনারের বহু পূর্ব্বে জর্ম্মণভ্রমণকারী কিম্ফার (Kœmpfer) পারস্যদেশীয় এক জাতীয় উদ্ভিদ্ দেখিতে পান, আসাফিটিডা ভাবিয়া তাহা য়ুরোপে লইয়া যান। উহা বৃটীশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ছিল; ডাক্তার লিনিয়স্ ইহাকেই 'ফেরিউলা আসাফিটিডা' বলিয়া স্থির করেন, কিন্তু ফালকোনার বহু পরীক্ষার পর স্থির করিলেন যে, তিনি কাশ্মীরপ্রদেশে যে উদ্ভিদ্ দেখিয়াছিলেন, তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, অতএব ইহাকে যদি "ফেরিউলা আসিফিটিডা"বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহার সংগৃহীত উদ্ভিদ্‌টীকে কিছুতেই উক্ত নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না, সুতরাং তিনি তখন তাঁহার আবিষ্কৃত উক্ত উদ্ভিদ্‌টীর Narthex asafœtida এই নাম প্রদান করেন। এইরূপে বহু দিন ধরিয়া ইহার সম্বন্ধে নানা মতদ্বৈধ চলিতে থাকে। শেষে ডাক্তার ডাইমক প্রথম এ প্রশ্নের মীমাংসা করেন। তিনি বলেন, ভারতে খুব উচ্চ দরে যে হিঙ্গু বিক্রয় হয়, তাহা য়ুরোপের বাজারে বিক্রীত "আসাফিটিডা" হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং তিনি ইহার দেশীয় নামের পার্থক্য দেখাইয়াও ইহার ভেদাভেদ বুঝাইয়া দেন। হিঙ্গ ও হিঙ্গারা এই দুই দেশীয় নাম বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে বেশি দরে যে "আসাফিটিডা" বিক্রয় হয় তাহারই নাম হিঙ্গ; আর য়ুরোপে যাহার কাট্‌তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঠিক 'হিঙ্গ' নহে, উহার নাম "হিঙ্গারা", ইহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। কিন্তু অনেকে আবার তাহাও স্বীকার করেন না। এ সম্বন্ধে দুই প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। এক মতে নানা প্রকার ভেজাল-দ্রব্যের মিশ্রণে উহার এইরূপ পার্থক্য ঘটা সম্ভব। অন্য মতে ভিন্ন দেশের জলহাওয়ার পার্থক্যবশতঃ এইরূপ বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক পরীক্ষায় ডাক্তার ঐচিসন্ এ প্রশ্নের এক প্রকার শেষ মীমাংসা করেন। তাঁহার মতে যাহা হইতে ঠিক হিং পাওয়া যায়, তাহাকে "আসাফিটিডা" বলা যাইতে পারে না, তিনি উহাকে Ferula alliacea ও Ferula fœtida এই নামে অভিহিত করেন। আর যাহা হইতে গঁদ প্রভৃতি পাওয়া যায় তাহারই নাম Ferula asafœtida। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার ও ডামইকের মধ্যে লেখা লেখি চলে, শেষে উভয়েই একমত হইয়া স্থির করেন যে, ভারতে যে হিঙ্গুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা মসলাদিতে ব্যবহৃত হয়, তাহা উক্ত "ফেরিউলা আলিসিয়া" হইতে উদ্ভূত। উদ্ভিদের ফুল হইতে উৎকৃষ্ট বিবেচনায় বাছিয়া লইয়া যে নির্য্যাস সংগৃহীত হয়, তাহাকেই কান্দাহারী (বা মুলতানী) হিঙ্গ বলা হইয়া থাকে,ইহাই ভারতে উচ্চ দরে বিক্রীত হয়। য়ুরোপের বাণিজ্যে "আসাফিটিডা" নামে যাহা চলিত দেখা যায়, তাহা উক্ত উদ্ভিদের শিকড়ের অপরিষ্কৃত নির্য্যাস হইতে প্রস্তুত। ফল কথা ঐ সকল মতদ্বৈধ সত্ত্বেও ইহাই শেষ দেখা যাইতেছে. কোন এক জাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে হিঙ্গ ও হিঙ্গারা এই উভয় পদার্থ উদ্ভূত হইয়া থাকে কিম্বা এই উভয় প্রকার ভৈষজ্যপদার্থই অবস্থাভেদে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট। এক্ষণে বহুকাল যাবৎ অনুসন্ধানের পর তাঁহারা কেবল এইটুকু স্থির করিতে পারিয়াছেন যে পারস্য হইতে সমুদ্রপথে অধিকাংশ উক্ত ভৈষজ্যদ্রব্য যাহা ভারতবর্ষে আমদানি হইয়া থাকে, তাহা হিঙ্গ এবং উহা পূর্ব্বোক্ত ফেরিউলা আল্‌সিয়া হইতে উদ্ভূত। কিন্তু পারস্য ও তুর্কিস্থান হইতেও বহু পরিমাণে হিঙ্গারার আমদানি দেখিতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া আসাফিটিডা নামক ভৈষজ্যদ্রব্য যাহা আফগানস্থানের প্রান্তর হইতে নদীপথে ভারতে আমদানি হইয়া থাকে, তাহা সমস্তই ফেরিউলা ফিটিডা হইতে উদ্ভূত।

ভারতই উক্ত হিঙ্গের প্রধান বাণিজ্যস্থান। বোম্বাই, সিন্ধুপ্রদেশ, করাচীবন্দর, মান্দ্রাজ ও বঙ্গদেশে যথেষ্ট হিঙ্গ্ আমদানি হয়। ইহার মধ্যে বোম্বাই ও করাচি বন্দরেই এই হিঙ্গের বাণিজ্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কারণ পারস্য-উপসাগর হইতে জলপথে যাহা আমদানি হইয়া থাকে, সে সমস্তই বোম্বাই ও করাচীবন্দরে প্রেরিত হয়। পারস্য হইতে যাহা আমদানি

হয়, সে সমস্ত পারস্য-উপসাগর হইতে সমুদ্রপথে বোম্বাই আসিয়া পৌছে এবং আফগানিস্থানের কাবুল ও কান্দাহার হইতে যাহা স্থলপথে প্রেরিত হয়, সে সমস্ত কান্দাহার ষ্টেট-রেলওয়ে এবং নর্থ ওয়েষ্টারণ রেলওয়ে দিয়া আসিয়া থাকে। সিংহল ও আদেন হইতেও জলপথে ইহার আমদানি দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা কেবল বঙ্গদেশেই আসে। কিন্তু অপরাপর স্থানে তাহার আমদানি কম।

কান্দাহারী বা মুলতানী হিঙ্গ যাহা উচ্চদরে বিক্রীত হয়, তাহা বোম্বাইয়ের বাজারে অল্পপরিমাণেই দেখিতে পাওয়া যায়। হিঙ্গ যখন প্রথমে ভারতে আসিয়া পৌছায়, তখন ইহা টুকরা টুকরা স্বচ্ছ পাথরের কুঁচির মত দেখায়, হাতে করিলে একটু আর্দ্রভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়, ঘর্ষণে রক্তবর্ণ তৈলের ন্যায় এক প্রকার নির্য্যাস বাহির হইতে দেখা যায়, কিন্তু কিছুকাল রাখিলেই উহা কঠিন হইয়া যায় এবং কোঁকড়া কোঁকড়া আকারে পরিণত হয়। বর্ণও আর পূর্ব্বের মত থাকে না। তখন অনেকটা কটাবর্ণের মত দেখিতে হয়। গন্ধের তীব্রতাও পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়। গন্ধের তীব্রতা সম্বন্ধে অনেকে এইরূপও বলেন যে, বেশীদরে বিক্রয় করিবার জন্য অন্য দ্রব্যের মিশণে মহাজনেরা এইরূপ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহার প্রতি মণের দর ২৫৲ টাকা। উত্তম হিঙ্গরার আকৃতি টুকরা টুকরা পাথরখণ্ডের মত এবং ভাঙ্গিয়া দেখিলে প্রায়ই ইহার মধ্যে বালির কুচা পাওয়া যায়, উপরিভাগ দেখিতে পীতবর্ণ, কিন্তু প্রথম অবস্থায় ভাঙ্গিয়া দেখিলে শ্বেতবর্ণ দেখায়, কিন্তু ক্রমশঃ বাতাস লাগিয়া ইহার রং অপরিস্কৃত পীতবর্ণ হয়। ইহার দর কান্দাহারী হিঙ্গের অপেক্ষা মণকরা ২০ টাকা কম। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, কান্দাহারী হিঙ্গের দর মণকরা ৫০ টাকা পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে এবং হিঙ্গরা মণকরা ১৪ টাকা দরেও বিক্রয় হইয়া থাকে।

গুণ—হৃদ্য, কটু, উষ্ণ, কৃমি, বাত, কফ, বিবন্ধ, আধ্মান, শূল ও গুল্মনাশক, চক্ষুষ্য। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে পাচক, উষ্ণ, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, বাত ও বলাসরোগনাশক, রসে ও পাকে কটু, স্নিগ্ধ, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ ও কৃমিনাশক এবং পিত্তজনক।

২ বংশপত্রী। (ভাবপ্র°) ৩ কাকাদনী।

(গরুড়পু° ২০৮ অ°)

হিঙ্গুক (পুং) হিঙ্গু স্বার্থে কন্। হিঙ্গুশব্দার্থ।

হিঙ্গুনাড়িকা (স্ত্রী) হিঙ্গুনঃ নাড়িরিব নাড়ির্যস্যাঃ কপ্-টাপ্। নাড়ীহিঙ্গু, চলিত হিঙ্গারা বা হিঙ্গেড়া। (রাজনি°)

হিঙ্গুনির্য্যাস (পুং) হিঙ্গুন ইব নির্য্যাসো যস্য। নিম্ববৃক্ষ। (অমর)

'নিম্বঃ স্যাৎ পিচুমর্দ্দশ্চ পিচুমন্দশ্চ তিক্তকঃ।
অরিষ্টঃ পারিভদ্রশ্চ হিঙ্গুনির্য্যাস ইত্যপি॥' (ভাবপ্র°)

২ হিঙ্গুরস, হিং। (মেদিনী)

হিঙ্গুপত্র (পুং) হিঙ্গুন ইব পত্রমস্য। ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (রাজনি°)

হিঙ্গুপত্রী (স্ত্রী) হিঙ্গুনঃ পত্রং হিঙ্গুপত্রমিব পত্রমস্যাঃ। স্বনামখ্যাত তৃণ, বংশপত্রতৃণ, পর্য্যায়—কারবী, পৃথুলা, পৃথু, বাষ্পিকা, কবরী, পৃথ্বী, স্বকৃপত্রী, কবরী, পৃথ্বীকা, বাষ্পিকা, বাষ্পকা, বাষ্পা, পত্রী, দীর্ঘিকা, তন্বী, দারুপত্রী, বিল্বী, বাষ্পী। গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, তিক্ত, উষ্ণ, কফ, বাত, আম ও কৃমিনাশক, রুচিকর, পথ্য, দীপন, পাচন। (রাজনি°)

"হিঙ্গুপত্রী ভবেদ্রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা পাচনী কটুঃ।
হৃদ্বস্তিরুগ্‌বিবন্ধার্শঃ শ্লেষ্মগুল্মানিলাপহা॥" (ভাবপ্র°)

ভাবপ্রকাশমতে রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পাচক, কটু, হৃদ্রোগ, বস্তি, বিবন্ধ, অর্শঃ, শ্লেষ্ম, গুল্ম ও বায়ুনাশক।

হিঙ্গুপর্ণী (স্ত্রী) হিঙ্গুন ইব পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। বংশপত্রী।

হিঙ্গুল (পুং ক্লী) হিঙ্গু তদ্বর্ণং লাতীতি হিঙ্গু লা-ক। স্বনামখ্যাত পারদভূয়িষ্ঠ দ্রব্য। (Vermilion) রাগদ্রব্যভেদ, ইহা রক্তবর্ণ। পর্য্যায়—হিঙ্গুলু, রক্ত, মর্কটশীর্ষ, দরদ, রস, হংসপাদ, কুরুবিন্দ, হিঙ্গুলি, রক্তপারদ, বর্ব্বর, সুরঙ্গ, সুগর, রঞ্জন, ম্লেচ্ছ, চিত্রাঙ্গ, চূর্ণপারদ, চর্ম্মারক, মণিরাগ, রসোদ্ভব, বর্ণক, রসগর্ভ। গুণ—মধুর, তিক্ত, উষ্ণ, বাত, কফ, ত্রিদোষ, দ্বন্দ্বদোষ ও জ্বরনাশক।

বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হিঙ্গুল ঔষধে প্রয়োগ করিতে হইলে তাহা শোধন করিয়া লইতে হয়। অশোধিত হিঙ্গুল অপকারক। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে গন্ধক ও হিঙ্গুল প্রভৃতি উপরসমধ্যে পরিগণিত। ইহাতে আংসিক রসের গুণ আছে বলিয়া ইহাকে উপরস কহে। দরদ, ম্লেচ্ছ, চিত্রাঙ্গ ও চূর্ণপারদ এই সকল হিঙ্গুলের পর্য্যায়। হিঙ্গুল তিন প্রকার চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ। ইহারা উত্তরোত্তর অধিক গুণদায়ক, অর্থাৎ চর্ম্মার অপেক্ষা শুকতুণ্ডক গুণদায়ক, শুকতুণ্ডক অপেক্ষা হংসপাদনামক হিঙ্গুল অধিক গুণদায়ক। এই তিন প্রকার হিঙ্গুলের মধ্যে চর্ম্মার শ্বেতবর্ণ, শুকতুণ্ডক পীতবর্ণ এবং হংসপাদ নামক হিঙ্গুল জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ। হংসপাদ হিঙ্গুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুতরাং ঔষধে হিঙ্গুল প্রয়োগ করিতে হইলে হংসপাদ হিঙ্গুলই ব্যবহার করিতে হয়। হিঙ্গুল যথাবিধানে মারণ করিয়া উর্দ্ধপাতনের নিয়মানুসারে ডমরুযন্ত্রে পাক করিয়া যে রস প্রস্তুত হয়, তাহা স্বভাবতঃই বিশুদ্ধ। এইরূপ বিশুদ্ধ হিঙ্গুল পুনরায় আর শোধন করিতে হয় না।

এই শোধিত হিঙ্গুল তিক্ত, কটু, কষায় রস এবং চক্ষুরোগ,

কফ, পিত্ত, হৃল্লাস, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, প্লীহা, আমবাত ও গরদোষনাশক। (ভাবপ্র°) রসেন্দ্রসারসংগ্রহে লিখিত আছে,—হিঙ্গুল অম্লবর্গে পেষণ করিয়া মহিষীদুগ্ধে ৭ বার পেষণ করিলে বিশুদ্ধ হয়।

মেষদুগ্ধে ৭ বার ও অম্লবর্গে ৭ বার ভাবনা দিলেও হিঙ্গুল শোধিত হয়। অন্যবিধ—জম্বীর লেবুর রসে দোলাযন্ত্রে হিঙ্গুল পাক করিয়া অম্লবর্গে ৭ বার ভাবনা দিলে শোধিত হয়। অন্য প্রকার—আদা ও লকুচ রসে ৭ বার ভাবনা দিলে হিঙ্গুল নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ হয়। রসগন্ধকের ন্যায় তেলাকুচা ফলের আভা সদৃশ হিঙ্গুলই শ্রেষ্ঠ। এই বিশুদ্ধ হিঙ্গুল মেহ ও কুষ্ঠনাশক, রুচিকর, বলপ্রদ, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক। হিঙ্গুলের মধ্যে পারদের ভাগ অধিক আছে। মকরধ্বজ প্রস্তুত কালে যে পারদ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হিঙ্গুল হইতে বাহির করিয়া লইতে হয়। ঔষধ কার্য্যে হিঙ্গুলোত্থ পারদই শ্রেষ্ঠ। হিঙ্গুল হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পারদ গ্রহণ করিতে হয়। জম্বীর ও কাগচী লেবুর রসে এক দিন হিঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া ঊর্দ্ধ পাতনযন্ত্রে পাক করিবে। পরে তাহা হইতে পারদ গ্রহণ করিবে। এই পারদ নাগবঙ্গাদি দোষরহিত এবং রসকর্ম্মে প্রশস্ত।

হিঙ্গুলক (পুং ক্লী) হিঙ্গুল স্বার্থে কন্। হিঙ্গুলশব্দার্থ।

হিঙ্গুলা (স্ত্রী) পীঠস্থানবিশেষ। [হিঙ্গলাজ দেখ।]

"ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ।
কোট্টরী সা মহামায়া ত্রিগুণা যা দিগম্বরী॥" (তন্ত্রচূড়ামণি)

এই পীঠস্থানে সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র নিপতিত হয়, এ খানে যে শক্তি আছেন, তাঁহার নাম কোট্টরী, এবং ভৈরব ভীমলোচন। বামনপুরাণের ৬৭ অধ্যায়েও এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

হিঙ্গুলাজা (স্ত্রী) শাক্তমূর্ত্তিভেদ। হিঙ্গলাজে অধিষ্ঠিতা দেবী। [হিঙ্গলাজ দেখ।]

হিঙ্গুলাকৃষ্টরস (পুং) হিঙ্গুল হইতে গৃহীত পারদ রসেন্দ্রসারসংগ্রহে এই রস গ্রহণ করিবার নিয়ম এইরূপ লিখিত আছে,—হিঙ্গুল খণ্ড খণ্ড করিয়া মৃৎপাত্রে লইয়া তিন দিন জম্বীর লেবুর রসে ভাবনা দিবে, তারপর আমকলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া জম্বীর লেবু ও চাঙ্গেরী লেবুর রসে পরিপ্লুত করিয়া হাঁড়ির মধ্যে রাখিবে। মালসা বা হাঁড়ির নীচে খড়ি মাখাইয়া হাঁড়ির মুখে দিয়া সন্ধিস্থান লেপন করিবে। তৎপরে হাঁড়ির নীচে জ্বাল এবং উপরিস্থ পাত্রের মধ্যে শীতল জল প্রদান করিবে, জল উষ্ণ হইলে তুলিয়া ফেলিয়া পুনঃ পুনঃ শীতল জল প্রদান করিবে। এইরূপে ত্রিশবার করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা নির্ম্মল পারদ ঊর্দ্ধে পতিত হইয়া খড়িমাখান পাত্রের সংলগ্ন হইয়া যাইবে। পরে এই নির্ম্মল পারদ গ্রহণ করিবে। ইহা সীসকাদি দোষহীন ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। মতান্তরে কেহ বলেন যে, পালিদা মাদারের রসে ও জম্বীর লেবুর রসে এক এক প্রহর হিঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া যন্ত্রে পারদ গ্রহণ করিবে, এই পারদ সপ্ত কঞ্চুকবর্জ্জিত এবং রসকর্ম্মে নির্ম্মিত।

হিঙ্গুলি (পুং) হিঙ্গু ইব বর্ণং লাতীতি লা-কি। হিঙ্গুল।

হিঙ্গুলিকা (স্ত্রী) হিঙ্গুল ইব বর্ণোঽস্ত্যস্তীতি হিঙ্গুল-ঠন্। কণ্টকারী। (শব্দচ°)

হিঙ্গুলী (স্ত্রী) ১ বার্ত্তাকী। (অমর) ২ বৃহতী। (ভাবপ্র°)

হিঙ্গুলু (পুং ক্লী) হিঙ্গুল। (অমর)

"হিঙ্গুলে হিঙ্গুলুর্যাতি দরদং শুকতুণ্ডকঃ।" (রসেন্দ্রসারস°)

হিঙ্গুলেশ্বর (পুং) জ্বরাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পিপুল, শোধিত হিঙ্গুল ও শোধিত বিষ এই সকল দ্রব্য জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান মধু। এই ঔষধসেবনে বাতজ্বর প্রশমিত হয়।

হিঙ্গুলোত্থিতরস (পুং) হিঙ্গুলনিষ্কাশিত পারদ, হিঙ্গুল হইতে যে পারদ বাহির করা হয়। [হিঙ্গুল ও পারদ শব্দ দেখ।]

হিঙ্গুশিরাটিকা (স্ত্রী) হিঙ্গুল ইব শিরাং অটতীতি অট্-ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। বংশপত্রী তৃণ। (রত্নমালা)

হিঙ্গূল (ক্লী) মধুমূল, চলিত আলু। (শব্দচ°)

হিঙ্গোনা, গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম, কুবারি নদীর বামতটে অবস্থিত। মহারাজপুরের যুদ্ধের পূর্ব্বে লর্ড এলেনবরা হুগ গাফের সহিত এই গ্রামে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

হিঙ্গোলা, নিজামরাজ্যের অন্তর্গত গর্ভাণী মহকুমার একটী সহর। হায়দরাবাদ হইতে একোলা যাইবার পথে এই সহরটী অবস্থিত। অক্ষা° ১৯°৪৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১৭´ পূঃ। এখানে একটি বিখ্যাত তুলার বাজার আছে। ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হওা গ্রামে একটি বৃহৎ শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ (ক্লী) অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিঙ্গু প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণের উপযুক্ত পরিমাণে যে মাত্রা জীর্ণ হওয়া সম্ভব, সেই মাত্রায় ভোজনের প্রথম গ্রাসে ঘৃত সহ সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি ও বাতরোগ নাশ হয়। ভানুদাস বলেন যে অন্নের উপরি ভাগে চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ঘৃত মাখাইয়া উহার সহিত মিশ্রিত তিন গ্রাস অন্ন প্রথমে ভোজন করা কর্ত্তব্য। এই চূর্ণ অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক। (ভৈষজ্যরত্না° অগ্নিমান্দ্যরোগাধি°)

হিজড়, হিজড়া (হিন্দী) ক্লীব, নপুংসক, খোজা।

হিজরা (আরবী) মুসলমান-জগতে ব্যবহৃত প্রসিদ্ধ অব্দ,

হিজিরা। হিজরা শব্দের মূল অর্থ পলায়ন। মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণের পলায়নই প্রধানতঃ 'হিজরা' নামে খ্যাত। [মহম্মদ দেখ।] বিপক্ষগণের উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মহম্মদ পঞ্চদশ শিষ্য সমভিব্যাহারে 'হাবস' দেশে যে পলাইয়া যান, ইহাই প্রথম হিজরা। মহম্মদের এই প্রথম পলায়ন হইতে হিজরা অব্দ আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু মক্কা হইতে মেদিনায় তাঁহার দ্বিতীয়বার পলায়ন-কাল হইতেই হিজ্‌রা অব্দ প্রচলিত হয়। ৬২২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই বৃহস্পতিবার এই অব্দের আরম্ভ দিন। হিজরা বর্ষ ১২ মাসে ও প্রত্যেক মাস ২৯ দিন ও ৪৪ মিনিটে বিভক্ত। হিজরার এক বর্ষে ৩৫৫ দিন ৮ ঘণ্টা ও ৪৮ মিনিট। হিজ্‌রা মাসের নাম যথা—

মাস	দিনসংখ্যা	মাস	দিনসংখ্যা
১ মহরম	৩০	৭ রজব	৩০
২ সফর "	২৯	৮ সাবান "	২৯
৩ রবিউল আবল্ "	৩০	৯ রমজান "	৩০
৪ রবিউস্‌সানি "	২৯	১০ শাবাল "	২৯
৫ জমাদ-উল্ আবল্	৩০	১১ জিলকদা "	৩০
৬ জমাদি-উস্‌সানি "	২৯	১২ জিলহিজ্জ "	২৯

[সংবৎসর দেখ।]

হিজল (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, হিজ্জলবৃক্ষ।

হিজলদাগা (দেশজ) অশিষ্ট, যাহারা কথা শোনে না।

হিজলী, মেদিনীপুর জেলাস্থ একটী সমুদ্র-তীরবর্ত্তী ভূভাগ। রূপনারায়ণের মোহনা হইতে পশ্চিমে হুগলী বা ভাগীরথীর তীর এবং উত্তরে বালেশ্বর জেলার সীমা পর্য্যন্ত এই ভূভাগ বিস্তৃত। অক্ষা° ২১° ৩৭′ হইতে ২২° ১১′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ২৭′ ৩০″ হইতে ৮৮° ১′ ৪৫″ পূঃ। ইহার ভূপরিমাণ প্রায় ১০১৪ বর্গমাইল। গবর্মেণ্টের এক চেটিয়া লবণব্যবসায় উঠিবার পূর্ব্বে এখানে অতি বিস্তৃত লবণের কারবার ছিল। সমুদ্রের লবণাক্ত জল সিদ্ধ করিয়া সেই লবণ প্রস্তুত হইত। লিবারপুল-লবণের প্রতিযোগিতায় এখানকার কারবার উঠিয়া যায়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলে হিজলী তমলুক ও মহিষাদল লইয়া এক বৃহৎ পরগণা বলিয়া গণ্য ছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তমলুক ও মাহষাদল পৃথক্ হইয়া যায় এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হিজলীও মেদিনীপুর জেলার এবং ইহার দক্ষিণাংশের তিনটী পরগণা ও বালেশ্বর জেলার সামিল হইল। দেশাবলী-বিবৃত গ্রন্থে এই স্থান 'হিজ্জল' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

হিজলীবাদাম (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

হিজলীমেন্দী (দেশজ) একপ্রকার মেন্দী গাছ।

হিজ্জ (পুং) হিজ্জলবৃক্ষ, হিজল গাছ। (শব্দচ°)

হিজ্জল (পুং) হিজ্জ ইতি নাম লাতীতি লা-ক। বৃক্ষবিশেষ, হিজল গাছ। হিন্দী—সমুন্দর ফল, ইজর। মহারাষ্ট্র—পর্য্যান্। কলিঙ্গ-তোরেগণগিল। উৎকল—কিঞ্জোলী। বম্বে সমুদ্রফল ও পরেল। সংস্কৃত পর্য্যায়—নিচুল, ইজ্জল পিচুল, নদীকান্ত, অম্বুজ, ধনদ, কান্ত, জলজ, দীর্ঘপত্রক, নদীজ, রক্ত, কার্ম্মুক। গুণ—কটু, উষ্ণ, পবিত্র, ভূত, বাতাময় ও নানা গ্রহচারাদিদোষনাশক। ভাবপ্রকাশমতে ইহা জলবেতসের ন্যায় গুণযুক্ত এবং বিষনাশক।

"ইজ্জলো হিজ্জলশ্চাপি নিচুলশ্চাম্বুজস্তথা।
জলবেতসবদ্বেত্তো হিজ্জলোঽয়ং বিষাপহঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

হিঞ্জীর (পুং) হস্তিপাদবন্ধনরজ্জু বা শৃঙ্খল।

'বিন্দুজালং পুনঃপদ্মং শৃঙ্খলো নিগড়োঽন্দুকঃ।
হিঞ্জীরশ্চ পাদপাশো বারিস্ত গজবন্ধভূঃ॥' (হেম)

হিড়্, ১ গতি। ২ অনাদর। ভ্বাদি°, আত্মনে°, সক°, সেট্। এই ধাতু ইদিৎ, হিড়ি হিড় ধাতু। লট্ হিণ্ডতে। লোট হিণ্ডতাং। লিট্ জিহিণ্ডে। লুট্ হিণ্ডিতা। লুঙ্ অহিণ্ডিষ্ট, সন্ জিহিণ্ডিষতে, যঙ্ জেহিণ্ড্যতে।

হিড়িম্ব (পুং) এক প্রসিদ্ধ রাক্ষস। মহাভারতের আদিপর্ব্বে হিড়িম্ববধ পর্ব্বাধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি—পাণ্ডবগণ জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া বনে গমন করিলে পর একদিন রজনীতে যুধিষ্ঠিরাদি সকলে নিদ্রা যাইতেছেন, ভীম জাগ্রত থাকিয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত আছেন। ইহার অনতিদূরে শালবৃক্ষে হিড়িম্ব ও তাহার ভগিনী হিড়িম্বা রাক্ষসী বাস করিত। হিড়িম্ব অনেক দিন পরে মানুষের শব্দ পাইয়া মনুষ্যসমাগম জানিল এবং উল্লাসে বলিল, ভগিনী, আজ বহুদিন পরে মানুষের গন্ধ পাইতেছি। এই ঘোর বনে কে আসিয়াছে, একবার দেখিয়া আইস, বহুদিনের পর আজ আমাদের নরমাংসে পর্য্যাপ্ত ভোজন হইবে। অতঃপর হিড়িম্বা ভ্রাতার আদেশে তথায় গমন করিয়া দেখিল, যুধিষ্ঠিরাদি নিদ্রিত আছেন, ভীম জাগিয়া আছে। হিড়িম্বা ভীমের আনন্দ কমনীয়কান্তি অবলোকন করিয়া কামাতুরা হইয়া পড়িল এবং অতিশয় সুন্দরী স্ত্রীর রূপ পরিগ্রহ করিয়া ভীমের নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিল, আপনি কোথা হইতে এখানে আসিয়াছেন। সম্মুখে দেবরূপী যাঁহারা নিদ্রা যাইতেছেন, তাঁহারাই বা কে? এই গহনবন রাক্ষসবেষ্টিত, তাহা কি আপনারা অবগত নহেন। এই বনে অতি ক্রূরপ্রকৃতি হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস আছে। আমি তাহার ভগিনী। হিড়িম্ব মানুষের গন্ধ পাইয়া আমাকে সন্ধানে পাঠাইয়াছে। আমি আপনার দেবোপম রূপ দেখিয়া কামবশগা হইয়াছি, অতএব আমি আপনার হিতসাধন করিব। এই স্থানে থাকিলে হিড়িম্বের হাতে নিস্তার

পাইবার আশা নাই। আপনি ইহাদিগকে সত্বর নিদ্রা হইতে জাগ্রত করুন। আমি সকলকে লইয়া দূরে প্রস্থান করিতেছি।

ভীম হিড়িম্বার কথা শুনিয়া হাস্য সহকারে কহিল, আমার ভ্রাতৃগণ সুখে নিদ্রা যাইতেছে, তোমার কথায় ইহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ করিব না, তোমার ভ্রাতার ভয়ে আমরা ভীত নহি। রাক্ষস, দেবতা, যক্ষ প্রভৃতি কাহাকেও আমরা ভয় করি না। এদিকে হিড়িম্ব হিড়িম্বার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সেই বৃক্ষ হইতে নামিয়া সেই দিকে গমন করিতে লাগিল। হিড়িম্বা তখন হিড়িম্বকে আসিতে দেখিয়া অতি করুণ ও মধুর বাক্যে কহিতে লাগিল, নির্দ্দয় ক্রূররাক্ষস হিড়িম্ব এদিকে আসিতেছে, আসিয়াই আপনাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে, অতএব আপনি আপনার ভ্রাতাদিগকে জাগরিত করিয়া আমার পৃথুল শ্রোণিদেশে উপবেশন করুন, আমি অনায়াসে আপনাদিগকে অচিরে সুদূরে লইয়া যাইব। এমন সময় হিড়িম্ব তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, হিড়িম্বা অতিশয় রমণীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভীমের সহিত কথোপকথন করিতেছে। ইহাতে হিড়িম্ব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভগিনীকে তিরস্কার করিয়া কহিল, দুর্ব্বৃত্তে! তুই কামবশবর্ত্তিনী হইয়া মানুষকে কামনা করিয়া আমার অপকার করিতেছিস্, অতএব অগ্রে তোকে বিনাশ করিয়া এই মানুষদিগকে সুখে ভক্ষণ করিব।

ভীম তাহার এই কথা শুনিয়া কহিল, আমার ভ্রাতৃগণ সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, তাঁহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত না করিয়া এবং নিরপরাধিনী তোমার ভগিনীকে কিছু না বলিয়া আমার নিকটে আইস, তাহা হইলেই তোমার গর্ব্ব অচিরে বিনষ্ট হইবে। তোমার আসন্নকাল উপস্থিত, নচেৎ এই রূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইল কেন। হিড়িম্ব ভীমের এই কথায় অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমকে আক্রমণ করিল। তখন উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তাহাদের যুদ্ধের শব্দে যুধিষ্ঠিরাদি সকলে জাগিয়া উঠিলেন। তখন ভীম অচিরে হিড়িম্বকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন।

এদিকে কুন্তী হিড়িম্বার অমানুষরূপ অবলোকন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এই বনের দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব বা কিন্নরকন্যা, নচেৎ মানুষের এইরূপ অলৌকিক রূপ সম্ভবে না। হিড়িম্বা কুন্তীর এই কথা শুনিয়া তাহাকে কহিলেন, আমি হিড়িম্ব রাক্ষসের ভগিনী, নাম হিড়িম্বা। পূর্ব্বোক্ত রাক্ষস এই বনের অধিপতি। হিড়িম্ব সপুত্র আপনাকে হনন করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছিল, কিন্তু আমি আপনার পুত্রকে দেখিয়া কামবশগা হইয়া আপনার পুত্রকেই ভর্ত্তৃত্বে বরণ করিয়াছি।

এমন সময়ে ভীম হিড়িম্বকে নিধন করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া হিড়ম্বাকে কহিল, হিড়িম্বে! এখন তুমিও তোমার ভ্রাতার পদ অনুসরণ কর। ভীম এই কথা বলিলে যুধিষ্ঠির ভীমকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, স্ত্রী অবধ্য, অতএব ইহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিও না।

পরে হিড়িম্বা কৃতাঞ্জলি হইয়া কুন্তীকে কহিতে লাগিল, আর্য্যে! আপনি স্ত্রীদিগের অনঙ্গজদুঃখ অবগত আছেন, আমি সুহৃদ্, আত্মীয়স্বজন ও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্রকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। অতএব আপনি আপনার পুত্রকে বলিয়া দিন। তখন ভীম কুন্তীর আদেশ অনুসারে তাহাকে কহিলেন, যতদিন তোমার পুত্র না হইবে, ততদিন তোমার সহিত থাকিব।

পরে হিড়িম্বা পরমরূপ ধারণপূর্ব্বক রাত্রিকালে ভীমসেনকে লইয়া রমণীয় সরোবর, নদী, দ্বীপ, প্রদেশ, গিরিনদী প্রভৃতি রমণীয় স্থানসমূহে বিহার করিতে লাগিল। রাত্রিকালে ভীমসেনকে লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ ও এইরূপে বিহার করিত, আবার প্রাতঃকালে ভীমসেনকে যথাস্থানে আনিয়া দিত। এইরূপে কিছুদিন অবস্থানের পর তাহার গর্ভ হইল। এই গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। পুত্র হইলে ভীম হিড়িম্বাকে পরিত্যাগ করিলেন। এই ঘটোৎকচ ভারতযুদ্ধে কর্ণহস্তে নিহত হন।

(ভারত আদিপর্ব্ব) [বিশেষ বিবরণ ঘটোৎকচ শব্দে দেখ]

হিড়িম্বজিৎ (পুং) হিড়িম্বং জিতবান্ জি-ক্বিপ্, তুক্ চ। ভীমসেন।

হিড়িম্বনিসূদন (পুং) হিড়িম্বং নিসূদয়তীতি নি-সূদ-ণিচ্-ল্যু। ভীম।

হিড়িম্বভিৎ (পুং) হিড়িম্বং ভিনত্তীতি-ভিদ্ ক্বিপ্। ভীম।

হিড়িম্বা (স্ত্রী) হিড়িম্বরাক্ষসের ভগিনী, ঘটোৎকচের মাতা।

[বিশেষ বিবরণ হিড়িম্ব ও ঘটোৎকচশব্দে দেখ]

হিড়িম্বাপতি (পুং) হিড়িম্বায়াঃ পতিঃ। ১ ভীম। ২ হনুমান্।

হিড়িম্বারমণ (পুং) হিড়িম্বায়াঃ রমণঃ। ১ ভীমসেন। ২ হনুমান্। (ত্রিকা°)

হিণ্ডক (পুং) ১ চালক। ২ ভ্রমণশীল।

হিণ্ডন (ক্লী) হিণ্ড-ল্যুট্। ১ ভ্রমণ। ২ যান। ৩ ক্রীড়া। ৪ রত।

হিণ্ডিক (পুং) লগ্নাচার্য্য। (হারাবলী)

হিণ্ডির (পুং) হিণ্ডীরশব্দার্থ। [হিণ্ডীর দেখ]

হিণ্ডী (স্ত্রী) দুর্গা। (ত্রিকা°)

হিণ্ডীর (পুং) হিণ্ডাতে ইতস্ততো গচ্ছতীতি হিণ্ড-ঈরণ্ (উণ্ ৪।৩০) ১ সমুদ্রফেনা।

"এতদ্বিভাতি চরমাচলচূড়চুম্বিহিণ্ডীরপিণ্ডরুচিশীতমরীচিবিম্বং।
উজ্জ্বালিতস্য রজনীং মদনানলস্য ধূমং দধৎ প্রকটলাঞ্ছন-কৈতবেন॥"

(সাহিত্যদর্পণ ১০।৬৮৩)

২ বার্ত্তাকু, বেগুন। ৩ পুরুষ। ৪ রুচক। (ক্লী) ৫ দাড়িম্ব।

হিঙুক (পুং) শিব। (ভারত অনুশাসনপ°)

হিত (ত্রি) হি গতি-প্রেরণে বা ধারণে পুষ্টৌ বা ক্ত। ১ পথ্য। ২ গত। ৩ ধৃত। (মেদিনী) ৪ ইষ্টসাধন। মঙ্গল, শুভ। যাহাতে ইষ্ট সাধন হয়, তাহাই হিতশব্দবাচ্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যাহারা হিতাহিতবিচারশূন্য, তাহারা পশুতুল্য, পশু আর তাহাদের কোন প্রভেদ নাই।

"গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতো ন যৎ।
সত্ত্বসত্ত্বহিতার্থায় তৎ পশোরিব চেষ্টিতং॥
অহিতহিতবিচারশূন্যবুদ্ধেঃ শ্রুতিসময়ৈর্বহুভির্বর্জ্জিতস্য।
উদরভরণমাত্রতুষ্টবুদ্ধেঃ পুরুষপশোঃ পশোশ্চ কো বিশেষঃ॥"
(গরুড়পু° ১১৫অ°)

৩ মিত্র, জ্যোতিষমতে গ্রহদিগের অবস্থানভেদে সংজ্ঞাবিশেষ।

"হিতসমরিপুসংজ্ঞা যে নিসর্গে নিরুক্তা
অধিহিতহিতমধ্যাস্তেঽপি তৎকালমিত্রৈঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

গ্রহদিগের স্বাভাবিক হিত, অধিহিত ও সম আছে, কিন্তু অবস্থান বিশেষে ইহার অন্যথা হইয়া থাকে। গ্রহদিগের যিনি স্বাভাবিক হিত অর্থাৎ মিত্র, তিনি তৎকালে অর্থাৎ জাতচক্রের অবস্থানকালেও হিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি অধিহিত হন। বৃহস্পতি, রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল হিত, এবং বৃহস্পতি যে রাশিতে অবস্থিত আছেন সেই রাশি হইতে যদি উক্ত তিনটী গ্রহ ৪, ১০, ২, ৩ ও একাদশ স্থানস্থিত হন, তাহা হইলে তাহারা অধিহিত হইয়া থাকেন, স্বাভাবিক হিতগ্রহ অহিত স্থানে থাকিলে সম হইয়া থাকেন। লগ্নের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপ হিতগ্রহ শুভ ফল এবং অধিহিত গ্রহ অধিক শুভফল-দায়ক হইয়া থাকেন। ৫ যোগ্য, উপযুক্ত, ৬ উপকারক, ৭ প্রিয়। ৮ অনুকূল।

হিতক (পুং) হিতমর্হতীতি সংজ্ঞায়াং কন্। ১ শিশু। (রাজনি°) হিত স্বার্থে কন্। ২ হিতশব্দার্থ।

হিতকর (ত্রি) করোতীতি করঃ হিতস্য করঃ। মঙ্গলদায়ক, উপকারী, যিনি সর্ব্বদা হিত করেন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হিতকরী।

হিতকর্ম্মন্ (ক্লী) হিতং কর্ম্ম। মঙ্গলজনক কর্ম্ম, হিতকার্য্য, যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে হিত অর্থাৎ মঙ্গল হইয়া থাকে।

হিতকাম (ত্রি) হিতঃ কামঃ কামনা যস্য। হিতকামী, হিতাভিলাষী, যিনি সর্ব্বদা মঙ্গলকামনা করিয়া থাকেন।

"সুহৃদাং হিতকামানাং যঃ শৃণোতি ন ভাষিতং।
বিপদ্ সন্নিহিতা তস্য স নরঃ শত্রুনন্দনঃ॥" (হিতোপ°)

যিনি হিতকামী বন্ধুর বাক্য শুনেন না, তাহার বিপদ্ অতি নিকট এবং তিনি শত্রুদিগের আনন্দবর্দ্ধক হইয়া থাকেন।

হিতকাম্যা (স্ত্রী) হিতমিচ্ছতি হিত-কাম্যচ্, অত্ টাপ্। হিতেচ্ছা, হিতাভিলাষ।

"এবং স ভগবান্ দেবো লোকানাং হিতকাময়া।
ধর্ম্মস্য পরমং গুহ্যং মমেদং সর্ব্বমুক্তবান্॥" (মনু ১২।১১৭)

হিতকারক (ত্রি) হিতস্য কারকঃ। মঙ্গলকারক, হিতকর, যিনি হিত করেন।

হিতকারিন্ (ত্রি) হিতং করোতীতি কৃ-ণিনি, মঙ্গলকারক, শুভকারক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হিতকারিণী।

হিতকৃৎ (ত্রি) হিতং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্, তুক্ চ। হিতকারী।

হিতপ্রণী (পুং) হিতং প্রণয়তীতি প্র-নী-ক্বিপ্। চর, দূত।

হিতপ্রয়স (ত্রি) প্রেরিত ধন, যিনি ধন প্রেরণ করিয়াছেন।

"হিতপ্রযসা বিষ্ণু যজ্বা" (ঋক্ ১০।৬১।১৫) 'হিতপ্রযসা প্রেরিতধনৌ' (সায়ণ)

হিতবাদিন্ (ত্রি) হিতং বদতি বদ-ণিনি। হিতকথনশীল, যিনি হিত কথা বলেন। হিতকথনশীল, সৎপরামর্শদায়ক।

হিতবুদ্ধি (স্ত্রী) হিতা বুদ্ধিঃ। ১ শুভ বুদ্ধি, উত্তম বুদ্ধি। (ত্রি) হিতা বুদ্ধির্যস্য। ২ শুভ বুদ্ধিবিশিষ্ট, হিতকর বুদ্ধিযুক্ত।

হিতমিত্র (ত্রি) হিতকর মিত্রবিশিষ্ট। "উক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা" (ঋক্ ১।৭৩।৩) 'হিতমিত্রঃ হিতানি অনুকূলানি মিত্রাণি যস্য' (সায়ণ)

হিতবচন (ক্লী) হিতং হিতকরং বচনং। হিতকর বাক্য, হিতকথা।

"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ" (ভারবি ১ স°)

হিতবৎ (ত্রি) হিত অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। হিতবিশিষ্ট।

হিতরামরায়, একজন হিন্দী কবি। কৃষ্ণানন্দ ব্যাস তাঁহার রাগকল্পদ্রুমে 'ভগবান্ হিতরামরায়' নামে ইহার কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হিতলোহিত (পুং) তুবর, যাবনাল। (রাজনি°)

হিতহরিবংশ স্বামী গোঁসাই, একজন বিখ্যাত হিন্দীকবি। ইনি হরিরাম শুক্ল ওরফে ব্যাসস্বামীর পুত্র এবং নরবাহন প্রভৃতি বহু হিন্দীকবির গুরু। ইনি সংস্কৃতভাষায় 'রাধা সুধানিধি' ও হিন্দীভাষায় 'হিত চৌরাসিধাম' রচনা করেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনিও বিদ্যমান ছিলেন, ইঁহার সাধুচরিত্রের জন্য সকলেই ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন।

হিতাইত, হিত্তাইৎ (Hittite) বাইবেলবর্ণিত একটী পরাক্রান্ত জাতি। (I Kings x. 29, Kings vii. 6) চারি হাজার বর্ষপূর্ব্ব হইতে ইহারা সিরীয়ায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। প্রাচীন মিসরবাসিগণ ইহাদিগকে 'খেতা' ও আসিরীয়গণ 'খেত্তা' নামে ডাকিত। অল্পদিন হইল, এসিয়া-মাইনরের অন্তর্গত বোঘজ্‌কোই নামক স্থান হইতে প্রায় ১৪০০

খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের কএকখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, তৎপূর্ব্ব হইতেই হিতাইতগণ এসিয়ামাইনরে আধিপত্য করিতেছিল। মিতানি বা উত্তর মেসোপোটেমিয়ার অধিপতিগণের সহিত হিতাইতপতির সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ হইত। অবশেষে উভয়জাতি সন্ধিসূত্রে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন। উক্ত সুপ্রাচীন শিলালিপিতে উভয় পক্ষীয় রাজবংশের উপাস্য দেবদেবীর পরিচয় আছে।* এই লিপি হইতে আরও জানা যায় যে, হিতাইতগণের প্রতিপক্ষ মিতনিগণ মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যযুগল প্রভৃতি বৈদিক দেবতার উপাসক। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই দূর অতীতকালেও এসিয়ামাইনরে বৈদিক দেবপূজা প্রচলিত হইয়াছে।†

১৩৪০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে হিতাইতগণ ২য় রমেশের (Rameses II) নিকট পরাজিত ও তাহাদের রাজধানী কেতেশ বিধ্বস্ত হয়। ঐ রাজধানী 'কদম' নামেও পরিচিত। আধুনিক পুরাবিদ্‌গণ ওরন্তিন নদীর বামতীরে বর্ত্তমান 'তেল-নবি-মহন্দি' নামে যে বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ আছে, এই স্থানে এক সময়ে হিতাইতগণের রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান করেন। এই সুপ্রাচীন রাজধানী যে কিরূপ দুর্ভেদ্য ছিল, পাহাড়ের উপর ইহার অবস্থান ও ওরন্তি হ্রদের বাঁধ এবং প্রাচীন গড়খাই পরিদর্শন করিলে সহজেই অনুমিত হয়।

হিতাইতদিগের অভ্যুদয়কালে তাহাদের ব্যবহৃত লিপিই এসিয়ার প্রতীচ্য ও য়ুরোপের প্রাচ্যভূভাগের সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছিল। ৮৩৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে শালমনেসর সকল হিতাইতপতিকে পরাজয় করেন, এই সময় হইতে এই জাতির অবনতির সূত্রপাত এবং আসিরীয়পতি সারগণের সময় ৭১৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে হিতাইতপতি পিসিরির পতনের সহিত হিতাইত-রাজ্য বিলুপ্ত ও হিতাইতলিপির প্রচলন বন্ধ হয়। এই সময় হইতেই আসিরীয় কোণাকার লিপি হিতাইতলিপির স্থান অধিকার করিয়া বসিল। এসিয়ামাইনর ও সাবপ্রসের নানাস্থানে হিতাইতদিগের সুপ্রাচীন পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

হিতাধায়িন্ (ত্রি) হিতকর, হিতকারক।

হিতানুবন্ধিন্ (ত্রি) হিতকামী।

হিতার্থিন্ (ত্রি) হিতমর্থয়তীতি অর্থি-ণিনি। হিতাভিলাষী, হিতকামী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হিতার্থিনী।

হিতাবলী (স্ত্রী) হিতানাং আবলী যত্র। স্বনামখ্যাত ঔষধবৃক্ষবিশেষ। হিন্দী হিয়াবলী। পর্য্যায়—হৃদগাত্রী, কুষ্টঘ্নী, অঙ্গারগ্রন্থি, গ্রন্থিল। গুণ—সারক, তিক্ত, প্লীহা, গুল্মোদর, কৃমি, ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক। (রাজনি°)

হিতাশংসা (স্ত্রী) হিতস্য আশংসা। হিতেচ্ছা, হিতাভিলাষ।

হিতাহিত (ত্রি) হিত ও অহিত, শুভাশুভ, ভালমন্দ।

হিতৈষিন্ (ত্রি) হিতমিচ্ছতীতি হিত-ইষ-ণিনি। হিতেচ্ছাকারী, হিতাভিলাষী, যিনি হিত করিতে ইচ্ছা করেন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হিতৈষিণী।

হিতোক্তি (স্ত্রী) হিতস্য উক্তিঃ। পথ্যবচন, হিতকথন।

হিতোপদেশ (পুং) হিতানামুপদেশঃ। সৎপরামর্শদান, হিতবাক্যোপদেশ।

"হিতোপদেশশ্চ পথি ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ।
বিদুরেণ কৃতো যত্র হিতার্থং ম্লেচ্ছভাষয়া॥" (ভারত ১।২।১০১)

হিতানামুপদেশো যত্র। ২ গ্রন্থবিশেষ। বিষ্ণুশর্ম্মা এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা একখানি নীতিগ্রন্থ। মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারিটী বিষয় লইয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই হিতোপদেশ সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিলে সংস্কৃতভাষায় পটুতা, সকলস্থলে বাক্যের বৈচিত্র্য এবং নীতিবিদ্যা লাভ হয়। এই গ্রন্থের প্রথমে এই শ্লোক লিখিত আছে—

"সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু প্রসাদাত্তস্য ধূর্জ্জটেঃ।
জাহ্নবীফেনরেখেব যন্মূর্দ্ধ্নি শশিনঃ কলা॥ ১
শ্রুতো হিতোপদেশোঽয়ং পটুতাং সংস্কৃতোক্তিষু।
বাচাং সর্ব্বত্র বৈচিত্র্যং নীতিবিদ্যাং দদাতি চ॥" ২ (হিতোপদেশ)

এই গ্রন্থে বালকদিগকে কাককূর্ম্মাদির কথাচ্ছলে নীতি উপদেশ করা হইয়াছে। বিষ্ণুশর্ম্মা উন্মার্গগামী রাজপুত্রকে কথাচ্ছলে এই গ্রন্থ উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে নীতিশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ অতি প্রাচীন ও উপাদেয়।

পঞ্চতন্ত্র নামে যে অতি প্রাচীন আখ্যায়িকা পুস্তক প্রচলিত ছিল, হিতোপদেশ তাহারাই একটী পুনঃসংস্করণ। ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ নীতিশাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত। রাজকুমারগণের ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনের জন্য তাঁহাদিগকে এই হিতোপদেশ পড়ান হইত। পাটলিপুত্রপতি একদিন মূর্খ রাজকুমারগণের ভাবিজীবনের অবস্থা ভাবিয়া দুঃখ করিতেছিলেন, বিষ্ণুশর্ম্মা নামে এক পণ্ডিত তাহা শুনিতে পান, তিনি ছয়মাসের মধ্যে রাজকুমারদিগকে নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ করিবার জন্য এই হিতোপদেশ রচনা করেন। এই গ্রন্থ চারি খণ্ডে বিভক্ত। ১ম—মিত্রলাভ, ২য়—সুহৃদ্‌ভেদ, ৩য়—বিগ্রহ (যুদ্ধ) ও ৪র্থ—খণ্ডে সন্ধি। প্রথম দুই খণ্ড সর্ব্বসাধারণের উপযোগী, কিন্তু ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড রাজা ও মন্ত্রিগণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। বিষ্ণুশর্ম্মা এই গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র হইতেও দৃষ্টান্তস্বরূপ বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। পশুপক্ষী লইয়া হিতোপদেশের

* Mitteilungen der Deutschen Orientgesellschaft, Nro.35.
† Journal of the Royal Asiatic Society for 1910, p. 456 ff.

প্রত্যেক গল্প রচিত হইলেও তাহা এরূপ হৃদয়গ্রাহী ও সুললিত ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, সহজেই তাহা সুকুমার বালকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে। এজন্য সমস্ত ভারতে বহুদিন হইতে হিতোপদেশের যথেষ্ট সমাদর।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে পারস্যসম্রাট্ নসিবানের আদেশে হিতোপদেশ প্রাচীন পারস্যভাষায় অনূদিত হয়। সেই পারস্যানুবাদ হইতে আবার খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে আরব্য অনুবাদ হইয়াছিল, এই অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'কলিলা-ও-দমনা'। ইহা হিতোপদেশবর্ণিত করটক ও দমনক নামক দুই ধূর্ত্ত শৃগালের নামান্তর। 'কলিলা ও দমনা' গ্রন্থ আবার হিব্রু, সিরীয় ও গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে কাপুয়াবাসী জোহন্ (John) নামে এক ব্যক্তি হিব্রু অনুবাদ প্রকাশ করেন। তদ্দৃষ্টেই য়ুরোপের সকল ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রচারিত হয়। বৃটীশ বালকগণের নিকট হিতোপদেশ Pilpay's Fables নামে সুপরিচিত। পূর্ব্বতন পারস্যানুবাদ ব্যতীত আধুনিক পারস্য ও তুর্কীভাষায় ইহার যথেষ্ট অনুবাদ হইয়াছে। তন্মধ্যে পারসীপণ্ডিত হুসেন-বৈজ-কশিফির 'আন্-বার-ই-সুহৈলি' সমস্ত মুসলমানজগতে প্রসিদ্ধ। য়ুরোপ ও মুসলমানজগতের নানা স্থানে ইহার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে হুসেন বৈজ হিতোপদেশের কতকগুলি গল্প লইয়া তাহার সঙ্গে স্বরচিত কতকগুলি গল্পও যোগ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু হিতোপদেশের সরল, সুললিত ও চিত্তাকর্ষী গল্পের পার্শ্বে তাঁহার রূপক অলঙ্কার ও অত্যুক্তিপূর্ণ কল্পনা তুল্য আসন পাইতে পারে নাই। অকবর বাদশাহের সচিব আবুল্ ফজল হুসেন বৈজের উক্ত দোষগুলি ব্যক্ত করিয়া পারস্যভাষায় ইয়ার-ই-দানিস্ (জ্ঞানের স্পর্শমণি) নামে আর একখানি সরল অনুবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইয়ার-ই-দানিসের আবার 'খিরাদ-অফ্‌রোজ্' নামে উর্দ্দু অনুবাদ হইয়াছে। এই দুই খানি গ্রন্থই ভারতীয় মুসলমানসমাজে বিশেষ সমাদৃত। এতদ্ব্যতীত ভারতের আধুনিক শ্রেষ্ঠ সকল ভাষাতেই হিতোপদেশের অনুবাদ দৃষ্ট হয়।

হিতোপদেষ্টৃ (ত্রি) হিতস্য উপদেষ্টা। হিতোপদেশক, যিনি উপদেশ দেন, সৎপরামর্শদাতা।

হিন্তাল (পুং) স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। চলিত হেঁতাল, দক্ষিণদেশে হিন্তালু বলিয়া প্রসিদ্ধ। পর্য্যায়—স্থূলতাল, বদ্ধপত্র, বৃহদ্দল, স্থিরপত্র, দ্বিধালেখা, শিরাপত্র, অস্থিরাজ্জিপ, গর্ভস্রাবী, নীলতাল, ভীষণ, বহুকণ্টক, অম্লসার, বৃহত্তাল। গুণ—মধুরাম্ল, কফবর্দ্ধক, পিত্তজদাহনাশক, শ্রমতৃষ্ণাপহারক, শীতল ও বাত-দোষবর্দ্ধক। (রাজনি॰)

হিন্তাল তৃণরাজের মধ্যে পরিগণিত। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এই হিন্তালপত্র দ্বারা দন্তধাবন করিতে নাই। অজ্ঞানতা-বশতঃ যদি কেহ করে, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত গোদর্শন না হয়, ততক্ষণ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।

"গুবাকতালহিন্তালাস্তথা তাড়ী চ কেতকী।
খর্জ্জুরনারিকেলৌ চ সপ্তৈতে তৃণরাজকাঃ॥
তৃণরাজশিরাপত্রৈর্যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং।
তাবদ্ভবতি চণ্ডালো যাবদ্‌গাং নৈব পশ্যতি॥" (আহ্নিকাচারতত্ত্ব)

হিন্দ্ (পারস্য) সংস্কৃত সিন্ধুশব্দের পারস্য-উচ্চারণ। পূর্ব্বকালে পারসিকগণ সিন্ধুপ্রবাহিত পঞ্চনদপ্রদেশ ও তাহার অধিবাসি-বর্গকে 'হেন্দু' বা 'হিন্দু' বলিয়া অভিহিত করিত, ক্রমে তাহাই অপভ্রষ্ট হইয়া 'হিন্দ্' রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রথমতঃ 'হিন্দ' শব্দে সিন্ধুপ্রবাহিত জনপদ বুঝাইলেও কালে 'হিন্দ' শব্দ দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে বুঝাইত। প্রাচীন পারসিকদিগের নিকট গ্রীকগণ ভারতের বিষয় সকল অবগত হন, এ কারণ গ্রীক-দিগের গ্রন্থে 'হিন্দ' Indoi নামেই বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে মুসলমান সম্রাট্‌গণ 'কৈসর-ই-হিন্দ্' অর্থাৎ ভারতের সম্রাট বলিয়া পরিচিত হইতেন। অধুনা ভারতেশ্বর ইংলণ্ডপতিও 'কৈসর-ই-হিন্দ্' উপাধিতে বিভূষিত। বহু পূর্ব্বকাল হইতে পাশ্চাত্যগণের ভারত ও ভারতবাসী 'হিন্দ্' নামে পরিচিত হইলেও ভারতের কোন প্রাচীন ভাষায় এই শব্দের প্রয়োগ নাই অথবা পূর্ব্বকালে কোন ভারতবাসী আপনাকে 'হিন্দ্' বলিয়া পরিচয় দিতেন না।

হিন্দিকি, আফগানস্থান ও পারস্য হইতে রুষ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য-দেশে হিন্দুগণ এই নামে পরিচিত। ঐ সকল স্থানে হিন্দিকির বাস আছে। একমাত্র অষ্ট্রাকান নগরেই প্রায় ৫ শত ঘর হিন্দিকির বাস। এই বাণিজ্যপ্রধান সহরের হিন্দিকি বণিক্ অপরদেশীয় সকল বণিক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন, স্থানীয় অধিবাসীমাত্রেই ইহাদিগকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। আফগানস্থানে যে সকল হিন্দিকির বাস, কাহারও কাহারও মতে তাহাদের মধ্যে অনেকেই আরবপিতা ও হিন্দুমাতার বংশধর। কর্ণাটিকের নবাবের হাবসী ক্রীত-দাসের সন্তানগণও এক সময় হিন্দি বা হিন্দিকি নামে অভিহিত ছিল।

হিন্দীভাষা, উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসিগণের কথিত ভাষা, ইহা হিন্দুস্থানী ভাষা নামেও সর্ব্বসাধারণে পরিচিত। মুসলমান কর্ত্তৃক সিন্ধুবিজয় হইতে তাঁহাদের নিকট ভারত হিন্দুস্থান বলিয়া আখ্যাত। পাঠান-রাজগণ দিল্লী রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বস্থিত তাঁহা-দের শাসনাধিকৃত প্রদেশের লোকদিগকে হিন্দুস্থানের অধিবাসী

জানিয়া হিন্দুস্থানী-সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। ঐ হিন্দুস্থানীরা তৎকালে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, তাহাই হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষা। বর্ত্তমান সময়ে ঐ হিন্দিভাষা অপরাপর ভাষা সকল হইতে পুষ্টকলেবর হইয়া হিন্দুস্থানের জাতীয় ভাষার গৌরববর্দ্ধন করিয়াছে।

সমগ্র ভারতকে হিন্দুস্থান বলিয়া গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে অন্যায়। মুসলমানগণ ভারতের যে ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিপত্তি-বিস্তার করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তথাকার যে সকল জাতির সহিত তাঁহারা অধিক সংস্রবে আসিয়া ছিলেন, তদ্দেশীয়েরই পক্ষে হিন্দুস্থান এবং তথাকার অধিবাসিবর্গ প্রকৃতিই হিন্দুস্থানী অভিধানের যোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুস্থানের যে যে অংশে হিন্দীভাষা প্রচলিত, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই পঞ্জাবপ্রান্ত হইতে গঙ্গা ও যমুনার সমগ্র উপত্যকাদেশ অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে কোশীনদীতট পর্য্যন্ত যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাহাই হিন্দুস্থানীদিগের বাসভূমি। রাজপুতনা ও মধ্যপ্রদেশের উত্তরাংশ এবং বর্ত্তমান বেহারপ্রদেশের কতকাংশও হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত। যদিও নিম্নবঙ্গে এক্ষণে হিন্দীভাষার বহু প্রচলন হইয়াছে, তথাপি উহা হিন্দুস্থান বলিয়া পরিগণিত নহে; পঞ্জাব-প্রদেশে ভিন্নরূপ ভাষা প্রচলিত থাকায় উহা মুসলমানের নিকট অধুনা হিন্দুস্থান বলিয়া আখ্যাত হয় না।

প্রাচীনকালে হিন্দীভাষার বিশেষ প্রসার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তৎকালে উহা তদ্দেশের অধিবাসিবর্গের ব্যবহৃত ভাষা-রূপেই ব্যবহৃত হইত। অন্তঃপুরচারিণী হিন্দুস্থানী রমণীগণই এই সরল ও অমিশ্র ভাষার আশ্রয়স্থল ছিল। কোমল বাক্য-সম্পদই ঐ ভাষার প্রধান অবলম্বন। তৎকালে হিন্দী ভাষার মধ্যে যে দু একটী কঠোর ও শ্রুতিকটু শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইত, তাহা বহির্দ্দেশে নানা দেশীয় ও নানা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সম্পর্ক-জনিত এবং পুরুষগণ কর্ত্তৃকই অন্তঃপুর-সমানীত। হিন্দুস্থানী রমণীগণ যে বৈদেশিকের কোন সংস্রব রাখিতেন না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই কারণেই প্রকৃত হিন্দীভাষা অতিকোমলা হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহা ক্রমে রেখ্‌তি, জেনানী বোলি বা আউরৎ-কী-বোলি প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হয়।

স্থানভেদে এবং ভিন্ন দেশীয় বৈদেশিকদিগের সংস্রব হেতু পুরুষমহলে হিন্দীভাষা যে বিশেষ ভাবে পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অংশে প্রচারিত গ্রন্থাদি হইতে জানিতে পারি। বেহার অঞ্চল হিন্দী ভাষার পূর্ব্বপ্রান্ত। এখানকার কথিত হিন্দীভাষা অনেকাংশে মাগধিলক্ষণাক্রান্ত, এই জন্য উহা মগাই নামেও কথিত। সুদূর পশ্চিম হইতে আরবী ও হিন্দু-আচার্য্যগণ এদেশে আগমন করিয়া হিন্দীভাষার উপর যে অন্যোন্য প্রভাব-বিস্তার করিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। স্থানীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ হিন্দীভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ সংস্কৃত ভাষাগত শব্দানুপ্রাস সংযোজনা করিয়া স্থানীয় হিন্দীভাষার বিশেষ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন। এইরূপে অন্যান্য প্রধানতম স্থানীয় কেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, স্থানীয় হিন্দীভাষায় বৈদেশিক শব্দমালা সংক্রামিত হইয়াছে। ব্রজভূমির নিকটবর্ত্তী মহানগরী মথুরা ঐরূপ একটী কেন্দ্রস্থল, এখানকার হিন্দীভাষায় ব্রজবুলিরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ রাজধানীতে মুসলমানের প্রভাব ও পারস্যভাষায় অধিক প্রচলন হেতু তথাকার হিন্দী পারসিক শব্দের যতদূর প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে, আগ্রা নগরীতে তাদৃশ শব্দ প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় না। অযোধ্যাপ্রদেশে দেশীয় রাজার অধীনে রাজকার্য্য ও শিক্ষাপ্রণালী পরিচালিত হওয়ায় সেখানকার হিন্দীভাষায় কোনরূপ বৈদেশিক শব্দ প্রবেশলাভ করে নাই। ব্রাহ্মণনিষেবিত পবিত্র কাশীধামের হিন্দীভাষায়ও তাদৃশ উর্দ্দু বা পারসিক শব্দচ্ছটা নাই, বরং এখানকার ভাষায় অধিক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্যই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। জয়পুর, যোধপুর, বিকানের প্রভৃতি রাজপুতনার অন্তর্গত রাজ্যসমূহে যে হিন্দীভাষা প্রচলিত, তাহা মারবাড়ের দেশীয় ভাষাসমাশ্রিত; এই কারণে উহা মারবাড়ী হিন্দী নামেও পরিচিত।

উপরি উক্ত স্থানগত হিন্দী ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলে বর্ত্তমানে হিন্দী ভাষাকে চারিটী বিভিন্ন অংশে বিভাগ করা যায়। দিল্লীর সন্নিহিত প্রদেশে উর্দ্দু হিন্দী, রাজপুতনায় মারবাড়ী হিন্দী, মধ্য ভাগে আদি বা মূল হিন্দী (সংস্কৃত-মূলক হিন্দী) এবং পূর্ব্বাঞ্চলে বেহারী হিন্দী। এই সকল শ্রেণীর হিন্দী ভাষাতেই আদিরসের বিলক্ষণ প্রভাব দৃষ্ট হয়। সুখের বিষয়, বর্ত্তমান যুগে সুশিক্ষার গুণে সে অশ্লীলোক্তির স্রোত এখন আর তাদৃশ প্রবল ভাবে প্রবাহিত নহে। কাজরী, জাতসার, গল্পগুচ্ছ, কিংবদন্তী, সাধু সঙ্গীত, নাটকাদি ও প্রহেলিকাদি তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ কবীর প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার শাখী ও শবদ নামক নৈতিক ও শ্লেষাত্মক কাব্যগাথা সাধারণের চিত্ত-স্রোত ভিন্ন দিকে ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হয়। এই সময়ে হিন্দুস্থানী কবি নাজিরও স্বীয় সুললিতও সুভাষিত পদাবলী দ্বারা হিন্দীভাষাকে উন্নতির সোপানে সংস্থাপন করিতে সফলকাম হইয়াছিলেন। আমরা হিন্দী-সাহিত্য-প্রসঙ্গে ইহার যথাসম্ভব আলোচনা করিব।

আলোচনা দ্বারা আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি

তাহাতে রাজপুতনার ভাট কবিদিগের রাজাখ্যা কীর্ত্তনগাথাই হিন্দী-সাহিত্যের আদি রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ইহার মধ্যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কবি চাঁদবর্দাই-বিরচিত "পৃথ্বীরাজ রায়সা" নামক গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত গ্রন্থে দিল্লীর চৌহানকুলোত্তম নরপতি পৃথ্বীরাজের জীবনেতিবৃত্ত বিবৃত আছে। চাঁদের সমসাময়িক ভট্টকবি জগনায়ক পৃথ্বীরাজের পরম শত্রু মহোবার পরমর্দ্দীরাজের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ইহার রচিত "আলহাখণ্ড" নামক গাথা রায়সার সমস্থানীয়।

ধারাবাহিক ভাবে ভট্ট কবিদিগের অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দে শার্ঙ্গধর কবি রণস্তম্ভ-গড়ের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হম্মীরের (১৩০০ খৃঃ) বীরত্বকীর্ত্তি রচনা করিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বুর্হানপুরের সর্ব্বজনপরিচিত সর্ব্বজনাদৃত কবি কেহরীর (খৃঃ ১৫৮০) পর খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে রাজপুতনার মেবার ও মারবাড় রাজধানীতে স্বতন্ত্র দুই দল কবির অভ্যুত্থান ঘটে। ইহারা স্ব স্ব রাজধানীস্থ রাজন্য-বৃন্দের বীরত্বকাহিনী সুললিত কাব্যগাথায় উজ্জ্বল বর্ণে আঁকিয়া গিয়াছেন। ঐ সময়ের বুন্দেলখণ্ডের ইতিহাস-রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ লাল কবি (খৃঃ ১৬৫০ অঃ) ও অন্যান্য কএকজন ক্ষুদ্র কবি হিন্দী-সাহিত্যে আসন লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দ অপগত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুত ভট্টকবিদিগের যশোভাতি বিলুপ্ত হয়। অল্পসংখ্যক কবি কেবল স্বীয় রচনার সহিত প্রাচীন কবিদিগের উদ্ধৃতাংশ সঙ্কলন করিয়া বৃথা কবিযশঃপ্রার্থী হইয়াছিলেন। সাহিত্য-জগতে তাঁহাদের কৃতিত্ব নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল কবিগাথা হইতে মহাত্মা কর্ণেল টড্ রাজস্থানের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে প্রাচীন ভট্টকবিদিগের রচনা হইতে উদ্ধৃত কোন কোন অংশ খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে বিরচিত। ভট্টকবিদিগের ব্যবহৃত প্রাচীন হিন্দীভাষা পিঙ্গল ও ডিঙ্গল এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

ঐতিহাসিক ভট্ট কবিদিগকে ছাড়িয়া দিয়া একবার গাঙ্গের উপত্যকার হিন্দীভাষার দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই তথাকার হিন্দী-সাহিত্য পুষ্টি-লাভ করে। ভগবানের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক রামানন্দ অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন। তাঁহার উপদেশাবলী হিন্দী-ভাষার প্রকৃষ্ট রত্ন। তৎপরে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য কবীরের প্রাদুর্ভাব। কবীর হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্মের সামঞ্জস্য-সাধন করিয়া যে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ঐ বিষয়ের উপদেশাবলী ও নৈতিক উপ-দেশপূর্ণ গাথা হিন্দীভাষায় শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। রামানন্দ ও কবীর যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত ভিত্তিগঠন করিয়া যান, দুই শতাব্দ পরে মহাত্মা তুলসীদাস তাহার উপর অট্টালিকা-সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত হিন্দী-রামায়ণ রামোপাসকদিগের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। উহাতে যে সকল নৈতিক-শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সকল ধর্ম্মের সারোদ্ধার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সুদূর পশ্চিমে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর উপাসনা প্রসঙ্গ ও উপদেশকাহিনী লইয়া একদল বৈষ্ণবসম্প্রদায় যেমন হিন্দী-ভাষার পুষ্টি-সাধনে তৎপর ছিলেন, সেইরূপ ব্রজধামে অপর এক-দল বৈষ্ণব ও বৃন্দারণ্যে রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রেমের প্রসঙ্গ লইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অন্যতম ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে ছিলেন। পূর্ব্বকথিত হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাঞ্চলে বিদ্যাপতি ঠাকুর (১৪০০ খৃঃ) রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা আদি-রসাত্মক সুললিত পদাবলিতে রচনা করিয়া এবং রাজপুতনায় রাণী মীরাবাই (১৪২০ খৃঃ) প্রেমসঙ্গীতে কৃষ্ণ-প্রেমের পূর্ণ বিকাশ সম্পাদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই শ্রেণীর কবিগণ হিন্দীভাষার অঙ্গপুষ্টিবিষয়ে কোন উপকার করিতে সমর্থ হন নাই।

উক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়দ্বয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্বতঃই আমাদের নেত্রে মহামনা মালিক মহম্মদ সমুদিত হন। মালিক মহম্মদ ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে কবি নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি মুসলমান মৌলবী ও হিন্দু-আচার্য্যের নিকট শিক্ষা সমাপন করেন। তাঁহার রচিত "পদ্মাবৎ" গ্রন্থ এক খানি দার্শনিক কাব্য। উহা তৎকালিক বিশুদ্ধ হিন্দীভাষায় সঙ্কলিত। উহাতে কবীরের ধর্ম্মাভি-ব্যক্তির নৈতিক প্রভাব পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট দেখা যায়। উক্ত গ্রন্থখানি আলোচনা করিলে মুসলমান কবি মালিককে রাজ-পুতনার ভট্টকবিগণের সমশ্রেণী বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সুখের বিষয় এই যে, প্রাচীন রাজপুত কবিগণের ভাষা অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন প্রাকৃত ভাষার ছায়া অথবা রাজপুতনার বর্ত্তমান প্রচলিত ভাষার প্রাচীন রূপ মাত্র; কিন্তু মালিক মহম্মদের লিখিত ভাষা বর্ত্তমান সংস্কৃত হিন্দীভাষা হইতে কিছু মাত্র বিকৃত বা বিরূপ নহে। এই যুগের হিন্দীভাষা শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিতেছে বলিয়া ধারণা করা যায়।

বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম্মপ্রভাব অপগত হইলে প্রাচীন প্রাকৃত ভাষার উপর সাধারণের আস্থা কম হইয়া পড়ে এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ হিন্দুস্থানীর কথিত ভাষায় ধর্ম্ম-মর্ম্ম অবগত করাইবার জন্য হিন্দীভাষায় গ্রন্থরচনার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া ছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে অথবা ধর্ম্মপ্রচারে সফল প্রযত্ন হইবার বাসনায় তাহারা তৎপর হইয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। ইংলণ্ডে মহাকবি মিলটন যেমন স্পেনসারের

ন্যায় প্রাচীন ভাষায় অথবা লাটিন আশ্রয় না লইয়া স্থানীয় চলিত ভাষায় "প্যারেডাইস লষ্ট" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ইংরাজী ভাষার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। সেইরূপ হিন্দুস্থানেও বৈষ্ণব কবিগণ সংস্কৃত অথবা জৈন বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের পুরাতনী ভাষার আশ্রয় না লইয়া হিন্দুস্থানের কথিত ভাষায় গ্রন্থরচনা করিয়া প্রকৃত হিন্দীভাষার পত্তন করিয়া যান।

খৃষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দী দেশীয় হিন্দুস্থানীভাষার পূর্ণ যৌবন, অথবা বৈদেশিকের ভাষায় "অগাষ্টান এজ্" বলা যায়। ঐ সময়ে মহারাজ্ঞী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের সিংহাসনে সমধিষ্ঠিত, তাঁহার রাজ্যকালে ইংলণ্ডেও যেরূপ ইংরাজী-সাহিত্য পুষ্ট ও উন্নত হয়, ভারতেও সেইরূপ হিন্দুস্থানীভাষার উন্নতি সম্যক্ সাধিত হইয়াছিল। ঐ সময়কার প্রধান প্রধান কবিগণ সকলেই ইংলণ্ডেশ্বরীর সমসাময়িক ছিলেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের গোকুললীলা হইতে বৃন্দারণ্যের গোপিনীলীলা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার বৈষ্ণব-কুলগুরু বল্লভাচার্য্য ও তৎপুত্র বিট্‌ঠল নাথ গোঁসাই হিন্দীভাষায় বর্ণনা করিয়া উক্ত ভাষাকে অলঙ্কৃত করেন। "অষ্ট ছাপ" নামে প্রসিদ্ধ তাঁহাদের অষ্টশিষ্য মধ্যে কৃষ্ণদাস ও সুরদাস সমধিক বিখ্যাত। অনেকে সুরদাসকে তুলসীদাসের তুল্য কবি বলিয়া বর্ণনা করেন, কিন্তু উভয়ের কবিতা তুলনা করিয়া দেখিলে তুলসী দাসকে হিন্দীকাব্যের সিংহাসনে বসাইতে হয়। এই শ্রেণীর কবিগণের মধ্যে মোগলসম্রাট্ অকবরশাহের অনুগৃহীত সুবিখ্যাত গায়ককবি মিঞা তানসেন ও ভক্তমালারচয়িতা নাভা দাস শ্রেষ্ঠাসন পাইবার যোগ্য। ব্রজবাসী কবিগণের মধ্যে বল্লভাচার্য্য ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বারাণসী-ধামে অপ্রকট হন। বিট্‌ঠল দাস, কিশনদাস, সুরদাস পরমানন্দদাস ও কুম্ভনদাস ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কবি চতুর্ভুজ দাস, ছীত স্বামী, নন্দদাস ও গোবিন্দদাস ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অগ্রদাস, কেবলরাম, গদাধর দাস, দেবা কবি, কল্যাণ দাস, হতী নারায়ণ ও পদ্মদাস ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে কবিযশঃপ্রার্থী হইয়াছিলেন। শ্রীভট্ট কবি, ব্যাসস্বামী, হিত হরিবংশ গোঁসাই, নরবাহনজী কবি, ধ্রুবদাস, হরিদাস স্বামী, তানসেন কবি, ভগবন্ত রসিত, বিপুল বিট্‌ঠল, কেশবদাস, অভয়দাস কবি, চতুর বিহারী কবি, নারায়ণ ভট্ট ও নাথ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী হইলেও প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান থাকিয়া কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে সৈয়দ ইব্রাহিম নামে একজন মুসলমান বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রজে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার অপর নাম রস খাঁ। ইঁহার রচিত কবিতাগুলিও বড়ই মধুর। ইঁহার শিষ্য কাদির বক্সও সুকবি ছিলেন। নাভাদাস খৃষ্টীয় ১৬০০ অব্দে একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া খ্যাত হন। এতদ্ব্যতীত আর ও বহুশত গ্রন্থকার নানা বিষয়ে হিন্দীভাষা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যখন ব্রজমণ্ডলে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায় সবিশেষ উন্নতি-লাভ করিয়া কবিত্ব-কণা হিন্দী-সাহিত্যে বিকীরণ করিতেছিলেন। ঐ সময়ে মোগল রাজ-দরবারেও বহুসংখ্যক রাজকবি হিন্দীভাষার প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রাজা টোডরমল্ল হিন্দী ও পারস্য ভাষার মিশ্রণে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া দেশবাসীকে পারস্য-শিক্ষার সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে হিন্দুস্থানী ও মুসলমান সমাজে উর্দ্দু ভাষার প্রচলন হয়। সম্রাট্ অকবর শাহের মন্ত্রী বীরবল, আমেরবাসী মানসিংহ ও আবদুল রহিম খাঁ খানান্ স্ব স্ব কবিতার যশোভাগী হইয়াছিলেন। তাঁহারা অপরাপর কবিরও প্রতিপালক ছিলেন, তাঁহাদের অধীনে নরহরি, হরিনাথ, করণেশ কবি ও গঙ্গাপ্রসাদ কবিকুলশিরোমণি বলিয়া প্রখ্যাত হন। আবদুল রহিম স্বয়ং সংস্কৃত ও ব্রজভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, এতদ্ভিন্ন অকবরশাহের সভায় আরও অনেকগুলি কবি বিদ্যমান ছিলেন। বাহুল্যবোধে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল না।

এই যুগে হিন্দী-সাহিত্য-জগতের শিরোভূষণ ও সর্ব্বপ্রধান কবি গোঁসাই তুলসীদাস। ১৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি হিন্দী কবিতাভাণ্ডার পূর্ণ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মালিক মহম্মদ ও সুরদাস যে মঙ্গলময় সুপ্রভাতে হিন্দী-সাহিত্যের উন্নতির উদ্বোধন করিয়াছিলেন, ক্ষেম কবি ও কবিপ্রিয়া-রচয়িতা কেশবদাস সনাঢ্য (১৫৮০ খৃঃ) সামান্য চেষ্টায় সেই পূজায় আহুতি প্রদান করিয়া শুভ বিকাশের ক্ষীণ আশামাত্র পোষণ করিয়া গিয়াছেন। এতদিনে তুলসীদাস আসিয়া সেই পূজা সাঙ্গ করিলেন।

খৃষ্টীয় ১৭ শতাব্দের মধ্যভাগে চিন্তামণি ত্রিপাঠী ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ হিন্দী-সাহিত্যের পরিপোষক নিয়মাবলীর উন্নতি-সাধনে কৃতকার্য্য হন। উক্ত শতাব্দের শেষভাগে কালিদাস ত্রিবেদী প্রাদুর্ভূত হইয়া হিন্দুস্থানী ভাষাকে সমধিক পুষ্ট করিয়া ঐ যুগের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সময়ে দাদুপন্থী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক দাদু (১৬০০ খৃঃ), প্রাণনাথী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক প্রাণনাথ (১৬৫০ খৃঃ), গুরুনানক গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা গোবিন্দ সিংহ (১৬৯৮ খৃঃ) প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়া হিন্দীভাষার অশেষবিধ পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন।

হিন্দী সাহিত্যের এই পূর্ণাবস্থায় যে সকল রাজপুত ভট্ট কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সংক্ষেপ পরিচয় পূর্ব্বেই উদ্ধৃত

হইয়াছে। ইহারা সাহিত্যের বিশেষ কোনরূপ অঙ্গ-সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে সমর্থ না হইলেও পূর্ব্বতন গাথাগুলি যে সংস্কৃত ভাবে রক্ষা করিয়া ভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দীকবি নাজির ইহারই পরবর্ত্তী কালে হিন্দীভাষার উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ ছিলেন। অতঃপর বিহারীলাল চৌবে (খৃঃ ১৬৫০) নামক এক সুকবির আবির্ভাব হয়। তিনি "সাতশই" রচনা করিয়া প্রথিতযশা হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তাঁহার প্রতিপালক রাজা জয়সিংহ তদ্রচিত প্রত্যেক কবিতায় তাঁহাকে এক এক আসরফী পুরস্কার দিতেন। বহু টীকাকার তাঁহার রচিত কবিতার রসাস্বাদ করিয়া নানারূপ টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতা যেরূপ সুললিত, শব্দবিন্যাসও সেইরূপ সুকৌশলে সমাহিত; এই কারণে কোন কোন টীকাকার ঐ পদগুলিকে অক্ষর-কামধেনু বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মোগলরাজ আজম শাহ ইহা পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিতেন বলিয়া তাঁহার জন্য যে কবিতা সকল সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা "আজম শাহী পাঠ" নামে প্রসিদ্ধ। বারাণসীরাজ চেৎসিংহের সভাপণ্ডিত হরিপ্রসাদ সংস্কৃত ভাষায় উহার অনুবাদ করেন।

বিহারীলাল চৌবের পর হিন্দীসাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে আর কোন ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। এই সময় হইতে হিন্দী-সাহিত্যের অবসাদকাল-কল্পনা করা যায়। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে হিন্দু-সাহিত্যের অবনতির যুগ। এই শতাব্দে সুপ্রতিষ্ঠিত মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন, মহারাষ্ট্র-শক্তির অভ্যুত্থান ও পতন এবং রাজপুতনার রাজন্য-বৃন্দের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও যুদ্ধবিগ্রহাদি সংসাধিত হয়। সুতরাং সেই সুমহান্ রাষ্ট্র-বিপ্লবের দিনে হিন্দী-সাহিত্য যে উন্নতির শুভাবসর অন্বেষণ করিতে পারে নাই, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

ঐ সময়ে প্রতিভাসম্পন্ন উচ্চ শ্রেণীর একটী কবিও জন্মগ্রহণ করে নাই। কেবল কতকগুলি প্রসিদ্ধ টীকাকার বিগত শতাব্দী-দ্বয়ে বিরচিত গ্রন্থাদির টীকা রচনা করিয়া বিদ্বৎসমাজে যশো-ভাজন হইয়া গিয়াছেন। ঐ সময়ে আরও কতকগুলি ব্যক্তি কেশবদাসের অনুসৃত পন্থা অবলম্বন করিয়া হিন্দী-সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন করেন। এই শ্রেণীর কবিগণের মধ্যে রসচন্দ্রোদয়-প্রণেতা উদয়নাথ ত্রিবেদী কবীন্দ্র ও ভাষাভূষন রচয়িতা যশোবন্ত সিংহ সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। কতকগুলি কাব্যসংগ্রহও এই সময়ে ভাষার কলেবর পুষ্ট করিয়াছিল। তন্মধ্যে বলদেব-সঙ্কলিত সৎকবি গীরাবিলাস ও ভিখারী দাসের কাব্যনির্ণয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে হিন্দীকবি বিবি রতন কুঁঅর (রত্নকুমারী) 'প্রেমরত্ন" রচনা করিয়া হিন্দীভাষার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ খানি কৃষ্ণোপাসক সাধুদিগের চরিত্রাবলম্বনে বিরচিত। বিবি রত্নকুমারী বারাণসীবাসী এবং রাজা শিবপ্রসাদের পিতামহী ছিলেন। প্রেমরত্ন ভিন্ন তাঁহার রচিত কতকগুলি পদও পাওয়া যায়। ইনি সঙ্গীতবিদ্যায় ও সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদেও ইহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। পারস্তভাষাও ইনি কিছু কিছু জানিতেন।

খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে অর্থাৎ মহারাষ্ট্রশক্তির অধঃ-পতন হইতে আরম্ভ করিয়া বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহের অবসান পর্য্যন্ত অর্দ্ধশতাব্দ কাল হিন্দীভাষার পুনরভ্যুত্থান-যুগ। বিগত শতাব্দে হিন্দীভাষার অবসাদ ঘটে বটে, কিন্তু উত্তর-ভারতে মুদ্রা-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে হিন্দী-সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতির পন্থা উদ্ঘাটিত হয়। তৎকালে তুলসীদাসের কবিত্ব-প্রতিভার অনু-করণে অনুপ্রাণিত হইয়া সাহিত্যিকগণ সমগ্র হিন্দুস্থানে অতি দ্রুত ভাবে পুষ্ট হিন্দীসাহিত্য প্রচারে অবসর পান। এই যুগেই ইংরাজ-দিগের উদ্ভাবিত সংস্কৃত-হিন্দীভাষার জন্ম। ইংরাজগণ সেই স্বোদ্ভাবিত পন্থানুসরণে ১৮০২ খৃঃ হিন্দীসাহিত্যে যে প্রকার গদ্য রচনা করাইয়া ছিলেন, তাহাই তৎকালে তাঁহাদের রাজ-কার্য্য-পরিচালনার্থে ব্যবহৃত হইত। মহামতি গীল খ্রাইষ্ট এই পন্থার উপদেষ্টা এবং প্রেমসাগর রচয়িতা গুজরাতবাসী লল্লুজী-লাল ইহার রচনাকর্ত্তা।

প্রেমসাগর গ্রন্থখানি ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ব্রজভাষার অনুবাদ হইতে মার্জ্জিত হিন্দীতে রূপান্তরিত এবং ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ভারতরাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে অব্রাহাম লোক্কিটের তত্ত্বাবধানে প্রথম মুদ্রিত হয়। তৎপরে হার্ড ফোর্ড নগরে ইষ্ট উইক্ কর্ত্তৃক ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় ও উৎকৃষ্ট একটী সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত "লতিফ্-ই-হিন্দী" নামক গ্রন্থখানি হিন্দী, উর্দ্দূ ও ব্রজভাষায় লিখিত গল্পগুচ্ছে পূর্ণ। কার-মাইকেল স্মিথ লণ্ডননগরে উহার কতকাংশ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ছিলেন। রাজনীতি বা বার্ত্তিক রাজনীতিগ্রন্থ হিতোপদেশের ব্রজভাষানুবাদ। লালচন্দ্রিকাগ্রন্থ বিহারীলাল বিরচিত সাতশই গ্রন্থের টীকা। এখানি বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। সুরতীমিশ্র সংস্কৃত হইতে বেতাল-পাঁচিশি গ্রন্থ ব্রজভাষায় অনুবাদ করেন। লালু মজঃফর আলী খাঁ বিলার সাহায্যে উহার হিন্দী অনুবাদ প্রণয়ন করেন। তৎকালের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্থানী অধ্যাপক মিঃ জেমস্ মোউ আট লিখিয়াছেন যে, তারিণীচরণ মিত্র জনৈক হিন্দীভাষাভিজ্ঞ ঐ গ্রন্থ হইতে ব্রজ-ভাষার অনেক শব্দ উঠাইয়া দিয়া গ্রন্থখানিকে সংশোধিত হিন্দী-

সাহিত্যের আকারে প্রচার করেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত গ্রন্থকারের রচিত সভাবিলাস, মাধববিলাস, মশাদ্দির-ই-ভাষা (হিন্দী ব্যাকরণ), সিংহাসন বত্তিশী, মাধোনল বা মাধবানল, শকুন্তলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মাধবানল ও কামকন্দলার উপাখ্যান সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। কানিংহাম তাঁহার আর্কিওলজিকাল রিপোর্টের ৯ম ভাগের ৩৭ পৃষ্ঠায় এই উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছেন।

এই সময়ে হিন্দীভাষা ক্রমে ক্রমে পুরাতন কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নবীন কলেবরে সংগঠিত হয়। কিন্তু মধ্যভারতেও মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সুবিধা না হওয়ায় তথায় সংস্কারকার্য্যের বিশেষ সুযোগ ঘট নাই। তথায় পূর্ব্বতনী প্রথায় রচনা-পদ্ধতি অপ্রতিহত-গতিতে চলিতেছিল। উত্তর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ কাব্যালঙ্কারিক কেশবরাম ও চিন্তামণি ত্রিপাঠীর অনুসরণ করিয়া ঐ সময়ে এক শ্রেণী মধ্য-ভারতে হিন্দীভাষার প্রসার বৃদ্ধি করিতেছিলেন। এই শ্রেণীর কবিদিগের মধ্যে পদ্মাকর ভট্ট সমধিক বিখ্যাত। ইনি নাগপুরপতি রঘুনাথ রাওর (অপ্পা সাহিব) সভাকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত জগৎ-বিনোদ ও গঙ্গালহরী গ্রন্থ বড়ই মনোহারী। ঐ সময়ে বিহারী লালের অনুকরণে বিক্রমশাহী নামা জনৈক কবি অপর একখানি "সাতশই" রচনা করিয়া স্বীয় বুদ্ধিপ্রাখর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বিক্রমশাহ (১৭৮৫-১৮২৮ খৃঃ) বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চৌখরীর বুন্দেলাবংশীয় নরপতি। ইঁহার বিরচিত 'বিক্রমবিরুদাবলী' ও 'বিক্রমসাতসই' নামক গ্রন্থদ্বয় হিন্দী-সাহিত্যের অলঙ্কার।

বারাণসীধামে এই সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রধান প্রধান কতকগুলি হিন্দী-সাহিত্য প্রচারিত হওয়ায় বিদ্বৎসমাজে ঐরূপ গ্রন্থসমূহের সম্যক্ সমাদর বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে হিন্দীভাষায় কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদের আবশ্যকতা সাধারণে বুঝিতে পারেন। কবি গোকুলনাথ বন্দীজনকৃত মহাভারতের হিন্দী অনুবাদ এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন সবল সিংহ ও চিরঞ্জীব মহাভারতের আংশিক অনুবাদ করেন। কবি ছত্রকৃত বিজয়মুক্তাবলী একখানি সংক্ষিপ্ত মহাভারত মাত্র।

এই সময়ে সমালোচক সাহিত্যিকগণের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের মধ্যে কবি হরিশ্চন্দ্রই শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ইনি বরাণসীর কুইন্স কলেজ নামক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ভারতেন্দু উপাধি লাভ করেন। ইঁহার রচিত "সুন্দরী তিলক" নামক কাব্যসংগ্রহ, "প্রসিদ্ধ মহাত্মাওঁ কা জীবন চরিত্র" "কাশ্মীরকুসুম" নামক কাশ্মীরেতিহাস, "কাশীকা ছায়াচিত্র" নামক নাটক ও "কবিবচনসুধা" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজা শিবপ্রসাদ (১৮৮৭ খৃঃ) হিন্দীভাষার এক জন সুযোগ্য সন্তান। ইঁহার পিতামহী বিবি রতনকুমারী যেরূপ বিদুষী ছিলেন, ইনিও তদ্রূপ জ্ঞানোদ্দীপ্ত ও বিদ্যোৎসাহী। হিন্দী-সাহিত্যের সংস্কার ও পুষ্টির জন্য ইনি স্বয়ং কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এই সময়ে যাহারা সাধু হিন্দীভাষায় পুস্তক রচনা করিতেন, রাজা শিবপ্রসাদ তাঁহাদের অর্থসাহায্য করিয়া যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে উক্ত রাজবিরচিত পাঠ্য পুস্তকাবলীর একটী তালিকা প্রদান করিলাম—১ বর্ণমালা, ২ বালবোধ, ৩ বিদ্যাঙ্কুর, ৪ বামামনরঞ্জন, ৫ হিন্দীব্যাকরণ, ৬ ভূগোল-হস্ত-মালক ১ ভাগ, ৭ ছোট ভূগোল হস্তামলক, ৮ ইতিহাস তিমিরনাশক, ৯ গুট্‌কা, ১০ ও ১১ মানবধর্ম্মসার (মনুসংহিতার মূল ও সর উইলিয়ম জোন্‌সকৃত ইংরাজী অনুবাদ সমেত), ১২ সাণ্ডফোর্ড ঔর মার্ত্তোন্ কি কহানী ১৩ শীমোকা উদয়াস্ত, ১৪ বাচ্চোঁ কা ইন্ আম, ১৫ রাজা ভোজ কা স্বপ্ন, ১৬ বীরসিংহ কা বৃত্তান্ত, ১৭ স্বয়ম্বোধ উর্দ্দু, ১৮ আঙ্গ্রেজী অচ্ছরোঁ কে সিখনে কি উপায়, ইত্যাদি।

এই সময়ে অনুমান ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীতে হিন্দীসাহিত্যের আর এক অভিনব বিকাশ হয়। উহা যে হিন্দীভাষা ও হিন্দুস্থানীদিগের শিক্ষা ও সভ্যতার পরাকাষ্ঠার ফল তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ঐ সময়ে কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম নামক সুবৃহৎ সংস্কৃতাভিধানের অনুকরণে "রাগসাগরোদ্ভব রাগকল্পদ্রুম" নামক একখানি সুবৃহৎ সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া হিন্দী-সাহিত্যের শোভা বৃদ্ধি করিয়া যান। কৃষ্ণানন্দ ব্যাস দেব সুগায়ক ও সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। উক্ত গ্রন্থমধ্যে তিনি যে সকল কবি ও গায়কগণের গান উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা উদ্ধার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তিনি হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা, কর্ণাটী, মরাঠী, তেলগু, গুজরাটী, উড়িয়া, ইংরাজী, আরবী, পারসী, সংস্কৃত ও পোগু (ব্রহ্ম) ভাষার গ্রন্থ ও কবিদিগের তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ১২৪ জন হিন্দী কবি ও ১১১ খানি হিন্দীভাষায় লিখিত গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

কৃষ্ণানন্দের সঙ্গীতালোচনার সমকালে হিন্দী ও বিহারী-সাহিত্যে নাটক বা নাট্যশাস্ত্রের পুষ্টি হইতে থাকে। নিবাজের শকুন্তলা, ব্রজবাসীদাসের প্রবোধচন্দ্রোদয় ও ব্রজবিলাস, দেব কবির দেবমায়াপ্রপঞ্চ, প্রভাবতী এবং রেবার মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহের জন্য লিখিত আনন্দ রঘুনন্দন নাটক প্রকৃত নাট্যালঙ্কারে ভূষিত ছিল না। উহা একরূপ নাট্যকাব্য মাত্র, উহাতে

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ কিছুই নাই। গিরিধর দাসের নহুষ নাটক হিন্দীভাষার প্রকৃত নাটকের প্রথম নিদর্শন। তৎপরে রাজা লক্ষ্মণসিংহের শকুন্তলা, হরিশ্চন্দ্রের মুদ্রারাক্ষস, বিদ্যাসুন্দর, হরিশ্চন্দ্রের বৈদিকী হিংসা প্রভৃতি নাটক, শ্রীনিবাস দাসের তপ্তাসম্বরণ, তোতারামের কেতো কৃতান্ত, পর্যায়ক্রমে নাট্যকলায় স্থানাধিকারী। ১৮৬৮ খৃঃ বারাণসীর রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সফলতার সহিত শীতলাপ্রসাদ তিবারীর জানকীমঙ্গল অভিনীত হয়। উহা দেখিয়া প্রয়াগে শ্রীনিবাসদাস-কৃত "ধীর প্রেম-মোহিনী" এবং কানপুরে হরিশচন্দ্র-কৃত সত্য হরিশ্চন্দ্র অভিনীত হইয়াছিল। বিহারপ্রদেশে বিদ্যাপতি-ঠাকুরের 'পারিজাতহরণ ও রুক্মিণী-স্বয়ম্বর', লালঝাঁ-রচিত গৌরীপরিণয়, ভানুনাথ ঝা প্রণীত প্রভাবতীহরণ, হরষনাথ ঝাঁ বিরচিত উথাহরণ (উষা-হরণ) প্রভৃতি নাটকের প্রচার আছে। উক্ত গ্রন্থগুলি প্রায়ই সংস্কৃত ও প্রাকৃতে লিখিত। মৈথিলীভাষায় রচিত গীতগুলি ব্যতীত উহাতে হিন্দীভাষার আর কিছু নাই।

সাধারণের পক্ষে সুগম নহে বলিয়া আমরা এখানে হিন্দী-ভাষা সম্বন্ধে আলোচনায় বিরত হইলাম, তবে সংক্ষেপে উহার পরিচয়-জ্ঞাপনার্থ আমরা ইহা জানাইতে বাধ্য হইলাম যে, বিহারের কায়থী হিন্দীর সহিত প্রকৃত হিন্দীর অনেক সাদৃশ্য আছে। তুলসীদাস কপি-কটক স্থলে কপিকটকু, প্রবল-মোহদল স্থলে প্রবল-মোহদলু, ভুজঙ্গিনী স্থলে ভুঅঙ্গিনী, ভক্তি স্থলে ভগতি, বন্দো স্থলে বন্দউ, যাজ্ঞবল্ক্য স্থলে জগবলিকু শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আবার মুসলমান-প্রধান স্থানে হিন্দীভাষায় উর্দ্দু শব্দেরও বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আমরা নাজির কবির নিম্নোক্ত সরল উক্তিতে তাহার প্রমাণ পাই—

"অচ্ছা ভী আদমী হী কহাতা হৈ, অরে নাজির!
ঔর সব মজ্রে জো বুরা হৈ, সো হৈ বোহ ভী আদমী।"

মৈথিল ও ব্রজবুলীর যথেষ্ট প্রয়োগ বিদ্যাপতি, সুরদাস প্রভৃতির গ্রন্থে পাওয়া যায়। নিষ্প্রয়োজন-বোধে ঐ সকল এস্থানে উদ্ধৃত হইল না। [বিদ্যাপতি দেখ।]

হিন্দীভাষার যে স্থলে 'ষ' প্রয়োগ আছে, তথায় সাধারণতঃ খ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে স্থলে 'ষ' যুক্ত রূপে বিদ্যমান, তথায় প্রায়ই শ লিখিত হয়। যেমন কৃষ্ণপ্রসাদ স্থলে কিশনপরসাদ। 'য' বিরল। যেখানে সংস্কৃতে 'য' ব্যবহৃত, হিন্দীতে তথায় 'জ' ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কবিতায় প্রভৃতি শব্দেরও প্রচলন আছে। শব্দের অগ্রবর্ত্তী 'শ' প্রায়ই 'স' রূপে ব্যবহৃত হয়; যেমন সিব, সম্ভু ইত্যাদি। আবার মিশ্র শব্দে মিসর, অথচ 'কিশোর' শব্দেরও প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কদাপিস, প্রবেশ শব্দে 'শ' স্থলে 'স' ই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভাষায় এই বর্ণভেদ আলোচনার সামগ্রী। সংস্কৃতের ন্যায় হিন্দীতে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ 'ব'র উচ্চারণভেদ পরিলক্ষিত হয়। বাহুল্যবোধে তৎসমুদায় আলোচিত হইল না।

হিন্দু (পুং) হীনং দূষয়তীতি দূষ-ডু, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। মেরুতন্ত্রের ২৩ পটলে কএকটী শ্লোকে হিন্দুশব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু অপর কোন মূলতন্ত্রে উক্ত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না, এই সকল শ্লোক নিতান্ত অপ্রাচীন বলিয়াই বুঝিতে হইবে, এই সকল শ্লোকে ইংরাজজাতি, লণ্ডননগর এবং সাহগণ হিন্দুধর্ম্মের বিলোপসাধক ইহাও লিখিত আছে। যথা—

"পশ্চিমাম্নায়মন্ত্রাস্ত প্রোক্তাঃ পারস্তভাষয়া।
অষ্টোত্তরশতাশীতির্যেষাং সংসাধনাৎ কলৌ॥
পঞ্চ খানাঃ সপ্ত মীরা নব সাহা মহাবলাঃ।
হিন্দুধর্ম্মপ্রলোপ্তারো জায়ন্তে চক্রবর্ত্তিনঃ॥
হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে॥
পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতাং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরিঙ্গভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাৎ কলৌ॥
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নবষট্‌পঞ্চ লণ্ডজশ্চাপি ভাবিনঃ॥" (মেরুতন্ত্র ২৩ পঃ)

মুসলমান, অপর বিদেশী ও অনার্য্যজাতিসমূহ ভিন্ন ভারত-বাসীমাত্রেই 'হিন্দু' নামে পরিচিত। বেদে সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ আছে, পারসিক সুপ্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র অবস্তায় ঐ শব্দ উচ্চারণভেদে 'হপ্তু হিন্দু' নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। পঞ্চনদ প্রদেশই বেদে সপ্তসিন্ধু ও অবস্তায় 'হপ্ত-হেন্দু' নামে পরিচিত। সুপ্রাচীন পারসিকগণ পঞ্চনদপ্রদেশের বিষয় জানিতেন, তাঁহারা ভারতের আভ্যন্তর-জনপদের ততদূর সন্ধান রাখিতেন না। স্বভাবতঃ তাঁহারা 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারণ করিতেন। তাই তাঁহাদের নিকট প্রথমে সিন্ধুবাসী 'হিন্দু' নামে পরিচিত, ক্রমে মুসলমানজগতে ভারতবাসীমাত্রই হিন্দু শব্দে অভিহিত। তাহারই অপভ্রংশ 'হিন্দ'। ভারতাগত মুসলমানগণও সমস্ত ভারতকে "হিন্দ" ও ইহার অধিবাসীকে 'হিন্দু' ও 'হিন্দ' এই উভয় নামে সম্বোধন করিতেন। ক্রমে মুসলমান-অধিকার সর্ব্বত্র বিস্তারের সঙ্গে মুসলমান ব্যতীত ভারতবাসী আর্য্যসন্তানমাত্রেই 'হিন্দু' নামে পরিচিত হইবেন। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী আপনাকে 'হিন্দু' নামে পরিচয় দিতেন না, এ কারণ কোন প্রাচীন সংস্কৃত বা প্রাকৃত গ্রন্থে 'হিন্দু' শব্দের উল্লেখ নাই। মুসলমান অধিকার স্থায়ী হইবার পর যখন সর্ব্বত্র পারস্তভাষা ব্যবহৃত হইতে লাগিল, তৎকালে রাজকর্ম্ম-চারী ভারতবাসীমাত্রই 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই সময়ে সম্ভবতঃ মেরুতন্ত্রে সর্ব্বপ্রথম 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহৃত হয়

এবং কালে অনার্য্য জাতি ব্যতীত ভারতবাসী আর্য্যসন্তানমাত্রই আপনাদিগকে 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান কালে ভারতবাসী আর্য্যসন্তান জৈন ও বৌদ্ধগণ হিন্দু বলিয়া পরিচিত না হইলেও মুসলমান আমলে তাঁহারাও হিন্দু বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। এ কারণ মুসলমানগ্রন্থে এই দুই সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই। মুসলমান-আমলে চীনদেশে যে সকল বৌদ্ধ-গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে ভারতীয় বৌদ্ধগণ 'হিন্দুবৌদ্ধ' নামেই অভিহিত হইয়াছেন। এখন আর্য্যশব্দের ন্যায় হিন্দুশব্দও পারিভাষিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা বেদ অথবা বেদোদিত ধর্ম্মগ্রন্থে ও পরলোকে বিশ্বাস করেন এবং গোমাংস স্পর্শ করেন না, তাঁহারাই প্রকৃত হিন্দু বলিয়া আজকাল পরিচিত হইতেছে। এই হিন্দুসভ্যতা এক সময় সমস্ত সভ্যজগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এমন কি ৩।৪ হাজার বর্ষপূর্ব্বে হিন্দুগণ সুদূর এসিয়ামাইনর প্রভৃতি স্থানেও বৈদিকধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, অল্পদিন হইল তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। [হিত্তাইত, আর্য্য, উপনিবেশ, যবদ্বীপ, কম্বোজ প্রভৃতি শব্দে প্রতীচ্য হিন্দুসভ্যতার পরিচয় দ্রষ্টব্য।]

হিন্দুকুশ, এসিয়ার একটী বিস্তৃত পর্ব্বতমালা, পামীর মালভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া আফগানিস্থানের উত্তরপূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং মধ্য এসিয়ায় অক্ষাং ৭৩° ৩৭´ উঃ হইতে বাহির হইয়া আফগানিস্থানের ভারতসীমান্তে শেষ হইয়াছে। হিন্দুকুশের উৎপত্তিস্থান হইতে ৪টী বৃহৎ নদী নির্গত হইয়াছে—অক্সাস, মারন্দ্‌ দরিয়া, কুণার এবং গিলগিট নদী। এই পর্ব্বতমালাটী হিমালয়েরই প্রসার, মধ্যে কেবল সিন্ধুনদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। যেখানে একটী খণ্ডপর্ব্বত ঘোরবন্দউপত্যকা হইতে হেলমণ্ড নদীকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, ততদূর পর্য্যন্ত পশ্চিমে হিন্দুকুশের বিস্তার। ইহার পর হইতে পশ্চিমদিকে এই পর্ব্বতমালার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সীমার মধ্যে শাখাপ্রশাখা লইয়া হিন্দুকুশের প্রসার ২০০ মাইল। হিন্দুকুশপর্ব্বতমালার ৪টী প্রধান শাখা আছে। এই সকল পর্ব্বতশাখা হইতে নদী বহির্গত হইয়া মধ্য এসিয়ার প্রদেশ-সকল ধৌত করিতেছে।

হিন্দুকুশের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যাইবার বহু গিরিপথ আছে, যথা—করম্বর বা ইস্কমান, দর্কোট, বরোঘিল, খুর, বোস্ত, মুকসান, খর্ত্তেজা, দোরা এবং ইরাক। শেষ পথটি মধ্য এসিয়া এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য পণ্যের যাতায়াতের প্রধান উপায়। এই পথগুলি দিয়া চিত্রল হইতে বখান এবং বদক্‌সানে যাওয়া যায়, খাবাক গিরিপথ বদকসান এবং কাফিরিস্থানে যাতায়াতের প্রধান রাস্তা। তাহা ছাড়া আরও অনেকগুলি গিরিপথ আছে। এই সকল গিরিপথের দ্বারা তৎপার্শ্বস্থ দেশ-সকল দুরধিগম্য হইলেও অনধিগম্য নহে।

অনুমিত হয় যে, এই পর্ব্বতমালা অনেক প্রকার বহুমূল্য ধাতব পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ। শীতকালে নদীর বিস্তার কমিয়া আসে, কিন্তু গ্রীষ্মে সে সমস্ত বরফ স্তূপাকারে পর্ব্বতগাত্রে আবদ্ধ থাকে, সে সমস্ত গলিয়া গিয়া নদীগুলিতে স্রোতের বৃদ্ধি হয়। অনেক স্রোতস্বিনীই স্বর্ণরেণুগর্ভা। অনুসন্ধান করিলে এস্থানের অনেক স্রোতস্বিনী হইতেই বিস্তর স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়।

মধ্য এসিয়ার বিভিন্ন স্থানে যেরূপ বিভিন্ন জাতি বাস করে, হিন্দুকুশেও সেইরূপ বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ও বিভিন্নভাষী জাতি বাস করিয়া থাকে। ইহার উপত্যকাগুলি সাধারণতঃ উর্ব্বর, এবং পর্ব্বতের গাত্রস্থিত গিরিগুহায়ও নানাজাতীর লোকের বাস আছে। উপত্যকায় ২০০ হইতে ৪০০০ লোক একত্রভাবে জীবনযাপন করে। ইহার মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষের ন্যায় নানা জাতি ও সমাজে বিভক্ত। কোন কোন সম্প্রদায় আবার প্রজাতান্ত্রিক শাসনের অধীনে থাকিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর ঈর্ষা ও অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া শান্তিতে বাস করিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে প্রধান দুই জাতি দারদ এবং সিন, সম্ভবতঃ সিনগণই পূর্ব্বে এই দেশ জয় করিয়াছে, পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ কিংবা বৌদ্ধ এদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বোধ হয় আধুনিক সময়ে সিন বলিয়া খ্যাত। এখন সকলেই মুসলমান, কিন্তু স্থানে স্থানে তাহাদিগের পুরাতনধর্ম্মের প্রথা বিদ্যমান আছে। বাখানদেশীয়গণ অগ্নিপূজা করে এবং আরও অন্যান্য চিহ্ন দেখিলে মনে হয় যে, তাঁহারা পূর্ব্বে অগ্নির উপাসক জরথুস্ত্র-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই কোন না কোন প্রকারে পৌত্তলিকতা বিদ্যমান আছে। ইহাদিগের মধ্যে শিয়া সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ই আছে এবং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে। এ দৃষ্টান্ত অন্যদেশের শিয়াসুন্নিদিগের মধ্যে বিরল। তাহা ছাড়া মুগ্নি বলিয়া আর একটী সম্প্রদায় আছে, এই সম্প্রদায়টী শিয়া এবং সুন্নি উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকে। কোরাণের পরিবর্ত্তে ইহারা কলমীপীর নামক এক পুস্তকের পূজা করিয়া থাকে। ইহাদিগের ধর্ম্মমত কিছু অদ্ভুত।

এস্থানে বিবাহ-প্রথা বড়ই বিশৃঙ্খল। স্ত্রীলোক স্বেচ্ছানুসারে বহু পতি গ্রহণ করিতে পারে। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য পুরুষগণ সামান্য শাস্তি পাইয়া থাকে। এস্থানের লোকসকল শান্তিপ্রিয়, ইহারা প্রায়ই সশস্ত্র হইয়া চলাফিরা করে।

হিন্দুকুশের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২০,০০০ ফিট্‌ উচ্চ। হিন্দুকুশের পর্ব্বতগাত্রসকল অনুর্ব্বর,

কোন প্রকার কৃষিকর্ম্মের উপযোগী নহে। হিমালয় অপেক্ষা হিন্দুকুশের উপত্যকাগুলি বিস্তৃত।

হিন্দুপুর, মান্দ্রাজবিভাগের অধীন অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৪৮১ বর্গমাইল। এখানে কনাড়ী ভাষা প্রচলিত ও ধান্য, ভুট্টা, এবং রেড়ির তৈল প্রস্তুত হয়। এখানে দুইটী ফৌজদারী এবং ৫টী থানা আছে।

হিন্দুর, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীনস্থ একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যরাজ্য। অক্ষা° ৩০° ৫৪´ ৩০´´ হইতে ৩১° ১৪´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৯´ হইতে ৭৬° ৫৬´ ৫৪´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২৫২ বর্গমাইল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গুর্খাগণ এই রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। ইংরাজগণ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া হিন্দুরের রাজাকে অধিপতি স্বীকার করিয়াছিলেন। এখানকার রাজা রাজপুতবংশীয়। এই ক্ষুদ্র রাজত্বের আয় ৯০০০ পাউণ্ড। রাজস্ব মোট ৫০০ পাউণ্ড। রাজাই এখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। এখানে আফিম উৎপন্ন হয়।

হিন্দু ষ্টুয়ার্ট, বঙ্গীয় সেনাবিভাগের একজন ইংরাজ-সেনাপতি। ইনি Major General Charles Stuart নামে সৈনিকবিভাগে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও, কি এদেশীয় বা কি য়ুরোপীয় সমাজে 'হিন্দু ষ্টুয়ার্ট' নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ ও নিষ্ঠাবান্ খৃষ্টানসমাজে লালিত-পালিত হইলেও তাঁহার হৃদয় বাল্যকাল হইতেই স্বাধীন ধর্ম্মপিপাসায় ব্যগ্র ছিল। বীরত্ব ও কার্য্যকুশলতার সঙ্গে সামান্য সৈনিক হইতে সমুচ্চ সেনাপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং ভারতে আসিয়া নানাযুদ্ধে স্বীয় কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যে সময় বঙ্গদেশের একদিকে খৃষ্টান মিসনারীগণ হিন্দুধর্ম্মের অসারতা-প্রতিপাদন ও সাধারণকে খৃষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, অপরদিকে যে সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতা অবৈদিক ও তাহার অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিয়া বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সেই সময় কয়েকজন ইংরাজ হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতার অনুকূলে লেখনীধারণ করিয়া খৃষ্টানমিসনারী ও রাজা রামমোহনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুষ্টুয়ার্ট অগ্রণী।* ইনি খৃষ্টীয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি প্রত্যহ কোষাকুষী লইয়া গঙ্গাস্নান করিতেন এবং ফুলচন্দন দিয়া হিন্দুদেবদেবীর পূজা করিতেন। কলিকাতার উড্ ষ্ট্রীটে তাঁহার বাড়ী ছিল। এই বাড়ীতে বহু হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি শোভা পাইত। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি "The Bengal Officer's Pamphlet" প্রকাশ করেন, তাহাতে হিন্দুর দেবতত্ত্বসম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'পৌরাণিক দেবসমাজের বিস্তৃত রাজ্যের যে দিকে দেখি, সেইদিকেই ধর্ম্মতত্ত্ব রূপকাচ্ছাদনে আবৃত, পৌরাণিক প্রত্যেক গল্পেই সুবিমল ধর্ম্মোপদেশ পরিস্ফুট রহিয়াছে। আমার সূক্ষ্মবিবেচনায় এ পর্য্যন্ত জগতে এরূপ ধর্ম্মতাত্ত্বিকরূপকের সম্পূর্ণ ও প্রকৃষ্ট পদ্ধতি আর কোথাও বাহির হয় নাই।' †

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ৩১এ মার্চ্চ তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, হিন্দুদিগের ন্যায় যেন তাঁহার শব দাহ করা হয়। কিন্তু বৃটীশ সেনাবিভাগের উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকায় গবর্মেণ্ট তাঁহার অন্তিমবাসনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কলিকাতার South Park Street Cemetry নামক য়ুরোপীয় গোরস্থানে তাঁহার সমাধি হয়। গবর্মেণ্ট তাঁহার সমাধি-স্মৃতিস্তম্ভের চারিদিকে তাঁহার মতপ্রতিপাদ্য হিন্দু-দেবদেবীর মূর্ত্তিরক্ষার অনুমতি দিয়াছিলেন। অদ্যাপি এই অপূর্ব্ব স্মৃতিস্তম্ভ বিদ্যমান। ‡

হিন্দুস্তান, হিন্দুস্থান, হিন্দুর আবাসস্থান, ভারতবর্ষ। [হিন্দী, হিন্দু ও ভারতবর্ষ দেখ।]

হিন্দোল (পুং) হিন্দোল-ঘঞ্, বা হিল্লোল-ঘঞ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষবিহিত ভগবদ্‌যাত্রাবিশেষ। শ্রাবণের শুক্লপক্ষে দোলনযন্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দোলনরূপ উৎসব, চলিত ঝুলন। শ্রাবণমাসের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই উৎসব হয়। মতান্তরে ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিন দিনও এই উৎসব হইয়া থাকে। হিন্দোল বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান উৎসব। হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ বা বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না, পূর্ব্বীয় নীলাদ্রিমহোদয়ে এই উৎসবের কথা আছে। বৈষ্ণবদিগের প্রতি গৃহে এই উৎসব হইয়া থাকে। এই সময় রাত্রিকালে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি উত্তমরূপে সাজাইয়া দোলায় করিয়া দোল দেওয়া হয় এবং দেবতার ভোগরাগ দিয়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগকে ভোজন এবং নৃত্যগীত প্রভৃতি নানাবিধ উৎসব হইয়া থাকে। হিন্দোল উৎসবে পূজার মন্ত্রাদিরও কোন বিশেষ বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না।

২ রাগবিশেষ, ষড়্‌রাগের মধ্যে ইহা একটী রাগ।

"ভৈরবঃ কৌশিকশ্চৈব হিন্দোলদীপকস্তথা।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষড়েতে পুরুষাহ্বয়াঃ॥" (সঙ্গীতদ°)

* Dinesh Chandra Sen's History of Bengali Language and Literature, 1911, p. 903.

† History of Serampore Mission, by I. C. Marshman, Vol, I. pp. 364-66.

‡ E. I. Wenger's The Story of the Lallbazar Baptist Church, p. 508.

হিন্দোলরাগের পাঁচ স্ত্রী, বেলাবতী, রামকেলী, দেশাখ্যা, পটমঞ্জরী ও ললিতা।

"বেলাবতী রামকেলী দেশাখ্যা পটমঞ্জরী।
ললিতা সহিতা এতা হিন্দোলস্য বরাঙ্গনাঃ॥" (সঙ্গীতদ°)

এই রাগের পুত্র আভীর, শুভ্র, ধবল, চন্দ্র, কাস, বিমোহক, চন্দ্রকান্ত ও স্নেহদেদ। আদ্যযামে অর্থাৎ প্রথম প্রহরে এই রাগ গান করিতে হয়।

"আভীরঃ শুভ্রধবলৌ চন্দ্রকাসবিমোহকাঃ।
চন্দ্রকান্তঃ স্নেহবেদঃ হিন্দোলাত্মজকীর্তিতঃ॥"

ইহার গান সময়:—

"হিন্দোল পঞ্চমঃ সিন্ধুললিতশ্চ বসন্তকঃ।
ভৈরবো ভটীয়ারী চ আদ্যযামে প্রগীয়তে॥" (বৃহৎসঙ্গীতরত্না°)

হনুমন্মতে ইহা ছয় রাগের মধ্যে দ্বিতীয় রাগ। ব্রহ্মার শরীর আন্দোলিত হইয়া এই রাগের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং ইহা ব্রহ্মার শরীরনির্গত। কাহারও কাহারও মতে ব্রহ্মার নাভিদেশ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এই রাগ ঔড়বজাতি অর্থাৎ ষ, গ, ম, প ও নি, ইহা পঞ্চস্বর মিলিত, এই রাগের গ্রহ ষড়্জস্বর। বসন্ত ঋতুর দিবা প্রথমভাগে এই রাগ গান করিতে হয়। অন্য সময়ে এই রাগালাপ নিষিদ্ধ। রাগমালা মতে ইহার রূপ—অল্পবয়ঃ, সুন্দর, পীতবর্ণ, উত্তম অঙ্গসম্পন্ন, স্বর্ণময় হিন্দোলারূঢ় ও গীতকারিণী-সুন্দর স্ত্রীদিগের সহিত পরমানন্দে হাস্যকৌতুককারী। এই রাগের ধ্যান—

"নিতম্বিনীমন্দতরঙ্গিতাসু দোলাসু খেলাসুখমাদধানঃ।
খর্ব্বঃ কপোলদ্যুতিকামযুক্তো হিন্দোলরাগঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ॥" (সঙ্গীতদর্পণ।)

এই রাগের পাঁচটী রাগিণী, যথা—রামকিরী, দেশাখী, ললিতা, বিলাবলী ও পটমঞ্জরী। ৮ পুত্র, চন্দ্রবিম্ব, মঙ্গল, শুভ, আনন্দ, বিনোদ, প্রঘন, গৌর ও বিভাস। ভরতমতে রাগিণী রামকলী, মালাবতী, আশাবরী, দেবারী ও গুণকলী। পুত্র—বসন্ত, মালব, মারু, কুন্তল, বথারবন্দ, লঙ্কাদহন, নাগধুন, ধবল। ইহাদিগের পত্নী যথাক্রমে লীলাবতী, কেরবী, চয়তী, পুরবী, পারাবতী, ত্রিবর্ণী, দেবগিরী ও সুরসতী। (সঙ্গীতশাস্ত্র)

হিন্দোল, উড়িষ্যার একটী গড়জাত রাজ্য। অক্ষা° ২০° ৪৯´ ৩০´´ হইতে ২০° ২৯´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৮´ ৩০´´ হইতে ৮৫° ৩১´ ১৫´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৩১২ বর্গমাইল। ১৮৬খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। এখানে হিন্দুর বাসই বেশী, মুসলমান অতি কম। অর্দ্ধহিন্দু ও আদিম জাতিসমূহের মধ্যে এখানে তাঁতী, কন্দ, পাণ প্রভৃতি জাতির বাস আছে। এই রাজ্যের দক্ষিণপূর্ব্বাংশ দিয়া কটকসম্বলপুর রাস্তা গিয়াছে। অধিবাসিগণ মহানদীকূলে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যাদি আনিয়া বাক্সাদারদিগকে বিক্রয় করিয়া থাকে।

ইহার রাজধানী হিন্দোল—অক্ষা° ২০° ৩৬´ ২৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ১৪´ ২৯´´ পূর্ব্বে রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিমাংশে অবস্থিত। এ ছাড়া এখানে কঁরিন্দা, দিহারকোট, কুসুগোলা ও নওয়াপটনা এই কয়টী প্রধান গ্রাম আছে। রাজ্যের দক্ষিণাংশ ২০০০ ফিটের অধিক উচ্চ কনকাচল নামক শৈলমালাসমাচ্ছাদিত। এখানকার রাজবংশ ক্ষত্রিয়। পূর্ব্বে এই স্থান ৩৪টী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যে বিভক্ত ও জঙ্গলময় ছিল। কিমেদিরাজবংশীয় বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বপুরুষ এখানে আসিয়া সামন্তগণকে পরাজয় করিয়া সমুদয় ভূভাগ অধিকার করেন। বর্ত্তমান রাজা জনার্দ্দনসিংহ মর্দ্দরাজ জগদেব বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা ২৭ পুরুষ এখানে রাজত্ব করিতেছেন।

হিন্দোলক (পুং) হিন্দোল এব কন্। যানবিশেষ, চলিত ডুলী ও পান্ধী প্রভৃতি, যে যান দোলে সেই যানই হিন্দোলক শব্দার্থ। পর্য্যায়—প্রেঙ্খ, দোলা, দোলিকা, হিন্দোলা।

হিন্দোলন (ক্লী) ভেষজদ্বারা গর্ভপতন, ঔষধ সেবন করাইয়া গর্ভস্রাবকরণ। (সুশ্রুত নি° ৮ অ°)

হিন্দোলা (স্ত্রী) হিন্দোল-টাপ্। দোলিকা, দোলা।

হিন্ব (পুং) প্রীণয়িতা, প্রীণনকারী। 'প্রশস্তয়ঃ সূনো হিন্বত্ হরিবঃ" (ঋক্ ৮।৪।১৮)। 'হিন্বত্ প্রীণয়িতুঃ' (সায়ণ)

হিপোক্রেটিস্ (Hippocrates) একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকচিকিৎসক। ইনি ইজিয়ান সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী কোশদ্বীপে অস্ক্লেপিদবংশে হেরাক্লিদের ঔরসে ও ফেনারেতির গর্ভে ৪৬০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গ্রীস, থ্রেসীয়া, কোলচিস্, এসিয়ামাইনর, ইজিপ্ট ও এসিয়ার অনেক দেশ বেড়াইয়া বহুদর্শিতালাভ করেন। ইহার মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাশ্চাত্য পূর্ব্বতন চিকিৎসকগণ বিশেষ সমাদর করিতেন। গ্যালেনের মতে, ইনিই প্রথমে মানবশরীরে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারি ভূতের স্থিতিসম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন। ইঁহার মতে চিকিৎসকমাত্রেরই জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

হিপ্পালস্ (Hippalus) আলেকজান্দ্রিয়াবাসী একজন বিখ্যাত গ্রীক নাবিক। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে সম্রাট্ ক্লডিয়সের সময়ে ইনি এক বৃহৎ বাণিজ্যপোতের অধ্যক্ষ হইয়া আরবসমুদ্র পর্য্যটন করেন। এই সময়ে মৌসুমবায়ু ধরিয়া তিনি গোয়া-তেলিচেরির মধ্যে মুজিরিস্ বা ব্যাক বন্দরে উপনীত হইয়াছিলেন। ইঁহার নামানুসারে দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমবায়ুর নাম রাখা হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি সিংহলের হিপ্পোরস্ নামক বন্দরে আসিয়াছিলেন।

এখানকার রাজা তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনকালে সিংহলপতি তাঁহার সহিত রোমক-সম্রাটের নিকট চারিজন রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন, এই সঙ্গে এক জন সিংহলরাজকুমার সেই বৃহৎ অর্ণবপোতের পোতাধ্যক্ষ হইয়া গিয়াছিলেন। সিংহলের উত্তরপশ্চিম উপকূলে কুঠরী-মলয় নামে যে একটী ক্ষুদ্র শৈল আছে, কেহ কেহ এই স্থানকেই 'হিপ্পোরস' বলিয়া মনে করেন।

হিবুক (ক্লী) জ্যোতিষমতে লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থান। পর্য্যায়—পাতাল, সুহৃদ্, অম্বু ও চতুর্থ। পাপযুক্ত ভার্গব হইতে হিবুকে অর্থাৎ চতুর্থ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে মাতৃবিঘ্ন হইয়া থাকে।

"পাতালং হিবুকঞ্চৈব সুহৃদম্বুশ্চতুর্থকং।
সপাপাঃ ভার্গবাৎ পাপো হিবুকে মাতৃনাশকৃৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

হিব্রু, এসিয়ামাইনরবাসী জাতিবিশেষের নাম। ভাষাতত্ত্ববিদ্-গণের মতে 'হিব্রু' এই শব্দটি অরমাইক ভাষার 'এব্রা' শব্দের অনুলিপি। বাইবেলান্তর্গত Old Testamentএ আমরা যে ইব্রাহিম শব্দটী পাইয়া থাকি, সম্ভবতঃ সেই শব্দ হইতেই এই 'এব্রা' শব্দের উৎপত্তি। এই 'ইব্রা' ইস্রায়েল্‌বাসিগণকে বুঝাইত। প্রাচীন সমিতিক ভাষায় এবার বলিয়া একটী শব্দ পাওয়া যায়, তাহা কোন একটী বিশেষ জাতির বা স্থান-বিশেষের উদ্দেশে ব্যবহৃত হইত। এই 'এবার' হইতেই অপভ্রংশে 'হিব্রু' হওয়া সম্ভব। হিব্রুজাতির ভাষাও 'হিব্রু' নামে অভিহিত। হিব্রুভাষা সেই প্রাচীন সমিতিক ভাষার অন্তর্গত, ইহা হইতে আরবী, আসীরীয় প্রভৃতি ভাষার বহুল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কেনানদেশে ইস্রায়েল জাতির দ্বারা যে হিব্রুভাষা কথিত হইত, তাহাদের নিকটবর্ত্তী জাতিগণের ভাষার সহিত তাহার অতি অল্পই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইংলণ্ডের চলিত ভাষার সহিত প্রাদেশিক ভাষার যেরূপ প্রভেদ, ইহাও অনেকটা সেইরূপ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একদল বলেন যে, মুসাস্থাপিত প্রস্তরলিপি দেখিয়া মোআবী ভাষার সম্বন্ধেও ঐরূপ ধারণা হইয়া থাকে, ব্যক্তিগত নামের সূচনা দেখিয়া এবং ইস্রায়েল জাতির সহিত ঐ সকল জাতির সম্পর্কের বিষয় বিবেচনা করিলে ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়, যেমন, আমন ও আদম এই দুইটী নামের শব্দগত প্রভেদ একজাতীয় শব্দের সামান্য তারতম্য মাত্র, ইহা ও সেইরূপ। ইহা অপেক্ষা আরও বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, ফিনিকীয় ও কেনানজাতি যাহাদের সহিত ইস্রা-য়েলগণ কোনও সম্পর্ক স্বীকার করিতেন না, তাহাদের কথিত ভাষা (অন্ততঃ লিখিত ভাষা) বাইবেলের হিব্রু ভাষার সহিত বিশেষ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল প্রমাণের দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি যে, হিব্রুজাতি সর্ব্বপ্রথমে অরমাইক ভাষাই ব্যবহার করিত; পরে তদ্দেশে অবস্থানকালে তাহাদের ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটে। অন্যান্য পণ্ডিতগণের মত এই যে, ফিনিকীয়দিগের প্রস্তরলিপির সূক্ষ্ম পরীক্ষার দ্বারা উক্ত ভাষার সহিত হিব্রু ভাষার পার্থক্য প্রাদেশিক শব্দোচ্চারণের তারতম্য ও অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া ইহা অনুমিত হয় যে, এব্রাহাম বা ইব্রাহিমের সন্তানগণ তাঁহাদের ভাষায় শব্দ-প্রয়োগের পদ্ধতি হারোণ হইতে আনিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধবিচার হইতে বিশেষ দ্রষ্টব্য যে Old Testamantএ পুরা-তন ইস্রায়েল্ জাতি অরমাইক জাতির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ থাকায় ইব্রাহিমবংশের মূল যে বহুপ্রকারে হিব্রুজাতির সহিতই সংশ্লিষ্ট ছিল, ইহা সহজেই অনুমেয়। সামাজিক আত্মবস্থার গতিবিধি অজ্ঞাত থাকায় হিব্রু জাতির মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন কিছুই জানা যায় না, তেমনি কেনানবাসীদিগের ভাষাপরিবর্ত্তনের বিষয়ও সেই সকল কারণে স্থিরনির্ণয় করা দুষ্কর। Old Testamentএ এই প্রাদেশিক ভাষার তারতম্য সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। হিব্রু-ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এই ভাষার পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ যতদূর পর্য্যন্ত পরীক্ষার দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাহা হইতে কেবলমাত্র ইহাই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তাহা অরমাইক ভাষার প্রভাবেই ঘটিয়াছিল।

হিব্রুভাষা এক্ষণে মৃতভাষা বলিয়া পরিগণিত। ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, বাইবেলের নব বিধান যখন লিখিত হয়, তখন অরমাইক ভাষা হিব্রুভাষার স্থান অধিকার করিয়া পূর্ব্বেই সাধারণের ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তবে উক্ত হিব্রুভাষার প্রয়োগপদ্ধতি যে কেবলমাত্র লোকে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিবার জন্যই জানিয়া রাখিত, এমন নহে, সাহিত্যেও তাহার ব্যবহার ছিল। তখনকার পণ্ডিতগণ কেবল লিখিবার সময়েই উক্ত ভাষা ব্যবহার করিতেন এমন নহে, তাঁহারা কথা কহিবার সময়েও হিব্রুভাষায় কথা কহিতেন। এরূপ হইলেও চলিত অরমাইক ভাষার প্রবলগতি তাঁহারা কিছুতেই রোধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই; সকল দেশেই প্রচলিত ভাষার প্রাধান্যে যেমন পুরাতন ভাষা লুপ্তপ্রায় হইতে দেখা যায়, কালে হিব্রুভাষারও সেই প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

হিম (ত্রি) হন্তি উষ্ণমিতি হন (হন্তের্হি চ। উণ্ ১।১৪৬) ইতি মক্ হি চ। ১ শীতগুণবিশিষ্ট শীতলবস্তু। পর্য্যায়—সুষীম, শিশির, জড়, তুষার, শীত, শীতল। (অমর) (ক্লী) ২ আকাশবাষ্প। পর্য্যায়—অবশ্যায়, নীহার, তুষার, তুহিন, প্রালেয়, মহিকা, ইন্দ্রাগ্নিধূম, খবাষ্প, রজনীজল। (হারাবলী) গুণ—কফ ও

বায়ুবর্দ্ধক। (রাজব°) ৩ চন্দন। ৪ পদ্মকাষ্ঠ। ৫ রঙ্গ। ৬ মৌক্তিক। (রাজনি°) ৭ নবনীত। (শব্দচ°) ৮ শীত। (হেম)

"পুংসি ক্লীবে চ কর্পূরঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ।

ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞঃ হিমনামাপি স স্মৃতঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

(পুং) ১১ চন্দনবৃক্ষ। ১২ চন্দ্র। (শব্দচ°) ১৩ কর্পূর। (রাজনি°) ১৪ হেমন্তঋতু, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই মাস, হিমের কাল। ১৫ হিমালয় পর্ব্বত। ১৬ পদ্মকাষ্ঠ। ১৭ উশীর।

হিমক (পুং) হিমেন কায়তীতি কৈ-ক। ১ বিকঙ্কতবৃক্ষ। হিম স্বার্থে কন্। ২ হিমশব্দার্থ।

হিমকণিন্ (ত্রি) হিমকণ অস্ত্যর্থে ইনি। হিমকণাবিশিষ্ট, হিমকণাযুক্ত।

হিমকর (পুং) হিমঃ শীতলঃ করঃ কিরণো যস্য। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর। (রাজনি°)

হিমকরতনয় (পুং) হিমকরস্য চন্দ্রস্য তনয়ঃ। চন্দ্রপুত্র বুধ।

হিমকষায় (পুং) হিমঃ কষায়শ্চ। শীতকষায়, শীতলগুণ ও কষায় রসবিশিষ্ট, যে বস্তু শীতল ও কষায়রস।

হিমকূট (পুং) হিমস্য কূটো যত্র। ১ শিশির ঋতু। (পুং ক্লী) হিমস্য কূটঃ। ২ হিমালয়শৃঙ্গ। হিমপ্রচুরং কূটং যস্য। হিমালয়-পর্ব্বত।

***হিমক্ষ্মাধর** (পুং) হিমালয় পর্ব্বত। (বৃহৎস° ৭২।১)

হিমগিরি (পুং) হিমপ্রধানো গিরিঃ। হিমালয় পর্ব্বত।

হিমগু (পুং) হিমাঃ গোঃ যস্য। চন্দ্র, হিমকিরণ।

হিমঘ্ন (ত্রি) হিমং হন্তি হন-টক্। হিমনাশক।

হিমজ (পুং) হিমাৎ হিমালয়াজ্জায়তে জন-ড। মৈনাকগিরি, মৈনাকপর্ব্বত, হিমালয়ের পুত্র মৈনাক। (মেদিনী)

হিমজা (স্ত্রী) হিমজ-টাপ্। ১ হিমালয়কন্যা পার্ব্বতী, সতী। ২ শটী। (মেদিনী) ৩ ক্ষীরিণী। (রাজনি°)

হিমজ্যোতিস্ (ত্রি) হিমং জ্যোতির্যস্য। ১ শীতরশ্মি, চন্দ্র। ২ হিমকিরণ।

হিমঝটি (পুং) হিমানাং কুজ্ঝটিঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কুজ্ঝটি। (হারাবলী) কোন পুস্তকে হিমঝণ্টি পাঠও আছে।

হিমতৈল (ক্লী) হিমজাতং তৈলমিতি। কর্পূরতৈল।

হিমত্বিষ্ (পুং) হিমা শীতলা ত্বিট্ যস্য। ১ চন্দ্র। ২ হিমকিরণ।

হিমদীধিতি (পুং) হিমকিরণ চন্দ্র। (বৃহৎস° ২৮।১১)

হিমদুগ্ধা (স্ত্রী) হিমবৎ শুভ্রং দুগ্ধমস্যাঃ। ক্ষীরিণী, খিরুই।

হিমদুর্দ্দিন (ক্লী) হিমেন দুর্দ্দিনং। হিমপাত দ্বারা দুঃখদায়ক দিন। হিমপাত হইয়া যে দিন দুর্দ্দিন হয়, পর্য্যায়—পত্রহিম।

হিমদ্যুতি (পুং) হিমা দ্যুতির্যস্য। চন্দ্র। (শব্দমালা)

হিমদ্রুম (পুং) হিমো দ্রুমঃ। মহানিম্ব। (রাজনি°)

হিমধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্ হিমস্য ধরঃ। হিমালয় পর্ব্বত।

হিমধাতু (পুং) হিমধাতুরিবাত্র। হিমালয়পর্ব্বত।

হিমপাত (পুং) হিমস্য পাতঃ। হিমপতন, তুষারপাত।

হিমপ্রস্থ (পুং) হিমপ্রধানঃ প্রস্থো যত্র। হিমালয় পর্ব্বত।

হিমভূভৃৎ (পুং) হিমালয়। (মার্ক°পু° ৬১।২০)

হিমময়ূখ (পুং) হিমকিরণ, চন্দ্র। (বৃহৎস° ২১।১৪)

হিমরশ্মি (পুং) হিমো রশ্মির্যস্য। চন্দ্র।

হিমরাজ (পুং) রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত রাজভেদ। (৮।১৪৪৭)

হিমরুচি (পুং) চন্দ্র।

হিমর্ত্তু (পুং) হিমশ্চাসৌ ঋতুশ্চেতি। হেমন্তঋতু।

হিমবৎপুর (ক্লী) হিমবতঃ পুরঃ। হিমালয়পর্ব্বত।

হিমবৎসুত (পুং) হিমবতঃ সুতঃ। হিমালয়ের পুত্র। মৈনাক পর্ব্বত।

হিমবৎসুতা (স্ত্রী) হিমবতঃ সুতা। ১ গঙ্গা। "ততঃ পপাত গগনাদ্‌গঙ্গা সা হিমবৎসুতা।" (ভারত ৩।১০৯।৮) ২ উমা, হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতী।

হিমবৎ (পুং) হিমমস্ত্যস্যেতি হিম-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ হিমালয় পর্ব্বত। (ত্রি) ২ হিমবিশিষ্ট। হিমযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হিমবতী, তৎকন্যা গঙ্গা।

"গঙ্গা হিমবতো জজ্ঞে সর্ব্বলোকৈকপাবনী।

স্বযোগাগ্নিবলাদ্দেবী লেভে পুত্রীং মহেশ্বরীং॥"(দেবীপু° ১২ অ°)

হিমবারি (ক্লী) হিমং বারি। শীতলজল।

হিমবালুক (পুং) হিমস্য বালুকা ইব। কর্পূর।

'পুংসি ক্লীবে চ কর্পূরঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ।' (ভাবপ্রকাশ)

স্ত্রিয়াং টাপ্। হিমবালুকা, কর্পূর।

হিমবিধি (পুং) বৈদ্যকোক্ত বিধিভেদ। পলপরিমিত দ্রব্য। উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ৬ পল জলে নিমজ্জিত করিবে, এই প্রকারে একদিন রাখিয়া বাসি হইলে ছাকিয়া লইয়া তাহার কষায় গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে কষায় প্রস্তুত করিলে তাহাকে হিম কহে। গুণ—শীতকষায়। ইহা দুই পলমাত্রায় সেবন করিতে হয়। (ভাবপ্রকাশ)

হিমবৃষ্টি (স্ত্রী) হিমস্য বৃষ্টিঃ। হিমবর্ষণ। তুহিনবর্ষণ।

হিমশর্করা (স্ত্রী) হিমস্য শর্করেব। যাবনালী। (রাজনি°)

হিমশৈল (পুং) হিমপ্রধানঃ শৈলঃ। হিমালয়পর্ব্বত।

হিমশৈলজ (ত্রি) হিমশৈলে জায়তে ইতি জন-ড। হিমালয়োদ্ভব, যাহা হিমালয়পর্ব্বতে জন্মে।

"এবমুক্ত্বা বিষং শার্ঙ্গং তক্ষয়েৎ হিমশৈলজং।"(যাজ্ঞবল্ক্য° ২।১১১)

স্ত্রিয়াং টাপ্। হিমশৈলজা দুর্গা, পার্ব্বতী।

হিমশৈলসুতা (স্ত্রী) হিমশৈলস্য সুতা। পার্ব্বতী।

হিমসংহতি (স্ত্রী) হিমানাং সংহতিঃ। হিমসমূহ। চলিত বরফ্। পর্য্যায়—হিমানী, মহদ্ধিম। (জটাধর)

হিমসংহতি (পুং) হিমানাং সংহতিঃ। হিমসংহতি, বরফ্।

হিমসাগরতৈল (ক্লী) বাতব্যাধিরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—শতমূলীর রস ৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ৪ সের, কুষ্মাণ্ডরস ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, শিমুল-মূলের রস ৪ সের, গোক্ষুররস ৪ সের, নারিকেলোদক ৪ সের, কদলীমূলের রস ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, তিলতৈল ৪ সের, কল্কদ্রব্য—রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরল কাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, শৈলজ, যষ্টিমধু, দেবদারু, শুণ্ঠী, হরীতকী, খাটাশী, পিড়িংশাকপত্র, কুন্দরখোটী, নালুকা, শতমূলী, লোধকাষ্ঠ, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ্, তেজ-পত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জয়িত্রী, মর্ভরী, শটী, চন্দন, গেঁটেলা ও কর্পূর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা করিয়া দিয়া তৈলপাকের বিধানানুসারে পাক করিবে। পরে ইহাতে গন্ধদ্রব্য সকল যেরূপ সংগ্রহ হয়, সেইরূপ দিয়া নামাইয়া লইবে। বায়ুরোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট তৈল। এই তৈলমর্দ্দন করিলে উচ্চস্থানাদি হইতে পতন-জন্য বেদনা, পঙ্গুতা, অঙ্গশোথ, শুক্রক্ষয়, হনুমন্যাদির বিকৃতি, দৌর্ব্বল্য, লঘজিহ্বতা, মিম্মিনভাষণ, গাত্রদাহ ও অন্যান্য নানাবিধ বাতরোগ এবং বহুপ্রকার পৈত্তিক রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° বাতব্যাধিরোগাধি°)

হিমহাসক (পুং) হিমমপি হসতি শীতত্বাৎ হস-ণ্বুল্। হিন্তাল-বৃক্ষ, হেঁতালগাছ। (শব্দরত্না°)

হিমা (স্ত্রী) হিম অর্শ-আদিত্বাদচ্ টাপ্। ১ সূক্ষ্মেলা, ছোট এলাচি। ২ রেণুকা। ৩ ভদ্রমুস্তা। ৪ নাগরমুস্তা। ৫ পৃক্কা। ৬ চাণিকা। (রাজনি°)

হিমাংশু (পুং) হিমা অংশবো যস্য। ১ চন্দ্র। (অমর) ২ কর্পূর। (রাজনি°) ৩ রৌপ্য। (বৈদ্যকনি°)

হিমাংশুমালিন্ (পুং) হিমাংশুমালা অস্ত্যর্থে ইনি। চন্দ্র।

হিমাংশ্বভিখ্য (ক্লী) হিমাংশোরিব অভিখ্যা শোভা যস্য। রৌপ্য।

হিমাগ (পুং) হিমপ্রধানোঽগঃ। হিমালয়পর্ব্বত।

হিমাগম (পুং) হিমস্য আগমো যত্র। হেমন্তকাল। এই কালে হিম পতিত হয় বলিয়া ইহাকে হিমাগম কহে।

হিমাচল (পুং) হিমপ্রধানঃ অচলঃ। হিমালয়পর্ব্বত।

হিমাত্যয় (পুং) হিমস্য অত্যয়ঃ। হিমঋতুর অবসান, হিম-কালের অপগম।

হিমাদ্রি (পুং) হিমপ্রধানো অদ্রিঃ। হিমালয়পর্ব্বত।

হিমাদ্রিজা (স্ত্রী) হিমাদ্রৌ জায়তে ইতি জন-ড। ১ ক্ষীরিণী। (রাজনি°) ২ পার্ব্বতী।

হিমাদ্রিতনয়া (স্ত্রী) হিমাদ্রেস্তনয়া। দুর্গা।

হিমাদ্রিতনয়াপতি (পুং) হিমাদ্রিতনয়ায়াঃ পতিঃ। শিব।

হিমানদ্ধ (ত্রি) শীতলীকৃত।

হিমানী (স্ত্রী) মহদ্ধিমমিতি (হিমারণ্যয়োর্মহত্ত্ব° । পা ৪।১।১৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঙীষ্ আনুক্ চ। ১ হিমসংহতি, বরফ। "হিমান্যাং বৌদ্ধবাধায় পতন্ত্যাং প্রতিবৎসরং।" (রাজত° ১।১৮০) ২ যাবনালশর্করা। (রাজনি°)

হিমান্ত (পুং) হিমস্য অন্তঃ। হিমাবসান।

হিমাব্জ (ক্লী) হিমে হেমন্তকালে জাতং অব্জং। উৎপল। শুন্দিফুল। নালফুল। (রাজনি°) ইহার পাঠান্তর হিমাব্জ।

হিমাভ্র (পুং) কর্পূর। (মদনপা°)

হিমাম্ভস্ (ক্লী) হিমং অম্ভঃ। শীতলজল।

হিমারাতি (পুং) হিমস্য অরাতিঃ। ১ অগ্নি। ২ সূর্য্য। (মেদিনী) ৩ ত্রিকবৃক্ষ। ৪ অর্কবৃক্ষ। (অমর°)

হিমাল (পুং) হিমালয়পর্ব্বত। (অমর)

হিমালয় (পুং) হিমস্য আলয় ইব শুক্লত্বাৎ। ১ শুক্লখদির। (শব্দচ°) হিমানামালয়ঃ। ২ স্বনামখ্যাতপর্ব্বত। পর্য্যায়—নগপতি, মেনাধব, উমাগুরু, হিমাদ্রি, নগাধিপ, উদগদ্রি, অদ্রিরাজ, মেনকাপ্রাণেশ, হিমবৎ, হিমপ্রস্থ, ভবানীগুরু। (হেম) এই পর্ব্বত ভারতবর্ষের সীমাপর্ব্বত। পুরাণমতে এই পর্ব্বত দীর্ঘে দশসহস্রযোজন এবং প্রস্থে দ্বিসহস্রযোজন। (ভাগবত ৫।১৬ অ°)

যে অত্যুচ্চ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত ভারতবর্ষের উত্তরে মস্তকোত্তলন করিয়া আছে, তাহারই নাম হিমালয়। যে গহ্বর হইতে দিহং, সান্পো এবং ব্রহ্মপুত্র নদ উৎপত্তিলাভ করিয়াছে, পূর্ব্বদিকে সেই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া পশ্চিমে সিন্ধুনদ যেখানে তাহার উত্তরতম অক্ষাংশ পৌছিয়াছে, সেই স্থান পর্য্যন্ত এই বৃহৎ পর্ব্বতটী প্রসারিত। পূর্ব্বদিকে ইহার শাখাপ্রশাখা ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাভিমুখী অনতি-উচ্চ গিরিমালায় লীন হইয়াছে। পশ্চিমদিকে আবার ইহা ঈষদ্বক্র হইয়া আফগানিস্থানে কাবুল নদীর ঢালুভূমিতে মিশিয়াছে।

কুএন্‌লুএন্ এবং হিমালয় এসিয়ার দুইটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্ব্বত। এই দুইটী পর্ব্বতই পশ্চিমাভিমুখ হইয়া পামীর মাল-ভূমিতে মিশিয়া গিয়াছে। এখান হইতে পামীর হিন্দুকুশ এবং তিয়ান্‌সান্ এই দুইটী শাখা উঠিয়াছে। কুএন্‌লুএন্ এবং হিমালয় একটি উত্তরে ও অপরটী দক্ষিণে তিব্বতের বিস্তৃত মালভূমিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ভারতোপসাগর হইতে বাষ্প জমিয়া তুষার হইয়া তাহা হিমালয়ে সঞ্চিত হইয়া থাকে। সেই

তুষারদ্রব সমুৎপন্ন অনেক নদনদী ভারতের সমতল ভূমিকে ধৌত করিতেছে। কিন্তু কুএন্‌লুএনের কোন সমুদ্রসান্নিধ্য নাই বলিয়া তাহা হইতে বিশেষ কোন নদীর উৎপত্তি হয় নাই।

ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ আণ্ডিজের সহিত সর্ব্বপ্রথমে হিমালয়ের সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন। আণ্ডিজ এবং হিমালয় এই উভয়পর্ব্বতেরই তিনটী করিয়া সমরেখ প্রশাখার সমাবেশ। অন্যান্য সামান্য সংস্থানেও আণ্ডিজের সহিত হিমালয়ের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

হিমালয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবৈজ্ঞানিকের নানা মত। একদল ভৌগোলিক বলেন যে, ঐতিহাসিক যুগের বহুপূর্ব্বে হিমালয় একটি সমুদ্রের তীর, ভারতবর্ষের সমতলক্ষেত্র এবং সমুদ্রের গর্ভস্থল ছিল; কিন্তু এই মতকে এখন প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান নাই।

যে তিনটি সমরেখিক উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ পর্ব্বতমালায় হিমালয় বিভক্ত এক একটি করিয়া নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

উত্তরমালা—এই উত্তরমালাটিকে আবার পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগ করিতে পারা যায়। পশ্চিমাংশ করকোরম্‌ বা মুস্‌তাঘ্‌ নামে পরিচিত। করকোরমের পার্ব্বত্যপথ হইতে একটী স্রোতস্বিনী দুইটী বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়াছে ও একটী দক্ষিণমুখে সিন্ধুনদে, অপরটী করকোরমের উত্তর দিয়া তরিম্‌ অববাহিকায়প্রবেশ করিয়াছে। হিমালয়ের এই অংশের শৃঙ্গসমূহের সাধারণ উচ্চতা ২৫০০০ ফিট্‌। ইহাদের মধ্যে যেটী সর্ব্বোচ্চ, তাহার উচ্চতার পরিমাণ ২৮২৬৫ ফিট্‌, এই উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গটী পৃথিবীর মধ্যে কেবল হিমালয়ের অপরশৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর অপেক্ষা নিম্ন। ইহা ক২ (K2) রূপে চিহ্নিত। করকোরমের দুইটী পার্ব্বত্যপথ করকোরম্‌ এবং চঙ্‌চেন্‌মো। তাহা ছাড়া আরও তিনটী উল্লেখযোগ্য গিরিপথ আছে। করকোরমের দক্ষিণ ঢালুভূমি বৃহৎ ও চির-তুষারখণ্ডে আবৃত। এই সকল তুষার গলিয়া সিন্ধু এবং অপরাপর নদ-নদী সর্ব্বদাই পুষ্ট হইতেছে। সিন্ধু, বশা, ব্রল্‌দু, শিগার ও শয়োক উপত্যকামধ্যস্থ জেলাগুলি একত্র 'বল্‌তিস্থান' নামে পরিচিত। ইহার অধিবাসিগণ মুসলমান-ভাবাপন্ন তিব্বতীয়, ইহারা তুরাণজাতিসম্ভূত।

হিমালয়ের এই বিভাগের দক্ষিণাংশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। কৈলাসপর্ব্বত এবং চঙ্‌চেন্‌মো পার্ব্বত্যপথ-মধ্যবর্ত্তী স্থানের অবস্থা সম্বন্ধে কোন বৈদেশিক ভৌগোলিক কোন সংবাদ রাখিয়া যান নাই। এই স্থানের দক্ষিণ ঢালুভূমি হইতে শতদ্রু এবং সিন্ধুনদ উত্থিত হইয়া হিমালয়ের মধ্যমালা ও দক্ষিণমালা ভেদ করিয়া ভারতের সমতল ক্ষেত্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। মানসসরোবরের পূর্ব্বে একটি খণ্ডাচল উত্তরমালা ও মধ্যমালার সহিত সংযোগ রাখিয়াছে। ইহার পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র ও সান্‌পোনদী উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। কোন কোন ভৌগোলিকগণ বলেন যে, হিমালয়ের এই পূর্ব্বাংশটি বাস্তবিক হিমালয়ের অংশ নহে, চীনের দক্ষিণে যে পর্ব্বতরাজি আছে, এই পর্ব্বত বস্তুতঃ তাহারই একটি অংশ। ইহার নাম তাঙ্‌লা।

উত্তরমালা ও মধ্যমালার মধ্যে কৈলাসপর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুনদ ও শয়োকনদীর সংস্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত একটি পর্ব্বতশৃঙ্গ আছে। কনিংহাম্‌ সাহেব ইহাকে কৈলাস কিংবা গঙ্গ্‌রি শৈলমালা নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে সকল শৃঙ্গ আছে, তাহাদের সাধারণ উচ্চতা ১৬০০০ হইতে ২০০০০ ফিট্‌। এই স্থানে ইহা অনেকগুলি গিরিসঙ্কটের মধ্যদিয়া সিন্ধুনদের উপত্যকা হইতে শয়োকনদীর উপত্যকায় পৌছান যায়।

মধ্যমালা—এই সুবৃহৎ শৈলমালা নঙ্গপর্ব্বত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নঙ্গের উচ্চ শৃঙ্গটী ২৬,৬২৯ ফিট্‌ উচ্চ। সিন্ধুনদীর উপত্যকা হইতে এই পর্ব্বত মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। ইহা কাশ্মীরের সীমান্তসমীপবর্ত্তী। ইহার নিকট দিয়া সিন্ধুনদ একটী স্বাধীন রাজ্যের ভিতর দিয়া আসিয়া দরবন্দের নিকটে বৃটীশগবমেণ্ট-শাসিত রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এইস্থান হইতে ৫০।৬০ মাইল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই শৈলমালা নাতি উচ্চ। কৃষ্ণগঙ্গা এবং আস্তর এই দুই নদীর মধ্যে যে লোক-চলাচলের জন্য রাস্তা আছে, তাহা ১৩০০০ ফিট্‌ উচ্চ। ঐ পার্ব্বত্যপথ দ্রস্‌ উপত্যকায় গিয়াছে। দ্রস্‌গিরিপথ দিয়া কাশ্মীর হইতে লাদক মালভূমিতে প্রবেশ করা যায়; ইহার নিকট হইতে এই পর্ব্বতমালার একটি শাখা দক্ষিণে সিন্ধুনদ ও ঝিলাম্‌ নদীর উপত্যকা হইতে উত্তরে কৃষ্ণগঙ্গার উপত্যকা পৃথক্‌ করিয়াছে। দ্রস্‌ পার্ব্বত্যপথের নিকট হইতে অপর একটী শাখা কাশ্মীর উপত্যকার পূর্ব্বদিক্‌ বেষ্টন করিয়া আছে। এই শাখা হইতে আরও অসংখ্য প্রশাখা বাহির হইয়া চারিদিকে কাশ্মীরকে পর্ব্বতের দ্বারা ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

দ্রস্‌ গিরিসঙ্কটের নিকট মধ্যমালার শৃঙ্গগুলি অভ্রভেদী এবং চির-তুষারাবৃত। নুন এবং কুন্‌ শৃঙ্গ দুইটী ২৩০০০ ফিট্‌ উচ্চ। ইহার উত্তরপূর্ব্ব ঢালুভূমি হইতে জল গিয়া সিন্ধুনদে সঞ্চিত হয়। মধ্যমালার প্রধান দুইটী নদীর নাম সুরু ও জনস্কর। জনস্কর নদীটি একটী অভেদ্য প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কিছুদূর দক্ষিণপূর্ব্বে শতদ্রুনদী একটী ভীষণ অত্যু-

ব্রত গহ্বর ভেদ করিয়া ভারতাভিমুখে ছুটিয়াছে। এই নদী মানসসরোবরের নিকট হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়া এই উত্তুঙ্গ পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়াছে। যেখানে স্পিতিনদীর সহিত শতদ্রুর সংযোগ হইয়াছে, সেইখানে লিওপোরগ্যুল নামক শৃঙ্গ অবস্থিত, ইহার উচ্চতা ২২১৮৩ ফিট্। আরও দক্ষিণপূর্ব্বে বৃটীশ ভারত হইতে মধ্যমালার অপরদিকে যাতায়াতের জন্য অনেক গিরিপথ আছে। ইহাদের মধ্যে নীতিপথ উল্লেখযোগ্য।

মধ্যমালার অপরাংশ নেপাল, সিকিম ও ভুটানরাজ্যের অন্তর্গত। হিমালয়ের এই স্থান পর্ব্বত সমান তুষারথগুদ্বারা সর্ব্বদা সমাচ্ছাদিত থাকে। ইহার উত্তর হইতে সানপোনদী প্রবাহিত হইয়াছে। দক্ষিণদিক্ হইতে অনেকগুলি স্রোতস্বিনী বহির্গত হইয়া দক্ষিণমালা ভেদ করিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের স্রোতঃ বৃদ্ধি করিয়াছে। মধ্যমালা হইতে অনেকগুলি ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালা নির্গত হইয়াছে, ইহারা কোথাও কোন কোন হ্রদকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে, কোথাওবা কোন কোন নদীর গতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। হ্রদের মধ্যে পণ্ডি এবং কম্তোদঙ্গই প্রসিদ্ধ।

দক্ষিণমালা—ইহাকে প্রসিদ্ধ ভারতভৌগোলিকগণ উচ্চ মধ্য নিম্ন পর্ব্বতে বিভক্ত করেন। হিমালয়ের এই ভাগটা দক্ষিণে সম্ভবতঃ পীরপঞ্জাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আরম্ভ মুখেই ইহার ভিতর দিয়া চিনানদী প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার শৃঙ্গগুলি ১৩০০০ ফিট্ হইতে ২০০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ। এই পর্ব্বতশ্রেণী হইতে ভাগীরথী অলকনন্দা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। এই দক্ষিণমালা হইতে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বহির্গত হইয়াছে, তাহা হয় গঙ্গা কিংবা ব্রহ্মপুত্রে গিয়া মিশিয়াছে। এই ভাগে যে সকল অত্যুচ্চ শৃঙ্গ আছে তাহা একটা শৃঙ্গের অংশ নহে, তাহা অবিচ্ছিন্ন।

হিমালয়ের দক্ষিণমালায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পর্ব্বতশৃঙ্গ আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলির উচ্চতা ২৫০০০ ফিট্। গৌরীশঙ্কর পর্ব্বতই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ।

প্রত্যেক পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী অংশ স্ফটিকময় শৈলদ্বারা গঠিত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে স্তরে স্তরে নিম্নতর শৈল দেখা যায়, ইহাই হিমালয়, আল্প্স, পিরেনীজ্ এবং আমেরিকার শৈলমালার বিশেষত্ব। হিমালয়ের দক্ষিণমালাকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা যায়, ইহাদের প্রাকৃতিক অবস্থান পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডল, সমমণ্ডল এবং তুষারমণ্ডল এই তিনটি মণ্ডলের অন্তর্গত। গড়ে ইহাদের বিস্তৃতি ৯০ মাইল। দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে ইহার শৃঙ্গমালা উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য প্রত্যেক হাজার ফিট্ উচ্চে ৩ কিম্বা ৩½ ডিক্রী করিয়া উত্তাপের হ্রাস হয়। পঞ্জাবে সমতলভূমি হইতে হিমালয়ের বাহির শৈলমালার মধ্যবর্ত্তী, শুষ্ক সচ্ছিদ্র মৃত্তিকাযুক্ত মধ্যে মধ্যে নানা গলি ও গিরিসঙ্কট এবং স্থানে স্থানে জঙ্গলবেষ্টিত কৃষ্ণসারমৃগসঞ্চরণভূমি দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত তরাই আছে, ইহা অনুর্ব্বর ও স্যাঁৎসেঁতে, ইহার জল-হাওয়া অতি খারাপ। এই স্থান এবং হিমালয়ের 'বাভর' মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ নেপালীভাষায় মারি এবং ভুটানীভাষায় 'দ্বার' নামে অভিহিত।

এইস্থানের প্রধান বৃক্ষ শাল, শিশু, খদির, আব্লুস্ এবং কার্পাস বৃক্ষ। হিমালয়ের পূর্ব্বাংশে হস্তী, গণ্ডার, বন্য মহিষ, হরিণ, নানাপ্রকারপক্ষী, কীটপতঙ্গ ও নানাপ্রকার সরীসৃপ দৃষ্ট হয়। পশ্চিমাংশে পাইন, অর্জ্জুন, সেগুণ এবং দেবদারুবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। হিমালয়ের শাল, সেগুণ এবং দেবদারুবৃক্ষ সাধারণতঃ অত্যুচ্চ হইয়া থাকে। এক একটী ২০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। হিমালয়ের উর্দ্ধ অংশে চমরী গো, কস্তূরিকা মৃগ, বন্য ছাগ ও মেষ, ভল্লুক ও নানাপ্রকার শীকারী পক্ষী দৃষ্ট হয়।

ভূতত্ত্বজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, হিমালয় এবং আল্পস্ পর্ব্বতের অবস্থান পূর্ব্বে সমুদ্রের নিম্নদেশে ছিল; যখন আমাদের পৃথিবী উপগ্রহ সূর্য্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই, তখন ইহার উত্তাপ সূর্য্য অপেক্ষা অধিক ছিল। যখন সূর্য্য হইতে ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে, তখন হইতে ইহার উত্তাপ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে ও পৃথিবী সঙ্কুচিত হইতেছে। পৃথিবীর বহিরাবরণ, কিন্তু সমভাবে কুঞ্চিত হয় নাই, কোথাও ইহা সমতল ক্ষেত্র হইয়াছে, কোথায় ভূগর্ভ হইতে উন্নত পর্ব্বতমালা জাগিয়া উঠিয়াছে, এই জন্য এই সকল প্রকাণ্ড পর্ব্বতস্তূপে সমুদ্র শুষ্ক হইয়া গিয়া সামুদ্রিক পদার্থ রাখিয়া গিয়াছে।

হিমালয়ে নানাপ্রকার ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়:—লৌহ এবং দস্তা শতদ্রু এবং কালী নদীর মধ্যস্থ পর্ব্বতে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কুমায়ুন জেলায় নদীর জলের সহিত স্বর্ণরেণুর সংমিশ্রণ আছে। তিব্বতে সোণার খনি আছে। খনি হইতে ইহা শুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। লৌহ এবং তাম্র কুমায়ুন জেলার খনি হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে।

হিমালয়ে ইরাণ ও তুরাণ এই দুই আদি জাতির মিলনক্ষেত্র, তিব্বতের সীমা পর্য্যন্ত হিমালয়ের অধিবাসিগণ অধিকাংশই হিন্দু। যদিও আর্য্যগণ তুরাণদিগের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি আর্য্য এবং তুরাণ এই উভয় শ্রেণীর লোক দেখিলেই চেনা যায়। নেপালে, ভুটানে এবং হিমালয়স্থ অন্যান্য দেশে অন্যূন ১০টা জাতীয় লোক দৃষ্ট হয়। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গগুলির নাম, অবস্থান ও উচ্চতা প্রদত্ত হইল:—

নাম	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ	উচ্চতা (ফিট্)
অকু	২৮° ২৩′ ২৪″	৫৫° ১০′ ১২″	২৪৩১৩
এবারেষ্ট (গৌরীশঙ্কর)	২৭° ৫৯′ ৯২″	৮৬ ৫৮ ৬	২৯০০২
ক ২ (K! 2)			২৮২৭৮
কবরু	২৭° ৩৬′ ২৬″	৮৮ ৯ ১৫	২৪০১৫
কমেত (ইবিগমিন্)	৩০ ৫৫ ১৩	৭৯ ৩৮ ৪	২৫৩৭৩
কৃষ্ণশৈল গুয়ারিম্	২৭ ৩৪ ৬	৮৮ ৪৮ ৩৯	১৭৫৭২
কাঞ্চনজিঙ্ঘা	২৭ ৪২ ৫	৮৮ ১১ ২৬	২৮১৫৬
কেদারনাথ	৩০ ৪৭ ৫৩	৭৯ ৬ ৩৪	২২৭৯০
চমলারি	২৭ ৪৯ ৩৭	৮৯ ১৯ ৪৪	২৩৯৪৪
চামলং পূর্ব্ব	২৭ ৪৬ ২৭	৮৭ ৩ ২১	২৪০২০
" পশ্চিম	২৭ ৪৫ ১৬	৮৬ ৫১ ৫৬	২২২১৫
চুমুক্কো বা চেলা	২২ ২৭ ২৮	৮৮ ৪৯ ৩৮	১৭৩২৫
চৌবিশি	৭৮ ৪১ ৩১	৮২ ৩৯ ৩৩	১৯৭১৫
জহু	২৭ ৪০ ৫২	৮৮ ৫ ১২	২৫৩০৪
জাঁওলি	৩০ ৫১ ১৮	৭৮ ৫৩ ৫৩	২১৬৭২
জিব্-লিবিয়া	২৮ ২১ ৩	৮৫ ৪৯ ২১	২৬৩০৫
ত্রিশূল, পূর্ব্ব	৩০ ৩০ ৫৬	৭৯ ৫৪ ৩৯	২৩০৯২
ঐ পশ্চিম	৩০ ১৮ ৪৩	৭৯ ৪৯ ৭	২৩৩৮২
ধরলাসগর	৩০ ৫১ ৪০	৭৯ ২ ১৪	২২৫৮২
ধয়াবগু	২৮ ১৫ ১৭	৮৫ ৩১ ৩৫	২৩৭৬২
ধবলাগিরি	২৮ ৪১ ৪১	৮৩ ৩২ ৯	২৬৮২৬
নন্দকূট	৩০ ১৬ ৪১	৮০ ৬ ৩৯	২২৫৩৬
নন্দাদেবী বা লাটু	৩০ ২২ ৩১	৮০ ০ ৫০	২৫৬৬১
নন্দাকনা	৩০ ৪১ ৭	৭৯ ৪৪ ৫৩	২২০৯৩
নরসিংহ	২৭ ৩০ ৩৬	৮৮ ১৯ ২৮	১৯১৪৬
নারায়ণী	২৭ ৪৪ ৩৯	৮৩ ২৫ ৪২	২৪৪৪৬
নীলকণ্ঠ	৩০ ৪৩ ৫২	৭০ ২৬ ৫৬	২১৬৬১
পঞ্চচুলি	৩০ ১২ ৫১	৮০ ২৮ ৯	২১৬৬৩
পাওহনরি বা ডঙ্কিয়া	২৭ ৫৬ ৫২	৮৮ ৫৩ ৫	২৩১৮৬
পান্দিম্	২৭ ৩৪ ৩৪	৮৮ ১৫ ৩৫	২২০১৭
বদরীনাথ	৩০ ৪৪ ১৬	৭৯ ১৯ ২০	২৩২১০
বন্দরপুঁচ	৩১ ০ ১২	৭৮ ৩৫ ৪৫	২০৭৫৮
বরাথোর	২৮ ৩২ ০	৮৪ ৯ ৩২	২৬০৬০
বুন বা শ্রীকণ্ঠ	৩০ ৫৭ ২৫	৭৮ ৫০ ৫০	২০১৪৯
মোর্শিয়াদি	২৮ ৩৫ ৩০	৮৩ ৫১ ৪৬	২৬৫২২
যমুনোত্তরী	৩১ ৬ ২৫	৭৮ ৩৪ ৬	২০০৩৮
মসল	২৮ ৩২ ৫৫	৮৪ ৩৬ ৯	২৬৬৮০
সিহসুম	২৭ ৫৩ ১৮	৮৭ ৭ ৫৪	২৭৭৯৯
স্বর্গরোহন্	৩১° ৬′ ৮″	৭৮° ৩২′ ৩২″	২০৪০৫
স্বর্ণকোশী (সন্‌কোশী)	২৭ ৫৮ ১৩	৮৬ ২৮ ৩২	২৩৫৭০

হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গমালার অনেক উত্তরে হিমালয়ের অববাহিকা। ইহার নিকটে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গিরি-গুহা ও উপত্যকা আছে। ভারতবর্ষে যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, এই সকল সমবাহ গিরিমালা হইতে তাহাদের উৎপত্তি। উত্তর ভারতবর্ষকে যে সকল বিখ্যাত নদী ধৌত ও শস্যসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হিমালয়ের পশ্চিম এবং পূর্ব্ব হইতে নির্গত হইয়াছে। এই সকল নদ-নদীগুলির 'নাম ঝিলাম্, চিনাব, রাবি, বিয়াস্, শতদ্রু, যমুনা, গঙ্গা, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কুশী, তিস্তা (মানস ও সুবর্ণসিরি), ব্রহ্মপুত্রনদ এবং দিহঙ্গ।

দেরাদুন এবং যমুনার পূর্ব্ব সমতল ভূমিকে শিবালিকপর্ব্বত-মালা পৃথক্ করিয়াছে। লেফ্টেনাণ্ট কট্‌লি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিবালিক হইতে প্রস্তরীভূত অস্থি-বিন্যাস সর্ব্ব প্রথমে আবিষ্কার করেন। কট্‌লি সাহেব এবং ডাক্তার ফাল্‌কনার সাহেব ইহা হইতে যে সকল প্রস্তরীভূত অস্থি সংগ্রহ করেন, তাহার বিবরণ Palæontological Memoirs নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা বহু পরিশ্রমে মৃত্তিকার স্তরে স্তরে যে সমস্ত স্তন্যপায়ী পশুদিগের দেহাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের সহিত অন্য কোন 'ফসিল' বা প্রস্তরীভূত অস্থির তুলনা হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দ্বারা এই সকল অস্থির প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা প্রকার তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আর্য্যগণের প্রধান প্রধান পুণ্যক্ষেত্র বা তীর্থগুলি অধিকাংশই এই হিমালয়ের উপর। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের তীর্থস্থানই এই হিমালয়ে আছে। স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ডে সেই সকল তীর্থের মাহাত্ম্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গবর্ণ-মেণ্ট হইতে প্রকাশিত হিমালয়ান্ গেজেটিয়ারে এখানকার ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, ভৌগোলিক বিবরণ ও ইতিহাস সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। [তিব্বত শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

হিমালয়সুতা (স্ত্রী) হিমালয়স্য সুতা। পার্ব্বতী। উমা।

হিমালয়া (স্ত্রী) হিমস্য শীতস্য আলয়ো যত্র। ভূম্যামলকী।

হিমমালী (স্ত্রী) যাবনালী শর্করা। (রাজনি°)

হিমাবতী (স্ত্রী) স্বর্ণক্ষীরী, স্বনামখ্যাত ঔষধবিশেষ, পর্য্যায়—কটুপর্ণী, হেমবতী, হেমক্ষীরী, হেমাহ্বা, পীতদুগ্ধা। গুণ—তিক্ত, প্লীহা ও গুল্মোদরনাশক, কৃমি, কুষ্ঠ ও কণ্ডূতিনাশক। (ভাবপ্র°)

হিমাশ্রয়া (স্ত্রী) হিমঃ আশ্রয়ো যস্যাং। স্বর্ণজীবন্তী। (রাজনি°)

হিমাহ্ব (পুং) হিমমপি আহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে বর্ণেনেতি হ্বে-ক। ১ কর্পূর। ২ বর্ষভেদ। জম্বুদ্বীপের একটী বর্ষ।

"হিমাহ্বং দক্ষিণং বর্ষং তস্য নাম্না মহাত্মনঃ।" (মার্ক°পু° ৫৩।৩০)

হিমাহ্বয় (পুং) হিমমাহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে বর্ণেনেতি, আ-হ্বে-অচ্, হিমস্ত আহ্বা যস্তেতি। ১ কর্পূর। ২ বর্ষবিশেষ। (মার্কপু° ৫৩।৩৮)

হিমিকা (স্ত্রী) ১ তৃণোপরি পতিত হিম। ২ বর্ষোপল। ৩ হিম-সঙ্ঘাত। ৪ শিশিরবিন্দু।

হিমেলু (ত্রি) হিমং ন সহতে ইতি হিম (তন্ন সহতে ইতি হিমাচ্চেলুঃ। পা ৫।২।১২২) ইত্যস্ত বার্ত্তিকোক্ত্যা ইলু। হিমক্লেশিত, হিমার্ত্ত।

হিমোত্তরা (স্ত্রী) হিম উত্তরো যস্তাঃ। কপিলদ্রাক্ষা।

হিমোৎপন্না (স্ত্রী) হিমে হিমপ্রধানে উৎপন্না। যাবনালী।

হিমোদক (ক্লী) হিমং উদকং। শীতলজল। হিমজল, বরফজল। (বৈদ্যকনি°)

হিমোদ্ভবা (স্ত্রী) হিমে হেমন্তে উদ্ভবো যস্তাঃ। ১ শটী। ২ ক্ষীরিণী, চলিত খিরুই। (রাজনি°)

হিমোপম (পুং) হিম উপমা যস্ত। প্রবাল। (বৈদ্যকনি°)

হিম্মৎ (আরবী) ১ প্রস্তাব। ২ সঙ্কল্প। ৩ সামর্থ্য।

হিম্মৎগড়, গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৬° ৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮´৫´´ পূঃ। ইহার নিকটবর্ত্তী পন্নিয়ার সহরে মরাঠা এবং গ্রের অধীনস্থ ইংরাজ-সৈন্যদিগের একটী যুদ্ধ হয়।

হিম্মৎ বাহাদুর, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ছত্রপুরের একজন অধিপতি। 'ইনি গোঁসাই নবাব হিম্মতি বাহাদুর' নামে পরিচিত। বুন্দেলাগণ ইঁহার রাজ্য অধিকার করে। ইনি ঠাকুর কবির কৌশলে সে যাত্রা রক্ষা পান, এজন্য তিনি ঠাকুর কবিকে বিশেষরূপে সম্মান করিতেন। ইনি বহুসংখ্যক গোঁসাই-সৈন্য লইয়া সিন্ধিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বুন্দেলদিগকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য ইনি প্রথমে আলী বাহাদুরকে বুন্দেলখণ্ড আক্রমণের পরামর্শ দেন। মরাঠা-যুদ্ধকালে ইনি ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করেন এবং দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। ইনি বহু কবির উৎসাহদাতা, নিজেও বহু হিন্দীকবিতারচয়িতা।

হিম্মতাবাদ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম, দিনাজপুরের সহরের ৩০ মাইল পশ্চিমে কুলিক নদীর উপরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১৫´ ৫০´´ পূঃ।

হিম্মতী (আরবী) ১ শক্তিশালী। ২ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

হিম্য (ত্রি) হিম ভবার্থে যং। (পা ৫।২।১২০) হিমভব। হিমোৎপন্ন।

হিয়া (দেশজ) হৃদয়। এই শব্দটী হৃদয় শব্দের অপভ্রংশ।

হিয়াবুকা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Adelia nereifoia)

হিরঙ্গু (পুং) রাহুগ্রহ।

হিরকল্, (হিরেকল) তুমকুর, হস্‌সন এবং কদূর এই কয়েকটী জেলার সঙ্গমস্থলে মহিসুর রাজ্যের মধ্যমালভূমির একটি শৈল-মালা। এই শৈলমালার একটিতে তিরুপতির প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, অপরটীতে হায়দর আলী নয়াপুরী নামে একটী সহর প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই স্থানের অস্বাস্থ্যের জন্য অবশেষে তিনি এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন।

হিরণ (ক্লী) ১ রেতঃ। ২ স্বর্ণ। ৩ বরাটক। (মেদিনী)

হিরণ্ময় (ক্লী) হিরণ্যস্য বিকারঃ হিরণ্য (দাণ্ডিনায়নহাস্তিনায়নেতি। পা ৬।৪।১৭৪) ইতি নিপাতিতঃ। ১ ভারতবর্ষাদি নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ। ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে এই বর্ষের বিবরণ লিখিত আছে। এই বর্ষের উত্তরদিকে ইলাবৃত বর্ষ। শ্বেত নামক পর্ব্বত এই বর্ষের মর্য্যাদাগিরি। এই বর্ষ দ্বিসহস্রযোজন বিস্তৃত, এই বর্ষের উত্তরদিকে প্রাগায়ত ক্ষীরোদসমুদ্র অবস্থিত। (পুং) হিরণ্য-ময়ট্। ২ ব্রহ্মা (ত্রি) ৩ সুবর্ণময়। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ হিরণ্ময়ী। "হিরণ্ময়ী শাললতেব জঙ্গমা চ্যুতা দিবঃ স্থাস্নুরিবাচিরপ্রভা।" (ভট্টি ২।৪৭)

হিরণ্য (ক্লী) হর্য্যতি দীপ্যতে ইতি হর্য্য গতিকান্ত্যোঃ (হর্য্যতেঃ কন্যন্ হির চ। উণ্ ৫।৪৪) ইতি কন্যন্ হিরাদেশশ্চ। সুবর্ণ। ইহার বৈদিকপর্য্যায়—হেম, চন্দ্র, রুক্ম, অয়ঃ, পেশঃ, কৃশন, লোহ, কনক, কাঞ্চন, ভর্ম্ম, অমৃত, মরুৎ, দত্র, জাতরূপ। (বেদনি° ১ অ°) [সুবর্ণ শব্দ দেখ] ২ ধুস্তূর। (অমর) ৩ রেতঃ। ৪ দ্রব্য। ৫ বরাট। ৬ অক্ষর। ৭ মানভেদ। ৮ অকুপ্য। (মেদিনী) ৯ রজত। ১০ ধন। (শব্দরত্না°) ১১ গুগ্গুলবিশেষ।

"মহিষাক্ষো মহানীলঃ কুমুদঃ পদ্ম ইত্যপি।
হিরণ্যঃ পঞ্চমো জ্ঞেয়ো গুগ্গুলোঃ পঞ্চ জাতয়ঃ॥"(ভাবপ্র°)

হিরণ্যক (পুং) স্বর্ণ।

হিরণ্যকক্ষ (ত্রি) স্বর্ণকক্ষযুক্ত।

হিরণ্যকক্ষ্য (ত্রি) হিরণ্যকক্ষসম্বন্ধী।

হিরণ্যকর্ণ (ত্রি) হিরণ্যবিকারকুণ্ডলাদিযুক্ত কর্ণ, যাহার কর্ণে সুবর্ণকুণ্ডল আছে। "হিরণ্যকর্ণং মণিগ্রীবং" (ঋক্ ১।১২২।১৪) 'হিরণ্যকর্ণং হিরণ্যবিকারকুণ্ডলাদ্যুপেতকর্ণং' (সায়ণ)

হিরণ্যকর্ত্তৃ (পুং) স্বর্ণকার।

হিরণ্যকশিপু (পুং) দৈত্যবিশেষ। মহাত্মা কশ্যপ হইতে দিতির গর্ভে ইহার জন্ম। শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণু প্রভৃতি সকল পুরাণে এই দৈত্যের আখ্যায়িকা বিশেষভাবে লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইল। বৈকুণ্ঠভবনে ভগবান্ হরির জয় ও বিজয় নামে দুইজন দ্বারপাল ছিলেন। এই দুই জন ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বার রক্ষা করিতেন। একদা

সনন্দাদি ঋষিগণ ত্রিভুবন-ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। জয় ও বিজয় এই ঋষিদিগকে দিগম্বর এবং পঞ্চ বা ষট্ বর্ষবয়স্ক বালকের ন্যায় অবলোকন করিয়া পুরপ্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। ইহাতে ঋষিগণ কুপিত হইয়া তাহাদিগকে এই অভিশাপ দেন যে, তোমরা ভগবানের নিকটে অবস্থান করিয়াও তোমাদের চিত্তের রজস্তমোমল অপনীত হয় নাই, অতএব তোমরা এই স্থানে অবস্থান করিবার উপযুক্ত নও, অচিরে তোমরা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হও। এইরূপে অভিশপ্ত হইবামাত্র তাহারা স্বর্গ হইতে পতিত হইল। এই ভাবে স্বর্গ হইতে তাহাদিগকে পতিত হইতে দেখিয়া ঋষিদিগের দয়া হয়। ঋষিগণ করুণাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইতেছ, তিন জন্মের পর তোমাদের শাপবিমুক্তি হইবে। এই জয় ও বিজয় প্রথম জন্মে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং তৃতীয় জন্মে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

কশ্যপের দিতি ও অদিতি এই দুই পত্নী ছিলেন। অদিতির গর্ভে দেবগণের জন্ম হয়। অদিতির পুত্রগণ অমর এবং বলবান্ হইয়া স্বর্গের অধীশ্বর হন। একদা দিতি সায়ংকালে পুত্রার্থিনী হইয়া কশ্যপের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমার যাহাতে বলবান্ পুত্র হয়, আপনি তাঁহার উপায় করুন। কশ্যপ এ কথা শুনিয়া তাঁহাতে সঙ্গত হইয়া তাঁহার গর্ভাধান করিয়া কহিলেন, তোমার চিত্ত অতি অপবিত্র এবং তুমি অতিশয় কামপরতন্ত্রা, বিশেষত এই সন্ধ্যার সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় তোমার দুইটী অধম পুত্র জন্মিবে, এই পুত্রদ্বয় লোকপালসহ ত্রিলোকীকে মুহুর্মুহু পীড়াপ্রদান করিবে, কিন্তু যখন ইহারা নিরপরাধ প্রাণিদিগের পীড়া, স্ত্রীনিগ্রহ প্রভৃতি ঘোরতর অত্যাচার করিতে থাকিবে, তখন ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া ইহাদিগকে বধ করিবেন। ইহাতে দিতি কহিলেন, প্রভো! আমার সন্তান দুইটী যদি নিতান্তই বধ্য হয়, তাহা হইলে ভগবান্ বিষ্ণু যেন তাহাদিগকে সুনাভ চক্রদ্বারা বধ করেন, ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ বা অপরের নিকট যেন তাহারা বধ্য না হয়, কশ্যপ তাহাই স্বীকার করিয়া বলিলেন, তোমার দুই পুত্রের মধ্যে হিরণ্যকশিপু নামে যে পুত্র হইবে, তাহার প্রহ্লাদ নামে এক সাধুপুত্র হইতেই তোমরা সকলে পবিত্র হইবে।

দিতি আপনার এক পৌত্র পরম ভাগবত হইবে শুনিয়া অতিশয় হৃষ্টা হইলেন। অনন্তর দিতি প্রজাপতি কশ্যপনিহিত বীর্য্য শতবর্ষ পর্য্যন্ত গর্ভে ধারণ করিয়া থাকিলেন। তিনি শতবর্ষ গর্ভধারণ করিয়া দুইটী যমজপুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্র জন্মিবামাত্র স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে বহুতর অমঙ্গল দেখা দিল, আকাশ হইতে উল্কাপাত প্রভৃতি হইতে লাগিল। বায়ু অতিশয় দুস্পর্শ হইল, নিবিড় ঘনঘটা চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তখন সমুদ্র ক্ষুব্ধ, বিনামেঘে মুহুর্মুহু বজ্রপাত, শৃগাল পেচকাদির ভয়ানক রব, শনি ও মঙ্গলাদি ক্রূর গ্রহগণ অতিশয় দীপ্ত হইয়া গুরুশুক্রাদি শুভ গ্রহগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিল এবং বক্রগতি দ্বারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এইরূপে চারিদিকে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হইল। পৃথিবী মুহুর্মুহু কাঁপিতে লাগিল। সনন্দাদি ঋষিগণ ভিন্ন কেহই ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না।

এদিকে দৈত্যদ্বয় প্রকাণ্ড পর্ব্বততুল্য এবং পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। তখন প্রজাপতি কশ্যপ তথায় উপস্থিত হইয়া এই দুই পুত্র যমজ হইলেও ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রথমে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হিরণ্যকশিপু এবং পশ্চাৎ যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হিরণ্যাক্ষ রাখিলেন। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুর অতিশয় প্রিয় ছিলেন এবং অনুদিন তাঁহার প্রীতিকর কার্য্যসকল সম্পন্ন করিতেন। ক্রমে হিরণ্যাক্ষ অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। একদা হিরণ্যাক্ষ গদা গ্রহণ করিয়া যুদ্ধবাসনায় সমরান্বেষণ করিতে করিতে স্বর্গে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পদদ্বয়ে শব্দায়মান কাঞ্চনময় নূপুর, গলদেশে বৈজয়ন্তীমালা লম্বমানা এবং স্কন্ধে মহতী গদা ন্যস্ত ছিল। তিনি অত্যন্ত দুঃসহবেগে গমন করিতেছিলেন। হিরণ্যাক্ষ বরগর্ব্বিত, অতএব নিরঙ্কুশ ও অকুতোভয় ছিলেন। দেবগণ হিরণ্যাক্ষকে দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। ইন্দ্রের সহিত দেবগণ স্ব স্ব তেজে অন্তর্হিত হইলে হিরণ্যাক্ষ স্বর্গে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া অতিমাত্র মত্ত এবং বারংবার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আপনিই নিবৃত্ত হইয়া মত্ত মাতঙ্গবৎ জলক্রীড়ার জন্য উৎসুক হইয়া ভয়ানক রব করিতে করিতে সমুদ্রে গিয়া অবগাহন করিলেন। অনন্তর এই দৈত্য বরুণের বিভাবরী নামক পুরী প্রাপ্ত হইয়া তথায় সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বরুণ হিরণ্যাক্ষের ভয়ে লুক্কায়িত হইয়া থাকিলেন। একদা হিরণ্যাক্ষ বরুণের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করেন। তখন বরুণ তাঁহাকে কহিলেন, হে অসুরশ্রেষ্ঠ! আপনি রণবিষয়ে সুপণ্ডিত, যুদ্ধে ভগবান্ ভিন্ন আপনার সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে এমন ব্যক্তি নাই, কেবল পুরাণপুরুষ ভগবান্ যুদ্ধ করিলেই আপনার সন্তোষ জন্মাইতে পারেন, অতএব আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন, তাহা হইলে আপনার এই রণকণ্ডূয়ন নিবৃত্তি হইবে।

হিরণ্যাক্ষ নারদের নিকট হরির গতি অবগত হইয়া সত্বরে রসাতলে প্রবিষ্ট হইলেন। বরাহরূপী বিষ্ণু তাঁহার নেত্র-গোচর হইলে তিনি হাসিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য, ইহা যে জলচর বরাহ। নারদ আমাকে প্রতারিত করিয়াছে। ঐ সময়ে ভগবান্ দন্তাগ্র দ্বারা অবনীকে উন্নয়ন করিতে ছিলেন, দানব-দর্শনে তাহার নয়নদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। তদ্দ্বারাই তিনি ঐ দৈত্যের তেজোহরণ করিতে লাগিলেন। বরাহের সহিত তাঁহার ঘোর যুদ্ধ বাঁধিল। বরাহরূপী হরি তাঁহার সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দন্ত দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া সুদর্শনচক্রে বধ করিলেন।

হিরণ্যকশিপু বরাহরূপী বিষ্ণুহস্তে অনুজের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অতিশয় শোকসন্তপ্ত এবং বিষ্ণুর উপর জাতবিদ্বিষ্ট হইলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, 'বিষ্ণুকে যে কোন প্রকারে নিধন করিতেই হইবে, বিষ্ণুর রুধিরে প্রিয় ভ্রাতার তর্পণ করিতে পারিলে আমার এই মনোবাথা অপনীত হইবে। বিষ্ণুই আমার একমাত্র প্রতিপক্ষ, উহাকে বিনাশ করিতে পারিলেই দেবগণ ছিন্নমূল বৃক্ষশাখার মত শুষ্ক হইবে।'

অতঃপর হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া দানবদিগকে এই আদেশ দিলেন যে, 'তোমরা সকলে মিলিত হইয়া এক কর্ম্ম কর, এখন ধরামণ্ডল ব্রহ্মক্ষত্রে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে, তথায় গমন করিয়া তপস্যা, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, দান ও ব্রতাদিযুক্ত মানবদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হও। যদিও যজ্ঞাদিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কোন অপরাধ নাই, তথাচ দ্বিজগণের যজ্ঞক্রিয়াই বিষ্ণুপ্রাপ্তির মূল কারণ। আর বিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞ ও ধর্ম্মময়, এবং দেব, ঋষি, পিতৃ ও ভূতগণের পরম আশ্রয়। অতএব ঐ সকল ব্যক্তি যজ্ঞমূর্ত্তি বিষ্ণুর মূল, অতএব তাঁহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই আমার বধ্য হইয়াছে। দানবগণ তোমরা যেথানে যেথানে গো, ব্রাহ্মণ, বেদ ও বেদবিহিত আশ্রমোচিত ক্রিয়া দেখিবে, সেই সেই স্থানে গমন করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট কর, তাহা হইলে যাগযজ্ঞাদির অভাবে বিষ্ণু ও দেবগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। পুর, গ্রাম, ব্রজ, উদ্যান, ধান্যাদিক্ষেত্র, আরাম, ঋষিদিগের আশ্রম, রত্নাদির আকর প্রভৃতি স্থান সকল দগ্ধ করিয়া ফেল।' হিরণ্যকশিপুর অনুচরগণ অচিরে এই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। পৃথিবীস্থ জনসাধারণ এইরূপে উপক্রত হইয়া যাগযজ্ঞাদি পরিত্যাগ করিল। যজ্ঞভাগের অভাব হেতু দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষিত শরীরে ভূতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে হিরণ্যকশিপু দুঃখিত চিত্তে ভ্রাতার শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র শকুনি, শম্বর, ধৃষ্টি, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু, উৎকচ এবং হিরণ্যাক্ষের পত্নী, ভানু ও মাতা দিতিকে সান্ত্বনা দিয়া আপনাকে অজেয়, অজর, অমর এবং প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় রাজা করিবার জন্ম তপস্যা করিতে মনস্থ করিলেন। তখন তিনি মন্দর-পর্ব্বতের কন্দরে গমন করিয়া দারুণ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। প্রলয়কালীন সূর্য্য যেমন আপনার ভয়ঙ্কর কিরণে অত্যর্থদীপ্তিযুক্ত হইয়া বিরাজিত হন, সেইরূপ ঐ দৈত্য জটাকান্তি দ্বারা প্রদীপ্ত হুতাশনবৎ প্রজ্বলিত হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু এইরূপে তপস্যা আরম্ভ করিলে পূর্ব্বে যে সকল দেবতা তাঁহার ভয়ে স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষিত ভাবে বেড়াইতেন, তাঁহারা পুনরায় আপন আপন স্থানে আসিলেন।

হিরণ্যকশিপু ক্রমেই অতি কঠোরতম তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তখন সধূম অনল তাঁহার মস্তক হইতে উদ্ভূত এবং সর্ব্বতঃ প্রসৃত হইয়া তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধ লোকসকলকে সন্তপ্ত করিতে লাগিল। ব্রহ্মা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সাদরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'তোমার সিদ্ধি হইয়াছে, আমি বর দিতে আসিয়াছি, তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তোমার ধৈর্য্য অতি অপূর্ব্ব, দংশ তোমার সকল দেহ ভক্ষণ করিয়াছে, কেবল অস্থি সকলে প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। স্বচ্ছন্দে বসিয়া সমাধি অবলম্বন করিয়া আছ, বৎস! পুরাকালে ঋষিগণও এ প্রকার তপস্যা করিতে পারেন নাই। পরেও কেহ করিতে পারিবে না। ফলতঃ জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া দিব্য শত বৎসর প্রাণ ধারণ করা কাহার সাধ্য? অতএব তুমি আর কালবিলম্ব করিও না, সত্বর অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' তখন ব্রহ্মা নিজের কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অঙ্গ যাহা পিপীলিকা কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রোক্ষণ করিলেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কমণ্ডলুজলে প্রোক্ষিত হইবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ও বজ্র তুল্য দৃঢ়াঙ্গ হইয়া সামর্থ্য, বল ও তেজের সহিত সেই বল্মীক ও কীচকাদির মধ্য হইতে নির্গত হইল। তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার শরীরপ্রভা প্রকাশ পাইতে লাগিল।

হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন যে, সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে আমার যেন মৃত্যু না হয়, অভ্যন্তরে অথবা বহির্ভাগে, দিবসে বা রাত্রিতে আপনার সৃষ্ট ভিন্ন অন্ত হইতেও যেন আমার নিধন না হইতে পারে। নর বা মৃগ দ্বারা

যেন আমার মৃত্যু না হয়, ভূমিতে বা আকাশেও যেন আমার মরণ না হয়। অপ্রাণ অথবা সপ্রাণ কিংবা সুর, অসুর, মহোরগ এ সকল হইতেও যেন আমার মৃত্যু না হয়। যুদ্ধে যেন আমার কেহ প্রতিপক্ষ থাকে না, আমি সকল দেহীর উপর একাধিপত্য করিতে পারি, সকল লোকপালের মাহাত্ম্য যাহা যাহা আপনার আছে, আমাকে সে সকলও দিতে আজ্ঞা হউক। তপস্যা ও যোগ দ্বারা যাহাদের প্রভাব জন্মে, তাহাদের যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য যাহা কখনও বিনষ্ট হয় না, তাহাও অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করুন।'

তখন ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বাপর কিছু বিবেচনা না করিয়াই তাঁহার অভিলষিত পূর্ব্বোক্ত সকল বরই তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং তাহাকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি আমার নিকট যে সকল বর প্রার্থনা করিতেছ, পুরুষদিগের ইহা অতি দুর্ল্লভ, যদিও ঐ সকল বর অতি দুর্ল্লভ, তথাপি আমি তোমাকে প্রদান করিলাম।'

হিরণ্যকশিপু বর লাভ করিয়া স্বর্ণবপুঃ ধারণ করিল। বিষ্ণু তাঁহার ভ্রাতাকে নিধন করিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া বিষ্ণুর প্রতি অতিশয় দ্বেষ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাসুর সকল দিক্ এবং লোক, অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ঋষি, পিতৃপতি, মনু, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেতপতি, ভূতপতি এবং অন্যান্য প্রাণীর যে যে অধিপতি তাহাদিগকে জয় করিয়া আপনার বশবর্ত্তী করিলেন। এইরূপে বিশ্বজয়ী হইয়া তেজের সহিত লোকপালসকলের স্থান হরণ করিয়া লইলেন। পরে ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া স্বয়ংই ইন্দ্র হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণ বিতাড়িত হইয়া তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন জন ব্যতীত আর সকলেই উপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। হিরণ্যকশিপু মহেন্দ্রাসনে অধ্যাসীন থাকিলে বিশ্বাবসু ও তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণ নিরন্তর তাহার যশোগান করিত। ঋষিগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া মুহুর্মুহু এই দানবের স্তব এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল ও গৃহস্থাদি সকল আশ্রমী ভূরি ভূরি দক্ষিণা দিয়া তাঁহারই যজ্ঞ করিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু সমস্ত যজ্ঞের ভাগই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দেবগণের উদ্দেশে কেহ যজ্ঞ করিত না। তখন হিরণ্যকশিপুর এইরূপ প্রভাব হইল যে, সপ্ত দ্বীপবতী ভূমি বিনাকর্ষণে বিবিধ শস্য প্রসব করিতে লাগিল। গাভী সকল তাঁহার অভিলাষানুসারে দুগ্ধপ্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার প্রচণ্ড প্রতাপে নভোমণ্ডল বিবিধ আশ্চর্য্যের আস্পদ হইয়া উঠিল।

ঐ দানব এই প্রকারে সকল দিক্ জয় করিয়া ত্রিভুবনের একাধিপত্য লাভ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ভোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার পরিতোষ জন্মিল না। দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু এই প্রকারে ঐশ্বর্য্যমত্ত ও উদ্দীপ্ত হইয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা-উল্লঙ্ঘন করিলেন, ক্রমে সুমহৎ কাল অতিক্রান্ত হইল। ঐ দানবের উগ্রদণ্ডে লোকপাল সহিত সকল লোকের যৎপরোনাস্তি উদ্বেগ জন্মিল। দেবগণ তখন নিতান্ত পীড়িত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগত হইল। তাঁহারা বিষ্ণুর উপাসনা করিতে থাকিলে দৈববাণী হইল যে, 'তোমরা ভীত হইও না, সময়ের প্রতীক্ষা কর। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে এতাদৃশ দুর্ব্বৃত্ত হইয়াছে। যখন সে তাহার প্রিয় পুত্র প্রহ্লাদের উপর বিদ্রোহাচরণ করিবে, তখন আমি তাহাকে বধ করিব।' দেবগণ এই দেববাণী শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং ভীত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হিরণ্যকশিপুর পত্নীর নাম কয়াধু। এই কয়াধুর গর্ভে কালক্রমে হিরণ্যকশিপুর হ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ ও প্রহ্লাদ বা প্রহ্লাদ নামে চারিটী পুত্র জন্মিল। প্রহ্লাদ নিজের সুকৃতি বশতঃ জন্মাবধিই বিষ্ণুর সেবক। শুক্রাচার্য্য দৈত্যদিগের কুল-পুরোহিত ছিলেন। এই শুক্রাচার্য্যের শণ্ড ও অমর্ক নামে শুক্রের ন্যায় গুণসম্পন্ন অতিশয় নীতিজ্ঞ দুইটী পুত্র ছিল। হিরণ্যকশিপু সুপণ্ডিত নীতিবিশারদ শণ্ডামার্কের নিকট আপনার এই পুত্রগণের শিক্ষাভার অর্পণ করেন।

শণ্ডামার্ক এই সকল পুত্রগণকে দণ্ডনীতি শিক্ষা দিতেন, কিন্তু প্রহ্লাদ ইহার প্রতি কোনরূপ আস্থা স্থাপন না করিয়া সর্ব্বদা একমাত্র ভগবানের প্রতি অনুরক্ত থাকিতেন এবং সমপাঠী বালকদিগকে শণ্ডামার্কের অসাক্ষাতে ভগবদ্ভক্তি-শিক্ষা দিতেন। পুত্রের এই রূপ ভগবৎপ্রীতি জানিতে পারিয়া হিরণ্যকশিপু তাহাকে তাহাহইতে নিবারণ করিবার বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুতেই বিষ্ণু-নাম পরিত্যাগ করিলেন না, হিরণ্যকশিপু তাহাকে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। নানা উপায়েও তাহার মৃত্যু হইল না। [প্রহ্লাদ দেখ]

হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে কিছুতেই নিধন করিতে পারিলেন না, তখন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সর্ব্বদা বিষ্ণু বিষ্ণু করিয়া বেড়াইয়া থাক, এখনও যদি মঙ্গল চাও, তাহা হইলে বিষ্ণুনাম পরিত্যাগ কর। তখন প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া কহিতে লাগিল, পিতঃ! আপনি জন্মদাতা, আপনার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করাই আমার একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবান্ বিষ্ণুই এই জগতের ঈশ্বর, তাঁহার পরাক্রম অসীম, তিনিই সামর্থ্য, সাহস, ধৈর্য্য এবং ইন্দ্রিয় স্বরূপ। সেই পরম পুরুষই বীর্য্যশক্তি

দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন, আপনি আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হউন।

তখন হিরণ্যকশিপু ঘৃতাহুত অগ্নির ন্যায় আরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কহিলেন, আমি ভিন্ন আর একজন জগতের ঈশ্বর আছেন? অরে দুর্ব্বুদ্ধে! যদি থাকেন, কোথায় আছেন, যদি বলিস্ সর্ব্বত্র আছেন, তাহা হইলে এই যে স্তম্ভ দৃষ্ট হইতেছে ইহাতে নাই কেন? প্রহ্লাদ তখন সেই স্তম্ভ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তিনি যখন সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তখন এই স্তম্ভেও তিনি আছেন, তাঁহার সত্তা না থাকিলে জগতের সত্তা হইতে পারে না। তখন হিরণ্যকশিপু কহিলেন, এখনই তোর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিব, এখন তোর হরি তোকে রক্ষা করুক।

হিরণ্যকশিপু এই বলিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে সেই স্তম্ভের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। মুষ্ট্যাঘাত করিবামাত্র সেই স্তম্ভ হইতে এরূপ একটা ভয়ানক শব্দ নির্গত হইল, ব্রহ্মাণ্ডকটাহ যেন তাহাতে স্ফুটিত হইয়া গেল। ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব স্ব ধামে বসিয়া ঐ অদ্ভুত ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তৎশ্রবণে তাঁহাদের মনে হইল, বুঝি তাঁহাদের স্থান বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

তখন ভগবান্ স্বীয় ভক্ত প্রহ্লাদের বাক্য সত্য করিবার জন্য দৈত্যঘাতক ঘোর রূপ ধারণপূর্ব্বক সভামধ্যে সেই স্তম্ভে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার ঐ রূপ মৃগাকারও নয়, সিংহাকারও নয়, সুতরাং অতি অদ্ভুত। হিরণ্যকশিপু প্রথমে ঐ নৃসিংহমূর্ত্তি দেখিতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার গর্জ্জন শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। তখন নৃসিংহরূপী ভগবান্ ঐ স্তম্ভ হইতে নির্গত হইয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইঁহার লোচন প্রতপ্ত স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, বদন দীপ্যমান, জটা অতিশয় বিজৃম্ভিত, করাল দন্ত করবালতুল্য চঞ্চল এবং জিহ্বা ক্ষুরধার সদৃশ, মুখ ভ্রূকুটীযুক্ত। ভীষণ এই মূর্ত্তি দেখিয়া হিরণ্যকশিপু অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করিলেন। হিরণ্যকশিপু ও নৃসিংহদেবে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর নৃসিংহ স্বীয় নখাঙ্কুর দ্বারা দৈত্যপতির হৃৎপদ্ম উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। পরে তাঁহার যে সকল অনুচর শস্ত্রধারী হইয়া যুদ্ধার্থ উদ্যত হইতেছিল, তাহাদিগকে এবং সহস্র সহস্র অসুরকে নখাঘাতে নিহত করিলেন। দুষ্ট অসুর সকল নিহত হইল; তখন মনু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ নৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। হিরণ্যকশিপু এইরূপে নিহত হইলে দেবগণ স্ব স্ব অধিকার লাভ করিলেন, চরাচর জগতে শান্তি সংস্থাপিত হইল। (ভাগ° ৭। ১-১৫ অ°)

বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ ও হরিবংশ প্রভৃতিতেও হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর উপাখ্যান বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

হিরণ্যকশিপুহন্ (পুং) হিরণ্যকশিপুং হতবানিতি হন্-ক্বিপ্। বিষ্ণু। (হেম)

হিরণ্যকামধেনু (পুং) হিরণ্যনির্ম্মিতা কামধেনুর্যত্র। ষোড়শ মহাদানের অন্তর্গত মহাদানবিশেষ। বৎসের সহিত সুবর্ণের কামধেনু প্রস্তুত করিয়া তুলাদানের পদ্ধতি অনুসারে এই দান করিতে হয়। মৎস্যপুরাণে এই দানের বিধান এবং ধেনুনির্ম্মাণবিধি বিশেষরূপে লিখিত আছে। যিনি বিধিবিধানে এই দানের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সকল কামনাসিদ্ধি এবং মহাপাতকনাশ হইয়া থাকে।

সহস্র পল পরিমিত বিশুদ্ধ স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া ধেনু ও বৎস নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই পরিমাণ স্বর্ণে যে ধেনু নির্ম্মিত হয়, তাহা উত্তমা ধেনু, ইহার অর্দ্ধ পরিমিত স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত ধেনু মধ্যমা এবং ইহারও অর্দ্ধ পরিমাণে অধমা ধেনু হয়। অশক্ত ব্যক্তি শক্তি অনুসারে তিনপলের অধিক স্বর্ণ দ্বারা এই ধেনু নির্ম্মাণ করিয়া দান করিতে পারিবে। তিন পলের ন্যূন হইলে হইবে না। কিন্তু শক্তি থাকিতে যদি অল্প পরিমাণ স্বর্ণে ইহা প্রস্তুত করে, তাহা হইলে তাহাতে ফল হয় না। তুলাপুরুষের নিয়মানুসারে বেদী, কুণ্ড ও মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। বেদিতে কৃষ্ণাজিন আস্তরণ করিয়া তাহার উপর এই ধেনু রাখিতে হইবে। এই ধেনুকে মহামূল্য রত্নালঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিতে হয়। ইহার চারিদিকে অষ্টাদশবিধ ধান্য ছড়াইয়া দিবে ও নানাফলবিভূষিত ৮ গাছি ইক্ষুদণ্ড এবং নিম্নে আসন ও তাম্রের দোহনপাত্র রাখিয়া দিবে। এইরূপে কামধেনু নির্ম্মাণ করিয়া তুলাদানের বিধানানুসারে উহা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। যিনি এইরূপে ধেনু দান করেন, তাঁহার সকল পাপনাশ এবং ইন্দ্রলোকে বাস হইয়া থাকে।

(মৎস্যপুরাণ ২৫৩ অধ্যায়)

হিরণ্যকার (পুং) ১ স্বর্ণ-নিষ্পাদক। "বর্ণায় হিরণ্যকারং" (শুক্লযজু° ৩০।১৭) 'হিরণ্যকারং স্বর্ণ-নিষ্পাদকং' (সায়ণ) ২ সুবর্ণকার।

হিরণ্যকুক্ষি (ত্রি) স্বর্ণকুক্ষি।

হিরণ্যকুল (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।

হিরণ্যকৃৎ (ত্রি) হিরণ্যং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্চ। ১ সুবর্ণকার, সেকরা, যাহারা স্বর্ণালঙ্কারাদি প্রস্তুত করে। ২ অগ্নি।

হিরণ্যকৃতচূড় (পুং) শিব। (ভারত)

হিরণ্যকেশ (ত্রি) হিরণ্য বরণীয় জ্বালা অর্থাৎ শিখাবিশিষ্ট, সুবর্ণের ন্যায় রোচমান জ্বালাবিশিষ্ট। "হিরণ্যকেশো রজসো

বিদারে" (ঋক্ ১।৭৯।১) 'হিরণ্যকেশো হিতরমণীয়াঃ কেশস্থানীয়া জ্বালা যস্য স তথোক্তঃ সুবর্ণবদ্রোচমানজ্বালঃ।' (সায়ণ) ২ হিরণ্যের ন্যায় কপিশবর্ণ কেশবিশিষ্ট। 'তং নিঃসরন্তং সলিলাদনুদ্রুতো হিরণ্যকেশো দ্বিরদং যথা ঝষঃ।" (ভাগবত ৩।১৮।৭) 'হিরণ্যকেশঃ হিরণ্যবৎ কপিশাঃ কেশা যস্য দৈত্যস্য' (স্বামী) (পুং) ৩ বিষ্ণু।

হিরণ্যকেশিন্ (পুং) গৃহ্যসূত্রকার মুনিভেদ।

হিরণ্যকেশী (স্ত্রী) হিরণ্যকেশিপ্রবর্ত্তিত শাখা।

হিরণ্যকেশ্য (ত্রি) হিরণ্যবর্ণকেশবিশিষ্ট। (ঋক্ ৮।৩২।২৯)

হিরণ্যকোষ (পুং) হিরণ্যস্য কোষ ইব। কৃতাকৃত স্বর্ণরূপ্য।

হিরণ্যগর্ভ (পুং) হিরণ্যং হেমময়াণ্ডং গর্ভ উৎপত্তি-স্থানমস্য। ব্রহ্মা। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রমাণ এইরূপ লিখিয়াছেন, "হিরণ্যং গর্ভ উৎপত্তিস্থানমস্য হিরণ্যস্য গর্ভো ভ্রূণ ইতি বা হিরণ্যগর্ভঃ। এতস্যাণ্ডং হিরণ্যবর্ণমভবৎ। তথা চ স্মৃতিঃ—"হিরণ্যবর্ণমভবত্তদণ্ডমুদকেশয়ং। তত্র জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূরিতি বিশ্রুতঃ। উপচারাৎ হিরণ্যবর্ণমণ্ডং হিরণ্যং।" (ভরত)

২ মহাদানবিশেষ। ষোড়শ মহাদানের অন্তর্গত দ্বিতীয় মহাদান। এই দান মহাপাতকনাশন। পুণ্যতিথিতে তুলা-পুরুষের বিধানানুসারে এই দান করিতে হয়। সুবর্ণ দ্বারা একটী পদ্মনির্ম্মাণ করিবে, তাহার উচ্ছ্রায় ৭২ আঙ্গুল এবং বিস্তার ইহার ত্রিভাগহীন, মধ্যদেশ শূন্য থাকিবে, এই মধ্যদেশে আজ্যক্ষীরাদি পূরিত করিয়া যথাবিধানে ইহা দান করিবে।

এই হিরণ্যগর্ভদানকালে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"নমো হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্যকবচায় চ।
সপ্তলোকসুরাধ্যক্ষ জগদ্ধাত্রে নমো নমঃ॥
ভূর্লোকপ্রমুখা লোকাস্তব গর্ভে ব্যবস্থিতাঃ।
ব্রহ্মাদয়স্তথা দেবা নমস্তে বিশ্বধারিণে॥
নমস্তে ভুবনাধার নমস্তে ভুবনাশ্রয়।
নমো হিরণ্যগর্ভায় গর্ভো যস্য পিতামহঃ॥" (মৎস্যপু° ২৭৫)

যিনি বিধিবিধানে এই দান করেন, তিনি সকল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে স্বর্গলোকে গমন করেন। (মৎস্যপুরাণে এই দানের বিধান বিশেষরূপে লিখিত আছে) ৩ বিষ্ণু। (ভারত বিষ্ণুসহস্রনাম) ৪ সূক্ষ্মশরীর সমষ্ট্যুপহিত চৈতন্য। পর্য্যায়—প্রাণাত্মা, সূত্রাত্মা। (বেদান্তসা°) ৫ ঋষিভেদ। ৬ লিঙ্গভেদ।

হিরণ্যগুপ্ত (পুং) যোগানন্দের পুত্রভেদ। (কথাসরিৎ)

হিরণ্যচক্র (ত্রি) হিরণ্যং চক্রং যস্য। হিরণ্ময়চক্র রথ, যে রথের চক্র সুবর্ণনির্ম্মিত। "পশ্যন্ হিরণ্যচক্রান্" (ঋক্ ১।৮৮।৫) 'হিরণ্যচক্রান্ হিরণ্ময়চক্ররথারূঢ়ান্।' (সায়ণ)

হিরণ্যজ (ত্রি) হিরণ্যাজ্জায়তে জন ড। সুবর্ণনির্ম্মিত, যাহা হিরণ্য হইতে হইয়াছে।

হিরণ্যজা (ত্রি) স্বর্ণোদ্ভবা।

হিরণ্যজিৎ (ত্রি) হিরণ্যং জয়তি জি-ক্বিপ্-তুক্চ। হিরণ্যজেতা। "হিরণ্যজিৎস্বর্জিৎ" (ঋক্ ৯।৭৮।৪) 'হিরণ্যজিৎ হিরণ্যস্য জেতা'

হিরণ্যজিহ্ব (ত্রি) হিত ও রমণীয় বাক্যযুক্ত। "হিরণ্যজিহ্বঃ সুবিতায় নব্যসে" (ঋক্ ৬।৭১।৩) 'হিরণ্যজিহ্বঃ হিতরমণীয়বাক্'

হিরণ্যজ্যোতিস্ (ত্রি) স্বর্ণের ন্যায় দীপ্তিশীল।

হিরণ্যতেজস্ (স্ত্রী) স্বর্ণের ন্যায় তেজঃ বা দীপ্তি।

হিরণ্যত্বচ্ (ত্রি) হিরণ্যাচ্ছাদিতরূপ, সুবর্ণ দ্বারা আচ্ছাদিত, সোণা দিয়া মোড়া। "হিরণ্যত্বঙ্‌মধুবর্ণো ঘৃতস্নুঃ" (ঋক্ ৫।৭৭।৩) 'হিরণ্যত্বক্ হিরণ্যাচ্ছাদিতরূপঃ হিরণ্যাবৃতঃ' (সায়ণ)

হিরণ্যত্বচস্ (ত্রি) সুবর্ণাবরণযুক্ত (সূর্য্যের কিরণ)।

হিরণ্যদ (পুং) হিরণ্যং দদাতীতি দা-ক। সুবর্ণদ, সুবর্ণদাতা। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যিনি হিরণ্য দান করেন, তিনি দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া থাকেন।

"ভূমিদো ভূমিমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ।
গৃহদোহগ্র্যাণি বেশ্মানি রূপদো রূপমুত্তমং॥" (মনু ৪।২৩০)

হিরণ্যদংষ্ট্র (ত্রি) স্বর্ণদংষ্ট্রাবিশিষ্ট।

হিরণ্যদা (স্ত্রী) হিরণ্যং দদাতীতি দা-ক-টাপ্। পৃথিবী।

হিরণ্যদ্যু (ত্রি) স্বর্ণের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট।

হিরণ্যদ্রাপি (পুং) সুবর্ণনির্ম্মিত কবচ। "হিরণ্ময়ং দ্রাপিং কবচং" (ঋক্ ১।২৫।১৩ সায়ণ)

হিরণ্যধনুস্ (ত্রি) ১ স্বর্ণধনুর্যুক্ত। ২ (পুং) একজন নিষাদপতি। (ভারত)

হিরণ্যনাভ (পুং) হিরণ্যং নাভৌ যস্য। ১ মৈনাকপর্ব্বত। (হেম) ২ মুনিবিশেষ। শ্রীমদ্ভাগবতে এই মুনির বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—হিরণ্যনাভ ঋতধ্বজপ্রভৃতি মুনিগণ সিদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা জ্ঞানান্বেষণের জন্য পরিভ্রমণ করিতেন।

হিরণ্যনির্ণিজ্ (ত্রি) হিত ও রমণীয় রূপবিশিষ্ট। "হিরণ্যনির্ণিগুপরান ঋষ্টিঃ" (ঋক্ ১।১৬৭।৩) 'হিরণ্যনির্ণিক্ হিতরমণীয়রূপা নির্ণিগিতিরূপ নাম' (সায়ণ)

হিরণ্যনেমি (ত্রি) সুবর্ণসদৃশ পর্য্যন্ত বা হিত রমণীয় প্রাপ্ত। "ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিদন্তি" (ঋক্ ১।১০৫।১) 'হিরণ্যনেময়ঃ সুবর্ণসদৃশপর্য্যন্তাঃ যদ্বা হিতরমণীয়প্রান্তাঃ' (সায়ণ)

হিরণ্যপক্ষ (ত্রি) হিরণ্ময় পক্ষদ্বারা যুক্ত, সুবর্ণ পক্ষবিশিষ্ট।

হিরণ্যপতি (পুং) শিব। (ভারত ১২ পা°)

হিরণ্যপর্ণ (ত্রি) হিত রমণীয় পর্ণ, হিতরমণীয় পর্ণবিশিষ্ট। "মধুমন্তো অস্রিধো হিরণ্যপর্ণাঃ" (ঋক্ ৪।৪২।৪) 'হিরণ্যপর্ণাঃ হিতরমণীয়পর্ণাঃ' (সায়ণ)

হিরণ্যপর্ব্বত (পুং) চীনপরিব্রাজক নালন্দা হইতে চম্পায় আসিবার কালে যে ই-লন্-ন-পো-ফ-তো নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, ফরাসীপণ্ডিত জুলে তাহাই হিরণ্যপর্ব্বত নামে ধরিয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রকৃত নাম 'ঈরণ' বা উষরগিরি। কানিংহাম্ এই স্থানকেই মুঙ্গের বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ওয়াডেল সাহেব মুঙ্গের জেলাস্থ 'উরেন' নামক শৈলকেই চীনপরিব্রাজক-বর্ণিত স্থান বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

হিরণ্যপাণি (ত্রি) হিরণ্যং পাণৌ যস্য। সুবর্ণহস্ত, হস্তে সুবর্ণধারী। 'হিরণ্যপাণিং যজমানায় দাতুং হস্তে সুবর্ণধারিণং' (ঋক্ ১।২২।৫ সায়ণ)

হিরণ্যপাত্র (ক্লী) হিরণ্যনির্ম্মিতং পাত্রং। স্বর্ণপাত্র।

হিরণ্যপাব (পুং) সুবর্ণদ্বারা পবিত্রকারী। "হিরণ্ময়েন পুনন্" (ঋক্ ৯।৪৩।২৩ সায়ণ)

হিরণ্যপিণ্ড (পুং) সুবর্ণপিণ্ড, সুবর্ণনির্ম্মিত পিণ্ড।

হিরণ্যপুর (ক্লী) হিরণ্যনির্ম্মিতং পুরং। অসুরদিগের পুরী-বিশেষ। (ভারত) শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, নিবাত-কবচ ও কালকেয় প্রভৃতি দানবগণ এই হিরণ্যপুরে অবস্থান করিত। রসাতলের অধোদেশে এই হিরণ্যপুর অবস্থিত।

হিরণ্যপুরুষ (পুং) সুবর্ণনির্ম্মিত পুরুষমূর্ত্তি।

হিরণ্যপুষ্পি (পুং) গোত্রপ্রবরোক্ত ঋষিভেদ।

হিরণ্যপুষ্পী (স্ত্রী) লাঙ্গলিকা, বিষ লাঙ্গলিয়া। (সুশ্রুত ১০ অ°)

হিরণ্যপেশস্ (ত্রি) হিরণ্ময় অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃতরূপ। "উভা হিরণ্যপেশসা" (ঋক্ ৮।১২।৯) 'হিরণ্যপেশসা হিরণ্ময়ৈ-রাভরণৈরলঙ্কৃতরূপৌ' (সায়ণ)

হিরণ্যপ্রউগ (ত্রি) হিরণ্যময় যুগবন্ধন স্থানযুক্ত রথ। "হিরণ্য-প্রউগং বহন্তঃ" (ঋক্ ১।৩৫।৫) 'হিরণ্যপ্রউগং রথস্য সুখমী-যয়োরগ্রং যুগবন্ধনস্থানং প্রউগমিত্যুচ্যতে তচ্চাত্র সুবর্ণময়ং তদ্যুক্তং' (সায়ণ)

হিরণ্যবন্ধন (ত্রি) যাহা সোণা দিয়া মোড়া হইয়াছে।

হিরণ্যবাহু (পুং) হিরণ্যবৎ বাহুর্যস্য। ১ শোণনদ। (অমর) ২ শিব। (ভারত ১৪।৮।১৯) ইহার পাঠান্তর হিরণ্যবাহু।

হিরণ্যবিন্দু (পুং) পর্ব্বতভেদ। (ভারত বন)

হিরণ্যময় (ত্রি) হিরণ্য স্বরূপে ময়ট্। ১ হিরণ্যবিকার। ২ হিরণ্য-স্বরূপ, হিরণ্যাত্মক।

হিরণ্যমূর্দ্ধন্ (ত্রি) স্বর্ণশীর্ষপ্রাণযুক্ত।

হিরণ্ময় (ত্রি) হিরণ্যস্য বিকারঃ তদাত্মকং বা ময়ট্ বেদে নিপাতনাৎ যলোপঃ। ১ হিরণ্যাত্মক। ২ হিরণ্যবিকার। "য এষ হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে" (ছান্দোগ্য উপ° ১

হিরণ্যয়ু (ত্রি) হিরণ্যকাম, যিনি স্বর্ণ কামনা করেন। "অং হিরণ্যয়ুর্বসো" (ঋক্ ৭।৩১।৪) 'হিরণ্যয়ুঃ হিরণ্যকামঃ' (সায়ণ)

হিরণ্যরথ (পুং) ১ সুবর্ণনির্ম্মিত রথ। (ত্রি) ২ সুবর্ণরথবিশিষ্ট।

হিরণ্যরশন (ত্রি) হিরণ্যবৎ রশনাযুক্ত।

"শ্যামো হিরণ্যরশনোঽর্ককিরীটযুক্তঃ" (ভাগবত ৪।৭।২০) 'হিরণ্যবৎ রসনা যস্যেতি বস্ত্রং লক্ষ্যতে' (স্বামী)

হিরণ্যরূপ (ত্রি) হিরণ্যবৎ রূপং যস্য। ১ অগ্নি। ২ সুবর্ণের ন্যায় রূপবিশিষ্ট।

হিরণ্যরেতস্ (পুং) হিরণ্যং রেতো যস্য। ১ অগ্নি। অগ্নির হিরণ্যরেতাঃ এই নাম হইবার কারণ বামনপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, মহাদেব বীর্য্যত্যাগ করিলে অগ্নি প্রথমে সেই বীর্য্য ধারণ করেন, তাহাতে অগ্নির তেজ মন্দ হইয়া যায়। অগ্নি সমস্ত দেবগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন। পথ-মধ্যে কুটিলা দেবীকে দেখিতে পান, তাঁহাকে দেখিয়া বলেন, হে দেবি! আপনি মহাদেবের তেজ ধারণ করুন। এই কথা বলিলে সেই দেবী মহাদেবের তেজ ধারণ করেন। এই তেজ ধারণ করায় অগ্নির মাংস, অস্থি, রক্ত, মেদ, মজ্জা, ত্বক্, রোম ও অক্ষিকেশাদি সকলই হিরণ্যবর্ণ হইয়াছিল, তদবধি পাবক হিরণ্যরেতা নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

"মাংসমস্থীনি রক্তানি মেদো মজ্জা ত্বচস্তথা।
রোমাণি চাক্ষিকেশাদ্যাঃ সর্ব্বজাতা হিরণ্ময়াঃ।
হিরণ্যরেতা লোকেঽস্মিন্ বিখ্যাতঃ পাবকস্তদা॥"

(বামনপু° ৫৩ অ°)

২ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর) ৩ সূর্য্য। (মেদিনী) ৪ শিব। ৫ প্রিয়ব্রতের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৫।১।২৬)

হিরণ্যলোমন্ (পুং) ১ ৫ম মন্বন্তরের ঋষিভেদ। (ভাগ° ৮।৫।৩) ২ ভীষ্মকের নামান্তর। (ভারত উদ্যোগপ°) ৩ পর্জ্জন্যের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

হিরণ্যব (পুং) হিরণ্যানি সন্ত্যত্রেতি হিরণ্য (বপ্রকরণেঽন্যেভ্যো-ঽপি দৃশ্যতে ইতি বক্তব্যং। পা ৫।২।১০৯) ইত্যস্য বার্ত্তি-কোক্ত্যা ব। দেবস্ব, দৈবধন, দেবোত্তরসম্পত্তি।

হিরণ্যবক্ষস্ (ত্রি) স্বর্ণের ন্যায় কঠিন বক্ষোযুক্ত। (পৃথিবী)

হিরণ্যবৎ (ত্রি) হিরণ্য অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। হিরণ্যবিশিষ্ট, স্বর্ণযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

হিরণ্যবন্ধুর (ত্রি) হিরণ্ময় নিবাসাধার কাষ্ঠোপেত। ইহা রথের বিশেষণ। "রথং হিরণ্যবন্ধুরং" (ঋক্ ৪।৩৬।৪) 'হিরণ্য-বন্ধুরং হিরণ্ময়ং নিবাসাধারকাষ্ঠোপেতং' (সায়ণ)

হিরণ্যবর্ণ (ত্রি) হিরণ্যবৎ বর্ণঃ যস্য। ১ হেমতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ। স্ত্রিয়াং টাপ্। (স্ত্রী) হিরণ্যবর্ণা নদী। (হেম)

হিরণ্যবর্ণীয় (ত্রি) হিরণ্যবর্ণ সম্বন্ধীয়।

হিরণ্যবর্ত্তনি (ত্রি) সুবর্ণময় রথবিশিষ্ট। "ময়ো ভুবা দস্রা হিরণ্যবর্ত্তনী" (ঋক্ ১৷৯২৷১৮) 'হিরণ্যবর্ত্তনী বর্ত্ততেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা বর্ত্তনশব্দেন রথ উচ্যতে, সুবর্ণময়ো বর্ত্তনির্যয়োস্তৌ'

হিরণ্যবর্ম্মন্ (পুং) ১ সুবর্ণনির্ম্মিত বর্ম্ম। ২ দশার্ণের রাজভেদ। (ভারত উদ্যোগ°)

হিরণ্যবাশী (ত্রি) হিতরমণীয় বাক্যবিশিষ্ট। "হিরণ্যবাশী রিষিরঃ স্বর্ষাঃ" (ঋক্ ৭৷৯৭৷৭) 'হিরণ্যবাশীঃ বাশীতি বাঙ্ নাম, হিতরমণীয়বাক্' (সায়ণ)

হিরণ্যবাশীমৎ (ত্রি) হিরণ্যবাশী অস্ত্যর্থে মতুপ্। হিতরমণীয় বাক্যবিশিষ্ট।

হিরণ্যবাহ (পুং) হিরণ্যং বহতীতি বহ-অণ্। শোণনদ। (শব্দরত্না°) এই নদে সুবর্ণকণা বাহিত হয়।

হিরণ্যবিদ্ (ত্রি) হিরণ্যলম্ভক। "হিরণ্যবিদ্‌রেতোধা" (ঋক্ ৯৷৮৬৷৩৯) 'হিরণ্যবিদ্ হিরণ্যস্য লম্ভকঃ' (সায়ণ)

হিরণ্যবীর্য্য (ত্রি) অগ্নিরূপব্রহ্ম।
"নমো হিরণ্যবীর্য্যায় চাতুর্হোত্রায় তন্তবে।" (ভাগ° ৪৷২৪৷৩৮)
'হিরণ্যং বীর্য্যং যস্য তস্মৈ অগ্নিরূপায়' (স্বামী)

হিরণ্যবেগা, রেবাখণ্ডবর্ণিত নদীভেদ।

হিরণ্যশম্য (ত্রি) অশ্বের স্কন্ধদেশে রথযোজন সময়ে নিয়মন করিবার নিমিত্ত প্রক্ষেপ্যমাণ শঙ্কুর নাম শম্য। হিরণ্যনির্ম্মিত শম্য। "বিশ্বরূপং হিরণ্যশম্যং যজতো বৃহন্তং" (ঋক্ ১৷৩৫৷৩) 'হিরণ্যশম্যং অশ্বানাং স্কন্ধেষু রথযোজনবেলায়াং নিয়ন্তুং প্রক্ষেপ্যমাণাঃ শঙ্কবঃ শম্যাঃ তাঃ সুবর্ণময়াঃ' (সায়ণ)

হিরণ্যশরীর (ত্রি) সুবর্ণময় দেহবিশিষ্ট।

হিরণ্যশিপ্র (ত্রি) সুবর্ণময় শিরস্ত্রাণযুক্ত। "হিরণ্যশিপ্রা মরুতঃ" (ঋক্ ২৷৩৪৷৩) 'হিরণ্যশিপ্রাঃ শিপ্রং শিরস্ত্রাণং সুবর্ণময়শিরস্ত্রাণাঃ' (সায়ণ)

হিরণ্যশীর্ষন্ (ত্রি) হিরণ্যমূর্দ্ধা।

হিরণ্যশৃঙ্গ (ত্রি) হিতরমণীয় শৃঙ্গ, উন্নতশিরস্ক, বা হৃদয়রমণ শৃঙ্গস্থানীয় শিরোরুহ। "হিরণ্যশৃঙ্গো যোঽস্য পাদা"(ঋক্ ১৷১৬৩৷৯) 'হিরণ্যশৃঙ্গঃ হিতরমণীয়শৃঙ্গঃ বা উন্নতশিরস্কঃ হৃদয়রমণশৃঙ্গস্থানীয়শিরোরুহো বা' (সায়ণ)
২ সুবর্ণময় শৃঙ্গ। সুমেরুর শৃঙ্গ হিরণ্ময়।

হিরণ্যশ্মশ্রু (ত্রি) সুবর্ণের ন্যায় শ্মশ্রুবিশিষ্ট।

হিরণ্যষ্ঠীব (পুং) সেতুশৈলবিশেষ। ভাগবতে লিখিত আছে যে, জম্বুদ্বীপে বজ্রকূট ও হিরণ্যষ্ঠীব প্রভৃতি সাতটী সেতুশৈল আছে, এই সাতটী শৈলসেতু হইতে ৭টী মহানদী বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে হিরণ্যষ্ঠীব পর্ব্বত হইতে ঋতম্ভরা নামে মহানদী নির্গত হইয়াছে। (ভাগবত ৫৷২০৷৪)

হিরণ্যসন্দৃশ্ (ত্রি) হিতরমণীয় তেজোযুক্ত, হিরণ্যবৎ রোচমান তেজোবিশিষ্ট। "অগ্নে হিরণ্যসন্দৃশঃ" (ঋক্ ৭৷১৬৷৩৮) 'হিরণ্যসন্দৃশঃ হিতরমণীয়তেজসঃ হিরণ্যবদ্রোচমানতেজসো বা' (সায়ণ)

হিরণ্যস্তুতি (স্ত্রী) স্তুতিভেদ।

হিরণ্যস্তূপ (পুং) ঋষিভেদ, অঙ্গিরার পুত্র। ঋগ্‌বেদে এই ঋষির উল্লেখ আছে। "হিরণ্যস্তূপঃ সবিতর্যথা" (ঋক্ ১০৷১৪৯৷৫)

হিরণ্যস্রজ্ (ত্রি) সোণার মালাযুক্ত।

হিরণ্যহস্ত (ত্রি) ১ প্রাণদাতা "হিরণ্যহস্তো অসুরঃ সুনীথঃ" (ঋক্ ১৷৩৫৷১০) 'হিরণ্যহস্তঃ প্রাণদাতা' (সায়ণ) (পুং) ২ সুবর্ণময় পাণি বা হিতরমণীয় পাণি। (ঋক্ ১৷১১৭৷১৩)

হিরণ্যাক্ষ (পুং) হিরণ্যবৎ পীতে অক্ষিণী যস্য, অচ্ সমাসান্তঃ। ১ আদিদৈত্যবিশেষ। দিতির গর্ভে কশ্যপ হইতে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই পুত্র হয়। ভগবান্ বরাহরূপ ধারণ করিয়া ইহাকে বধ করেন। [হিরণ্যকশিপু শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য] ২ পীঠস্থানবিশেষ। দেবীভাগবতে এই পীঠস্থানের উল্লেখ আছে। এই পীঠস্থানে দেবীর নাম মহোৎপলা।
"উৎপলাক্ষী সহস্রাক্ষে হিরণ্যাক্ষে মহোৎপলা।" (৭৷৩০৷৬৪)

হিরণ্যাঙ্গ (পুং) ঋষিভেদ।

হিরণ্যাব্জ (ক্লী) সুবর্ণপদ্ম, স্বর্ণকমল।

হিরণ্যাভীশু (ত্রি) হিরণ্ময় প্রগ্রহবিশিষ্ট।
"রথং হিরণ্যবন্ধুরং হিরণ্যাভীশুমশ্বিনা" (ঋক্ ৮৷৫৷২৮)
'হিরণ্যাভীশুং হিরণ্ময়প্রগ্রহং' (সায়ণ)

হিরণ্যাশ্ব (পুং) হিরণ্যস্য অশ্বো যত্র। তুলাপুরুষাদি ষোড়শ মহাদানের অন্তর্গত দানবিশেষ। মৎস্যপুরাণ ও হেমাদ্রির দানখণ্ডে এই দানের বিধান বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। সুবর্ণের অশ্ব প্রস্তুত করিয়া তুলাপুরুষের বিধানানুসারে এই দান করিতে হয়। উত্তম দিন দেখিয়া এই দান করা বিধেয়। যিনি বিধিবিধানে এই দান করেন, তাহার অনন্তফল লাভ হয় এবং অন্তে ইন্দ্রলোকে গতি হয়। (মৎস্যপু° ২৮ অ°)

হিরণ্যাশ্বরথ (পুং) হিরণ্যাশ্বঃ সুবর্ণঘোটকযুক্তঃ রথো যত্র। ষোড়শ মহাদানের অন্তর্গত মহাদানবিশেষ। মৎস্যপুরাণ ও হেমাদ্রির দানখণ্ডে এই দানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। সুবর্ণের অশ্ব ও রথ প্রস্তুত করিয়া ঐ সুবর্ণাশ্ব রথে যোজিত করিবে এবং তুলাপুরুষ-দানের বিধানানুসারে দান করিবে। ষোড়শ মহাদানের মধ্যে ইহা দশম দান। পুণ্য দিনে এই দান করিতে হয়। রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে এই দানের উল্লেখ করিয়া-

ছেন। যিনি বিধিবিধানে এই দান করেন, তাহার সকল মহা-পাতক নাশ হয় এবং অন্তে ইন্দ্রলোকে গতি হইয়া থাকে।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমং।
হিরণ্যাশ্বরথং নাম মহাপাতকনাশনং ॥
পুণ্যাদ্দিনং সমাসাদ্য কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনং।
লোকেশাবাহনং কুর্য্যাৎ তুলাপুরুষদানবং ॥"

(মৎস্যপু° ২৫৫ অ°)

হিরণ্যিন্ (ত্রি) সুবর্ণবিশিষ্ট।

হিরণ্যেশয় (পুং) মহাপুরুষ, বিষ্ণু। (ভারত)

হিরণ্যেষ্টকা (স্ত্রী) স্বর্ণদ্বারা ইষ্টকাবিশেষ। (শতপথ ৬।১।২।৩০)

হিরণ্বৎ (পুং) আগ্নীধ্রের পুত্র। (বিষ্ণুপু° ২।১।১৭)

হিরহল, মান্দ্রাজবিভাগস্থ বেল্লারী জেলার অধীন একটী সহর। অক্ষা° ১৫° ০´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৪´ পূঃ। বেল্লারীর ১২ মাইল দূরে বঙ্গলুর যাইবার পথে এই সহরটী অবস্থিত। এখানে একটী পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই সহরটি কাঁসার ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

হিরাট্, আফগানস্থানের পশ্চিমসীমান্তবর্ত্তী একটী প্রদেশ। আমীর-নিযুক্ত একজন উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীর শাসনাধীন। এই প্রদেশে ৬টী জেলা আছে; যথা—ঘোরিয়ান, সব্জবার, তঢ়া, বক্বা, কুরক, এবং ওবে। পূর্ব্বে হিরাট এবং কান্দাহারের মধ্য-স্থিত ফরা জেলাও এই প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

হিরাটের উত্তরে থার-বিলায়ং এবং ফিরোজকোহি, পূর্ব্বে তাইমুনীস্ এবং কান্দাহার, দক্ষিণে লশ-জবৈন এবং সিস্তান এবং পশ্চিমে পারস্য ও হরিরুদ। এই প্রদেশে ৪৪৬টী গ্রাম ও ৮টী বড় বড় খাল আছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে যব উৎপন্ন হয়।

হিরাটের অন্তর্গত হিরাট উপত্যকা বলিয়া যে ভূভাগ পরি-চিত, তাহা অত্যন্ত উর্ব্বর ও শস্যশালী। হরিরুদ নদী এই স্থানটীকে ধৌত করিতেছে। এই প্রদেশে জমির দুই প্রকার উপসত্ব আছে—খসিলা, এবং অরবাবি; খসিলা সরকারী বাজেয়াপ্ত জমি, এবং অরবাবি জমিতে চাষাদের উপসত্ব আছে।

২ হিরাট প্রদেশের শাসনকেন্দ্র। হরিরুদ নদীর বামে একটী উর্ব্বর ও অত্যন্ত সুন্দর স্থানে অক্ষা° ৩৪° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬২° ৮´ পূর্ব্বে অবস্থিত। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৬৫০ ফিট্ উচ্চ। কান্দাহার হইতে হিরাট ৩৬৯ মাইল, পেশাবর হইতে কান্দাহার ও কাবুলের পথ দিয়া ৮৮১ মাইল এবং তিহরান ও পিজা হইতে ৭০০ মাইল দূরে হিরাট সহরটী অবস্থিত। এই সহর সমকোণী সমবাহু চতুর্ভুজাকৃতি। উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের দৈর্ঘ্য ১৫০০ গজ এবং পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকের দৈর্ঘ্য ১৬০০ গজ। সহরটী ২৫ হইতে ৩০ ফিট্ উচ্চ, একটী প্রাচীর এবং গভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। হিরাটের ৫টী তোরণদ্বার, আছে, প্রত্যেকের সম্মুখে ৫টী করিয়া রাজপথ সহরের ভিতরে চলিয়া গিয়া তাহার কেন্দ্রে মিলিত হইয়াছে।

হিরাটের বাড়ীগুলি প্রায়ই ইষ্টকনির্ম্মিত, দোতালা বাড়ীগুলি দুর্গের মত, সশস্ত্র সৈনিক পুরুষদিগের গতি রোধ করিতে সমর্থ। সহরে অতি উত্তম জলের ব্যবস্থা আছে। অধিবাসি-গণের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কোন লেশমাত্র নাই বলিয়া এই সহরটী সর্ব্বাপেক্ষা অপরিষ্কার বলিয়া খ্যাত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জুমা মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাই এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হর্ম্ম্য। হিরাটের অধিবাসিগণ অধিকাংশই শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। পারসিক, য়িহুদি, তাতার প্রভৃতি অন্যান্য জাতির লোকও এখানে বিরল নহে।

হিরিশিপ্র (ত্রি) হরণশীল হনু বা দীপ্তোষ্ণীষবিশিষ্ট। "হিরিশিপ্রো বৃধ সানসু" (ঋক্ ২।২।৫) 'হিরিশিপ্রঃ হরণশীল হনু-দীপ্তোষ্ণীষো বা শিপ্রাঃ শীর্ষাস্য বিততাঃ' (সায়ণ)

হিরিশ্মশ্রু (ত্রি) হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যবর্ণশ্মশ্রুবিশিষ্ট। "হিরিশ্মশ্রুঃ শুচিদন্" (ঋক্ ৪।৭।৭) 'হিরিশ্মশ্রুঃ হিরণ্যশ্মশ্রুঃ' (সায়ণ)

হিরিমৎ (ত্রি) হরিতাশ্ব বা হরিবর্ণ। "হিরীমশো হিরীমান্" (ঋক্ ১০।১০৫।৬) 'হিরীমান্ হরিতাশ্বো হরিতবর্ণো বা' (সায়ণ)

হিরিমশ (ত্রি) হরিতশ্মশ্রু, হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট। (ঋক্ ১০।১০৫।৭)

হিরুক (অব্য°) ১ বিনা। ২ মধ্য। ৩ সামীপ্য। ৪ অধম।

হিরোদোতাস্ (Herodotus) প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক। হেলিকার্ণেসাসে খুব সম্ভবতঃ ৪৮৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে একটী সম্ভ্রান্ত বংশে এই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের জন্ম হয়। ইঁহার যখন জন্ম হয়, তখন এই স্থান পারস্য-সম্রাটের অধীন ছিল। পনিয়াসিস্ নামে তাঁহার এক অত্যন্ত নিকট আত্মীয় হেলি-কার্ণেসাসের রাজা লিগ্‌ডামিসের দ্বারা রাজবিদ্রোহের সন্দেহাপরাধে ধৃত হন। পনিয়াসিস্ তখনকার একজন প্রসিদ্ধ মহাকাব্য-রচয়িতা ছিলেন। ইঁহার প্রভাব মধ্য-জীবনে হিরোদতাসের উপর কার্য্য করিয়াছিল। বাল্যকালে অন্যান্য গ্রীকদিগের ন্যায় হিরোদোতাস্ ব্যাকরণ, শারীরিক ব্যায়াম এবং সঙ্গীতশিক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে কোনরূপ উচ্চভাবে জীবনযাপন করিবার সুযোগ না পাইয়া তিনি সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন গ্রীসের সাহিত্য অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং গদ্যেও অনেক পুস্তক বিরচিত হইয়াছিল, অতি অল্প বয়সেই হিরোদোতাস্ এই সকলের পাঠ সমাপন করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শুদ্ধ যে অধ্যয়ন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নানা শ্রেণীর লোকদিগের সহিত মিশিয়া

অভিজ্ঞতা, আদর্শ ও ভাবী একটী সুমহান্ কর্ম্মের জন্য প্রত্যহ প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি এসিয়া-মাইনর ও গ্রীসের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যখন ইঁহার বয়স ২০ বৎসর, তখন হইতে তিনি ভ্রমণ আরম্ভ করেন। সুসা ও বাবিলনে তিনি গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ৪৬০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের পর মিশরে গমন করেন। যখন অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বলেনডামিসকে হেলিকার্ণেসাসিয়গণ তাঁহার রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল, তখন হিরোদোতাস তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু তথায় তাঁহার পুস্তকের সম্যক্ আদর না হওয়ায় তিনি গ্রীসে গিয়া বসবাস করিতে সঙ্কল্প করিলেন। জ্ঞানে ও উন্নত সাহিত্য-চর্চ্চায় তখন আথেন্স্ পাশ্চাত্যজগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল; সেই খানেই এই লেখক তাঁহার স্বকীয় পরিশ্রমের ও প্রতিভার যথোচিত সম্মান পাইলেন। কিন্তু আথেন্সে তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না; কারণ আথেন্সের সমসাময়িক জগদ্বিখ্যাত প্রতিভান্বিত ব্যক্তিগণ সকলেই তথাকার নাগরিক ও রাজকীয় উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু হিরোদোতাস্ আথেন্সের বিদেশী ছিলেন, সাহিত্যিক হিসাবে সম্মান লাভ করিলেও তিনি তদ্দেশীয় নাগরিকের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভে বঞ্চিত ছিলেন। সেই জন্য যখন পেরিক্লিস্ ইতালিতে 'থুরি' উপনিবেশ স্থাপন করার প্রস্তাব করেন, তখন হিরোদোতাস্ তথায় নাগরিক অধিকারলিপ্সু হইয়া সেই স্থানে যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

থুরিতে হিরোদোতাস্ তাঁহার শেষ জীবন যাপন করেন। এই সময় হইতে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের বিষয় কিছুই জানা যায় না। তিনি আধুনিক ইতিহাসের জনক (Father of modern history) বলিয়া খ্যাত, তিনি পারসীক এবং গ্রীকদিগের বিবাদ ও যুদ্ধের বিবরণ তাঁহার "বিশ্ব ইতিহাসে" লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ প্রকাণ্ড বিস্তৃত ইতিহাস ইঁহার পূর্ব্বে কেহই লিখিয়া যান নাই। প্রত্যেক ঘটনা লিখিতে তিনি পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার ভাষা মনোহারী, স্বাভাবিক ও গম্ভীর।

হিল, হাবকৃতি, অভিপ্রায়সূচন। তুদাদি°, পরস্মৈ°, অক°, সেট্। লট্ হিলতি। লোট হিলতু। লিট্ জিহেল। লুট্ হিলিতা। লুঙ্ অহেলীৎ। সন্ জিহেলিষতি। যঙ্ জেহিল্যতে।

হিলমুচী (স্ত্রী) হিলমোচিকা, চলিত হিঞ্চে। (পর্য্যায়মুক্তা°)

হিলমোচি (স্ত্রী) হিলমোচিকা। (শব্দরত্না°)

হিলমোচিকা (স্ত্রী) শাকবিশেষ। চলিত হিঞ্চেশাক, হেলেঞ্চা, পর্য্যায়—হিলমোচি, হিলমোচী, মত্রী, বিষঘ্নী, মৎস্যাক্ষী, চক্রাঙ্গী, ব্রাহ্মী, শম্ভধরা, আচারী। গুণ—শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক। "শোথং কুষ্ঠং কফং পিত্তং হরতে হিলমোচিকা।" (ভাবপ্র°)

এই শাক অতিশয় পিত্তনাশক ও ঈষত্তিক্ত, এই শাক সিদ্ধ করিয়া সেবন বা ইহার রস কাঁচা সেবন করিলেও বিশেষ উপকার হয়। যাহাদের ধাতু পিত্তপ্রধান, তাহারা এই শাক সেবন করিলে তাহাদের পিত্ত বিকার প্রশমিত হয়।

হিলমোচী (স্ত্রী) হিলমোচি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। হিলমোচিকা।

হিল্ল (পুং) পক্ষিবিশেষ। শরারিপক্ষী। শরালপাখী।

হিল্লা (দেশজ) আশ্রয়।

হিল্লাজ (পুং) প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি পারসিকফলিত জ্যোতিষের অনেক বিষয় সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করেন।

হিল্লোল, দোলন। অদন্ত চুরাদি°, পরস্মৈ°, অক°, সেট্। লট্ হিল্লোলয়তি। লোট্ হিল্লোলয়তু। লিট্ হিল্লোলয়াঞ্চকার, লিটে কৃ, ভূ ও অস্ এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হইবে। লুঙ্ অজিহিল্লোলৎ।

হিল্লোল (পুং) হিল্লোলয়তি দোলয়তীতি হিল্লোল-অচ্। তরঙ্গ, ঢেউ। "যৎকান্তাকুচকুম্ভবাহুলতিকা-হিল্লোললীলাসুখং লব্ধং কুম্ভবর ত্বয়া ন হি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।" (শৃঙ্গারতি°)

২ রতিবন্ধবিশেষ। ইহা ষোড়শ রতিবন্ধের মধ্যে অষ্টম রতিবন্ধ। লক্ষণ—

"হৃদি কৃত্বা স্ত্রিয়াঃ পাদৌ করাভ্যাং ধারয়েৎ করৌ।
যথেষ্টং তাড়য়েদ্যোনিং বন্ধো হিল্লোলসংজ্ঞকঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

হিল্বলা (স্ত্রী) মৃগশিরা নক্ষত্রের শিরোদেশস্থিত পঞ্চ স্বল্প তারকা, মৃগশিরা নক্ষত্রের শিরোদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে পাঁচটী তারকা আছে, তাহাকে হিল্বলা কহে।

'মৃগশীর্ষশিরোদেশে তারকা যা বসন্তি হি।
হিল্বলা ইল্বকাস্তাঃ স্যুর্বিল্বলা ইতি কুত্রচিৎ॥' (শব্দরত্না°)

হিব, প্রীতি, প্রীণন। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। এই ধাতু ইদিৎ, হিবি হিব ধাতু। লট্ হিন্বতি। লুট্ হিন্বিতা। লিট্ জিহিন্ব। লুঙ্ অহিন্বীৎ।

হিবুক (ক্লী) জ্যোতিষমতে লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থান, যে কোন লগ্ন বা রাশি হইতে তাহার চতুর্থ স্থানকে হিবুক কহে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

হিস, হিংসা। রুধাদি°, পরস্মৈ°, পক্ষে ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হিনস্তি, হিংস্তঃ, হিংসন্তি, লোট হি হিন্ধি। লিঙ্ হিংস্যাৎ। লুঙ্ অহিনঃ অহিংস্তাং, অহিংসন্। লিট্ জিহিংস। লুট্ হিংসিতা। লৃট্ হিংসিষ্যতি। লুঙ্ অহিংসীৎ, অহিংসিষ্টাং অহিংসিষুঃ। সন্ জিহিংসিষতি। যঙ্ জেহিংস্যতে যঙ্লুক্ জেহিংস্তি।

হিসা (আরবী) ভাগ, অংশ।

হিসার ১ (হিস্‌সার) পঞ্জাবের ছোটলাটের অধীনস্থ একটা বিভাগ, ইহা হিস্‌সার, রোহতক এবং সির্সা এই তিনটী জেলা লইয়া গঠিত। অক্ষা° ২৮°১৯´৩০´´ হইতে ৩০°১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৫৭´৩০´´ হইতে ৭৭° পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই বিভাগের ভূপরিমাণ ৮৩৫৫ বর্গমাইল। ২৫টী সহর এবং ১৭২৭টী গ্রাম আছে। প্রত্যেক বর্গমাইলে গড়ে ১৬৭ জন লোক আছে। এখানে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী।

২ উক্ত বিভাগস্থ একটা জেলা। অক্ষা° ২৮°৩৬´ হইতে ২৯° ৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°১৬´ হইতে ৭৬°২২´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পঞ্জাবে কেবল সিমলা, হিস্‌সার এবং রোহতক এই তিনটী জেলার সীমান্তে কোন নদী নাই। এই জেলার উত্তরে এবং উত্তর-পশ্চিমে পাতিয়ালা রাজ্য এবং সির্সা জেলার কিয়দংশ, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে ঝিন্দ রাজ্য, রোহতক জেলা এবং পশ্চিমে বিকানীর রাজ্যের পশুচারণক্ষেত্র। এই জেলার ভূপরিমাণ ৩৫৪০ বর্গ-মাইল। হিসার সহরটী হিসার জেলার সদর এবং কমিশনারের শাসনকেন্দ্র। এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান ভিবানি, তথায় হিস্‌সার সহরের দ্বিগুণ লোকের বাস আছে।

হিস্‌সার জেলাটী বিকানীর রাজ্যের বিশাল মরুভূমির পূর্ব্বতন প্রান্ত। অধিকাংশ স্থানই বালুময় সমতল ক্ষেত্র, মাঝে মাঝে কেবল ছোট ছোট ঝোপ এবং বালির পাহাড় দৃষ্ট হয়, ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গটী ৮০০ ফিট্ হইবে। এই শৃঙ্গটীকে এই জেলার বালুসমুদ্রের মধ্যে একটী দ্বীপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঘাগর নদী এখানকার পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী। গ্রীষ্মের সময়ে শুকাইয়া যায়, তখন এই নদীর নিম্নভূমিতে যব ভুট্টা প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হয়। সম্রাট্ ফিরোজশাহ তুঘলক্ এই জেলার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত একটা বৃহৎ খাল খনন করাইয়াছিলেন; ইহা ৫৪টী গ্রামপ্রান্ত ধৌত করিয়াছিল, কিন্তু পশ্চিমে বিকানীর মরুভূমিতে গিয়া ইহার জল শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল বলিয়া বৃটীশ গবমেণ্ট ইহার পুনঃসংস্কার করিয়াছেন, এখন ইহার নাম পশ্চিম-যমুনা-খাল (Western Jamna Canal)।

এই জেলাটী প্রধানতঃ তিনটী চকে বিভক্ত, যথা—চক্ হরিযানা, চক বাগর ও চক নালী, প্রথমটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে ২২৯২টী গ্রাম আছে। চক হরিয়ানা এই জেলার মধ্য ভাগে অবস্থিত। ইহার মৃত্তিকা দুই প্রকারের ডাকর এবং রৌসলি, ডাকর মৃত্তিকা প্রচুর জলশোষণের পর এবং রৌস্‌লির সহিত বালুর সংমিশ্রণ আছে বলিয়া ইহা অল্প জলেই কৃষিকর্ম্মোপযোগী হয়। বৃষ্টি হইলে এখানে প্রচুর শস্য জন্মিয়া থাকে, জলের অভাব হইলে এই স্থান হইতে কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় না।

চক বাগর এই জেলার দক্ষিণাংশ; ভিবানি ও তোষাম এই চকের দুইটী সহর। এই স্থান সর্ব্বত্র বালুময়, অত্যন্ত বৃষ্টি না হইলে এখানে কোন শস্য উৎপন্ন হয় না। অত্যন্ত বৃষ্টি হইলে মাঝে মাঝে বালুঝটিকা আসিয়া কৃষিক্ষেত্র সকল নষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও মাটী নরম বলিয়া এই স্থানে খুব অল্প পরিশ্রমেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। চক নালী এই জেলার উত্তরাংশ, বরবালা এবং ফতেহাবাদ এই স্থানের অন্তর্গত। এই স্থানেও যৎসামান্য কৃষিকর্ম্ম হইয়া থাকে।

মুসলমানরাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই এই জেলাটী চৌহান রাজপুত-দিগের বাসের নিরাপদ স্থান ছিল। হাঁসি তখন এই জেলার রাজধানী। ফিরোজ শাহ্ তুঘলক হিস্‌সার নির্ম্মাণ করেন। কসুরের নবাব শাহ দদখানের অধীনে এই জেলাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী নবাবের অধীনে রাজকর্ম্ম সমস্ত বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়িল। তৎপরে নাদির শাহ এবং শিখদিগের আক্রমণে এই জেলায় অরাজকতা বিস্তৃত হইল। নামমাত্র এই স্থান মহারাষ্ট্রদিগের অধীনে ছিল। মহারাষ্ট্রদিগের বেতন-ভুক্ একজন আইরিশ সেনানায়ক এখানে রাজত্ব করিবার কল্পনা করিতেছিলেন, কিন্তু ফরাসীসেনাপতি পিরোঁ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে হিস্‌সার বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীনে আইসে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় অধিবাসিগণ বিদ্রোহিদিগের সহিত যোগ-দান করে। বিদ্রোহ অবসানের পরে হিস্‌সার জেলা পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন হইল।

৩ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। ভূপরিমাণ ৮৪১ বর্গমাইল। প্রতি বর্গ মাইলের লোকসংখ্যা ১১৭৫। এইস্থানে দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদালত আছে।

৪ উক্ত জেলার শাসনকেন্দ্র। দিল্লীর ১০২ মাইল পশ্চিমে (অক্ষা° ২৯°৯´৪২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪৫´৫৫´´ পূঃ) পশ্চিম-যমুনা-খালের উপর অবস্থিত। ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ তুঘলক এই সহরটী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জলসরবরাহের জন্য খাল কাটাইয়াছিলেন। ঐ সম্রাটের সময়ে এই সহর অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। পূর্ব্ব সম্পদের চিহ্নস্বরূপ অনেক পুরাতন মন্দির ও মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ১৮শ শতাব্দীতে উপর্য্যুপরি শিখদিগের আক্রমণে এবং দুর্ভিক্ষে প্রায় লোকশূন্য হয়। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে আইরিশ-কর্ম্মচারী জর্জ্জ টমাস ইহার পুনঃসংস্কার করেন।

হিসাব্‌ (আরবী) গণনা।

হিসাব্‌নিকাশ (আরবী) আয়ব্যয় বুঝিয়া লওয়া।

হিসাবী (আরবী) ১ যাহার হিসাব জ্ঞান আছে, যিনি ব্যয়কুণ্ঠ, এবং উত্তমরূপ হিসাব করিয়া চলেন। ২ মিতব্যয়ী।

হিস্সা (আরবী) অংশ, ভাগ।

হিস্সাদার (পারসী) অংশীদার, ভাগী।

হিহি (অব্য°) ১ আহ্লাদজনক, অনুকরণ শব্দ, আহ্লাদসূচক শব্দ, হাস্যশব্দ। এই দুইটী শব্দের দীর্ঘ ঈকারান্ত পাঠই সাধু। ২ গন্ধর্ব্বের নাম।

হী (অব্য°) ১ বিস্ময়। (অমর) ২ দুঃখ। ৩ হেতু। ৪ বিষাদ। (মেদিনী) ৫ শোক। (শব্দরত্না°)

"হী নাহং ভবতোঽভিবক্রবচসা দাতুং প্রবীণোত্তরং
কা তে সুন্দরি হীনতা নমু নতা সর্ব্বা ত্রিলোকোব তে।"
(বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা ৩১)

হীন (ত্রি) হা ত্যাগে ক্ত, (ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৩৫) ইতি নত্বং (ঘুমাস্থাগাপাজহাতীতি। পা ৬।৪।৬৬) ইতি ঈত্বং। উন্) ১ পরিত্যক্ত, রহিত, বর্জ্জিত। ২ নিন্দনীয়। গর্হ্য। ৩ অধম, নীচ, নিকৃষ্ট। (অমর)

"বিত্তারত্নেন যো হীনঃ স হীনঃ সর্ব্ববস্তুষু।" (নীতিশাস্ত্র)
যিনি বিত্তারূপ রত্নে হীন, তিনি সকল বিষয়েই হীন। ৪ প্রতিবাদিবিশেষ। ব্যবহারতত্ত্বে লিখিত আছে, এই প্রতিবাদী পাঁচ প্রকার, অন্যবাদী, ক্রিয়াদ্বেষী, নোপস্থায়ী, নিরুত্তর ও আহূতপ্রপলায়ী, এই পাঁচজন প্রতিবাদীকে হীন কহে।

"অন্যবাদী ক্রিয়াদ্বেষী নোপস্থায়ী নিরুত্তরঃ।
আহূতঃ প্রপলায়ী চ হীনঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

হীনক (ত্রি) হীন স্বার্থে কন্। হীনশব্দার্থ।

হীনকর্ণ (পুং) তন্নামক কর্ণবন্ধনাকৃতি। (সুশ্রুত সূত্র ১৬)

হীনকর্ম্মন্ (ক্লী) নিকৃষ্টকর্ম্ম, অধম কার্য্য।

হীনকুষ্ঠ (ক্লী) ক্ষুদ্র কুষ্ঠ।

হীনজ (ত্রি) হীন-জন-ড। যাহা হীন হইতে জন্মে, হীনজাতি।

হীনজাতি (ত্রি) হীনজাতির্যস্য। নীচবর্ণ, নীচজাতি। মনুতে লিখিত আছে যে, দ্বিজাতিগণ যদি মোহবশতঃ হীনজাতীয়া স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পুত্রপৌত্রাদি সহ সংবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাং॥" (মনু ৩।১৫)

হীনতস্ (অব্য°) হীন পঞ্চম্যাস্তসিল্। হীন হইতে বা হীনদ্বারা।

হীনতা (স্ত্রী) হীনস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। হীনত্ব, হীনের ভাব বা ধর্ম্ম, নীচতা, হীনব্যক্তির কার্য্য।

হীনদগ্ধ (ত্রি) অল্পদগ্ধ।

হীনবাহু (পুং) শিবের অনুচর।

হীনযান (ক্লী) বৌদ্ধসম্প্রদায়ভেদ। ভগবান্ বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত আদি ধর্ম্মমতাবলম্বিগণ প্রথমে শ্রাবকযান ও প্রত্যেকবুদ্ধযান নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের মতে যাঁহারা ভগবান্ বুদ্ধের এবং তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়াছেন তাঁহারাই কেবল নির্ব্বাণলাভের অধিকারী। পরবর্ত্তীকালে কতকগুলি বৌদ্ধাচার্য্য ঘোষণা করিলেন যে, সমস্ত জগৎ নির্ব্বাণলাভে অধিকারী, সকলেই এই নির্ব্বাণধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারেন। তাঁহাদের এই মহোদ্দেশ্যের জন্য তাঁহারা 'মহাযান' নামে খ্যাত হইলেন এবং হীন বা সঙ্কীর্ণগণ্ডীর মধ্যে নির্ব্বাণতত্ত্ব সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বোক্ত আদি বৌদ্ধসম্প্রদায়গণ হীনযান নামে খ্যাত হইলেন। সম্রাট কণিষ্কের সময় বৌদ্ধসমাজে হীনযান ও মহাযান এই দুইটী প্রধান বিভাগ হইয়াছিল। [বৌদ্ধ দেখ]

হীনরাত্র (ত্রি) যাহা রাত্রিতে থাকে না বা অল্প থাকে (এরূপ তিথি)।

হীনরোমন্ (ত্রি) লোমহীন বা অল্প লোমযুক্ত।

হীনবর্ণ (ত্রি) হীনো বর্ণো যস্য। নীচজাতি। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে লিখিত আছে যে, যে স্ত্রী হীনবর্ণকর্ত্তৃক উপভুক্তা হয়, সেই স্ত্রী বধ্যা অথবা ত্যাজ্যা হইয়া থাকে।

"হীনবর্ণোপভুক্তা যা ত্যাজ্যা বধ্যাপি বা ভবেৎ।"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

হীনবাদিন্ (ত্রি) হীনং বদতীতি বদ-ণিনি। ১ বাক্যবর্জ্জিত, মূক, বোবা, পর্য্যায়—অধর। (হেম) ২ বিরুদ্ধবাদী।

"পূর্ব্ববাদং পরিত্যজ্য যোঽন্যমালম্বতে পুনঃ।
বাদসংক্রমণাজ্জ্ঞেয়ো হীনবাদী স বৈ নরঃ॥" (নারদ)

যিনি পূর্ব্ববাদ অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল, সেই কথা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বাক্য বলিয়া থাকে, প্রথমের কথা স্বীকার না করিয়া অন্য প্রকার বলে, তাহাকে হীনবাদী কহে। এই হীনবাদী দণ্ডনীয়। যিনি পূর্ব্বের কথা স্বীকার না করিয়া অন্য কথায় অবতারণা করিয়া থাকেন, রাজা তাঁহাকে দণ্ডবিধান করিবেন।

হীনবৃত্ত (ত্রি) হীনং বৃত্তং যস্য। হীনকার্য্যকারী, যিনি নীচ কর্ম্ম করেন।

হীনসখ্য (ক্লী) হীনেন সহ সখ্যং। নীচের সহিত মিত্রতা। হীনের সহিত মিত্রতা করিতে নাই।

হীনাঙ্গ (ত্রি) হীনং অঙ্গং যস্য। স্বভাবতো ন্যূনাবয়ববিশিষ্ট, স্বাভাবিক অঙ্গহীন, পর্য্যায়—পোগণ্ড, বিকলাঙ্গ, অঙ্গ, অপাঙ্গ, অপোগণ্ড। (জটাধর) শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কোন ব্যক্তিকে বিকলাঙ্গ দেখিয়া পরিহাস করিতে নাই।

"জাতিহীনং বিত্তহীনং রূপহীনমদক্ষিণং।
হীনাঙ্গমতিরিক্তাঙ্গং তেন দোষেণ নাক্ষিপেৎ॥"
(কালিকাপু° ৪৪ অ°)

হীনাঙ্গী (স্ত্রী) হীনং ক্ষুদ্রত্বাৎ অধমং অঙ্গং যস্যাঃ ঙীষ্। ১ ক্ষুদ্র পিপীলিকা। (হেম) ২ স্বাভাবিক অঙ্গহীনা স্ত্রী।

হীনার্থ (ত্রি) হীনোঽর্থো যস্য। অর্থহীন, নিন্দিতার্থ।

হীন্তাল (পুং) হিন্তালবৃক্ষ। [হিন্তাল শব্দ দেখ]

হীয়মান (ত্রি) হা কর্ম্মণি শানচ্। যাহা পরিহীন হইতেছে, হ্রাস হওয়া।

হীর (পুং) হরতি মার্দবমিতি হৃ-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ যদ্বা হী বিস্ময়ং রাতীতি রা-ক। ১ বজ্র, ইন্দ্রের বজ্র। (পুং) ২ শিব। ৩ বজ্র। (মেদিনী) ৪ হার। (জটাধর) ৫ সিংহ। ৬ শ্রীহর্ষের পিতা। শ্রীহর্ষ নৈষধকাব্যে লিখিয়াছেন যে, শ্রীহীর তাঁহার পিতা এবং মামল্লদেবী মাতা।

"শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মা মল্লদেবী চ যং।" (নৈষধ ২স°)

হীরক (পুং ক্লী) হীর স্বার্থে কন্। রত্নবিশেষ, চলিত হীরা। এই রত্ন শ্বেতবর্ণ, ইহা বহুমূল্য, এই রত্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শুক্র। পর্য্যায়—বজ্র, হীর, দধীচাস্থি, বজ্রক, সূচীমুখ, বরাটক, রত্নমুখ, বজ্রপর্য্যায়। বিরাট দেশীয় হীরকের পর্য্যায়—বিরাটজ, রাজপট্ট, রাজাবর্ত্ত। (হেম) গুণ—সারক, শীতল, কষায়, স্বাদু, কান্তিকারক, চক্ষুর হিতকারক, ধারণে পাপ ও অলক্ষ্মী-নাশক। (রাজব°)

জ্যোতিঃশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, শুক্রগ্রহ যদি অতিশয় বিগুণ হয়, তাহা হইলে হীরক ধারণ করিলে শুভফল হইয়া থাকে। রত্নধারণ সকলের ব্যবস্থা নহে। অবস্থাবিশেষে গ্রহবৈগুণ্যস্থলে প্রথমে মূল ধাতু ও রত্ন ধারণ করিতে হয়। যিনি রত্নধারণের উপযোগী তিনিই হীরক ধারণ করিবেন।

বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বজ্র, চন্দ্র, মণি ও হীরক এই কয়টি হীরকের পর্য্যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে হীরক চারিজাতি। তাহার মধ্যে যে হীরক শুভ্রবর্ণ তাহা ব্রাহ্মণ-জাতীয়, রক্তবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়জাতি, পীতবর্ণ হীরক বৈশ্য-জাতি ও কৃষ্ণবর্ণ হীরক শূদ্রজাতি। শুভ্রবর্ণ হীরক রসায়ন কার্য্যে প্রশস্ত এবং সকল ক্রিয়ার সিদ্ধিদায়ক। রক্তবর্ণ হীরক রোগহারক, জরা ও অকালমৃত্যুনাশক। পীতবর্ণ হীরক সম্পত্তিপ্রদায়ক ও শরীরের দৃঢ়তাসম্পাদক, কৃষ্ণবর্ণ হীরক রোগনাশক ও বয়ঃস্থাপক। এই চারি জাতীয় হীরক পুং, স্ত্রী ও নপুংসকভেদে তিন প্রকার। তাহার মধ্যে যে হীরক সুন্দর গোলাকার, জ্যোতির্ম্ময়, রেখা ও বিন্দুবিহীন তাহাকে পুংজাতি কহে। যে হীরক রেখা বা বিন্দুযুক্ত ও ষট্‌কোণ তাহাকে স্ত্রীজাতি এবং যে হীরক ত্রিকোণযুক্ত ও সুদীর্ঘ তাহাকে নপুংসক জাতি কহে।

এই ত্রিবিধ হীরকের মধ্যে পুংজাতীয় হীরক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। স্ত্রী জাতীয় হীরক স্ত্রীদিগের শরীরের শোভা-সম্পাদক ও সুখ-প্রদায়ক। নপুংসকজাতীয় হীরক বীর্য্যবিহীন, সুতরাং অকর্ম্মণ্য। বৈদ্যক ঔষধে হীরক প্রয়োগ করিতে হইলে শোধন করিয়া লইতে হয়। অশোধিত হীরক কুষ্ঠ, পার্শ্ববেদনা, পাণ্ডু ও পঙ্গুত্ব উৎপাদক, অতএব উহা শোধনপূর্ব্বক ব্যবহার করিবে। শোধিত বা মারিত হীরক সেবন করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি, শরীর-পুষ্টি, বল, বীর্য্য, বর্ণ ও সুখবৃদ্ধি এবং সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°)

হীরক-শোধন ও মারণপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—কণ্টকারীর মধ্যে হীরক রাখিয়া কোদোধান্যের কাথে ও কুলত্থ কলায়ের কাথে ৭ দিন দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া অশ্বমূত্রে কিংবা সিজদুগ্ধে সিঞ্চন করিবে। এইরূপ প্রণালীতে হীরা শোধিত হয়।

হীরাভস্ম—তিন বৎসরের পুরাতন কার্পাসমূল, পুরাতন পানের রসের সহিত পেষণ করিয়া তাহার মধ্যে হীরক রাখিয়া সাতবার গজপুট দিলে হীরা ভস্ম হয়। অন্যবিধ—কাংস্যপাত্রে ভেকের মূত্র রাখিয়া হীরাকে ১১ বার পোড়াইয়া গাধার মূত্রে চুবাইয়া হরিতাল পিণ্ডমধ্যে রাখিয়া পোড়াইবে। ইহা অগ্নিবর্ণ হইলে অশ্বমূত্রে নিষিক্ত করিলে হীরক ভস্ম হয়। উক্ত প্রণালী অনুসারে হীরক শোধন ও মারণ করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবে। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

ইহা এক প্রকার খনিজ পদার্থ। ইহাকে চলিত কথায় হীরা বলে, আর্য্যশাস্ত্রে হীরক বজ্রমণি ও সর্ব্বরত্নের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হিমালয়-প্রদেশে মাতঙ্গ (পম্পা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ) জনপদে, সৌরাষ্ট্ররাজ্যে, পৌণ্ড্ররাজ্যের রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে, কলিঙ্গদেশে অর্থাৎ উড়িষ্যা ও দ্রাবিড়দেশের মধ্যগত স্থানে, অযোধ্যার সমীপবর্ত্তী ভূভাগে, মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেণানদীতীরে, সৌবীর অর্থাৎ সিন্ধু ও শতদ্রু-নদের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে হীরক পাওয়া যায়। স্থলবিশেষে জল-বায়ুর বিশেষত্ব হেতু হীরকেরও বর্ণপার্থক্য ঘটিয়া থাকে। হিমালয় পর্ব্বতের হীরক ঈষৎ তাম্রবর্ণ, বেণাতীরে চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল শুক্লবর্ণ, সৌবীরে শ্বেতপদ্ম বা শু মেঘসদৃশ, সৌরাষ্ট্রে তাম্রবর্ণ, কলিঙ্গরাজ্যে সুবর্ণবর্ণ, কোশলে পীতবর্ণ, পৌণ্ড্ররাজ্যে শ্যামবর্ণ এবং মাতঙ্গপ্রদেশে পীতবর্ণ হীরক উৎপন্ন হয়।

সাধারণতঃ, হরিৎ, শুক্ল, পীত, পিঙ্গল, তাম্রবৎ ঈষৎ লোহিত ও শ্যামবর্ণ হীরক দেখিতে পাওয়া যায় এবং যথাক্রমে নারায়ণ, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বায়ু ঐ সকল হীরকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উল্লিখিত ছয় প্রকার হীরকের মধ্যে জবাকুসুম

অথবা প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং হরিদ্রারসের ন্যায় পীতবর্ণ হীরকই রাজাদিগের শুভজনক। বজ্রপরীক্ষকেরা মনুষ্যের ন্যায় হীরকেরও ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শঙ্খ, কুমুদপুষ্প বা স্ফটিকের ন্যায় শুক্লবর্ণ হীরক বিপ্রজাতি। শশকচক্ষুর ন্যায় রক্তবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়জাতি, স্নিগ্ধ কদলীর ন্যায় হরিদ্বর্ণ হীরক বৈশ্যজাতি এবং পরিষ্কৃত তরবারির ন্যায় শ্যামবর্ণ হীরক শূদ্রজাতি বলিয়া পরিচিত, পূর্ব্বোক্ত বর্ণচতুষ্টয়ে নিবদ্ধ হীরকজাতি ভিন্ন ভিন্ন গুণশালী হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহা ধারণ করিলে বিশেষ বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

হীরকবিশেষে ক্ষিতি, অপ্, আকাশ, তেজ ও বায়ু এই পঞ্চ মহাভূতের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। পার্থিবাংশের আধিক্যযুক্ত হীরক দলে পুরু এবং জলীয়াংশপ্রধান হীরক অতিশয় ঘন, মসৃণ ও স্নিগ্ধ হয়। আকাশাংশে হীরকের নির্ম্মলতা, তীক্ষ্ণাগ্রতা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি পায়। বায়ুর প্রাধান্যে হীরক লঘু, খরস্পর্শ ও তীক্ষ্ণাগ্র হয়। তেজঃপ্রধান হীরক সাধারণতঃ রক্তবর্ণই হইয়া থাকে। পার্থিবাংশপ্রধান হীরক-ধারণে আধিপত্য, জলীয়াংশে কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী, বায়বীয়াংশে প্রিয়দর্শন, আকাশপ্রাধান্যে সম্পত্তি এবং তৈজস হীরক-ধারণে শৌর্য্য ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়।

ষট্‌কোণ, অষ্টপার্শ্ব, দ্বাদশধার, উত্তুঙ্গ, সমান ও তীক্ষ্ণাগ্র প্রভৃতি গুণ হীরকের স্বভাব-সিদ্ধ। রত্নবিদেরা হীরকের ষট্‌কোণত্ব, লঘুত্ব, সমান অষ্টদলত্ব, তীক্ষ্ণাগ্রত্ব ও নির্ম্মলত্ব এই পঞ্চ গুণ; মল, বিন্দু, রেখা, ত্রাস ও কাকপদ প্রভৃতি পাঁচটী দোষ এবং বর্ণ হিসাবে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ছায়া অবধারণ করিয়াছেন। দোষযুক্ত হীরক নিন্দিত। উহা ধারণে পুত্রনাশ, বন্ধুনাশ, বিত্তনাশ প্রভৃতি অশেষবিধ অমঙ্গল সাধিত হয়। ছায়াহীন হীরক বিপদের হেতু, মলিনহীরক শোকজনক, কর্কশ হীরক দুঃখদায়ক, রেখা, কাকপদ ও বিন্দুযুক্ত হীরক মৃত্যুর নিদান, ইত্যাদি।

অগ্নিপুরাণের মতে, দ্বিদল হীরক কলহের কারণ, ত্রিদল সুখনাশক, চতুর্দ্দল সুখদায়ক, পঞ্চদল শোকজনক, ষড়্‌দল রাজভয়ের নিদান, মৃত্যু-কারণ এবং অষ্টদল অতি বিশুদ্ধ। মতান্তরে ত্রিকোণ হীরক কলহবর্দ্ধক, চতুষ্কোণ ভয়ের কারণ, পঞ্চকোণ মৃত্যুজনক ও ষট্‌কোণ মঙ্গলময়। এই কারণে ষট্‌কোণ, অষ্টদল, অভেদ্য নির্ম্মল, নির্দ্দোষ, সুপার্শ্ব, উত্তমবর্ণ লঘু, জলে ভাসমান, সূর্য্যকিরণপাতে ইন্দ্র ধনুর ন্যায় আভাবিকীর্ণকারী, তীক্ষ্ণাগ্রবিশিষ্ট হীরক সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উল্লিখিত। যে হীরক উষ্ণ জল, দুগ্ধ, তৈল বা ঘৃতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ উক্ত পদার্থনিচয়ের উষ্ণতা নিবারণ করে, তাহা দেবদুর্লভ, যাহা কোটি সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর, অথচ চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ধারণমাত্রেই রোগশান্তি করিতে সমর্থ। যে হীরক জল হইতে উৎপন্ন ও যাহার বর্ণ দূর্ব্বাদলোপরি পতিত জলবিন্দুর ন্যায় স্বচ্ছ, যদি ঐ হীরক ১ তোলা ওজনের হয় তাহা হইলে তাহার মূল্য ১ কোটি মুদ্রা হইয়া থাকে, ভগ্নকোণ এবং বিন্দুরেখা ও বৈবর্ণযুক্ত দূষিত হীরক হইতে যদি ইন্দ্রধনুর প্রভা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সেই হীরক-ধারণে যথেষ্ট সুখসম্পত্তি, ধনধান্য ও সন্তানসন্ততি লাভ হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে যত প্রকার রত্ন ও লৌহাদি কঠিন পদার্থ আছে, তাহাদের সকলের উপর হীরক দিয়া দাগ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কিছুতেই হীরকের উপর দাগ করিবার উপায় নাই। অকৃত্রিম হীরক দ্বারা কৃত্রিম হীরক অঙ্কিত করিতে পারা যায়। প্রকৃত হীরক কুরুবিন্দ অথবা হীরক দ্বারাই অঙ্কিত হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দ্বারা উহা অঙ্কিত হয় না। লৌহ, পদ্মরাগ, গোমেদ, বৈদূর্য্য, স্ফটিক ও বিভিন্ন বর্ণের কাচ দিয়া সুনিপুণ শিল্পীরা কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত করে। ক্ষারসংযোগ, শাণ অথবা ঘর্ষণদ্বারা সহজে হীরক-পরীক্ষা করা যাইতে পারে। যে হীরক ক্ষারসংযোগে চূর্ণ এবং ঘর্ষণ বা শাণ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই কৃত্রিম। ক্ষারযুক্ত অম্ল হীরকে লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, পরে ধৌত করিলে যদি উহা বিবর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা কৃত্রিম হীরক বলিয়া জানিবে। প্রকৃত হীরক কদাচ বিকৃত ভাব ধারণ করে না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

হীরকমারণবিধি—অনেক রোগোপশমে হীরকের উপকারিতাশক্তি দৃষ্ট হয়। এই কারণে সাধারণতঃ হীরাভস্মই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যে উপায়ে প্রাচীন ঋষিগণ হীরাভস্ম করিয়া ব্যবহার করিতেন, পূর্ব্বেই সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিয়াছি, এখানে একটু বিশেষ করিয়া লিখিত হইল—

অশুদ্ধ হীরক ঔষধে ব্যবহার করিলে তদ্দ্বারা কুষ্ঠ, পার্শ্ববেদনা, পাণ্ডুরোগ ও পঙ্গুতা জন্মে, এই কারণে অগ্রে হীরক শোধন করিয়া পশ্চাৎ ব্যবহার করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শুভদিনে হীরক কণ্টিকারীর রসে ডুবাইয়া মহিষের বিষ্ঠা লেপিয়া ঘুটের আগুনে পোড়াইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমস্ত রাত্রি দগ্ধ করিয়া প্রাতে অশ্বমূত্রে ভিজাইয়া পুনরায় অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে। এই প্রকারে সাত দিন ক্রমান্বয়ে দগ্ধ করিলে হীরক শুদ্ধ হয়। অনন্তর হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ-সংযুক্ত কলাইএর কাথে উহাকে পুনঃ পুনঃ ভিজাইয়া একবিংশতিবার তপ্ত করিলে হীরক-ভস্মবৎ হইয়া যাইবে। হীরক কণ্টিকারীরসে ডুবাইয়া পুটপাকে পাক করিতে হয়। অনন্তর একটী কাংস্যপাত্রে মমুকমূত্র ধরিয়া সেই মূত্রে পূর্ব্ব পুটপাক-দগ্ধ-হীরক ভিজাইয়া লইয়া

অগ্নিতে পুনঃ পুনঃ উত্তপ্ত করিলেই হীরকখণ্ড প্রস্তরবৎ চূর্ণাকারে পরিণত হইয়া থাকে। হীরকভস্ম-সংযোগে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা অমৃতসদৃশ। ঐ ঔষধসেবনে দেহ রোগ-নির্ম্মুক্ত হইয়া বজ্রসদৃশ সবল হয়। হীরকভস্মচূর্ণ শ্লেষ্মানাশক।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের প্রাচীনেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ভারতই হীরকের আদি আকর। এই ভারত-ভূমি হইতেই প্রাচীনকালে হীরকাদি সুদূর য়ুরোপের পশ্চিম প্রান্তে নীত হইত। তৎকালে ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে হীরক পাওয়া যাইত, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্তি হইতে তাহার কোন নিশ্চিত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্লিনি লিখিয়াছেন—অসিক্নী (চেনাব) ও গঙ্গা নদীতেই এই অমূল্য রত্ন পাওয়া যায়। মাউন্ট পরোপনিসাস্ ও আরিয়ানার পূর্ব্বাংশই প্রাচীন মতে হীরকের আকর। ড্রোনিসিয়াস্পেরি এগেটিসের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভারতবাসীরা নদীবক্ষ হইতে হীরকমণি উদ্ধার করিত। মহম্মদ বিন্-মনসুর লিখিয়াছেন, ভারতের পূর্ব্বাংশে হীরকের খনি বিদ্যমান, কিন্তু তিনি খনিতে হীরকোৎপত্তি-প্রসঙ্গে যে অত্যদ্ভুত গল্পের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, তিনি হীরকখনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু মাত্র অবগত ছিলেন না। তবে ভারত হইতে যে হীরক উৎপন্ন হইয়া য়ুরোপ ও পারস্যে বিক্রয়ার্থ নীত হইত,তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। এতদ্ব্যতীত য়ুরোপবাসীর নিকট ভারতে হীরকোৎপত্তিসম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল। প্রবাদ এই—মাকিদনবীর আলেকসান্দর লোকমুখে জুলমিয়া শৈলশিখরোপবিষ্ট হীরকমণ্ডিত উপত্যকার বিষয় অবগত হইয়া তদ্দেশে আগমন করেন। তিনি শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া দেখিলেন ঐ স্থানে মনুষ্যের গমন সাধ্যাতীত। কাজে কাজেই তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। তখন তিনি স্বীয় অনুচরবর্গের প্রতি আদেশ করিলেন যে, তোমরা যে উপায়ে পার, কতকগুলি পশুহত্যা করিয়া অবিলম্বে এই পর্ব্বতোপরি ফেলিয়া দাও। তাহার আদেশ তদ্দণ্ডেই প্রতিপালিত হয়, শকুনিরা ঐ মাংসভক্ষণকালে তৎ-সংলগ্ন হীরকখণ্ডও উদরসাৎ করে। তাহারা তৎপরে আকাশ-মার্গে উড্ডীন হইয়া যে যে ভূভাগে মল ত্যাগ করে, তত্তদ্ স্থানেই হীরক পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের ভারত-ভ্রমণ-কারী মার্কো-পোলো ঐরূপ একটী কিংবদন্তীতে হীরকোৎপত্তির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে ভারত-ভ্রমণ-কারী পাশ্চাত্য বণিক্ জিন বাপ্তিস্তে টাবার্ণিয়ার স্বয়ং ভারতের হীরকখনি পরিদর্শন করিয়া যান। তাঁহার বিবরণীতে প্রকাশ, গোলকোণ্ডা হইতে ৫ দিন ও বিশাপুর হইতে ৮।৯ দিনের পথ ব্যবধানে রাওলকোণ্ডা নামক স্থানে এবং কোলুর ও সম্বলপুরে হীরকের খনি আছে। দুঃখের বিষয় তিনি ভারতের চির-প্রসিদ্ধ গোলকোণ্ডার হীরকখনি দেখিয়া যান নাই। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে মেথোল্ড নামক জনৈক য়ুরোপীয় সর্ব্বপ্রথমে গোলকণ্ডার হীরকখনি পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

কার্ল রিটার ভারতের হীরকোৎপাদক প্রদেশের স্তরাবলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহাদিগকে পাঁচটী বিভিন্ন শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে—

১ম—কড়াপা শ্রেণী। ইহা পেন্নার নদীতটে অবস্থিত। এই বিভাগের কড়াপা, কোণ্ডপেট্ট, ওবমপল্লী, লম্দুর, পিক্কেদ্দাপুড় এবং পেন্নার উপত্যকা অতিক্রম করিয়া গণ্ডিকোট্ট ও গুটীদুর্গ পর্য্যন্ত স্থানে হীরক পাওয়া যায়। ওবমপল্লীর হীরক-গুলি গোলাকৃতি ও কিছু বড় হয়। এই হীরকই উৎকৃষ্ট।

২য় বন্দিয়াল শ্রেণী—ইহা পেন্নার ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্ত্তী বঙ্গপল্লীর নিকটে অবস্থিত। এখানকার হীরকক্ষেত্রের স্তর ১ ফুট মাত্র এবং তথায় হীরক যথেচ্ছ ভাবে বিন্যস্ত আছে। এই হীরকগুলি সাধারণতঃ দ্বিমুখাগ্র, অর্থাৎ দুই মুখই পিরা-মিডের ন্যায় কোণাকার ও দ্বাদশাধার (dodecahedra)।

৩য়—ইলোরা শ্রেণী—ইহাই নিম্নকৃষ্ণা বা গোলকুণ্ডা ক্ষেত্র নামে পরিচিত। বাস্তবিক গোলকোণ্ডায় কোন খনি নাই, কৃষ্ণা ও পেন্নার নদীদ্বয়ের সন্নিকটে নীলমূল নামক শৈলশিখরের পাদমূলে হীরক পাওয়া যায়। ইহাই পূর্ব্বে অপরিষ্কৃত অবস্থায় গোলকোণ্ডায় আনিয়া পরিষ্কৃত ও কর্ত্তিত হইত। এই কারণে তৎকালে গোলকোণ্ডা রাজধানীতে হীরকের কারবার বসিয়া যায়। নবাবাদগের শাসনাধিকারে গোলকোণ্ডা-দুর্গেই হীরক-রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই হীরকখনির আবিষ্কার সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, এক গোপালক গোধন চরাইতে চরাইতে একখণ্ড হীরক দেখিতে পায়। সে তাহার ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া প্রস্তর-জ্ঞানে উঠাইয়া আনে এবং কোন পল্লিবাসীকে ধান্যের বিনিময়ে উহা প্রদান করে। তাহার হস্ত হইতে ঐ প্রস্তর ক্রমে জহুরীর হস্তে গিয়া পড়ে। সে উহাকে হীরক বলিয়া চিনিতে পারিয়া অনুসন্ধান করে। তাহারই ফলে এই খনির আবিষ্কার হয়। ভ্রমণকারী টাবার্ণিয়ার যে রাওলকোণ্ডা খনি সন্দর্শন করিয়া-ছিলেন, তাহা কৃষ্ণানদীর মধ্য প্রশাখার নিকটে অবস্থিত ছিল। ইহা হইতে আরও পূর্ব্বাভিমুখে নিম্নকৃষ্ণাপ্রবাহিত প্রদেশে কোলুর নামক খনি, দেশীয় লোকে উহাকে "গণি" বলিয়া থাকে। ইহা মছলীপটম বন্দর হইতে ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। টাবার্ণিয়ার ঐ খনি দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণীতে লিখিত আছে যে, ঐ খনিতে "গ্রেট মোগল" নামক প্রসিদ্ধ

হীরকখণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল। উহা অসংস্কৃত অবস্থায় ৮৭১॥ ক্যারাট ওজনের ছিল। পরে কাটিয়া ২৯৭ ক্যারাট করা হয়।

৪র্থ সম্বলপুরশ্রেণী—গোদাবরী নদীর উত্তরে এবং মহানদীর মধ্য শাখার অতি নিকটে এই বিস্তীর্ণ হীরকক্ষেত্র বিরাজিত। প্রকৃতপক্ষে সম্বলপুর প্রান্ত হইতে মহানদী ও ব্রাহ্মণীনদী পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সম্বলপুর ইংরাজ-শাসনভুক্ত হয়। উক্ত বর্ষে এখানে ৮৪ গ্রেণ ওজনের একখণ্ড হীরক পাওয়া যায়। উহা সাধারণে তৃতীয় শ্রেণীর হীরক বলিয়া গৃহীত হইলেও ৫ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল।

৫ম পান্নাশ্রেণী—বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে সোণার ও শোণনদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। গঙ্গার দক্ষিণকূলে বাঙ্গালা, বিহার ও আলাহাবাদ পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যতগুলি খনি আছে, তাহার মধ্যে পান্না রাজধানীর ১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী সুকারিয়া গ্রামের খনিতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হীরক পাওয়া গিয়াছিল। এখানকার হীরকগুলি সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত:—১ মতিচূড়—ইহা উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ, ২ মাণিক—ক্রমিক হরিতাভ, ৩ পান্না—ফিকা কমলানেবুর মত রঙের ও ৪ বাঁশপাৎ—গাঢ়বর্ণের।

ভারতবর্ষ ব্যতীত সাইবেরিয়া, ব্রেজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, বোর্ণিও, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও সিলেবিস্ দ্বীপে ভূগর্ভে হীরকের খনি আছে। প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন ভূতত্ত্বজ্ঞের ধারণা স্বর্ণখনিতে প্রধানতঃ হীরক পাওয়া যায়। তাঁহাদের এই যুক্তি ভিত্তি-হীন হইলেও স্থলবিশেষে স্বর্ণখনিতে যে হীরক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৮৮০-১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সাইবেরিয়ার আদোলক স্বর্ণখনিতে ৪০টিরও অধিক হীরক পাওয়া গিয়াছে। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি "মাইনার" বা খনক স্বর্ণখনির উদ্দেশে ব্রেজিলরাজ্যের সেরো-দো-ফ্রাইও জেলায় পরীক্ষা করিতে করিতে একখণ্ড হীরক কুড়াইয়া পায়। ঐ পাথরখানি জনৈক পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারী কর্তৃক গোয়ানগরে আনীত হয়। এখানে একজন ওলন্দাজ কন্সল কর্তৃক পরীক্ষার পর উহা হীরক বলিয়া সাব্যস্ত হইলে ঐ খনির আবিষ্কার হইয়াছিল। তদনন্তর ডায়ামন্টিনা বাহিয়া এবং পারস্থাই ও তাহার শাখানদীগুলির মধ্যবর্ত্তী হীরকক্ষেত্রগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মুসেঁ। হেরিকোর্ট-ডি-থুরি ফরাসীরাজ্যস্থ Academic des Sciences নামক বিদ্যালয়ে দক্ষিণ-আফ্রিকা আলজেরিয়ার কনস্তান্তাইন প্রদেশে গুমেল নদীতটে প্রাপ্ত একখণ্ড হীরক প্রদর্শন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার "Cape diamonds" নামে প্রসিদ্ধ হীরক খণ্ডগুলির প্রথম নিদর্শন হোপটাউন নামক নগরের নিকটস্থ একটি ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে উহা ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরীর বিখ্যাত প্রদর্শনীতে (the Universal Exhibition) প্রদর্শিত হইয়াছিল। উহার ওজন ২১২° ক্যারাট এবং উহা ৫ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। এই সংবাদ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইলে সাধারণের চেষ্টায় দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্যান্য স্থানেও হীরকখনি অনুসন্ধানের চেষ্টা হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে গ্রিকোয়ালণ্ড; ইংরাজাধিকারে আইসে। উহার পশ্চিমাংশে একটি সুবিস্তৃত হীরকখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

স্বর্ণপ্রসূ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপেও হীরকখনির অভাব নাই। তথাকার নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্ বিভাগের বাথার্স্ট নামক স্থানে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মিঃ হারগ্রেভ ও রেভারেণ্ড ক্লার্ক প্রথম হীরকের নিদর্শন প্রাপ্ত হন। তৎকালে উহা হীরকের ন্যায় মণিবিশেষ বলিয়া গৃহীত ও পরিত্যক্ত হয়। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ম্যাক্‌কোয়ার নদীতট ও বুরেন্দোঙ্গ নামক স্থান হইতে ঐরূপ পাথরের নমুনা মহামতি ক্লার্কের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। তিনিও স্বয়ং নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পাইরামুল ও কালাবাস খাড়ির নিকটে ঐ জাতীয় প্রস্তর দেখিতে পান। তাহাতেই তাঁহার মনে অষ্ট্রেলিয়ায় এই হীরক জাতীয় প্রস্তরের বিস্তৃত সংস্থান রহিয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মে। তখন তিনি এ সংবাদ সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করেন। তাহাতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'অষ্ট্রেলিয়ান্ ডায়মণ্ড মাইনার্স' নামে এক কোম্পানী হীরকান্বেষণে বহির্গত হইয়া বিঞ্জেরা, এচুকা ও ভেল্স জেলায় ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। শেষোক্ত স্থানের হীরকগুলি হরিদ্রাবর্ণ স্ফটিকের মত।

বোর্ণিও দ্বীপে রাতুস শৈলের পশ্চিম ধারে এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সুমাত্রা দ্বীপের দোলোদোলা জেলায় হীরকের খনি পাওয়া যায়। ঐ সকল হীরকক্ষেত্রে প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণাকারে হীরক দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন কোন কোন ক্ষেত্রে দুএকটী অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার হীরকখণ্ডও পাওয়া গিয়াছে। ঐ বৃহৎ হীরকগুলি বিভিন্ন রাজার অঙ্গে স্থান লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বর্ত্তমানে বহু অনুসন্ধান ও গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে প্রধানতঃ তিনটী বিস্তৃত হীরকক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে পূর্ব্ববর্ণিত ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত পেন্নার নদী হইতে শোণনদীর অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশের কতিপয় স্থান, মান্দ্রাজপ্রদেশে কড়াপা, কার্ণুল, ইলোরা, কৃষ্ণা ও গোদাবরীতীর এবং ছোটনাগপুর ও বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি স্থান হীরকের জন্য প্রসিদ্ধ।

ভারতবর্ষীয় হীরক কিরূপ খনিজ পদার্থ হইতে উদ্ভূত, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ আজ পর্য্যন্ত তাহার মূলনির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সম্প্রতি মান্দ্রাজ প্রদেশে দক্ষিণ আফ্রিকার নীলপাহাড় (Blue rock)এর মত এক প্রকার পাহাড় দেখা যায়। সকলের বিশ্বাস, ঐ পাহাড় হইতে নাকি উক্ত খনিজপদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু হীরকখনি সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা বলেন 'পলিপড়া' মৃত্তিকা বা বালুকাময় স্তূপের মধ্যেই প্রধানতঃ হীরক নিহিত থাকে। কৃষ্ণাপ্রদেশ এবং বুন্দেলখণ্ডের পান্না নামক স্থানই উৎকৃষ্ট হীরকের জন্মস্থান। হীরকের জন্য ভারতবর্ষ বহুদিন হইতে বৈদেশিক জগতে পরিচিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানকালে হীরকবাণিজ্যে ভারতের আর সে কৃতিত্ব দেখা যায় না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন যে, ভারতের হীরকখনির খননকারিগণ তাহাদের খনন করিবার বিদ্যাকৌশল গুপ্ত রাখায় অথবা উপরিভাগের মৃত্তিকা উঠাইবার জন্য তাহারা যে উপায় অবলম্বন করিত, তদ্দ্বারা এই কার্য্য আর না কুলাইয়া উঠায়, সম্ভবতঃ এরূপ ঘটিয়াছে। আর একটি কারণে কিরূপে খনিজ পদার্থে হীরকের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা এতদিন কেহ জ্ঞাত ছিল না। কিন্তু মান্দ্রাজপ্রদেশে উক্ত খনিজ পদার্থের পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কার ঘটিবার পর হইতেই বৈদেশিকগণ তাহা জানিতে পারিয়া এবং জগতের অন্যস্থানে হীরকখনির সন্ধান পাওয়ায় ও ভারতবর্ষ অপেক্ষা অল্প খরচায় খননকার্য্যের উপায় উদ্ভাবনে কৃতকার্য্য হওয়ায় ভারতের হীরক উত্তোলনকার্য্যের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন নিত্য বৈদেশিক আক্রমণে ভারত চিরপ্রপীড়িত ও ঐ সকল যুদ্ধবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হওয়ায় অথবা বিজেতা বৈদেশিকের নিকট হীরক গোপন করিবার উদ্দেশে মধ্যে মধ্যে হীরকের অবনতি সাধিত হইত। ইংরাজাধিকারে ভারতে শান্তিস্থাপন হইবার পর দেখা গিয়াছে যে, ভারতবাসী ইহাকে ধৌত করিবার কৌশল ভুলিয়া গিয়াছে। ভারতীয় হীরকখনি হইতে যে সকল হীরক সভ্যজগতের সর্ব্বস্থানে প্রেরিত হইত, গ্রীক ও লাটিন লেখকগণ সেই বজ্রমণিকেই আদামন্ত (Adamant) নামে অভিহিত করেন। যে সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণ হীরকের উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সময়ে য়ুরোপের সভ্যজাতিসকল হীরকের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও জ্ঞাত ছিলেন না। অনুমান আর্য্যজাতিগণের ভারতাগমনের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় অনার্য্যগণ হীরকের মর্ম্ম কিছুই জানিত না। আফ্রিকার ও ব্রেজিলের আদিমবাসী নিগ্রোরা যেমন পাশ্চাত্য-জাতি কর্ত্তৃক তদ্দেশে হীরক আবিষ্কারের পূর্ব্বে, অপরিষ্কৃত হীরকখণ্ড খেলিবার ও সময়সংখ্যা স্থির করিয়া রাখিবার জন্য ব্যবহার করিত, খুব সম্ভব ভারতীয় অনার্য্যগণও সেই রূপ হীরককে খেলিবার বস্তু ভাবিয়া থাকিবে, কিন্তু এরূপ অনুমানের কোন কারণ নাই। হীরকখনির খনন-কার্য্যের ভার সেই প্রাচীন কাল হইতে অনার্য্য বা ইতরজাতীয় লোকদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রায়শই দেখা যায় যে, হীরক প্রথম ধৌত করিবার সময় যেরূপ উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়, তাহার পর শত-ধৌত করিলেও তাহার তেমন উন্নতি সম্ভবে না। হীরক ধৌত করিবার প্রথা ভারতবাসীদিগের পূর্ব্বে যেরূপ জানা ছিল এখন আর সেরূপ নাই। ইহাও হীরক-ব্যবসায়ের অবনতির অন্যতম কারণ। পূর্ব্বকালে হীরক-গুলি যাহা এক্ষণে জগতের প্রধান প্রধান রাজাদিগের অধিকারে আছে, সেরূপ উজ্জ্বল বৃহৎ এবং মূল্যবান্ হীরক এখন আর দেখা যায় না। এরূপ একটি প্রবাদ চলিত আছে যে, বহু দিন হইতে হীরক ক্রমশঃ আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু হীরক তত্ত্ববিদ্‌গণ এ কথা একেবারেই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, হীরক ভাঙ্গিয়া কাটিয়া কুটিয়া মনোমত করিবার ক্ষমতা কাহারো কাহারো থাকিতে পারে, কিন্তু বাড়াইবার ক্ষমতা আদৌ নাই।

বর্ত্তমানে ভারতে হীরকব্যবসায়িগণ প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত, এজন্য খননকার্য্যে অতি অল্পমাত্র লোককেই নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। মান্দ্রাজপ্রদেশে এখনও কদাচিৎ হীরক পাওয়া যায়, কৃষ্ণাপ্রদেশে কড়াপা, কোনুর প্রভৃতি স্থান এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। নিজামের অধিকারভুক্ত হায়দরাবাদ অঞ্চলে হীরকখনির কার্য্যের উন্নতিকল্পে অনেকদিন হইতে বিস্তর চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও চেষ্টা ফলপ্রদ হয় নাই! মধ্য প্রদেশে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে এক খানি বড় রকমের হীরকখণ্ড পাওয়া যায়; ইহা ওজনে বিশেষ গুরুভার বলিয়া বোধ হইয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহা কোনও প্রকারে মহারাষ্ট্রীয়দের হস্তে পড়ে, তাহার পর আর সেই হীরকখণ্ডের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। হীরকতত্ত্ববিদ্‌গণ ভারতীয় মৃত্তিকার অবস্থা দেখিয়া এখনও ভূগর্ভে হীরকসংস্থানের আশা ছাড়িতে পারেন নাই। তাই হীরকখনির খনন-কার্য্য এখনও বন্ধ হয় নাই।

বহু শতাব্দ পূর্ব্ব হইতে ভারতবাসী হীরকের মহার্ঘতা অবগত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগত যখন অজ্ঞানের অন্ধ-তামসে সমাচ্ছন্ন, বিজ্ঞান-জ্যোতিঃ যখন তাহাদের চিত্ত-ক্ষেত্র আলোকিত করে নাই, সেই প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতীয় নৃপতিগণ হীরক-মণ্ডিত শিরস্ত্রাণে আপনাদিগকে অলঙ্কৃত করিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। দুঃখের বিষয়, ভারতের সে সমৃদ্ধির দিন অপগত হইয়াছে। রাজগণ স্ব স্ব পূর্ব্ব

পুরুষোপার্জ্জিত হীরকালঙ্কার লইয়া তুষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহাদের আর নবীনভাবে নূতন হীরকে অলঙ্কৃত হইবার আকাঙ্ক্ষা নাই, রত্নপ্রসূ ভারতমাতাও সেই জন্যই বোধহয় আর নূতন রত্ন প্রসব করেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেই প্রাচীন যুগে উৎপন্ন একমাত্র ভারতীয় হীরকই সমগ্র জগৎকে ভূষিত রাখিয়াছে। রুষিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাজরাজেশ্বর ভারতের হীরকে সজ্জিত হইয়া আপনাদিগকে বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন বলিয়া জ্ঞান করেন। বর্ত্তমান কালে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলরাজ্যে ও দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরাজ-উপনিবেশের স্থানে স্থানে হীরকখনি আবিষ্কৃত হইলেও তাহা য়ুরোপীয় সম্ভ্রান্ত জনসাধারণের নিকট তাদৃশ আদরণীয় নহে।

ভারতের অতীত গৌরবের দিনে যখন হীরকের বহুল-প্রচলন ছিল, ভারতবাসীরা সেই সময় হইতেই হীরক কাটিতে ও পালিস করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, তৎকালে ভারতে হীরক কাটিবার, পালিস করিবার ও চূর্ণ করিবার যন্ত্র সকল প্রচলিত ছিল। হীরক কাটিবার ঐ সকল যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে আরও অনেক প্রকার যন্ত্রের আবশ্যক হইত। ভারতবাসীরা যে সে সময়ে অনেক প্রকার যন্ত্রের ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। তাঁহাদের সূক্ষ্মকার্য্যে এতাদৃশ পারদর্শিতা-দর্শনে আজ সমগ্র জগৎ মুগ্ধ।

হীরকের চূর্ণ দিয়া হীরক কাটিবার ও পালিস করিবার প্রথা য়ুরোপে ১৪৭৬খৃঃ সর্ব্বপ্রথমে ব্রুজেসবাসী লুই-ডি-বার্কেম আবিষ্কার করেন। হিন্দু ও চীনবাসিগণ হীরকচূর্ণের পরিবর্ত্তে কুরুন্দ (Corundum) চূর্ণ ব্যবহার করিতেন, ইহার পূর্ব্বে য়ুরোপে যে হীরক কাটিবার বিদ্যা একেবারে অপ্রচলিত ছিল এরূপ অনুমান করা যায় না। রাজা চার্লিমেনের অঙ্গরাখায় যে চারিটী হীরকখণ্ড সংযোজিত ছিল, তাহা পরিষ্কৃত ছিল না। আবার কেহ কেহ বলেন, যখন ঐ ভূষণের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য হীরক বিন্যস্ত হইয়াছিল, তখন যে উহা ঔজ্জ্বল্যময়ী ছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যাহা হউক, আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, ১২৯০ খৃষ্টাব্দে পারি-নগরে হীরকাদি মণি পালিস করিবার ও কাটিবার জন্য একটি ব্যবসায়ি-দল সংগঠিত হইয়াছিল। ১৩৭৩ খৃঃ নুরণবর্গে এবং ১৪৩৪ খৃঃ ষ্ট্রীনবর্গবাসী এড্রিয়ান্ ড্রাইজেসেনের নিকট হইতে গুটেনবর্গ হীরক-কাটা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৩৬০—১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে এঞ্জুর ডিউক লুই কতকগুলি হীরক প্রদর্শনীতে দিয়া ছিলেন। উহার মধ্যে একটী ঢালির আকারে কাটা, দ্বিতীয়টী আরসীর ন্যায় গোলাকার এবং তৃতীয়টী লজেঞ্জের ন্যায় কাটা ছিল। বার্গেমের ছাত্রগণের মধ্যে কতকগুলি আমষ্টার্ডাম ও অন্য কতকগুলি পারি রাজধানীতে ব্যবসায়োপলক্ষে গমন করেন। পারিরাজধানীতে কার্ডিনেল মাজরিণের উৎসাহে একব্যক্তি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। কার্ডিনেল তাঁহাকে যে দ্বাদশটী হীরক নূতন ভাবে কাটিতে দিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে Twelve mazarins নামে অভিহিত। বর্ত্তমান সময়ে হলণ্ডরাজ্যে হীরক কাটিবার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তথাকার য়িহুদী অধিবাসীরাই এই ব্যবসায়ে লিপ্ত।

বর্ত্তমান কালে যে বিভিন্ন প্রকারে হীরক কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের যেরূপ ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিত হয়, তাহা যথাক্রমে Brilliant Rose, Table ও Lasquo। ভেনিসনগরবাসী ভিন্‌সেনজিও পেরুজ্জী খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষ ভাগে ব্রিলিয়েণ্ট নামক হীরক কাটিবার প্রথা উদ্ভাবন করেন। উহাতে হীরকখণ্ডের উভয় দিকে পিরামিদের ন্যায় কাটিয়া লইয়া উপরটী চাঁচিয়া টেবিলের ন্যায় আকৃতি করিয়া লওয়া হয় এবং উহার সম-নিম্নতল কিউলেট নামে খ্যাত। এই প্রথায় উপরের পিরামিদ গাত্রে ৩২টী ছিল এবং নিম্নদিকে ২৫টী ছিল্ কাটিতে হয়, তাহাতে আলোক নিপতিত হইলে হীরকের ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি অধিকতর বাড়িয়া উঠে। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে গোলাপকুড়ির আকারে হীরককাটার প্রথা উদ্ভাবিত হয়। ইহা রোজকাট্ (Rose-cut) নামে অভিহিত। বড় বড় ছিল্ (চোকলা) অথবা পাতলা পাথরগুলির সমতলপৃষ্ঠ লইয়া টেবিলকাট ও একদিকে 'ব্রিলিয়েণ্ট' কাটা হইলে লাস্ক বা 'রি-কাট' বলা হয়। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে কেণ্টমান্ নামক জনৈক ব্যক্তি "পয়েণ্ট কাট" নামক হীরা কাটা প্রথার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালের অলঙ্কারাদিতে পয়েণ্টকাট্ হীরার নিদর্শন পাওয়া যায়।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে মিলানবাসী এম্বোসিয়াস্ কারাডোসো হীরকের উপর কোন পাত্রীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন। পাওলো মেরিজিয়া বলেন যে, মিলানবাসী প্রসিদ্ধ চিত্রকর ট্রেজো প্রথমে হীরকের উপর সম্রাট্ ৫ম চার্লসের রাজচিহ্ন (Coat-of-arm) অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পান। তাঁহার শিষ্য ক্লেমাণ্ট বিরাগো হীরার উপর ডন কার্লোর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করেন, স্কট্‌লণ্ডের রাণী মেরীর জন্য জেয়কাবাস থ্রোনাস নামক জনৈক ওলন্দাজ হীরকে রাজচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। একটী বড় টেবিল-হীরকের পৃষ্ঠে সম্রাট্ ১ম লিওপোল্ডের আবক্ষ মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে রোমনগরে কোষ্টানিজ নামে এক সুবিখ্যাত কারিগর আবির্ভূত হন, ইনি অনেকগুলি হীরক খোদিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আণ্ডোনিয়াস ও নেবোর প্রতিকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-সংগ্রহের মধ্যে যুবরাজ চার্লসের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী এবং রাজা ১৫শ লুইর নিয়োজিত রাজস্বর্ণকার লুই সিরিজ একখণ্ড

ব্রিলিয়াণ্ট হীরকের উপর পৃষ্ঠ তাইতায় কণ্ডা জুলিয়ার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রথম তিন প্রকারেই হীরক কাটা হইয়া থাকে। আকর হইতে প্রাপ্ত হীরকের আকারের উপর উহার কার্য্য নির্ভর করে। অপরিষ্কৃত হীরক হাতে লইয়া কর্ত্তনকারী বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে, কিরূপ ভাবে কর্ত্তন করিলে হীরকের আকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা শোভাযুক্ত হয়, তদনন্তর যেরূপ আকারে হীরক কাটা বিচারসিদ্ধ হয়, সেইরূপ একখানি সীসকখণ্ড প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। হীরককর্ত্তক ঐ সীসার আদর্শটীকে সম্মুখে রাখিয়া উক্ত হীরাখণ্ডকে একটী দণ্ডের উপর আঁটিয়া লয় এবং অপর একখণ্ড হীরক লইয়া ঐ আদর্শানুরূপ এক এক পার্শ্ব ঘসিয়া মার্জ্জিত করিতে থাকে। হীরার একপার্শ্ব নমুনার সমান কাটা হইলে অপরপার্শ্ব সীসাখণ্ডের সমধারের সহিত সমান্তর ও সমকোণ করিয়া রাখিতে হয়। কারণ হীরকের দীপ্তি ঐ কোণের উপর নির্ভর করে। যদি অসাবধানতায় হীরকের কোন ধার ঘর্ষণকালে নমুনার সমধারের অপেক্ষা অধিক লম্বা হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই অংশ বাদ দিতে হয়। এই কর্ত্তনকার্য্য সাধারণ অস্ত্রের দ্বারা সুসম্পন্ন হয় না। একটী ইস্পাতের তারে হীরকচূর্ণ মাখাইয়া হীরকের উপর টানিতে হয়। হীরকচূর্ণ তাহা হইতে ঝরিয়া পড়িলে পুনরায় চূর্ণ মাখাইয়া দেওয়া হয় এবং পুনঃ পুনঃ এই ভাবে টানিলে হীরক কাটিয়া যায়। সময় সময় হীরকের উপরিস্থ স্বাভাবিক ফাট বা জোড়ের দাগ লক্ষ্য করিয়া হাতুড়ী দিয়া হীরক ভঙ্গ করা হয়। এই প্রণালী সুবিধা-জনক নহে, কারণ হাতুড়ী দিয়া আঘাত দিবার কালে অনেক সময় উৎকৃষ্ট হীরক একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে এক খণ্ড হীরক কাটিতে প্রায় একমাস এবং বড় হইলে দুই মাস পর্য্যন্ত সময় লাগে। সুপ্রসিদ্ধ পিট-ডায়মণ্ড নামক হীরকখণ্ড কর্ত্তন করিতে একবৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

হীরক কর্ত্তিত হইলে পালিস করিতে হয়। হীরক-কর্ত্তন-কালে যে টুকরা ছিল বা গুড়া পড়ে,সেই গুড়া সাবধানে কুড়াইয়া রাখিতে হয়। পরে ঐ গুলি ইস্পাতের হামামদিস্তায় গুড়াইয়া এরূপ সূক্ষ্ম চূর্ণ করা হয় যে, উহার কণা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সূক্ষ্ম গুড়া দিয়াই হীরক পালিস করিতে হয়।

হীরকচূর্ণ যে কেবল পালিশ কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়, এরূপ নহে। হীরক দ্বারা নানাবিধ ছিদ্র করিবার যন্ত্র (Boring machine) প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। কাচ কাটিবার নিমিত্ত ও ইস্পাতে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিতে হীরকযন্ত্রের ব্যবহার আছে।

হীরক অতি কঠিন পদার্থ। একখণ্ড লৌহের উপর হীরক রাখিয়া একটী হাতুড়ী দিয়া আঘাত করিলে হাতুড়ী খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় এবং হীরক লৌহখণ্ডের উপর প্রবেশ করে। হীরক দ্বারা সকল প্রকার ধাতু খোদিত ও কর্ত্তিত করিতে পারা যায়, কিন্তু তান্তালাম (Tantalum) ধাতুর উপর হীরকের একটা আঁচড়ও পড়ে না। বহুক্ষণ হীরকযন্ত্র (drill) যদি তান্তালাম ধাতুর উপর কার্য্য করে, তাহা হইলে হীরকের অগ্রভাগেরই কতক অংশ ক্ষয় হইয়া যায়।

হীরক তড়িৎ ও উত্তাপের অপরিচালক (non-conductor) সুতরাং ইহার এক পার্শ্ব যদি কোনরূপে উত্তপ্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ইহার অপর পার্শ্বের কোন ক্ষতি হয় না। সুবিখ্যাত রাসায়নিক লাভোসিয়ার প্রথমে পোড়া হীরকের দ্রাম্ল-অঙ্গারক গ্যাসে পরিণতির কথা উল্লেখ করেন। তদনন্তর ডেভী পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে, হীরক পুড়িলে দ্রাম্ল-অঙ্গারক গ্যাস ভিন্ন উহাতে অপর কোন পদার্থ প্রস্তুত হয় না। সুতরাং হীরক কেবল অঙ্গারের প্রাকৃতিক প্রভেদ মাত্র, ইহাতে কয়লা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ বিদ্যমান নাই।

হীরক অঙ্গার ভিন্ন আর কিছু নহে। স্বাভাবিক উপায়ে তরল লৌহের সহিত কয়লা মিশ্রিত হইয়া ক্রমাগত চাপ পড়িলে কয়লা হীরকের আকার ধারণ করে। পরে ভূগর্ভোত্থিত অগ্ন্যুৎ-পাতের সহিত হীরকখণ্ড অন্যান্য ধাতু ও কর্দ্দমাদি মিশ্রিত হইয়া পৃথিবীর উপরে নীত হয়।

ফরাসী রসায়নবিদ্ মৈসান কৃত্রিম উপায়ে হীরক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি Silica বা অন্য আবর্জ্জনা-বিহীন বিশুদ্ধ লৌহ বৈদ্যুতিক অগ্নিকুণ্ডে রাখিয়া বৈদ্যুতিক আলোক (arc of light) প্রদান করেন। তাহাতে কুণ্ডের তাপ ৪০০০ সেণ্টি-গ্রেডে উঠিয়া লৌহ তরল মোমের ন্যায় হয়। অতঃপর তিনি তাহাতে শোধিত কয়লা ছাড়িয়া দেন। কয়লাও সেই তাপে লৌহের সহিত গলিয়া যায়। পরে উত্তাপ কমাইয়া উহাকে শীতল হইতে দিলে ও তাহার উপর চাপ প্রয়োগ করিলে কয়লা-গুলি দানাবিশিষ্ট স্ফটিকে পরিণত হয়। উগ্র লবণদ্রাবক (Con. Hydrochloric acid) দিয়া উহা পরিষ্কৃত করিলে হীরকাকার স্ফটিক বাহির হয়, তাহা স্বাভাবিক হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ এবং বর্ণ-রহিত নহে; কিন্তু স্বাভাবিক হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্বের (৩.৫) ন্যায় ইহারও আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.৩ হইতে ৩.৫ পর্য্যন্ত হয়।

বৈজ্ঞানিক মেডেনডানার বলেন, হীরকের উৎপত্তি স্বর্গে। পৃথিবী সৃষ্ট হইবার পর উল্কার সহিত হীরক পৃথিবীতে আসিয়াছে। আমেরিকার আরিজোনা নামক স্থানে এক সময়ে উল্কাপাত হয়। উল্কাপিণ্ড যে স্থানে প্রবল বেগে আসিয়া নিপতিত হয়, সেই স্থানের মৃত্তিকা নরম হইলে তথায় একটী গভীর গর্ত্ত হইয়া পড়ে

এবং কঠিন মাটিতে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত স্থানে উল্কাপিণ্ড-পতনক্ষেত্রে পৌনে ১ মাইল ব্যাস-যুক্ত একটী গহ্বর হয় এবং উহার চারিদিকে উল্কার লৌহ-খণ্ডগুলি নিপতিত থাকে। ঐ স্থানের অবস্থা দেখিয়া উল্কা-পাতের সহিত হীরকের খনির উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় না। ডাঃ ফুট্ রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য একটী উল্কাপিণ্ড কর্ত্তন করেন। কিছুক্ষণ পরে পিণ্ডটী আর কাটা গেল না, অথচ উহা কর্ত্তন মাত্র খারাপ হইয়া গেল দেখিয়া তিনি ঐ পিণ্ডটী রসায়ন-বিদ্ মৈসনের নিকট পাঠাইয়া দেন। মৈসন পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, ঐ পিণ্ডমধ্যে এক খণ্ড হীরক আছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐ হীরকখণ্ডটী উল্কার সহিত পৃথিবীতে আসিয়াছিল।

অধুনা সমগ্র সভ্য জাতির মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্ট হীরক আদরের সহিত রক্ষিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে ভারত হইতে আনীত হীরকগুলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিম্নে ঐ হীরকগুলির সংক্ষেপ-পরিচয় প্রদত্ত হইল।

১ কোহিনূর—ইহা ৭৯৩ কারাট ছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে যখন উহা ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার হস্তে পতিত হয়, তখন উহার ওজন ১৮৬ কারাট হইয়াছিল। ইহার দীপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং ১৮৫১ সালের প্রদর্শনীতে উহার মূল্য ১৪ লক্ষ টাকা নিরূপিত হয়।

২ গ্রেট মোগল—ইহা ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে গোলকোণ্ডার কোলুর খনিতে পাওয়া যায়। ওজন ৭৮৭॥ কারাট ছিল, পরে কাটিয়া ২৩৪ কারাট করা হয়।

৩ পিট বা রিজেন্ট ডায়মণ্ড—অপরিষ্কৃত অবস্থায় ওজন ৪১০ কারাট। গোলকোণ্ডা হইতে ১৩৫ মাইল দূরে পুটিয়াল নামক স্থানে পাওয়া যায়। যখন আরল্ অফ্ চাথামের পিতামহ মিঃ টমাস পিট মান্দ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তৎকালে (১৭০১ খৃঃ) উহা ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় খরিদ করেন, তিনি প্রায় ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে উহাকে নূতন করিয়া কাটান; তাহাতে উহার ওজন ১৩৭ কারাট হয়। কাটা ছিলগুলি বিক্রয় করিয়া পিট ৩৫ হাজার টাকা পান। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে অর্লিনের ডিউক ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় উহা ক্রয় করেন। ১ম নেপোলিয়ান এই হীরকখণ্ড তাঁহার তরবারির বাঁটে বসাইয়া লন।

৪ ওর্লফ বা আমাষ্টার্ডাম হীরক—রুষ ডায়মণ্ড নামেও পরিচিত। পুঁদিচারীর একজন ফরাসী-সৈনিক ইহা কোন হিন্দু-দেবমূর্ত্তির চক্ষু হইতে খুলিয়া লইয়া যান। ইহা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ৯ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয় এবং বিক্রেতাকে ক্রেতা বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা দিয়া বক্রী মূল্য পরিশোধ করিবেন এই রূপ ধার্য্য থাকে। ইহা এক্ষণে রুষ-সম্রাটের রাজদণ্ডে সংলগ্ন রহিয়াছে। ওজন ১৯৪ কারাট।

৫ নাসিক ডায়মণ্ড—ইহা ৮৯৮০ কারাট ছিল, পরে কাটিয়া ৭৮॥০ কারাট করা হয়। ইহার মূল্য ৩ লক্ষ টাকা।

৬ নিজাম—ওজন ৩৪০ কারাট। দুঃখের বিষয় সিপাহী-বিদ্রোহের দুর্ব্বৎসরে উহা কোন অভাবনীয় কারণে দুই খণ্ড হইয়া নষ্ট হয়।

৭ পারস্যের শাহ—অব্বাস মীর্জার পুত্র খোসরোজ উহা রুষসম্রাট্ নিকোলাসকে উপহার দেন। ওজন ৮৬ কারাট। ইহার উপরে পারস্যের তিনজন নরপতির নাম খোদাই আছে।

এতদ্ভিন্ন ইজিপ্তের পাশা, মাটাম্ হীরা, সান্সী ডায়মণ্ড, চার্লস্ বোলের হীরক, ফ্লোরেণ্টাইন ব্রিলিয়াণ্ট, ব্রাগাঞ্জা-হীরক, পিগট-হীরক, হোপ ডায়মণ্ড, ইউজিন ব্রিলিয়াণ্ট, কম্বারলাণ্ড-ডায়মণ্ড, ষ্টার-অব-সাউথ, পোলার-ষ্টার, ষ্টুয়ার্ট-ডায়মণ্ড প্রভৃতি কতক-গুলি হীরক বৃহদাকার, মূল্যবান্ এবং প্রসিদ্ধ।

হীরকক্ষেত্র, প্রভাসখণ্ডবর্ণিত একটী প্রাচীন পুণ্যস্থান।

হীরা (স্ত্রী) ১ লক্ষ্মী। ২ তৈলম্বুক। ৩ পিপীলিকা। ৪ কাশ্মরী।
'গম্ভারী ভদ্রপর্ণী চ শ্রীপর্ণী মধুপর্ণিকা।
কাশ্মীরী কাশ্মরী হীরা কশ্মর্য্যঃ পীতরোহিণী॥' (ভাবপ্র°)

হীরা (দেশজ) হীরক শব্দের অপভ্রংশ। [হীরক দেখ।]

হীরাকস্ (হিন্দী) উপরসভেদ। (Dry persulphate of iron) রং ও কালী প্রস্তুত করিতে এবং চামড়া কাল করিবার জন্যও হারাকস্ ব্যবহৃত হয়। ঔষধে ও দাঁতের মিসিতে হীরা-কসের ব্যবহার দেখা যায়।

হীরাঙ্গ (পুং) হীরস্যেব কঠিনং অঙ্গং যস্য। ইন্দ্রের বজ্র।

হীরানন্দ, ১ একজন সংস্কৃত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি জ্যোতিঃপ্রকাশ রচনা করেন। ২ রামকীর্ত্তিমুকুন্দমালাটীকারচয়িতা।

হীরাপুর, মধ্যভারতের ভূপাল এজেন্সীর অধীন একটী ক্ষুদ্র ঠাকুরী রাজ্য। এখানকার ঠাকুররাও ইস্তিমরারি খাজনাসূত্রে হীরাপুর ও আহীরবাস ভোগ করিতেছেন। এ ছাড়া তিনি হোলকার, সিন্ধিয়া ও ভূপালের নিকট হইতেও বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

হীল (ক্লী) হী বিস্ময়ং লাতীতি লা-ক। রেতঃ।

হীলুক (ক্লী) গৌড়ীমন্ত্র। (শব্দচ°)

হীবীম্বর (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৭।৮।৫)

হীহী (অব্য°) ১ বিস্ময়। ২ হাস্য। (মেদিনী)

হীহীকার (পুং) হীহীশব্দ।

হু, ১ হোম, দেবতাসম্প্রদানক বহ্ন্যধঃকরণক, বস্তুত্যাগ।

২ আদান। ৩ প্রীণন। হ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, অনিট্। লট্ জুহোতি, জুহুতঃ, জুহ্বতি। জুহুয়াৎ। লোট-হি জুহুধি। লঙ্ অজুহোৎ, অজুহুতাং, অজুহবুঃ। লিট্ জুহাব, জুহবাঞ্চকার। লুট্ হোতা। লৃট্ হোষ্যতি। লুঙ্ অহৌষীৎ। কর্ম্মবাচ্যে হূয়তে। সন্ জুহূষতি। যঙ্ জোহূয়তে। যঙ্-লুক্ জোহবীতি, জোহোতি। নিচ্ হাবয়তি। লুঙ্-অজূহবৎ।

হুঁ (দেশজ) স্বীকার, কোন বাক্য বলিলে তাহার স্বীকারোক্তিতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়।

হুঁকা (আরবী) তামাকুর ধূমপানার্থ যন্ত্রবিশেষ। হুঁকায় করিয়া তামাক সেবন করা হয়। নারিকেলের খোল উত্তমরূপে চাঁচিয়া তাহাতে নল পরাইয়া দিলে তাহাকে হুঁকা কহে।

হুঁকাবরদার (পারসী) হুঁকাবহনকারী চাকর।

হুঁচট (দেশজ) উৎক্ষেপ, গমন করিতে করিতে হঠাৎ পায়ে আঘাত লাগা।

হুং (অব্য°) ১ হুং এই প্রকার অব্যক্ত শব্দ। ২ তন্ত্রোক্ত বীজ-মন্ত্রবিশেষ।

হুংহুঙ্কার (পুং) হুং শব্দ করিয়া চীৎকার।

হুঙ্কার (পুং) হুমিত্যব্যক্ত শব্দস্য কারঃ করণং। হুং এই প্রকার অব্যক্ত শব্দকরণ, গর্জ্জন।

হুঙ্কারতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

হুঙ্কৃত (ক্লী) হুমিত্যব্যক্তশব্দস্য কৃতং করণং। ১ হুঙ্কার। (মেদিনী) ২ বন্যবরাহশব্দ। (ত্রি) ৩ হুং এই প্রকার মন্ত্রোচ্চারিত। ৪ হুং এই প্রকার শব্দ দ্বারা তিরস্কৃত। হুঙ্কার দ্বারা তিরস্কৃত। "স স্বাং প্রকৃতিমাপন্নঃ পবং দৈন্যমুপাগতঃ॥" (ভারত ১২।১১৮।১) হুঙ্কারমস্যাস্তীতি অচ্। ৫ হুঙ্কারবিশিষ্ট।

হুকুম (আরবী) আজ্ঞা, আদেশ, অনুমতি।

হুকুম্‌নামা (পারসী) লিখিত আদেশপত্র, যে পত্রে লিখিয়া আদেশ করা হয়, তাহাকে হুকুমনামা কহে। হুকুমনামায় যেরূপ আদেশ লিখিত থাকে, কর্ম্মচারী তদনুসারে কার্য্য করেন।

হুকুম্‌বরদার (পারসী) যে ভৃত্য আদেশ বা হুকুম জানাইয়া বেড়ায়।

হুকুমৎ (আরবী) ১ আদেশ, হুকুম। ২ রাজ্য। ৩ রাজস্ব।

হুকেরি, বোম্বাইবিভাগের বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত একটী সহর। অক্ষা° ১৬° ১৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩৮´ ২০´´ পূঃ; এই সহরটীর বাহিরে দুইটী গম্বুজযুক্ত মুসলমান কবর আছে। একটী সংস্কার করিয়া পান্থশালা করা হইয়াছে। গোকাকের বিখ্যাত জল-প্রপাত এইস্থান হইতে ১২ মাইল দূরে। নলের দ্বারা এই সহরের উত্তরপশ্চিম দিকের ঝরণা হইতে এই স্থানে পরিষ্কার জল সর-বরাহ করা হয়। মুসলমানদিগের আমল হইতে এইরূপ জলের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

হুকুমতী (আরবী) ১ যিনি আজ্ঞা দেন। ২ আদেশপ্রাপ্ত।

হগ্‌রি (হগ্‌রি বা বেদবতা) দাক্ষিণাত্যে একটী প্রসিদ্ধ নদী। মহিসুর রাজ্য হইতে উত্থিত হইয়া ১২৫ মাইল প্রবাহিত হইয়া মান্দ্রাজবিভাগের বেল্লরি জেলায় অক্ষা° ১৫° ৪৩´ ২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৭´ ৫০´´ পূঃ হেলকোটের নিকট তুঙ্গভদ্রার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এই নদীটী বেদবতী নামেই পরিচিত।

হুগলী, বঙ্গের ছোটলাটের শাসনাধীন বর্দ্ধমানবিভাগস্থ একটী জেলা। অক্ষা° ২২° ১৩´ ৪৫´ হইতে ২৩° ১৩´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪৭´ হইতে ৮৮° ৩৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। হুগলীর উত্তরে বর্দ্ধমান জেলা, পূর্ব্বে ভাগীরথী নদী, দক্ষিণে হাবড়া জেলা এবং পশ্চিমেও বর্দ্ধমান জেলা। ভূপরিমাণ ১২২৩ বর্গমাইল। ভাগীরথীর পশ্চিমতটে অবস্থিত হুগলী সহর এই জেলার সদর।

হুগলী জেলা সমভূমি, তবে উত্তরপশ্চিম দিকের ভূমি একটু উন্নত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী নদীর উত্তর তটের স্থানীয় দৃশ্য সৌন্দর্য্যে বঙ্গদেশের বিশেষত্ব আছে। গুপ্তিপাড়া হইতে উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত এই নদীর কূলপ্রদেশ যেন ফলের বাগানে আচ্ছাদিত, মাঝে মাঝে মন্দির, গ্রাম এবং কল-কারখানা মাথা তুলিয়া জাগিয়া আছে। এই জেলার প্রধান তিনটী নদী—ভাগীরথী, দামোদর এবং রূপনারায়ণ। ভাগীরথী নদী কোথাও এই জেলার সীমা অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হয় নাই, রূপনারায়ণ কেবল এই জেলার মণ্ডলঘাট পরগণাকে ধৌত করিয়াছে।

দামোদর নদই কেবল এই জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই নদটী উত্তরে বর্দ্ধমান হইতে এই জেলায় প্রবেশ করিয়া কিছু দূর দক্ষিণে ও তৎপরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব গতিতে অবশেষে ফল্‌তার বিপরীত দিকে বুড়ীগঙ্গা বা ভাগীরথী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে কলিকাতার ৩৯ মাইল উত্তরে ভাগীরথীর সহিত দামোদরের সংযোগ ছিল; কিন্তু এখন গতিপরিবর্ত্তন করিয়া ফল্‌তার নিকটে ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে। পূর্ব্বে দামোদরের যে দিকে স্রোত ছিল, এখন সেখানে খাল কাটিয়া পূর্ব্ববৎ কৃষি-কর্ম্ম অব্যাহত রাখা হইয়াছে। এই খালটীর নাম কাণা-সোনার খাল। দামোদর নদের প্রবাহের সহিত যে সকল পলি ধৌত হইয়া গিয়াছে, তাহা হুগলী বা ভাগীরথীর পলির সহিত মিশিয়াছে। ইহাতে দামোদরের স্রোতের জোর কমিয়া গিয়াছে। রূপনারায়ণ আরও ৬ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে; ইহার পলি আসিয়া আবার ভাগীরথীর স্রোতকে প্রতিহত করিয়াছে। ভাগীরথীর স্রোত এখানে বড়ই ক্ষীণ; পলি জমিয়া জলের নীচে যে চর পড়িয়াছে, তাহা

নাবিকদিগকে অত্যন্ত বিপদাপন্ন করিয়া থাকে। ইহা James and Mary sand bank বলিয়া খ্যাত।

হুগলী জেলাতে অনেকগুলি বিল আছে, ইহাদের মধ্যে রাজাপুর, ডানকুণী ও সামতী ঝিলই বিখ্যাত। সামতী ঝিলের ভূপরিমাণ ৩০ বর্গমাইল। এই জেলাতে ৭টী খাল আছে। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৩ মাইল।

হুগলীর ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। হুগলীর প্রত্যেকটী প্রধান সহরের সহিত বহু জাতির প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত। হুগলীর পূর্ব্বসীমা নদীর পার্শ্ববর্ত্তী প্রত্যেক গ্রাম কোন না কোন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য ভারত-ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন মুসলমান সম্রাট্‌দিগের আমলে সাঁতগাও নিম্নবঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাণিজ্য-শাসনকেন্দ্র ছিল। টোডরমল্ল যখন রাজস্বের তারতম্যানুসারে বঙ্গদেশকে সরকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তখন হাবড়া, ২৪ পরগণা এবং বর্দ্ধমানের কিয়দংশ সাতগাঁও সরকারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। পৌরাণিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ত্তুগীজদিগের আগমনকাল পর্য্যন্ত সাতগাঁও বঙ্গদেশের বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়াই প্রখ্যাত ছিল। কিন্তু ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের পর সরস্বতী নদী শুষ্ক হইতে লাগিল, সরস্বতীর জলপ্রবাহ ভাগীরথীকে আশ্রয় করিল; এই সঙ্গে সাতগাঁওয়ের পুরাতন সমৃদ্ধি লোপ পাইতে লাগিল; এখন সাতগাঁও হুগলি জেলার একটী গণ্ডগ্রাম মাত্র। সাতগাঁওর সমৃদ্ধি নষ্ট হইলে পর্ত্তুগীজগণ এ স্থান ত্যাগ করিয়া হুগলীর আশ্রয় লইল। [কলিকাতা, পর্ত্তুগীজ, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলী মুসলমানদিগের অধীনে আসে। তাঁহারা হুগলীকে বঙ্গের প্রধান বন্দর করিয়া তুলিলেন। রাজকর্ম্ম ও দলিল সকল সাঁতগাও হইতে উঠাইয়া হুগলীতে আনা হইল। ইংরাজগণ সুলতান সুজার নিকট হইতে ফর্ম্মান লইয়া এখানে একটী কারখানা (Factory) স্থাপন করিলেন। নিম্নবঙ্গে ইংরাজদিগের এই প্রথম ভিত্তিলাভ। বঙ্গের সুবাদারগণের অনুগ্রহে ইংরাজ-ব্যবসায়িগণ হুগলী পর্য্যন্ত মাল বোঝাই করিবার জন্য জাহাজ আনিবার অনুমতি পাইলেন। তাহার পূর্ব্বে তাঁহারা ছোট নৌকায় মাল বোঝাই করিয়া আনিয়া নদীর মুখে জাহাজে বোঝাই করিয়া লইতেন।

হুগলীতেই ইংরাজদিগের সহিত বাঙ্গালার মুসলমান নবাবের প্রথম সংঘর্ষ হয়। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ফাক্‌টরীর কর্ম্মচারীদিগের সহিত নবাবের বিবাদ হওয়াতে ইংলণ্ড হইতে সৈন্য আসিয়া ইংরাজসেনাদল বৃদ্ধি করিল। কতকগুলি নবাব-সৈন্য অকস্মাৎ কতকগুলি ইংরাজসেনাকে আক্রমণ করায় হুগলীর রাজপথেই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ বাঁধিল। ইংরাজ-সেনাপতি তোপ দাগিয়া হুগলী সহর উড়াইয়া দিলেন। তোপের আগুনে ৫০০ বাড়ী ও ইংরাজদিগের গুদাম ঘর পুড়িয়া গেল।

তাহার পূর্ব্বে শাহজাহান পর্ত্তুগীজদিগকে যখন বাঙ্গলা হইতে তাড়াইয়া দিতে উদ্যোগী হইলেন, তখন হুগলীতে মুসলমান ও পর্ত্তুগীজে যুদ্ধ হয়। পর্ত্তুগীজগণ পরাজিত হইয়া হুগলী পরিত্যাগ করে।

যুরোপীয় অন্যান্যজাতি বাঙ্গালা দেশে আসিয়া প্রথমে হুগলীতেই স্ব স্ব বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। ওলন্দাজগণ খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে চুঁচুড়ায় প্রতিষ্ঠিত হন, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপের কিয়দংশের বিনিময়ে চুঁচুড়া ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। দিনেমারগণও শ্রীরামপুরে বাণিজ্যোপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারগণের রাজার সহিত সন্ধির সর্ত্তানুসারে দিনেমারেরা তাঁহাদের ভারতীয় অধিকার ত্যাগ করেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে ফরাসিগণের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এখনও এই স্থান ফরাসিগণের অধীনেই আছে।

হুগলী জেলা তিনটী মহকুমায় বিভক্ত, হুগলী সদর, শ্রীরামপুর এবং জাহানাবাদ। হুগলীর সাধারণ সর্ব্বোচ্চ উত্তাপ ৯৬° ফা° এবং সর্ব্বনিম্ন ৬০° ফা°।

এই জেলায় জ্বর, ওলাউঠা ও আমাশয় প্রধান রোগ। ম্যালেরিয়া জ্বরের যথেষ্ট প্রকোপ আছে, সেইজন্য গ্রাম ও সহরগুলি লোকশূন্য হইয়া পড়িতেছে।

২ হুগলী জেলার সদর ও মহকুমা। অক্ষা° ২২° ৫২´ হইতে ২৩° ১৩´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ০´ ১৫´´ এবং ৮৮° ৪৪´ ৩৩´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা প্রায় ৬৯৭। ৫টী থানা এই মহকুমার অন্তর্গত।

৩ উক্ত জেলার সদর, ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বতটে অবস্থিত। হুগলী এবং চুঁচুড়া একটী মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত। হাবড়ার রেলওয়ে পথে কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। মহম্মদ মহসীন নামক একজন শিয়া শ্রেণীস্থ সাধু মুসলমানের সৎকার্য্যার্থ বিপুল অর্থদান হইতে এখানকার ইমামবাড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। সপ্তগ্রামের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পর্ত্তুগীজ বণিকদিগের যত্নে এই সহরটীর পত্তন হয়। এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পর্ত্তুগীজগণ গোলঘাটে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, এই দুর্গ হইতেই আধুনিক হুগলী সহরের উদ্ভব। জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে যখন রাজপুত্র খুরম বিদ্রোহী হন, তখন তিনি বঙ্গদেশে পলাইয়া আসিয়া পর্ত্তুগীজদিগের সহায়তা চান। কিন্তু পর্ত্তুগীজগণ বিদ্রোহী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া খুরমকে সাহায্য অস্বীকার-

করিল। যখন খুরুম শাহজাহান নামধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন তিনি এই উদ্ধত পর্ত্তুগীজ-বণিক্‌দিগকে হুগলী হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। ইহার পরে সপ্তগ্রামের পরিবর্ত্তে হুগলী বঙ্গদেশের বন্দর হইল।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-ডাক্তার বাউটন সম্রাটের এক কন্যাকে গুরুতর রোগ হইতে আরোগ্য করাতে তিনি স্বজাতির বাণিজ্যের সুবিধার জন্য একটী ফর্ম্মান লাভ করিলেন। এই ফর্ম্মান অনুসারে ইংরাজগণ প্রথমে হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। অবশেষে সম্রাটের সহিত একটী সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংরাজগণ সুতানুটীতে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অধিকার পাইলেন। [কলিকাতা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

অদ্যাপি হিন্দু-মুসলমান বহু সম্ভ্রান্ত লোকের হুগলী সহরে বাস। এখানে আদালত ও কমিশনারের বাসভবন প্রভৃতি রাজকীয় ভবনাদি আছে। হুগলীর ইমাম্‌বাড়া নামক সুবৃহৎ অট্টালিকা সমস্ত বঙ্গে বিখ্যাত।

হুজরা, পঞ্জাবের মণ্টগোমারি জেলার অন্তর্গত একটি সহর এবং ক.তপয় থানার সদর। অক্ষাং ৩০° ৪৪´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৩° ৫২´ পূঃ, বাণবাধা রাম রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা একটী প্রাচীন দুর্গাশ্রিত সহর। এখানে শিখদিগের যে জাইগীরদার থাকেন, তিনি বাবা গুরু নানকের বংশধর। তাঁহারই বংশীয় বেদিসাহেব পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে এই স্থানটী সৈয়দগণের নিকট হইতে কাড়িয়া লন; তাহার পর তাঁহারই বংশধরগণ মহারাজের অধীনে থাকিয়া এই জাইগীরটী এবং তৎপার্শ্ববর্তী স্থান শাসন করিবার অধিকার লাভ করেন।

হুজুক (দেশজ) ১ অর্থশূন্য বাক্য। ২ তামাসা।

হুজুম (আরবী) ১ জনতা, লোকসমূহ। ২ আক্রমণ।

হুজুর (আরবী) ১ উপস্থিতি। ২ বিচারালয়। ৩ বিচারক, প্রভু।

হুজুরী (আরবী) অনুচর। যিনি আদেশের জন্য অপেক্ষা করেন।

হুজ্জৎ (আরবী) ন্যায়ানুগত তর্কবিতর্ক।

হুজ্জত (আরবী) যিনি উত্তমরূপ তর্কবিতর্ক করিতে পারেন।

হুজহু (আরবী) ঠিক্‌ঠিক্, সম্পূর্ণরূপে।

হুড়, ১ নিমজ্জন। ২ সংহ। তুদাদিং, পরস্মৈং, নিমজ্জনার্থে অকং, সংহার্থে সকং, সেট্। লট্ হুড়তি। লিট্ জুহোড়। লোট্ হুড়িতা। লুঙ্ অহুড়ীৎ। হুড় ৩ গতি। ভ্বাদিং, আত্মনেং, সকং, সেট। লট্ হোড়তে। লোট্ হোড়তাং। লুঙ্ অহোড়িষ্ট। হুড় ৪ সংঘাত, রাশীকরণ। এই ধাতু ইদিৎ, হুণ্ডি হুড়ধাতু। ভ্বাদিং, আত্মনেং, সকং, সেট্। লট্ হুণ্ডতে। লিট্ জুহুণ্ডে। লুট্ হুণ্ডিতা। লুঙ্ অহুণ্ডিষ্ট।

হুড় (পুং) হুড়তীতি হুড়-কু। ১ মেষ। (হেম) ২ চৌরাদি নিবারণার্থ লৌহময় সুতীক্ষ্ণ শঙ্কুবিশেষ, চৌরনিবারণের জন্য ভূমিতে প্রোথিত লৌহকীলক। ইহার নামান্তর 'গুড়, চলিত হুড়্‌কা। ৩ লগুড়। ৪ সৈন্যাশ্রয়স্থান। চলিত বুরুজ। ৫ রথোপরি বিন্যস্ত্রত্যাগশৃঙ্গ।

"পুরী সমন্তাদ্বিহিতা সপতাকা সতোরণা।

সচক্রা সহুড়াচৈব সযন্ত্রখনকা তথা॥" (ভারত বনপং ১৫অং)

'হুড়া সৈন্যাশ্রয়স্থানানি, ভাষায়াং বুরুজসংজ্ঞানি অন্যেতু বিণ্মূত্রোৎসর্জ্জনশৃঙ্গাণি হুড়া ইত্যাহুঃ উদাহরন্তি চ

"কল্পান্তে হুড়শৃঙ্গাণি রথস্যোপরি সূরিভিঃ।

বিণ্মূত্রস্পর্শশুদ্ধ্যর্থকরাদিস্পর্শ উচ্যতে॥" (নীলকণ্ঠধৃত)

হুড়্‌কা (দেশজ) অর্গল, দ্বার বন্ধ করিবার কাষ্ঠ, দরজার হুড়্‌কা বা খিল এই দুইই থাকে, তাহার মধ্যে হুড়্‌কা একটী চৌকাটে কবাট দ্বারা বন্ধ থাকে, দিবার সময় সমস্ত দরজা ইহা দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধ হয়। ২ পতিসংসর্গত্যাগিনী স্ত্রী।

হুড়মুড়্ (দেশজ) অকস্মাৎ পতন। হঠাৎ আগমন।

হুড়হুড় (দেশজ) উদরের মধ্যে অস্ফুট শব্দ।

হুড়হুড়িয়া (দেশজ) গুল্মভেদ। (Achyranthes aspera)

হুড়াহুড়ি (দেশজ) ঠেলাঠেলি, মারামারি। পরস্পর ঝগড়া, বিবাদ।

হুড়ুক্ (পুং) হুড়ুক এই প্রকার অব্যক্ত শব্দ, জিহ্বা ও তালু-সংযোগে নিষ্পাদ্যমান পবিত্র বৃষনাদের সদৃশনাদ। 'হুড়ুক্‌কারো নাম জিহ্বাতালুসংযোগান্নিষ্পাদ্যমানং পুণ্যো বৃষনাদ-সদৃশোনাদঃ' (সর্ব্বদর্শনসং)

হুড়ুক্ক (পুং) হুড়ুক্ ইতি শব্দেন কায়তি শব্দায়তে ইতি কৈ-ক। ১ বাদ্যভেদ। ২ দাত্যূহপক্ষী। ৩ মদমত্ত। (মেদিনী) ৪ দণ্ডক, হুড়্‌কা। (শব্দরত্না°)

হুড়ুৎ (স্ত্রী) ১ বৃষশব্দ। (কাশীখণ্ড)

হুড়ুম্ (দেশজ) হুড়ুম্ব শব্দের অপভ্রংশ, চিড়ে ভাজা।

হুড়ুম্ দুড়ুম্ (দেশজ) ঘন ঘন আওয়াজ।

হুড়ুম্ব (পুং) ভৃষ্টচিপিটক, চলিত হুড়ুম্, চিড়ে-ভাজা। (শব্দমালা)

হুড়্যা (দেশজ) যে হুড়িয়া লয়, যে ফাঁকি দিয়া খেলা করে।

হুণ্ড (পুং) ১ ব্যাঘ্র। ২ গ্রামশূকর। ৩ মূর্খ। ৪ রাক্ষস।

হুণ্ডন (ক্লী) মস্তকাদির অন্তঃপ্রবেশ বা বক্রতা। 'শিরো হুণ্ডনং কেশভূমিস্ফুটনং, নাসাহুণ্ডনং ঘ্রাণশক্তিলোপঃ দৃষ্টিহুণ্ডনং দৃষ্টিব্যাসঃ, জত্রুহুণ্ডনং হৃদয়োপরোধঃ' (জেজ্জড়) কেশহুণ্ডন বলিলে কেশভূমির স্ফুটন, নাশাহুণ্ডন শব্দে ঘ্রাণশক্তির লোপ, দৃষ্টিহুণ্ডন বলিলে দৃষ্টির ব্যতিক্রম বুঝিতে হইবে।

হুণ্ডী (দেশজ) টাকার বিল, টাকা পাইবার লিখিত পত্র।

যাহাদের সহিত টাকার লেন দেন থাকে, তাহাদের নামে হুণ্ডী দিলে সেই হুণ্ডীতে যত টাকা লিখিত থাকে, তত টাকা তাহারা দিয়া থাকে'।

হুত (ত্রি) হু-ক্ত। ১ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতাদি। পর্য্যায় বষট্‌কৃত। "অহমগ্নিরহং হুতং" (গীতা ৯।১৬) ২ তর্পিত। (স্ত্রী) ৩ হোম।

হুতভাগ (ত্রি) অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতাংশবিশিষ্ট।

হুতভুগ্‌ধ্বজ (পুং) অগ্নির ধ্বজা বা চিহ্ন।

হুতভুজ্‌ (পুং) হুতং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভুজ-ক্বিপ্‌। ১ অগ্নি। ২ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর) ৩ মহাদেব। ৪ বিষ্ণু।

হুতভুক্‌প্রিয়া (স্ত্রী) হুতভুজো বহ্নেঃ প্রিয়া। অগ্নিভার্য্যা স্বাহা।

হুতবহ (পুং) বহতীতি বহ-অচ্‌ হুতস্য বহঃ। অগ্নি। (হেম)

হুতশেষ (পুং) হুতস্য শেষঃ। অগ্নিতে যাহা হোম করা হইয়াছে, তাহার অবশেষ। হোমের পর হুতশেষ দ্বারা তিলক করিতে হয়।

হুতহব্যবাহ (পুং) অগ্নি।

হুতাংশ (পুং) হুতস্য অংশ। হোমে যাহা আহুতি দেওয়া হয় তাহার অংশ।

হুতাশ (পুং) হুতং অশ্নাতি ইতি অশ-অণ্‌। ১ অগ্নি। (শব্দরত্না°) ২ ভয়। ৩ মুনিবিশেষ। আয়ুর্ব্বেদসংহিতাকার অগ্নিবেশ মুনি।

হুতাশন (পুং) হুতং আহুতদ্রব্যং অশনং যস্য। অগ্নি। তিথিতত্ত্বে লিখিত আছে যে, কোটিহোম স্থলে অগ্নির নাম হুতাশন।

"লক্ষহোমে তু বহ্নিঃস্যাৎ কোটিহোমে হুতাশনঃ।
পূর্ণাহুত্যাং মৃড়ো নাম শান্তিকে বরদঃ সদা॥" (তিথিতত্ত্ব)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হুতাশন হইতে ধন কামনা করিতে হয়, ধনী হইতে অভিলাষ থাকিলে হুতাশনের উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেন্মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ॥" (সুশ্রুত চি° ৩৭অ°)

হুতাশনরস (পুং) অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—গন্ধক একভাগ, পারা ১ ভাগ, সোহাগার খই ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ এই সমুদয় দ্রব্য একত্র লেবুর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া মুদ্গপরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করিলে শূল, অরুচি, বিসূচিকা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অগ্নিমান্দ্যরোগাধি°)

হুতাশনবৎ (ত্রি) হুতাশন অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ যস্য বঃ। হুতাশনবিশিষ্ট, অগ্নিযুক্ত।

হুতাশবেশ (পুং) অগ্নিবেশ।

হুতাশশালা (স্ত্রী) হুতাশস্য শালা। অগ্নিশালা, অগ্নিহোমগৃহ।

হুতাশপুত্র (পুং) হুতাশস্য পুত্রঃ। ১ অগ্নিপুত্র। ২ কেতু।

হুতাশিন্‌ (ত্রি) ১ হোমঘৃতভুক্‌। (পুং) ২ অগ্নি।

হুতি (স্ত্রী) হু-ক্তিন্‌। হবন।

হুতুমপেঁচা (দেশজ) পেচকভেদ। (Strix Hutum.)

হুদিকেরি, কোড়গ জেলায় কিগ্‌গৎনাদ তালুকের সদর। অক্ষা° ১২° ৫´ উঃ এবং ৭৬° পূঃ, কোড়গের রাজধানী মের্কারা হইতে ৩৯ মাইল দূরে অবস্থিত। হুদিকেরি বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান, ইহা একটি তৃণাচ্ছাদিত উচ্চ ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত; এই স্থান হইতে ব্রহ্মগিরি এবং মরেনাদ শৈলমালার একটী সুন্দর দৃশ্য নয়নগোচর হয়।

হুদ্দা (আরবী) কর্ম্ম, কার্য্য।

হুদ্দাদার (পারসী) কর্ম্মচারী, যিনি কার্য্য করেন।

হুন্‌ (দেশজ) ১ ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রাভেদ। ২ বৌদ্ধ-ধর্ম্মমন্দির।

হুনর (পারসী) কার্য্যকুশলতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য।

হুনরী (পারসী) কার্য্যকুশল, সুদক্ষ, চতুর।

হুপাল (দেশজ) সাহসী।

হুবলি, ১ বোম্বাই বিভাগস্থ ধারবার জেলার অন্তর্গত একটা মহকুমা। ভূপরিমাণ ৩১১ বর্গমাইল। এখানে ৭০টী গ্রাম, একটী সহর, ১টী দেওয়ানি ও ২টী ফৌজদারী আদালত এবং ২টী থানা আছে।

২ উক্ত মহকুমার সদর, অক্ষা° ১৫° ২০´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫° ১১´ পূঃ মধ্যে ধারবার সহরের ১৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। হুবলি সহর দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের তুলা ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। তুলা, রেশম ও তামার পাত্র ছাড়া এখানে ধান্য লবণ এবং অন্যান্য আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য বস্তুর বিস্তৃত ব্যবসা আছে।

হুবহু (দেশজ) ঠিক, সম্পূর্ণরূপ।

হুম্‌ (অব্য°) হূয়তে ইতি হু বাহুলকাৎ ম। ১ স্মৃতি। ২ অপ্রাকৃত। ৩ অর্থপ্রশ্ন। ৪ অভ্যনুজ্ঞা। (মেদিনী) ৫ তর্কবিতর্ক। কেহ কেহ এই অর্থে দীর্ঘঊকারান্ত বলিয়া থাকেন।

হুমায়ুন, প্রসিদ্ধ মোগল-সম্রাট্‌ (খৃঃ অঃ ১৫৩০-১৫৫৬)। মোগলরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বীরবর বাবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৫০৮ খৃঃ অব্দে, আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুল সহরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার প্রকৃত নাম নাসির উদ্দীন্‌ মহম্মদ হুমায়ুন। কথিত আছে যে, বীরবর বাবর যে দিন তাঁহার পিতৃ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া 'বাদশাহ' নাম ধারণ করেন, সেই শুভ দিনেই তাঁহার প্রথম পুত্র হুমায়ুনের জন্ম হয়। সম্ভবতঃ এই জন্যই বাবর তাঁহার পুত্রের 'হুমায়ুন' অর্থাৎ মঙ্গলসূচক নাম রাখেন। হুমায়ুন তাঁহার পিতার অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন। বাবর বলিতেন,

এই বিশাল সংসারে, হুমায়ুনের মত বন্ধু আর তাঁহার কেহই নাই। পিতা পুত্রের মধ্যে এইরূপ গভীর স্নেহভক্তির উচ্চতম নিদর্শন মুসলমান-সমাজে বিরল।

হুমায়ুন যদিও তাঁহার পিতার ন্যায় কর্ম্মী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন না, তথাপি তাঁহার বাল্যজীবন বিলাসের আবাসে অতিবাহিত না হওয়ায় তিনি সাহসিকতা, তেজস্বিতা ও উদারতা প্রভৃতি কতকগুলি পৈতৃক-গুণ লাভ করিয়াছিলেন। অতি-বাল্যকাল হইতেই হুমায়ুন পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। বীর-শ্রেষ্ঠ বাবর হিন্দুস্থানে যে সকল ভীষণ রণক্ষেত্রে বিজয় লাভ করিয়া বীরকীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয়পুত্র হুমায়ুনও তাঁহার অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া সেই যশোরাশির কথঞ্চিৎ অংশলাভে বঞ্চিত হন নাই। ১৫২৫ খৃঃ অব্দে পাণিপথ ক্ষেত্রে বাবর যে যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া ভারতসিংহাসন লাভে কৃতকার্য্য হন, সেই মহাযুদ্ধে বাবর তাঁহার সেনাদলের দক্ষিণাংশ পরিচালনভার হুমায়ুনের উপরই অর্পণ করেন। দুর্দ্ধর্ষ আফগান-সৈন্যের নেতৃত্বের পদ তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রাপ্ত হন। পিতার আদেশে সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ধনভাণ্ডার হস্তগত করিবার জন্য হুমায়ুন আগ্রা-মুখে গমন করেন. এখানে তখনও পর্য্যাপ্ত লোদীর পক্ষীয় দুর্দ্দান্ত সর্দ্দারগণ গঙ্গার পূর্ব্বাংশ রক্ষা করিতেছিলেন। হুমায়ুন একে একে তাঁহাদের সকলকেই পরাস্ত করিয়া আগ্রা অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন; পিতার নিকট এ জন্য তিনি নানা প্রকারে পুরস্কৃত হন। ইহার পর মহারাণা সংগ্রাম-সিংহের সহিত ফতেপুরের ভীষণ যুদ্ধেও হুমায়ুন বাবরের সহিত রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন পিতৃ-সিংহাসন লাভ করেন; সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার পর কিছুদিন তাঁহাকে আত্মীয়স্বজনসহ বিদ্রোহে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার আরও তিনটী ভাই ছিলেন। হুমায়ুনের পরেই কামরান্. তৃতীয় হিন্দাল ও সর্ব্বকনিষ্ঠ আস্‌করী। অপর কুমারদিগের সম্রাটের আসনে কোন দাবী ছিল না, কিন্তু শাহাজাদা কামরান্ হৃদয়ে উচ্চ আশা পোষণ করিতেন। হুমায়ুনকে সিংহাসনে বসিতে দেখিয়া রাজ্যলিপ্সায় তাঁহার হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। তিনি আফগানিস্থানে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। বাবর মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র হুমায়ুনকে ডাকিয়া বলিয়া যান, "বৎস! যদি ঈশ্বর তোমাকেই আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিবেন মনস্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি মৃত্যুশয্যায় তোমায় অনুরোধ করিয়া যাইতেছি যে, তুমি তোমার ভ্রাতাদের প্রতি দয়া-পরবশ হইতে বিস্মৃত হইও না।" দয়ালু হুমায়ুন সেই পিতৃবাক্য কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। ভ্রাতার ঔদ্ধত্যে তিনি কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া বরং তাঁহাকেই আফগানিস্থানের শাসনকর্ত্তারূপে মনোনীত করিয়া আপোষে বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। কামরানের সহিত মনোবিবাদ মিটাইয়া হুমায়ুন পুনরায় অন্তর্দ্রোহের আশঙ্কায় হিন্দালকে সম্ভলে প্রদেশের এবং আস্‌করীকে মেবাতের শাসনভার প্রদান করেন। কিন্তু এত করিয়াও হুমায়ুন অন্তর্বিদ্রোহের মূল নির্ব্বাপিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার অপর কোনও বিশেষ অন্তরঙ্গব্যক্তি ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করিয়া সাম্রাজ্যহরণ, এমন কি গুপ্ত ভাবে তাঁহার প্রাণ-হরণ করিবার চেষ্টায় ছিলেন; ভাগ্যক্রমে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ায় সেই ধূর্ত্ত পলাইয়া গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। হুমায়ুন তাঁহাকে অর্পণ করিবার জন্য বাহাদুরশাহকে বলিয়া পাঠান। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহও স্বাধীন ছিলেন, তিনি শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। সুতরাং উভয়ের মধ্যে শত্রুতা ঘটিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে দিল্লীর আফগানবংশীয় শেষ নরপতি ইব্রাহিম লোদীর খুল্লতাত আলাউদ্দীন্ ও বাহাদুর শাহের শরণ লইলেন। লোদীবংশের রাজত্বকালেই বাহাদুর শাহের পিতৃবংশীয়গণ উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং অল্প চেষ্টাতেই রাজা বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের বিরুদ্ধে আলাউদ্দীন্‌কে অর্থ-সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই অর্থ-সাহায্যে আলাউদ্দীন্ বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাতার খাঁ কিছুতেই বাদশাহ-সৈন্য পরাজিত করিতে পারেন নাই। সেই যুদ্ধেই তিনি নিহত হন।

হুমায়ুন বাহাদুরের আচরণে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্য গুজরাট যাত্রা করেন। ঐ যাত্রায় যখন বাদশাহ-সৈন্য চিতোর-দুর্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হয়; সেই সময়ে বাহাদুর-শাহের নিকট হইতে হুমায়ুন একখানি পত্র পান, তাহাতে বাহাদুর শাহ হুমায়ুনকে এই মর্ম্মে অনুরোধ করিয়া পাঠান যে, তিনি এখন কিছুদিন হইতে চিতোর দুর্গ অবরোধ করিয়াছে এবং আশা করেন শীঘ্রই কাফেরদিগকে পরাজিত করিয়া মুসলমানের ধর্ম্ম-গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং বাদশাহ যেন এসময় তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে অপমানিত না করেন। হুমায়ুন মুসলমান-ধর্ম্মে এক জন দৃঢ় নিষ্ঠাবান্ এবং যথার্থ বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাহাদুর শাহের অনুরোধ রক্ষা করেন। অতঃপর চিতোর জয় করিয়া বাহাদুর শাহ নিজরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে

হুমায়ুন পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। গুজরাটে উপস্থিত হইয়া হুমায়ুন প্রায় অর্দ্ধ বৎসর কাল বাহাদুরের শিবির অবরোধ করিয়া থাকেন। অবশেষে তিনি শত্রু-শিবিরে যাহাতে আর রসদাদি না যাইতে পারে, সেই উপায় অবলম্বন করেন। তাহাতে শত্রুসৈন্যের শীঘ্রই খাদ্যাভাব ঘটায় বাহাদুর শাহ আর আত্ম-রক্ষা করিতে পারিলেন না। একদিন গভীর রাত্রিতে পাঁচজন অন্তরঙ্গ সঙ্গীর সহিত শিবির হইতে পলাইয়া গেলেন। প্রাতে বাহাদুরের পলায়ন-সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় শত্রু-সৈন্য তখনই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। হুমায়ুনও তখন পলায়মান সৈন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহাদুরের অনুসরণ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই আর তাঁহাকে ধৃত করিতে পারিলেন না। রথী খাঁ নামক বাহাদুরের অমাত্য আসিয়া বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলেন। হুমায়ুন তাঁহার নিকট শুনিতে পান যে, বাহাদুর শাহ মালবপ্রদেশে সন্দু নামক দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন। শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে গিয়া দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন। কিছুদিন অবরোধের পরই বাহাদুর শাহ সেখান হইতে পলাইয়া চম্পারন নামক দুর্গে আশ্রয় লইলেন। গুজরাট রাজ্যের মধ্যে সেইটীই প্রধান দুর্গ ছিল। বহুদিন ভীষণ যুদ্ধের পর হুমায়ুন এই দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইলেন। এই যুদ্ধজয় হুমায়ুনের বীরত্ব-গৌরব চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। তিনি গুজরাট জয় করিয়া ভ্রাতা আস্করীর করে গুজরাটের শাসনভার অর্পণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার গুজরাট-পরিত্যাগের পরই মোগল-কর্ম্মচারিগণ পরস্পর আত্মকলহে এতদূর নিস্তেজ হইয়া পড়েন যে, বাহাদুর শাহ ইত্যবসরে ফিরিয়া আসিয়া নিজরাজ্য উদ্ধার করিয়া বসিলেন। সম্রাট্ দিল্লীতে ফিরিয়া আসিবার পর সংবাদ আসিল যে আফগান সর্দ্দার শেরখাঁ বিহার প্রদেশের চারকুণ্ড নামক স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন এবং ছলে কৌশলে 'রোটাস্' দুর্গ অধিকার করিয়া এক্ষণে বাঙ্গালার প্রধান রাজধানী গৌড়নগর অবরোধ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই তিনি গৌড়জয় করিতে সমর্থ হইলেন। এই সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র হুমায়ুন ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে শেরখাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবার চুণার নামক দুর্ভেদ্য দুর্গজয় হইলে দুর্গজয়ের পর সেই পূর্ব্ব পরিচিত রমী খাঁ বন্দীদিগের মধ্য হইতে ৩০০ গোলন্দাজ সৈন্য বাছিয়া লইয়া তাহাদের হাত কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দেন, কিন্তু বাদশাহ এরূপ ঘৃণিত কার্য্যে যথেষ্ট ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এই সকল দুর্গবাসীদিগের উপর এরূপ নীচোচিত ব্যবহার নিতান্ত নিন্দাজনক, কিছুতেই এরূপ কার্য্য হইবে না। সম্রাট্ হুমায়ুনের এইরূপ সহৃদয়তা আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, এই জন্যই তিনি ঐতিহাসিকগণের নিকট 'দয়ালু হুমায়ুন' নামে পরিচিত হইয়াছেন।

বিখ্যাত চুণার দুর্গ অধিকার করিবার পর হুমায়ুন বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কারণ শের খাঁ তখনও গৌড়নগর অবরোধ করিয়া বসিয়া ছিলেন। এ সময় বর্ষা আসিয়া পড়ায় বাদশাহ সৈন্যকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, হুমায়ুনের আগমনসংবাদ পাইয়া পূর্ব্বেই শের খাঁ পার্ব্বত্য-প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি ইত্যবসরে গুপ্তভাবে আসিয়া চুণার দুর্গ পুনরধিকার করিলেন এবং কনৌজ পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়ী সেনা ছড়াইয়া পড়িল। এদিকে হুমায়ুন ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া গৌড়রাজধানী অধিকার করিলেন, কিন্তু এখানে শের খাঁকে দেখিতে পাইলেন না। এই সুযোগে বঙ্গ-সিংহাসন অধিকার করিয়া তাঁহার বিশেষ সন্তোষ বোধ হইল এবং কিছুদিন বিলাসে গা ঢালিয়া দিয়া কাটাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে শের খাঁ কর্ত্তৃক পুনরায় চুণারদুর্গ বিজয় ও কনৌজাভিমুখে সৈন্য-চালনার সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। অল্পদিন পরেই পুনরায় রাজধানী হইতে এতদপেক্ষা আরও ভীষণ সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা শাহজাদা হিন্দাল অমাত্যগণের প্ররোচনায় বিদ্রোহী হইয়াছেন, এবং বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারিদিগকে নিহত করিয়া নিজ নামে খুৎবা প্রচার করিয়াছেন। এদিকে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা কাম্‌রান্‌ও বিপুল সৈন্য লইয়া আগ্রাভিমুখে আসিতেছেন। হুমায়ুন ভ্রাতৃগণের সহসা এই বিদ্রোহাচরণে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ও অন্য কোনদিকে আর মনোনিবেশ না করিয়া রাজধানী যাইবার জন্যই প্রস্তুত হইলেন। এদিকে শের খাঁ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বাদশাহ-সৈন্যের গতিরোধ করিতে আসিলেন। বক্‌সার নামক স্থানে উভয়পক্ষের দেখাসাক্ষাৎ হইল। তিন মাস কাল বাদশাহ-সৈন্যদিগকে তথায় অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। শেষ চতুরতাপূর্ব্বক শের শাহ সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। হুমায়ুনের মনে তখনও রাজধানীর কথাই জাগিতেছিল; তিনি সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শের কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করেন যে, তিনি বাদশাহের খুৎবা ও সিক্কা যথামত প্রচলিত করিয়া কেবল বঙ্গদেশ ও বিহারের শাসনকর্ত্তৃত্ব স্বয়ং প্রাপ্ত হইতে চাহেন, মোগলাধিকারান্তর্গত কোন স্থানের উপর হস্তার্পণ করা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। বাদশাহ তাহাতেই সম্মত হইলেন; কিন্তু চতুর শের এই সন্ধি ধার্য্য হইলেই মোগল-সৈন্যদিগকে অতর্কিত অবস্থায় পাইয়া সহসা আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। মোগল-সৈন্য যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হইতে সময় পাইল না। গঙ্গানদী পার হইবার জন্য হুমায়ুন পূর্ব্বে যে সকল নৌকার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, শের শাহের সৈন্যগণ তাহার অধিকাংশই হস্তগত করিয়া ফেলিল। সে সময় বাদশাহ

যে কিরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে। প্রায় বিশ হাজার সৈন্য নদীগর্ভে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। স্বয়ং বাদশাহও নদীগর্ভে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়া ছিলেন। ভাগ্যক্রমে কোন ভিস্তিওয়ালার সাহায্যে অতিকষ্টে সে যাত্রায় পরিত্রাণ পান। পারে উঠিয়া বাদশাহ ঐ ভিস্তিওয়ালাকে তাহার নাম কি জিজ্ঞাসা করায় প্রত্যুত্তর পান, নিজাম। বাদশাহ বলিয়া যান, 'আমি সেই সাধু নিজামউদ্দীন্ আলির নামের মত তোমার নামও বিখ্যাত করিব এবং তুমি নিশ্চয়ই আমার সিংহাসনে বসিতে পাইবে।' কথিত আছে যে, বাদশাহ রাজধানীতে চলিয়া গেলে ঐ ভিস্তিওয়ালা পুরস্কার আশায় দিল্লীতে গিয়া উপস্থিত হয়। তখন বাদশাহ তাহাকে দুইঘণ্টার জন্য সিংহাসনে বসাইয়া নিজ বাক্য পূর্ণ করেন। ভিস্তিওয়ালা সেই অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বময় কর্তৃত্বলাভ করিয়া আপনার পরিবারের ভরণপোষণের সুবন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল।

হুমায়ুন এই যুদ্ধে যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও পরাজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মোগলসৈন্যের এই অপমানে তখনকার হিন্দুস্থানবাসী সমস্ত মোগল জাতির মধ্যে একটী বিশেষ জাতীয় সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল। হুমায়ুনের ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে হিংসা প্রবেশ করায় বিদ্রোহানলের আশঙ্কা হইয়াছিল, কার্য্যকালে কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত হইল। শাহাজাদা কামরান্ যখন মোগল-সৈন্যের এই পরাজয়বার্ত্তা শুনিতে পাইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আল্‌বার হইতে আগ্রায় চলিয়া আসিলেন। কামরান্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আফগানেরা ক্রমশঃ দলবদ্ধ হইয়া মোগলরাজ্যের ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এ সময় আত্ম-বিরোধের সময় নহে। পূর্ব্বে যে তিনি হুমায়ুনের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেজন্য মনে মনে বিশেষ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন এবং আফগানশক্তির উচ্ছেদের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কার্য্যসূত্রে যে সকল মোগল আমীর ওমরাহগণ অন্যান্য বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারাও মোগল জাতির এই পরাজয়ের কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সকলেই সদল বলে রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিসে মোগলসম্রাটের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায়, মোগল মাত্রেই তাহা ভাবিতে লাগিলেন।

সৈন্যসহ আগ্রানগরের নিকট শাহাজাদা কামরান্ ভ্রাতাকে অভিবাদন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাদশাহের আগমনবার্ত্তা শুনিবামাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। বাদশাহও অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কামরান্‌কে স্নেহালিঙ্গন করিলেন এবং বিশ্রামের জন্য শাহাজাদার শিবিরমধ্যেই প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল বিশ্রামের পর শাহাজাদা কামরান্ বলিলেন, "ভগবানের কৃপায় বাদশাহ নিরাপদে রাজধানীতে আসিয়া পৌছিয়াছেন এবং নিষ্কণ্টকে আপন সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিবেন; শাহজাদা হিন্দালের পূর্ব্বাপরাধ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ক্ষমা করিতে হইবে; আমার এইটী একান্ত অনুরোধ।' বাদশাহ বলিলেন, "ভাল তোমার খাতিরেই তাহাকে ক্ষমা করিলাম।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে বাদশাহ তাঁহার স্বর্গীয় পিতার উদ্যানগৃহে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ওমরাহগণকে আহ্বান করিয়া একটী সভা করিলেন। এখানে তাঁহার ভ্রাতা কয়জনও উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ তাঁহার ভ্রাতা কামরানের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কি কারণে হিন্দাল আমার বিদ্রোহাচরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা আমায় সরলান্তঃকরণে বলিবে কি?" কামরান্ শাহাজাদা হিন্দালের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "বাদশাহের এই অসময়ে তাঁহাকে সাহায্য করার পরিবর্ত্তে কি কারণে তুমি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে?" এ কথায় হিন্দাল বিশেষ লজ্জিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি কেবল দুষ্ট পরামর্শদাতাগণের প্ররোচনাতেই এইরূপ করিতে উদ্যত হইয়া ছিলেন। বাদশাহ যেন তাঁহাকে ক্ষমা করেন। এইরূপে ভ্রাতৃগণের মধ্যে কিছুদিনের জন্য পুনরায় সদ্ভাব স্থাপিত হইল এবং শের আফগানকে প্রতিফল দিবার জন্য সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শাহজাদা কামরান্ বলিলেন, "বাদশাহ রাজধানীতেই অবস্থান করুন ও আমাকে অনুমতি দিন, আমিই সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করি; শের আফগানের উপযুক্ত শাস্তির বিবরণ বাদশাহ আমার নিকট হইতেই শুনিতে পাইবেন।" বাদশাহ বলিলেন, "শের আমাকেই পরাস্ত করিয়াছে, আমি তাহার প্রতিশোধ লইব, তুমি এখানেই থাক।"

বক্‌সার-যুদ্ধের এক বৎসর পরে বাদশাহ শের খাঁর বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করেন। বাদশাহ-সৈন্য কনৌজে উপস্থিত হইয়া গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বে পৌছিলে সংবাদ পাওয়া গেল যে, শের খাঁ গঙ্গার অপরতীরে ছাউনি করিয়া রহিয়াছেন। বাদশাহ গঙ্গা পার হইবার জন্য সৈন্যগণকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বাদশাহ-সৈন্য গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া কিছু পরেই সম্মুখে শের খাঁর সৈন্য সন্নিবেশ দেখিতে পাইল, কিন্তু উভয় পক্ষের সৈন্যগণই সহসা পরস্পর-আক্রমণে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এই ভাবে একমাস অতিবাহিত হইলে একদিন বাদশাহ শুনিতে পাইলেন যে, মুলতান মীর্জা মহম্মদ নামে তাঁহার একজন সেনাপতি শত্রুর সহিত মিলিত হইয়াছে; অপর কএক জন সেনানায়কও তাহার পদানুসরণ করিয়াছে। এরূপ সঙ্কট সময়ে তাঁহার

মোগল-সৈন্যমধ্যে এমন কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক আছে, এই বিষয় চিন্তা করিয়া বাদশাহ নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। এমন সময় আবার বর্ষা আসিয়া পড়িল; বাদশাহ-সৈন্যের সেনানিবাসসকল জলে মগ্ন হইবার উপক্রম হইলে, এই সকল কারণে বাদশাহ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি আক্রমণ করিবার অনুমতি দিলেন; কিন্তু মোগলদিগের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী নিতান্ত বিরূপ ছিলেন, এবারও মোগলের পরাজয় হইল। মোগল-সৈন্য সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হইল; বাদশাহের অশ্ব আহত হইয়া নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল, জনৈক মোগলসৈনিক অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে লইয়া যায়। তখন বাদশাহ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময়ে একটী হস্তী দেখিতে পাইয়া তাহার মাহুতকে তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিবার জন্য বলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি কিছুতেই সম্মত হইল না, বলিল, হস্তীর এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে সকলকেই ডুবিয়া মরিতে হইবে। বাদশাহের নিকট তখন একজন খোজা অবস্থান করিতেছিল, সে বাদশাহের কাণে চুপি চুপি বলিল, এ ব্যক্তির অভিপ্রায় ভাল বোধ হইতেছে না, আমাদিগকে শত্রুহস্তে ধরাইয়া দিবারই বোধ হয় ইহার ইচ্ছা; অতএব এখনি ইহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা উচিত। বাদশাহ বলিলেন "তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া নদী পার হইব?" খোজা বলিল, "সেজন্য চিন্তা নাই, আমি হস্তিচালনাবিদ্যা কিছু কিছু অবগত আছি।" তখন বাদশাহ সেই দণ্ডেই অসিদ্বারা তাহাকে আঘাত করেন, মাহুত আহত হইয়া গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া যাওয়ামাত্র সেই খোজা হাওদা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া হস্তীর স্কন্ধদেশে আরোহণ করে এবং কোনরূপ হস্তীকে চালাইয়া অপর তীরে উপস্থিত হয়; কিন্তু সেই তীরবর্ত্তী স্থানে এতই বালু ছিল যে, সহজে কিছুতেই সেখান দিয়া উঠিবার উপায় ছিল না। এমন সময় মোগলশিবিরের জনৈক ব্যক্তি বাদশাহের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল, সে সেই অবস্থায় বাদশাহকে দেখিতে পাইয়া স্বীয় পাগড়ী খুলিয়া তাহার অগ্রদেশ বাদশাহের অভিমুখে ফেলিয়া দিল। তাহাই অবলম্বন করিয়া বহুকষ্টে বাদশাহ তীরে উঠিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

এই যুদ্ধের পর হুমায়ুনকে পুনরায় ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে বহুদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। হুমায়ুন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান-অধিপতিগণ যে প্রথায় শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, সেই প্রথার অনুসরণ করিয়া চলিতেন, কোনও নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবনে প্রজাসাধারণের মনোহরণ করিতে পারিতেন না। তিনি একজন দয়ার্দ্রহৃদয় প্রজাহিতৈষী শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শাসনপদ্ধতি তেমন উৎকৃষ্ট ছিল না। বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশের দ্বারাও তিনি প্রজাবর্গের মন রাখিতে পারেন নাই। সে জন্য তাঁহার উপর প্রজাসাধারণের সেরূপ শ্রদ্ধা বা অনুরাগ জন্মে নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান বাদশাহগণ আফগান-রাজ্য হইতেই সৈন্যসংগ্রহ করিতেন, কিন্তু হুমায়ুনের সময় আফগান-রাজ্য ভারতসাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় তাঁহার সে সুবিধারও আর কোনও উপায় ছিল না। সুতরাং হুমায়ুন আগ্রায় ফিরিয়া গিয়া শের শাহের গতিরোধের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। এ দিকে শের শাহ দিন দিন বল সঞ্চয় করিয়া প্রবল প্রতাপে শনৈঃ শনৈঃ দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হুমায়ুন আর কোন গত্যন্তর না দেখিয়া আগ্রা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আগ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতা কামরানের নিকট লাহোর প্রদেশে গমন করেন। কিন্তু শাহাজাদা কামরান্ তখন আপন স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তিনি আর শের শাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হইলেন না; তিনি শের-শাহের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন ও নিজ পঞ্জাব রাজ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার উপায় করিয়া নিজে কাবুলে প্রস্থান করিলেন। হুমায়ুন তখন আর কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া সিন্ধুপ্রদেশাভিমুখে গমন করিলেন। শের শাহ এই অবসরে দিল্লী অধিকার করিয়া পুনরায় পাঠান-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

প্রায় দেড় বৎসর হুমায়ুন এখানে সেখানে ঘুরিয়া নিরুপায় অবস্থায় মারবাড়ে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু রাজা মালদেব তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াও তাঁহাকে ধরিয়া দিবার জন্য ভিতরে ভিতরে গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। হুমায়ুন তাহা জানিতে পারিয়া একদিন গভীর রাত্রিতে গুপ্ত ভাবে অমরকোটাভিমুখে পলায়ন করেন। অমরকোট যাত্রাকালে পথে হুমায়ুনকে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি অনুচর সমভিব্যাহারে মরুভূমি উত্তীর্ণ হইবার সময় জলাভাবে সকলেই কাতর হইয়া পড়ায় কেহ কেহ উন্মত্তপ্রায়, কেহ বা জলতৃষ্ণা সহ্য করিতে না পারিয়া তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সেই দুঃসহ অবস্থাতেই আবার হুমায়ুন সংবাদ পাইলেন যে, শত্রুসৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছে, শীঘ্রই তাঁহাকে শত্রুহস্তে পতিত হইতে হইবে। দুর্ভাগ্যতাড়িত হুমায়ুন তখন একেবারেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শত্রুসৈন্য সে স্থান হইতে অনেক দূরে থাকায় সে যাত্রায় তিনি রক্ষা পাইলেন। এই অবস্থার প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে করিতে হুমায়ুন একটী জলপূর্ণ কূপের নিকট উপস্থিত হন। সে সময় তাঁহার

অবস্থা বর্ণনাতীত। তিনি তখনই ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে কূপপার্শ্বে ভূমিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং তাহার পর যে সকল অনুচরেরা তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিল, তাহাদের জন্য চর্ম্মপাত্রে জলপূর্ণ করিয়া তখনই পাঠাইয়া দিলেন। হুমায়ুনের অনুচরগণের সহিত একজন বৃদ্ধ বণিকও ছিলেন, তিনি তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া উত্থানশক্তিরহিত অবস্থায় বালির উপর পড়িয়াছিলেন। এই বণিকের পুত্র পিতার জীবনাশা ত্যাগ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল; ঐ ব্যক্তির নিকট হুমায়ুন পূর্ব্বে অনেক টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। বাদশাহ এই সুযোগে সেই ঋণদায় হইতে মুক্ত হইবার আশায় বলিলেন, "যদি তুমি আমায় ঋণমুক্ত কর, তাহা হইলে তুমি যত জল চাও আমি দিতে পারি।" প্রত্যুত্তরে বণিক্ বলেন, "এ অবস্থায় একপাত্র জল পৃথিবীর সমস্ত ধনরাশির অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান্। আমি বাদশাহের প্রস্তাবে এখনি সম্মত হইলাম।" বাদশাহ তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া জলপান করাইলেন। ইহার পর পথে পুনর্ব্বার ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল; কয়দিন পর্য্যন্ত কোথাও এক বিন্দু জল পাওয়া যায় নাই, চতুর্থ দিবসে একস্থানে পুনরায় কয়টী জলপূর্ণ কূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে গুলি অত্যন্ত গভীর হওয়ায় ও সে সমস্ত স্থানে জল তুলিবার পাত্র বেশী না থাকায় জল তুলিতে কিছু বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সকলেই তখন জল পান করিবার জন্য ব্যস্ত; অবস্থা দেখিয়া বাদশাহ পূর্ব্ব হইতেই আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, যে জলের নিকট উপস্থিত হইলে তখনিই ঢক্কাবাদ্য হইবেক, ঐ ঢক্কাশব্দানুসারে সকলে পালাক্রমে একে একে কূপপার্শ্বে গিয়া জলপান করিবেক। কিন্তু সে সময় সে আদেশ কে শুনিবে? জল উত্তোলিত হইতে না হইতেই একেবারে বহুজন আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আগ্রহাতিশয়ে কাড়াকাড়ি করিতে দড়ি ছিঁড়িয়া জলপাত্র কূপমধ্যে পড়িয়া গেল, সেই সঙ্গে কয়েক জন তৃষ্ণাতুরও কূপসাৎ হইল। এই ঘটনায় সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল; কেহ কেহ অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া জিহ্বা বাহির করিয়া তপ্ত বালুকারাশির উপর গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

যাহারা কূপমধ্যে পড়িয়াছিল, তাহারা মৃত্যুর ক্রোড়ে সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাইল। এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বাদশাহ নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে অমরকোটের রাজা সাদরে বাদশাহকে আশ্রয় দিবার জন্য তাঁহার পুত্রকে দূত স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। হুমায়ুন তাঁহার আশ্রয়ে এক বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। অমরকোটের রাজা তাঁহাকে সৈন্যসাহায্যও প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সৈন্য লইয়া সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করিবার জন্য গমন করেন। যখন হুমায়ুন ঐ যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হন, তখন তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী হামিদা গর্ভবতী ছিলেন; যুদ্ধযাত্রা করিবার দুই দিন পরে, যখন হুমায়ুন পুষ্করিণীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার পুত্রের জন্মসংবাদ প্রাপ্ত হন। এই পুত্রই জগদ্বিখ্যাত অকবর। এই আনন্দসংবাদশ্রবণে আমীর ওমরাহগণ সকলে একত্র হইলে হুমায়ুন জহোর নামে জনৈক অনুগত ভৃত্যকে যে সকল দ্রব্য তাহার নিকটে ছিল, তাহা আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে জহোর দুইশত মুদ্রা, এক দফা রৌপ্য অলঙ্কার ও ১টী কোষবদ্ধ কস্তুরী আনয়ন করিল। বাদশাহ মুদ্রা ও অলঙ্কারাদি সমস্ত ফিরাইয়া দিয়া কেবল কস্তুরীখণ্ডটী গ্রহণ করিয়া এক খানি চীনদেশীয় পাত্রের উপর তাহা ভাঙ্গিয়া তাহার দানা গুলি সমবেত ওমরাহগণকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আমার পুত্রের জন্মোপলক্ষে আপনাদিগকে উপহার দিবার মত দ্রব্য কেবল মাত্র আমার এই কস্তুরী অবশিষ্ট আছে। এই কস্তুরীর সুগন্ধ যেমন চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়াছে, আশা করি আমার পুত্রের যশঃসৌরভও একদিন সমস্ত পৃথিবী এমনই পুলকিত হইবে।"

এই যুদ্ধযাত্রাতেও কিন্তু হুমায়ুন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, অবস্থাবৈগুণ্যে তাঁহার নিতান্ত আত্মীয়গণও পর হইয়া যায়, ও নানারূপে অন্তর্বিদ্রোহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি কান্দাহারে পলায়ন করেন। ঐ সময়ে কান্দাহার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আস্করীর অধীন ছিল; তিনি মধ্যম ভ্রাতা কামরাণের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। আজ তাঁহারই দ্বারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভূতপূর্ব্ব ভারতসম্রাট্ আশ্রয়আশায় কাতর ভাবে উপস্থিত। কিন্তু আশ্চর্য্য মনুষ্য-হৃদয়, ততোধিক আশ্চর্য্য মনুষ্যের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন। আস্করী তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। বরং তাঁহাকে বিপদ্গ্রস্ত করিবারই চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। আফগানিস্থানও আর তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নহে দেখিয়া হুমায়ুন পারস্যে পলায়ন করেন; কিন্তু যাইবার সময় আপনার প্রিয়তম পুত্র অকবরকে তাঁহার খুল্লতাতের আশ্রয়ে রাখিয়া যান।

হুমায়ুন যৎকালে এইরূপ বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় নানাস্থানে নিরাশ্রয় ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে ভারতসাম্রাজ্যের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। শের শাহ দিল্লী জয় করিয়া ভারতসম্রাট্ হইয়াছিলেন একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর শীঘ্রই তাঁহার সেই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল। শের শাহের পুত্র সেলিম

শাহের মৃত্যুর পর আফগান সামন্তগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় এই সুযোগে হুমায়ুন পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। পূর্ব্বেই তিনি পারস্যরাজের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কাবুল ও কান্দাহারপ্রদেশ আপন অধিকারে আনিয়াছিলেন; এক্ষণে সরহিন্দের যুদ্ধে সিকন্দর সুরকে পরাজিত করিয়া ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী ও আগ্রা পুনরধিকার করিলেন। এই সকল যুদ্ধে তিনি বীর বহরাম্ খাঁর নিকট যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেন এবং বলিতে কি তাঁহার সাহায্যেই তিনি পুনরায় ভারতসাম্রাজ্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সিকন্দর কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহার বিচ্ছিন্ন সৈন্যদল পুনরায় সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন, হুমায়ুন এই সংবাদশ্রবণে বহরাম্ খাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে শাহাজাদা অকবরকে তাঁহার দমনের জন্য প্রেরণ করেন।

ইহার অল্পদিন পরেই একদিন অপরাহ্লে বাদশাহ হুমায়ুন পাঠগৃহের ছাদে বায়ুসেবনার্থ গমন করেন। সে স্থান হইতে সোপানাবলী দিয়া অবতরণ করিবার সময় আজানের ধ্বনি শ্রবণ করায় মুসলমানধর্ম্মের নিয়মানুসারে তৎক্ষণাৎ তথায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কলমা পাঠ করেন, তার পর, যতক্ষণ আজানের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় সোপানে উপবিষ্ট থাকেন। তৎপরে আজানের ধ্বনি শেষ হইবামাত্র যেমন তিনি দণ্ডায়মান হইতে যান, অমনি তাঁহার হস্তস্থিত যষ্টিখণ্ডটী পিছলাইয়া পড়িয়া তাঁহার পদস্খলন হয় এবং তিনি একেবারে উপর হইতে নিম্নে পতিত হন। সেই পতনেই ধর্ম্মভীরু মোগলসম্রাট্ হুমায়ুনের জীবলীলা শেষ হইল (১৫৫৬ খৃঃ)। [অকবর শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

হুম্‌কা (দেশজ) ভয়, ভীতি।

হুম্‌বাঘ (দেশজ) বৃহৎ ব্যাঘ্র।

হুম্মা, সামভেদ। (পঞ্চবিং ব্রাং)

হুরঙ্গ, আসামের কাছাড়জেলার পূর্ব্বভাগস্থ শৈলমালা। শিলচর হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত বরাক নদীর উত্তরে বিস্তৃত।

হুর্চ্ছ, ১ কৌটিল্য। ২ অপসরণ। ভ্বাদিং, পরস্মৈং, অকং, সেট্। লট্ হূর্চ্ছতি। লিট্ জুহূর্চ্ছ। লুট্ হূর্চ্ছিতা। লুঙ্ অহূর্চ্ছীৎ।

হুর্‌মত (আরবী) ১ চরিত্র। ২ সতীত্ব।

হুর্‌মতী (দেশজ) চরিত্রবান্, মর্য্যাদাবিশিষ্ট।

হুরস্ (অব্য) হিংসক। "মা কস্য যক্ষং সদমিদ্ধুরঃ" (ঋক্ ২।৩।১৩) 'হুরঃ অস্মাকং হিংসকস্য হু প্রসহ্য-করণে ক্বিপ্, বহুলং ছন্দসীত্যত্বং' (সায়ণ)

হুল, ১ গতি। ২ আচ্ছাদন। ভ্বাদিং, পরস্মৈং, সকং, সেট্। লট্ হোলতি। লোট্ হোলতু। লুট্ হোলিতা। লিট্ জুহোল। লুঙ্ অহোলীৎ। সন্ জুহোলিষতি। যঙ্ জোহুল্যতে। যঙ্-লুক্ জোহোলীতি। ণিচ্ হোলয়তি। লুঙ্ অজুহুলৎ।

হুলহুলী (স্ত্রী) হুল-ক আভীক্ষ্ণে দ্বিত্বং। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। স্ত্রীদিগের মঙ্গলজনক মুখশব্দ, স্ত্রীদিগের উলুধ্বনি, এই শব্দ অতিশয় মঙ্গলজনক। যে কোন শুভ কার্য্যে হুলুধ্বনি করিতে হয়। পর্য্যায় মুখঘণ্টা। (ত্রিকাং)

হুল্ (দেশজ) অগ্রভাগ, সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ।

হুলা (দেশজ) উলুধ্বনি।

হুলাহুলী (দেশজ) উলু উলু শব্দ।

হুলু (দেশজ) স্ত্রীদিগের মঙ্গলজনক মুখশব্দ, স্ত্রীদিগের উলুধ্বনি।

হুলুস্থুল (দেশজ) গোলযোগ, গোলমাল। স্বাভাবিকের বিপরীত জনতাবশতঃ গোলযোগ হইলে তাহাকে হুলুস্থুল ব্যাপার কহে।

হুশিয়ার (পারসী) মনোযোগী, চতুর, বিজ্ঞ, কার্য্যে যাহার বিশেষ মনোযোগ আছে।

হুশিয়ারপুর, পঞ্জাবের ছোট লাটের শাসনাধীন একটী জেলা ও তাহার প্রধান সহর। [হোশিয়ারপুর দেখ।]

হুশিয়ারী (পারসী) সাবধানতা, মনোযোগ।

হুষ্ক (স্ত্রী) সম্রাট্ কনিষ্কের পুত্র, হুবিষ্কের অপভ্রংশ। [ভারতবর্ষ শব্দে শকাধিকার দেখ।] ইঁহার নামে কাশ্মীরে হুষ্কপুর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা এখন উস্কার নামে খ্যাত।

হুসেন, রিয়াজ-উস্-সালিকীম্-প্রণেতা একজন মুসলমান কবি। প্রকৃত নাম মুজঃফর হুসেন, কিন্তু সাধারণতঃ হুসেন বা সাহিদ্ উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

হুসেনআলী খাঁ (বাহাদুর), একজন মুসলমান ওমরাহ, মোগলসম্রাট্ আলমগীর বাদশাহের অধীনে সেনানায়কপদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার পিতার নাম আলাহ্‌বক্সী খাঁ। দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর দুর্গজয়ের অব্যবহিত পর দিনে (৩রা অক্টোবর ১৬৮৬ খৃঃ) ইহার মৃত্যু ঘটে।

হুসেনআলী খাঁ (সৈয়দ) একজন আমীর-উল্-ওমারহ, ইনি ও ইহার ভ্রাতা আবদুল্লা খাঁ পয়গম্বর মহম্মদের বংশধর বলিয়া মুসলমান-সমাজে বিশেষরূপ সমাদৃত ছিলেন। এই সম্ভ্রান্ত ও বহুবিস্তৃত মুসলমান বংশ ভারতে বার্হার সৈয়দ বা সাদৎবংশ নামে পরিচিত।

মোগল-সম্রাট্ বাহাদুরশাহের অধীনে আবদুল্লা খাঁ আলাহাবাদের এবং হুসেন আলী বিহারের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে কৌশলে ও বলে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সম্রাট্ ফরুখ্‌শিয়র দিল্লী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দিল্লীর মসনদে উপবেশন করিয়াই আবদুল্লাকে প্রধান মন্ত্রী ও হুসেন আলীকে আমীর-উল্-ওমরাহ

পদ প্রদান করেন। কিন্তু সম্রাট্ অনতিকাল পরেই ভ্রাতৃদ্বয়ের কুচক্র অবগত হইয়া আপনার স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করেন। এই সূত্রে সম্রাটের সহিত কুতুব-উল্-মুলকের মতবিরোধ ঘটে। তাহারই ফলে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে উভয় প্রকার ষড়যন্ত্রে সম্রাট্ ফরুখশিয়ার রাজ্যচ্যুত, কারানিক্ষিপ্ত ও নিহত হন।

সম্রাট্ মহম্মদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্ত হইতে মুক্তিলাভকামনায় তাঁহাদের নিধনসাধনে প্রয়াস পান। নবীন সম্রাটের আদেশে ১৭২০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর মীর হায়দর খাঁ গোপনে হুসেনআলী খাঁকে নিহত করেন। হুসেনআলীর মৃতদেহ আজমীরে স্থানান্তরিত ও সমাধিস্থ হয়।

হুসেন ইমাম্, পয়গম্বর মহম্মদের জামাতা আলীর দ্বিতীয় পুত্র। ৬২৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে মেদিনা নগরে ইহাঁর জন্ম এবং আলীর বংশে ইনি ৩য় ইমাম বলিয়া মুসলমান সমাজে পরিচিত। মুয়াবিয়ার পুত্র য়াজিদ্‌কে প্রকৃত খলিফা বলিয়া স্বীকার না করায় ইঁহাকে বাধ্য হইয়া মেদিনা নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক মক্কা রাজধানীতে পলাইয়া আসিতে হয়। এইরূপে গোপনে পলাইয়াও তিনি রাজরোষ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। য়াজিদ্-প্রেরিত সেনাপতি উবৈদুল্লা-ইবন্ জয়াদের আদেশে তিনি পথিমধ্যে ধৃত ও নিহত হন (৬৮০ খৃঃ)।

যখন কিউফানগরে উবৈদুল্লার শিবিরে ইমাম হুসেনের মুণ্ড আনীত হইয়াছিল, তিনি ঐ মুণ্ড দেখিয়া অতি ঘৃণার সহিত তদুপরি যষ্টির আঘাত করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার আদেশে হুসেনের মুণ্ড সহ সমগ্র হুসেনপরিবার বন্দিভাবে দামাস্কাস নগরে য়াজিদ্-রাজসভায় প্রেরিত হইয়াছিল।

যে দিন ইমাম হুসেনের মৃত্যু ঘটে, সেইদিন মুসলমানদিগের একটী পর্ব্বদিন এবং যে স্থানে হুসেনের শবদেহ সমাধিস্থ হয়, তাহা ইস্‌লাম্‌জগতের একটী পবিত্র তীর্থ। ঐ দিনে মুসলমানমাত্রেই মহরম পর্ব্বোপলক্ষে সুশোভিত তাজিয়া লইয়া কার্ব্বালায় মাটী দিতে গমন করে।

কিউফার নিকটবর্ত্তী কার্ব্বালা নামক স্থানে হুসেনের মৃতদেহ সমাহিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, হুসেনের মুণ্ড কার্ব্বালা নদীতটে লইয়া য়াজিদের সেনাদল কবর দেয়, কিন্তু এ কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে, বয়াইদবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সুলতান হুসেনের হননস্থানে বহুব্যয়ে একটী সুবৃহৎ সমাধিমন্দির স্থাপন করিয়া দেন। মুসলমানগণের নিকট উহা "গুণ্‌বাজ ফইজ্" নামে প্রসিদ্ধ এবং আজিও মুসলমানগণ শোক ও ভক্তিভরে চালিত হইয়া ঐ স্থানে হৃদয়ের পূজা দান করিয়া থাকে।

হুসেন-ইবন-মুইন্-উদ্দীন্-মৈবদী, একজন ইসলাম্ ধর্ম্মগ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি "ফবাতাহ্" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

হুসেন উদ্দীন্ হুসেন বিন-আলী, একজন মুসলমানপণ্ডিত। সুপ্রসিদ্ধ বুর্হানুদ্দীন্ আলী ইঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। ইনি সর্ব্বপ্রথমে নিহায় নামীয় আরবী "হিদায়-শারা" টীকা রচনা করিয়া মুসলমান-সমাজে খ্যাতি লাভ করেন।

হুসেন কাশী, একজন মুসলমান কবি। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

হুসেন কাশ্মীরী, কাশ্মীরবাসী একজন মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তা। ইনি সুফীমতপোষক কতকগুলি ধর্ম্মবিষয় লইয়া 'হিদায়াৎ-উল্ অমী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি পারসীভাষায় লিখিত।

হুসেন কুলী খাঁ, ঢাকার নবাব নোয়াজিস মহম্মদের দেওয়ান। ইনি বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিষনয়নে পড়িয়া নিহত হইয়াছিলেন।' হোসেনকুলীর ভ্রাতা হায়দরকুলীকে বিনা অপরাধে হত্যা করাই সিরাজের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে, আহত সিরাজদেহ হস্তিপৃষ্ঠে রাজপথে আনীত হইলে, হস্তী কোন অভাবনীয় কারণে হুসেনকুলীর বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং নবাবদেহের কএকবিন্দু রক্ত অকস্মাৎ সেই মুহূর্ত্তে হুসেনের হত্যাস্থলে নিপতিত হয়।

[সিরাজ্উদ্দৌলা দেখ।]

হুসেন খোনসারী, পারস্যবাসী একজন মুসলমান দার্শনিক। ইনি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হন। ইস্পাহানের নিকটবর্ত্তী খোনসারনগর ইঁহার জন্মস্থান।

হুসেন গজনবি, "কিস্‌সে পদ্মাবৎ" নামক কাব্যপ্রণেতা। ইনি পদ্মাবতীর উপাখ্যান পারস্যভাষায় অনূদিত করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

হুসেন জলায়ের, (সুলতান) বোগদাদ নগরীর এক জন মুসলমান-নরপতি। ইনি ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রাতা সুলতান আহ্মদের সহিত যুদ্ধে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

হুসেন দোস্ত সম্ভলী, (মীর) একজন মুসলমান কবি। সম্ভলবাসী আবুতালিবের পুত্র। ইনি 'তজ্‌কীরা হুসেনী' নামে কবিজীবনী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। মোগলসম্রাট্ মহম্মদ-শাহের রাজত্বকালে (১৭৪৮ খৃঃ) ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

হুসেন নকাশী, (মোল্লা) একজন মুসলমান পণ্ডিত। মোগল-সম্রাট্ অকবর বাদশাহের রাজত্বকালে তিনি দিল্লী রাজধানীতে বাস করিতেন। তাঁহার রচিত কবিতাগুলি সুন্দর ও সরল। এতদ্ভিন্ন চিত্রবিদ্যা ও খোদাইকার্য্যে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হুসেন নিজামশাহ ১ম, দাক্ষিণাত্যের নিজামশাহীবংশের

একজন মুসলমান নরপতি। ইনি স্বীয় পিতা বুর্হান্ নিজাম-শাহের মৃত্যুর পর ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ৩০ বৎসর বয়সে আহ্মদনগরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ইনি বিজাপুরের রাজা আলী আদিলশাহ, গোলকোণ্ডার ইব্রাহিম কুতুবশাহ ও আহ্মদাবাদের (বিদর) আমীর বরীদের সহিত একযোগে মিলিত হইয়া বিজয়নগরাধিপ রামরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে রামরাজ পরাজিত ও নিহত হন। রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইয়া একাদশ দিনের পর হুসেন নিজামের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। [নিজামশাহীবংশ দেখ]

হুসেন নিজামশাহ, নিজামশাহীবংশের একজন রাজা।

হুসেনপুর-বাহাদুরপুর, যুক্তপ্রদেশের মজঃফরপুর জেলার জনসাথ তহশীলের অন্তর্গত দুইটী ক্ষুদ্র গ্রাম। বর্ত্তমানে দুই নামে একটী গণ্ডগ্রাম পর্য্যবসিত হইয়াছে, এই স্থান মজঃফর-পুর হইতে ২২ মাইল দূরে মীরাট যাইবার পথে গঙ্গার প্রাচীন গর্ভের নিকটে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা প্রধানতঃ চৌহানবংশীয় রাজপুত এবং তাঁহাদের অধীনস্থ প্রজাবৃন্দ চামারজাতীয়। এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহে বড় বড় ঘাস জন্মিয়া থাকে। উহাতে চাষবাসেরও বড় অসুবিধা হয়। কারণ ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া শস্যবপন করিলে বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ তৃণগুলি গজাইয়া উঠে এবং তাহা ক্ষেত্রোৎপন্ন ধান্য গোধূমাদি তৃণের বড়ই বিঘ্নকর। অনেক সময় ঐ তৃণরাজিমধ্যে বন্যবরাহ ও ব্যাঘ্র লুক্কায়িত থাকিয়া গ্রামবাসীদিগকে নানারূপ বিপন্ন করিয়া তুলে।

বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহের সময় গুজরজাতীয় সেনাদল হুসেনপুর লুণ্ঠন করিয়া গ্রামবাসীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, এমন কি, তাহারা গরুবাছুর প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তিও লইয়া পলায়ন করে। এই দুর্দ্দশার পর হইতে গ্রামবাসীরা আর আপনাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় নাই।

হুসেনবেলী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুর জেলার রোহ্ড়ী উপবিভাগের অন্তর্গত একটী বিখ্যাত ফেরীঘাট। গেমরো নগরের নিকটবর্ত্তী স্থান দিয়া সাধারণে সিন্ধুনদ পার হইয়া পরপারে গমন করে। ইহা আজিজ্পুর ও আমিলঘাট ফেরা নামেও পরিচিত। অক্ষা° ২৭° ৫২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° পূঃ।

হুসেন মার্ব্বী (খ্বাজা), পারস্যের মার্ব প্রদেশবাসী একজন সুকবি। ইনি সম্রাট্ অকবরের সমসাময়িক। উক্ত সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান শাহ মুরাদের জন্ম উপলক্ষে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত একখানি দিবান্ ও পারস্যভাষায় রচিত "সিংহাসনবত্তিশী" নামক গল্প গ্রন্থ পাওয়া যায়।

হুসেন মীর্জ্জা (সুলতান), আমীর তৈমুরের বংশধর ও মীর্জ্জা মনসুরের পুত্র। কিন্তু সর্ব্বত্রই ইনি আবুল গাজী বাহাদুর নামে পরিচিত। সুলতান আবু সৈয়দ মীর্জ্জার মৃত্যুর পর খোরাসান রাজ্য হস্তগত করিবার মানসে ইনি স্বীয় আত্মীয়-বর্গের সহিত নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে হিরাট নগরে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ইনি সিংহাসনের প্রতিযোগী-দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এই সকল যুদ্ধে ও বিপ্লবে পুনঃপুনঃ জয় এবং উজবেকজাতিকে সম্যক্ শাসনাধীন করায় ইনি গাজী উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার সভা সুবিজ্ঞ সুধীমণ্ডলী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক খণ্ডমীর তাঁহার প্রজা এবং আমীর আলি শের তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। খোরাসানে ৩৮ চান্দ্র বৎসর ৪ মাস রাজত্বের পর ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সুলতান হুসেন মীর্জ্জা একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তুর্ক-ভাষায় তাঁহার রচিত দিবান্ ও মজালি-উল্-ইসাফ্ নামীয় একখানি প্রেমরসাত্মক উপন্যাস পাওয়া যায়। উক্ত কাব্যের ভণিতায় ইনি হুসেনী নামে পরিচিত।

হুসেন মৈবাজী, সাজন্জল-উল্-অর্বা নামে কাব্যসংগ্রহ-সঙ্ক-লয়িতা। উক্ত গ্রন্থে তিনি পারসী ও তুর্কী কবিগণের রচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হুসেন লঙ্গা, ১ম, মুলতানের ৩য় নরপতি। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে পিতা কুত্বউদ্দীন্ মাহ্মুদ লঙ্গার মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি দিল্লীশ্বর সেকেন্দরলোদীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় রাজ্যভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৫০২ খৃঃ) তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পৌত্র মাহ্মুদ খাঁ লঙ্গা রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন।

হুসেন লঙ্গা, ২য়, মুলতানের ৫ম ও শেষ নরপতি মাহ্মুদ খাঁ লঙ্গার পুত্র। ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ হন। ঐ সময়ে হুসেন নাবালক, তাঁহার ভগিনীপতি সুজা-উল্-মুলক্ শ্যালকের অভিভাবক হইয়া রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। এই সময় সম্রাট্ বাবরশাহের আদেশে ঠট্টের নরপতি শাহ হুসেন অর্ঘুন্ মুলতান আক্রমণ ও অধিকার করেন। অতঃপর উহা দিল্লীসম্রাটের অধিকার-ভুক্ত হয়।

হুসেন বায়েজ (মৌলানা), একজন মুসলমান গ্রন্থকার। ইনি খোরাসানপতি সুলতান হুসেন মীর্জ্জার অধীনে হিরাটে কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজপদে নিযুক্ত থাকিয়াই তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়।

গ্রন্থকার-রচিত 'মবাহিব্ উলিয়াৎ' কোরাণশাস্ত্রের একখানি

টীকা। ঐ গ্রন্থখানি তাঁহারই নামে তফশীর হুসেনী নামে পরিচিত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে জবাহীর উৎ-তফাশীর, রৌজৎ-উষ্-সুহাদা, দহ্-মজলিস্, আখ্‌লাম-মুহসিনী, আন্‌বার-সুহেলী, লব্ব-ই-লবাব্, মখ্‌জান্-উল্-ইন্‌সা, শবা-কাশীফিয়া, আস্‌বার কাশিমী, মাতলা উল্-অবনবার, লতাএফ্-উল্ তবাএফ্ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রৌজৎ-উষ্ সুহাদা গ্রন্থখানিতে ইসলামধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পয়গম্বর মহম্মদের জীবন ও চরিত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা এবং কার্ব্বালা-যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে উহার রচনা শেষ হয় এবং গ্রন্থকার উহা বাজোশ্বর সুলতান হুসেন মীর্জ্জার হস্তে উপহার সহ অর্পণ করেন।

হুসেন বেগ, বঙ্গেশ্বর সায়েস্তা খাঁর অধীনস্থ একজন নৌ-সেনাপতি। ইনি ১৬৬৪ খৃঃ আরাকানরাজের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পরিচালিত করিয়া মেঘনার মোহানাস্থিত বন্দরসমূহ ও শণদ্বীপ অধিকার করেন। অতঃপর ইনি চট্টগ্রামের পর্ত্তুগীজদিগকে ভয় দেখাইয়া স্ববশে আনিয়াছিলেন। [চট্টগ্রাম দেখ]

হুসেন-বিন্ আলিম্, নজহৎ-উল্-অর্বাহ্ নামক গ্রন্থরচয়িতা, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে সুফীমতাবলম্বী সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মগণের জীবনী-সংক্রান্ত অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

হুসেন্-বিন্-মহম্মদ, (অস্-সমায়ানি), খাজানৎ-অল্ মুক্‌তিইন্ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ১৩৩৯ খৃঃ উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। উহাতে ইস্‌লামধর্ম্মমতের বহু বিষয়ের মীমাংসা আছে। ভারতীয় মুসলমান-সম্প্রদায়ের উহা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ।

হুসেন-বিন্-হসন্-অল্ হুসেনী, ঘোরবাজ্যবাসী একজন মুসলমান কবি। কান্‌জ্-উল্-রমুজ্ শী-নামা, নজ্‌হৎউল্-আর্বা, জাদ্-উল্-মুসাফরীন, তরব্-উল্ মজলিস, রূহ-উল্-আর্বা, শিরাৎ-অল্ মুস্তাকীন এবং আরবী ও পারসীভাষায় লিখিত দিবান্ প্রভৃতি ইঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়। ১৩১৭ খৃঃ হিরাটনগরে ইঁহার মৃত্যু ঘটে। প্রবাদ কবি হুসেন পিতা নজমুদ্দীনের সহিত ভারতে বাণিজ্য করিতে আইসেন এবং মূলতানে সুপ্রসিদ্ধ মুসলমানপীর শেখ বহাউদ্দীন্ জাকারিয়ার নিকট পিতাপুত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

হুসেন সবজবাড়ী, একজন মুসলমান কবি। লতাএফ্ বজাএফ্ ও রাহৎ-উল্-আর্বা নামক গ্রন্থ ইঁহার রচিত। উক্ত গ্রন্থ দুইখানি সুফীমতপোষক এবং মুক্তির উপায় ও নৈতিকজীবনগঠন প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত। গ্রন্থকার সবজবাড় নামক জনপদের অধিবাসী ছিলেন।

হুসেন শাহ, বাঙ্গালার সুবিখ্যাত পাঠান-নরপতি, আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহ নামে পরিচিত। [বঙ্গদেশ দেখ।]

হুসেনশাহ-শর্কি (সুলতান), জৌনপুরের একজন মুসলমান নরপতি। ইনি ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রাতা মহম্মদশাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া হুসেন শাহ দিল্লীশ্বর বহ্‌লোললোদীর বিরুদ্ধে কএকবার যুদ্ধ করেন। অবশেষে পরাস্ত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পদব্রজে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। দিল্লীশ্বরের সেনাদল জয়োল্লাসে আর তাঁহার পদানুসরণ না করিয়া জৌনপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। জৌনপুর-সৈন্য তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। দিল্লীসৈন্য অবাধে জৌনপুর নগর দখল করিল (১৪৭৮ খৃঃ)। বহ্‌লোললোদী জৌনপুর নগর হস্তগত করিয়া স্বীয় পুত্র বার্ব্বক শাহকে রাজ্যশাসনভার প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে তিনি পূর্ব্ব রাজা হুসেন শাহের পরিবারবর্গের ভরণপোষণার্থ ৫ লক্ষ টাকা আয়ের এক সম্পত্তি জায়গীর দেন। হৃতসর্ব্বস্ব হুসেন সেই ক্ষুদ্র সম্পত্তি লইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বার্ব্বকশাহ যাহাতে কখন তাঁহার ঐ ক্ষুদ্রসম্পত্তি কাড়িয়া লইতে না পারেন তজ্জন্য তিনি বহ্‌লোল লোদীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইয়াছিলেন।

অনুমান ১৪৮৯ খৃঃ সুলতান বহ্‌লোল লোদীর মৃত্যু হয়। সিকন্দরলোদী দিল্লী-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে, হুসেন শাহ তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা বার্ব্বক শাহকে দিল্লীসিংহাসন অধিকার করিতে প্ররোচিত করেন। তদনুসারে বার্ব্বকশাহ সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটে এবং তিনি জৌনপুরে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হন।

বার্ব্বক শাহ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াও অব্যাহতি পাইলেন না। দিল্লীশ্বর সসৈন্যে তাঁহার পদানুসরণ করিয়া জৌনপুর অধিকার করিলেন। হুসেন শাহ এক্ষণে স্বীয় প্রতিপালকের দুর্গতি দেখিয়া আপনার ভাবী দুর্গতি অনুভব করিতে লাগিলেন, তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া বাঙ্গালার অধীশ্বর আলাউদ্দীন্ পুরবীর আশ্রয়ভিক্ষা করিলেন। উক্ত নরপতি তাঁহাকে সসম্মানে আশ্রয়ে রাখিয়া মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এখানে ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। হুসেন শাহের সহিত জৌনপুরের শর্কিবংশের বিলোপ ঘটে।

হুসেন শাহ (সৈয়দ), একজন মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তা। ইনি ১৮০০ খৃঃ আমীর খসরু বিরচিত হস্ত-বহিস্ত নামক গ্রন্থ "হস্ত-গুল্-গস্ত" নামে পদ্যে ভাষান্তরিত করেন। ঐ গ্রন্থখানি বহ্‌রাম ঘোরনামা জনৈক ব্যক্তির জীবনী-অবলম্বনে রচিত।

হুসেনী ব্রাহ্মণ, উত্তরপশ্চিম ও বেহারবাসী বর্ণব্রাহ্মণবিশেষ। প্রবাদ হুসেন নামক কোন মুসলমান সাধু ফকিরের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া অথবা তাঁহার গৌরব-প্রচার করিয়া ইহারা

তাঁহারই নামানুসারে হুসেনী ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত হইয়াছে। পঞ্জাবপ্রদেশে ইহারা মুসলমান ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত এবং দিল্লীবিভাগেই প্রধানতঃ ইহাদের বাস। তথায় ইহারা হিন্দুর নিকট হইতে হিন্দুদেবদেবীর নামে এবং মুসলমানের নিকট হইতে আল্লার নামে প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া থাকে।

আজমগড় জেলায় ইহারা নিকৃষ্ট বর্ণব্রাহ্মণ বলিয়াই সর্ব্বত্র বিদিত এবং তথায় ইহারা ভাগুেরিয়া নামেও পরিচিত। বোম্বাই বিভাগে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ভঙ্গীজাতির যাজকতা করিয়া থাকে। ডাক্তার উইলসন দাক্ষিণাত্যের নিজামশাহী রাজবংশের রাজধানী আহ্মদনগরেও ইহাদের চিরন্তন বাস দেখিয়া অনুমান করেন যে বহুদিন হইতে মুসলমানের নৈকট্য হেতু ইহারা ব্রাহ্মণের বর্ণধর্ম্মাচার পরিপালনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম্ ধর্ম্মের অনেকগুলি আচার-ব্যবহারে সংক্রামিত হইয়া অর্দ্ধ-মুসলমান রূপে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান-সংশ্রবেই হুসেনী-ব্রাহ্মণগণ যে হীনাচার-সম্পন্ন হইয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহারা হিন্দু ও মুসলমানের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত বাহ্মণী রাজবংশ যে ব্রাহ্মণের সংশ্রবে সংলগ্ন, এই ব্রাহ্মণবংশও সেই বংশ হইতে উৎপন্ন অথবা আদিতে এই ব্রাহ্মণ-বংশ উক্ত ব্রাহ্মণ-বংশের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ ছিল বলিয়া কল্পনা করা অসম্ভাবিত নহে।

হুহব (স্ত্রী) নরকভেদ।

হুহু (অব্য) হ্বে আহ্বয়তীতি হ্বে নিপাতনাৎ ডু ডুশ্চ। গন্ধর্ব্ববিশেষ। 'হূহূর্হূশ্চ দ্বিবিধো হূহুর্হূশ্চ কুত্রচিৎ।' (শব্দরত্না°)

হূ (অব্য) হ্বে-ডু-নিপাতনাৎ সিদ্ধং। ১ আহ্বান। ২ অবজ্ঞা। ৩ অহঙ্কার। ৪ শোক। ৫ তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবিশেষ। পূজাদিস্থলে এই বীজমন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন করিতে হয়। এই মন্ত্রের উদ্ধার-প্রণালী এইরূপ—

"হকারো বামকর্ণাঢ্যো নাদবিন্দুবিভূষিতঃ।
কূর্য্যক্রোধ উগ্রদর্পো দীর্ঘ হূঙ্কার উচ্যতে।
শব্দশ্চ দীর্ঘকবচং তারাপ্রণব ইত্যপি॥" (তন্ত্রসার)

হূঙ্কার (পুং) হুং কৃ ভাবে ঘঞ্। হুম্ এই প্রকার ভয়ানক শব্দ, ভীষণ গর্জ্জন।

"হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ।" (চণ্ডী)

হূড়, গতি। ভ্বাদি°, আত্মনে°, সক°, সেট্। কেহ কেহ এই ধাতু উভয়পদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লট্ হূড়তে। পরস্মৈ-পদী পক্ষে হূড়তি। লোট্ হূড়তাং। লিট্ জুহূড়ে। লুট্ হূড়িতা। লুঙ্ অহূড়িষ্ট।

হূড়্ (দেশজ) ঝগড়া, বিবাদ।

হূণ (পুং) ১ দেশভেদ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, এই দেশ উত্তর দিকে ২৪, ২৫ ও ২৬ নক্ষত্রে অবস্থিত।

"মাণহলহূণকোহলশীতকমাণ্ডব্যভূতপুরাঃ।" (বৃহৎস° ১৪।২৭)

২ একটী প্রাচীনজাতি। অনেকের বিশ্বাস ইহারা অসভ্য। ইহারাই খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে মধ্য এসিয়া হইতে দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল দানিয়ুবপ্রবাহিত য়ুরোপে গিয়া তথাকার অধি-বাসিবৃন্দের হৃদয়ে দারুণ ভীতি উৎপাদনের সহিত বিস্তৃত জনপদে আধিপত্য বিস্তার করে, আর একদল (খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে) ভারতের উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ভেদ করিয়া শস্যশ্যামল ভারতের সমতলক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের প্রবলপরাক্রমে ভারতসম্রাটের আসনও বিচলিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গ লক্ষ্য করিয়া অনেক পুরাবিদের ধারণা, ভারতীয় কাব্যেতিহাসে যেখানে যেখানে 'হূণ' বা 'হূন' শব্দের উল্লেখ দেখা যাইবে, তাহাই খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী বা তৎপরবর্ত্তী। কিন্তু আমরা এই জাতিটীকে নিতান্ত অসভ্য-জাতি বলিয়া মনে করি না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-সমূহে হূণজাতির প্রসঙ্গ আছে, সর্ব্বত্রই ইহারা ভারতসীমান্ত-বাসী দুর্দ্ধর্ষ ক্ষাত্রিয়জাতি বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক জটাধরের কোষে—

"শ্বপাকস্তু তুরুষ্কস্তু হূণো যবন ইত্যপি।
লোকবাহ্যস্তু যো বাজিগবাশ্যাচারবর্জ্জিতঃ।
ম্লেচ্ছকিরাতশবরপুলিন্দাদ্যাস্তু তদ্ভিদা।"

ইত্যাদি বচনে হূণ তুরুষ্ক ও যবনের ন্যায় ম্লেচ্ছজাতি মধ্যে পরিগণিত হইলেও রাজপুতনার ৩৬টী রাজপুতকুলের মধ্যে হূণও পরিগৃহীত হইয়াছে। এমন কি খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে নানা শিলালিপিতে হূণজাতি প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত ও কলচুরি বা চেদিবংশের সহিত তাহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়।* বাণভট্টের হর্ষচরিত হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন হূণদিগকে পরাজয় করিবার জন্য উত্তরাপথ বা হিমালয়প্রদেশে যাত্রা করেন।† তিব্বতের শতদ্রুনদী প্রবাহিত উপর অববাহিকায় হূণদেশ বা নারীখোরসুম্ নামক জনপদ অবস্থিত, এখানে হূণিয়া নামে এক বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী জাতির বাস আছে। এদিকে নেপাল ও সিকিমে লিম্বুনামে যে একজাতি দৃষ্ট হয়, তাহাদের অধিকাংশই 'হূং' নামে অভিহিত। প্রসিদ্ধ হূন্গারি-(Hungarian) পণ্ডিত ক্সোমা-দে-কোরোস্

* Epigraphia Indica, Vol. I. p. 225f.

† "অথ কদাচিদ্রাজা রাজ্যবর্দ্ধনং কবচহরং হূণান্ হন্তুং উত্তরাপথং প্রাহিণোৎ।" (হর্ষচরিত)

প্রকাশ করেন যে উত্তরভারতে উক্ত হিমালয়প্রদেশই হূণজাতির আদি বাসস্থান এবং এখান হইতে পূর্ব্বকালে এই জাতি হূণ-গরি (Hungary) দেশে গিয়া বাস করিয়াছিল, তাহাদের অধিষ্ঠানের পর ঐ জনপদের 'হূণগরি' নামকরণ হয়।

আরিয়ান, ষ্ট্রাবো ও টলেমির বর্ণনা হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতেই হূণেরা আফ্‌গানিস্থান ও পঞ্জাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। আফ্‌গানিস্থানের একটী বহুফলভূষিত পার্ব্বত্যরাজ্য অদ্যাপি হূন্‌জা নামে পরিচিত; হিন্দুকুশপর্ব্বতের উপত্যকাসমূহের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৫০০ ফিট্ উর্দ্ধে এই জনপদ অবস্থিত।

উক্ত প্রমাণ হইতে আমাদের মনে হয়, হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশই এই জাতির আদিবাসস্থান। [হূণদেশ দেখ।]

এখন কথা হইতেছে যে, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক গিবন, স্মিথ* প্রভৃতির মতানুবর্ত্তী হইয়া আমরা এই জাতিকে অসভ্য (savage) বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কিনা? খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদে উৎকীর্ণ সাগরজেলাস্থ হূণপতি তোরমাণের এরণস্তম্ভ ও লবণশৈল মধ্যবর্ত্তী কুরাগ্রাম হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার শিলালিপি এবং গোয়ালিয়ার হইতে আবিষ্কৃত তোরমাণপুত্র মিহিরকুলের শিলালিপি পাঠ করিলে জানা যায় যে তাঁহারা সৌর এবং ব্রাহ্মণভক্ত হিন্দু ছিলেন। শাকদ্বীপীয়দিগের বিশেষত্ব 'মিহির' নাম হইতে হূণরাজবংশকেও সুপ্রাচীন শাকজাতিরই এক শাখা বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক শাকজাতির পূর্ব্বতন শাখা কাবুলের কুষাণবংশ হূণ বা Ephthaliteদিগের হস্তেই রাজ্য হারাইয়াছিলেন। ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে গুপ্তসম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের নিকট হূণেরা সম্যক্ পরাজিত হইয়াও ভারতের ভিতর অধিকার বিস্তারে সুবিধা করিতে না পারিলেও ৪৮৫ খৃষ্টাব্দে পারস্যপতি ফিরোজের বিনাশসাধনপূর্ব্বক সমস্ত পারস্য ও আফগানিস্থানে ইহারা আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। তৎপরে দশবর্ষ মধ্যেই প্রথম গান্ধার বা পেশাবর ভূভাগ অধিকার ও অনুগাঙ্গপ্রদেশে আসিয়া গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই ভারত অভিযানের নেতাই উক্ত হূণপতি তোরমাণ। পশ্চিমে পারস্য, পূর্ব্বে চীনসীমায় অবস্থিত খোতান এবং দক্ষিণে গঙ্গা ও নর্ম্মদা-প্রবাহিত উত্তর ও মধ্যভারত তাঁহার বা তৎপুত্র মিহিরকুলের বশ্যতাস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পঞ্জাবের শাকল বা বর্ত্তমান সিয়ালকোট নামক স্থানে তাঁহার প্রধান রাজধানী, এতদ্ভিন্ন বামিয়ান, হিরাট ও বাল্‌খে তাঁহার বিভিন্ন রাজধানীর পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চাশ বর্ষের অধিককাল ভারতবর্ষ হূণশাসনাধীন ছিল। এই সময় উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এমন কি বালাদিত্য ও যশোবর্ম্মপ্রমুখ উত্তর-ভারতীয় রাজন্যবর্গের সমবেত চেষ্টায় হূণ-সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইলেও বালাদিত্য ও পরবর্ত্তী গুপ্তরাজগণও শাকদ্বীপীগণের শাসনভূমি বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, দেওবরণার্ক প্রভৃতি স্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে। য়ুরোপে গথ ও ভারতে বৌদ্ধগণ হূণবংশের হস্তে নিদারুণ অত্যাচার ও অসহ্য অবিচার লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে নরপিশাচরূপে ধারণা করিলেও বাস্তবিক ইহারা অসভ্য নরপিশাচ নহে, ইহারা বৈরনির্য্যাতনমানসে রণরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া যেরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছে, তদ্রূপ প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে এ প্রথা বিরল নহে। খৃষ্টান সাধু কোস্‌মস্ (Cosmos Indicopleustes) ৫৪৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে শ্বেত হূণরাজের দুই সহস্র রণহস্তী ও তদনুরূপ অশ্বারোহী ছিল। এই বিপুল সৈন্যসাহায্যে ভারতের সমগ্র রাজন্যবর্গের নিকট কর আদায় করিয়া ভারত-সম্রাট্ হইয়াছিলেন। গুপ্ত সম্রাট্‌গণের ইতিহাস ও চীনপরিব্রাজক-গণের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে মিহিরকুল বালাদিত্যের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। বালাদিত্যের মাতা মিহিরকুলের অনুপম রূপলাবণ্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া পুত্রের নিকট তাঁহার প্রাণভিক্ষা করেন। তাহাতে বালাদিত্য হূণপতির বন্দিত্বমোচন করিয়া সসম্মানে তাঁহাকে উত্তরাপথে পাঠাইয়া দেন। যে সময়ে তিনি গুপ্তরাজের হস্তে বন্দী, তৎকালে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাকলের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। সুতরাং মিহিরকুলকে আত্মরক্ষার্থ কাশ্মীরে আশ্রয় লইতে হইল। কাশ্মীরপতি তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া একটী ক্ষুদ্ররাজ্যের শাসনভার দিয়াছিলেন। কিছুকাল পরেই মিহিরকুল দলবল সংগ্রহ করিয়া আশ্রয়দাতাকে রাজ্যচ্যুত ও কাশ্মীর সিংহাসন করায়ত্ত করিলেন। অল্পদিন পরেই তিনি গান্ধার অধিকার ও সপরিবারে তত্রত্য হূণপতিকে বিনাশ করিয়া পঞ্চনদে উপস্থিত হইলেন। এখানে এই শিবোপাসক রুদ্র-মূর্ত্তিতে সহস্র সহস্র শাস্ত্রশিষ্ট বৌদ্ধবিনাশ ও শত শত বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার ধ্বংস করিয়া ব্রাহ্মণদিগের হর্ষবর্দ্ধন করিলেন। কিন্তু এ অত্যাচারের প্রতিফল অতি শীঘ্রই তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল। তিনি অল্পদিন মধ্যেই অতি কষ্টে প্রাণত্যাগ করিলেন।

মিহিরকুলপ্রমুখ যে সকল হূণ ব্রাহ্মণানুরাগ ও দারুণ বৌদ্ধ-বিদ্বেষ দেখাইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় শ্রেণী-

* Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, Ch. xxvi, and V. A. Smith's Early History of India (2nd Ed.) p. 299

ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধর আত্মীয়স্বজনগণ অদ্যাপি রাজপুতসমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। রাজপুতনার চম্বলনদীর উপকূলে অবস্থিত প্রাচীন বারোলীসহরে অদ্যাপি লোকে হূণরাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া থাকে। এই স্থানের শিঙ্গারচৌরী নামক দেবালয় হূণরাজপুত্রের বিবাহস্থান বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। অনেকের বিশ্বাস যে ইহারই অপর পারে ভৈঁস্রোর নামক সহরে হূণপতির রাজধানী ছিল। গুজরাটের ভাটগ্রন্থে দেখা যায় খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে হূণেরা গুজরাটের কোন কোন স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই বংশ এখন এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, এখন তাঁহারা অপর রাজপুতশাখার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। মহাত্মা টড সাহেব মহীনদীর কূলে হীনাবস্থায় পতিত কতকগুলি হূণ দেখিয়াছিলেন। হূণজাতির উক্ত পরিচয় হইতে ইহাদিগকে আমরা অসভ্যজাতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে এই জাতি পঞ্জাবে বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে চীনভাষায় অনুবাদিত ললিতবিস্তরে হূণলিপির উল্লেখ আছে। ললিতবিস্তরমতে বুদ্ধদেব এই হূণলিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সুপ্রাচীন লিপি দ্বারাও হূণকে আমরা অসভ্য বলিতে প্রস্তুত নহি। অধ্যাপক লাসেন মনে করেন যে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০ অব্দে মধ্যএসিয়ায় ইলিনামকপ্রদেশে সু-তাতারগণ য়ুএ-চি বা শ্বেতহূণের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল। সু-তাতারগণ শাকবংশীয় এবং শ্বেতহূণগণ তোচারিবংশীয়। মুসলমান-প্রভাবকালে পূর্ব্বোক্ত হূণজা প্রভৃতি স্থানবাসী এই জাতীয় যাঁহারা মুসলমানধর্ম্ম ও মুসলমান আচার গ্রহণ করিয়াছিল, অথবা হিমালয়প্রদেশে অসভ্যজাতির সংস্রবে যাহারা হীনাচারী হইয়া পড়িয়াছে, জটাধরপ্রমুখ ব্রাহ্মণ কোষকারগণ তাহাদিগকেই গোখাদক ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হূণসম্রাট্ তোরমাণ ও মিহিরকুলের বহুতর মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যে বহুপূর্ব্ব হইতে যে হূণ বা হোনমুদ্রা প্রচলিত আছে, কেহ কেহ মনে করেন যে তাহা প্রথমে হূণ সম্রাট্গণই প্রচলন করেন। কিন্তু শাহকোট ও চিনিওট প্রভৃতি স্থান হইতে যে সকল প্রাচীন হূণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সহিত দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত হূণমুদ্রার বিশেষ সাদৃশ্য নাই। [হূন দেখ]

হূণগরি, (Hungary) য়ুরোপের একটি রাজ্য। দানিয়ুব নদী দ্বারা এই দেশ ঊর্দ্ধ ও নিম্ন হূণগরি এই দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার মধ্যেও আবার ৪৮টী প্রদেশ আছে। এখানকার ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ মনে করেন যে হিমালয় হইতে রুষরাজ্যের ওকটস্ক এবং লাপলাণ্ড পর্য্যন্ত অধিবাসিগণ যে যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহার মূল তাতারভাষা, হূণগিরি ভাষাও তাহারই অন্তর্গত। য়ুরোপে হূণজাতির প্রভাব বিস্তার ও হূণগরি রাজ্য-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এইরূপ ইতিহাস পাওয়া যায়—

হিউঙ্গণু নামে চীন ইতিহাসে যে শক্তিশালী জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ হূণ তাহাদেরই একটী শাখা। ৪র্থ শতাব্দীতে ইহারা য়ুরোপ আক্রমণ করিয়াছিল। ইহারা পূর্ব্বে চীন প্রাচীরের নিকট হইতে কাস্পিয়সাগর পর্য্যন্ত একটী প্রবল শক্তিসম্পন্ন জাতিরূপে বাস করিতেছিল। কিন্তু অবশেষে অরাজকতায় যখন ইহাদের ঐক্য এবং জাতীয় দৃঢ়তা ভাঙ্গিয়াছিল, তখন ইহাদের একটী শাখা পলায়ন করিয়া উরাল নদীর নিকট উপনিবেশ স্থাপন করিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ইহারা বলমীরের অধীনে য়ুরোপ আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল। যে সকল দুর্দ্ধর্ষ জাতি রোমসাম্রাজ্য পতনের সহায়তা করিয়াছিল, হূণগণ তাহাদের অন্যতম। অষ্ট্রগথ-দিগের রাজ্য আক্রমণ করিয়া হূণেরা তাহাদের রাজাকে উপর্য্যুপরি যুদ্ধে পরাজয় করিয়া অবশেষে তাহাকে নিহত করিল। অতঃপর ইহারা ভিসিগথদিগকে পরাজয় করিল। ভিসিগথগণ সম্রাট্ ভালেন্সের অনুমত্যনুসারে থ্রেসে বাস করিবার অধিকার পাইল। ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত হূণগণ রোম-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বিরত হইয়া দানিয়ুবের উত্তর-স্থিত নানাজাতিকে বশে আনয়ন করিতেছিল। এই সময়ে এমন কি ইহারা রোমকদিগকে অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে রোমকগণের ব্যবহারে হূণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। এই সময়ে প্রসিদ্ধ বীর আটিলা হূণগণের রাজা হইলেন। তিনি রোমকদিগের সহিত একটী সাময়িক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই অবসরে তিনি আপন রাজ্য স্কাইদিয়া (Scythia) এবং পারস্য পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। একটী রোমক বিসপের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রুদ্ধ হইয়া আটিলা পূর্ব্বরোমকসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁহার বিখ্যাত অভিযান আরম্ভ করিলেন। তিনি দক্ষিণে থার্ম্মোপাইলে, শালিপলি এবং কনস্তান্তিনোপল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়া অবশেষে যুদ্ধব্যয়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থলাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ৪৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি পশ্চিম অভিযানে যাত্রা করিয়া অবশেষে প্রসিদ্ধ শালো-ক্ষেত্রে ক্লোভিস্ দ্বারা পরাজিত হইলেন। ইতালীয় অভিযানে তিনি আগিলিয়া এবং ভিনিসিয়া ধ্বংস করিয়া অবশেষে পোপ লিওর সহিত সাক্ষাতের পরে পানোনীয়ায় ফিরিয়া গেলেন, তথায় ৪৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে তিনি যে প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতেছিলেন, তাহা

ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। তাঁহার পুত্রগণ পরস্পরের সহিত পরস্পর যুদ্ধ করিয়া যাদবগণের স্থায় ধ্বংস হইতে লাগিল। নেটাদ নদীর নিকটে একটী ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহার ফলে ৩০,০০০ সহস্র হূণ এবং আটিলার জ্যেষ্ঠপুত্র নিহত হইল। ইহার পরে হূণগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ব্ব য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে দল বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিল। একটী দল ছোট স্কাইদিয়া, আর একটী সার্ভিয়া ও বুলগেরিয়া অধিকার করিল। প্রধান শাখাটী উরাল নদীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে তাহাদের আদিম দেশে গিয়া বাসস্থাপন করিয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে য়ুরোপের ইতিহাসে বুলগেরিয় নামে হূণগণ অভিহিত হইত। ইহারা দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়া আবার পূর্ব্ব রোম-সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু অবশেষে তাহারা আবরগণের দ্বারা পরাজিত হইল। ৬৩০ খৃঃ অব্দে ক্রোরতের অধীন ইহারা পুনরায় স্বাধীন হইয়া সম্রাট্ হিরাক্লিয়সের সহিত সন্ধি করিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে এই রাজ্য তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইল।

এই হূণজাতির বাসভূমিই হূণগরি (Hungary) নামে খ্যাত, অধুনা অষ্ট্রীয়া-সম্রাট্ শাসিত। এই বিস্তৃত দেশটি অক্ষা° ৪৪°১০´ হইতে ৪৯° ৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ১৪° ২৫´ হইতে ২৬° ২৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১২৪২৩৪ বর্গমাইল, বৃটীশ যুক্তরাজ্য অপেক্ষা ৩০০০ বর্গমাইল বৃহৎ।

হূণগরি প্রপার, ত্রানসিলভানিয়া ফিউম, ক্রোশিয়া, শ্লাভনিয়া এবং মিলিটারী ফ্রন্‌টিয়ার হূণগরি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

নিম্নে হূণগরির বিভাগগুলি এবং তাহাদের ভূপরিমাণ প্রদত্ত হইল।

হূণগরি প্রপার এবং ত্রানসিলভানিয়া ফিউম	১০৮২৬৮	মাইল
ক্রোশিয়া এবং শ্লাভনিয়া	৮৬৬৫	„
মিলিটারী ফ্রন্‌টিয়ার	৭২৯৮	„

এই সকল বিভাগ হইতে বিভক্ত করিলে হূণগরি প্রপারের উত্তরে মরেভিয়া, সিলেসিয়া এবং গালিসিয়া, পূর্ব্বে বুকোবিনা এবং মলদেভিয়া, দক্ষিণে ওয়ালেসিয়া, সর্ভিয়া, ক্রোসিয়া ও শ্লাভনিয়া এবং পশ্চিমে ষ্টিরিয়া, নিম্নঅষ্ট্রীয়া এবং মরেভিয়া। হূণগরি কেবল সামান্য স্থান ব্যাপিয়া আদ্রিয়াটিকসাগরের তটবর্ত্তী, কিন্তু চারিদিকেই ইহা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত।

হূণগরির পর্ব্বতমালা য়ুরোপীয় দুইটী প্রধান পর্ব্বতশ্রেণী আল্লস্ এবং কার্পাথিয়ানের শাখা। কার্পাথিয় পর্ব্বতমালা অর্দ্ধবর্ত্তুলাকারে হূণগরির উত্তর এবং পূর্ব্বদিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ষ্টিরিয়া হইতে আল্লস্ পর্ব্বতমালা হূণগরির পশ্চিমে কতকগুলি নিম্ন শাখা প্রশাখা প্রেরণ করিয়াছে। বোকনি এবং ভের্ত্তিজমালা আল্লস্ পর্ব্বতশ্রেণীর শাখা। উত্তর কার্পাথীয় পর্ব্বতমালার শৃঙ্গগুলির সাধারণ উচ্চতা ৬০০০০ ফিট্ হইতে ৮০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত। কার্পাথীয় এবং আল্লস্পর্ব্বতমালা হূণগরির দুইটী সমভূমিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। এখানকার প্রেসবার্গ অববাহিকার ভূপরিমাণ ৬০০০ বর্গমাইল। য়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অববাহিকা পেস্ত ইহার অন্তর্গত, তাহার ভূপরিমাণ ৩৭০০০ বর্গমাইল। মধ্য এবং দক্ষিণ হূণগরি এই বিস্তৃত সমভূমির অন্তর্গত। ইহার মধ্য দিয়া থীসনদী এবং তাহার অনেকগুলি উপনদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে এই বিশাল ভূমিখণ্ড অনুর্ব্বর এবং কৃষিকর্ম্মের অনুপযোগী, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই উর্ব্বর ও শস্যসম্পন্ন কৃষিক্ষেত্র।

দানিয়ুব, ড্রেভ এবং থীসনদী হূণগরির প্রধান নদী। জলহাওয়া অনুসারে হূণগরিকে তিনটী বিভাগে বিভক্ত করা যায়। উচ্চ ভূমির (Highland) জলহাওয়া শীতপ্রধান, এখানে ৬ মাসই শীত; মধ্য ভূমির জলহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ এবং নিম্ন ভূমি গ্রীষ্মপ্রধান।

প্রথমে পাননীয়, তৎপরে হূণ, গথ, লম্বাড ও আবরীগণ হূণগরি অধিকার করিয়াছিল, অবশেষে এসিয়া হইতে মাগিয়ার নামে এক প্রবল জাতি আসিয়া এই দেশটি জয় করিল। খৃঃ ১০ম শতাব্দীতে ইহারা যীশুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। মাগিয়ার দলপতি আরপাদ প্রথমে হূণগরি জয় করিয়াছিলেন; তাঁহার পৌত্র গেইসা খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সেণ্ট ষ্টিভেনই প্রথমে হূণগরির অধিবাসীদিগের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচার করেন, তিনি ডিউক উপাধি পরিত্যাগ করিয়া রাজা উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক সমতলপ্রদেশে তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত করিতে পারিয়াছিলেন।

হূণগরির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের রাজার অপ্রতিহত ক্ষমতার বিরোধী ছিল। রাজার সহায়তায় তাঁহারাই রাজ্য শাসন করিত। সাধারণ লোকদিগের কোন ক্ষমতা ছিল না, তাহারা এই অভিজাত-সম্প্রদায়ের দাস-প্রজা স্বরূপ ছিল।

নেপল্‌সের ২য় চার্লসের সহিত হূণগরির রাজকুমারীর বিবাহ হওয়াতে ইটালির সহিত হূণগরির ইতিহাস জড়িত হইল। যখন হূণগরির রাজকুমার আণ্ড্রু নেপল্‌সের রাণী জোয়ানাকে বিবাহ করিলেন, তখন নেপ্‌লসের সিংহাসনে রাণীর উত্তরাধিকারস্বত্ব হেতু আণ্ড্রু সিংহাসনের অধিকার লাভ করিলেন; কিন্তু জোয়ানার সহিত তাঁহার কলহ ছিল, এই জন্য রাণী তাঁহাকে নিহত করিল, ভ্রাতৃহত্যার প্রতিহিংসা লইবার জন্য হূণগরির রাজা লুই জোয়ানার বিরুদ্ধে ইতালিতে সৈন্যচালনা করিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু হূণগরির গোলযোগে তাঁহাকে তাঁহার নিজের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। লুইএর কন্যাকে সিজিস্মণ্ড্ বিবাহ

করিয়াছিলেন, যখন লুই অপুত্রক মারা গেলেন, তখন সিজিসমণ্ড হূণগরির রাজা হইলেন; সিজিসমণ্ড অবশেষে অধিকার-শূন্য গৌরব-যুক্ত সম্রাটের পদ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। হূণগরির রাজকুমারী মরিবার পরে যখন সিজিসমণ্ড অন্য বিবাহ করিলেন, তখন তাঁহার হূণগরির অধিকার অব্যাহত রহিয়া গেল, এমন কি তিনি তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহের সন্তান ও জামাতা আলবার্টকে হূণগরির সিংহাসন দান করিয়া যাইতে পারিলেন। যখন আলবার্ট মারা গেলেন, তখন রাণী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এই উপলক্ষে হূণগরির অভিজাতবর্গ তাঁহাদের রাজ্যে অষ্ট্রীয়রাজ-পরিবারের প্রাধান্যে ঈর্ষাবশতঃ তাঁহারা পোলাণ্ডের রাজা উলাডিসলাস্‌কে আহ্বান করিয়া আনিলেন। তখন উলাডিসলাস্ হূণগরির রাজা হইলেন। এই সময়ে ২য় অমুরথের অধীনে হূণগরির সীমান্তে মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। উলাডিসলাস্ রাজার যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত হইলেন। তৎপরে অভিজাতবর্গ আলবার্টের শিশু পুত্রকে রাজা করিলেন এবং রাজ্যশাসনের ভার সুযোগ্য তদ্দেশীয় হুনিয়াডিদের হস্তে অর্পিত হইল।

যখন দ্বিতীয় মহম্মদ কনস্তান্তিনোপল জয়ের তিন বৎসর পর দানয়ুবের তটাস্থিত প্রসিদ্ধ দুর্গ বেলগ্রেড্-জয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন হুনিয়াডিস্ তাঁহাকে পরাজিত করিলেন, এই প্রসিদ্ধ খালফা হুনিয়াডিসের হস্তে তাঁহার প্রথম পরাজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। এই যুদ্ধজয় হেতু সমগ্র য়ুরোপকে এই বীরের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিল, কারণ যদি এই যুদ্ধে ২য় মহম্মদ জয় লাভ করিতেন, তাহা হইলে সমগ্র য়ুরোপ মুসলমান নরপতির করতলগত হইত। হুনিয়াডিস্ এই যুদ্ধের অনতিবিলম্বে মারা গেলেন; রাজা লাডিসলাস্ তিনিও বেশী দিন জীবিত ছিলেন না; ন্যায়তঃ এই রাজ্যের অধিকারী এখন অষ্ট্রীয়া-রাজ ৩য় ফ্রেডরিক, কিন্তু হূণগরির জনসাধারণে তাঁহার চরিত্রের উপরে ততদূর শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না, এই জন্য তাহারা তাহাদের ত্রাণকর্ত্তা হুনিয়াডিসের উপরে কৃতজ্ঞতা হেতু তাহার সুযোগ্য পুত্র মাথিয়াসকে রাজপদে বরণ করিল। মাথিয়াস্ ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি বহুবার মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে প্রেসবুর্গের সন্ধির সর্ত্তানুসারে হূণগরির রাজবংশের অবসানের পর হূণগরি অষ্ট্রীয়ারাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইল। [অষ্ট্রীয়া দেখ।]

হূণদেশ, অপর নাম নারী-খোরসুম। হিমালয়-শৈলমালার মধ্যে চীনাধিকারভুক্ত তিব্বতের এক অংশ। শতদ্রুনদীর উপর অববাহিকা ও কমলানদীর শিরোভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানের নামকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ স্ব স্ব মত ভিন্নরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। উইল্‌সন সাহেবের মতে হূন্ অর্থ তুষার, অর্থাৎ বরফাবৃত দেশ বলিয়া হূণদেশ নাম হইয়াছে। কাপ্তেন ষ্ট্রাচি সাহেবের মতে মহাভারত ও পুরাণোক্ত হূণজাতির দেশ বলিয়া ইহার নাম হূণদেশ। হূণ্গারর পণ্ডিত কোরোস্‌ও এই মত সমর্থন করেন। তিনি মনে করেন যে এই স্থানই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি বাসভূমি। রাইয়াল্ সাহেবের মতে হূণ অর্থে স্বর্ণ, স্বর্ণপ্রসূভূমি বলিয়া হূণদেশ নাম হইয়াছে। এখানকার অধিবাসিগণ এখন হুণিয়া নামে পরিচিত।

হূণিয়ারা সাধারণতঃ ভ্রমণশীল। অনেকেই গো, মেষ, ছাগাদি পালন করে; ইহারা সবল ও সংস্বভাব, কিন্তু শীতপ্রধান স্থানবাসীদের ন্যায় নোংরা। ইহাদের মধ্যে এক স্ত্রীর বহুস্বামিগ্রহণের প্রথা প্রচলিত। ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা লাদকবাসী ভোটদিগের মত। ইহারা চা ও ছাতু খাইয়া জীবনধারণ করে। প্রত্যেকেই প্রায় ৩ বর্ষের খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। ইহাদের গ্রামগুলি কেবল তাঁবু বলিলেই চলে। বৃটীশ ভারত হইতে হূণদেশে যাইতে ৫টি গিরিসঙ্কট আছে। ঐ সকল সঙ্কট অনেক সময়ে তুষারাবৃত থাকে, কেবল জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত এখানে বাণিজ্যপণ্য যাতায়াত করিতে পারে, এ সময়েও লাসাবাসী চীনরাজপুরুষের নিকট ছাড় লইতে হয়। নচেৎ কেহই যাতায়াত করিতে পারে না। গারতোক হইতে ১০০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে হূণদেশের থোকজলঙ্গ নামক ভূভাগের নিকট সোনা পাওয়া যায়। সর্পণ নামক একজন স্বর্ণাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে এখানকার সোণা-ধোয়াকার্য্য সম্পন্ন হয়। তিনি প্রত্যেক খনকের নিকট হইতে প্রতি বর্ষে ½ ঔন্স পরিমাণ সোণা পাইয়া থাকেন। এখানকার গুঁড়া সোণা গারতোকে প্রতি ১॥০ ভরি ১৬ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। তিব্বতের রাজধানী লাসানগরীতেই ইহার কাট্‌তি বেশী। হুণিয়ারা মানসসরোবরে গিয়াও স্বর্ণ আহরণ করিয়া থাকে।

হূণলিপি (পুং) লিপিভেদ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ আছে।

হূত (ত্রি) হ্বে-ক্ত, সম্প্রসারণং। আহূত, আহ্বানীকৃত, যাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

হূতি (স্ত্রী) হ্বে ক্তিন্, সম্প্রসারণং আহ্বান। (অমর)

হূন (পুং) সাধু আচারবর্জ্জিত ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ।

"স্বপাকশ্চ তুরুষ্কশ্চ হূনো যবন ইত্যপি।
লোকবাহ্যশ্চ যো বাজিগবাদ্যাচারবর্জ্জিতঃ।
ম্লেচ্ছকিরাতশবরপুলিন্দাদ্যাস্তু তদ্ভিদা॥" (জটাধর)

২ মান্দ্রাজপ্রদেশে প্রচলিত প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ। ইহা ওজনে ৫০ গ্রেণ, এক একটীর মূল্য ৩০॥০ টাকা। ইংরাজ রাজপুরুষগণের নিকট এই মুদ্রাই 'পাগোডা' নামে পরিচিত ছিল।

হূম্ (অব্য) হূয়তে ইতি বাহুলকাৎ মঃ। ১ প্রশ্ন। ২ বিতর্ক। (অমর) ৩ সম্মতি। ৪ ক্রোধ। ৫ ভয়। ৬ নিন্দা। ৭ অবজ্ঞা।

অমরটীকায় ভরত প্রশ্নাদি অর্থে এই কয়টী উদাহরণ দিয়াছেন। "বিতর্কে হূম্ চৈত্রোঽপি পণ্ডিতঃ। প্রশ্নে হূম্ কো লঙ্কাধিপতিঃ। অনুমতৌ চ হূম্ কৃতং হূম্। ভয়ে চ হূম্ ন গন্তব্যং।" (ভরত)

হূরব (পুং) হূ ইতি রবোঽস্য। শৃগাল। (হেম)

হূরহূণ (পুং) দেশবিশেষ। (বাসবদত্তা°)

হূর্চ্ছ, কৌটিল্য। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হূর্চ্ছতি। লিট্ জুহূর্চ্ছ। লুট হূর্চ্ছিতা। লুঙ্ অহূর্চ্ছীৎ।

হূর্চ্ছন (ক্লী) হূর্চ্ছ ভাবে ল্যুট্। কৌটিল্য।

হূহু (পুং) আহ্বয়তীতি হ্বে স্পর্দ্ধায়াং ক্বিপ্, সংপ্রসারণং অভ্যাস্ক্ষে দ্বিত্ব°, নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ। গন্ধর্ব্ববিশেষ।

"যোঽসৌ গ্রাহঃ স বৈ সদ্যঃ পরমাশ্চর্য্যরূপধৃক্।

মুক্তো দেবলশাপেন হূহূর্গন্ধর্ব্বসত্তমঃ॥" (ভাগবত ৮।৪।৩)

হৃ, হৃঞ্ হৃ ধাতু। ১ প্রাপণ। ২ স্বীকার। ৩ স্তেয়, হরণ, চুরি। ৭ নাশন। ভ্বাদি°, উভয়°, দ্বিক°, অনিট্। লট্ হরতি-তে, লিট্ জহার, জহ্রে। লুট্ হর্ত্তা। লৃট্ হরিষ্যতি-তে। লুঙ্ অহার্ষীৎ, অহার্ষ্টাং অহার্ষুঃ। অহৃত, অহৃষাতাং, অহৃষত। কর্ম্মবাচ্য লট্ হ্রিয়তে। লুঙ্ অহারি। সন্ জিহীর্ষতি-তে। যঙ্ জরীহ্রীয়তে, যঙ্-লুক জর্হরীতি, জরিহরীতি, জরীহরীতি, জর্হর্ত্তি, জরিহর্ত্তি, জরীহর্ত্তি। ণিচ্ হারয়তি তে। লুঙ্ অজীহরৎ-ত।

"উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।

প্রহারাহারসংহারবিহারপরিহারবৎ॥" (ধাতুগণ)

ধাতুর যে অর্থ থাকে, উপসর্গ পূর্ব্বক হইলে তাহার বিপরীত অর্থও হইয়া থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত—প্রহার, আহার, সংহার ও বিহার প্রভৃতি। এই সকল অর্থ ধাত্বর্থের সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

অনু+হৃ সদৃশীকরণ। অপ+হৃ দূরীকরণ, ২ অপহরণ। অভি+হৃ আভিমুখ্য দ্বারা হরণ। সম+অভি+হৃ পৌনঃপুন্য দ্বারা সম্পাদন। অভি+অব+হৃ ভোজন। সম+অভি+বি+আ+হৃ নৈকট্য সম্বন্ধসম্পাদন, সমভিব্যাহার। অব+হৃ দূরীকরণ। বি+অব+হৃ ১ বিবাদ, ২ শয়ন, ভোজনাদি দ্বারা সংসর্গ। ৩ উপভোগ, ব্যবহার। আ+হৃ ভোজন। ২ নানাস্থানীয় বস্তুর একত্রীকরণ, আহার, আহরণ।

অধি+আ+হৃ তর্ক, অন্যত্র শ্রুত পদের অন্বয়ার্থ আকর্ষণ, অধ্যাহার। অভি+হৃ আভিমুখ্য দ্বারা আহরণ। উদ্+আ+হৃ দৃষ্টান্ত রূপে উপন্যাস, কথন। প্রতি+উদ্+আ+হৃ প্রতিরূপতা দ্বারা উপন্যাস, কথন। পরি+আ+হৃ পরিতঃ আহরণ।

প্রতি+আ+হৃ তন্ত্ররূপে পঠিত একৈকের গ্রহণ, প্রত্যাহার, বিষয় হইতে মনের নিবারণ, বিষয়াকৃষ্ট মনকে নিগ্রহ করণ।

বি+আ+হৃ কথন, শব্দোৎপাদক ব্যাপার। সম+আ+হৃ সংগ্রহ, নানা স্থানস্থিতের একত্রোপন্যাস, সংঘাত।

উৎ+হৃ উত্তোলন, উৎক্ষেপণ। অভি+উৎ+হৃ অভিমুখে উদ্ধরণ, বা অভিতঃ উৎক্ষেপণ।

প্রতি+উৎ+হৃ প্রতিকূলতা বা প্রাতিরূপ্যে, উদ্ধরণ।

উপ+হৃ সামীপ্যে আনতীকরণার্থ দান, উপনয়ন, উপঢৌকন, উপহার। প্রতি+উপ+হৃ প্রতিরূপতা, উপঢৌকন। নি+হৃ নিতরাং হরণ। ২ হিমনিস্রবণ, নীহার। নিস্ (র) হৃ বহিষ্করণ, অপসারণ। পরি+হৃ দোষাদিনিবারণ, পরীহার। প্র+হৃ প্রহার, তাড়ন, নিঘাত। প্রতি+প্র+হৃ প্রতিরূপ তাড়ন, প্রতিপ্রহার। প্রতি+হৃ প্রত্যেক হরণ। প্রতিরূপ হরণ।

বি+হৃ দেশবিশেষে গমন দ্বারা সন্তোষকরণার্থ ব্যাপার, বিহার। বি+অতি+হৃ পরস্পর এক জাতীয় ক্রিয়াকরণ।

সং+হৃ তাড়ন, মারণ, সংহার। উপ+সং+হৃ প্রকরণ, পঠিতের সমাপন। উপসংহার, শেষীকরণ। উপসর্গপূর্ব্বক হৃ ধাতুর এইরূপ অনেক অর্থ হইয়া থাকে। এই ধাতু উভয়পদী, কিন্তু কোন কোন উপসর্গপূর্ব্বক কেবল আত্মনেপদী হইয়া থাকে।

হৃ, প্রসহ্যকৃতি। বলাৎকার। জুহোত্যাদি°, পরস্মৈ°, সক°, অনিট্। লট্ জহর্ত্তি।

হৃচ্ছয় (পুং) হৃদি শেতে ইতি শী (অধিকরণে শেতে। পা ৩।২।১৫) ইতি অচ্। ১ কামদেব। (হলায়ুধ) (ত্রি) ২ হৃদয়শায়ী; যিনি হৃদয়ে শয়ন করেন।

"জগৎপতিরনির্দ্দেশঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বভাবনঃ।

হৃচ্ছায়ঃ সর্ব্বভূতানাং জ্যেষ্ঠো রুদ্রাদপি প্রভুঃ॥"(ভারত ১৩।৮৫।১৭)

হৃচ্ছূল (ক্লী) হৃদয়জাতং শূলমিতি মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়ঃ। হৃদয়জাত শূলরোগ, হৃদয়ে যে শূল হয়। হৃদয়, পার্শ্ব ও বস্তি প্রভৃতি স্থানে শূলরোগ হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ—

"কফপিত্তাবরুদ্ধস্তু মারুতো রসবর্দ্ধিতঃ।

হৃদয়স্থঃ প্রকুপতে শূলমুচ্ছ্বাসরোধকঃ।

স হৃচ্ছূল ইতি খ্যাতো রস মারুতকোপজঃ॥" (মাধবনি°)

বায়ু, কফ ও পিত্ত কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ এবং রস দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া উচ্ছ্বাসের অবরোধক হৃদয়দেশে শূলরোগ উৎপাদন করে, এই শূলরোগ হৃচ্ছূল নামে অভিহিত হয়। এই শূল অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক। [ইহার বিশেষ বিবরণ শূলরোগ শব্দে দেখ] গরুড়পুরাণ ১৮৯ অধ্যায়ে ইহার চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

হৃচ্ছোক (পুং) হৃদয়ের শোক।

হৃচ্ছোষ (পুং) হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শোষ।

হৃজ্জ (ত্রি) হৃদয়াজ্জায়তে জন-ড, হৃদয়শব্দস্য হৃদাদেশঃ। হৃদয়-জাত, যাহা উদয় হইতে জন্মে।

হৃণিয়া (স্ত্রী) হৃণীয়তে ইতি হৃণীঙ্ কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক্, ততঃ অঃ, নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ। হৃণীয়া, নিন্দা, তিরস্কার। (রায়মুকুট)

হৃণীয়া (স্ত্রী) হৃ-ণীঙ্ কণ্ড্বাদিত্বাঃ যক্, অঃ, টাপ্। নিন্দা। (অমর)

হৃৎ (ক্লী) হরতি হ্রিয়তে ইতি হৃ (বৃহ্রোঃ ষুক্হুক্ চেতি। উণ্ ৪।১০০) ইতি বাহুলকাৎ কেবলাদপি দুক্। ১ হৃদয়, বক্ষঃস্থল।

'চিত্তন্তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ।' (অমর)

(ত্রি) হরতীতি হৃ-ক্বিপ্-তুক্ চ। ২ হরণকারী, যিনি হরণ করেন।

হৃত (ত্রি) হৃ-ক্ত। যাহা বিনষ্ট হইয়াছে, কৃতহরণ, যাহা অপহৃত হইয়াছে, অপহৃত বস্তু।

হৃতি (স্ত্রী) হৃ-ক্তিন্। হরণ।

হৃৎকম্প (পুং) হৃদয়স্য কম্পঃ হৃদয়শব্দস্য হৃদাদেশঃ। হৃদয়-কম্পন। বুক কাঁপা।

হৃত্তাপ (পুং) হৃদয়স্য তাপঃ। হৃদয়ের উত্তাপ।

হৃৎপঙ্কজ (ক্লী) হৃদয়স্থিতং পঙ্কজং। হৃদয়াস্থিত পদ্ম। হৃদয়-দেশে ষড়্দল একটী পদ্ম আছে। হৃদয় রূপ পদ্ম।

হৃৎপীড়ন (ক্লী) হৃদয়স্য পীড়নং হৃদাদেশঃ। হৃদয়দেশের পীড়ন, বক্ষঃস্থলে পীড়ন।

হৃৎপীড়া (স্ত্রী) হৃদয়স্য পীড়া। হৃদ্রোগ, হৃদয়ের রোগ, বক্ষঃ-স্থলের পীড়া।

হৃৎপুণ্ডরীক (ক্লী) হৃৎপদ্ম, হৃদয়রূপ পদ্ম।

হৃৎপুষ্কর (ক্লী) হৃদয়রূপ পদ্ম।

হৃৎপ্রতিষ্ঠ (ত্রি) হৃদি প্রতিষ্ঠা স্থিতির্যস্য। হৃদয়স্থিত, হৃদয়ে যাহার অবস্থান, মন হৃৎপ্রতিষ্ঠ, অর্থাৎ মন হৃদয়ে অবস্থিত আছে। "হৃৎ প্রতিষ্ঠং যদজিরং" (শুক্লযজু° ৩৪।৬) 'হৃৎপ্রতিষ্ঠং হৃদি প্রতিষ্ঠা স্থিতির্যস্য তৎ হৃদ্যেব মন উপলভ্যতে' (মহীধর)

হৃৎপ্রিয় (ত্রি) হৃদয়স্য প্রিয়ঃ হৃদাদেশঃ। হৃদয়ের প্রিয়, অন্তরের সহিত প্রিয়, হৃদয়ের বন্ধু।

হৃৎস্তম্ভ (পুং) হৃদয়স্তম্ভন।

হৃদ্ (ক্লী) হৃ বাহুলকাৎ দুক্। ১ হৃদয়। ২ মনঃ। (অমর)

হৃদংসনি (ত্রি) হৃদয়ের সংভক্তা। "য ইন্দ্রস্য হৃদংসনিঃ" (ঋক্ ৮।৬১।১৪) 'হৃদংসনিঃ হৃদয়স্য সংভক্তা' (সায়ণ)

হৃদয় (ক্লী) হ্রিয়তে বিষয়ৈরিতি হৃ (বৃহ্রোঃ ষুগ্দুকৌ চ। উণ্ ৪।১০০) ইতি কয়ন্ দুক্ চ। বক্ষঃস্থল, বুক, মনঃ, চেতনাস্থান।

'উরস্যাপি চ বুক্কায়াং হৃদয়ং মানসেঽপি চ।' (ত্রিকা°)

অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন,—বুক্ক, অগ্রমাংস, হৃদয় ও হৃদ্ এই চারিটীই হৃদয়পর্য্যায়ক, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, বুক্ক, হইতে পৃথক্ হৃদয়ের অন্তর্গত পদ্মাকার মাংসবিশেষ আছে, তাহাকেই হৃদয় কহে।

"বুক্কাগ্রমাংসহৃদয়ং হৃদিতি, চত্বারি হৃদয়ে। কেচিত্তু বুক্কাৎ পৃথগেব হৃদয়ান্তর্গতে মাংসাবশেষে হৃদয়াদিদ্বয়মাহুঃ।" (ভরত)

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, হৃদয় অধোমুখ পদ্মের ন্যায় অবস্থিত, এই পদ্ম যখন বিকশিত হয়, জীব তখন জাগ্রত হয় এবং ইহার নিমীলিত অবস্থায় জীবের নিদ্রা হইয়া থাকে। হৃদয়ই চেতনাস্থান। প্রাণবহা ধমনীসকল ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে।

"পুণ্ডরীকেন সদৃশং হৃদয়ং স্যাদধোমুখং।
জাগ্রতস্তদ্বিকসতি স্বপতশ্চ নিমীলতি ॥" (শারীরস্থা° ৪ অ°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, হৃদয় অর্থাৎ বক্ষঃ চতুর্থ অঙ্গ। এই অঙ্গে পুরুষ ও নারী এই উভয়েরই দুইটী করিয়া স্তন থাকে। কিন্তু নারীগণের স্তনদ্বয় যৌবনে স্থূলতর হয়। গর্ভবতী ও প্রসূতা নারীগণের স্তনদ্বয় স্তন্যপূর্ণ হইয়া থাকে। এই বক্ষঃস্থলে হৃদয় অবস্থিত। সুতরাং ইহা বক্ষের একটী উপাঙ্গ। এই উপাঙ্গ অধোমুখে থাকিয়া জাগ্রত অবস্থায় পদ্মের ন্যায় প্রকাশিত থাকে এবং নিদ্রিত অবস্থায় মুদ্রিত হয়। ইহা জীবগণের উৎকৃষ্ট চেতনাস্থান, এইকারণ ইহা তমোগুণ দ্বারা অভিব্যাপ্ত হইলে প্রাণিসমূহ নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে, হৃদয়কে উৎকৃষ্টচেতনার স্থান বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত শরীর চেতনাস্থান হইলেও হৃদয়ই সর্ব্বপ্রধান, কারণ ইহার উপঘাতে জীবের মৃত্যুসঙ্ঘটিত হয়।

হৃদয়, মহৎ ও অর্থ এই তিনটী হৃদয়ের পর্য্যায়।

এই হৃদয়ে দশটী ধমনী আছে। ধমনীসকল মহামূলা ও মহাফলা। ছয় অঙ্গ, অর্থাৎ হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, মস্তক ও মধ্যদেহ, বিজ্ঞান, দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও রসনা এই পঞ্চেন্দ্রিয়, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ ও রস এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ, সহন, আত্মা, মনঃ ও মনোবিষয় এই সকলই হৃদয়সংস্থিত। গৃহের আড়া যেমন গৃহাচ্ছাদনসাধ্য কাষ্ঠসমূহের আশ্রয়, সেইরূপ হৃদয়ও ষড়ঙ্গাদি পদার্থসমূহের অবলম্বন। হৃদয় আহত হইলে মূর্চ্ছা হয়, হৃদয় ভিন্ন হইলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, কারণ জীবাত্মা স্পর্শ-জ্ঞান, অর্থাৎ যিনি স্পর্শন দ্বারা সমস্ত জ্ঞেয় বস্তু অবগত হন, এবং শরীর ধারণ হেতু ধারি নামে অভিহিত, সেই জীবাত্মাই হৃদয়ে অবস্থিত। এই জন্যই হৃদয় আহত হইলে মূর্চ্ছা এবং হৃদয় ভিন্ন হইলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

জীবাত্মা শরীরের অন্যান্য স্থানেও আছে। কিন্তু তাহা

শরীর ধারণে বা জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে প্রধান নহে। যে হেতু তত্তৎস্থানের উপঘাতেও শরীর-ধারণ ও জ্ঞানোৎপত্তি দেখা যায়। কিন্তু হৃদয়ের উপঘাতে শরীররক্ষা ও জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। অতএব ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হৃদয়ই জীবাত্মার প্রধান আশ্রয়।

আবার শ্রেষ্ঠ ওজঃ পদার্থও হৃদয়াশ্রিত, এবং চৈতন্য ও হৃদয়ে অবস্থিত। হৃদয় এইরূপ মহৎগুণবিশিষ্ট বলিয়া ইহা মহৎ ও অর্থ নামে অভিহিত। হৃদয়দেশে যে দশটী ধমনীসংলগ্ন আছে, তাহাদের নাম মহামূলা ও মহাফলা। হৃদয়ই এই ধমনী সকলের মূল বলিয়া মহামূল, এবং হৃদয়স্থিত ধমনী সকল ওজোবহনপূর্ব্বক শরীরের সর্ব্বস্থানে বিসর্পিত হয়। ওজঃপদার্থ দ্বারা প্রাণিগণ সন্তর্পিত হইয়া জীবিত থাকে ও ওজঃ পদার্থের অভাবে জীবগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইত্যাদি রূপে ওজোবহন করে বলিয়া ইহার মহাফলা নাম হইয়াছে।

(চরকসূত্রস্থা° ৩ অ°)

তন্ত্রশাস্ত্রে ষট্‌চক্রভেদ-স্থলে লিখিত আছে যে, হৃদয়দেশে অনাহত নামে দ্বাদশদল একটী পদ্ম এবং এই পদ্মের দ্বাদশ দলে ব, ভ, ম, য, র, ল, ড, ফ, ক, ট, ঠ, ক্ষ এই ১২টী অক্ষর আছে—

"আধারে লিঙ্গনাভৌ দ্বিদশদশদলে দ্বাদশাব্দে চতুষ্কে
দ্বে পত্রে ষোড়শারে দ্বিদশদশদলে দ্বাদশাব্দে চতুষ্কে।
বাসান্তে বাদিলান্তে ডফকটসহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং
হক্ষৌ কোদণ্ডমধ্যে সকলদলগতং বর্ণরূপং নমামি॥"(ষট্‌চক্রভে°)

হৃদয়ের শুভাশুভ লক্ষণ—সমোন্নত, মাংসল ও পৃথু হৃদয়ই শুভজনক এবং খরলোম ও শিরাল হৃদয় অশুভ।

"সমোন্নতঞ্চ হৃদয়মকম্পং মাংসলং পৃথু।
নৃপাণামধমানাঞ্চ খরলোমশিরালকং॥" (গরুড়পু° ৬৩° অ°)

হৃদয়ক্লম (পুং) হৃদয়ের ক্লান্তি।

হৃদয়গ্রন্থি (পুং) হৃদয়স্য গ্রন্থিরিব অবিশ্বাসবন্ধেন দুর্মোচ্যত্বাৎ। হৃদ্বন্ধ, হৃদয়ের বন্ধন। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥" (ভাগবত ১।২।২১)

হৃদয়গ্রাহ (পুং) মনোহর।

হৃদয়গ্রাহিন্ (ত্রি) হৃদয়ং গৃহ্লাতি গ্রহ-ণিনি। মনোহারী।

হৃদয়ঙ্গম (ক্লী) হৃদয়ং গচ্ছতীতি গম-খচ-মুম্‌চ। ১ যুক্তিযুক্ত বাক্য, পর্য্যায়—সঙ্গত। (অমর) (ত্রি) ২ হৃদয়গত, হৃদ্য, মনোগত। ৩ উপযুক্ত। ৪ মনোহর। "ইতি তেভ্যঃ স্তুতীঃ শ্রুত্বা যথার্থা হৃদয়ঙ্গমাঃ।" (কুমার ২।১৬) 'হৃদয়ঙ্গমাঃ মনোহরাঃ' (মল্লিনাথ)

হৃদয়চ্ছিদ্ (ত্রি) হৃদয়ং ছেত্তি ছিদ্-ক্বিপ্। হৃদয়চ্ছেদকারী, হৃদয়বিদারক, হৃদয়নাশক।

হৃদয়জ (ত্রি) হৃদয়াজ্জায়তে ইতি জন-ড। হৃদয় হইতে জাত, যাহা অন্তঃকরণ হইতে জন্মে।

হৃদয়জ্ঞ (ত্রি) হৃদয়ং জানাতীতি জ্ঞা-ক। যিনি হৃদয় জ্ঞাত আছেন, হৃদ্গত ভাব যিনি জ্ঞাত আছেন।

হৃদয়চর (পুং) কফজ কৃমিভেদ। (চরক বি° ৭ অ°)

হৃদয়দাহিন্ (ত্রি) হৃদয়ং দহতীতি দহ-ণিনি। হৃদয়ের দাহজনক, হৃদয়পীড়ক।

হৃদয়নগর, মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলাজেলাস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। প্রায় ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হৃদয় শাহ এই নগর স্থাপন করেন। এখানে বঞ্জারনদীর তীরে প্রতিবর্ষে একটী বৃহৎ মেলা হয়, তাহাতে নানা প্রকার পণ্যদ্রব্য বিক্রীত হইয়া থাকে।

হৃদয়নাথ শর্ম্মন্, মিথিলাবাসী একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত।

হৃদয়নারায়ণদেব, জটাগ্রামবাসী একজন সামন্তরাজ। ইনি 'হৃদয়প্রকাশ' নামে একখানি সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করেন।

হৃদয়পীড়া (স্ত্রী) হৃদয়স্য পীড়া। হৃদয়ের পীড়া, হৃদ্রোগ।

হৃদয়পুণ্ডরীক (ক্লী) হৃদয়স্থং পুণ্ডরীকং। হৃৎপদ্ম।

হৃদয়প্রিয় (ত্রি) হৃদয়স্য প্রিয়ঃ। অতিশয় প্রিয়, যিনি অন্তঃকরণের সহিত প্রিয়।

হৃদয়রাম, ঈশাবাস্যোপনিষদচন্দ্রিকা নামে ঈশোপনিষদের ভাষ্যরচয়িতা।

হৃদয়রাম মিশ্র, রসরত্নাকরভাষ্যরচয়িতা।

হৃদয়রোগ (পুং) হৃদয়স্য রোগঃ। হৃদ্রোগ। হৃদয়ের পীড়া। [হৃদ্রোগ শব্দ দেখ]

হৃদয়বৎ (ত্রি) হৃদয়মস্যাস্তীতি মতুপ্‌ মস্য বঃ। হৃদয়ালু, প্রশস্ত হৃদয়।

হৃদয়বৃত্তি (স্ত্রী) হৃদয়স্য বৃত্তিঃ। হৃদয়ের বৃত্তি, অন্তঃকরণের বৃত্তি।

হৃদয়ব্যাধি (পুং) হৃদয়স্য ব্যাধিঃ। হৃদয়পীড়া, হৃদয়ের রোগ।

হৃদয়শাহ বা হৃদয়সিংহ, বুন্দেলা-অধিপতি ছত্রশালের পুত্র। ইনি নিজ নামানুসারে প্রায় ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে হৃদয়নগর পত্তন করেন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে ইনি গড়াকোট অধিকার করেন। [গড়াকোট ও ছত্রশাল দেখ।] ইনি বহু হিন্দীকবির প্রতিপালক ছিলেন।

হৃদয়শূল (ক্লী) হৃদয়স্য শূলং। হৃচ্ছূল, হৃদয়জাত শূলরোগ। [শূলরোগ দেখ।]

হৃদয়শোক (পুং) হৃদয়স্য শোকঃ। হৃচ্ছোক, হৃদয়ের শোক।

হৃদয়সন্ধি (পুং) হৃদয়গত সন্ধি।

হৃদয়স্থ (ত্রি) হৃদয়ে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। হৃদয়স্থিত, যাহা হৃদয়ে থাকে।

হৃদয়স্থান (ক্লী) হৃদয়স্য স্থানং। বক্ষঃস্থল। পর্য্যায়—ক্রোড়, উরঃ, বক্ষঃ, বৎস। ভুজান্তর। (হেম)

হৃদয়স্পৃশ্ (ত্রি) হৃদয়ং স্পৃশতি স্পৃশ্-ক্বিপ্। হৃদয়স্পর্শকারী, যাহা হৃদয়স্পর্শ করে।

হৃদয়হারিন্ (ত্রি) হৃদয়ং হরতীতি হৃ-ণিনি। মনোহারী, মনোজ্ঞ।

হৃদয়াকাশ (পুং) হৃদয় রূপ আকাশ।

হৃদয়াত্মন্ (পুং) হৃদয়মেব আত্মা প্রধানদেহভাগো যস্ত। কঙ্কপক্ষী।

হৃদয়াদক (পুং) কফজ কৃমি। (নিদান)

হৃদয়ানুগ (ত্রি) হৃদয়মনুগচ্ছতীতি গম-ড। মর্ম্মজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী।

হৃদয়ানন্দ বিদ্যালঙ্কার, জ্যোতিঃসাগরসংগ্রহরচয়িতা।

হৃদয়াভরণ, একজন সংস্কৃত পণ্ডিত। কালিদাসের পুত্র, দেবদাস ও শঙ্করের ভ্রাতা। ইনি গীতগোবিন্দ-তিলকোত্তম নামে গীতগোবিন্দটীকা রচনা করেন।

হৃদয়ারাম, শ্রৌতসিদ্ধান্তবর্ণয়িতা।

হৃদয়াময় (পুং) হৃদয়স্য আময়ঃ। হৃদয়পীড়া, হৃদ্রোগ।

হৃদয়ালু (ত্রি) প্রশস্তহৃদয়মস্যাস্তীতি হৃদয় (হৃদয়াচ্চালুরন্যতরস্যাং। পা ৫।২।১২২) ইতি কাশিকোক্তেরালুঃ। প্রশস্তমনাঃ, পর্য্যায়—সুহৃদয়, সহৃদয়, হৃদয়ী, হৃদয়িক, হৃদয়বান্, চিদ্রূপ। (জটাধর) যাহাদের হৃদয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ অতি প্রশস্ত।

হৃদয়িক (ত্রি) প্রশস্তহৃদয়মস্যাস্তীতি হৃদয়-ঠন্। হৃদয়ালু, প্রশস্তমনাঃ।

হৃদয়িন্ (ত্রি) প্রশস্তং হৃদয়মস্যাস্তীতি ইনি। প্রশস্তমনাঃ, হৃদয়বান্।

হৃদয়েশ (পুং) হৃদয়স্য ঈশঃ। ভর্ত্তা, স্বামী। পর্য্যায়—সেক্তা, পতি, বর, বিবোঢ়া, রমণ, ভোক্তা, রুচ্য, বরয়িতা, ধব। (হেম)

হৃদয়েশ্বর (পুং) হৃদয়স্য ঈশ্বরঃ। পতি, স্বামী।

হৃদয়েশা (স্ত্রী) হৃদয়স্য ঈশা। ভার্য্যা, পত্নী।

> 'প্রেয়সী দয়িতা কান্তা প্রাণেশা বল্লভা প্রিয়া।
> হৃদয়েশা প্রাণসমা প্রেষ্ঠা প্রণয়িনী চ সা ॥' (হেম)

হৃদয়োপশ (পুং) হৃদয়স্থিত মাংস "ভসজ্জীভূতান্ হৃদয়োপশেনান্তরীক্ষং" (শুক্লযজু° ২৫।৮) 'হৃদয়োপশেন হৃদয়ে উপশেতে হৃদয়োপশং হৃদয়স্থং মাংসং তেন' (মহীধর)

হৃদয্য (ত্রি) হৃদয় ভবার্থে যৎ। হৃদয়ভব, যাহা হৃদয়ে হয়। "শ্রদ্ধাং হৃদয্যয়া কূত্যা" (ঋক্ ১০।১৫১।৪) 'হৃদয্যয়া হৃদয়ে ভবা হৃদয্যা' (সায়ণ)

হৃদামায় (পুং) হৃদয়স্য আময়ঃ, হৃদয়শব্দস্য হৃদাদেশঃ। হৃদয়ের আময়, হৃৎপীড়া, হৃদ্রোগ।

হৃদাবর্ত্ত (পুং) হৃদয়স্থিত আবর্ত্ত। অশ্বহৃদয়াবর্ত্ত। পর্য্যায়—শ্রীবৃক্ষক। (ত্রিকা°)

হৃদি (ক্লী) হৃদ্, হৃদয়। (ঋক্ ৬।৫৩।৬) হৃদয় শব্দের সপ্তমীর একবচনে 'হৃদি' এইরূপ পদ হয়, কিন্তু ইহার অর্থ হৃদয়েতে।

হৃদিক (পুং) কৃতবর্ম্মার পিতা। (ভারত)

হৃদিকা (স্ত্রী) কৃপাচার্য্যের মাতা।

হৃদিকাসুত (পুং) হৃদিকায়াঃ সুতঃ। হৃদিকার পুত্র কৃপাচার্য্য।

হৃদিনী (স্ত্রী) হ্রদিনী, নদী।

হৃদিশয় (ত্রি) হৃদি হৃদয়ে শেতে শী-অচ্, সপ্তম্যা অলুক্। হৃদয়ে শয়নকারী।

হৃদিস্থ (ত্রি) হৃদি তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। হৃদয়স্থিত।

হৃদিস্পৃশ (ত্রি) হৃদি হৃদয়ে স্পৃশতীতি স্পৃশ-ক্বিন্ (হৃদ্দ্যুভ্যাং ঙেঃ। পা ৬।৩।৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকাৎ অলুক্‌সমাসঃ। হৃদ্য, মনোহর, মনোরম।

> "যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
> জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ ॥"
>
> (ভাগবত ৬।১৪।৪৩)

হৃদিস্পৃশ (ত্রি) হৃদি স্পৃশতীতি স্পৃশ-অচ্। হৃদ্য, মনোহর।

হৃদীক (পুং) কৃতবর্ম্মার পিতা। যাদবভেদ। (ভাগবত ১।১৪।২৮)

হৃদ্যুৎক্লেদ (পুং) হৃদয়স্য উৎক্লেদঃ। হৃদয়ের উৎক্লেদ। (সুশ্রুত)

হৃদ্গ (ত্রি) হৃদয়ং গচ্ছতীতি গম-ড। হৃদ্গত, যাহা হৃদয়ে গমন করে।

> "হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ।" (মনু ২।৬২)

ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা বা দেবপূজাদিতে যে আচমন করেন, এই আচমনের জল হৃদ্গ অর্থাৎ হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করিলে পবিত্র হইয়া থাকেন।

হৃদ্গত (ত্রি) হৃদয়ং গতঃ প্রাপ্তঃ দ্বিতীয়াতৎ, হৃদয়স্য হৃদাদেশঃ। হৃদয়গত, হৃদয়গামী, যাহা হৃদয়ে গমন করিয়াছে।

হৃদ্গদ (পুং) হৃদয়স্য গদঃ। হৃৎপীড়া, হৃদ্রোগ, হৃদয়ের ব্যামোহ।

হৃদ্গোল (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (পা° ৪।৩।৯১)

হৃদ্গোলীয় (পুং) হৃদ্গোলঃ সোঽভিজনোঽস্যাস্তীতি। পিত্রাদিক্রমে হৃদ্গোলপর্ব্বতনিবাসী।

হৃদ্গ্রন্থ (পুং) হৃদ্‌ব্রণ, বিদ্রধিরোগ, হৃদয়েরব্রণ।

হৃদ্গ্রন্থি (পুং) বিদ্রধিরোগ।

হৃদ্গ্রহ (পুং) হৃৎপীড়া।

হৃদ্দাহ (পুং) হৃদয়স্য দাহঃ হৃদাদেশঃ। হৃদয়ের দাহ, হৃদয়ের জ্বালা, অন্তঃকরণের জ্বালা।

হৃদ্দ্বার (ক্লী) হৃদেব হৃদয়মেব দ্বারং। হৃদয়রূপ দ্বার।

হৃদ্ধাত্রী (স্ত্রী) হিতাবল্লী লতা। (বৈদ্যকনি°)

হৃদ্ধিত (ত্রি) হৃদয়স্য হিতঃ। হৃদয়ের হিতকর।

হৃদ্ভেদ (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ।

হৃদ্য (ক্লী) হৃদয়স্য প্রিয়ং মনোজ্ঞত্বাৎ হৃদয় (হৃদয়স্য হৃল্লেখ যদণ্‌লাসেষু। পা ৬।৩।৫০) ইতি যৎ হৃদাদেশশ্চ। ১ শুক্ত্বক্।

(শব্দারত্না°) (পু) ২ জীরক। ১ বশকৃৎ বেদমন্ত্র। (ত্রি) ৩ মনোজ্ঞ, মনোহর। ৪ হৃদ্ধ। ৫ হৃদ্দিত। ৬ হৃৎপ্রিয়।

"ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং মূলানি চ ফলানি চ।
হৃদ্যানি চৈব মাংসানি পানানি সুরভীণি চ॥" (মনু ৩।২২৭)

হৃদ্যগন্ধ (ক্লী) হৃদ্যো গন্ধোঽস্য। ১ ক্ষুদ্র জীরক, সূক্ষ্ম জীরক। ২ সৌবর্চ্চল লবণ। ৩ কাচলবণ। (পুং) ৪ বিল্ববৃক্ষ।

হৃদ্যগন্ধা (স্ত্রী) হৃদ্যগন্ধ-টাপ্। ১ জাতীপুষ্পলতা। ২ অজমোদা।

হৃদ্যগন্ধি (ক্লী) হৃদ্যো গন্ধোঽস্য ইৎ সমাসান্তঃ। ক্ষুদ্রজীরক, ক্ষুদ্র জীরে। (রত্নমালা)

হৃদ্যবর্গ (পুং) হৃদয়-হিতকর মহাকষায়বর্গ। এই বর্গ যথা—আম্র, আমড়া, শেয়াকুল, দাড়িম ও ছোলঙ্গ লেবু এই দশটী কষায় হৃদয়ের হিতকর, এই জন্য ইহা হৃদ্যবর্গ। (চরকসূত্রস্থা° ৪অ°)

হৃদ্যতা (স্ত্রী) হৃদ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রণয়, প্রেম, সদ্ভাব, সখ্যতা।

হৃদ্যা (স্ত্রী) হৃদ্-যৎ-টাপ্। ১ বৃদ্ধি নামক ঔষধি। ২ সল্লকী-বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ নাগবল্লী, চলিত পাণ। ৪ জীরকবৃক্ষ। ৫ শতপত্রীপুষ্প। চলিত সেউতী ফুল। ৬ মুরামাংসী।

হৃদ্রুজ (স্ত্রী) হৃদয়স্য রুক্ হৃদয়স্য হৃদাদেশঃ। হৃদয়ের পীড়া, হৃদ্রোগ।

হৃদ্রোগ (পুং) হৃদয়স্য রোগঃ, হৃদয়শব্দস্য হৃদাদেশঃ। হৃদয়-পীড়া, হৃদয়ের রোগ। ইহার লক্ষণ—

"অত্যুষ্ণগুর্ব্বন্নকষায়তিক্তৈঃ শ্রমাভিঘাতাধ্যশনপ্রসঙ্গৈঃ।
সঞ্চিন্তনৈর্ব্বেগবিধারণৈশ্চ হৃদাময়ঃ পঞ্চবিধঃ প্রদিষ্টঃ॥
দূষয়িত্বা রসং দোষা বিগুণা হৃদয়ঙ্গতাঃ।
হৃদি বাধাং প্রকুর্ব্বন্তি হৃদ্রোগন্তং প্রচক্ষতে॥" (মাধবনিদান)

অতিশয় উষ্ণ দ্রব্যসেবন, অতি গুরুপাক, এবং কষায় ও অতিশয় তিক্তরসভোজন, অত্যন্ত পরিশ্রম, বক্ষঃস্থলে আঘাত-প্রাপ্তি, পূর্ব্বের আহার উত্তমরূপে জীর্ণ না হইলে পুনর্ব্বার ভোজন, অধ্যশন, মলমূত্রের বেগধারণ এবং অতিশয় চিন্তা এই সকল কারণে হৃদ্রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকল সময়ে হৃদয়বেদনা এবং বুক ধক্ ধক্ করা এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। পূর্ব্বোক্ত কারণে দোষ সকল দূষিত হইয়া হৃদয়দেশে গমন করে এবং তাহাতে রস দূষিত হয়, এই রস দূষিত হইয়া হৃদয়দেশে বিবিধ বেদনা উৎপাদন করে, এই জন্য ইহাকে হৃদ্রোগ কহে। এই হৃদ্রোগ পাঁচ প্রকার—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ এবং কৃমিজ।

বাতজ লক্ষণ—যে স্থলে বায়ু কুপিত হইয়া হৃদ্রোগ উৎপাদন করে, তথায় হৃদয়ে আকর্ষণবৎ বেদনা, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, দণ্ড-দ্বারা মন্থনবৎ বেদনা, অস্ত্র দ্বারা দ্বিধাকরণ বা স্ফুটিতের ন্যায় বেদনা, অথবা কুঠার দ্বারা পাটিত বলিয়া বোধ হয়। এই সকল লক্ষণ দ্বারা ইহা বাতজ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। বায়ু কুপিত হইয়া এই রোগ হইলে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পিত্তজ—যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া এই রোগ জন্মে তথায় হৃদয়ে গ্লানি, শরীরে চূষণবৎ যাতনা, সন্তাপ, দাহ, তৃষ্ণা, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমনের ন্যায় অনুভব, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, পিপাসা ও মুখশোষ হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজ লক্ষণ—শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া এই রোগ হইলে শরীর ভারবোধ অর্থাৎ হৃদয় দুষ্ট কফ কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত থাকায় হৃদয়ের গুরুত্ব, কফস্রাব, অরুচি, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য ও মুখের মধুরতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

ত্রিদোষজ লক্ষণ—ত্রৈদোষিক হৃদ্রোগে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষ কুপিত হইয়াই উক্ত রোগ উৎপাদন করে, সুতরাং ঐ তিন দোষের লক্ষণসমূহ মিলিত হইয়া বা পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশ পায়।

কৃমিজ লক্ষণ—উক্ত ত্রিদোষজ হৃদ্রোগ উৎপন্ন হইবার পর যদি তিল, দুগ্ধ ও গুড় প্রভৃতি কৃমিজনক দ্রব্য সেবন করে, তাহার হৃদয়ের এক দেশে কোন এক স্থানে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, এজন্য ভুক্ত দ্রব্যের সারভূত রস উত্তর ধাতুতে পরিণত হইতে পারে না এবং তাহা হইতে ক্লেদ ও রস নির্গত হইতে থাকে, এবং সেই ক্লেদাদি হইতে কৃমি উৎপন্ন হয়, এই সকল কৃমি হৃদ্রোগ উৎপাদন করে এবং ইহা অতিশয় কষ্টদায়ক। এই রোগে হৃদয়ে তীব্র বেদনা, সূচীবেধবৎ যাতনা, কণ্ডূ, বমনবেগ, মুখ দিয়া কফস্রাব, শূল, হৃদয়স্থ রসের উদ্গীরণ, অন্ধকারদর্শন, অরুচি, চক্ষুদ্বয়ের শ্যাববর্ণতা ও শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। হৃদ্রোগে ক্লান্তিবোধ, দেহের অবসন্নতা, ভ্রম ও শোষ এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। এই রোগ হইলে বিশেষ সাব-ধানতার সহিত চিকিৎসা করা আবশ্যক। নচেৎ ইহাতে রোগী হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ত্রিদোষজ ও কৃমিজ হৃদ্রোগই বিশেষ কষ্টসাধ্য।

ইহার চিকিৎসা—অর্জ্জুনবৃক্ষের ছালচূর্ণ, ঘৃত, দুগ্ধ, অথবা গুড়ের পানার সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ আশু প্রশমিত হয়। হরীতকী, বচ, রাস্না, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, শঠী ও পুষ্করমূল এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ইহা বিনষ্ট হয়। হরিণের শৃঙ্গ পুটপাকে দগ্ধ করিয়া পেষণ করিবে, পরে গব্যঘৃতের সহিত পান করিলে অতি কষ্টকর হৃদ্বেদনা ও পৃষ্ঠ-বেদনা শীঘ্র বিনষ্ট হয়। গোধূম ও অর্জ্জুনবৃক্ষের ত্বক্চূর্ণ, তৈল, ঘৃত ও গুড়ের সহিত পাক করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে সর্ব্ব প্রকার হৃদ্রোগ নষ্ট হয়। গোধূম এবং অর্জ্জুনবৃক্ষের বল্কলচূর্ণ

ছাগদুগ্ধ ও গব্য ঘৃতের সহিত পাক করিয়া মধু ও চিনি-সংযোগে পান করিলে সকল প্রকার হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। ঘৃত ৪ সের, অর্জ্জুনবৃক্ষের কল্ক এক সের, এবং অর্জ্জুনবৃক্ষের রস ১৬ সের, ইহা দ্বারা ঘৃতপাকের বিধানে ঘৃত পাক করিয়া এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে এই রোগ বিনষ্ট হয়। গব্য ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ যষ্টিমধু এক সের এবং ক্বাথার্থ বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে ও অর্জ্জুনছাল মিলিত সার বারসের, জল একমণ ২৪ সের, ঘৃত-পাকের বিধানানুসারে এই ঘৃত পাক করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত পান করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে হৃদ্রোগাধিকারে নানাবিধ মুষ্টিযোগ ঔষধাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, কতিপয় মুষ্টিযোগ লিখিত হইল—

বায়ুপ্রধান হৃদ্রোগীকে তৈল ও সৈন্ধব লবণাদির সহিত দশ-মূলের ক্বাথে মদনফলাদির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা বমন করাইবে। অচিরজাত হৃদ্রোগে লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বায়ুর অধিক প্রবলতা থাকিলে লঙ্ঘন অবিধেয়। এই রোগে বিরেচনের বিধিও আছে।

অগ্রে বমনাদি দ্বারা রোগীর দেহশুদ্ধি করিয়া পশ্চাৎ পিপুল, এলাচি, বচ, হিঙ্গু, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, শুঁঠ ও বন-যমানী, এই সকল চূর্ণ করিয়া লেবুর রস, কাঁজি, কুলত্থ যূষ, দধি, মদ্য, আসব বা উপযুক্ত স্নেহ পদার্থের সহিত সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়। উষ্ণ শুষ্ঠীক্বাথ পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া এই রোগ নাশ হয়।

পৈত্তিক হৃদ্রোগে গাম্ভারীফল, ও যষ্টিমধু অৰ্দ্ধ সিদ্ধ করিয়া মধু, চিনি ও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া এবং তাহার সহিত মদনফলের চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া রোগীকে বমন করাইবে। তৎপরে মধুর দ্রব্যের সহিত সিদ্ধঘৃত কষায় ও পিত্তজ্বরোক্ত ঔষধ সকল ইহাতে প্রয়োগ করা উচিত। এই রোগে শীতল প্রলেপ ও বিরেচন ব্যবস্থেয়। বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ শোধন করিয়া দ্রাক্ষা, চিনি, মধু, পরুষফলের সহিত পিত্তনাশক অন্ন-পানীয় প্রদান করিতে হয়। চিনির জলের সহিত যষ্টিমধু বা কটকী পেষণ করিয়া সেবন করিবে। অর্জ্জুনছাল, চিনি, স্বল্প পঞ্চমূল বা যষ্টিমধুর সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়।

কফজ হৃদ্রোগে বচ ও নিমছালের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে এবং ইহাতে পিপ্পল্যাদিচূর্ণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে প্রথমে লঙ্ঘনব্যবস্থেয়। ইহাতে দোষত্রয়ের শান্তিকর অন্নপানাদিপ্রদান এবং দোষবিশেষে প্রবলতা, হীনতা বা মধ্যাবস্থা বিবেচনা করিয়া যথাবিহিত চিকিৎসা করা আবশ্যক। কুড়চূর্ণ মধুরসহিত অবলেহন করিলে হৃদ্রোগ নিবারিত হয়। গোধূমচূর্ণ একভাগ, অর্জ্জুন-ছালচূর্ণ ১ ভাগ, গুড় ২ ভাগ, এই সমুদয় একত্র করিয়া অল্পমাত্রায় তিলতৈল ও ঘৃতসংযুক্ত এবং উহার সহিত কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হৃদ্রোগ প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

গোধূমচূর্ণ এক ভাগ, অর্জ্জুনছালচূর্ণ ১ ভাগ, ছাগী-দুগ্ধ ৪ ভাগ, ঘৃত ও চিনি কিয়ৎপরিমাণে দিতে হইবে। এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সেবনে প্রবল হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়। হিঙ্গু, বচ, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, পিপুল, কুড়, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, সচল লবণ, পুষ্করমূল, প্রত্যেকের চূর্ণ সম-ভাগে মিশ্রিত করিয়া যবের ক্বাথের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। দশমূলের ক্বাথে সৈন্ধবলবণ ২ মাষা ও যবক্ষার ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান; আকনাদি, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অম্লবেতস, দুরালভা, চিতামূল, ত্রিকটু ত্রিফলা, শটী, কুড়, তেঁতুলছাল, দাড়িমছাল ও টাবালেবুর মূল, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া সুখোষ্ণ জল বা মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হৃদ্রোগ আশু প্রশমিত হয়।

কৃমিজ হৃদ্রোগে প্রথমে তিন দিন দধি ও তিলপিষ্টক-সংযুক্ত স্নিগ্ধ মাংসান্ন ভোজন করাইয়া চাতুর্জ্জাতাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত সৈন্ধব, জিরা, চিনি ও অধিক বিড়ঙ্গবিশিষ্ট বিরেচক পান করাইবে। পরে ধান্যাম্ল অনুপান করা কর্ত্তব্য। বিড়ঙ্গ কুড়চূর্ণের সহিত গোমূত্র পান করিলে কৃমি সকল অধঃপতিত হয়। তৎপরে বিড়ঙ্গযুক্ত যবান্ন সেবন বিধেয়। হরীতকী ৫০টী সচললবণ ২ পল, এই উভয়ের সহিত ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন শ্বদংষ্ট্রাদ্যঘৃত, বলাদ্যঘৃত, অর্জ্জুনঘৃত, ককুভাদিচূর্ণ, কল্যাণসুন্দর-রস, চিন্তামণিরস, হৃদয়ার্ণবরস, বিশ্বেশ্বররস প্রভৃতি ঔষধ এই রোগে হিতকর। (ভৈষজ্যরত্না° হৃদ্রোগাধি°)
বৃহচ্ছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতিও এই রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই রোগে পথ্যাপথ্য—কোন উপসর্গ না থাকিলে বাত-ব্যাধির ন্যায় পথ্যসমূহ ভক্ষণ করা উচিত। বক্ষোবেদনায় রক্তপিত্ত ও কাসরোগের ন্যায় পথ্য সেবন করিতে হয়।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম—রুক্ষ বা অন্যান্য বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্যভোজন, উপবাস, পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, অগ্নি বা আতপসেবন ও মৈথুন এই রোগে বিশেষ অনিষ্টজনক। (গরুড়পুরাণ ১৫৮ অঃ)

হৃদ্রোগবৈরিন্ (পুং) হৃদ্রোগস্য বৈরী। অর্জ্জুনবৃক্ষ। (শব্দচ°)

হৃদ্রোগিন্ (ত্রি) হৃদ্রোগোঽস্যাস্তীতি ইনি। হৃদ্রোগবিশিষ্ট।

হৃদ্বণ্টক (পুং) হৃদো বণ্টকঃ। জঠর। আমাশয়।

হৃদ্বোধ (পুং) হৃদি বোধঃ। হৃদয়ে বোধ, জ্ঞান, বিশেষরূপ অবগত হওয়া।

হৃদ্ব্রণ (পুং) হৃদি ব্রণঃ। বিদ্রধিরোগ, হৃদয়ে ব্রণ।

হৃন্মন্ত্র (পুং) মন্ত্রভেদ।

হৃন্মোহ (পুং) হৃদয়স্য মোহঃ। হৃদয়ের মোহ। হৃদয়ে আঘাত বা হৃদয় তমোদ্বারা আক্রান্ত হইলে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

হৃল্লক্ষ্মী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রতুলসী। (বৈদ্যকনি°)

হৃল্লাস (পুং) হৃদয়স্য লাসোঽত্র। উপস্থিত বমনের ন্যায় উৎক্লেশ। (ভাবপ্র°) ২ হিক্কারোগ। 'হিক্কা হেক্কা চ হৃল্লাস প্রতিস্যায়স্তু-পীনসঃ।' (হেম) [হিক্কা দেখ]

হৃল্লাসক (পুং) হৃল্লাস।

হৃল্লেখ (পুং) হৃদয়ং লিখতীতি অণ্ (হৃদয়স্য হৃল্লেখেতি। পা ৬।৩।৫০) ইতি হৃদাদেশঃ। ১ জ্ঞান। (রাজনি°) ২ তর্ক। (ত্রিকা°) ৩ বাহ্যসুখ। ৪ বাসনা। (নীলকণ্ঠ)

হৃল্লেখা (স্ত্রী) হৃল্লেখ অজাদিত্বাৎ টাপ্। ঔৎসুক্য। (হলায়ুধ)

হৃষ, হৃষ্টি, পরিতোষ। দিবাদি°, পরস্মৈ°, অক°, সেট্। লট্ হৃষ্যতি। লোট্ হৃষ্যতু। লিট্ জহর্ষ, জহৃষতুঃ। লুট্ হর্ষিতা, লৃট্ হর্ষিষ্যতি। লুঙ্ অহর্ষীৎ। হৃষ। ২ অলীক, মিথ্যাব্যবহার। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, অক°, সেট্ ক্তাবেট্, ক্তাচ্ প্রত্যয় পরে বিকল্পে ইট্ হইয়া থাকে। লট্ হর্ষতি। লিট্ জহর্ষ। লুঙ্ অহর্ষীৎ। সন্ জিহীর্ষতি।

হৃষিত (ত্রি) হৃষ ক্ত বা ইট্। ১ বিস্মিত। ২ প্রীত। ৩ প্রহত। ৪ হৃষ্টরোম। পুলকিত। (মেদিনী) ৫ প্রণত। ৬ বর্ম্মিত।

হৃষী (পুং) অগ্নি ও সোম। (ভারত)

হৃষীক (ক্লী) হৃষ্যতেঽনেনেতি হৃষ (অনিহৃষিভ্যাং কিচ্চ। উণ্ ৪।১৭) ইতি ঈকন্। স চ কিৎ। বিষয়গ্রাহক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়।

"ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে
যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ।" (ভাগবত ২।৬।৩২)

হৃষীকনাথ (পুং) বিষ্ণু।

হৃষীকেশ (পুং) হৃষীকাণামীশঃ। ১ বিষ্ণু। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, ক্ষেত্রজ্ঞ বা পরমাত্মরূপে তিনি ইন্দ্রিয়ের অধিপতি বা ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার বশে আছে, এই জন্য তাঁহার নাম হৃষীকেশ। পুরাণশাস্ত্রমতে প্রীতিকর কিরণসমূহ যাহার আছে, তাহাকে হৃষীকেশ কহে। ইনি চন্দ্র ও সূর্য্যস্বরূপ। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রমাণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"হৃষীকাণামিন্দ্রিয়াণামীশো হৃষীকেশঃ ক্ষেত্রজ্ঞরূপত্বাৎ পরমাত্মতয়া, ইন্দ্রিয়াণি যদ্বশে বর্ত্তন্তে স পরমাত্মা। ইতি শঙ্করাচার্য্যঃ। পৌরাণিকাস্ত্বাহুঃ। হৃষ্টাঃ জগৎপ্রীতিকরাঃ কেশা রশ্ময়োঽস্য, হৃষীকেশঃ পৃষোদরাদিঃ। অয়ং হি সূর্য্যরূপশ্চন্দ্ররূপশ্চ। তথা চ মোক্ষধর্ম্মে সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ শশ্বৎ অংশুভিঃ কেশসংজ্ঞিতৈঃ। বোধয়ৎ স্বাপয়চ্চৈব জগদুৎতিষ্ঠতে পৃথক্। বোধনাৎ স্বাপনাচ্চৈব জগতো হর্ষণং ভবেৎ॥ অগ্নীসোমকৃতৈরেব কর্ম্মভিঃ পাণ্ডুনন্দন। হৃষীকেশোঽহমীশানো বরদো লোকভাবনঃ॥"(ভরত)

চন্দ্র ও সূর্য্যকিরণসমূহ কেশ নামে অভিহিত। এই কিরণসমূহ দ্বারা জাগরণ ও নিদ্রা হইয়া থাকে। এইরূপ জাগরণ ও নিদ্রা দ্বারা জগতের হর্ষণ হয়, বলিয়া আমি (বিষ্ণু) হৃষীকেশ নামে অভিহিত হইয়া থাকি।

২ তীর্থবিশেষ। হিমালয়ের একটী উচ্চশৃঙ্গে অবস্থিত। বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান পুণ্যতীর্থ।

হৃষীকেশ্বর (পুং, হৃষীকাণামীশ্বরঃ। কৃষ্ণ, বিষ্ণু। (ভাগ°)

হৃষীবৎ (ত্রি) হর্ষযুক্ত, হৃষ্ট। হৃষীবতো বিশ্বেজুষন্তঃ। (ঋক্ ১।১২৩।৬) 'হৃষীবত আত্মস্বীকারেণ হর্ষযুক্তস্য।' (সায়ণ)

হৃষ্ট (ত্রি) হৃষ-ক্ত। ১ প্রীত, সন্তুষ্ট, জাতহর্ষ, আনন্দিত, আহ্লাদিত। (অমর) ২ রোমাঞ্চিত, পুলকিত। ৩ প্রহসিত। ৪ বিস্মিত। (মেদিনী) ৫ প্রতিহত। (হেম) হৃষধাতু ক্ত প্রত্যয় করিলে বিকল্পে ইট্ হয়। ইহাতে হৃষ্ট ও হৃষিত এই দুইটী পদ হয়।

হৃষ্টমানস (ত্রি) হৃষ্টং মানসং যস্য। হৃষ্টচিত্ত। পর্য্যায়—হর্ষমাণ, বিকুর্ব্বাণ, প্রমনাঃ প্রীতিমানস। (শব্দরত্না°)

হৃষ্টরোমন্ (ত্রি) হৃষ্টানি রোমাণি যস্য। রোমাঞ্চিত, সঞ্জাতপুলক।

"যো হৃষ্টরোমা রক্তাক্ষো হৃদি সঞ্জাতশূলবান্।
বক্ত্রেণ চৈবোচ্ছ্বসিতি তং জ্বরো হন্তি মানবং॥" (নিদান)

হৃষ্টি (স্ত্রী) হৃষ-ক্তিন্। ১ আনন্দ, হর্ষ। ২ মান। (ধরণি°)

হে (অব্য°) হিনোতীতি হি বাহুলকাৎ ডে। ১ সম্বোধন। আহ্বান, পর্য্যায়—প্যাট, পাট্, অঙ্গ, হে, ভোঃ, হংহো, হংহো অরে, অয়ে, অয়ি। (ভরত) ২ অসূয়া।

হেঁচ্কী (দেশজ) হিক্কা, এই শব্দ হিক্কাশব্দের অপভ্রংশ।

হেঁট (দেশজ) ১ অধঃ। ২ নম্র।

হেঁটমুণ্ড (দেশজ) অধোমুখ।

হেঁড়ে (দেশজ) বড়, বৃহৎ।

হেঁড়েতাল (দেশজ) বড়তাল, ছোট ছোট যে তাল হয়, গোতাল, এই তাল পক্ব হইলে ইহার বর্ণ হরিদ্রার ন্যায় হয়। হেঁড়েতালের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ইহা তালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হেঁতাল (দেশজ) হিন্তাল, এই শব্দ হিন্তাল শব্দের অপভ্রংশ।

হেঁদলা (দেশজ) হিন্দোল, দোলন, দোলনা। শিশুদিগকে হেঁদ-

লায় শোয়াইয়া ঘুম পাড়ান হয়। শণের দড়ি বা পাটের দড়ি দিয়া সাধারণতঃ হেঁদলা প্রস্তুত হয়।

হেঁয়ালি (দেশজ) অস্পষ্টার্থ প্রশ্ন। কূটপ্রশ্ন।

হেকটৈয়স্, (Hekataios) সুপ্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক। ইনিই আপনার ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম ভারতের উল্লেখ করেন।

হেক্কা (স্ত্রী) হেক ইতি অব্যক্তশব্দং কায়তীতি কৈ-ক-টাপ্। হিক্কা।

হেক্‌মৎ (আরবী) ১ জ্ঞান। ২ নৈপুণ্য। ৩ তৎপরতা।

হেক্‌মতী (আরবী) ১ চতুর, কুশলী। ২ জ্ঞানী।

হেচ্‌কা (দেশজ) হিক্কা, হিক্কাশব্দের অপভ্রংশ।

হেট, বাধা, পীড়া। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হেটতি। লোট্ হেটতু। লিট জিহেট। লুট্ হেটিতা। লুঙ্ অহেটীৎ।

হেটমুখ (দেশজ) অধোমুখ।

হেঠ, ১ বাধা, পীড়া। ২ শাঠ্য। ভ্বাদি°, আত্মনে°, মতান্তরে উভয়প°, সক°, সেট্। লট্ হেঠতি তে। লিট্ জিহেঠ, জিহেঠে। লুট্ হেঠিতা। লুঙ অহেঠীং অহেঠিষ্ট। ণিচ হেঠয়তি। লুঙ্ অজিহেঠৎ।

হেঠ (পুং) হেঠ-বঞ। ১ বাধা, পীড়া।

হেঠ (দেশজ Head শব্দের অপভ্রংশ) মস্তক, মাথা।

হেড়, অনাদর। ভ্বাদি°, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ হেড়তে। লিট্ জিহেড়ে। লুঙ্ অহেড়িষ্ট।

হেড়জ (পুং) হেড়াদনাদরাজ্জায়তে ইতি জন-ড। ক্রোধ।

হেড়ম্ব, বঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত একটী দেশ, এখন কাছাড় নামে প্রসিদ্ধ। ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড ও দেশাবলিবিবৃতির মতে, এই স্থান শ্রীহট্টের উত্তরে অবস্থিত। রণচণ্ডী দেবীর মন্দিরের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

হেড়স্ (ক্লী) ক্রোধ। "অবতে হেড়ো বরুণ নমোভিঃ" (ঋক্ ১।২৪।১৪) 'হেড়ঃ ক্রোধং' (সায়ণ)

হেড়াবুক (পুং) অশ্ববিক্রয়কারী। (ত্রিকা°)

হেড্ডেশহরিহর, শিবাদ্বৈতসিদ্ধান্তপ্রকাশিকারচয়িতা।

হেতি (স্ত্রী) হন্ত্যনেনয়েতি হন (ঊতিযূতিজূতিসাতিহেতি-কীর্ত্তয়শ্চ। পা ৩।৩।৯৭) ইতি ক্তিন্ নিপাতিতশ্চ। ১ অস্ত্র। হিনোতি ইতি হি-ক্তিন্ নিপাতিতশ্চ। ২ সূর্য্যকিরণ। ৩ অগ্নি-শিখা। ৪ শিখা। ৫ তেজোমাত্র। ৬ সাধন।

"সঞ্চুণ্ড নিযম্য যতয়ো যমকর্ত্তহেতিং
জহ্যুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ।" (ভাগবত ২।৭।৪৭)

'কর্ত্তো ভেদঃ তন্নিরাসোহকর্ত্তঃ তত্র হেতিং সাধনং' (স্বামী)

(পুং) ৭ অসুরবিশেষ। (ভাগবত ৬।১০।২০)

হেতিক (পুং) হেতি স্বার্থে কন্। হেতিশব্দার্থ।

হেতিমৎ (ত্রি) হেতি অস্ত্যর্থে মতুপ্। হেতিযুক্ত। অস্ত্র-বিশিষ্ট।

হেতু (পুং) হিনোতি ব্যাপ্নোতি কার্য্যমিতি হি (কমিমনিজনি-গাভাযাহিভ্যশ্চ। উণ্ ১।৭৩) ইতি তু। ১ কারণ, বীজ, মূল। ২ প্রয়োজন। ৩ ন্যায়মতে ব্যাপকজ্ঞাপক, যাহা দ্বারা ব্যাপ্য পদার্থের জ্ঞান হয়। নব্য ন্যায়ে হেতু, সাধ্য ও পক্ষেরই বিশেষ আলোচনা আছে। কোন বিষয়ের অনুমান করিতে হইলে হেতুর প্রয়োজন, হেতু ভিন্ন কোন বিষয়ই প্রমাণিত হয় না। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ধূমহেতু পর্ব্বত বহ্নিমান্, পর্ব্বতে ধূম দর্শনে বহ্নির অনুমান হয়, অতএব পর্ব্বত বহ্নিমান্ ইহা প্রমাণ করিতে হইলে ধূম এই হেতু দ্বারাই প্রমাণিত হইবে। যে কোন বিষয়েরই অনু-মান করিতে হয়, তাহাতে হেতুর আবশ্যক। এই হেতু আবার সৎ ও অসদ্ভেদে দুই প্রকার। সদ্ধেতুর দ্বারাই অনুমান হয়, যে হেতু দ্বারা অনুমান সাধিত হয় না, তাহাকে অসদ্ধেতু কহে।

হেতুর অপর নাম লিঙ্গ। কারণ তদ্দ্বারা সাধ্য লিঙ্গিত অর্থাৎ জ্ঞাত হয়। পক্ষে হেতু থাকে, ঐ হেতু দ্বারা সাধ্যের অনুমান হয়। যাহাতে সাধ্যের অনুমিতি হয়, তাহার নাম পক্ষ। পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হয় বলিয়া পর্ব্বত পক্ষ। সিদ্ধির অর্থাৎ সাধ্যনিশ্চয়ের অভাব পক্ষতা। অনুমিতির পূর্ব্বে পর্ব্বতে বহ্নির নিশ্চয় হয় নাই। অতএব পর্ব্বতে পক্ষতা আছে। সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্য নিশ্চয় থাকিলেও সাধনের ইচ্ছা বা অনুমিতির ইচ্ছা হইলে অনুমিতি হইতে পারে।

অনুমানের প্রণালী এইরূপ। প্রথমে পর্ব্বতে হেতু ধূম দৃষ্ট হয়, ইহাকে প্রথমে লিঙ্গপরামর্শ কহে। লিঙ্গ শব্দের অর্থ হেতু, পরামর্শ শব্দে তাহার জ্ঞান, অর্থাৎ অনুমান করিতে হইলে হেতু জ্ঞান হওয়া চাই। ইহার পরে 'ধূমো বহ্নিব্যাপ্য' অর্থাৎ ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, এইরূপ ব্যাপ্তি স্মরণ হয়। ইহাই অনুমান অর্থাৎ অনুমিতির করণ। ইহাকে দ্বিতীয় লিঙ্গপরামর্শ কহে। তৎপরক্ষণে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বতঃ' বহ্নিব্যাপ্য ধূম পর্ব্বতে আছে, এইরূপ জ্ঞান হয়, ইহার নাম তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ। এই তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শের অপর নাম পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান। তৎপরক্ষণে 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমিতির করণ। পরামর্শ তাহার ব্যাপার।

প্রথম লিঙ্গপরামর্শ অর্থাৎ হেতুজ্ঞান অনুমিতির কারণ হইতে পারে না। কারণ কার্য্যের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণে কারণের বিদ্যমানতা না থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। কার্য্যের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কারণ না থাকিলেও কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলে নিষ্কারণ কার্য্যোৎ-পত্তি স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞান মাত্রই প্রায় ত্রিক্ষণস্থায়ী।

প্রথম ক্ষণে জ্ঞানের উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে তাহার বিনাশ হয়। প্রথম লিঙ্গপরামর্শের অর্থাৎ ধূমদর্শনের দ্বিতীয় ক্ষণে ব্যাপ্তিস্মরণ, তৃতীয় ক্ষণে তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ ও চতুর্থ ক্ষণে অনুমিতি হইয়া থাকে।

প্রথম লিঙ্গপরামর্শ কিন্তু তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শক্ষণে অর্থাৎ অনুমিতির পূর্ব্বক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ক্ষণে যে বস্তু বিনষ্ট হয়, সে ক্ষণে সে বস্তুর সত্তা থাকে না। কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কারণের সত্তা না থাকিয়া তৎপূর্ব্বে সত্তা থাকা দিনান্তরে সত্তা থাকার তুল্য। তাদৃশ সত্তা কার্য্যোৎপত্তির কোনও উপকার করিতে পারে না। প্রাথমিক ধূমজ্ঞান অনুমিতির করণ বা সাক্ষাৎ হেতু না হইলেও পরম্পরা হেতু বা প্রযোজক বটে। কারণ প্রথম হেতুজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের, ব্যাপ্তিজ্ঞান তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শের এবং তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির হেতু বা কারণ।

যে হেতু বলে অনুমিতি অর্থাৎ অনুমান জ্ঞান হইয়া থাকে। ঐ হেতুর পক্ষ সত্ব, সপক্ষ সত্ব এবং বিপক্ষ সত্ব এই তিনটী রূপ থাকা আবশ্যক। যে অধিকরণে সাধ্যের অনুমিতি হয়, তাহার নাম পক্ষ। যে অধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, তাহার নাম সপক্ষ। যে অধিকরণে সাধ্যের অভাবের নিশ্চয় আছে, তাহার নাম বিপক্ষ। পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতিস্থলে পর্ব্বত পক্ষ, মহানস সপক্ষ এবং জলহ্রদ বিপক্ষ। হেতু ধূম, পক্ষ পর্ব্বত ও সপক্ষ মহানসে আছে এবং বিপক্ষ জলহ্রদে নাই। পক্ষ, সপক্ষ এবং বিপক্ষ এই তিনটীর নাম গমকতৌপায়িক রূপ। গমকতা অর্থে অনুমাপকতা তাহার ঔপয়িক কিনা উপায়স্বরূপ। ধূম যে পরম্পরা সম্বন্ধে বহ্নির অনুমিতির করণ হয়, তাহার উপায়ভূত হইতেছে, ঐরূপ ত্রয়। কারণ হেতু পক্ষে না থাকিলে যে অনুমিতি হইতে পারে না, তাহা বলাই অনাবশ্যক।

হেতু সপক্ষে না থাকিলেও ঐ হেতু-বলে অনুমিতি হইতে পারে না। কারণ যে অধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, সে অধিকরণে হেতু না থাকিলে ঐ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিই থাকিতে পারে না। অতএব হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি না থাকিলে ঐ হেতু-বলে সাধ্যের অনুমিতি হওয়া একান্তই অসম্ভব। হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকিলে ঐ হেতু সপক্ষে অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, তাহাতে না থাকিয়াই পারে না। বিপক্ষ অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের অভাবের নিশ্চয় আছে, তাহাতে হেতু থাকিলেও হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকিতে পারে না। কারণ যেখানে সাধ্যের অভাব আছে, সেখানে হেতু থাকিলে ঐ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকিতে পারে না। কেন না, যেস্থানে সাধ্যের অভাব আছে, সেস্থানে হেতু না থাকাই হইল ব্যাপ্তি, সুতরাং পক্ষ, সপক্ষ এবং বিপক্ষ এই তিনটী রূপ গমকতার উপায়ভূত, সন্দেহ নাই। উক্ত তিনটী রূপের কোনও একটী রূপ হেতুতে না থাকিলে ঐ হেতু গমকতৌপায়িক রূপশূন্য হইবে। সুতরাং তাহা আপাততঃ হেতু বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে হেতু হয় না। এই জন্য এই রূপ হেতুকে হেত্বাভাস কহে। যাহা হেতুর ন্যায় ভাসমান হয়, প্রকৃত পক্ষে হেতু হইতে পারে না, তাহাই হেত্বাভাস। [হেত্বাভাস শব্দে দেখ]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হেতু ব্যাপকজ্ঞাপক, অর্থাৎ হেতু দ্বারাই ব্যাপকের জ্ঞান হয়। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ধূমদর্শনে পর্ব্বতে বহ্নির জ্ঞান হয়, কিন্তু বহ্নিদর্শনে ধূমের জ্ঞান হয় না। ইহার কারণ ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব নাই। যে স্থলে অনুমান করিতে হইবে, তথায় ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমান এবং তদ্দ্বারা যে অপর বস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ঐ জ্ঞানেরই নাম অনুমান। ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে, এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমান কহে। উত্তর কালে ধূম-দর্শনে বহ্নিবিষয়ে যে জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞানই অনুমিতি। অব্যভিচরিত সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি কহে। বহ্নি ধূমের ব্যাপক, ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। ব্যাপ্যের দ্বারা ব্যাপকের অনুমান হয়। কারণ ব্যাপ্যের সত্তায় ব্যাপকের সত্তা হইয়া থাকে। উত্তপ্ত লৌহগোলকে বহ্নির সত্তা আছে, কিন্তু ইহাতে ধূমের সত্তা নাই। বহ্নি সর্ব্বকালে ধূম উৎপাদন করে না, কালবিশেষে অবস্থাবিশেষ করিয়া থাকে। সুতরাং বহ্নির সত্তাতে ধূম অবশ্যই থাকিবে, ইহা হইতে পারে না, কিন্তু ধূমের সত্তাতে বহ্নি না থাকিয়াই পারে না। অতএব ব্যাপ্য ধূম ব্যাপক বহ্নির অনুমিতির কারণ। কিন্তু ব্যাপক বহ্নি ব্যাপ্য ধূমের অনুমিতির কারণ নহে। অয়োগোলকে দৃষ্ট হইয়াছে যে, বহ্নি আছে, অথচ ধূম নাই, সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে বটে, কিন্তু বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই। সাধ্যের অভাব যেখানে থাকে, সেখানে হেতু না থাকিলেও হেতুসাধ্য ব্যাপ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যাহার অনুমিতি হয়, তাহার নাম সাধ্য। যদ্দর্শনে অনুমিতি হয়, তাহার নাম হেতু। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে সাধ্য বহ্নি, ধূম হেতু। বহ্নির অভাব জল হ্রদাদিতে আছে, তথায় ধূম থাকে না, সুতরাং ধূমবহ্নি ব্যাপ্য। 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এই স্থলে সাধ্য ধূম। অয়োগোলকে ধূমের অভাব আছে, অথচ তথায় বহ্নি আছে, অতএব বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য নহে। বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নাই, সুতরাং এই স্থলে উহা হেতু হইতে পারে না। এই ব্যাপ্তির লক্ষণ লইয়া নব্যন্যায়ে বিশেষ বিচার আছে, ব্যাপ্তিপঞ্চকে এক একটী করিয়া ব্যাপ্তির পাঁচটী লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই সকল লক্ষণেও দোষ ঘটে বলিয়া সিদ্ধান্ত লক্ষণে ব্যাপ্তির চূড়ান্ত লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ইহাতে এইরূপ

অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচার-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দর্শনশাস্ত্রের যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে হেতু, সাধ্য, পক্ষ, পক্ষতা, প্রভৃতি লইয়াই বিচার করা হইয়াছে। [ব্যাপ্তি শব্দ দেখ]

কোন বিষয় প্রমাণ করিতে হইলে তাহার হেতু প্রদর্শন করা আবশ্যক। হেতু-প্রদর্শন ব্যতীত কোন বিষয় প্রমাণিত হয় না। প্রকৃত পক্ষে যাহা হেতু হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ রূপ সাধ্য প্রমাণ হইতে কুজ্ঝটিকা ধূমের ন্যায় দৃষ্ট হয়, অতএব ইহা দর্শনে কি সমুদ্রে বহ্নির অনুমান হইবে, তাহা হইবে না, কারণ কুজ্ঝটিকা হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তাহা হেতু নহে। দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাস, অতএব এইরূপ হেতু স্থলে সাধ্যের প্রমাণ হইবে না। (বৈশেষিক ও ন্যায়দ°) [প্রমাণ শব্দ দেখ]

চরকের বিমানস্থানে লিখিত আছে যে, প্রতিজ্ঞার উপলব্ধি কারণই হেতু অর্থাৎ যাহার দ্বারা প্রতিজ্ঞার উপলব্ধি হয়, তাহাকেই হেতু কহে। সাধ্যনির্দ্দেশের নাম প্রতিজ্ঞা। এই হেতু চারি প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও উপমান। এই হেতু-চতুষ্টয় দ্বারা যাহা উপলব্ধ হয়, তাহার নাম তত্ত্ব। (চরকবি° ৮অ°)

২ ব্যাকরণশাস্ত্রে লিখিত আছে 'ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে' হেতু শব্দের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে। "অন্নস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্" এই স্থলে হেতু শব্দের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি হইল।

৩ তৈজস ধাতুবিশেষ।

"যসদং রঙ্গসদৃশং রীতি হেতুশ্চ তন্মতং।" (ভাবপ্র°)

হেতুক (পুং) হেতু স্বার্থে ক। ১ কারণ। (ত্রি) ২ তৎসম্বন্ধীয়, কারণসম্বন্ধী। "হেতু বহুব্রীহ্যর্থে কপ্রত্যয়ঃ। যথা প্রকৃত-সাধ্যহেতুকানুমিতিপরত্বমাবশ্যকং" (সামান্যনি°)

হেতুতা (স্ত্রী) হেতোর্ভাবঃ। হেতুত্ব, হেতুর ভাব বা ধর্ম্ম।

"সপ্রসঙ্গ উপোদ্‌ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা।
নির্ব্বাহকৈককার্য্যত্বে ষোঢ়া সঙ্গতিরিষ্যতে॥" (অনুমিতি জাগ°)

হেতুমৎ (ত্রি) হেতুরস্যাস্তীতি হেতু-মতুপ্। হেতুবিশিষ্ট, কারণযুক্ত। সাংখ্যদর্শনমতে হেতু ও হেতুমানের কোন ভেদ নাই, "হেতুহেতুমতোরভেদঃ". (তত্ত্বকৌ°)

হেতুমাত্র (পুং) হেতুরেব হেতু-মাত্রট্। কারণমাত্র।

হেতুরূপক (স্ত্রী) রূপকালঙ্কারবিশেষ। যে স্থানে প্রকৃত বিষয় অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়ে গাম্ভীর্য্যাদি হেতু দ্বারা আরোপ হয়, তথায় হেতুরূপক হয়।

"গাম্ভীর্য্যেণ সমুদ্রোঽসি গৌরবেণাসি পর্ব্বতঃ।
কামদত্বাচ্চ লোকানামসিত্বং কল্পপাদপঃ॥
গাম্ভীর্য্যপ্রমুখৈরত্র হেতুভিঃ সাগরো গিরিঃ।
কল্পদ্রুমশ্চ ক্রিয়তে তদিদং হেতুরূপকং॥" (কাব্যাদর্শ ২।৮৫-৮৬)

তুমি গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র, গৌরবে পর্ব্বত, লোকের সকল অভিলাষ প্রদানহেতু তুমি কল্পবৃক্ষ, এই স্থানে গাম্ভীর্য্য, গৌরব প্রভৃতি হেতুদ্বারা আরোপ হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।

হেতুবচন (ক্লী) হেতুযুক্তং বচনং। ১ হেতুযুক্ত বাক্য, কারণযুক্ত বাক্য। ২ হেতুবাক্য।

হেতুবাদ (পুং) হেতোর্বাদঃ। হেতুকথন।

হেতুবাদিক (ত্রি) হেতুবাদী।

হেতুবাদিন্ (ত্রি) হেতুং বদতি বদ-ণিনি। কারণবাদী।

হেতুবিদ্যা (স্ত্রী) তর্কবিদ্যা, হেতুশাস্ত্র।

হেতুবিপরীত (ত্রি) হেতুর বিপরীত, কারণের বিপরীত।

হেতুশাস্ত্র (ক্লী) তর্কশাস্ত্র।

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥" (মনু ২।১১)

যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্র অর্থাৎ কুতর্ক আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মমূল-শাস্ত্রকে অবমাননা করে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিক সমাজবাহ্য।

হেতুশূন্য (ত্রি) কারণশূন্য, যাহার কারণ নাই।

হেতূৎপ্রেক্ষা (স্ত্রী) উৎপ্রেক্ষালঙ্কারভেদ, যে স্থানে হেতু দ্বারা উৎপ্রেক্ষা হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। [উৎপ্রেক্ষা দেখ]

হেতূপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারবিশেষ। যে স্থানে হেতুদ্বারা উপমা হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইয়া থাকে।

"কান্ত্যা চন্দ্রমসং ধাম্না সূর্য্যং ধৈর্য্যেণ চার্ণবং।
রাজন্ননুকরোষীতি সৈষা হেতূপমা মতা॥" কাব্যাদর্শ ২।৫০)

হেত্বন্তর (ক্লী) প্রকৃতি হেতুতে বাচ্যবিকার, হেতুকথন, প্রকৃত হেতু বক্তব্য স্থলে যে বিকৃত হেতু বলা যায়, তাহাই হেত্বন্তর। (চরক বি° ৮ অ°)

হেত্বাভাস (পুং) হেতুরিব আভাসতে ইতি আভাস-অচ্, হেতোরাভাসো বেতি। হেতুদোষ, বাস্তবিক হেতু নহে, অথচ হেতুর ন্যায় আভাসমান, তাহাকে হেত্বাভাস কহে। হেতুর দোষ, ন্যায়দর্শনে হেতু ও হেত্বাভাসের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল—

"অনৈকান্তো বিরুদ্ধশ্চাপ্যসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ।
কালাত্যয়োপদিষ্টশ্চ হেত্বাভাসাস্তু পঞ্চধা॥
আদ্যঃ সাধারণস্তু স্যাদসাধারণোঽপরঃ।
তথৈবানুপসংহারী ত্রিধা নৈকান্তিকো ভবেৎ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার, অনৈকান্ত, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, প্রতি-পক্ষিত ও কালাত্যয়োপদিষ্ট। সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসং-হারীভেদে অনৈকান্তিক হেত্বাভাসও তিন প্রকার। যাহা আপাততঃ হেতুর মত আভাসমান, অর্থাৎ প্রথমে হেতু বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হেতু নহে, তাহাকেই হেত্বা-

ভাস কহে। গৌতম ন্যায়দর্শনে এই হেত্বাভাসের পাঁচটী নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণ, সম, সাধ্যসম, অতীতকাল বা কালাতীত। সব্যভিচারের অপর নাম অনৈকান্তিক।

যে হেতু ব্যভিচারের সহিত বর্ত্তমান, তাহাকে সব্যভিচার কহে। একত্র অব্যবস্থা অর্থাৎ এক স্থানে বিশেষরূপে অবস্থিত না থাকাই ব্যভিচার। সাধ্যের অধিকরণ মাত্রে হেতুর অবস্থান নিয়মিত হওয়াই সঙ্গত। কারণ ঐরূপ হইলেই সাধ্যের অনুমিতি হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হেতুর গতি বা সম্বন্ধ উক্ত রূপে নিয়মিত নহে, যাহার গতি সর্ব্বতোমুখী, যে হেতু সাধ্যের অধিকরণে ও সাধ্যাভাবের অধিকরণে তুল্যরূপে থাকে। সেই হেতুবলে সাধ্যের অনুমিতি হইতে পারে না, তাদৃশ দুষ্ট হেতুকে সব্যভিচার বলা যায়।

যে হেতু বিশেষরূপে সাধ্যের রোধ করে, অর্থাৎ সাধ্যের অধিকরণে না থাকিয়া সাধ্যের অভাবের অধিকরণে থাকে, তাহার নাম বিরুদ্ধ। কণাদ এই বিরুদ্ধ হেত্বাভাসকেই অসন্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রকরণসম হেত্বাভাস—সাধ্য এবং সাধ্যাভাব এ উভয় প্রকরণ সম বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কারণ সাধ্যনির্ণয়ের জন্যই হেতু প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাধ্য আছে কি না, এইরূপ চিন্তা সাধ্যনির্ণয়ের পূর্ব্বেই করিতে হয়। যে হেতু দ্বারা প্রকরণবিষয়ে চিন্তা হইতে পারে, অর্থাৎ সাধ্য ও তদভাবের সন্দেহ মাত্র হইতে পারে, সেই হেতু একতর পক্ষনির্ণয়ের অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে প্রকরণসম হেতু কহে। তাৎপর্য্য এই যে, হেতু দ্বারা সাধ্য ও সাধ্যাভাব এ উভয়ের মধ্যে কোন বিশেষের অর্থাৎ যদ্দ্বারা উহার একতর নিশ্চয় হইতে পারে, তাদৃশ বিশেষের উপলব্ধি হইতে পারে না, তাহাই প্রকরণসম। ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ এইরূপ দিয়াছেন—

"অনিত্যঃ শব্দো নিত্যধর্ম্মানুপলব্ধেঃ"

শব্দ অনিত্য, যে হেতু শব্দে নিত্য বস্তুর কোনও ধর্ম্মের উপলব্ধি হইতেছে না। এই স্থলে 'নিত্যধর্ম্মানুপলব্ধেঃ' এই হেতু প্রকরণসম। শব্দে নিত্য ধর্ম্মের অনুপলব্ধি, শব্দ নিত্য কি অনিত্য, এইরূপ সন্দেহের কারণ মাত্র হইতে পারে। নিত্য ধর্ম্মের বা অনিত্য ধর্ম্মের উপলব্ধি হইলে সন্দেহের নিবৃত্তি হইয়া যায়। নিত্য ধর্ম্মের বা অনিত্য ধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না বলিয়াই শব্দ নিত্য কি অনিত্য এইরূপ সন্দেহ হয়। সুতরাং নিত্য ধর্ম্মের অনুপলব্ধি সন্দেহের কারণ। অথচ তাহাই নিশ্চয়ার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব এই হেতুই প্রকরণসম।

বৃত্তিকার বলেন যে, বাদী সাধ্যের এবং প্রতিবাদী সাধ্যাভাবের সাধক রূপে ভিন্ন ভিন্ন দুইটী হেতুর প্রয়োগ করিলে প্রকরণ (প্রকৃষ্ট করণ) বিষয়ে চিন্তা অর্থাৎ এই দুই হেতুর মধ্যে কোন হেতু প্রকৃষ্ট বা নির্দ্দোষ এই বিষয়ে চিন্তা হয়, এই জন্য ঐ উভয় হেতুই প্রকরণসম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ফলতঃ বৃত্তিকারের মতে পরস্পর-বিরুদ্ধ অর্থাৎ একটী হেতু সাধ্যের সাধকরূপে প্রযুক্ত হইলে ঐ উভয় হেতুই প্রকরণসম দোষে দূষিত হয়। কারণ প্রযুক্ত হেতুদ্বয়ের মধ্যে কোন্ হেতু উৎকৃষ্ট এই চিন্তা থাকিয়া যায়। এক পক্ষ নিত্য ধর্ম্মের অনুপলব্ধি হেতুতে শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিতে গেলে অপর পক্ষ অনিত্য ধর্ম্মের অনুপলব্ধি হেতুতে শব্দের নিত্যত্বসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে উভয় হেতুই প্রকরণসম দোষে দুষ্ট হইবে। এই প্রকরণসম হেতুর অপর নাম সৎপ্রতিপক্ষ।

সাধ্যসম হেতু—যে হেতু সাধ্যের ন্যায় সাধন করিতে হয়, তাহাকে সাধ্যসম কহে। কারণ ইহা সাধ্যেরই তুল্য। এই হেতু বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয়েরই মতসিদ্ধ হওয়া চাই। বাদী যে হেতুর বলে সাধ্য সিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হন, প্রতিবাদী সেই হেতু অস্বীকার করিলে বাদীকে সাধ্যের ন্যায় সেই হেতুর সিদ্ধি করিতে হয়, এই হেতু সাধ্যের ন্যায় সিদ্ধি করিয়া লইতে হয়, এই জন্য ইহার নাম সাধ্যসম।

একটী প্রবাদ আছে যে, "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি" নিজে যে অসিদ্ধ, সে কিরূপে অপরাপরকে সিদ্ধ করিবে। এইরূপ সাধনীয় হেতু সাধ্যসম।

ইহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, এই উদাহরণের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহার স্বরূপ বোধ হইবে। মীমাংসাদর্শনে ছায়া বা অন্ধকার দ্রব্য পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন, ইহা দ্রব্য পদার্থ নহে। আলোক বা তেজের অভাব মাত্র। মীমাংসকগণ বলেন যে, ক্রিয়া দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ, ইহা নৈয়ায়িকদিগেরও সম্মত, ছায়ারও গতি-ক্রিয়া আছে, কারণ কোনও ব্যক্তি আলোকের অভিমুখে গমন করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী ছায়াও গমন করে। সুতরাং গমিত্ব হেতুর বলে মীমাংসকগণ নৈয়ায়িকদিগের প্রতি ছায়ার দ্রব্যত্ব সাধন করিতে চাহেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ ছায়ার গতি স্বীকার করেন না। সুতরাং ছায়ার দ্রব্যত্বের ন্যায় তাহার গতিমত্ত্ব রূপ হেতুরও সাধন করিতে হয় বলিয়া উহা সাধ্যসম।

নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, পুরুষের ন্যায় স্বাভাবিক ছায়ায় গতি আছে কি না, তাহা বিবেচ্য। বাস্তবিক পক্ষে ছায়ার গতি নাই, পুরুষ গমন করিতে থাকিলে আলোকের আবরক বলিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগে ছায়া পড়িয়া থাকে। ঐ স্থানে আলোকের অভাব

থাকে, এই জন্য ছায়া হয়। পুরুষ ক্রমে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া আলোকের অসন্নিধি বা অভাবও উত্তরোত্তর অগ্রিম স্থানে উপলব্ধি হয়। এই জন্য পুরুষের ন্যায় ছায়াও ক্রমে অগ্রসর হইতেছে এইরূপ ভ্রম হয়। অতএব ছায়ার গতি নাই। সুতরাং ছায়া দ্রব্য পদার্থ নহে, ছায়া আলোকের অসন্নিধি মাত্র। এই সাধ্যসমের অপর নাম অসিদ্ধ।

কালাতীত হেতু—কালের অতিক্রমযুক্ত হেতুর নাম অতীত কাল বা কালাতীত। মীমাংসকগণ বলেন যে, উপলব্ধির পূর্ব্বে এবং পরেও রূপের অবস্থিতি থাকে, অথচ রূপের অধিকরণ দ্রব্যের সহিত আলোকের সংযোগ হইলে রূপের অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি হয়। সেইরূপ ভেরী ও দণ্ডসংযোগেও অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব সংযোগব্যঙ্গ্য বলিয়া শব্দের শব্দ ও রূপের ন্যায় উপলব্ধির পূর্ব্বে ও পরে অবস্থিতি থাকে। এস্থলে সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব হেতু দ্বারা প্রকারান্তরে শব্দের নিত্যত্ব সাধন করা হইয়াছে।

এই হেতু কালাতীত। কারণ আলোক-সংযোগ সমকালেই রূপের অভিব্যক্তি হয় এবং আলোক-সংযোগের নিবৃত্তি হইয়া গেলে রূপের অভিব্যক্তি হয় না, সুতরাং রূপের অভিব্যক্তি কিন্তু সংযোগ-জন্য হইতে পারে না, কারণ ভেরী দণ্ডসংযোগের সম কালেই শব্দের অভিব্যক্তি হয় না, তৎপরে হইয়া থাকে। আর একটী উদাহরণ দিলে ইহা আরও স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারা যাইবে। দূরে কোন কাষ্ঠে কুঠারের আঘাত করিলে দূরস্থ ব্যক্তি ঐ আঘাতের শব্দ শুনিতে পায়। কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগকালে দূরস্থ ব্যক্তির শব্দজ্ঞান হয় না, অনেক পরে তাহার ঐ শব্দ জ্ঞান হইয়া থাকে। কারণ দূরস্থ শ্রোতা দূরস্থ শব্দ শ্রবণ করে না, শ্রোতার শ্রবণ-প্রদেশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাই সে শ্রবণ করিয়া থাকে। সুতরাং শ্রোতার এই শব্দজ্ঞান কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগকাল অতিক্রম করে, অতএব সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব হেতু কালাতীত। এই কালাতীতের অপর নাম কালাত্যয়োপদিষ্ট।

এই সকল হেতু সদ্ধেতু নহে, এই জন্য ইহাদিগের নাম হেত্বাভাস। এই সকল হেতু দ্বারা সাধ্য নিশ্চয় হয় না।

(ন্যায়দ° ২ অ°)

কণাদ বৈশেষিকদর্শনে হেত্বাভাস তিন প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপ্রসিদ্ধ, অসন্ ও সন্দিগ্ধ। যে হেতুর প্রসিদ্ধি নাই, তাহার নাম অপ্রসিদ্ধি। প্রসিদ্ধি শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট রূপে ব্যাপ্তি। যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই, অথবা ব্যাপ্তি থাকিলেও কোন কারণে তাহার জ্ঞান হয় না, সে হেতু অপ্রসিদ্ধ। অপ্রসিদ্ধের অপর নাম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ।

অসন্—যে হেতু পক্ষে বা সাধ্যের অধিকরণে থাকে না, তাহার নাম অসন্। ইহার অপর নাম বিরুদ্ধ। সাধ্যের সহিত যে হেতুর ব্যাপ্তি নাই, সাধ্যাভাবের সহিত ব্যাপ্তি আছে, সেই হেতুই বিরুদ্ধ। সুতরাং অপ্রসিদ্ধের অন্তর্গত। যে হেতু পক্ষে বিদ্যমান থাকে না, তাহা অসন্। 'হ্রদো দ্রব্যং ধূমাৎ' এখানে ধূম রূপ হেতু হ্রদরূপ পক্ষে বিদ্যমান আছে, সুতরাং উহা অসন্। যে হেতুতে সাধ্য ব্যাপ্তির সন্দেহ হয় বা যে হেতু সাধ্যের নিশ্চায়ক হইতে পারে না, পক্ষে সাধ্যের সন্দেহ মাত্র উৎপাদন করে, তাহার নাম সন্দিগ্ধ। এই সন্দিগ্ধের অপর নাম অনৈকান্তিক। 'যে হেতু কেবল সাধ্যের সহিত বা কেবল সাধ্যাভাবের সহিত সম্বন্ধ, সে হেতু ঐকান্তিক, যে হেতু ঐকান্তিক নহে, সাধ্য ও সাধ্যাভাব এই উভয়ের সহিত সম্বন্ধ তাহা অনৈকান্তিক।

বিষাণিত্ব হেতু করিয়া গোত্বসাধন করিতে গেলে বিষাণিত্ব হেতু সন্দিগ্ধ বা অনৈকান্তিক। কারণ গোত্বসাধ্য, বিষাণিত্ব হেতু। গোপশুর যেমন বিষাণ আছে, মহিষাদিরও সেইরূপ শৃঙ্গ আছে, সুতরাং বিষাণিত্ব হেতু গোত্বরূপ সাধ্যের অধিকরণ গো পশুতে আছে বলিয়া যেমন সাধ্যের সহিত সম্বন্ধ, সাধ্য গোত্বের অভাবের অধিকরণ মহিষাদিতে আছে বলিয়া সাধ্যাভাবের সহিতও সম্বন্ধ, সুতরাং বিষাণিত্ব হেতু অনৈকান্তিক। বিষাণিত্ব এই হেতু দ্বারা গোত্বের নিশ্চয় হইতে পারে না, গোত্বে সন্দেহ মাত্র হইতে পারে, এই জন্য ঐ হেতু সন্দিগ্ধ। এই সকল হেত্বাভাস বৈশেষিক মত সিদ্ধ। এই সকল হেতু দ্বারা সাধ্যের নিশ্চয় হয় না, এই জন্য এই সকল হেতু দুষ্ট হেতু। (বৈশেষিকদ°)

চরক বিমানস্থানে ৮ অধ্যায়েও হেত্বাভাসের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এইস্থলে লিখিত হইল না।

হেথা (দেশজ) এতৎস্থান, এই স্থান।

হেদো (দেশজ) যে পুকুরে নলখাগড়া প্রভৃতি থাকে, পানাপুকুর।

হেন (দেশজ) তৎসদৃশ ব্যক্তি, তৎসদৃশ।

হেন্‌জাদা, ব্রহ্মদেশে ইরাবতী বিভাগের অন্তর্গত একটা জেলা। অক্ষা° ১৭°১৮´ হইতে ১৮° ৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫° ৫৩´ হইতে ৯২° ৮৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে প্রোমজেলা, পূর্ব্বে ইরাবতী নদী, দক্ষিণে থরাবদী ও বেসিন্ জেলা এবং পশ্চিমে আরাকান-যোমা শৈলমালা। এই জেলাটী পশ্চিমে ইরাবতী হইতে আরম্ভ করিয়া একটী বিস্তৃত সমভূমি, মধ্য এবং দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ ছাড়া সমগ্র জেলা বৃহৎ বাঁধ দিয়া ঘেরা। আরাকান-পর্ব্বতমালাই এই জেলার প্রধান শৈল। মায়ানঙ্গের নিকট এই শৈলমালার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০০৩ ফিট। ইহার ঢালুগুলি গম্ভীর এবং গহনবনে সমাচ্ছাদিত। ইরাবতী নদী উত্তর হইতে দক্ষিণমুখে এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

এই নদী দিয়া সকল সময়েই নৌকা চলে। এই স্থানের নদী-গুলির নাম পালাশিন্, ওৎপো, নঙ্গথু, সন্দু, অলুন্ এবং পদব। এই নদীগুলি আরাকান হইতে বাহির হইয়া পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়া পাতাশিন নদী হইয়া ক্যান্কিউর নিকট ইরাবতী নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ক্যান্কিউর নদী একটী উর্ব্বর কৃষিভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। বেসিনজেলার মধ্য দিয়া এই নদীটী সমুদ্রে পড়িয়াছে।

এখানে প্রচুর পারমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। এই জেলা দুইটি মহকুমায় বিভক্ত—হেন্জাদা এবং মানোঙ্গ।

২ উক্ত হেন্জাদা জেলার সদর ও একটী মিউনিসিপাল সহর। ইরাবতীর দক্ষিণতটে অক্ষা° ১৭° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫° ৩২´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

হেন্তাল (দেশজ) হিন্তালবৃক্ষ, হিন্তাল শব্দের অপভ্রংশ।

হেন্দুস্থান (দেশজ) হিন্দুস্থান, ভারতবর্ষ।

[হিন্দু ও হিন্দুস্থান দেখ।]

হেম (ক্লী) হি-মন্। ১ সুবর্ণ। (পুং) ২ মাষক পরিমাণ। চলিত এক মাষা। (বৈদ্যক পরি°) ৩ কৃষ্ণবর্ণাশ্ব। ৪ বুধ। ৫ যযাতিবংশজ রুষদ্রথপুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪।১৮।১)

হেমক (ক্লী) হেম স্বার্থে কন্। ১ স্বর্ণ। (ত্রি) ২ সুবর্ণযুক্ত। ৩ সুবর্ণনির্ম্মিত।

হেমকক্ষা (ত্রি) স্বর্ণযুক্ত কক্ষ।

হেমকন্দল (পুং) হেমবর্ণং কন্দলং নবাঙ্কুরোঽস্য, যদ্বা হেমবর্ণং কন্দং লাতীতি লা-ক। প্রবাল। (হেম)

হেমকমল (ক্লী) হেমনির্ম্মিতং কমলং। সুবর্ণকমল, স্বর্ণপদ্ম।

হেমকর (পুং) ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৬৩) ২ সূর্য্য।

হেমকর্ত্তৃ (পুং) সুবর্ণকার, সেকরা।

"মণিমুক্তাপ্রবালানি হৃত্বা লোভেন মানবঃ।
বিবিধানি চ রত্নানি জায়তে হেমকর্ত্তৃষু॥" (মনু ১২।৬১)

মানব লোভবশতঃ মণি, মুক্তা, প্রবাল, এবং বিবিধ রত্ন হরণ করিলে সুবর্ণকার যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

হেমকান্তি (ত্রি) হেমবৎ কান্তিরস্যাঃ। ১ দারুহরিদ্রা। ২ স্বর্ণদ্যুতি, স্বর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট। (স্ত্রী) ৩ সুবর্ণের কান্তি।

হেমকার (পুং) হেমময়ং ভূষণং করোতীতি কৃ-অণ্। হেমকর্ত্তা, স্বর্ণকার।

"সর্ব্বকণ্টকপাপিষ্ঠং হেমকারন্তু পার্থিবঃ।
প্রবর্ত্তমানমন্যায়ে ছেদয়েল্লবশঃ ক্ষুরৈঃ॥" (মনু ৯।২৯২)

যত প্রকার কণ্টকপাপী আছে, তন্মধ্যে সুবর্ণকার পাপিষ্ঠতম। রাজা ইহাদিগকে অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবেন।

হেমকিঞ্জল্ক (ক্লী) হেমবর্ণং কিঞ্জল্কমস্য। নাগকেশর। নাগকেশরপুষ্প। (রাজনি°)

হেমকূট (পুং) হেম্নঃ কূটো যস্য। পর্ব্বতবিশেষ। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, এই পর্ব্বত কিংপুরুষবর্ষের সীমা পর্ব্বত। এই পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে নবতিসহস্র-যোজন, প্রস্থে দ্বিসহস্রযোজন ও বিস্তার দ্বিসহস্রযোজন। হিমালয়ের উত্তর দিকে অবস্থিত। (ভাগবত ৫।১৬ অ°) মহাভারত ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতিতে এই পর্ব্বতের বর্ণনা আছে।

হেমকূট্য (পুং) জনপদবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় কূর্ম্মবিভাগ-স্থলে লিখিত আছে যে, অগ্নিকোণে কোশল, কলিঙ্গ, শূদ্রধন্ব ও হেমকূট্য প্রভৃতি দেশ অশ্লেষাদি তিনটী নক্ষত্রে অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪ অ°) এই শব্দের পাঠান্তর হেমকুড্য এই রূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

হেমকৃষ্টি (স্ত্রী) স্বর্ণকর্ষণযোগ্য। (রস° চি° ৫ অ°)

হেমকেতকী (স্ত্রী) হেমবর্ণা কেতকী। স্বর্ণকেতকী।

হেমকেলী (পুং) হেববর্ণঃ কেলিঃ কম্পনাদির্যস্য। ১ অগ্নি।

হেমকেশ (পুং) হেমবর্ণঃ কেশোঽস্য জটায়াঃ পীতত্বাৎ তথাত্বং। শিব।

হেমক্ষীরী (স্ত্রী) হেমেব পীতবর্ণং ক্ষীরং নির্য্যাসো যস্যাঃ ঙীষ্, স্বর্ণক্ষীরী, চলিত সোনাখিরুই, শেঁয়ালকাটা। পর্য্যায়—পীতা, গৌরী, কালদুগ্ধিকা, কটুপর্ণী, হৈমবতী, হিমাবতী, হেমাহ্বা, পীতদুগ্ধা। (গরুড়পু° ২০৮ অ°) ইহার মূলকে ওক কহে।

হেমগন্ধিনী (স্ত্রী) হেম্নঃ নাগকেশরস্যেব গন্ধোঽস্তি অস্যাঃ ইনি, ঙীষ্। বেণুকা নামক গন্ধ দ্রব্য। (রত্নমালা)

হেমগর্ভ (ত্রি) হেম গর্ভে যস্য। যাহার মধ্যে সুবর্ণ থাকে। আদ্যশ্রাদ্ধে তিলদানস্থলে হেমগর্ভ তিল দান করিতে হয়।

হেমগর্ভপোট্টলী (স্ত্রী) যক্ষ্মরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—রসসিন্দূর তিন ভাগ, স্বর্ণ, তাম্র, ও গন্ধক প্রত্যেকে এক ভাগ, চিতার রসে দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া কড়ির মধ্যে পুরিয়া সোহাগা দ্বারা মুখ বন্ধ ও মৃৎপাত্রে রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পাকশেষে এই ঔষধ গ্রহণ করিয়া চারি রতি পরিমাণ বটিকা করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে যক্ষ্মা আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° যক্ষ্মরোগাধি°)

হেমগিরি (পুং) হেমময়ো গিরিঃ। ১ সুমেরুপর্ব্বত। ২ নৈর্ঋত কোণস্থিত দেশভেদ। (বৃহস° ১৬।১৯)

হেমগুহ (পুং) অসুরভেদ। (ভারত)

হেমগৌর (পুং) হেমবৎ গৌরঃ। ১ কিঙ্কিরাতবৃক্ষ।

'কিঙ্কিরাতো হেমগৌরঃ পীতকঃ পীতভদ্রকঃ।' (ভাবপ্র°)

(ত্রি) স্বর্ণবৎ গৌরবর্ণযুক্ত।

হেমগৌরাঙ্গ (ত্রি) হেমানীব গৌরাণি অঙ্গানি যস্য। স্বর্ণ তুল্য গৌরবর্ণাঙ্গবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হেমগৌরাঙ্গী।

হেমন্নী (স্ত্রী) হরিদ্রা। (রত্নমালা)

হেমচন্দ্র (পুং) ১ দাক্ষিণাত্যবাসী সুপ্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত। ইনি হেমচন্দ্রাচার্য্য বা হেমাচার্য্য নামে সাধারণে পরিচিত ছিলেন। গুজরাতের সুবিখ্যাত চৌলুক্যরাজ সিদ্ধরাজ ও কুমারপালের মন্ত্রিত্ব এবং রাজনৈতিক বিষয়েও বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্রের জীবনীতে নানারূপ অলৌকিক ও অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনাবলী সমাবিষ্ট দেখা যায়। ঐ সকল বিষয় সাধারণে অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব বলিয়া গৃহীত হইলেও আমরা তাঁহার প্রকৃত জীবনবৃত্তে যে সকল অমানুষিক কীর্ত্তির ও তৎসমাশ্রিত ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা যে স্বতঃই বিস্ময়াবহ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দাক্ষিণাত্যের অর্দ্ধাষ্টম (আহ্মদাবাদ) প্রদেশের ধন্দুক নগরে চাচিগ নামে এক মেষবণিয়া বাস করিতেন। তাঁহার চামুণ্ডগোত্রীয়া পাহিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে ১০৮৯ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় চাঙ্গোদেব নামে এক পুত্র জন্মে। ইহার কিছু কাল পরে সুপ্রসিদ্ধ জৈনসূরি দেবচন্দ্রাচার্য্য (১০৭৮-১১৭০ খৃঃ) দেশভ্রমণ করিতে করিতে একদিন পাটন হইতে ধন্দুক নগরে আসিয়া উপনীত হন, এখানে অবস্থানকালে তিনি জৈনদেবতা-দিগকে পূজা করিবার জন্য মোধবসাহিকা সন্তারামে আসিয়া-ছিলেন। তিনি সন্তারামে আসিয়া উপবিষ্ট হইলে সাধারণ জনগণ তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ঐ স্থানে আসিয়া সমুপস্থিত হন। বালক চাঙ্গোদেব তখন সন্তারামের সমীপদেশে অন্যান্য বালকগণের সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেছিলেন। চাঙ্গো আচার্য্যপ্রবরের মর্য্যাদা না বুঝিয়া স্বয়ং সেই স্থানে যাইয়া আচার্য্যের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিলেন। বালকগণের এবম্বিধ ধৃষ্টতা ও অদ্ভুত সাহস সন্দর্শনে উপস্থিত জন-সাধারণ বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দেবপ্রভাব দেবচন্দ্রাচার্য্য তাহার সর্ব্বসুলক্ষণ সুন্দরমূর্ত্তি সন্দর্শনে বড়ই প্রীত হইলেন এবং স্বীয় শক্তিপ্রভাবে বালকের হৃদয়ভাব অবগত হইয়া তাঁহার মহত্বপূর্ণ ভাবী জীবনের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সমবেত গ্রাম্যমণ্ডলীকে সঙ্গে লইয়া চাচিগের ভবনে উপনীত হইলেন। চাচিগ তখন কার্য্যান্তরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, তদীয় জৈনমতা-বলম্বিনী পত্নী আচার্য্যকে সসম্ভ্রমে ও সমাদরে যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করিয়া ঘরে আনিয়া বসাইলেন। তখন গ্রাম্যমহামণ্ডলী অগ্র-বর্ত্তী হইয়া পাহিনীকে জৈনগুরুর আগমনাভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিল। দেবচন্দ্র তাঁহার পুত্র চাঙ্গোকে সঙ্গে লইয়া শিক্ষা ও দীক্ষা দিবেন জানিতে পারিয়া মাতা ও স্বামীর অনুপস্থিতিতে চাচিগের অভিমত লইবার জন্য কিছুমাত্র বিলম্বের অপেক্ষায় রহিলেন না। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়াই বালক চাঙ্গোকে স্বহস্তে ধরিয়া আচার্য্যসমীপে আনিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে স্বীয় পুত্রকে আচার্য্যকরে সমর্পণ করিয়া যেন অলঙ্ঘনীয় গুরু-আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন।

আচার্য্য তখন সেই বালককে লইয়া কর্ণাবতী রাজধানীতে উপনীত হইলেন এবং তথায় মহামন্ত্রী উদয়নের পুত্রগণের সঙ্গে রাখিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে চাচিগ গৃহে সমাগত হইয়া পত্নীসমক্ষে যথাযথ পুত্রের গৃহত্যাগবার্ত্তা অবগত হই-লেন। নয়নানন্দ পুত্রবিরহে তাঁহার গৃহ অন্ধকার ও কষ্টদায়ক বোধ হইতে লাগিল। দারুণ উৎকণ্ঠায় কিছুদিন কালযাপন করিয়া তিনি পুত্রান্বেষণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবশেষে পুত্রকে না দেখা পর্য্যন্ত আর আহার করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কর্ণাবতীতে আসিয়া তিনি পুত্রকে দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং আচার্য্যসমক্ষে সমুপাগত হইয়া রোষপরুষবচনে পুত্রকে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। জৈনগুরু চাচিগের বাক্যে মর্ম্মপীড়িত হইলেন বটে, কিন্তু সুক্ষ্ম ও ধীরবুদ্ধি চাঙ্গোকে স্থূলবুদ্ধি পিতার নিকট ফিরাইয়া দিতে চাহিলেন না। বালকের উদীয়মান প্রতিভা তাঁহার ভবিষ্যৎজীবনে জ্ঞানজ্যোতিঃ-বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিতেছিল, তিনি বালকের সদ্গুণে আকৃষ্ট ও তাহার ভাবী উন্নতিতে মুগ্ধ; সুতরাং বালককে প্রত্যর্পণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি রূঢ়প্রকৃতি পিতার কর্কশপ্রার্থনায় ম্রিয়মাণ হইয়া সচিবশ্রেষ্ঠ উদয়নকে ডাকাইলেন। প্রিয় সেবক উদয়ন গুরুর আদেশে তদভিপ্রায় চাচিগকে যথাযথ বুঝাইয়া দিয়া গুরুর বাসনা পূর্ণ করিতে বারংবার অনুরোধ করিলেন। ঐ সঙ্গে আচার্য্যের শিক্ষা, অলৌকিক প্রভাব ও মাহাত্ম্যকথা কীর্ত্তন করিয়া তিনি চাচিগের কঠোর হৃদয়ে কোমলতা আনয়নে সমর্থ হইলেন। চাচিগও ইতিমধ্যে জৈনগুরুর প্রশান্ত গম্ভীরমূর্ত্তি সন্দর্শনে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইতে ছিলেন, আচার্য্যের শিক্ষা ও শক্তি-প্রভাবে স্বীয় প্রিয়তম পুত্রের উন্নতি হইবে আশা করিয়া তিনি মন্ত্রিবরের প্রার্থনানুসারে পুত্রকে জৈনাচার্য্য দেবচন্দ্রসূরির নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

১০৯৭ খৃষ্টাব্দে বালক চাঙ্গোদেব অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিলে চাচিগ কুলপ্রথানুসারে স্বীয়পুত্রের দীক্ষাকার্য্য সমাধা করিলেন। দীক্ষিত পুত্রের নাম সোমচন্দ্র রাখা হইল। শাস্ত্রানুশীলনে তাঁহার প্রখরবুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইয়াছে এবং জ্ঞানজ্যোতিঃ

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া দেবচন্দ্র তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া হেমচন্দ্র রাখিয়াছিলেন। তদবধি চাঙ্গোদেব হেমচন্দ্র নামেই প্রথিত হইয়াছিলেন। ১১১০ খৃঃ অব্দে হেমচন্দ্র একবিংশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। তখন তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে ও সিদ্ধান্তে সুপণ্ডিত। দেবপ্রতিম দেবচন্দ্র তাঁহাকে সূরি উপাধি প্রদান করিয়া জ্ঞানের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

এই সময়ে একদিন হেমচন্দ্রের সহিত দৈবযোগে চৌলুক্যরাজ সিদ্ধরাজের সাক্ষাৎ হয়। তিনি বাক্যালাপে মুগ্ধ হইয়া হেমচন্দ্রকে পণ্ডিত বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মাননাও করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের জ্ঞান ও বুদ্ধি তাঁহাকে জৈনধর্ম্মে স্থির বিশ্বাসী রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জৈন ধর্ম্মাচারগুলি অতি বিশ্বাসের সহিত পরিপালন করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত জৈন-মত-বিরোধী মহারাজ সিদ্ধরাজের বিরোধ উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে রাজা জৈনাচার ও ক্রিয়া-কাণ্ডকে নিন্দা করিয়া পণ্ডিতবর হেমচন্দ্রকে দুর্ব্বাক্যও প্রয়োগ করিতেন। এক দিনের কলহে হেমচন্দ্রের দারুণ মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, তিনি তদবধি দিবসত্রয় আর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। রাজা যখন বুঝিতে পারিলেন যে, হেমচন্দ্র রাজানুগ্রহের ভিখারী নহে, তিনি নিজ ধর্ম্মে স্থির বিশ্বাসী; সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মমতে অনাস্থাপ্রদর্শন ও তজ্জন্য তাঁহাকে অবজ্ঞাসূচক বাক্যবর্ষণ তাঁহার পক্ষে একান্ত অন্যায়। এইরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হওয়াতে রাজা মনে মনে দুঃখ প্রকাশ করিয়া হেমচন্দ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

অনন্তর একদা রাজা সিদ্ধরাজ হেমচন্দ্রকে লইয়া সোমনাথ পাটনে গমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি এক অভিনব উপায়ে লিঙ্গপূজা সমাপন করিয়াছিলেন। সিদ্ধরাজের রাজ্যকালে হেমচন্দ্র রাজার নাম যোজনা করিয়া "সিদ্ধ হেমচন্দ্র" নামে একখানি ব্যাকরণ এবং তাহার সূত্র ও বৃত্তি প্রণয়ন করেন। ঐ ব্যাকরণে রাজার কোন বিশেষ উল্লেখ না থাকায় সভাস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ অনুযোগ উপস্থিত করিলে হেমচন্দ্র প্রতি-পরিচ্ছেদের শেষে রাজার গুণগরিমা-জ্ঞাপক এক একটী শ্লোক রচনা করিয়া দেন। এই সময়েই তিনি "হৈমী নামমালা বা অভিধানচিন্তামণি অনেকার্থ-নাম-মালা" রচনা করিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহারই অব্যবহিত পরে, তিনি ব্যাকরণমধ্যে সোলাঙ্কিবংশের ইতিহাস শিক্ষা দিবার জন্য "দ্ব্যাশ্রয়কোষ" নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

রাজা কুমারপাল সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রথিতযশাঃ পণ্ডিত হেমচন্দ্র সূরিকে বহু সম্মানেই রাজসভায় আসন প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময় পর্য্যন্ত তাঁহার সম্মান শীর্ষস্থান অধিকার করে নাই। তখনও তিনি রাজসভাস্থ বহু পণ্ডিতের নিম্নাসনে ছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের জ্ঞানপ্রতিভার সুবিমল দীপ্তিতে দিন দিন দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ উদ্ভাসিত হইতেছিল। রাজা কুমারপালের রাজ্যকালেই তিনি বহুসংখ্যক জ্ঞানগভীর গ্রন্থ রচনা করিয়া তদানীন্তন পণ্ডিত-মণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন। স্বয়ং রাজা কুমারপাল তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, তদবধি রাজধর্ম্মের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বাড়িয়া যায় এবং তিনি সর্ব্ববিষয়ে সমধিক প্রাধান্য লাভ করেন।

যখন হেমচন্দ্রের পাণ্ডিত্যে রাজা কুমারপাল আকৃষ্ট হইতেছিলেন, তখন একদিন রাজা পণ্ডিতবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'আমি একটী সুমহান্ ধর্ম্মকীর্ত্তি-সম্পাদনে সমুৎসুক হইয়াছি, আপনি অনুমতি করুন্, কোন কার্য্য সম্পাদন করিলে আমার পুণ্যকীর্ত্তি অক্ষয় হইবে?' হেমচন্দ্র তখন সোৎসাহে বলিলেন, "মহারাজ! সোমনাথ-মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার অতীব মহৎ কর্ম্ম; আপনি উহা সম্পাদন করিয়া পুণ্য ও যশোভাগী হউন।" এইরূপে ধীরে ধীরে হেমচন্দ্র রাজার চিত্ত অধিকার করিতে লাগিলেন। মন্দিরের সংস্কারকার্য্য সমাধা হইলে তিনি রাজাকে "অহিংসা" ব্রতে দীক্ষিত করেন। তখন সভাস্থ অপরাপর ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও রাজপুরোহিত হিংসা-প্রণোদিত হইয়া হেমাচার্য্যের অধঃপতন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে এক সুযোগ উপস্থিত হইল। সোমনাথ-মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হইবার পর, রাজা তাহা পরিদর্শন ও দেবমূর্ত্তির অভিষেকক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে স্বয়ং সোমনাথ-গমনে উদ্যোগী হইলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা রাজার রোষ-উদ্দীপনার্থ গোপনে রাজাকে জানাইলেন যে, হেমাচার্য্য সোমনাথ গমন করিতে চাহেন না। রাজা ব্রাহ্মণগণের এরূপ প্ররোচনা-বাক্যে বিচলিত হইলেন না। তিনি স্বয়ং তাঁহাকে সোমনাথ-গমনের কথা জানাইলেন। হেমচন্দ্র রাজার এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি সন্ন্যাসী, পদব্রজে গমন করিবেন, পথিমধ্যে গির্ণার সন্দর্শন করিয়া তিনি অচিরে সোমনাথে রাজার সহিত সম্মিলিত হইবেন। রাজা সোমনাথ-মন্দিরে উপনীত হইয়া হেমাচার্য্যের সংবাদ জানিতে আগ্রহান্বিত হইলেন। তখন উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন, কেহ বা জৈন পুরোহিতের শিবপূজা অসম্ভব, তিনি শিবমন্দিরে আসিবেন না বলিয়াই কৌশলে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন এইরূপ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই প্রকার বিতণ্ডা ও কোলাহলের মধ্যে হেমচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবমূর্ত্তির সমক্ষে দাঁড়াইয়া নিম্নোক্ত শ্লোকে ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন—

"ভবজীবাঙ্কুরজননা রাগাদ্যাঃ ক্ষয়মুপাগতা যস্য ।
ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বা হরো জিনো বা নমস্তস্মৈ ॥
যত্র তত্র সময়ে যথা তথা যোসি সোঽভিধয়া যয়া তয়া ।
বীতদোষকলুষঃ স চেত্ত্বমেক এব ভগবন্নমোঽস্ত তে ॥"

রাজা কুমারপাল হেমচন্দ্রকে এই প্রকারে মহেশ্বরের আরাধনা করিতে দেখিয়া অধিকতর মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রার্থনানুসারে রাজা রাজপ্রাসাদস্থ হিন্দু দেবমূর্ত্তিসমূহের মধ্যে শান্তিনাথ তীর্থঙ্করের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজার চিত্ত ক্রমেই হেমচন্দ্রের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতে-ছিল। অবশেষে তাঁহারই উপদেশ ও প্রার্থনানুসারে রাজা সর্ব্বজনসমক্ষে প্রকাশ্য ভাবে জৈনধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তৎকালে তিনি জৈন সন্ন্যাসীদিগকে বহু ধনরত্নদানে তুষ্ট করিয়াছিলেন।

অল্পদিন মধ্যেই কুমারপাল জৈনধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী হইয়া পড়িলেন। তিনি আদেশ দিলেন যে, তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেহ পশু বা জীবমাত্রের হিংসা করিতে পারিবে না। যাহারা ঐরূপ অবৈধ ভাবে পশুহিংসা করিবে তাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অনহিল্‌বাড়ের এক বেণিয়া একটী যুকা নিহত করায় তাহার অতুল ধনসম্পত্তি লইয়া রাজা যুকা-বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ হেমচন্দ্রের প্রতি দ্বেষ ও হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অবমাননা করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজকর্ত্তৃক অপমানিত ও লাঞ্ছিত এবং কঠোর ভাবে নিগৃহীত হইতে লাগিলেন। রাজাদেশে প্রাসাদস্থ হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিসমূহ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে এই সময়ে গুর্জ্জর-প্রদেশে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিলোপ হইয়া জৈনধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

কুমারপালের রাজ্যকালে হেমচন্দ্র সংস্কৃত ও প্রাকৃতে কতক-গুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার মধ্যে অধ্যাত্মোপনিষদ্ বা যোগসূত্র, ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত্র, পরিশিষ্টপর্ব্বন্, প্রাকৃত-শব্দানুশাসন, দ্ব্যাশ্রয় (দ্বৈআশরায়), ছন্দোনুশাসন, লিঙ্গানু-শাসন, দেশী নামমালা ও অলঙ্কারচূড়ামণি প্রধান। ১১৭২ খৃষ্টাব্দে ৮৪ বৎসর বয়সে হেমচন্দ্রের তিরোভাব হয়। তাঁহার দেহ সৎকৃত হইলে কুমারপাল গুরুদেবের প্রতি অত্যধিক ভক্তি-বশতঃ সেই চিতাভস্ম লইয়া কপালে লেপন করেন এবং তৎপরে রাজার অনুচর ও অন্যান্য জনসাধারণ তথায় আসিয়া চিতাভস্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে একটী সুবৃহৎ গর্ত্ত হইয়া পড়িল। ঐ গর্ত্ত 'হৈম-খদ' নামে খ্যাত।

ইনি যে অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাও হেমচন্দ্র নামে অভিহিত।

"সানেকার্থনামমালাত্মকঃ কোষবরঃ শুভঃ ।
হেমচন্দ্রপ্রণীতাভিধানচিন্তামণির্ম্মণিঃ ॥" (হেম)

২ স্বর্ণময় শশী, সোণার চাঁদ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি। সন ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে ৯ম বর্ষ পর্য্যন্ত তিনি গুলিটার পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন। ঐ সময় তাঁহার মাতুলই তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। হেমচন্দ্রের পিতা কৈলাসচন্দ্র পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ কোনরূপ যত্ন করেন নাই।

৯ম বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে, তাঁহার মাতুল তাঁহাকে কলি-কাতার খিদিরপুরে লইয়া আসেন এবং হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। হেমচন্দ্র হিন্দুকলেজে জুনিয়ার পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিলাভ করেন। ঐ সময়ে সবে মাত্র কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র ও এফ্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে বি এ পরীক্ষার্থ প্রবেশ করেন। এই সময়ে দুর্ভাগ্য ও অস্বচ্ছলতা-নিবন্ধন তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার আশা পরিত্যাগ করিয়া মিলিটারী অডিটার জেনারল অফিসে ত্রিশ টাকা বেতনে কেরাণীগিরি করিতে হয়।

কেরাণীগিরি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি ঐ কর্ম্ম করিতে করিতেই ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বি এ পরীক্ষা দেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী হন। এখানে তিন বৎসর থাকিয়া তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বি, এল, পরীক্ষায় পাস হন। অতঃপর তিনি হাবড়া ও শ্রীরামপুরে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতা ভবানীপুরে বিবাহ করিয়া খিদিরপুরে চিরস্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

মুনসেফের কার্য্য আরম্ভ করার একমাস পরে গবর্মেণ্টের নির্দেশানুসারে তাঁহাকে দেশান্তরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, কিন্তু স্নেহাধিক্যনিবন্ধন তাঁহার মাতামহী তাঁহাকে দূরদেশে পাঠাইতে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন, কাজেই তাঁহাকে মুনসেফী-কার্য্যে ইস্তাফা দিতে হইয়াছিল। তখন হইতেই স্বাধীনচেতা হেমচন্দ্র ওকালতী গ্রহণ করেন। ইহার পর সদর দেওয়ানী আদালত বা তৎকালের হাইকোর্ট তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইল।

হেমচন্দ্রের প্রতিভা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ওকালতী-ব্যবসায়েও তাঁহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট বাড়িয়া উঠিল। সকলেই গুণের জন্য তাঁহাকে আদর করিতে লাগিল। এই সময়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ৺অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর

গ্রহণ করিলে, হেমচন্দ্র 'গবর্মেণ্ট লিনিয়ার প্লীডার' পদে মনোনীত হন এবং এই সময় হইতেই তাঁহার কবিত্বের বিকাশ আরম্ভ হয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে অধ্যয়নকালে হেমচন্দ্রের কবিতা-লেখার প্রবৃত্তি জন্মে। সেই প্রতিভা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণ-মাত্রায় পরিস্ফুট হইতেছিল। ইহার অনতি পরেই তাঁহার "চিন্তা-তরঙ্গিণী" প্রকাশিত হয়। ইহার ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং ইহা শান্তিরসপূর্ণ। এই পুস্তিকাখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার দীপ্তিরেখা "ভারতসঙ্গীতে" প্রকাশ পাইয়াছিল। ১২৭২ বঙ্গাব্দের ৩১এ বৈশাখ মাসে তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ "বীরবাহু-কাব্য" প্রকাশিত হয়, ইহার অব্যবহিত পরেই কবিতাবলীর বিকাশ। এই কবিতাবলীতে তাঁহার ভারতসঙ্গীতগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়। ঐ গুলি তৎকালে এডুকেশন গেজেটে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতাবলীর পাঠকমাত্রের হৃদয়েই তাঁহার 'নিরাশ প্রেমের চিত্র' অঙ্কিত রহিয়াছে। এখানে তাঁহার নিরাশপ্রেমের দৃষ্টান্তস্বরূপ কএক পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে।
কেন হেন বারে বারে, কাঁদাইতে অভাগারে,
গগনমাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কি অপূর্ব্ব ও মধুর ভাব, পাঠমাত্রেই যেন মনকে বিভোর ও আত্মহারা করিয়া তুলে।

অতঃপর তাঁহার "আশাকানন", "ছায়াময়ী", "দশমহা-বিদ্যা" প্রভৃতি প্রচারিত হয়। ইহার পরেই তাঁহার কাব্যকলার কীর্ত্তিস্তম্ভ ও বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারের উজ্জ্বলরত্ন "বৃত্রসংহার" মুদ্রিত হয়। স্থলবিশেষে বৃত্রসংহারের কবিত্ববিকাশ প্রথিতযশা কবি মধুসূদনের মেঘনাদবধের উক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ। "চিন্ত-বিকাশ" কবিবরের শেষকীর্ত্তি, ইহা তাঁহার অন্ধাবস্থায় ৺কাশী-ধামে বাসকালে লিখিত হয়।

ওকালতী-ব্যবসায়ে ও পুস্তকবিক্রয়ে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পরদুঃখে পীড়িত হইতেন বলিয়া তিনি উপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। ইহার উপর তিনি আদৌ মিতব্যয়ী ছিলেন না। উপার্জ্জিত অর্থের যথেচ্ছ-ব্যবহার করিয়া বার্দ্ধক্যে তাঁহাকে অর্থকষ্টে প্রপীড়িত হইতে হইয়াছিল, এই সময়ে দৈববিড়ম্বনায় অন্ধ হইয়া পড়ায় কবির শেষজীবন বড়ই কষ্টময় হইয়া উঠে। কলিকাতাবাসী অনেক শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি কবিবরের এই দুর্দ্দশার বার্ত্তা বৃটীশ গবর্মেণ্টকে জানাইয়া ছিলেন। তাহার ফলে গবর্মেণ্ট তাঁহার মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দেন। যে হেমচন্দ্র এক সময়ে উপার্জ্জিত অজস্র টাকা স্বহস্তে ব্যয় করিতেন, আজ এই অন্নকষ্টের সময়ে গবর্মেণ্টের ২৫৲ টাকা বৃত্তিও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ১৩১০ বঙ্গাব্দের ১০ই জ্যৈষ্ঠ হেমচন্দ্র পার্থিব জ্বালা এড়াইয়া অনন্তধামে গমন করেন।

হেমচূর্ণ (ক্লী) সোণার গুঁড়া।

হেমজীবন্তী (স্ত্রী) পীতজীবন্তী, স্বর্ণজীবন্তী।

হেমজ্বাল (পুং) হেমবর্ণা জ্বালা যস্য। অগ্নি। (শব্দমালা)

হেমজ্বালালঙ্কৃত (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ। (ললিতবি°)

হেমতার (ক্লী) হেম তারয়তি উৎকর্ষং নয়তি তৃ-ণিচ্-অচ্। তুত্থ, তুঁতে। (হেম)

হেমতারক (ক্লী) হেমতার স্বার্থে কন্। তুচ্ছ।

হেমতাল (পুং) জনপদবিশেষ, দেশভেদ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, এই দেশ উত্তরদিকে ২৪, ২৫ ও ২৬ নক্ষত্রে অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪।২৮)

হেমদত্তা (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। (হরিবংশ)

হেমদীনার (পুং) স্বর্ণমুদ্রা, মোহর।

হেমদুগ্ধ (পুং) হেমবর্ণং দুগ্ধং নির্য্যাসোঽস্য। উড়ুম্বরবৃক্ষ। যজ্ঞ ডুমুর। (শব্দরত্না°)

হেমদুগ্ধক (পুং) হেমবর্ণং দুগ্ধং নির্য্যাসোঽস্য কপ্। ১ উড়ুম্বর-বৃক্ষ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ পীতবর্ণ ক্ষীরযুক্ত।

হেমদুগ্ধা (স্ত্রী) হেমবর্ণং নির্য্যাসোঽস্যাঃ। স্বর্ণক্ষীরী। (জটাধর)

হেমদুগ্ধিন্ (পুং) হেমবর্ণং দুগ্ধং নির্য্যাসোঽস্ত্যস্তীতি ইনি। যজ্ঞোডুম্বরবৃক্ষ।

হেমদুগ্ধা (স্ত্রী) হেমবর্ণং দুগ্ধং নির্য্যাসোঽস্যাঃ। স্বর্ণক্ষীরী।

হেমধন্বন্ (পুং) ১১শ মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডপু° ৯৪।২১)

হেমধান্যক (পুং) ১ তিন রতি পরিমাণ। ২ তিলগাছ।

হেমন্ (ক্লী) হিনোতি বর্দ্ধতে স্ফুটতি বেতি, হি-মনিন্। ১ স্বর্ণ।
"হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা।" (রঘু ১।১০)
২ ধুস্তূর। (অমর) ৩ কেশব। ৪ হিম। (পুং) ৫ বুধগ্রহ।

হেমনাথরস (ত্রি) সোমরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—রসগন্ধক, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক তোলা, লৌহ, কর্পূর, প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, অহিফেনের ক্বাথে, মোচার রসে এবং যজ্ঞডুম্বুরের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া দুই রতি-পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। রোগ ও অবস্থাবিশেষে অনুপান স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে বিংশতি প্রকার মেহ, বহুমূত্র ও সোমরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া আশু প্রশমিত হয়। প্রমেহ ও বহুমূত্র-রোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° সোমরোগাধি°)

হেমনাভি (পুং) স্বর্ণনাভি, যে রথের নাভি স্বর্ণময়।

হেমনেত্র (পুং) যক্ষ। (ভারত সভাপ°)

হেমন্ত (পুং ক্লী) হন্তি লোকান্ শৈত্যেনেতি হন (হন্তের্মুট্ হি চ। উণ্ ৩।১২৯) ইতি ঝচ্, হন্তের্হি চেতি হিরাদেশঃ, মুড়াগমো গুণশ্চ। ঋতুবিশেষ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই মাস এই ঋতু। পর্য্যায়—হৈমন, উষ্মাসহ, শরদন্ত, হিমাগম।
"হেমন্তঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুর্জঠরবহ্নিকৃৎ।" (ভাবপ্র°)
হেমন্ত ঋতু স্নিগ্ধ ও শীতল, এই ঋতুতে প্রায় সমস্ত দ্রব্যই মধুর ভাবাপন্ন হয় এবং প্রাণিসমূহের জঠরানল প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। হেমন্ত ঋতুতে পিত্তের উপশম এবং বায়ু ও কফ কুপিত হয়। অতএব এই ঋতুতে বায়ু ও কফ প্রশমন করে, এইরূপ আহারাদি করা কর্ত্তব্য।

হেমন্ত কালের প্রাতঃসময়ে অর্থাৎ বেলা এক প্রহরের মধ্যে ভোজন, অম্ল দ্রব্য, মধুর দ্রব্য,লবণ রসযুক্ত দ্রব্য-ভোজন, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, রৌদ্র-সেবন, ব্যায়াম, গোধূম, ইক্ষুবিকৃতি, শালিতণ্ডুল, মাষকলায়, মাংস, পিষ্টান্ন, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, তিল, মৃগনাভি, গুগ্গুলু, কুঙ্কুম, অগুরু, শৌচাদি-ক্রিয়াতে উষ্ণ জল, স্নিগ্ধ দ্রব্য, স্ত্রীসংসর্গ এবং গুরু ও উষ্ণ অর্থাৎ পশমাদি নির্ম্মিত বস্ত্র এই সকল দ্রব্য হিতকর। (ভাবপ্র°) হেমন্ত কালে শীত নিবারণের জন্য অগ্নি দান করিলে তাহার শ্রেষ্ঠ গতি হয়।
"হেমন্তে শিশিরে চৈব পুণ্যাগ্নিং যঃ প্রযচ্ছতি।
সর্ব্বলোক-প্রতাপার্থং স পুণ্যাং গতিমাপ্নুয়াৎ।" (অগ্নিপু°)

এই ঋতুতে ভগবৎ-সমীপেও অগ্নি প্রজ্বালন করিতে হয়, ইহাতে বিশেষ শুভ ফল হইয়া থাকে। কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, হেমন্ত কালে দিনলঘুতা, শীত, যবস্তম্ব, মরুবক ও হিম এই সকল বর্ণন করিতে হয়।
"হেমন্তে দিনলঘুতা শীতযবস্তম্বমরুবকহিমানি।" (কবিকল্পলতা)

হেমন্তনাথ (পুং) হেমন্তে নাথ্যতে যাচ্যতে ইতি নাথ কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ কপিত্থ, কদ্‌বেল। (শব্দচ°)

হেমপর্ব্বত (পুং) হেমময়ঃ পর্ব্বতঃ। সুমেরু পর্ব্বত। (হলায়ুধ)

হেমপিঙ্গল (ত্রি) স্বর্ণাভপিঙ্গলবর্ণযুক্ত।

হেমপুষ্কর (ক্লী) হেমপদ্ম, হেমকমল। (হরিবংশ)

হেমপুষ্প (ক্লী) হেমবর্ণং পুষ্পং। ১ অশোকপুষ্প। ২ জবা-পুষ্প। (মেদিনী) (পুং) হেমবর্ণং পুষ্পং যস্য। ৩ অশোকবৃক্ষ।

হেমপুষ্পক (পুং) হেমবর্ণং পুষ্পং যস্য কপ্। ১ চম্পকবৃক্ষ। (অমর) ২ লোধ্র। (রাজনি°)

হেমপুষ্পিকা (স্ত্রী) হেমবর্ণং পুষ্পং যস্যাঃ কন্-টাপ্ অত ইত্বং। স্বর্ণযূথিকা।
"যূথিকা গণিকাম্বষ্ঠা সা পীতা হেমপুষ্পিকা।" (ভাবপ্র°)

হেমপুষ্পী (স্ত্রী) হেমবৎ পুষ্পমস্যাঃ। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ স্বর্ণজীবন্তী। ৩ ইন্দ্রবারুণী, চলিত রাখালশশা। ৪ স্বর্ণুলী, চলিত সোণালু। ৫ মুষলী, চলিত তালমূলী। ৬ কণ্টকারী।

হেমপ্রভ (পুং) হেম ইব প্রভা যস্য। ১ বিদ্যাধরভেদ। (কথা-সরিৎসা°) (ত্রি) ২ সুবর্ণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, সুবর্ণের ন্যায় কান্তিযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। হেমপ্রভা বিদ্যাধরী। সুবর্ণের প্রভা, সুবর্ণকান্তি।

হেমপ্রভ সূরি, একজন বিখ্যাত জৈন জ্যোতির্বিদ্। দেবেন্দ্র সূরির শিষ্য। ইনি ত্রৈলোক্যপ্রকাশ ও লগ্নশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

হেমফলা (স্ত্রী) হেমবর্ণানি ফলানি যস্যাঃ। স্বর্ণকদলী, চলিত চাঁপা কলা। (রাজনি°)

হেমময় (ত্রি) হেম স্বরূপে ময়ট্। ১ হেমস্বরূপ। ২ সুবর্ণময়। ৩ সুবর্ণনির্ম্মিত।

হেমমালা (স্ত্রী) ১ যমপত্নী। ২ হেমনির্ম্মিতা মালা। ৩ স্বর্ণস্রজ্, সোণার হার।

হেমমালিন্ (পুং) হেমেব কিরণানাং মালাস্ত্যস্য ইনি। ১ সূর্য্য।
"স যাতি পুরুষো বীর লোকান্ বৈ হেমমালিনঃ।"
'হেমমালিনঃ সূর্য্যস্য।' (তিথিতত্ত্ব) ২ রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৩।৪০।২০) (ত্রি) ২ স্বর্ণমালাবিশিষ্ট, সুবর্ণহারযুক্ত।

হেমমিত্র (ক্লী) হেম্নঃ মিত্রং। স্ফটিকারী, চলিত ফট্‌কিরি।

হেমযূথিকা (স্ত্রী) হেমবর্ণা যূথিকা। স্বর্ণযূথিকা। স্বর্ণযূই।

হেমরত্নময় (ত্রি) সুবর্ণ ও রত্ননির্ম্মিত (বস্তু), হেম ও রত্নস্বরূপ।

হেমরত্নবৎ (ত্রি) হেমরত্ন অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্ত বঃ। হেম ও রত্নবিশিষ্ট, হেমরত্নযুক্ত।

হেমরাগিণী (স্ত্রী) হেম ইব রাগোঽস্ত্যস্তীতি ইনি-ঙীষ্। হরিদ্রা।

হেমরাজ (পুং) রাজভেদ।

হেমরেণু (পুং স্ত্রী) স্বর্ণরেণু।

হেমল (পুং) হেমতদংশং লাতি গৃহ্লাতীতি লা-ক। ১ স্বর্ণকার। ২ কৃকলাস। ৩ প্রস্তরভেদ। কষ্টিপাথর, ইহাতে সোনাকষা হয়। (মেদিনী) ৪ মধুনিস্পাব, মুকুটসিম। (পর্য্যায়মুক্তা°)

হেমলতা (স্ত্রী) হেমবর্ণা লতা। ১ স্বর্ণজীবন্তী। (রাজনি°) ২ সোমলতা। ৩ ব্রাহ্মীশাক। (বৈদ্যকনি°)

হেমলম্ব (পুং) ষষ্টিসম্বৎসরবিশেষ। বৃহস্পতির গতিবশে সপ্তম পিতৃযুগের প্রথমবর্ষের নাম হেমলম্ব। এই বর্ষ অশুভ, এই বর্ষে ঈতিভয় ও অত্যল্প বারিবর্ষণ হয়।

"হেমলম্ব ইতি সপ্তমে যুগে স্যাদ্বিলম্বি পরতো বিকারি চ।
ঈতিপ্রায়ঃ প্রচুরপবনা বৃষ্টিবঙ্গে তু পূর্ব্বে।" (বৃহৎস° ৮।৩৯-৪০)

হেমবৎ (ত্রি) হেম অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্ত বঃ। হেমবিশিষ্ট, সুবর্ণযুক্ত।

হেমবতী (স্ত্রী) হেমবৎ-ঙীষ্। ১ স্বর্ণজীবন্তী। (রাজনি°) ২ বচা। ৩ স্বর্ণক্ষীরিণী। (রাজনি°)

হেমবর্ণ (পুং) ১ গরুড়ের পুত্র। (ভারত উদ্যোগপ°) ২ বৃক্ষভেদ। (ললিতবি°) (ত্রি) ৩ সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

হেমবর্ণবতী (স্ত্রী) দারুহরিদ্রা। (বৈদ্যকনি°)

হেমবল (ক্লী) হেম্না বলতে শোভতে ইতি বল-অচ্। মৌক্তিক। ইহার হিমবল এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পাঠই সাধু।

হেমবল্লী (স্ত্রী) স্বর্ণজীবন্তী। (রাজনি°)

হেমব্যাকরণ (ক্লী) জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্ররচিত একখানি ব্যাকরণ। [হেমচন্দ্র দেখ।]

হেমশঙ্খ (পুং) হেমবর্ণঃ শঙ্খোঽস্য। বিষ্ণু। (ত্রিকা°)

হেমশিখা (স্ত্রী) হেমবর্ণা শিখাঽস্যাঃ। স্বর্ণক্ষীরী। (শব্দরত্না°)

হেমশীত (ক্লী) স্বর্ণক্ষীরী।

হেমশৃঙ্গ (পুং) বিষ্ণু।

হেমসার (ক্লী) হেম সারয়তি নির্ম্মলীকরোতীতি সৃ-ণিচ্-অণ্। তুথ, তুতে।

"তুত্থকে তু শিখিগ্রীবং হেমসারং ময়ূরকং।" (রসচন্দ্রিকা)

হেমসাবর্ণি (পুং) মনুভেদ।

হেমসিংহ (পুং) স্বর্ণসিংহাসন। (ভাগ° ১২।১৩।১৩)

হেমসিংহ, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত বর্দ্ধমানের একজন রাজা।

হেমসূত্রক (ক্লী) হেম্নঃ সূত্রমত্র, কপ্। হারবিশেষ। (ধরণি°)

হেমসূরি (পুং) হেমচন্দ্র, অভিধানচিন্তামণিপ্রণেতা।

হেমহংসগণি, একজন জৈন পণ্ডিত, রত্নশেখরের শিষ্য, ইনি ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে উদয়প্রভরচিত আরম্ভসিদ্ধির উপর সুধীশৃঙ্গার-বার্ত্তিক নামে টীকা রচনা করেন।

হেমহস্তিরথ (পুং) হেমনির্ম্মিতহস্তিবিশিষ্টো রথো যত্র। মহাদানবিশেষ। সুবর্ণের হস্তী ও রথ নির্ম্মাণ করিয়া সেই হস্তী রথে যোজনা করিয়া দান করিতে হয়। এই দান মহাপুণ্যজনক।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি হেমহস্তিরথং শুভং।
যস্য প্রদানাৎ ভবনং বৈষ্ণবং যাতি মানবঃ॥
পুণ্যাং তিথিং সমাসাদ্য তুলাপুরুষদানবৎ।
বিপ্রবাচনকং কুর্য্যাৎ লোকেশাবাহনং বুধঃ॥" (মৎস্যপু° ২৮২অ°)

এই দান তুলাপুরুষের বিধানানুসারে করিতে হয়। বিধি-বিধানে যিনি এই দান করেন, তিনি বৈষ্ণবপদ লাভ করেন। হেমাদ্রির দানখণ্ডে এবং মৎস্যপুরাণের ২৮২ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

হেমা (স্ত্রী) হেমবর্ণমস্ত্যস্যা ইতি অচ্-টাপ্। ১ অপ্সরোভেদ। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৫১ অধ্যায়ে এই অপ্সরার বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থানে লিখিত হইল না। ২ মঞ্জিষ্ঠা। ৩ স্বর্ণজীবন্তী।

হেমাঙ্গ (পুং) হেমেব পীতবর্ণমঙ্গং যস্য। ১ গরুড়। ২ সিংহ। ৩ সুমেরু। ৪ ব্রহ্মা। (মেদিনী) ৫ চম্পকবৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ৬ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম) (ক্লী) ৭ সুবর্ণময়শরীর। (ত্রি) ৮ সুবর্ণময় শরীরযুক্ত।

হেমাঙ্গদ (পুং) বসুদেবের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।৪।৪৮)

হেমাচল (পুং) সুমেরুপর্ব্বত।

হেমাড়পন্ত, দাক্ষিণাত্যের এক জন খ্যাতনামা মহাপুরুষ। কবে কোন্ সময়ে ইনি বিদ্যমান ছিলেন, তাহার ঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; কিন্তু আজিও তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ দাক্ষিণাত্যের বহু স্থানে বিধ্বস্ত অবস্থায় নিপতিত দেখা যায়। তাঁহার যত্নে বহু ব্যয়ে যে সকল প্রস্তরমন্দির ও প্রস্তরসোপান-শোভিত বাপী-(কূপ) সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় দাক্ষিণাত্যে মুসলমান-অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। ঐ সকল মন্দির-গাত্রস্থ শিলালিপিতে অনুমান ১২৫০ খৃষ্টাব্দের সমকালবর্ত্তী অক্ষরসমূহ উৎকীর্ণ থাকায় মনে হয় যে, উক্ত মহাপুরুষ ঐ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধি আছে যে, দ্বাপরযুগে হেমাড়পন্ত নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদবিৎ ছিলেন। উক্ত ভিষকপ্রবর লঙ্কাপতি রাবণের ভ্রাতা বিভীষণকে রোগমুক্ত করিয়া বিশেষ

প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনিই উক্ত রাক্ষসরাজের নিকট কএক জন ময়শিল্পবিৎ স্থপতি প্রার্থনা করেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ তাঁহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলে, তিনি তাহাদিগের দ্বারা দক্ষিণ ভারতে বহুসংখ্যক মন্দির ও সোপান-বিলম্বিত কূপ নির্ম্মাণ করেন। ঐ সকল মন্দির বা কূপের গাথনিতে কোন-রূপ মসলা ব্যবহৃত হয় নাই। ইতিহাসে এবং কিংবদন্তীতে ঐ সকল ধ্বস্ত নিদর্শন হেমাড়পন্তের কীর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ঐতিহাসিকযুগে অপর একজন হেমাড়পন্তের অভ্যুদয় হয়। ইনি একজন সুবিখ্যাত লেখক ও মন্দিরনির্ম্মাতা, ইনি দেব-গিরির যাদববংশীয় নরপতি রামচন্দ্র দেবের (১২৭১—১৩০৮খৃঃ) প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। অনেকে এই হেমাড়পন্তকে রাজমন্ত্রী হেমাদ্রির নামান্তর বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। হেমাদ্রি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত ও ধর্ম্মশীল ছিলেন, তাঁহার দ্বারা সাধা-রণের উপকারার্থে বাপী-প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্মার্থ মন্দিরনির্ম্মাণ কিছু অসম্ভব নহে। যাহা হউক, হেমাড়পন্তের কীর্ত্তিসমূহে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে যে সকল অব্দ খোদিত দেখা যায়, তাহা হইতে অনুমান হয় যে, ঐ সকলই মহামনস্বী ও প্রভূত শক্তিশালী মহামন্ত্রী হেমাদ্রিরই সময় হইতে আরব্ধ। তিনি রামচন্দ্রের পরবর্ত্তী যাদবরাজের রাজত্বকালেও (১২৬০—১৩১৮ খৃঃ) রাজামাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং শিলালিপি-প্রমাণে হেমাদ্রি ও হেমাড়-পন্তকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনরূপ আপত্তি হয় না। দাক্ষিণাত্যভূমের উত্তরাংশে বিনা মসলায় কাটা পাথরে যে সকল অট্টালিকা ও মন্দিরাদি প্রাচীন হিন্দুপ্রাধান্যের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সে সমুদায়ও হেমাড়পন্তের কীর্ত্তি বলিয়া তথায় পরিচিত। কণাড়ী-ভাষা-প্রচলিত দেশভাগে হেমাড়পন্ত জখনাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন। তদ্দেশে মুসলমানগণের পূর্ব্বে যে সকল হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন বিদ্যমান আছে, তাহাই জখনাচার্য্যের কীর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হেমাণ্ড (ক্লী) সুবর্ণাণ্ড, হেমময় অণ্ড।

হেমাদ্রি (পুং) হেমময়োঽদ্রিঃ। ১ সুমেরুপর্ব্বত। (অমর)

২ এক জন অসাধারণ পণ্ডিত। দেবগিরির যাদববংশীয় রাজা জৈত্রপালের পুত্র মহাদেবের (১২৬০-১২৭১ খৃঃ) আশ্রয়ে প্রতিপালিত এবং নিজ-শিক্ষাগুণে ও রাজেশ্বর মহাদেবের অনুকম্পায় তিনি শ্রীকরণাধিপ (Chief secretary) পদ লাভ করেন। ক্রমে তিনি উক্ত রাজার প্রধান অমাত্য-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি বৎসগোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে কামদেবের পুত্র-রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহের নাম বাসুদেব এবং প্রপিতামহের নাম বামন।

১২৭১ খৃষ্টাব্দে মহাদেব লোকান্তরিত হইলে তৎপুত্র আম-ণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজা কৃষ্ণের পুত্র রামচন্দ্র দেবগিরির সিংহাসন অধিকার করেন। রামচন্দ্রের রাজ্যকালেও (১২৭১-১৩০৯ খৃঃ) হেমাদ্রি পূর্ব্ববৎ স্বীয় পদ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি দেশের ও সমাজের হিতার্থে কএক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রত্যেক হিন্দুর নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং স্মৃতিসাগরের সারোদ্ধার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ বিরাট স্মৃতিসার সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। উক্ত গ্রন্থের পরিশেষখণ্ডই ব্যবস্থাশাস্ত্রের সার-সঙ্কলন। ঐ অংশ হইতে কালনির্ণয়, কালনির্ণয়-সংক্ষেপ, তিথিনির্ণয়, দানবাক্যাবলী, পর্জ্জন্যপ্রয়োগ, প্রতিষ্ঠা ও লক্ষণসমুচ্চয় নামে কয়খানি খণ্ড পুস্তিকাও পাওয়া যায়। তাঁহার ব্রতখণ্ডের অন্তর্গত শান্তি, পৌষ্টিক ও হেমাদ্রি-নিবন্ধ (হেমাদ্রীয়) নামক দীধিতিও সাধারণে বিশেষ পরিচিত। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুমাত্রেই ঐ সকল গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট তত্ত্ববাক্যানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

হেমাদ্রি-রচিত "আয়ুর্ব্বেদ-রসায়ন" বাগ্‌ভট মহাত্মা কৃত অষ্টাঙ্গহৃদয়ের একখানি টীকা এবং তাঁহার কৈবল্যদীপিকা বোপদেব-বিরচিত মুক্তাফলের টীকা। শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সারসত্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুক্তাফলকার বোপদেবই সুপ্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের রচয়িতা। হেমাদ্রি এই বোপদেবেরও প্রতিপালক ছিলেন।

উপরি বর্ণিত গ্রন্থনিচয় ব্যতীত হেমাদ্রি-বিরচিত দুই খানি রাজ-প্রশস্তি পাওয়া যায়। এই প্রশস্তিতে তিনি স্বীয় কবিত্বের ও ঐতিহাসিকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। আমরা ঐ প্রশস্তি হইতে দেবগিরির যাদবরাজবংশের আরও কএকজন রাজার নাম পাই। উহা ঐতিহাসিক মাত্রেরই আলোচনার বিষয়। উক্ত রাজপ্রশস্তির শেষে হেমাদ্রি তাঁহার এই রূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"যস্য শ্রীকরণাধিপঃ স্বয়মযং হেমাদ্রিসূরিঃ পুরঃ
প্রৌঢ়প্রাতিভবর্ণ্যমানবিলসদ্বংশো ভৃশং শোভতে॥"

চতুর্ব্বর্গচিন্তামণিতে লিখিত আছে, ইনি চিন্তামণি, কামধেনু ও কল্পদ্রুম নামক স্মৃতিসংগ্রহকার। কলিপ্রভাবে জীবসকলকে ধর্ম্মহীন হইতে দেখিয়া তিনি অতি সুচারুচিন্তামণি নামক স্মৃতি-সংগ্রহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

"তস্যাস্তি নাম হেমাদ্রিঃ সর্ব্বশ্রীকরণঃ প্রভুঃ।
নিজোদারতয়া যশ্চ সর্ব্বশ্রীকরণঃ প্রভুঃ॥
অনেন চিন্তামণিকামধেনুঃ কল্পদ্রুমানর্থিজনায় দত্বান্।
বিলোক্য সঙ্কে কিমমুষ্যসর্ব্বগীর্ব্বাণনাথোঽপি করপ্রদোঽভূৎ॥

অথামুনা ধর্ম্মকথাদরিদ্রং ত্রৈলোক্যমালোক্য কলের্বলেন।
তত্তোপকারে দধতানুচিন্তাং চিন্তামণিঃ প্রাদুরকারি চারুঃ॥"
(চতুর্ব্বর্গচিন্তা°)

হেমাদ্রিকা (স্ত্রী) স্বর্ণক্ষীরী। (রত্নমালা)

হেমাদ্রেজরণ (পুং) হেমাদ্রৌ জীর্য্যতীতি জৄ-লু্য। স্বর্ণক্ষীরী। [স্বর্ণক্ষীরী দেখ।]

হেমাভ (ত্রি) হেম্ন আভেব আভা যস্য। সুবর্ণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, সুবর্ণের আভাযুক্ত।

হেমাম্বুজ (ক্লী) হেমপদ্ম, স্বর্ণপদ্ম।

হেমাম্ভোজ (ক্লী) সুবর্ণপদ্ম।

হেমাবতী, কাবেরী নদীর একটী উপনদী; কদুর জেলায় জাবলি হইতে এই নদীটী উত্থিত হইয়া হস্সন জেলায় প্রবাহিত হইয়াছে। উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে প্রায় ১২০ মাইল হস্সন জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তিপ্পুরের নিকট কাবেরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ছয়টি স্থানে হেমাবতী নদী হইতে খাল কাটিয়া দেশের কৃষিকার্য্যের সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সকলেশপুরে হেমাবতীর উপরে একটী লৌহনির্ম্মিত সেতু আছে।

হেমাহ্ব (পুং) হেম হেমবর্ণমাহ্বয়তে স্বর্বর্ণেন স্পর্দ্ধতে ইতি আ হ্বে-ক। ১ বনচম্পক। হেম্ন আহ্বা যস্য। ২ ধুস্তূর।

হেমাহ্বা (স্ত্রী) হেমাহ্ব-টাপ্। ১ স্বর্ণজীবন্তী। ২ স্বর্ণক্ষীরী, চলিত শেয়ালকাঁটা। ৩ স্বর্ণচম্পক। (বৈদ্যকনি°)

হেম্নন্ (পুং) বুধগ্রহ। "হেলিঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রমাঃ শীতরশ্মির্হেম্না বিজ্ঞো বোধনশ্চেন্দুপুত্রঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

হেম্যাবৎ (ত্রি) সুবর্ণনির্ম্মিত কক্ষ্যাযুক্ত।
"অশ্বো ন স্বে দম আ হেম্যাবান্" (ঋক্ ৪।২।৮)
'হেম্যাবান্ সুবর্ণনির্ম্মিতকক্ষ্যাবান্' (সায়ণ)

হেয় (ত্রি) হা (অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭) ইতি যৎ (ঈদ্যতি। পা ৬।৪।৬৫) ইতি আত ঈৎ। ত্যাজ্য, তুচ্ছ। ত্যাগযোগ্য। সাংখ্যদর্শনে হেয়, হান, হেয়হেতু এবং হানোপায় এই চারিটী বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই মতে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ হেয় অর্থাৎ পরিত্যাগের যোগ্য। জীব নিরন্তর এই সকল দুঃখে পীড়িত হইতেছে, অতএব যাহাতে এই দুঃখের পরিহার হয়, তাহা করা জীবের অবশ্য-কর্ত্তব্য। প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ দ্বারা অবিবেকই হেয়হেতু। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবিবেক থাকে, ততক্ষণ দুঃখ থাকিবে। [সাংখ্যদর্শন শব্দে দেখ।]

হেয়ত্ব (স্ত্রী) হেয়স্য ভাবঃ ত্ব। হেয়তা, হেয়ের ভাব বা ধর্ম্ম।

হেয়ার (ডেভিড), একজন উদার-হৃদয় ইংরাজ। ইনি বাঙ্গালায় আসিয়া অশিক্ষিত বঙ্গবাসীকে ইংরাজীশিক্ষা দান বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কলিকাতা মহানগরীতে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয় এবং তাহা হইতে বাঙ্গালায় ইংরাজী-শিক্ষার প্রচলন হয়। আজিও প্রেসিডেন্সী কলেজের মাঠে ডেভিড হেয়ারের প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। উক্ত কলেজসংলগ্ন হেয়ারস্কুল তাঁহারই সম্মানার্থ স্থাপিত হয়। [বঙ্গদেশ দেখ]

হের (ত্রি) হি-রন্। ১ মুকুটভেদ। ২ হরিদ্রা। ৩ আসুরীমায়া।

হেরক (পুং) ১ চর। ২ শিবানুচরভেদ।

হেরম্ব (পুং) হে রণে শিবসমীপে বা রম্বতে ইতি রবি শব্দে পচাদ্যচ্। ১ গণেশ। ২ মহিষ। ৩ সৌর্য্যগর্ব্বিত। ৪ বুদ্ধবিশেষ। পর্য্যায়—হেরুক, চক্রসম্বর, দেব, বজ্রকপালী, নিশুম্ভী, শশিশেখর, বজ্রটীক। তন্ত্রসারে হেরম্বগণেশের পূজাযন্ত্র ও মন্ত্র প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। অতি সংক্ষেপে ইহা লিখিত হইল। 'ওঁ গৃং নমঃ' এই চতুরক্ষর মন্ত্রে হেরম্বগণেশের আরাধনা করিলে সাধক চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হয়।

"পঞ্চান্তকো বিন্দুযুক্তো বামকর্ণবিভূষিতঃ।
তারাদিহৃদয়ান্তোঽয়ং হেরম্বমনুরীরিতঃ॥" (তন্ত্রসার)

এই মন্ত্রের পূজাপ্রণালী এইরূপ—সামান্য পূজাপদ্ধতির প্রণালী অনুসারে প্রাতঃকৃত্যাস্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া গণেশপূজা-পদ্ধতিক্রমে গাং, গীং, গূং, গৈং, গৌং, গঃ ইত্যাদিক্রমে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান—

"মুক্তাকাঞ্চননীলকুন্দঘসৃণচ্ছায়ৈস্ত্রিনেত্রান্বিতৈর্নাগাস্যৈর্হরিবাহনং শশিধরং হেরম্বমর্কপ্রভং।
দৃপ্তং দানমভীতিমোদকরদান্ টঙ্কং শিরোঽক্ষাত্মিকাং।
মালাং মুদ্গরমঙ্কুশং ত্রিশিখকং দোর্ভির্দধানং ভজে॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজার বিধানানুসারে আবরণপূজা ও মূলপূজা করিবে। তিন লক্ষ জপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ। ইহার দশাংশ হোম এবং তাহার দশাংশ তর্পণ করিবে। উক্ত মন্ত্রে হেরম্বগণেশের সাধনা করিলে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। 'গং ক্ষিপ্রপ্রসাদনায় নমঃ' এই দশাক্ষরও হেরম্বগণেশের মন্ত্রান্তর। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষ জপ। (তন্ত্রসার)

হেরম্বক (পুং) জনপদবিশেষ। (ভারত সভাপ°)

হেরম্বজননী (স্ত্রী) হেরম্বস্য জননী। দুর্গা। (শব্দরত্না°)

হেরম্বসেন (পুং) গূঢ়বোধনামক বৈদ্যক গ্রন্থকার।

হেরম্বহট্ট (পুং) নগরবিশেষ। এই স্থান দক্ষিণদেশে অবস্থিত।

হেরিক (পুং) হি-ইক রুট্চ। চর। (হেম)

হেরুক (পুং) হি-উক-রুট্চ। ১ বুদ্ধভেদ। ২ মহাকালগণ। (মেদিনী) ৩ শিবলিঙ্গবিশেষ।

"শিবলিঙ্গঞ্চ তত্রাস্তি শিলায়াং হেরুকাহ্বয়ং।
নদীদক্ষিণপূর্ব্বস্থাং নায়কং তস্ত পূজয়েৎ॥" (কালিকাপু° ৮১অ°)
৪ গণেশ। (কালিকাপু° ৮১ অ°)

হেরুফৎ (আরবী) ১ নৈপুণ্য, দক্ষতা। ২ চতুর, কর্ম্মঠ। ৩ শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা।

হেরুফতী (আরবী) নিপুণ, দক্ষ।

হেলঞ্চী (স্ত্রী) হেলং চিনোতীতি চি-ড, ঙীষ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। হিলমোচিকা, চলিত হেলেঞ্চা। (শব্দচ°)

হেলন (ক্লী) হেড়-ল্যুট্, ডলয়োরৈক্যং। অবহেলা। (শব্দরত্না°) অবজ্ঞা, অসম্মান, অনাদর।

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভ্যং হেলনমেব চ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥" (ভাগবত ৬।২।১৪)
২ অবনতি, নমন।

হেলা (স্ত্রী) হিল-ঘঞ্-টাপ্। স্ত্রীদিগের শৃঙ্গারভাবজনিত ক্রিয়া-বিশেষ।

"প্রৌঢ়েচ্ছা যাতি রূঢ়ানাং নারীণাং সুরতোৎসবে।
শৃঙ্গারশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈর্হেলা সা পরিকীর্ত্তিতা॥" (ভরত)

নারীদিগের সুরতবিষয়ে যে চেষ্টা, তাহার নাম হেলা। বিলাসাদি স্ত্রীদিগের স্বাভাবিক দশটী অলঙ্কার আছে, ইহার মধ্যে হাব, ভাব ও হেলা এই তিনটী অঙ্গজ, আর শোভাদি ৭টী প্রযত্নসাধ্য। সত্ত্ব দেহে অবস্থিত আছে, এই সত্ত্ব হইতে ভাব এবং হাব হইয়া থাকে। পরে হাব হইতে হেলা হয়।

"দেহাত্মকং ভবেৎ সত্ত্বং সত্ত্বাদ্ভাবঃ সমুত্থিতঃ।
ভাবাৎ সমুত্থিতো হাবো হাবাদ্ধেলা সমুত্থিতা॥" (ভরত)
ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন—
"ভাব হাব হেলা হাস শোভা দীপ্তি কান্তি।
মধুরতা উদারতা প্রগলভতা ক্লান্তি॥
চিত্তের প্রথম সেই বিকার যে ভাব।
গলা চক্ষু ভুরু আদি বিকাশিতে হাব॥
বক্ষঃ কাঁপে বস্ত্র খসে তারে বলি হেলা।
প্রিয়কৃত কর্ম্মচেষ্টা তারে বলি লীলা॥ (ভারতচন্দ্র রসম°)
২ অবজ্ঞা, অবহেলা, অনাদর, অসম্মান। (মেদিনী)
"স্বল্পং পুণ্যং শুভং গন্ধং হেলয়া সম্প্রযচ্ছতি।"(মার্ক°পু° ১৪।২৯)
৩ জ্যোৎস্না।

হেলারাজ (পুং) ১ একজন প্রাচীন কাশ্মীর ঐতিহাসিক। ইঁহার রচিত গ্রন্থ দৃষ্টে কল্হণ রাজতরঙ্গিণীর আদি অংশ রচনা করেন। ২ একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ভূতিরাজের পুত্র। ইনি 'বাক্যপদীয়প্রকীর্ণপ্রকাশ' রচনা করেন।

হেলাব, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বিজাপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জেলাবাসী নিম্ন জাতিবিশেষ। ইহারা বলে যে, ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ খঞ্জ ছিল। লিঙ্গায়ত-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বসব তাহাকে দেখিয়া অনুকম্পা-পুরঃসর সঙ্গে করিয়া আনেন এবং স্বীয় শিষ্য-মণ্ডলীর নিকট এই আশ্রিতকে ভিক্ষা দিবার জন্য আদেশ দেন। ঐ খঞ্জ আতুর ব্যক্তি বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভিক্ষার্থ আগমন করিলে বসবের অনুগৃহীত বলিয়া সকলেই তাহাকে সমাদর করিত। খঞ্জের বংশধর বলিয়া সাধারণে ইহাদিগকে পাঙ্গাল নামে অভিহিত করে।

ইহারা মরাঠী ও কণাড়ী-ভাষায় কথা কয়। সকলেই গো, মহিষ ও বৃষাদি রাখে। ইহাদের অনেকেই মদ্যপায়ী; তামাকু, গাঞ্জা, ভাঙ্গ প্রভৃতি মাদকদ্রব্য-সেবনেও ইহাদের অভ্যাস আছে। ইহারা ছাগ, শশক, মুর্গীমাংস ও মৎস্য খাইতে ভাল বাসে এবং মদ্য ও মাংস ভক্ষণ করিলেও গলায় লিঙ্গধারণ করে। ধর্ম্ম-কর্ম্মে প্রকৃত লিঙ্গায়তদিগের সহিত ইহাদের অনেক বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইলেও ইহারা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না।

রাবণেশ্বর ও যল্লমা ইহাদের কুলদেবতা। ইহারা বিশ্বাস করে যে, মৃত পিতৃপুরুষদিগকে প্রেতপিণ্ড না দিলে তাহারা কুপিত হন এবং পীড়াদি নানা ক্লেশ উৎপাদন করিয়া ইহাদিগকে কষ্টভোগ করান। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ইহাদের যথেষ্ট ভক্তি আছে, কিন্তু ইহারা যজনাদি-কার্য্যে কথনই ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে না; এমন কি সমগ্র জাতির গুরু নাই। হিন্দু পর্ব্বদিন মাত্রেই ইহারা ভিক্ষা করে না। শ্রাবণমাসের প্রতি সোমবারে ইহারা একাহারী থাকে এবং শিবরাত্রে পূর্ণোপবাসী থাকিয়া দেবারাধনা করে।

দরিদ্র হেলাব-রমণীরাই সূতিকাগৃহে ধাত্রীর কার্য্য করে। প্রসূতিকে অবস্থানুরূপ খাদ্য এবং তাপসেকাদি দেওয়া হয়। সূতিকাগৃহের কোণে একটী গর্ত্ত কাটিয়া তাহাতে প্রসূতিকে চারিদিন স্নান করান হয়। পঞ্চম দিনে ধাত্রী আসিয়া ঐ গর্ত্ত মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করে এবং তাহার চারি ধারে চন্দন ও চাউল দিয়া প্রলেপ দিয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় ষট্‌বাই দেবীর পূজা ও আরতি হয়।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। অনেকেই অবস্থানুসারে একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারে। বিবাহকালে বরের পিতা কন্যার কপালে সিন্দূর দেয় ও কন্যার পিতা তাঁহাকে ভোজন করাইলে বিবাহ সিদ্ধ হয়। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে যখন কথাবার্ত্তা পাকা হয়, তখন বরের পিতাকে কন্যার জন্য একখানি সাটী বা ঘাঘরা ও অঙ্গরাখা এবং নগদ ৫৲ টাকা দিতে হয়। তদনন্তর বরের পিতা কর্ত্তৃক বিবাহের দিন ধার্য্য হইলে কন্যার পিতাকে সংবাদ দেওয়া হয় এবং

কন্যার পিতা শকট পাঠাইয়া বর ও বরযাত্রীদিগকে নিজ গ্রামে আনান। এখানে আসিয়াই বরের পিতাকে কন্যার জ্ঞাতি-দিগের জন্য ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকা এবং কন্যার মাতার জন্য ৮খানি অঙ্গ-বস্ত্র ও ৫৲ টাকা পাঠাইতে হয়। গাত্রহরিদ্রার দিন বরকে কন্যার আলয়ে আনা হয় এবং বিবাহার্থ নির্ম্মিত "বহুলে" (বেদীতে) বর ও কন্যাকে বসাইয়া প্রথমে কন্যার মাতুল পাঁচ অঙ্গুলী দিয়া বর ও কন্যার কপালে ভস্ম রেখা টানিয়া দেয়। তৎপরে উপস্থিত সধবা স্ত্রীলোকগণ উক্ত দম্পতীকে হরিদ্রা মাখাইয়া থাকে। বিবাহ-দিনে বর ও কন্যাকে দুইখানি স্বতন্ত্র পীঁড়িতে পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া বসান হয় এবং তাহাদের ব্যবধানে হরিদ্রাবর্ণে ত্রিশূলাঙ্কিত এক খণ্ড বস্ত্র ঝুলান থাকে। ঐ সময়ে বিবাহসভায় উপস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ কোন ব্যক্তি আসিয়া বর ও কন্যার মস্তকে হরিদ্রারঞ্জিত তণ্ডুল ছড়াইয়া দেয় এবং বরপক্ষের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা কোন সধবা রমণী আসিয়া কন্যার গলায় মঙ্গলসূত্র বাঁধিয়া দেয়।

সন্ধ্যাকালে বর ও বরযাত্রী লইয়া বরকর্ত্তা স্বীয় গ্রামাভিমুখে গমন করে এবং পথি-মধ্যে নবদম্পতীর মঙ্গল-কামনায় মারুতীর পূজা দিয়া থাকে। মন্দিরের পুরোহিত তখন বরকর্ত্তার নিকট হইতে একটী নারিকেল লইয়া তাহা দেবমূর্ত্তির সমক্ষে ভাঙ্গিয়া ফেলে ও তাহার অর্দ্ধভাগ হোমকুণ্ডস্থ ভস্ম দ্বারা পূর্ণ করিয়া কন্যার ক্রোড়ে বসাইয়া দেয়। পুষ্পোৎসবে ইহাদের কন্যার চারি দিন অশৌচ হয়, পঞ্চম দিনে সে স্নানান্তে শুদ্ধ হয় এবং স্বামীর সহিত একত্র অবস্থান করে।

ইহারা শবদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করে। তৃতীয় দিনে মৃতের নিকটাত্মীয় একটী ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রে অন্ন রাঁধিয়া দুগ্ধ ও গুড়-যোগে পিণ্ড করিয়া মৃতের সমাধির উপর স্থাপন করে। পঞ্চম দিনে ইহারা গোময় দিয়া গৃহ ও গৃহপ্রাঙ্গণ ধৌত করিয়া রাত্রিকালে জ্ঞাতিভোজ দেয়। ইহাদের কোন দলপতি নাই। আপনাপনি পঞ্চায়ত করিয়া সামাজিক ব্যাপারসমূহ নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। ইহাদের সামাজিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ। দুএক ঘর কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই দুঃস্থ ও অন্ন-কষ্টে প্রপীড়িত। ইহারা বালকদিগের শিক্ষার পক্ষপাতী নহে।

হেলাবৎ (ত্রি) হেলাযুক্ত, অবহেলাবিশিষ্ট।

হেলাবুক (পুং) অশ্ববিক্রয়ী।

হেলি (পুং) হিলতি হিল (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। ১ সূর্য্য। ২ আলিঙ্গন। হিল হাবকৃতৌ ইন্। ৩ হেলা।

হেলিওপোলিস্ (বা সূর্য্যপুর) বাইবেলে ওবালিথ নামে প্রথিত। বর্ত্তমান নাম বাল্‌বেক। এখানে অতিপ্রাচীন সূর্য্যমন্দির থাকায় গ্রীক ঐতিহাসিকগণ হেলিওপোলিস্ (Heliopolis) বা সূর্য্যের মন্দির নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। অক্ষা° ৩৪°১´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৩৬°১১´ পূঃ। দামাস্কস্ হইতে ৪৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে অন্তি-লিবানাস্ পর্ব্বতের ঢালুদেশে অবস্থিত। কোন্ সময়ে এই প্রাচীন নগরী নির্ম্মিত হয়, তাহা জানা যায় না। ৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা এই স্থান আক্রমণ করেন। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে তৈমুর এখানকার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া যান, তদবধি এই এই প্রাচীন স্থানের সমৃদ্ধি এক কালে গিয়াছে। এখন এখানে চাষী আরবজাতির বাস। বর্ত্তমান সহরের পশ্চিম প্রান্তে সুপ্রাচীন সূর্য্যমন্দির ও অপরাপর প্রাচীন অট্টালিকার সুবিস্তৃত ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

হেলিক (পুং) হেলি স্বার্থে কন্। হেলি।

হেলিতব্য (ক্লী) অবহেলার যোগ্য।

হেলেঞ্চা (দেশজ) শাকবিশেষ, হিলমোচিকা।

হেল্‌মন্দ, উত্তরপশ্চিম সীমান্তে প্রবাহিত একটী পার্ব্বত্য নদী। পঘ্‌মান্ পর্ব্বতের পশ্চিম ঢালুদেশে ফজিন্দাজ নামক স্থান হইতে অক্ষা° ৩৪° ৪০´ উঃ ও দ্রাঘি ৬৮°২´ পূঃ মধ্যে বাহির হইয়া দক্ষিণপশ্চিমে প্রায় ৭০০ মাইল বহিয়া গিয়া সিস্তানের হ্রদে মিলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৪টী মাত্র স্থানে পারাপার হওয়া যায়। এই নদীর মধ্য দিয়া ষ্টীমার যাতায়াত করিতে পারে। ইহার উভয় তীর উর্ব্বরা ও সুন্দর বনরাজিশোভিত। এক সময়ে ইহার তীরে বহুলোকের বাস ছিল। পারসিকদিগের সুপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ বন্দীদাদে এই স্থান 'হেতুমৎ' ও পাশ্চাত্যগ্রীক ঐতিহাসিকদিগের নিকট Etymander নামে প্রথিত। ইহার তীরবর্ত্তী স্থান নিরাপদ নহে ভাবিয়া এখন নানা স্থান জনশূন্য ও অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।

হেবজ্র (পুং) বৌদ্ধদেবভেদ।

হেব্‌লি, বোম্বাই-বিভাগের ধারবার জেলার অধীন একটী সহর। অক্ষা° ১৫° ২৮´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ১০´ পূঃ। এই সহর একটী উচ্চভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত, এখানে একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই স্থানে সপ্তাহে একবার করিয়া বাজার বসে।

হেষ, অশ্বের শব্দ। ভ্বাদি°, আত্মনে°, অক°, সেট্। লট্ হেষতে। লোট্ হেষতাং। লিট্ জিহেষে। লুট্ হেষিতা। লুঙ্ অহেষিষ্ট। নিচ্ হেষয়তি। লুঙ্ অজিহেষৎ।

হেষক্রতু (ত্রি) কৃতহেষারব। "সিংহানহেষক্রতবঃসুদানবঃ" (ঋক্ ৩।২৬।৫) 'হেষক্রতবঃ হেষারবস্য ক্রতুঃ করণং যেষাং তে কৃতহেষারবাঃ' (সায়ণ)

হেষস্ (ক্লী) শব্দকারিণী হেতি। "আ-স্বজানস্তপিষ্ঠেন হেষসা" (ঋক্ ১০।৮৭।১২) 'হেষসা শব্দকারিণ্যা হেত্যা' (সায়ণ)

হেষস্বৎ (ত্রি) শব্দযুক্ত, শব্দবিশিষ্ট। "হেষস্বতঃ শুরুধো নায়ং" (ঋক্ ৬।৩।৩) 'হেষস্বতঃ শব্দযুক্তাঃ' (সায়ণ)

হেষা (স্ত্রী) হেষ ভাবে অ টাপ্। অশ্বের নিস্বন, অশ্বধ্বনি ; পর্য্যায়—হ্রেষা, হ্লেষা। (ভরত)

"কৃতান্তহেষাশব্দো বৈ ত্রস্তসাশ্রুবিলোচনঃ।
নীতঃ সোঽশ্বশ্চ তেনৈব দানবেন দুরাত্মনা।" (মার্কণ্ড° ২২।২০)

হেষিন্ (পুং) হেষা ইতি শব্দোঽস্ত্যস্য ইতি ইনি। অশ্ব।

হেষ্টিংস্ (ওয়ারেন্), ভারতের প্রথম প্রথিতনামা গবর্ণর-জেনারেল। উরষ্টারসায়ারের অন্তর্গত ডেলিস্‌ফোর্ডের হেষ্টিংস্‌বংশ ইংলণ্ডের রাজা ১ম চার্লসের সময় রাজভক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। চার্লসের সঙ্গে প্রজাদের যুদ্ধ বাঁধিলে ইঁহারা চার্লসের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিস্তর ক্ষতি-স্বীকার করেন, অবশেষে যখন যুদ্ধে চার্লস্ পরাজিত হইয়া প্রজার বিচারে তাঁহার মস্তক হারাইলেন, তখন জীবন-রক্ষার জন্য ইঁহারা স্ব স্ব অবশিষ্ট সম্পত্তি বিজেতা Commonwealthকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। হেষ্টিংস্ এই বংশে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের তিন বৎসর পরে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। পিতা শীঘ্রই অপর একটী পত্নী গ্রহণ করিয়া আমেরিকায় চলিয়া গেলেন ; অল্পদিন পরে তথায় তাঁহারও মৃত্যু হইল। অল্প বয়সে হেষ্টিংস পিতৃ-মাতৃ-হীন হইলেন এবং তাঁহার পালনের ভার তাঁহার পিতামহের হস্তে ন্যস্ত হইল। অল্প বয়সে লেখা পড়ায় তাঁহার অনন্যসাধারণ মনোনিবেশ ছিল। তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে লইয়া লণ্ডনে গেলেন এবং তথায় ইটন স্কুলে তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, তথায় শীঘ্র তিনি প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্র বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার পিতৃব্যের মৃত্যুতে তাঁহাকে পাঠত্যাগ করিতে হইল। তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে একটী কেরাণীর পদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন এবং দুই বৎসর এই কর্ম্মের পর তিনি ক্লাইবের অধীনে পলাশী-ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। হেষ্টিংসের সাহস, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের এই প্রথম পরীক্ষা হইল। এই সময়ে তিনি কাপ্তেন কাম্বেলের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে হেষ্টিংসের দুইটি সন্তান হয়, দুইটিই অল্প বয়সে মারা যায়। তাঁহার এই পত্নীও অল্পদিন মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তিনি কিয়ৎকাল কোম্পানীর এজেন্ট স্বরূপ মুর্শিদাবাদে ছিলেন, তৎপরে তিনি Bengal Councilএর সদস্যপদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারী সকলেই ঘুষ লইতেন ও এখানকার প্রজাসাধারণকে নানা প্রকার অত্যাচারে উৎপীড়িত করিতেন, কিন্তু হেষ্টিংস্ এই সকল অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের বিরুদ্ধ ছিলেন। তিনি এবং গবর্ণর ভান্সিটার্ট প্রথমে কর্ম্মচারিগণের অসদাচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

তিনি ১৩ বৎসর কাল ভারতে কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিয়া ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতে ফিরিলেন। সেখানে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এই সময়ে তিনি নিজে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে ছিলেন। লর্ড-ক্লাইবের সাহায্যে তিনি মান্দ্রাজ কাউন্সলে দ্বিতীয় সদস্যের পদলাভ করিয়া ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারতাভিমুখে পুনরায় যাত্রা করিলেন।

পথে তিনি বারণ ইম্‌হোফের পত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর অনুমত্যনুসারে বিবাহ করিলেন। অবশ্য বারণ ইম্‌হোফ পত্নীর পরিবর্ত্তে হেষ্টিংসের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। জর্ম্মণীর আদালতে বিবাহভঙ্গের আদেশ পাইয়া Baron Imhoff স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন, এবং তাঁহার পত্নী প্রফুল্ল হৃদয়ের হেষ্টিংসের হৃদয়বিনোদিনী হইলেন। হেষ্টিংসের জীবনে ইহা একটী মহা কলঙ্ক।

এই সময়ে বঙ্গের রাজস্ব-বিভাগের কর্ত্তা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিলেন। কিন্তু দেশের শাসনের ও শান্তিরক্ষার ভার দেশীয়-দিগের হস্তেই ছিল। দুই ভিন্ন দেশীয় লোকের হস্তে এইরূপ দুই প্রকার শাসনব্যবস্থা বিভিন্ন স্বার্থাবলম্বীদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল বলিয়া বাঙ্গালা অরাজকতায় এবং দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইতেছিল। সমস্ত দেশ অত্যাচারে এবং উৎপীড়নে হাহাকার করিতেছিল। ইংলণ্ডে ডিরেক্টরগণ ওয়ারেণহেষ্টিংস্‌কে বাঙ্গালার গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করিয়া এই প্রকার অরাজকতানিবারণে অভিলাষী হইলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ সভাপতি-পদ গ্রহণ করিলেন। তিনি বঙ্গদেশের রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা করিয়া মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা সিতাব রায়কে সরাইলেন।

এই সময়ে কোম্পানীর ১৬০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ ছিল। এই বিস্তর অর্থ-পরিশোধ করিয়া দিবার জন্য হেষ্টিংস্ কতকগুলি অসদুপায় অবলম্বন করিলেন। প্রথমে কোরা এবং আলাহাবাদ এই দুইটী জেলা দিল্লীর সম্রাট্ কোম্পানীকে জমীদারী-সূত্রে দান করিয়াছিলেন। ইহার পরিবর্ত্তে কোম্পানী প্রতিবৎসর ২৬ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুইটী জেলা সম্রাট্ আবার মহারাষ্ট্রদিগকে দান করেন, এই জন্য ওয়ারেনহেষ্টিংস্ অযোধ্যার উজীরের সম্মতি অনুসারে ঐ বিপুল খাজনা বন্ধ করিয়া দিলেন। তৎপরিবর্ত্তে ঐ দুইটী জেলা উজীরকে প্রদান করিয়া ৫০ লক্ষ পাউণ্ড নগদ পাইলেন। এইরূপে কোম্পানীর ঋণ পরিশোধের জন্য হেষ্টিংসকে নানা প্রকার অন্যায় কাজ

করিতে হইয়াছিল। অযোধ্যার উজীর ৪০ লক্ষ টাকা দিয়া হেষ্টিংসের সাহায্য ক্রয় করিলেন। হাফিজ রহমৎ খাঁ যুদ্ধ-ব্যয়ের খরচ ছাড়া ঐ টাকা অযোধ্যার নবাবকে দিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত এই সর্ত্ত ছিল যে, তিনি যেন তাঁহার সাহায্যে রোহিলখণ্ডের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। হেষ্টিংস্ অযোধ্যার উজীরের সাহায্যে কোম্পানীর সেনাদল পাঠাইতে সম্মত হইলেন। তাঁহার জীবনে এটিও মহাকলঙ্ক। কারণ রোহিলাগণ ইংরাজদিগের মহাবন্ধু ও বিশ্বাসী মিত্র ছিলেন। এরূপ বিশ্বাস-ঘাতকতায়, ইংরাজ-চরিত্রের সত্যনিষ্ঠায় এবং সততায় এতদ্দেশ-বাসিগণ সন্দিহান্ হইল। [হাফিজ রহমৎ খান্ দেখ]

বাঙ্গালায় মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণের আগমনের পূর্ব্বেই হেষ্টিংস্ এই সকল অন্যায় কার্য্য করিলেন। তিনি এই প্রকার অসদুপায়ে কোম্পানীর বিপুল ঋণ শোধ করিয়া প্রচুর অর্থ-সঞ্চয় করিলেন। এজন্য যখন সদস্যগণ কলি-কাতায় আসিলেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে কেহই কিছু করিতে সাহসী হইলেন না। তবে সদস্যদিগের মধ্যে কেহই পশ্চাৎপদ ও উৎসাহহীন ছিলেন না। সদস্য চারিজনের মধ্যে ক্লেভারিং, ফ্রান্সিস্ এবং মন্সন্ এই তিন জনই তাঁহার প্রতিপক্ষ এবং তাঁহার রাজনীতির বিরোধী ছিলেন। প্রথমে আসিয়াই তাঁহারা সুজাউদ্দৌলার পুত্র আসফ্-উদ্দৌলার সহিত হেষ্টিংসের যে সকল সন্ধি হইয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন ও তাঁহার সহিত একটী নূতন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। আলাহাবাদ এবং কোরা জেলা বিক্রয় বহাল রহিয়া গেল; উজীরকে কোম্পানীর সৈন্যদিগের মাহিনা এবং বাকী টাকা মিটাইয়া দিবার কথা হইল। হেষ্টিংসের অমতে এই সমস্ত স্থিরীকৃত হইল। হেষ্টিংস্ অযোধ্যার বেগমদিগের বিপক্ষে উজীরকে সাহায্য করিবেন পূর্ব্বে এইরূপ কথা ছিল। অযোধ্যার বেগমদিগের প্রায় ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল, এই সম্পত্তি অধিকার করিলে অযোধ্যার উজীর অনায়াসে কোম্পানীর বিপুল দাবী শেষ করিতে পারিতেন। কিন্তু হেষ্টিং-সের বিপক্ষ সদস্যগণ উজীরকে এরূপ অন্যায় কার্য্যে সহায়তা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। নবাবের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তাঁহার সৈন্যদিগের এক বৎসরের মাহিনা বাকী পড়িয়াছিল, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার রাজ্যে উপদ্রব এবং অত্যাচারের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দিল। নবাবের এইরূপ অবস্থায় কোম্পানীকে অর্থশোধ করা একপ্রকার অসম্ভব হইল।

এদিকে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের গোলযোগ আরম্ভ হইল। মধুরাওর মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশবা হইলেন, কিন্তু ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ষড়যন্ত্রে প্রাণ হারাইলেন। [মহারাষ্ট্র দেখ] সম্ভবতঃ এই ষড়যন্ত্রে রঘুনাথ রাও লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু পেশবার মৃত্যুর পর নানা ফড়নবীশ রাজ্যরক্ষণের বন্দোবস্ত করিলেন, কারণ এই সময়ে নারায়ণ রাওয়ের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন, সন্তান হইবার পূর্ব্বে পেশবার পদ ন্যায়তঃ রঘুনাথের উপর ন্যস্ত হইতে পারে না। রঘুনাথ এইরূপে ব্যর্থমনোরথ হইয়া বোম্বাই গবর্মেণ্টের সহায়তা ভিক্ষা করিলেন। বোম্বাই গবর্মেণ্ট সালসেট এবং অন্যান্য নিকটবর্ত্তী কতকগুলি স্থানের পরিবর্ত্তে রঘুনাথ রাওকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু সিন্দে এবং হোলকর এই উভয় মহারাষ্ট্ররাজই ফড়-নবীশের পক্ষাবলম্বন করিলেন। রঘুনাথ বোম্বাইয়ে পলাইয়া গিয়া ইংরাজদিগের সহিত সুরাটের সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এই সন্ধির সর্ত্তে তিনি নগদ টাকা এবং রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে তিন সহস্র সৈন্য দ্বারা সহায়তা করিতে বাধ্য রহিলেন। যদিও বোম্বাইয়ের গবর্ণর এই সন্ধি করিয়া তাঁহার ন্যায্য ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তথাপি হেষ্টিংস্‌কে বাধ্য হইয়া মহারাষ্ট্রদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল; কারণ যুদ্ধ জয়ের পূর্ব্বে পশ্চাৎপদ হইলে কোন লাভের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণ মহারাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে পুণা গবর্মেণ্টের সহিত বৃটীশ গবর্মেণ্ট পুরন্দরের সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই সন্ধিতে বোম্বাই গবর্মেণ্ট এবং হেষ্টিংস্ উভয়েই কাউন্সিলের সদস্যগণের উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন, অবশেষে ডিরেক্টারগণ সুরাটের সন্ধি মঞ্জুর করিলে হেষ্টিংসের সম্ভ্রম রক্ষা হইল।

হেষ্টিংসের সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার প্রতিদ্বন্দী ক্লেভারিং ও মন্সন্ মারা গেলেন, ইঁহাদের মৃত্যুতে হেষ্টিংস্ অপ্রতিহত ভাবে ক্ষমতা চালাইতে লাগিলেন। আমেরিকায় বৃটীশ উপনিবেশসমূহ যখন গ্রেট বৃটনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-ঘোষণা করিলেন, তাহার অনতিবিলম্বে ফরাসীগণও তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিল। এদিকে পুণার মহারাষ্ট্রপতি ফরাসী-সাহায্য প্রত্যাশা করিতেছিলেন, কিন্তু হেষ্টিংস-প্রেরিত সেনাপতি গডার্ড মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করিলেন।

এদিকে মহারাষ্ট্রীয় গোলযোগের সুবিধা পাইয়া হায়দরআলী তাঁহার রাজ্যবৃদ্ধি করিতেছিলেন। ফরাসী এবং ইংরাজদিগের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিবার সময় তিনি মরিসাসে ফরাসীগবর্মেণ্টের সহিত চিঠি পত্র চালাইতে ছিলেন। হেষ্টিংস্ তখন ভারতে ফরাসী অধিকৃত স্থানগুলি দখল করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন ইংরাজগণ মহী দখল করিয়া বসিলেন, তখন হায়দার আলী

ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। মহারাষ্ট্র-রাজন্যবর্গ হায়দার আলীর অনুকূল ছিলেন। হায়দর আলী সৈন্যগণকে য়ুরোপীয় সৈন্যদিগের ন্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, এজন্য দাক্ষিণাত্যের এই ভীষণ বিদ্রোহ ইংরাজ গবর্মেণ্টের পক্ষে অত্যন্ত বিপদ্ ও সঙ্কটজনক হইয়া উঠিল। কিন্তু ইংরাজ-সেনাপতি গডার্ড, পোপহাম, ক্রস এবং আয়ার ফুট্ প্রভৃতির সাহসে ও রণনৈপুণ্যে ভারতে পুনরায় ইংরাজগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। অবশেষে ইংরাজদিগের সহিত হায়দরের পুত্রের সন্ধি হইল। তাহাতে উভয় পক্ষ স্ব স্ব অধিকার ফিরিয়া পাইলেন।

হেষ্টিংস্ যে কেবল সাম্রাজ্য-বিস্তার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি সাম্রাজ্যকে দৃঢ় শাসনে বাঁধিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে কেবল মাত্র বারাণসী জেলায় বৃটীশ গবর্মেণ্টকে যুদ্ধ চালাইতে হইয়াছিল, যুদ্ধে জয় লাভ হইলেও তিনি রাজ্য বিস্তারের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার গবর্ণর ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার শাসন অপ্রতিহত ছিল, কিন্তু লর্ড নর্থের Regulating act যখন বিধিবদ্ধ হইল, এবং যে মুহূর্ত্তে ঐ নিয়মানুসারে ৪ জন কাউন্সিলের সদস্য বাঙ্গলাদেশে পদার্পণ করিলেন, তখন হইতেই তিনি তাঁহার শাসনকার্য্যে বাধা পাইতে লাগিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ মন্‌সনের মৃত্যু পর্য্যন্ত হেষ্টিংস সমস্ত শাসনকার্য্যে পদে পদে বাধা পাইয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন।

নন্দকুমারের সহিত হেষ্টিংসের বিবাদকাহিনী সকলেই সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। [নন্দকুমার শব্দ দেখ।]

কাশীর মহারাজ চৈৎসিংহ হেষ্টিংসের অর্থগৃধ্নুতার জন্য কিরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই অজ্ঞাত নহে। যখন অযোধ্যার উজীর কাশী জেলা বৃটীশ গবর্মেণ্টকে দান করিলেন, তখন ইহা মহারাজ চৈৎসিংহের অধীন ছিল। মহারাজ পূর্ব্বে যেমন অযোধ্যার নবাবকে কর দিতেন, এখনও সেইরূপ ইংরাজ গবর্মেণ্টকে রাজস্ব দিতে লাগিলেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় গোলমালে যখন ইংরাজের অর্থের অভাব হইতে লাগিল, তখন হেষ্টিংস কাশীর মহারাজের নিকট হইতে ৫ লক্ষ টাকা দাবী করিলেন, মহারাজও তাঁহার দাবী পূরণ করেন, কিন্তু পর বৎসরে হেষ্টিংস তাঁহার নিকট পুনরায় ঐরূপ দাবী করিলেন, এবারও কাশীরাজ তাহা পূরণ করেন। পর বৎসর হেষ্টিংস্ পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের দাবী করিয়া বসিলেন। মহারাজের পক্ষে তাহা পূরণ করা সাধ্যাতীত হইল, কাজেই তিনি বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তখন হেষ্টিংস তাঁহার নিকট দণ্ডস্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা দাবী করিলেন। চৈৎসিংহ ২০ লক্ষ টাকা দিয়া হেষ্টিংসকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি পুরাপুরি দাবী আদায় করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কাশীতে পৌছিয়া তিনি মহারাজকে বন্দী করিবার জন্য একদল সেনা প্রেরণ করিলেন। গোলমালে কতকগুলি লোকের প্রাণ গেল, কাশীরাজ গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিলেন।

মহারাজ চৈৎসিং উপর্য্যুপরি ক্ষমাপ্রার্থনার পর হেষ্টিংস তাঁহাকে ক্ষমা করিলেও তিনি তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন লইয়া বুন্দেলখণ্ডে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। কর্ণেল পোপ্‌হাম তাঁহাকে একটী যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিজয়গড় অধিকার ও ৫০ লক্ষ টাকা লাভ করিলেন। গবর্ণর জেনারেলের একটী অসাবধান পত্রের ফলে এই ৫০ লক্ষ টাকা পোপ্‌হামের সৈন্যদিগের মধ্যে বিভক্ত হইল, অতি লোভ করিতে গিয়া গবর্ণর জেনারলের সকল আশা নষ্ট হইল। চৈৎসিং আজীবন গোয়ালিয়ারে বাস করিয়াছিলেন; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতিবৎসরে ৪০ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়া কাশীর রাজা হইলেন। [কাশী দেখ।]

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মাকফার্সন সাহেবের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন, বিলাতে প্রত্যাগত হইলে বিলাতের প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও রাজনীতিজ্ঞ বার্ক, ফ্রান্সিস এবং প্রথিতনামা লেখক সেরিডান কর্তৃক পার্লামেণ্ট মহাসভায় অভিযুক্ত হইলেন। রোহিলাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, নন্দকুমারের ফাঁসী, কাশীর রাজাকে অর্থের জন্য উৎপীড়ন এবং অর্থগৃধ্নু দেবীসিংহ প্রমুখ অত্যাচারীদিগকে নিয়োগ করিয়া তিনি ভারতবর্ষে ইংরাজ নামে যে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন, এই সকল অভিযোগ মহানুভব মনীষিগণ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে আনয়ন করিলেন। যদিও তিনি বহুবর্ষব্যাপী বিচারের পর অভিযোগ হইতে মুক্ত হইলেন, তথাপি ইংরাজসমাজের শ্রদ্ধা এবং সম্মান তাঁহার ভাগ্যে জুটিল না। সত্যই কি ওয়ারেণ হেষ্টিংস দোষী ছিলেন? যে সকল ইংরাজ ভারতে বৃটীশশাসনের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন, অল্প বিস্তর সকলকেই অসদুপায় ও নিষ্ঠুরতার সাহায্য লইতে হইয়াছিল। হেষ্টিংসের নামে যে সকল অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহার সকলগুলিই যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও তাহাতে যে হেষ্টিংস্-চরিত্রে যে সম্পূর্ণ কলঙ্ক পরিস্ফুট হয় তাহা নহে। কোম্পানীর ঋণ শোধ করিয়া দিবার জন্যই তিনি কেবল এই সকল প্রবঞ্চনা ও নিষ্ঠুরতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি নিজে যে বিশেষ লাভবান্ হইয়া ছিলেন, তাহা নহে।

তিনি কোম্পানীর জন্যই আত্মোৎসর্গ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার একটী মহাদোষ ছিল যে, তিনি ভয়ানক প্রতিহিংসা-পরায়ণ ছিলেন। নন্দকুমারের ফাঁসী উপলক্ষে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। [নন্দকুমার দেখ।] তিনি মুসলমান-দিগের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দুপণ্ডিতগণের উৎসাহের জন্য টোলেও যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে হিন্দুগণের সুবিচার হইবার জন্য তৎকালীন প্রধান প্রধান স্মার্ত্তগণের সাহায্যে তিনি বিবাদার্ণবসেতুনামে একখানি নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। [স্মৃতি দেখ।] ভারতীয় বিস্থারও তিনি যথেষ্ট গৌরব করিতেন, উইল্‌কিন্‌স্ সাহেবের গীতার অনুবাদের উপর তিনি যে গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতেই ভারতীয় আর্য্য-শাস্ত্রের উপর তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

অভিযোগ হইতে মুক্ত হইতে হেষ্টিংসের প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছিল; ইহাতে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অব-শেষে কোম্পানী তাঁহাকে বৎসরে ৪০০০ পাউণ্ড বৃত্তি এবং ঋণ-পরিশোধের জন্য ৫০০০০ পাউণ্ড বিনা সুদে ধার দিয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। হেষ্টিংস এই সাহায্য পাইয়া তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের বাসস্থান ডেলিস্‌ফোর্ডে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২২ আগষ্ট, ৮৬ বর্ষ বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

হেষ্টিংস্ (ওয়ারেন্)

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসনকালেই প্রথম বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য-শিক্ষা বিস্তার হইতে থাকে। শ্রীরামপুরে খৃষ্টান মিশনারীগণ দেশীয় সংবাদপত্র ছাপাইতে আরম্ভ করেন। নানা যুদ্ধসত্ত্বেও হেষ্টিংস সুকৌশলবলে কোম্পানীর প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন।

[নন্দকুমার ও ভারতবর্ষ শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

হেষ্টিংস, মার্কুইস অব হেষ্টিংস, অথবা লর্ড ময়রা নামে পরিচিত, (G. A. Francis, Lord Rawdon and Earl of Moira, K. G.) ভারতের এক জন গবর্ণর জেনারল। আইরিস্ ব্যারোণ (Baron) বংশে জন্ম। ইনি আমেরিকার স্বাধীনতা লইয়া যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। স্কট্‌লণ্ডে প্রধান সেনাপতিরূপে অবস্থান-কালে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে লাউডনের কাউণ্টেসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহারই কন্যা সুকবি ফ্লোরা হেষ্টিংস্। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি লর্ড ওয়েলেস্‌লি ভারতে রাজনীতি-ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেন; বেশী বয়সে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা অক্টোবর কলিকাতায় আসিয়া লর্ড মিণ্টোর নিকট ইনি ভারতের গবর্ণর জেনারল পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু এদেশে আসিয়া এদেশের ব্যাপার সম্যগ্ অবধারণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে বৃটীশ সাম্রাজ্য ভারতে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে নিরপেক্ষ ভাবাবলম্বন করিলে চলিবে না। লর্ড মিণ্টোর নিরপেক্ষ-নীতি (Non-interference policy) ভারতীয় রাজগণ কাপুরুষতা এবং অক্ষমতার নামান্তর বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই জন্য মধ্যপ্রদেশের রাজগণ উদ্ধত ও বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হইয়া ছিলেন। বিশেষতঃ সিন্দেরাজ সৈন্য-সংগ্রহ করিতেছিলেন।

এদিকে উত্তরে গুর্খাগণ ভারত-আক্রমণ করিতে লাগিল। লর্ড মিণ্টোর আমলে তাহারা বুৎবাল এবং শিওরাজ অধিকার করিয়াছিল। লর্ডমিণ্টো সৈন্য প্রেরণ করিয়া বুৎবাল উদ্ধার করেন। লর্ড ময়রা ঐ সময়ে অযোধ্যাপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন। অযোধ্যার নবাব তাঁহার ব্যবহারে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে দশলক্ষ পাউণ্ড সাহায্য করিলেন।

গুর্খা যুদ্ধে একাধিকবার ইংরাজগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। কর্ণেল নিকোল এবং জেনারল অক্টরলোনির বীরত্বে এবং যুদ্ধ-কৌশলে অবশেষে গুর্খাগণ পরাজিত এবং সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। এদিকে পেশবা ২য় বাজীরাও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। সৈন্য-সংগ্রহ প্রভৃতির দ্বারাও তিনি ইংরাজ-দিগের সন্দেহ জন্মাইতে লাগিলেন। এই সময়ে সুযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ভারত-ইতিহাস লেখক মনষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিনষ্টোন বোম্বাইএর গবর্ণর। তিনি গবর্ণর জেনারলের নিকট পেশবার বিরুদ্ধে অভি-যোগ উত্থাপিত করিলেন। অনতি বিলম্বে একটি নূতন সন্ধিতে গবর্ণর জেনারল পেশবাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

এদিকে পিণ্ডারীগণের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে মধ্য প্রদেশে অরাজকতা উপস্থিত হইল, নাগপুরের ভোন্সেলে ইংরাজদিগের সাহায্য-ভিক্ষা করিলেন এবং গবর্ণর জেনারেল অস্থায়ী সন্ধিসূত্রে নাগপুরের রাজাদিগকে বাধ্য করিয়া ফেলিলেন। জয়পুরের রাজাও আমীর খাঁর আক্রমণ রোধ করিতে না পারিয়া দিল্লীর রেসিডেণ্ট মেটকাফের নিকট সাহায্য-ভিক্ষা করিয়া লিখিলে গবর্ণর জেনারেল দুই দল সৈন্য পাঠাইয়া আমীর খাঁর আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন।

এই সময়ে লর্ড ক্যানিং কোম্পানীর বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ভারতে কোম্পানীর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ইংরাজগণকে নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করিতে হইবে। তিনি গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংসকে বৃটীশ নাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যুদ্ধায়োজনের আদেশ দিলেন, এই সময়ে পিণ্ডারীদিগের অত্যাচারে সমস্ত দেশে হাহাকার উঠিয়াছে। যখন ইংরাজদিগের মিত্র নাগপুরের রাজা পিণ্ডারীদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন, তখন বড়লাট হেষ্টিংস স্বয়ং যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ করিলেন। পিণ্ডারী-দলপতি আমীর খাঁ পরাজিত হইল এবং হেষ্টিংস্ তাঁহাকে একটী রাজ্য দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। সন্ধির সর্ত্ত হইল যে আমীর খাঁর সমস্ত সৈন্য ইংরাজ-সৈন্যভুক্ত হইবে। আমীর খাঁ এরূপ সন্ধি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না।

এই সময়ে পেশবা ভিতরে ভিতরে নূতন সন্ধি লইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া সমস্ত সিপাহী এবং ইংরাজ-সৈন্যকে ঘুষ দিয়া স্বপক্ষে আনয়ন এবং এলফিন্‌ষ্টোনকে হত্যা করার উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। অবশেষে দশহরা উপলক্ষে তিনি তাঁহার সৈন্যসমূহ একত্র করিয়া ইংরাজ-সৈন্য আক্রমণ ও ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করিলেন, তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া মনষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিনষ্টোন জেনারেল বারকে পেশবার বিপুল বাহিনী আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কির্কীর যুদ্ধে মহারাষ্ট্র-সৈন্য পরাজিত এবং বিতাড়িত হইল। পেশবা সাতারায় পলায়ন করিলেন এবং জেনারেল স্মিথ পেশবার অনুসরণ করিবার ভার লইলেন। সাতারা হইতে পেশবা নাগপুরাভিমুখে পলায়ন করিলেন। এদিকে নাগপুররাজকে হত্যা করিয়া অপ্‌পা সাহেব নিজেই রাজা হইলেন। তিনি বরাবর পেশবার সহিত ষড়যন্ত্র চালাইতে ছিলেন, পেশবার সহিত যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন তিনি বৃটীশ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সীতাবলদি দুর্গ অধিকার করিতে রাজসৈন্য কৃতকার্য্য হইল না। নাগপুরের যুদ্ধে রাজা পরাজিত হইলেন এবং ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এদিকে মহারাষ্ট্র-সমরে পরাজয়ের পর পেশবার সমস্ত রাজ্য বোম্বাই গবর্মেণ্টের শাসনাধীন হইল।

হোলকরের সহিত যুদ্ধ হেষ্টিংসের শাসনকালের অন্যতম ঘটনা। হোলকর-সৈন্য পরাজিত হইল এবং পরাজয়ের পর তাহারা ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। হেষ্টিংসের শাসনগুণে পিণ্ডারীগণ বশ্যতাস্বীকার করিল; আমীর খাঁও হেষ্টিংসের প্রস্তাবিত সন্ধি স্বীকার করিয়া লইলেন। হেষ্টিংসের শাসননীতিগুণে মধ্যপ্রদেশের গোলযোগ মিটিল। পেশবা ইংরাজদিগের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। তাঁহার একটী বৃত্তির ব্যবস্থা হইল। অপ্‌পা সাহেব পেশবার সহিত যোগ দান করেন। তিনি পিণ্ডারী-দলপতি চিতুর সহিতও যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, সুফলের কোন আশা নাই, তখন তিনি ইংরাজদিগের অনুমত্যনুসারে যোধপুররাজের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। [মহারাষ্ট্র ও নাগপুর দেখ।]

হেষ্টিংসের শাসনকৌশলে কোম্পানীর রাজস্ব ৬ কোটি টাকা বাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি দেওয়ানী, ফৌজদারী ও সামরিক এই কয় বিভাগেই সাধারণ উন্নতিজনক অনেক ব্যবস্থা চালাইয়া গিয়াছেন। মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এলফিন্‌ষ্টোন্, সর্ টমাস্ মন্‌রো, সর্ জন্ মাল্‌কোম্, সর্ ডেভিদ্ অক্টারলোনী প্রভৃতি ইংরাজপুঙ্গবগণের মন্ত্রণাও অনেক সময় তাঁহার ব্যবস্থাদানের সহায় হইয়াছিল। নেপালের যুদ্ধাবসানে তিনি আর্‌ল্ (Earl) উপাধিতে ভূষিত হইলেন এবং পিণ্ডারি দস্যুদলনের পর কোম্পানীর নিকট ৬০ হাজার পাউণ্ড পারিতোষিক পাইলেন। পামার কোং সহ মনোমালিন্য সূত্রে পাছে তাঁহার মত লোক ডিরেক্টারগণের তীব্র সমালোচনার পাত্র হন, এই আশঙ্কায় তিনি আপনার সমুচ্চ বড়লাট পদ ত্যাগ করেন। অবশ্য, তজ্জন্য পরে ডিরেক্টরগণও দুঃখ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতে পদত্যাগ পত্র পাঠাইলেও, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভারতে থাকিতে হইয়াছিল। বিলাতে উপস্থিত হইলে সকলেই তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আর্‌ল্ হইতে মার্কুইস্ উপাধিতে উন্নীত হইয়াছিলেন। কোর্ট অফ্ ডিরেক্টার তাঁহার পুত্র আর্‌ল্ অফ্ রডনকে সম্মানসূচক ২০ হাজার পাউণ্ড উপহার দিয়াছিলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস্ অফ্ হেষ্টিংস্ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

হেষ্‌তো, (হস্‌দো) ছোটনাগপুরের করেয়া নামক করদ-রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। সোনাহাটের নিকট হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণে করেয়া রাজ্য ভেদ করিয়া মধ্যপ্রদেশে বিলাসপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কিরবাহির নিকটে এই নদীর একটী সুন্দর প্রপাত আছে।

হেহে (অব্য°) হে ইত্যস্য দ্বিত্বং। সম্বোধনসূচক শব্দ।

হেহৈ (অব্য°) হে চ হৈ চ। ১ সম্বোধন। ২ হূতি। (মেদিনী)

হৈ (অব্য°) হিনোতীতি হি গতৌ বাহুলকাৎ ডৈ। ১ সম্বোধন। ২ আহ্বান। (মেদিনী)

হৈগ, কর্ণাটকবাসী ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভেদ।

হৈড়ম্ব, ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত একটী জনপদ। [হেড়ম্ব দেখ।] দেশাবলিবিবৃতিমতে ইহা অঙ্গদেশের অন্তর্গত চম্পার নিকটবর্ত্তী 'হেড়ম্ববিষয়'নামে অভিহিত। এখানে ঘটোৎকচ রাজত্ব করিতেন।

হৈড়িম্ব (ত্রি) হিড়িম্বা-অণ্। ১ হিড়িম্বাসম্বন্ধীয়। ২ হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ।

হৈড়িম্বি (পুং) হিড়িম্বা অপত্যার্থে ইঞ্। হিড়িম্বার অপত্য, ঘটোৎকচ।

হৈতনাম (পুং) হিতনামের গোত্রাপত্য। (পা ৬।৪।১৭০)

হৈতুক (ত্রি) হেতুনা চরতীতি হেতু-ঠক্। সদ্যুক্তিব্যবহারী, যাহারা সদ্যুক্তি ব্যবহার করেন।

"ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা॥"

'হৈতুকঃ সদ্যুক্তিব্যবহারবাদী' (ব্যবহারতত্ত্ব)

২ হেতুদ্বারা সৎকর্ম্মে সন্দেহকর্ত্তা। মনুটীকায় কুল্লূক লিখিয়াছেন যে, যাহারা বেদবিরোধী তর্ক করে, তাহাদিগকে হৈতুক কহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, তর্কদ্বারা ধর্ম্মনিশ্চয় করিতে হয়, কিন্তু বেদবিরোধী তর্ক করিতে নাই। যাঁহারা এইরূপ বেদবিরোধী তর্ক করেন, তাঁহাদের সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করিতে নাই।

"পাষণ্ডিনো বৈকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥"(মনু ৪।৩০)

'হৈতুকাঃ বেদবিরোধিতর্কব্যবহারিণঃ' (কুল্লূক)

বিষ্ণুপুরাণটীকায় স্বামী ইহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন—যিনি হেতুপ্রদর্শন করিয়া সৎকর্ম্মে সন্দেহ উৎপাদন করেন, তাঁহাকে হৈতুক কহে। "সন্দেহকৃৎ হেতুভির্যঃ সৎকর্ম্মসু স হৈতুকঃ।" (বিষ্ণুপু° ৩।১৮।৯৯ টীকা)

(ত্রি) ২ ফলাভিসন্ধানযুক্ত।

হৈনাড়ু, সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত একটী জনপদ। (২।৮।৪৩)

হৈম (ক্লী) হিমে ভবং অণ্। ১ প্রাতর্হিমোদ্ভবজল, প্রাতঃকালে হিমভব জল। (রাজনি°) (ত্রি) ২ হিমভব। (ত্রি) ৩ হেমজাত, সুবর্ণনির্ম্মিত। "পাদেন হৈমং বিলিলেখ পীঠং" (রঘু ৬।১৫)

(পুং) ৪ ভূনিম্ব। হেম্নো বিকারঃ অণ্। ৫ সুবর্ণের বিকার। ৬ শিব। "হৈমো হেমকরো যজ্ঞো সর্ব্বধারী ধরোত্তমঃ।" (ভারত) ৭ পর্ব্বতবিশেষ, হিমালয়।

হৈমকূট (পুং) হেমকূট পর্ব্বতের অদূরভব দেশ।

হৈমগিরিক (পুং) হিমগিরির অদূরভব দেশ।

হৈমচন্দ্রি (পুং) হেমচন্দ্র অপত্যার্থে ইঞ্। হেমচন্দ্রের গোত্রাপত্য।

হৈমন (পুং ক্লী) হেমন্ত এব ইতি (সর্ব্বত্রাণ্ চ তলোপশ্চ। পা ৪।৩।২২) ইতি স্বার্থে অণ্ তলোপশ্চ। ১ হেমন্তঋতু। (শব্দরত্না°) হেম্ন ইদমিত্যণ্, ন টিলোপঃ। (ত্রি) ২ স্বর্ণজাত। ৩ হিমজাত। ৪ হেমন্তভব, হেমন্ত ঋতুভব।

"অভ্যুত্থিতস্যাদ্রিপতের্নিতম্বমর্কস্য পাদা ইব হৈমনস্য।"
(কিরাত ১৭।১৮)

(পুং) হেমন্ত এব অণ্ তলোপশ্চ। ৫ মার্গশীর্ষমাস, অগ্রহায়ণ মাস। (রাজনি°) হেমন্তাজ্জাতঃ অণ্, তলোপশ্চ। ৬ হিমকালোদ্ভব ষষ্টিক ধান্য।

'হৈমনাস্তু হিমা বৃষ্যা মধুরা বল্কবর্চ্চসঃ।' (রাজবল্লভ)

হৈমন্ত (পুং ক্লী) হেমন্ত (সন্ধিবেলাদ্যৃতুনক্ষত্রেভ্যোহণ্। পা ৪।৩।১৬) ইতি অণ্। ১ হেমন্ত ঋতু। (ত্রি) ২ হেমন্তসম্বন্ধী।

হৈমন্তিক (ক্লী) হেমন্তে ভবঃ ঠঞ্। শালিধান্য, আমনধান।
"হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

হৈমমুদ্রিক (ত্রি) হৈমী মুদ্রিকা যস্য। স্বর্ণমুদ্রিকাবিশিষ্ট।

হৈমল (পুং ক্লী) হিমল অণ্। হেমন্তঋতু। (শব্দরত্না°) হেমল এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, এই পাঠই সাধু।

হৈমবত (ক্লী) হিমবতো দূরভবো দেশঃ হিমবত ইদং বা অণ্। ১ ভারতবর্ষ। (ত্রিকা°) (পুং) ২ বিষভেদ। ৩ দেশবিশেষ। "নিষাদান্ পারসীকাংশ্চ কৃষ্ণান্ হৈমবতাংস্তথা।"(ভারত ২।৫০।২০)

(ত্রি) ৪ হিমালয়সম্বন্ধী। ৫ হিমালয়জাত, হিমালয়োৎপন্ন। (ক্লী) ৬ মুক্তা। (বৈদ্যকনি°)

হৈমবতবর্ষ (ক্লী) ভারতবর্ষ।

"এতদ্ধৈমবতং বর্ষং ভারতী যত্র সন্ততিঃ।
হেমকূটং পরং যত্র নাম্না কিংপুরুষোত্তমঃ॥" (বরাহপু°)

হৈমবতী (স্ত্রী) হিমবতোহপত্যং স্ত্রী অণ্ ঙীপ্। ১ হিমবতের কন্যা, পার্ব্বতী, উমা। ২ হরীতকী। (অমর) ৩ স্বর্ণক্ষীরী। ৪ শ্বেতবচা। (মেদিনী) হিমবতঃ প্রভবতি প্রকাশতে প্রথমং দৃশ্যতে ইতি (প্রভবতি। পা ৪।৩।৮৩) ইত্যণ্। ৫ গঙ্গা। ৬ রেণুকা। ৭ কপিলদ্রাক্ষা। ৮ অতসী, চলিত মশিনা। ৮ হরিদ্রা। ৯ পীতদুগ্ধ সেহুণ্ড, চলিত মনসা গাছ। ১০ ক্ষীরিণী।

হৈমবর্চ্চি (পুং) হেমবর্চ্চসের গোত্রাপত্য।

হৈমা (স্ত্রী) হেম তদ্বর্ণোঽস্ত্যস্যা ইতি অণ্। পীতযূথিকা।

হৈমাচল (পুং) হিমালয় পর্ব্বত।

হৈমী (স্ত্রী) হেম তদ্বর্ণোঽস্ত্যস্যাঃ ইতি অণ্ বা ঙীষ্। পীতযূথিকা।

হৈয়ঙ্গব (ক্লী) হৈয়ঙ্গবীন। "ভিত্বা মৃষাশ্রুদৃর্যদশ্মনা রহো জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গতঃ।" (ভাগ° ১০।৯।৬)

হৈয়ঙ্গবীন (ক্লী) হ্যো গোদোহস্য বিকার ইতি (হৈয়ঙ্গবীনং সংজ্ঞায়াং। পা ৫।২।২৩) ইতি খঞ্, হিয়ঙ্গাদয়শ্চ। সদ্যো গোদোহোদ্ভব ঘৃত. সদ্যোদুগ্ধ দোহন করিয়া সেই দিনই উক্ত দুগ্ধে যে ঘৃত প্রস্তুত হয়, তাহাকে হৈয়ঙ্গবীন কহে। এই সদ্যোঘৃত সকল ঘৃতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অত্যুৎকৃষ্ট গুণযুক্ত। [ঘৃত শব্দ দেখ]

হৈরণ্য (ত্রি) হিরণ্য-অণ্। হিরণ্যসম্বন্ধীয়।

হৈরণ্যক (পুং) ১ হিরণ্ময়। ২ স্বর্ণকার।

"হৈরণ্যককারুকয়ো প্রধ্বংসঃ শস্ত্রকোপনঃ।" (বৃহৎস° ৮৭৷৩২)

হৈরণ্যগর্ভ (পুং) হিরণ্যগর্ভ-অণ্। ১ মনুভেদ।

"মনো হৈরণ্যগর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ।" (মনু ৩৷১৯৫)

২ হিরণ্যগর্ভ মনুর অপত্য।

হৈরণ্যনাভ (পুং) হিরণ্যনাভের গোত্রাপত্য।

হৈরণ্যবাহেয় (পুং) হিরণ্য-বাহু-অণ্। হিরণ্যবাহুর গোত্রাপত্য।

হৈরণ্যবাসস্ (ত্রি) স্বর্ণবস্ত্রযুক্ত।

হৈরণ্যস্তূপ (ত্রি) হিরণ্যস্তূপের গোত্রাপত্য, বৈদিক ঋষিবিশেষ।

হৈরণ্যিক (ত্রি) ১ সুবর্ণসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ সুবর্ণকার।

হৈরণ্বতী (স্ত্রী) নদীভেদ। গণ্ডকী। হিরণনদী।

হৈরম্ব (ত্রি) হেরম্ব-অণ্। হেরম্বসম্বন্ধীয়, হেরম্বগণেশসম্বন্ধীয়।

হৈরিক (পুং) হিনোতীতি রক্, হের° আসুরীমায়াং জানাতীতি ঠক্। চোর।

হৈরান্ (আরবী) পরিশ্রান্তি। বৃথা শ্রম, পণ্ডশ্রম।

হৈরাণী (আরবী) হয়রাণী।

হৈহয় (পুং) হয্যা অপত্যং (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০) পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। যদ্বা হেশব্দেন নামৈকদেশগ্রহণেন নামগ্রহণাৎ হেষাশব্দেন হেষাশব্দং কুর্ব্বন্ হয়তি গচ্ছতীতি হেহয়োঽশ্বঃ তস্যায়ং (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) ইত্যণ্। ১ কার্ত্তবীর্য্য, কার্ত্তবীর্য্যরাজ। ২ দেশভেদ।

"পশ্চিমে হৈহয়স্ত্রাদ্রি-ম্লেচ্ছবাস-শকাদয়ঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

হৈহয়রাজবংশ, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একটী রাজবংশ। হৈহয় হইতে এই বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। পুরাণপাঠে জানা যায় যে, রাজা হৈহয় যদুর পুত্র এবং মহারাজ নহুষের পৌত্র।

হৈহয়গণ পরবর্ত্তীকালে কোন্ সময়ে কিরূপে দক্ষিণভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তাহার ঠিক ও আনুপূর্ব্বিক বিবরণ ইতিহাসে নাই। শিলালিপি প্রভৃতির আনুষঙ্গিক প্রমাণে হৈহয়বংশের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে, তদ্দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, ক্ষত্রপশক্তি-বিলোপকারী মহাক্ষত্রপ ঈশ্বরদত্ত ত্রৈকূটে রাজধানী স্থাপন করেন। অনুমান ২৫০ খৃষ্টাব্দে তৎকর্ত্তৃক কতকপরিমাণে ক্ষত্রপগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছিল এবং ঐ সময়ে তাঁহার নামাঙ্কিত ১ম ও ২য় বর্ষের মুদ্রা প্রচারিত ছিল। সুতরাং কোঙ্কণবিজয়ের পর তিনি যে ত্রৈকূটক অব্দ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ২৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতেই আরব্ধ হয়। ইহাই পরে কলচুরি বা চেদীসম্বৎনামে খ্যাত হইয়াছে।

বীরদামের পুত্র রুদ্রদামের রাজ্যকালে ক্ষত্রপগণ পুনরায় পূর্ব্বহৃত রাজ্য অধিকার করিয়া ত্রৈকূটকদিগকে রাজ্যবহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারা উপায়ান্তরবিহীন হইয়া মধ্যভারতে পলায়ন করেন এবং তথায় হৈহয় বা কলচুড়িনামে পরিচিত হন। অতঃপর ক্ষত্রপপ্রভাবের সম্পূর্ণ পতন ঘটিলে ত্রৈকূটকগণ পুনরায় ত্রিকূট রাজধানী অধিকার করেন। আমরা ৪৫৬ খৃষ্টাব্দে ত্রৈকূটকরাজ দহ্রসেনকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই।

অতঃপর ৫৯৭ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বচালুক্যবংশীয় ১ম পুলকেশীর পুত্র মঙ্গলীশের বিজয়প্রসঙ্গে কলচুরিরাজ বুদ্ধরাজের পরাভব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। শিলালিপি হইতে আরও জানা যায় যে, পশ্চিমচালুক্যবংশীয় ১ম বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিনয়াদিত্য সত্যাশ্রয় তাঁহার রাজত্বের ১১শ হইতে ১৪শ বৎসর মধ্যে পল্লব, হৈহয় প্রভৃতি জাতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তদ্বংশীয় রাজা ২য় বিক্রমাদিত্য সত্যাশ্রয় চেদিরাজকন্যা লোকমহাদেবী ও ত্রৈলোক্যমহাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন (৭৩৩ খৃঃ)। পরবর্ত্তী রাষ্ট্রকূটরাজগণও হৈহয়রাজকুমারীগণের পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

হৈহয়গণ পরবর্ত্তীকালে কলচুড়ি বা কুলচুরি নামে আখ্যাত হন। তাঁহারা চেদীনামক জনপদে রাজত্ব করিতেন। ঐ চেদীরাজ্য বর্ত্তমান জব্বলপুরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তীস্থান লইয়া গঠিত ছিল। তখন হৈহয়রাজ চেদী বা কলচুড়রাজ বলিয়া পরিচিত হইতেন। পরে যখন এই বংশের একটী শাখা কল্যাণ জনপদে গমন করিয়া রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, তখন হইতেই "কল্যাণের কলচুরিরাজ" নামের আরম্ভ হয়।

কল্যাণপতি বিজ্জল "কালঞ্জরপুরবরাধীশ্বর" উপাধি ধারণ করিতেন। কালঞ্জর পূর্ব্বতন চেদীরাজগণের একটী দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। অনুমান হয়, কালঞ্জর ঐ সময়ে তাঁহাদের রাজধানী বলিয়া গ্রাহ্য হইত। প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুর (বর্ত্তমান তেবুর) নামক স্থানেই তাঁহাদের প্রাসাদাদি বিদ্যমান। কল্যাণপতির এবম্বিধ উপাধিধারণপ্রয়াস হইতেই মনে হয় যে, তিনি পূর্ব্বতন হৈহয় বা কলচুড়িবংশের মর্য্যাদারক্ষার নিমিত্ত "কালঞ্জরপুরাধীশ্বর" উপাধি গৌরবের সহিত ধারণ করিয়া আপনার বংশকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণই কল্যাণের কলচুরিবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বেলগামের শিলালিপিতে প্রকাশ চেদীকুলের কৃষ্ণ ও যদুকুলের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তুল্য ব্যক্তি এবং বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সাধারণে গৃহীত।

কৃষ্ণের পুত্র জোগম, তৎপুত্র পরমর্দ্দী এবং এই পরমর্দ্দীই বিজ্জলের পিতা। ৩য় সোমেশ্বরের পুত্র রাজা জগদেকমল্লের রাজাকালে বিজ্জল 'মহামণ্ডলেশ্বর' ছিলেন। তিনি কল্যাণের নরপতি ৩য় তৈলকে সুকৌশলে রাজ্যচ্যুত করিয়া ধীরে ধীরে উপাধিসহ কল্যাণের চালুক্যসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন; কিন্তু অনতিকালপরেই রাজ্যমধ্যে এক ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহাতে তাঁহাকে সপরিবারে রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল।

লিঙ্গায়ত-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বসব এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা। বসবের মাতুল ও শ্বশুর বলদেব মহারাজ বিজ্জলের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বলদেবের মৃত্যুর পর বিজ্জল বসবকেই মন্ত্রিপদে নিযোজিত করেন। বসব লিঙ্গায়তমতপ্রচারকল্পে রাজ-কোষের অর্থ অযথা ব্যয় করিতেছেন শুনিয়া রাজা তাঁহাকে দণ্ড দিতে সমুদ্যত হইলেন। বসব পলায়ন করিলেন, রাজা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলে বসব-শিষ্যগণ তাঁহাকে পথিমধ্যে পরাস্ত করে। রাজা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্বে নিয়োগ করেন, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরে আর মনের মিল হয় নাই। ইহার পর ষড়যন্ত্র করিয়া বসব রাজার প্রাণসংহার করিয়াছিলেন।

এই ঘটনা বসবপুরাণে ভক্তলিঙ্গায়তের লেখনীতে যে ভাবে বিবৃত, বিজ্জলরায়চরিত-রচয়িতা জৈনকবির রচনায় তাহা অন্যরূপ চিত্রে প্রতিফলিত দেখা যায়। বসবপুরাণে লিখিত আছে, রাজা বিজ্জল হল্লেয়গ ও মধুবেয়া নামক দুইজন লিঙ্গায়ত সাধুকে বুজরুক জানিয়া তাহাদের উভয় চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দেন। তাহাতে বসবের আদেশে তাঁহার প্রিয়শিষ্য জগদ্দেব সানুচর রাজসভায় গমন করিয়া রাজাকে নিহত করেন। তদনন্তর বসবের শাপে কল্যাণনগরীতে ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব হয় এবং অধিবাসীমাত্রেই আপনাপনি কাটাকাটি ও মারামারি করিয়া মরে।

জৈনলেখকের উপাখ্যান অন্যরূপ। রাজা বিজ্জল শিলাহার-বংশীয় সামন্তরাজ ২য় ভোজকে বশে আনয়ন করিবার নিমিত্ত কোলহা-পুরাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভীমানদীতটে শিবির সন্নিবেশ করিয়া শ্রম দূর করিতেছিলেন। রাজা স্বয়ং জৈনধর্ম্মানুরক্ত, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী বসব লিঙ্গায়ত ছিলেন। বসব স্বীয় প্রভুকে স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহার প্রাণসংহারে কৃতসঙ্কল্প হন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি ভীমাতীরে অবস্থিত রাজার নিকটে তাঁহার এক বিশ্বস্ত জঙ্গম অনুচরকে জৈনপুরোহিত সাজাইয়া পাঠান। ছদ্মবেশী জৈনপুরোহিত রাজাকে কয়েকটী বিষাক্ত ফল উপহার দিলেন। জৈনধর্ম্মে বিশ্বাসী রাজা পুরোহিতের প্রদত্ত উপহারে সন্দিহান্ না হইয়াই সেই ফল গ্রহণ করেন, কিন্তু যেমন তিনি সেই সুপক্ক ফলের আঘ্রাণ লইবার জন্য ফলটী নাসিকাগ্রে আনয়ন করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল।

এই সংবাদ শিবির-মধ্যে রাষ্ট্র হইলে রাজপুত্র ইম্মড়ি বিজ্জল ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ রাজার শুশ্রূষার জন্য সেই স্থানে সমাগত হইলেন। অনেক চেষ্টার পর ক্ষণেকের জন্য রাজার মূর্চ্ছা অপগত হইল। তিনি তখন পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দুরাত্মা বসব আমাকে বিষাক্ত ফল প্রেরণ করিয়া কৌশলে আমার প্রাণসংহার করিল। পুত্র, তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ করিও।' ইহার পর রাজার পুনরায় মূর্চ্ছা হইল—সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। পিতার সৎকার সমাপন করিয়া যুবরাজ বসবকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইলেন। বসব মলবার উপকূলস্থ উলবি নামক স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। অচিরে রাজসৈন্য যাইয়া উলবিনগর বেষ্টন করিল। তখন বসব কূপমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া মান রক্ষা করিলেন এবং বসবপত্নী নীলম্বা বিষপানে সংসারজ্বালা এড়াই-লেন। ছেন্নবসব স্বীয় মাতুলের সমুদায় সম্পত্তিসহ রাজদ্বারে আসিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিল ও পরিত্রাণ পাইল।

১১৬৭ খৃষ্টাব্দে বিজ্জলের মৃত্যু ঘটে। অনন্তর তাঁহার পুত্র সোম (নামান্তর সোবিদেব বা সোমেশ্বর) রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। রাজা সোম স্বীয় পত্নী বাবলদেবীর নিমিত্ত ১০৯৬ শকের জয় সম্বৎসরে কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশীতে ব্রাহ্মণদিগকে এবং সোমেশ্বর-দেবের পূজোপলক্ষে ভূমি দান করিয়াছিলেন। ১১০০ শকে রাজা সোমেশ্বরের রাজ্যকাল শেষ হয় এবং তাঁহার ভ্রাতা সঙ্কম কিছুকাল স্বাধীনভাবে ও কিছুকাল স্বীয় ভ্রাতা আহবমল্লের সহযোগে রাজ্যশাসন করেন। ১১০৩ ও ১১০৪ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার শাসনকাল বর্ণিত হই-য়াছে। এই শেষোক্ত শকেই চালুক্যরাজ ৪র্থ সোমেশ্বর কলচুড়ি-রাজবংশের অধিকার হইতে আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের অপহৃত রাজ্যাংশের কতকাংশ হস্তগত করিয়া লন এবং উত্তরের যাদব-রাজগণও অবশিষ্টাংশ অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সময়ে সিঙ্ঘণ নামে মাত্র রাজা এবং তাঁহার সময় হইতে কলচুড়ি-বংশের বিলোপ সাধিত হয়।

আমরা শিলালিপি হইতে তিনটী বিভিন্ন হৈহয় বা কল-চুরিবংশের শাসনপ্রভাব নানাস্থানে বিস্তৃত দেখিতে পাই। ঐ তিনটীর মধ্যে চেদীর রাজবংশই আদি মূল ও অতিশয় প্রভাবান্বিত ছিলেন। কল্যাণ ও রতনপুরের রাজবংশ তাহার শাখামাত্র। সাধারণের সুবিধার জন্য পরে উক্ত রাজগণের তালিকা লিপিবদ্ধ হইল :—

চেদীর কলচুরিরাজগণ

১ কাকবর্ণ	
২ শঙ্করগণ	
৩ বুদ্ধরাজ	২য়ের পুত্র—৫৮০ খৃঃ
* * * *	
৪ কোকল্ল ১ম	৮৭৫ খৃঃ
৫ মুগ্ধতুঙ্গ প্রসিদ্ধধবল	৪র পুত্র—৯০০
৬ বালহর্ষ	৫র পুত্র
৭ কেয়ূরবর্ষ যুবরাজদেব	৫র পুত্র—৯২৫
৮ লক্ষ্মণরাজ	৭র পুত্র—৯৫০
৯ শঙ্করগণদেব	৮র পুত্র—৯৭০
১০ যুবরাজদেব ২য়	৮র পুত্র—৯৭৫
১১ কোকল্লদেব ২য়	১০র পুত্র—১০০০
১২ গাঙ্গেয়দেব বিক্রমাদিত্য	১১র পুত্র—১০৩৮
১৩ কর্ণদেব	১২র পুত্র—১০৪২
১৪ যশঃকর্ণদেব	১৩র পুত্র—১১৫২
১৫ গয়কর্ণ দেব	১৪র পুত্র—১১৫১
১৬ নরসিংহদেব	১৫র পুত্র—১১৫৫
১৭ জয়সিংহদেব	১৫র পুত্র—১১৭৭
১৮ বিজয়সিংহদেব	১৭র পুত্র—১১৮০।

কল্যাণের কলচুরিরাজগণ

১ জোগম	
২ পেম্মাড়ী (পরমর্দ্দী)	১র পুত্র—১১২৮ খৃঃ।
৩ ত্রিভুবনমল্ল-বিজ্জল	২র পুত্র—১১৫৫
৪ সোমেশ্বর বা সোবিদেব	৩র পুত্র—১১৬৮
৫ নিঃশঙ্কমল্ল সঙ্কম	ঐ ১১৭৮
৬ বীরনারায়ণ আহবমল্ল	ঐ ১১৮০
৭ সিঙ্ঘণ	ঐ ১১৮৩।

রত্নপুরের কলচুরিরাজগণ

১ কলিঙ্গরাজ—চেদীশ্বর কোকল্লের বংশধর। কোন কোন শিলালিপিতে ইনি পুত্র, কোথাও বা পুত্রের বংশাবতংশরূপে বর্ণিত। ইনি দক্ষিণ-কোশলের অন্তর্গত তুম্মাননগরে রাজধানী স্থাপন করেন।

২ কমল	১র পুত্র
৩ রত্নরাজ রত্নদেব ১ম বা রত্নেশ—২র পুত্র, রত্নপুর-প্রতিষ্ঠাতা।	
৪ পৃথ্বীদেব ১ম বা পৃথ্বীশ	৩র পুত্র
৫ জাজল্লদেব	৪র পুত্র—১১১৪ খৃঃ।
৬ রত্নদেব ২য়—৫র পুত্র, কলিঙ্গরাজ-চোড়গঙ্গবিজেতা।	
৭ পৃথ্বীদেব ২য়	৬র পুত্র—১১৪৫
জাজল্লদেব ২য়	৭র পুত্র—১১৬৮
৯ রত্নদেব ৩য়	৮র পুত্র—১০৮১
১০ পৃথ্বীদেব ৩য়	৯র পুত্র—১১৯০ (?)

[কলচুরি, কল্যাণ, চেদী ও রত্নপুর শব্দ দেখ।]

খৃষ্টীয় ৯৭৩ হইতে ১১৮৮ অব্দ মধ্যবর্ত্তী সময়ে চালুক্য ও কলচুরিরাজগণের যত্নে দক্ষিণ-ভারতবাসীর পূর্ব্বতন ধর্ম্মপ্রভাব ও সামাজিক অবস্থার বিলয় সাধিত হইয়া নূতন ভাবের উদয় হইতেছিল। রাজা ত্রিভুবনমল্ল ও ২য় বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে ১০১৭ শকে ১৪ জন বৈশ্যবণিক্ একটী বৌদ্ধবিহার এবং ধারবাড় জেলাস্থ ধর্ম্মবোলল (বর্ত্তমান দম্বোল) নগরে একটী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১০১২ শকে কোলহাপুরের শিলাহারপতি একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার তীরে শিব, বুদ্ধ ও অর্হৎমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। এই সময়ে নবোদ্যমে লিঙ্গায়তধর্ম্মের অভ্যুদয় হওয়ায় জৈনধর্ম্ম লোপ পাইতে থাকে। অনেক জৈনমন্দিরের জিনমূর্ত্তি এই সময়ে দূরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

হৈহয়বংশী, যুক্তপ্রদেশের বালিয়া জেলাবাসী একটি রাজপুত-শাখা। ইহারা হয়বংশ নামেও পরিচিত। সাধারণের বিশ্বাস, এই রাজপুতশাখা চন্দ্রবংশসমুদ্ভূত এবং সমগ্র জেলায় ইহারা বিশেষ সম্মানের সহিত সমাদৃত।

কিংবদন্তী এই যে, নর্ম্মদা উপত্যকায় মাহেশ্মতীপুরীতে চন্দ্রবংশের এক রাজধানী ছিল। হৈহয়বংশীয় রাজা সহস্রার্জ্জুন ঐ পুরী ও তদধিষ্ঠিত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পরে এই বংশীয় দ্বিপঞ্চাশৎ পুরুষ বংশপরম্পরায় মধ্যপ্রদেশের রতনপুর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। একদিন দাক্ষিণাত্যভুবনে হৈহয়বংশের যশোভাতি ও পূর্ণপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বালিয়ার হয়বংশী রাজপুতগণ আপনাদিগকে রতনপুর রাজবংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করেন। অনুমান ৮৫০ খৃষ্টাব্দে রত্নপুর-রাজবংশের চন্দ্রগোত নামক কোন কনিষ্ঠ রাজকুমার উত্তর ভারতে তীর্থ পর্য্যটনে আসিয়া সারণ জেলার গঙ্গাতীরবর্ত্তী মাঁঝা নগরে বাস করেন। অনন্তর তিনি স্থানীয় চেরো নামক অসভ্য জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ দ্বিশতাব্দ কাল মাঁঝায় বাস করিয়া গঙ্গার দক্ষিণকূলস্থ বিহিয়া নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এখানেও তাঁহারা পাচ শতাব্দ কাল বাস ও চেরোদিগকে পুনঃ পরাজিত করিয়া বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাহাদের বলবীর্য্য অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত ছিল।

খৃষ্টীয় ১৫২৮ অব্দের সমকালে হৈহয়রাজ ভোপৎ (ভূপতি) দেব, অথবা তাঁহার একতম পুত্র, মোহিনী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-

কামিনীর সতীত্ব নাশ করেন। ঐ রমণী হৈহয়-বংশের পুরোহিত-কুলসম্ভূতা। তাঁহার মোহন-রূপমাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া রাজকুমার বলপূর্ব্বক তাঁহাকে অপহরণ করিয়া স্বীয় পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন।

ব্রাহ্মণকুমারী এই অপমানে ও আত্মগ্লানিতে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া তুষানলে স্বীয় দেহ দগ্ধ করেন এবং মৃত্যুকালে এই বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, অচিরে হৈহয়বংশের কীর্ত্তি ও প্রভাব বিলুপ্ত হইবে এবং তদ্বংশীয়েরা দারুণ মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিবে। ব্রাহ্মণকন্যার বাক্য নিষ্ফল হইল না। অনতিকাল মধ্যেই হৈহয়বংশের অবশ্যম্ভাবী অধঃপতন আরদ্ধ হইল। শাপভয়ভীত হৈহয়গণ পরবর্ত্তী ঘটনাপুঞ্জ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভবিষ্যৎ বিপদের সূচনা হইতেছে জানিতে পারিলেন। তাঁহারা অচিরে সেই অভিশপ্ত বিহিয়া নগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গা পার হইয়া বালিয়া পরগণায় উপনীত হইলেন। এখানে কিছুদিন 'গাত্রঘাট' নামক স্থানে বাস করিয়া অবশেষে তাঁহারা হলদী নামক স্থানে গমনপূর্ব্বক তথায় স্থায়িভাবে বসতি করিতে লাগিলেন। এখনও হৈহয়বংশীয় রাজারা এই হলদীতে আসিয়াই রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান বিহিয়া রেলষ্টেশনের সমীপবর্ত্তী সুবৃহৎ পিপ্পলবৃক্ষের সন্নিকটে মোহিনী ব্রাহ্মণীর সমাধি অবস্থিত। স্থানীয় রমণীগণ ঐ সমাধি-স্থলে আসিয়া মোহিনীকে সতী ও দেবীর অংশসম্ভূতা জ্ঞানে পূজা দিয়া থাকে। মোহিনীর অভিসম্পাতের পর, আর কোন হৈহয়বংশীয় বিহিয়ায় গমন করিতে সাহস করেন না। বিহিয়ায় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষও তাঁহারা কখন দেখিতে যান না। তাঁহাদের গাত্রবর্ণ ও আকৃতির গঠন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য জাতিতত্ত্ববিদ্ তাঁহাদিগকে তামিল জাতীয় বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু পুরাণবর্ণিত হৈহয় জাতির সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে কোনরূপ ক্ষতি দেখা যায় না।

আমরা পুরাণে দেখিতে পাই, হৈহয়গণ যদুবংশীয় তালজঙ্ঘদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাহুরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে সগর রাজকর্ত্তৃক পরাস্ত হন। মহামতি কর্ণেল টডের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত সহজপুরের উপত্যকায় হৈহয়বংশের একটী শাখা বিদ্যমান আছে। তাঁহারা মুষ্টিমেয় হইলেও পূর্ব্বপুরুষগণের বংশধারা অবগত আছেন এবং যুদ্ধবিগ্রহে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠাশালী হৈহয়বংশের উত্তর ভারতে আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন অসম্ভব নহে। উপরিবর্ণিত কিংবদন্তী বা বংশাখ্যায়িকার মূলে অন্য কোনরূপ সত্য না থাকিলেও স্বীকার করা যায় যে, এই হৈহয়বংশ দক্ষিণভারত হইতে উত্তরে আসিয়া বাস করিয়াছেন এবং কালসহকারে তাঁহারা দক্ষিণভারতে সুপরিচিত স্বজাতি ও জ্ঞাতিবর্গের গৌরবকাহিনী বিস্মৃতিসলিলে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। রাজস্থানবর্ণিত হৈহয়বংশের পরিচয় হইতে উত্তর ভারতে অপর হৈহয় শাখার বিদ্যমানতা প্রমাণিত হয়।

হিয়া, তোই, হি এইকে, হৈ এইহা ও হূন প্রভৃতি চীনতাতারবাসী দুর্দ্ধর্ষ জাতির নামের সহিত হৈহয়শব্দের শব্দসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক উইলসন বলেন যে, হৈহয়গণ সম্ভবতঃ রাজপুতদিগের ন্যায় মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতে সমাগত হইয়াছেন এবং তাঁহারা উপরিউক্ত তুর্কজাতির একতম। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই মত আমরা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম। নামসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া জাতীয় একতা নিরূপিত হইতে পারে না। তাঁহারা যে উত্তর সীমান্ত দিয়া ভারতে আগমনকালে তদ্দেশে আপনাদের বীর্য্য ও বীরত্বপ্রভাব প্রদর্শন না করিয়া সুদূর দাক্ষিণভারতে আপনাদের অক্ষয় কীর্ত্তিস্থাপন করিতে গমন করিয়াছিলেন, ইহাও যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। বরং হয় শব্দ দ্বারা তাহাদের প্রতি শকজাতিত্ব আরোপ করা অসম্ভব নহে।

হৈহয়সংবৎ বা কলচুরি সংবৎ, হৈহয় বা চেদিরাজবংশ-প্রতিষ্ঠিত সম্বৎভেদ। ডাক্তার কীলহোর্ণ প্রমাণ করিয়াছেন, ২৪৮ খৃষ্টাব্দে ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে এই অব্দ আরম্ভ; (Transaction of the 9th International Congress of the Orientalist, Vol. I. p. 429.)

হো (অব্য°) হূয়তে অনেনেতি হ্বে-ডো, নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ সম্বোধন। ২ আহ্বান। (মেদিনী)

"নমু ভো মথনারাধো ঘোরানাথ মহোমু ন।
তদয়া তবদা ভীমা মাভীদাবত দায়ত॥" (কিরাত ১৫।২০)

৩ বিস্ময়। (অমর)

হো, (লড়্কা কোল) সিংহভূম-জেলাবাসী কোলজাতির একটী শাখা। হো সম্ভবতঃ সাঁওতাল এবং মুণ্ডাভাষার হোরো শব্দের অপভ্রংশ, এই শব্দে মানুষ বোঝায়। সাঁওতাল, মুণ্ডা এবং হো এই তিন জাতিই এক প্রধান অনার্য্যবর্গের শাখা। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নাই। হো জাতি কতকগুলি গোত্রে বিভক্ত, সগোত্রের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না, তাহা ছাড়া মাতৃসম্পর্কীয় নিকট আত্মীয় বিবাহ করিতে তাহাদের কোন আপত্তি নাই।

হোদিগের মধ্যে কোন প্রাচীন প্রবাদ নাই। ইহারা

মুণ্ডা বলিয়া আপনাদিগকে মনে করে এবং ছোটনাগপুর ইহাদিগের আদিম বাসস্থান। সম্ভবতঃ ইহারা কোলদিগেরই একটী শাখা। যখন আধুনিক মুণ্ডাগণ সংস্কৃত নাম গ্রহণ করে, তখন হইতে তাহাদিগের মধ্যে একটী শাখা ছোটনাগপুর হইতে সিংহভূমে আসিয়া থাকিবে। সিংহভূমে যখন ইহারা প্রথম আগমন করে, তখন এই প্রদেশের কিয়দংশ ভূঁইয়াদিগের অধীন ছিল। অপরাংশে আদিম আর্য্যগণ বাস করিত। ভূঁইয়াগণ কোলহান হইতে বিতাড়িত হইয়া পোড়াহাটে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সম্ভবতঃ হোগণের সঙ্গে ভূঁইয়াদিগের কিয়দংশ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, এ জন্য হোগণ সাধারণ কোল হইতে সুশ্রী এবং তাহাদিগের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ চলিত দেখা যায়।

সামাজিক হিসাবে হোগণ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। ইহারা অন্য কোন জাতির সহিত মিশিতে চায় না, এমন কি তাহারা নিকটে কোন বিদেশীয়দিগের বসতি সহ্য করিতে পারে না।

ইহারা এক অদ্ভুত সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করে। অনেকে মনে করে ওংবোরাম্ এবং সিংবোঙ্গাকে কেহই সৃষ্টি করে নাই, তাহারা আপনা হইতে আপনি উৎপন্ন হইয়াছে। সিংবোঙ্গাই আদি মানব ও মাটী পাহাড় জল সৃষ্টি করিলেন, তৎপরে ঘাস এবং বৃক্ষ দিয়া পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিলেন। যখন সমুদায় মানুষের সুখস্বচ্ছন্দ হইল, তখন সিঙ্গবোঙ্গা একটী বালক এবং বালিকা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে একটী গহ্বরে স্থাপিত করিলেন।

ইহারা উভয়ে এত সরল ও অনভিজ্ঞ ছিল যে, ইহাদের মধ্যে সঙ্গমলিপ্সা ছিল না। ইহাতে সিংবোঙ্গার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় দেখিয়া তিনি ইহাদিগকে ধেনোমদ ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিলেন, তাহা পান করিয়া ইহাদের প্রথম কামের উদয় হইল। এই আদি জনক জননী হইতে ১২টী কন্যা এবং ১২টী পুত্র জন্মিল। সিংবোঙ্গা অতঃপর একটা ভোজের আয়োজন করিলেন, তাহাতে তিনি ১২টী ভ্রাতার প্রত্যেকটীকে এক একটী করিয়া ভগিনী দিয়া যখন তাহারা ১২টী জোড় হইল, তখন তিনি ভোজের মধ্যে যে সকল আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে বলিলেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় দম্পতীযুগল মহিষী এবং ষণ্ডের মাংস লইল এবং দম্পতীযুগল হইতে হো এবং ভূমিজের উৎপত্তি হইল। যাহারা শাকসবজী লইল, তাহারাই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের আদি জনক জননী। ভূঁইয়াগণের আদি পিতা শামুক লইয়াছিল ও সাঁওতালগণের পূর্ব্ব পুরুষ শূকরমাংস পছন্দ করিয়াছিল। এইরূপে ইহারা মানবসাধারণের সমস্ত জাতির উৎপত্তির হেতু নির্দ্দেশ করে। তীব্র মদ্যপানে ভগবানের আদেশ আছে বলিয়া হোগণের সকলেই মদ খাইতে ভাল বাসে।

ইহারা অপরাপর অনার্য্যজাতি অপেক্ষা দেখিতে অনেকটা সুশ্রী। আর্য্যদিগের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় ইহারা অপরাপর শ্রেণি অপেক্ষা সুন্দর। কাহারও কাহারও মুখের গড়ন এবং লাবণ্য আর্য্যদিগের ন্যায়। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সুন্দরীর সংখ্যা বিরল নহে। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েই বেশভূষার পক্ষপাতী নয়। পুরুষগণ অনেক সময়ে উলঙ্গ থাকে। স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ কটিদেশে একখানি কাপড় জড়াইয়া চলাফেরা করে। কেবল চাঁইবাসা প্রভৃতি সহরে ইহারা সুসভ্যের মত পোষাকাদি পরিধান করে।

যখন ইহাদিগের মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার জনকজননীর বিসি অর্থাৎ অশৌচ হয়। এই সময়ে স্বামী স্ত্রীকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়ায়। সেই সময়ে বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয়স্বজনগণ চলিয়া যায়, আটদিন পরে তাহারা ফিরিয়া আসে এবং তখন নানারূপ উৎসব করিয়া জাত পুত্র কিংবা কন্যার নামকরণ করে।

প্রত্যেক গ্রামেই অনেক অবিবাহিতা বৃদ্ধা স্ত্রী আছে, তাহার কারণ কন্যার পিতা বরের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ আদায় করিতে চাহে বলিয়া বরপক্ষীয়গণ বিবাহে স্বীকৃত হয় না, ইহার ফলে বিবাহসংখ্যা কমিয়া গিয়া স্ত্রীপুরুষদিগের মধ্যে ব্যভিচার দেখা দিয়াছে। এইরূপ অন্যায় প্রথা দলন করিবার জন্য একটী সভা করিয়া কন্যার পিতার উপঢৌকন কমাইয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাদের বিবাহবিধির মধ্যে কোন মন্ত্রপাঠ নাই। বর নিজের পাত্র হইতে মদ্য ঢালিয়া কন্যাকে দেয়, কন্যা তাহা হইতে খানিকটা পান করিয়া বরকে প্রত্যর্পণ করে। ইহাই হইল ইহাদের বিবাহ-পদ্ধতি।

ইহারা ধনুর্ব্বাণ ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত এবং নানারূপ শারীরিক ব্যায়ামে পটু, সাধারণতঃ কৃষিকর্ম্মোপজীবী। ইহাদিগের মধ্যে যে সকল উৎসব হইয়া থাকে তাহা কৃষিকর্ম্ম সম্বন্ধীয়। ইহাদের মাঘপরব প্রধান উৎসব। মাঘমাসে যখন তাহাদের গৃহ শস্যে পরিপূর্ণ থাকে, তখন ইহারা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল আমোদে ব্যাপৃত হয়। ইহারা মনে করে যে ইহাদিগের পশুদিগের মধ্যে এবং আপনাদের মধ্যে যে সকল রোগ দেখা যায়, তাহা দুষ্ট প্রেতাত্মার কোপে হইয়া থাকে, তাহাদিগকে ইহারা নানাউপায়ে সন্তুষ্ট রাখে। ইহারা মৃতদেহের যথেষ্ট সম্মান করিতে জানে। ইহাদের মৃতদেহসংকারপ্রথা অনেকটা খাসিয়া এবং গারোদিগের মত। শবদাহপ্রথাই প্রচলিত।

অধুনা হোদিগের ধর্ম্মমতের কোন স্বতন্ত্রতা নাই, তাহারা এখন যেরূপ ধর্ম্মমত বিশ্বাস করে, তাহা হয় হিন্দুপুরাণ হইতে, নয় খৃষ্টান পাদ্রীগণের মুখনিঃসৃত বাইবেল হইতে গৃহীত।

[কোল দেখ।]

হোই-হোই, চীন-সাম্রাজ্যে ঔপনিবেশিক এক মুসলমান জাতি। য়ুন্নন প্রদেশে মোগল-রাজবংশের অধিকারকালে মুসলমানগণ উইগুর-হোই-হোই আখ্যা প্রাপ্ত হন। কালে তাহা সংক্ষেপ "হোই-হোই" শব্দ চীন দেশস্থ সমগ্র মুসলমান জাতির উপর আরোপিত হইয়া একটী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; বাস্তবিক ইহা স্বতন্ত্র জাতিবাচক নহে। চীনেরা এবং মাঞ্চুগণ বর্ত্তমানে বাণিজ্যার্থ চীনরাজ্যে অধিষ্ঠিত মুসলমান মাত্রকেই এই নামে অভিহিত করে। ইহাদের ভাষা পারসী ও তুর্কী।

হোই-কিং, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী একজন চীন-পরিব্রাজক। ইনি সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের সমভিব্যাহারী অপরাপর চীনবাসীর সহিত ৩৯৯-৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খোতান (য়ু-হন্) নগরে উপনীত হন। অতঃপর ফা-হিয়ান্ ৎস্যু-বো, য়ু-হোই ও ৎস্যু-লিঙ্গ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া কিএ-চ্ছ (বর্ত্তমান লাদক) প্রদেশে আসিলে হোই-কিং ভিন্ন পথাবলম্বনে তাতার রাজ্য ও কাবুলের মধ্য দিয়া তাঁহার নিকট সম্মিলিত হন। কিএ-চ্ছ হইতে পরিব্রাজকদ্বয় একমাস পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া থো-লি নামক স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতের নানা স্থানে এবং সিংহলদ্বীপের বহুতর বৌদ্ধ তীর্থ, মঠ ও সঙ্ঘারামাদি সন্দর্শন করিয়া পোতযোগে যবদ্বীপে গমন করেন। পুনরায় তথা হইতে স্বদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। ফা-হিয়ান তৎকালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থান সন্দর্শন করিয়া স্বীয় ফো-কিউ-কি নামক ভ্রমণ বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

[ফা-হিয়ান্ দেখ।]

হোঁকা (দেশজ) হাঁকার, হুঙ্কার শব্দের অপভ্রংশ।

হোগল (পুং) তৃণবিশেষ, হোগলাতৃণ। (চরক সূত্র° ৩ অ°)

হোগ্‌লা (দেশজ) তৃণবিশেষ। এই তৃণ জলাভূমিতে জন্মে। এই তৃণ দ্বারা গৃহাদি ছাওয়া হয়, ইহাতে আতপ ও বৃষ্টি নিবারিত হইয়া থাকে। খড় ও গোলপাতা প্রভৃতি যেরূপ স্থায়ী, ইহা তদ্রূপ স্থায়ী নহে। রৌদ্র ও বৃষ্টি লাগিলে শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। তবে অস্থায়িভাবে ইহা ব্যবহার করিলে রৌদ্র ও বৃষ্টি নিবারিত হইতে পারে। বর্ষার প্রথম অর্থাৎ আষাঢ় মাস হইতে এই তৃণ জন্মে এবং বর্ষাকালে বৃদ্ধি হইয়া থাকে; আশ্বিন ও কার্ত্তিকমাসে ইহা কাটা হয়। এই সময় না কাটিলে শীতকালে ইহা শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। বিবাহাদি ক্রিয়ায় বাটীতে প্রাঙ্গণে ঘরের ছাতে হোগলার চালা বাধা হয়, ইহাতে বৃষ্টি বা রৌদ্রে কার্য্যের কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না।

২ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত একটী পরগণা।

হোড়, অনাদর। ভ্বাদি°, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ হোড়তে। লোট্ হোড়তাং। লিট্ জুহোড়ে। লুট্ হোড়িতা। লুঙ্ অহোড়িষ্ট। নিচ্ হোড়য়তি। লুঙ্ অজুহোড়ৎ। যঙ্ জোহোড়্যতে। যঙ্-লুক্ জোহোড়ীতি।

হোড় (পুং) হোড়তে গচ্ছতীতি হোড় গতৌ অচ্। ১ নৌকাবিশেষ, হুড়ী। পর্য্যায়—তরান্ধু, বহন, বহিত্র, বার্ব্বট। (ত্রিকা°) হোড়্যতে ইতি হোড় কর্ম্মণি ঘঞ্। ২ দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থদিগের দ্বিসপ্ততি পদ্ধতির অন্তর্গত পদ্ধতিবিশেষ। ৩ গৌড়দেশীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণবিশেষের উপাধি।

হোড়্ (পুং) চৌর।

হোতৃ (পুং) জুহোতীতি হু-(নপ্তৃনেষ্টৃত্বষ্টৃহোত্রিতি। উণ্ ২।৯৬) ইতি তৃন্ নিপাতিতশ্চ। ১ ঋগ্‌বেদবেত্তা। ২ হোমকর্ত্তা, যিনি হোম করেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে, স্বয়ং হোম করিতে হয়। যে স্থানে নিজে হোম করিতে না পারা যায়, তথায় একজন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে হোতৃত্বে বরণ করিতে হয়, সেই ব্রাহ্মণ হোতৃত্বে বৃত হইয়া মস্তকে উষ্ণীষ ধারণপূর্ব্বক হোম করিবেন। যজ্ঞস্থলে হোতা, আচার্য্য, সদস্য, উদ্গাতা প্রভৃতি উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়া জ্ঞানানুসারে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যজ্ঞস্থলে হোতার কার্য্যই প্রধান। হোতৃত্বে বরণ করিবার সময় নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে বরণ করিতে হয়। মাস তিথি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া 'মৎসঙ্কল্পিত-অমুককর্ম্মণি অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং এভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য হোতৃত্বেন ভবন্তমহং বৃণে' এইরূপে তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা বরণ করিয়া দিলে তিনি 'বৃতোঽস্মি' বলিয়া উহা স্বীকার করিয়া লইবেন। পরে যজমান তাঁহাকে বলিবেন, 'যথাবিহিতং হোত্রাদি কর্ম্ম কুরু' এই বাক্যের উত্তরে হোতা বলিবেন 'যথাজ্ঞানতঃ করবাণি' এই কথা বলিয়া তিনি প্রকৃতকর্ম্ম আরম্ভ করিবেন।

৩ পুরোহিত, যজ্ঞাদিস্থলে ঋক্‌প্রযোক্তা। ৪ যষ্টা, যজমান। (ত্রি) ৫ যজ্ঞকর্ত্তা।

হোতৃক (পুং) হোতা।

হোতৃকর্ম্মন্ (ক্লী) হোতুঃ কর্ম্ম। হোতার কার্য্য, হোম। হোতা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

হোতৃচমস (পুং) হোতার চমস, হোমের উপযুক্ত চমস।

হোতৃজপ (পুং) হোতার জপ।

হোতৃত্ব (ক্লী) হোতুর্ভাবঃ কর্ম্ম বা ত্ব। হোতার ভাব বা কর্ম্ম, হোতার কার্য্য।

হোতৃমৎ (ত্রি) হোতৃ-মতুপ্। ঋষিযুক্ত। "যজ্ঞং হোতৃমন্তমশ্বিনা" (ঋক্ ১০।৪১।২) 'হোতৃমন্তং ঋষিযুক্তং' (সায়ণ)

হোতৃবূর্য্য (ক্লী) হোতৃবরণযোগ্য কর্ম্ম, যজ্ঞ।

"অবেজেতাং রোদসী হোতৃবূর্য্যে" (ঋক্ ১।৩১।৩)

'হোতৃবূর্য্যে হোতৃবরণ-যুক্তে কর্ম্মণি হোত্রা ব্রিয়তে ইতি হোতৃবূর্য্যো যজ্ঞঃ, বৃঞ্ বরণে বহুলগ্রহণাৎ ঔণাদিকঃ ক্যপ্।' (সায়ণ)

হোতৃবেদ (পুং) যজ্ঞ। (ঐত° ব্রা° ৬।১)

হোতৃসদন (ক্লী) যজ্ঞবেদী, হোতা যে স্থলে উপবেশন করিয়া হোম করেন। "নি হোতা হোতৃষদনে বিদানঃ" (ঋক্ ২।৯।১) 'হোতৃষদনে হোতা অত্র সীদতীতি হোতৃসদনং উত্তরাবেদী'(সায়ণ)

হোতৃকার (পুং) হোতৃ ঌকারঃ। হোতার মাতা। ব্যাকরণে সন্ধিসূত্রে লিখিত আছে যে, হোতৃ ঌকারঃ স্থলে ঋকার এবং ঌকারে সন্ধি হইয়া দীর্ঘ ঋকার হইয়া 'হোতৄকার' এই পদ হইল। ঋকার এবং ঌকারে দীর্ঘ না হইয়া দীর্ঘ ৠকার হইবার কারণ এই, ৠকার এবং ঌকার এই দুই বর্ণে পরস্পর সবর্ণ থাকায় ৠকার না হইয়া ঋকার হইল।

হোত্র (ক্লী) হূয়তে ইতি (হু যামাশ্রুভসিভ্যস্ত্রন্। উণ্ ৪।১৬৭) ইতি ত্রন্। ১ হবিঃ। (ত্রিকা°) ২ হোম। (হেম)

হোত্রক (পুং) ১ হোতা। (ক্লী) ২ হোম।

হোত্রগ (পুং) হোত্র-গম-ড। হোমগামী।

"বভূবুর্হোত্রগাঃ সর্ব্বে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।" (ভারত সভাপ°)

হোত্রবহ (ত্রি) যজ্ঞবোঢ়া। "অগ্নিং জাতবেদসং হোত্রবাহং" (ঋক্ ৫।২৬।৭) 'হোত্রবাহং হোত্রস্য যজ্ঞস্য বোঢ়ারং' (সায়ণ)

হোত্রবাহন (পুং) হব্যবাহন, অগ্নি।

হোত্রা (স্ত্রী) হু-ত্রন্-টাপ্। ১ স্তুতি। ২ আহূয়মানা দেবতা। "হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি" (ঋক্ ২।১৮।৮) 'হোত্রা হূয়মানা দেবতা' (সায়ণ)

হোত্রাবিদ্ (ত্রি) হোম বা সপ্তহোত্রকবেত্তা। "বিশো হোত্রাবিদং বিবিচং" (ঋক্ ৫।৮।৩) 'হোত্রাবিদং হোমানাং সপ্তহোত্রকাণাং বা বেত্তারং' (সায়ণ)

হোত্রাশংসিন্ (পুং) হোমসূচক, হোতা যে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাহার নাম হোত্র, ইহার সূচক। 'হোতৃত্বে সমুৎপন্নাঃ ক্রিয়া হোত্রা স্তা শংসন্তি' (ঐত° ব্রা° ৬।২১ সায়ণ)

হোত্রিন্ (পুং) হোত্রং বিদ্যতেঽস্য ইতি ইন্। হোতা।

হোত্রিয় (ত্রি) হোতৃসম্বন্ধীয়, হোতার স্বভূতচমস। "যস্তি হোত্রিয়ঃ পশ্যন্তি"(ঋক্ ১।৮৩।২)'হোত্রিয়ং হোতুঃ স্বভূতং চমসং'(সায়ণ)

হোত্রী (স্ত্রী) হু-তৃচ্-ঙীষ্। যজমানরূপা শিবের মূর্ত্তিবিশেষ।

"যা সৃষ্টি স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী, যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বং।" (শকুন্তলা)

হোত্রীয় (ক্লী) হোত্রায় হিতং হোতুরিদং বেতি ছ। ১ হবির্গেহ। (হেম) (ত্রি) ২ হোত্রসম্বন্ধী। "একবিংশতিং হোত্রীয়ং উপদধাতি" (শত° ব্রা° ৯।৪।৩।৭)

হোদাল, পঞ্জাবের গুরগাঁও জেলার অধীন একটী বাণিজ্য-প্রধান সহর। দিল্লী এবং আগ্রা যাইবার রাজপথে ইহা অবস্থিত। ভরতপুরের জাটরাজ সুরজমল হোদালের জাটগণের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারই সময়ে এস্থানে অনেক বৃহৎ প্রাসাদ ও হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন সেখানে লোকসমাগমের পরিবর্ত্তে বানরসমাগম হইয়া থাকে এবং এখন সকলগুলি সৌধই ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে। একটী চতুষ্কোণ সোপানসংযুক্ত পুষ্করিণীর সৌন্দর্য্যই এখন কেবল এইস্থানে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মহারাষ্ট্রদিগের সময়ে হোদাল ফরাসী দু বয়েনের জাইগীর ছিল, তদনন্তর লর্ড লেক যখন তাঁহাকে পরাজিত করিলেন, তখন তিনি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইহা মহম্মদ খাঁকে জায়গীরসূত্রে প্রদান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইহা বৃটীশরাজের শাসনাধীন হইল। এই স্থানে সরাই, স্কুল, ডাকঘর এবং থানা আছে।

হোনাবর, ১ বোম্বাই প্রদেশে দক্ষিণ কণাড়া জেলার একটী মহকুমা। ভূপরিমাণ ৪৪৬ বর্গ মাইল। এই তালুকে ২টী নগর ও ১২৮ খানি গ্রাম আছে। গার্সোপ্পা নদী এই তালুক ভেদ করিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ গার্সোপ্পা নামক প্রপাত এখানে হোনাবর সহরের ৩৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর, বন্দর ও মিউনিসিপালিটী। অক্ষা° ১৪° ১৬´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২৯´ পূঃ। কারবার হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে গার্সোপ্পা বা শিরাবতী নদী আসিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে। এখানে প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস। বহু পূর্ব্বকাল হইতে এই স্থান সমুদ্রবন্দর ও বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবুল ফেদা, তৎপরে ইবন্ বতুতা এই স্থানের বিশেষভাগে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে এখানে বহু ধনী লোকের বাস এবং বালকদিগের ২৩টী ও বালিকাদিগের জন্য ১৩টী বিদ্যালয় ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে চাউলের ব্যবসার জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এজন্য বহুদূর দেশ হইতে এখানে অর্ণবযান আসিত। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা এখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। [পর্ত্তুগীজ দেখ।] পর্ত্তুগীজ প্রভাব বিলুপ্ত হইলে এই স্থান বেদনূরের রাজার অধিকারে আসিয়াছিল। তৎপরে হায়দার-আলী এই নগর দখল করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের পরাজয়ের পর এই স্থান বৃটীশ অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

হোম (পুং) হবনমিতি (অর্ত্তিস্তুসুহুস্রিধক্ষি। উণ্ ১।১৩৯) ইতি মন্। ১ দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে মন্ত্রদ্বারা ঘৃতাদি ত্যাগরূপ হবন। যজ্ঞাদিতে বিধিপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া যে ঘৃতাদি আহুতি দেওয়া হয়, তাহাকে হোম কহে। পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত যজ্ঞবিশেষ। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, দ্বিজাতিদিগের প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান অবশ্য-কর্ত্তব্য।

"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ।।" (মনু ২।১৮)

বেদত্রয়ের অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রত, সায়ংপ্রাতর্হোম, ইত্যাদি দ্বারা এই মানবদেহকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত করিয়া থাকে। প্রতিদিন যথানিয়মে স্বাধ্যায়াদি পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

বৈদিক মন্ত্রদ্বারা হোম করিতে হয়, কিন্তু তিথ্যাদিবিশেষে অনধ্যায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেইদিনে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে নাই। অতএব এই নিয়মানুসারে প্রতিদিন হোম হইতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অনধ্যায়দিনেও বেদপাঠ করিয়া হোম করা যাইতে পারে।

"বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নিত্যকে।
নানুরোধোঽস্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি।।" (মনু ২।১০৫)

শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গে, নিত্যানুষ্ঠেয় স্বাধ্যায়ে এবং হোমমন্ত্রে অনধ্যায়দিনেও অধ্যয়নের বাধা নাই। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সকল দিনেই হোম করা যাইতে পারে এবং ইহা প্রতিদিনই কর্ত্তব্য। পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে দেবতোদ্দেশে হোমানুষ্ঠানের নাম দৈবযজ্ঞ।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং।।" (মনু ৩।৭০)

বিধিপূর্ব্বক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি বা উদক দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ এবং হোমের নাম দৈবযজ্ঞ। যে গৃহস্থ প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং একদিনও ইহা পরিত্যাগ না করেন, তিনি পঞ্চসূনাজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া থাকেন। পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে দারিদ্র্যহেতু যদি কেহ অতিথিসেবা করিতে না পারেন, তিনি স্বাধ্যায় এবং হোম কখনও ত্যাগ করিবেন না। কারণ যিনি এই হোমরূপ দৈবকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই এই চরাচর জগৎ ধারণ করিয়া থাকেন। হোমকালে অগ্নিতে যে আহুতি প্রদান করা হয়, তাহা আদিত্যে উপস্থিত হয়, পরে উহা সূর্য্যদেব হইতে বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে, অন্ন হইতে প্রজাসকল উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই জীবিত থাকে।

"স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দৈবে চৈবেহ কর্ম্মণি।
দৈবে কর্ম্মণি যুক্তো হি বিভর্ত্তীদং চরাচরং।।
অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।।" (মনু ৩।৭৫-৬)

এই হোমই এই জগৎ রক্ষা এবং স্থিতির মূল। হোমের সম্যক্ অনুষ্ঠান না করিলে বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টি না হইলে শস্য জন্মে না, শস্যের অভাবে প্রজা উৎপন্ন হয় না, সুতরাং ক্রমে জগৎ ধ্বংস হইয়া থাকে। তাই হোমই চরাচর জগৎস্থিতির মূল।

প্রতিদিন হোমজন্য সংস্কৃত অগ্নিতে পক্ব অন্ন দ্বারা বক্ষ্যমাণ প্রণালী অনুসারে নিম্নোক্ত দেবগণের হোম করিবে।

'অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা, অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা, ধন্বন্তরয়ে স্বাহা, কুহ্বৈ স্বাহা, অনুমত্যৈ স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা, অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা' ইত্যাদিরূপে হোম করিবে। ইহাদিগের হোম অন্ন দ্বারা করিতে হয়। তৎপরে প্রতি দেবতাকে হবির্দ্বারা হোম করিয়া পূর্ব্বাদি দিক্‌ক্রমে প্রদক্ষিণাবর্ত্তে সকল দিকে ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে হোম করিতে হয়।

"বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহ্যেঽগ্নৌ বিধিপূর্ব্বকং।
আভ্যঃ কুর্য্যাদ্দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহং।।
অগ্নেঃ সোমস্য চৈবাদৌ তয়োশ্চৈব সমস্তয়োঃ।
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো ধন্বন্তরয় এব চ।।
কুহ্বৈ চৈবানুমত্যৈ চ প্রজাপতয় এব চ।
সহ দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ তথা স্বিষ্টকৃতেঽন্ততঃ।।
এবং সম্যগ্ হবির্হুত্বা সর্ব্বদিক্ষু প্রদক্ষিণং।
ইন্দ্রান্তকাপ্পতীন্দুভ্যঃ সানুগেভ্যো বলিং হরেৎ।।" (মনু ৩।৮৪।৭)

প্রতিদিন হোম করিতে হইলে পদ্ধতি অনুসারে করা আবশ্যক। সুতরাং হোমের সমস্ত প্রণালী এই স্থানে লিখিত হইল না। পদ্ধতিতে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। সাগ্নিক ব্রাহ্মণই সায়ংপ্রাতর্হোম করিবেন। যে সকল ব্রাহ্মণ নিরগ্নিক তাঁহাদের এই হোমে অধিকার নাই।

এই নিত্যহোম ব্যতীত বিবাহাদিসংস্কার, দুর্গোৎসবাদিপূজা, ব্রতপ্রতিষ্ঠাদি কর্ম্ম এবং বৃষোৎসর্গ প্রভৃতিতে যে হোম হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক হোম কহে। নিমিত্তবশতঃ হোমানুষ্ঠান হয় বলিয়া ইহার নাম নৈমিত্তিক। এই নৈমিত্তিক হোম তান্ত্রিক ও বৈদিকভেদে দুই প্রকার। কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, দীক্ষাকর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল তন্ত্রোক্ত কর্ম্ম আছে তাহাতে তন্ত্রোক্ত হোম করিতে হয়; এইজন্য উহাকে তান্ত্রিক হোম কহে। তন্ত্রোক্ত কার্য্য ভিন্ন সংস্কারাদি-কার্য্যে বৈদিক হোম হইয়া থাকে। বৈদিকহোমে সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই তিন বেদের

সামান্য কুশণ্ডিকার নিয়মানুসারে কুশণ্ডিকা করিয়া হোম করিতে হয়। সকল কার্য্যেই প্রথমে বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা করিয়া তৎপরে যে কার্য্যের জন্য হোম হইবে, সেই কার্য্যের পদ্ধতি-অনুসারে হোম করা বিধেয়।

সকল কার্য্যের হোমের জন্যই কুশণ্ডিকা করিতে হয় বলিয়া উহার নাম সামান্য কুশণ্ডিকা। ইহা বেদভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। সামবেদিগণ সামবেদোক্ত পদ্ধতিঅনুসারে কুশণ্ডিকা করিয়া হোম করিবেন, অন্য বেদিগণ তাঁহাদের স্ববেদোক্ত পদ্ধতি অনুসারে ইহার অনুষ্ঠান করিবেন। গোময়দ্বারা উপলিপ্ত ভূমিতে বালি বিছাইয়া যথাবিধানে তাহার উপর কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়া হোম করিতে হয়। হোমকুণ্ডে যে স্থলে হোম হয়, তাহাতে ও হোমকুণ্ডের মধ্যে বালু ছড়াইয়া হোম করা আবশ্যক। [সামান্য কুশণ্ডিকার বিশেষ বিবরণ কুশণ্ডিকা শব্দে দেখ।]

এই বৈদিক হোমে যথাবিধানে অগ্নি স্থাপন করিয়া করিতে হয়। কার্য্যবিশেষে হোমে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ হোমে অগ্নির কি কি নাম হয়, তাহার বিষয় রঘুনন্দন সংস্কারতত্ত্বে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"লৌকিকে পাবকো হ্যগ্নিঃ প্রথমঃ পরিকল্পিতঃ।
অগ্নিস্তু মারুতো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে॥
পুংসবনে চন্দ্রমাশ্চ শুঙ্গাকর্ম্মণি শোভনঃ।
সীমন্তে মঙ্গলো নাম প্রগল্ভো জাতকর্ম্মণি॥
নাম্নি স্যাৎ পার্থিবো হ্যগ্নিঃ প্রাশনে চ শুচিস্তথা।
সত্যনামা চ চূড়ায়াং ব্রতাদেশে সমুদ্ভবঃ॥
গোদানে সূর্য্যনামা চ কেশান্তে হ্যগ্নিরুচ্যতে।
বৈশ্বানরো বিসর্গে তু বিবাহে যোজকঃ স্মৃতঃ॥
চতুর্থ্যাস্তু শিখী নাম ধৃতিরগ্নিস্তথাপরে।
প্রায়শ্চিত্তে বিধুশ্চৈব পাকযজ্ঞে তু সাহসঃ॥
লক্ষহোমে তু বহ্নিঃ স্যাৎ কোটিহোমে হুতাশনঃ।
পূর্ণাহুত্যাং মৃড়ো নাম শান্তিকে বরদস্তথা।
পৌষ্টিকে বলদশ্চৈব ক্রোধোহগ্নিশ্চাভিচারকে॥
কোষ্ঠে তু জঠরো নাম ক্রব্যাদোহমৃতভক্ষণে।
আহুয় চৈব হোতব্যং যো যত্র বিহিতোহনলঃ॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

লৌকিককার্য্যে অগ্নির নাম পাবক, গর্ভাধানে মারুত, পুংসবনে চন্দ্রমা, শুঙ্গাকর্ম্মে শোভন, সীমন্তোন্নয়নে মঙ্গল, জাতকর্ম্মে প্রগল্ভ, অন্নপ্রাশনে শুচি, চূড়াকর্ম্মে সত্য, উপনয়নে সমুদ্ভব, গোদানসংস্কারে সূর্য্য, কেশান্তে অগ্নি, বিসর্গে বৈশ্বানর, বিবাহে যোজক, চতুর্থীহোমে শিখী, ধৃতিহোমে অগ্নি, প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিধু, পাকযজ্ঞে সাহস, লক্ষহোমে বহ্নি, কোটিহোমে হুতাশন, পূর্ণাহুতিতে মৃড়, শান্তিকর্ম্মে বরদ, পৌষ্টিককর্ম্মে অর্থাৎ তুষ্টোৎসবাদিকর্ম্মে বলদ, অভিচারকর্ম্মে ক্রোধ, কোষ্ঠে জঠর এবং অমৃতভক্ষণে ক্রব্যাদ ঐ সকল নাম হইবে। হোমকালে অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও পূজা করিয়া হোম করিতে হয়। যথা—'অগ্নে ত্বমমুকনামাসি' এইরূপে অগ্নির নামকরণ করিয়া পদ্ধতি অনুসারে ধ্যানাদি করিয়া পূজা করিবে। প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করা বিধেয়। অপ্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করিলে হোমের ফল হয় না। হোমকালে ঘৃতের সহিত যব তিল প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া হোম করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে হোমের সমিধ্ও ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কিন্তু সামান্য কুশণ্ডিকাস্থলে যজ্ঞডুম্বুরের সমিধ্ দ্বারা হোম করা হয়। হোমের শেষে হোমবৈগুণ্যনাশের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তহোম করা বিধেয়। মহাব্যাহৃতি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তহোম করা আবশ্যক। চরুহোমস্থলে সামান্য কুশণ্ডিকা করিতে করিতে উদূখলমুষলে ধান ভানিয়া এবং সূর্পে তাহা ঝাড়িয়া তণ্ডুল প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধে উক্ত তণ্ডুল হোমাগ্নিতে পাক করিবে। ঐ তণ্ডুল উপযুক্ত রূপে সিদ্ধ হইলে উহা নামাইয়া ঐ চরু দ্বারা বিধিপূর্ব্বক হোম করিতে হয়। চরু দ্বারা হোম এবং ঐ চরুপাক প্রণালী পদ্ধতিতে বিশেষভাবে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থানে লিখিত হইল না। হোমের শেষ পূর্ণাহুতি দিয়া হোম শেষ করিতে হয়। বেদীতে উপবেশন করিয়া হোম করিতে হয়। কিন্তু পূর্ণাহুতি প্রদানকালে উত্থিত হইয়া আহুতি দেওয়া আবশ্যক। এই সময় যজমান স্বয়ং হোম না করিয়া প্রতিনিধি দ্বারা হোম করাইলে প্রতিনিধির স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া থাকিবেন।

"দদ্যাদুত্থায় পূর্ণাং বৈ নোপবিশ্য কদাচন।" (সংস্কারতত্ত্ব)

হোমের শেষে পূর্ণপাত্র হোতৃদক্ষিণা দিতে হয়। পূর্ণপাত্র শব্দে একটী পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া ভোজ্য দেওয়া বিধেয়। এই পূর্ণপাত্রের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—অষ্টমুষ্টি অর্থাৎ আটমুটা চাউলে এক কুঞ্চি, ৮ কুঞ্চিতে এক পুষ্কল ও চারি পুষ্কলে এক পূর্ণপাত্র হয়, এই পরিমাণ তণ্ডুল এবং তদুপযোগী উপকরণ দিতে হয়। অথবা বহুভোক্তার যাহাতে পরিপূর্ণরূপ তৃপ্তি হয়, সেই পরিমাণ দ্রব্য দ্বারাই পূর্ণপাত্র করিবে।

"অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োহষ্টৌ তু পুষ্কলং।
পুষ্কলানি চ চত্বারি পূর্ণপাত্রং বিধীয়তে।
যাবতা বহুভোক্তুশ্চ তৃপ্তিঃ পূর্ণেন জায়তে॥
নাবরাদ্ধ্যং ততঃকুর্য্যাৎ পূর্ণপাত্রমিতি স্থিতিঃ॥"

(সংস্কারতত্ত্ব)

পরে 'অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ' এই বলিয়া দধি দ্বারা অগ্নিকে বিসর্জ্জন এবং 'পৃথি ত্বং শীতলা ভব' এই বলিয়া জল দ্বারা

পৃথিবীকে শীতল করিবে। হোমের শেষে হুতশেষ ভস্ম দ্বারা তিলকবিধান আছে।

তান্ত্রিক হোমস্থলে নিত্য ও নৈমিত্তিক এই দুই প্রকার হোম আছে। তাহার মধ্যে প্রতিদিন যে হোম করা হয়, তাহাকে নিত্যহোম এবং দীক্ষাকর্ম্ম ও পূজাদি নিমিত্তবশতঃ যে হোম করা হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক হোম কহে। তন্ত্রসারে এই হোমের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল—

নিত্যহোমবিধি—মন্ত্র জপ না করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না, এবং হোম না করিলে সেই মন্ত্র কোন ফল প্রদান করে না, এই জন্য যত্নের সহিত হোম করা বিধেয়।

"না জপ্তঃ সিদ্ধ্যতে মন্ত্রো নাহুতশ্চ ফলপ্রদঃ।
না নিষ্টো যচ্ছতে কামান তস্মাৎ ত্রিতয়মর্চ্চয়েৎ ॥
নিত্যহোমং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বার্থং যেন বিন্দতি।" (তন্ত্রসার)

সাধক প্রতিদিন নিত্যহোমের অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বার্থলাভ করিয়া থাকেন। সাধক যে দেবতার উপাসক সেই দেবতার উদ্দেশেই হোম করিবেন। পূজা, তর্পণ ও হোম এই তিনটীই সাধকের অভীষ্ট ফলপ্রদ। প্রথমে দেবতার পূজা, তৎপরে তর্পণ এবং হোম বিধেয়। এই নিত্যহোম করিতে হইলে প্রথমে বালুকা দ্বারা চতুরস্র মণ্ডল করিয়া ঐ মণ্ডলে তিনটী রেখা করিবেন। ঐ তিনটী রেখা অর্ঘ্যোদক দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক অগ্নি আনয়ন করিয়া 'ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ' এই বলিয়া অগ্নিস্থাপন করিবে। তৎপরে যে দেবতার হোম হইবে, সেই দেবতার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুণ্ড, স্থণ্ডিল বা ভূমিতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ' এই তিনটী ব্যাহৃতি দ্বারা অগ্নি জ্বালিতে হয় এবং 'ভূঃ স্বাহা, ভুবঃ স্বাহা, স্বঃ স্বাহা' এই তিনটী মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবে। তৎপরে ষড়ঙ্গ দ্বারা আহুতি দিয়া যে যে দেবতার হোম হইবে, সেই সেই দেবতার পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে ১৬ বার আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে ইন্দুমণ্ডলে হোম বিসর্জ্জন করিবে।

"অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য তিস্রো রেখাঃ সমালিখেৎ।
বিধিবদগ্নিমানীয় ক্রব্যাদেভ্যো নমস্তথা ॥
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলেঽপি বা।
ভূমৌ বা স্থাপয়েদ্বাহ্নং ব্যাহৃতিত্রিতয়েন চ ॥
স্বাহান্তেন ত্রিধা হুত্বা ষড়ঙ্গহবনঞ্চরেৎ।
ততো দেবীং সমাবাহ্য মূলেন ষোড়শাহুতিং।
হুত্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্বা বিসৃজেদিন্দুমণ্ডলে ॥" (তন্ত্রসার)

উক্ত প্রণালী-অনুসারে নিত্যহোম করিতে হয়।

সংক্ষেপহোম—সাধক নৈমিত্তিক পূজাদিস্থলে বৃহদ্ধোম করিতে না পারিলে সংক্ষেপে হোম করিবে। এই হোমের বিধান এইরূপ। সাধক কার্য্যানুসারে হোম করিবে। বালুকামণ্ডলে দেবতা-ভেদে সেই দেবতার চক্র অঙ্কিত করিয়া পূর্ব্ব ও উত্তর-দিকে তিনটী করিয়া রেখা করিবে। তৎপরে যে দেবতার হোম হইবে, সেই দেবতার মূলমন্ত্রে স্থণ্ডিল অবলোকন, 'ফট্' মন্ত্রে তাড়ন এবং মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া হুং এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে। এইরূপে স্থণ্ডিল সংস্কৃত হয়। এইরূপে স্থণ্ডিল সংস্কার করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক 'কুণ্ডায় নমঃ' বলিয়া কুণ্ডপূজা করিবে। পূর্ব্বে যে উত্তর ও পূর্ব্ব তিন তিনটী রেখা করা হইয়াছিল, সেই রেখার পূর্ব্বদিকে তিনটী রেখার 'ওঁ মুকুন্দায় নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ পুরন্দরায় নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে। তৎপরে উত্তর দিকের তিনটী রেখায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ, ওঁ ইন্দবে নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। হোমের সাধারণ বিধি জানিতে হইবে। সুন্দরীপক্ষে একটু বিশেষ আছে। তাহারা ষট্-তারী মন্ত্রে অর্থাৎ 'ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ ব্রহ্মণে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিবে।

এই হোমবেদীতে প্রথমে ষট্‌কোণ, তদ্বাহ্যে বৃত্ত, তাহার বাহ্যদেশে চতুর্দ্বারসংযুক্ত চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া ইহাতে পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা দেবতার পূজা করিবে। প্রথমে প্রণব দ্বারা অভ্যুক্ষণ ও মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে। হোমবেদীর অগ্নি প্রভৃতি কোণসমূহে নিম্নোক্ত দেবগণের পূজা করা বিধেয়। 'ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, পূর্ব্বাদি দিকে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অবৈ-রাগ্যায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ' এইরূপে হোমবেদীর কোণ ও দিকসমূহে পূজা করিয়া বেদীর মধ্যে পূজা করিবে। ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ-কলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, বং বহ্নিমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, এইরূপ পূজা করিয়া বেদী-মধ্যে যে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহার কেশরের পূর্ব্বাদিদিকে ও মধ্যে নিম্নোক্ত প্রকারে পূজা করা বিধেয়। ওঁ পীতায় নমঃ, শ্বেতায়ৈ নমঃ, ওঁ অরুণায়ৈ নমঃ, ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ, ওঁ ধূম্রায়ৈ নমঃ ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ, ওঁ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ, ওঁ রুচিরায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ, বং বহ্ন্যাসনায় নমঃ। এই রূপে পূজা করিয়া অগ্নির ধ্যান করিবে। ধ্যান—

"বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাং।
বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমন্বিতাম্।"

এই ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রীং বাগীশ্বরায় নমঃ, ওঁ হ্রীং বাগী-শ্বর্য্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। এই

রূপে পূজা করিয়া সূর্য্যকান্তাদি মণিসম্ভূত বা শ্রোত্রিয়গৃহে স্থিত অগ্নি আনয়ন করিবে। হোমাগ্নি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান এই যে, কোন অগ্নি আনিয়া তাহাতে হোম করিবে না, তাহাতে হোমের ফল হয় না। পাষাণজাত, অরণিজাত, অরণ্যস্থ বা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগৃহস্থিত অগ্নি বিশুদ্ধ। এই বিশুদ্ধ অগ্নি গ্রহণ করিয়া তাহাতে হোম করা বিধেয়। আরও বিশেষ এই যে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের নিকট অগ্নি গ্রহণ করিয়া সেই অগ্নিতে হোম করিলে বিশেষ ফল এবং নিরগ্নি ব্রাহ্মণের নিকট অগ্নি গ্রহণ করিয়া হোম করিলে অর্দ্ধ ফল হয়। ক্ষত্রিয়ের গৃহ হইতে অগ্নি আনিয়া হোম করিলে চতুর্থাংশ ফল এবং বৈশ্য ও শূদ্রের গৃহ হইতে আনীত অগ্নিতে হোম করিলে হোম নিষ্ফল হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল বিশেষ লক্ষণ বিবেচনা করিয়া হোমাগ্নি আহরণ করিবে।

"পাষাণভবমগ্নিঞ্চ যদি বাহরণিসম্ভবং।
শ্রোত্রিয়াণাং গেহজঞ্চ বনস্থং বা ন বা ভবেৎ॥
নিরগ্নিব্রাহ্মণাগ্নক্ষো হ্যর্দ্ধভাগকরো ভবেৎ।
ক্ষত্রবহ্নেশ্চতুর্থাংশং ফলং দদ্যাদ্ধুতাশনঃ॥
বৈশ্যাচ্ছূদ্রাচ্চ বিফলং জায়তে হোমকর্ম্মণি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বহ্নিযুক্তং সমাহরেৎ॥" (তন্ত্রসার)

বহ্নি আনয়নকালে সুন্দরী পক্ষে একটু বিশেষ আছে, তাহারা "কামেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। তৎপরে অগ্নি আনয়ন করিয়া ঐ অগ্নিকে বৌষট্-অন্ত মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ও পরে অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে বহ্নি আবাহন এবং 'হুং ফট্' মন্ত্রে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ করিতে হয়, অর্থাৎ যে অগ্নি প্রথমে আনয়ন করা হয়, ঐ অগ্নির উক্ত রূপ অভিমন্ত্রণাদি করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করার নাম ক্রব্যাদাংশত্যাগ।

তৎপরে 'ওঁ বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ' এবং চারিদিকে 'ওঁ বামায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ রৌদ্রৈ নমঃ, ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ,' এইরূপে পূজা করিয়া মধ্যে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ। এইরূপে পূজা করিয়া বালুকার উপরে কাষ্ঠ সাজাইয়া দিবে। এই কাষ্ঠ যজ্ঞডুম্বর বা বিল্বাদি পুণ্য বৃক্ষের কাষ্ঠ হইবে। যে কোন বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা হোম বিধেয় নহে। এই রূপে কাষ্ঠ সাজাইয়া 'বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতামিত্যাদি' মন্ত্রে ধ্যান করিয়া পুনরায় অগ্নি আনয়ন করিবে। এই অগ্নি পূর্ব্বোক্তরূপে বীক্ষণাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া রং এই মন্ত্রে সেই অগ্নি হইতে অগ্নি তুলিয়া লইয়া ওঁ ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা, এই মন্ত্রে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ, স্বাহা অগ্নি ফট্ এই মন্ত্রে অগ্নি সংরক্ষণ এবং হুং এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন ও ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অমৃতীকরণ করিবে।

তৎপরে দুই হস্তে ঐ বহ্নি ধারণ করিয়া ঐ কুণ্ডের চারিদিকে উক্ত অগ্নি পরিভ্রমণ করিয়া জানুদ্বারা ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক শিববীজ চিন্তা করিতে করিতে আপনার অভিমুখে দেবীর যোনিস্থানে সেই অগ্নি প্রদান করিবে। হোমকুণ্ডের মধ্যে যে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করা হইয়াছে, ঐ পদ্মের মধ্যে অগ্নি যোগ করিয়া কাষ্ঠসকল উত্তমরূপে জ্বালিয়া দিবে। কারণ অগ্নি উত্তমরূপে প্রজ্বলিত না থাকিলে তাহাতে হোম করিতে নাই। তাহার পর হ্রীং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, এই মন্ত্রে অগ্নির অর্চ্চনা, ওং বং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ, ওঁ চিংপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বাজ্ঞাজ্ঞাপয়স্বাহা এই মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্বালন করিবে। এই মন্ত্র দ্বারা অগ্নির যথাশক্ত্যুপচারে পূজা এবং এইরূপ পূজার পর প্রজ্বলিত অগ্নি উক্ত মন্ত্রে বন্দনা করা বিধেয়।

"অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং।
সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্ব্বতোমুখং॥"

এই মন্ত্রে অগ্ন্যুপস্থাপন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নির পূজা করা আবশ্যক। 'ওঁ অগ্নেহিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যোনমঃ, ওঁ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ অগ্নিষড়ঙ্গেভ্যোনমঃ, ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ, তদ্বাহ্যে ওঁ ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যোনমঃ, তদ্বহিঃ ওঁ পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ, তদ্বাহ্যে ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ, তদ্বাহ্যে ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ' এইরূপ পূজা করিয়া যে পাত্রে ঘৃত থাকিবে, সেই পাত্রমধ্যে প্রাদেশ পরিমাণ কুশপত্র দ্বয় স্থাপন করিয়া ঘৃত তিন ভাগ করিয়া ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না রূপে চিন্তা করিবে। পরে শ্রুব দ্বারা দক্ষিণ ভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে আহুতি এবং উহার বাম ভাগ হইতে আজ্য লইয়া ওঁ সোমায় স্বাহা, এই মন্ত্রে বামনেত্রে আহুতি এবং মধ্যভাগ হইতে আজ্য লইয়া ওঁ অগ্নিষোমাভ্যাং স্বাহা, এই মন্ত্রে অগ্নির ললাটনেত্রে আহুতি দিবে। পুনর্ব্বার ঐ পাত্রের দক্ষিণদিক্ হইতে ওঁ নমঃ এই মন্ত্রে ঘৃত গ্রহণ করিয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা এই মন্ত্রে অগ্নিমুখে হোম করিবে। তৎপরে মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। 'ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা' এই মন্ত্রে তিনবার আহুতি দিবে।

উক্তরূপে আহুতি সকল দিয়া অগ্নিতে যে দেবতার উদ্দেশে হোম হইবে, সেই দেবতার মূলমন্ত্র দ্বারা পীঠপূর্ব্বক দেবতার পূজা ও হোম করিবে। অর্থাৎ মূল পূজায় যে সকল পীঠদেবতার পূজা ও তাহাদের উদ্দেশে আহুতি

প্রদান করিবে। তৎপরে মূলদেবতার পূজা করিয়া কেবল ঘৃতদ্বারা মূলদেবতার উদ্দেশে মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার আহুতি প্রদান করিবে। এইরূপে আহুতি দেওয়া হইলে আপনার সহিত বহ্নি ও দেবতার একতা চিন্তা করিতে হয়। এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় মূলমন্ত্রে একাদশবার আহুতি দিবে। এই আহুতি দিবার পর হোমের সঙ্কল্প করিতে হয়। যে দেবতার যে সমিধ্ বিহিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা সাধারণতঃ সেই দেবতার হোম করা বিধেয়। তান্ত্রিক কার্য্যে বিল্বপত্র দ্বারা হোম হইয়া থাকে। যত সংখ্যক বিল্বপত্র দ্বারা হোম হইবে সেই বিল্বপত্রের সংখ্যানুসারে সঙ্কল্প করিয়া লইতে হয়। ঘৃতের সহিত তিল মিশ্রিত করিয়া লওয়া আবশ্যক। যে দেবতার হোম হইবে, সেই দেবতার মূলমন্ত্র এবং শেষে স্বাহা যোগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিবে। উহার সংখ্যা ৮, ১৮, ১০৮, ১০০৮ প্রভৃতি হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে যাহার যেরূপ শক্তি সেই শক্তি অনুসারে হোম করা বিধেয়। যে বিল্বপত্র দ্বারা হোম করা হয়, তাহা যেন স্ফুটিত, ছিন্ন এবং কীটদষ্ট না হয়, উহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং প্রত্যেকটী ত্রিপত্রযুক্ত হইবে।

সংকল্পবাক্যে 'সতিলাজ্য এত সংখ্যক বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিব' এইরূপ উল্লেখ করিয়া বাক্য করিয়া লইতে হয়। তৎপরে প্রত্যেকটী পৃথক্ পৃথক্ রূপে মূল মন্ত্রে এবং শেষে স্বাহা উল্লেখ করিয়া আহুতি দিবে। এই রূপে সংকল্পিত হোম হইলে তৎপরে মূলমন্ত্র দ্বারা পূর্ণাহুতি দিবে। এই পূর্ণাহুতিদানকালে ফল তাম্বূলযুক্ত করিয়া দিতে হয়। ইহার পর সংহারমুদ্রাদ্বারা নিজের ইষ্টদেবতাকে অগ্নি হইতে হৃদয়ে আনিয়া 'ক্ষমস্ব' বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। এইরূপে হোম শেষ করিয়া হোমের দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করা বিধেয়। তন্ত্রমতে ইহাই সংক্ষিপ্ত হোম। ইহা ভিন্ন বৃহদ্ধোম আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না। তন্ত্রসারে বৃহদ্ধোমপদ্ধতি বিশেষ ভাবে লিখিত আছে। সাধারণতঃ সংক্ষেপহোম দ্বারাই হইয়া থাকে।

হোমের অগ্নির বর্ণ, এবং দ্রব্যবিশেষের পরিমাণ কিরূপ হইবে, তাহার বিষয় তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে— যে স্থানে ঘৃতদ্বারা হোম হয়, তথায় প্রত্যেক আহুতিতে দুইতোলা করিয়া ঘৃত দেওয়া আবশ্যক। দুগ্ধহোমে, পঞ্চগব্যহোমে, মধুহোমে, এবং দুগ্ধান্নহোমে এইসকল দ্রব্য প্রতি আহুতিতে দুই তোলা করিয়া দিতে হয়। দধিহোমে হস্তকোষ পরিমাণ দধি লইয়া হোম করা বিধেয়। লাজ, পৃথুক ও শক্তুহোমে একমুষ্টি, গুড় ও শর্করা হোমে চারিতোলা, ইক্ষু হোমে একপর্ব্ব; পত্র পুষ্প ও পিষ্টকহোমে এক একটী দ্বারা আহুতি দিতে হয়। কদলীফল ও নাগরঙ্গহোমেও এক একটী আহুতি দেওয়া কর্ত্তব্য। মাতুলুঙ্গহোমে একটীর চারিভাগের এক ভাগ, পনসহোমে দশভাগের একভাগ, নারিকেলহোমে আট ভাগের এক ভাগ, বিল্বহোমে তিনভাগের এক ভাগ, কদবেল হোমে দুইভাগের একভাগ, কাকুড়হোমে তিনভাগের এক ভাগ এবং অন্যান্য ফলহোমে এক একটী আহুতি দিতে হয়।

সমিধ্‌হোমে দশাঙ্গুল পরিমাণ সমিধ্, দূর্ব্বাহোমে তিনটী দূর্ব্বাদ্বারা, গুড়ূচীহোমে চতুরঙ্গুল পরিমাণ গুড়ূচী খণ্ড দ্বারা এবং ধান্য, মুগ, মাষ ও যবহোমে এক এক মুষ্টি দ্বারা প্রত্যেক বার আহুতি দিতে হয়। তণ্ডুলহোমে এক মুষ্টির দশাংশ, কোদ্রব, গোধূম ও রক্তশালি হোমে এক মুষ্টি, তিল ও সর্ষপ হোমে গণ্ডুষপ্রমাণ, লবণহোমে দুইতোলা, মরিচহোমে ২০টী মরিচ দ্বারা, গুগ্‌গুলু ও বদরী হোমে বদরী প্রমাণ; চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুমহোমে তিন্তিড়ী বীজ পরিমাণ লইয়া হোম করিবে। হোমীয় দ্রব্য উক্ত পরিমাণ লইয়া হোম করিতে হয়। ইহার ন্যূনাধিক করা বিধিবোধিত নহে।

"কর্ষমাত্রং ঘৃতং হোমে শুক্তিমাত্রং পয়ঃস্মৃতং।
উক্তানি পঞ্চগব্যান তৎসমানি মনীষিভিঃ॥
তৎসমং মধুদুগ্ধান্নমক্ষমাত্রমুদাহৃতং।
দধি প্রসৃতিমাত্রং স্যাল্লাজঃ স্যুর্মুষ্টিসম্মিতাঃ॥
পৃথুকাস্তৎপ্রমাণাঃ স্যুঃ শক্তবোপি তথোদিতাঃ।
গুড়ং পলার্দ্ধমানং স্যাৎ শর্করাপি তথা স্মৃতা॥" (তন্ত্রসার)

দ্রব্যবিশেষ দ্বারা হোমকালে অগ্নিকে বিভিন্নরূপে ধ্যান করিতে হয়। সমিধ্ দ্বারা হোমকালে অগ্নিদেবকে অবস্থিত, আজ্যহোমে শয়ান, এবং অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা হোম করিতে হইলে উপবিষ্টরূপে চিন্তা করিতে হয়। সকল হোমেই অগ্নির মুখমধ্যে আহুতি দেওয়া আবশ্যক। হোমকালে অগ্নির কর্ণ-প্রদেশে আহুতি দিলে হোমকর্ত্তার ব্যাধি, নেত্রহোমে অন্ধতা, নাসিকাহোমে মনঃকষ্ট, এবং মস্তকে আহুতি দিলে ধনক্ষয় হইয়া থাকে। অগ্নির যে ভাগ কাষ্ঠময় সেই ভাগকে অগ্নির কর্ণ, এই রূপে ধূমময় ভাগ নাসিকা; যে ভাগে অল্পজ্বলন সেইভাগ চক্ষু, যে ভাগে অঙ্গার সেই ভাগ মস্তক এবং যে ভাগে সমুজ্জ্বল শিখা সেই ভাগই অগ্নির জিহ্বা। হোমকালে প্রজ্বলিত শিখাভাগে হোম করা বিধেয়।

"বৈশ্বানরং স্থিতং ধ্যায়েৎ সমিদ্ধোমেষু দেশিকঃ।
শয়ানমাজ্যহোমেষু নিষণ্ণং শেষবস্তুষু॥
আস্যান্তর্জুহুয়াদ্বহ্নের্বিপশ্চিৎ সর্ব্বকর্ম্মসু।
কর্ণহোমে ভবেদ্ব্যাধির্নেত্রেঽন্ধত্বং সমীরিতং॥

নাসিকায়াং মনঃপীড়া মস্তকে ধনসংক্ষয়ঃ।
যত্র কাষ্ঠং ততঃ শ্রোত্রং যতো ধূমোহত্র নাসিকা ॥
যত্রাল্পজ্বলনং নেত্রং যতোহঙ্গারস্ততঃ শিরঃ।
যত্র প্রজ্বলিতা জ্বালা সা জিহ্বা জাতবেদসঃ ॥" (তন্ত্রসার)

হোমকালে অগ্নির বর্ণ এবং গন্ধাদি দ্বারা নিম্নোক্ত রূপে শুভাশুভ নির্ণীত হয়। হোমকালে অগ্নির বর্ণ সুবর্ণ, সিন্দূর, বালার্ক কিংবা মধুর ন্যায় হইলে, নাগকেশর, চম্পক, পুন্নাগ, পাটল, যূথিকা, পদ্ম, ইন্দীবর, কহ্লার, ঘৃত অথবা গুগ্‌গুলের ন্যায় গন্ধ হইলে এবং শিখা দক্ষিণাবর্ত্ত, কম্পবিহীন ও ছত্রাকৃতি হইলে যজমানের শুভ হইয়া থাকে। হোমাগ্নির ধূম কুন্দপুষ্প ও ইন্দুবৎ ধবল হইলে শুভ হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ হইলে যজমানের অশুভ, অগ্নির বর্ণ শুভ্র হইলে রাজ্যবিনাশ ও হোমকালে অগ্নি হইতে কাক বা গর্দ্দভের ন্যায় শব্দ হইলে সেই হোমে সমস্ত বিনষ্ট হয়। অগ্নি হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইলে যজমানের দুঃখ হয়। অগ্নির শিখা ছিন্ন বা বৃত্তাকার হইলে যজমানের ধনক্ষয় ও মৃত্যু, অগ্নির ধূম শুকপক্ষীর পক্ষ বা পারাবতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইলে যজমানের অশ্ব ও গো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হোমকালে এই সকল দোষ দৃষ্ট হইলে তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। ইহার প্রতিবিধানের জন্য মূলমন্ত্রে ২৫ বার আহুতি প্রদান করিবে।

"স্বর্ণসিন্দূরবালার্ককুঙ্কুমক্ষৌদ্রসন্নিভঃ।
সুবর্ণরেতসো বর্ণঃ শোভনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
ভেরী বারিদহস্তীন্দ্রনিনাদোহগ্নিঃ শুভাবহঃ।
নাগচম্পকপুন্নাগপাটলাযূথিকানিভঃ ॥
পদ্মেন্দীবরকহ্লারসর্পিগু্‌গ্‌গুলুসন্নিভঃ।
পাবকস্য শুভো গন্ধ ইত্যুক্তস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥
প্রদক্ষিণাস্ত্বকম্পাশ্ছত্রাভাঃ শিখিনঃ শিখাঃ।
সুখদা যজমানস্য রাজ্যস্যাপি বিশেষতঃ ॥
কুন্দেন্দুধবলো ধূমো বহ্নেঃ প্রোক্তঃ শুভাবহঃ।
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণগতের্ণো যজমানং বিনাশয়েৎ ॥
শ্বেতো রাজ্যং নিহন্ত্যাশু বায়সস্বরসন্নিভঃ।
খরস্বরসমো বহ্নের্ধ্বনিঃ সর্ব্ববিনাশকৃৎ ॥" (তন্ত্রসার)

এই প্রকার লক্ষণ দ্বারা হোমের শুভাশুভ জানা যায়।

২ শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণহস্তে শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগের মন্ত্রপূর্ব্বক দান। শ্রাদ্ধকালে অন্নদানের পূর্ব্বে এই হোম করিতে হয়। তণ্ডুলে ঘৃত মাখাইয়া সেই তণ্ডুল দ্বারা শ্রাদ্ধে যে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করা হয় বা কুশময় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া তদগ্রে যে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে মন্ত্রপূর্ব্বক ঐ তণ্ডুল দানকে হোম কহে।
[শ্রাদ্ধ শব্দ দেখ]

হোমক (পুং) হোম স্বার্থে কন্। হোমশব্দার্থ।

হোমকাল (পুং) হোমস্য কালঃ। হোমের কাল, হোমবেলা, হোমসময়।

হোমকুণ্ড (ক্লী) হোমস্য কুণ্ডং। হোমার্থ কুণ্ড। তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হোমকালে কুণ্ডনির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে হোম করিতে হয়।

"কৌ পৃথিব্যাং বিলং দেবি দৃশ্যতে সুমনোহরং।
তস্মাৎ কুণ্ডং সমাখ্যাতং সাধকানাং হিতায় বৈ ॥"
'বিলং গর্ত্তং, সুমনোহরং মেখলাযোন্যাদিবিশিষ্টং' (তন্ত্রসার)

ভূমিতে মেখলা যোন্যাদিবিশিষ্ট মনোহর যে গর্ত্ত তাঁহাকে কুণ্ড কহে। এইরূপ কুণ্ডে হোম করা বিধেয়। যাগ, যজ্ঞ ও দেবপূজাদি স্থলে প্রথমে বেদী করিতে হয়, এই বেদীর উপর কুণ্ড করিয়া হোম করিবে। মণ্ডপ করিতে হইলে প্রথমে ভূমি পরীক্ষা করা আবশ্যক। [মণ্ডপ শব্দ দেখ।] যথাবিধানে মণ্ডপ করিয়া তন্মধ্যগত বেদিকার বহির্ভাগের ভূমিকে তিনভাগে বিভাগ করিবে। মধ্যভাগে সর্ব্বতোভদ্রাদি মণ্ডল করিয়া ইহার আটদিকে ৮ প্রকার কুণ্ড করিতে হয়। এই কুণ্ড চতুরস্রকুণ্ড, যোনিকুণ্ড, অর্দ্ধচন্দ্রকুণ্ড, ত্র্যস্রকুণ্ড, বর্ত্তুলকুণ্ড, ষড়স্রকুণ্ড, পদ্মকুণ্ড ও অষ্টাস্রকুণ্ড, এই আট প্রকার কুণ্ড হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন ঈশানকোণ ও পূর্ব্বদিকের মধ্যে আচার্য্যকুণ্ড করিতে হয়।

এই সকল কুণ্ডের মধ্যে চতুরস্রকুণ্ড সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধিপ্রদ, যোনিকুণ্ড পুত্রপ্রদ, অর্দ্ধচন্দ্রকুণ্ড শুভকর, এবং ত্র্যস্রকুণ্ড শত্রুনাশক। শান্তিকর্ম্ম করিতে হইলে বর্ত্তুলকুণ্ড, ছেদনকার্য্যে ষড়স্র এবং মারণকার্য্যে পদ্মকুণ্ড প্রশস্ত। অষ্টাস্রকুণ্ড বৃষ্টিপ্রদ ও রোগনাশক। কাম্য কর্ম্মে নিম্নোক্ত কুণ্ড করিয়া তাহাতে হোম করা আবশ্যক। শান্তি, পুষ্টি ও আরোগ্যসাধন কর্ম্মে চতুরস্রকুণ্ড, আকর্ষণকর্ম্মে ত্রিকোণকুণ্ড, উচ্চাটনে এবং মারণ কর্ম্মে বর্ত্তুলকুণ্ড প্রশস্ত। পুষ্টিকর্ম্ম করিতে হইলে উত্তর দিকে, শান্তিকর্ম্মে পশ্চিম দিকে, উচ্চাটনে বায়ুকোণে এবং মারণকার্য্যে পদ্মকুণ্ড প্রশস্ত। কোন কোন মতে ব্রাহ্মণ চতুরস্রকুণ্ড, ক্ষত্রিয় বর্ত্তুল, বৈশ্য অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং শূদ্র ত্রিকোণকুণ্ড করিয়া তাহাতে হোম করিবে। কেহ কেহ বলেন যে চতুরস্রকুণ্ড সকল বর্ণের সকল কার্য্যে শুভ। অতএব হোমকালে অন্য সকল বিচার না করিয়া চারিবর্ণই চতুরস্রকুণ্ড করিয়া তাহাতে হোম করিবে।

"সর্ব্বসিদ্ধিকরং পুংসাং চতুরস্রমুদাহৃতং।
পুত্রপ্রদং যোনিকুণ্ডমর্দ্ধেন্দ্বাভং শুভপ্রদং ॥
শত্রুক্ষয়করং ত্র্যস্রং বর্ত্তুলং শান্তিকর্ম্মণি।
ছেদমারণয়োঃ কুণ্ডং ষড়স্রং পদ্মসন্নিভং।
বৃষ্টিদং রোগশমনং কুণ্ডমষ্টাস্রমীরিতং ॥

শান্তৌ পুষ্টৌ তথারোগ্যে কুণ্ডঞ্চ চতুরস্রকং।
আকর্ষণে ত্রিকোণং স্যাদুচ্চাটে বর্তুলং তথা ॥
মারণে চ তথা যোজ্যং বর্তুলং মন্ত্রিভিঃ সদা।
উদীচ্যাং পৌষ্টিকে কুণ্ডং বারুণে শান্তিকাদিষু ॥
উচ্চাটে চানিলে কুণ্ডং যাম্যে চ মারণং ভবেৎ।
বিপ্রাণাং চতুরস্রং স্যাদ্রাজ্ঞাং বর্তুলমিষ্যতে।
বৈশ্যানামর্দ্ধচন্দ্রাভং শূদ্রাণাং ত্র্যস্রমীরিতং।
চতুরস্রন্তু সর্ব্বেষাং কেচিদিচ্ছন্তি তান্ত্রিকাঃ॥" (তন্ত্রসার)

এই সকল কুণ্ড করিয়া তাহাতে হোম করা বিধেয়। অনেক স্থলে তাম্রনির্ম্মিত কুণ্ডে হোম করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাম্রকুণ্ডে হোম করিবার কোন বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না। হোমীয় তাম্রকুণ্ড প্রায়ই চতুরস্র হইয়া থাকে।

হস্তপরিমাণ ভূমিতে সূত্রপাত করিয়া সমচতুরস্রকুণ্ড খনন করিবে, এইরূপ কুণ্ডকে চতুরস্রকুণ্ড কহে। অন্যান্য কুণ্ডের লক্ষণ ও বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে এই স্থলে লিখিত হইল না।

হোমকুণ্ড করিয়া প্রায়ই হোমকার্য্য হয় না। সাধারণতঃ বেদী বা ভূমির উপর বালুকা আস্তরণ করিয়া তদুপরি চতুরস্র, ত্র্যস্র প্রভৃতি অঙ্কন করিয়া তদুপরি হোম হইয়া থাকে।

হোমতুরঙ্গ (পুং) হোমস্য তুরঙ্গঃ। যজ্ঞীয়াশ্ব, অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব, অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব দ্বারা হোম করা হয়, এই জন্য ইহাকে হোমতুরঙ্গ কহে।

হোমদুহ্ (ত্রি) ১ হোমার্থ দুগ্ধদোহনকারী। ২ হোমে দিবার উপযুক্ত দুগ্ধবিশিষ্ট (গো)।

হোমধান্য (ক্লী) হোমোপযুক্তং ধান্যং। তিল, হোম করিতে হইলে ঘৃতের সহিত তিল মিশ্রিত করিয়া হোম করিতে হয়, এইজন্য উহাকে হোমধান্য কহে।

হোমধূম (পুং) হোমজাতঃ ধূমঃ। হোমীয়াগ্নি-ধূম, হোমীয় অগ্নি হইতে যে ধূম নির্গত হয়। পর্য্যায়—নিগণ। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এই ধূম অতি পবিত্র। শরীরে এই ধূম লাগিলে শরীর পবিত্র হয়।

হোমধেনু (স্ত্রী) হোমসাধনী ধেনুঃ। হোমসাধন ধেনু, যে ধেনুর ঘৃত দ্বারা হোম হয়, তাহাকে হোমধেনু কহে।

হোমন্ (ক্লী) হোম, দেবোদ্দেশে অগ্নিতে মন্ত্র দ্বারা ঘৃতাদি ত্যাগ। (ঋক্ ১।৮৪।১৮)

হোমভস্মন্ (ক্লী) হোমজাতং ভস্ম। হুত দ্রব্যজাত ভস্ম, হোমে যে সকল আহুতি দেওয়া হয়, তাহা ভস্ম হইলে উহাকে হোমভস্ম কহে। এই হোমভস্ম অতি পবিত্র। পর্য্যায়—বৈষ্টুত। (হেম) এই হোমভস্ম দ্বারা তিলক করিতে হয়। পার্থিব শিব-লিঙ্গপূজাদিস্থলে লিখিত আছে যে, ভস্মত্রিপুণ্ড্রকাদি না করিয়া শিবপূজা করিবে না। এই ত্রিপুণ্ড্রকাদি স্থলে হোমভস্ম দ্বারাই করিতে হয়। যে কোন ভস্ম দ্বারা করিবে না। এই হোমভস্মকে বিভূতিও বলে।

হোমবৎ (ত্রি) হোমো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ। হোমবিশিষ্ট, হোমযুক্ত, যিনি হোম করেন, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ।

হোমবিধান (ক্লী) হোমস্য বিধানং। হোমের বিধি। হোমের নিয়ম, যে নিয়মানুসারে হোম করা হয়।

হোমবেলা (স্ত্রী) হোমস্য বেলা। হোমকাল, হোমের সময়।

হোমাগ্নি (পুং) হোমস্য অগ্নিঃ। যজ্ঞবহ্নি, চালিত হোমের আগুন। পর্য্যায়—মহাজ্বাল, মহাবীর, প্রবর্গ। (হেম) অগ্নি মাত্রই পবিত্র, হোমাগ্নি বিশেষ পবিত্র। সুতরাং এই অগ্নিতে কোন অপবিত্র বস্তু দগ্ধ করিতে নাই। হোমাগ্নি নির্ব্বাণ করিতেও নিষেধ আছে। হোম শেষ হইলে ঐ অগ্নি আপনাই নিবিয়া যাইবে।

হোমার, পাশ্চাত্য জগতে সুপরিচিত গ্রীক মহাকবি। কাব্য-রচনায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেও এই প্রাচীন কবির জীবনবৃত্ত, জন্ম-স্থান ও অন্যান্য প্রকৃত ঘটনাবলী লইয়া নানা লোকের নানা মত দৃষ্ট হয়। গ্রীস রাজ্যের ৭টী নগর মহাকবির জন্মভূমি বলিয়া সাধারণে বিদিত ও সম্মানিত। এতদ্ভিন্ন অনেক কিংবদন্তী হইতেও তাহার জীবনীসংক্রান্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐরূপ একটী কিংবদন্তীতে উক্ত হইয়া থাকে যে, মহাকবি হোমার স্মির্ণা-নগরবাসিনী একাপিতৃমাতৃহীনা কুমারীর গর্ভ-জাত সন্তান। মেলিস্ নদীতীরে তাহাদের বাস ছিল। এই জন্য মাতা পুত্রের নাম মেলিসিগেনিস্ রাখিয়া ছিলেন। ফিমিয়াস্ নামে এক ব্যক্তি ঐ নগরে সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কাব্য ও সাহিত্য অধ্যাপনা করাইতেন। তিনি মেলিসিগেনিসের মাতার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে পুনরায় বিবাহ করেন এবং মহাকবি হোমরকে দত্তক লইয়া স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

ফিমিয়াস পরলোকগমন করিলে, হোমার সঙ্গীতবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক হইলেন। এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে "ইলিয়ড" রচনার বাসনা জাগিয়া উঠে। গ্রন্থমধ্যে লোকচরিত্রের পূর্ণচিত্র প্রতিফলিত করিবার মানসে তিনি নানাদেশ পর্য্যটনার্থ বহির্গত হন। পরে স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলে স্মির্ণাবাসী তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। প্রতিবাসী কর্তৃক এই রূপে উত্ত্যক্ত হইয়া তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক কিওস নগরে গিয়া বাস করেন। এখানেও তিনি একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্গীত ও কাব্যরচনা শিক্ষা দিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যে উপ-নীত হইয়াই তিনি অন্ধ হন এবং সেই হেতুই তাঁহাকে বিশেষ

ভাবে দারিদ্রদুঃখে পীড়িত হইতে হয়। উক্ত আখ্যায়িকায় বিবৃত হইয়াছে যে, মহাকবি শেষজীবনে স্বরচিত কীর্ত্তিগাথা গান করিয়া নগরে নগরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। সাইক্লেডিশের অন্তর্গত আইওস নামক একটী ক্ষুদ্রদ্বীপে ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করিতে করিতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। ইলিয়ড গ্রন্থে আগামেম্ননের প্রতি আকিলিসের প্রতিহিংসাগ্রহণ, ট্রয়নগর অবরোধে গ্রীকদিগের দুর্গতি, আকিলিস কর্তৃক হেক্টরবধ প্রভৃতি বিবরণ চতুর্ব্বিংশ সর্গে উজ্জ্বলভাষায় বিবৃত হইয়াছে।

তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ "ওডেসী"। এই মহাকাব্যে গ্রীকবীর ইউলিসিসের ট্রয় হইতে স্বদেশাভিমুখে ইথাকাযাত্রা বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে অনেক অভিনব, বিচিত্র ও অনৈসর্গিক ঘটনাবলীও চিত্রিত হইয়াছে। ইলিয়ড-বর্ণিত তদীয় হেলনাহরণবৃত্তান্ত ভারতীয় মহাকবি বাল্মীকি-বিরচিত রামায়ণের সীতাহরণ প্রসঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়।

এতদ্ভিন্ন "বাট্রাকোমিওমাকিয়া" বা ভেকমূষিকযুদ্ধ নামক অপর একখানি কাব্যও তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। তাহার বিরচিত অনেক স্তোত্রগীতিও পাওয়া যায়। এক্ষণে ঐ গুলি পুস্তকাকারে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

হোমারের আদি কাব্য আইওনিয় ভাষায় রচিত হয়। পরে উহা প্রায় সমস্ত সভ্য য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগৎবাসী ইঁহাকেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদি কবি বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

হোমি (পুং) হূয়তে হবিস্মিন্নিতি হু-ইন্-মুট্ চ। ১ অগ্নি। হূয়তে হনেনেতি। ২ ঘৃত, যাহা দ্বারা হোম করা হয়। (মেদিনী) ৩ জল। (শব্দরত্না°)

হোমিন্ (পুং) হোমোঽস্যাস্তীতি ইনি। হোমকর্ত্তা, যিনি হোম করেন।

"তিলোদ্বর্ত্তী তিলস্নায়ী তিলহোমী তিলপ্রদঃ।
তিলভুক্ তিলবাপী চ ষট্ তিলী নাবসীদতি ॥" (তিথিতত্ত্ব)

জুহোতীতি হু (উন্ কর্দবিহোমিনঃ। উণ্ ৩।৮৪) ইতি মিনি নিপাতিতশ্চ। ২ যজমান। (উজ্জ্বল)

হোমীয় (ত্রি) হোম সম্বন্ধীয়। মনুতে লিখিত আছে যে হোমীয় অগ্নি রক্ষার জন্য কাষ্ঠ অপহরণ করিলে তাহা স্তেয় হইবে না, অর্থাৎ তাহাতে চৌর্য্যের পাতক হইবে না। (মনু ৮।৩৩৯)

হোম্য (ক্লী) হোমায় হিতং যৎ। ১ ঘৃত। (রাজনি°) (ত্রি) ২ হোমীয় দ্রব্য মাত্র, যে সকল দ্রব্য দ্বারা হোম হয়।

হোরা (স্ত্রী) হোলতি হুলাতে বেতি হুল হিংসাসম্বরণয়োঃ অচ্ ঘঞ্ বা রলয়োরৈক্যং টাপ্। ১ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন। ২ রাশ্যর্দ্ধ, জ্যোতিঃশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রাশিকে দুই ভাগ করিলে তাহার এক ভাগের নাম হোরা। মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই ছয়টি বিষম রাশি, এই ৬টী বিষম রাশির প্রথমার্দ্ধের পতি রবি ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের পতি চন্দ্র। বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন এই ৬টী সমরাশি, এই সমরাশির প্রথমার্দ্ধের অধিপতি চন্দ্র এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের অধিপতি রবি। ষড়্ বর্গগণনা স্থলে রাশি, হোরা, দ্রেক্কাণ, ত্রিংশাংশ প্রভৃতি স্থির করিয়া ফল নিরূপণ করিতে হয়। একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, মেষ রাশি বা লগ্নের পরিমাণ ৪।৮।১৬ (চারিদণ্ড, আটপল ও ষোল বিপল) এই রাশিকে অর্দ্ধেক বিভাগ করিলে ২।৪।৮ (দুইদণ্ড, চারি পল এবং আট বিপল) হয়। সুতরাং দুইদণ্ড ৪ পল, ৮ বিপলে এক হোরা হইল। মেষ বিষমরাশি, সুতরাং বিষম রাশির প্রথমাধিপতির অধিপতি সূর্য্য ; জাতক যদি উহার প্রথমার্দ্ধে জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্যের হোরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে বুঝিতে হইবে এবং শেষের হোরায় হইলে চন্দ্রের হোরা হইয়া থাকে। এইরূপে সম ও বিষম রাশির হোরা এবং তাহার অধিপতি স্থির করিতে হয়।

২ হোরাজ্ঞাপক শাস্ত্রভেদ, হোরা শাস্ত্র, ইহা জ্যোতিষগ্রন্থ।

"বিষমর্ক্ষেষু প্রথম হোরাঃ স্যুশ্চণ্ডরোচিষঃ।
দ্বিতীয়াঃ শশিনো যুক্ত্যা ব্যত্যয়াদ্গণয়েৎ সদা ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৩ সার্দ্ধ দণ্ডদ্বয়াত্মক কাল, আড়াই দণ্ড কাল। এই শব্দ হইতে ইংরাজ আওয়ার (Hour) হইয়াছে, আড়াই দণ্ডেই এক ঘণ্টা হয়। ২৪ হোরায় অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় এক অহোরাত্র হইয়া থাকে। ৪ পিপীলিকা। (ত্রিকা°)

হোরিল মিশ্র, একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত। ইনি পরমেশ্বরীদাসাব্দি বা স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন।

হোল (দেশজ) অণ্ডকোষ।

হোলক (পুং) হু-বিচ্ লকাতে আস্বাদ্যতে ইতি লক অপ্। তৃণাগ্নিতে দগ্ধ অর্দ্ধপক শমীধান্য। চলিত হরাপোড়া, হিন্দী হোররা। লক্ষণ—

"অর্দ্ধপক্বৈঃ শমীধান্যৈস্তৃণভৃষ্টৈশ্চ হোলকঃ।
হোলকো হল্পানিলো মেদঃ কফদোষত্রয়াপহঃ।
ভবেদ্যো হোলকো যস্য সচ তত্তদ্‌গুণো ভবেৎ ॥"(ভাবপ্রকাশ)

ছোলা প্রভৃতি শমীধান্য অর্দ্ধপক করিয়া তৈল দ্বারা ভাজিয়া যে ভক্ষ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে হোলক কহে। ইহা ঈষৎ বায়ুজনক এবং মেদ, কফ ও মিলিত ত্রিদোষের শান্তিকারক। এই হোলক যে দাইল দ্বারা প্রস্তুত করা হয়, সেই দাইলের গুণাম্রূপ হইয়া থাকে।

হোলকর, (হোলকার) ইন্দোর-রাজধানীতে সুপ্রতিষ্ঠিত একটী মরাঠা রাজবংশ। এই রাজবংশের আদিপুরুষগণ দক্ষিণ-ভারতে প্রবাহিতা নীরানদীতটবর্ত্তী হল নামক গ্রামে বাস করিতেন।

তথায় গোচারণ ও কৃষিকর্ম্মই তাঁহাদের উপজীবিকা ছিল। হলগ্রামবাসী বলিয়া তাঁহারা পরবর্ত্তিকালে হলকর বা হোলকর নামে আখ্যাত হন।

এই কৃষকবংশের কুণ্ডজী হোলকরের পুত্ররূপে হোলকার-কুলোজ্জ্বল মল্হর রাও জন্মগ্রহণ করেন। (অনুমান ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দ)। কিছুকাল পরে, হিংসাপরতন্ত্র জ্ঞাতিগণ মলহরের মাতার সহিত সাংসারিক নানা বিষয়ে বিবাদ ঘটাইলে, তিনি বিরক্ত হইয়া স্বামি-ভবন পরিত্যাগ করিয়া পুত্রসহ খান্দেশে আসিয়া স্বীয় ভ্রাতা নারায়ণজীর আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে মাতুলাশ্রমে বালক মল্হর মাতুল নারায়ণজীর পালিত ছাগাদি মাঠে চরাইয়া বেড়াইতেন এবং তাঁহার মাতা গৃহের যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন।

মল্হর বাল্যকাল হইতেই দৃঢ়কায় এবং বলশালী। সেই সময় হইতেই তাঁহার নির্ভীকতা ও সাহসিকতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ঘৃণিত গোচারণবৃত্তি ত্যাগ করিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার কদম বন্দের অধীনে সৈনিকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এখানে সেনাবিভাগে বিশেষ পারদর্শিতা ও সুখ্যাতি লাভ করিয়া ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পেশবে বাজী রাওর অধীনে ৫ শত সেনানায়কের পদে নিযুক্ত হন। এইখানে তাঁহার প্রতিভা উত্তরোত্তর বিকাশ পাইতে থাকে এবং তিনি ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মালবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এইখানে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মল্হর রাও বিখ্যাত পাণিপথযুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া স্বচক্ষে মহারাষ্ট্রশক্তির অধঃপতন সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া উক্ত রণক্ষেত্র হইতে স্বীয় সেনাদল নিরাপদ স্থানে পরিচালিত করিয়া আনেন এবং ঐ যুদ্ধে মাধোজী সিন্দের সেনাদল সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হয়। [মল্হররাও দেখ]

মল্হর রাওর মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র মালী রাও মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যারোহণের নয় মাস পরে মালী রাও উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়া ইহধাম হইতে অপসৃত হন। রাজ্যের উত্তরাধিকারী না থাকায় মালীরাওর জননী প্রথিতযশাঃ অহল্যাবাই স্বীয় শ্বশুরের অধিকৃত রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। তিনি মল্হর রাওর অধীনস্থ তুকোজি হোলকর নামক জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর উপরে স্বীয় সেনাদলের পরিচালনভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

তুকোজি মলহররাওর স্বজাতিমাত্র, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না; কিন্তু তুকোজি সর্দ্দার অতীব বিশ্বস্ততার সহিত অহল্যাবাইর অনুরক্ত হইয়া তাঁহাতে ন্যস্ত কার্য্যাবলী যথাযথভাবে নিষ্পাদিত করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে অহল্যাবাইর মৃত্যু হয় এবং তুকোজি হোলকর শাসনভার গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয়; তাঁহাকেও অধিকদিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, অন্তর্বিপ্লবে হোলকরশক্তি অবসাদ প্রাপ্ত হয় এবং ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে আরব্ধ সেই গৃহবিপ্লব সমগ্র মহারাষ্ট্রসমাজে সংক্রামিত হইয়া মহারাষ্ট্রশক্তিকে একবারে সামর্থ্যহীন করিয়া তুলে। [অহল্যাবাই ও তুকোজি হোলকর দেখ।]

কিছুকাল এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশ উৎসন্নপ্রায় হইল এবং দেশমধ্যে দিন দিন অরাজকতার পূর্ণপ্রভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে তুকোজীর অন্যতর পুত্র যশোবন্ত রাও স্বীয় ভুজবলে রাজ্যমধ্যে সুব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় সেনাবাহিনী লইয়া সিন্দে ও পেশবার পরিচালিত মরাঠাসেনাদিগকে পুণার সন্নিকটে আক্রমণ করেন এবং মিলিত সেনাদল তাঁহার ভীম আক্রমণে পরাজিত হয়। অনন্তর জয়োদৃপ্ত যশোবন্ত রাও পেশবাকে স্বীয় করতলগত করিয়া সমগ্র মহারাষ্ট্রশক্তিকে একক শাসনাধীন করিবার আশা পোষণ করিতেছিলেন; কিন্তু এই সময়ে পেশবার সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের 'বসই সন্ধি' সংস্থাপিত হয়। তাহার ফলে, যশোবন্ত রাও আর পেশবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই। মহারাষ্ট্রদলের একেশ্বর অধিনায়ক হইয়া তিনি সমগ্র মহারাষ্ট্র-বাহিনী স্বীয় ইঙ্গিতে পরিচালিত করিবেন বলিয়া যে আশা এতদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, ঐ দিন হইতেই তাহা অতলস্পর্শী নিরাশা-সলিলে নিমজ্জিত হইয়া যায়।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সিন্দেরাজ ও বেরারের নরপতি একত্র ইংরাজ-বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। যশোবন্ত রাও হোলকর যুদ্ধকালে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন প্রকৃত যুদ্ধ বাঁধিল, তখন তিনি স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ কূটরাজনৈতিক বুদ্ধিবশে চালিত হইয়া রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন না। বরং দুরভিসন্ধিবশতঃ স্বয়ং সেনাদলসহ অন্যত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, ইংরাজের যুদ্ধে সিন্দেরাজের বলক্ষয় এবং এ সঙ্গে একটী উদীয়মান্ মহারাষ্ট্রশক্তিরও প্রভাব বিলুপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিবিরহিত হইলে তাঁহার অক্ষুণ্ণ রাজশক্তি মহারাষ্ট্র-সমাজের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তাঁহার এই উদ্দেশ্য ও দুরভিসন্ধি ফলবতী হইল না। সূর্য্য-অঞ্জনগামের সন্ধিসর্ত্তে ইংরাজ ও সিন্দেরাজের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ ও শক্তিসীমা নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। হোলকর যখন দেখিতে পাইলেন যে, ঐ সন্ধির বলে তাঁহার

প্রভাবও সীমাবদ্ধ হইয়াছে; তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় ইংরাজের নিকট নূতনভাবে ও নিজের ইচ্ছানুরূপ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া এবং অন্যের সহায়তা গ্রহণ না করিয়া একাই সৈন্যসহ ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। হোলকর ইংরাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সদলে পরাজিত হইলেন এবং তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

বলবান্ শত্রুর সমক্ষে অধিকক্ষণ রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ না হইয়া হোলকর শতদ্রুপ্রবাহিত প্রদেশে পলায়ন করিলেন। ইংরাজসেনাপতি লর্ড লেক্ তাঁহাকে ধৃতকরণার্থ পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে ধরিয়া উঠিতে পারিলেন না। এখানে আসিয়া যশোবন্ত রাও শিখদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহাদিগকে ইংরাজের বিপক্ষতাচরণ করিতে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২৪এ ডিসেম্বর তারিখে তিনি বাধ্য হইয়া ইংরাজের অনুকূলে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। ঐ ঘটনা আলোচনা করিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উঠে এবং তিনি উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

যশোবন্তের মল্হর রাও হোলকর নামে এক অবৈধপত্নী-গর্ভজাত সন্তান ছিল। তাঁহার মৃত্যুকালে, ঐ বালক নাবালক থাকায় তাঁহার মাতা তুলসীবাই স্বয়ং রাজকার্য্যপরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। রাজা বালক এবং রাজ্যকর্ত্রী রমণী, সুতরাং রাজ্যে বিশৃঙ্খলাই সম্ভব। ঐ সময়ে রাজ্যের নানাস্থানেও সামন্তবৃন্দের রাষ্ট্রবিপ্লব আরব্ধ হয় এবং তাহাতে হোলকরের অধিকৃত বহুপ্রদেশ হস্তচ্যুত হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রকারিগণ গোপনে আসিয়া তুলসীবাইকে নিষ্ঠুররূপে নিহত করে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী মাহিদপুরের যুদ্ধে হোলকর সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হয়। ঐ সঙ্গে মন্দশোরের প্রস্তাবিত সন্ধির সর্ত্তানুসারে উদয়পুর, জয়পুর প্রভৃতি রাজপুত রাজন্যবর্গকে হোলকরের শাসনমুক্ত করিয়া ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনয়ন করা হয় এবং কোটার নরপতি জালিমসিংহ হোলকরের অধিকৃত চারিটী জেলা খাজানা বন্দোবস্ত করিয়া লন। এই রূপে সাতপুরা শৈলমালার দক্ষিণে ও উক্ত শৈলের মধ্যবর্ত্তি-ভূভাগে হোলকরের অধিকৃত স্থানসমূহ অপরের হস্তগত হইয়াছিল এবং অবশিষ্টাংশ যাহা হোলকরের উপভোগ্য রাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাও ইংরাজ-গবর্মেণ্টের পরিদর্শনে রক্ষিত ও শাসিত থাকিবে বলিয়া ধার্য্য হইল।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ২৮ বৎসর বয়সে অপুত্রক অবস্থায় মল্হর রাও হোলকরের মৃত্যু ঘটে। মলহরের বিধবা পত্নী ও মাতা মার্ত্তণ্ড রাও নামক একটী ৩।৪ বৎসরের স্বজাতীয় শিশুকে দত্তক গ্রহণ করিয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। মল্হর রাওর মাতা স্বহস্তে দীর্ঘকাল রাজকার্য্য পরিচালন করিতে পারিবেন ভাবিয়াই এইরূপ একটী অল্পবয়স্ক শিশুকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার এই কার্য্য সাধারণের অভিমত হয় নাই। তখন রাজ্যের পদস্থ ও সম্ভ্রান্তব্যক্তিমাত্রই মৃত রাজার জ্ঞাতিভ্রাতা হরি রাও হোলকরকে সিংহাসন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পূর্ব্বেই রাজনৈতিক সুব্যবস্থার জন্য ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে হরিরাও হোলকরকে কারাগারে অবরুদ্ধ রাখা হইয়াছিল। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং তাঁহার অনুগত ও হিতাকাঙ্ক্ষীমাত্র একত্র দলবদ্ধ হইয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী রাত্রিকালে বলপূর্ব্বক হরিরাওকে কারামুক্ত করিল এবং ঐ সময়ে সাধারণ প্রজামণ্ডলী ও সেনাদল সাগ্রহে তাঁহাকে রাজা বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছিল।

ইংরাজ প্রতিনিধি মার্ত্তণ্ড রাওর রাজ্যাভিষেক সময়ে তাঁহাকে হোলকরপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে সাধারণ প্রজামণ্ডলী কর্ত্তৃক হরি রাওকে সিংহাসন অর্পিত হইতেছে দেখিয়াও তাঁহারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না। কারণ তৎকালে কোন দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজনৈতিক বিষয়ে ইংরাজ হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়াই প্রতিশ্রুত ছিলেন।

কে রাজপদ পাইবে? এ বিষয়ের মীমাংসার জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্ট মধ্যস্থ হইলেন না। কাজেই প্রতিপক্ষ দুই দলে আপনাপন সাধ্যানুসারে রাজ্যে ক্ষমতা বিস্তার করিতে অবসর পাইলেন। এই রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজ্যমধ্যে ঘোর অরাজকতা ও অত্যাচারের সূচনা হইল। ধনশালী বণিক্গণ ইন্দোর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ব্যবসাবাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইল এবং দুর্দ্ধর্ষ ভীলজাতি পথে ঘাটে লুণ্ঠন করিয়া গ্রাম সমূহ উৎসন্ন করিল।

অবশেষে মার্ত্তণ্ড রাওর পক্ষীয় লোকদেরই পরাভব হইল। মার্ত্তণ্ড রাও রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন। তিনি সিংহাসন-প্রাপ্তির দাবী ত্যাগ করিলে অপরপক্ষ তাঁহাকে মাসিক ৫ শত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর বিপক্ষদল পুনরায় নবীন মহারাজ ও তাহার মন্ত্রীকে নিহত করিবার মানসে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিল। তাহাদের এই ষড়যন্ত্র পূর্ব্ব হইতেই পরিজ্ঞাত হইয়া রাজপক্ষীয়-গণ আক্রমণকারী আততায়ীদিগকে সদলে সংহার করিতে সমর্থ হইল।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পুণাসহরে অপুত্রক মার্ত্তণ্ড রাও হোলকর দেহান্তর প্রাপ্ত হন। তাহার পক্ষীয়গণ এই সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত হরি রাও হোলকর ও তাঁহার বংশধরের রাজ্যকালে মধ্যে মধ্যে নানারূপ অন্তর্বিপ্লবদ্বারা হোলকর-রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল। মার্ত্তণ্ড রাওর মৃত্যুর পর হইতেই বাস্তবিক এই বিপ্লবের অবসান হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন হরিরাওকে নিহত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র কারীরা অগ্রসর হয়, তখন তাঁহার পক্ষ হইতে ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল; কিন্তু ইংরাজ-গবর্মেণ্ট পূর্ব্ব বন্দোবস্তানুসারে আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হইলেন না।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ হরিরাও খণ্ডেরাও নামক এক ত্রয়োদশবর্ষীয় বালককে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ১৮৪৩ খৃঃ ২৪এ অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়। এবার ইংরাজ-গবর্মেণ্ট ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা হইতে পারে জানিয়া খণ্ডেরাওকে রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার অভিষেককার্য্য সমাধা করিলেন এবং তাঁহারা সেই মর্ম্মে ঘোষণা দিয়া জানাইয়াছিলেন যে অতঃপর অপর কাহাকেও আর রাজা বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বালকরাজ খণ্ডেরাওর মৃত্যু ঘটে। তিনি অবিবাহিত ও অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হইলে, রাজপ্রতিনিধি সার রবার্ট হামিলটন ভাও হোলকরের কনিষ্ঠপুত্রকে তুকোজীরাও হোলকর নাম দিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ঐ সময়ে ইংরাজ গবর্মেণ্ট N. LXX O. ii সংখ্যক পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করেন যে, তুকোজি রাও এই পত্রের মর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিবেন এবং ঐ পত্রখানি সনদের তুল্য বহাল থাকিবে।

নবীন রাজা তুকোজি রাও হোলকর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ তাঁহার পক্ষে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে সিংহাসন দান করিয়াছিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রাজা তুকোজি বয়ঃপ্রাপ্ত হন। রাজ্যশাসনকার্য্যে তাঁহার সবিশেষ দক্ষতা এবং প্রজার হিতসাধনে তাঁহার ঐকান্তিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া ইংরাজরাজ তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন। ঐ সময়ে তিনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলি এক সীমাবদ্ধ করিতে প্রয়াস পান। তাঁহার রাজ্যকালে হোলকররাজের অধিকার ৮০৭৫ বর্গমাইল স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজরাজ তাঁহাকে দত্তকগ্রহণের অধিকার দিয়া এক সনদ দিয়াছিলেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হোলকরের অধিকৃত পাটন জেলা বুন্দী রাজকরে সমর্পণ করিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট খেসারতস্বরূপ হোলকরকে বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা দিয়া আসিতেছেন। মহারাজ প্রতাপগড় হইতে ইংরাজ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক আদায়ী ৭২৭০০ সেলিমশাহী মুদ্রা খাজনা পান। ঐ টাকা তিনি মালব-সেনাদলের (Malwa Contingent) ব্যয়স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় ভারতগবর্মেণ্টের নিকট সম্মানভাজন হইয়াছেন।

হোলকর-কুলকেতু যশোবন্ত রাও এক সময়ে সমগ্র মহারাষ্ট্র শক্তির অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবার প্রয়াসে স্বীয় সেনাবল বৃদ্ধি করেন। ঐ সময়ে তাঁহার প্রায় লক্ষাধিক বেতনভোগী পদাতিক ও ৮০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। ১৩০টী সুবৃহৎ কামান রণক্ষেত্রে তাঁহার সহায়তা করিত। এতদ্ভিন্ন চান্দোর ও গালিন-গড় নামক দুর্ভেদ্য দুর্গ দুইটী তাঁহার অধিকারে থাকায় তাঁহার রাজশক্তি আরও বর্দ্ধিত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। কারণ তৎকালে হোলকরের প্রতিপক্ষতা করিতে কেহই সমর্থ ছিলেন না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ইংরাজ-সেনাপতিগণ এবং দেশীয় অন্যান্য রাজগণ তাঁহার বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে বহুবার দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই তাঁহার এই বিপুল বলশালী সেনাবাহিনীকে রণক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে ইন্দোর নগরে হোলকারপতির ৫২৫০ পদাতিক, ৩৩০০ অশ্বারোহী, ৩৪০ কামানবাহী সেনা ও ২৪টী কামান আছে। [মহারাষ্ট্র শব্দ দেখ]

হোলা (দেশজ) পুং বিড়াল।

হোলাক (পুং) স্বেদ বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"ধীতীকান্ত করীষাণাং যথোক্তানাং প্রদীপয়েৎ।
শয়নান্তঃপ্রমাণেন শয্যামুপরি তত্র চ ॥
সুদগ্ধায়াং বিধুমায়াং যথোক্তামুপকল্পয়েৎ।
স্ববচ্ছিন্নঃ সুখং তত্রাভ্যক্তঃ স্বিদ্যতি না সুখং ॥
হোলাকস্বেদ ইত্যেষ সুখপ্রোক্তো মহর্ষিণা ॥"

(চরক সূত্রস্থা ১৪ অ°)

এই স্বেদ নিম্নোক্ত প্রকারে দিতে হয়। যে পুরুষকে স্বেদ দিতে হইবে, সেই পুরুষের শয্যাপ্রমাণ গো বা গর্দ্দভাদি পুরীষের একটী ধীতিকা (শুষ্কাশুষ্ক গোময়াদি কৃত দীর্ঘ গোলাকার অগ্ন্যাশ্রয়) নির্ম্মাণ করিবে। পরে ইহা শুষ্ক করিয়া অগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত করিবে। যখন ইহা সুদগ্ধ ও ধূমরহিত হইবে, তখন তাহার উপর খট্টাদি শয্যা স্থাপন করিয়া স্বেদ্য পুরুষ তৈল প্রভৃতি দ্বারা অভ্যক্ত ও বস্ত্রাদিদ্বারা সুসংবৃত হইয়া খট্টাদি শয্যায় শয়ন থাকিয়া এই স্বেদ গ্রহণ করিবে। এইরূপ প্রণালীতে স্বেদ গ্রহণ করাকে হোলাকস্বেদ কহে। ইহা উত্তম সুখজনক স্বেদ। [স্বেদ দেখ।]

হোলাকা (স্ত্রী) হু-বিচ্‌, তং লাতি লা সংজ্ঞায়াং কন্‌ টাপ্‌। ১

বসন্তোৎসব। চলিত হোলি, ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে অর্থাৎ দোল-পূর্ণিমাতে যে উৎসব হয়, তাহাকে হোলাকা কহে। চলিত হোলি বা হোরি।

২ ফাল্গুনী-পৌর্ণমাসী, এই তিথিতে হোলিকা আচরণ করিতে হয়, বলিয়া এই তিথির নাম হোলিকা হইয়াছে। এই পূর্ণিমা তিথি সায়াহ্নব্যাপিনী হইলে সেই দিনে ইহার অনুষ্ঠান বিধেয়। এইদিন সায়ংকালে পূজাদি এবং পূর্ব্বাহ্নে গবাদির ক্রীড়া করিবে।

"ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী হোলিকা সা চ সায়াহ্নব্যাপিনী গ্রাহ্যা।

সায়াহ্নে হোলিকাং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বাহ্নে ক্রীড়নং গবাং, ইতি-বচনাৎ নির্ণয়ামৃতে উক্তং—

প্রতিপদ্ভূতভদ্রাসু যার্চ্চিতা হোলিকা দিবা।
সংবৎসরঞ্চ তদ্রাষ্ট্রং পুরং বহতি সাদ্ভুতং॥
প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা পূর্ণিমা ফাল্গুনী সদা।
তস্যাং ভদ্রামুখং ত্যক্ত্বা পূজ্যা হোলা নিশামুখে॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

যদি দিবার অর্দ্ধভাগের পর ফাল্গুনী পূর্ণিমা হয়, তাহা হইলে রাত্রিতে ভদ্রাবসানে হোলিকা হইবে। যে সময় চতুর্দ্দশী পূর্ব্বদিন প্রদোষব্যাপিনী ও পরদিন পূর্ণিমার ক্ষয় বশতঃ সায়ংকালের পূর্ব্বেই পূর্ণিমার শেষ হয়, এবং পূর্ব্বদিন সমস্ত রাত্রিতে পূর্ণিমা থাকিলেও পূর্ব্ব দিনে হোলিকা হইবে না, পরদিন পূর্ণিমা না থাকিলেও প্রতিপদ্যুক্তা এই তিথিতে হোলিকানুষ্ঠান করিবে।

"দিবার্দ্ধাৎ পরতোঽপি স্যাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমা যদি।
রাত্রৌ ভদ্রাবসানে তু হোলিকা দীপ্যতে তদা॥

যদা তু পূর্ব্বদিনে প্রদোষব্যাপিনী পরদিনে চ ক্ষয়বশাৎ সায়াহ্নাৎ প্রাগেব পূর্ণিমা সমাপ্যতে তদা পূর্ব্বদিনে সম্পূর্ণরাত্রৌ ভদ্রাসত্বাৎ তত্র চ তন্নিষেধাৎ পরেহহনি প্রতিপদ্যেব কুর্য্যাৎ।" (নির্ণয়সি°)

নির্ণয়সিন্ধুতে ইহার ব্যবস্থা প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থানে লিখিত হইল না।

উত্তরপশ্চিমদেশে এই উৎসব বিশেষরূপে চলিত। তথায় এই পূর্ণিমার দিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে দোলযাত্রা হইয়া থাকে। [দোলযাত্রা শব্দ দেখ]

হোলাকাধিকরণ (ক্লী) জৈমিন্যুক্ত অধিকরণভেদ। জৈমিনির প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে এই অধিকরণন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

হোলিকা (স্ত্রী) হোলকা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। হোলাকা, হোলি।

হোশিয়ারপুর (হুশিয়ারপুর), পঞ্জাবের ছোটলাটের অধীন জালন্ধর বিভাগের মধ্যস্থিত একটী জেলা। ইহার উত্তর-পূর্ব্বে কাঙড়া জেলা এবং বিলাসপুর, উত্তর-পশ্চিমে বিতস্তানদী ও গুরু-দাসপুর জেলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে জালন্ধর জেলা ও কর্পূরথালা রাজ্য এবং দক্ষিণে শতদ্রু নদী ও অম্বালা জেলা। জেলার সদর হোশিয়ারপুর।

এই জেলাটী পার্ব্বত্য ভূমি এবং সমভূমিতে সমবিভাগে বিভক্ত জেলার পূর্ব্বদিক্ কাঙাড়া পাহাড়ের পশ্চিম ঢালু ভূমি। ইহার সহিত সমসূত্রে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা এই দেশটীর মধ্য দিয়া পরিক্রমণ করিয়া গিয়াছে। এই দুইটী শৈলমালার মধ্যস্থিত উপত্যকা ভূমি যশ্‌বান্-দুন নামে পরিচিত। শিবালিক পর্ব্বত এই জেলার প্রধান শৈলমালা। দক্ষিণাংশে এই শৈল ক্রমশঃ বালুপাহাড়ের ছোট ছোট পাহাড় হইতে ক্রমোচ্চনীচ মাল-ভূমিতে অবসান হইয়াছে। এই উচ্চ ভূমিটী কৃষিকর্ম্মে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। উত্তরে মালভূমিটী ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন পাহাড় শেষ হইয়াছে। শতদ্রুর নিকট এই পর্ব্বত মালার মধ্যবর্ত্তী স্থান উর্ব্বর এবং এখানে প্রচুর চাষবাস হইয়া থাকে।

যশ্‌বান্-দুন শিবালিকশৈলের পূর্ব্বে অবস্থিত। এই উপত্য-কাটীর উত্তরদিক্‌টী সোহান্ নদীর দ্বারা অববাহিত। শতদ্রু নদী ইহার নিম্ন ভূমি দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই জেলার দুইটী প্রধান নদী শতদ্রু ও বিতস্তা। এই দুটীই আবার ইহার সীমান্ত নদী।

মুসলমানাগমনের পূর্ব্বে এই জেলা কতোচ বংশীয় জালন্ধর-রাজের অধীন ছিল। যখন এই রাজপুতবংশ অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল, তখন হোশিয়ারপুর কতোচ বংশী যশ-বানের এবং দিতারপুর এই রাজবংশের অপর শাখা দ্বারা শাসিত হইত। মুসলমানদিগের আগমনের পরও এই স্থানে তাঁহাদিগের শাসন অব্যাহত ছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে শিখগণ হোশিয়ারপুর জেলা অধিকার করিবার জন্য সেনা প্রেরণ করিতে লাগিল,। অবশেষে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ এই জেলা অধিকার করিলেন। এই জেলার অধিকাংশ স্থানই তাঁহার অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাইগীরদারের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শিখযুদ্ধের অবসান হইলে এই জেলাটী বৃটীশ গবর্মেণ্টের শাসনাধীন হইল। দিতারপুর এবং যশবানের রাজ্যচ্যুত রাজগণ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা এইরূপ বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট না হইয়া গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। যুদ্ধে তাঁহারা অনায়াসে পরাজিত হইলেন । দিতারপুরের রাজা জগৎসিংহ ৩০ বৎসর গবর্মেণ্টের বৃত্তি ভোগ করিয়া বারাণসীতে দেহত্যাগ করেন। যশবানের রাজা উমেদসিংহও বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন উমেদসিংহের প্রপৌত্র পূর্ব্ব-জাইগীর লাভ করেন।

এই স্থানে অধিবাসিদিগের অধিকাংশই জাট। ইহারা সমভূমিতে বাস করে এবং ভাল চাষী বলিয়া গণ্য।

এই দেশের জলহাওয়া শীতপ্রধান, ম্যালেরিয়ার এবং কলেরার প্রকোপ মাঝে মাঝে বৃদ্ধি হয়। কিন্তু উদরের রোগেই এখানকার লোক অধিক মারা যায়।

২ হোশিয়ারপুর জেলার মধ্যস্থিত একটী তহশীল। এই তহশীলে ৯টী দেওয়ানি ও ৬টী ফৌজদারী আদালত এবং ৩টী থানা আছে।

৩ হোশিয়ারপুর জেলার সদর ও শাসনকেন্দ্র। অক্ষা° ৩১°৩২´ ১৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫৭´ ১৭´´ পূঃ। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দে এই সহরটী প্রতিষ্ঠিত হয়; এখানে রণজিৎ সিংহ একটী সেনানিবাস স্থাপিত করিয়াছিলেন। বৃটীশ গবর্মেণ্ট যখন এই জেলা বৃটীশ রাজ্যভুক্ত করেন, তখন ঐ সেনানিবাসে তাঁহারা কিছুকাল সৈন্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই সহরটী তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্রোতস্বিনীর জল-প্লাবনে ডুবিবার আশঙ্কা আছে।

হোসকোট, ১ বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। এই তালুকে একটী ফৌজদারী আদালত আছে।

২ বঙ্গলুর জেলার অন্তঃপাতী একটী সহর এবং হোসকোট তালুকের সদর। পিনাকিনী নদীর বামতটে বঙ্গলুর সহরের ১৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অক্ষা° ১৩° ৪´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৯´ ৪০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানের উর্ব্বরতা এবং নালার দ্বারা জল লইবার সুবিধা হেতু একটী স্থানীয় সর্দ্দার ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে এই সহরটীর প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। বৎসরে দুই বার মেলা হইয়া থাকে, প্রত্যেক মেলায় প্রায় ৫০০০ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে হোসকোট হায়দরআলীর চেষ্টায় মহিসুর রাজ্যভুক্ত হয়।

হোসগদী, (অথবা হায়দরগড়) মান্দ্রাজ বিভাগের দক্ষিণ-কণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী গিরিবর্ত্ম। অক্ষা° ১৩° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ১´ পূঃ মধ্যে, বেদনুর এবং মলবার উপকূল-পথে অবস্থিত। টিপুসুলতানের সহিত যুদ্ধের সময়ে এই গিরিসঙ্কট বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছিল।

হোসঙ্গাবাদ, ভারতের মধ্য-প্রদেশের অন্তর্গত নর্ম্মদা-বিভাগের একটী জেলা। অক্ষা° ২১° ৪০´ হইতে ২২° ৫০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৮´ ৩০´´ হইতে ৭৮° ৪৫´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে। হোসঙ্গাবাদের উত্তরসীমায় নর্ম্মদানদী। এই নদীটী ভোপাল, সিন্ধেরাজ্য এবং হোলকর রাজ্য হইতে এই জেলাটীকে পৃথক্ করিয়াছে। পূর্ব্বে দুধি নদী, দক্ষিণে পশ্চিমবেরার, বেতুল ও ছিন্দবাড়া প্রদেশ এবং পশ্চিমে নিমার জেলা। ভূ-পরিমাণ ৪৩৩৭ বর্গমাইল। সদর—হোসঙ্গাবাদ।

হোসঙ্গাবাদ জেলা সাতপুরা গিরিমালা এবং নর্ম্মদা নদীর মধ্যস্থিত একটী বিস্তৃত উপত্যকা। এই বিস্তৃত স্থানে সেরূপ সুন্দর ও বিচিত্র দৃশ্যাবলী নাই। নর্ম্মদা নদীর উপতটস্থ ভূমি অতীব উর্ব্বর এবং তাহা অনেক স্থানে শাল ও সেগুণবনে পরিব্যাপ্ত। পশ্চিমে হণ্ডিয়াপর্য্যন্ত বিস্তৃত লতাগুল্মহীন একটী অত্যুচ্চ শৈল, বৈচিত্র্যহীন সমভূমির উপর মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। পর্ব্বতসানুর উচ্চ-নীচ-প্রদেশ নানা প্রকার শস্প ও তৃণগুল্মে পরিপূর্ণ। হণ্ডিয়া পাহাড়ের পর হইতে নিম্ন পাহাড় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ সমস্ত দেশকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। জেলার পশ্চিম বনপ্রদেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। উপত্যকা-বেষ্টিত করিয়া যে সকল উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ উঠিয়াছে, তাহাদের দৃশ্য বিন্ধ্যপর্ব্বতের সহিত তুলনা হইতে পারে না। প্রত্যেক স্থানেই মহাকায় বালুপ্রস্তর সকল পর্ব্বতগাত্রে জাগিয়া আছে।

এই সকল পর্ব্বতগাত্র হইতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বহির্গত হইয়া জঙ্গলাবৃত বালুতট এবং জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। পরে তাহারা প্রধান নদী নর্ম্মদার সহিত মিলিত হইয়া তাহার জলকে স্ফীত করিয়াছে। নদীগুলির নাম—নর্ম্মদা, দুধি, অঞ্জন, দেন্‌বা, গঞ্জাল এবং মোরাণ। মোরাণ-নদীতট এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ ভূতত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচনার বিষয়; কারণ ভূপৃষ্ঠ অনুসন্ধান করিলে ঐ স্থানে অনেক উপকরণ পাওয়া যায়। এই জেলার দুইটী সীমান্ত নদী—নর্ম্মদা এবং তাপ্তী। এ দুই নদীই এখানকার প্রধান।

মহারাষ্ট্র-আক্রমণের পূর্ব্বে হোসঙ্গাবাদের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। মণ্ডলার রাজবংশ হইতে এখানকার চারিটী গোঁড় রাজা তাঁহাদের উপাধি গ্রহণ করিয়াছিল। হোসঙ্গাবাদের পূর্ব্বাংশ ইহাদের অধীন। জেলার মধ্য-ভাগে দেওঘরের গোঁড়রাজাদিগের শাসনাধীন ও মোগলসম্রাট্ অকবরের সময়ে হণ্ডিয়া হোসাঙ্গাবাদের একটী সরকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু জেলার পূর্ব্বাংশটী অকবরের সময়ে দেশীয় স্বাধীন গোঁড়রাজাদিগের অধীন ছিল। ১৭২০খৃষ্টাব্দে ভোপাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হোসঙ্গাবাদ সহরটী অধিকার করিয়া সিওনী হইতে তারা পর্য্যন্ত ভূভাগ ইহার সামিল করেন। ১৭৪২খৃঃ অব্দে বালাজী বাজী রাও এই উপত্যকা অতিক্রম করিয়া মণ্ডলা আক্রমণ করিবার পথে হণ্ডিয়া পরগণাকে স্ববশে এবং স্বাধিকারে আনয়ন করেন। আট বৎসর পরে নাগপুরের মহারাষ্ট্ররাজ রঘুজী ভোন্‌সলে ভোপালের রাজ্য ব্যতীত সমস্ত জেলা জয় করেন। এই সময় হইতে তিনটী

রাজপরিবার নির্ব্বিবাদে এই জেলার বিভিন্ন স্থান শাসন করিতে লাগিলেন। ১৭৯৫ ভোন্‌স্‌লেগণের সহিত ভোপালের রাজাদিগের বিরোধ আরম্ভ হয়। ভোন্‌স্‌লেগণ হোসঙ্গাবাদ জয় করেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহারা যে রাজ্য বহুকষ্টে লাভ করিয়াছিলেন তাহা ভোপালরাজার ষড়যন্ত্রে হারাইলেন। ভোপালের রাজা মহম্মদ এবং ভোন্‌স্‌লের মধ্যে বিরোধ জন্য এই জেলায় নানা প্রকার অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, প্রজাগণ কৃষিক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, ও পেণ্ডারিদস্যুগণ আসিয়া জেলার সমগ্র সমৃদ্ধি বিধ্বস্ত করিয়াছিল। বৃটীশ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই জেলাতে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সন্ধির সর্ত্তানুসারে হোসঙ্গাবাদ বৃটীশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়; সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে এই জেলাতে কোনরূপ অরাজকতা লক্ষিত হয় নাই।

এই জেলার প্রধান শস্য যব। এখানে প্রচুর পরিমাণে তুলাও উৎপন্ন হয়।

হোসঙ্গাবাদে শীতের সময়ে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। এখানে কখনও জলের অভাববশতঃ দুর্ভিক্ষ হয় না। বেশী বৃষ্টির জন্য অনেক সময় শস্য নষ্ট হয়। যদি কখনও এখানে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ অত্যধিক বৃষ্টিপাত। এই জেলা গিরি-বেষ্টিত উপত্যকা বলিয়া এখানে মধ্যে মধ্যে শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি বায়বিক উৎপাত ঘটিয়া থাকে। জ্বর ও উদরের পীড়া এখানকার সাধারণ রোগ।

২ উক্ত হোসঙ্গাবাদ জেলার উত্তর-পূর্ব্বস্থিত তহশীল। অক্ষা° ২১° ৪১´ হইতে ২২° ৫৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৮´ হইতে ৭৮° ৪৪´ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ৮৯০ মাইল। একটী সহর ও ৩৫৩টী গ্রাম-সমষ্টি লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত, ৪টী দেওয়ানী, ও ৮টী ফৌজদারি আদালত এবং ৩টী থানা আছে।

৩ উক্ত হোসঙ্গাবাদ জেলার সদর। অক্ষা° ২০° ৪৭´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৭´ পূঃ। নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ-দিকে ভূপাল হইতে বেতুল এবং নাগপুরে যাইবার পথে অবস্থিত। প্রবাদ যে মালবের ঘোরী-রাজবংশীয় হোসঙ্গশাহ কর্তৃক এই সহরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি এখানে মারা যান এবং তাঁহার দেহ এখানে গোর দেওয়া হয়, কিন্তু তাঁহার অস্থি অবশেষে মাণ্ডুতে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে হাঁসপাতাল, স্কুল এবং জেলখানা আছে।

হোসদুর্গ, ১ মহিসুর রাজ্যের চিত্তলদুর্গ জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৫১০ বর্গমাইল। এখানে লৌহ এবং তামার কাজ হয়।

২ চিত্তলদুর্গ জেলার অন্তর্গত হোসদুর্গের সদর। অক্ষা° ১৩° ৪৮´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২০´ পূঃ। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে একটী দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার নামানুসারে এই সহরের নামকরণ হইয়াছে।

হোস্‌পেট, অর্থাৎ নব সহর। মান্দ্রাজপ্রদেশে বেল্লারিজেলায় একটী সহর। অক্ষা° ১৫° ১৫´ ৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ২৬´ পূঃ। বেল্লারি হইতে ৩৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ফৌজদারী আদালত, স্কুল, ডাকঘর ও দুইটী সুন্দর মন্দির আছে।

হোসিটকভট্ট, কর্ণাবতংসকাব্য প্রণেতা।

হোসূর, ১ মান্দ্রাজের সালেম্ জেলায় একটী তালুক। বালাঘাট নামে খ্যাত। দৈর্ঘ্যে ৫০ মাইল ও প্রস্থে ৪৩ মাইল। ভূপরিমাণ ১২১৬ বর্গ মাইল।

২ উক্ত হোসূর তালুকের প্রধান নগর। এখানে প্রায় ৭ হাজার লোকের বাস। এখানে স্কুল, পুলিস ষ্টেসন, তহসীলদার ও মুনসেফের কাছারী এবং সবকলেক্টরের সদর আছে। ইহার ৪ মাইল দক্ষিণে মত্তকেরি নামক স্থান হইতেই মান্দ্রাজের অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য শিক্ষিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়।

হোহো (অব্য) হুতি, সম্বোধন, আহ্বান।

হৌ (অব্যয়) হুয়তেঽহনেনেতি হে ডৌ। ১ সম্বোধন। ২ আহ্বান। (মেদিনী)

হৌজ (আরবী) জলাধার।

হৌজখানা (পারসী) যে ঘরে হৌজ থাকে।

হৌড়, ১ গতি। ২ অনাদর। ভ্বাদি°,আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ হৌড়তে। লোট্ হৌড়তাম্। লিট্ জুহৌড়ে। লুঙ্ অহৌড়িষ্ট। ণিচ্ হৌড়য়তি। লুঙ্ অজুহৌড়ৎ।

হৌতভুজ (ত্রি) হুতভুজ-অণ্। ১ নক্ষত্রবর্গ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—পুষ্যা, আগ্নেয়, বিশাখা, ভরণী, পিত্র্য, অজ ও ভাগ্যসংথ্যক নক্ষত্রে হৌতভুজবর্গ হয়।

"পুষ্যাগ্নেয়বিশাখাভরণীপিত্র্যাজভাগ্যসংজ্ঞানি।
বর্গো হৌতভুজোঽয়ং করোতি রূপাণ্যথৈতানি॥"

(বৃহৎসংহিতা ৩২।১২)

অগ্নি ইহাদের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা, এই জন্য ইহাদিগকে হৌতভুজ কহে। ২ অগ্নিসম্বন্ধীয়।

হৌতাশন (ত্রি) হুতাশন-অণ্, আত্মচোবৃদ্ধিঃ। হুতাশন সম্বন্ধীয়। (বৃহৎস° ৫৩।৪৮)

হৌতৃক (ত্রি) হোতুরাগতং (ঋতষ্ঠঞ্। পা ৪।৩।৭৮) ইতি ঠঞ্। হোতৃসম্বন্ধীয়।

হৌত্র (পুং) যজমান। (উণ্ ৪।১০৫ উজ্জল)

হৌত্র (ত্রি) হোতুরিদং উদ্গাথাদিত্যাদণ্। ১ হোতার ভাব বা কর্ম্ম। হোতার কার্য্য, হোম।

হৌত্রিক (ত্রি) হোতার উচ্চারণসম্বন্ধীয়।

হৌম্য (ক্লী) হোমায় অর্হং যৎ। ১ ঘৃত। (রাজনি°) (ত্রি) ২ হোমীয় দ্রব্যযুক্ত, হোমদ্রব্য সম্বন্ধীয়।

হৌম্যধান্য (ক্লী) হৌম্যং তৎধান্তঞ্চ। হোমধান্ত, তিল। ইহা দ্বারা হোম করা হয় এবং ইহা ভিন্ন হোম হয় না, এইজন্ত ইহার হোমধান্ত নাম হইয়াছে।

হৌবীরপতি (H'havira-pati) সিন্ধুনদপ্রবাহিত পঞ্জাবের একজন সুপ্রাচীন নৃপতি। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক দিওদোরসের মতে রাণী সেমিরামিস্ খৃষ্টপূর্ব্ব ১২৩৫ হইতে ১২২৫ অব্দ মধ্যে বহু-বাহিনী সহ সিন্ধুনদ পার হইয়া হৌবীরপতিকে আক্রমণ করেন। সরস্বতী ও গঙ্গাপ্রবাহিত জনপদ পর্য্যন্ত এই রাজার অধিকার-ভুক্ত ছিল। এই নৃপতিকে আমরা ভাগবতবর্ণিত সিন্ধুসৌবীরের পণিপতি বা তদ্বংশীয় কোন অধিপতি বলিয়া মনে করি। (৫ম স্কন্ধ ৯ অঃ)

হ্নু, অপনয়ন, অপহ্নব, চৌর্য্য। অদাদি°, সক°, অনিট্। লট্ হ্নুতে, হ্নুবতে হ্নুবস্তে। লোট্ হ্নুবীত। লিট্ জুহ্নুবে। লোট্ হ্নোতা। লৃট্ হ্নোষ্যতে। লুঙ্ অহ্নোষ্ট, অহ্নোষাতাং, অহ্নোষত। সন্ জুহ্নূষতে। যঙ্ জোহ্নূয়তে। যঙ্-লুক্ জোহ্নোতি। ণিচ্ হ্নাবয়তি।

হ্মল, চলন। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, অক°, সেট্। লট্ হ্মলয়তি। লিট্ জহ্মল। লুঙ্ অহ্মালীৎ। ণিচ্ হ্মলয়তি।

হ্যস্ (অব্য°) গতমহঃ হো নিপাতিতঃ। গতদিন।

"ত্বয়ি রাজনি নিশ্চৌরৈরধ্বভিবিশিতঃ সুখং।
হ্যোহভবল্লবণোংসে মে দিনান্তে প্রামাতঃ স্থিতঃ॥"
(রাজতর° ৬।৪৬)

হ্যস্তন (ত্রি) হ্যোভবং হ্যস্ (এবামোহ্যশ্বসোহন্যতরস্যাং। পা ৪।২।১০৫) ইতি পক্ষে ট্যুট্যুলৌ। হ্যোভব, গতদিবসীয়, গত দিনে যাহা হয়।

"হ্যস্তনেন চ কোপেন শক্তিং বৈ প্রাহিণোন্ময়ি।" (ভা° ৫।১৮৬।৯)

হ্যস্ত্য (ত্রি) হ্যোভব ইতি হ্যস্-ত্যপ্। হ্যস্তন, পরদিবসীয়।

হ্যোগোদোহ (পুং) গোদোহন করিবার পূর্ব্বদিন।

হ্রগ, সম্বরণ। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হ্রগতি। লিট্ জহ্রাগ। লুট্ হ্রগিতা। লুঙ্ অহ্রগীৎ। ণিচ্ হ্রগয়তি। লুঙ্ অজহ্রগৎ।

হ্রণিয়া (স্ত্রী) হ্রিণীয়া পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। হ্রিণীয়া, লজ্জা।

হ্রদ (পুং) হ্রাদতে ইতি হ্রাদ অব্যক্তশব্দ অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ অগাধ জলাশয়, অতিগভীর ও বিস্তৃত জলাশয়। চতুর্দ্দিকে স্থলবেষ্টিত সুবৃহৎ জলভাগকে হ্রদ বলা হয়। স্বভাবতঃ হ্রদের উৎপত্তি হয়, কৃত্রিম উপায়ে হ্রদ প্রস্তুত করা যায় না। ইংরাজীতে হ্রদকে লেক (Lake) বলে। ইহা একটী স্বাভাবিক জলাধার (Natural reservoir of water) ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে ; কিন্তু তাহা বলিয়া ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে যে সকল বিস্তীর্ণ জলবাঁধ দৃষ্ট হয়, তাহাকে হ্রদ বলা যায় না।

সাধারণতঃ নদী হইতেই হ্রদের উৎপত্তি। নদীর স্রোত পর্ব্বত-পৃষ্ঠ হইতে নিম্ন গতিতে নামিয়া ভূপৃষ্ঠের যে কোন স্থলে গভীর খাত প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানেই আসিয়া প্রবহমাণ জলরাশি সঞ্চিত হয় ও খাতটীকে পূর্ণ করে। পরে ঐ জলরাশি অন্ত এক পথে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে। এই রূপে আগত ও নির্গত হইয়াও যদি জলরাশি খাতগর্ভে নিরন্তর সঞ্চিত থাকে, এবং প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা বাষ্পীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি পার্ব্বত্য-স্রোতঃ-সঞ্চালিত জলরাশি দ্বারা পূর্ণ হইয়া জলপৃষ্ঠের সমতা-সম্পাদনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই জলখণ্ডকে হ্রদ বলা যায়। অনেক স্থলেই ভূমির উচ্চতা-নিবন্ধন এবং স্থানীয় জলবায়ুর প্রভাব হেতু খাতগর্ভে সঞ্চিত জলরাশি ক্রমশঃ শুকাইয়া যায় এবং সময়ান্তরে পুনরায় স্রোতস্বিনীগণের সঞ্চালিত অতিরিক্ত জলরাশি দ্বারা তাহা ধীরে ধীরে পূর্ণ হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর হ্রদগুলি সাধারণতঃ স্থির-জল; অর্থাৎ ইহাতে অনেক সময়েই কোনরূপ স্রোতোবেগ থাকে না, এই কারণেই এই সকল হ্রদস্থ জল লবণাক্ত হইয়া থাকে।

হ্রদসমূহের এইরূপ পরিণতি দেখিয়া মনে হয় যে, কোন একটী নদীর আকস্মিক জল-বিস্তৃতি অথবা নদী-নালার সমষ্টি বা সংযোগস্থল বহু বিস্তৃত হইয়া হ্রদাকারে পরিণত হইয়াছে ও পরে তাহা হইতে পুনরায় নদীরও উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

লেক ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা ও আলবার্ট নায়েঞ্জা হইতে নীলনদ, লেক টাঙ্গানিকা হইতে কঙ্গোনদী ও নায়েসা হ্রদ হইতে জাম্বেজী নদীর একটী শাখার উদ্ভব হইয়াছে। আবার য়েনেসি নদীর জল বিস্তৃত রূপে মিষ্ট জলপূর্ণ বৈকাল হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐরূপে বোল্গা ও অক্ষু নদীর জলবিস্তারে লবণজলময় কাস্পীয় ও আরল সাগরের উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

আগ্নেয়গিরি-প্রভব প্রদেশেও বহুসংখ্যক হ্রদ বিদ্যমান দেখা যায়। ঐ গুলি সাধারণতঃ গোলাকার হইয়া থাকে। অনেক স্থলেই নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরির বিস্তৃত মুখবিবরে (Crater) জলরাশি সঞ্চিত হইয়া হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। আবার কোন কোন স্থলে অগ্ন্যুদ্গীরণের পর ভূগর্ভে একটী বিস্তৃত গহ্বর উৎপন্ন হয় এবং তাহার উপরে ভূপৃষ্ঠাচ্ছাদন স্খলিত হইয়াও হ্রদে পরিণত হয়। ইতালী, আভোর্স ও জর্ম্মণিতে ঐ শ্রেণীর অনেক হ্রদ পরিদৃষ্ট হয়।

সমুদ্রতীরস্থ বালুকাকীর্ণ নিম্ন প্রদেশেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ

দেখা যায়, ঐ গুলিকে ইংরাজীতে Lagoons বলে। সমুদ্রতীরে প্রবল বায়ু-সঞ্চালনে বালুকারাশি সাধারণতঃ উৎক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ঐ অধঃক্ষিপ্ত অর্থাৎ গর্ত্তকৃতাংশে জোয়ারের (Tide) জল আসিয়া সঞ্চিত হওয়ায় উহা ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ রূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বল্টিক সাগরতীরে বল্টিক নদীর মোহানায় এবং গারোণ নদীর মোহানায় ঐরূপ বহু হ্রদমালা দৃষ্ট হয়। কখন কখন সমুদ্রগর্ভের কতকাংশ বালুচর বা স্থলভাগ দ্বারা ধীরে ধীরে সমাক্রান্ত হইয়া এবং কালে উহাকে পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া হ্রদোৎপত্তি করে। বঙ্গোপ-সাগরকূলের চিল্কাহ্রদ উহার অন্যতম।

সময় সময় প্রবল ভূকম্পে ভূপৃষ্ঠের কোন কোন অংশ কোন অভাবনীয় কারণে অধোগত হয় এবং তাহা হইতে অনেক সময়ে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে। আগ্নেয়গিরির প্রভাব অথবা ভূগর্ভস্থ তরল গন্ধকাদি ধাতব পদার্থের আগ্নেয় প্রবাহই যে উহার অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রবল ভূকম্পে বাঙ্গালার পূর্ব্বতন শিলং নগর ভূগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া তথায় একটী ক্ষুদ্র হ্রদ সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তুঙ্গ গিরিপৃষ্ঠও ঐরূপ ভূকম্পে সময় সময় অধোগত এবং তাহাতে জলরাশি সঞ্চিত হইয়া তাহা হ্রদে পরিণত হয়। মানসসরোবর, রাবণহ্রদ প্রভৃতি হ্রদগুলি হিমালয়শৈলের অত্যুচ্চ শিখরদেশে সংস্থাপিত। কোকনোর হ্রদ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০৫০০ ফিট্ উচ্চে স্থাপিত। দক্ষিণ আমেরিকার লেক টিটিকাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২৫০০ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত।

পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, বৈকাল হ্রদের গভীরতা ৪০৮০ ফিট্ এবং কাস্পীয় সাগর ৩৬০০ ফিট্। এরূপ গভীর হ্রদ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। বৈকালের জলরাশি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩৬০ ফিট্ উচ্চ এবং উহার তলদেশ সমুদ্র হইতে ২৭২০ ফিট্ নিম্ন।

কাস্পীয়সাগরের জলরেখা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৫ ফিট নিম্ন, সুতরাং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উহার গভীরতা গণনা করিলে ৩৬৮৫ ফিট্ ধার্য্য হয়। ডেড্‌সি বা মৃতসাগর ১৩০০ ফিট্ গভীর। উহার জলরেখা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২৭২ ফিট্ নিম্ন, সুতরাং ইহার গভীর তলভূমি ভূমধ্য-সাগরপৃষ্ঠ হইতে ২৫৮০ ফিট্ নিম্ন। এই গভীরতা লক্ষ্য করিয়া কোন কোন পণ্ডিত ডেড্‌সিকে লোহিত সাগরগর্ভের একদেশ বলিয়া অনুমান করেন। তাহাদের মতে মধ্যবর্ত্তী দেশভাগ পূর্ণ হইয়া উহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পাস্কেল প্রভৃতি মনিষীগণ এ মতের পক্ষপাতী নহেন।

বৈদ্যকশাস্ত্রমতে, হ্রদজলগুণ—বহ্নিজনন, মধুর, কফ ও বায়ুনাশক। (রাজনি°) ২ কিরণ। (অমরটীকারামাশ্রম)

হ্রদক (ত্রি) হ্রদ আকর্ষণাদিত্বাৎ কন্ (পা ৪।২।৬৪) হ্রদে কুশল।

হ্রদগ্রহ (পুং) হ্রদস্য গ্রহঃ। কুম্ভীর। (ত্রিকা°)

হ্রদিন্ (ত্রি) হ্রদযুক্ত, জলীয়।

হ্রদিনী (স্ত্রী) হ্রদোঽস্যামস্তীতি ইনি ঙীপ্। ১ নদী।

"তচ্ছ্রুত্বেতি বিষবীর্য্যবিলোলজিহ্ব-
মুচ্চাটয়িষ্যদুরগং বিহরন্ হ্রদিন্যাং।" (ভাগবত ২।৭।২৮)

২ বিদ্যুৎ।

হ্রদোদর (পুং) দৈত্যভেদ। (ভারত)

হ্রদ্য (ত্রি) হ্রদ-যৎ। হ্রদভব, যাহা হ্রদে হয়।

হ্রপ, ভাষণ, কথন। চুরাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হ্রাপ-য়তি, লিট্ হ্রাপয়াঞ্চকার, লিটে কৃ, অস ও ভূ ধাতুর অনু-প্রয়োগ হইয়া থাকে। লুঙ্ অজিহ্রপৎ।

হ্রস, রব, শব্দ। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। হ্রসতি। লোট্ হ্রসতু। লিট্ জহ্রাস। লুট্ হ্রসিতা। লুঙ্ অহ্রসীৎ। হ্রস অল্পীভাব, হ্রাস। "আয়ুর্হ্রসতি পাদশঃ" (মনু ১।৮৩)

এই অর্থেও উক্ত ধাতুর রূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকার হইবে। সন্ জিহ্রসিষতি। যঙ্ জাহ্রস্যতে।

হ্রসিমন্ (পুং) হ্রস্বস্য ভাবঃ (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা ৫।১।১২২) ইতি ইমনিচ্ (স্থূলদূরযুবহ্রস্বেতি। পা ৬।৪।১৫৬) ইতি হ্রসাদেশঃ। হ্রস্বতা, লঘুতা, ক্ষুদ্রতা।

হ্রসিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন হ্রস্বঃ, ইষ্ঠন্ স্থূলযুবেত্যাদি হ্রসাদেশঃ। অতিশয় হ্রস্ব, অতিশয় লঘু।

হ্রসীয়স্ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন হ্রস্বঃ ঈয়সুন্ হ্রসাদেশঃ। অতিশয় হ্রস্ব।

হ্রস্ব (ক্লী) (সম্বনিস্বঞ্বরিম্বেতি। উণ্ ১।১৫) ইত্যত্র হ্রসশব্দে বাহুলকাৎ বন্। ১ পরিমাণবিশেষ।

"অনুদীর্ঘং মহদ্ধ্রস্বমিতি তদ্ভেদ ঈরিতঃ।" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

অনু, দীর্ঘ, মহৎ ও হ্রস্ব ইহা পরিমাণের ভেদ। ২ গৌরসুবর্ণ শাক। ৩ পুষ্পকাসীস, হিরেকসবিশেষ। (রাজনি°) (পুং স্ত্রী) ৪ প্রকৃত পুরুষপ্রমাণের ন্যূনমনুষ্য। পর্য্যায়—খর্ব্ব, বামন, বামনী, নীচক, নীচ, অকর্ত্তন। (জটাধর) ৫ একমাত্রা-বিশিষ্ট বর্ণ, যে সকল বর্ণ উচ্চারণ করিতে একমাত্রা সময় লাগে, তাহাকে হ্রস্ব কহে।

"একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘউচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তুপ্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকং॥" (ছন্দোম°)

একমাত্র বর্ণের নাম হ্রস্ব, দ্বিমাত্র দীর্ঘ এ ত্রিমাত্র প্লুত এবং ব্যঞ্জনবর্ণ অর্দ্ধমাত্র। অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এই পাঁচটী স্বর হ্রস্ব। এই স্বরবর্ণ উচ্চারণে একমাত্রা সময় লাগে। ব্যাকরণমতে দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হইবে বা হ্রস্ব স্বরের গুণ হইবে বলিলে বুঝিতে হইবে

যে আকার স্থানে অ, ঈকার স্থানে ই, গুণ বলিলে ইকার স্থানে একার, উকার স্থানে ওকার ইত্যাদি রূপ জানিতে হইবে। মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ-মতে হ্রস্ব শব্দের ঘুসংজ্ঞা হইয়াছে অর্থাৎ ঘু বলিলে হ্রস্ব বুঝিতে হইবে। ৬ জ্যোতিষমতে মেষ, বৃষ, কুম্ভ ও মীন এই চারিটী রাশিকে হ্রস্বরাশি কহে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) (ত্রি) ৭ ক্ষুদ্রবস্তুমাত্র। পর্য্যায়—বামন, ন্যঙ্, নীচ, খর্ব্ব, নীচৈস্, অনুচ্চ। (জটাধর) বৈদিক—পর্য্যায়—হ্রহন্, নিম্বৃষ, মায়ুক, প্রতিষ্ঠা, কৃধু, বভ্রক, দভ্র, অর্ভক, ক্ষুল্লক ও অল্প। (বেদনি° ৬ অ°)

হ্রস্বক (পুং) হ্রস্ব স্বার্থে কন্। ১ হ্রস্বপদার্থ। ২ পূগবৃক্ষ, সুপারিগাছ।

হ্রস্বকন্দ (পুং) তৈলসার নামে খ্যাত কন্দবিশেষ।

হ্রস্বকর্কন্ধু (স্ত্রী) বনবদর, বুনোকুল। (বৈদ্যকনি°)

হ্রস্বকর্ণ (পুং) ১ রাক্ষস। (রামা° ৫।১২।১৩) ২ স্বর্ণকর্ণবিশিষ্ট। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, হ্রস্বকর্ণ হইলে কৃপণ হয়।

হ্রস্বকুশ (পুং) হ্রস্বশ্চাসৌ কুশশ্চেতি নিত্যকর্ম্মধা°। শ্বেত-কুশ, শাদাকুশা। (রাজনি°)

হ্রস্বগর্ভ (পুং) হ্রস্বো গর্ভো যস্য। কুশ। (রত্নমা°)

হ্রস্বগবেধুকা (স্ত্রী) হ্রস্বা গবেধুকা। গাঙ্গেরুকী, গোরক্ষতণ্ডুলা।

হ্রস্বজম্বু [ম্বূ] (পুং) হ্রস্বো জম্বুঃ। ক্ষুদ্রজম্বু, ছোটজাম।

হ্রস্বজাত্য (পুং) নেত্রের দৃষ্টিগত রোগবিশেষ। লক্ষণ—

"যো বাসরে পশ্যতি কষ্টতোঽর্থ রূপং মহচ্চাপি নিরীক্ষ্যতেঽল্পং।
রাত্রৌ পুনর্যঃ প্রকৃতিং সুপশ্যেৎ স হ্রস্বজাত্যো মুনিভিঃ প্রদিষ্টঃ॥"
(ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি°)

যে দৃষ্টিগত রোগে দিবাভাগে বৃহৎবস্তুও অতি কষ্টে হ্রস্ব অর্থাৎ ক্ষুদ্রবৎ দেখা যায় এবং রাত্রিকালে বস্তুর প্রকৃত প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে হ্রস্বজাত্য কহে। ইহাকে হ্রস্বদৃষ্টিও কহে। এই রোগ হইলে বিশেষ সাবধানতার সহিত সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা করা বিধেয়। [নেত্ররোগ শব্দ দেখ]

হ্রস্বতণ্ডুল (পুং) ক্ষুদ্রতণ্ডুল, রাজান্ন, রাজভোগ ধান। (রাজনি°)

হ্রস্বতা (স্ত্রী) হ্রস্বস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ হ্রস্বত্ব, হ্রস্বের ভাব বা ধর্ম্ম, অল্পতা। ২ লঘুতা। ৩ নীচতা।

হ্রস্বত্রিফলা (ত্রি) বৈদ্যকোক্ত গাম্ভারীফল, খর্জ্জূর ও পরূষক ফল। বৈদ্যকে এই তিনটী দ্রব্যকে হ্রস্বত্রিফলা কহে।

হ্রস্বদর্ভ (পুং) শ্বেতকুশ। (রাজনি°)

হ্রস্বদা (স্ত্রী) হ্রস্বৈরপি দীয়তে ছিদ্যতে ইতি দা-ক। শল্লকী-বৃক্ষ।

হ্রস্বপঞ্চমূল (স্ত্রী) বৈদ্যকোক্ত বৃহতী, কণ্টিকারী, পৃশ্নিপর্ণি, শালপাণি এই কয় দ্রব্য। ইহার গুণ—লঘু, বলকর, স্বাদু, পিত্ত ও বায়ুনাশক, নাত্যুষ্ণ, বৃংহণ, গ্রাহক, জ্বর, শ্বাস ও অশ্মরীরোগনাশক।

হ্রস্বপত্রক (পুং) হ্রস্বানি পত্রাণি যস্য কপ্। গিরিজমধুক-বৃক্ষ। পাহাড়ে মউল। (জটাধর)

হ্রস্বপত্রিকা (স্ত্রী) হ্রস্বানি পত্রাণি যস্যাঃ কপ্, টাপ্ অত ইত্বং। অশ্বত্থিকা। (রাজনি°)

হ্রস্বপর্ণ (পুং) হ্রস্বপ্লক্ষবৃক্ষ। (রাজনি°)

হ্রস্বপর্ব্বন্ (পুং) হ্রস্বং পর্ব্ব যস্য। কৃষ্ণেক্ষু, চলিত কাজলা আক। এই ইক্ষু দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। এই ইক্ষু বেশ বড় হইয়া থাকে, চিনির পক্ষে কাজলা ও সামতাড়া আক উত্তম।

হ্রস্বপুষ্প (পুং) জলমধুক। (বৈদ্যকনি°)

হ্রস্বপ্লক্ষ (পুং) হ্রস্বশ্চাসৌ প্লক্ষশ্চেতি। ক্ষুদ্র প্লক্ষবৃক্ষ। ছোট পাকুড়গাছ। পর্য্যায়—সুশীত, শীতবীর্য্যক, পুণ্ড্র, মহাবরোহ, হ্রস্বপর্ণ, পীপরি, ভিদুর, মঙ্গলচ্ছায়। গুণ—কটু, কষায়, শিশির, ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ মূর্চ্ছা, ভ্রম ও প্রলাপনাশক। (রাজনি°)

হ্রস্বফল (পুং) ১ মধুর নারিকেল, চলিত বামন নারিকেল। (রাজনি°) (ত্রি) ২ ক্ষুদ্রফলযুক্ত। (স্ত্রী) ৩ ছোটফল।

হ্রস্বফলা (স্ত্রী) হ্রস্বং ফলং যস্যাঃ। ভূমিজম্বু, বনজাম। (রাজনি°)

হ্রস্ববাহু (ত্রি) ক্ষুদ্রবাহু, ছোটহাত।

হ্রস্বমূল (পুং) হ্রস্বং মূলং যস্য। ১ কৃষ্ণেক্ষু, কাজলা আক। ২ রক্তেক্ষু।

হ্রস্বমূলা (স্ত্রী) উষ্ট্রকাণ্ডীক্ষুপ, চলিত উট্‌কটারা। (বৈদ্যকনি°)

হ্রস্বরোমন্ (পুং) বিদেহরাজভেদ, স্বর্ণরোমের পুত্র।

"স্বর্ণরোমা সুতস্তস্য হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত।" (ভাগব° ৯।১৩।১৭)

হ্রস্ববৃক্ষ (পুং) কুশ। (পর্য্যায়মুক্তা°) ক্ষুদ্রবৃক্ষ, ছোটগাছ।

হ্রস্বশাখাশিফ (পুং) হ্রস্বা শাখা শিফা চ যস্য। ক্ষুপ। (অমর)

হ্রস্বশিগ্রুক (পুং) ছোট সজিনাগাছ।

হ্রস্বা (স্ত্রী) হ্রস্ব-টাপ্। ১ মুদ্গপর্ণী, চলিত মুগানী। ২ নাগবলা। ৩ শ্বেতাপরাজিতা। ৪ ভূমিজম্বু। ৫ চিত্রকবৃক্ষভেদ, রাংচিতে।

হ্রস্বাগ্নি (পুং) হ্রস্বস্বগ্নিরাস্যৎ। অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ।

হ্রস্বাঙ্গ (পুং) হ্রস্বমঙ্গমস্যাৎ। ১ জীবকৌষধ। ২ ঋষভক।

হ্রাদ, অব্যক্ত শব্দ। ২ বাদ্যাদিঘোষ। ভ্বাদি°, আত্মনে°, অক°, সেট্। লট্ হ্রাদতে। লোট্ হ্রাদতাং। লিট্ জহ্রাদে। লুট্ হ্রাদিতা। লুঙ্ অহ্রাদিষ্ট।

হ্রাদ (পুং) হ্রদ-ঘঞ্। ১ শব্দ। ২ অব্যক্তধ্বনি। ৩ বাদ্যাদির শব্দ। ৪ হিরণ্যকশিপুর পুত্রভেদ। প্রহ্লাদের ভ্রাতা। [হিরণ্যকশিপু শব্দ দেখ] (ত্রি) ৫ শব্দকারক।

হ্রাদক (ত্রি) হ্রাদে কুশলঃ (আকর্ষাদিভ্যঃ কন্। পা ৫।২।৬৪) ইতি কন্। শব্দবিষয়ে কুশল।

হ্রাদিন্ (ত্রি) হ্লাদ-ণিনি লস্য রঃ। ১ আহ্লাদবিশিষ্ট, আহ্লাদযুক্ত। (বৃহৎসং ৬৮।৬৩) হ্রাদ-ণিনি। ২ শব্দযুক্ত, অব্যক্ত ধ্বনিবিশিষ্ট। হ্রাদবিশিষ্ট।

হ্রাদিনী (স্ত্রী) হ্রাদ-ণিনি-ঙীষ্। ১ বিদ্যুৎ। ২ বজ্র। ৩ নদী। ৪ শল্লকীবৃক্ষ।

হ্রাদুনি [নী] (স্ত্রী) অশনি, বিদ্যুৎ। "যাং মিহ মকিরদ্ হ্রাদুনিং চ" (ঋক্ ১।৩২।১৩) 'হ্রাদুনিং অশনিং' (সায়ণ)

হ্রাদুনীবৃৎ (ত্রি) অশনিপ্রবর্ত্তক। "অন্বয়া চিন্মুহুর্হ্রাদুনীবৃতঃ" (ঋক্ ৫।৫৪।৩) 'হ্রাদুনীবৃতঃ অশনেঃ প্রবর্ত্তকাঃ' (সায়ণ)

হ্রাস (পুং) হ্রস-ঘঞ্। ১ শব্দ। ২ অপচয়, ক্ষীণতা, ক্ষয়।
"অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ।" (মনু ১।৮৫)

হ্রাসন (ক্লী) হ্রাস-ল্যুট্। ১ শব্দ। ২ হ্রাস।

হ্রাসনীয় (ত্রি) হ্রাস-অনীয়র্। হ্রাসনযোগ্য, শব্দের উপযুক্ত, হ্রাসের যোগ্য।

হ্রাস্ব (ক্লী) হ্রস্বস্য ভাবঃ (পৃথ্বাদিভ্যোণ্ বা। পা ৫।১।১২২ বৃত্তি) ইতি অণ্। হ্রস্বের ভাব, হ্রস্বতা, লঘুতা, নীচতা।

হ্রিণী, লজ্জা। কণ্ড্বাদিগণোক্ত শব্দবিশেষ। এই শব্দের উত্তর যক্ করিয়া হ্রিণীয় ধাতু হয়। এই ধাতু আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ হ্রিণীয়তে। লুঙ্ অহ্রিণীয়িষ্ট।

হ্রিণীয়া (স্ত্রী) হ্রিণী-যক্ ভাবে অ-টাপ্। লজ্জা। অমরটীকায় ভরত এই শব্দ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু করিয়া 'হ্রিণিয়া' এই পদ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। (ভরত)

হ্রিতি (স্ত্রী) হৃতি, হরণ।

হ্রী, লজ্জা। জুহোত্যাদি°, পরস্মৈ°, অক°, অনিট্। লট্ জিহ্রেতি, জিহ্রীতঃ জিহ্রিয়তি। লিট্ জিহ্রায়াং। লঙ্ অজিহ্রেৎ, অজিহ্রীতাং, অজিহ্রয়ুঃ। লিট্ জিহ্রয়াঞ্চকার। লুট্ হ্রেতা। লৃট্ হ্রেষ্যতি। লুঙ্ অহ্রৈষীৎ। সন্ জিহ্রীষতি। যঙ্ জেহ্রীয়তে। যঙ্লুক্ জেহ্রেষীতি, জেহ্রেতি। ণিচ্ হ্রেপয়তি। লুঙ্ অজিহ্রীপৎ। ক্ত হ্রীণ, হ্রীত।

হ্রী (স্ত্রী) হ্রী সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে কিপ্। লজ্জা, ব্রীড়া। (অমর)

হ্রীকা (স্ত্রী) হ্রী (হ্রিয়ো রশ্চ। উণ্ ১।৪৮) ইতি কন্ টাপ্। ১ ত্রাস, শঙ্কা, ভয়। (উজ্জ্বল) ২ লজ্জা।

হ্রীকু (ত্রি) হ্রী (হ্রিয়ঃ কুক্ রশ্চ। উণ্ ৩।৮৫) ইতি কুক্। লজ্জিত, সলজ্জ। (উজ্জ্বল)

হ্রীচ্ছ, লজ্জা। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, অক°, সেট্। লট্ হ্রীচ্ছতি। লোট্ হ্রীচ্ছতু। লিট্ জিহ্রীচ্ছ। লট্ হ্রীচ্ছতি। লুঙ্ অহ্রীচ্ছীৎ।

হ্রীজিত (ত্রি) হ্রিয়া জিতঃ। লজ্জাশীল, লাজুক। (জটাধর)

হ্রীণ, হ্রীত (ত্রি) হ্রী-ক্ত তস্য বা ন। লজ্জিত। লজ্জাযুক্ত। হ্রী-ধাতু-ক্ত প্রত্যয় করিলে হ্রীত এবং হ্রীণ এই দুইটী পদ হয়। এক স্থলে ত স্থানে ন হয় এবং অপর স্থানে হয় না।
"ইতীরিতা পত্ররথেন তেন হ্রীণা চ হৃষ্টা চ বভাণ ভৈমী॥" (নৈষধ ৩।৬৭)

হ্রীতমুখ (ত্রি) হ্রীতং মুখং যস্য। লজ্জিতমুখবিশিষ্ট, সলজ্জমুখ।

হ্রীতমুখিন্ (ত্রি) সলজ্জামুখযুক্ত।

হ্রীতি (স্ত্রী) হ্রী-ক্তিন্। লজ্জা।

হ্রীম্ (অব্য°) তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্রবিশেষ। দুর্গাদেবীর বীজমন্ত্র। দুর্গাপূজায় এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

হ্রীমৎ (ত্রি) হ্রীবিদ্যতেঽস্য মতুপ্। লজ্জাযুক্ত, সলজ্জ, লজ্জালু।

হ্রীমত্ত্ব (ক্লী) হ্রীমতোভাবঃ ত্ব। হ্রীমানের ভাব বা ধর্ম্ম, লজ্জা।

হ্রীবের (ক্লী) হ্রিয়ে লজ্জায়ৈ বেরমঙ্গমস্য, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। (Pavonia odorata) সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ, বালক, চলিত হিন্দী—গন্ধবালা। মহারাষ্ট্র—সুগন্ধবালা। কলিঙ্গ—করম্বাল। গুণ—ছর্দ্দি, হৃল্লাস, তৃষ্ণা ও অতিসাররোগনাশক।

হ্রীবেরাদিপাচন (ক্লী) জ্বরাতীসারোক্ত পাচনভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—বালা, আতাইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনে মিলিত ১ তোলা, জল ২ তোলা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে জ্বাল দিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে। এই কাথ পরিষ্কার বস্ত্রে ছাকিয়া লইয়া সেবন করিবে। ইহা সেবনে মলের পিচ্ছিলতা, শূল ও আমদোষ নিবারিত হয়। ইহাতে জ্বররহিত বা জ্বরহীন এবং সরক্ত অতীসাররোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

অন্যবিধ—স্ত্রীরোগাধিকারোক্ত পাচনবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—বালা, সোনাছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞ্চ, মুতা, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া ও আতাইচ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণ লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। ইহা বস্ত্রে ছাকিয়া লইয়া সেবন করিবে। এই কাথ-সেবনে স্ত্রীদিগের নানাপ্রকার অতীসার, রক্তস্রাব ও সূতিকারোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° স্ত্রীরোগাধি°)

হ্রীবেরাদ্যতৈল (ক্লী) রক্তপিত্তরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষার কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ১ সের। কল্কার্থ বালা, বেণার মূল, লোধ, পদ্মকেশর, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুথা, শুণ্ঠী, রক্তচন্দন, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চির ছাল, ত্রিফলা, শুঁঠ, বয়ড়াছাল, আমের আটি, জামের আটি ও রক্তোৎপলের মূল প্রত্যেকে ২ তোলা। এই সকল কল্ক দ্বারা তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে রক্তপিত্ত, কাস ও উরঃক্ষত রোগ শান্তি এবং বল, বর্ণ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। (ভৈষজ্যরত্না° রক্তপিত্তরোগাধি°)

হ্রীবেল, হ্রীবেলক (পুং) হ্রীবের পৃষোদরাদিত্বাৎ রস্য লঃ। পক্ষে স্বার্থে কন্। হ্রীবেরশব্দার্থ।

হ্রুড়, গতি। ভ্বাদি°, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ হ্রোড়তে। লিট্ জুহ্রুড়ে। লুট্ হ্রোড়িতা। লুঙ্ অহ্রোড়িষ্ট।

হ্রুৎ (স্ত্রী) হিংসক, হিংসাকারী। "ন হ্রুতঃ পততঃ পরিহ্রুৎ" (ঋক্ ৬।৪।৫) 'হ্রুতঃ হিংসকান্' (সায়ণ)

হ্রূম্ (অব্য°) তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্রবিশেষ। হ্রাম্, হ্রীম্, হ্রূম্, ইত্যাদি বীজমন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হয়।

হ্রেপ্ গতি, গমন। ভ্বাদি°, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ হ্রেপতে। লোট্ হ্রেপতাং। লিট্ জিহ্রেপে। লুঙ্ অহ্রেপিষ্ট। ণিচ্ হ্রেপয়তি। লুঙ্ অজিহ্রেপৎ।

হ্রেষ, ১ অশ্বশব্দ। ২ গতি। ভ্বাদি°, আত্মনে°. লট্ হ্রেষতে। লোট্ হ্রেষতাং। লিট্ জিহ্রেষে। লুট্ হ্রেষিতা, লুঙ্ অহ্রেষিষ্ট।

হ্রেষা (স্ত্রী) হ্রেষ ভাবে অ টাপ্। অশ্বধ্বনি, ঘোড়ার ডাক, অশ্বদিগের কণ্ঠবিনির্গত শব্দ।

হ্রেষাণ (ক্লী) হ্রিষ গতৌ ল্যুট্। গমন, গতি।

হ্রেষিন্ (ত্রি) হ্রেষ-ণিনি। হ্রেষারবযুক্ত।

হ্রৌড়, গতি। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হ্রৌড়তে। লোট্ হ্রৌড়িতাং। লিট্ জুহ্রৌড়ে। লুট্ হ্রৌড়িতা। লুঙ্ অহ্রৌড়িৎ।

হ্রৌম্ (অব্য°) তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্রবিশেষ। হ্রাম, হ্রীম্, হ্রূম্, হ্রেম্ ও হ্রৌম্। একসকল মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস পূজা করা হয়।

হ্লগ, সংবরণ। আচ্ছাদন। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সেট্। লট্ হ্লগতি। লোট্ হ্লগতু। লিট্ জহ্লাগ। লুট্ হ্লগিতা। লুঙ্ অহ্লগীৎ। ণিচ্ হ্লাগয়তি।

হ্লপ, ভাষণ, কথন। চুরাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হ্লাপয়তি। লিট্ হ্লাপয়াঞ্চকার। লিটে কৃ, ভূ ও অস এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হইবে। লুট্ হ্লপয়িতা। ণিচ্ অজিহ্লপৎ।

হ্লস, শব্দ। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হ্লাসতি। লিট্ জহ্লাস। লুট্ হ্লাসিতা। লুঙ্ অহ্লসীৎ। ণিচ্ হ্লাসয়তি।

হ্লাদ, ১ সুখ, আহ্লাদ। ২ অব্যক্ত শব্দ। ভ্বাদি°, আত্মনে°, সুখার্থে সক°, শব্দার্থে অক°, সেট্। লট্ হ্লাদতে। লোট্ হ্লাদতাং। লিট্ জহ্লাদে। লুট্ হ্লাদিতা। লুঙ্ অহ্লাদিষ্ট। ণিচ্ হ্লাদয়তি। লুঙ্ অজিহ্লদৎ।

হ্লাদ (পুং) হ্লাদ-ঘঞ্। আহ্লাদ, আনন্দ।

"তত্তত্তদ্গাত্রসংসর্গী পবনো হ্লাদদায়কঃ।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১৫।৩৩)

২ হিরণ্যকশিপুর পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু° ১।৫। অ°)

হ্লাদক (ত্রি) হ্লাদয়তীতি হ্লাদ-ণ্বুল্। ১ আহ্লাদক। আনন্দজনক। হ্লাদে কুশল-কন্ (পা ৫।২।৬৪) ২ আহ্লাদ বিষয়ে কুশল।

হ্লাদন (ক্লী) হ্লাদ-ল্যুট্। ১ আহ্লাদ, আমোদ। (পুং) ২ শিব।

হ্লাদনীয় (ত্রি) হ্লাদ-অনীয়র্। আহ্লাদযোগ্য। আনন্দার্হ, আহ্লাদের উপযুক্ত।

হ্লাদিকা (স্ত্রী) আহ্লাদয়িত্রী, আহ্লাদজনিকা।

"হ্লাদিকাবতি" (ঋক্ ১০।১৬।১৪) 'হ্লাদিকে হি আহ্লাদয়িত্রি, হ্লাদিকাবত্যাহ্লাদফলযুক্তৈর্বৃক্ষৈস্তদ্বতি হে পৃথিবি' (সায়ণ) এত শব্দ পৃথিবীর বিশেষণ।

হ্লাদিকাবৎ (ত্রি) আহ্লাদজনক বস্তুবিশিষ্ট। (ঋক্ ১০।১৬।১৪)

হ্লাদিন্ (ত্রি) হ্লাদ-ণিনি আহ্লাদবিশিষ্ট, আনন্দযুক্ত।

হ্লাদিনী (স্ত্রী) হ্লাদিন্-ঙীষ্। ১ শক্তিবিশেষ। ঈশ্বরের শক্তিভেদ।

"হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥"
(ভাগ° ৭।১।৬ টীকায় স্বামী)

২ নদীভেদ। [আর্য্য দেখ।] ৩ বিদ্যুৎ। ৪ বজ্র।

হ্লাদুক (ত্রি) আহ্লাদযুক্ত। (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৬।৩।১)

হ্লাদুকাবৎ (ত্রি) হ্লাদিকাবৎ। আহ্লাদজনক।

হ্লাদুনি (স্ত্রী) হ্রাদুনি। [হ্রাদুনি দেখ।]

হ্লীক (ত্রি) হ্রীক। [হ্রীক দেখ।]

হ্লীকা (স্ত্রী) হ্লী লজ্জায়াং (হ্লিয়োরশ্চ লো বা। উণ্ ৩।৪৮) ইতি কন্, রস্য লঃ। লজ্জা, ত্রপা। (উজ্জ্বল)

হ্লীকু (স্ত্রী) হ্রী হ্রিয়ঃ কুক্ রশ্চ লো বা ইতি কুক্ পক্ষে রস্য লঃ। ১ লজ্জিত, সলজ্জ। ২ জতু, জৌ। ৩ ত্রপু। (অমরটীকা)

হ্লেষা (স্ত্রী) হ্লেষ ভাবে অ, রস্য লঃ। হ্রেষা, অশ্বধ্বনি। (অমর)

হ্বল, চলন, ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হ্বলতি। লিট্ জহ্বাল। লৃট্ হ্বলিতা। লুঙ্ অহ্বলীৎ। ণিচ্ হ্বলয়তি, হ্বালয়তি।

হ্বাতৃ (ত্রি) হ্বে-তৃচ্। আহ্বানকারক।

হ্বাতব্য (ত্রি) হ্বা-তব্য। আহ্বানযোগ্য।

হ্বান (ক্লী) হ্বে-ল্যুট্। আহ্বান, হূতি।

হ্বার (পুং) হ্বৃ কৌটিল্যে ঘঞ্। কুটিল।

"বাতচোদিতো হ্বারো ন" (ঋক্ ১।১৪১।৭)
'হ্বারঃ কুটিলঃ' (সায়ণ)

হ্বার্য্য (ত্রি) হ্বা-ণ্যৎ। কুটিলগামী, বক্রগামী। "পুত্রো হ্বার্য্যাণাং" (ঋক্ ৫।৯।৪) 'হ্বার্য্যাণাং কুটিলং গচ্ছতাং' (সায়ণ)

হ্বৃ ২ কৌটিল্য, বক্রীকরণ। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, অনিট্। লট্ হ্বরতি। লিট্ জহ্বার। লুট্ হ্বর্ত্তা। লৃট্ হ্বরিষ্যতি। লুঙ্ অহ্বর্ষাৎ। সন্ জুহ্বর্ষতি। যঙ্ জাহ্বর্য্যতে। যঙ্-লুক্ জাহ্বর্ত্তি, ণিচ্ হ্বারয়তি। লুঙ্ অজিহ্বরৎ।

হ্বে, ১ স্পর্দ্ধা। ২ আহ্বান। ৩ শব্দ। ভ্বাদি°, উভয়প°, শব্দার্থে অক°, স্পর্দ্ধার্থে সক°, অনিট্। লট্ হ্বয়তি-তে। লিট্ জুহাব। জুহবে। লুট্ হ্বাতা। লৃট্ হ্বাস্যতি। লঙ্ অহ্বৎ। লুঙ্ অহ্বাস্ত। কর্ম্মবাচ্য লট্ হূয়তে। লুঙ্ অহ্বায়ি। সন্ জুহূষতি। যঙ্ জোহূয়তে। যঙ্-লুক জোহবীতি, জোহেতি। ণিচ্ হ্বায়য়তি। লুঙ্ অজুহবৎ।

সমাপ্ত